সচিত্র

# মহাভারত।

বঙ্গানুবাদ।

বর্দ্ধমানরাজ ৺ মহ্‌তাব্‌চন্দ বাহাদুরের
ব্যয়ে ও যত্নে অনুবাদিত।

বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুমতি অনুসারে

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীমমেশিন প্রেসে
শ্রীবিহারিলাল সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৮।০ আট টাকা চারি আনা।

## ১।  বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ
## ৺ মহতাবচন্দ বাহাদুর।



১৭৬৫ শকে মহারাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর ত্রয়োবিংশতি বর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া নিজ বুদ্ধিবলে বর্দ্ধমান রাজ্যের শাসন ও উন্নতি সাধন করেন। এবং তিনি ১৮০১ শকে ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবরাজ্য পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরই যত্নে এবং ব্যয়ে এই মহাভারত অনুবাদিত হয়।

১। গণেশ-বেদব্যাস।




বেদব্যাস কহিলেন, হে অনঘ গণ-নায়ক! আমি মুখে বলিয়া যাই, আপনি আমার মনঃ-সঙ্কল্পিত মহাভারত-গ্রন্থের লেখক হউন। ইহা শ্রবণ করিয়া গণপতি কহিলেন, আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে যদ্যপি আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে, তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি। ব্যাস কহিলেন, আপনিও কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

# ছবির সূচীপত্র।


| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| ৺মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর | /০ |
| গণেশ-বেদব্যাস | ১ |
| সৌতি-শৌনক | ১ |
| গরুড় ও গজকচ্ছপ | ৩৩ |
| সমীক-পরীক্ষিৎ | ৪০ |
| জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ | ৪৮ |
| একলব্যের গুরুদক্ষিণা | ১২৭ |
| ভীম-হিড়িম্ব | ১৪৭ |
| অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ | ১৭২ |
| যুধিষ্ঠির সভায় নারদের আগমন | ২১৪ |
| ভীম জরাসন্ধে সংগ্রাম | ২৩২ |
| শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শিশুপাল বধ | ২৪৮ |
| যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা | ২৬২ |
| দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ | ২৬৪ |
| দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ | ২৬৬ |
| পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন | ২৭৯ |
| ভীমের সহিত কীর্ম্মীরের যুদ্ধ | ২৯০ |
| পার্থকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান | ৩২১ |
| অর্জ্জুন-উর্ব্বশী | ৩২৬ |
| নল-দময়ন্তী | ৩৩৮ |
| সগর-সন্তানগণ ভস্মীভূত | ৩৮৪ |
| পরশুরামের পিতৃ-আজ্ঞা পালন | ৩৯২ |
| ভীম-হনুমান্‌ | ৪১৯ |
| পাণ্ডবে গন্ধর্ব্বে মহাযুদ্ধ | ৫১১ |
| ভীমকর্ত্তৃক জয়দ্রথের লাঞ্ছনা | ৫৩২ |
| রাম-রাবণের যুদ্ধ | ৫৪০ |
| সাবিত্রী-সত্যবান্‌ | ৫৫৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| শমীবৃক্ষে পাণ্ডবগণের অস্ত্ররক্ষা | ৫৮৩ |
| দ্রৌপদীকে কীচকের পদাঘাত | ৫৯০ |
| ভীমকর্ত্তৃক কীচক বধ | ৫৯৮ |
| উত্তরের অনুনয় | ৬১০ |
| কৃষ্ণালয়ে অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন | ৬৪৫ |
| ভীষ্ম | ৮২৭ |
| কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | ৮৪৭ |
| ভীষ্মের প্রতিজ্ঞারক্ষা | ৯৩৮ |
| ভীষ্মের শরশয্যা | ৯৫৫ |
| দ্রোণ | ৯৬১ |
| অর্জ্জুনের সহিত সংশপ্তকদিগের যুদ্ধ | ৯৭৮ |
| ব্যূহমধ্যে অভিমন্যুর সংগ্রাম | ১০০২ |
| দ্রোণ-বধ | ১১৬৮ |
| সেনাপতি কর্ণ | ১১৮৭ |
| দুঃশাসনের রক্তপান | ১২৯২ |
| কর্ণ-বধ | ১৩০৬ |
| দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধন | ১৩৫৬ |
| দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ | ১৩৮৮ |
| লোহার ভীম | ১৪২৫ |
| গান্ধারীর শোক | ১৪২৮ |
| যদুবংশে অভিশাপ | ২১১৫ |
| মুষল চূর্ণ | ২১১৭ |
| যাদবগণের পরস্পর যুদ্ধ | ২১১৯ |
| বলরামের দেহত্যাগ | ২১২০ |
| শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ | ২১২০ |
| যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ | ২১২৬ |

# মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের সূচীপত্র।


| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
| --- | --- |
| মহাভারতের উপক্রমণিকা ... | ১ |
| সমন্তপঞ্চকের বৃত্তান্ত ... ... | ৭ |
| অক্ষৌহিণ্যাদি-পরিমাণ ও মহাভারতীয় পর্ব্বসংগ্রহ ... | ৮ |
| অষ্টাদশ পর্ব্বের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং শ্লোক ও অধ্যায়ের সংখ্যা ... | ৯ |
| মহাভারতের মাহাত্ম্য ও ফলশ্রুতি ও জনমেজয়ের প্রতি সরমার শাপ ... | ১৪ |
| জনমেজয়ের পুরোহিতবরণ ও আয়োদ-ধৌম্য এবং তৎশিষ্যত্রয়ের উপাখ্যান ... ... | ১৫ |
| উতঙ্কের উপাখ্যান ও পৌষ্যোপাখ্যান | ১৭ |
| ভৃগুবংশ ও পুলোমার উপাখ্যান ... | ২০ |
| চ্যবনোৎপত্তি ও রক্ষোবিনাশ, অগ্নির প্রতি ভৃগুর শাপ এবং অগ্নির ক্রোধপ্রকাশ ... ... | ২১ |
| ব্রহ্মকর্ত্তৃক অগ্নির সান্ত্বনা, রুরু ও প্রমদ্বরার জন্ম এবং বিবাহপ্রসঙ্গ ও প্রমদ্বরার সর্পাঘাত ... | ২২ |
| রুরুর খেদ ও দেবদূতের সহিত কথোপকথন, প্রমদ্বরার পুনর্জ্জীবন, রুরুর সহিত প্রমদ্বরার বিবাহ, রুরু ডুণ্ডুভসংবাদ ও ডুণ্ডুভোপাখ্যান ... ... | ২৩ |
| জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ প্রস্তাব ও পিতৃগণের সহিত জরৎকারু ঋষির কথোপকথন ... ... | ২৪ |
| জরৎকারুর বিবাহ, আস্তীকের জন্ম ও সর্পরক্ষার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং কদ্রু ও বিনতার বরপ্রাপ্তি ... | ২৫ |
| অরুণের জন্ম ও বিনতার প্রতি শাপ, দেবগণের সমুদ্রমন্থন মন্ত্রণা ও সমুদ্রমন্থন ... ... | ২৬ |
| চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ, পারিজাত, অমৃত-কমণ্ডলুধারি-ধন্বন্তরি, ঐরাবত ও কালকূটের উৎপত্তি, দেবগণের অমৃত পান ও দেবাসুরের যুদ্ধ ... ... | ২৭ |
| কদ্রু ও বিনতার পণ, সর্পগণের প্রতি কদ্রুর শাপ এবং কদ্রু ও বিনতার সমুদ্র দর্শন ... ... | ২৮ |
| নাগগণ-কর্ত্তৃক উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ করণ, বিনতার দাসীত্ব, গরুড়ের উৎপত্তি ও দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব ... ... | ২৯ |
| গরুড়ের তেজঃসম্বরণ, সর্পবহনপূর্ব্বক সূর্য্য-সন্নিকট দিয়া সুপর্ণের গমন ও ইন্দ্রের সর্পরক্ষণ গরুড়ের দাসত্ব | ৩০ |
| কারণ জিজ্ঞাসা বিনতার দাসীত্ব মোচন জন্যঅমৃত আহরণার্থ সর্পগণ কর্ত্তৃক গরুড়ের নিয়োগ, গরুড়ের অমৃতাহরণার্থ যাত্রা ও নিষাদগণ ভক্ষণ ... ... | ৩১ |
| গরুড়ের সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ মোচন, কশ্যপ সমীপে খাদ্যপ্রার্থনা ও গজকচ্ছপের ইতিহাস ... ... | ৩২ |
| গরুড়কর্ত্তৃক বটশাখা ভঙ্গ ও বহন এবং গরুড়ের গজকচ্ছপ ভক্ষণ ... | ৩৩ |
| বালিখিল্য ঋষিগণের যজ্ঞদ্বারা পক্ষীন্দ্রের জন্মবিবরণ ... ... | ৩৪ |
| সুরগণের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ, অমৃত হরণ ও বিষ্ণুর নিকট বরপ্রাপ্তি ... | ৩৫ |
| ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের সখ্য ও সর্প ভক্ষণ বরপ্রাপ্তি, বিনতার দাসীত্ব মোচন ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক অমৃত প্রত্যাহরণ, নাগগণের নাম কীর্ত্তন ... | ৩৬ |
| অনন্তের তপস্যা ও পৃথিবীধারণ, নাগগণের সর্পযজ্ঞ নিবারণার্থ পরামর্শ ... ... | ৩৭ |
| নাগগণের প্রতি এলাপত্রের বাক্য ... | ৩৮ |
| জরৎকারুকে ভগিনী দানার্থ সর্পগণের প্রতি বাসুকির নিয়োগ ও পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকণ্ঠে মৃতসর্প প্রদান ... ... | ৩৯ |
| পরীক্ষিতের প্রতি ঋষিকুমারের শাপ | ৪০ |
| মুনি শিষ্যমুখে পরীক্ষিতের শাপ শ্রবণ ও তক্ষক কশ্যপ সংবাদ ... | ৪১ |
| তক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের দংশন ... | ৪২ |
| পরীক্ষিতের মৃত্যু, জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ, জরৎকারু যাযাবর সংবাদ, ... ... | ৪৩ |
| জরৎকারুর বিবাহ-জন্য কন্যা প্রার্থনা এবং জরৎকারুর বিবাহ ... | ৪৪ |
| জরৎকারুর সগর্ভস্ত্রী পরিত্যাগ ও স্বীয় ভগিনীর সহিত বাসুকির কথোপকথন ... ... | ৪৫ |
| আস্তীক-জন্ম, জনমেজয় কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের শাপ শ্রবণ ... | ৪৬ |
| জনমেজয়ের খেদ ও ক্রোধ, জনমেজয়ের সর্পসত্র-মন্ত্রণা, সর্পযজ্ঞারম্ভ, সর্পযজ্ঞের বিবরণ ... | ৪৭ |
| সর্পসত্র নিবারণ জন্য আস্তীকের আগমন ... ... | ৪৮ |
| আস্তীক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ, জনমেজয় এবং ঋত্বিক্ প্রভৃতির প্রশংসা, সর্পযজ্ঞ নিবারণার্থ আস্তীকের বর প্রার্থনা | ৫০ |
| সর্পসত্রে নিহত প্রধান-সর্পগণের নাম কথন ... ... ... | ৫১ |
| সর্পযজ্ঞ নিবৃত্তি ও আস্তীকাখ্যান সমাপ্তি, মহাভারত-শ্রবণ জন্য শৌনকের প্রশ্ন, ব্যাস জনমেজয়-সংবাদ ... ... | ৫২ |
| ভারত কথনার্থ ব্যাসকর্ত্তৃক বৈশম্পায়নের নিয়োগ পাণ্ডবগণের জন্মাবধি রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সংক্ষেপ বৃত্তান্ত ... ... | ৫৩ |
| বিস্তৃতরূপে তৎশ্রবণার্থ জনমেজয়ের প্রশ্ন, মহাভারতের মাহাত্ম্যাদি কথন | ৫৪ |
| উপরিচর রাজার উপাখ্যান ... | ৫৫ |
| মৎস্যগন্ধার জন্মবিবরণ ... | ৫৬ |
| বেদব্যাসের জন্মবিবরণ, ভীষ্মাদির উৎপত্তি কথন ... ... | ৫৭ |
| ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়োৎপত্তি কথন ও মানবযোনিতে অসুরাদির জন্ম বিবরণ ... ... | ৫৮ |
| ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ স্বীকার, দেব দানবাদির উৎপত্তির প্রশ্ন ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতির উৎপত্তি ... | ৫৯ |
| সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি ... ... | ৬০ |
| বিস্তৃতরূপে অংশাবতরণ কথন ... | ৬২ |
| দুষ্মন্ত রাজার উপাখ্যান, দুষ্মন্তের মৃগয়া ... ... | ৬৫ |
| কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণন ... | ৬৬ |
| কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের কথোপকথন, শকুন্তলার জন্ম বর্ণন ... ... | ৬৭ |
| দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, ভরতের জন্ম ও সর্ব্বদমন নামপ্রাপ্তি ... ... | ৬৯ |
| শকুন্তলার স্বামীর নিকটে গমন ও ভরতের রাজ্যলাভ ... | ৭০ |
| দক্ষপ্রজাপতির বংশাবলি কথন ... | ৭৩ |
| কচের উপাখ্যান ... ... | ৭৫ |
| দেবযানী ও কচের পরস্পর শাপ ... | ৭৬ |
| শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর বিরোধ ও শর্ম্মিষ্ঠা-কর্ত্তৃক দেবযানীর কূপে নিক্ষেপ, শুক্র ও দেবযানীর কথোপকথন ... | ৭৭ |
| দেবযানীর শর্ম্মিষ্ঠাকে দাসীকরণ ... | ৭৮ |
| যযাতির সহিত দেবযানী-বিবাহ ... | ৮০ |
| দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রজন্ম, যযাতির প্রতি শুক্রের শাপ ... | ৮১ |
| পুরুর প্রতি যযাতির জরাসংক্রমণ ও পুরুর রাজ্যাভিষেক ... | ৮৩ |

# আদিপর্ব্বের সূচীপত্র।


| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| যযাতির স্বর্গারোহণ, ইন্দ্রের সহিত যযাতির কথা ... ... | ৮৪ |
| স্বর্গ হইতে পতনকালে অষ্টকাদির সহিত যযাতির কথোপকথন, যযাতির স্বর্গভোগ বর্ণন ... ... | ৮৫ |
| অষ্টকাদি ও যযাতির উক্তি প্রত্যুক্তি ... | ৮৬ |
| অষ্টকাদির সহিত যযাতির পুনঃস্বর্গারোহণ, পুরুবংশাবলী কীর্ত্তন ... | ৮৯ |
| মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ ও বসুগণের সহিত গঙ্গার কথোপকথন, গঙ্গা প্রতীপ সংবাদ ... | ৯১ |
| প্রতীপের পুত্রোৎপত্তি ও শান্তনুর প্রতি আদেশ, শান্তনুর মৃগয়া ও গঙ্গাদর্শন, শান্তনুর গঙ্গাসম্ভোগ ও বসুগণের জন্ম ... ... | ৯৪ |
| গঙ্গাকর্ত্তৃক শান্তনুর নিকট বসুগণের শাপ ও আত্মবিবরণ কথন ... | ৯৫ |
| শান্তনুর পুনর্গঙ্গাদর্শন ও ভীষ্মের পিত্রালয়ে আগমন ... | ৯৬ |
| শান্তনুর সত্যবতী-দর্শন ও দাশের সহিত কথোপকথন, ভীষ্মের দাশরাজের নিকট প্রতিজ্ঞা ও সত্যবতী-আনয়নপূর্ব্বক পিতাকে প্রদান ... ... | ৯৭ |
| চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম, শান্তনুর স্বর্গারোহণ, গন্ধর্ব্বযুদ্ধে চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু ও বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যাভিষেক ... ... | ৯৮ |
| কাশিরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ম্বরে ভীষ্মকর্ত্তৃক রাজগণের পরাজয় এবং বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ ও মৃত্যু ... ... | ৯৯ |
| বংশরক্ষার্থ ভীষ্মের সহিত সত্যবতীর পরামর্শ ... ... | ১০০ |
| ভীষ্মকর্ত্তৃক সত্যবতীর নিকটে পরশুরাম ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান কথন | ১০১ |
| ব্যাস সত্যবতী-সংবাদ ও ব্যাসের ভারতবংশ রক্ষণ স্বীকার ... | ১০২ |
| ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুরের জন্ম ... | ১০৩ |
| অণীমাণ্ডব্যের উপাখ্যান ... | ১০৪ |
| ধর্ম্মের প্রতি মাণ্ডব্য শাপ, পাণ্ডুর রাজ্যপ্রাপ্তি, গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ ... | ১০৫ |
| কুন্তির মন্ত্রপ্রাপ্তি ও কর্ণের জন্মাদি-বিবরণ ... ... | ১০৬ |
| কুন্তীর স্বয়ম্বর ও পাণ্ডুর সহিত বিবাহ, পাণ্ডুর মাদ্রীর সহিত বিবাহ ও দিগ্বিজয় ... ... | |
| পাণ্ডুজিত ধনবিভাগ ও তাঁহার বন বিহার এবং বিদুরের বিবাহ ... | ১০৮ |
| গান্ধারীর শত পুত্রোৎপত্তি, দুঃশলার জন্ম বিবরণ ... ... | ১০৯ |
| দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতার নামকীর্ত্তন, পাণ্ডুকর্ত্তৃক মৃগরূপিমুনিবধ ও তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডুর শাপ ... | ১১০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| স্ত্রীদ্বয়ের সহিত পাণ্ডুর বানপ্রস্থাশ্রম প্রবেশ ও শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে তপস্যা | ১১১ |
| পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদনার্থ তাপসগণের সহিত মন্ত্রণা ... ... | ১১২ |
| কুন্তীর প্রতি অপত্যোৎপাদনার্থ পাণ্ডুর আদেশ, কুন্তীকর্ত্তৃক ব্যুষিতাশ্ব ও ভদ্রার উপাখ্যান কথন ... | ১১৩ |
| পাণ্ডু কর্ত্তৃক শ্বেতকেতুর নিয়ম বর্ণন ও কুন্তীর প্রতি পুনর্ব্বার আদেশ ... | ১১৪ |
| যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের জন্ম-বিবরণ | ১১৫ |
| নকুল ও সহদেবের জন্ম-বিবরণ ... | ১১৭ |
| পাণ্ডুরাজার পরলোক প্রাপ্তি ও মাদ্রীর সহগমন, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবদিগের হস্তিনাগমন ... | ১১৮ |
| পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতক্রিয়া ... | ১১৯ |
| সত্যবতী প্রভৃতির বনগমন ও দেহত্যাগ, ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের বাল্যক্রীড়া ... ... | ১২০ |
| ভীমের বিষভক্ষণ ও নাগলোকে গমন | ১২১ |
| যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ ও ভীমের নাগলোক হইতে আগমন, কৃপ ও কৃপীর জন্ম-বিবরণ ... | ১২২ |
| দ্রোণ ও দ্রৌণির জন্ম-বৃত্তান্ত এবং দ্রোণের দিব্যাস্ত্রাদি-লাভ কথন ... | ১২৩ |
| দ্রোণ ও দ্রুপদের কথোপকথন, দ্রোণের হস্তিনাপুরে প্রবেশ ও ভীষ্মসমীপে আত্মবিবরণ কথন ... | ১২৪ |
| দ্রোণের নিকটে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা ... ... | |
| একলব্যের দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দান, দ্রোণের শিষ্য পরীক্ষা ... | ১২ |
| অর্জ্জুনের দ্রোণ-নিকটে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্তি, ভীষ্মাদির নিকটে কৌরবাদির অস্ত্র শিক্ষা-পরিচয় প্রদান ... | |
| অর্জ্জুনের অস্ত্র-পরীক্ষা ... | |
| কর্ণের অস্ত্রপ্রদর্শনাদি ও অঙ্গ রাজ্যাভিষেক ... ... | ১৩০ |
| অধিরথের আগমন ও অস্ত্র পরীক্ষা সমাপ্তি ... ... | ১৩১ |
| দ্রোণের দক্ষিণা প্রার্থনা, দুর্য্যোধনাদির সহিত পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ ও গজানীকের সহিত ভীমের যুদ্ধ ... | ১৩২ |
| দ্রুপদাদির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও দ্রুপদকে ধৃতকরণ, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সামাত্য দ্রুপদকে দ্রোণ-সমীপে সমর্পণ করণ এবং দ্রোণ ও দ্রুপদের সখ্য ও যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেক ও পাণ্ডবগণের উন্নতি ... ... | ১৩৩ |
| কণিকের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণা ... | ১৩৪ |
| সংক্ষেপে জতুগৃহ-দাহ কথন ... | ১৩৫ |
| দুর্য্যোধনের পাণ্ডবগণের প্রতি ঈর্ষা ও ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আক্ষেপ, পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে বিবাসন করণের মন্ত্রণা ... | ১৩৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পাণ্ডবদিগের প্রতি বারণাবতগমনাদেশ, পুরোচনের প্রতি জতুগৃহ নির্ম্মাণাদেশ ... ... | ১ |
| পাণ্ডবগণের বারণাবতযাত্রা ও বিদুরের স্থানে উপদেশ প্রাপ্তি, পাণ্ডবাদির জতুগৃহে বাস ... | ১ |
| খনকের দ্বারা সুরঙ্গ খনন ... | ১ |
| জতুগৃহ দাহ এবং পৃথা ও পাণ্ডবগণের পলায়ন, বিদুর-প্রেরিত নাবিকদ্বারা পাণ্ডবগণের গঙ্গা উত্তরণ ... ... | ১ |
| বারণাবতবাসিবর্গের বিষাদ ও হস্তিনায় সংবাদ প্রেরণ এবং পাণ্ডবাদির উদকক্রিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি-সকলকে লইয়া ভীমের গমন ও যুধিষ্ঠিরাদিকে বনে স্থাপন-পূর্ব্বক ভীমের জলানয়ন, খেদোক্তি এবং জাগরণ .. ... | |
| হিড়িম্বের পাণ্ডবদর্শনে আনন্দ ও পাণ্ডবানয়ন-জন্য হিড়িম্বার প্রতি আদেশ ... ... | |
| হিড়িম্বা ও ভীমের কথোপকথন, হিড়িম্বের আগমন ও হিড়িম্বার মানবীরূপ দর্শন ... | |
| ভীম ও হিড়িম্বের উত্তর প্রত্যুত্তর, হিড়িম্বরাক্ষসের সহিত ভীমের যুদ্ধারম্ভ, কুন্তী ও হিড়িম্বার উক্তি প্রত্যুক্তি ... ... | |
| ভীম ও অর্জ্জুনের উক্তি প্রত্যুক্তি, হিড়িম্ব বধ ... ... | |
| হিড়িম্বার সহিত ভীমের সংসর্গ এবং ঘটোৎকচের জন্ম, পাণ্ডবগণের ব্যাস-দর্শন ও একচক্রা নগরীতে বাস ... ... | |
| ব্রাহ্মণের ক্রন্দন শ্রবণে কুন্তীর করুণা, ব্রাহ্মণের খেদোক্তি ... | |
| ব্রাহ্মণীর খেদোক্তি ... ... | |
| বিপ্রকন্যার খেদোক্তি, ব্রাহ্মণকুমারের উক্তি ... ... | |
| কুন্তী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন ... | |
| যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর কথোপকথন, বকরাক্ষসের সহিত ভীমের যুদ্ধ | |
| বকবধ ও একচক্রাবাসিবর্গের আহ্লাদ, পাণ্ডবাদির নিকটে অভ্যাগত ব্রাহ্মণের কথারম্ভ ... ... | |
| দ্রোণ ও দ্রুপদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, দ্রুপদেরপুত্রোৎপত্তি-জন্য যাজোপযাজের যাগ ... ... | |
| ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম-বিবরণ | |
| পাণ্ডবগণের পাঞ্চালনগরে গমনোদ্যোগ ... ... | |
| পাণ্ডব-সমীপে ব্যাসের গমন ও দ্রৌপদীর পূর্ব্ব বিবরণ কথন, পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল-যাত্রা এবং অঙ্গারপর্ণ ও অর্জ্জুনের উক্তি প্রত্যুক্তি। | |

# আদিপর্ব্বের সূচীপত্র।


| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বের রথ-দাহাদি | ১৫৮ |
| গন্ধর্ব্ব ও অর্জ্জুনের সখ্য-সংস্থাপন | ১৫৯ |
| তপতীর ইতিহাসারম্ভ, সম্বরণের মৃগয়া ও তপতী-দর্শন | ১৬০ |
| সম্বরণ ও তপতীর কথোপকথন, সম্বরণের সূর্য্যারাধনা | ১৬১ |
| বসিষ্ঠকর্ত্তৃক তপতীর আনয়ন ও তপতীর সহিত সম্বরণের বিবাহ, সম্বরণের স্বরাজ্যাগমন ও কুরুর উৎপত্তি | ১৬২ |
| বসিষ্ঠমুনির বিবরণ, বসিষ্ঠকর্ত্তৃক সসৈন্য বিশ্বামিত্রের আতিথ্যসৎকার ও বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বসিষ্ঠের কাম ধেনু হরণ | ১৬৩ |
| বসিষ্ঠ-ধেনু-কর্ত্তৃক সৈন্য সৃষ্টি এবং বিশ্বামিত্রের পরাজয় ও তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ, কল্মাষপাদের প্রতি শক্তির শাপ | ১৬৪ |
| কল্মাষপাদের প্রতি ব্রহ্মশাপ, কল্মাষপাদকর্ত্তৃক বসিষ্ঠ পুত্র ভক্ষণ এবং বসিষ্ঠের শোকবশতঃ প্রাণ-ত্যাগোদ্যোগ | ১৬৫ |
| কল্মাষপাদের শাপ বিমোচন ও অশ্মকের জন্ম, পরাশরের জন্ম ও পিতৃমৃত্যু শ্রবণে ক্রোধ | ১৬৬ |
| ঔর্ব্বমুনির উৎপত্তি কথন, ঔর্ব্বের ক্রোধ | ১৬৭ |
| ঔর্ব্বের ক্রোধশান্তি ও বাড়বাগ্নির সঞ্চার, পরাশরের রাক্ষসযজ্ঞ ও কল্মাষপাদের প্রতি ব্রাহ্মণীর শাপ বিবরণ | ১৬৮ |
| পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ধৌম্যের পৌরোহিত্যে বরণ, ব্রাহ্মণগণের মুখে পাণ্ডবগণের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত শ্রবণ | ১৬৯ |
| পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল নগরে প্রবেশ ও কুম্ভকারগৃহে বাস, লক্ষ্যবেধপণ ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরঘোষণা, স্বয়ম্বর সমাজে রাজগণের সমাগম ও দ্রৌপদীরপ্রবেশ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের উক্তি | ১৭০ |
| স্বয়ম্বরে সমাগত প্রধান প্রধান রাজগণের নামকীর্ত্তন, রাজগণের লক্ষ্যভেদে যত্ন ও দুরবস্থা | ১৭১ |
| অর্জ্জুনকর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ | ১৭২ |
| রাজগণ হইতে ভীত দ্রুপদের ব্রাহ্মণ-সমীপে শরণাগত হওয়া, ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধোপক্রম ও রামকৃষ্ণের কথোপকথন, অর্জ্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ | ১৭৩ |
| ভীমকর্ত্তৃক শল্যকে ভূতলে পাতন, শ্রীকৃষ্ণবাক্যে রাজগণের যুদ্ধপরিহার, কুন্তীর চিন্তা ও ভীমার্জ্জুনের কুলালগৃহ-প্রবেশ, কুন্তীর নিকট ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীরূপ ভিক্ষাপ্রাপ্তি কথন ও পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতি ভজোনার্থ কুন্তীর আদেশ, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের উক্তি প্রত্যুক্তি | ১৭৪ |
| ভার্গব-কর্ম্মশালায় রামকৃষ্ণের আগমন, ধৃষ্টদ্যুম্নের গুপ্তভাবে পাণ্ডব বৃত্তান্ত বিজ্ঞান, দ্রুপদ সমীপে ধৃষ্টদ্যুম্নের পাণ্ডব বৃত্তান্ত কথন | ১৭৫ |
| দ্রুপদ-পুরোহিতের যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন ও উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি | ১৭৬ |
| পাণ্ডবাদির পাঞ্চালভবন প্রবেশ | ১৭৭ |
| দ্রুপদের নিকটে পাণ্ডবগণের পরিচয়, দ্রৌপদীর বিবাহবিষয়ে বাদানুবাদ ও ব্যাস সমীপে দ্রুপদাদির উক্তি | ১৭৮ |
| ব্যাসকর্ত্তৃক পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যান কথন | ১৭৯ |
| দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দ্রুপদের পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পূর্ব্বদেহ-দর্শন, ব্যাসকর্ত্তৃক শঙ্করের ঋষিকন্যার প্রতি বরদান কথন, দ্রুপদের পঞ্চ পাণ্ডবকে কন্যাদান স্বীকার | ১৮০ |
| পঞ্চপাণ্ডবের সহিত পাঞ্চালীর পরিণয়, পাঞ্চালীর প্রতি পৃথার আশীর্ব্বাদ, কৃষ্ণের যৌতুক প্রেরণ, রাজগণের পাণ্ডব বৃত্তান্ত শ্রবণ, | ১৮১ |
| দুর্য্যোধনাদির আক্ষেপ ও হস্তিনায় প্রতিগমন, ধৃতরাষ্ট্রের দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরসংবাদ শ্রবণ ও দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা | ১৮২ |
| কর্ণের মন্ত্রণা | ১৮৩ |
| ভীষ্মের মন্ত্রণা, কর্ণ ও দ্রোণেরউক্তি প্রত্যুক্তি | ১৮৪ |
| বিদুরের মন্ত্রণা | ১৮৫ |
| পাণ্ডবাদিকে আনয়নার্থ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা, বিদুরের পাঞ্চাল নগরে গমন ও পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরে গমন | ১৮৬ |
| পাণ্ডবগণের অর্দ্ধরাজ্যপ্রাপ্তি ও খাণ্ডবপ্রস্থে বাস | ১৮৭ |
| যুধিষ্ঠিরের সমীপে নারদের আগমন, সুন্দ উপসুন্দের তপস্যা ও বরলাভ | ১৮৮ |
| সুন্দোপসুন্দের দিগ্বিজয় | ১৮৯ |
| তিলোত্তমার সৃষ্টি | ১৯০ |
| তিলোত্তমার নিমিত্ত সুন্দোপসুন্দের মৃত্যু, দ্রৌপদী নিমিত্তে পাণ্ডবদিগের নিয়ম নির্দ্ধারণ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের গোরক্ষা এবং অর্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্য ও বনবাস | ১৯১ |
| অর্জ্জুনের গঙ্গাদ্বারে বাস, অর্জ্জুনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক উলূপীর পাতাল পুরে প্রবেশ ও উভয়ের সংসর্গ | ১৯২ |
| অর্জ্জুনের বহুবিধ তীর্থদর্শন, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ | ১৯৩ |
| অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পঞ্চ গ্রাহমোচন ও নারী তীর্থবিবরণ-শ্রবণ | ১৯৪ |
| শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের দ্বারকা গমন, অর্জ্জুনের সুভদ্রাদর্শন ও সুভদ্রাহরণে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাকথন | ১৯৫ |
| সুভদ্রাহরণ ও যাদবাদির যুদ্ধ-সজ্জা | ১৯৬ |
| শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে যাদবগণকর্ত্তৃক সান্ত্বনাপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আনয়ন ও সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন, ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণ, বলরাম ও যাদববর্গকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগকে যৌতুক প্রদানাদি | ১৯৭ |
| অভিমন্যুর জন্ম ও অস্ত্র শিক্ষাদি, পঞ্চপাণ্ডব হইতে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রোৎপত্তি ও ঐ পুত্রগণের অস্ত্রশিক্ষা | ১৯৮ |
| যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন, কৃষ্ণার্জ্জুনাদির যমুনাতীরে বিহার, কৃষ্ণার্জ্জুন সমীপে বুভুক্ষু ব্রাহ্মণবেশে অগ্নির আগমন, অগ্নির খাণ্ডববন দাহন-জন্য কৃষ্ণার্জ্জুনসমীপে সাহায্য প্রার্থনা | ১৯৯ |
| শ্বেতকিরাজের যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দুর্ব্বাসাদ্বারা যজ্ঞসমাপ্তি | ২০০ |
| অগ্নির দৌর্ব্বল্য ও ব্রহ্মার আদেশে খাণ্ডবদাহার্থ উদ্যোগ, অগ্নির প্রতি ব্রহ্মার উক্তি, অগ্নির নিকটে অর্জ্জুনের যুদ্ধোপযোগী মন্ত্রাদি প্রার্থনা, অগ্নি ও বরুণকর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনকে যুদ্ধোপকরণপ্রদান | ২০১ |
| অগ্নি কর্ত্তৃক খাণ্ডবদাহ, খাণ্ডবদাহে পলায়মান প্রাণিগণের কৃষ্ণার্জ্জুন-কর্ত্তৃক বিনাশ ও ইন্দ্রের আজ্ঞায় জলদগণকর্ত্তৃক বারিবর্ষণ | ২০২ |
| ইন্দ্রকর্ত্তৃক অশ্বসেনের রক্ষা ও ইন্দ্রাদির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ | ২০৩ |
| ইন্দ্রাদিদেবগণের পরাজয়, অগ্নির রোগশান্তি | ২০৪ |
| অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ময় দানবের রক্ষা | ২০৫ |
| মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান | ২০৬ |
| অর্জ্জুনের নিকটে ইন্দ্রের দিব্যাস্ত্র প্রদানে অঙ্গীকার আদিপর্ব্ব সমাপ্ত | ২০৭ |

বিষয় — পৃষ্ঠা।

## সভাপর্ব্ব।


যুধিষ্ঠিরের সভানির্ম্মাণার্থ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পাইয়া ময়দানবের তৎপ্রতিকৃতি পরিমাণ করণ ... ২১১
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকায় প্রস্থান এবং বিন্দুসরোবর হইতে মণিময় ভাণ্ড, গদা, শঙ্খ আনয়নানন্তর ময়দানবের সভা নির্ম্মাণ ... ... ২১২
যুধিষ্ঠিরের সভা প্রবেশ এবং সভাসদ্দিগের নাম নির্দ্দেশ ... ২১৩
যুধিষ্ঠিরসভায় নারদের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক বিবিধ রাজ্যপালনবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন ... ... ২১৪
নারদের নিকট, যম, বরুণ, কুবের ও ব্রহ্মার সভা-বিবরণ-শুনিতে যুধিষ্ঠিরের কৌতূহল এবং নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের এবং ব্রহ্মার সভা বর্ণন ... ২১৭
হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয়যজ্ঞ-বিষয় কীর্ত্তন ও যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদানানন্তর নারদের দ্বারকায় গমন ... ... ২২১
রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ সুহৃদ্গণের সহিত যুধিষ্ঠিরের পরামর্শকরণ ও তাঁহার সুনীতি দর্শনে প্রজাগণের অনুরক্তি এবং ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন ... ... ২২২
রাজসূয় সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক জরাসন্ধের প্রভাব ও অত্যাচার বর্ণন ২২৩
জরাসন্ধবধার্থ যুধিষ্ঠিরের অনুৎসাহ ও ভীমের উৎসাহ এবং শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ দান ... ... ২২৫
জরাসন্ধবধ অসম্ভব বিবেচনায় রাজসূয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুৎসাহ এবং অর্জ্জুনের উৎসাহ, জরাসন্ধ বৃত্তান্ত-কথনে বৃহদ্রথ-বিবরণ ও জরাসন্ধ-জন্ম-বিবরণ কীর্ত্তন ... ২২৬
জরারাক্ষসীর আত্ম পরিচয় ও জরাসন্ধের নাম করণ ... ২২৭
জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা ... ... ২২৮
জরাসন্ধ-বধার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীমার্জ্জুনের মগধপুরী গমন ... ২২৯
জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীমার্জ্জুনের সাক্ষাৎ ও জরাসন্ধের নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা ... ২৩০
ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে জরাসন্ধের কামনা ... ... ২৩১
জরাসন্ধ বধ ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক বন্দিগণের কারামুক্তি এবং সহদেবের রাজ্যাভিষেক ... ... ২৩২
ভীমার্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের দিগ্বিজয়ের সংক্ষেপ বিবরণ ... ২৩৪
অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্বিজয়, ভীমের পূর্ব্বদিগ্বিজয় বিবরণ ... ২৩৫
সহদেবের দক্ষিণ দিগ্বিজয় বিবরণ ... ২৩৬
নকুলের পশ্চিম দিগ্বিজয় বিবরণ ... ২৩৮
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান এবং শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন ... ২৩৯
রাজসভায় নিমন্ত্রিত রাজগণের আগমন ও যজ্ঞস্থলে ভীষ্মদ্রোণাদির আগমন ও তাঁহাদের সৎকার ... ২৪০
ঋষিগণের তর্কবিতর্ক এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্ঘ্যদান-হেতু শিশুপালের তর্ক ... ২৪১
শিশুপালের সভা হইতে নির্গমন ভীষ্মকর্ত্তৃক কৃষ্ণের মহিমা বর্ণন ... ২৪২
যজ্ঞবিনাশার্থ মন্ত্রণা ... ... ২৪৩
রাজগণের প্রতি ভীমের ভৎর্সনা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সান্ত্বনা বৃদ্ধ হংস কথন ও কৃষ্ণনিন্দা এবং শিশুপালের প্রতি ভীমের ক্রোধ ... ২৪৫
ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্ম বৃত্তান্ত কথন ... ... ২৪৬
ভীষ্মের প্রতি রাজগণের দুর্ব্বাক্য ... ২৪৭
শিশুপালের বধ ও রাজসূয় সমাপ্তি... ২৪৮
পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্যদর্শনে দুর্য্যোধনের সন্তাপ ... ... ২৪৯
দুর্য্যোধনের প্রতি শকুনীর দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা দান ... ... ২৫০
ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে দুর্য্যোধনের দুঃখ-কাহিনী কথন এবং দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্রের দ্যূতসভা নির্ম্মাণাদেশ ... ... ২৫১
দ্যূতবিবরণ বর্ণন ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজ দুঃখকারণ বর্ণনচ্ছলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য বর্ণন... ২৫২
দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ ও দুর্য্যোধনের পাণ্ডব-ধনহরণে একান্ত অধ্যবসায়; দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির উৎসাহ ও বহু বাদানুবাদের পর ধৃতরাষ্ট্রের তদ্বিষয়ে অনুমোদন ... ... ২৫৫
দ্যূত ক্রীড়ার্থ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় আগমন ... ... ২৫৭
দ্যূতক্রীড়ার পণ নিরূপণ ও ক্রীড়ারম্ভ ২৫৮
যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উপদেশ ও তৎপ্রতি দুর্য্যোধনের ভৎর্সনা ... ২৫৯
ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ... ২৬১
দ্রৌপদীকে আনয়নার্থ বিদুরকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের আদেশ প্রত্যাখ্যান ২৬২
দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নার্থ প্রাতিকামীর অপারগতাদর্শনে দুঃশাসনের দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ... ... ২৬৪
বিকর্ণের বক্তৃতা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যোগ ও অকৃতকার্য্যতা এবং বিদুরের বক্তৃতা ও তন্মুখে প্রহ্লাদ সুধন্বার সংবাদ ... ২৬৬
দ্রৌপদীর খেদ ... ... ২৬৭
দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধনের উক্তি ও ভীমের ক্রোধ প্রকাশ, দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের উক্তি, ভীমের ক্রোধ, দ্রৌপদীকে দুর্য্যোধনের বাম উরু প্রদর্শনে তদীয় উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা ... ... ২৬৮
দ্রৌপদীর বর প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিরাদির মুক্তি ... ... ২৬৯
মুক্ত পাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান ... ২৭০
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধনের পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার প্রার্থনা, দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করণার্থ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর আদেশ, যুধিষ্ঠিরের দ্বাদশ বৎসর বনগমন ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া ও পরাজয় ... ... ২৭
দুঃশাসন ও দুর্য্যোধনের দুর্ব্বাক্যে পীড়িত হইয়া কৌরববিনাশে পাণ্ডগণের প্রতিজ্ঞা ... ২৭
যুধিষ্ঠিরের বিদায় গ্রহণ ... ২৭
কুন্তীর খেদ ... ... ২৭
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিদুরের গমন ও পাণ্ডবগণের বনবাস বিবরণ বর্ণন ২৮
পাণ্ডবগণের বনগমনে পুরবাসিগণের আক্ষেপ ও কৌরবসভায় নারদের উপস্থিতি, তৎকর্ত্তৃক কৌরবের ভাবীফল কীর্ত্তন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অবসাদ ... ... ২৮


## বনপর্ব্ব।


পাণ্ডবগণের বনগমন-বিবরণ ... ২৮
কতিপয় ব্রাহ্মণের পাণ্ডবানুগমন ... ২৮
ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির ও শৌনকাদির উক্তি ... ২৮
সূর্য্যোপাসনার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৌম্যের উপদেশ ... ২৮
যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যোপাসন ... ২
যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যের তাম্রস্থলী দান এবং তাম্রস্থলী সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া যুধিষ্ঠিরের কাম্যক বনে গমন ... ... ২৯
ধৃতরাষ্ট্রের বিদুরকে পরিত্যাগ এবং বিদুরের পাণ্ডবসমীপে গমন ... ২
বিদুরকে আনয়নার্থ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সঞ্জয়কে প্রেরণ ও বিদুরের পুনরাগমন ... ... ২
পাণ্ডববিনাশার্থ দুর্য্যোধনাদির উদ্যোগ ও কৌরবসভায় ব্যাসের আগমন ২
সুরভির উপাখ্যান এবং ব্যাসের গমন ও মৈত্রেয়ের আগমন ... ২
দুর্য্যোধনের প্রতি মৈত্রেয়ের শাপ ও কির্ম্মীর রাক্ষসের কথা ... ২৯

## বনপর্ব্বের সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| ভীমকর্ত্তৃক কির্ম্মীর রাক্ষস-বধ ... | ২৯০ |
| বনবাসী পাণ্ডবদিগের নিকট ভোজ-বংশীয়গণের আগমন ... | ২৯১ |
| কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি ... | ২৯২ |
| কৃষ্ণের দ্রৌপদীসান্ত্বনা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্রোণাদিবিনাশার্থ উক্তি ... | ২৯৪ |
| শাল্বরাজার বধোপাখ্যান ও দ্বারকাপুরী রক্ষণ বর্ণন ... ... | ২৯৫ |
| শাল্বের সহিত অসুরগণের যুদ্ধ ... | ২৯৬ |
| শাল্ব ও প্রদ্যুম্নের যুদ্ধ ... | ২৯৭ |
| শাল্বের পরাভব ... ... | ২৯৮ |
| শাল্ব বিনাশার্থ কৃষ্ণের গমন ... | ২৯৯ |
| সৌভ ও শাল্ব বধ ... ... | ৩০০ |
| পৌরগণের স্ব স্ব স্থানে গমন ... | ৩০১ |
| পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ... | ৩০২ |
| যুধিষ্ঠির ও মার্কণ্ডেয়ের কথা ... | ৩০৩ |
| দাল ভ্য বক ঋষি কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীম ও দ্রৌপদীর কথোপকথন ... | ৩০৪ |
| যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাসের আগমন এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যাদানানন্তর অন্তর্দ্ধান ... ... | ৩১৬ |
| যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিক্ষা ও ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ... ... | ৩১৭ |
| মহাদেবের সাক্ষাৎ সন্দর্শন লালসায় অর্জ্জুনের মহাতপ ... | ৩১৮ |
| মূক ও অর্জ্জুনের প্রতি এককালে কিরাতবেশী মহাদেবের শর বর্ষণ এবং অর্জ্জুনের সহিত বাদানুবাদ | ৩১৯ |
| কিরাতবেশী মহাদেব ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ | ৩২০ |
| অর্জ্জুনকে মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র দান | ৩২১ |
| অর্জ্জুনকে বরুণাদির অস্ত্র দান ... | ৩২২ |
| অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন, অর্জ্জুনের অস্ত্র ও গীতাদি শিক্ষা এবং অর্জ্জুনের নিকট উর্ব্বশীর গমন | ৩২৪ |
| অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ | ৩২৬ |
| ইন্দ্রলোক হইতে যুধিষ্ঠিরের নিকট লোমশ ঋষির আগমন, ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের বাক্য ... ... | ৩২৭ |
| যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের উক্তি ও বৃহদাশ্ব মুনির আগমন ... | ৩২৯ |
| নল রাজার উপাখ্যান প্রারম্ভ, নলের হংস ধারণ ও দময়ন্তীর সহিত হংসের কথা ... ... | ৩৩১ |
| বিদর্ভদেশে নল ও ইন্দ্রাদির সাক্ষাৎ | ৩৩২ |
| দময়ন্তীর নিকট নলের দূতরূপে গমন এবং দেবগণের প্রতি দময়ন্তীর অনাসক্তি প্রকাশ ... | ৩৩৩ |
| দেবগণের নিকট নলকর্ত্তৃক দময়ন্তীর অভিপ্রায় কথন, স্বয়ম্বর সমাজে দময়ন্তীর নল বরণ এবং দেবতাদিগের নিকট বর প্রাপ্তি ... | ৩৩৪ |
| দময়ন্তী ও নলের বিবাহ, রাজ্যশাসন ও পুত্র কন্যার জন্ম কথন ও কলি দ্বাপরের কথন ... ... | ৩৩৫ |
| কলির সাহায্যে নলের সহিত পুষ্করের অক্ষক্রীড়া ... ... | ৩৩৬ |
| সর্ব্বস্ব পরাজয়ানন্তর দময়ন্তীর সহিত নলের বনগমন, পক্ষীরূপী কলি কর্ত্তৃক নলের বস্ত্রহরণ ও নল দময়ন্তীর কথোপকথন ... | ৩৩৭ |
| নিদ্রিতা দময়ন্তীকে নলের পরিত্যাগ ও জাগ্রদবস্থায় দময়ন্তীর আক্ষেপ এবং সর্পকর্ত্তৃক দময়ন্তীর গ্রাস ও ব্যাধকর্ত্তৃক উদ্ধার ... | ৩৩৮ |
| দময়ন্তীকর্ত্তৃক নানা স্থানে নলের অন্বেষণ ... ... | ৩৩৯ |
| সার্থগণের সহিত দময়ন্তীর সাক্ষাৎ ... | ৩৪১ |
| চেদিভবনে দময়ন্তীর অবস্থিতি এবং কর্কটনাগের দংশনে নলের বিকৃতরূপ | ৩৪৩ |
| ঋতুপর্ণের সারথিরূপে নলের অবস্থিতি | ৩৪৪ |
| বিদর্ভরাজকর্ত্তৃক নলদময়ন্তীর অন্বেষণে লোক প্রেরণ ও সুদেবের দময়ন্তী দর্শন ... ... | ৩৪৫ |
| দময়ন্তীর উপদেশানুসারে নলান্বেষণে লোক প্রেরণ ... ... | ৩৪৬ |
| দময়ন্তীর নিকট পর্ণকে ব্রাহ্মণের নল সংবাদ দান ও ঋতুপর্ণ সমীপে দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর সংবাদ প্রেরণ ... ... | ৩৪৭ |
| ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভ নগরে যাত্রা ... | ৩৪৮ |
| ঋতুপর্ণ হইতে নলের অক্ষবিদ্যা প্রাপ্তি এবং কলির নলশরীর ত্যাগ ... | ৩৪৯ |
| বিদর্ভ নগরে ঋতুপর্ণের প্রবেশ এবং বাহুকরূপী নলের নিকট কেশিনীকে প্রেরণ ও উভয়ের কথোপকথন ... ... | ৩৫০ |
| বাহুকের অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে দময়ন্তীর নিশ্চয়ই নল ধারণা ... | ৩৫১ |
| নল দময়ন্তীর মিলন ও ঋতুপর্ণের নল পরিচয়প্রাপ্তি এবং স্বরাজ্যে গমন | ৩৫৩ |
| নলের স্বরাজ্যে গমন ও পুনরায় রাজ্য লাভ ... ... ... | ৩৫৪ |
| যুধিষ্ঠিরকে বৃহদশ্বের অক্ষবিদ্যা প্রদান ও প্রস্থান ... ... | ৩৫৫ |
| নারদের আগমন, পুলস্ত্যপ্রকাশিত তীর্থ ফল কথন এবং প্রস্থান ... | ৩৫৬ |
| ধৌম্যের তীর্থ ও তৎফল কথন ... | ৩৭০ |
| লোমশ ঋষির আগমন এবং ইন্দ্র ধনঞ্জয়ের সংবাদ কথন ... | ৩৭৩ |
| লোমশ মুনি প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা ... ... | ৩৭৪ |
| যুধিষ্ঠিরাদির নৈমিষারণ্যে গমন ও গয় রাজর্ষির যজ্ঞ বর্ণন ... ... | ৩৭৫ |
| ইল্বল দৈত্যের ব্রাহ্মণ, হত্যা এবং লোপামুদ্রার জন্মবৃত্তান্ত ... | ৩৭৬ |
| বিদর্ভরাজের অগস্ত্যকে লোপামুদ্রা সম্প্রদান এবং অগস্ত্যের নিকট লোপামুদ্রার অর্থ কামনা ও অর্থ ভিক্ষার্থ ইল্বল সমীপে অগস্ত্যের ... ... ... | ৩৭৭ |
| অগস্ত্যের বাতাপি ভক্ষণ ও ইল্বল সমীপে ধনহরণপূর্ব্বক আশ্রমে আগমন ... ... | ৩৭৮ |
| দৃঢ়স্যুর জন্ম কথন এবং রামশরে পরশুরামের তেজ হরণ ও ভৃগুতীর্থে স্নানপ্রাপ্ত ... | ৩৭৯ |
| বৃত্রাসুর বধোপাখ্যান ... | ৩৮০ |
| কালেয়গণের দৌরাত্ম্য ও দেবগণের নারায়ণ স্তব ... ... ... | ৩৮১ |
| বিন্ধ্যগিরির বৃদ্ধি ও অগস্ত্যকর্ত্তৃক নিবৃত্তি ... ... | ৩৮২ |
| অগস্ত্যের সমুদ্রপান ও কালেয়গণের বধ ... ... | ৩৮৩ |
| সগররাজের উপাখ্যান ... | ৩৮৩ |
| অসমঞ্জার উপাখ্যান ... | ৩৮৪ |
| অংশুমানকর্ত্তৃক যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন ও সগর রাজার যজ্ঞ সমাপন এবং গঙ্গানয়নের চেষ্টা ... | ৩৮৫ |
| ভগীরথের গঙ্গালাভ ও সগরবংশের উদ্ধার, নন্দা ও অপরনন্দা তীর্থের বিবরণ ... ... | ৩৮৭ |
| ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান ... ... | ৩৮৮ |
| যুধিষ্ঠিরের গঙ্গাসাগরাদি তীর্থ দর্শন | ৩৯০ |
| অকৃতব্রণের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথা, কার্ত্তবীর্য্য ও পরশুরামের জন্ম বিবরণ, পরশুরামের পিতৃ-আজ্ঞা পালন ... ... | ৩৯১ |
| যুধিষ্ঠিরের সহিত পরশুরামের সাক্ষাৎ, যুধিষ্ঠিরাদির নানা তীর্থ দর্শনান্তর প্রভাস তীর্থে গমন এবং বলরাম প্রভৃতির সহিত উক্তি প্রত্যুক্তি | ৩৯৪ |
| পয়োষ্ণী তীর্থ, মৃগ ও গয়রাজার যজ্ঞ দর্শন ... ... | ৩৯৫ |
| চ্যবন মুনির কথা ... ... | ৩৯৬ |
| মান্ধাতার উপাখ্যান ... ... | ৩৯৯ |
| সোমক বৃত্তান্ত ... ... | ৪০০ |
| যমুনা তীর্থে স্নানান্তরে পাণ্ডবগণের সমস্ত ভুবন দর্শন ও কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ ... ... | ৪০১ |
| শ্যেন ও কপোতীয় উপাখ্যান ... | ৪০২ |
| শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র বৃত্তান্ত প্রভৃতি | ৪০৩ |
| সমঙ্গাদি তীর্থফল কথন ... | ৪০৭ |
| উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেতগিরি ও কালশৈল গিরি দর্শনান্তে পাণ্ডবগণের সুবাহুরাজসমীপে ইন্দ্রসেন প্রভৃতিকে অর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান ... | ৪১২ |
| পদব্রজচারী পাণ্ডবগণের অলকানন্দা দর্শনাদি ... ... | ৪১৩ |
| নরকাসুরবধের ইতিহাস ও বরাহরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক পৃথিবী উদ্ধার ... | ৪১৩ |
| প্রচণ্ড ঝটিকা ও বৃষ্টিধারা পাণ্ডবাদির মোহ ... ... | ৪১৪ |
| ঘটোৎকচের আগমন ... | ৪১৫ |
| ঘটোৎকচাদি রাক্ষসের স্কন্ধে চড়িয়া ব্রাহ্মণাদি পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রমে গমন ... | ৪১৬ |

# বনপর্ব্বের সূচীপত্র।


বিষয় — পৃষ্ঠা।

সৌগন্ধিকপুষ্পাহরণার্থ ভীমের যাত্রা ... ৪১৭

হনুমান ও ভীমের সাক্ষাৎবৃত্তান্ত ... ৪১৮

ভীমের সৌগন্ধিক পদ্মবন দর্শন ... ৪২৩

ভীম ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ ও পরাজিত রাক্ষসগণের মুখে সংবাদ পাইয়া কুবেরের ভীমকার্য্যে অনুমোদন ... ৪২৪

কুবের নলিনীবনে ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির সাক্ষাৎ ও সকলের নরনারায়ণ তীর্থে প্রত্যাগমন ... ৪২৫

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবকে জটাসুরের হরণাদি বৃত্তান্ত ... ৪২৬

ভীমের সহিত যুদ্ধে জটাসুরের মৃত্যু এবং পাণ্ডবগণের হিমালয়স্থ বৃষপর্ব্বাশ্রম দর্শন ... ৪২৭

পাণ্ডবগণের আর্ষ্টিষেণাশ্রমে গমন ... ৪২৯

দ্রৌপদীর কথায় ভীমের পঞ্চবর্ণ পুষ্পার্থ কুবেরপুরে যাত্রা ... ৪৩০

ভীমের কুবেরপুর দর্শন ও বহু যক্ষ রাক্ষস ও মণিমান বধ ... ৪৩১

কুবেরপুরে ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির গমন ও কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ ... ৪৩২

কুবের কর্ত্তৃক যক্ষ রাক্ষসগণের শাপ বৃত্তান্ত বর্ণন ও ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির মিলন ... ৪৩৩

অর্জ্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির মিলন এবং ইন্দ্র ও পাণ্ডবাদির মিলন ও কথোপকথন প্রভৃতি বর্ণন ... ৪৩৪

অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার বিবরণ কথন ... ৪৩৬

অর্জ্জুনের নিবাতকবচ বধ বিবরণ ... ৪৩৯

হিরণ্যপুরবাসী পৌলমা ও কালকঞ্জ দানবগণের বিবরণ কথন ... ৪৪১

যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন ... ৪৪২

লোমশ ঋষির দেবলোক গমন এবং পাণ্ডবগণের সুবাহুরাজ্যে প্রত্যাগমন ও ঘটোৎকচাদির বিদায় করণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত ... ৪৪৫

অজগর কর্ত্তৃক ভীমের বেষ্টন ও শাপগ্রস্ত নহুষের বৃত্তান্ত প্রভৃতি বর্ণন ... ৪৪৭

পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে প্রত্যাগমন ও তথায় কৃষ্ণাদির আগমন ... ৪৫০

মার্কণ্ডেয় ও নারদের আগমন ... ৪৫১

মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগ-কারণ কীর্ত্তন ... ৪৫২

অরিষ্টনেমীর উপাখ্যান এবং বৈণ্য ও অত্রি গৌতম প্রভৃতির কথন ... ৪৫৩

সরস্বতী-তীর্থ সংবাদ ... ৪৫৪

বৈবস্বত মনু ও মৎস্যাবতারের কথা ... ৪৫৫

যুগ ও যুগক্ষয়ের বৃত্তান্ত ... ৪৫৬

বটবৃক্ষবাসী বালকের উদরে মার্কণ্ডেয়ের সমুদায় লোকদর্শন ... ৪৫৮

কলিযুগ বিবরণ ... ৪৬০

প্রজারক্ষণ ধর্ম্ম কথন ও মণ্ডুক-কন্যা সুশোভনার উপাখ্যান ... ৪৬২

শিবী প্রভৃতি রাজগণ ও বামদেবের উপাখ্যান ... ৪৬৪

বকশক্র সংবাদ ... ৪৬৫

সুহোত্র ও শিবির উপাখ্যান ... ৪৬৬

যযাতি রাজার দানের বিবরণ, সেদুক ও বৃষদর্ভ রাজার উপাখ্যান, উশীনর পুত্র শিবিরাজ কর্ত্তৃক কপোতের রক্ষণ ... ৪৬৭

অষ্টক, প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও নারদ অপেক্ষা শিবিরাজার মহাভাগ্যবর্ণন ... ৪৬৮

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান ... ৪৬৯

দানের ফলাফলাদি কথন ... ৪৭০

যমলোকের পথের বিবরণ ... ৪৭১

পুণ্য কর্ম্ম, শৌচাচরণ ও দান বিধি কথন ... ৪৭২

উতঙ্ক মহর্ষির তপস্যা ও বিষ্ণু হইতে বরলাভ ... ৪৭৩

ইক্ষ্বাকু রাজবংশাবলী ও কুবলাশ্বের প্রতি রাজ্যসংক্রামণ পূর্ব্বক বৃহদশ্বের তপোবন যাত্রা, ধুন্ধুবধার্থ উতঙ্কের বৃহদশ্বের নিকট গমন ও বৃহদশ্বের কুবলাশ্ব প্রতি ধুন্ধুবধার্থ আদেশ ... ৪৭৪

মধুকৈটভ-বধোপাখ্যান ... ৪৭৫

ধুন্ধুর বিবরণ ও সপুত্র কুবলাশ্বের সহিত যুদ্ধ ও ধুন্ধুবধ ... ৪৭৬

কুবলাশ্বের ধুন্ধুমার নাম ও বর প্রাপ্তি, সুহৃজ্জের ধর্ম্মনিরূপণ, কোপদৃষ্টি দ্বারা বকীহত্যা পূর্ব্বক কৌশিক ব্রাহ্মণের সতী স্ত্রীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা ও তাঁহার পতিসেবা, কৌশিকের ভিক্ষাদানার্থ সাধ্বী স্ত্রীর গমন ও কৌশিকের ক্রোধ এবং সতী স্ত্রীর তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ও ধর্ম্মোপদেশ কথনপূর্ব্বক সান্ত্ব করণ ... ৪৭৭

ধর্ম্মব্যাধের নিকট কৌশিক ব্রাহ্মণের গমন ... ৪৭৮

ব্যাধের আত্মকর্ম্ম বর্ণন ও শিষ্টাচার কথন ... ৪৭৯

স্বধর্ম্মানুসারে হিংসাদির গুণাগুণ জীবের নিত্যতা, জন্ম ও জাতিত্বের কারণ কথন ... ৪৮০

পঞ্চ মহাভূত ও তাহার গুণাদি সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের বিবরণ পার্থিব ধাতুর দেহাভিমানিত্বের কারণ ও প্রাণাদি বায়ুর শরীরকে বিচেষ্টিত করণ এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপায় কথন ... ৪৮৩

ব্রাহ্মণকে ব্যাধের পিতৃমাতৃর শুশ্রূষা ও রূপ ধর্ম্ম প্রদর্শন ... ৪৮৭

ব্যাধের কৌশিককে পিতৃমাতৃ শুশ্রূষা করণার্থ কথন ও ব্যাধের পূর্ব্বজন্মের শাপাদি কথন ... ৪৮৭

কৌশিক কর্ত্তৃক ব্যাধের প্রশংসা, ব্যাধ কর্ত্তৃক শোকবর্জ্জনপূর্ব্বক সন্তোষ লাভের গুণ বর্ণন ও কৌশিক ব্রাহ্মণের ব্যাধ-নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃমাতৃ শুশ্রূষা করণ

অঙ্গিরসোপাখ্যান, অগ্নিগণ ও অগ্নি-কন্যাগণের বিবরণ এবং মৎস্যগণের প্রতি অভিশাপ ... ৪৮৯

দেবসেনায় ইন্দ্রের অভয়দান ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে কেশীর পলায়ন ... ৪৯২

দেবসেনার সহিত ইন্দ্রের কথোপকথন ও দেবসেনার পতি নির্দিষ্ট ইন্দ্রের বিচারে ব্রহ্মার অনুমোদন এবং সপ্তর্ষি পত্নীগণের প্রতি অগ্নির আসক্তি ... ৪৯৩

অরুন্ধতী ভিন্ন সপ্তর্ষি পত্নীগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক স্বাহার অগ্নির সহিত সঙ্গম ও শ্বেতপর্ব্বতে অগ্নিরেতঃ নিক্ষেপ এবং স্কন্দের উৎপত্তি ও বিক্রম প্রকাশ ... ৪৯৪

স্কন্দমাতৃগণের বিবরণ, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক স্কন্দের, সংস্কারাদিসাধন ও সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নী পরিত্যাগ ... ৪৯৫

স্কন্দ বিনাশার্থ দেবগণের যত্ন ও বিশাখের উৎপত্তি এবং দেবগণের স্কন্দশরণ গ্রহণ ও স্কন্দের পারিষদগণের বৃত্তান্ত ... ৪৯৬

স্কন্দের দেবগণের সেনাপতি পদে অভিষেক ও রুদ্রপুত্র হওনের বিবরণ ও দেবসেনার সহিত স্কন্দের বিবাহ ... ৪৯৭

ঋষিপত্নীগণ কৃত্তিকা স্কন্দমাতৃগণ ও স্কন্দাগ্রজর্ষি প্রভৃতির বিবরণ ... ৪৯৮

স্কন্দকর্ত্তৃক স্বাহা ও বহ্নির সংযোগ এবং অগ্নিদেহে রুদ্রের ও স্বাহার শরীরে উমার অনুপ্রবেশ এবং মিঞ্জিকামিঞ্জিকাদির বিবরণ ও হরপার্ব্বতীর ভদ্রবটে প্রস্থান এবং সপ্তম ব্যূহ রক্ষণার্থ মহাসেনের প্রতি মহাদেবের আদেশ ... ৪৯৯

দেব ও দানবগণের যুদ্ধ এবং স্কন্দ পারিষদগণ কর্ত্তৃক মহিষ প্রভৃতি দানবগণ-বধ ইন্দ্র, কর্ত্তৃক স্কন্দের প্রশংসা ও দেবগণের নিজ নিজ স্থানে গমন ...

কার্ত্তিকেয়ের স্তব ও মার্কণ্ডেয় সমস্যা-প্রকরণ সমাপ্ত, সত্যভামা সমীপে দ্রৌপদীর নিজ-কৃতকার্য্য কথন ... ৫০২

দ্রৌপদীর সত্যভামার প্রতি ভর্ত্তৃচিত্ত আকর্ষণের উপায় কথন ... ৫০৩

দ্রৌপদীর প্রতি সত্যভামার উক্তি ও কৃষ্ণের নিজপুরে প্রস্থান ... ৫০৪

বনবাসী পাণ্ডবগণের দুঃখ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ ... ৫০৫

বনস্থ পাণ্ডবগণকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ দুর্য্যোধনকে কর্ণ ও শকুনির পরামর্শপ্রদান ... ৫০৬

| বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|---|---|
| ঘোষযাত্রার মন্ত্রণা ... ... | ৫০৭ |
| সস্ত্রীক দুর্য্যোধন প্রভৃতির দ্বৈতবনে গমন, ঘোষপল্লীতে দুর্য্যোধনের সেনা-সন্নিবেশপূর্ব্বক মৃগয়া যুধিষ্ঠিরের রাজর্ষি যজ্ঞ ... | ৫০৮ |
| গন্ধর্ব্ব-সৈন্য ও দুর্য্যোধন-সৈন্যের বাদবিবাদ যুদ্ধ এবং চিত্রসেনের যুদ্ধে কর্ণের ভঙ্গ ... ... | ৫০৯ |
| গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন প্রভৃতি ও রাজপত্নীগণের হরণ এবং অমাত্যগণের পাণ্ডবশরণ-গ্রহণ, ভীমসেনের পরুষোক্তি, ভীমাদির প্রতি যুধিষ্ঠিরের কৌরবগণকে মোচনার্থ উক্তি | ৫১০ |
| গন্ধর্ব্ব ও পাণ্ডবগণের মৃদুযুদ্ধ এবং উক্তি প্রত্যুক্তি ... ... | ৫১১ |
| পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধে গন্ধর্ব্বগণের পরাজয়, অর্জ্জুন ও চিত্রসেনের উক্তি প্রত্যুক্তি, দুর্য্যোধনাদির মুক্তি, গন্ধর্ব্বগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রীতি, অমৃত বৃষ্টি দ্বারা মৃতগন্ধর্ব্বগণের জীবন প্রাপ্তি ও দুর্য্যোধনের নগরাভিমুখে গমন | ৫১২ |
| কর্ণ দুর্য্যোধন-সংবাদ ও দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশনের অভিপ্রায় ... | ৫১৩ |
| দুর্য্যোধন দুঃশাসনের উক্তি ও প্রত্যুক্তি | ৫১৪ |
| কর্ণ শকুনির দুর্য্যোধনের প্রতি উক্তি ও দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশন ... | ৫১৫ |
| দৈত্য দানবগণের কৃত্যা দ্বারা দুর্য্যোধনকে পাতালে গ্রহণপূর্ব্বক সাহস প্রদানান্তে প্রায়োপবেশন স্থানে স্থাপন ... ... | ৫১৬ |
| দুর্য্যোধনের উত্থানপূর্ব্বক সসৈন্যে স্বপুরে প্রবেশ, দুর্য্যোধনের ভীষ্ম বাক্যে উপহাস ... ... | ৫১৭ |
| কর্ণের দিগ্বিজয়ে গমন, কর্ণের দিগ্বিজয়পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে ধন-সমর্পণ ও শাস্তার সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন | ৫১৮ |
| দুর্য্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ ও নিমন্ত্রণকারী দূতগণের প্রতি যুধিষ্ঠির ও ভীমের উক্তি এবং যজ্ঞ সমাপন | ৫১৯ |
| কর্ণের অর্জ্জুনকে নিহত করণার্থ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা ও দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসন ... | ৫২০ |
| যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্ন দর্শন কাম্যক কাননে গমন ও বেদব্যাসের দানমাহাত্ম্য কথন ... | ৫২১ |
| মুদ্গল ঋষির ব্রীহিদ্রৌণিক উপার্জ্জন কথন ... ... | ৫২২ |
| দুর্ব্বাসাকে আতিথ্যদ্বারা পরিতুষ্ট করণ, দেবদূতের মুখে স্বর্গ সুখ দুঃখ শ্রবণ ও জ্ঞান লাভ ও দুর্ব্বাসার দুর্য্যোধনকে বর প্রদান ... | ৫২৪ |
| পাণ্ডব-সমীপে সশিষ্য দুর্ব্বাসার আতিথ্য গ্রহণ, দ্রৌপদীর স্তবে প্রীতি, কৃষ্ণের শাকান্নভক্ষণে পরিতৃপ্তি, সশিষ্য দুর্ব্বাসার পলায়ন, জয়দ্রথের দ্রৌপদী-দর্শন এবং কোটিকাস্য ও দ্রৌপদীর প্রশ্নোত্তর | ৫২৫ |
| কামাসক্ত জয়দ্রথের দ্রৌপদী সমীপে গমন ও উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি ... | ৫২৬ |
| জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণ ও পাণ্ডবগণের একত্র মিলন ও ধাত্রেয়িকা প্রমুখাৎ দ্রৌপদী হরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণে সিন্ধুরাজকে আহ্বান ... | ৫২৯ |
| জয়দ্রথের দ্রৌপদীর প্রমুখাৎ পাণ্ডবগণের পরিচয় শ্রবণ ... | |
| পাণ্ডবগণের জয়দ্রথসহায়গণের সহিত যুদ্ধকরণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিধন করণ ও দ্রৌপদীকে অবতারণপূর্ব্বক জয়দ্রথের পলায়ন ও দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির ও নকুল সহদেবের আশ্রমে প্রবেশ ... | ৫৩১ |
| ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক ক্রোশান্তরস্থ জয়দ্রথের অশ্ব বিনাশ ও ভীমের তাড়নে জয়দ্রথের মোহ, ভীমের জয়দ্রথকে পঞ্চশিখ করণ ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে জয়দ্রথের মোচন ... | ৫৩২ |
| জয়দ্রথের শিবোদ্দেশে তপস্যা ও মহাদেবের বর দান-সময়ে নরনারায়ণের বিবরণ কথন ... | ৫৩৩ |
| সীতাহরণ ও উদ্ধারের কথা উত্থাপন | ৫৩৪ |
| রাম লক্ষ্মণাদির জন্মবৃত্তান্ত ... | ৫৩৪ |
| বৈশ্রবণ প্রভৃতির জন্মবিবরণ, দশাননাদির জন্ম, তপস্যা ও বর প্রাপ্তি, ধনেশ্বরকে পরাজয়পূর্ব্বক রাবণের লঙ্কা ও রাক্ষসাদির আধিপত্য গ্রহণ ... ... | ৫৩৫ |
| বানরাদির জন্মাদি বিবরণ, রামের রাজ্যাভিষেকার্থ দশরথের আদেশ | ৫৩৬ |
| দশরথের নিকট কেকেয়ীর বর প্রার্থনা, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের বনপ্রস্থান, রামের পাদুকা স্থাপনপূর্ব্বক ভরতের রাজ্যপালন, রাম কর্ত্তৃক খর দূষণাদি বধ, সূর্পণখা প্রমুখাৎ রামবিক্রম শ্রবণপূর্ব্বক রাবণের মারীচ-নিকটে গমন ও উক্তি প্রত্যুক্তি ... ... | ৫৩৭ |
| মৃগরূপধারী মারীচের সীতাকে প্রলোভন ও মারীচ বধ, লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি, লক্ষ্মণের রাম চিহ্নানুসারে গমন ও রাবণকর্ত্তৃক সীতা হরণ, জটায়ুর পক্ষ ছেদনপূর্ব্বক রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ ... | ৫৩৮ |
| রাম লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ, জটায়ু প্রমুখাৎ সীতা হরণ শ্রবণ ও জটায়ুর মৃত্যু, কবন্ধবিমোচন, বিশ্বাবসুর কথনপূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত সখ্যকরণের উপদেশ প্রদান ... | ৫৩৯ |
| পম্পাতীরে রামের বিলাপ, লক্ষ্মণের বাক্যে আশ্বাস, পিতৃতর্পণ ও ঋষ্যমূকস্থ সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ, বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ, রামবাণে বালির মৃত্যু, সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য ও তারালাভ এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতে রামের বাস ... | ৫৪০ |
| সীতাকে অশোক কাননে নিয়োগ, রাক্ষসীগণের ভর্ৎসনা ও সীতার স্থিরপ্রতিজ্ঞা প্রকাশ, ত্রিজটার অবিন্ধ্য স্বপ্ন ও আশ্বাস কথনপূর্ব্বক সীতা-সান্ত্বনা, রাবণ ও সীতার উক্তি প্রত্যুক্তি ... | ৫৪১ |
| রামচন্দ্রের লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রেরণ | ৫৪২ |
| সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের রামসমীপে গমন, হনুমান প্রভৃতির মধুবন ভক্ষণ ও হনুমানের প্রতি রামের উক্তি ... | ৫৪৩ |
| হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতার অন্বেষণ ও দর্শনাদি বৃত্তান্ত কথন ... | ঐ |
| রামসমীপে রাক্ষসগণের আগমন ও বানরগণের সহিত রামের সমুদ্র সমীপে বসতি ... | ৫৪৪ |
| সমুদ্র পারের মন্ত্রণা ও নলের সেতু নির্ম্মাণ, রামের মন্ত্রীপদে ও লঙ্কা-রাজ্যে বিভীষণের অভিষেক, সমুদ্র পার ও বানরগণের সৈন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক বিমোচন এবং রক্ষিণের লঙ্কাপুরী রক্ষণ ও অঙ্গদের রাবণ সভায় গমনাদি ... | ৫৪৫ |
| লঙ্কার প্রাকারাদি ভঞ্জনকালে মল্লবানর ও বহুতর নিশাচর-বধ | ৫৪৬ |
| কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রণগমন ও কুম্ভকর্ণাদি বধ ... | ৫৪৭ |
| ইন্দ্রজিতের সংগ্রাম, রামলক্ষ্মণের বন্ধন প্রজ্ঞাস্ত্র ও বিশল্যা দ্বারা উভয়ের চেতন লাভ এবং কুবের প্রেরিত বারি দ্বারা চক্ষুমার্জ্জন ... | ৫৪৮ |
| লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের প্রাণ হরণ | ৫৪৯ |
| সীতাকে বিনাশার্থ রাবণের উদ্যম ও অবিন্ধ্য বচনানুসারে ক্রোধশান্তি এবং রাবণের মায়াযুদ্ধ, ইন্দ্র প্রেরিত রথে রামের আরোহণ ... | ৫৫০ |
| রাম কর্ত্তৃক রাবণ-বধ ও বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্য দান ... ... | ৫৫০ |
| দেবগণ ও পিতৃবাক্যে রামের সীতাকে গ্রহণ, বর লাভ এবং হনুমানের প্রতি সীতার বর দান ও রামাদির কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন, অঙ্গদের যৌবরাজ্যাভিষেক ও রামের রাজ্যাভিষেক ... | ৫৫১ |
| মার্কণ্ডেয় বাক্যে যুধিষ্ঠিরের আশ্বাস ও অশ্বপতির সাবিত্রী দেবী হইতে বর প্রাপ্তি এবং সাবিত্রীর জন্ম ... | ৫৫২ |
| স্বয়ম্বর ও সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ ... — | ৫৫৩ |
| সাবিত্রীর ত্রিরাত্র ব্রত ও সত্যবানের সহিত বনে গমন ... ... | ৫৫৪ |

বিষয় — পৃষ্ঠা।

সত্যবানের পীড়া ও মৃত্যু ... ৫৫৬
সাবিত্রীর যম হইতে বর লাভ, সত্যবানের পুনর্জীবন প্রাপ্তি ... ৫৫৭
সাবিত্রী সত্যবানের আশ্রমাগমন ... ৫৫৮
সত্যবান ও সাবিত্রীর বিবরণ কথন ... ৫৫৯
দ্যুমৎসেনের রাজ্য লাভ, সাবিত্রীর শতপুত্র ও শত সোদরের জন্ম ৫৬০
সূর্য্যাকর্ণ সংবাদ ... ... ৫৬১
কুন্তীর বিপ্রসেবা ও মন্ত্র প্রাপ্তি ... ৫৬৪
কুন্তীর সূর্য্য আহ্বান ... ৫৬৫
সূর্য্য হইতে কুন্তীর গর্ভাধান, কর্ণের জন্ম ... ৫৬৬
অধিরথ কর্তৃক প্রতিপালন ও অস্ত্র শিক্ষার বিবরণ ... ...
কর্ণের কবচ কুণ্ডলদ্বয় দান, শক্তি প্রাপ্তি ইন্দ্রের সহিত উক্তিপ্রত্যুক্তি ৫৬৮
হরিণ কর্তৃক অরণী হরণ ও পাণ্ডবগণের অন্বেষণ, পিপাসা ও কাতরোক্তি, পাণ্ডব চতুষ্টয়ের যক্ষ সরোবরের জলপান ... ৫৬৯
জলপানে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পতন ও যুধিষ্ঠিরের সরোবর দর্শন, পতিত ভ্রাতৃগণ দর্শনে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও বিশেষ চিন্তা ... ৫৭০
যক্ষ যুধিষ্ঠিরের উক্তি প্রত্যুক্তি ... ৫৭১
যক্ষের প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিরের উত্তর ... ৫৭২
যুধিষ্ঠিরের যক্ষ-নিকটে নকুলের জীবন প্রার্থনা, ভীমাদির জীবন প্রাপ্তি এবং যক্ষরূপী ধর্ম্মের যুধিষ্ঠিরকে পরিচয় প্রদান ... ...
বরদানপূর্ব্বক ধর্ম্মের অন্তর্দ্ধান, ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস মন্ত্রণার্থ উপবেশন ও বনপর্ব্ব সমাপ্তি ...


## বিরাট পর্ব্ব।


যুধিষ্ঠিরের অর্জ্জুনের সহিত বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা, বিরাটে ভীমসেনের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা
বিরাটে অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা ... ৫৮০
বিরাটে দ্রৌপদীর অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা, ধৌম্যাদির প্রতি পাঞ্চাল গমনার্থে এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতির প্রতি দ্বারাবতীগমনার্থে যুধিষ্ঠিরের আদেশ, পাণ্ডবগণের প্রতি ধৌম্যের রাজভবন বাসের উপদেশ ... ৫৮১
ধৌম্যের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন, যুধিষ্ঠিরাদির বিরাটে যাত্রা ও ধৌম্যের পাঞ্চাল দেশে প্রস্থান এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতির যাদব রাজ্যে গমন ... ৫৮২
শমীবৃক্ষে পাণ্ডবগণের ধনুক ও অস্ত্রাদি রক্ষণপূর্ব্বক বিরাট নগরে প্রবেশ ... ... ৫৮৩
যুধিষ্ঠিরের বিরাট সভায় প্রবেশ ও ভীমসেনের বিরাট মহানগরে প্রবেশ ৫৮৪
দ্রৌপদীর বিরাটান্তঃপুরে প্রবেশ ... ৫৮৫
সহদেবের বিরাট গোষ্ঠে প্রবেশ, অর্জ্জুনের বিরাটকুমারীপুরে প্রবেশ ৫৮৬
নকুলের বিরাটাশ্বশালায় প্রবেশ, পরস্পর অর্থসাহায্য দ্বারা পাণ্ডবগণের বিরাট নগরে বাস ও দ্রৌপদীর তত্ত্বাবধারণ, ... ৫৮৭
ভীমকর্তৃক জীমূতমল্ল-বধ, পাণ্ডবগণ কর্তৃক বিরাটের ও অন্তঃপুরনাগরীগণের তুষ্টি সম্পাদন, দ্রৌপদীকর্তৃক সুদেষ্ণা প্রভৃতি নারীগণের তুষ্টি সম্পাদন, সুদেষ্ণাসমীপে কীচকের সৈরিন্ধ্রী কামনা ... ৫৮৮
কৃষ্ণাসমীপে বিনয়পূর্ব্বক রতি প্রার্থনা, কীচকের প্রতি পরনারী সংসর্গ জন্য দোষ কথনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর হিতোপদেশচ্ছলে প্রত্যাখ্যান ... ৫৮৯
সৈরিন্ধ্রী লাভের নিমিত্ত সুদেষ্ণার সহিত কীচকের মন্ত্রণা, পানীয় আনয়নার্থে কৃষ্ণার প্রতি সুদেষ্ণার কীচকভবন গমনে অনুমতি, কীচকভবন গমনসময়ে সৈরিন্ধ্রীর সূর্য্যারাধনা ও সূর্য্যকর্তৃক সৈরিন্ধ্রীর রক্ষার্থে রাক্ষসনিয়োগ, কীচকের সহিত সৈরিন্ধ্রীর বাদানুবাদ, কীচকের সৈরিন্ধ্রীকে ধৃত করণ, সৈরিন্ধ্রীর কীচককে সহসা ভূতলে নিক্ষেপ, বিরাট সভায় সৈরিন্ধ্রীর পলায়ন, কীচকের সৈরিন্ধ্রীকে পদাঘাত ও সূর্য্যনিযুক্ত রাক্ষস কর্তৃক কীচকাপসরণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের ক্রোধ ... ৫৯০
যুধিষ্ঠিরের সঙ্কেতানুসারে ভীমের ক্রোধ নিবারণ, বিরাট সভায় দ্রৌপদীর রোদন, দ্রৌপদীর প্রতি বিরাটের বাক্য, যুধিষ্ঠির কর্তৃক সৈরিন্ধ্রীর সান্ত্বনা, সুদেষ্ণা. সৈরিন্ধ্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি ... ৫৯১
ভীমের নিদ্রাগারে দ্রৌপদীর গমন, ভীমের নিদ্রাভঙ্গ ও দ্রৌপদী সম্ভাষণ, ভীমের সমীপে দ্রৌপদীর দুঃখ বর্ণনা ... ... ৫৯৪
ভীমকর্তৃক দ্রৌপদীর সান্ত্বনা ... ৫৯৫
দ্রৌপদী ও ভীমের কীচকবধে মন্ত্রণা ৫৯৬
রাজভবনে দ্রৌপদীর সহিত কীচকের কথন, নর্ত্তনাগারে কীচকের গমন স্বীকার, ভীমকে দ্রৌপদীর ঐ সংবাদ কথন ও ভীমের কীচক বধে-শপথ ... ... ৫৯৭
নর্ত্তনাগারে ভীম ও কীচকের সম্ভাষণ, ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং কীচক বধ ... ... ৫৯৮
নৃত্যশালা-রক্ষকগণের মৃত কীচক দর্শন উপকীচকদিগের মৃত কীচকোপরি সৈরিন্ধ্রীকে আরোপণপূর্ব্বক শ্মশানে গমন, ভীম কর্তৃক উপকীচকগণের বধ ... ...
মৎস্যপুরবাসিবর্গের সৈরিন্ধ্রী নিমিত্ত উদ্বেগ, দ্রৌপদীর ও ভীমের সম্ভাষণ, নৃত্যশালার কন্যাগণ ও বৃহন্নলার সৈরিন্ধ্রী সহ সম্ভাষণ, মৎস্যরাজ গৃহে সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ ...
দেশে দেশে কীচকের মৃত্যু-জল্পনা, পাণ্ডবান্বেষী চরগণের হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কীচক নিধন কথন, পাণ্ডবান্বেষণে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসনের উক্তি ও পাণ্ডবান্বেষণে দ্রোণাচার্য্যের উক্তি ... ৬০১
পাণ্ডবান্বেষণে ভীষ্মের উক্তি ... ৬০২
কৃপাচার্য্যের নীতি বাক্য ... ৬০৩
সুশর্ম্মার বিরাটে গমন ও মন্ত্রণা, কর্ণের সুশর্ম্মাবাক্য অনুমোদন ... ... ৬০৩
গোধন হরণার্থ সুশর্ম্মা ও দুর্য্যোধনাদির দিগ্বিভাগক্রমে বিরাট রাজ্যে গমন, সুশর্ম্মাকর্তৃক গো-হরণ ও বিরাটের গোপগণ মুখে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ, বিরাট রাজের যুদ্ধ সজ্জা, পাণ্ডব চতুষ্টয়ের যুদ্ধযাত্রা, ত্রিগর্ত্ত ও বিরাট সৈন্যের যুদ্ধ ... ৬০৪
শতানীক প্রভৃতির এবং বিরাট ও সুশর্ম্মার যুদ্ধ, রাত্রিযুদ্ধে সুশর্ম্মার মৎস্যরাজকে ধৃত করণ ও ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি
পাণ্ডব চতুষ্টয় ও ত্রিগর্ত্তদিগের যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক সুশর্ম্মার নিগ্রহ, সুশর্ম্মাকে গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে ভীমের প্রদর্শন ও যুধিষ্ঠিরের সুশর্ম্মাকে পলায়ন নিমিত্ত উপদেশ প্রদান, সুশর্ম্মার প্রস্থান ও কঙ্ক প্রভৃতির প্রতি বিরাটের সন্তোষ, মৎস্যরাজ্যে বিরাটের জয় ঘোষণা, দুর্য্যোধন প্রভৃতির বিরাটের গোধন হরণ ও গোপগণ দ্বারা উত্তরের সেই সংবাদ শ্রবণ, সারথিনিমিত্ত উত্তরের উক্তি
সৈরিন্ধ্রী কর্তৃক বৃহন্নলার সারথ্যজ্ঞান কথন, বৃহন্নলাকে সারথি করণার্থ উত্তরার গমন, বৃহন্নলার প্রতি উত্তরের উক্তি ...
বৃহন্নলাকে সারথিকরণপূর্ব্বক উত্তরের যুদ্ধযাত্রা, কৌরবসৈন্য দর্শনে

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| উত্তরের ভয়, অর্জ্জুন ও উত্তরের বাদানুবাদ ... ... | ৬০৯ |
| উত্তরের পলায়ন, উত্তরকে ধৃতকরণার্থ অর্জ্জুনের গমন ও কৌরবগণের তর্কবিতর্ক, অর্জ্জুনের উত্তরকে ধৃতকরণ ও উত্তরের অনুনয়, অর্জ্জুনের রথী হইয়া যুদ্ধকরণ স্বীকার ও উত্তরকে অশ্বচালন করণার্থ আদেশ, ক্লীববেশধারীকে অর্জ্জুনজ্ঞানে এবং অমঙ্গল দর্শনে দ্রোণের উক্তি ও কৌরবগণকে সাবধান করণ, কর্ণ দুর্য্যোধনাদির উক্তি ... ... | ৬১০ |
| পার্থের উত্তরের প্রতি শমীবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ধনুর্ব্বাণাদি আনয়নার্থ আদেশ, উত্তরের শমীবৃক্ষ হইতে পাণ্ডবগণের ধনুর্ব্বাণাদি অবতারণ ... | ৬১১ |
| পাণ্ডব ধনুর্ব্বাণাদির পরিচয়, প্রচ্ছন্নবেশী পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর পরিচয় এবং অর্জ্জুনের দশ নাম ও তাহার কারণ ... | ৬১২ |
| উত্তরের পার্থ-প্রতি প্রীতি ও ভয় নিবারণ, উত্তরার্জ্জুনের প্রশ্নোত্তর ও যুদ্ধ সজ্জা ... ... | ৬১৩ |
| দুর্য্যোধনের প্রতি দ্রোণের উক্তি ও সাবধান করণ, ভীষ্ম প্রভৃতির প্রতি দুর্য্যোধনের উক্তি ... | ৬১৫ |
| কর্ণের স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক উক্তি ... | ৬১৬ |
| কর্ণের প্রতি কৃপাচার্য্যের উক্তি, অশ্বত্থামার কর্ণ ও দুর্য্যোধনের প্রতি ক্রোধোক্তি ... ... | ৬১৭ |
| ভীষ্মবাক্যে অশ্বত্থামার ক্রোধ নিবারণ | ৬১৮ |
| দুর্য্যোধন-বাক্যে দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধ শান্তি, ভীষ্মকর্ত্তৃক কালচক্রানুসারে পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ বর্ষাতিবর্ত্তন কথন, কৌরবগণের সৈন্যবিভাগ ও ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অবস্থিতি, দ্রোণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের আগমন সংবাদ কথন ... | ৬১৯ |
| ধনঞ্জয়ের দুর্য্যোধনান্বেষণ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরাটগবীগণের প্রত্যাবর্ত্তন, চিত্রসেনাদির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ... | ৬২০ |
| অর্জ্জুনের যুদ্ধে কর্ণের পরাজয় ... | ৬২১ |
| অর্জ্জুনের যুদ্ধে কৌরব সৈন্যাদির দুরবস্থা ... ... | ৬২২ |
| উত্তরের প্রতি অর্জ্জুনের কৃপাচার্য্য প্রভৃতির পরিচয় দান, কৌরবসমূহের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ দর্শনার্থে ইন্দ্রাদির গগনে অবস্থিতি... | ৬২৩ |
| অর্জ্জুনের যুদ্ধে কৃপাচার্য্যের পলায়ন | ৬২৫ |
| অর্জ্জুনের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের পলায়ন | ৬২৬ |
| অর্জ্জুনের যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাভব ... | ৬২৭ |
| কর্ণার্জ্জুনের বাদানুবাদ ও পুনর্ব্বার যুদ্ধ এবং কর্ণের পলায়ন ... | ৬২৮ |
| সারথ্যে অসমর্থ উত্তরের প্রতি অর্জ্জুনের আশ্বাসবাক্য, ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত পার্থের যুদ্ধ ও কৌরব যোদ্ধাগণের অবস্থা বর্ণন ... | ৬২৯ |
| পার্থের সহিত যুদ্ধে ভীষ্মের মোহ ... | ৬৩১ |
| অর্জ্জুন-যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পলায়ন ও তাঁহার প্রতি অর্জ্জুনের ভর্ৎসনা, অর্জ্জুনের সম্মোহনাস্ত্র প্রয়োগ ও কৌরববর্গের মোহ, কৌরবগণের বস্ত্র আহরণ ও ভীষ্মকে বেধপূর্ব্বক উত্তরার্জ্জুনের একান্তে অবস্থিতি | ৬৩২ |
| ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের উক্তি, কৌরবগণের স্বদেশ যাত্রা, দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন এবং দেবাদির স্বস্থানে গমন, পূর্ব্বপলায়িত সৈন্যগণকে অর্জ্জুনের আশ্বাস প্রদান ও উত্তরের সহিত মন্ত্রণা এবং বৃহন্নলারূপে সারথ্যকরণ ... | ৬৩৩ |
| বিরাট নগরে উত্তরের বিজয়সংবাদ প্রেরণ, স্বীয় রাজধানীতে বিরাটের প্রত্যাগমন ও উত্তরের রক্ষার্থে চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণাদেশ, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বৃহন্নলার প্রশংসা ও বিরাটের উত্তরের জয়সংবাদ শ্রবণ এবং নগরে বৈজয়িক দ্রব্যাদি সংস্থাপন, বিরাটের সৈরিন্ধ্রী প্রতি অক্ষ আনয়ন-জন্য ও কঙ্কের প্রতি দ্যূতক্রীড়া জন্য আদেশ | ৬৩৪ |
| বিরাট-যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়া ও বাদানুবাদ, যুধিষ্ঠিরের মুখে বিরাটের অক্ষাঘাত, উত্তরের বিরাট নগরে ও সভায় প্রবেশ এবং যুধিষ্ঠিরের শোণিতপাত দর্শন ও বিরাটকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা ... | ৬৩৫ |
| বৃহন্নলার বিরাট সভায় প্রবেশ, বিরাট ও উত্তরের কৌরবগণ সহিত যুদ্ধবিষয়ক কথোপকথন এবং উত্তরাকে জয়লব্ধ বস্ত্র প্রদান, বিরাট সভায় পাণ্ডবগণের ও বিরাটের আগমন ... | ৬৩৬ |
| বিরাটের অর্জ্জুনমুখে পাণ্ডবগণের পরিচয় শ্রবণ, বিরাটের নিকট উত্তরের পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর পরিচয়প্রদান ... ... | ৬৩৭ |
| বিরাট ও উত্তরের পাণ্ডবগণের সম্বর্দ্ধনা করণ যুক্তি, বিরাটের জিজ্ঞাসায় উত্তরার বিবাহপ্রস্তাব ও পাণ্ডবগণের উপপ্লব্যনামক জনপদে অবস্থিতি ও উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ ... | ৬৩৮ |
| বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ ... ... | ৬৩৯ |


## উদ্যোগপর্ব্ব।


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বিরাট সভাস্থ রাজগণের সমীপে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে বাসুদেবের প্রস্তাবনা ... | ৬৪১ |
| বলদেবের বক্তৃতা, সাত্যকির বক্তৃতা | ৬৪২ |
| পাঞ্চালরাজের নানাদিগ্দেশীয় রাজগণের ও কৌরবদিগের সমীপে দূত প্রেরণের প্রস্তাব ... | ৬৪৩ |
| কৃষ্ণের দ্রুপদরাজবাক্যে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক সৈন্য-সহিত দ্বারকায় গমন, কৃষ্ণকে সারথ্যকর্ম্মে স্বীকৃত করাইয়া অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠির-নিকটে প্রস্থান ও মদ্ররাজ শল্যের পাণ্ডবগণোদ্দেশে সসৈন্যে যাত্রা ... | ৬৪৫ |
| দুর্য্যোধনের সমাদরাদিতে বশীভূত হইয়া শল্যের তৎপক্ষাবলম্বী হইতে স্বীকার ও শল্যের উপপ্লব্য নগরে সাক্ষাৎ করণার্থে পাণ্ডবগণ নিকটে প্রস্থান ... ... | ৬৪৬ |
| শল্যের যুধিষ্ঠিরসমীপে কথা প্রসঙ্গে শক্রবিজয়নামক ইতিহাস বর্ণন | ৬৪৮ |
| পাঞ্চালরাজপ্রেরিত পুরোহিতের কৌরবসভায় সন্ধিবিষয়ক বক্তৃতা | ৬৫১ |
| পাঞ্চালপুরোহিতের বাক্যে ভীষ্মের অনুমোদন শ্রবণে কর্ণের স্বীয় গর্ব্ব প্রকাশ, ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক ভীষ্মের প্রসাদন ও কর্ণের তিরস্কার ... | ৬৫৮ |
| ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি স্থাপন মানসে সঞ্জয়কে পাণ্ডবগণ সমীপে প্রেরণ করিবার প্রসঙ্গ ... ... | ৬৫৯ |
| ধৃতরাষ্ট্রাদেশে সঞ্জয়ের উপপ্লব্য নগরে গমন ... ... | ৬৬০ |
| পাণ্ডবদিগের নিকটে সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রসন্দিষ্ট বাক্যাদি বিজ্ঞাপন ... | ৬৬১ |
| সঞ্জয়বাক্যে যুধিষ্ঠিরের উত্তর এবং স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবহারের বিচার বিষয়ে বাসুদেবের প্রতি ভারার্পণ | ৬৬৩ |
| যুধিষ্ঠিরাদির সহিত সম্ভাষণান্তে সঞ্জয়ের বিদায় প্রার্থনা ... | ৬৬৫ |
| সঞ্জয়দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কুরুগণ-সমীপে সন্দেশ প্রেরণ ... ... | ৬৬৮ |
| সঞ্জয়ের কুরুসভায় প্রতিপ্রস্থান, সঞ্জয়কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরাদির প্রশংসা ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভর্ৎসনা ... | ৬৭০ |
| ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগরাবস্থায় বিদুরকর্ত্তৃক নানাপ্রকার নীতি ও ধর্ম্মমূলক কথার প্রসঙ্গ ... | ৬৭১ |
| ধৃতরাষ্ট্রের সংশয়নিরসনার্থে সনৎসুজাত ঋষিকর্ত্তৃক সবিস্তারে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রসঙ্গ ... ... | ৬৮০ |
| যানসন্ধি প্রকরণারম্ভে পাণ্ডবগণ হইতে প্রত্যাগত সঞ্জয়ের কুরুসভায় প্রবেশ ও ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসায় সঞ্জয়কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকথিত বাক্য সমূহের অনুকীর্ত্তন ... ... | ৬৯৯ |
| দুর্য্যোধনের প্রতি উপদেশ প্রদান মানসে ভীষ্মকর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন ... ... | ৭০৩ |
| ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসায় সঞ্জয়কর্ত্তৃক পাণ্ডব- | |

# উদ্যোগপর্ব্বের সূচীপত্র।


বিষয় পৃষ্ঠা।

দিগের সাহায্যকারী রাজন্যগণের পৃথক্রূপে নামাদির কীর্ত্তন ... ৭০৪
পাণ্ডবগণের বীর্য্য ও পরাক্রম কীর্ত্তন করত ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ... ৭০৫
ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করণের প্রস্তাব ... ... ৭০৭
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের ভর্ৎসনা এবং অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের বিজয়সম্ভাবনা প্রদর্শন ৭০৮
নিজের ও ভীষ্ম দ্রোণাদি যোধগণের পরাক্রম বর্ণনদ্বারা স্বপক্ষের বিজয় সম্ভাবনা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দুর্য্যোধনের সান্ত্বনা ৭০৯
দুর্য্যোধনের জিজ্ঞাসায় সঞ্জয় কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরাদির অভিপ্রায় বিজয়সম্ভাবনা ও রথ সমুদায়ের বর্ণন ৭১০
ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসায় সঞ্জয়কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসমবায় কথন এবং যোধগণের ভাগ নিরূপণ বর্ণন ... ৭১১
ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসায় সঞ্জয়কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রোৎসাহন ও যুধিষ্ঠিরের ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রশংসা প্রভৃতির বর্ণন, দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ ... ... ৭১২
ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসায় সঞ্জয়কর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক কৃষ্ণোক্ত সন্দেশবাক্য কথন ... ৭১৩
সঞ্জয়মুখে কৃষ্ণোক্ত সন্দেশবাক্য শ্রবণে অপর পক্ষের বলাবলাদি অবধারণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সন্ধি করিবার উপদেশ ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দুর্য্যোধনের সরোষে নিজ মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান ... ৭১৪
দুর্য্যোধনের আশ্বাসমার্গে কর্ণের শ্লাঘাপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ সংহারের প্রতিজ্ঞা এবং তদ্বিষয়ে ভীষ্মের প্রতিবাদ শ্রবণে তদীয় জীবনসত্ত্বে যুদ্ধে নিরস্ত থাকিবার সঙ্কল্প, অস্ত্র পরিত্যাগ ও স্বপক্ষের জয়াবধারণপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি দুর্য্যোধনের অনুযোগ ... ... ৭১৫
যুধিষ্ঠিরের প্রশংসার্থে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে বিদুরের দমগুণ ও দান্ত পুরুষের লক্ষণ কীর্ত্তন এবং জ্ঞাতিবিরোধের অকর্ত্তব্যতাসমর্থন ও দুর্য্যোধনের মূঢ়তাপ্রদর্শনার্থে শকুনিক ও পক্ষিদ্বয়ের এবং অদূরদর্শী কিরাতগণের উপাখ্যান কথনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরসহ সন্ধি করিবার উপদেশ ... ... ৭১৬
দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণসহ সন্ধি করিবার উপদেশ ... ৭১৭
ধৃতরাষ্ট্রাদিসমীপে সঞ্জয়ের কৃষ্ণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসায় সঞ্জয় কর্ত্তৃক ঈশ্বর জ্ঞানের উপায় কথন ... ... ৭১৮
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ শ্রবণে দুর্য্যোধনপ্রতি গান্ধারীর তিরস্কার ... ৭১৯
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণের যুদ্ধাবলম্বন করিবার উপদেশ ... ... ৭২২
কৃষ্ণপ্রতি ভীমের কুরুসভায় সন্ধিপ্রস্তাব করিবার আদেশ ... ... ৭২৩
সন্ধির ইচ্ছা অপনয়ন ও যুদ্ধোৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ভীমের প্রতি কৌশলক্রমে কৃষ্ণের অনুযোগ ...
কৃষ্ণের অনুযোগে ভীমের রোষ ও উৎসাহ সহকারে স্বীয় বিক্রমের পরিচয় কথন ... ... ৭২৫
অর্জ্জুনের নানা যুক্তি সহকারে কৃষ্ণ প্রতি সন্ধিচেষ্টা করিবার উপদেশ ... ... ৭২৬
অর্জ্জুনবাক্যে কৃষ্ণের অনুমোদন ও বিবিধ হেতুবাদ সহকারে যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা কথন, কৃষ্ণ প্রতি নকুলের কার্য্যগতিক্রমে সন্ধি বা বিগ্রহের প্রস্তাব করণে উপদেশ, কৃষ্ণ প্রতি সহদেবের যুদ্ধ-ঘটনোপযোগী প্রস্তাব করণে উপদেশ, কৃষ্ণসমীপে দ্রৌপদীর বিবিধ কাতরোক্তি কথন ... ৭২৯
কৃষ্ণের হস্তিনায় প্রস্থান, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের সন্দেশবাক্য কথন এবং পথিমধ্যে কৃষ্ণের সহিত দেবর্ষি প্রভৃতির সাক্ষাৎ ... ৭৩০
শালিভবন ও বৃকস্থল প্রদেশে কৃষ্ণের আতিথ্যগ্রহণ ... ... ৭৩১
ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বৃকস্থলাদি প্রদেশে কৃষ্ণের নিমিত্ত সভা নির্ম্মাণ ও আতিথ্যের আয়োজন, পরন্তু তৎসমুদায়ের প্রতি অনাদর করিয়া কৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ... ... ৭৩২
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ এবং কৃষ্ণসমীপে মণিরত্নাদি উপহার দিতে নিষেধ ... ... ৭৩৩
কৃষ্ণ-সৎকারবিষয়ে দুর্য্যোধনের প্রতিবাদ, ধৃতরাষ্ট্র প্রতি ভীষ্মের সন্ধি করিবার উপদেশ, তদ্বিপরীতে দুর্য্যোধনের কৃষ্ণকে বদ্ধ রাখিবার প্রস্তাব, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের নিষেধ এবং দুর্য্যোধন-প্রতি ভর্ৎসনাপূর্ব্বক ভীষ্মের সভা হইতে প্রস্থান এবং কৃষ্ণের কৌরবসভায় প্রবেশ ও বিদুরভবনে আতিথ্য গ্রহণ ... ... ৭৩৪
কৃষ্ণের কুন্তীসহ সাক্ষাৎ ... ৭৩৫
কৃষ্ণের দুর্য্যোধনসদনে গমন ... ৭৩৮
কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপন-প্রয়াস নিরর্থক এবং কৌরবসভায় তাঁহার প্রবেশ অনুচিত, এই ভাবে কৃষ্ণ প্রতি বিদুরের উক্তি ... ... ৭৩৯
বিদুরসমীপে কৃষ্ণের শান্তিস্থাপনপ্রয়াসের উপযোগিতা প্রদর্শন ৭৪০
কৃষ্ণের কৌরবসভায় গমন এবং তথায় দেবর্ষি প্রভৃতির আবির্ভাব ... ৭৪১
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে কৃষ্ণের বিবিধ যুক্তিসহকারে শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব ... ৭৪২
কৌরবসভায় শান্তি সংস্থাপনের উপদেশ ... ... ৭৪৪
দুর্য্যোধন সমীপে কণ্ব ঋষির নরনারায়ণমাহাত্ম্য ও মাতলীয় উপাখ্যান কীর্ত্তনপূর্ব্বক সন্ধি স্থাপনের উপদেশ ... ... ৭৪৫
মাতলীয় উপাখ্যান নারদ ও মাতলীর পাতালপুরে প্রবেশ এবং মাতলীসমীপে নারদের বরুণালয় বর্ণন ৭৪৬
নির্ব্বন্ধাতিশয়ের দোষ প্রমাণার্থে দুর্য্যোধন-সমীপে নারদের গালব চরিত কথন ... ... ৭৫১
গালব চরিত বর্ণনান্তে দেবর্ষি নারদের নির্ব্বন্ধাতিশয় ও ক্রোধাভিমানের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি তত্তদ্বিষয় হইতে ক্ষান্ত থাকিবার উপদেশ ... ... ৭৬১
ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপনার্থ দুর্য্যোধনের প্রতি উপদেশ ৭৬২
কৃষ্ণবাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির উপদেশ ... ৭৬৩
ভীষ্ম ও দ্রোণের পাণ্ডবদিগের পরাক্রম উল্লেখপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি সন্ধিবিষয়ক উপদেশ এবং দুর্য্যোধনের স্বীয় নিরপরাধত্ব সপ্রমাণপূর্ব্বক কৃষ্ণেরপ্রতি উত্তরদান ও পাণ্ডবদিগকে রাজ্যাংশ না দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ ... ৭৬৪
কৃষ্ণ সরোষে তিরস্কার করিলে দুর্য্যোধনের স্বামাত্যবর্গ সমেত সভা হইতে নির্গমন এবং কৃষ্ণের দুর্য্যোধনকে সংযত করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের প্রতি উপদেশ ...
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গান্ধারীর সভায় আগমন এবং শান্তি স্থাপনমানসে দুর্য্যোধনকে সভায় আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি উপদেশ ... ৭৬৬
গান্ধারী বাক্যে অনাদরপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সভা হইতে নির্গমন এবং কৃষ্ণকে বদ্ধ রাখিবার উদ্দেশে কর্ণ শকুন্যাদির সহিত মন্ত্রণা, উক্ত মন্ত্রণার বিষয় বিদিত হইয়া সাত্যকির কৃতবর্ম্মার প্রতি বাহিনী যোজনা করিবার আদেশ ও সভাস্থলে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট বিজ্ঞাপন, ধৃতরাষ্ট্রেরপ্রতি কৃষ্ণের তদ্বিষয়ক উক্তি, বিদুরদ্বারা পুনরায় দুর্য্যোধনকে সভায় আনাইয়া তৎপ্রতি ধৃত-

# উদ্যোগপর্ব্বের সূচীপত্র।




| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| রাষ্ট্রের ভৎসনা ও বিদুরের কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনপ্রতি ভৎসনা ... ... | ৭৬৮ |
| অট্টহাস-সহকারে ভগবান্ বাসুদেবের কৌরব সভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন ও ঋষিগণের অনুজ্ঞাক্রমে কৌরবসভা হইতে প্রস্থান ... | ৭৬৯ |
| সাক্ষাৎকারার্থে কৃষ্ণের কুন্তীসমীপে গমন এবং কৃষ্ণ-সমীপে কুন্তীর যুধিষ্ঠিরকে বলিবার কারণ উপদেশ | ৭৭১ |
| কুন্তীর বিদুলা-সঞ্জয়-সংবাদ কথনারম্ভ | ৭৭২ |
| কুন্তীর কৃষ্ণের দ্বারা পুত্রগণের প্রতি সন্দেশ প্রেরণ ... ... | ৭৭৩ |
| কৃষ্ণ প্রতি কুন্তীদেবীর কথিত বাক্য সকল দুর্য্যোধনের সমীপে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তৎপ্রতি ভীষ্ম ও দ্রোণের যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার অনুরোধ এবং রাজপুরসংঘটিত দুর্নিমিত্ত সকল কীর্ত্তন করত কৌরবপক্ষের পরাজয়সম্ভাবনা কথন ... | ৭৭৭ |
| ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসায় সঞ্জয়ের কৃষ্ণ কর্ণ-সংবাদ-কথনারম্ভ, কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের পাণ্ডবপক্ষাবলম্বনে অনুরোধ | ৭৭৮ |
| কৃষ্ণ সমীপে কর্ণের পাণ্ডবপক্ষাবলম্বনে অস্বীকার এবং দুর্য্যোধন পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধে দেহপাতানন্তর স্বর্গগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ ... | ৭৭৯ |
| কর্ণের প্রতি অনুযোগপূর্ব্বক কৃষ্ণের যুদ্ধের দিন নির্দ্ধারণ ... | ৭৮১ |
| কৃষ্ণসমীপে কর্ণের দুর্য্যোধন রাজধানী মধ্যে স্বপক্ষের পরাজয়সূচক দুর্নিমিত্ত সকল বর্ণন ... ... | ৭৮১ |
| বিদুর নিকটে কুরুপাণ্ডবদিগের সন্ধি না হওয়া শ্রবণে কুন্তীর চিন্তা এবং কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষাবলম্বন করাইবার মানসে তদীয় জন্মবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইবার অনুরোধ ... ... | ৭৮৩ |
| কুন্তীবচনে কর্ণের অস্বীকার এবং "অর্জ্জুন ভিন্ন আপনার অন্য পুত্রচতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা ... ... | ৭৮৪ |
| সৈন্যনির্যাণ প্রকরণারম্ভে, যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণের কৌরবসভায় ভীষ্মদ্রোণাদিকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন শান্তিস্থাপন-বিষয়ে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের সবিস্তার বর্ণনা এবং দুর্য্যোধনের দুরভিপ্রায়-নিবন্ধন যুদ্ধঘটনায় অবশ্যম্ভাবিত্ব-কথন ... ... | ৭৮৪ |
| কৃষ্ণবাক্য-শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের ভীমাদিপ্রতি সেনা বিভাগ করিবার আদেশ এবং সেনাপতি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ... ... | ৭৮৮ |
| দুর্য্যোধনের আদেশে যুদ্ধার্থ সজ্জিত কৌরবপক্ষীয় রাজগণের শোভা প্রকাশ ... ... | ৭৯০ |
| সংশয়-নিরসন মানসে কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসায় বাসুদেবের যুদ্ধপক্ষে সম্মতি প্রকাশ এবং তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনের অনুমোদন ... | ৭৯১ |
| দুর্য্যোধনের স্বপক্ষীয় সৈন্য-বিভাগ ... | ৭৯২ |
| দুর্য্যোধনের প্রার্থনায় ভীষ্মের তদীয় সৈনাপত্যভারগ্রহণে স্বীকার এবং কৌরবসৈন্যগণের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাক্রমে দ্রুপদ ও বিরাট প্রভৃতির সৈনাপত্যপদে অভিষেক এবং বলরামের পাণ্ডবগণ সমীপে আগমন ও যুদ্ধে উদাসীন থাকিবার অভিপ্রায়ে সরস্বতী তীর্থে প্রস্থান ... ... | ৭৯৩ |
| যুদ্ধে সাহায্য-করণ মানসে রুক্মিরাজের সসৈন্যে পাণ্ডবদিগের নিকট আগমন, তথা হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুর্য্যোধননিকটে গমন এবং তাহার নিকটেও প্রত্যাখ্যান পাইয়া যথাস্থানে প্রস্থান ... ... | ৭৯৪ |
| ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসায় সঞ্জয়কর্ত্তৃক কুরুপাণ্ডবগণের সেনানিবেশ কথন এবং মন্ত্রণাপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্যে স্থিরীকরণ ও বক্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদানানন্তর উলূকের পাণ্ডবগণসমীপে প্রেরণ ... | ৭৯৫ |
| উলূকের পাণ্ডবসভায় গমন ও দুর্য্যোধনোক্ত বাক্যসকলের অনুকীর্ত্তনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের ক্রোধোদ্দীপন | ৭৯৮ |
| পাণ্ডবদিগের উলূকোক্ত প্রত্যেক বাক্যের উত্তরপ্রদান এবং পাণ্ডবসভা হইতে উলূকের প্রত্যাগমন ও দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণোক্ত বাক্যসকল নিবেদন ... | ৮০১ |
| পাণ্ডবগণের যুদ্ধযাত্রা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক যোধগণের প্রতিদ্বন্দ্বি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সৈনিক বিভাগ এবং রথাতিরথসংখ্যান-প্রকরণে দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসায় ভীষ্মকর্ত্তৃক কৌরব পক্ষীয় রথ ও অতিরথের সংখ্যা কথন ... ... | ৮০২ |
| কর্ণকে অর্দ্ধরথী বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, ভীষ্মের সহিত কর্ণের বিবাদ ... | ৮০৪ |
| ভীষ্মের পাণ্ডবপক্ষীয় রথাতিরথসংখ্যা বর্ণন ও শিখণ্ডীহননে অসম্মতি প্রকাশ ... ... | ৮০৫ |
| অম্বোপাখ্যান প্রকরণারম্ভে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মের শিখণ্ডীর স্ত্রী পুরুষত্ব বৃত্তান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে কাশিরাজদুহিতা অম্বাদির বিবাহ এবং সমস্ত রাজগণের পরাভব দ্বারা স্বীয় পরাক্রম প্রকাশের বিবরণ বর্ণন ... | ৮০৭ |
| অম্বার শাল্বরাজের প্রতি পূর্ব্বানুরাগ প্রকাশ করাতে তাঁহার প্রতি ভীষ্মের শাল্ব সমীপে গমনাদেশ, শাল্ব কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অম্বার তপোবনে গমন এবং ঋষিগণ-সমীপে তাপসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ ... ... | ৮০৮ |
| অম্বার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে তাপসগণের মন্ত্রণা এবং তাপসগণসমীপে রাজর্ষি হোত্রবাহনের আগমন, স্বকীয় দৌহিত্রী অম্বার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি দুঃখ প্রতিকারের উপদেশ ও তৎকালসমাগত ভার্গব সহচর অকৃতব্রণসমীপে দৌহিত্রীর বিবরণ বিজ্ঞাপন ... | ৮০৯ |
| অম্বার প্রতি অকৃতব্রণের পরশুরাম দ্বারা বৈর নির্য্যাতন করাইবার উপদেশ প্রদান, তাপসগণসমীপে জামদগ্ন্যের গমন এবং অম্বার দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণে ভীষ্মশাসন বিষয়ে অঙ্গীকার পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান ... | ৮১০ |
| ভীষ্ম-প্রতি পরশুরামের আহ্বান ও অম্বাগ্রহণে অনুরোধ এবং তদ্বিষয়ে ভীষ্মের অস্বীকারে ত্রয়োবিংশ দিবসব্যাপী যুদ্ধের আরম্ভ ... | ৮১২ |
| ভীষ্মের স্বপ্নযোগে বসুগণোপদিষ্ট প্রস্বাপনাস্ত্র প্রয়োগাদি পরিজ্ঞান | ৮১৭ |
| পরদিন যুদ্ধসময়ে প্রস্বাপন অস্ত্রের সন্ধানোপক্রমে দেব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক ভীষ্মের নিবারণ, অস্ত্রের প্রতিসংহার দেখিয়া জামদগ্ন্যের সম্মুখে পরাজয় স্বীকার এবং দেব ও পিতৃগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া উভয়ের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি ... | ৮১৮ |
| রামেরদ্বারা ভীষ্মের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতে না পারিয়া অম্বার পুনরায় তপোবনে গমনপূর্ব্বক উগ্র তপস্যা ও গঙ্গাশাপে দেহার্দ্ধ দ্বারা নদীরূপ ধারণ ... | ৮১৯ |
| অম্বার মহাদেবসমীপে অভিলষিত বরপ্রাপ্তি ও জ্বলদগ্নিতে শরীরত্যাগ এবং শিবের বরে দ্রুপদরাজের গৃহে অম্বার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ও পুত্ররূপে প্রচারিত হওন ... | ৮২০ |
| পুরুষরূপিণী দ্রুপদকন্যা শিখণ্ডিনীর দশার্ণদেশাধিপতি দুহিতার পাণিগ্রহণ, এ কন্যা দ্বারা তাহার স্ত্রীভাব প্রকাশ হইলে কোপাবিষ্ট দশার্ণরাজের দ্রুপদনিকটে দূতপ্রেরণ, মহাদেব-বরে কন্যার পুংস্ত্বলাভের প্রত্যাশা থাকায় দ্রুপদরাজের দেবাদি অর্চ্চন এবং শিখণ্ডিনীর প্রাণবিসর্জ্জনার্থে | |

বিষয় — পৃষ্ঠা

নির্জ্জন বনে গমন ও স্থূণাকর্ণ যক্ষের নিকট পুংস্ত্বলাভান্তে স্বনগরে প্রত্যাগমন ... ... ৮২১
স্থূণাকর্ণ যক্ষের আলয়ে কুবেরের আগমন এবং তাহার পুংস্ত্ব পরিবর্ত্তন বিবরণ শ্রবণে কোপাবিষ্ট হইয়া তৎপ্রতি শিখণ্ডীর জীবনকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীভাবে অবস্থানরূপ শাপ প্রদানপূর্ব্বক স্বধামে প্রস্থান ... ৮২৩
শিখণ্ডীর পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে পুংস্ত্বপ্রতিপ্রদানার্থে স্থূণযক্ষের নিকট গমন এবং তাহার শাপের বিবরণ বিদিত হইয়া তথা হইতে হৃষ্টচিত্তে স্বনগরে প্রত্যাগমন, শিখণ্ডীর স্ত্রীপূর্ব্বত্ব বর্ণনান্তে তদীয় বিনাশবিষয়ে ভীষ্মের অস্বীকার ও দুর্য্যোধন-জিজ্ঞাসায় ভীষ্ম-দ্রোণাদির পাণ্ডবী সেনা বিনাশবিষয়ে স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ সময়নির্দ্ধারণ.... ৮২৪
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসায় অর্জ্জুনের কৌরব সেনা সংহারে সামর্থ্যানুরূপ সময় নির্ণয় ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি আশ্বাস প্রদান, কৌরবসৈন্যের শ্রেণী বিভাগক্রমে যুদ্ধযাত্রা ও রণক্ষেত্রে শিবিরসন্নিবেশ এবং পাণ্ডবসৈন্যের কৌশলক্রমে শ্রেণী বিভাগপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা ... ... ৮২৫

উদ্যোগপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

# ভীষ্মপর্ব্ব।

কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধবিবরণ, শিবিরসন্নিবেশ ও ব্যূহরচনাদি ... ... ৮২৭
যুদ্ধের নিয়ম সংস্থাপনাদি এবং মহর্ষি ব্যাসের, ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ-বিবরণ অবগতি নিমিত্ত সঞ্জয়কে বরপ্রদানাদি ও ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্রনিকটে দুর্নিমিত্ত কথন ... ... ৮২৮
ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাসসমীপে মনুষ্য বিনাশের দৈবহেতুতা কথনাদি, ব্যাসের ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যুদ্ধ নিবারণে উপদেশ, ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক ব্যাসের প্রসন্নতা প্রার্থনা এবং জয় পরাজয়ের লক্ষণ ... ... ৮৩০
পৃথিবীর গুণ, নানা দেশ ও জীবের আকৃতি প্রকৃতি ও নদী পর্ব্বতাদি সমস্ত পদার্থের নাম ও পরিমাণাদি ... ... ৮৩১
সুদর্শনদ্বীপ ও বর্ষপর্ব্বতাদির বিবরণ ৮৩২
মেরুগিরির উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব এবং মাল্যবান্‌পর্ব্বতের বিবরণ ... ৮৩৩
সুদর্শন নামে জম্বুবৃক্ষাদির বিবরণ ... ৮৩৪
চন্দ্র সূর্য্য ও রাহুর বৃত্তান্ত এবং ভূমিপর্ব্বাধ্যায় শ্রবণফল ... ৮৩৬
সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রসমীপে ভীষ্মের যুদ্ধে পতনসংবাদ কথন ও ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ... ... ৮৩৮
সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রসমীপে যুদ্ধবিবরণ কথনারম্ভ ... ... ৮৪০
উভয় পক্ষের ব্যূহরচনার পর দুঃশাসনের প্রতি দুর্য্যোধনের ভীষ্ম রক্ষার মন্ত্রণা কথনাদি, প্রথম দিবসের যুদ্ধসজ্জা, সেনাপতি বিবরণ এবং ব্যাসোক্ত দুর্লক্ষণ প্রত্যক্ষ ৮৪০
ভীষ্ম দ্রোণের প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের প্রতি জয়াশীর্ব্বাদ ও দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করণ বৃত্তান্ত এবং রাজগণের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ ... ৮৪১
যে যে ব্যক্তি ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষক ও তদনুগামী হইলেন তদ্বিবরণ এবং ব্যূহরচনার প্রকার ... ৮৪২
উভয়পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের অবস্থা ও লক্ষণ, ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের অবস্থান কথন, ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় অধিক সৈন্য দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের বিষাদ এবং অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠিরসমীপে যুদ্ধে বিজয়সম্ভাবনা কথন ৮৪৪
যুধিষ্ঠিরের স্ব সৈন্যের প্রতি উৎসাহজনক উপদেশ, পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাগণ প্রত্যেকে যিনি যে স্থানে রক্ষকরূপে অবস্থিত হইলেন, তদ্বিবরণ, অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের ভীষ্মরক্ষিত সৈন্যবিনাশ করে ও দুর্গাস্তব পঠনে উপদেশ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন ও দুর্গার অর্জ্জুনের প্রতি বর প্রদান ... ৮৪৫
পাণ্ডবদিগের বিজয়ের হেতু কথনাদি, দ্রোণাচার্য্য সমীপে দুর্য্যোধনের উভয়পক্ষীয় সেনাপতি বিবরণাদি, যুদ্ধোদ্যত ব্যক্তিদিগকে দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণসমীপে অর্জ্জুনের ইচ্ছাপ্রকাশ প্রভৃতি ও স্বজন মাতুলাদি দেখিয়া বিষাদ ও যুদ্ধে নিবৃত্তির ইচ্ছা ... ... ৮৪৬
কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রস্তাব ... ... ৮৪৭
নিষ্কামকর্ম্মের প্রশংসা ও কাম্যকর্ম্মের নিন্দা ... ... ৮৪৮
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ এবং জ্ঞান ও কর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাব ... ৮৪৯
পুরুষ যদ্দ্বারা পাপাচরণ করে, তদ্বিবরণ ও কর্ম্মযোগাদির পুরাতনত্ব ... ৮৫০
জ্ঞান, কর্ম্ম ও সন্ন্যাস যোগ ... ৮৫১
সন্ন্যাস যোগ ... ... ৮৫৩
আত্মসংযম যোগ ... ... ৮৫৪
চিত্তসংযম বিষয়ক প্রস্তাব, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির গতি ও বিজ্ঞান যোগ ... ৮৫৫
ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈবরূপ বিজ্ঞানযোগের বিস্তারিত বিবরণপূর্ব্বক তারক ব্রহ্মযোগ কথন ... ... ৮৫৬
মনুষ্য, দৈব ও ব্রাহ্ম বৎসরাদি পরিমাণ, ব্রহ্মোপাসক ও কর্ম্মীদিগের পরলোক গমনের পথ এবং সংসারে পুনরাবর্ত্তনাদি ... ৮৫৭
পরম গুহ্যতম ব্রহ্মবিদ্যা ... ৮৫৮
পরমাত্মস্বরূপ কৃষ্ণের সর্ব্বকারণতা, জন্মাদিরাহিত্য ও তাঁহারই অনুগ্রহে জীবের মোহবিনাশাদি কথন ৮৫৯
কৃষ্ণের পরমেশ্বররূপে বিভূতি বর্ণন, অর্জ্জুনকে কৃষ্ণের অলৌকিকরূপ প্রদর্শন এবং কৃষ্ণের অদ্ভুত ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের বিস্ময় ও তদ্বিবরণ ... ... ৮৬০
লোকসংহারে প্রবৃত্ত কৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তব ও শান্তমূর্ত্তি দেখিবার প্রার্থনা ... ... ৮৬১
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনাবাদ ও পূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রদর্শন এবং উভয়ের কথোপকথন ... ... ৮৬২
ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক তদুপাসক আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক এই উভয়ের শ্রেষ্ঠতাশ্রেষ্ঠতাদি ও প্রকৃতিপুরুষ যোগ কথন ... ৮৬৩
সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের স্বরূপ ও কার্য্য ৮৬৪
উক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিবার উপায় এবং পুরুষোত্তম যোগ ... ৮৬৫
দৈব ও আসুর সম্পদ্ যোগ ... ৮৬৬
সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার প্রকার ও কার্য্য এবং সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকারাদি ... ৮৬৭
কর্ম্ম ও তৎপ্রবৃত্তির হেতু, বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতির সাত্ত্বিকত্বাদি, ত্রিবিধ সুখাদি বিবরণ এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সাত্ত্বিকাদি গুণ, কার্য্য তৎফল ও ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়াদি ... ৮৬৮
পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইবার উপদেশাদি, গীতাপ্রতিপাদ্য অর্থ পাত্রবিশেষে বলিবার উপদেশ ও ফলশ্রুতি, অর্জ্জুনের মোহবিনাশ এবং সঞ্জয়ের গীতাশ্রবণাদি জন্য হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুনপক্ষীয়দিগের বিজয়সম্ভাবনা কথন ... ৮৬৯
অর্জ্জুনের যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া যোধগণের রণবাদ্য, যুদ্ধ দর্শনে দেবাদির আগমন এবং যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মসমীপে গমন ও উভয়ের কথোপকথন ... ... ৮৭০
যুধিষ্ঠিরের দ্রোণসমীপে গমন ও উভয়ের কথোপকথন, যুধিষ্ঠিরের কৃপাচার্য্যনিকটে গমন ও উভয়ের কথোপকথন এবং যুধিষ্ঠিরের মদ্ররাজনিকটে গমন ও উভয়ের কথোপকথন ... ৮৭১
যুধিষ্ঠিরের নির্গমন, কর্ণের প্রতি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের

| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| প্ররোচনা ও তাহাতে কর্ণের প্রত্যাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যদি কেহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন তন্নিমিত্ত তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা, যুযুৎসুর যুধিষ্ঠির-পক্ষে আগমন ও প্রথম দিবসের যুদ্ধারম্ভ | ৮৭২ |
| দ্বৈরথ যুদ্ধ … … | ৮৭৩ |
| সঙ্কুল যুদ্ধ … … | ৮৭৫ |
| অভিমন্যুর সহিত ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষকগণের যুদ্ধ … … | ৮৭৬ |
| শল্যের সহিত যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তরের নিপাত, বিরাটপুত্র শঙ্খের সহিত শল্যের যুদ্ধ, ভীষ্ম কর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্য-বিনাশ ও প্রথম দিবসের যুদ্ধ সমাপন এবং যুধিষ্ঠিরের শোকাকুলচিত্তে কৃষ্ণ সমীপে খেদোক্তিপূর্ব্বক জয়মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা … … | ৮৭৭ |
| যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের শোকাপনোদন উপদেশ, যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নের কথোপকথন এবং দ্বিতীয় দিবসে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ ও তদ্বিবরণ কথন … … | ৮৭৮ |
| বিপক্ষব্যূহ দেখিয়া দুর্য্যোধনের দ্রোণাদির নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ, ভীষ্ম দ্রোণাদি কর্ত্তৃক ব্যূহ রচনা ও তদ্বিবরণ কথন, উভয় পক্ষের যুদ্ধোদ্যম, ভীষ্মের পরাক্রম ও ভীষ্মবধের নিমিত্ত অর্জ্জুনের বাক্যোদ্যম … … | ৭৭৯ |
| কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভীষ্মসম্মুখে রথানয়ন অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের যুদ্ধ, অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্মের সংগ্রাম এবং উভয়ের যুদ্ধ দেখিয়া দেবাদিগণের কথোপকথন … | ৮৮০ |
| দ্রোণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ, … | ৮৮১ |
| কলিঙ্গাধিপের সহিত ভীমের যুদ্ধ, ভীম কর্ত্তৃক কলিঙ্গরাজপুত্র শক্রদেবের নিপাত, কলিঙ্গরাজপুত্র ভানুমানের নিপাত ও কলিঙ্গসেনা বিনাশ … … | ৮৮২ |
| ভীমের প্রতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি প্রভৃতির সাহায্য … | ৮৮৩ |
| ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃপের যুদ্ধ, অভিমন্যুর সহিত দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষণেরযুদ্ধ ও তথায় দুর্য্যোধনাদির গমন, অর্জ্জুনের বিক্রম প্রকাশ ও দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধ সমাপ্ত … … | ৮৮৪ |
| তৃতীয় দিবসের যুদ্ধারম্ভ ও ভীষ্মকর্ত্তৃক গারুড় ব্যূহ নির্ম্মাণ, পাণ্ডব পক্ষে অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা ও উভয়পক্ষীয় যোধগণের পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ … … | ৮৮৫ |
| অর্জ্জুন, সাত্যকি, অভিমন্যু ও ভীমসেন কর্ত্তৃক সৌবলাদি কুরুসৈন্যের বিদ্রাবণাদি … … | ৮৮৬ |
| দুর্য্যোধন ভীষ্মের কথোপকথন ও ভীষ্মের পরাক্রমপ্রকাশাদি … | ৮৮৭ |
| কৃষ্ণের অনুরোধে অর্জ্জুনের ভীষ্মসহিত যুদ্ধ … … | ৮৮৮ |
| অর্জ্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণের স্বয়ং ভীষ্মাদিবিনাশে চিন্তা, ভীষ্মের পরাক্রম ও কৃষ্ণের সাত্যকির প্রতি উক্তি, ভীষ্মাদি বিনাশ-নিমিত্ত কৃষ্ণের চক্রহস্তে রথ হইতে অবরোহণাদি, কৃষ্ণের প্রতি ভীষ্মের উক্তি এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৃষ্ণের নিবারণ | |
| কৃষ্ণের পুনর্ব্বার রথারোহণাদি, অর্জ্জুনের পরাক্রম, পাণ্ডবপক্ষের জয় ও তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ সমাপন… | ৮৯০ |
| চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে উভয় পক্ষে ব্যাল ব্যূহ নির্ম্মাণ ও ভীষ্মার্জ্জুনের যুদ্ধ … … | ৮৯১ |
| অভিমন্যুর পরাক্রম প্রকাশ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাক্রম ও তৎকর্ত্তৃক সংযমনিপুত্রের মস্তক চূর্ণ, সংযমনির সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্রের খেদ, শল্যের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অভিমন্যুর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত ভীমসেনাদির যুদ্ধ … | |
| ভীমসেনের হস্তে মগধদেশীয় গজসৈন্যের নিপাত ও অভিমন্যু কর্ত্তৃক মগধরাজের প্রাণ সংহার | ৮৯৩ |
| ভীমকর্ত্তৃক কুরুসৈন্যনিপাত এবং ভূরিশ্রবার সহিত সাত্যকির ও ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ, ভীমকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় পুত্রের সংহার এবং ভীম ও ঘটোৎকচের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধ … | ৮৯৫ |
| কৌরবদিগের সৈন্যাবহার ও চতুর্থ দিবসের যুদ্ধ সমাপ্ত এবং পাণ্ডবদিগের অবধ্যতা ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের বিনাশের হেতু … | ৮৯৬ |
| কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, আবির্ভাব ও অবস্থিতি এবং কৃষ্ণের স্তোত্র … | ৮৯৯ |
| পঞ্চমদিবসের যুদ্ধে মকর ব্যূহ ও শ্যেন ব্যূহ রচনাদি এবং ভীষ্ম ভীমসেনের যুদ্ধ … … | ৯০০ |
| অর্জ্জুনের যুদ্ধার্থ ভীষ্ম-নিকটে গমন ও অন্যান্য পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুপক্ষীয় রাজগণের যুদ্ধ এবং ভীষ্মের পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ভীমসেনাদির সহিত যুদ্ধ … | ৯০১ |
| অর্জ্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের কৃপা প্রকাশ … | ৯০২ |
| দুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেনের, অভিমন্যু আদির সহিত লক্ষণাদির ও সাত্যকির সহিত ভূরিশ্রবার যুদ্ধ এবং ভূরিশ্রবাকর্ত্তৃক সাত্যকির দশ পুত্র বিনাশ ও পঞ্চম দিবসের যুদ্ধ সমাপ্ত … | ৯০৩ |
| ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধারম্ভ এবং পাণ্ডবপক্ষে মকরব্যূহ ও কৌরবপক্ষে ক্রৌঞ্চব্যূহ সজ্জা … … | ৯০৪ |
| ধৃতরাষ্ট্রের খেদোক্তি ও সঞ্জয়ের প্রত্যুক্তি … … | ৯০৫ |
| ভীমের দুঃশাসনাদি বিপক্ষ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তথায় আগমন, দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নের বধচেষ্টা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের মোহপ্রাপ্তি ও দ্রোণাচার্য্য হইতে তদুপশম … | ৯০৬ |
| যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশ বীরের ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থ গমন, দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাজয় ও পাণ্ডবসৈন্য বিদ্রাবণ, দুর্য্যোধন ও তাঁহার অন্যান্য কতিপয় ভ্রাতার সহিত ভীমের যুদ্ধ, অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশ বীরের দুর্য্যোধন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ এবং অর্জ্জুনের কুরুসৈন্য বিদ্রাবণ … | ৯০৭ |
| দুর্য্যোধনের প্রতি ভীমের উক্তি ও প্রহার এবং জয়দ্রথাদির সহিত অভিমন্যু প্রভৃতির যুদ্ধ … | ৯০৮ |
| দুর্ম্মুখ প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতার সহিত কৈকেয়রাজ পঞ্চভ্রাতার যুদ্ধ ও ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধ সমাপ্ত, দুর্য্যোধন ভীষ্মের কথোপকথন, সৈন্যগণের সমরযাত্রা এবং দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মের আশ্বাসবাক্য কথন ও বিশল্যকরণী ওষধি প্রদান … | |
| সপ্তম দিবসের যুদ্ধারম্ভ ও কৌরবদিগের মণ্ডলব্যূহ ও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণাদি এবং ভীষ্মার্জ্জুনের সমাগম … | ৯১০ |
| দ্রোণের সহিত বিরাটের যুদ্ধ ও বিরাটপুত্র শঙ্খের বিনাশ, অশ্বত্থামার সহিত শিখণ্ডীর যুদ্ধ ও শিখণ্ডীর পরাজয়, সাত্যকির সহিত অলম্বুষের যুদ্ধ ও তাহাতে অলম্বুষের পরাজয় এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও তাহাতে দুর্য্যোধনের পরাজয় … | ৯১১ |
| ভীমসেনের সহিত কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ ও তাহাতে কৃতবর্ম্মার পরাজয়, ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কথোপকথন, অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতার সহিত ইরাবানের যুদ্ধ এবং ভগদত্তের সহিত ঘটোৎকচেরযুদ্ধ ও তাহাতে ঘটোৎকচের পরাজয় … | ৯১২ |
| নকুল সহদেবের সহিত মদ্ররাজের যুদ্ধ ও তাহাতে মদ্ররাজের পরাজয়, যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে | |

বিষয় — পৃষ্ঠা।

ক্রতায়ুর পরাজয় এবং কৃপাচার্য্যের সহিত চেকিতানের যুদ্ধ, ধৃষ্টকেতুর সহিত ভূরিশ্রবার যুদ্ধ, অভিমন্যুর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের তিন পুত্রের যুদ্ধ এবং অর্জ্জুন ভীষ্ম ও দুর্য্যোধন প্রভৃতির সমাগম ... ১১৪
যুধিষ্ঠির শিখণ্ডীর কথোপকথন, ভীষ্ম যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও চিত্রসেনের সমাগম, সঙ্কুল যুদ্ধ ও সপ্তম দিবসীয় যুদ্ধ সমাপ্ত ... ১১৫
অষ্টমদিবসীয় যুদ্ধারম্ভ এবং কুরুপক্ষে সাগর ব্যূহ ও পাণ্ডবপক্ষে শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা ... ১১৬
ভীষ্ম ভীমের পরাক্রম ও ভীম কর্ত্তৃক সুনাভাদি কতিপয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের বিনাশ ... ... ১১৭
দুর্য্যোধন ভীষ্মের ও ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কথোপকথন ... ... ১১৮
সঙ্কুল যুদ্ধ, শকুনির সহিত ইরাবানের যুদ্ধ ও ইরাবানের পরিচয় ... ১১৯
ইরাবানের সহিত শকুনির ভ্রাতৃগণের যুদ্ধ ও পঞ্চ ভ্রাতার মৃত্যু এবং রাক্ষস অলম্বুষের সহিত ইরাবানের যুদ্ধ ও ইরাবানের মৃত্যু ... ১২০
সঙ্কুল যুদ্ধ, ও অর্জ্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণের পরাক্রম এবং ঘটোৎকচের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের পরাজয় ... ... ১২১
ঘটোৎকচের সহিত দ্রোণাদির যুদ্ধ ও দ্রোণাদির পরাজয় ... ১২২
সঙ্কুল যুদ্ধ ও ধৃতরাষ্ট্রসৈন্য ক্ষয় ... ১২৩
ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও ভীমের কষ্টবাদ এবং ঘটোৎকচের বিজয় ... ... ১২৪
ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন এবং ভগদত্ত প্রভৃতির সহিত ভীমসেন ও ঘটোৎকচ প্রভৃতির যুদ্ধ... ১২৫
ইরাবানের মৃত্যু শুনিয়া অর্জ্জুনের খেদ ও যুদ্ধে প্রবৃত্তি ... ১২৬
ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় পুত্রের মৃত্যু, উভয় পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধা ও সৈন্যদিগের যুদ্ধে ক্ষয় ও অষ্টমদিবসীয় যুদ্ধ সমাপন ১২৭
পাণ্ডবদিগের বিনাশ নিমিত্ত দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা এবং কর্ণের মন্ত্রণায় দুর্য্যোধনের ভীষ্মসমীপে গমন ... ১২৮

ভীষ্মের বাক্যানুসারে দুর্য্যোধনের রাজগণ ও দুঃশাসনে প্রতি আদেশ ও যুদ্ধে গমন, নবম দিবসের যুদ্ধারম্ভ এবং উভয় পক্ষে ব্যূহরচনা ... ...
অভিমন্যুকর্ত্তৃক কুরুসৈন্য ক্ষয় ও অলম্বুষের পরাজয় ... ১৩২
ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত অভিমন্যু ও অর্জ্জুন প্রভৃতির যুদ্ধ এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তরাজের পরাজয়... ১৩৩
ভীমকর্ত্তৃক গজসৈন্য ক্ষয় ও সঙ্কুল যুদ্ধ ... ...
যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বহুল সাদিসৈন্য বিনাশ ও শল্যের সহিত যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ ... ১৩৬
ভীষ্মের পরাক্রম প্রকাশ, কৃষ্ণের ক্রোধ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা ও নবম দিবসের যুদ্ধ সমাপন ... ... ১৩৭
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথোপকথন ... ১৩৯
পাণ্ডবদিগের ভীষ্মসমীপে গমন ও জয়োপায় জিজ্ঞাসা, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন ও কৃষ্ণের কথোপথন ... ১৪০
দশমদিবসের যুদ্ধারম্ভ ও ভীষ্মকর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্য বিনাশ ... ১৪১
শিখণ্ডী, ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং কথোপথন, ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ ও ভীষ্মের বিক্রম প্রকাশ ... ১৪২
দুর্য্যোধন ভীষ্মের কথোপকথনাদি, ভীষ্মের প্রতি পাণ্ডব পক্ষদিগের আক্রমণ ও কুরুদিগের তন্নিবারণ চেষ্টা ... ... ১৪৩
অশ্বত্থামার প্রতি দ্রোণের উক্তি ... ১৪৫
ভগদত্ত প্রভৃতি দশ জন মহারথের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ ... ১৪৬
ভীষ্মার্জ্জুনকর্ত্তৃক ভগদত্ত প্রভৃতির পরাজয়ানন্তর কুরুসৈন্য বিনাশ
ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি ও ভীষ্মের দেহরক্ষণে নির্ব্বেদ প্রকাশ ... ...
ধৃষ্টদ্যুম্নাদির ভীষ্মনিপাতনে যত্ন ও কুরুপক্ষদিগের তন্নিবারণে উদ্যম সহকারে যুদ্ধাদি, দুর্য্যোধনের সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ, অশ্বত্থামার সহিত সাত্যকির যুদ্ধ, ধৃষ্টকেতুর সহিত কৌরবের যুদ্ধ এবং চিত্রসেনের সহিত সুশর্ম্মার যুদ্ধ ... ১৪৯
অভিমন্যুর সহিত বৃহদ্বলের যুদ্ধ, ভীমসেনকর্ত্তৃক গজসৈন্য বিনাশ, শল্যের সহিত যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ, দ্রোণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ এবং শিখণ্ডীসহ অর্জ্জুনের ভীষ্মনিপাতন নিমিত্ত গমন ... ... ১৫০
বিদেহ কলিঙ্গ প্রভৃতি নানাদেশীয় সৈন্যের অর্জ্জুনহস্তে সংহার ... ১৫১
অর্জ্জুনহস্তে দুঃশাসনাদির পরাজয়, শল্য কৃপাদি কর্ত্তৃক পাণ্ডবসৈন্য ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কুরুসৈন্য সংহার ... ১৫২
পাণ্ডবদিগের ভীষ্মের প্রতি অনবরত অস্ত্র প্রহার ... ... ১৫৩
দ্রোণাদির সহিত সাত্যকি প্রভৃতির যুদ্ধ, শিখণ্ডীর ভীষ্মের প্রতি প্রহার এবং অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ভীষ্মের ধনুঃকর্ত্তন, ভীষ্মের মৃত্যু ইচ্ছা ও তাহাতে দেবগণের পোষকতা, ভীষ্মের অর্জ্জুনের প্রতি অপ্রহার ও তাঁহার এবং শিখণ্ডীর ভীষ্মের প্রতি অস্ত্রাঘাত, দুঃশাসনের প্রতি ভীষ্মের উক্তি ... ... ১৫
রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষ সমস্ত যোধগণের ভীষ্মের প্রতি প্রহার, উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ, পরিশেষে কুরুপক্ষের পলায়ন, ভীষ্মের রথ হইতে পতন ও দৈববাণী এবং গঙ্গাপ্রেরিত মহর্ষিদিগের সহিত ভীষ্মের কথোপকথন ১৫৫
ভীষ্মপতনে পাণ্ডবদিগের হর্ষ ও কৌরবদিগের বিষাদ, ধৃতরাষ্ট্রের খেদ, কৌরবদিগের বিষাদ ও পাণ্ডবদিগের হর্ষ, দুঃশাসনের দ্রোণসমীপে ভীষ্ম-পতন-সংবাদ কথন, দশম দিবসের সৈন্যাবহার এবং পাণ্ডব কৌরবদিগের ভীষ্মসমীপে গমন ও উপধান প্রদান ১৫৬
ভীষ্মের ক্ষতরোগ প্রতীকার-নিমিত্ত তৎসমীপে বৈদ্যের আগমনাদি ও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন ... ১৫৭
অর্জ্জুনের ভীষ্মকে পানীয় প্রদান, ভীষ্মকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রশংসা ও দুর্য্যোধনের প্রতি যুদ্ধনিবৃত্তির উপদেশাদি ... ... ১৫৮
ভীষ্ম কর্ণের কথোপকথন ... ১৫৯


ভীষ্মপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত

# মহাভারত

## আদিপর্ব্ব।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক সূতকুলানন্দন উগ্রশ্রবা, বিনয়াবনত হইয়া কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক-সত্রে দীক্ষিত ও সুখোপবিষ্ট মহর্ষিগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যবাসি-ঋষিদিগের আশ্রমে সমাগত হইলে তপস্বীরা আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। সৌতি সেই সমস্ত মুনি ও তপস্বিগণকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোবৃদ্ধির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধুগণও তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত তপস্বী উপবেশন করিলে লোমহর্ষণপুত্র বিনীতভাবে নিরূপিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তাহাকে সুখাসীন ও বিশ্রান্ত দেখিয়া কোন ঋষি, কথা-প্রস্তাবক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কমলপত্রাক্ষ সূতনন্দন! আমি জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে তুমি কোথা হইতে আগমন করিতেছ? কোন্ স্থানেই বা এতাবৎকাল অতিবাহিত করিলে বল? বাক্পটু উগ্রশ্রবা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশুদ্ধাত্ম-মুনিগণের সেই বিস্তীর্ণ সভাতে তাঁহাদিগের চরিত্রানুযায়ি-বাক্য উত্তম ও প্রকৃতরূপে কহিতে লাগিলেন।

সৌতি কহিলেন, হে চিরজীবি-মহর্ষিগণ! মহানুভাব রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রসময়ে বৈশম্পায়নমুনি, পার্থিবেন্দ্র পরিক্ষিৎ-তনয়ের নিকটে যে সমস্ত বেদব্যাসোক্ত নানাবিধ পবিত্র মনোজ্ঞ কথা যথাবিধি কহিয়াছিলেন, আমি সেই সকল বিচিত্রার্থযুক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিয়া নানাতীর্থ ও নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক সেই সমন্তপঞ্চকনামক পবিত্র ও ব্রাহ্মণ-সেবিত দেশে গমন করিয়াছিলাম; যেস্থানে পূর্ব্বে কৌরব, পাণ্ডব ও অন্যান্য সমস্ত নৃপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, তথা হইতে দর্শন কামনায় আপনাদিগের নিকটে এই আশ্রমে আগমন করিয়াছি, হে সূর্য্যানলতুল্য তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ দ্বিজগণ! আমার বোধ হয়, আপনারা সকলেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত আছেন, এবং কৃতস্নান ও শুচি হইয়া জপহোম সমাপনপূর্ব্বক আসনে সুখাসীন রহিয়াছেন, আমি কি এই সময়ে ধর্ম্মার্থসংযুক্ত পৌরাণিকী পবিত্র-কথা এবং মহানুভাব নরপতিগণ ও ঋষিগণের ইতিহাস বর্ণন করিব?

ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষিদ্বৈপায়ন যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন; যাহা শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন; সর্পসত্রকালে বেদব্যাসের আজ্ঞানুসারে বৈশম্পায়নমুনি সন্তোষপূর্ব্বক মহারাজ জনমেজয়ের নিকটে যে উপাখ্যানশ্রেষ্ঠ, বিচিত্র-পদ ও পর্ব্ববিশিষ্ট, সূক্ষ্মার্থ-প্রতিপাদক, যুক্তি-যুক্ত, বেদার্থবিভূষিত, ইতিহাসাত্মক মহাভারতের গ্রন্থার্থসংযুক্ত, নানাশাস্ত্রসম্মত, সংস্কৃত, পবিত্র-কথা যথাবিধি কীর্ত্তন করেন; আমরা অদ্ভুত-কর্ম্মকারি-বেদব্যাসপ্রণীতা চতুর্ব্বেদার্থ-প্রতিপাদিনী পাপভয়-নিবারিণী, সেই পুণ্যসংহিতা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, যিনি বিশ্বের আদিপুরুষ ও ঈশ্বর, যাঁহার উদ্দেশে অনেকে হোম ও স্তব করিয়া থাকেন; যিনি অদ্বিতীয়, সত্য, অবিকৃত, ব্যক্তাব্যক্তাত্মক, সনাতন, ব্রহ্মস্বরূপ, যাঁহার সৃষ্ট বিশ্ব অসৎ, সদসৎ ও সদসৎ হইতে ভিন্ন; যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম নিখিল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই পরম পুরাণ, অবিনাশী, মঙ্গলবীজ, মঙ্গলমূর্ত্তি, বিশ্বব্যাপী, বিশ্ববন্দ্য দোষহীন, বিশুদ্ধস্বভাব, ইন্দ্রিয়াধীশ, চরাচরগুরু হরিকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বলোক-পূজিত, মহানুভাব, অদ্ভুতকর্ম্মকারি মহর্ষিবেদব্যাসের পবিত্র মত কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই।

ভূমণ্ডলে কোন কোন পণ্ডিত এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি করিতেছেন, ভবিষ্যৎকালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। অশেষ-জ্ঞানদায়ক এই ইতিহাস ত্রিলোকে প্রশংসিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরা ইহাকে সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই মহাভারতগ্রন্থ, নানাবিধ ছন্দে ও উত্তম উত্তম শব্দে এই দৈব ও মানুষ উভয় লোক-সিদ্ধ শব্দশক্তি-সমূহে ভূষিত হইয়াছে; এবং পণ্ডিতেরা ইহার অতিশয় সমাদর করেন।

এই জগৎ, দশদিকে মহান্ধকারে আবৃত আলোকশূন্য ও নিষ্প্রভ ছিল, সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাণীদিগের উৎপত্তির অক্ষয় বীজস্বরূপ এক বৃহৎ-অণ্ড উৎপন্ন হইল, পণ্ডিতেরা তাহাকেই মহৎ ও দিব্য কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। শ্রুত হওয়া যায়, যিনি অদ্ভুত, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, অনির্ব্বচনীয় সত্যসনাতন জ্যোতির্ম্ময়, সেই পরব্রহ্ম ঐ অণ্ডে সূক্ষ্মকারণরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাঁহা হইতে লোকের পিতামহ, অদ্বিতীয় প্রভু, প্রজাপতি-ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর স্বায়ম্ভুবমনু, বসিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দশসংখ্যকপ্রচেতাঃ, দক্ষ, দক্ষের সপ্তপুত্র, এই একবিংশতিসংখ্যক প্রজাপতি জন্মিলেন। সমস্ত ঋষিরা যাঁহাকে যোগবলে

দর্শন করেন, সেই বিরাট পুরুষ ও বিশ্বদেবগণ, দ্বাদশ-আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,যক্ষগণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, বিদ্বান্ ও প্রশান্ত-চিত্ত ব্রহ্মর্ষিগণ এবং রাজর্ষিগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবং যথাক্রমে জল, পৃথিবী,বায়ু, আকাশ, দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবা, রাত্রি ও লৌকিক আর আর সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইল।

স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রলয়কালে পুনর্ব্বার তিরোহিত হইবে, যেমন বসন্তাদি প্রত্যেক ঋতুতে, ঋতুচিহ্ন-স্বরূপ বিবিধ কুসুমাদি আবির্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার তিরোহিত হয়, সেইরূপ যুগারম্ভে সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া প্রলয়কালে পুনর্ব্বার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টি-সংহার-কারি-সংসারচক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎশত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতা সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষুঃ, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, বিবস্বান্, মহ, ইঁহারা অদিতির পুত্র। তন্মধ্যে মহ সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাঁহার পুত্র দেবভ্রাট্, তৎপুত্র সুভ্রাট্; সুভ্রাটের বিদ্যাসম্পন্ন বহুপুত্রশালী পুত্রত্রয় জন্মিলেন; তাঁহাদের নাম দশজ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ ও সহস্রজ্যোতিঃ। মহানুভাব দশজ্যোতির দশসহস্র পুত্র, শতজ্যোতির লক্ষপুত্র ও সহস্রজ্যোতির দশলক্ষ সন্তান; তাঁহাদের হইতেই কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ,ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজর্ষি-বংশের উৎপত্তি হয়, এবং সেই উৎপন্নবংশ-সকল এই ক্ষণে সুবিস্তীর্ণ হইয়াছে।

দুর্গ, নগর, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদায় জীবস্থান, ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য,বেদচতুষ্টয়, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ এবং ধর্ম্মার্থকাম-বিষয়ক নানাবিধ শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমুদায় সংসারযাত্রা-বিধায়ক শাস্ত্র, বেদব্যাসঋষি জানিতেন। ঐ সমস্ত বিষয় ও ব্যাখ্যার সহিত সমুদায় ইতিহাস এবং নানাবিধ শ্রুতি এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ই এই গ্রন্থের লক্ষণ।

কোন কোন বিদ্বান্ সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছা করেন, কেহ বা বিস্তাররূপে জানিতে চাহেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস, এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। নানা পণ্ডিত নানা স্থানে সংহিতারম্ভ বোধ করেন; কেহ কেহ "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই মন্ত্র হইতে, কেহ বা আস্তীকপর্ব্ব হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতেরা নানাপ্রকারে সংহিতা-জ্ঞানের উদ্দীপন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ উত্তম ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কেহ বা ইহার অর্থ উত্তমরূপে ধারণা করিতে সমর্থ।

পরাশরাত্মজ বিদ্বান্ ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি সত্যবতীনন্দন তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে সনাতন বেদের বিভাগ করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। রচনার পূর্ব্বে সেই ক্ষমতাবান্ দ্বৈপায়ন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়া কিরূপে শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইব। দ্বৈপায়নঋষির তাদৃশ চিন্তা অবগত হইয়া লোকগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্যাসের সন্তোষের নিমিত্ত ও লোকের হিতানুষ্ঠান বাসনায় স্বয়ং সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। বেদব্যাস তাঁহার দর্শনমাত্র সমস্ত মুনিগণের সহিত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রণত হইলেন এবং তাঁহার উপবেশনার্থ উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। হিরণ্যগর্ভ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে সত্যবতীনন্দন তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরমেষ্ঠি-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-লোচনে ও সহাস্য-বদনে তাঁহার আসন-সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল পরে মহাতেজস্বী বেদব্যাস ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এইরূপ এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, যাহাতে বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিরূপণ, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের নানাপুরাণোক্ত আচার বিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারা ও যুগচতুষ্টয়ের প্রমাণ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম্ম, পাশুপত-ধর্ম্ম এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা মানব-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পবিত্র-তীর্থ, দেশ, নদী, পর্ব্বত বন সমুদ্র দিব্যপুরী, দুর্গ সেনা ব্যূহ-রচনাদি যুদ্ধকৌশল, বাক্যবিশেষ, জাতিবিশেষ, লোকযাত্রা-বিধান কথিত হইবে, অথচ যিনি অখিলসংসার ব্যাপিয়া আছেন; সেই পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবেন; কিন্তু এই ভূমণ্ডলে ইহার উপযুক্ত কোন লেখক নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমার রহস্য-জ্ঞান থাকাতে তুমি সুদুষ্কর তপঃশালী, কুলশীলসম্পন্ন সমুদায় ঋষিকুল হইতে শ্রেষ্ঠতম; আমি জানি যে, তুমি জন্মাবধি সত্য ও ব্রহ্ম-বিষয়ক বাক্যই কহিয়া থাক, সুতরাং যখন তুমি স্বপ্রণীত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, তখন ইহা কাব্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইবেক। যেমন সমুদায় আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রধান, সেইরূপ সমুদায় কাব্যের মধ্যে তোমার এই কাব্য শ্রেষ্ঠতম হইবে; কোন কবিই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে পারিবেন না। এই ক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি এই কাব্যের লেখক হইবেন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ব্রহ্মা, এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীনন্দন ব্যাস, হেরম্বকে স্মরণ করিলেন। ভক্তবাঞ্ছিত-পূরক বিঘ্নবিঘাতক গণ-নায়ক স্মৃতিমাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি ব্যাসকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস কহিলেন, হে অনঘ গণ-নায়ক। আমি মুখে বলিয়া যাই, আপনি আমার মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারত-গ্রন্থের লেখক হউন। ইহা শ্রবণ করিয়া গণপতি কহিলেন, আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে যদ্যপি আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে, তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি। ব্যাস কহিলেন, আপনিও কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বেদব্যাস এই নিমিত্তই কুতূহলাক্রান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রন্থগ্রন্থি অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই মহাভারতে এরূপ নিগূঢ়ার্থ অষ্ট সহস্র অষ্টশত শ্লোক আছে, যাহার প্রকৃত অর্থ আমি জানি, শুকদেবও জানেন, সঞ্জয়

## ২। সৌতি-শৌনক।



নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণ সৌতি মুখে, মহাভারতের মধুর কথা শ্রবণ করিতেছেন

জানেন কি না, সন্দেহ। সেই সমস্ত গূঢ়ার্থ ব্যাসকূটের বিষম দুর্বিগাহ-অর্থ অদ্যাপি কেহ বিনীত শিষ্যের নিকটেও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। যে সকল শ্লোক লিখিবার সময়ে গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অর্থ-বোধের নিমিত্ত ক্ষণকাল ভাবিতেন ও সেই অবকাশে ব্যাসদেব অন্যান্য বহুশ্লোক রচনা করিতেন। মহাভারতরূপ-সূর্য্য মানবগণের তমোনাশ করিয়াছে, এই পুরাণরূপ-পূর্ণচন্দ্র,শ্রুতিরূপ-জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়া মনুষ্যবুদ্ধি-রূপ কুমুদবনের প্রকাশ করিতেছে। এই ইতিহাসরূপ-প্রদীপ, মোহরূপ তমোরাশি বিনাশ করিয়া অখিল ভুবনরূপ-গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। মেঘ যেমন প্রজাবর্গের উপজীব্য হয়, সেইরূপ এই অক্ষয় মহাভারতবৃক্ষ, সমুদয় প্রধান প্রধান কবিগণের উপজীব্য হইবে। ভারতবৃক্ষের সংগ্রহাধ্যায় বীজস্বরূপ, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্ব মূলস্বরূপ, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধস্বরূপ, সভা ও বনপর্ব্ব বিটঙ্কস্বরূপ, অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্যোগপর্ব্ব সারস্বরূপ, ভীষ্মপর্ব্ব মহাশাখাস্বরূপ, দ্রোণপর্ব্ব পত্রস্বরূপ, কর্ণপর্ব্ব শুক্লপুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সৌরভস্বরূপ, স্ত্রীপর্ব্ব ও ঐষীকপর্ব্ব ছায়াস্বরূপ, শান্তিপর্ব্ব মহাফলস্বরূপ, অশ্বমেধপর্ব্ব অমৃতরসস্বরূপ, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব আধারস্বরূপ, মৌষলপর্ব্ব দীর্ঘ শাখার প্রান্তভাগস্বরূপ হইয়াছে। প্রশান্তচিত্ত দ্বিজগণ সেই মহাভারত বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, আমিও সেই বৃক্ষের দেবদুর্ল্লভ সুস্বাদ ও পবিত্র রসযুক্ত নিত্যধর্ম্মরূপ-পুষ্প এবং মোহরূপ-ফলের বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বকালে মহাবীর্য্যশালী, ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,জননীর ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজস্বী তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বেদব্যাস এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন সন্তান উৎপাদন করিয়া তপস্যার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আশ্রমে গমন করেন। পরে ঐ পুত্রেরা বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহর্ষি বেদ-ব্যাস মনুষ্যলোকে মহাভারত প্রচার করিলেন। অনন্তর জন-মেজয়ের সর্পসত্রে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও স্বয়ং জনমেজয়, আগ্রহাতিশয় সহকারে মহাভারত-জিজ্ঞাসু হইলে বেদব্যাস সমীপোপবিষ্ট স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে তাহা শ্রবণ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। প্রত্যহ যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে বৈশম্পায়ন মুনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া সভামধ্যে সভ্যগণের সহিত উপ-বেশন-পূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন ঋষি এই মহাভারতে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দুর্ব্বৃত্ততা বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমত, তিনি উপাখ্যানভাগ ত্যাগ-করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকদ্বারা ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা সেই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোককেই ভারত বলিয়া থাকেন। অনন্তর বেদব্যাস সমুদায় পর্ব্ব ও বৃত্তান্তের সংক্ষেপ করিয়া সার্দ্ধশত শ্লোকদ্বারা অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন প্রথমত ইহা স্বসুত-শুক-দেবকে অধ্যয়ন করান, পরে উপযুক্ত শিষ্যগণকেও প্রদান করেন। অনন্তর তিনি ষষ্টিলক্ষ শ্লোকময়ী অপর এক সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে, আর এক লক্ষ শ্লোক মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারদ দেবগণকে,অসিত দেবল পিতৃগণকে এবং শুকদেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণকে, তৎসমুদায় শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সর্ব্ববেদ-বিশারদ ধর্ম্মাত্মা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, এই নরলোকে জনমেজয়ের সর্পসত্রে লক্ষ শ্লোকময়ী যে ভারতসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই কহিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

দুর্য্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ; কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধ ফলপুষ্প, অজ্ঞানান্ধ এবং প্রজ্ঞা-হীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূলস্বরূপ। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ; অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল ও সহদেব তাহার সমৃদ্ধ ফলপুষ্প, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূলস্বরূপ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, ভীমসেনের নাম-কীর্ত্তনে পাপ নাশ হয়, অর্জ্জুন নাম-কীর্ত্তনে শৌর্য্য বৃদ্ধি হয়, নকুল ও সহদেব-নাম কীর্ত্তনে আরোগ্য লাভ হয়।

পাণ্ডুরাজা বুদ্ধি ও বিক্রম দ্বারা বহু দেশ জয় করিয়া পরিশেষে মৃগয়াশীল হইয়া অরণ্যে মুনিগণের সহিত বাস করিয়াছিলেন; তিনি সম্ভোগাসক্ত মৃগ বধ করিয়া ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ বনে আপদ্ধর্ম্মানুসারে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়; এই পঞ্চ দেবতার ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্ম ও যথাক্রমে সদাচার-বিহিত জাত-কর্ম্মাদি সমস্ত নির্ব্বাহ হইল। পাণ্ডবগণ, পবিত্র অরণ্যমধ্যে মহাতপস্বিগণের পুণ্যাশ্রমে তাপসকুলের সহিত কুন্তী ও মাদ্রী-কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত ও পরিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে ঋষিগণ, জটিল-ব্রহ্মচারি-রাজলক্ষণাক্রান্ত ঐ শিশুগণকে স্বেচ্ছানুসারে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে লইয়া গেলেন। পরে ঐ মুনি-গণ "এই পাণ্ডুপুত্রেরা তোমাদের পুত্র, ভ্রাতা শিষ্য ও সুহৃৎ" এই বাক্য কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে মুনি-গণ পাণ্ডবদিগকে সমর্পণ করিয়া গমন করিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সাধুশীল কৌরব ও নানাজাতীয় পুরবাসী সকলে হর্ষ-বশত কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিল, ইহারা পাণ্ডুতনয় নহে; কেহ বা বলিলেন,হাঁ ইহারাই পাণ্ডুপুত্র; কেহ কেহ বলিল, পাণ্ডুরাজা বহুকাল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; কি-প্রকারে তাঁহার পুত্রোৎপত্তি হইল? এই সময়ে সর্ব্বত্র পুর-বাসিগণের এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল যে, "অদ্য আমরা সর্ব্বথা শুভাগমন করিয়াছি; যেহেতু সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডুর সন্তানগণকে দেখিলাম,হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ত কুশলে আসি-য়াছ বল?" এই শব্দ উপরত হইলে সর্ব্বদিক্ শব্দায়মান করত অলক্ষ্য দেবগণের তুমুল শব্দ সম্ভূত হইল। পাণ্ডবগণ পুর-প্রবেশ করিলে আশ্চর্য্যরূপে পুষ্পবৃষ্টি, সুগন্ধসঞ্চার ও শঙ্খ-দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, সেই আমোদে পুরবাসীসকলের মহান্ কীর্ত্তিবর্দ্ধন গগনতলস্পর্শী হর্ষধ্বনি উৎপন্ন হইল। পাণ্ডব-গণ বিবিধ শাস্ত্র ও নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বহুসম্মানে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের শুদ্ধা-চারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, নকুল-সহদেবের বিনয়ে এবং কুন্তীর গুরুশুশ্রূষায় পরম প্রীত হইল; বিশেষত, পঞ্চভ্রাতার শৌর্য্যগুণে সকল লোকেরই সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরস্থলে অসংখ্য রাজার সমাগম হইলে অর্জ্জুন

সুদুষ্কর লক্ষ্যভেদ করিয়া ঐ রাজনন্দিনীকে লাভ করিয়াছিলেন। এবং তিনি তদবধি এই ভূর্লোকে ধনুর্দ্ধারিগণের পূজ্য ও রণস্থলে আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছিলেন। পরে তিনি রাজগণ ও মহাবীরগণকে জয় করিয়া যুধিষ্ঠির রাজার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সুনীতি ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে অপরিসীম অন্নদান ও অপর্য্যাপ্ত দক্ষিণাদানাদি সর্ব্বাঙ্গসমুন্নত রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। ঐ যজ্ঞে বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ ও দৃপ্ত শিশুপালের বিনাশ হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ দুর্য্যোধনের নিকটে নানাস্থান হইতে মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বসন, শিবির, যবনিকা, কম্বল, উৎকৃষ্ট মৃগচর্ম্ম, রঙ্কুমৃগরোম-বিনির্ম্মিত আস্তরণ, এই সমস্ত উপঢৌকন আসিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের সেই সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে ঈর্ষাজনিত ক্রোধের আবির্ভাব হইল। সেই যজ্ঞে তিনি ময়দানবকর্ত্তৃক-বিনির্ম্মিত বিমানসদৃশ পাণ্ডবদিগের আশ্চর্য্য সভা দেখিয়া অতিশয় পরিতাপযুক্ত হইলেন। সেই সভায় দুর্য্যোধন ভ্রমবশত স্খলিতগতি হইলে ভীম,কৃষ্ণের সমক্ষে তাহাকে সামান্য লোকের ন্যায় অবজ্ঞাপূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন বিবিধ রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াও মনোদুঃখে ম্লান, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ইহা কথিত হইলে তিনি দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত অনুজ্ঞা করিলেন। তৎশ্রবণে বাসুদেবের অতিশয় কোপের উদয় হইল। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বিবাদের অনুমোদন করিলেন এবং বিদুর ভীষ্ম, দ্রোণ ও শারদ্বত কৃপাচার্য্যের অসম্মতিতে প্রবৃত্ত সেই তুমুল যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের পরস্পর বিনাশের নিমিত্ত ভয়ানক দ্যূতাদি রূপ নানাবিধ কুনীতির উপেক্ষা করিলেন। পাণ্ডবগণ জয় প্রাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র সেই মহতী অপ্রিয় বার্ত্তা শ্রবণে দুর্য্যোধন,কর্ণ ও শকুনির পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করত বহুক্ষণ চিন্তাপূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয়! আমি সমুদায় বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিতমণ্ডলীতে মহামান্য, অতএব আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিও না; দেখ বিগ্রহে আমার মত ছিল না এবং কুলক্ষয় হইলে যে আমি সন্তুষ্ট হই এমত নহে, আমার পুত্রে ও পাণ্ডুপুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; ঈর্ষাপরবশ পুত্রেরা আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করে; আমি নেত্রহীন ও দীন; সুতরাং পুত্রস্নেহে সমুদায় সহ্য করি, অচেতন দুর্য্যোধন মোহাভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত হই। ক্ষত্রিয়বংশোৎপন্ন দুর্য্যোধন, রাজসূয় যজ্ঞে মহাপ্রভাবশালি-যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এবং সভারোহণ কালে তাদৃশ উপহাস প্রাপ্ত হইয়া সহ্য করিতে পারে নাই; এবং সংগ্রামে স্বয়ং পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া প্রথমত রাজলক্ষ্মীপ্রাপ্তি-বিষয়ে নিরুৎসাহ হইল, পরে গান্ধাররাজের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। তখন আমি যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর, হে সূততনয়! আমার বুদ্ধিযুক্ত সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যথার্থ বুদ্ধিজীবী বলিয়া জানিতে পারিবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছে ও সমুদায় রাজগণের সমক্ষে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া মাধবানুজা সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছে, অথচ বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়েই ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, খাণ্ডবদাহে দেবরাজ বৃষ্টি করিলে অর্জ্জুন দিব্য শর দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া অগ্নিকে সন্তৃপ্ত করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং বিদুর তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,অর্জ্জুন রঙ্গমধ্যে লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ করাতে মহাবল পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন, ক্ষত্রিয়মধ্যে তেজস্বি-মগধেশ্বর জরাসন্ধকে বাহুবলদ্বারা বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুপুত্রেরা দিগ্বিজয়ে সমুদায় ভূপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাক্রতু সম্পাদন করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, রোরুদ্যমানা, একবসনা, দুঃখিতা, রজস্বলা, সনাথা-দ্রৌপদী অনাথার ন্যায় সভামধ্যে আনীতা হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্ব্বুদ্ধিধূর্ত্ত দুঃশাসন সেই সভামধ্যে দ্রৌপদীর অঙ্গ হইতে রাশীকৃত বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ বস্ত্রের শেষ করিতে পারে নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুনি অক্ষক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া রাজ্য হরণ করিলেও মহাপ্রভাবশালি-সহোদরেরা যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়া আছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ বনপ্রস্থান করিয়া জ্যেষ্ঠের সন্তোষার্থ বিবিধ ক্লেশে বিবিধ চেষ্টা করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহস্র সহস্র মহানুভাব স্নাতক ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ, বনস্থ ধর্ম্মরাজের অনুগত হইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, কিরাতরূপি-দেবদেব-মহাদেবকে সংগ্রামে পরিতুষ্ট করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, প্রশংসনীয় ও সত্যসন্ধ ধনঞ্জয় দেবলোকে গমন করিয়া সাক্ষাৎ দেবরাজের নিকটে যথাবিধানে দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, বরদান গর্ব্বিত, দেবগণের অজেয়, পুলোমপুত্র কালকেয়নামক দুর্দ্দান্ত অসুরগণকে জয় করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুনাশক কিরীটী অসুর-বধার্থ ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও পাণ্ডবেরা মনুষ্যের অগম্য দেশে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,

কর্ণমতানুযায়ি-মৎপুত্রেরা ঘোষযাত্রায় গমন করত গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক মোচিত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম, যক্ষরূপে যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে আসিয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বিরাটরাজ্যে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতেছিল, কিন্তু আমাদের পক্ষীয় কোন লোক তাহাদিগের সন্ধান পায় নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাত্ম-পাণ্ডবগণের বিরাট-নগরে বাস-কালীন, একরথ-ধনঞ্জয়, অস্মৎপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ-গণকে পরাস্ত করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মৎস্যরাজ অর্জ্জুনকে নানা-লঙ্কার-ভূষিতা উত্তরা নাম্নী কন্যা প্রদান করিলে, অর্জ্জুন নিজ পুত্র অভিমন্যুর নিমিত্ত ঐ কন্যা গ্রহণ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির নির্জ্জিত, নির্ধন, নির্ব্বাসিত ও স্বজনরহিত হইয়াও সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, এই ভূর্লোক যাঁহার এক পদ পরিমিত হইয়াছিল, সেই মধুবংশাব-তীর্ণ বাসুদেব সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবগণের হিতসাধনের চেষ্টা করিতেছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নর নারা-য়ণের অবতার, তাঁহাদিগকে তিনি ব্রহ্মলোকে উত্তমরূপে দেখি-য়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ লোকহিতার্থে সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ চেষ্টা করাতে তিনি তাহাদিগকে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেবের গমন-কালে একাকিনী, কাতরা কুন্তী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও শান্তনুনন্দন ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং ভরদ্বাজ দ্রোণ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন কর্ণ ভীষ্মকে "তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না," এই কথা বলিয়া সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও অপ্রমেয় গাণ্ডীব ধনুঃ, এই তিন উগ্রবীর্য্যপদার্থ একত্র মিলিত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, রথস্থ অর্জ্জুন মোহাভিভূত ও অবসন্ন হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অমিত্র-নাশক ভীষ্ম, রণস্থলে প্রতিদিন অযুতরথী বিনাশ করিয়াও শত্রুপক্ষের মধ্যে বিখ্যাত একব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে পারেন নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, গঙ্গানন্দন ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে আপনার মৃত্যুর উপায় আপনিই পাণ্ডবগণকে বলিয়া দিলেন ও তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে সেই উপায় অবলম্বন করিল, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া রণদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্মকে আহত করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বৃদ্ধ বীর ভীষ্মদেব, সোমক সৈন্য সকলকে অল্পাবশিষ্ট করিয়া স্বয়ং শিলীমুখসমূহে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরতল্পে শয়ন করিয়া অর্জ্জুনকে জল আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমি ভেদ করিয়া, জল দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিল, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু ইন্দ্র ও সূর্য্য পাণ্ডবদিগের জয়ের নিমিত্ত অনুকূল হইয়া রহিয়াছেন এবং শ্বাপদগণ নিত্য আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আশ্চর্য্য-যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য, সমরভূমিতে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশল দেখাইয়াও পাণ্ডবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি-দিগকে বিনাশ করেন না, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয় সংসপ্তক নামক সৈন্যগণ অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত ব্যূহরচনা করিয়া আপনারাই অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে হত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অদ্বিতীয় বীর অভিমন্যু, সশস্ত্র দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও অন্যের অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ যোদ্ধগণ, অর্জ্জুনকে বধ করিতে না পারিয়া বালক অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক বধ করিয়া অতিশয় প্রফুল্লহৃদয় হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বীরগণ অভিমন্যুকে বধ করিয়া হর্ষে বিমূঢ় হইয়া কোলাহল করিলে, অর্জ্জুন ক্রোধাভিভূত হইয়া জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা করি-য়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুমধ্যে সেই সত্যপ্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধনঞ্জয়ের অশ্বগণ শ্রান্ত হইলে, কৃষ্ণ তাহাদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া জলপান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনাপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বগণ অক্ষম হইলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন একাকী রথোপরি থাকিয়া অস্মৎপক্ষীয় সমুদায়বীরগণকে পরাভব করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বৃষ্ণিবংশোদ্ভব সাত্যকি হস্ত্যারূঢ় সৈন্যদ্বারা দুঃসহ দ্রোণসৈন্য ভেদ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকটে গিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ, ভীমকে বধ না করিয়া ধনুঃ-কোটিদ্বারা পীড়িত করত "মূর্খ ঔদরিক" ইত্যাদি বাক্যে তির-স্কারপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও বীরবর মদ্ররাজ প্রতীকার করিতে না পারিয়া জয়দ্রথবধ সহ্য করিয়াছেন,হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মাধব, ইন্দ্রদত্ত দিব্যশক্তি ঘোররূপ ঘটোৎকচরাক্ষসে প্রয়োগ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ঘটোৎকচের যুদ্ধে অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত স্থাপিত দিব্যশক্তি ত্যাগ করিয়াছে,হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, একাকী দ্রোণাচার্য্য রথোপরি অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্ট হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছে,হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মাদ্রীতনয় নকুল যুদ্ধমণ্ডলে ভ্রমণ করত সর্ব্বজনসমক্ষে অশ্বত্থামার সহিত সমানরূপে দ্বৈরথযুদ্ধ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্বত্থামা দিব্য নারায়ণাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়াও পাণ্ডবদিগের বিনাশ করিতে পারে নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, রণস্থলে ভীমসেন, ভ্রাতৃ-দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে এবং তাহাকে অন্য কেহ নিবারণ করিতে পারেন নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,সেই দৈবনিয়োজিত ভ্রাতৃযুদ্ধে অর্জ্জুন, রণদুর্দ্ধর্ষ মহাবাহু কর্ণকে বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর দ্রোণপুত্র ও দুঃশাসন এবং উগ্রস্বভাব কৃতবর্ম্মাকে জয় করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে মদ্ররাজ কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই রণবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুপুত্র সহদেব, অক্ষক্রীড়া ও কলহের প্রধান কারণ পাপিষ্ঠ মায়াবী শকুনিকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছে,হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, একাকী হীনবল বিরথ শ্রান্ত দুর্য্যোধন হ্রদে গিয়া জলস্তম্ভ করিয়া রহিয়াছে,হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত হ্রদসমীপে গমনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া মৎপুত্র অসহিষ্ণু দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, গদাযুদ্ধে বিবিধ বিচিত্রকৌশলপ্রদর্শী দুর্য্যোধন,মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে বাসুদেবের পরামর্শে অন্যায়রূপে আহত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,অশ্বত্থামা প্রভৃতি রজনীতে নিদ্রিত পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া অতি ঘৃণিত ও অযশস্কর কর্ম্ম করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,ভীম পুত্রবধে ক্রোধান্ধ হইয়া অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, অশ্বত্থামা ঐষীক নামক পরমাস্ত্র ত্যাগ করিয়া উত্তরার গর্ভ বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,অশ্বত্থামা অর্জ্জুনবধার্থ ব্রহ্মশিরোনামক অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুন "স্বস্তি" এই বলিয়া অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং অশ্বত্থামা তাহাকে মণি-রত্ন দান করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মহাস্ত্র দ্বারা বিরাট-তনয়ার গর্ভ পাতন করিলে, দ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণ উভয়ে তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। এইক্ষণে গান্ধারী, পুত্র পৌত্র বন্ধু পিতৃ ভ্রাতৃবিহীনা হইয়া শোচনীয়া হইয়াছে, পাণ্ডবেরা অসাধ্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, হায়! কি কষ্ট! শুনিলাম, অস্মৎপক্ষের তিন জন ও পাণ্ডবপক্ষের সাত জন সমুদায়ে এই দশ জনমাত্র জীবিত আছে, আর এই ভয়ানক সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বিনষ্ট হইয়াছে, হে সূত! আমি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইতেছি, আমার আর চৈতন্য থাকে না, মন যেন অতিশয় বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া এইপ্রকার বহু বিলাপপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে এই বাক্য কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার ঈদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে যে, এক্ষণে অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, আমার আর জীবনধারণে কিঞ্চিন্মাত্রও ফল দেখিতে পাই না।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, দীনভাবাপন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইপ্রকার করিয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ মোহাভিভূত হইলে ধীমান্ সঞ্জয় তাঁহাকে মহার্থযুক্ত এই বাক্য কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধীসম্পন্ন নারদ ও বেদব্যাসের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন যে, মহারথ শৈব্য, জয়শীল, সৃঞ্জয়, সুহোত্র ও রন্তিদেব; মহাপ্রভাব কাক্ষীবান্ বাহ্লীক ও দমন; অমিত্রনাশক শর্য্যাতি অজিত নল ও বিশ্বামিত্র; মহাবল অম্বরীষ, মহাভাগ মরু, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, পরশুরাম, রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য ও জনমেজয়; এবং স্বয়ং দেবতারা যাঁহাকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ও যাঁহার যজ্ঞীয় যূপসমূহে সকানন মহীমণ্ডল অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই শুভকর্ম্মা যযাতি; ইহাঁরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রধান প্রধান রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শক্রবিক্রম তেজস্বী ও দিব্যাস্ত্রবিশারদ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে ধরণীমণ্ডল জয় করত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইহলোকে অপরিসীম যশোলাভ করিয়া পরিশেষে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে শৈব্যরাজা পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইলে দেবর্ষিনারদ তাঁহার নিকটে ঐ চতুর্ব্বিংশতি রাজার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন অতিশয় বলশালী মহারথ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা বহুসংখ্যরাজা পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। শ্রুত হওয়া যায় যে, পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, মহাদ্যুতি, অণুহ যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ,বিক্রমী রঘু,বিজয়,বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, পর, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, অনঘ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতীম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, মহোৎসাহ, বিনীতাত্মা সুক্রতু, নৈষধ নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, প্রভু জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, প্রিয়ভৃত্য,শুচিব্রত, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু,

দীপ্তকেতু, নিরাময়, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি, এই সমস্ত রাজা ও অন্যান্য শত শত, সহস্র সহস্র, পদ্মসংখ্যাত ধীশক্তিসম্পন্ন, মহাবল পরাক্রান্ত রাজগণ আপনার পুত্রগণের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। কৃতবিদ্য সংকবিগণ পুরাণে যাঁহাদিগের অসাধারণ কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্যনিষ্ঠা, শৌচ, দয়া, সরলতা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাধন মহাত্মারাও নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার পুত্রেরা দুরাত্মা, অসূয়াপরবশ, লব্ধ ও অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিল, অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিতমণ্ডলীতে অতিশয় মান্য; যাঁহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রানুগামিনী হয়, তাঁহারা কখন মোহাভিভূত হন না। আপনি যে পাণ্ডবগণের প্রতি নিগ্রহ ও পুত্রগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ত জানেন? অন্য কেহ যে পুত্ররক্ষার নিমিত্ত আপনার ন্যায় যত্ন করিয়াছে, এমত শ্রুত হওয়া যায় না; তবে যাহা ভবিতব্য তাহাই হইয়াছে, অতএব তজ্জন্য অনুশোচনা করিবেন না। যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা বুদ্ধিকৌশলে কোন্ ব্যক্তি নিবারণ করিতে পারে? বিধাতৃবিহিত পথ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ভাব, অভাব, সুখ, দুঃখ, সকলই কাল সহকারে ঘটিয়া থাকে; কাল জীবগণের সৃষ্টি করিতেছেন, আবার কালই তাহাদিগকে সংহার করিতেছেন, কাল প্রজাসকলকে দগ্ধ করিতেছেন, পুনর্ব্বার কালই তাহাদিগকে শান্ত করিতেছেন। নিখিল ভুবনমণ্ডলস্থ শুভাশুভ সমুদায় পদার্থ কাল হইতেই সৃষ্ট হইতেছে, কালেতেই লোক সকল লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং কাল হইতেই পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতেছে। সমুদায় জীব নিদ্রিত হইলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, কাল অপ্রতিহতরূপে সর্ব্বভূতেই সমভাবে বিচরণ করিতেছেন। বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যং সকল বস্তুই কালবিনির্ম্মিত, ইহা জানিয়া আপনার মোহাভিভূত হওয়া উচিত হয় না।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, সঞ্জয়, শোকার্ত্ত জনাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সুস্থ করিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বিষয়ে পরম পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন; যাহা বিদ্বান্ ও সংকবিগণ লোকমধ্যে ও পুরাণে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ভারত-পাঠে ঈদৃশ পুণ্য যে, যদ্যপি কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহার এক চরণ কবিতাও পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পবিত্র হয়। এই ভারতে নিষ্পাপ ও সংকর্ম্মান্বিত দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহোরগ এবং যক্ষগণের কীর্ত্তন আছে। যিনি সত্য ও ঋতস্বরূপ, পবিত্র ও পবিত্রকারী, নিত্য ও নির্ম্মল, জ্যোতিঃস্বরূপ ও সনাতন পরব্রহ্ম; পণ্ডিতগণ যাঁহার লোকাতীত কার্য্যের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; যাঁহা হইতে অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্ব ও হিরণ্যগর্ভাদিরূপে বিশ্বের বিস্তার, যাগাদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুৎপত্তি হইতেছে; যিনি অধ্যাত্মরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠাতা ও অব্যক্তাদি নিখিলবস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছেন এবং জীবন্মুক্ত যতিপ্রবরগণ ধ্যান-যোগবলে আদর্শস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে অবলোকন করেন, সেই সনাতন ভগবান্ বাসুদেব এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ধর্ম্মপরায়ণ নর, নিয়ম ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হন। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথম হইতে নিয়ত শ্রবণ করিলে কোন ক্লেশে অবসন্ন হন না। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে এই অনুক্রমণিকাধ্যায়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে দিবারাত্রিসম্ভূত সমুদায় পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এই অনুক্রমণিকাধ্যায়, মহাভারতের সত্য ও অমৃতময় দেহস্বরূপ হইয়াছে, যেমন দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদপ্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পাদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ ইতিহাসের মধ্যে এই মহাভারত প্রধান। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে এই অধ্যায়ের অন্ততঃ এক চরণও শ্রবণ করায়, তাহার প্রদত্ত অন্ন ও পান পিতৃলোকে অক্ষয় হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যেহেতু বেদ অল্পবিদ্যব্যক্তির নিকটে এই ভয়ে ভীত হন যে, এব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে। পণ্ডিতেরা কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থ প্রাপ্ত হন ও নিশ্চয়রূপে ভ্রূণহত্যাদি পাপরাশি ভস্মসাৎ করেন। যেব্যক্তি শুচি হইয়া পর্ব্বে পর্ব্বে এই অধ্যায় পাঠ করে, আমার বিবেচনায় তাহার সমুদায় ভারত-পাঠের ফল হয়। যেব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঋষিপ্রণীত এই অধ্যায় নিত্য শ্রবণ করে, সেব্যক্তি দীর্ঘ পরমায়ু ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া অন্তে দেবলোকে গমন করে। পূর্ব্বকালে সমুদায় দেবগণ মিলিত হইয়া একদিকে চারি বেদ ও একদিকে এই ভারত রাখিয়া তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া পরিমাণ করেন, তাহাতে সরহস্য চতুর্ব্বেদ হইতে ইহাই গুরুতর হইল। তদবধি লোকে ইহাকে মহাভারত বলিয়া থাকে। ইহা মহত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক, সুতরাং মহত্ত্ব ও গুরুত্ব হেতু ইহা মহাভারত বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের যথার্থ অর্থ অবগত হয়, সে সর্ব্ব পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। তপস্যা, অধ্যয়ন, সন্ধ্যা, বন্দনাদি সমস্ত বেদ-বিধি এবং রাজগণের যুদ্ধ ও নগর আক্রমণ কদাপি পাপজনক হইতে পারে না; কিন্তু তাহা অসদভিপ্রায়ে দূষিত হইলেই পাপজনক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনুক্রমণিকাধ্যায় সমাপ্ত।

---

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে সমন্তপঞ্চক দেশের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। সূততনয় কহিলেন, হে সজ্জনগণ! আমি সমন্তপঞ্চক তীর্থের সমুদায় বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ভগবান্ পরশুরাম ক্রোধপরবশ হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি-সমতেজস্বী রাম, স্বভুজবীর্য্যবলে ক্ষত্রকুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদের রুধিরে সমন্তপঞ্চকে পাঁচটি হ্রদ প্রস্তুত করেন। শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া সেই রুধিরময় হ্রদে রুধিরদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, অনন্তর ঋচিক প্রভৃতি পিতৃলোক আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাভাগ মহাতেজস্বি ভৃগুনন্দন রাম! তোমার এই পিতৃভক্তিতে ও বিক্রমে আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি,

তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর"। পরশুরাম কহিলেন, যদ্যপি আমার পিতৃলোক প্রীত হইয়া অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, আমি রোষপরবশ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছি, সেইপাপ হইতে যেন নির্ম্মুক্ত হই এবং মৎকৃত এই রুধিরময় পঞ্চহ্রদ ভূমণ্ডলে যেন বিখ্যাত তীর্থস্বরূপ হয়। অনন্তর পিতৃগণ 'তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে "ক্ষমস্ব' এই বাক্যে ক্ষত্রিয়কুল উৎসেধে নিষেধ করিলেন, এবং তিনিও তাহা হইতে বিরত হইলেন। সেই শোণিতসলিলময় হ্রদপঞ্চকের সমীপে যে দেশ আছে, তাহা পবিত্র সমন্তপঞ্চক নামেই বিখ্যাত হইয়াছে। যেহেতু যে দেশে যে চিহ্ন আছে, পণ্ডিতেরা সেই চিহ্ন দ্বারাই সেই দেশের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিস্থলে সেই সমন্তপঞ্চক দেশে কুরুপাণ্ডব সৈন্যের সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই ভূদোষবর্জ্জিত ধর্ম্মময় দেশে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ কামনায় গমন করিয়াছিল। হে দ্বিজগণ! তাহারা তথায় মিলিত হইয়া সেই স্থলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রত-পরায়ণ সাধুশীল ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদিগের নিকটে যে পুণ্য ও রমণীয় দেশের কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, তাহার যেরূপে সমন্তপঞ্চক নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে, তৎসমস্ত কহিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ প্রয়োগ করিলে, আমরা তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এক অক্ষৌহিণীতে কত পদাতি, কত অশ্ব, কত রথ, কত হস্তী থাকে, তৎসমুদায় তুমি অবগত আছ, অতএব আমাদিগের নিকটে তাহার সবিশেষ বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ জন পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়; তিন পত্তিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিনগণে এক বাহিনী হয়, তিন বাহিনী একত্র হইলে, পৃতনা কহা যায়, তিন পৃতনাতে এক চমূ; তিন চমূতে এক অনীকিনী হয়; দশ অনীকিনী মিলিত হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে এক অক্ষৌহিণী কহিয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! সংখ্যাগণন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অক্ষৌহিণী সৈন্যের এই সংখ্যা করিয়াছেন যে, (২১,৮,৭০) একবিংশতি সহস্র, অষ্টশত, সপ্ততি রথ, তৎসংখ্য গজ, (১,০৯,৩,৫০) একলক্ষ, নয়সহস্র, তিনশত, পঞ্চাশৎ পদাতি, এবং (৬৫,৬,১০) পঞ্চষষ্টিসহস্র, ছয়শত, দশ সংখ্যক অশ্বে এক অক্ষৌহিণী হয়। হে তপোধনগণ! আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি, কুরু পাণ্ডবদিগের এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সেই দেশে মিলিত হইয়াছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহারা কৌরবদিগকে উপলক্ষ করিয়া অদ্ভুত কার্য্যকারী কাল সহকারে সেই দেশেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশদিবস যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য পঞ্চদিবস কুরুসৈন্যরক্ষা করেন, শক্রসৈন্য বিনাশক কর্ণ দুই দিন, আর শল্য অর্দ্ধদিবস যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অনন্তর অর্দ্ধদিবস ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়। সেই দিবস রজনীতে অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য, এই তিন জন যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ত ও নিদ্রিত সৈন্যসকলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হে শৌনক! আমি আপনার যজ্ঞে যে উৎকৃষ্ট ভারতোপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, ব্যাসশিষ্য ধীমান্ বৈশম্পায়ন তাহা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিস্তাররূপে কহিয়াছিলেন। ইহাতে রাজগণের যশ ও বীর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আদিতে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, এই তিন পর্ব্ব আছে। ইহাতে বিচিত্র পদ, আখ্যান ও নানাবিধ আচারাদি প্রকাশিত হইয়াছে, মোক্ষার্থি-পুরুষেরা যেমন বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞলোকেরা এই ভারতকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যেমত জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে আত্মা ও প্রিয়তম বস্তুর মধ্যে জীবন, সেইরূপ প্রধান বিষয়ক এই ইতিহাস, সকল আগমের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যেমত আহার ব্যতীত শরীর ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই আখ্যানের আশ্রয় ব্যতীত ভূমণ্ডলের আর কোন আখ্যানই বিদ্যমান নাই। যেমন উদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্যগণ, সৎকুলজাত রাজাকে আশ্রয় করে, সেইরূপ কবিগণ সেই ভারতকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন লৌকিক ও বৈদিক বাক্য সমুদায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণে পরিপূর্ণ থাকে, সেইরূপ ইতিহাসশ্রেষ্ঠ এই ভারত, হিতসাধিনী বুদ্ধির আধার হইয়াছে। এক্ষণে আপনারা অশেষ প্রজ্ঞানিলয় বিচিত্র পদ ও পর্ব্বযুক্ত, সূক্ষ্মার্থ-ন্যায়যুক্ত ও বেদার্থে বিভূষিত ভারতীয় ইতিহাসের সর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করুন।

প্রথমত অনুক্রমণিকাপর্ব্ব (১), দ্বিতীয় পর্ব্বসংগ্রহপর্ব্ব(২), পরে পৌষ্যপর্ব্ব (৩), পৌলোমপর্ব্ব (৪), আস্তীকপর্ব্ব (৫), ও আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব (৬), অনন্তর যৎশ্রবণে রোমহর্ষ হয়, সেই বিচিত্র সম্ভবপর্ব্ব (৭), পরে জতুগৃহ দাহপর্ব্ব (৮), তৎপরে হৈড়িম্বপর্ব্ব (৯), তদনন্তর বকবধপর্ব্ব (১০) চৈত্ররথপর্ব্ব (১১), পরে দেবী পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরপর্ব্ব (১২), তৎপরে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে জয়পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের বৈবাহিকপর্ব্ব (১৩), অনন্তর বিদুরাগমন পর্ব্ব (১৪), পরে রাজ্যলাভ পর্ব্ব (১৫), পরে অর্জ্জুনের বনবাস পর্ব্ব (১৬), তৎপরে সুভদ্রাহরণপর্ব্ব (১৭), সুভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণপর্ব্ব (১৮), অনন্তর খাণ্ডবদাহ পর্ব্ব, যাহাতে ময়দানবের দর্শন হয় (১৯), অনন্তর সভাক্রিয়া পর্ব্ব (২০), পরে মন্ত্রণাপর্ব্ব (২১), অনন্তর জরাসন্ধবধপর্ব্ব (২২), তদনন্তর দিগ্বিজয়পর্ব্ব (২৩), দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয়িকপর্ব্ব (২৪), পরে অর্ঘ্যাভিহরণপর্ব্ব (২৫), তৎপরে শিশুপালবধপর্ব্ব (২৬), অনন্তর দ্যূতপর্ব্ব (২৭), পরে অনুদ্যূতপর্ব্ব (২৮) অনন্তর অরণ্যযাত্রাপর্ব্ব (২৯), পরে কির্ম্মীরবধপর্ব্ব (৩০), তৎপরে অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্ব (৩১), পরে ঈশ্বরার্জ্জুনের যুদ্ধবিষয়ক কৈরাতপর্ব্ব (৩২), অনন্তর ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্ব(৩৩) পরে ধর্ম্ম ও করুণারসযুক্ত নলোপাখ্যানপর্ব্ব (৩৪), তৎপরে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, তাহাতেই জটাসুরবধ উক্ত হইয়াছে (৩৫), পরে যক্ষযুদ্ধপর্ব্ব (৩৬), তৎপরে নিবাত-কবচযুদ্ধপর্ব্ব (৩৭), অনন্তর আজগরপর্ব্ব (৩৮), পরে মার্কণ্ডেয় সমাস্যাপর্ব্ব (৩৯), তৎপরে দ্রৌপদী সত্যভামাসম্বাদপর্ব্ব (৪০), অনন্তর ঘোষযাত্রাপর্ব্ব, তাহাতে মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও মুদ্গলঋষির ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান আছে (৪১), পরে দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব, তাহাতেই জয়দ্রথবিমোক্ষণ, পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে (৪২) পরে কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব (৪৩), তৎপরে আরণেয়পর্ব্ব (৪৪), অনন্তর বিরাট পর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবগণের প্রবেশ ও সময়-পালনপর্ব্ব (৪৫) পরে কীচকবধপর্ব্ব (৪৬), অনন্তর গো গ্রহণপর্ব্ব (৪৭) পরে অভিমন্যু ও উত্তরার

বৈবাহিকপর্ব (৪৮), অনন্তর অতি-অদ্ভুত সৈন্যোদ্যোগপর্ব (৪৯), পরে সঞ্জয়যানপর্ব (৫০) তৎপরে চিন্তান্বিত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগরপর্ব (৫১) অনন্তর গুহ্যতম অধ্যাত্ম জ্ঞানবিষয়ক সনৎসুজাতপর্ব (৫২), পরে যানসন্ধিপর্ব (৫৩) তৎপরে ভগবদ্‌যানপর্ব, যাহাতে মাতলীর উপাখ্যান, গালবচরিত, কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ও বিদুলাপুত্রশাসন বর্ণিত আছে (৫৪)। পরে কৃষ্ণ ও মহানুভাব কর্ণের বাদানুবাদপর্ব (৫৫), তৎপরে কুরুপাণ্ডবের সৈন্য নির্যাণপর্ব (৫৬) । তদনন্তর রথাতিরথসংখ্যাপর্ব (৫৭)। পরে কোপবর্দ্ধন উলূকদূতাভিগমনপর্ব (৫৮), তৎপরে অম্বোপাখ্যানপর্ব (৫৯) অনন্তর অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেকপর্ব (৬০) পরে জম্বুদ্বীপসন্নিবেশনপর্ব (৬১), অনন্তর দ্বীপবিস্তার কীর্ত্তনাত্মক ভূমিপর্ব (৬২), পরে ভগবদ্গীতাপর্ব (৬৩), তৎপরে ভীষ্মবধপর্ব (৬৪), অনন্তর দ্রোণাভিষেকপর্ব (৬৫), পরে সংসপ্তকবধপর্ব (৬৬), তৎপরে অভিমন্যুবধপর্ব (৬৭), অনন্তর প্রতিজ্ঞাপর্ব (৬৮), পরে জয়দ্রথবধ পর্ব (৬৯) তৎপরে ঘটোৎকচবধপর্ব (৭০) অনন্তর লোমহর্ষণ দ্রোণবধপর্ব (৭১), পরে নারায়ণাস্ত্রত্যাগপর্ব (৭২), তৎপরে কর্ণপর্ব (৭৩), অনন্তর শল্যবধপর্ব (৭৪), পরে হ্রদপ্রবেশপর্ব (৭৫), তৎপরে গদাযুদ্ধপর্ব (৭৬), অনন্তর সারস্বত তীর্থবংশানুকীর্ত্তনপর্ব (৭৭)। তদনন্তর অতিবীভৎস সৌপ্তিকপর্ব (৭৮), পরে সুদারুণ ঐষীকপর্ব (৭৯), তৎপরে জলপ্রাদানিকপর্ব (৮০) অনন্তর স্ত্রীবিলাপপর্ব (৮১), পরে কুরুদিগের ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধপর্ব (৮২), তৎপরে ব্রাহ্মণবেশধারি-চার্ব্বাক রাক্ষসের বধপর্ব (৮৩), অনন্তর ধীমদ্ধর্ম্মরাজের আভিষেচনিকপর্ব (৮৪), অনন্তর গৃহ প্রবিভাগপর্ব (৮৫), পরে শান্তিপর্ব (৮৬)। পরে রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব (৮৭), অনন্তর আপদ্ধর্ম্মপর্ব (৮৮), পরে মোক্ষধর্ম্মপর্ব, যাহাতে শুকপ্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন, দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়ার সহিত কথোপকথন আছে (৮৯), তৎপরে আনুশাসনিকপর্ব, তাহাতে ধীমদ্ভীষ্মের স্বর্গারোহণ কথিত আছে (৯০)। পরে সর্ব্বপাপপ্রণাশক আশ্বমেধিক পর্ব (৯১), তৎপরে অধ্যাত্মবিষয়ক অনুগীতাপর্ব (৯২), অনন্তর আশ্রমবাসপর্ব (৯৩) পরে পুত্রদর্শনপর্ব (৯৪), তৎপরে নারদাগমনপর্ব (৯৫), অনন্তর ঘোররূপ সুদারুণ মৌষলপর্ব (৯৬), পরে মহাপ্রাস্থানিকপর্ব (৯৭) তৎপরে স্বর্গারোহণিকপর্ব (৯৮) অনন্তর খিলনামক হরিবংশ-পর্ব্বান্তর্গত বিষ্ণুপর্ব, যাহাতে শিশুচর্য্যা ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক কংসবধ উক্ত হইয়াছে (৯৯)। পরে অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব (১০০), মহাত্মা ব্যাসদেব এইশত পর্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে সংক্ষেপে যথাক্রমে অষ্টাদশপর্ব্ব কীর্ত্তন করেন, সেই সংক্ষিপ্ত ভারতের পর্ব্বসংগ্রহ কথিত হইতেছে।

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্ববধ, বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকাহরণ, খাণ্ডবদাহন, ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপর্ব্বের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। পৌলোমপর্ব্বে ভৃগুবংশের বিস্তার কীর্ত্তিত হইয়াছে। আস্তীকপর্ব্বে গরুড় ও সমুদায় সর্পের উৎপত্তি ও সমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ-তনয়ের সর্পসত্রানুষ্ঠানকালে ভরতবংশীয় মহাত্মগণ সংক্রান্ত মহাভারতীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবপর্ব্বে রাজগণ ও অন্যান্য শূরগণ এবং মহর্ষি দ্বৈপায়নের বিবিধপ্রকার উৎপত্তি; দেবতাদিগের অংশাবতার; দৈত্যদানব, নাগ, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য বিবিধ প্রাণীর উৎপত্তি এবং যে ভরতের নামানুসারে ভারতবংশ লোকে বিখ্যাত হইয়াছে, যিনি মহাপুতস্বি-মহর্ষিকণ্বের আশ্রয়ে, শকুন্তলার গর্ভে, দুষ্মন্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার বৃত্তান্ত; শান্তনুরাজের গৃহে গঙ্গার গর্ভে মহানুভাব বসুদিগের উৎপত্তি, পুনঃ স্বর্গারোহণ ও তেজোভাবাপত্তি ভীষ্মের জন্ম এবং তাঁহার রাজ্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ও প্রতিজ্ঞাপালন; ভীষ্মকর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদের রক্ষা ও চিত্রাঙ্গদ হত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা এবং রাজ্যে স্থাপন; অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম্মের নরযোনিতে উৎপত্তি; বরদানবলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম এবং পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি; পাণ্ডবদিগের বারণাবত যাত্রাবিষয়ে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা ও তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের নিকটে পুরোচনের প্রেরণ; হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পথিমধ্যে বিদুরকর্ত্তৃক ম্লেচ্ছভাষায় ধীমদ্ধর্ম্মরাজেরপ্রতি হিতোপদেশ প্রদান; বিদুরের বাক্যে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ; পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীর ও পুরোচনের জতুগৃহে দাহ; ঘোর অরণ্যে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক হিড়িম্বা রাক্ষসী-দর্শন ও মহাবল ভীমকর্ত্তৃক হিড়িম্ব-বধ; ঘটোৎকচের উৎপত্তি; পাণ্ডবগণের মহাতেজস্বি-মহর্ষিব্যাসদর্শন ও তাঁহারআজ্ঞানুসারে একচক্রানগরীতে ব্রাহ্মণালয়ে অজ্ঞাত বাস; বকরাক্ষসবধ এবং তদ্দর্শনে নগরবাসীদিগের বিস্ময়; দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম; ব্রাহ্মণপ্রমুখাৎ দ্রৌপদীরস্বয়ম্বর বৃত্তান্ত-শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের আদেশানুসারে পাণ্ডবগণের দ্রৌপদীপ্রার্থনায় স্বয়ম্বর-দর্শনার্থ পাঞ্চালদেশাভিমুখে গমন; গঙ্গাকূলে অঙ্গারপর্ণনামক গন্ধর্ব্বকে জয় করিয়া তাহার সহিত অর্জ্জুনের সখ্য এবং তাহার মুখে তপতী, বসিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের উত্তম আখ্যান শ্রবণ; পাণ্ডবগণের পাঞ্চালনগরে গমন; তথায় সমস্ত রাজগণের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জ্জুনের দ্রৌপদীলাভ এবং তাহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ভীমসেন ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক শল্য কর্ণ ও আর আর সমস্ত ক্রোধান্ধ ভূপতিগণের পরাজয়, ভীমার্জ্জুনের সেই অলোকসামান্য অপ্রমেয় বীর্য্যদর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত মহাবুদ্ধিশালী বলরাম ও কৃষ্ণের ভার্গবগৃহে গমন; দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবে বলিয়া দ্রুপদ রাজার বিমর্ষ; তাঁহাতে পরমাদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যান; দ্রৌপদীর দৈবকৃত অমানুষ বিবাহ; ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণসমীপে বিদুরকে প্রেরণ; বিদুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণদর্শন; পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও অর্দ্ধরাজ্য শাসন; নারদের আজ্ঞানুসারে দ্রৌপদীর নিকটগমনে পঞ্চ ভ্রাতার নিয়ম করণ; সুন্দোপসুন্দের আখ্যান; দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির যে নির্জ্জন গৃহে ছিলেন, সেই গৃহে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে প্রবেশপূর্ব্বক অস্ত্র আনয়ন করত বিপ্রের গোধনপ্রত্যাহরণ করিয়া নারদকৃত নিয়ম রক্ষার্থ বীরবর অর্জ্জুনের বনেগমন; পার্থের বনবাসকালে নাগকন্যা উলূপীর সহিত পথিমধ্যে সমাগম ও পুণ্যতীর্থ গমন; বভ্রুবাহনের জন্ম; অর্জ্জুনকর্ত্তৃক তপস্বি-ব্রাহ্মণের শাপে গ্রাহ-যোনিতে জাত পঞ্চ সুরূপা অপ্সরার শাপ

বিমোচন ; প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের সহিত পার্থের সমাগম ; কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে দ্বারকাতে অর্জ্জুনকর্তৃক কামযানদ্বারা সাভিলাষা সুভদ্রার হরণ ; দেবকীনন্দন কৃষ্ণের যৌতুক লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন ; সুভদ্রাতে তেজঃপুঞ্জ অভিমন্যুর জন্ম ; দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি , কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জলবিহারের জন্য যমুনাতে গমন করিলে তথায় চক্র ও ধনুঃপ্রাপ্তি ; খাণ্ডবদাহ ; ময়দানব ও ভুজঙ্গের অগ্নি হইতে রক্ষা; শার্ঙ্গীরপর্ব্বে মন্দপালকনামক মহর্ষির তনয়োৎপত্তি ; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত বহুবিস্তীর্ণ আদিপর্ব্ব প্রথমত উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ মহাত্মা মহর্ষিবেদব্যাস এই পর্ব্বে দুইশত সপ্তবিংশতি অধ্যায় সংখ্যা করিয়াছেন ; এবং ইহাতে অষ্টসহস্র,অষ্টশতচতুরশীতি শ্লোককীর্ত্তন করিয়াছেন।

বহুবৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় পর্ব্বের নাম সভাপর্ব্ব। পাণ্ডবদিগের সভানির্ম্মাণ ; কিঙ্করদর্শন ; দেবলোক-দর্শি-নারদকর্তৃক লোকপাল-সভাবর্ণন ; রাজসূয়যজ্ঞের আরম্ভ ; জরাসন্ধ বধ ; কৃষ্ণকর্তৃক গিরিদুর্গে নিরুদ্ধ রাজগণের মোক্ষণ ; পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়; রাজসূয় মহাযজ্ঞে উপঢৌকন লইয়া ভূপালগণের সমাগম ; অর্ঘ্যদাননিমিত্তক বাদানুবাদকালে শিশুপালবধ ; যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া দুঃখ ও অসূয়াযুক্ত দুর্য্যোধনের প্রতি সভামধ্যে ভীমকর্তৃক উপহাস ; তাহাতে দুর্য্যোধনের ক্রোধোদয় ও সেই হেতুক দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান ; ধূর্ত্ত শকুনিকর্তৃক পাশক্রীড়ায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ; অর্ণব-মগ্ন নৌকার ন্যায় দ্যূতার্ণবে নিমগ্না পরমদুঃখিতা স্নুষা দ্রৌপদীর, মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক উদ্ধার ; তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকর্তৃক পাণ্ডবগণের আহ্বান ; তাহাতে জয়ি-দুর্য্যোধনকর্তৃক পাণ্ডবগণের বনবাসার্থে প্রেরণ ; মহাত্মা ব্যাস সভাপর্ব্বে এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই পর্ব্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় এবং দুই সহস্র, পঞ্চশত, একাদশ শ্লোক বিদ্যমান আছে।

ইহার পর অরণ্যকনামক অতি বিস্তীর্ণ তৃতীয়পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে, ধীসম্পন্ন ধর্ম্মপুত্রের পশ্চাতে পশ্চাতে পুরবাসিগণের গমন ; ধৌম্যমুনির উপদেশানুসারে অনুগত ব্রাহ্মণগণের ভরণার্থ অন্ন ও ওষধির নিমিত্ত মহানুভব যুধিষ্ঠিরকর্তৃক সূর্য্যের আরাধনা; সূর্য্যপ্রসাদে অন্নপ্রাপ্তি ; ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক হিতবাদি-বিদুরের পরিত্যাগ ও তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত বিদুরের পাণ্ডবগণসমীপে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন ; কর্ণের উপহাসবাক্যে বনবাসি-পাণ্ডবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা ; সেই দুষ্টভাব জানিতে পারিয়া ব্যাসের শীঘ্র আগমন এবং দুর্য্যোধনের প্রতি বনগমনে নিষেধ ; সুরভির উপাখ্যান ; মৈত্রেয়ের হস্তিনাপুরে আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশ, দুর্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান ; ভীমসেনকর্তৃক সংগ্রামে কির্ম্মীরবধ ; শকুনি ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে জয় করিয়াছে, ইহা শুনিয়া বৃষ্ণিগণ পাঞ্চালগণের যুধিষ্ঠিরসমীপে আগমন ; অর্জ্জুনকর্তৃক ক্রোধান্বিত কৃষ্ণের ক্রোধশান্তি ; কৃষ্ণের নিকটে দ্রৌপদীর বিলাপ ; কৃষ্ণকর্তৃক দুঃখার্ত্তা পাঞ্চালীর আশ্বাসন ; সৌভ-বধাখ্যান ; কৃষ্ণকর্তৃক পুত্রসহিত সুভদ্রার দ্বারকাপুরী প্রাপণ ; ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক দ্রৌপদীতনয়গণের পাঞ্চালদেশে নয়ন ; পাণ্ডবগণের রমণীয়-দ্বৈতবনে প্রবেশ ; যুধিষ্ঠির ভীম ও দ্রৌপদীর কথোপকথন ; পাণ্ডুপুত্রসমীপে মহর্ষি বেদব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতিনামক বিদ্যাদান ; ব্যাস গমন করিলে পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে প্রবেশ ; দিব্যাস্ত্রলাভের নিমিত্ত অপরিমিত-তেজস্বি-অর্জ্জুনের প্রবাস ; কিরাতরূপি-মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ; অর্জ্জুনের লোকপালদর্শন ও অস্ত্রপ্রাপ্তি এবং অস্ত্রশিক্ষার্থ মহেন্দ্রলোকে গমন ; তৎশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয় চিন্তা ; যুধিষ্ঠিরের পরমার্থজ্ঞানি-বৃহদশ্বনামক মহর্ষি-দর্শন ; তাঁহার নিকটে অতি কাতর হইয়া যুধিষ্ঠিরের পরিতাপ ও বিলাপ ; ধর্ম্ম ও করুণারসযুক্ত নলোপাখ্যান ; যাহাতে নলের চরিত ও দময়ন্তীর বিপৎকালেও মর্য্যদাপালন বর্ণিত আছে। মহর্ষি বৃহদশ্ব হইতে যুধিষ্ঠিরের অক্ষহৃদয়নামক বিদ্যাপ্রাপ্তি ; স্বর্গ হইতে পাণ্ডবগণের প্রতি লোমশঋষির আগমন এবং বনবাসি-মহানুভব-পাণ্ডবগণের নিকটে স্বর্গস্থ অর্জ্জুনের বৃত্তান্তকথন ; অর্জ্জুনের সমাচার পাইয়া পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা ; তীর্থযাত্রার ফল ও পুণ্যকীর্ত্তন ; মহর্ষিনারদের পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা ও মহানুভবপাণ্ডবগণেরও সেই তীর্থে গমন ; কুণ্ডল প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রার্থনা হইতে কর্ণের মুক্তি ; গয়াসুরের যজ্ঞ ; অগস্ত্যের আখ্যান এবং বাতাপিভক্ষণ ; সন্তানের নিমিত্ত অগস্ত্যঋষির লোপামুদ্রানাম্নী স্ত্রীপরিগ্রহ , কৌমার ব্রহ্মচারি-ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র , জমদগ্নিপুত্র মহাবীর্য্য পরশুরামের চরিত্র; কার্ত্তবীর্য্যবধ ; হৈহয়বধ; প্রভাসতীর্থে বৃষ্ণিগণের সহিত পাণ্ডবগণের সমাগম ; সুকন্যার উপাখ্যান ; শর্য্যাতির যজ্ঞে ভৃগুবংশীয় চ্যবনমুনিকর্তৃক অশ্বিনীকুমারযুগলকে যজ্ঞীয় সোমরসপ্রদান; অশ্বিনীকুমারকর্তৃক চ্যবনমুনিকে যৌবনাবস্থায় স্থাপন ; মান্ধাতার উপাখ্যান ; জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান ; সোমকরাজকর্তৃক বহুপুত্রলাভার্থ পুত্র বিনাশদ্বারা যাগ ও শতপুত্রপ্রাপ্তি ; অত্যুৎকৃষ্ট শ্যেনকপোতোপাখ্যান ; ইন্দ্র অগ্নি ও ধর্ম্মকর্তৃক শিবিরাজার পরীক্ষা ; অষ্টাবক্রীয় উপাখ্যান ; জনকরাজের যজ্ঞে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ বরুণাত্মজ-বন্দীর সহিত বিপ্রর্ষি অষ্টাবক্রের বাদানুবাদ ; মহাপ্রভাব অষ্টাবক্রের সহিত বিবাদে বন্দীর পরাজয় ; জয়লাভ করিয়া অষ্টাবক্রকর্তৃক সাগরমধ্য কহোড়নামক স্বপিতার উদ্ধার ; যবক্রীতের আখ্যান ; মহানুভব রৈভ্যের আখ্যান ; পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস ; তথায় বাসকালে সৌগন্ধিক আহরণার্থ দ্রৌপদীকর্তৃক নিযুক্ত মহাবাহু ভীমের পথিমধ্যে কদলীবন মধ্যস্থিত মহাবলপবনপুত্র হনূমদ্দর্শন ; ভীমকর্তৃক পদ্মবনভঙ্গ ও তথায় রাক্ষসগণ ও মণিমৎ প্রভৃতি মহাবীর্য্যযক্ষগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ · বৃকোদর কর্তৃক জটাসুরনামক রাক্ষসের বধ ; বৃষপর্ব্বনামক রাজর্ষির নিকটে পাণ্ডবদিগের গমন ; পাণ্ডবগণের আর্ষ্টিসেনাশ্রমে গমন ও বাস ; পাঞ্চালীকর্তৃক মহানুভব ভীমের উৎসাহপ্রদান ; ভীমের কৈলাসারোহণ ও মহাবল পরাক্রান্ত মণিমৎ প্রভৃতি যক্ষগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ; পাণ্ডবদিগের সহিত কুবেরের সমাগম ; ভ্রাতৃবর্গের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম ; সব্যসাচি-অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ইন্দ্রকার্য্যার্থে হিরণ্যপুর বাসি নিবাতকবচনামক সুরশত্রুভীষণ দানবগণ ও পুলোম পুত্র কালকেয়গণের সহিত মহাযুদ্ধ ও পার্থকর্তৃক তাহাদিগের বধ ; মহারাজযুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রদর্শনোদ্যোগ ও দেবর্ষিনারদকর্তৃক অস্ত্রপ্রদাননিষেধ ; পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন

হইতে অবরোহণ; সেই মহারণ্যে পর্ব্বতাকারশরীরবিশিষ্ট প্রবল ভুজঙ্গকর্ত্তৃক ভীমগ্রহণ; যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক প্রশ্নার্থকথনপূর্ব্বক ভীমের উদ্ধার; মহাত্মপাণ্ডবগণের কাম্যকবনে পুনরাগমন; পুরুষশ্রেষ্ঠ-পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে বাসুদেবের আগমন; মার্কণ্ডেয় সমস্যাঘটিত নানা উপাখ্যান; ঐ মহর্ষিকর্ত্তৃক বেণপুত্রপৃথুরাজার উপাখ্যান বর্ণন; মহানুভব তার্ক্ষ্যঋষি ও সরস্বতীর সংবাদ; মৎস্যোপাখ্যান; মার্কণ্ডেয় সমস্যা ও পরাবৃত্তকীর্ত্তন; ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান; ধুন্ধুমারের উপাখ্যান; পতিব্রতোপাখ্যান; অঙ্গিরার উপাখ্যান; দ্রৌপদী ও সত্যভামার সংবাদকীর্ত্তন; পাণ্ডবগণের পুনর্ব্বার দ্বৈতবন প্রবেশ; ঘোষযাত্রা, তাহাতে গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন; অর্জ্জুনকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে লজ্জাভিভূত মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের মোচন; যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্নদর্শন ও কাম্যকবনে পুনরাগমন; সুবিস্তর ব্রীহিদ্রৌণিক-উপাখ্যান; দুর্ব্বাসার উপাখ্যান; আশ্রমের মধ্য হইতে জয়দ্রথকর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ ও ভীমসেনের তৎপশ্চাৎ বায়ুবেগে গমন; মহাবল পরাক্রান্ত ভীমকর্ত্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখিকরণ; বহুবিস্তৃত রামোপাখ্যান, যাহাতে রাম যুদ্ধে বিক্রমপূর্ব্বক রাবণবধ করিয়াছিলেন; সাবিত্রীর উপাখ্যান কথন; ইন্দ্রোদ্দেশে কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় পরিত্যাগ ও তাহাতে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকর্ত্তৃক কর্ণকে একপুরুষঘাতিনী শক্তিদান; আরণেয় উপাখ্যান; ধর্ম্মকর্ত্তৃক স্বপুত্রের অনুশাসন; বরলাভানন্তর পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত আরণ্যকনামক তৃতীয় পর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দুইশত একোনসপ্ততি অধ্যায় এবং একাদশ সহস্র, অষ্টশত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত আছে।

অতঃপর বিরাটপর্ব্বের বিবরণ শ্রবণ করুন। বিরাটনগরে গমনান্তর শ্মশানমধ্যে অতি বৃহৎ সমীবৃক্ষ দর্শন করিয়া তাহাতে পাণ্ডবগণের আয়ুধ স্থাপন; পুরঃপ্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের ছদ্মবেশে বাস; কামাভিভূত দুর্ব্বৃত্ত কীচকের পাঞ্চালীর প্রতি সম্ভোগপ্রার্থনা ও বৃকোদরকর্ত্তৃক তাঁহার বধ; পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ নরপতি দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে সুচতুর দূতপ্রস্থাপন ও সেই দূতগণকর্ত্তৃক মহাত্ম-পাণ্ডবগণের অনুদ্দেশ; প্রথমত ত্রিগর্ত্তীয় সৈন্যকর্ত্তৃক বিরাটরাজের গোধনহরণ ও তাহাদিগের সহিত বিরাটের লোমাঞ্চকর মহাসংগ্রাম; ভীমকর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তহৃতবিরাটের মোচন এবং পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক গোধনপ্রত্যাহরণ; কৌরবগণকর্ত্তৃক গোগ্রহণ; অর্জ্জুনের যুদ্ধে সমুদয় কৌরবগণের পরাজয়; কিরীটিকর্ত্তৃক বিক্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক গোধনপ্রত্যানয়ন; সুভদ্রার পুত্র শত্রুঘাতি অভিমন্যুর পত্নী ও পার্থের স্নুষা হইবে বলিয়া বিরাটকর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে উত্তরানাম্নী কন্যাদান; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত বিরাটনামক চতুর্থ পর্ব্ব বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে সপ্তষষ্টি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে এবং বেদবেত্তা মহর্ষিব্যাস ইহাতে দুই সহস্র পঞ্চাশৎ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য উদ্যোগনামক পঞ্চম পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ জিগীষাবশত উপপ্লব্যনামক স্থানে অবস্থিতি করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের বাসুদেব সমীপে গমন, ও "আপনি উপস্থিত যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করুন" এই প্রার্থনা এবং তাহাতে "হে পুরুষর্ষভদ্বয়! যুদ্ধবিমুখ মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত আমি এবং এক অক্ষৌহিণী সেনা এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকে কি দিব?" মহামতি কৃষ্ণের এই উক্তি; মন্দভাগ্য দুর্ম্মতিদুর্য্যোধনের সৈন্যবর প্রার্থনা; অর্জ্জুনকর্ত্তৃক অযুধ্যমান-কৃষ্ণের মন্ত্রিত্বে বরণ; মদ্ররাজ পাণ্ডবগণের নিকটে আসিতেছিলেন, এমত সময়ে দুর্য্যোধন সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক উপহার প্রদান দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলে, তিনি যখন বরপ্রদানে উদ্যত হইলেন, তখন দুর্য্যোধন উপস্থিতসমরে সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহায্য দানে অঙ্গীকার করিয়া মদ্ররাজশল্যের পাণ্ডবগণসমীপে গমন; শল্যকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা ও ইন্দ্র-বিজয়বর্ণন; পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক কৌরবসমীপে পুরোহিতপ্রেরণ; পাণ্ডবপ্রেরিত পুরোহিতমুখে ইন্দ্রবিজয়বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরের মন্ত্রণানুসারে শান্তিস্থাপনাকাঙ্ক্ষি মহাপ্রতাপ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সঞ্জয়নামক দূতপ্রেরণ; বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাত্যাগ; বিদুরমুখে মনীষি ধৃতরাষ্ট্রের বিচিত্র ও হিতবাক্য শ্রবণ; সনৎসুজাত-ঋষিমুখে শোকাকুল ও মনস্তাপান্বিত ধৃতরাষ্ট্রের অত্যুত্তম অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্রশ্রবণ, প্রাতঃকালে রাজসভায় সঞ্জয়কর্ত্তৃক বাসুদেব ও অর্জ্জুনের একাত্মভাবকথন; মহামতি ও দয়ালু কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপন করিতে আগমন; উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিলে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক তৎ প্রত্যাখ্যান; দম্ভোদ্ভবের আখ্যান; মহাত্মমাতলিকর্ত্তৃক স্বীয় দুহিতার নিমিত্ত বরান্বেষণ; মহর্ষিগালবের চরিত্র; বিদুলাপুত্রের অনুশাসন; কর্ণের ও দুর্য্যোধনপ্রভৃতির দুষ্টমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া রাজগণসমক্ষে কৃষ্ণের স্বীয় যোগেশ্বরত্ব-প্রদর্শন; কৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপণ ও সৎপরামর্শদান; মদগর্ব্বিত কর্ণকর্ত্তৃক কৌশলপূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান; হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের নিকটে কৃষ্ণকর্ত্তৃক সমুদায় বৃত্তান্তবর্ণন; কৃষ্ণবাক্য শ্রবণানন্তর হিতকার্য্যের মন্ত্রণা স্থির করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রামসজ্জা; হস্তিনাপুর হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের নির্গম; সৈন্যসংখ্যা; মহাযুদ্ধের পূর্ব্বদিবসে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক উলুকনামক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবগণের নিকটে প্রেরণ; রথাতিরথসংখ্যা; অম্বোপাখ্যান; উদ্যোগনামক পঞ্চম পর্ব্বে সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, ইহাতে ষড়শীতি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে। হে তপোধনগণ! উদারমতি মহানুভব মহর্ষি বেদব্যাস এই পর্ব্বে ছয় সহস্র, ছয়শত, অষ্টনবতি শ্লোককীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব্ব কহিতেছি। সঞ্জয়কর্ত্তৃক জম্বুখণ্ডনির্ম্মাণবর্ণন; যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের অতিশয় বিষাদ; দশাহব্যাপী ঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধকালে যোগবিষয়ক নানা হেতুবাদদ্বারা মহামতি বাসুদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের মোহজনিত বিষাদনিবারণ; যুধিষ্ঠিরের হিতাকাঙ্ক্ষী উদারচিত্ত সুহৃৎকৃষ্ণের রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে প্রতোদ হস্তে ভীষ্মবধার্থ গমন; বাক্যরূপদণ্ড দ্বারা কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অভিঘাত; সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ গাণ্ডীব-ধনুর্ধারি-অর্জ্জুনকর্ত্তৃক শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিশিত শরসমূহাঘাতে রথ হইতে ভীষ্মকে ভূতলে পাতিতকরণ; ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন; এই

সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত ভীষ্মপর্ব্বনামক বিস্তৃত ভারতীয় ষষ্ঠ পর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। বেদবেত্তা বেদব্যাস এই পর্ব্বে একশত, সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চসহস্র অষ্টশত চতুরশীতি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত আশ্চর্য্য দ্রোণপর্ব্ব কহিতেছি;— প্রতাপশালি-দ্রোণাচার্য্যের সৈনাপতি পদে অভিষেক; দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত মহাস্ত্রবিদ্দ্রোণাচার্য্যের "ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা; সংসপ্তক কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থল হইতে অর্জ্জুনের অপসারণ; মহারাজভগদত্তের সুপ্রতীকনামক স্বীয় হস্তীর সহিত রণস্থলে ইন্দ্রতুল্য অধৃষ্য বিক্রমপ্রকাশ; অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ভগদত্তবিনাশ; জয়দ্রথ প্রভৃতি মহারথ যোদ্ধগণকর্ত্তৃক মহাবল অপ্রাপ্তযৌবন বালক ও একাকী অভিমন্যুর বধ; অভিমন্যু হত হইলে ক্রোধাভিভূত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রণভূমিতে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যবধপূর্ব্বক মদ্ররাজ জয়দ্রথবধ; মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পার্থের অন্বেষণার্থ মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকিকর্ত্তৃক দেবগণের অলঙ্ঘনীয় কুরুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ; হতাবশিষ্ট সংসপ্তকদিগের যুদ্ধে বিনাশ; অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ জলসন্ধ, বীর্য্যশালী ভূরিশ্রবাঃ, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি অনেক বীরপুরুষের নিপাত; দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে অমর্ষান্বিত অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর আগ্নেয় নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ; উত্তমরূপে রুদ্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন; ব্যাসদেবের আগমন; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মাহাত্ম্যবর্ণন; এই সমস্ত বিষয় সুবিস্তীর্ণ সপ্তম পর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপালগণের নির্দ্দেশ আছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই এই পর্ব্বে নিধনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী পরাশর পুত্র ব্যাস বিবেচনাপূর্ব্বক এই পর্ব্বে একশত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্টসহস্র নয়শত শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাদ্ভুত কর্ণপর্ব্ব কহিতেছি। ধীমন্মদ্ররাজের সারথিকার্য্যে নিয়োগ; পৌরাণিক ত্রিপুরনিপাতকীর্ত্তন; যুদ্ধযাত্রাকালে কর্ণ ও মদ্ররাজের পরস্পর বাক্‌কলহ; কর্ণের তিরস্কারার্থ শল্যকর্ত্তৃক হংস-কাকীয় আখ্যানকীর্ত্তন; মহাপ্রভাব অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক পাণ্ড্যরাজের বিনাশ; দণ্ডসেনবধ ও দণ্ডবধ; সর্ব্বধনুর্দ্ধারি-ব্যক্তির সমক্ষে দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণকর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জীবনসংশয়প্রাপণ; যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পর কোপ; কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অনুনয়; বৃকোদরকর্ত্তৃক রণস্থলে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলভেদপূর্ব্বক শোণিতপান; দ্বৈরথযুদ্ধে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক মহারথ কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বিষয় ব্যাসকর্ত্তৃক অষ্টম পর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বেদব্যাস এই কর্ণপর্ব্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারিসহস্র, নবশত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর বিচিত্রার্থ শল্যপর্ব্ব কথিত হইতেছে। কর্ণবধ হইলে মদ্রেশ্বরশল্যের সেনাপতিত্বে বরণ; নানারথীর পৃথক্ পৃথক্ রূপে রথযুদ্ধবর্নন; কৌরবপক্ষীয় প্রধান যোদ্ধগণের বিনাশ; মহানুভাব ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক শল্যবধ; বহুসংখ্য সৈন্য হত হইলে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে দুর্য্যোধনের হ্রদপ্রবেশ ও জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থিতি; ব্যাধগণকর্ত্তৃক ভীমের নিকটে দুর্য্যোধনের সংবাদ প্রদান; ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজের তিরস্কারবাক্য দ্বারা অমর্ষণ দুর্য্যোধনের হ্রদমধ্য হইতে উত্থান; যে স্থানে ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়, তথায় সকলে সমবেত হইলে বলরামের আগমন; সরস্বতীতীর্থ ও অন্যান্য নানাতীর্থের পুণ্যতাকীর্ত্তন; সেই রণভূমিতে ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের তুমুল গদাযুদ্ধ; যুদ্ধস্থলে ভয়ানক বেগবতী গদাদ্বারা ভীমকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক মহারাজ দুর্য্যোধনের উরুদ্বয়ভঙ্গ; এই সমস্ত বিষয়, অদ্ভুতার্থযুক্ত নবম পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কৌরবদিগের যশঃকীর্ত্তনকারী ব্যাসমুনি ইহাতে বহুবৃত্তান্তযুক্ত একোনষষ্টি অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তিন সহস্র, দুইশত, বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর দারুণ সৌপ্তিকপর্ব্ব কহিতেছি। পাণ্ডবগণ রণক্ষেত্র হইতে গমন করিলে অমর্ষণ দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া যেস্থলে পতিত ছিলেন, সেইস্থলে সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই মহারথত্রয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সর্ব্বাঙ্গে রুধিরোক্ষিত হইয়া রণভূমিতে পতিত আছেন, তাহাতে মহারথ দ্রোণপুত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 'ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও অমাত্য সমেত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ না করিয়া তনুত্রাণ বিমোচন করিব না।' তদনন্তর ঐ মহারথত্রয় রাজাকে ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্য কহিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, সূর্য্যাস্তের পর এক মহাবনে প্রবেশপূর্ব্বক সেইস্থলে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, এক পেচক রাত্রিকালে বহুসংখ্য কাক বিনাশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পিতৃবধস্মরণ করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক মনে মনে এই কল্পনা করিলেন যে, পাঞ্চালগণ নিদ্রাভিভূত হইলে সমুদায়কেই সংহার করিব। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড দুর্দ্দর্শনীয় ঘোররূপ রাক্ষস দ্বারে অবস্থিত আছে। ঐ রাক্ষস অস্ত্রসঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা করে দেখিয়া দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ বিরূপাক্ষ রুদ্রের আরাধনা করিয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সপরিবার সমস্ত পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীতনয়গণকে সংহার করিলেন। কৃষ্ণের কৌশলক্রমে তাহাতে মহাধনুঃ সাত্যকি ও পঞ্চ পাণ্ডবমাত্র রক্ষিত হইয়াছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বত্থামা স্বহস্তেই পাঞ্চালগণকে বধ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাণ্ডবগণের নিকটে নিবেদন করিল। দ্রৌপদী পুত্রশোকার্ত্তা ও পিতৃভ্রাতৃবধে কাতরা হইয়া অনশনদ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া ভর্ত্তৃগণকে উপরোধ করিলেন। বীর্য্যবান্ ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রৌপদীর বচনানুসারে তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক গদাগ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দ্রোণপুত্র ভীমভয়ে অভিভূত ও দৈবপ্রেরিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক 'পৃথিবী অপাণ্ডবা হউক' এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণ "এরূপ করিও না" বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। পাপাত্মা অশ্বত্থামার বিদ্রোহাচরণ দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন। অশ্বত্থামা ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান করিলেন। জয়-শ্রী প্রাপ্ত পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণপুত্র হইতে মণিগ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্তঘটিত এই দশম পর্ব্বের নাম

সৌপ্তিকপর্ব্ব কথিত হইয়াছে। বেদবক্তা মহাত্মা ব্যাসমুনি ইহাতে অষ্টাদশ অধ্যায় কীর্ত্তন করেন এবং অষ্টশত, সপ্ততি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। উত্তমতেজা ব্যাস ঐষীকপর্ব্বকে এই পর্ব্বের অন্তর্গত করিয়াছেন।

অতঃপর করুণরসযুক্ত স্ত্রীপর্ব্ব কথিত হইতেছে। প্রজ্ঞাচক্ষু ভূপাল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্তহৃদয় হইয়া ভীমের বিনাশ কামনায় কৃষ্ণদত্ত দৃঢ় লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করিলেন। ধীসম্পন্নরাজা ধৃতরাষ্ট্রঅতিশয়শোকসন্তপ্ত হইলে বুদ্ধিমান বিদুর মোক্ষবিষয়ক নানাহেতুবাদ দ্বারা তাঁহার সংসারমায়া নিরাকরণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে, ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর বাসিনী সীমন্তিনীগণের সহিত শোকাকুল হইয়া রণভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন। বীরপত্নীগণ অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধাবেশ ও মোহ উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয়মহিলাগণ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ শূরবীর পিতৃ,ভ্রাতৃ ও পুত্রগণকে রণে হত ও পতিত দেখিতে লাগিলেন। গান্ধারী পুত্রপৌত্রশোকে কাতরা হইয়া ক্রোধাভিভূতা হইলে কৃষ্ণ তাঁহার ক্রোধশান্তি করিলেন। ধার্ম্মিকবর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধে হত রাজগণের শরীর দাহ করাইলেন। রাজগণের জলপ্রাদানিক-তর্পণক্রিয়া আরম্ভ হইলে কুন্তী কর্ণকে গূঢ়োৎপন্ন স্বপুত্র বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রজ্ঞাবান্ পরমর্ষিব্যাসদেব শোক বিহ্বলকারক এবং সজ্জনগণের করুণাশ্রু-প্রবর্ত্তক ও মনোবৈক্লব্যকারক এই স্ত্রীপর্ব্বনামক একাদশ পর্ব্বে সপ্তবিংশতি অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়া সপ্তশত,সপ্ততি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর জ্ঞানবর্দ্ধন শান্তিপর্ব্বনামক দ্বাদশ পর্ব্ব কহিতেছি। ইহাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র সম্বন্ধি মাতুল প্রভৃতি সমুদায় সংহার করাইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। ভীষ্মদেব শরশয্যায় পতিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জনাভিলাষি-রাজগণের যাহা অবশ্যজ্ঞেয়, সেই রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, এবং তৎকর্ত্তৃক হেতুপ্রদর্শী আপদ্ধর্ম্মও প্রকাশিত হইয়াছে। মানবগণ যাহা জানিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই বহুবিস্তৃত আশ্চর্য্য মোক্ষধর্ম্মও ইহাতে ভীষ্মকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাজ্ঞজনপ্রিয় এই দ্বাদশ পর্ব্বের নাম শান্তিপর্ব্ব, ইহাতে তিনশত, উনচত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে। হে তপোধনগণ! ধীমান্ পরাশর তনয় ব্যাস এই পর্ব্বে চতুর্দ্দশ সহস্র, সপ্তশত, সপ্ত শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর উত্তম অনুশাসনপর্ব্ব জানিবেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীতনয় ভীষ্ম হইতে ধর্ম্মবিনির্ণয় শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই পর্ব্বে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধীয় সমুদায় ব্যবহার, বিবিধ দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল, পাত্রবিশেষে দানের উৎকর্ষ বিধি, আচার ব্যবহার নিরূপণ, সত্যের পরাকাষ্ঠা, গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য; দেশকাল-ভেদে ধর্ম্মরহস্য এবং ভীষ্মের স্বর্গপ্রাপ্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম বিনির্ণায়ক বহুবৃত্তান্তযুক্ত ত্রয়োদশ পর্ব্বে একশত ষট চত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে এবং ইহাতে অষ্টসহস্র শ্লোক রচিত হইয়াছে।

তাহার পর আশ্বমেধিকনামক চতুর্দ্দশ পর্ব্ব কথিত হইয়াছে সম্বর্ত্ত ও মরুত্তের উত্তম উপাখ্যান; সুবর্ণকোষসম্প্রাপ্তি; পূর্ব্বে অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক পুনঃ সঞ্জীবিত পরীক্ষিতের জন্ম; যজ্ঞে অশ্বমোচন করিয়া তদনুগামি-অর্জ্জুনের সহিত স্থানে স্থানে অমর্ষণ রাজগণের যুদ্ধ; চিত্রবাহন রাজার পুত্রিকা-চিত্রাঙ্গদার গর্ভসম্ভূত স্বীয় তনয় বভ্রুবাহনকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের জীবনসংশয় প্রাপণ; অশ্বমেধ মহাযজ্ঞসময়ে নকুলাখ্যান; এই সমস্ত বিষয় মহাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ইহাতে একশত তিন অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তিনসহস্র তিনশত বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্রমবাসিনামক পঞ্চদশ পর্ব্ব কথিত হইয়াছে; এই পর্ব্বে গান্ধারীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসার্থে অরণ্যে গমন করেন। তাহা দেখিয়া গুরুশুশ্রূষাপরায়ণা সাধ্বী কুন্তী, পুত্রের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থিতধৃতরাষ্ট্রের অনুগামিনী হন। তথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে হত ও লোকান্তরগত পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য বীর রাজগণকে পুনরাগত দেখেন। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদাৎ এই উত্তম ও আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া গান্ধারীর সহিত শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। জিতেন্দ্রিয় বিদ্বান্ গবল্‌গণপুত্র মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ বৃষ্ণিগণের কুলক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই সকল বৃত্তান্ত মহাদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্যপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র, পঞ্চশত, ছয়শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর দারুণ মৌষলপর্ব্ব শ্রবণ করুন। যাঁহারা রণস্থলে অনায়াসে অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতেন, সেই সর্ব্বপুরুষপ্রধান যাদবগণ ব্রহ্মশাপরূপদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া দৈবনির্ব্বন্ধে সাগরকূলে সুরাপানসভায় পানোন্মত্ত হইয়া পরস্পর এরকাতৃণরূপি-বজ্রাঘাতে আহত হন। এইরূপে রাম কৃষ্ণ, উভয়ে সমুদায় যদুবংশের উচ্ছেদ করিয়া আপনারাও সর্ব্বসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন না। পরে নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিয়া যাদবশূন্য দ্বারকা-দর্শনে অতিশয় মনোবেদনা ও বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ বসুদেবের সংস্কার করিয়া সুরাপানসভায় যদুবংশীয় বীরগণের আত্যন্তিক বিনাশ সন্দর্শন করিলেন। পরে তিনি রাম ও কৃষ্ণ এবং যদুবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির শরীরসংস্কার করিলেন এবং দ্বারকা হইতে আবালবৃদ্ধ সমুদায় লইয়া আসিবার সময়ে পথিমধ্যে ঘোরতর আপদে পতিত হইয়া স্বীয় গাণ্ডীবধনুর পরাভব ও দিব্যাস্ত্রসকলের অপ্রসন্নতা দর্শন করিলেন। পরে যাদব-যোষাগণের অপহরণ ও পরাক্রমের অনিত্যতা দর্শনে, তিনি অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাগমন করত ব্যাস বাক্যানুসারে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের অভিলাষ করিলেন। এই ষোড়শপর্ব্ব মৌষলপর্ব্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী বেদব্যাস এই পর্ব্বে অষ্ট অধ্যায় ও তিনশত বিংশতি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর মহাপ্রাস্থানিকনামক সপ্তদশ পর্ব্ব কথিত আছে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীদেবীর সহিত রাজ্যপরিত্যাগকরিয়া মহাপ্রস্থান অবলম্বন করেন; পরে তাঁহারা লোহিত সাগরকূলে গমন করিয়া অগ্নিকে দর্শন করিলেন। সেই স্থলে অগ্নির আদেশানুসারে অর্জ্জুন সেই মহাপ্রভাব অগ্নিকে পূজা করিয়া দিব্য উৎকৃষ্ট গাণ্ডীবধনু প্রদান করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির সমুদায় ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত দেখিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ

করত মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া একাকী প্রস্থান করিলেন। এই সপ্তদশ পর্ব্বের নাম মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব, ইহাতে তত্ত্বদর্শী মহর্ষি তিন অধ্যায় ও তিনশত, ত্রয়োবিংশতি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনন্তর অমানুষ আশ্চর্য্য স্বর্গপর্ব্ব জানিবেন। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ, স্বর্গ হইতে দেবযান উপস্থিত হইলে সদয়হৃদয় হইয়া স্বসমভিব্যাহারি কুক্কুরকে ত্যাগ করিয়া তাহাতে আরোহন করিতে সম্মত হইলেন না। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইপ্রকার অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা অবলোকন করিয়া ধর্ম্ম, কুক্কুররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত স্বর্গারোহণ করিলে, দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করাইল; তাহাতে তিনি অতিশয় উৎকট যাতনা প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই নরকে যমের বশবর্ত্তী স্বীয় ভ্রাতৃগণের করুণধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ইন্দ্র ও ধর্ম্ম উভয়ে যুধিষ্ঠিরকে "ঐশ্বর্য্য ভোগের এই ফল" ইহা বলিয়া ঐসমস্ত বিষয় দেখাইলেন। যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গার সলিলে স্নানপূর্ব্বক মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে স্বধর্ম্মোপার্জ্জিত স্থানপ্রাপ্তিপূর্ব্বক দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত পূজিত হইয়া, পরমানন্দ সন্দোহ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেব স্বর্গারোহণনামক অষ্টাদশ পর্ব্বে এই সমস্ত বিষয় কহিয়াছেন। হে তপোধনগণ! মহাত্মা পরমর্ষি এই পর্ব্বে পঞ্চ অধ্যায় ও দুইশত, নব শ্লোকরচনা করিয়াছেন।

এইরূপে সমুদায় অষ্টাদশপর্ব্ব কথিত আছে। ইহার পর খিল হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষিব্যাস তাহাতে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের এই সমস্ত পর্ব্বসংগ্রহ করিলাম। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলে অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত, মহাদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

যে ব্রাহ্মণ, চতুর্ব্বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষৎসমুদায় বিজ্ঞাত আছেন, অথচ এই মহাভারতীয় আখ্যান জানেন না, তাঁহাকে কখনই বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না। অপরিমিতবুদ্ধি-ব্যাসদেবকর্ত্তৃক এই মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও অতিবিস্তৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন পুংস্কোকিল কূজিত শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দশ্রবণে স্পৃহা হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অন্য, কিছু শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যেমত পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধলোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম এই ইতিহাস হইতে কবিত্ববুদ্ধি জন্মে। যেমত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এইচতুর্ব্বিধ প্রজা অন্তরীক্ষের মধ্যেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ সমুদায় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্গত; যেমত আশ্চর্য্যমনঃক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ সেইরূপ এই আখ্যান নানাধ্যয়নাদিক্রিয়ার ও শমদমাদিগুণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে। যেমত আহারব্যতীত শরীরধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই আখ্যানের আশ্রয়ব্যতীত ভূমণ্ডলে কোন আখ্যানই বিদ্যমান নাই। যেমত অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্য সদ্বংশসম্ভূত ভূপালকেই অবলম্বন করে, সেইরূপ কবিবরেরা কবিত্বশক্তির উৎকর্ষ সাধনার্থ এই মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমত অন্যান্য আশ্রম সদাচারযুক্ত গৃহাশ্রমের তুল্য হইতে পারে না, সেইরূপ কোন কল্পিত কাব্যই এই কাব্যের সদৃশ হইতে পারিবে না। তোমরা সর্ব্বদা উদ্যোগী হও এবং সতত তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, যেহেতু সেই এক ধর্ম্মই পরলোকে বন্ধু; অর্থ ও স্ত্রীপ্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসকল সুচতুর ব্যক্তিকর্ত্তৃক পরিসেবিত হইলেও কখন আত্মীয় ও স্থিরতর হয় না। মহাভাগ্য দ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুটবিনির্গত অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক ও পরমকল্যাণদায়ক এই মহাভারত পাঠকালে যিনি তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুষ্করতীর্থোদকে অভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল পাপাচরণ করেন, সায়ংকালে মহাভারতনামকীর্ত্তন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন, আর রজনীতে কায়মনোবাক্যদ্বারা যে পাপ করেন, প্রাতঃকালে মহাভারতনাম কীর্ত্তনে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। যিনি সুবহুশ্রুত ও বেদবিদ্-ব্রাহ্মণকে সুবর্ণশৃঙ্গযুক্ত শতসংখ্য গোদান করেন এবং যিনি নিরন্তর পবিত্র ভারত-কথা শ্রবণ করেন, সেই দুইজনেরই তুল্য ফল হয়। যেমন মনুষ্যেরা অর্ণবযান দ্বারা পরমসুখে বিস্তীর্ণ সমুদ্রপার হইতে পারে, সেইরূপ অগ্রে এই পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করিলে ইহাদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট মহার্থযুক্ত এই মহাখ্যান-সাগর সুখে পার হওয়া যায়।

আদিপর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায় ও পর্ব্বসংগ্রহপর্ব্ব সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন, এই তিন ভ্রাতার সহিত পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রানুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে এক কুক্কুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে জননীর সমীপে উপস্থিত হইল। জননী তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? কে তোমাকে আঘাত করিয়াছে? জননীকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সারমেয় উত্তর করিল, জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে মারিয়াছেন। তাহার মাতা কহিল, বোধ হয় তুমি সেখানে কোন অপরাধ করিয়া থাকিবে, তাহাতেই তাঁহারা আঘাত করিয়াছেন। সারমেয় পুনরায় কহিল, না, আমি কোন অপরাধ করি নাই, যজ্ঞের ঘৃতও জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করি নাই এবং তাহাতে দৃষ্টিপাতও করি নাই। তাহার মাতা ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইল এবং যেস্থলে জনমেজয় ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘসত্রানুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া রোষপ্রকাশ পুরঃসর জনমেজয়কে কহিল, আমার এই পুত্র তোমাদের নিকটে কোন অপরাধ করে নাই, যজ্ঞীয় ঘৃতও অবলেহন করে নাই এবং তাহাও দর্শনও করে নাই, তবে তোমরা কি নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ? তাঁহারা কোন উত্তর করিলেন না, তাহাতে সরমা তাঁহাদিগকে কহিল, যেহেতু তোমরা অনপরাধি-মৎপুত্রকে প্রহার করিয়াছ, অতএব তোমাদের অলক্ষিতভয় উপস্থিত হইবে। দেবশুনী সরমা এইপ্রকার শাপপ্রদান করিলে জনমেজয় অতিশয় ত্রাস্ত ও বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, যিনি সরমাশাপমোচন করিতে পারেন, এরূপ অনুরূপ পুরোহিতের অন্বেষণার্থ হস্তিনাপুরে আসিয়া জনমেজয় যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে লাগিলেন

একদা তিনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া আপন রাজ্যমধ্যেই কোন এক প্রদেশে একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রমে শ্রুতশ্রবা নামে এক ঋষি বাস করেন, তাঁহার সোমশ্র নামে পরমতেজস্বী এক পুত্র ছিলেন। পরীক্ষিৎতনয় জনমেজয় সেই ঋষিপুত্রের নিকটে গমন করিয়া পৌরহিত্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার পিতাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। জনমেজয় এরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষি কহিলেন, হে জনমেজয়! আমার এই পুত্র মহাতপস্বী, সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নে রত ও মদীয় তপোবীর্য্যসম্পন্ন। এক সর্পী আমার শুক্রপান করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি তোমার সমুদয় শাপমোচন করিতে সমর্থ হইবেন, কেবল মহাদেবশাপ-নিবারণ করিতে পারিবেন না। ইহাঁর এক নিগূঢ় নিয়ম আছে যে, কোন ব্রাহ্মণ ইহাঁর নিকটে যাহা যাচ্ঞা করিবেন, ইনি তাহাই তাঁহাকে দান করিবেন, যদি তুমি ইহাতে সাহস করিতে পার; তবে আমার এই পুত্রকে লইয়া যাও। ঋষি এরূপ কহিলে রাজা জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাই হইবে। পরে তিনি পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে আসিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, এই ঋষি-কুমারকে আমি পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছি। ইনি যখন যাহা কহিবেন, তোমরা তাহা বিনা বিচারে তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ এরূপ আদিষ্ট হইয়া ঋষিকুমারের আজ্ঞা-পালন করিতে লাগিলেন। জনমেজয় ভ্রাতৃগণকে ঐরূপ আদেশ করিয়া তক্ষশিলাদেশ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং সেই দেশকে আপন বশীভূত করিয়া লইলেন।

যখন রাজা জনমেজয় তক্ষশিলাদেশ জয় করেন, সেই সময়ে আয়োদধৌম্যনামক যে এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার উপ-মন্যু, আরুণি ও বেদ এই তিনজন শিষ্য হইলেন। ঋষি একদা পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য আরুণিকে "বৎস আরুণে! তুমি ক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহার আলিবন্ধন কর", এই আজ্ঞা করিয়া পাঠা-ইয়া দিলেন। আরুণি গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তথায় গিয়া বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও আলিবন্ধন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এক উপায় স্থির করিলেন, অর্থাৎ কেদারখণ্ডে শয়ন করিয়া থাকিলেন, তিনি শয়ন করিলে জলের গতিরোধ হইল।

অনন্তর একদিন আয়োদধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করি-লেন যে, পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গমন করিয়াছে? শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনিই তাঁহাকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। শিষ্যগণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন চল, যেখানে আরুণি গমন করিয়াছে, আমরা সকলেই সেইস্থানেই যাই। পরে তিনি কেদারখণ্ডের নিকটে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন; ভো বৎস পাঞ্চাল্য আরুণে! কোথায় আছ? আগমন কর। আরুণি উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করত সেই কেদারখণ্ড হইতে সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আমি এই আসিয়াছি, আপনার কেদার-খণ্ডের জল নির্গত হইতেছিল, কোনমতেই তাহার রোধ করিতে পারি নাই, পরিশেষে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই জলনিঃস-রণরোধ হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার শব্দশ্রবণে সহসা কেদার-খণ্ড বিদীর্ণ করিয়া ভবৎসমীপে উপস্থিত হইলাম এবং অভি-বাদন করিতেছি, আপনি আজ্ঞা করুন, এক্ষণে কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। আরুণির বাক্যাবসানে উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস! কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ইহা বলিয়া উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, যেহেতু তুমি কায়মনো-বাক্যে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ, অতএব তোমার মঙ্গল হইবে এবং সমুদায় বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার মনে প্রকাশমান থাকিবে। পরে আরুণি উপাধ্যায়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

আয়োদধৌম্যের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম উপমন্যু। উপাধ্যায় তাঁহাকে "বৎস উপমন্যো! তুমি গোরক্ষা কর", এই বলিয়া গোরক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের বচনা-নুসারে গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন সমস্ত দিবস গোরক্ষা করিয়া সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমনপূর্ব্বক উপাধ্যা-য়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিতেন। একদিবস উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া বলিলেন; বৎস উপমন্যো! তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকলেবর দেখিতেছি, তুমি কিরূপে আহার-বৃত্তি নির্ব্বাহ করিয়া থাক? উপমন্যু কহিলেন, আমি ভিক্ষাবৃত্তি-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করি। উপধ্যায় বলিলেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিও না। উপধ্যায় এরূপ আদেশ করিলে তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তৎসমুদায় গুরুকে সমর্পণ করিতেন, উপাধ্যায় তাঁহার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলে তিনি ইহাই হউক বলিয়া গোরক্ষা করিতে যাইতেন। এইরূপে উপমন্যু প্রত্যহ সমস্তদিবস গোরক্ষা করিয়া রাত্রিকালে গুরুগৃহে আসিয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিতেন। উপা-ধ্যায় তথাপি তাঁহাকে সেইরূপ স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যো! তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, এক্ষণে কিরূপে তোমার আহারবৃত্তিনির্ব্বাহ হয়? উপমন্যু কহিলেন, আমি পূর্ব্বকৃত ভিক্ষান্ন আপনাকে সমর্পণ করিয়া আর একবার ভিক্ষা করি, তাহাতেই আমার জীবিকানির্ব্বাহ হয়। উপাধ্যায় কহিলেন, ইহা গুরুকুলবাসি-ব্যক্তির উপযুক্ত নহে, ইহাতে অন্য ভিক্ষোপজীবিব্যক্তির বৃত্তিহানি হয়, এরূপ করাতে তোমার অতিশয় লোভ প্রকাশ পাইতেছে। উপমন্যু "আর এরূপ করিব না" বলিয়া পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগি-লেন এবং সমস্তদিন গোরক্ষা করিয়া সায়ংকালে গুরুগৃহে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিতেন। উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে সেইরূপ স্থূলদেহ দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস উপমন্যো! তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, পুনর্ব্বারও ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ পুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক? উপমন্যু কহিলেন, এই গোসকলের দুগ্ধপান করত জীবনধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি তোমাকে গোদুগ্ধপান করিতে অনুমতি করি নাই, আমার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে তোমার দুগ্ধপান করা উচিত হয় না। উপমন্যু তথাস্তু বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গো রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার গুরুগৃহে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গুরুকে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূলকায় দেখিয়া

কহিলেন, বৎস উপমন্যো! ভিক্ষান্ন ভক্ষ কর না, পুনর্ব্বার ভিক্ষাও কর না, দুগ্ধও পান কর না, তথাপি বিলক্ষণ পুষ্ট আছ, এখন কিরূপে আহার বৃত্তিনির্ব্বাহ করিয়া থাক? উপাধ্যায় এরূপ কহিলে উপমন্যু কহিলেন, বৎসগণ যখন মাতৃস্তন্যপান করে, তখন তাহাদের মুখ হইতে যে ফেন নির্গত হইয়া পতিত হয়, আমি তাহাই পান করিয়া জীবন ধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, গুণবান্ এই সমস্ত বৎস তোমার প্রতি দয়া করিয়া প্রভূততর ফেন উদ্গীরণ করে, তুমি ফেনপান করিয়া বৎসগণের বৃত্তিরোধ করিতেছ, অতএব তোমার ফেনপান করাও কর্ত্তব্য নহে। উপমন্যু তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করত পুনর্ব্বার গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়াতে ভিক্ষান্ন ভোজন করেন না, পুনর্ব্বার ভিক্ষাও করেন না, দুগ্ধপান করেন না, উদ্গীর্ণফেনও পান করেন না। পরে একদা তিনি অরণ্যমধ্যে অতিশয় ক্ষুধায় কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। ক্ষার, তিক্ত, কটু রুক্ষ, তীক্ষ্ণবিপাক, সেই অর্কপত্র ভক্ষণ করাতে উপমন্যুর নেত্রের দোষজন্মিল; তিনি তাহাতেই অন্ধ হইলেন, পরে অন্ধ হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপমধ্যে পতিত হইলেন। দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, তথাপি যখন উপমন্যু গৃহে আসিলেন না; তখন উপাধ্যায় শিষ্যগণকে কহিলেন, উপমন্যু কেন আসিতেছে না? শিষ্যগণ কহিলেন, উপমন্যু বুঝি গোরক্ষার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছে। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি উপমন্যুর সমুদায় আহারে প্রতিষেধ করিয়াছি, তাহাতে সে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়াছে, সেই নিমিত্ত এখনও আসিতেছে না, অতএব তাহাকে অন্বেষণ করা উচিত। ইহা বলিয়া শিষ্যগণের সহিত অরণ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভো বৎস উপমন্যো! কোথায় আছ? আইস। উপমন্যু গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি এই কূপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি কিরূপে কূপে পতিত হইলে? উপমন্যু বলিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছি, তাহাতেই কূপে পড়িয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব কর, তাঁহারা দেবচিকিৎসক, তোমাকে চক্ষুষ্মান্ করিবেন। উপাধ্যায় এরূপ আদেশ করিলে উপমন্যু ঋগ্বেদবিহিত বাক্যদ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলে এবং হিরণ্যগর্ভরূপে পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলে; তোমরাই বিচিত্র প্রপঞ্চাকারে প্রকাশমান হইতেছ; দেশকাল ও অবস্থা দ্বারা তোমাদের ইয়ত্তা করা যায় না, একারণ আমি বাক্য ও তপস্যাদ্বারা তোমাদিগকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা প্রকৃতি ও চৈতন্যরূপে দ্যোতমান হইতেছ; শরীররক্ষে পক্ষিরূপে আরোহণ করিয়াছ এবং প্রকৃতিগত বিক্ষেপনীশক্তিদ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতেছ; তোমরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত এবং বাক্য ও মনের অগোচর হইয়াছ। তোমরা জ্যোতির্ম্ময় সঙ্গরহিত পরব্রহ্মস্বরূপ ও পরপ্রাপ্ত-জগতের অধিষ্ঠান এবং ভ্রম ও ক্ষয়শূন্য হইয়াছ। তোমরা শোভননাসিকাযুক্ত অর্থাৎ শরীরধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও কালকে জয় করিয়াছ; তোমরা দিবাকর সৃষ্টি করিয়া দিবা ও রজনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ তন্তুদ্বারা সংবৎসররূপবস্ত্র বয়ন করিতেছ; তাহাতেই কর্ম্মফলোপভোগের নিমিত্ত লোকের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছ। জীবরূপা পক্ষিণী পরমাত্মার কালশক্তি দ্বারা গ্রস্ত হওয়াতে তাহার মোক্ষরূপ মহৎ সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমরা অশ্বিনীকুমাররূপে আবির্ভূত হইয়াছ। রাগাদি বিষয়াক্রান্ত অত্যন্ত মূঢ় পুরুষেরা যাবৎ ইন্দ্রিয়গণের অধীনে বদ্ধ থাকে, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত তোমাদিগকে শরীরী বোধ করে। অহোরাত্রিরূপ ত্রিশত ষষ্টিসংখ্যধেনু সর্ব্বোৎপাদক ও সর্ব্বসংহারক সংবৎসররূপ যে এক বৎস প্রসব করে এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা যে বৎসদ্বারা নানা ক্রিয়াতে তত্ত্বজ্ঞানরূপদুগ্ধদোহন করেন, তোমরা সেই বৎসের উৎপাদক হইয়াছ। সংবৎসররূপ যে এক চক্রনাভিতে অহোরাত্ররূপ সপ্তশত বিংশতি আর দ্বাদশমাসরূপ প্রধিকে আশ্রয় করিয়া আছে, তোমরা সেই অনিয়ত মায়াময় অক্ষয় কালচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, ঐ কালচক্র ইহ ও পরলোকস্থ সমুদায় প্রজাকেই স্পর্শ করিতেছে। মেষাদি রাশিরূপ দ্বাদশ অর, ঋতুরূপ ছয় নাভি ও সংবৎসররূপ এক অক্ষবিশিষ্ট এবং কর্ম্মফলরূপ আধারযুক্ত যে এক চক্র রহিয়াছে, কালাধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও যাহাতে স্থিত আছেন, তোমরা আমাকে সেই কালচক্র হইতে মুক্ত কর, আমি জন্মাদি দুঃখে অতিশয় বিষণ্ণ হইতেছি। তোমরা বিষয়াদি সমুদয় প্রপঞ্চাত্মক, তোমারাই কর্ম্মফলস্বরূপ, তোমরাই আকাশাদির লয়ের কারণ, তোমরাই অনাদি অবিদ্যাদোষে ভোগ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা পরম হর্ষে ভ্রমণ করিতেছ, অথচ তোমরাই পরব্রহ্মস্বরূপ। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা অগ্রে দশদিক্, সূর্য্য ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়াছ; সেই সূর্য্যকৃতদিক্‌কালানুসারে ঋষিগণ বেদাবিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন এবং দেবগণ ও মনুষ্যগণ আপন আপন অধিকারানুসারে ঐশ্বর্য্যভোগ করেন। তোমরা পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরস্পর মিশ্রণদ্বারা নানারূপ বস্তু উৎপাদন করিয়াছ এবং তাহাতেই এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাণিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিরূপ বিকারের অনুগত হইয়া বিষয়ভোগ করিতেছে, এবং দেবতা মনুষ্য ও পশ্বাদি সকলেই এই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে। হে প্রাণদ অশ্বিনীকুমারযুগল! আমি তোমাদিগকে পূজা করি এবং তোমাদিগের স্বপ্ন অনন্ত আকাশের কার্য্যসকলকেও পূজা করি। কর্ম্মফল ব্যতিরেকে দেবতারাও কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; তোমরা সেই কর্ম্মফলের উৎপাদক ও নিত্যমুক্ত। তোমরা সূর্য্যরূপে রশ্মিদ্বারা জলরূপ গর্ভধারণ কর। সেই রশ্মি জীবনহীন হইয়াও গর্ভধারণ করিয়া প্রসব করে গৃহ জলরূপগর্ভ মেঘ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই ভুলে কেব্যাপী হইয়া উঠে। লোকের জীবনের নিমিত্ত তোমারাই সেই জীবনরূপ গর্ভত্যাগ করিয়া থাক।

উপমন্যু এইরূপ স্তব করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমরা তোমার স্তবে প্রীত হইয়াছি, তোমাকে পিষ্টক প্রদান করিতেছি; ভক্ষণ কর। অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক এরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু কহিলেন, আপনারা কখন অনৃত বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া এই পিষ্টকভক্ষণ করিতে পারি না। অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদের স্তব করিয়াছিলেন, আমরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ অপূপ-

প্রদান করাতে তিনি গুরুকে নিবেদন না করিয়াই তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন; তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর। উপমন্যু উত্তর করিলেন, হে অশ্বিনী-কুমার দ্বয়! আপনাদের নিকটে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, গুরুকে নিবেদন না করিয়া কখনই আমি এই অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, তোমার এতাদৃশ অবিচলিত গুরুভক্তি থাকাতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার গুরুর কৃষ্ণলৌহময় দন্ত, কিন্তু তোমার হিরণ্ময় দন্ত হইবে, অর্থাৎ তোমার গুরু শিষ্যগণের প্রতি যেমত নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, তুমি তাহা না করিয়া তাহাদিগের প্রতি দয়াবান্ হইবে। বৎস! তোমার উত্তম চক্ষু হইবে ও তুমি শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে।

অশ্বিনীকুমারেরা এইরূপ বর প্রদান করিলে উপমন্যুর উত্তম চক্ষু হইল। পরে তিনি উপাধ্যায়ের সম্মুখে আগমন করিয়া নমস্কার করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন। উপাধ্যায় তাহা শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া বলিলেন, অশ্বিনীকুমারেরা যাহা কহিলেন,তাহাই হইবে,তুমি শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে এবং সমুদায় বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে প্রতিভাত থাকিবে। গুরুভক্ত উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

উক্ত আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম বেদ। উপাধ্যায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে, বৎস বেদ! তুমি কিছুকাল আমার গৃহে থাকিয়া গুরুশুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। বেদ তথাস্তু বলিয়া বহুকাল গুরুকুলে থাকিয়া গুরুশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। উপাধ্যায় বলীবর্দ্দের ন্যায় নিত্য তাঁহার উপর নানাপ্রকার ভারার্পণ করিতেন; তিনিও শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সমুদায় দুঃখ সহ্য করিয়া এবং কোন বিষয়ে প্রতিকূল না হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত গুরুশুশ্রূষা করিলেন। বহুকাল পরে উপাধ্যায় তুষ্ট হইলেন, তাহাতেই বেদ, কল্যাণ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হইল। তিনি উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লইয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন।

স্বগৃহে বাসকালে তাঁহার তিন শিষ্য হইল। তিনি শিষ্যগণকে "কর্ম্ম কর বা গুরুশুশ্রূষা কর" কিছুই বলিতেন না, কারণ তিনি গুরুকুলবাসের দুঃখ বিলক্ষণরূপেই জানিতেন, সুতরাং শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেন না। একদা জনমেজয় ও পৌষ্য এই দুইজন ক্ষত্রিয় আসিয়া বেদকে উপাধ্যায়ত্বে বরণ করিলেন। বেদ একদা যাজনকার্য্যোপলক্ষে গমন কালে উতঙ্কনামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, হে উতঙ্ক! আমি ইচ্ছা করি, আমার অনুপস্থিতিকালে গৃহে যে বিষয়ের অপ্রতুল হয়, তুমি তাহা পূরণ করিয়া দিও। বেদ, উতঙ্ককে এই আজ্ঞা করিয়া প্রবাসে গমন করিলেন। গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ উতঙ্ক গুরুনিয়োগানুষ্ঠান করিয়া গুরুকুলে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে এক দিবস উপাধ্যায়ের গৃহস্থিত স্ত্রীগণ একত্র হইয়া উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন,উতঙ্ক! তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন, তোমার উপাধ্যায়ও গৃহে নাই, বিদেশে গমন করিয়াছেন, অতএব যাহাতে ইহাঁর ঋতুবন্ধ্য না হয়, তাহাই তুমি কর, কারণ ইনি অতিশয় বিষণ্ণা হইয়াছেন। উতঙ্ক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিব না, উপাধ্যায় আমাকে এমত আদেশ করেন নাই যে, "তুমি দুষ্কর্ম্মও করিবে।"

কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিলেন এবং এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতঙ্কের প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, অতএব আমাদের পরস্পর প্রীতি বর্দ্ধিতা হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি গৃহে গমন কর, তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে। উপাধ্যায় এরূপ কহিলে, উতঙ্ক কহিলেন, আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করিব? কথিত আছে, যিনি বিদ্যাদান করিয়া দক্ষিণাগ্রহণ না করেন এবং যিনি ধর্ম্মত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া দক্ষিণা প্রদান না করেন, সেই উভয়ের মধ্যে একজন মৃত হন ও পরস্পর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, অতএব আপনি অনুজ্ঞা করিলে আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে যত্নবান্ হই। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তবে কিছুদিন আমার গৃহে বাস কর, পরে বলিব।

কিয়দ্দিন পরে উতঙ্ক উপাধ্যায়কে কহিলেন, আজ্ঞা করুন, কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনি তুষ্ট হইবেন, আমি তাহা আহরণ করি। উতঙ্ক এরূপ প্রার্থনা করিলে উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তুমি পুনঃপুন আমাকে কহিতেছ যে, গুরুদক্ষিণা দিব, অতএব তুমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা কর যে, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত কি আহরণ করিতে হইবে? তিনি যাহা কহিবেন তাহাই আহরণ করিও। উপাধ্যায় এরূপ আদেশ করিলে উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবতি! উপাধ্যায় আমাকে গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি আপনার প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা আহরণ করিয়া উপাধ্যায়ের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াই গৃহে গমন করিতে অভিলাষ করি; অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত কি আহরণ করিব? উতঙ্ক এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে উপাধ্যায়িনী কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! পৌষ্যরাজের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার পত্নীকর্ত্তৃক ধৃত কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিয়া আনয়ন কর। আগামি-চতুর্থ-দিবসে পুণ্যকনামক ব্রতোপলক্ষে উৎসব হইবে, আমি সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃতা ও শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুমি এই কর্ম্মই সম্পন্ন কর, এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে, ইহার অন্যথা হইলে আর কিছুতেই শ্রেয়ো নাই। উপাধ্যায়িনী এরূপ আদেশ করিলে উতঙ্ক সেই কুণ্ডল আনিতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে দেখিলেন যে, একজন বৃহদাকার পুরুষ এক বৃহৎ-প্রমাণ বৃষভের উপর উপবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন। তিনি উতঙ্ককে দেখিয়া কহিলেন, অহে উতঙ্ক! এই বৃষভের এই পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক পুরীষভক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন, উতঙ্ক! ভক্ষণ কর, বিচার করিও না, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায়ও ইহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে উতঙ্ক সম্মত হইয়া বৃষভের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক ভ্রমবশত পথে চলিতে চলিতেই আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পৌষ্যনামক ক্ষত্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি আসনে অধ্যাসীন আছেন। উতঙ্ক তাঁহাকে

আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আমি কিঞ্চিৎ ভিক্ষার নিমিত্ত আপনার নিকটে আসিয়াছি। পৌষ্য অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার ভৃত্য পৌষ্য, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, আমি গুরুদক্ষিণার্থে কুণ্ডলদ্বয় যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছি, আপনার ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, আপনি তাহা দান করুন। পৌষ্য কহিলেন, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার পত্নীর নিকটে যাচ্ঞা করুন। তাহা শুনিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পৌষ্যপত্নীকে দেখিতে না পাইয়া পৌষ্যের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আমাকে এরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, অন্তঃপুরে আপনার ধর্ম্মপত্নী নাই, থাকিলে দেখিতে পাইতাম। পৌষ্য ইহা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! স্মরণ করিয়া দেখুন, অবশ্য আপনি উচ্ছিষ্টমুখ আছেন। উচ্ছিষ্ট দ্বারা অশুচি ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি পতিব্রতপরায়ণা, তন্নিমিত্তই অশুচিব্যক্তির দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হন না। পৌষ্য এরূপ কহিলে উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন, হাঁ, আমি আসিবার কালে সহসা উত্থিত হইয়া গমন করিতে করিতেই আচমন করিয়াছিলাম। পৌষ্য কহিলেন, আপনারই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, গমন করিতে করিতে বা উত্থিত হইয়া আচমন করা বিধেয় নহে। উতঙ্ক তাঁহাকে "যথার্থ কহিয়াছেন," এই কথা বলিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করত নিঃশব্দে তিনবার ফেনরহিত অনুষ্ণ হৃদয়পর্য্যন্ত প্রবেশযোগ্য জলপান করিয়া দুইবার ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন ও বিহিত ইন্দ্রিয়গণ স্পর্শপূর্ব্বক আচমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় ক্ষত্রিয়াকে দেখিতে পাইলেন। পৌষ্যবনিতা উতঙ্ককে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নমস্কার ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে? উতঙ্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত আমি আপনার এই কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে দান করুন। তাঁহার এই গুরুভক্তি দেখিয়া পৌষ্যপত্নী অতিশয় প্রীতা হইলেন এবং "ইনি অতি সৎপাত্র, ইহাঁর প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত নয়", এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ণ হইতে কুণ্ডলমোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং কহিয়া দিলেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডলদ্বয় অতিশয় প্রার্থনা করেন, অতএব অতিসাবধানে ইহা লইয়া যাইবেন। তাহা শুনিয়া উতঙ্ক কহিলেন, ভগবতি! আপনার কোন চিন্তা নাই, তক্ষক আমার নিকট হইতে কুণ্ডল লইতে সমর্থ হইবে না। ইহা কহিয়া পৌষ্যবনিতাকে সম্ভাষণ করিয়া পৌষ্যের সমীপে আগমন করিলেন এবং কহিলেন, ভো পৌষ্য! আমি পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। পৌষ্য তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! সর্ব্বদা সৎপাত্র পাওয়া যায় না, আপনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অতিথি উপস্থিত আছেন, অতএব শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন। উতঙ্ক উত্তর করিলেন, অপেক্ষা করিতেছি, যে অন্ন উপস্থিত আছে, আপনি তাহা শীঘ্র আনয়ন করুন। পৌষ্য তাহা স্বীকার করিয়া উপস্থিত অন্ন আনিয়াই তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক শীতল ও কেশযুক্ত অন্ন দেখিয়া, অশুচি বোধ করিয়া, পৌষ্যকে কহিলেন, যেহেতু তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিয়াছ, অতএব তুমি অন্ধ হইবে। পৌষ্য কহিলেন, তুমি অদূষ্য অন্নে দোষারোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে। উতঙ্ক কহিলেন, অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া প্রতিশাপ দেওয়া উচিত নহে; এই অন্ন অশুচি কি না, তাহা আপনিই প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন। ইহা শুনিয়া পৌষ্য সেই অন্ন দেখিয়া তাহার অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন।

অনন্তর সেই অন্ন মুক্তকেশী স্ত্রী-কর্ত্তৃক আনীত ও শীতল এবং কেশযুক্ত, অতএব অশুচি, ইহা জানিতে পারিয়া পৌষ্য উতঙ্কঋষিকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ও বিনয়বচনে কহিলেন; ভগবন্! জানিতে না পারিয়াই শীতল ও সকেশ অন্ন আনিয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমি অন্ধ না হই। উতঙ্ক কহিলেন, আমার কথা মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হইয়া অতিশীঘ্র চক্ষুষ্মান্ হইবেন। আপনি আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা যেন আমার না হয়। পৌষ্য কহিলেন, আমি শাপপ্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ নহি, এখন পর্য্যন্তও আমার ক্রোধশান্তি হয় নাই, আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীত তুল্য, অল্পেই দ্রবীভূত হয় এবং বাক্য তীক্ষ্ণধারক্ষুরের সদৃশ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এ উভয়ই বিপরীত, অর্থাৎ বাক্য নবনীত তুল্য কোমল ও হৃদয় তীক্ষ্ণধারক্ষুরের তুল্য। অতএব জাতিসিদ্ধতীক্ষ্ণহৃদয়তা প্রযুক্ত সেই শাপের অন্যথা করিতে পারিব না, আপনি গমন করুন। উতঙ্ক কহিলেন, আপনি অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অনুনয় করিয়াছেন, পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, "দোষস্পর্শশূন্য অন্নে অশুচিঃ দোষারোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে," এক্ষণে যখন অন্নে দোষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তখন ঐ শাপ আমাকে লাগিবে না, এক্ষণে আমি চলিলাম, ইহা বলিয়া কুণ্ডলদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন, একজন নগ্ন ক্ষপণক মুহুর্মুহুঃ দৃশ্য ও মুহুর্মুহুঃ অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছেন। অনন্তর উতঙ্ক ভূমিতে সেই কুণ্ডলদ্বয় রাখিয়া উদকক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, ইত্যবসরে ঐ ক্ষপণক ত্বরাপূর্ব্বক আসিয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া ধাবমান হইল। উতঙ্ক উদক-কার্য্য সমাপন করিয়া শুচি ও সংযত হইয়া দেবতা ও গুরুকে নমস্কারপূর্ব্বক মহাবেগে ক্ষপণকের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যখন তাহার অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহাকে ধরিলেন। তক্ষক ধৃত হইবামাত্র ক্ষপণকরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বিস্তৃত ভূগর্ত্তে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই মহাগর্ত্ত দ্বারা নাগলোকে গমন করিয়া স্বভবনে উপস্থিত হইল। উতঙ্ক পৌষ্যরমণীর বাক্য স্মরণ করিয়া তক্ষকের অনুগমনার্থ দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই বিল খনন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র, ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন দেখিয়া বজ্রকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, বজ্র! "যাও ঐ ব্রাহ্মণের সাহায্য কর"। অনন্তর বজ্র ঐ দণ্ডকাষ্ঠের অগ্রভাগে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া দিল। উতঙ্ক সেই বিলদ্বারা প্রবেশপূর্ব্বক নাগলোকে গমন করিয়া নানাবিধ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য গৃহচূড়া দ্বার ও নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রীড়াস্থান সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি নাগগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ঐরাবত যেসকল সর্পের রাজা, যাঁহারা রণস্থলে শোভমান

এবং বিদ্যুৎপবনতুল্য বেগবান্ হইয়া যেন অস্ত্রদ্বারা বর্ষণ করিতে থাকেন,এরূপ সুরূপ বহুরূপ এবং বিচিত্র কুণ্ডলবিশিষ্ট ঐরাবত-বংশীয় নাগগণ দেবলোকে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান আছেন। গঙ্গার উত্তর তীরে বহুসংখ্য সর্পের বাসস্থান আছে, আমি তত্রত্য সেই মহৎনাগগণকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতীত কোন্ব্যক্তি সূর্য্যরশ্মিরূপ সৈন্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারে? যখন ধৃতরাষ্ট্র গমন করেন, তখন তাঁহার সহিত অষ্টাবিংশ সহস্র ও অষ্টসংখ্য নাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনুগমন করে। যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী বা যাঁহারা তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী,ঐরাবতের সেই সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতৃকে নমস্কার করি। যিনি পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে ও খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন, সেই নাগরাজ তক্ষককে কুণ্ডলের নিমিত্ত স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে পরস্পর নিত্যসহচর হইয়া কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীতীরে বাস করিতেন। শ্রুতসেননামক তক্ষকের যে কনিষ্ঠভ্রাতা কুরুক্ষেত্রে নাগশ্রেষ্ঠতা প্রার্থনা করিয়া সূর্য্যের আরাধনা করত অবস্থিত ছিলেন, আমি সেই মহাত্মাকেও নমস্কার করি। বিপ্রর্ষি উতঙ্ক ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠগণকে এরূপ স্তব করিয়াও কুণ্ডলপ্রাপ্ত না হওয়ায় অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তিনি নাগগণের স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডলপ্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেখিলেন, দুই স্ত্রী উত্তম বেমাযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে, তাহার তন্তুসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ; এবং ছয়টি বালককর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত দ্বাদশ অরবিশিষ্ট একচক্র দেখিলেন, আর এক পুরুষকে ও সুদৃশ্য এক অশ্বকে দর্শন করিলেন। উতঙ্ক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রবাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন।

এই চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত সনাতন চক্রমধ্যে ত্রিশতষষ্টি তন্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে, ছয়জন কুমার ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপা যুবতীদ্বয় এই তন্ত্রে শুক্ল ও কৃষ্ণসূত্র প্রদান করিয়া সতত বস্ত্রবয়ন করত সমস্ত ভূত ও চতুর্দ্দশ ভুবনের পরিবর্ত্তন করিতেছেন। যে মহাত্মা কৃষ্ণবর্ণবসনযুগল পরিধান করেন; যিনি বজ্রধর হইয়া নমুচি ও বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন; যিনি ত্রিভুবনের রক্ষা করেন; যিনি লোকের সত্য ও অনৃতের বিভাগ করিয়া থাকেন; যিনি বৈশ্বানরতুল্য-তেজস্বি-সিন্ধুজাত ঘোটককে বাহনরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই ত্রিলোকনাথ বিশ্বপতি পুরন্দরকে নমস্কার করি।

উতঙ্ক এইরূপ স্তব করিলে সেই পুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, তোমার এই স্তবে আমি প্রীত হইলাম, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব? উতঙ্ক তাঁহাকে কহিলেন, "সমুদায় সর্প আমার বশীভূত হউক।" সেই পুরুষ পুনর্ব্বার উতঙ্ককে কহিলেন, "এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর।"

উতঙ্ক সেই পুরুষকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলেন; তাহাতে অশ্বের সমুদায় শরীররন্ধ্র হইতে সধূম-অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই অগ্নিশিখাদ্বারা নাগলোক উত্তাপিত হইলে তক্ষক অগ্নির ভয়ে ভীত ও বিষণ্ণ হইয়াসেইকুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে সহসা নির্গত হইয়া উতঙ্ককে কহিল, 'আপনি এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন। উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিলেন ও তাহা গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অদ্যই উপাধ্যায়ানীর পুণ্যকব্রত, আমিও বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিরূপে যথাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব।" উতঙ্ক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সেই পুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, "উতঙ্ক! এই অশ্বে আরোহণ কর, তাহা হইলেই ক্ষণকালের মধ্যে গুরুগৃহে উপনীত হইতে পারিবে। উতঙ্ক "তথাস্তু," বলিয়া সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক উপাধ্যায়কুলে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে উপাধ্যায়ানী স্নান করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কেশ-সংস্কার করিতে করিতে, "উতঙ্ক এখনও আসিল না," এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে শাপপ্রদান করিতে মানস করিতেছেন, ইত্যবসরে উতঙ্ক উপাধ্যায়-গৃহে প্রবেশ করিয়া উপাধ্যায়ানীকে নমস্কারপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। উপাধ্যায়ানী উতঙ্ককে কহিলেন,"বৎস উতঙ্ক! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি উত্তম সময়ে আসিয়াছ, ভাগ্যে আমি তোমাকে বিনাপরাধে শাপ দেই নাই, এক্ষণে তোমার শ্রেয় উপস্থিত হইয়াছে,তুমি অভিলষিতবিষয়ে সিদ্ধি লাভ কর"। অনন্তর উতঙ্ক উপাধ্যায়কে প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক! তোমার কেন এত বিলম্ব হইল?" উতঙ্ক উত্তর করিলেন, 'নাগরাজ তক্ষক আমার কুণ্ডলানয়নে বিঘ্ন করিয়াছিল, আমি তন্নিমিত্ত নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম যে, দুই স্ত্রী তন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করিতেছে, তাহাতে শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের সূত্র সকল আছে, তাহা কি? আরও দেখিলাম, ছয় জন কুমারকর্ত্তৃক দ্বাদশ অরবিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই বা কি? এক পুরুষকে দেখিলাম, তিনিই বা কে? এবং বৃহৎকায় এক অশ্বকে দেখিলাম, সেই বা কে? পথে গমন করিবার সময় এক বৃষভকে দেখিলাম, তাহাতে এক পুরুষ অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি অনুনয়পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, "উতঙ্ক! তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায়ও ইহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন'। আমি তাঁহার বচনানুসারে ঐ বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ করিলাম। যিনি আমাকে ঐ পুরীষ ভক্ষণ করিতে কহিয়াছিলেন, তিনিই বা কে? আমি আপনার নিকটে এই সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। "উতঙ্ক ইহা জিজ্ঞাসা করিলে উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস! তুমি যে দুই স্ত্রীকে দেখিয়াছ, তাঁহারা ধাতা ও বিধাতা; যে সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু দেখিয়াছ, সে সকল দিবা ও রাত্রি; আর যে চক্র দেখিয়াছ, তাহা সম্বৎসর; ও যে ছয় কুমার সেই দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু; আর যে পুরুষকে দেখিয়াছ,তিনি ইন্দ্র; যে অশ্বকে দেখিয়াছ, তিনি অগ্নি; পথে গমনকালে যে বৃষভকে দেখিয়াছ,তিনি নাগরাজ ঐরাবত; যিনি তাহাতে অধিরূঢ় ছিলেন, তিনি ইন্দ্র আর তুমি যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত; সেই অমৃত পান করাতেই তুমি নাগলোকে গমন করিয়াও নিধনপ্রাপ্ত হও নাই। সেই ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি তোমার ক্লেশ দর্শনে অনুকম্পা-পরবশ হইয়া এরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি কুণ্ডল লইয়া পুনঃ প্রত্যাগমন করিতে পারিয়াছ। অতএব হে সুশীল! আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, গৃহে গমন কর, শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে।"

ভগবান্ উতঙ্ক উপাধ্যায়ের নিকটে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া তক্ষকের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকাতে,তাহার প্রতীকার বাসনায় হস্তিনা-

পুরে প্রস্থান করিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক অনতিবিলম্বে হস্তিনাপুরে আগত হইয়া মহারাজ জনমেজয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অপরাজিত মহারাজ জনমেজয় ইতিপূর্ব্বে তক্ষশিলাদেশ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তথায় জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মন্ত্রিমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে আছেন। এই সময়ে উতঙ্ক তাঁহাকে দেখিয়া, অবসর বুঝিয়া, যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সুপুশব্দযুক্ত সুশোভিত বচনে কহিলেন, হে পার্থিবসত্তম! তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া তুমি বালকের ন্যায় অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছ। উগ্রশ্রবা কহিতেছেন, উতঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহারাজ জনমেজয় তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, আমি এই প্রজাগণ পালন করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছি, এক্ষণে আপনি যদুপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছেন, আমার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মই কি, তাহা আজ্ঞা করুন।

উগ্রশ্রবা কহিতেছেন, নরনাথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় পুণ্যশীল দ্বিজোত্তম উতঙ্ক, সেই অহীনকান্তি মহারাজ জনমেজয়কে উত্তর করিলেন, হে নৃপতে! আমি তোমাকে তোমার স্বীয় কার্য্যসাধন করিতেই অনুরোধ করিতেছি। হে মহীপালশ্রেষ্ঠ! যে তক্ষক তোমার পিতাকে হিংসা করিয়াছিল, সেই দুষ্টাত্মসর্পের সমুচিত ফল প্রদান কর। হে রাজন্! এই বিধিদৃষ্টকর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমার সেই মহানুভাব জনকের যে অপকার হইয়াছে, তাহার প্রতীকার কর। সেই দুষ্টস্বভাব দুরাত্মা-তক্ষক-কর্ত্তৃক তোমার পিতা বিনা অপরাধে দষ্ট হইয়া বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যে পন্নগাধম তক্ষক বল ও অহঙ্কারে উদ্ধত হইয়া তোমার পিতাকে দংশন করিয়া অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে; এবং রাজর্ষি-বংশধর দেবতুল্য মহারাজ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাশ্যপ ধন্বন্তরি আসিতেছিলেন, তাঁহাকেও অর্থদান করিয়া যে পাপাত্মা নিবৃত্ত করিয়াছিল, হে মহারাজ! সেই পাপাত্মাকে সর্পসত্রানুষ্ঠান করিয়া প্রজ্বলিত-হুতাশনে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য, সুতরাং ত্বরায় তাহার অনুষ্ঠান কর। এরূপ করিলে তোমার পিতার বৈরনির্য্যাতন এবং আমারও সুমহৎ প্রিয়কার্য্য সাধন করা হইবে। হে নিষ্পাপ পৃথিবীপতে! আমি গুর্ব্বর্থ আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে সেই দুরাত্মা আমার মহৎ বিঘ্ন করিয়াছিল।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, নৃপতি জনমেজয় ইহা শ্রবণ করিয়া যেরূপ ঘৃতদ্বারা হুতাশন প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ উতঙ্কবাক্যরূপ ঘৃতদ্বারা ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পরে অতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্কের সমক্ষেই মন্ত্রিগণকে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি যখন উতঙ্ক-মুখে পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তখনই একেবারে দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায় ও পৌষ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

---

লোমহর্ষণপুত্র সৌতি পৌরাণিক উগ্রশ্রবা, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বর্ষানুষ্ঠেয় সত্রে অভ্যাগত ঋষিগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন? আমি কি বলিব? ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণপুত্র! আমরা যোগবিষয়ক-কথাশুশ্রূষু হইয়া তোমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তৎসমুদায় বর্ণন করিও। পরন্তু ভগবান্ কুলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি দেবতা অসুর সম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন এবং যিনি মনুষ্য উরগ ও গন্ধর্ব্বদিগেরও সমুদায় বৃত্তান্ত জানেন; বিশেষতঃ যিনি এই যজ্ঞের কুলপতি ও বিদ্বান্, কার্য্যকুশল ধীসম্পন্ন কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্রে ও উপনিষদে অদ্বিতীয় গুরু, সত্যবাদী, শান্তিনিরত, তপস্বী, ব্রতপরায়ণ; সুতরাং তিনি আমাদের সকলেরই মান্য, অতএব তাঁহার প্রতীক্ষা কর, তিনি পরমাসনে অধ্যাসীন হইয়া যাহা প্রশ্ন করিবেন, তুমি তাহাই বর্ণন করিও। উগ্রশ্রবা কহিলেন, তাহাই হউক, মহাত্মা গুরু শৌনক উপবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিলেই আমি বিবিধবিষয়ক কথা কীর্ত্তন করিব।

অনন্তর বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনক, বাক্যদ্বারা দেবগণকে ও তোয়দ্বারা পিতৃলোককে তৃপ্ত করিয়া বিধানানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক যে স্থলে উগ্রশ্রবা ও সিদ্ধ ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ সুখাসীন আছেন, সেই যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পরে ঋত্বিক্ ও সভাসদ্গণ উপবিষ্ট হইলে কুলপতি শৌনক স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আদিপর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, লোমহর্ষণতনয়! পূর্ব্বে তোমার পিতা সমুদায় পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমি কি সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ? পুরাণেতে দেবগণের চরিত ও মহানুভব ব্যক্তিগণের আদিবংশবিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তোমার পিতার নিকটে আমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর, আমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি।

সৌতি কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে সকল বিষয় পুরাণে শ্রবণ করিয়াছেন, ও বৈশম্পায়নপ্রভৃতি দ্বিজবরেরা এবং আমার পিতা যে সকল বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সেই সমস্ত বিষয়ই পিতার নিকটে সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছি, হে ব্রহ্মন্! আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে ভৃগুনন্দন! ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ ও মরুদ্গণ যে শ্রেষ্ঠতর ভৃগুবংশের সম্মান করিয়া থাকেন, আমি প্রথমত সেই ভৃগুবংশেরই যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। শুনিয়াছি মহর্ষি ভৃগু বরুণের যাগানুষ্ঠানসময়ে স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মকর্ত্তৃক হুতাশন হইতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন। ভৃগুর পরম স্নেহাস্পদ তনয়ের নাম চ্যবন; চ্যবনের ধার্ম্মিকপ্রবর-পুত্রের নাম প্রমতি; প্রমতির ঘৃতাচীজাত ঔরসপুত্রের নাম রুরু; রুরু হইতে প্রমদ্বরার গর্ব্ভে মহাশয়ের পূর্ব্ব পিতামহ বেদবিশারদ, ধর্ম্মশীল, তপস্বী, যশস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, পরমধার্ম্মিক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী শুনক নামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! মহাত্মা ভৃগুনন্দন কিরূপে, চ্যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে অভিলাষ করি, বল।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, মহর্ষি ভৃগুর অতি প্রিয়তমা ত্রিলোক-বিশ্রুতা পুলোমা নাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন, তিনি ভর্তৃসহবাসে গর্ভবতী হইলেন। হে ভৃগুনন্দন! ধর্ম্মপরায়ণ অতি-যশস্বী ভৃগু, সম-স্বভাবা স্বীয় ধর্ম্মপত্নী পুলোমা গর্ভবতী হইলে কোন একদিন স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, এই সময়ে পুলোমানামে এক রাক্ষস তথায় আসিয়া তাঁহার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল এবং আশ্রমের মধ্যে অনিন্দিতা রূপবতী ভৃগুপত্নীকে সন্দর্শন করিয়া মনোজপীড়ায় বিচেতনপ্রায় হইল। চারুদর্শনা পুলোমা রাক্ষসকে আশ্রমাগত দেখিয়া বন্যফলমূলাদি দ্বারা অতিথিসৎকার করিলেন। হে ব্রহ্মন্! কামাভিভূত সেই রাক্ষস পরমরূপবতী সেই কামিনীকে দেখিয়া হরণ করিবার মানসে আহ্লাদিত হইতে লাগিল ও মনে মনে "বুঝি আমার কর্ম্মসিদ্ধ হয়," এরূপ কহিতে লাগিল। কারণ ঐ রাক্ষস সেই চারুহাসিনী কামিনীকে পূর্ব্বে মনে মনে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল, পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্রবিধানানুসারে ভৃগুকে সম্প্রদান করেন। এই অন্যায় কর্ম্ম রাক্ষসের মনে সদা জাগরূক ছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া সে পুলোমাকে হরণ করিতে স্থির করিল। অনন্তর ঐ রাক্ষস অগ্নিগৃহে প্রজ্বলিত হুতাশন দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে অগ্নে! তুমি দেবগণের মুখস্বরূপ হইয়াছ; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ করিয়া বল, আমি পূর্ব্বে এই বরবর্ণিনী রমণীকে মনে মনে ভার্য্যার্থ বরণ করিয়াছিলাম; তৎপরে ইহার জনক ইহাকে অন্যায়কারি ভৃগুকে সম্প্রদান করিয়াছেন। আপনি সত্য করিয়া বলুন, এই নির্জ্জনস্থানবাসিনী চারুনিতম্বিনী কি ভৃগুর ভার্য্যা? আমি এই আশ্রম হইতে ইহাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করি, কেননা আমি পূর্ব্বে এই সুমধ্যমাকে ভার্য্যারূপে বরণ করিয়াছিলাম, পরে ভৃগু অন্যায় করিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হন; তাহাতে ক্রোধরূপ বহ্নি উদ্দীপিত হইয়া অদ্যাপি আমার হৃদয়দাহ করত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সৌতি কহিলেন, এইরূপে ঐ রাক্ষস জ্বলিতজাতবেদাকে সম্বোধন করিয়া পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অন্তরে পাপ পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছ, অতএব সত্য করিয়া বল, আমার পূর্ব্ববৃতা যে ভার্য্যাকে অন্যায়কারী ভৃগু হরণ করিয়াছে, সেই এই রমণী কি না? হে হুতাশন! তুমি তাহা সত্য করিয়া আমাকে বল, আমি তোমার সমক্ষেই এই ভৃগুভার্য্যাকে এই আশ্রম হইতে হরণ করিতে ইচ্ছা করি।

সৌতি কহিলেন, সেই রাক্ষসের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হুতাশন এক পক্ষে মিথ্যাকথন, পক্ষান্তরে ভৃগুর শাপ, এতদুভয় হইতে ভীত হইয়া অতিমাত্র দুঃখিতান্তঃকরণে মৃদুস্বরে কহিলেন। হে দানবনন্দন! তুমি পূর্ব্বে এই পুলোমাকে বরণ করিয়াছিলে, কিন্তু বেদবিধানানুসারে মন্ত্রপূর্ব্বক বরণ কর নাই। ইহার পিতা মহাযশা সৎপাত্রলোভে এই যশস্বিনী কন্যাকে তোমারে না দিয়া ভৃগুকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং ভৃগুও বেদবিধানানুসারে আমাকে সাক্ষী করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। হে দানবশ্রেষ্ঠ! আমি জানি, তুমি পূর্ব্বে যাহাকে বরণ করিয়াছিলে, ইনি সেই পুলোমা, আমি মিথ্যাকথা কহিতে পারি না, কেননা লোকে কখনই মিথ্যা কথার সমাদর করে নাই।

আদিপর্ব্বে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর সেই রাক্ষস অগ্নির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক বায়ু ও মনের ন্যায় দ্রুতবেগে সেই পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। হে ভৃগুকুলতিলক! এমত সময়ে পুলোমার গর্ভস্থ বালক ক্রোধান্ধ হইয়া গর্ভশয্যা হইতে চ্যুত হইলেন, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। মাতৃগর্ভ হইতে বিনিঃসৃত সেই সূর্য্যসম তেজস্বি-বালককে দর্শন করিবামাত্র রাক্ষস পুলোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ভৃগুনন্দন! সেই ভৃশদুঃখিতা বরারোহা ভৃগুপত্নী পুলোমা, চ্যবননামক ভৃগুর সেই ঔরস-পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আপন পুত্রবধূ সেই পরমরূপবতী-ভৃগুভার্য্যাকে রোদনপরায়ণা ও বাষ্পনয়না অবলোকন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তপস্যাভিরত-ভৃগুর ধর্ম্মপত্নী পুলোমা যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বাষ্পবারিবর্ষণদ্বারা তথায় এক মহানদী উৎপন্ন হইল। অশ্রুবিন্দুদ্ভবা সেই নদী, বধূর সহিত আশ্রমাভিমুখগামিনী হইতেছে দেখিয়া, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নাম বধূসরা রাখিলেন। প্রতাপশালী ভৃগুপুত্র এইরূপে চ্যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

অনন্তর মহর্ষি ভৃগু, তদবস্থ-চ্যবননামক পুত্র ও পত্নীকে দেখিলেন এবং অতিশয় রোষপরবশ হইয়া পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধুরহাসিনি! তুমি আমার ভার্য্যা কি না, রাক্ষস জানিত না, অতএব সে তোমাকে অপহরণ করিবার মানস করিলে তাহার নিকটে কে তোমার পরিচয় দিয়াছিল? তাহা তুমি যথার্থ করিয়া বল, আমার অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইতেছে; আমি তাহাকে অভিসম্পাত করি; কোন্ ব্যক্তি এ অনিষ্টাচরণ করিয়াছে? কেই বা আমার শাপ হইতে ভীত নহে? পুলোমা কহিলেন, হে ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের নিকটে আমার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাক্ষস কুররীর ন্যায় রোদনপরায়ণা আমাকে লইয়া প্রস্থান করিল; পরিশেষে তোমার এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ রাক্ষস ভস্মসাৎ হইল, তাহাতেই আমি ঐ দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি। সৌতি কহিলেন, ভৃগু পুলোমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধপূর্ব্বক 'তুমি সর্ব্বভক্ষক হইবে', এই বলিয়া অগ্নিকে শাপপ্রদান করিলেন।

আদিপর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ভৃগু শাপ প্রদান করিলে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি সহসা আমার প্রতি এ কি অনুচিত শাপ প্রদান করিলে? আমি সত্যবাক্য জিজ্ঞাসিত হওয়াতে ধর্ম্মানুসারে পক্ষপাতশূন্য হইয়া সত্য কহিয়াছি, ইহাতে আমার অপরাধ কি? যে সাক্ষী যথার্থ বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, তাঁহার পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ নিরয়গামী হয়। যে ব্যক্তি নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়া জিজ্ঞাসিত হইলেও সাক্ষ্য প্রদান না করে, সেই ব্যক্তিও উক্ত পাপে লিপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। আমিও তোমাকে শাপ দিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণকে মান্য করি এই নিমিত্ত তাহা দিলাম না। হে ব্রাহ্মণ! তুমি সমুদায়ই বিজ্ঞাত আছ, তথাপি বলিতেছি, শ্রবণ

কর। আমি যোগবলে আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিভেদে অগ্নিহোত্র, সত্র, যজ্ঞ ও গর্ভাধানাদি সমস্ত ক্রিয়াতে অধিষ্ঠান করিতেছি। বেদোক্ত বিধানদ্বারা আমাতে যে হবি আহুত হয়, তদ্দ্বারা দেবলোক ও পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আমাতে হূয়মান সোমরস, হবি, পয় প্রভৃতি দ্রব্য, দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়। দেবগণ ও পিতৃগণের নিমিত্ত দর্শ ও পৌর্ণমাসযাগ একত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, অতএব দেবতাগণ ও পিতৃগণ পরস্পর অভিন্ন। তাঁহারা প্রতি পর্ব্বে কখন একত্র কখন বা পৃথক্ পৃথক্ রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আমাতে যে হবি হুত হয়, তাহা দেবগণ ও পিতৃগণ ভক্ষণ করেন, সুতরাং আমিই সেই দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ হইয়াছি। অমাবস্যাতে পিতৃগণ ও পূর্ণিমাতে দেবগণ হূয়মান হইয়া মনুখ দ্বারাই হবি ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অতএব আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ হইয়া কিরূপে সর্ব্বভক্ষক হইব?

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর বহ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র, সত্র, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়া হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে প্রজাগণ অগ্নি ব্যতিরেকে ওঙ্কার, বষট্কার, স্বধা ও স্বাহাদি বিবর্জ্জিত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহাতে ঋষিগণ অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে দেবগণের নিকটে গমন করিয়া এই বাক্য কহিলেন, "হে পাপস্পর্শশূন্য দেবগণ! অগ্নির নাশ হওয়াতে ত্রিলোকস্থিত প্রজাবর্গ অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়ারহিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, কালাতিপাতের সময় নাই।"

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগন ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও ব্রাহ্মণগণের ক্রিয়াকলাপলোপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! কোন কারণবশত ভৃগু অগ্নিকে 'তুমি সর্ব্বভক্ষ হও', বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছেন; যজ্ঞীয় অগ্রভাগভোক্তা হুতভুক্ দেবগণের মুখস্বরূপ হইয়া কিরূপে সর্ব্বলোকে সর্ব্বভক্ষক হইতে পারেন?

বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রেয়োদয়ভাজন হুতাশনকে আহ্বান করিয়া মনোজ্ঞ বাক্যদ্বারা কহিলেন, হে হুতাশন! তুমিই সর্ব্বলোকেরকর্ত্তা,সংহর্ত্তা,রক্ষিতা ও অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াপ্রবর্ত্তক, অতএব হে লোকনাথ হুতাশন! যাহাতে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার লোপ না হয়, তাহা কর। তুমি লোকপাল হইয়াও কি নিমিত্ত এমত বিমূঢ় হইতেছ? তুমি পবিত্র ও সর্ব্বলোকের একমাত্র গতি হইয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্ব শরীর দ্বারা সর্ব্বভক্ষ হইবে না। হে শিখিন্! তোমার অপানদেশে যে সকল শিখা আছে, তাহারাই সর্ব্বভক্ষা হইবে এবং তোমার যে মাংসভক্ষিণী তনু আছে, সেও সর্ব্বভক্ষা হইবে যেমন সূর্য্য কিরণদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে বস্তুমাত্রেই বিশুদ্ধ হয়,সেইরূপ তোমার অর্চ্চিদ্বারা দগ্ধ হইলে সমুদায় বস্তুই পবিত্র হইবে। হে অগ্নে! তুমি স্বপ্রভাব বিনির্গত পরমতেজস্বরূপ হইয়াছ, অতএব স্বীয় তেজ দ্বারাই ঋষির শাপকে সত্য কর এবং তোমার মুখে আহুত দেবগণের ও আপনার ভাগ গ্রহণ কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বহ্নি ব্রহ্মাকে "এবমস্তু" বলিয়া স্বীকার করত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ গমন করিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ঋষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন। দেবলোকে দেবগণ এবং পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণিগণ আনন্দসন্দোহসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। অগ্নিও শাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ভগবান্ হুতাশন পূর্ব্বকালে এইরূপে ভৃগু হইতে শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অগ্নিশাপবিষয়ক ইতিহাস, পুলোমা রাক্ষসের বিনাশ ও চ্যবনের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইল।

আদিপর্ব্বে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন চ্যবন, সুকন্যানাম্নী ভার্য্যাতে প্রমতিনামক তেজোরাশি এক মহাত্মা পুত্র উৎপাদন করিলেন। প্রমতিও ঘৃতাচীর গর্ভে রুরুনামক তনয় জন্মাইলেন, রুরু প্রমদ্বরার গর্ভে শুনকনামক সন্তান উৎপাদন করেন। হে ব্রহ্মন্! আমি সেই মহাতেজস্বি রুরুর সমস্তচরিত বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন হে বিপ্রর্ষে! পূর্ব্বে বিদ্বান্ তপঃপরায়ণ ও সর্ব্বভূতহিতৈষী স্থূলকেশ নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সহবাসে মেনকা নাম্নী অপ্সরা গর্ভবতী হইয়াছিল। অনন্তর নির্দ্দয়া নিরপত্রপা মেনকা যথাকালে গন্ধর্ব্বরাজের ঔরসজাত সেই গর্ভ স্থূলকেশ ঋষির আশ্রমসন্নিহিত-নদীতীরে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পরে সেই তেজস্বী স্থূলকেশ ঋষি, নদীতীরে নির্জ্জনে পরিত্যক্তা, বন্ধুবর্জ্জিতা, পরমসুন্দরী দেবকন্যাসদৃশী সেই কন্যাকে দেখিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ স্থূলকেশ, সদ্যপ্রসূতা সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই বরারোহা কন্যা ঋষির পবিত্র আশ্রমপদে বৃদ্ধি প্রাপ্তা হইতে লাগিল। মহাভাগ মহর্ষি স্থূলকেশ যথাক্রমে বিধিপূর্ব্বক সুতনির্ব্বিশেষে তাহার জাতকর্ম্মাদিক্রিয়া সমাধান করিলেন। সেই কন্যা সত্ত্ব, রূপ, গুণাদিতে সমুদায় প্রমদা হইতে শ্রেষ্ঠা হইল, এই নিমিত্ত মহর্ষি তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

অনন্তর একদা ধর্ম্মশীল রুরু, সেই আশ্রমে প্রমদ্বরাকে সন্দর্শন করিয়া মদনাভিভূতচিত্ত হইলেন। পরে রুরু আপন প্রিয়বয়স্য দ্বারা নিজ পিতার নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রমতিও যশস্বি-স্থূলকেশের নিকটে সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। প্রমদ্বরার পিতা স্থূলকেশ রুরুর নিমিত্ত সেই কন্যা প্রদান করিলেন। উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রে তাঁহাদের বিবাহের দিন স্থির হইল। অনন্তর বিবাহের কয়েক দিবস পূর্ব্বে অসামান্য রূপবতী সেই কন্যা সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার ক্রীড়াস্থানে বক্রভাবে এক দীর্ঘসর্প শয়ন করিয়াছিল, কিন্তু প্রমদ্বরা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়াতে কালপ্রেরিতের ন্যায় সেই ভুজঙ্গের উপর পাদক্ষেপ করিল, সর্পও সেই অনবহিতা বালিকার অঙ্গে বিষাক্ত দন্তদ্বারা দংশন করিল। প্রমদ্বরা সর্পকর্ত্তৃক দষ্টা হইবামাত্র বিবর্ণা, শ্রীশূন্যা, মুক্তকেশী, ভ্রষ্টাভরণা, অচেতনা, অদর্শনীয়া ও বিগতপ্রাণা হইয়া সহসা ভূমিতলে পতিত ও বন্ধুগণের শোকদায়িনী হইল। সর্পবিষে জর্জ্জরিতা সেই বালিকাকে যেন ভূমিশয্যায় নিদ্রিতার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং মৃতা হইয়াও সেই তনুমধ্যমা পুনর্ব্বার সুন্দর শোভা ধারণ করিল। স্থূলকেশ ও অন্যান্য তপস্বিগণ পদ্মিনীর ন্যায় ভূতলে পতিতা ও সংজ্ঞাহীনা সেই কন্যাকে দর্শন করিলেন

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তৎসন্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, মহাযশস্বী ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস্য, আষ্টিষেণ, গৌতম, প্রমতি, তৎপুত্র রুরু ও অন্যান্য বনবাসিগণ আসিয়া সেই কন্যাকে ভুজঙ্গবিষে জর্জ্জরিতা ও গতপ্রাণা দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে রুরু অতিশয় শোকাকুল হইয়া সেস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আদিপর্ব্বে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

উগ্রশ্রবা কহিলেন, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সেই স্থলে উপবিষ্ট হইলে রুরু অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া নিবিড়-অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় শোকে অভিভূত হইয়া করুণস্বরে বহুবিলাপ করত প্রণয়িনী প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া শোকপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; আমার শোকবর্দ্ধিনী সেই কৃশাঙ্গী মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছে, আমার ও বান্ধবগণের ইহার পর আর দুঃখ কি আছে! যদি আমি দান ও গুরুজনের উত্তম পরিচর্য্যা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার প্রিয়া জীবিতা হউক এবং যদি আমি জন্মপ্রভৃতি ব্রতনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকি, তবে অদ্যই এই সুন্দরী প্রমদ্বরা উত্থিতা হউক।

অরণ্যমধ্যে রুরু, ভার্য্যার নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্ রুরো! তুমি দুঃখার্ত্ত হইয়া যাহা যাহা বলিতেছ, সকলই মিথ্যা, যেহেতু যাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, সে কখনই পুনর্জ্জীবিত হয় না। এই অপ্সরার গর্ভজাত গন্ধর্ব্বকন্যার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতএব হে বৎস। তুমি শোক হইতে মনকে নিবৃত্ত কর, পরন্তু মহাত্মা দেবগণ ইহাতে এক উপায় স্থির করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রমদ্বরাকে পাইতে পারিবে।" রুরু কহিলেন, হে দেবদূত! দেবগণ কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যথার্থরূপে বল, আমি তাহা শুনিয়া তদনুযায়ি-কার্য্য করিব, আমাকে রক্ষা কর। দেবদূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন রুরো! তুমি ঐ কন্যাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ প্রদান কর, তাহা হইলেই তোমার ভার্য্যা প্রমদ্বরা উত্থিতা হইবে। রুরু কহিলেন, হে খচরোত্তম! আমি সেই বিলাসিনী কন্যাকে পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ দান করিতেছি, আমার প্রিয়া প্রমদ্বরা শৃঙ্গাররূপ ও আভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক।

সূত কহিলেন, অনন্তর দেবদূত ও গন্ধর্ব্বরাজ উভয়ে ধর্ম্মরাজের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে রুরুর ভার্য্যা মৃতা প্রমদ্বরা, রুরুর অর্দ্ধপরমায়ু লাভ করিয়া, কুশলিনী হইয়া উত্থিতা হউক। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে রুরুর ভার্য্যা প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জ্জীবিতা হউক। ধর্ম্মরাজ এই বাক্য কহিলে বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ুদ্বারা সুপ্তার ন্যায় উত্থিতা হইল। ভবিষ্যৎকালেও ইহা লোকে দৃষ্ট হইবে যে, তেজোরাশি রুরুর, ভার্য্যার নিমিত্ত দীর্ঘ পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ ক্ষয় হইয়াছিল।

অনন্তর রুরু ও প্রমদ্বরার পিতা প্রমতি ও স্থূলকেশ পরম হ্লাদিত হইয়া অভিলষিত দিবসে তাঁহাদের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। সেই দম্পতিও পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রুরু পদ্মকেশতুল্য-রূপবতী দুর্লভা ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া সর্পকুলসংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ভুজঙ্গ-দর্শনমাত্রেই অতিশয় রোষপরবশ হইয়া যষ্টিগ্রহণপূর্ব্বক আত্মক্ষমতানুসারে বিনাশ করিতেন। একদা তিনি নিবিড়-বিপিনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃদ্ধ-ডুণ্ডুভ-সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি কুপিত হইয়া যমদণ্ড তুল্য দণ্ড উত্তোলন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে গমন করিলেন, তাহা দেখিয়া ডুণ্ডুভ কহিল; হে তপোধন! অদ্য আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই, অতএব কি নিমিত্ত রোষপরবশ হইয়া আমাকে বিনাশ করিতেছ?

আদিপর্ব্বে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

রুরু কহিলেন, হে উরগ! এক সর্প আমার প্রাণসমা ভার্য্যাকে দংশন করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি এই ভয়ানক নিয়ম করিয়াছি যে, যখন যে সর্পকে দেখিতে পাইব, তখনই তাহাকে সংহার করিব, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অদ্য তুমি জীবন হারাইবে। ডুণ্ডুভ কহিল, হে ব্রহ্মন্! যে সকল সর্প মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা অন্যজাতি, অতএব সর্পনামের গন্ধমাত্রে বিষহীন ডুণ্ডুভকে হিংসা করা উচিত নয়। ডুণ্ডুভজাতি অন্যজাতীয় সর্প হইতে পৃথক্‌রূপ সুখভোগ করে এবং উভয়ের লাভের বিষয়ও পৃথক্ পৃথক্; কিন্তু অমঙ্গল ও দুঃখভোগ করিবার সময় উভয়েই তুল্য, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ হইয়া ডুণ্ডুভজাতিকে হিংসা করা আপনার উচিত হয় না।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, মহর্ষি রুরু সর্পের ঈদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বল ডুণ্ডুভ বিবেচনায় তাহাকে বধ করিলেন না। ভগবান্ রুরু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে ভুজগ! তুমি কে? ও কি নিমিত্তই বা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ? আমাকে বল। ডুণ্ডুভ কহিল, হে রুরো! আমি পূর্ব্বে সহস্রপাদ-নামে ঋষি ছিলাম, পরে ব্রহ্মশাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। রুরু কহিলেন, হে ভুজগোত্তম! ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া কিজন্য তোমাকে শাপপ্রদান করিয়াছেন? এবং কতদিনই বা তুমি সর্পশরীর আশ্রয় করিয়া থাকিবে?

আদিপর্ব্বে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ডুণ্ডুভ কহিল, পূর্ব্বে খগমনামা সত্যবাদী তপোবল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আমার সখা ছিলেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র যাগে আসক্ত আছেন, এমত সময়ে আমি বালকস্বভাবযুক্ত ক্রীড়া করিতে করিতে এক তৃণময় সর্প নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলাম, তাহাতে তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সেই ব্রতনিষ্ঠ সত্যবাদী তপোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া, যেন আমাকে কোপানলে দগ্ধ করত কহিলেন যে, "তুমি যেমন আমাকে বিভীষিকা দেখাইবার নিমিত্ত বীর্য্যহীন তৃণময় সর্প প্রস্তুত করিয়াছ, সেইরূপ আমার শাপে বীর্য্যহীন সর্প হইবে।" হে তপোধন! আমি তাঁহার তপস্যার সামর্থ্য অবগত ছিলাম, এজন্য তখন অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে সসম্ভ্রমে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

সেই বনবাসি-ঋষিকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমি সখা বলিয়া কৌতুকের নিমিত্ত উপহাস করিতে করিতে এরূপ করিয়াছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া এই শাপ নিবৃত্ত করুন। অনন্তর সেই তপোনিধি আমাকে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত দেখিয়া পুনঃপুন উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, হে তপোধন! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাপি মিথ্যা হইবার নয়, অতএব যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, হে অনঘ! আমার এই বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, প্রমতির রুরুনামে শুদ্ধচারী এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই তোমার শাপমোচন হইবে। যাহার দর্শনে আমার শাপমোচন হইবে, আপনিই সেই প্রমতি-তনয় সুবিখ্যাত রুরু; অতএব আমি এইক্ষণে নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিব। সৌতি কহিলেন, ইহা কহিয়া সেই যশস্বী-দ্বিজবর সর্পরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় ভাস্বরশরীর প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাতেজস্বি-রুরুকে বলিলেন, হে সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ! অহিংসাই পরমধর্ম্ম, অতএব ব্রাহ্মণ হইয়া কখনই কোন প্রাণীর হিংসা করিবেন না। শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণ, প্রশান্তচিত্ত বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বভূতে অভয়দাতা হইবেন। অহিংসা, সত্যবচন, ক্ষমা ও বেদাভ্যাস, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের পরমধর্ম্ম। দণ্ডধারণ, উগ্রতা ও প্রজাপালনরূপ যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, তাহা আপনার পক্ষে ইষ্টসাধন নহে, উহা ক্ষত্রিয়েরই কর্ম্ম, হে দ্বিজোত্তম রুরো! আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে রাজা জনমেজয় সর্পসত্রে সর্পকুলের হিংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তপোবীর্য্যবল-সম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবিশারদ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীকমুনি হইতে সেই ভয়ার্ত্ত সর্পকুলের রক্ষা হইয়াছিল।

আদিপর্ব্বে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

রুরু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা জনমেজয় কি নিমিত্ত ও কি প্রকারে সর্পবিনাশ করিয়াছিলেন? ধীমান্ আস্তীক মুনিই বা কি নিমিত্ত তাহাদিগকে রক্ষা করেন? আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ঋষি কহিলেন, হে রুরো! তুমি ব্রাহ্মণমুখে সুমহৎ আস্তীক-চরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে। সৌতি কহিলেন, ইহা বলিয়া ঐ ঋষি অন্তর্দ্ধান করিলেন। রুরু ঐ ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সেই অরণ্যের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন, পরিশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়া, মোহপ্রাপ্ত ও বিচেতনপ্রায় হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে ঐ ঋষির পুনঃপুন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকটে আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন ও আস্তীকোপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহার পিতাও আনুপূর্ব্বিক তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন।

আদিপর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায় ও সর্পসত্র প্রস্তাবনানামক পৌলমপর্ব্ব সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে সূততনয়! ভূপাল-কেশরী রাজা জনমেজয় কিনিমিত্ত সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সর্পকুল সংহার করিয়াছিলেন; এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপস্বী আস্তীকমুনিই বা কি নিমিত্ত প্রদীপ্ত-হুতাশন হইতে সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রকৃতরূপে সবিশেষ বর্ণন কর। যে রাজর্ষি সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাহার তনয়? এবং সেই দ্বিজবর আস্তীকই বা কাহার পুত্র? তাহা আমাকে বল। সূততনয় কহিলেন, হে বাগ্মিন্! আমি সুবিস্তীর্ণ আস্তীক-চরিত সবিশেষ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন, পুরাতন ঋষি অতিযশস্বী ব্রহ্মপরায়ণ আস্তীকের এই মনোহারিণী কথা বাহুল্যরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! ব্রাহ্মণগণ এই ইতিহাসকে পুরাণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ব্যাসশিষ্য মেধাবী সূতকুলোদ্ভব মৎপিতা লোমহর্ষণ, নৈমিষারণ্যবাসি-ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নরচিত এই আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার জিজ্ঞাসা অনুসারে সেই সর্ব্বপাপবিনাশক আস্তীকাখ্যান অবিকল সেইরূপেই বর্ণন করিতেছি।

আস্তীকের পিতার নাম জরৎকারু। তিনি ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাবশালী, ব্রহ্মচারী, নিয়মিতাহারী, মহাতপস্বী, সর্ব্বদা কঠোরতপস্যারত, ঊর্দ্ধরেতা, যাযাবর-বংশতিলক, ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রতপরায়ণ ও তপোবলসম্পন্ন ছিলেন। সেই মহাত্মা মুনি সর্ব্বদা যত্র-সায়ংগৃহ হইয়া (অর্থাৎ যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেই খানেই অবস্থিতি করিয়া) ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতেন; মধ্যে মধ্যে তীর্থে স্নান ও তীর্থপর্য্যটন করিতেন। প্রজ্বলিত অনলতুল্য মহাতেজঃপ্রভাব-সম্পন্ন সেই ঋষি কখন গলিতপত্র ভক্ষণ করিয়া, কখন বা বায়ু আহার করিয়া, কখন আহার পরিহার পুরঃসর শরীরশোষণ করিয়া নিদ্রাবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, স্বীয় পিতামহগণ এক মহাগর্ত্তে লম্বমান হইয়া আছেন, তাঁহাদের চরণ ঊর্দ্ধদিকে ও মুখ অধোদিকে লম্বিত রহিয়াছে। জরৎকারু ইহা দর্শনমাত্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কি নিমিত্তই বা এই গর্ত্তে নিত্যনিগূঢ়বাসি-মূষিক কর্ত্তৃক ভক্ষিতপ্রায় বীরণস্তম্বে অবলম্বিত হইয়া অধোমুখে অবস্থিতি করিতেছ? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবরনামক ব্রতনিষ্ঠ ঋষি। হে ব্রহ্মন্! বংশলোপ-সম্ভাবনায় আমাদের অধোগতি হইতেছে, পরন্তু এই মন্দভাগ্যগণের জরৎকারু নামে ভাগ্যহীন এক সন্তান আছে, সেই মূর্খ কেবল তপস্যাকেই আশ্রয় করিয়াছে, পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ করে না। অতএব বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে আমরা এই গর্ত্তে লম্বিত হইয়া রহিয়াছি। আমরা নাথসত্ত্বেও পাপিষ্ঠের ন্যায় অনাথ হইয়া অধোগামী হইতেছি। হে নিষ্পাপ সাধুশ্রেষ্ঠ! কে তুমি আমাদিগের বন্ধুর ন্যায় অনুশোচন করিতেছ? হে ব্রহ্মন্! আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে ও কি নিমিত্তই বা এখানে দণ্ডায়মান হইয়া শোচনীয় অবস্থাপন্ন আমাদিগকে দেখিয়া শোকপ্রকাশ করিতেছ? জরৎকারু কহিলেন, আমারই নাম জরৎকারু, আপনারা আমার পিতৃপিতামহপ্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। পিতৃগণ কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমাদের ও আপনার এবং ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া আমাদিগের বংশরক্ষা কর। হে তাত! পুত্রবান্ ব্যক্তি যেরূপ সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, অন্যে

বহুকালসঞ্চিত তপস্যা দ্বারা অথবা অন্যান্য পুণ্যফল দ্বারা তাদৃশ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। হে পুত্র! এই হেতু তুমি দারপরিগ্রহে ও সন্তানোৎপাদনে মনোনিবেশ কর, আমরা তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, ইহাই আমাদের পরম হিতজনক হইবে। জরৎকারু কহিলেন, আমি ভোগের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ ও ধনোপার্জ্জন করিব না, তবে আপনাদের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত বিবাহ করিব। কন্যার যদ্যপি আমার সহিত সমান নাম হয় এবং তাহার বন্ধুগণ আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করে, তাহা হইলে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। এই নিয়মে যদি কন্যা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আপনাদের আদেশ অন্যথা হইবে না, আমি বিধিপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু হে পিতৃগণ! আমি দরিদ্র, আমাকে কে কন্যা সম্প্রদান করিবে? পরন্তু যদ্যপি কেহ দান করে, অবশ্যই আমি প্রতিগ্রহ করিব, সন্দেহ নাই। তাহাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে; তাহাতে আপনারাও শাশ্বত সদ্গতি লাভ করিয়া পরম আনন্দে সময় অতিবাহন করিবেন।

আদিপর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সৌতি কহিলেন, অনন্তর সেই ব্রহ্মচারী ব্রতপরায়ণ জরৎকারু, সংসারাশ্রমে প্রবেশার্থ দারপরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই উপযুক্ত পত্নী প্রাপ্ত হইলেন না। একদা তিনি কন্যাভিক্ষার্থ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক অনুচ্চৈঃস্বরে তিনবার প্রার্থনাবাক্যপ্রয়োগ করিলেন, সেই সময়ে নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে স্বীয়ভগিনীপ্রতিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই কন্যাকে অসমান নাম্নী বিবেচনায় মহাত্মা জরৎকারু সহসা প্রতিগ্রহ না করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি কন্যা স্বনাম্নী হয় এবং বন্ধুগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে দান করে, তাহা হইলেই গ্রহণ করিব, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। এই রূপ চিন্তা করিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ তপঃপ্রভাবশালী জরৎকারু বাসুকিকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! তোমার এই ভগিনীর নাম কি? সত্য করিয়া বল। বাসুকি কহিলেন, হে জরৎকারো! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু, আমি এই সুমধ্যমাকে দান করিতেছি, ভার্য্যার্থ গ্রহণ কর। হে দ্বিজোত্তম! আমি এই ভগিনীকে তোমার নিমিত্তই রাখিয়াছিলাম, প্রতিগ্রহ কর। বাসুকি এই বাক্য বলিয়া তাঁহাকে বরবর্ণিনী ভগিনীসম্প্রদান করিলেন। জরৎকারুও বেদবিধানানুসারে বিবাহ-বিহিত সংস্কারকর্ম্ম করিয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

আদিপর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে বেদবিশারদ! পূর্ব্বে সর্পমাতা সর্পগণকে এই অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, "মহারাজ জনমেজয়ের যজ্ঞে হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন।" পন্নগরাজ বাসুকি সেই শাপশান্তির নিমিত্ত ব্রতপরায়ণ তপস্বি জরৎকারু ঋষিকে ভগিনীসম্প্রদান করেন। জরৎকারুও বেদবিধানানুসারে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ কন্যার গর্ভে আস্তীক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গবিশারদ, তপস্বী, মহানুভাব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী পিতৃ-মাতৃকুলের ভয়নাশক হইয়াছিলেন।

অনন্তর বহুকালপরে পাণ্ডবনন্দন নরনাথ জনমেজয়, বেদবিহিত সর্পসত্রনামক মহাযজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। শ্রুত হওয়া যায়, সর্পকুলধ্বংসের নিমিত্ত সেই মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইলে মহাতপস্বী আস্তীক, ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে সর্পমাতার শাপ হইতে রক্ষা করেন। এবং তিনিও সন্তানোৎপাদন ও তপস্যা দ্বারা পিতৃলোককে উদ্ধার করিয়া ব্রত, অধ্যয়ন ও বংশবিস্তারদ্বারা তাঁহাদিগের নিকটে অনৃণ হইয়াছিলেন; এবং নানাবিধ দক্ষিণাবিশিষ্ট যাগদ্বারা দেবগণের, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ঋষিগণের ঋণ হইতে মুক্ত হন। হে দ্বিজশার্দ্দূল! ব্রতনিষ্ঠ জরৎকারু এইরূপে পিতৃপিতামহের গুরুভার পালন করিয়া আস্তীকনামক পুত্রলাভ করত ধর্ম্মোপার্জ্জনপূর্ব্বক বহুকালপরে পিতৃপিতামহের সহিত শাশ্বতলোকলাভ করিয়াছেন। আমি এই আস্তীকাখ্যান যথাবৎ কহিলাম; এক্ষণ আর কি কহিব আজ্ঞা করুন।

আদিপর্ব্বে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! সাধুস্বভাব আস্তীক ঋষির চরিত পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে বর্ণন কর; উহা শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা আছে, বিশেষত তুমি যাহা বর্ণন করিতেছ, তাহা অতি মধুর ও সুললিত বোধ হইতেছে। তুমি যে, তোমার পিতার ন্যায় পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছ, ইহাতে আমরা অতিশয় সন্তোষলাভ করিতেছি, তোমার পিতা নিরন্তর আমাদিগের শুশ্রূষানুসারে যেরূপ পুরাণ কীর্ত্তন করিতেন, তুমিও অবিকল সেইরূপ বর্ণন কর।

সৌতি কহিলেন, হে চিরজীবিন্! আমি এই আস্তীকাখ্যান পিতার নিকটে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে অদ্ভুতরূপবতী সুলক্ষণা দুই ভগিনী ছিলেন; তাঁহারা দক্ষপ্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপমুনির পত্নী। প্রজাপতিতুল্য কশ্যপ, সেই দুই ধর্ম্মপত্নীর প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের অভিলষিত বরপ্রদান করিতে মানস করিলেন। তাঁহার পত্নীরাও স্বামী হইতে অভীষ্ট বরপ্রাপ্ত হইবেন শুনিয়া প্রীতি-প্রফুল্লান্তঃকরণ হইলেন। প্রথমত কদ্রু প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার গর্ভে সমানতেজা সহস্রনাগ উৎপন্ন হয়। বিনতা প্রার্থনা করিলেন যে, বল, প্রভাব, কান্তি ও বিক্রমদ্বারা কদ্রুপুত্রগণ হইতে শ্রেষ্ঠ দুইটিমাত্র তনয় তাঁহার উৎপন্ন হয়। কশ্যপ বিনতাকে অভিলষিত পুত্রবরপ্রদান করিলে তিনি কশ্যপকে "এবমস্তু" বলিয়া প্রার্থিত বরলাভে সন্তুষ্টা হইয়া যথাকালে অতিশয় বীর্য্যশালিতনয়দ্বয়প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কৃতার্থম্মন্যা হইলেন। কদ্রুও তুল্যপ্রভাবশালি-সহস্রপুত্র বরলাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। অনন্তর মহাতপস্বী কশ্যপ, অভিলষিত বরলাভে সন্তুষ্টা পত্নীদ্বয়কে "তোমরা অতি প্রযত্নে গর্ভ ধারণ করিও" বলিয়া বনে গমন করিলেন।

সৌতি কহিলেন, বহুকালপরে কদ্রু সহস্রসংখ্য অণ্ড ও বিনতা দুই অণ্ড প্রসব করিলেন। তখন পরিচারিকাগণ প্রহৃ-

প্রান্তঃকরণে সেই সমস্ত অণ্ড উষ্ণযুক্ত ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশতবর্ষ পর্য্যন্ত রাখিল। অনন্তর কদ্রুর অণ্ড হইতে সহস্রতনয় উৎপন্ন হইল, কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল। তাহাতে তপস্বিনী দেবী বিনতা লজ্জিতা হইয়া পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত একটি অণ্ড স্বয়ং ভগ্ন করিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ শরীরমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, অপরার্দ্ধ দেহ প্রকাশিত হয় নাই। শ্রুত হওয়া যায়, ঐ পুত্র রোষপরবশ হইয়া বিনতাকে এই শাপ প্রদান করিল যে, হে মাতঃ! তুমি পুত্রদর্শনলোভে যেমত আমাকে বিকলাঙ্গ করিলে, সেইরূপ যাহার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছ, সেই কদ্রুরই পঞ্চশত বৎসর পর্য্যন্ত দাসী হইয়া থাকিবে। জননি! যদি তুমি এই দ্বিতীয় অণ্ডকে ভগ্ন করিয়া ঐ যশস্বি-পুত্রকেও আমার ন্যায় অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই ভাবী পুত্র তোমাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিবে। হে মাতঃ! যদি তুমি অণ্ডস্থিত পুত্রের বিশেষ বলপ্রার্থনা কর, তবে ধৈর্য্য-সহকারে পঞ্চশত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ পুত্রের জন্মকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

অরুণ বিনতাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া আকাশ-মণ্ডলে আরোহণপূর্ব্বক দিবাকরের সারথ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বদা প্রভাতকালে সেই অরুণকে সূর্য্যের রথে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে যথাকালে সর্পভক্ষক গরুড়ও উৎপন্ন হইলেন। হে ভৃগুশার্দ্দূল! সেই পক্ষিরাজ জন্মমাত্রেই অতিশয় ক্ষুধাকুল হইয়া বিনতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধাতৃবিহিত আহারের অন্বেষণার্থ আকাশ পথে গমন করিলেন।

আদিপর্ব্বে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সূত কহিলেন, হে তপোধন! ঐ কালের মধ্যে একদিন কদ্রু ও বিনতা দুই ভগিনী দেখিলেন যে, অমৃতমন্থনকালে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বরত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, সমস্ত দেবতা যে প্রসন্নমূর্ত্তি অশ্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন, যে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত অজর অমোঘ-বলসম্পন্ন দেববাহন শ্রীমান্ অশ্বরাজ জগন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই উচ্চৈঃশ্রবা নিকট দিয়া আগমন করিতেছে।

শৌনক কহিলেন, হে সূত! দেবগণ কোন্ স্থানে, কি নিমিত্ত অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন, যাহাতে সেই মহাবীর্য্য ও মহাদ্যুতি অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা উৎপন্ন হইয়াছে? তাহা আমাকে বল। সৌতি কহিলেন, জ্বলিত তেজোরাশিসদৃশ সুমেরু নামে এক অত্যুত্তম পর্ব্বত, সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গদ্বারা সূর্য্য-প্রভারোধ করিয়া স্থিতি করিতেছে, গর্ব্ভনিহিত বিচিত্র সুবর্ণই তাহার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে, সেই শৈলে দেবতা ও গন্ধর্ব্ব-গণ অবস্থিতি করেন, তাহার ইয়ত্তা করিতে কোনব্যক্তিই সমর্থ হয় না। অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা তথায় পদার্পণ করিতেও পারে না; ঐ গিরি ঘোররূপ ভয়ানকসর্পে পরিব্যাপ্ত এবং দিব্যৌষধি-সমূহে শোভিত আছে, সেই মহাগিরি উচ্চতায় গগণমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে. কোন প্রাকৃতব্যক্তি সেখানে মনোদ্বারাও গমন করিতে সমর্থ হয় না, তথায় অসংখ্য নদ নদী বৃক্ষ সুশোভিত হইতেছে এবং নানাবিধ পতঙ্গকুল সুমধুর কোলাহল-ধ্বনি করিতেছে। তপোনিয়মসম্পন্ন মহাতেজস্বী নাগলোকস্থ সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া সেই পর্ব্বতের আকাশতুল্য সীমারহিত ও বিবিধরত্নে বিভূষিত মনোহরশৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া অমৃত লাভের নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবগণ চিন্তাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে মন্ত্রণা করিতেছেন, এমত সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এইবাক্য কহিলেন যে, সুরগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া মহাসাগরকে কলসস্বরূপ করিয়া মন্থন করুন, সমুদ্রমন্থন করিলে অবশ্যই অমৃত উত্থিত হইবে। তাঁহারা সকল ওষধি ও সর্ব্বরত্ন প্রাপ্ত হইলেও ক্ষান্ত না হইয়া মন্থন করিলে পরিশেষে অমৃত প্রাপ্ত হইবেন।

আদিপর্ব্বে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সৌতি কহিলেন, অনন্তর সমুদ্রমন্থনের মন্থনদণ্ড করিবার নিমিত্ত সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া উত্তুঙ্গশৃঙ্গসজ্য সুশোভিত, লতাজাল-সমাকুল, বিবিধ-বিহঙ্গকুল-সঙ্কুল, করালব্যাল-কুলাকুলিত, কিন্নর-দেব-দেবাঙ্গনা-নিষেবিত, ঊর্দ্ধে একাদশ সহস্র যোজন উন্নত, নিম্নে একাদশ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত প্রোথিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ-মন্দরকে উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত মন্দর পর্ব্বত উদ্ধরণে যত্নবান্ হউন, ও তাহার কোন সদুপায় স্থির করুন। সৌতি কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণু "তথাস্তু" বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন। পরে অপ্রমেয় ভগবান্ পদ্মলোচন নারায়ণ ও ব্রহ্মা, সর্পরাজ অনন্তকে মন্দর উন্মূলন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত অনন্ত উত্থিত হইয়া অরণ্য সঙ্কীর্ণ ও করালব্যালকুল-সঙ্কুল সেই পর্ব্বতরাজমন্দরকে বলপূর্ব্বক উন্মূলিত করিলেন। পরে দেবগণ তাঁহার সহিত সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন এবং সমুদ্রকে কহিলেন, আমরা অমৃতের নিমিত্ত তোমার জলমন্থন করিব। জলধি বলিলেন, যদি আমাকে অমৃতের অংশ দিতে স্বীকার কর, তবে মন্দরাদ্রিভ্রমণ-সম্ভূত-বিপুল-মর্দ্দন সহ্য করিতে পারি। সমুদ্রের এই কথায় দেবদানবগণ সম্মত হইলেন এবং তাঁহারা সাগরতীরে দণ্ডায়মান হইয়া কূর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে কূর্ম্মরাজ! তুমি এই মন্দরের অধিষ্ঠান হইয়া থাক, নতুবা জলমধ্যে ইহা মগ্ন হইয়া যাইবে। কূর্ম্মরাজ "তথাস্তু" বলিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরকে ধারণ করিলেন। ইন্দ্র, কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থ ঐ মন্দরপর্ব্বতকে যন্ত্রদ্বারা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দেবগণ ও অসুরগণ অমৃতের নিমিত্ত মন্দরকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া বারিধিমন্থন করিতে লাগিলেন। যে দিকে বাসুকির মুখ সেই দিকে দানবগণ, ও যে দিকে পুচ্ছ সেই দিকে দেবগণ ধারণ করিয়া বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তদেব নারায়ণের মূর্ত্তি, এই নিমিত্ত নারায়ণ অনন্তদেবের মুখ উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিষবেগ সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরগণকর্ত্তৃক সঞ্চালিত বাসুকির মুখ হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ ধূম ও অগ্নিশিখাযুক্ত নিশ্বাস বায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ধূমরাশি বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘরূপে পরিণত হইয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত ও সন্তপ্ত-দেবগণের উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সুরাসুর সমূহের উপর মন্দর-গিরিশিখর হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবদানবগণকর্ত্তৃক মন্দরদ্বারা মথ্যমানসমুদ্রের ঘন-ধ্বনিসদৃশ মহানাদ উত্থিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রস্থিত

শতশত নানাবিধ জলচর জন্তু ও পাতাল-তলবাসী বরুণলোকস্থ জলীয়াংশপ্রধান-দেহবিশিষ্ট-প্রাণিগণ মন্দরকর্ত্তৃক বিলোড়িত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই ভ্রাম্যমাণ-পর্ব্বত-শিখরস্থ বৃক্ষগণ পরস্পর বিঘটিত হইয়া বিহঙ্গকুল সমেত পতিত হইতে লাগিল। যেমন বিদ্যুন্মালা-কর্ত্তৃক নীলনীরদ ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ বৃক্ষাদির সংঘর্ষজন্য প্রজ্বলিত শিখাবিশিষ্ট-অগ্নিকর্ত্তৃক মন্দরগিরি আবৃত হইল। সংঘর্ষজনিত সেই বহ্নি পর্ব্বতস্থ সমস্ত হস্তিগণ ও সিংহসমূহকে এবং অন্যান্য বিবিধ প্রাণিগণকে দগ্ধ ও গতাসু করিতে লাগিল। অনন্তর অমরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, জলদ-নিঃসৃত জলদ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত দাহকারি-অগ্নিকে নির্ব্বাপণ করিতে লাগিলেন। পরে নানাবিধ বৃক্ষনির্য্যাস ও অপরিমেয় ওষধিরস সাগরসলিলে শ্রুত হইতে লাগিল। সেই অমৃততুল্যরসরূপ সলিলের ও কাঞ্চন-নিস্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব লাভ করিলেন। সাগরজল সেই উত্তমরসের সহিত নিমিশ্রিত হইয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হইলে সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল। অনন্তর দেবগণ সুখোপবিষ্ট বরপ্রদ ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কেবল নারায়ণ ভিন্ন কি দেবগণ, কি দানবগণ আমরা সকলেই অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, বহুকাল হইল সাগরমন্থন আরব্ধ হইয়াছে, এপর্য্যন্ত অমৃত উত্থিত হইল না। দেবতারা এইরূপ কহিলে ব্রহ্মা দেবদেব-নারায়ণকে কহিলেন, হে বিষ্ণো! তুমি সুরাসুরসমূহের বলাধান কর, এ বিষয়ে তুমিই একমাত্র গতি। বিষ্ণু বলিলেন, যাহারা এই সমুদ্রমন্থন করিতেছে, তাহাদিগের সকলকেই আমি বলপ্রদান করিতেছি, তোমরা সকলেই সাগররূপ-কলস বিলোড়িত কর, ও মন্দর পর্ব্বতকে ঘূর্ণিত করিতে থাক।

সূত কহিলেন, নারায়ণবাক্য শ্রবণানন্তর দেবদানবগণ বল প্রাপ্ত ও মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই সাগরজল অতিবেগে মন্থন করেন, তাহাতে সাগর হইতে অসঙ্খ্য কিরণাবলী-বিরাজিত উজ্জ্বল ও প্রসন্নমূর্ত্তি শীতাংশু সোম উৎপন্ন হইলেন। পরে ঘৃত হইতে পদ্মাসনস্থা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উৎপন্না হইলে ঐ ঘৃত হইতেই শ্বেতবর্ণ অশ্ব ও নারায়ণ-বক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ নামক উজ্জ্বল মরীচিযুক্ত শ্রীমান্ দিব্যমণি এবং সর্ব্বকামফলপ্রদ পারিজাত বৃক্ষ ও সুরভি উৎপন্ন হইল। হে ব্রহ্মন্! লক্ষ্মী, সুরা, সোম ও মনোজব অশ্ব, ইহাঁরা আদিত্য-পথানুসারী হইয়া যেস্থানে দেবতারা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরি অমৃতপূরিত শ্বেত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া "ইহা আমার হইবে, ইহা আমার হইবে," বলিয়া সকলেই মহা-কোলাহল করিতে লাগিল। অনন্তর শ্বেত বর্ণ চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত-নামক প্রকাণ্ড হস্তী উৎপন্ন হইল ও দেবরাজ তাহাকে অধিকার করিয়া লইলেন। দেবগণ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ মন্থন করাতে সধূম অগ্নির ন্যায় জগন্মণ্ডল আবৃত করিয়া কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। তাহার গন্ধঘ্রাণমাত্রেই ত্রিলোকস্থ লোক বিচেতন হইয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ মহেশ্বর সেই কালকূট পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন এবং তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিশ্রুত হইলেন। দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া হতাশ্বাস হইল, পরে অমৃত ও লক্ষ্মীর নিমিত্ত দেবগণের সহিত অতিশয় শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর নারায়ণদেব মোহিনীমায়া আশ্রয় করিয়া অপরূপ স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক দানবগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন, পরে সমস্ত দানবগণ সেই অপরূপ রূপবতী যুবতীদর্শনে তদ্গতচিত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে সেই অমৃত প্রদান করিল

আদিপর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

সৌতি কহিলেন, অনন্তর দৈত্যদানবগণ একত্র হইয়া তনুত্রাণ ধারণপূর্ব্বক নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেবগণের অভিমুখে ধাবমান হইল। এদিকে বীর্য্যবান্ প্রভু নারায়ণ নরদেবের সহিত মিলিত হইয়া দানবগণের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া আনিলেন। দেবগণও সেই তুমুল সম্ভ্রমের সময়ে বিষ্ণুর নিকট হইতে অমৃতপ্রাপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিলেন। ত্রিদশগণ অভিলষিত অমৃতপান করিতেছেন, এমত সময়ে রাহুনামক দানব দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিল। অমৃত, রাহুর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে, এমত সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ঐ বিষয় ব্যক্ত করিলেন। রাহুর অসুরত্ব ব্যক্ত হইলে ভগবান্ চক্রায়ুধ, চক্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক সেই অমৃতপায়ি-রাহুর সুশোভিতশিরশ্ছেদন করিলেন। সেই চক্রছিন্ন শৈলশৃঙ্গসদৃশ দানবমস্তক আকাশে উঠিয়া অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ দৈত্যের নির্ম্মস্তকদেহ ধরণীতলে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হওয়াতে পর্ব্বত বন ও দ্বীপের সহিত পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। এই অবধিই রাহুমুখের সহিত চন্দ্রসূর্য্যের চিরন্তন শত্রুতা নিবদ্ধ হয়, তাহাতেই রাহু অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। এই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু, অনুপমস্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রদ্বারা দানবদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলধিকূলে সুর ও অসুরগণের মহান্ ঘোরতর সংগ্রাম আরব্ধ হইল। সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণধারপ্রাস ও সুতীক্ষ্ণাগ্র তোমরপ্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পতিত হইতে লাগিল। পরে অসুরগণ চক্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ খড়্গ, শক্তি ও গদাদ্বারা আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল ও অসুরগণের তপ্তকাঞ্চনসদৃশ চিত্রিত মস্তকসকল সুদারুণ পট্টিশদ্বারা দ্বিধাকৃত হইয়া নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অসুরগণ শোণিতাক্ত-কলেবর ও নিহত হইয়া ধাতুরঞ্জিত শৈলশৃঙ্গ সমূহের ন্যায় শয়ন করিতে লাগিল। সূর্য্য লোহিতবর্ণ হইলে সেই সমরক্ষেত্রে পরস্পর ছিদ্যমান-সুরাসুরগণের সহস্র সহস্র হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। রণভূমিতে দূর হইতে নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ লৌহময় পরিঘাস্ত্রদ্বারা এবং সন্নিকটে মুষ্টিদ্বারা পরস্পর প্রহারকারি-সুরাসুর-সমূহের কোলাহল গগণতল স্পর্শ করিতে লাগিল। "ছেদন কর, চূর্ণ কর, পশ্চাৎ ধাবমান হও, ভূমিতে পাতিত কর, স্বয়ং অগ্রসর হও" চতুর্দ্দিকে কেবল এই সকল ঘোরতর শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। এই মহাভীষণ তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, এমৎ সময়ে নর ও নারায়ণদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ নরদেবের দিব্য শরাসন সন্দর্শন করিয়া স্বীয় দৈত্যকুলবিনাশক চক্রকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র শত্রুপক্ষের সন্তাপজনক, সূর্য্যতুল্য মহাপ্রভাব-

শালী, অকুণ্ঠিত ও সংগ্রামস্থলে ভীমদর্শন সুদর্শন স্বর্গ হইতে সমাগত হইল। পরে করি-করতুল্য বাহু বিশিষ্ট উগ্রবেগবান্ ভগবান্ নারায়ণ প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ ভয়ঙ্কর, প্রবল পরনগর-বিদারক, অতিশয় প্রভাযুক্ত সেই উপস্থিত চক্রকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। তখন প্রলয়-সদৃশ তেজস্বী সুদর্শন পুরুষোত্তমকর্তৃক ভুজদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সহস্র সহস্র দৈত্য-দানবগণকে প্রবলবেগে বিদারণ করিয়া পুনঃপুনঃ পতিত হইতে লাগিল। কোথাও অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও দাহ করিতে লাগিল, কোথাও বা সহসা অসুরগণকে ছেদন করিয়া ফেলিল এবং পিশাচের ন্যায় রণভূমিতে ও আকাশমার্গে মুহুর্মুহুঃ ভ্রমণপূর্ব্বক শোণিত পান করিতে লাগিল। জলহীন জলদ-সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট মহাবলপরাক্রান্ত সহস্র সহস্র সাহসী অসুরগণ গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া পুনঃপুনঃ পর্ব্বত-নিক্ষেপদ্বারা দেবগণকে নিমর্দ্দন করিতে লাগিল। নানারূপ মেঘসদৃশ সকানন ভীষণ ভূধরগণ পরস্পর অভিঘাতে ভগ্নসাঙ্গ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করত পতিত হইতে লাগিল। পরস্পর তর্জ্জনপূর্ব্বক ঘোরসংগ্রামে প্রবৃত্ত দেবদানবগণের রণভূমিতে প্রকাণ্ড পর্ব্বতসকল চতুর্দ্দিকে পতিত হওয়াতে সকানন-ভূমণ্ডল অভিহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর অসুরগণের সহিত সেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে নরদেব স্বর্ণমণ্ডিত-বাণদ্বারা গিরিশিখর বিদীর্ণ করিয়া শরনিকরে অম্বরতল আচ্ছাদিত করিলেন। পরে দানবগণ, দেবগণকর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া এবং গগন-বিহারী জ্বলিতহুতাশনসদৃশ সুদর্শনকে পরিকুপিত দেখিয়া পৃথিবীমধ্যে ও লবণসাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন দেবগণ জয়লাভ করিয়া মন্দরপর্ব্বতকে সমুচিত সংকারপূর্ব্বক স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। মেঘগণও চতুর্দ্দিকে আকাশ ও স্বর্গ নিনাদিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পরে দেবগণ বিপুলহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া নরদেবের নিকটে সেই অমৃতভাণ্ড রক্ষণার্থ সমর্পণ করিলেন।

আদিপর্ব্বে ঊনবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! যাহাতে অতুল বিক্রম শ্রীমান অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই অমৃতমন্থন বৃত্তান্ত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে কহিলাম। সেই উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিয়া কদ্রু, বিনতাকে কহিলেন, ভদ্রে! এই উচ্চৈঃশ্রবা কোন বর্ণ শীঘ্র বল। বিনতা কহিলেন, আমার বোধ হয়, এই অশ্ব শ্বেতবর্ণ। হে কল্যাণি! তুমি কি অনুমান কর বল, পরে আমরা উভয়ে এ বিষয়ে পণ করিব। কদ্রু কহিলেন, হে চারুহাসিনি! বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, আইস এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যে হারিবে সে চিরকাল দাসী হইয়া থাকিবে। সৌতি কহিলেন, এইরূপে কদ্রু ও বিনতা পরস্পর দাসীত্ব পণে আবদ্ধ হইয়া "কল্য অশ্ব দেখা যাইবে" বলিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। পরে কদ্রু প্রতারণা করিবার মানসে স্বীয় সহস্রপুত্রকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা শীঘ্র কৃষ্ণবর্ণ লোম হইয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে আচ্ছাদন করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দাসী হইতে না হয়।" কদ্রু ইহা কহিলে যে সকল সর্প তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিল, তাহাদিগকে তিনি এই শাপপ্রদান করিলেন যে, পাণ্ডবনন্দন ধীসম্পন্ন রাজর্ষি-জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। কদ্রু যে রোষপরবশা হইয়া দৈবক্রমে সর্পগণকে অতিক্রূরতর শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রবণ করিলেন এবং সমস্ত দেবগণের সহিত কদ্রুর ঐ বাক্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন; কারণ দন্দশূক সর্পগণ তখন অতিশয় তীক্ষ্ণবিষ ও মহাবীর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যাও অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। "পরপীড়ক সর্পগণের তীক্ষ্ণবিষত্ব প্রযুক্ত স্বীয় জননী হইতেই এরূপ শাপ প্রাপ্ত হওয়া অযুক্ত হয় নাই, কেন না ইহা প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে। যাহারা নিরন্তর পরহিংসায় রত থাকে, তাহারা দৈব হইতেই প্রাণান্তিক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, "ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া কদ্রুকে ভূরিভূরি প্রশংসা করিয়া কশ্যপঋষিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে অনঘ! হে পরন্তপ! যে সকল তীক্ষ্ণবিষ দন্দশূক মহাকায় সর্পগণ তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা দৈবগত্যা স্বীয় জননীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, বৎস! এ বিষয়ে কখনই তোমার ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। দেখ, সর্পসত্রে সর্পকুলের বিনাশ হইবে, ইহা পুরাণেই প্রসিদ্ধ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা মহানুভাব প্রজাপতি কশ্যপকে পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বিষহরীবিদ্যা প্রদান করিলেন।

আদিপর্ব্বে বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

সূত কহিলেন, হে তপোধন! পরদিন প্রভাতে দিবাকর উদিত হইবামাত্র দাসীত্বপণে আবদ্ধা ঈর্ষারোষপরবশা কদ্রু ও বিনতা দুই ভগিনী উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিয়া অনতিদূরে তাঁহারা অতলস্পর্শ মহাসাগর সন্দর্শন করিলেন। যে সমুদ্র প্রলয়বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মহাশব্দ করিতেছে; যাহা কূর্ম্ম, কুম্ভীর, তিমি, তিমিঙ্গিল, মকর প্রভৃতি, সহস্র সহস্র নানারূপ প্রাণিকর্ত্তৃক সতত সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; যাহাতে ঘোরতরভয়ঙ্কর নানাবিধ বিকটাকার জলচর-জন্তু থাকাতে কেহ অবগাহন করিতে পারে না; যে অপ্রমেয় অচিন্ত্য পবিত্র জলযুক্ত অদ্ভুত সরিৎপতি সর্ব্বরত্নের আকর, বরুণের আলয়, নাগগণের রমণীয় ও উৎকৃষ্ট আবাসভূমি বাড়বাগ্নির আধার, অসুরগণের বন্ধু, স্থলচর প্রাণিবর্গের ভয়জনক, জলের অক্ষয়ভাণ্ডার, দেবভোগ্য অমৃতের কল্যাণকর, উৎকৃষ্ট অলৌকিক আকর, জলচরজন্তুর ঘোরনিনাদে ভীষণ ও ভীষণস্বনযুক্ত, গম্ভীর আবর্ত্ত সমূহে দুষ্প্রবেশ্য, সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর ও বেলান্দোলিত বায়ুবেগে চঞ্চল হইয়াছে এবং বায়ুবিক্ষোভজনিত বীচিনিচয়ে সমুন্নত হইয়া যেন চতুর্দ্দিকে তরঙ্গহস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে; যে রমণীয় রত্নাকর চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে উত্তুঙ্গ সমূহে সমাকুল হয়; যাহা পাঞ্চজন্য শঙ্খের উৎপত্তিস্থান; অমিততেজা ভগবান্ নারায়ণ ভূমণ্ডল উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়া যাহার জল বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়াছিলেন; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শত বৎসরেও যাহার অগাধ জলের পাতালতলস্থ তল প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; অপরিমিত-তেজপুঞ্জ পদ্মনাভ বিষ্ণু প্রলয়কালে যোগনিদ্রা অবলম্বনকরিয়া যেখানে শয়ন করিয়া থাকেন, যে

পয়োধি, বজ্রপাতভয়ে ভীত মৈনাকপর্ব্বতের অভয়দাতা ও ভয়ধ্বনিযুক্ত যুদ্ধকাতর অসুরগণের একমাত্র আশ্রয় এবং বড়বা-মুখজাত প্রদীপ্ত হুতাশনের জলরূপ ঘৃতাহুতি-প্রদ হইয়াছে; যে বিস্তীর্ণ অপ্রমেয় অপার সরিৎপতির তলস্পর্শ করা যায় না; বহুসহস্র মহানদী যে সরিৎপতির নিকটে অভিসারিকার ন্যায় স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক নিরন্তর গমন করিতেছে; সেই জলরাশিপূর্ণ উর্ম্মি দ্বারা নৃত্যমান, অতিগভীর, তিমি মকরাদি উগ্রজন্তুসঙ্কুল; জলচরোগ্রনাদ-নিনাদিত, আকাশ-তুল্য বিস্তীর্ণ, অতলস্পর্শ অপার জলনিধি কদ্রু ও বিনতার দৃষ্টি বিষয়ীভূত হইল

আদিপর্ব্বে একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত

উগ্রশ্রবা কহিলেন, এ দিকে নাগগণ পরামর্শ করিল যে, মাতার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে, কারণ তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না হইলে তিনি স্নেহাশূন্যা হইয়া আমাদিগকে নষ্ট করিবেন। যদি তিনি প্রসন্না হন, তবে আমাদের এই শাপমোচন করিতে পারেন, অতএব নিঃসন্দেহই আমরা সেই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিব।" এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা উচ্চৈঃশ্রবার নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহার পুচ্ছে লোমের ন্যায় হইয়া থাকিল। হে দ্বিজোত্তম! এই অবসরেই সেই সপত্নী ভগিনীদ্বয় পণ করিয়া পরম সন্তোষপূর্ব্বক পারাবারের পরপারে যাত্রা করেন। যে সমুদ্র প্রবলপবনে সঞ্চালিত, মহাশব্দ-সঙ্কুল, তিমি তিমিঙ্গিল মকরাদি বহুসহস্র নানারূপ ভীষণ প্রাণি-সমাকীর্ণ, অতিভয়ানক, রত্নাকর, বরুণনিলয়, নাগালয়, তরঙ্গিণীনায়ক বাড়বানল ও অসুরগণের আবাসভূমি, ভয়ঙ্কর প্রাণী ও জলের অক্ষয়ভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের শুভ দিব্য ও উৎকৃষ্ট আকর, সেই অপ্রধৃষ্য, অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, পবিত্র জলপূর্ণ, বহুসহস্র মহানদী-কর্তৃক আপূর্য্যমাণ, অতি-তরলতর উর্ম্মিমালাসঙ্কুল, তরঙ্গদ্বারা নৃত্যমান, আকাশতুল্য বিস্তীর্ণ, বাড়বাগ্নি-বিদীপিত মহাসাগর সন্দর্শন করিতে করিতে দক্ষকন্যা কদ্রু ও বিনতা দ্রুতবেগে আকাশপথে চলিতে লাগিলেন।

আদিপর্ব্বে দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, দ্রুতগামিনী কদ্রু ও বিনতা মহাসাগর অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে উচ্চৈঃশ্রবার সমীপে উপনীতা হইলেন। তথায় উপস্থিতা হইয়া তাঁহারা উভয়ে সেই অতিশয় বেগযুক্ত নিশাকর-করনিকর-সদৃশ শ্বেতবর্ণ অশ্বরাজের কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ দেখিলেন। বিনতা অশ্বের পুচ্ছের লোম সকল কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া বিষণ্ণা হইলে, কদ্রু তাঁহাকে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্তা করিলেন; পণে পরাজিতা বিনতাও দুঃখসন্তপ্তা হইয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই অবসরে মহাতেজস্বী গরুড় কাল উপস্থিত হওয়াতে মাতৃসাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অণ্ডবিদারণপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবল, তড়িন্মালাবৎ পিঙ্গলাক্ষ, অতি-ভীষণ কালানলতুল্য, প্রদীপ্ত, মহাঘোর, রুদ্রমূর্ত্তি, মহাকায়, প্রজ্বলিত-হুতাশনরাশি সদৃশ অতি-ভয়ঙ্কর, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগতি ঐ বিহঙ্গম দশদিক্ প্রকাশ করত দ্বিতীয় বাড়বাগ্নির ন্যায় সহসা শরীর বৃদ্ধি করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে আকাশে আরোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া সুখোপবিষ্ট বিশ্বরূপ-অগ্নির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, হে অগ্নে! তুমি আর শরীর বৃদ্ধি করিও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে মানস করিয়াছ? ঐ দেখ তোমার সমিদ্ধতেজোরাশি আসিতেছে। তচ্ছ্রবণে অগ্নি কহিলেন, হে দৈত্যকুলনিসূদন দেবগণ! তোমরা যাহা মনে করিয়াছ, তাহা নয়, ইনি আমার সদৃশ তেজস্বী মহাবল গরুড়, জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক বিনতার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছেন। তোমরা তেজোরাশি-গরুড়কে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছ; কশ্যপনন্দন, মহাবলপরাক্রান্ত, সর্পকুলনাশক এই গরুড় দেবগণের হিতকারী ও দৈত্য দানব রাক্ষসগণের শত্রু হইবেন, তোমরা ভয় করিও না, আইস আমরা সকলে মিলিত হইয়া গিয়া ইহাকে দর্শন করি। অগ্নি এই বাক্য কহিলে, দেবগণ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিলেন এবং দূর হইতেই গরুড়কে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি মহাভাগ্য, তুমি দেবতা, তুমি প্রভু, তুমি তাপজনক সূর্য্য, তুমি পরমেষ্ঠী, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি আশুগ, তুমি জগৎপতি, তুমি আদিভূত, তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, তুমি মহত্তত্ত্ব, তুমি অহঙ্কারতত্ত্ব, তুমি নিত্য, তুমি বিকার-শূন্য, তুমি মহদ্যশ, তুমি তেজঃ, তুমি বুদ্ধিবৃত্তি, তুমি আমাদের সর্ব্বপ্রধান ত্রাণকর্ত্তা, তুমি বলের সাগর, তুমি সাধু, তুমি প্রভূতসত্ত্বসম্পন্ন, তুমি ঐশ্বর্য্যশালী, তুমি অজেয়, হে অহীনকীর্ত্তে! তোমা হইতেই আগত অনাগত সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। তুমি চিন্মাত্র, তুমিই দিবাকরের ন্যায় করনিকরে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছ, আবার তুমিই সূর্য্য-প্রভার পরাভব করিয়া এই চরাচর বিশ্ব বিলীন করিতেছ। হে হুতাশনপ্রভ! যেমত প্রলয়কালে দিবাকর পরিকুপিত হইয়া প্রজাগণকে দগ্ধ করেন, তুমিও সেইরূপে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছ এবং যুগ-পরিবর্ত্তনকালে সৃষ্টিনাশক প্রলয়বহ্নি যেমত ভয়ঙ্কররূপে উত্থিত হইয়া সংহার করেন, তুমিও তদ্রূপ সৃষ্টিনাশ করিতেছ। হে মহাবেগ, অগ্নিসম-তেজস্বি, বিদ্যুৎতুল্য-কান্তিযুক্ত, তমোনাশক, আকাশব্যাপি, মহাবল, কার্য্যকারণস্বরূপ, বরপ্রদ, অজেয়-বিক্রম, গগণবিহারি খগেশ্বর! আমরা তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলাম। হে জগৎপ্রভো! তোমার তেজে এই সমস্ত জগৎ প্রতপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ-তেজোরাশিদ্বারা এই সমুদায় জগৎ ও সুরগণ এবং মহাত্মগণকে রক্ষা কর। দেখ, বিমানগামী দেবগণ তোমার তেজোরাশিদ্বারা পরাভূত ও ভয়-ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া বিপথগামী হইতেছেন। হে খগবর! তুমি, দয়ালু-মহানুভাব-কশ্যপঋষির পুত্র, অতএব রোষপরবশ হইও না, জগতের প্রতি পরম দয়া বিতরণ কর, তুমি সামর্থ্যবান্ সকলই করিতে পার, পরন্তু শান্তি আশ্রয় কর, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে পক্ষিরাজ! তোমার বজ্রস্ফূর্জিততুল্য শব্দদ্বারা দিক্, আকাশ, স্বর্গ ও এই মেদিনী এবং আমাদের হৃদয় নিরন্তর বিচলিত হইতেছে, অতএব তুমি এই অগ্নিসদৃশ শরীর সম্বরণ কর। হে কুপিত কৃতান্তসদৃশ! তোমার দ্যুতি সন্দর্শন করিয়া আমাদের মন একেবারে অব্যবস্থিত ও বিচলিত হইতেছে, হে পতগপতে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

হে ভগবন্! তুমি আমাদের সুখকর ও কল্যাণদাতা হও। গরুড়, ঋষিগণ ও দেবগণকর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া আপনার তেজোরাশি-প্রতিসংহারে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আদিপর্ব্বে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

গরুড় দেবগণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ও আপনার শরীর দেখিয়া তাহার প্রতিসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন [ও] কহিলেন, আমার দেহদর্শনে প্রাণিগণকে ভীত হইতে হইবে না। তোমরা আমার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি স্বীয় তেজের সংহার করিতেছি। উগ্রশ্রবা কহিলেন, পরে কামচারী কামবীর্য্য বিহঙ্গম স্বরূপ সম্বরণপূর্ব্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর অরুণকে পৃষ্ঠদেশে আরোপণ করিয়া পিত্রালয় হইতে মহাসমুদ্রের পরপারে জননীর সমীপে গমন করিলেন। এই সময়ে দিবাকর খরতর করনিকর-বিস্তার-পুরঃসর ত্রিলোক দগ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত মহাদ্যুতি গরুড়, অরুণকে পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিলেন।

রুরু কহিলেন, ভগবান্ প্রভাকর কি নিমিত্ত তখন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে মানস করিয়াছিলেন? দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার ক্রোধোদয় হইল? প্রমতি কহিলেন, হে নিষ্পাপ! যখন চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর অমৃতপান বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনই রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের উপর বদ্ধবৈর হইয়াছিল। সেই শত্রুতাহেতুক যখন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি এই মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন যে, সুরকার্য্যেরনিমিত্ত আমি রাহুর কোপে পতিত হইয়া অনিষ্টকর অনেক ক্লেশরাশি ভোগ করিতেছি। কিন্তু বিপৎকালে দেবতারা কেহই আমার সহায় হন না, বরং যখন রাহু আমাকে গ্রাস করে, তখন তাঁহারা তাহা দেখিয়া হাস্য করিতে থাকেন, অতএব আমি সমস্তলোক সংহার করিব সন্দেহ নাই। সূর্য্য এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন এবং তথা হইতেই সংহারের নিমিত্ত লোকের সন্তাপ জন্মাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ দেবগণের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন যে, অদ্য অর্দ্ধরাত্রসময়ে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ ত্রৈলোক্যবিনাশন মহাদাহ উপস্থিত হইবে। তচ্ছ্রবণে দেবগণ ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! অদ্য একি দাহজন্য মহাভয় উপস্থিত হইল? এখনও ত সূর্য্য দৃষ্ট হইতেছেন না, তথাচ দেখ সৃষ্টিলোপ হইতেছে, যখন তিনি উদিত হইবেন তখন কি হইবে? পিতামহ কহিলেন, লোকসংহারের নিমিত্ত দিবাকর উদিত হইতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি প্রকাশমান হইয়াই সমস্তলোক ভস্মরাশি করিয়া ফেলিবেন, পরন্তু পূর্ব্বেই ইহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে; ধীমান্ মহাকায় অরুণনামক মহাতেজস্বী কশ্যপনন্দন, সূর্য্যের পুরোবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তিনিই দিবাকরের সারথ্য ও তেজোহরণ করিবেন, তাহাতেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্তলোকের মঙ্গল হইবে। প্রমতি কহিলেন, পরে পিতামহের আজ্ঞানুসারে অরুণ তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন এবং সূর্য্যও অরুণকর্তৃক আবৃত হইয়া উদিত হইলেন। সূর্য্য যে জন্য কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারথ্য অবলম্বন করেন, তাহা বর্ণন করিলাম, এইক্ষণে পূর্ব্বোদাহৃত অপর প্রশ্নের কথা শ্রবণ কর।

আদিপর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সৌতি কহিলেন, অনন্তর মহাবীর্য্য, মহাবল কামচারী বিহঙ্গরাজ, মহোদধির পরপারে জননীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা ও অতিশয় দুঃখসন্তপ্তা এবং দাস্যকর্ম্মে নিযুক্তা হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা কদ্রু গরুড়ের সমক্ষেই প্রণতা-বিনতাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে বিনতে! সেই নির্জ্জন সমুদ্রমধ্যস্থিত সুদৃশ্য ও রমণীয় নাগালয়ে আমাকে লইয়া চল। তচ্ছ্রবণে গরুড়মাতা সর্পমাতাকে বহন করিয়া সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। গরুড়ও জননীর আজ্ঞানুসারে সর্পগণকে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন, পরন্তু বহনকালে সেই বিনতানন্দন বিহঙ্গম সূর্য্যমণ্ডলের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সর্পগণ সূর্য্যরশ্মিতে সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিল। কদ্রু, পুত্রগণকে তদবস্থ দেখিয়া দেবরাজের স্তব করিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বদেবেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি, হে বলসূদন! তোমাকে নমস্কার করি, হে নমুচিসূদন, সহস্রাক্ষ শচীপতে! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সূর্য্যকর্তৃক সন্তাপিত সর্পগণকে জলবর্ষণ করিয়া রক্ষা কর, হে সুরোত্তম! তুমি আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, হে পুরন্দর! তুমি অপরিমিতবৃষ্টির সৃষ্টি করিতে পার, তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি আকাশস্থ তড়িন্মালা, তুমিই মেঘগণের সঞ্চালক, তুমিই প্রলয়কালীন মহামেঘ, তুমি অতুলঘোরবজ্র তুমি গর্জ্জনকারী বারিবাহ, তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, তুমি অজেয়, [illegible] সর্ব্বভূতের জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু, তুমি আশ্চর্য্যভূত মহত্তত্ত্ব, তুমি রাজা, তুমি সুরোত্তম, তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি পরাৎপর পরদেব, তুমি অমৃত, তুমি পরমপূজিত সোমদেব, তুমি মুহূর্ত্ত, তুমি তিথি, তুমি লব, তুমি ক্ষণ, তুমি শুক্লপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কলা, তুমি কাষ্ঠা, তুমি ত্রুটি, তুমি সংবৎসর, ঋতু, মাস, দিন ও রজনী, তুমি উত্তর গিরিকাননযুক্ত-বসুন্ধরা, তুমি সূর্য্যযুক্ত নির্ম্মল আকাশমণ্ডল, তুমি তিমি, তিমিঙ্গিল মীনমকরাদি বিবিধ জলচরাবৃত ঊর্ম্মিমান্ মহাসাগর, তুমি মহাযশা, এই নিমিত্তই প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রফুল্লান্তঃকরণে সর্ব্বদা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তুমি মঙ্গলের নিমিত্ত যজ্ঞে স্তুত হইয়া বষট্‌কৃত ঘৃত ও সোমরস পান করিয়া থাক। হে অতুলবলশালিন্! বিপ্রগণ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা তোমার উদ্দেশে যাগ করিয়া থাকেন; এবং নিখিল বেদাঙ্গেই তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই যাগপরায়ণ দ্বিজেন্দ্রগণ সর্ব্বপ্রযত্নে বেদাঙ্গের মীমাংসা করিয়া থাকেন

আদিপর্ব্বে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, কদ্রু এই প্রকার স্তব করিলে ভগবান্ জীমূতবাহন নীলজীমূতনিবহে সমস্ত আকাশমণ্ডল আবৃত করিলেন এবং মেঘগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা উত্তমরূপে জলবর্ষণ কর। মেঘগণ বিদ্যুন্মালায় সমুজ্জ্বল হইয়া পরস্পর

অতিশয় গর্জ্জনপূর্ব্বক প্রভূতবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাদ্ভুত মহারব জলদগণ অসীম তোয়রাশি বর্ষণ করাতে আকাশ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যুৎপবন-কম্পিতমেঘ-স্তনিতরূপ বাদ্যধ্বনি সহকারে অসংখ্য ধারাতরঙ্গে আকাশও যেন নৃত্য করিতে লাগিল এবং জলদকুল হইতে নিরন্তর জলধারা নিপতিত হওয়াতে অম্বরতল চন্দ্রসূর্য্য-বিহীনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেবরাজ বর্ষণ করিলে সর্পগণ অসীম আনন্দ লাভ করিল; মহীমণ্ডল সলিল-সমূহে পরিপূরিত হইল; শীতল নির্ম্মল জল, পাতাল-তলপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ভূরি ভূরি বারি-তরঙ্গে পৃথিবী আচ্ছাদিত। হইলে ভুজঙ্গগণ জননীর সহিত রমণীয়কদ্বীপে চলিল।

আদিপর্ব্বে ষড়্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সৌতি কহিলেন, অনন্তর গরুড়ারূঢ় সর্পগণ জলধারায় আপ্লুত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনতিবিলম্বে রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল। মকরগণের আবাস ভূমি ও বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক-বিনির্ম্মিত সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া নাগগণ প্রথমত ভীষণাকৃতি লবণ-জলধি সন্দর্শন করিল;" পরে গরুড়ের সহিত মনোরম-কাননে প্রবেশ করিল। ঐ কানন নিরন্তর সাগর-সলিলে অভিষিক্ত ও বিবিধ বিহঙ্গকুল-কোলহলে শব্দায়মান এবং বিচিত্র ফলপুষ্প-যুক্ত বনরাজিসমাকীর্ণ, সুরম্যহর্ম্ম্য ও রাজীবরাজি-বিরাজিত জলাশয় এবং প্রসন্নসলিলপূর্ণ-দিব্য হ্রদ-সমূহে সুশোভিত হইয়াছে; ঐ বনে বিশুদ্ধ সুগন্ধ গন্ধবাহ মন্দ মন্দ বহিতেছে, বায়ুকর্ত্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত অত্যুচ্চ সুশোভিত চন্দনবৃন্দ, পুষ্পবর্ষণ করিয়া অসীম শোভা সম্পাদন করিতেছে; বিবিধ পাদপ হইতে কুসুম সমস্ত বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তত্রস্থ সর্পগণের উপর পুষ্পবর্ষণ হইতেছে; ঐ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রিয়, মধুমত্ত-মধুব্রতমণ্ডলী-গুঞ্জিত, মনোজ্ঞদর্শন, দিব্য, বিশুদ্ধ ও রমণীয় কাননের সর্ব্বজনমনোহর-শোভা সন্দর্শন করিলে সকলেরই মনে আনন্দপ্রবাহ উত্থিত হইতে থাকে, ঐ বিবিধ বিহঙ্গকুলকূজিত রমণীয় কানন, কদ্রুপুত্র পন্নগগণের প্রীতিজনক; অতএব তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিতে লাগিল, এবং মহাবীর্য্যপতঙ্গরাজকে কহিল, "হে খেচর! তুমি আকাশ-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ দেশ দেখিতে পাও, অতএব যেখানে নির্ম্মল সলিল ও রমণীয় স্থান আছে, এরূপ আর এক দ্বীপে আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া চল।" তচ্ছ্রবণে গরুড় কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বিনতাকে কহিলেন, 'হে মাতঃ! আমি কি নিমিত্ত সর্পের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব?" গরুড় এরূপ কহিলে বিনতা, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাবল মহাবীর্য্য গগন-বিহারি-স্বতনয় গরুড়কে কহিলেন, "হে বিহঙ্গরাজ! আমি সর্পগণকৃতছলদ্বারা মিথ্যাপণে পরাজিতা হইয়া দুর্দ্দৈববশত সপত্নীর দাসী হইয়াছি।" গরুড়মাতা, দাসী হইবার কারণ ব্যক্ত করিলে গগনবিহারী গরুড় মাতৃদুঃখে দুঃখিত হইয়া সর্পগণকে কহিলেন, হে লেলিহগণ! আমি কি বস্তু আহরণ করিলে, কি বিষয় জানিয়া আসিতে পারিলে, কিরূপই বা পৌরুষ প্রকাশ করিলে, তোমাদের দাস্য হইতে মুক্ত হইতে পারি; তোমরা তাহা সত্য করিয়া বল। উগ্রশ্রবা কহিলেন, সর্পগণ গরুড়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে খেচর! তুমি বলদ্বারা অমৃত আহরণ কর, তাহা হইলেই দাস্য হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

আদিপর্ব্বে সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, গরুড়, সর্পগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! আমি অমৃত আহরণার্থ গমন করিব, কিঞ্চিৎ আহার করিতে ইচ্ছা করি, কি আহার করিব বল। বিনতা কহিলেন, নির্জ্জনসমুদ্রমধ্যে নিষাদগণের উত্তম বাসস্থান আছে, তথায় সহস্র সহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অমৃত আহরণার্থ গমন কর; কিন্তু কদাচ ব্রাহ্মণ বধ করিতে অভিলাষ করিও না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য, যেহেতু তিনি অগ্নিতুল্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের গুরু; তিনি কোপিত হইলে অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শস্ত্রতুল্য হন, সাধুরা এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের সমাদর করিয়া থাকেন, হে বৎস! তুমি রোষপরতন্ত্র হইলেও কোনমতে ব্রাহ্মণবধ করিও না, কখন ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণও করিও না, হে অনঘ। ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম করেন, অগ্নি ও সূর্য্য সেরূপ ভস্ম করিতে পারেন না। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণকে সম্মান করিবে; ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের অগ্রজ, বর্ণশ্রেষ্ঠ পিতা এবং গুরু। গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! ব্রাহ্মণের কিরূপ রূপ, কিরূপ স্বভাব, কিরূপ পরাক্রম, তিনি কি অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান, অথবা সৌম্য-দর্শন? হে মাতঃ! যেসকল শুভলক্ষণদ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিজ্ঞাত হইতে পারিব, তাহা আমাকে হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক বল, আমি অগ্রে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। বিনতা কহিলেন, হে তনয়! যিনি তোমার ভক্ষণকালে কণ্ঠপ্রাপ্ত হইবামাত্র বড়িশের ন্যায় গললগ্ন হইবেন, ও জ্বলিতঅঙ্গার-সদৃশ দগ্ধ করিবেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে, তুমি ক্রুদ্ধ হইলেও কদাচ ব্রহ্মহত্যা করিও না। বিনতা অপত্যস্নেহে পুনর্ব্বার কহিলেন, "পুত্র! যিনি তোমার জঠরে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেই সুব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।" সর্পগণ কর্ত্তৃক প্রতারিতা পরমদুঃখার্ত্তা সাধুশীলা বিনতা, পুত্রের অতুল বিক্রম জানিয়াও পুত্রস্নেহ-প্রযুক্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে পুত্র! বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, অগ্নি তোমার মস্তক রক্ষা করুন, বসুগণ তোমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন। হে বৎস! আমিও এখানে থাকিয়া তোমার শান্তি ও স্বস্তি-পরায়ণা হইয়া মঙ্গল-চিন্তায় নিত্যনিরতা রহিলাম, তুমি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর মহাবল গরুড় জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মান হইলেন এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া সংহারকারি-দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় নিষাদগণের নিকটে উপনীত হইলেন। তাঁহার নিষাদসংহারার্থ অবতরণকালে গগনস্পর্শী রজোরাশি উড্ডীয়মান হইতে লাগিল, ঐ ধূলিবৃন্দ নিপতিত হওয়াতে সাগরসলিল শুষ্কপ্রায় হইল এবং তাঁহার অবতরণকালে সমীপস্থ পার্ব্বতীয় বৃক্ষসকল বিচলিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভুজঙ্গভোজী পক্ষিরাজ গরুড়, প্রকাণ্ড আনন বিস্তার পুরঃসর নিষাদগণের পথাবরোধ করিয়া থাকিলেন, নিষাদগণও ভয়ে তাঁহার মুখমধ্যেই

ত্বরাপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যেমন বনস্থ বৃক্ষগণ প্রবল বায়ুদ্বারা বিচলিত হইলে সহস্র সহস্র বিহঙ্গকুল ধূলি ও অনিল বেগে সমাকুল ও বিমোহিত আকাশে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে থাকে, তদ্রূপ নিষাদগণ গরুড়ের অতি বিস্তৃত আননমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরে শত্রুতাপন মহাবল বুভুক্ষাচঞ্চল বিহঙ্গবর, অসংখ্য-মৎস্যজীবিগণকে বিনাশপূর্ব্বক বদন আকুঞ্চন করিলেন।

আদিপর্ব্বে অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, নিষাদগণের সহিত এক সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় তাহা দগ্ধ করিতেছিলেন। গরুড় তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়া যাও, ব্রাহ্মণ নিয়ত পাপনিরত হইলেও আমার বধ্য নহেন। গরুড় এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে, আমার ভার্য্যা এই নিষাদী আমার সহিত নির্গতা হউক। গরুড় কহিলেন, যাবৎ আমার তেজে জীর্ণ না হও, তাহার মধ্যেই তোমার নিষাদীকে লইয়া ত্বরায় বহির্গত হও। উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত নিঃসৃত হইলেন এবং গরুড়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন। ভার্য্যার সহিত ব্রাহ্মণ নির্গত হইলে মনোজব পক্ষিরাজ আকাশে পক্ষপুট বিস্তীর্ণ করিয়া উৎপতিত হইলেন, পরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যথান্যায়ে সমুদায় কহিলেন। অমেয়াত্মা মহর্ষি কশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন, হে পুত্র! তোমরা ত কুশলে আছ? তোমার নিত্য ভোজন পর্য্যাপ্তরূপে হইয়া থাকে? এই ভূর্লোকে ত তোমার উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বহুপরিমাণে আছে? গরুড় কহিলেন, হে পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা নিত্যই কুশলে আছেন, আমিও কুশলে আছি বটে, কিন্তু আমার পর্য্যাপ্তভোজনপক্ষে নিত্যই অমঙ্গল। সম্প্রতি সর্পগণ আমাকে দুর্ল্লভ অমৃত আহরণার্থ প্রেরণ করিয়াছে, আমিও মাতার দাস্য বিমোচন করিতে অমৃত আহরণ করিয়া আনিব। মাতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি নিষাদগণকে ভক্ষণ করিও, কিন্তু সহস্র সহস্র নিষাদ ভক্ষণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইল না, অতএব হে ভগবন্! আপনি আরও কিরূপ ভক্ষণীয় বস্তু কোথা আছে উপদেশ করুন; যাহা আহার করিয়া অমৃত আহরণে সমর্থ হইতে পারি, হে প্রভো! আপনি আমার ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান বলিয়া দিউন। কশ্যপ কহিলেন, এই যে সরোবর দেখিতেছ, ইহা মহাপবিত্র ও দেবলোকেও বিখ্যাত, এখানে এক হস্তী অধোমুখ হইয়া কূর্ম্মরূপি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে কারণে উঁহাদের জন্মান্তরে শত্রুতা হইয়াছিল এবং উঁহাদের যত পরিমাণ, তাহার সমুদায় বিশেষতঃ কহিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে অতিকোপন এক মহর্ষি এবং সুপ্রতীক নামে তাঁহার এক মহাতপস্বী কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। সুপ্রতীকের এমত ইচ্ছা ছিল না যে, পৈতৃকধন একত্র থাকে, সুতরাং তিনি মধ্যে মধ্যে বিষয় বিভাগের উল্লেখ করিতেন। একদা বিভাবসু ভ্রাতৃজ সুপ্রতীককে কহিলেন, ভ্রাতঃ! অনেকেই মুগ্ধ হইয়া পৈতৃকধনবিভাগ করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু তাহার বিভক্ত হইলেই ধনমায়ায় মোহিত হইয়া পরস্পর বিরোধেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। স্বার্থপর ও অজ্ঞান ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ অংশ লইয়া পৃথক্ হইলেই অমিত্রগণ মিত্ররূপী হইয়া তাহাদিগের পরস্পর দ্বেষ জন্মাইয়া দিতে থাকে। পরে যখন তাহারা বদ্ধবৈর হয়, তখন শত্রুগণও ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকে, সুতরাং অনতিবিলম্বেই তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এই নিমিত্তই সাধুরা গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অনাবদ্ধ পরস্পরাভিশঙ্কি-ভ্রাতৃগণের পৃথক্ভাবের প্রশংসা করেন না, হে সুপ্রতীক! তুমি ভ্রাতৃভেদ করিয়া ধনাভিলাষ করিতেছ, এবং তোমাকে কোনমতেই নিবারণ করা যায় না, অতএব তুমি বারণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। সুপ্রতীক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, "তুমিও জলচর কচ্ছপ হইয়া জন্মিবে।" এইরূপে রোষদোষে পশুযোনি-প্রাপ্ত বিভাবসু ও সুপ্রতীক অর্থের নিমিত্ত মূঢ়বুদ্ধি হইয়া পরস্পরের শাপে গজ ও কচ্ছপ হইয়াছে। এই সরোবরেই সেই মহাবল গজকচ্ছপরূপী দুই ভ্রাতা অলৌকিক পরিমাণে ও বলে গর্ব্বিত হইয়া পূর্ব্ববৈরানুসারে পরস্পরের হিংসা করিয়া থাকে। ঐ দেখ, সেই সুন্দরমূর্ত্তি মহাগজ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইতেছে; উহার বৃংহিত শ্রবণমাত্রেই জলমধ্যস্থিত প্রকাণ্ড কচ্ছপ, সমস্ত সলিল আলোড়িত করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ঐ মহাবল গজও উহাকে দেখিবামাত্রই শুণ্ড কুণ্ডলাকার করিয়া দন্ত শুণ্ডাগ্র লাঙ্গুল ও চরণাদির বেগে মীন নিকরাকুলিত সরোবর বিক্ষোভিত করিয়া জলে অবতীর্ণ হইল; বিক্রমশালী কূর্ম্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছে। ঐ গজ পরিমাণে ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ! কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত এবং তাহার মণ্ডল দশ যোজন। এক্ষণে উহারা উভয়ে পরস্পরের বধবাসনায় ঘোরসংগ্রামে মত্ত আছে, অতএব তুমি শীঘ্র উহাদিগকে আহার করিয়া আপনার অভিলষিত কার্য্যসাধন কর, মহামেঘসদৃশ কচ্ছপ ও মহাগিরিতুল্য ঘোররূপ হস্তীকে ভক্ষণ করিয়াই অমৃত আনয়ন করিতে যাও। সূত কহিলেন, কশ্যপ এই কথা বলিয়া গরুড়কে এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, হে অণ্ডজ! দেবগণের সহিত যুদ্ধকালে তোমার মঙ্গল হইবে, পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এবং আর আর যে সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য আছে, তাহা তোমার মঙ্গলদায়ক হউক। যখন তুমি দেবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, যজ্ঞীয় বিশুদ্ধ ঘৃত, সমস্ত রহস্য ও অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদ তোমার বলপ্রদান করুন। কশ্যপঋষি এইরূপ কহিলে গরুড় তথা হইতে গিয়া অদূরে সেই বিবিধ বিহঙ্গকুলসমাকুল প্রসন্নসলিলযুক্ত সরোবর দেখিতে পাইলেন। পরে মহাবেগ বিহঙ্গম পিতৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক একনখে গজ ও এক নখে কচ্ছপ গ্রহণ করিয়া অতি উচ্চ আকাশে উড্ডীন হইলেন এবং তিনি স্থান অন্বেষণপূর্ব্বক সুমেরুশৃঙ্গে গমন করিয়া দেববৃক্ষগণসমীপে উপনীত হইলেন। দিব্য কনকাচলস্থ বৃক্ষগণ পক্ষীর পক্ষপবনে আহত হইয়া ভগ্ন হইবার ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। গরুড় অভীষ্ট-ফলদায়ক বৃক্ষগণকে কম্পিত কলেবর দেখিয়া অন্যান্য অতুলরূপ প্রকাণ্ডাকৃতি, বৈদূর্য্যমণি-ময় শাখা-সুশোভিত, কাঞ্চনময় ও রজতময়, ফলরাজি-বিরাজিত, সাগর-সলিলে পরিপ্লুত ও শোভাযুক্ত মহাদ্রুমগণের

## ৩। গরুড় ও গজ-কচ্ছপ।



এইরূপ চিন্তা করিয়া বীরবর খগপতি নখদ্বারা দৃঢ়রূপে গজকচ্ছপ ধারণ করিয়া ঋষিগণের বিনাশভয়ে সেই শাখাও চঞ্চুপুটে ধারণ করিলেন। (৩৩ পৃষ্ঠা।)

নিকটে গমন করিলেন। সেখানে অতিপুরাতন বৃহদাকার এক বটবৃক্ষ, মনের ন্যায় দ্রুতগামি বিহঙ্গরাজকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, গরুড়! তুমি আমার শতযোজন বিস্তীর্ণ এই যে এক মহাশাখা দেখিতেছ, ইহাতে বসিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর। অনন্তর মহীধর-সদৃশ বৃহদাকার বেগবান্ বিহঙ্গরাজ অবতীর্ণ হইবামাত্র সহস্র সহস্র বিহঙ্গকুল-নিষেবিত সেই বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল এবং অবিরল পত্রসমূহযুক্ত সেই শাখাও ভগ্ন হইল।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বলবান্ গরুড় চরণদ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইলে তিনি তাহা ধারণ করিয়া রাখিলেন। পরে বিস্ময়পূর্ব্বক সেই ভগ্ন মহাশাখা নিরীক্ষণ করত দেখিলেন যে, তাহাতে বালখিল্য ঋষিগণ অধোমুখে লম্বমান আছেন। তপস্যারত লম্বমান-ব্রহ্মর্ষিগণকে দেখিয়া বিহঙ্গরাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "ঋষিগণ এই শাখায় লম্বমান আছেন, যাহাতে হত না হন তাহা করিতে হইবে; যদ্যপি শাখা পতিত হয়, তাহা হইলে ইঁহাদের প্রাণবিয়োগ হইবে।" এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক বারবার খগপতি নখদ্বারা দৃঢ়রূপে গজকচ্ছপ ধারণ করিয়া ঋষিগণের বিনাশভয়ে সেই শাখাও চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া বিস্ময়াকুলিত-চিত্তে তাঁহার 'গরুড়' এই নাম রাখিলেন; যেহেতু ঐ পন্নগভোজী বিহঙ্গরাজ গুরুভার বহন করিয়া উড্ডীন হইয়াছেন। অনন্তর গরুড় পক্ষপবনদ্বারা অচলকুল বিচলিত করিয়া অনতিবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে বালখিল্যগণের রক্ষার নিমিত্ত শাখা এবং গজকচ্ছপ লইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কোনখানেই তদুপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর তিনি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে গমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত স্বজনক কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন। ভগবান্ কশ্যপও সেই তেজোবীর্য্যবল-সম্পন্ন, মন ও বায়ুর তুল্য বেগবিশিষ্ট, দিব্যাকৃতি, শৈলশৃঙ্গসদৃশ, উদ্যতব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ, অচিন্তনীয়, অদ্ভুত বিকটাকার, ভীষণমূর্ত্তি, মহাবীর্য্যশালী, সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য রৌদ্রমূর্ত্তি, দেব দানব রাক্ষসগণেরও অধৃষ্য ও অজেয়, গিরিশিখর-বিদারক, সমুদ্রসলিল-শোষক, ত্রিলোকলোক-দলনক্ষম, ঘোরকৃতান্ত-সদৃশ ভীষণদর্শন-বিহঙ্গকে সমাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে পুত্র! সাবধান, সাহস করিও না, যেন সদ্যই যাতনা প্রাপ্ত হইতে না হয়, মরীচিপ বালখিল্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যেন তোমাকে দগ্ধ না করেন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর কশ্যপ, পুত্রের নিমিত্ত তপোবলে নিষ্পাপ মহাভাগ্য বালখিল্য-মুনিগণকে প্রসন্ন করিলেন ও কহিলেন, হে তপোধনগণ! গরুড় লোকহিতের নিমিত্ত যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছে এবং যে মহৎকার্য্য করিতে অভিলাষ করে, আপনারা তৎকর্ম্ম সাধনে উহাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। উগ্রশ্রবা কহিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এরূপ কহিলে বালখিল্য-মুনিগণ সেই শাখা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত সুপবিত্র-হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে বিনতানন্দন, শাখা-ব্যাকুলিতমুখে অস্পষ্ট বচনে কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি এই বৃক্ষশাখা কোথায় পরিত্যাগ করিব, কোথায় বা মনুষ্যবর্জ্জিত দেশ আছে, তাহা আমাকে বলিয়া দিউন। তচ্ছ্রবণে কশ্যপ, হিমাচ্ছাদিতকন্দর, মনোদ্বারাও অন্যের অগম্য, নির্ম্মনুষ্য এক পর্ব্বত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাপক্ষী তার্ক্ষ্য সেই অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উদ্দেশে গজকচ্ছপ ও ঐ শাখা লইয়া অতিবেগে গমন করিলেন। বিনতাতনয় যে মহতী বৃক্ষশাখা লইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহা একশত-গোচর্ম্মনির্ম্মিত একাবলী রজ্জুদ্বারাও বেষ্টন করিতে পারা যায় না। অনন্তর পতগেশ্বর গরুড়, শতসহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বেই পিতৃনির্দ্দিষ্ট সেই ভূধরে উপনীত হইয়া মহাশব্দ-পূর্ব্বক সেই মহাশাখা পরিত্যাগ করিলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে আহত হইয়া সেই শৈলরাজ কম্পিত হইল, এবং তত্রত্য বৃক্ষগণ উন্মূলিত হইয়া পতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। মণি-কাঞ্চন-চিত্রিত যে সকল শিখর শিখরীকে বিভূষিত করিয়াছিল, তৎসমস্ত বিশীর্ণ হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বৃক্ষগণ সেই মহাশাখাকর্ত্তৃক অভিহত হইয়া প্রচলিত কাঞ্চনময় কুসুমদ্বারা বিদ্যুন্মালাযুক্ত মেঘের ন্যায় পরম শোভা প্রাপ্ত হইল। সুবর্ণ-বর্ণ বৃক্ষ সকল ভূমিতে পতিত ও ধাতুরাগে লিপ্ত হইয়া প্রাতঃকালীন সূর্য্য-কিরণে প্রতিরঞ্জিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর বিহঙ্গরাজ গরুড় পর্ব্বতের শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া সেই গজ ও কচ্ছপ উভয়কেই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই কূর্ম্ম ও কুঞ্জর ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মহাবেগে উড্ডীয়মান হইলেন। গরুড় আকাশপথে যাত্রা করিলে দেবগণের ভয়-সূচক উৎপাত হইতে আরম্ভ হইল। দেবরাজের প্রিয়তম বজ্র ভয়ে প্রচলিত হইয়া উঠিল; আকাশ হইতে সধূম শিখাবিশিষ্ট উল্কাপিণ্ড অজস্র পতিত হইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে দেবাসুরের সংগ্রামেও হয় নাই; বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য সমস্ত দেবগণের স্ব স্ব অস্ত্রসকল পরস্পর উপদ্রব করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে নির্ঘাত বায়ু বহন করিতে আরম্ভ করিল; সহস্র সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইতে থাকিল; এবং মেঘশূন্য [illegible] আকাশ মহাশব্দপূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল; যিনি দেবগণের দেব, তিনিও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন; দেবগণের মাল্যসকল ম্লান ও তেজোরাশি বিনষ্ট হইল; ঘোরতর উৎপাত-ঘনঘটা প্রচুরপরিমাণে শোণিত-বর্ষণ করিতে লাগিল; রজোবৃন্দ উড্ডীয়মান হইয়া দেবগণের মুকুট মলিন করিল। অনন্তর ঐ সমস্ত দারুণ উৎপাত-দর্শনে ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্ত দেবরাজ শতক্রতু দেবগণের সহিত একত্র হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে ভগবন্! কি নিমিত্ত সহসা এই ঘোর উৎপাত উপস্থিত হইল? এমত কোন শত্রু ত দেখিতে পাই না, যে, আমাদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে। বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ শতক্রতো! তোমার অপরাধ ও অনবধানতা-প্রযুক্ত মহাপ্রভাব বালখিল্য-মহর্ষিগণের তপোবলে বিনতাগর্ভে সম্ভূত কশ্যপতনয় কামরূপী বলবান্ পতঙ্গরাজ অমৃত হরণ করিতে আসিতেছে। সে অতিশয় শক্তিশালী, বোধ হয় অমৃতহরণে সমর্থ হইবে, ঐ বিহঙ্গমে কিছুই অসম্ভাবিত নহে, অনায়াসেই অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। উগ্রশ্রবা কহিলেন, ইন্দ্র, গুরু-বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকগণকে কহিলেন, দেখ, মহাবল

রিক্রান্ত পক্ষী অমৃত হরণে উদ্যত হইয়াছে, একারণ তোমা-দিগকে সতর্ক করিতেছি, যেন সে বলপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে, বৃহস্পতি কহিয়াছেন, "ঐ পক্ষী অতুল বলসম্পন্ন।" অমৃতরক্ষক দেবগণ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক অমৃত বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, প্রভাবশালী দেবরাজও তথায় বজ্রহস্তে অবস্থিতি করিলেন। মনস্বী সুরগণও সর্ব্বগাত্রে বিচিত্র, সুবর্ণময় মহামূল্য বৈদূর্য্যমণি-খচিত কবচ ধারণ-পূর্ব্বক দৃঢ়শোভমান চর্ম্ম এবং ঘোররূপ অসংখ্য নানাবিধ শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র শস্ত্রসকল উদ্যত করিয়া ধূমস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখাযুক্ত চক্র, পরিঘ, ত্রিশূল, পরশু, বিবিধ তীক্ষ্ণশক্তি, নির্ম্মল করবাল ও স্ব স্ব দেহের অনুরূপ উগ্রদর্শন গদাগ্রহণ-পূর্ব্বক নানাবিধ দিব্যাভরণ ও দেদীপ্যমান-অস্ত্র সমূহে বিভূষিত হইয়া রহিলেন। অনুপমবলবীর্য্য সম্পন্ন, পাপস্পর্শ-শূন্য, অসুরপুর-বিদারক, সমিদ্ধ অগ্নিতুল্য, তেজোরাশি-রাজিত সমস্ত সুরগণ, মনঃসংযোগপূর্ব্বক অমৃত রক্ষা করিতে নিযুক্ত থাকিলেন। ঐ পরিঘ-সহস্র-সমাকুল রণস্থলীও সূর্য্যকিরণ-প্রকাশিত বিগলিত-আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শৌনক কহিলেন, হে সূততনয়! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও কিরূপ প্রমাদ হইয়াছিল; এবং গরুড়ই বা কিরূপে বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন; দ্বিজরাজ-কশ্যপেরই বা কিরূপে পক্ষিরাজ পুত্র উৎপন্ন হইল ও ঐ পুত্র কিরূপেই বা কামচারী, কামবীর্য্য, দুর্দ্ধর্ষ ও সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য হইয়া উঠিল; ইহা যদ্যপি পুরাণে বর্ণিত থাকে তবে কীর্ত্তন কর, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা পুরাণেরই বিষয়, আমি এসমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেন, তখন দেবগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার যজ্ঞের সাহায্য করিয়াছিলেন। কশ্যপ যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণার্থ ইন্দ্র ও বালখিল্যমুনিগণ এবং অন্যান্য দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, স্বীয় শক্ত্যনুসারে পর্ব্বতপ্রমাণ কাষ্ঠভার উত্তোলন করিয়া অক্লেশে আনয়ন করিতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে দেখিলেন যে, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ খর্ব্বাকৃতি ঋষিগণ একত্র মিলিত হইয়া একটি পলাশবৃন্তমাত্র বহন করিয়া অতিক্লেশে আগমন করিতেছেন। ঐ নিরাহার-শীর্ণ কলেবর তপোধনগণ তপস্যাদ্বারা এরূপ দুর্ব্বল যে, গোষ্পদস্থ জলেও মগ্ন হইয়া ক্লিশ্যমান হইতেছেন। বলদর্পিত পুরন্দর সেই সমস্ত ঋষিগণকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উপহাস পূর্ব্বক লঙ্ঘন করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। তাহাতে মহাতপা বালখিল্য-ঋষিগণ অতিশয় দুঃখিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শৌনক! আপনি শ্রবণ করুন। সেই যতব্রত ঋষিগণ "আমাদের ব্রত ও তপস্যার ফলে অদ্য কামবীর্য্য, কামচারী দেবরাজের ইন্দ্রের ভয়জনক এক মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, হে ভয়জনক, ইন্দ্র হইতে শতগুণ শৌর্য্য বীর্য্য-সম্পন্ন, মনোজব উগ্রমূর্ত্তি অপর এক ইন্দ্র দেবলোকে উৎপন্ন হউক," এই কামনায় উচ্চাবচমন্ত্র দ্বারা যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবরাজ শতক্রতু ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং ব্রতপরায়ণ কশ্যপমুনির শরণাপন্ন হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ দেবরাজের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বালখিল্য ঋষিগণের নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনাদিগের ত কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে?" সত্যবাদী বালখিল্যগণ উত্তর করিলেন, "হাঁ হইয়াছে।" কশ্যপ প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! ইনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে ত্রিভুবনের ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনারাও দ্বিতীয় ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, কিন্তু ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা করা আপনাদিগের উচিত হয় না, হে সত্তমগণ! আপনাদের অভীষ্ট সঙ্কল্পও মিথ্যা করিতে অভিলাষ করি না, আপনারা যাহাকে ইন্দ্র করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই মহাবলবীর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি পক্ষিগণের ইন্দ্র হউক, দেবরাজ ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছেন, আপনারা ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। তপোধন বালখিল্যগণ, মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ প্রজাপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রজাপতে! আমরা সকলেই ইন্দ্রের উৎপত্তির নিমিত্ত এবং আপনার সন্তানোৎপাদনাভিলাষে এই যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছি, অতএব আপনিই আমাদের কর্ম্মফল প্রতিগ্রহ করিয়া যাহাতে ভাল হয়, তাহা করুন।

সৌতি কহিলেন, এই সময়ে শুভলক্ষণা কল্যাণী যশস্বিনী দক্ষকন্যা তপোরতা বিনতা, ঋতুস্নাতা ব্রতপরায়ণা ও শুচি হইয়া পুত্রকামনায় স্বামীর নিকটে গমন করিলেন, কশ্যপও তাঁহাকে কহিলেন, "হে দেবি! তুমি যাহা মানস করিয়াছ, তাহা সফল হইবে, আমার সঙ্কল্পে ও বালখিল্য-মুনিগণের তপঃপ্রভাবে তোমার গর্ভে মহাভাগ্য-সম্পন্ন ত্রিভুবনাধিপতি দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়া ত্রিলোকে পূজিত হইবে। ভগবান্ কশ্যপ পুনর্ব্বার বিনতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি অপ্রমত্তা হইয়া এই সুমহোদয়গর্ভ যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিও, যেহেতু এই লোকমান্য মহাবীর কামরূপী বিহঙ্গদ্বয় সমুদায় পক্ষিগণের উপর আধিপত্য করিবে। অনন্তর কশ্যপ প্রজাপতি প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে দেবরাজকে কহিলেন, হে পুরন্দর! তোমার সাহায্যকারী দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের হইতে তোমার কোন অনিষ্টই হইবে না, হে ইন্দ্র! তোমার সন্তাপ দূরীকৃত হউক, তুমিই চিরকাল ইন্দ্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু তুমি আর কখন ব্রহ্মবাদী, বাগ্‌জ্ঞ, ভূশকোপন, ব্রাহ্মণগণকে দর্পহেতুক অবজ্ঞা বা অপমান করিও না। কশ্যপ এরূপ কহিলে ত্রিদশনাথ শঙ্কারহিত হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। বিনতাও মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে আনন্দিতা হইলেন এবং সময় উপস্থিত হইলে অরুণ ও গরুড় এই দুই সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু অরুণ বিকলাঙ্গ হইয়া সূর্য্যের সারথ্য অবলম্বন করিলেন; গরুড় বিহঙ্গগণের ইন্দ্রত্ব-পদে অভিষিক্ত হইলেন। হে ভৃগুনন্দন! সেই পতগেন্দ্রগরুড়ের অদ্ভুত কর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণানন্তর দেবগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সুসজ্জ হইয়া থাকিলে পক্ষিরাজ গরুড় অতিবেগে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সুরগণ, মহাবল গরুড়কে দর্শন করিবামাত্র কম্পিত-কলেবর হইলেন, এবং ভয়ে ইতিকর্ত্তব্যতাজ্ঞান-শূন্য হইয়া আপনারাই সর্ব্বপ্রহরণ-দ্বারা

পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট অমেয়াত্মা মহাবীর্য্য বিশ্বকর্ম্মা অমৃতরক্ষা করিতেছিলেন, তিনি মুহূর্ত্তকাল পতগেন্দ্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পক্ষতুণ্ডনখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন পরে পক্ষিরাজ পক্ষপবনদ্বারা সুমহৎরজোরাশি উদ্ধৃত করিয় সমুদায় লোক আলোকশূন্য করিয়া ঐ ধূলিপটলদ্বারা দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। দেবগণ ধূলিরাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং অমৃতরক্ষকগণও তাহাতে অন্ধপ্রায় হইয় গরুড়কে দেখিতে পাইলেন না। বিহঙ্গরাজ এইরূপে ত্রিদশালয় আকুলিত করিলেন এবং পক্ষতুণ্ডপ্রহারদ্বারা দেবগণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, শীঘ্র পবনকে আদেশ করিলেন "হে মারুত! তুমি ত্বরায় এই রজোবৃষ্টি অপসারণ কর, তোমারই ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" তচ্ছ্রবণে বলবান্ বায়ু ত্বরায় রজোরাশি অপসারিত করিলেন, তাহাতে আকাশমণ্ডল অন্ধকার-শূন্য হইলে দেবগণ ঐ পক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। বলবান্ গরুড় দেবগণকর্ত্তৃক আহত হইয়া সর্ব্বভূতের ভয়োৎপাদন করত প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ঐ মহাবীর্য্য শত্রুনাশক-পক্ষিরাজ আকাশে উড্ডীয়মান হইলেন। কবচধারী ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবগণ অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান ও আপনাদিগের উপরিস্থিত গরুড়কে পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র, সূর্য্যসদৃশ-চক্রপ্রভৃতি নানা অস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। পক্ষিরাজ চতুর্দ্দিকে বিবিধ শস্ত্র প্রহার সহ্য করিয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, এক বারও বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত তেজোদ্বারা যেন সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে সেই প্রতাপবান্ বিনতানন্দন পক্ষ ও বক্ষঃস্থলের আঘাতদ্বারা দেবতাদিগকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিলেন। পতগেন্দ্র গরুড়কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত ও নখতুণ্ডাঘাতে ক্ষতবিক্ষত যুধ্যমান মহাতেজস্বী দেবগণ নিতান্ত কাতর হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিলেন। এবং সম্যক্‌রূপে পরাজিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ পশ্চাৎ দিকে অবলোকন করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্বদিকে, বসু ও রুদ্রগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয় উত্তরদিকে গমন করিলেন। অনন্তর পক্ষিরাজ গরুড়, অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলুক, শ্বসন, নিমিষ, প্ররুজ, পুলিন, এই সকল মহাবীরের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয়কালে পিনাকপানি ক্রুদ্ধ হইয়া পিণাকদ্বারা সমস্ত সংহার করেন, সেইরূপ শত্রুমর্দ্দন বিনতানন্দন পক্ষনখতুণ্ডদ্বারা ঐ সকল বীরকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। মহাবল মহোৎসাহ সেই সমস্ত সুরগণ সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়া রুধিরবর্ষি-মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পতগশ্রেষ্ঠ গরুড় ঐ সমস্ত বীরকে আহত করিয়া অমৃত আনয়নার্থ গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, অগ্নি অমৃতের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ঐ অগ্নির শিখাসমস্ত সর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে, বোধ হয়, যেন ঐ শিখা প্রচণ্ডসমীরণে সঞ্চালিত হইয়া দিবাকরকেও দগ্ধ করিতেছে। তদ্দর্শনে বেগবান্ মহাত্মা শত্রুতাপন কামরূপী গরুড় গিয়া, অষ্টসহস্র একশত মুখ ধারণপূর্ব্বক সেই সমস্ত মুখে তাবৎসমস্ত নদীর জল পান করিয়া পুনর্ব্বার মহাবেগে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই সমস্ত নদী দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিলেন এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াই অমৃত আহরণার্থ প্রবেশ [illegible] অতি ক্ষুদ্রতর কলেবর ধারণ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

উগ্রশ্রবা কহিলেন, গরুড়, কিরণাবলী-বিরাজিত সুবর্ণময় ঐ শরীর ধারণ করিয়া জল প্রবাহ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ন্যায় বলপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, প্রজ্বলিতপ্রভাকরতুল্য, ঘোরভীষণ, লৌহময়, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক চক্র অমৃতের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। দেবগণ, অমৃত হরণেচ্ছু-ব্যক্তিদিগের ছেদনার্থ ঐ ঘোররূপ যন্ত্র-নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিহঙ্গরাজ ঐ যন্ত্রমধ্যে যৎকিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ-স্থান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরীর সঙ্কুচিত করিয়া অরমধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে দেখিলেন যে, প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ দেদীপ্যমান, বিদ্যুন্মালার ন্যায় চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্ট, মহাবীর্য্য, দীপ্তবদন, দীপ্তলোচন, দৃষ্টিবিষ, মহাঘোর, সর্ব্বদাই রোষপরবশ, অতিশয় বলশালী, সদাসংরক্ত-নয়ন, নিত্যনির্নিমেষ-লোচন, ভীষণ ভুজঙ্গদ্বয় অমৃতরক্ষার্থ নিয়ত নিযুক্ত আছে। সেই দুই সর্পবরের মধ্যে অন্যতর সর্প যাহার প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মরাশি হইয়া যায়। বিনতানন্দন গরুড় সহসা ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ঐ সর্পদ্বয়ের নয়ন আচ্ছাদিত করিলেন ও নভোমণ্ডল হইতে অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদের শরীরে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অমৃতের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত সেই বিনতা-তনয় যন্ত্র উন্মথিত করিয়া অমৃতকুম্ভ উত্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং পান না করিয়াই গ্রহণ করত বহির্গমনান্তে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন, এবং এতাদৃশ যুদ্ধাদিতেও পরিশ্রান্ত না হইয়া প্রভাকর প্রতিরোধ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে আকাশপথে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নারায়ণ তাঁহার অমৃতপানে লোভশূন্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে খেচর! তুমি বর প্রার্থনা কর। বিহঙ্গরাজ কহিলেন, আমাকে এই বর দাও যে, আমি তোমার উপরে অবস্থিতি করি এবং পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন যে, আমি অমৃতপান না করিয়াও যেন অজর ও অমর হইতে পারি, বিষ্ণু "তথাস্তু" এই কথা বলিলেন। বিনতানন্দন গরুড় বরদ্বয় গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, তুমিও কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি। বিষ্ণু, মহাবলবীর্য্য-সম্পন্ন গরুড়ের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, "তুমি আমার বাহন হও।" পরে ভগবান্ নারায়ণ উপরে রাখিবার নিমিত্ত গরুড়কে ধ্বজায় থাকিতে কহিলেন। গরুড়, দেবদেব নারায়ণকে "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুকে পরাভবপূর্ব্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র, পক্ষিরাজ গরুড়কে অমৃতহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তদুপরি বজ্রনিক্ষেপ করিলেন। পতঙ্গরাজ গরুড়, বজ্রদ্বারা আহত হইয়া সহাস্যবদনে মধুরবাক্যে দেবরাজকে কহিলেন, 'হে শতক্রতো! যে ঋষির অস্থির দ্বারা বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার সম্মানরক্ষার নিমিত্ত এবং তোমার ও তোমার বজ্রের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি

ইহারও অন্ত পাইবে না, দেখ, তোমার এই বজ্রপ্রহারে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও বেদনা বোধ হয় নাই।" পক্ষিরাজ এই কথা বলিয়া একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সকলে সেই পরিত্যক্ত মনোহর পক্ষের পরম সৌন্দর্য্য দেখিয়া গরুড়ের "সুপর্ণ" এই নাম রাখিলেন। সহস্রাক্ষ পুরন্দর, সেই মহদাশ্চর্য্য অবলোকন করিয়া "এই পক্ষী সামান্য নহে, নিশ্চয়ই এক মহাপ্রাণী হইবে" ইহা মনে করিয়া কহিলেন, হে খগোত্তম! তোমার কত বল তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং তোমার সহিত চিরকাল সখ্যস্থাপন করিতে আমার বাসনা হইতেছে।"

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ পুরন্দর! তুমি আমার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই হইবে। আমার বল অসহ্য ও অতি মহৎ, হে শতক্রতো! পণ্ডিতেরা আপনার বলের প্রশংসা বা আত্মগুণকীর্ত্তন করেন না, হে মিত্র! তুমি সখা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত বলিব নতুবা অকারণে আপনার প্রশংসাযুক্ত-বাক্য বলা অকর্ত্তব্য। আমি একপক্ষদ্বারা নগ নগর বন উপবন সাগরসলিল-সমেত পৃথিবীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারি, তুমিও যদ্যপি ঐ পক্ষে উপবিষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলেও আমার ক্লেশবোধ হয় না, অধিক কি, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুবন একত্র করিয়া এককালে বহন করিলেও আমি পরিশ্রান্ত হই না; এতদূরপর্য্যন্ত আমার বল আছে। উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে শৌনক! সর্ব্বলোকহিতৈষী প্রভু, কিরীটধারী, শ্রীমান্ দেবরাজ, বীরবর-গরুড়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গরুড়! তুমি যাহা যাহা কহিলে, সকলই তোমাতে সম্ভবে, এক্ষণ তুমি আমার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন কর এবং যদি তোমার অমৃতে প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ইহা আমাকে প্রদান কর, তুমি যাহাদিগকে অমৃত দান করিতে মানস করিয়াছ, তাহারা সর্ব্বদা আমাদের অনিষ্টাচরণ করে। গরুড় কহিলেন, আমি কোন বিশেষকারণে অমৃত লইয়া যাইতেছি, কিন্তু কাহাকেও এই অমৃত পান করিতে দিব না। হে ত্রিদিবেশ্বর সহস্রাক্ষ! আমি এই অমৃতকুম্ভ লইয়া যেখানে রাখিব, তুমি তথা হইতে তৎক্ষণাৎ ইহা হরণ করিয়া আনয়ন করিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে অণ্ডজদ্বিজরাজ! তোমার এই বাক্যে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি আমার নিকটে যে বর ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর। উগ্রশ্রবা কহিলেন, এই বাক্য শ্রবণানন্তর গরুড় কদ্রুপুত্রগণের আচরণ স্মরণ করিয়া এবং মাতার দাস্যের হেতুভূত কদ্রুকৃত ছল স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি সকল বিষয়ে সমর্থ হইয়াও তোমার নিকটে অর্থিতা স্বীকার করিতেছি; হে শক্র! মহাবল সর্প সকল আমার ভক্ষ্য হউক। দানবসূদন ইন্দ্র, 'তথাস্তু' বলিয়া যোগীশ্বর দেবদেব মহাপ্রভাব-হরির নিকটে গিয়া তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। হরি, গরুড়োক্ত সমস্ত বিষয়ের অনুমোদন করিলে ভগবান্ ত্রিদশনাথ গরুড়কে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি অমৃত নিক্ষিপ্ত করিলেই আমি উহা হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর গরুড় তৎক্ষণাৎ জননীর নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সর্পগণকে কহিলেন, হে পন্নগগণ! আমি তোমাদিগের নিমিত্ত এই অমৃত আনয়ন করিয়াছি এবং ইহা কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা স্নান ও মঙ্গলাচরণ করিয়া অমৃতপান কর। তোমরা সকলে একত্র হইয়া যেরূপ কহিয়াছিলে, আমি তাহাই সম্পন্ন করিয়াছি, অতএব অদ্য প্রভৃতি আমার মাতা দাস্য হইতে মুক্ত হউন। তচ্ছ্রবণে সর্পগণ গরুড়কে "তথাস্তু" বলিয়া বিনতার দাস্যমোচন করিয়া স্নান করিতে গমন করিল, এই অবকাশে ইন্দ্রও অমৃতকুম্ভ গ্রহণ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। সর্পগণ প্রফুল্লচিত্তে স্নান জপ ও মঙ্গলাচরণ করিয়া অমৃতপান করিবার নিমিত্ত যেখানে কুশাসনোপরি অমৃতকুম্ভ স্থাপিত ছিল, সেই স্থানে আগমন করিয়া দেখিল যে, অমৃতকুম্ভ অপহৃত হইয়াছে, তখন তাহারা ভাবিল, "আমরা যেরূপ ছলপূর্ব্বক বিনতাকে দাসীত্বে নিয়োগ করিয়াছিলাম, গরুড়ও সেইরূপ প্রতারণা করিয়াই তাহার দাস্যমোচন করিয়াছে।" পরে সর্পগণ কুশাসনে অমৃত স্থাপিত ছিল বলিয়া, ঐ কুশ সকল অবলেহন করিতে লাগিল, তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা দ্বিধাকৃত হইল। অমৃতস্পর্শ হওয়াতে কুশও পবিত্র হইল। মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতহরণ ও প্রত্যাহরণ করিয়া সর্পগণকে দ্বিজিহ্ব করিলেন। অনন্তর ঐ সুপর্ণ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে মাতার সহিত সেই কাননে বাস করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত সর্পগণকর্ত্তৃক পরমপূজিত ও ভুজঙ্গভোজী হইয়া অনন্যসাধারণ-কীর্ত্তিদ্বারা জননীর আনন্দ-সন্দোহ সংবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। যে নর ব্রাহ্মণ সভায় এই উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি, বিহঙ্গরাজ মহাপ্রভাব-গরুড়ের চরিত্র-কীর্ত্তন-জনিত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া নিঃসন্দেহ দেবলোকে গমন করেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! মাতৃকর্ত্তৃক সর্পগণের শাপ ও অরুণকর্ত্তৃক বিনতার শাপ, এতদুভয়েরই কারণ তুমি বর্ণন করিলে এবং স্বামী হইতে কদ্রু ও বিনতার বরপ্রাপ্তি বর্ণনাপূর্ব্বক বিনতাপুত্রদ্বয়ের নামও নির্দ্দেশ করিয়াছ, পরন্তু হে সূততনয়! সর্পগণের নামোল্লেখ কর নাই, অন্তত প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্ত্তন কর, আমাদের তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হইয়াছে। উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে তপোধন! সর্পগণের বহু প্রযুক্ত সকলের নাম কীর্ত্তন করিব না, তবে প্রধান প্রধান সর্পের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সর্ব্ব প্রথমে শেষনাগ জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তর বাসুকি জন্মেন, তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালকেয়, মণিনাগ, পূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনিল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, সুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর কালীয়ক, বৃত্ত, সম্বর্ত্তক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজা, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাশন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্ক্কর, অকর্ক্কর, কুণ্ডোদর ও মহোদর, এই সকল প্রধান প্রধান নাগ কীর্ত্তিত

হইল, হে দ্বিজসত্তম! বাহুল্যভয়ে অন্য সকল সর্পের নাম নির্দ্দেশ করিলাম না। হে তপোধন! ইহাদের পুত্রপৌত্রাদিও অসংখ্য, তন্নিমিত্ত তাহাদের কথাও বলিলাম না, বস্তুত বহু সহস্র, বহু অযুত, বহু অর্ব্বুদ নাগ আছে, সে সকলের সংখ্যাও করা যায় না।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

শৌনক কহিলেন, হে বৎস! তুমি দুর্দ্ধর্ষবীর্য্যশালি-সর্পগণের কথা কহিলে, পরন্তু তাহারা যে মাতৃশাপ শ্রবণ করিয়া পরিশেষে কি করিয়াছিল, তাহা বল। উগ্রশ্রবা কহিলেন, তখন সর্পগণের মধ্যে মহাযশস্বী ভগবান্ শেষনাগ কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া গন্ধমাদন, বদরিকা, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমালয়-প্রভৃতি সমুদায় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন করত তপোনিরত, ব্রতপরায়ণ, একান্তশীল, জিতেন্দ্রিয় ও বায়ুভক্ষ হইয়া ঘোরতপস্যা করিতে লাগিলেন। জটাচীরধারী হইয়া ঘোরতপস্যা করিতে করিতে তাঁহার মাংস ত্বক্ ও স্নায়ু পরিশুষ্ক হইল। পরে পিতামহ ব্রহ্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে অবিচলিত-ধৈর্য্যসহকারে তপস্যা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে শেষ! তুমি এ কি করিতেছ? প্রজাগণের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা কর; হে অনঘ! তুমি তীব্রতপস্যাদ্বারা প্রজাগণকে তাপিত করিতেছ, হে শেষ! তোমার মনে কি অভিলাষ আছে, তাহা আমাকে বল। শেষ কহিলেন, আমার সকল সহোদর ভ্রাতাই মন্দবুদ্ধি, তাহাদের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব আপনি তাহাই অনুমতি করুন। তাহারা পরস্পর শত্রুর ন্যায় নিরন্তর বিদ্বেষ করে, তন্নিমিত্ত আমি এই মনে করিয়া তপস্যা করিতেছি, যেন পুনর্ব্বার আর তাহাদিগকে দর্শন করিতে না হয়। তাহারা সতত বিনতা ও তৎপুত্রের অনিষ্টাচরণ করে, আমাদের বৈমাত্র ভ্রাতা বিনতানন্দন গরুড়, স্বীয় জনক মহানুভাব-কশ্যপ-প্রজাপতির বরপ্রভাবে অতিশয় বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমার সহোদরেরা সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিয়া থাকে, অতএব আমি তপস্যাদ্বারা এই শরীরপাত করিব, যেন আর পরজন্মেও ঐ ভ্রাতৃগণের সহিত কোনমতে সংসর্গ করিতে না হয়। শেষ এই কথা কহিলে পিতামহ উত্তর করিলেন, হে শেষ! আমি তোমার সমস্ত ভ্রাতৃগণের ব্যবহার অবগত আছি, তোমার মাতার শাপে তাহাদের যে মহৎভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও জানি, কিন্তু পূর্ব্বেই তাহার প্রতীকার করা হইয়াছে, অতএব তুমি ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত শোক করিও না। হে শেষ! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে বরপ্রদান করিব, তোমার যাহা অভিরুচি হয় প্রার্থনা কর। হে পন্নগোত্তম! সৌভাগ্যক্রমে তোমার চিত্ত ধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব অশেষপ্রকারে তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়েই নিশ্চলা হউক। শেষ কহিলেন, হে দেব পিতামহ! প্রভো! আপনি আমাকে এই বরই প্রদান করুন যে, ধর্ম্মেতে শান্তিতে ও তপস্যাতে আমার মন রত হইয়া থাকুক; ইহাই আমার অভিপ্রেত। ব্রহ্মা কহিলেন, হে শেষ! আমি তোমার এই শান্তিগুণে প্রীত হইলাম, তুমি আমার আদেশানুসারে প্রজাগণের হিতের নিমিত্ত এই কর্ম্ম কর যে, নগ নগর বন উপবন সাগরসমেত এই পৃথিবীকে এমত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাক, যেন ইহা আর এক্ষণকার ন্যায় কোন মতে বিচলিতা না হয়। শেষ কহিলেন, হে দেব! আপনি বরপ্রদ, মহীপতি, ভূতপতি, প্রজাপতি ও জগৎপতি, অতএব যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি সেইরূপেই পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া রাখিব। হে প্রজাপতে! আপনি এই পৃথিবীকে আমার মস্তকের উপর তুলিয়া দিউন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভুজঙ্গরাজ! তুমি মহীমণ্ডলের নিম্নে গমন কর, পৃথিবী আপনিই তোমাকে বিবর প্রদান করিবেন, হে শেষ! তুমি এই ধরণীমণ্ডল ধারণ করিলে আমার মহৎ প্রিয় অনুষ্ঠিত হইবে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বাসুকির অগ্রজ সর্পশ্রেষ্ঠ প্রভু অনন্ত "তথাস্তু" বলিয়া গর্ত্তে প্রবেশপূর্ব্বক সসাগরা ধরাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা কহিলেন, হে ধার্ম্মিকবর নাগোত্তম শেষ! তুমি একাকী অনন্ত-ফণামণ্ডল দ্বারা এই অবনীকে যেরূপে ধারণ করিয়াছ, আমি ও ইন্দ্র ব্যতীত আর কেহই এমত স্থিররূপে ইহা ধারণ করিতে পারে না। উগ্রশ্রবা কহিলেন, প্রতাপশালী প্রভু অনন্ত ব্রহ্মার আদেশানুসারে তদবধি একাকী ধরণী ধারণ করিয়া পাতালতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ সুরশ্রেষ্ঠ পিতামহ, বিনতানন্দন সুপর্ণকে অনন্তের সাহায্য করিতে অনুমতি করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, পন্নগশ্রেষ্ঠ বাসুকিও মাতৃমুখ শাপশ্রবণ করিয়া কিরূপে সেই শাপবিমোচন হইবে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ঐরাবতপ্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মপরায়ণ ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুকি কহিলেন, হে নিষ্পাপ ভ্রাতৃগণ! জননী যে শাপপ্রদান করিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে, এক্ষণে আইস, সকলে মন্ত্রণা করিয়া যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাউক। দেখ, সকল শাপেরই অন্যথা হইতে পারে, কিন্তু মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই, বিশেষত অব্যয় সত্য ও অপ্রমেয় পিতামহের সমক্ষে এই শাপ প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাতেই আমার হৃৎকম্প হইতেছে, বোধ হয়, আমাদের নিঃসন্দেহ সর্ব্বনাশ উপস্থিত, নতুবা শাপপ্রদানকালে অব্যয় দেবদেব পিতামহ কি নিমিত্ত জননীকে প্রতিষেধ করিলেন না? অতএব আইস, অদ্য সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে সর্পগণের কুশল হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করি, এক্ষণে আর কালাতিপাতের সময় নাই। এস্থলে যে সকল সর্প উপস্থিত আছেন, সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, সুতরাং সকলে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলে অবশ্যই শাপমোচনের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যেমন পূর্ব্বকালে অগ্নি অন্তর্হিত হইলে দেবগণ তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য উপায় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যাহাতে জনমেজয়রাজার সর্পসত্র না হয়, অথবা নিষ্ফল হইয়া যায়, এমত কোন উপায় স্থির করা যাউক। উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর মন্ত্রণাবুদ্ধিবিশারদ কদ্রুতনয়েরা "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া অভিলষিত সিদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে মন্ত্রণাকালে কোন কোন সর্প কহিল, আমরা উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়া জনমেজয়ের নিকটে এই ভিক্ষা

করিব যে, তিনি সর্পসত্র না করেন। পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন সর্প কহিল; চল আমরা কেহ কেহ জনমেজয়ের নিকটে গিয়া তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে সকলবিষয়েরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন, তৎকালে যাহাতে সর্পসত্র না হয়, আমরা এইরূপই পরামর্শ দিতে থাকিব। রাজা জনমেজয় অতিশয় বুদ্ধিমান্, আমরাও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়মন্ত্রী হইয়া থাকিব, পরে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিব কি না? আমরা তখনই বলিব, না, মহারাজ! এমত কর্ম্ম করিবেন না, ঐ সত্রে দারুণ ভয়ানক অনেক দোষ আছে, জীবহিংসা করিলে পরলোকে নিরয়গামী হইতে হইবে এবং সর্পগণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাসমস্তকে দংশন করিয়া মারিবে; এইরূপ নানা হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহলোকে ও পরলোকে বিবিধ দোষ দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া যাহাতে যজ্ঞ হইতে না পায় তাহাই করিব। অথবা সর্পসত্র-বিধানজ্ঞ ও রাজকার্য্য-তৎপর যে ব্রাহ্মণ সেই সর্পসত্রের উপাধ্যায় হইবেন, কোন সর্প গিয়া তাঁহাকেই দংশন করিবে, দংশন করিলেই তিনি কালসদনে গমন করিবেন, সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তা উপাধ্যায় মরিলে আর যজ্ঞ হইবে না। যদ্যপি তৎপরে আর কোন সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি পুরোহিত হন, তবে তাঁহাকেও ঐরূপে দংশন করিব, তাহা করিলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইবে। অনন্তর ধর্ম্মিষ্ঠ, দয়ালু ও সম্ভ্রান্ত কতিপয় নাগ কহিলেন, তোমাদের ইহা দুর্ব্বুদ্ধিমাত্র, ব্রহ্মহত্যা করা অনুচিত, বিপৎকালে নির্দ্দোষ ও ধর্ম্মমূলক প্রতীকারই কল্যাণকর; অধর্ম্মজনক-কার্য্যে সমস্তজগৎ উচ্ছিন্ন হয়। অন্যান্য কতকগুলি নাগ কহিল, আমরা বিদ্যুন্মালাবিশিষ্ট মেঘরূপ ধারণ করিয়া নিয়ত বারিবর্ষণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় সমিদ্ধ হুতাশন নির্ব্বাপণ করিয়া দিব এবং কোন কোন ভুজগোত্তম নিশাযোগে গমন করিয়া ঋত্বিগ্‌গণ অন্যমনস্ক হইলে সমুদায় যজ্ঞাঙ্গ স্রুক্‌ভাণ্ড অপহরণ করিয়া আনিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন হইবে. অথবা সেই যজ্ঞারম্ভকালে শতসহস্র ভুজগ একত্র হইয়া সমুদায় লোককে দংশন করিতে আরম্ভ করিবে, তাহা করিলেই সকলের ত্রাস জন্মিবে। কিংবা ভুজঙ্গগণ মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞীয় পবিত্র ভোজ্য সমস্ত দূষিত করিবে. তাহা হইলে সকল ভোজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্যান্য কতকগুলি নাগ কহিল, চল আমরা গিয়া রাজার পুরোহিত হই, পরে "অগ্রে দক্ষিণা প্রদান কর" বলিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিব, তাহা করিলেই সেই রাজা অগত্যা আমাদের বশীভূত হইয়া আমরা যাহা বলিব তাহাই করিবেন। অপর কতকগুলি ভুজঙ্গম কহিল, রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে আমরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া গৃহে বন্ধন করিয়া রাখিব, তাহা হইলেই আর সর্পসত্র হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পরে পণ্ডিতাভিমানী কতকগুলি নাগ কহিল, ওরূপেও কিছু হইবে না, আইস আমরা জনমেজয়কে ধরিয়া আনিয়া দংশন করি, তাহা হইলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। যেহেতু তিনি কালপ্রাপ্ত হইলে একেবারে অনর্থের মূলোচ্ছেদ হইবে। হে চক্ষুঃশ্রব! বাসুকে! আমাদের এই পর্য্যন্তই বুদ্ধির সীমা, এক্ষণে আপনার বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন। নাগগণ পন্নগোত্তম বাসুকিকে এই বাক্য কহিয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিল। বাসুকিও বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই সমস্ত ভুজঙ্গমকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা নিজ নিজ বুদ্ধ্যনুসারে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, তাহা আমার মতে নিতান্ত অকর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, ফলত তোমরা সকলে যাহা যাহা কহিয়াছ, তন্মধ্যে কোন কথাই আমার মনোনীত হয় না, যেহেতু তাহাতে এমন কোন কর্ত্তব্য বিষয় নাই, যাহা করিলে তোমাদিগের হিতসাধন হইতে পারে। বস্তুত আমার বিবেচনায় মহানুভব-কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমাদের কল্যাণকর। হে ভুজঙ্গগণ! জ্ঞাতিবর্গের ও নিজ আত্মার প্রতি অত্যাদরহেতু তোমাদের অভিপ্রেত ও কথিত কোন কর্ম্ম করিতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না, পরন্তু তোমাদের হিতানুষ্ঠান যাহাতে হয়, তাহা আমাকে করিতে হইবে। আমি তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ, সুতরাং আমাকেই সমুদয় দোষগুণের ভাগী হইতে হইবে, তজ্জন্যই আমি অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর এলাপত্রনামক এক ভুজঙ্গম সমুদায় ভুজঙ্গগণের ও বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! সেই সর্পসত্র না হইবে এমত নহে এবং যাঁহা হইতে আমাদের মহৎভয় উপস্থিত, সেই পাণ্ডবনন্দন রাজা জনমেজয়ও তাদৃশ সামান্য পুরুষ নহেন। বস্তুত যে পুরুষ দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হয়, সে দৈবকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার আর অন্য উপায় নাই, হে পন্নগশ্রেষ্ঠগণ! আমাদের এই ভয় দৈবমূলক, অতএব দৈবের আশ্রয় লওয়াই বিধেয়। তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। যখন জননী আমাদিগকে শাপপ্রদান করেন, তখন আমি সভয়চিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া চিন্তাকুল-দেবগণের এই বাক্য শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া পিতামহের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো দেবদেব পিতামহ! আপনার সমক্ষে তীক্ষ্ণরূপা কদ্রূ স্বীয় পুত্রগণকে যেরূপ শাপপ্রদান করিল, অন্য কোন নারী প্রিয়সন্তান লাভ করিয়া ঈদৃশ তীক্ষ্ণশাপ প্রদান করিতে কখনই পারে না, তবে যে আপনি 'তথাস্তু' বলিয়া ঐ কদ্রুবাক্যেরই অনুমোদন করিলেন, তাহাকে নিবারণ করিলেন না; ইহার কারণ কি আমরা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ব্রহ্মা কহিলেন, বহুসংখ্য সর্প তীক্ষ্ণবিষ বিষবিশিষ্ট ও ঘোররূপ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আমি প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তখন কদ্রুকে বারণ করি নাই, বস্তুত যে সকল সর্প ক্ষুদ্রাশয়, অত্যন্ত দংশন-রত, পাপাত্মা ও তীক্ষ্ণবিষ, সর্পসত্রে তাহাদেরই বিনাশ হইবে, পরন্তু যাহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাহাদের অনিষ্ট হইবে না। সেই সর্পসত্রের সময় উপস্থিত হইলে যে কারণে সেই মহাভয় হইতে সর্পগণের মুক্তি হইবে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

জরৎকারুনামে ধীশক্তি-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপস্যারত এক মহর্ষি যাযাবর-বংশে উৎপন্ন হইবেন। আস্তীকনামে তপোনিরত তাঁহার এক তনয় জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহা হইতেই সর্পসত্রের প্রতিষেধ হইবে, তাহাতেই যে সকল সর্প ধর্ম্মনিষ্ঠ তাঁহারা রক্ষা পাইবে। দেবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বীর্য্য-

সর্পীর মহাতপস্বী জরৎকারু, কাহার গর্ভে সেই মহাপ্রভাব পুত্র উৎপাদন করিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীর্য্যবান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎকারু সনাম্নী কন্যাতে সেই বীর্য্যশালি-সন্তান উৎপন্ন করিবেন। সর্পরাজ-বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী আছে, ঐ জরৎকারুর গর্ভে জরৎকারুর ঔরসে সেই আস্তীকমুনি উৎপন্ন হইয়া নাগগণকে মাতৃ-শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। এলাপত্র কহিলেন, দেবগণ পিতামহকে "এবমস্তু" এই কথা কহিলেন, ভগবান্ বিরিঞ্চিও দেবগণকে এই সমস্ত কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। হে বাসুকে! আমি এই উপায় দেখিতেছি যে, যখন সেই ব্রতপরায়ণ মহর্ষি জরৎকারু বিবাহার্থ কন্যা ভিক্ষা করিবেন, তখন তুমি সর্পগণের শাপশান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে ভিক্ষাস্বরূপে জরৎকারুনাম্নী স্বীয় ভগিনী সম্প্রদান করিও, আমিও শুনিয়াছি যে, মাতৃ-শাপমোচনের এই একমাত্র উপায় আছে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! সমুদায় সর্পগণ এলাপত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রহৃষ্টান্তঃকরণ হইল এবং সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। বাসুকি তদবধি সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া জরৎকারু নাম্নী স্বীয় ভগিনীকে কন্যাবস্থায় রাখিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরেই দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন করিলেন, তাহাতে অতিশয় বলবান্ বাসুকি মন্থনরজ্জু হইলেন। পরে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে দেবগণ বাসুকির সহিত পিতামহের নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ভগবন! এই বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত-হৃদয় আছেন; আপনি কৃপা করিয়া ইঁহার জননী-শাপজন্য মানসিক শল্য উদ্ধার করুন, ইনি জ্ঞাতিকুলের হিতাভিলাষী হইয়াছেন। এই নাগরাজ সর্ব্বদা আমাদের হিতকারী ও প্রিয়কারী, হে দেবেশ! আপনি অনুকম্পা-প্রকাশপূর্ব্বক ইঁহার মনোবেদনা দূর করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে অমরগণ! এলাপত্রনাগ সর্পের এই বাসুকির নিকটে যাহা কহিয়াছিল, তাহা আমারই মনঃসঙ্কল্পিত বাক্য। আমি যেরূপ বলিয়াছিলাম, কাল উপস্থিত হইলে বাসুকি সেইরূপই করুন, যে সকল নাগ নিয়ত পাপনিরত, তাহারাই সেই সর্পসত্রে নষ্ট হইবে, যাহারা ধর্ম্মিষ্ঠ, তাহারা বিনষ্ট হইবে না। সম্প্রতি সেই দ্বিজবর জরৎকারু ভূর্লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব্বদা উগ্রতপস্যায় রত হইয়া আছেন, অতএব বাসুকি গিয়া যথাকালে তাঁহাকে জরৎকারু নাম্নী ভগিনী সম্প্রদান করুন। হে দেবগণ! এলাপত্রনাগ, নাগগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সেইরূপই হইবে, কদাচ অন্যথা হইবে না। উগ্রশ্রবা কহিলেন, শাপমোহিত বাসুকি পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জরৎকারু-ঋষিকে ভগিনীদানে উদ্যত হইয়া সমুদায় সর্পকে এই আদেশ করিয়া জরৎকারুর নিকটে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন যে, যখন জরৎকারু দারার্থী হইয়া কন্যা-ভিক্ষা করিবেন, তখন তোমরা আসিয়া আমাকে শীঘ্র সংবাদ প্রদান করিও; ইহা করিলেই আমাদের মঙ্গল হইতে পারিবে।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে জরৎকারুর বর্ণনা করিলে সেই মহানুভাব ঋষির কি কারণে জরৎকারু এইনাম ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইল, তাহা আমি শুনিতে বাসনা করি। জরৎকারু শব্দের কিরূপ ব্যুৎপত্তি তাহা প্রকৃতরূপে বল। উগ্রশ্রবা কহিলেন, জরৎশব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দে দারুণ, জরৎকারুর শরীর অতিশয় দারুণ অর্থাৎ বিলক্ষণ পুষ্ট ছিল। ধীমান্ জরৎকারু তীব্র তপস্যাদ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীর শোষণ করিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই নিমিত্তই তিনি জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, বাসুকির ভগিনীর নামের ব্যুৎপত্তিও ঐরূপ। ধর্ম্মাত্মা শৌনক ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং উগ্রশ্রবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে ইহা সঙ্গত বটে। পরে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছ, তৎসমুদায় আমার শ্রবণ করা হইয়াছে, এক্ষণে আস্তীকমুনি যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি, উগ্রশ্রবা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশানুসারে বাসুকি জরৎকারু ঋষিকে ভগিনী-সম্প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমুদায় সর্পগণকে জরৎকারুর নিকটে নিযুক্ত রাখিয়া সাবধান

পরে বহুকাল অতীত হইল, কিন্তু ধীমান ব্রতপরায়ণ উক্ত ঋষি ক্রমাগত তপস্যাতেই রত থাকিলেন, দারপরিগ্রহ করিতে মানস করিলেন না। সেই মহাত্মা কেবল জিতেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য স্বাধ্যায়রত, উর্দ্ধরেতা ও তপঃপরায়ণ হইয়া সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, একবার মনোদ্বারাও দারপরিগ্রহের কল্পনা করিলেন না। হে ব্রহ্মন! কিছুকাল পরে পরীক্ষিৎ নামক রাজা কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই মহাবাহু ভূপাল তাঁহার প্রপিতামহ-পাণ্ডুরাজার ন্যায় সংগ্রামে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী ও মৃগয়াশীল ছিলেন, সুতরাং তিনি মৃগ বরাহ তরক্ষু মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ বন্যজন্তু বিনাশপূর্ব্বক মৃগয়া করিয়া ভ্রমণ করিতেন। একদা পরীক্ষিৎ বিচিত্র শরদ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধানে গহনবনে প্রবিষ্ট হইলেন। যেমন পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র দেবতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনুষ্পাণি হইয়া গিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বিদ্ধ মৃগের অনুসরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক বিদ্ধ কোন মৃগ পূর্ব্বে জীবিত থাকিয়া বনে পলাইতে পারে নাই, এই মৃগ যে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিল এবং তৎকর্ত্তৃক তিনি অতিদূরে গহনবনে নীত হইলেন, ইহা কেবল তাঁহার অতি শীঘ্র স্বর্গপ্রাপ্তির পূর্ব্বলক্ষণ। পরে পরীক্ষিৎ পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বনমধ্যে দেখিলেন যে, এক মুনি গোষ্ঠচারস্থানে আসীন আছেন এবং বৎসগণের দুগ্ধপান-কালে তাহাদের মুখনিঃসৃত প্রভূত ফেন পান করিতেছেন। রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধা ও শ্রমে কাতর হইয়া ক্রতবেগে ব্রতপরায়ণ সেই মুনির নিকটে গমন করিয়া ধনু উৎক্ষিপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ, মৎকর্ত্তৃক বিদ্ধ এক মৃগ অদৃশ্য হইয়াছে, আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন কি না? মৌনব্রতাবলম্বী মুনি কিছুই উত্তর দিলেন না, পরে রাজা রোষ-পরবশ হইয়া শরাসনের অগ্রভাগদ্বারা একটী মৃতসর্প

তুলিয়া তাঁহার গলদেশে মালাকারে স্থাপন করিলেন। মুনি তাহা উপেক্ষা করিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। রাজা ঋষিকে সেইরূপ দেখিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক ব্যথিতহৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ঋষিও তদবস্থই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষমাশীল মহামুনি, রাজশার্দ্দূল পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম্ম-নিরত বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত অপমানিত হইয়াও শাপপ্রদান করিলেন না। ভরতবংশাবতংস রাজশার্দ্দূল-পরীক্ষিৎও সেই মুনিকে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জানিতেন না, সেই নিমিত্তই ঈদৃশ ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন।

ঐ ঋষির শৃঙ্গী নামে এক তরুণ তনয় ছিলেন; তিনি অতিশয় তেজস্বী, তপঃপরায়ণ ও ব্রতনিষ্ঠ, তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে তাহার শান্তি করা দুঃসাধ্য হইত। সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সমাদর-সহকারে সুখোপবিষ্ট সর্ব্বভূত-হিতে রত, পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিতেন। যে দিবস পরীক্ষিৎ তাঁহার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান করেন, সেই দিন তিনি পিতামহ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে আগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার সখা কৃশনামক ঋষিকুমার ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাকে ধর্ম্মোপলক্ষে উপহাস করিয়া তাঁহার পিতৃবৃত্তান্ত কহিলেন। অতিশয় কোপন ঋষিতনয় শৃঙ্গী তাহা শ্রবণমাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া একেবারে বিমনস্ক হইলেন। কৃশ কহিলেন, হে শৃঙ্গিন্! তুমি যেমন তপস্বী, সেইরূপই তেজস্বী, আর কখন অহঙ্কার প্রকাশ করিও না, তোমার পিতা একটা মৃতসর্প স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছেন, আমাদের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী সিদ্ধ তপস্বী ঋষিকুমারেরা কিছু বলিলেও তুমি আর কখন কিছু কহিও না, তোমার পুরুষাভিমান কোথায়? তোমার সেই সমস্ত অহঙ্কারবাক্যই বা কোথায়? এখনি গৃহে গিয়া দেখিবে যে, তোমার পিতা স্কন্ধে এক শবধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হে মুনিজনশ্রেষ্ঠ! তোমার পিতাকে কোন অপরাধ করিতে দেখি নাই, বিনাপরাধে ঈদৃশ অপমান হওয়াতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, কৃশ ঐ কথা বলিলে সেই তেজস্বী শৃঙ্গী রোষপরবশ হইয়া পিতার মৃতসর্পধারণ শ্রবণে মনোব্যথায় সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন, পরে কৃশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুনৃতবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কিরূপে আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প আসিল? কৃশ কহিলেন, অদ্য রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থে আসিয়া তোমার পিতার স্কন্ধে মৃতভুজঙ্গ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী কহিলেন, হে কৃশ! আমার পিতা সেই দুষ্টবুদ্ধি-রাজার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতরূপে বল, এবং আমার তপোবল যে কতদূর পর্য্যন্ত তাহাও দেখ। কৃশ কহিলেন, অভিমন্যু-পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনপ্রবেশ করিয়া বাণদ্বারা শীঘ্রগামী এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া একাকী তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে যখন মহারণ্যে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়াও মৃগকে দেখিতে পাইলেন না, তখন ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রমে কাতর হইয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থিত মৌনব্রতপরায়ণ তোমার পিতাকে দেখিবামাত্র ঐ পলায়িত মৃগের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তোমার পিতা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং কোন উত্তর করিলেন না, তাহাতেই রাজা ধনুষ্কোটিদ্বারা একটী মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন। হে শৃঙ্গিন্! ব্রতপরায়ণ তোমার পিতাও সেইরূপই আছেন, রাজা পরীক্ষিৎও আপনার রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিয়াছেন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ঋষিকুমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প স্থাপিত আছে শুনিয়া কোপানলে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কোপনস্বভাব ও তেজস্বী ঐ ঋষিতনয় ক্রোধবেগে অভিভূত হইয়া জলস্পর্শ-পূর্ব্বক ভূপালকে এই শাপপ্রদান করিলেন যে, "যে পাপিষ্ঠ রাজা কৃচ্ছ্রব্রতপরায়ণ মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছে, উগ্রতেজা পন্নগরাজ তক্ষক মদ্বাক্যানুসারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণাপমানকারী কুরুকুল-পাংশুল রাজাকে সপ্তরাত্রির মধ্যেই যমসদনের অতিথি করিবে।"

উগ্রশ্রবা কহিলেন, শৃঙ্গী ক্রোধভরে এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন। তাঁহার পিতা মৃতসর্প ধারণ করিয়া গোপ্রচারে উপবিষ্ট ছিলেন, শৃঙ্গী তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার রোষপরতন্ত্র হইয়া মনোদুঃখে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, হে তাত! দুরাত্মা রাজা পরীক্ষিৎ আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া আমি ক্রোধে সেই কুরুকুল-পাংশুল ভূপালকে তাহার দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত এই উগ্রশাপ প্রদান করিয়াছি যে, সপ্তম দিবসে পন্নগোত্তম তক্ষক তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। হে ব্রহ্মন্! শমীকঋষি তথাবিধ কোপসমন্বিত শৃঙ্গীকে কহিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা করিয়াছ তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট হইলাম, তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে, আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করিতেছি এবং তিনিও যথান্যায়ে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, সেই হেতু তাঁহার দোষ ধর্ত্তব্য নহে। হে পুত্র! রাজা অপরাধ করিলেও তাহাকে আমাদের ক্ষমা করা উচিত, আমরা ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে নষ্ট করেন। যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, আমরা আর যথাসুখে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না। হে বৎস! ধর্ম্মপরায়ণ রাজগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমরা বিপুল ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া থাকি, সুতরাং রাজা ধর্ম্মত আমাদিগের ধর্ম্মের অংশভাগী হন, অতএব রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হয়। বিশেষত যেরূপে প্রজাগণকে পালন করা রাজার কর্ত্তব্য, পরীক্ষিৎ সেইরূপেই স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডু রাজার ন্যায় যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বোধ হয় সেই তপস্বী রাজা ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার যে মৌনব্রত আছে তাহা না জানিয়াই এরূপ করিয়াছেন। বৎস! দেশ অরাজক হইলে সর্ব্বদা দস্যুভয় প্রভৃতি নানাদোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজাই দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের শাসন করেন, যখন সকলেই রাজদণ্ডভয়ে সাতিশয় ভীত হয়, তখনই শান্তি সংস্থাপিতা হইয়া থাকে। সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিলে কেহ ধর্ম্মাচরণ বা যাগাদি ক্রিয়া করিতে পারে না, সুতরাং রাজা হইতেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতেই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভূপালকর্ত্তৃক

৪। শমীক-পরীক্ষিৎ।



পরে রাজা রোষ-পরবশ হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা একটি মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার গলদেশে মালাকারে স্থাপন করিলেন। ৪০ পৃষ্ঠা।

সমুদায় যাগাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে দেবগণ প্রীত হইয়া বৃষ্টি করেন, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হয় এবং শস্যাদি হইতে প্রজাগণ জীবন ধারণ করে। রাজা রাজ্যরক্ষা করেন বলিয়া তিনি মনুষ্যগণের ধাতা হন, ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, রাজা দশসংখ্য শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সমান মান্য। অতএব বোধ করি, তপস্বী পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার এই মৌনব্রত না জানিয়াই এরূপ করিয়াছেন, হে পুত্র! তুমি বালকস্বভাব প্রযুক্ত কি নিমিত্ত সহসা এমত দুষ্কর্ম্ম করিলে? রাজাকে শাপ দেওয়া আমাদের কোনমতেই কর্ত্তব্য হয় না।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

শৃঙ্গী কহিলেন, হে পিতঃ! যদি পরীক্ষিৎকে শাপ দেওয়াতে আমার সাহস প্রকাশ বা দুষ্কর্ম্ম করা হইয়া থাকে হউক এবং আপনিও তাহা প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা বিবেচনা করেন করুন, কিন্তু আমার কথিত বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে তাত! আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে কহিতেছি, কদাচ আমার ঐ বাক্য অন্যথা হইবে না, আমার শাপ মিথ্যা হওয়া দূরে থাকুক, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কথা কহি না। শমীক কহিলেন, হে বৎস! তোমার প্রভাব যে অতিশয় উগ্র ও তুমি যে সত্যবাদী, কখন মিথ্যা কথা কহ নাই এবং তোমার দত্ত এই শাপও যে মিথ্যা হইবে না তাহা আমি জানি, পুত্র বয়স্থ হইলেও যাহাতে সে গুণবান ও যশস্বী হয়, তন্নিমিত্ত তাহাকে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য। তুমিত বালক, সর্ব্বদা তপস্যাতেই রত আছ, মহাত্মগণেরও প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে কোপও সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ধার্ম্মিকবর! তোমার বালকস্বভাব ও দুঃসাহস দেখিয়া বোধ হয় যে, পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত তোমাকে অনেক বিষয়েই শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে। হে পুত্র! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শম-পরায়ণ হইয়া বন্যফলমূল আহার করত তপশ্চরণ কর, এরূপে আর ধর্ম্মক্ষয় করিও না, যেহেতু জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের বহু দুঃখে সঞ্চিত যে ধর্ম্ম, তাহা ক্রোধকর্ত্তৃক লুপ্ত হইয়া যায় এবং ধর্ম্মলোপ হইলেই অভিলষিত সদ্গতিলাভ হয় না। ক্ষমাশীল যতিগণের একমাত্র ক্ষমাই সিদ্ধির হেতু, ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তিরই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল হয়। অতএব তুমি নিরন্তর ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা কর, একমাত্র ক্ষমাকে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে, হে বৎস! আমি শান্তিকে আশ্রয় করিয়া অদ্য যত দূর সাধ্য তাহা করিব, অবশ্যই নৃপতির নিকটে এই বার্ত্তা কহিয়া পাঠাইব যে, "হে রাজন্! তুমি যে আমার স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান করিয়া অপমান করিয়া গিয়াছ, তদ্দর্শনে আমার অসহনশীল বালকপুত্র অজ্ঞানবশত তোমাকে শাপপ্রদান করিয়াছে।"

উগ্রশ্রবা কহিলেন, সুব্রত মহাতপা শমীক দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া গৌরমুখনামক সুশীল ও সাবধান শিষ্যকে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কহিবে। গৌরমুখ তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া দ্বারপালকর্ত্তৃক পূর্ব্বে নিবেদিত হইয়া কুরুকুলবর্দ্ধন রাজা পরীক্ষিতের ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে শ্রান্তি দূর করিয়া মন্ত্রিগণের সমক্ষেই রাজার নিকট শমীকমুনিকর্ত্তৃক কথিত দারুণ কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার অধিকারের মধ্যে পরমধর্ম্মপরায়ণ শান্ত দান্ত মহাতপা শমীকনামক এক মহর্ষি আছেন, হে নরব্যাঘ্র! তিনি মৌনব্রত, আপনি ধনুষ্কোটিদ্বারা একটি মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার স্কন্ধে যোজনা করিয়াছিলেন, শমীকমুনি আপনার সেই কর্ম্মে রুষ্ট না হইয়া ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্ষমা না করিয়া অদ্য পিতার অজ্ঞাতসারেই আপনাকে এই শাপপ্রদান করিয়াছেন যে, সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষকসর্প মহারাজকে দংশন করিবে। শমীকঋষি পুত্রকে পুনঃ কহিয়াছিলেন, যাহাতে মহারাজের রক্ষা হয় তাহা কর, কিন্তু তিনি কহিলেন, কেহই সেই শাপ অন্যথা করিতে পারিবে না। ঋষিবর কোনক্রমেই কোপাবিষ্ট পুত্রের ক্রোধশান্তি করিতে পারিলেন না, এই নিমিত্ত আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, কুরুবংশাবতংস তপস্বী রাজা পরীক্ষিৎ সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাপকর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া অতিশয় সন্তাপযুক্ত হইলেন, বিশেষত যখন শুনিলেন, সেই মহামুনি মৌনব্রত প্রযুক্ত উত্তর দেন নাই, তখন অধিকতর শোকে সন্তপ্তহৃদয় হইলেন এবং ঈদৃশ দয়াস্বভাব শমীকমুনির অপমান করিয়াছেন ইহা আন্দোলন করিয়া পূর্ব্বকৃত স্মরণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সন্তাপিত হইতে লাগিলেন রাজা পরীক্ষিৎ তাদৃশ ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ অনুতাপিত হইলেন, আপনার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সেরূপ অনুতাপিত হইলেন না। অনন্তর ভগবান্ শমীকমুনি পুনর্ব্বার আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এই প্রার্থনা জানাইয়া গৌরমুখকে বিদায় করিলেন।

গৌরমুখ গমন করিলে পর রাজা উদ্বিগ্নমনা হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সুরক্ষিত একস্তম্ভযুক্ত এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন, পরে রক্ষার নিমিত্ত চিকিৎসক ও ঔষধ নিকটে রাখিলেন এবং মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে শরীর রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। পরম ধার্ম্মিক সেই পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানেই সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই সুরক্ষিত প্রাসাদস্থ রাজার নিকট কেহই গমন করিতে পারিত না, অধিক কি, সর্ব্বত্রসঞ্চারী সমীরণও তথায় যাইতে পাইতেন না।

পরে সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে, দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ কাশ্যপ, রাজাকে চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, পন্নগশ্রেষ্ঠ তক্ষক, রাজা পরীক্ষিৎকে যমসদনে প্রেরণ করিবে, তাহাতে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, পন্নগরাজ রাজাকে দংশন করিলেই আমি বিষমুক্ত করিয়া আরোগ্য করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয় লাভ হইবে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে একমনা হইয়া কাশ্যপ গমন করিতেছেন, এমত সময়ে নাগরাজ তক্ষক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং কহিল, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ত্বরান্বিত হইয়া কোথায় গমন করিতেছেন? কোন কার্য্য সাধন করিতেই বা আপনি ইচ্ছা করিয়া-

তেছেন? কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য নাগরাজ তক্ষক, কুরুকুল-নন্দন শত্রুনাশন-রাজা পরীক্ষিৎকে তেজোদ্বারা দগ্ধ করিবে, হে সৌম্য! অনলতুল্য তেজস্বী পাণ্ডবকুলতিলক মহাবল রাজাকে তক্ষক দংশন করিলেই আমি সদ্য আরোগ্য করিব এই অভিপ্রায়ে শীঘ্র গমন করিতেছি। তক্ষক কহিল, হে ব্রাহ্মণ! আমিই তক্ষক, পরীক্ষিৎকে ভস্মাবশেষ করিব, আমি দংশন করিলে তুমি আরোগ্য করিতে পারিবে না, ফিরিয়া যাও। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি রাজাকে দংশন করিলে আমি গিয়া বিদ্যাবলে নির্বিষ করিতে পারিব, ইহা আমার নিশ্চিতরূপে বোধগম্য হইতেছে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

তক্ষক কহিল, হে কাশ্যপ! আমি দংশন করিলে যদি তুমি আরোগ্য করিতে পার এমত বোধ থাকে, তাহা হইলে আমি এই বটবৃক্ষকে দংশন করি, তুমি ইহাকে বাচাইয়া দাও, এবং যথাশক্তি সাধ্য তোমার মন্ত্রবল প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিও না, হে দ্বিজোত্তম! দেখ তোমার সমক্ষেই এই বৃক্ষকে দংশন করিতেছি। কাশ্যপ কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! যদি তোমার এমত বোধ থাকে যে, আমি আরোগ্য করিতে পারিব না, তবে এই বৃক্ষকে দংশন কর, তুমি দংশন করিলে আমি ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিব। উগ্রশ্রবা কহিলেন, মহাত্মা কাশ্যপ এই কথা বলিলে নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষ দংশন করিল, পন্নগ অতি যত্নসহকারে দংশন করিবামাত্র সেই বৃক্ষ আশীবিষ-বিষমবিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রজ্বলিত হইল। তক্ষক সেই বৃক্ষকে ভস্মাবশেষ করিয়া কাশ্যপকে পুনর্ব্বার কহিল, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়া এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত কর। সৌতি কহিলেন, কাশ্যপ, তক্ষকের তেজে ভস্মীভূত বৃক্ষের ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে পন্নগেন্দ্র! অদ্য এই বৃক্ষে আমার বিদ্যাবল দেখ, তোমার সমক্ষেই আমি ইহাকে সঞ্জীবিত করিতেছি। অনন্তর সেই দ্বিজোত্তম বিদ্বান্ ভগবান্ কাশ্যপ ভস্মীকৃত বৃক্ষকে বিদ্যাবলে সঞ্জীবিত করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অঙ্কুর, পরে পত্রদ্বয়, তৎপরে মহাশাখা, শাখা, প্রশাখা ও সমুদায় পত্র উৎপন্ন হইল। মহাত্মা কাশ্যপ বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন দেখিয়া তক্ষক কহিল, হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে আমার বা আমার সদৃশ অন্য সর্পের বিষম বিষ বিমোচন করিতে পার ইহা তোমার পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য নহে, অতএব হে তপোধন! তুমি কি প্রার্থনায় রাজাকে নির্বিষ করিতে যাইতেছ বল, তুমি সেই রাজার নিকট হইতে যে দ্রব্য পাইতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা যদিও দুর্লভ হয়, তথাপি আমি প্রদান করিতেছি। হে বিপ্র! বিপ্র-শাপাভিভূত সেই রাজার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, তুমি তথায় যাইলে তোমার অভিপ্রেত-সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহস্থল; অতএব যদ্যপি আরোগ্য করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ত্রিলোক বিখ্যাত প্রদীপ্ত যশঃপ্রভাকর প্রভাহীন প্রভাকরের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। কাশ্যপ কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় যাইতেছি, তুমি আমাকে তাহা দান কর; আমি সুবর্ণ প্রাপ্ত হইলেই নিবৃত্ত হই। তক্ষক কহিল, হে দ্বিজোত্তম! তুমি রাজার নিকট যত ধন প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছ, আমি তাহা হইতেও অধিক প্রদান করিতেছি, নিবৃত্ত হও।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বুদ্ধিমান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাতেজা কাশ্যপ-মুনি তক্ষকের বাক্যশ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের বিষয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, পরে দিব্যজ্ঞানদ্বারা পাণ্ডবনন্দন নৃপতি পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে দেখিয়া তক্ষক হইতে ইচ্ছানুরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা কাশ্যপ উক্ত নিয়মে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক ত্বরায় হস্তিনাপুরে গমন করিল এবং পথিমধ্যে শ্রবণ করিল যে, বিষহর ঔষধ ও মন্ত্রদ্বারা রাজা অতি যত্নে পরিরক্ষিত হইতেছেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিল যে, মায়াবলে রাজাকে বঞ্চনা করিতে হইবে, এক্ষণে কোন্ উপায় অবলম্বন করা যায়। অনন্তর সেই তক্ষক-নাগ অনুচর ভুজঙ্গগণকে, তাপস-রূপ ধারণ করিয়া ফল, দর্ভ ও উদক গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজার নিকট যাইতে আদেশ করিল ও কহিল, তোমরা ব্যগ্রতা প্রদর্শন না করিয়া কোন কার্য্যচ্ছলে রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ফল, পুষ্প ও উদক প্রদান কর। ভুজঙ্গগণ তক্ষকের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল এবং রাজার নিকট দর্ভ, ফল ও জল প্রদান করিল। বীর্য্যসম্পন্ন রাজা পরীক্ষিৎ সে সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগের কার্য্যশেষ করিয়া গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাপসরূপী সর্পগণ গমন করিলে রাজা অমাত্য ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, তোমরা আমার সহিত তপস্বিকর্ত্তৃক উপনীত এই সুস্বাদু ফল ভক্ষণ কর। পরে তিনি সচিবগণের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে মানস করিলেন এবং ঋষিপুত্রের শাপক্রমে দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, যে ফলের মধ্যে তক্ষক ছিল, সেই ফল স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হে শৌনক! ভক্ষণ করিতে করিতে ফল-মধ্যে একটি অণুপ্রমাণ হ্রস্ব, কৃষ্ণনয়ন ও কীট দেখিতে পাইলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ সেই কীটকে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, দেখ, দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতেছেন, অদ্য আর আমার বিষভয় নাই; অতএব এই কীট তক্ষক-প্রতিনিধি হইয়া আমাকে দংশন করুক, তাহা হইলে সেই মুনিপুত্র বাক্যও সত্য হইবে এবং আমারও শাপের পরিহার হইবে। রাজা ইহা কহিয়া মুমূর্ষু ও হতচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কীটকে গ্রীবাতে সংস্থাপন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন; বিধিনির্ব্বন্ধ হেতু মন্ত্রিগণও তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইলেন। রাজা হাস্য করিতেছেন এমত সময়ে তক্ষক তাপস প্রদত্ত সেই ফল হইতে নির্গত হইয়া শরীর-দ্বারা মহাবেগে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। হে শৌনক! পন্নগেশ্বর তক্ষক শরীর-দ্বারা মহীপালকে বেষ্টন করিয়া ঘোরতর গর্জ্জনপূর্ব্বক দংশন করিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষককর্ত্তৃক ভোগ-দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ-বদন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, পরে তক্ষকের গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া দেখিলেন, অদ্ভুত রক্তবর্ণ পন্নগ-শ্রেষ্ঠ তক্ষক নাগ আকাশ-পথে গমন করিতেছে এবং কামিনীর কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ-সদৃশ

আকাশ-মধ্যস্থলে সিন্দুর-বিন্দু সুশোভিত সীমন্তের ন্যায় শোভা-সম্পাদন করিতেছে। এদিকে তক্ষকের বিষম বিষজনিত অগ্নি দ্বারা সেই একস্তম্ভ-গৃহ সর্ব্বত পরিবৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেছে। তখন তাঁহারা সভয়-চিত্তে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। রাজাও বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন।

নৃপতি পরীক্ষিৎ তক্ষক-তেজোদ্বারা দগ্ধ হইলে মন্ত্রিগণ ও শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ রাজপুরোহিতগণ রাজার সমস্ত ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর পুরবাসিগণ মিলিত হইয়া শত্রু-নাশক কুরুবংশপ্রবীর জনমেজয় নামক পরীক্ষিতের শিশুসন্তানকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। অরিন্দমতি নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয় বালক হইয়াও সেই সমস্ত মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত স্বীয় প্রপিতামহ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে শত্রু-নাশক দেখিয়া কাশিরাজ সুবর্ণবর্ম্মার নিকটে গমন-পূর্ব্বক বপুষ্টমা নাম্নী কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। সুবর্ণবর্ম্মা কুরুপ্রবীর জনমেজয়কে ধর্ম্মতঃ পরীক্ষা করিয়া বপুষ্টমানাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করিলেন। জনমেজয় বপুষ্টমাকে লাভ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, অন্য নারীতে আর কখন অভিলাষ করেন নাই। যেমন পূর্ব্বকালে পুরূরবা উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজশ্রেষ্ঠ বীর্য্যসম্পন্ন জনমেজয় প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে বপুষ্টমার সহিত কখন প্রফুল্ল সরোবরে কখন বা বনে বিহার করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত-রূপা অন্তঃপুর-সুন্দরী পতিব্রতা বপুষ্টমাও সেই ভূপতিকে পতি প্রাপ্ত হইয়া বিহার-কালে সম্ভবাতিশয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, এই সময়ে মহাতপা জরৎকারু ঋষি যত্র-সায়ংগৃহ হইয়া সমস্তপৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; মহাতেজা সেই মুনি পবিত্র তীর্থে স্নান পূর্ব্বক অন্যের দুষ্কর ঘোরতর তপস্যা করিয়া কখন নিরাহারদ্বারা কখন বা বায়ুভক্ষণ-দ্বারা স্বশরীর পরিশুষ্ক করত ভ্রমণ করিতেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার পিতৃ পিতামহগণ এক বীরণ-স্তম্ব আশ্রয়-পূর্ব্বক গর্ত্তের মধ্যে অধোমুখে লম্বমান আছেন; ঐ বীরণ-স্তম্বের এক তন্তুমাত্র অবশিষ্ট ছিল, গর্ত্তস্থ মূষিক তাহাও ক্রমশ ভক্ষণ করিতেছে। জরৎকারু তাঁহা-দিগকে নিরাহার, কৃশ, দীন ও আত্মত্রাণাভিলাষী দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? কি নিমিত্ত এই বীরণস্তম্ব আশ্রয় করিয়া অবলম্বিত আছেন? এই বিলবাসী মূষিক প্রায় সমস্ত মূল ভক্ষণ করাতে এই উশীর-স্তম্ব অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে, ইহার একটিমাত্র যে মূল অবশিষ্ট আছে, তাহাও এই মূষিক সুতীক্ষ্ণ দশনদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ ছেদন করিতেছে, এই অল্পাবশিষ্ট মূলও অচিরাৎ ছিন্ন হইবে, তখন আপনারা অধোমুখেই এই গর্ত্তে পতিত হইবেন সন্দেহ নাই; আপনাদিগকে অধোমুখ ও বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া আমার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, আমি আপ-নাদের কি উপকার করিব বলুন, আমার তপস্যার চতুর্থাংশ বা তৃতীয়াংশ অথবা অর্দ্ধাংশ দ্বারা কিংবা মদীয় সমস্ত তপস্যা দ্বারা আপনারা এই আপদ্ হইতে নিস্তীর্ণ হউন, ইহাতে আপনা-দিগের যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করুন। পিতৃগণ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হইয়া আমাদের পরি-ত্রাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, পরন্তু আমাদের এই আপদ তপস্যা দ্বারা দূর হইবার নহে, হে বাগ্মিন! আমাদেরও অনেক তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, হে ব্রহ্মন্! কেবল সন্তান না থাকাতেই এই অশুচি নরকে পতিত হইতেছি, যেহেতু পিতামহ কহিয়াছেন যে, সন্তান উৎপাদন পরমধর্ম্ম। আমরা এখানে লম্বিত হইয়া অচৈতন্যপ্রায় রহিয়াছি, এ জন্য আপনি ত্রিলোকে বিখ্যাতপৌরুষ হইলেও আমরা আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না, আপনি বৃদ্ধ ও মহাভাগ্য, এ কারণ এ সুদুঃ-খিত শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত আমাদিগকে দেখিয়া কারুণ্য প্রকাশ করিতেছেন, হে বিপ্র! আমরা কে তাহা শ্রবণ করুন। আমরা যাযাবর নামক ব্রতনিষ্ঠ ঋষি, আমাদের বংশলোপ প্রায় হও-য়াতে সমুদায় তীব্রতপস্যা নিষ্ফল হইয়াছে এবং আমরা পুণ্য-লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, আমাদের সন্তান নাই এমত নহে, পরন্তু আমরা অল্পভাগ্য, আমাদের একটিমাত্র মন্দভাগ্য সন্তান আছে, তাহার থাকা না থাকা সমান, তাহার নাম জরৎ-কারু। সেই সন্তান বেদবেদাঙ্গ-পরায়ণ, ব্রত পারগ, জিতে-ন্দ্রিয়, মহাত্মা ও মহাতপস্বী; সে কেবল তপস্যাই আশ্রয় করিয়াছে, সেই কুসন্তান তপস্যার লোভে আমাদিগকে এই বিপদ-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহার স্ত্রী পুত্র কেহই নাই, সেই নিমিত্ত আমরা অনাথের ন্যায় হতচেতন হইয়া এই গর্ত্তে লম্বমান আছি। আপনি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক জরৎকারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবেন যে, "হে তপোধন! তোমার পিতৃলোক দীন ও অধোমুখ হইয়া গর্ত্তে অবলম্বিত আছেন, তুমি দার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন কর, যেহেতু তুমি শিষ্ট ও একমাত্র কুলতন্তু।" হে ব্রহ্মন্! আমা-দিগকে যে বীরণ-স্তম্বে আশ্রিত দেখিতেছেন, ইহা আমাদের কুলবর্দ্ধন কুলস্তম্ব, ইহার যে সকল মূল দেখিতেছেন, ইহারা আমাদের সন্তান, সকলেই কাল-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে; এই যে অর্দ্ধভক্ষিত একটিমাত্র মূল দেখিতেছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত গর্ত্তের উপরে রহিয়াছি, ইহা সেই জরৎকারু, সে কেবল তপস্যা আশ্রয় করিয়াছে। এই যে মূষিক দেখিতেছেন, ইহা মহাবল কাল; এই কাল তপস্যায় রত, মন্দ, মন্দমতি, হতচেতন ও তপোলুব্ধ সেই জরৎকারুকে ক্রমশ গ্রাস করিতেছে; হে সত্তম! তাহার তপস্যা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। দেখুন, এই মূল ছিন্ন হইলেই আমরা কালোপহত পাপীর ন্যায় পরিভ্রষ্ট হইয়া এই গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইব। আমরা বন্ধুগণের সহিত ইহাতে পতিত হইলে পর জরৎকারুও কালকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া এই স্থানে পতিত ও নিরয়গামী হইবে। তপস্যা, যজ্ঞ বা অন্য যে সকল পাবন মহৎকর্ম্ম আছে, সে সমুদায় পুত্রোৎপাদনের তুল্য না, আপনি যেমন যেমন দেখিলেন, তপোধন জরৎকারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে বলিবেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদের নাথস্বরূপ হইয়া যাহাতে জরৎকারু দার-পরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করে, এরূপ করিয়া বলিবেন।

হে সত্তম! বোধ হয়, জরৎকারুর বন্ধুগণের মধ্যে আপনি কেহ হইবেন, যেহেতু বন্ধুর অথবা আত্মকুলের ন্যায় আমাদিগকে দেখিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি কে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন?

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, জরৎকারু পিতৃগণের এই সমস্ত কথা শ্রবণে অতিশয় শোকপরায়ণ হইয়া মনোবেদনায় বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিলেন, আপনারা আমারই পিতৃপিতামহ, আপনাদের অভীষ্ট সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে কিঙ্করবৃত্তি হইবে আজ্ঞা করুন, আমিই আপনাদের পুত্র পাপাত্মা জরৎকারু, আমি অকৃতাত্মা, আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার দণ্ডবিধান করুন। পিতৃগণ কহিলেন, হে পুত্র! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের সৌভাগ্য ফলে এই দেশে আসিয়াছ, বল দেখি তুমি কি জন্য দারপরিগ্রহ কর নাই? জরৎকারু কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক আছে যে, আমি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া শরীর পাত করিব, কখন দারপরিগ্রহ করিব না, ইহাই আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম; হে পিতামহগণ! সম্প্রতি আপনাদিগকে এখানে পক্ষীর ন্যায় ঈদৃশ লম্বমান দেখিয়া আমি ব্রহ্মচর্য্য হইতে মন নিবৃত্ত করিলাম, আমি আপনাদের প্রিয়কর্ম্ম সাধন করিব, দারপরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত হইলাম, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদ্যপি সনাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হই এবং সেই কন্যা আমার ভিক্ষাস্বরূপ স্বয়ং উপস্থিতা হয় ও তাহাকে আমার ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা গ্রহণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিব। হে পিতামহগণ! আমি সত্য বলিতেছি, ইহার অন্যথা হইলে আমার বিবাহ করা হইবে না। সেই পরিণীতা পত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে ও তাহা হইতে আপনারা নিত্য অব্যয় হইয়া স্বর্গবাস করিবেন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে শৌনক! সেই মুনি পিতৃগণকে এইবাক্য বলিয়া দারার্থী হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া কেহ তাঁহাকে কন্যা দান করিল না পরে পিতৃগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট জরৎকারু নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশপূর্ব্বক দুঃখার্ত্তমনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রজ্ঞাসম্পন্ন উক্ত ঋষি পিতৃগণের হিতকামনায় সেই অরণ্যমধ্যে অনুচ্চস্বরে তিনবার এইবাক্য কহিলেন যে, "আমি কন্যা ভিক্ষা করিতেছি, এই স্থানে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে সমস্ত প্রাণী বিদ্যমান আছে এবং যে সমস্ত ভূত অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি উগ্রতপস্যায় রত আছি, পিতৃগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, তুমি দারপরিগ্রহ কর। হে প্রাণিগণ! আমি বিবাহের নিমিত্ত সমুদায় ভূমণ্ডলে কন্যা ভিক্ষা করিতেছি, আমি অতিশয় দরিদ্র ও দুঃখশীল, পিতৃগণ আমাকে বিবাহে নিয়োগ করিয়াছেন, আমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছি; পরন্তু আমি যাহাদের নিকটে এই প্রস্তাব করিলাম, তাহাদের মধ্যে যদি কাহারও কন্যা থাকে প্রদান কর, কিন্তু ঐ কন্যা আমার সনাম্নী ও ভিক্ষারূপে উপস্থিতা হইবে এবং তাহাকে আমি পোষণ করিব না, যদ্যপি এরূপ হয় তাহা হইলে সম্প্রদান কর।" অনন্তর যে সকল নাগগণ জরৎকারুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা সেই সংবাদ লইয়া বাসুকির নিকট নিবেদন করিল।

নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষ শ্রবণমাত্র অলঙ্কৃতা ভগিনীকে লইয়া অরণ্যমধ্যে সেই ঋষি-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই মহাত্মা মুনিকে ভিক্ষাস্বরূপ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তখন জরৎকারু সহসা তাহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই কন্যা সনাম্নী না হইতে পারে এবং হয়ত ইহাকে ভরণ-পোষণ করিতেও হইবে। মোক্ষপথস্থিত জরৎকারু এইরূপে দার পরিগ্রহ-বিষয়ে দ্বিমনা হইতে লাগিলেন। হে ভৃগুনন্দন! পরে ঐ ঋষি বাসুকিকে কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, আমি ইহার ভরণ-পোষণ করিব না।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বাসুকি, জরৎকারু ঋষিকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তপস্বিনী এই কন্যা আমার ভগিনী ও তোমার সনাম্নী, তুমি ইহাকে ভার্য্যার্থে পরিগ্রহ কর,' হে তপোধন! যথাশক্তি আমি ইহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব; হে মুনিবর! আমি তোমার নিমিত্তই এত দিন এই কন্যা রাখিয়াছি। ঋষি কহিলেন, ভাল, আমার এই নিয়ম থাকিল যে, আমি ইহার ভরণপোষণ করিব না এবং এই কন্যা কখন আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিবে না, করিলে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বাসুকি, "আমি ভগিনীর ভরণপোষণ করিব" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে জরৎকারু তখন বাসুকির গৃহে গমন করিলেন। মন্ত্রপ্রয়োগনিপুণ, তপোবৃদ্ধ, মহাব্রত ধর্ম্মাত্মা জরৎকারু যথাবিধি মন্ত্রপূর্ব্বক জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিলেন; পরে মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ভার্য্যার সহিত পন্নগরাজের অভিমত রমণীয় বাসগৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট আস্তরণ-যুক্ত পরিকল্পিত শয়নে পত্নীর সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। সাধুশ্রেষ্ঠ ঋষি ঐ বাসগৃহে ভার্য্যার সহিত এই নিয়ম করিলেন যে, তুমি কখন আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিতে বা অপ্রিয় বলিতে পারিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার গৃহে আর বাস করিব না এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিব; আমি যাহা কহিলাম তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবে। অনন্তর বাসুকির ভগিনী জরৎকারু অতিশয় উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইয়া "এবমস্তু" এই বাক্য বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন। পরে পতি-প্রিয়াভিলাষিণী যশস্বিনী নাগেন্দ্র-ভগিনী শ্বেতকাকীয় উপায়দ্বারা অর্থাৎ কুক্কুর হরিণ ও কাকের সতর্কতা, ভয়শীলতা ও ইঙ্গিতজ্ঞতা রূপ স্বাভাবিক গুণ অবলম্বন করিয়া দুঃখশীল ভর্ত্তার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ঐ বাসুকির ভগিনী জরৎকারু ঋতুস্নাতা হইয়া মহামুনি ভর্ত্তার নিকট যথাবিধানে গমন করাতে হুতাশন-সদৃশ দীপ্তিযুক্ত অতিশয় তেজোরাজি-বিরাজিত এক গর্ভ ধারণ করিলেন। শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় ঐ গর্ভ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন মহাযশা জরৎকারু নাগ-ভগিনী জরৎকারুর উৎসঙ্গে মস্তক প্রদান করিয়া ক্লান্তের

তাঁর শয়ন করিয়াছিলেন; সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন, তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন মনস্বিনী বাসুকিভগিনী দিবাবসান হওয়াতে ধর্ম্মলোপভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ভর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ করিব কি না! তাহা করিলে দুঃখশীল ধর্ম্মাত্মা স্বামীর নিকট অপরাধী হইতে হইবে, নিদ্রাভঙ্গ না করিলে এই ধর্ম্মশীল ভর্ত্তার ধর্ম্মলোপ হইবার সম্ভাবনা, নিদ্রাভঙ্গ করিলেও ইনি কুপিত হইতে পারেন, ইহাতে কি কর্ত্তব্য! যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয় তাহাই করি; নিদ্রাভঙ্গ করাতে কুপিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি সন্ধ্যাতিক্রম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ধর্ম্মলোপ হইবে। মধুরভাষিণী ভুজঙ্গ-ভগিনী মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া নিদ্রাভিভূত অনলতুল্য দীপ্ততেজা ঋষিকে বিনয়গর্ভ-বচনে কহিলেন, হে মহাভাগ, ব্রতপরায়ণ, ভগবন্! দিবাকর অস্তমিত হইতেছেন, গাত্রোত্থান করিয়া জলস্পর্শ-পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করুন, দেখুন অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এই মুহূর্ত্ত দারুণ ও রমণীয়, হে প্রভো! দেখুন পশ্চিমদিকে সন্ধ্যা প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

সহধর্ম্মিণী এই বাক্য কহিলে মহাতপা ভগবান্ জরৎকারু কোপে স্ফুরিতাধর হইয়া এই বাক্য কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমাকে ঈদৃশ অবজ্ঞা করিলে? আমি তোমার নিকটে আর থাকিব না, যথা ইচ্ছা গমন করি, হে বামোরু! আমি নিদ্রিত থাকিলে দিবাকর কখনই যথাকালে অস্তগমন করিতে পারেন না ইহা আমি নিশ্চয়রূপে জানি। দেখ, অপমানিত হইয়া কোন ব্যক্তিই বাস করিতে চাহে না, বিশেষত আমি বা আমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অপমানিত হইয়া বাস করিবে, ইহা অসম্ভব। ভর্ত্তা হৃদয়-শোষণ এই বাক্য কহিলে, বাসুকির গৃহস্থিতা ভগিনী কহিলেন, হে বিপ্র! আমি আপনার অবজ্ঞা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করি নাই, যাহাতে আপনার ধর্ম্মলোপ না হয় তজ্জন্যই এরূপ করিয়াছি। ভুজঙ্গ-ভগিনী এই বাক্য কহিলে মহাতপা জরৎকারু রোষপরবশ ও ভার্য্যা-ত্যাগাভিলাষী হইয়া ভুজঙ্গমাকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, আমি যাইব, আমি পূর্ব্বে তোমার সহিত নির্জ্জনে এই নিয়ম করিয়াছিলাম; হে ভদ্রে! আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও যে, মুনি গমন করিয়াছেন, আর আমি এখানে যতদিন বাস করিয়াছি, ততদিন পরমসুখে ছিলাম; হে ভীরু! আমি যাইলে তুমি শোক-বিহ্বলা হইও না। জরৎকারু মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশ্রোণী সুন্দরী জরৎকারু একেবারে শোক-বিহ্বলা ও চিন্তাকুলা হইলেন, তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, বদনকমল পরিশুষ্ক হইল এবং নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। বামোরু জরৎকারু তখন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্প-গদ্গদবচনে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এ নিরপরাধিনী পত্নীকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে, যেহেতু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; বিশেষত আমি সদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনার শুশ্রূষা, হিতানুষ্ঠান ও প্রিয়সাধন করিতেছি। যে উদ্দেশে আমার ভ্রাতা আপনার সহিত আমার পরিণয় সম্পাদন করিয়াছেন, মন্দভাগ্যা আমি তাহাও লাভ করিতে পারি নাই, অতএব তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আপনার ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হয়; তাহাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আপনার ঔরসে পুত্র জন্মিলে আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হইবে; হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিদিগের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার সহিত আমার এ সম্বন্ধ নিষ্ফল করিবেন না। হে সত্তম! আপনি মহাত্মা হইয়া এই অব্যক্ত রূপ গর্ভাধান করিয়া কিরূপে নিরপরাধিনী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন? পত্নীর ঈদৃশ উক্তি শ্রবণ করিয়া তপোধন জরৎকারু তৎকালোপযুক্ত অনুরূপবাক্যে কহিলেন, হে সুভগে! বৈশ্বানর তুল্য পরমধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গ বিশারদ এক ঋষি তোমার গর্ভে আছে। ধর্ম্মশীল মহর্ষি জরৎকারু ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার উগ্রতপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া গমন করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে তপোধন! ভর্ত্তা গমন করিবামাত্র জরৎকারু ভ্রাতার সমীপে গমন-পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভুজগশ্রেষ্ঠ বাসুকি সেই মহতী অপ্রিয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীনচিত্তে দীনা ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমাদের যাহা উদ্দেশ্য ও যে অভিপ্রায়ে তোমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলাম তাহা তুমি জ্ঞাত আছ, পূর্ব্বে পিতামহ দেবগণের সহিত বলিয়াছিলেন যে, নাগগণের হিতের নিমিত্ত তোমার গর্ভে সেই ঋষির ঔরসে যদি এক পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই বীর্য্যসম্পন্ন তনয়, সর্পগণকে সর্পসত্র হইতে মুক্ত করিবে; হে সুভগে! সেই মুনিসত্তম হইতে তোমার গর্ভ হইয়াছে কি না? আমার ইচ্ছা যে তোমাকে যে উদ্দেশে দান করিয়াছি তাহা নিষ্ফল না হয়। যদিও আমার ঈদৃশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অন্যায্য হইতেছে, তথাপি ইহা আমাদের গুরুতর কার্য্য বলিয়াই এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতেছি। তোমার ভর্ত্তা মহাতপস্বী, কোনমতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে না, যদি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, তাহা হইলে তিনি শাপ দিলেও দিতে পারেন। হে ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তার সমুদায় বিচেষ্টিত বিশেষরূপে ব্যক্ত কর এবং বহুকালাবধি আমার হৃদয়স্থিত ঘোর শল্য উদ্ধার কর। জরৎকারু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তাপ-তাপিত সর্পরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! আমি সেই মহাত্মা মহাতপা ভর্ত্তাকে সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে "অস্তি" অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আছে এই কথা বলিয়া বন গমন করিয়াছেন। আমার স্মরণ হয়, তিনি পরিহাসস্থলেও কখন মিথ্যা কথা কহেন নাই, তবে এই আপৎকালে কি নিমিত্ত মিথ্যা কহিবেন? হে ভ্রাতঃ! তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবে; তপোধন ভর্ত্তা ইহা কহিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন; অতএব হে ভ্রাতঃ! তোমার এই মনোদুঃখ দূর কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, নাগেন্দ্র বাসুকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া

হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে 'এবমস্তু' বলিয়া ভগিনী-বাক্য গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অর্থদানদ্বারা, সান্ত্বনাদ্বারা ও অনুরূপ পুরস্কারদ্বারা সেই সোদরা ভগিনীর সম্মান করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নভোমণ্ডলে উদিত শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় মহাপ্রভ, মহাতেজা সেই গর্ভ দিনে দিনে বর্দ্ধমান হইতে লাগিল; হে ব্রহ্মন্! পরে সময় উপস্থিত হইলে সেই ভুজঙ্গ-ভগিনী পিতৃ-মাতৃকুলের ভয়নাশক সাক্ষাৎ দেবতুল্য এক কুমার প্রসব করিলেন। কুমার সেই নাগরাজ গৃহে প্রতিপালিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং বালককালেই সত্ত্বগুণান্বিত ও ব্রতনিষ্ঠ হইয়া অসাধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে ভগবান্ চ্যবনের নিকট সাঙ্গ-বেদ অধ্যয়ন করিলেন। তিনি 'আস্তীক' এই নামে বিখ্যাত হইলেন; তিনি যখন গর্ভস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা "অস্তি" এই কথা বলিয়া বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম আস্তীক হইল। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ আস্তীক বাল্যকালে নাগগৃহে বাস করিয়া বাসুকির প্রযত্নাতিশয়ে পরিরক্ষিত হইয়া বিচরণ করত দীপ্তিমান্ ভগবান্ দেবদেব শূলপাণির ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধমান হইয়া সমস্ত সর্পগণকে হর্ষযুক্ত করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় পিতার স্বর্গারোহণ-বিষয়ে মন্ত্রিগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে বল। উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা মন্ত্রিগণকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিগণ পরীক্ষিতের পরলোক-প্রাপ্তি-বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন শ্রবণ করুন। জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রিগণ! আমার পিতার যেরূপ চরিত্র ছিল এবং সেই মহাযশা কালসহকারে যেরূপে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমরা সবিশেষ জ্ঞাত আছ; আমি তোমাদিগের নিকট পিতার সমস্ত চরিত্র শ্রবণ করিয়া [illegible]

উগ্রশ্রবা কহিলেন, মহাত্মা রাজা জনমেজয় এই প্রশ্ন করিলে ধর্ম্মজ্ঞ প্রাজ্ঞ সচিবগণ কহিল, রাজন্! আপনার পিতা মহাত্মা পার্থিবশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিতের চরিত্রবিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি যেরূপে পরলোক-গমন করেন তাহা শ্রবণ করুন। ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা, প্রজাপালক, আপনার পিতা যেরূপ ছিলেন তাহা বর্ণন করিতেছি। ধর্ম্মশীল রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতারের ন্যায় ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক চতুর্বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিয়া প্রজাপালন করিতেন; অতুলবিক্রম শ্রীমান্ পৃথিবীপতি পৃথিবীকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতেন, তাঁহার দ্বেষ্টা কেহ ছিল না, তিনিও কোন ব্যক্তির দ্বেষ করিতেন না; তিনি প্রজাপতির ন্যায় সকল প্রজাকেই সমান জ্ঞান করিতেন, কখন পক্ষপাত করিতেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা রাজকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সুপ্রসন্ন মনে স্ব স্ব কর্ম্মেই রত থাকিত; তিনি বিধবা, অনাথ, দীন, ও দুঃখীদিগকে ভরণপোষণ করিতেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রজাগণের লোচনানন্দ-দায়ক ছিলেন। সেই শ্রীমান্ সত্যবাদী দৃঢ়বিক্রম মহীপাল হইতে সকল লোকেই তুষ্ট ও পুষ্ট হইল; হে জনমেজয়! ঈদৃশ গুণসম্পন্ন আপনার পিতা ধনুর্ব্বেদে শারদ্বতের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি কাহারও অপ্রিয় ছিলেন না। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে সেই অভিমন্যুতনয় বলবান্ মহাযশা পরীক্ষিৎ উত্তরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। রাজধর্ম্ম-নিপুণ, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মসেবক, কামক্রোধাদির অবশীভূত, মহাবুদ্ধি, ও উত্তমনীতিশাস্ত্র-বিশারদ আপনার পিতা প্রজাপালন করিয়া ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে সর্ব্বলোককে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করত পরলোক-গমন করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার পর আপনি কুরুকুলক্রমাগত বহুসহস্র বর্ষ-ব্যাপী এই রাজ্য ধর্ম্মত প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাল্যকালেই অভিষিক্ত হইয়া সমুদায় প্রজাবর্গ প্রতিপালন করিতেছেন। জনমেজয় কহিলেন, অলোকসামান্য কীর্ত্তিশালী পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া আমার বোধ হইতেছে যে, এ বংশে কখন এমন কেহ রাজা ছিলেন না যে, তিনি প্রজাগণের প্রিয় ও প্রিয়কারী হন নাই, অতএব আমার পিতা তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত অকালে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, তোমরা আনুপূর্ব্বিক যথাবৎ বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, রাজহিতৈষী মন্ত্রিগণ রাজকর্ত্তৃক এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাবিধি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পিতা মহাবাহু মহীপাল পাণ্ডুর ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী ও সতত মৃগয়াশীল ছিলেন। একদা তিনি আমাদের প্রতি রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ বন-গমন করিলেন। পরে এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া গহন-বনে প্রবেশ করিল। তিনি খড়্গ তূণীর প্রভৃতি যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া একাকী পদব্রজে সেই মৃগের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মৃগ কোথায় পলাইল দেখিতে পাইলেন না; তিনি ষষ্টি-বর্ষ-বয়স্ক ও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইলেন; পরে সেই মহারণ্যমধ্যে মৌনব্রতে স্থিত এক মুনিকে দেখিতে পাইয়া পলায়িত মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; মুনি মৌনী ছিলেন, সুতরাং জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর করিলেন না। রাজা একে ক্ষুধা ও শ্রমে কাতর ছিলেন তাহাতে শাখাশূন্যবৃক্ষের ন্যায় উপবিষ্ট ঐ ঋষিকে কথা না কহিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রোষপরবশ হইলেন; পরন্তু আপনার পিতা জানিতেন না যে, ঐ মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি ক্রোধ-পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত তাঁহার মানহানি করিলেন অর্থাৎ ধনুষ্কোটিদ্বারা ধরাতল হইতে এক মৃতসর্প উৎক্ষিপ্ত করিয়া সেই বিশুদ্ধাত্মা মুনির স্কন্ধে স্থাপন করিলেন; সেই মেধাবী মুনি ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, ক্রোধ প্রকাশও করিলেন না, সেইরূপ সর্প স্কন্ধে করিয়াই থাকিলেন।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার পিতা ক্ষুধায় কাতর হইয়া মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প স্থাপনপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই ঋষির শৃঙ্গী নামে গোগর্ভে-জাত মহাযশা মহাতেজা তিগ্ম-বীর্য্য অতি কোপনস্বভাব এক পুত্র ছিলেন; তিনি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন,

পথিমধ্যে স্বীয় বয়স্যের নিকট শুনিলেন যে, ঘোরতপস্বী, মুনিশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, অদ্ভুত কর্ম্মে নিবিষ্ট, তপস্তাদ্বারা দেদীপ্যমান, ধৃতাত্মা, সদা শুভাচারনিরত, সৎকথায় স্থিত, লোভশূন্য, সুস্থিত, অক্ষুদ্রাশয়, অসূয়াশূন্য, বৃদ্ধ, সর্ব্বভূতের শরণ্য ও মৌনব্রতে স্থিত তাঁহার পিতার অপমান করিয়া আপনার পিতা এক মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন এবং ঐ বৃদ্ধ ঋষিও স্থাণুর ন্যায় ঐ মৃতসর্প স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছেন, অপকারি-রাজার কোন প্রত্যপকার করেন নাই। মহাতেজা ঋষিকুমার বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষপরবশ হইলেন এবং স্বীয় তেজ দ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইয়াই উদক স্পর্শপূর্ব্বক আপনার পিতাকে অভিসন্ধি করিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, যে পাপাত্মা নিরপরাধ মৎপিতার স্কন্ধে মৃতসর্প অর্পণ করিয়াছে, তাহাকে মহাতেজা আশীবিষ তক্ষকনাগ মদীয় বাক্যবলে প্রেরিত হইয়া সপ্তরাত্রির মধ্যে ক্রোধপূর্ব্বক তেজ দ্বারা দগ্ধ করিবে; হে বয়স্য! আমার তপোবল দেখ। শৃঙ্গী এই কথা বলিয়া যে স্থানে তাঁহার পিতা ছিলেন, তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সেই মুনিশার্দ্দূল শমীক গৌরমুখ নামক গুণবান্ সুশীল শিষ্যকে আপনার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। গৌরমুখ এখানে আগমনপূর্ব্বক বিশ্রামান্তে রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া গুরুর এই সন্দেশ জানাইলেন যে, "হে মহীপতে! আমার পুত্র তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে, সাবধান হও, হে মহারাজ! তক্ষক তোমাকে তেজ দ্বারা দগ্ধ করিবে।"

হে জনমেজয়! আপনার পিতা এই দারুণবাক্য শ্রবণ করিয়া পন্নগোত্তম তক্ষক হইতে ভীত হইয়া সতর্ক থাকিলেন। অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকট আসিতে ছিলেন, পথিমধ্যে নাগরাজ তক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে ত্বরান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওহে দ্বিজ! তুমি ত্বরান্বিত হইয়া কোথায় যাইতেছ? কি কার্য্য করিতে মানস করিয়াছ? কাশ্যপ উত্তর করিলেন, বিপ্র! অদ্য ভুজঙ্গরাজ তক্ষক কুরুকুল-প্রদীপ রাজা পরীক্ষিৎকে তেজ দ্বারা দগ্ধ করিবে, আমি সদ্য আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে ত্বরান্বিত হইয়া যাইতেছি; আমি সেখানে যাইলে তক্ষক তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পারিবে না। তক্ষক কহিল, ব্রহ্মন্! আমিই তক্ষক, আমি দংশন করিলে তুমি কি নিমিত্তে তাঁহাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা করিতেছ? কখনই বাঁচাইতে পারিবে না, বরঞ্চ আমার অদ্ভুত বীর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া দেখ। তক্ষক এই বাক্য বলিয়া এক বৃক্ষকে দংশন করিল; পরে দংশনমাত্র ঐ বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল। হে রাজন্! তখন কাশ্যপ সেই বৃক্ষের জীবন প্রদান করিলেন; তক্ষক তাহা দেখিয়া কাশ্যপকে এই বলিয়া প্রলোভিত করিতে লাগিল যে, তুমি কি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে রাজার নিকট যাইতেছ বল। কাশ্যপ উত্তর করিলেন, আমি ধনলাভের প্রত্যাশায় যাইতেছি। অনন্তর তক্ষক সেই মহাত্মাকে মধুরবচনে কহিল, হে অনঘ! তুমি রাজার নিকট হইতে যত ধন পাইবার আশা করিয়াছ আমি তাহা হইতেও অধিক ধন প্রদান করিতেছি, নিবৃত্ত হও। তক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মানবশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ প্রার্থনাতিরিক্ত ধন পাইয়া নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পরমধার্ম্মিক নৃপতিশ্রেষ্ঠ আপনার পিতা সুরক্ষিত প্রাসাদস্থ ও সাবধান থাকিলেও তক্ষক ছদ্মবেশে আসিয়া বিষবহ্নিদ্বারা তাঁহাকে ভস্মাবশেষ করিল। তাহার পরেই আপনি বিপক্ষবিজয়ের নিমিত্ত তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। হে নৃপসত্তম! আমরা যে সমস্ত দারুণ ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াছি ও যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। হে নরনাথ! আপনার পিতার ও উতঙ্ক ঋষির পরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর শত্রুকুল-বিনাশক রাজা জনমেজয় সমস্ত মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তক্ষক যে বনস্পতিকে দগ্ধ করিয়াছিল এবং কাশ্যপ যে ঐ বৃক্ষের জীবন প্রদান করেন, এই আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছ? আমার বোধ হয়, তক্ষক তখন ভাবিয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণের মন্ত্রদ্বারা বৃক্ষ নির্বিষ হইয়া জীবনপ্রাপ্ত হইল, অতএব আমি রাজাকে দংশন করিলে, এ ব্রাহ্মণ গিয়া যদ্যপি বাঁচাইয়া দেয়, তাহা হইলে লোকে এই বলিয়া আমাকে উপহাস করিবে যে, তক্ষকের আর তাদৃশ বিষ নাই। পন্নগাধম পাপাত্মা তক্ষক মনে মনে ইহাই চিন্তা করিয়া কাশ্যপকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; পরন্তু আমি যে উপায়ে হউক সেই পাপাত্মার এই পাপের প্রতিফল প্রদান করিব, কিন্তু আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি যে, নির্জ্জন বনমধ্যে কাশ্যপ ও তক্ষকের কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা কোন্ ব্যক্তি শুনিয়াছে, কোন্ ব্যক্তিই বা দেখিয়াছে, কি প্রকারেই তোমাদের কর্ণগোচর হইল, আমি ইহা শ্রবণ করিয়া যাহাতে সর্পকুল-সংহার হয় তাহার চেষ্টা করিব। মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজন্! কাশ্যপ ও তক্ষকের সমাগমবৃত্তান্ত যে ব্যক্তি আমাদের নিকট যেরূপ বর্ণন করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! এক ব্যক্তি কাষ্ঠের নিমিত্ত সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শুষ্কশাখা অন্বেষণ করিতেছিল; উক্ত ব্রাহ্মণ ও তক্ষক বৃক্ষারূঢ় ঐ মনুষ্যকে দেখিতে পায় নাই, হে রাজন্! ঐ ব্যক্তি তক্ষকের বিষাগ্নিদ্বারা বৃক্ষের সহিত ভস্মসাৎ হইয়াছিল, পরে কাশ্যপের প্রভাবে বৃক্ষসমেত জীবিত হইল, সেই পুরুষ আমাদের নিকট আসিয়া তক্ষক ও ব্রাহ্মণের সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিল; হে রাজন্! আমরা যাহা দেখিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি, তৎসমুদয় নিবেদন করিলাম। হে নৃপশার্দ্দূল! এক্ষণে শ্রবণ করিয়া যাহা বিধেয় হয় করুন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের বাক্য শ্রবণে অতিশয় দুঃখার্ত্ত ও পরিতাপযুক্ত হইয়া করদ্বারা করপেষণ করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রাজীবলোচন লোচন-জল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পিতৃশোকে রোদন করিতে করিতে তাঁহার বাষ্পবারি দুর্নিবার হইয়া উঠিল; অনন্তর তিনি যথাবিধি জলস্পর্শ করিয়া অমর্ষান্বিতচিত্তে ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক মনে মনে কার্য্য নির্ণয় করিয়া মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন, আমার পিতার

পরলোকপ্রাপ্তি-বিষয়ে তোমরা যেরূপ কহিলে তাহা শুনিয়া আমি মনে মনে যাহা স্থির করিলাম, শ্রবণ কর। আমি বিবেচনা করিলাম, যে দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আমার পিতাকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিয়াছে, সেই পাপিষ্ঠকে প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য, সেই দুরাত্মার কিরূপ অত্যাচার দেখ, কাশ্যপ আসিতেছিলেন, তাঁহাকে সে ধন দিয়া নিবৃত্ত করিল, সেই ব্রাহ্মণ যদি আসিতেন, তাহা হইলে আমার পিতা জীবিত হইতেন, সন্দেহ নাই। কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রিগণের বিনয়ে যদ্যপি রাজা জীবন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাহার কি ক্ষতি হইত? সেই অজেয় রাজাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত দ্বিজোত্তম কাশ্যপ আসিতেছিলেন, সে মূঢ়তাহেতু কি জন্য তাঁহাকে নিবারণ করিল? ব্রাহ্মণ রাজাকে জীবন প্রদান না করেন ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে যে ধন দান করিয়াছিল, ইহাতে সেই দুরাত্মা তক্ষকের অতিশয় অত্যাচার প্রকাশ পাইতেছে; অতএব আমি উতঙ্কের, আমার ও তোমাদের সকলের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পিতার বৈর নির্য্যাতন করিব।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভরতশার্দ্দূল পরীক্ষিৎ-তনয় পৃথিবীপতি শ্রীমান্ জনমেজয় এই সমস্ত বাক্য কহিয়া মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া সর্পসত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। অনন্তর সেই বচনসম্পন্ন ভূপতি পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিয়া কার্য্যোপযোগী এই বাক্য কহিলেন যে, যে দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতাকে হিংসা করিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে মানস করিয়াছি, আপনারা বলুন যাহাতে নাগরাজ তক্ষককে বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রদীপ্তহুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিতে পারি, এমত কোন উপায় বিদিত আছেন কি না? পূর্ব্বে তক্ষক যেমন বিষাগ্নিদ্বারা আমার পিতাকে দগ্ধ করিয়াছিল, আমিও সেই পাপিষ্ঠকে সেইরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, হে রাজন্! পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্পসত্র নামে এক মহৎসত্র আছে; দেবগণ আপনার নিমিত্তই সেই সত্রের সৃষ্টি করেন। পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন যে, আপনি ভিন্ন অন্য কোন রাজা সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না, হে মহারাজ! আমরাও তাহার প্রকরণ জ্ঞাত আছি।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে সত্তম! রাজা ঋত্বিক্‌গণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষককে প্রজ্বলিত হুতাশন-মুখে প্রবিষ্ট ও দগ্ধ বিবেচনা করিলেন। পরে মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, আমি সর্পসত্র অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আয়োজন করুন। হে দ্বিজসত্তম! বুদ্ধিমান্ বেদবিশারদ ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞায়তনের নিমিত্ত এক স্থান নিরূপণ করিয়া যথাবিধানে মাপাইলেন; পরে তাঁহারা বেদবিধি অনুসারে পরম-ঋদ্ধিযুক্ত দ্বিজগণ-নিষেবিত প্রভূত-ধনধান্যাঢ্য ঋত্বিক্‌সমূহ সেবিত ইষ্ট যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করিয়া রাজাকে সর্পসত্রে দীক্ষিত করিলেন; পরন্তু তখন সেই সর্পসত্রে যজ্ঞবিঘ্নকর এক মহৎ নিমিত্ত উদ্ভাবিত হইল। যখন যজ্ঞায়তন প্রস্তুত হয়, তখন বাস্তুবিদ্যাবিশারদ বুদ্ধিসম্পন্ন স্থপতি পৌরাণিক সূত কহিল যে, যে দেশে ও যে সময়ে এই মাপ আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে একজন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হইবে। রাজা দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপালকে কহিলেন, যে আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দিও না।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর যথা বিধানানুসারে সর্পসত্র আরম্ভ হইল। যাজকগণ যথাবিধি স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক ধূম-ধূম্র-নয়ন হইয়া যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন, ইহাতে সর্পগণের মন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর যাজকগণ যখন সর্পগণকে উদ্দেশ করিয়া অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করেন, তখন শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, স্থবির, শিশু, ক্রোশপ্রমাণ, যোজন-প্রমাণ, গোকর্ণ-পরিমাণ শত সহস্র সর্পগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পরস্পর পুচ্ছ ও মস্তকদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া কৃপণস্বরে পরস্পর আহ্বানানন্তর বিবিধ শব্দে চীৎকারপূর্ব্বক বেষ্টমান হইয়া প্রদীপ্ত হব্যবাহনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে শত সহস্র অযুত অর্ব্বুদ নাগগণ হুতাশনে পতিত হইবামাত্র অবশাঙ্গ হইয়া বিনষ্ট হইল। অনন্তর তুরগ-প্রমাণ, করিশুণ্ড-প্রমাণ, পরিঘ-প্রমাণ, মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ মহাকায় ও মহাবল অসংখ্য নানাবর্ণ নানাবিধ বিষবিষম, ঘোররূপ, দন্দশূক, সর্পগণ মাতৃবাগ্দণ্ডে নিপীড়িত হওয়াতে অগ্নিমুখে পতিত হইতে লাগিল।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! পাণ্ডবনন্দন ধীমান্ রাজা জনমেজয় সর্পগণের মহাভীতি-জনক, অতিশয় বিষাদ-জনক, সুদারুণ যে সর্পসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন্ কোন্ পরমর্ষি ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, বিস্তার রূপে বল, কারণ কোন কোন্ মুনি সর্পসত্রবিধানজ্ঞ ছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবা কহিলেন, যে সকল পণ্ডিতগণ রাজার সর্পসত্রে ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। চ্যবনবংশোৎপন্ন বেদবেত্তা, বিখ্যাত ব্রাহ্মণ চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞের হোতা, বিদ্বান্ বৃদ্ধ কৌৎস নামক ব্রাহ্মণ উদ্গাতা, জৈমিনি মুনি ব্রহ্মা, শাঙ্গরব ও পিঙ্গল মুনি অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। পুত্র ও শিষ্য-সমেত ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, বৃদ্ধ শ্রুতশ্রবা, জপ ও স্বাধ্যায় নিরত সুশীল কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য ও সমসৌরভ এই সমস্ত এবং বেদবিশারদ অন্য অন্য অনেক ব্রাহ্মণ জনমেজয়ের ঐ মহাসত্রে সদস্য হইয়াছিলেন। ঋত্বিক্‌গণ উক্ত সত্রে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে ঘোর ভীষণ সর্পগণ আসিয়া পতিত হইতে লাগিল, তাহাদিগের বসা ও মেদোদ্বারা নদী উৎপন্না হইল। নিরন্তর দহ্যমান সর্পগণের তুমুল পূতিগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল; অগ্নিতে পতিত আকাশ-মণ্ডলে স্থিত ও হুতাশনদ্বারা দহ্যমান ভুজঙ্গগণের চীৎকার শব্দ

৫। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ।



যাজকগণ যখন সর্পগণকে উদ্দেশ করিয়া অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করেন, তখন শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, স্থবির, শিশু, ক্রোশ-প্রমাণ, যোজন-প্রমাণ, গোকর্ণ-পরিমাণ শত সহস্র সর্পগণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পরস্পর পুচ্ছ ও মস্তকদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া কৃপণ স্বরে পরস্পর আহ্বানানন্তর বিবিধ শব্দে চীৎকারপূর্ব্বক বেষ্টমান হইয়া প্রদীপ্ত হব্যবাহনে পতিত হইতে লাগিল। ৪৮ পৃষ্ঠা।

অনবরত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নাগরাজ-তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শুনিয়া পুরন্দরপুরে গমন-পূর্ব্বক, স্বয়ং অপরাধী আছে বলিয়া সভয়চিত্তে পুরন্দরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করত শরণাগত হইল। তাহাতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ তক্ষক! সর্পসত্র হইতে তোমার কোন ভয় নাই, আমি পূর্ব্বেই তোমার নিমিত্ত পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি, অতএব তোমার ভয় নাই, মনোবেদনা দূর কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর ভুজগোত্তম তক্ষক ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পরমসুখে ইন্দ্রসদনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এ দিকে নাগগণ অজস্র হুতাশনে নিপতিত হওয়াতে বাসুকি স্বীয় পরিবারবর্গকে অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে সন্তাপযুক্ত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সাতিশয় শোক উপস্থিত হইল ও মন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর উক্ত পন্নগরাজ ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে, আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি, মোহে অবসন্ন হইতেছি, আমার মন বিঘূর্ণিত হইতেছে, দৃষ্টি-ভ্রম হইতেছে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অদ্য অবশাঙ্গ হইয়া আমাকেও প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইতে হইবে, সর্পকুল-সংহারের নিমিত্ত জনমেজয় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; বোধ করি, আমাকেও যমসদনের অতিথি হইতে হইবে। হে ভগিনি! যে নিমিত্ত জরৎকারু ঋষির সহিত তোমার পরিণয় সম্পাদন করিয়াছিলাম, এই সেই সময় উপস্থিত, এক্ষণে আমাকে বন্ধুগণের সহিত রক্ষা কর, হে ভুজগোত্তমে! পূর্ব্বে পিতামহ স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সর্পসত্র আরম্ভ হইলে আস্তীক ঋষি তাহা নিবারণ করিবেন, অতএব হে বৎসে! এক্ষণে আমার ও আমার পরিবারগণের রক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধ-সম্মত বেদবিশারদ ত্বদীয় বালকপুত্রকে বল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর ভুজঙ্গভগিনী জরৎকারু, নাগরাজ বাসুকির বচনানুসারে স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া এই বাক্য কহিলেন, পুত্র! ভ্রাতা আমাকে যে নিমিত্ত তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তাহার এই সময় উপস্থিত, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। আস্তীক কহিলেন, মাতুল কি নিমিত্ত আমার পিতাকে তোমারে দান করিয়াছিলেন, প্রকৃতরূপে বল, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিব। তদনন্তর বান্ধবহিতৈষিণী ভুজঙ্গ-ভগিনী জরৎকারু সুস্থিরা হইয়া পুত্রের নিকট কহিলেন, সমস্ত সর্পগণের মাতা কদ্রু যে কারণে রুষ্টা হইয়া স্বীয় পুত্রগণকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি বিনতার সহিত দাসীত্বে পণ রাখিয়া সর্পগণকে কহিয়াছিলেন যে, তোমরা শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবাকে কৃষ্ণবর্ণ কর; তাহাতে সর্পগণ অস্বীকার করাতে তিনি শাপ দিলেন যে, "জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন এবং তাহাতে তোমরা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যমালয়ে গমন করিবে।" কদ্রু এইরূপ শাপ দিলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া, "এবমস্তু" বলিয়া, সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন; বাসুকিও সেই পিতামহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃত-মন্থনের পর দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ অসুলভ অমৃত প্রাপ্ত হওয়াতে কৃতকার্য্য হইয়া, আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলেন

পরে সমস্ত সুরগণ ভুজঙ্গরাজ বাসুকির সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে সর্পগণের মাতৃশাপ-মোচন হয়, তন্নিমিত্ত পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে ভগবন্! এই নাগরাজ বাসুকি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত আছেন, অতএব যাহাতে সেই মাতৃদত্ত শাপমোচন হয়, তাহা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু নামক ঋষি, জরৎকারু নাম্নী যে ভুজঙ্গভগিনীকে বিবাহ করিবে, তাহার গর্ভে এক শ্রীমান্ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়া সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিবে। হে তনয়! ভুজঙ্গরাজ বাসুকি পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ দিলেন, অতএব সর্পসত্রের সময় উপস্থিত না হইতেই তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে সেই ভীষণ সময় উপস্থিত, তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা কর, আমার ভ্রাতাকে হুতাশন-মুখ হইতে মুক্ত কর। পুত্র! আমি সর্পকুলের মুক্তির নিমিত্ত তোমার পিতার নিকট দত্তা হইয়াছিলাম, অতএব যে উদ্দেশে আমি দত্তা হইয়াছিলাম, তাহা যাহাতে ব্যর্থ না হয় তাহা কর; অথবা এ বিষয়ে তুমিই বা কিরূপ বিবেচনা করিতেছ বল। আস্তীক মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, "তথাস্তু" বলিয়া, অঙ্গীকার করিলেন; পরে দুঃখসন্তপ্ত বাসুকির জীবন প্রদান করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন, হে মহাসত্ত্ব পন্নগরাজ বাসুকে! আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিব; হে রাজন্! তুমি সুস্থচিত্ত হও, তোমার ভয় নাই, যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ যত্নবান্ হইব, আমি পরিহাসস্থলেও মিথ্যা কহি না, কার্য্য-কালে কহিবার সম্ভাবনা কি? হে মাতুল! আমি সেই দীক্ষিত ক্ষিতিপতি জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া মঙ্গলযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব; হে সত্তম! যাহাতে সেই যজ্ঞ নিবৃত্ত হয় তাহা করিব; হে মহামতে নাগেন্দ্র! আমি যাহা বলিতেছি তাহা অসম্ভব বোধ করিও না এবং তোমার মনে এমত জ্ঞান না হয় যে, আমাতে এ সমস্ত মিথ্যা হইতে পারে। বাসুকি কহিলেন, হে আস্তীক! আমি ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, ব্রহ্মদণ্ডে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি। আস্তীক কহিলেন, হে পন্নগোত্তম! তুমি কোনমতে সন্তাপযুক্ত হইও না, আমি তোমার প্রজ্বলিত হুতাশনজনিত ভয় দূর করিব, আমি প্রলয়-কালীন বহ্নির সমান তেজস্বী মহাঘোর ব্রহ্মদণ্ড অপনয়ন করিব, তুমি এ বিষয়ে কোনমতে ভীত হইও না।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর দ্বিজসত্তম আস্তীকমুনি বাসুকির ঘোর মনোব্যথা দূর করিয়া, স্বয়ং সর্পকুল উদ্ধারের ভার লইয়া ত্বরাপূর্ব্বক সর্ব্বগুণসম্পন্ন জনমেজয়ের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান অসংখ্য সদস্যগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত উত্তম যজ্ঞায়তন অবলোকন করিলেন। যজ্ঞস্থলে প্রবেশকালে দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়াতে প্রবেশকামনায় সেই সর্পসত্রের প্রশংসা

করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা দ্বিজোত্তম আস্তীক মুনি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া অনন্তকীর্ত্তি ভূপাল ঋত্বিক্ সদস্যগণ ও অগ্নিকে স্তব করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

আস্তীক কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! প্রয়াগে সোমের, বরুণের ও প্রজাপতির যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞ, সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! দেবরাজ যে শতসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ অযুত যজ্ঞের তুল্য হইয়াছে; প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতাগ্র্য পারীক্ষিত! যম, হরিমেধ ও রন্তিদেব যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে; প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতাগ্র্য পারীক্ষিত! গয়, শশবিন্দু ও বৈশ্রবণ রাজা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে; প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতাগ্র্য পারীক্ষিত! নৃগ, অজমীঢ় ও দশরথতনয় রাজা রামচন্দ্র যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে; প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! অজমীঢ়বংশোদ্ভব দেবপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ যেমন স্বর্গে বিশ্রুত হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে; প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! সত্যবতীনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে; প্রার্থনা করি, আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে যেমন সদস্যগণ ছিলেন, তাঁহার ন্যায় আপনার এই যজ্ঞে সূর্য্য-সমান তেজস্বী এই সমস্ত সদস্য অধ্যাসীন আছেন; ইহাঁদিগের জানিতে হয় এক্ষণে এমন কোন জ্ঞেয় বস্তুই বিদ্যমান নাই; অতএব ইহাঁদিগকে দান করিলে কখন বিনষ্ট হয় না; আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, ভগবান্ দ্বৈপায়নতুল্য ঋত্বিক্ ত্রিভুবনে নাই; যে হেতু ইহাঁর শিষ্যগণ স্ব কার্য্যে দক্ষ এবং সর্ব্বকর্ম্মে ঋত্বিক্ হইয়া ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতেছেন। বিভাবসু, চিত্রভানু, মহাত্মা, হিরণ্যরেতা, হুতভুক্ ও কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নি প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত শিখাবিশিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনের নিমিত্ত আপনার এই হব্য কামনা করিতেছেন। হে রাজন্! এই অবনীমণ্ডলে আপনার তুল্য প্রজাপালক রাজা আর নাই, আপনার ধৈর্য্য-দর্শনেও আমি সর্ব্বদা প্রীতমনা আছি; আপনি বরুণ ও ধর্ম্মরাজ যমের তুল্য নিয়ন্তা, সাক্ষাৎ বজ্রপাণি দেবরাজের ন্যায় আপনি মর্ত্ত্যলোকে প্রজাগণ রক্ষা করিতেছেন। হে পুরুষোত্তম! আপনি আমাদিগের সম্মানভাজন; আপনার তুল্য যাগশীল ভূপতি ইহলোকে আর নাই। আপনি খট্বাঙ্গ, নাভাগ ও দিলীপ নৃপতির তুল্য, আপনার প্রভাব যযাতি ও মান্ধাতার সদৃশ, আপনার তেজ সূর্য্যদেবের সমান এবং আপনি ভীষ্মদেবের ন্যায় ব্রতপরায়ণ হইয়া বিরাজমান হইতেছেন। আপনার বীর্য্য বাল্মীকির বীর্য্যের ন্যায় গুপ্ত, আপনার কোপ বশিষ্ঠের ন্যায় বশীকৃত, আপনার প্রভুত্ব ইন্দ্রের সদৃশ এবং আপনার দ্যুতি নারায়ণদ্যুতির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আপনি ধর্ম্মরাজের ন্যায় ধর্ম্মবিনির্ণয়কারী, কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লক্ষ্মীর আবাসস্থল, ধনের ন্যায় যজ্ঞেরও অদ্বিতীয় আধার, দম্ভোদ্ভবের ন্যায় বলবান্, রামের ন্যায় শস্ত্রবিশারদ ও শাস্ত্রবেত্তা, ঔর্ব্ব ও ত্রিতের ন্যায় তেজস্বী এবং ভগীরথের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষণীয় হইয়াছেন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, রাজা, সদস্য, ঋত্বিক ও হুতাশন সকলেই এইরূপে স্তুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন। রাজা জনমেজয় তাঁহাদের হৃদ্গত ভাব বুঝিয়া কহিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, এই বালক বৃদ্ধের ন্যায় কথা কহিতেছেন, কথাদ্বারা বোধ হইতেছে, ইনি বালক নহেন,—বৃদ্ধ আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইহাঁকে অভিলষিত বর দান করি। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এ বিষয়ে যথোপযুক্ত বিধান করুন। সদস্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজার নিকট মান্য হন; বিশেষত যিনি বিদ্বান্, তিনি বিশেষ পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব আপনি ইহাঁর অভিলষিত সমুদায় বর প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য তক্ষক শীঘ্র আইসে, তাহা কর্ত্তব্য।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, রাজা বরদানে অভিলাষী হইয়া আস্তীক মুনিকে "বর প্রার্থনা কর" এই কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, এখনও তক্ষক আইসে নাই। জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় ও যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আইসে, তদ্বিষয়ে আপনারা যথাশক্তি যত্নবান্ হউন, কারণ সেই তক্ষকই আমার শত্রু। ঋত্বিক্গণ কহিলেন, হে রাজন্! আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে এবং অগ্নিও ব্যক্ত করিতেছেন যে, তক্ষক ভয়পীড়িত হইয়া ইন্দ্রভবনে শরণাগত হইয়া আছে। মহাত্মা পৌরাণিক সূত লোহিতাক্ষ রাজকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তখনও পুনর্ব্বার সেই ভাবেই কহিলেন যে, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে; আমি পুরাণ অনুসারে বলিতেছি, ইন্দ্র সেই তক্ষককে এই বর দিয়াছেন যে, 'তুমি আমার নিকট গুপ্ত ভাবে অবস্থিতি কর, পাবক তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না' যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা এই বাক্য শ্রবণানন্তর সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া হোতাকে কহিলেন যে, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তক্ষককে আহুতি দিউন। হোতা সাতিশয় যত্নসহকারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমস্ত দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান মহানুভাব দেবরাজ বিমানারোহণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। মেঘগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার অনুগামী হইল; নাগরাজ-তক্ষক ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার উত্তরীয় বসনে নিবদ্ধ ছিল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তক্ষকবিনাশের নিমিত্ত পুনর্ব্বার মন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্গণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে শরণাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে হুতাশনে পাতিত করুন। হোতা

তক্ষকের নিমিত্ত জনমেজয়কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্র-সমেত তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। হোতা এইরূপ আহুতি প্রদান করিবামাত্র ইন্দ্র তক্ষকের সহিত ব্যথিতহৃদয় হইয়া আকাশমণ্ডলে দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। পুরন্দর সেই যজ্ঞ দেখিয়াই অতিশয় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভবনে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্র এইরূপে প্রস্থান করিলে, তক্ষক ভয়ে মোহিত এবং মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে অবশাঙ্গ হইয়া যজ্ঞীয় হুতাশনশিখাসমীপে উপস্থিত হইল। তখন ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনার কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক হইল, এখন এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে অভিলষিত বরপ্রদান করিতে পারেন। জনমেজয় কহিলেন, হে অপ্রমেয় বালক! তুমি যেমত উপযুক্ত পাত্র, আমি তোমাকে তদনুরূপ বর প্রদান করিব, তোমার যাহা মনে আছে ও যাহা অভিরুচি হয়, প্রার্থনা কর; যদ্যপি আমার অদেয় হয়, তথাপি প্রদান করিব। ইত্যবসরে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, হে নৃপ! ঐ দেখুন তক্ষক আপনার বশতাপন্ন হইয়া শীঘ্র আসিতেছে এবং ভয়বিহ্বল হইয়া চীৎকার করাতে উহার ভৈরব রব শ্রুত হইতেছে; নিশ্চয় বোধ হয়, বজ্রপাণি দেবরাজ উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে; দেখুন ঐ পন্নগরাজ তীব্রনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আকাশে ঘূর্ণমান ও হতচেতন হইয়া উপস্থিত হইতেছে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, নাগরাজ-তক্ষক হুতাশনে পতিত হইবেন, এমত সময়ে আস্তীক মুনি এই বরপ্রার্থনার অবকাশ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে জনমেজয়! যদ্যপি বরপ্রদান করেন, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনার এই সর্পসত্র বিরত হয় এবং সর্পগণ আর ইহাতে পতিত না হয়। হে ব্রহ্মন্! আস্তীকের এইরূপ বরপ্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিত্তনয় অনতিহৃষ্টমনে কহিলেন, হে বিভো! আপনি সুবর্ণ, রজত, গো, অথবা অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা করেন, সমুদায়ই প্রদান করিতে পারিব; কিন্তু আমার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হইবে না। আস্তীক উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি সুবর্ণ, রজত, গো প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনা করি না, আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক, তাহা হইলে আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হইবে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, আস্তীক মুনি এইরূপ উত্তর করিলে পর বাগ্মী রাজা জনমেজয় পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি অন্য বর প্রার্থনা করুন, তাহাতে আপনার পক্ষে মঙ্গল হইবে; পরন্তু আস্তীক কোনমতেই অন্য বর যাচ্ঞা করিলেন না। অনন্তর বেদবিশারদ সমস্ত সদস্যগণ মিলিত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমারের অভিলষিত বর প্রদান করুন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতনন্দন! সেই সর্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! বহু সহস্র, বহু নিযুত বহু অর্ব্বুদ সর্পগণ অগ্নিতে হুত হইয়াছিল, বহুত্বপ্রযুক্ত তাহাদের সংখ্যা করা যায় না, পরন্তু যতদূর স্মরণ হয় বলিতেছি। তন্মধ্যে প্রথমত বাসুকির বংশজাত, নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, মহাকায়, ঘোর বিষবিষম, প্রধান প্রধান যে সকল সর্প মাতৃবাগ্দণ্ডে নিপীড়িত, অবশাঙ্গ ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া হুতাশনে হুত হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। কোটিশ, ভানস, পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক ও কালদন্তক, বাসুকিকুল-সম্ভূত এই সকল এবং মহাবল ঘোররূপ অন্য অন্য সর্পগণও প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইয়াছিল। তক্ষককুলজাত নাগগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজা, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা ও মহাহনু, তক্ষককুলজাত এই সকল সর্প হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পারাবত, পারিপাত্র, পাণ্ডুর, হরিণ, কৃশ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ ও সংহতাপন, ঐরাবতকুলোৎপন্ন এই সকল নাগ বহ্নিতে পতিত হইয়াছিল। হে দ্বিজোত্তম! এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতর ও আতক, কৌরব্যবংশজাত এই সমস্ত সর্প হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! ধৃতরাষ্ট্রকুলোৎপন্ন বিষোল্বণ বায়ুতুল্য বেগবান্ সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, সুখমেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ প্রহাস, শকুনি, দরি, আমহঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, বেগবান্, নাগ, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ সমৃদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ ও অরুণি। হে ব্রহ্মন! এই সকল প্রধান প্রধান নাগগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, বহুত্ব-প্রযুক্ত সকল নাগের নাম কীর্ত্তন করিলাম না; ইহাদের পুত্র ও ইহাদের পুত্রের পুত্র যাহারা প্রদীপ্ত পাবকে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন ত্রিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ, প্রলয়কালীন অনলতুল্য বিষবিশিষ্ট, ভীষণ, মহাকায়, মহাবেগ, শৈলশৃঙ্গতুল্য-উচ্ছ্রিত, এক যোজন-আয়ত, দ্বিযোজন-আয়ত, কামরূপ, কামবল-প্রদীপ্ত অনলতুল্য বিষবিশিষ্ট নানাবিধ শত সহস্র-সংখ্য সর্পগণ ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ মাতৃ-বাক্যে নিপীড়িত হইয়া সেই মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াছিল।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় সেইরূপ বরদানে উদ্যত হইলে আর এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। নাগরাজ-তক্ষক ইন্দ্রের হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া আকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন রাজা জনমেজয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ভয়বিহ্বল হইয়াও তক্ষক যথাবিধি হুত-প্রদীপ্ত হুতাশনে কি জন্য পতিত হইল না। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত! সেই মনীষা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের মন্ত্র কি তৎকালে প্রতিভাবিত হয় নাই যে, তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইল না? উগ্রশ্রবা কহিলেন, পন্নগরাজ-তক্ষক অচৈতন্য হইয়া যখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে প্রচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছিল, তখন আস্তীক মুনি "থাক, থাক, থাক," এইকথা তিনবার বলিয়াছিলেন; যেমত কোন ব্যক্তি আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী

হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তক্ষক বিষণ্ণচিত্তে অন্তরীক্ষেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর সদস্যগণের অতিশয় অনুরোধে রাজা কহিলেন, আস্তীক যাহা কহিতেছেন, তাহাই হউক; সর্পসত্র সমাপন করুন, সর্পগণ নিরুদ্বিগ্ন হউক; এই আস্তীক মুনি প্রীত হউন এবং সূতের বাক্য সত্য হউক। অনন্তর চতুর্দ্দিকে প্রীতি-দায়ক কোলাহল-ধ্বনি হইতে লাগিল; আস্তীক মুনিকে বরদান করাতে পাণ্ডুবনন্দন রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞ উপরত হইল। পরে রাজা পরীক্ষিত্তনয় প্রসন্ন হইয়া ঋত্বিক্গণকে, সদস্যগণকে এবং যাঁহারা সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শত সহস্র ধনদান করিলেন। যিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, একজন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া সর্পসত্র নিবৃত্ত হইবে, সেই স্থপতিসূত লোহিতাক্ষকেও বহুবিত্ত প্রদান করিলেন। অপ্রমেয়পরাক্রম রাজা প্রীতমনা হইয়া ঐ লোহিতাক্ষকে ভোজনাচ্ছাদন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দান করিয়া পরিশেষে বিধি অনুসারে যজ্ঞান্ত স্নান সমাপন করিলেন, পরে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতকৃত্য ও প্রীত মনীষী আস্তীককে যথোচিত পূজা করিয়া স্বভবনগমনে অনুমতি করিলেন এবং বলিলেন, আপনার যেন পুনর্ব্বার আগমন হয়, আমি যখন অশ্বমেধ নামক মহাক্রতুর অনুষ্ঠান করিব, তখন আপনাকে সদস্য হইতে হইবে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, আস্তীক এইরূপে অসামান্য স্বকার্য্য সাধনপূর্ব্বক পরম-প্রীত-মনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি প্রফুল্লচিত্তে মাতা ও মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেখানে যে সমস্ত নাগ উপস্থিত ছিল, তাহারা বীতভয় হইল এবং আস্তীক মুনির প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া কহিল, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমাদিগকে মুক্ত করাতে আমরা সকলেই অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? সর্পগণ পুনঃপুন কহিতে লাগিল, বৎস! তোমার কি অভিলষিত সম্পাদন করিব? আস্তীক কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে আমার এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবে, তাহাদের যেন তোমাদের হইতে কোন ভয় না থাকে। সর্পগণ প্রসন্নচিত্তে কহিল, হে ভাগিনেয়! তুমি যে বর প্রার্থনা করিতেছ, আমরা নম্র ও প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহা সম্পাদন করিব। "যিনি দিবাভাগে বা রাত্রিতে অসিত আর্ত্তিমান্ ও সুনীথকে স্মরণ করিবেন, তাঁহার সর্পভয় থাকিবে না যে মহাযশা আস্তীক জরৎকারুর ঔরসে জরৎকারুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি সর্পসত্রে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, হে মহাভাগ সর্পগণ! আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, আমাদিগকে আর হিংসা করিতে পার না, হে মহাবিষ সর্প! অপসৃত হও, তোমার মঙ্গল হউক, হে সর্প! চলিয়া যাও রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞাবসানে আস্তীক মুনি যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর; যে সর্প আস্তীক-বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত না হয়, শিংশপাবৃক্ষ-ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিভিন্ন হইয়া যায়।"

প্রধান প্রধান ভুজঙ্গগণ মিলিত হইয়া বর প্রদান করিলে মহাত্মা দ্বিজবর আস্তীক অতিশয় প্রীত হইয়া লোকান্তর-গমন করিতে মানস করিলেন। ধর্ম্মাত্মা দ্বিজোত্তম আস্তীক এইরূপে সর্পগণকে সর্পসত্র হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া যথাকালে পরলোক-গমন করিলেন। এই আস্তীকাখ্যান আপনার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম; ইহা কীর্ত্তন করিলে কখন সর্পভয় থাকে না। হে ব্রহ্মন্! আপনার পূর্ব্ব পুরুষ ভার্গবোত্তম প্রমতি স্বীয় তনয় রুরু-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতমনে যেরূপ কহিয়াছিলেন এবং আমিও যেরূপ শুনিয়াছিলাম, কবিবর আস্তীকের শোভন-চরিত সেইরূপ কীর্ত্তন করিলাম। হে ব্রহ্মন্! ডুণ্ডুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি ধর্ম্মবহুল পুণ্য বর্দ্ধন যে আস্তীকাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; হে অরিন্দম! ইহা শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আপনার সুমহৎ কৌতূহল অপনীত হউক।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ও আস্তীকাখ্যান সমাপ্ত।

---

শৌনক কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার নিকট ভৃগুবংশ প্রভৃতি যে মহৎ আখ্যান সমস্ত কীর্ত্তন করিলে, তাহাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। হে সূতনন্দন! তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, ব্যাসসংক্রান্ত যে সকল কথা আছে, তৎসমুদায় যথাবৎ কীর্ত্তন কর। সেই অতি দুস্তর সর্পসত্রে মহাত্মা সদস্যগণের অবকাশের সময়ে যে যে বিষয়ে যে সকল আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সমুদায় তোমার মুখে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। হে সৌতে! তুমি আমাদিগের নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবা কহিলেন, সর্পসত্রের অবকাশকালে ব্রাহ্মণেরা বেদাশ্রয় বিবিধ আখ্যান কহিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যাসদেব মহাভারত নামক বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করেন। শৌনক কহিলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জনমেজয়-কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া অবকাশমতে পাণ্ডবগণের যশোবর্দ্ধন মহাভারত নামক যে আখ্যান যথাবিধানে শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সেই পবিত্র কথা যথাবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে সাধুশ্রেষ্ঠ সূততনয়! মহানুভাব মহর্ষির মনঃ-সাগরসম্ভূত সেই কথামৃত কীর্ত্তন কর, আমার এপর্য্যন্ত শুশ্রূষা-বৃত্তি নিবৃত্তি না হওয়াতে পরিতৃপ্ত হই নাই। উগ্রশ্রবা কহিলেন, আপনার নিকট কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত মহাভারত নামক অত্যুৎকৃষ্ট মহাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিব। হে দ্বিজ! আমি সমুদায় অশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন, ইহা কীর্ত্তন করিতে আমারও মহাহর্ষের উদয় হইতেছে।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। যে পাণ্ডবপিতামহ, শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যাকালেই তাঁহার গর্ভে যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মহাযশা মহর্ষি জন্মমাত্র তৎক্ষণাৎ ইচ্ছানুসারে দেহবৃদ্ধি করিয়া বেদবেদাঙ্গ ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তানোৎপাদন কি যজ্ঞদ্বারা কোন ব্যক্তিই যাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; পরাৎপর পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞ, সত্যব্রত, অতীতদর্শী, শুদ্ধাচার, বেদবিশারদ যে ব্রহ্মর্ষি এক বেদ চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়াছিলেন; পুণ্যকীর্ত্তি-মহাযশাঃ যে মহর্ষি শান্তনুর বংশ-রক্ষার্থ পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের জন্ম দিয়াছিলেন; সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ

শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজর্ষি জনমেজয়ের যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, যেমন দেবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পুরন্দর অধ্যাসীন থাকেন,তাঁহার ন্যায় রাজা জনমেজয় অসংখ্য সদস্যগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত নানা জনপদেশ্বরগণ এবং ব্রহ্মতুল্য কর্ম্মদক্ষ ঋত্বিক্‌গণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া যজ্ঞসভায় উপবিষ্ট আছেন ভরতবংশাবতংশ রাজর্ষি জনমেজয় সেই ঋষিকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে অনুচরবর্গের সহিত তৎক্ষণাৎ অভ্যুত্থান করিলেন। দেবরাজ যেরূপে বৃহস্পতিকে আসন প্রদান করেন, তাঁহার ন্যায় প্রভু জনমেজয় সদস্যগণ-কর্ত্তৃক অনুমত হইয়া সমাগত মহর্ষিকে কাঞ্চনময় আসন প্রদান করিলেন এবং তাহাতে উপবিষ্ট দেবর্ষিগণ পূজিত সেই পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা পূজা করত, তাঁহার উপযোগ্য পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়ও গো যথাবিধানে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্যাস প্রীতমনে পাণ্ডব জনমেজয়ের নিকট সেই সমস্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অকারণে জীবহিংসা করা উচিত নয় বলিয়া গোবধ করিতে দিলেন না।

জনমেজয় প্রণয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সেইরূপে প্রপিতামহের পূজা করিয়া সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেবও তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা কহিলেন; পরে সদস্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করাতে তিনিও তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর জনমেজয় সদস্যগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রপিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজ! আপনি কুরুপাণ্ডবগণের অশেষ চরিত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন, আমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমার প্রপিতামহেরা সকলেই রাগদ্বেষাদিশূন্য ছিলেন, তথাপি কি নিমিত্ত তাঁহারা দৈববিড়ম্বিত হইয়া তাদৃশ মহৎশত্রুতায় প্রবৃত্ত হইলেন? কি নিমিত্তই বা তাদৃশ ভূরিপ্রাণি-সংহারকারী মহাযুদ্ধ হইল? হে দ্বিজোত্তম! এ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক অশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপে উপবিষ্ট শিষ্য বৈশম্পায়নকে কহিলেন, পূর্ব্বে যেরূপে কুরুপাণ্ডবগণের গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, এই ভূপতির নিকট অবিকল সেইরূপ বর্ণন কর। বিপ্রর্ষি বৈশম্পায়ন গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ জনমেজয়, সদস্যগণ ও সমস্ত রাজগণের নিকট কুরুপাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিরোধ ও সর্ব্বসংহার প্রভৃতি বিষয়ক প্রাচীন ইতিহাসসমস্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমত গুরুর চরণে ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদ্বান্ জনগণ ও সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া সর্ব্বলোক বিশ্রুত ধীমান মহর্ষি মহাত্মা ব্যাসদেবের সমস্ত মত কীর্ত্তন করিতেছি। মহারাজ! আপনি এই ভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করিবার যোগ্যপাত্র, এই গুরুর আজ্ঞা আমার মনকে উৎসাহিত করিতেছে; হে মহারাজ ভরতকুলতিলক! যেরূপে কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, রাজ্যের নিমিত্ত যেরূপে দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবগণের বনবাস ও সর্ব্বসংহারকারী তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এ সমস্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করি শ্রবণ করুন।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সেই সমস্ত বীরগণ পিতার মৃত্যুর পর বন হইতে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিয়া অল্পকালমধ্যেই ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ ও বেদবেত্তা হইয়া উঠিলেন। কৌরবেরা তাঁহাদিগকে রূপ, বল, বীর্য্য, উৎসাহ, শ্রী ও যশঃসম্পন্ন এবং পৌরগণের প্রিয়পাত্র দেখিয়া অমর্ষান্বিত হইল। অনন্ত ক্রূর দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি তাঁহাদের নিগ্রহ, নির্ব্বাসন প্রভৃতি বিবিধ অহিতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এক দিবস পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীমকে অন্নের সহিত বিষপান করিতে দিয়াছিল, বৃকোদর তাহা জীর্ণ করিয়াছিলেন। এক দিবস ভীম প্রমাণকোটিতে অর্থাৎ গঙ্গাতটে ক্রীড়াভবন-বিশেষে নিদ্রিত ছিলেন, ঐ সময় ঐ পাপাত্মা তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। কুন্তীনন্দন মহাবাহু ভীমসেন যখন জাগরিত হইলেন, তখন স্ববলে বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক গতব্যথ হইয়া উত্থিত হইলেন। আর একসময়ে তিনি নিদ্রাভিভূত ছিলেন; ধৃতরাষ্ট্রতনয় কালসর্পদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করাইয়াছিল; শত্রুঘাতক ভীমসেন তাহাতেও প্রাণত্যাগ করিলেন না। যখন কৌরবগণ প্রতারণাপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রাণসংহারের চেষ্টা করিত, তখন মহামতি বিদুর তাঁহাদের মোক্ষণ-প্রতীকার ও রক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ থাকিতেন; যেমন দেবলোকস্থ দেবরাজ সর্ব্বলোকের পক্ষে সুখাবহ হইয়া থাকেন, তাঁহার ন্যায় বিদুর পাণ্ডবগণের সতত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। কৌরবগণ যখন দেখিল যে, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কোন উপায়দ্বারাই পাণ্ডবগণের প্রাণসংহার হইল না, দৈবক্রমে তাঁহারা রক্ষা পাইতে লাগিলেন, তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইল। পুত্র-প্রিয় চিকীর্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগাভিলাষে সেই পাণ্ডবগণকে বিবাসিত করিলেন। পাণ্ডবগণ সকলে একত্র হইয়া হস্তিনানগর হইতে প্রস্থান করিলেন; গমনকালে বিদুর সেই মহানুভবগণকে সংপরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা নিশীথ সময়ে জতুগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া বনে পলায়ন করিলেন।

পরন্তপ মহাত্মা পাণ্ডবগণ মাতার সহিত বারণাবতনগরে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমত অতি সাবধানপূর্ব্বক পুরোচন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞামতে এক বৎসর জতুগৃহে বাস করিয়াছিলেন, পরে বিদুরের মন্ত্রণানুসারে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করাইয়া, জতুগৃহে অগ্নিপ্রদান-পূর্ব্বক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া, সভয়চিত্তে জননীর সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অরণ্যমধ্যে হিড়িম্ব নামক ভীষণ এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া বধ করিলেন; পরে আত্মপ্রকাশের ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের ভয়ে ভীত হইয়া নিশাযোগে পলায়ন-পূর্ব্বক একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমসেনের নিকট উপগতা হওয়ায় ঘটোৎকচ নামক তাঁহার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ উক্ত নগরীতে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, ব্রতপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারি-বেশ অবলম্বন পূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণের গৃহেই মাতার সহিত কিয়ৎ কাল বাস করিলেন। মহারাজ

বৃকোদর ভীমসেন সেই নগরীতে মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষুধাতুর বক নামক এক রাক্ষস দেখিতে পাইলেন; পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভীমসেন স্বীয় বাহুবল দ্বারা সহসা তাহার প্রাণবধ করিয়া নগরস্থ লোকের উদ্বেগ দূর করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ শ্রবণ করিলেন যে, পাঞ্চাল নগরে, পাঞ্চাল রাজনন্দিনী স্বয়ম্বরাভিলাষিণী হইয়াছেন, ইহা শ্রবণমাত্র তাঁহারা তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিলেন। অরিন্দম পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া, তথায় সংবৎসর বাস করিয়া, অভিজ্ঞাত হওয়াতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! যাহাতে তোমাদের ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, তন্নিমিত্ত আমরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিবে; অতএব তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নানা জনপদযুক্ত সুপ্রশস্ত রাজপথ-সুশোভিত খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিবার নিমিত্ত গমন কর। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের এই বাক্যানুসারে সমস্ত সুহৃদ্গণের সহিত সমুদায় ধনসম্পত্তি লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থ নগরে গমন করিলেন। পরমধার্ম্মিক, সত্যব্রত-পরায়ণ, অপ্রমত্ত, উদ্যমসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, শত্রুগণের সন্তাপজনক পাণ্ডবগণ বহুবৎসর সেই স্থলে বাস করিয়া শস্ত্রপ্রভাবে সমস্ত ভূপালগণকে বশীভূত করিলেন। মহাযশা ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, বীর অর্জ্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিম দিক্ ও শত্রুনাশক সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলকে বশীভূত করিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধীশ্বর হইলেন। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী অপ্রতিহত বিক্রমশালী পঞ্চপাণ্ডব দ্বারা এবং আকাশমণ্ডলে বিরাজমান এক সূর্য্য দ্বারা পৃথিবী যেন ষট্‌সূর্য্যবিশিষ্টা হইল। অনন্তর সত্যবিক্রম, তেজস্বী, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন কারণবশত পুরুষশ্রেষ্ঠ, গুণবান্, স্থির-প্রতিজ্ঞ প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা, সব্যসাচী, অর্জ্জুনকে বন-বাসার্থ প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন (সৌরমাস গণনানুসারে) একাদশ বৎসর দশমাস বনে বাস করিলেন। সেই সময়ে একদা তিনি দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া কৃষ্ণের অনুজা রাজীবলোচনা মধুরভাষিণী সুভদ্রাকে লাভ করিলেন। যেমন ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তুষ্টা হইয়াছিলেন এবং যদ্রূপ লক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত যুক্ত হইয়া হৃষ্টা হইয়াছিলেন, সেইরূপ সুভদ্রা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সহিত সংযুক্তা হইয়া পরমপ্রীতা হইলেন। হে নৃপসত্তম! অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে তৃপ্ত করিলেন। দৃঢ়নিষ্ঠা-সহায় কৃষ্ণের যেমন শত্রুকুল বধ করা ভার বোধ হয় না; তদ্রূপ কেশব-সহায় অর্জ্জুনের কোন কর্ম্মই দুঃসাধ্য বোধ হইত না। অনন্তর অগ্নি খাণ্ডবদাহে পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে উত্তম গাণ্ডীবধনু অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন ময়নামক অসুরকে খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত ময়াসুর তাঁহাদিগকে সর্ব্বরত্ন-সমন্বিত দিব্য এক সভাভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিল। মন্দবুদ্ধি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সেই সভাভবনে লুব্ধ হইয়া, শকুনিদ্বারা অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করাইল। হে মহারাজ! ত্রয়োদশ বৎসর বিবাসের পর চতুর্দ্দশ বৎসর উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ স্বীয় সম্পত্তি যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু প্রাপ্ত হইলেন না; তাহাতেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর পাণ্ডবগণ ক্ষত্রিয়কুলধ্বংস-করণানন্তর দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া নিহতভূয়িষ্ঠ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে জয়শীল! রাগদ্বেষাদিশূন্য পাণ্ডবগণের এইরূপে আত্মবিচ্ছেদ, রাজ্যনাশ ও জয় হইয়াছিল এবং তাঁহাদের পুরাবৃত্তের বিবরণ এই।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি কুরুবংশীয়-দিগের চরিত্রবিষয় মহাভারত নামক মহৎ আখ্যান সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। হে অনঘ তপোধন! সেই বিচিত্র উপাখ্যান পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন, আমার বিস্তাররূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া বর্ণন করুন; পূর্ব্বপুরুষদিগের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি হয় নাই। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও যে অবধ্য জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রভৃতি বধ করিয়াছিলেন, অথচ সকল মনুষ্যই যে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহা সামান্য ও অল্পকারণ-সম্ভূত নহে। নিরপরাধ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রতীকারক্ষম হইয়াও কি নিমিত্ত দুরাত্মাদিগের প্রযুক্ত নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন? হে দ্বিজোত্তম! দশ সহস্র হস্তিতুল্য বাহুবলসম্পন্ন বৃকোদর এতাদৃশ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াও কিজন্য ক্রোধাভিভূত হন নাই? দ্রুপদ-রাজ-দুহিতা সতী দ্রৌপদী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় হইতে তাদৃশ ক্লেশ পাইয়াও ক্ষমতা থাকিতে কি নিমিত্ত ক্রোধনয়নে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করেন নাই? দুরাত্মারা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে তাদৃশ দুঃখ দিয়াছিল, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ সেই চারি ভ্রাতা কি কারণে দ্যূতক্রীড়াসক্ত যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ক্লেশসহনের অযোগ্য হইয়াও কি হেতু তাদৃশ দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় একাকী কেবল কৃষ্ণকে সারথি করিয়া কিরূপে অস্ত্রসঞ্চালন দ্বারা অসংখ্য সৈন্যকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত যে কারণে, যেরূপে হইয়াছিল এবং মহারথ বীরগণ যখন যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রোক্ত এই পবিত্র আখ্যান অতি বিস্তীর্ণ, আমি ক্রমশ বলিতেছি; সর্ব্বলোকপূজিত অমিততেজা মহাত্মা মহর্ষি বেদব্যাসের সমস্ত মত কীর্ত্তন করিব; পরমতেজস্বী সত্যবতীনন্দন পবিত্র লক্ষ শ্লোকদ্বারা এই আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাভারত শ্রবণ করান এবং যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দেবতুল্য হন। ঋষিপ্রণীত এই পুরাণ বেদের তুল্য পবিত্র ও উৎকৃষ্ট এবং সমুদায় শ্রাব্যবস্তু মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই মহাপবিত্র ইতিহাস মধ্যে অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—সমস্ত বিষয়ের উপদেশ আছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি অক্ষুদ্র, দানশীল, সত্যনিষ্ঠ, অনাস্তিক লোকের নিকট সমগ্র বেদপ্রতিনিধি এই আখ্যান পাঠ করিয়া অর্থ লাভ করেন। এই ইতিহাস শ্রবণে ভ্রূণহত্যাদি সমস্ত পাপধ্বংস হয়, সন্দেহ নাই। যেমন রাহু

হইতে চন্দ্রমণ্ডল মুক্ত হয়, তাহার ন্যায় দারুণ দুরাচার পুরুও এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। এই ইতিহাসের নাম জয়, ইহা বিজিগীষু ব্যক্তির শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ও শত্রুপরাভব করিতে সমর্থ হন। ইহা শ্রেষ্ঠ পুংসবনস্বরূপ ও মহৎ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। যুবরাজ মহিষীর সহিত পুনঃ পুনঃ ইহা শ্রবণ করিলে, তাঁহাদের বীরপুত্র বা রাজ্যাধিকারিণী কন্যা জন্মে। অপরিসীম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাসদেবের প্রণীত এই আখ্যান পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রস্বরূপ ও শ্রেষ্ঠ অর্থশাস্ত্রস্বরূপ এবং মোক্ষশাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ কেহ মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছেন, ভবিষ্যৎকালেও অনেকে শ্রবণ করিবেন। পুত্রগণ ইহা শ্রবণ করিলে পিতার আজ্ঞাবহ ও প্রিয়কারী হন। যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনি শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক সমুদায় পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। যিনি এই ভরতকুলের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুণে দোষারোপ না করেন, তাঁহার পরলোকভয় হওয়া দূরে থাকুক, ব্যাধিভয়ও থাকে না। মহাত্মা পাণ্ডবগণের এবং প্রচুরধনসম্পত্তি ও প্রচুর তেজোবিশিষ্ট সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ লোকবিখ্যাত ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি প্রকাশের নিমিত্ত পুণ্যচিকীর্ষু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, স্বর্গ্য ও পবিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন। যিনি ইহলোকে পবিত্র ব্রাহ্মণগণকে এই মহাপুণ্য মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার সনাতন ধর্ম্মলাভ হয়। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া সতত কুরুদিগের প্রথিতবংশ কীর্ত্তন করেন, তিনি লোকসমাজে পূজিত হন, ও তাঁহার নিরন্তর বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। যে ব্রাহ্মণ বর্ষা চারিমাস নিয়ত ব্রতপরায়ণ হইয়া এই পবিত্র মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন। যিনি ভারত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে বেদপারগ বলা যায়। এই মহাভারতে পাপস্পর্শশূন্য পবিত্র দেবগণ রাজর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, কেশব, ভগবান্ ভূতপতি ও ভবানীর কীর্ত্তন আছে। ইহাতে ষান্মাতুর কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বিবরণ এবং গো ব্রাহ্মণ-প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। সর্ব্ববেদস্বরূপ এই মহাভারত ধর্ম্মসঞ্চয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে ইহা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করান, তিনি নিষ্পাপ হইয়া, দেবলোক জয় করিয়া, শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যিনি শ্রাদ্ধের সময় অন্তত ইহার একপাদও ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করান তাঁহার সেই শ্রাদ্ধে তাঁহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি জন্মে। দিবসে ইন্দ্রিয়দ্বারা বা মনোদ্বারা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, মহাভারত শ্রবণমাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভরতকুলের মহৎ-জন্ম-বৃত্তান্ত ইহাতে কীর্ত্তিত আছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ অবগত আছেন, তাঁহার সমুদায় পাপধ্বংস হয়, যেহেতু ইহাতে ভরতকুলের মহাদ্ভুত ইতিহাস বর্ণিত আছে, তন্নিমিত্ত ইহা কীর্ত্তন করিলে মানবগণের মহাপাতক বিমোচন হয়। পূর্ণাভিলাষ কার্য্যক্ষম কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মুনি নিত্যোদ্যোগী ও শুদ্ধাচার হইয়া তিন বৎসর তপস্যা ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণগণ নিয়মযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন। যে সকল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত উত্তম পবিত্র মহাভারতীয় এই আখ্যান কীর্ত্তন করিবেন এবং যাঁহারা ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সৎকর্ম্ম করুন বা অসৎকর্ম্মই করুন, তথাপি পাপস্পৃষ্ট হইবেন না। ধার্ম্মিক মনুষ্য এই ইতিহাস সমুদায় শ্রবণ করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; মহা পবিত্র এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে যাদৃশ তুষ্টি জন্মে, মানবগণ স্বর্গ লাভ করিয়াও তাদৃশ পরিতুষ্ট হন না। পুণ্যশীল মনুষ্য শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অদ্ভুত এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। যেমন ভগবান্ সমুদ্র ও মহাগিরি সুমেরু সর্ব্বরত্নের আকর বলিয়া বিখ্যাত, এই মহাভারতও সেইরূপ। এই মহাভারত বেদ-তুল্য পবিত্র, উত্তম শ্রবণার্হ, শ্রুতিসুখ-জনক, পাবন ও শীলবর্দ্ধন হইয়াছে। হে রাজন্! যিনি যাচককে এই ভারত দান করেন, তাঁহার সাগর-মেখলা সমগ্রা পৃথিবী দান করা হয়। হে পরীক্ষিতনয়! পুণ্যের নিমিত্ত ও বিজয়ের নিমিত্ত আমি দিব্য আনন্দজনক এই সমগ্র আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি তিন বৎসর সতত উদ্যোগী হইয়া এই অদ্ভুত আখ্যান মহাভারত রচনা করিয়াছেন; হে ভারতর্ষভ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ে যাহা যাহা এই ভারতে বর্ণিত আছে, তাহাই অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়; যে বিষয় এই ভারতে নাই, তাহা কোনস্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উপরিচর নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ এক মহীপতি ছিলেন; (তাঁহার আর এক নাম বসু) মৃগয়া-গমনে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। সেই পৌরবনন্দন বসু নৃপতি দেবরাজের উপদেশ-অনুসারে চেদি নামক রমণীয় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। একদা তিনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে বাস করত উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিবেচনা করিলেন যে, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া উক্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সান্ত্বনাজনক বাক্যদ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে ভূপতে! এই ভূমণ্ডলে যাহাতে ধর্ম্ম সংকীর্ণ না হয়, তাহা কর। তুমি ধর্ম্মরক্ষা করিলে সমস্ত ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। ইন্দ্র কহিলেন, তুমি সতত উৎসাহী ও সমাহিত হইয়া যাহাতে এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম রক্ষিত হয়, তাহা কর; তাহা হইলে তুমি উত্তম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া শাশ্বত পবিত্র স্বর্গলোকে গমন করিবে। তুমি মর্ত্ত্যলোকে বাস কর, আমি স্বর্গে থাকি; তথাপি তুমি আমার প্রিয়সখা হইলে। হে নরাধিপ! এই অবনীমণ্ডলের মধ্যে যে দেশ রমণীয়, পশুগণের হিতোপযুক্ত, পবিত্র, প্রভূতধনধান্যযুক্ত, স্বর্গতুল্যরক্ষণীয়, সৌম্য ও উত্তম ভূমিগুণযুক্ত হইবে, তুমি তথায় বাস কর। হে চেদিপ! এই চেদিদেশ বিলক্ষণ সম্পত্তিযুক্ত ও অসংখ্য ধনরত্ন-সমন্বিত হইয়াছে, এখানে বসুধা বসুপূর্ণা; অতএব এই স্থানেই বাস কর। এতদ্দেশস্থ লোক ধর্ম্মশীল, সদা সন্তুষ্ট ও সাধু; এখানে পরি-

হাসস্থলেও কেহ মিথ্যা কথা কহে না; পুত্রগণ পিতার সহিত বিভক্ত হয় না ও সর্ব্বদা গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে; এস্থানে কেহ কৃশ ও দুর্ব্বল বলীবর্দ্দকে ভারবহনে বা হল-চালনায় নিয়োজিত করে না। হে মানদ! এই চেদিদেশে সর্ব্বদা সকল মানবই স্বধর্ম্ম-নিরত থাকে। ত্রিলোকের মধ্যে যাহা যাহা হয়, তাহা তোমার কিছুই অবিদিত নাই; আমি তোমাকে দেবোপভোগ্য আকাশগামী, দিব্য, স্ফটিকময়, মহৎবিমান প্রদান করিতেছি, ইহা সর্ব্বদা তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবে। এই মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তুমিই একজন বিমানে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ-শরীর-বিশিষ্ট দেবতার ন্যায় উপরি বিচরণ করিবে। তোমাকে অম্লান-পঙ্কজা বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিতেছি; ইহা সংগ্রামস্থলে তোমাকে রক্ষা করিবে; ইহা ধারণ করিলে তোমার শরীরে শস্ত্র প্রবিষ্ট হইবে না। হে নরাধিপ! এই মালা ইন্দ্রমালা বলিয়া বিখ্যাত হইবে এবং ইহা তোমার উৎকৃষ্ট প্রতিমা-রহিত, মহৎ চিহ্নস্বরূপ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র প্রীতিদান উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে শিষ্টপালনী এক বংশযষ্টি প্রদান করিলেন। পরে সংবৎসর অতীত হইলে ভূমিপতি বসু, ইন্দ্রের পূজার নিমিত্ত ঐ বেণুযষ্টি ভূমিতে নিখাত করিলেন। হে রাজন্! উপরিচর রাজা যেরূপ বংশদণ্ড নিখাত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি রাজগণ সেইরূপ করিয়া থাকেন এবং তৎপরদিবস গন্ধমাল্য বসনভূষণ প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত সেই বংশযষ্টি উত্থাপন করেন ও বিধানানুসারে তাহাকে মাল্যদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন। সেই কালে হংসরূপী ভগবান মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে; কারণ মহাত্মা মহেশ্বর বসুর প্রীতির নিমিত্ত স্বয়ং হংসরূপ ধারণ করিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। বিভবসম্পন্ন দেবরাজ মহেন্দ্র রাজমুখ্য বসু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেই পূজা অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীতিমান হইয়া কহিলেন, যে সকল মনুষ্য ও ভূপতি, চেদিপতির ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক আমার মহোৎসব করিয়া পূজা করিবে, তাহাদের রাজ্যে শ্রী ও বিজয় হইবে এবং তাহাদের অধিকৃত দেশ সমস্ত বিস্তীর্ণ ও হর্ষপূর্ণ হইবে। হে নরনাথ! মহাত্মা মহেন্দ্র এইরূপে প্রীতিপূর্ব্বক মহারাজ বসুর সৎকার করিলেন। যে সকল মনুষ্য ভূমিরত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা মহেন্দ্রের উৎসব করিবে, তাহারা বসুরাজার ন্যায় সেইরূপ পূজ্য হইবে। চেদীশ্বর বসু বরলাভ করিয়া মহাযজ্ঞ ও শক্রোৎসব করাতে শক্র-কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া চেদিদেশে অবস্থিতিপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই ভূমণ্ডল পালন করিতে লাগিলেন; এবং ইন্দ্রের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইন্দ্র মহোৎসব করিতে থাকিলেন।

অমিততেজা বসুর মহাবীর্য্য-সম্পন্ন পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল। উক্ত সম্রাট্ পুত্রগণকে নানারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তন্মধ্যে বিখ্যাত প্রধান রথী বৃহদ্রথ-নামক এক পুত্র মগধ দেশের রাজা হইলেন। তাঁহার আর এক পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ, অন্য পুত্রের নাম কুশাম্ব অথবা মণিবাহন, অপর পুত্রের নাম মাবেল্ল, আর এক রাজকুমারের নাম যদু, ইনি কখন পরাজিত হন নাই। হে রাজন্! সেই রাজর্ষির ভূরিতেজা এই পাঁচ পুত্র ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামে দেশ ও রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বসু-সন্তান পঞ্চ-মহীপাল হইতে বিস্তীর্ণ চিরস্থায়ী পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাত্মা বসুরাজা যখন ইন্দ্রপ্রদত্ত স্ফটিকময় বিমানে উপবেশনপূর্ব্বক আকাশে আরোহণ করিতেন, তখন গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আসিয়া তাহার স্তুতি করিত। এইরূপে উপরি-বিচরণ করাতেই তিনি উপরিচর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর সমীপে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্ব্বত কামোপহত হইয়া তাহাকে রোধ করিল। বসু নৃপতি সেই কোলাহল পর্ব্বতকে পদাঘাত করিলেন, তাঁহার পদ-প্রহারে যে বিবর হইল, তাহা দ্বারা শুক্তিমতী নদী নির্গতা হইল। কোলাহল পর্ব্বতের সঙ্গমে সেই নদীতে এক পুত্র ও কন্যা জন্মিল; নদী উপরিচর-কর্ত্তৃক বিমোক্ষণ হেতু প্রীতা হইয়া রাজাকে ঐ পুত্র ও কন্যা প্রদান করিল। রাজর্ষিসত্তম অরিন্দম বসুপ্রদ বসু সেই নদীপুত্রকে সেনাপতি করিলেন এবং গিরিকা নাম্নী সেই গিরি-কন্যাকে মহিষী করিলেন। একদা বসুপত্নী গিরিকা ঋতুকাল উপস্থিত হওয়াতে গর্ভধারণোপযুক্ত সময়ে ঋতুস্নাতা হইয়া স্বামীর নিকট অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেই দিবস রাজশ্রেষ্ঠ বসুর পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্য তুমি মৃগয়ায় গমন কর। সেই পার্থিব পিতৃগণের আদেশ অতিক্রম না করিয়া মৃগয়ার্থ গমন করিলেন, কিন্তু সকামচিত্তে অসামান্য-রূপ-যৌবনসম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর স্বরূপা গিরিকাকেই সতত স্মরণ করিতে লাগিলেন; একে বসন্তকাল, তাহাতে সেই বন কুবেরের উপবন-সদৃশ মনোহর, তাহাতে অশোক, চম্পক, চূত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, দিব্য-পাটল, পাটল, নারিকেল, চন্দন অর্জ্জুন প্রভৃতি রমণীয় পুণ্য ও সুস্বাদুফলযুক্ত নানাবৃক্ষ চতুর্দ্দিকে শোভমান হইতেছিল এবং কোকিলকুল-কুহূরবে ও মত্ত অলিকুল-কোলাহলে সর্ব্বদিক্ নিনাদিত হইতেছিল। রাজা মন্মথ-বশবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরন্তু গিরিকাকে না দেখিয়া মদনানলে অতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে নবপল্লব ও পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত এক রমণীয় অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; সেই বৃক্ষে ঈদৃশ কুসুমসমূহ বিকসিত হইয়াছে যে, তাহার একটিও শাখা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহার মনোহর মধুগন্ধ ও পুষ্পগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছিল। নরনাথ ঐ অশোক বৃক্ষের ছায়াতে সুখাসীন হইয়া বায়ুসেবনদ্বারা হর্ষান্বিত হইলেন। ইতিমধ্যে সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল; রাজা ঐ স্খলিতরেত বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে আমার এই স্খলিতরেত ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ না হয়; পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃপুনঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, আমার এই রেত অব্যর্থ এবং মহিষীর নিকট ইহা প্রেরণ করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কোন প্রকারে ইহা প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর সূক্ষ্মধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ রাজা উপরিচর এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্রদ্বারা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেন-পক্ষীকে কহিলেন, "হে সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থ এই মদীয় শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও, অদ্য গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়াছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর।" বেগবান্ বিহঙ্গম-শ্যেন সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া অতিশয় বেগে গমন করিল। গমনকালে ঐ শ্যেনকে

আর একটি শ্যেনপক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার তুণ্ডে আমিষ বোধ করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনন্তর সেই আকাশ পথেই তাহাদের তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে শ্যেন-মুখস্থিত শুক্র যমুনাজলে নিপতিত হইল। অদ্রিকানামে বিখ্যাতা এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপা হইয়া ঐ যমুনাজলে অবস্থিতি করিত; বসুনৃপতির বীর্য্য শ্যেনমুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় পতিত হইবামাত্র ঐ মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা বেগপূর্ব্বক উত্থিতা হইয়া তাহা গ্রহণ করিল।

হে ভরতসত্তম! তাহার পর দশমমাসে একদিবস মৎস্য-জীবিরা সেই মৎস্যীকে ধরিল, পরে তাহার উদর হইতে একটি পুত্র ও একটী কন্যা বহিষ্কৃত করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! মৎস্যের শরীর মধ্যে এই দুই মনুষ্য জন্মিয়াছে। তখন উপরিচর রাজা ঐ উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। ঐ মৎস্যজাত বালক পরে মৎস্য নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ রাজা হইয়াছিলেন। ঐ অপ্সরা ক্ষণকালমধ্যেই শাপমুক্তা হইল; কারণ পূর্ব্বে যখন অদ্রিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া মীনযোনিতে পতিতা হয়, তখন ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি দুইটি মনুষ্য প্রসব করিয়া শাপ হইতে মুক্তা হইবে। অনন্তর অদ্রিকা দুইটি মনুষ্য-পুত্র প্রসবপূর্ব্বক জালিককর্ত্তৃক নিহত হইল এবং মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধচারণ-নিষেবিত আকাশপথে গমন করিল। রাজা মৎস্যগন্ধবতী মৎস্য-গর্ভজাত কন্যাকে ধীবরের নিকট সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্যা তোমার দুহিতা হইবে। রূপযৌবনযুক্তা সর্ব্বগুণ-সম্পন্না শুচিস্মিতা সেই সত্যবতী নাম্নী কন্যা মৎস্যঘাতীর গৃহে কিছুকাল পালিতা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল।

একদা মৎস্যগন্ধা পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকাবাহন কার্য্যে নিযুক্তা আছেন, এমত সময় তীর্থ-যাত্রায় বহির্গত ধীমান্ পরাশর ঋষি তাঁহাকে দেখিলেন এবং অতিশয় রূপবতী সিদ্ধগণেরও প্রার্থিতা রম্ভোরু মধুরহাসিনী মনোরমা সেই বসুকন্যাকে দেখিবামাত্র মুনিবর এককালে কামাভিভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে কল্যাণি! আমার মনোরথ পূর্ণ কর। কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! দেখুন নদীর উভয় পারে ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে? মৎস্যগন্ধা এরূপ আপত্তি করাতে প্রভু ভগবান্ পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন; তখন সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃতের ন্যায় হইল। অনন্তর মহর্ষিকর্ত্তৃক-সৃষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া তপস্বিনী-কন্যা বিস্মিতা ও লজ্জাভিভূতা হইলেন। পরে সত্যবতী কহিলেন, হে ভগবন্! আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই। হে অনঘ! আপনার সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে। হে দ্বিজোত্তম! কন্যাভাব দূষিত হইলে আমি কিপ্রকারে গৃহে যাইব? হে ধীমন্ ঋষে! তাহা হইলে আমি গৃহে বাস করিতে পারিব না। হে ভগবন্! আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। কন্যা এরূপ কহিলে ঋষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সহযোগে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না; হে ভীরু! তোমার যাহা অভিলাষ হয়, বর প্রার্থনা কর। হে সুন্দরি, মধুরহাসিনি! আমার প্রসন্নতা কখন নিষ্ফল হয় নাই। পরাশর এই বাক্য কহিলে মৎস্যগন্ধা স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ-প্রার্থনা করিলেন। মুনি "তথাস্তু" বলিয়া সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর সত্যবতী ঋষি-প্রভাবে ঋতুমতী ও প্রার্থিত বরলাভে সন্তুষ্টা হইয়া অদ্ভুত-কর্ম্মা পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিলেন। তদবধি মৎস্য-গন্ধার 'গন্ধবতী' এই নাম ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইল। মনুষ্যগণ এক যোজন দূর হইতেও তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করিত; এই নিমিত্ত তাহার "যোজনগন্ধা", এই নামও প্রথিত হইয়াছিল। সত্যবতী এইরূপে উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পূরণপূর্ব্বক সদ্য গর্ভধারণ করিয়া প্রসব করিলেন। তাহাতে বীর্য্যবান্ পরাশরনন্দন যমুনাদ্বীপে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তিনি জন্মমাত্রে মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহাকে ইহা কহিয়া গমন করিলেন যে, যখন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।

দ্বৈপায়ন এইরূপে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বালক দ্বীপে প্রসূত হওয়াতে তাহার নাম দ্বৈপায়ন হইল। বিদ্বান্ দ্বৈপায়ন দেখিলেন যে যুগে যুগে ধর্ম্মের একপাদ করিয়া হ্রাস হইতেছে এবং যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি ও পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল। শ্রেষ্ঠবরদ প্রভু ব্যাস শিষ্য সুমন্তকে, জৈমিনিকে, পৈলকে ও বৈশম্পায়নকে এবং স্বকীয়-পুত্র শুকদেবকে মহাভারতের সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ সুমন্ত প্রভৃতি শিষ্য প্রত্যেকে মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ এক এক সংহিতা প্রকাশ করিলেন।

মহাবীর্য্য মহাযশা, অমিতদ্যুতি, শান্তনুতনয় ভীষ্ম, বসুগণের অংশে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহাযশা বেদার্থবিৎ পুরাণর্ষি বিপ্র অণীমাণ্ডব্য চৌর্য্যবৃত্তি না করিয়াও মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন; এ কারণ তিনি ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি বাল্যকালে ইষীকাদ্বারা একটি পতঙ্গ বিদ্ধ করিয়াছিলাম; আমি জন্মের মধ্যে এই পাপ করিয়াছি স্মরণ হইতেছে, আর কখন কোন পাপ করিয়াছি এমত স্মরণ হয় না; পরন্তু যেমত পাপ করা হইয়াছে, তাহার সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তাহাতেও কি সেই পাপক্ষয় হইল না? যেহেতু সর্ব্বপ্রাণি-পীড়ন অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-পীড়নে গুরুতর পাপ হয়, অতএব তুমি ব্রাহ্মণপীড়নে পাতকী হওয়ায় শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। ধর্ম্ম সেই শাপে শূদ্রযোনিতে বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও পাপশূন্য বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনিবংশ সূত সঞ্জয় গবল্গণ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। কবচ ও কুণ্ডলধারী প্রসন্নমুখ মহাবল কর্ণ কুন্তীর কন্যাবস্থায় তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে জন্মিয়াছিলেন। অনাদি অনন্ত জগৎকর্ত্তা জগৎপ্রভু লোকনমস্কৃত মহাযশা ভগবান্ বিষ্ণু লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অব্যক্ত, নিত্য, ব্রহ্ম, প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রধান, জগৎ-

কারণ, বিভু, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, সত্ত্বগুণাশ্রয়, প্রণবস্বরূপ, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, প্রভু, ধাতা, অজর, দিব্য, শ্রেষ্ঠ, অবিনশ্বর, কৈবল্য, নির্গুণ, অপরিচ্ছিন্ন, কারণবিহীন ও জন্ম-মরণরহিত বলিয়া থাকেন; সেই সর্ব্বভূতপিতামহ জগৎকর্ত্তা বিভু পুরুষ ধর্ম্ম-সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ধক-বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর্য্য, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অস্ত্র-প্রয়োগনিপুণ, নারায়ণভক্তিপরায়ণ, সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা সত্যক ও হৃদিক হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। উগ্রতপা মহর্ষি-ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোণী অর্থাৎ গিরিদরীতে পতিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্য জন্মিলেন। গৌতমের রেত শরস্তম্বে পতিত হইয়া দ্বিধাভূত হওয়াতে অশ্বত্থামার জননী কৃপী ও মহাবল কৃপ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে মহাবল অশ্বত্থামা জন্মিলেন। সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্যতেজস্বী বীর্য্যবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞকালে হুতাশন হইতে দ্রোণবিনাশার্থে ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সেই যজ্ঞবেদীতে তেজস্বিনী শুভলক্ষণা দেদীপ্যমানশরীর-সম্পন্না নিরুপমরূপবতী কৃষ্ণা জন্মিলেন। পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবল জন্মগ্রহণ করিলেন। দৈবকোপে সুবলের সন্তান ধর্ম্মবিপ্লাবক হইল। ঐ গান্ধাররাজ সুবল হইতে অর্থবিশারদ শকুনি ও দুর্য্যোধনজননী গান্ধারীর জন্ম হইল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীর গর্ভে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল পাণ্ডু উৎপন্ন হইলেন এবং ঐ দ্বৈপায়ন হইতেই ধর্ম্মার্থকুশল ধীমান্ মেধাবী পাপস্পর্শশূন্য বিদুর শূদ্রযোনিতে জন্মিলেন। পাণ্ডুর দুই মহিষীতে দেবতুল্য পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও জ্যেষ্ঠ ছিলেন; তিনি ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়ু হইতে বৃকোদর, ইন্দ্র হইতে শ্রীমান্ সর্ব্বশস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয় হইতে রূপসম্পন্ন গুরুশুশ্রূষানিরত যমজ নকুল ও সহদেব জন্মিলেন। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র এবং বৈশ্যাগর্ভজাত যুযুৎসু নামক একটি পুত্র জন্মিল। হে ভারত! তন্মধ্যে দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্যপুত্র ও যুযুৎসু এই একাদশজন মহারথ ছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র, কৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রূপ-সম্পন্ন পঞ্চকুমার উৎপন্ন হইলেন; তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, সহদেবের পুত্র প্রতাপশালী শ্রুতসেন। এতদ্ব্যতীত বৃকোদর অরণ্যমধ্যে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। শিখণ্ডী দ্রুপদ হইতে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কন্যা হইয়া পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন; স্থূণনামক যক্ষ প্রিয়সাধনেচ্ছায় তাঁহাকে পুরুষ করিয়াছিল। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রণস্থলে বহু শত সহস্র রাজা সমাগত হইয়াছিলেন। অযুত বৎসরেও সেই অসংখ্য রাজাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা যায় না, পরন্তু যে সকল প্রধান প্রধান রাজাদিগের দ্বারা এই আখ্যান পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তাঁহাদেরই নাম কীর্ত্তন করা হইল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সকল রাজগণের নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং যাহাদের কীর্ত্তন করিলেন না, দেবতুল্য মহারথ সেই সমস্ত মহানুভবগণ যে কারণে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; হে মহাভাগ! আপনি সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; শ্রুত হইয়াছি, ইহা দেবগণের রহস্য, আমরা সপ্রীতি স্বয়ম্ভুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট সেই দেবরহস্য কীর্ত্তন করি।

পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডল এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মাহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেই জামদগ্ন্য ভার্গব হইতে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হওয়াতে তখন ক্ষত্রিয়পত্নীরা সন্তানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিতে লাগিল। হে নরব্যাঘ্র! ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সেই ক্ষত্রিয়াগণের নিকটে গমন করিতে লাগিলেন; ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মন্মথবশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতেন না। হে রাজন্! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়মহিষীগণ ব্রাহ্মণগণ হইতে গর্ভাধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়-বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার মহাবীর্য্য-সম্পন্ন কুমার ও কুমারী প্রসব করিতে লাগিল; এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সুতপস্বী ব্রাহ্মণগণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ পূর্ণ হইল। হে ভরতর্ষভ! তখন তাহারা ঋতুকালেই নারীগমন করিত, ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মন্মথবশবর্ত্তী হইয়া গমন করিত না; সেইরূপ পশু পক্ষীপ্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণ ঋতুকালেই স্ত্রীগমন করিয়া থাকে, তাহার অন্যথা করে না। হে পৃথিবীপাল! অনন্তর প্রজাগণ শত সহস্রবৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সকল মনুষ্যই ধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রতপরায়ণ ও শারীরিক মানসিক পীড়াশূন্য হইল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ক্ষত্রিয়-বংশীয় রাজারা সাগর পর্য্যন্ত, নগ-নগর-বনযুক্ত, নষ্টভূয়িষ্ঠ এই ভূমণ্ডল পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুসারে এই ধরণীমণ্ডল শাসন করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণই অতিশয় প্রীত হইল। ভূপতিগণ কাম ক্রোধসম্ভূত সমস্ত দোষ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুসারে দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ডবিধান-পূর্ব্বক রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলে সহস্রাক্ষ শতক্রতু দেশকাল বিবেচনা করিয়া নিয়মিত বর্ষণপূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! তখন কেহ বাল্যাবস্থায় অকালে কালকবলে পতিত হইত না এবং যৌবনাবস্থায় পদার্পণ না করিলে কেহ বিবাহ করিত না। হে ভরতকুলতিলক! এইরূপ আয়ুষ্মান্ প্রজাগণ-কর্ত্তৃক সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবী পরিপূরিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ ভূরিদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ প্রভৃতি অঙ্গ ও উপনিষৎ সমেত বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহারা বেদবিক্রয় করিতেন না এবং শূদ্রের নিকট বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলীবর্দ্দদ্বারা ভূমিকর্ষণপূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম করিত, কৃশাঙ্গ ও দুর্ব্বল বলীবর্দ্দকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত না এবং যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিত। তখন কোন লোক বাল-

বৎসা গো দোহন করিত না এবং বাণিজ্যোপজীবীরা কূট পরিমাণ দ্বারা প্রতারণাপূর্ব্বক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত না। হে নরব্যাঘ্র! তখন সকল ব্যক্তিই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মোপেত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিত। হে নরাধিপ! তখন সকল বর্ণই স্বধর্ম্মনিরত ছিল, ধর্ম্ম কোনস্থলেই পরিহীয়মাণ ছিলেন না। হে ভরতবংশাবতংস! সে সময় গোসকল ও নারীগণ যথাকালে প্রসব করিত, ঋতু অনুসারে বৃক্ষের পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইত। হে অবনীপতে! তখন এইরূপে সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত মহীমণ্ডল অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইল। হে ভরতবংশাবতংস ভূপতে! মর্ত্ত্যলোক এইরূপ আনন্দধাম হইলে অসুরগণ রাজগণের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধে দেবগণ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়াতে ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে ভ্রংশিত হইয়া ভূতলে উদ্ভূত হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! মনস্বী অসুরগণ ভূর্লোকে দেবত্ব করিবার মানসে গো, অশ্ব, খর, উষ্ট্র, মহিষ, ক্রব্যাদ, হস্তী, মৃগপ্রভৃতি নানা প্রাণীতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। হে মহীপাল! এইরূপে দিতির ও দনুর পুত্রগণের মধ্যে কতকগুলি জন্মগ্রহণ করিল, কতকগুলি জন্মিতে লাগিল; তাহাতে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া আপনাকেও আপনি ধারণ করিতে অসমর্থা হইলেন। অনন্তর তাহাদের মধ্যে অতিশয় গর্ব্বিত অপ্রতিহত-বীর্য্য কোন কোন দৈত্য ও দানব, নরকুলে জন্মিয়া মহীপাল হইল। সেই বীর্য্যবন্ত অহঙ্কৃত শক্র-বিমর্দ্দন অসংখ্য দৈত্য দানবেরা নানারূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য প্রাণিগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! তাহারা বলোদ্ধত বীর্য্যমদে মত্ত ও অবধ্য হওয়াতে নিখিল সত্ত্বগণকে ভয়প্রদর্শন বা প্রাণে বিনাশ করিয়া এবং আশ্রমস্থ মহর্ষিগণের অপমান করিয়া মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

হে রাজন্! অবনী এইরূপে বীর্য্যবলগর্ব্বিত মত্ত মহাসুরগণ কর্ত্তৃক পীড্যমানা হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিতা হইলেন; কারণ তখন পৃথিবী দানবগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আক্রান্তা হওয়াতে শেষ নাগ দিগ্‌গজ কূর্ম্মপ্রভৃতি কেহই তাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। হে মহীপাল! তন্নিমিত্ত মহী ভারার্ত্তা ও ভয়ার্দ্দিতা হইয়া সর্ব্বভূতপিতামহ দেবদেব ব্রহ্মার নিকট শরণাগত হইলেন। পরে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া মহাভাগ দেবদ্বিজমহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক-পরিবৃত এবং দেবকার্য্যে নিষ্ঠিত, হর্ষোৎফুল্ল গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ-কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান, ত্রিভুবন কর্ত্তা, অব্যয়দেব ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া বন্দনা করিলেন। হে ভারত! অনন্তর ভূমি শরণার্থিনী হইয়া সমস্ত লোকপালের সমক্ষে তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। হে রাজন্! সর্ব্বপ্রধান স্বয়ম্ভু পরমেষ্ঠী পূর্ব্বেই পৃথিবীর অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, যেহেতু যিনি জগতের স্বষ্টিকর্ত্তা তিনি কি নিমিত্ত সুরাসুরপ্রভৃতি সমস্ত লোকের মনোগতভাব জ্ঞাত না থাকিবেন? হে মহারাজ! ভূমিপতি সর্ব্বভূতের স্বষ্টিকর্ত্তা নিয়ন্তা ও মঙ্গলকর প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে কহিলেন, বসুন্ধরে! তুমি যে নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছ, তৎসম্পাদনার্থ সমস্ত দেবগণকে নিযুক্ত করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! স্বষ্টিকর্ত্তা দেব ব্রহ্মা এই বাক্য দ্বারা পৃথিবীকে আশ্বাসিত করিয়া বিদায় করিলেন, পরে সমস্ত দেবগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অংশে ঐ মর্ত্ত্যলোকেই অবতীর্ণ হইয়া বিরোধ-সঞ্চার কর; এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে আহ্বান করিয়া ঐরূপ অর্থযুক্ত হিতবাক্যে কহিলেন যে, তোমরা মনুষ্যলোকে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই সুরগুরু ব্রহ্মার যথার্থ অর্থযুক্ত ও মহোপকারক সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার করিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অংশে ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী শক্র-নিসূদন মধুসূদনের নিকট গমন করিলেন। যিনি গদাচক্রপাণি, পীতবসন, নবীননীলনীরদ-দ্যুতি, পদ্মনাভ, দৈত্যারি, পদ্মপলাশলোচন, প্রজাপতি পতি, সুরনাথ, মহাবল, শ্রীবৎসাঙ্ক, হৃষীকেশ ও সর্ব্বদেবপূজিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই পুরুষোত্তমকে ইন্দ্র পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত কহিলেন যে, আপনি অংশদ্বারা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হউন; হরিও "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন।

আদিবংশাবতারণ ও চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত স্বর্গ হইতে স্ব স্ব অংশে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত নারায়ণের সহিত প্রতিজ্ঞা করিলেন; পরে সমস্ত সুরগণকে আদেশ করিয়া আপনি নারায়ণ-সদন হইতে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ অসুর বিনাশ ও সর্ব্বলোকের হিতসাধন-নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে স্বর্গ হইতে মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। হে রাজশার্দ্দূল! তাঁহারা ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মর্ষিবংশে ও রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব পন্নগপ্রভৃতিকে ও অন্যান্য অসংখ্য হিংস্রজন্তু সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! তাঁহারা ঈদৃশ বলবন্ত হইয়াছিলেন যে, দানবগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্বগণ বা পন্নগগণ তাঁহাদের বাল্যকালেও কোন অপকার করিতে পারিত না। জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব দানব গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যক্ষ রাক্ষস ও সমস্ত মানবগণ এবং আর আর সমস্ত প্রাণী কিরূপে উৎপন্ন হইলেন; তাহা আমি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, আমি স্বয়ম্ভুকে প্রণাম করিয়া দেবগণের ও অন্যান্য সমস্ত লোকের উৎপত্তি ও প্রলয় বর্ণন করি।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয় প্রসিদ্ধ মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতে এই সমস্ত প্রজাবর্গের সৃষ্টি হয়। দক্ষ প্রজাপতি হইতে মহাসৌভাগ্যশালিনী ত্রয়োদশ কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাদিগের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু; ইঁহারা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন। হে মনুজব্যাঘ্র! ইঁহাদের অসীমবীর্য্য-সম্পন্ন অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছিল। অদিতির গর্ভে ভুবনেশ্বর দ্বাদশ আদিত্য জন্মিয়াছেন। হে রাজন্! তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম কীর্ত্তন করিতেছি যথা;—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। এই দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্। দিতির এক পুত্র, তাহার নাম হিরণ্যকশিপু। মহাত্মা হিরণ্য-

কশিপুর পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সংহ্লাদ দ্বিতীয়, অনুহ্লাদ তৃতীয়, চতুর্থ শিবি, পঞ্চম বাষ্কল। হে ভারত! প্রহ্লাদের সর্ব্বত্রবিখ্যাত তিন পুত্র; তাহাদের নাম বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। বিরোচন হইতে বলি নামক প্রতাপশালী এক পুত্র জন্মিয়াছিল। বলির বাণ নামক বিখ্যাত মহাসুর এক তনয় উৎপন্ন হয়; তিনি শ্রীমান্ মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রুদ্রের অনুচর হইয়াছেন। হে ভারত! দনু-নাম্নী দক্ষকন্যা ত্রিলোকবিশ্রুত চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি নামে মহাযশা জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হইয়াছিলেন। শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয় অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ অশ্বশঙ্ক, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, মহাবল তুহুণ্ড, একপাদ একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্র, এই সমস্ত দানব দনুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবগণের মধ্যে পরিগণিত সূর্য্য ও চন্দ্র স্বতন্ত্র, আর দনুবংশোৎপন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্য ও চন্দ্র স্বতন্ত্র। দনুবংশের মধ্যে উক্ত ত্রিংশৎ দানব বিখ্যাত ছিল এবং ঐ বংশে মহাবল পরাক্রান্ত আর দশজন বিখ্যাত দানব জন্মিয়াছিল; তাহাদের নাম একাক্ষ, বীর অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, শত্রুতাপন মহাসুর শঠ, গরিষ্ঠ, দনায়ুঃ ও দীর্ঘজিহ্ব। হে ভারত! ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি এত অধিক যে, তাহাদিগের সঙ্খ্যা করা যায় না। সিংহিকা হইতে চন্দ্রসূর্য্য-প্রমাথী রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহর্ত্তা ও চন্দ্রপ্রমর্দ্দন উৎপন্ন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঐ ক্রূরার ক্রূরস্বভাব অসঙ্খ্য পুত্রপৌত্রাদি ছিল। তন্মধ্যে ক্রোধবশ নামে ক্রূরকর্ম্মা অরিমর্দ্দন কতকগুলি গণ ছিল। বিক্ষর, বল, বীর ও মহাসুর বৃত্র, অসুরশ্রেষ্ঠ এই চারি পুত্র দনায়ুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কালানাম্নী দক্ষদুহিতার কালকল্প বিখ্যাত অসুরগণের মধ্যে মহাবীর্য্য শত্রুতাপন অনেক পুত্র ছিল; তাঁহারা বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, ক্রোধশত্রু ইত্যাদি নামে বিখ্যাত

ঋষিকুমার শুক্রাচার্য্য অসুরগণের উপাধ্যায় ছিলেন। উশনার বিখ্যাত চারি পুত্র অসুরগণের যাজক ছিলেন, তদ্ভিন্ন ত্বষ্টাধর ও অত্রি এই দুই জন রৌদ্রকর্ম্মা ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ ছিলেন। হে মহীপাল! আমি পুরাণে তেজস্বী অসুরগণের ও সুরগণের যে বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিলাম। তাঁহাদের সন্তানসন্ততি এত অধিক যে, তাহাদিগের সংখ্যা করা যায় না। গরুড়, অরুণ, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, আরুণি ও বারুণি ইহারা বিনতার সন্তান। ভুজঙ্গম শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক, ইহারা কদ্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ গোপতি ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, বিখ্যাত সর্ব্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ, এই ষোড়শ দেব গন্ধর্ব্ব দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভারত! ইহার পর অন্যান্য প্রভূত বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা, ভাসী, এই সকল কন্যা প্রাধা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, মহাযশা পূর্ণায়ুঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সাধুশ্রেষ্ঠ সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু ও সুচন্দ্র, এই দশজন দেবগন্ধর্ব্বও প্রাধা হইতে জন্মিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত ঐ মহাভাগা দেবী প্রাধা মহর্ষি কশ্যপের সহযোগে বিখ্যাত পুণ্যলক্ষণ অপ্সরোবংশ প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এবং অতিবাহু, বিখ্যাত হাহা হুহু ও তুম্বুরু, এই গন্ধর্ব্বরাজ চতুষ্টয়ও তাঁহার সন্তান। পুরাণে কীর্ত্তিত আছে যে, অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা ইঁহারা কপিলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার নিকট গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভুজগ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ, গো এবং পুণ্যকর্ম্মা শ্রীমান্ ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রাণীর এই উৎপত্তি বিবরণ কহিলাম। ইহা আয়ুষ্য, পুণ্য, ধন্য ও শ্রুতিসুখাবহ, অতএব সর্ব্বদা অসূয়াশূন্য হইয়া ইহা শ্রবণ করিবে ও শ্রবণ করাইবে। যে ব্যক্তি দেবব্রাহ্মণগণের সমক্ষে নিয়মপূর্ব্বক মহাত্মাগণের এই বংশাবলী পাঠ করিবেন, তিনি উত্তম সন্তান, লক্ষ্মী ও যশোলাভ করিয়া অন্তকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিখ্যাত ছয়জন মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন (তদ্ভিন্ন সপ্তম পুত্র) স্থাণুর পরমতেজস্বী একাদশ সন্তান জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম মৃগব্যাধ, সর্প, মহাযশা নিঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পরমতপস্বী পিনাকী, ঈশ্বর, দহন, মহাদ্যুতি কপালী, স্থাণু ও ভগবান ভগ; ইঁহারাই একাদশ রুদ্র বলিয়া বিখ্যাত। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, বীর্য্যশালী এই ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরার সর্ব্বত্র বিশ্রুত তিন পুত্র জন্মিয়াছিল; তাঁহাদের নাম বৃহস্পতি, উতথ্য এবং ব্রতপরায়ণ সংবর্ত্ত। হে নরাধিপ! কথিত আছে যে, অত্রির অসঙ্খ্য পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বেদবিশারদ, সিদ্ধ, শান্তচিত্ত ও মহর্ষি ছিলেন। হে মনুজব্যাঘ্র! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষগণ ধীমান্ পুলস্ত্যের পুত্র। হে রাজন্! শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও ঈহামৃগ ইহারা পুলহের পুত্র। ক্রতুর, ক্রতুতুল্য পাবন ও সূর্য্যসহচর বালিখিল্য নামক পুত্রগণ ত্রিলোকবিশ্রুত সত্যব্রতপরায়ণ ছিলেন। হে পৃথিবীপাল! প্রশান্তচিত্ত মহাতপা ভগবান্ দক্ষমুনি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ মহাত্মার ভার্য্যা ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মিয়াছিলেন। দক্ষপ্রজাপতি ঐ ভার্য্যাতে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন; ঐ কন্যাগণ সকলেই কমললোচনা ও সুন্দরী ছিলেন। দক্ষের পুত্র না থাকাতে তিনি কন্যাদিগকে পুত্রিকা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহারা তাঁহারই পুত্র হইবে, এইরূপ নিয়মে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দিব্য-বিধানানুসারে ধর্ম্মকে দশ কন্যা, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা এবং কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশ দক্ষকন্যাকে ভগবান্ স্বয়ম্ভু ধর্ম্মের পত্নী করিয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রের সপ্তবিংশতিপত্নী ত্রিলোকে বিশ্রুতা আছেন। তাঁহারা সকলেই

লোকযাত্রা বিধান নিমিত্ত কালজ্ঞাপনার্থ অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

ব্রহ্মার পুত্র মনু, তাঁহার পুত্র প্রজাপতি, তাঁহা হইতে অষ্টবসুর জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের বিবরণ বিস্তাররূপে কহিতেছি; ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, ইহাঁরা অষ্টবসু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ ধ্রুব ও ধর ধূম্রার পুত্র, চন্দ্র ও বায়ু মনস্বিনী শ্বসার পুত্র, দিবস রতার আত্মজ, হুতাশন শাণ্ডিলীর তনয় আর প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার নন্দন ছিলেন। অষ্টবসুর মধ্যে ধরের দুই পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। লোকসংহারক ভগবান্ কাল ধ্রুবের তনয় ছিলেন। সোমের পুত্র বর্চ্চাঃ, বর্চ্চার কন্যা বর্চ্চস্বী; মনোহরা বর্চ্চস্বীর শিশির, রমণ ও প্রাণ এই তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। দিবস হইতে জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি এই চারি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অগ্নি হইতে শরবনালয় শ্রীমান্ কুমারের উৎপত্তি হয়; তিনি কৃত্তিকা-প্রভৃতি ষণ্মাতৃকর্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত হওয়াতে তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হইয়াছে। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় ইহাঁরা কার্ত্তিকেয়ের অনুজ ছিলেন। অনিলের ঔরসে শিবা নাম্নী তদীয় ভার্য্যার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি এই দুই পুত্রের জন্ম হয়। দেবলনামক ঋষি প্রত্যূষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবলের ক্ষমাবান্ ও মনীষী এই দুই পুত্র হইয়াছিল। বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী বৃহস্পতিভগিনী সংসারাশ্রমে আসক্তা না হইয়া যোগে মনোনিবেশপূর্ব্বক সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; পরে তিনি বসুগণের মধ্যে অষ্টম প্রভাসের ভার্য্যা হইয়া বিশ্বকর্ম্মা নামে মহানুভব শিল্পবিদ্যাবিশারদ সন্তান প্রসব করিলেন;—যে বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা,—যিনি দেবগণের বর্দ্ধকি অর্থাৎ শিল্পকারী,—যিনি সমুদায় অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন,—যে শিল্পিপ্রধান পুরুষ দেবগণের দিব্য বিমান নির্ম্মাণ করিয়া দেন—মানবগণ যে মহাত্মার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে,—যিনি অব্যয় ও মানবগণের সতত পূজনীয়, তিনি ঐ প্রভাসের পুত্র। সর্ব্বলোকসুখাবহ ভগবান্ ধর্ম্ম নরবিগ্রহরূপে ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়াছিলেন। তেজোদ্বারা লোক-রক্ষক ও সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে মনোহর শম, কাম ও হর্ষ এই তিন সন্তান ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। কামের পত্নী রতি, শমের ভার্য্যা প্রাপ্তি, আর হর্ষের কান্তা নন্দা হইয়াছিলেন; ইহাঁরা লোকে অতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। হে নৃপশার্দ্দূল! মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতে সুরাসুর সকলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকেই আদিপুরুষ বলিয়া থাকে।

বড়বারূপধারিণী সূর্য্যসীমন্তিনী মহাভাগা ত্বাষ্ট্রী অন্তরীক্ষে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! অদিতির গর্ভে ইন্দ্রপ্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্বকনিষ্ঠ, যাঁহাতে সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। এই তেত্রিশ সংখ্যক প্রধান দেবতাদিগের পক্ষ, কুল ও গণ অনুসারে অন্বয় কীর্ত্তন করিতেছি। রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, ভার্গবগণ ও বিশ্বদেবগণ ইহাঁরা এক এক পক্ষ। বিনতানন্দন গরুড় বলবান্ অরুণ এবং ভগবান্ বৃহস্পতি আদিত্যগণমধ্যে পরিগণিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সর্ব্ব ওষধি ও পশু সকল গুহ্যকগণমধ্যে গণিত হইয়া থাকে; হে রাজন্! আনুপূর্ব্বিক এই সকল দেবগণের কীর্ত্তন করিলাম; মানবগণ ইহা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয় ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইলেন। কবিসুত স্বয়ং কবি বিদ্বদ্বিশারদ শুক্র ভৃগুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে গ্রহরূপে ত্রিলোকের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বর্ষণাবর্ষণ ও ভয়াভয় বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন। যোগপরায়ণ মেধাবী ব্রহ্মচারী মহাবুদ্ধি যোগাচার্য্য শুক্র যোগবলে বৃহস্পতি ও শুক্ররূপ উভয় শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক সুরগণের ও অসুরগণের গুরু হইলেন। তিনি বিধাতৃকর্তৃক দৈত্যগণের যোগক্ষেম কার্য্যে নিযোজিত হইলে ভৃগু, চ্যবননামক অন্য এক ধর্ম্মাত্মা দীপ্ততেজা যশস্বী অনিন্দিত পুত্র উৎপাদন করেন। হে ভারত! তিনি রোষান্বিত হইয়া রাক্ষসহস্ত হইতে মাতা মুক্তিনিমিত্ত গর্ভ হইতে চ্যুত হইলেন। মনীষী চ্যবন মুনি আরুষী নাম্নী মনুকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। মহাযশা ঔর্ব্ব আরুষীর ঊরুদেশ ভেদ করিয়া জন্মিলেন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক; তিনি বাল্যাবস্থাতেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, মহাতেজা ও মহাবীর্য্য ছিলেন। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি; মহাত্মা জমদগ্নির চারি পুত্র; তাঁহাদের মধ্যে রাম সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণদ্বারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন; তিনি জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়কুল সংহারকারী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। ঋচীকের জমদগ্নি প্রভৃতি একশত পুত্র; তাঁহাদের সহস্র পুত্র ভূমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মার আর যে দুই তনয় আছেন, তাঁহারা ত্রিলোকে ধাতা ও বিধাতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মলোকে মনুর সহিত বাস করিতেছেন। শুভলক্ষণা পদ্মালয়া দেবী লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী, ব্যোমচারী তুরগগণ লক্ষ্মীর মানসপুত্র। বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা দেবী শুক্র হইতে উৎপন্না হইলেন; তিনি বলনামক এক সুত ও সুরা নাম্নী সুরনন্দিনী এক সুতা প্রসব করিলেন। প্রজাগণ উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত পরস্পর ভক্ষণ করাতে সর্ব্বভূতবিনাশক অধর্ম্ম উৎপন্ন হইল, অধর্ম্মের ভার্য্যার নাম নিঋতি; তাহার গর্ভে নৈঋত রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পাপাচারী ঘোররূপ আর তিন পুত্র ছিল; তাহাদের নাম ভয়, মহাভয় ও সর্ব্বভূতান্তক মৃত্যু। মৃত্যুর স্ত্রীপুত্র কেহই ছিল না, কারণ তিনি স্বয়ংই অন্তক। কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী লোকবিশ্রুতা এই পঞ্চ কন্যা দেবী তাম্রার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিল। কাকী উলূকগণকে, শ্যেনী শ্যেনপক্ষিগণকে, ভাসী কুক্কুট ও গৃধ্রগণকে এবং ভদ্রা ধৃতরাষ্ট্রী হংস, কলহংস ও চক্রবাকগণকে প্রসব করিল। সর্ব্বলক্ষণপূজিতা কল্যাণী গুণসম্পন্না যশস্বিনী শুকী হইতে শুকপক্ষিগণ উৎপন্ন হইল। মৃগী, মৃগনন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ভামিনী সুরসা, ক্রোধবশা এই নব নারী ক্রোধ হইতে উৎপন্না হইয়াছিল। হে নরবরোত্তম! সমস্ত মৃগগণ মৃগী হইতে জন্মিয়াছে; ঋক্ষগণ ও সৃমরগণ মৃগনন্দা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; দেবনাগ মহাগজ ঐরাবত ভদ্রমনার গর্ভে উদ্ভূত হইয়াছে; আর কৃষ্ণবানর, বানর ও বেগবান্ অশ্বগণ হরী হইতে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছে। শার্দ্দূলা, সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহাসত্ত্ব সমস্ত চিত্রক ব্যাঘ্রগণকে উৎপাদন করিয়াছে। হে নরাধিপ! মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর পুত্র; শ্বেতা হইতে শ্বেতাখ্য শীঘ্রগামী দিগ্‌গজ উৎপন্ন হইয়াছিল। হে রাজন্! কল্যাণী-যশস্বিনী-গন্ধর্ব্বী ও রোহিণী এই দুই কন্যা সুরভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তদ্ভিন্ন সুরভির আর দুই দুহিতা ছিল; তাহাদের নাম বিমলা ও অনলা। রোহিণী হইতে গোসকল এবং গন্ধর্ব্বী হইতে অশ্বসকল উৎপন্ন হইল। খর্জ্জুর, তাল, হিন্তাল, তালী, খর্জ্জুরিকা, গুবাক ও নারিকেল, এই সপ্ত পিণ্ডফলবৃক্ষ অনলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তদ্ভিন্ন অনলার শুকী নামে এক তনয়া ছিল। সুরসা হইতে কঙ্কের উদ্ভব হয়। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনী, সম্পাতি ও জটায়ু নামে মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবান্ দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিল এবং নাগগণ সুরসা হইতে ও পন্নগগণ কদ্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; গরুড় ও অরুণ বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; হে মতিমন্ মনুজাধিপতে! এই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণ সর্ব্বজ্ঞ হয় ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিতে পারে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পন্নগ, পক্ষী ও মহাত্মা মানবগণের জন্মকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! যে সকল দেবগণ ও দানবগণ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রথমত তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করিতেছি।

বিপ্রচিত্তি নামে বিখ্যাত দানবরাজ জরাসন্ধ নামে প্রথিত-ভূপাল হইয়াছিল। হে নরনাথ! হিরণ্যকশিপু নামক দিতির নন্দন, শিশুপাল হইয়া নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রহ্লাদের অনুজ বিখ্যাত সংহ্লাদ, শল্য নামে বিখ্যাত হইয়া বাহ্লীক দেশের রাজা হইয়াছিল। প্রহ্লাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ সুবিখ্যাত তেজস্বী অনুহ্লাদ ধৃষ্টকেতু নামক ধরণীপতি হইল। হে রাজন্! শিবি নামক দৈত্য দ্রুমনামক বিখ্যাত রাজা হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মিয়াছিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অসুরশ্রেষ্ঠ বাস্কল মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগদত্ত নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ এই পাঁচজন বীর্য্যশালী মহাত্মা মহাসুর কেকয় দেশে শ্রেষ্ঠ ভূপতি হইয়া জন্মিয়াছিল। প্রতাপবান্ সুবিখ্যাত কেতুমান্, উগ্রকর্ম্মা নামে বিশ্রুত নরাধিপ হইয়াছিল। স্বর্ভানু নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ মহাসুর, উগ্রসেন নামে উগ্রকর্ম্মা ভূপাল হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। শ্রীমান্ মহাসুর অশ্ব, অশোক নামে মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় নরপতি হইয়া জন্মিল। অশ্বের অনুজ দৈত্য অশ্বপতি, হার্দ্দিক্য নামক মহীপতি হইয়াছিল। শ্রীমান্ মহাসুর বৃষপর্ব্বা, দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে খ্যাত রাজা হইয়া জন্মিল। বৃষপর্ব্বার অনুজ অজক, শাল্ব নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত রাজা হইয়াছিল। বলবান্ মহাসুর অশ্বগ্রীব, রোচমান নামে নরপতি হইয়া জন্মিল। কীর্ত্তিশালী মতিমান্ সূক্ষ্ম-নামক দৈত্য, বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত অবনীপতি হইয়া অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অসুররাজ তুহুণ্ড, সেনাবিন্দু নামে বিশ্রুত ভূপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অসুরগণের মধ্যে অতিশয় বলশালী ইষুপ, নগ্নজিৎ নামে বিখ্যাত-বিক্রম রাজা হইয়া জন্মিল। বিখ্যাত মহাসুর একচক্র, পৃথিবীতে প্রতিবিন্ধ্য নামে প্রথিত পৃথিবীপতি হইয়াছিল। আশ্চর্য্য-যোদ্ধা মহাসুর দৈত্য বিরূপাক্ষ, চিত্রবর্ম্মা-নামে ক্ষিতিমণ্ডলে বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হইয়া জন্মিল। অরিহর বীর দানবশ্রেষ্ঠ হর, শ্রীমান্ বিখ্যাত অবনীপতি সুবাহুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বিপক্ষপক্ষক্ষয়কারী মহাতেজা অহর, ভূমণ্ডলে প্রথিত বাহ্লীক নামে রাজা হইয়া জন্মিল। অসুরোত্তম চন্দ্রানন নিচন্দ্র, মহীপতি শ্রীমান্ মুঞ্জকেশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সংগ্রামে দুর্জ্জয় মহামতি নিকুম্ভ জন্মগ্রহণ করিয়া ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ বলিয়া বিশ্রুত হইল। দৈত্যগণের মধ্যে শরভ নামক মহাসুর, পৌরব নামে নরোত্তম রাজর্ষি হইয়া জন্মিয়াছিল। হে রাজন্! মহাসুর মহাবীর্য্য শ্রীমান্ কুপথ, সুপার্শ্ব নামে মহীমণ্ডল-বিখ্যাত মহীপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। হে রাজন্! সুবর্ণ শৈলসদৃশ মহাসুর ক্রথ, বিখ্যাত রাজর্ষি পার্ব্বতেয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অসুরগণের মধ্যে দ্বিতীয় শলভ, প্রহ্লাদ নামে বাহ্লীক দেশের রাজা হইয়া জন্মিল। দিতিসুতশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রতুল্য চন্দ্র, প্রথিত কাম্বোজাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মরূপে উৎপন্ন হইল। দানবশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত সূর্য্য, ঋষিক নামে নৃপসত্তম রাজর্ষি হইয়া জন্মিল। হে নৃপসত্তম! মৃতপা নামে বিশ্রুত অসুরোত্তম, পশ্চিমে অনূপ দেশের ভূপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। প্রখ্যাত মহাসুর মহাতেজা গবিষ্ঠ, রাজা দ্রুমসেনরূপে অবতীর্ণ হইল। মান্য মহাসুর শ্রীমান্ ময়ূর, বিশ্ব নামে ভূপতি হইল। তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা খ্যাত সুপর্ণ কালকীর্ত্তি নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। প্রধান-মধ্যে পরিকীর্ত্তিত অসুর চন্দ্রহন্তা, শুনক নামে রাজর্ষি হইল। মহাসুর চন্দ্রবিনাশন, জানকি নামে বিখ্যাত রাজা হইয়া জন্মিল। হে কুরুবংশাবতংস! দানবশ্রেষ্ঠ দীর্ঘজিহ্ব, কাশিরাজ নামে বিখ্যাত রাজা হইল। চন্দ্রসূর্য্য-বিমর্দ্দক যে গ্রহ সিংহিকা-কর্ত্তৃক প্রসূত হইয়াছিল, সেই গ্রহ ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হইয়াছিল। দনায়ুর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অসুর তেজস্বী বিক্ষর, বসুমিত্র নামে রাজা হইল। হে নরাধিপ! তাহার দ্বিতীয় তনয় মহাসুর, পাণ্ড্য দেশে সুবিখ্যাত রাজা হইয়া জন্মিল। অসুরোত্তম বিশ্রুত বলীন, পৌণ্ড্রমৎস্যক নামে ভূপতি হইল। হে রাজন্! মহাসুর বিখ্যাত বৃত্র, মণিমান্ নামে রাজর্ষি হইয়া জন্মিল। তাহার অনুজ অসুর ক্রোধহন্তা দণ্ড নামে ক্ষিতিতলে সুবিখ্যাত রাজা হইল। ক্রোধবর্দ্ধন নামে অন্য অসুর, দণ্ডধার নামে বিখ্যাত ভূপতি হইল। হে রাজশার্দ্দূল! শার্দ্দূলসম বিক্রমশালী অষ্টসংখ্য কালকেয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাসুর জয়ৎসেন মগধ দেশের অধিপতি হইল। দেবরাজ-সদৃশ শ্রীমান্ দ্বিতীয় অসুর অপরাজিত নামে নরপতি হইল। মহামায়াবী মহাতেজা তৃতীয় মহাসুর, ভীমপরাক্রম নিষধাধিপতি হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করিল। তাহাদের চতুর্থ অসুর, শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত রাজর্ষি হইয়া জন্মিল। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পঞ্চম মহাসুর, শক্রতাপন মহৌজা নামে বিখ্যাত হইয়া জন্মিল। তাহাদের ষষ্ঠ মতিমান্ নামে মহাসুর, ক্ষিতিমণ্ডলে বিখ্যাত রাজর্ষি-সত্তম-অভিকনামে অবতীর্ণ হইল।

তাহাদের সপ্তম অসুররাজ, সমুদ্রসেন নামে। সাগরপর্য্যন্ত পৃথিবীমধ্যে বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ অধীশ্বর হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিল। হে নরাধিপ! কালেয়গণের মধ্যে অষ্টম অসুর, বৃহৎ নামে সর্ব্বভূত-হিতকারী ধার্ম্মিক রাজা হইল। হে রাজন্! দানবের মধ্যে সুবর্ণাচলতুল্য মহাবল, বিখ্যাতকুক্ষি পার্ব্বতীয় নামে বিখ্যাত ক্ষিতীশ হইল। হে রাজন্! মহাবীর্য্য মহাসুর শ্রীমান্ ক্রথন, সূর্য্যাক্ষ নামে ক্ষিতিতলে বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হইয়া জন্মিল। অসুরগণের মধ্যে শ্রীমান্ মহাসুর সূর্য্য, সর্ব্ব-ভূপতিশ্রেষ্ঠ বাহ্লীকরাজ দরদ হইয়া জন্মিল। হে রাজন্! ক্রোধবশ নামক যে গণ কীর্ত্তিত হইয়াছে,তাহারা পৃথিবীমণ্ডলে শূর বীর পৃথিবীপতি হইয়া জন্মিল। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীটক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, ভূমিপতি শ্রীমান নীল, চীরবাসা, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জ্জয়, নৃপশার্দ্দূল রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারূষকগণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কলিঙ্গরাজ কুহর, বিশ্রুত মতিমান্ ও মনুজেশ্বর ঈশ্বর, এই সমস্ত মহাভাগ মহাকীর্ত্তি মতিমান্ মহাবল বীরশ্রেষ্ঠ রাজসমূহ ক্রোধবশগণের অবতার।

দানবগণের মধ্যে বিখ্যাত মহাবল কালনেমি,উগ্রসেন-পুত্র বলবান্ বিশ্রুত কংস-রূপে অবতীর্ণ হইল। দেবরাজ-তুল্য দেবক, গন্ধর্ব্বপতি নামে প্রধান নরপতি হইয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন। হে ভারত! অতিশয় কীর্ত্তিশালী দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে অযোনিজাত ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ উৎপন্ন হইলেন। হে ভূপালশ্রেষ্ঠ! যিনি সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ, প্রধানধনুর্দ্ধারী, মহাকীর্ত্তি ও মহাতেজা; বেদজ্ঞেরা যাঁহাকে ধনুর্ব্বেদে ও বেদে পারদর্শী অদ্ভুত-কার্য্যকারী ও স্বকুলবর্দ্ধন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই মানবশ্রেষ্ঠ দ্রোণ বৃহস্পতির অংশে জন্মিলেন। মহাদেব, অন্তক, কাম ও ক্রোধ একত্র প্রাপ্ত এই চারিজনের অংশ হইতে শত্রুপক্ষক্ষয়কারী শূর বীর শত্রুতাপন পদ্মপলাশলোচন মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা উৎপন্ন হইলেন। বসিষ্ঠের শাপ ও ইন্দ্রের নিয়োগহেতু অষ্টবসু, শান্তনুর ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভীষ্ম কনিষ্ঠ; ইনি মতিমান্,বেদবিশারদ বাগ্মী শত্রুকুলসংহারকারীও কুরুদিগের অভয় দাতা ছিলেন; সর্ব্বাস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ মহাতেজা এই মহাত্মা জমদগ্নি-পুত্র মহানুভব ভার্গব পরশুরামের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অতিশয় পৌরুষ-সম্পন্ন ব্রহ্মর্ষি কৃপ্ রুদ্রগণের অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। হে রাজন্! দ্বাপরের অংশে শত্রুতাপন মহারথ শকুনি জন্মিয়াছিলেন; বৃষ্ণি-বংশাবতংস শত্রুতাপন সত্যসন্ধ সাত্যকি,মরুদ্গণ হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন। হে নৃপ! অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি দ্রুপদ,ঐ দেবগণ হইতেই ভূর্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে রাজন্! অপ্রতিম-কর্ম্মকারী ক্ষত্রি-কুলশ্রেষ্ঠ ভূপাল কৃতবর্ম্মাও ঐ দেবগণ হইতে উৎপন্ন হইলেন। বিপক্ষ-রাজ্যের সন্তাপজনক শত্রু-মর্দ্দন নরপতি বিরাটও ঐ মরুদ্গণের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আরিষ্টাপুত্র বিখ্যাত গন্ধর্ব্বপতি হংস,কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নন্দন কুরুবংশ-বর্দ্ধনকারী ধৃতরাষ্ট্ররূপে জন্মিলেন। সেই দীর্ঘ-বাহু মহাতেজা বুদ্ধিজীবী নরপতি মাতার দোষে ও ঋষির কোপে জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার আর এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম পাণ্ডু; তিনি সত্যধর্ম্ম-নিরত, শুদ্ধাচার, মহাসত্ত্ব ও মহাবল, পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান যে অত্রি-পুত্র মহাভাগ ধর্ম্ম, অতিশয়-বুদ্ধিমান্ মহামতি বিদুর ঐ ধর্ম্মের অবতাররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হে পৃথিবীপতে! যে কলিপুরুষ সকলেরই বিদ্বেষভাজন ও ভূমণ্ডলের সর্ব্বসংহার-কারণ হইয়াছে এবং যে দুর্ম্মতি-পুরুষ ভূতসংহারকারী মহৎ বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সেই কুরুকুল-কলঙ্ককারী দুর্ব্বুদ্ধি-দুর্য্যোধন কলির অংশে অবতীর্ণ হইল। পৌলস্ত্যগণ দুর্য্যোধনের ভ্রাতা হইয়া মনুজ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ! দুঃশাসন-প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্ম-নিরত শতভ্রাতার মধ্যে দুর্ম্মুখ দুঃসহ প্রভৃতি যাহাদিগের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ও যাহাদিগের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, ও ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু নামক যে শতাধিক আর একটি পুত্র ছিল, ইহারা সকলেই রাক্ষসগণের অংশ ও দুর্য্যোধনের সহায় ছিল।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের নাম জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠতানুসারে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্ম্মুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারু, চিত্রাঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, সেনাপতি, সুষেণ, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিলোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী ও বিরজ, হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের এই এক শত পুত্র ছিল; এতদ্ব্যতীত দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা এবং যুযুৎসু নামে এক বৈশ্যাগর্ভজাত তনয় জন্মিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের নাম জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতানুসারে কীর্ত্তিত হইল; ইহারা সকলেই মহারথ শূর যুদ্ধবিশারদ বেদবেত্তা রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবিদ্যায় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিল। হে মহীপতে! ইহাদের সকলেরই অনুরূপ দারপরিগ্রহ হইয়াছিল। হে রাজন্! কৌরব ধৃতরাষ্ট্র, শকুনির মতানুসারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে যথাকালে দুঃশলা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। হে ধরণীনাথ! ধর্ম্মের অংশে যুধিষ্ঠির, পবনের অংশে ভীম, দেবরাজের অংশে অর্জ্জুন এবং অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের অংশে অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বভূত-মনোহর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্চ্চা নামে বিখ্যাত প্রতাপবান্ সোমপুত্র, অর্জ্জুন-তনয় মহাকীর্ত্তি অভিমন্যুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। হে রাজন্! তাঁহার অবতরণকালে চন্দ্র দেবগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমি, প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর প্রিয়পুত্রকে ভূমণ্ডলে পাঠাইতে পারি না, পরন্তু পৃথিবীতে অসুরবধরূপ সুরকার্য্য আমাদের অবশ্য

কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা কখনই অতিক্রম করা যাইতে পারে না, অতএব এই নিয়মে বর্চ্চাকে পাঠাইতেছি যে, তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অধিককাল থাকিবেন না; শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। নারায়ণের সখা নরদেব ইন্দ্রের ঔরসে বিখ্যাত পাণ্ডুনন্দন প্রতাপশালী অর্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইবেন; হে অমরগণ! আমার পুত্র অবনীতলে সেই অর্জ্জুনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালেই মহারথ হইয়া ষোড়শ বৎসর অবস্থিতি করিবেন; যখন ইহাঁর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, তখন সেই মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইবে, যে সংগ্রামে তোমাদিগের অংশগণ ভূরি ভূরি বীর নিপাত করিবে। হে সুরগণ! সংগ্রাম সময়ে শত্রুগণ চক্রব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবে; আমার সেই মহাবাহু পুত্র বালক হইয়াও নরনারায়ণ ব্যতীত অন্যের অভেদ্য সেই ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে বিচরণপুরঃসর তাহাদিগের সমুদায়কে বিমুখ করত মহারথ-বীরসমূহবিমর্দ্দন-পূর্ব্বক দিনার্দ্ধমধ্যে তাহাদের চতুর্থাংশ সৈন্যকে শমন-সদনের অতিথি করিবেন। অনন্তর দিবাবসানে একত্র মিলিত বহুসংখ্য মহারথ বীরগণের সহিত তুমুলসংগ্রাম করিয়া মহাবাহু মৎপুত্র পুনর্ব্বার মৎসমীপে উপনীত হইবেন। তিনি বংশ-রক্ষক এক বীরপুত্র উৎপাদন করিয়া আসিবেন; সেই পুত্র নষ্টপ্রায় ভারতকুলের বংশধর হইবে। সমস্ত সুরগণ চন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। হে রাজন্! আপনার পিতামহের এই জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণন করিলাম।

মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হে রাজন্! যিনি পূর্ব্বে কন্যা ছিলেন, সেই শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। হে ভরতবংশাবতংস! বিশ্ব-দেবগণ পঞ্চ দ্রৌপদী-তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম প্রতিবিন্ধ্য, সোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। যদুকুলশ্রেষ্ঠ শূর, বসুদেবের জনক ছিলেন; তাঁহার পৃথা নাম্নী এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা ঈদৃশ রূপবতী যে, ভূমণ্ডলে কোন কামিনী তাহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে নাই। বীর্য্যশালী শূর অনুগ্রহ প্রত্যাশায় নিঃসন্তান স্বীয় পিতৃস্বস্রীয় কুন্তি ভোজরাজের নিকট পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আমার প্রথম সন্তান হইলে তোমাকে প্রদান করিব, এই অঙ্গীকার অনুসারে আদি-গর্ভে প্রসূতা ঐ কন্যা তাঁহাকে দান করিলেন। পৃথা পিতৃভবনে ব্রাহ্মণ-সেবায় ও অতিথি-সৎকারে নিযুক্তা থাকিলেন। একদা তিনি জিতেন্দ্রিয় ব্রতপরায়ণ ঘোর উগ্রস্বভাব ধর্ম্মরহস্যজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা ঋষিকে সর্ব্ব-প্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবান্ দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিধানানুসারে বশীকরণ মন্ত্রপ্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে সুভগে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, হে দেবি! তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহার প্রসাদে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। যশস্বিনী বালা পৃথা দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কৌতূহলান্বিতা হইয়া কন্যাকালেই সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। তখন জগৎপ্রকাশ-কর্ত্তা ভগবান্ তপন তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। দেবগর্ভতুল্য শ্রীযুক্ত সেই গর্ভে সর্ব্বশস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ দিবাকরসদৃশ দীপ্তিমান্ রমণীয় সর্ব্বাঙ্গশোভিত কুণ্ডল-কবচধারী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। কুন্তী, বন্ধুকুলভয়ে সেই যশস্বী প্রসূত কুমারকে গোপন করিয়া জলে পরিত্যাগ করিলেন। রাধাভর্ত্তা অধিরথনামা একজন মহাযশা রথকার জলে পরিত্যক্ত সেই সন্তানকে গ্রহণ করিয়া রাধার পুত্র করিয়া দিল। পরে তাহারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সেই তনয়ের বসুষেণ এই নাম রাখিল। ঐ নাম সর্ব্বত্র বিশ্রুত হইয়াছিল। বসুষেণ যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সেইরূপ বলবান্ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী ও প্রধান জয়শীল হইয়া উঠিলেন এবং সমস্ত বেদাঙ্গ শিক্ষা করিলেন। মহাত্মা সত্যপরাক্রম ধীমান্ বসুষেণ যখন পাঠাবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণগণে কিছুই অদেয় ছিল না। একদা ভূতভাবন ইন্দ্র স্বীয় তনয় অর্জ্জুনের উপকারার্থ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া বীরবর বসুষেণের নিকট শরীরসহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় যাচ্ঞা করিলেন; বসুষেণ স্বীয় অঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি সুর, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস ইহাদের মধ্যে যাহার প্রতি এই শক্তি ক্ষেপণ করিবে, সেই এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই শমন সদনের অতিথি হইবে। ঐ রাধা-পুত্র পূর্ব্বে বসুষেণ নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, পরে স্বীয় অঙ্গ কর্ত্তন করাতে তাঁহার নাম কর্ণ হইল। পৃথার প্রথম পুত্র যে মহাযশস্বী বীরপুরুষ কবচধারী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তিনি অবাধে কবচ পরিত্যাগ করিয়াই কর্ণ নামে বিখ্যাত হইলেন। হে রাজন! কর্ণ সূতকুলে থাকিয়াই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শত্রুকুলসংহারকারী নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কর্ণই দুর্য্যোধনের মিত্র ও মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই দিবাকরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাঁহার অংশে মর্ত্ত্যলোকে প্রতাপবান্ বাসুদেব অবতীর্ণ হইলেন। মহাবল বলদেব শেষ-নাগের অংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! মহৌজা সনৎকুমার, প্রদ্যুম্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে অন্যান্য দেবগণ বসুদেব-বংশে বংশবর্দ্ধন অসংখ্য নরবররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! আমি যে সমস্ত অপ্সরোগণের কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহারা দেবরাজের আদেশানুসারে ভূতলে ষোড়শ সহস্র দেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া বাসুদেবের পত্নী হইলেন। লক্ষ্মী অনুরাগবশত ভীষ্মককুলোৎপন্না সাধ্বী রুক্মিণীরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইলেন। দ্রুপদরাজ-দুহিতা দ্রৌপদী, শচীর অংশে বেদিমধ্য হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। সেই অনিন্দিতা দ্রৌপদী অতিদীর্ঘা বা অতিহ্রস্বা ছিলেন না; তিনি কৃষ্ণকুটিল-কেশনিচয় শোভিতা পদ্মগন্ধা পদ্মায়ত-নয়না সুশ্রোণী সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না বৈদূর্য্যমণিতুল্যা ও পঞ্চপুরুষসিংহের চিত্তপ্রমথনী ছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতি, এই দুই দেবী পঞ্চপাণ্ডব-জননী কুন্তী ও মাদ্রীরূপে জন্মিয়াছিলেন। মতি দেবী সুবলদুহিতা গান্ধারীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! সুর, অসুর, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস-প্রভৃতির অংশাবতরণ কীর্ত্তন করিলাম। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অবনীমণ্ডলে জন্মলাভ করিয়া যুদ্ধে দুর্জ্জয় রাজা হইয়াছিলেন এবং যে সমস্ত মহাত্মারা বিপুল যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পাঠ করিলে ধন, যশ, পুত্র, আয়ু ও

বিজয় লাভ হয়। অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া এই অংশাবতরণ শ্রবণ করিবে। প্রাজ্ঞলোক দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসগণের এই অংশাবতরণ শ্রবণ করিলে জন্মমৃত্যুর বিবরণ অবগত হইয়া বিপৎকালে শোকাদিদ্বারা অভিভূত হন না।

সপ্তষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের অংশাবতরণ শ্রবণ করিলাম। হে বিপ্র! এক্ষণে এই ব্রাহ্মণগণ-সমক্ষে আপনি কুরুবংশের প্রথমাবধি বর্ণন করুন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতসত্তম! দুষ্মন্ত নামে বীর্য্যবান্ ভূপাল পৌরবদিগের আদিপুরুষ ছিলেন। তিনি চতুঃসাগরপর্য্যন্ত ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেন এবং এই অবনীমণ্ডলের মধ্যে যত দ্রব্য উৎপন্ন হইত, তাহার চতুর্থাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। ঐ রিপুমর্দ্দন জয়শীল মনুজনাথ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে সমাকীর্ণ ও রত্নাকর-সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ম্লেচ্ছদেশপর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ভোগ করিতেন। তাঁহার শাসনকালে বর্ণসঙ্কর ছিল না, প্রজাবর্গকে কৃষিকর্ম্ম করিয়া শস্যোৎপাদন করিতে হইত না এবং কেহই পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিল না। হে নরব্যাঘ্র! দুষ্মন্ত যখন জনপদের ঈশ্বর ছিলেন, তখন সমস্ত লোক ধর্ম্মে রত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জন করিত, চৌরভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধাভয় কিঞ্চিন্মাত্রও ছিল না। তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত ছিল, বৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত কাহারও দৈবকর্ম্ম করিতে হইত না। সেই মহীপালের আশ্রয়ে সকলেই অকুতোভয়ে অবস্থিতি করিত। সে সময় জলদগণ যথাকালে জল বর্ষণ করিত, শস্য সকল সুরস হইত এবং বসুমতী পশুমতী ও বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন-প্রভৃতি স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকিতেন এবং কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না। বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়দেহবিশিষ্ট বিচিত্র মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সেই যুবা দুষ্মন্ত স্বীয় বাহুবলে উপবন বন-সমেত মন্দর পর্ব্বতকেও উৎক্ষিপ্ত করিয়া বহন করিতে পারিতেন। তিনি প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, পরিক্ষেপ ও অভিক্ষেপ এই চতুঃপ্রকার কৌশল-বিশিষ্ট গদাযুদ্ধে এবং নাগপৃষ্ঠারোহণে ও অশ্বপৃষ্ঠারোহণে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তিনি বলে বিষ্ণুতুল্য, তেজে সূর্য্যতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য ও সহিষ্ণুতায় ধরণীতুল্য ছিলেন। পৌরগণ ও অন্যান্য প্রজাগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকাতে তিনি সাধারণের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। সেই মহীপাল দুষ্মন্ত প্রজাগণের হর্ষসম্পাদন করত যথা-ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতেন।

শকুন্তলোপাখ্যানে অষ্টষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! মহামতি ভরতের উৎপত্তি ও চরিত্র এবং শকুন্তলার জন্মবিবরণ প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে। হে শ্রেষ্ঠ-মতিমন্! বীর দুষ্মন্ত যেরূপে শকুন্তলাকে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই পুরুষসিংহ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করুন; হে তত্ত্বজ্ঞ! আমার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু দুষ্মন্ত অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও প্রভূত বাহন সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়ার্থ গহনবনে গমন করিলেন। পরম রমণীয় চতুরঙ্গসেনা ও শত শত মাতঙ্গ তুরঙ্গগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ শত শত বীরগণ, খড়্গ, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস ও তোমরপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। সেই পৃথিবীপতির প্রস্থানকালে যোদ্ধাদিগের সিংহনাদ, শঙ্খদুন্দুভির ধ্বনি, রথনেমির শব্দ, নাগগণের বৃংহিত, হয়গণের হ্রেষারব এবং নানায়ুধধারী ও নানা বেশধারী সৈন্যগণের আস্ফালন-ধ্বনি এই সমুদায় অস্ফুট শব্দ মিশ্রিত হইয়া কেবল কিল কিল ধ্বনি হইতে লাগিল। নগরস্থ রমণীগণ উত্তম প্রাসাদশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া শূর, যশস্বী ও উৎকৃষ্ট রাজশোভাযুক্ত সেই ভূপালকে দর্শন করিতে লাগিল। স্ত্রীগণ শক্রসদৃশ শত্রুকুল-সংহারকারী পরবারণ-বারণ সেই অবনীনাথকে দেখিয়া বজ্রপাণি ইন্দ্র বোধ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে এই বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিল যে, এই পুরুষশ্রেষ্ঠ সংগ্রামস্থলে বসুতুল্য পরাক্রমশালী হইয়া থাকেন; ইঁহার বাহুবলে শত্রুগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সীমন্তিনীগণ প্রীতিপূর্ব্বক এই বলিতে বলিতে তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। দুষ্মন্ত সর্ব্বস্থলে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মৃগয়ার নিমিত্ত পরমপ্রীতমনে বনগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ মত্তবারণসদৃশ বলশালী দেবরাজতুল্য সেই অবনীপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। পৌর ও জনপদবাসিজনগণ এইরূপে বহুদূর পর্য্যন্ত ধরণীশ্বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সেই নরনাথ সুবর্ণ-বর্ণ-বিভূষিত রথমণ্ডলী দ্বারা মহীমণ্ডল এবং রথনেমি নির্ঘোষ-মিশ্রিত কোলাহলধ্বনি দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। ধীমান্ বসুধাধিপ দুষ্মন্ত গমন করিতে করিতে বিল্ব, খদির, অর্ক, কপিত্থ প্রভৃতি নানা বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, পর্ব্বত হইতে পতিত প্রস্তরসংঘ দ্বারা বিষম, নির্জ্জল, নির্ম্মনুষ্য, বহুযোজন বিস্তীর্ণ এবং মৃগ, সিংহ ও অন্যান্য ঘোরতর বনচর জন্তু কর্ত্তৃক পরিবৃত, নন্দনবন সদৃশ বন দেখিতে পাইলেন। নরপাল, ভৃত্য বল ও বাহনসমূহ দ্বারা সেই বন আলোড়ন করিয়া বিবিধ মৃগ বধ করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য ব্যাঘ্রগণকে লক্ষ্য করণানন্তর বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। তিনি সুদূরবর্ত্তী মৃগগণকে সায়কদ্বারা ভেদ ও সমীপবর্ত্তী মৃগগণকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ পুরুষ কোন কোন বন্যপ্রাণীকে শক্তি দ্বারা সংহার করিলেন। গদাযুদ্ধ-বিশারদ অপরিসীম বিক্রমশালী ভূপাল, তোমর, অসি, গদা ও মুষল সঞ্চালনপূর্ব্বক বিবিধ বন্য মৃগ পক্ষী বিনাশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতবীর্য্য রাজা ও সমরপ্রিয় সেনাগণকর্ত্তৃক সেই মহারণ্য আলোড়িত হওয়াতে সিংহগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইল। মৃগযূথপতি বিনষ্ট হওয়াতে মৃগযূথ উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে শব্দ করিতে

করিতে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। যূথভ্রষ্ট মৃগগণ শ্রান্ত ও ক্লান্তহৃদয় হইয়া জলপানার্থ শুষ্ক নদীতে গমন করিয়া নিরাশ ও হতচেতন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মৃগগণ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে বুভুক্ষিত সেনাগণ আসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ বা তাহাদিগের মাংস কর্ত্তন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করণপূর্ব্বক রন্ধন করিয়া আহার করিল। সেই অরণ্যে কোন কোন বলবান্ মত্তহস্তী অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও ভীত হইয়া শুণ্ডাগ্র সংকোচনপূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিতে লাগিল; কোন্ কোন বন্যগজবর পলায়নকালে শকৃন্মূত্র পরিত্যাগ ও শোণিতবর্ষণ করিতে করিতে অসংখ্য মনুষ্য মর্দ্দন করিয়া চলিল। হতমৃগাধিপ ও মৃগাকীর্ণ সেই বন, বলরূপ-বলাহকে ও শরধারারূপ বারিধারায় পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল

শকুন্তলোপাখ্যানে একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুষ্মন্ত বাহন ও সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র মৃগ বধ করিয়া মৃগানুসরণক্রমে একাকী অন্য একবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াও শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইলেন। পরে সেই অরণ্যানী উত্তীর্ণ হইয়া এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। ভূপাল ঐ জনশূন্য প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উত্তম আশ্রমযুক্ত মনঃপ্রহ্লাদ-জনক ও রমণীয়-দর্শন অন্য এক মহৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তথায় সুশীতল সমীরণ সঞ্চরণ করিতেছে; পাদপগণ প্রফুল্ল-কুসুমসমূহে সুশোভিত হইতেছে; এবং হরিত্তৃণসমূহে ভূভাগ আচ্ছাদিত রহিয়াছে; মধুরালাপী বিহঙ্গকুলের কূজিত, পুংস্কোকিলকুলের কোলাহল ও ঝিল্লীকগণের রবে বন শব্দায়মান হইতেছে; তথায় বৃহৎ শাখাযুক্ত ও সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট-বিটপিসমূহে চতুর্দ্দিক সমাবৃত হইয়াছে; ঐ সমস্ত বৃক্ষতলে মধুলুব্ধ মধুকরনিকর গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া ভ্রমণ করাতে পরম রমণীয় শোভাসম্বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই কাননে পুষ্পশূন্য, ফলবর্জ্জিত ও কণ্টকাকীর্ণ কোন বৃক্ষই ছিল না এবং সকল বৃক্ষই অলিকুল-সংকুল হইয়াছিল। মহাধনুর্দ্ধারী দুষ্মন্ত, বিহঙ্গকুল কোলাহলসংযুক্ত কুসুমসমূহবিভূষিত, মনোরম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমালঙ্কৃত সুখচ্ছায়া সেই অরণ্য অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সমীরণসঞ্চালিত পুষ্পবৃক্ষগণ শাখারূপ করদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিচিত্র পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। পাদপগণ কুসুমরূপ বসন দ্বারা ও বিহঙ্গগণের গগনস্পর্শী মধুরধ্বনি দ্বারা শোভমান হইতেছিল। সেই সমস্ত বৃক্ষের পুষ্পভারাবনত প্রবালে উপবিষ্ট হইয়া মধুলুব্ধ মধুকরনিকর মধুরস্বরে গান করিতেছিল। মহাতেজা দুষ্মন্ত সেই স্থলে কুসুমসমূহসুশোভিত নানা প্রদেশ ও হৃদয়ের প্রীতিবর্দ্ধন লতামণ্ডপ-পরিসর নিরীক্ষণ করিয়া পরমপ্রীত হইলেন। পরস্পর আশ্লিষ্টশাখাযুক্ত কুসুমান্বিত মহেন্দ্রধ্বজসদৃশ বৃক্ষসমূহদ্বারা সেই অরণ্যানী শোভমান হইতেছিল। তথায় সিদ্ধ,চারণ গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,বানর ও অপ্সরোগণ মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। সুখস্পর্শ সুশীতল কুসুমরেণুবহ সুগন্ধ গন্ধবহ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে করিতে ক্রীড়ার নিমিত্তই যেন পাদপসমীপে উপনীত হইতেছিল।

রাজা এইরূপ বহুগুণযুক্ত, উচ্ছ্রিতধ্বজসদৃশ নদীকচ্ছোৎপন্ন কমনীয় বন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে পুণ্যা, সুখসলিলা, অসংখ্যপক্ষিগণাকীর্ণা ও তপোবন-মনোরমা মালিনী নদীর সমীপে রমণীয়; প্রহৃষ্ট-বিহঙ্গকুল-সমাকুল, নানা বৃক্ষসমাকীর্ণ প্রজ্বলিত হুত-হুতাশন-বিভূষিত, অনতিদূরস্থিত, এক আশ্রম তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইল। হে রাজন্! শ্রীমান্ ধরণীনাথ দুষ্মন্ত, যতি, মুনি ও বালিখিল্যকর্ত্তৃক পরিবৃত, বহুসংখ্য অগ্ন্যাগারে সুশোভিত এবং পুষ্পসংস্তারযুক্ত বিস্তীর্ণ মহাকচ্ছে বিভূষিত তপোবন সন্দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য শ্বাপদ ও মৃগগণকে শান্তমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনা হইলেন। পরে অপ্রতিরথ শ্রীমান্ দুষ্মন্ত দেবলোক সদৃশ সর্ব্বতঃ সুমনোহর সেই আশ্রমাভিমুখে গমন করত সর্ব্বপ্রাণীর জননীর ন্যায় অধিষ্ঠিতা পুণ্যতোয়া আশ্রমসংশ্লিষ্টা মালিনী নদী দেখিলেন। যে নদী কিন্নরগণের বাসস্থলী এবং বানর ও ভল্লুকগণকর্ত্তৃক নিষেবিতা হইতেছে; যাহার পুলিনে চক্রবাক-মিথুনেরা ক্রীড়া করিতেছে; যাহার প্রবাহে পুষ্পবৎ ফেণপুঞ্জ প্রবাহিত হইতেছে; যাহার পুলিন পবিত্র স্বাধ্যায়ঘোষে উপশোভিত হইতেছে; এবং যেখানে মত্তবারণ শার্দ্দূল ও ভুজগেন্দ্রগণ বিচরণ করিতেছে, সেই নদীতীরে মহাত্মা ভগবান্ কশ্যপনন্দনের আশ্রমপদ; মহর্ষিগণনিষেবিত ও রমণীয় ঐ আশ্রম এবং আশ্রমসম্বদ্ধা নদী সন্দর্শন করিয়া অবনীনাথ তাহাতে প্রবেশ করিতে মানস করিলেন। গঙ্গাদ্বারা-উপশোভিত নরনারায়ণাশ্রমের ন্যায় রম্য তীর ও দ্বীপপুঞ্জে শোভিতা মালিনী নদীদ্বারা অলঙ্কৃত, মত্তময়ূরের কেকারবে নিনাদিত, চৈত্ররথ সদৃশ সেই তপোবনে প্রবেশ করিয়া ভূপাল, অতিশয় গুণসম্পন্ন ও অনির্দ্দেশ্যতেজস্বী তপোধন কশ্যপনন্দন মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন হস্ত্যশ্বপদাতিসঙ্কুলসেনাগণকে বনদ্বারে রাখিয়া কহিলেন, সৈন্যগণ! আমি রজোগুণাতীত তপোধন কণ্ব মুনিকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিতেছি, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তোমরা এই স্থলে প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

তখন মনুজেশ্বর নন্দনবন-সদৃশ সেই তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুৎপিপাসা পরিহার পুরঃসর অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইলেন। তথায় অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত সমুদায় রাজচিহ্ন পরিহার করিয়া সেই অব্যয় তপোরাশি ঋষিকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তম আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, পরে মধুকর-নিকর-ঝঙ্কার-নিনাদিত ও নানাবিধ বিহঙ্গনিচয়ে নিষেবিত সেই আশ্রম ব্রহ্মলোক-সদৃশ দর্শন করিতে লাগিলেন; তিনি সেই আশ্রম-পদে অনুষ্ঠিত বৈতালিক যজ্ঞকর্ম্মে ঋগ্বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পদক্রমে উচ্চারিত ঋগ্বেদীয় মন্ত্র সমস্ত শ্রবণ করিলেন। কল্পসূত্র-প্রভৃতি যজ্ঞবিদ্যাঙ্গ-বিশারদ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ও নিয়ত-ব্রত ঋষিগণকর্ত্তৃক মধুর সামগীতদ্বারা এবং অথর্ব্ববেদ শিরোগত, যতাত্মা ও সুনিয়ত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক ভারুণ্ড-সামগীতদ্বারা সেই আশ্রমস্থল শোভান্বিত হইতেছিল। সামবেদান্তর্গত পূগযজ্ঞীয়-সামগ অথর্ব্ববেদ-প্রবর মুনিগণ পদ ও ক্রমযুক্ত সংহিতা পাঠ করিতেছিলেন। অপর দ্বিজগণের যথাযথোচ্চারিত শব্দে সংস্কৃতবাক্য কথনদ্বারা শ্রীমান্ আশ্রম নিনাদিত

হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যজ্ঞ-সংস্তরবেত্তা, ক্রমশিক্ষা-বিশারদ, ন্যায়তত্ত্বজ্ঞ, আত্মবিজ্ঞান-সম্পন্ন, বেদপারগ, নানা বাক্যের সমাহার ও সমবায়ে বিশারদ, ব্রহ্মোপাসনারূপ বিশেষকার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, মতস্থাপন আশঙ্কানিরাকরণ ও সিদ্ধান্ত-করণ-বিষয়ে সংপূর্ণ অভিজ্ঞ, ছন্দ শব্দ ও নিরুক্তশাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন, কালজ্ঞান-বিশারদ, দ্রব্যগুণ-কর্ম্মজ্ঞ, কার্য্য-কারণবেত্তা, পক্ষিবানরগণের শব্দবোধী, বিস্তীর্ণ-গ্রন্থ-সমাশ্রিত ও নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন দ্বিজগণ-কর্তৃক উচ্চারিত এবং প্রধান প্রধান চার্ব্বাকগণকর্তৃক চতুর্দ্দিকে অনুনাদিত শব্দ-সকল ভূপালকর্তৃক শ্রুত হইতে লাগিল। শত্রুনাশক নরপাল স্থানে স্থানে এইরূপ নিয়মযুক্ত ব্রতনিষ্ঠ জপহোম-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন। মহীপতি দুষ্মন্ত যত্নপূর্ব্বক উপ-ন্যস্ত বিচিত্র মনোহর আসন সমস্ত দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণ-কৃত দেবায়তনের সংস্কার অবলোকন করিয়া আপনাকে ব্রহ্মলোকস্থিত বোধ করিতে লাগিলেন। কণ্ব-ঋষির তপস্যাদ্বারা পরিরক্ষিত তপোগুণ ও বনসৌন্দর্য্যসম্পন্ন সেই পরম শুভ আশ্রম সন্দর্শনে নৃপসত্তম দুষ্মন্তের দর্শন-লালসা নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি আর পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না; শত্রুবিনাশক রাজা অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত কশ্যপ-ঋষির মহাব্রত তপোধন মুনিগণকর্তৃক সর্ব্বত্র পরিবৃত অত্যন্ত মনোহর বিবিক্ত শুভ আয়তনে প্রবেশ করিলেন।

শকুন্তলোপাখ্যানে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু দুষ্মন্ত অমাত্য ও পুরোহিতকে বিদায় করিয়া একাকী গমন করিতে করিতে কণ্বঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন, পরন্তু তথায় শংসিতব্রত সেই মহর্ষিকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া, আশ্রম শূন্য দেখিয়া, "এখানে কে আছে?' এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন; তাহাতে আশ্রম প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তাঁহার সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী তাপসীবেশধারিণী এক কন্যা সেই আশ্রম হইতে বহির্গতা হইলেন। সেই অসিতেক্ষণা ললনা রাজর্ষি-দুষ্মন্তকে দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনা করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। হে রাজন্! কন্যা রাজাকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; অনন্তর সস্মিতমুখে কহিলেন, কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলুন। রাজা যথাবিধানে পূজিত হইয়া সেই অনবদ্যাঙ্গী মধুর-ভাষিণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণ্ব ঋষিকে উপাসনা করিতে আসিয়াছি, হে শোভনে! সেই ভগবান্ কোথায় গমন করিয়াছেন বল। শকুন্তলা কহিলেন, ভগবান্ পিতা ফলাহরণার্থ আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন, আপনি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন, তাঁহাকে প্রত্যাগত দর্শন করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা সেই ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া ও শকুন্তলার প্রমুখাৎ ঐরূপ শ্রবণ করিয়া এবং সেই শকুন্তলাকে বরারোহা শ্রীসম্পন্না চারুহাসিনী তপোদমদ্বারা শরীর-সৌন্দর্য্যবতী ও রূপযৌবন-সম্পন্না দেখিয়া কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? হে শোভনে! তুমি ঈদৃশ রূপগুণসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছ? হে শুভে! তুমি দর্শনমাত্র আমার মন হরণ করিলে; হে শোভনে! আমি তোমার পরি-চয় জানিতে ইচ্ছা করি বল। রাজা আশ্রমে এইরূপ কহিলে সাধুশীলা শকুন্তলা মধুরাক্ষরযুক্ত বাক্যে ইহা কহিলেন, হে দুষ্মন্ত! আমি তপস্বী ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা ভগবান্ কণ্বের দুহিতা। দুষ্মন্ত কহিলেন, লোকপূজিত মহাভাগ ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতা; যদি ধর্ম্মও স্বীয় চরিত হইতে বিচলিত হইতে পারেন, তথাপি শংসিতব্রত মহর্ষি কদাপি স্ববৃত্ত হইতে বিচলিত হন না, অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি কি প্রকারে তাঁহার কন্যা হইলে, এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, তুমি আমার এই সংশয় দূর কর।

শকুন্তলা কহিলেন, হে রাজন্! ইহা যে প্রকারে হইয়াছে ও আমি যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি এবং আমি যেরূপে মহর্ষির দুহিতা হইয়াছি, সমুদায়বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। একদা এক ঋষি আসিয়া তাত কণ্বের নিকট আমার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ তাঁহার নিকট যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, হে পার্থিব! তাহা শ্রবণ করুন। কণ্ব কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র ঋষি মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় সন্তাপতাপিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, এই ঋষি তপস্যাবলে অতিশয় তেজস্বী হইয়াছেন, ইহাতে আমাকে পদভ্রষ্ট করিতে পারেন, ইহা চিন্তা করিয়া মেনকানাম্নী অপ্সরাকে কহিলেন, মেনকে! তুমি দিব্যগুণ-সমূহ দ্বারা সমস্ত অপ্সরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা হইয়াছ। হে কল্যাণি! তুমি আমার শ্রেয়ো-বিধান কর, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মেনকে! আদিত্য তুল্য-তেজস্বী মহাতপা বিশ্বামিত্রের ঘোরতপস্যায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, সেই শংসিতাত্মা দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি ক্রমশ উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। হে সুমধ্যমে! আমি তোমার প্রতি ভার অর্পণ করিতেছি, তুমি গিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত কর যে, তিনি আমাকে পদভ্রষ্ট করিতে না পারেন; তাঁহার তপস্যার বিঘ্নোৎপাদনে যত্নবতী হও যে, আমি নির্ব্বিঘ্নে পদস্থ থাকিতে পারি। হে বরারোহে। তুমি রূপযৌবনের মাধুর্য্য ও হাবভাব-প্রভৃতি এবং স্মিতপূর্ব্ব ভাষিত দ্বারা সেই মুনিকে প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর। মেনকা কহিল, সেই ভগবান্ বিশ্বামিত্র মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী ও অতিশয় কোপন-স্বভাব; আপনিও তাঁহাকে অবগত আছেন; যে মহাত্মার তেজ, তপস্যা ও কোপ হইতে দেবরাজ আপনি ভীত হইতেছেন, আমি তাঁহা হইতে কি জন্য ভীত না হইব? যিনি মহাত্মা বসিষ্ঠকে প্রিয়তম-পুত্রগণের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করাইয়াছিলেন; যিনি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরে বলক্রমে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; যিনি স্নানাদির নিমিত্ত কৌশিকী নামে একটি বহুজলা দুস্তরা পুণ্যতমা নদী প্রবাহিতা করিয়া-ছেন; ব্যাধরূপী মতঙ্গ নামক ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি দুর্ভিক্ষ সময়ে উক্ত নদীসমীপে যে মহাত্মার পরিবার ভরণপোষণ করিয়া-ছিলেন; দুর্ভিক্ষকাল অতীত হইলে যে প্রভু পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ঐ কৌশিকীনদীর "পারা" এই নাম রাখিয়া-ছিলেন এবং প্রীতমনা হইয়া স্বয়ং ঐ মতঙ্গ নামক রাজর্ষির

যাজনকার্য্য করিয়াছিলেন; হে সুরেশ্বর! আপনিও যাঁহার ভয়ে সোমরস পান করিতে গমন করেন; যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অন্য এক নক্ষত্রলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যিনি গুরু-শাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয়দান করিয়াছিলেন; হে প্রভো! যাঁহার এই সমস্ত কার্য্য, আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত ভীতা হই; তিনি রোষপরবশ হইয়া যাহাতে আমাকে ভস্মসাৎ না করেন, এরূপ আজ্ঞা করুন। যিনি তেজোদ্বারা সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে পারেন, পদাঘাতে ভূমণ্ডল পরিচালিত করিতে পারেন, সুমেরুপর্ব্বতকে ক্ষুদ্র করিতে পারেন এবং অতিশীঘ্র সর্ব্বদিক্ আবর্ত্তিত করিতে পারেন, প্রজ্বলিত-হুতাশনসদৃশ তাদৃশ তপোরাশিযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিকে অস্মদ্বিধ অবলা-জাতি কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে? হে সুরশ্রেষ্ঠ! যাঁহার মুখ প্রদীপ্তহুতাশন স্বরূপ, যাঁহার নয়নতারা চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপ, যাঁহার জিহ্বা কালস্বরূপ, সেই দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষিকে অস্মদ্বিধ অবলাজাতি কি প্রকারে স্পর্শ করিতে পারে? যম, সোম, মহর্ষিগণ, সাধ্য-গণ, বিশ্বগণ ও বালিখিল্যমুনিগণ যাঁহার প্রভাবে ভীত হইয়া থাকেন, তাঁহা হইতে মাদৃশী অবলাজাতি কেন না ভীতা হইবে? হে সুরেন্দ্র! আপনি যখন সেই ঋষিসমীপে গমন করিতে আদেশ করিতেছেন, তখন আমি কিরূপে না যাইব? কিন্তু হে দেবরাজ! আপনি আমার রক্ষাবিধানের চিন্তা করুন যে আমি আপনাকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া আপনার কার্য্য-সাধনার্থ বিচরণ করিতে পারি; পরন্তু আমার আরও প্রার্থনা এই যে, যে সময় আমি সেই আশ্রমে ক্রীড়া করিতে থাকিব, সেই সময় বায়ু আমার পরিধেয় বসন হরণ করেন এবং আপনার প্রসাদে সেই কার্য্যে মন্মথও আমার সহায় হন। অপিচ আমি যখন ঋষিকে প্রলোভিত করিতে প্রবৃত্তা হইব, তখন বন হইতে সুরভি-সমীরণ সঞ্চরণ করিতে থাকে। মেনকার এইরূপ প্রার্থনায় দেবরাজ "তথাস্তু' বলিয়া সেইরূপ বিধান করিয়া দিলেন; অনন্তর মেনকা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিল।

শকুন্তলোপাখ্যানে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

কণ্ব কহিলেন, দেবরাজ মেনকার বাক্যানুসারে বায়ুকে আদেশ করিলে মেনকা বায়ুর সহিত প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই বরারোহা অপ্সরা তপস্যাদ্বারা দগ্ধকিল্বিষ তপ্যমান বিশ্বা-মিত্রকে আশ্রমে দেখিতে পাইল এবং ঋষিকে প্রণাম করিয়া তৎসমক্ষে উভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বায়ুও ঐ সময়ে তাহার শশিসদৃশ বসন হরণ করিল; বরবর্ণিনী মেনকা বায়ুর ঐ কার্য্যেই যেন বিস্ময়ান্বিতা হইয়া লজ্জাভাব প্রকাশ করত বসনগ্রহণার্থ অগ্নিসমতেজস্বি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দর্শনপথে সত্বর গমন করিল। মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র সেই অনির্দ্দেশ্য বয়োরূপ-সম্পন্না অনিন্দিতা মেনকাকে বিবসনা, বস্ত্রগ্রহণা-ভিলাষিণী, সম্ভ্রান্তা ও বিষমস্থা দেখিয়া বিশেষত তাহার অতুল্য রূপগুণ নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কামদেবের বশবর্ত্তী হইলেন এবং সংসর্গের নিমিত্ত অভিলাষ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন; অনিন্দিতা মেনকাও তাঁহাতে সম্মতা হইল। তখন মুনি ও মেনকা উভয়ে সেই স্থলে বহুকাল বিহার করিতে লাগিলেন এবং যথাভিলষিত ক্রীড়ারসে বহুদিবসকেও যেন এক দিবসের ন্যায় অতিবাহন করিলেন; তাহাতে মুনির ঔরসে মেনকার গর্ভে, হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় প্রস্থে, মালিনী নদীর উপকূলে, শকুন্তলার জন্ম হইল। মেনকা কৃতকার্য্যা হইয়া ঐ সদ্যোজাত সন্তানকে মালিনী নদীতীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রসভায় গমন করিল। সিংহ ব্যাঘ্রসমাকুল সেই বিজনবনে ঐ অচির-প্রসূতা বালিকাকে শয়ানা দেখিয়া পক্ষীগণ চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিয়া থাকিল। অরণ্যমধ্যে মাংস-লোলুপ শ্বাপদগণ সেই বালাকে হিংসা করিতে না পারে, এই জন্য তথায় শকুন্তগণ মেনকাতনয়াকে রক্ষা করিতেছিল; ঐ সময়ে আমি স্নানার্থ গমন করত রমণীয় জনশূন্য সেই অরণ্য-মধ্যে তাহাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক কন্যাভাবে রক্ষা করিলাম। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, জন্মদাতা, প্রাণদাতা ও অন্নদাতা ইঁহারা তিন জনই পিতা হইয়া থাকেন। এই কন্যা নির্জ্জনবনে শকুন্তগণকর্ত্তৃক পরিবারিতা ছিলেন, এই জন্য আমি ইহার "শকুন্তলা" এই নামকরণ করিয়াছি; হে বিপ্র! শকুন্তলা এইরূপে আমার দুহিতা হইয়াছেন, এই অনি-ন্দিতা শকুন্তলা আমাকেই পিতা বোধ করিয়া থাকেন।

শকুন্তলা কহিলেন, হে মনুজাধিপ! পিতা আগন্তুকমহর্ষি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপ আমার জন্মবৃত্তান্ত ঐ মহর্ষির নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন; অতএব আমাকে কণ্বদুহিতা বলিয়া জানিবেন; আমি জন্মদাতা পিতাকে জানি না, কণ্বকেই পিতা বোধ করিয়া থাকি; হে রাজন! আমার জন্মবিষয়ে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল ও তাহা আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, সমুদায় বর্ণন করিলাম।

শকুন্তলোপাখ্যানে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দুষ্মন্ত কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি যেরূপ কহিলে, তাহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে, তুমি রাজকুমারী। হে সুশ্রোণি! তুমি আমার ভার্য্যা হও, বল সে জন্য কি করিতে হইবে। অদ্য তোমার নিমিত্ত সুবর্ণহার, বসন, হিরণ্ময়কুণ্ডল, নানা নগর হইতে সংগৃহীত শুভ্র শোভন মণিরত্ন ও অজিন নিষ্কাদি সকলই আহরণ করিতেছি; অদ্য সমস্ত রাজ্যই তোমার হস্ত-গত হউক; হে শোভনে! তুমি আমার ভার্য্যা হও। হে সুন্দরি! হে ভীরু! আমাকে গান্ধর্ব্ববিবাহে বরণ কর; হে রম্ভোরু! সর্ব্ববিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ববিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! আমার পিতা ফলাহরণার্থ আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন, আপনি মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন, তিনি আসিয়া আমাকে আপনারে সম্প্রদান করিবেন। দুষ্মন্ত কহিলেন, হে বরারোহে! আমার ইচ্ছা যে, তুমি স্বয়ং আমাকে ভজনা কর, হে অনিন্দিতে! আমি তোমার নিমিত্তই এখানে আছি, আমার হৃদয় তোমা তেই আসক্ত হইয়াছে। দেখ আপনিই আপনার বন্ধু, আপ-নিই আপনার গতি, অতএব ধর্ম্মানুসারে আপনিই আপনাকে দান কর। ধর্ম্মানুসারে অষ্টপ্রকার বিবাহ সংক্ষেপে কথিত আছে, যথা;—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। স্বায়ম্ভুব মনু ঐ অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে যে বিবাহ যাহার পক্ষে ধর্ম্মযুক্ত, তাহার বিবরণ আনু-পূর্ব্বিক বলিয়াছেন যে, প্রথম কথিত চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। হে অনিন্দিতে! প্রথম অবধি আনুপূর্ব্বিক কথিত

ছয়প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম্য ; রাজাদিগের রাক্ষস-বিবাহ ও ধর্ম্ম্য এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুরবিবাহ ধর্ম্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম গণিত পঞ্চপ্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও প্রাজাপত্য এই তিনপ্রকার বিবাহ সর্ব্বতো-ভাবে ধর্ম্ম্য। আর্ষ ও আসুরবিবাহ ধর্ম্ম্য নহে এবং পৈশাচ ও আসুরবিবাহ কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মের এই প্রকার গতি ; এই বিধি অনুসারে বিবাহ কর্ত্তব্য ; অতএব গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস-বিবাহ যে ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য, ইহাতে আর শঙ্কা করিও না ; ঐ দুই প্রকার বিবাহ পৃথক্‌রূপেই হউক বা মিশ্রিত হউক, রাজন্যদিগের পক্ষে বিধেয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে বরবর্ণিনি ! তোমাকে বিবাহ করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি এবং তোমারও ইচ্ছা আছে, অতএব গান্ধর্ব্ব-বিবাহ অনুসারে আমার ভার্য্যা হওয়া তোমার অনুচিত নহে। শকুন্তলা কহিলেন, হে প্রভো পৌরবশ্রেষ্ঠ ! যদি ইহা ধর্ম্মপথানুসারী হয় এবং আত্মসমর্পণ বিষয়ে আমার প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে আমার এক পণ আছে শ্রবণ করুন্। মহারাজ ! আমি এই নির্জ্জনে বলিতেছি, আপনি আমার নিকট সত্যরূপে প্রতিজ্ঞা করুন্ যে, আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র যুবরাজ ও আপনার উত্তরাধিকারী হইবে ; হে দুষ্মন্ত ! আমি প্রকৃতরূপে বলিতেছি, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে আপনাকে পাণি-দান করিতে আমার আপত্তি নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা আর কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই শকুন্তলা-বাক্যে স্বীকৃত হইলেন ও কহিলেন, হে শুচি-স্মিতে ! তুমি যেমত উপযুক্ত, তাহাই করিব এবং তোমাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইব। হে সুশ্রোণি ! আমি তোমার নিকট ইহা সত্য করিলাম। রাজর্ষি-দুষ্মন্ত অনিন্দিতগামিনী শকুন্তলাকে এইরূপ বলিয়া যথাবিধানে পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বিশ্বাসিত করিয়া, স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন ; আগমনকালে শকুন্তলাকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, হে শুচিস্মিতে ! আমি রাজধানীতে গমন করিয়া তোমার নিমিত্ত চতুরঙ্গিণী বাহিনী প্রেরণ করিব এবং সেই বাহিনী সমভি-ব্যাহারে তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! রাজা শকুন্তলার নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া এই চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন যে, তপোযুক্ত ভগবান্ কণ্ব আশ্রমে আসিয়া এ সমস্ত শ্রবণ করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎকাল পরেই মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপনীত হইলে শকুন্তলা লজ্জা-পরতন্ত্রা হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহাতপা ভগবান্ কণ্ব দিব্যচক্ষুদ্বারা সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রীতমনা হইলেন ও কহিলেন, ভদ্রে ! অদ্য তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া নির্জ্জনে যে পুরুষ-সহযোগ করিয়াছ, তাহাতে ধর্ম্মহানি হয় নাই, যেহেতু কথিত আছে যে, ক্ষত্রিয়ের গান্ধর্ব্ববিবাহ শ্রেষ্ঠ ; নির্জ্জনস্থলে সকামা কামিনীর সহিত সকাম পুরুষের যে মন্ত্ররহিত সংসর্গ, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কহে। রাজা দুষ্মন্ত ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ; তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার গর্ভে মহাত্মা মহাবল এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই তনয় সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইবে এবং বিপক্ষের প্রতি রণযাত্রা-কালে সেই মহাত্মা-চক্রবর্ত্তীর রথচক্র কখন কোথাও প্রতিহত হইবে না।

অনন্তর শকুন্তলা ফল ও যজ্ঞকাষ্ঠের ভার রাখিয়া মুনির পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন, পরে তাঁহাকে বিশ্রান্ত ও সুখাসীন দেখিয়া কহিলেন, হে তাত ! পুরুষোত্তম রাজা দুষ্মন্তকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া সেই রাজার প্রতি ও তাঁহার সচিবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। কণ্ব কহিলেন, হে বরবর্ণিনি ! আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি প্রসন্নই আছি. হে শুভে ! তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শকুন্তলা দুষ্মন্তের হিতা-কাঙ্ক্ষিণী হইয়া পৌরবদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও রাজ্য হইতে অস্খলন যাচ্ঞা করিলেন।

শকুন্তলোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুষ্মন্ত প্রতিশ্রুত হইয়া রাজ-ধানীতে প্রতিগমন করিলেন। বামোরু শকুন্তলা তিন বৎসর সম্পূর্ণ হইলে দুষ্মন্তের ঔরসসম্ভূত প্রদীপ্ত অনলতুল্য অপরিসীম বীর্য্যবান্, ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন রূপবান্ এক কুমার প্রসব করিলেন। ধীমান্ কুমার দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিল ; পুণ্যশীল ঋষি যথাবিধানে ঐ বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিলেন। শুক্ল ও তীক্ষ্ণাগ্রদন্তযুক্ত, সিংহসদৃশ-দৃঢ়কায়, চক্রবর্ত্তি-চিহ্ন-চক্রাঙ্কিত-করবিশিষ্ট, মহামূর্দ্ধা, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব দেবকুমার-সদৃশ সেই কুমার মুনির আশ্রমে আশু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ বলবান্ বালক ষড়বর্ষ বয়ঃক্রমেই আশ্রমস্থ সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ গজ-প্রভৃতি ধরিয়া সমীপবর্ত্তী বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিত এবং ঐ সিংহ ব্যাঘ্রদিগের মধ্যে কাহারও উপর আরো-হণ করিয়া,কাহাকেও বা দমন করিয়া ক্রীড়া করত ভ্রমণ করিত। কণ্বাশ্রমবাসী মুনিগণ সেই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এই বালকসকল প্রাণীকেই দমন করে, অতএব ইহার "সর্ব্বদমন" নাম থাকিল। বিক্রম-তেজ ও বলযুক্ত বালক তদবধি সর্ব্বদমন নামে বিখ্যাত হইলেন

মহর্ষি কণ্ব তখন কুমারের অলোকসামান্য বল ও কার্য্য দেখিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন যে, এই বালকের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর তিনি শিষ্য-গণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা এই আশ্রমে হইতে সপুত্রা শকুন্তলাকে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন-স্বামি-গৃহে লইয়া যাও। স্ত্রীলোকের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা বিধেয় নহে ; তাহা হইলে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে, অতএব ইহাকে স্বামিগৃহে লইয়া যাইতে আর বিলম্ব করিও না। মহাতেজস্বী শিষ্যগণ কণ্ব ঋষির কথায় প্রতিশ্রুত হইয়া সপুত্রা শকুন্তলাকে অগ্রে করিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। শুভ্র শকুন্তলাও অমর-সদৃশ-প্রভাবিত কমললোচন স্বীয় পুত্রকে লইয়া দুষ্মন্ত-বিদিত সেই বন হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। পরে

রাজদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারী কর্ত্তৃক রাজাকে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কণ্ব ঋষির শিষ্যগণ সমুদায় বৃত্তান্ত রাজসমীপে নিবেদন করিয়া আশ্রমের প্রতি প্রত্যাগমন করিলেন।

শকুন্তলা রাজাকে যথান্যায়ে সৎকার করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনার এই পুত্র আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; দেবতুল্য এই পুত্র আপনারই ঔরসজাত, অতএব ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন; হে পুরুষোত্তম! আপনি যেমত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তদনুযায়ী কর্ম্ম করুন। হে মহাভাগ! পূর্ব্বে আপনি কণ্ব মুনির আশ্রমে আমার সহিত সঙ্গমের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করুন। অনন্তর শকুন্তলার ঐ বাক্য শ্রবণমাত্র নরপতি দুষ্মন্তের স্বকৃত পূর্ব্বকার্য্য স্মরণ হইল, তথাপি তিনি কহিতে লাগিলেন যে, আমার কিছুই স্মরণ হয় না। রে দুষ্টতাপসি! তুমি কাহার ভার্য্যা? তোমার সহিত আমার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ে কোন সম্বন্ধই আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে না, অতএব তুমি এক্ষণে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও, ইচ্ছা হয় থাক, তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর।

দুষ্মন্ত এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য কহিলে তপস্বিনী বরারোহা শকুন্তলা লজ্জায় অভিভূতা ও অচৈতন্যার ন্যায় হইয়া দুঃখভরে স্থূণার ন্যায় নিস্তব্ধা রহিলেন। অভিমান ও অমর্ষভরে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল এবং ওষ্ঠপুট কম্পমান হইতে লাগিল। তখন তিনি তির্য্যক্ ভাবে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কটাক্ষদ্বারা তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রোষপরবশা হইয়াও বাহ্য আকার সংগোপন করত তপস্যা-সঞ্চিত তেজ সম্বরণ করিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তা-পূর্ব্বক দুঃখ ও অমর্ষযুক্তা হইয়া ক্রোধভরে ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি সমুদায় বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও কি নিমিত্ত সামান্যলোকের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে "জানি না" এই কথা বলিতেছেন? এ বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক আপনার অন্তঃকরণ সকলই জ্ঞাত আছে, অতএব আত্মার সাক্ষ্যদ্বারা যাহা মঙ্গলদায়ক হয়, তাহা বলুন, আত্মাকে অবজ্ঞা করিবেন না। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে এক প্রকার থাকিতে বাহিরে অন্যপ্রকার ব্যক্ত করে, সেই আত্মাপহারী-চৌর-কর্ত্তৃক কোন্ পাপকর্ম্ম কৃত না হয়? আপনি কি ইহা মনে করিয়াছেন যে, আমি একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছি, সঙ্গে কেহ ছিল না, কে জানিতে পারিবে? আপনি কি জানেন না যে, পুরাণ মুনি পরমেশ্বর সকলের হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক আছেন? তাঁহার নিকট পাপকর্ম্ম গোপন থাকে না; আপনি তাঁহার সাক্ষাতেই এই পাপকর্ম্ম করিতেছেন? লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, কেহ ইহা জানিতে পারিল না, কিন্তু দেবগণের এবং অন্তরস্থ পরম-পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম; ইঁহারা লোকের সমুদায় চরিত্র জ্ঞাত থাকেন; সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী হৃদিস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যাঁহার প্রতি তুষ্ট থাকেন, বৈবস্বত কাল তাঁহার সমুদায় দুষ্কৃতি হরণ করেন; আর যে দুরাত্মার আত্মা তুষ্ট না হয়, কাল তাহাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিয়া নিপীড়ন করেন। যে ব্যক্তি আপনি আত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যপ্রকার প্রতিপন্ন করে এবং আত্মার সাক্ষ্য প্রমাণ না করে, দেবগণ তাহার শ্রেয়োবিধান করেন না। আমি পতিব্রতা, স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনার সমাদরণীয়া ভার্য্যা স্বয়ং আসিয়াছি, এক্ষণে আপনার সমাদর-পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তাহা করিতেছেন না; আপনি কি নিমিত্ত ইতর লোকের ন্যায় আমাকে এই সভামধ্যে উপেক্ষা করিতেছেন? আমি কি শূন্যে চীৎকার করিতেছি? আপনি কি আমার কথা শুনিতেছেন না? হে দুষ্মন্ত! আমি পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করিতেছি, যদি আমার কথায় মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে অদ্য আপনার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। প্রাচীন কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভর্ত্তা স্বয়ং গর্ভরূপে ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার পুত্র-রূপে জন্মপরিগ্রহ করে, স্বামীর ঐ জন্মগ্রহণ হেতুই ভার্য্যাকে জায়া বলা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির পুত্র জন্মিলে, সেই পুত্র সন্তানসন্ততিদ্বারা পরলোকপ্রাপ্ত পিতামহগণকে উদ্ধার করে। ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যেহেতু তনয় পুন্নামক নরক হইতে নিস্তার করে, এ নিমিত্ত তাহাকে পুত্র বলা যায়। পুত্র-দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, পৌত্রদ্বারা সেই স্বর্গবাস চিরস্থায়ী হয়, এবং প্রপৌত্র দ্বারা প্রপিতামহগণ আনন্দিত হন। যিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষা, তিনিই ভার্য্যা, যিনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তিনিই ভার্য্যা, যিনি পতিপ্রাণা, তিনিই ভার্য্যা, যিনি পতিব্রতা তিনিই ভার্য্যা। মনুষ্যের ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল এবং ভার্য্যাই সংসার-নিস্তারের নিদান। যাহার ভার্য্যা আছে, তাহারই ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই গৃহমেধী; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই আমোদ প্রমোদে কালহরণ করে; যাহার ভার্য্যা আছে, সেই শ্রীমান্। প্রিয়ংবদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে সৎপরামর্শ-দায়ক সখা-স্বরূপ, ধর্ম্মকর্ম্মে হিতৈষি-পিতার তুল্য, পীড়িতাবস্থায় স্নেহবতী মাতার-সদৃশ এবং দুর্গমপথে পথিক স্বামীর বিশ্রাম স্থল; অপিচ যাহার ভার্য্যা থাকে, তাহাকেই সকলে বিশ্বাস করে; অতএব মনুষ্যের ভার্য্যাই পরমগতি। কোন ব্যক্তি সংসারলীলা সংবরণ করিয়া নিরয়গামী হইলে, তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত কেবল পতিব্রতা ভার্য্যাই সহগামিনী হয়; পত্নী প্রথমে পরলোক গমন করিলে পতির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং পতি অগ্রে দেহত্যাগ করিলে সাধ্বী ভার্য্যা পশ্চাৎ তাহার অনুগামিনী হয়। হে রাজন্! যেহেতু ভর্ত্তা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত পাণিগ্রহণ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনা হইতে আপনিই পুত্ররূপে জন্মে, অতএব পুত্রজননী ভার্য্যাকে স্বীয় মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হন, আদর্শে দৃষ্ট-আননের ন্যায় ভার্য্যা-গর্ভজাত-পুত্রকে দেখিয়া জনক সেইরূপ আনন্দিত হন; ঘর্ম্মার্ত্তব্যক্তি শীতল সলিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, মানবগণ মনোদুঃখে দহ্যমান ও ব্যাধিতে আতুর হইলেও ভার্য্যাতে তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; পতি অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেও পত্নীর অপ্রিয়কর্ম্ম করা কদাচ বিহিত নহে, কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম সমুদায়ই ভার্য্যার আয়ত্ত। রামাগণ আত্মার সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র; ঋষিদিগেরও এমন শক্তি নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে

প্রত্যাহৃত্তি করিতে পারেন। পুত্র যদ্যপি ধরণী-ধূলি-ধূসরিত হইয়া নিকটে আসিয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে তবে তদপেক্ষা অধিক সুখ আর কি আছে? হে রাজন্! আপনার এই পুত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সোৎসুক-নয়নে কটাক্ষদ্বারা আপনাকে দর্শন করিতেছে, তথাপি আপনি কি নিমিত্ত ইহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন? দেখুন, পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও প্রসূত অণ্ড সকল রক্ষা করিয়া থাকে, নষ্ট করে না; আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কিনিমিত্ত স্বীয় তনয়কে ভরণপোষণ না করিবেন? শিশুসন্তান আলিঙ্গন করিলে তাহার স্পর্শ পিতার যেমন সুখকর বোধ হয়, সুকোমলবসন, সলিল ও কামিনীর স্পর্শ ও তাদৃশ সুখদায়ক হয় না। যেমন দ্বিপদ জন্তুর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, এবং গরীয়ান্ ব্যক্তিদিগেরমধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সুখস্পর্শের মধ্যে সুতস্পর্শই শ্রেষ্ঠ। এই প্রিয়দর্শন পুত্র আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া স্পর্শ করুক, যে হেতু সুতস্পর্শ হইতে সুখকর স্পর্শ আর পৃথিবীতে নাই। হে অরিন্দম রাজেন্দ্র! তিন বৎসর পূর্ণ হইলে আমি আপনার শোক-বিনাশক এই পুত্রকে প্রসব করিয়াছি; হে পৌরব! পূর্ব্বে সূতিকাগৃহে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, এই পুত্র শতসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। মানবগণ গ্রামান্তরে গমন করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হয়, তখন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক মহানন্দ অনুভব করে। পুত্রের জাতকর্ম্মবিষয়ে ব্রাহ্মণগণ বেদের এই মন্ত্র যে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন যথা, "তুমি আমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয়জাত পুত্ররূপী আত্মা, তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হউক, হে পুত্র! আমার জীবনও অক্ষয়বংশ তোমারই অধীন, অতএব তুমি শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়া পরম সুখে কালহরণ কর।" হে রাজন্! আপনার অঙ্গ হইতে এই দ্বিতীয় পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, নির্ম্মল সরোবরে দৃশ্যমান আত্ম-প্রতিবিম্বের ন্যায় আপনার দ্বিতীয় আত্মা এই পুত্রের প্রতি আপনি দৃষ্টিপাত করুন। যেমন এক গার্হপত্য অগ্নি হইতে দ্বিতীয় আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আপনি এক হইয়াও আপনার উৎপন্ন এই পুত্ররূপে স্বয়ং দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। মহারাজ! আমি যখন পিতার আশ্রমে কুমারী ছিলাম, তখন আপনি মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগানুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয় অপ্সরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্না মেনকা অপ্সরা দেবলোক হইতে ভূতলে আসিয়া বিশ্বামিত্র-সংসর্গে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। পরে সেই অসচ্চরিত্রা মেনকা হিমালয় পর্ব্বতের প্রস্থে আমাকে প্রসব করিয়া পরের সন্তানের ন্যায় পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন; হা! আমি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে মাতাপিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিব, কিন্তু এই বালক আপনার সন্তান, ইহাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত নহে।

দুষ্মন্ত কহিলেন, শকুন্তলে! তোমার গর্ভসম্ভূত এই বালক আমার পুত্র কিনা, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? স্ত্রীলোকেরা প্রায় মিথ্যা কহিয়া থাকে; বিশেষত তোমার জননী ব্যভিচারিণী দয়াহীনা মেনকা নির্ম্মাল্য ত্যাগের ন্যায় তোমাকে হিমালয় পৃষ্ঠে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব, ব্রাহ্মণত্বলুব্ধ, নির্দয়স্বভাব বিশ্বামিত্রও কামের বশতাপন্ন হইয়া তোমার জনক হইয়াছিলেন। যদি বল, মেনকা অপ্সরঃ-প্রধানা ও বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ, তবে তুমি তাহাদিগের অপত্য হইয়া কি প্রকারে পুংশ্চলীর ন্যায় বাক্য কহিতেছ? এই অশ্রদ্ধেয় বাক্য বলিতে তোমার কি লজ্জাবোধ হয় না? বিশেষত তুমি আমার সমক্ষে এই কথা বলিতেছ; রে দুষ্ট তাপসি! এখান হইতে গমন কর। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কোথায়? অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠা মেনকাই বা কোথায়? আর কৃপণা তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্র বালক হইয়াও অতিকায় ও অতি বলবান্ দৃষ্ট হইতেছে, অল্পকালের মধ্যেই ঐ বিরূপে শালস্তম্ভের ন্যায় এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল? তোমার জন্ম অতিশয় নিকৃষ্ট, তাহাতেই তুমি পুংশ্চলীর ন্যায় কথা কহিতেছ। মেনকা কামবশবর্ত্তিনী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে, রে তাপসি! তুমি যাহা যাহা বলিতেছ, সকলই আমার অজ্ঞাত, অশ্রুত ও অননুভূত; আমি তোমাকে জানি না, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।

অনন্তর শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! পরচ্ছিদ্র সর্ষপমাত্র হইলেও দেখিতে পান, কিন্তু আপনার বিল্বপরিমিত ছিদ্র দেখিয়াও দেখেন না। হে দুষ্মন্ত! মেনকা ত্রিদশগণেই রতা এবং ত্রিদশগণ মেনকাতেই অনুরক্ত; অতএব আপনার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট। হে রাজেন্দ্র! মেরু ও সর্ষপের ন্যায় আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ দেখুন, আপনি ভূতলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করি। হে নৃপ! আমার কত প্রভাব দেখুন, আমি মহেন্দ্র, কুবের, যম, ও বরুণ ইহাদের ভবনে গমন করিতে পারি। হে অনঘ! একটি সত্য প্রবাদ এই আছে, আমি নিদর্শনার্থ আপনার নিকট যাহা ব্যক্ত করিতেছি, দ্বেষ করিয়া বলিতেছি না, অতএব আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন; বিরূপ ব্যক্তি যাবৎ আদর্শে আত্মমুখদর্শন না করে, তাবৎ আপনাকে অন্যব্যক্তি হইতে রূপবান্ বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু যখন আদর্শে আত্ম-মুখ বিকৃত দেখিতে পায়, তখন আপনাতে ও অন্য ব্যক্তিতে যে কত প্রভেদ, তাহা জানিতে পারে। অতিশয় রূপসম্পন্ন ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা করে না; অধিক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকে কেবল নিন্দক বা পর-পীড়াদায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। শূকর যেমন সমুদায় বস্তুর মধ্যে কেবল পুরীষ গ্রহণ করে, তদ্রূপ মূর্খব্যক্তি বক্তার শুভ ও অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল অশুভ বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকে; আর হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বক্তার শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল গুণযুক্ত বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধুলোক অন্যের নিন্দা করিলে যেমত সন্তপ্তহৃদয় হন, দুর্জ্জন অন্যের নিন্দা করিয়া সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকে। সাধু লোক বৃদ্ধলো-

কের সম্মান করিয়া যেমত সন্তুষ্ট হন, দুর্জ্জন ব্যক্তি সজ্জনের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইয়া থাকে। মূর্খেরা দোষ কাহাকে বলে, তাহা জানে না, অথচ পরের দোষানুদর্শী হইয়া সুখে কালহরণ করে; তাহারা দোষে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নিন্দনীয় হয়, পণ্ডিতদিগকে সে দোষে নিন্দনীয় বলিয়া থাকে। পরন্তু ইহা অপেক্ষা, লোকে আর হাস্যকর বস্তু কি আছে যে, স্বয়ং দুর্জ্জন হইয়া সজ্জনকে দুর্জ্জন বলিয়া তিরস্কার করে। যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, তদ্রূপ সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিক ব্যক্তি ও ভীত হয়, ইহাতে আস্তিক ব্যক্তি যে উদ্বিগ্ন হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? যে ব্যক্তি স্বয়ং আত্মস্বরূপ সন্তান উৎপাদন করিয়া স্বীকার না করে, দেবগণ তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন ও তাহার স্বর্গভোগ হয় না। পিতৃগণ পুত্রকে বংশ ও আত্মীয়বর্গের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ এবং সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, অতএব এতাদৃশ পুত্রকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। ভগবান্ মনু, ঔরস, ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়জ ও সহোঢ় এই পঞ্চপ্রকার পুত্র স্বপত্নী গর্ভসম্ভূত এবং অপবিদ্ধ, ক্রীত, বিবর্দ্ধিত, প্রভৃতি সাত প্রকার পুত্র অন্যোৎপন্ন, সমুদায়ে দ্বাদশ প্রকার পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে নৃপশার্দ্দূল! ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনের প্রীতি-বর্দ্ধন পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরূপ তরী হইয়া পিতৃলোককে নরক হইতে উদ্ধার করে, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন না। হে পৃথিবীপতে! আত্ম, ধর্ম্ম ও আত্মাকে রক্ষা করুন। হে নরেন্দ্রসিংহ! এ বিষয়ে আপনার কাপট্য করা উচিত নয়; দেখুন, শত শত কূপপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষা একবাপী প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ, শত শত, বাপী-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এক যজ্ঞ করণ শ্রেষ্ঠ, শত শত যজ্ঞ অপেক্ষা এক পুত্র শ্রেষ্ঠ, এবং শত শত পুত্র অপেক্ষা এক সত্যনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠা। যদি তুলাদণ্ডে একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও একদিকে সত্যনিষ্ঠা ধারণ করিয়া পরিমাণ করা যায়, তাহা হইলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্যনিষ্ঠা গুরুতরা হয়। হে রাজন্! সকল বেদ, অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন এক সত্য বাক্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই এবং মিথ্যা অপেক্ষাও তীব্রতর পাপ আর কিছুই নাই। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম ও সত্যই পরমনিয়ম। হে নৃপতে! আপনি আমার নিকট যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা অতিক্রম করিবেন না, আপনার সত্য সঙ্গত হউক। পরন্তু যদি আপনার মিথ্যাতেই আসক্তি হইল, সুতরাং আমার ঐ সত্য কথায় আপনি স্বয়ং বিশ্বাস না করিলেন, তবে আমি আপনিই চলিয়া যাইতেছি, আপনার সহিত আমার মিলনের প্রয়োজন নাই। হে দুষ্মন্ত! আপনি গ্রহণ না করিলেও আমার এই পুত্র শৈলরাজে অলঙ্কৃতা এই পৃথিবী চতুঃসাগর পর্য্যন্ত শাসন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুন্তলা এই সমস্ত কহিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই আকাশবাণী হইল "হে দুষ্মন্ত! মাতা চর্ম্মকোষ স্বরূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; অতএব পুত্রকে ভরণপোষণ কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না; হে নরদেব! স্ববীর্য্যসম্ভূত সন্তান শমন সদন হইতে উদ্ধার করে; এ পুত্রটি তোমার কি না এরূপ সংশয় করিও না, তুমিই এই গর্ভাধান করিয়াছ। শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, সকলই সত্য। হে দুষ্মন্ত! আপনার অঙ্গ দ্বিধাকৃত হইয়া জায়াগর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে; অতএব শকুন্তলা গর্ভসম্ভূত স্বকীয় পুত্রকে ভরণ কর। হে পৌরব! জীবিত তনয়কে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়; শকুন্তলা গর্ভজাত এই মহাত্মা দুষ্মন্ততনয়কে ভরণ কর; আমাদের বচনানুসারে তোমাকে এই পুত্রের ভরণ করিতে হইবে, এই কারণে ইহার নাম ভরত হইবে।"

পুরুকুলোদ্ভব রাজা দুষ্মন্ত ঐরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পুরোহিত ও অমাত্যগণকে কহিলেন, আপনারা এই দেব-দূতের বাক্য শ্রবণ করুন এবং আমিও ঐরূপই জানি যে, এই পুত্র আমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদ্যপি আমি শকুন্তলার বাক্যানুসারেই আত্ম-তনয়কে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে প্রজাগণ এই সংশয় করিত যে, এই পুত্র শুদ্ধ না হইতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! তখন রাজা দেবদূত-দ্বারা পুত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া হৃষ্ট ও মুদিত-চিত্তে আহ্বান-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রীতিযুক্ত ও প্রমোদান্বিত হইয়া কুমারের পিতৃ-কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন-পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া স্নেহ প্রকাশ করত আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল; রাজা পুত্রস্পর্শ লাভ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরে ধর্ম্মানুসারে পতিব্রতা-ভার্য্যাকে সম্মান করত সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমি তোমাকে যে বিবাহ করিয়াছি, তাহা লোকে কেহ অবগত নহে, এজন্য তোমার বিশুদ্ধির নিমিত্ত আমি এরূপ আচরণ করিলাম এবং লোকে এরূপ মনে করিতে পারে যে, কেবল সুখাভিলাষেই ইহাদের সঙ্গম হইয়াছিল, বিবাহ হয় নাই, এই অবৈধোৎপন্ন-পুত্র রাজ্যাধিকারী হইল; এই লোকাপবাদ নিরাকরণের নিমিত্তই এরূপ আচরণ করিলাম। প্রিয়ে বিশালাক্ষি! তুমি কোপিতা হইয়া আমার প্রতি যে সকল অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে শুভে! তুমি আমার প্রণয়িনী এজন্য তৎসমুদায় ক্ষমা করিলাম। হে ভারত! রাজর্ষি দুষ্মন্ত প্রিয়তমা মহিষী শকুন্তলাকে ঐরূপ কহিয়া অন্ন, পান ও বস্ত্রাদিদ্বারা সমাদরের সহিত তাঁহার সম্মান করিলেন। পরে শকুন্তলা-গর্ভসম্ভূত তনয়কে "ভরত" এই নাম দিয়া যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি সেই ভরত-মহাত্মার প্রদীপ্ত, অজেয়, দিব্য ও লোক-বিখ্যাত মহৎচক্র প্রবর্ত্তিত হইল। তিনি মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া বশবর্ত্তী করিলেন এবং সাধুদিগের আচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাঁহার উত্তম যশ ভূমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইল, তিনি প্রতাপবান্ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী হইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে ভূরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট যাগ করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীমান্ ভরত গোবিতত-নামক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহাতে ভগবান্ কণ্বঋষিকে সহস্র পদ্মসংখ্যক ধন প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ভারতী কীর্ত্তি সেই ভরত হইতেই হইয়াছে এবং তাঁহা হইতেই এই ভারতকুল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ভরতের বংশে যে সকল দেবতুল্য মহৌজা ব্রহ্মকল্প বহুসংখ্য রাজ সত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারত নামে বিশ্রুত হইয়াছেন; তাঁহাদের সমুদায়ের নাম অপরিমেয়। হে ভারত! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, মহাভাগ্য, দেবকল্প ও সত্যার্জ্জব-পরায়ণ, তাঁহাদেরই নাম কীর্ত্তন করিব।

আদিপর্ব্বে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় শকুন্তলোপাখ্যান সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অনঘ! প্রজাপতি দক্ষ, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, যাদব, ও সমস্ত কৌরবগণের পবিত্র, মহৎ-স্বস্ত্যয়ন, ধন্য, যশস্য এবং আয়ুষ্য বংশ এ সমস্ত তোমার নিকটে কীর্ত্তন করি। প্রচেতার দশ পুত্র; তাঁহারা সকলেই তেজোদ্বারা উদ্দীপ্ত মহর্ষিসম-তেজস্বী, সাধু ও পুণ্যজন; তাঁহাদের মুখজ অগ্নিদ্বারা পূর্ব্বে বৃক্ষৌষধি সমস্ত দগ্ধ হইয়াছিল। ঐ দশ জন হইতে প্রাচেতস্ দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজাসৃষ্টি হইয়াছে। হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! সেই দক্ষই লোক-পিতামহ। প্রাচেতস মুনি দক্ষ বীরিণী নাম্নী পত্নীর সহযোগে আত্মতুল্য সংশিতব্রত সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। নারদ ঋষি দক্ষ-সম্ভূত সেই সহস্র পুত্রকে মোক্ষসাধন অনুত্তম সাঙ্খ্য-জ্ঞান শিক্ষা করাইলেন। হে জনমেজয়! পরে সেই প্রজাপতি বহু প্রজা সৃষ্টির মানসে পঞ্চাশৎ কন্যাকে পুত্রিকা করিলেন। সেই পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে দশ কন্যা ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে, সময়-প্রয়োজিকা সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী অদিতি জ্যেষ্ঠা ছিলেন; ঐ অদিতি মরীচি-নন্দন কশ্যপের সহযোগে বীর্য্য-সম্পন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বিবস্বান্-সূর্য্যকে প্রসব করিলেন। বিবস্বান্-সূর্য্যের মনু নামক এক ধীমান্ পুত্র জন্মিলেন; তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র-নিয়ন্তা ছিলেন। ঐ বিবস্বান্ হইতেই মনুর কনিষ্ঠ প্রভু-বৈবস্বত যম জন্মগ্রহণ করেন। মনু অতিশয় ধীমান্ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহা হইতেই এই মানববংশ প্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিগণ সেই মনু হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের সহিত সঙ্গত হইলেন। যাবতীয়গণের মধ্যে মনুজ ব্রাহ্মণগণ সাঙ্গবেদ ধারণ করিলেন। মনুর বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারূষ শর্য্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগারিষ্ট ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ এই নয় পুত্র ও ইলা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই পৃথিবীতে ঐ মনুর পঞ্চাশৎ পুত্র হইয়াছিল, শুনিয়াছি যে, তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর বিদ্বান্ পুরূরবা ইলা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা শ্রুত হইয়াছি যে ইলাই পুরূরবার মাতা ও পিতা ছিলেন। মহাযশা পুরূরবা মানুষ হইয়াও অমানুষ অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া মহার্ণবের ত্রয়োদশ দ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বীর্য্যোন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিগ্রহ করিলেন, তাহাতে বিপ্রগণ আর্ত্তস্বরে রোদন করিলেও তাঁহাদের রত্ন সমস্ত হরণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মলোক হইতে সনৎকুমার আসিয়া তাঁহাকে শ্রুতিসম্মত উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাও তিনি গ্রহণ করিলেন না, তাহাতে মহর্ষিগণ একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি শাপ প্রদান করিলেন; বলগর্ব্বিত লোভান্বিত রাজা শাপগ্রস্ত হইবামাত্র হতচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইলেন। ঐ বিরাজমান পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত গন্ধর্ব্বলোক হইতে ক্রিয়ার নিমিত্ত যথাবিহিত দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন প্রকার অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐল-পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহাদের নাম আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, ও শতায়ু। আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানু-কন্যার গর্ভে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা রাজি, গয় ও অনেনা এই পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল; আয়ুর তনয় নহুষ, ধীমান্ ও সত্য-পরাক্রম ছিলেন। হে পৃথিবীপতে! তিনি উত্তম ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। নহুষ, পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, বিপ্রগণ ও গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণকে পালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বভুজবীর্য্যে দস্যুদল বিনাশপূর্ব্বক ঋষিগণকে করপ্রদ করিয়াছিলেন, এবং একদা ঐ ঋষিগণকে পশুবৎ বাহন করিয়াছিলেন। তিনি তেজ, তপস্যা, বল ও বিক্রমদ্বারা দেবগণকে অভিভূত করিয়া ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার যতি যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অযতি ও ধ্রুব, প্রিয়বাদী এই ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল। যতি যোগ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মুনি হইয়াছিলেন।

সত্যপরাক্রম নহুষ-তনয় যযাতি সম্রাট হইলেন; তিনি পৃথিবীপালনপূর্ব্বক বহুযাগ করিয়াছিলেন এবং প্রযত হইয়া অতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক দেবগণকে ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিতেন। অজেয় যযাতি সমস্ত প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। হে মহারাজ! দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তাঁহার সর্ব্ব গুণসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু জন্মিলেন; দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু ইঁহারা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! যযাতি বহু বৎসর ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অবশেষে রূপনাশিনী মহাঘোরা জরা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। হে ভারত! তখন রাজা জরাভিভূত হইয়া যদু, পুরু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু এই পঞ্চ পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমি যুবা হইয়া যুবতিগণের সহিত অভিলষিত সম্ভোগপূর্ব্বক বিহার করিতে ইচ্ছা করি, হে পুত্রগণ! তোমরা তদ্বিষয়ে সাহায্য কর। অনন্তর দেবযানী-গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ পুত্র কহিলেন, আমাদের যৌবনদ্বারা আপনার কি কার্য্য নিষ্পাদন করিতে হইবে, বলুন। যযাতি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা বিষয় ভোগ করি। হে পুত্রগণ! আমি দীর্ঘসত্রে দীক্ষিত ছিলাম, তৎকালে মুনি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমার এই কামার্থ পরিহীন হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি অতিশয় সন্তাপিত হইতেছি, অতএব তোমাদিগের মধ্যে কোন একজন আমার এই জরাগ্রস্ত শরীরদ্বারা রাজ্যশাসন করুক, আমি পুনর্ব্বার যুবা হইয়া অভিনব শরীরদ্বারা অভিলষিত ভোগ করি।

যদুপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কেহই তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র সত্য-বিক্রম পুরু তাঁহাকে কহিলেন,

রাজন্! আপনি আমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অভিনব-শরীরে বিচরণ করুন, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্যপালন করিতেছি। পুরু এই কথা কহিলে, রাজর্ষি যযাতি তপস্যা ও বীর্য্য-বলে ঐ মহাত্মা-পুত্রেতে জরা সঞ্চারিত করিলেন। রাজা স্বীয় পুত্র পুরুর যৌবন লাভ করিয়া যুবা হইলেন, পুরু যযাতির বার্দ্ধক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অপরাজিত নৃপশার্দ্দূল যযাতি বর্ষ সহস্রান্তেও শার্দ্দূল-সদৃশ বিক্রমশালী থাকিলেন এবং দুই পত্নীর সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্বাচীর সহিত কুবেরের উপবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাযশা যযাতি এরূপ করিয়াও সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইলেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই মহাত্মা এই গাথা কীর্ত্তন করিলেন, যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে অগ্নির উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়, তদ্রূপ কাম্যবস্তু সম্ভোগদ্বারা কামের নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইতেই থাকে। রত্ন-সম্পূর্ণ পৃথিবী, সুবর্ণ, পশু ও বনিতা, এ সমস্ত বস্তু এক জনের উপভোগ্য হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। যখন কোন ব্যক্তি কামনাপূরণার্থে কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা কোন প্রাণীর প্রতি কদাচিৎ পাপাচরণ না করেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যখন কোন ব্যক্তি কিছুতেই ভীত না হন, ও তাঁহা হইতে কেহ ভয় প্রাপ্ত না হয় এবং তিনি কোন কাম্য বস্তুর অভিলাষ ও কাহারও প্রতি দ্বেষ না করেন, তখনই তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। হে নৃপ! মহাপ্রাজ্ঞ যযাতি এইরূপে কামের তুচ্ছতা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিদ্বারা মনঃ-সমাধানপূর্ব্বক পুত্রের নিকট হইতে পুনর্ব্বার স্বীয় জরা গ্রহণ করিলেন। তিনি অভিলষিত-সম্ভোগে তৃপ্ত না হইয়াই পুত্র পুরুকে যৌবন প্রদান-পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, তোমা হইতেই আমি পুত্রবিশিষ্ট হইয়াছি, তুমিই আমার বংশধর পুত্র, এই বংশ তোমার নামেই খ্যাত অর্থাৎ লোকে পৌরব-বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নৃপশার্দ্দূল যযাতি পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে উত্তমরূপে তপস্যার অনুষ্ঠান করত মহা তপস্বী হইয়া বহুকাল অতীত করিলেন, পরিশেষে তিনি দারার সহিত অনশন ব্রতে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! প্রজাপতি হইতে দশমসংখ্যায় পরিগণিত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ যযাতি পরম দুর্ল্লভা শুক্রতনয়াকে কিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, ইহা আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, অপিচ আপনি পৃথক্ পৃথক্ বংশকর রাজাদিগেরও আনুপূর্ব্বীক্রমে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পূর্ব্বকালে দেবরাজ-সমতেজস্বী নৃপতি যযাতিকে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং নহুষতনয় যযাতির সহিত দেবযানীর যেরূপে মিলন হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট কহিতেছি শ্রবণ করুন।

এই সচরাচর ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে সুরগণ ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক মহা দ্বন্দ্ব হইতে আরম্ভ হইল; দেবগণ জিগীষা-হেতু যাজ্য-কার্য্যের নিমিত্ত অঙ্গিরার পুত্র মুনি বৃহস্পতিকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন, অসুরগণও শুক্রকে বরণ করিল; সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্বয় নিত্য পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত যেসকল দানবগণকে বিনাশ করিতেন, শুক্র বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জীবিত করিতেন; কিন্তু অসুরগণ সমরে যে সকল সুরগণকে নিপাত করিত, উদারধী বৃহস্পতি তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিতে পারিতেন না; কারণ বীর্য্যবান্ শুক্র যে সঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত ছিলেন বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না; ইহাতে দেবগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর দেবতারা কবিপুত্র-উশনা হইতে অতিশয় ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট আসিয়া কহিলেন, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, রক্ষা কর, তুমি আমাদের সাহায্য কর। অমিততেজা ব্রাহ্মণ শুক্রের যে সঞ্জীবনী বিদ্যা আছে, তাহা শীঘ্র আহরণ কর, আমরা তোমাকে যজ্ঞাংশ-ভাগী করিব; তুমিই বৃষপর্ব্ব সমীপে সেই ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে, তিনি দানবগণকে রক্ষা করেন, দেবতাদিগকে রক্ষা করেন না। তোমার অল্প বয়স, একারণ তুমি শুক্রকে আরাধনা করিতে পারিবে এবং তুমিই সেই মহাত্মার দয়িতা কন্যা দেবযানীকে উপাসনা করিতে পারিবে; এ বিষয়ে সমর্থ তোমা ব্যতীত অন্য কেহই নাই। দেবযানী তোমার শীলতা, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, আচার ও দমদ্বারা পরিতুষ্টা হইলে তুমি সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর বৃহস্পতিসুত কচ "তথাস্তু", এই বলিয়া দেবগণ-কর্তৃক পূজিত হইয়া বৃষপর্ব্বার সমীপে গমন করিলেন।

হে রাজন্! দেব প্রেষিত সেই কচ ত্বরা-পূর্ব্বক গমন করিয়া অসুররাজের পুরীমধ্যে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন, আমি ঋষি অঙ্গিরার পৌত্র এবং বৃহস্পতির ঔরস পুত্র আমার নাম কচ; আপনি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে গুরু স্বীকার করিয়া সহস্রবৎসর পরম ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব; আপনি অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, হে কচ! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার বাক্য স্বীকার করিলাম, তুমি আমার সমাদরের পাত্র; তোমাকে সমাদর করিব ইহাতে বৃহস্পতিও পূজিত হইবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কচ কবিপুত্র শুক্রের আদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। হে ভারত! কচ সেই ব্রতকাল প্রাপ্ত হইয়া উপাধ্যায় শুক্র ও দেবযানিকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। যুবা কচ শুক্রকে সন্তুষ্ট করিয়া গীত, নৃত্য ও বাদ্যদ্বারা, পুষ্প ফল-প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যদান দ্বারা এবং ভৃত্যবৎ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা-দ্বারা যুবতী দেবযানীর সন্তোষ-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দেবযানীও ঐ নির্জ্জন পুরমধ্যে গীত ও লালিত্য দ্বারা নিয়ম-ব্রতধারী সেই ব্রাহ্মণ-তনয়ের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতে করিতে কচের পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল।

অনন্তর এক দিবস তিনি নির্জ্জনবনে একাকী গো রক্ষা করিতেছেন, এমত সময় দানবগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ইনি বৃহস্পতির পুত্র কচ, ইহা জানিতে পারিয়া সঞ্জীবনী-বিদ্যা রক্ষার নিমিত্ত এবং বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষপ্রযুক্ত ক্রোধান্বিত

হইয়া তাঁহাকে সংহার করিল; পরে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরদিগকে প্রদান করিল। হে ভারত! তদনন্তর গো সকল পালকরহিত হইয়া স্বনিকেতনে প্রতিনিবৃত্ত হইলে দেবযানী দেখিলেন যে, গোগণ বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, কিন্তু কচ আসিলেন না, তখন তিনি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া পিতাকে কহিলেন, হে প্রভো পিতঃ! সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, আপনার অগ্নিহোত্র আহুত হইল এবং গো সকল পালকরহিত হইয়া প্রত্যাবৃত হইল, কিন্তু কচকে দেখিতে পাইলাম না। হে তাত! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কচ মৃত কিংবা হত হইয়াছেন; আমি সত্য বলিতেছি যে, কচ বিনা জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্র কহিলেন, "হে কচ! আগমন কর, তুমি মৃত হইয়াছ, আমি তোমাকে সঞ্জীবিত করিতেছি," এই বলিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগপূর্ব্বক কচকে আহ্বান করিলেন। কচ আহুত হইবামাত্র বৃকগণের শরীর ভেদ করত বিনির্গত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দেবযানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এত বিলম্ব করিলে? কচ উত্তর করিলেন, হে ভাবিনি! আমি সমিধ-কাষ্ঠভার ও কুশাদি গ্রহণ করিয়া আসিবার সময় অতিশয় শ্রান্ত হওয়াতে এক বটবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলাম এবং গোগণও সেই বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়াছিল। অসুরগণ সেই স্থলে আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি কহিলাম। আমি বৃহস্পতির পুত্র কচ; এই কথা বলিবামাত্র দানবগণ আমাকে বিনাশ করত খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরগণকে প্রদানপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। হে ভদ্রে! মহাত্মা-ভার্গব সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিলে, আমি কোনপ্রকারে জীবিত হইয়া এখানে তোমার সমীপে আসিয়াছি। অপিচ শুক্রকন্যাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কচ ইহাও কহিলেন, 'হা! আমি হত হইয়াছিলাম।"

অনন্তর ব্রাহ্মণ কচ পুনর্ব্বার দেবযানীর নিদেশানুসারে পুষ্প আহরণার্থ যদৃচ্ছাক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন। দানবগণও পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিষ্পেষণপূর্ব্বক সমুদ্র-সলিলে মিশ্রিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর দেবযানী তাঁহাকে বহুক্ষণ না আসিতে দেখিয়া পিতাকে তাহা নিবেদন করিলেন; তাহাতে বৃহস্পতিপুত্র পুনর্ব্বার শুক্রকর্তৃক বিদ্যাবলে আহূত হইয়া আগমনপূর্ব্বক তত্তৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর অসুরগণ তৃতীয়বার তাঁহাকে ঐরূপ দেখিতে পাইয়া দগ্ধ ও চূর্ণ করত সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই শুক্রকেই প্রদান করিল। পরে দেবযানী পুনর্ব্বার পিতাকে কহিলেন, তাত! আমি কচকে পুষ্পাহরণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম, এখনও আসিতে দেখি না; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তিনি হত বা মৃত হইয়াছেন, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সেই কচ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিব না। শুক্র কহিলেন, পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃত হইয়াছে; আমি বিদ্যাদ্বারা পুনঃপুনঃ তাহাকে বাঁচাই, তথাপি অসুরগণ বধ করে; আমি কি করিব? দেবযানি! তুমি শোক করিও না, রোদন করিও না; তোমার ন্যায় প্রভাবশালিনী নারী কোন নশ্বর ব্যক্তির নিমিত্ত কখন শোক প্রকাশ করে না; দেখ, তোমার প্রভাবে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার ও অসুরগণ, সমস্তজগৎ তোমার উপাসনা-প্রত্যাশায় প্রণত হইয়া থাকে, অতএব তোমার শোকের বিষয় কি? সেই ব্রাহ্মণকে জীবিত রক্ষা করা আমার অশক্য হইয়াছে; কারণ, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সঞ্জীবিত করিলেও অসুরগণ পুনঃ পুনঃ বধ করে। দেবযানী কহিলেন, বৃদ্ধতম অঙ্গিরা যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, এতাদৃশ ঋষিপৌত্র ও ঋষিপুত্র সেই কচের নিমিত্ত কেন শোক করিব না? কেনই বা রোদন করিব না? আহা! তিনি ব্রহ্মচারী তপোধন ছিলেন, তিনি কর্ম্মে সদা উৎসাহান্বিত ও দক্ষ ছিলেন; হে তাত! আমি আর ভোজন না করিয়া সেই কচের পথেই গমন করিব; কারণ, কচের অভিরূপ্য আমার অতিশয় প্রিয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কবিসুত মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবযানী-কর্তৃক এইরূপে উত্তেজিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক দৈত্যগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন, অসুরগণ নিশ্চয় আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিয়া থাকে, নতুবা আমার শিষ্যেরা আগমন করিলে তাহাদিগকে তাহারা কি নিমিত্ত বধ করে? ক্রূরাত্মা অসুরগণ আমাকেই ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী করিতেছে ও নিরন্তর আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে; ব্রহ্মহত্যা কাহাকে না দগ্ধ করে? ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে, এ পাপের কি ধ্বংস আছে? অনন্তর তিনি সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা কচকে আহ্বান করিলে কচ গুরুর জঠরে থাকিয়া গুরুহত্যা-ভয়ে ভীত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উত্তর দিলেন। তাহাতে শুক্র কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি কোন্ পথদ্বারা আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া আছ, তাহা বল। কচ কহিলেন, হে গুরো! আপনার প্রসাদে আমার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, যাহা যেরূপে হইয়াছে, তাহা সকলই স্মরণ আছে; পাছে আমাকে গুরুর উদর বিদারণজন্য পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয় ও তপস্যার ক্ষয় হয়, এ নিমিত্ত জঠরবাস-জন্য ঘোর ক্লেশ সহ্য করিতেছি। হে কাব্য! অসুরগণ আমাকে বধ ও দগ্ধ এবং চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করণপূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু হে বিপ্র! আপনি থাকিতে আসুরী-মায়া কিপ্রকারে ব্রাহ্মী-মায়াকে অতিক্রম করিবে? তখন শুক্র দেবযানীকে কহিলেন, বৎসে দেবযানি! এক্ষণে কিরূপে তোমার প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? আমার বিনাশ হইলে কচ জীবিত হইতে পারে, কারণ কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে আছে; আমার উদর বিদারণ ব্যতীত নির্গত হইতে পারিবে না। দেবযানী কহিলেন, কচের নাশ ও আপনার উপঘাত এই অগ্নিতুল্য দুই শোকেই আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; কচের বিনাশ হইলে কুশলে থাকিব এমত নহে, আপনার কোন উপঘাত হইলেও আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তখন শুক্র কচকে কহিলেন, হে বৃহস্পতি-পুত্র কচ! তুমি বৃহস্পতির পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ও দেবযানীতে অনুরক্ত আছ এবং দেবযানীও তোমাকে ভজনা করিতেছে, এমত স্থলে যদি তুমি কচরূপী ইন্দ্র না হও, তবে অদ্য এই সঞ্জীবনী-বিদ্যা তোমাকে দিতেছি, তুমি তাহা প্রাপ্ত হও; কেবল ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি আমার উদরে

প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া নির্গত হইতে পারে না, অতএব তুমি এই বিদ্যা লাভ কর, আমি তোমার জীবন প্রদান করিতেছি; হে তাত! আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ও পুত্র-স্বরূপ হইয়া আমাকে জীবিত কর, গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা-লাভ করত কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিও, কৃতঘ্ন হইও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রাহ্মণ কচ গুরুর নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিয়া পূর্ণিমার দিবস সূর্য্য অস্তগত হইলে পূর্ণচন্দ্র যেমন প্রকাশমান হন, তাহার ন্যায় শুক্রের কুক্ষি ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ নির্গত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মরাশি শুক্রকে হত ও পতিত দেখিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা তাঁহাকে জীবিত ও উত্থাপিত করিয়া সেই সিদ্ধ সঞ্জীবনী বিদ্যাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, যখন আমি বিদ্যা-বিহীন ছিলাম, তখন যিনি আমার শ্রোত্রে বিদ্যারূপ-অমৃত নিষেক করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে পিতা ও মাতা জ্ঞান করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, সে কখন গুরুর বিদ্রোহাচরণ করে না; যাহারা বিদ্যালাভ করিয়া উৎকৃষ্টতম সত্যের উপদেষ্টা ও নিধির নিধি এবং অর্চ্চনীয় গুরুর সমাদর না করে, তাহারা ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিশেষে নিরয়গামী হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদ্বান্ শুক্র সুরাপান দ্বারা মত্ত ও বঞ্চনা প্রাপ্ত হওয়াতেই কচকে তৎসমভিব্যাহারে পান করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া সুরাপানে সংজ্ঞা নাশ-রূপ অতি ঘোর দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন। তখন স্বয়ং সুরাপানের প্রতি ক্রুদ্ধ সেই মহানুভাব উশনা ব্রাহ্মণগণের হিতকামনায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, অদ্য প্রভৃতি যে ব্রাহ্মণ মোহহেতু সুরাপান করিবে, সেই মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মচ্যুত ও ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত এবং ইহলোকে ও পরলোকে গর্হিত হইবে। আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবিষয়ে এই সীমা ও মর্য্যাদা জগতে স্থাপন করিলাম, ইহা সাধুগণ, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ ও গুরুশুশ্রূষুলোকেরা সকলে শ্রবণ করুন। অপ্রমেয়, তপোনিধির নিধি ও মহানুভাব শুক্র সুরার প্রতি এই অভিশাপ বাক্য বলিয়া দৈববিমূঢ়-বুদ্ধি দানবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, দানবগণ! তোমাদিগকে বলিতেছি শুন, তোমরা অতিশয় মূর্খের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। এই মহাত্মা-ব্রাহ্মণ কচ এক্ষণে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, আমার নিকট থাকিবেন, ইনি এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞ ও আমার সহিত তুল্যপ্রভাব হইলেন। ভার্গব এতাবন্মাত্র কহিয়া বিরত হইলে দানবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। অনন্তর কচ গুরু-সন্নিধানে সহস্র বৎসর বাস করিয়া পশ্চাৎ গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে ত্রিদশালয়ে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কচের গুরুকুল-বাস-ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপ্ত হইলে, তিনি গুরুর নিকট বিদায় হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিতেছেন, এমত সময় দেবযানী তাঁহাকে কহিলেন, হে অঙ্গিরা ঋষির পৌত্র! তুমি শীলতা, আভিজাত্য, বিদ্যা, দম ও তপস্যা দ্বারা প্রদীপ্ত এবং মহাযশা মহর্ষি অঙ্গিরা যেমত আমার পিতার মান্য, সেইরূপ বৃহস্পতিও আমার মান্য ও পূজ্য; ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা বলিতেছি, হে তপোধন শ্রবণ কর। তুমি যখন ব্রতস্থ ও নিয়মান্বিত ছিলে, তখন তোমাতে আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা জ্ঞাত আছ, এক্ষণে তুমি ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে তোমার অনুরক্তা এই নারীকে ভজনা করা উপযুক্ত হয়, অতএব যথাবিধি মন্ত্রপূত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর। কচ কহিলেন, হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার পিতা ভগবান্ শুক্র যেমত আমার পূজ্য ও মান্য, সেইরূপ তুমিও আমার পূজনীয়া হইয়াছ। হে ভদ্রে! তুমি আমার গুরু মহাত্মা-ভার্গবের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা কন্যা, অতএব তুমি আমার গুরুকন্যা হেতু ধর্ম্মতঃ সদা পূজ্যতমা হইয়াছ। হে দেবযানি! তোমার পিতা শুক্র আমার গুরু; তিনি যেমত সর্ব্বদা আমার মান্য, তুমিও সেইরূপই আমার মান্যা, এস্থলে আমাকে এরূপ বলা তোমার উচিত নয়। দেবযানী কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তুমি আমার গুরুপুত্রের পুত্র, আমার পিতার পুত্র নও, একারণে তুমিও আমার পূজ্য ও মান্য হইয়াছ। হে কচ! যখন অসুরেরা পুনঃ পুনঃ তোমার প্রাণ সংহার করিয়াছিল, তদবধি তোমার প্রতি আমার যে কতদূর প্রীতি এবং সৌহার্দ্দ ও অনুরাগ প্রকাশদ্বারা তোমার প্রতি যে আমার কত ভক্তি, তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ, অদ্য একবার স্মরণ করিয়া দেখ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ভক্তিশীলা ও নিরপরাধিনী, আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। কচ কহিলেন, হে শুভব্রতে! অনিযোক্তব্য কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ, ইহা উপযুক্ত নহে; হে সুভ্রূ! হে শুভে! আমার প্রতি প্রসন্না হও, তুমি গুরু অপেক্ষাও আমার গুরুতরা হইতেছ; হে ভদ্রে! বিশালাক্ষি! চন্দ্রমুখি! ভাবিনি! সুমধ্যমে! ইহাও বিবেচনা কর, তুমি কাব্যের যে কুক্ষিতে বাস করিয়াছিলে; আমিও সেই কুক্ষিতে বাস করিয়াছি, ইহাতে ধর্ম্মতঃ তুমি আমার ভগিনী হইয়াছ, অতএব পুনর্ব্বার এরূপ বলিও না। হে ভদ্রে! আমি তোমার নিকট পরমসুখে ছিলাম, কখন দুঃখ পাই নাই, এক্ষণে গমন করিব, তোমার নিকট বিদায় লইতেছি, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার পথে মঙ্গল হয়। ধর্ম্মের অবিরোধ কথাবসরে আমাকে স্মরণ করিও এবং সাবধানা ও উৎসাহান্বিতা হইয়া আমার গুরুকে নিত্য আরাধনা করিও। দেবযানী কহিলেন, কচ! আমি ধর্ম্ম-কামার্থ পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তোমার এই সঞ্জীবনী-বিদ্যা সিদ্ধা হইবে না। কচ কহিলেন, আমি তোমাকে গুরুপুত্রী বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিলাম, অন্য কোন দোষ ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই, বিশেষতঃ এ বিষয়ে গুরু আমাকে অনুজ্ঞা দেন নাই, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা শাপ প্রদান কর। হে দেবযানি! ঋষিদিগের যে ধর্ম্ম, তদনুসারে আমি ব্যবহার করাতে ধর্ম্মতঃ আমি শাপের যোগ্য নহি, কিন্তু তুমি কামবশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে শাপ দিলে, অতএব তোমার কামনা পরিপূর্ণ হইবে না—কোন ঋষিপুত্র কখন তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি যে শাপ দিলে যে, আমার ঐ বিদ্যা সফলা হইবে না, তাহা সত্যই হইবে, পরন্তু আমি যাহাকে সে বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, তাহার সে বিদ্যা অবশ্য সফল হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ কচ দেবযানীকে এইরূপ কহিয়া ত্বরায় ত্রিদশাধিপতির আলয়ে গমন করিলেন। ইন্দ্র-

প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বৃহস্পতির প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক নেত্রপাত করত কচকে কহিলেন যে, তুমি আমাদের পরমাদ্ভুত হিত-কর্ম্ম করিয়াছ, ইহাতে তোমার যশ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি যজ্ঞের অংশ-ভাগী হইবে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! দেবগণ কৃতবিদ্য কচকে প্রাপ্ত হইয়া পরমহৃষ্ট-মনে তাঁহার নিকট সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর সমস্ত দেবগণ দেবরাজের নিকট আসিয়া কহিলেন, হে পুরন্দর! আপনার বিক্রম প্রকাশের এই সময়, এক্ষণে শক্রকুল সংহার করুন। সমুদায় দেবতারা মিলিত হইয়া এরূপ কহিলে, ইন্দ্র 'তথাস্তু', বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক তদুদ্যোগে যাত্রা করিলেন। পরে চৈত্ররথসদৃশ এক বনমধ্যে কতকগুলি কন্যা জলক্রীড়া করিতেছে,তাহা দেখিয়া তিনি বায়ুরূপ ধারণ করত তাহাদের অগ্রান্তের সমুদায় বস্ত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন। অনন্তর কন্যাগণ এককালে সকলেই জল হইতে উত্থান করিয়া, যে, যে বস্ত্র নিকটে পাইল, সে তাহাই পরিধান করিল, বৃষপর্ব্ব রাজার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা বস্ত্রের মিশ্রণ না জানিয়া দেবযানীর বসন গ্রহণ করিল, হে রাজেন্দ্র! তখন তন্নিমিত্ত দেবযানীর ও শর্ম্মিষ্ঠার পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, অসুরকন্যে! তুমি শিষ্যা হইয়া কিজন্য আমার বসন গ্রহণ করিতেছ? তোমার শিষ্টাচার নাই, তোমার কখন মঙ্গল হইবে না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, আমার পিতা যখন উপবিষ্ট বা শয়ন করিয়া থাকেন, তখন তোমার পিতা নীচে থাকিয়া বিনীতভাবে বন্দীর ন্যায় নিরন্তর তাঁহার স্তব করিতে থাকেন; তোমার পিতা যাচক, আমার পিতা দাতা; তোমার পিতা স্তুতিপাঠক, আমার পিতা স্তূয়মান হন; তোমার পিতা প্রতিগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, আমার পিতা প্রতিগ্রহ করেন না; হে যাচিকে! তুমি অনায়ুধা, আমি সায়ুধা; হে ভিক্ষুকি! তুমি আক্রোশই কর বা দুঃখিতাই হও, কিংবা বিদ্রোহাচরণই কর অথবা কুপিতাই হও, সে কেবল তোমার দরিদ্রতাজন্য ক্ষোভ মাত্রই প্রকাশ করা হয়; তুমি মনে করিয়াছ যে, আমি তোমার সমযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইব, কিন্তু আমি তোমাকে গণনাই করি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা বসনের নিমিত্ত দেবযানীর অতিশয় আসক্তি ও সমুদ্যম দেখিয়া তাঁহাকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিল; পাপমতি শর্ম্মিষ্ঠা তখন দেবযানী মরিয়াছে বোধ করিয়া না দেখিয়াই ক্রোধবেগে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর নহুষ তনয়-যযাতি মৃগয়ার নিমিত্ত সেই বনে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বাহন ও অশ্বগণ অতিশয় শ্রান্ত হওয়াতে তিনি জল অন্বেষণ করিতে করিতে এক শুষ্ক কূপ দেখিতে পাইলেন এবং তন্মধ্যে দেখিলেন যে অগ্নিশিখোপমা এক কন্যা রোদন করিতেছে; নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি সেই বিদ্যাঙ্গনা কন্যাকে দেখিয়াই সান্ত্বনা-পূর্ব্বক মনোহর শান্তবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাম্রবর্ণনখ-বিশিষ্ট মার্জ্জিত-মণিকুণ্ডলা যৌবনারূঢ়া অঙ্গনা তুমি কে? কি নিমিত্ত এতাদৃশ চিন্তা করিতেছ? কি কারণে কাতরা হইয়া শোক প্রকাশ করিতেছ? কিরূপেই বা তৃণলতাচ্ছাদিত এই কূপে পতিতা হইয়াছ? তুমি কাহার কন্যা? হে সুমধ্যমে! এ সমস্ত সত্য করিয়া বল

দেবযানী কহিলেন, দেবগণ-কর্ত্তৃক দৈত্যেরা মৃত হইলে ঐ মৃত-দৈত্যদিগকে যিনি বিদ্যাবলে সঞ্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রের দুহিতা; তিনি আমার এ বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই; হে রাজন্! আমার এই তাম্রবর্ণ-নখাঙ্গুলিবিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত উৎসারিত করিতেছি, ইহা ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, কারণ আপনি সদ্বংশজ এবং নিশ্চয় জানি যে, আপনি সাতিশয় শান্ত, বীর্য্যবান্ ও যশস্বী, অতএব আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করা আপনার উচিত। বৈশম্পায়ন কহিলেন, নহুষাত্মজ রাজা যযাতি তাঁহাকে ব্রাহ্মণকন্যা জানিতে পারিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি সুশ্রোণী দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বনগরে গমন করিলেন।

নহুষতনয় গমন করিলে অনিন্দিতা দেবযানী শোকসন্তপ্তা হইয়া অসুরপুর হইতে সমাগতা ঘূর্ণিকানাম্নী দাসীকে কহিলেন, ঘূর্ণিকে! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া আমার পিতাকে বল যে, আমি ইদানী বৃষপর্ব্ব-নৃপতির নগরে প্রবেশ করিব না। বৈশম্পায়ন কহিলেন,সেই ঘূর্ণিকা ত্বরান্বিতা হইয়া অসুরমন্দিরে গমনপূর্ব্বক শুক্রকে দেখিয়া সম্ভ্রমাবিষ্টচিত্তে কহিল, হে মহাভাগ! মহাব্রহ্মন্! বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা বনমধ্যে দেবযানীকে আহত করিয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র শুক্র বনমধ্যে কন্যা অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বিষাদিতচিত্তে ত্বরাপূর্ব্বক গমন করিলেন। অনন্তর অরণ্য-মধ্যে দুহিতা দেবযানীকে দেখিয়া স্নেহবশত দুঃখিতান্তঃকরণে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, সকল ব্যক্তিই আত্মগুণদোষানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; আমি বোধ করি, তুমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে, তাহারই নিষ্কৃতিরূপ এই অবস্থা ঘটিয়াছে। দেবযানী কহিলেন, আমার নিষ্কৃতি হউক কিংবা না হউক, বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। শর্ম্মিষ্ঠা বলিয়াছে যে, আপনি দৈত্যগণের গায়ক; ইহা কি সত্য? এবং ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া অতিশয় তীক্ষ্ণ ও কটুবাক্যে ইহাও আমাকে কহিল যে, "তোমার পিতা স্তুতিপাঠক, নিত্য যাচক ও প্রতিগ্রাহক এবং আমার পিতা স্তূয়মান, দাতা ও অপ্রতিগ্রাহী।" দর্পপূর্ণী বৃষপর্ব্ব-দুহিতা ক্রোধে রক্তনয়না হইয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে এইরূপ কহিল; হে তাত! আমি এই কথা বলিয়াছি যে, যদ্যপি আমি স্তুতিপাঠক ও প্রতিগ্রাহীর দুহিতা হই, তবে শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রসন্না করিব। শুক্র কহিলেন, দেবযানি! তুমি স্তুতিপাঠক, যাচক বা প্রতিগ্রাহীর কন্যা নও, অস্তোতা ও স্তূয়মান ব্যক্তির কন্যা, ইহা বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র ও নহুষতনয় ইহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন; আমার প্রতিপক্ষ-রহিত অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক ব্রহ্মবল আছে; স্বর্গে ও ভূতলে যে সমুদায় বস্তু আছে, আমি তাহার নিয়ন্তা, ইহা ভগবান্ স্বয়ম্ভু সন্তোষপূর্ব্বক বলিয়াছেন। তোমাকে সত্য বলিতেছি যে, আমিই প্রজাবর্গের হিতের নিমিত্ত জলবর্ষণ করিয়া থাকি, আমা হইতেই ওষধি সমস্ত পুষ্ট হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুঃখাভি-

ভূতা ও বিষাদগ্রস্তা দুহিতাকে এইরূপ মনোহর-মধুর বচনে তাঁহার পিতা শুক্র সান্ত্বনা করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শুক্র কহিলেন, যিনি অন্য ব্যক্তি-কর্তৃক নিন্দিত হইয়া নিন্দাবাক্য সহ্য করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করেন, তিনিই সাধুগণ কর্তৃক সারথি বলিয়া উক্ত হন, প্রত্যুত অশ্বের রশ্মিমাত্র অবলম্বন করিলেই যে তিনি সারথি বলিয়া উক্ত হন, এমত নহে। যিনি ক্ষমাদ্বারা সমুদিত ক্রোধ নিরাস করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি সর্পের নির্ম্মোক-পরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমাদ্বারা সমুৎপন্ন ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। যিনি ক্রোধকে সংযত করেন ও কেহ নিন্দা করিলে যিনি তাহা সহ্য করেন এবং স্বয়ং সন্তপ্ত হইলেও অন্যকে তাপিত না করেন, তিনিই পুরুষার্থের ভাজন। যিনি অপরিশ্রান্ত হইয়া শতবর্ষকাল মাসে মাসে যাগক্রিয়া করেন, আর যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ক্রোধশূন্য হন, এ উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান বালকবালিকাগণ যে পরস্পর অনিষ্টাচরণ করে, তাহাতে প্রাজ্ঞগণ তাহার অনুকরণ করেন না, কারণ ঐ বালকবালিকাগণ বলাবল জ্ঞাত নহে। দেবযানী কহিলেন, পিতঃ! আমি বালিকা হইয়াও ধর্ম্মের মর্ম্ম জানি এবং অক্রোধ ও ক্রোধবিষয়েও বলাবল জ্ঞাত আছি, পরন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার না করে, তাহাকে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির ক্ষমা করা উচিত নয় এবং যাহাদের ব্যবহার এমত নিকৃষ্ট, তাহাদের দেশে বাস করিতে আমার অভিরুচি হয় না। যে সকল পুরুষ কৌলিন্য ও চরিত্রবিষয়ে নিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বাস করা বিহিত নয়। যে সকল সাধুলোক কুলশীল জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের সহিতই বাস করা বিধেয় ও সেই বাসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। যে প্রকার অগ্নিকাম-ব্যক্তি অরণিকাষ্ঠখণ্ড নির্ম্মথিত করে, সেই প্রকার বৃষপর্ব্ব-দুহিতার মহাঘোর দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় মথিত করিতেছে। আমি বোধ করি, ত্রিলোকের মধ্যে ইহা অপেক্ষা দুষ্করতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে সম্পত্তিহীন ব্যক্তি শত্রুপক্ষের প্রদীপ্ত-শ্রী দেখিয়া উপাসনা করে; বিদ্বান্ লোকেরা এইরূপ জানেন যে, এবংবিধ উপাসক ব্যক্তির মরণই মঙ্গল।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভৃগুশ্রেষ্ঠ কাব্য ক্রোধভরে গমন করত সমাসীন বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ইহা কহিতে লাগিলেন, রাজন্! অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফল হয় না বটে; কিন্তু যে প্রকার ভূমি কর্ষণাদিদ্বারা যথাকালে ফলবতী হয়, সেই প্রকার অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে আচরিত হইয়া যথাকালে অধর্ম্মকারীর মূলচ্ছেদন করিয়া থাকে। যে প্রকার গুরুতর ভোজন দ্বারা তৎক্ষণাৎ অপকার না হইলেও পরিণামে অবশ্যই অপকার দর্শে, সেই প্রকার যদ্যপি পাপকর্ম্মের ফল আপনাতে দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে পুত্রে বা পৌত্রে তাহা অবশ্যই ফলিবে। হে বৃষপর্ব্বন্! মদ্গৃহে রত, ধর্ম্মজ্ঞ, গুরুশুশ্রূষু ও অপাপশীল ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-তনয় কচকে তোমরা বধ করিয়াছিলে, সেই বধানর্হ কচের বধহেতু এবং আমার দুহিতাকে যে তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা প্রায় বধ করিয়াছিল, সেই হেতু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, তোমাকে ও তোমার বান্ধবগণকে আমি পরিত্যাগ করিব। অহো দৈত্যরাজ! যেহেতু তুমি আমাকে মিথ্যা প্রলাপী বোধ করিয়া থাক, ইহা তোমার আত্ম দোষ, তাহা তুমি সংশোধন না করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাক, অতএব তোমার রাজ্যে ও তোমার সংসর্গে আমার থাকা উচিত নয়। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভার্গব! আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী কিংবা অধার্ম্মিক বলিয়া বোধ করি না, সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক বলিয়াই জানি, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ভার্গব! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে গমন করেন, তবে আমি সমুদ্র প্রবেশ করিব, কারণ আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই। শুক্র কহিলেন, অসুরগণ! তোমরা সমুদ্রেই প্রবেশ কর, অথবা দিগ্‌দিগন্তেই ধাবমান হও, তথাপি আমি দুহিতার অনিষ্টাচরণ সহ্য করিতে পারিব না, কেন না, সেই দুহিতা আমার অতিশয় স্নেহভাজন। বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের যোগক্ষেমকারী, আমিও তোমার সেইরূপ, কিন্তু আমার জীবন দেবযানীর অধীন, অতএব দেবযানীকে প্রসন্না কর। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভার্গব! এই ভূমণ্ডলে অসুরগণের হস্তী, গো, অশ্ব ও যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, আপনি সেই সমুদায়ের এবং আমারও অধিপতি। শুক্র কহিলেন, হে মহাসুর! অসুর-রাজগণের যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, যদ্যপি আমি তাহার অধিপতি হই, তাহা হইলেও দেবযানীকে প্রসন্না কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভার্গবের এইরূপ বাক্য শ্রবণে মহাবিজ্ঞ বৃষপর্ব্বা তাহা অঙ্গীকার করিলে তাহার সহিত ভার্গব দেবযানীর নিকট গমন করিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। অনন্তর দেবযানী কহিলেন, হে তাত! আপনি যে দৈত্যরাজের সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হন, তাহা আমি বিশেষ অবগত নহি, অতএব রাজা স্বয়ং ইহা ব্যক্ত করুন। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে শুচিস্মিতে দেবযানি! তোমার যে কামনা আছে বল, তাহা যদিও দুর্ল্লভ হয়, তথাপি আমি সম্পাদন করিয়া দিব। দেবযানী কহিলেন, আমি এই কামনা করি যে, সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা আমার দাসী হউক, আমার পিতা আমাকে যেখানে দান করিবেন, শর্ম্মিষ্ঠা তথায় আমার অনুগামিনী হইবে। বৃষপর্ব্বা সমীপস্থা ধাত্রীকে কহিলেন, ধাত্রি! গাত্রোত্থান কর, শীঘ্র গিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে আনয়ন কর, দেবযানী যাহা কামনা করিতেছেন, শর্ম্মিষ্ঠাকে তাহা সম্পাদন করিতে বল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধাত্রী শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! শর্ম্মিষ্ঠে! গাত্রোত্থান কর; জ্ঞাতিবর্গের শুভসম্পাদনে যত্নবতী হও; ব্রাহ্মণ শুক্র দেবযানী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিষ্য দৈত্যগণকে পরিত্যাগ করিতেছেন। হে অনঘে! অদ্য সেই শুক্রতনয়া এই কামনা করি-

য়াছে যে, তোমাকে সহস্র পরিচারিকার সহিত তাঁহার দাসী হইতে হইবে, তাহা হইলে তিনি ক্ষান্ত হইবেন। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, যদ্যপি দেবযানীর নিমিত্ত শুক্র আমাকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে অদ্য দেবযানী যাহা কামনা করিবে, তাহা আমি সম্পন্ন করিতে সম্মতা আছি, আমার দোষে দেবযানী ও শুক্র যেন গমন না করেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা পিতার নিয়োগানুসারে শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক কন্যাসহস্রে পরিবৃতা হইয়া পুরোত্তম হইতে সত্বর নির্গতা হইলেন; পরে দেবযানীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি দাসী সহস্রের সহিত তোমার পরিচারিকা দাসী হইলাম, তোমার পিতা তোমাকে যেখানে দান করিবেন, আমি তথায় তোমার অনুগামিনী হইব। দেবযানী কহিলেন, আমি তোমার স্তুতি-পাঠক, যাচক ও প্রতিগ্রাহকের দুহিতা, তুমি স্তূয়মানের দুহিতা; তবে কি নিমিত্ত তুমি দাসী হইবে? শর্ম্মিষ্ঠা উত্তর করিলেন, যে কোন উপায়ে জ্ঞাতিবর্গ সুখী হন, তাহাই আমার করিতে হইবে, অতএব তোমার পিতা তোমাকে যেখানে দান করিবেন, আমি তথায় তোমার অনুগামিনী হইব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বৃষপর্ব্বদুহিতা দাসীভাব স্বীকার করিলে দেবযানী পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে তাত, দ্বিজসত্তম! আমি পরিতুষ্টা হইলাম, এক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিব, আমি জানিলাম যে, আপনার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অব্যর্থ। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্র, দুহিতার এই কথা শ্রবণে সর্ব্বদানবের পূজিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে অসুরপুরে প্রবেশ করিলেন।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপোত্তম! অনন্তর বহুকাল পরে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়ার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সেই বনেই গমন করিলেন, পরে তিনি দাসীসহস্র ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিলাষানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সকলেই মধু-বৃক্ষের মধু পান করিয়া কখন ক্রীড়া করিতেছেন, কখন বা বিবিধ ফল ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতেছেন; এমত সময় নহুষনন্দন যযাতি পুনর্ব্বার মৃগয়ার্থ আগমন করিয়া শ্রান্তিপ্রযুক্ত জলার্থী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা এবং নিরুপম রূপবতী দিব্যাভরণভূষিতা পানাসক্তা ক্রীড়ারতা কামিনীগণকে দেখিতে পাইলেন; মধুরহাসিনী অনুপম রূপসম্পন্না অঙ্গনা-প্রধানা দেবযানী সেই সমস্ত ললনামধ্যে উপবিষ্টা আছেন, শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার পাদসংবাহনাদি দ্বারা সেবা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাজা যযাতি সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে শুভে! তোমরা দুই কন্যা দুই সহস্র কন্যাতে পরিবারিতা আছ, আমি তোমাদের উভয়ের নাম গোত্র জানিতে বাসনা করি। দেবযানী কহিলেন, হে নরাধিপ! তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। যিনি অসুরগণের গুরু শুক্রনামে বিখ্যাত, আমি তাঁহার কন্যা; ইনি বৃষপর্ব্ব নামক দৈত্যরাজের দুহিতা, ইঁহার নাম শর্ম্মিষ্ঠা, ইনি আমার সখী ও দাসী। আমি যেখানে যাই, ইনি আমার সমভিব্যাহারে গমন করিয়া থাকেন। যযাতি কহিলেন, এই সুভ্রূ বরবর্ণিনী দৈত্যরাজদুহিতা কিপ্রকারে তোমার দাসী হইলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল হইতেছে। দেবযানি কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! সকলই দৈবের অনুবর্ত্তী, দৈবায়ত্তবিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। আপনার রূপ ও বেশ রাজার ন্যায় দেখিতেছি এবং আপনি বৈদিকবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আপনি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতেই বা আগমন করিতেছেন? আমার নিকট বলুন। যযাতি কহিলেন, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমি রাজা ও রাজপুত্র, আমার নাম যযাতি। দেবযানী কহিলেন, আপনি জলজ মৎস্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিংবা মৃগয়াভিলাষে কি অন্য কারণে এই স্থানে আসিয়াছেন বলুন। যযাতি কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া জলপানের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে বিবিধপ্রকারে পরিশ্রান্ত আছি, অনুজ্ঞা করিলে প্রস্থান করি। দেবযানী কহিলেন, দুই সহস্র কন্যার সহিত ও দাসী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার অধীনা হইতেছি, আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি আমার সখা ও ভর্ত্তা হউন। যযাতি কহিলেন, হে শুক্রনন্দিনি ভাবিনি, দেবযানি! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার যোগ্যপাত্র নহি, তোমার পিতা যেরূপ, তাহাতে রাজগণ তোমার বিবাহ-যোগ্য হইতে পারে না। দেবযানী কহিলেন, ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণ সংসৃষ্ট আছে। হে নহুষ-তনয়! আপনিও তদনুসারে ঋষি ও ঋষিপুত্র হইয়াছেন, অতএব আমার পাণিগ্রহণ করুন। যযাতি কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! চারিবর্ণই ব্রহ্মার এক দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম ও শৌচাদি পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেবযানী কহিলেন, হে নহুষতনয়! অন্য পুরুষ পূর্ব্বে আমার পাণিস্পর্শ করে নাই, আপনি প্রথমত আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই কারণে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিতেছি। আপনি ঋষি ও ঋষি-পুত্র হইয়া স্বয়ং আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমিও মনস্বিনী, সুতরাং অন্য পুরুষ কিরূপে আমার পাণিস্পর্শ করিবে? যযাতি কহিলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে, ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প এবং প্রখরতর শস্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধর্ষতর। দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষর্ষভ! কিরূপে ইহা কহিলেন যে, ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ-সর্প এবং প্রখরতর শস্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধর্ষতর? যযাতি কহিলেন, ভুজঙ্গ-দংশনে এক ব্যক্তি বিনষ্ট হয় এবং শস্ত্র দ্বারাও এক ব্যক্তি হত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোপিত হইলে রাজ্য পুর সমুদায়ের সহিত এককালে সংহার করেন, হে ভদ্রে! আমি এই কারণে ব্রাহ্মণকে দুর্দ্ধর্ষতর বোধ করিয়া থাকি, অতএব তোমার পিতা তোমাকে দান না করিলে আমি বিবাহ করিতে পারি না। দেবযানী কহিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি, এক্ষণে পিতা সম্প্রদান করিলে আমাকে বিবাহ করুন; আপনি যাচ্ঞা করেন নাই, পিতা দান করিলে গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আপনার ভয়ের বিষয় কি আছে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দেবযানী ত্বরাপূর্ব্বক পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত ধাত্রীকে আদেশ করিলেন। ধাত্রী শুক্রের নিকট যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিল। ভার্গব সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র ঐ কাননে উপস্থিত হইল পৃথিবীপতি যযাতি ব্রাহ্মণ শুক্রকে সমাগত দেখিয়া, অবনত হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। দেবযানী কহিলেন, হে তাত! এই রাজা নহুষ-তনয় যযাতি বিপৎকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব আমি প্রণতভাবে প্রার্থনা করি, আপনি এই পাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন, অন্য ব্যক্তিকে বরণ করিতে আমার মানস নাই। শুক্র কহিলেন, হে বীর নহুষাত্মজ! আমার এই প্রিয়তমা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমি সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ভার্গব! এ বিষয়ে বর্ণসঙ্কর জন্য মহান্ অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি। শুক্র কহিলেন, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে বিনির্মুক্ত করিতেছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, এ বিবাহে তুমি ম্লান হইও না, তোমার সমুদায় পাপ অপনোদন করিতেছি। তুমি এই সুমধ্যমা দেবযানীকে ধর্ম্মত বিবাহ কর, ইহাঁর সহিত অতুল সম্প্রীতি অনুভব করিবে এবং এই কুমারী-বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে সতত পূজা করিবে, হে রাজন্! ইহাকে শয়নে আহ্বান করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শুক্রের এই বাক্য শ্রবণে রাজা যযাতি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবযানীকে শুভবিবাহ করিলেন। উক্ত নৃপসত্তম শুক্র হইতে দ্বিসহস্র কন্যা ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত উত্তমাঙ্গনা দেবযানী এবং বিপুল অর্থলাভ করিয়া মহাত্মা শুক্র ও দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত ও অনুজ্ঞাত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যযাতি মহেন্দ্র পুরী-সদৃশ স্বীয়পুরীতে উপনীত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেবযানীকে উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন, পরে দেবযানীর অনুমত্যনুসারে অশোকবন-সমীপে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বৃষপর্ব্বদুহিতার বাসস্থান করিয়া দিলেন এবং দ্বিসহস্র দাসীর সহিত ঐ শর্ম্মিষ্ঠাকে বসন ভূষণ অন্নপানাদিদ্বারা যথাযোগ্য বিভাগক্রমে উত্তমরূপে সমাদর করিয়া রাখিলেন। অনন্তর সেই নহুষাত্মজ রাজা, দেবযানীর সহিত পরমসুখে বিহার-পূর্ব্বক বহুসংবৎসরকাল অতিবাহন করিতে লাগিলেন। যথাকালে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে বরাঙ্গনা দেবযানী গর্ভধারণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার এক সুকুমার পুত্র জন্মিল। সহস্র বৎসর অতীত হইলে যৌবনপ্রাপ্তা শর্ম্মিষ্ঠার ঋতুকাল উপস্থিত হইল; তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার ঋতুকাল উপস্থিত, কিন্তু পরিণেতা স্বামী নাই, কি হইবে! কি করিব! কি করিলেই বা কার্য্যসিদ্ধি হইবে! দেবযানী সন্তান প্রসব করিয়াছে, আমার এ যৌবনকাল বৃথা হইল, অতএব দেবযানী যেমন রাজাকে ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছে, আমিও সেইরূপ করিব। আমার নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে যে, রাজার নিকট পুত্ররূপ ফল প্রাপ্ত হইব, এক্ষণে সেই ধর্ম্মাত্মাকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইলে হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই সময় রাজা যদৃচ্ছাক্রমে অশোক-বন সমীপে উপস্থিত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা নির্জ্জনে তাঁহাকে একাকী দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, হে নহুষ-নন্দন! চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম, কিংবা বরুণের অথবা আপনার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! আপনি আমার রূপ, কুল ও শীল সর্ব্বদা জ্ঞাত আছেন, অতএব আমি আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার ঋতু-রক্ষা করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি যে সুশীল সম্পন্না অনিন্দনীয়া দানব-দুহিতা, তাহা আমি জ্ঞাত আছি, তোমার রূপ সূচ্যগ্র-পরিমাণেও নিন্দিত নহে, কিন্তু আমি যখন দেবযানীকে বিবাহ করি, তখন ভগবান্ উশনা বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই বৃষপর্ব্ব-দুহিতাকে শয়নে আহ্বান করিও না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে রাজন্! পরিহাসস্থল ও গমন করিব না বলিয়া গম্যা স্ত্রীতে গমন করা এবং বিবাহ-কাল এবং প্রাণ-বিনাশ-সম্ভাবনা এবং সর্ব্বস্বাপহরণ এই পাঁচ স্থলে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ হয় না। হে নরেন্দ্র! জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে পতিত হয়, ইহা যে লোকে কহিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা; কারণ গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, দীন, অনাথ প্রভৃতির নিমিত্ত স্থলবিশেষে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানেও পুণ্য জন্মে। যে স্থলে উভয়ের একার্থ সমাধান করিতে হইবে, সেই স্থলে মিথ্যাবাক্য দোষজনক হয়। যযাতি কহিলেন, রাজা প্রজাগণের প্রমাণ, তিনি মিথ্যাকথা কহিলে বিনষ্ট হন, অতএব যদ্যপি ধনকষ্ট-ভোগ করিতে হয়, তথাপি মিথ্যা কহিতে আমার সাহস হয় না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে রাজন্! সহচরীর পতি ও আপনার পতি উভয়ই সমান। সখীদ্বয়ের মধ্যে এক জনের বিবাহ হইলেই উভয়ের বিবাহ সিদ্ধ হয়; পূর্ব্বে আমার সখা আপনাকে বরণ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার আপনাকে পতিত্বে বরণ করা হইয়াছে। যযাতি কহিলেন, যাচক ব্যক্তি যাহা যাচ্ঞা করিবে, আমি তাহা প্রদান করিব, এই আমার এক ব্রত আছে, তুমি আমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছ; অতএব তোমার কিঅভিলাষ পূরণ করিতে হইবে বল। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাকে অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করুন, ধর্ম্মরক্ষা করুন, আপনা হইতে পুত্রবতী হইয়া আমি উত্তমরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করি। হে রাজন্! ভার্য্যা, দাস ও পুত্র, এই তিনজন ধনস্বামী হয় না, পরন্তু ইহারা যে ধন উপার্জ্জন করে, সেই ধন, ইহারা যাহার অধীন, তাহারই হয়। হে রাজন্! আমি দেবযানীর পরিচারিকা ও আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া আছি, অতএব দেবযানী ও আমি উভয়েই আমরা আপনার ভজনীয়, সুতরাং আমাকে ভজনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শর্ম্মিষ্ঠার বাক্য সকল শুনিয়া তাহা যথার্থ বিবেচনা করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার মনোভিলাষ পূর্ণ করত ধর্ম্মরক্ষা করিলেন। অভিলষিত সমাগমে শর্ম্মিষ্ঠার মনোরথ পূর্ণ হইলে, তাঁহারা পরস্পর বিহিত সম্মানপুরঃসর সম্ভাষণ করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। হে রাজন্! রাজীব-

লোচনা সুভ্রূ চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা ঐ প্রথম সঙ্গমেই সেই নৃপতিসত্তম হইতে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে দেবকুমারসদৃশ রাজীবলোচন এক কুমার প্রসব করিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! শুচিস্মিতা দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া দুঃখার্ত্তচিত্তে চিন্তা করত শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গমন করিয়া, ইহা কহিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কামলুব্ধা হইয়া এ কি পাপ করিয়াছ? শর্ম্মিষ্ঠা উত্তর করিলেন, হে শুচিস্মিতে! আমার নিকট ধর্ম্মাত্মা বেদপারগ এক ঋষি আগমন করিয়াছিলেন, তিনি বরদানে উদ্যত হইলে আমি ধর্ম্মানুসারে তাঁহার নিকট ঋতুরক্ষা যাচ্ঞা করিয়াছিলাম। হে শুচিস্মিতে! আমি অন্যায়ত কামচারিণী হই নাই, অতএব আমার গর্ভসম্ভূত এই পুত্র সেই ঋষির ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ইহা সত্য কহিতেছি। দেবযানী কহিলেন, হে ভীরু! যদ্যপি ইহা যথার্থ হয়, তাহা হইলে উত্তম বটে, পরন্তু তুমি সেই ব্রাহ্মণকে জ্ঞাত আছ? আমি তাঁহার নাম, গোত্র ও কুল জানিতে ইচ্ছা করি। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! সেই ব্রাহ্মণ তপস্যাদ্বারা ও তেজোদ্বারা দিবাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করি। দেবযানী কহিলেন, হে শর্ম্মিষ্ঠে! যদি এমন হয় এবং যদ্যপি তুমি অতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে পুত্র লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার ক্রোধের বিষয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা উভয়ে নির্জ্জনে এইরূপ বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। পরে দেবযানী সেই বাক্য যথার্থ বোধ করিয়া স্বনিকেতনে গমন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি যযাতির ঔরসে দেবযানীর ইন্দ্র ও উপেন্দ্রসদৃশ দুই পুত্র জন্মিল; তাহাদের নাম যদু ও তুর্ব্বসু। অপিচ, সেই রাজর্ষি হইতেই বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন কুমার প্রসব করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর কিছুকাল গত হইলে শুচিস্মিতা দেবযানী যযাতির সহিত সেই নির্জ্জন বনে গমন করিলেন; সেখানে দেবতুল্য রূপবান্ তিনটী কুমার স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছিল, দেবযানী তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! দেবকুমারসদৃশ এই কুমারেরা কাহার সন্তান বল, আমার বোধ হইতেছে রূপে ও তেজে ইহারা তোমারই সদৃশ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী রাজাকে এই কথা বলিয়া কুমারগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালকগণ! তোমাদের নাম কি? তোমরা কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমাদের পিতা কে? প্রকৃতরূপে বল, শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। বালকগণ অঙ্গুলিদ্বারা সেই রাজাকেই দেখাইয়া দিল এবং কহিল যে, শর্ম্মিষ্ঠা আমাদের জননী।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বালকগণ এই বাক্য বলিয়া সকলে মিলিত হইয়া রাজার নিকট গমন করিল। রাজা তখন দেবযানীর সমীপে আহ্লাদ প্রকাশ বা তাহাদের সমাদর করিলেন না। পরে বালকগণ রোদন করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তদ্দর্শনে ব্রীড়ান্বিত হইলেন। দেবী দেবযানী রাজার প্রতি বালকগণের প্রীতি দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে কহিলেন, তুমি আমার অধীনা হইয়া কি নিমিত্ত আমার ঈদৃশ অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছ? তুমি সেই অসুরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ, আমাকে ভয় করিলে না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে চারুহাসিনি! আমি যে আমার পরিণেতাকে ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, সে কথা মিথ্যা নহে; আমি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারেই ব্যবহার করিয়াছি, কি নিমিত্ত তোমাকে ভয় করিব? হে শোভনে! তুমি যখন এই রাজাকে ভর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছ, আমি তখনই ইঁহাকে বরণ করিয়াছি, কারণ সখীর ভর্ত্তা ধর্ম্মানুসারে ভর্ত্তা হইয়া থাকেন, তুমি ব্রাহ্মণী ও জ্যেষ্ঠা, সুতরাং আমার পূজ্যা ও মান্যা হইতেছ; পরন্তু এই রাজর্ষি তোমা হইতেও আমার পূজ্যতম হইয়াছেন, ইহা অবশ্য তুমি জান।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে আর আমি এ স্থানে থাকিব না, তুমি আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছ। শ্যামা দেবযানী এইমাত্র বলিয়া সাশ্রুলোচনে সহসা উত্থিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ শুক্রের নিকট প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, রাজা ব্যথিতহৃদয়ে সসম্ভ্রমে সান্ত্বনা করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন; কিন্তু দেবযানী ক্রোধে সংরক্তনয়না হইয়া চলিলেন, কোনমতেই নিবৃত্তা হইলেন না। পরে রাজাকে কোন উত্তর না দিয়াই বাষ্পপূর্ণনয়না হইয়া অচিরাৎ শুক্রের নিকট উপস্থিতা হইলেন এবং পিতাকে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন; অনন্তর যযাতিও ভার্গবকে পূজা করিলেন। দেবযানী কহিলেন, হে পিতঃ! অধর্ম্মকর্ত্তৃক ধর্ম্ম পরাজিত হইয়াছেন, নীচের বৃদ্ধি হইয়াছে, বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়াছে; হে তাত! এই যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিয়াছে, আমি দুর্ভাগ্যা, আমার দুই পুত্রের অধিক হয় নাই, আপনার নিকট জানাইলাম। হে ভৃগুদ্বহ কাব্য! এই রাজা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ইনি মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছেন, ইহাও আপনার সমীপে নিবেদন করিলাম।

শুক্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যে অধর্ম্মকে প্রিয় বোধ করিলে, এই কারণে অনতিবিলম্বে দুর্জ্জয় জরা তোমাকে আক্রমণ করিবে। যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! দানবেন্দ্রসুতা আমার নিকট ঋতুরক্ষা যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহাতে আমি ইহা ধর্ম্ম্য-কর্ম্ম বলিয়াই করিয়াছি, কামবশবর্ত্তী হইয়া করি নাই। হে ব্রহ্মন্! কোন কামিনী ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিলে যে পুরুষ ঋতুরক্ষা না করে, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন। গম্যা কামিনী সকামা হইয়া নির্জ্জনে উপযাচিকা হইলে যে পুরুষ তাহাতে গমন না করে, পণ্ডিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাকে ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন। হে ভার্গব! আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাতে গমন করিয়াছি। শুক্র কহিলেন, হে পার্থিব নাহুষ! তুমি আমার অধীন, অতএব আমার অনুমতির অপেক্ষা করা তোমার উচিত ছিল, তাহা কর নাই, ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ মিথ্যাচার করিলে চৌর্য্যদোষে দোষী হইতে হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শুক্র রোষপরবশ হইয়া শাপ প্রদান

করিলে নহুষ-নন্দন যযাতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববয়স্ পরিত্যাগপূর্ব্বক বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেন; তখন তিনি কহিলেন হে ভৃগূদ্বহ! আমি যৌবনাবস্থায় দেবযানীতে পরিতৃপ্ত হই নাই, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন যে, এই জরা যেন আমাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। শুক্র কহিলেন, ভূমিপাল! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তুমি জরাগ্রস্ত হইয়াছ, তবে ইচ্ছা করিলে এই জরাকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমণ করিতে পারিবে। যযাতি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার যে পুত্র, তাহার স্বীয় যৌবন আমাকে প্রদান করিবে, সেই পুত্রই রাজ্যভাগী, পুণ্যভাগী ও কীর্ত্তিভাগী হইবে, ইহা আপনি অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, নহুষাত্মজ! তুমি এক ভাবে আমাকে ধ্যান করিয়া ইচ্ছানুসারে জরাকে সংক্রমিত করিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না, যে পুত্র তোমাকে বয়স্ দান করিবে, সে আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্, রাজ্যাধিকারী ও বহুসন্তান-সম্পন্ন হইবে।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া স্বপুরে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র যদুকে কহিলেন, হে তাত! শুক্রের শাপে বার্দ্ধক্য আমাকে বলী, পলিত ও দৌর্ব্বল্য দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু আমি যৌবন-উপভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি আমার এই জরার সহিত পাপগ্রহণ কর, তোমারি যৌবনদ্বারা আমি কাম্যবিষয় ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে আমি তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া স্বীয় জরার সহিত পাপভোগ করিব। যদু কহিলেন, রাজন্! বার্দ্ধক্যে পানভোজনাদি বিষয়ে বহুদোষ দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য বিবেচনা করিতেছি যে, আমি জরাগ্রহণ করিব না। যে জরাতে লোক শ্বেতশ্মশ্রু-বিশিষ্ট, নিরানন্দ, শিথিলীকৃত, বলীবিশিষ্ট, সংকুচিত-গাত্র, কুৎসিত, দুর্ব্বল, কৃশ, কোন কার্য্যনির্ব্বাহকরণে অশক্ত এবং তরুণগণ ও সহচরগণকর্ত্তৃক পরিভূত হইতে হয়, এতাদৃশ জরা ভোগ করিতে আমি অভিলাষ করি না। হে ধর্ম্মজ্ঞ, ভূপতে! আমা হইতেও প্রিয়তর আপনার অনেক পুত্র আছে, তাহাদের মধ্যে একজনকে জরাগ্রহণ করিতে আদেশ করুন। যযাতি কহিলেন, অহে বাপু! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার বংশে কেহ রাজ্যাধিকারী হইবে না।

পরে তুর্ব্বসুকে কহিলেন, হে পুত্র, তুর্ব্বসো! তুমি আমার এই জরার সহিত পাপ গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনে বিষয়ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিয়া স্বীয় জরার সহিত পাপ গ্রহণ করিব। তুর্ব্বসু উত্তর করিলেন, তাত! যাহাতে ইচ্ছানুরূপ ভোগে বঞ্চিত হইতে হয়, যাহাতে বল ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহাতে বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং যাহাতে প্রাণ-নাশ হইতে পারে, সেই বৃদ্ধাবস্থা আমি কামনা করি না। যযাতি কহিলেন, রে তুর্ব্বসো! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মলাভ করিয়াও স্বীয় বয়স্ প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রজা সমুচ্ছেদ হইবে এবং যাহাদের আচার ও ধর্ম্ম অতিশয় সংকীর্ণ, যাহারা প্রতিলোমাচারী, মাংসাশী, অন্ত্যজ ও গুরুপত্নীতে আসক্ত, যাহাদের তির্য্যক্-যোনির ন্যায় আচরণ এবং যাহারা পাপিষ্ঠ, পশু-ধর্ম্মী ও ম্লেচ্ছ, রে মূঢ়! তুমি তাহাদের রাজা হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যযাতি আত্মতনয় তুর্ব্বসুকে ঐরূপে শাপপ্রদান করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন, হে দ্রুহ্যো! তুমি সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার বর্ণরূপবিনাশিনী এই জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে প্রদান কর; যখন সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবে, তখন তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিব। দ্রুহ্যু কহিলেন, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি জীর্ণকলেবর হওয়াতে অশ্ব, রথ, গজ, স্ত্রী প্রভৃতি সম্ভোগ করিতে পারে না এবং তাহার বাক্যও অস্ফুট হইয়া যায়, অতএব আমি জরা কামনা করি না। যযাতি কহিলেন, দ্রুহ্যো! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয়তর অভিপ্রায় কোথাও সিদ্ধ হইবে না। যেখানে অশ্ব, রথ, হস্তী, রাজ-যোগ্য যান, গো, গর্দ্দভ, ছাগ, শিবিকাপ্রভৃতিদ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, যেখানে সর্ব্বদা ভেলা ও প্লবগতিদ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, যেখানে রাজশব্দ প্রসিদ্ধ নাই, তুমি সবংশে সেই দেশে অবস্থিতি করিবে।

অনন্তর অনু-নামক পুত্রকে কহিলেন, হে অনো! তুমি আমার পাপের সহিত এই জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা এক সহস্র বৎসর বিষয়সম্ভোগ করি। অনু উত্তর করিলেন, জরাগ্রস্ত লোক জীর্ণকলেবর হইয়া অসময়ে শিশুর ন্যায় অশুচিশরীরে অন্নগ্রহণ করে, যথাকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারে না, একারণে আমি জরা গ্রহণ করিতে পারিব না। যযাতি কহিলেন, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ প্রদান করিলে না, একারণে তুমি যে জরায় দোষ কহিলে, তাহাই তুমি প্রাপ্ত হইবে। রে অনো! তোমার প্রজাগণ যৌবনে অবতীর্ণ হইয়াই বিনষ্ট হইবে এবং তুমি শ্রৌতস্মার্ত্ত-সম্মত অগ্নিকার্য্যরহিত হইবে।

অনন্তর পুরুকে কহিলেন, হে পুরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, হে তাত! বার্দ্ধক্য, বলী ও পলিতদ্বারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হওয়াতে যৌবনে পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। হে পুরো! তুমি আমার পাপের সহিত এই জরাগ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা কিছুকাল বিষয়ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিয়া স্বীয় পাপের সহিত জরাগ্রহণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পিতার এই বাক্য শ্রবণমাত্র পুরু উত্তর করিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আমি আপনার পাপের সহিত জরাগ্রহণ করিব। হে রাজন্! আপনি আমার যৌবন গ্রহণ করিয়া অভিলষিত-বিষয় ভোগ করুন, আমি আপনার বয়স্ ও রূপ ধারণ করিয়া জরাগ্রস্ত হইয়া আপনাকে যৌবন প্রদানপূর্ব্বক আপনার নিয়োগানুসারে কার্য্য করিব। যযাতি কহিলেন, হে বৎস পুরো! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, প্রীতমনে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তোমার রাজ্যে প্রজাগণ সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইবে। মহাতপা যযাতি ইহা কহিয়া শুক্রকে

স্মরণপূর্ব্বক পুরু-নামক মহাত্মা পুত্রেতে জরা সংক্রমিত করিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নহুষাত্মজ নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি প্রীতিযুক্ত হইয়া পুরুর যৌবনদ্বারা অভিলষিত-বিষয়-ভোগ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার যেমন কামনা ও যেমন উৎসাহ, তদনুসারে যথাকালে যথাযোগ্য ধর্ম্মের অবিরোধে সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি যাগদ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে, অভিলাষানুরূপ অনুগ্রহদ্বারা দীনগণকে, প্রার্থনা পূরণদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, অন্নপানদ্বারা অতিথিগণকে, পরিপালন দ্বারা বৈশ্যগণকে ও অনিষ্ঠুরতাদ্বারা শূদ্রগণকে পরিতৃপ্ত এবং সম্পূর্ণরূপে নিগ্রহদ্বারা দস্যুগণকে ও ধর্ম্মদ্বারা সমুদায় প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করত সাক্ষাৎ দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সিংহতুল্য বিক্রমশালী সেই রাজা বিষয়াসক্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে উত্তমরূপে সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন; তিনি উত্তম কাম্য-বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার যৌবনকাল সহস্র বৎসরে সমাপ্ত হইবে স্মরণ করিয়া অতিশয় খিন্নও হইলেন। বীর্য্যবান্ কালজ্ঞ রাজর্ষি সহস্র বৎসর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কলা কাষ্ঠা-প্রভৃতি কালগণনা করত বিশ্বাচীর সহিত কখন সুশোভিত নন্দন-বনে, কখন অলকাতে, কখন মেরুশৃঙ্গে, কখন বা উত্তর প্রদেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ভূপতি যখন দেখিলেন যে, সহস্র বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তখন পুত্র পুরুকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে অরিন্দম-পুত্র! আমি তোমার যৌবনদ্বারা অভিলাষ ও উৎসাহানুসারে যথাকালে বিষয় ভোগ করিয়াছি; পরন্তু যেমন হুতাশনে ঘৃত প্রদান করিলে নির্ব্বাণ না হইয়া বরং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগদ্বারা কখন কাম নিবৃত্তি হয় না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। পৃথিবীতে ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী, এ সকল একজনের উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না; অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই বিহিত। যে তৃষ্ণা, দুর্ম্মতি ব্যক্তিদিগের দুস্ত্যজ্য, বার্দ্ধক্য হইলেও যাহার ক্ষয় হয় না এবং যাহা প্রাণবিনাশক রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ ভিন্ন সুখী হইবার আর উপায় নাই। আমি বিষয়াসক্ত ছিলাম, তাহাতে আমার সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি আমার বিষয়তৃষ্ণা দিন দিন প্রবল হইতেছে, অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও মমতারহিত হইয়া অরণ্যমধ্যে মৃগের সহিত একত্র বাস করিব। হে পুরো! তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি স্বীয় যৌবন গ্রহণ করিয়া এই রাজ্যের অধিপতি হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নহুষতনয় যযাতি জরা গ্রহণ করিলেন এবং পুরুও পুনর্ব্বার স্বীয় যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ প্রকাশ করিলে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ সকলে রাজসমীপে আসিয়া ইহা কহিলেন, হে প্রভো! শুক্রের দৌহিত্র দেবযানী প্রসূত জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে অতিক্রম করিয়া পুরুকে কি নিমিত্ত রাজ্য প্রদান করিতেছেন? যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র তুর্ব্বসু দ্বিতীয়, আর শর্ম্মিষ্ঠা-গর্ভসম্ভূত দ্রুহ্যু তৃতীয়, অনু চতুর্থ ও পুরু সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, অতএব জ্যেষ্ঠ অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যাধিকারী হইতে পারে? আমরা ইহা আবেদন করিলাম, আপনি যথা-ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। যযাতি কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণগণ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি জ্যেষ্ঠকে কোন প্রকারে রাজ্য প্রদান করিব না, জ্যেষ্ঠ যদু আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই। যে পুত্র পিতার প্রতিকূলতাচরণ করে, সাধুদিগের মতে সেই পুত্র, পুত্রের মধ্যে গণ্য হয় না; যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, হিতকারী ও বিনীত এবং মাতাপিতার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ করে, সেই পুত্রই পুত্র। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু, ইহারা আমার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে; পুরু আমার কথা বিশেষরূপে রক্ষা ও মান্য করিয়া আমার জরাগ্রহণ করিয়াছিল, ইহাতে পুরু কনিষ্ঠ হইলেও আমার উত্তরাধিকারী দায়াদ হইবে। মিত্ররূপী পুরু আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে এবং উশনা শুক্রও স্বয়ং আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইবে, সেই রাজ্যাধিকারী হইবে; অতএব তোমাদের নিকট অনুনয় করিতেছি, তোমরা পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত কর। তখন চতুর্ব্বর্ণ প্রজাগণ কহিলেন, যে পুত্র গুণসম্পন্ন; সাধুশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বদা মাতাপিতার হিতকারী হয়, সে কনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত কল্যাণের ভাজন হইতে পারে, অতএব আপনার প্রিয়কারী পুত্র পুরু এই রাজ্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বটেন, এবিষয়ে শুক্রও বরদান করিয়াছেন, সুতরাং তাহার অন্যথায় উত্তর করিতে পারা যায় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পৌর ও জনপদ-বাসিজনগণ তুষ্ট হইয়া ঐরূপ কহিলে যযাতি আত্মপুত্র পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পুরুকে রাজ্য-প্রদান করিয়া, বনবাসের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া, ব্রাহ্মণ ও তাপসগণের সহিত রাজপুর হইতে নির্গত হইলেন। যযাতিরাজার পুত্রগণের মধ্যে যদুর বংশে যাদবগণ, তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ, দ্রুহ্যুর বংশে ভোজগণ এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে পার্থিব! যে বংশে মহারাজ নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া সহস্র বৎসর রাজ্য করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পৌরব-বংশ পুরু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নহুষ-তনয় রাজা যযাতি এইরূপে প্রিয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক মুনি হইয়া থাকিলেন। তিনি দান্ত, সংসিতব্রত ও ফলমূলাহারী হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বনে বাস করিয়া স্বর্গগমন করিলেন; স্বর্গারোহণ করিয়া তিনি কিছুকাল পরমসুখে অবস্থিতি করেন। পরে অল্পকাল-মধ্যেই দেবরাজ পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বর্গ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে, তিনি স্বর্গ হইতে প্রচ্যুত হইয়া ভুবনীতল প্রাপ্ত হন নাই, অন্তরীক্ষেই অবস্থিতি করেন; পরে সেই বীর্য্যবান্ রাজা বসুমান, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবির সহিত একত্র হইয়া পুনঃ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, মহীপতি যযাতি কোন্ কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার দেবলোক প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আদ্যোপান্ত প্রকৃত রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি এই ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ সমক্ষে বর্ণন করুন। সেই কুরুবংশবর্দ্ধন, সত্যকীর্ত্তি, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পৃথিবীপতি যযাতি দেবরাজ-সদৃশ ছিলেন; তাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, সেই মহাত্মার ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! স্বর্গে ও ইহলোকে পুণ্যজনিকা সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী যযাতি রাজার উত্তমা কথা আপনার নিকট এই বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। নহুষ-তনয় রাজা যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যাভিষিক্ত এবং যদু-প্রভৃতি পুত্রগণকে অন্ত্যজদেশে স্থাপন করিয়া সন্তুষ্টান্তঃকরণে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক ফলমূলাহারী হইয়া বহুকাল বনে অবস্থিতি করিলেন; তৎকালে তিনি শংসিতাত্মা ও জিতক্রোধ হইয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ, বানপ্রস্থ বিধানে বিধিপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং বন্য ফলমূল ও ঘৃতদ্বারা অতিথিগণের পূজা করিয়াছিলেন; উক্ত বিভু উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উদ্ধৃত-শস্যের অবশিষ্টান্ন ভোজনে পূর্ণ সহস্র বৎসর অতিবাহন করেন; পরে তিনি সংযত-বাক্য ও সংযতচিত্ত হইয়া জলমাত্র ভক্ষণে ত্রিংশৎ বৎসর অতিক্রম করেন; অনন্তর অতন্দ্রিত হইয়া এক বৎসরকাল বায়ুভক্ষ হইয়া থাকেন; পরিশেষে এক বৎসরকাল পঞ্চাগ্নি-মধ্যে তপস্যা করেন ও ছয়মাস বায়ুভক্ষ হইয়া একচরণে দণ্ডায়মান থাকেন; অনন্তর পুণ্যকীর্ত্তি নহুষনন্দন আকাশমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

যযাতি উপাখ্যানে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রাজেন্দ্র যযাতি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেব, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণকর্ত্তৃক সমাবৃত হইয়া দেবসদনে বসতিপূর্ব্বক দেবলোকে ও ব্রহ্মলোকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ইহা শ্রুত হইয়াছি যে, পুণ্যকারী জিতেন্দ্রিয় সেই পৃথিবীপতি এইরূপে দীর্ঘকাল স্বর্গবাস করেন। একদা সেই নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি দেবরাজের নিকট গমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত কথোপকথনান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! যখন পূরু তোমার স্বরূপ হইয়া জরা-গ্রহণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়াছিলেন, তখন তুমি তাঁহাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া কি বলিয়াছিলে, সত্য করিয়া বল। যযাতি কহিলেন, তখন আমি পূরুকে ইহা কহিয়াছিলাম যে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে সকল দেশ আছে, সে সমুদায়ই তোমার, এই ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে তুমিই রাজা হইলে; আর ইহাও উপদেশ করিয়াছিলাম, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা অক্রোধ-ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অসহিষ্ণু ব্যক্তি অপেক্ষা সহিষ্ণু ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানবজাতি শ্রেষ্ঠ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তি অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন; কোন ব্যক্তি আক্রোশ করিলে তাহার প্রতিশোধ-স্বরূপ আক্রোশ করিবে না, কেননা সহিষ্ণু ব্যক্তির মন্যুই আক্রোশকারীকে দগ্ধ করে এবং ঐ ক্ষমাশীল ব্যক্তির সুকৃতও লাভ করিয়া দেয়; পরপীড়ক বা নৃশংসবাদী হইবে না, অভিচারপ্রভৃতি নীচ উপায়দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিবে না এবং যে বাক্যে পরের মনোদুঃখ হইবার সম্ভাবনা, এমত দগ্ধকারী পাপসূচক বাক্যও কহিবে না; যে ব্যক্তি বচনরূপ কণ্টকদ্বারা মানবগণকে বিদ্ধ করে, যাহার মুখে পরপীড়ন-বাক্যরূপ রাক্ষস নিবদ্ধ আছে, এমত তীক্ষ্ণবাদী নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে দেখিলেও লক্ষ্মীত্যাগ হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অসাধুগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও সর্ব্বদা সাধুগণকর্ত্তৃক অগ্রে প্রপূজিত ও পশ্চাৎ রক্ষিত হইয়া থাকেন; তিনি সাধুচরিত আশ্রয় করিয়া অসাধুদিগের নিন্দাবাক্যে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। বদন হইতে বাক্যরূপ তীক্ষ্ণবাণ নিঃসৃত হইয়া পরের মর্ম্ম স্থানেই পতিত হয়, তাহা দ্বারা যে ব্যক্তি আহত হয়, সে দিবারাত্রি মনোদুঃখে দুঃখিত হইতে থাকে, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি কোন ব্যক্তির প্রতি সেই বচনবাণ পরিত্যাগ করেন না। সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য এই চতুষ্টয়ের তুল্য সম্বল ত্রিভুবনমধ্যে আর নাই; অতএব সর্ব্বদা শান্তবাক্য প্রয়োগ করিবে, কদাচ নিষ্ঠুরবাক্য কহিবে না, পূজ্য ব্যক্তিকে পূজা করিবে এবং দানশীল হইবে, কদাচ যাচ্ঞা করিবে না।

যযাতি উপাখ্যানে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্ নহুষ-তনয় যযাতে! যখন তুমি সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিলে, তখন তপস্যায় কাহার তুল্য হইয়াছিলে বল। যযাতি কহিলেন, হে বাসব! দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইঁহাদের মধ্যে আমার তুল্য তপস্বী কাহাকেও দেখি না। ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্! তুমি অন্যের প্রভাব না জানিয়াই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুল্য ও অধম সকলকেই অবমাননা করিলে? এই কারণে তোমার পুণ্য ক্ষয় হইল, সুতরাং এই স্বর্গভোগেরও শেষ হইল, অতএব তুমি অদ্য দেবলোক হইতে পতিত হইবে। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যের প্রতি অবমাননা প্রযুক্ত যদি আমার স্বর্গভোগ শেষ হইল, তাহা হইলে আমি দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সাধুমণ্ডলীতে পতিত হইতে বাসনা করি। ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্! তুমি স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া সাধুসকাশে অবস্থিত হইবে এবং সে স্থানে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে। হে যযাতে! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত হইলে, অতএব আর কখন সদৃশ ও শ্রেষ্ঠলোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যযাতি দেবরাজ-সেবিত পুণ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতেছেন, এমত সময় সাধুধর্ম্ম-সংস্থাপক রাজর্ষিপ্রবর অষ্টক তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, অগ্নির ন্যায় স্বীয় তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান, ইন্দ্রসদৃশ রূপযৌবন-সম্পন্ন এবং ব্যোমচরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যের ন্যায় তুমি কে মেঘরূপ তমোরাশি নিরাকরণপুরঃসর আকাশ হইতে পতিত হইতেছ? বহ্নি কিম্বা সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিযুক্ত তোমাকে সূর্য্যপথ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত লোক মোহিত হইয়া "ইহা কি পড়িতেছে" বলিয়া বিতর্ক করিতেছে। আমরা সকলে তোমাকে উপেন্দ্র, ইন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী এবং দেবমার্গে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তোমার পতনের হেতু জানিবার নিমিত্ত অভ্যুদ্গত হইয়াছি, হে স্পৃহনীয় রূপান্বিত! তোমাকে

অগ্রে জিজ্ঞাসিয়া আমরা ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতাম না, কিন্তু আমরা যে কে, ইহা তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে না, এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কাহার তনয়? কি নিমিত্তই বা আগমন করিতেছ? হে ইন্দ্র-সমপ্রভাব! তোমার ভয় নিরাকৃত হউক, তুমি বিষাদ ও মোহ আশু পরিত্যাগ কর, তুমি এই সাধুগণ-সমীপে অবস্থিত হইলে বলসূদন ইন্দ্রও তোমাকে ধর্ষণ করিতে পারিবেন না। হে অমররাজকল্প! সাধুগণ সুখভ্রষ্ট হইলে তাঁহাদিগকে সাধুগণই সর্ব্বদা পরিরক্ষিত করেন, এ স্থলে চরাচর ভূতবর্গের প্রভু সেই সাধুমণ্ডলীও অনেকে সমবেত আছেন, অতএব তুমি সদৃশ সজ্জনগণ-সমীপেই সমাগত হইয়াছ; যেমন অগ্নি তাপপ্রদানে প্রভু, ভূমি বীজধারণে প্রভু ও সূর্য্য অন্ধকারবিনাশে প্রভু, সেইরূপ সাধুদিগের সম্বন্ধে অভ্যাগত ব্যক্তিও প্রভু হয়েন।

যযাতি উপাখ্যানে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের তনয় এবং পুরুর পিতা, আমার নাম যযাতি। আমি সর্ব্বপ্রাণীর অবমাননা করিয়াছিলাম, এ কারণ অল্পপুণ্য হইয়া সুর,সিদ্ধ ও ঋষিলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছি; আমি তোমাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, এ জন্য তোমাদিগকে অভিবাদন করিলাম না, কারণ যে ব্যক্তি বিদ্যা, বা তপস্যা অথবা জন্মদ্বারা বৃদ্ধ হন, সেই ব্যক্তিই দ্বিজাতিগণের পূজ্য হইয়া থাকেন। অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কহিলে যে, যে ব্যক্তি বয়সে বৃদ্ধ, সেই ব্যক্তি পূজনীয় হইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা প্রবৃদ্ধ, সেই ব্যক্তিই দ্বিজগণের পূজ্য হন। যযাতি কহিলেন, বিদ্যা ও তপস্যাদি কর্ম্মের অহঙ্কারকে নরকজনক পাপ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সেই অহঙ্কার উদ্ধত ব্যক্তিতেই বর্ত্তে, সাধুগণ ঐ উদ্ধত অসাধুগণের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হন না; পূর্ব্বকালীন সজ্জনেরাও এইরূপ ছিলেন; আমি সেরূপ না হওয়াতেই স্বর্গচ্যুত হইয়াছি। আমার পুণ্যরূপ বিপুল ধন সঞ্চিত ছিল, তাহা আমার দর্প-প্রযুক্তই নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাহা আর প্রাপ্ত হইতে পারি না। যিনি আমার এইরূপ গতি দেখিয়া আত্মহিতসাধনে বিনষ্ট হইবেন, বিজ্ঞ ও ধীর। যে ব্যক্তি মহাধনসম্পন্ন হইয়া উত্তম যজ্ঞদ্বারা যজনক্রিয়া করেন, সর্ব্ববিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া বিনয়বুদ্ধি হন এবং সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া তপস্যায় দেহ সমর্পণ করেন, সেই পুরুষই মোহরহিত হইয়া স্বর্গগামী হন। পরন্তু মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাহাতে কখন হৃষ্টচিত্ত হইবে না এবং বেদ অধ্যয়ন করিয়াও অহঙ্কৃত হইবে না। এই জীবলোকে কেহ কেহ ধর্ম্মরুচি, কেহ বা অধর্ম্মরুচি হইয়া থাকে, কারণ সকলেই দৈবাধীন, ইহাতে তাহাদের চেষ্টা ও যোগ্যতা সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ধীর ব্যক্তি স্বীয় দৈবের বলবত্তা বিবেচনা করিয়া সুখদুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাতে রাগ দ্বেষদ্বারা আত্ম বিদ্ধ করেন না। জীবমাত্রেই সুখ বা দুঃখ আত্মশক্তিদ্বারা ভোগ করে না, দৈবাধীন ভোগ করিয়া থাকে; অতএব দৈবকে বলবত্তর বিবেচনা করিয়া সুখদুঃখে হৃষ্ট-বা ক্লিষ্ট হওয়া কোন প্রকারে উচিত নহে। ধীর দুঃখভোগের সময় বিষণ্ণ অথবা সুখভোগের সময় হৃষ্ট হন না, সর্ব্ব সময়েই সমভাবে থাকেন, তিনি অগ্রেই সমুদায়ের মূল, ইহা মনে করিয়া কোন প্রকারেই সন্তোষ বা অসন্তোষে লিপ্ত হন না। হে অষ্টক! বিধাতা যাহা বিধান করেন, তাহা নিশ্চয়ই হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি কখন ভয়ে মুগ্ধ হই নাই এবং আমার মানসিক কোন সন্তাপও বিদ্যমান নাই; দেখ, সর্প বৃশ্চিক মৎস্যাদি জলীয় ও স্থলীয় কীট, প্রস্তরপুঞ্জ ও তৃণকাষ্ঠ প্রভৃতি যাবতীয় স্বেদজ,অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু আছে, সমুদায়ই নিয়তির অবসানে স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হয়। হে অষ্টক! সুখদুঃখ অনিত্য, অতএব কিজন্য তাহাতে তাপিত হইব। কি করিব, কি করিলেই বা সন্তাপ দূর হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া অপ্রমত্ত হইয়া সন্তাপ বিসর্জ্জন করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তত্রস্থ সর্ব্বগুণোপেত মাতামহ ভূপাল যযাতি এইরূপ কহিলে অষ্টক পুনর্ব্বার স্বর্গবাসের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পার্থিবেন্দ্র! তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ নারদাদির ন্যায় যথাবিধানে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছ; অতএব তুমি যতকাল যেরূপে যে যে প্রধান লোক ভোগ করিয়াছ, সে সমস্ত আমার নিকট বল। যযাতি কহিলেন, আমি ইহলোকে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম, পরে মহৎলোক জয় করিয়া সেখানে সহস্র বৎসর বাস করিলাম, পরে পরমলোক প্রাপ্ত হইয়া সহস্র দ্বারযুক্ত রমণীয় শতযোজন বিস্তীর্ণ ইন্দ্রপুরীতে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, দুষ্প্রাপ্য, দিব্য, অজর, লোকপতি প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হইয়া সেখানেও সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলাম, পরে তদপেক্ষা পরমলোক প্রাপ্ত হইয়া দেব-নিকেতনে বিহারানন্তর ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক পূজিত, দেবগণের তুল্যপ্রভাব ও তুল্যদ্যুতি হইয়া যথাভিলাষ লোকসমূহে বাস করিলাম, পরিশেষে কামরূপী হইয়া দশলক্ষ বৎসর নন্দনবনে বাস করিয়া সুগন্ধি-পুষ্পিত মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সন্দর্শনপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলাম, এইরূপে স্বর্গীয় সুখে আসক্ত থাকাতে বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর উগ্ররূপ দেবদূত আমার নিকট আসিয়া "ধ্বস্ত হও" এই বাক্য উচ্চস্বরে তিনবার কহিল, হে রাজসিংহ! আমি এতাবন্মাত্র জ্ঞাত আছি। পরে অকস্মাৎ আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইলাম; হে নরেন্দ্র! তখন শোককারী সুরগণের এই খেদবাক্য আকাশপথে শুনিতে পাইলাম যে, হায়! কি দুঃখের বিষয়! ঐ দেখ, পুণ্যকারী পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়া পতিত হইতেছেন; পরে আমি পতিত হইতে হইতেই তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি কিরূপে সাধুমণ্ডলীতে পতিত হইতে পারি? অনন্তর তাঁহারা আমাকে তোমাদের এই যজ্ঞভূমি দেখাইয়া দিলেন, আমি এই যজ্ঞভূমির ধূমদ্বারা সূচিত উপদেশক স্বরূপ হবির্গন্ধ আঘ্রাণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া এই যজ্ঞভূমিতে সত্বর উপস্থিত হইলাম।

যযাতি উপাখ্যানে ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অষ্টক কহিলেন, হে সত্যপরায়ণ! তুমি কামরূপী হইয়া

দশলক্ষ বৎসর নন্দনবনে বাস করিয়াছিলে, অনন্তর কি কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডলে আগমন করিলে? যযাতি কহিলেন, যেমন ইহলোকে কোন লোক ক্ষীণবিত্ত হইলে তাহাকে জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও স্বজনগণ পরিত্যাগ করে,তাহার ন্যায় সেখানে মনুষ্য ক্ষীণপুণ্য হইলে ঐশ্বর্য্যশালী দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অষ্টক কহিলেন, সেই দেবলোকে তত্রস্থ লোক কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয়? এ বিষয়ে আমার মন অতিমাত্র সংশয়ারূঢ় হইতেছে, অপিচ, কি পুণ্য করিলে কোন্ প্রজাপতির ধামে গমন করে; তাহাও আমাকে বল, যেহেতু আমার বিবেচনায় তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ। যযাতি কহিলেন, হে নরদেব। যাহারা আত্মোৎকর্ষ স্বমুখে ব্যক্ত করে, তাহারা ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে এই ভূমণ্ডলরূপ নরকে পতিত হইয়া ভোগাভিলাষে পরিশ্রান্ত ও পক্ষিশৃগাল প্রভৃতির ভক্ষণের নিমিত্ত কষ্টজনক নানাবিধ শরীর প্রাপ্ত হয়। হে নরেন্দ্র! এই কারণে দোষাবহ ও লোকনিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। হে পার্থিব! তোমার নিকট সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিব বল।

অষ্টক কহিলেন, যখন গৃধ্র শিতিকণ্ঠ প্রভৃতি পক্ষী ও পতঙ্গগণ মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তখন কি প্রকারে জীব বর্ত্তমান থাকে? কি প্রকারেই বা আবির্ভূত হয়? এবং রৌরব বৈতরণী প্রভৃতিই নরক সকল প্রসিদ্ধ আছে, তদ্ভিন্ন ভৌমনরক কি? এ সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যযাতি কহিলেন, জীব সকল যথানুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে দেহপতনের পরে মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই স্থানে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়বের উৎপত্তি হইলে প্রসূত হইয়া প্রকাশ্যরূপে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতে থাকে, ইহাই জীবের পক্ষে ভৌমনরক বলা যায়, কারণ এইরূপে তথায় পতিত হইলে আপনার বয়োবৃদ্ধি দেখিতে পায় না, অজ্ঞানবশতঃ কেবল বিষয়ভোগেই বৎসর সকল অতীত করিতে থাকে। কোন কোন জীব স্বকৃত কর্ম্মানুসারে কিয়ৎকাল স্বর্গভোগ করিয়া স্বর্গ হইতে পতন সময়ে ষষ্টি সহস্র বা অশীতি সহস্র বৎসরও অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করত যাতনা ভোগ করিয়া থাকে; পতনশীল ঐ জীবদিগকে তীক্ষ্ণদশন ভয়ঙ্কর হস্তী মহিষ ও পুরুষাকৃতি ভৌম রাক্ষসগণ হিংসা করিতে থাকে। অষ্টক কহিলেন, যাহারা পাপহেতু স্বর্গচ্যুত হয়, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভীমরূপ ভৌম রাক্ষসগণ হিংসা করিলে, তাহারা পতনাবসানে কিরূপে বর্ত্তমান থাকে? কিরূপে ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হয়? কিরূপেই বা গর্ভস্থ হইয়া জন্মগ্রহণ করে? যযাতি কহিলেন, সূক্ষ্মভূতাবৃত জীব,জলময় শরীর ধারণ করিয়া রেতোরূপে পরিণত হয়, পুরুষ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট ঐ রেতঃ স্ত্রীর শোণিতে মিশ্রিত হওয়াতে, তাহা পুষ্পফলের অনুরূপ হইয়া 'রজ' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সেই রজঃ স্ত্রীর উদরে গর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীবসকল প্রথমত জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতে অনুপ্রবেশ করে, পরে বনস্পতি ও ওষধিতে আবিষ্ট হয়, অনন্তর শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া গর্ভোৎপত্তি ক্রমে দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টক কহিলেন, যখন জীব নরযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন কি স্বীয় সূক্ষ্মশরীরেই মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে? কিংবা ভৌতিক কোন শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া প্রবিষ্ট হয়? ইহা আমাকে বল, আমি সংশয়ারূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং জীবগণের কিরূপে শরীর ভেদ প্রভৃতি হয়? কিরূপেই বা তাহাদের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল রূপ শব্দপ্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে? হে তাত! আমরা তোমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি এ সমস্ত প্রকৃতরূপে বল। যযাতি কহিলেন, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত অপঞ্চীকৃত ভূতনির্ম্মিত সূক্ষ্ম শরীরে রেতোরূপে স্ত্রীলোকের ঋতুতে পুষ্পরসে অনুসংবদ্ধ গর্ভাশ্রিত সেই জীব তন্মাত্রে কৃতাধিকার কোন বায়ুবিশেষ কর্ত্তৃক উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত ও ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; পরে যখন সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক মনুষ্যাকারে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন শ্রোত্রদ্বারা শব্দ জানিতে পারে, চক্ষুর্দ্বারা রূপ দেখিতে পায়, ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে এবং মনোদ্বারা পদার্থ সকল জানিতে পারে। হে অষ্টক! জীবাত্মার সূক্ষ্মরূপ ঐ লিঙ্গশরীর এইরূপে স্থূলশরীরে উপহিত হয়।

অষ্টক কহিলেন, যে পুরুষ মৃত হয়, লোকে তাহাকে দগ্ধ কিংবা নিখাত করে, অথবা অন্য কোনরূপে তাহার শরীর ধ্বংস করিয়া ফেলে, সুতরাং স্থূলশরীরের সহিত লিঙ্গশরীরেরও ধ্বংস হয়, অতএব ঐ লিঙ্গশরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে মাংসপিণ্ড-স্থূলদেহকে চেতন-যুক্ত করে? যযাতি কহিলেন, হে রাজসিংহ! জীবাত্মা মৃত্যুকালে পবনাগ্রানুসারী পঞ্চ প্রাণাদি লিঙ্গশরীর ধারণ করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় স্থূলদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুকৃত ও দুষ্কৃতকে অগ্রে লইয়া শব্দবিশেষ করত অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে পুণ্যাত্মা পুরুষ পুণ্য-যোনিতে জন্মে এবং পাপকারী পুরুষ পাপ-যোনিতে কীটপতঙ্গাদিরূপে উৎপন্ন হয়। হে মহানুভাব, রাজসিংহ! ষট্‌পদ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ-প্রভৃতি প্রাণিগণ এইরূপে গর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে। আমার আর কথনীয় কিছুই নাই, আমি সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, আর কি জিজ্ঞাসা করিবে, বল। অষ্টক কহিলেন, হে তাত! তপস্যা ও বিদ্যা এ দুইয়ের মধ্যে কি করিলে শ্রেষ্ঠলোকপ্রাপ্তি হয় এবং যদ্দ্বারা ক্রমশ শুভলোকে গমন করিতে পারা যায়, সে সমস্ত যথার্থরূপে বর্ণন কর। যযাতি কহিলেন, সাধুগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, ঋজুতা ও সর্ব্ব প্রাণীতে অনুকম্পা; এই সাতটি মানবগণের স্বর্গলোক গমনের প্রধান দ্বার-স্বরূপ হইয়াছে; পরন্তু যে সকল পুরুষ তমোভিভূত হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহারা শ্রেয়োভাজন হইতে পারে না, ইহা সাধুরা সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিয়া, আমিই পণ্ডিত, এইরূপ অভিমানী হইয়া বিদ্যাদ্বারা অন্যের যশ বিলুপ্ত করে, তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না, এমন কি, তাহার সেই অধ্যয়ন কিছুমাত্র ফল-জনক হয় না। অগ্নিহোত্র, মৌনব্রত, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞ এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম শুভঙ্কর বটে, কিন্তু অহঙ্কারের সহিত এই সকল কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা অযথাকৃত হইয়া ভয়ঙ্কর হয়। মনুষ্য অতিশয় সম্মানভাজন হইলেও হর্ষযুক্ত হইবে না এবং অবমানিত হইলেও সন্তাপিত হইবে না, কারণ ইহলোকে সাধুগণই সাধুগণকে পূজা করিয়া

থাকেন, অসাধুগণ কখন সাধুর ন্যায় আচরণ করে না। দান করিলাম, যজ্ঞ করিলাম, অধ্যয়ন করিলাম, ব্রত করিলাম, এইরূপে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে তাহার সুগতি হয় না, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অতএব সর্ব্বতোভাবে দম্ভ পরিত্যাগ করাই উচিত। পরন্তু যে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মানস-পথের অগোচর ও ভবাদৃশ সাধুগণের মঙ্গলকর সনাতন ব্রহ্মকে সংযতচিত্ত হইয়া আপনাদিগের আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা সমাধিদ্বারা সেই ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইয়া উত্তমশান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

যযাতি উপাখ্যানে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টক কহিলেন, গৃহস্থ, ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থ, ইঁহারা সৎপথে থাকিয়া কিরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন, বৈদিকগণ এ বিষয়ে নানা প্রকার বলিয়া থাকেন। যযাতি কহিলেন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করত গুরু আহ্বান করিলে পাঠগ্রহণ করিবেন, গুরুর কর্ম্মে নিয়ত তৎপর থাকিবেন, প্রত্যূষে গুরুর উত্থানের অগ্রে উত্থান করিবেন, রজনীতে গুরুর শয়নের পরে শয়ন করিবেন এবং মৃদু, দান্ত, ধৈর্য্যবান্, প্রমাদ-রহিত অধ্যয়নশীল হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়। পুরাতন উপনিষদে কথিত আছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি যজনক্রিয়া করিবে, দান করিবে, সর্ব্বদা অতিথিগণকে ভোজন করাইবে এবং কোন ব্যক্তি দান না করিলে গ্রহণ করিবে না। আরণ্য-বাসী ব্যক্তি স্বক্ষমতা-লব্ধ-ফলমূল-জীবী, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত, দানশীল, নিয়তাহার নিয়তচেষ্ট ও পরহিংসাদি-রহিত হইলে মুনিরূপে উত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যিনি বিবিধ-গুণসম্পন্ন, নিত্য-জিতেন্দ্রিয় ও অল্প-পরিচ্ছদ হন এবং শিল্পকর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না করেন, গৃহস্থালয় ভিন্ন স্থানে শয়ন করেন, কোন বিষয়ে লিপ্ত না হন এবং অল্প গমন করেন, অথচ নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনিই ভিক্ষু বলিয়া উক্ত হন। যে সময়ে বিষয়সকল তুচ্ছীকৃত হয় এবং সুখাবহ বস্তু সকল স্বেচ্ছাক্রমে পরাজিত করা যায়, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সময়েই সংযত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার নিমিত্ত বনপ্রস্থিত হইতে যত্ন করিবেন; বানপ্রস্থ ব্যক্তি স্বীয় শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল অরণ্যে পরিত্যাগ করিলে ঊর্দ্ধতন পিতৃপিতামহাদি দশপুরুষকে, অধস্তন পুত্রপৌত্রাদি দশপুরুষকে ও আপনাকে পরব্রহ্মে লীন করেন।

অষ্টক কহিলেন, মুনি কতপ্রকার হন ও মৌনব্রতই বা কতপ্রকার হয়, ইহা আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যযাতি কহিলেন, হে জনাধিপ! অরণ্যে বাস করিলে সমস্ত গ্রাম্যবস্তু যাঁহার সমীপে থাকে এবং গ্রামে অবস্থিতি করিলে সমস্ত বন্যদ্রব্য যাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়, তাঁহার নাম মুনি। অষ্টক কহিলেন, অরণ্যে বাস করিলে গ্রাম্যবস্তু ও গ্রামে বাস করিলে আরণ্য বস্তু কিরূপে সম্মুখীন হইতে পারে? যযাতি কহিলেন, মুনি অরণ্যে বাস করিলে তাঁহাকে গ্রাম্যবস্তু আহরণ করিয়া আনিতে হয় না, তাঁহার যোগবলে স্বয়ং সমস্ত বস্তুই সম্মুখবর্ত্তী হয়, তিনি বিবেকদ্বারা সন্ন্যাসী, গৃহাদিশূন্য ও পরমহংস হন এবং বংশ ও বিদ্যার ব্যপদেশ-রহিত হইয়া থাকেন এবং কৌপীন ও তদাচ্ছাদনোপযুক্ত বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করেন ও যাহাতে প্রাণধারণমাত্র হয়, এরূপ ভোজন করিয়া থাকেন। তিনি গ্রামে অবস্থিতি করিলেও আরণ্য ব্যবহার সমুদায়ই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়; যে মুনি সমস্ত কর্ম্ম ও কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; যিনি নিত্য শুদ্ধচিত্ত ও বাসনা-শূন্য হইয়া হিংসাযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, বিশুদ্ধ আহার করেন এবং হিংসাসাধন নখ কর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ মুনিকে কোন ব্যক্তি অর্চ্চনা না করিবে? যিনি ক্ষমাশীল ও তপস্যাদ্বারা কৃশ ও ক্ষীণ এবং যাঁহার মাংস, অস্থি ও শোণিত ক্ষীণতর হইয়াছে, তিনি ইহলোক ও পরলোকে জয়ী হন; যখন মৌনসমাশ্রিত মুনি অদ্বৈতভাবালম্বনে নির্দ্বন্দ্ব হন, তখন তিনি ইহলোক ও পরলোকে জয়ী হন; যে প্রকার গবাদি পশু হস্তপদাদি চেষ্টাদ্বারা আহরণ না করিয়া কেবল মুখদ্বারাই আহার নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ যখন মুনি প্রত্যগাত্মাতে এক নিষ্ঠ হইয়া অযাচিতক্রমে উপস্থিত আহারদ্রব্য প্রাণধারণমাত্র নিমিত্ত মুখমাত্রেই গ্রহণ করেন, হস্তপদাদি দ্বারা কোন চেষ্টা করেন না, এমত অবস্থা হইলে তাঁহার নিকট সমস্ত লোকই অমৃতস্বরূপ হয়।

যযাতি উপাখ্যানে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টক কহিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় ধাবমান যতি ও বানপ্রস্থ এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অগ্রে দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন? যযাতি কহিলেন, উভয়ের মধ্যে যতি ব্যক্তি সংযত থাকিয়া ইচ্ছাচারী গৃহস্থগণ-সমাকুল গ্রামমধ্যে বাস করিয়াও অগ্রে দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হন; পরন্তু ঐ যতি ব্যক্তিকর্ত্তৃক রাগ-দ্বেষাদি দেহধর্ম্ম বশত স্বীয় অনুষ্ঠিত তপস্যার বিপরীতা-চরণরূপ-পাপ কৃত হইলে পুনরায় দীর্ঘকাল-সাধ্য তপোনুষ্ঠানের সময় প্রাপ্ত না হইলেও তিনি তজ্জন্য যদি অনুতাপিত হন, তবে পুনর্ব্বার অল্প তপস্যা অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইলে তিনি ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন; আর যে জ্ঞানী পুরুষ অবিনাশি ব্রহ্মকে ধারণ (সাক্ষাৎকার) করিয়াছেন, তিনি অবিরত ইচ্ছাধীন পাপাচরণ করিলেও অত্যন্ত সুখরূপ মুক্তিলাভ করেন। হে রাজন! মোক্ষের উদ্দেশ না করিয়া অনিত্য স্বর্গভোগের নিমিত্ত যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, সেই ধর্ম্মকে পণ্ডিতেরা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ধনের ন্যায় কষ্টদায়ক ও অসত্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, পরন্তু যে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়, তাহাই বিহিত পথ ও সমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সেই পথেই গন্তব্য।

অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্! তোমাকে মাল্যধারী সুতেজস্বী ও পরমসুন্দর যুবাপুরুষ দেখিতেছি; অদ্য তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? ও কোন্ ব্যক্তির দূতস্বরূপ হইয়া কোন্ দিকে প্রেরিত হইয়াছ? কি পৃথিবীতেই বা তোমার গমনীয় স্থান আছে? যযাতি কহিলেন, আমি ক্ষীণপুণ্য হওয়াতে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া এই ভৌমনরকে পতিত হইবার নিমিত্ত পৃথিবীমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছি, তোমাদের সহিত আলাপ করণানন্তর পতিত হইব, তন্নিমিত্ত লোকপালগণ আমাকে ত্বরা করিতেছেন। হে নরেন্দ্র! আমি ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আমাকে বর

দিয়াছেন যে, তুমি গুণবন্ত ও সংগত সাধুমণ্ডলী-সমীপে পতিত হইবে

অষ্টক কহিলেন, হে পার্থিব! আমার বোধ হইতেছে, তুমি ধর্ম্মের ফলস্বরূপ সিদ্ধ স্থান সমস্ত জ্ঞাত আছ, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্বর্গলোকে অথবা নক্ষত্রলোকাদিতে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত কোন ভোগ্য স্থান আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে তুমি পতিত হইয়াও পতিত হইবে না। যযাতি কহিলেন, হে নরেন্দ্রসিংহ! শ্রবণ কর; এই ভূমণ্ডলে গো, অশ্ব এবং বন্য ও পার্ব্বতীয় যাবৎ সংখ্যা পশু আছে, দেবলোকে তাবৎ পরিমিত তোমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান আছে। অষ্টক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদি মেরুপৃষ্ঠে বা নক্ষত্রলোকে অথবা ত্রিদশালয়ে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান থাকে, তাহা হইলে সে সকল তোমাকে দান করিতেছি, পতিত হইও না, মোহরহিত হইয়া তুমিই তাহা অধিকার কর। যযাতি কহিলেন, হে রাজমুখ্য! অস্মদ্‌ বিধ বেদবিৎ ও বেদাচারী ব্যক্তি কখন প্রতিগ্রহ করেন না। হে নরেন্দ্র! ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা দান করিতে হয়, আমি পূর্ব্বে সেইরূপ দান করিয়াছি; ক্ষত্রিয়াদি পুরুষ এবং দিগ্বিজয়ী বীরের পত্নী, ইহারা যাচ্ঞারূপ দৈন্য স্বীকার করিয়া যেন কখন জীবিত থাকেন না; অহো! আমি সৎকর্ম্ম করণেচ্ছু হইয়া যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কখন করি নাই, তাহাই কি করিব?

অনন্তর তত্রস্থ প্রতর্দ্দন নামক এক নৃপতি কহিলেন, হে স্পৃহণীয়রূপ! আমি প্রতর্দ্দন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি নক্ষত্রলোকে বা দেবলোকে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান থাকে বল; আমার বোধ হইতেছে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপার্জ্জিত সমস্ত সিদ্ধ স্থান তুমি অবগত আছ। যযাতি কহিলেন, হে নরেন্দ্র! ঘৃতকুল্য পরমসুখপ্রদ এত অধিক স্থান তোমার প্রতীক্ষায় আছে যে, প্রত্যেক স্থানে সপ্তদিবস করিয়া বাস করিলেও তাহার শেষ হয় না। প্রতর্দ্দন কহিলেন, যদি নক্ষত্রলোকে বা স্বর্গে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদায় তোমাকে দান করিতেছি, সে সমস্ত তোমারই হউক, তুমি আর পতিত হইও না, মোহরহিত হইয়া শীঘ্র তথায় আরোহণ কর। যযাতি কহিলেন, হে পার্থিব! সমান তেজোবিশিষ্ট ভূপাল হইয়া কেহ অন্য রাজার নিকট যোগক্ষেমকর সুকৃত প্রার্থনা করেন না, জ্ঞানী রাজা দৈব আদেশে আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও কখন নৃশংস ব্যবহার করেন না, অতএব আমি কিরূপে ইহা স্বীকার করিব? রাজা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম্য ও যশস্য কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা নীচ কর্ম্ম, অতএব অস্মত্তুল্য ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কি নিমিত্ত ইহা স্বীকার করিবে? অন্য রাজারা যে প্রতিগ্রহ কার্য্য কখন করেন নাই, আমি সৎকর্ম্মকরণেচ্ছু হইয়া তাহা কিপ্রকারে করিব? নৃপতি যযাতি এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে বসুমান্‌ নামক এক নৃপোত্তম তাঁহাকে কহিলেন।

যযাতি উপাখ্যানে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বসুমান কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমি ঔষদশ্বি, বসুমান্‌ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি নক্ষত্রমণ্ডলে বা ত্রিদশালয়ে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত বিখ্যাত স্থান থাকে, বল; হে মহাত্মন্‌! আমার বোধ হইতেছে তুমি ধর্ম্মলভ্য সমস্ত পুণ্যলোক অবগত আছ। যযাতি কহিলেন, সূর্য্য আকাশমণ্ডলে, পৃথিবীতে ও দিগ্‌ দিগন্তে যাবৎ পরিমিত স্থান তেজোদ্বারা তাপিত করেন, দেবলোকে তাবৎ পরিমিত অনন্ত পুণ্যলোক তোমার প্রতীক্ষায় আছে। বসুমান্‌ কহিলেন, হে রাজন্‌! সেই সমস্ত পুণ্যলোক তোমাকে দান করিতেছি, তাহা তোমারই হউক, তুমি পতিত হইও না। হে ধীমন্‌! যদি তোমার প্রতিগ্রহ করা দূষ্য বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি সেই সমস্ত লোক তৃণদ্বারা ক্রয় করিয়া লও। যযাতি কহিলেন, স্মরণ হইতেছে যে, আমি শিশুক-সদৃশ ভীষণ কালচক্র হইতে ভীত হইয়া কখন বৃথা ক্রয় বিক্রয় করি নাই এবং অন্য রাজারা যাহা কখন করেন নাই, তাহা আমি সৎকর্ম্মকরণেচ্ছু হইয়া কি প্রকারে করিব? বসুমান্‌ কহিলেন, হে রাজন্‌! যদি তোমার ক্রয় করাই অভীষ্ট না হইল, তাহা হইলেও আমার দত্ত সেই সমস্ত পুণ্যলোক গ্রহণ কর, হে নরেন্দ্র! আমি সে সকল লোকে গমন করিব না, তাহা তোমারই হউক।

অনন্তর শিবি নামক নৃপোত্তম কহিলেন, আমি উশীনরপুত্র শিবি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, নক্ষত্রলোকে বা দেবলোকে যদ্যপি আমার পুণ্যার্জ্জিত স্থান থাকে, বল; হে তাত! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মার্জ্জিত সেই সমস্ত পুণ্যলোক তুমি অবগত আছ। যযাতি কহিলেন, হে নরেন্দ্র! তুমি কখন বাক্যদ্বারা বা মনোদ্বারা সাধু যাচক ব্যক্তিকে অবজ্ঞা কর নাই, সেই কারণে দেবলোকে বিদ্যুৎস্বরূপ বিখ্যাত অনন্ত মহৎস্থান তোমার নিমিত্ত আছে। শিবি কহিলেন, হে রাজন্‌! যদি তোমার ক্রয় করা অভীষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত পুণ্যলোক দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, আমি তাহা দান করিয়া আর পুনর্গ্রহণ করিব না, সে স্থানে যাইলে পণ্ডিতগণ শোক প্রাপ্ত হন না। যযাতি কহিলেন, নরদেব! তুমি ইন্দ্রের সদৃশ প্রভাবশালী এবং তোমার পুণ্যলোক সমস্তও অনন্ত, পরন্তু হে শিবে! অন্যের দত্ত পুণ্যলোকে আমি ক্রীড়া করিব না, অতএব তোমার এই দান আমার অনুমোদিত হইল না।

অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্‌! আমরা সকলে প্রত্যেকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্ব স্ব পুণ্যার্জ্জিত লোক তোমাকে দান করিলাম, তাহা যদি তুমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে না, তবে আমরা সকলে একত্র হইয়া আমাদের সমস্ত পুণ্যলোক তোমাকে প্রদান করিয়া ভৌমনরকে গমন করি। যযাতি কহিলেন, হে সত্যপ্রিয় সাধুগণ! আমি যাহা পূর্ব্বে কখন করি নাই, তাহা স্বীকার করিব না, আমি যে বিষয়ের উপযুক্ত, তাহা সম্পাদন করিতে তোমরা যত্নবান্‌ হও। অষ্টক কহিলেন, ঐ আকাশমণ্ডলে হিরণ্ময় পাঁচখানি রথ দেখিতেছি, ঐ রথে আরোহণ করিয়া নরলোক ত্রিদশালয়ে গমন করিতে পারে, উহা কোন্‌ ব্যক্তির তাহা বল। যযাতি কহিলেন, ঐ যে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত উচ্চ, পঞ্চরথ আকাশমণ্ডলে প্রকাশমান হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে বহন করিয়া দেবসদনে লইয়া যাইবে। অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্‌! তুমি রথে আরোহণ কর এবং আকাশপথে প্রস্থান কর, যখন কাল উপস্থিত হইবে, তখন

আমরাও তোমার অনুগামী হইব। যযাতি কহিলেন, এক্ষণে আমরা সকলেই নিষ্পাপ ও স্বর্গজয়ী হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে একত্র হইয়া গমন করিতে হইবে, ঐ দেখ দেবলোকের পথ পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই নরপতি সকলে ধর্ম্ম-প্রভাদ্বারা আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অষ্টক কহিলেন, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, মহাত্মা দেবরাজ সর্ব্বতোভাবে আমার সখা, অতএব আমিই একাকী প্রথমতঃ গমন করিব, কিন্তু এই উশীনর-পুত্র শিবি একাকী কি নিমিত্ত আমাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন? যযাতি কহিলেন, এই উশীনরপুত্র শিবি ব্রহ্মলোকের পথ প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, এজন্য ইনি তোমাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন। হে রাজন্! দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, হ্রী, শ্রী, ক্ষমা, অক্রূরত্ব ও পালনেচ্ছা, এই সমস্ত গুণ উপমারহিত রাজা শিবির এত আছে, যে বুদ্ধিদ্বারা তাহার পরিমাণ করা যায় না; শিবি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ও লজ্জাভারাবনত হওয়াতেই তাঁহার রথ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অষ্টক কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকল্প মাতামহকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নৃপতে! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রকৃতরূপে বল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কাহার সন্তান ও স্বয়ং কোন্ ব্যক্তি? তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা জগন্মণ্ডলে তোমাব্যতীত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কেহই সম্পাদন করিতে পারে না। যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের পুত্র ও পূরুর পিতা, আমার নাম যযাতি, আমি এই অবনীমণ্ডলে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম, তুমি আমার পরমাত্মীয় তোমার নিকট স্পষ্টরূপে বলিতেছি; আমি তোমাদের মাতামহ আমি সমুদায় ভূমণ্ডল জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রদানপূর্ব্বক পবিত্র ও সুরূপ একশত অশ্ব দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম; যিনি ইহা করেন, দেবগণ সেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে ভজনা করেন। বাহন, গো, সুবর্ণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্টতর ধনে পরিপূর্ণা এই পৃথিবী এবং অর্ব্বুদ শত গো ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলাম; এবং আমার কথিত বাক্য কখন নিষ্ফল হয় নাই, আমার সত্যদ্বারা আকাশমণ্ডল ও বসুন্ধরা অবস্থিতি করিতেছে এবং মর্ত্ত্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এজন্য সাধুগণ সত্যকেই পূজা করিয়া থাকেন। হে অষ্টক! তোমাকে, প্রতর্দ্দনকে ও ঔষদশ্বিকে যাহা বলিতেছি তাহা সত্য। সমস্তলোক, মুনিগণ ও দেবগণ এক সত্যনিষ্ঠতা দ্বারাই পূজ্যতম হইয়া থাকেন, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে। যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া আমাদের এই স্বর্গপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি আমাদের পুণ্যার্জ্জিত লোক লাভ করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতি মহাত্মা উদার কর্ম্মা রাজা যযাতি দৌহিত্রগণ-কর্ত্তৃক নিস্তারিত হইয়া, কীর্ত্তিদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া, মিত্র সমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! পূরুবংশীয় রাজগণের মধ্যে যাঁহার যেরূপ বীর্য্য ও যেরূপ পরাক্রম এবং যিনি যাদৃশ, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এই বংশে কোন রাজা কখন দুশ্চরিত্র, নির্ব্বীর্য্য বা প্রজা-বিরহিত হন নাই। হে তপোধন! বিখ্যাতচরিত্র ও বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই সমস্ত রাজগণের চরিত্র বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূরুবংশের বৃত্তান্ত যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই পূরুর বংশধর বীর, দেবরাজসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, অসংখ্য দ্রবিণশালী, বিক্রান্ত ও সর্ব্বলক্ষণ-পূজিত রাজগণের বৃত্তান্ত আপনার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূরুর পৌষ্টিনাম্নী মহিষীতে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব, এই তিন মহারথ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবীর বংশধর হইলেন। প্রবীরের ঔরসে শূরসেনীর গর্ভে মনস্যু নামে পুত্র জন্মিলেন; রাজীবলোচন সর্ব্বপ্রভু মনস্যু চতুঃসাগর পর্য্যন্ত পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। মনস্যুর ঔরসে সৌবীরীর গর্ভে শক্ত, সংহনন ও বাগ্মী, এই তিন পুত্র উৎপন্ন হইলেন; তাঁহারা সকলেই শূর ও মহারথ হইয়াছিলেন। মনস্বী রৌদ্রাশ্বের ঔরসে মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে অগস্ত্য ভানু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, মহাধনুর্দ্ধারী, যাগশীল, শূর, প্রজাবিশিষ্ট ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। তাঁহাদের হইতে ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু বীর্য্যবান্, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, মহাযশা জলেয়ু, বলবান্ তেজয়ু, ধীমান্ সত্যেয়ু, ইন্দ্রসদৃশ বিক্রমশালী ধর্ম্মেয়ু এবং দেববিক্রম দশম সন্নতেয়ু, এই দশ সন্তান জন্মিয়াছিল। দেবগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় বিক্রমশালী বিদ্বান্ ঋচেয়ু ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় রাজা হইয়া অনাধৃষ্টি নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞকর্ত্তা পরমধার্ম্মিক বিখ্যাত রাজা মতিনার, অনাধৃষ্টি হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! মতিনারের ঔরসে তংসু, মহান্, অতিরথ ও মহাদ্যুতি দ্রুহ্যু, এই চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন; ইহাঁরা সকলেই অপরিসীম বিক্রমশালী ছিলেন, তন্মধ্যে তংসু অতিশয় বীর্য্যসম্পন্ন ও বংশধর ছিলেন; তিনি ভূমণ্ডল জয় করিয়া প্রদীপ্ত যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ তংসু ঈলিন নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন; জয়শীল ঐ তংসু-তনয়ও সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিলেন। অনন্তর রথন্তরীর গর্ভে ঈলিন নৃপতির ঔরসে পঞ্চভূতসদৃশ পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইলেন তাঁহাদের নাম দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু। হে জনমেজয়! তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত রাজা হইয়াছিলেন; দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলা গর্ভে বিদ্বান্ ভরত জন্মিলেন, তাঁহা হইতেই ভারতবংশের মহৎ যশ বিস্তীর্ণ হইল।

ভূপাল ভরতের তিন মহিষীতে নয় পুত্র জন্মিল; তাহারা রাজার অনুরূপ পুত্র হয় নাই বলিয়া রাজা তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা দেখিয়া পুত্রগণের জননীরা রোষপরতন্ত্রা হইয়া স্ব স্ব পুত্রদিগকে বিনাশ করেন, তাহাতে নরশ্রেষ্ঠ ভরতের সেই পুত্রোৎপত্তি বৃথা হইল। হে ভারত! অনন্তর রাজা ভরত মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া ভরদ্বাজ হইতে ভুমন্যু নামক পুত্র লাভ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পরে পৌরবনন্দন ভরত আপনাকে পুত্রবান্ বোধ করিয়া সেই ভুমন্যু নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ভুমন্যুর

ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভে সুহোত্র, সুহোতা, সুহবি, সুযজু, ঋচীক এবং দিবিরথ এই সমস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন; ইঁহাদের মধ্যে সুহোত্র জ্যেষ্ঠ সন্তান,সুতরাং তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বে পরিপূর্ণা বহুরত্নসমন্বিতা সাগরমেখলা সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন ভূমণ্ডল হস্তী অশ্ব ও রথে পূর্ণ এবং অসংখ্য মনুষ্য কর্তৃক আকুলিত হইয়া ভারাবপীড়িত হওয়াতে মগ্নপ্রায় হইল। সুহোত্র রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজা শাসন করিলে অবনীমণ্ডল শত সহস্র স্থানে দেবায়তন ও যজ্ঞীয় যূপে অঙ্কিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বদা শস্য ও প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। হে ভারত! পৃথিবীপতি সুহোত্র হইতে মহিলা ঐক্ষ্বাকী অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ়, এই তিন পুত্র প্রসব করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অজমীঢ় জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, তাহাতেই বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে ভারত! অজমীঢ় তিন মহিষীতে ছয় পুত্র উৎপাদন করিলেন; তন্মধ্যে ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী এবং কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ এই তিন পুত্র জন্মিলেন। দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠীর বংশে এই সমস্ত পাঞ্চাল-রাজগণ উৎপন্ন হইয়াছেন; অমিততেজা-জহ্নুর বংশে কুশিকগণ জন্মগ্রহণ করেন। জনাধিপতি-ঋক্ষ ব্রজন ও রূপিণ হইতে জ্যেষ্ঠ ছিলেন; ঋক্ষ হইতে রাজবংশকর সম্বরণ নামক পুত্র জন্মিলেন। হে রাজন্! আমরা শুনিয়াছি যে, যখন ঋক্ষতনয় সম্বরণ বসুন্ধরা শাসন করেন, তৎকালে অতিশয় প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল; ক্ষুধা, মৃত্যু, অনাবৃষ্টি ও ব্যাধি-প্রভৃতি বিবিধ কারণে প্রজালোপ হওয়াতে রাজ্য এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল; শত্রুপক্ষীয় সেনাগণ ভারত পক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে হত ও আহত করিতে লাগিল; পাঞ্চাল্য ভূপতি বিক্রমপূর্ব্বক ভূমণ্ডল জয় করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনাদ্বারা ধরণীকে কম্পমানা করিতে করিতে নৃপতি সম্বরণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন; পরে যুদ্ধস্থলে দশ অক্ষৌহিণী সেনাদ্বারা সম্বরণ ভূপতিকে পরাজয় করিলেন। তখন তিনি মহাভীত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধু নামক মহানদের তীর অবধি পর্ব্বতের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক নিকুঞ্জ-মধ্যে অবস্থিতি করিলেন, ভারতগণ সেই দুর্গম-অরণ্যে বহুকাল বাস করিতে লাগিলেন; ক্রমশ তাঁহাদের সহস্র বৎসর অতীত হইল।

অনন্তর একদা ভগবান্ বসিষ্ঠঋষি তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভারতগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। পরে সেই সুতেজস্বী ঋষি আসনে উপবিষ্ট হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহাকে সৎকারপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিলেন যে, আপনি আমাদের পুরোহিত হউন, তাহা হইলে আমরা রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি। বসিষ্ঠ ভারতগণের নিকট তাহা স্বীকার করিলেন এবং সমস্ত ভূমণ্ডলের শৃঙ্গস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরব সম্বরণকে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্যরূপ-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভূপাল সম্বরণ ভরতের পূর্ব্বনিবাসিত রমণীয় নগরে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সমস্ত ভূপালগণকে করপ্রদ করিতে লাগিলেন। অজমীঢ়ের পৌত্র মহাবল সম্বরণ পুনর্ব্বার পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া ভূরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তপন-তনয়া তপতী ভূপতিশ্রেষ্ঠ সম্বরণ হইতে কুরু নামক কুমার প্রসব করিলেন। হে রাজন্! সমস্ত প্রজাগণ কুরুকে ধর্ম্মজ্ঞ দেখিয়া বরণ করিল। সেই মহাতপা কুরুর তপস্যাদ্বারা কুরুজাঙ্গল নামক স্থান পবিত্র ও তাঁহার স্বনামানুসারে কুরুক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। বাহিনীনামে তাঁহার মনস্বিনী মহিষী তাঁহা হইতে অবিক্ষিৎ, অভিষ্যৎ, চৈত্ররথ, মুনি ও বিখ্যাত জনমেজয় এই পঞ্চ পুত্র প্রসব করিলেন। অবিক্ষিৎ হইতে পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, বীর্য্যবান্ আদিরাজ, বিরাজ মহাবল শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার এবং জিতারি এই অষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইল; ইহাদের বংশে কর্ম্মজন্য-গুণদ্বারা প্রধান জনমেজয় প্রভৃতি সাত জন ও অন্যান্য অনেক মহারথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কক্ষসেন, উগ্রসেন, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন এই সমস্ত পুত্র পরীক্ষিত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহারা সকলেই ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ। জনমেজয় হইতে মহাবলপরাক্রান্ত পৃথিবী-খ্যাত ধর্ম্মার্থ-কুশল ও সর্ব্বভূতহিতেরত অষ্ট পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, পরে পাণ্ডু, বাহ্লীক, মহাতেজা নিষধ, বলবান্ জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর ও পদাতি, অষ্টম বসাতি; ইঁহাদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইয়াছিলেন। কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, বহিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ এবং অপরাজিত ভুমন্যু ইঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। হে ভারত! প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র এই তিন বিখ্যাত রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র; ইঁহাদের মধ্যে প্রতীপ বিখ্যাত ও অদ্বিতীয় ছিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক, মহারথ এই তিন পুত্র প্রতীপ হইতে জন্মলাভ করেন; তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং মহারথ শান্তনু ও বাহ্লীক ভূমণ্ডলের অধিপতি হইলেন। হে নৃপতে! দেবর্ষিতুল্য সত্ত্বসম্পন্ন অনেক ভূপাল ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দেবসদৃশ আর আর অসংখ্য মহারথ ভূপতিও ঐলবংশ বৃদ্ধি করত মনুবংশে জন্মিয়াছিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনা হইতে পূর্ব্বপুরুষদিগের মহৎ-উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করিলাম এবং এই বংশে উদারচরিত রাজগণের বৃত্তান্তও জ্ঞাত হইলাম; পরন্তু এই প্রিয়তম উপাখ্যানসংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাতে পরিতৃপ্ত হই নাই, আপনি পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন, প্রজাপতি মনু অবধি সমস্ত রাজগণের পবিত্র জন্মবিবরণ-স্বরূপ এই দিব্য কথা শ্রবণ করিলে কোন্ ব্যক্তির প্রীতি না জন্মে? তাঁহারা দাতৃত্বাদিগুণ, অসাধারণ শক্তি, শারীরিক বল, মানসিক সামর্থ্য, অদীনতা ও উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম, গুণ ও মাহাত্ম্যে অভিবর্দ্ধিত উৎকৃষ্ট যশ ত্রিলোকব্যাপ্ত ও স্ফীত হইয়া অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে; তাঁহাদের অমৃততুল্য সুস্বাদু কথা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইতে পারি নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন হইতে আপনার শুভবংশ-বিবরণ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দক্ষ হইতে অদিতি,

অদিতি হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইলা, ইলা হইতে পুরূরবা, পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ এবং নহুষ হইতে যযাতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যযাতির দুই ভার্য্যা, শুক্র-দুহিতা দেবযানী এবং বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা। এ স্থলে বংশকীর্ত্তন-বিষয়ক শ্লোক আছে যে, দেবযানী, যদু ও তুর্ব্বসু এই দুই পুত্র এবং বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র প্রসব করিলেন। পরে যদু হইতে যাদব-বংশ ও পুরু হইতে পৌরববংশ উৎপন্ন হয়। পুরুর ভার্য্যা কৌশল্যাতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তিনবার অশ্বমেধ ও একবার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি অনন্তা নাম্নী মাধব-দুহিতাকে বিবাহ করেন, তাহাতে প্রাচিন্বান্ নামক পুত্র উৎপন্ন হইল; তিনি সূর্য্যোদয়-স্থান পর্য্যন্ত প্রাচীদিক্ জয় করাতে তাঁহার নাম প্রাচিন্বান্ হইল। প্রাচিন্বান্ অশ্মকী নাম্নী যাদব-দুহিতাকে বিবাহ করিলে তাহাতে সংযাতির উৎপত্তি হইল। সংযাতি দৃশদ্বতের কন্যা বরাঙ্গীকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার গর্ভে অহংযাতি জন্মিলেন। অহংযাতি কৃতবীর্য্য-কন্যা ভানুমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন; ভানুমতীর গর্ভে সার্ব্বভৌম জন্মগ্রহণ করেন। সার্ব্বভৌম কৈকেয়-রাজকে জয় করিয়া তাঁহার নন্দিনী সুনন্দাকে হরণ করিলেন, পরে তাঁহাকে বিবাহ করিলে তদ্গর্ভে জয়ৎসেনের উৎপত্তি হইল। জয়ৎসেন বিদর্ভরাজ-কুমারী সুশ্রবার পাণিগ্রহণ করিলেন; তাহাতে অবাচীন জন্ম গ্রহণ করেন। অবাচীন অপরা বৈদর্ভী মর্য্যাদা নাম্নী কন্যাকে উদ্বাহ করিলেন, তাঁহাতে অরিহের জন্ম হয়। আঙ্গী নাম্নী কন্যার সহিত অরিহ নৃপতির পরিণয় হইলে তাহাতে মহাভৌম জন্মিলেন; মহাভৌম প্রাসেনজিৎসুতা সুযজ্ঞার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুযজ্ঞার গর্ভে অযুতনায়ীর জন্ম হইল; ইনি অযুতসংখ্য-নরমেধ যজ্ঞ করাতে ইঁহার নাম অযুতনায়ী হইয়াছে। অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার তনয়া কামাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে কামার গর্ভে অক্রোধন জন্মগ্রহণ করিলেন। কলিঙ্গরাজকন্যা করম্ভার সহিত অক্রোধনের পরিণয় হইল, তাহাতে করম্ভার গর্ভে দেবাতিথি জন্মলাভ করেন। দেবাতিথি বিদেহরাজ দুহিতা মর্য্যাদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মর্য্যাদার গর্ভে অরিহ জন্মগ্রহণ করিলেন। অরিহ সুদেবা নামে অঙ্গরাজ দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুদেবা ঋক্ষ নামক পুত্র প্রসব করেন। তক্ষক দুহিতা জ্বালার সহিত ঋক্ষের বিবাহ হয়, ঐ জ্বালার গর্ভে মতিনার নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। মতিনার সরস্বতী নদীতীরে অশেষ গুণসমন্বিত দ্বাদশবর্ষানুষ্ঠেয় সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সরস্বতী আসিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সরস্বতীগর্ভে তংসু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল। এস্থলে বংশানুকীর্ত্তন শ্লোক আছে যে, "সরস্বতী মতিনার হইতে তংসু নামক পুত্র প্রসব করেন।" তংসু কালিঙ্গীতে ঈলিন নামক সন্তান উৎপাদন করিলেন। ঈলিন নৃপতির ঔরসে রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত প্রভৃতি পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে ভরতের জন্ম হইল। এস্থলে বংশানুকীর্ত্তন দুইটী শ্লোক আছে যে, "হে দুষ্মন্ত! মাতা চর্ম্মকোশস্বরূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, অতএব পুত্রকে ভরণ পোষণ কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না। হে নরদেব! স্ববীর্য্যসম্ভূত সন্তান শমনসদন হইতে উদ্ধার করে এবং তুমিই এই গর্ভাধান করিয়াছ; শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য, অতএব হে পৌরব! শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত মহাত্মা এই তনয়কে ভরণ কর; আমাদের বচনানুসারে তোমার এই পুত্রকে ভরণ করিতে হইবে।" এই নিমিত্ত দুষ্মন্ত-তনয়ের নাম ভরত হইয়াছে।

ভরত, কাশিরাজ সর্ব্বসেনের সুতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুনন্দার গর্ভে ভূমন্যুর উৎপত্তি হইল। ভূমন্যু দাশার্হ-দুহিতা বিজয়াকে বিবাহ করিয়া সুহোত্র নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সুহোত্র ইক্ষ্বাকুকন্যা সুবর্ণাকে বিবাহ করেন, তাহাতে সুবর্ণার গর্ভে হস্তী নামে রাজকুমারের উৎপত্তি হইল, মহারাজ হস্তী স্বনামে হাস্তিনপুর স্থাপন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই হাস্তিনপুর প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হস্তী ত্রিগর্ত্তরাজ-তনয়া যশোধরাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বিকুণ্ঠন-নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। বিকুণ্ঠন দাশার্হ-রাজদুহিতা সুদেবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুদেবাগর্ভে অজমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। অজমীঢ়ের কৈকেয়ী গান্ধারী বিশালা ও ঋক্ষা এই চারি পত্নীতে চতুর্ব্বিংশ শত পুত্র জন্মে। সেই সমস্ত ভূপাল পৃথক্ পৃথক্ বংশধর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সম্বরণ নামক পুত্রেতেই বংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্বরণ তপন-তনয়া তপতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হইল। কুরু দাশার্হ-কুমারী শুভাঙ্গীকে উদ্বাহ করিলেন, শুভাঙ্গীর গর্ভে বিদূরথের জন্ম হইল। মাধব-তনয়া সংপ্রিয়ার সহিত বিদূরথের পরিণয় হইলে, সংপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্বা জন্মিলেন। অনশ্বা, অমৃতা নামে মগধরাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া তদ্গর্ভে পরীক্ষিৎনামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। পরীক্ষিৎ বহুদ-কন্যা সুযশাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুযশার গর্ভে ভীমসেন নামে পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ভীমসেন কৈকেয়রাজ-কুমারী কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কুমারীর গর্ভে প্রতিশ্রবা নামে পুত্রের জন্ম হইল। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ; প্রতীপ শৈব্য-রাজ নন্দিনী সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া তদীয় গর্ভে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন; দেবাপি বাল্যকালেই বনগমন করিয়াছিলেন, শান্তনু রাজা হইলেন। এস্থানে বংশানুকীর্ত্তন শ্লোক আছে যে, "এই ভূপতি করদ্বারা যে যে জীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেন, সেই সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার যুবা (শান্ততনু) হইয়া সুখভোগ করিত," এই নিমিত্ত ইঁহার নাম শান্তনু হইয়াছে।

শান্তনু ভাগীরথী গঙ্গাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে গঙ্গাগর্ভে দেবব্রত জন্মগ্রহণ করিলেন, যাঁহাকে সকলে ভীষ্ম বলিয়া থাকে। ভীষ্ম পিতার প্রিয় কার্য্য করণেচ্ছায় তাঁহার সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিলেন; সত্যবতীর এক নাম গন্ধকালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে সত্যবতীর কন্যাকালে পরাশর হইতে গর্ভ হওয়াতে দ্বৈপায়ন জন্মিয়াছিলেন; পরে শান্তনুর ঔরসে তাঁহার গর্ভে আর দুই পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ; চিত্রাঙ্গদ অপ্রাপ্ত যৌবনকালে গন্ধর্ব্বকর্তৃক হত হইয়াছিলেন, বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য কৌশল্যাগর্ভসম্ভূতা কাশিরাজ-দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকা

এই দুই ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; পরন্তু তিনি সন্তান না হইতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন দুষ্মন্তের বংশ উচ্ছেদ না হয়, এজন্য সত্যবতী চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি স্বীয় পুত্র দ্বৈপায়ন ঋষিকে মনোদ্বারা স্মরণ করিলেন, তাহাতে দ্বৈপায়ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কি করিতে হইবে? সত্যবতী কহিলেন, তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র উৎপাদন কর; দ্বৈপায়ন তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর তিনি যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। অনন্তর দ্বৈপায়নের বরদান-প্রভাবে গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন, এই চারি পুত্র প্রধান ছিল। কুন্তী এবং মাদ্রী এই দুই স্ত্রীরত্ন পাণ্ডুর ভার্য্যা হইয়াছিলেন; কুন্তীর আর এক নাম পৃথা। অনন্তর একদা পাণ্ডু মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় দেখিলেন যে, এক ঋষি মৃগীতে মৈথুন করিতেছেন, তখন কামরসের অপ্রাপ্তি-হেতুক অপরিতৃপ্ত সেই অদ্ভুত মৃগরূপ ঋষির প্রতি তিনি বাণপ্রয়োগ করিলেন। ঋষি বাণবিদ্ধ হইয়া পাণ্ডুকে কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও কামরসে অভিজ্ঞ হইয়া আমার এই অসম্পূর্ণ মনোরথ দেখিয়াও আমাকে বধ করিলে; এই কারণে তুমিও কামরসে অতৃপ্ত থাকিয়া ঐ অবস্থাতেই শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। পাণ্ডু এই শাপ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ বিবর্ণ হইলেন এবং শাপপরিহারের নিমিত্ত স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি কুন্তী ও মাদ্রীকে কহিলেন, আমি স্বীয় চাপল্যপ্রযুক্ত এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি; শুনিয়াছি যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। অনন্তর কুন্তীকে কহিলেন যে, তুমি আমার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন কর। পরে কুন্তী ভর্ত্তার ঐ নিয়োগানুসারে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, পবন হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুন; এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। পাণ্ডু তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, তোমার সপত্নী এই মাদ্রী অনপত্যা আছেন, তুমি যত্নবতী হইয়া ইহাকে উত্তম পুত্র উৎপাদন করিয়া দাও। কুন্তী তাহা স্বীকার করিয়া যে বিদ্যাদ্বারা ধর্ম্ম-প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া পুত্রোৎপাদন করেন, সেই বিদ্যা মাদ্রীকে প্রদান করিলেন। পরে মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব এই দুই যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। একদা পাণ্ডু মাদ্রীকে অলঙ্কৃতা দেখিয়া মন্মথ-বশবর্ত্তী হইলেন, তাহাতে মাদ্রীকে স্পর্শ করিবামাত্র তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। পাণ্ডুর দেহ চিতাগ্নিস্থ হইলে মাদ্রী তাঁহার অনুগামিনী হইলেন; এবং তৎকালে কুন্তীকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি সাবধানা হইয়া আমার এই যমজ সন্তানদ্বয়কে প্রতিপালন করিবে। অনন্তর তাপসগণ কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে হস্তিনপুরে আনয়ন করিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের নিকট অর্পণ করিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ব বর্ণের নিকট পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিয়া তাহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ঐ তাপসগণের সেই বাক্যাবসানকালে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ ভীষ্মাদি-কর্ত্তৃক প্রতিগৃহীত হইয়া পিতৃ-মরণ-বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক ন্যায়মত পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; পরে তাঁহারা সেই স্থানে বাস করেন। তাঁহাদের প্রতি দুর্য্যোধন বাল্যকাল অবধিই বিদ্রোহ করিতে লাগিল; ঐ পাপাত্মা রাক্ষসীবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ উপায়দ্বারা তাঁহাদিগকে তথা হইতে উচ্চাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতাপ্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ছলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বারণাবত গ্রামে প্রেরণ করিলেন, পাণ্ডবগণও সম্মত হইয়া তথায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। বারণাবতেও তাঁহারা দুর্য্যোধনের চেষ্টিত অনুষ্ঠানদ্বারা জতুগৃহে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে বিদুরের মন্ত্রণাবলে রক্ষা পাইলেন। পরে বারণাবত হইতে একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন, তথায় যাইতে পথিমধ্যে হিড়িম্ববধ করিয়াছিলেন। সেই একচক্রা নগরীতে বক নামক রাক্ষস বধ করিয়া পাঞ্চাল নগরে গমন করিলেন, তথায় দ্রৌপদীকে ভার্য্যা লাভ করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কিছুকাল কুশলে থাকিলেন। সেই সময় দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতকর্ম্মা জন্মিলেন। যুধিষ্ঠিরের গোবাসন নামক শৈব্যরাজের দুহিতা দেবিকাকে স্বয়ম্বর স্থলে লাভ করেন; ঐ দেবিকার গর্ভে যৌধেয় নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ভীমসেন বীর্য্যরূপ শুল্কদ্বারা কাশিরাজ-দুহিতা বলন্ধরাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্ব্বগনামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া বাসুদেবের ভগিনী ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলেন। পরে নির্ব্বিঘ্নে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিয়া সেই সুভদ্রাতে অতিশয় গুণসম্পন্ন বাসুদেব-প্রিয় অভিমন্যু নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। নকুল চেদিরাজ-দুহিতা করেণুমতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে নিরমিত্র নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সহদেব স্বয়ম্বরকালে দ্যুতিমান্ মদ্ররাজের দুহিতা বিজয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ভীমসেন পূর্ব্বেই হিড়িম্বাতে রাক্ষস ঘটোৎকচকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, পাণ্ডবদিগের এই একাদশ পুত্র; তন্মধ্যে অভিমন্যু হইতেই বংশরক্ষা হইয়াছে। অভিমন্যু বিরাট-রাজ-দুহিতা উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসে উত্তরার গর্ভ হইতে ষণ্মাস পরে অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল; পুরুষোত্তম বাসুদেব "আমি এই সন্তানকে বাঁচাইব", বলিয়া কুন্তীকে নিয়োগ করিলেন। তাঁহার নিয়োগানুসারে কুন্তী ঐ মৃত বালককে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন, পরে ভগবান্ বাসুদেব সেই অকালজাত, অজাত-বল-বীর্য্যপরাক্রম ও অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ বালককে স্বীয় তেজোদ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন; অনন্তর কহিলেন, কুল পরিক্ষীণ হইলে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক। মহারাজ! পরীক্ষিৎ মাদ্রবতী নামে আপনার জননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই মাদ্রবতীর গর্ভে জনমেজয় নামে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আপনি বপুষ্টমা নাম্নী মহিষীতে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ, এই দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। শতানীকের ঔরসে বৈদেহীর গর্ভে অশ্বমেধদত্ত নামে একপুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

হে নৃপতে! পুরুর ও পাণ্ডবগণের এই বংশ কীর্ত্তন করিলাম। ধন্য, পুণ্য ও পরমপবিত্র এই কথা নিয়মযুক্ত ব্রাহ্মণগণ, স্বধর্ম্মনিরত ও প্রজাপালন-তৎপর ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ এবং ত্রিবর্ণের শুশ্রূষু ও শ্রদ্ধান্বিত শূদ্রগণ অবশ্য শ্রবণ করিবে ও ইহার অর্থ অবগত হইবে। যে সকল বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মানবগণ মাৎসর্য্য-শূন্য ও সংযত হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস অশেষমতে শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তাঁহারা স্বর্গজয়ী হইয়া পুণ্যলোকে বাস করিবেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মানবগণের সতত মান্য ও পূজনীয় হইবেন। এই পরমপবিত্র মহাভারত ভগবান্ বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। যে সকল বেদসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণগণ মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সুকৃতিসম্পন্ন ও স্বর্গজয়ী হইবেন এবং তাঁহারা পাপাচরণ করিলেও শোচনীয় হইবেন না। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে যে, বেদের সমান পবিত্র, উত্তম, ধন্য, যশোবর্দ্ধন ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর এই মহাভারত নিয়তাত্ম-ব্যক্তিদিগের শ্রোতব্য।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইক্ষ্বাকু-বংশপ্রভব মহাভিষ নামে বিখ্যাত সত্যবাদী ও সত্যবিক্রম এক ভূপতি ছিলেন। তিনি সহস্র পরিমিত অশ্বমেধ ও শতসংখ্য-রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা দেবাধিপতি ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন, এই কারণে তিনি অন্তিমকালে স্বর্গারোহণ করিলেন। অনন্তর একদা সুরগণ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় বহুসংখ্য রাজর্ষি ও রাজা মহাভিষ সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন। অনন্তর নদীপ্রধানা গঙ্গা সেই সময় পিতামহের নিকটে উপস্থিতা হইলেন। তাহার সুধাংশু-প্রভাসদৃশ বসন পবনকর্ত্তৃক সমুদ্ধৃত হইল; দেবগণ তাহা দর্শনমাত্র সহসা অধোমুখ হইলেন; রাজর্ষি মহাভিষ অশঙ্কিতচিত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; তন্নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা মহাভিষের প্রতি শাপ প্রদান করত কহিলেন যে, তুমি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে এবং কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার এই পুণ্যলোকে আসিতে পারিবে। নৃপতি মহাভিষ ভূপতিগণ ও অন্যান্য তপোধনগণকে কিছুকাল চিন্তা করিয়া ভূরিতেজা ভূপতি প্রতীপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। সরিদ্বরা গঙ্গা নৃপতি মহাভিষকে তাদৃশ ধৈর্য্য-চ্যুত দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন। তিনি গমনকালে পথিমধ্যে ত্রিদশালয়স্থ দেববসুগণকে মনোদুঃখে দুঃখিত ও স্বর্গচ্যুত দেখিতে পাইলেন। হে নৃপতে! সরিদ্বরা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে তথাবিধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছ? দেবগণের কোন অমঙ্গল ত হয় নাই? বসুগণ কহিলেন, হে মহানদি! মহাত্মা বসিষ্ঠ অল্পাপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের প্রতি অভিশাপ দিয়াছেন। ঋষিসত্তম বসিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, আমরা বিমূঢ়চিত্ত হইয়া তাঁহাকে অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি রোষ-পরবশ হইয়া আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন যে, তোমরা নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। ব্রহ্মবাদী মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা যাইবে না, অতএব তুমি ভূমণ্ডলে মানুষী হইয়া আমাদিগকে পুত্ররূপে সৃজন কর। হে শুভে! আমরা মানবীজঠরে প্রবেশ করিব না। গঙ্গা বসুগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতা হইলেন এবং কহিলেন, মর্ত্ত্যলোকে কোন্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ তোমাদের জন্মদাতা হইবেন? বসুগণ কহিলেন, নরলোকে প্রতীপ নামক পৃথিবীপতির পুত্র শান্তনু নামে ত্রিলোক-বিশ্রুত রাজা হইবেন, আমরা বাসনা করি যে, তিনিই আমাদের জনক হন। গঙ্গা কহিলেন, হে নিষ্পাপ দেবগণ! তোমরা যেরূপ বলিতেছ, আমারও সেই মত; আমি সেই শান্তনু রাজারই প্রিয় অনুষ্ঠান করিব, মানস করিয়াছি, তাহা তোমাদেরও অভীপ্সিত হইয়াছে। বসুগণ কহিলেন, হে ত্রিলোকগামিনি! আমরা তোমার পুত্ররূপে জন্মিলে তুমি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবে যেন চিরকাল আমাদিগকে মর্ত্ত্যলোকে থাকিতে না হয়, শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইতে পারি। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব, কিন্তু পুত্রার্থী শান্তনুর আমার সহিত সংসর্গ বৃথা না হয়, এ নিমিত্ত তাঁহার একটি পুত্র যাহাতে জীবিত থাকে, তাহা বিধান কর। বসুগণ কহিলেন, আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব তেজের অষ্টম অংশ প্রদান করিব, সেই তেজে তোমার ও তাঁহার অভিলাষানুরূপ একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া জীবিত থাকিবে; পরন্তু মর্ত্ত্যলোকে তাহার বংশ থাকিবে না, সেই বীর্য্যবান্ সন্তান নিঃসন্তান হইবে। বসুগণ গঙ্গার সহিত এইরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ যথাভিলষিত স্থানে প্রহৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বভূতহিতে রত ভূপতি প্রতীপ বহুবৎসর গঙ্গাদ্বারে বাস করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। রূপগুণসম্পন্না সাতিশয় প্রলোভনীয়া স্ত্রীরূপ-ধারিণী সুমুখী দিব্যরূপা মনস্বিনী গঙ্গা সলিল হইতে উত্তীর্ণা হইয়া অধ্যয়নপরায়ণ রাজর্ষির শালস্তম্ভের ন্যায় প্রশস্ত দক্ষিণ উরু ভজনা করিলেন। মহীপাল প্রতীপ সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার প্রার্থিত কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? স্ত্রী কহিলেন, হে রাজন! আমি তোমাকে কামনা করিয়া ভজনা করিতেছি, তুমি আমাকে ভজনা কর; সাধুগণ অভিলাষিণী কামিনীকে পরিত্যাগ করা দোষাবহ বলিয়া থাকেন। প্রতীপ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি, কল্যাণি! আমি কামবশবর্ত্তী হইয়া পরনারী বা অসবর্ণা স্ত্রী গমন করি না, আমার এই ধর্ম্ম্য ব্রত আছে। পুনর্ব্বার স্ত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি অলক্ষণা, অগম্যা বা নিন্দিতা স্ত্রী নহি; আমি প্রার্থনীয়া বরস্ত্রী স্বর্গীয়া কন্যা হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে ভজনা কর। প্রতীপ কহিলেন, তুমি যে প্রিয়কর্ম্মের নিমিত্ত আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছ, আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত আছি, যদি এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে এই ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে নষ্ট করিবে; বিশেষত তুমি আমার দক্ষিণ উরু অবলম্বন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছ; হে ভীরু, বরাঙ্গনে! পুরুষের দক্ষিণ উরু পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূর আসন, আর বাম উরু প্রণয়িনীর ভোগ্য; তুমি সেই বাম উরু আশ্রয় কর নাই, এজন্য তোমার সহিত আমি সকাম আচরণ করিতে পারি না। হে কল্যাণি! যেহেতু তুমি আসিয়াই স্বাপত্য দক্ষিণ উরু আশ্রয় করিয়াছ, একারণে তুমি আমার স্নুষা হও, অতএব আমার পুত্রের নিমিত্ত

তোমাকে গ্রহণ করিলাম। স্ত্রী কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার পুত্রের সহিত আমার পরিণয়-সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যাহা তুমি বলিতেছ, তাহাই হউক; তোমার প্রতি ভক্তি করিয়া আমি এই বিখ্যাত ভারতকুল সেবা করিব; ভূমণ্ডলে যাবৎ-সংখ্য ভূপাল আছে, তোমরাই তাহাদের গতি। তোমাদের এবংশের যত গুণ আছে, তাহা আমি শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করিতে পারি না এবং এবংশে যাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের যে সাধুত্ব ও উৎকৃষ্টতা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হে ধর্ম্মজ্ঞ, বিভো! আমার সহিত এই এক নিয়ম বদ্ধ করিতে হইবে যে, আমি যাহা করিব, তোমার পুত্র কখন তাহার বিচার করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ নিয়মে থাকিয়া তোমার পুত্রের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিব, তোমার পুত্র পুণ্য ও প্রিয়-কার্য্য এবং পুত্রদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! গঙ্গা এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা পুত্রের জন্ম-প্রতীক্ষা করত তাহাই অবধারণ করিলেন। ঐ সময় হইতেই ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ কুরুকুলপ্রদীপ প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে দম্পতির বৃদ্ধাবস্থায় সেই মহাত্মা মহাভিষ জন্মগ্রহণ করিলেন; বৃদ্ধ ভূপতি শান্তচিত্ত হইলে তৎকালে সেই সন্তান জন্মিল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শান্তনু হইল। কুরুসত্তম শান্তনু স্বীয় কর্ম্মদ্বারা যে অক্ষয় পুণ্যলোক জয় করা যায়,তাহা মনে করিয়া পুণ্য কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা প্রতীপ স্বীয় সন্তান শান্তনুকে যৌবনস্থ দেখিয়া কহিলেন,হে শান্তনো! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ব্বকালে এক দিব্য রমণী আমার নিকট আসিয়াছিল; হে পুত্র! সেই নিরুপম-রূপবতী যুবতী বরবর্ণিনী কাম-গামিনী দিব্যকামিনী যদি পুত্র-কামনায় তোমার নিকট নির্জ্জনে আগমন করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিও না যে, "হে অঙ্গনে! তুমি কে, কাহার কন্যা?" এবং সেই কামিনী যে কর্ম্ম করিবে, তাহাও তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও না; হে অনঘ! আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি, এই আদেশানুসারে ভজমানা সেই যুবতীকে তুমি ভজনা করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা প্রতীপ তখন পুত্র শান্তনুকে এইরূপ আদেশ করণানন্তর স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বন-প্রবেশ করিলেন। দেবরাজ-সমদ্যুতি ধীমান্ ধরণীপতি শান্তনু সতত বনগামী হইয়া মৃগয়া করিতে লাগিলেন। মহারাজ! একদা সেই রাজসত্তম মৃগ ও মহিষ বধ করিয়া সিদ্ধচারণসেবিত গঙ্গার সমীপে একাকী বিচরণ করিতেছেন, এমত সময়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তিমতী অনিন্দনীয়া দিব্যাভরণ-ভূষিতা শোভন-দশনা এক পরমা স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। নরাধিপ শান্তনু পদ্মোদরসদৃশ সুন্দরী সূক্ষ্মাম্বর-পরিধানা সেই রমণীকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহার রূপ সম্পদে বিস্মিত ও লোমাঞ্চিত হইলেন; তাঁহার নেত্ররূপ চকোরযুগল সেই রূপচন্দ্রিকামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল না এবং বিলাসিনী রমণীও রাজাকে মহোজ্জ্বল রূপলাবণ্যযুক্ত বিচরণশীল দেখিবামাত্রেই স্নেহ ও সৌহার্দ্দে আক্রান্তা হইয়া তদ্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যদ্বারা সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমধ্যমে শোভনে দেবসদৃশ-কান্তিমতি! তুমি দেবী বা দানবী কি গন্ধর্ব্বী কিংবা অপ্সরা অথবা যক্ষী বা পন্নগী কিংবা মানবী যে হও, আমি তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করি, তুমি আমার ভার্য্যা হও।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন,অনিন্দিতা গঙ্গা রাজার মৃদু ও মনোহর উক্ত বাক্য ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রবণ করিয়া বসুগণের নিয়ম স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে গমন করিলেন ও বাক্যদ্বারা ভূপতির চিত্ত সন্তোষান্বিত করত কহিলেন, হে মহীপাল! আমি তোমার মহিষী ও বশবর্ত্তিনী হইব, পরন্তু আমি যদ্যপি শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে তুমি নিবারণ করিতে বা অপ্রিয়-বাক্য বলিতে পারিবে না; হে পার্থিব! তুমি যদ্যপি আমার সহিত এরূপ নিয়মে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট বাস করিব, যদ্যপি প্রতিষেধ কর বা অপ্রিয়বাক্য বল, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাকে ত্যাগ করিব। হে ভরতসত্তম! রাজা তাহা স্বীকার করিলে গঙ্গা সেই পার্থিব-সত্তমকে প্রাপ্ত হইয়া অতুলহর্ষ লাভ করিলেন। ভূপতি শান্তনুও তাঁহাকে লাভ করিয়া, তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া, অভিলাষানুসারে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না; বরং তাঁহার শীলতা, সদ্ব্যবহার, সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য গুণে এবং নির্জ্জনে পরিচর্য্যাদ্বারা পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন। বরবর্ণিনী দিব্যরূপা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাদেবী শোভমান মানবীয় শরীর ধারণ করিয়া দেবরাজ-সমদ্যুতি নৃপশার্দ্দূল শান্তনুর সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধি করত প্রণয়িনী ভার্য্যা হইলেন। তিনি সম্ভোগ, স্নেহ, চাতুর্য্য, সুকুমার-নৃত্য ও মনোহর হাব ভাব-দ্বারা রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, রাজাও তাঁহাতে অনুরক্ত হইলেন; তিনি উত্তম স্ত্রীগুণে বশীভূত হইয়া ক্রীড়ায় আসক্ত থাকাতে বহুসংখ্য মাস, ঋতু ও বৎসর যে গত হইতে লাগিল তাহা জানিতে পারিলেন না। নরেশ্বর অভিলাষানু-সারে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশ তাঁহাতে অমর তুল্য অষ্ট পুত্র উৎপাদন করেন। হে ভারত! যখন যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখনই গঙ্গা তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং কুমারকে এই কথা বলিয়া স্রোতোমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দেন যে, "তোমাকে সন্তুষ্ট করি।" এইরূপে ক্রমে সাতটি পুত্র জলে নিক্ষেপ করিলে গঙ্গার এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার রাজার পক্ষে অতিশয় অসন্তোষজনক হইত, কিন্তু পাছে পরিত্যাগ করিয়া যান, এই ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না। অনন্তর অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে গঙ্গা যেন হাস্য করিতেছেন, এমত সময় রাজা দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বীয় পুত্ররক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, পুত্রহত্যা করিও না, তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্ত পুত্রবধ কর? হে পুত্রঘাতিনি! তুমি ইহা অত্যন্ত গর্হিত মহৎপাপ করিতেছ। স্ত্রী কহিলেন, হে পুত্রকাম! তুমি পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, তোমার এই পুত্র বধ করিব না; পরন্তু আমি যে নিয়মবদ্ধ করিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমার নিকট আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি মহর্ষিগণ-নিষেবিতা জহ্নু-তনয়া গঙ্গা, দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম, তোমার পুত্র-

গণ মহাতেজা মহাভাগ অষ্টবসু, বসিষ্ঠ-শাপে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এই মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাদের জনক হইবার উপযুক্ত নাই এবং আমি ভিন্নও তাহাদের জননী হইবার নিমিত্ত কেহ নাই, একারণ আমি বসুগণের জননী হইবার নিমিত্ত মানবদেহ আশ্রয় করিয়াছিলাম; তুমি অষ্টবসুর জন্মদান করিয়া অক্ষয়লোক জয় করিলে। বসুদেবদিগের সহিত আমার এই নিয়ম অঙ্গীকৃত ছিল যে, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমি তাঁহাদিগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সেইরূপে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা মহাত্মা আপব ঋষির শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি এই মহাব্রত-পুত্রকে পালন কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আমি তোমার নিমিত্ত বসুগণের নিকট একটি পুত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রত্যেক বসুর অষ্টমাংশে এই কুমার জন্মিয়াছে, অতএব মৎপ্রসূত এই কুমারকে 'গঙ্গাদত্ত' বলিয়া জানিবে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

শান্তনু কহিলেন, আপব নামে কোন্ ঋষি আছেন, বসুগণই বা কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলেই ঐ ঋষির অভিশাপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তোমার দত্ত এই কুমারই বা কি কর্ম্ম করিয়াছেন যে, সেই কর্ম্মফল-দ্বারা ইনি মানবলোকে বাস করিবেন। হে জাহ্নবি! বসুগণ সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, তাঁহারা কিজন্য মর্ত্ত্যলোকে উৎপন্ন হইলেন, তাহা আমাকে বল। বৈশম্পায়ন কহিলেন, জাহ্নবীদেবী গঙ্গা তাহা শ্রবণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ভর্ত্তা শান্তনুরাজকে ইহা কহিতে লাগিলেন, হে ভারতসত্তম! পূর্ব্বকালে বরুণদেব যাঁহাকে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, সেই বসিষ্ঠনামা মুনি আপব নামে বিখ্যাত হন; পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর পার্শ্বে তাঁহার পবিত্র আশ্রম ছিল, ঐ আশ্রমপদ মৃগ-পক্ষিগণে আকুলিত ও সর্ব্বদা সকল ঋতুর পুষ্পে সমাবৃত থাকিত। হে ভারতসত্তম! পুণ্যবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বরুণতনয় সুস্বাদু ফল, মূল ও জলযুক্ত সেই আশ্রমারণ্যে তপস্যা করিয়া থাকেন। হে ভরতর্ষভ! একদা সর্ব্বকামদুঘা সুরভী নাম্নী দেব-দক্ষ-দুহিতা জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ কশ্যপ হইতে এক নন্দিনী প্রসব করিলেন; ধর্ম্মাত্মা বরুণতনয় ঐ নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া হোমধেনু করিলেন। সুরভীনন্দিনী গো সেই মুনিগণ-নিষেবিত পবিত্র ও রম্য তপোবনে বাস করিয়া নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর কদাচিৎ পৃথু আদিদেব বসুগণ দেবর্ষিনিষেবিত সেই অরণ্যে সমাগত হইয়া স্ব স্ব পত্নীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং রমণীয় পর্ব্বত ও নিকুঞ্জমধ্যে ইতস্তত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ইন্দ্রবিক্রম! তাঁহাদের মধ্যে এক বসুর সুমধ্যমা এক ভার্য্যা সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সুরভী-নন্দিনী নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন। হে রাজেন্দ্র! শীলসম্পত্তিতে সমন্বিতা বসুপত্নী নন্দিনীকে গোবৃষভ-সদৃশ-নয়না, সর্ব্বকামদুঘা-শ্রেষ্ঠা, প্রশস্ত আপীনযুক্তা, সুদোহ্রী, সুপুচ্ছখুরবিশিষ্টা, শুভলক্ষণা, সুশীলা এবং সর্ব্বগুণযুক্তা নিরীক্ষণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া, স্বভর্ত্তা দ্যু-নামক বসুকে দেখাইলেন। হে গজেন্দ্রবিক্রম, পৌরব-নন্দন! দ্যু নামক বসু তখন সেই সুরভীতনয়াকে দেখিয়া প্রণয়িনী দেবীর নিকট তাহার রূপ ও গুণ বর্ণনা করত কহিলেন, হে বরারোহে! যে ঋষির এই উত্তম তপোবন, এই অসিতেক্ষণা দেবী সুরভী-নন্দিনী সেই বরুণতনয়ের হোমধেনু। হে সুমধ্যমে! এই নন্দিনীর সুস্বাদু দুগ্ধ যে মনুষ্য পান করিবে, সে স্থিরযৌবন হইয়া দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে।

হে নৃপোত্তম! সুমধ্যমা সুন্দরী দেবী বসুপত্নী ইহা শ্রবণ করিয়া দীপ্ততেজা ভর্ত্তাকে কহিলেন যে, মর্ত্ত্যলোকে রূপযৌবন-সম্পন্না ভূদেব-তনয়া জিতবতী নামে আমার সখী আছেন; তিনি ধীমান্ সত্যসন্ধ রাজর্ষি উশীনরের কন্যা; মানবলোকে তাঁহার রূপসম্পদ্ বিখ্যাত আছে; হে মহাভাগ! তাঁহার নিমিত্ত সবৎসা এই ধেনুকে লইতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। হে পুণ্যবর্দ্ধন, অমরশ্রেষ্ঠ! শীঘ্র ঐ ধেনু আহরণ কর, হে মানদ! আমার সেই সখী কেবল এই ধেনুর দুগ্ধপান করিয়া মর্ত্ত্যলোকে জরা-রহিতা ও রোগ-বিহীনা হইবেন। হে অনিন্দিত, মহাভাগ! আমার এই প্রিয়কর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কিছুই নাই। দ্যু-নামক বসু এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রণয়িনী দেবীর প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পৃথু-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত সেই কামধেনু হরণ করিলেন। হে নৃপ! তিনি তখন কমলপত্রাক্ষী ভার্য্যাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হওয়াতে সেই ঋষির তীব্রতপস্যা পর্য্যালোচনা করিতে পারিলেন না; এই গো হরণে তাঁহার যে পতন হইবে; তাহা একবার মনেও তর্ক করিলেন না।

অনন্তর বরুণতনয় ঋষি, ফল আহরণ করিয়া আশ্রমপদে উপনীত হইলেন; পরন্তু তাঁহার শোভন-কাননে সেই সবৎসা ধেনু দেখিতে পাইলেন না, তখন উদারধী তপোধন সেই বনমধ্যে ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না। পরে দিব্যচক্ষুদ্বারা জানিতে পারিলেন যে, বসুগণ ধেনু হরণ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রোষপরবশ হইয়া বসুগণকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, যেহেতু বসুগণ আমার সুলক্ষণ-পুচ্ছবতী দোগ্ধ্রী কামধেনুকে হরণ করিয়াছে, এই কারণে তাহারা সকলেই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে ভরতকুল-প্রদীপ! মুনিসত্তম ভগবান্ আপব ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া বসুগণকে ঐরূপ শাপপ্রদান করিলেন; সেই মহাভাগ মহর্ষি শাপপ্রদান করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। হে রাজন্! ক্রোধ-সমন্বিত মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি তপোধন হইতে দেব অষ্টবসু এই-রূপ শাপ-প্রাপ্ত হইয়া অভিশাপের বৃত্তান্ত অবগতিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই মহাত্মার আশ্রমে আগমন করিয়া, তাঁহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে পার্থিবসত্তম! পুরুষ-ব্যাঘ্র বসুগণ সেই সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ঋষিসত্তম আপবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ঋষি কহিলেন, যে, আমি পৃথু প্রভৃতি তোমাদের সকলকে যে শাপ প্রদান করিয়াছি, সংবৎসরের মধ্যে তোমরা সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, পরন্তু তোমরা যাহার

নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হইয়াছ, সেই দ্যু নামক বসুই কেবল স্বকর্ম্ম দোষে মনুষ্যলোকে দীর্ঘকাল বাস করিবে, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছি তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। এই মহামনা দ্যু নামক বসু মর্ত্ত্যলোকে সন্তান উৎপাদন করিবেন না, স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিবেন এবং ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া পিতার প্রিয়ানুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকিবেন। মহর্ষি, সমস্ত বসুগণকে এই বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বসুগণও সকলে একত্র হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন যে; হে গঙ্গে! আমরা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তুমি স্বয়ং জলে নিক্ষেপ করিবে। হে রাজসত্তম! শাপগ্রস্ত বসুগণকে মর্ত্ত্যলোক হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি ঐরূপ করিয়াছি। হে নৃপোত্তম, ভারত! সেই ঋষির শাপহেতু এই দ্যু নামক বসুই একাকী দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবী গঙ্গা ইহা বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন এবং সেই কুমারকে লইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। ঐ দ্যু নামক বসু শান্তনুর সন্তান হইয়া দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে বিখ্যাত হইলেন এবং শান্তনু অপেক্ষাও অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন; এ দিকে শান্তনু শোকার্ত্ত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এইক্ষণে সেই মহাত্মা ভারত শান্তনুরাজার অপরিমেয় গুণ ও মহাভাগ্যের বিষয় বর্ণন করিব, যাঁহার দেদীপ্যমান ইতিহাস মহাভারত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ শান্তনু সত্যবাদী বলিয়া সর্ব্বলোকে বিখ্যাত এবং দেব ও রাজর্ষিগণকর্ত্তৃক সৎকৃত ছিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব শান্তনুতে দম, দান, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈর্য্য ও উৎকৃষ্ট প্রভাব এই সমস্ত গুণ সতত বিদ্যমান ছিল। ঈদৃশ সদ্‌গুণসম্পন্ন ধর্ম্মার্থ কুশল-সেই রাজা ভরতবংশের ও সর্ব্বজনের রক্ষিতা ছিলেন; তিনি কম্বুর ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, বৃহৎ স্কন্ধযুক্ত, মত্তনাগ-সদৃশ বিক্রমশালী এবং সম্পূর্ণার্থ ও সমস্ত রাজলক্ষণে ভূষিত ছিলেন। মানবগণ সেই কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির চরিত্র দেখিয়া কাম ও অর্থ হইতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, ইহা স্থির করিয়াছিল; পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব শান্তনুতে এই সমস্ত গুণ ছিল। কোন পার্থিব ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারেন নাই। রাজগণ সেই রাজাকে ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান ও ধার্ম্মিকবর দেখিয়া রাজগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা শোক, ভয় ও বাধাশূন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন ও সুখে জাগরণ করিতেন; সুতরাং ভারতবর্ষাধিপতি শান্তনুকে তাঁহারা পতি বোধ করিয়াছিলেন। ত্রিদশনাথ-সদৃশ তেজস্বী কীর্ত্তিমান্ সেই সম্রাটের শাসনানুসারে ভূপতিগণ যাগশীল, দানশীল ও সৎক্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন। তখন শান্তনু প্রভৃতি ভূপতিগণ কর্ত্তৃক প্রজাগণ রক্ষিত ও সুনিয়ম সংস্থাপিত হওয়াতে সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ-সেবায়, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়-পরিচর্য্যায় এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অনুরক্ত থাকিয়া, বৈশ্য-শুশ্রূষায় তৎপর হইল। শান্তনু ভূপাল কুরুবংশীয়দিগের কুলক্রমাগত রমণীয় রাজধানী হাস্তিনপুরে বাস করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও সরলস্বভাব অবনীপতি শান্তনু দান, ধর্ম্ম ও তপস্যাবলে দেবরাজ-সদৃশ পরম শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাগদ্বেষশূন্য, সোমতুল্য প্রিয়দর্শন, তেজে সূর্য্যতুল্য, বেগে সমীরণসদৃশ, ক্রোধে যমতুল্য এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। হে রাজন্! তাঁহার রাজত্বকালে পশু, বরাহ, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিবধ হইত না। তিনি রাজ্যকে অহিংসারূপ ব্রাহ্মধর্ম্মে অলঙ্কৃত করিয়া স্বয়ং কামরাগবর্জ্জিত, বিনয়ী ও যত্নশীল হইয়া অপক্ষপাতে সর্ব্ব প্রাণীকে শাসন করিতেন। তখন দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের নিমিত্ত ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল; কেহ অধর্ম্ম করিয়া কোন প্রাণিবধ করিত না। সেই রাজা দীন, দুঃখী, অনাথ এবং তির্য্যগ্‌যোনিগত সকল প্রাণীরই পিতাস্বরূপ ছিলেন; এবং তাঁহার সাম্রাজ্যকালে বাক্য সত্যকে আশ্রয় করিল এবং মন দান ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিল। তিনি ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর স্ত্রীসম্ভোগাদি বিষয় ভোগ করিয়া পরিশেষে বনগমন করেন; গঙ্গা-গর্ভসম্ভূত বসু তাঁহার পুত্র দেবব্রত সৌন্দর্য্য, আচার, চরিত্র ও বিদ্যা, সকল বিষয়েই তাঁহার সদৃশ হইয়াছিলেন।

মহাবলবীর্য্য, মহাসত্ত্ব, মহারথ এবং গদা প্রভৃতি সর্ব্বাস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ নৃপতি শান্তনু একদা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে সমীপবর্ত্তিনী নদী ভাগীরথী গঙ্গাকে অল্পতোয়া দেখিতে পাইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনু তাহা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সরিদ্বরা গঙ্গাতে কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় স্রোত দেখিতে পাই না! অনন্তর তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, বৃহৎকায়, চারুদর্শন-রূপ-সম্পন্ন ও দেবরাজ পুরন্দর সদৃশ এক কুমার তীক্ষ্ণ শরজালদ্বারা সমস্ত গঙ্গাস্রোত অবরুদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে। রাজা স্বসমীপেই গঙ্গা নদীকে শরদ্বারা সমাচ্ছাদিতা দেখিয়া বালকের অলৌকিক অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ধীমান্ শান্তনু পূর্ব্বে জাতমাত্র পুত্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে তাহাকে আত্মজ বলিয়া চিনিবার উপযোগী কোন লক্ষণ তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল না; কুমার পিতাকে দর্শন করিবামাত্র মায়াদ্বারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রাজা শান্তনু সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া, শঙ্কান্বিত হইয়া গঙ্গাকে কহিলেন যে, অন্তর্হিত ঐ কুমারকে আমাকে দেখাও। গঙ্গা উত্তমরূপ ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে সেই অলঙ্কৃত কুমারকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নির্ম্মলবসনে সমাবৃতা ও নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা গঙ্গা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্টা হইলেও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন গঙ্গা কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র-নৃপতে! পূর্ব্বে তুমি আমার গর্ভে যে অষ্টমপুত্র লাভ করিয়াছিলে, এটি সেই পুত্র; ইনি সমুদায় অস্ত্রবিদ্যায় সাতিশয় বিশারদ হইয়াছেন। হে বিভো, মহারাজ! এই পুত্রকে আমি সংবর্দ্ধিত করিয়াছি, ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও। এই কুমার যুদ্ধে দেবরাজসদৃশ মহাধনুর্দ্ধারী, অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ এবং বীর্য্যবান্; তোমার এই পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি হইতে ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্য-

য়ন করিয়াছেন। হে ভারত! ইনি সুর ও অসুর উভয়েরই প্রিয়; অসুরদিগের গুরু উশনা যে যে শাস্ত্র অবগত আছেন; এই পুত্র তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অঙ্গিরার পুত্র ও সুরাসুরগণের নমস্কৃত বৃহস্পতি যে যে শাস্ত্র জ্ঞাত আছেন, এই পুত্র সে সমুদায়ও শিক্ষা করিয়াছেন। প্রতাপবান্ দুর্দ্ধর্ষ ঋষি জামদগ্ন্য রাম যে সকল অস্ত্রবিদ্যা জ্ঞাত আছেন, এই মহাবাহু মহাত্মা পুত্রেতে সাঙ্গোপাঙ্গ সেই সমস্ত বিদ্যা অধিষ্ঠিত আছে। হে রাজন্, হে বীর! ধর্ম্মার্থকোবিদ্ মহাধনুর্দ্ধারী এই তোমার স্বীয় বীর পুত্রকে আমি এক্ষণে প্রদান করিতেছি, ইহাঁকে গৃহে লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শান্তনু গঙ্গাকর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া দিবাকরের সদৃশ দেদীপ্যমান পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বপুরে আগমন করিলেন এবং তিনি পুরন্দর-পুরসদৃশ পুরীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অতিশয় সমৃদ্ধ ও সিদ্ধকাম বোধ করিলেন। অনন্তর পৌরববংশের রাজ্য পরিরক্ষার নিমিত্ত অভয়প্রদ ও গুণসম্পন্ন মহাত্মা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে ভরতর্ষভ! মহাযশস্বী শান্তনু-তনয়, সুচরিতদ্বারা পিতা, পৌরবগণ ও প্রজাগণ সকলকেই অনুরক্ত করিয়াছিলেন। অমিত-বিক্রম মহীপতি শান্তনু, স্বীয় পুত্রের সহিত আমোদ-প্রমোদে চারি বৎসর কাল অতিবাহন করিলেন।

একদা সেই মহীপাল শান্তনু যমুনাতীরবর্ত্তিবনে গমন করিয়া একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য উত্তম গন্ধের আঘ্রাণ পাইলেন। সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে, ইহা অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া পরিশেষে দেবরূপিণী এক দাশ-কন্যাকে দেখিতে পাইলেন; অসিতলোচনা ঐ কন্যাকে দেখিবা মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভীরু! তুমি কে? কাহার কন্যা? এই বনে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? কন্যা কহিল, তোমার শুভ হউক, আমি দাশকন্যা, মহাত্মা দাশরাজ আমার পিতা। আমি তাঁহার নিয়োগানুসারে ধর্ম্মার্থ নৌকাবাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু সেই দাশকন্যাকে রূপমাধুর্য্যে শোভমানা, সুরভিগন্ধবতী ও দেবরূপিণী দেখিয়া মনে মনে কামনা করিলেন, পরে তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হন কি না, ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। দাশরাজ তাঁহাকে কহিল, হে নরেশ্বর! এই বরবর্ণিনী যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখনই নিশ্চয় হইয়াছে যে, এই কন্যা কোন বরে সম্প্রদান করিতে হইবে, পরন্তু আমার এক কামনা আছে, তাঁহা শ্রবণ করুন; হে অনঘ! আপনি সত্যবাদী, অতএব যদি এই কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার নিকট সত্য করিয়া এক অঙ্গীকার করিতে হইবে। হে নৃপ! সেই অঙ্গীকার করিলেই আমি কন্যা দান করিব। আমার পক্ষে আপনার সদৃশ সৎপাত্র বর আর কখন হইবে না। শান্তনু কহিলেন, হে দাশ! তুমি কি বর চাও বল, আমি শুনিয়া তাহার ব্যবস্থা করিব, যদ্যপি দিবার যোগ্য হয় প্রদান করিব, অদেয় হইলে পারিব না। দাশরাজ কহিল, হে পৃথিবীপতে! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র আপনার পরে রাজা হইবে, তাহাকেই অভিষিক্ত করিতে হইবে, অন্য পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিবেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা শান্তনু তীব্রতর মনোজ-বেদনায় দহ্যমান হইলেও দাশকে সেই বর দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি সেই দাশকন্যাকে চিন্তা করিতে করিতে কামোপহত-চেতন হইয়া হাস্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর একদা শান্তনু শোকবিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় পুত্র দেবব্রত আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনার সর্ব্ববিষয়ে কুশল দেখিতেছি, সমস্ত রাজগণ আপনার আজ্ঞা-বর্ত্তী আছেন, তথাপি আপনি কি নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া অতিশয় শোক প্রকাশ করিতেছেন? আমার বোধ হয় যেন আমার বিষয়ই চিন্তা কবিতেছেন। হে রাজন্! আমাকে কোন কথা বলিতেছেন না, কিন্তু আমি দেখিতেছি, আপনি পাণ্ডুবর্ণ বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছেন, আর অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন না, অতএব আপনার কি পীড়া হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা করি; আমি তাহার প্রতীকার করিব। পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, হে বৎস! আমি চিন্তাকুল হইয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই; তাহার কারণ শ্রবণ কর। হে পুত্র, ভরতকুল-প্রদীপ! আমাদের এই মহদ্বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান জন্মিয়াছ, পরন্তু তুমি সর্ব্বদা অস্ত্রচালনায় নিরত ও পৌরুষাকাঙ্ক্ষী, অতএব মনুষ্যের অনিত্যতা বিবেচনা করিয়া আমি শোকা-বিষ্ট হইয়াছি। হে গাঙ্গেয়! যদি কোনরূপে তোমার বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে আমাদের বংশ থাকিবে না, পরন্তু তুমি এক পুত্রই আমার শত পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য আমি পুনর্ব্বার বৃথা দারপরিগ্রহ করিতেও ইচ্ছা করি না, কেবল বংশরক্ষার নিমিত্ত এইমাত্র কামনা করি যে, তুমি কুশলী হইয়া থাক; ধর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহার একমাত্র পুত্র সে অনপত্য। অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও শিষ্য প্রশিষ্যদ্বারা বিদ্যার প্রচার, এ সমস্ত অক্ষয়-ফলজনক হইলেও পুত্রের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হয় না এবং পুত্র যেমন মনুষ্যের পক্ষে এইরূপ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ সেইরূপ পশু পক্ষী প্রভৃতি অন্য জীবের পক্ষেও প্রসিদ্ধ আছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সন্তান হইতে যে স্বর্গ হয়, তাহাতে আমার সংশয় নাই। পুরাণ-সকলের মূলীভূত ও দেবতাদিগের প্রমাণী-ভূত যে বেদ, তাহাতে সর্ব্বদা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভারত! তুমি শূর, অমর্ষান্বিত ও শস্ত্রসঞ্চালনে নিয়ত নিযুক্ত থাক, তাহাতে যুদ্ধস্থলেই তোমার নিধন-সম্ভাবনা দেখিতেছি, তাহা হইলে এই বংশের গতি কি হইবে? এ জন্যই আমি সংশয়াপন্ন হইয়াছি। তাত! তোমাকে দুঃখের সমস্ত কারণ কহিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি দেবব্রত রাজার নিকট সেই সমস্ত কারণ অবগত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ পরমহিতৈষী বৃদ্ধ অমাত্যের নিকট গমন করিয়া পিতার সেই শোক-কারণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভরতর্ষভ! কুরুরাজ-তনয় যথাবৎ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই গন্ধবতী কন্যার নিমিত্ত দাশরাজ-কর্ত্তৃক যে বর প্রার্থিত হইয়াছিল, অমাত্য তাহা কহিলেন। অনন্তর দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত একত্র হইয়া স্বয়ং দাশরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। দাশরাজ বিধিবৎ পূজা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। হে ভারত!

দেবব্রত সেই দাশরাজের সভায় উপবিষ্ট হইলে দাশরাজ তাঁহাকে কহিল ; হে ভরতর্ষভ! আপনি শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ও শান্তনুর একমাত্র পুত্র ; আপনিই সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তা, কিন্তু আপনাকে এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কন্যার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইলেও ঈদৃশ শ্লাঘ্য ও প্রার্থনীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে তাহাকে অবশ্যই তাপিত হইতে হয়। যে পুরুষ-প্রধান তোমাদের সদৃশ গুণবান্, তাঁহারই শুক্র হইতে এই সত্যবতী নাম্নী বরবর্ণিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তিনি অনেকবার আমার নিকট আপনার পিতার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভূপাল সত্যবতীকে বিবাহ করিবার যোগ্যপাত্র ; অপিচ ঋষিসত্তম দেবর্ষি অসিত পূর্ব্বে এই সত্যবতীর নিমিত্ত ভূয়োভূয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। হে নৃপোত্তম! আমি কন্যার পিতা, এ নিমিত্ত এই এক কথা বলিতেছি যে, ইহাতে কেবল এক বলবান্ সাপত্ন্য-দোষ আছে। হে শত্রু-পীড়ন! আপনি যাহার সপত্ন, সে যদ্যপি গন্ধর্ব্ব বা অসুর হয়, তথাপি আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে কখনই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। হে পার্থিব! এবিষয়ে এইমাত্র দোষ আছে, অন্য কোন দোষ নাই ; হে পরন্তপ! আপনার ভাল হউক, দানাদান বিষয়ে এইরূপ জানিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! গঙ্গাপুত্র দেবব্রত দাশরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার উপকারার্থ সকল বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়েরসমক্ষে কহিলেন ; হে সত্যবাদিন্! সত্যই আমার ব্রত জানিবে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এরূপ বলিতে উৎসাহী হয় এমত ব্যক্তি জন্মে নাইও পরে যে জন্মিবে তাহাও বোধ হয় না। তুমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিব। তোমার এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তানই আমাদিগের রাজ্যাধিকারী হইবে। হে ভরতর্ষভ! তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া দাশরাজ রাজ্যার্থ দুষ্কর কর্ম্ম চিকীর্ষু হইয়া পুনর্ব্বার ইহা কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন, অমিতদ্যুতে! আপনি শান্তনু-পক্ষের কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন, পরন্তু এই কন্যাদানেও আপনি কর্ত্তা হউন। হে শান্তশীল! এস্থলে আর এক বক্তব্য আছে, সে বিষয়ও আপনি বিবেচনা করুন। হে অরিন্দম! যাহাদের কন্যার প্রতি স্নেহ আছে, তাহাদের ইহা অবশ্য-বক্তব্য ; অতএব আমি কন্যা-বাৎসল্য-প্রযুক্তই বলিতেছি, হে সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ! এই রাজগণের মধ্যে আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত যাহা প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনি যদ্রূপ মহানুভব, তদুপযুক্তই হইয়াছে ; হে মহাবাহো! তাহার অন্যথা হইবে না, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আপনার যে সন্তান হইবে, তন্নিমিত্ত আমার মহৎ সংশয় হইতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সত্যধর্ম্মপরায়ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয়, দাশরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পিতার প্রীতির নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলেন যে, হে নৃপোত্তম, দাশরাজ! আমি পিতার নিমিত্ত এই রাজগণের সমক্ষে ইহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজগণ! আমি পূর্ব্বেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে মৎপুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে যে সংশয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্নিমিত্তও প্রতিজ্ঞা করিতেছি। হে দাশ! আমি অদ্য প্রভৃতি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা দাশরাজ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে পুলকিত হইয়া কন্যাদানে সম্মত হইলেন। অনন্তর আকাশ হইতে অপ্সরোগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ গাঙ্গেয় দেব-ব্রতের ঐরূপ ভীষণ সঙ্কল্পদ্বারা 'ইনি ভীষ্ম' এইবাক্য বলিয়া তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ভীষ্ম, পিতার নিমিত্ত সেই যশস্বিনী যোজনগন্ধা কন্যাকে কহিলেন, হে মাতঃ! রথে আরোহণ করুন, স্বগৃহে গমন করিতে হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম এই বাক্য বলিয়া ভাবিনী গন্ধবতীকে রথারোপণপূর্ব্বক হাস্তিনপুরে আগমন করিয়া শান্তনুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণও আগমন-পূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া এবং প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপে তাঁহার সেই দুষ্কর কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, ইনি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করাতে ইহাঁর নাম ভীষ্ম হইয়াছে। মহারাজ শান্তনু ভীষ্মের কৃত ঐ দুঃসাধ্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া, সেই মহাত্মাকে ইচ্ছামৃত্যুরূপ বরপ্রদান করিলেন।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! অনন্তর বিবাহ সম্পন্ন হইলে রাজা শান্তনু রূপবতী সত্যবতীকে স্বগৃহে স্থাপন করিলেন। তাঁহার ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ নামে ধীমান্ বীর্য্যবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ এক বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী প্রভু শান্তনু ঐ সত্যবতীতে বিচিত্রবীর্য্য নামে মহাধনুর্দ্ধারী আর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই ধীমান্ শান্তনু কাল-কবলে পতিত হইলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতে থাকিয়া অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। চিত্রাঙ্গদ শৌর্য্যদ্বারা সমস্ত রাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি কোন মানবকেই আত্মসদৃশ বোধ করিতেন না ; তিনি সুর, অসুর ও মনুষ্যগণকে পরাজয় করিতে পারেন, ইহা দেখিয়া চিত্রাঙ্গদনামা এক বলবান্ গন্ধর্ব্বরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় চিত্রাঙ্গদের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ-চিত্রাঙ্গদের কুরুক্ষেত্রে অত্যন্ত যুদ্ধ হইল ; গন্ধর্ব্বরাজ ও কুরুরাজ উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সুতরাং তিন বৎসরকাল সরস্বতী নদীতীরে উভয়ের সংগ্রাম হইল। হে কুরুসত্তম! তাঁহাদের শস্ত্রবর্ষণে সমাকুল ও বিমর্দ্দনশীল তুমুল সংগ্রাম হইয়া অবশেষে সাতিশয় মায়াবী গন্ধর্ব্বরাজ, বীর কুরুনন্দনকে রণশায়ী করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ, নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে হননপূর্ব্বক এককালে বিনাশ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ভূরিতেজ পুরুষ-শার্দ্দুল চিত্রাঙ্গদ হত হইলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার সমস্ত অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সমাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সেই মহাবাহু সত্যব্রত ভীষ্ম অপ্রাপ্তযৌবন বালক বিচিত্রবীর্য্যকে কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ! বিচিত্রবীর্য্যও ভীষ্মের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া পৈতৃক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল ভীষ্মকে যেমত পূজা করিতেন, ভীষ্মও সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরব! ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ হত হইলে বালকভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে উপলক্ষ করিয়া, ভীষ্ম সত্যবতীর মতস্থ হইয়া, রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধীমান্ ভীষ্ম ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে সংপ্রাপ্তযৌবন দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কাশিরাজের অপ্সরোপমা তিন কন্যার একত্র স্বয়ম্বর হইবে। মহারথী শত্রুজিৎ প্রভু ভীষ্ম, মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রধান রথে আরোহণ করিয়া বারাণসী পুরীতে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সর্ব্বত্র হইতে রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে স্বয়ম্বরাভিলাষিণী সেই তিন কন্যাও বিদ্যমানা আছে। হে রাজন্! যখন সমস্ত রাজগণের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন প্রভু ভীষ্ম স্বয়ং সেই তিন কন্যা হরণ করিলেন এবং সেই কন্যাগণকে স্বীয় রথে আরোপণপূর্ব্বক অস্ত্রধারী হইয়া জলদের ন্যায় গম্ভীর শব্দে মহীপালগণকে কহিতে লাগিলেন,—গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া, যথাশক্তি কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া, ধনদানপূর্ব্বক সম্প্রদান করা বুধগণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে এবং অন্য ব্যক্তিরা গো যুগল গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পণিত ধন গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা প্রদান করেন, কেহ বা বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি কন্যার সম্মতিক্রমে পরিণয় করেন, কেহ বা প্রমত্তা কন্যাকে লাভ করিয়া থাকেন, অপর কেহ সম্প্রদাতার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কন্যা লাভ করেন এবং কেহ কেহ যজ্ঞ বিধানক্রমে দক্ষিণাস্বরূপ কন্যা লাভ করিয়া থাকেন, অষ্টসংখ্যায় পরিগণিত এই শেষোক্ত বিবাহ কবিগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত; কিন্তু রাজগণ স্বয়ম্বরকেই প্রশংসা করেন ও তাহাতেই উপগত হইয়া থাকেন। পরন্তু ধর্ম্মবাদীরা বলেন যে, স্বয়ম্বরস্থলে বিপক্ষপক্ষ প্রমথিত করিয়া বলপূর্ব্বক যে কন্যা গৃহীতা হয়, সেই পত্নীই শ্রেষ্ঠা। এই কারণে আমি বলপূর্ব্বক এই স্থান হইতে কন্যা হরণ করিতেছি, হে রাজগণ! তোমাদের যাহার যত শক্তি থাকে, তদনুসারে বিজয়ের নিমিত্ত যত্নবান্ হও অথবা পরাস্ত হইয়া যাও। হে মহীপতিগণ! আমি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকিলাম। বীর্য্যবান্ কৌরবনন্দন কাশিরাজকে ও মহীপালগণকে এইরূপ বলিয়া কন্যাগণকে স্বীয় রথে লইয়া, রাজগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্ব্বক সত্বর প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সমস্ত ভূপাল ক্রোধান্বিত হইয়া স্ব স্ব বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক দশন দ্বারা অধর দংশন করত সমুত্থিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্রোধ বশত এমত ত্বরান্বিত হইলেন যে, তাঁহাদিগের পরিহিত আভরণ ও বর্ম্মসকল গাত্র হইতে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের পতিত সেই বর্ম্ম ও আভরণ সকল নক্ষত্রপাতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সেই সকল বীর রাজগণ ইতস্তত স্খলিত-কবচ-ভূষণ হইয়া ক্রোধ ও অমর্ষভরে ভ্রুকুটীযুক্ত ও কষায়ীকৃত-লোচনে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সারথি-কর্ত্তৃক উত্তম অশ্বগণে যোজিত প্রস্তুত মনোহর রথসকলে আরোহণপুরঃসর অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া সেই গমনশীল কৌরব ভীষ্মের অনুসরণক্রমে গমন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর একমাত্র ভীষ্মের সেই সমস্ত রাজগণের সহিত লোমহর্ষজনক তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাজগণ ভীষ্মের প্রতি এককালে দশ সহস্র বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন, ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সেই সমস্ত বাণ উপস্থিত না হইতে হইতে মধ্যপথেই লোমবাহী অবিচ্ছিন্ন মহৎ শরবর্ষণদ্বারা ছেদন করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া মেঘগণ যেমত পর্ব্বতের উপর অনবরত জলধারা বর্ষন করে, তাহার ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্ম শরজালদ্বারা সেই সমস্ত বাণবর্ষণ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিয়া তিন তিন বাণদ্বারা প্রত্যেক মহীপালকে বিদ্ধ করিলেন। রাজগণও প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ শরদ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! ভীষ্ম পুনর্ব্বার পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক দুই দুই বাণদ্বারা প্রত্যেক ভূপালকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধ এতাদৃশ ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, যেসমস্ত বীরগণ দেবাসুরযুদ্ধ-সদৃশ ও শরশক্তিসমাকুল সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও তাহা অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল। ভীষ্ম সমরস্থলে শত সহস্র শরাসন, ধ্বজাগ্র, কবচ ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন রথচারী রাজগণ শত্রুপক্ষ হইয়াও তাঁহার অলৌকিক অদ্ভুত কর্ম্ম ও লঘুহস্ততা এবং আত্মরক্ষা দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রশংসা-পূর্ব্বক সম্মান করিলেন। অনন্তর শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম সংগ্রামে রাজসমূহকে পরাজিত করিয়া কন্যাগণের সহিত স্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হে রাজন্! যে প্রকার বলবত্তম যূথপতি কোন হস্তিনী-প্রাপ্ত অপর হস্তীর জঘনদ্বয় ভেদ করত হস্তিনীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ অমেয়াত্মা মহারথ শাল্বরাজ স্ত্রীকাম হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ভীষ্মের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং সেই মহাবাহু অমর্ষাবিষ্ট হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" ইহা কহিতে লাগিলেন। পরবলবিমর্দ্দন পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম তদ্বাক্যে আকুলিত হইয়া ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ সেই মহারথী ললাট আকুঞ্চনপূর্ব্বক শর ও শরাসন বিস্তার করিয়া শাল্বরাজের নিমিত্ত নির্ভয় ও স্থিরচিত্তে রথ নিবৃত্ত করিলেন। সমস্ত রাজগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া ভীষ্ম ও শাল্ব উভয়ের সমাগম দর্শনে দণ্ডায়মান হইলেন। ঋতুমতী গোর নিমিত্ত বলবান্ বৃষদ্বয় যেমন পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তাহার ন্যায় বলবিক্রমশালী ভূপতিদ্বয় পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শাল্বরাজ শত সহস্র আশুগ শরদ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাজগণ প্রথমেই শাল্বরাজকর্ত্তৃক ভীষ্মকে বিমর্দ্দিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্বের প্রতি পুনঃপুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং শাল্বরাজের লঘুহস্ততা ও রণপাণ্ডিত্য অবলোকন করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনেক প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পরপুরজয়ী শান্তনুতনয় ক্ষত্রিয়গণের ঐ প্রশংসা বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য কহিলেন এবং ক্রোধপূর্ব্বক সারথির প্রতি আদেশ করিলেন যে, যেখানে ঐ শাল্বরাজ আছে, ঐস্থানে রথ লইয়া চল; যেমন গরুড় সর্পকে সংহার করে, সেইরূপ আমি অদ্য উহার জীবন বিনাশ করিব। তদনন্তর কুরুনন্দন ভীষ্ম বারুণাস্ত্র যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা শাল্বরাজের অশ্বচতুষ্টয় মর্দ্দন করিলেন এবং অস্ত্রদ্বারা শাল্বরাজের সমস্ত অস্ত্র নিরাকৃত করিয়া তাঁহার

সারথিকে যমসদনের অতিথি করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, কন্যার নিমিত্ত ঐন্দ্র অস্ত্রদ্বারা তাঁহার উত্তম অশ্ব সকলকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে তিনি নৃপসত্তম শাল্বকে পরাজয় করিয়া তাঁহার জীবন থাকিতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে শাল্বনৃপতি স্বনগরে গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে স্বরাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরপুরঞ্জয় যে সকল রাজা স্বয়ম্বর দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাযোদ্ধা কুরুনন্দন ভীষ্ম এইরূপে কন্যা-ত্রয়ে জয় করিয়া হাস্তিনপুরে যে স্থানে কৌরবরাজ বিচিত্রবীর্য্য আছেন, সেই স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার পিতা কুরুবংশীয় নৃপতিশ্রেষ্ঠ শান্তনু যেমত বসুধা শাসন করিতেন, ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্যও সেইরূপ শাসন করিতেছিলেন। হে নরাধিপ! ভীষ্ম অল্পকাল-মধ্যেই বন, সরিৎ, শৈল ও বিবিধ বৃক্ষযুক্ত উপবন অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রু-কুল সংহার করিয়া রণস্থল হইতে অক্ষতশরীরে কাশিরাজের কন্যাগণকে আনয়ন করিলেন।

সেই ধর্ম্মশীল মহাবাহু ভীষ্ম ভ্রাতার প্রিয়-চিকীর্ষার নিমিত্ত বিক্রমলব্ধ সর্ব্বগুণসম্পন্ন কুমারীগণকে স্নুষা ও অনুজা ভগিনী এবং কন্যার ন্যায় গ্রহণ করিয়া কৌরবগণের নিকট আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে প্রদান করিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ উক্ত প্রকার ধর্ম্মানুসারে অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম, সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া কাশি-রাজের কন্যাগণের সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবেন ইহা স্থির হইয়াছে, এমত সময় সেই কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে সৌভরাজ্যের অধিপতি শাল্বরাজকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম। তিনিও মনে মনে আমাকে ভার্য্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার পিতারও অভিলাষ ছিল, সেই স্বয়ম্বর-স্থলে আমি শাল্ব-কেই বরণ করিতাম; আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, ইহা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করুন। ঐ কন্যা বিপ্রগণের সভায় এই কথা কহিলে ধর্ম্মজ্ঞ বীর ভীষ্ম উপস্থিত কর্ম্মে কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়া কাশীপতির অম্বা-নাম্নী ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তাঁহার অভীষ্টসাধনে অনুমতি করিলেন। অনন্তর বিধিবোধিত কর্ম্মানুসারে অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কাশিরাজের কনিষ্ঠা দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহসম্পাদন করিয়া দিলেন। রূপযৌবনসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া কামানুবর্ত্তী হইলেন। কুটিলনীলকেশী, শ্যামা, রক্তবর্ণ ও তুঙ্গ নখযুক্তা এবং সুলক্ষণা কল্যাণী অম্বিকা ও অম্বালিকা উভয়েই পীননিতম্বিনী ও পীনপয়োধরা ছিলেন। তাঁহারা বিচিত্রবীর্য্যকে আপনাদের অনুরূপ পতি লাভ করিয়া সন্তোষপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান্ ও দেবতুল্য পরাক্রমশালী বিচিত্রবীর্য্য নির্জ্জনে উভয় রমণীরই মনোমোহন হইয়াছিলেন। তিনি সেই রমণীদ্বয়ের সহিত একাদিক্রমে সপ্তবৎসর কাল বিহার করিয়া যৌবনকালেই ভয়ঙ্কর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। অনন্তর সুহৃদগণ, বিশ্বস্ত চিকিৎসকের সহিত আরোগ্যের নিমিত্ত যত্ন করিলেও কুরুকুল-প্রদীপ বিচিত্রবীর্য্য কালসদনে গমনপূর্ব্বক অস্তমিত-সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম চিন্তান্বিত ও শোকপরায়ণ হইয়া ঋত্বিক্ ও সমস্ত কৌরবগণের সহিত সত্যবতীর মতস্থ হইয়া রাজা বিচিত্রবীর্য্যের সমস্ত প্রেতকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিলেন।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর মহাভাগা ভাবিনী সত্যবতী পুত্রশোকে বিহ্বলা, দীনা ও ক্ষুদ্ধচিত্তা হইয়া পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া ভীষ্মকে এবং স্নুষাদ্বয়কে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মাতৃবংশ ও পিতৃবংশের অবস্থা চিন্তা করত ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ যশস্বী কুরুবংশীয় শান্তনু রাজার বংশ, কীর্ত্তি ও পিণ্ড একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং যে প্রকার শুভকর্ম্মে নিশ্চয়ই স্বর্গ আছে ও সত্যনিষ্ঠতায় নিশ্চয়ই আয়ুর্ব্বৃদ্ধি আছে, তদ্রূপ তোমাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ধর্ম্ম ও নানাবিধ শ্রুতি এবং সমস্ত বেদাঙ্গ সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে অবগত আছ। শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কুলাচার এবং বিপদ্‌কালে বিবেচনা-সামর্থ্যও আছে, এ সমস্ত আমি জানি; এই নিমিত্ত আমি তোমা হইতে অতিশয় আশ্বাসযুক্তা হইয়া তোমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিব; হে ধার্ম্মিকবর! তাহা শ্রবণ করিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রিয়ভ্রাতা মৎপুত্র বীর্য্যবান্ বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না হইতেই বাল্যাবস্থাতে স্বর্গারোহণ করিয়াছে। হে ভারত! তোমার ভ্রাতার মহিষী রূপ-যৌবন-সম্পন্না, শুভলক্ষণা, এই কাশিরাজ-দুহিতা পুত্রকামা হইয়াছে। হে মহাবাহো! আমাদের বংশপরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগানুসারে সেই দুই স্নুষাতে পুত্র উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা কর। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভারতরাজ্য শাসন কর এবং ধর্ম্মানু-সারে দারপরিগ্রহ কর, পিতামহগণকে নিমগ্ন করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মাতা ও সুহৃদ্গণ এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মাত্মা পরন্তপ ভীষ্ম ধর্ম্মসংযুক্ত এই উত্তর করিলেন যে, হে মাতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা ধর্ম্ম্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সন্তানের প্রতি আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা আপনি অবগত আছেন। হে সত্যবতি মাতঃ! আপনার নিমিত্ত যে সত্যপণ হইয়াছিল, তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন; অতএব সেই সত্যরক্ষার নিমিত্ত এক্ষণেও পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি ও দেবলোকে রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা হইতে পারে, তাহাও ত্যাগ করিতে পারি; তথাপি সত্যকে কোন প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও পৃথিবী গন্ধত্যাগ করিতে পারে; জল স্বীয় রস ত্যাগ করিতে পারে, জ্যোতি রূপ ত্যাগ করিতে পারে, বায়ু স্পর্শগুণ ত্যাগ করিতে পারে, সূর্য্য স্বীয় প্রভা ত্যাগ করিতে পারে, ধূমকেতু উষ্ণতা ত্যাগ করিতে পারে, আকাশ শব্দত্যাগ করিতে পারে, শীতাংশু শীতকিরণ ত্যাগ করিতে পারে, ইন্দ্র বিক্রম ত্যাগ করিতে পারেন এবং ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন,

তথাপি আমি সত্যকে কোনপ্রকারে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইব না। ভূরি-বল ভীষ্ম উৎসাহপূর্ব্বক এইরূপ কহিলে মাত্র সত্যবতী তাঁহাকে কহিলেন, হে সত্য পরাক্রম! সত্যেতে তোমার যে পরমনিষ্ঠা আছে, তাহা আমি অবগত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে স্বীয় তেজোদ্বারা অন্য ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পার, অপিচ তুমি আমার নিমিত্ত যাহা সত্য করিয়াছিলে, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি; পরন্তু হে পরন্তপ! তুমি এই আপদবস্থা বিবেচনা করিয়া পৈতৃক বংশের ভার বহন কর। যাহাতে কুল-তন্তু ছিন্ন না হইয়া ধর্ম্মরক্ষা হয় ও সুহৃদ্গণ আহ্লাদিত হন, তাহা কর। সন্তানকাঙ্ক্ষিণী সত্যবতী কাতরা হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম-বিরোধী বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন শুনিয়া ভীষ্ম পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রাজ্ঞি! আপনি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনষ্ট করিবেন না, ক্ষত্রিয়ের অসত্য ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রশংসিত নহে। হে রাজ্ঞি! যাহাতে ভূমণ্ডলে শান্তনুর বংশ অক্ষয় হইয়া থাকে, এমত সনাতন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আপনার সমীপে বলিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া লোকযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক যে সকল প্রাজ্ঞ আপদ্ সময়ে ধর্ম্মার্থ বিষয়ে কুশল, তাঁহাদিগের ও পুরোহিতের সহিত বিবেচনা করুন।

ত্র্যধিকশততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, পূর্ব্বকালে জমদগ্নিকুমার রাম পিতৃবধে অমর্ষান্বিত হইয়া পরশুদ্বারা হৈহয় দেশের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। যে হৈহয়াধিপতি প্রজাগণকে অতিদুষ্কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন, পরশুরাম তাঁহার সহস্র বাহু ছেদন করিয়া, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণে ভূমণ্ডলে জয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক মহাস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বারম্বার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিলেন। সেই মহাত্মা বিবিধ অস্ত্রদ্বারা এক বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ঐ মহর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপে ভূর্লোক নিঃক্ষত্রিয় হইলে সর্ব্বস্থানীয় ক্ষত্রিয়-পত্নীরা সকলে বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদে ইহা নিশ্চিত আছে যে, যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান হইবে, সেই সন্তান তাহারই হয়, অতএব ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াই ক্ষত্রিয়-পত্নীরা ব্রাহ্মণগণের সংসর্গে উপরতা হইয়াছিলেন; ইহাতেই ক্ষত্রিয়গণের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইয়াছে। এ বিষয়ে আর একটি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ করুন; পূর্ব্বকালে উতথ্য নামে ধীসম্পন্ন এক ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরম প্রিয়তমা মমতা নাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। একদা উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেবগণের পুরোহিত ও পরমতেজস্বী বৃহস্পতি ঐ মমতার নিকট উপগত হইলেন, ইহাতে মমতা সেই বাচস্পতি দেবরকে কহিলেন, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, অতএব তুমি বিরত হও। হে মহাভাগ বৃহস্পতে! আমার গর্ভস্থ এই উতথ্যতনয় কুক্ষিস্থিত হইয়াই যড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে এবং তুমিও অমোঘবীর্য্য, ইহাতে এই কুক্ষিতে দুই সন্তানের সম্ভব কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব অদ্য তুমি বিরত হও। মমতা এইরূপ কহিলে বৃহস্পতি অতি প্রদীপ্ত তেজস্বী হইয়াও তখন কামবশতাপন্ন আপনার চিত্তকে সংযত করিতে পারিলেন না, অকামা-কামিনীর প্রতিও অনুরাগী হইলেন। অনন্তর রেতঃপাত করণোদ্যত বৃহস্পতিকে গর্ভস্থ বালক কহিল' হে তাত! আপনি ক্ষান্ত হউন, এই গর্ভমধ্যে উভয়ের স্থিতি সম্ভব হইতে পারেনা। হে ভগবন্! এখানে অল্পস্থান, আমি পূর্ব্বে এস্থলে আসিয়াছি, আপনি অমোঘবীর্য্য, অতএব আমাকে পীড়া দিবেন না। বৃহস্পতি সেই গর্ভস্থ মুনির বাক্য শ্রবণ না করিয়াই মৈথুনের নিমিত্ত চারু লোচনা মমতার প্রতি গমন করিলেন। অনন্তর গর্ভস্থ সেই মুনি, বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক শুক্রত্যাগের সময় বুঝিতে পারিয়া শুক্র প্রবেশের পথ চরণদ্বয়দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তখন ঐ রেতঃ প্রতিহত হইয়া স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ ঋষি বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্যপুত্রকে ভৎসনা-পূর্ব্বক শাপপ্রদান করিলেন যে, যেহেতু এতাদৃশ মনোরম্য সময়ে তুমি আমাকে এরূপবাক্য কহিলে, এক্বারণে তুমি দীর্ঘ তমতে প্রবিষ্ট থাকিবে, অর্থাৎ অন্ধ হইবে। বৃহৎকীর্ত্তি-বৃহস্পতির এই শাপহেতু বৃহস্পতি-তুল্য তেজস্বী সেই ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হইলেন। বেদজ্ঞ প্রাজ্ঞ জন্মান্ধ দীর্ঘতমা বিদ্যাবলে প্রদ্বেষী নামে এক তরুণী ও রূপসম্পন্না ব্রাহ্মণীকে পত্নী লাভ করিলেন। তাহাতে সেই মহাযশা কুলবৃদ্ধির নিমিত্ত গৌতম প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ গৌতমাদি পুত্র সকলেই লোভ ও মোহে অভিভূত ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গ-পারগ মহাত্মা সেই দীর্ঘতমা সুরভি-সন্তান কামধেনু হইতে গোধর্ম্ম সমস্ত শিক্ষাপূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে প্রকাশ্যে মৈথুনাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রম-বাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে দেখিয়া মোহাভিভূত ও ক্রুদ্ধ হইলেন ও পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি মর্য্যাদা ও লজ্জা অতিক্রম করিয়াছে! সুতরাং এই পাপাত্মা আশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত নয়, আমরা ইহাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিই; এবং দীর্ঘতমার পত্নী ও পুত্রলাভহেতু ঐ অন্ধপতির প্রতি পরিতুষ্টা ছিলেন না। একদা দীর্ঘতমা ভার্য্যাকে অসন্তুষ্টা দেখিয়া কহিলেন যে, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণ-পোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলা যায় এবং পালন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতি কহিয়া থাকে। হে মহাতপ! আমি চিরকাল তোমার জন্মান্ধতা-প্রযুক্ত তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া শ্রমাতুরা হইয়াছি, এক্ষণে আর ভরণ করিতে পারিবনা।

ভীষ্ম কহিলেন, ঋষি, পত্নীর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কোপাকুল হইয়া সপুত্র-পত্নী প্রদ্বেষীকে কহিলেন যে, আমাকে ক্ষত্রিয়কুলে লইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি ধনবতী হইতে পারিবে। প্রদ্বেষী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দত্ত দুঃখজনক ধনে আমার ইচ্ছা নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি পূর্ব্বের ন্যায় আর ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমা কহিলেন, আমি অদ্য প্রভৃতি এইরূপ লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলাম যে, নারীর একমাত্র পতি যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবে। সেই একমাত্র স্বামী

জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। যদ্যপি কোন নারী অন্য পতিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই নারী পতিতা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদের ভর্ত্তা নাই, তাহাদের পদে পদে পাতক হইবে ও তাহাদের বিপুল ধন থাকিলেও তাহা বৃথাভোগ হইবে। তাহারা নিত্য অকীর্ত্তি ও নিন্দাভাজন হইবে; ব্রাহ্মণী তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় কোপান্বিতা হইয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ! ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করিয়া আইস। পরে লোভমোহে অভিভূত গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণ অন্ধ পিতাকে বন্ধনপূর্ব্বক উড়ুপে নিক্ষিপ্ত করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। অনন্তর ঐ ক্রূর পুত্রেরা এই ভাবিয়া গৃহে আইল যে, এই অন্ধ ও বৃদ্ধকে আমরা কি নিমিত্ত ভরণপোষণ করিব। পরে অন্ধ বিপ্র উড়ুপদ্বারা গঙ্গা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যদৃচ্ছাক্রমে বহুদেশ গমন করিলেন। ধার্ম্মিকবর বলি নামক এক রাজা গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিয়া স্রোতোদ্বারা সমীপাগত সেই অন্ধ ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। সত্যপরাক্রম ধর্ম্মশীল বলি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন এবং স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন, হে মানদ, মহাভাগ! আমার বংশরক্ষার নিমিত্ত আমার ভার্য্যাতে ধর্ম্ম ও অর্থে কুশল হয় এমত সন্তান উৎপাদন করুন। তেজস্বী ঋষি রাজার ঐ কথায় সম্মত হইলে, রাজা তাঁহার নিকট সুদেষ্ণা-নাম্নী স্বীয় ভার্য্যাকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁহাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার সমীপে গমন না করিয়া স্বীয় দাসীকে প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবদাদি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা কাক্ষীবদাদি পুত্রগণকে অধ্যয়নশীল দেখিয়া ইহারা আমার পুত্র এই কথা ঐ অন্ধ ঋষিকে কহিলেন। পরন্তু মহর্ষি কহিলেন, এ পুত্রেরা তোমার নহে, ইহারা আমার, ইহারা আমা হইতে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুদেষ্ণা-নাম্নী তোমার মহিষী মূঢ়তা-প্রযুক্ত আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া শূদ্রা ধাত্রেয়ীকে প্রেরণ করিয়াছিল। অনন্তর বলি পুনর্ব্বার সেই ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমা ঋষি সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গ সকল স্পর্শ করিয়া কহিলেন যে, তোমার আদিত্যতুল্য তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে; এই ভূমণ্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইবে। অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ ও সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ হইবে। পূর্ব্বকালে এইরূপে মহর্ষিজাত বলিরাজার বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মহাবলপরাক্রান্ত পরমধর্ম্মজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধারী অনেক ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; হে মাতঃ! আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মাতঃ! ভরতবংশের সন্তানবৃদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদ্বারা নিমন্ত্রণ করুন; তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সত্যবতী সস্মিতবদনে লজ্জার সহিত স্খলিত-বাক্যে ভীষ্মকে কহিলেন, হে মহাবাহো, ভারত! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সকলই সত্য। পরন্তু তোমার প্রতি বিশ্বাসহেতু আমাদিগের বংশবিস্তৃতির নিমিত্ত যেরূপ বলিব, সেই আপদ্ধর্ম্ম তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। আমাদের বংশে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য এবং তুমিই পরমগতি হইয়াছ, অতএব আমার সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় বিধান কর।

আমার পিতা ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্ত এক তরী ছিল। একদা আমি নবযৌবনকালে সেই তরীবাহন করিতে গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় ধীমান্ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পরমর্ষি পরাশর যমুনা নদী-পার হইবার নিমিত্ত আসিয়া আমার তরীতে আরোহণ করিলেন। আমি সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে যমুনাপার করিতেছি, এমত সময় তিনি কামার্ত্ত হইয়া আমাকে মধুরবাক্যে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। হে ভারত! আমি পিতার ভয়ে এবং ঋষির শাপ-ভয়ে ভীতা হইয়া অসুলভ বর লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না; হে ভারত! সেই ঋষি আমাকে নৌকাস্থিতা ও বালিকা পাইয়া তেজোদ্বারা অভিভূত করিয়া তমোরাশিদ্বারা ভূর্লোক আবরণপূর্ব্বক বশবর্ত্তিনী করিলেন। পূর্ব্বে আমার গাত্রে অতিশয় অপকৃষ্ট মৎস্যগন্ধ ছিল, তিনি তাহা নিরাকৃত করিয়া এই সৌরভ প্রদান করিলেন। অনন্তর কহিলেন যে, তুমি এই যমুনা দ্বীপেই মদীয় ঔরসজাত এই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কন্যাবস্থাতেই থাকিবে। তাহাতে যমুনা দ্বীপে আমার কন্যাবস্থায় সেই গর্ভ পরাশর-সন্তান মহাযোগী মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিশ্রুত হইলেন। সেই ভগবান্ ঋষি তপোবলে চতুর্ব্বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিয়া ব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তিনি কৃষ্ণবর্ণ-প্রযুক্ত তাঁহার নাম কৃষ্ণ হইয়াছে। সত্যবাদী, শান্তিপরায়ণ ও পাপস্পর্শশূন্য সেই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সহিত গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অপ্রতিম-দ্যুতিমান্ ব্যাসকে আমি নিযুক্ত করিলে তিনি তোমার ভ্রাতার ক্ষেত্রে উত্তম পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন। হে মহাবাহো! তিনি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবে। হে ভীষ্ম! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ করি, তোমার সম্মতি হইলে সেই মহাতপাঃ দ্বৈপায়ন অবশ্যই বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম কীর্ত্তন করাতে ভীষ্ম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিন বিষয় পর্য্যালোচনা করেন এবং এরূপে তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন যে, ধর্ম্মের সহিত ভাবী ধর্ম্মের, অর্থের সহিত ভাবী অর্থের এবং কামের সহিত ভাবী কামের অনুবন্ধ থাকে, অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মের, অর্থদ্বারা অর্থের এবং কামদ্বারা কামের পুনঃসম্ভাবনা থাকে এবং এক বিষয় দ্বারা অন্য বিষয়ের অনুবন্ধ না থাকে, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলা যায়। আপনি অস্মৎকুলের হিতজনক, ধর্ম্মযুক্ত ও শ্রেয়স্কর যাহা আমাকে কহিলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে সম্মত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরু-নন্দন! অনন্তর ভীষ্ম সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হইলে কালী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিকে স্মরণ করিলেন। ধীমান্ বেদব্যাস বেদব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমত সময়ে জননীর চিন্তা জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই মাতৃ-সন্নিধানে প্রাদুর্ভূত হইলেন, অন্য কেহ কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে ধীবর-কন্যা পুত্রকে বিধিবৎ সমাদর করিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক স্নেহ-বশত স্তন্যদুগ্ধে অভিষিক্ত করিলেন এবং বহুকালের পর পুত্র দর্শন করিয়া অশ্রুনীরে আপনিও অভিষিক্তা হইলেন। পূর্ব্বজ সন্তান ব্যাস আর্ত্তা জননীকে বারিনিষেক-দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞে! আপনার যাহা অভিপ্রেত, তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমি আসিয়াছি। আপনি আজ্ঞা করুন, আপনার অভিমত অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর পুরোহিত আসিয়া সেই পরমর্ষির যথাবিধি পূজা করিলেন; তিনিও মন্ত্রপূর্ব্বক সেই পূজা গ্রহণ করিলেন এবং মন্ত্র-পূর্ব্বক অর্চ্চিত হইয়া প্রীত হইলেন। পরে মাতা সত্যবতী তাঁহাকে আসনে আসীন দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে কবে! পিতা মাতা হইতে যে-সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা পিতা মাতা উভয়েরই সাধারণ হয়। পুত্রেতে পিতার যেরূপ স্বামিত্ব, মাতারও সেইরূপ স্বামিত্ব থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। হে ব্রহ্মর্ষে! দৈব-বিধান-ক্রমে সম্ভূত তুমি আমার যেরূপ প্রথম সন্তান, বিচিত্রবীর্য্যও আমার সেইরূপ কনিষ্ঠ সন্তান এবং বিচিত্রবীর্য্য ও ভীষ্ম এক জনকের সন্তান হওয়াতে ভীষ্ম যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা হইয়াছেন, সেইরূপ তুমি ও বিচিত্রবীর্য্য এক জননীর গর্ভসম্ভূত হওয়াতে তুমিও বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা হইয়াছ, ইহাই আমার বিবেচনা হইতেছে, অথবা এ বিষয়ে তোমার যেরূপ বিবেচনা হয়। এই শান্তনু-তনয় সত্যবিক্রম ভীষ্ম সত্যপালনের নিমিত্ত রাজ্যশাসন বা অপত্য-উৎপাদন করিতে সম্মত হন না, অতএব হে অনঘ! যাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি স্নেহানুবন্ধ, কুরুবংশরক্ষা, প্রজাপালন, ভীষ্মের বাক্য, আমার নিয়োগ, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা এবং আনৃশংস্য-হেতু তাহা সম্পাদন করা তোমার উচিত। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেবকন্যা-সদৃশী রূপযৌবনসম্পন্না দুই ভার্য্যা আছে; তাহারা ধর্ম্মানুসারে পুত্রাভিলাষিণী হইয়াছে। হে পুত্রক! তুমি অভিমত পাত্র, অতএব সেই দুই মহিষীতে এই কুলের ও বংশ-পরম্পরা বিস্তারের উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন কর।

ব্যাস কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞে সত্যবতি! আপনার ঐহিক ও পারত্রিক দুই প্রকার ধর্ম্ম যেমন বিদিত আছে, তদ্বিষয়ে আপনার মনও সেইরূপ প্রণিহিত আছে; অতএব আমি আপনার নিয়োগানুসারে ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিব, যেহেতু এই সনাতন ধর্ম্ম আমার বিদিত আছে। আমি ভ্রাতার মিত্রাবরুণ-সদৃশ পুত্র প্রদান করিব; পরন্তু এক্ষণে এই এক নিয়ম করিয়া দিতেছি যে, বধূরা ন্যায়ানুসারে সংবৎসর ব্রত আচরণ করুন, তাহা হইলে তাঁহারা শুদ্ধা হইবেন, ব্রতানুষ্ঠান না করিয়া কোন কামিনী আমার নিকট আসিতে পারিবেন না। সত্যবতী কহিলেন, রাজমহিষী দেবীরা যাহাতে সদ্যো গর্ভবতী হন তাহা কর। রাজ্য রাজশূন্য থাকিলে প্রজাগণ অনাথ হইয়া বিনষ্ট হইবে, ক্রিয়া সকল লুপ্ত হইবে, বৃষ্টি হইবে না এবং দেবগণ অন্তর্হিত হইবেন; অতএব অরাজক রাজ্য কি প্রকারে রক্ষা করিতে পারা যায়; সুতরাং তুমি সদ্যই গর্ভ-সমাধান কর, ভীষ্ম সেই গর্ভজাত বালককে সংবর্দ্ধিত করিবেন। ব্যাস কহিলেন, যদি বিলম্ব না করিয়া অকালেই পুত্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মহিষীরা আমার বিরূপতা সহ্য করুন, ইহাই তাঁহাদের পরমব্রত হইবে। যদি কৌশল্যা আমার গন্ধ, রূপ, বেশ ও শরীর সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই বিশিষ্ট গর্ভ গ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজা ব্যাস সত্যবতীকে এই বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজমহিষী কৌশল্যা উত্তম বিশুদ্ধ বসন পরিধানপূর্ব্বক উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া আমার সমাগম আকাঙ্ক্ষা করুন; সত্যবতী-নন্দন মুনি এতাবন্মাত্র বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দেবী গন্ধবতী স্নুষার নিকট গমন পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত এবং হিত জনক এই বাক্য কহিলেন, হে কৌশল্যে! তোমাকে ধর্ম্ম-সম্মত যে কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত ভরতবংশের সমুচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাতে ভীষ্ম আমাকে ব্যথিতা দেখিয়া ও পিতৃবংশ উচ্ছিন্ন-প্রায় বিবেচনা করিয়া কুল-বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে যে যুক্তি দিয়াছেন, হে পুত্রি! সেই যুক্তি তোমার অধীনা রহিয়াছে, অতএব তুমি আমার অভীষ্ট-সিদ্ধ করিয়া সেই যুক্তি সফলা কর, বিনষ্ট ভারতবংশ পুনর্ব্বার উদ্ধার কর। হে সুশ্রোণি! দেবরাজ-সদৃশ কুমার প্রসব কর; সেই কুমার আমাদের এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিবে। সত্যবতী সেই ধর্ম্মচারিণীকে ধর্ম্মত অনুনয়-দ্বারা কোন প্রকারে সম্মত করিয়া দেব, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে ভোজন করাইলেন

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বধূ কৌশল্যা যথাকালে ঋতুস্নাতা হইলে সত্যবতী তাঁহাকে সুসজ্জীকৃত শয্যায় উপবেশন করাইয়া মন্দ মন্দ স্বরে কহিলেন, হে কৌশল্যে! তোমার এক দেবর আছেন; তিনি অদ্য নিশীথ সময়ে তোমার নিকটে আগমন করিবেন, তুমি অপ্রমত্তা হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা কর। অম্বিকা শ্বশ্রূর ঐ কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক শুভশয়নে শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুশ্রেষ্ঠদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যবতীসুত সত্যবাক্ ঋষি প্রথমত অম্বিকাতে নিযুক্ত হইয়া প্রদীপ দীপ্যমান থাকিতেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের পিঙ্গলবর্ণ জটা ও বিশাল শ্মশ্রু এবং প্রদীপ্ত লোচন নিরীক্ষণ করিয়া নেত্রনিমীলন করিলেন। দ্বৈপায়ন মাতার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন; কিন্তু কাশিরাজ-দুহিতা ভয়হেতু তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্যাস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহার জননী তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! এই বধূতে কি গুণবান্ রাজকুমার জন্মিবে? অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন সত্যবতী-নন্দন ব্যাস মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যথা-বিধানে জাত এই গর্ভস্থ বালক অযুত-নাগ-সদৃশ বলবান, বিদ্বান্, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ, মহাবীর্য্য ও অতিশয় বুদ্ধিমান্

হইবে এবং সেই মহাত্মা হইতে একশত সন্তান উৎপন্ন হইবে; কিন্তু ঐ পুত্র মাতৃদোষে অন্ধ হইবে। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা কহিলেন, হে তপোধন! অন্ধ ব্যক্তি কুরুবংশের যোগ্য ভূপতি হইতে পারে না, অতএব জাতিকুলের রক্ষক পিতৃপিতামহের বংশধর ও কুরুবংশের রাজা হইতে পারে এরূপ আর একটি পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে। মহাযশা ব্যাস তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরে সময় উপস্থিত হইলে কৌশল্যা ঋষিপ্রোক্ত এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। হে অরিন্দম! দেবী সত্যবতী পূর্ব্বের ন্যায় স্নুষাকে আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার সেই ঋষিকে আহ্বান করিলেন। মহর্ষি পূর্ব্ববৎ বিধান অনুসারে অম্বালিকার নিকট আগমন করিয়া উপগত হইলেন। হে ভারত! অম্বালিকা সেই ঋষিকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইয়া বিবর্ণা হইলেন। সত্যবতী-সুত ব্যাস তাঁহাকে ভীতা, বিষণ্ণা ও পাণ্ডুবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে বিরূপ দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, এই কারণে তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে। হে শুভাননে! সেই পুত্র পাণ্ডু নামেই বিখ্যাত হইবে। ভগবান ঋষিসত্তম এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সত্যবতী তাঁহাকে সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাস জননীর নিকট পুনর্ব্বার বালকের পাণ্ডুবর্ণ হইবার বিষয় নিবেদন করিলেন। সত্যবতী তাহা শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আর একটি পুত্র-প্রার্থনা করিলেন; মহর্ষিও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে দেবী অম্বালিকা উত্তম-শ্রীযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ এক কুমার প্রসব করিলেন, যাহার পুত্র পঞ্চপাণ্ডব মহাধনুর্দ্ধারী হইয়াছিলেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে সত্যবতী তাঁহাকে সেই ঋষির নিকটে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি মহর্ষির সেই রূপ ও গন্ধ স্মরণ করিয়া দেবীর বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন না। অনন্তর দেবকন্যা-সদৃশী সেই কাশিরাজ-দুহিতা অপ্সরোপমা এক দাসীকে স্বীয় ভূষণদ্বারা ভূষিতা করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট নিয়োগ করিলেন। পরে ঋষি আগমন করিলে দাসী প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া ঋষির অনুজ্ঞানুসারে তাঁহাকে উপচরিত ও সংকৃত করিয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। হে রাজন্! শংসিতব্রত-মহর্ষি নির্জ্জনে সেই সহবাসে কামোপভোগ-দ্বারা তাহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং উত্থানপূর্ব্বক গমনকালে তাহাকে কহিলেন, তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে। হে শুভে! তোমার গর্ভস্থিত সন্তান ধর্ম্মাত্মা শ্রেয়োভাজন ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবে। মহারাজ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে সেই গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা-পাণ্ডুর ভ্রাতা বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাতৃ-সমীপে আগমন করিয়া মহাত্মা মাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মের বিদুররূপে জন্ম-পরিগ্রহ ও আত্ম-সমীপে দাসী-নিয়োগ এবং তাহাতে পুত্ররূপে ধর্ম্মের জন্ম এ সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর তিনি ঐ গর্ভ-বৃত্তান্ত মাতৃ-সমীপে নিবেদন করিয়া, ধর্ম্মত অঋণী হইয়া, সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। হে নৃপ! দ্বৈপায়নের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে কুরুকুল-বর্দ্ধন দেবকুমার-সদৃশ কুমারগণ এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, ধর্ম্ম কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তাহাতে শাপগ্রস্ত হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মাণ্ডব্য নামে বিখ্যাত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান্, সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিরত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মহাতপা মহাযোগী ব্রাহ্মণ একদা আশ্রমদ্বারস্থ বৃক্ষমূলে ঊর্দ্ধবাহু ও মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক দিন দস্যুগণ অপহৃত দ্রব্য লইয়া তাঁহার সেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। হে ভরতবংশাবতংস! তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রক্ষকেরা আসিতেছিল; তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া, রক্ষকগণ আসিয়া উপস্থিত না হইতে হইতে সেই আশ্রমমধ্যে অপহৃত-ধন লুক্কায়িত করিয়া আপনারাও সেই স্থলে থাকিল। অনন্তর তস্করানুগামী রক্ষক-পদাতিগণ তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইল। হে রাজন্! তাহারা তথাবিধ তপোনিষ্ঠ সেই ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বিজবর! দস্যুগণ কোন্ পথে গমন করিয়াছে? হে ব্রহ্মন্! আমরা শীঘ্র সেই পথে গমন করিব, বলিয়া দিউন। হে রাজন্! রক্ষিগণ সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তপোধন মাণ্ডব্য ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজ-পুরুষগণ সেই আশ্রম অন্বেষণ করিতে করিতে লোপ্ত্র-সমেত লুক্কায়িত চৌরগণকে দেখিতে পাইল। পরে সেই মুনির প্রতি রক্ষকগণের সন্দেহ হওয়াতে তাহারা দস্যুগণকে ও মুনিকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট সমর্পণ করিল। রাজা দস্যুদলের সহিত মুনিকেও বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। রক্ষিগণ মহাতপা মাণ্ডব্যকে জানিতে না পারিয়া শূলে আরোপিত করিল; অনন্তর লোপ্ত্র-বস্তু-সকল গ্রহণপূর্ব্বক রাজার নিকট গমন করিল। ধর্ম্মাত্মা বিপ্রর্ষি বহুকাল শূলস্থ ও নিরাহার থাকিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না। তিনি তপোবলে প্রাণধারণ করিয়া থাকিলেন, পরে ঋষিগণকে স্ব সমীপে আনয়ন করিলেন। হে ভারত! তপোবল-সম্পন্ন মুনিগণ রজনীতে পক্ষিবেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে সমাগত হইয়া, সেই মহাত্মাকে শূলাগ্রে তপঃপরায়ণ দেখিয়া, অতিশয় সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব রূপ ধারণপূর্ব্বক দ্বিজোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি কি পাপ করিয়াছ যে, তাহাতে এইশূলে মহৎ দুঃখ ও ভয় অনুভব করিতে হইতেছে, ইহা আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মুনিশার্দ্দূল মাণ্ডব্য সেই তপোধনগণকে কহিলেন, আমি কাহার দোষ দিব, অন্য ব্যক্তি এ বিষয়ে অপরাধী নহে। হে নরাধিপ! বহুদিবস পরে রক্ষকেরা তাঁহাকে তথাবিধ দেখিয়া রাজার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া ভূপাল তখন মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সেই শূলস্থ-ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বিনয়পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি মোহবশত অজ্ঞান-প্রযুক্ত আপনার অপকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি প্রসন্ন হইলেন। ভূপাল তাঁহাকে প্রসন্ন দেখিয়া শূলস্তম্ভের অগ্রভাগ

হইতে অবতারণপূর্ব্বক সেই শূলনিষ্কর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, পরে দেহান্তঃপ্রবিষ্ট শূলের মূলচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মুনি অন্তঃপ্রবিষ্ট শূল ধারণ করিয়াই অতিশয় তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাহাতে অন্যের দুর্লভ পুণ্যলোক-সকল জয় করিলেন। তিনি অণী (শূলাগ্র) সংযুক্ত হওয়াতে অণী-মাণ্ডব্য নামে লোকে বিশ্রুত হইলেন। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ অণী-মাণ্ডব্য একদা ধর্ম্মের সদনে গমন করিলেন। ধর্ম্ম তথায় উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া প্রভু অণী-মাণ্ডব্য তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, আমি অজ্ঞানত কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, তাহাতে ঈদৃশ ফল প্রাপ্ত হইলাম? ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব আমাকে শীঘ্র বল এবং আমার তপস্যার প্রভাব দেখ। ধর্ম্ম কহিলেন, তুমি এক দিবস পতঙ্গিকার পুচ্ছে ঈষীকা প্রবিষ্ট করিয়াছিলে; হে তপোধন! সেই কর্ম্মের এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছ। অণী-মাণ্ডব্য কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমার বাল্যাবস্থায় কৃত অল্প-অপরাধে তুমি ঈদৃশ গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়াছ, একারণ তুমি মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। অদ্য আমি কর্ম্মের ফলভোগ-বিষয়ে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিতেছি যে, যাবৎ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইবে, সে পর্য্যন্ত পাপ কর্ম্ম করিলেও পাপ হইবে না। চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পাপাচরণ করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই অপরাধ হেতু মহাত্মা অণী-মাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম্ম বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে কুশল, ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিত, শমপরায়ণ, পরিণামদর্শী ও কুরুবংশের হিতসাধনে নিরত তৎপর ছিলেন।

অষ্টাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই তিন কুমার জন্মগ্রহণ করিলে কৌরবগণ, কুরুজাঙ্গল দেশ ও কুরুক্ষেত্র এই তিনের সমধিক উন্নতি হইল। তখন ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, শস্য-সকল রসযুক্ত হইল, মেঘ সকল যথাকালে বর্ষণ করাতে বৃক্ষসকলের অপর্য্যাপ্ত ফল ও পুষ্প হইতে লাগিল। তৎকালে বাহন সকল হৃষ্টপুষ্ট, মৃগ-পক্ষিগণ প্রমোদান্বিত, মাল্য-সকল গন্ধযুক্ত এবং ফলসকল উত্তম রসযুক্ত হইয়াছিল। তখন নগর বাণিজ্যোপজীবী ও শিল্পোপজীবীসমূহে ব্যাপ্ত হইল; এবং শূরগণ, কৃতবিদ্যগণ ও সাধুগণ সুখী হইতে লাগিলেন। সে সময়ে কোন ব্যক্তিই দস্যু বা অধর্ম্মশীল ছিল না, সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্ত প্রদেশেই যেন সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইল। প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল, সত্যনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমুদায় লোক ক্রোধ, লোভ ও অভিমান বিহীন হইয়া ধর্ম্মানুসারেই পরস্পর আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই নগর মহোদধিবৎ পরিপূর্ণ, শত শত প্রাসাদে সমাকুল এবং মেঘ-সমূহ-সদৃশ দ্বার ও তোরণবৃন্দে সংযুক্ত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মানবগণ নদী, বন, বাপী, সরোবর, রম্যকানন ও পর্ব্বতের সমভূমিতে হৃষ্টচিত্তে বিহার করিতে লাগিল। দক্ষিণ কুরুগণ, উত্তর কুরুগণের সহিত পরস্পর স্পর্দ্ধমান্ হইয়া সিদ্ধঋষি ও চারণগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কুরুগণকর্তৃক সংবর্দ্ধিত সেই রমণীয় জনপদে কেহ কৃপণ ছিল না এবং কোন নারী বিধবা হইত না। সেই রাজত্ব-মধ্যে কূপ, উপবন, বাপী, সভা ও ব্রাহ্মণপল্লী সর্ব্বসম্পত্তি-সম্পন্ন হইল এবং সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা উৎসব হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই রাজত্ব ভীষ্মকর্তৃক ধর্ম্মানুসারে এমতরূপে পরিরক্ষিত হইল যে, সেই দেশ বহুল যজ্ঞযূপে অঙ্কিত হইয়া অতি রমণীয় হইল; ভীষ্মের বিধানক্রমে ঐ রাষ্ট্রে ধর্ম্মচক্র এমত প্রবৃত্ত হইল যে, অনেকে অন্য রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজ্যে বাস করিতে প্রবিষ্ট হইল। মহাত্মা কুরুকুমারগণের ক্রিয়মাণ কার্য্য দেখিয়া জনপদ ও পুরবাসী সকলে অতিশয় উৎসাহযুক্ত হইল। হে নরাধিপ! প্রধান প্রধান কৌরবগণের ও পুরবাসিগণের ভবনে "দান কর, ভোজন কর" এই বাক্য সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও মহামতি বিদুর জন্মাবধি ভীষ্মকর্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত, স্বজাতিবিহিত সংস্কার-নিকরে সংস্কৃত, ব্রত ও অধ্যয়নে নিরত এবং শ্রম ও ব্যায়ামে কুশল হইয়া কালক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদে, বেদে, গদাযুদ্ধে, খড়্গ চর্ম্ম সঞ্চালনে, গজশিক্ষায় ও নীতিশাস্ত্রে পারগ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য বিবিধবিষয়ক-শিক্ষা, সকল বিষয়েই কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বিক্রমশালী পাণ্ডু ধনুর্ব্বিদ্যায় এবং মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র পরাক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। হে রাজন্! ত্রিলোকী-মধ্যে বিদুর সদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্ম বিষয়ে পরমতত্ত্বজ্ঞ কেহই ছিলেন না। তৎকালে শান্তনুরাজার প্রনষ্ট বংশ পুনরুদ্ধৃত দেখিয়া সমুদায় রাজ্যমধ্যে এইরূপ প্রশংসা-বাক্য প্রবৃত্ত হইল যে, বীর-প্রসবিনী স্ত্রীগণের মধ্যে কাশিরাজ-কন্যাদ্বয়, দেশ সকলের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে ভীষ্ম ও নগরের মধ্যে হাস্তিনপুর শ্রেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতা এবং বিদুরের শূদ্রাণী-গর্ভে জন্ম, প্রযুক্ত রাজ্যপ্রাপ্তি হইল না, সুতরাং পাণ্ডুই রাজ্যাধিপতি হইলেন। অনন্তর, একদা নীতিশাস্ত্র নিপুণ গাঙ্গেয়, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিদুরকে যথোপযুক্ত এই বাক্য কহিলেন।

নবাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, আমাদিগের এই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত কুরুকুল পৃথিবীতে অন্য সমস্ত পৃথিবীপালের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রাজগণকর্তৃক পূর্ব্ব হইতে পরিরক্ষিত এই কুলের কখন উচ্ছেদ দশা না হয়, তদ্বিষয়ে আমার ও সত্যবতীর এবং মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যত্ন হওয়ায় তোমরা তিনজন কুলতন্তু উৎপন্ন হইয়াছ। এক্ষণে তোমাদিগের প্রতিই কুল অবস্থাপিত হইয়াছে; অতএব এই কুল যাহাতে সাগরবৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা তোমার ও আমার চেষ্টা করা বিধেয়। শুনিয়াছি যে, যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা, সুবল-রাজের তনয়া ও মদ্রদেশাধিপতির দুহিতা এই তিনটি কন্যা আমাদের বংশের উপযুক্তা আছে। হে পুত্র! ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠা সেই কন্যারা সকলেই কুলীনা, রূপবতী ও সর্ব্ববিষয়েই আমাদিগের সহিত সম্বন্ধের যোগ্যা। হে ধীমান্

বিদুর! আমি বিবেচনা করি যে এই বংশের সন্তানের নিমিত্ত তাহাদিগকেই বরণ করা কর্ত্তব্য, অথবা তোমার যাহা বিবেচনা-সিদ্ধ হয় বল। বিদুর কহিলেন, আপনি আমাদের পিতা, আপনিই আমাদিগের মাতা এবং আপনিই আমাদিগের পরম-গুরু, অতএব আপনিই স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যাহা এই বংশের শ্রেয়স্কর হয় তাহা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, শুভলক্ষণা সুবলাত্মজা গান্ধারী, ভগনাক্ষ দেবতার নেত্রহারী বরপ্রদ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া শত পুত্রলাভের বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভারত! অনন্তর ভীষ্ম গান্ধার-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধাররাজ অনেক বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি কৌরবদিগের কুল, খ্যাতি ও চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারী-নাম্নী ধর্ম্মচারিণী কন্যা সম্প্রদান করিতে নিশ্চয় করিলেন। হে ভারত! অনন্তর গান্ধারী শুনিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং ঐ অন্ধের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, তখন তিনি পতিব্রতপরায়ণতা প্রযুক্ত বস্ত্র লইয়া বহুগুণ করিয়া স্বীয় নেত্রে বন্ধন করিলেন, কারণ তিনি এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, আমি পতির প্রতি অসূয়া করিব না। অনন্তর গান্ধার-রাজকুমার শকুনি রূপযৌবনসম্পন্না পরম-সুসজ্জিতা ভগিনীকে লইয়া কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্প্রদান করিলেন; তখন ভীষ্মের মতানুসারে উভয়ের পরিণয় সম্পন্ন হইল। বীর শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে যথাযোগ্য পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক ভগিনী সম্প্রদান করিয়া ভীষ্মকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! বরারোহা গান্ধারী শীলতা, সদাচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। সুব্রতা গান্ধারী সদ্ব্যবহার দ্বারা গুরুগণকে আরাধনা করিতেন, বাক্যদ্বারাও কখন অন্য পুরুষের উল্লেখ করিতেন না।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শূর নামে যদুকুল-শ্রেষ্ঠ এক মহাত্মা, বসুদেবের পিতা ছিলেন। তাঁহার পৃথানাম্নী এক কন্যা ছিলেন। ঐ কন্যা ঈদৃশ রূপবতী যে ভূমণ্ডলে কোন কামিনী তাঁহার সেই রূপ সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে নাই। হে ভারত! সত্যবাদী শূর, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নিঃসন্তান পিতৃস্বস্রীয় প্রিয় সুহৃৎ মহাত্মা কুন্তি ভোজ-রাজের নিকট পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব; সেই অঙ্গীকার অনুসারে আদিগর্ভ-প্রসূতা ঐ কন্যা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পৃথা ঐ পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণ-সেবায় ও অতিথি-সৎকারে নিযুক্তা ছিলেন। একদা তিনি জিতেন্দ্রিয়, ব্রতপরায়ণ, উগ্রস্বভাব ও ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে সর্ব্ব প্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সেই মুনি সন্তান-প্রতিবন্ধকতা-রূপ ভাবি আপদ্ধর্ম্মের অবেক্ষায় তাঁহাকে অভিচারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন ও কহিলেন, তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার প্রভাবে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। যশস্বিনী বালা পৃথা দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক কৌতূহলান্বিতা হইয়া কন্যাকালেই সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। পরে ঐ অনিন্দিতাঙ্গী লোকভাবন ভাস্করকে আগমন করিতে দেখিয়া মহৎ অদ্ভুত দর্শনে বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে অসিতাপাঙ্গি! এই আমি আসিয়াছি, তোমার কি প্রিয়কর্ম্ম করিতে হইবে বল। পৃথা কহিলেন, হে শত্রুবিনাশন, বিভো! কোন ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বরপ্রদান করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আমি এই অপরাধে আপনাকে নত-মস্তক দ্বারা প্রসন্ন করিতেছি; স্ত্রীলোক যদ্যপি বহুল অপরাধ করে, তথাপি তাহাকে রক্ষা করা উচিত। সূর্য্য কহিলেন দুর্ব্বাসা মুনি যে তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, আমি সে সমুদায়ই অবগত আছি, এক্ষণে তুমি ভয়ত্যাগ করিয়া আমার সহিত সঙ্গম কর। হে শুভে! আমার দর্শন অমোঘ; হে ভীরু! তুমি যে আমাকে আহ্বান করিয়াছ, যদ্যপি তাহা বৃথা হয়, তাহা হইলে দোষ হইবে সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! সূর্য্য এইরূপ নানাপ্রকার সান্ত্বনা-বাক্য কহিতে লাগিলেন; কিন্তু বরারোহা যশস্বিনী কুন্তী কন্যাবস্থায় থাকাতে বন্ধুপক্ষের ভয়ে ও লজ্জাপ্রযুক্ত তাহাতে সম্মতা হইলেন না। হে ভরতর্ষভ! দিবাকর পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজ্ঞি! আমার প্রসাদে তুমি কোন দোষে দূষিতা হইবে না। প্রকাশকর্ত্তা ভগবান্ তপন কুন্তিরাজসুতাকে ইহা কহিয়া তাঁহার সহিত সমবেত হইলেন। তাহাতে সর্ব্বশস্ত্র-ধারীর প্রধান, দেব-সদৃশ শ্রীযুক্ত, সহজাত কবচধারী, কুণ্ডল-বিভূষিত-মুখমণ্ডল, সর্ব্বলোক বিশ্রুত শ্রীমান্ কর্ণ-নামক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর পরম দ্যুতিমান্ তপন পুনর্ব্বার তাঁহাকে কন্যাবস্থা প্রদান করিয়া আকাশে আরোহণ করিলেন।

যাদব-দুহিতা জাত-কুমারকে দেখিয়া দীনান্তঃকরণে একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি উপায় করা কর্ত্তব্য! কি করিলেই বা ভাল হয়! অনন্তর তিনি বন্ধুপক্ষের ভয়ে সেই কুৎসিত ব্যাপার গোপন করিবার নিমিত্ত মহাবলবান কুমারকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। মহাযশস্বী সূতনন্দন রাধাভর্ত্তা জলে পরিত্যক্ত সেই বালককে গ্রহণ করিয়া ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে পুত্র প্রতিনিধি করিলেন। সেই বালক বসু অর্থাৎ কুণ্ডল ও কবচস্বরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছিলেন বলিয়া রাধাভর্ত্তা ও তাঁহার ভার্য্যা ঐ বালকের বসুষেণ এই নাম রাখিলেন। বলশালী ও প্রভাবান্বিত সেই বালক যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সেইরূপ সমুদায় অস্ত্রবিদ্যাতেও নিপুণ হইয়া উঠিলেন। তিনি যাবৎ পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত তাপিত না হইত, তাবৎ সূর্য্যোপাসনা করিতেন; উপাসনা করিবার সময়ে ধীমান বসুষেণের ব্রাহ্মণগণে ভূমণ্ডলমধ্যে কোন অর্থ অদেয় ছিল না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিত-সাধনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করত কবচ প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বশরীর হইতে স্বভাব-জাত কবচচ্ছেদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। সুরপতি ইন্দ্র কবচ গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণের এতাদৃশ কার্য্য-দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া এক-পুরুষ-ঘাতিনী একটি শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিলেন ও কহিলেন, দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস ইহাদের মধ্যে যে এক ব্যক্তিকে তুমি জয় করিতে ইচ্ছা করিবে, এই শক্তি দ্বারা সে বিনষ্ট হইবে।

সূর্য্য-পুত্র পূর্ব্বে বসুষেণ নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে কবচ কর্ত্তন-দ্বারা কর্ণ নামে বিশ্রুত হইলেন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তিভোজ-দুহিতা প্রশস্তনয়না পৃথা সত্ত্বগুণ-সম্পন্না ব্রতনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ রূপযৌবন-শালিনী, তেজস্বিনী ও অতীব স্ত্রীগুণযুতা কন্যাকে কোন রাজা প্রার্থনা করেন নাই। হে রাজসত্তম! সেই হেতু পিতা কুন্তিভোজরাজা রাজগণকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে স্বয়ম্বরে নিয়োজিতা করিলেন। মনস্বিনী পৃথা সেই সমস্ত ভূপালের মধ্যে রঙ্গমধ্যস্থ ভরতবংশাবতংস রাজ-শার্দ্দূল পাণ্ডুকে দেখিলেন। রাজ-সভাস্থ দ্বিতীয় দেবরাজ-সদৃশ সিংহতুল্য বিক্রমশালী, বৃষভনেত্র, মহোরস্ক, মহাবল ও আদিত্যের ন্যায় সর্ব্ব রাজগণের প্রভাচ্ছাদক নরবর পাণ্ডুকে দেখিয়া অনবদ্যাঙ্গী শুভলগ্না কুন্তী অতিশয় ব্যাকুল-হৃদয়া হইলেন; অনন্তর তিনি একবারে কামাকুলিতাঙ্গী ও চঞ্চলচিত্তা হইয়া লজ্জার সহিত রাজা পাণ্ডুর গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী পাণ্ডুকে মাল্যদান করিলেন দেখিয়া ভূপালগণ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে যেমন আগমন করিয়াছিলেন, তেমনি স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর কন্যার পিতা যথাবিধানে তাঁহাদের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ যেমন শচীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহার ন্যায় অসীম সৌভাগ্যবান্ কুরুনন্দন কুন্তিভোজ-দুহিতার সহিত সংযুক্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র, কুরুসত্তম! মহীপতি কুন্তিভোজ, কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া জামাতাকে বহুবিধ ধনে অর্চ্চিত করিয়া স্বপুরে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রাজা কৌরব-নন্দন পাণ্ডু মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদের সহিত স্তূয়মান হইয়া নানাবিধ ধ্বজ পতাকা-যুক্ত বহুসংখ্য বাহিনীর সহিত স্বনগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর প্রভু পাণ্ডু, ভার্য্যা কুন্তীকে স্বভবনে স্থাপন করিলেন।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনু-তনয় মতিমান্ ভীষ্ম, যশস্বী ভূপতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি বৃদ্ধ অমাত্য, ব্রাহ্মণ, মহর্ষি ও চতুরঙ্গ সেনার সহিত মদ্রপতির নগরে গমন করিলেন। বাহ্লীকশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ, ভীষ্মের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া স্বপুরে আনয়ন করিলেন; এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও শুভ্র আসন প্রদান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমি কন্যার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি। শুনিয়াছি যে, সাধ্বী যশস্বিনী মাদ্রী নামে আপনার এক ভগিনী আছে, আমি পাণ্ডুর নিমিত্ত তাহাকে প্রার্থনা করিতেছি। হে রাজন্! বৈবাহিক সম্বন্ধে আপনি আমাদের যোগ্যপাত্র। হে মদ্রপতে! এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া আপনি আমাদিগকে যথাবিধি সম্বন্ধিরূপে গ্রহণ করুন। ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া মদ্রনাথ কহিলেন, হে কৌরব! আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর পাত্র আপনাদের অপেক্ষা অন্য কেহ নাই পরন্তু আমাদিগের বংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূপালেরা শুল্কগ্রহণরূপ যে এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা সাধুই হউক বা অসাধুই হউক, আমি অতিক্রম করিতে উৎসাহী হইতে পারি না, ঐ নিয়ম ব্যক্তই আছে, সুতরাং আপনিও জ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে বীর! "দান কর" এ কথা বলা আপনার উপযুক্ত হয় না। হে শত্রু-বিনাশন! শুল্কগ্রহণ আমাদিগের কুলধর্ম্ম এবং তাহাই পরম প্রমাণ, সুতরাং আমি অসন্দিগ্ধরূপে এ কথা আপনাকে বলিতে পারিতেছি না।

জনাধিপ ভীষ্ম তখন মদ্ররাজকে কহিলেন, হে রাজন্! স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহাকে পরমধর্ম্ম বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিধি অনুসারে চলিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা দূষণাবহ নহে। হে শল্য! এই মর্য্যাদা যে সাধুসম্মতা ইহাও জ্ঞাত আছি। মহাতেজা গাঙ্গেয় এই বাক্য বলিয়া সহস্র সহস্র নির্ম্মিত ও অনির্ম্মিত অপরিমিত সুবর্ণ, বিচিত্র রত্ন, গজ, অশ্ব, রথ, বস্ত্র, আভরণ, উৎকৃষ্ট মণিমুক্তা ও প্রবাল শল্যকে প্রদান করিলেন। শল্য এই সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া প্রীতমনে কৌরব-শ্রেষ্ঠ-ভীষ্মকে নানা-অলঙ্কার-ভূষিতা ভগিনী সম্প্রদান করিলেন। ধীমান্ গঙ্গাতনয় ভীষ্ম মাদ্রীকে গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর নরাধিপতি পাণ্ডু সাধুসম্মত শুভদিবসে শুভলগ্নে যথাবিধানে মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে কুরুনন্দন নবপরিণীতা-ভার্য্যার বাসের নিমিত্ত এক উত্তম গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজসত্তম পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত যথাভিলাষে যথাসুখে সহবাস করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! রাজা পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত ত্রিংশৎ রাত্রি বিহার করিয়া ভূমণ্ডল জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। বসুন্ধরা বিজিগীষু দেবতুল্য রাজা পাণ্ডু, ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণকে, ধৃতরাষ্ট্রকে ও অন্যান্য কুরুশ্রেষ্ঠগণকে প্রণাম, অভিবাদন ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া মঙ্গলাচারযুক্ত আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিতে করিতে গজবাজি-রথযুক্ত মহৎ সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি হৃষ্টপুষ্ট সৈন্যসামন্তের সহিত শত্রুমণ্ডলীর উদ্দেশে গমন করিলেন। কৌরবগণের যশোবর্দ্ধন নরসিংহ পাণ্ডু, প্রথমত অপরাধী দশার্ণদেশীয় রাজগণকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর বিবিধ ধ্বজাযুক্ত ভূরি ভূরি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে সঙ্কুলিত সৈন্যসমূহ, গ্রহণ করিয়া বহুরাজগণের নিকট অপরাধী ও বলগর্ব্বিত মগধ-রাজ্যাধিপতি দীর্ঘ-নামক রাজাকে রাজগৃহেই বধ করিলেন। তথা হইতে কোষ ও বহুল-বাহন গ্রহণ করিয়া মিথিলা নগরে গমনপূর্ব্বক বিদেহ নগর পরাজয় করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর তিনি কাশী সুহ্ম ও পুণ্ড্র দেশে গমনপূর্ব্বক স্বভুজ-বীর্য্য দ্বারা কৌরববংশের যশোবিস্তার করিলেন। তখন শর-সমূহ-স্বরূপ শিখা-বিভূষিত ও শস্ত্ররূপ তেজোদ্বারা প্রদীপ্ত শত্রুতাপন পাণ্ডুরূপ পাবক দ্বারা ভূপালগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সসৈন্য পাণ্ডু, নরপতিগণকে স্বীয় স্বীয় সেনার সহিত ভয়বল ও বশীভূত করিয়া স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিলেন।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালগণ পাণ্ডুকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, দেবগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় মানবগণের মধ্যে তাঁহাকেই একমাত্র শূর বলিয়া বোধ করিলেন; এবং সকলেই কৃতাঞ্জলি-

পুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিবিধ রত্ন, মণি, মুক্তা, প্রবাল, বহুপরিমিত সুবর্ণ, রজত, গোরত্ন, অশ্বরত্ন, কুঞ্জর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, ছাগ, মেষ, কম্বল, অজিনরত্ন, ও রঙ্কুমৃগের লোম-নির্ম্মিত আস্তরণ প্রভৃতি বিবিধ ধন উপঢৌকন লইয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। নাগপুরের অধিপতি পাণ্ডু, সে সমস্ত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি অতিশয় হর্ষান্বিত সেনাগণের সহিত, স্বরাজ্যস্থ প্রজাগণ ও পৌরগণকে হর্ষযুক্ত করিবার নিমিত্ত হাস্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন রাজগণ ও রাজমন্ত্রিগণ পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, ধীমান ভরত ও রাজসিংহ শান্তনুর কীর্ত্তি, নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডু তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন। যে সকল ভূপতি, কুরুদিগের ধন ও রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে নাগপুরাধিপতি পাণ্ডু তাঁহাদিগকে করপ্রদ করিলেন।

পরে পাণ্ডু নিকটবর্ত্তী হইলে ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা নাগপুর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজার অনুচর জনগণকে বহুধনে আবৃত দেখিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণ হইলেন। নানা যান দ্বারা সমানীত হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, রথরত্ন, গো উষ্ট্র, মেষ প্রভৃতি নানাবিধ ধন রত্ন এত অধিক আসিতেছিল যে, তাঁহারা তাহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না। কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন পাণ্ডু, পিতৃব্য ভীষ্ম চরণে প্রণাম করিয়া পৌর ও জনপদবাসী জনগণকেও যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ভীষ্ম, পরপুর-পরাজয়কারী কৃতকার্য্য ও পুনঃপ্রত্যাগত পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। পাণ্ডু, বহুল তূর্য্য ও অসংখ্য ভেরী প্রভৃতির মহাশব্দে সমস্ত পৌরবগণকে প্রহৃষ্ট করত হাস্তিনপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া স্বীয় বাহুবলে বিজিত ধন ভীষ্মকে, সত্যবতীকে ও মাতা কৌশল্যাকে উপহার দিলেন এবং কিয়দংশ বিদুরকে প্রেরণ করিলেন। তিনি সুহৃদ্গণকেও ধন দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। হে ভারত! ভীষ্ম, পাণ্ডু কর্ত্তৃক বিজিত সমুহ রত্নদ্বারা সত্যবতীর ও যশস্বিনী কৌশল্যার পরিতোষ সম্পাদন করিলেন। শচী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া পরিতুষ্টা হন, তাহার ন্যায় মাতা কৌশল্যা অপ্রতিম তেজোরাশি-বিরাজিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিতা হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বীরবর পাণ্ডুর বিক্রমার্জ্জিত এত অধিক ধনদ্বারা পঞ্চমহাযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিলেন যে, ঐ ধনে শত সহস্র দক্ষিণাযুক্ত শত অশ্বমেধ সম্পন্ন হইতে পারিত। হে ভরতকুলপ্রদীপ! নিরলস পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র হইয়া অরণ্যবাসী হইলেন। তিনি সুখসেব্য প্রাসাদনিলয় ও শুভশয্যা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে নিয়ত বাস করত মৃগয়াপর হইলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় দক্ষিণ পার্শ্বে বিচরণ-পুরঃসর মহাশালবন-বিভূষিত গিরিপৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত বনচারী হইয়া হস্তিনীদ্বয়ের মধ্যগত ঐরাবতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পত্নীদ্বয়-সহচারী, খড়্গ বাণ ও ধনুর্দ্ধারী, পরমাস্ত্র-প্রয়োগনিপুণ এবং বিচিত্র কবচ-পরিধানে সুশোভিত সেই বনচারী পাণ্ডুকে দেখিয়া বনবাসিগণ দেবতা বোধ করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আলস্যশূন্য হইয়া অরণ্যমধ্যে তাঁহার নিমিত্ত কাম্য ও ভোগ্য বস্তু সকল আহরণ করিয়া দিতে লাগিল।

এদিকে গঙ্গাতনয় ভীষ্ম শ্রবণ করিলেন যে, মহীপতি দেবকের শূদ্রাণী-গর্ভসম্ভূতা রূপযৌবনসম্পন্না এক কন্যা আছে অনন্তর তিনি দেবক-রাজার নিকট হইতে প্রার্থনাপূর্ব্বক ঐ কন্যা আনয়ন করিয়া মহামতি বিদুরের বিবাহ দিলেন। কুরুনন্দন বিদুর ঐ পারশবী কন্যাতে আত্মসদৃশ-গুণোপেত ও বিনয়সম্পন্ন অনেক পুত্র উৎপাদন করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভে একশত পুত্র ও বৈশ্যাগর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইল এবং পাণ্ডুর বংশ রক্ষার নিমিত্ত দেবতারা, কুন্তী ও মাদ্রীতে মহারথ পঞ্চপুত্র উৎপাদন করিলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজসত্তম! গান্ধারীতে কিরূপে কতকালে এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল এবং তাহাদের পরমায়ুই বা কত? ধৃতরাষ্ট্র হইতে বৈশ্যাগর্ভে কি প্রকারে এক পুত্র উৎপন্ন হইল? ধৃতরাষ্ট্র, অনুকূলা ধর্ম্মচারিণী সদৃশী ভার্য্যা গান্ধারীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? মহাত্মা মৃগরূপী মুনি শাপপ্রদান করিলে কিরূপে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল? হে বিদ্যাবিশারদ তপোধন! এই সমস্ত বিস্তাররূপে যথান্যায়ে বর্ণন করুন, কুলচরিত-কীর্ত্তন শ্রবণে আমার পরিতৃপ্তি হয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা ভগবান্ দ্বৈপায়ন ক্ষুধা ও শ্রমে আতুর হইয়া গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইলে গান্ধারী তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; তাহাতে ব্যাস গান্ধারীর প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন যে, তাঁহার ভর্ত্তার সদৃশ শত পুত্র উৎপন্ন হইবে। অনন্তর গান্ধারী যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র হইতে গর্ভধারণ করিলেন। গর্ভাধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি সন্তান হইল না, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইতে লাগিলেন; পরে কুন্তীর বালার্কসদৃশ তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে শ্রবণ করিয়া স্বীয় গর্ভের স্থিরতা দর্শনে চিন্তান্বিতা হইয়া অতিশয় মনোব্যথা-হেতু ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারেই মহাযত্নপূর্ব্বক স্বীয় উদরে আঘাত করিলেন; তাহাতে দুই বৎসরে সেই গর্ভ সংহত লৌহপিণ্ডের ন্যায় মাংসপেশীরূপে ভূমিষ্ঠ হইল। গান্ধারী তাহা পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলে জাপকশ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন তাহা জ্ঞাত হইয়া ত্বরায় তথায় উপস্থিতিপূর্ব্বক সেই মাংসপেশী দর্শন করিলেন; অনন্তর সুবলাত্মজাকে কহিলেন, তুমি ইহা কি করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছ? গান্ধারী মহর্ষির নিকট আপনার এই যথার্থ অভিপ্রায় ব্যক্তি করিলেন যে, কুন্তীর প্রভাকর-তুল্য-প্রভাশালী পুত্র জন্মিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখ-হেতু উদরে আঘাত করিয়াছি। আপনি পূর্ব্বে আমাকে বর দিয়াছিলেন যে, শত পুত্র উৎপন্ন হইবে, এক্ষণে আমার শত পুত্রের

পরিবর্ত্তে এই মাংসপেশী জন্মিয়াছে। ব্যাস কহিলেন, হে সুবলাত্মজে! যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই হইবে, কদাপি অন্যথা হইবে না, পরিহাসস্থলেও আমি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই, তবে কি নিমিত্ত সে কথার অন্যথা হইবে? এক্ষণে ঘৃতপূর্ণ একশত কুম্ভ শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া নিভৃত স্থানে উত্তমরূপে রক্ষা কর এবং শীতল সলিলদ্বারা এই মাংসপেশী সিক্ত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর জলাভিষেক করিতে করিতে সেই মাংসপেশী বহুধা বিদীর্ণ হইল তাহার প্রত্যেক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব প্রমাণ হইয়া কালক্রমে এক শত সংখ্যায় বিভক্ত হইল। অনন্তর ঐ সকল মাংসপেশীখণ্ড ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপিত হইয়া সুগুপ্তস্থানে উত্তমরূপে পরিরক্ষিত হইতে লাগিল। ভগবান্ ব্যাস তখন সুবলাত্মজাকে কহিলেন যে, এতাবৎকালে অর্থাৎ দুই বৎসর পরে এই সমস্ত কুম্ভ উদ্ঘাটন করিবে। ধীমান ভগবান্ দ্বৈপায়ন ইহা কহিয়া সেই সমস্ত গর্ভ সংস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে সেই সকল মাংসপেশী-খণ্ডের মধ্যে প্রথমত দুর্য্যোধন ভূপতির জন্ম হইল, পরন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের অগ্রে জন্ম হওয়ায় তৎপ্রমাণে তিনি জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত ধীমান্ বিদুর ও ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। যে দিন দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনের জন্ম হয়, সেই দিবসেই মহাবাহু বীর্য্যবান্ ভীম জন্মিয়াছিলেন। হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভসদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে লাগিল; প্রচণ্ড বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল এবং দিক্দাহ হইতে লাগিল। হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে ভীত প্রায় হইয়া ভীষ্ম, বিদুর, ব্রাহ্মণগণ, সুহৃদ্গণ ও কৌরবগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমাদের বংশবর্দ্ধন রাজপুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনি স্বগুণেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই, পরন্তু আমার এই পুত্র যুধিষ্ঠিরের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে এই কুমারও কি রাজা হইতে পারিবে? এ বিষয়ে যাহা নিশ্চয় হইবে, তাহা তোমরা প্রকৃতরূপে বল। হে ভারত! এই বাক্যের অবসানেই শিবাগণ ও মাংসভোজী ঘোরজন্তুগণ চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতে লাগিল। হে রাজন্! চতুর্দ্দিকে সেই সমস্ত অশুভ নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণগণ ও মহামতি বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ ভূপতে! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইলে যে প্রকার এই ঘোর নিমিত্ত সকল উত্থিত হইতেছে, ইহাতে ব্যক্তরূপেই বোধ হইতেছে যে, আপনার এই পুত্র কুলক্ষয়কারী হইবে, ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই কুলের শান্তি হইতে পারে, নতুবা মহান্ অনিষ্ট হইবে। হে মহীপতে, ভারত! যদ্যপি আপনি স্বকুলের শান্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই এক পুত্র পরিত্যাগ করুন, তাহাতে আপনার একোন-শত পুত্র হইবে, তাহাও ভাল; আপনি একজনকে পরিত্যাগ করিয়া এই বংশের ও জগতের মঙ্গলবিধান করুন। হে রাজন্! কুল-রক্ষার নিমিত্ত একজনকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামের অনুরোধে কুলত্যাগ করিবে, দেশের অনুরোধে গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে।

সেই সমস্ত দ্বিজগণ ও বিদুর এইরূপ কহিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহ-প্রযুক্ত সেরূপ করিলেন না। হে পার্থিব! অনন্তর এক মাসের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ণ এক শত পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল। গান্ধারী যখন বর্দ্ধমান গর্ভ-ক্লেশে ক্লিশ্যমানা ছিলেন, তখন একজন বৈশ্যা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা ছিল। হে নৃপ!, তাহাতে সেই বৎসর ঐ বৈশ্যা-গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র হইতে মহাযশা ধীমান্ যুযুৎসু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বৈশ্যাগর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের জন্মপ্রযুক্ত ঐ পুত্র করণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র হইতে মহারথ বীর এক শত পুত্র ও এক কন্যা এবং মহাতেজা প্রতাপবান্ বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে অনঘ! ধৃতরাষ্ট্রের ঋষিপ্রসাদলব্ধ শত পুত্রোৎপত্তি-বিবরণ আপনি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন, পরন্তু ঋষির প্রসন্নতায় কন্যা জন্মিবার কোন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয় নাই। আপনি ধৃতরাষ্ট্রের ঐ এক শত পুত্রের অধিক এক পুত্র বৈশ্যাগর্ভে উৎপন্ন যুযুৎসু এবং তদ্ভিন্ন গান্ধারী-গর্ভে এক কন্যার জন্মবৃত্তান্ত কহিলেন; কিন্তু অমিততেজা মহর্ষি ব্যাস কহিয়াছিলেন যে, গান্ধাররাজ-দুহিতা শত পুত্রবতী হইবে, অতএব হে ভগবন্! এক্ষণে আপনি কি প্রকারে গান্ধারী-গর্ভে শত-পুত্রাতিরিক্ত এক কন্যার উৎপত্তি কহিলেন? সেই মহর্ষি যদ্যপি সেই মাংশপেশী শতভাগ করিয়া থাকেন এবং সুবলাত্মজার যদ্যপি পুনর্ব্বার গর্ভসঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে দুঃশলার উৎপত্তি হইল? হে বিপ্রর্ষে! এ বিষয় শ্রবণার্থ আমার পরম কৌতূহল জন্মিতেছে, আপনি যথাবৎ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পাণ্ডব! আপনি সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি আপনাকে ইহা ব্যক্তরূপে বলিতেছি। মহাতপা ভগবান্ ব্যাস স্বয়ং সুশীতল সলিল-দ্বারা সেই মাংসপেশী সেচন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাগ কল্পনা করিলেন হে নৃপতে! তিনি যেমন ভাগ করিতে লাগিলেন, অমনি ধাত্রী তাহা একে একে ঘৃতপূর্ণ-কুম্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময়ে সুদৃঢ়ব্রতা সাধ্বী বরাঙ্গনা দেবী গান্ধারী, দুহিতৃস্নেহ পর্য্যালোচনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই মাংসপেশীতে আমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই, কারণ মুনি-বাক্য কদাপি মিথ্যা হয় না; পরন্তু যদ্যপি আমার শত পুত্রাতিরিক্ত কনীয়সী একটি কন্যা হয়, তাহা হইলে আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সন্তোষ জন্মে এবং তাহাতে আমার পতি দৌহিত্রার্জ্জিত পুণ্য লোক হইতে বহির্ভূত হন না; বিশেষত স্ত্রীলোকমাত্রেরই জামাতাতে অধিক প্রীতি জন্মিয়া থাকে; অতএব যদ্যপি আমার শত-পুত্রাতিরিক্ত একটি দুহিতা হয়, তাহা হইলে আমি পুত্র ও দৌহিত্রে সংবৃতা হইয়া কৃতকৃত্যা হই। যদি আমি প্রকৃতরূপে তপস্যা, দান বা (ব্রাহ্মণদ্বারা) হোম করিয়া থাকি, অথবা যদি গুরুগণকে পরিতুষ্ট করিয়া

থাকি, তাহা হইলে আমার একটি কন্যা হউক। ইত্যবকাশে ঋষিসত্তম ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং সেই মাংসপেশী ভাগ করিতেছিলেন। তিনি সংপূর্ণ শতভাগ গণনা করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন, এই তোমার শত পুত্র সম্পূর্ণ হইল, আমি তোমাকে অনৃত বাক্য কহি নাই। এক্ষণে দৈবযোগ-প্রযুক্ত শতভাগ হইতে অতিরিক্ত এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট থাকিল, তোমার অভিলাষমত ইহাতে একটি সুভগা কন্যা হইবে। অনন্তর মহাতপা তপোধন অন্য এক ঘৃতকুম্ভ আনাইয়া তাহাতে সেই কন্যাভাগ প্রক্ষেপ করিলেন। হে অনঘ, ভরতবংশাবতংস! দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত আপনার নিকট এই বর্ণন করিলাম, হে রাজেন্দ্র! পুনর্ব্বার কি বর্ণন করিতে হইবে বলুন।

ষোড়শাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতা ও সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্বিলোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমকর্ম্মা, কনকায়ু, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক্, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডলশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, কুণ্ডী, কুণ্ডধার, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, প্রমথ, প্রমাথী, বীর্য্যবান্ দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজা এই এক শত পুত্র এবং কন্যা দুঃশলা। হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও শতাতিরিক্ত এক কন্যার নাম এই কীর্ত্তন করিলাম। হে নৃপ! এই সকল নামের ক্রমানুসারে ইহাদের জন্মক্রম জানিবেন। ইহারা সকলেই অতিরথ, সকলেই শূর, সকলেই যুদ্ধবিশারদ, সকলেই বেদবিশারদ এবং সকলেই সকল-অস্ত্র সঞ্চালনে নিপুণ ছিল। হে মহীপতে! ধৃতরাষ্ট্র পরীক্ষা করিয়া অনুরূপ কন্যা-সকল আহরণ-পূর্ব্বক যথা সময়ে যথাবিধানে তাহাদের সকলেরই বিবাহ দিলেন। হে ভরতকুল-প্রদীপ! অনন্তর নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র সময়ানুসারে জয়দ্রথকে যথাবিধি দুঃশলা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সপ্তদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মবাদিন্! আপনি মনুষ্য-ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উৎকৃষ্ট অলৌকিক আর্ষজন্ম বিবরণ এবং তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামও কীর্ত্তন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! সে সমস্ত আপনার নিকট আমি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে পাণ্ডবগণের চরিত কীর্ত্তন করুন। আপনি অংশাবতারণে কহিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা ও দেবরাজ-সদৃশ পরাক্রান্ত এবং দেবতাদিগের অংশে প্রসূত হইয়াছিলেন; অতএব আমি সেই অলৌকিক-কর্ম্মশালী পাণ্ডবদিগের জন্মাবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, হে বৈশম্পায়ন! আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা পাণ্ডু মৃগব্যাল-নিষেবিত মহারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৈথুনধর্ম্মে আসক্ত এক যূথপতি মৃগকে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি হিরণ্ময় পুঙ্খ-শোভিত সুপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ ও আশুগ পঞ্চ শর দ্বারা সেই মৃগ ও মৃগীকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! কোন মহাতেজস্বী তপোধন ঋষিপুত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া ভার্য্যার সহিত ঐরূপ সঙ্গত হইয়াছিলেন। তিনি সেই মৃগীতে সংসক্ত থাকিয়াই শরাঘাতে ক্ষণকালমধ্যে ভূতলে পতিত হইয়া মনুষ্যবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক সমাকুল-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে পাণ্ডুকে কহিলেন যে, কামক্রোধযুক্ত, বুদ্ধিহীন ও পাপরত-ব্যক্তিরাও ঈদৃশ নৃশংস কর্ম্ম করে না; পরন্তু মানববুদ্ধি দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, দৈবই মানব বুদ্ধিকে অতিক্রম করে, সুতরাং দৈবাগত বিষয়কে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষও বোধগম্য করিতে পারেন না। হে ভারত! তুমি চিরধর্ম্মাত্মাদিগের প্রধানবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে কাম-লোভে অভিভূত হইলে? কি প্রকারেই বা তোমার মতি এরূপ বিচলিতা হইল? পাণ্ডু কহিলেন, হে মৃগ! রাজগণ শত্রুবধস্থলে যেরূপ ব্যবহার করেন, মৃগবধস্থলেও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব মোহহেতু আমাকে ঈদৃশ তিরস্কার করা তোমার উচিত নয়, অচ্ছদ্ম ও শঠতা ব্যবহারে মৃগবধ করা রাজাদিগের ধর্ম্ম; তুমি কি জন্য তদ্বিষয়ে নিন্দা করিতেছ? অগস্ত্য ঋষি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমস্ত অরণ্যানীমধ্যে সর্ব্ব দেবতার উদ্দেশে সমুদায় মৃগগণকে প্রোক্ষণপূর্ব্বক মৃগয়া করিয়াছিলেন। তিনি অভিচার কর্ম্ম নিমিত্ত তোমাদের মেদোদ্বারা হোম করিয়াছিলেন; অতএব প্রমাণ-দৃষ্ট ধর্ম্মানুসারেই তুমি মৎকর্ত্তৃক হত হইয়াছ, ইহাতে কি জন্য আমাদের নিন্দা করিতেছ? মৃগ কহিলেন, মনুষ্যেরা শত্রুকে উদ্দেশ না করিয়া কখন শরক্ষেপ করে না, বিশেষত যে সময়ে শত্রুর ছিদ্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কালই শত্রুবধের প্রশস্তকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাণ্ডু কহিলেন, হে মৃগ! মৃগগণ প্রমত্তই থাকুক্ বা অপ্রমত্তই থাকুক্, লোকে বিবিধ তীক্ষ্ণ উপায়দ্বারা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে বধ করে, অতএব তুমি কি নিমিত্ত নিন্দা করিতেছ? মৃগ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি মৃগবধ করিয়াছ বলিয়া আমি আত্ম-কারণে তোমাকে নিন্দা করিতেছি না, পরন্তু এই সময়ে নিষ্ঠুরতাচরণ না করিয়া আমার মৈথুনকাল প্রতীক্ষা করা তোমার উচিত ছিল। সর্ব্বভূতের অভিবাঞ্ছিত ও সর্ব্বভূতের হিতজনক ঈদৃশ সময়ে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি বনমধ্যে মৈথুনাসক্ত মৃগকে বধ করিতে পারেন? হে রাজেন্দ্র! আমি আহ্লাদপূর্ব্বক এই মৃগীতে সন্তান উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মৈথুনাচরণ করিতেছিলাম, তুমি তাহা বিফল করিলে। মহারাজ! তুমি বিশুদ্ধ কর্ম্মচারী পৌরব-রাজাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব এই কর্ম্ম তোমার অনুরূপ হয় নাই। হে ভারত! এই মহৎ নৃশংস কর্ম্ম, অস্বর্গ্য, অযশস্য, অধর্ম্ম্য ও সর্ব্বলোকবিগর্হিত হইয়াছে। হে

দেবোপম! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ এবং স্ত্রীসম্ভোগের বিশেষজ্ঞ হইয়াও এই যে অস্বর্গ্য কর্ম্ম করিলে ইহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই। হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! যে সকল লোক নৃশংস-কর্ম্মচারী, পাপাচরণে রত ও ধর্ম্মার্থকামে পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে, তোমাকেই তাহাদিগের নিগ্রহ করিতে হয়। হে মহা-প্রাজ্ঞ! আমি মৃগবেশধারী ফলমূলাহারী মুনি, আমাকে নিরপরাধে বধ করিয়া কি কর্ম্ম করিলে? আমি শমপরায়ণ হইয়া নিত্য অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকি, ইহাতে তুমি আমাকে বিনাপরাধে বধ করিলে, এই কারণে আমি তোমাকে শাপপ্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন স্ত্রী পুরুষের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি স্বয়ং যখন কামমোহিত হইয়া অবশ হইবে, তখন এইরূপ জীবনান্তকারী ভাব তোমারও উপস্থিত হইবে। আমি কিমিন্দম নামক তপঃসম্পন্ন মুনি, মনুষ্যের নিকট লজ্জা-প্রযুক্ত মৃগীতে মৈথুনাচরণ করিতেছিলাম। আমি যে মৃগবেশ ধারণ করিয়া মৃগগণের সহিত গহনবনে বিচরণ করিয়া থাকি, তাহা না জানিয়াই তুমি আমাকে বধ করিয়াছ, সুতরাং ইহাতে তোমার ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইবে না। রে অজ্ঞান্! মৃগরূপধারী কামমোহিত আমাকে যেমন এইরূপে বধ করিলে, তেমনি তুমিও ইহার ফল এইরূপই ত্বরায় প্রাপ্ত হইবে। তুমি কামবিমোহিত হইয়া প্রিয়ার সহিত সংসর্গ করিবামাত্র এই অবস্থায় প্রেতলোকে গমন করিবে। হে মতিমন্! তুমি অন্তিম সময়ে যে কান্তার সহিত সংসর্গ করিবে, সেই প্রণয়িনীও সর্ব্বলোক-দুরতিক্রম্য প্রেতলোকে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার অনুগামিনী হইবে। আমি যেমন সুখানুভব কালে তোমা হইতেই দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, সেইরূপ তুমিও সুখানুভব সময়ে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মৃগ এই বাক্য কথনপূর্ব্বক অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা পাণ্ডুও ক্ষণকাল মধ্যে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

অষ্টাদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা পাণ্ডু স্বীয় বন্ধুর ন্যায় সেই মৃত ঋষিকে অতিক্রম করিয়া ভার্য্যার সহিত শোক ও দুঃখভরে পীড়িত ও কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, হায়! অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা সদ্বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও কামজালে বিমোহিত হইয়া স্বকর্ম্ম দোষে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, আমার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ধর্ম্মাত্মা শান্তনুকর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াও কেবল কামাত্মা হওয়াতে বাল্যকালেই কাল কবলে পতিত হইয়াছিলেন; সেই কামপরতন্ত্র রাজার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্ ঋষি সত্যবাদী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার জন্ম প্রদান করিয়াছিলেন; এতাদৃশ লোকের পুত্র হইয়াও আমি দুর্নীতিহেতু মৃগয়ার্থ কেবল বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। অদ্য আমার অধমা বুদ্ধি ব্যসন-বিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সুতরাং দেবগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যেহেতু আমার পুত্রমুখ দর্শনের অভাবে স্বর্গ গমনের পথ থাকিল না। অধুনা আমি মোক্ষপথের পথিক হই। পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি সংসার-বন্ধনই অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়াছে, অতএব আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জনক ব্যাসদেবের আচরিত কার্য্যের অনুবর্ত্তী হইব। আমি স্বীয় চিত্তকে নিঃসন্দেহরূপে ঘোর তপস্যায় নিয়োজিত করিব। তাহাতে ভার্য্যাদি পরিহার করিয়া একাকী মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক মুনি হইয়া এই সমস্ত আশ্রমস্থিত এক এক বৃক্ষের নিকটে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব। আমি সমস্ত প্রিয়াপ্রিয় পরিত্যাগ-পুরঃসর ধূলিতে ধূসরিত হইয়া শূন্যাগারে বা বৃক্ষমূলে বাস করিব, কিছুতেই হর্ষ বা শোক করিব না, আপনার নিন্দা ও স্তুতি সমান বোধ করিব, আশীর্ব্বাদ বা নমস্কারের অভিলাষী হইব না এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া কাল হরণ করিব। আমি কাহারও প্রতি উপহাস বা ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিব না; নিরন্তর প্রসন্নবদন হইয়া সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিয়ত নিরত থাকিব; অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণীতে হিংসা প্রকাশ করিব না, প্রত্যুত স্বীয় প্রজার ন্যায় সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাব রাখিব। প্রত্যহ পঞ্চ বা দশগৃহে এক বারমাত্র ভিক্ষা করিব, তাহাতে ভিক্ষা-লাভের অসম্ভব হইলে অনাহারী হইয়াও থাকিব; অল্প অল্প করিয়াও ভোজন করিব, তথাপি একবার লাভ না হইলে পুনর্ব্বার কদাচ ভিক্ষা করিব না; সপ্ত বা দশগৃহে ভ্রমণ পূর্ণ করিয়াও যদি ভিক্ষালাভ না হয়, তবে লোভপ্রযুক্ত অন্য গৃহসকলে আর বিচরণ করিব না। লাভই হউক বা অলাভই হউক আমি সমদর্শী ও মহাতপা হইব। কেহ বাসীদ্বারা এক বাহুচ্ছেদন ও চন্দনদ্বারা অপর বাহুচর্চ্চিত করিলে, তদুভয়ের কল্যাণ বা অকল্যাণ চিন্তা করিব না। আমি জীবনে ও মরণে আমোদ বা দ্বেষ প্রকাশ করত কখন জিজীবিষু বা মুমূর্ষুর ন্যায় আচরণ করিব না। সচেতন ব্যক্তি নিমেষাদি কাল-নিয়মিত যে সমস্ত স্বর্গাদি ফলদায়ক মাঙ্গল্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে, আমি সম্যক্‌রূপে চিত্তকলুষ ক্ষালন করিয়া সেই সমুদায় ক্রিয়াকলাপ অতিক্রমপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ ও অনিত্য ফলজনক সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া পরিহার করিব এবং অবিদ্যাদি সর্ব্ব প্রকার বাগুরা অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বায়ুর গুণ অবলম্বন করিয়া থাকিব, কাহারও বশবর্ত্তী হইব না। সতত এইরূপ ব্যবহারদ্বারা বিচরণ করত নির্ভয়পথ আশ্রয় করিয়া দেহ বিনাশ করিব; বীর্য্যহীন হইয়া আত্মতত্ত্ব-রূপধর্ম্ম হইতে সতত পরিভ্রষ্ট স্ববীর্য্য-ক্ষয়কারক কর্ম্মময় কুমার্গে কদাচ পাদার্পণ করিব না। অকামী হইয়াও যে ব্যক্তি কামাত্মা হইয়া দীনভাবে পুনর্ব্বার কামবৃত্তি আশ্রয় করে, সে সংকৃত হউক বা অসংকৃত হউক, অবশ্যই কুকুরের পথাবলম্বী, অর্থাৎ বান্ত-ভোজী হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা অতিশয় দুঃখার্ত্ত-চিত্তে এই সমস্ত বাক্য কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কুন্তী ও মাদ্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, কৌশল্যা, বিদুর সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, ব্রতপরায়ণ সোমপায়ী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং যে সকল পৌরবৃদ্ধগণ অস্মদাশ্রয়ে আছেন, তাঁহাদের সকলকেই প্রসন্ন করিয়া কহিবে যে, পাণ্ডু প্রব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া বন গমন করিয়াছেন। কুন্তী ও মাদ্রী বনবাসে কৃত-সঙ্কল্প ভর্ত্তার বচন শ্রবণ করিয়া তদুপযুক্ত বাক্য কহিলেন হে ভরতর্ষভ! অন্য অনেক আশ্রম আছে, তাহা অবলম্বন

করিলে আপনি এই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের সহিত মহৎ তপস্যা করিতে পারিবেন এবং শরীর-পরিহারের নিমিত্ত স্বর্গীয় মহাফল প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্বর্গেরও স্বামী হইবেন সন্দেহ নাই। আমরাও উভয়ে ভর্তৃলোকপরায়ণা হইয়া ইন্দ্রিয় সকল দমনপূর্ব্বক কামনা ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া বিপুল তপস্যাচরণ করিব। হে মহাপ্রাজ্ঞ, বিশাম্পতে! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমরা অদ্যই প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই। পাণ্ডু কহিলেন, তোমাদের এই নিশ্চয়, যদি ধর্ম্মানুসারী হয়, তাহা হইলে আমি পিতার স্বকীয় অব্যয়বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইব; গ্রাম্য আহার ও গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বল্কল পরিধান ও ফলমূলাশী হইয়া মহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করত মহাবনে ভ্রমণ করিব; চীরচর্ম্ম জটাধারী পরিমিতাহারী, ক্ষুৎ-পিপাসানবেক্ষী, শীতবাত-তপনতাপাদি-সহিষ্ণু ও কৃশাঙ্গ হইয়া উভয়কালে স্নান ও অগ্নিতে হোম করত দুশ্চর তপস্যাদ্বারা এই শরীর শুষ্ক করিব; বিজনবর্ত্তী হইয়া পক্বাপক্ব-কন্দমূলাদি ভক্ষণ ও বানপ্রস্থ সমুচিত শাস্ত্রালোচন করত বন্য ফল, জল ও বাক্যদ্বারা পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিব; গ্রামবাসিগণেরও কথা দূরে থাকুক, এক-গৃহবাসি-বানপ্রস্থগণেরও কখন অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইব না। যতকাল এই দেহের অবসান না হয়, ততকাল আমি আরণ্যশাস্ত্র সমুদায়ের এইরূপে ক্রমশ উগ্রতর বিধির অনুষ্ঠান করত অবস্থিতি করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরবনন্দন রাজা পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই বাক্য বলিয়া চূড়ামণি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহার্হ বস্ত্র ও স্ত্রীগণের আভরণ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া অনুচরদিগকে কহিলেন, তোমরা হাস্তিনপুরে গমন করিয়া কহিবে যে কুরুনন্দন পাণ্ডু অর্থ, কাম, সুখ ও পরম প্রিয়তম স্ত্রীসংসর্গ-সুখ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বনপ্রস্থান করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার অনুযাত্রিকবর্গ ও পরিচারকগণ সেই ভরতসিংহের বিবিধ করুণাবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষণ আর্ত্তস্বরে হাহা শব্দ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, পরে ভূপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তদীয় সমুদায় বাক্য গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে হস্তিনাপুরে উপনীত হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগের প্রমুখাৎ অরণ্যঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুর নিমিত্ত অতিশয় অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করত শয্যা আসন ভোগ প্রভৃতি কিছুতেই প্রীত হইতে পারিলেন না। হে কৌরব্য! এদিকে রাজপুত্র পাণ্ডু ফলমূলাহারী হইয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত নাগশত পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে তিনি চৈত্ররথে উপস্থিত হইয়া কালকূট পর্ব্বত অতিক্রমানন্তর হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! তিনি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সম ও বিষম স্থানসমূহে বাস করিলেন, পরিশেষে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর প্রাপ্ত হইয়া হংসকূট অতিক্রমপূর্ব্বক শতশৃঙ্গনামক পর্ব্বতে ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

উনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বীর্য্যবান্ পাণ্ডু সেই স্থানে পরমোৎকৃষ্ট তপস্যায় নিরত নিযুক্ত থাকিয়া সিদ্ধ-চারণগণের অতিশয় প্রিয়দর্শন হইলেন। তিনি গুরু-শুশ্রূষু, অহঙ্কারশূন্য, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় বীর্য্যদ্বারা স্বর্গগমনের উপযোগী পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। কোন কোন ঋষি তাঁহাকে ভ্রাতা, কেহ কেহ বা সখা বোধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর পাণ্ডু বহুকাল পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক তপোরাশি উপার্জ্জন করিয়া ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ হইয়া উঠিলেন। একদা অমাবস্যা তিথিতে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একত্র হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিতেছিলেন, পাণ্ডু সেই সমস্ত ঋষিগণকে প্রস্থিত দেখিয়া কহিলেন, হে বাক্পটু মহর্ষিগণ! আপনারা কোথায় গমন করিবেন বলুন। ঋষিগণ কহিলেন, অদ্য ব্রহ্মলোকে মহাত্মা দেব ও ঋষিগণের এবং মহানুভব পিতৃগণের মহাসমাগম হইবে, আমরা স্বয়ম্ভূকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই ব্রহ্মধামে গমন করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু মহর্ষিগণের সহিত গমনেচ্ছু হইয়া স্বর্গপারে উত্তীর্ণ হইবার মানসে সহসা উত্থানপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে শত শৃঙ্গ হইতে উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন তাপসগণ তাঁহাকে কহিলেন, আমরা উত্তরমুখ হইয়া শৈলরাজের উপরি ক্রমশ ঊর্দ্ধে গমন করিতে করিতে এই রমণীয় পর্ব্বতে অসংখ্য দুর্গম দেশ দেখিয়াছি; মধ্যে মধ্যে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের শত শত বিমান সঙ্কুল গীতস্বর নিনাদিত ক্রীড়া-স্থান সুশোভিত হইতেছে; স্থানে স্থানে কুবেরের সম ও বিষম উদ্যান সমস্ত, মহানদী-নিতম্ব ও দুর্গম গিরিগহ্বর রহিয়াছে; কোন কোন স্থল চিরকাল হিমসংঘাতে আচ্ছন্ন থাকে; তথায় বৃক্ষ, মৃগ বা পক্ষী কিছুই নাই। কোন কোন স্থানে এরূপ মহাবর্ষা হয় যে, তাহা দুর্গম বা নিতান্ত দুরাসদ হইয়া উঠে; অন্য মৃগের কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও সে সকল স্থান অতিক্রম করিতে পারে না; কেবল একমাত্র বায়ু এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ তথায় গমন করিতে সমর্থ হন। এই রাজকন্যারা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে এই দুর্গম শৈলরাজে গমন করিতে হইলে কেন না অবসন্ন হইবেন? অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি গমন করিও না। পাণ্ডু কহিলেন, হে মহাভাগগণ! কথিত আছে যে, নিঃসন্তান ব্যক্তির স্বর্গারোহণের দ্বার নাই; আমি নিঃসন্তান, এই জন্যই অতিশয় সন্তাপ-তাপিত হইয়া আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি। হে তপোধনগণ! আমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হওয়াতেই সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়াছি; আমার নিশ্চয় হইয়াছে যে, আমার এই দেহ ধ্বংস হইলে পিতৃগণও বিনষ্ট হইবেন। মানবগণ পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যঋণ এই ঋণ-চতুষ্টয়-যুক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে এবং ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগকে তাহা দেয় হইয়া থাকে; ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন যে, যে মনুষ্য এই স্বাভাবিক ঋণ পরিশোধ-বিষয়ে যথাকালে মনোযোগী না হয়, তাহার সদ্গতি হয় না। মনুষ্যগণ যোগানুষ্ঠান-দ্বারা দেবগণকে, অধ্যয়ন ও তপস্যাদ্বারা মুনিগণকে, পুত্রোৎপাদন ও পিণ্ডদানদ্বারা পিতৃগণকে এবং আনৃশংস্যদ্বারা

মানবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া তত্তৎ ঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। আমি দেব, ঋষি ও মনুষ্য ইহাঁদের ঋণ হইতে ধর্ম্মত মুক্ত হইয়াছি, পরন্তু আমার শরীর নাশ হইলেই পিতৃগণের নাশ হইবে। হে তাপসগণ। নরোত্তমেরা পিতৃঋণ পরিশোধার্থে সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু আমি এখনও উক্ত ঋণ হইতে অনির্ম্মুক্ত রহিয়াছি, অতএব জিজ্ঞাসা করি, পিতা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাস হইতে আমি যেমন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, সেইরূপ আমার এই ক্ষেত্রে কি সন্তানোৎপত্তি হইতে পারিবে? ঋষিগণ কহিলেন, হে ধর্ম্ম-পরায়ণ, ভূপতে! আমরা দিব্যচক্ষু-দ্বারা জানিতেছি যে, তোমার নিষ্পাপ দেবতুল্য শুভ সন্তান উৎপন্ন হইবে; অতএব হে নরব্যাঘ্র! তুমি কার্য্য-দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর, যেহেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অব্যগ্র হইয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! তোমার ফল দৃষ্ট হইতেছে, তুমি অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও, তাহাতে অবশ্যই প্রীতিকর সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত তনয় লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা পাণ্ডু তাপসগণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মৃগশাপদ্বারা আপনার পুত্রোৎপাদন-শক্তি রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া চিন্তাকুল হইলেন। পরে তিনি যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জন স্থানে কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। দেখ, ধর্ম্মবাদীরা চিরকাল কহিয়া থাকেন যে, সন্তান এই ত্রিলোক-মধ্যে ধর্ম্মময়ী প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ হইয়াছে। যাগানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত নিয়ম এসমস্ত নিঃসন্তান ব্যক্তি-দিগের পক্ষে পবিত্রকারী হয় না। হে শুচিস্মিতে! ইহা বিদিত থাকায় আমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, আমার পুত্রোৎপত্তি না হওয়াতে আমি শুভলোক প্রাপ্ত হইতে পারিব না। হে ভীরু! পূর্ব্বে আমি যেমন অকৃতাত্মা ও নৃশংসকারী ছিলাম, সেইরূপ মৃগের অভিশাপে আমার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ছয় প্রকার পুত্র বন্ধুধনে অধিকারী হয়, আর ছয় প্রকার পুত্র তাহাতে অধিকারী নহে। হে পৃথে! আমি ঐ দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। (প্রথম) ঔরস অর্থাৎ পরিণীতা ভার্য্যাতে স্বয়ং উৎপাদিত, (দ্বিতীয়) প্রণীত অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহে স্বীয় ক্ষেত্রে জাত, (তৃতীয়) পরিক্রীত অর্থাৎ ক্রীত-শুক্রে স্বীয় ক্ষেত্রে উৎপন্ন, (চতুর্থ) পৌনর্ভব অর্থাৎ বিধবা-গর্ভে অন্য-কর্ত্তৃক উৎপাদিত, (পঞ্চম) কানীন অর্থাৎ কন্যা-কালে উৎপন্ন, (ষষ্ঠ) স্বৈরিণী-গর্ভসম্ভূত অর্থাৎ গূঢ় বা কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ, (সপ্তম) দত্ত অর্থাৎ পূর্ব্ব পিতা মাতা-কর্ত্তৃক সম-র্পিত, (অষ্টম) ক্রীত অর্থাৎ ধন প্রদানপূর্ব্বক গৃহীত, (নবম) উপক্রীত অর্থাৎ কৃত্রিম, (দশম) স্বয়ং উপাগত অর্থাৎ আমি তোমার পুত্র হইলাম বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত, (একাদশ) জ্ঞাতি-রেতা সহোঢ় অর্থাৎ ভ্রাত্রাদি-কর্ত্তৃক সজাতিগর্ভা রমণীকে বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে সম্ভূত, (দ্বাদশ) হীনযোনিধৃত অর্থাৎ হীনজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন। এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অভাবে মাতা পরপর পুত্রলাভে ইচ্ছা করিবে মানবগণ আপৎকালে উত্তম কনিষ্ঠ সোদর হইতে পুত্র কামনা করিয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা স্বীয় বীর্য্য ভিন্ন অন্য হইতেও ধর্ম্মফল-দায়ক শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভ করিতে পারে। অতএব হে কুন্তি! আমি এক্ষণে সন্তানোৎ-পাদিকা-শক্তি-বিহীন হইয়াছি, এই হেতু তোমাকে নিয়োগ করিতেছি, তুমি সদৃশ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে যশস্বী সন্তান প্রসব কর। হে পৃথে! শরদণ্ডায়নের কন্যার কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। সেই বীরপত্নী শারদণ্ডায়নী স্বামীকর্ত্তৃক পুত্রোৎ-পাদন-কার্য্যে নিয়োজিতা হওয়াতে ঋতুস্নাতা হইয়া রজনীতে চতুষ্পথে দণ্ডায়মানা হইলেন। পরে একজন সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া পুংসবন-যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক সেই কর্ম্ম সমাধানান্তে তাঁহার সহিত বাস করিলেন। তাহাতে দুর্জ্জয়-প্রভৃতি তিনজন মহারথের উৎপত্তি হইল। হে কল্যাণি! সেইরূপ তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপস্যায় মদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ কোন ব্রাহ্মণ হইতে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত শীঘ্র যত্নবতী হও।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুন্তী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুবংশপ্রবীর ভূমিপতি পতি পাণ্ডুকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, রাজীবলোচন! আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী এবং আপনাতেই অনুরক্তা আছি, আমাকে এরূপ কথা বলা কোন প্রকারে আপনার উচিত নহে। হে বীর, মহাবাহো! ধর্ম্মানু-সারে আপনিই আমাতে বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান উৎপাদন করি-বেন। হে মনুজ-শার্দ্দূল! তাহা হইলেই আমি আপনার সহিত স্বর্গ-গমন করিতে পারিব; অতএব হে কুরুনন্দন! আপ-নিই সন্তানের নিমিত্ত আমাতে গমন করুন, যেহেতু আপনা ব্যতীত আমি মনোদ্বারাও অন্য পুরুষ গমন করিতে অভিলাষ করি না; বিশেষত এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা আপ-নার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আছে? হে ধর্ম্মাত্মন্, বিশালাক্ষ! পূর্ব্বে আমি একটি পৌরাণিকী গাথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা আপ-নার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে পুরু-বংশ-বর্দ্ধনকারী পরম ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যুষিতাশ্ব নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু ভূপতি যাগ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র-সহ দেবগণ ও দেবর্ষিবর্গ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে সেই মহাত্মা রাজর্ষি ব্যুষিতাশ্বের যজ্ঞে দেবরাজ সোমরস-পানে এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যেমন শিশিরাবসানে ভগবান মার্ত্তণ্ড সমস্ত ভূতবর্গকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর দীপ্তিশীল হন, তাহার ন্যায় ব্যুষিতাশ্ব সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজসত্তম! সেই প্রতাপবান রাজেন্দ্র ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর তুল্য বল ধারণ করিতেন, সুতরাং অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চতুর্দ্দিকস্থ ভূপালগণকে পরাজয় ও গ্রহণপূর্ব্বক বশবর্ত্তী করিয়া-ছিলেন। হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! যশোবৃদ্ধ ব্যুষিতাশ্ব অবনীপতি হওয়াতে পুরাণবাদী ব্যক্তিরা এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ব্যুষিতাশ্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত এই বসুন্ধরা বিজয় করিয়া, পিতা যেমন ঔরস-পুত্র প্রতিপালন করেন, তাহার ন্যায় সর্ব্বলোক পালন করিয়াছিলেন। তিনি অশেষ রত্নসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক

সোমসংস্থা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞ সমস্ত বিস্তার করত অসংখ্য সোমলতা নিষ্পীড়ন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধনদান করিয়াছিলেন। কাক্ষীবান ভূপতির কন্যা ভদ্রা তাঁহার পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিল। হে মনুষ্যেন্দ্র! ভূমণ্ডলমধ্যে ঐ ভদ্রার তুল্য নিরুপম রূপবতী যুবতী আর কেহ ছিল না। ঐ দম্পতীর মধ্যে কামিনী যেমন স্বামীকেই কামনা করিত, সেইরূপ স্বামীও ঐ কামিনীতেই অনুরক্ত ছিলেন। অনন্তর ভদ্রাতে আসক্ত বুষিতাশ্বের যক্ষ্মারোগ হইল; তাহাতে তিনি দিবাকরের ন্যায় অনতি দীর্ঘকালের মধ্যেই অস্তমিত হইলেন। সেই নরপাল পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভার্য্যা অতিশয় শোক-বিহ্বলা হইল। হে পুরুষব্যাঘ্র, জনাধিপ! ভদ্রা পরম দুঃখার্ত্তা হইয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

ভদ্রা ভর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ! স্বামী বিনা রমণীরা নিতান্ত নিষ্ফলা হয়। যে নারী ভর্ত্তা ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করে, সে সতত দুঃখিতা হওয়ায় মৃতপ্রায় হইয়াই থাকে, হে ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব! পতি ব্যতিরেকে অবলাদিগের মৃত্যুই মঙ্গল, অতএব আমি তোমার সহগামিনী হইতে বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাও! হে রাজন্! তোমাব্যতিরেকে আমার ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণের অভিলাষ নাই অতএব প্রসন্ন হও, আমাকে অবিলম্বে এখান হইতে লইয়া যাও! হে রাজশার্দ্দূল! কি সম কি বিষম সর্ব্ব স্থানেই আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব, পুনর্ব্বার আর নিবৃত্ত হইব না! হে নরব্যাঘ্র! আমি তোমার প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রতা, ছায়ার ন্যায় অনুগতা ও নিয়ত নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। হে পুষ্করেক্ষণ! তোমা ব্যতিরেকে অদ্যপ্রভৃতি কষ্টদায়ক হৃদয়-শোষণ মনঃপীড়াপুঞ্জ আমাকে অভিভব করিবে! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যাহারা একত্র বিচরণ করে, হতভাগিনী আমি তাহাদিগকে পরস্পর বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপেই তোমার সহিত আমার এই দীর্ঘ বিয়োগ উপস্থিত হইল। হে পার্থিব! যে নারী পতি-বিযুক্তা হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করে, সে যেন নরকস্থা হইয়া অতি কষ্টেই অবস্থিতি করে। আমি পূর্ব্বজন্মে একত্রস্থিত দম্পতীগণকে পরস্পর বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপকর্ম্ম সঞ্চিত দুঃখ এক্ষণে তোমার বিয়োগে পরিণত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। হে ভূপতে! আমি অদ্যপ্রভৃতি ত্বদীয় দর্শন-পরায়ণা হইয়া কুশশয্যাশায়িনী হইয়া থাকিব, কোন সুখে আবিষ্টা হইব না। হে নরব্যাঘ্র! দর্শন দাও। হে নাথ! হে নরেশ্বর! কাতরভাবে বিলাপকারিণী অসুখান্বিতা এই দীনা অধিনীকে আজ্ঞা কর!

কুন্তী কহিলেন, এইরূপে ব্যুষিতাশ্ব-কামিনী সেই শবকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ বহুবিধ বিলাপ করিতেছে, এমন সময়ে এই আকাশবাণী হইল,—"ভদ্রে! উত্থিতা হও, গমন কর; হে চারুহাসিনি! তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, আমি তোমাতে সন্তান উৎপাদন করিব; হে বরারোহে! অষ্টমীতে বা চতুর্দ্দশীতে তুমি ঋতুস্নাতা হইয়া আমার সহিত স্বকীয় শয্যায় শয়ন করিবে।" এইরূপ আকাশবাণী হইলে, পুত্রার্থিনী দেবী পতিব্রতা ভদ্রা তদ্বাক্যানুসারে সেইরূপ করিয়াই থাকিল। হে ভরতসত্তম! সেই দেবী ঐ শবের ঔরসে তিন জন শাল্ব ও চারিজন মদ্র সমুদায়ে সপ্ত সন্তান প্রসব করিল। হে ভরতর্ষভ! সেইরূপ আপনিও তপস্যা ও যোগবলে মানসদ্বারা আমাতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা পাণ্ডু দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উত্তম ধর্ম্মসংযুক্ত এই বাক্য কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ বটে। ব্যুষিতাশ্ব এইরূপই করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি দেবতুল্য ছিলেন; পরন্তু ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মহর্ষিগণ পুরাণে যে ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ অবারিতা ছিল; হে চারুহাসিনি! তখন তাহারা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ ভর্ত্রাদির অনিবার্য্যা হইয়া সম্ভোগ-সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। হে সুভগে! তাহারা কৌমারকাল অবধি ব্যভিচারে রতা থাকিত, তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, যেহেতু তাহাই পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম ছিল। হে বরারোহে! অদ্যাপি তির্য্যক্-যোনিগত প্রজাগণ কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া সেই প্রাচীন ধর্ম্মানুসারে চলিতেছে। মহর্ষিরাও প্রমাণদৃষ্ট এই ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে রম্ভোরু! উত্তরকুরুদিগের মধ্যে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম আরাধিত হইতেছে, যে হেতু ঐ সনাতন-ধর্ম্ম স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহকারী। পরন্তু অল্পকাল হইল এ বিষয়ে বর্ত্তমান নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যে কারণে যাঁহা কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হইয়াছে; তাহা বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমরা শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে বিখ্যাত তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিলেন। সেই শ্বেতকেতুই ক্রুদ্ধ হইয়া এই ধর্ম্মানুসারিণী মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। হে কমলপত্রাক্ষি! তাহার কারণ শ্রবণ কর। একদা এক ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুর পিতার সমক্ষে তাঁহার জননীর হস্তধারণ করিলেন ও কহিলেন যে, আইস আমরা গমন করি। অনন্তর ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু, মাতাকে অন্য পুরুষকর্ত্তৃক যেন বলপূর্ব্বক নীয়মানা দেখিয়া অমর্ষান্বিত ও রোষপরবশ হইলেন। তাঁহার পিতা উদ্দালক তাঁহাকে ক্রোধে কম্পিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কোপাকুল হইও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্ববর্ণের অঙ্গনারাই অবারিতা। হে তাত! গোগণ যেরূপ ব্যবহার করে, প্রজাগণও স্ব স্ব বর্ণে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। পরে ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমণ্ডলমধ্যে স্ত্রী পুরুষের এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। হে মহাভাগে! আমরা শুনিয়াছি, সেই অবধি মানবসমাজে স্ত্রী-পুরুষের এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা অন্য প্রাণীতে নাই। শ্বেতকেতু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অদ্য প্রভৃতি যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ঘোরদুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা-সদৃশ পাতক হইবে। অপিচ এই ভূমণ্ডলে যে পুরুষ কৌমার-ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী-সম্ভোগ করিবে, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবে। যে পত্নী স্বামী কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্তা হইয়া তাঁহার বাক্যে অবহেলা করিবে, তাহারও ঐ প্রকার পাপ হইবে।

হে ভীরু! সেই উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু পূর্ব্বকালে বলপূর্ব্বক এই ধর্ম্মানুযায়িনী মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। হে রম্ভোরু! আমরা শুনিয়াছি, সৌদাসবনিতা মদয়ন্তী স্বামী কর্ত্তৃক পুত্র-জননে নিযুক্তা হইয়া মহর্ষি বসিষ্ঠের নিকট গমন করিয়াছিল এবং তাঁহা হইতে অশ্মক নামে পুত্রলাভ করিয়াছিল। সেই ভাবিনী ভর্ত্তার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্তই এইরূপ করিয়াছিল। হে কমলেক্ষণে! কুরুগণের বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে আমাদের যে জন্ম হইয়াছে তাহাও তোমার বিদিত আছে। অতএব হে অনিন্দিতে! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই ধর্ম্ম-সম্মত বচন রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে পতিব্রতে, রাজনন্দিনি! ধর্ম্মজ্ঞেরা এই পুরাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন বটে যে, ভার্য্যা প্রত্যেক ঋতুতে ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিবে না, অবশিষ্ট অন্য সময়ে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু হে রাজপুত্রি! বেদবেত্তারা ইহাও বলেন যে, ধর্ম্ম্যই হউক্ বা অধর্ম্ম্যই হউক্, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে যেরূপ বলিবেন, ভার্য্যার তাহা অবশ্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। হে অনবদ্যাঙ্গি! বিশেষত আমি উৎপাদকতা শক্তিবিহীন হইয়াছি; অথচ পুত্রলাভের নিমিত্তও লালসাযুক্ত হইতেছি; অতএব হে শুভে! আমি পুত্রদর্শন-বাসনা-পরবশ হইয়া তোমাকে প্রসন্না করিবার নিমিত্ত এই পদ্মপত্রসদৃশ রক্তাঙ্গুলি-বিরাজিত অঞ্জলি, মস্তকে উত্তোলন করিতেছি। হে সুকেশি! তুমি আমার নিয়োগানুসারে সমধিক তপঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে গুণবান্ পুত্র উৎপাদন কর, হে পৃথুশ্রোণি! তোমা হইতে আমি পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের গতি লাভ করি। ভর্ত্তার প্রিয়কার্য্যে ও হিতানুষ্ঠানে অনুরক্তা বরারোহা কুন্তী, পরপুরঞ্জয় ভর্ত্তা পাণ্ডুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বাল্যাবস্থায় আমি পিতৃগৃহে অতিথি সেবায় নিযুক্তা ছিলাম; তখন শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে সমধিকরূপে পারচর্য্যা করিতাম। একদা ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ দুর্ব্বাসা নামে বিখ্যাত জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিতুষ্ট করিলাম। সেই ভগবান্ আমাকে অভিচারসংযুক্ত বরদানপূর্ব্বক একটি মন্ত্রপ্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা সকাম হউন বা অকাম হউন, তৎক্ষণাৎ তোমার বশতাপন্ন হইবেন। হে রাজ্ঞি! সেই সেই দেবতার প্রসাদে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে ভারত! পিতৃগৃহে সেই দুর্ব্বাসা আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। হে ভূপতে! ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে রাজর্ষে! আপনার অনুজ্ঞা হইলে সেই মন্ত্রদ্বারা কোন দেবতাকে আহ্বান করিতে পারি, তাহাতে আমাদের হিতকারী সন্তান উৎপন্ন হইবে। হে সত্যবাদিন্! সম্প্রতি কোন্ দেবতাকে আহ্বান করি বলুন; আপনার অনুমতিপ্রযুক্তই আমি এই কর্ম্মে অবস্থিতা হইতেছি।

পাণ্ডু কহিলেন, হে বরারোহে! তুমি অদ্যই যথাবিধানে এ বিষয়ে যত্ন কর। হে শুভে! ধর্ম্মকে আহ্বান কর, যেহেতু তিনি দেবগণমধ্যে পুণ্যাত্মা। হে বরারোহে! ধর্ম্ম আমাদিগকে কোন ক্রমে অধর্ম্মযুক্ত করিতে পারিবেন না এবং লোকেও মনে করিবে, যে ইহা ধর্ম্ম্যই হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রদত্ত সেই পুত্র কুরুদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক হইবে, সন্দেহ নাই এবং তাহার মন কখন অধর্ম্মে রত হইবে না; অতএব হে শুচিস্মিতে! তুমি সংযতা ও ধর্ম্মপথাশ্রিতা হইয়া অভিচার ও উপচার দ্বারা ধর্ম্মকেই আহ্বান কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই বরাঙ্গনা কুন্তী, ভর্ত্তার ঐরূপ বাক্য শ্রবণে তাহা স্বীকার করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞার অনুকূল-বর্ত্তিনী হইলেন।

দ্বাবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! যখন গান্ধারী এক বৎসর গর্ভধারণ করিয়াছেন, তখন কুন্তী গর্ভের নিমিত্ত অক্ষর ধর্ম্মকে আহ্বানপূর্ব্বক ত্বরান্বিতা হইয়া পূজা প্রদান করিলেন এবং পূর্ব্বে দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র যথাবিধানে জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রপ্রভাবে ধর্ম্মদেব সূর্য্যসদৃশ বিমানে আরোহণ করিয়া, যেখানে কুন্তী জপ করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তোমাকে কি দান করিতে হইবে বল। কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, আমাকে পুত্র দান করুন।— অনন্তর বরারোহা কুন্তী যোগমূর্ত্তিধারী ধর্ম্মের সহযোগে সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারক পুত্রলাভ করিলেন। তদনন্তর কার্ত্তিক মাসের অতি প্রশংসিতা পূর্ণা তিথি অর্থাৎ শুক্লপঞ্চমীতে, চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, কুন্তী সমৃদ্ধযশা এক শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, "পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, নরোত্তম, সত্যবাদী, ভূমণ্ডলের একাধিপতি, ত্রিলোকবিশ্রুত, যশস্বী, তেজস্বী, ব্রতপরায়ণ এবং যুধিষ্ঠির নামে বিখ্যাত হইবেন।" পাণ্ডু সেই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রলাভ করিয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন যে, পণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়কে বলজ্যেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; অতএব তুমি একটি বলপ্রধান পুত্র-প্রার্থনা কর। অনন্তর কুন্তী, ভর্ত্তার এই কথা শ্রবণ করিয়া বায়ুকেই আহ্বান করিলেন। পরে মহাবল বায়ু মৃগারূঢ় হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, হে কুন্তি! তোমাকে কি দান করিব? তোমার অন্তঃকরণ-স্থিত অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। কুন্তী লজ্জাবনত-মুখী হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরোত্তম! আমাকে মহাকায় বলবান সর্ব্বদর্পপ্রভঞ্জন এক পুত্র প্রদান করুন। অনন্তর বায়ু হইতে মহাবাহু ভীম-পরাক্রম ভীম জন্মগ্রহণ করিলেন। হে ভারত! সেই মহাবল পুত্র জন্মিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, "এই জাত-বালক সমস্ত বলবান্ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে।" বৃকোদর জন্মলাভ করিবামাত্র এই এক অদ্ভুত ঘটনা হইল যে, তিনি মাতার ক্রোড় হইতে পতিত হইয়া গাত্রদ্বারা শিলা চূর্ণ করিলেন।—কুন্তী ব্যাঘ্রশঙ্কায় উদ্বিগ্না হইয়া সহসা উৎপতিতা হইলেন, তাঁহার ক্রোড়ে বৃকোদর যে সুপ্ত ছিলেন, তাহা আর উদ্বোধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং ঐ বজ্রকায় কুমার পর্ব্বতের উপর পতিত হইলেন, তাহাতে তাঁহার গাত্র-স্পর্শে শিলা শতধা চূর্ণিতা হইল। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পাণ্ডু অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হে ভারতসত্তম! যে দিবস ভীম জন্মিলেন, সেই দিবসেই বসুধাধিপ দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃকোদরের জন্ম হইলে পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে আমার একটি প্রধান ও লোকশ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই ভূমণ্ডল দৈব ও পুরুষকারে সম্যক্প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে দৈব কালানুসারে বিধি-বশত লব্ধ হইয়া থাকে। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র দেবগণের রাজা ও প্রধান, তিনি অপরিমেয় বল ও উৎসাহ-সম্পন্ন এবং তাঁহার বীর্য্য ও দ্যুতিও অপ্রমেয়। তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে আমি মহাবল পুত্রলাভ করিতে পারিব; তিনি আমাকে যে পুত্র প্রদান করিবেন, সে অবশ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে এবং সংগ্রামস্থলে মর্ত্ত্য বা অমর্ত্ত্য সকলকেই পরাজয় করিতে পারিবে, অতএব আমি কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা মহতী তপস্যা করিব। অনন্তর কৌরব-নন্দন মহারাজ পাণ্ডু, মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুন্তীকে সংবৎসরানুষ্ঠেয় শুভব্রত ধারণ করিতে আদেশ করিলেন এবং আপনিও সেই ত্রিদশনাথের আরাধন-বাসনায় পরম সমাধি-দ্বারা উগ্রতপস্যা অবলম্বন করিয়া এক চরণে দণ্ডায়মান ও দিবাকর করে উদয়াস্ত-পর্য্যন্ত পরিতাপিত হইতে লাগিলেন। বহুকাল পরে দেবরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, "আমি তোমাকে ত্রিলোক-বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রদান করিব, সেই পুত্র গো, ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্গণের হিতকারক; দুর্হৃদ্গণের শোক-জনক; সর্ব্ব বান্ধবের আনন্দ-দায়ক এবং অখিল শত্রুকুলের বিনাশক হইবে।" মহাত্মা বাসব এই বাক্য কহিলে ধর্ম্মাত্মা কৌরব সেই দেবরাজ বাক্য স্মরণ করত কুন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার কর্ম্ম সফল হইয়াছে। দেবগণেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া তোমার সঙ্কল্পিত পুত্র প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; হে সুশ্রোণি! এক্ষণে একটি অমানুষ-কান্তি-সম্পন্ন, যশস্বী, শত্রুবিমর্দ্দক, নীতিযুক্ত, মহাত্মা আদিত্য-তুল্য-তেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান্, অদ্ভুত-দর্শন, ক্ষত্রিয়-তেজোনিলয় পুত্র উৎপাদন কর। হে শুচিস্মিতে! আমি দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়াছি, তুমি তাঁহাকে আহ্বান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্বিনী কুন্তী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর দেবরাজ আগমন করিয়া অর্জ্জুনের জন্মপ্রদান করিলেন। কুমার জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাগম্ভীরশব্দে আকাশমণ্ডল নিনাদিত করত আকাশবাণী হইল। তদ্দ্বারা সমস্ত আশ্রমবাসী প্রাণিগণের শ্রবণগোচরে শুচিস্মিতা-কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ইহা কথিত হইল যে, "হে কুন্তি! কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ বীর্য্যবান্, শিবিতুল্য পরাক্রমশালী, পুরন্দর সদৃশ অজেয়, এই কুমার সর্ব্বস্থানে তোমার যশোরাশি বিস্তীর্ণ করিবেন। উপেন্দ্র হইতে যেমন অদিতির প্রীতিবর্দ্ধন হইয়াছিল, সেইরূপ উপেন্দ্র-সদৃশ এই পুত্র তোমার সমধিক প্রীতিবর্দ্ধন করিবেন। এই কুমার মদ্র, কুরু, সোমক, চেদি, কাশি, করূষ-প্রভৃতি দেশ সমস্ত বশীভূত করিয়া কৌরব-বংশের রাজলক্ষ্মী বহন করিবেন। এই পুত্রের ভুজ-বীর্য্যে হব্যবাহন খাণ্ডবপ্রস্থে সর্ব্বভূতের মেদোদ্বারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন। এই মহাবল বীর পুরুষ ভ্রাতৃগণের সহিত সমস্ত মহীপালগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তিনবার অশ্বমেধ যাগ আহরণ করিবেন। হে কুন্তি! এই মহাযশা পুত্র জামদগ্ন্য-সদৃশ ও বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী এবং বীর্য্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবেন। ইনি সংগ্রামে মহাদেব শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবেন এবং দেবরাজের আজ্ঞানুসারে নিবাতকবচ নামক দেবদ্বেষী দৈত্যগণকে বধ করিবেন। এই পুরুষোত্তম সমস্ত দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিয়া প্রনষ্ট রাজলক্ষ্মীকে পুনর্ব্বার আহরণ করিবেন।" কুন্তী, পুত্র-বিষয়ে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শতশৃঙ্গ-নিবাসী তপস্বিগণের মহাহর্ষ হইল এবং বিমানস্থ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। আকাশমণ্ডলে তুমুলশব্দে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল; মহাকোলাহল শব্দ উঠিল; অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল; এবং সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া পার্থের পূজা করিতে লাগিলেন। কদ্রু ও বিনতার তনয়গণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ ও প্রজাপতিগণ এবং ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ ও (ভাস্কর প্রনষ্ট হইলে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্) অত্রি এই সপ্ত মহর্ষি তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষপ্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, ইহাঁরাও আগত হইলেন। অপ্সরোগণ দিব্যমাল্য ও দিব্যবসন পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া অর্জ্জুনের স্তবময় গান করত নৃত্য করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মহর্ষিগণ স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ তুম্বুরু, গন্ধর্ব্বগণের সহিত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নরাধিপ! ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি, নন্দি, চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, সদ্ধা, বৃহদ্ধা, বৃহক, মহামনা করাল, ব্রহ্মচারী, বহুগুণ, বিখ্যাত সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, ভুমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীত-মাধুর্য্যসম্পন্ন বিখ্যাত হাহা ও হুহু এই সকল দেবগন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন। প্রশস্ত-লোচনা মহাভাগা অপ্সরোমণ্ডলী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা হইয়া হৃষ্টচিত্তে নৃত্য ও গান করিতে আরম্ভ করিল। অনূচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণাবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, দেবী, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুবপু, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা এবং শারদ্বতী, এই সকল অপ্সরোগণ দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আর মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তী, উম্লোচা, প্রম্লোচা ও উর্ব্বশী, আয়ত-লোচনা এই একাদশ স্বর্বেশ্যা একত্র হইয়া গান করিতে লাগিল। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য এবং পর্জ্জন্য ও পাবকগণ আকাশে অবস্থিত হইয়া পাণ্ডু-তনয়ের মহিমাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। হে পরন্তপ, বিশাম্পতে! মৃগব্যাধ, সর্প, মহাযশা নিঋর্তি, অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ আসিয়া সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিলেন। কর্কোটক, বাসুকি, কচ্ছপ, কুণ্ড ও মহোরগ তক্ষক এই সমস্ত তপোযুক্ত মহাক্রোধ মহাবল ভুজঙ্গ ও অন্যান্য বহুসংখ্য নাগ সেই স্থলে আগমন করিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অসিতধ্বজ, অরুণ ও আরুণি এই সকল বৈনতেয়গণ তথায় আসিয়া থাকিলেন। বিমানারূঢ় ও

গিরিশিখরস্থ সেই সমস্ত দেবগণকে তপঃসিদ্ধ মহর্ষিরা দেখিতে লাগিলেন, অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। মুনিগণ সেই সমস্ত মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। পরে মহাযশা পাণ্ডু, পুত্রলোভে পুনর্ব্বার ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে কুন্তী তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মবেত্তারা আপৎকালেও চতুর্থ প্রসব প্রশংসা করেন না, কারণ চতুর্থ পুরুষ-সংসর্গে স্বৈরিণী হয় এবং পঞ্চম পুরুষ সংসর্গ করিলে বেশ্যা হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! আপনি এই ধর্ম্ম অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত প্রমাদগ্রস্তের ন্যায় উহা অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার সন্তানের নিমিত্ত আমাকে বলিতেছেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তীর ও গান্ধারীর পুত্র সকল উৎপন্ন হইলে মাদ্রী নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, হে পরন্তপ! আপনি আমার প্রতি প্রতিকূল হওয়াতেও তাদৃশ সন্তাপ নাই। হে অনঘ! কুন্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া চিরকাল অশ্রেষ্ঠরূপে থাকাতেও আমার দুঃখ নাই। হে নৃপতে কুরুনন্দন! গান্ধারীর শত পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়াও আমার তাদৃশ ক্লেশ হয় নাই; পরন্তু ইহাই আমার মহৎ দুঃখ যে, আমরা দুই সপত্নী তুল্য, অথচ আমার সন্তান হইল না। অধুনা ভাগ্যক্রমে কুন্তীতে আপনার পুত্র হইল। এক্ষণে যদি কুন্তিরাজনন্দিনী আমার সন্তানোৎপত্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় এবং তাহাতে আপনারও হিতানুষ্ঠান হইতে পারে। কুন্তিসুতা আমার সপত্নী, এ জন্য তাঁহাকে স্বয়ং বলিতে অভিমান হয়, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আপনিই তাঁহাকে অনুমতি করুন। পাণ্ডু কহিলেন, হে মাদ্রি! এই বিষয় আমিও সর্ব্বদা মনে মনে আন্দোলন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা তোমার ইষ্ট, কি অনিষ্ট তাহা জানিবার অপেক্ষাতে তোমাকে বলিতে সাহসী হই নাই; অধুনা তোমার মত জানিতে পারিলাম, অতঃপর তদ্বিষয়ে যত্ন করিব, বোধ করি, আমি বলিলে কুন্তী তাহা স্বীকার করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডু পুনর্ব্বার নির্জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! যাহাতে আমার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয় এবং আমার, পূর্ব্বপুরুষগণের ও তোমারও পিণ্ডলোপ-সম্ভাবনা না থাকে, আমার প্রীতির নিমিত্ত লোকপ্রিয়কর কল্যাণজনক এমত কর্ম্ম কর। হে ভাবিনি! তুমি যশের নিমিত্ত এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। দেখ, দেবরাজ দেবগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও কেবল যশের নিমিত্ত যাগানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যশের নিমিত্তই সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া গুরুর আরাধনা করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষি ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্ত অনেক প্রকার দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি সন্তানরূপ উড়ুপ-দ্বারা মাদ্রীকে উদ্ধার কর! উহাকে পুত্রভাগিনী করিয়া পরম কীর্ত্তি লাভ কর। কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া, মাদ্রীকে কহিলেন, তুমি একবার কোন দেবতাকে স্মরণ কর, তাঁহা হইতে তোমার তদনুরূপ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই। মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীকুমার-যুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তথায় আগমন করিয়া নকুল ও সহদেব নামক নিরুপম রূপসম্পন্ন যমজ পুত্র দুইটি উৎপাদন করিলেন। তখন আকাশবাণী হইল যে, "সত্ত্ব-রূপ-গুণোপেত এই কুমারদ্বয় তেজ ও রূপসম্পত্তি দ্বারা অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কেও অতিক্রম করিয়া অধিকতর দীপ্তি পাইতেছে।" হে বিশাম্পতে! অনন্তর শতশৃঙ্গ-নিবাসী ব্রাহ্মণেরা কুমার সকলের অদ্ভুতকর্ম্ম ও ভক্তি দেখিয়া প্রীতমনে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নামকরণ করিলেন। তাঁহারা কুন্তীপুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীমসেন, তৃতীয়ের নাম অর্জ্জুন এবং মাদ্রী-পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজ পুত্রের নাম নকুল ও অপর পুত্রের নাম সহদেব রাখিলেন। কুরুবংশাবতংস পাণ্ডু-তনয়গণ বাল্যকালেই মহাবল-পরাক্রম, মহাসত্ত্ব ও মহাবীর্য্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা যখন একবর্ষ-বয়স্ক হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক বোধ হইতে লাগিল। নরাধিপ পাণ্ডু সেই পুত্রগণকে দেবকল্প ও মহাতেজস্বী দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। পাণ্ডবগণ শতশৃঙ্গ-নিবাসী মুনিদিগের ও তাঁহাদের পত্নীদিগেরও প্রীতিপাত্র হইলেন। অনন্তর পাণ্ডু পুনর্ব্বার নির্জ্জনে মাদ্রীর নিমিত্ত কুন্তীর নিকট অনুরোধ করিলেন; তখন কুন্তী উত্তর করিলেন, আমি একবার বলাতে মাদ্রী দুই পুত্র লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমি বঞ্চিতা হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে উহার পরাভব হইতে ভীতা হইতেছি, কারণ কুস্ত্রীদিগের স্বভাবই এইরূপ। আমি মূঢ়া, অগ্রে জানিতাম না যে, একবারে যুগল-দেবতা আহ্বান করিলে যুগল সন্তান হয়; অতএব আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে আর এ বিষয়ে আজ্ঞা করিবেন না। মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডুর দেবদত্ত, মহাবল-পরাক্রান্ত, কীর্ত্তিমন্ত, কুরুবংশবর্দ্ধনশীল, পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই মানবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা শুভলক্ষণ-সম্পন্ন; সোমসদৃশ-প্রিয়দর্শন, মহাধনুর্দ্ধারী, সিংহ-দর্প, সিংহবক্ষ, সিংহসত্ত্ব, সিংহলোচন, সিংহবিক্রম, সিংহগ্রীব, সিংহবিক্রান্ত-স্থলে গমনশীল ও দেবসদৃশ-বিক্রমান্বিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতে সমবেত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগকে ঐরূপ বর্দ্ধমান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। যেমন সলিল-মধ্যে অল্পকালেই কমল-বন বিকসিত হয়, তাহার ন্যায় সেই পঞ্চাধিক শত কৌরবেরা অল্পকালের মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডু দর্শনের উপযুক্ত সেই পঞ্চপুত্রকে দর্শন করত কেবল স্ববাহুবলের আশ্রিত হইয়া সেই শৈল-মধ্যে মহারণ্যে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা প্রাণিগণের সংমোহনকারী বসন্তকাল উপস্থিত হইলে বিবিধ সুপুষ্পসমূহে সুশোভিত বনমধ্যে রাজা পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে কূজিত ভ্রমরকুলে আবৃত পলাশ, তিল, চূত, চম্পক, পারিভদ্রক, কর্ণিকার, কেশর, অতিমুক্ত, অশোক, কুরুবক, মঞ্জরিত পারিজাত বন ও অন্যান্য পাদপগণ নানাবিধ ফলপুষ্পপুঞ্জে অলঙ্কৃত হইয়াছে; কোকিলকুল মুহুর্মুহু কুহুরবে ধ্বনি করিতেছে; মধুকর-

নিকর গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতেছে; এবং নানা স্থানীয় জলাশয়সকল প্রফুল্ল পঙ্কজবনে শোভা পাইতেছে। হৃদয়োন্মাদকারী সেই বন অবলোকন করিতে করিতে পাণ্ডু-রাজার হৃদয় মন্মথের বশতাপন্ন হইল। উত্তম বসন-পরিধায়িনী মাদ্রী একাকিনী প্রহৃষ্টান্তঃকরণ ও দেবতার ন্যায় বিচরণকারী সেই রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন সূক্ষ্মাম্বর-পরিধানা বয়ঃস্থা মাদ্রীকে দেখিয়া, যেমন অরণ্যমধ্যে অগ্নি উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় সেই রাজার হৃদয়ে মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি নির্জ্জন-স্থানে সেই কমল-লোচনা ললনাকে একাকিনী অবলোকন করিবামাত্র একবারে কামের বশীভূত হইলেন, কোনক্রমেই সেই কামকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। সুতরাং অসহায়া ধর্ম্মপত্নীকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন দেবী মাদ্রী যতদূর সাধ্য ও যতদূর বল, প্রতিষেধ করিতে লাগিলেন,কিন্তু রাজা তখন কাম-বিমোহিত হইয়াছেন, সুতরাং জীবনান্তকারী পূর্ব্বোক্ত অভিশাপের ভয় তাঁহার মনোমন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হইল না। হে কৌরব! তৎকালে মদনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পাণ্ডু, বিধিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শাপজন্য ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যেন জীবনবিনাশের নিমিত্তই বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে ধারণ করিয়া মৈথুন-ধর্ম্মের অনুগামী হইলেন। সেই কামাত্মা পুরুষের বুদ্ধি, সাক্ষাৎ কালকর্ত্তৃক বিমোহিতা হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম মন্থনপূর্ব্বক চৈতন্যের সহিত প্রনষ্টা হইল, সুতরাং সেই পরম ধর্ম্মাত্মা কুরুনন্দন পাণ্ডু, ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়া কালধর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন।

অনন্তর মাদ্রী হতচেতন ভূপালকে আলিঙ্গন করিয়াই পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে দুঃখসূচক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পরে পুত্রগণের সহিত কুন্তী ও মাদ্রীর পুত্রদ্বয় সেই শোকসূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া, একত্র হইয়া, যেখানে রাজা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন মাদ্রী আর্ত্তস্বরে কুন্তীকে কহিলেন, তুমি একাকিনীই এস্থলে আগমন কর, বালকগণ ঐ স্থানেই থাকুক্। কুন্তী তাহা শুনিয়া বালকগণকে তথায় রাখিয়া "আমি হতা হইলাম," এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিতা হইলেন। তিনি মাদ্রীসহ পাণ্ডুকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া শোক-বিহ্বলা হইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখভরে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, এই জিতেন্দ্রিয় বীরকে আমি সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকি, ইনি ঋষির শাপ জ্ঞাত থাকিয়াও কি প্রকারে তোমাকে আক্রমণ করিলেন। হে মাদ্রি! এই ভূপতিকে তোমার রক্ষা করাই উচিত, তাহা না করিয়া তুমি কি নিমিত্ত নির্জ্জনে ইঁহাকে প্রলোভিত করিলে? ইনি শাপগ্রস্ত হইয়া অবধি সতত দুঃখিতান্তঃকরণে সেই শাপ চিন্তা করিতেন, তবে নির্জ্জন-স্থানে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কিপ্রকারে ইঁহার হর্ষোদয় হইল! হে বাহ্লীকি! তুমি আমা অপেক্ষা ধন্যা ও ভাগ্যবতী,যেহেতু তুমি কামাসক্ত মহীপতির প্রফুল্লবদন নিরীক্ষণ করিয়াছ! মাদ্রী কহিলেন, হে দেবি! আমি বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিষেধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু রাজা শাপজন্য দুরদৃষ্ট সফল করিবার নিমিত্তই আপনাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর কুন্তী কহিলেন, আমি জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, প্রধান ধর্ম্মফল আমারই হইয়া থাকে, অতএব হে মাদ্রি! অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিও না; আমি পরলোকগত ভর্ত্তার অনুগামিনী হইব, তুমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল বালককে প্রতিপালন করিও। মাদ্রী কহিলেন, আমি ভর্ত্তাকে ধরিয়া রাখিয়াছি, পলায়ন করিতে দিই নাই, আমিই ইঁহার অনুগামিনী হইব, কারণ আমি কামরসে পরিতৃপ্তা হই নাই; তুমি জ্যেষ্ঠা, অতএব আমাকে অনুমতি কর। এই ভরতকুল-প্রদীপ আমাতে গমন করিয়াই কাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, অতএব আমি যম-সদনে ইঁহার সেই কামকে কি প্রকারে উচ্ছিন্ন করিব? হে আর্য্যে! আমি জীবিতা থাকিলে তোমার পুত্রগণকে স্বসুত নির্ব্বিশেষে পালন করিতে পারিব এমত বোধ হয় না, সুতরাং সেজন্য আমাতে পাপস্পর্শ হইতে পারে; অতএব হে কুন্তি! তুমি আমার এই পুত্রদ্বয়ের প্রতি স্বপুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। এক রাজা আমাকেই কামনা করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, এই হেতু ইঁহার শরীরের সহিত আমার এই শরীর আবৃত করিয়া দগ্ধ করিবে; হে আর্য্যে! আমার এই প্রিয়-কার্য্যটি করিতে অসম্মতা হইও না; অপিচ তুমি আমার হিতকারিণী হইয়া বালকগণের প্রতি অবহিতা হইবে, ইহা ব্যতীত আমার আর যে কিছু বলিতে হইবে, তাহা দেখি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী মদ্ররাজ-দুহিতা ইহা বলিয়া অনতিবিলম্বে চিতাগ্নিস্থ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর অনুগামিনী হইলেন।

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবকল্প মন্ত্রবিৎ মহর্ষি তাপসগণ পাণ্ডুর মৃত্যু দেখিয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাযশস্বী মহাত্মা পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করত তাপসগণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি দারা ও বালক পুত্রগণকে এই স্থানে তোমাদের নিকট ন্যাসস্বরূপ প্রদান করিয়া এই স্থান হইতেই স্বর্গ গমন করিলেন; অতএব আইস আমরা সেই মহাত্মার স্ত্রী, পুত্র ও দেহ গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজ্যে গমন করি, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উদারচিত্ত সিদ্ধ ও দেবকল্প মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুপুত্রগণকে অগ্রে লইয়া হাস্তিনপুরে গমন করিতে মানস করিলেন। তাঁহারা সেই ক্ষণেই পাণ্ডুর স্ত্রী, পুত্র ও দুই মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পূর্ব্বে সতত সুখিনী থাকিয়াও অধুনা (স্বদেশ গমনে ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত) সেই দীর্ঘপথ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা অল্প বোধ করিলেন। সেই যশস্বিনী অল্পকালের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপস্থিত হইয়া নগরের প্রধান দ্বার প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাপসগণ দ্বারপালকে কহিলেন যে, রাজার নিকট আমাদের আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন কর। দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন করিয়া তাহা নিবেদন করিল। হাস্তিনপুরে সহস্র সহস্র গুহ্যকগণের ও মুনিগণের সমাগম শ্রবণ করিয়া পুরবাসী প্রজাগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তকাল পরে পৌরগণ তাপসদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সমাগত হইতে লাগিল। বহুলযানারূঢ় সস্ত্রীক ক্ষত্রিয়-

গণ ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রাহ্মণীগণ নির্গতা হইলেন এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও অতিশয় সমারোহ হইল। সে সময় কেহ কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিল না, সকলেরই বুদ্ধি ধর্ম্ম-মার্গানুসারিণী হইল। শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, বাহ্লিক, সোমদত্ত, প্রজ্ঞাচক্ষু রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কাশিরাজ-দুহিতা এবং রাজমহিষীগণের সহিত গান্ধারীও নির্গতা হইলেন। দুর্য্যোধন-প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শত সংখ্য পুত্রও বিবিধ বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইয়া আগমন করিলেন। পুরোহিত সহ কৌরবগণ সেই সমস্ত মহর্ষিগণকে দেখিয়া মস্তক দ্বারা অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। সেইরূপ পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেও ভূমিতে অভিবাদন করিয়া মস্তকদ্বারা প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। হে প্রভো! অনন্তর ভীষ্ম চতুর্দ্দিকে জনগণকে নিঃশব্দ দেখিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য-দ্বারা যথা-ন্যায়ে সেই মহর্ষিগণের পূজা করিয়া রাজ্য ও রাষ্ট্রের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধতম এক জন জটাজিনধারী মহর্ষি উত্থিত হইয়া সমভিব্যাহারী ঋষিগণের সম্মতিগ্রহণ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, কৌরবগণের রাজত্বের অধিকারী পাণ্ডুনামে যে নরপতি কামভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক এ স্থান হইতে শত-শৃঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলে কোন দিব্যকারণ বশত সেই শতশৃঙ্গে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম হইতে এই পুত্র জন্মিয়াছেন; ইঁহার নাম যুধিষ্ঠির। অপিচ সেই মহাত্মা রাজা পবন হইতে, বলশালি শ্রেষ্ঠ ভীমনামা এই মহাবল পুত্র লাভ করিয়াছেন। সত্য-পরাক্রম এই বালকটি দেবরাজ হইতে কুন্তী-গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার কীর্ত্তি সমস্ত ধনুর্দ্ধারিগণকে পরাস্ত করিবে। অপর, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মাদ্রী যে দুইটি মহাধনুর্দ্ধারী পুরুষোত্তম প্রসব করিয়াছেন, সেই পুরুষ-ব্যাঘ্র দিগকেও এই অবলোকন কর। যশস্বী পাণ্ডু ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অরণ্য-চারী হইয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহবংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা পাণ্ডুর পুত্রগণের জন্ম, বৃদ্ধি ও বেদাধ্যয়ন পর্য্যালোচন করিয়া সতত পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইবে। পাণ্ডু সাধু পদবীতে অবস্থিত ও পুত্রলাভ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রী তাঁহাকে চিতাস্থিত ও বৈশ্বানর-মুখে আহুত হইতে দেখিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আপনার জীবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পতির সহিত পতিলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের পার-লৌকিক ক্রিয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা নির্ব্বাহ কর। তাঁহা-দের এই দুই শরীর এবং জননী-সহ এই শ্রেষ্ঠ পুত্রগণ ক্রিয়া দ্বারা অনুগৃহীত হউন। প্রেতকার্য্য নিবৃত্ত হইলে মহাযশা সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কুরুকুলধুরন্ধর পাণ্ডু পিতৃযজ্ঞ লাভ করুন। বৈশ-ম্পায়ন কহিলেন, তাপসগণ কৌরবগণকে এই বাক্য বলিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচরেই গুহ্যকগণের সহিত ক্ষণকাল-মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ঐ ঋষি ও সিদ্ধগণকে গন্ধর্ব্ব-নগরাকার ভ্রান্তিক্রমে আকাশে ধ্বজপতাকাদি-যুক্ত যে নগর দৃষ্ট হয়, তৎ সদৃশ এবং সেইরূপ পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া সকলে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! রাজবিধানানুসারে রাজ-সিংহ পাণ্ডুর ও মাদ্রীর বিশেষরূপে সমস্ত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ কর। পাণ্ডু ও মাদ্রীর উদ্দেশে পশু, বস্ত্র, রত্ন ও বিবিধ ধন যাহাদিগের যত অভিলষিত হয়, তাহা তাহাদিগকে দান কর। কুন্তী যাহাতে মাদ্রীর সৎকার করেন, তাহা কর এবং মাদ্রীকে এরূপ সুসংবৃতা করিয়া রাখ যে, তিনি বায়ু ও সূর্য্যেরও যেন দৃষ্টিগোচর না হন। নিষ্পাপ নরাধিপতি পাণ্ডু শোচনীয় নহেন, কারণ তাঁহার সুরসুত-সদৃশ শৌর্য্যশালী পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বিদুর তাঁহাকে যথা আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের সহিত পরম পবিত্র স্থানে পাণ্ডুর সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপুরোহিতেরা সত্বর হইয়া রাজ-পুরী হইতে পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধে পুরস্কৃত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি তাঁহার দাহার্থ আহরণ করিলেন। অনন্তর অমাত্য, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণ বসন-দ্বারা পাণ্ডুর কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া এবং বিবিধ পুষ্প, উত্তম উত্তম গন্ধদ্রব্য, মহামূল্য বস্ত্র ও মাল্য প্রভৃতি দ্বারা শিবিকা অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। তৎপরে সেই পরমালঙ্কৃত প্রধান যান নরগণ-যুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মাদ্রীর সহিত সুসংবৃত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকে বহন করিতে লাগিলেন এবং শ্বেতবর্ণ ছত্র, চামরব্যজন ও নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনিতে তাঁহাকে সাতিশয় শোভান্বিত করিলেন। পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থ শত শত ব্যক্তি বহুসংখ্য রত্ন গ্রহণ করিয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল এবং পাণ্ডুর নিমিত্ত শ্বেত-ছত্র, বৃহৎ চামর ও মনোহর বস্ত্র সকল আহরণ করিল। পুরোহিতগণ শুক্লবসন পরিধান করিয়া দীপ্যমান অলঙ্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই বলিয়া নরাধিপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল যে "হে নরাধিপ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদুঃখে নিক্ষেপপূর্ব্বক অনাথ করিয়া কোথায় যাইবেন?" অনন্তর পাণ্ডব-গণ, ভীষ্ম ও বিদুর রোদন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে রম-ণীয় বনপ্রদেশে সমভূমিতে সত্যবাদী, সৎকর্ম্মশালী, সস্ত্রীক, নরসিংহ পাণ্ডুর শিবিকা সংস্থাপন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা কৃষ্ণাগুরু-দ্বারা লিপ্ত, দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও সর্ব্বগন্ধে অধি-বাসিত পাণ্ডুর পবিত্র দেহ সুবর্ণময় ঘটে আনীত সলিল-দ্বারা সেচন করিয়া শুক্লচন্দন-দ্বারা চতুর্দ্দিকে লেপন করিলেন, পরে কৃষ্ণাগুরু-মিশ্রিত তুঙ্গরস নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাঁহাকে দেশীয় শুক্লবসনে আচ্ছাদন করিলেন। মহা-মূল্য শয্যায় উপযুক্ত নরাধিপ পাণ্ডু বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত হও-য়াতে যেন জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিকগণ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত প্রেতকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারা মাদ্রীর সহিত ঘৃতাবসিক্ত ও অলঙ্কৃত রাজাকে তুঙ্গ ও পদ্ম নামক গন্ধদ্রব্য-মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ ও অন্য অন্য বিবিধ গন্ধদ্রব্য-দ্বারা যথাবিধানে দাহ করিতে লাগিলেন। তখন কাশিরাজ-দুহিতা কৌশল্যা উভয়ের শরীর দর্শন করিয়া মোহ-বশত "হা পুত্র! হা পুত্র!" এই কথা বলিতে বলিতে সহসা ভূমিতে পতিতা হইলেন। পৌর ও জনপদবাসী জনগণ

তাহাকে আর্ত্তা ও পতিতা দেখিয়া রাজভক্তি-হেতু কৃপান্বিত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তত্রত্য তির্য্যগ্‌যোনিগত সমুদায় প্রাণিগণও সেই আর্ত্তনাদ দ্বারা যেন কাতর হইয়া মনুষ্যগণের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম মহামতি বিদুর ও সমস্ত কৌরবগণ অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দাহক্রিয়া সমাপন হইলে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও সমস্ত কুরুপত্নীগণ পাণ্ডুর উদক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। হে রাজন! সমস্ত সচিবগণ সেই কৃতোদক শোক-বিহ্বল পাণ্ডবগণকে লইয়া শোক করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। হে রাজন। পাণ্ডবগণ যেমন বন্ধুগণের সহিত দ্বাদশরাত্রি ভূমিতে শয়ন করিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি নগরবাসীরাও ধরাশয্যা অবলম্বন করিলেন এবং সেই নগরস্থ বালক পর্য্যন্ত সমস্ত প্রজাও পাণ্ডবগণের সহিত অহর্ষ, নিরানন্দ ও অস্বাস্থ্যে দ্বাদশ রাত্রি যাপন করিল।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও সহস্র সহস্র বিপ্রশ্রেষ্ঠকে ভোজন করাইয়া এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে রত্ননিকর ও উত্তম উত্তম গ্রাম প্রদান করিয়া পাণ্ডুর স্বধা ও অমৃতময় শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেন। পরে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে লইয়া হাস্তিনপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণ স্বীয় মৃত বন্ধুর ন্যায় সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর নিমিত্ত সর্ব্বদাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর মহর্ষি ব্যাস আসিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যাবসানে সমস্ত জনগণকে দুঃখিত দেখিয়া মোহাভিভূতা ও দুঃখশোকার্ত্তা মাতা সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! সুখেরকাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে দারুণ সময় উপস্থিত হইল। দিবস সকল ক্রমে ক্রমে পাপভূয়িষ্ঠ হইতেছে; পৃথিবীর যৌবনকাল গত হইল, অধুনা তাদৃশ শস্যোৎপত্তি হইবে না; অতঃপর বহু মায়াতে সমাকীর্ণ, ধর্ম্ম, ক্রিয়া ও আচার-বিনাশী, নানা দোষ-সমাকুল দারুণকাল উপস্থিত হইবে; কুরুদিগের দুর্নীতি-প্রযুক্ত ভূমণ্ডল উৎসন্নপ্রায় হইবে; অতএব আপনি তপোবনে গমন করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক যোগাশ্রয় করুন! স্ববংশের ঘোর সংক্ষয় দর্শন করিবেন না। সত্যবতী "তথাস্তু" বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্নুষাকে কহিলেন, হে অম্বিকে! আমি শুনিয়াছি যে, তোমার পৌত্রের দুর্ন্নয়-হেতু স্বজনগণের সহিত ভারতগণ ও পুরবাসিবর্গ বিনষ্ট হইবে, অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে তোমার ভাল হউক্‌, আইস আমরা এই পুত্রশোকাভিপীড়িতা কাতরা অম্বালিকাকে লইয়া বনে গমন করি। এই কথা বলিয়া সুব্রতা সত্যবতী, অম্বিকার সহিত ভীষ্মকে সেইরূপ সম্ভাষণ করিয়া দুই পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে বন গমন করিলেন। হে ভরত সত্তম, মহারাজ! সেই দেবীরা তথায় ঘোর তপশ্চারণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া অভিলষিত সদ্গতি লাভ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ বেদবিহিত সংস্কার সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগপূর্ব্বক পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন এবং সমস্ত বাল্য ক্রীড়াতেই তেজোদ্বারা তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেন। বেগ-বিষয়ে, লক্ষ্যবস্তু-আহরণে, সর্ব্বাগ্রে খাদ্যবস্তুগ্রহণে ও ধূলিবিক্ষেপপ্রভৃতি বাল্যক্রীড়াতে ভীমসেন সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভব করিয়া বিমর্দ্দিত করিতেন। হে রাজন্! যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ হর্ষ-হেতু ক্রীড়া করিত, তখন উক্ত পাণ্ডুতনয় তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পরস্পর আশ্লিষ্ট করিয়া দিতেন এবং তাহাদিগের মস্তক গ্রহণ করিয়া নিগ্রহ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করাইতেন। সেই মহাতেজস্বী একাধিকশত কুমারকে, বৃকোদর একাকীই অনায়াসে নিগ্রহ করিতেন। বলবান্ ভীম বলপূর্ব্বক তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার করিতে করিতে ভূমিতে জানু, মস্তক ও স্কন্ধ প্রভৃতি ঘর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন; তাহারা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিত। তিনি জলক্রীড়া করিতে করিতে ভুজযুগলদ্বারা দশজন বালককে গ্রহণ করিয়া জলমগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরে তাহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যখন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফলচয়ন করিত, তখন ভীম সেই বৃক্ষ সকলকে পদদ্বারা প্রহার করিয়া কম্পিত করিতেন; সেই প্রহার-বেগে অভিহত ও ঘূর্ণিত হওয়াতে বালকগণ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইয়া ফলের সহিত পতিত হইত। ফলত কুমারগণ কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শিক্ষা, কিছুতেই স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বৃকোদর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের প্রতি বৃকোদরের কোন অনিষ্টাচরণ করিবার মানস ছিল এমন নহে, কেবল বালকতা-প্রযুক্তই তিনি এইরূপে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত তাহাদের অতিশয় অপ্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। অনন্তর প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন, ভীমসেনের তাদৃশ অতি বিখ্যাত বল দেখিয়া দুষ্টভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মহীন পাপকর্ম্মদর্শী দুর্য্যোধনের অজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-লোভহেতু পাপাচরণ করিতে মতি হইল। তাঁহার এই বিবেচনা হইল যে, পাণ্ডু-পুত্রগণের মধ্যম এই কুন্তীপুত্র বৃকোদর বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব ইহাকে ধূর্ত্ততা-দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে। অতিমাত্র বল ও বিক্রমশালী মহাশূর বৃকোদর একাকীই আমাদের সকলের সহিত স্পর্দ্ধা করে, অতএব যখন সে পুরোদ্যানে শয়ন করিয়া থাকিবে, তখন তাহাকে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিব, পরে তাহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতাকে এবং জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বল-পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া ভূমণ্ডলের একাধিপত্য করিব। পাপাত্মা দুর্য্যোধন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের নিয়ত ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর সেই পাপাত্মা জলবিহারের নিমিত্ত গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটী-নামক স্থানে জলে ও স্থলে বস্ত্রময় ও কম্বলময় বিচিত্র মহৎ এক বাটী প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে সমস্ত কাম্যবস্তুযুক্ত, উচ্ছ্রিত-পতাকা-সুশোভিত বিবিধ গৃহ সকল নির্ম্মাণ করাইল। হে ভরত নন্দন! ঐ বাটীর নাম উদকক্রীড়ন হইল; পাপকর্ম্মে কুশল পাচকগণ তাহাতে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিল; পরে সমস্ত সম্পন্ন হইলে নিযুক্ত পুরুষগণ দুর্য্যোধনের নিকট তাহা নিবেদন করিল। অনন্তর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে কহিল যে, আইস আমরা সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া উদ্যানবনশোভিত গঙ্গাকূলে গমন-পূর্ব্বক জলক্রীড়া-

করি। যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলে শৌর্য্যশালী কৌরবেরা পাণ্ডবগণের সহিত নগরাকার রথ ও বৃহৎকায় দেশীয় গজসমূহ দ্বারা নগর হইতে নির্গত হইলেন। পরে সেই বীর-ভ্রাতৃগণ উদ্যানে উপস্থিত হইয়া অনুগামী জনগণকে বিদায় করণপূর্ব্বক উপবনশোভা দর্শন করিতে করিতে, সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় সকলেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সৌধকার-কর্ত্তৃক সম্মার্জ্জিত, চিত্রকর-কর্ত্তৃক চিত্রিত, শুভ্র উপবেশনগৃহ ও গৃহচূড়া সকল বিরাজমান রহিয়াছে; তথায় গবাক্ষ ও সাঞ্চারিক জলযন্ত্র অর্থাৎ তাহাতে শতধারায় জল উত্থিত হইয়া নীহাররূপে গৃহোদর ব্যাপ্ত করে, এমত যন্ত্র সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; প্রফুল্ল কমল-বনে সমাচ্ছাদিত জলপূর্ণ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত অপূর্ব্ব শোভা-সম্পাদন করিতেছে এবং ঋতুজ কুসুম-সমূহ-দ্বারা তত্রত্য স্থলভাগও সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অনন্তর পাণ্ডবগণ ও সমস্ত কৌরবগণ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন এবং নানা স্থান হইতে উপনীত কাম্যবস্তু সকল উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনোরম উদ্যান-মধ্যে ক্রীড়াভিরত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীমসেনের বিনাশ-বাসনায় ভক্ষ্যদ্রব্যে কালকূট মিশ্রিত করিল; তৎপরে হৃদয়ে ক্ষুর ও বাক্যে অমৃত-তুল্য সেই পাপাত্মা স্বয়ং উত্থিত হইয়া ভ্রাতা ও সুহৃদের ন্যায় ভীমসেনের মুখে বহুপরিমাণে সেই বিষাক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিল। ভীমসেনও কোন দোষ বোধ না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন তখন পুরুষাধম দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে যেন হাসিতে লাগিল। পরে ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ সকলেই প্রফুল্লান্তঃকরণে একত্র হইয়া জলক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। জলক্রীড়াবসানে কুরুবংশাবতংস বীরগণ শুচি বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অলঙ্কৃত হইলেন এবং ক্রীড়া করত পরিশ্রান্ত হইয়া দিবাবসানে সেই বিহার-গৃহেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। বলবান্ ভীম জলক্রীড়াগত কুমারগণকে অধিক ব্যায়াম করাইয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার অভিলাষে সেই প্রমাণ-কোটিস্থ স্থলভাগ প্রাপ্ত হইয়াই শয়ন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন ভীম একে শ্রান্ত ও কালকূট-মদে বিমোহিত ছিলেন, তাহাতে শীতল বায়ু প্রাপ্ত এবং সর্ব্বশরীরে কালকূট ব্যাপ্ত হওয়ায় একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন দুর্য্যোধন মৃতকল্প বীর ভীমকে লতাপাশ-দ্বারা স্বয়ং বন্ধন করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

সংজ্ঞাশূন্য পাণ্ডব জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগভবনে নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। অনন্তর বহুসংখ্য মহাদংষ্ট্র বিষোল্বণ মহাবিষ নাগগণ মিলিত হইয়া ভীমকে অতিশয় দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সেইরূপে দংশিত হওয়ায় ভীমসেনের শরীরস্থ স্থাবর বিষ জঙ্গম সর্পবিষ-দ্বারা অপনীত হইল। সেই সর্পগণের দন্ত ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে নিপাতিত হইলেও তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলের কঠিনতা-প্রযুক্ত চর্ম্মও ভেদ করিতে পারিল না। অনন্তর কুন্তী-নন্দন চেতন-প্রাপ্ত হইয়া বন্ধন সমস্ত ছেদন-পূর্ব্বক সেই সর্পগণকে প্রোথিত করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্প ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ঐ হতাবশিষ্ট ভুজঙ্গগণ দেবরাজ-সদৃশ সর্পরাজ বাসুকির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হে বীর, নাগেন্দ্র! একজন মনুষ্য কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বদ্ধ ও জল-প্রবেশিত হইয়াছিল; আমাদের বোধ হয় সে বিষপান করিয়া থাকিবে; কারণ যখন আমাদের নিকট পতিত হইল, তখন সে অজ্ঞান ছিল, পরে তাহাকে আমরা দংশন করিতে আরম্ভ করিলে সে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক জাগরিত হইয়া স্বদেহের বন্ধনচ্ছেদন-পূর্ব্বক আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল; সেই মহাবাহু কে, আপনার জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর বাসুকি অনুগত নাগগণের সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমকে দেখিলেন। তখন কুন্তীর পিতার মাতামহ আর্য্যক-নামক নাগরাজ দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমকে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিলেন; ইহাতে মহাযশা নাগেন্দ্র বাসুকি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া নাগরাজ আর্য্যককে কহিলেন যে, ইহাঁর প্রিয়ানুষ্ঠানে কি কর্ত্তব্য? ইহাঁকে ধনসমূহ ও বহুরত্ন প্রদান কর। বাসুকির এই কথা শ্রবণ করিয়া আর্য্যক কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁর ধনসঞ্চয়ের প্রয়োজন কি? আপনি যখন প্রীত হইয়াছেন, তখন এই কুমার রসপান করিয়া মহাবলশালী হউক; সেই কুণ্ডে সহস্র হস্তীর বল প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব এই বালক ঐ কুণ্ডের যত রস পান করিতে পারে, তাহা ইহাকে পান করিতে প্রদান করুন। নাগরাজ বাসুকি তাহাতে সম্মত হইলে ভীমসেন শুচি ও নাগগণ-কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরিত হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশ-পূর্ব্বক রসপান করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল ভীম এক নিশ্বাসে এককুণ্ড রস পান করিয়া ফেলিলেন এবং এইরূপে অষ্টকুণ্ড পান করিলেন। অনন্তর অরিন্দম মহাভুজ ভীমসেন নাগকর্ত্তৃক প্রদত্ত দিব্যশয্যায় পরমসুখে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমস্ত কৌরবগণ ও ভীম ব্যতীত পাণ্ডবগণ নানাবিধ ক্রীড়া ও বিহার করিয়া রথ, অশ্ব, গজ ও অন্যান্য বিবিধ যানদ্বারা হাস্তিনপুরে প্রস্থান করিলেন; গমনকালে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ভীমসেন আমাদের অগ্রে গমন করিয়া থাকিবে। পাপাত্মা দুর্য্যোধন তন্মধ্যে বৃকোদরকে না দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতৃগণের সহিত নগর প্রবেশ করিল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপনাতে কোন পাপাচরণ জানেন না, সুতরাং স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা শত্রুকেও সাধুজ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই ভ্রাতৃবৎসল কৌন্তেয়, মাতা কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, মা! ভীম কি এখানে আসিয়াছে? হে শুভার্থিনি! তাহাকে এখানেও যে দেখিতেছি না, তবে সে কোথায় গমন করিয়াছে? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যানে ও বনে চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি সেই বীর বৃকোদরকে দেখিতে পাই নাই; পরিশেষে সকলে এই বিবেচনা করিলাম যে, ভীম আমাদের পূর্ব্বেই গমন করিয়াছে। হে মহাভাগে, যশস্বিনি! আমরা ব্যাকুল অন্তঃকরণে আগমন করিতেছি, অতএব বলুন, মহাবাহু ভীম এখানে আসিয়া কোথায় গমন করিয়াছে? আপনি কি তাহাকে কোথাও প্রেরণ করিয়াছেন? হে শোভনে! সেই বীরের প্রতি

আমার মনের ভাবশুদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু মনে হইতেছে, ভীম প্রসুপ্ত ছিল, তাহার পর আর আসিল না, সুতরাং হত হইয়া থাকিবে। ধীমান্ ধর্ম্মপুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী হাহাকার করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! আমি ভীমকে দেখিতে পাই নাই, ভীম আমার নিকট আইসে নাই, অতএব অনুজগণের সহিত অতি ত্বরায় তাহার অন্বেষণ করিতে যত্নবান্ হও। কুন্তী তাপিত-হৃদয়ে জ্যেষ্ঠ-তনয় যুধিষ্ঠিরকে ইহা বলিয়া বিদুরকে আনয়নপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ক্ষত্ত! ভীমসেন কোথায় গিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাই না। অপর ভ্রাতৃগণ ভ্রাতাদিগের সহিত উদ্যান হইতে আসিয়াছে, কেবল একমাত্র মহাবাহু ভীম আমার এখানে আইসে নাই; তাহাকে দেখিয়া দুর্য্যোধনের চক্ষু কখন প্রীতিযুক্ত হয় না; ঐ সুযোধন অতিশয় ক্রূর,দুর্ম্মতি,ক্ষুদ্র, রাজ্যলুব্ধ ও চক্ষুলজ্জা রহিত; সুতরাং পাছে সে জাতক্রোধ হইয়া সেই বীরকে বধ করিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় আমার চিত্ত ব্যাকুল ও হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বিদুর কহিলেন, হে কল্যাণি! আপনি এরূপ কথা ব্যক্ত করিবেন না, অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করুন, কারণ সে দুরাত্মা দুর্য্যোধন তিরস্কৃত হইলে আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণেও প্রহার করিতে পারে। মহামুনি বলিয়াছেন যে, আপনার পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হইবে; অতএব আপনার পুত্র আগমন করিয়া অবশ্যই আপনার প্রীতি উৎপাদন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদ্বান্ বিদুর ইহা কহিয়া স্বনিকেতনে গমন করিলেন। কুন্তী চিন্তা-পরায়ণা হইয়া সুতগণের সহিত গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর অষ্টম দিবসে বলবান্ পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন জাগরিত হইলেন এবং তখন সেই রস জীর্ণ হওয়াতে অপ্রমেয় বলশালী হইয়া উঠিলেন। ভুজঙ্গগণ সেই পাণ্ডবকে জাগরিত দেখিয়া অব্যগ্রতা-সহকারে সান্ত্বনা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন যে, হে মহাবাহো! তুমি যে বীর্য্যকর রস পান করিয়াছ, তাহাতে তুমি অযুত-নাগের তুল্য বলশালী ও রণস্থলে অধৃষ্য হইবে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অদ্য তুমি এই দিব্য ও শুভ সলিল-দ্বারা স্নাত হইয়া স্বগৃহে গমন কর, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার ভ্রাতারা অনুতাপিত হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবাহু মহাবলী ভীম স্নাত ও শুচি হইয়া শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্য পরিধান-পূর্ব্বক নাগগণ-কর্তৃক প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করিলেন। পরে অরিন্দম পাণ্ডব ভুজগগণ-কর্তৃক সমাদৃত ও আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দিব্যাভরণ পরিধান-পূর্ব্বক নাগগণকে সম্ভাষণ করিয়া সন্তুষ্টান্তঃকরণে নাগলোক হইতে উত্থিত হইলেন। নাগগণ ঐ কমললোচন কুরুনন্দনকে জল হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক সেই বনপ্রদেশেই রাখিলেন, পরে তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর মহাবাহু মহাবল কুন্তীনন্দন ভীমসেন তথা হইতে উত্থিত হইয়া দ্রুতগমনে জননীর নিকট আগমন করিলেন। অরিন্দম বৃকোদর, মাতাকে ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাম করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক মাতা ও ভ্রাতৃগণ-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন এবং তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ-ভাবাপন্ন হইয়া "কি আনন্দ! কি আনন্দ!" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে মহাবল পরাক্রম ভীমসেন ভ্রাতৃগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনের কার্য্য সমস্ত কহিলেন এবং নাগলোকে গুণ বা দোষ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্তও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই সার্থক বাক্য কহিলেন যে, তুমি মৌনাবলম্বন কর, এ সমস্ত বৃত্তান্ত কোন প্রকারে ব্যক্ত করিও না। হে কৌন্তেয়গণ! এক্ষণ অবধি তোমরা পরস্পর আপনাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা কর। মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহা কহিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত সাবধানে থাকিলেন। সেই পার্থগণের যাহাতে ঔদাস্য না হয়,ধর্ম্মাত্মা বিদুর তাঁহাদিগকে এরূপ মতি প্রদান করিতেন। তদনন্তর দুর্য্যোধন ভীমসেনের ভোজন-দ্রব্যে পুনর্ব্বার ভয়ানক অভিনব তীক্ষ্ণ বিষ প্রদান করিলেন। বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবদিগের হিতাভিলাষে তাঁহাদিগকে তাহা বিদিত করিলেও বিকার-রহিত বৃকোদর সেই বিষ ভোজন করিয়া জীর্ণ করিলেন। সেই বিষ সুতীক্ষ্ণ ও ভীমবিনাশী হইয়াও ভীমের বিকার জন্মাইতে পারিল না, সুতরাং ভীম তাহা জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলাত্মজ শকুনি, পাণ্ডবগণকে নানা উপায়দ্বারা বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হে অরিন্দম! পাণ্ডবগণ তাহা জানিয়াও বিদুরের মতস্থ হইয়া তাহাতে আর উষ্মা প্রকাশ করিতেন না।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কৃপেরও উৎপত্তিবিবরণ বর্ণন করুন। তিনি কিরূপে শরস্তম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি গোতমের শরদ্বান্-নামক এক পুত্র ছিলেন; ঐ গৌতম শরের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে পরন্তপ! তাঁহার ধনুর্ব্বেদে যাদৃশ বুদ্ধি ছিল, বেদাধ্যয়নে তাদৃশ বুদ্ধি জন্মে নাই; ব্রহ্মচারিগণ তপস্যা-দ্বারা যেরূপ বেদ আয়ত্ত হন, সেইরূপ তিনি তপোদ্বারাই সর্ব্বাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গৌতম ধনুর্ব্বেদ-পরতা ও বিপুল-তপস্যা হেতুক দেবরাজকে অতিশয় সন্তাপিত করিয়াছিলেন। হে কৌরব! অনন্তর সুরেশ্বর-ইন্দ্র জানপদী-নাম্নী দেবকন্যাকে এই আদেশ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন যে, তুমি গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন কর। বালা জানপদী রমণীয় গৌতমাশ্রমে গমন করিয়া ধনুর্ব্বাণধারী সেই শরদ্বান্‌কে প্রলোভিত করিতে লাগিল। গৌতম বনমধ্যে সেই অনুপম অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্না একবসনা অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল-নয়ন হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে পতিত হইল এবং শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; পরন্তু সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিকুমারের উত্তম জ্ঞান ও তপস্যায় দৃঢ় অধ্যবসায় থাকাতে তিনি পরম ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। হে রাজন্! তাঁহার সহসা যে বিকার জন্মিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার রেতঃস্খলন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি ধনুর্ব্বাণ, কৃষ্ণসার-মৃগ-চর্ম্ম এবং সেই আশ্রম ও অপ্সরাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার শুক্র শরস্তম্বে পতিত হইয়াছিল, এ কারণ তাহা দ্বিধাভূত হইল, তাহাতে এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মিল। অনন্তর মৃগয়ার্থ যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণকারী নরপতি

শান্তনুর একজন সৈনিক পুরুষ বনমধ্যে ঐ পুত্র কন্যা দেখিতে পাইল এবং তথায় ধনুর্ব্বাণ-ও মৃগচর্ম্ম দেখিয়া বিবেচনা করিল যে, ইহারা ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী কোন ব্রাহ্মণের সন্তান হইবে। তখন ঐ সৈনিক পুরুষ ধনুর্ব্বাণ ও অপত্যদ্বয় গ্রহণ করিয়া ভূপতির নিকট প্রদর্শন করিল। ভূপাল কৃপান্বিত হইয়া সেই বালক বালিকাকে গ্রহণপূর্ব্বক "ইহারা আমার সন্তান হইল," এই কথা বলিয়া স্বভবনে আগমন করিলেন। অনন্তর প্রতীপ পুত্র নরশ্রেষ্ঠ শান্তনু গৌতমের সেই পুত্র-কন্যাকে সমস্ত সংস্কারকার্য্যে সংস্কৃত ও প্রতিপালনপূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিলেন এবং গৌতমও সেই আশ্রম হইতে আসিয়া ধনুর্ব্বেদ-পরায়ণ হইলেন। মহীপতি শান্তনু 'আমি কৃপা করিয়া এই বালক বালিকাকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছি," ইহা মনে করিয়া তাহাদের কৃপ ও কৃপী এই নামই রাখিলেন। সেই স্থানে ঐ দুইটী অপত্য যে রক্ষিত হইয়াছিল, গৌতম তপস্যা-দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট স্বকীয় গোত্রাদি সমস্ত বর্ণন করিলেন। তিনি কৃপকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ, বিবিধ শস্ত্রবিদ্যা ও আর আর সমস্ত গুপ্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন। কৃপ অল্পকাল মধ্যেই পরম আচার্য্য হইয়া উঠিলেন। মহারথ ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ, মহাবল পাণ্ডবগণ, বৃষ্ণিগণ ও নানা দেশাগত অন্যান্য ভূপালগণ সকলেই তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীষ্ম পৌত্রগণের বিশিষ্টরূপ বিদ্যা ও বিনয় শিক্ষার নিমিত্ত বাণপ্রয়োগ-নিপুণ, অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, বীর্য্যশালী আচার্য্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যিনি উত্তম বুদ্ধিমান্ মহাভাগ, নানাস্ত্রপ্রয়োগে পণ্ডিত ও দেবতুল্য মহাত্মা না হন, তিনি যেন কৌরবগণকে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান না করেন, ইহা বিবেচনা করিয়া, ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম, ভরদ্বাজ-পুত্র বেদবিশারদ ধীমান্ দ্রোণের নিকট পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণকে শিষ্যস্বরূপে সমর্পণ করিলেন। অস্ত্র-বিশারদ-শ্রেষ্ঠ মহাভাগ ও মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য্য মহাত্মা ভীষ্ম-কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে সম্যক্ প্রকারে পূজিত হইয়া পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকে শিষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে অশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ শিখাইলেন। হে রাজন্! সেই অপরিসীম তেজঃ-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ স্বল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বশস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই বীর্য্যবান্ দ্রোণ কাহার পুত্র? কিরূপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল? কি প্রকারেই বা তিনি অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা কৌরবগণকে প্রাপ্ত হইলেন? অপিচ অশ্বত্থামা নামে সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ-প্রধান তাঁহার পুত্রই বা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এ সমস্ত বিস্তীর্ণরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গঙ্গাদ্বার-সমীপে ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত সতত সংশিতব্রত ভগবান্ মহর্ষি বাস করিতেন একদা তিনি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশে পূর্ব্বেই মহর্ষিগণের সহিত গঙ্গায় অভিষিক্ত হইতে গমন করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন রূপযৌবন-সম্পন্না মদগর্ব্বিতা ও মদভরে আলস্যযুক্তা ঘৃতাচী-নাম্নী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল; আবার সেই সময়ে তাহার বসন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। ধীমান্ মহর্ষি সেই বিগলিত-বসনা অপ্সরাকে দেখিয়া কাম-পরতন্ত্র হইলেন; তাঁহার মন ঘৃতাচীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হওয়াতে রেতঃস্খলন হইল। ঋষি তখন দ্রোণ-নামক যজ্ঞীয় পাত্রে ঐ রেত ধারণ করিলেন। সেই ধীমান ভরদ্বাজের দ্রোণমধ্যে সেই রেত হইতে দ্রোণ উৎপন্ন হইলেন। তিনি বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অস্ত্রজ্ঞ-প্রধান প্রতাপবান ভরদ্বাজ পূর্ব্বে অগ্নিবেশ নামক মহাভাগ মহর্ষিকে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। হে ভরত-সত্তম! অগ্নি হইতে উৎপন্ন সেই অগ্নিবেশ ঋষি, আপনার গুরুপুত্র দ্রোণকে সেই আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন। পৃষত নামে এক রাজা ভরদ্বাজ ঋষির সখা ছিলেন। ভরদ্বাজের পুত্র হইবার সময়ে তাঁহারও দ্রুপদ নামে এক পুত্র হইয়াছিলেন। সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পৃষত পুত্র প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। হে নরেশ্বর! অনন্তর পৃষত রাজার পরলোক-প্রাপ্তি হইলে মহাবাহু দ্রুপদ, উত্তর-পাঞ্চাল দেশের রাজা হইলেন। সেই সময়ে ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষি স্বর্গারোহণ করিলেন এবং মহাতপা দ্রোণও সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেদ বেদাঙ্গ বিষয়ে বিদ্বান ও তপোবলে নিষ্পাপ সেই মহাযশা দ্রোণ, পিতার পূর্ব্বে-নিয়োগানুসারে পুত্রলোভহেতু শরদ্বৎ-কন্যা কৃপীকে ভার্য্যালাভ করিলেন। তদনন্তর অগ্নিহোত্রে, বাক্-প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দমনে ও ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগিণী সেই গৌতম-কন্যা কৃপী অশ্বত্থামা নামক পুত্রলাভ করিলেন। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় শব্দ করিল; তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে অন্তরীক্ষস্থ কোন অদৃশ্য প্রাণী কহিয়াছিলেন যে, অশ্বের ন্যায় শব্দকারী এই বালকের স্থাম (শব্দ) দিগ্ দিগন্তে গমন করাতে ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবে। তাহাতে ভরদ্বাজ-তনয় ধীমান্ দ্রোণ সেই পুত্রদ্বারা অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন এবং সেই স্থানেই বাস করিয়া ধনুর্ব্বেদ-পরায়ণ হইলেন। হে রাজন্! তিনি সেই সময়ে শুনিলেন যে, সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন পরন্তপ ব্রাহ্মণ মহাত্মা জামদগ্ন্য রাম, ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত ধনদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রামের ধনুর্ব্বেদ ও দিব্যাস্ত্র সকলের কথা শুনিয়া তিনি তৎসমুদায় ও নীতিশাস্ত্র সকল তাঁহার স্থানে লাভ করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে সেই মহাতপা মহাবাহু ভরদ্বাজ, তপোযুক্ত ও ব্রতপরায়ণ শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া শত্রুকুল সংহারকারী ক্ষান্ত ও দান্ত ভৃগু-নন্দনকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি শিষ্য সমভি-ব্যাহারে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নাম ও অঙ্গিরার কুলে জন্ম-প্রভৃতি নিবেদন করিলেন এবং ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার চরণ-যুগলে প্রণাম করিলেন। তৎপরে দ্রোণ, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বন-গমনাভিলাষী মহাত্মা জামদগ্ন্যকে এই কথা বলিলেন যে, হে মহামতে! আমি অযোনিজাত ভরদ্বাজ হইতে দ্রোণীতে উৎপন্ন হইয়াছি; সম্প্রতি বিত্তকামনায়

এখানে আগমন করিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুল-মর্দ্দন মহাত্মা পরশুরাম তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, বল! রাম এই কথা বলিলে ভরদ্বাজ-তনয় সেই বিবিধ ধনদানে কৃতসংকল্প যোধপ্রধান জামদগ্ন্যকে কহিলেন, হে বিপুলব্রত! আমি অসংখ্য ধনপ্রার্থনা করি। রাম কহিলেন, হে তপোধন! আমার সুবর্ণ ও অন্য ধন যে কিছু ছিল, সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি এবং এই পুর ও নগর-সমূহ-রূপ মাল্যপুঞ্জে সুশোভিতা সাগরান্তা সমগ্রা ধরণীও কশ্যপকে দান করিয়াছি. এক্ষণে আমার কেবল অধিক মূল্যের বিবিধ অস্ত্র, শস্ত্র এবং এই শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে, হে দ্রোণ! এক্ষণে অস্ত্র বা শরীর দানে উদ্যত আছি! ইহার মধ্যে তুমি কি প্রার্থনা কর শীঘ্র বল, তাহা তোমাকে দান করিতেছি। দ্রোণ কহিলেন, হে ভার্গব! প্রয়োগ, উপসংহার ও রহস্যের সহিত সমগ্র অস্ত্র অশেষরূপে আমাকে দান করুন। ভার্গব "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্র এবং নিয়মের সহিত ধনুর্ব্বেদ অশেষরূপে প্রদান করিলেন। দ্বিজসত্তম দ্রোণ, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া সুপ্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদের নিকট গমন করিলেন।

একত্রিংশদধিক-শততম-অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-পুত্র ভূপাল দ্রুপদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমাকে সখা বলিয়া জ্ঞান কর! সখা ভরদ্বাজ প্রীতি-পূর্ব্বক এইরূপ কহিলে নরপতি পাঞ্চালরাজ সেই বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ছিলেন, সুতরাং ক্রোধ ও অমর্ষভরে জিহ্বা ও ভ্রূর বিকৃতি-পূর্ব্বক রক্তলোচন হইয়া দ্রোণকে ইহা কহিলেন, বিপ্র! তোমার বুদ্ধি সংস্কৃতা ও সমীচীনা হয় নাই, যেহেতু তুমি হঠাৎ আসিয়া আমাকে বলিলে যে আমি তোমার সখা। হে অল্পমতে! অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপালদিগের কখনই ঈদৃশ শ্রীহীন ও নির্ধন মনুষ্যদিগের সহিত সখ্য হয় না; কাল সমুদায় বস্তুকে জীর্ণ করেন. তদ্দ্বারা সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়; পূর্ব্বে যোগ্যতাবশত তোমার সহিত আমার সৌহৃদ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভূমণ্ডল-মধ্যে সৌহার্দ্দ কাহারও হৃদয়ে কখন অজর হইয়া থাকে না, কারণ কালক্রমে তাহা নিরাকৃত হইতে থাকে, অথবা ক্রোধ-কর্ত্তৃক-সমূলে উন্মূলিত হয়; অতএব তুমি সেই পুরাতন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও, এক্ষণে আর তাহা বর্ত্তমান-বলিয়া স্বীকার করিও না! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজনবশতই তোমার সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল; দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি কখন ধনবান্ ব্যক্তির সখা হয় না; মূর্খ কখন বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত সখ্য করিতে পারে না; বীর্য্যহীন ব্যক্তি কখন শূরের সখা হইতে পারে না; অতএব তুমি কি জন্য পূর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ? যাহাদের সমান ধন, যাহাদের সমান বল, তাহাদেরই পরস্পর সখ্য বা বিবাদ হইতে পারে, পুষ্ট ও অপুষ্ট ব্যক্তিতে কখন সখ্য বা বিবাদ সম্ভাবনা হইতে পারে না; যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয় নয়, সে কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না, রথীর সহিত অরথী ব্যক্তি সৌহার্দ্দস্থাপন করিতে পারে না, রাজা না হইলে রাজার সহিত সখ্য বিধান করিতে পারে না, অতএব কি নিমিত্ত তুমি পূর্ব্বের মিত্রতা ইচ্ছা করিতেছ? " বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান ভারদ্বাজ দ্রুপদের এই সকল কথা শ্রবণে ক্রোধে অভিভূত হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন; সেই বুদ্ধিমান মনে মনে পাঞ্চালরাজের পরাভবের উপায় নিশ্চয় করিয়া হাস্তিন পুর-নামক কৌরবদিগের নগরে গমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজ-পুত্র হাস্তিনপুরে উপস্থিত হইয়া কৃপাচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার পুত্র প্রভাব-সম্পন্ন অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের অধ্যাপনান্তে কুন্তী-পুত্রগণকে অস্ত্রশিক্ষা করাইতেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে নাই। এইরূপে ভারদ্বাজ দ্রোণ কৃপাচার্য্যের গৃহে কিছুকাল প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিলেন। অনন্তর একদা যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বীর বালকগণ মিলিত হইয়া হাস্তিন পুর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বীটা (গুলিকা) দ্বারা ক্রীড়াপ্রসক্তচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের সেই গুলিকা কূপে পতিত হইল। অনন্তর বালকগণ মনোযোগপূর্ব্বক সেই গুলিকা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহারা লজ্জাভরে নতবদন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন এবং তাহা উত্তোলন করিবার উপায় না পাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। এমত সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, শ্যামবর্ণ, বৃদ্ধভাবাপন্ন, কৃশ, অগ্নিহোত্রপুরস্কৃত, কৃতাহ্নিক, এক ব্রাহ্মণ সমীপস্থ রহিয়াছেন। তখন উপস্থিত কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন সুতরাং ভগ্নোৎসাহ ঐ বালকগণ সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের দর্শনমাত্র তাঁহার নিকট গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। বীর্য্যশালী দ্রোণ বালকগণকে অকৃতকার্য্য দেখিয়া নিপুণতা হেতুক ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, অহো! তোমাদের ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্ এবং তোমাদের অস্ত্রশিক্ষাতেও ধিক্! যেহেতু তোমরা ভরত-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই গুলিকা উত্তোলন করিতে পারিলে না; অদ্য যদ্যপি তোমরা আমার ভোজন প্রদান কর, তাহা হইলে আমি গুলিকা আর এই মুদ্রিকা উভয়ই তৃণদ্বারা উদ্ধার করিয়া দিতে পারি। অরিন্দম দ্রোণ কুমারগণকে ইহা কহিয়া সেই জলশূন্য কূপে স্বীয় অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি আমাদিগের নিকটে চিরস্থায়িনী ভিক্ষা লাভ করুন। এইরূপ উক্ত হইয়া দ্রোণ হাস্যপূর্ব্বক ভরত-কুমারগণকে কহিলেন, এই এক মুষ্টি ইষীকা (বেণা) আমি অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলাম; অন্য অস্ত্রের যে বীর্য্য নাই, ইহাতে তাহা নিরীক্ষণ কর। এই ইষীকাদ্বারা ঐ গুলিকা ভেদ করিয়া অন্য ইষীকাদ্বারা এই ইষীকা-ভেদ করিব, আবার অপর ইষীকাদ্বারা সেই ইষীকাও বিদ্ধ করিব, এইরূপে ক্রমশ ইষীকা-সংযোগে গুলিকা গ্রহণ করিব। অনন্তর দ্রোণ যেরূপ বলিলেন অবিকল সেইরূপই করিলেন। কুমারগণ বিস্ময়ে উন্মীলিত-লোচন হইয়া তাহা অবলোকন করিলেন এবং ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, এইরূপ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! এই মুদ্রিকাও ত্বরায় উদ্ধার করুন। অনন্তর মহাযশা প্রভু দ্রোণ শর

শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শরদ্বারা সেই অঙ্গুরীয় বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন; পরে শর সহিত সেই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া অবিস্ময়চিত্তে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুমারগণকে প্রদান করিলেন। কুমারগণ শরদ্বারা সেই মুদ্রিকা উদ্ধার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিদ্যা অন্য ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না, অতএব আপনাকে প্রণাম করি, আপনি কে, কাহার পুত্র, জানিতে বাসনা করি, অপিচ আমরা আপনার, কি উপকার করিব, বলুন! কুমারগণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ উত্তর করিলেন, তোমরা ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া আমার আকৃতি ও গুণের বিষয় অবিকল বর্ণন কর, তাহাতে সেই মহাতেজা ভীষ্ম আমাকে চিনিতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুমারগণ তাহা স্বীকার করিয়া ভীষ্মের সমীপে গমনপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের সত্যকথা ও তাঁহার সেই প্রকার অদ্ভুত কর্ম্মের বিষয় নিবেদন করিলেন। ভীষ্ম বালকগণের প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে দ্রোণ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে, ইনিই আচার্য্য-কার্য্যের উপযুক্ত। অনন্তর শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম স্বয়ং তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে সমাদর সহকারে আনয়নপূর্ব্বক আগমনের হেতু নিপুণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রোণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করত কহিলেন, হে আয়ুষ্মন! আমি পূর্ব্বে ধনুর্ব্বেদ ও অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছিলাম; তথায় ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জটাধারী ও গুরুশুশ্রূষায় তৎপর হইয়া বহুসংবৎসর বাস করিলাম; তৎকালে পাঞ্চালদেশীয় রাজকুমার মহাবল প্রভাবসম্পন্ন যজ্ঞসেন সেই গুরুর নিকটেই অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিবার জন্য বাস করিতেন। হে প্রভো! সেখানে তিনি আমার উপকারী, সখা ও প্রিয় ছিলেন, তাঁহার সহিত একত্র হইয়া আমি বহুকাল সুখিত ছিলাম। হে কৌরব্য! বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার সহিত আমার একত্র অধ্যয়ন হয়, এ নিমিত্ত তিনি আমার সর্ব্বদা প্রিয়কারী ও প্রিয়বাদী সখা ছিলেন। হে ভীষ্ম! তিনি আমার প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা আমাকে এই কথা বলিতেন যে "হে দ্রোণ! আমি মহানুভব পিতার প্রিয়তম পুত্র, অতএব যখন পাঞ্চালরাজ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তখন সেই রাজ্য তোমার ভোগ্য হইবে, ইহা আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে সখে! আমার ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলই তোমার অধীনে থাকিবে।" পরে যখন তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা সমাপন হইল, তখন তিনি আমাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তথা হইতে গমন করিলেন। আমি সেই অবধি নিরন্তর তাঁহার ঐ বাক্য মনোমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলাম। অনন্তর আমি পিতার নিয়োগানুসারে পুত্রলোভ-প্রযুক্ত অনতিকেশী, মহাবুদ্ধিমতী, ব্রতপরায়ণা ও অগ্নিহোত্রে, যাগে ও ইন্দ্রিয়দমনে নিয়ত নিরতা কৃপীকে বিবাহ করিলাম। কৃপী অশ্বত্থামা নামে ভীমবিক্রম আদিত্যতুল্য তেজস্বী আমার এক ঔরস পুত্র লাভ করিলেন। ভরদ্বাজ যেরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও ঐ সন্তানদ্বারা আপ্যায়িত হইলাম। অশ্বত্থামা বাল্যাবস্থায় এক দিবস ধনি-পুত্রদিগকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া এরূপ রোদন করিতে লাগিল যে, তাহাতে আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়া পড়িল। স্বীয় যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী স্নাতক ব্যক্তি অবসন্ন না হন অর্থাৎ যাগশীল ব্যক্তির যদি অল্প গো থাকে, তবে তাঁহার নিকট গো প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহার ধর্ম্মলোপ হইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি ধর্ম্মযুক্ত বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেকবার সেই দেশ ভ্রমণ করিলাম। হে গাঙ্গেয়! দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াও দুগ্ধবতী একটি গো প্রাপ্ত হইলাম না। পরে অন্য বালকেরা পিষ্টোদক (তরল পিটালী) দ্বারা ঐ বালককে প্রলোভিত করিল। হে কৌরব্য! বালক অশ্বত্থামা ঐ পিষ্টজল পান করিয়া বাল্যপ্রযুক্ত বিমোহিত হইয়া "আমি দুগ্ধপান করিয়াছি" ইহা বলিয়া উত্থানপূর্ব্বক আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পুত্র বালকগণে পরিবৃত ও তাহাদিগের হাস্যস্থল হইয়া নৃত্য করিতেছে দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিল; বিশেষত জল্পনাকারী লোকদিগের "দরিদ্র দ্রোণকে ধিক্! যিনি ধনাভাবে পানীয় দুগ্ধ প্রাপ্ত হন না, যাঁহার পুত্র দুগ্ধের তৃষ্ণায় পিষ্টোদক পান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমি দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল" এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। পরে আপনিই আপনাকে নিন্দা করত ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত ও নিন্দিত হইয়াও বাস করিব, তথাপি ধনলোভে পাপকর্ম্ম—পরসেবা অবলম্বন করিব না। হে ভীষ্ম! পূর্ব্বে এইরূপ বিবেচনা করিয়াও আমি প্রিয়তম পুত্র ও পত্নীকে লইয়া পূর্ব্ব-স্নেহানুবন্ধ-প্রযুক্ত দ্রুপদরাজের নিকট গমন করিলাম; আমার সেই প্রিয়সখা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া সুপ্রীতমনে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। হে প্রভো! তাঁহার সহিত একত্র বাস ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাত সেই বাক্য স্মরণ করিতে করিতে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মিত্রতা-পূর্ব্বক কহিলাম, হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার সখা; ইহা বলিয়া সখার ন্যায় সন্নিহিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। তাহাতে ইতর লোকের ন্যায় আমার প্রতি তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার এই বুদ্ধি সংস্কৃতা ও সমীচীনা নহে। হে দ্বিজ! যেহেতু তুমি আমাকে হঠাৎ কহিলে যে "আমি তোমার সখা;" কালক্রমে সকলই জীর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়; তোমার সহিত পূর্ব্বে যে আমার সখ্য হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন-সম্বন্ধবশতই হইয়াছিল; ফলত অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সহিত, অরথী ব্যক্তি রথীর সহিত এবং রাজা না হইলে রাজার সহিত কখন সখ্যস্থাপন করিতে পারে না; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ? উভয়ে সমান হইলেই সখ্য হয় পরস্পর বিসদৃশ হইলে কিরূপে সৌহার্দ্দ হইতে পারে? এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কাহারও সৌহার্দ্দ কখন চিরস্থায়ী হয় না, কারণ কালক্রমে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে, অথবা ক্রোধদ্বারা সমূলে উন্মূলিত হয়, অতএব তুমি সেই পুরাতন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও, এখন আর তাহা বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকার করিও না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজনবশতই তোমার সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল; দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি ধনশালীর, মূর্খ ব্যক্তি বিদ্বানের এবং বীর্য্যহীন ব্যক্তি শূরের সখা হইতে পারে না, অতএব তুমি কি জন্য

পূর্ব্বতন সখ্য ইচ্ছা করিতেছ? হে অল্পমতে! যাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপাল, তাঁহাদিগের কখন ঈদৃশ শ্রীহীন দরিদ্র মনুষ্যের সহিত সখ্য হইতে পারে না। আমি রাজ্যের নিমিত্ত যে তোমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না, তবে তুমি একরাত্রি যাহা ভোজন করিতে বাঞ্ছা কর, আমি তাহা প্রদান করিতে সম্মত আছি। তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাহা অচিরাৎ সম্পন্ন করিতে পারিব এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। হে ভীষ্ম! আমি দ্রুপদরাজ-কর্ত্তৃক ঐরূপ তিরস্কৃত হইয়া রোষ-বশত গুণবন্ত শিষ্য সকলের প্রার্থনায় কুরুরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পরে আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত এই রমণীয় নাগপুরে উপনীত হইলাম; সম্প্রতি কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, আপনি শরাসন হইতে গুণ উন্মোচন করুন; এই কুমারগণকে উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করুন; কুরুগৃহে পূজ্যমান হইয়া সুপ্রীতমনে ভোগ্যবস্তু সমস্ত ভোগ করুন; কুরুদিগের এই রাষ্ট্রসমেত রাজ্য ও যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, আপনিই সমুদায়ের রাজা-স্বরূপ হইয়া থাকুন; সমস্ত কৌরবেরা আপনারই হইল। হে ব্রহ্মন্! আপনার যে কিছু প্রার্থিত তাহা সিদ্ধই হইয়াছে, নিশ্চয় করুন; হে বিপ্রর্ষে! আমাদিগের ভাগ্যক্রমে আপনি মহৎ অনুগ্রহ করিয়া এখানে উপনীত হইয়াছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাতেজস্বী মনুষ্যেন্দ্র দ্রোণ ভীষ্ম-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কুরুগৃহে সমাদরের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্যের শ্রান্তি দূর হইলে ভীষ্ম পৌত্রগণকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট শিষ্যস্বরূপে সমর্পণ করিলেন এবং সুপ্রীত হইয়া বিবিধ ধন দানপূর্ব্বক তাঁহার বাসের নিমিত্ত ধনধান্যে পরিপূর্ণ সুপরিচ্ছন্ন এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণ প্রফুল্লহৃদয়ে সেই কুরু-কুমার পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণ একাকী নির্জ্জনে সমীপস্থ সেই সমস্ত কৌরবদিগকে বিশ্বস্তচিত্তে কহিলেন, হে অনঘগণ! কোন এক অভিলষিত-বিষয় আমার মনোমন্দিরে সংপূর্ণরূপে জাগরূক আছে, যখন তোমরা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইবে, তখন আমার সেই অভিলাষটি পূরণ করিবে, ইহা সত্য করিয়া বল। হে বিশাম্পতে! কৌরবগণ ইহা শুনিয়া মৌনী থাকিলেন; অনন্তর শত্রুতাপন অর্জ্জুন তাঁহার সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন দ্রোণ অর্জ্জুনের মস্তকে পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হর্ষহেতু তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই বীর্য্যশালী দ্রোণ, পাণ্ডু-পুত্রগণকে দিব্য ও মানবীয় নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তখন অন্য অন্য বহুসংখ্য রাজকুমারেরাও সমাগত হইয়া অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বৃষ্ণিবংশীয়, অন্ধকবংশীয় ও নানা দেশীয় ভূপালগণ এবং রাধানন্দন সূত-পুত্র কর্ণ দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সূতপুত্র অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করত দুর্য্যোধনকে আশ্রয়পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা দ্রোণাচার্য্যের নিকট থাকিতেন। তিনি শিক্ষা, ভুজবল, উদ্‌যোগ ও অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ প্রযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন। অস্ত্রপ্রয়োগ সমান হইলেও তদ্বিষয়ের লাঘব ও সৌষ্ঠববিষয়ে অর্জ্জুনই সমস্ত শিষ্যগণ হইতে প্রধান হইলেন। তখন দ্রোণ বিবেচনা করিলেন যে, কোন ব্যক্তিই শিক্ষা বিষয়ে এই ইন্দ্র-সন্তান অর্জ্জুনের সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারিবে না; আচার্য্য দ্রোণ এইরূপে কুমারগণকে শর ও অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি জল আনিতে বিলম্ব হইবার নিমিত্ত সকল শিষ্যকে এক এক কমণ্ডলু অর্থাৎ ক্ষুদ্রমুখ বিশিষ্ট জলপাত্র প্রদান করিতেন এবং শীঘ্র কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামাকে একটি কলস দিতেন; ইহার তাৎপর্য্য এই, অশ্বত্থামা শীঘ্র জল আনয়ন করিলে দ্রোণ তাহাকে কোন কোন শ্রেষ্ঠ প্রকরণের উপদেশ করিতেন। পাণ্ডুনন্দন ফাল্গুন বিতর্কদ্বারা তাঁহার ঐ কর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বারুণাস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু পূরণ করিয়া আচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামার সহিত এক সময়েই গুরুর নিকট উপস্থিত হইতেন: তাহাতে অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ মেধাবী পার্থ কোন বিশেষ গুণ-বিষয়েও আচার্য্য-পুত্র হইতে পৃথক্ ও হীন হইলেন না। তিনি গুরুসেবায় পরম যত্ন এবং অস্ত্রশিক্ষায় অত্যন্ত মনোযোগ করিতে লাগিলেন, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ ফাল্গুনকে অস্ত্রশিক্ষায় নিয়ত উদ্‌যুক্ত দেখিয়া সূপকারকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, তুমি কখন অন্ধকারে অর্জ্জুনকে ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করিও না এবং আমি তোমাকে যে এই কথা বলিলাম, ইহাও অর্জ্জুনকে জ্ঞাত করিও না। অনন্তর একদা অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন, এমত সময়ে বায়ু সঞ্চারিত হইতে লাগিল; তাহাতে প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও তেজস্বী অর্জ্জুন তখন অন্ধকারেই ভোজন করিতে লাগিলেন; অভ্যাস হেতু তাঁহার হস্ত মুখ ভিন্ন অন্যত্র গত হইল না; ইহাতে মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তাহা অভ্যাসকৃত বিবেচনা করিয়া রাত্রিকালেই শরাসন দ্বারা অদৃশ্যলক্ষ্যে শরনিক্ষেপ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভারত! আচার্য্য দ্রোণ রজনীতে তাঁহার জ্যা নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন যে, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহাতে এই ভূলোকমধ্যে অন্য কোন ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি তোমার সদৃশ না হয়, আমি তাহা করিতে যত্নবান্ হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অশ্বে, রথে, গজে ও ভূমিতে যুদ্ধ করিতে বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন এবং গদাযুদ্ধে, অসি-সঞ্চালনে, তোমর, প্রাস, শক্তি-প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অস্ত্রনিক্ষেপে ও সঙ্কীর্ণ-যুদ্ধে অর্থাৎ এককালীন অনেক বাণ প্রয়োগে অথবা এককালে অনেকের সহিত সংগ্রাম বিষয়েও সুশিক্ষিত করিলেন। সহস্র সহস্র রাজা ও রাজপুত্র তাঁহার সেই কৌশল শ্রবণ করিয়া ধনুর্ব্বেদ

৬। একলব্যের গুরুদক্ষিণা।



দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে, যদি তোমার অবশ্যদেয় হয়, তবে আমাকে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠটি দান কর। একলব্য সতত সত্যে রত ছিল, সুতরাং আচার্য্য দ্রোণের সেই দারুণবাক্য শ্রবণ করিয়াও অদীনচিত্ত ও প্রফুল্লবদন হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত বিচার না করিয়াই স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ছেদনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিল। ১২৭ পৃষ্ঠা।

শিক্ষার নিমিত্ত সমাগত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর হিরণ্যধনু-নামক নিষাদরাজের পুত্র একলব্য দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞ দ্রোণ "এ ব্যক্তি নিষাদ-তনয়," ইহা বিবেচনা করিয়া রাজপুত্রগণের মুখাবেক্ষায় তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন না। হে পরন্তপ! একলব্য মস্তক-দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের পাদবন্দনা করিয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক একটি মৃন্ময় দ্রোণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিল এবং সেই প্রতিমূর্ত্তিতে পরম আচার্য্য বুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পরম শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা হেতু অস্ত্র সকলের বিমোচন, আদান ও সন্ধান অতিশয় সহজ হইয়া উঠিল। অনন্তর একদা অরিমর্দ্দন কুরু-পাণ্ডবগণ, দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন। হে রাজন্! তখন এক ব্যক্তি মৃগয়ার উপযোগ্য জালপ্রভৃতি গ্রহণপূর্ব্বক এক কুক্কুর সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পরে সেই অরণ্যমধ্যে তাঁহারা সকলে যখন স্ব স্ব কার্য্যসাধনার্থ বিচরণ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর অলক্ষিত হইয়া নিষাদের প্রতি গমন করিল এবং তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ, মললিপ্তাঙ্গ, কৃষ্ণচর্ম্ম-পরিধায়ী ও জটাধারী দেখিয়া তৎসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিল। নিষাদতনয় অস্ত্র প্রয়োগ-বিষয়ে শীঘ্রতা প্রদর্শন করত সেই রোরুয়মান কুক্কুরের আস্যমধ্যে এককালে সপ্তশর পরিত্যাগ করিল। কুক্কুর শরপূর্ণ-বদন হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইল। বীর পাণ্ডবগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই অস্ত্রপ্রয়োগীর অতিশয় লাঘব ও শব্দ-বেধিতা অবলোকন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন পাণ্ডবগণ সেই অরণ্যবাসী অস্ত্রপ্রয়োগীকে বনমধ্যে অন্বেষণ করত দেখিতে পাইলেন, সে নিরন্তর শরনিক্ষেপ করিতেছে; পরন্তু তাঁহারা সেই বিকৃতাকার নিষাদকে চিনিতে পারিলেন না, পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কাহার পুত্র? একলব্য কহিল, হে বীরগণ! আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য হইয়া ধনুর্ব্বেদে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ তাহাকে প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দ্রোণের নিকট সেই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যথার্থরূপে বর্ণন করিলেন। হে রাজন্! কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন একলব্যকে স্মরণ করিতে করিতে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণয়বশত নির্জ্জনে কহিলেন, হে আচার্য্য! পূর্ব্বে আপনি একমাত্র আমাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে, "আমার কোন শিষ্য তোমা হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে না," তবে কেন বীর্য্যবান্ নিষাদাধিপতির পুত্র ভবদীয় শিষ্য হইয়া আমা-হইতে, এমন কি, সমস্ত লোক হইতেও উৎকৃষ্ট হইল? অনন্তর দ্রোণ তাহাকে নিশ্চিতরূপে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সব্যসাচী অর্জ্জুনকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই নিষাদরাজতনয়ের নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, মললিপ্তাঙ্গ, জটিল, চীরবস্ত্রপরিধায়ী একলব্য, ধনুষ্পাণি হইয়া নিরন্তর শরনিক্ষেপ করিতেছে। একলব্য সমীপাগত দ্রোণাচার্য্যকে দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া পাদগ্রহণপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, পরে যথাবিধানে পূজা করিয়া আপনাকে শিষ্যস্বরূপে নিবেদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। হে রাজন্! অনন্তর দ্রোণ একলব্যকে কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে বেতন প্রদান কর। একলব্য তাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, কি বস্তু প্রদান করিব? হে ব্রহ্মবিত্তম! আপনি আমার গুরু; গুরুকে কোন বস্তুই আমার অদেয় নাই। দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে, যদি তোমার অবশ্য দেয় হয়, তবে আমাকে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠটি দান কর। একলব্য সতত সত্যে রত ছিল, সুতরাং আচার্য্য-দ্রোণের সেই দারুণবাক্য শ্রবণ করিয়াও অদীনচিত্ত ও প্রফুল্ল-বদন হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত বিচার না করিয়াই স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ছেদনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিল। হে নরাধিপ! অনন্তর নিষাদরাজ-তনয় অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বারা ইষুবিকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় শীঘ্র কার্য্য সাধন করিতে আর সমর্থ হইল না। তখন অর্জ্জুন প্রীতচিত্ত হইলেন; তাঁহার মনোদুঃখ দূর হইল এবং আচার্য্য দ্রোণ পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, কেহই অর্জ্জুনকে পরাভব করিতে পারিবে না, এক্ষণে সে কথা সত্য হইল। দুর্য্যোধন ও ভীম, দ্রোণের এই দুই শিষ্য গদাযুদ্ধে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিয়তই ক্রুদ্ধ থাকিতেন। অস্ত্রপ্রয়োগ বিষয়ক সমস্ত রহস্যজ্ঞানে অশ্বত্থামা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেন। নকুল ও সহদেব অসিমুষ্টি ধারণ-বিষয়ে সমস্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিলেন। যুধিষ্ঠির রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। ধনঞ্জয় সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বুদ্ধি, উপায়, বল ও উৎসাহ দ্বারা সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে নিপুণ ও রথযূথপতিদিগেরও যূথপতি হইয়া আসমুদ্র ধরাতলে বিখ্যাত হইলেন। বিশেষ বিশেষ অস্ত্র-সঞ্চালনে ও গুরুভক্তি-বিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিল না। সকলের প্রতি সমানরূপে অস্ত্রোপদেশ হইলেও বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন সৌষ্ঠব অর্থাৎ স্থিতি মুষ্টি প্রভৃতির শুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বকুমারের মধ্যে অদ্বিতীয় অতিরথ বলিয়া গণ্য হইলেন। হে পরন্তপ! দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা অধিক বলশালী ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! একদা দ্রোণ অস্ত্র-বিষয়ক সমুদায় বিদ্যাতে শিক্ষিত সেই সমস্ত শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া কে কিরূপ প্রহার করিতে শিখিয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কুমারগণের অজ্ঞাতসারে শিল্পকারকর্তৃক নির্ম্মিত একটি কৃত্রিম গৃধ্রপক্ষীকে লক্ষ্য স্বরূপ করিয়া এক বৃক্ষাগ্রে স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে শিষ্যদিগকে কহিলেন, কুমারগণ! তোমরা সকলেই শীঘ্র ধনুর্গ্রহণ করিয়া তাহাতে শরসন্ধানপূর্ব্বক ঐ দৃশ্যমান গৃধ্রপক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া থাক, আমার বাক্যের সমকালেই ঐ পক্ষীর মস্তকচ্ছেদন করিতে হইবে। হে বৎসগণ! আমি এক এক করিয়া তোমাদের সকলকে যেরূপ নিয়োগ করিব, তোমরা তৎক্ষণাৎ সেইরূপই করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অঙ্গিরাবংশের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ প্রথমত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! শরসন্ধান কর,

আমার বাক্যের অবসানেই তাহা পরিত্যাগ করিবে। পরে শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির গুরুর আদেশক্রমে প্রথমে ধনুগ্র্গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! দ্রোণ, ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক অবস্থিত কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকাল পরে কহিলেন; রাজকুমার! ঐ বৃক্ষাগ্রস্থিত গৃধ্রপক্ষীকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির কহিলেন দেখিতেছি। দ্রোণ কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা তোমার ভ্রাতৃগণকে দেখিতে পাইতেছ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হাঁ আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও পক্ষীকে দেখিতেছি। আচার্য্যকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি ঐরূপ পুনঃ পুনঃ কহিলেন; ইহাতে দ্রোণ যেন তাঁহার প্রতি অপ্রীত-চিত্ত হইয়া তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অপসৃত হও। এ লক্ষ্য বিদ্ধ করা তোমার কর্ম্ম নহে। অনন্তর মহাযশা দ্রোণ সকল শিষ্যের ক্ষমতা জিজ্ঞাসু হইয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে এবং ভীম, নকুল, সহদেব ও ভিন্নদেশীয় রাজকুমারগণকেও সেইরূপে শরসন্ধানে অবস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সকলেই বৃক্ষাদি সমুদায় দেখিতেছি, এইরূপ উত্তর করাতে আচার্য্যকর্ত্তৃক ঐরূপ ভৎসিত হইলেন। অনন্তর দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমাকে এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব ঐ লক্ষ্য অবলোকন কর, আমার বাক্যের সমকালেই শরত্যাগ করিবে, অধুনা শরাসনে শরসন্ধান করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি কর। সব্যসাচী অর্জ্জুন গুরুর আদেশানুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে দ্রোণ পূর্ব্বের ন্যায় কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ঐ বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে, বৃক্ষকে ও আমাকে দেখিতেছ? হে ভারত! পার্থ কহিলেন, আমি কেবল পক্ষীকেই দেখিতেছি, বৃক্ষকে বা আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার রথগণের মধ্যে মহারথী সেই অর্জ্জুনকে কহিলেন, যদ্যপি তুমি কেবল ঐ পক্ষীকে দেখিতেছ, তবে তাহা কিরূপ দেখিতেছ, বল। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, আমি ঐ পক্ষীর মস্তকমাত্র দেখিতেছি, গাত্র দেখিতে পাইতেছি না। অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ হর্ষে লোমাঞ্চিতকায় হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, এখন বাণ ত্যাগ কর। তখন পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন কোন বিচারণা না করিয়াই বাণ মোচন করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ শাণিত ক্ষুরসদৃশ বাণদ্বারা বৃক্ষস্থিত সেই পক্ষীর মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সেই কর্ম্ম সুসিদ্ধ দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে ফাল্গুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিলেন যে, দ্রুপদরাজা সহায়বর্গের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবে। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! তাহার কিছু দিন পরে দ্রোণ শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিলেন। তিনি জলমধ্যে যেমন অবগাহন করিয়াছেন, অমনি এক বলবান্ জলচর কুম্ভীর যেন কালপ্রেরিত হইয়া তাঁহার জঙ্ঘার অন্তস্থান গ্রহণ করিল। দ্রোণ স্বয়ং তাহা মোচন করিতে সমর্থ হইয়াও সমস্ত শিষ্যগণকে যেন ত্বরান্বিত করত কহিলেন যে, তোমরা শীঘ্র এই জলচরকে বিনাশ করিয়া আমাকে মুক্ত কর! গুরু দ্রোণ ঐ বাক্য বলিবামাত্র বীভৎসু পাঁচটি অনিবার্য্য তীক্ষ্ণ শরদ্বারা জলমগ্ন ঐ জলচরকে বিদ্ধ করিলেন। অন্য অন্য শিষ্যেরা যেখানে যেখানে ছিল, সেই সেই স্থানেই মূঢ়ভাবে রহিল। তখন আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনকে কার্য্য-তৎপর দেখিয়া সর্ব্বশিষ্য হইতে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম বোধ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। কুম্ভীর, মহাত্মা দ্রোণের জঙ্ঘা ত্যাগপূর্ব্বক পার্থের বাণদ্বারা বহুশ খণ্ড খণ্ড হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মহামনা ভরদ্বাজতনয় মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভো মহাবাহো! ব্রহ্মশির নামক এই অতিদুর্দ্ধর্ষ উৎকৃষ্ট অস্ত্রটি তোমাকে প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; মনুষ্যের প্রতি কখন ইহা প্রয়োগ করিও না, কারণ ইহা অল্পতেজস্বী মানবের প্রতি বিক্ষিপ্ত হইলে জগন্মণ্ডল দগ্ধ করিতে পারিবে। তাত! ত্রিলোকীমধ্যে এই অস্ত্র অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, অতএব তুমি ইহা যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে এবং আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বীর! যদি কখন মানুষ ভিন্ন অন্য কোন শত্রু তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে যুদ্ধস্থলে তাহার বধের নিমিত্ত এই অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। বীভৎসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা স্বীকার করিয়া সেই পরমাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন গুরু তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমার সদৃশ ধনুর্দ্ধারী হইবে না, তুমি শত্রুদিগের অজেয় ও যশস্বী হইয়া বিচরণ করিবে

চতুস্ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে ও পাণ্ডবগণকে অস্ত্রশিক্ষা-সম্পন্ন দেখিয়া কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ব্যাস, বিদুর ও ধীমান্ ভীষ্মের সমক্ষে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস, ভূপতে! আপনার কুমারগণ কৃতবিদ্য হইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করিলে, তাঁহারা স্ব স্ব শিক্ষার পরিচয় প্রদান করেন। তদনন্তর মহারাজ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুলতিলক ভারদ্বাজ! আপনা হইতে অতি মহৎকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে। সংপ্রতি আপনি অস্ত্রপরীক্ষার যে সময় নিরূপণ করেন এবং যে স্থলে যে যে প্রকারে তাহা নির্ব্বাহ হইবে বিবেচনা করেন, তৎসমুদয়ের বিধান নিমিত্ত স্বয়ং আমাকে আজ্ঞা করুন। যাঁহারা অস্ত্রপ্রয়োগে পরাক্রান্ত মদীয় পুত্রদিগকে দর্শন করিবেন, আমার দর্শনশক্তি-বিরহে নির্ব্বেদ-প্রযুক্ত অদ্য সেই চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের প্রতি স্পৃহা হইতেছে। বিদুর! পূজনীয় আচার্য্য যে প্রকার বলেন, তাহা সম্পাদন কর; ভো ধর্ম্মবৎসল! আমি বিবেচনা করি যে, ইহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কার্য্য আর কিছুই হইবে না। অনন্তর বিদুর রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া বহির্গত হইলে মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ বৃক্ষ, গুল্মাদিশূন্য, বারিপ্রস্রবণযুক্ত ও সমতলভূমি দেখিয়া তাহা পরিমাণ করিলেন। অনন্তর সমাজস্থ সকলে ঘোষণাদ্বারা আহূত হইলে বাক্পটু আচার্য্য উত্তম নক্ষত্রযুক্ত শুভ তিথিতে ঐ স্থানে দেবতা উদ্দেশে যথাবিধানে উপহার প্রদান করিলেন। হে নরাধিপ! তাঁহার নিয়োজিত শিল্পকার সকল ঐ রঙ্গভূমিমধ্যে রাজগণের ও মহিলাবর্গের নিমিত্ত শাস্ত্রদৃষ্টিক্রমে সুবিহিত, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সুশোভিত ও বিস্তীর্ণ দর্শনাগার সমস্ত প্রস্তুত করিল এবং

নগরবাসী ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরাও তথায় উচ্চ ও বৃহৎ বৃহৎ মঞ্চ ও শিবিকাসকল নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিল। হে জয়শালি-শ্রেষ্ঠ! অনন্তর কুমারগণের বিক্রম-প্রদর্শনের নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণের সহিত ভীষ্ম ও আচার্য্যসত্তম কৃপকে অগ্রে করিয়া, স্থানে স্থানে মুক্তাজালযুক্ত ও বৈদূর্য্যমণিসমূহশোভিত সুবর্ণময় দিব্য দর্শনাগারে গমন করিলেন এবং মহাভাগ্যবতী গান্ধারী ও কুন্তী, ইহাঁরাও দর্শনাগারে গমন করিলেন। অন্যান্য রাজমহিষীগণ দাসীগণের সহিত অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক আহ্লাদিতচিত্তে মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দেবপত্নীরা সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ সকলে কুমারগণের অস্ত্রবিদ্যা-নৈপুণ্য দর্শন করিবার জন্য পুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক দ্রুততর বেগে তথায় সমাগত হইয়া সকলেই দর্শনের ঔৎসুক্য প্রযুক্ত ক্ষণকালমধ্যে একত্রিত হইলেন। তখন সংপূর্ণরূপে বাদিত বাদ্যযন্ত্রের নিনাদে ও জনগণের কৌতূহল-কোলাহলে সেই সমাজ মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর শুক্লাম্বর, শুক্ল-যজ্ঞোপবীত, শুক্লকেশ, শুক্লশ্মশ্রু, শুক্লমাল্য ও শুক্লচন্দনে সুশোভিত তেজঃপুঞ্জ আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পুত্রের সহিত রঙ্গভূমিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন মঙ্গলগ্রহের সহিত প্রভাকর সূর্য্য জলধর-বিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ-বলবান্ আচার্য্য সেই স্থলে যথাকালে দেবপূজা করিলেন এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইলেন। অনন্তর, পবিত্র পুণ্যাহ কীর্ত্তনের পর নিয়োজিত মানবগণ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও তদীয় উপকরণ গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভরতবংশাবতংস মহারথ ও মহাবীর্য্য কুমারগণ বদ্ধকক্ষ হইয়া অঙ্গুলিত্রাণ, তূণীর ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠতাক্রমে পরমাদ্ভুত অস্ত্রবিদ্যা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন দর্শকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি শরপতনভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকিল, কেহ কেহ বা নির্ভয় হইয়া বিস্ময়চিত্তে দর্শন করিতে লাগিল। কুমারগণ সত্বরবাহী অশ্বারোহণে নামাঙ্কশোভিত বিবিধ বাণ সকল লঘুতাপূর্ব্বক ক্ষেপণ করত লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন দর্শকগণ, ধনুর্ব্বাণধারি-কুমারগণের গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হে ভারত! তত্রস্থ অন্যান্য শত সহস্র লোক বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে "সাধু সাধু" এইরূপ ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত কুমারগণ শরাসনে, রথচালনে, গজপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে ও বাহুযুদ্ধে নানা প্রকার পন্থা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্দেশানুযায়ী বিবিধ প্রকার অসি-সঞ্চালন প্রদর্শন করত সমস্ত রঙ্গভূমিমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ সেই কুমার বীরগণের অসি চর্ম্ম প্রয়োগ-বিষয়ে দ্রুতহস্ততা, চতুরতা, স্থিরতা, মুষ্টির দৃঢ়তা ও অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিত্য-স্পর্দ্ধাযুক্ত দুর্য্যোধন ও বৃকোদর গদা হস্তে করিয়া একশৃঙ্গ-বিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। এক করিণীর লোভে মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয় যেরূপ বৃংহিত শব্দ করিতে থাকে, তাহার ন্যায় পরস্পর পৌরুষাকাঙ্ক্ষী ঐ মহাবাহু বীরদ্বয় বদ্ধকক্ষ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মল-গদাধারী মদমত্ত কুঞ্জর-সদৃশ মহাবল সুযোধন ও ভীম দক্ষিণাবর্ত্ত ও বামাবর্ত্ত ক্রমে মণ্ডলাকারে রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এবং কুন্তী গান্ধারীর নিকট কুমারগণের আচরিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও মহাবল ভীম রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে দর্শকজনেরা পক্ষপাতপূর্ব্বক স্নেহকারী হইয়া দুইদলে বিভক্ত হইল। কেহ কেহ কহিতে লাগিল কি উৎকৃষ্ট বীর কুরুরাজ! কেহ কেহ বলিতে লাগিল কি উৎকৃষ্ট বীর ভীম! এইরূপ বিপুল কোলাহল শব্দ সহসা চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হইল। তদনন্তর বুদ্ধিমান ভারদ্বাজ ক্ষুব্ধার্ণব-সদৃশ সেই রঙ্গস্থল অবলোকন করিয়া প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে কহিলেন, এই ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই মহাবীর্য্য ও যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ; অতএব ইহাদিগকে নিবারণ কর, যেন রঙ্গস্থলে ইহাদিগের প্রকোপ উপস্থিত না হয়! অনন্তর প্রলয়-কালীন বায়ুদ্বারা সংক্ষোভিত উচ্চতট-বিশিষ্ট সমুদ্রের ন্যায় উন্মত্ত উদ্যত-গদাধারী ভীম ও সুযোধন উভয়েই গুরুপুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ রঙ্গস্থলের অঙ্গনে গমনপূর্ব্বক মহামেঘ-ধ্বনিসদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণ করিয়া কহিলেন, যিনি উপেন্দ্র-সদৃশ সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ-প্রধান এবং আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সেই ইন্দ্রতনয় পার্থ এক্ষণে দৃষ্ট হউন। তখন আচার্য্য-বচনানুসারে তরুণ বয়স্ক ফাল্গুন মঙ্গলাচরণান্তে জ্যাঘাত নিবারক চর্ম্মপট্টিকা ও অঙ্গুলিত্রাণ বদ্ধ করত বাণপূর্ণ তূণ, ধনু ও হিরণ্ময় কবচ ধারণ করিয়া যেন সূর্য্য-প্রভায় প্রদীপ্ত এবং ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুল্লতায় সুশোভিত সন্ধ্যা-কালীন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন; তাহাতে রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিক হইতে প্রফুল্লতার মহাকোলাহল উঠিল এবং শঙ্খ ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। এই শ্রীমান্ পুরুষ কুন্তীর পুত্র, ইনি মধ্যম পাণ্ডব, ইনিই মহেন্দ্রের পুত্র, ইনিই কুরুগণের রক্ষক, ইনিই অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান, ইনিই সুশীলদিগের শীলতা ও জ্ঞানের পরম আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছেন;—দর্শকগণের এইরূপ বহুল বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কুন্তীর স্তন্যদুগ্ধযুক্ত নয়ননীরে বক্ষঃস্থল আর্দ্র হইল। সেই সমস্ত মহাশব্দে নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিদুরকে কহিলেন, হে ক্ষত্ত! কি নিমিত্ত রঙ্গস্থলে ক্ষুব্ধ সাগরের শব্দসদৃশ এই মহাশব্দ যেন আকাশতল ভেদ করিয়াই সহসা উত্থিত হইল? বিদুর কহিলেন, মহারাজ! এই পাণ্ডুনন্দন পার্থ অর্জ্জুন কবচধারী হইয়া রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতেই এইরূপ মহাকোলাহল শব্দ উঠিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহামতে! কুন্তীরূপ অরণি হইতে উৎপন্ন পাণ্ডবরূপ বহ্নিত্রয়দ্বারা আমি ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হর্ষান্বিত রঙ্গস্থ লোকসমস্ত ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত কথঞ্চিৎ অবস্থিত হইলে অর্জ্জুন আচার্য্যকে অস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে লাঘব দেখাইতে লাগিলেন। তিনি আগ্নেয়

অস্ত্রদ্বারা অগ্নি, বারুণ অস্ত্রদ্বারা জল, বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা বায়ু ও পার্জ্জন্যাস্ত্রদ্বারা মেঘসমস্ত সৃষ্টি করিলেন এবং ভৌমাস্ত্রদ্বারা ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; পার্ব্বতাস্ত্রদ্বারা পর্ব্বত সৃষ্ট হইল, আবার অন্তর্দ্ধান অস্ত্রদ্বারা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে দীর্ঘ, ক্ষণকালের মধ্যে হ্রস্ব, ক্ষণকালের মধ্যে রথধূর্ব্বীর নিকটস্থ, ক্ষণকালের মধ্যে রথমধ্যস্থিত এবং ক্ষণকালের মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। গুরুপ্রিয় অর্জ্জুন বিবিধ বাণদ্বারা পুষ্পাদি সুকুমার বস্তু, গুল্ম ও শরাগ্র-প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু এবং ধাতুপ্রস্তরাদি গুরুবস্তু চতুরতা সহকারে সংক্ষেপ-প্রয়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহনির্ম্মিত বরাহের মুখমধ্যে যেন একবাণের ন্যায় পঞ্চবাণ সুসংযুক্ত করিয়া এককালে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহাবীর রজ্জুতে অবলম্বিত চঞ্চল গোশৃঙ্গকোষমধ্যে এক বিংশতি শর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্ধ করিলেন। হে অনঘ! শস্ত্রকুশল কৌন্তেয় এইরূপে ধনুর্ব্বিদ্যায়, সুমহৎ অসিসঞ্চালনে ও গদাচালনায় বিবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর সেই সমস্ত যুদ্ধানুকরণকার্য্য সমাপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং সমাজ ও বাদিত্রধ্বনি মন্দীভূত হইয়াছে, এমত সময়ে দ্বারদেশ হইতে উত্থিত শৌর্য্যবীর্য্য-সূচক বজ্রনির্ঘাদ-সদৃশ বাহ্বাস্ফালন-ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল। হে বসুধাধিপ! তখন রঙ্গস্থ লোকসকল মনে করিতে লাগিল যে, এ কি! হয় ত ভূধর-শ্রেণী ভগ্ন হইতেছে! কি, ভূতল বিদীর্ণ হইতেছে! কি, ঘন-জল-ধারাধর জলদমণ্ডলীতেই বা আকাশমণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে! দর্শকগণ সকলেই এইরূপ সংশয়চিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার-দেশের প্রতি সম্মুখীন হইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ তারা-স্বরূপ হস্তা নক্ষত্র-যুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আচার্য্য দ্রোণ, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতায় পরিবৃত হইয়া সুশোভিত হইতে লাগিলেন। অমিত্রঘ্ন দুর্য্যোধন উত্থিত হইলে তাঁহার উৎসাহসম্পন্ন শতভ্রাতা অশ্বত্থামার সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পূর্ব্বকালে দানবকুল সংহারের সময় দেবরাজ যেরূপ দেবগণে পরিবৃত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তখন গদামাত্রধারী দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ও উদ্যত অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত ভ্রাতৃগণে সমাবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দর্শক-পুরুষেরা বিস্ময়ে প্রফুল্ল-নয়নে প্রবেশদ্বার প্রদান করিলে শত্রুপুরবিজয়ী কর্ণ বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যিনি সহজাত কবচ ধারণ করিতেন, যাঁহার আনন সহজ কুণ্ডলে সুশোভিত হইয়াছিল; যিনি তীক্ষ্ণাংশু ভাস্করের অংশে পৃথার কন্যাকালীন গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার বীর্য্য ও পরাক্রম সিংহ ও গজেন্দ্রের সদৃশ; যাঁহার দীপ্তি দিবাকরতুল্য, কান্তি চন্দ্রসদৃশ এবং তেজ হুতাশন-সদৃশ; যিনি হিরণ্ময়তালবৃক্ষসমান দীর্ঘাঙ্গ; সেই ভাস্করাত্মজ, অপরিমিত গুণসম্পন্ন, সিংহস্কন্ধ, বিশাল-লোচন, শত্রুকুল-সংহারকারী, যুবাপুরুষ, শ্রীমান্ মহাবাহু কর্ণ বদ্ধখড়্গ হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করত রঙ্গমণ্ডলের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপকে যেন অবজ্ঞার সহিত প্রণাম করিলেন। তখন রঙ্গস্থ সমস্ত লোক নিশ্চল ও স্থিরলোচনে ইনি কে, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ ও কৌতূহলাক্রান্ত হইল। সূর্য্য-তনয় সুবক্তা ভ্রাতা কর্ণ সহোদররূপে অজ্ঞাত ইন্দ্র-তনয় অর্জ্জু-নকে মেঘের ন্যায় গভীর শব্দে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, আমি সমস্ত দর্শকলোকের সমক্ষে তাহা অপেক্ষাও বিশিষ্টরূপ কার্য্য করিব, অতএব তুমি আত্ম-কার্য্যের প্রতি বিস্ময় জ্ঞান করিও না। হে বাগ্মিপ্রবর! সূর্য্য-নন্দনের এই বাক্য সমাপ্ত না হইতেই চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত লোক যেন যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব স্থানে আরোহণ করিল। হে মানবশ্রেষ্ঠ! তখন দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে প্রীতির উদয় হইল এবং অর্জ্জুনের হৃদয়ে লজ্জা ও ক্রোধ আবেশ করিল। তদনন্তর পার্থ ঐ রঙ্গস্থলে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, নিয়ত রণপ্রিয় মহাবল কর্ণ দ্রোণের অনুজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। হে ভারত! পরে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত আহ্লাদ-পূর্ব্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনার শুভাগমন হইয়াছে! হে মানপ্রদ! আমার সৌভাগ্যক্রমেই আপনি উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনার অধীন; আপনি এই কুরুরাজ্য ইচ্ছানুসারে উপভোগ করুন। কর্ণ কহিলেন, আমার অন্য কিছুতে প্রয়োজন নাই, কেবল আপনার সহিত সখ্য প্রার্থনা করি এবং পার্থের সহিত একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে অরিন্দম! আপনি আমার সহিত বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিতে থাকুন এবং বন্ধুগণের হিতকারী হইয়া সমস্ত শত্রুগণের মস্তকে পদার্পণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ আপনাকে যেন অবমানিত বোধ করিয়া, ভ্রাতৃসমূহের মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! যাহারা আহূত না হইয়া সমীপস্থ হয় এবং আহূত না হইয়া জল্পনা করে, তাহাদের যে গতি তুমি মৎকর্ত্তৃক হত হইয়া সেই গতি প্রাপ্ত হইবে। কর্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! এই রঙ্গস্থল সকলের পক্ষেই সমান, অতএব আমার আগমনে তোমার হানি কি? ক্ষত্রিয়েরা বলদ্বারাই প্রধান হন, সুতরাং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; ভো ভারত! দুর্ব্বল ব্যক্তির আয়াস-স্বরূপ তিরস্কারে প্রয়োজন কি? যাবৎ এই গুরুর সমক্ষে নিশিত শরদ্বারা অদ্য তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎকাল যাহা বক্তব্য থাকে, তাহা বাণদ্বারাই ব্যক্ত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, শত্রুপুরঞ্জয় ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের নিকট অনুজ্ঞাত ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক ত্বরাপূর্ব্বক আলিঙ্গিত হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। এদিকে কর্ণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া শরের সহিত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সমরোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ইত্যবসরে ইন্দ্রধনুদ্বারা সুশোভিত, বিদ্যুৎ ও স্তনিত-যুক্ত এবং বকশ্রেণীদ্বারা যেন হাস্যবিশিষ্ট মেঘমণ্ডলীতে নভোমণ্ডল আবৃত হইল। অনন্তর ইন্দ্রকে স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহবশত রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া, ভাস্কর স্বীয় তনয় কর্ণের সমীপবর্ত্তী জলধরপটল বিনষ্ট করিলেন; তখন অর্জ্জুন মেঘচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ সূর্য্যকিরণে পরিবৃত হইয়া দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিলেন। যে দিকে কর্ণ, সেই-

স্থানে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা এবং যে দিকে অর্জ্জুন, সেইদিকে দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম অবস্থিতি করিলেন। রঙ্গস্থল দুই অংশে বিভক্ত হইল এবং স্ত্রীগণের দুইদল হইয়া উঠিল। কুন্তি-ভোজ-সুতা স্বীয় পুত্রদ্বয় কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া পরিজ্ঞাত হইয়া মোহে অভিভূতা হইলেন। সর্ব্বধর্ম্মবিবিদুর, পরিচারিকাদিগের সাহায্যে চন্দনোদকদ্বারা সেই মোহাভিভূতা কুন্তীকে সচেতনা করিলেন। কুন্তী চৈতন্য লাভ করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া ভীতা হইয়া থাকিলেন, কিছুই করিতে পারিলেন না। অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিশেষত দ্বন্দ্বযুদ্ধের আচারজ্ঞানবিষয়ে পারদর্শী শারদ্বৎ কৃপ সেই বীরদ্বয়কে মহাশরাসন উদ্যত করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, এই অর্জ্জুন কুরুবংশীয় পাণ্ডুরাজার পুত্র, কুন্তীর তৃতীয় গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইনি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন; হে মহাবাহো! তুমিও যে রাজবংশের ভূষণ হইয়াছ, সেই কুল ও মাতা পিতার নাম কীর্ত্তন কর, তাহা অবগত হইলে পর পার্থ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন কি না বিবেচনা করিবেন, কারণ রাজ-কুমারেরা সামান্য-কুল সম্ভূত সদাচার-বিহীন লোকের সহিত যুদ্ধ করেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আচার্য্য কৃপ এইরূপ কহিলে কর্ণের বদন লজ্জাভরে অবনত হইয়া বর্ষাম্বুদ্বারা ক্লিন্ন পদ্মের ন্যায় ম্লান হইল। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে যে, রাজকুলজাত, শূর ও সেনানায়ক এই তিন প্রকার ব্যক্তি ভূপতি হইতে পারে; অতএব যদ্যপি অর্জ্জুন ভূপাল ভিন্ন অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষী না হন, তাহা হইলে, আমি এখনই এই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবলবান্ মহারথ শ্রীমান্ কর্ণ সেই ক্ষণেই কাঞ্চনময় পীঠে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক লাজ, কুসুম ও হিরণ্ময়-ঘট-দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ! অনন্তর কর্ণ জয়শব্দের সহিত উত্তম ছত্র ও চামর-যুক্ত হইয়া কুরুনন্দন দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজশার্দ্দূল নৃপতে! আপনি যে আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিলেন, আমি ইহার সদৃশ আপনাকে কি প্রদান করিব বলুন; আপনি যেরূপ কহিবেন, আমি সেইরূপ করিতে সম্মত আছি। সুযোধন কহিলেন, আমি আপনার সহিত অত্যন্ত সখ্য প্রার্থনা করি। এইরূপ উক্ত হইয়া কর্ণ প্রতিজ্ঞার সহিত তাহা স্বীকার করিলেন এবং উভয়ে হর্ষ-পূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর বৃদ্ধ অধিরথ যষ্টি অবলম্বন করিয়া স্খলিতউত্তরীয় বসনে কর্ণকে আহ্বান করিতে করিতে রঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ তাহাকে দেখিবামাত্র পিতৃগৌরব-পরবশ হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিষেক-জলে আর্দ্রীভূত মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন। রথসারথি অধিরথ সসম্ভ্রমে পটান্তদ্বারা স্বীয় চরণযুগল আচ্ছাদন করিয়া, রাজ্যলাভ প্রযুক্ত পরিপূর্ণার্থ কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিল এবং স্নেহে বিকলচিত্ত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক, অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত তদীয় আর্দ্র মস্তক আনন্দাশ্রু বর্ষণদ্বারা পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিল। ভীমসেন তাহাকে অবলোকনপূর্ব্বক কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া যেন উপহাস করত কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত নহ, তুমি শীঘ্র অশ্ব চালনার্থ আত্মকুলের অনুরূপ প্রতোদ গ্রহণ কর! রে নরাধম! কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় হুতাশন সমীপে ঘৃত পান করিবার উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ তুমি অঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহ। ভীমের এই কথায় কর্ণের অধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গগনস্থ দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন কোপাকুল হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভ্রাতৃগণরূপ পদ্মবনের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইলেন এবং সন্নিহিত ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে কহিলেন, বৃকোদর! তোমার ঈদৃশ বাক্য বলা উপযুক্ত হয় নাই; ক্ষত্রিয়গণের বলই শ্রেষ্ঠ; নিন্দিত ক্ষত্রিয় হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, নদী ও শূরগণের উৎপত্তি বিবরণ দুর্জ্ঞেয়। দেখ, বহ্নি সলিল হইতে উত্থিত হইয়া এই চরাচর ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং যে বজ্রদ্বারা দানববংশ ধ্বংস হইয়াছে, সেই বজ্র দধীচি মুনির অস্থি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; যিনি ভগবান্ দেবকার্ত্তিক, তাঁহারও উৎপত্তি দুর্জ্ঞেয়; কারণ তিনি অগ্নিপুত্র, কৃত্তিকাপুত্র, রুদ্রপুত্র এবং গঙ্গাপুত্র বলিয়াও বিখ্যাত হন। অপিচ, ইহাও তোমার শ্রুত হইয়াছে যে, যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। দেখ, বিশ্বামিত্রপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনশ্বর অব্যয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ যজ্ঞীয় কলস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং আচার্য্য কৃপ গৌতমের বংশে শরস্তম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করেন; অন্যের কথায় প্রয়োজন কি, তোমাদেরই যেরূপে জন্ম হয়, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। সহজাত কুণ্ডল ও কবচধারী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, আদিত্যসদৃশ এই ব্যাঘ্রপুরুষ যে মৃগীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এমত সম্ভবই হয় না; ফলত এই কর্ণের বাহুবল ও আজ্ঞানুবর্ত্তী আমি এ উভয় বিদ্যমান থাকাতে এই নরেশ্বর কেবল অঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার যোগ্য কি, ইনি সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। তবে যদি আমার এই কার্য্য কাহারও অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি রথারোহণ করিয়া পদদ্বয়ের সাহায্যে শরাসন অবনমিত করুক। অনন্তর সমস্ত রঙ্গমধ্যে সাধুবাদ সম্বলিত মহান্ কোলাহল শব্দ উঠিল; এমত সময় দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। অনন্তর ভূপতি দুর্য্যোধন কর্ণের করাগ্র ধারণ করিয়া দীপকাম্মিদ্বারা আলোক প্রাপ্ত হইয়া সেই রঙ্গস্থল হইতে বিনির্গত হইলেন। হে বিশাম্পতে! পাণ্ডবেরাও আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্মের সহিত সকলে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন। তখন দর্শকগণ, কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহ বা দুর্য্যোধনের কথা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল। কুন্তী দিব্যলক্ষণ-সূচিত পুত্র কর্ণকে চিনিতে পারিয়া এবং তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া স্নেহ-হেতু প্রচ্ছন্নভাবে প্রীতিযুক্তা হইলেন। হে পার্থিব! তখন কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া

দুর্য্যোধনের হৃদয় হইতে অর্জ্জুন নিমিত্তক ভয় অন্তর্হিত হইল। শস্ত্রবিদ্যায় শ্রমশীল বীর কর্ণও অত্যন্ত প্রিয়কথন দ্বারা সুযোধনকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকিলেন এবং যুধিষ্ঠিরেরও বোধ হইল যে, ভূমণ্ডলমধ্যে কর্ণতুল্য ধনুর্দ্ধারী কোন ব্যক্তিই নাই।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে শিক্ষিতাস্ত্র দেখিয়া গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে দক্ষিণার উপযুক্ত বিষয় নিশ্চয় করিলেন। অনন্তর তিনি শিষ্য সকলকে আনয়নপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত দেয় বস্তুর আদেশ করত কহিলেন যে, তোমরা সংগ্রামস্থলে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদকে পরাজয়পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, তোমাদের মঙ্গল হউক, তাহা হইলেই তোমাদের পরম দক্ষিণা দেওয়া হয়। শিষ্যেরা সকলে তাহা স্বীকার করিয়া গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া গুরু দ্রোণের সহিত ত্বরাপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠেরা সকলে পাঞ্চাল দেশমধ্যে প্রহার করিতে করিতে চলিলেন, পরে মহাতেজস্বী দ্রুপদের নগর মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ ও সুলোচন, ইঁহারা ও অন্যান্য বহুবিক্রমশালী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুমারেরা, "আমি প্রথমে, আমি প্রথমে" এই কথা বলিতে বলিতে উত্তম রথে আরোহণপূর্ব্বক অশ্বারূঢ় ব্যক্তিগণে পরিবৃত হইয়া নগর প্রবেশপূর্ব্বক রাজমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে পাঞ্চালদেশীয় রাজা যজ্ঞসেন সেই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণপূর্ব্বক আগত মহৎবল দৃষ্টি করিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাসাদ হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন। কৌরবগণ সকলেই মহাশব্দপূর্ব্বক বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জ্জয় যজ্ঞসেন, শুভ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক রণভূমিতে পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘোরতর শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন কুমারগণের দর্পোদ্রেক দেখিয়া পূর্ব্বেই মন্ত্রণাপূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণকে কহিলেন যে, ইহাদের পরাক্রম প্রকাশের অবসানে আমরা সাহস করিব, কারণ রণভূমিতে ইহারা ভূপতি পাঞ্চালকে কদাচ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অনঘ কৌন্তেয় ইহা কহিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত নগর হইতে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এদিকে দ্রুপদ কৌরবগণকে দেখিয়া অসংখ্য শরজালদ্বারা কুরুসেনা সমস্ত মোহিত করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। কৌরবগণ যুদ্ধস্থলে রথারোহণে সমরোদ্যত একমাত্র দ্রুপদের সত্বরতা দেখিয়া ত্রাসহেতু তাহাকেই যেন অনেক বোধ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদভূপতির ভয়ানক শর সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ! অনন্তর পাঞ্চালগণের নিকেতনে সহস্র সহস্র শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহাদিগের সিংহনাদ ও ধনুকের সুমহান্ জ্যানির্ঘোষ গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। তাহাতে দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন, ইঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সমরে দুর্জ্জয় মহাধনুর্দ্ধারী পৃষত-পুত্র দ্রুপদ, বাণসমূহ দ্বারা অতিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সেনাগণকে নিদারুণ পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ ও নানা দেশীয় বীর রাজকুমারগণকে এবং বিবিধ সৈন্য সকলকে বাণসমূহ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন, কাহাকেও আর তদ্বিষয়ে অতৃপ্ত রাখিলেন না। অনন্তর নগরবাসি-জনগণ বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মুষল ও যষ্টিসমূহ দ্বারা কৌরব্যগণকে আচ্ছন্ন করিল। হে ভারত! তখন আবাল বৃদ্ধ পৌরগণ তুমুল-যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইল; তাহাতে কৌরবগণ ধাবমান হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন পাণ্ডবেরা লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ শ্রবণপূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আপনি যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া নিষেধ করিয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষক করিলেন; এবং নিয়ত সেনাগ্রগামী ভীমসেন গদা হস্তে করিয়া চলিলেন। কুন্তীপুত্র অনঘ অর্জ্জুন শত্রুগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া রথশব্দে দশ দিক্ নিনাদিত করত ভ্রাতৃগণের সহিত মহাবেগে রণস্থলে আগমন করিলেন। মকর যেমন সাগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দণ্ডপাণি-যম-সদৃশ মহাবাহু ভীমসেন, উদ্ধত সমুদ্রের ন্যায় শব্দায়মান পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতুল বাহুবীর্য্যসম্পন্ন রণপণ্ডিত পৃথানন্দন ভীম স্বয়ং গজারূঢ় সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কালরূপী হইয়া গদা প্রহারে তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহীধরসদৃশ মাতঙ্গগণের মস্তকপিণ্ড ভীমসেনের গদা প্রহারে ভগ্ন হওয়াতে তাহারা শোণিত-প্রবাহ ক্ষরণ করিতে করিতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনাগ্রজ বৃকোদর ভূরি ভূরি গজ, অশ্ব ও রথ ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং বহুসংখ্য রথী ও পদাতিগণকে যমসদনের অতিথি করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে গোপালেরা যেমন দণ্ডদ্বারা পশুপালকে চালিত করে, তাহার ন্যায় ভীমসেন মাতঙ্গ ও রথিগণকে গদা দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন ফাল্গুন আচার্য্য দ্রোণের প্রিয়ানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া শরসমূহ দ্বারা গজপৃষ্ঠ হইতে পাঞ্চালরাজকে বিক্ষিপ্ত করিলেন। হে রাজন্! তিনি প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অশ্ব, রথ ও গজসমূহকে রণশয্যায় শায়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর হন্যমান সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ ত্বরাপূর্ব্বক মুখদ্বারা সিংহনাদ করিয়া বিবিধ শরসমূহ দ্বারা পার্থকে সমাচ্ছাদিত করত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সেই মহাঘোর-যুদ্ধ দেখিতে অতি অদ্ভুতরূপ হইয়া উঠিল। ইন্দ্রতনয় কিরীটী ঐ সিংহনাদ শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ মহৎ শরজালদ্বারা রণভূমির চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে মোহিত করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। যশস্বী কৌন্তেয় এত শীঘ্র বাণসমূহের সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার কিছুমাত্র অবসর দৃষ্ট হইল না; চতুর্দ্দিকে সাধুবাদের সহিত সিংহনাদ হইতে লাগিল। শম্বরাসুর যেমত মহেন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তাহার ন্যায় পাঞ্চালরাজ তখন সত্যজিতের সহিত ত্বরমাণ হইয়া অর্জ্জুনের নিকট ধাব-

মান হইলেন। অর্জ্জুন মহাশরবর্ষণে পাঞ্চালরাজকে আবৃত করিলেন ; তাহাতে মহাসিংহ গজযূথপতিকে গ্রহণেচ্ছু হইলে যেরূপ হয়, সে সময় পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে সেইরূপ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া পাঞ্চাল-রাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন-পুত্রের ন্যায় যুদ্ধার্থ সমুপাগত অর্জ্জুন ও সত্যজিৎ উভয়ে পরস্পরের সৈন্য পরস্পর বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন মর্ম্মভেদি দশ বাণদ্বারা বলপূর্ব্বক গাঢ়রূপে সত্যজিৎকে বিদ্ধ করিলেন ; ঐ ব্যাপার যেন অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইল। অনন্তর সত্যজিৎ তৎক্ষণাৎ শত শায়কদ্বারা ধনঞ্জয়কে পীড়িত করিলেন। মহাবেগবান্ মহারথী ধনঞ্জয় শরবৃষ্টিতে আচ্ছাদিত হইয়া ধনুর্জ্জ্যা মার্জ্জনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বেগবৃদ্ধি করিয়া লইলেন, পরে শরদ্বারা সত্যজিতের শরাসন ছিন্ন করিয়া দিয়া দ্রুপদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ ত্বরান্বিত হইয়া অধিক বেগসাধন অন্য এক ধনুগ্র্হণপূর্ব্বক অশ্ব রথ ও সারথির সহিত পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। পার্থ রণস্থলে তৎকর্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত ত্বরা-পূর্ব্বক অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, মুষ্টি, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথির প্রতি কতকগুলি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুনকর্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কার্ম্মুক সমুদায় ছিন্ন ও অশ্ব সকল বিনিযোজিত হওয়াতে তিনি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন। হে রাজন্! পাঞ্চালরাজ যুদ্ধে সত্যজিৎকে বিমুখ দেখিয়া অর্জ্জুনের প্রতি মহাবেগে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জয়শীল অর্জ্জুনও তখন ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার ধ্বজা ও ধনু ছেদনপূর্ব্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং পঞ্চ সায়কদ্বারা তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর কুন্তী-পুত্র ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সহসা লম্ফ-প্রদান-পূর্ব্বক পাঞ্চালরাজের রথদণ্ডে উৎপতিত হইলেন। সমুদ্র বিলোড়নপূর্ব্বক হস্তীকে যেমন গ্রহণ করে, সেইরূপ অকুতোভয় ধনঞ্জয় দ্রুপদের রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন ; তাহা দেখিয়া সমস্ত পাঞ্চালগণ দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন ধনঞ্জয় সমস্ত সৈন্যসমূহ মধ্যে স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করত সিংহনাদ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। কুমারগণ অর্জ্জুনকে আগত দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তখন মহাত্মা দ্রুপদের নগর বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরগণের স্ব-সম্পর্কীয়, অতএব তাঁহার সৈন্য বধ করিও না, কেবল গুরুদক্ষিণা প্রদান করা যাউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল ভীমসেন তখন অর্জ্জুনকর্তৃক নিবারিত হওয়ায় যুদ্ধ বিষয়ে অপরিতৃপ্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কুমারগণ রণভূমিতে যজ্ঞসেন দ্রুপদকে তাঁহার অমাত্য সহিত গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকট উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণ সেইরূপে বশতাপন্ন, ভগ্নদর্প ও হৃতধন দ্রুপদকে দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি বলপূর্ব্বক তোমার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পুরী বিমর্দ্দিত করিয়াছি, এক্ষণে সেই বিপ্রের বশায়ত্ত স্বীয় জীবন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের সখিত্ব কি ইচ্ছা হয়? এই কথা বলিয়া হাস্য-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর! তুমি প্রাণভয়ে ভীত হইও না, আমরা ব্রাহ্মণ, সুতরাং ক্ষমাশীল। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! তুমি যে বাল্যাবস্থায় আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতি সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল ; অতএব হে জনাধিপ! আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখ্য প্রার্থনা করিতেছি। হে রাজন্! তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, তুমি এই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে। হে যজ্ঞসেন! রাজা না হইলে কেহ রাজার সখা হইতে পারে না, এই নিমিত্তই আমি তোমার রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। হে পাঞ্চাল! তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের রাজা হইবে, আমি উত্তরকূলের রাজা হইব. এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমাকে সখা বলিয়া বোধ কর। দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিক্রমশালী মহাত্মা পুরুষদিগের পক্ষেই ইহা আশ্চর্য্য নহে; আমি আপনার দ্বারা প্রীত হইতেছি এবং আপনিও আমার দ্বারা চিরস্থায়িনী প্রীতি লাভ করেন, এরূপ ইচ্ছা করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! দ্রুপদ ইহা কহিলে দ্রোণ তাঁহাকে বিমোচন করিয়া প্রীতমনে সংকারপূর্ব্বক রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ গঙ্গাতীরস্থ জনপদযুক্ত মাকন্দী দেশ ও চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চাল অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ কাম্পিল্য নগরে দীনচিত্তে অধিবাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণের শত্রুতা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষত্রিয়বল-দ্বারা দ্রোণের পরাজয় অসম্ভব বোধ করিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মবল হইতে আপনাকে হীন বিবেচনা করিয়া পুত্রোৎপত্তির অভিলাষে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণ অহিচ্ছত্র-নামক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! ধনঞ্জয় জনপদ সমেত অহিচ্ছত্রা পুরী সংগ্রামে জয় করিয়া আর্য্য দ্রোণকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

একোনচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পার্থিব! অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে ধৃতরাষ্ট্র ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আনৃশংস্য, আর্জ্জব, ভৃত্যের প্রতি অনুকম্পা ও স্থির সৌহৃদ্য-গুণে উপপন্ন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির শীল, বৃত্ত ও প্রজাসমাধান-দ্বারা অচিরকাল মধ্যেই পিতার উত্তমা কীর্ত্তিকেও তিরোহিত করিলেন। পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর বলদেবের নিকট নিরন্তর অসি, গদা ও রথযুদ্ধবিষয়ে উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। দ্যুমৎসেন-সদৃশ বলশালী ভীমসেন উত্তম সুশিক্ষিত হওয়ায় পরাক্রম-সম্পন্ন ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্যাচারী হইয়া থাকিলেন। ফাল্গুন ক্ষুর, নারাচ, ভল্ল, বিপাঠ প্রভৃতি ঋজু, বক্র ও বিশাল অস্ত্র সমুদায়ের প্রয়োগে এবং প্রগাঢ় মুষ্টিতা ও লঘুতা পূর্ব্বক লক্ষ্য বেধে পারদর্শী হইলেন। দ্রোণাচার্য্য স্থির করিয়াছিলেন যে, লাঘব ও সৌষ্ঠব বিষয়ে বীভৎসু সদৃশ অন্য কেহই জগতে নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া দ্রোণ কৌরবগণের সভামধ্যে গুড়াকেশ

অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে ভারত! পূর্ব্বকালে অগ্নিবেশ নামে বিখ্যাত অগস্ত্য মুনির শিষ্য ধনুর্ব্বেদবিষয়ে আমার গুরু ছিলেন; আমি সেই অগ্নিবেশের শিষ্য হইয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি তপোবলে সেই গুরুর নিকট হইতে যে বজ্রসদৃশ ব্রহ্মশির নামে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, যাহা সমস্ত পৃথিবী দহন করিতে পারে, ঐ অস্ত্র পাত্র হইতে পাত্রান্তরে সমর্পণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ না হইবার পক্ষে যত্ন করিয়াছি। গুরু আমাকে যখন ঐ অস্ত্র প্রদান করেন, তখন কহিয়াছিলেন যে, "হে ভারদ্বাজ! তুমি অল্পবীর্য্যশালী মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না"। হে বীর! পরে আমার নিকট হইতে তুমি সে দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অন্য কোন ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র নহে; কিন্তু হে বিশাম্পতে! মুনি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা লঙ্ঘন করিও না, সংপ্রতি তোমার জ্ঞাতিবর্গের সমক্ষে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। তদনন্তর অর্জ্জুন তাঁহার অভিলষিত দানে সম্মত হইলে, গুরু কহিলেন, হে অনঘ! রণস্থলে আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবে। কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন "তথাস্তু" বলিয়া তাহা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিয়া উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে আপনা হইতেই এই রব হইল যে, ইহলোকে অর্জ্জুনের সদৃশ ধনুর্দ্ধারী কোন ব্যক্তিই নাই; কি গদাযুদ্ধ, কি অসিযুদ্ধ, কি রথযুদ্ধ, কি ধনুর্যুদ্ধ, সকল বিষয়েই ধনঞ্জয় পারগ হইয়াছেন। সহদেব দেবাধিপতি ইন্দ্ররূপ আচার্য্য দ্রোণের নিকট সমস্ত নীতিশিক্ষা করিয়া নীতি-পরায়ণ হইয়া ভ্রাতৃগণের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। নকুল আচার্য্য দ্রোণের স্থানে সুশিক্ষা প্রাপ্তিপূর্ব্বক চিত্রযোধী ও অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও ভ্রাতাদিগের প্রিয় হইয়া থাকিলেন। অর্জ্জুন-প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এমত পরাক্রমশীল হইলেন যে, যিনি গন্ধর্ব্বগণের বিদ্রোহাচরণ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া তিন বৎসরকাল যজ্ঞ করিয়াছিলেন, একবারও ভীত হন নাই, সেই সৌবীরকে তাঁহারা রণশয্যায় শয়ন করাইলেন। বীর্য্যবান পাণ্ডু যে যবনরাজকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন তাহাকেও বশীকৃত করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী করিলেন। যিনি অতিশয় বলসম্পন্ন হইয়া কুরুগণের প্রতি সর্ব্বদা গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন, সেই সৌবীর দেশাধিপতি বিতুলকে ধীমান অর্জ্জুন বিনাশ করিলেন। দত্তামিত্র নামে বিখ্যাত সুমিত্র-সংজ্ঞক সৌবীর-দেশীয় বীর সংগ্রাম করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে অর্জ্জুন শরসমূহ-দ্বারা তাহার দমন করিলেন। অর্জ্জুন, ভীমসেনকে সহায় করিয়া আপনি একরথী হইয়াও অযুতরথের সহিত পূর্ব্বদেশীয় সমস্ত রাজগণকে সমরে পরাজয় করিলেন এবং সেইরূপ একরথে আরোহণ করিয়াই দক্ষিণদিক্ পরাজয়পূর্ব্বক কুরুরাজ্যে ধনসমূহ প্রেরণ করিলেন। মানবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে এইরূপে পররাষ্ট্র পরাজয়পূর্ব্বক স্বরাষ্ট্রের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাযোদ্ধা পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ভাব সহসা দূষিত হইল; তিনি অপার চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন, তাহাতে রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না।

চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বীর্য্যশালী পাণ্ডবগণ বলোদ্ধত ও মহাতেজস্বী হইয়াছেন শুনিয়া মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তাকুল হইলেন। তিনি রাজশাস্ত্রার্থ বিশারদ মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবগণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় আমি তাহাদের প্রতি অসূয়া-পরবশ হইতেছি; অতএব হে কণিক! তাহাদের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ, ইহার অন্যতর যাহা বিধেয় হয়, নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তদনুসারে কার্য্য করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজোত্তম কণিক ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে রাজশাস্ত্রের নিদর্শনভূত তীক্ষ্ণরূপ বাক্য কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে অনঘ, কুরুসত্তম! ইহা শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি অসূয়া করিবেন না। রাজগণ নিত্য উদ্যতদণ্ড হইয়া স্বীয় পৌরুষ বিস্তার করিবেন এবং স্বয়ং অচ্ছিদ্র হইয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণপূর্ব্বক তাহার অনুগামী হইবেন। রাজা নিয়ত উদ্যতদণ্ড হইয়া থাকিলে, তাঁহাকে লোকে অতিশয় ভয় করিয়া থাকে, অতএব সকল কর্ম্ম দণ্ডদ্বারাই সম্পন্ন করিবেন। রাজা শত্রুর ছিদ্রানুসারে অনুগামী হইবেন, কিন্তু শত্রুগণ যেন তাঁহার ছিদ্র দেখিতে না পায়। কূর্ম্ম যেমত স্বীয় অঙ্গ গোপন করে, তাহার ন্যায় রাজা সহায়, সাধন ও উপায়-প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গ গোপন করিয়া রাখিবেন এবং যাহাতে শত্রুগণ তাঁহার ছিদ্রানুসারী হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া তাহা অসম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন করা কদাপি বিধেয় নহে; দেখুন, অসম্যক্‌রূপে ছিন্ন হইলে কণ্টকও চিরব্রণ উৎপাদন করিতে পারে। অপকারী শত্রুদিগের বধ করাই সম্পূর্ণরূপে প্রশংসনীয়, ঐ শত্রু যদ্যপি সম্যক্‌বিক্রান্ত ও যুদ্ধশীল হয়, তবে তাহার আপৎকাল উপস্থিত হইলে ঐ সময়ে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিবে, অথবা যাহাতে সে পলায়িত হয় তাহা করিবে, এবিষয়ে ভালমন্দ বিচার করিবে না। হে তাত! শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে; দেখুন, এক কণিকামাত্র অগ্নি ক্রমশ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় বন দগ্ধ করিতে পারে। সময়বিশেষে রাজা অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করিবেন, শত্রুদিগের দোষ দেখিয়াও দেখিবেন না এবং শুনিয়াও শুনিবেন না, তখন স্বীয় শরাসনকে তৃণময় বোধ করিবেন; কিন্তু অরণ্যশায়ী মৃগযূথের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন; পরে যখন শত্রুকে আপনার আয়ত্ত বিবেচনা করিবেন, তখন সাম দান প্রভৃতি উপায়দ্বারা বধ করিবেন; শরণাগত বলিয়া তৎকালে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। স্বাভাবিক শত্রুকে দানদ্বারা বশীভূত করিয়াও সংহার করিবে, শত্রু হত হইলেই নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়, কারণ হত ব্যক্তি হইতে কোনক্রমে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যদি কেহ পূর্ব্বে অপকারী থাকিয়া পরে মিত্রতা প্রকাশ করে, তাহাকেও সংহার করিবে। শত্রুপক্ষের দুর্গপ্রভৃতি আক্রমণদ্বারা ঐশ্বর্য্য, চারপ্রয়োগদ্বারা মন্ত্র ও বলদ্বারা উৎসাহ, এই ত্রিতয় বিনষ্ট করিবে এবং বিপক্ষের সহায়, সাধন, উপায়, দেশ ও কালের বিভাগ এবং বিপত্তির প্রতীকার এই পঞ্চাঙ্গ নয় এবং ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, মায়া, ঐন্দ্রজালিক-কার্য্য ও বিপক্ষের অনুষ্ঠিত ঐ সকল বিষয়ে উপেক্ষা এই সপ্ত-

বিধ রাজ্যাঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে উচ্ছিন্ন করিবে। প্রথমতঃ কালাকাল বিচার না করিয়া শত্রুর মূলই ছেদন করিবে, পরে তদীয় সহায় ও পক্ষদিগকে বিনাশ করিবে; আশ্রয়স্বরূপ মূলের সমুচ্ছেদ হইলে তদুপজীবি-সকলে হত হইবে সন্দেহ নাই; কারণ বৃক্ষের মূলচ্ছেদ হইলে তাহার শাখা কখনই থাকিতে পারে না। রাজন্! শত্রুর প্রতি নিশ্চিন্ত না থাকিয়া গোপনভাবে সর্ব্বদা তাহার ছিদ্রানুসন্ধানে একাগ্র হইয়া রাজ্য করিবেন। অগ্ন্যাধান, যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং কাষায় বসন, জটা ও অজিন ধারণ করিয়াও অগ্রে পরপক্ষের বিশ্বাস জন্মাইয়া, পরে সময় পাইলেই বৃকের ন্যায় আক্রমণ করিবে; যেহেতু কথিত আছে যে, অর্থসঞ্চয় বিষয়ে কুটিলতা একটি বিশুদ্ধ উপায়। যেমত ফলিতশাখা নত করিয়া পক্কফল বাছিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহার ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া শত্রু বিনষ্ট করিবে; শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পণ্ডিতগণ এইরূপ সমারম্ভই করিয়া থাকেন। যাবৎ সময় উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবে, পরে সময় উপস্থিত হইলে প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। অপকারী শত্রু অতিশয় কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না, এককালে সংহারই করিবে; তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ কদাপি বিধেয় নহে। শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সাম কিংবা দান অথবা ভেদ বা দণ্ড, যে কোন উপায়দ্বারা শত্রু ধ্বংস করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সাম, দান, ভেদ অথবা দণ্ডদ্বারা কিপ্রকারে শত্রু বিনাশ করিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বিস্তাররূপে বল। কণিক কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে নীতিশাস্ত্রার্থদর্শী এক শৃগাল বাস করিত; তাহার বৃত্তান্ত বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

স্বার্থ-তৎপর বুদ্ধিমান্ এক শৃগাল, ব্যাঘ্র, মূষিক, বৃক ও নকুল এই চারি সখার সহিত বাস করিত। তাহারা সকলে বনমধ্যে এক বলবান্ মৃগযূথপতিকে দেখিতে পাইল এবং তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারাতে নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র! আপনি এই মৃগকে বধ করিবার নিমিত্ত অনেকবার যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু এ মৃগপতি অতিশয় বেগবান্, যুবা ও বুদ্ধিমান্, এজন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, ঐ মৃগ যখন শয়ন করিয়া থাকিবে, তখন মূষিক গিয়া উহার চরণ ভক্ষণ করিবে; তাহার চরণ ভক্ষিত হইলে পর ঐ গমনাশক্ত মৃগকে ব্যাঘ্র গ্রহণ করিবেন; অনন্তর আমরা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাহার মাংস ভক্ষণ করিব। জম্বুকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা তদনুসারে সাবধানে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমতঃ মূষিক মৃগের চরণ ভক্ষণ করিল; তদনন্তর ব্যাঘ্র সেই মৃগকে বধ করিল। তখন জম্বুক, সেই মৃগকলেবর ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া সকলকে কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা স্নান করিয়া আইস, আমি মৃগশরীর রক্ষা করিতেছি। ব্যাঘ্র-প্রভৃতি সকলে শৃগালের বাক্যানুসারে স্নান করিবার নিমিত্ত নদীতে গমন করিল; শৃগাল অতিশয় চিন্তাকুলচিত্তে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর প্রথমতঃ মহাবল ব্যাঘ্র স্নান করিয়া তথায় আগমন করিল এবং দেখিল যে শৃগাল অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া উপবিষ্ট আছে। ব্যাঘ্র তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি আমাদের মধ্যে অতিশয় বুদ্ধিমান্, তবে কি জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছ? আইস আমরা এখন মাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি। জম্বুক কহিলেন, মহাবাহো! অদ্য মূষিক যে কথা বলিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন! অদ্য আমিই এই মৃগ বধ করিয়াছি অতএব ব্যাঘ্রের বলে ধিকৃশস্তু, তিনি আমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া অদ্য পরিতৃপ্ত হইবেন; মূষিক এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করায় ইহা আমার ভোজন করিতে অভিরুচি হয় না। ব্যাঘ্র কহিল, মূষিক এরূপ কথা বলাতে আমার এক্ষণে চৈতন্য হইল; আমি অদ্যাবধি স্ববাহুবলের আশ্রয়ে বনচরবর্গকে বধ করিব এবং সেই মাংসই ভক্ষণ করিব; এই কথা বলিয়া বনমধ্যে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে মূষিক তথায় উপস্থিত হইল। শৃগাল মূষিককে আগত দেখিয়া কহিল, হে মূষিক! তোমার মঙ্গল হউক, শ্রবণ কর! অদ্য নকুল ইহা বলিয়াছে যে, এই মৃগ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক হত হওয়াতে ইহার মাংস বিষস্বরূপ দুষ্পচ হইবে, অতএব আমি ইহা ভক্ষণ করিব না, আমার ইহাতে অভিরুচিই হয় না, পরন্তু আপনি অনুমতি করুন, আমি মূষিককে ভক্ষণ করি। ইহা শুনিয়া মূষিক ত্রস্ত হইয়া গর্ত্তের মধ্যে পলায়ন করিল। হে নৃপ! অনন্তর বৃক স্নান করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, অদ্য ব্যাঘ্র তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তোমার মঙ্গল হয় এমত বোধ হয়না; তিনি সস্ত্রীক হইয়া এখানে আসিতেছেন, অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। পিশিতাশন বৃক জম্বুকের এই কথা শ্রবণমাত্র স্বজাতি সমুচিত অঙ্গ সঙ্কোচাদিপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া পলায়ন করিল। হে মহারাজ! তদনন্তর নকুল তথায় আগমন করিলে জম্বুক তাহাকে কহিল যে, আমি স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া ব্যাঘ্র বৃক-প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়াছি; তাহারা অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে; এক্ষণে তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া অভিলষিত মাংস ভক্ষণ কর। নকুল কহিল মৃগরাজ, বৃক এবং বুদ্ধিমান্ মূষিক এই সমস্ত বীর তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছেন, সুতরাং তুমি মহাবীর; অতএব আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করি না। নকুল এই কথা বলিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। এইরূপে ব্যাঘ্রপ্রভৃতি সকলে সে স্থান হইতে গমন করিলে জম্বুক স্বীয় মন্ত্রণা সফল হওয়ায় প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়া একাকী মাংস ভক্ষণ করিল। ভূপালগণ নিরন্তর এইরূপ ব্যবহার করিতে পারিলে সুখী হইতে পারেন; এইরূপে ভীরু ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া, শূরকে কৃতাঞ্জলি হইয়া, লুব্ধকে অর্থ প্রদান করিয়া এবং সমান ও ন্যূন ব্যক্তিকে তেজ প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে। হে রাজন্! আপনার নিকট এই সমস্ত নিবেদন করিলাম, অপর আরও কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন।

পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা অথবা গুরু যদ্যপি শত্রুতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও নিহত করা শুভার্থী ব্যক্তির বিধেয়। শপথ বা ধনদানদ্বারা অথবা বিষপ্রয়োগে কিংবা মায়াজাল বিস্তার করিয়া শত্রুকে বিনাশ করিবে, কদাচ উপেক্ষা করিবে না। পরস্পর বিপক্ষ পক্ষদ্বয় যদ্যপি সহায় সাধনোপায়-প্রভৃতিতে সমকক্ষতা-প্রযুক্ত সংশয়াপন্ন হয়, তাহা হইলে যে

ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদুক্ত নীতিক্রমে কার্য্য করিবে, তাহারই সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। জ্যেষ্ঠব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য-বিবেকে অজ্ঞ, অহঙ্কৃত ও কুপথগামী হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়ানুগত। ক্রুদ্ধ হইলেও অক্রুদ্ধের ন্যায় আকার প্রকাশ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কথা কহিবে এবং কোপাকুল হইয়াও কখন ভৎসনা করিবে না। প্রহার করিবার পূর্ব্বে এবং প্রহারের সময়েও প্রিয়বাক্য কহিবে, প্রহার করিয়া শেষে কৃপা করিবে, শোক প্রকাশ করিবে এবং রোদনও করিবে। শত্রুকে বহুকাল সান্ত্বনা বাক্য, দান ও সারল্যবৃত্তি-দ্বারা আশ্বাসিত করিয়াও যখন নীতিপথ হইতে বিচলিত হইতে দেখিবে, তখন তাহাকে প্রহার করিবে। কোন ব্যক্তি ঘোর অপরাধ করিয়াও যদি ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত পর্ব্বতের ন্যায় তাহার সেই দোষ সংছাদিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রাজদণ্ডে হত হইবে, তাহার গৃহদগ্ধ করিবে এবং যাহারা কুবৃত্তিদ্বারা ধনোপার্জ্জন করে, তাহাদিগকে এবং নাস্তিক ও চৌরদিগকে রাজ্য মধ্যে বাস করিতে দিবে না। শত্রুকে প্রত্যুত্থান-আসন-প্রভৃতি যুদ্ধের অঙ্গ অথবা বিষাদি প্রদান, যে কোন প্রকারে হউক, অতিনিষ্ঠুর ও নির্ম্মকারী হইয়া বধ করিবে, অর্থাৎ এরূপে প্রহার করিবে যে, সে যেন কখন আর উন্মগ্ন হইতে না পারে ও সেই বধের প্রতি সন্দেহ না থাকে। শঙ্কনীয় হউক্ অথবা নাই হউক, সকল ব্যক্তি হইতেই সর্ব্বপ্রকারে শঙ্কা করিবে; কারণ কোনব্যক্তির প্রতি শঙ্কাশূন্য হইয়া থাকিলে পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তি হইতে যদি ভয় উৎপন্ন হয়, তবে সমূলে উচ্ছিন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অবিশ্বস্ত লোককে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্ত হইলেও তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে সমূলে উচ্ছিন্ন হইতে হয়। চারগণকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে নিযুক্ত রাখিবে; পররাষ্ট্রে পাষণ্ড, তাপস-প্রভৃতিকেই নিযুক্ত করিবে। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবায়তন, পানালয়, পথবিশেষ, যাগস্থান, কূপ, পর্ব্বত, বন, নদী ও সর্ব্বপ্রকার জনস্থল এই সকল স্থানে এবং মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, ভূপাল, দ্বারপাল, শিক্ষক, কারাগার রক্ষক, দ্রব্য-সঞ্চয়কারী, কার্য্যাকার্য্যের নিযোক্তা, নগরাধ্যক্ষ, কার্য্যনির্ম্মাতা, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সভাধ্যক্ষ, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, অস্ত্রপাল, রাষ্ট্রের সীমাপালক ও সেনাপতি এই অষ্টাদশ তীর্থে চার নিয়োজিত করিয়া কার্য্যাকার্য্য দর্শন করিবে। সর্ব্বদা বাক্যে বিনয়ী অথচ হৃদয়ে ক্ষুরসদৃশ হইবে এবং অত্যন্ত রৌদ্রকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ও হাস্যপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিবে। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার অঞ্জলি, শপথ, সান্ত্বনা, মস্তকদ্বারা পাদ-বন্দন ও আশাদান এই সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরূপবৃক্ষ আশাদানাদিরূপ সুন্দরপুষ্পযুক্ত অথচ নিষ্ফলরূপে প্রতীয়মান হইবে, ফলবান্ রূপে প্রতীয়মান হইলেও দুরারোহণীয় হইবে এবং পক্কবৎ হইয়াও অপক্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে; এরূপ হইলে কদাচ জীর্ণ হইবে না। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে ত্রিবিধ পীড়া ও ত্রিবিধ ফল আছে; তন্মধ্যে ফলগুলিকেই শুভজ্ঞান করিবে এবং পীড়াগুলি পরিহার করিবে। দেখুন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত নিরত ব্যক্তিকে অর্থপীড়ায় ও কামপীড়ায় নিগৃহীত করে; অর্থে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মপীড়ায় ও কামপীড়ায় পীড়িত হয় এবং কামাচারে অত্যন্ত রত ব্যক্তিকেও ধর্ম্মপীড়া ও অর্থপীড়া নিগৃহীত করিতে থাকে; অতএব যাহাতে পীড়াজনক না হয় এরূপে ধর্ম্মার্থকামের অনুষ্ঠান করিবে। অহঙ্কারশূন্য, নিয়মোপেত, সাত্ত্বযুক্ত, অসূয়া-রহিত, কার্য্যদর্শী ও শুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবে। যখন আপনি হীনাবস্থায় পতিত হইবে, তখন মৃদু বা দারুণ যে কোন কর্ম্মদ্বারা হউক আপনাকে উদ্ধার করিবে, পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন ধর্ম্মাচরণ করিবে। মনুষ্য সংশয়ারূঢ় না হইলে শ্রেয়োভাজন হইতে পারে না; কিন্তু সংশয়াপন্ন হইয়া যদি জীবিত থাকে, তবেই উত্তম সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যাহার বুদ্ধি শোকাদিদ্বারা পরিভূত হয়, তাহাকে নলোপাখ্যান-প্রভৃতি অতীত বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া ও দুর্ব্বুদ্ধি-ব্যক্তিকে কালান্তরে তোমার মঙ্গল হইবে ইত্যাদি আশাপ্রদর্শন দ্বারা এবং পণ্ডিতকে সন্তোষজনক বর্ত্তমান কার্য্যদ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া কৃতকৃত্যের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করে, সে যেমন বৃক্ষাগ্রে শয়ান ব্যক্তি পতিত হইয়া প্রতিবুদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় বিপদে পতিত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। রাজা অসূয়াশূন্য হইয়া নিরন্তর মন্ত্রসংগোপনে যত্নবান্ হইবেন এবং স্বয়ং চারচক্ষু হইয়া বিপক্ষ প্রেরিত-চারের আশঙ্কায় সর্ব্বদা ভয়ক্রোধাদির আকার সম্বরণ করিয়া রাখিবেন। মৎস্যঘাতী যেমন হিংসা না করিয়া মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ রাজা সুদারুণ কর্ম্ম ও শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ না করিয়া সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন না। শত্রুকে কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন ও অন্নপান-বর্জ্জিত করিয়া তাহার বল নিঃসন্দেহরূপে শেষ করত বিনষ্ট করিবে। অর্থবান্ ব্যক্তির প্রতি অর্থার্থী পুরুষের সখ্য হইবার সম্ভবনা নাই, একারণ অর্থবান্‌ব্যক্তি অর্থার্থী পুরুষের নিকট গমন করে না; অতএব শত্রুকে বশতাপন্ন করিবার নিমিত্ত যথাবিহিত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখিবে না। ঐশ্বর্য্যকামী মহীপতি অসূয়াশূন্য হইয়া সহায়-সাধনোপায় প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক বিগ্রহে যত্ন করিবেন এবং যত্নসহকারে তদ্বিষয়ে উৎসাহ করিবেন। নীতিমান্ ব্যক্তি এমত কার্য্য করিবেন যে, তাহা কি মিত্র, কি শত্রু, কোন লোকই অগ্রে বুঝিতে না পারে; পরন্তু যখন কার্য্য আরব্ধ বা পর্য্যবসিত হইবে, তখন তাহারা দেখিতে পাইবে। যাবৎকাল ভয় উপস্থিত না হইবে, তাবৎ ভীত ব্যক্তির ন্যায় প্রতীকার চিন্তা করিবে; কিন্তু ভয় উপস্থিত হইলে নির্ভয়ের ন্যায় হইয়া প্রহার করিবে। দণ্ডদ্বারা বশীভূত শত্রুর প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে, সে ব্যক্তি অশ্বতরীর গর্ভধারণের ন্যায় স্বীয় মৃত্যুকে আহ্বান করে। অনাগত কার্য্যকে উপস্থিত কার্য্য বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে, নতুবা হঠাৎ উপস্থিত কার্য্য-সময়ে বুদ্ধিনাশ হইয়া কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য অতিক্রম হইতে পারে। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ভূপতি দেশ কাল বিভাগ করিয়া যত্ন সহকারে উৎসাহ করিবেন এবং দৈব-কর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এ সমস্তও দেশকাল বিভাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে যে, দেশ ও কাল এই দুইটি, অতিশয় শ্রেয়ঃসাধন।

শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিলে সে তাল বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে মূল বিস্তীর্ণ করিতে থাকে এবং অরণ্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় অনতিদীর্ঘকালমধ্যে মহাবিস্তীর্ণ হয়। যেমন অল্প অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিলে, সেই অগ্নি বৃহৎ বস্তুসমূহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আপনাকে সহায়াদিদ্বারা বর্দ্ধিত করে, সে বর্দ্ধমান হইয়া বিপক্ষ-নিচয় অতিবড় হইলেও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে। শত্রুকে এরূপ আশা প্রদান করিবে যে, তাহা দীর্ঘকালের অপেক্ষা করে, পরে সেই কাল উপস্থিত হইলে কোন এক প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নিরস্ত রাখিবে; সেই প্রতিবন্ধকেরও কোন কারণ নির্দ্দেশ করিবে এবং সেই কারণেও কারণান্তর দেখাইয়া তাহাকে নিরাকৃত করিবে। নীতিজ্ঞ ভূপতি নিশিত, কোষাবৃত, লোমহারী ও যথাকালে কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষুরের ন্যায় হইয়া অর্থাৎ নির্দ্দয়, গুপ্তাশয়, অনুলোমসংহারী ও কালাপেক্ষী হইয়া শত্রুদিগের প্রাণসংহার করিবেন। অতএব হে কুরুকুলভূষণ! পাণ্ডবগণের কি অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি ন্যায়ানুযায়ী ব্যবহার করত এরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে অনুতাপে মগ্ন হইতে না হয়। হে নরাধিপ! আমার এই নিশ্চয় বোধ আছে যে, আপনি ধনপুত্রাদি সর্ব্বকল্যাণ-সম্পন্ন ও বিশেষজ্ঞ, অতএব পাণ্ডবগণ হইতে আপনাকে সংরক্ষিত করুন। হে অরিন্দম, নরপতে! যেহেতু পাণ্ডুতনয়েরা ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অতিশয় বলশালী হইয়াছেন, একারণ যাহা কর্ত্তব্য সুস্পষ্টরূপে বলিলাম, আপনি পুত্রদিগের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া যথাকর্ত্তব্য বিষয়ে এমত যত্নবান্ হউন, যাহাতে পাণ্ডবগণ হইতে ভয়প্রাপ্তি না হয় এবং পশ্চাৎ তাপ না জন্মে, এরূপ নীতিমার্গ অবলম্বন করুন। কণিক এইরূপ কহিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন এবং কুরুনন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাহা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইলেন।

একচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুবলপুত্র শকুনি রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া এক কুমন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা কৌরব ভূপতি ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সপুত্রা কুন্তীকে দগ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সেই দুষ্টাত্মাদিগের ইঙ্গিতও অভিপ্রায়-বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী বিদুর নেত্রবিকারাদি আকারদ্বারা ঐ মন্ত্রণা বুঝিতে পারিলেন। পাণ্ডবগণের হিতৈষী সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর বিশেষজ্ঞ পাপস্পর্শশূন্য বিদুর পুত্রগণের সহিত কুন্তীর পলায়ন করাই উচিত, ইহা বিবেচনা করিলেন। পরে বাতবেগ-সহনশীল, উর্ম্মিদ্বারা দুরাধৃষ্য, যন্ত্রযুক্ত, দৃঢ় ও পতাকান্বিত এক নৌকা প্রস্তুত করিয়া কুন্তীকে কহিলেন, হে শুভে! ধৃতরাষ্ট্র এই কুলের কীর্ত্তি ও সন্ততিনাশক হইয়াছেন। ইনি বিপরীত বুদ্ধিবশত শাশ্বতধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহা হউক, আমি তরঙ্গ ও পবনের বেগসহনক্ষম এই নৌকাখানি বারিপথে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাদ্বারা তুমি পুত্রগণের সহিত মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইবে।

হে ভরতর্ষভ! যশস্বিনী কুন্তী সেই বাক্য শ্রবণে ব্যথিতহৃদয়া হইয়া পুত্রগণের সহিত নৌকারোহণপূর্ব্বক গঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন। পরে পাণ্ডবগণ বিদুরের বাক্যানুসারে নৌকা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনাদির প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিয়া অরণ্যমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এদিকে কোন কারণবশত এক নিষাদী পঞ্চ পুত্রের সহিত, পাণ্ডবগণের দাহার্থনির্ম্মিত সেই জতুগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল। সে নিরপরাধিনী হইয়াও পুত্রগণের সহিত দগ্ধ হইল এবং দাহ করণার্থ নিযুক্ত সেই ম্লেচ্ছাধম পাপাত্মা পুরোচনও তথায় দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অভীষ্টসিদ্ধ না হওয়ায় তাহারা অনুচরবর্গের সহিত বঞ্চিত হইল। মহাত্মা পাণ্ডবেরা বিদুরের মন্ত্রণানুসারে অক্ষতশরীরে জননীর সহিত যে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তত্রত্য লোক সকল জানিতে না পারিয়া বারণাবত নগরে জতুগৃহ দগ্ধ হইতে দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল এবং যে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছিল, তাহা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জানাইবার নিমিত্ত এই সংবাদ পাঠাইল যে, হে কৌরব! আপনার মহতী কামনা সুসিদ্ধ হইয়াছে। আপনি পাণ্ডবগণের দগ্ধ করিয়াছেন, এক্ষণে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—পুত্রের সহিত রাজ্যভোগ করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, কুরুসত্তম ভীষ্ম, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা বান্ধবগণের সহিত শোকপ্রকাশ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! জতুগৃহদাহ ও পাণ্ডবগণের মোচনবৃত্তান্ত বিস্তাররূপে পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ক্রূর-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তাঁহাদিগের সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর কর্ম্ম যেরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পরন্তপ, ভূপাল! জতুগৃহদাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে অতিশয় বলবান্ ও ধনঞ্জয়কে কৃতবিদ্য দেখিয়া অনিবার্য্য সন্তাপে তাপিত হইতে লাগিল। পরে তপনতনয় কর্ণ ও সুবলাত্মজ শকুনি বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের প্রাণসংহারের চেষ্টা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণও, যখন যে বিপদ্ উপস্থিত হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতেন; পরন্তু বিদুরের মতানুসারে তাহার আর পুনর্ব্বার উদ্ভাবন করিতেন না। হে ভারত! পৌরগণ পাণ্ডবগণকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়া সমাজ-সমস্ত মধ্যে তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। এবং সকলে সভামধ্যে ও চত্বরে মিলিত হইয়া পরস্পর পাণ্ডুপুত্র জ্যেষ্ঠ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা-বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল ও কহিতে লাগিল যে, প্রজ্ঞাচক্ষু-জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ায় পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তিনি কিরূপে রাজা হইবেন? এবং সত্যসন্ধ মহাব্রত শান্তনু-তনয় ভীষ্ম পূর্ব্বে রাজ্যপরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি কখনই পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবেন না; অতএব অদ্য আমরা, তরুণ-বয়স্ক বৃদ্ধশীল সত্যনিষ্ঠ করুণাযুক্ত এবং বেদজ্ঞ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে সুচারুরূপে রাজ্যাভিষিক্ত করি। সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে অবশ্যই পূজা করিয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিবেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত প্রজাগণের এই সকল

 করিয়া দুর্য্যোধন দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত অতিশয় সন্তাপিত

হইল। ঐ দুষ্টাত্মা সন্তাপপরায়ণ হইয়া তাহাদিগের বাক্য সকল সহ্য করিতে পারিল না, সুতরাং ঈর্ষাভরে পরিতপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইল। অনন্তর পিতাকে নির্জ্জনে দেখিয়া যথানিয়মে অভিবাদনপূর্ব্বক, যুধিষ্ঠিরের প্রতি পৌরগণের অনুরাগহেতু অনুতপ্তহৃদয়ে কহিতে লাগিল, হে তাত! আমি জল্পনাকারী পৌরগণের অশুভ বাক্য সকল শুনিয়াছি। পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে অনাদর করিয়া পাণ্ডবকে অধীশ্বর করিতে মানস করিয়াছে; ইহাতে ভীষ্মেরও মত হইবে, কারণ তিনি স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করেন না; পরন্তু পৌরগণ কেবল আমাদিগকেই মর্ম্মান্তিক পীড়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাজা পাণ্ডু আত্ম গুণানুসারেই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও আপনি জ্যেষ্ঠতাপ্রযুক্ত রাজ্যাধিকারী হইবার যোগ্যপাত্র ছিলেন, তথাপি অন্ধতাহেতু রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই; অধুনা যদি সেই পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিস্বরূপে পাণ্ডুসন্তানের রাজ্যাধিকার-প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে উত্তরকালে তাঁহার পুত্র অবশ্য উত্তরাধিকারী হইবে; এইরূপ পরে পরে তাঁহারই বংশীয়েরা রাজা হইবে। হে জগতীপতে! ইহা হইলে আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশ হইতে হীন ও সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব হে রাজন্! আমরা যাহাতে পরপিণ্ডোপজীবী হইয়া দুঃখভোগী না হই, এরূপ কোন সুনীতি বিধান করুন। হে নৃপতে! পূর্ব্বে যদি আপনি রাজ্যপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ বশীভূত না থাকিলেও আমাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিত না।

দ্বিচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞালোচন মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রের ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং কণিকের যে সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করিয়া দ্বিধাচিত্ত ও শোকার্ত্ত হইলেন। পরে দুর্য্যোধন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই তিন জনের সহিত ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে, আপনি কোন কৌশলযুক্ত উপায়দ্বারা পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে বিবাসিত করুন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের আর কোন ভয় থাকিবে না। পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর কহিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত-জ্ঞাতির প্রতি বিশেষত আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুগত ব্যবহার করিতেন; তাঁহার ভোজন পরিচ্ছদপ্রভৃতি কোন বিষয়ে প্রয়াস ছিল না। তিনি নিরন্তর ধৃতব্রত হইয়া আমার নিকট সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকিতেন। অধুনা তাঁহার পুত্রও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান, ভূমণ্ডল-বিখ্যাত ও পৌরগণের অভিমত হইয়াছেন; অতএব সেই পাণ্ডুপুত্রকে আমরা বলপূর্ব্বক কি প্রকারে পৈতৃকরাজ্য হইতে নিরাকরণ করিতে পারি? বিশেষত তিনি সহায়বিহীন নহেন, মহারাজ পাণ্ডু অমাত্যগণকে, সৈন্যগণকে ও তাহাদিগের পুত্রপৌত্র প্রভৃতিকে বিশিষ্টরূপে নিরন্তর ভরণপোষণ করিয়াছেন; অতএব হে বৎস! নগরস্থ লোকেরা যখন পাণ্ডু কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত কিজন্য তাহারা আমাদিগকে ও আমাদিগের বান্ধবগণকে ধ্বংস না করিবে? দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আপনার ভাবী অশুভ বিবেচনা করিয়া সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে অর্থ ও মানদ্বারা পূজিত করিলে তাহারা আমাদিগের প্রাধান্যহেতু অবশ্যই আমাদের সহায় হইবে, কারণ সম্প্রতি ধনাগার ও অমাত্যগণ আমাদিগেরই অধীন আছে। অতএব হে মহীপতে! আপনি কোন মৃদু উপায়েই অনতিবিলম্বে পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে নির্ব্বাসিত করুন। হে রাজন্! কিছুকাল পরে যখন রাজ্য আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন পুত্রগণের সহিত কুন্তী পুনর্ব্বার এখানে আসিবেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যে কথা কহিলে, আমিও ইহা অন্তঃকরণমধ্যে আন্দোলন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা পাপাভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করি না। পাণ্ডবেরা যে বিবাসিত হন, ইহাতে কি ভীষ্ম, কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি বিদুর, কেহই কদাপি সম্মত হইবেন না। পুত্র! কুরুবংশীয়দিগের মধ্যে আমরা ও পাণ্ডবেরা উভয়পক্ষই সমান, অতএব সেই মহানুভব ধর্ম্মাত্মারা কখনই এই উভয়পক্ষকে বিসদৃশ করিতে ইচ্ছা করিবেন না; সুতরাং পাণ্ডবদিগকে বিবাসিত করিলে আমরা কৌরবগণের ও সেই মহাত্মাগণের, এমন কি সমস্ত জগতেরই বধ্য হইব, সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধন কহিলেন, ভীষ্ম আমাদিগের উভয়পক্ষকেই সমান স্নেহ করিয়া থাকেন, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার পক্ষেই আছেন, সুতরাং আচার্য্য দ্রোণকে যে পক্ষে তাঁহার পুত্র, সেই পক্ষেই থাকিতে হইবে সংশয় নাই এবং যে পক্ষে ইঁহারা পিতাপুত্র উভয়ে থাকিবেন, সেই পক্ষে শারদ্বত-কৃপও অবশ্য থাকিবেন; কারণ তিনি কখনই ভাগিনেয়কে ও দ্রোণকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। বিদুর আমাদের অর্থদ্বারা বদ্ধ আছেন, যদিও শত্রুগণের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে সংযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি একাকী পাণ্ডবপক্ষ হইয়া আমাদিগের কোন হানি করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে উহাঁদিগের মাতার সহিত প্রবাসিত করুন। তাঁহারা যাহাতে অদ্যই বারণাবতে যাত্রা করেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন; আমার নিদ্রানাশক শোকাগ্নি যেন ঘোর শল্যের ন্যায় হৃদয়ে অর্পিত রহিয়াছে, আপনি এই কর্ম্মদ্বারা তাহা উদ্ধার করুন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনুজবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মান ও অর্থ প্রদানদ্বারা ক্রমশ প্রকৃতিবর্গকে বশীভূত করিলেন। কতকগুলি কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বারণাবত নগরকে রমণীয় বলিয়া এইরূপে প্রশংসা করিতে লাগিল যে, সম্প্রতি বারণাবত নগরে ভূমণ্ডলের মধ্যে পরম রমণীয় পশুপতির মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে, সেই উৎসবসমাজ বিবিধরত্নে সমাকীর্ণ হইবে, সেই নগর দর্শন করিলে মানবমাত্রেরই মন আকৃষ্ট হয়। হে ভূপতে! বারণাবত নগরের রমণীয়তা এইরূপে বর্ণন করাতে পাণ্ডবগণ তথায় গমনাভিলাষী হইলেন। অম্বিকাসুত রাজা ধৃতরাষ্ট্র

যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর সন্দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, পুত্রগণ! এই সমস্ত পুরুষেরা আমার নিকট পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকে যে, এই ভূমণ্ডলের মধ্যে বারণাবত নগর অতিশয় রমণীয়। যদ্যপি তোমাদিগের তথায় উৎসব দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তবে পরিবার ও অনুচরবর্গের সহিত তথায় গমন করিয়া দেবতার ন্যায় বিহার কর এবং গায়কগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে ইচ্ছানুসারে ধনরত্নাদি প্রদান করিতে থাক। এইরূপে তেজপুঞ্জ সুরগণের ন্যায় কিছুকাল বিহার করিয়া পরমপ্রীতি অনুভব কর, পরিশেষে এই হাস্তিনপুরে কুশলে প্রত্যাগমন করিবে। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং আপনাকে সহায়বিহীন জানিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দ্রোণ, বাহ্লীক, কৌরব সোমদত্ত, কৃপ, আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য মান্যজনদিগকে এবং অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, তপোধনগণ, পুরোহিতগণ, পৌরগণ ও যশস্বিনী গান্ধারীকে দীনতাপূর্ব্বক মৃদুভাবে কহিলেন যে, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অনুচরবর্গের সহিত জনাকীর্ণ পরমরমণীয় বারণাবত নগরে গমন করিব; আপনারা প্রসন্নমনে পুণ্যবাক্য প্রয়োগ করুন যে, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে বর্দ্ধিত হইয়া আমরা পাপস্পৃষ্ট না হই! সমস্ত কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক প্রসন্নবদনে পাণ্ডবগণের অভিমতানুযায়ী ইহা কহিলেন যে, পথিমধ্যে সর্ব্বভূত হইতে সর্ব্বদা তোমাদিগের মঙ্গল হউক। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের যেন কোন অশুভ না হয়। অনন্তর পাণ্ডবগণ কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া রাজ্যলাভের নিমিত্ত সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিতে উদ্‌যোগী হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইল। পরে পুরোচন নামক সচিবকে নির্জ্জন স্থানে আনয়নপূর্ব্বক তাহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া কহিল, পুরোচন! এই বসুপূর্ণা বসুমতী আমার অধীনা রহিয়াছে, ইহাতে আমার যেমন আধিপত্য, তোমারও সেইরূপ, অতএব তাহা রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য; দেখ, তোমার অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী সহায় আমার আর কেহই নাই যে, যেমন তোমার সহিত মন্ত্রণা করিব সেইরূপ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করি; অতএব তুমি এই মন্ত্রণা উত্তমরূপে গোপন করিয়া আমার শত্রু উন্মূলন কর; আমি যাহা বলিতেছি তাহা কৌশলযুক্ত সদুপায়দ্বারা সুসম্পন্ন কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে যাইতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে পাশুপত উৎসবে তথায় বিহার করিবেন, অতএব তুমি অশ্বতরযুক্ত দ্রুতগামী রথদ্বারা যাহাতে অদ্যই বারণাবতে গমন করিতে পার, তাহা কর। তথায় গমন করিয়া নগরোপান্তে বহুধনসাধ্য উত্তম সুসংবৃত একটি চতুঃশালগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে, শণ সর্জ্জরসপ্রভৃতি যে সমস্ত অগ্নিসন্দীপক বস্তু আছে, তাহার দ্বারাই সেই গৃহ প্রস্তুত করিবে, পরে ঘৃত তৈল্য বসা ও সমধিক লাক্ষার সহিত কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া ভিত্তিতে লেপ দেওয়াইয়া রাখিবে; এবং শণ, তৈল, ঘৃত, জতু ও কাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য সেই গৃহমধ্যে সকল স্থানে নিক্ষিপ্ত করিবে। পরন্তু যাহাতে পাণ্ডবগণ বা অন্য কেহ বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও সেই গৃহটি আগ্নেয় বলিয়া জানিতে না পারে, তাহা করিবে। এইরূপে গৃহ প্রস্তুত করাইয়া পাণ্ডবগণকে ও সুহৃদ্বর্গের সহিত কুন্তীকে পরম সংকারপূর্ব্বক তথায় বাস করাইবে এবং পিতা যাহাতে তুষ্ট হন, এরূপ করিয়া তথায় পাণ্ডবগণের নিমিত্ত রমণীয় শয্যা, আসন ও যান প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এবং বারণাবত নগরস্থ কোন মনুষ্য যাহাতে এ বিষয় কিছুমাত্র জানিতে না পারে, তাহা করিবে। পরে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ পাণ্ডবগণকে সেই গৃহে সুবিশ্বস্তরূপে শয়ান ও নিঃশঙ্কচিত্ত দেখিলে ঐ গৃহের দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে; তাহাতে পাণ্ডবগণ দগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। অনন্তর প্রজাগণ মনে করিবে যে, পাণ্ডবেরা স্বীয় গৃহদাহেই দগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত তাহারা কখনই আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না। পুরোচন দুর্য্যোধনের নিকট সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হইয়া অশ্বতরযুক্ত দ্রুতগামি-স্যন্দনদ্বারা প্রস্থান করিল। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পুরোচন ত্বরাপূর্ব্বক বারণাবতে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র-দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিল।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রতনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ কতিপয় রথে অনিলতুল্য বেগবিশিষ্ট সদশ্ব যোজনা করিয়া আরোহণ কালে কাতর হইয়া ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ও অন্যান্য বৃদ্ধগণের পাদগ্রহণ করিলেন; এইরূপে বয়োজ্যেষ্ঠ সমস্ত কৌরবগণকে অভিবাদন ও সমবয়স্ক জনগণকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বালকগণ কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া সমস্ত মাতৃগণের অনুমতি গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রকৃতিগণের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক বারণাবত-নগরে প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ও অন্যান্য কৌরবশ্রেষ্ঠ এবং পৌরগণ শোকাকুল হইয়া পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি পৌর ও জানপদগণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দীনচিত্ত দেখিয়া, অতিশয় দুঃখাকৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, কুরুবংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্দবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বতোভাবে পক্ষপাত করিতেছেন। তিনি একবারও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। পাপরহিত পাণ্ডু-তনয় কৌন্তেয় যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন ও ধনঞ্জয়, ইহাঁরা কখন বিদ্রোহাচরণরূপ-পাপকর্ম্মে অভিলাষ করিবেন না; মহাত্মা মাদ্রীপুত্রেরাও সুতরাং নিরস্ত থাকিবেন। হা! কি আক্ষেপ! পাণ্ডুতনয়েরা যে পৈতৃকরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, ইহা ধৃতরাষ্ট্র সহ্য করিতে পারিলেন না। এই অত্যন্ত অধর্ম্ম্য কর্ম্মে ভীষ্মই বা কিপ্রকারে অনুমতি প্রদান করিলেন? এরূপ অন্যায়পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসন তাঁহার কি প্রকারেই বা অনুমোদিত হইল? পূর্ব্বে

শান্তনু-তনয় রাজর্ষি বিচিত্রবীর্য্য ও কুরুনন্দন পাণ্ডু আমাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। সেই পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডু স্বর্গারোহণ করিলে অধুনা ধৃতরাষ্ট্র এই বালক রাজপুত্রগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন। এরূপ অত্যাচার আমাদিগের কি অনুমোদিত হইতে পারে? যাহা হউক, যেখানে যুধিষ্ঠির যাইবেন, আমরা সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই নগর হইতে সেই স্থানে গমন করিব। পুরবাসিজনগণ দুঃখিত হইয়া এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, তখন ধর্ম্মরাজযুধিষ্ঠির মনেমনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তাপূর্ব্বক দুঃখাকুষ্টচিত্তে তাহাদিগকে কহিলেন যে, পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতা, মান্য ও গুরু এবং তিনিই প্রধান; অতএব তিনি যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমরা অশঙ্কিতচিত্তে সম্পাদন করিব, এইরূপই আমাদিগের ব্রত। আপনারা আমাদিগের সুহৃৎ, আমাদিগের প্রতি আনুকূল্য করত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া স্বস্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন। যখন আপনাদিগের দ্বারা আমাদিগের কোন প্রয়োজনীয় কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, তখন সেই কর্ম্ম আপনারা আমাদিগের প্রিয় ও হিতকররূপে নির্ব্বাহ করিবেন। পৌরগণ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কাতরভাবে নগরে গমন করিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলে সর্ব্বনীতিজ্ঞ বিদুর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন। ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞ বিদুর ম্লেচ্ছভাষাভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে অন্যের বোধগম্য না হয়, এজন্য ম্লেচ্ছভাষায় সঙ্কেতক্রমে ইহা কহিতে লাগিলেন যে, যিনি শত্রুর চেষ্টিত বিষয় নীতিশাস্ত্রানুসারে অবগত হইতে পারেন, তিনি বিবেচনা করিয়া যাহাতে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হন, সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন। যে ব্যক্তি, বিনালৌহে নির্ম্মিত শরীর-সংহারক তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও তৎপ্রতিকার জানিতে সমর্থ হন, তাঁহাকে শত্রুরা নষ্ট করিতে পারে না। কক্ষঘ্ন অর্থাৎ তৃণকাষ্ঠবিনাশক ও শিশির নাশক বস্তু মহাকক্ষে অর্থাৎ মহারণ্যে বিবরস্থ প্রাণিদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া যিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই জীবিত থাকেন। যিনি চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্টি না করেন, তিনি পথ জ্ঞাত হইতে বা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে পারেন না; যে ব্যক্তির ধৈর্য্য নাই, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন না। তুমি আমার এই উপদেশ বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি শত্রুগণের নির্ম্মিত অলৌহজাত শস্ত্রের বিষয়ীভূত হন, তিনি শল্লকী গৃহের ন্যায় উভয়দিকে নির্গমন-পথযুক্ত বিবরদ্বারা হুতাশন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। আর বিচরণ করিলেই পথ সকল বিদিত হওয়া যায়, নক্ষত্রদ্বারাও দিঙ্‌নিরূপণ হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি আপনার পাঁচটি বস্তুকে বুদ্ধিদ্বারা সংযত করিয়া রাখিতে পারেন, তিনি শত্রুগণকর্ত্তৃক অনুপীড়িত হন না। পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজ্ঞতম বিদুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, জ্ঞাত হইলাম।

বিদুর পাণ্ডবগণকে উক্ত উপদেশ প্রদানানন্তর কিয়দ্দূর অনুগমনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করত সম্ভাষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভীষ্ম, বিদুর ও পৌরজন সমস্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুন্তী অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন যে, বিদুর সর্ব্বজন সমক্ষে যে অব্যক্তার্থ বাক্য কহিলেন এবং তুমিও যে সেই প্রকার বাক্য তাঁহাকে কহিলে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না; যদি ইহা আমাদিগের জানিবার উপযুক্ত হয় ও দূষণাবহ না হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের উভয়ের পরস্পর কথোপকথনের তাৎপর্য্য সমস্ত আমি অবগত হইতে ইচ্ছা করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিদুর বলিলেন যে, গৃহ হইতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, তোমরা ইহা জ্ঞাত হইয়া অগ্রে সাবধান হইবে, কোন পথও তোমাদের অবিদিত নাই, আর যিনি জিতেন্দ্রিয় হইবেন, তিনিই ভূমণ্ডলে আধিপত্য লাভ করিবেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বিদুর আমাকে এই কথা বলিলে আমি সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা তাঁহাকে কহিলাম। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুনমাসের অষ্টম দিবসে রোহিণীনক্ষত্রে বারণাবতনগরে যাত্রা করিলেন। পরে তথায় উপনীত পাণ্ডবগণের সহিত নগরস্থ জনগণের সাক্ষাৎ হইল।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবত-নগরস্থ সমস্ত প্রজাগণ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে আগমন করিতে শুনিবামাত্রই অতন্দ্রিত হইয়া পরমহৃষ্টচিত্তে শাস্ত্রানুসারে মাঙ্গল্যদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ বহুল যানারোহণে তাঁহাদিগেরনিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা পাণ্ডবগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া জয়শব্দে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দেবতুল্য পুরুষব্যাঘ্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন নগরস্থ জনগণে পরিবৃত হইয়া সুরসমূহে পরিবৃত সুরপতি সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। নিষ্পাপ পাণ্ডবগণ পৌরগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও জনাকীর্ণ বারণাবতপুরী প্রবেশ করিলেন। হে মহীপাল! বীর পাণ্ডুপুত্রেরা পুরী প্রবেশ করিয়া প্রথমত বেদাধ্যয়নাদিস্বকর্ম্মরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে গমন করিলেন। পরে ক্রমশ নগরাধিকারী, রথী, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহাঁদিগের গৃহেও উপস্থিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডুতনয়েরা পৌরজনকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া পশ্চাৎ অগ্রগামী পুরোচনের সহিত আবাসে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য, পানীয়, শয্যা ও উত্তম আসন-প্রভৃতি প্রদান করিতে লাগিল। বহুমূল্যের পরিচ্ছদ-পরিধায়ী পাণ্ডবগণ পুরোচনের সেবিত ও পুরবাসী পুরুষগণের উপাসিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশ দিবস অতীত হইলে পুরোচন তাঁহাদিগকে বাস করাইবার নিমিত্ত শিব নামক সেই অশিব গৃহের কথা নিবেদন করিল। গুহ্যকগণ যেমত কৈলাসশিখরে গমন করেন, তাহার ন্যায়, পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ পরিচ্ছদ পরিধানে সুশোভিত হইয়া পুরোচনের বচনানুসারে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির সেই গৃহ সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, এই গৃহই আগ্নেয় দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। হে পরন্তপ! ঘৃত ও জতু-বিমিশ্রিত বসাগন্ধের আঘ্রাণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই গৃহ আগ্নেয় দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে দক্ষ ও বিপক্ষপক্ষের বিশ্বস্ত শিল্পি ব্যক্তিরা শণ, সর্জ্জরস, শর, তৃণ ও বংশপ্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত করিয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সুযোধন-বশবর্ত্তী মন্দমতি পাপাত্মা পুরোচন

আমাকে বিশ্বস্ত দেখিলে দগ্ধ করিবে, এই মানস করিয়া আছে। হে পার্থ! মহাবুদ্ধিমান্ বিদুর এই বিপদ্ উপস্থিত হইবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি পূর্ব্বেই আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সেই কনিষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয় স্নেহহেতু আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া জানাইয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী নীচপ্রকৃতি লোকেরা গূঢ়ভাবে এই অমঙ্গলকর গৃহ উত্তমরূপে নির্ম্মিত করিয়াছে। ভীমসেন কহিলেন, যদি আপনি জানিতে পারিয়াছেন যে, এই গৃহ আগ্নেয় দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইলে যেখানে আমারা পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলাম সেই স্থানেই আমাদিগের গমন করা শ্রেয়স্কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার অভিপ্রায় এই যে, আমরা যত্নপূর্ব্বক সতর্ক হইয়া এই স্থানেই অবস্থিতিপূর্ব্বক বাহ্য আকারে কোন চেষ্টা প্রকাশ না করিয়া বহির্গমনের পথ অনুসন্ধান করিব, যদি পুরোচন আমাদিগের কোন আকার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তবে সে তৎক্ষণাৎ সত্বর হইয়া আমাদিগকে হঠাৎ দগ্ধ করিবে, যেহেতু পুরোচন লোকনিন্দা বা অধর্ম্ম হইতে ভীত নহে, ঐ মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া এইরূপ অহিতাচার করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। অপিচ আমরা এস্থলে দগ্ধ হইলে পিতামহ ভীষ্ম কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরব দুর্য্যোধনাদিকে কি নিমিত্তই বা কোপিত করিবেন; তবে অন্য যে সকল কৌরবশ্রেষ্ঠ আছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম উদ্দেশে কোপ প্রকাশ করিতে পারেন। আর আমরা যদি দাহভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি, তবে রাজ্যলুব্ধ সুযোধন দূতদ্বারা আমাদিগের সকলকে বিনষ্ট করিতে পারে; কারণ সেই দুরাত্মা পদস্থ, সহায়সম্পন্ন ও মহৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর; আমরা অপদস্থ, সহায়হীন ও নিরৈশ্বর্য্য; সুতরাং সে বিবিধ উপায়দ্বারা আমাদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা পাপাত্মা পুরোচন ও সুযোধনকে বঞ্চনা করিয়া স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিব এবং মৃগয়াশীল হইয়া সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিব যে, পলায়নকালে আমাদিগের পথ অবিদিত থাকিবে না, অদ্যই অতি সংগোপনে ভূমধ্যে এক গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিব। গোপনভাবে এরূপ কার্য্য করিলে আমাদিগের হুতাশনে দগ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না; অতএব আমাদিগের অভিপ্রায় পুরোচন বা অন্য কেহ পুরবাসিজন যাহাতে অবগত হইতে না পারে, আমরা অতন্দ্রিত হইয়া তাহাই করিব।

সপ্তচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! বিদুরের সুহৃৎ ভূমিখনন কার্য্যে দক্ষ এক ব্যক্তি আসিয়া নির্জ্জনে পাণ্ডবদিগকে কহিল, আমি খনক, ভূমিখননকার্য্যে নিপুণ, আমাকে বিদুর মহাশয় এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যে, তুমি গিয়া পাণ্ডবদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান কর; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগের কি কার্য্য করিতে হইবে? তিনি আমাকে বিশ্বাস-প্রযুক্ত গোপনে বলিয়াছেন যে, তুমি পাণ্ডবগণের হিতবিধান কর, এক্ষণে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। হে পাণ্ডব! পুরোচন আপনার এই গৃহের দ্বারদেশে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয় করিয়াছে যে, পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত দগ্ধ করিবে। বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিঞ্চিৎ কহিয়াছিলেন, তাহাতে আপনিও তাঁহাকে সেই প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন; এই কথাই আমার প্রতি আপনার বিশ্বাসের কারণ। সত্যধৃতি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌম্য! আমি জ্ঞাত হইলাম যে, তুমি বিদুরের প্রিয়সুহৃৎ, বিশুদ্ধচরিত্র ও বিশ্বস্ত, তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা তোমার দৃঢ়ভক্তি আছে; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার কোন কার্য্যই অবিজ্ঞাত নাই। তুমি বিদুরের যেরূপ প্রিয়তম, আমাদিগেরও সেইরূপ, তাহাতে কোন বিশেষ নাই; অতএব তাঁহার প্রতি তোমার যেরূপ, আমাদিগকেও তুমি সেইরূপ জ্ঞাত করিয়া, যে প্রকার তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতেন তদ্রূপ রক্ষা কর। আমারও বোধ হইয়াছে যে, দুর্য্যোধনের মতানুসারে পুরোচন আমাদিগের নিমিত্তই এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনসম্পন্ন, সহায়বান্ এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই আমাদিগের সমূলে উন্মূলনের চেষ্টা করিয়া থাকে। এইক্ষণে তুমি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে এই হুতাশন হইতে মুক্ত কর। অপিচ এখানে আমরা দগ্ধ হইলে সুযোধনের মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ সেই দুরাত্মার এই সমৃদ্ধ আয়ুধাগার, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রাচীরের মূল অবধি শেষপর্য্যন্ত বহির্গমনের পথশূন্যরূপে এই বৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদুর দুর্য্যোধনের সঙ্কল্প যে, অশুভকর্ম্ম পূর্ব্বে নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব পুরোচনের অজ্ঞাতরূপে আমরা যাহাতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা কর। খনক তাহা অঙ্গীকার করিয়া যত্নপূর্ব্বক অত্যন্ত বৃহৎ এক গর্ত্ত খনন করিতে আরম্ভ করিল। হে ভারত! সেই গৃহের অভ্যন্তরে অন্যের অবিদিত এক মহাসুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া তাহা ভূতলের সমানরূপে কপাটযুক্ত করিল এবং পুরোচনের ভয়ে সেই গর্ত্তের মুখ সংবৃত করিয়া রাখিল। হে ভূপতে! অশুভবুদ্ধি পুরোচন সেই গৃহের দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া থাকে। পাণ্ডবগণও রজনীতে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গৃহমধ্যে বাস করিয়া থাকেন এবং দিবসে বনে বনে মৃগয়া করত বিচরণ করেন। হে রাজন্! তাঁহারা পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বিশ্বাসশূন্য হইয়াও বিশ্বস্তের ন্যায়, নিরন্তর অসন্তুষ্টহৃদয় হইয়াও সন্তুষ্টের ন্যায় এবং পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদুরের অমাত্য সেই খনক ব্যতীত নগরবাসীরা কেহই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিল না।

অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা উক্তপ্রকারে সম্বৎসর কাল তথায় বাস করিলে পুরোচন তাঁহাদিগকে বিশ্বস্তের ন্যায় নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত বিবেচনা করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইতে লাগিল। কুন্তীপুত্র ধর্ম্মবিৎ যুধিষ্ঠির তাহাকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে কহিলেন এই পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে সম্যক্ বিশ্বস্ত বোধ করিয়াছে, সুতরাং এই ক্রূরাত্মাকে আমরা বঞ্চনা করিয়াছি; এক্ষণে আমাদিগের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা

আয়ুধাগারে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া এই স্থানে ছয়জন মনুষ্য রাখিয়া লোকের অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কুন্তী একদা দানের ছলে রজনীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেন, তদুপলক্ষে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অনেকে তথায় আগমন করিয়াছিল। হে ভারত! রমণীগণ রজনীতে তথায় যথাসুখে ভোজন, পান ও বিহার করিয়া কুন্তীর নিকট অনুজ্ঞা লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। দৈবগত্যা এক নিষাদী কালপ্রেরিতা হইয়া পঞ্চপুত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে সেই ভোজ্যে ভোজনার্থিনী হইয়া সমাগত হইয়াছিল। হে অবনীপতে! সেই নিষাদী স্বীয়পুত্রগণের সহিত মদিরা পান করিয়া মত্তা ও মদবিহ্বলা হইয়া সেই গৃহেই শয়ন করিল, সে একেবারে জ্ঞানশূন্যা ও মৃতকল্পা হইয়া সেই স্থানে ছিল। অনন্তর নিশাকালে প্রচণ্ডতর বায়ু বহিতেছে এবং নগরস্থ লোক সুপ্ত হইয়াছে, এমত সময়ে ভীমসেন যেখানে পুরোচন শয়ন করিয়া থাকে সেই গৃহে অগ্নিপ্রদান করিলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে জতুগৃহদ্বার প্রজ্বলিত করিয়া পরিশেষে সেই ভবনের চতুর্দ্দিকে অগ্নিপ্রদান করিলেন। অরিন্দম পাণ্ডবেরা চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মাতার সহিত সুরঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রজ্বলিত পাবকের দুঃসহ মহোত্তাপ-মহাশব্দ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাতে পুরবাসীজনেরা জাগরিত হইয়া সেই গৃহ প্রজ্বলিত দেখিয়া দীনবদনে কহিতে লাগিল, দুর্য্যোধনের নিযুক্ত দুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মা পুরোচন স্বজনগণ-বিনাশের নিমিত্ত এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দগ্ধ করিল। অহো! ধৃতরাষ্ট্রের কি অসমীচীন বুদ্ধি! তাঁহার ঐ বুদ্ধিকে ধিক্, যে বুদ্ধি দ্বারা তিনি নিষ্পাপ পাণ্ডুসন্তানদিগকে শত্রুর ন্যায় দগ্ধ করিলেন। পরন্তু যে পাপিষ্ঠ পুরোচন বিশ্বস্ত ও নিরপরাধ নরোত্তম পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিল, এক্ষণে সেই দুরাত্মা আপন কর্ম্মফলেই দগ্ধ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বারণাবতস্থিত জনগণ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সেই রাত্রিতে ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিল। এদিকে পরন্তপ পাণ্ডবগণ মাতার সহিত সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে লোকের অলক্ষিত হইয়া সেই গর্ত্তদ্বারা নির্গমনপূর্ব্বক গমনে দৃঢ়ভাবে সত্বর হইলেন কিন্তু তাঁহারা সকলে নিদ্রাবল্য ও শঙ্কাপ্রযুক্ত মাতার সহিত সহসা শীঘ্রগমনে সমর্থ হইলেন না। হে রাজেন্দ্র! তখন ভীমবেগ ও ভীমপরাক্রমশীল ভীমসেন মাতাকে ও সমস্ত ভ্রাতৃগণকে গ্রহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সাতিশয় বলবীর্য্যবান্ ও বায়ুসদৃশ বেগবান্ তেজস্বী বৃকোদর গমনকালে জননীকে স্কন্ধে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থল দ্বারা বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও পদদ্বয়ে মহীতল বিদারণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিলেন।

উনপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর এই সময় সর্ব্বজ্ঞ বিদুর একজন শুচি মনুষ্যকে, যাহাতে পাণ্ডবদিগের প্রত্যয় জন্মে এমত করিয়া সেই বনে প্রেরণ করিলেন। হে কৌরব্য! বনমধ্যে যে স্থলে পাণ্ডবগণ জননীর সহিত নদীর জল পরিমাণ করিতেছিলেন, বিদুর-প্রেরিত পুরুষ সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। সাতিশয় বুদ্ধিমান্ মহাত্মা বিদুর চারদ্বারা পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের চেষ্টিত ঐ কার্য্য সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন; এই কারণেই তিনি ঐ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি তখন মঙ্গলনিলয় ভাগিরথীতীরে বিশ্বস্ত জনগণ-দ্বারা নির্ম্মিত পবনবেগ সহিষ্ণু যন্ত্রযুক্ত পতাকা বিরাজিত ও মন বা মারুতের সদৃশ শীঘ্রগামী পূর্ব্বোক্ত নৌকা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিলেন ও বিশ্বাসের নিমিত্ত কহিলেন যে, হে যুধিষ্ঠির! বিদুর আপনাকে সঙ্কেত ক্রমে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। কক্ষনাশক ও শিশিরনাশক বস্তু মহাকক্ষমধ্যে বিলম্বিত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে না, এরূপে যে ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, সে জীবিত থাকে। হেপাণ্ডব! আমি বিদুরের বিশ্বস্ত ও কার্য্যজ্ঞ, তিনি আমাকে ঐ সঙ্কেতবাক্য বলিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই বহুদর্শী মহাশয় ইহাও কহিয়াছেন যে, হে কৌন্তেয়! তুমি রণস্থলে কর্ণ, ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে অবশ্যই পরাজয় করিবে; এক্ষণে জলপথে নিযুক্তা সুখগামিনী এই তরণীদ্বারা আপনারা সকলে এই স্থান হইতে মুক্ত হইবেন, সংশয় নাই। অনন্তর ঐ ব্যক্তি নরোত্তম পাণ্ডবদিগকে মাতার সহিত ব্যথিতহৃদয় দেখিয়া, নৌকায় আরোহণ করাইয়া তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন ও পুনর্ব্বার কহিলেন, বিদুর আপনাদিগের উদ্দেশে মস্তকে আঘ্রাণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে, তোমরা পথে ব্যগ্র না হইয়া নির্ব্বিঘ্নে শুভ গমন কর। হে রাজেন্দ্র! বিদুর প্রেরিত সেই পুরুষ নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণকে ঐ কথা কহিতে কহিতে নৌকাদ্বারা গঙ্গা পার করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে পরপার প্রাপ্ত হইলে সেই পুরুষ তাঁহাদিগকে জয়শব্দপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ গঙ্গা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পুরুষের দ্বারাই বিদুরের নিকট প্রতিসন্দেশ প্রেরণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে অতি সঙ্গোপনে বেগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন

পঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রজনীর অবসান হইলে সমস্ত নাগরলোক পাণ্ডবগণের দর্শনার্থ ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থলে আগমন করিল। তাহারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে করিতে অমাত্য পুরোচনকে জতুগৃহের সহিত দগ্ধ দেখিতে পাইল। পরে রোদন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা দুর্য্যোধন কেবল পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্তই এরূপ করিয়াছে। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে যে দগ্ধ করিল, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত ছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই; যদি তিনি সম্মত না থাকিতেন, তবে নিষেধ করিতেন। এবং শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ, ও অন্যান্য কৌরবেরাও এবিষয়ে ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। অধুনা আমরা দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করি যে, তোমার মহামনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ অনন্তর তাহারা পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ অগ্নি উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক নির্ব্বাপণ করিতে করিতে পঞ্চ পুত্রের সহিত দগ্ধা, অনপরাধিনী

নিষাদীকে দেখিতে পাইল। ঐ সময়ে বিদুর-প্রেষিত পূর্ব্বোক্ত খনক সেই গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে সেই বিলদ্বার অন্যের অলক্ষিতরূপে পাংশুদ্বারা আচ্ছাদন করিল। তদনন্তর নগরবাসী লোকেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিল যে, পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশরূপ অতিশয় অপ্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুদুঃখিতচিত্তে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হা! অদ্য সেই সমস্ত বীর মাতার সহিত দগ্ধ হওয়াতে আমার ভ্রাতা মহাযশস্বী রাজা পাণ্ডু প্রকৃতরূপে মৃত হইলেন! কৌরব পুরুষেরা বারণাবত নগরে শীঘ্র গমন করিয়া সেই বীরদিগের ও কুন্তিরাজ-দুহিতার সৎকার করুন; অস্মৎকুলের প্রথানুসারে কল্যাণকর যে সকল বৃহৎ কর্ম্ম আছে, তাহাও সম্পাদন করুন এবং যে যে ব্যক্তি তথায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বান্ধবেরা তথায় গমন করুন। নাশেরবস্থায় পাণ্ডবগণের ও কুন্তীর যে যে হিতকার্য্য করিতে পারা যায়, ধনদ্বারা সে সমুদায়ই সম্পন্ন করুন। অম্বিকাতনয় এইরূপ কহিয়া জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সমস্ত কৌরবেরা একত্র মিলিত ও অতিশয় শোকবিহ্বল হইয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। কেহ হা কুরুকুলভূষণ যুধিষ্ঠির! কেহ হা ভীম! কেহ হা ফাল্গুন! কেহ কেহ হা নকুল! হা সহদেব! কেহ বা হা কুন্তি; এইরূপ আর্ত্তস্বরে শোক প্রকাশ করিতে করিতে উদকক্রিয়া সম্পাদন করিল এবং অন্যান্য পৌরজন সকলেই পাণ্ডবগণের নিমিত্ত অতিশয় শোকার্ত্ত হইল। বিদুর অল্প অল্প শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

এদিকে মহাবল পাণ্ডবগণ মাতার সহিত বারণাবত নগর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে গমন করিয়া নাবিকগণের ভুজবলে স্রোতের বেগে ও অনুকূল বায়ুভরে অতি ত্বরায় পরপার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা নৌকা পরিত্যাগপূর্ব্বক রজনীতে নক্ষত্রদ্বারা পথ পরিজ্ঞাত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা অনেক আয়াস করিয়া শেষে এক নিবিড় অরণ্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন নিদ্রান্ধ, শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত পাণ্ডুনন্দনেরা মহাবীর্য্য ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ ইহা অপেক্ষা আর কষ্টতর বিষয় কি আছে যে, আমরা এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে দিগ্‌নিরূপণ করিতে পারিতেছি না এবং গমন করিতেও অসমর্থ হইয়াছি। সেই পাপাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না বলা যায় না; যদিও সে দগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা অন্যের অলক্ষিত হইয়া এই শঙ্কট হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইব? হে ভারত! একাকী তুমিই আমাদিগের মধ্যে বলবান্ ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, অতএব পুনর্ব্বার সেইরূপে আমাদিকে গ্রহণ করিয়া গমন কর। ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে মহাবল ভীমসেন কুন্তীকে ও ভ্রাতৃদিগকে গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীমসেনের গমনকালে শাখাপল্লবের সহিত বৃক্ষ পরিপূর্ণ সেই অরণ্য তাঁহার ঊরুবেগে সঞ্চালিত হইয়া যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। যেরূপ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, তাহার ন্যায় সেই মহাবলের জঙ্ঘাবেগে সমীরণ সমীরিত হইতে লাগিল; তাহাতে সমীপস্থিত লতা ও বৃক্ষসকল আবর্জ্জিত হইয়া উত্তম পথ প্রস্তুত হইতে থাকিল। তিনি সেই পথের সমীপস্থিত ফলিত ও পুষ্পিত বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি ও লতা সকল পীড়ন করিয়া চলিতে লাগিলেন। গণ্ডপ্রভৃতি ত্রিবিধ অঙ্গে গলিত মদযুক্ত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ক্রোধিত মাতঙ্গরাজ যে প্রকার অরণ্যস্থ মহাদ্রুম সকল ভগ্ন করত গমন করে, তদ্রূপ তিনি গমনকালে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে করিতে চলিলেন। গরুড় ও পবনের ন্যায় বেগবান্ ভীমসেনের গতিবেগে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতির মূর্চ্ছার ন্যায় হইয়াছিল। তিনি ভুজদ্বয়রূপ প্লবদ্বারা পথিস্থিত সুবিস্তীর্ণ গঙ্গাপ্রবাহ পুনঃ পুনঃ পার হইয়া দুর্য্যোধন-ভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়াছিলেন। তিনি নদীতীরে উচ্চ নিম্ন স্থলে যশস্বিনী সুকুমারী মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া অতিকষ্টে বহন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর যে স্থলে ফল, মূল ও জল দুষ্প্রাপ্য এবং হিংস্র পশু ও পক্ষীগণ অবস্থিতি করিয়া থাকে, এমত এক ভয়ানক বনোদ্দেশে সায়ংকালে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থলে ঘোর অন্ধকারময় সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল; দারুণ পশুপক্ষীদিগের রব শ্রুত হইতে লাগিল ও দিক্ সকল অন্ধ হইল এবং প্রচণ্ডতর আকালিক বায়ু চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে তত্রস্থ শীর্ণপত্র ও শুষ্ক ফলযুক্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ গুল্মসকল কতক ভগ্ন ও কতক অবনত হইতে লাগিল। তখন কৌরবগণ নিদ্রায় অত্যন্ত আক্রান্ত, শ্রান্ত ও তৃষ্ণাতুর হইয়া আর গমন করিতে পারিলেন না, ভক্ষ্যপেয় শূন্য সেই মহারণ্যেই উপবেশন করিলেন। পরে কুন্তী পিপাসায় কাতর হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন, আমি পঞ্চপাণ্ডবের মাতা হইয়া পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে থাকিয়াও জল পিপাসায় কাতর হইলাম। কুন্তী পুনঃ পুনঃ ইহা কহিলেন, ভীমসেন তাহা শ্রবণ করিয়া মাতৃস্নেহ-হেতু তাঁহার অন্তঃকরণ করুণাভাবে উত্তপ্ত হইল। তিনি পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর নির্জ্জন ঘোর মহাবনে প্রবেশ করিয়া বিপুল ছায়াযুক্ত রমণীয় এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। হে প্রভো! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন তাঁহাদিগের সকলকে তথায় নামাইয়া কহিলেন যে, আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করুন, আমি পানীয় অন্বেষণ করি। ঐ জলচারী সারস পক্ষীগণের রব শ্রুত হইতেছে, আমার বোধ হয় যে, ঐ স্থানে বৃহৎ জলাশয় আছে। পরে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতিক্রমে যে দিকে জলচরপক্ষী সকল শব্দ করিতেছিল, সেই দিকে গমন করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! তিনি সেখানে গমন করিয়া স্নানপূর্ব্বক জলপান করিলেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভীম ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উত্তরীয় বসনদ্বারা জল গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্বরাপূর্ব্বক সেই ক্রোশদ্বয় পরিমিত দূর হইতে প্রত্যাগত হইয়া জননীর প্রতি দৃষ্টি করত শোকদুঃখে বিহ্বল হইয়া উরগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বৃকোদর মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে বসুধাতলে শয়ান ও নিদ্রিত দেখিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইহার পর আর কষ্টতর বিষয় কি দৃষ্ট হইবে যে, অতিশয় মন্দভাগ্য আমি ভ্রাতৃগণকে মহীতলে সুপ্ত দেখিতেছি! পূর্ব্বে বারণাবত নগরে

বহুমূল্যের শয্যাতেও যাঁহাদিগের উত্তমরূপে নিদ্রা হইত না, অদ্য তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন! দেখ, যিনি শত্রুকুল-মর্দনশীল বসুদেবের ভগিনী, কুন্তিরাজের দুহিতা, বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রবধূ, মহাত্মা পাণ্ডুরাজার ভার্য্যা এবং আমাদিগের জননী; সর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পন্না, পদ্মগর্ভ সদৃশ রূপবতী সুকুমারতরা ও মহামূল্য শয্যায় উপযুক্তা, সেই কুন্তীর অদ্য ভূমিশয্যায় শয়ন করা কি উপযুক্ত হইয়াছে। যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন ও চিরকাল অট্টালিকায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি অদ্য পরিশ্রান্তা হইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছেন। ইহার পর আমার দ্রষ্টব্য অধিক দুঃখ কি আছে যে, আমি অদ্য এই সকল পুরুষোত্তমকে অবনীশয্যায় শয়ন করিতে দেখিতেছি! ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির, যিনি ত্রিলোকের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র, আহা! তিনি অদ্য পরিশ্রান্ত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় কিপ্রকারে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন! মর্ত্তলোকে সাদৃশ্য-বিরহিত এই নীলনীরদ সদৃশ কান্তিমান্ অর্জ্জুন সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ধরায় শয়ন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ কি আছে! এবং যমজ ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁহারা রূপসম্পত্তিতে দেবগণের মধ্যে অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় দ্যুতিমান তাঁহারা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ধরণীতলে শয়ন করিতেছেন। যে ব্যক্তির কুলপাংশুল বিষম জ্ঞাতি নাই, সে ব্যক্তি গ্রামবৃক্ষের ন্যায় একাকী সুখে জীবনধারণ করিতে পারে। দেখ, গ্রামের মধ্যে জ্ঞাতিশূন্য ফলপত্র সম্পন্ন একটি বৃক্ষ থাকিলে, সেই বৃক্ষ চৈত্য বলিয়া অর্চ্চনীয়রূপে সুপূজিত হয়। অথবা এই ভূলোকমধ্যে যাহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণ বীর বহু জ্ঞাতি থাকে, তাহারাও ক্লেশশূন্য হইয়া সুখে কালযাপন করে এবং অনেকেও বলবান্, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ও মিত্রবান্ধবদিগের আনন্দদায়ক হইয়া কাননজাত বৃক্ষের ন্যায় পরস্পরের আশ্রয়ে পরমসুখে কালহরণ করে। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; তবে দৈবের আশ্রয়ে আমরা যথাকথঞ্চিৎ দগ্ধ হই নাই, সেই দাহ হইতে মুক্ত হইয়া দুঃসহ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এই বৃক্ষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এইক্ষণে আবার কোন দিকে গমন করিব! রে দুর্ব্বুদ্ধে! অল্পদর্শিন! ধৃতরাষ্ট্র পুত্র! তুমি এক্ষণে কামনা পূর্ণ কর, তোমার প্রতি দেবতারা প্রসন্ন আছেন, সন্দেহ নাই। রে দুর্ম্মতে! রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে বিনাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছেন না, এই কারণেই তুমি জীবন ধারণ করিতেছ! অদ্য আমি রোষপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে পুত্র, অমাত্য, কর্ণ, অনুজগণ ও শকুনির সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিতে কি পারি না! কিন্তু কি করি! ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির যে তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন না! মহাবাহু বৃকোদর এইরূপ কহিয়া ক্রোধভরে সন্দীপ্তচিত্ত হইয়া করদ্বারা করসংস্পর্শ পূর্ব্বক আতুরভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় পুনর্ব্বার দীনমনে ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টি করত বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, ইহাঁরা বিশ্বস্ত হইয়া সাধারণ ব্যক্তির তুল্য ভূমিতলে নিদ্রা যাইতেছেন। আমার অনুমান হয় এই বনের অনতিদূরে নগর আছে, এস্থলে জাগরণ করা উচিত; কিন্তু ইহাঁরা নিদ্রিত হইয়াছেন, অতএব আমিই স্বয়ং জাগরণ করি। ইহাঁদিগের ক্লান্তিদূর হইলে যখন ইহাঁরা জাগরিত হইবেন, তখন জল পান করিবেন। ভীমসেন তখন এইরূপ স্থির করিয়া স্বয়ং জাগরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা যে স্থলে শয়িত ছিলেন, তথা হইতে অল্পদূরে এক শালবৃক্ষে মানুষ-মাংসাশী, মহাবীর্য্যবান, অতিশয় পরাক্রমশীল, প্রাবৃট্ কালীন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণাকৃতি ও ক্ষুধাকুল হিড়িম্ব নামে ক্রূর এক রাক্ষস ছিল। ঐ পিশিতাশনের জঙ্ঘামূল ও জঠর অতিদীর্ঘ, নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ, বদন বিশালদন্তদ্বারা অতিভয়ঙ্কর, গল ও স্কন্ধ বৃহৎ বৃক্ষের স্কন্ধ-সদৃশ এবং কর্ণদ্বয় শঙ্কুতুল্য ছিল। দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর সেই বিরূপাকার পিঙ্গললোচন পিশিতাভিলাষী বলার্ত্ত করালরূপ রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে প্রসুপ্ত মহারথ পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইল। বৃহদাকার, মহাবলবান, নিবিড়মেঘবর্ণ, তীক্ষ্নদন্ত-বিশিষ্ট ও প্রদীপ্তমুখ সেই পিশিতাশন মনুষ্যগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া ঊর্দ্ধীকৃত অঙ্গুলিদ্বারা মস্তক কণ্ডূয়নপূর্ব্বক রুক্ষকেশ কম্পায়মান করত অতি বিস্তৃতমুখে জৃম্ভন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নরমাংস-ভক্ষণের আশায় আহ্লাদে ভগিনীকে কহিল যে, বহুকালের পর অদ্য আমার অত্যন্তপ্রিয় ভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হইয়াছে; মাংস ভোজন-জন্য সুখের আবির্ভাব হওয়ায় আমার রসনা হইতে লাল পতিত হইতেছে। আমার আটটি দন্তের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ন; এই বিশাল দন্ত যাঁহার প্রতি পতিত হয়, সে সহ্য করিতে পারে না; ঐ দন্তগুলি অদ্য বহুকালের পর স্নিগ্ধমাংসের শরীরে মজ্জিত করিব। অদ্য আমি মানুষের কণ্ঠ আক্রমণপূর্ব্বক শিরা বহিষ্কৃত করিয়া বহুল ফেনিল উষ্ণ রুধির সদ্য পান করিব। তুমি ঐ স্থানে যাও এবং জ্ঞাত হও যে, ইহারা কে এই বনমধ্যে শয়ন করিয়া আছে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইহারা মনুষ্য হইবে, কারণ মনুষ্যেরই প্রবল গন্ধ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে; অতএব তুমি ঐ সমস্ত মনুষ্যকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। ইহারা আমার অধিকারের মধ্যে শয়ন করিয়া আছে, ইহাদিগের হইতে তোমার কোন ভয় নাই। আমরা দুইজনে একত্র হইয়া ঐ সকল মনুষ্যের শরীর হইতে মাংস উত্তোলন করিয়া যথেচ্ছক্রমে ভক্ষণ করিব; তুমি ত্বরায় আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর, অদ্য আমরা যথেষ্ট মানুষমাংস ভক্ষণ করিয়া দুইজনে একত্র হইয়া বিবিধ তাল প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য করিব। হে ভরতর্ষভ! তখন হিড়িম্বা রাক্ষসী হিড়িম্বের ঐ কথা শুনিয়া যেখানে পাণ্ডবগণ ছিলেন, তথায় ত্বরাপূর্ব্বক গমন করিল এবং উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, পাণ্ডবগণ ও পৃথা শয়ন করিয়া আছেন এবং অজেয় ভীমসেন জাগরিত আছেন। রাক্ষসী অভিনব শালবৃক্ষের ন্যায় উদিত ও ধরামণ্ডলমধ্যে নিরুপম রূপসৌন্দর্য্য সম্পন্ন সুপুরুষ ভীমসেনকে দেখিবামাত্র মন্মথের বশবর্ত্তী হইল ও বিবেচনা করিল যে, এই গৌরবর্ণ মহাবাহু সিংহস্কন্ধ মহাদ্যুতিমান্ কম্বুগ্রীব পদ্মলোচন পুরুষ আমার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত। আমি কখনই নিষ্ঠুর ভ্রাতৃবাক্য রক্ষা করিব না, কারণ পতিস্নেহ যাদৃশ

## ভীম-হিড়ম্ব



ভীমসেন তাঁহার সেই কথা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ভূতলে নিষ্পেষিত করত পশু-বিনাশের ন্যায় বিনাশ করিলেন। রাক্ষস মৃত্যুকালে জলার্দ্র ভেরী-রবের ন্যায় বিপুলশব্দে চীৎকার করিয়া সেই সমস্ত বনস্থল পূরিত করিল। ১৪০ পৃষ্ঠা।

ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অনন্তর অর্জ্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসকর্তৃক ক্লিশ্যমান দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন, হে মহাবাহু ভীম! আপনি ভীত হইবেন না। আমরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত ছিলাম, এজন্য আপনি যে ঈদৃশ ভীমরূপ রাক্ষসের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। হে পার্থ! আমি আপনার সাহায্য করিতে দণ্ডায়মান হইলাম, আমিই এই রাক্ষস নিপাত করিব; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করিবেন। ভীম কহিলেন, তোমার আর ইহাতে লিপ্ত হইবার আবশ্যক নাই, তুমি দর্শন কর, ব্যস্ত হইও না। যখন এই রাক্ষস আমার বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত হইয়াছে, তখন কখনই জীবিত থাকিবে না। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! এই পাপাত্মা রাক্ষসকে অধিক সময় জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি! হে অরিন্দম! যদি আমাকে গমন করিতে হয়, তবে এখানে আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারি না। অতঃপর পূর্ব্বদিক্ রক্ত-বর্ণ ও প্রাতসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবে, রৌদ্রমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব দুইদণ্ড কালে রাক্ষসগণ প্রবল হয়; অত-এব হে ভীম! আপনি ত্বরা করুন, আর ইহাকে লইয়া ক্রীড়া করিবেন না, এই ভীষণ পিশিতাশনকে পরিত্যাগ করুন। ইহার পর এ মায়া-বিস্তার করিতে পারে, অতএব ভুজবল প্রকাশ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীম অর্জ্জুনের ঐ কথায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়কালীন-বায়ুর বল আহরণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কোপপ্রকাশপূর্ব্বক মেঘবর্ণ সেই রাক্ষসের দেহ শত বারেরও অধিক উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন ও ঐ রাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুই বৃথামাংসে বৃথা পুষ্ট ও বৃদ্ধ হইয়াছিস, তোর বুদ্ধিও বৃথা; অতএব তুই বৃথা-মরণের অর্থাৎ যেরূপ বাহুযুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয় না, তাহার উপযুক্ত, সুতরাং অদ্য তুই বৃথামৃত্যু লাভ করিবি। রে রাক্ষস! অদ্য আমি এই বন শান্তিযুক্ত ও অকণ্টক করিব। তুই পুনর্ব্বার আর মনুষ্যহত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না। অর্জ্জুন কহিলেন, আপনি যদি যুদ্ধে এই রাক্ষসকে ভার-বোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার সাহায্য করি, আপনি ইহাকে ত্বরায় নিপাত করুন। হে বৃকোদর! অথবা বলুন, আমিই একাকী ইহাকে সংহার করি; আপনি কৃত-কর্ম্মা ও পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এক্ষণে নিবৃত্ত হইলে ভাল হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তাঁহার সেই কথা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ভূতলে নিষ্পেষিত করত পশুবিনাশের ন্যায় বিনাশ করিলেন। রাক্ষস মৃত্যুকালে জলার্দ্র ভেরী-রবের ন্যায় বিপুলশব্দে চীৎকার করিয়া সেই সমস্ত বনস্থল পূরিত করিল। বলবান্ মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন রাক্ষসকে বাহুদ্বয়ে বন্ধন করত তাহার মধ্যস্থল ভগ্ন করিয়া পাণ্ডবগণের হর্ষোৎপাদন করিলেন। বলবান্ পাণ্ডুনন্দনেরা হিড়িম্বকে নিহত দেখিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম ভীমসেনের অনেক প্রশংসা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন, মহাত্মা ভীমপরাক্রম বৃকোদরকে সংকৃত করিয়া কহিলেন, হে বিভো! আমার বোধ হয়, এই বন হইতে নগর অধিক দূরবর্ত্তী নহে; সেই স্থলে শীঘ্র গমন করা যাউক্, তাহা হইলে সুযোধন আমাদিগকে জানিতে পারিবে না। অনন্তর কুন্তী ও মহারথ পুরুষোত্তম পাণ্ডবগণ তাহাতে সম্মত হইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন এবং হিড়িম্বাও তাঁহাদিগের সহিত চলিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীমসেন হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, হিড়িম্বে! রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া রাখে সুতরাং তোমার ভ্রাতা যে পথে গমন করিয়াছে, তুমিও সেই পথে গমন কর। যুধিষ্ঠির তাহা শুনিয়া কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র ভীম! তুমি যদিও ক্রুদ্ধ হইয়া থাক, তথাপি স্ত্রীহত্যা করিও না। হে পাণ্ডব! শরীর অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; অতএব ধর্ম্মপালন কর। যে মহা-বলবান্ রাক্ষস আমাদিগকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আগমন-করিয়াছিল, যখন তাহাকেই তুমি সংহার করিয়াছ, তখন তাহার ভগিনী আর ক্রুদ্ধা হইয়া আমাদিগের কি করিতে পারিবে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর হিড়িম্বা কৃতাঞ্জলিপুটে কুন্তীকে ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণামপূর্ব্বক কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আর্য্যে! স্ত্রীগণের অনঙ্গজন্য যে দুঃখ, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। হে শুভে! ভীমসেনকৃত সেই অনঙ্গ-বেদনায় আমি কাতর হইয়াছি। আমি সময়ের প্রতীক্ষায় সেই পরমদুঃখ সহ্য করিয়াছিলাম, অধুনা সুখের কাল উপস্থিত হইয়াছে। হে শুভে! আমি সুহৃদ্বর্গ স্বধর্ম্ম ও স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ আপনার তনয়াকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। হে বরবর্ণিনি যশস্বিনি! আমি সত্য বলিতেছি যে, এই বীর অথবা আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আমি জীবনধারণ করিতে পারিব না; অতএব আপনি আমাকে মূঢ়া বলিয়াই হউক, বা ভক্তা কি অনুগতা বলিয়াই হউক, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। হে মহাভাগে! আপনার পুত্র মদীয় ভর্ত্তা এই ভীমসেনের সহিত আমাকে সংযোজিত করিয়া দিউন। আমি এই দেবরূপী ভর্ত্তাকে লইয়া যথা-ইচ্ছা গমন করি, পরে পুনর্ব্বার ইঁহাকে আনয়ন করিব; হে শুভে! আপনি আমার প্রতি বিশ্বাস করুন। আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আপনাদিগকে অভিলষিত স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব এবং দুর্গ ও বিষমস্থানে সঙ্কট উপস্থিত হইলে তাহা হইতেও উদ্ধার করিব। অপিচ আপনারা কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে ইচ্ছা করিলে আপনাদিগকে তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠে বহন করিয়া যাইব। আপনারা প্রসন্ন হউন যে ভীমসেন আমাকে ভজনা করেন। আপদ্ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত যে কোনরূপে প্রাণধারণ করিবে এবং সেই একমাত্র ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করিবে; ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে আপদই ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক; অত-এব যে ব্যক্তি আপৎকালেও ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই উত্তম ধার্ম্মিক। প্রাণধারণের নিমিত্তই পুণ্য এবং পুণ্যকেই প্রাণ-দায়ক বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন; অতএব যে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও প্রাণধারণ করিবে, তাহাতে নিন্দা নাই। যুধিষ্ঠির কহিলেন, অয়ি সুমধ্যমে হিড়িম্বে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; পরন্তু তুমি যেরূপ

বলিলে, তোমাকে সেই সত্যে বদ্ধ থাকিতে হইবে। ভদ্রে! ভীমসেন স্নাত, কৃতাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল হইলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তুমি তাহাকে ভজনা করিতে পারিবে। হে মনোবেগগামিনি! দিবাভাগে এই ভীমসেনের সহিত যথা-ইচ্ছা বিহার করিয়া প্রত্যহ রজনীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া দিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তাহাতে সম্মত হইয়া হিড়িম্বাকে কহিলেন, হে নিশাচরি! আমি সত্য করিয়া তোমার সহিত এক নিয়ম বদ্ধ করিতেছি, শ্রবণ কর,—হে শুভে সুমধ্যমে! যাবৎকাল তোমার পুত্রোৎপত্তি না হইবে, তাবৎকাল তোমার সহিত গমন করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাক্ষসী হিড়িম্বা তাহা স্বীকার করিয়া ভীমসেনকে গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আকাশপথে গমন করিল। পরে মনের ন্যায় শীঘ্রগামিনী সেই রাক্ষসী মনোহর পরমরূপধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণে ভূষিতা ও মধুরভাষিণী হইয়া সময়ে সময়ে নানাবিধ স্থানে ভীমসেনের সহিত বিহার করিতে লাগিল। কখন রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন মৃগপক্ষিনিনাদিত মনোহর-দেবায়তনে, কখন বনদুর্গে, কখন পুষ্পিতবৃক্ষে শোভিত সানুমধ্যে, কখন নাল ও রক্ত প্রভৃতি নানাবিধ-পদ্মপুষ্পে বিরাজিত-রম্যসরোবরে, কখন বৈদূর্য্যমণি ও বালুকাময় নদীদ্বীপে, কখন সুদৃশ্য তীর ও অমৃততুল্য জলে সুশোভিত সুতীর্থ-গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিতবৃক্ষ ও লতাযুক্ত বিচিত্র কাননে, কখন হিমালয় পর্ব্বতের কুঞ্জমধ্যে, কখন বিবিধগুহার অভ্যন্তরে, কখন প্রফুল্লবারিজ-রাজি-বিরাজিত বিমলবারিযুক্ত সরোবরে কখন মণিহেমযুক্ত সাগরপ্রদেশে, কখন মনোহর নগরে ও উপবনে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন শৈলসানুমধ্যে, কখন গুহ্যকগণের আবাসস্থলে, কখন তাপসগণের আয়তনে, কখন বা সর্ব্বকালীনফলপুষ্পান্বিত সুরম্য মানস সরোবরে ক্রীড়া করিয়া পাণ্ডব ভীমসেনকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। পরে সেই রাক্ষসী ভীমসেন হইতে ভীষণাকার, মহাকায়, মহাবলবীর্য্যান্বিত মহাধনুর্দ্ধারী, মহাসত্ত্ববান্, বৃহদ্দন্ত-বিশিষ্ট, ভীষণবেগশীল, অতিশয় মায়াবী, অরিন্দম, অমানুষ অথচ মানুষবীর্য্যসম্ভূত এক পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের চক্ষু অতিশয় বিরূপ, মুখ বৃহদাকৃতি, কর্ণ শঙ্কুর ন্যায়, রব সাতিশয় ভয়ঙ্কর, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, দন্ত তীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ এবং পিণ্ডিকা অর্থাৎ পায়ের ডিম্ বক্র ও উচ্চ হইয়াছিল। ঐ কুমার সমস্ত পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে অতিশয় বিক্রমশালী হইল। হে রাজন্! সেই বলবান্ বীরপুত্র বালক হইয়াও যৌবনপ্রাপ্ত হইল এবং মনুষ্যলোক-প্রচলিত সমস্ত অস্ত্রে অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিল। রাক্ষসীরা সদ্য গর্ভধারণ করিয়া সদ্যই প্রসব করিয়া থাকে এবং প্রসূতবালকও জন্মিবামাত্র বহুরূপী হইয়া ইচ্ছানুরূপ রূপধারণ করিতে পারে। কটি, গ্রীবা, মুখ, কর্ণ ও কেশ এ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানাবিধ বিরূপতাপ্রযুক্ত বিবিধ দীপ্তিযুক্ত ও মহাধনুর্দ্ধারী হিড়িম্বাতনয় জন্মলাভ করিয়াই প্রণামপূর্ব্বক মাতাপিতার চরণ গ্রহণ করিল; তাঁহারাও তাহার নামকরণ করিলেন। ঐ বালকের ঘটের ন্যায় উৎকচ অর্থাৎ উর্দ্ধ কেশ ছিল, এজন্য হিড়িম্বা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহার ঘটসদৃশ উৎকচ এইরূপ কহিল, একারণ ভীমসেন তাহার নাম "ঘটোৎকচ" রাখিলেন। ঘটোৎকচ স্বাধীন হইয়াও পাণ্ডবগণের অতিশয় অনুরক্ত ছিল, পাণ্ডবগণও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরে হিড়িম্বা নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া "স্বামি-সহবাসের সময় অতীত হইল" ইহা কহিয়া পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বীয় রূপ অবলম্বন করিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচও পিতৃগণকে "কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে," এই বলিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিল। মহাত্মা মহেন্দ্র, প্রতিকার্য্য-রহিত কর্ণের একপুরুষঘাতিনী শক্তির নিমিত্ত এই মহারথ ঘটোৎকচকে প্রতিযোদ্ধারূপে সৃজন করিয়াছিলেন।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই মহারথ মহাত্মা বীর পাণ্ডবেরা জটাধারী এবং অজিন ও বল্কলপরিধায়ী হইয়া মাতা কুন্তীর সহিত তাপসবেশ অবলম্বন করত ত্বরান্বিত হইয়া মৃগবধ করিতে করিতে এক বন হইতে অন্যবন, অন্যবন হইতে বনান্তর নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল ও কীচক দেশের অন্তর্গত রমণীয় বনোদ্দেশ ও বিবিধ সরোবর সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন স্থলে ত্বরাক্রান্ত কুন্তীকে বহন করিতেন; কোথাও বা স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া পরে দ্রুতগমন করিতেন। একদা তাঁহারা সমস্ত বেদ, বেদাঙ্গ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখিবামাত্র পরন্তপ পাণ্ডুপুত্রেরা মাতার সহিত প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাস কহিলেন, হে রাজসত্তমগণ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মপূর্ব্বক তোমাদিগকে যে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। সেই জন্যই তোমাদিগের পরমমঙ্গলের নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছি। তোমরা এবিষয়ে বিষণ্ণ হইও না, এসমস্তই তোমাদিগের সুখের নিমিত্ত হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ও তোমরা উভয় পক্ষই আমার নিকট তুল্য স্নেহাস্পদ সন্দেহ নাই; পরন্তু যে পক্ষ দীন ও বালক হয়, তাহাদিগের প্রতিই মনুষ্যেরা স্নেহপ্রকাশ করিয়া থাকে। এজন্য সম্প্রতি তোমাদিগের প্রতি আমার অধিক স্নেহ হইয়াছে; আমি স্নেহহেতু তোমাদিগের হিতকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, শ্রবণ কর। ঐ সম্মুখে রমণীয় নিরাময় নগর দৃষ্ট হইতেছে; ঐ স্থানে আমার পুনঃপ্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবতীসুত ধর্ম্মাত্মা প্রভু ব্যাস পাণ্ডবগণকে সমাশ্বাসিত করত সমভিব্যাহারে লইয়া সেই দৃশ্যমান একচক্রা নগরীতে গমন করিতে লাগিলেন এবং কুন্তীকেও পুনর্ব্বার আশ্বাসবাক্যে কহিলেন যে, হে পুত্রি! জীবিত থাক, ত্বদীয় তনয় ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষোত্তম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে ধরণীমণ্ডল জয় করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত পৃথিবীপতিগণকে শাসন করিবেন। ইনি ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাহুবলে সাগরপর্য্যন্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়া ভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। মহারথী তোমার পুত্রগণ ও মাদ্রীতনয়েরা সর্ব্বদা স্বীয় রাজ্যমধ্যে হৃষ্টচিত্তে যথাসুখে বিহার করিবেন। এই নরসিংহেরা অবনীমণ্ডল জয় করিয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধপ্রভৃতি বহুবিধ ভূরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞ করিবেন,

এবং ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখদ্বারা সুহৃদ্বর্গকে অনুগৃহীত করিয়া পিতৃপিতামহ-রাজ্য পরমানন্দে ভোগ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন ইহা কহিয়া তাঁহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাসপ্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানে আমার প্রতীক্ষা করিয়া থাক, আমি পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব। তোমরা দেশকাল বিবেচনা করিতে পারিলে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপ! তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর ভগবান্ মহর্ষি ব্যাস যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মহারথ কুন্তীপুত্র পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে বাস করিয়া কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ কুন্তীপুত্রেরা একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণগৃহে অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন। হে বিশাম্পতে! তৎকালে তাঁহারা সকলেই নিত্য নিত্য বহুবিধ রমণীয় বন, প্রদেশ, সরোবর ও নদী দর্শন করিতে করিতে ভিক্ষার্থে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে তাঁহারা স্বীয়গুণে নগরবাসি-জনগণের প্রিয়দর্শন হইলেন। তাঁহারা দিবসে যাহা ভিক্ষা করিতেন, তাহা রজনীতে জননীর নিকট সমর্পণ করিতেন। কুন্তী তাঁহাদিগকে ঐ ভৈক্ষ্য দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা ভোজন করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যত দ্রব্য লাভ হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ পরন্তপ বীর যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কুন্তী, ইহাঁরা ভক্ষণ করিতেন; অপর অর্দ্ধাংশ মহাবল ভীমসেন ভোজন করিতেন। হে ভরতর্ষভ! মহাত্মা পাণ্ডবগণের ঐ রাজ্যে এইরূপ বাসে কিছুকাল গত হইল।

অনন্তর একদিবস ভরতকুলভূষণ যুধিষ্ঠিরাদি সকলে ভিক্ষার্থ গমন করিলে; দৈবগত্যা ভীমসেন ভিক্ষা করিতে না যাইয়া কুন্তীর সহিত আবাসে অবস্থান করিলেন। পরে কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের গৃহে উত্থিত অতিশয়-ঘোর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। হে রাজন্! কুন্তী তাহাদিগের অতিশয় রোদন ও বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া কারুণ্য ও সংস্বভাব-প্রযুক্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয় দুঃখভরে মথিত হইতে লাগিল। তখন কল্যাণী কুন্তী ভীমসেনকে সকরুণবাক্যে কহিলেন, পুত্র! আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণগৃহে সংকৃত ও শোকরহিত হইয়া সুখে বাস করিতেছি; ইহাতে আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি যে, যেমন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মহাত্মারা যাহার গৃহে সুখে বাস করেন, তাহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমি কিরূপে এই ব্রাহ্মণের উপকার করিব? পুত্র! উপকার করিলে যে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুপকার করে, সেই ব্যক্তিই পুরুষ; এবং যে পরিমাণে কেহ উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, এই ব্রাহ্মণের গৃহে কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ঐ দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত যদি ইহাঁর কোন সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলেও প্রত্যুপকার করা হয়। ভীমসেন কহিলেন, এই ব্রাহ্মণের যে জন্য যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি জ্ঞাত হউন; আমি অবগত হইয়া তৎপ্রতীকার দুষ্কর হইলেও তাহাতে যত্ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে। তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অনন্তর যেমন কামধেনু স্বীয় বৎস বদ্ধ থাকিলে তৎসন্নিধানে গমন করে, তাহার ন্যায় কুন্তী ত্বরান্বিতা হইয়া সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ ম্লানবদনে ভার্য্যা, পুত্র ও দুহিতার সহিত উপবিষ্ট আছেন এবং কহিতেছেন যে, এই সংসারে জীবন কেবল দুঃখের মূল, পরাধীন ও অতিশয় অনিষ্টভাগী; অতএব এতাদৃশ অসার অনর্থক জীবনে ধিক্! দেখ, জীবিত থাকিলেই পরমদুঃখ ও পরমপীড়া ভোগ করিতে হয়; কারণ জীবিতব্যক্তির নিশ্চয়ই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক আত্মা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনকে পরস্পর অবিরোধে সেবা করিতে পারেন না, সুতরাং ইহাদের বিপ্রয়োগ হইলেই অনন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। কোন পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মোক্ষই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমরা সংসারে অনুরাগী, আমাদিগের কোনমতেই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অপিচ অর্থপ্রাপ্তিবিষয়ে সর্ব্বতোভাবেই দুঃখভোগ করিতে হয়। দেখ, উপার্জ্জনস্পৃহা অত্যন্ত দুঃখদায়ক এবং অর্থ প্রাপ্ত হইলেও ততোধিক দুঃখভোগ করিতে হয়, কারণ উপার্জ্জিত অর্থে অত্যন্ত স্নেহ জন্মে; তাহাতে যদি কোনরূপে ঐ অর্থের বিনাশ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দুঃখ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমত কোন উপায়ও দেখি না যে, তদ্দ্বারা এই আপদ্ হইতে মুক্ত হই; অথবা স্ত্রীপুত্রের সহিত উপদ্রবশূন্য স্থানে পলায়ন করি। ব্রাহ্মণি! তুমি মনে করিয়া দেখ যে, যে স্থানে শ্রেয়োলাভ হইবে, সেই স্থানে গমন করিতে আমি যত্ন করিয়াছিলাম; তুমি তখন আমার কথা শুনিলে না। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি, যে, আমি স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অভিলাষ করাতেও তুমি বলিয়াছিলে যে, "ইহা আমার পৈতৃক ভূমি, এই স্থানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধা হইয়াছি, এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" প্রিয়ে! বহুকাল তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা ও পূর্ব্বতন বান্ধবগণ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তথাপি এস্থানে বাস করিতে তোমার কি জন্য অনুরাগ হইয়াছিল? তুমি যেমন বন্ধুকামা হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর নাই, সেইরূপ এক্ষণে তোমার বন্ধুবিনাশ উপস্থিত হইল; ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে, এমন কি, এক্ষণে আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া নৃশংসের ন্যায় কোন প্রকারে বন্ধু পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি আমার সহধর্ম্মচারিণী, নিত্য মাতৃতুল্য-স্নেহকারিণী, ধর্ম্মগুণসম্পন্না ও পরমগতি হইয়াছ; দেবতারা তোমাকে আমার সখাস্বরূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন। পিতা মাতা তোমাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-ভাগিনী করিয়াছেন; এবং তুমি কুলীনা, শীলসম্পন্না, অপত্যজননী, সাধ্বী, অনপকারিণী ও সতত ব্রতপরায়ণা ভার্য্যা, তোমাকে পূর্ব্বে বরণপূর্ব্বক যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিয়া এক্ষণে আত্মজীবনরক্ষার নিমিত্ত কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? আর,

যে বালকের এ পর্য্যন্ত শ্মশ্রু প্রকাশিত হয় নাই, এতাদৃশ অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকেই বা কিরূপে আমি স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে পারি। মহাত্মা বিধাতা উপযুক্ত ভর্ত্তৃহস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত যে কন্যাকে আমার নিকট ন্যাসস্বরূপ রক্ষিত করিয়াছেন; যে কন্যা হইতে আমি পিতৃগণের সহিত দৌহিত্রজ লোক প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়া আছি; সেই বালিকা-দুহিতাকে উৎপাদন করিয়া এক্ষণে স্বয়ং কিরূপে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহান্বিত হই? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পিতার পুত্রেতেই অধিক স্নেহ হয়; এবং কেহ কেহ বলেন যে, কন্যাতেই অধিক স্নেহ হইয়া থাকে; কিন্তু আমার পক্ষে উভয়ই সমান। যাহা হইতে সদ্গতি লাভ হয়, যাহা হইতে বংশরক্ষা হয় এবং যাহা হইতে নিত্যসুখী হইতে পারা যায়, সেই পাপস্পর্শশূন্যা বালিকাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই? আমি যদি আত্মজীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরলোক-গামী হই, তাহা হইলেও সন্তাপিত হইব; কারণ, ইহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করিলে ইহারা কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। ইহাদিগের অন্যতম এক জনকেও পরিত্যাগ করিলে গর্হিত নৃশংস ব্যবহার করা হয়; আর স্বীয় জীবন বিস-র্জ্জন করিলেও ইহারা আমা-ব্যতিরেকে দেহত্যাগ করিবে; অতএব আমি ঘোর আপদে পতিত হইলাম। হা! এবিপদ্ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখি না; অহো! আমাকে ধিক্! অদ্য পরিবারের সহিত আমার আর কোন গতি নাই; সুতরাং সপরিবারে জীবন পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়; আমার জীবন-ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ব্রাহ্মণী কহিল, হে ব্রাহ্মণ! সাধারণ লোকের ন্যায় কদাচিৎ সন্তাপ প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু আপনি বিদ্বান্। অধুনা আর সন্তাপের সময় নাই। ভূলোকস্থ সমস্ত মনুষ্যকেই অবশ্য নিধনপ্রাপ্ত হইতে হইবে; অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে সন্তাপ প্রকাশ করা উচিত নহে। ভার্য্যা, পুত্র ও দুহিতা, এসকলই আত্মসুখের নিমিত্ত লোকে প্রার্থনা করে; অতএব আপনি স্বীয় সদ্বুদ্ধি দ্বারা মনোব্যথা পরিত্যাগ করুন, আমিই স্বয়ং তথায় গমন করিব। সংসারমধ্যে স্ত্রীলো-কের পক্ষে সনাতন ধর্ম্ম এই যে, তাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করি-য়াও ভর্ত্তার হিতকার্য্য করিবে; অতএব সেই কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা ইহলোকে যশস্কর, পরলোকে অক্ষয্য এবং আপনারও সুখকর হইবে। হে দ্বিজসত্তম! আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই গুরুতর ধর্ম্ম; তাহাতে আপনার পক্ষে বিপুল ধর্ম্ম ও অর্থের কার্য্য হইবে। দেখুন, যে উদ্দেশে ভার্য্যা-প্রার্থনা করা হয়, তাহা আমা হইতে আপনার সফল হইয়াছে; আমি আপনার দ্বারা পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করিয়া ঋণশূন্যা হইয়াছি। আপনি এই পুত্র ও কন্যার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ; আমা হইতে তাহা সুসম্পাদিত হওয়া কদাপি সম্ভাবিত নহে। আপনি আমার প্রাণ ও ধন সকলেরই ঈশ্বর; আপনা ব্যতি-রেকে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমি না থাকিলে কিরূপেই বা দুইটি বালক-সন্তান জীবন ধারণ করিবে? আপনা-ব্যতিরেকে আমি বিধবা ও অনাথা হইয়া জীবিত থাকিলেও কি প্রকারেই বা সৎপথে থাকিয়া এই দুইটি শিশু-সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব? আপনার সহিত বৈবাহিক সম্ব-ন্ধের অনুপযুক্ত, কলঙ্কিত ও অহঙ্কৃত ব্যক্তিরা যদি আপ-নার এই কন্যাকে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তখন আমি কিরূপে ঐ কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিব? যেমন পক্ষি-গণ ভূমিতে পরিত্যক্ত আমিষ প্রার্থনা করে, সেইরূপ মানবগণ পতিহীনা স্ত্রীকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! আমি পতিহীনা হইলে দুরাত্মগণ আমাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিচলিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি কিরূপে সাধুলোকের অভীষ্টপথে অবস্থিতি করিতে পারিব? কিরূপেই বা আপনার বংশের একমাত্র কন্যা এই নিরপরাধা বালিকাকে পিতৃপিতামহপথে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইব এবং কিরূপেই বা সেই সর্ব্বাভাব-সময়ে এই পিতৃহীন অনাথ বালককে, আপনি যেরূপ ধর্ম্মজ্ঞ, তদনুরূপ অভীপ্সিত বিদ্যা-বিশিষ্ট করিতে পারিব? অযোগ্য ব্যক্তিরা আমাকে পরিভব করিয়া, শূদ্রদিগের বেদশ্রবণ-প্রার্থনার ন্যায় এই অনাথা বালি-কাকে প্রার্থনা করিবে; তাহাতে আমি ভবদীয় গুণে উপবৃং-হিতা এই কন্যাকে যদি অনুপযুক্ত পাত্রে দিতে ইচ্ছা না করি, তাহা হইলে কাকগণ যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য হরণ করে, তাহার ন্যায় তাহারা বলপূর্ব্বক প্রমথিত করিয়া ইহাকে হরণ করিবে। হে ব্রহ্মন্! তখন আমি লোকে অবজ্ঞাভাজন হইব ও আমার কীদৃশ দুর্গতি হইবে, তাহা বলিতে পারি না; ঈদৃশ অবস্থায় আপনার তনয়কে আপনার অনুরূপ এবং আপনার এই কন্যাকে অনুপযুক্ত ব্যক্তির বশতাপন্ন অবলোকন করিয়া আমি প্রাণ-ত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। তখন আপনার ও আমার অভাবে এই বালক সন্তানদ্বয় জলাভাবে মৎস্যের ন্যায় জীবন পরিত্যাগ করিবে, সংশয় নাই; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি না থাকিলে আমি ও এই দুইটি সন্তান, এই তিনজনেরই নিশ্চয় বিনাশ হইবে; সুতরাং আমার বিবেচনায় আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনার উচিত। হে ব্রহ্মন! ধর্ম্মবেত্তারা বলিয়া থাকেন যে, পুত্রবতী স্ত্রীলোকেরা যদ্যপি ভর্ত্তার পূর্ব্বে পরলোক গমন করে, তবে তাহা উহাদিগের পক্ষে মহৎ সৌভাগ্য। আমি আপনার হিতের নিমিত্ত পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও জীবন, সকলই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও দান, এ সমস্ত অপেক্ষা সর্ব্বদা পতির প্রিয়ানুষ্ঠান ও হিতসাধন করাই প্রশস্ত; অতএব আমি যাহা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছি, তাহাই ইষ্ট, পরমধর্ম্ম এবং আপনার ও ভবদীয় বংশের হিতজনক। পণ্ডিত-গণের মত এই যে, ভার্য্যা, সন্তান, প্রিয়সুহৃৎব্যক্তি ও অর্থ যে কোন ইষ্টবস্তু, সে সমস্তই আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে; এবং আপদ্ হইতে মুক্ত হই-বার নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবে, ধনদ্বারা স্ত্রীরক্ষা করিবে, আত্মাকে ধনদ্বারাই হউক, বা স্ত্রীদ্বারাই হউক, সতত রক্ষা করিবে। পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, উভয় ফলের নিমিত্তই ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহ, এ সমস্ত করিবে এবং এক-দিকে সমস্ত কুল ও একদিকে আত্মা তুলনা করিলে সমস্ত কুলও আত্মার সমান হয় না; অতএব হে আর্য্য! আপনি আমাদ্বারা কার্য্যসাধন করুন। বুদ্ধি অনুসারে আপনাকে রক্ষা করুন,—

আমাকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন; আপনি এই সন্তানদ্বয়কে প্রতিপালন করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্ম্মবিনির্ণয়-স্থলে স্ত্রীলোক অবধ্য ও রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন, সুতরাং সেই রাক্ষস আমাকে বধ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে স্থলে পুরুষের সে বধ নিশ্চয় ও স্ত্রীলোকের বধ সংশয়িত হইতেছে, সে স্থলে আমাকেই প্রেরণ করা উচিত। আমি অনেক সুখভোগ করিয়াছি, আমার অনেক প্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে, আমি অনেক ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি, এবং আপনা হইতে প্রিয়-সন্তানও প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে জীবনত্যাগ করিলে আমার অনুতাপ নাই। আমার সন্তান হইয়াছে, আমি বৃদ্ধা হইয়াছি; এবং আপনার প্রিয়কার্য্য করণে আমার সর্ব্বদা যত্ন আছে, এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াই এরূপ নিশ্চয় করিয়াছি। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী লাভ করিতে পারিবেন; তাহা হইলে আপনার পুনর্ব্বার ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত হইবে; হে কল্যাণালয়! পুরুষের বহুপত্নীকৃত হইলে অধর্ম্ম নাই। কিন্তু স্ত্রীলোক পূর্ব্ব-স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষ আশ্রয় করিলে মহা অধর্ম্ম হয়। আপনি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মত্যাগ সর্ব্বতোবিবেচনায় আপনার কুল ও এই বালকদ্বয় এবং আত্মাকে পরিত্রাণ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার সহিত অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কন্যা সেই দুঃখিত পিতামাতার বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া দুঃখার্ত্তহৃদয়ে কহিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছেন? সম্প্রতি আমার কথা শ্রবণ করিয়া যাহা বিধেয় হয়, করুন। আপনারা ধর্ম্মানুসারে এক সময়ে আমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই; অতএব অবশ্যত্যাজ্য একমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় রক্ষা করুন! "সন্তান হইতে নিস্তার পাইব," ইহা মনে করিয়াই লোকে অপত্যকামনা করিয়া থাকে; অতএব আপনি এই কন্যারূপ-তরীদ্বারা উপস্থিত বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হউন। আত্মজ হইতে ইহলোক ও পরলোক, সর্ব্বত্রই আপদ্ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকেরা পরিত্রাণের নিমিত্তই আমা হইতে দৌহিত্রপ্রত্যাশা করেন; পরন্তু আমি দৌহিত্রের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পিতার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পরিত্রাণ করিব। হে পিতঃ! যদ্যপি আপনি পরলোক গমন করেন, তবে অল্পকালমধ্যেই আমার এই শিশুভ্রাতা কালকবলে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই; সুতরাং আপনি ও ভ্রাতা না থাকিলে পিতৃগণের একেবারে পিণ্ডলোপ হইয়া অতিশয় অনিষ্ট হইবে; এবং আমি তখন পিতা ও ভ্রাতার অভাবে দারুণ দুঃখিত হইব, আবার মাতাও স্বামী এবং পুত্রের শোকে জীবিত থাকিবেন না; আমি তখন দুঃখের উপর দুঃখভোগ করিয়া অযথোচিত মৃত্যুর বশবর্ত্তিনী হইব। আপনি স্বস্থ হইয়া এই আপদ্ হইতে মুক্ত হইলে মাতা, শিশুভ্রাতা, বংশ ও পিণ্ড, সমস্তই রক্ষা হইবে, সন্দেহ নাই! দেখুন, পুত্র আত্মস্বরূপ, ভার্য্যা সখিস্বরূপ, পরন্তু দুহিতা কষ্টস্বরূপ, সুতরাং কষ্টস্বরূপ দুহিতাদ্বারা আপনাকে মুক্ত করুন—আমাকে ধর্ম্মে নিয়োজিত করুন। হে তাত! আমি বালিকা, সুতরাং আপনা-ব্যতিরেকে অনাথা ও দীনা হইয়া সর্ব্বদা আমাকে যে সে স্থানে গমন করিতে হইবে; অতএব আমি এই সুদুষ্করকর্ম্ম করিয়া কুলরক্ষা করত ফলভাগিনী হইব। হে দ্বিজসত্তম! আপনি যদ্যপি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই রাক্ষস-সমীপে গমন করেন, তাহা হইলে আমি অতিশয় পীড়িতা হইব, অতএব আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। হে সত্তম! আমার এবং ধর্ম্ম ও বংশরক্ষার নিমিত্ত আপনাকে রক্ষা করুন। সেই আমাকে এক সময়ে অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, না হয়, এই সময় ত্যাগ করিলেন; অবশ্য করণীয় বিষয়ে আর কালাতিপাত করা উচিত নহে। ইহা অপেক্ষা আর পরম দুঃখ কি আছে যে, আপনি স্বর্গত হইলে আমরা নিরন্তর পরের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়া কুক্কুরের ন্যায় বেড়াইব; আর আপনি বান্ধবগণের সহিত এই ক্লেশ হইতে মুক্ত ও স্বস্থ হইয়া থাকিলে আমি অমরলোকে সুখে বাস করিতে পারিব। ইহাও আমাদিগের শ্রুত আছে যে, এরূপ অন্যায় বিষয়ে কন্যা দান করিয়াও পিতৃগণকে জলদান করিলে তাঁহারা অবশ্যই হিতকারী হন; অতএব আপনি এ বিষয়ে আমাকে দান করিয়া স্বয়ং জীবিত থাকিয়া যদি পিতৃগণকে জলদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা হিতকারী হইবেন।

সেই কন্যার এইরূপ বহুবিধ পরিদেবিত শ্রবণ করিয়া পিতা, মাতা ও কন্যা, তিনজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালকপুত্র তাঁহাদিগের সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রফুল্ল নয়নে সহাস্যবদনে মধুর ও অস্পষ্টবাক্যে কহিতে লাগিল, হে পিতঃ! ক্রন্দন করিবেন না। হে মাতঃ! রোদন করিবেন না। হে ভগিনি! বিলাপ করিবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট একবার করিয়া গমন করিতে লাগিল। পরে একটি তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিল যে, আমি সেই পুরুষাদক রাক্ষসকে এই তৃণদ্বারা বধ করিব। তাহার পিতা, মাতা ও ভগ্নী যদিও অতিশয় দুঃখে কাতর ছিলেন, তথাপি তখন সেই বালকের অস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের মহাহর্ষ হইল। অনন্তর কুন্তী "অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার এই সময়," ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। অনন্তর অমৃতদ্বারা মৃতব্যক্তিদিগকে জীবন প্রদানের ন্যায় তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।

ষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

কুন্তী কহিলেন, এরূপ দুঃখের কারণ কি, তাহা আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি, কারণ, যদি তাহার প্রতীকার করিতে পারা যায়, তবে করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে তপোধনে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সাধুজনের উপযুক্ত বটে, কিন্তু এ দুঃখ নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। এই নগরের সমীপে বক নামে এক মহাবল রাক্ষস বাস করে; সেই পুরুষাদক এই নগরের ও এই প্রদেশের অধীশ্বর; মনুষ্যমাংসে পুষ্ট, বলবান্ ও

দুষ্টবুদ্ধি সেই অসুররাজ নিরন্তর এই দেশ রক্ষা করিয়া থাকে। এই দেশ রাক্ষসের বলে পরিরক্ষিত হওয়াতে পরচক্র হইতে বা কোন প্রাণী হইতে আমাদিগের ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এক শকট অন্ন ও দুইটা মহিষ এবং যে মনুষ্য তাহা লইয়া যায় ঐ মনুষ্য, এ সমস্ত সেই রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্ত বেতনস্বরূপ নির্দিষ্ট আছে। এই দেশের গৃহস্থেরা প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে এক একদিন করিয়া প্রত্যহ তাহার ঐরূপ ভোজন প্রদান করিয়া থাকে। অতি দুস্তর এইরূপ বার বহুবৎসর অন্তর এক এক গৃহস্থের উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি কখন কোন ব্যক্তিরা ইহা হইতে মুক্ত হইবার যত্ন করে, তবে ঐ রাক্ষস তাহাদিগকে স্ত্রীপুত্রের সহিত সংহার করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রদেশে বেত্রকীয় গৃহনামক স্থানে এক রাজা আছেন; সেই বুদ্ধিহীন ভূপতি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না; যদিও তিনি রাক্ষস বধ করিতে স্বয়ং অসমর্থ, কিন্তু যাহাতে এই সমস্ত লোকের চিরকালের নিমিত্ত কুশল হয়, যত্নপূর্ব্বক এমত কোন উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন না। আমরা যখন সেই দুর্ব্বল কুরাজাকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াও তাহার অধিকারমধ্যে বাস করিতেছি, তখন আমরা অবশ্যই এই দুঃখভোগের উপযুক্ত। দেখ, ব্রাহ্মণদিগকে কোনব্যক্তি স্ববিষয়ে বাস করাইতে পারে না, কারণ, তাঁহারা কাহারও ইচ্ছানুবর্ত্তী হন না। তাঁহারা স্বীয়গুণে কামচারী পক্ষীর ন্যায় স্বচ্ছন্দাচারী হইয়া বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তাহার বিপরীতাচরণ করিতেছি; এবং কথিত আছে যে "প্রথমে ভূপতি, পরে ভার্য্যা, তৎপরে ধন উপার্জ্জন করিবে; এই বিষয়ত্রয় সঞ্চয় হইলে জ্ঞাতি ও পুত্রগণের পরিত্রাণ হয়।" এই বিষয়ত্রয়ের উপার্জ্জন-বিষয়েও আমার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য হইয়াছে; সুতরাং অধুনা এই বিপৎসাগরে পতিত হইয়া অতিশয় তাপিত হইতেছি। অদ্য আমাদিগের কুলবিনাশক সেই বার উপস্থিত হইয়াছে—রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্ত বেতনস্বরূপ এক মনুষ্য আমাকে প্রদান করিতে হইবে। পরন্তু আমার এমত ধন নাই যে, কোন স্থান হইতে একটি মনুষ্য ক্রয় করিয়া প্রদান করি, অথচ কোন সুহৃৎকেও প্রদান করিতে পারিব না; সুতরাং সেই রাক্ষসহস্ত হইতে যে মুক্ত হইতে পারি, এমত কোন উপায় দেখি না; এজন্য মহাদুস্তর দুঃখার্ণবে নিতান্ত মগ্ন হইয়াছি। অতএব বিবেচনা করিতেছি যে, অদ্য আমি সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সহিত সেই রাক্ষসের নিকট গমন করিব যে, সেই ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষস একত্র আমাদিগের সকলকেই ভক্ষণ করিবে।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি এই ভয় হইতে কোনপ্রকার বিষণ্ণ হইও না, আমি সেই রাক্ষস হইতে মুক্ত হইবার উপায় স্থির করিয়াছি। তোমার একটি বালকপুত্র ও একমাত্র ব্রতস্থা কন্যা; তাহাদিগের, কি তোমার পত্নীর, কি তোমার স্বয়ং গমন করা আমার বিবেচনায় উচিত হয় না। আমার পঞ্চ পুত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণ করিয়া সেই পাপরাক্ষসের নিকট গমন করিবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি স্বীয় জীবনরক্ষার নিমিত্ত এরূপ কর্ম্ম কোনমতে করিতে পারিব না, আমি আপনার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও অতিথির প্রাণবিয়োগ করিতে সাহসী হই না; যাহারা নীচবংশে উৎপন্ন ও অধার্ম্মিক, তাহারাও কখন ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আত্মাকে বা আত্মজকে পরিত্যাগ করিবে, এই যে বিধি আছে, তাহাই আমার শ্রেয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; এবং তাহা করিতেই আমার অভিরুচি হইতেছে। ব্রাহ্মণবধ ও আত্মবধ, এ উভয়ের মধ্যে আত্মবধই শ্রেয়। কারণ, ব্রহ্মবধ পরমপাপজনক, তাহা করিলে আর নিষ্কৃতি নাই। আমি বিবেচনা করি যে, অনিচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মবধ অপেক্ষা অনিচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবধ আমার পক্ষে শ্রেয়; এবং আমি স্বয়ং কিছু আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, অন্য ব্যক্তি আমাকে বিনাশ করিবে, ইহাতে আমাতে পাপস্পর্শ হইতে পারিবে না। বুদ্ধিদ্বারা কোন অভিসন্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মবধ করিলেও যে কঠিনরূপে বা সহজরূপে নিষ্কৃতি পাইব, এমত বোধ হয় না। গৃহে অভ্যাগত ও শরণাপন্ন ব্যক্তির পরিত্যাগ এবং যাচমান ব্যক্তির বধ, এ সমস্ত নৃশংস ও গর্হিত বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। এবং আপদ্ধর্ম্মবেত্তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা কহিয়াছেন যে, নিন্দিত ও নৃশংসকর্ম্ম কদাপি করিবে না; অতএব অদ্য আমি পত্নীর সহিত জীবন পরিত্যাগ করি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়, আমি কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণবধে সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না। কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমারও এইরূপ মতস্থির আছে যে, ব্রাহ্মণগণকে অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। এবং যদি শত পুত্রও থাকিত, তথাপি পুত্র কখন আমার অনাদরের বিষয় হয় না। আমার পুত্র বীর্য্যবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং ঐ রাক্ষস তাহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, মদীয় তনয় সেই রাক্ষসকে ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিবে এবং আপনাকেও রক্ষা করিবে। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলবান্ মহাকায় অনেকানেক রাক্ষস আসিয়া আমার বীরপুত্র হইতে পরাভব পাইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! একথা তুমি কাহারও নিকট কোন প্রকারে ব্যক্ত করিও না; ব্যক্ত করিলে বিদ্যার্থিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার পুত্রগণকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিবে; মদীয় তনয় গুরুর অনুমতিব্যতিরেকে অন্য কাহাকে যে বিদ্যা দান করিবে, সেই বিদ্যাদ্বারা কোন প্রকারে আর কার্য্য করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভার্য্যার সহিত অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া অমৃততুল্য সেই বাক্যে সমাদরপূর্ব্বক সম্মত হইলেন। পরে কুন্তী ও ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া বায়ুপুত্র ভীমকে সেই দুরূহ কর্ম্ম করিতে কহিলেন। ভীমসেনও তাহাতে সম্মতিপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীমসেন সেই কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে পর সমস্ত পাণ্ডবেরা ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির আকার দ্বারাই সেই ব্যাপার অবগত হইয়া নির্জ্জনে উপবেশনপূর্ব্বক জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাত! ভীমপরাক্রম ভীম কি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন? ইহাতে কি আপনি অনুমতি করিয়াছেন? কিংবা ভীম স্বয়ং ইহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

কুন্তী কহিলেন, এই পরন্তপ বৃকোদর আমার বাক্যানুসারেই ব্রাহ্মণের উপকার ও এই নগর মুক্ত করিবার নিমিত্ত এই মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি এ কি সুদুষ্কর ভয়াবহ সাহস করিয়াছেন! সাধুগণ কখন পুত্র-পরিত্যাগ প্রশংসা করেন না। এবং পরপুত্র রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র পরিত্যাগ করা কিপ্রকারে উচিত হয়? অদ্য আপনি পুত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকাচার অতিক্রম ও বেদবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেন। যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা সুখে শয়ন করিতেছি; যাঁহার বাহুবল অবলম্বনে আমরা ক্ষুদ্রাশয় দুর্য্যোধনাদিকর্তৃক অপহৃত রাজ্য প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি; যাঁহার অপরিমিত বীর্য্য স্মরণ করিয়া দুর্য্যোধন ও শকুনি দুঃখহেতু সমস্তরাত্রি নিদ্রা যায় না; যে বীরের বাহুবীর্য্যে আমরা জতুগৃহ হইতে ও অন্যান্য সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছি; এবং যাঁহা হইতে পুরোচন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; এমন কি, যাহার বাহুবীর্য্য আশ্রয় করিয়া আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে সংহারপূর্ব্বক এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা প্রাপ্তই হইয়াছি, ইহা বোধ করিয়া থাকি; আপনি কোন্ বুদ্ধিতে সেই ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন? আপনি কি জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন? দুঃখহেতু আপনার কি বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে? কুন্তী কহিলেন, যুধিষ্ঠির! তুমি বৃকোদরের নিমিত্ত সন্তাপ করিও না, আমি বুদ্ধিহ্রাস-জন্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। বৎস! আমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণগৃহে যে সংবৃত হইয়া অদীনভাবে সুখে বাস করিতেছি, তাহার প্রত্যুপকারের নিমিত্ত এরূপ করিতে স্থির করিয়াছি, কারণ, উপকার করিলে যিনি প্রত্যুপকার করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ; বিশেষত যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার করাই বিধেয়। জতুগৃহে ভীমসেনের যেরূপ বিক্রম দেখিয়াছি এবং সে যেরূপে হিড়িম্ব বধ করিয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাহার বাহুদ্বয়ের বল অযুতনাগের সমান হইবে। যে বৃকোদর হস্তিসদৃশ তোমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে স্কন্ধে করিয়া বহনপূর্ব্বক বিনিষ্ক্রান্ত করিয়াছে; এতাদৃশ ভীমের সমকক্ষ বলবান্ এই অবনিমণ্ডলে কেহই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, ভীম আমার, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ বজ্রধারী স্বয়ং ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার ক্রোড় হইতে পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাতে উহার শরীরভারে প্রস্তর সকল ঘর্ষিত হইয়া চূর্ণিত হইয়াছিল; একারণেও আমি স্বীয় বুদ্ধিতে ভীমের বল অবগত আছি; তন্নিমিত্তই ব্রাহ্মণের শত্রুপ্রতিকার করিতে মানস করিয়াছি। আমি লোভ কি অজ্ঞান বা মোহহেতু ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই ধর্ম্মকার্য্যের উদ্‌যোগ করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্য দ্বারা দুই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবে; এক এই যে, এই স্থানে যে বাস করিতেছি, তাহার প্রত্যুপকার; দ্বিতীয় মহাধর্ম্ম। আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, যিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের কোন হিতবিষয়ে সাহায্য করেন, তিনি শুভলোক প্রাপ্ত হন। যে ক্ষত্রিয়পুরুষ ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে বিপুল যশ প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যের সাহায্য করিলেও ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রজারঞ্জক হন, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়পুরুষ শূদ্র কি শরণাগত ব্যক্তিকে যদি বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও রাজপূজিতবংশে জন্মলাভ হয়। হে পৌরবনন্দন! পূর্ব্বকালে আশুতর বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্যাসদেব আমাকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই জন্যই আমি এই কর্ম্ম করিতে মানস করিয়াছি।

ত্রিষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মাতার ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি বিপদ্‌গ্রস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক যে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে। আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি যে দয়াবতী হইয়াছেন, তাহাতেই ভীমসেন পুরুষাদক রাক্ষসকে সংহার করিয়া প্রত্যাগত হইবেন, সন্দেহ নাই। নগরবাসি-জনগণ যাহাতে ইহা জানিতে না পারে, আপনি যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিয়া তাহা স্বীকার করাইয়া লইবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাতা হইলে ভীমসেন ভোজনসামগ্রী লইয়া যে স্থানে সেই রাক্ষস আছে, সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসের আবাসস্থলমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য আপনি ভোজন করিতে করিতে তাহার নামোল্লেখপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৃহদাকৃতি ও মহাবেগবান্ ঐ রাক্ষস ভীমবাক্যে অতিশয় রোষপরবশ হইয়া ভূমি বিদারণ করিতে করিতে, যেখানে ভীম আছেন, তথায় আগমন করিল। ঐ রাক্ষসের চক্ষু, শ্মশ্রু ও কেশসকল রক্তবর্ণ, মুখ কর্ণ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং কর্ণ শঙ্কুর ন্যায় ছিল। এতাদৃশ বিকটাকৃতি ভীষণরূপ সেই রাক্ষস ভীমসেনকে অন্ন ভোজন করিতে দেখিয়া দশনদ্বারা অধর দংশন-পূর্ব্বক ত্রিরেখাবিশিষ্ট ভ্রুকুটী ধারণ করিয়া নয়নদ্বয় বিস্তার করত ক্রোধভরে কহিল, কাহার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে যে, যমালয়ে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার ভোজনের নিমিত্ত আনীত অন্ন আমার সমক্ষেই আপনি ভোজন করিতেছে? হে ভারত! ভীমসেন এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে রাক্ষসকে অনাদরপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন; তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। তখন সেই পিশিতাশন ভীষণ শব্দপূর্ব্বক হস্তদ্বয় উদ্যত করিয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। শত্রুসংহারক বৃকোদর তখন রাক্ষসের প্রতি অনাস্থাপূর্ব্বক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তখন অতিশয় ক্রোধপরিপূর্ণ হইয়া, ভীমসেনের পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া উভয় মুষ্টিদ্বারা পৃষ্ঠদেশে এক আঘাত করিল। ভীমসেন সেই বলবান্ রাক্ষসের ভুজদ্বয়দ্বারা অতিশয় আহত হইয়াও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, একমনে ভোজন করিতেই লাগিলেন। পরে মহাবল রাক্ষস সম্পূর্ণরূপে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহার করিবার নিমিত্ত বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি ধাবমান্ হইল। তদনন্তর মহাবলবান্ পুরুষেন্দ্র ভীমসেন তখন সেই অন্ন শনৈঃ শনৈঃ ভোজনপূর্ব্বক আচমন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। রাক্ষস ক্রোধাভিভূত হইয়া ভীমসেনের প্রতি সেই বৃক্ষনিক্ষেপ

করিলে বীর্য্যবান্ ভীমসেন হাস্যপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহা বাম হস্তে ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া বলশালী রাক্ষস বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; এবং ভীমও সেইরূপ বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! তখন মনুষ্যের সহিত সেই রাক্ষসরাজের এতাদৃশ ঘোররূপ বৃক্ষযুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, তাহাতে তত্রত্য বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। পরে পিশিতাশন বক আপনার নাম প্রকাশ করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক মহাবল ভীমসেনকে ভুজদ্বয়ে গ্রহণ করিল। তখন মহাবাহু বলবান্ ভীমসেন সেই মহাবেগশালী কৃত্তিমান্ রাক্ষসকে যথাসাধ্য বলপ্রকাশ করিতে দেখিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভীমকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়াও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই পুরুষাদকই অতিশয় ক্লান্ত হইতে লাগিল তাঁহাদিগের উভয়ের বেগদ্বারা পৃথিবী কম্পিত হইল এবং নিকটস্থ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর বৃকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণ দেখিয়া জানুদ্বারা ভূমিতে নিষ্পেষণপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে তাহার পৃষ্ঠদেশে জানু প্রদানপূর্ব্বক নিষ্পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ও বাম হস্তে কটিদেশের বসন ধারণ করিয়া তাহাকে দ্বিগুণিত অর্থাৎ দুইখণ্ডে ভগ্ন করিলেন; তখন রাক্ষস ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! যখন ভীমসেন কর্ত্তৃক সেই ঘোর রূপ রাক্ষস ভগ্ন হয়, তখন তাহার মুখ হইতে রুধিরধারা উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল।

চতুঃষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শৈলরাজসদৃশ বকরাক্ষস ভগ্নদেহ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পরিজনগণ সেই শব্দে ত্রস্ত হইয়া পরিচারকবর্গের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ভীমের নিকট উপস্থিত হইল। প্রহরণপটু বলবান্ ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিলেন; এবং এইরূপ কহিয়া তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞারূঢ় করিলেন, তোমরা আর কখন মনুষ্য হিংসা করিবে না, যদি কর, তাহা হইলে তোমাদিগকেও ত্বরায় এইরূপ নিহত হইতে হইবে। রাক্ষসগণ বৃকোদরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক সেই নিয়ম স্বীকার করিল। হে ভারত! তদবধি নগরবাসী মনুষ্যেরা সেই নগরে রাক্ষসগণকে শান্ত-প্রকৃতি দেখিত। অনন্তর ভীমসেন সেই মৃত রাক্ষসকে লইয়া নগরের দ্বারদেশে নিক্ষিপ্ত করিয়া লোকের অলক্ষিতরূপে গমন করিলেন। বকরাক্ষসের জ্ঞাতিগণ ভীমকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক তাহাকে নিহত হইতে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্তত পলায়ন করিল। ভীমসেন সেই রাক্ষসরাজকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহে গমনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সেই প্রাতঃকালেই নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পর্ব্বতশৃঙ্গ-তুল্য ভীষণাকার বকরাক্ষসকে রুধিরাক্ত, নিহত ও নিপতিত দেখিয়া লোমাঞ্চিত হইল; এবং একচক্রা নগরীতে পুর-মধ্যে গমন করিয়া ঐ সংবাদ প্রদান করিল। হে রাজন্! তখন সহস্র সহস্র নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বকরাক্ষসকে দেখিতে সমাগত হইল। হে বিশাম্পতে! তাহারা সেই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সকলেই দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল। পরে "অদ্য রাক্ষসের ভোজন-প্রদানে কাহার বার ছিল" ইহা গণনা করিতে লাগিল। পরিশেষে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া সকলেই সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। সমস্ত নাগরগণ ব্রাহ্মণকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে বিপ্রেন্দ্র পাণ্ডবদিগকে গোপন করিবার নিমিত্ত কহিলেন, আমি রাক্ষসের ভোজন-প্রদানে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুগণের সহিত রোদন করিতেছিলাম, এমত সময়ে একজন মন্ত্রসিদ্ধ মহামতি ব্রাহ্মণ আমাকে ঐরূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক এই নগরের মহাক্লেশ অবগত হইয়া আশ্বাস-প্রদান করত হাস্য করিতে করিতে কহিলেন যে, আমি সেই দুরাত্মার নিকট এই অন্ন লইয়া যাইব, আমার নিমিত্ত কোন ভয় নাই। এই কথা বলিয়া তিনি অন্ন লইয়া বকরাক্ষসের অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনিই লোকের হিতের নিমিত্ত এই কর্ম্ম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মমহোৎসব করিতে লাগিলেন। নগরবাসী মনুষ্যেরা সেই অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিল। পাণ্ডবগণ সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন

পঞ্চষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পুরুষসিংহ পাণ্ডবেরা বকরাক্ষস বধ করিয়া, তাহার পর কি করিয়াছিলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডবগণ বক রাক্ষস সংহার করিয়া সেই ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থিতিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাসের নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইলেন। নিত্য অতিথিসেবাপরায়ণ ঐ ব্রাহ্মণ অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে পূজা করিয়া বাস প্রদান করিলেন। ঐ অভ্যাগত ব্রাহ্মণ তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ শুভ কথা কহিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ও কুন্তী, ইহাঁরা ঐ সকল কথা শ্রবণে অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন। তিনি বিবিধ আশ্চর্য্য দেশ, নগর, তীর্থ, সরিৎ, নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রাজাদিগের বিবরণ ও বিবিধ নগর সকলের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! সেই ব্রাহ্মণ কথাবসরে, পাঞ্চাল দেশে যাজ্ঞসেনীর অদ্ভুত স্বয়ম্বর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি ও দ্রুপদ রাজার মহাযজ্ঞে কৃষ্ণার অযোনিজত্বরূপে উৎপত্তি এই সকল সংবাদ কহিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের নিকট সেই মহাত্মার অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কথাবসরে বিস্তাররূপে জানিতে ইচ্ছা করিলেন ও কহিলেন, হে বিপ্র! পাবক হইতে কিরূপে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হইল? কিরূপে বেদীমধ্য হইতে কৃষ্ণার অদ্ভুতরূপে জন্ম হইল? কিরূপেই বা ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহাধনুর্দ্ধারী আচার্য্য দ্রোণ হইতে সর্ব্বাস্ত্র শিক্ষা করিলেন? এবং দ্রুপদ রাজার সহিত দ্রোণের যে সখ্য ছিল, তাহা কি কারণে কি প্রকারেই বা ভঙ্গ হইয়াছিল? বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুষ-প্রধান পাণ্ডবগণের এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ

দ্রৌপদীর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন

ষট্‌ষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গঙ্গাদ্বারের সমীপে ভরদ্বাজ নামে নিয়তব্রতনিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপস্বী এক মহর্ষি বাস করিতেন। একদা তিনি গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা আসিয়া স্নান করিয়া নদীতীরে দণ্ডায়মানা আছে। সেই সময়ে বায়ুদ্বারা তাহার বসন ব্যপহৃত হওয়াতে ঋষি তাহাকে বিবসনা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কামপরতন্ত্র হইলেন। কৌমারকালাবধি ব্রহ্মচারী সেই মহর্ষি ঘৃতাচীর প্রতি আসক্ত-চিত্ত হইবামাত্র তাঁহার চিরসঞ্চিত রেত স্খলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দ্রোণ নামক পাত্রে ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই ধীমান্ ঋষি হইতে দ্রোণ-নামক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ কুমার বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পৃষত নামে এক রাজা ভরদ্বাজের সখা ছিলেন; তাঁহার দ্রুপদ নামে এক পুত্র হইল। ক্ষত্রিয়বর পৃষততনয় দ্রুপদ প্রত্যহ ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পরে ভূপতি পৃষত স্বর্গারোহণ করিলে দ্রুপদ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দ্রোণ শুনিলেন যে, পরশুরাম সমস্ত ধন দান করিতেছেন; পরে যখন রাম সর্ব্বস্ব দান করিয়া বনগমনে করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময়ে ভরদ্বাজতনয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমার নাম দ্রোণ, আমি ধন-প্রার্থনায় আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি, এক্ষণে আমার শরীর ও অস্ত্রগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব আমার সমুদায় অস্ত্র বা শরীর, একতর প্রার্থনা কর। দ্রোণ কহিলেন, আপনি প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, অনন্তর, ভৃগুনন্দন "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিলেন; দ্রোণ তাহা গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। তিনি রাম হইতে পরম সম্মত ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। অনন্তর প্রতাপশালী পুরুষেন্দ্র ভরদ্বাজ নন্দন দ্রুপদের নিকট আসিয়া কহিলেন, আমি তোমার সখা। দ্রুপদ উত্তর করিলেন, যিনি শ্রোত্রিয় নহেন, তিনি কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারেন না; যিনি রথী নহেন, তিনি কখন রথীর সখা হইতে পারেন না; এবং যিনি স্বয়ং রাজা নহেন, তিনি কখন রাজার সখা হইতে পারেন না; অতএব তুমি কি নিমিত্ত সখা বলিয়া সম্বোধন করিতেছ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বুদ্ধিমান্ দ্রোণ পাঞ্চাল্য দ্রুপদের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, প্রতিবিধান করিতে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া, কৌরবদিগের হাস্তিনপুর নামক নগরে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম সেই সমাগত ধীমান দ্রোণের নিকট পৌত্রগণকে শিষ্যত্ব-রূপে সমর্পণ করিলেন এবং বিবিধ ধন প্রদান করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর দ্রোণ দ্রুপদের অপকারের নিমিত্ত শিষ্য পাণ্ডবদিগকে সমীপে আনয়ন করিয়া সকলকেই কহিলেন, হে নিষ্পাপ রাজকুমারেরা! তোমরা অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইলে, আমি মনোমধ্যে যে বিষয় গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা প্রদান করিবে, ইহা সত্য করিয়া বল। তাহাতে অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যগণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। যখন কৃতনিশ্চয় পাণ্ডবগণ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন, তখন আচার্য্য দ্রোণ তাঁহাদিগকে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত ইহা কহিলেন যে, দ্রুপদ-নামে পৃষত রাজার তনয় অহিচ্ছত্রদেশের অধীশ্বর আছেন, তোমরা সেই রাজ্য তাঁহার নিকট হইতে শীঘ্র হরণ করিয়া আমাকে প্রদান কর। অনন্তর পাণ্ডুনন্দনেরা দ্রুপদকে সংগ্রামে পরাজয়পূর্ব্বক অমাত্যের সহিত বন্ধন করিয়া দ্রোণের নিকট সমর্পণ করিলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে কহিলেন, হে নরাধিপ! আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখ্য প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু অধুনা আমি রাজা, তুমি রাজা নহ, রাজা না হইলে রাজার সহিত সখ্য হইতে পারে না, এজন্য তোমার সহিত একত্র রাজ্য করিতে এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে রাজা হও, আমি উত্তরকূলে রাজা হই। ব্রাহ্মণ কহিলেন, তখন পাঞ্চালরাজ অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ-প্রবর ধীমান্ দ্রোণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহামতি ভরদ্বাজনন্দন! তোমার ভাল হউক, তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ, তাহাই হউক; আমার সহিত তোমার সখ্য চিরস্থায়ী হউক। অরিন্দম দ্রোণ ও পাঞ্চালরাজ পরস্পর এইরূপ কহিয়া অনুত্তম সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু রাজা দ্রুপদের অন্তঃকরণ হইতে সেই মহা অপমান মুহূর্ত্তকালও তিরোহিত হইল না, তিনি তজ্জন্য অতিশয় দুঃখিতচিত্ত ও কৃশ হইতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজা দ্রুপদ অমর্ষ ও শোকে আকুল হইয়া উপযুক্ত পুত্রোৎপত্তির অভিলাষে কর্ম্মসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণকে অন্বেষণ করত তাঁহাদিগের আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। "আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান নাই," এই চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি প্রাপ্ত অবজ্ঞাহেতু আপনার পুত্রদিগকে ও বন্ধুগণকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক দ্রোণের প্রতিকার নিমিত্ত সর্ব্বদা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। তিনি প্রতিকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াও দ্রোণের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা ও চরিত্র অবলম্বনদ্বারা যে অতিক্রম করিতে পারেন, চিন্তা করিয়া তাহার কোন উপায় দেখিলেন না। অনন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাকূলে কল্মাষপাদ নামক রাজার পুরসমীপে পবিত্র ব্রাহ্মণ বাসে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্নাতক, ব্রতনিষ্ঠ ও মহাভাগ ছিলেন। তন্মধ্যে যাজ ও উপযাজ নামক, ব্রতনিষ্ঠ, শমগুণ-সম্পন্ন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সংহিতাধ্যয়ন-নিরত, কাশ্যপ-গোত্রীয় ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিতকার্য্য সম্পাদনে উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি অতন্দ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ কামনাদ্বারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠকে ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া একান্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি সমস্ত কাম্যবস্তুর

প্রলোভ-প্রদর্শন, পদশুশ্রূষা, প্রিয়বাক্য-কথন, অভিলাষ পূরণ-প্রভৃতিদ্বারা সেই ধৃতব্রত উপযাজকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। একদা দ্রুপদ-উপযাজকে যথাবিধানে পূজিত করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ উপযাজ! যে কর্ম্ম করিলে আমার দ্রোণবিনাশক পুত্র উৎপন্ন হয়, যদি আপনি তাহা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অর্ব্বুদসংখ্য গোদান করিব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদ্যপি আর কিছু আপনার অভিলাষ থাকে, তাহাও প্রদান করিব, তাহাতে সংশয় নাই। ঋষি কহিলেন, আমি এ কর্ম্ম করিতে পারিব না। দ্রুপদ তথাপি সেই ঋষির আরাধনার নিমিত্ত পুনর্ব্বার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে এক দিবস দ্বিজোত্তম উপযাজ রাজা-দ্রুপদকে মধুরবাক্যে কহিলেন যে,একদা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গহনবনে বিচরণ করিতে করিতে এমত স্থান হইতে পতিত একটি ফল গ্রহণ করিলেন যে, ঐ স্থান শুচি কি না তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐ অযুক্ত কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছিলাম। হে রাজন! তিনি সেই দোষ-যুক্ত ফল গ্রহণ-বিষয়ে কোন বিচার করিলেন না। সেই ফল দেখিয়া তদ্বিষয়ে পাপানুবন্ধক দোষ তাঁহার বুদ্ধিতে স্থান প্রাপ্ত হইল না; অতএব যিনি একস্থলে শৌচ বিচার করিলেন না, তিনি অন্য বিষয়ে কি প্রকারে দোষদর্শী হইবেন, অর্থাৎ তিনি তোমার অভীষ্টবিষয়ে দোষদর্শী হইবেন না। অপিচ তিনি যখন গুরুকুলে বাস করিয়া সংহিতা অধ্যয়ন করিতেন, তখন অন্যের উৎসৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্যও যে সে সময়ে ভক্ষণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার ঘৃণা বোধ হইত না; সর্ব্বদা অন্নের গুণ কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য্য-প্রযুক্ত আমি তর্করূপ চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে ফলার্থী বিবেচনা করিতেছি। হে নৃপতে! তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার যাজনকার্য্য করিতে সম্মত হইবেন।

দ্রুপদ নৃপতি যাজের চরিত শ্রবণপূর্ব্বক নিন্দা করিতে ইচ্ছুক হইয়াও মনে মনে স্বকার্য্য চিন্তা করিয়া উপযাজের বাক্যানুসারে তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া পূজার্হ যাজকে সর্ব্বতোভাবে পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অযুত গো প্রদান করিতেছি, আপনি আমার যাজন-কার্য্য করুন। আমি দ্রোণের শত্রুতানলে সন্তপ্ত হইয়াছি, আপনি কৃপাবারি সেচন করিয়া আমাকে সুশীতল করুন। দ্রোণ ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মাস্ত্র উভয়-বিষয়েই পারদর্শী; এই জন্য সখ্যবিবাদে তিনি আমাকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান ও কৌরবদিগের প্রধান আচার্য্য; এই ভূমণ্ডলে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ক্ষত্রিয় নাই। তাঁহার ধনু ছয় অরত্নি পরিমিত ও অতিমহৎ; তাঁহার শরজালে সমস্ত প্রাণীরই শরীর ধ্বংস হইতে পারে। মহানুভব সেই ভরদ্বাজ-নন্দন ব্রাহ্মণবেশে মহাধনুর্দ্ধারী হইয়া ক্ষত্রিয়তেজ ধ্বংস করিতেছেন, ইহাতে সংশয় নাই। তিনি ক্ষত্রিয়কুল সংহারের নিমিত্ত যেন দ্বিতীয় পরশুরাম হইয়াছেন। এই পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তিই তাঁহার ঘোর অস্ত্রবল পরাভব করিতে পারে না। তিনি আহুতিপ্রাপ্ত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রহ্মতেজ ধারণ করিয়া থাকেন। সেই ব্রাহ্মতেজস্বী পুরুষ সংগ্রামস্থলে ব্রাহ্মতেজেরসহিত মিলিত ক্ষাত্রতেজোদ্বারা প্রতিপক্ষকে দগ্ধ করেন। তাঁহার ব্রাহ্মতেজ ক্ষাত্রতেজের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হইলেও আপনার ব্রাহ্মতেজ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং আমার কেবল ক্ষাত্রবলহেতু আমি তাঁহা অপেক্ষা হীন হইয়াছি, অতএব আমি আপনাকে দ্রোণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বেদজ্ঞতম প্রাপ্ত হইয়া আপনার ব্রাহ্ম-তেজ আশ্রয় করিলাম। হে যাজ! আমি যে কর্ম্মদ্বারা সংগ্রামে দুর্জ্জয় ও দ্রোণবিনাশক পুত্র লাভ করিতে পারি, আপনি তাহা করুন; আপনাকে দশকোটি গো দান করিতে প্রস্তুত আছি।

যাজ "তথাস্তু" বলিয়া যাগের প্রয়োগ মনে মনে স্মরণ করিলেন; এবং ঐ কার্য্য গুরুতর বিবেচনা করিয়া অকাম উপযাজকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। মহর্ষি যাজ দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলে পর মহাতপা উপযাজ নরেন্দ্র-দ্রুপদের নিকট তাঁহার পুত্রফলের নিমিত্ত শ্রৌতাগ্নিসাধ্য কর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করিলেন ও কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যেরূপ মহাতেজস্বী ও মহাবলবীর্য্যবান্ পুত্র কামনা করিবেন, আপনার সেইরূপই পুত্র হইবে। অনন্তর ভূপতি দ্রুপদ দ্রোণবিনাশক পুত্র অভিসন্ধি করিয়া কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মহাযজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলে তাঁহারা যজ্ঞারম্ভ করিলেন। পরে যাজ হবনান্তে রাজ্ঞীকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, হে রাজ্ঞি! পৃষতরাজবধূ! তুমি হবিগ্রহণের নিমিত্ত শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর, তোমার পুত্র কন্যা উপস্থিত হইয়াছে। রাজ্ঞী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার মুখ কুঙ্কুমাদি-গন্ধ-দ্রব্যে অবলিপ্ত আছে, অঙ্গরাগ সমস্ত ধারণ করিয়া আছি, সুতরাং সন্তানের নিমিত্ত যজ্ঞীয় হবিগ্রহণে এক্ষণে আমি অশুচি হইতেছি; অতএব আমার অভীষ্ট পুত্রের নিমিত্ত আপনি কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন; আমি শুচি হইয়া আসিতেছি। যাজ কহিলেন যে, হব্য বস্তু উপযাজ-কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া যাজ-কর্ত্তৃক পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে, তুমি আইস বা থাক, অবশ্যই তদ্দ্বারা কামনা সিদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ কহিলেন, যাজ ইহা কহিয়া হুতহুতাশনে সংস্কৃত হব্যের আহুতি প্রদান করিবামাত্র সেই পাক হইতে জ্বালাবর্ণ, ভীষণাকৃতি, কিরীটভূষণ, উত্তম কবচযুক্ত, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণধারী, দেব-সদৃশ এক কুমার উৎপন্ন হইল। ঐ কুমার জন্মপরিগ্রহ করিয়াই বারম্বার সিংহ নাদ করিতে করিতে প্রধানরথে আরোহণ করিল ও ঐ রথে ইতস্তত গমন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পাঞ্চালগণ আনন্দিত হইয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে 'সাধু সাধু' বলিয়া ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল যে, হর্ষাবিষ্ট সেই পাঞ্চালগণের ভার সহ্য করিতে বসুন্ধরা যেন অসমর্থা হইলেন। তখন আকাশবাণী হইল যে "এই রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই পুত্র পাঞ্চালগণের যশস্কর, ভয়নাশক ও রাজার শোকাপহ হইবে।" পরে বেদীমধ্য হইতে পাঞ্চালরাজনন্দিনী সৌভাগ্যশালিনী শ্যামাঙ্গী এক কুমারী উত্থিতা হইল। ঐ কন্যার সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুদৃশ্য; লোচনদ্বয় সুন্দর-নীলবর্ণ, আয়ত ও পদ্ম পলাশ-সদৃশ; কেশ-চয় কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত; নখ-সকল তুঙ্গ ও তাম্রবর্ণ; ভ্রূযুগল অতি শোভাকর; এবং পয়োধর পীন ও মনোহর; তাহার রূপসৌন্দর্য্যে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ দেবকন্যা মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার নীল-পদ্ম-সদৃশ গাত্রগন্ধ এক ক্রোশ দূর হইতেও উপলব্ধি হইতে লাগিল। ঐ দেবরূপিণী কন্যা এরূপ নিরুপম-রূপবতী যে, দেব

দানব, যক্ষ-প্রভৃতিও তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। সেই সুশ্রোণী কন্যা জন্মপরিগ্রহ করিলেও তখন আকাশবাণী হইল যে, "এই কৃষ্ণা সমস্ত রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ও অনেক ক্ষত্রিয়কুলের ক্ষয়াকাঙ্ক্ষিণী হইবে, এই সুমধ্যমা হইতে যথাকালে দেবকার্য্য সম্পাদন হইবে। ইহার নিমিত্তই কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে।" সমস্ত পাঞ্চালগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সিংহসমূহের ন্যায় এমত হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল যে, বসুন্ধরা সেই হর্ষপূর্ণ পাঞ্চালগণের ভার সহ্য করিতে যেন অসমর্থা হইলেন।

সুতাকাঙ্ক্ষিণী দ্রুপদরাজমহিষী সেই পুত্রকন্যা দেখিয়া যাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই পুত্রকন্যা যেন আমা-ভিন্ন কাহাকেও জননী বলিয়া জানিতে না পারে। যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত 'তথাস্তু' বলিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা পূর্ণ-মনোরথ হওয়াতে কহিলেন যে, দ্রুপদ রাজার এই কুমার, ধৃষ্ট অর্থাৎ প্রগল্ভ, অতিধৃষ্ট অর্থাৎ বিপক্ষের উৎকর্ষাসহিষ্ণু, এবং দ্যুম্নাদির অর্থাৎ কবচকুণ্ডলাদির সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল; এবং এই কুমারী কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছে, এজন্য ইহার নাম কৃষ্ণা থাকিল। দ্রুপদ রাজার মহাযজ্ঞে এইরূপে পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর প্রতাপবান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া পূর্ব্বকৃত রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণের প্রত্যুপকার করিলেন। মহামতি দ্রোণ, ভাবী দৈবী অনতিক্রমণীয়, ইহা বিবেচনা করিয়া আত্মকীর্ত্তি-রক্ষার নিমিত্ত ঐরূপ কার্য্য করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবল পাণ্ডবেরা সকলেই ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শল্যবিদ্ধের ন্যায় বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। সত্যবাদিনী কুন্তী পুত্রগণকে অন্যমনস্ক দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমাদিগের এই ব্রাহ্মণভবনে বহু দিবস অবস্থিতি করা হইল। এই রমণীয় নগরে মহাত্মাদিগের নিকট ভিক্ষালাভ করত ক্রীড়া-পূর্ব্বক কাল যাপন হইয়াছে। এস্থানে যে সমস্ত রমণীয় বন ও উপবন আছে, তৎসমুদায়ই পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করা হইয়াছে। হে বীর কুরুনন্দন! সেই সকল স্থান পুনর্ব্বার অবলোকন করিতে আর তাদৃশ মনঃপ্রীতি হয় না এবং এক স্থানে থাকিলে সেরূপ ভিক্ষা লাভেরও সম্ভাবনা থাকে না; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চালদেশে সুখে গমন করি সে স্থান পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, তাহার দর্শন রমণীয় হইবে। হে শত্রুকর্ষণ! শুনিয়াছি যে, পাঞ্চালদেশ উত্তম সুভিক্ষ এবং তত্রত্য নরপতি যজ্ঞসেনও ব্রহ্মনিষ্ঠ। অপিচ এক স্থানে চিরকাল বাস করিতে আমার মত হয় না, তাহা কর্ত্তব্যও নহে। পুত্র! যদ্যপি তোমার মত হয়, তাহা হইলে চল আমরা সেই স্থানে সুখে গমন করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনার যেরূপ অভিমত হইবে, তাহাই আমরা করিব এবং তাহাই আমাদিগের পরম হিতজনক; পরন্তু অনুজগণের অভিপ্রায় কি তাহা বলিতে পারি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তী ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে তথায় গমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন। মহারাজ! অনন্তর কুন্তী ও তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া মহাত্মা মহীপতি দ্রুপদের রমণীয় নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন।

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যখন মহাত্মা পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় এক দিবস সত্যবতীসুত ব্যাস তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। পরন্তপ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুত্থান পুরঃসর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের কর্তৃক পূজিত ও প্রসন্ন হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ইহা কহিলেন, হে পরন্তপগণ! তোমরা ত ধর্ম্মপথে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? পূজার্হ ব্রাহ্মণগণে তোমাদিগের ত পূজা পরিহীন হয় না? অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্ম্মার্থযুক্ত ও বিবিধ বিচিত্র কথা কহিয়া পুনর্ব্বার ইহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক তপোবনে কোন মহাত্মা ঋষির এক কন্যা ছিল; ঐ কন্যা ক্ষীণকটি, সুশ্রোণী, সুভ্রূ ও সর্ব্বগুণান্বিতা ছিল। ঋষিতনয়া স্বকৃত কর্ম্মবশে দুর্ভগা হইয়াছিলেন, সতী ও রূপবতী হইয়াও পতি প্রাপ্তা হইলেন না। অনন্তর তিনি দুঃখার্ত্তহৃদয়া হইয়া পতিপ্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে উগ্রতপস্যা দ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিলে শঙ্কর পরিতুষ্ট হইয়া ঐ যশস্বিনী কন্যাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি শঙ্কর, তোমাকে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। ঋষিকন্যা আপনার হিতের নিমিত্ত ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন যে, আমি সর্ব্বগুণান্বিত পতি প্রার্থনা করি। বাক্পতি ঈশান তাঁহাকে কহিলেন যে, হে ভদ্রে! তোমার ভরতবংশীয় পঞ্চ পতি হইবে। কন্যা বরপ্রদ মহাদেবের ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন, হে দেব! হে বিভো! আমি ত্বদীয় প্রসাদে একমাত্র পতি প্রার্থনা করিতেছি। তখন দেবদেব পুনর্ব্বার এই উৎকৃষ্টতম বাক্য কহিলেন যে, তুমি "পতি প্রদান কর" এই কথা পাঁচ বার আমার নিকট বলিয়াছ; অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চপতি হইবে।

হে ভরতকুলভূষণগণ! সেই কন্যা এক্ষণে দ্রুপদকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। দেবরূপিণী অনিন্দিতা কৃষ্ণানাম্নী সেই দ্রৌপদী তোমাদিগের পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্টা আছেন; অতএব অধুনা তোমরা পাঞ্চাল নগরে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি কর। হে মহাবল পাণ্ডবগণ! সেই কৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমরা সুখী হইবে, সংশয় নাই। পাণ্ডবদিগের পিতামহ মহাতপস্বী মহাভাগ ব্যাসদেব, পার্থগণ ও কুন্তীকে ইহা কহিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন

সপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান ব্যাস গমন করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ পরন্তপ পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক সংকৃত করিয়া আনন্দ-চিত্তে জননীকে অগ্রে করিয়া পাঞ্চাল নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা স্বীয় উদ্দেশ-ক্রমে সমান উত্তরমুখ পথে অহোরাত্র গমন করিয়া যেখানে ভগবান্

চন্দ্রশেখর আছেন, সেই সোমাশ্রয়ণ নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় দিবাবসান হওয়াতে মহারথ ধনঞ্জয় পথ-প্রকাশ ও রক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত কাষ্ঠ উদ্যত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; পরে পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডুনন্দনেরা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে ঈর্ষাযুক্ত এক গন্ধর্ব্বরাজ জলক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন করিয়া রমণীয় ভাগীরথীজলে স্ত্রীগণের সহিত নির্জ্জনে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণ সেই নদীতে অবরোহণ করিতেছেন, এমত সময় অতিবলবান্ ঐ গন্ধর্ব্ব তাহাদিগের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পরন্তপ পাণ্ডবগণকে জননীর সহিত আসিতে দেখিয়া ঘোর শরাসন বিস্ফারিত করত কহিলেন, রজনী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যে রক্তিমবর্ণ ঘোর সন্ধ্যা-কাল হয়, তাহার অশীতি লব ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদায় মুহূর্ত্তই কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের সঞ্চারণের নিমিত্ত নিরূপিত আছে; এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সময় মনুষ্যের কর্ম্মাচরণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদ্যপি মনুষ্যেরা লোভহেতু বিচরণ করত আমাদিগের সেই নিরূপিত সময়ে নিকটবর্ত্তী হয়, তবে আমরা সেই মূর্খদিগকে বিনষ্ট করি; এবং এইরূপ হইলে রাক্ষসেরাও ঐ মূর্খদিগকে বিনষ্ট করে। এজন্য, যাহারা রজনীতে জলাশয়ে গমন করে, তাহারা বলবান্ ভূপতি হইলেও বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন; অতএব তোমরা দূরে থাক, আমার সমীপবর্ত্তী হইও না। তোমরা কি জান না যে, আমি ভাগীরথী-জলে অবগাহন করিতেছি? আমি মানী ও কুবেরের সখা অঙ্গারপর্ণ নামে গন্ধর্ব্ব; আমি স্বীয় বাহুবলেই কার্য্যসাধন করিয়া থাকি, কাহাকেও ক্ষমা করি না। আমার অধিকৃত এই বন অঙ্গারপর্ণ নামে বিখ্যাত। আমি এই বনে গঙ্গা ও রাকা নদীতে বিচিত্র ক্রীড়াপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকি। আমি কুবে-রের উষ্ণীষস্বরূপ অর্থাৎ অতিপ্রিয়; লক্ষণদ্বারা বিদিত হই-তেছে যে, তোমরা রাক্ষস, শৃঙ্গী, গন্ধর্ব্ব বা যক্ষ নহে, তবে কিপ্র-কারে আমার নিকট আসিতে সাহসী হইলে? অর্জ্জুন কহি-লেন, রে দুর্ম্মতে! সমুদ্র, হিমালয়পার্শ্ব ও গঙ্গা এই সকল স্থান দিবাভাগে, রাত্রিতে বা সন্ধ্যাকালে কোন্ ব্যক্তির পক্ষে রুদ্ধ থাকিতে পারে? ভো ব্যোমচর! ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, কোন মনুষ্যের দিবাভাগে কি রাত্রিকালে, কোন সময়েই এই সরিদ্বরা গঙ্গায় উপস্থিত হইতে কাল-নিয়ম নাই। বিশেষত আমরা অসময়ে তোমাকে যে বিরক্ত করিলাম, তাহাতেই বা কি হইবে? যেহেতু আমরা শক্তি-সম্পন্ন। রে ক্রূর! যে সকল মনুষ্য সংগ্রামে অসমর্থ, তাহারাই তোমা-দিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই গঙ্গা, হিমালয় পর্ব্বতের হেমশৃঙ্গ হইতে নিঃসরণপূর্ব্বক সপ্তধা হইয়া সমুদ্র-সলিলে মিলিত হইয়াছেন। যাহারা গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষজাতা সর-স্বতী, রথস্থা, শরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী, এই সপ্তবিধা নদীর জল পান করে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। ভো গন্ধর্ব্ব! আকাশতটিনী পবিত্রা এই গঙ্গা আকাশগামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে এবং পিতৃলোকে পাপাত্মাগণের দুস্তরা বৈতরণী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন যে, স্বর্গ-সম্পাদিনী শুভদায়িনী এই সুরতরঙ্গিণীতে গমন করিতে কাহা-রও বাধা নাই; তুমি সেই অসম্বাধা জাহ্নবীকে কি জন্য রোধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে; অতএব আমরা কি নিমিত্ত তোমার কথা শুনিয়া বাধারহিত অনিবার্য্য পবিত্র এই গঙ্গাজল ইচ্ছামত স্পর্শ করিব না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অঙ্গারপর্ণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধ-ভরে কার্ম্মুক আয়তন করিয়া মহাবিষ-আশীবিষের ন্যায় ভীষণ-শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সেই প্রজ্বলিত কাষ্ঠ ও উত্তম চর্ম্ম ঘূর্ণায়মান করত তাঁহার সমুদায় বাণ শীঘ্র নিবারিত করিলেন ও কহিলেন, রে গন্ধর্ব্ব! যাহারা অস্ত্রজ্ঞ, তাহাদিগের প্রতি বিভীষিকাপ্রয়োগ করা উপযুক্ত নহে, কারণ তাহাদিগের নিকট তাহা ফেনের ন্যায় ক্ষণমাত্রেই লীন হয়। ভো গন্ধর্ব্ব! আমার বোধ আছে যে, গন্ধর্ব্বগণ মানব-জাতি হইতে পরাক্রান্ত, অতএব আমি তোমার সহিত দিব্য অস্ত্রে যুদ্ধ করিব, কপট যুদ্ধ করিব না। পূর্ব্বকালে দেবরাজের গুরু সর্ব্বমান্য বৃহস্পতি এই আগ্নেয় অস্ত্র ভরদ্বাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ভরদ্বাজ হইতে অগ্নিবেশ্য প্রাপ্ত হন; অগ্নিবেশ্য হইতে আমার গুরু ব্রাহ্মণসত্তম দ্রোণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি এই উৎকৃষ্ট অস্ত্র আমাকে প্রদান করিয়াছেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন ইহা কথনপূর্ব্বক রুষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করত তাহার প্রসিদ্ধ রথ দগ্ধ করিলেন। সেই মহাবল গন্ধর্ব্ব, আগ্নেয়াস্ত্রের তেজঃপ্রভাবে মোহিত, বিরথ ও বিপ্লুত হইয়া অধোমুখে ভূতলে পতিত হইতেছেন, এমত সময়ে ধনঞ্জয় তাঁহার মাল্যবিভূষিত কেশনিচয় ধারণ করিলেন; এবং অস্ত্রপাতে অচেতন ঐ গন্ধর্ব্বকে আকর্ষণ করিয়া ভ্রাতৃগণের নিকট আনয়ন করিলেন। অনন্তর সেই গন্ধর্ব্বের কুম্ভীনসীনাম্নী ভার্য্যা স্বামীর রক্ষার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের শরণাগতা হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমাকে রক্ষা করুন,—আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করুন। হে প্রভো! আমার নাম কুম্ভীনসী; আমি গন্ধর্ব্বী; আপনার শরণাপন্না হইলাম। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে রিপুসূদন! যে শত্রু যুদ্ধে পরাজিত, পরাক্রমশূন্য, যশোহীন এবং স্ত্রীকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তাহাকে কোন্ ব্যক্তি বিনাশ করিতে পারে? তাত! তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। অনন্তর অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে কহিলেন, গন্ধর্ব্ব! তুমি জীবন প্রাপ্ত হইলে গমন কর, শোক করিও না। অদ্য কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রতি অভয় দান করিতে আদেশ করিলেন। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, আমার পর্ণ অর্থাৎ বাহন দীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় অন্যের দুঃস্পর্শনীয় ছিল, এজন্য আমি অঙ্গারপর্ণ নামে খ্যাত ছিলাম; অধুনা তোমার নিকট পরাজিত হইয়া অঙ্গারপর্ণ এই নাম পরিত্যাগ করিলাম; কেননা যখন জনসমাজে বলবীর্য্যে শ্লাঘ্য হইলাম না, তখন নামমাত্রে শ্লাঘ্য হইবার প্রয়োজন কি? অদ্য আমার এই এক পরম লাভ হইল যে, আমি দিব্যাস্ত্রধারী সখা প্রাপ্ত হইলাম; অদ্য সখা অর্জ্জুনকে গান্ধর্ব্বী মায়াবিদ্যা প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। আমার উত্তম বিচিত্র রথ ছিল, এজন্য আমি চিত্ররথ বলিয়া খ্যাত ছিলাম; এক্ষণে ঐ রথ অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইল, অতএব আমি চিত্ররথ হইয়াও দগ্ধরথ নাম প্রাপ্ত হইলাম। হে সখে! আমি পূর্ব্বে তপস্যা-দ্বারা যে গান্ধর্ব্বী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, অদ্য সেই

বিদ্যা, তুমি আমার প্রাণদাতা ও মহাত্মা, এই নিমিত্ত তোমাকে প্রদান করিব। যিনি বলদ্বারা শত্রুকে পরাজিত ও স্তম্ভিত করেন এবং সেই পরাজিত ও স্তম্ভিত শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণ প্রদান করেন, তিনি অবশ্যই কল্যাণভাজন হইবার উপযুক্ত। ঐ বিদ্যার নাম চাক্ষুষী; ভগবান্ মনু সোমকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন; সোম বিশ্বাবসুকে দিয়াছিলেন; আমি বিশ্বাবসুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। পরন্তু সেই গুরুদত্ত বিদ্যা এই কাপুরুষের আশ্রয়ে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। এই চাক্ষুষী বিদ্যার গুরুপরম্পরায় আগমবিবরণ কহিলাম, এক্ষণে ইহার বীর্য্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিলোকের মধ্যে যে বস্তু চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করিবে, সেই বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইবে এবং সেই বস্তুর যে প্রকার স্বভাব ও অবস্থা, তাহাও ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবে। ছয়মাস একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিলে এই বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু তুমি সেই ব্রত না করিলেও আমি স্বয়ংই তোমাকে ইহা প্রদান করিব। হে রাজন্য! আমরা এই বিদ্যাবলেই অনুভাবদর্শী হইয়া মনুষ্য হইতে বিশিষ্ট ও দেবতাদিগের সমান হইয়াছি। হে পুরুষসত্তম! আর আমি তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃগণকে পৃথক্ পৃথক্রূপে এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিতেছি; দিব্যবর্ণ ও মনের ন্যায় বেগগামী সেই সকল অশ্ব দেব ও গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়া থাকে। ইহাদিগের যৌবন বা বার্দ্ধক্য অবস্থা নাই; ইহারা কদাপি বেগহীন হয় না। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরবিনাশের নিমিত্ত দেবরাজ মহেন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল; ঐ বজ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে পতিত হইয়া শীর্ণ হওত সহস্রধা হইল। সেই অনেকবিধ বজ্রভাগকে দেবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকী-মধ্যে যশোরূপ-ধন সেই বজ্রের এক অংশ; ব্রাহ্মণেরা যে হস্তদ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া শুভফল ভোগ করেন, তাঁহাদিগের সেই হস্ত ঐ বজ্রের এক অংশ; ক্ষত্রিয়গণ যে রথ হইতে সংগ্রামে দেবব্রাহ্মণগণের বিপক্ষ বিনাশ করেন, তাঁহাদিগের ঐ রথ সেই বজ্রের একভাগ; বৈশ্যগণ দেবব্রাহ্মণে যে দান করিয়া সুখী হন, তাঁহাদিগের সেই দানও বজ্রের এক অংশ এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের যে পরিচর্য্যা করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেই পরিচর্য্যা কর্ম্মও বজ্রের এক অংশ হইয়াছে; অতএব অশ্বগণ ক্ষত্রিয়দিগের বজ্রস্বরূপ রথের এক অঙ্গহেতু অবধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরন্তু রথাঙ্গ অশ্ব সকল ঘোটকী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে যে সকল অশ্ব গন্ধর্ব্বলোকে জন্মে, তাহারা শূর ও তাহাদিগের বর্ণ ইচ্ছাধীন, এবং তাহারা ইচ্ছামত বেগবান্ ও আয়ত্ত হইয়া থাকে; এই কারণে আমার এই সকল অশ্ব তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি জীবনসংশয়ে জীবিত হওয়াপ্রযুক্ত প্রীত হইয়া যদি আমাকে বিদ্যা বা অশ্বরত্ন দান করিতে উদ্যত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহানুভব লোকের সহিত সমাগমই প্রীতিকর হইয়া থাকে; বিশেষত আমার জীবনদান করাতে আমি প্রীত হইয়াছি, এজন্য তোমাকে এই বিদ্যা প্রদান করিতেছি। হে ভরতপুঙ্গব বীভৎসো! আমি যেমন ঐ বিদ্যা প্রদান করিব, তাহার উপযুক্ত তোমার নিকট হইতে সনাতন উত্তম আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! আমি অস্ত্রপ্রদান করিয়া তোমার নিকট অশ্ব প্রার্থনা করি; আমাদিগের সখ্য চিরস্থায়ী হউক। হে সখে গন্ধর্ব্ব! গন্ধর্ব্বজাতি হইতে মানবজাতির যে ভয় হয়, তাহার কারণ কি বল; এবং আমরা সকলে অরিন্দম, সাধু ও দেবজ্ঞ হইয়াও রাত্রিকালে গমন করিতে করিতে কি কারণে তোমার নিকট তিরস্কৃত হইলাম, তাহাও প্রকাশ কর। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত অথচ অবিবাহিত, সুতরাং আশ্রমহীন; এবং তোমাদিগের সহিত ব্রাহ্মণ নাই, এজন্য আমি, তোমাদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলাম। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানব, ইহাঁরা ধীসম্পন্ন হন এবং কুরুবংশের বিবরণ কহিয়া থাকেন। হে বীর! আমিও নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণের নিকট তোমার জ্ঞানাপন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণ শ্রবণ করিয়াছি, এবং স্বয়ং এই সাগরাবৃতা কৃৎস্না বসুন্ধরা পরিভ্রমণ করিতে করিতে ত্বদীয় সদ্বংশের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে অর্জ্জুন! বেদ ও ধনুর্ব্বিদ্যা-বিষয়ে ত্রিলোক-বিশ্রুত যশস্বী ত্বদীয় আচার্য্য ভরদ্বাজ-তনয়কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি। হে কুরুশার্দ্দূল! তোমার পিতৃপুরুষ কুরুবংশ বর্দ্ধন দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মানবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, এই ছয়জনকেও আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। তোমরা পঞ্চভ্রাতা সকলেই সমস্ত শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী, দিব্যস্বভাব, মহাত্মা, সচ্চরিত্র, ব্রতনিষ্ঠ এবং শূর, তোমাদিগের মন ও বুদ্ধি অত্যুৎকৃষ্ট এবং স্বভাব অতি বিশুদ্ধ। হে পার্থ! এসমস্ত আমি জ্ঞাত থাকিয়াও তোমাদিগকে তিরস্কার করিয়াছি; কারণ, বাহুবলবিশিষ্ট কোন পুরুষ পত্নীর সমীপে স্বীয় অবমাননা সহ্য করিতে পারে না; বিশেষত নিশাকালে আমাদিগের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এজন্য আমি পত্নীর সহিত ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়াছিলাম। হে তাপত্যবংশবর্দ্ধন! আমি যে বিধানানুসারে তোমার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর, হে পার্থ! ব্রহ্মচর্য্য পরম ধর্ম্ম; তুমি সেই ধর্ম্মাবলম্বী, এইহেতু তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছি। হে পরন্তপ! কোন কৃতদার ক্ষত্রিয় যদি রাত্রিকালে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তিনি কোনপ্রকারে জীবিত থাকিতে পারেন না। হে পার্থ! কৃতদার হইয়াও যে ক্ষত্রিয় বেদপুরস্কৃত হইয়া পুরোহিতের প্রতি সমস্ত কার্য্যভার সমর্পণ করেন, তিনি সংগ্রামে রাত্রিচরগণকে পরাভূত করিতে পারেন; হে তাপত্য! এই হেতু মনুষ্যের অভিলষিত শুভকর্ম্মমাত্রেই দমগুণসম্পন্ন পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। হে সখে! যিনি বেদ ও শিক্ষাদি-ষড়ঙ্গে কৃতবিদ্য, পবিত্রবংশোদ্ভব, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন, তিনিই রাজপুরোহিত হইবার যোগ্য। যে রাজার ধর্ম্মজ্ঞ বাক্পটু সুশীল সদ্বংশজাত পুরোহিত থাকেন, তাঁহার ইহলোকে নিয়ত জয় ও পরলোকে স্বর্গবাস হয়। রাজা অলব্ধবস্তু-লাভ এবং লব্ধবস্তু-রক্ষা করিবার নিমিত্ত গুণবান্ পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন। যে রাজা আপনার ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সসাগর সমস্ত অবনীমণ্ডল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পুরোহিতের মতে সর্ব্বতোভাবে থাকা কর্ত্তব্য। হে তাপত্য! কোন ভূপতি ব্রাহ্মণ-রহিত হইয়া কেবল শৌর্য্য বা আভিজাত্যদ্বারা পৃথিবী জয় করিতে

পারেন না; অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, যে রাজ্যের কার্য্যচিন্তায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য থাকে, সেই রাজ্য চিরকাল রক্ষা করিতে পারা যায়।

একসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি আমাকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিলে, তাপত্য শব্দের অর্থ কি আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে সাধো! আমরা কুন্তীর সন্তান, এজন্য কৌন্তেয় বলিয়া খ্যাত হইয়াছি; পরন্তু তপতী কাহার নাম যে, তন্নিমিত্ত তাপত্য বলিয়া সম্বোধিত হইতে পারি? ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট লোকপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে ধীবর! আমি এই মনোহর কথা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তোমার নিকট বলিতেছি। যে কারণে তোমাকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ বিস্তার-ক্রমে বর্ণন করি, একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। এই দেব, যিনি স্বীয় তেজে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিলোক-বিশ্রুতা তপঃপরায়ণা তপতী নামে এক তনয়া ছিলেন, ইনি সাবিত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী; তপনদেব যাদৃশ রূপবান, ঐ তপতীও তাদৃশ রূপবতী ছিলেন; দেবকন্যা কি অসুরকন্যা, কি যক্ষকন্যা, কি গন্ধর্ব্বকন্যা, কি রাক্ষসকন্যা, কি অপ্সরা, কেহই তাঁহার রূপের সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারে নাই। সেই ললনার নয়নযুগল সুন্দর অসিতবর্ণ ও আয়ত এবং সমস্ত অবয়ব যথাযোগ্যরূপে বিভক্ত ও অনিন্দনীয় ছিল। হে ভারত! তাঁহার পিতা সবিতা সেই ভাবিনীকে সাতিশয় রূপবতী সাধ্বী ও সদাচারিণী দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এই কন্যার সদৃশ রূপ, গুণ, শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন উপযুক্ত পাত্র ত্রিলোকমধ্যে নাই। অনন্তর তিনি যথাকালে দুহিতাকে যৌবনপথে অবতীর্ণা হইতে দেখিয়া সম্প্রদান করিবার যোগ্যপাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোনমতেই সুস্থির হইতে পারিলেন না।

হে কৌন্তেয়! সেই সময়ে ঋক্ষপুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ বলবান রাজা সম্বরণ সূর্য্যের আরাধনা করিতেন। নিরহঙ্কৃত পৌরবনন্দন সম্বরণ শুশ্রূষাপরায়ণ, নিয়মযুক্ত ও শুচি হইয়া শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ তপস্যা, উপবাস ও নিয়ম এবং অর্ঘ্য, মাল্য, গন্ধ ও অন্যান্য উপহার প্রদানদ্বারা দীপ্যমান অংশুমানের নিত্য নিত্য উপাসনা করিতেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও অপ্রতিমরূপসম্পন্ন দেখিয়া তপতীর উপযুক্ত পতি বিবেচনা করিলেন। হে কৌরব্য! তদনন্তর তিনি বিখ্যাত-কুলীন সেই নৃপোত্তম সম্বরণকেই কন্যাপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে পার্থ! যে প্রকার দীপ্তকিরণ দিবাকর স্বীয় দীপ্তিদ্বারা আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করেন, তাহার ন্যায় মহীপাল সম্বরণ স্বীয় তেজে মহীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এবং যেমন আদিত্য উদিত হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপাসনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-প্রভৃতি প্রজাগণ নৃপতি সম্বরণের উপাসনা করিতেন। সেই শ্রীমান্ নৃপতি, সুহৃদের প্রতি কমনীয়তা প্রযুক্ত সোমকে এবং বিপক্ষের প্রতি তেজস্বিতা-প্রযুক্ত আদিত্যকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। হে কৌরব! ঈদৃশ চরিত্রশালী ও গুণসম্পন্ন সেই ভূপালকে তপনদেব স্বয়ং তপতীনাম্নী স্বীয় কন্যা প্রদান করিতে মানস করিয়াছিলেন।

হে পার্থ! একদা অসীমবিক্রম শ্রীমান্ ভূপতি সম্বরণ মৃগয়ার নিমিত্ত পর্ব্বত-সমীপস্থ অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, ঐ সময়ে তাঁহার নিরুপম অশ্ব ক্ষুৎপিপাসায় আতুর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন বাহনাভাবে তিনি পদব্রজেই পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে বিশালনয়না নিরুপমরূপবতী এক কন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইল। পরবলনিসূদন নৃপশ্রেষ্ঠ একাকী সেই কন্যাকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন। এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইনি হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী হইবেন, অথবা প্রভাকরের প্রভা প্রভাকর হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া এই কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকিবে। এই অঙ্গনা তেজঃপুঞ্জ শরীর দ্বারা যেন অগ্নিশিখা এবং প্রসন্নতা ও কান্তিতে যেন নির্ম্মল চন্দ্ররেখা স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। ফলত সেই সুলোচনা যে গিরিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা থাকিয়া দেদীপ্যমানা স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছিল, তরুলতা ও গুল্মের সহিত সেই পর্ব্বত ঐ কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্য ও বেশবিন্যাস দ্বারা যেন সুবর্ণময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া ত্রিলোকের স্ত্রীলোকের প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন এবং আপনার নয়নেন্দ্রিয় সফল বোধ করিলেন। তিনি জন্মাবধি যে সকল রমণীর বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, সে সমুদায় বস্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে কোন বস্তুই এই কন্যার রূপের সদৃশ হইতে পারে না। সেই সীমন্তিনীকে দেখিয়াই তাঁহার গুণপাশে মহীপতির চিত্ত ও চক্ষু আবদ্ধ হইল, সুতরাং তিনি আর তথা হইতে চলিতে সমর্থ হইলেন না এবং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, বিধাতা সুর, অসুর ও মনুষ্য, সমস্ত লোক মন্থন করিয়াই এই বিশালাক্ষীর রূপ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; কেননা ত্রিলোকমধ্যে ইঁহার রূপসম্পত্তির উপমা নাই। সেই কল্যাণীকে দর্শন করিবামাত্র সুকুলীন রাজা বিষমশর-শরে জর্জ্জরিত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। তিনি তীব্র মদনানলে দহ্যমান হইয়া দস্তভাবাপন্না ঐ মনোহরা কন্যাকে সান্ত্ববাক্যে কহিলেন, হে রম্ভোরু! তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ? হে শুচিস্মিতে! তুমি এই নির্জ্জন অরণ্যে একাকিনী কি প্রকারে বিচরণ কর? তোমাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা দেখিতেছি। হে সুন্দরি! তুমিই এই সকল ভূষণের প্রার্থিত ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছ। তোমাকে দেবকন্যা, যক্ষকন্যা, রাক্ষসকন্যা, নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা কি মানবকন্যা বলিয়া বোধ হয় না। হে মদগর্ব্বিতে! আমি যে সকল স্ত্রীরত্ন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার তুল্য বোধ হয় না। হে চারুবদনে! পদ্মপলাশসদৃশনয়নযুগলে সুশোভিত ও চন্দ্র অপেক্ষাও কমনীয়তর ত্বদীয় বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমি মন্মথকর্ত্তৃক মথিত হইতেছি। মহীপাল কামপীড়িত হইয়া নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে সেই কামিনীকে এইরূপ কহিলেন, কিন্তু ঐ ললনা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। মহীপতি পুনঃ পুনঃ

ঐরূপ কহিলে, সৌদামিনী যেমন মেঘমধ্যে অন্তর্হিতা হয়, তাহার ন্যায় সেই বিশালনয়না সেই স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন। ভূপতি ঐ পদ্মপলাশলোচনা ললনাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সেই বনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি তাঁহার দর্শন না পাইয়া বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, অনন্তর সেই রমণী অদৃশ্যা হইলে শত্রুকুলনিপাতন ভূপাল কামমোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন চারুহাসিনী আয়ত-পৃথুল-নিতম্বিনী তপতী নাম্নী সেই কামিনী পুনর্ব্বার তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং কামপরতন্ত্র কুরুবংশাবতংশ ভূপতিকে মধুরবাক্যে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে অরিন্দম! উত্থিত হও! উত্থিত হও! তোমার মোহাভিভূত হওয়া উপযুক্ত নহে। তখন রাজা এই মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই নিতম্বিনীকেই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মদনদহনে দগ্ধচিত্ত সেই ভূপাল শ্যামল অপাঙ্গযুক্তা ঐ কামিনীকে অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, হে নীলনেত্রান্তধারিণি মত্তকাশিনি! আমি কামপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে ভজনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি সাধুরূপে অনুকূলা হও, আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে। হে কমলগর্ভাভে বিলালাক্ষি! পঞ্চশর তোমার নিমিত্তই নিশিত পঞ্চশরে আমাকে বিদ্ধ করিতেছে, কোনমতেই শান্ত হয় না। হে ভদ্রে প্রফুল্লচিত্তে! অনঙ্গরূপ-মহাভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিতেছে। হে বরাননে পীনায়তশ্রোণি! তুমি ঐ দারুণ ভুজঙ্গবিষ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। হে কিন্নরগীতানুরূপভাষিণি মনোহরসর্ব্বাঙ্গি! পঙ্কজাননে চন্দ্রবদনে! অধুনা আমার জীবন তোমারই অধীন হইয়াছে। হে ভীরু! তোমা-ব্যতিরেকে আমি প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইব না। হে কমল-পত্রাক্ষি! এই রতিপতি আমাকে অতিশয় বিদ্ধ করিতেছে। হে বিশালাক্ষি! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। হে অসিতাপাঙ্গি! আমি তোমার ভক্ত, হে অঙ্গনে! আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। হে ভাবিনি! আমাকে প্রীতিযোগদ্বারা তোমার রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কেননা তোমার দর্শনে আমার স্নেহের আবির্ভাব হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। হে কল্যাণি! তোমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া অন্য কামিনী দেখিতে আমার অভিরুচি হয় না। হে ভাবিনি! আমি তোমার বশবর্ত্তী হইতেছি, তুমি প্রসন্না হও—এই অধীন ভক্তকে ভজনা কর। হে বরারোহে বিশালাক্ষি অঙ্গনে! তোমাকে দর্শন করিবামাত্রই বিষমশর বিষম-শরনিকরদ্বারা সংপূর্ণরূপে আমার মর্ম্মভেদ করিয়াছে। হে কমললোচনে! আমার শরীর মদনানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহা তুমি প্রীতিসংযোগ-সলিলে শীতল কর। হে ভাবিনি কল্যাণি! ত্বদীয় দর্শনে উৎপন্ন দুর্দ্ধর্ষ প্রখরশর-শরাসন পঞ্চশর দুর্ব্বিষহ পঞ্চশরে আমাকে বিদ্ধ করিতেছে, তুমি আত্মদান করিয়া ইহার উপশম কর। হে বরাঙ্গনে! গান্ধর্ব্ব-বিধি অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। হে রম্ভোরু! কথিত আছে যে, সমুদায় বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ। তপতী কহিলেন, হে রাজন্! আমার আত্মদানে প্রভুতা নাই, কারণ আমার পিতা বিদ্যমান আছেন। যদ্যপি আমার প্রতি তোমার মনের প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর! যেমন আমি তোমার মনোহরণ করিয়াছি, সেইরূপ তুমিও দর্শনমাত্রে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছ। হে নৃপসত্তম! স্ত্রীলোকমাত্রই স্বাধীন নহে, অতএব আমার দেহের প্রতি আমার কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকায় আমি তোমার সমীপবর্ত্তিনী হই নাই; নতুবা যাঁহার কৌলীন্য সর্ব্বলোকে বিশ্রুত, সেই ভক্তবৎসল লোকনাথ ভূপালকে ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিতে কোন্ কন্যা অভিলাষ না করিয়া থাকে? অতএব তুমি উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইলে আমার পিতা আদিত্যকে তপস্যা, প্রণিপাত ও নিয়মদ্বারা উপসনা করিয়া তাঁহার স্থানে আমাকে যাচ্ঞা করিবে। হে রাজন্ অরিসূদন! পিতা যদ্যপি আমাকে তোমায় দান করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি নিরন্তর তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। হে ক্ষত্রিয়বর! আমার নাম তপতী, আমি এই লোক-প্রকাশক সবিতার দুহিতা, সাবিত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী।

ত্রিসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, অনিন্দিত রূপবতী তপতী ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। রাজা পুনর্ব্বার সেই ভূমিতে নিপতিত হইলেন। এদিকে অমাত্য, আনুযাত্রিক ও সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে ভূপতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই মহারণ্যমধ্যে তাঁহাকে ঐরাবতের ন্যায় ক্ষিতিতলে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মহাধনুর্দ্ধারী ভূপতিকে নিরশ্ব ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন। পরে সসম্ভ্রমে ত্বরাপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী হইয়া, পিতা যেমন পুত্রকে উত্থাপিত করে, তাহার ন্যায় সেই কামমোহিত মহীপালপ্রধানকে মহীতল হইতে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়ঃক্রম কীর্ত্তি ও নীতি-বিষয়ে বৃদ্ধ ঐ অমাত্য তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া ব্যথাশূন্য হইলেন। অনন্তর তিনি উত্থিত অবনীপতিকে কল্যাণযুক্ত মধুরবাক্যে কহিলেন, হে অনঘ মনুজশার্দ্দূল! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ভীত হইবেন না। পরে যিনি সংগ্রামস্থলে শত্রুসমূহকে নিপাতিত করেন, মন্ত্রী সেই ভূপতিকে ভূপতিত দেখিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসাকুল বিবেচনা করিলেন। তিনি বারিজসুগন্ধি সুশীতল বারিধারা তাঁহার ধূলিলিপ্ত বিশীর্ণ-মুকুট-রঞ্জিত মস্তক অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলিষ্ঠ নৃপতি চৈতন্য লাভ করিয়া একমাত্র সেই সচিব ব্যতীত সকলকেই বিদায় করিয়া দিলেন। সমস্ত সেনাগণ রাজার আদেশানুসারে প্রস্থান করিলে ভূপাল পুনর্ব্বার সেই গিরিপ্রস্থে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শত্রুপাতন মহীপাল সেই গিরিবরোপরি শুদ্ধাচার হইয়া সূর্য্যের আরাধনা নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং ঋষিসত্তম পুরোহিত বশিষ্ঠকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। হে জনাধিপ! অনন্তর তিনি এইরূপে দিবারাত্রি একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিলে দ্বাদশ দিবসে বিপ্রর্ষি বসিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। বিশুদ্ধাত্মা ধর্ম্মনিষ্ঠ মহর্ষি, যোগবলে সেই নিয়তচিত্ত ভূপালকে

তপতীকর্ত্তৃক হৃষ্টচিত্ত অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যসম্পাদন করিবার অভিলাষে তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভাস্করদ্যুতি ভগবান্ ঋষি, ভাস্করের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভূপতির সমক্ষেই ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। এবং সহস্রাংশুর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক "আমি বসিষ্ঠ" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহা-তেজস্বী বিবস্বান্, মুনিবরকে কহিলেন, হে মহর্ষে! তোমার আগমন শুভ হউক,অভিলষিত কি বল। হে মহাভাগ বাগ্মিবর! তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহা যদিও অত্যন্ত দুষ্কর হয় তথাপি তোমার সেই অভিপ্রেত বিষয় প্রদান করিব। মহাতপস্বী বসিষ্ঠ ঋষি সহস্রাংশু বিবস্বানের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিভাবসো! আপনার সাবিত্রীর অনুজা তপতী নামে যে কন্যা আছেন, তাঁহাকে আমি রাজা সম্বরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করি। হে অন্তরীক্ষচর! সেই রাজা অতিশয় কীর্ত্তিশালী, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং উদারবুদ্ধি; অতএব তিনি ভবদীয় দুহিতার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত পাত্র। দিবাকর, ঋষির এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক সম্প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাদরের সহিত সেই বিপ্রকে কহিলেন, হে মুনে! সম্বরণ ভূপতি রাজশ্রেষ্ঠ, তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ এবং তপতীও রমণীশ্রেষ্ঠা; অতএব সম্প্রদান ব্যতীত অন্য কি বিবেচনা হইতে পারে? অনন্তর স্বয়ং তপনদেব রাজা সম্বরণের নিমিত্ত মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে প্রদান করিলেন।

মহর্ষি বসিষ্ঠ তপতীকে গ্রহণপূর্ব্বক তপনের নিকট বিদায় হইয়া, যেখানে বিখ্যাতকীর্ত্তি কুরুশ্রেষ্ঠ সম্বরণ ছিলেন, সেই স্থানে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। মন্মথাবিষ্ট ও তপতীগতচিত্ত সেই রাজা, দেবকন্যা চারুহাসিনী তপতীকে বসিষ্ঠের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া, অতিশয় হৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। জলধর হইতে প্রচ্যুত সৌদামিনী যেমন দিঙ্মণ্ডল বিদ্যোতিত করে, তাহার ন্যায়, রুচিরভ্রূ তপতী নভঃস্থল হইতে পতিত হইয়া স্বীয় কান্তিতে দিক্ সকল অতিশয় শোভিত করিলেন। রাজার দ্বাদশরাত্রি-সাধ্য কচ্ছ্র নিয়ম পরি-সমাপ্ত হইলে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি তথায় আগমন করিলেন। ভূপতি সম্বরণ এইরূপে তপস্যা দ্বারা বরপ্রদ ঈশ্বর সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া মহর্ষি বসিষ্ঠের তেজোবলে তপন-তনয়া তপতীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর সেই নরসিংহ, বসিষ্ঠের অনুজ্ঞানুসারে দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত সেই উৎকৃষ্ট পর্ব্বতেই যথাবিধানে তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে সেই শৈলপৃষ্ঠেই ভার্য্যার সহিত বিহার করিতে অভিলাষী হইয়া নগর, রাজ্য, বাহন ও সৈন্য প্রভৃতি রক্ষার নিমিত্ত সেই সচিবকে আদেশ করিলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। নরদেব সম্বরণ দেবগণের ন্যায় সেই পর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই মহীধরস্থ বন ও উপবনে সেই ভার্য্যার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হে ভারতসত্তম! সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তাঁহার রাজধানী ও রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসরকাল বর্ষণ করিলেন না। হে অরিন্দম! তখন অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে স্থাবর, জঙ্গম ও সমুদায় প্রজাবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনাবৃষ্টি জন্য এমত সুদারুণ সময় উপস্থিত হইল যে, তখন পৃথিবীতে নীহারবিন্দুও পতিত হইল না, সুতরাং শস্যোৎ-পত্তির সম্ভাবনা কি? প্রজাগণ ক্ষুধাভয়ে পীড়িত ও বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগ্বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল; রাজ্য ও রাজধানীস্থিত জনগণ নিরন্তর ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে পরস্পর মর্য্যাদাশূন্য হইয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিজন-বর্গকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দেশ নিরাহার, ক্ষুধার্ত্ত ও মৃতকল্প জনগণে ব্যাপ্ত হওয়াতে প্রেতবর্গে পরিবৃত প্রেতরাজ-নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে রাজন্! মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বসিষ্ঠ ঐ রাষ্ট্র তদবস্থ দেখিয়া তৎপ্রতিকারে মনোযোগী হইলেন। তিনি, বহুবৎসর তপতীর সহিত প্রবাসিত সেই পৃথিবীপতিকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। অনন্তর নৃপতি-শার্দ্দূল পুরপ্রবিষ্ট হইলে অসুরসংহারী প্রভু পুরন্দর পূর্ব্বের ন্যায় ঐ রাজ্যে প্রবৃত্ত হই-লেন;—যথা-নিয়মে সলিলবর্ষণপূর্ব্বক শস্যোৎপাদন করিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রিয় ভূপাল-প্রধান, রাজ্যের মঙ্গলচিন্তায় রত থাকাতে রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজাগণ অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল। অনন্তর শচীপতি যেমন শচীর সহিত যাগ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় নরপতি সম্বরণ পত্নী তপতীর সহিত পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করিলেন। হে পার্থ! সেই তপতীনাম্নী মহাভাগা তপনতনয়ার বংশে তুমি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, এই নিমিত্তই তোমাকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। হে শত্রুসন্তাপন! রাজা সম্বরণ সেই তপতীতে কুরু নামে কুমার উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ কুরুবংশে তোমার জন্ম হওয়াতে তোমাকে তাপত্য বলা যাইতে পারে।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংশ! অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের নিকট সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তিভরে পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহধনুর্দ্ধারী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বসিষ্ঠের তপোবলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গন্ধর্ব্বকে কহিলেন, হে সখে! তুমি যে ঋষির নাম বসিষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ, আমি তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি, তুমি আনুপূর্ব্বিক তাহা বর্ণন কর। হে গন্ধর্ব্বপতে! যিনি আমা-দিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পুরোহিত ছিলেন, সেই ভগবান্ ঋষি কে, তাহা আমাকে বল। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, বসিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মার মানস-পুত্র; তাঁহার পত্নীর নাম অরুন্ধতী; দেবগণেরও অজেয় যে কাম ও ক্রোধ, ইহারা উভয়েই তাঁহার তপস্যায় পরাজিত হইয়া নিরন্তর চরণ বহন করিত। সেই উদারমতি মহর্ষি, বিশ্বামিত্রের অপরাধে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়াও কুশিকবংশের উচ্ছেদ করেন নাই। সেই মহাত্মা, বিশ্বামিত্র হইতে পুত্র-বিনাশ সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া শক্তিসম্পন্ন হইলেও অশক্তের ন্যায় হইয়া বিশ্বামিত্রবিনাশের নিমিত্ত কোন দারুণ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি যমালয় হইতে মৃত পুত্রগণকে আনয়ন না করিয়া, সমুদ্র যেমন বেলা অতিক্রম করে না, তাহার ন্যায় কৃতান্তের মর্য্যাদা অতিক্রম করেন নাই। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহীপালগণ সেই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া

এই অবনীমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। হে কুরুনন্দন! সেই সমস্ত রাজগণ ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠকে পুরোহিত প্রাপ্ত হইয়াই বিবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতি যেমন দেবগণের যাগক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন তাহার ন্যায় তিনি সেই সমস্ত মহারাজগণের যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অতএব তোমরাও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বৈদিকধর্ম্মবেত্ত গুণবান্ অভিলষিত কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত অনুসন্ধান কর। হে পার্থ! পৃথিবীজয়েচ্ছু অভিজাত ক্ষত্রিয়পুরুষ রাজ্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রথমত পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন; কারণ পৃথিবীজয়েচ্ছু রাজার ব্রাহ্মণকে অগ্রে করা বিধেয়। অতএব ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও গুণবান্ কোন ব্রাহ্মণ তোমাদিগের পুরোহিত হউন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, স্ব স্ব দিব্যাশ্রমনিবাসী বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের কি নিমিত্ত পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল, সে সমুদায় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে পার্থ! এই বাসিষ্ঠ আখ্যান সর্ব্বলোকে পুরাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহা আমি প্রকৃতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতর্ষভ! কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামে বিখ্যাত কুশিকতনয় এক মহারাজ ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মার বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র ছিল; ঐ বিশ্বামিত্র অসংখ্য বলবাহন-সমন্বিত ও রিপু-মর্দ্দন ছিলেন। তিনি একদা অমাত্যের সহিত গহনবনে এবং রম্য নির্জ্জন ও নিবৃক্ষ ভূমিতে মৃগ ও বরাহ বিদ্ধ করত মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তিনি মৃগলাভের অভিলাষে ব্যায়ামাকর্ষিত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বসিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে অভ্যাগত দেখিয়া অতিথিসৎকার-সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। হে ভারত! সেই ঋষি স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বন্য ফলমূল ও পুরোডাশ প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদানদ্বারা তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন। হে অর্জ্জুন! মহাত্মা বসিষ্ঠের এক কামদুঘা ধেনু ছিল; ঋষি যখন তাহাকে যে কাম্যবস্তু প্রদান করিতে বলিয়া দোহন করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। সেই দিবস বসিষ্ঠ কামনানুসারে কামধেনু দোহন করিয়া গ্রাম্য ও বন্য ওষধি, দুগ্ধ, অমৃততুল্য ছয় রস, ঐ রসাশ্রিত বস্তুবিশেষে, সুধাসম সুস্বাদু বিবিধ ভোজনীয়, পেয়, ভক্ষ্য, লেহ্য ও চোষ্য দ্রব্য সকল এবং মহামূল্য বিবিধ রত্ন ও বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। অমাত্য ও সৈন্যের সহিত মহীপতি সেই সমস্ত সম্পূর্ণ কাম্যবস্তুদ্বারা সৎকৃত হইয়া অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই মনোরমা কামধেনুকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই কামধেনুর গঠন-পারিপাট্য অতিশয় মনোহর, তাহার মেরুদণ্ড, পুচ্ছ ও স্তন-চতুষ্টয় উন্নত, পার্শ্ব ও উরুদেশে সুন্দর, শ্রুতিযুগল ও ললাট স্থূল, নেত্রদ্বয় স্থূল ও মণ্ডুকের ন্যায় উন্নত, পয়োধরমণ্ডল বিশাল, লাঙ্গুল মনোহর, কর্ণদ্বয় কীলকসদৃশ, শৃঙ্গ অতিসুদৃশ্য এবং মস্তক ও গ্রীবা পুষ্ট ও আয়ত ছিল। হে রাজন্! এতাদৃশী শুভাকৃতি নন্দিনীনাম্নী সেই কামধেনুকে দেখিয়া ভূপাল গাধি-নন্দন যাতিশয় পরিতুষ্টচিত্তে তাহার প্রশংসা করিয়া ঋষিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার নিকট হইতে অর্ব্বুদসংখ্য গো গ্রহণ করিয়া আমাকে এই নন্দিনী প্রদান কর; অথবা হে মহামুনে! তুমি আমার রাজ্য লইয়া নন্দিনী প্রদানপূর্ব্বক রাজত্ব ভোগ কর। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে অনঘ! এই পয়স্বিনী নন্দিনী দেবতা, অতিথি, পিতৃলোক ও যাগের নিমিত্ত রক্ষিতা হইয়াছে, সুতরাং তোমার রাজ্য গ্রহণ করিয়াও আমি ইহাকে প্রদান করিতে পারি না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয়, তুমি তপস্বী ও বেদাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণ; প্রশান্তচিত্ত সংযত ব্রাহ্মণের সামর্থ্য কোথায়! অতএব তুমি যদ্যপি অর্ব্বুদ গো গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত এই ধেনু প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না,—বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। বসিষ্ঠ কহিলেন, তুমি বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, রাজা ও বাহুবীর্য্য সমন্বিত, অতএব তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর, বিলম্ব করিও না, আর বিচারেরও প্রয়োজন নাই। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে পার্থ! বিশ্বামিত্র তাঁহার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ-কান্তিমতী সেই নন্দিনীকে কশাঘাতে খিদ্যমানা ও ইতস্তত নিরুদ্ধা করিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। হে পার্থ! কল্যাণী নন্দিনী হম্বা রব করিতে করিতে ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষির সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দণ্ডায়মানা থাকিলেন এবং অতিশয় তাড়িতা হইয়াও সেই আশ্রম হইতে গমন করিলেন না। তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, হে ভদ্রে নন্দিনি! তুমি পুনঃ পুনঃ রব করিতেছ, তাহা আমি শুনিতেছি; কিন্তু হে ভদ্রে! যখন রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, তখন আমি কি করিব! যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! নন্দিনী বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যদিগের ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া বসিষ্ঠের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন এবং কহিলেন, হে ভগবন্! আমি বিশ্বামিত্রের ভীষণ সৈন্যসকলের কশাঘাতে আহতা হইয়া অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছি, আপনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, নন্দিনী অভিভূতা হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিয়মপরায়ণ মহামুনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা অধৈর্য্য হইলেন না। তিনি নন্দিনীকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা; অতএব আমি ক্ষমাগুণে আকৃষ্ট হইতেছি; সুতরাং তোমার যদি অভিরুচি হয়, গমন কর। নন্দিনী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে কি পরিত্যাগ করিলেন যে, এরূপ বলিতেছেন! হে ব্রহ্মন্! আপনি পরিত্যাগ না করিলে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবে না। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না, যদি তুমি থাকিতে পার থাক; ঐ তোমার বৎসকে দৃঢ় রজ্জু-দ্বারা বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, পয়স্বিনী নন্দিনী তখন বসিষ্ঠের "থাক" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মস্তক ও গ্রীবা ঊর্দ্ধে উৎসারিত করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করত ক্রোধভরে রক্তনয়না হইয়া ঘন ঘন হম্বা রব করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পুনর্ব্বার সৈন্যগণের কশাঘাতে অভিহতা ও চতুর্দ্দিকে নিরুদ্ধা হওয়াতে অতিশয় ক্রোধাভিভূতা হইয়া প্রদীপ্ত দেহদ্বারা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায়

দুর্নিরীক্ষ্য। হইয়া উঠিলেন ; এবং পুচ্ছ হইতে পুনঃপুনঃ মহতী অঙ্গারবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে পুচ্ছদেশ হইতে পহ্লবগণ, পয়োধরমণ্ডল হইতে দ্রাবিড় ও শকগণ, শকৃৎ হইতে কাঞ্চিগণ, পার্শ্বদেশ হইতে শবরগণ এবং ফেন হইতে পৌণ্ড্র কিরাত যবন সিংহল বর্ব্বর খস চিবুক পুলিন্দ চীন হূন কেরল-প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছগণ সৃজন করিলেন। বহুবিধ পরিচ্ছদ-পরিধায়ী নানাস্ত্রধারী ঐসকল উৎপন্ন ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ উৎসাহান্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই ইতস্তত বিকীর্ণ হইল; এবং তাহারা পঞ্চ বা সপ্তজন করিয়া বিশ্বামিত্রের এক এক যোদ্ধাকে আবৃত করিল। পরে বিশ্বামিত্র দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেনাগণ তাহাদিগের সাতিশয় অস্ত্রবৃষ্টিতে আহত ও ত্রাসান্বিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভরতর্ষভ! বসিষ্ঠপক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ক্রুদ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের সেনাগণের মধ্যে কাহারও প্রাণ বিনাশ করিল না; নন্দিনী তাহাদিগকে কেবল দূরে নিরাকৃত করিলেন। তাহারা ত্রিযোজন পথে দূরীকৃত হইয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে রক্ষা করে এমত কোন ব্যক্তিকেও প্রাপ্ত হইল না। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজোভব সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া ইহা কহিলেন যে, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজোবলই বল; বলাবল নির্ণয় করিতে হইলে তপস্যাকেই পরম বল বলিতে হইবে। অনন্তর তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য ও প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগবিমুখ হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। পরে তপস্যায় সিদ্ধ ও দীপ্ততেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করত সমস্ত লোককে তাপিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। পরে সেই কুশিকনন্দন ইন্দ্রের সহিত একত্র সোমরস পানও করিয়াছিলেন।

ষট্সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে পার্থ! কল্মাষপাদ নামে অনুপম তেজঃসম্পন্ন ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার নিমিত্ত নগর হইতে বনে গমন করিলেন। রিপুমর্দ্দন ভূপতি মহাঘোর অরণ্যমধ্যে পুনঃপুনঃ অসি সঞ্চালন করত মৃগ ও বরাহ ছিন্ন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ এইরূপ করাতে পরিশ্রান্ত হইয়া মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতাপবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজমান করিতে মানস করিয়াছিলেন। সংগ্রামে অজেয় রাজা কল্মাষপাদ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক ব্যক্তির গমনযোগ্য অতিসঙ্কীর্ণ পথে গমন করিতে করিতে সম্মুখে সমাগত ঋষিসত্তম বসিষ্ঠতনয় মহাত্মা শক্তি মুনিকে দেখিতে পাইলেন। বসিষ্ঠ কুলবর্দ্ধন মহাভাগ শক্তি, মহাত্মা বসিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রাজা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার পথ হইতে অপসৃত হও। ঋষি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে মহারাজ! ইহা আমার পথ। রাজা ব্রাহ্মণকে পথপ্রদান করিবেন, ইহা সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা পথের নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই উভয়কে "অপসৃত হও, অপসৃত হও" এই কথা কহিতে লাগিলেন। ঋষি ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া পথ হইতে অপসৃত হইলেন না; রাজাও মান এবং ক্রোধ-বশত মুনিকে পথপ্রদান করিলেন না। অনন্তর ঋষি পথপ্রদান না করাতে নৃপতি মোহহেতু রাক্ষসের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ-তনয় কশাপ্রহারে অভিহত ও ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া সেই ভূপালকে এইবলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে, রে নৃপাধম! আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে; এই কারণে তুমি অদ্যাবধি রাক্ষস হইবে, তুমি মনুষ্যমাংসে আসক্ত হইয়া এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে; রে ক্ষত্রিয়াধম! এক্ষণে গমন কর। তপোবলসম্পন্ন শক্তি এই কথা বলিয়া পথপ্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ কল্মাষপাদ রাজার যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল; এই কারণে বিশ্বামিত্র তখন বসিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। হে পার্থ! রাজা ও শক্তি ঐ রূপ বিবাদ করিতেছেন, এমত সময়ে উগ্রতপস্বী প্রতাপবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর নৃপসত্তম কল্মাষপাদ বসিষ্ঠ-সদৃশ তেজস্বী ঋষি শক্তিকে বসিষ্ঠ তনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। হে ভারত! পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় প্রিয়াভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপনাকে অন্তর্হিত করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে অতিক্রম করিয়া রহিলেন। নৃপোত্তম কল্মাষপাদ শক্তির নিকট শাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করত শরণাপন্ন হইলেন। হে কুরুসত্তম! বিশ্বামিত্র সেই নৃপতির ভাব বুঝিতে পারিয়া রাক্ষসকে তাঁহারশরীরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। কিঙ্কর-নামক রাক্ষস সেই বিপ্রর্ষির শাপ ও বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুসারে রাজ-শরীরে প্রবেশ করিল। হে অরিন্দম! মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র রাজাকে রাক্ষসাক্রান্ত অবগত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। হে পার্থ! রাজা অন্তর্গত রাক্ষস-কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি বনে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে ক্ষুধিত এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট সমাংস খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন। মিত্রপালক রাজা তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি মুহূর্ত্ত কাল এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমার আগমন-প্রতীক্ষা করুন, আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপনার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব। রাজা এই বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই স্থানে রাজার প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! অনন্তর মহানুভব মহারাজ যথাসুখে অভিলাষানুসারে ভ্রমণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি অর্দ্ধরাত্র সময়ে উত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূদকে আনাইয়া কহিলেন, ঐ বনমধ্যে এক ব্রাহ্মণ ভোজনার্থী হইয়া আমার প্রতীক্ষায় আছেন, তুমি এখনই তথায় গমন করিয়া, তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান করিয়া আইস।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, সূপকার রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া কোন স্থানে মাংস প্রাপ্ত না হইয়া ব্যথিতহৃদয়ে তাঁহার নিকট ঐ বিবরণ নিবেদন করিল। রাজা রাক্ষসাবিষ্ট ছিলেন, এজন্য অকুন্ঠচিত্তে বারম্বার কহিলেন যে, তুমি নরমাংস আনিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও। সূদ "তথাস্তু" বলিয়া ত্বরাপূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে বধ্যঘাতীদিগের গৃহে গমনপূর্ব্বক নরমাংস আনয়ন

করিল। পরে অন্নের সহিত সেই নরমাংস যথাবিধানে সংস্কৃত করিয়া অবিলম্বে সেই ক্ষুধিত তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সিদ্ধচক্ষুর্দ্বারা সেই অন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধাকুলিত নেত্রে কহিলেন, এ অন্ন অভোজ্য; যে নৃপাধম আমাকে অভোজ্য অন্ন প্রদান করিয়াছে, সেই মূঢ়ের নরমাংসে লালসা হইবে; পূর্ব্বে শক্তি ঋষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই হইবে—এই রাজা নরমাংসে আসক্ত হইয়া প্রাণিগণের উদ্বেগ উৎপন্ন করত এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে। এইরূপে রাজার প্রতি দ্বিতীয়বার শাপপ্রযুক্ত হওয়াতে উহা অতিশয় বলবান্ হইল; তাহাতে ঐ রাজা অন্তঃপ্রবিষ্ট রাক্ষসবলে হতচেতন হইলেন। হে ভারত! অনন্তর রাক্ষস-কর্ত্তৃক অপহৃতেন্দ্রিয় নৃপশ্রেষ্ঠ কিছুদিন পরে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শাপ প্রদান করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি প্রথমত তোমাকেই আরম্ভ করিয়া মনুষ্য ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। রাজা এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক, ব্যাঘ্র যেমন অভিলষিত পশু ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাঁহাকে ভক্ষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠপুত্র শক্তিকে মৃত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ বসিষ্ঠেরই পুত্রগণকে ভক্ষণ করিতে রাক্ষসের প্রতি আদেশ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় সেই রাক্ষসাবিষ্ট রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা বসিষ্ঠের আর আর পুত্রকে ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিলেন। বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে সেই সমস্ত পুত্রগণের বিনাশ শ্রবণ করিয়া, মহাদ্রি যেমন মেদিনী ধারণ করে, তাহার ন্যায় পুত্রবিয়োগ-জন্য নিদারুণ শোক ধারণ করিলেন; সেই মহামতি মুনিসত্তম আত্মঘাতী হইবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন, তথাপি কৌশিকবংশের উচ্ছেদচেষ্টা করিলেন না। তিনি সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্লেশ হইল না; তিনি পার্ব্বতীয় শিলারাশির উপর যেন তূলরাশিতে পতিত হইলেন। হে পাণ্ডব! সেই ভগবান্ মহর্ষি শৈলশিখর হইতে পতিত হইয়া মৃত না হওয়াতে মহাবন-মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরন্তু তখন প্রজ্বলিত হুতাশন অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াও তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। হে অমিত্রঘ্ন! তাঁহার সেই অগ্নি শীতল অনুভূত হইল। অনন্তর পুত্রশোকাকুল মহামুনি সমুদ্র দর্শন করিয়া স্বীয় কণ্ঠদেশে গুরুতর প্রস্তরবন্ধনপূর্ব্বক তাহার জলরাশিতে পতিত হইলেন, তথাপি নিমগ্ন না হইয়া সাগরতরঙ্গ-বেগে তীরে উত্থাপিত হইলেন। তখন কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু না হওয়াতে তিনি খিন্নমনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মুনি স্বীয় আশ্রম পুত্রশূন্য দেখিয়া অতিশয় দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। হে কৌরবনন্দন পার্থ! সেই শোকার্ত্ত ঋষি বর্ষাকালে নূতনজলে পরিপূর্ণা এক স্রোতস্বতী নদীকে তীরজাত বহুবিধ বৃক্ষ হরণ করিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করি। পরে তিনি পাশ দ্বারা আপনাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন। হে অরিবলসূদন! তখন সেই নদী তাঁহার রজ্জুচ্ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া স্থলে পরিত্যাগ করিল; তাহাতে তিনি পাশ হইতে মুক্ত ও উত্তীর্ণ হইয়া সেই নদীর "বিপাশা" এই নাম রাখিলেন। অনন্তর তিনি শোকাকুল-প্রযুক্ত এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না; পর্ব্বত, নদী ও সরোবরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদা হৈমবতীনাম্নী নদীকে অত্যন্তকোপন-হিংস্রজলজন্তু-যুক্তা ও ভীষণাকৃতি দেখিয়া তাহার স্রোতে পতিত হইলেন। সেই প্রধানা নদী বিপ্রকে অগ্নিতুল্য বোধ করিয়া শতধা হইয়া বিদ্রুতা হইল; এই নিমিত্ত ঐ নদী তদবধি "শতদ্রু" নামে বিখ্যাতা হইয়াছে। মহর্ষি সেই ভয়ানক নদীতে পতিত হইয়াও আপনাকে স্থলগত দেখিয়া 'ইচ্ছানুসারে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলাম না,' ইহা বিবেচনা করত পুনর্ব্বার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি বিবিধ শৈল ও নানা দেশ গমন করিয়া পরে আশ্রমে আগমন করিতেছেন, ঐ সময়ে অদৃশ্যন্তীনাম্নী তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। তখন সেই ঋষি সন্নিধান-প্রযুক্ত পার্শ্বদেশ হইতে ষড়ঙ্গে অলঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থযুক্ত বেদাধ্যয়নধ্বনি শুনিতে পাইয়া কহিলেন, কে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। স্নুষা কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি তপোযুক্তা তপস্বিনী শক্তি-ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী, আপনার পুত্রবধূ। বসিষ্ঠ কহিলেন, পুত্রি! আমি পূর্ব্বে শক্তির মুখে যেরূপ সাঙ্গবেদাধ্যয়নধ্বনি শুনিয়াছিলাম, এইক্ষণে কাহার মুখে সেইরূপ বেদাধ্যয়নধ্বনি উচ্চারিত হইল? অদৃশ্যন্তী কহিলেন, হে মুনে! ত্বদীয় পুত্র-শক্তির ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তান আছে, সেই পুত্র দ্বাদশ বৎসর এইরূপ বেদ অভ্যাস করিতেছে; আপনি তাহারই বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে পার্থ! শ্রেষ্ঠভাগ্য ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ অদৃশ্যন্তীর এই কথা শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া, "আমার বংশ আছে" ইহা বিবেচনা করিয়া মৃত্যু-বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে অনঘ! তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বধূর সহিত আসিতেছেন, এমত সময়ে নির্জ্জন-বনমধ্যে উপবিষ্ট কল্মাষপাদকে দেখিতে পাইলেন। হে ভারত! সেই উগ্ররাক্ষসাবিষ্ট রাজা কল্মাষপাদ মুনিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অদৃশ্যন্তী সম্মুখবর্ত্তী সেই ক্রূরকর্ম্মাকে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে বসিষ্ঠকে কহিলেন, হে ভগবন্! ঐ দারুণ রাক্ষস সাক্ষাৎ উগ্রদণ্ডধারি-কৃতান্তের ন্যায় কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করিয়া এই দিকেই আগমন করিতেছে। হে সর্ব্ববেদ-বিশারদ মহাভাগ! অবনীমধ্যে আপনি-ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিই উহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। হে ভগবন্! এই দারুণ ভীষণাকৃতি পাপাত্মা হইতে আমাকে রক্ষা করুন! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ রাক্ষস আমাদিগের উভয়কে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে পুত্রি! ভীতা হইও না, রাক্ষস হইতে কোনক্রমে ভয় নাই। তুমি যাহা হইতে উপস্থিত ভয় দেখিতেছ, তিনি রাক্ষস নহেন; যিনি কল্মাষপাদ নামে ভূমণ্ডল-বিখ্যাত বীর্য্যবান রাজা, তিনিই এই বনে অতিশয় ভীষণ-প্রকৃতি হইয়া রাক্ষসরূপে বাস করিতেছেন।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে ভারত! তেজস্বী ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া হুঙ্কারদ্বারা নিবারণ করিলেন। পরে মন্ত্রপূত বারিদ্বারা তাঁহাকে অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই ঘোর শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। যেমন দিবাকর রাহুগ্রস্ত হন, তাহার ন্যায় সেই রাজা দ্বাদশ বৎসর বসিষ্ঠসন্তান শক্তির তেজে গ্রস্ত ছিলেন; এক্ষণে শাপমুক্ত হইয়া, দিবাকর যেমন সন্ধ্যাকালীন মেঘ রঞ্জিত করেন, তাহার ন্যায় তেজোদ্বারা সেই মহৎ বন রঞ্জিত করিলেন। তখন নৃপতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিসত্তম বসিষ্ঠকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি সুদাস রাজার সন্তান, আপনার যজমান। হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আপনার অভিলষিত কি ব্যক্ত করুন, আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! আমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা সময়ক্রমে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে; অধুনা তুমি রাজধানীতে গমন করিয়া রাজ্য শাসন কর, আর কখন ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিও না। রাজা কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি কখন ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিব না, আপনার নিদেশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ সকলকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিব। হে সর্ব্ববেদবিশারদ দ্বিজোত্তম! আমি যাহাতে ইক্ষাকুবংশের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা আপনার নিকট প্রাপ্ত হইতে বাসনা করিতেছি। হে সত্তম! আপনি ইক্ষাকুবংশ-বৃদ্ধির নিমিত্ত রূপগুণশীল-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট পুত্র আমাকে প্রদান করুন। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, সত্যসন্ধ দ্বিজোত্তম বসিষ্ঠ, "পুত্র দান করিব," ইহা বলিয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। হে মনুজেশ্বর! অনন্তর বসিষ্ঠ সময়ক্রমে সেই রাজার সহিত অযোধ্যা নামে বিখ্যাত নগরীতে গমন করিলেন। দেবগণ দেবরাজকে আসিতে দেখিলে যেমন প্রমোদান্বিত হন, তাহার ন্যায় প্রজাগণ পাপমুক্ত মহাত্মা রাজাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে প্রত্যুদ্গত হইয়া আনয়ন করিল। নরেন্দ্র বহুকালের পর মহর্ষি বসিষ্ঠের সহিত পুণ্যলক্ষণা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তখন অযোধ্যানিবাসিজনগণ পুরোহিতের সহিত সেই মহীপালকে উদিত দিবাকরের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। যে প্রকার শরৎকালে উদিত শীতাংশু নভোমণ্ডল বিভূষিত করেন, তাহার ন্যায় সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন সেই ভূপতি স্বীয় শোভাতে অযোধ্যা নগরী পূরিত করিলেন। তৎকালে রাজমার্গ সলিলসিক্ত ও উত্তম পরিষ্কৃত হইয়াছিল এবং নগরের স্থানে স্থানে উড্ডীয়মান ধ্বজপতাকা শোভা পাইতেছিল; সুতরাং নগর দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণ আনন্দে মগ্ন হইল। হে কুরুনন্দন! যেমন অমরাবতী অমরনাথে সুশোভিতা হয়, তাহার ন্যায় তখন তুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা সেই নগরী কল্মাষপাদ ভূপালদ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাজর্ষি অপূর্ব্বপুরীতে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেবী রাজমহিষী বসিষ্ঠের উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ দিব্য বিধি অনুসারে নিয়ম করিয়া তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন। অনন্তর রাজমহিষীর গর্ভসঞ্চার হইলে মহর্ষি নৃপতি-কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া আশ্রমে গমন করিলেন। পরে সুদীর্ঘকাল গত হইল, তথাপি রাজ্ঞীর সন্তান প্রসূত হইল না; তখন যশস্বিনী রাজমহিষী অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তরের আঘাত করিয়া কুক্ষি ভেদ করিলেন। এই জন্য দ্বাদশ বৎসর গর্ভস্থ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অশ্মকনামে রাজর্ষি হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিলেন; যিনি পৌদন্যনামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর আশ্রমস্থিতা অদৃশ্যন্তী দ্বিতীয় শক্তির ন্যায় শক্তির বংশকর পুত্র প্রসব করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বসিষ্ঠ স্বয়ং সেই পৌত্রের জাতকর্ম্ম-প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। ঐ পুত্র যে সময়ে গর্ভস্থ ছিল, সেই সময়ে বসিষ্ঠ পরাসু হইতে অর্থাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি পরাশর নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা পরাশর জন্মাবধি বসিষ্ঠ মুনিকে পিতা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। হে পরন্তপ কৌন্তেয়! একদা তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষে বিপ্রর্ষি বসিষ্ঠকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে বসিষ্ঠ, অদৃশ্যন্তী তাঁহার মধুরবাক্যে স্পষ্টরূপে পিতৃসম্বোধন শ্রবণপূর্ব্বক সজলনয়না হইয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি তোমার পিতামহকে তাত তাত বলিয়া সম্বোধন করিও না। পুত্র! এক রাক্ষস বনমধ্যে তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে অনঘ! তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া বোধ করিতেছ, ইনি তোমার পিতা নহেন, ইনি তোমার পিতার পিতা। মহানুভাব সত্যবাদী ঋষিসত্তম পরাশর এই কথা শ্রবণে দুঃখার্ত্ত হইয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। মহাতপস্বী বেদবিশারদশ্রেষ্ঠ পরিণামদর্শী মৈত্রাবরুণি মহাত্মা বসিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে সর্ব্বলোক-বিনাশকরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া নিবারণ করিলেন। তিনি যে বিধানে নিবারণ করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর

বসিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে কৃতবীর্য্য নামে বিখ্যাত পার্থিবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতি, বেদজ্ঞ ভৃগুবংশের যজমান ছিলেন। হে বিশাম্পতে! তিনি সমযাগ সমাপনান্তে অগ্রভুক্ ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনধান্য-দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই নৃপতিশার্দ্দূল স্বর্গারোহণ করিলে তদ্বংশীয় রাজগণের অর্থ-প্রয়োজন হইল। তখন সেই সমস্ত রাজগণ ভার্গবদিগের প্রচুর ধন আছে জানিয়া যাচকভাবে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভার্গবগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় ধন ক্ষয় না হয়, এই বিবেচনায় ভূমিমধ্যে নিখাত করিলেন; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় হইতে ভীত হইয়া স্বীয় ধন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন; কেহ কেহ বা কারণান্তর বিবেচনা করিয়া সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদিগের অভিলাষমত ধনদান করিলেন। হে তাত! অনন্তর কোন ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে ভার্গবগৃহে ভূতল খনন করিতে করিতে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধারী ক্ষত্রিয়গণ সকলে মিলিত হইয়া, সেই অতুল ধন দর্শন করিয়া, ক্রোধভরে শরণাগত ভার্গবগণকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক নিশিত শরসমূহ দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন; এমন কি তাঁহারা ভার্গবদিগের গর্ভস্থ বালক পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভৃগুকুল উচ্ছিদ্যমান হইলে ভার্গবপত্নীরা ভয়ার্ত্ত হইয়া দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন এক

বামোরু কামিনী ভর্তৃকুল-রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ভয়ে এক উরু-মধ্যে মহাবীর্য্য-সম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। অনন্তর এক ব্রাহ্মণী সেই গর্ভ জ্ঞাত হইয়া ভয়হেতু তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়গণের নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিয়া দিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহা শুনিবা মাত্র সেই গর্ভ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া গমন করিলেন এবং গর্ভবতী ব্রাহ্মণীকে স্বীয় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমানা দেখিতে পাইলেন। ঐ সময়ে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুভেদ-পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের দৃষ্টি লোপ করিয়া নির্গত হইলেন। রাজগণ চক্ষুর্ব্বিহীন প্রযুক্ত হতদৃষ্টি হওয়াতে মোহাভিভূত হইয়া দুর্গম পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে দৃষ্টিলাভ করিবার প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা নির্ব্বাতশিখ বহ্নির ন্যায় জ্যোতির্ব্বিহীন ও হতচেতন হইয়া দুঃখার্ত্তহৃদয়ে মহাভাগ্যবতী ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, আমরা আপনার প্রসাদে চক্ষুষ্মান্ হইলে এই পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সকলে গৃহে গমন করি। হে শোভনে! আপনি পুত্রের সহিত আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন—চক্ষুঃপ্রদান করিয়া এই সকল রাজগণকে রক্ষা করুন।

একোনাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে তাতসকল! আমি রোষান্বিতা হই নাই এবং তোমাদিগের দৃষ্টিহরণও করি নাই; পরন্তু আমার উরুজাত ভৃগুবংশীয় এই কুমার অদ্য তোমাদিগের উপর কুপিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে তাত! এই মাহাত্মা বালকই বন্ধুগণের বিনাশ স্মরণ করিয়া কোপাকুলিত-চিত্তে তোমাদিগের চক্ষু হরণ করিয়াছেন। হে পুত্রকগণ! তোমরা যখন ভার্গবগণের গর্ভস্থ বালক পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে লাগিলে, আমি তখন অবধি উরুতে এই গর্ভ শতবৎসর ধারণ করিয়াছি। ষড়ঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ ভৃগুবংশের পুনর্ব্বার হিতানুষ্ঠাননিমিত্ত এই গর্ভস্থ বালকের হৃদয়মন্দিরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই বালক পিতৃবধহেতু রোষপরতন্ত্র হইয়া নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; ইঁহারই দিব্যতেজোবলে তোমাদিগের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। হে পুত্রগণ! তোমরা এই মদীয় উরুজাত পুত্রবরের নিকট প্রার্থনা কর; ইনি তোমাদিগের প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া চক্ষু প্রদান করিতে পারেন। বসিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর সমস্ত রাজগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই উরুজ ঋষিকুমারের নিকট "প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন" এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তখন ঔর্ব্ব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে চক্ষু প্রদান করিলেন। এই সাধুশ্রেষ্ঠ বিপ্রর্ষি উরু ভেদ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এজন্য ইনি ঔর্ব্ব নামে লোকবিখ্যাত হইলেন। রাজগণ চক্ষু লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর ভার্গব ঔর্ব্ব মুনি সর্ব্বলোক পরাভব করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। হে তাত! ভৃগুবংশের বৈরনিষ্কৃতি-করণাভিলাষী মহানুভাব ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব, সর্ব্বলোক বিনাশের নিমিত্ত মহাতপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে স্বীয় মনকে সংপূর্ণরূপে নিবিষ্ট করিলেন। তিনি পিতামহগণকে আনন্দিত করিবেন, ইহা মনে করিয়া মহাঘোর তপস্যাদ্বারা সুর, অসুর ও নর, এ সমস্ত লোক সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। হে বৎস! অনন্তর তাঁহার সমস্ত পিতৃগণ তাহা অবগত হইয়া পিতৃলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক কুলনন্দন ঔর্ব্বকে কহিলেন, হে পুত্র ঔর্ব্ব! তুমি তপোবলে উগ্র হইয়াছ; তোমার প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অধুনা তুমি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হও—স্বীয় ক্রোধ পরিহার কর। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গবদিগের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন জিতেন্দ্রিয় ভার্গবগণ আপনাদিগের বধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ ছিলেন না। পরমায়ু অতিশয় দীর্ঘ হওয়াতে যখন আমাদিগের ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল, তখন আমরা স্বয়ংই ক্ষত্রিয়দ্বারা এইরূপে বধাভিলাষ করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত ভার্গবগণ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈর উৎপাদনার্থে গৃহে ধন প্রোথিত করিয়া তাঁহাদিগকে কুপিত করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! আমরা স্বর্গাভিলাষী, আমাদিগের ধনে প্রয়োজন কি? কুবের আমাদিগের নিমিত্ত প্রচুরতর ধন আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমরা দেখিলাম যে, মৃত্যু কোনমতেই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন আমরা এই উপায়কে শ্রেয়োজ্ঞান করিলাম। হে বৎস! আত্মঘাতী পুরুষ শুভলোক প্রাপ্ত হয় না, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা স্বয়ং আত্মহত্যা করিলাম না। হে বৎস! তুমি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা আমাদিগের প্রিয় নহে; অতএব তুমি সর্ব্বলোক পরাভবরূপ পাপকর্ম্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। হে পুত্র! তুমি তপস্তেজের দূষণাবহ এই সমুদিত ক্রোধ পরিত্যাগ কর, সপ্তলোক কি ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিও না।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত;

---

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক-বিনাশের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই অন্যথা হইবে না; আমি বৃথারোষ ও বৃথা-প্রতিজ্ঞ হইতে উৎসাহ করি না। যদ্যপি আমি এই প্রতিজ্ঞা হইতে নিস্তীর্ণ না হই, তাহা হইলে অগ্নি যেমন অরণিকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় এই ক্রোধবহ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে। ক্রোধ কোন কারণবশতঃ উৎপন্ন হইলে যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করে, সে কখনই সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পালন করিতে সমর্থ হয় না। এবং সর্ব্বজয়েচ্ছু ভূপতিও স্থলবিশেষে রোষ প্রয়োগ করিলে সেই রোষ হইতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গববর্গকে বিনষ্ট করে, তখন আমি উরুমধ্যে গর্ভশয্যায় থাকিয়া মাতৃগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়-কুলপাংশুলেরা গর্ভস্থবালক পর্য্যন্ত সমুদায় ভার্গবগণকে সংহার করিতে লাগিল, তখনই আমি রোষপরতন্ত্র হইলাম। আমার পিতৃগণ ও পূর্ণগর্ভবতী মাতারা যখন শোকবিহ্বলা ও ভয়াতুরা হইয়াছিলেন, তখন ত্রিলোকের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন না। যখন কোন ব্যক্তিই ভৃগুপত্নীগণকে রক্ষা করিলেন না, তখন আমার এই শুভলক্ষণা জননী এক উরুদ্বারা আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেখুন, এই ভূমণ্ডলে কেহ পাপকর্ম্মের প্রতিষেধক থাকিলে কোন ব্যক্তিই পাপাচারী হইতে পারে না; সুতরাং লোকমধ্যে কেহ পাপকর্ম্মের প্রতিষেধক না থাকিলে অনেকেই পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি শক্তিমান ও পাপনিবারণক্ষম

হইয়াও জানিয়া শুনিয়া পাপকর্ম্মের প্রতিষেধ না করে; সেই ব্যক্তি ঐ পাপে লিপ্ত হয়। পরন্তু রাজগণ ও সমর্থ ব্যক্তিরা সেই পাপকর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও ইহলোকে স্বীয় জীবন অভীষ্ট বিবেচনা করিয়া আমার পিতৃগণকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; আমি এই কারণেই রোষপরতন্ত্র হইয়া সেই সকল লোকের তাদৃশ পাপকর্ম্মের প্রতিবিধান করিতে উদ্যোগী হইয়াছি; অতএব আপনাদিগের আজ্ঞা পালন করিতে পারি না। আমি প্রতিবিধানক্ষম হইয়াও যদি প্রতিবিধান করিতে যত্নবান্ না হই, তাহা হইলে লোকদিগের পুনর্ব্বার অত্যাচারজন্য মহাভয় উপস্থিত হইবে। আমার যে ক্রোধবহ্নি লোক সমস্ত দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, যদি তাহা স্বীয় তেজোদ্বারা নিগৃহীত করি, তাহা হইলে ঐ বহ্নি আমাকেই দগ্ধ করিবে। হে প্রভুগণ! আপনারা সর্ব্বলোকহিতৈষী, ইহা আমার বিদিত আছে; অতএব যাহাতে আমার ও সর্ব্বলোকের শ্রেয়োবিধান হয়, এরূপ আদেশ করুন। পিতৃগণ কহিলেন, সকল লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব তোমার যে ক্রোধবহ্নি সর্ব্বলোক গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তুমি তাহা জলরাশিতে নিক্ষেপ কর; তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। হে দ্বিজসত্তম! সকল রস জলময় এবং সমস্ত জগৎও জলময়; অতএব তুমি এই ক্রোধানল সলিলমধ্যে নিক্ষেপ কর; তোমার রোষানল মহাজলধিতে অবস্থিতি করিয়া জল দগ্ধ করিতে থাকিবে। হে বিপ্র! যখন সমস্তলোক জলময়, তখন তুমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা বিতথ হইবে না। হে অনঘ! এরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞাও সত্য হইল, অথচ দেব ও মানবগণের পরাভবও হইল না। বসিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর ঔর্ব্ব স্বীয় ক্রোধসম্ভূত বহ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বহ্নি সমুদ্রে থাকিয়া সলিলপান করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যে মহৎ বড়বামুখ জ্ঞাত আছেন, ঐ অগ্নি সেই বড়বামুখ হইয়া সেই মুখ হইতে লোকপ্রসিদ্ধ বাড়বাগ্নি উদ্গিরণপূর্ব্বক জলপান করিতে লাগিল। হে জ্ঞানীন্দ্র পরাশর! তুমিও পরলোক সমস্ত জ্ঞাত আছ, তোমার মঙ্গল হউক, সর্ব্বলোক বিনাশ করা তোমার উচিত নহে।

একাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, বিপ্রর্ষি পরাশর, মহাত্মা বসিষ্ঠের এই এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক পরাভব হইতে স্বীয় ক্রোধ শান্ত করিলেন। পরন্তু সেই সর্ব্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী শক্তিনন্দন, মহর্ষি পরাশর রাক্ষসসত্রের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ঐ মহাযজ্ঞ বিস্তৃত হইলে তিনি শক্তির বিনাশ স্মরণ করিয়া ঐ যজ্ঞে আবালবৃদ্ধ সমস্ত রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বসিষ্ঠ তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, তাহাকে রাক্ষস বধ করিতে নিবারণ করিলেন না। মহামুনি পরাশর রাক্ষসসত্রে প্রদীপ্ত পাবকত্রয়ের সমীপে যেন চতুর্থ পাবকরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন দিবাকর মেঘাপগমে আকাশমণ্ডল দীপিত করেন, তাহার ন্যায় শক্তিনন্দন হূয়মান শুভ্রযজ্ঞদ্বারা নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত করিলেন। তখন বসিষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত মহর্ষিগণ স্বীয় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান পরাশরকে দ্বিতীয় প্রভাকর বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উদারধী মহর্ষি অত্রি, অন্যের দুষ্কর সেই সত্র সমাপ্ত করিবার বাসনায় তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। হে অমিত্রঘ্ন! তৎপরে পুলস্ত্য, পুলহ ও মহাক্রতু ক্রতু, ইহাঁরা রাক্ষসদিগের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনেক রাক্ষস হত হওয়াতে পুলস্ত্য অরিন্দম পরাশরকে কহিলেন, হে তাত! তোমার অগ্নিহোত্র কার্য্যেত বিঘ্ন নাই? হে পুত্রক! যাহারা তোমার পিতৃবধের কিছুই জানে না, সেই নির্দোষ রাক্ষস সমস্তকে বধ করিয়া তুমি কি আনন্দিত হইতেছ? তাত! আমার প্রজাবর্গের এরূপ করা তোমার উচিত হয় না। তপস্বি-ব্রাহ্মণদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে। হে পরাশর! শান্তিই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম; তুমি সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। তুমি বরিষ্ঠ হইয়া অধর্ম্ম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এ কর্ম্ম করিয়া তোমার ধর্ম্মজ্ঞ পিতা শক্তিকে অতিক্রম করা কর্ত্তব্য নহে। হে বাসিষ্ঠ! অকারণে আমার প্রজাবর্গের সমুচ্ছেদ করাও তোমার উচিত হয় না; কারণ তৎকালে তোমার পিতার যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার নিজের শাপ হইতেই হইয়াছিল; তিনি আত্মদোষেই ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে মুনে! তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সামর্থ্য ছিল না; পরন্তু তিনি আপনা হইতেই আপনার মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র এ বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলেন। হে পরাশর! এক্ষণে শক্তি ও রাজা কল্মাষপাদ স্বর্গারোহণপূর্ব্বক সুখভোগ করিতেছেন এবং মহামুনি বসিষ্ঠের শক্তিকনিষ্ঠ যে সকল পুত্র ছিলেন, তাঁহারাও সকলে পরমানন্দে দেবগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন; হে মহামুনে! বশিষ্ঠ এ সমুদায় অবগত আছেন। হে বাসিষ্ঠনন্দন! এই যজ্ঞে নিরপরাধ রাক্ষসগণের যে সমুচ্ছেদ হইতেছে, তাহাতে তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হইতেছ। অতএব তুমি এই যজ্ঞ পরিত্যাগ কর, তোমার মঙ্গল হউক, এইক্ষণে এই সত্র সমাপ্ত কর। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, ধীমান্ পুলস্ত্য ও বসিষ্ঠ মহামুনি শক্তিনন্দনকে এইরূপ কহিলে, তিনি তখন ঐ সত্র সমাপ্ত করিলেন এবং সর্ব্বরাক্ষসসত্রের নিমিত্ত যে বহ্নি বিধৃত হইয়াছিল, তাহা হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে মহারণ্যে পরিত্যাগ করিলেন। তথায় সেই বহ্নি অদ্যাপি পর্ব্বে পর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সকল ভক্ষণ করে, দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্ব্যশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! রাজা কল্মাষপাদ কি নিমিত্ত বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ গুরু বসিষ্ঠের প্রতি ভার্য্যা নিযুক্ত করিয়াছিলেন? মহাত্মা মহর্ষি বসিষ্ঠই বা পরমধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কি হেতু অগম্যা গমন করিলেন? তিনি কি অধর্ম্ম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে, তাহা তুমি ছেদন কর। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়! তুমি সেই মিত্রপালক রাজার ও বসিষ্ঠের বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! বসিষ্ঠতনয় মহাত্মা শক্তি যেরূপে সেই ভূপতিকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি সমস্তই বলিয়াছি। সেই পরন্তপ ভূপতি শাপগ্রস্ত

হইয়া ক্রোধাকুলিতনয়নে পত্নীর সহিত নগর হইতে নির্গত হইলেন; পরে নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া ভার্য্যার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শাপগ্রস্ত ভূপাল নানাবিধ মৃগসমূহে সমাকীর্ণ বিবিধ বন্য প্রাণিপুঞ্জে সমাকুল, বহুবিধ বৃক্ষ ও গুল্মলতায় আচ্ছন্ন এবং ঘোরনিনাদযুক্ত সেই মহারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা সাতিশয় ক্ষুধাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি স্বীয় ভক্ষ্য দ্রব্য অন্বেষণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, ঐ বনের কোন এক নির্জ্জন স্থানে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মৈথুনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র কৃতকার্য্য না হইয়াও সাতিশয় ত্রস্তচিত্তে তথা হইতে ধাবমান হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বলপূর্ব্বক সেই দম্পতির মধ্যে ব্রাহ্মণকে ধরিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী ভর্ত্তাকে ধৃত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্ সুব্রত! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর। তুমি সূর্য্যবংশোদ্ভব এবং অপ্রমত্তরূপে ধর্ম্মপথ ও গুরু শুশ্রূষায় রত, ইহা সর্ব্বলোক বিখ্যাত। হে দুর্দ্ধর্ষ! অধুনা তুমি শাপে উপহত চেতন হইয়াছ বলিয়া ঈদৃশ পাপকর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য নয়। সম্প্রতি আমার ঋতুকাল উপস্থিত হওয়াতে সন্তানের নিমিত্ত ভর্ত্তার সহিত সমাগম করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতার্থা হইতে পারি নাই; অতএব হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হও—আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মণী এই সমস্ত বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; পরন্তু রাজা নৃশংসের ন্যায় হইয়া, ব্যাঘ্র যেমন অভিলষিত মৃগ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী ক্রোধাভিভূতা হইয়া ভূতলে যে সমস্ত অশ্রু পরিত্যাগ করিলেন, তাহা প্রজ্বলিত অগ্নি হইয়া সেই স্থান দীপিত করিল। পরে ভর্তৃব্যসনে কাতরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধপূর্ব্বক রাজর্ষি কল্মাষপাদকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, হে ক্ষুদ্র! আমি সম্ভোগসুখে পরিতৃপ্তা না হইতে হইতে তুমি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত নৃশংসের ন্যায় আমার সমক্ষেই আমার প্রিয় মহাযশস্বী ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করিলে। এই কারণে তুমি আমার শাপে বিক্ষত হইয়া ঋতুকালে পত্নীর নিকট গমন করিয়াই সদ্য প্রাণত্যাগ করিবে। তুমি যে মহর্ষির পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমার ভার্য্যা তাঁহারই সহিত সঙ্গত হইয়া পুত্র প্রসব করিবে। রে নৃপাধম! সেই পুত্র হইতে তোমার বংশ রক্ষা হইবে। অঙ্গির-কুলোদ্ভবা শুভলক্ষণা সেই ব্রাহ্মণী রাজাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মুখেই প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। হে পরন্তপ! মহাভাগ বসিষ্ঠ মহাতপোবলে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সে সমস্ত জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহুদিবস পরে রাজর্ষি শাপমুক্ত হইলেন। পরে একদা মদয়ন্তীনাম্নী তাঁহার মহিষীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল; রাজা তাঁহার ঋতুরক্ষার নিমিত্ত উদ্যত হইলে মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। রাজা কামমোহিত হওয়াতে শাপের বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় ছিল না, তিনি দেবীর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ত্রস্ত হইলেন; এবং সেই শাপ স্মরণ করিতে করিতে সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! শাপগ্রস্ত রাজা এই কারণেই আত্মমহিষীর ঋতুরক্ষা করিতে বসিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি সমস্তই অবগত আছ, অতএব কোন্ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আমাদিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত, তাহা বল। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, বনমধ্যে উৎকোচক-নামক তীর্থে দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য-নামক ঋষি তপস্যা করিতেছেন, যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন প্রীত হইয়া সেই গন্ধর্ব্বকে যথাবিধানে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তোমার মঙ্গল হউক, ত্বদ্দত্ত অশ্বগণ এক্ষণে তোমার নিকটেই থাকুক, যখন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন গ্রহণ করিব। অনন্তর পাণ্ডবগণ ও গন্ধর্ব্ব পরস্পর অভ্যর্থনা করিয়া রমণীয় ভাগীরথী-তীর হইতে স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ভারত! অনন্তর পাণ্ডবগণ উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। দেবজ্ঞোত্তম ধৌম্য বন্য ফলমূল দ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিয়া পৌরহিত্য স্বীকার করিলেন। মাতার সহিত পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে পুরস্কৃত করিয়া রাজ্য, রাজলক্ষ্মী ও স্বয়ম্বরস্থলে পাঞ্চালী লাভ হইয়াছে; এইরূপ বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা সেই গুরুরূপ পুরোহিতের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে সনাথ বোধ করিতে লাগিলেন; যেহেতু বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ উদারবুদ্ধি সেই ঋষি তাঁহাদিগের গুরু হইলেন। ধর্ম্মবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ সেই দ্বিজও তাঁহাদিগের গুরুরূপে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যজমান করিলেন। তিনি বুদ্ধিবীর্য্য বলোৎসাহযুক্ত দেবসদৃশ ঐ সমস্ত বীরগণকে স্বীয় ধর্ম্মানুসারেই লব্ধরাজ্য বিবেচনা করিলেন। মনুজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক-কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া একত্র সকলে পাঞ্চালদেশে স্বয়ম্বরস্থলে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পুরুষোত্তম পঞ্চপাণ্ডব মহোৎসবযুক্ত পাঞ্চালদেশ ও পাঞ্চালীকে দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পরন্তপ নরব্যাঘ্র ভ্রাতৃগণ মাতার সহিত গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে একত্র মিলিত বহুসংখ্য ব্রাহ্মণকে গমন করিতে দেখিলেন। হে রাজন্! সেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবগণকে কহিলেন, আপনারা কোথায় গমন করিবেন? কোথা হইতেই বা আগমন করিলেন? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ব্রাহ্মণগণ! আমরা সহোদর ভ্রাতা মাতার সহিত একত্র হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি; অধুনা একচক্রা নগরী হইতে আগমন করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আপনারা অদ্যই পাঞ্চাল নগরে দ্রুপদ রাজার নিকেতনে গমন করুন, তথায় বিপুল অর্থব্যয়ে মহাসমারোহের সহিত স্বয়ম্বর হইবে। আমরাও সেই স্থানে গমন করিতেছি, চলুন এক সঙ্গেই যাই; সেস্থানে অদ্ভুতরূপ মহোৎসব হইবে। পাঞ্চালাধিপতি মহাত্মা যজ্ঞসেন দ্রুপদ রাজার দুহিতা, যিনি বেদীমধ্য হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, যাঁহার লোচনদ্বয় কমলদল-সদৃশ, যাঁহার কোন অঙ্গও নিন্দনীয় নহে এবং যাঁহার নীলোৎপলসদৃশ গন্ধ একক্রোশ দূর হইতেও অনুভূত হয়, সুকুমারী মনস্বিনী দর্শনীয়া সেই দ্রৌপদী স্বয়ম্বর করিতে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছেন; যে মহাবাহু

পাবক সদৃশ প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত সুপ্রদীপ্ত হুতাশন হইতে খড়্গ কবচ শর শরাসনপ্রভৃতি ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, ঐ তনুমধ্যমা অনবদ্যাঙ্গী সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী; আমরা সেই দ্রৌপদী ও তাঁহার দিব্যস্বয়ম্বর মহোৎসব দর্শন করিবার মানসে গমন করিতেছি। ঐ মহোৎসবে ভূরিদক্ষিণাপ্রদ যজ্ঞশীল স্বাধ্যায়-নিরত পবিত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা তরুণবয়স্ক সৌন্দর্য্যশালী অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহারথ ভূমিপাল রাজগণ ও রাজপুত্রগণ নানা দেশ হইতে আগমন করিবেন। তাঁহারা সেই স্বয়ম্বরস্থলে বিজয়ার্থী হইয়া গো, অর্থ, ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ দেয় বস্তু সর্ব্বতোভাবে দান করিবেন। আমরা সেই সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া এবং স্বয়ম্বর ও মহোৎসব দর্শন করণান্তর ইচ্ছানুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করিব। সেই স্বয়ম্বরস্থলে নানা দেশ হইতে নট—বিবিধ বেশধারী, বৈতালিক—মঙ্গলপাঠক, সূত—পুরাণবক্তা, মাগধ—বংশসূচক, মহাবল মল্লগণ এবং নর্ত্তক সমূহ সমাগত হইবে। হে মহাত্মগণ! আপনারাও দানগ্রহণপূর্ব্বক সেই কৌতূহল সন্দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। আপনাদিগের সকলকেই সুরসদৃশ সৌন্দর্য্যশালী দেখিতেছি; স্বয়ম্বরস্থলে আপনারা থাকিলে দ্রৌপদী আপনাদিগকে দেখিয়া দৈবক্রমে আপনাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজনকে বরণ করিলেও করিতে পারেন। আপনার এই ভ্রাতাকে মহাভুজ, শ্রীমান্ ও দর্শনীয়মূর্ত্তি দেখিতেছি; ইনি নিযুধ্যমান হইলে দৈবক্রমে বিপুল ধন জয় করিলেও করিতে পারেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা সকলে আপনাদিগের সহিত সেই পরম মহোৎসব দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর দর্শনে গমন করিব।

পঞ্চাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পাণ্ডুনন্দনেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা দ্রুপদের শাসিত দক্ষিণ-পাঞ্চাল দেশে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে পাপস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধপ্রকৃতি মহাত্মা মুনি দ্বৈপায়নকে দেখিতে পাইয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিলেন; এবং তাঁহারাও তৎকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া নানাবিধ কথোপকথনান্তে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে দ্রুপদ-সদনোদ্দেশে গমন করিলেন। স্বাধ্যায়-নিরত সুপবিত্র মধুরাকৃতি প্রিয়বাদী মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে, রমণীয় বন ও সরোবর অবলোকন করিয়া তত্তৎ স্থানে অবস্থিতি করত শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে করিতে পাঞ্চাল দেশে উপনীত হইলেন। তাঁহারা পাঞ্চাল নগর ও তথাকার সৈন্যালয় অবলোকন করিয়া এক কুম্ভকারের নিবাসে আবাস করিলেন। তথায় ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষোপজীবী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই সমাগত বীরগণকে কেহই জানিতে পারে নাই।

রাজা যজ্ঞসেনের সর্ব্বদা এই কামনা ছিল যে, পাণ্ডুনন্দন কিরীটী অর্জ্জুনকেই কন্যা দান করেন; পরন্তু তিনি এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। হে জনমেজয়! তিনি কৌন্তেয় অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া, অর্জ্জুন-ব্যতীত কেহ নত করিতে না পারে, এমত এক দৃঢ় শরাসন প্রস্তুত করিলেন; এবং আকাশগত কৃত্রিম এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া সেই যন্ত্রযুক্ত এক লক্ষ্য প্রস্তুত করাইলেন; পরে কহিলেন, যে রাজা এই শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া এই সজ্জিত সায়কদ্বারা ঐ যন্ত্র অতিক্রমপূর্ব্বক লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যা লাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা দ্রুপদ এবম্বিধ স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলে রাজগণ তাহা শুনিয়া সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন এবং নানা দেশ হইতে মহাত্মা মহর্ষিগণ, মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ এবং কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি কৌরবগণ স্বয়ম্বর দর্শনাভিলাষে সমাগত হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদ রাজা সেই সমস্ত ভূপালকে সংকৃত করিলেন। অনন্তর পৌরগণ মহাসাগরের উদ্ধূত তরঙ্গের ন্যায় মহাকোলাহল করত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দর্শন-মানসে সমীপস্থ এক এক মঞ্চে উপবিষ্ট হইতে লাগিল। রাজগণ শিশুমারশিরঃ-নামে স্থান দিয়া স্বয়ম্বর সমাজে নিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। নগরের ঈশান কোণে উত্তম সমভূমিতে চতুর্দ্দিকে প্রাসাদমণ্ডলে সমাবৃত স্বয়ম্বর-সমাজ প্রস্তুত হইয়া শোভা পাইতেছিল। ঐ সমাজ পরিখা ও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, দ্বারতোরণ-মণ্ডিত, সর্ব্বত্র চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত, শত শত তূর্য্যসমূহে নিনাদিত, উৎকৃষ্ট অগুরুগন্ধে সুবাসিত, চন্দনোদকে অভিষিক্ত এবং কুসুমমাল্যপুঞ্জে সুসজ্জিত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাসাদসকল সুবর্ণজাল-সমূহে বিভূষিত, মণিময় কুট্টিমে সুশোভিত, উৎকৃষ্ট আসন ও পরিচ্ছদসমন্বিত, সুখারোহণীয়-সোপানবিশিষ্ট, কৈলাসশিখরতুল্য অতি উচ্চ গগনতলস্পর্শী শুভ্র প্রাসাদসকল শোভা পাইতেছিল। হংসবক্ষসদৃশ অতি ধবলবর্ণ, অগ্রাম্যজন-সমূহে সমাচ্ছন্ন শয্যাসনে সুশোভিত, হিমালয়শিখরের ন্যায় ধাতুনিবহে পিনদ্ধ ও উত্তম অগুরুগন্ধে সুবাসিত ঐ সকল প্রাসাদের সৌরভ একযোজন দূর হইতেও অনুভূত হইত; সেই সকল ভবনের শত শত দ্বার এত বিস্তীর্ণ ছিল যে এককালে বহুলোক প্রবিষ্ট হইলেও পরস্পর বাধা হইত না। সমস্ত ভূপালগণ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া সেই সকল বিবিধ সপ্ততল ভবনে উপবেশন করিলেন। মহাসত্ত্ববান্, অতিপরাক্রমশীল, মহাভাগ, মহাপ্রসাদগুণ-যুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, স্ব স্ব রাজ্যপরিপালক, শুভকর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বলোক-প্রিয় এবং কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতিতে বিভূষিত ঐ সমস্ত রাজসিংহগণ তত্তৎস্থানে উপবিষ্ট হইলে, দ্রৌপদী সন্দর্শনের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট মঞ্চোপরি উপবিষ্ট নগর ও জনপদবাসি-জনসকল তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহিত একত্র উপবেশন করিয়া পাঞ্চালরাজের মহৈশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। নট নর্ত্তকগণের নৃত্যাদি ও দাতৃগণের বহুল রত্নাদিদানে সুশোভিত সেই সভা বহুদিবস এইরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। হে ভরতর্ষভ! ষোড়শ দিবসে দ্রৌপদী কৃতস্নানা ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা হইয়া বিচিত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক দধ্যক্ত ও অর্ঘ্য-পূরিত সুসজ্জিত কাঞ্চনময় বরণপাত্র গ্রহণ করিয়া সেই রমণীয় সমাজে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। সোমবংশের পুরোহিত মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ শুচি হইয়া দর্ভ বিস্তারপূর্ব্বক যথাবিধানে হুতাশনে আহুতি প্রদানে হবির্দ্বারা হবির্ভুক্‌কে পরিতৃপ্ত করিয়া ও ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তি বাচন করাইয়া চতুর্দ্দিকে বাদিত্রধ্বনি নিবারণ

করিলেন। হে বিশাম্পতে! অনন্তর সমাজ নিঃশব্দ হইলে মঘ ও দুন্দুভিসদৃশ স্বরযুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন যথাবিধানে দ্রৌপদীকে গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর উচ্চৈঃস্বরে অর্থযুক্ত মনোহর উৎকৃষ্ট এই বাক্য কহিলেন, হে সমাগত ভূপালগণ! শ্রবণ করুন; এই শরাসন, এই নিশিত শরপঞ্চক এবং ঐ আকাশস্থিত লক্ষ্য লক্ষিত হইতেছে; এই পঞ্চশর দ্বারা ঐ যন্ত্রের ছিদ্র দিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, রূপবান্ বলশালী কুলীন যে রাজা এই মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী এই কৃষ্ণা অদ্য তাঁহার ভার্য্যা হইবেন। দ্রুপদতনয় সমাগত ভূপালগণকে ইহা কহিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের নাম, গোত্র ও কর্ম্ম কীর্ত্তনপূর্ব্বক ভগিনীর নিকট কহিতে লাগিলেন।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, দুর্ব্বিসহ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগরব, উগ্রায়ুধ, বলাকী, কনকায়ু, বিরোচন, সুকুণ্ডল, চিত্রসেন, সুবর্চ্চঃ, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী, তুহুণ্ড, বিকট এই সকল বীর ও অন্যান্য মহাবল ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অনেকেই কর্ণের সহিত তোমার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন এবং অসংখ্য ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজগণ উপস্থিত হইয়াছেন। শকুনি, সৌবল, বৃষক, বৃহদ্বল এই সকল গান্ধাররাজ-তনয়েরা আগমন করিয়াছেন। সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অশ্বত্থামা ও ভোজ অলঙ্কৃত হইয়া তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান্, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন, মগধরাজ মেঘসন্ধি, শঙ্খ ও উত্তর নামক পুত্রদ্বয়ের সহিত বিরাট, বার্দ্ধক্ষেমি, সুশর্ম্মা, সেনাবিন্দু, সুবর্চ্চঃ ও সুনামা নামে পুত্রদ্বয়ের সহিত সুকেতু, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান্, চেকিতান, মহাবল শ্রেণিমান, সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপবান্ চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদণ্ড ও দণ্ড এই দুই পিতাপুত্র, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, পুত্রের সহিত মহারথ মদ্ররাজ শল্য, বীর রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ, কৌরব্য সোমদত্ত, সোমদত্ত-তনয় মহারথ ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল, সমবেত এই তিন বীর, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, সুষেণ, ঔশীনর শিবি, পটচ্চরনিহন্তা, করূষাধিপতি, বলদেব, কৃষ্ণ, বীর্য্যবান্ রৌক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, মহামতি উদ্ধব, হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্কু, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বীর বাতপতি, ঝিল্লী, পিণ্ডারক, বিক্রান্ত উশীনর, এই সকল বৃষ্ণিগণ, ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সৈন্ধব জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, মহারথ শ্রুতায়ুঃ, উলূক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, মতিমান্ বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল এবং বিক্রান্ত জরাসন্ধ, হে ভদ্রে! ভূমণ্ডল বিখ্যাত বিক্রমশীল এই সকল রাজা ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়বংশজাত নানা জনপদেশ্বরগণ তোমার নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিবার মানসে আগমন করিয়াছেন। হে শুভে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তাঁহাকে তুমি বরণ করিবে।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তরুণ নরেন্দ্রগণ সকলেই আপনাকে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও বলবান্ বিবেচনা করিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া, অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তাঁহারা ধন, যৌবন, কুল, শীল, রূপ ও বীর্য্যে, হিমালয়জাত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অতিশয় দর্পযুক্ত হইয়া পরস্পর দর্শন করিতে লাগিলেন এবং কামপরতন্ত্র হইয়া, "দ্রৌপদী আমারই হইবে," ইহা কহিতে কহিতে সহসা নৃপাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজকন্যা উমাকে বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ ক্ষত্রিয়গণ দ্রুপদকুমারীকে জয় করিবার অভিলাষে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা পঞ্চশরশরনিকরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া দ্রৌপদীলাভের প্রত্যাশায় তদ্গতহৃদয়ে প্রিয়সুহৃদ্গণকেও দ্বেষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, যম, কুবের এবং সমস্ত দেবগণ বিমানারূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দৈত্যগণ, সুপর্ণগণ, মহোরগগণ, দেবর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, চারণগণ, বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বতঋষি এবং অপ্সরোগণের সহিত প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ, তথায় সমাগত হইলেন। হলায়ুধ, কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের মতাবলম্বী প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণ, অন্ধকগণ ও যাদবগণ ইতস্তত অবলোকন করিতে লাগিলেন। যদুবীর-প্রধান কৃষ্ণ পদ্মাভিমুখ গজেন্দ্রের ন্যায় দ্রৌপদী-অভিমুখ ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিসদৃশ সেই মত্তমাতঙ্গতুল্য পঞ্চ পাণ্ডবকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে বলরামকে কহিলেন, আমার বোধ হয়, ইনি যুধিষ্ঠির, ইনি ভীম, ইনি অর্জ্জুন, ইনি নকুল, ইনি সহদেব। বলরামও শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। অন্যান্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্র বীরপুরুষেরা রক্তনয়ন হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর প্রতি স্বভাব, মন ও নয়ন অর্পিত করিয়া দ্রৌপদীকেই দর্শন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাতও হইল না। পৃথুবাহু পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মহানুভাব বীর নকুল ও সহদেব, ইঁহারাও সকলে সেসময়ে দ্রৌপদীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে অভিহত হইয়াছিলেন। তখন দিব্যগন্ধে আমোদিত দিব্য কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ, বেণু বীণাপণবপ্রভৃতির অনুনাদযুক্ত এবং মহাদুন্দুভিধ্বনিতে নিনাদিত অন্তরীক্ষ নভঃস্থল সর্ব্বত্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সুপর্ণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণে সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগের বিমানসমূহের পরস্পর বাধা হইতে লাগিল কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাম্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গাধিপতি, বঙ্গাধিপতি, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, বিদেহরাজ, যবনরাজ, এই সমস্ত রাজগণ ও রাজ্যাধিপতি অন্যান্য পদ্মপলাশলোচন রাজপুত্র ও রাজপৌত্রগণ দ্রৌপদীর নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিরীট, হার, কেয়ূর, চক্রবাল প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিতাঙ্গ, বিক্রমসত্ত্বসম্পন্ন এবং বলবীর্য্যে তর্জ্জন গর্জ্জনশীল সেই সমস্ত পৃথুবাহু মহীপাল বৃহদাকার ঐ ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে মনেও কল্পনা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ওষ্ঠাধর স্ফুরণপূর্ব্বক যাঁহার যেমন বল, যেরূপ শিক্ষা, যে প্রকার গুণ ও যাদৃশ ক্রম, তদনুসারে যেমন ধনু নমিত

ও জ্যাযুক্ত করিতে বিক্রম প্রকাশ করিলেন, তেমনি তৎক্ষণাৎ ধনুঃকোটিদ্বারা তাড়িত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত ও বিচেষ্টমান হইলেন; তাহাতে তাঁহাদিগের পরিহিত কিরীটাদি আভরণ অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গেল এবং তাঁহারা ক্ষীণবল হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে শান্ত হইলেন। তখন দৃঢ় শরাসনে আর্ত্ত ও স্খলিতাভরণ সেই ভূপালগণ দ্রৌপদীর আশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সম্ভ্রান্তজনসমূহে সমাকুল সেই সমাজে রাজগণ নিন্দাভাজন হইলে বীরপ্রধান কুন্তীপুত্র জিষ্ণু সেই ধনু জ্যা ও শরযুক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

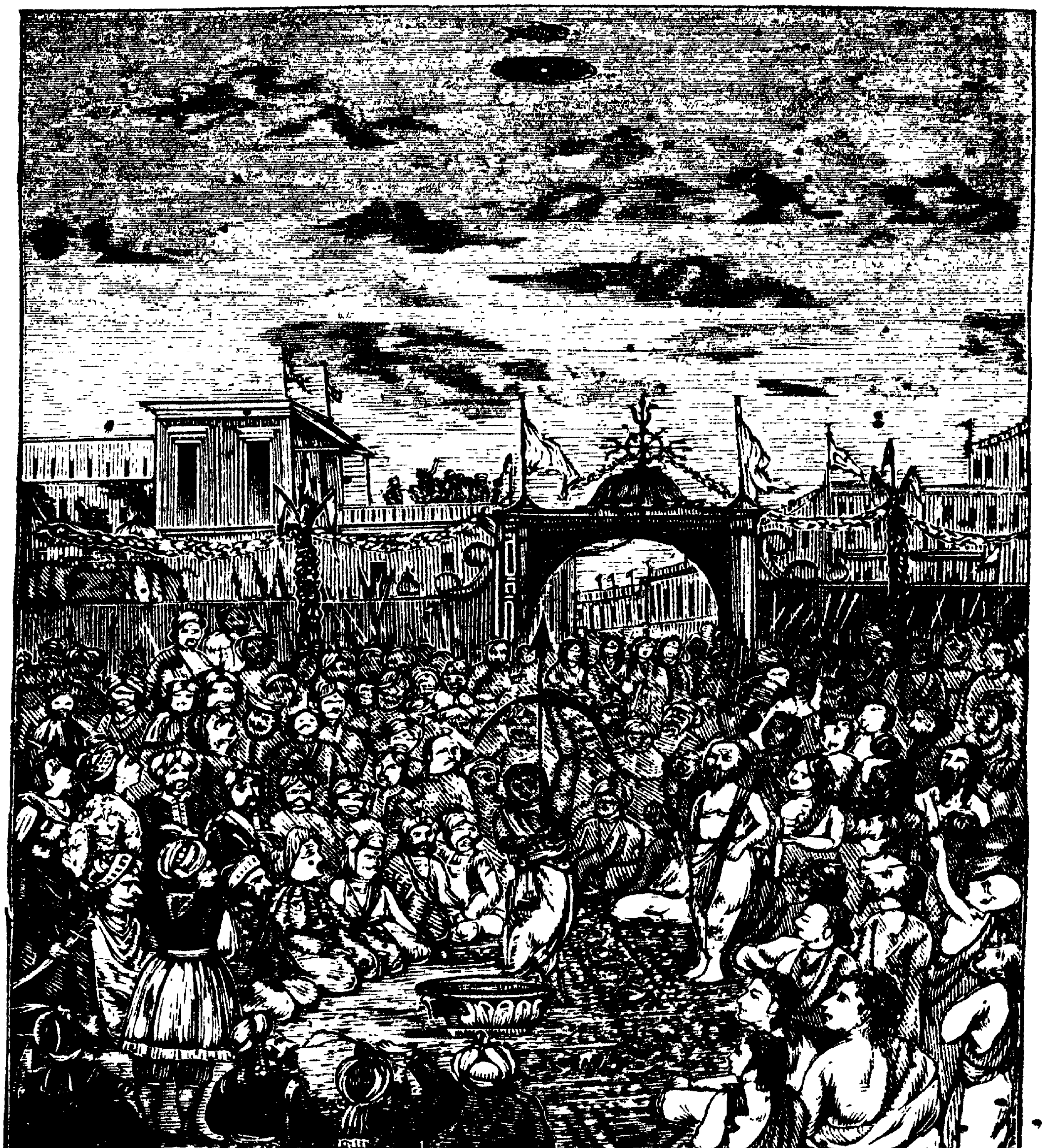
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজগণ সেই শরাসন জ্যাযুক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইলে উদারমতি জিষ্ণু ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা পুরন্দর-সদৃশ প্রভাবিত অর্জ্জুনকে গমন করিতে দেখিয়া মৃগচর্ম্ম প্রকম্পন-পূর্ব্বক কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিমনা ও কেহ কেহ হর্ষান্বিত হইলেন। কোন কোন বুদ্ধিজীবী নৈপুণ্যশীল বিপ্র পরস্পর এইরূপে বলাবলি করিতে লাগিলেন। হে হে দ্বিজগণ! ধনুর্ব্বেদবিশারদ বলশালী কর্ণ ও শল্যপ্রভৃতি লোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয়গণ যে ধনু আনত করিতে পারেন নাই, অস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ শক্তিবিষয়ে দুর্ব্বল এক বটু কি প্রকারে তাহা জ্যাযুক্ত করিতে পারিবে। এই বটু চপলতা-প্রযুক্ত যে এই অপরীক্ষিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধ না হইলে আমরা সকলেই সমস্ত রাজগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইব। হে ব্রাহ্মণ! এই ব্রাহ্মণ-কুমার দর্প বা ঔৎসুক্য অথবা চাপল্যহেতু শরাসন নত করিতে গমন করিতেছে; ইহাকে নিবারণ কর, যেন এমত কর্ম্মে না যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ইহাতে আমাদিগের লাঘব হইবে না, আমরা রাজগণের দ্বেষভাজন কিংবা হাস্যাস্পদ হইব না। কেহ কেহ কহিলেন, এই নব্য বিপ্রকে শ্রীমান, করিবরকর-সদৃশ, বিশালস্কন্ধ, ঊরু ও বাহুযুক্ত হিমাচলতুল্য-ধৈর্য্যবান, সিংহখেলনের ন্যায় গমনশীল ও মত্তমাতঙ্গসম বিক্রান্ত দেখিতেছি; এবং ইহাঁর যেরূপ উৎসাহ তাহাতে অনুমান হয় যে এই কার্য্য ইহাতেই সম্ভাবিত হইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ মহোৎসাহ শক্তিসম্পন্ন; ইনি অশক্ত হইলে কখন স্বয়ং গমন করিতেন না। অপিচ, ত্রিভুবনমধ্যে এমত কোন কর্ম্ম নাই যে, তাহা এই মরণশীল মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের অসাধ্য হয়। দৃঢ়ব্রত দ্বিজাতিগণ জলাহার বায়ুভক্ষণ অথবা অনাহার জন্য দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও স্বীয় তেজে বলীয়ান থাকেন। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্ম করুন বা অসৎকর্ম্মই করুন, তথাপি তাঁহাকে সুখ বা দুঃখজনক ও মহৎ বা ক্ষুদ্র, উপস্থিত কোন কার্য্যে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। দেখ, জমদগ্নিতনয় রাম ক্ষত্রিয়গণকে রণে পরাজয় করিয়াছিলেন; ঋষি অগস্ত্য ব্রহ্মতেজোদ্বারা অগাধ জলধি পান করিয়াছিলেন; অতএব তোমরা সকলে অনুমতি কর যে, এই মহাত্মা ব্রাহ্মণ শরাসনে শীঘ্র জ্যা রোপণ করুন। দ্বিজেন্দ্রগণ তথাস্তু বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বিবিধ বাক্য বলাবলি করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসনসমীপে উপস্থিত হইয়া ভূধরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরপ্রদ দেবপ্রভু ঈশানকে নতশিরে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। রুক্ম, সুনীথ, বক্র, রাধানন্দন, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব, এই সকল ধনুর্ব্বেদপারদর্শী নরসিংহ ভূপাল মহাযত্নেও যে ধনু জ্যাযুক্ত করিতে পারেন নাই, বীর্য্যবানদিগের মধ্যে দর্পবান্ ইন্দ্রানুজ-সদৃশ প্রভাবশালী অর্জ্জুন নিমিষমধ্যে সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করিলেন ও পঞ্চসংখ্য শর গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিলেন। লক্ষ্য অতিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের ছিদ্রদ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। তখন আকাশমণ্ডলে ও সমাজমধ্যে মহাকোলাহলধ্বনি হইতে লাগিল। দেবগণ শত্রুকুল-সংহারক অর্জ্জুনের মস্তকে দিব্যপুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার বিজয়পতাকাস্বরূপ স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় চেলাঞ্চল সঞ্চালনপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। যাঁহারা লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিভ হইয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিলেন। সমাজস্থলে নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; বাদ্যকরেরা তূর্য্যযন্ত্র শতাঙ্গসম্পন্ন করিয়া বাদিত করিতে আরম্ভ করিল; এবং সূতমাগধগণ সুস্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। রিপুসূদন দ্রুপদ রাজা অর্জ্জুনকে দেখিয়া প্রীত হইলেন; এবং সেনাগণের সহিত তাঁহার সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন সেই মহাকোলাহল প্রবৃত্ত হইল, সেই সময়ে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ত্বরাপূর্ব্বক পুরুষশ্রেষ্ঠ যমজভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া আবাসে গমন করিলেন। দ্রৌপদী পার্থ-কর্ত্তৃক লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া ও তাঁহাকে ইন্দ্র-সদৃশ নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষান্বিতচিত্তে শুভ্রবসন ও মাল্যদাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা অর্জ্জুন রঙ্গস্থলে দ্রৌপদীকে জয়পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সেই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; দ্রৌপদীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

একোননবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দ্রুপদ লক্ষ্যভেদী সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে পরস্পর সমীপবর্ত্তী মহীপালগণ পরস্পরকে অবলোকন করত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এই রাজা এই সমস্ত সমাগত ভূপতিকে তৃণ বোধ করিয়া ইহাঁদিগকে অতিক্রম করত ব্রাহ্মণকে যোষিদ্বরা কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। এই দুরাত্মা বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে নিপাতিত করিতেছে, আমাদিগকে অপমানিত করিতেছে; ইহাকে বধ করিব। এই দুরাচার বৃদ্ধপরম্পরাগুণযুক্ত ও সম্মানের যোগ্য নহে, অতএব এই রাজদ্বেষী দুরাত্মাকে পুত্রের সহিত সংহার করাই কর্ত্তব্য; এই দুরাত্মা সমস্ত নরপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক সম্মানের সহিত অপূর্ব্ব ভোজনাদিদ্বারা পূজিত করিয়া এক্ষণে অবমাননা করিতেছে। যেমন দেবগণের সমবায় হয়, তাহার ন্যায় এই সকল মহীপালগণের সমাগম হইয়াছে; ইহার মধ্যে কোন রাজাকেই কি ইহার উপযুক্ত পাত্র বোধ হইল না। প্রসিদ্ধ এই শ্রুতি আছে যে, স্বয়ম্বর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষেই বিধেয় হইয়াছে,

## ৮। অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ।



তখন অর্জ্জুন শরাসনসমীপে উপস্থিত হইয়া ভূধরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। * * * * প্রভাশালী অর্জ্জুন নিমিষমধ্যে সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করিলেন ও পঞ্চসঙ্খ্য শর গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিলেন। ১৭২ পৃষ্ঠা।

ইহাতে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। আর যদ্যপি এই কন্যা কোন রাজাকেই পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে ইহাকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিব। এই ব্রাহ্মণ যদিও লোভ বা চাপল্য-হেতু রাজগণের এই অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছে, তথাপি ইহাকে বিনষ্ট করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে; কারণ, আমাদিগের রাজ্য, অর্থ, জীবন, পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য যে কিছু সম্পত্তি, তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত। আমরা এস্থলে শাসন করিলে অন্যান্য স্বয়ম্বরস্থলে আর এরূপ ঘটনা হইবে না, সকলেই অবমানভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। পরিঘতুল্য বাহুশালী সমস্ত ভূপালসিংহ এই বাক্য বলিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দ্রুপদকে হনন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। দ্রুপদ, রাজগণকে ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া, পাছে ব্রাহ্মণকোপে ক্ষত্রিয়কুলসংহার হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর অরিন্দম পাণ্ডুনন্দন ভীম ও অর্জ্জুন মহীপতিগণকে মদমত্তমতঙ্গজের ন্যায় বেগে ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। অঙ্গুলিত্রাণধারী সেই সকল রাজগণ অমর্ষভরে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া কুরুরাজ-তনয় অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে হনন করিবার নিমিত্ত উৎপতিত হইলেন। অনন্তর বজ্রসদৃশ-দৃঢ়সত্ত্ব মহাবলপরাক্রান্ত অদ্ভুত-ভীমকর্ম্মা অদ্বিতীয় বীর ভীমসেন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় করদ্বারা এক বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া পত্ররহিত করিলেন এবং দণ্ডধর যমরাজ যেমন উগ্রদণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহার ন্যায় পরপ্রমাথী পৃথুবাহু পৃথানন্দন সেই নিষ্পত্র বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা অসাধারণ-বুদ্ধিমান মহেন্দ্র-প্রতিম জিষ্ণু, ভ্রাতার অদ্ভুতকর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর নির্ভয়চিত্তে শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা অসামান্য-ধীসম্পন্ন দামোদর ভীমার্জ্জুনের সেই আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শন করিয়া মহাবীর্য্য অগ্রজ হলায়ুধকে কহিলেন, হে সঙ্কর্ষণ! সিংহশ্রেষ্ঠের ন্যায় মত্তগজগামী যে পুরুষ, কিষ্কিন্দুন-পঞ্চহস্ত-প্রমাণ মহাধনু আকর্ষণ করিতেছেন আমি যদ্যপি কৃষ্ণ হই, তবে ইনি অবশ্যই অর্জ্জুন হইবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যিনি বেগপূর্ব্বক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সহসা ভূপতিগণকে নিরাকৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইনি বৃকোদর হইবেন। বৃকোদর-ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলমধ্যে কোন ব্যক্তি অদ্য এই সংগ্রামস্থলে ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবেন না। হে অচ্যুত! আমার বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে কমলায়ত-লোচন, মহাসিংহ-সম গমন-শীল, বিনীত, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও উজ্জ্বল চারুনাসিকাযুক্ত, চতুর্হস্ত-প্রমাণ এবং তদুপযুক্ত স্থূলকায় যে পুরুষ গমন করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মপুত্র। তাঁহার সহিত কার্ত্তিকতুল্য যে দুই কুমার গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অশ্বিনীকুমারের তনয় হইবে। আমি শুনিয়াছি, পৃথার সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। নির্জ্জলজলদবর্ণ হলায়ুধ আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, ভাগ্যক্রমে কৌরবাগ্রগণ্য পাণ্ডবগণের সহিত তপস্বিনী ঠাকুরাণী মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে আপ্যায়িত হইলাম।

নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণগণ অজিন ও কমণ্ডলু প্রকম্পনপূর্ব্বক কহিলেন, ভয় করিও না, আমরা শত্রুমণ্ডলীর সহিত সংগ্রাম করিব। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণগণের এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা একপার্শ্বে দর্শক হইয়া অবস্থিতি করুন; যেমন মন্ত্রজ্ঞব্যক্তি মন্ত্রদ্বারা মহাবিষ বিষধরকে তেজোহীন করে, তাহার ন্যায় আমি সরলাগ্র শত শত শরনিকর দ্বারা এই সমস্ত রোষান্বিত রাজগণকে ইতস্তত বিশৃঙ্খল করিয়া নিবারিত করিব। মহাবল অর্জ্জুন এই বলিয়া পণপ্রাপ্ত সেই শরাসন আনয়নপূর্ব্বক ভ্রাতা ভীমসেনের সহিত অচলের ন্যায় অচল হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে হস্তী যেমন বিপক্ষ হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় ভীম ও অর্জ্জুন উভয়ে রণমত্ত কর্ণ প্রভৃতি রাজগণকে দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুযুৎসু ভূপালগণ পরুষ বচন প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন যে, সংগ্রামস্থলে যুযুৎসু ব্রাহ্মণকেও বিনাশ করা যাইতে পারে। ভূপতিগণ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর করিণীর নিমিত্ত করী যেমন অন্য করীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় মহাতেজস্বী কর্ণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের সহিত সঙ্গত হইলেন। মহাবল মদ্রাধিপতি শল্য ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সকলে ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা দ্বিজগণের সহিত অযত্ন-সহকারে মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ অর্জ্জুন বিকর্ত্তন-তনয় কর্ণকে প্রতিমুখাগত দেখিয়া মহাশরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শর-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধানন্দন অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণতেজোযুক্ত শাণিত শরনিকর বেগে বিমুহ্যমান হইয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও কর্ণ পরস্পর ক্রুদ্ধ ও জিগীষু হইয়া ঈদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহারা কে কখন আদান সন্ধান-প্রভৃতি করেন, তাহা কোন ব্যক্তিই নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। তাঁহারা পরস্পর শৌর্য্য-প্রকাশপূর্ব্বক এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, তুমি যাহা করিলে তাহার এই প্রতিকার করিতেছি দেখ, আমার বাহুবল দেখ। অনন্তর বৈকর্ত্তন কর্ণ অর্জ্জুনের ভূমণ্ডলমধ্যে সাদৃশ্য-রহিত ভুজবীর্য্য অবলোকন করিয়া সংরব্ধচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত বেগবান বাণসমূহ প্রতিহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; সেনাগণ তাঁহার ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে কর্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ! এই সংগ্রামস্থলে তোমার অবিষণ্ণ ভুজবীর্য্য ও বিজয়শীল শস্ত্র অবলোকন করিয়া আমি পরিতুষ্ট হইলাম। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার বোধ হয়, তুমি সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদ, কিম্বা, রাম অথবা দেবরাজ ইন্দ্র, কি অচ্যুত বিষ্ণু হইবে। তুমি আত্ম গোপনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাহুবীর্য্য আশ্রয়পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছ; আমি সংগ্রামস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ পুরন্দর অথবা পাণ্ডুনন্দন কিরীটী-ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। অর্জ্জুন কর্ণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ বা রাম নহি, আমি সকল-শস্ত্রধারী ও যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমি গুরুর অনুগ্রহে ব্রাহ্ম ও ঐন্দ্র অস্ত্রে নিপুণ হইয়াছি; হে

বীর! তুমি স্থির হও, আমি অদ্য সংগ্রামে তোমাকে জয় করিবার নিমিত্ত অবস্থিত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন রাধানন্দন মহারথ কর্ণ এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ব্রাহ্মতেজ অজেয় বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অন্য দিকে বিদ্যা ও বলে যুদ্ধবিশারদ মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ বলবান্ বীর বৃকোদর ও শল্যরাজা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর আহ্বানপূর্ব্বক মুষ্টি ও জানুদ্বারা আঘাত করিতে করিতে কখন দূরে নিক্ষেপ, কখন অগ্রে আকর্ষণ, কখন সম্মুখে আস্ফালন, কখন বা তির্য্যক্ পাতনদ্বারা পরস্পরকে আকৃষ্ট ও মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন; তদনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের প্রহারে ঘোরতর চটচটা শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরকে পাষাণ-পতন-সদৃশ প্রহার করিতে লাগিলেন; পরে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে কুরুবংশাবতংস ভীম শল্যকে বাহুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রণভূমিতে পাতিত করিলেন; তাহা দেখিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণেরা হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান্ ভীমসেন বলশালী শল্যকে এমত আশ্চর্য্যরূপে ভূতলে পাতিত করিলেন যে, তাহাতে শল্য কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর সমস্ত রাজগণ শল্যকে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত ও কর্ণকে সংশয়াপন্ন দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে ভীমসেনকে পরিবৃত করিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া সাধুবাদপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, এই দুই ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের নিবাস কোথায়, ইহাঁরা কোথায় বা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। এই অবনীমধ্যে রাম, দ্রোণ, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, দেবকী তনয় কৃষ্ণ বা শারদ্বত কৃপ-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামভূমিতে রাধাসুত কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। বীর বলদেব, পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর বা দুর্য্যোধন-ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি মহাবল মদ্ররাজ শল্যকে রণভূমিতে পাতিত করিতে শক্ত হয়! এক্ষণে সকলে ব্রাহ্মণের সহিত এই যুদ্ধ পরিহার কর; ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। আমরা প্রথমত ইহাঁদিগের পরিচয় লইয়া পশ্চাৎ হৃষ্টচিত্তে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ভীমসেনের সেই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে কুন্তীসুত বিবেচনা করিলেন। পরে সমস্ত রাজগণকে অনুনয়পূর্ব্বক এই বলিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাঁর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অনন্তর যুদ্ধবিশারদ সেই সকল রাজসত্তম যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যে সকল লোক দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তাহারা এই বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল যে, অদ্য রঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণগণই প্রধান হইলেন, পাঞ্চালী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৃতা হইলেন। অনন্তর ভীমসেন ও অর্জ্জুন মৃগচর্ম্ম পরিধায়ী ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে পরিবৃত হওয়াতে অতিকৃচ্ছ্রে পথ প্রাপ্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমা তিথিতে উদিত চন্দ্র সূর্য্য মেঘ হইতে মুক্ত হইলে যাদৃশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, তাহার ন্যায় শত্রুগণ কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত নরবীর ভীম ও অর্জ্জুন অনুগামিনী দ্রৌপদীর সহিত জনসম্বাধ হইতে মুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাদিগের মাতা কুন্তী তাঁহাদিগের ভিক্ষা করিয়া আসিবার কাল অতীতপ্রায় হইলে তাঁহাদিগকে অনাগত দেখিয়া বহুবিধ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কায় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হয় ত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা আমার পুত্রগণকে চিনিতে পারিয়া বিনাশ করিয়াছে। অথবা দৃঢ়বৈরী মায়াবী অতিভীষণ রাক্ষসেরা সংহার করিয়া থাকিবে। মহাত্মা ব্যাসদেবেরও কি বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছিল। তিনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে এস্থলে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন!

কুন্তী অপত্যস্নেহ-বশত এবম্বিধ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণগণে সমবেত হইয়া জনগণ নিস্তব্ধপ্রায় হইবার সময় অতি অপরাহ্নে মেঘাচ্ছাদিত দুর্দ্দিনে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় সেই কুলালগৃহে প্রবেশ করিলেন।

একনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও অর্জ্জুন পরমপ্রীতচিত্তে যাজ্ঞসেনী সমভিব্যাহারে কুলালগৃহে গমনপূর্ব্বক কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, মাতঃ! অদ্য এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। কুন্তী তখন কুটীর মধ্যে ছিলেন, কিছু না দেখিয়াই কহিলেন যে, তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগ কর; পশ্চাৎ কৃষ্ণাকে দেখিয়া কহিলেন, হায়! আমি কি অযুক্তবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি! অনন্তর তিনি অধর্ম্মভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তা সেই যাজ্ঞসেনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! তোমার দুই সহোদর এই দ্রুপদরাজনন্দিনীকে আনয়নপূর্ব্বক আমার নিকট ভিক্ষা বলিয়া সমর্পণ করিলে আমি অনবধান-বশত তৎকালোচিত এই বাক্য বলিয়াছি যে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া ভোগ কর। হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে কিরূপে আমার সেই বাক্য মিথ্যা না হয়, অধর্ম্ম এই পাঞ্চালরাজ দুহিতাকে কিরূপে আক্রমণ করিতে না পারে এবং কিরূপেই বা ইনি ক্ষুব্ধা না হন, তাহা বল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরবীর মতিমান্ কুরুপ্রবীর রাজা যুধিষ্ঠির জননীর এই বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ফাল্গুন! তুমি এই রাজপুত্রী যাজ্ঞসেনীকে জয় করিয়া লইয়াছ, তোমারই সহিত ইহাঁর বিবাহ হইলে শোভা পায়; হে শত্রুবেগসহিষ্ণো! তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধানে ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে অধর্ম্মভাগী করিবেন না, যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা অশিষ্ট-দৃষ্টপথ। প্রথমে আপনার, পরে অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবাহু ভীমসেনের, তৎপরে আমার, তাহার পর আমার অনন্তর-জাত নকুলের, সর্ব্বশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ হওয়াই বিধেয়। ভীমসেন, নকুল, সহদেব, এই কন্যা এবং আমি ভবদীয় নিদেশবর্ত্তী হইতেছি, ইহাতে যাহা ধর্ম্ম্য ও যশস্করূপে কর্ত্তব্য হয় এবং যাহাতে পাঞ্চালরাজের হিতানুষ্ঠান হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন, আমাদিগের মধ্যে কেহই ভবদীয়

আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ নহে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের ভক্তিপূর্ণ ও স্নেহরসে অভিষিক্ত সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবেরা সকলেই পাঞ্চালরাজ-নন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুতনয়েরা সেই যশস্বিনী কৃষ্ণাকে সন্দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই তদ্গতচিত্ত হইলেন। বিধাতা সেই পাঞ্চালীর কমনীয় রূপ অন্য রমণী হইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণিগণের এমত মনোহররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, অমিততেজস্বী পাণ্ডুনন্দনেরা তাহা দেখিবামাত্র মন্মথ তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। মনুজশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার প্রকারে আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সেই সময়ে বেদব্যাসের সমুদায় বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তিনি পরস্পর ভ্রাতৃভেদ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, এই শুভলক্ষণা দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুতনয়েরা জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই কথা শ্রবণ করিয়া অদীনভাবে মনে মনে সেই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কুরুবীর অনুমান করিয়া, সেই বীরপুরুষেরা যে ভার্গব-কর্ম্মশালায় বাস করিতেছিলেন, সেই স্থানে বলদেবের সহিত আগমন করিলেন। পরে তিনি ও রোহিণী-নন্দন তথায় উপবিষ্ট দীর্ঘবাহু অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমীপে উপবিষ্ট অনলতুল্য দীপ্তিমান্ তদীয় অনুজগণকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর বাসুদেব কৃষ্ণ অজমীঢ়বংশীয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, আমি কৃষ্ণ; পরে বলদেবও ঐরূপে নমস্কার করিলেন। পাণ্ডবগণ রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি হৃষ্টচিত্তে প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে ভারতমুখ্য! অনন্তর যদুবীর রাম ও কৃষ্ণ পিতৃষ্বসা পৃথার চরণবন্দনা করিলেন। অজাতশত্রু কুরুবীর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অবলোকনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে বাসুদেব! আমরা প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি কিপ্রকারে ইহা জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! অগ্নি গুপ্ত হইলেও কখন অজ্ঞাত থাকে না এবং এই ভূমণ্ডলে মানবগণের মধ্যে পাণ্ডব-ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি তাদৃশ বিক্রমপ্রকাশ করিতে পারে? আপনারা ভাগ্যক্রমে শত্রুবেগ সহ্য করিয়া দারুণ দহন হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমেই পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তাহার অমাত্যেরা মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে নাই। অধুনা আপনাদিগের মঙ্গল হউক ঐ মঙ্গল এক্ষণে অন্যের অলক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছে; আপনারা বর্দ্ধমান হুতাশনের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকুন। কোন রাজা পাছে আপনাদিগের জানিতে পারে; অতএব এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমরা স্বীয় শিবিরে গমন করি; অক্ষয় শ্রীসম্পন্ন কৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া যুধিষ্ঠির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বলদেবের সহিত শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুনন্দন ভীম ও অর্জ্জুন যখন ভার্গবগৃহে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তিনি সহচরজনগণকে সাবধান করিয়া পাণ্ডবদিগের ও অন্যের অজ্ঞাতসারে তৎসন্নিহিত কোন এক স্থানে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। সায়ংকালে রিপুপ্রমাথী অদীনসত্ত্ব মহাবল ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া আগমন পূর্ব্বক ভৈক্ষ্য দ্রব্য যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করিলেন। তখন বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এই ভিক্ষাদ্রব্য হইতে অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া দেবতার উপহার ও ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাপ্রদান কর, ও যে সকল মনুষ্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ভোজন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদিগকেও প্রদান কর! পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দুই অংশ করিয়া এক অংশ ভীমসেনকে দাও; কারণ, এই নগেন্দ্রসদৃশ বিপুলাকৃতি গৌরবর্ণ তরুণ বীর বৃকোদর নিত্য নিত্য বহুভোজন করিয়া থাকে। অপর এক ভাগ ছয় অংশ কর, তাহা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চারি ভ্রাতা, তুমি ও আমি ভোজন করিব। রাজকুমারী সাধ্বী দ্রৌপদী তাঁহার ঐ সাধুবাক্যে কোন বিচার না করিয়াই সানন্দমনে যথোক্ত কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর সকলে ভোজন করিলেন। অনন্তর তপস্বী মাদ্রী-তনয় সহদেব ভূমিতে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিলেন। পরে সকলে তদুপরি যথোপযুক্ত স্ব স্ব অজিন বিস্তার করিয়া শয়ন করিলেন। কুরুসত্তমেরা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ান হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মস্তকের দিকে কুন্তী ও চরণের দিকে দ্রৌপদী শয়ন করিয়া থাকিলেন। দ্রৌপদী ভূমিতে কুশাস্তরণে শয়ন করিয়া এবং সকলের পদতলে উপাধানস্বরূপ হইয়াও মনে মনে দুঃখানুভব, কি তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিলেন না। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা শয়ন করিয়া রথ, নাগ, খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, দিব্যাস্ত্র ও সৈন্যবিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথা কহিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং তত্রস্থ মনুষ্যেরা রাজকুমারী কৃষ্ণাকেও তথাবিধ অবস্থাপন্না দেখিল।

অনন্তর রজনীতে পাণ্ডবগণ যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন ও তথায় যাহা যাহা হইয়াছিল, সে সমুদায় দ্রুপদরাজার নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিবার নিমিত্ত রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন। মহাত্মা পাঞ্চালরাজ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! কৃষ্ণাকে কে লইয়া গিয়াছে? কৃষ্ণা কোথায় গিয়াছেন? কোন হীনজাতি বা শূদ্র অথবা করদাতা বৈশ্য আমার দুহিতাকে লইয়া গিয়া আমার মস্তকে ত পদনিক্ষেপ করে নাই? মনোহর মাল্য ত শ্মশানে পতিত হয় নাই? কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কিম্বা ব্রাহ্মণ ত আমার তনয়াকে জয় করিয়া লইয়াছেন? কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি ত কৃষ্ণাকে জয় করিয়া লইয়া আমার মস্তকে বাম চরণ প্রদান করে নাই? যদ্যপি আমার দুহিতা কৃষ্ণা নরসিংহ পদার্থের সহিত সংযুক্তা হইয়া গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অনুতাপ করি না। হে মহানুভব! কে আমার দুহিতাকে জয় করিয়া লই-

য়াছে? কুরুবীর বিচিত্রবীর্য্য-তনয় পাণ্ডুরাজার পুত্রেরা কি জীবিত আছেন? অর্জ্জুন কি ধনুগ্রহণ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন?

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সোমবংশশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সহর্ষচিত্তে যিনি দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছেন ও তদুপলক্ষে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমুদায় আনুপূর্ব্বিক পিতার নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন; বিশেষরূপে আয়ত ও লোহিতবর্ণ লোচনে শোভমান কৃষ্ণাজিনধারী দেবতুল্য রূপবান্ যে যুবা পুরুষ মহৎ শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন, সেই তরস্বী কাহারও সহিত সঙ্গত হইলেন না। সমস্ত মহর্ষি ও দেবগণকর্তৃক পরিবৃত দেবরাজ যেমন দৈত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহার ন্যায় তিনি ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক পরিবৃত ও পূজ্যমান হইয়া রাজগণমধ্যে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নাগবধূ যেমন নাগরাজের অনুবর্ত্তিনী হন, তাহার ন্যায় কৃষ্ণা সেই পুরুষের কৃষ্ণাজিন গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রফুল্লান্তঃকরণে অনুগামিনী হইলেন। তখন সমস্ত ভূপালগণ অসহিষ্ণু ও রোষপরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধার্থে ধাবমান হইলে আর এক বীর সেই পার্থিব-বাহিনীমধ্যে আপতিত হইয়া, ক্রুদ্ধ যম যেমন দণ্ডধারী হইয়া প্রাণিগণকে সংহার করেন, তাহার ন্যায়, প্রবৃদ্ধ এক মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভূপালগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! তখন রাজগণ সেই নরসিংহ বীরদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন। ঐ উভয়বীর চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইয়া কৃষ্ণাকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরের বাহিরে এক কুম্ভকারগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অগ্নিশিখার ন্যায় এক বৃদ্ধা রমণী সমাপস্থিত তথাবিধ অগ্নিকল্প বীরত্রয়ের সহিত উপবিষ্টা ছিলেন, আমার বোধ হইল, তিনি তাঁহাদিগের জননী হইবেন। অনন্তর সেই দুই বীর তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, কৃষ্ণাকেও তাঁহার পাদবন্দন করিতে কহিলেন। পরে কৃষ্ণাকে ভিক্ষা বলিয়া নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া তাঁহারা সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। পরে তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করিলে কৃষ্ণা তাঁহাদিগের ভৈক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার কিয়দংশ দেবোপহার-প্রদান ও কিয়দংশ ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। অনন্তর অবশিষ্টাংশ সেই বৃদ্ধা ও পঞ্চ বীরকে পরিবেশন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। হে ভূপতে! তৎপরে ভূতলে অজিনের আস্তরণযুক্ত দর্ভময় শয্যা প্রস্তুত হইলে তাঁহারা সকলে তাহাতে শয়ান হইলেন; কৃষ্ণা তাঁহাদিগের চরণতলে উপাধান-স্বরূপ হইয়া শয়ন করিলেন। তখন সেই বীরসকল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে পরস্পর বিবিধ বিচিত্র কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যে সমস্ত কথা কহিতেছিলেন, ঐ সকল কথা ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য কি শূদ্রজাতিতে কদাপি সম্ভাবিত নহে। হে রাজন্! তাঁহারা যেরূপ যুদ্ধসম্পর্কীয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হইবেন সন্দেহ নাই। হে তাত! আমাদিগের আশালতা ফলবতী হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই; কারণ, শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবগণ অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং সেই মহাবীর যেরূপে শরাসনে অবিলম্বে জ্যারোপণ ও যেরূপ অবলীলাক্রমে লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন ও ইঁহাদিগের পরস্পর যেরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইঁহারাই পঞ্চ পাণ্ডব হইবেন; ইঁহারা মাতার সহিত প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দ্রুপদ আনন্দিত হইয়া পুরোহিতকে এই বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, আপনি তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া ইহা কহিবেন যে, তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর সন্তান কি না, আমি তোমাদিগের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। রাজপুরোহিত রাজাজ্ঞা জ্ঞাত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক যথাক্রমে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রশংসা করিয়া ভূপতির যথাদিষ্ট সমগ্র বাক্য আনুপূর্ব্বিক কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে বরণীয়গণ! বরপ্রদ অবনীপতি পাঞ্চালরাজ আপনাদিগের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি এই বীরকে লক্ষ্যবধ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দনীরে নিমগ্ন হইয়াছেন। আপনারা আপনাদিগের জ্ঞাতি ও কুল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়া পাঞ্চালরাজের ও তদীয় অনুচরবর্গের এবং আমার হৃদয় আহ্লাদিত করত শত্রুসমূহের মস্তকে পাদার্পণ করুন। মহারাজ পাণ্ডু রাজা-দ্রুপদের আত্মসম প্রিয় সখা ছিলেন, সেইহেতু দ্রুপদমহীপালের এই কামনা ছিল যে, তাঁহার তনয়া কৃষ্ণা সখা-পাণ্ডুর স্নুষা হন। হে অনিন্দিত-রূপসম্পন্ন বীরগণ! রাজা দ্রুপদের মনোমন্দিরে নিত্য এই কামনা জাগরূক ছিল যে, বিশালদীর্ঘবাহু অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; যদ্যপি তাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাহা প্রমহিত, পুণ্যজনক, যশস্কর সুকৃত ও হইয়াছে।

পুরোধা বিনীতভাবে এই সমস্ত বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলে পাণ্ডবরাজ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমীপবর্ত্তী ভীমসেনকে আজ্ঞা করিলেন, ইঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান কর, ইনি দ্রুপদরাজার পুরোহিত অতিমান্য, ইঁহার বিশেষরূপে পূজা করা কর্ত্তব্য। হে নরেন্দ্র! ভীমসেন ভ্রাতার আদেশমত তাঁহাকে উৎকৃষ্টরূপে সংকৃত করিলেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণ পূজা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সুখোপবিষ্ট হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! পাঞ্চালরাজ ইচ্ছানুসারে কন্যা দান করেন নাই, তিনি স্বধর্ম্মানুসারে লক্ষ্যভেদ পণ করিয়া কন্যাপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহাতেই এই বীর তদীয় কন্যাকে লাভ করিয়াছেন; এক্ষণে জাতি-কুল-শীল গোত্রবিষয়ে আর তাঁহার কিছুই বক্তব্য নাই। কার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করাতেই সে সমস্ত জিজ্ঞাসা সুদূর-পরাহত হইয়াছে। তাঁহারই সঙ্কল্পানুসারে এই মহাত্মা সমস্ত ভূপতিগণ মধ্যে দ্রৌপদীকে জয় করিয়া আনিয়াছেন; এমতস্থলে সোমবংশোদ্ভব দ্রুপদ রাজার এক্ষণে সন্তাপ করা কেবল অসুখের নিমিত্তই হইতেছে। পরন্তু তাঁহার যে কামনা আছে, তাহা সম্পন্ন হইবে; কারণ এই অসাধারণ রূপবতী রাজকুমারীকে সুলক্ষণসম্পন্না বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি হীনবল, সে কখন সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হয় না ও যে ব্যক্তি হীনজাতি অথবা অকৃতাস্ত্র, সে ব্যক্তিও কখন সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে পারে না। অপিচ এই ভূমণ্ডলমধ্যে কোন

ব্যক্তিরই এমত সাধ্য নাই যে, ঐ লক্ষ্যপাতন এক্ষণে অন্যথা করিতে পারে; অতএব অধুনা তাঁহার কন্যার নিমিত্ত পরিতাপ করা উচিত হয় না। যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে পাঞ্চালরাজের নিকট হইতে এক দূত, সেখানে অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল।

চতুর্ণবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দূত কহিল, মহারাজ দ্রুপদ বিবাহ দিবার অভিলাষে বরপক্ষীয় জনগণের নিমিত্ত উপসংস্কৃত অন্ন প্রস্তুত করাইয়াছেন। আপনারা নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া শীঘ্র তথায় আগমন করুন; সেই স্থানেই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ হইবে; বিলম্ব করিবেন না। হিরণ্ময় পদ্মসমূহে সুশোভিত সদশ্বযুক্ত রাজযোগ্য এই সমস্ত রথ প্রস্তুত আছে, আপনারা সকলে ইহাতে আরোহণ করিয়া পাঞ্চালরাজভবনে আগমন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুপুঙ্গব পাণ্ডবগণ পুরোহিতকে বিদায় করিয়া সেই সকল মহাযানের মধ্যে কুন্তী ও কৃষ্ণাকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা এক এক যানে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এদিকে পাঞ্চালরাজ পুরোহিত-প্রমুখাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের জাতিপরীক্ষা ও উপহার নিমিত্ত চতুর্ব্বর্ণের উপযুক্ত ফল, সুসংস্কৃত মাল্য, চর্ম্ম, বর্ম্ম, আসন, গো, রজ্জু, বীজ, কৃষিকার্য্যের অন্যান্য সাধন সমুদায় শিল্পকার্য্যোপযোগী ছেদনযন্ত্র ও ক্রীড়াদ্রব্য প্রভৃতি অনেকবিধ দ্রব্য সমস্ত আয়োজন করিলেন। পরে সুদীপ্ত চর্ম্ম, বর্ম্ম ও ঋষ্টি, উত্তম খড়্গ, অশ্ব, রথ, শ্রেষ্ঠশরাসন, বিচিত্র শর, কাঞ্চনভূষিত শক্তি, প্রাস, ভুশুণ্ডী ও কুঠার এবং যুদ্ধোপযোগী অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য সকল ও উত্তম শয্যা আস্তরণ নানাবিধ বসন প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রস্তুত রাখিলেন। অনন্তর কৌরবরাজপত্নী কুন্তী সাধ্বী দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিয়া দ্রুপদ রাজার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। রাজমহিলারা প্রফুল্লান্তঃকরণে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া সম্মান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর পাঞ্চালনৃপতি, তাঁহার মন্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য সমস্ত রাজপরিবার, মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়ধারী সমাগত বীরপুরুষ পাণ্ডবদিগকে সিংহবৎবিক্রান্তগতি, বৃহৎ বৃষভের ন্যায় চক্ষুষ্মান, ভুজগেন্দ্রভোগ-সদৃশ লম্বিত-বাহু ও বিশালস্কন্ধ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ অবিস্মিত ও নিঃশঙ্কচিত্তে পৃথক্ পৃথক্ পাদপীঠযুক্ত পরম রমণীয় মহার্হ আসনে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠতানুসারে আনুপূর্ব্বিক উপবেশন করিলেন। অনন্তর উত্তম বসন ভূষণে সুবেশযুক্ত দাস, দাসীগণ ও ভোক্তৃস্মিতা পুরুষেরা যথাযোগ্যক্রমে স্বর্ণ ও রজতময় পাত্রে পরম উপাদেয় রাজ-ভোজনীয় অন্নপানাদি নানাবিধ সামগ্রী আনয়ন করিয়া দিল। হে রাজন্! পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবেরা যথেচ্ছাক্রমে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং উপহার দ্রব্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্র এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা তাহা অবলোকনপূর্ব্বক কুন্তীপুত্রগণকে রাজপুত্ররূপে স্থির করিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাদ্যুতি পাঞ্চাল্য দ্রুপদ মহাতেজা রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া অদীনচিত্তে ব্রাহ্মণযোগ্য অভ্যর্থনাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য, কিম্বা শূদ্র, কোন্ জাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব? অথবা তোমরা কি দেবতা, দর্শনার্থী হইয়া মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপে বিচরণ করিতে করিতে কৃষ্ণার নিমিত্ত এস্থলে শুভাগমন করিয়াছ? তুমি সত্য করিয়া বল, এবিষয়ে আমাদিগের সংশয় জন্মিয়াছে। হে পরন্তপ! এই সংশয় বিনষ্ট হইলে আমাদিগের হৃদয় কি সন্তোষসলিলে অভিষিক্ত হইবে? আমাদিগের কি সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে? হে অমরসঙ্কাশ! স্বীয় ইচ্ছানুসারে সত্যবাক্য কহ, রাজার নিকট সত্যবাক্য-কথন যাদৃশ শোভা পায়, ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও বাপীপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যজনক কর্ম্ম সকল তাদৃশ শোভা পায় না; অতএব মিথ্যা কথা কহিও না। হে অরিন্দম! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে ত্বদীয় জাত্যুপযুক্ত বিবাহ দিতে উদ্‌যোগী হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পাঞ্চালেশ্বর! আপনি দীনচিত্ত হইবেন না, সন্তোষযুক্ত হউন, আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজন! আমরা ক্ষত্রিয়কুলজাত মহাত্মা পাণ্ডুরাজার পুত্র; আমি কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র; এই দুইজন, ভীম ও অর্জ্জুন; ইঁহারাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়া লইয়াছেন; এবং যে স্থানে কৃষ্ণা আছেন, ঐ স্থানে যমজ নকুল, সহদেব ও জননী কুন্তী অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব আপনি আমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করুন। হে নরসিংহ! আপনি মনোদুঃখ দূর করুন; পদ্মিনীর ন্যায় আপনার এই কন্যা এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে নীত হইয়াছেন। হে মহারাজ! আপনি আমাদিগের গুরু ও পরমগতি; অতএব আপনার নিকট এই সমস্ত তথ্য সত্যরূপে কহিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর পরন্তপ ধর্ম্মাত্মা রাজা দ্রুপদ পাণ্ডবদিগের পরিচয় প্রাপণানন্তর পরমহর্ষহেতু ব্যাকুললোচন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি সেই হর্ষ যত্নসহকারে নিগৃহীত করিয়া ধর্ম্মরাজকে তৎকালোপযুক্ত বাক্য কহিলেন। কিরূপে তাঁহারা বারণাবত নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাণ্ডুনন্দন তৎসমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিকক্রমে তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। বাগ্মী রাজা দ্রুপদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া যেরূপে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তন্নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব রাজার আদেশানুসারে এক মহৎ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা রাজা যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা পুত্রগণের সহিত উৎকণ্ঠা-শূন্য হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য উত্তম পুণ্যদিবস, অদ্য কুরুনন্দন মহাবাহু অর্জ্জুন বিবাহের কৌলিক কর্ম্ম সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে বিশাম্পতে! আমাকেও দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। দ্রুপদ উত্তর করিলেন, হে বীর! তুমিই যথাবিধানে আমার দুহিতার পাণিগ্রহণ কর; অথবা তুমি যাহার সহিত কৃষ্ণার বিবাহ দিতে অভিলাষ কর, তাহার সহিত দাও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন, কারণ, ইহা আমার জননী পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছেন। বিশেষত আমার ও ভীমসেনের পরিণয় হয় নাই; যদিও অর্জ্জুন ত্বদীয় রত্নস্বরূপ দুহিতাকে পণে জয় করিয়াছেন, কিন্তু হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের ভ্রাতৃগণের এক নিয়ম আছে যে, রত্ন প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র হইয়া ভোগ করিব। আমরা সেই নিয়ম অতিক্রম করিতে সাহসা হই না; অতএব দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ধর্ম্মপত্নী হইবেন; তিনি অগ্নিসমক্ষে আনুপূর্ব্বিকক্রমে আমাদিগের সকলের পাণিগ্রহণ করুন। দ্রুপদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! শাস্ত্রবিধানানুসারে এক ব্যক্তির বহুপত্নী হইয়া থাকে। পরন্তু এক নারীর বহুপতি কখন শুনি নাই। হে কৌন্তেয়! তুমি শুচি ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কি প্রকারে লোক ও বেদ-বিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? কি নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ বুদ্ধি হইল? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ সূক্ষ্ম, তাহার গতি আমরা জ্ঞাত হইতে পারি না। পরন্তু প্রচেতা-প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা যে পথে গিয়াছেন, আমরা সেই পথেই অনুগমন করিব। হে রাজন! আমার মাতা ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন এবং ইহা আমারও মনোগত হইয়াছে; অতএব ইহা অবশ্যই সনাতন ধর্ম্ম, কারণ, আমার বাগিন্দ্রিয় কখন মিথ্যা কহে না, আমার মনও অধর্ম্মানুসারী নহে। আপনি এইমতে কার্য্য করুন, আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! এ বিষয়ে আপুনি কোন মতে শঙ্কা করিবেন না। দ্রুপদ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি, কুন্তী ও মদীয়পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, এই তিনজনে পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির কর, আমি কল্য যথাকর্ত্তব্য করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই তিন জন একত্র হইয়া ঐ বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এমত সময়ে ভগবান দ্বৈপায়ন যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন।

ষণ্ণবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমস্ত পাণ্ডবগণ, মহাযশস্বী পাঞ্চাল্য এবং তত্রস্থিত অন্য অন্য ব্যক্তি সকল উত্থিত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদন করিলেন। মহানুভাব মহর্ষি তাঁহাদিগের অভিবাদন সমাদরের সহিত গ্রহণ-পূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন করিয়া বিশুদ্ধ কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পাণ্ডব প্রভৃতি সকলে অমিততেজস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুজ্ঞানুসারে মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। হে বিশাম্পতে! পৃষতরাজপুত্র পাঞ্চাল্য মুহূর্ত্তকাল পরে মধুরবাক্যবিন্যাসপূর্ব্বক মহাত্মা ঋষিকে দ্রৌপদীর উদ্বাহবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! এক স্ত্রী অনেক পুরুষের ধর্ম্মপত্নী হইলে সাঙ্কর্য্য দোষ হয় কি না, তাহা আপনি যথাতথ্য রূপে ব্যক্ত করুন।

ব্যাস কহিলেন, বেদ ও লোকাচারবিরুদ্ধ-প্রযুক্ত এই ধর্ম্ম বঞ্চিত হইয়াছে; পরন্তু এ বিষয়ে তোমাদিগের কাহার কি মত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। দ্রুপদ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! কুত্রাপি বহুব্যক্তির এক পত্নী নাই, সুতরাং এই কর্ম্ম লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধপ্রযুক্ত অধর্ম্ম্য বোধ হইতেছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারাও কখন এ ধর্ম্ম আচরণ করেন নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তির অধর্ম্মপথে পদার্পণ করা কোন প্রকারে বিধেয় নহে; এই নিমিত্ত আমি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারি না; এই ধর্ম্ম আমার নিকট সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং তপোবলসম্পন্ন; বলুন দেখি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সদ্বৃত্ত হইয়া কি প্রকারে কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূর নিকট অভিগমন করিতে পারে। ধর্ম্ম অতিশয় সূক্ষ্ম, এ প্রযুক্ত আমরা কোন মতেই তাহার গতি বুঝিতে পারি না, সুতরাং কোন্ বিষয় ধর্ম্ম্য ও কোন্ বিষয় অধর্ম্ম্য, তাহা নিশ্চয় করিতে অসমর্থ; অতএব দ্রৌপদী পঞ্চজনের ভার্য্যা হউন, ইহা সাহসপূর্ব্বক আমরা বলিতে পারি না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার বাক্য কখন বিতথ কথা কহে না, মতিও কখন অধর্ম্মে অনুরাগী হয় না, এ বিষয়ে আমার মনেরও প্রবৃত্তি হইতেছে; অতএব ইহা কোন প্রকারেই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। পুরাণেও শ্রবণ করিয়াছি যে, জটিলা নামে গোতম-গোত্রীয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা তাপসী এক কন্যা ছিলেন; সাতজন ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এবং পূর্ব্বকালে তপঃসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় "প্রচেতাঃ" এই এক নামে দশ ভ্রাতা ছিলেন; বৃক্ষসম্ভবা এক মুনিতনয়া সেই দশজনকে পাণিদান করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! কথিত আছে যে, গুরু যেরূপ আজ্ঞা করেন, তাহাই ধর্ম্ম্য এবং সমস্ত গুরুর মধ্যে মাতাই পরম-গুরু; সেই পরমগুরু মাতা আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, ভিক্ষাদ্রব্যের ন্যায় তোমরা সকলে ভোগ কর; হে দ্বিজোত্তম! এই নিমন্ত আমি এই কর্ম্ম পরমধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছি।

কুন্তী কহিলেন, ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠির যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ; পাছে আমার সেই বাক্য মিথ্যা হয়, এজন্য আমি অত্যন্ত ভীতা হইতেছি; হে ব্রহ্মন! কিরূপে আমার সেই বাক্যের সত্যতা রক্ষা হইবে?

ব্যাস কহিলেন, ভদ্রে! তোমার বাক্যের সত্যতা রক্ষা হইবে; তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সনাতন ধর্ম্ম। হে পাঞ্চাল! যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম, ইহাতে সংশয় নাই। ইহা যেরূপ ও যাহা হইতে সনাতন-ধর্ম্ম-রূপে বিহিত হইয়াছে, তাহা সকলের নিকট ব্যক্ত করিব না, কেবল তুমি শ্রবণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রভু দ্বৈপায়ন ভগবান্ ব্যাস উত্থিত হইয়া রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। কুন্তী, পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের উভয়কে প্রতীক্ষা করিয়া সেই স্থানেই উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর মহর্ষি দ্বৈপায়ন বহুপুরুষের একপত্নী হওয়া যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়, ইহা মহাত্মা দ্রুপদের নিকট বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে দেবগণ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে বৈবস্বত যম পশুমারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; তিনি ঐ কর্ম্মে দীক্ষিত থাকিয়া কোন প্রজাকে সংহার করিতেন না, ইহাতে মনুষ্যেরা মৃত্যুবিহীন হইলে কিছুকাল বিলম্বে তাহাদিগের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল অনন্তর সোম, শক্র, বরুণ, কুবের, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ ও অন্যান্য দেবগণ ভুবন-প্রণেতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সকলে মিলিত হইয়া মানবসঙ্খ্যা-বৃদ্ধিহেতু সভয়চিত্তে সেই লোকগুরু পিতামহকে কহিলেন, মনুষ্যসঙ্খ্যা-বৃদ্ধিহেতু আমরা সকলে তীব্রভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছি; এক্ষণে সুখার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। পিতামহ কহিলেন, মানুষ হইতে তোমাদিগের ভয় কি? তোমরা সকলেই অমর; অতএব মর্ত্ত্য হইতে ভীত হওয়া তোমাদিগের উচিত নয়। দেবগণ কহিলেন, অধুনা মর্ত্ত্যগণ অমর্ত্ত্য হইয়াছে; সুতরাং আমাদিগের সহিত তাহাদিগের আর কোন বিশেষ রহিল না; এজন্য আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া মর্ত্ত্য অপেক্ষা আমাদিগের প্রভেদ থাকিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি। ভগবান কহিলেন, তপনতনয় এক্ষণে যজ্ঞহেতু ব্যাপৃত আছেন, এই নিমিত্ত মনুষ্যদিগের মৃত্যু হইতেছে না। পরন্তু তাঁহার সমস্ত যজ্ঞকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলেই মানবগণের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তখন যমরাজের শরীর তোমাদিগের বীর্য্যেই বিভূষিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রাণিসংহারক হইবে; মনুষ্যদিগের কোন বীর্য্য থাকিবে না।

ব্যাস কহিলেন, অনন্তর মহাবল দেবগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তাঁহারা সেইস্থানে সমাসীন আছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, ভাগীরথী-জলে একটি হিরণ্ময় পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে; তাহা দেখিবামাত্র তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই সুবর্ণময় সরোজ কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে, এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে শৌর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্র তথা হইতে গমন করিলেন। যেস্থলে গঙ্গাদেবী নিয়ত উৎপন্না হইতেছেন, সেইস্থলে তিনি উপনীত হইয়া পাবকপ্রভাসভা-সদৃশ-কান্তিমতী এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। সেই কামিনী রোদন করিতে করিতে জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতেছিলেন; তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গানীরে নিপতিত হইয়া কাঞ্চনময় পঙ্কজ হইতেছিল। দেবরাজ তাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন-পূর্ব্বক তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ, বল, আমি ইহার তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ললনা উত্তর করিলেন, দেবরাজ! আমি নিতান্ত মন্দভাগ্যা; যদি তুমি আমার সহিত আগমন কর, তাহা হইলে আমি কে, ও কি নিমিত্ত রোদন করিতেছি, সমস্ত জানিতে পারিবে। হে রাজন্! তুমি আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমার অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া যাইতেছি; আমার রোদনের হেতু তুমি দেখিতেই পাইবে।

ব্যাস কহিলেন, দেবরাজ তখন রমণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুদূর যাইয়া নিকটেই হিমালয়-শিখরে দেখিলেন যে, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ যুবতির সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সুরপতি তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ায় অতিশয় প্রমত্ত দেখিয়া, কহিলেন, অহে বিদ্বন্! এই ত্রিভুবন আমারই বশবর্ত্তী জানিবে। তাহাতে ঐ পুরুষ কোন উত্তর না করাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি সমস্ত ভুমণ্ডলের অধীশ্বর। তখন সেই ক্রীড়নশীল পুরুষ দেবরাজকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবরাজ তাঁহার নয়নগোচর হইবামাত্র স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর সেই পুরুষের অক্ষক্রীড়া সমাপ্ত হইলে তিনি ঐ রোদনপরায়ণা রমণীকে কহিলেন, তুমি এই ইন্দ্রকে আনয়ন কর; আমার সমক্ষে পুনর্ব্বার অহঙ্কার প্রকাশ না করে, এ নিমিত্ত ইহাকে শাসন করিব। অনন্তর সেই সীমন্তিনী দেবরাজকে আনয়ন করিবার নিমিত্তে স্পর্শ করিবামাত্র দেবরাজ শিথিল-কলেবর হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। তখন সেই পুরুষরূপ উগ্রতেজস্বী ভগবান মহেশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, হে শক্র! তুমি কোন প্রকারে পুনর্ব্বার ঈদৃশ কর্ম্ম করিও না। তোমার বলবীর্য্য অপরিমিত; অতএব তুমি এই বিল-দ্বার-রোধক বৃহৎ পর্ব্বত আবৃত করিয়া বিলের মধ্যে প্রবিষ্ট হও; সেখানে তুমি দেখিতে পাইবে যে, তোমার মত সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী অনেক ইন্দ্র আছে। তখন দেবরাজ অদ্রিরাজের সেই বিবরদ্বার বিবৃত করিয়া তন্মধ্যে আপনার অনুরূপ আর চারিজন ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র "আমার ও ঈদৃশ দশা হইবে না।" এই বলিয়াই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন দেবদেব গিরিশ কুপিত হইয়া নয়ন বিস্তারপূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, শতক্রতো! তুমি এই দরীমধ্যে প্রবেশ কর; কারণ, প্রথমত তুমি চাপল্যজন্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ। দেবরাজ, বিভুর এইরূপ সক্রোধ বাক্যে অতিশয় কাতর হইয়া, পর্ব্বতশিখরস্থ অশ্বত্থপত্র যেমন সমীরণবেগে চালিত হইয়া প্রকম্পিত হইতে থাকে, তাহার ন্যায় শিথিল অঙ্গদ্বারা অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি বৃষবাহন মহাদেবের নিকট সহসা ঐরূপ দুঃখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বহুরূপধারী সেই উগ্র দেবকে কহিলেন, হে আদ্য! হে ভব! তুমিই সচরাচর সমস্ত বিশ্বের দ্রষ্টা, তুমি সকলই জানিতেছ তখন উগ্রতেজস্বী মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, যাহাদিগের ঈদৃশ অহঙ্কার-স্বভাব, তাহাদিগের প্রতি আমি কখন প্রসন্ন হই না। দেখ, এই সকল ইন্দ্র পূর্ব্বে এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়াই এই দরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; অতএব তুমিও এই দরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শয়ন কর। তোমাদিগের সকলেরই এইরূপ হইবে, সন্দেহ নাই, তোমরা পঞ্চ জনেই মানব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে বিবিধ দুর্বিষহ কর্ম্ম করত বহুপ্রাণীকে সংহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বজিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে আগমন করিবে; এবং ভূলোকে বিবিধার্থযুক্ত আর আর অনেক কর্ম্ম করিবে; আমি এই সমস্ত তোমাদিগের নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়াছি। পূর্ব্বেন্দ্রগণ কহিলেন, আমরা পঞ্চজন সকলেই, যেস্থলে মোক্ষ অতি দুষ্প্রাপ্য সেই মানবলোকে দেবলোক হইতে গমন করিব; কিন্তু আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, যিনি আমাদিগের জননী হইবেন,

তাঁহাতে ধর্ম্ম, বায়ু, মঘবান্ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পঞ্চ দেবতা আমাদিগের নিমিত্ত গর্ভাধান করেন। পরন্তু আমরা মর্ত্ত্যলোকে অনেক মনুষ্যের সহিত দিব্যাস্ত্রদ্বারা সংগ্রাম করিব; পরে ইন্দ্রলোকে আগমন করিব।

ব্যাস কহিলেন, ইন্দ্র ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্র দেবকে কহিলেন, আমি স্বয়ং গমন না করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্ববীর্য্যদ্বারা একপুরুষ উৎপাদন করিয়া দিব। অনন্তর ভগবান্ পিনাকী সদয়স্বভাব-প্রযুক্ত বিশ্বভুক, ভূতধামা শিবি, শান্তি ও তেজস্বী, এই প্রতাপবান্ পঞ্চ ইন্দ্রের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এবং লোকমনোহরা স্বর্গ-শ্রী সেই ললনাকে মর্ত্ত্যলোকে তাঁহাদিগের ভার্য্যারূপে বিধান করিয়া দিলেন। পরে সেই দেব তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া অপ্রমেয়, নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি স্বীয় শক্তিরূপ কৃষ্ণ ও শুক্ল দুই বর্ণের দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন। সেই কেশ যদুকুলে রোহিণী ও দেবকীর গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইল। নারায়ণের সেই শুক্ল কেশ বলদেবরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন; এবং কৃষ্ণবর্ণ সেই দ্বিতীয় কেশ কেশবস্বরূপ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্ররূপ বীর্য্যবান্ যে পুরুষচতুষ্টয় সেই গিরিবিবরগহ্বরান্তরে নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোকে পাণ্ডবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পাণ্ডব সব্যসাচী ইন্দ্রের অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে রাজন! যাঁহারা পূর্ব্বে ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহারা এই প্রকারে পাণ্ডবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবং যে দিব্যরূপা স্বর্গলক্ষ্মীর কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তিনিই এই দ্রৌপদী। ইনি যে ইহাঁদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেখ, যাহার রূপ চন্দ্রসূর্য্য প্রভাসদৃশ এবং যাহার সৌরভ একক্রোশ দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়, সেই স্ত্রী দৈবযোগ-ব্যতিরেকে কি প্রকারে যজ্ঞাবসানে মহীতল হইতে উত্থিতা হইতে পারে? হে নরেন্দ্র! আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে অতি অদ্ভুত দিব্যচক্ষু বর দিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি কুন্তীপুত্রদিগকে দিব্য ও পবিত্র পূর্ব্ব-দেহযুক্ত অবলোকন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পরম উদারকর্ম্মা পবিত্র বিপ্র ব্যাস তপোবলে সেই রাজাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে রাজা পাণ্ডবদিগের সকলকে যথাবৎ পূর্ব্বদেহ-বিশিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে হেমকিরীটী, মাল্যধারী, অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বলবর্ণ, উপযুক্ত অলঙ্কারে মনোহর, তরুণ, বিশাল-বক্ষঃস্থল ও কিঞ্চিন্ন পঞ্চহস্তপরিমাণ ইন্দ্ররূপী অবলোকন করিলেন। সর্ব্ব গুণোপপন্ন নির্ম্মল দিব্যবসন ও উত্তম সুগন্ধিমাল্যে অতীব শোভমান পূর্ব্বেন্দ্রস্বরূপ সেই পাণ্ডবদিগকে সাক্ষাৎ ত্রিলোচন বা বসুগণ বা রুদ্রগণ অথবা আদিত্যগণের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুনকে সাক্ষাৎ ইন্দ্ররূপ অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে সেই অপ্রমেয় দিব্য মায়া সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সোম ও বহ্নির ন্যায় প্রকাশমানা লক্ষ্মীস্বরূপা পরম রূপবতী শ্রেষ্ঠতমা সেই দিব্যা কন্যাকে তদীয় রূপ, তেজ ও যশোদ্বারা তাঁহাদিগের ভার্য্যা হইবার যোগ্য বিবেচনা করিলেন। রাজা দ্রুপদ সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সত্যবতী-তনয়ের চরণ গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, হে পরমর্ষে! আপনি যে আমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া এই সমস্ত আশ্চর্য্যরূপ সন্দর্শন করাইলেন, ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। অনন্তর দ্বৈপায়ন প্রসন্নচিত্তে পুনর্ব্বার কহিলেন, এক তপোবনে কোন মহাত্মা ঋষির এক দুহিতা ছিলেন। ঐ কন্যা রূপবতী, যুবতী ও সতী হইয়াও পতি প্রাপ্ত হইলেন না; একারণ উগ্র তপস্যা করিয়া শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিলেন। স্বয়ং বরদ দেব ঈশ্বর প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। কন্যা তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রতা-প্রযুক্ত বরদ দেব ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি। দেবনাথ শঙ্কর প্রীতমনে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, ভদ্রে! তোমার পঞ্চ পতি হইবে। শিবপ্রসাদ-প্রসাধিনী সেই কন্যা বরদ দেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে শঙ্কর! আমি আপনার নিকট গুণসম্পন্ন এক পতি প্রার্থনা করি। প্রীতাত্মা দেবদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে এইরূপ শুভবাক্য কহিলেন, ভদ্রে! তুমি পতি প্রদান কর বলিয়া পাঁচ বার আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার পঞ্চ পতি হইবে; তোমার মঙ্গল হউক, আমার বাক্য অন্যথা হইবে না; তোমার অন্য জন্মে পঞ্চপতিই হইবে। হে দ্রুপদ! সেই দেবরূপিণী অনিন্দিতা এই তদীয় কন্যা পাঁচ জনের পত্নী হইবার নিমিত্ত বিহিতা হইয়াছেন। স্বর্গশ্রী এই কন্যা ঘোর তপস্যা করিয়া পাণ্ডবগণের নিমিত্ত মহামখে উৎপন্না হইয়া তোমার দুহিতা হইয়াছেন। দেবগণের সেবিতা রুচিরা এই দেবী স্বকৃত কর্ম্মদ্বারাই একাকিনী পাঁচ জনের মহিষী হইবেন এই অভিপ্রায়ে বিধাতা স্বয়ং ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে রাজন্ দ্রুপদ! তুমি সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয়, কর।

অষ্টনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দ্রুপদ কহিলেন, মহর্ষে! আমি প্রথমত আপনার নিকট ইহা জ্ঞাত না থাকাতে এইরূপ বিধান করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলাম। এক্ষণে বিশেষ অবগত হইলাম; দেব-বিহিত বিষয়ে কখনই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না; অতএব পূর্ব্বকৃত বিধানানুসারেই কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিলাম। ভাগ্যের গ্রন্থি অনিবর্ত্তনীয়; স্বকর্ম্মদ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না; এক বরের নিমিত্ত লগ্ন প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে পঞ্চ জনের নিমিত্ত উপপন্ন হইল। কৃষ্ণা পূর্ব্ব জন্মে যেমত পঞ্চ বার বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ আমাকে পতি বিষয়ক বর প্রদান করুন, সেইরূপ ভগবানও কহিয়াছিলেন যে, তোমার পঞ্চ পতিই বরস্বরূপ হইল; অতএব এ বিষয়ের ভাল মন্দ তিনিই জ্ঞাত আছেন। যখন ভগবান্ শঙ্কর এরূপ বিধান করিয়াছেন, এবং ইহাঁদিগের নিমিত্তই কৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন, ইহা ধর্ম্ম্যই হউক, বা অধর্ম্ম্যই হউক, ইহাতে আমার কোন অপরাধ হইতে পারে না; ইহাঁরা বিধিবিধান-ক্রমে যথাসুখে দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মহর্ষি ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অদ্য পুণ্য দিবস, চন্দ্রমা পৌষ্টিক যোগ প্রাপ্ত হইবে; অতএব প্রথমত তুমি অদ্য দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ

র। ভগবান্ দ্বৈপায়ন এইরূপ কহিলে সপুত্র রাজা যজ্ঞসেন ন্যার বিবাহ দিতে উদ্‌যোগী হইলেন। তিনি দানের নিমিত্ত হিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সংগ্রহ ও দ্রৌপদীকে বিবিধ লঙ্কারে অলঙ্কৃতা করিয়া আনয়ন করাইলেন। রাজার সুহৃদ সচিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ ও অন্য অন্য পৌরজন সকলেই বাহ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পরম হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব প্রাধানুসারে মিলিত হইয়া সমাগত হইতে লাগিলেন। রাজসদনের ঙ্গণমণ্ডলী পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ জলজ পুষ্পের বিস্তীর্ণ মাল্যদামে জ্জিত হইয়াছিল; প্রধান প্রধান সম্রান্তজনসমূহের অধিন তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নভোমণ্ডল মন নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডলে সমাবৃত হইয়া বিচিত্ররূপে সুদৃশ্য য়, তাহার ন্যায় ঐ রাজভবন যথাযোগ্য স্থানে সুসজ্জ-সৈন্যন্ত ও বিবিধ বিচিত্র রত্নসমূহে বিচিত্রিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ভা পাইতে লাগিল। হে প্রভো। অনন্তর কৃশানুসদৃশ স্বী পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদিগের অভিষেক ও মাঙ্গলিক য়া-সমুদায় সম্পাদন করিলে তরুণবয়স্ক পাণ্ডুতনয়গণ বিধ মহার্হ বসন ভূষণে সুশোভিত, সুরভিচন্দনে চর্চ্চিত কুণ্ডলধারী হইয়া গোষ্ঠে প্রবেশোদ্যত মহাবৃষভপুঞ্জের ন্যায় নন্দে ক্রমে ক্রমে সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ং বেদপারগ ধৌম্য অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রজ্বলিত হুতা- ন যথাবিধি মন্ত্রপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন; র যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিয়া দ্রৌপদীর সহিত নিয়োগ করিয়া লে বর কন্যা উভয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিলন। বেদপারগ পুরোহিত তাঁহাদিগের পরিণয়কার্য্য সম্পান করিয়া যুদ্ধবিশারদ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজভবন হইতে গমন করিলেন। এইরূপে মহারথ কৌরববংশবর্দ্ধন রাজনন্দনেরা সকলে উত্তম বেশভূষাধারী হইয়া ক্রমে ক্রমে এক একদিন সেই বরবর্ণিনীর করগ্রহণ করিলেন। হে রাজন! মহর্ষি ব্যাসদেব আমাকে এ বিষয়ে এক অলৌকিক ভুত ব্যাপার বলিয়াছিলেন যে, সেই মহানুভাবা সুমধ্যা দ্রৌপদীর এক দিন বিবাহ হইলে পুনর্ব্বার তৎপর তিনি কন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে বিবাহ বাহ হইলে মহানুভব সৌমকি রাজা দ্রুপদ অগ্নি সাক্ষী রিয়া মহারথ পাণ্ডবগণকে পশ্চাদুক্ত নানাপ্রকার ধন যৌতুকরূপ প্রদান করিলেন। তিনি হিরণ্ময় বল্গান্বিত তুরঙ্গ চতুষ্টয়ক্ত স্বর্ণমণ্ডিত উত্তম একশত রথ, হেমময় শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতসদৃশ বিন্দুজাল-শোভিত একশত হস্তী, নবযৌবন-সম্পন্না মহার্হ সন ভূষণ মাল্যাদি-দ্বারা সুভূষিতা একশত দাসী, নানাবিধ হার্হ বস্ত্র ও অলঙ্কার এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ থক্ এক লক্ষ করিয়া সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। অনন্তর বাহ নির্ব্বাহ হইলে মহাবল পাণ্ডবগণ প্রভূত রত্নের সহিত ই শ্রীরূপ স্ত্রীলাভ করিয়া পাঞ্চালরাজের পুরীমধ্যে ইন্দ্রের য় বিহার করিতে লাগিলেন।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের সহিত রাজা দ্রুপদের ৌহৃদ্য হওয়াতে তিনি একেবারে নির্ভয়চিত্ত হইলেন; দেবতা তেও তাঁহার কোন ভয় থাকিল না। মহাত্মা দ্রুপদের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নাম কথনপূর্ব্বক তাঁহার চরণতলে নত-মস্তকে প্রণাম করিলেন। মাঙ্গল্য-সূত্রাদি-ধারিণী ক্ষৌম-পরিধানা দ্রৌপদী শ্বশ্রূর চরণে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নম্রভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন। কুন্তী রূপলক্ষণ-সম্পন্না সুশীলা শুভাচারিণী স্নুষা দ্রৌপদীকে প্রেমভরে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, হে কল্যাণি! যেমন ইন্দ্রাণী মহেন্দ্রের, স্বাহা বিভাবসুর, রোহিণী শশধরের, দময়ন্তী নলের, ভদ্রা কুবেরের, অরুন্ধতী বসিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রণয়িনী, তদ্রূপ তুমি ভর্ত্তৃগণের প্রণয়িনী হও। হে ভদ্রে! তুমি দীর্ঘজীবি-বীরপুত্র-প্রসবিনী, বহুসুখ-সমন্বিতা, সৌভাগ্যবতী, বিভূতিভোগসম্পন্না, পতিব্রতা ও যজ্ঞদীক্ষিত পতির সহবর্ত্তিনী হও। অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনগণকে যথান্যায়ে নিরন্তর সৎকার করিতে করিতে তোমার সময় যাপন হউক। তুমি কুরুজাঙ্গলের রাষ্ট্র ও নগরে ধর্ম্মবৎসল নৃপতি ধর্ম্মরাজের সহিত অভিষিক্তা হও। সমস্ত অবনীমণ্ডল তোমার মহাবল পতিগণের পরাক্রমে নির্জ্জিত হইয়া অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে তোমাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণসাৎ হউক। হে গুণবতি! পৃথিবীমধ্যে যে সমস্ত গুণযুক্ত রত্ন আছে, তুমি সে সমুদায় প্রাপ্ত হও। তুমি পরমসুখে শতবৎসর অতিবাহন কর। হে গুণবতি বধু! অদ্য তোমাকে ক্ষৌমসম্বৃতা দেখিয়া যাদৃশ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ আনন্দিতা হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত পশ্চাদুক্ত ধন যৌতুকস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। তিনি মুক্তামণ্ডিত বৈদূর্য্যমণি-চিত্রিত হিরণ্ময় আভরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বস্ত্র, সুদৃশ্য সুখস্পর্শ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কম্বল ও অজিন, নানাপ্রকার উত্তম উত্তম শয্যা, আসন ও যান, বৈদূর্য্য-বিচিত্রিত হীরক-খচিত শত শত পাত্র, সুশিক্ষিত সুলক্ষণ হস্তী, অলঙ্কারে সুসজ্জিত উত্তম উত্তম অশ্ব, উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট উচ্চ উচ্চ সুদান্ত অশ্বে অলঙ্কৃত রথ ও আকরজাত বিশুদ্ধ কাঞ্চন, এই সকল সামগ্রী প্রচুররূপে এবং কোটী কোটী সুবর্ণখণ্ড প্রেরণ করিলেন। অমেয়াত্মা মধুসূদন পাণ্ডবগণের সেবার নিমিত্ত রূপ, যৌবন ও দাক্ষিণ্য-বিভূষিতা, নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, নানাদেশীয় সহস্র সহস্র দাসী প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গোবিন্দের প্রীতিনিমিত্ত পরম হৃষ্টচিত্তে সেই সমুদায় দ্রব্য গ্রহণ করিলেন।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভূপতিগণ আপ্ত চরদ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, শুভলক্ষণা দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং যে মহাত্মা সেই ধনু নত করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই মহাধনুর্ব্বাণধারী জয়শীল অর্জ্জুন এবং যে বলবান্ পুরুষ মদ্ররাজ শল্যকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন; যিনি রণভূমিতে ক্রুদ্ধ হইয়া উন্মূলিত বৃক্ষদ্বারা সকলের ভয়োৎপাদন করিয়াছিলেন; সে সময়ে যে মহাত্মার মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও আশঙ্কা আমাদিগের দৃষ্ট হয় নাই; যাঁহার স্পর্শও শত্রুগণের পক্ষে ভয়ানক বোধ হইয়াছিল; তিনিই শত্রুসৈন্য-সংহারী

ভীমসেন। হে রাজন্! নরপতিগণ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, পাণ্ডবগণ মাতার সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে পাণ্ডবগণকে প্রশান্ত ও ব্রাহ্মণবেশধারী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, যেন পাণ্ডবগণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা পুরোচনকৃত অতি নৃশংসকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কৌরব ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত স্বয়ম্বরকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া সেই সমস্ত ভূপাল স্ব স্ব রাজধানীতে গমন করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন, দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে বরণ করিয়াছেন, জ্ঞাত হইয়া অশ্বত্থামা, শকুনি, কর্ণ, কৃপ ও ভ্রাতৃগণের সহিত বিমর্ষভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে দুঃশাসন লজ্জিতবদনে তাঁহাকে মন্দ মন্দ বাক্যে কহিলেন, হে রাজন্! যদি ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণবেশধারী না হইত, তাহা হইলে কখনই দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিত না! রাজগণ তাহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া প্রকৃতরূপে চিনিতে পারেন নাই, এজন্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। হে তাত! আমরা পাণ্ডবদিগের বিনাশের নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্ন করাতেও তাহারা জীবিত রহিল; অতএব আমাদিগের পৌরুষে ধিক্; সুতরাং দৈবকেই পরমসাধন বলিতে হইবে, পুরুষ-সাধ্য যত্ন কোন কার্য্যকারক নহে। দুঃশাসনপ্রভৃতি সকলেই এইরূপ কথোপকথনপূর্ব্বক পুরোচনের নিন্দা করিতে করিতে দীনচিত্ত ও দুঃখিত হইয়া হাস্তিনপুরে প্রবেশ করিলেন; এবং পাণ্ডবগণকে মহাবলশালী, হুতাশন হইতে মুক্ত এবং দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সর্ব্বপ্রকার-যুদ্ধে পারদর্শী অন্য অন্য দ্রুপদতনয়গণকে স্মরণ করত ভীত ও ভগ্নমনোরথ হইলেন।

হে মনুজপতে! পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া বিদুর প্রীতমনে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে, আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে কৌরবগণ বর্দ্ধিত হইতেছেন। নৃপতি বিচিত্রবীর্য্যনন্দন বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াই বিস্মিত ও পরম প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমাদিগের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! হে ভারত! প্রজ্ঞাচক্ষু নরপতি বিদুরের সামান্যত উল্লিখিত কৌরব শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন। তিনি মনে করিলেন যে, দ্রুপদকন্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনকে বরণ করিয়াছে; অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ স্নুষা দ্রৌপদীর নানাবিধ অলঙ্কার এবং দ্রৌপদীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি আদেশ করিলেন। অনন্তর বিদুর তাঁহাকে বিশেষরূপে কহিলেন যে, সমস্ত পাণ্ডবেরা কুশলী আছেন; দ্রৌপদী সেই বীরদিগকেই বরণ করিয়াছেন; রাজা দ্রুপদ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন; এবং সেই স্বয়ম্বরস্থলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধিবন্ধুবান্ধব ও অন্য অন্য বলসমন্বিত অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ক্ষত্ত! তাহারা যেমন পাণ্ডুর স্নেহভাজন, তদপেক্ষাও আমার অধিক স্নেহভাজন। সেই বীরপুরুষেরা যে কুশলে থাকিয়া মিত্রসমবেত হইয়াছে ও তাহাদিগের সম্বন্ধিগণ ও অন্য অন্য মহাবল পরাক্রান্ত অনেকে যে, তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহাতে তাহাদিগের প্রতি আমার আরও অধিক প্রীতি হইতেছে। বিশেষত, কি শ্রীহীন, কি শ্রীসম্পন্ন, কোন রাজা সবান্ধব দ্রুপদ রাজাকে মিত্র প্রাপ্ত হইয়া কুশলী হইতে ইচ্ছা না করেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুর উত্তর করিলেন, হে রাজন্! আপনার শত বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য যেন এইরূপ বুদ্ধি থাকে। হে নরনাথ! অনন্তর দুর্য্যোধন ও রাধেয় ধৃতরাষ্ট্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আমরা আপনার নিকট বিদুরের সমক্ষে কোন দোষোল্লেখ করিতে পারি না; এক্ষণে নির্জ্জন প্রাপ্ত হইয়া নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। আপনার এ কি ইচ্ছা হইয়াছে? হে তাত! আপনি কি শত্রুপক্ষের বৃদ্ধিতে আত্মবৃদ্ধি বিবেচনা করিতেছেন? হে নরবর! আপনি কি বিদুরের নিকট বিপক্ষ-পক্ষের প্রশংসা করিতেছিলেন? হে অনঘ! যে স্থলে যেরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন! হে তাত! এক্ষণে যাহাতে তাহাদিগের বল হ্রাস হয়, নিরন্তর তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি যেরূপ সময় উপস্থিত, এই সময়ে এমত মন্ত্রণা করা উচিত যে, তাহারা আমাদিগকে ও আমাদিগের পুত্র, বান্ধব ও সৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।

একাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তোমাদিগের যেরূপ অভিলাষ, আমিও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু বিদুরের নিকট কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অভিলাষ করি না, সুতরাং বিদুর ইঙ্গিতদ্বারাও যাহাতে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারে, এই জন্যই আমি বিশেষরূপে পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম। হে সুযোধন! এক্ষণে তুমি যেরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছ, হে রাধেয়! তুমিই বা কিরূপ বিবেচনা করিয়াছ, এই তাহা বলিবার সময়, এই সময়ে বল।

দুর্য্যোধন কহিলেন, এক্ষণে আমাদিগের বিশ্বস্ত এবং কার্য্যদক্ষ ব্রাহ্মণেরা অতি সংগোপনে যাইয়া কুন্তীপুত্র ও মাদ্রীপুত্রদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ করিয়া দিউন। অথবা রাজা দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং সমস্ত অমাত্যগণকে অতুল ধনদানদ্বারা প্রলোভিত করুন; যাহাতে তাঁহারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন। অথবা আমাদিগের প্রেরিত লোকেরা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্রূপে পাণ্ডবদিগের এই স্থানে বাস-করণের দোষ বর্ণনা করিয়া সেই শ্বশুরালয়েই বাস করিতে প্ররোচনা দিউন; তাহা হইলে সেই স্থানেই থাকিতে পাণ্ডবদিগের মতি হইবে। অথবা কতকগুলি উপায়জ্ঞ দক্ষ ব্যক্তি, যাহাতে পাণ্ডবদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ জন্মে ও যাহাতে তাহাদিগের পরস্পর অনুরাগ না থাকে, তাহা করুক। অথবা যাহাতে পতির প্রতি কৃষ্ণার অনুরাগ না থাকে, এনিমিত্ত তাহাকে উদ্দীপিত করিয়া দিউক; তাহার অনেক ভর্ত্তা, সুতরাং ইহা দুষ্কর হইবে না। অথবা যাহাতে পাণ্ডবেরাই দ্রৌপদীর প্রতি অনুরক্ত না থাকে, এইরূপ করুক; তাহা হইলে দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবে। অথবা উপায়কুশল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে, যাহাতে ভীমসেনের মৃত্যু হয়, তাহার কোন উপায়

ক; কারণ, তাহাদিগের মধ্যে ভীমই অধিক বলবান্; হাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির আমাদিগকে মানিতনা। মসেন তীক্ষ্ণ শূর ও পাণ্ডবদিগের প্রধান অবলম্বন। হে রাজন্! হাদিগের একমাত্র আশ্রয় সেই ভীম নিহত হইলে সুতরাং হারা তেজোহীন ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পুনর্ব্বার আর রাজ্য-প্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হইবে না। সংগ্রাম-ভূমিতে বৃকোদর রক্ষক থাকিলে অর্জ্জুনকে কোন ব্যক্তিই জয় করিতে পারে ; পরন্তু যুদ্ধস্থলে বৃকোদর না থাকিলে অর্জ্জুন কর্ণের চতু-ংশ তুল্যও হইতে পারে না। ভীমসেন-ব্যতিরেকে দুর্ব্বল ণ্ডবগণ আপনাদিগকে অত্যন্ত বলহীন ও আমাদিগকে বলবত্তর বিবেচনা করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিবে না। রন্ত যদ্যপি তাহারা এখানে আসিয়া আমাদিগের অধীন ও াজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের প্রতি নীতি-াস্ত্রানুসারে দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইব। অথবা পরমরূপ-তী প্রমদাদ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রলোভিত করা র্ত্তব্য; তাহা হইলে দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি অনুরাগ-ন্যা হইবে। হে রাধেয়! অথবা তাহাদিগের আগমনের নমিত্ত দূতপ্রেরণ করা যাউক, তাহারা একত্র হইয়া আসিলে ব্যক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার উপায়ে তাহাদিগকে নষ্ট করা যাইবে। হে তাত! এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে াপনার মতে যাহা নির্দ্দোষ বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান রুন; কালাতিক্রম হইতেছে, আর বিলম্ব করা উচিত হয় া। যতদিন পর্য্যন্ত পার্থিবশ্রেষ্ঠ দ্রুপদের প্রতি তাহাদিগের শ্বাস না জন্মে, তাহার মধ্যেই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন রিলে তাহাদিগকে পারা যাইবে; দ্রুপদ রাজার প্রতি তাহা-দিগের বিশ্বাস জন্মিলে পর আর পারা যাইবে না। হে তাত! াহাদিগের নিগ্রহের নিমিত্ত আমি এই উপায় স্থির করি-াছি; ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করুন। কর্ণ! মিই বা কি বিবেচনা কর?

দ্ব্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

কর্ণ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন। তুমি যাহা বিবে-া করিয়াছ, তাহা সমীচীন বোধ হইতেছে না। কুরুনন্দন! কোন উপায়দ্বারা পাণ্ডবগণকে পারা যাইবে না। বীর! তুমি পূর্ব্বে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপায়দ্বারা তাহাদিগের সংহার রিতে যত্ন করিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার ই। সে সময় তাহারা শিশু, সহায়হীন ও তোমার সমীপবর্ত্তী ; তথাপি তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হও নাই। পৌরুষনিষ্ঠ! অধুনা তাহারা বিদেশস্থ, সহায়সম্পন্ন ও র্বপ্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং এইক্ষণে উপায়দ্বারা হাদিগের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারা যাইবে না, ইহা আমার ন্য বোধ হইতেছে। পরন্তু তাহাদিগকে প্রলোভনদ্বারাও দাপন্ন করিতে পারা যাইবে না; কারণ, তাঁহারা দৈবশক্তি-ন্ন ও পিতৃপৈতামহপদের অভিলাষী। তাহাদিগের স্পর ভ্রাতৃভেদ করিয়া দেওয়াও অসাধ্য; কারণ, যাহারা ভ্রাতা এক পত্নীতে রত, তাহাদিগের কখন পরস্পর ভিন্নভাব বার সম্ভাবনা নহে। কোন ব্যক্তিদ্বারা কৃষ্ণাকে পাণ্ডবগণের ত অননুরক্তা করিতে পারাও কঠিন; কারণ, কৃষ্ণা পাণ্ডু-গণের শোচনীয় দৈন্যাবস্থাতেই বরণ করিয়াছিল, এক্ষণে ত তাহারা উত্তম বেশভূষা-সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে বহুপতি প্রার্থনীয়, কৃষ্ণা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার ভর্ত্তৃগণের প্রতি ভেদ জন্মান নিতান্ত অসম্ভব। রাজা পাঞ্চাল্য সৎপথাবলম্বী, তিনি ধনলুব্ধ নহেন; অতএব যদ্যপি তাঁহাকে সমুদায় রাজ্যও দান করা যায়, তথাপি তিনি পাণ্ডব-দিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাতে সংশয় নাই। সেই রাজার তনয়গণ গুণবান্; বিশেষতঃ তাহারা পাণ্ডবগণে অনুরক্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রলোভনদ্বারা তাহারাও বশীভূত হইবার নহে; অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, উক্তপ্রকার কোন উপায়দ্বারা পাণ্ডবদিগের কিছু করিতে পারা যাইবে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ নৃপতে! সম্প্রতি আমাদিগের ইহাই কর্ত্তব্য যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ছিন্নমূল না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রহার করি; হে তাত! এই বিষয়ে আপনি সম্মত হউন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষ মহান্ ও পাঞ্চালের পক্ষ লঘু আছে, তাহার মধ্যেই যুদ্ধোদ্যত করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করুন; ইহাতে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব গান্ধারীনন্দন! যাবৎকালমধ্যে তাহাদিগের মিত্র ও বন্ধুগণ এবং প্রভূত বাহন একত্র না হয়, তাহার মধ্যেই তাহাদিগের প্রতি বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক আক্রমণ কর। যাবৎকাল পর্য্যন্ত রাজা পাঞ্চাল্য মহাবীর্য্য পুত্রগণের সহিত সমরোদ্যম করিতে মানস না করেন, তাবৎকালের মধ্যেই বিক্রম-প্রকাশ কর। এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত যাদব-সৈন্য লইয়া পাঞ্চাল্য ভূপতির গৃহে আগমন না করেন, তাহার মধ্যেই বিক্রম-প্রকাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের উপকারার্থ বিবিধ ভোগ, ধন এবং রাজ্যও পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে নৃপাল! মহাত্মা ভরত বিক্রমদ্বারাই মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং পাকশাসন বিক্রমদ্বারাই ত্রিলোক জয় করেন। হে রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়গণের বিক্রম প্রকাশই প্রশংসনীয়; বিক্রমই শূরগণের ধর্ম্ম, অতএব আমরা মহাচতুরঙ্গবলদ্বারা অনতিবিলম্বে রাজা দ্রুপদকে প্রমথিত করিয়া পাণ্ডবগণকে এখানে আনয়ন করি। সাম, দান বা ভেদদ্বারা পাণ্ডবগণকে নষ্ট করিতে পারা যাইবে না; সুতরাং বিক্রমদ্বারাই তাহাদিগের সমুচ্ছেদ কর। বিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই অখিল ভূমণ্ডলের একাধিপত্য করিতে থাক। হে জনাধিপ! আমি ইহা ভিন্ন আর কোনপ্রকার কার্য্যোপায় দেখিতে পাই না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র রাধেয়-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ; সুতরাং তোমার ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য বলা উপযুক্তই হইয়াছে। পরন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ বিদুর ও তোমরা দুইজন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহাতে আমা-দিগের মঙ্গল হয়, তাহা স্থির কর। মহারাজ! অনন্তর অতি-যশস্বী ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মপ্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রিগণকে আনাইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ

করিতে আমার কোন ক্রমেই মত হয় না; কারণ আমার পক্ষে তুমি যেমন, পাণ্ডুও সেইরূপ ছিলেন এবং গান্ধারীপুত্রেরা যেরূপ স্নেহভাজন, কুন্তীপুত্রেরাও সেইরূপ। আমাকে যেমন তাহাদিগের রক্ষা করিতে হয়, তোমাকেও সেইরূপ করিতে হয়। হে পার্থিব! তাহারা আমার যেমন আত্মীয়, রাজা দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সমস্ত কুরুরাও তদ্রূপ আত্মীয়, ইহাতে সংশয় নাই; এমত স্থলে তাহাদিগের সহিত বিগ্রহ করিতে কি প্রকারে অভিরুচি হইতে পারে? হে রাজন্! সেই বীরদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর; কারণ, ইহা সেই কুরুশ্রেষ্ঠদিগেরও পৈতৃক রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! ইহা তোমার পৈতৃক রাজ্য বলিয়া তুমি যেমন বিবেচনা করিতেছ, সেইরূপ পাণ্ডবগণও আপনাদিগের পৈতৃক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যদ্যপি সেই যশস্বী পাণ্ডবগণই রাজ্যাধিকারী না হয়, তাহা হইলে তুমি অথবা ভরতবংশীয় অন্য কোন ব্যক্তি কি বলিয়া রাজ্যাধিকারী হইবে? হে ভরতর্ষভ! যদ্যপি তুমি এমত মনে করিয়া থাক যে, আমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যাধিকারী হইয়াছি" তাহা হইলে পূর্ব্বেই ধর্ম্মত তাহাদিগের অধিকার হইয়াছে; অতএব আমার মত এই যে, প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহা হইলে সকলেরই হিত হইবে। যদি ইহার অন্যথাচরণ কর, তবে আমাদিগের কাহারও মঙ্গল হইবে না; এবং তোমার সম্পূর্ণ অপযশ হইবে; তাহাতে সংশয় নাই। হে গান্ধারীনন্দন! তুমি কীর্ত্তিরক্ষণে যত্নবান্ হও; এই ভূমণ্ডলে কীর্ত্তিই পরম বল; এবং কীর্ত্তিহীন ব্যক্তির জীবনই বৃথা। হে কৌরব! যে ব্যক্তির যতদিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিবিনাশ না হয়, সে ব্যক্তি পরলোক গমন করিলেও তত দিন পর্য্যন্ত তাহাকে জীবিত বলা যায়; এবং কীর্ত্তিবিনাশ হইলে তাহার জীবন থাকিতেও সে মৃত বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! তুমি কুরুকুলোচিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হও; এবং স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুরূপ কার্য্য কর। আমাদিগের সৌভাগ্য ক্রমেই পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবিত রহিয়াছে। পাপাত্মা পুরোচন যে পূর্ণ-মনোরথ না হইয়া যমভবনে গমন করিয়াছে, তাহা আমাদিগেরই সৌভাগ্য। হে গান্ধারীপুত্র! আমি যে অবধি শুনিয়াছি যে, কুন্তীভোজ-সুতার নন্দনেরা দগ্ধ হইয়াছে, সেই অবধি আমি এই ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তির সহিত উত্তমরূপে সাক্ষাৎ করিতে পারি না। হে পুরুষব্যাঘ্র! লোকে কুন্তীকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন শ্রবণ করিয়া যেমন তোমাকে দোষী বলিয়া জানে, পুরোচনকে তাদৃশ দোষী মনে করে না। হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের জীবিত থাকা ও তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাওয়া কেবল তোমারই কলঙ্কনাশক বিবেচনা করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন! সেই সমস্ত বীর জীবিত থাকিতে স্বয়ং মহেন্দ্রও তাহাদিগের পৈতৃক বংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন; বিশেষত পাণ্ডবেরা সকলেই একচিত্ত ও ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়াও তুল্যাধিকার-রাজ্যে অধর্ম্মদ্বারা বঞ্চিত হইতেছে; অতএব যদি তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, যদি তুমি আমার প্রিয় কর্ম্ম করিতে অভিলাষ কর, এবং যদি তোমার স্বীয় মঙ্গলপ্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রোণ কহিলেন, হে নৃপ ধৃতরাষ্ট্র! আমরা শ্রুত আছি যে, মন্ত্রিগণ মন্ত্রণার নিমিত্ত উপনীত হইলে ধর্ম্ম্য, অর্থ ও যশস্য কথা বলাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে তাত! মহাত্মা ভীষ্মের যেরূপ মত, আমারও সেই মত। পাণ্ডবগণকে অংশপ্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। হে ভারত! এক্ষণে প্রিয়ম্বদ কোন ব্যক্তিকে আদেশ করুন যে, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিপুল রত্নগ্রহণ করিয়া দ্রুপদের নিকট গমন করে। সেই প্রেরিত লোক বর বধূর উপযোগ্য রত্নালঙ্কারাদিও গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ-সন্নিধানে গমন করিয়া বলুক যে, হে রাজন্! আপনার সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের সম্পর্ক হওয়াতে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন এবং আপনাদিগকে শ্রীসম্পন্ন বোধ করিতেছেন। হে ভারত! সেই দূত রাজা দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট পুনঃ পুনঃ এইরূপ বর্ণন করিবে যে, আপনাদিগের সহিত কৌরবদিগের যে, বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহা অতি উপযুক্ত ও কৌরবদিগের প্রিয়কর হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ঐ দূত পাণ্ডবগণের প্রতি বারংবার সান্ত্ব-বাক্য প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে বিশুদ্ধ হিরন্ময় বহু অলঙ্কার প্রদান এবং পাঞ্চালরাজের সমস্ত পুত্র, পাণ্ডবগণ ও কুন্তীর উপযুক্ত বসন ভূষণ প্রদান করিবে। হে ভরতর্ষভ! এইরূপে দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণকে সান্ত্ব বাক্য কহিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগের আগমনের প্রস্তাব করিবে পাণ্ডবগণ দ্রুপদের নিকট আগমনের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে দুঃশাসন ও বিকর্ণ সুশোভন সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিবেন। পরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা রাজধানীতে আগমন করিলে আপনি তাঁহাদিগকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃতিমণ্ডলের মতানুসারে পৈতৃক পদে অধিরূঢ় হইয়া থাকিবেন। মহারাজ! আমার ও ভীষ্মের বিবেচনায় ভবদীয় পুত্র-স্বরূপ সেই পাণ্ডবগণের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই আপনার কর্ত্তব্য।

কর্ণ কহিলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ, ইহাঁরা উভয়েই সর্ব্বকার্য্যে অন্তরঙ্গ এবং আপনারই প্রদত্ত অর্থ ও মানদ্বারা বর্দ্ধিত; ইহাঁরা যে, আপনাকে ভবদীয় শ্রেয়স্কর পরামর্শ না দেন, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য বিষয় কি আছে? মহারাজ! যিনি মিত্রদ্রোহী অন্তঃকরণ ও শত্রু-হিতৈষি বুদ্ধিদ্বারা মন্ত্রণা বলেন, তিনি কি প্রকারে কল্যাণবিধান করিতে পারেন? পরন্তু সঙ্কট উপস্থিত হইলে সাধু বা অসাধু মিত্রই যে, মঙ্গলে বা অমঙ্গলের নিমিত্ত হয়, এমত নহে; কারণ, সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টমূলক। দেখুন, বিজ্ঞ, অবিজ্ঞ, বালক, বৃদ্ধ, সসহায় কি অসহায়, সর্ব্ববিধ মনুষ্যই সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে রাজগৃহ-নামক রাজধানীতে মগধদেশীয় রাজাদিগের অধিপতি অম্বুবীচ নামে এক অবনীপতি ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রাজকার্য্যে দৃষ্টি ছিল না; তিনি কার্য্যের মধ্যে কেবল নিশ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; এজন্য তাঁহার সমুদায় রাজ-কার্য্য সচিবায়ত্ত হইল। মহাকর্ণি-নামক তদীয় অমাত্য একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে লব্ধবল বিবেচনা করিয়া রাজার প্রতি অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। সেই মূঢ় মন্ত্রী রাজার উপভোগ্য স্ত্রী, রত্ন ও ধন, সমুদায় ঐশ্বর্য্যই আপনি গ্রহণ করিল। পরে এই সমস্ত লাভ করিয়া

...লুব্ধ পুরুষের লোভ বৃদ্ধি হইল; সে, রাজার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াও ক্ষান্ত হইল না, রাজ্য পর্য্যন্ত হরণ করিতে অভিলাষ করিল। কিন্তু ঐ মন্ত্রী যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও সেই করণহীন ...সপরায়ণ রাজার রাজ্য হরণ করিতে পারে নাই, ইহা আমরা ...বণ করিয়াছি। হে রাজন্! অম্বুবীচ রাজার অদৃষ্ট ভিন্ন ...র পুরুষত্ব কি ছিল যে, তদ্দ্বারা তাঁহার রাজত্ব রক্ষা হইল? ... নৃপতে! যদি এই রাজ্য আপনার সম্বন্ধে বিধিকৃত হইয়া ...কে, তাহা হইলে সমস্ত লোক আপনার পরাভব করিতে ...ষ্টা করিলেও ইহা আপনাতেই স্থায়ী হইবে; যদ্যপি ভাগ্যে ...া থাকে, তাহা হইলে আপনি যত্ন করিলেও রক্ষা করিতে ...ারিবেন না। হে রাজন্! আপনি বিদ্বান্, মন্ত্রিগণের মধ্যে ...ক সাধু, কে অসাধু, ইহা আপনি বিবেচনা করুন এবং দুষ্ট ও ...দুষ্ট ব্যক্তির বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন।

দ্রোণ কহিলেন, কর্ণ! বুঝিলাম যে, তোমার অন্তঃকরণ ভাবাপন্ন হওয়াতেই তুমি এরূপ বলিতেছ, পাণ্ডবগণের ... তোমার দ্বেষহেতুই তুমি আমাদিগের দোষ-কীর্ত্তন ...লে। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তাহাই কুলবৃদ্ধিকর ও হিতজনক; তাহা যদি তোমার বিবেচনায় মন্দ বোধ হইয়া ..., তাহা হইলে যাহাতে পরম হিত হয়, তাহা তুমি বল। ...আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, যদি আমার কথিত হিতকর বাক্যের অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা হইলে অচিরকালই কৌরবগণ উৎসন্ন হইবে।

পঞ্চাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আপনার বান্ধবেরা নিঃসং...ই আপনাকে হিতকর বাক্য কহিতেছেন, কিন্তু আপনার ...ষা না থাকাতে তাহা রক্ষা পাইতেছে না। হে ভূপতে! সত্তম শান্তনুতনয় ভীষ্ম প্রিয় ও হিতকর যে কথা কহি...া, আপনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। আচার্য্য দ্রোণ ...হিতজনক বিবিধ উত্তম বাক্য কহিলেন, তাহা রাধাসুত কর্ণ ...াপনার পক্ষে হিতজনক বোধ করিতেছেন না। হে রাজন্! ...মি চিন্তা করিয়া দেখিতে পাই না যে, পুরুষেন্দ্র ভীষ্ম ও দ্রোণ হইতে সমধিক-জ্ঞানসম্পন্ন ও আপনার পরম সুহৃৎ কেহ বিদ্যমান আছে। ইঁহারা উভয়ে বুদ্ধি, বিদ্যা ও বয়সে বৃদ্ধ। হে রাজেন্দ্র! আপনার প্রতি ইঁহাদিগের যেমন ভাব, পাণ্ডবদিগের প্রতিও সেইরূপ ভাব। হে ভারতরাজ! ইঁহারা ধর্ম্ম ও সত্যবিষয়ে দাশরথি-রাম এবং গয়াসুর হইতেও উৎকৃষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই। ইঁহারা পূর্ব্বেও কখন যে, আপনার কোন অহিত বাক্য কহিয়াছেন, কি কিছু অপকার করিয়াছেন, এমত লক্ষিতই হয় না। হে ভূপতে! আপনি কিছু এই পুরুষপ্রবরদ্বয়ের কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই যে, তন্নিমিত্ত ইঁহারা আপনার পক্ষে কল্যাণকর পরামর্শ দিবেন না। বিশেষত এই পুরুষসিংহদ্বয় সত্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানসম্পন্ন; অতএব হে নরাধিপ; ইঁহারা আপনার বিষয়ে কখনই কিছুমাত্র কুটিল বাক্য কহিবেন না। হে কুরুনন্দন! ইহা আমার বুদ্ধিতে স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, এই দুই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ অর্থলোভে কখন পক্ষপাতী বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; অতএব ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহাই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃসাধন! হে রাজন্! আপনার পক্ষে দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পুত্রেরা যেরূপ স্নেহভাজন, পাণ্ডবগণ সেইরূপ স্নেহভাজন সন্দেহ নাই। যে সকল মন্ত্রী তদ্বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া সেই পাণ্ডবদিগের অহিতবিষয়ক মন্ত্রণা দেয় তাহারা আপনার কুশলের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করে না। হে নৃপ! যদিও আপনার অন্তঃকরণে স্বীয় পুত্রদিগের প্রতি বিশেষ থাকে, কিন্তু যাহারা আপনার ঐ অন্তরস্থ ভাবের অনুযায়ীবাক্য কহিবে, তাহারা আপনারে অনিষ্ট করিবে ইহাতে সংশয় নাই; এই নিমিত্ত এই দুই মহাতেজস্বী মহাত্মা ঐরূপ অপ্রকৃত মন্ত্রণা কহেন নাই; পরন্তু আপনার চিত্তবৃত্তি নিরক্ষেপ না হওয়াতেই তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। হে পুরুষব্যাঘ্র! ইঁহারা দুই জন আপনার নিকট বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারা যাইবে না, তাহা অযথার্থ নহে; অতএব পাণ্ডবগণ হইতে আপনার মঙ্গল হয়, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। হে নরপাল! সংগ্রামভূমিতে শ্রীমান্ সব্যসাচী পাণ্ডব ধনঞ্জয়কে দেবরাজও কি জয় করিতে পারেন? রণস্থলে অযুত নাগসদৃশ বলবান্ মহান্ মহাবাহু ভীমসেনকে দেবগণও কি জয় করিতে সমর্থ হন? সমরক্ষেত্রে কোন জিজীবিষু ব্যক্তি যুদ্ধকুশল যমতুল্য যমজ নকুল সহদেবের পরাক্রম সহ্য করিতে কি শক্ত হয়? যে পুরুষে ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, সত্য ও পরাক্রম, এই সমস্ত গুণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে, সেই পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণস্থলে কি জয় করিতে পারা যায়? বিশেষত রাজা দ্রুপদ যাঁহাদিগের শ্বশুর, দ্রুপদপুত্র বীর ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ যাঁহাদিগের শ্যালক, বলরাম ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, এবং জনার্দ্দন যাঁহাদিগের মন্ত্রী, রণক্ষেত্রে তাঁহাদিগের অজেয় কি আছে? হে ভারত! অতএব আপনি তাঁহাদিগের অজেয়তা ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্যাধিকারিতা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করুন। হে পার্থিব! পুরোচনকৃত মহৎ অযশঃস্বরূপ যে কলঙ্ক আপনাতে লিপ্ত হইয়াছে, আপনি অদ্য পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহা প্রক্ষালন করুন। অপিচ, তাঁহাদিগের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে অস্মদ্বংশীয় সকলের জীবন রক্ষা, পরম মঙ্গল এবং ক্ষত্রকুল বৃদ্ধি হইবে। হে ভূপতে! পাঞ্চালদেশীয় দ্রুপদ অতি প্রধান রাজা; পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমাদিগের শত্রুতা হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলে আমাদিগের পক্ষ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবে। হে নরনাথ! ইহাও বিবেচনীয় যে, দশার্হদেশীয়গণ বলবান্ ও বহুসঙ্খ্য; কৃষ্ণ যে পক্ষে থাকিবেন, তাহারা সেই পক্ষেই থাকিবে; সুতরাং কৃষ্ণ যে পক্ষে, সেই পক্ষেই জয় হইবে। যে কার্য্য সামদ্বারা সুসাধ্য হইতে পারে, কোন্ ব্যক্তি দৈববিড়ম্বিত না হইলে সেই কার্য্য যুদ্ধদ্বারা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়? হে রাজন্! নাগরিক ও জনপদবাসী সমস্ত মনুষ্যই পাণ্ডবগণকে জীবিত শুনিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান আপনার অবশ্য-কর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলাত্মজ শকুনি, ইহারা অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের বাক্য কোন ক্রমেই শ্রোতব্য নহে। হে গুণভূষণ

ভূপতে! আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট বলিয়াছিলাম যে, দুর্য্যোধনের দোষেই এই সমস্ত প্রজা নষ্ট হইবে।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদ্বান্ শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও ভগবান্ ঋষি দ্রোণ যাহা কহিয়াছেন এবং তুমিও যাহা কহিলে, ইহা পরম হিতকর ও সকলই যথার্থ। সেই সমস্ত মহারথ বীর কুন্তীতনয়েরা যেরূপ পাণ্ডুর পুত্র, সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে আমারও এবং আমার পুত্রেরা এই রাজ্যে যেমন অধিকারী, পাণ্ডুপুত্রেরাও সেইরূপ অধিকারী, ইহাতে সংশয় নাই। হে ক্ষত! তুমি গমন কর, সমাতৃক পাণ্ডবগণ ও দেবরূপিণী কৃষ্ণাকে উত্তমরূপে সৎকৃত করিয়া আনয়ন কর। আমার সৌভাগ্যবশেই পাণ্ডবগণ জীবিত আছে, আমার শুভাদৃষ্টবশতই পৃথার কোন অত্যাহিত হয় নাই এবং মহারথ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে যে লাভ করিয়াছে, তাহাও আমরাই সৌভাগ্য। হে মহাদ্যুতে! ভাগ্যক্রমেই আমরা সকলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছি; ভাগ্যক্রমেই পুরোচন বিনষ্ট হইয়াছে; ভাগ্যক্রমেই আমার পরম দুঃখ অপনীত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে রাজা যজ্ঞসেন, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিবিধ ধন ও রত্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন। পরে সেই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ যজ্ঞসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য নমস্কার আলিঙ্গন প্রভৃতি করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন ধর্ম্মানুসারে বিদুরকে অভ্যুত্থানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাহারা উভয়ে পরস্পর যথান্যায়ে কুশলপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অমিতবুদ্ধি বিদুর সেই স্থলে পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে দেখিয়া স্নেহার্দ্র হৃদয়ে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক যথাক্রমে সৎকৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণকে স্নেহপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে মনুজাধিপ। পরে তিনি পাণ্ডবগণ, কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদ-পুত্রগণকে যথোপযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রদত্ত বিবিধ রত্ন ও ধন প্রদান করিলেন; এবং সেই অমিতমতি বিনয়ান্বিত হইয়া পাণ্ডবগণ ও কেশবের সমক্ষে রাজা দ্রুপদকে প্রণয়গর্ভ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি অমাত্য ও পুত্রগণের সহিত আমার কথা শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অমাত্য, পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত প্রীত হইয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে নরাধিপ! আপনার সহিত তাঁহার এই সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি আপনার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ শান্তনুতনয় ভীষ্ম, সমস্ত কৌরবগণের সহিত সর্ব্বতোভাবে আপনাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; এবং আপনার প্রিয়সখা মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ দ্রোণ আপনার সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশলপ্রশ্ন করিয়াছেন। হে পাঞ্চাল্য! ধৃতরাষ্ট্র ও সমস্ত কৌরবগণ আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া আপনাদিগের কৃতকৃত্য বোধ করিতেছেন। হে যজ্ঞসেন! অধিক কি বলিব, আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ লাভ হওয়াতে তাঁহাদিগের যাদৃশ প্রীতি হইয়াছে, রাজ্যপ্রাপ্তি হইলেও তাদৃশ হয় না; আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় প্রেরণ করুন। কৌরবগণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন। এই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ও পৃথা দীর্ঘকাল প্রোষিত হইয়াছেন, ইহারা নগর দেখিতে অবশ্য উৎসুক হইয়া থাকিবেন। কুরুস্ত্রীগণ এবং আমাদিগের নগর ও জনপদবাসী সকলেই পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে; অতএব আমার মত এই যে, আপনি পাণ্ডবগণকে দারার সহিত তথায় গমন করিতে আদেশ করুন, বিলম্ব করিবেন না। হে রাজন! মহাত্মা পাণ্ডবেরা আপনার নিকট তথায় গমনের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পর, আমি ধৃতরাষ্ট্রসমীপে এই সংবাদ দ্রুতগামী দূতদ্বারা প্রেরণ করিব। অনন্তর পাণ্ডবেরা ও কুন্তী কৃষ্ণাসমভিব্যাহারে তথায় গমন করিবেন।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

রাজা দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! সংপ্রতি তুমি যেরূপ বলিলে, তাহা যথার্থই বটে। হে প্রভো! এই বৈবাহিক সম্বন্ধে আমারও পরমাহ্লাদ হইয়াছে। এইক্ষণে এই মহাত্মাদিগের গৃহে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত; পরন্ত আমা স্বয়ং তাহা বলা উচিত হয় না। যদ্যপি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব, ইহারা গমন করিতে সম্মত হন এবং ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও কৃষ্ণ অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহাঁরা গমন করুন; কারণ এই পুরুষব্যাঘ্র রাম ও কৃষ্ণ নিরন্তর ইহাঁদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান ও হিতসাধনে নিরত আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার অধীন, আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব কহিলেন, আমার বিবেচনায় গমন করা বিধেয় হইতেছে; পরন্ত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্রুপদের বিবেচনায় যাহা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। দ্রুপদ কহিলেন, এক্ষণকার সময়ানুসারে মহাবাহু পুরুষোত্তম বীর দাশার্হ যাহা বিবেচনা করিলেন, আমার মতে তাহাই বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে। অধুনা মহাভাগ পাণ্ডবগণ যেমন আমার স্নেহাস্পদ, সেইরূপ পুরুষেন্দ্র বাসুদেবেরও স্নেহভাজন, সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ ইহাঁদিগের মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরও সেরূপ করেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! অনন্তর পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও বিদুর, মহাত্মা দ্রুপদের অনুজ্ঞাত হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে করিতে যশস্বিনী কুন্তী ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে হাস্তিনপুরে গমন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র বীর পাণ্ডবগণকে সমাগত শুনিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত মহাধনুর্দ্ধর বিকর্ণ, চিত্রসেন, ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও গৌতম কৃপ, এই সকল কৌরব-পক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে পাঠাইলেন। মহাবল বীর পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবৃত ও শোভমান হইয়া শনৈঃশনৈঃ হাস্তিনপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই নগর নগরস্থজনগণের দর্শনলালসা কৌতূহলে যেন বিদীর্য্যমাণ বোধ হইতে লাগিল। পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডব-

গণকে দেখিয়া পৌরগণের শোকদুঃখ নিবারণ হইল। প্রিয়চিকীর্ষু পৌরজনদিগের হৃদয়প্রিয় পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের কথিত এবম্বিধ বিবিধ বাক্য-শ্রবণ করিতে লাগিলেন যে, এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষব্যাঘ্র পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন; যিনি আমাদিগকে স্বীয় পরিজনের ন্যায় পরিরক্ষা করিতেন। অদ্য সর্ব্বজনপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডুই যেন আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন! অদ্য বীর কুন্তীনন্দনেরা যে আমাদিগের নগরে পুনর্ব্বার আসিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের আর প্রিয় কার্য্য কি হইতে পারে? আমরা যদ্যপি দান বা হোম করিয়া থাকি, যদ্যপি আমাদিগের সঞ্চিত তপস্যা থাকে, তবে তাহার বলে যেন পাণ্ডবগণ এই নগরে শত বৎসর অবস্থিতি করেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা ভীষ্ম ও অন্যান্য গুরু-ব্যক্তির চরণাভিবন্দন করিলেন। পরে নাগরীর লোকের সহিত কুশলপ্রশ্নে আলাপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মহাবল পাণ্ডবগণ কিছুকাল বিশ্রাম করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রবণ কর; যাহাতে তোমার সহিত আমাদিগের পুনর্ব্বার বিবাদ না হয়, এই জন্য তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর। যেমন দেবরাজ কর্ত্তৃক দেবগণ রক্ষিত হন, তাহার ন্যায় তোমরা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই স্থানে বাস করিলে তোমাদিগের প্রতি কেহ কোন অত্যাচার করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মনুজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে সম্মত ও রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক ঘোর অরণ্যে প্রস্থান করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই অচ্যুত পুরুষেরা কৃষ্ণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই স্থান দেবলোকের ন্যায় শোভিত করিলেন। মহারথ পাণ্ডবেরা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সহিত কল্যাণকর পুণ্যস্থানে শান্তিকার্য্য করিয়া, উত্তমরূপে নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই নগর সাগরতুল্য বৃহৎ পরিখাদ্বারা অলঙ্কৃত হইল এবং ভোগবতী নগর যেমন সর্পগণে শোভা পায়, তাহার ন্যায় চন্দ্র ও পাণ্ডুরবর্ণ মেঘসদৃশ গগনতলব্যাপিনী প্রাকার-শ্রেণীতে শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সৌধসকল কপাটবিশিষ্ট বিস্তৃত দ্বারদ্বারা উড্ডয়নোন্মুখ বিস্তৃত-পক্ষ গরুড়ের শোভা ধারণ করিল। ঐ পুরশ্রেষ্ঠ মেঘবৃন্দ ও মন্দরপর্ব্বত সদৃশ সুসংবৃত অস্ত্রযুক্ত দুর্ভেদ্য বিবিধ গোপুরসমূহে সুরক্ষিত হইল। এবং স্থানে স্থানে দ্বিজিহ্ব পন্নগসদৃশ শক্তি-নামক অস্ত্রসমূহে সমাবৃত, অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত অট্টালক-পুঞ্জে সুশোভিত, যোধগণকর্ত্তৃক রক্ষিত, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশসকল, এককালে শত শত মনুষ্যের প্রাণঘাতক শতঘ্নীনামক অস্ত্রযুক্ত যন্ত্রজাল ও লৌহময় মহাচক্রে শোভিত হইল! তাহার পথসকল প্রশস্ত ও সুবিভক্তরূপে নির্ম্মিত হইল। এই নগরীতে কখন দৈব-উৎপাতের সম্ভাবনা ছিল না। ঐ নগর পাণ্ডুরবর্ণ নানাবিধ পরমোৎকৃষ্ট অট্টালিকা-মণ্ডলীতে পরিদীপ্যমান হইয়া অমর-ভুবনের ন্যায় শোভমান হওয়াতে ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া প্রকাশিত হইল। এতাদৃশ নগর-মধ্যে রমণীয় কল্যাণকর-স্থানে পাণ্ডবগণের ধন পরিপূর্ণ ধনপতি-সদৃশ প্রাসাদমণ্ডলী নভোমণ্ডলস্থ তড়িন্মালা-সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে রাজন! অনন্তর সংস্কৃত প্রাকৃত-প্রভৃতি নানাদেশীয় ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিসকল ও সর্ব্ববেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সেই স্থান মনোনীত করিলেন। বণিক্-সমূহ ধনার্জ্জনে অভিলাষী হইয়া নানা দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। অশেষ শিল্পবিজ্ঞান-পারদর্শী ব্যক্তিরা তথায় আসিয়া বাস করিল। নগরের চতুর্দ্দিকে পরম রমণীয় উদ্যানসকল আম্র, আম্রাতক, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, মনোহরপুষ্পযুক্ত কেতক, ফলভারানত পানীয় আমলক, লোধ্র, উত্তমপুষ্পযুক্ত অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, মাধবীলতা-কুঞ্জ করবীর এবং পারিজাত, এই সমস্ত ও অন্য অন্য নিত্য পুষ্প ফলযুক্ত বিবিধ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত হইল। ঐ উদ্যানসকল বিবিধবিহঙ্গগণ, মত্তময়ূরমণ্ডলী ও মদাকুলিত কোকিলকুলে সঙ্কুল হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয়তা বিস্তার করিতে লাগিল। এবং অশেষপ্রকার আদর্শসদৃশ বিমল গৃহ, বিবিধ লতাগৃহ, মনোহর চিত্রগৃহ, ক্রীড়ার্থ কৃত্রিম মৃন্ময়পর্ব্বত, উত্তম জলে পরিপূর্ণ নানাবিধ বাপী, শ্বেতরক্তাদি বিবিধ পদ্মে সুগন্ধি অতিরম্য সরোবরসকল, হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক-শোভিত, বনাবৃত পরম রমণীয় বিবিধ পুষ্করিণী এবং বৃহৎ বৃহৎ কমনীয় তড়াগ-সকলে শোভমান হইল। মহারাজ! সেই পুণ্যজনাবৃত মহৎ-প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবগণের নিত্য নিত্য সন্তোষ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের প্রতি ঐরূপে ধর্ম্মপ্রণয়ন করিলে পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া সুসম্পন্ন হইলেন। ভোগবতী নগরী যেমন নাগগণে সুশোভিত হয়, তাহার ন্যায় মহাধনুর্দ্ধর ইন্দ্রকল্প পঞ্চপাণ্ডব-দ্বারা সেই নগর শ্রেষ্ঠ শোভা পাইতে লাগিল। হে রাজন্! বলরামের সহিত বীর কৃষ্ণ এইরূপে পাণ্ডবগণকে রাজ্যে সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলেন।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাসত্ত্ব মহাত্মা মদীয় পূর্ব্ব-পিতামহ পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব লাভ করিয়া অতঃপর কি করিয়াছিলেন! তাঁহাদিগের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী কিরূপে সকলেরই অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন? এবং সেই মহাভাগ ভূপতিগণ পাঁচজনেই এক দ্রৌপদীতে রত ছিলেন, অথচ তাঁহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ হয় নাই, ইহার কারণ কি? হে তপোধন! কৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত সেই মহাত্মারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ সমস্ত বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পরন্তপ পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞানুসারে রাজ্যলাভ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণার সহিত গৃহধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির

রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন। জিতক্রোধ মহাপ্রাজ্ঞ সত্যধর্ম্মপরায়ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ আর আর পাণ্ডুনন্দনেরা পরমানন্দে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকিলেন। তাঁহারা মহার্হ রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অনন্তর একদা সেই সমস্ত মহাত্মা উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির ঋষিকে সমাগত দেখিয়া স্বীয় মনোহর আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে তিনি স্বয়ং যথাবিধানে ঋষিকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য নিবেদন করিলেন। ঋষি পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মুনির অনুজ্ঞানুসারে উপবিষ্ট হইলেন; এবং কৃষ্ণার নিকট ভগবান্ দেবর্ষির আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। দ্রৌপদী সেই কথা শুনিবামাত্র শুচি ও সমাহিতা হইয়া যেস্থলে পাণ্ডবগণের সহিত নারদ অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। ধর্ম্মচারিণী কৃষ্ণা দেবর্ষির চরণতলে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি ও কৃতাবগুণ্ঠনা হইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী ঋষিসত্তম ভগবান্ নারদ অনিন্দিতা রাজনন্দিনীকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদী গমন করিলে ভগবান্ দেবর্ষি যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডবগণকে নির্জ্জনে কহিলেন, যশস্বিনী দ্রৌপদী একা তোমাদিগের সকলের ধর্ম্মপত্নী হইয়াছেন, এমত স্থলে তোমাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ হইতে পারে; অতএব যাহাতে তাহা না হয়, এমন কোন নিয়ম স্থাপন কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোক-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুইভ্রাতা একত্র বাস করিত। তাহারা অন্যের অবধ্য এবং তাহাদিগের এক রাজ্য, একগৃহ, এক শয্যা, এক আসন ও এক ভোজনস্থান ছিল। তাহারা সর্ব্বদা ঈদৃশ সৌহার্দ্দযুক্ত হইয়াও তিলোত্তমার নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিল। অতএব হে যুধিষ্ঠির! তোমরা পরস্পর-প্রীতিবর্দ্ধক ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রক্ষা কর; যাহাতে তোমাদিগের ভ্রাতৃভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে! সুন্দ ও উপসুন্দ এই দুই অসুর কাহার পুত্র? কিরূপে তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উৎপন্ন হয়? কিপ্রকারেই বা তাহারা পরস্পরকে বিনাশ করিয়াছিল? এবং যে রমণীর নিমিত্ত তাহারা কামমত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিয়াছিল, সেই তিলোত্তমা কাহার দুহিতা? সেই রমণী অপ্সরা কি দেবকন্যা? হে ব্রহ্মন্! এই সমস্ত বিস্তাররূপে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে তপোধন! ইহা শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদ কহিলেন, হে পার্থ যুধিষ্ঠির! ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি এই প্রাচীন ইতিহাস আমার নিকট বিস্তাররূপে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে বলবান্ তেজস্বী এক দৈত্যেন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার ভীমপরাক্রম মহাবীর্য্য কুরচিত্ত দারুণ দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ দুই দৈত্যরাজ-তনয়ের মধ্যে এক জনের নাম সুন্দ ও অন্যের নাম উপসুন্দ। তাহারা উভয়ে নিরন্তর এক বিষয়ে সম্মত, একনিশ্চয় ও এককার্য্য হইয়া সমান সুখদুঃখে কালযাপন করিত। উভয়েই পরস্পর প্রিয়বাদী ও প্রিয়কারী ছিল; এক ভ্রাতা ব্যতিরেকে অপর ভ্রাতা ভোজন বা গমন করিত না। তাহাদিগের দুই ভ্রাতার প্রকৃতি ও আচরণ অভিন্ন হওয়াতে বোধ হইত, যেন এক ব্যক্তিই দ্বিধাকৃত হইয়াছে। সর্ব্বকার্য্যে একবুদ্ধি সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃদ্বয় ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা ত্রৈলোক্যবিজয়ের নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক দীক্ষিত ও সমাহিত হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত জটাবল্কলধারী ও ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্ত হইয়া তপস্যায় নিবিষ্ট হইল। পরে মলদিগ্ধসর্ব্বাঙ্গ, বায়ুভক্ষ, পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থিত, ঊর্দ্ধবাহু, নির্নিমেষ ও ধৃতব্রত হইয়া দীর্ঘ কাল আত্মমাংসে আহুতি প্রদান করিল। তৎকালে এই এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল যে বিন্ধ্য পর্ব্বত তাহাদিগের তপঃপ্রভাবে প্রতাপিত হইয়া ধূম উদ্গিরণ করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ তাহাদিগের উগ্র তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া তপোবিঘাতের নিমিত্ত বিঘ্নোৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রলোভনীয় রত্নসমূহ ও কামিনীদ্বারা তাহাদিগের উভয়কে পুনঃ পুনঃ প্রলোভিত করিলেন; কিন্তু সেই সুমহাব্রত ভ্রাতৃদ্বয় কোন মতেই ব্রতভঙ্গ করিল না। পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই দুই মহাত্মার সমক্ষে মায়া বিস্তার করিয়া এই এক প্রকাণ্ড কাণ্ড করিলেন,—ঐ অসুরদ্বয়ের ভগিনী, মাতা, ভার্য্যা ও আর আর স্বজনগণ ভ্রষ্টাভরণ, ভ্রষ্টকেশ ও বিগলিতবসন হইয়া শূলহস্ত এক রাক্ষসকর্ত্তৃক পাতিত হইতে হইতে অতিশয় ত্রাসান্বিতচিত্তে সেই দুই অসুরকে সম্ভাষণ করিয়া, ত্রাহি ত্রাহি শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়াও সুমহাব্রত সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রতভঙ্গ করিল না। অনন্তর যখন উভয়ের মধ্যে কেহই তাহাতে ক্ষুব্ধ বা কাতর হইল না, তখন সেই স্ত্রীগণ ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল। তদনন্তর সর্ব্বলোক-হিতকারী প্রভু পিতামহ সেই দুই মহাসুরের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রার্থনা করিতে কহিলেন। দৃঢ়বিক্রম সুন্দোপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভু পিতামহদেবকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল এবং উভয়ে একত্র হইয়া কহিল, প্রভো পিতামহ! আমাদিগের তপস্যায় যদি আপনি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিউন যে, আমরা উভয়েই মায়াবিৎ, অস্ত্রবিৎ, বলবান্, কামরূপী ও অমর হইতে পারি। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমরা যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, তন্মধ্যে অমরত্ব-ব্যতীত তোমাদিগের সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হইবে। তোমরা অমরত্ব-ব্যতীত অমরগণের তুল্য বিধান অন্য কিছু প্রার্থনা কর। ত্রিলোকের প্রভু হইবার মানসেই তোমরা এই মহাতপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাদিগের অমরত্ব হওয়া বিধেয় নহে। হে দৈত্যেন্দ্রদ্বয়! তোমাদিগের ত্রিলোক জয় করাই তপস্যার উদ্দেশ্য; এই কারণে আমি তোমাদিগের অমরত্বকামনা পূরণ করিলাম না। সুন্দ ও উপসুন্দ কহিল, হে পিতামহ! আমাদিগের পরস্পর-ব্যতীত এই ত্রিলোকস্থিত স্থাবর জঙ্গম-প্রভৃতি কোন বস্তু হইতে যেন আমাদিগের মৃত্যুভয় না থাকে।

পিতামহ কহিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে ও যাহা বলিলে, তাহাই হইবে, আমি তোমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। তোমাদিগের প্রার্থনানুসারেই তোমাদিগের মৃত্যু-বিধান নিয়মিত হইল। নারদ কহিলেন, অনন্তর পিতামহ সুন্দ ও উপসুন্দকে এই বর প্রদানপূর্ব্বক তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দৈত্যেন্দ্র উভয় ভ্রাতা বরলাভে সর্ব্বলোকের অবধ্য হইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলে তাহাদিগের সুহৃদ্বর্গ সেই দুই মনস্বীকে লব্ধবর ও পূর্ণমনোরথ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহারা দুই ভ্রাতা তখন জটা পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরীট, মহার্হ আভরণ ও উত্তম পরিষ্কৃত বসন ধারণ করিল। অনন্তর সার্ব্বকালিক অকাল-কৌমুদী মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের সুহৃদ্বর্গ সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিল। তাহাদিগের গৃহে গৃহে "ভক্ষণ কর, ভোজন কর, দান কর, ক্রীড়া কর, গান কর, পান কর," এইরূপ শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইল। স্থানে স্থানে দৈত্যদিগের সিংহনাদের সহিত করতালিনিনাদিত মহাশব্দে সমস্ত নগর মহাপ্রমোদান্বিত হইল। কামরূপী দৈত্যগণ মহানন্দে তদ্বিধ বিবিধ বিহারে রত থাকাতে এক বৎসরকে তাহাদিগের এক দিন বোধ হইতে লাগিল

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, অকালকৌমুদী মহোৎসব পরিসমাপ্ত হইলে ত্রৈলোক্যের আধিপত্যাভিলাষী হইয়া উভয় ভ্রাতা মন্ত্রণা করিয়া সেনাগণকে সুসজ্জ হইতে আদেশ করিল। তাহারা সুহৃৎ, বৃদ্ধ দৈত্য ও মন্ত্রিগণের নিকট অনুজ্ঞাত হইয়া যাত্রিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর রজনীতে মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিল। তুল্যধর্ম্মিণী মহতী দৈত্যসেনা গদা পট্টিশ শূল মুদ্গরপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিল। দৈত্যরাজদ্বয় চারণগণের বিজয়সূচক মাঙ্গল্য স্তুতিপাঠে স্তূয়মান হইয়া পরম হর্ষে গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধ দুর্ম্মদ কামগামী সেই উভয় দৈত্যরাজ প্রথমত অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া দেবলোকে গমন করিল। দেবগণ তাহাদিগের আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক পিতামহের বরদান স্মরণ করিয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তীব্রবিক্রম দৈত্যদ্বয় ইন্দ্রলোক, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ও অন্যান্য খেচর প্রাণিগণকে জয় করিয়া তথা হইতে গমন করিল। পরে তাহারা পাতালবাসি-নাগগণকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রদ্বীপ-বাসী ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিল। অনন্তর উগ্রশাসন সেই মহারথ ভ্রাতৃদ্বয় ভূমণ্ডল পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়া সৈন্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক এইরূপ সুদারুণ বাক্য কহিল যে রাজর্ষিগণ মহাযজ্ঞদ্বারা ও ব্রাহ্মণগণ হব্যকব্যদ্বারা দেবগণের তেজ, বল ও শ্রীবৃদ্ধি করে; ঐ সকল ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যকলাপদ্বারা আমাদিগের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে; অতএব আমরা সকলে একত্র হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে বধ করিব। তাহারা মহাসমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে এবম্বিধ নৃশংস সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত সেনার প্রতি আদেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। সেই বলবান্ দুই ভ্রাতা যে সকল ব্রাহ্মণকে যজন বা যাজন করিতে দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগের সৈন্যগণ বিশ্রব্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; মহাত্মা তপোধনগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপপ্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা ব্রহ্মার বরবলে বিফল হইতে লাগিল, তাহাদিগকে আক্রান্ত করিতে পারিল না। যখন দ্বিজগণের অভিশাপ শিলা-নিক্ষিপ্ত শিলীমুখের ন্যায় প্রতিহত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা নিয়ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমণ্ডলে যে সমস্ত শমপরায়ণ তপঃসিদ্ধ দান্ত ঋষি ছিলেন, তাঁহারা, যেমন সর্পগণ গরুড়ভয়ে পলায়ন করে, তাহার ন্যায় তাহাদিগের ভয়ে পলায়নপরায়ণ হইলেন। এইরূপে আশ্রমসমস্ত মথিত এবং কলস-স্রুবপ্রভৃতি যজ্ঞপাত্র-সকল বিকীর্ণ ও ভগ্ন হওয়াতে সমস্ত জগৎ প্রলয়কাল-বিনষ্টের ন্যায় শূন্যরূপ হইল। হে রাজন্! অনন্তর মুনিগণ ইতস্তত লুক্কায়িত হইয়া অদৃশ্য হইলে উভয় মহাসুর তাঁহাদিগের বধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয়হইয়া বিবিধরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল তাহারা কখন গলিতমদ মত্তমাতঙ্গরূপ ধারণ করিয়া দুর্গ-মধ্যগত তপস্বিগণকেও যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রূর দ্বয় কখন সিংহমূর্ত্তি, কখন ব্যাঘ্ররূপধারী, কখন বা অদৃশ্য হইত। এইরূপে তাহারা বিবিধ উপায়দ্বারা ঋষিগণকে বিনষ্ট করিল। তখন বসুধাতলে যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় নিবৃত্ত এবং ব্রাহ্মণ ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইয়া একেবারে যজ্ঞোৎসব উৎসন্ন হইল। সমস্ত লোক ভয়ার্ত্ত হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। ক্রয় বিক্রয়, হট্টকার্য্য, দৈবকার্য্য, পুণ্যকার্য্য, বিবাহকার্য্য, কৃষিকার্য্য, ও গোরক্ষা-প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই রহিত হইল। নগর ও আশ্রম বিধ্বস্ত হইয়া কেবল অস্থিকঙ্কালে সঙ্কীর্ণ হওয়াতে পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কররূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমস্ত দেশে পিতৃকার্য্য ও বষট্কার-প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়াসকল বিলুপ্ত হওয়াতে জগৎ অতি ভীষণাকারে দুর্দ্দর্শনীয় হইল। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ও ব্যোমচারী অশ্বিনী-প্রভৃতি নক্ষত্রগণ সুন্দোপসুন্দের সেই কার্য্য অবলোকন করিয়া বিষণ্ণভাবাপন্ন হইল। তাহারা এইরূপ ক্রূরকর্ম্মদ্বারা সর্ব্বদিক্ পরাজয় করিয়া অবশেষে নিঃশত্রু হইয়া কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, অনন্তর শমদমসম্পন্ন দেবর্ষি পরমর্ষি ও সিদ্ধগণ সেই মহৎ প্রাণিহত্যাকাণ্ড দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা তখন জগতের প্রতি কৃপান্বিত হইয়া পিতামহ-ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর তথায় পিতামহকে সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণে সমন্তাৎ পরিবৃত ও দেবগণের সহিত সমাসীন দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে দেবদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, আদিত্য, পাকশাসন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ, বৈখানস, বালখিল্য, বানপ্রস্থ, মরীচিপ, অজ, অবিমূঢ় ও তেজোগর্ভ-প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন তপস্বী ঋষিগণ, সকলেই উপস্থিত হইলেন। সমস্ত মহর্ষিগণ দীনচিত্তে পিতামহের সমক্ষে সুন্দ ও উপসুন্দের কার্য্যবৃত্তান্ত কহিলেন। সেই দৈত্যদ্বয় যেপ্রকার উদ্যম করিয়া যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে ও যেরূপে সংহার করিয়াছে,

ন্তৎসমুদায় যথাক্রমে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। সমস্ত দেবগণ ও পরমর্ষিগণ সেই বিষয়ের নিমিত্ত পিতামহকে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর পিতামহ তাঁহাদিগের সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুহূর্ত্তকাল চিন্তাপূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্যদ্বয়ের বধোদ্দেশে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা উপস্থিত হইলে মহানুভাব পিতামহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আদেশ করিলেন যে, সকলের প্রার্থনীয়া মনোহরা এক প্রমদা নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাদরচিত্তে তদীয় আদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক যত্নসহকারে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া এক দিব্য কামিনী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ত্রিলোকীমধ্যে দর্শনীয় পরম রমণীয় যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থ আছে, বিশ্বকর্ম্মা তৎসমুদয় আহরণপূর্ব্বক দেবরূপিণী এক কামিনী সৃজন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় গাত্রে কোটী কোটী রত্নে অলঙ্কৃত করত তাহাকে রত্নসঙ্ঘাতময়ী নির্ম্মাণ করিল। বিশ্বকর্ম্মার মহাপ্রযত্নে নির্ম্মিতা সেই ললনা এতাদৃশ রূপবতী হইল যে, ত্রিভুবনমধ্যে কোন রমণীই তাহার উপমাযোগ্যা রহিল না। তাহার শরীরমধ্যে এমত কোন সূক্ষ্ম স্থানও ছিল না যে, তাহাতে দর্শক ব্যক্তির দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যে বদ্ধ না হইত। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় কামরূপিণী সেই সিমন্তিনী প্রাণিমাত্রেরই নয়নমনের অপহারিণী হইল। বিশ্বকর্ম্মা তিল তিল করিয়া সমস্ত রত্ন সংগ্রহ-পূর্ব্বক সেই ললনাকে সৃজন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পিতামহ তাহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন। অনন্তর তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে ভূতেশ! আমাকে কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, আমি কি নিমিত্ত সম্প্রতি নির্ম্মিতা হইয়াছি, আজ্ঞা করুন। পিতামহ কহিলেন, তিলোত্তমে! তুমি সুন্দ ও উপসুন্দ, দুই অসুরের নিকট গমন কর; তথায় যাইয়া তোমার কমনীয় রূপদ্বারা তাহাদিগের প্রলোভ জন্মাইতে যত্নবতী হও। ভদ্রে! তাহারা তোমার রূপসম্পত্তি দর্শন করিয়া যাহাতে তোমার নিমিত্ত তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ হয় এমত চেষ্টা কর।

নারদ কহিলেন, অনন্তর তিলোত্তমা তাহা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া পিতামহ-চরণে প্রণামপূর্ব্বক দেবগণকে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিল। সে সময়ে ভগবান্ পিতামহ পূর্ব্বমুখ, মহেশ্বর দক্ষিণমুখ, অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখ ও ঋষিগণ নানা দিকে অভিমুখ হইয়াছিলেন। তিলোত্তমা যখন প্রদক্ষিণ করে, তখন ইন্দ্র ও ভগবান মহেশ্বর অতি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যবস্থিতি করিলেন। মহেশ্বর সাতিশয় দর্শনলোলুপ হওয়াতে তিলোত্তমা যখন তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিল, তখন তাঁহার উন্মীলিত পদ্মপলাশলোচন-বিভূষিত অন্য এক দক্ষিণমুখ নিঃসৃত হইল; তিলোত্তমা যখন তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল, তখন তাঁহার এক পশ্চিমমুখ উৎপন্ন হইল; এবং ঐ কামিনী যখন উত্তরপার্শ্ববর্ত্তিনী হইল, তখন তাঁহার বামদিকে এক মুখ নির্গত হইল। মহেন্দ্রেরও দর্শনলালসা থাকাতে, তাঁহাকে তিলোত্তমা যখন প্রদক্ষিণ করে, তখন তাঁহার সম্মুখে পার্শ্বে এবং পৃষ্ঠে, সর্ব্বগাত্রেই রক্তিমাক্ত ও বিশাল সহস্রসংখ্যক নেত্র উদ্ভূত হইল। হে পার্থ! পূর্ব্বকালে এইরূপে মহাদেব চতুর্ম্মুখ এবং বলসূদন সহস্রলোচন হইয়াছিলেন এবং প্রদক্ষিণকালে তিলোত্তমা যে যে দিকে গিয়াছিল, দেব ও মহর্ষিগণের মুখ সেই দিকেই আবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে সময় সেই ব্রহ্মসভায় যিনি যিনি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কেবল পিতামহ দেব-ব্যতীত সকল মহাত্মার দৃষ্টি সেই কামিনীর শরীরে অর্পিত হইয়াছিল। যখন তিলোত্তমা গমন করিতে আরম্ভ করিল, তখন সমস্ত দেব ও পরমর্ষিগণ তাহার রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধবৎ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিলোত্তমা দেবকার্য্যসাধনে প্রস্থান করিলে লোকভাবন হিরণ্যগর্ভ সমস্ত দেব ঋষিগণকে বিদায় করিলেন।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদ কহিলেন, এদিকে দৈত্য সুন্দ ও উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় ভূমণ্ডল পরাজয়পূর্ব্বক ত্রিভুবন সমানরূপে স্বায়ত্ত করিয়া নিঃসপত্ন ও গতব্যথ হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করিল এবং দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস নাগ ভূপাল-প্রভৃতির সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিয়া, পরম পরিতুষ্ট হইয়া, কাল যাপন করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে, এই ত্রিলোকীমধ্যে কেহই তাহাদিগের প্রতিষেধক নাই, তখন নিরুদ্যোগ হইয়া দেবতার ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে আরম্ভ করিল। মাল্য, চন্দন, বনিতা, মনোহর ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয়, এই সকল বিবিধ উপাদেয় বস্তু দ্বারা পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। দেবগণের ন্যায়, কখন অন্তঃপুরে কখন অরণ্যমধ্যে কখন উদ্যানে, কখন বা পর্ব্বতে, যে স্থানে অভিলাষ হয়, সেই স্থানে বিহার করিতে থাকিল। একদা তাহারা কুসুমিত মহীরুহ-সমূহে সুশোভিত অবক্লুব শিলাতলযুক্ত বিন্ধ্যাচলশিখরে বিহার করিবার নিমিত্ত গমন করিল। সেই স্থানে যথাভিলষিত সমুদায় দিব্য কাম্য বস্তু সমানীত হইলে স্ত্রীগণের সহিত প্রমুদিতহৃদয়ে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল। রমণীগণ তাহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত মনোরম নৃত্য, গীত ও স্তুতিসংযুক্ত সঙ্গীতদ্বারা তাহাদিগের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। এমত সময়ে তিলোত্তমা একমাত্র রক্তবসন পরিধানপূর্ব্বক মনঃকল্পিত বেশবিন্যাস করিয়া সেই বনে উপনীত হইয়া পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল; এবং নদীতীরজাত কর্ণিকার কুসুম চয়ন করিতে করিতে সেই স্থানে দৈত্যদ্বয়সন্নিধানে শনৈঃশনৈঃ গমন করিল। তাহারা উভয়ে অপরিমিত মদ্যপান করিয়া আরক্তনয়ন ও মদমত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সেই বরারোহাকে দেখিবামাত্র মদনবাণে সম্পূর্ণরূপে ব্যথিত হইল। তাহারা উভয়েই কামসন্তপ্ত হওয়াতে আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া সেই সীমন্তিনীর সমীপবর্ত্তী হইল এবং উভয়েই তাহাকে প্রার্থনা করিল। সুন্দ স্বীয়হস্তদ্বারা সেই সুভ্রূর দক্ষিণহস্ত ধারণ করিল এবং উপসুন্দও তাহার বামহস্ত ধরিল। তাহারা একে বরলাভ-মদ, স্বভুজবীর্য্যমদ ও ধনরত্ন-মদে মত্ত,তাহাতে আবার সে সময় উভয়েই সুরাপান-মদ ও কাম-মদে প্রমত্ত হইয়াছিল; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রুকুটীভঙ্গিপূর্ব্বক বাদানুবাদ করিতে লাগিল। সুন্দ কহিল, এই ললনা আমার ভার্য্যা, তোমার গুরু হইতেছে, তুমি ছাড়িয়া দাও। উপসুন্দ কহিল, এই কামিনী আমার ভার্য্যা, তোমার কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ হইতেছে; তুমি পরিত্যাগ কর।

অনন্তর "এ আমার ভার্য্যা, তোমার নহে, এ আমার ভার্য্যা, তোমার নহে ;" এইরূপ পরস্পর বলিতে বলিতে উভয়েরই ক্রোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত এবং তাহার নিমিত্ত ক্রোধভরে বিগতস্নেহ ও ভগ্ন সৌহৃদ্য হইয়া ভীষণ গদা গ্রহণ করিল। সেই এক কামিনীর নিমিত্ত কামমোহিত উভয়ভ্রাতা ভীষণ গদা উত্তোলনপূর্ব্বক, 'আমি পূর্ব্বে পাণিগ্রহণ করিয়াছি, আমি পূর্ব্বে পাণিগ্রহণ করিয়াছি ;' এই কথা বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে যুগপৎ প্রহার করিল। ঐ গদাঘাতে সেই ভীষণাকার দৈত্যদ্বয় হত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া নভোমণ্ডলচ্যুত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন তাহাদিগের সুহৃৎ দৈত্যবর্গ ও দৈত্যপত্নীগণ সকলেই বিষন্ন, ভীত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া পলায়নপূর্ব্বক পাতালে গমন করিল। অনন্তর বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ পিতামহ তিলোত্তমাকে সৎকৃত করিবার নিমিত্ত দেব ও মহর্ষিগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন। ভগবান্ পিতামহ তথায় উপস্থিত হইয়া তিলোত্তমাকে বরদানে অভিলাষ করিলেন। তিনি বরদানে বাধ্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে কহিলেন, ভাবিনি! তুমি সূর্য্যলোকে বিচরণ করিতে সমর্থা হইবে ; তোমার এতাদৃশ তেজঃপুঞ্জ হইবে যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে পারিবে না। সর্ব্বলোকপিতামহ প্রভু হিরণ্যগর্ভ তিলোত্তমাকে এইরূপ বরপ্রদান ও ইন্দ্রের প্রতি ত্রৈলোক্যাধিপত্য সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

নারদ কহিলেন, হে ভারতবংশাবতংসগণ! সুন্দ ও উপসুন্দ দুই ভ্রাতা এইরূপে সুহৃদ্ভাবাপন্ন ও সর্ব্ববিষয়ে একনিশ্চয় হইয়াও তিলোত্তমার নিমিত্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া আপনারাই পরস্পরকে সংহার করিয়া বিনষ্ট হইল। অতএব স্নেহহেতু আমি তোমাদের সকলকে বলিতেছি তোমরা যদ্যপি আমার প্রিয় কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্ত তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ না হয়, এমন কোন নিয়ম সংস্থাপন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ অমিততেজস্বী মহর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণে পরস্পরের মতানুসারে সেই দেবর্ষির সমক্ষেই নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে এক ভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত সমাসীন হইলে অন্য যে ভ্রাতা তাহাকে দর্শন করিবে, তাহাকে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইলে মহামুনি নারদ প্রীত হইয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ নারদের আদেশানুসারে এইরূপ নিয়ম স্থাপন করাতেই তাঁহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ হয় নাই।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীবিষয়ে ঐরূপে নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানে বাস করত অস্ত্রশস্ত্রপ্রতাপে অন্যান্য মহীপালগণকে বশীভূত করিলেন। কৃষ্ণা মহাতেজস্বী মনুজসিংহ সেই পঞ্চ পাণ্ডবেরই বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিলেন। সরোবরযুক্তা বনস্থলী ও কুঞ্জরগণ যেমন পরস্পরের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে, তাহার ন্যায় দ্রৌপদী ও তদীয় পঞ্চপতি পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধক হইলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপথের অনুবর্ত্তী হওয়াতে কৌরব মাত্রেই দোষস্পর্শশূন্য ও সুখান্বিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

হে নরনাথ! অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে এক ব্রাহ্মণগৃহে কতকগুলি তস্কর আসিয়া গোধন হরণ করিতে লাগিল। হে নৃপসত্তম! দস্যুগণ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিয়া আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক চীৎকার শব্দে পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের রাজ্যমধ্যে অদ্য অকৃতাত্মা নীচপ্রকৃতি নৃশংস দস্যুগণ হঠাৎ আমার গোধন হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও। হা! কি দুঃখের বিষয়! কাক আসিয়া প্রশান্ত ব্রাহ্মণের যজ্ঞীয় ঘৃত হরণ করিতেছে! নীচ শৃগাল সিংহের গুহা শূন্য দেখিয়া মর্দ্দন করিতেছে! যে রাজা প্রজা রক্ষা না করেন, অথচ ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সর্ব্বলোকমধ্যে সম্পূর্ণ পাপাচারী কহেন। হে পাণ্ডবগণ! চৌরগণ ব্রাহ্মণস্ব হরণ করিতেছে, ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইতেছে, আমি শোকপঙ্কে মগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছি ; অতএব আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় নিকটাগত রোরুয়মাণ সেই ব্রাহ্মণের ঐ সকল আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। সেই মহাবাহু তাহা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণকে মাভৈঃ বলিয়া অভয় প্রদানপূর্ব্বক আশ্বাসিত করিলেন। পরন্তু যে গৃহে মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্রশস্ত্র ছিল সেই গৃহে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিতেছেন সুতরাং তিনি আর্ত্ত ব্রাহ্মণের বাক্যে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হইয়াও সংস্থাপিত নিয়মানুসারে অস্ত্র-গ্রহণার্থ আয়ুধাগারে প্রবিষ্ট হইতে, বা চৌরনিবারণার্থে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। ব্রাহ্মণের তাদৃশ রোদনধ্বনি শুনিয়া দুঃখার্ত্তহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই তপস্বী ব্রাহ্মণের গোধন অপহৃত হইতেছে, তাহা রক্ষা করিয়া ইঁহার অশ্রুমার্জ্জনা করা আমার অবশ্য উচিত। এই ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিয়া রোদন করিতেছেন যদি ইঁহাকে রক্ষা না করি, তবে আমার উপেক্ষাকরণ-জন্য রাজার অত্যন্ত অধর্ম্ম হইবে। আর রক্ষা করিলে আমাদিগের সকলেরই ইহলোকে নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠিত এবং অধর্ম্মও হইবে না। কিন্তু এক্ষণে অজাতশত্রু রাজার নিকট যাইতে হইলে তাঁহাকে অনাদর করিয়া যাইতে হয়, ও তাঁহার নিকট আমার অসত্য ব্যবহার করা হয়, তাহাতে সংশয় নাই ; এবং তাঁহার সমীপে অনুপ্রবেশ করিলে আমার বনবাসও হইবে। ফলত, রাজার অনাদরই হউক, আমার অনৃত ব্যবহারজন্য অধর্ম্মই হউক এবং মৃত্যুই বা হউক, এ সমুদায় পরিহার করিতে পারি, পরন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না ; কারণ শরীর বিনাশ হইলেও ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে। হে নরপতে! তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আয়ুধাগারে প্রবেশপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্ভাষণ করিলেন ; এবং ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে দ্বিজ! শীঘ্র আগমন কর, পরধনলুব্ধ

নীচাশয় দস্যুগণ অধিক দূর না যাইতে যাইতেই আমরা একত্র গমন করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে তোমার অপহৃত ধন প্রত্যাহরণ করি। মহাবাহু পৃথানন্দন সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া তনুত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক ধনুর্গ্রহণ করিয়া ধ্বজপতাকা সুশোভিত রথে আরোহণ করিলেন; এবং ত্বরা-পূর্ব্বক দস্যুগণের অনুসরণক্রমে গমন করিয়া শরসমূহদ্বারা দস্যুগণকে বিধ্বস্ত করত পরাজয় করিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণকে তদীয় গোধন প্রদানপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া যশোলাভ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বপুরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমস্ত গুরুগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, প্রভো! আমি দ্রৌপদীর সহিত আপনাকে অবলোকন করিয়া আমাদিগের কৃত নিয়ম অতিক্রম করিয়াছি; অতএব আমাকে ব্রতানুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করুন। আমি বনবাসের নিমিত্ত গমন করি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহসা ভ্রাতা অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়াই শোকার্ত্ত হৃদয় হইলেন; এবং কথঞ্চিৎ স্খলিতবাক্যে "কেন" এই কথা বলিলেন। পরে তিনি দীনচিত্ত ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অনঘ! যদি আমি তোমার পক্ষে প্রামাণিক হই, তাহা হইলে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। হে বীর! আমি যখন দ্রৌপদীর নিকট অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন তুমি আমার নিকট অনুপ্রবেশ করিয়া আমার যে অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে অসন্তোষ নাই; সে বিষয়ে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীর সহিত অবস্থিতি করেন, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে হানি নাই; পরন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করাই বিধিবিরুদ্ধ হয়। অতএব ইহাতে তোমার ধর্ম্মলোপ হয় নাই এবং আমার মর্য্যাদাতিক্রমও হয় নাই। হে মহাবাহো! নিরস্ত হও, আমার কথা রক্ষা কর। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমি সত্য হইতে বিচলিত হইতে পারিব না, সত্য অবলম্বন করিয়াই আয়ুধ ধারণ করিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বনচর্য্যায় দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসের নিমিত্ত গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুকুলকীর্ত্তি মহাবাহু অর্জ্জুন প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি অনেকে তাঁহার অনুগামী হইলেন। হে রাজন! তিনি বেদপারগ ও বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ অধ্যাত্মচিন্তক ব্রাহ্মণ, গানবিশারদ, পুরাণবক্তা সূত, ভগবদ্ভক্ত, কথক, ঊর্দ্ধরেতা, অরণ্যবাসী ও যাহারা মধুররূপে দিব্য উপাখ্যান পাঠ করিয়া থাকে, এই সমস্ত ব্যক্তি অন্যান্য বহুসংখ্য মধুরভাষী সহচরগণে পরিবৃত হইয়া মরুদ্গণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ভরতবংশ চূড়ামণি অর্জ্জুন গমনকালে বিবিধ বিচিত্র রমণীয় বন, সরোবর সরিৎ, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্যতীর্থ সকল অবলোকন করিলেন। পরে গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! পাণ্ডবপ্রবর বিশুদ্ধাত্মা অর্জ্জুন সেইস্থানে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুন্তীপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণগণের তথায় অবস্থিতিকালে সেই সকল ব্রাহ্মণেরা বহুবিধ অগ্নিহোত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে রাজন! গঙ্গাতীর-মধ্যে কৃতাভিষেক বিদ্বান্ নিয়মোপেত সৎপথস্থিত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সেই সকল অগ্নিহোত্র প্রবোধ্যমান, পুষ্পোপহারযুক্ত, প্রজ্বলিত ও আহুত হওয়াতে গঙ্গাদ্বার অতীব শোভমান হইল। একদা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন স্নান করিবার নিমিত্ত দ্বিজগণসমাকুল সেই আশ্রমের সন্নিহিত ভাগীরথী-সলিলে অবতীর্ণ হইলেন। মহারাজ! তিনি কৃতস্নান হইয়া, পিতৃপিতামহের তর্পণ করিয়া, অগ্নিকার্য্যের নিমিত্ত জল হইতে সমুত্থিত হইতে মানস করিয়াছেন, এমন সময়ে পাতালতল-বাসিনী উলূপী নাম্নী নাগরাজ নন্দিনী মন্মথ নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া সলিলমধ্যে লইয়া গেল। তখন তিনি কৌরব্য-নামক নাগরাজের পরম উৎকৃষ্ট ভবনে উপস্থিত হইয়া অগ্নি দেখিতে পাইলেন পরে সুসমাহিত হইয়া তাহাতে অগ্নিকার্য্য সমাধান করিলেন। তিনি অশঙ্কিত হৃদয়ে আহুতি প্রদান করাতে হুতাশন পরিতুষ্ট হইলেন। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় অগ্নিকার্য্য সমাপন করিয়া সহাস্যমুখে নাগরাজ-দুহিতাকে কহিলেন, ভাবিনি! তুমি এ কি সাহসিক কর্ম্ম করিয়াছ? হে ভীরু সুভগে! এ কোন দেশ? তুমিই বা কে? ও কাহার দুহিতা? উলূপী কহিল, হে রাজন্! ঐরাবতবংশে উৎপন্ন কৌরব্য নামে এক নাগরাজ আছেন; আমি তাঁহার তনয়া উলূপী নামে পন্নগী। হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি স্নানের নিমিত্ত গঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়াই পঞ্চশরশরে পীড়িতা হইয়াছি। হে কুরুনন্দন! আমার বিবাহ হয় নাই, আমি অনন্যপূর্ব্বা; এক্ষণে তোমার নিমিত্ত কামবিমোহিতা হইয়াছি। হে অনঘ! সম্প্রতি তুমি আত্মপ্রদান করিয়া আমাকে আনন্দিত কর। অর্জ্জুন কহিলেন, ভদ্রে জলচারিণি! আমি ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছি, সুতরাং আত্মবশ নহি; অথচ তোমারও প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছি; কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখন বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বাক্য বলি নাই; অতএব এক্ষণে যেরূপে আমার বাক্যের সত্যতা রক্ষা ও তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান হইতে পারে, এবং আমাকে ধর্ম্মপীড়িত হইতে না হয়, হে ভুজঙ্গমে! তুমি এমত কোন বিধান কর। উলূপী কহিল, হে পাণ্ডবেয়! তুমি যে নিমিত্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছ ও গুরু তোমাকে যেরূপে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিয়াছেন, সে সমস্তই আমি অবগত আছি। তোমরা নিয়ম করিয়াছিলে যে, তোমাদিগের পঞ্চভ্রাতার মধ্যে একজন দ্রৌপদীর নিকট গমন করিলে সে সময় মোহহেতু যিনি তথায় অনুপ্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাকে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনে গমন করিতে হইবে। অতএব তোমাদিগের পরস্পরের এই বনবাসের নিয়ম কেবল দ্রৌপদীহেতুই হইয়াছে, সুতরাং তুমি কেবল সেই ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই প্রোষিত হইয়াছ; এমত স্থলে তোমার ধর্ম্মলোপ হইবার সম্ভাবনা কি? হে পৃথুলোচন! আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম; অতএব আমাকে আর্ত্তবিবেচনা করিয়া পরিত্রাণ করিলে তোমার ধর্ম্ম-

লোপ হইবে না। হে অর্জ্জুন! যদিও ইহাতে যৎকিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আমাকে প্রাণদান করাতে তোমার সেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণই হইবে। হে পার্থ! উপযাচিকা কামিনীর কামনা পূর্ণ করা সাধুসম্মত, অতএব তুমি আমাকে ভজ্জা বলিয়া ভজনা কর। হে প্রভো! যদ্যপি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তবে আমাকে মৃতা বলিয়াই অবধারণ কর। হে পুরুষোত্তম মহাবাহো! অদ্য আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে প্রাণদান করিয়া পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। হে কৌন্তেয়! আমি অনাথা ও দীনা হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদনপূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইতেছি ও সকামা হইয়া তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি এবং তুমিও দীন ও অনাথগণকে নিরন্তর রক্ষা করিয়া থাক, সুতরাং আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার উচিত; অতএব তুমি আত্মপ্রদান করিয়া আমার মনোরথ পূরণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নাগরাজ-দুহিতা প্রতাপবান্ অর্জ্জুনকে এবম্বিধ বাক্য কহিলে অর্জ্জুন ধর্ম্মোদ্দেশে তাহার অভিমত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তিনি সেই কৌরব্য নামক পন্নগেশ্বর-ভবনে সেই রাত্রি অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যোদয়কালে উত্থিত হইলেন এবং সেই নাগরাজনন্দিনীর সহিত পুনর্ব্বার গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে সাধ্বী উলূপী তাঁহাকে এই বরপ্রদান করিয়া গৃহে গমন করিল যে, তুমি জলমধ্যে সর্ব্বত্র অজেয় হইবে, সমস্ত জলচরই তোমার বাধ্য হইবে, সংশয় নাই।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্রতনয় ব্রাহ্মণগণের নিকট পূর্ব্বদিনের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমালয়পার্শ্বে গমন করিলেন। পরে অগস্ত্যবট সন্দর্শনপূর্ব্বক বসিষ্ঠপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন; এবং ভৃগুতুঙ্গনামক পর্ব্বতে আপনার শৌচক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক শুচি হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু সহস্র গো ও গৃহ দান করিলেন। অনন্তর পুরুষোত্তম পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ হিরণ্যবিন্দুতীর্থে কৃতস্নান হইয়া তত্রত্য পুণ্যস্থান সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বদিক্ দর্শনের অভিলাষে যাত্রা করিলেন। হে ভারত! তিনি যথাক্রমে তীর্থ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন; নৈমিষারণ্যস্থিতা সুরম্যা উৎপলিনী নদী, গয়া এবং যশস্বিনী মহানদী গঙ্গা, কৌশিকী, নন্দা ও অপর নন্দা এবং অন্যান্য তীর্থ ও আশ্রমসকল অবলোকনপূর্ব্বক আত্মাকে পবিত্র করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অনেক গো দান করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে যে সকল তীর্থ ও পবিত্র স্থান আছে, তিনি তৎসমুদায় স্থানে গমনপূর্ব্বক যথাবিধানে দর্শন করিয়া সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিলেন। হে ভরতনন্দন! যে সকল ব্রাহ্মণ কুন্তীনন্দনের সহিত গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা কলিঙ্গরাষ্ট্রের দ্বার অর্থাৎ তত্রত্য পর্ব্বতসন্ধি-মার্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কুন্তীসুত শূর ধনঞ্জয় দ্বিজগণের অনুজ্ঞানুসারে অল্প জনসহায় হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিলেন। সেই প্রভু কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করিয়া নানা দেশ, আশ্রম ও রমণীয় হর্ম্ম্যসমূহ সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাপসগণে উপশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত আলোকনপূর্ব্বক সমুদ্রতীর দিয়া মণিপুরে উপনীত হইলেন। হে রাজন্! সেই মহাবাহু ঐ দেশে পুণ্যতীর্থ ও যজ্ঞস্থান সকল সন্দর্শন করিয়া পরিশেষে মণিপুরেশ্বর চিত্রবাহন-নামক ধর্ম্মজ্ঞ মহীপতির নিকট গমন করিলেন। সেই ভূপতির চিত্রাঙ্গদা নামে চারুদর্শনা এক কুমারী ছিল। একদা ঐ বরারোহা যদৃচ্ছাক্রমে সেই নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে ধনঞ্জয় তাহাকে দেখিয়া কামপরতন্ত্র হইলেন, এবং স্বীয় প্রয়োজন সাধন-নিমিত্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহাত্মা ক্ষত্রিয়-তনয়; আমাকে কন্যাদান করুন। রাজা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি? অর্জ্জুন কহিলেন, আমি পাণ্ডব কুন্তীনন্দন; আমার নাম ধনঞ্জয়। অনন্তর রাজা সান্ত্ববাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই বংশে প্রভঞ্জন নামে এক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান না হওয়ায় তিনি সন্তান-কামনায় উগ্ররূপে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পিনাকধৃক্ ঈশ্বর উমাপতি ভগবান্ দেবদেব মহাদেব তাঁহার উগ্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার এই বংশে পুরুষানুক্রমে এক এক সন্তান হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন। এই কারণে আমাদিগের কুলে চিরকাল এক এক মাত্র অপত্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার পূর্ব্ব-পুরুষ সকলেরই পুত্র হইয়াছিল। হে পুরুষেন্দ্র! আমার বংশকরী এই একমাত্র কন্যা জন্মিয়াছে। আমি ইহাকে পুত্র বোধ করিয়া থাকি। হে ভারতপ্রবর! আমি এই কন্যাকে বিধি অনুসারে পুত্রিকা করিয়াছি; এই নিমিত্ত এই কন্যার গর্ভে তোমার ঔরসে যে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে আমার পুত্রিকা পুত্র হইবে। ঐ পুত্রই এই কন্যার শুল্কস্বরূপ হইয়া আমার বংশরক্ষক হইবে; এই নিয়মে তুমি আমার এই কন্যা গ্রহণ কর। কুন্তীসুত অর্জ্জুন তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই নগরে তিন বৎসর বাস করিলেন। বরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন ও প্রণয় সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া দেশভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিলেন।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন দক্ষিণ সমুদ্রে তপস্বি-শোভিত সমস্ত পুণ্য তীর্থে গমন করিলেন। সেই স্থানে হয়মেধফলজনক পাপপ্রণাশন প্রসন্ন সুপবিত্র আগস্ত্য, সৌভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজ এই পঞ্চ মহাতীর্থ ছিল। ঐ পঞ্চতীর্থের সমীপে অনেক তপস্বী বাস করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে তাপসমাত্রেরই বাস ছিল না। কুরুসত্তম অর্জ্জুন ঐ পঞ্চ তীর্থ অবলোকন করিলেন। তিনি সেই পঞ্চ তীর্থ বিবিক্ত ও ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণকর্ত্তৃক বর্জ্জ্যমান দেখিয়া তৎসমীপস্থ তপস্বিগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ তীর্থ পরিহার করেন? তাপসগণ কহিলেন, কুরুনন্দন! এই পঞ্চ তীর্থের সলিল-মধ্যে পঞ্চ গ্রাহ আছে। তাহারা তপস্বি-

গণকে সংহার করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত মুনিগণ এ সকল তীর্থে অবস্থিতি করেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষসত্তম মহাবাহু অর্জ্জুন তপোধনগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই সকল তীর্থ অবলোকন করিতে গমন করিলেন। তিনি প্রথমত মহর্ষিসম্বন্ধীয় সৌভদ্র নামক উত্তমতীর্থে উপস্থিত হইয়া তাহাতে সহসা অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে জলান্তরচারী এক বৃহৎ গ্রাহ সেই পরন্তপ পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র কুরুনন্দন ধনঞ্জয়ের চরণ গ্রহণ করিল। মহাবল মহাবাহু পাণ্ডুতনয় সেই স্ফূর্ত্তিমান্ জলচর জন্তুকে লইয়া বলপূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইলেন। হে রাজন্! জলচর গ্রাহ যশস্বী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবামাত্র এক নারীরূপে দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ কামিনী দিব্যরূপা, শ্রীপ্রদীপ্তা, কল্যাণী, মনোরমা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা ছিল। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সেই মহৎ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরমপ্রীত মনে সেই ললনাকে কহিলেন, হে কল্যাণি জলচরি! তুমি কে? কি নিমিত্ত এরূপ হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা পূর্ব্বে ঈদৃশ মহাপাপ করিয়াছিলে? বর্গানাম্নী সেই রমণী কহিল, হে মহাবল মহাবাহো! আমি দেবারণ্যবিহারিণী অপ্সরা; আমার নাম বর্গা; আমি কুবেরের নিত্যপ্রিয়তমা। আমার কামগামিনী শুভলক্ষণা আর চারিজন সখী আছে। একদা আমি সেই সখী চতুষ্টয়ের সহিত লোকপাল-সদনে গমন করিতেছিলাম, গমনকালে দেখিলাম, সংযতব্রত একান্তচারী পরম রূপবান্ এক ব্রাহ্মণ বেদ-অধ্যয়ন করিতেছেন। হে রাজন্! তাঁহার তপঃসম্ভূত তেজে সেই বন আবৃত হইয়াছে; তিনি আদিত্যের ন্যায় সেই সমস্ত স্থান প্রদীপ্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার তাদৃশ তপস্যা ও পরমাদ্ভুত রূপ অবলোকন করিয়া তপোবিঘ্ন করিবার মানসে সেই স্থানে অবতীর্ণ হইলাম। হে ভারত! সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা, লতা ও আমি, এই পাঁচজন একত্র হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট যুগপৎ উপস্থিত হইলাম। হে বীর! আমরা তাঁহার প্রলোভনের নিমিত্ত হাস্য ও গান করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই বিপ্র কোন মতেই আমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন না। তাঁহার মন নির্ম্মল তপস্যায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া থাকিল, কোন ক্রমে বিচলিত হইল না। হে ক্ষত্রিয়েন্দ্র! অনন্তর তিনি কুপিত হইয়া আমাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তোমরা গ্রাহ হইয়া জলমধ্যে শত বৎসর বিচরণ করিবে।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বর্গা কহিল, হে ভরতবংশাবতংস! অনন্তর আমরা ব্যথিতহৃদয় হইয়া সেই অচ্যুত তপোধনের শরণাপন্ন হইয়া কহিলাম যে, হে তপোধন! আমরা রূপ, যৌবন ও কন্দর্পভরে দর্পযুক্ত হইয়া অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি। হে দ্বিজ! আমাদিগকে আপনার ক্ষমা করা উচিত। আমরা যে ঈদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনিকে প্রলোভিত করিবার মানসে এস্থলে আসিয়াছি, তাহাই আমাদিগের এক প্রকার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে। ধর্ম্মচারীরা বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকেরা অবধ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগকে হিংসা করিবেন না; আপনার ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র; হে কল্যাণাস্পদ! পণ্ডিতগণের এই বাক্য সত্য হউক। শিষ্টগণ শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি; অতএব আপনার আমাদিগকে ক্ষমা করা উচিত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বীর! অনন্তর রবি সোম সমপ্রভ শুভকর্ম্মকৃৎ ধর্ম্মাত্মা সেই ব্রাহ্মণ অপ্সরোগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন, শত ও শতসহস্র শব্দের অর্থ অনন্তকালও হইয়া থাকে; পরন্তু আমি যে শত বৎসর এই শব্দ বলিয়াছি, তাহার অর্থ শত পরিমাণ হইবে, অনন্তকাল হইবে না। তোমরা জলচর গ্রাহ হইয়া পুরুষগণকে গ্রহণ করিবে; পরন্তু শতবৎসর পূর্ণ হইলে এক পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া স্থলে উত্তোলন করিবে; তখন তোমরা পুনর্ব্বার স্বীয়রূপ প্রাপ্ত হইবে। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না; আমি পূর্ব্বে কখন পরিহাস-স্থলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তোমরা মুক্ত হইলে তদবধি সেই সকল তীর্থ নারীতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়া সাধুজনগণের পাবন ও পুণ্যজনক হইবে। বর্গা কহিল, অনন্তর আমরা সেই ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সুদুঃখিতচিত্তে সেই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, যে মহাপুরুষ আমাদিগের স্বরূপ সম্পাদন করিবেন, কোন্ স্থানে অল্পকালের মধ্যে সেই মহাপুরুষের সহিত সমাগম হইতে পারে। হে ভারত! আমরা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুহূর্ত্ত কালমধ্যে মহাভাগ দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলাম। হে পার্থ! আমরা অমিতদ্যুতি দেবর্ষিকে অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান থাকিলাম। তিনি আমাদিগকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রে জলময়-প্রায় স্থানে পুণ্য রমণীয় পঞ্চ তীর্থ আছে; তোমরা সেই স্থানে গমন কর, বিলম্ব করিও না। সেই স্থলে শুদ্ধাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তোমাদিগকে এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। হে বীর! আমরা সকলে সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। হে অনঘ! এক্ষণে সত্যই তোমা হইতে মোচিত হইলাম। আমার সেই সখীচতুষ্টয়ও এইরূপ অন্য সলিলমধ্যে আছে; হে বীর! তুমি এইরূপে তাহাদিগের সকলকে মুক্ত করিয়া শুভ কর্ম্মের ফলভোগী হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপাল! অনন্তর বীর্য্যবান্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন প্রফুল্লহৃদয়ে তাহাদিগের সকলকেই সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। হে রাজন্! অপ্সরোগণ সেই সলিল হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শরীর প্রাপ্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। এইরূপে অর্জ্জুন সেই পঞ্চ তীর্থ সংশোধনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপুরে গমন করিলেন। হে রাজন্! তথন, তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে উৎপন্ন বভ্রুবাহন নামে পুত্র তথায় রাজা হইয়াছিলেন।

পার্থ চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া তথা হইতে গোকর্ণাভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অমিতবিক্রম অর্জ্জুন পশ্চিম-প্রদেশে যে সকল পুণ্যস্থান ও তীর্থ আছে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় স্থানেই গমন করিলেন এবং পশ্চিম সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও আয়তন আছে, তথায় ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলেন। মধুসূদন মাধব শ্রবণ করিলেন যে, রমণীয় সুপুণ্য প্রভাস তীর্থে অজেয় সখা বীভৎসু উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সমাগত হইলেন। সেই প্রভাসে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রিয়সখাদ্বয় ঋষি নর ও নারায়ণ-স্বরূপ কৃষ্ণ ও পাণ্ডব উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি কি নিমিত্ত এই সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিতেছ? অর্জ্জুন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। প্রভু বার্ষ্ণেয় তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইহ বিহিতই হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা দুইজনে প্রভাসে যথাভিলাষ বিহার করিয়া বাসের নিমিত্ত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণের অনুজ্ঞানুসারে পরিচারকগণ সেই মহীধর মণ্ডিত করিয়া তথায় বিবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জ্জুন বাসুদেবের সহিত তথায় ভোজনাদি করিয়া নট ও নর্ত্তকগণের নৃত্যাদি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন পরে মহাত্মা পাণ্ডব সাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া সুসংস্কৃত দিব্য শয়নে শয়ন করিলেন। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন সেই শুভ শয্যায় শয়ান হইয়া কৃষ্ণের নিকট নানাবিধ নদী পল্বল পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতির বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! তিনি এবম্বিধ বিবিধ কথা কহিতে কহিতে সেই স্বর্গতুল্য শয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরে বিভাবরীর অবসানে মধুর গীত, স্তুতিপাঠ ও বীণাশব্দে প্রবোধ্যমান হইয়া উত্থিত হইলেন; এবং নিত্যকৃত্য সমাপন—পূর্ব্বক যাদবগণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চনময় রথে দ্বারকায় গমন করিলেন। হে জনমেজয়! কুন্তীনন্দনের গৌরবের নিমিত্ত দ্বারকা পুরীর রাজপথ উদ্যান ও গৃহপ্রভৃতি সমস্ত স্থলই অলঙ্কৃত হইয়াছিল। দ্বারকাবাসী শত সহস্র ব্যক্তি অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডুনন্দনের নিমিত্ত শত সহস্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় পুরুষ ও নারীসমূহের মহাসমবায় হইল। অর্জ্জুন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণকর্ত্তৃক যথোপযোগ্য সৎকৃত হইলেন; নমস্যবর্গকে নমস্কার করিলেন; এবং বৃদ্ধদিগের নিকট অভিনন্দিত ও সমস্ত কুমারগণকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া সমবয়স্কগণকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিলেন। পরে কৃষ্ণের সহিত বিবিধ রত্ন ও ভোগ্যসমাবৃত রমণীয় ভবনে বহু দিবস বাস করিলেন।

একোনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম! অনন্তর কিয়দ্দিন সেই রৈবতক পর্ব্বতে বৃষ্ণ্যন্ধকদিগের উৎসব হইতে লাগিল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সেই গিরিসম্বন্ধীয় উৎসবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! রৈবতক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে উপত্যকা ও অধিত্যকা স্থান সকল রত্ননিচয়ালঙ্কৃত কল্পবৃক্ষসদৃশ কাম্য বস্তুপরিপূর্ণ প্রাসাদসমূহে বিভূষিত হইল। বাদক, নর্ত্তক ও গায়কগণ বিবিধ বাদ্য, নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। মহাবীর্য্য বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ অলঙ্কৃত হইয়া সুবর্ণময় যানদ্বারা ইতস্তত পরিভ্রমণ করত শোভা পাইতে লাগিল। শত সহস্র পৌরজন ভার্য্যা ও আনুযাত্রিক বর্গের সহিত নানাবিধ যানদ্বারা বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে ভারত! রেবতীর সহিত প্রভু হলধর মধুমত্ত হইয়া অনুগামী গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ সহস্র রমণীর সহিত বৃষ্ণিগণের রাজা প্রতাপবান্ উগ্রসেন অনুগামী গন্ধর্ব্বগণে সমাবৃত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমরদুর্ম্মদ শাম্ব ও রৌক্মিণেয় মধুমত্ত হইয়া দিব্য মাল্য ও বসন পরিধানপূর্ব্বক দেবতার ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দ্দিক্য, উদ্ধব ও অন্য অন্য অনেকেই পৃথক্ পৃথক্ স্ত্রী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবৃত হইয়া তথায় বিচরণ করত সেই মহোৎসবের শোভা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে সেই মনোহর মহাদ্ভুত কৌতূহল প্রবর্ত্তিত হইলে বাসুদেব ও পার্থ একত্র হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সখীগণে পরিবৃতা নানালঙ্কারভূষিতা শুভলক্ষণসম্পন্না বসুদেবনন্দিনী সুভদ্রাকে দেখিতে পাইলেন। অর্জ্জুন সেই সুকুমারী কুমারীকে অবলোকন করিয়াই মদনবাণে বিমোহিত হইলেন। হে ভারত! পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ তাঁহাকে সুভদ্রার প্রতি একাগ্রচিত্ত বুঝিতে পারিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন এ কি! বনেচরী ব্যক্তির মন কন্দর্পে আলোড়িত হয়? হে পার্থ! এই কন্যা সারণের সহোদরা, আমারও ভগিনী; ইহার নাম সুভদ্রা। এই কন্যাই আমার পিতার প্রিয় দুহিতা। যদি তোমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বল, আমি স্বয়ংই পিতার নিকট ইহা নিবেদন করি, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইতে পারে। অর্জ্জুন কহিলেন, বসুদেবের দুহিতা বাসুদেবের ভগিনী নিরুপম-রূপবতী এই কন্যা কোন ব্যক্তিকে মোহিত করিতে না পারে? তোমার ভগিনী এই সুভদ্রা যদি মদীয় মহিষী হয়, তাহা হইলে তোমাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে আমার শ্রেয়োবিধান হয়, সন্দেহ নাই। হে জনার্দ্দন! অধুনা কি উপায়ে সুভদ্রাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তাহা বল; যদি মনুষ্যের সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বতোভাবে তাহা করিব। বাসুদেব কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ! ক্ষত্রিয়গণের স্বয়ম্বর বিবাহ বিহিত বটে, কিন্তু তাহা সংশয়ান্বিত হইতেছে; কারণ, স্ত্রীলোকের স্বভাব ও অন্তঃকরণ শৌর্য্য পাণ্ডিত্যাদির অনুবর্ত্তী নহে; তাহারা আপাত-রমণীয় পুরুষেই আসক্ত হয়। অতএব, শূর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া

বিবাহ করা যে প্রশংসনীয় বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞগণ অনুমোদিত করিয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সেই বিধানানুসারে বলপূর্ব্বক এই শুভলক্ষণসম্পন্না মদীয় ভগিনীকে হরণ কর, স্বয়ম্বরে প্রয়োজন নাই; কারণ সুভদ্রার কিরূপ অভিপ্রায় তাহা কে জানে? অনন্তর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মরাজের নিকট শীঘ্রগামী দূত প্রেরণ করিলেন। মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অনুমতি আসিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় বাসুদেবের উপদেশানুসারে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। তিনি খড়্গ কবচ গোধা অঙ্গুলিত্রাণ-প্রভৃতি ধারণপূর্ব্বক বদ্ধসন্নাহ হইয়া শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বযুক্ত, কিঙ্কিণী জালমালা-বিভূষিত, যথাবিধানে উপকল্পিত, সর্ব্বায়ুধোপপন্ন, প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য, কাঞ্চনময়, জলদসদৃশ গম্ভীর-রবকারী ও বিপক্ষহর্ষবিলোপী রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়াচ্ছলে গমন করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা শৈলরাজ রৈবতকের অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ও দেবগণের পূজা করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে কামবাণ-পীড়িত কৌন্তেয় ধনঞ্জয় তদভিমুখে ধাবমান হইয়া সহসা সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইলেন. পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুন এইরূপে শুচিস্মিতা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিয়া হিরণ্ময় রথে স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সৈনিকপুরুষেরা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক গৃহীত দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে দ্বারকা নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা সকলে সর্ব্বতোভাবে দেবসভা-সদৃশ সেই রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সভাপাল-সমীপে অর্জ্জুনের বিক্রমবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সভাপাল তাহাদিগের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত মহাঘোষা যুদ্ধোদ্যোগ-বোধিনী ভেরী-ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণও চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। সমিদ্ধ হুতাশন যেমন স্বীয় আধার ইন্ধন গ্রহণ করে, তাহার ন্যায়, পুরুষব্যাঘ্র মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ পরমোৎকৃষ্ট আস্তরণযুক্ত মণিবিদ্রুমখচিত প্রজ্বলিত-জ্বলন-সদৃশ প্রভাশালী শত শত হিরণ্ময় সিংহাসনে সমুপবিষ্ট হইলেন। যেমন দেবগণের সমাগম হয়, তাহার ন্যায়, তাঁহারা সকলে একত্র সমুপবিষ্ট হইলে অনুচর-বর্গের সহিত সভাপাল তাঁহাদিগের নিকট অর্জ্জুনের কর্ম্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মদরক্তলোচন অহঙ্কৃত বৃষ্ণিবীরগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র অমর্ষভরে সিংহাসন হইতে উৎপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন, শীঘ্র রথসজ্জা কর; কেহ কেহ বলিলেন, প্রাস আনয়ন কর; কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, মহার্হ শরাসন ও বৃহৎ কবচ আনয়ন কর; কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে ডাকিয়া কহিলেন, শীঘ্র রথ যোজনা কর; কেহ কেহ বা ত্বরাহেতু স্বয়ংই সুবর্ণমণ্ডিত তুরঙ্গ লইয়া রথে যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন রথ কবচ ধ্বজ-প্রভৃতি আনয়নার্থ বীরগণের তুমুল কোলাহল শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর বনমালা-বিভূষিত কৈলাসশিখর-সদৃশ নীলাম্বর-পরিধায়ী মদোৎসিক্ত মদমত্ত বলরাম কহিলেন, জনার্দ্দন কোন কথা না কহিতেই তোমরা এ কি বুদ্ধি করিতেছ? ইঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়াই ক্রোধভরে বৃথা গর্জ্জন করিতেছ। এই মহামতি কৃষ্ণ প্রথমত স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন; পরে তাহা জ্ঞাত হইয়া তোমরা ত্বরাপূর্ব্বক তাহাই সম্পাদন করিবে। অনন্তর সকলে ধীমান্ হলায়ুধের সেই গ্রহণযোগ্য বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পুরঃসর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার সভামধ্যে সমুপবিষ্ট হইলেন। তখন পরন্তপ রাম বাসুদেবকে কহিলেন, জনার্দ্দন! তুমি কি নিমিত্ত কিছু বলিতেছ না? কি জন্য উদাসীনের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিতেছ? অচ্যুত! তোমার নিমিত্তই আমরা সকলে সেই পৃথানন্দনকে সুসৎকৃত করিয়াছিলাম। সেই দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গার তাদৃশ সৎকারের যোগ্যপাত্র নহে; যে ব্যক্তি আপনাকে সৎকুলজাত বলিয়া পরিচয় দেয়, সে কখন অন্ন ভোজন করিয়া সেই অন্নপাত্র ভগ্ন করিতে পারে না। যদিও এরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তথাপি ঐশ্বর্য্যাভিলাষী কোন ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয় না। সেই পাণ্ডব আমাদিগের অবজ্ঞা ও তোমাকে অনাদর করিয়া অদ্য সহসা আপনার মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে গোবিন্দ! সে আমার মস্তকোপরি পদার্পণ করিয়াছে; অতএব ভুজঙ্গ যেমন অন্যের পাদস্পর্শ সহ্য করেনা, তাহার ন্যায় আমি ইহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না। অদ্য আমি একাকীই এই পৃথিবী কৌরবশূন্য করিব; আমি কোন মতেই অর্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম সহ্য করিব না। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সকলেই মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গর্জ্জনশীল সেই বলদেবের ঐ বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বৃষ্ণিগণ স্ব স্ব বীর্য্য অনুসারে পুনঃ পুনঃ এইরূপ কহিলে, বাসুদেব ধর্ম্মার্থপুরস্কৃত বচনে কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের কুলের অবমান করা হয় নাই; প্রত্যুত তিনি আমাদিগের সমধিক-সম্মানবৃদ্ধিই করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অবগত আছেন যে, আমরা অর্থলুব্ধ নহি, এজন্য অর্থদান করিয়া পরিণয়ের চেষ্টা করেন নাই; এবং স্বয়ম্বর সংশয়াস্পদ, সুতরাং তাহাতেও যত্নবান্ হন নাই। পশুর ন্যায় কোন ক্ষত্রিয়, কন্যা দান করা অনুমোদন করেন না এবং কন্যা বিক্রয় করাও কোন মনুষ্যের অনুমত হয় না। আমার বোধ হয়, কৌন্তেয় অর্জ্জুন এই সকল দোষ পর্য্যালোচনা করিয়াই ধর্ম্মানুসারে সহসা কন্যা হরণ করিয়াছেন। সুভদ্রা যাদৃশ যশস্বিনী, পার্থও তাদৃশ গুণসম্পন্ন, সুতরাং এ সম্বন্ধ অযোগ্য নহে; ইহাও তিনি বিবেচনা করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়াছেন। অপিচ, ভরতবংশীয় যশস্বী শান্তনুনন্দন কুন্তিভোজ-দৌহিত্র সেই অর্জ্জুনকে কোন্ ব্যক্তি মিত্র-

ভাবে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ না করে? বিশেষত এই ত্রিলোকীমধ্যে ভগনেত্রহর বিরূপাক্ষ মহাদেব ব্যতীত এমত ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, যিনি সংগ্রাম-ভূমিতে বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে পরাভূত করিতে পারেন। হে আর্য্য! তাঁহার সেই রথ, আমার সেই সমস্ত অশ্ব এবং তিনি স্বয়ং তাদৃশ যোদ্ধা ও সেইরূপ শীঘ্রাস্ত্র, ইহাতে ইন্দ্রলোক রুদ্রলোক প্রভৃতি যে সমস্ত লোক আছে, তাহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে যে, তোমরা শীঘ্র ধাবমান হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত কর। যদি তিনি বলপূর্ব্বক তোমাদিগের সকলকে পরাভূত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের যশ সদ্যই বিলুপ্ত হইবে; সান্ত্বনা করিলে তোমাদিগের পরাজয় হইবে না। হে জনাধিপ! যাদবগণ বাসুদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। প্রভাবশালী অর্জ্জুন বৃষ্ণিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া তথায় অভিলাষানুসারে নানাবিধ বিহার করত সংবৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পুষ্কর তীর্থে গমনপূর্ব্বক অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি বিনয়পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া দ্রৌপদী-সমীপে গমন করিলেন। দ্রৌপদী প্রণয়কোপে তাঁহাকে কহিলেন হে কৌন্তেয়! আর এখানে কেন? যেখানে সাত্বত-নন্দিনী আছেন, তথায় গমন কর; রজ্জুদ্বারা বদ্ধ বস্তুরাশির উপর আর একটি দৃঢ়তর বন্ধন প্রদান করিলে পূর্ব্ববন্ধন অবশ্যই শ্লথ হইয়া পড়ে, এইক্ষণে তুমি নূতন প্রেমপাশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছ; সুতরাং পূর্ব্বকৃত মদীয় প্রেমপাশের বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। ধনঞ্জয় দ্রৌপদীকে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ও বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি রক্তকৌশেয়বসনা সুভদ্রার নিকট উপস্থিত হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক তাঁহার গোপিনী-বেশ করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। বীরপত্নী যশস্বিনী বিশাল-তাম্রনয়না সেই বরাঙ্গনা ঐ বেশে সমধিক শোভমানা হইয়া পরমোৎকৃষ্ট ভবনে উপস্থিতিপূর্ব্বক প্রথমত কল্যাণী কুন্তীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। কুন্তী পরমপ্রীতা হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নব বধূ সুভদ্রার মস্তকে আঘ্রাণপূর্ব্বক অতুল আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর পূর্ণেন্দু-সদৃশাননা সুভদ্রা ত্বরাপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও কহিলেন আমি আপনার দাসী আসিয়াছি। কৃষ্ণা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক মাধব-ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন। সুভদ্রা তখন প্রমুদিত-হৃদয়ে, তথাস্তু এই কথা কহিলেন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহারথ পাণ্ডবগণ ও কুন্তী পরম প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শত্রুসন্তাপজনক বিশুদ্ধাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ যখন শুনিলেন যে, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক রাজধানীতে উপনীত হইয়াছেন, তখন তিনি বহুসংখ্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ মহারথ বীর সৈন্যসমূহে সুরক্ষিত, ভ্রাতা ও পুত্রগণে পরিবৃত এবং শ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে সমবেত হইয়া বলভদ্রের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। এবং ধীমান্ মহাকীর্ত্তিমান্ দানশীল অক্রূর, বৃষ্ণি-সেনাপতি মহাতেজস্বী অরিন্দম অনাধৃষ্টি, অতিযশস্বী উদ্ধব, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি মহানুভব সত্যক, সাত্যকি, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ, বিক্রমশীল ঝিল্লী, বিপৃথু, সারণ ও মহাবাহু কৃতবিদ্য গদ, ইহাঁরা এবং আর আর বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক অনেকেই বহুপরিমিত যৌতুক লইয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মাধব আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নকুল ও সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। মহাসমৃদ্ধিমান্ বৃষ্ণিদল ঐ পুরুষদ্বয়-কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তখন হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ বণিক্ সমূহে উপশোভিত ঐ নগর স্থানে স্থানে পুষ্পময় মাল্যদামে অলঙ্কৃত, দহ্যমান সুগন্ধি অগুরু সৌরভে সুবাসিত, পবিত্র-গন্ধ সুশীতল চন্দন-রসে নিষেবিত ও তত্রত্য রাজপথ সকল সুমাৰ্জ্জিত, সিক্ত ও ধ্বজ পতাকা শ্রেণীতে-সুশোভিত ছিল। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজগণে পরিবৃত পুরুষোত্তম মহাবাহু কেশব রামের সহিত ঐ নগরে উপনীত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও পুরবাসিগণ-কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন; অনন্তর পুরন্দর-পুর-সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধানে বলদেবের অভ্যর্থনা করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ প্রীতমনে বিনয়-পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভীমকে যথাবিধানে সম্বৰ্দ্ধনা করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে যথাবিধি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি কোন কোন ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় অভিবাদন, কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সম-বয়স্কের ন্যায় ব্যবহার, ও কোন কোন ব্যক্তিকে প্রণয়সম্ভাষণে সম্বৰ্দ্ধনা করিলেন; এবং কোন কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইলেন। মহাযশস্বী শ্রীমান্ কমললোচন কৃষ্ণ বৈবাহিক-রীতিক্রমে বর ও বরপক্ষীয়গণকে উত্তম উত্তম ধন প্রদান করিলেন, এবং সুভদ্রাকে জ্ঞাতিদের যৌতুক স্বরূপ বহু ধন দিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে সুশিক্ষিত নিপুণ সারথির সহিত অশ্ব-চতুষ্টয়যুক্ত কিঙ্কিণী-জালমালা-বিভূষিত হিরণ্ময় সহস্র রথ, মথুরা-প্রদেশীয় তেজস্বী বহু-দুগ্ধপ্রদ অযুত গো, চন্দ্রতুল্য-বর্ণ বিশুদ্ধ হেমভূষিত সহস্র ঘোটকী, কৃষ্ণ-কেশরযুক্ত শ্বেতবর্ণ বায়ুসম দ্রুতগামী সুশিক্ষিত সহস্র-সংখ্য অশ্বতরী, স্নানপানোৎসবে প্রয়োগ নিপুণা পরিচর্য্যা-বিষয়ে দক্ষা বয়ঃস্থা গৌরবর্ণা সুবেশা আরোগিণী সুকান্তিমতী সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা কণ্ঠদেশে শত সুবর্ণ-সুশোভিতা সহস্র পরিচারিণী, বাহ্লিক দেশীয় পৃষ্ঠবাহ শত সহস্র অশ্ব, নানাবিধ মহার্হ বস্ত্র ও কম্বল প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী প্রীতমনে প্রদান করিলেন এবং সুতোলক মনুষ্যের বহনীয় দশভার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুইপ্রকার অগ্নিবর্ণ উৎকৃষ্ট সুবর্ণ যৌতুক-স্বরূপ দিলেন। হলধর রাম প্রীতিযুক্ত হইয়া বিবাহোপলক্ষে সম্বন্ধের গৌরব-বৃদ্ধি নিমিত্ত ত্রিবিধমদ-স্রাবকারী, গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ, সাহসপ্রিয়, সমরে অনিবর্ত্তী

হেমমালা-বিভূষিত, নিনাদপটু-ঘণ্টাবলম্বিত, উপবেশন-পর্য্যঙ্ক-যুক্ত, মনোহর, নানাবিধ, সহস্র মাতঙ্গ হস্তিপকের সহিত ধনঞ্জয়কে প্রদান করিলেন। বস্ত্র কম্বলাদিরূপ-ফেনযুক্ত, মহাগজরূপ-মহাগ্রাহাকুলিত ও পতাকারূপ-শৈবালকুলে সমাকুল সেই মহাধনরত্নসমুদ্র-রূপ জলপ্রবাহ বিস্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডুসাগরে প্রবেশ করিয়া পরিপূর্ণ করাতে তাহা শত্রুগণের শোকাবহ হইয়া উঠিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের মহারথগণকে সুসংকৃত করিলেন। অনন্তর পুণ্যশীল ব্যক্তিরা যেমন দেবলোকে বিহার করে, তাহার ন্যায় মহাত্মা কুরু, বৃষ্ণিও অন্ধকগণ তথায় সমবেত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রীতি অনুসারে তথায় নানাস্থানে মহাযানদ্বারা ভ্রমণ ও করতলধ্বনির সহিত নৃত্যগীতাদির মহাধ্বনি করত যথোপযুক্ত বিহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্য-সম্পন্ন মহারথ অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ সেই নগরে বহুদিবস বিহার করিয়া পরিশেষে কৌরবগণের নিকট পূজিত হইয়া তদ্দত্ত নির্ম্মল রত্নসমূহ গ্রহণ-পুরঃসর রামকে অগ্রে করিয়া দ্বারকা পুরীতে গমন করিলেন। হে ভারত! মহাযশস্বী মহানুভাব বাসুদেব অর্জ্জুনের সহিত সেই রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থ নগরেই থাকিলেন; এবং তাঁহার সহিত যমুনাতীরে মৃগ বরাহ বিদ্ধ করিয়া মৃগয়া-বিহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শচী যেমন বিখ্যাত জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় কৃষ্ণের প্রিয়ভগিনী কল্যাণী সুভদ্রা দীর্ঘবাহু বিশাল-বক্ষঃস্থল বৃষভনেত্র নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম বীর অভিমন্যুকে প্রসব করিলেন। সেই শত্রুমর্দ্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন-তনয় অভী অর্থাৎ নির্ভয়চিত্ত ও মন্যুযুক্ত হইয়াছিলেন; এজন্য সকলে তাঁহাকে অভিমন্যু কহিত। যজ্ঞস্থলে নির্ম্মথনদ্বারা শমীগর্ভ হইতে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় সাত্বতীগর্ভে ধনঞ্জয় হইতে সেই অতিরথ অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিলেন। হে ভারত! সেই কুমার জন্মিবামাত্র মহাতেজস্বী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে অযুত ধেনু ও অযুত নিষ্ক দান করিলেন। চন্দ্র যেমন সমস্ত প্রজাগণের প্রিয়, তাহার ন্যায় অভিমন্যু বাল্যাবধি পিতা, পিতৃগণ ও বাসুদেবের প্রিয়পাত্র হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহার জাতকর্ম্ম-প্রভৃতি সমুদায় শুভকর্ম্ম-সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই অসাধারণ বালক শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ অরিন্দম অভিমন্যু অর্জ্জুনের নিকট আদান, সন্ধান, মোক্ষণ, বিনিবর্ত্তন, স্থান, মুষ্টি, প্রয়োগ, প্রতিকার, মণ্ডল ও রহস্য, এই দশাঙ্গবিশিষ্ট এবং মন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত, এই চতুষ্পাদযুক্ত দিব্য ও মানুষ সমুদায় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। মহাবল অর্জ্জুন তাঁহাকে অস্ত্রবিজ্ঞান ও সৌষ্ঠব এবং উৎসর্পণ প্রসর্পণ-প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াবিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন। তিনি শাস্ত্রবিষয়ে ও প্রয়োগানুষ্ঠানে তাঁহাকে আত্মসদৃশ করিলেন; এবং তাঁহাকে পরপরাভব-গুণোপেত, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, দুর্দ্ধর্ষ বৃষভস্কন্ধ, বিস্তৃতানন ভুজঙ্গসদৃশ, সিংহদর্প, মহাধনুর্দ্ধর, মত্তমাতঙ্গতুল্যবিক্রম, মেঘ ও দুন্দুভিসদৃশ নির্ঘোষকারী, পূর্ণচন্দ্রানন এবং শৌর্য্য, বীর্য্য, আকৃতি ও কৃতিবিষয়ে কৃষ্ণ-সদৃশ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। দেবরাজ যেমন অর্জ্জুনকে দেখেন, সেইরূপ অর্জ্জুন ঐ তনয়কে দেখিতেন।

শুভলক্ষণা পাঞ্চালীও পঞ্চপতি হইতে পঞ্চ পর্ব্বতসদৃশ বীরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপুত্র লাভ করিলেন। অদিতি যেমন দেবগণকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক, ও সহদেব হইতে শ্রুতসেন, এই পঞ্চ মহারথ বীর সন্তান প্রসব করিলেন। যুধিষ্ঠিরতনয় বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় পরপ্রহারসহনক্ষম হইবেন, ইহা শাস্ত্রত জানিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নাম প্রতিবিন্ধ্য রাখিলেন। সহস্র সোমযাগ সম্পাদনের পর ভীমসেন হইতে সোমার্ক-সদৃশ তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধর সুত উৎপন্ন হওয়াতে তাহার নাম সুতসোম হইল। কিরীটী অনেক শ্রুত কর্ম্ম করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাঁহার ঐ পুত্র জন্মিয়াছিল, এই নিমিত্ত তাহার নাম শ্রুতকর্ম্মা হইল। কুরুবংশে কীর্ত্তিবর্দ্ধন শতানীক নামে মহাত্মা এক রাজর্ষি ছিলেন, নকুল ঐ রাজার নামানুসারে স্বীয় পুত্রের নাম শতানীক রাখিয়াছিলেন এবং সহদেব হইতে দ্রৌপদীর যে পুত্র জন্মিল, ঐ পুত্র কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সেনাপতি কার্ত্তিকেয় কৃত্তিকার সন্তান ছিলেন, এইজন্য সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতসেন হইল। হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদীকুমারেরা প্রত্যেক এক বৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী ও যশস্বী হইয়াছিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধানে তাঁহাদিগের জাতকর্ম্ম চূড়া উপনয়ন প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার-কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিকক্রমে সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সুচরিত বালকগণ বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট সমস্ত দিব্য ও মানুষ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিলেন। হে রাজশার্দ্দূল! পাণ্ডবগণ দেবকুমার সদৃশ সেই সমস্ত পৃথুলবক্ষঃস্থল মহারথ কুমারগণকে লাভ করিয়া প্রীত হইলেন।

দ্বাবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও শান্তনুতনয় ভীষ্মের আদেশানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া অন্যান্য ভূপতিগণকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। আত্মা যেমন পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া সুখে অবস্থিতি করেন, তাহার ন্যায় সমস্ত প্রজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অবলম্বন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। নীতিমান যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; এই ত্রিবর্গকে আত্মসম বন্ধুর ন্যায় পরস্পর অপ্রতিবন্ধে সেবা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; ইহাঁরা দেহ ধারণ করিয়া যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; রাজা যুধিষ্ঠির যেন তাঁহাদিগেরই অন্য একজন চতুর্থরূপে গণিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ রাজাকে উত্তমরূপে বেদাধ্যয়নশীল, মহাযজ্ঞানুষ্ঠাতা ও সমস্ত পুণ্যলোকের রক্ষাকর্ত্তা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য-সময়ে রাজগণের লক্ষ্মী অচলা, মতি পরব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম্ম অশেষরূপে বর্দ্ধমান হইয়াছিল। যেমন প্রযুজ্যমান চতুর্ব্বেদ দ্বারা বিস্তৃত মহাযজ্ঞ শোভা পায়, তাহার ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয় দ্বারা সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ প্রজাপতিকে পরিবৃত করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় ধৌম্য-

প্রভৃতি বৃহস্পতিসদৃশ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া উপাসনা করিতেন। পূর্ণশশধরসদৃশ নির্ম্মল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রজাদিগের নয়ন ও মন উভয়ই তুল্যরূপে অনুরক্ত হইয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়াই যে তাঁহাতে অনুরক্ত ছিল, এমত নহে, পরন্তু যে কার্য্যে প্রজাদিগের চিত্তে সন্তোষ হয়, তিনি সেই কার্য্যেই রত হইতেন। সেই ধীমান্ পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ প্রিয়ভাষী ছিলেন; তাঁহার বাক্য কখন অসত্য, যুক্তিবিরুদ্ধ, অসহ্য বা অপ্রিয় হইত না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সুমহাতেজস্বী আপনার ও অন্য সমস্ত লোকের হিতসাধনে সমভাবে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও স্ব স্ব তেজোবলে ভূপালগণকে তাপিত করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া প্রমুদিতচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! সম্প্রতি গ্রীষ্ম সময় উপস্থিত হইয়াছে, যদি তোমার মত হয়, তবে চল আমরা যমুনাতীরে গমন করি। হে জনার্দ্দন! আমরা সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে বিহারপূর্ব্বক সায়ংকালে পুনঃ প্রত্যাগমন করিব। কৃষ্ণ কহিলেন, কুন্তীনন্দন! আমারও ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা সুহৃদ্গণের সহিত যথাসুখে যমুনাতীরে বিহার করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ পরস্পর এইরূপ কথোপকথনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সুহৃজ্জনের সহিত গমন করিলেন। তাঁহারা নানাদ্রুমসমাকুল, পুরন্দর-পুর-সদৃশ, বিবিধ গৃহ-বিরাজিত, সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়যুক্ত, মহামূল্য নানাবিধ গন্ধমাল্যে সুশোভিত উৎকৃষ্ট বিহার-স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং বিবিধ উৎকৃষ্ট রত্ন নিকরে অলঙ্কৃত পুরীমধ্যে অবিলম্বেই প্রবেশ করিলেন। সমভিব্যাহারী জনগণ যথাসুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। পীনপয়োধরা পৃথুনিতম্বিনী প্রমদগামিনী প্রমদাগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের আদেশানুসারে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ জলে, কেহ কেহ গৃহে প্রীতিপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিল। মহারাজ! তখন দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মদমত্তা হইয়া সেই সমস্ত স্ত্রীগণকে বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন কোন কামিনী আনন্দিতমনে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন সীমন্তিনী হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল; কেহ কেহ উৎকৃষ্ট সুরাপান করিল; কেহ কেহ পরস্পর প্রহার ও রোদন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ পরস্পর রহস্য মন্ত্রণা করিতে থাকিল; ফলত যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই বন বেণুবীণা মৃদঙ্গপ্রভৃতির মনোজ্ঞ নিনাদে পরিপূরিত হইয়া মহাসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহামহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইলে মহাত্মা পরপুরঞ্জয় ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সমীপস্থ এক মনোহর স্থানে গমন করিয়া মহার্হ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সেই স্থলে অতীতবিক্রম বিষয়ক ও অন্যান্য বিবিধ বৃত্তান্ত কথোপকথনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যেমন দেবলোকে অশ্বিনীকুমার যুগল একত্র সমাসীন থাকেন, তাহার ন্যায় বাসুদেব ও ধনঞ্জয় প্রমুদিতচিত্তে সেই স্থলে সমুপবিষ্ট আছেন; এমত সময়ে বৃহৎশাল বৃক্ষসদৃশ-দীর্ঘ, তপ্তকাঞ্চনপ্রভ, হরিৎ ও পিঙ্গলবর্ণ উজ্জ্বলশ্মশ্রুধারী দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে উপযুক্তপ্রমাণসম্পন্ন, তরুণাদিত্যতুল্য, পদ্মপত্রাননতেজঃপ্রদীপ্ত পিঙ্গলবর্ণ, জটাধারী, চীরাম্বরপরিধায়ী এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহারা অলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান সেই দ্বিজোত্তমকে সমীপবর্ত্তী দেখিবামাত্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা উভয়ে সমস্ত লোকের মধ্যে প্রধান বীর। এই খাণ্ডবপ্রস্থ-সমীপে অবস্থিতি করিতেছ; আমি বহুভোক্তা ব্রাহ্মণ, সর্ব্বদা অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকি; এক্ষণে তোমাদিগের নিকট ভিক্ষা করিতেছি, তোমরা ভোজন প্রদান করিয়া আমার নিরতিশয় তৃপ্তি সম্পাদন কর। বীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কিরূপ অন্ন ভোজন করিলে আপনার পরিতৃপ্তি হইবে, আজ্ঞা করুন; আমরা তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতেছি। তাঁহারা কিরূপ অন্ন প্রস্তুত করিবেন, এই বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণ-রূপী ভগবান্ কহিলেন, আমি তাদৃশ অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি নাই। আমি পাবক; যে অন্ন আমার উপযুক্ত হইতে পারে, তাহাই তোমরা প্রদান কর। দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বদা এই খাণ্ডব-নামক মহারণ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এজন্য আমি ইহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হই না; ইন্দ্রের সখা তক্ষক নামে ভুজঙ্গ অনুচরবর্গের সহিত নিরন্তর এই অরণ্যে বাস করে, তন্নিমিত্তই সেই বজ্রপাণি সদা প্রযত্নে ইহা রক্ষা করেন। আনুষঙ্গিক অনেকানেক প্রাণী এই স্থলে সুরক্ষিত হয়; আমি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছু হইয়াও দেবরাজের তেজে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। তিনি আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই বারিধরের বারিধারাদ্বারা অভিষিক্ত করেন। এজন্য অভীপ্সিত খাণ্ডব দাব-দিধক্ষু হইয়াও দগ্ধ করিতে সমর্থ হই না। তোমরা উভয়েই অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ; তোমরা আমার সহায়তা করিলে আমি এই খাণ্ডবদাব দাহ করিতে পারি; তাহা হইলেই আমার উত্তম ভোজন হয়; তোমাদিগের নিকট এই অন্ন আমার প্রার্থনীয়। খাণ্ডব দাহ কালে যে সকল জীব ইতস্তত পলায়নে উদ্যত হইবে তাহাদিগকে ও জলধরের জলধারা সকল তোমরা অস্ত্রবিদ্যা বলে সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত মহেন্দ্রের পরিরক্ষিত নানা প্রাণিসমাকুল খাণ্ডবারণ্য দহন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন? তিনি কুপিত হইয়া যে, খাণ্ডবদাহ করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, ইহার কোন বিশিষ্ট কারণ থাকিবে। হে ব্রহ্মন্! আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; অতএব যে কারণে সেই খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল, তাহা আপনি বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! খাণ্ডবদাহ-বিষয়ে ঋষি-সম্মত পৌরাণিক কথা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! পুরাণে শ্রুত আছে, পূর্ব্বকালে বল-

বিক্রম-সম্পন্ন মহেন্দ্র-সদৃশ শ্বেতকি নামে বিখ্যাত এক ভূপতি ছিলেন। তাঁহার সদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন, দাতা ও যাগশীল অন্য কেহ ছিল না। তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি ক্রতু ও দেবযজ্ঞ-প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তাঁহার বুদ্ধি নিরন্তর কেবল ক্রিয়ারম্ভ, সত্র ও বিবিধ দানব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল না। ধীমান্ অবনীপতি ঋত্বিগ্‌গণের সহিত সুদীর্ঘকাল যাগানুষ্ঠান করাতে ঋত্বিগ্‌গণ ধূম-ব্যাকুলিত-লোচন ও খিন্ন হইয়া সেই নরাধিপকে পরিত্যাগ করিলেন। মহীপতি পুনঃপুনঃ প্ররোচন বাক্যে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের চক্ষুর বৈকল্য হওয়াতে তাঁহারা আর সেই যজ্ঞে আসিতে স্বীকার করিলেন না। অনন্তর ভূপাল সেই সমস্ত পুরোহিতগণের আদেশ-ক্রমে অন্য পুরোহিত আনাইয়া সেই সমারব্ধসত্র সমাপন করিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে মহীপাল একদা শত বর্ষ সাধ্য যাগ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিলেন; পরন্তু তাঁহার পুরোহিতগণ তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত হইলেন না। মহাযশস্বী মহীপতি নিরালস্য হইয়া সুহৃজ্জনের সহিত মহাযত্নপূর্ব্বক প্রণিপাত, সান্ত্বনা ও দানদ্বারা ভূয়োভূয় পুরোহিতগণের অনুনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু অমিততেজস্বী পুরোহিতেরা কোন ক্রমে তাঁহার মনোরথ পূরণ করিলেন না। তখন রাজর্ষি কোপাবিষ্ট হইয়া আশ্রমস্থিত সেই বিপ্রদিগকে কহিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণগণ! যদি আমি পতিত হই বা নিয়ত আপনাদিগের শুশ্রূষা-পরায়ন না থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিন্দিত হইব এবং তাহা হইলে আপনারা তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু আমি যখন পতিত কি আপনাদিগের প্রতি অননুরক্ত নহি, তখন অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ বা আমার উদ্যত ক্রতু-শ্রদ্ধার ব্যাঘাত করা আপনাদিগের উপযুক্ত কর্ম্ম হয় না। আমি আপনাদিগের শরণাপন্নই হইতেছি, অতএব আপনারা প্রসন্ন হউন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যদি আপনারা বিদ্বেষপরবশ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অগত্যা আমি যাজ্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্য পুরোহিতের নিকট গমন করিব; এবং স্বীয় কার্য্য সাধনের নিমিত্তে সান্ত্ব বাক্য ও দানাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া আমার অনুষ্ঠেয় কার্য্য তাঁহাদিগের নিকট প্রকৃতরূপে ব্যক্ত করত অভিলাষ সিদ্ধ করিব। রাজা এই বাক্য বলিয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন। অনন্তর পুরোহিতেরা যখন জানেন যে, আপনারা সেই পরন্তপ ভূপতির যাজন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না, তখন তাঁহারা কুপিতচিত্তে নৃপসত্তমকে কহিলেন, হে পার্থিবোত্তম! নিরন্তর তোমার দৈব কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, আমরা নিয়ত কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি, তুমিও বুদ্ধিবৈকল্য-প্রযুক্ত ত্বরাযুক্ত হইয়াছ; অতএব এই সকল শ্রমাতুর পুরোহিত পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরোহিত অবলম্বন করা তোমার উচিত। তুমি রুদ্রের নিকট গমন কর; তিনিই তোমার যাজন কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। ভূপতি শ্বেতকি তাঁহাদিগের এইরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; অনন্তর কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তিনি সেই স্থলে নিয়মযুক্ত, ব্রতপরায়ণ ও উপবাসরত হইয়া সুদীর্ঘ কাল মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল কখন দ্বাদশ মুহূর্ত্তে, কখন ষোড়শ মুহূর্ত্তে ফল মূল মাত্র ভক্ষণ করিতেন। তিনি ছয় মাস সুসমাহিত, ঊর্দ্ধবাহু ও নির্নিমেষ হইয়া অচল স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। হে ভারত! ভগবান্ শঙ্কর ঐরূপে মহাতপস্যা-নিরত সেই নৃপশার্দ্দূলের তপস্যায় পরম প্রীত হইয়া তাঁহার দর্শন-পথে আবির্ভূত হইলেন ও কহিলেন, হে পরন্তপ নরশার্দ্দূল! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, রাজর্ষি শ্বেতকি অমিত-তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরেশ্বর! হে দেবদেবেশ! সর্ব্ব লোকের নমস্ত ভগবান্ আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজন কার্য্য করুন। ভগবান রুদ্র রাজার এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত সস্মিত বদনে কহিলেন, রাজন্! এই যাজন কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে আমাদিগের অধিকার নাই; কিন্তু তুমি যাজনরূপ বরের অভিলাষেই কঠোর তপস্যা করিয়াছ। অতএব, হে পরন্তপ নৃপ! আমি এই নিয়মে তোমার যাজন করিতে পারি, যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন আজ্যধারায় হুতাশনকে সন্তর্পিত করিতে পার; তাহা হইলে যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট প্রাপ্ত হইবে। অবনীপতি শ্বেতকি শূলপাণি রুদ্রের এবম্বিধ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তদুক্ত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, তখন তিনি পুনর্ব্বার লোকভাবন ভগবান্ ভূতপতির সমীপে উপনীত হইলেন। শঙ্কর তাঁহাকে দেখিয়াই পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার স্বীয় কার্য্যে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু হে পরন্তপ! যাজন কার্য্য ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেই বিধিদৃষ্ট হইতেছে; এই নিমিত্ত আমি স্বয়ং এইক্ষণে তোমার যাজন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব না। পৃথিবীতে দুর্ব্বাসা নামে বিখ্যাত মহাভাগ এক দ্বিজোত্তম আছেন; তিনি আমারই অংশ। সেই তেজস্বী মহর্ষি আমার নিয়োগানুসারে তোমার যাজ্য কার্য্য করিবেন; তুমি যজ্ঞ সভার আয়োজন কর। রাজা শ্বেতকি রুদ্রের আদেশানুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যজ্ঞীয় সমুদায় দ্রব্য পুনর্ব্বার আহরণ করিলেন; এবং পুনর্ব্বার রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে প্রভো মহাদেব! আমি সমুদায় দ্রব্য ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার প্রার্থনা যে, আপনার প্রসাদে কল্য আমার দীক্ষা হয়। ভগবান্ রুদ্র সেই মহাত্মা মহীপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, বিপেন্দ্র! এই মহাভাগ মহীপালের নাম শ্বেতকি; তুমি আমার নিয়োগানুসারে ইহাঁর যাজ্য কার্য্য কর। ঋষি তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মহীপতির অভিলাষানুরূপ যথাকথিত ভূরিদক্ষিণ সত্র সমারব্ধ হইল। হে রাজন্! অনন্তর মহাযজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে যে সকল মহাতেজস্বী মহাত্মা যাজক ও সদস্যগণ তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্ব্বাসার অনুজ্ঞানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহাভাগ দুর্ব্বাসাও স্বীয় আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন।

মহারাজ! সেই মহাযজ্ঞে অপরিমিত হব্য-পানে ভগবান্ হুতাশনের বিকার উপস্থিত হইল। তিনি দিন দিন তেজোহীন হইতে লাগিলেন; তাঁহার অঙ্গে গ্লানি বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে তেজোহীন হইতে দেখিয়া সর্ব্বলোকপূজিত পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। পরে সেই স্থলে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে জগৎপতে! অধুনা আমি তেজোবিহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছি; আপনার প্রসাদে স্বীয় পূর্ব্ব প্রকৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি। সর্ব্বলোক বিধাতা ভগবান্ হুতাশনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি নিরন্তর দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছিন্ন বসুধারায় আহুত হব্য পান করিয়াছ; এই নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ গ্লানি হইয়াছে। হে হব্যবাহন! তুমি তেজোবিহীন হইয়াছ বলিয়া সহসা দুঃখিত হইও না, তুমি স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবে। হে বিভাবসো! পূর্ব্বকালে তুমি দেবগণের নিয়োগানুসারে দেবশত্রুগণের বাসস্থল সুদারুণ যে খাণ্ডব বন ভস্মসাৎ করিয়াছিলে, অধুনা সেই স্থানে বিবিধ প্রাণী বাস করিতেছে; তুমি তাহাদিগের মেদে পরিতৃপ্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে; অতএব সেই খাণ্ডবদহন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর, তাহা দগ্ধ করিলেই তোমার এই গ্লানি দূর হইবে।

হুতাশন পিতামহ-মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে ধাবমান হইলেন, এবং ঘোরতর খাণ্ডব-গহনে অতিবেগে উপস্থিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক সহসা বায়ুবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। খাণ্ডবদাব-বাসী প্রাণি-সমস্ত সেই অরণ্য প্রদীপ্ত দেখিয়া অগ্নি-নির্ব্বাপণের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। শত সহস্র করিগণ ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া করদ্বারা ঝটিতি বারি সংগ্রহ করিয়া সেচন করিতে লাগিল। এবং বহু শীর্ষ সর্পগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক বহু শীর্ষদ্বারা পাবকোপরি জলরাশি প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। হে ভরতকুলপ্রদীপ! সেইরূপ অন্যান্য প্রাণিগণও ধূলিপ্রক্ষেপ শাখাপ্রহার-প্রভৃতি বিবিধ উপায়দ্বারা শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। হব্যবাহন খাণ্ডব বনে বারংবার, এমন কি, সপ্তবার প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এইরূপে প্রশমিত হওয়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর গ্লানিযুক্ত হব্যবাহন খাণ্ডবদাহ-করণে হতাশ হইয়া ক্রোধাকুলহৃদয়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথান্যায়ে তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সেই ভগবান্ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে অনঘ! আমি ইহার এক সদুপায় স্থির করিলাম, তাহাতে তুমি অদ্যই দেবরাজের সমক্ষে খাণ্ডবদাব দাহ করিতে পারিবে। হে বিভাবসো! নরনারায়ণ নামে সেই সনাতন দেবতাদ্বয় দেবকার্য্যের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; লোকে তাঁহাদিগকে অর্জ্জুন ও বাসুদেব বলিয়া জানে। এক্ষণে তাঁহারা উভয়েই খাণ্ডবসমীপে একত্র অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি খাণ্ডবদাহার্থ তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর; তাহা হইলে সেই বন সমস্ত দেবগণে রক্ষিত হইলেও দগ্ধ করিতে পারিবে। বাসুদেব ও অর্জ্জুন যত্নপূর্ব্বক দেবরাজ ও তত্রত্য প্রাণিবর্গকে প্রতিষেধ করিতে পারিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। হব্যবাহন ইহা শ্রবণ করিয়াই ত্বরাপূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

হে নৃপোত্তম! অগ্নি তাঁহাদিগের সমীপে উপনীত হইয়া যাহা কহিলেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকট বলিয়াছি। হে নৃপশার্দ্দূল! তদনন্তর অর্জ্জুন শতক্রতুর অনভিমতে খাণ্ডবদাব-দিধক্ষু হুতাশনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত বচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আমার বহুসংখ্য উত্তম দিব্যাস্ত্র আছে; তদ্দ্বারা আমি বজ্রধারী শত শত শতক্রতুর সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইতে পারি; কিন্তু সমর-সময়ে আমার বেগ সর্ব্বতোভাবে সহ্য করিতে পারে, এরূপ মদীয় বাহুবীর্য্যের অনুরূপ শরাসন নাই। বিশেষত আমাকে শীঘ্র শীঘ্র শরক্ষেপণ করিতে হইবে, সুতরাং বহুসংখ্য অক্ষয় শর আবশ্যক; এবং আমার যে রথ আছে, তাহা সেই অভিলষিত শররাশি বহন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব পাণ্ডুবর্ণ বায়ুসম-বেগশীল দিব্য অশ্ব ও মেঘ নির্ঘোষ সূর্য্য-সমতেজঃ-পুঞ্জসম্পন্ন রথের প্রয়োজন হইবে। এবং এই মাধবের ভুজবীর্য্যের অনুরূপ কোন আয়ুধ নাই যে, তদ্দ্বারা ইনি রণক্ষেত্রে পিশাচ ও নাগগণকে নিহত করিবেন; অতএব হে ভগবন্! দেবরাজ এই মহাবনে বর্ষণ করিলে আমরা যাহাতে তাহা নিবারণ করিতে পারি, যাহাতে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, এমত কোন উপায় বলুন হে পাবক! পৌরুষদ্বারা যাহা সাধন করিতে হইবে, তাহা আমরা করিতে প্রস্তুত আছি; পরন্তু সংগ্রাম সাধনের উপযুক্ত যে সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহা আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ধূমকেতু হুতাশন অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলনিকেতন জলপতি অদিতিনন্দন লোকপাল বরুণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। সলিলনাথ বরুণ তাঁহার কৃত স্মরণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। হুতাশন চতুর্থ লোকপাল সেই সনাতন দেবদেব জলাধিপতিকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তোমাকে রাজা সোম যে তূণীর, ও শরাসন ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, সে সমস্ত শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ সেই গাণ্ডীব শরাসনদ্বারা ও বাসুদেব চক্রদ্বারা সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন; অতএব তাহা অদ্যই আমাকে দাও। বরুণ দেব, দিতেছি বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর যে ধনু মহাবীর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বশস্ত্র-প্রমথনশীল যশঃকীর্ত্তিপ্রবর্দ্ধনকারী, শস্ত্রসমূহদ্বারাও অভেদ্য, সমস্ত আয়ুধাপেক্ষা বৃহৎ, শত্রুসৈন্য-প্রধর্ষণকারী, রাজ্যবৃদ্ধিকর, শত সহস্র শরাসনের সমকক্ষ, অক্ষত, বিচিত্র বিবিধবর্ণে সুশোভিত, মনোহর এবং যাহা দেব দানব গন্ধর্ব্বগণের সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে, এতাদৃশ অদ্ভুত ধনুরত্ন ও যাহাতে বাণ রক্ষা করিলে ব্যয় দ্বারা শেষ হয় না, এরূপ তূণীরদ্বয় বরুণদেব প্রদান করিলেন। যে রথ মন ও পবনতুল্য-বেগশালী পাণ্ডুরমেঘ-সদৃশ রজতপ্রভ কাঞ্চনমালা-বিভূষিত গন্ধর্ব্ব নগরীয়

অশ্বগণে আকৃষ্যমাণ হইয়া থাকে, যাহা দিব্যাস্ত্র ও সর্ব্বোপকরণে সমন্বিত এবং দেব-দানবগণের অজেয়, যাহার নির্ঘোষ বহুদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হয়, যাহা ভুবনপ্রভু প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সুমহৎ তপস্যাদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার শ্রী ভাস্করের ন্যায় দুর্নির্দ্দেশ্য, যাহাতে প্রভু সোম আরোহণ করিয়া দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, যাহার কান্তি অতি প্রদীপ্ত, যাহার কিরণ দূর হইতে উপলব্ধ হয়, যাহা নভস্তলস্থ নব মেঘের ন্যায় দৃশ্য হইয়া থাকে, যাহার শিরোদেশে ইন্দ্রধনু-তুল্য বিরাজমান সুমনোহর পরমোৎকৃষ্ট হিরণ্ময় ধ্বজযষ্টির উপরিভাগে সিংহশার্দ্দূল-সদৃশ পরাক্রান্ত দিব্য বানর, সর্ব্বলোক দগ্ধনোদ্যত হইয়াই যেন দীপ্তি পাইতেছে, এবং যাহার ধ্বজপতাকায় আবির্ভূত বিবিধ ভূতসকলের গম্ভীর নিনাদ শ্রবণে শত্রুসেনাগণ সংজ্ঞাহীন হয়, বরুণদেব এতাদৃশ কপিবর-কেতন রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন খড়্গ, কবচ, গোধা ও অঙ্গুলিত্র ধারণ-পূর্ব্বক কৃতসন্নাহ হইয়া নানা পতাকা-শোভিত অনুপম উৎকৃষ্ট সেই রথ প্রদক্ষিণ পুরঃসর দেবগণকে প্রণাম করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তির বিমানারোহণের ন্যায় তাহাতে আরোহণ করিলেন; এবং ব্রহ্মার নির্ম্মিত গাণ্ডীব নামক দিব্য পরমোৎকৃষ্ট সেই শরাসন আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান অর্জ্জুন হুতাশনকে নমস্কার করিয়া বলপ্রকাশ পূর্ব্বক সেই গাণ্ডীব জ্যাযুক্ত করিলেন। বলবান্ পাণ্ডুনন্দনের জ্যা-যোজনা সময়ে তাহার শব্দ যে যে ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হইল, সেই সেই ব্যক্তিরই হৃদয়কম্পিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন এইরূপে রথ, ধনু ও মহৎ অক্ষয় তূণীর যুগল লাভ করিয়া সানন্দহৃদয়ে হুতাশনের সাহায্য করণে সমর্থ হইলেন। অনন্তর হুতাশন কৃষ্ণকে চক্র ও দয়িত আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন; তাহাতে তিনিও তখন অগ্নির সাহায্য কর্ম্মে সমর্থ হইলেন। পরে অগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি সংগ্রামস্থলে এই অস্ত্রে মানব ভিন্ন অপর প্রাণিগণকেও পরাজয় করিতে পারিবে, সংশয় নাই। তুমি রণস্থলে এই অস্ত্র হইতে দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ ও মনুষ্য, ইহাদিগের অপেক্ষাও সর্ব্বাধিক ক্ষমতাপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। হে মাধব! এই অস্ত্র সংগ্রাম মধ্যে শত্রুগণের প্রতি পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইলেও অপ্রতিহত হইয়া বৈরিবিনাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তোমার হস্তে আসিবে। অনন্তর প্রভু বরুণ তাঁহাকে দৈত্যকুল-সংহারকারিণী ঘোররূপিণী অশনি-নিঃস্বনা কৌমোদকী গদা প্রদান করিলেন। তখন কৃতাস্ত্র অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ধ্বজ রথ শরাদি সম্পন্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে পাবককে কহিলেন, হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলাম মাত্র যুযুৎসু বজ্রপাণি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করা অতি সামান্য। অর্জ্জুন কহিলেন হে পাবক! বীর্য্যবান চক্রপাণি জনার্দ্দন রণভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে এই চক্রদ্বারা যাহা সংহার করিতে না পারিবেন, ত্রিলোকী মধ্যে এমত বস্তুই নাই। আমিও এই অক্ষয় তূণ ও গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ করিয়া অখিল লোক পরাজয় করিতে উৎসাহ করিতে পারি। অতএব আপনি অদ্যই অভিলাষানুসারে এই মহাবন সমন্তাৎ বেষ্টনকরিয়া প্রজ্বলিত হউন; আমরা আপনার সাহায্য কর্ম্মে সমর্থ হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৈজসরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অরণ্যানী দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি সপ্ত শিখা বিস্তার-পূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া খাণ্ডবদাব দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকাল প্রদর্শিত হইতেছে। হে ভরতবংশাবতংস! প্রজ্বলিত হুতাশন সেই মহারণ্যকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিয়া মেঘস্তনিত এবং ভীষণ শব্দে সমস্ত প্রাণীকে কম্পবান্ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন দহ্যমান সেই অরণ্যানী দিবাকর করনিকর-রঞ্জিত-সুমেরু শৈলের রূপ ধারণ করিল।

ষড়বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথারোহণপূর্ব্বক সেই অরণ্যের উভয়পার্শ্বে থাকিয়া চতুর্দ্দিকস্থ প্রাণিগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। যেখানে যেখানে খাণ্ডববাসী প্রাণিগণকে পলায়ন করিতে দৃষ্ট হয়, সেই দুই বীর সেই সেই স্থানে ধাবমান হইতে লাগিলেন। সেই মহারথদ্বয় রথারূঢ় হইয়া অরণ্যের চতুর্দ্দিকে এত শীঘ্র বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, উভয় রথ পরস্পর সংলগ্ন বোধ হইতে লাগিল, তন্মধ্যে বিচ্ছেদ দৃষ্ট হইল না। খাণ্ডব বন দহ্যমান হওয়াতে শত সহস্র প্রাণী ভীষণশব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে উৎপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন প্রাণীর একাঙ্গ দগ্ধ হইল; কেহ কেহ অত্যন্ত উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পড়িল; কোন কোন জন্তুর চক্ষু স্ফুটিত হইয়া গেল; কেহ কেহ বিশীর্ণ হইল; কেহ কেহ ভয়ে ধাবমান হইতে লাগিল; কোন কোন জীব সন্তানকে কেহ কেহ পিতাকে, কেহ কেহ বা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বাসস্থলেই প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি স্নেহবশত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। কোন কোন শরীরী দশনে দশন দংশনপূর্ব্বক অনেক বার উৎপতিত ও অতীব ঘূর্ণিত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ দগ্ধ পক্ষ, কেহ কেহ দগ্ধ নেত্র, কেহ কেহ বা দগ্ধ চরণ হইয়া মহীতলে স্থানে স্থানে বিচেষ্টিত ও গতাসু দৃষ্ট হইতে লাগিল। তত্রত্য জলাশয় সকল হুতাশনে সন্তাপিত ও কথিত হওয়াতে কূর্ম্ম মৎস্য প্রভৃতি জলচর জন্তুগণ ইতস্তত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। সেই অরণ্য মধ্যে দেহিগণের যে সকল দেহ দগ্ধ হইল সেই সকল প্রদীপ্ত শরীর যেন নানাবিধ অগ্নি-শরীর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই বন হইতে যে সকল পক্ষী উৎপতিত হইতেছিল, অর্জ্জুন তাহাদিগকে শরদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ পক্ষিগণ শরনিকরে ক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া মহাশব্দ করিতে করিতে বেগপূর্ব্বক কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সেই খাণ্ডব বনেই পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্র-মন্থনকালে যেরূপ ঘোরশব্দ হইয়াছিল, তাহার ন্যায় শরনিকরাহত বনচরগণের মহাশব্দ শ্রুতিগত হইতে লাগিল। এবং প্রদীপ্ত বহ্নির মহাশিখা সকল দেবগণের সাতিশয় উদ্বেগজনক হইয়া আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল।

অনন্তর মহাত্মা দেবগণ সেই অগ্নিশিখায় সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পুরোবর্ত্তী ঋষিগণের সহিত অসুরার্দ্দন সহস্র-লোচন

শতক্রতু সুরপতির নিকট গমন করিলেন ও কহিলেন, হে অমরেশ্বর! বহ্নি কি এই সমস্ত মানবলোককে দগ্ধ করিতেছেন? অধুনা কি আমাদিগের সমস্ত লোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে? বৈশম্পায়ন কহিলেন, হরিবাহন বৃত্রহা তাঁহাদিগের নিকট তাহা শ্রবণ ও স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়া খাণ্ডবের রক্ষার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি নানারূপ মহারথ-সমূহে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া জল-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত সহস্র জলদগণ দেবরাজের অনুজ্ঞাক্রমে খাণ্ডব বনের উপর রথচক্রের দণ্ডপ্রমাণ স্থূলধারাতে বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই সকল স্থূলধারা বহ্নির তেজে আকাশেই শুষ্ক হইয়া গেল, কোন ধারাই বহ্নিতে পতিত হইতে পারিল না। পরে নমুচিসূদন ইন্দ্র অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার মহামেঘদ্বারা অগ্নির উপর বহু জলরাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই মহারণ্য অগ্নিশিখা ও সলিলধারার সম্বন্ধ, ধূম ও সৌদামিনীতে সমাকুল এবং উপরিস্থিত নীরদবৃন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভীষণাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন দেবরাজকে তাদৃশ বারি বর্ষণ করিতে দেখিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক শরবর্ষণদ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। চন্দ্র যেমন নীহারদ্বারা জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত করেন, তাহার ন্যায় অমেয়াত্মা পাণ্ডুনন্দন শত শত শরদ্বারা সমুদায় খাণ্ডব বন আচ্ছন্ন করিলেন। তত্রত্য নভোমণ্ডল সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত শরনিকরে এমত আচ্ছাদিত হইল যে, কোন প্রাণীই সেস্থান হইতে নিঃসৃত হইতে পারিল না! পন্নগ মহাবল নাগরাজ তক্ষক তৎকালে সে স্থানে ছিল না; যখন খাণ্ডবদাহ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। তাহার পুত্র বলবান্ অশ্বসেন সে স্থানে ছিল; সেই তক্ষকতনয় বহ্নি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিল; কিন্তু অর্জ্জুনবাণে নিরুদ্ধ হওয়াতে বহির্গত হইতে পারিল না। পরে তাহার মাতা ভুজঙ্গদুহিতা তাহাকে নিগিরণ করিয়া মুক্ত করিল। নাগকন্যা তাহাকে মুক্ত করিবার অভিলাষে তাহার মস্তক গ্রাস করিয়া তাহার পুচ্ছদেশ নিগিরণ করিতে করিতে আকাশপথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, এমত সময়ে অর্জ্জুন তাহাকে দেখিয়া বিস্তৃতধার তীক্ষ্ণশর দ্বারা ঐ নাগিনীর মস্তক ছেদন করিলেন। শচীপতি তাহা দেখিতে পাইয়া অশ্বসেনের বিমোচনের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ বায়ু বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে মোহিত করিলেন; সেই সময়ে অশ্বসেন মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। অর্জ্জুন তখন ঐ নাগকর্ত্তৃক বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই মায়া অবলোকন করিয়া আকাশগত ভীষণ প্রাণি সকলকে দ্বিধা ত্রিধা করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বীভৎসু, বাসুদেব ও পাবক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই কুটিলগামী সর্পকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি প্রতিষ্ঠাশূন্য হইবে। অনন্তর পাণ্ডুতনয় সেই বঞ্চনা স্মরণ করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক আশুগ শরনিকরে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া সহস্রলোচনের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজও তাঁহাকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর সমীরণ ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত গগনতলে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত সাগর বিলোড়ন করত ঘোরতর মেঘবৃন্দ উৎপাদন করিল ঐ সমস্ত মেঘাবলী হইতে সেই স্থানে বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও স্তনিত-নির্ঘোষের সহিত জলধারা-সমূহ পতিত হইতে লাগিল। প্রতিবিধানজ্ঞ অর্জ্জুন সেই সমস্ত নিরাকরণের নিমিত্ত উত্তম বায়ব্য অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; তাহাতে ইন্দ্রের সেই অশনি ও মেঘগণের বীর্য্য ও তেজ নিহত হইল; এবং জলধারা সকল পরিশুষ্ক ও বিদ্যুৎ-সমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল। ক্ষণ কালের মধ্যে নভোমণ্ডলের রজ ও তমস্তোম বিলয় প্রাপ্ত হইল; সুখজনক শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল; এবং সূর্য্যমণ্ডল পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল। তখন হুতাশন অপ্রতিহত ও দেহিগণের দেহ নিঃসৃত বসাসমূহে অভিষিক্ত হওয়াতে আনন্দিত হইয়া বিবিধাকৃতি ধারণ ও মহানাদে জগন্মণ্ডল পরিপূরণ করতঃ শিখাসমূহ বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! সুপর্ণ প্রভৃতি পতত্রিগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সেই খাণ্ডবদাবানল রক্ষিত হইতে দেখিয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইল; এবং বজ্রসদৃশ পক্ষ, তুণ্ড ও নখদ্বারা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং প্রদীপ্তানন বিষধরসমূহ বিষম বিষ বিসর্জ্জন করিতে করিতে পাণ্ডবসমীপে আপতিত হইল। পরে পাণ্ডুতনয় রোষাগ্নি সংস্কৃত শরনিকরদ্বারা তাহাদিগের সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং তাহারা দেহ বিনাশের নিমিত্ত সুদীপ্ত পাবকে প্রবেশ করিল। অনন্তর অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ যুদ্ধার্থী হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হইল; ক্রোধভরে তখন তাহাদিগের তেজোবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা অয়ঃকণপ অর্থাৎ লৌহময় গুলিকা-ক্ষেপক যন্ত্র, ও চক্রাশ্ম অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রস্তরখণ্ড অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, এমত কাষ্ঠ যন্ত্র, এবং ভুশুণ্ডী অর্থাৎ পাষাণ-প্রক্ষেপক চর্ম্মরজ্জুময় যন্ত্র এই সকল অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উদ্যত-বাহু হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় আগমন করিল।

বীভৎসু তাহাদিগকে অত্যুগ্র বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া নিশিত-শরনিকরদ্বারা তাহাদিগের মস্তক প্রমথন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতিবল মহাতেজা মহাতেজস্বী কৃষ্ণও চক্রদ্বারা সেই সকল দৈত্যদানবগণের বিনাশ করিতে লাগিলেন। কোন কোন অমিতবলশালী দৈত্য বাণবিদ্ধ, যেমন জলপ্রবাহের আবর্ত্তবেগে নিপতিত হইলে তরঙ্গপুঞ্জ তীর প্রাপ্ত হইলে স্থির হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সম্মুখে বিক্ষিপ্ত ও চক্রবেগে আহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হওয়াতে স্থির ভাব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর দেবগণের অধীশ্বর অমরপতি ইন্দ্র অতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডর-বর্ণ গজপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন; এবং বেগপূর্ব্বক অমোঘাস্ত্র বজ্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া দেবগণকে কহিলেন, এই বার এই দুই জন হত হইবে। দেবগণ দেবরাজকে মহাশনি উদ্যত করিতে দেখিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! যম কালদণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; ধনেশ্বর গদা-ধারণ করিলেন; বরুণ পাশ ও বিচিত্র অশনি লইলেন; স্কন্দ

শক্তি ধারণ করিয়া অচল মেরু গিরির ন্যায় অবস্থিত হইলেন; অশ্বিনীকুমারদ্বয় দীপ্যমান ওষধি হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন; ধাতা ধনুগ্রহণ করিলেন; জয় মুষল লইলেন; মহাবল ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বত উদ্যত করিলেন; সূর্য্যের অংশ দেব শক্তি-হস্তে করিয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হইলেন; মৃত্যু দেব পরশ্বধ গ্রহণ করিলেন; অর্য্যমা ঘোর পরিঘ লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মিত্র ক্ষুরধার চক্র গ্রহণ করিয়া রহিলেন। হে নরপাল ভগ, পূষা ও সবিতা ভীষণ কার্ম্মুক ও নিস্ত্রিংশ গ্রহণ করিয় ক্রোধপূর্ব্বক অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিকট ধাবমান হইলেন। স্বীয় তেজে দীপ্যমান মহাবল রুদ্রগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ, ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্য দেবতা বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। তখন যুগান্তকালসদৃশ ভূতসংমোহন অদ্ভুত উল্কাপাতপ্রভৃতি দুর্নিমিত্ত সকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ দেবগণের সহিত দেবরাজকে সর্ব্বতোভাবে রণপ্রবৃত্ত দেখিয়া সজ্য কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক অভীত ও অচলচিত্তে দণ্ডায়মান হইলেন। যুদ্ধনিপুণ সেই পুরুষদ্বয় আগত সমস্ত দেবগণকে বজ্রসদৃশ শরনিকরদ্বারা ক্রোধপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে তাড়না করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনকর্ত্তৃক বারংবার নানা প্রকারে ভগ্নসঙ্কল্প ও ভীত হইয়া সংগ্রামস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজকে আশ্রয় করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ মুনিগণ দেবগণকে কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট পরাহত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেবরাজ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের রণস্থলে পুনঃ পুনঃ ভুজবীর্য্যের প্রমাণ পাইয়া পরমপ্রীত হইলেন; এবং পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তখন পুনর্ব্বার সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের সামর্থ্য জিজ্ঞাসু হইয়া অতিশয় প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন অমর্ষান্বিত হইয়া সেই অশ্ম বর্ষণ শরবর্ষণে নিবারণ করিলেন। পাকশাসন অশ্ম-বর্ষ বিফলীকৃত দেখিয়া পুনর্ব্বার অধিক পরিমাণে অশ্ম-বর্ষণ করিলেন। পাকশাসন-নন্দন মহাবেগবান বাণসংঘাতে সেই ভীষণ পাষাণ-বর্ষণ নিবারণ করিয়া পিতার আনন্দ বর্দ্ধন হইলেন। অনন্তর মহেন্দ্র পাণ্ডুনন্দনকে হনন করিবার অভিলাষে ভুজদ্বয়দ্বারা মন্দর পর্ব্বত হইতে বৃক্ষের সহিত এক মহাশিখর উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন অজিহ্মগ জলিতাগ্র বেগবান বাণসমূহে সেই গিরিশৃঙ্গ সহস্রধা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে চন্দ্রসূর্য্য-প্রভৃতি গ্রহগণ বিশীর্ণ হইয়া পতিত হইলে [illegible]তন-সময়ে যেমন দেখায়, সেই বিদার্য্যমাণ শৈলশৃঙ্গ পতনকালে সেইরূপ দৃষ্ট হইল সেই মহাশৃঙ্গ ঐ খাণ্ডবারণ্য-মধ্যেই পতিত হওয়াতে তখন তাহার অভিঘাতেও তত্রস্থ অনেক প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করিল

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর খাণ্ডববাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু, ঋক্ষ, মত্ত মাতঙ্গ, উৎপন্নকেশর সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বনস্থিত ভূতগণ সেই পর্ব্বতপাতে ভীষিত ও সমুদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং কৃষ্ণার্জ্জুনকে উদ্যতায়ুধ ও সেই অরণ্যানী সর্ব্বত্র নির্ঘাতাদি মহাশব্দে সঙ্কারিতপ্রায় অবলোকন করিল। অনন্তর তাহারা অরণ্যের চতুর্দ্দিক্ দহ্যমান এবং কৃষ্ণকে অস্ত্র-প্রহারোদ্যত দেখিয়া মহাভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত বন্য প্রাণিবর্গের রৌদ্র রবে ও বহ্নির শব্দে আকাশমণ্ডল জলদাবলীর ন্যায় শব্দায়মান হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ তাহাদিগের সংহারের নিমিত্ত স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান অত্যুগ্র মহৎচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই চক্র দ্বারা দানবনিশাচর প্রভৃতি সেই সমস্ত বন্যপ্রাণিগণ আর্ত্ত ও খণ্ড খণ্ড হইয়া তৎক্ষণাৎ অনলাননে পতিত হইল। দৈত্যগণ কৃষ্ণচক্রে বিদারিত হইয়া বসা ও রুধিরধারায় আপ্লুত হওয়াতে সন্ধ্যাকালীন ঘনপটলীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভারত! বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কৃতান্তের ন্যায় সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশু বিনাশ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসংহারী কৃষ্ণের চক্র মুহুর্মুহু নিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য সত্ত্ব সংহারপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। সর্ব্বভূতাত্মা কৃষ্ণ এইরূপে পিশাচ উরগ রাক্ষস প্রভৃতি বিনাশ করাতে, তখন তাহার রূপ অতিশয় উগ্ররূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমাগত সমস্ত দেবগণের মধ্যে কেহই কৃষ্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিলেন না। দেবগণ যখন দেখিলেন যে, সেই অটবী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুবল হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত দাবানল-নির্ব্বাপণ করিতে শক্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! অমররাজ অমরগণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া প্রীত হইয়া কেশব ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত ত্রিদিবেশ নিবৃত্ত হইলে মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মহাগম্ভীর শব্দে আকাশবাণী হইল যে, তোমার সখা ভুজগরাজ তক্ষক বিনষ্ট হয় নাই; সে খাণ্ডবদাহকালে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। হে বাসব! তুমি আমার এই বচনে নিশ্চয় জানিবে যে, কোন ব্যক্তিই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে কোন প্রকারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। ইহাঁরা দেবলোক-বিশ্রুত পুরাতন দেব নর ও নারায়ণ; ইহাঁদিগের যাদৃশ বীর্য্য ও যেরূপ পরাক্রম, তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ। ইহাঁরা যুদ্ধে অজেয় ও দুর্দ্ধর্ষ; ইহাঁদিগকে পরাজয় করিতে সর্ব্বলোকের মধ্যে কাহারও সাধ্য নাই। এই দুই পুরাণ ঋষিসত্তম অমর, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর, পন্নগ প্রভৃতি সকলেরই পূজ্যতম; অতএব হে বাসব! তুমি ত্রিদশদিগের সহিত এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এই খাণ্ডবদাহ বিধিকৃতই হইয়াছে। তখন অমরপতি বাসব ঐ বাক্য যথার্থ বিবেচনা করিয়া ক্রোধ ও অমর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। হে রাজন্! দেবগণ আপনাদিগের অধিপতি পুরন্দরকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সেনাগণের সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন। বীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব, দেবগণ ও দেবরাজকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! ইন্দ্র গমন করিলে তাঁহারা প্রহৃষ্ট হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে খাণ্ডবদাব দাহ করিতে লাগিলেন। পবন যেমন মেঘবৃন্দ নিরাকরণ করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন দেববৃন্দ পরাস্ত করিয়া শরসমূহ দ্বারা খাণ্ডববাসী প্রাণিগণকে বিনষ্ট করত অগ্নিসাৎ

করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকর দ্বারা সংচ্ছিদ্যমান হওয়াতে কোন প্রাণীই তথা হইতে নির্গত হইতে পারিল না। মহাবল বৃহৎ বৃহৎ প্রাণিদিগের অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। অর্জ্জুন কখন এক বাণে শত প্রাণী, কখন শত বাণে এক প্রাণী বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সকল প্রাণীরা যেন সাক্ষাৎ কালকর্ত্তৃক হত ও গতাসু হইয়া হুতাশন-মুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহারা কি নদীতীর, কি বিষম স্থান, কি শ্মশান, তত্রত্য কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিল না; সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ তাপে তাপিত হইতে হইল। বহুসংখ্য প্রাণিগণ দীনচিত্তে মহাশব্দে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল; হস্তী মৃগ ও তরক্ষুদল চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল; সেই শব্দে অতি দূরস্থ গঙ্গাচর ও সমুদ্রচর মৎস্য সকল ও বিদ্যাধরগণ এবং তৎসন্নিহিত যাহারা অরণ্যবাসী ছিল, সকলেই অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইল। হে মহাবাহো! কোন ব্যক্তি, কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, অর্জ্জুনকে কি জনার্দ্দন কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইল না। যে সকল রাক্ষস, দানব ও নাগগণ একত্র সংহত হইয়া ধাবমান হইতে লাগিল, কৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তাহারা চক্রবেগে ছিন্নমস্তক, ছিন্নদেহ ও গতাসু হইয়া প্রদীপ্ত পাবকে পতিত হইল এবং অন্যান্য মহাকায় জীবসকলও ঐরূপে হুতাশনমুখে পতিত হইতে লাগিল। তখন বহ্নি মাংস, রুধির ও বসা সমূহে সন্তর্পিত হওয়াতে অন্তরীক্ষ ও আকাশগামী হইলেন; এবং দাপ্তপিঙ্গাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দাপ্তোর্দ্ধকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা পান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে সুধা পান করিয়া মুদিত ও তৃপ্ত হইয়া পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মধুসূদন সহসা দেখিতে পাইলেন যে, ময়-নামক অসুর তক্ষকের বাসস্থান হইতে পলায়ন করিতেছে এবং পবন সারথি অগ্নি শরীরবান্ ও জটাধারী হইয়া মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে তাহাকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; তখন সেই বাসুদেব তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় চক্র উদ্যত করিয়া দাঁড়াইলেন। ময় দানব তাঁহাকে চক্র উদ্যত ও পাবককে দিধক্ষু হইয়া আসিতে দেখিয়া কহিল, হে অর্জ্জুন! ধাবমান হও, আমাকে রক্ষা কর। ধনঞ্জয় তাহার সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে জীবন দান করিয়াই যেন কহিলেন, তোমার ভয় নাই। তিনি দয়াপরায়ণ ছিলেন, এই নিমিত্তই ময়কে অভয়দান করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন নমুচির ভ্রাতা সেই ময়কে অভয়দান করিলে দাশার্হ কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না; এবং অগ্নিও দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ হুতাশন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পাকশাসন হইতে রক্ষিত হইয়া পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। ঐ বন দহনসময়ে অগ্নি কেবল অশ্বসেন, ময় ও শার্ঙ্গক-নামক পক্ষি চতুষ্টয়, এই ছয় জনকে দগ্ধ করেন নাই।

একোনত্রিংশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই খাণ্ডবারণ্য দহন-সময়ে তথাবিধ অবস্থায় অগ্নি কি নিমিত্ত শার্ঙ্গক-পক্ষি দগকে দগ্ধ করেন নাই, তাহা ব্যক্ত করুন। অশ্বসেন ও ময়দানব যে কারণে দগ্ধ হয় নাই, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন; পরন্তু শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের দাহ না হইবার কারণ কীর্ত্তন করেন নাই। হে ব্রহ্মন্! শার্ঙ্গকদিগের রক্ষা পাওয়া আমার অদ্ভুত বোধ হইতেছে; তাহারা সেই অগ্নিদাহে কি নিমিত্ত বিনষ্ট হইল না, ব্যক্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! সে অবস্থায় হুতাশন যে নিমিত্ত শার্ঙ্গকগণকে দগ্ধ করেন নাই সে সমুদায় আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন! মন্দপালনামে বিখ্যাত তপস্বী বিদ্বান্ সংশিতব্রত ধর্ম্মজ্ঞ-প্রবরতম এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি স্বাধ্যায় নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিয়ত তপস্যা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তিনি ঊর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের মার্গানুবর্ত্তী হইয়া তপস্যার পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হে ভারত! যখন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিলেন, তখন উপার্জ্জিত তপস্যার কোন ফল প্রাপ্ত হইলেন না। সেই মহর্ষি স্বীয় দুশ্চর তপস্যা দ্বারা উপার্জ্জিত লোকে গমন করিতে না পারিয়া ধর্ম্মরাজ-সমীপস্থ দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার তপস্যাদ্বারা উপার্জ্জিত সেই লোক কি নিমিত্ত অবরুদ্ধ আছে? যে কর্ম্ম করিলে এই সকল পুণ্যলোকে গমন করিতে পারা যায়, আমি কি সে কর্ম্ম করি নাই? হে দেবগণ! যে কারণে আমার সেই তপস্যার ফল আবৃত আছে, তাহা আপনারা আমার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।

দেবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ কর, মানবগণ ক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও অপত্যোৎপাদন, এই সকল বিষয়ে ঋণী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, ইহাতে সংশয় নাই। যজ্ঞ, তপস্যা ও পুত্রোৎপাদন, এই তিন কর্ম্মদ্বারা সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়। তুমি অনেক তপস্যা ও যজ্ঞ করিয়াছ, কিন্তু তোমার সন্তান নাই, এই নিমিত্ত তোমার এই সকল পুণ্যলোক সমাবৃত আছে। তুমি অপত্যোৎপাদন কর; তাহা হইলে এই উৎকৃষ্ট লোক সকল ভোগ করিতে পারিবে। হে ব্রহ্মসত্তম! শ্রুতি আছে পুত্র যে, পিতাকে পুৎ-নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে; অতএব তুমি পুত্র জননে যত্নবান হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ যোনিতে গমন করিলে শীঘ্র বহু সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। অনন্তর তিনি, পক্ষিজাতি অল্প দিনে বহু পুত্র প্রসব করে, ইহা বিবেচনা করিয়া শার্ঙ্গক পক্ষী হইয়া জরিতা-নাম্নী শার্ঙ্গিকাতে গমন করিয়া তাহার গর্ভে ব্রহ্মবাদী চারিসন্তান উৎপাদন করিলেন। অনন্তর তিনি অণ্ডগত শিশু-তনয়গণকে তাহাদিগের জননীর সহিত সেই বনেই পরিত্যাগ করিয়া লপিতার নিকট গমন করিলেন। হে ভারত! সেই মহাভাগ লপিতার নিকট গমন করিলে জরিতা অপত্যস্নেহ-বিক্লবা হইয়া বহুধা চিন্তা করিতে লাগিল। ঋষি সেই খাণ্ডববনে ঐ অণ্ডগত সন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিলেও জরিতা পুত্রশোকার্ত্তা হইয়া ঐ অত্যাজ্য ঋষিসন্তানগুলিকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; তাহাদিগকে

স্নেহবৈকল্য-নিবন্ধন স্বকৃত্যবসম্বনে প্রতিপালন করিতে লাগিল। অনন্তর মন্দপাল ঋষি লপিতার সহিত সেই বনে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, হুতাশন খাণ্ডব দাব দাহ করিতে আসিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ বিপ্রর্ষি সেই মহাতেজস্বী লোকপাল জাতবেদার ঐ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় সন্তানগণকে বালক বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিবার অভিপ্রায়ে ভীতচিত্ত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বলোকের মুখস্বরূপ হইয়াছ; তুমি হবনীয় দ্রব্য বহন করিয়া থাক। হে পাবক! তুমি সর্ব্ব-ভূতের অন্তঃকরণে গূঢ়রূপে বিচরণ কর। কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণন করেন; ও ত্রিবিধ বলিয়াও কীর্ত্তন করেন; এবং তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। হে হুতাশন! পরমর্ষিগণ বলেন যে, তুমিই এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছ; এবং তুমি না থাকিলে এই জগন্মণ্ডল সদ্যই বিনষ্ট হইত। ব্রাহ্মণগণ তোমাকেই নমস্কার করিয়া স্ত্রীপুত্রের সহিত স্বকর্ম্মদ্বারা শাশ্বত-লোক জয় করণ-পূর্ব্বক তাহাতে গমন করেন। হে অগ্নে! পণ্ডিতেরা তোমাকে বিদ্যুতের সহিত আকাশগত মেঘ বলিয়া বর্ণন করেন। হে পাবক! তোমা হইতে শিখাসকল নির্গত হইয়া সর্ব্বভূত দগ্ধ করে। হে জাতবেদ! তুমিই এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছ। হে মহাদ্যুতে! কর্ম্ম-বিধায়ক বেদ তোমারই বাক্য; এবং এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবগণ তোমারই সৃষ্ট। হে অগ্নে! প্রথমত তোমাতেই জলের বিধান হইয়াছে; এই সমস্ত জগৎ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং সমস্ত হব্য কব্য যথাবিহিতরূপে তোমাতেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। হে দেব! তুমি দহন; তুমিই ধাতা; তুমিই বৃহস্পতি; তুমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়; তুমিই অর্ক; তুমিই সোম; এবং তুমিই অনিলস্বরূপ!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপতে! অমিততেজস্বী মন্দ-পাল মুনি অগ্নিকে এইরূপে স্তব করিলে অগ্নি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন; এবং প্রীতচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, তোমার অভীষ্ট কি বল, তাহা আমি সম্পাদন করি-তেছি। মন্দপাল কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে হব্যবাহন! তুমি যখন খাণ্ডব দাব দহন করিবে, তখন আমার পুত্রগুলিকে দগ্ধ করিও না। ভগবান্ হব্যবাহন তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং সেই সময়ে খাণ্ডব দাব-দিধক্ষু হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে সেই শার্ঙ্গক পক্ষিশাবকেরা অতিশয় দুঃখিত ও পরমোদ্বিগ্ন হইল; তাহারা রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখিতে পাইল না। তাহাদিগের জননী তপস্বিনী জরিতা পুত্রগণকে বালক দেখিয়া দুঃখ-শোকার্ত্তা হইয়া বিলাপপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মদীয় দুঃখ-বর্দ্ধন এই ভীষণ-দহন গহন দহন করিতে করিতে সকল স্থল সন্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্কররূপে এই স্থলে আসিতেছে। মদীয় এই শিশু সন্তানেরা পক্ষবিহীন, গতিশক্তি-রহিত ও অজ্ঞান; এবং ইহারাই পূর্ব্বপুরুষগণের এক মাত্র গতি; ইহারা আমার অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিতেছে। এই অগ্নি মহীরুহ সকল মুহুর্মুহু অবলেহন করিতে করিতে ত্রাস উৎপাদন করত এই দিকে আগমন করিতেছে; কিন্তু আমার এই অজাতপক্ষ সন্তানদিগের পলায়ন করিবার শক্তি নাই; আমিও একাকিনী ইহাদিগের সকলকে লইয়া যে, এই আপৎ-সাগর হইতে নিস্তরণ করিব, আমার এমত সামর্থ্য নাই; ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেও পারি না। হাঃ! আমার হৃদয় যেন দূয়মান্ হইতেছে! আমি কোন্ পুত্রকে গ্রহণ করিয়া যাইব; কোন্ পুত্রকেই বা পরিত্যাগ করিব; কিরূপ করিলেই বা কৃতকৃত্যা হইতে পারিব? হে পুত্রগণ! তোমরাই বা কি বিবেচনা করিতেছ? আমি চিন্তা করিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতে পাই না; আমি স্বীয় গাত্রে তোমাদিগের সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া পরিশেষে একত্র প্রাণত্যাগ করিব। তোমা-দিগের নির্দ্দয় পিতা পূর্ব্বে গমন-কালে বলিয়াছিলেন যে "আমার চারি পুত্রের মধ্যে জরিতারি নামক পুত্রে জেষ্ঠতা-হেতু বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে; সারিসৃক্ক নামে সুত অপ-ত্যোৎপাদন করিয়া পিতৃগণের কুলবর্দ্ধন হইবে; স্তম্বমিত্র-সংজ্ঞক তনয় তপোনিষ্ঠ হইবে; এবং দ্রোণনামে বিশ্রুত সন্তান বেদ-বিশারদ হইবে।" কিন্তু এক্ষণে এই কষ্টদায়ক মহা আপদ্ উপস্থিত হইল; আমি কাহাকে লইয়া গমন করিতে পারিব? কিরূপ করিলেই বা কৃতকৃত্যা হইব? জরিতা এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া ব্যাকুলা হইল; স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা অনল হইতে স্বীয় পুত্রদিগের রক্ষার উপায় কিছু দেখিতে পাইল না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শার্ঙ্গগণ মাতার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিল, মাতঃ! তুমি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে অগ্নি নাই, সেই স্থানে গমন কর। হে জননি! আমরা বিনষ্ট হইলে তোমার অন্য সন্তান উৎপন্ন হইতে পারিবে; কিন্তু তুমি বিনষ্ট হইলে বংশরক্ষার সম্ভাবনা থাকিবে না। হে মাত! এক্ষণে আমাদিগের সহিত তোমার প্রাণত্যাগ করা অথবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার রক্ষা পাওয়া এ উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া যে পক্ষ অবলম্বন করিলে আমাদিগের কুলের মঙ্গল হয়, অধুনা তোমার তদনুযায়ী কার্য্য করিবারই সময় উপস্থিত; তুমি সর্ব্ব-বিনাশক সুতস্নেহ আর করিও না, তাহা করিলে স্বর্গলোক ফলক পুত্রাভিলাষী পিতার এই কর্ম্ম বিফল হইবে। জরিতা কহিল, হে পুত্রগণ! এই বৃক্ষ সমীপে ভূ-মধ্যে মূষিকের বিল দৃষ্ট হইতেছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মধ্যে প্রবেশ কর; এই স্থলে তোমাদিগের অগ্নিভয় থাকিবে না। তোমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আমি ধূলিপটলে এই বিবরমুখ সমাচ্ছাদন করিব; অধুনা প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে মুক্ত হইবার এই এক মাত্র উপায় দেখিতেছি। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তখন আমি আসিয়া বিবরমুখ হইতে সেই পাংশু-সঞ্চয় নিরাকরণ করিব। তোমরা অগ্নি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার এই বাক্যের অনুবর্ত্তী হও। শার্ঙ্গগণ কহিল, আমাদিগের পক্ষ উদ্ভিন্ন হয় নাই, আমরা মাংসপিণ্ড মাত্র; সুতরাং মাংসাশী মূষিক আমা-দিগকে অবশ্য বিনষ্ট করিবে; এই ভয়ের বিষয় জানিয়া শুনিয়া আমরা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি না। এইক্ষণে অগ্নি কিরূপে আমাদিগকে দগ্ধ না করেন, মূষিক কিরূপে ভক্ষণ না

করে, কিরূপে পিতার অপতোৎপাদন ব্যর্থ না হয়, কিরূপেই বা আমাদিগের জননীর জীবন রক্ষা হয়, ইহার কোন উপায় দেখি না, সুতরাং নিশ্চয়ই আমাদিগের মরণ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিবরে প্রবিষ্ট হইলে মূষিক হইতে এবং বাহিরে অবস্থিতি করিলে অগ্নি হইতে প্রাণবিয়োগ হইবে; এই উভয় বিধ মৃত্যু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিবেচনাসিদ্ধ হয় যে, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ভাল, মূষিকের ভক্ষিত হওয়া বিধেয় নহে; কারণ শিষ্টহুতাশনমুখে কলেবর ত্যাগ করিলে সদ্গতি হইবে; বিবরমধ্যে মূষিকের ভক্ষিত হইলে গর্হিত মৃত্যু হইবে।

একত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জরিতা কহিল, এই গর্ত্ত হইতে এক ক্ষুদ্র মূষিক নির্গত হইয়াছিল; এক শ্যেনপক্ষী আসিয়া তাহাকে চরণযুগলে গ্রহণ পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই বিবরমধ্যে তোমাদিগের ভয় নাই। শার্ঙ্গগণ কহিল, আমরা শ্যেন পক্ষীর সেই মূষিক লইয়া যাওয়া অবগত নহি; যদিও লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্ত্তে অন্য অনেক মূষিক থাকিবার সম্ভাবনা; তাহাদিগের হইতে আমাদিগের নিঃসন্দেহ ভয় হইতেছে; এবং এ স্থানে হুতাশন আইসে কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে; কারণ প্রতিকূল বায়ুদ্বারা বহ্নি-নিবৃত্তি হওয়াও দৃষ্ট হইয়াছে; অতএব বিবরমধ্যে থাকিলে তথায় আমাদিগের নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, এবং বিবরের বহির্ভূত থাকিলে মরণে সংশয় আছে। হে মাতঃ! যে স্থলে নিঃসংশয় মৃত্যু হইবে, তাহা অপেক্ষা যে মৃত্যুতে সংশয় আছে, তাহাই অপেক্ষাকৃত উত্তম; অতএব ন্যায়ানুসারে তোমার আকাশপথে গমন করাই কর্ত্তব্য; তোমার জীবন রক্ষা হইলে তুমি অন্য উৎকৃষ্ট পুত্রলাভ করিতে পারিবে। জরিতা কহিল, হে পুত্রগণ! যখন বিহগশ্রেষ্ঠ মহাবল শ্যেন বিবর হইতে আখু গ্রহণ করিয়া বেগপূর্ব্বক ধাবমান হয়, তখন আমি তাহাকে অবলোকন করিয়াছিলাম; এবং বিলমধ্য হইতে মূষিক হরণ করাতে আমি হরান্বিতা হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া তাহার প্রতি আশিঃপ্রয়োগ করিয়াছিলাম যে, "হে শ্যেনরাজ! তুমি আমাদিগের শত্রুকে লইয়া ধাবমান হইতেছ, অতএব তুমি নিঃশত্রু হইয়া দেবলোকে হিরণ্ময় দেহ ধারণপূর্ব্বক বাস কর।" অনন্তর সেই শ্যেন পতত্রী মূষিককে ভক্ষণ করিলে আমি তাহাকে জানাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। হে পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে বিশ্রব্ধচিত্তে বিবরমধ্যে প্রবেশ কর; এ স্থলে তোমাদিগের কোন শঙ্কা নাই, মহাত্মা শ্যেন আমার সমক্ষেই মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে। শার্ঙ্গগণ কহিল, হে মাতঃ! শ্যেন যে মূষিককে হরণ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই; সুতরাং আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিতে পারি না। জরিতা কহিল, হে বৎসগণ! তোমরা আমার কথা রক্ষা কর; ইহাতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই; কারণ, শ্যেনপক্ষী মূষিককে হরণ করিয়াছে, ইহা আমি জ্ঞাত আছি।

শার্ঙ্গগণ কহিল, তুমি মিথ্যা উপচারদ্বারা যে আমাদিগের এই ভয় মোচন করিতেছ, আমরা এরূপ মনে করি না; কারণ বুদ্ধি সমাকুলিত হইলে যে কর্ম্ম করা হয়, ঐ কর্ম্ম জ্ঞানকৃত বলা যায় না। পরন্তু আমরা কখন তোমার কোন উপকার করি নাই এবং আমরা যে কে, তাহাও তুমি জান না, তবে কি নিমিত্ত তুমি কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ? দেখ, তুমিও আমাদিগের কেহ নহ এবং আমরাও তোমার কেহ নহি। হে মাতঃ! তুমি তরুণী ও রূপবতী এবং স্বামীর অন্বেষণে সমর্থা; অতএব তুমি স্বামীর অনুগামিনী হও; তাহাতে উত্তম পুত্র লাভ করিতে পারিবে। আমরা হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়া পুণ্যলোকে গমন করি। যদি বহ্নি আমাদিগকে দগ্ধ না করেন, তাহা হইলে তুমি পুনর্ব্বার আমাদিগের নিকট আগমন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শার্ঙ্গী পুত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সেই খাণ্ডব বনে পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরান্বিতা হইয়া, যে স্থলে অগ্নিপীড়ন নাই, এমত অনাময় স্থানে গমন করিল; অনন্তর হব্যবাহন ত্বরাযুক্ত ও তীব্রশিখান্বিত হইয়া মন্দপাল-পুত্র শার্ঙ্গগণের বাসস্থল-সমীপে আগমন করিলেন। তখন সেই বিহঙ্গগণ প্রজ্বলিত জ্বলনকে সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিল; এবং তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জরিতারি সেই বহ্নিকে শুনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জরিতারি কহিল, জ্ঞানী পুরুষ মরণকালের পূর্ব্বে জাগ্রৎ থাকেন, তাঁহাকে কখন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চৈতন্য-বিহীন ব্যক্তি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করে, তাহাকে মৃত্যুপীড়া ভোগ করিতে হয়; এবং সে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

সারিসৃক্ক কহিল, আমাদিগের এই প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিত; তুমি ধীর ও মেধাবী, তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর; কারণ অনেকের মধ্যে এক ব্যক্তিই প্রাজ্ঞ ও শূর হইয়া থাকে।

স্তম্বমিত্র কহিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠদিগের ত্রাতা হইয়া থাকেন; সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতাই সঙ্কট হইতে মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে রক্ষা না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ কি করিতে পারে?

দ্রোণ কহিল, এই ক্রূরকর্ম্মা সপ্তজিহ্ব সপ্তানন হিরণ্যরেতা ত্বরাপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতে হইতে লেলিহান হইয়া বিসর্পণ-পুরঃসর আমাদিগের বাসস্থলে আগমন করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পার্থিব! মন্দপালতনয়েরা পরস্পর এইরূপ সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রণত হইয়া যেরূপ অগ্নির স্তব করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জরিতারি কহিল, হে জ্বলন! তুমি বায়ুর আত্মা; তুমি লতা সকলের শরীর। হে শুক্র! তোমার উৎপত্তি-স্থান জল; এবং জলেরও উৎপত্তি-স্থান তুমি। হে মহাবীর্য্য! তোমার শিখা সকল দিবাকরের রশ্মির ন্যায় ঊর্দ্ধ, নিম্ন, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব, সর্ব্ব দিকেই প্রসর্পিত হইয়া থাকে।

সারিসৃক্ক কহিল, হে ধূমকেতো! আমাদিগের জননী দৃষ্টিপথের বহির্ভূতা হইয়াছেন, জনককেও আমরা জ্ঞাত নহি, এবং এপর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষ উৎপন্ন হয় নাই, আমরা নিতান্ত শিশু। হে অগ্নে! এক্ষণে তোমা-ভিন্ন আর আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা নাই; অতএব তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

হে অগ্নে! তোমার যে কল্যাণ-কর রূপ ও সপ্তশিখা আছে, তদ্দ্বারা এই আর্ত্ত ও শরণার্থী আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে জাতবেদ! তুমি একাকীই উত্তাপ বিতরণ করিয়া থাক। হে দেব! কোন রশ্মিতেই তোমাব্যতীত অন্য কেহ উত্তাপ-দাতা নাই। হে হব্যবাহ! আমরা ঋষিতনয় ও বালক, আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আমাদিগের নিকট হইতে অন্য স্থানে গমন কর।

স্তম্বমিত্র কহিল, হে অগ্নে! তুমি এক মাত্র নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ; তোমাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে; তুমি এই ভুবন-মণ্ডল ধারণ করিতেছ; তুমি প্রাণি-সমস্ত পালন করিতেছ; তুমি তেজঃপদার্থ; তুমি হব্য বহন করিয়া থাক; এবং তুমিই উৎকৃষ্ট হব্য স্বরূপ। পণ্ডিতগণ তোমাকে কারণ-রূপে একধা ও কার্য্যরূপে অনেকধা বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহ অগ্নে! তুমি প্রথমত ত্রিলোক সৃষ্টি কর; পরে কাল উপস্থিত হইলে তুমিই সমিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার তাহা সংহার কর। অতএব সমস্ত ভুবনের উৎপত্তি-স্থান তুমি এবং প্রলয়-স্থানও তুমি।

দ্রোণ কহিল, হে জগৎপতে! তুমি প্রাণিদিগের অন্তর্ভূত থাকিয়া প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাদিগের ভুক্তঅন্ন নিত্য নিত্য পরিপাক কর; অতএব তোমাতেই সমুদায় ভূত আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। হে শুক্র! হে জাতবেদ! তুমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া রশ্মিদ্বারা সমস্ত ভূমি-জাত রস ও পৃথিবীস্থিত সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে পুনর্ব্বার তাহা বৃষ্টিদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শস্যাদি উৎপাদন করিতেছ। হে শুক্র! তোমা হইতেই এই সকল হরিত-বর্ণ পত্রবিশিষ্ট লতা, পুষ্করিণী সমূহ ও মঙ্গলাকর মহোদধি উৎপন্ন হইতেছে। হে হিমাংশো! আমাদিগের এই শরীর রসনেন্দ্রিয়াধিপতি সলিলনাথ বরুণের পরায়ণ; অতএব তুমি যখন সলিলের বিধাতা, তখন তুমি অবশ্য আমাদিগের কল্যাণকর হইতেছ; এমত স্থলে আমাদিগকে রক্ষা করাই তোমার উচিত; তুমি অদ্য আমাদিগকে বিনাশ করিও না। হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি আমাদিগের দয়ার্দ্র হও; সাগর সন্নিহিত গৃহের ন্যায় আমাদিগকে পরিত্যাগ কর! বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর জাতবেদা অগ্নি ব্রহ্মবাদী দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন; এবং মন্দপালের নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণ! তুমি ঋষি, তুমি যাহা কহিলে তাহাই বেদ স্বরূপ; তোমার অভিলাষ পূরণ করিব; তুমি ভীত হইও না। পূর্ব্বে মন্দপাল তোমাদিগের নিমিত্ত আমার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন যে, "তুমি যখন খাণ্ডবদাহ করিবে, তখন আমার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিও না।" হে দ্রোণ! মন্দপালের সেই বাক্য আর অধুনা তোমার এই বাক্য, এ উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর হইতেছে; অতএব বল, আমাকে তোমার নিমিত্ত কি করিতে হইবে? হে ব্রহ্মসত্তম! তোমার এই স্তোত্রে আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হইবে। দ্রোণ কহিলেন, হে হুতাশন শুক্র! এই সকল মার্জ্জারগণ নিত্য আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করে; অতএব তুমি ইহাদিগকে সবংশে দগ্ধ কর। হে জনমেজয়! অনন্তর অগ্নি শার্ঙ্গগণকে জানাইয়া তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিলেন; এবং সমিদ্ধ হইয়া খাণ্ডব দাব দাহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরব্য! এ দিকে সেই মন্দপাল তিগ্মাংশু অগ্নিকে তাদৃশ বাক্য বলিয়াও পুত্রদিগের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোনমতে স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের নিমিত্ত সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া লপিতাকে কহিলেন, লপিতে! গতিশক্তিহীন আমার পুত্রেরা কিরূপ আছে, বলা যায় না। যখন বায়ুবহন-সহকারে হুতবহ প্রবল হইয়া উঠিবে, সে সময় আমার পুত্রেরা হুতাশন-মুখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। তাহাদিগের জননী কিপ্রকারে সেই সমস্ত শিশুসন্তানকে মুক্ত করিতে সমর্থা হইবে? সেই তপস্বিনী পুত্রদিগের পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তা হইবে। কি প্রকারেই বা ঊর্দ্ধ ও তির্য্যগ গমনে অসমর্থ নবীন শিশু-সন্তানদিগের নিমিত্ত সন্তপ্ত হৃদয়া হইয়া বহুধা রোদন করিতে করিতে ধাবমানা হইবে? হা! আমার পুত্র সেই জরিতারি কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? সারিসৃক্কই বা কিরূপে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে? স্তম্বমিত্রই বা কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিবে? দ্রোণই বা কিপ্রকারে রক্ষা পাইবে? আমার সেই তপস্বিনী ভার্য্যাই বা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থা হইবে? হে ভারত! মহর্ষি মন্দপাল অরণ্যমধ্যে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া লপিতা অসূয়াপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিল, তুমি যে সকল পুত্রের কথা কহিলে, তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার চিন্তা নাই, তাহারা তেজস্বী ও বীর্য্যসম্পন্ন; তাহাদিগের হুতাশন হইতে ভয় নাই এবং তুমি স্বয়ং আমার সমক্ষে সেই সকল পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত হুতাশনের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলে; মহাত্মা হুতাশনও তথাস্তু বলিয়া সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি লোকপাল হইয়া কখন অঙ্গীকৃতপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ইহাতে সে বিষয়ে তোমার মন সুস্থ আছে; প্রত্যুত তোমার অন্তঃকরণ বন্ধুকার্য্যে অভিমুখী নহে; তুমি সেই আমার শত্রু জরিতাকেই স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইতেছ। পূর্ব্বে জরিতার প্রতি তোমার যাদৃশ স্নেহ ছিল, অধুনা আমার প্রতি সেরূপ নাই। যাহার দুই পক্ষ আছে, সে ব্যক্তি স্বাপত্যাদি সুহৃজ্জন ক্লিশ্যমান হইলে, স্নেহ-শূন্য হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহার কখনই আত্মপক্ষ উপেক্ষা করা উচিত হয় না; অতএব এক্ষণে তুমি যাহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছ, সেই জরিতার নিকটই গমন কর; আমি না বুঝিয়া যেমন কুপুরুষ আশ্রয় করিয়াছিলাম, সেই ফলেই একাকিনী বিচরণ করিব।

মন্দপাল কহিলেন, তুমি আমাকে যেরূপ মনে করিতেছ, আমি সে ভাবে বিচরণ করি না; পরন্তু কেবল সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তই এরূপ ভ্রমণ করিতেছি; সম্প্রতি আমার সংজাত সন্তান কৃচ্ছ্রগত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অতীত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভাবী বিষয়ের প্রত্যাশা করিয়া থাকে, সেই মূঢ় ব্যক্তি লোকের অবজ্ঞাভাজন হয়; অতএব তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর, আমার হৃদয় ঐ সন্তানদিগের নিমিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন রহি-

য়াছে ; এই প্রজ্বলিত হুতাশন মহীরুহ সকল অবলেহন করিতে করিতে আমার ঐ উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সন্তাপ ও অমঙ্গল শঙ্কাই উৎপাদন করিতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বহ্নি শার্ঙ্গগণের বাসস্থান অতিক্রম করিলে জরিতা রোরুয়মাণা হইয়া পুত্র অন্বেষণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হইল ও দেখিল যে, সমস্ত পুত্রগুলি অরণ্যমধ্যে হুতাশনমুখ হইতে মুক্ত, নিরাময় ও কুশলী আছে। অনন্তর তাহারা মাতাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। জরিতা তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ও তাহাদিগকে মুহুর্মুহু আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া ক্রমশ প্রত্যেকের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আলিঙ্গন করিল। হে ভারত! ইত্যবসরে মহর্ষি মন্দপাল সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না। সেই ঋষি প্রত্যেক পুত্রকে ও জরিতাকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিল না। পরে মন্দপাল জরিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কোন্‌টী তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র, কোন্‌টি তোমার দ্বিতীয় পুত্র, কোন্‌টি তোমার তৃতীয় পুত্র, কোন্‌টি তোমার কনিষ্ঠ পুত্র, আমি দুঃখার্ত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর বা সম্ভাষণ কর না? আমি তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এস্থান হইতে গমন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। জরিতা কহিল, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রে, কি দ্বিতীয় পুত্রে, কি তৃতীয় পুত্রে, কিম্বা কনিষ্ঠ পুত্রে প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে তুমি আমাকে সর্ব্ব বিষয়ে নিকৃষ্টা দেখিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটই গমন কর। মন্দপাল কহিলেন, স্ত্রীলোকের সপত্নী বা পুরুষান্তরব্যতীত ইহলোকে অতিশয় উদ্বেগজনক, বৈরাগ্নিদীপন ও পারলৌকিক পুরুষার্থঘাতক আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সপ্তর্ষি মধ্যস্থিত ঋষসত্তম মহানুভব বসিষ্ঠ অত্যন্ত বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও নিরন্তর ভার্য্যার প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত ছিলেন, তথাপি সর্ব্বলোক বিশ্রুতা সুব্রতা অরুন্ধতী সেই ঋষিবীর বশিষ্ঠের প্রতি ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই কল্যাণী অরুন্ধতী ঐরূপ গর্হিত চিন্তা করাতে ধূমারুণসমপ্রভা, অনভিরূপা কখন লক্ষ্যা ও কখন অলক্ষ্যা হইয়া দুর্নিমিত্তের ন্যায় লোকের দৃষ্টিগোচরা হইয়া থাকেন। বসিষ্ঠ যেপ্রকার অরুন্ধতীর অনিষ্ট ছিলেন না, সেইরূপ আমিও তোমার অনিষ্ট নহি; আমি কেবল সন্তানের নিমিত্তই সঙ্গত হইয়াছি; এমত অবস্থায় তুমি অদ্য আমার প্রতি সেই অরুন্ধতীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছ। স্ত্রীলোকদিগকে ভার্য্যা বলিয়া কখন বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা পুত্রবতী হইলে ভর্ত্তৃশুশ্রূষাদি কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহার পুত্র সকল তাহার সম্যক্ উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনিও সেই পুত্রদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মন্দপাল কহিলেন, আমি অগ্নিদাহ হইতে তোমাদিগের মুক্তির নিমিত্ত মহানুভব অগ্নির নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনিও তথাস্ত বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমি সেই অগ্নির বাক্য ও তোমাদিগের জননীর ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং তোমাদিগের অপ্রতিহত বীর্য্য স্মরণ করিয়া পূর্ব্বে এখানে আসি নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রতি দুঃখিত হইও না। তোমরা বেদপ্রসিদ্ধ ঋষি; অগ্নিও তোমাদিগকে অবগত আছেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্বিজ মন্দপাল এইরূপে পুত্রগণকে আশ্বাসিত করিয়া ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলেন। ভগবান্ তিগ্মাংশু এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে জগতের হিতসাধন নিমিত্ত সমিদ্ধ হইয়া খাণ্ডবারণ্য দাহ করিলেন। তিনি সেই স্থানে বসা ও মেদের সরিৎ পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়া অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণে পরিবৃত হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ব্বক অর্জ্জুন ও কেশবকে কহিলেন, যে কর্ম্ম দেবগণও সহজে সম্পাদন করিতে পারেন না, তাহা তোমরা সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বর প্রার্থনা কর; যদিও পুরুষের পক্ষে তাহা দুর্লভ হয়, তথাপি তোমাদিগকে প্রদান করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ ইন্দ্রের নিকট সমস্ত অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদ্যুতি দেবরাজ তাহা প্রদান করিবার সময় স্থির করিয়া কহিলেন যে, হে পাণ্ডব! যখন ভগবান্ মহাদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি তোমাকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিব। হে কুরুনন্দন! যখন সেই অস্ত্র প্রদানের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আমি জানিতে পারিব; আমি তোমার মহাতপস্যা-দ্বারা তোমাকে সমুদায় আগ্নেয় অস্ত্র, সমুদায় বায়ব্য অস্ত্র ও মদীয় আর আর সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব, তুমি গ্রহণ করিবে। অনন্তর বাসুদেব প্রার্থনা করিলেন যে, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার চিরপ্রণয় থাকে। দেবরাজ সুবুদ্ধি কৃষ্ণকে ঐ বর প্রদান করিলেন। প্রভু দেবরাজ দেবগণের সহিত এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া হুতাশনকে সম্ভাষণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। ভগবান্ পাবক মৃগপক্ষিগণের সহিত খাণ্ডবান দগ্ধ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া পঞ্চদশ দিবসের পর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রুধির, মেদ ও মাংস ভক্ষণে পরমপ্রীতিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা উভয়েই বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ; আমি তোমাদিগের হইতেই যথোচিত সুখে পরিতৃপ্ত হইলাম; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তোমরা অপ্রতিহত-গতি হইবে, যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বিচরণ করিতে পারিবে। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পাবক তাঁহাদিগকে এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে অর্জ্জুন বাসুদেব ও ময়দানব, এই তিন জন একত্র হইয়া কিঞ্চিৎকাল পরিভ্রমণপূর্ব্বক রমণীয় নদীকূলে উপবেশন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

# মহাভারত।

## সভাপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া জয়কীর্ত্তন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ময়দানব তিন জনে একত্র হইয়া সেই রমণীয় নদীতীরে উপবিষ্ট হইলে পর, ময়দানব মাধবসমক্ষে অর্জ্জুনকে বারংবার বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্যে নিবেদন করিল, হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! এই ক্রোধপরায়ণ দানবনাশন কৃষ্ণ এবং দহনেচ্ছু প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব বলুন, আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করিব? অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহাসুর! তোমার কথাতেই সমস্ত করা হইল, এক্ষণে যথাসুখে গমন কর, তুমি আমাদিগের প্রতি সর্ব্বদা প্রীত থাক এবং আমরাও তোমার প্রতি প্রীতিযুক্ত থাকি। ময় কহিল, হে পুরুষপুঙ্গব বিভো! আপনি যে কথা বলিতেছেন, ইহা আপনার অনুরূপই বটে, তথাপি আমি প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিছু উপকার করিতে বাসনা করি। হে পাণ্ডব! আমি শিল্পকর্ম্মে নিপুণ এবং দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা, এই জন্যই আপনার নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অনঘ! তুমি মৃত্যুমুখ হইতে আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিয়া প্রত্যুপকারে অভিলাষী হইতেছ, অতএব এ অবস্থায় আমি তোমাকে দিয়া কোন কর্ম্ম করাইতে পারিব না; কিন্তু তোমার সংকল্প ব্যর্থ হয়, এমনও বাসনা করি না। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম সম্পাদন কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে। অর্জ্জুনের আদেশক্রমে ময়দানব বাসুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি ভাবিলেন, ইহাকে কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়? মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রজাপতি লোকনাথ কৃষ্ণ তাহাকে আদেশ করিলেন হে শিল্পনিপুণ দানব! যদি তুমি আমার প্রিয়কর্ম্ম করিতে মানস করিয়া থাক, তবে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত তোমার ইচ্ছানুরূপ একটি সভা নির্ম্মাণ করিয়া দাও। যাহা দর্শন করিয়া অখিলভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মানবেরা তাহার অনুরূপ সভান্তর করিতে সক্ষম না হয়, যাহাতে কি দিব্য, কি আসুর, কি মানবীয়, সর্ব্বপ্রকার অভিপ্রায়, অর্থাৎ নির্ম্মাণের ছন্দ সমস্ত নির্ম্মিত দেখিতে পাই, এরূপ একটী সভা প্রস্তুত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ময়দানব হৃষ্টান্তঃকরণে সেই কথা স্বীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত বিমানতুল্য এক সভামণ্ডপের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। অনন্তর কৃষ্ণ ও জিষ্ণু উভয়ে এই সমস্ত বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমীপে নিবেদন করিয়া ময়দানবকে তাঁহার দর্শনপথে উপনীত করিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাকে যথাযোগ্য পূজা করিলে সে বহু সম্মানপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিল। মহারাজ! সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ ময়দানব সেইকালে পাণ্ডুনন্দনদিগের নিকট বৃষপর্ব্বা দানবের বিন্দুসরোবরে যজ্ঞাদিরূপ পূর্ব্বতন চরিত কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পরে কিছুকাল বিশ্রা রিয়া বহুতরচিন্তাপূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সভানির্ম্মাণের উপক্রম করিল। মহানুভব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির মতানুসারে মহাতেজস্বী ময়দানব পুণ্যদিনে যথাবিহিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে বহুপ্রকার ধন ও পায়সান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিল, পরে সর্ব্বঋতু-সম্ভূত-সর্ব্বসুখসম্পন্না, দিব্যরূপা, মনোরমা, পঞ্চসহস্রহস্ত বিস্তীর্ণা সভাভূমি পরিমাণ করাইল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পূজনীয় জনার্দ্দন খাণ্ডবপ্রস্থে পরমপ্রীতি-সংযুক্ত পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া কিছুদিন পরমসুখে অবস্থিতি করিলেন, পরে একদিন পিতৃদর্শনাভিলাষে গমনের মানস করিলেন। জগদ্বন্দ্য পদ্মলোচন কৃষ্ণ, ধর্ম্মরাজ ও পৃথাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বীয় পিতৃস্বসা পৃথার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। পৃথা তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে মহাযশা ভগবান্ হৃষীকেশ, সুভাষিণী স্বীয় ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিয়া আনন্দ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রীতিপূ হিতকর, উত্তরানর্হ ও সত্যকথা সংক্ষেপে কহিলেন। সুভদ্রাও তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক বার বার অভিবাদন করিয়া, স্বজনবর্গের নিকটে যে যে কথা বলিতে হইবে, সমুদায় বলিয়া দিলেন। বৃষ্ণিকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ, ভগিনীকে সমুচিত সমাদর করিয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যকে দর্শন করিলেন, এবং ধৌম্যকে যথোচিত বন্দনা করিয়া দ্রৌপদীকে সম্বর্দ্ধনা ও নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন। পরে পুরুষপ্রবর বিদ্যাবান জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র যেমন অমরবৃন্দ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকেন, তদ্রূপ যদুকুলতিলক বলবান্ কৃষ্ণ পঞ্চ ভ্রাতৃকর্ত্তৃক পরিবৃত হইলেন; অনন্তর স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, অলঙ্কারাদি ধারণপূর্ব্বক যাত্রাকালীন কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবার মানসে দেব-দ্বিজগণকে মাল্য, মন্ত্র, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। যদুকুলপ্রবর সনাতন ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ সকল কার্য্য সমাধানান্তে

বাহু-কক্ষ্যার বিনির্গত হইয়া পূজার্হ ব্রাহ্মণগণকে দধিপূর্ণ পাত্র, ফল ও অক্ষত দ্বারা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক ধনদান করত প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে গদা, অসি, শার্ঙ্গ প্রভৃতি নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত, শৈব্যসুগ্রীবাদি হয়চতুষ্টয় যোজিত, কামগামী, গরুড়ধ্বজ সুবর্ণরথে আরোহণ করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে, শুভমুহূর্ত্তে প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতি রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহার প্রেমানুরক্ত হইয়া পশ্চাৎ রথারোহণ করিলেন এবং সারথিসত্তম দারুককে স্থানান্তরিত করিয়া স্বয়ং রশ্মিরশ্মি গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘবাহু অর্জ্জুনও রথারূঢ় হইয়া কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করত সুবর্ণ দণ্ডবিশিষ্ট শ্বেতচামর বীজন করিতে লাগিলেন। সেইরূপ বলশালী ভীম, নকুল, সহদেব, ঋত্বিক্ ও পুরবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিলেন। প্রিয়শিষ্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে গুরু যেমন শোভিত হন, সেই প্রকার শত্রুঘাতী নারায়ণ ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর গোবিন্দ অর্জ্জুনের সহিত সম্ভাষণ ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা করিলেন এবং নকুল সহদেবকেও আলিঙ্গন ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন যুধিষ্ঠিরাদিও কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। কেবল মাদ্রীকুমারদ্বয় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। এইরূপে অর্দ্ধযোজনপথ গমনের পর শত্রুপুরঞ্জয় ধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া "আপনি নিবৃত্ত হউন," এই কথা বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মস্তকে আঘ্রাণপূর্ব্বক যাদবশ্রেষ্ঠ কমললোচন কেশবকে উত্থাপন করিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর মধুসূদন "আবার আসিব," ইত্যাদি যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অতিকষ্টে নিবৃত্ত করিয়া, ইন্দ্র যেমন অমরাবতী উদ্দেশে গমন করেন, তদ্রূপ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় পুরীতে গমন করিলেন। যতদূর চক্ষু যায় ততদূর অবধি পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে নয়ন-পথবর্ত্তী করিলেন এবং প্রণয়-পরতন্ত্রতা হেতু মনে মনেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় ও মন পরিতৃপ্ত হইল না। প্রিয়দর্শন কৃষ্ণ শীঘ্রই তাঁহাদিগের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। গোবিন্দের প্রতি তদ্গতচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা অনিচ্ছুক হইয়াও স্বনগরীতে শীঘ্র প্রত্যাগত হইলেন। তখন দেবকীনন্দন কৃষ্ণও গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া দারুকের সহিত রথারোহণে দ্বারকায় গমন করিলেন। সাত্বত বীর সাত্যকি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্ষয়শীলসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে সমুদায় বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণকে বিদায় করিয়া পুরুষ প্রবীর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর সহিত একান্তে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। এদিকে কমললোচন কেশবও আনন্দিতমনে স্বীয় পুরোত্তমে প্রবেশপূর্ব্বক যদুশ্রেষ্ঠ উগ্রসেনাদিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এবং বৃদ্ধপিতা বসুদেব, যশস্বিনী জননী ও জ্যেষ্ঠ বলদেবকে অভিবাদন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ, ভানু প্রভৃতি পুত্রদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধদিগের অনুমতি ক্রমে রুক্মিণীর ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বলিল, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে এক্ষণে বিদায় লইয়া যাই, পরে আসিব। পূর্ব্বে আমি কৈলাসের উত্তর মৈনাক পর্ব্বত সন্নিধানে দানবদিগের যাগকালে বিন্দুসরোবরের নিকট একটি বিচিত্র রমণীয় মণিময় ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলাম; তৎকালে তাহা সত্যপ্রতিজ্ঞ বৃষপর্ব্বার সভায় স্থাপিত ছিল। হে ভারত! যদি তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান থাকে, আমি মৈনাক হইতে আসিবার সময় লইয়া আসিব, পরে আপনাদিগের যশোবর্দ্ধিনী, মনঃপ্রহ্লাদিনী, সর্ব্বরত্ন বিভূষিতা, বিচিত্র-সভা নির্ম্মাণ করিব। হে কুরুনন্দন! বোধ করি, সেই বিন্দুসরোবরে এক প্রচণ্ড গদাও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বৃষপর্ব্বা লক্ষ গদার তুল্য, অতিভারসহ, সুবর্ণ বিন্দুযুক্ত, শত্রুনাশক সেই সুদৃঢ় প্রচণ্ড গদাদ্বারা শত্রুবংশ ধ্বংস করিয়া তথায় নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। গাণ্ডীব যেমন আপনার উপযুক্ত, তদ্রূপ সেই গদাটিও ভীমসেনের উপযুক্ত। অপিচ বরুণের দেবদত্ত-নামক সুঘোষবান্ মহাশঙ্খও সেই সরোবরে আছে; আমি সে সমস্তই আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। ঐ অসুর পার্থকে এইরূপ কহিয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রস্থান করিল।

কৈলাসের উত্তর মৈনাক পর্ব্বত সন্নিধানে হিরণ্যশৃঙ্গ নামে মহামণিময় মহাগিরি আছে; তথায় রমণীয় বিন্দুসরোবর রহিয়াছে। ঐ সরোবরতীরে ভগীরথ গঙ্গা দর্শন নিমিত্ত বহুবৎসর বাস করিয়াছিলেন। হে ভরতসত্তম! ঐস্থানে সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ইন্দ্র একশত মহাযজ্ঞ করিয়া অভূতপূর্ব্ব মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সকল শোভার নিমিত্ত নির্ম্মিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐস্থানেই যাগ করিয়া সেই সহস্রাক্ষ শচীপতি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণতেজস্বী সনাতন ভূতপতি মহাদেব সমস্তলোক সৃষ্টি করত ঐ স্থানে স্থিত হইয়া সহস্র সহস্র ভূতগণকর্ত্তৃক উপাসিত হন ঐস্থানে নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম ও রুদ্র সহস্রযুগান্তে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। বাসুদেব কেশব ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য ঐস্থানে সতত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বহুবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং ঐস্থানে তিনি সুবর্ণমালাযুক্ত যূপসমূহ, প্রদীপ্ত চৈত্যনিচয় ও অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্রব্যজাত দান করিয়াছিলেন। হে ভরতনন্দন! ময়দানব তথায় যাইয়া বৃষপর্ব্বার অধিকৃত গদা ও শঙ্খ এবং সভানির্ম্মাণের উপযোগী যে সমস্ত স্ফটিকময় সামগ্রী ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিল। যক্ষ ও রাক্ষসগণ যে মহৎ ধন রক্ষা করিতেছিল, ঐ মহাসুর তথায় গমন করিয়া সে সমস্তই সংগ্রহ করিল। ঐ সমস্ত আনয়ন করিয়া অসুর সেই ত্রিলোক-বিশ্রুত, মণিময়, অপ্রতিম, দিব্য সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিল এবং সেই প্রকৃষ্ট গদাটি ভীমকে আর দেবদত্ত-নামক মহাশঙ্খটি অর্জ্জুনকে প্রদান করিল ঐ শঙ্খের শব্দে ত্রিলোক কম্পিত হয়। মহারাজ! কাঞ্চনময় বৃক্ষশালিনী সেই সভাটি চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্রহস্ত বিস্তীর্ণা হইল। ঐ সভা সূর্য্য চন্দ্রাদির সভাতুল্য দীপ্তিমতী হইয়া অতিশয় মনোহর আকার ধারণ করিল। স্বকীয় প্রভাব প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর প্রভাকেও যেন অপ্রতিভ করিল। অলোকসামান্য তেজোদ্বারা দিব্যরূপা হইয়া যেন প্রজ্বলিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং নূতন জলধরের ন্যায় নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া রহিল।

ক্রমত সর্ব্বকার্য্যদক্ষ মতিমান্ ময় যেরূপ মহাবিস্তীর্ণ, সুনির্ম্মল, শ্রান্তিহর, রমণীয়, বহুলচিত্রান্বিত, রত্নপ্রাচীর-বেষ্টিত, বহুমূল্য সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল, কৃষ্ণের, ব্রহ্মার বা আর কোন দেবতার সভা তাদৃশ রূপশালিনী ছিল না। গগনচারী, মহাবল, মহাকায়, রক্তাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, শুক্তিকর্ণ, প্রহরণধারী অষ্টসহস্র কিঙ্করনামক ঘোররূপ রাক্ষস ময়ের আজ্ঞানুসারে উক্ত সভায় গমন করত উহার রক্ষণ ও বহন করিতে লাগিল। উক্ত সভায় ময় একটি অপ্রতিম সরোবর নির্ম্মাণ করিল। ঐ সরোবরে মণিময় মৃণাল ও বৈদূর্য্যময় পত্রযুক্ত শত শত শতপত্র ও কাঞ্চনময় কহ্লারকদম্ব সুশোভিত ছিল এবং বহুতর বিহঙ্গগণ ইতস্তত কেলি করিতেছিল। প্রফুল্ল পঙ্কজ ও সুবর্ণ নির্ম্মিত মৎস্য কূর্ম্মাদিদ্বারা বিচিত্রিতা, চিত্র স্ফটিক সোপানবদ্ধ, মন্দ মন্দ সমীরণদ্বারা আন্দোলিতা, মুক্তাবিন্দুনিচয়ে খচিতা, মহামণি-শিলাপটদ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধবেদিকা, মণিরত্নে বিভূষিতা ঐ নির্ম্মল-সরসী দৃষ্টি করিয়াও কোন কোন রাজপুরুষেরা ভ্রমক্রমে উহাতে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ সভার চতুর্দ্দিকে পুষ্পিত, নীলবর্ণ, শীতলচ্ছায়াযুক্ত, নানাবিধ মনোহর মহাবৃক্ষসমূহ ও সুগন্ধি-কানন এবং হংস কারণ্ডব-চক্রবাকাদি-সমাকীর্ণ পুষ্করিণী সকল ইতস্তত সুশোভিত ছিল। গন্ধবহ সর্ব্বত্র হইতে স্থলজ ও জলজ কমল সকলের সুগন্ধ বহন করিয়া পাণ্ডবদিগকে সেবা করিত। মহারাজ! ময় চতুর্দ্দশ মাসে এতাদৃশী মহতী সভা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিল।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নরনাথ যুধিষ্ঠির মধুমিশ্রিত সঘৃত পায়সান্ন, বহুবিধ ফলমূল এবং হরিণশূকরপ্রভৃতি মাংস দ্বারা অযুত অযুত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য ভোজন করাইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! তিনি দিগ দিগন্তরাগত বিপ্রেন্দ্রদিগকে তিলোদন, জীবন্তশাক, হবিষ্যান্ন, মাংসের বিবিধপ্রকার ইত্যাদি নানাবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য ও অনুপভুক্ত বসনভূষণাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র সহস্র গোধন প্রদান করিলেন। হে ভরতনন্দন! তৎকালে পুণ্যাহ ধ্বনি অর্থাৎ "অদ্য কি শুভদিন," লোকদিগের এইরূপ আনন্দ-নির্ঘোষ আকাশপথে বিস্তীর্ণ হইল। কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিবিধবাদিত্র ও পুষ্পধূপাদির মনোহর গন্ধদ্বারা দেবতাদিগের পূজাপূর্ব্বক সভাপ্রবেশ করিলে পর তথায় মল্ল, ঝল্ল, নট ও সূত ও স্তুতিপাঠকেরা আপন আপন গুণপ্রকাশ করত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল।

পঞ্চপাণ্ডব এইরূপ মহাসমারোহে উক্ত সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া অমরাবতীতে দেবরাজতুল্য তথায় পরমসুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তথায় নানাদেশসমাগত ভূপালবর্গ এবং ঋষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত উপবেশন করিতেন। অসিত, দেবল, সত্য, সর্পমালী, মহাশিরা, অর্ব্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাল্‌ভ্য, মূলশিরা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, অস্মদাদি ব্যাসশিষ্যসমূহ তিত্তিরি, যাজ্ঞবল্ক্য, লোমহর্ষণ ও তাঁহার পুত্র, অপ্সহোম্য, ধৌম্য, অণীমাণ্ডব্য, কৌশিক, দামোষ্ণীষ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, ঘরজানুক মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ পারাশর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিনীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতূকর্ণ, শিখাবান্, আলম্ব, পারিজাতক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি, সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবভ্রু, কৌণ্ডিন্য, বভ্রুমালী, সনাতন, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, নাচিকেত, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপা শাণ্ডিল্য, কুক্কুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ ও কঠ, ধর্ম্মবেত্তা, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় এই সমস্ত মুনিগণ এবং বেদবেদান্তপারগ, ধর্ম্মজ্ঞ ও পবিত্র অন্যান্য বহুসংখ্য ঋষিসত্তমগণ বহুবিধ বিশুদ্ধ পুণ্যকথার প্রসঙ্গ করত ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতেন। অপিচ শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা মুঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ, দুর্ম্মুখ, বীর্য্যবান্ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কাম্বোজরাজ কমঠ, মহাবল পরাক্রান্ত কম্পন, যিনি কালকেয়াদি অসুর-কুলবিনাশকারী বজ্রধারী দেবরাজের ন্যায় একাকী মহাবল পৌরুষান্বিত কৃতাস্ত্র মহাতেজস্বী যবনগণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, জটাসুর, মদ্রাধিপতি, কুন্তি, কিরাতরাজ পুলিন্দ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রক, পাণ্ড্য, উড্‌রাজ অন্ধ্রক, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চাণুর, দেবরাজ, ভোজ, ভীমরথ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, মগধপতি জয়সেন, সুকর্ম্মা, চেকিতান, শত্রুনাশক পুরু, কেতুমান, বসুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ মহাবলবান্ শ্রুতায়ু, দুর্দ্ধর্ষ অনূপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিৎ, পুত্রসহ শিশুপাল, করূষাধিপতি, বৃষ্ণিবংশের দুর্দ্ধর্ষ দেবরূপী কুমারগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শিনিপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, আকৃতি, বীর্য্যবান দ্যুমৎসেন, মহাধনুর্দ্ধারী কৈকেয়গণ ও সোমকনন্দন যজ্ঞসেন এই সমস্ত এবং বিজ্ঞসম্মত অন্যান্য বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়গণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনায় রত থাকিতেন। মহারাজ! প্রদ্যুম্ন শাম্ব যুযুধান সাত্যকি সুধর্ম্মা অনিরুদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিনন্দনগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য যে সমস্ত রাজকুমারেরা মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুনসমীপে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐ সভায় উপস্থিত রহিতেন। তদ্ভিন্ন ধনঞ্জয়সখা তুম্বুরু, সামাত্য চিত্রসেন এবং তাললয়-বিশারদ গীতবাদিত্র-কুশল কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তথায় নিত্য সন্নিহিত থাকিতেন। লয়স্থানে ও প্রমাণে সুনিপুণ মহামনা কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ তুম্বুরু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দিব্যতান দ্বারা যথানিয়মে গান করত পাণ্ডুপুত্র ও ঋষিদিগকে ঐ সভায় সন্তুষ্ট করিতেন। স্বর্গে দেবতারা যেমন ব্রহ্মার উপাসনা করেন, তদ্রূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্রতপরায়ণ পুরুষেরা ঐ সভায় উপবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ উক্ত সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সকল বেদোপনিষদ্‌বেত্তা সুরগণ পূজিত, ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, অতীতকল্পের বিশেষজ্ঞ, ন্যায় ও ধর্ম্ম তত্ত্বাভিজ্ঞ শিক্ষা-কল্প ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন, নানাশাস্ত্রীয় পরস্পর বিরুদ্ধ বিধিবাক্য সমুদায়ের একতা সংস্থাপন-সংযুক্ত বাক্যসকলের পৃথক্ করণ ও এক কল্পে অনেক

ধর্ম্মের সন্নিবেশস্থলে অধিকারানুসারে সম্বন্ধনিরূপণ-বিষয়ে বিশারদ, বাগ্মী, অতিপ্রগল্‌ভস্বভাব, মেধাবী, স্মৃতিসম্পন্ন, নীতি-নিপুণ, কবি, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বিভাগে অভিজ্ঞ, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা বস্তুর নির্ণায়ক, প্রতিজ্ঞা হেতুপ্রভৃতি পঞ্চপ্রকার অবয়বযুক্ত বাক্যের গুণদোষজ্ঞ, বৃহস্পতি কথাপ্রসঙ্গ করিলেও তাঁহার বাক্যের ক্রমিক উত্তরদানে সমর্থ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের সারজ্ঞ, যোগবলে কি ঊর্দ্ধ কি অধ কি তির্য্যক্ সকল ভূমণ্ডলের প্রত্যক্ষদর্শী, বেদান্তবিচার ও যোগের বিভাগজ্ঞ, কলহ উৎপাদনদ্বারা দেব ও অসুরগণকে নির্ব্বেদযুক্ত করিতে সমুৎসুক, সন্ধি-বিগ্রহাদির তত্ত্বজ্ঞ, অনুমানদ্বারা কার্য্যাকার্য্য বিভাগে অভিজ্ঞ, সন্ধি বিগ্রহাদি যাড়্‌গুণ্য বিধির উপদেষ্টা, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধ ও নৃত্যগীতাদিপ্রিয় সর্ব্বকার্য্যে অপ্রতিহতচেতা এবং অন্যান্য গুণসমূহ-সম্পন্ন, আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী, মহাতেজা, মহর্ষি নারদ পারিজাত, ধীমান, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য ইহাঁদিগের সহিত লোকমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে সভাস্থ পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া মনের ন্যায় দ্রুতগমনে তাঁহাদিগের সেই সভায় আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। ঋষিকে উপস্থিত দেখিয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ অতিবিনীত ধর্ম্মরাজ সহসা স্বীয় অনুজবর্গের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে অতিবিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া পাদ্য অর্ঘ যথার্হ আসন গো মধুপর্ক বহুবিধ রত্নপ্রভৃতি সর্ব্বকামনাদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন, তিনিও যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বেদপারগ মহর্ষি নারদ পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মার্থকাম-সংযুক্ত এই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নগুলি করিলেন।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! তোমার অর্থ সমস্ত সঞ্চিত এবং নিহিত কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে ত? তোমার মন ধর্ম্মে রত আছে ত? সুখসমুদায় অনুভূত হইতেছে ত? এবং তাহাতে মন ত বিহত হয় না? হে নরদেব! তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উত্তমাধমমধ্যম ত্রিবিধ প্রজাদের প্রতি যেমন ধর্ম্মার্থানুযায়ী সদ্ব্যবহার করিতেন, তুমিও ত সেইরূপ কর? অর্থ নিমিত্ত ধর্ম্মের হানি বা ধর্ম্মনিমিত্ত অর্থের হানি ত কর নাই, কিংবা আশুপ্রীতিদায়ক-কামপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মার্থ উভয় বিষয়ের ত বাধক হও না? হে পরোপকারজয়শীল কালজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি যথাকালে বিভাগ করিয়া সমভাবে ধর্ম্ম অর্থ কাম সেবন করিয়া থাক ত? হে অনঘ! বক্তৃত্ব প্রগল্‌ভত্ব প্রভৃতি ষড়্‌বিধ রাজগুণদ্বারা সামদানাদি সপ্তবিধ উপায় এবং বলাবলদ্বারা রাজাদিগের নাস্তিকতাদি চতুর্দ্দশবিধ দোষ সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া থাক কি না? হে জয়শীল; আপনার ও পরের অবস্থা জানিয়া শুনিয়া কর্ম্ম করিয়া থাক ত? এবং শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি অষ্ট প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ত? হে ভরতকুলপ্রদীপ! তোমার দুর্গাধ্যক্ষ প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতি শত্রুকর্ত্তৃক মোহিত অথবা আঢ্য হইয়া ব্যসনযুক্ত হয় নাই ত? তাহারা সকলেই সুন্দররূপে তোমার অনুরক্ত আছে ত? ছদ্মবেশী অপরিশঙ্কিত দূতগণকর্ত্তৃক অথবা তোমাকর্ত্তৃক কিংবা তোমার মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক তোমার মন্ত্রিত বিষয় ত প্রকাশিত হইতেছে না? শত্রু মিত্র ও উদাসীনেরা কি করিতে ইচ্ছা করিতেছে; তাহা অবগত হইতেছ ত? উপযুক্ত সময়ে ত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া থাক? উদাসীন ও মধ্যস্থের প্রতি মধ্যস্থতা অবলম্বন কর ত? হে বীরবর! পরিশুদ্ধ, কার্য্যাকার্য্য বোধনে সমর্থ অনুরক্ত, আত্মসদৃশ, সৎকুলসম্ভূত বৃদ্ধদিগকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়াছ ত? হে ভারত! যেহেতু মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়ের মূল। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণ মন্ত্রণা গোপনপূর্ব্বক সুন্দররূপে তোমার রাজ্যরক্ষা-করিতেছেন ত? শত্রুরা ত উহা নষ্ট করিতেছে না? তুমি নিদ্রার অধীন হও না ত? যথাকালে ত জাগরিত হও? হে অর্থজ্ঞ! শেষনিশায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চিন্তা করিয়া থাক ত? একাকী কিংবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার গুপ্তমন্ত্র রাজ্যের সর্ব্বত্র ত প্রচারিত হয় না? অল্পায়াসসাধ্য অথচ মহাফলোপধায়ক এরূপ কর্ম্ম সকল শীঘ্রই আরম্ভ কর ত? কোন কারণে ত তাহার ব্যাঘাত কর না? সমস্ত কার্য্যের শেষভাগ তোমার নয়নগোচর ও অবিশঙ্কনীয় হয় কি না? আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে হয় না ত? অথবা তৎসমুদায়ের আয়োজন বিশৃঙ্খল হইয়া যায় না ত? বিশ্বস্ত, নির্লোভ, পুরাতন-কর্ম্মজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হয় কি না? মহারাজ! লোকে তোমার অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠিতপ্রায় কার্য্য সমুদায়ই ত জানিতে পারে? হে বীরবর! যে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন না হইয়াছে, তাহা ত কেহ জানিতে পারে না? সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ আচার্য্যগণ কুমার ও যোধমুখ্যদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকে ত? সহস্র সহস্র মূর্খ দিয়াও একজন পণ্ডিত ক্রয় কর কি না? কেননা পণ্ডিতব্যক্তি শঙ্কাপন্ন বিপদ্ হইতেও উদ্ধার করিয়া মঙ্গল-সাধন করেন। তোমার দুর্গ সকল ধন, ধান্য, রত্ন, অস্ত্র, শস্ত্র, জলযন্ত্রসমূহ, শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধারী লোক সকল দ্বারা পরিপূরিত আছে ত? মেধাবী শৌর্য্যসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ একজন রাজমন্ত্রীও রাজা বা রাজপুত্রকে মহতী শ্রীসম্পন্ন করিতে পারেন; অতএব এরূপ কোন অমাত্য আপনার নিকটে আছেন ত? হে শত্রুমর্দ্দন! পরস্পর অবিজ্ঞাত তিন তিন প্রণিধি দ্বারা বিপক্ষদিগের পুরোহিত প্রভৃতি অষ্টাদশ তীর্থ এবং স্বপক্ষের পঞ্চদশ তীর্থ অবগত হইতেছ ত? শত্রুদিগের অগোচরে সর্ব্বদা সাবধান ও যত্নযুক্ত হইয়া তাহাদিগের সকল ব্যাপার জানিতেছ কি না? বিনয়সম্পন্ন সদ্বংশজাত, বহুশ্রুত অসূয়াশূন্য ও মহানুভব এতাদৃশ পুরোহিতকে তুমি সতত সৎকার করিয়া থাক ত? কোন সরল মতিমান বিধিদর্শী ব্যক্তি তোমার অগ্নিহোত্র কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কোন সময়ে হোম করা হইয়াছে এবং কোন্ সময়ে করিতে হইবে, তাহা বিজ্ঞাপন করেন ত? যে ব্যক্তি তোমার জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রতিপাদক, তিনি সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে অঙ্গপরীক্ষায় সুনিপুণ, দৈবাভিপ্রায়বেত্তা এবং দৈবাদি উৎপাতসময়ে প্রতিকারদক্ষ বটেন ত? উত্তমাধমমধ্যম কার্য্যে উত্তমাধমমধ্যম ভৃত্য সকল নিয়োজিত হইয়াছে কি না? কুলক্রমাগত, অকপট, বিমলচিত্ত, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিবর্গকে, শ্রেষ্ঠকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক তোমার তীক্ষ্ণদণ্ডে প্রজাবর্গ উদ্বেজিত হয় না ত? মন্ত্রিগণ ত তোমার অনুমতি লইয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন? যাজকেরা যেমন পতিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন এবং কামিনীগণ যেমন উগ্রস্বভাব স্বেচ্ছাবিহারী স্বামীকে অবজ্ঞা করে, তদ্রূপ অমা-

১। যুধিষ্ঠির সভায় নারদের আগমন।



মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ববর্গ রাজ সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় ইতিহাসপুরাণজ্ঞ * * * মহর্ষি নারদ পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া মনের ন্যায় দ্রুতগমনে সেই সভায় আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে জয়াশীর্ব্বাদদ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। ২১৪ পৃষ্ঠা ( সভাপর্ব্ব )।

ত্যেরা তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? তোমার সেনাপতি প্রগল্‌ভ, শূর, মতিমান, ধৈর্য্যশালী, শুচি, সংকুলজাত, অনুরক্ত ও কার্য্যদক্ষ বটেন ত? তোমার সৈনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ প্রগল্‌ভ, বিশুদ্ধচিত্ত, বিক্রমান্বিত প্রধান প্রধান লোকদিগকে তুমি ত সৎকারপূর্ব্বক সম্মান করিয়া থাক? সৈন্যদিগের অহরহ প্রদেয় উচিতমত অন্ন ও বেতন ত যথাকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে? কালাতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে ত পীড়া দেওয়া হয় না? কেননা যথাকালে ভৃত্যদিগকে অন্ন ও বেতন না দিলে তাহারা দুর্গতিবিশত প্রভুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে; সেই অনর্থটিকে পণ্ডিতেরা বিষম অনর্থ বলেন। সদ্বংশজাত ও অনুরক্ত প্রধান প্রধান লোকসকল তোমার হিতের জন্য সর্ব্বদা প্রফুল্লমনে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হন ত? শাসনাতিবর্ত্তী কোন কামাত্মা ব্যক্তি একাকী বহুপ্রকার সাংগ্রামিক ব্যাপার স্বেচ্ছানুসারে অনুশাসন করে না ত? কোন পুরুষ পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক আপনার কর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়া তোমার নিকটে সমধিক মান অথবা সমধিক অন্ন ও বেতন লাভ করিয়া থাকেন ত? বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন জ্ঞানবিশারদ লোকদিগকে তুমি গুণানুসারে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান কর ত? হে ভরতর্ষভ! তোমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগী অথবা বিপন্নব্যক্তিদিগের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাক ত? ভয়প্রাপ্ত কিংবা ক্ষীণবল হইয়া আগত অথবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শরণাগত শত্রুদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন কর ত? হে ধরণীশ্বর! পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকে তোমাকে পক্ষপাত শূন্য ও মাতা পিতার ন্যায় অশঙ্কনীয় বোধ করে ত? শত্রু ব্যসনযুক্ত হইয়াছে শুনিয়া তুমি মন্ত্র, কোষ ও উৎসাহ এই ত্রিবিধ বল সম্যক্ পর্য্যালোচনপূর্ব্বক তাহার প্রতি সত্বর অভিগমন করিয়া থাক ত? হে অরিন্দম! পার্ষ্ণিগ্রাহপ্রভৃতি দ্বাদশবিধ মণ্ডল, কৃত্যনিশ্চয় ও পরাজয় বিশেষরূপে জানিয়া এবং সৈনিকদিগকে অগ্রিম বেতন প্রদান করিয়া দৈবাদি ব্যসন সমস্ত পর্য্যালোচনপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাক ত? হে শত্রুতাপন! পরস্পর ভেদোৎপাদন-নিমিত্ত পররাষ্ট্রে প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে শত্রুর অলক্ষিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যোগ্যতানুসারে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান কর ত? হে পৃথাপুত্র! অগ্রে আত্ম-বিজয়পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরে অজিতেন্দ্রিয় প্রমত্ত শত্রুদিগের পরাজয় বাসনা কর ত? শত্রুদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয় বিধিবৎ প্রয়োগ করা হয় ত? অগ্রে স্বরাজ্য বিলক্ষণরূপে রক্ষিত করিয়া পরে রিপুদিগকে জয় করিতে বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক ত? জয় করিয়া ত তাহাদিগকে রক্ষা কর? হে শত্রুনাশন! অষ্টাঙ্গসম্পন্ন চতুর্ব্বিধ বলবিশিষ্ট সৈন্যগণ প্রধান প্রধান যোধগণকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়া তোমার শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হয় ত? হে মহারাজ! পররাষ্ট্রে শস্যচ্ছেদনের ও দুর্ভিক্ষের সময় পরিত্যাগ না করিয়া সমরে শত্রুদিগের হিংসা কর ত? স্বকীয় ও পরকীয় রাষ্ট্রে বহুবিধ ভৃত্যবর্গ বহুবিধ বিষয়ে নিয়োজিত থাকিয়া তত্তৎ কর্ম্ম সম্পাদন ও পরস্পর রক্ষা করে ত? হে রাজন্! তোমার বিশ্বস্ত লোকেরা ত আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রচন্দনাদি সকল সঞ্চয় করিয়া রাখে? কোষ, শস্যগৃহ, বাহন, দ্বার, আয়ুধ ও অন্তঃপুর; এ সমস্ত তোমার কল্যাণকর ভক্তভৃত্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয় ত? হে প্রজাপালক! সূপকার প্রভৃতি আভ্যন্তরিক এবং সেনাপতিপ্রভৃতি বাহ্যজনগণ হইতে অগ্রে আপনাকে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ পুত্রাদি আত্মীয়গণ হইতে তাহাদিগকে এবং তাঁহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাক ত? দিবসের পূর্ব্বভাগে তোমার পান, প্রমদা, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ব্যসন-জনিত অপব্যয় ত কেহ জানিতে পারে না? তোমার আয়ের অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশদ্বারা ব্যয়ের পূরণ হইয়া থাকে ত? গুরু, বৃদ্ধ, বণিক, শিল্পিজীবী, আশ্রিত ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা ধনধান্য দিয়া অনুগ্রহ করিয়া থাক ত? আয়ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখকেরা প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে তোমার আয় ব্যয় নিরূপণ করে ত? বিষয়ে অপ্রমত্ত হিতৈষী প্রিয় কর্ম্মচারিদিগকে বিনাদোষদর্শনে কর্ম্মচ্যুত কর না ত? হে ভরতনন্দন! উত্তম অধম ও মধ্যম লোকদিগকে বিশেষরূপে জানিয়া অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক ত? হে প্রজাপালক! চৌর, লুব্ধ, বৈরী, কি বালকগণ তোমার কার্য্য নির্ব্বাহে ত নিযুক্ত হয় না? চৌর লুব্ধ, কুমার বা স্ত্রীগণকর্ত্তৃক অথবা তোমাকর্ত্তৃক রাজ্যের কোন উপদ্রব হয় না ত? তোমার রাজ্যের কৃষাণেরা ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল জলপূর্ণ হইয়া বিভাগানুসারে স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে ত? কৃষিকার্য্যে বৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যকতা নাই ত? কৃষিজীবিদিগের বীজ ও অন্নের ত হানি হয় না। প্রত্যেক শতের প্রতি চতুর্থাংশ বৃদ্ধি লইয়া তাহাদিগকে সানুগ্রহমনে ঋণদান কর ত? তোমার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ঋণদান এই চতুর্ব্বিধা বার্ত্তা সচ্চরিত্র মানবগণকর্ত্তৃক সুন্দররূপে অনুষ্ঠিতা হয় ত? হে তাত! বার্ত্তার সংস্রব থাকিলেই লোকে সুখী হইতে পারে। শৌর্য্য ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন পঞ্চব্যক্তি পৌরপালন, দুর্গপালন, বণিক্‌পালন, কৃষিপর্য্যবেক্ষণ ও দুষ্ট লোকের শাসন, এই পঞ্চবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার জনপদের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন ত? রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত গ্রামসকল নগরতুল্য এবং প্রান্তভাগসমস্ত গ্রামতুল্য করা হইয়াছে কিনা? প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রেরণাদিদ্বারা তোমার প্রতি তৎসমুদায়ের নির্ভর আছে ত? চৌরেরা তোমার পুর সমস্ত নিহত করত সম ও বিষম সর্ব্বস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইলে সৈনিক পুরুষেরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয় ত? তুমি স্ত্রীদিগকে সান্ত্বনা ও রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস অথবা তাহাদিগের নিকট কোন গোপনীয় বিষয় প্রকাশ কর না ত? হে নৃপতে! কোন বিপদের উপক্রম শুনিয়া এবং তন্নিমিত্ত চিন্তা করিয়া অন্তঃপুর-মধ্যে স্রক্‌চন্দনাদি প্রিয়বস্তু সমস্ত অনুভব করত শয়ন করিয়া থাক না ত? রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে সুখসুপ্ত হইয়া শেষযামে উত্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাক ত? হে পাণ্ডুপুত্র! যথাকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুসজ্জ হইয়া সময়জ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত দর্শনার্থী লোকদিগের প্রত্যহ দর্শন দিয়া থাক ত? হে শত্রুবিমর্দ্দন! রক্তাম্বরধারী অলঙ্কৃত পুরুষেরা অস্ত্রধরিয়া রক্ষানিমিত্ত তোমার উভয়পার্শ্বে অবস্থান করে ত? কি দণ্ডনীয়, কি পূজার্হ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, সকলেরই প্রতি পরীক্ষা করিয়া যমের

ন্যায় সম্যক্ ব্যবহার করিয়া থাক ত? হে পৃথাপুত্র! নিয়ম ও ঔষধদ্বারা শারীরিক পীড়ার এবং বৃদ্ধগণের উপদেশদ্বারা মানসিক পীড়ার শান্তি কর কি না? নিদান পূর্ব্বরূপাদি অষ্টাঙ্গ চিকিৎসায় ব্যুৎপন্ন এবং সৌহার্দ্দ ও অনুরাগসম্পন্ন বৈদ্যগণ তোমার শরীররক্ষণে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন ত? হে প্রজাপালক! বাদি প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হইলে, অভিমান, বা লোভমোহবশত তাহাদের কার্য্য পর্য্যালোচনা কর না, একাপ কদাচ হয় না ত? বিশ্বাস বা প্রণয়হেতু যাহারা তোমার আশিত হয়, তুমি লোভমোহ-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগের বৃত্তিচ্ছেদ কর না ত? তোমার পুরবাসী ও রাষ্ট্রবাসিজনগণ বিপক্ষকর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার সহিত কোনক্রমে বিরুদ্ধ ব্যবহার করে না ত? হে যুধিষ্ঠির! তোমার দুর্ব্বলশত্রু বলদ্বারা এবং প্রবল শত্রু মন্ত্র বা মন্ত্র ও বল উভয়দ্বারাই প্রপীড়িত হয় ত? প্রধান প্রধান ভূপালেরা তোমার অনুরক্ত আছেন ত? তোমাকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহারা তোমার মঙ্গলার্থ প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ত উদ্যত হন? তুমি সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ে গুণানুসারে ব্রাহ্মণগণ ও সাধুজনদিগের পূজা করিয়া থাক ত? কারণ তাদৃশী পূজা তোমার নিশ্চয় শ্রেয়স্করী। পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত বেদমূলক ধর্ম্মকর্ম্মে তোমার আস্থা আছে ত? তাঁহারা যেরূপ করিতেন, তুমিও ত সেইরূপ করিতে যত্নবান হইয়া তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও? গুণশালী ব্রাহ্মণেরা তোমার সমক্ষে প্রতিদিন সুস্বাদ ও গুণকারক খাদ্যদ্রব্যসমূহ ভোজন ও দক্ষিণালাভ করেন ত? তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনন্যমনে বাজপেয় পুণ্ডরীক-প্রভৃতি যজ্ঞ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে যত্ন কর ত? বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, গুরু, দেবতা ও তাপসদিগকে এবং কল্যাণজনক চৈত্যবৃক্ষ ও ব্রাহ্মণগণকে ত নমস্কার করিয়া থাক? হে অনঘ! তুমি কাহারও শোক বা ক্রোধের উৎপাদন কর না ত? পুরোহিত মঙ্গলপ্রদ মানবেরা তোমার পার্শ্বস্থ হইয়া স্বস্ত্যয়ন করেন ত? হে অরিন্দম! আমি আয়ু ও যশোবর্দ্ধিনী এবং ধর্ম্মকামার্থপ্রদর্শিনী যাদৃশী বুদ্ধি ও ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিলাম, তোমার বুদ্ধি ও ক্রিয়াও ত তাদৃশী বটে? যিনি এই বুদ্ধির অনুসারে চলেন, তাঁহার রাষ্ট্র কদাচ অবসন্ন হয় না এবং সেই রাজা সমস্ত মহীমণ্ডল জয় করিয়া অত্যন্ত সুখী হন। হে নরশ্রেষ্ঠ! শাস্ত্রপণ্ডিতম্মন্য অনভিজ্ঞ অমাত্যগণ লোভপরবশ কোন বিশুদ্ধাত্মা দোষস্পর্শশূন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদে সকলঙ্ক করিয়া বিনষ্ট করেন না ত? অপিচ তাহারা জানিয়া শুনিয়াও বাস্তবিক চৌর্য্যকারী তস্করকে অর্থের সহিত ধরিয়া ঐ অর্থের লোভে উহাকে মুক্ত করে না ত? হে ভারত! তোমার অমাত্যেরা উৎকোচলাভে বশীভূত হইয়া ধনী ও দরিদ্রদিগের মধ্যে উৎপন্ন বিবাদ সমস্ত অযথারূপে পর্য্যালোচন করেন না ত? নাস্তিকতা, অসত্য, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করা, আলস্য, চিত্তচাঞ্চল্য, একের সহিত বিষয়চিন্তন, অর্থানভিজ্ঞ লোকদিগের সহিত মন্ত্রণা, অধ্যবসিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণারক্ষা না করা, মঙ্গল কর্ম্মের অননুষ্ঠান এবং বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বকার্য্যেই উত্থান রাজাদিগের এই চতুর্দ্দশ দোষ পরিত্যাগ করিয়া থাক ত? বদ্ধমূল হইলেও রাজারা এই সকল দোষে প্রায়ই বিনষ্ট হন। হে রাজন্! তোমার বেদাধ্যয়নে, ধন স্ত্রীগ্রহণ ও শাস্ত্রজ্ঞান এ সমস্তই সফল হইয়াছে ত?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বেদসমুদায়, ধন, ভার্য্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান কি প্রকারে সার্থক হইয়া থাকে? নারদ কহিলেন, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই বেদসমুদয় সফল হয়, দান ও উপভোগ করিলেই ধনের সার্থকতা হয়; কামবৃত্তি পোষণ ও পুত্রোৎপাদন করিলেই স্ত্রীগ্রহণ করা সফল হয়; এবং শীল ও সদাচারাদিসম্পন্ন হইলেই শাস্ত্রজ্ঞান সার্থক হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতপস্বী নারদ মুনি এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! লাভাকাঙ্ক্ষায় দূরদেশ হইতে আগত বণিক্‌দিগের নিকটে শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা যথাবিহিত শুল্ক লইয়া থাকে ত? সেই সমস্ত বণিকেরা তোমার নগর ও রাষ্ট্রমধ্যে সম্মানিত হইয়া এবং প্রতারণাদ্বারা বঞ্চিত না হইয়া পণ্যদ্রব্যসমূহ আনয়ন করিতে সমর্থ হয় ত? তুমি ধর্ম্মার্থপ্রদর্শক অর্থজ্ঞ বৃদ্ধদিগের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য সকল নিয়ত শ্রবণ করিয়া থাক ত? নবান্নের উৎপত্তি-সময়ে নবোদবনিমিত্ত, পুত্রের সংস্কারার্থ এবং শুদ্ধ ধর্ম্মের নিমিত্ত ও পিতৃলোকের উদ্দেশে দ্বিজাতিদিগকে ঘৃতমধু প্রদত্ত হইয়া থাকে ত? রাজন্! তুমি সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকার শিল্পিদিগের মাসচতুষ্টয়ের অনধিক কালোপযুক্ত সম্যক্‌রূপে নিরূপিত বেতন ও নির্ম্মাণ-সামগ্রী সমস্ত প্রদান করিয়া থাক ত? শিল্পিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য ত অবগত হও? এবং সাধুসমাজে কর্ম্মকর্ত্তার প্রশংসা করিয়া তাহাকে ত সৎকার প্রদান কর? হে বিভো ভরতর্ষভ! তুমি সংক্ষিপ্ত-সিদ্ধান্তযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাক্য বিশেষত হস্ত্যশ্বরথাদি-পরীক্ষার সূত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাক ত? হে ভরতনন্দন! ধনুর্ব্বেদসূত্র ও নগর হিতকর যন্ত্রশিল্পাদি সমস্ত তোমার গৃহে অভ্যস্ত হয় ত? হে অনঘ! যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার শস্ত্র, ব্রহ্ম-দণ্ড, অর্থাৎ আভিচারিক বিদ্যা এবং বিষপ্রয়োগের উপায় সমুদায়, শত্রুক্ষয়-কারক এই সমস্ত বিষয় তোমার বিদিত আছে ত? তুমি অগ্নি সর্পাদি হিংস্রজন্তু, রোগ ও রাক্ষস এই সমস্তজনিত ভয় হইতে স্বকীয় প্রজাবর্গকে ত রক্ষা কর? হে ধর্ম্মজ্ঞ! অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন ও সন্ন্যাসিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া থাক? হে রাজন! নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা ও দীর্ঘ-সূত্রতা, অনর্থকর এই ছয়টি দোষ ত দূরীকরণ করিয়াছ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দেবরূপী ব্রাহ্মণসত্তম নারদের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম ও চরণযুগলে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি প্রশ্নচ্ছলে যে সকল উপদেশ দিলেন, আমি তদনুরূপ সমুদায় আচরণ করিব, যেহেতু আপনার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি অধিকতর বর্দ্ধিতা হইল। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া তদনুরূপ আচরণই করিয়াছিলেন এবং সাগরান্ত মহীমণ্ডল লাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। নারদ কহিলেন, যে রাজা এইরূপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষণে নিযুক্ত হন, তিনি ইহকালে পরমসুখে বিহার করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রহ্মর্ষি নারদের কথাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া এবং তাঁহার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আনুপূর্ব্বীক্রমে তদীয় বাক্যের প্রত্যুত্তর করত কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে যথানিরূপিত ধর্ম্মসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলেন, ইহা ন্যায়ানুগতই বটে, আমি যথাশক্তি ও যথান্যায়ে এই বিধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে ভূপালগণ যেরূপে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা যথান্যায়ে সংগৃহীতার্থ, হেতুমৎ ও অর্থযুক্ত সন্দেহ নাই। হে প্রভো! আমরা তাঁহাদিগের সেই সৎপথে যাইতে বাসনা করি বটে, কিন্তু সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা যেরূপে চলিয়াছিলেন, আমরা সেরূপ চলিতে পারি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজা ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নারদোক্ত বাক্যের সমাদরপূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া মুহূর্ত্তকাল পরে সেই অমিততেজস্বী, সর্ব্বলোক-বিহারী, সংযমশীল দেবর্ষিকে বিশ্রান্ত ও সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট দৃষ্টি করিয়া এবং আপনিও নিকটে উপবিষ্ট হইয়া উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় সভাস্থ রাজগণ-সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে নানাবিধ বহুসংখ্য লোকসমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আপনি মনের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সঞ্চারণ করিয়া থাকেন, অতএব বলুন, মদীয় এই সভার সদৃশী অথবা ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টা হইতে পারিবে, এরূপ কোন সভা কোথাও দৃষ্টি করিয়াছেন কি না? বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া নারদ সস্মিতবদনে মধুরবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে তাত ভারত! তোমার এই মণিময় সভাসদৃশ সভান্তর মনুষ্যলোকে আমার কদাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই; পরন্তু যদি তুমি শুনিতে বাসনা করিলে, তবে তোমার নিকট যমরাজের, ধীমান বরুণের, ইন্দ্রের, কুবেরের এবং ব্রহ্মার গ্লানিশূন্যা দিব্যসভার বিষয় বর্ণন করি। ঐ সকল পবিষদ দিব্য ও অদিব্য অভিপ্রায় অর্থাৎ সর্ব্বলোক-সম্বন্ধীয় গঠনপ্রণালী-সমন্বিত হওয়ায় নানারূপ ধারণ করিয়াছে। দেবগণ, পিতৃগণ, গণদেবতাগণ, সংযতাত্মা যাজ্ঞিকগণ এবং বেদরূপ-যজ্ঞানুষ্ঠায়ী দক্ষিণান্বিত শান্তস্বভাব মুনিগণ তৎসমুদায়ের সেবা করিয়া থাকেন। নারদ এইরূপ বলিলে, মহামনা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এইরূপ নিবেদন করিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি উক্ত সভা-সমুদায়ের কীর্ত্তন করুন। কোন্ কোন্ সভায় কি কি দ্রব্য সকল রহিয়াছে; দীর্ঘপ্রস্থেই বা কোন্ সভা কত হইবে; ব্রহ্মার সভাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে উপসনা করিয়া থাকেন; দেবরাজ বাসব, সূর্য্যকুমার যম, বরুণ ও কুবের প্রভৃতিদিগের সভাতেই বা কোন্ সকল ব্যক্তি ইহাঁদিগকে উপাসনা করেন; এই সমস্ত শুনিতে আমাদিগের সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি এই সমুদয় আমাদিগের নিকট যথান্যায়ে বর্ণন করুন। পাণ্ডুনন্দনের এইরূপ জিজ্ঞাসায় নারদ কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদয় সভারই কীর্ত্তন করিতেছি, ক্রমে ক্রমে শ্রবণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদ কহিলেন, হে কুরুকুলোদ্ভব! ইন্দ্রের সভা অতিশয় দীপ্তিমতী। তিনি স্বকৃত পুণ্যফলে উহা লাভ করিয়াছেন এবং ঐ অর্কসদৃশ-তেজঃশালিনী দিব্যসভা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ আকাশচরী কামগামিনী সভা দৈর্ঘ্যে সার্দ্ধশতযোজন, প্রস্থে শতযোজন এবং ঊর্দ্ধে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণা; জরাশোকক্লান্তিহারিণী, শঙ্কাশূন্যা, শান্তিপ্রদা মঙ্গলদায়িকা, উৎকৃষ্ট গৃহ ও আসনবিশিষ্টা; দিব্য পাদপসমূহে সুশোভিতা, সুতরাং অতীব রমণীয়া। হে পৃথানন্দন! ঐ সভায় দেবরাজ ইন্দ্র লোহিত কেয়ূরবান্ কিরীটধারী এবং নির্ম্মল বসন ও বিচিত্রমাল্য পরিধায়ী হইয়া অনির্দ্দেশ্য রূপ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় সহধর্ম্মিণী শচী, শোভা, সম্পত্তি, শ্রী, দ্যুতি ও কীর্ত্তির সহিত পরমোৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মহারাজ! গৃহমেধী সমস্ত মরুদ্গণ ঐ সভায় মহাত্মা শতক্রতুকে নিয়ত উপাসনা করেন। সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, দেবর্ষিগণ, দেবগণ এবং সুবর্ণমালান্বিত দীপ্তিশালী সমবেত মরুদ্গণ, দিব্যরূপী ও সুন্দর অলঙ্কৃত এই সমস্ত ব্যক্তিরা অনুচরবর্গের সহিত অরিন্দম মহানুভব দেবরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে পার্থ! নির্ম্মল, বীতপাপ, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, মহাতেজস্বী, সোমরাজা, জরাশোক-বিহীন দেবর্ষিগণ এবং পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরশিরা, দুর্ব্বাসা, ক্রোধন, শ্যেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, সাবর্ণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড, ভাণ্ডায়নি, হবিষ্মান, গরিষ্ঠ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদরশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষাবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা কাল, করালদন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা, তুম্বুরু, সহদেব, সুনীথ, মহাতপা বাল্মীকি, সত্যবাদী শমীক, সত্যসঙ্গর, প্রচেতা, মেধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুত্ত, মরীচি, মহাতপা স্থাণু, কাক্ষীবান, গৌতম, তার্ক্ষ্য, বৈশ্বানর, কালকবৃক্ষীয়, আশ্রাব্য, হিরণ্ময়, সম্বর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান বিশ্বক্সেন, কণ্ব, কাত্যায়ন, গার্গ্য ও কৌশিক এই সমস্ত মুনি ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ এবং অযোনিজাত, যোনিজাত, বায়ুভক্ষ, হুতভক্ষ প্রভৃতি সাবৎ প্রাণিবর্গই এই সভায় সর্ব্বলোকেশ্বর বজ্রধারী ইন্দ্রকে উপাসনা করেন। হে পাণ্ডুনন্দন! দিব্যীয় জল ও ওষধি সমস্ত এবং শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, বিদ্যুৎপুঞ্জ, পয়োবাহ, মেঘনিবহ, বায়ুসমস্ত, স্তনয়িত্নুগণ, প্রাচীদিক্, যজ্ঞনির্ব্বাহক সপ্তবিংশতি অগ্নি, অগ্নিষোম, ইন্দ্রাগ্নী, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ সমস্ত সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমন, তরুণ, যজ্ঞ সকল দক্ষিণা সমুদয়, গ্রহগণ, স্তোভসমূহ ও মন্ত্রসমস্ত সমস্ত ঐ সভায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! তথায় মনোজ্ঞ অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ নানাপ্রকার নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, স্তুতিপাঠ, মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিক্রম প্রকাশদ্বারা বৃত্রবিনাশী মহাত্মা দেবরাজ শতক্রতুর চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মূর্ত্তি মাল্যাবৃত ও অলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ এবং অপরাপর ব্যক্তি সকল নানাবিধ বিমানদ্বারা ঐ সভায় যাতায়াত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্যই অবস্থিত থাকেন। হে রাজন্! এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য যতব্রত মহাত্মাগণ এবং ব্রহ্মসদৃশ ভৃগু ও সপ্তর্ষিবর্গ, চন্দ্র তুল্য বিমাননিকরদ্বারা সাক্ষাৎ সোমের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উক্ত সভায় গতিবিধি করেন। হে মহাবাহো! ইন্দ্রের সেই পুষ্কর-

মালিনী-নাম্নী সভা আমি এতাদৃশী নিরীক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণে যমের সভার বিষয় শ্রবণ কর।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! যমের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা যে সভা নির্ম্মাণ করেন, আমি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি, মনোনিবেশ কর। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ তেজোময়ী কামরূপিণী সভাটি দৈর্ঘ্যবিস্তারে শতযোজন অপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণা। উহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালিনী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে এবং অনতি-শীতল ও অনতি-উষ্ণ হওয়ায় মনের আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়াছে। ঐ সভায় জরা, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা, অপ্রিয়, দীনতা, ক্লান্তি, প্রতিকূলতা, কিছুই নাই। কি দেবতা, কি মানুষ, সকলেরই অভিলষিত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যজাত তথায় উপস্থিত রহিয়াছে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সকলপ্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্যই তথায় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত আছে। হে শত্রুবিমর্দ্দন! তথাকার পুষ্পমালার মনোহর গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে; বৃক্ষসকল ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদান করিতেছে; এবং সুমিষ্ট, শীতল ও উষ্ণ জলসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সভায় পবিত্র রাজর্ষি ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সূর্য্যনন্দন যমকে উপাসনা করেন। হে রাজেন্দ্র! যযাতি; নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্যু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবা, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ, কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতর্দ্দন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত্ত, কুশিক, সাঙ্কাশ্য, সাঙ্কৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদশ্বোর্ম্মি, কার্ত্তবীর্য্য, ভরত, সুরথ, সুনীথ, নিশঠ, নল, দিবোদাস, সুমনা, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পৃথুবেগ, পৃথুশ্রবা, পৃষদশ্ব, বসুমনাঃ, বলবান্ ক্ষুপ, বৃষদ্গু, বৃষসেন, পুরুকুৎস, ধ্বজী, রথী আর্ষ্টিষেণ, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনরি, পুণ্ডরীক, শর্য্যাতি, শরভ, শুচি, অঙ্গ, রিষ্ট, বেণ, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাসুরি, সুনীথ, নিষধ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লিক, সুদ্যুম্ন, বলবান্ মধু, ঐল, মরুত্ত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জ্জুন, ব্যশ্ব, সাশ্ব, কৃশাশ্ব, শশবিন্দু, দশরথপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, প্রতর্দ্দন, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, জামদগ্ন্য রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ, জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, উপরিচর, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভীমজানু, গৌরপৃষ্ঠ, নয়, অনয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুদ্যুম্ন, পৃথুলাশ্ব, অষ্টক, মৎস্যবংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপতি, হয়বংশীয় শত মহীপাল, একশত ধৃতরাষ্ট্র, অশীতি জনমেজয়, শত ব্রহ্মদত্ত, ঈরিদিগের একশত, দুইশতাধিক ভীম, শত ভীম, শত প্রতিবিন্ধ্য, শত নাগ, শত হয়, শত পলাশ, কাশকুশাদি শত জন, রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরথ, দেবরাজ জয়দ্রথ, মন্ত্রিগণের সহিত বুদ্ধিমান্ রাজর্ষি বৃষদর্ভ এবং যাঁহারা ভূরি ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বহুসংখ্য মহা মহা অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সহস্র সহস্র শশবিন্দু, এই সমস্ত কীর্ত্তিশালী বহুল-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন পবিত্র রাজর্ষিগণ ঐ সভায় বৈবস্বতের উপাসনায় রত আছেন। অপিচ অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল, মৃত্যু, যাগশীলগণ, সিদ্ধগণ, যোগিগণ, অগ্নিষ্বাত্ত ফেনপ উষ্মপ স্বধাবিশিষ্ট বর্হিষদ্ ও অন্যান্য মূর্ত্তিমন্ত পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান্ অগ্নি, অবিদ্যাকর্ম্মনিষ্ঠ ও দক্ষিণায়নে মৃতমানবগণ সময়নিরূপক যমকিঙ্করগণ এবং শিংশপ পলাশ কাশকুশ প্রভৃতি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া সেই সভায় যমরাজের উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। হে নরনাথ! পিতৃপতির এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য সভাসদগণের নাম বা কর্ম্ম সমুদায় নিরূপণ করা অসাধ্য ব্যাপার। সেই কামগামিনী রমণীয়া সভাটি কোনক্রমেই সংকীর্ণা নহে। ঐ সভায় কাহারও যাইবার বাধা নাই; বিশ্বকর্ম্মা দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে ভরতনন্দন! ঐ সভা স্বকীয় তেজোদ্বারা প্রজ্বলিত ও উদ্ভাসমানা হইতেছে। উগ্রতপোবিশিষ্ট, শান্তস্বভাব, সত্যবাদী, ধৃতব্রত, ভাস্বর-দেহধারী পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পবিত্র, সন্ন্যাসিগণ বিমলবস্ত্র পরিধান এবং বিচিত্র কেয়ূর, বিচিত্রমাল্য ও উজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক উক্ত সভায় গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই সুবিহিত পুণ্যকর্ম্ম ও শুভপরিচ্ছদদ্বারা ভূষিত আছেন। মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ ও অনেকানেক অপ্সরাগণ নৃত্য গীত হাস্য বাদ্যাদিতে ঐ সভার সর্ব্বস্থান প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ করিতেছেন; সর্ব্বত্রই পবিত্রগন্ধ ও পুণ্যধ্বনি সকল উত্থিত হইতেছে; এবং মনোহর মালাসকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐ সভায় সহস্র সহস্র ধর্ম্মনিষ্ঠ দিব্যরূপধারী মনস্বিগণ প্রজানাথ মহাত্মা যমের উপাসনা করিতেছেন। মহারাজ! যমের সেই সভাটি ঈদৃশ গুণশালিনী। এক্ষণে পুষ্করতীর্থমালিনী বরুণের সভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! বরুণের অপরিমেয় তেজঃশালিনী দিব্যসভা পরিমাণে যমের সভারই তুল্য। উহার প্রাচীর ও তোরণসকল শুভ্রবর্ণ। বিশ্বকর্ম্মা জলের মধ্যে ঐ সভা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার চতুর্দ্দিকে ফলপুষ্পপ্রদ রত্নময় দিব্য বৃক্ষসকল এবং মঞ্জরীজালধারী গুল্মসমূহ, নীল পীত কৃষ্ণ শ্যামল শুক্ল লোহিতাদিবর্ণের বিচিত্রচন্দ্রাতপস্বরূপ হইয়া সুশোভিত রহিয়াছে। শত শত সহস্র সহস্র পরমসুন্দর কলেবর মধুরস্বর অনির্দ্দেশ্য বিচিত্র বিহঙ্গমগণ ঐ সভায় ইতস্তত বিহার করিয়া থাকে। ঐ সভার স্পর্শ অতীব সুখকর; উহাতে অধিক শীতও হয় না, অধিক গ্রীষ্মও হয় না। ঐ বরুণপালিতা শুভ্রবর্ণা রমণীয়া সভার সর্ব্বস্থানে দিব্য আসন ও দিব্যগৃহসকল প্রস্তুত রহিয়াছে। বরুণদেব দিব্যবস্ত্র ও দিব্যরত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঐ সভায় বরুণানীর সহিত একত্র উপবেশন করেন। মাল্যালঙ্কৃত, দিব্যচন্দন-চর্চ্চিত, দিব্যগন্ধান্বিত আদিত্যগণ তথায় জলেশ্বর বরুণকে উপাসনা করেন। হে পৃথিবীপতে! ঐ সভায় বাসুকি, তক্ষক ঐরাবণ, কৃষ্ণ, লোহিত, পদ্ম, চিত্র, কম্বল, অশ্বতর, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, মণিমান্, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, পাণিমান, কণ্ডুক, বলবান্ প্রহ্লাদ, মূষিকাদ ও জনমেজয়, এই সমস্ত পতাকী, মণ্ডলী ও ফণাধারী নাগগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সর্প অশ্রান্তচিত্তে বরুণদেবের উপাসনায় রত আছে। হে ধরণীনাথ! বিরোচননন্দন বলি, পৃথিবীজেতা নরকরাজ, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি কালকঞ্জাদি দানবগণ, সুহনু দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, সুনামা সমনিস্বন,

ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরা, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, দশাবর, টিট্টিভ, বিটভূত, সংহ্রাদ, ইন্দ্রতাপন প্রভৃতি দৈত্যদানবগণও দিব্যপরিচ্ছদধারী, মাল্যবন্ত, কিরীটযুক্ত ও মনোহর কুণ্ডলাদি দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঐ সভায় ধর্ম্মপাশধারী বরুণদেবের উপাসনা করিয়া থাকে। শৌর্য্যসম্পন্ন ঐ সমস্ত দানবেরা সকলেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়াছে এবং তপঃসিদ্ধি করিয়া বর পাইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! সমুদ্রচতুষ্টয়, গঙ্গানদী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণ্বা, বেগবতী নর্ম্মদা বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, সিন্ধু, দেবনদী, গোদাবরী কৃষ্ণবেণ্বা কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা বৈতরণী, তৃতীয়া, জ্যেষ্ঠিলা, মহানদ, শোণ চর্ম্মণ্বতী মহানদী, পর্ণাশা সরযূ, বারবত্যা, লাঙ্গলী, করতোয়া, আত্রেয়া, লৌহিত্যমহানদ, লঘন্তী, গোমতী, সন্ধ্যা ও ত্রিস্রোতসী, লোকবিশ্রুত এই সমস্ত ও অন্যান্য সুতীর্থ সমুদায় এবং অপরাপর নদী, তীর্থ প্রস্রবণ, সরোবর কূপ, তড়াগ ও পল্বলসকল স্বয়ং স্বীয় মূর্ত্তিধারণ করিয়া মহাত্মা বরুণকে উপাসনা করে। অপিচ পৃথিবী, দিক্‌সমুদায়, ভূধরনিকর ও জলচর জন্তুসমস্ত ও জলাধিপতির উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। গীতিবাদ্যাদিবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বরুণের স্তব করত সকলেই ঐ সভায় অবস্থান করেন, যে সমস্ত মহীধর রত্নাকর ও রমণীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদায়ও সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ করত তথায় অবস্থিতি করে। বরুণের মন্ত্রী সুনাভ পুত্রপৌত্রাদিপরিবৃত হইয়া গোনামক পুষ্করতীর্থের সহিত জলেশ্বরের সেবা করিতেছেন; এইরূপে সকলেই বিগ্রহবিশিষ্ট হইয়া বরুণের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে ভরতকুলোদ্ভব! আমি ভ্রমণপ্রসঙ্গে বরুণের ঐ রমণীয়া সভা অবলোকন করিয়াছিলাম, এক্ষণে কুবেরের সভার বিবরণ শ্রবণ কর।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

নারদ কহিলেন, রাজন! কুবেরের সভা দীর্ঘে শতযোজন এবং প্রস্থে সপ্ততিযোজন বিস্তীর্ণা। কুবের তপস্যা-প্রভাবে স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কৈলাসশিখরসদৃশী ঐ সভাটি এতাদৃশ শুভ্রকান্তি যে, চন্দ্রের প্রভাকেও তিরোহিত করে। গুহ্যকগণ বহন করাতে উহা যেন আকাশসংযুক্তার ন্যায় শোভমানা হইতেছে। উহার দিব্যকাঞ্চনময় মহোচ্চ অট্টালিকাসমূহ নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে। ঐ দিব্য গন্ধশালিনী মনোহারিণী বিচিত্রসভা বহুতর মহারত্ননিচয়ে খচিতা এবং হেমময় দিব্যরঙ্গসমূহে যেন বিদ্যুৎপুঞ্জ দ্বারা বিচিত্রিতা হওয়াতে ধবল জলদ শিখরাকার ধারণ করিয়া যেন প্লবমানার ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছে। উজ্জ্বলকুণ্ডলধারী শ্রীমান্ রাজা বৈশ্রবণ বিচিত্র আভরণ ও বসন ধারণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র কামিনীগণে পরিবৃত হইয়া ঐ সভায় দিব্যপাদপীঠযুক্ত, দিব্যাস্তরণসংবৃত, দিবাকরসদৃশ সমুজ্জ্বল, পবিত্র পরমাসনে উপবেশন করেন। হৃদয়াহ্লাদন শীতলসমীরণ উদার মন্দারবন-পরিলোড়ন এবং নন্দকানন, কহ্লারবন ও অলকানাম্নী সরসীর পরিমল বহনপূর্ব্বক যক্ষাধিপতি কুবেরের সেবা করে। মহারাজ! ঐ সভার সভাসদ্ দেব ও গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া দিব্য-তানসহকারে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ইরা, বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী বুদ্বুদা ও লতা, এই সমস্ত অপ্সরা এবং নৃত্যগীতবিশারদ অন্যান্য সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ঐ সভায় ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের মনোহর বাদ্য, নৃত্য ও গীতদ্বারা নিরন্তর পরিপূর্ণা হওয়ায় ঐ সভাটি পরমরমণীয়া হইয়া শোভা পাইতেছে। কিন্নর ও নরনামক অপর কতকগুলি গন্ধর্ব্ব এবং মণিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ডু, মহাবল প্রদ্যোত, কুস্তুম্বুরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রোষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গল, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাস্পানিকেত ও চীরবাসা, এই সমস্ত এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র যক্ষগণ তথায় উপস্থিত থাকে। হে ভরতনন্দন! ভগবতী লক্ষ্মী ঐ সভায় সর্ব্বদা বিরাজমানা আছেন। কুবেরনন্দন নলকূবর, আমি ও মৎসদৃশ অন্যান্য ব্যক্তিসমূহ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবর্ষিবৃন্দ, সকলেই ঐ সভায় অবস্থান করিয়া থাকি। মাংসাদ রাক্ষসাদি ও মহাবলপরাক্রান্ত অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ঐ সভায় ধনপ্রদ মহাত্মা যক্ষেশ্বরের উপাসনা করে। রাজশার্দ্দূল! মহাবলশালী, শূলধারী, উগ্রধন্বা, পশুপতি, উমাপতি, ভগনেত্র হন্তা, ভগবান্ মহাদেব ত্র্যম্বক বিকটাকার, কুব্জ, লোহিতনেত্র, মহাধ্বনিযুক্ত, মেদ ও মাংসভোজী, নানাপ্রহরণধারী, বায়ুর ন্যায় মহাবেগশালী, সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর অনুচর ভূতনিকরে পরিবৃত হইয়া শ্রান্তি রহিতা দেবী ভগবতীর সহিত ঐ সভায় স্বীয় সখা ধনেশসন্নিধানে নিয়তই অবস্থান করেন। বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু পর্ব্বত, শৈলয, গীতনিপুণ চিত্রসেন, চিত্ররথ-প্রভৃতি শত শত শত গন্ধর্ব্বপতি ও অন্যান্য সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বগণ স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। অনুজ বর্গের সহিত বিদ্যাধরাধিপতি চক্রধর্ম্মা ও শত শত কিন্নরগণ ধনাধিপতি প্রভু কুবেরের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। ভগদত্তাদি রাজগণও তথায় অবস্থিতি করেন। কিংপুরুষেশ্বর দ্রুম এবং রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র ও গন্ধমাদন যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের সহিত ধনেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হন। রাক্ষসেশ্বর ধর্ম্মিষ্ঠ বিভীষণও প্রভাবসম্পন্ন ভ্রাতা কুবেরের সেবা করিয়া থাকেন। হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস মন্দর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র গন্ধমাদন, ইন্দ্রনীল, সুনাভ, উদয়াচল ও অস্তাচল, এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্যক পর্ব্বতসমূহ স্বীয় স্বীয় মূর্ত্তি ধরিয়া মেরুকে অগ্রসর করত মহাত্মা কুবেরকে উপাসনা করে। ভগবান্ নন্দীশ্বর, মহাবল, শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ ও মুখবিশিষ্ট সমস্ত দিব্যপারিষদগণ, কাষ্ঠ, কুটীমুখ, দন্তী, অধিক তপস্যাশালিনী বিজয়া ও নর্দ্দনকারী মহাবল শ্বেতবৃষভ তথায় নিয়ত উপস্থিত থাকেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রাক্ষস ও পিশাচেরা ও কুবেরের উপাসনা করে।

হে ভারত! কুবের পারিষদবর্গে পরিবৃত ত্রৈলোক্যভাবন ভগবান্ দেবদেব উমাপতি মহাদেবের নিকট সর্ব্বদা গমনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তৎসন্নিধানে উপবেশন করিতেন। একদা মহাদেব তাঁহার সহিত সখিত্ববন্ধন করেন এবং তদবধি তাঁহার সভায় নিত্যসন্নিহিত থাকেন।

হে রাজন্! সকল রত্নের সারভূত শঙ্খ ও পদ্ম সর্ব্বপ্রকার নিধি সংগ্রহপূর্ব্বক ধনেশ্বর কুবেরকে উপাসনা করিয়া থাকেন। মহারাজ! ধনাধিপতি কুবেরের সেই আকাশগামিনী সভাটিকে আমি এতাদৃশ রমণীয়া নিরীক্ষণ করিয়াছি, সম্প্রতি পিতামহ ব্রহ্মার সভার বিষয় কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদ কহিলেন; হে ভরতনন্দন! এতাদৃশরূপবিশিষ্টা বলিয়া যাঁহার নির্দ্দেশ করা যায় না, সেই ব্রহ্মসভার বিষয় কহিতে আরম্ভ করি শ্রবণ কর। মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্যদেব, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার সভা দর্শন করিয়া মানবলোক দেখিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতরণ করত মনুষ্যরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ভূলোক-মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন; তৎকালে আমাকে দেখিয়া ব্রহ্মার সেই মানসনির্ম্মিতা, অপ্রমেয়া, অনির্দ্দেশ্যরূপা স্বকীয়প্রভাবে সর্ব্বভূতমনোরমা, দিব্যসভার বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডবপ্রবর! আমি ঐ সভার অসীমগুণসমূহ শ্রবণ করিয়া দর্শনেচ্ছায় আদিত্যদেবকে এইরূপ নিবেদন করিলাম, "হে সকল কিরণের ঈশ্বর! আমি পিতামহের শুভসভা দেখিতে মানস করিতেছি; অতএব হে ভগবন! যেরূপ তপস্যা বা যেরূপ কর্ম্ম অথবা যে কোন উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা যেরূপে ঐ পাপনাশিনী উত্তমসভা আমার নয়নগোচর হয়, তাহা আমাকে বলুন। সহস্র কিরণমালী দিবাকর আমার ঐ বচন শ্রবণে কহিলেন, তুমি সংযত হইয়া সহস্রবর্ষসাধ্য ব্রহ্মব্রতানুষ্ঠান কর। তদনন্তর আমি হিমালয়পৃষ্ঠে ঐ মহাব্রতের আরম্ভ করিলাম। পরিশেষে সেই শান্তিহীন, নিষ্পাপ, বীর্য্যবান সূর্য্য আমাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। হে ভগবান নরাধিপ! ঐ সভার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য ব্যাপার, যেহেতু ক্ষণকালমধ্যে উহা অন্য প্রকার অনির্ব্বচনীয় আকার ধারণ করে। হে ভরতনন্দন! ঐ সভার পরিমাণ বা সংস্থান কেহই করিতে পারে নাই। ফলতঃ তাদৃশ রূপ পূর্ব্বে আর কখনই আমার নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সভায় অধিষ্ঠান করিলে ক্ষুধা, পিপাসা ক্লান্তি কিছুই থাকে না এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই পীড়াদায়ক হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট সুখানুভব হইতে থাকে। বোধ হয়, ঐ সভা নানা রূপবিশিষ্ট প্রদীপ্ত মণিনিকরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ সমস্ত উহাকে ধারণ করে নাই। কস্মিন্‌কালেও ঐ সভার বিনাশ নাই; উহা চিরস্থায়িনী। ঐ স্বপ্রকাশিনী সর্ব্বোপরি সভা অপরিমিত প্রভাবিশিষ্ট নানাবিধ প্রদীপ্ত দিব্যভানসমূহ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিকে অতিক্রম করিয়াছে এবং ভাস্করকে যেন উপহাসকরত দীপ্তি পাইতেছে। হে রাজন্! সেই সর্ব্ব-লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং দৈবীমায়া-সহকারে একাকী সকল লোক সৃষ্টি করত ঐ সভায় নিরন্তর অবস্থিত আছেন। দক্ষ প্রচেতা পুলহ মরীচি কশ্যপ ভৃগু অত্রি বশিষ্ঠ গৌতম অঙ্গিরা পুলস্ত্য ক্রতু প্রহ্লাদ কর্দম প্রভৃতি প্রজাপতিগণ এবং অথর্ব্ববেদী আঙ্গিরস, মরীচিপায়ী বালখিল্যগণ, মহাতেজা অগস্ত্য, বীর্য্যবান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সম্বর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসা, ধার্ম্মিকবর ঋষ্যশৃঙ্গ, মহাতপা যোগাচার্য্য বান্ সনৎকুমার, অসিত, দেবল, তত্ত্ববেত্তা জৈগীষব্য, ঋষভ, অজিতশত্রু ও মহাবীর্য্যমণি, ইহারা সকলেই ঐ সভায় ব্রহ্মার উপাসনা করেন। অপিচ অষ্টাঙ্গযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমা, গভস্তিমান্ সূর্য্য, বায়ুগণ, যজ্ঞসমস্ত, কল্প, প্রাণ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যাসকল, বায়ু, তেজ, জল, মহী, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, প্রকৃতি, বিকার ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণ পদার্থ সকলেই স্ব স্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মার উপাসনায় নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই মহাব্রতপরায়ণ ও মহাত্মা। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম অর্থ কাম হর্ষ দ্বেষ তপ দম প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুতর পদার্থপুঞ্জও ঐ সভায় উপস্থিত থাকেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিংশতিগণ এবং হংস হাহা হূহূপ্রভৃতি অপর সপ্ত প্রধান গন্ধর্ব্ব, লোকপাল সমুদায়, শুক্র বৃহস্পতি বুধ অঙ্গারক শনৈশ্চর রাহু প্রভৃতি গ্রহসমস্ত, মন্ত্র রথন্তর সাম, হরিমান্ ও বসুমান নামক কর্ম্মবিশেষ, অগ্নীষোম ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি নামদ্বয়ে উদাহৃত ইন্দ্রসহ দেবগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বকর্ম্মা, অষ্টবসু, পিতৃগণ, সমুদয় হবি, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, সমস্ত শাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদসমস্ত, বেদাঙ্গ-সকল, গ্রহ, যজ্ঞ, সোম, সমুদায় দেবতা, দুর্গতরণী গায়ত্রী, সপ্তবিধা বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি যশঃ ক্ষমা, স্তুতিশাস্ত্র সামগান সমূহ, বিবিধ গাথা, যুক্তি-যুক্ত ভাষ্যসকল, বহুবিধ নাটক, কাব্য কথা আখ্যায়িকা ও কারিকা সমুদায় এই সমস্ত ও অন্যান্য পবিত্র গুরুপূজকেরাও তথায় অবস্থিতি করেন। হে ভারত! ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, অর্দ্ধমাস, ষড়্‌ঋতু, পঞ্চবিধ সংবৎসর, যুগ, চতুর্ব্বিধ অহোরাত্র এবং সেই নিত্য অক্ষয় ও অব্যয় দিব্যকালচক্র ও ধর্ম্মচক্র তথায় নিত্যই অবস্থিত রহিয়াছেন। হে যুধিষ্ঠির! অদিতি দিতি দনু সুরসা বিনতা ইরা কালিকা সুরভী সরমা গৌতমী প্রাধা কদ্রু রুদ্রাণী শ্রী লক্ষ্মী ভদ্রা ষষ্ঠী প্রভৃতি দেব-মাতৃগণ এবং পৃথিবী গঙ্গা হ্রী স্বাহা কীর্ত্তি সুরাদেবী, শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সংনতি, আশা নিয়তি সৃষ্টি ও রতি, এই সমস্ত ও অন্যান্য দেবীগণ প্রজানাথ ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে ভরতনন্দন! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুৎগণ, সাধ্য-গণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মনের ন্যায় বেগ-বিশিষ্ট পিতৃগণ, ইঁহারাও প্রজাপতির উপাসনা করেন। হে পুরুষ-প্রবর। পিতৃদিগের সাতটি গণ; তন্মধ্যে চারটি গণ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট, আর তিনটি গণ অশরীরী। হে নৃপতে! মহাভাগ বৈরাজাদি, অগ্নিষ্বাত্তাদি ও গার্হপত্যাদি, লোকবিশ্রুত এই সমস্ত পিতৃগণ স্বর্গে সঞ্চরণ করেন; আর সোমপাদ, এক-শৃঙ্গাদ, চতুর্ব্বেদাদি ও কলাদ, এই সমস্ত পিতৃগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে পূজিত হন, ইঁহারা প্রথমে আপ্যায়িত হইয়া পরে সোমকে আপ্যায়িত করেন; হে রাজন্! সেই সমস্ত পিতৃগণই উক্ত সভায় ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে নরনাথ! রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, দানবগণ, গুহ্যকগণ নাগ-গণ, সুপর্ণগণ, সমস্ত পশুগণ এবং স্থাবর ও জঙ্গম অন্যান্য মহা ভূতগণও হৃষ্টচিত্তে অমিততেজস্বী পিতামহের উপাসনা করে। দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ কুবের, যম ও উমা সহ মহা-দেব, সকলেই সর্ব্বদা তথায় গমন করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র। কার্ত্তিকেয়, নারায়ণদেব, সমুদয় দেবর্ষিগণ, বালি-খিল্য-ঋষিগণ এবং অযোনিজ ও যোনিজ সমস্ত প্রাণিবর্গই

ক্ষ সভায় পিতামহের উপাসনা করেন। হে নরাধিপ! এই লোক-মধ্যে স্থাবর কি জঙ্গম, যে কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর , আমি সে সমুদয়ই তথায় নিরীক্ষণ করিয়াছি। হে পাণ্ডু ন! ঐ সভায় অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা ঋষি এবং পঞ্চাশৎ স্র সন্তানবান্ ঋষি আমার নেত্রগোচর হইয়াছেন। বাসী উক্ত সমস্ত লোকই ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাকে তথায় ন-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত। হে মনুজাধিপতে! সর্ব্বভূতে দয়াবান্, অপরিমেয়-ধীসম্পন্ন-মিততেজস্বী, বিশ্বাত্মা, সর্ব্ব-লোকপিতা-স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, ঐ অভ্যাগত দেবতা, দ্বিজ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, বিহঙ্গ, ময়, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-প্রভৃতি মহাভাগ অতিথিগণকে যোগ্য সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমধুর সম্ভাষণ সম্মান, অর্থ সম্ভোগ-সামগ্রী সমস্ত প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট করেন। ঐ প্রদায়িনী সভা সমাগত ও প্রতিগত লোকসমূহদ্বারা সর্ব্বদা লা থাকে। ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিতা, সর্ব্বতেজোময়ী, ক্রান্তি-ঐ দিব্যসভা ব্রহ্মার স্বীয় তেজে দীপ্যমানা হইয়া পরম ভা ধারণ করিয়াছে। হে রাজশার্দ্দূল! তোমার এই টি যেমন মনুষ্যলোকে দুর্ল্লভা, তদ্রূপ সর্ব্ব লোকদুর্ল্লভা ই ব্রহ্মসভা আমি তাদৃশী দৃষ্টি করিয়াছি। হে ভারত! লোকে এই সমস্ত সভা পূর্ব্বে আমার নয়নগোচর হইয়াছে, তি মনুষ্যলোক মধ্যে তোমার এই সভাটিই সর্ব্বাপেক্ষা তমা বোধ হইতেছে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বক্তৃপ্রবর দেবর্ষে! আপনি আমাকে রূপ কহিলেন, তাহাতে বৈবস্বত যমের সভায় প্রায় সমস্ত গণের কথাই বর্ণিত হইল; বরুণের সভায় অসংখ্য নাগগণ, দৈত্যগণ, সরিৎসকল ও সাগর সমুদায় কীর্ত্তিত ল; ধনপতি কুবেরের সভায় গুহ্যকেরা, রাক্ষস-সমস্ত র্ব ও অপ্সরাগণ এবং ভগবান্ বৃষধ্বজ মহাদেব বর্ণিত লেন; পিতামহ ব্রহ্মার সভায়, মহর্ষিবৃন্দ, সমুদায় দেবগণ শাস্ত্রাদির অবস্থান উল্লিখিত হইল এবং মহাত্মা ইন্দ্রের য় দেবগণ, বহুবিধ মহর্ষিগণ এবং নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক দায় গন্ধর্ব্ব উক্ত হইলেন। কিন্তু হে মহামুনে! ঐ য় রাজগণের মধ্যে আপনি কেবল রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের ই উল্লেখ করিলেন। অতএব হে সংযতাত্মন্! মহা-রাজা হরিশ্চন্দ্র এমন কি তপস্যা বা এমন কি কর্ম্ম য়াছিলেন যে, একাকী তিনিই ইন্দ্রের সমকক্ষ হইয়াছেন? বিপ্রবর! পিতৃলোক-স্থিত মহাভাগ্যবান্ মদীয় পিতা র সহিতই বা আপনার কিরূপে সাক্ষাৎ হইল? এবং কি কথাই বা আপনাকে বলিলেন? হে ভগবন্! আপ-নিকটে এ সমস্ত কথা শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার টে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন

নারদ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি ধীসম্পন্ন হরিশ্চন্দ্রের ত্ম্য বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমার নিকট হা সম্যকরূপে কীর্ত্তন করি। সেই বলবান্ রাজা সমস্ত শ্বরদিগের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শাসনে সকল ভূপা-লেরাই অবনত হইয়াছিলেন। হে লোকপতে! তিনি সুবর্ণ-বিভূষিত একমাত্র জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া শস্ত্রপ্রতাপে সপ্তদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! তিনি শৈল, বন ও কানন সম্বলিত সমগ্রমহীমণ্ডল জয় করিয়া রাজসূয় নামক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকল ভূপাল তাঁহার আজ্ঞা-নুসারে ধনাদি আহরণপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টা-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞকালে যাচকেরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র প্রীতিসহকারে তাহাদিগকে তাহার পঞ্চগুণ অতিরিক্ত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। অপিচ পূর্ণা-হুতির সময় উপস্থিত হইলে তিনি নানাদিগ্দেশ হইতে সমা-গত ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য ও বহুবিধ ধনদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও রত্ননিকর দ্বারা তর্পিত ও সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র এইরূপ উদ্ঘোষণ করিয়া-ছিলেন যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল ভূপাল অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছেন। হে রাজন্! এই কারণে হরি-শ্চন্দ্র সেই সহস্র সহস্র রাজন্যগণ অপেক্ষা সমধিক বিরাজমান্ হইতেছেন। সেই প্রতাপবান্ মহীপতি উক্ত মহাযজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন। হে ভরতনন্দন! অন্যান্য যে সমস্ত ভূপালেরাও রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সমাধান করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রের সংসর্গে আমো-দিত হন। যাহারা যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও ইন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দ-ভোগ করিতে পারেন। অপিচ যাহারা কঠোর তপস্যা করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রধামে গমন করত অসীম সম্পদ লাভ করিয়া নিত্যকাল বিরাজমান হন। হে কৌন্তেয়! তোমার পিতা কৌরবনন্দন-পাণ্ডু ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের সৌভাগ্যদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তোমাকে কোন কথা বলিয়া দিয়াছেন। হে নরাধিপ! তিনি আমাকে মর্ত্তলোকে আগ-মনোন্মুখ দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, “আপনি যুধিষ্ঠিরকে আমার বাক্যে কহিবেন, সমস্ত ভ্রাতৃগণ তোমার বশতাপন্ন আছে সুতরাং তুমি সমস্ত ধরামণ্ডল জয় করিতে সমর্থ, অত-

এব তুমি ঐ মহাযজ্ঞ সমাধানে বর্ত্তিলে আমি ও রাজা হরিশ্চন্দ্র-তুল্য মহেন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া তাঁহার সহিত বহুবৎসর আনন্দ-সম্ভোগ করিব।” হে ভারত! আমি তোমার পিতার প্রার্থনা এইরূপে স্বীকার করিলাম যে, যদি আমি পৃথিবীতে গমন করি তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট তোমার অভিলাষ অবশ্য ব্যক্ত করিব। অতএব হে পুরুষপুঙ্গব! তোমার পিতা পাণ্ডুর মানস সিদ্ধ করিতে যত্ন কর। ঐ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তুমিও পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত ইন্দ্রের সভাসদ্ হইবে। হে ...; এইরূপ কথিত আছে যে, ঐ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে বহুবিঘ্নের সম্ভাবনা হয়; যজ্ঞঘ্ন ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত ছিদ্রান্বেষণ করে; ঐ যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে; এমন কি উহাতে সমস্ত ভূমণ্ডল উৎসন্ন হইবার সম্ভা-বনা হইয়া উঠে; ফলত তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ছিদ্র হইলেই সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত হয়। অতএব হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া যাহা শুভকর বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষণবিষয়ে নিয়ত অপ্রমত্ত ও উদ্যমযুক্ত

হও। সকল সম্পদ লাভ কর। অনন্তকাল আনন্দসম্ভোগ কর, এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে থাক। হে নরেন্দ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে কহিলাম সম্প্রতি আমি তোমার অনুমতি লইয়া দ্বারকায় গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! নারদ পৃথাতনয়-দিগকে এইরূপ কহিয়া স্বসমভিব্যাহারী ঋষিদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন। নারদ গমন করিলে পর ধরণীশ্বর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয়যজ্ঞের বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মন্ত্রণা প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতনন্দন। নারদের ঐ বাক্য শ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি আর কিছুতেই স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না। মহাত্মা রাজর্ষিদিগের মহিমা, পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা যাগশীলদিগের উত্তমলোক প্রাপ্তি,যজ্ঞানুষ্ঠায়ী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সমুজ্জ্বল প্রতিভা ইত্যাদি শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি রাজসূয় মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে বাঞ্ছা করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সভাসদ্‌দিগকে অর্চ্চনা এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিপুজিত হইয়া যজ্ঞের নিমিত্তই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করায় তাঁহার মন তাহাতেই নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিল। অদ্ভুত-তেজোবীর্য্যবিশিষ্ট সকল ধর্ম্ম-ধারিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অনুচিন্তনপূর্ব্বক, কিসে প্রজার হিত-সাধন হয়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত প্রজাবর্গকে অনুগ্রহ করত অবিশেষে সকলেরই মঙ্গলবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কোপমাৎসর্য্যবিহীন হইয়া "যাহাদিগকে যাহা দিতে হইবে, তাহা প্রদান কর" এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাহাতে সর্ব্বত্র হইতে 'সাধু ধর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম' কেবল এই শব্দ পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতে লাগিল নিরন্তর এইরূপ পুণ্য কর্ম্ম করাতে তাঁহার প্রতি প্রজাগণ পিতৃতুল্যজ্ঞানে আশ্বাসযুক্ত হইল; কেহই তাঁহার দ্বেষ্টা রহিল না; এই কারণেই তাঁহার নাম অজাতশত্রু হইল। রাজা সকলকে পরিবারতুল্য জ্ঞান করাতে, ভীম প্রতিপালন করাতে, সব্যসাচী ধনঞ্জয় শত্রুনাশ করাতে, ধীমান সহদেব ধর্ম্মশাসনে এবং নকুলের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাভাবিক বিনয়ে, জনপদ কলহশূন্য ও ভয়-রহিত হইল,সকলে আপন আপন কার্য্যে নিরন্তর নিরত হইল; ইচ্ছামত বৃষ্টি হইতে লাগিল; সুতরাং সমুদায় জনপদ একেবারে সম্পন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। নিরত ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে তদীয় সৎকর্ম্ম প্রভাবে বৃদ্ধিজীবিদিগের জীবিকা, যজ্ঞের উপ-যোগী দ্রব্যসমস্ত, পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য এ সকলের বিলক্ষণ উন্নতি হইল। ছলদ্বারা প্রজাগণের ধনমোষণ বা বল-পূর্ব্বক অপহরণ, ব্যাধিভয়, অগ্নিভয় ও অকালমৃত্যু এ সমস্ত কিছুই ছিল না। দস্যু ও বঞ্চকেরা রাজার প্রতি কিম্বা পরস্পর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে,অথবা রাজার অনুগ্রহভাজন জনগণ কোন অযথাচরণ করিয়াছে, একপ তৎকালে শ্রুত হয় নাই। করপ্রদ ভূপালগণ সন্ধিবিগ্রহাদি সময়ে সম্রাটের প্রিয়ানুষ্ঠান ও উপাসনা করিতেন এবং নানা জাতীয় বণিক্‌গণ স্বকর্ম্মজনিত রাজস্ব প্রদান নিমিত্ত সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন; ইহাতে দেশের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইল। কেবল রাজগণ ও বণিকগণদ্বারা নহে ইচ্ছানুসারে সম্ভোগকারী, লোভাদি রজোগুণ প্রধান মানবগণদ্বারাও দেশের বৃদ্ধি হইয়াছিল। ফলত যুধিষ্ঠির সর্ব্ব-ব্যাপক সর্ব্বগুণোপেত সর্ব্বসহিষ্ণু ও সর্ব্বত্র দীপ্তিশীল ছিলেন। হে রাজন্! ঐ সাম্রাজ্যভোগী দীপ্তিমান্ মহাযশা যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তথাকার ব্রাহ্মণ অবধি গোপাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রজাবর্গই পিতামাতার অপেক্ষাও তাঁহার প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়াছিল।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের বিষয়ে তাঁহাদিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই সমবেত মন্ত্রিগণ তাঁহার বাক্যার্থ অবগত হইয়া মহাপ্রজ্ঞা বিশিষ্ট, যজ্ঞকামী যুধিষ্ঠিরকে এই অর্থযুক্ত বাক্য কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যে যজ্ঞে অভিষিক্ত হইলে নরপতি বরুণের তুল্য গুণ অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারিত্ব শৈত্য তৃপ্তি সাধনত্ব-প্রভৃতি প্রাপ্ত হন, স্বভাবত প্রজারঞ্জক হইলেও তিনি তদ্দ্বারা সম্রাটের উপযুক্ত সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ গুণনিকরও প্রার্থনা করেন। আপনিও উক্ত গুণসমুদায় লাভের যোগ্য পাত্র, একারণ আপনার সুহৃদ্বর্গ রাজসূয় যজ্ঞের এই প্রশস্তকাল বিবেচনা করিতেছেন। সংশিতব্রত ঋষিগণ যাহাতে অগ্নি-স্থাপনের নিমিত্ত সামবেদবিহিত মন্ত্রদ্বারা ছয়টি স্থণ্ডিল রচনা করেন,আপনার ক্ষত্রিয়-সম্পদ্ অর্থাৎ বাহুবলাদিদ্বারা ঐ যজ্ঞের সময়ও স্বাধীন হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞের অবসানে অভিষিক্ত হইয়া রাজা অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমদায় যজ্ঞেরই ফললাভ করেন, একারণ তিনি সর্ব্বজিৎ বলিয়া উক্ত হন। হে মহাবাহো মহারাজ! আপনি সক্ষম, আমরা সকলেই আপনার বশতাপন্ন, সুতরাং অচিরেই আপনি রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবেন; অতএব এ বিষয়ে আর বিচারের আবশ্যক নাই, অবিলম্বেই ঐ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিতে মনোনিবেশ করুন সুহৃদ্গণ পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত হইয়া সকলেই এইরূপ কহিলেন।

হে রাজন্! শত্রুবিমর্দ্দন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের ঐ ধর্ম্মানুগত, প্রগল্‌ভ, অভীষ্ট ও বরিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহা গ্রহণ করিলেন। সুহৃদ্বর্গের ঐ কথা শুনিয়া এবং আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া তিনি রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় বার বার আন্দোলন করিলেন। হে ভারত! ধীমান্ ও মন্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মনে মনে বিলক্ষণ আন্দোলন করিয়াও ভ্রাতৃগণ, মহাত্মা ঋত্বিকগণ, মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্যপুরোহিত ও ব্যাসাদি ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করত কহিলেন, সম্রাটের উপযুক্ত মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের নিমিত্ত আমার এই যে স্পৃহা হইতেছে, কেবল শ্রদ্ধা ও কথামাত্রে, ইহা কিরূপে ফলবতী হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন,হে রাজীবলোচন! তাঁহারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎকালে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! আপনি রাজসূয় যজ্ঞের যোগ্য-পাত্র, সুতরাং অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন ঋত্বিক্ ও ঋষিগণ নরপতিকে সেই কথা বলিলে, তাঁহার মন্ত্রী ও

ভ্রাতৃবর্গ ঐ বাক্যের বিশেষ সমাদর করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জিতাত্মা পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় সামর্থ্য, দেশ, কাল ও আয় ব্যয় পর্য্যালোচনা করিয়া লোকের হিতকামনায় মনে মনে ভূয়োভূয় ঐ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলত বুদ্ধি দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাতেই প্রাজ্ঞব্যক্তি অবসন্ন হন না। কেবল আপনার নিশ্চয়েতেই যজ্ঞারম্ভ করা বিধেয় নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যত্নসহকারে কার্য্যভার বহন করত উহার স্থিরনিশ্চয়ার্থ জনার্দ্দন কৃষ্ণকেই সর্ব্বলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করিয়া সেই অপ্রমেয়-মহিম, জন্মবিহীন হইয়াও ইচ্ছামাত্রে নরযোনিতে উৎপন্ন, মহাবাহু হরিকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। তাঁহার দেবতুল্য কর্ম্মসমূহ পর্য্যালোচন করিয়া যুধিষ্ঠির এইরূপ তর্ক করিলেন যে, কোন পদার্থই তাঁহার অবিজ্ঞাত নাই, তাঁহার কর্ম্মদ্বারা না হয় এমন বস্তুই নাই এবং তিনি সহ্য করিতে না পারেন এমন বিষয়ও বিদ্যমান নাই; এইপ্রকার বিবেচনা করিয়াই তিনি কৃষ্ণকে মনন করিলেন। পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি করিয়া গুরুজনসমুচিত আশীর্ব্বাদ সন্দেশাদি সহকারে লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট শীঘ্র দূত প্রেরণ করিলেন। উক্ত দূত দ্রুতগামী রথারোহণে যাদব কুলে উপস্থিত হইয়া দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের সন্নিহিত হইল। তখন দর্শনাভিলাষী যুধিষ্ঠিরের দর্শন নিমিত্ত কৃষ্ণ ঐ ইন্দ্রসেনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন শীঘ্রগামী রথারোহণে বিবিধ দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপনীত হইলেন। গৃহে উপাগত হওয়ায় তিনি পিতৃস্বসৃতনয় ধর্ম্মরাজ ভীমকর্ত্তৃক পিতৃবৎ সমাদৃত হইয়া পশ্চাৎ প্রীতমনে পিতৃষ্বসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, পরে নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক গুরুর ন্যায় সম্যক্ ভক্তিভাবে উপাসিত হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল প্রিয়সুহৃদ্ অর্জ্জুনের সহিত প্রীতচিত্তে হর্ষানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্তম স্থানে বিশ্রান্ত সুস্থদেহ, অবসরযুক্ত অচ্যুত সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রয়োজন বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি; কিন্তু কেবল ইচ্ছা থাকিলে সে বিষয় সম্পন্ন হয় না; যে উপায়ে উহা সম্পন্ন হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমার বিদিত আছে। যাহাতে সকলেই সম্ভবে, যিনি সর্ব্বত্র পূজিত, যিনি সকল ভূমণ্ডলের ঈশ্বর, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ লাভ করিতে পারেন। আমার সুহৃদ্বর্গ একত্র হইয়া আমাকে তাদৃশ মহাযজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু হে কৃষ্ণ! উহার কর্ত্তব্যতাবিষয়ে তোমার বাক্যই প্রমাণ, কারণ, কোন কোন ব্যক্তি সৌহৃদ্যপ্রযুক্ত কোন কার্য্যে দোষাখ্যান করিতে পারে না, কেহ কেহ স্বার্থপরতা-বশত কেবল প্রভুর প্রিয় বিষয়ই কহিয়া থাকে, কেহ কেহ বা যাহা আপনার পক্ষে হিতকর বোধ করে, তাহাই প্রিয় বলিয়া স্থির করিয়া থাকে; কার্য্যসম্পাদনবিষয়ে লোকের এইরূপ প্রবাদ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি কাম ক্রোধের অধীন নহ, সুতরাং উক্ত প্রকার স্বার্থপরতাদি কোন দোষেও দূষিত নহ; অতএব লোকমধ্যে যাহা বিশিষ্ট হিতকর হয়, তাহা যথার্থরূপে বল।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি সকল গুণেতেই শ্রেষ্ঠ, অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে। যদিও আপনি সকলই অবগত আছেন, তথাপি আপনাকে আমি কিছু বলিতে বাসনা করি। জামদগ্ন্য পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকে যাহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইহারা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। হে ধরানাথ! নিদেশভাজন ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ কৌলিক নিয়ম করিয়াছেন, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। প্রসিদ্ধ রাজপরম্পরা এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য অন্যতন্ত্র ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। হে ভরতনন্দন! ঐল ও ইক্ষ্বাকুদিগের একশত কুল। যযাতির ও ভোজদিগের বংশ মহাগুণসম্পন্ন ও অতিশয় বিস্তীর্ণ; অধুনা তাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ উক্ত রাজগণ সম্বন্ধীয় সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর উপাসনা করেন, কিন্তু হে রাজন! সম্প্রতি জরাসন্ধ ঐ সকল নরেন্দ্রবংশীয়দের সৌভাগ্য অভিভবপূর্ব্বক মহীপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়া তেজোদ্বারা সকলকে আক্রমণ করত সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং অবনীর মধ্যভাগস্থিত মথুরাদি প্রদেশ স্বায়ত্ত করত আমাদিগের পরস্পরের ভেদ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছে। মহারাজ! যে রাজা সকলের প্রভু, যিনি সমগ্র মহীমণ্ডলে একাধিপত্য করেন, তিনিই যুক্তিমত সাম্রাজ্যলাভের অধিকারী হন। হে ভূপতে! প্রতাপশালী শিশুপাল সর্ব্বপ্রকারে জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত মায়াযোধী করূষাধিপতি বক্র, জরাসন্ধের নিকট শিষ্যবৎ উপস্থিত থাকে। অপর, মহাবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রাণ হংস ও ডিম্ভক উভয়েই ঐ মহাবলিষ্ঠ জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছে। দন্তবক্র, করূষ, করভ ও মেঘবাহন, ইহারাও তাহার আশ্রয় লইয়াছে। মহারাজ! লোকে যাহা অদ্ভুতমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, যিনি সেই দিব্যমণি মস্তকে ধারণ করেন; যে নরাধিপ মুরু ও নরকে শাসন করেন এবং পশ্চিমদেশে বরুণের ন্যায় আধিপত্য প্রচার করিয়া থাকেন; আপনার পিতার সখা সেই অপরিমিত বলশালী যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভূপতি ভগদত্ত বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা জরাসন্ধ-সমীপে প্রণত রহিয়াছেন; কিন্তু মনে মনে আপনার প্রতিও পিতার ন্যায় ভক্তিমান্ হইয়া স্নেহবদ্ধ আছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগন্তের রাজা, সেই কুন্তিবংশবর্দ্ধনকারী, শৌর্য্যশালী শত্রুবিমর্দ্দন, আপনার মাতুল, একমাত্র পুরুজিৎ কেবল স্নেহবশত আপনার পক্ষে আছেন। হে পুরুষপ্রবর! যে দুর্ম্মতি চেদিদেশে সুবিখ্যাত; এই লোকমধ্যে যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে এবং মোহবশত শঙ্খ চক্রাদি মদীয় চিহ্ন সমস্ত সতত ধারণ করিয়া থাকে; অপিচ লোকমধ্যে যে বাসুদেব নামে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়াছে; বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাতরাজ্যের অধিপতি সেই বলশালী পৌণ্ড্রক রাজাও জরাসন্ধের আশ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি তাহাকে নিহত করি নাই বলিয়াই সে মগধরাজের আশ্রয় লইয়াছে। মহারাজ! যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশভোজী এবং ইন্দ্রের সখা; যিনি বিদ্যাবলে পাণ্ড্য ও ক্রথকৈশিকদিগকে জয় করিয়াছিলেন; যাঁহ আকৃতি, পরশুরাম তুল্য শূর ছিলেন; সেই শত্রুহন্তা বলসম্পন্ন

ভোজরাজ ভীষ্মক ও জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কুটুম্ব সুতরাং অনুরক্ত ও আজ্ঞাবহ থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় কর্ম্ম করি, তথাপি তিনি আমাদিগের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া অপ্রিয় কর্ম্মেই প্রবৃত্ত থাকেন। হে রাজন! তিনি আপনার বল ও কুলমর্য্যাদা না জানিয়া জরাসন্ধের প্রদীপ্ত যশোরাশি দৃষ্টে তাহার আশ্রিত হইয়াছেন। হে প্রভো! উত্তরদিকস্থ ভোজদিগের অষ্টাদশকুল, আর শূরসেন ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, মুকুট্ট কুলিন্দ এবং অনুচর ও সহোদরদিগের সহিত শাল্বায়ন রাজগণ ঐ জরাসন্ধের ভয়েই পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন; দক্ষিণপাঞ্চাল ও পূর্ব্বকোশলস্থ রাজারা কুন্তিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, মৎস্য ও সন্যস্তপাদদেশীয় রাজন্যগণ ভয়পীড়িত হইয়া উত্তরদিক্‌পরিহারপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণ জরাসন্ধ ভয়ে অভিভূত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগানন্তর সর্ব্বদিকে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছেন।

কিছুকাল অতীত হইল, মূঢ়মতি কংস যাদবদিগকে পীড়ন করিয়া বৃহদ্রথনন্দন জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়ের পাণিপীড়ন করে। ঐ কন্যারা সহদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী; তাহাদিগের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। জরাসন্ধের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন হওয়ায় দুর্ম্মতি কংস সেই বলে জ্ঞাতিদিগকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্যলাভ করে। হে রাজন্! এরূপ আচরণে তাহার অতিশয় দুর্ণাম প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা ভোজবংশীয় বৃদ্ধরাজন্যদিগকে অতিশয় পীড়ন করাতে তাঁহারা জ্ঞাতিপরিত্রাণ বাসনায় আমাদিগের প্রতি আশাবন্ধন করেন। ঐ সময় আমি অক্রূরকে আহুকদুহিতা সুতনুরে সম্প্রদান করিয়া বলদেব-সমভিব্যাহারে সুনামা ও কংসকে নিহত করি; সুতরাং আমাদিগের কর্ত্তৃক এক প্রকার জ্ঞাতিকার্য্য উদ্ধার করা হয় হে রাজন! এই উপস্থিত ভয়-অতীত হইলে পর, যখন জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল, তখন আমরা অষ্টাদশ কনিষ্ঠ রাজবংশের সহিত এই মন্ত্রণা অবধারণ করিলাম যে, আমরা শত্রুনাশন মহাস্ত্রসমূহদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে প্রহার করিলেও তাহার বলক্ষয় করিতে পারিব না; কারণ অমর-সদৃশ-তেজঃপুঞ্জ মহাবলশালী হংস ও ডিম্ভক নামে যে দুই ব্যক্তি তাহার সহায় আছে, তাহারা অস্ত্রের অবধ্য। সেই দুই বীর এবং স্বয়ং জরাসন্ধ এই তিনজনে মিলিত হইলে, বোধ হয়, ত্রিলোকীও তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না। হে সুধীপ্রবর! এই অভিপ্রায় কেবল আমাদিগেরই নহে, যাবতীয় মহীপালগণেরও এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছিল।

হংস নামে বিখ্যাত কোন এক মহান্ নরপতি ছিলেন। জরাসন্ধের সহিত আমাদিগের সেই সপ্তদশ সমরে বলরাম হংসকে নিহত করেন। হে ভরতনন্দন! ডিম্ভক কোন লোকের নিকটে হংসের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে হংস ব্যতীত আমার জীবন বৃথা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে শত্রুপুরবিজয়িন্! হংসও লোকমুখে ডিম্ভকের ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া যমুনায় নিমগ্ন হইল। হে ভরতর্ষভ! রাজা জরাসন্ধ হংস ডিম্ভকের মরণ বার্ত্তা শ্রবণে শূন্যমনে স্বীয় পুরোদ্দেশে গমন করিল। জরাসন্ধ প্রতিনিবৃত্ত হইলে আমরা সানন্দমনে পুনরায় মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

পরে যখন পদ্মপলাশলোচনা কংস-মহিলা পতিমরণে দুঃখিত হইয়া স্বীয় পিতা জরাসন্ধকে "আমার পতিহন্তাকে বিনষ্ট করুন" এই পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল, তখন আমরা সেই পূর্ব্বমন্ত্রণা স্মরণ করিয়া বিমনা ও পলায়মান হইলাম। মহারাজ! ঐ জরাসন্ধের ভয়ে আমরা বিপুল ঐশ্বর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ দ্বারা সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুত্র জ্ঞাতি ও বান্ধবদিগের সহিত পলায়ন করি; এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলেই পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলাম। হে নৃপতে! ঐ পশ্চিমাঞ্চলে রৈবত শৈল দ্বারা পরিশোভিতা, কুশস্থলী নামে এক পরম রমণীয়া পুরীতে বাস করিলাম এবং তথাকার দুর্গ উত্তমরূপে সংস্কৃত করিলাম। ঐ দুর্গ দেবতাদিগেরও অগম্য তথায় স্ত্রীগণও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণিকুলোদ্ভব মহারথিদিগেরত কথাই নাই। হে শত্রুঘাতিন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ পুরীতে বাস করিতেছি। মাধবেরা ঐ গিরিবরের সংস্থানাদি পর্য্যালোচন করিয়া এবং মগধেশ্বরের হস্ত হইতে উত্তীর্ণই হইয়াছি বিবেচনা করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে জরাসন্ধের অনিষ্টাচরণে সর্ব্বতোভাবে উত্যক্ত হওয়ায় আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও প্রয়োজন বশত গোমন্ত পর্ব্বতে সমাশ্রিত হইয়াছি। ঐ পর্ব্বত তিন যোজন বিস্তীর্ণ; প্রতি যোজনের মধ্যে উহাতে একুশটি সৈন্যব্যূহ রচিত এবং যোজনান্তে একশত দ্বার নির্ম্মিত আছে; বীরদিগের বিক্রমই উহাতে তোরণস্বরূপ হইয়াছে এবং অষ্টাদশ বংশসম্ভূত যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদিগের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা বর্ত্তমান আছেন। আহুকের শত পুত্র, তাঁহারা প্রত্যেকেই দেবকল্প। ভ্রাতার সহিত চারুদেষ্ণ চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলদেব এবং যাদৃশযোদ্ধা সাম্ব, আমরা এই সপ্তজন অতিরথী! এতদ্ভিন্ন অন্য যে সমস্ত মহারথী আছেন, তাঁহাদিগের কথাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি, এই সাতজন মহারথা; অপিচ অন্ধক ভোজের পুত্রদ্বয় এবং ঐ বৃদ্ধ রাজা, এই মহাবীর্য্যবিশিষ্ট বজ্রকায় দশজন মহারথেরা মধ্যদেশ স্মরণ করিয়া বৃষ্ণিগণমধ্যে বাস করিয়াছেন। হে ভরতসত্তম! আপনি নিত্যকাল সাম্রাজ্য-ভোগের উপযুক্ত; অতএব ক্ষত্রিয়গণমধ্যে আপনাকে সম্রাট্‌রূপে বিখ্যাত করুন। কিন্তু আমার বোধ হয়, মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি রাজসূয় মহাযজ্ঞ কদাচ সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, কেননা সিংহ যেমন মহা হস্তিগণকে আক্রমণ করিয়া গিরিরাজ কন্দরে বদ্ধ রাখে, তদ্রূপ ঐ জরাসন্ধ রাজগণকে পরাজয় করিয়া গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে অরিন্দম! রাজগণদ্বারা যজ্ঞ করিবার বাসনায় ঐ জরাসন্ধ উগ্রতর তপস্যা সহকারে উমাপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া যাবতীয় ভূপালকে পরাজিত করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে ভূপালবর্গকে সৈন্য সামন্তের সহিত পুনঃ পুনঃ পরাজয় করিয়া স্বপুরে আনয়নপূর্ব্বক মহান্ জনসংবাদ করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজ! তৎকালে আমরাও উহার ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে পলায়ন করিয়াছিলাম। অতএব হে কুরুনন্দন! যদি আপনি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হন, তবে ঐ রাজগণের মুক্তি ও জরাসন্ধবধের নিমিত্ত যত্ন করুন।

তাহা না করিলে ঐ মহাসমারম্ভ সম্পন্ন করিতে অপারগ হইবেন। হে মতিমন্! রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমার বিবেচনায় এইরূপ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, এক্ষণে আপনার বিবেচনায় যেরূপ হয় করুন, উপস্থিত অবস্থায় স্বয়ং কার্য্য কারণ অবধারণপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয় বলুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্; তুমি যাহা কহিবে, তদনুরূপ বাক্য আর কেহই বলিতে পারিবেন না; পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র সংশয়চ্ছেত্তা। দেখ, প্রতিরাজ্যেই স্ব স্ব প্রিয়কার্য্যকারী রাজা সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু কেহই সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই; ফলত সম্রাট্ শব্দটি অতীব দুর্ল্লভ। যে ব্যক্তি পরের বলবীর্য্যাদির গৌরব জানে, সে কখন আপনাকে প্রশংসা করে না; শত্রুর সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া যিনি প্রশংসিত হন, তিনিই পূজনীয়। হে যদুকুলতিলক! বহুরত্ন-সমাচিত বিশাল ভূমণ্ডলের ন্যায় মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি অতিবিস্তৃতা, বহুবিধা ও বহুতর উৎকৃষ্ট বিষয়ে সমাকীর্ণা। পৃথিবীর দূরদেশে পরিভ্রমণ করিয়া মনুষ্য যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করে; তদ্রূপ বুদ্ধির পরমা নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া আপনার মঙ্গল বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে। হে জনার্দ্দন! আমি শান্তিকেই শ্রেয়সী জ্ঞান করি। শান্তি অবলম্বন করিলে আমার মঙ্গল হইতে পারিবে; রাজসূয়যজ্ঞ আরম্ভ করিলে চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর বোধ হইতেছে। অস্মৎকুলজাত এই সমস্ত মনস্বী পুরুষেরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, কোন না কোন সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু হে মহাভাগ! দুরাত্মা জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য প্রকাশ সময়ে আমরাও সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলাম; বিশেষত যাহার ভয়ে তুমিও শঙ্কিত হইয়াছ, আমরা তোমার ভুজবলাশ্রিত হইয়া কি সাহসে আপনাদিগকে তদপেক্ষা বলিষ্ঠ মনে করিতে পারি? হে মহাবাহো! তুমি, রাম, ভীম ও অর্জ্জুন, এই চারিজনের মধ্যে কেহ তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবেন কি না ইহা চিন্তা করিয়াই আমি পুনঃ পুনঃ বিমর্ষযুক্ত হইতেছি অথবা আমি আর কি বলিব, সকল কর্ম্মে তুমিই আমার প্রমাণ; তুমি যাহা বলিবে, আমি কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। অনন্তর বক্তৃবর ভীমসেন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যে রাজা একবারেই উদ্যোগপরাঙ্মুখ হন এবং যিনি দুর্ব্বল ও উপায়বিহীন হইয়া বলবানের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা উভয়েই বাল্মীকের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন। দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি অতন্দ্রিত হইয়া সম্যক্ নীতিপ্রয়োগ দ্বারা বলবান্দিগের সহিত বিবাদ করে, তবে সে জয়লাভপূর্ব্বক আপনার অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! কৃষ্ণ নীতিনিপুণ, আমারও বিলক্ষণ বল আছে এবং ধনঞ্জয়ও সকলকেই জয় করিতে পারেন, অতএব যেমন অগ্নিত্রয় যজ্ঞসাধন করে, তদ্রূপ আমারাও জরাসন্ধের বধ সাধন করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অবোধ ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করে, একারণ বিজ্ঞেরা স্বার্থপর অনভিজ্ঞ বালকশত্রুকে কদাচ ক্ষমা করেন না। মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে সাধুলোকদিগের সময়ে যৌবনাশ্ব, ভগীরথ, কার্ত্তবীর্য্য, ভরত ও মরুত্ত এই পঞ্চ মহীপতি, সমুদয় বশার্হ ব্যক্তিদিগকে বিচার করিয়া, প্রত্যেকে করগ্রহণে বিরতি, প্রতিপালন, তপোবীর্য্য, বল ও সমৃদ্ধি এই পঞ্চগুণের এক একটি গুণদ্বারা সম্রাট্ হইয়াছিলেন; কিন্তু আপনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সাম্রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন, সুতরাং ধর্ম্ম অর্থ ও নয়ানুযায়ী মন্ত্রণানুসারে আপনার বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধকে নিগৃহীত করা উচিত হইতেছে। হে ভরতর্ষভ! আপনি ইহা বিলক্ষণরূপে বোধগম্য করুন। দেখুন, একশত রাজবংশীয়েরা কেহই জরাসন্ধকে প্রতিরোধ করিতে পারেন না, সুতরাং সে বলদ্বারাই, সাম্রাজ্যভোগ করিতেছে। রত্নভাজন রাজগণ রত্ন দিয়া তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন; ইহাতেও সে সন্তুষ্ট না হইয়া মূর্খতাবশত দুর্নয় অবলম্বনপূর্ব্বক মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণকে বলদ্বারা আক্রমণ করে। ঐ প্রধানপুরুষ বলপূর্ব্বক যাহার নিকটে রাজস্বের অংশ গ্রহণ না করে, এমন পুরুষই দৃষ্ট হয় না। এইরূপে জরাসন্ধ প্রায় একশত রাজাকে অধীন করিয়াছে। হে ভরতনন্দন! আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বল রাজা কি প্রকারে তাহার সহিত শত্রুতা করিবে? পশুপতি গৃহস্থিত, পশুগণের ন্যায় প্রোক্ষিত ও বলিদানার্থ নির্দ্দিষ্ট রাজগণের জীবনে আর কি প্রীতি হইতে পারে? শাস্ত্রে নিহত হইলে ক্ষত্রিয়গণ যখন সৎকারভাজন হন, তখন অবশ্যই আমরা সমরে সমবেত হইয়া জরাসন্ধকে প্রতিরুদ্ধ করিব। হে রাজন্! একশত মধ্যে ষড়শীতি ভূপতি জরাসন্ধকর্ত্তৃক সমানীত হইয়া বলিদানার্থ নিরূপিত রহিয়াছেন, কেবল চতুর্দ্দশমাত্র অবশিষ্ট আছেন; তাঁহারা হস্তগত হইলেই ঐ বৈরিতর ক্রূরকর্ম্ম অচিরে সম্পাদিত হইবেন। অতএব ঐ ব্যাপারে যিনি বিঘ্নপ্রদান করিতে সমর্থ হইবে, তিনিই প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিতে পারিবেন এবং যিনি তাহাকে জয় করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য ভোগ করিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্যলাভের অভিলাষে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া কেবল সাহসের উপর নির্ভর করত কিরূপে তোমাদিগকে জরাসন্ধের বধার্থ প্রেরণ করিব? হে জনার্দ্দন! আমি মনে করি ভীমার্জ্জুন আমার নেত্রযুগল, আর তুমি আমার মন, অতএব নয়ন-বিহীন হইয়া আমি কিরূপে জীবিত থাকিব। জরাসন্ধের ভীষণ পরাক্রমশালী দুষ্পার সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া যমও পরাস্ত করিতে পারেন না, সুতরাং তাহাতে তোমাদের বিক্রম প্রকাশ কিরূপ হইবে? পরন্তু এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব আমার মতে প্রস্তাবিত যজ্ঞারম্ভের মানস করা উচিত হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! এ বিষয়ে আমি একাকী যাহা বিবেচনা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। রাজসূয়যজ্ঞ করিবার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আমি শ্রেয়স্কর বোধ কহিতেছি; আমার মন সংপ্রতি অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে; আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করা অসাধ্য ব্যাপার।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন স্বীয় সামর্থ্যে ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণদ্বয়, রথ, ধ্বজ ও মনোহরসভা, এই সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়াতে সাহসী হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, মহারাজ! ধনু, শস্ত্র, শরসমূহ বীর্য্য, সহায়, ভূমি, যশ ও সৈন্য সামন্ত, এই অভিলষিত দুর্লভ বস্তু সমস্ত আমি লাভ করিয়াছি। দেখুন, সাধুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাবান ব্যক্তির কুলমর্য্যাদার প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা বলের তুল্য নহে; বীর্য্যেতেই আমার স্পৃহা হয়; বীর্য্যসম্পন্ন বংশে জন্মিয়া যে ব্যক্তি নির্বীর্য্য হয়, সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; বীর্য্যহীনকুলে উৎপন্ন বীর্য্যবান্ মানব তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। হে রাজন্! যিনি শত্রু জয় করিয়া বর্দ্ধিত হন, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষত্রিয় বলা যায়; কারণ মনুষ্য কুলমর্য্যাদাদি সর্ব্বগুণে বর্জ্জিত হইলেও কেবল বীর্য্যবান হইলেই শত্রুজয় করিতে পারেন, আর সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও যদি বীর্য্যবিহীন হন, তবে কোন কার্য্যকারক হন না; পরাক্রমের নিকটে সকলগুণই গুণীভূত অর্থাৎ অপ্রধানভাবে অবস্থিত থাকে। আন্তরিক অভিনিবেশ, পুরুষকার ও দৈব এই তিনটি জয়ের প্রতি কারণ; অতএব সম্যক্ বলশালী হইলেও অনবধানতাবশতঃ কোন ব্যক্তি বিজয় লাভের উপযুক্ত হইতে পারে না; প্রত্যুত বলবান হইয়াও ঐ কারণে শত্রুহস্তে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলকে যেমন দৈন্য আশ্রয় করে, সেইরূপ সবলকে মোহ আসিয়া আক্রমণ করে; অতএব জয়ার্থীদিগের ঐ মহানিষ্ট-সাধক মোহ ও দীনতা পরি-

যজ্ঞের নিমিত্ত জরাসন্ধকে বিনাশ এবং রাজগণকে মুক্ত করিতে পারিলে ইহা অপেক্ষা আমাদিগের উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কি হইতে পারিবে? বিশেষত এবিষয়ে অনুদ্যোগী থাকিলে লোকে আমাদিগকে নিশ্চয়ই নির্গুণ মনে করিবে। অতএব হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের অসংশয়িত গুণসমূহ থাকিতেও আপনি কেন নির্গুণ বিবেচনা করিতেছেন? অগ্রে শান্তি ইচ্ছা করিয়া মুনি হইলে পশ্চাৎ কাষায় বস্ত্র যেরূপ সুলভ হয়, তদ্রূপ প্রবল শত্রু জয় করিতে পারিলে আমাদিগের অনায়াসে সাম্রাজ্য লাভ হইবে; অতএব আমরা অবশ্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

ষোড়শাধ্যায় সমাপ্ত।

---

বাসুদেব কহিলেন, ভরতবংশে উৎপন্ন, বিশেষত কুন্তীর গর্ভজাত ব্যক্তির যেরূপ মতি হওয়া উচিত, অর্জ্জুন তাহা প্রদর্শন করিলেন। দেখুন, রাত্রিতে কি দিবাতে কখন মৃত্যু হইবে তাহা আমরা অবগত নহি, আর যুদ্ধ না করিলেই যে মৃত্যু হয় না, ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধি দৃষ্ট ন্যায়ানুসারে শত্রুকে আক্রমণ করিলেই অন্তঃকরণের পরিতোষ জন্মে এবং তাহাই ক্ষত্রিয় পুরুষের কর্ত্তব্য। অপায় রহিত অর্থাৎ দেবাদি প্রাতিকূল্য-বিহীন সুনয়ের সংযোগে অবশ্যই উপক্রম সিদ্ধ হয় এবং সামদানাদি উপায়বিহীন অনয়ের সংযোগে নিশ্চয় বিনাশ হইয়া থাকে; উক্তরূপ সুনয়-সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও একপক্ষের উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব, যেহেতু উভয় পক্ষের সমতা প্রায়ই সম্ভবে না; যদিচ সমতা হয়, তথাপি বিজয় বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, যেহেতু জয় কি পরাজয় উভয় পক্ষেরই হয় না। অতএব আমরা নয়াবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুর সমীপবর্ত্তী হইলে বৃক্ষান্তর্বারী নদীবেগ তুল্য অবশ্যই তাহার নিধন সাধনে সমর্থ হইব। আত্মচ্ছিদ্র গোপনে যত্নবান্ হইয়া পরের ছিদ্রানুসারে আক্রমণ করিলে কেন না আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব? পণ্ডিতদিগের নীতি এই যে, ব্যূঢ়সৈন্য অতিবলিষ্ঠ শত্রুর সহিত কদাচ যুদ্ধ করিবে না; ইহাতে আমিও অসম্মত নহি; কিন্তু অজ্ঞাতসারে শত্রুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার দেহ আক্রমণ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলে আমরা কোনক্রমে নিন্দনীয় হইব না। পুরুষ-প্রধান জরাসন্ধ ভূতগণের অন্তরাত্মার ন্যায় একাকী নিত্য-সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে, অতএব যাহাতে তাহার বিনাশ হয়, এক্ষণে তাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য; আমরা জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণ পরায়ণ হইয়া সংগ্রামে হয় তাহাকে নিহত করি, না হয় তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বল-বীর্য্যই বা কত? শলভ সদৃশ জরাসন্ধ অগ্নিতুল্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া কেনই বা দগ্ধ হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন মহারাজ! জরাসন্ধের যাদৃশ বীর্য্য ও পরাক্রম এবং সে বহুবার আমাদিগের অনিষ্টকারী হইলেও যে নিমিত্ত তাহাকে আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি, তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মগধদেশে তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, সমরদর্পিত রূপবান শ্রীমান বীর্য্যসম্পন্ন, অতুল্য বিক্রমশালী স্বজাতীয় চিহ্নে নিয়ত ভূষিতগাত্র, দ্বিতীয় শতক্রতু-তুল্য বৃহদ্রথ নামে এক অতি বলবান্ রাজা ছিলেন। তিনি তেজে সূর্য্যসম, ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য, ক্রোধে অন্তক-সদৃশ এবং ঐশ্বর্য্যে কুবেরের মত ছিলেন। হে ভরতনন্দন! সূর্য্যকিরণ যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাঁহার কুল-পরম্পরা-সিদ্ধ গুণ-সমূহে সমস্ত ধরণীমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবীর্য্য মহীপতি, কাশীরাজের পরম-রূপসম্পত্তি শালিনী যমজ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ পুরুষপ্রবর ভার্য্যাদিগের সহিত নির্জ্জনে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তোমাদের উভয়ের প্রতিই আমি সমান অনুরক্ত থাকিব, কদাচ বৈষম্যাচরণ করিব না। হে রাজন্! গজরাজ যেমন করেণুদ্বয়ের সহবাসে সুখে কালযাপন করে, ঐ রাজা সেই আত্মানুরূপ, প্রেমাস্পদ পত্নীদ্বয়ের সহিত তদ্রূপ কালহরণ করিতেন এবং উঁহাদের মধ্যগত হইয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত মূর্ত্তিমান্ সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেন। এইরূপে বিষয় রসের আস্বাদন করত ক্রমে ঐ রাজার যৌবনকাল অতীত হইল, তথাপি কোন একটি বংশধর পুত্র জন্মিল না। ভূপতি পুত্র কামনা করত বহুবিধ যজ্ঞ হোম ও মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কুলবিবর্দ্ধন পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদা গৌতমবংশীয় মহাত্মা কক্ষীবানের পুত্র, মহানুভব চণ্ডকৌশিক তপস্যায় শ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন-পূর্ব্বক একবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট আছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তৎসমীপে উপনীত হইয়া মুনিজন সমুচিত বহুল উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ঋষিপ্রবর চণ্ডকৌশিক তাঁহাকে কহিলেন, হে সুব্রতপরায়ণ রাজেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

রাজা বৃহদ্রথ তখন ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় সাশ্রু নয়নে গদ্‌গদস্বরে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি অতি মন্দ ভাগ্য! অদ্যাপি পুত্রধন লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং রাজ্যধন নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোবনে গমনের মানস করিয়াছি; অতএব এ অবস্থায় আমার আর বরপ্রয়োজন কি? রাজার এই কথা শুনিয়া মুনি ইন্দ্রিয়সমস্ত সংযত করত সেই আম্রবৃক্ষের ছায়াতেই উপবিষ্ট থাকিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি সেইরূপে উপবিষ্ট আছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার ক্রোড়দেশে শুকাদিদ্বারা অক্ষত-একটি সরল আম্রফল পতিত হইল। মহাপ্রাজ্ঞ মুনিবর চণ্ডকৌশিক ঐ অদ্ভুত ফল-গ্রহণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করত পুত্রলাভের নিমিত্তভূত বিবেচনা করিয়া উহা রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে নরনাথ! তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর।

হে ভরতর্ষভ! নৃপসত্তম মহাপ্রাজ্ঞ বৃহদ্রথ, মুনির এই কথা শ্রবণে মস্তকদ্বারা তাঁহার চরণযুগলে প্রণতিপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পত্নীদ্বয়কে ঐ এক ফল প্রদান করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে অংশ করিয়া ঐ ফল ভক্ষণ করিলেন। ভাবী অর্থের অবশ্যম্ভাবিতা এবং মুনির সত্যবাদিতা-প্রযুক্ত ঐ রাজ্ঞীদ্বয়ের ফল-ভক্ষণ সত্বর গর্ভের সঞ্চার হইল। নৃপতি বৃহদ্রথ তাঁহাদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতে! অনন্তর দশমাস পূর্ণ হইলে ঐ দুই রাজমহিষী দুই খণ্ড শরীর প্রসব করিলেন এবং উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্দ্ধমুখ, অর্দ্ধ-উদর ও অর্দ্ধস্ফিক্ অবলোকন করিয়া উভয়ে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অবলা-দ্বয় তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরামর্শপূর্ব্বক ঐ জীবিত শরীরখণ্ডদ্বয় অতি দুঃখে পরিত্যাগ করিলেন। উহাদিগের দুইজন ধাত্রী ঐ খণ্ডিতগর্ভদ্বয় সুন্দররূপে আবৃত করত অন্তঃপুর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক কোন চতুষ্পথে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিয়া আসিল। হে নরবর! মাংসশোণিত ভোজিনী জরানাম্নী কোন রাক্ষসী ঐ প্রক্ষিপ্ত দেহখণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিল। ঐ রাক্ষসী তখন বিধিবল-প্রেরিতা হইয়া সহজে বহন করিবার আশয়ে সেই উভয় শরীরখণ্ড একত্র করিল। হে পুরুষর্ষভ! ঐ অর্দ্ধকলেবর-যুগল পরস্পর সংযোজিত হইবামাত্র এক-মূর্ত্তিধারী এক বীরকুমার হইল। হে রাজন্! অনন্তর রাক্ষসী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বজ্রসার শিশুকে তুলিতে চেষ্টা করিয়াও অসমর্থা হইল। ঐ বালক করতলে তাম্রবর্ণ মুষ্টিবন্ধন করত বদনে স্থাপন করিয়া অতিশয় সংরম্ভ সহকারে সজল জলদ-তুল্য গভীর গর্জ্জনে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে পরন্তপ নরব্যাঘ্র! ঐ শব্দে পুরবাসীরা সম্ভ্রান্ত হইয়া রাজার সহিত সহসা বহির্গত হইল এবং সেই নিরাশা, ম্লানবদনা, ক্ষীরপূর্ণ-পয়োধরা রাজমহিলারাও পুত্রলাভের নিমিত্ত সহসা ধাবিতা হইলেন। তখন রাক্ষসী ঐ রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে সন্তানেচ্ছু এবং সেই বালককে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ দৃষ্টি করিয়া ভাবিল, আমি এই রাজার অধিকারে বাস করি; ইনি পরম ধার্ম্মিক ও মহাত্মা, বিশেষত পুত্রলাভার্থ অতিশয় উৎসুক আছেন; অতএব ইহাঁর এই বালক পুত্রটিকে নষ্ট করা আমার কোনক্রমে উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা করত ঐ নিশাচরী মানুষরূপিণী হইয়া, মেঘমালা যেমন সূর্য্যকে আবরণ করে, তদ্রূপ ঐ কুমারকে ধারণ করিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, হে বৃহদ্রথ! এই পুত্রটি তোমার; মুনিবরের বরপ্রভাবে তোমার পত্নীদ্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে; এক্ষণে আমি প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ধাত্রীরা ইহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, আমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতবংশপ্রবর! অনন্তর কাশিরাজের সেই শোভনা কন্যাদ্বয় ঐ বালককে লাভ করিয়া স্তন-বিগলিত ক্ষীরধারা দ্বারা তৎক্ষণাৎ অভিষিক্ত করিলেন তৎপরে রাজা, সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হৃষ্টমনে সেই উজ্জ্বলসুবর্ণবর্ণা মানুষরূপিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কমলগর্ভকান্তি! আমার পুত্রদায়িনী তুমি কে? হে কল্যাণি! তোমাকে ইচ্ছাবিহারিণী কোন দেবতা বোধ হইতেছে; অতএব তোমার যথার্থ বিবরণ বর্ণন কর।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

রাক্ষসী কহিল, হে রাজেন্দ্র! আমার নাম জরা। আমি রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি,ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারি। মহারাজ! তোমার আবাসে সম্মানের সহিত সুখে বাস করিতেছি। আমি মনুষ্যমাত্রেরই গৃহে নিত্য নিত্য ভ্রমণ করিয়া থাকি। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, পূর্ব্বে গৃহদেবী নামে দিব্য-রূপিণী আমাকে সৃজন করিয়া দানবদিগের বিনাশজন্য স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সপুত্রা এবং নবযৌবনা মদীয় প্রতিমূর্ত্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বীয় গৃহের ভিত্তিতে লিখিয়া রাখে, তাহার নিশ্চিত্ত কল্যাণ হয়, যে না রাখে, সে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে প্রভো! পুত্রগণে পরিবৃত মদীয় প্রতিমূর্ত্তি তোমার গৃহের কুড্যে লিখিত আছে; এবং তোমার গৃহে বাস করিয়া আমি গন্ধ পুষ্প ধূপ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি বহুবিধ উপকরণ দ্বারা সর্ব্বদা সুন্দররূপে পূজিত হইতেছি, তোমার প্রত্যুপকার নিমি অদ্য তোমার পুত্রের খণ্ডিত শরীরদ্বয় অবলোকন করিয়া দৈব-যোগে যেমন একত্রিত করিলাম, অমনি উহা একটি কুমার হইয়া উঠিল। মহারাজ! তোমার ভাগ্যক্রমেই এরূপ ঘটনা হইয়াছে, আমি কেবল ইহাতে উপলক্ষমাত্র। আমি সুমেরুকেও ভক্ষণ করিতে পারি, তোমার এই বালকের ত কথাই নাই, কেবল তোমার গৃহে সর্ব্বদা পূজিত হই বলিয়াই সন্তোষ প্রযুক্ত ইহাকে তোমারে প্রত্যর্পণ করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী এই সকল কথা কহিয়া ঐ স্থান হইতেই অন্তর্হিতা হইল। রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার জাতকর্ম্ম সমস্ত করাইলেন এবং সমস্ত মগধ রাজ্যে রাক্ষসী উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আদেশ দিলেন। অপিচ, ব্রহ্মার তুল্য ঐ নরপতি "জরা-রাক্ষসী ইহাকে সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছে, অতএব ইহার নাম জরাসন্ধ হউক," এইরূপ স্থির করিয়া সেই বালকের নামকরণ করিলেন। মগধাধিপতির ঐ মহাতেজস্বী পুত্র প্রশস্ত আকার ও বলসম্পন্ন হইয়া আহুতি প্রাপ্ত হুতাশনের

ন্যায় বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, সুতরাং শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কিয়ৎকাল অতীত হইলে মহাতপা ভগবান চণ্ডকৌশিক পুনর্ব্বার মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা বৃহদ্রথ তাঁহার আগমনে যথোচিত হৃষ্ট হইয়া অমাত্য, পুরোহিত, পত্নীদ্বয় ও পুত্রের সহিত নির্গমন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ আচমনীয়াদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। হে ভরতনন্দন! ঐ মহীপতি রাজ্যের সহিত সেই পুত্রটি তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধরাজের ঐ পূজা গ্রহণ করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি দিব্য নয়ন দ্বারা এ সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি। তোমার এই পুত্র ভবিষ্যতে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাঁর যাদৃশ রূপ, সত্ত্ব, বল ও পরাক্রম হইবে, তাহা শ্রবণ কর। তোমার এই পুত্র ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ও বিক্রম-সম্পন্ন হইয়া তৎ সমুদায়ই প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। গরুড় উড্ডীন হইলে অন্য বিহঙ্গমগণ তাহার গতির যেমন অনুকরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন নরপতিই ইহাঁর সদৃশ বীর্য্যশালী হইতে পারিবেন না। যে সকল ব্যক্তি ইহাঁর প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইবে। হে মহীপতে! দেবতারাও যদি ইহাঁর উদ্দেশে শস্ত্র সমস্ত বিমোচন করেন, তবে পর্ব্বতে আহত নদীবেগের ন্যায় তৎসমুদায়ও ইহাঁর পীড়াকর হইবে না। ইনি সমস্ত মূৰ্দ্ধাভিষিক্তদিগের উপরে প্রদীপ্ত হইবেন। সূর্য্য যেমন সকল জ্যোতিঃপদার্থের প্রভানাশক, তদ্রূপ ইনি সকল ভূপালবর্গের সৌভাগ্যপ্রভা বিলুপ্ত করিবেন। শলভ-সকল যেমন অগ্নিতে পতিত হইয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে, সেইরূপ সমৃদ্ধ-বলবাহনশালী রাজন্যগণ ইহাঁকে অতিক্রম করিতে আসিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। বর্ষাকালে নদনদীপতি সমুদ্র যেমন উচ্ছ্বসিত জলশালিনী নদীসকলকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ ইনি সমুদায় রাজগণের সমৃদ্ধ শ্রীসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বশস্যধরা বিপুলতরা বসুন্ধরা যেমন শুভাশুভ সকলই ধারণ করেন, সেইরূপ মহাবলবান্ জরাসন্ধ চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধারয়িতা হইবেন। শরীরিগণ যেমন সর্ব্বভূতের আত্মভূত বায়ুর বশবর্ত্তী থাকে, সেইরূপ সমুদয় নরপতিগণ ইহাঁর আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন। অধিক কি, সকল লোক মধ্যে অতিবিলাম্বিত এই মগধরাজ জরাসন্ধ ত্রিপুরান্তকর সংসারহর মহাদেব রুদ্রকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন।

হে শত্রুনাশন! মুনি এইরূপ কহিতে কহিতেই যেন স্বকীয় কোন কার্য্যের চিন্তা করত নরপতি বৃহদ্রথকে বিদায় করিলেন। মগধরাজও নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্ঞাতি কুটুম্বগণ সমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। জরাসন্ধ রাজ্যাভিষিক্ত হইলে পর রাজা বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয়ের সহিত তপোবনে প্রস্থান করিলে। হে প্রজানাথ! পিতা ও মাতৃদ্বয় বনগমন করিলে জরাসন্ধ স্বকীয় বীর্য্যবলে সকল পার্থিবদিগকে বশীভূত করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ বৃহদ্রথ তপোবনে বহুকাল তপস্যা করিয়া ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। নবীন নৃপতি জরাসন্ধ কৌশিকের বাক্যানুরূপ সমস্ত বরলাভ করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। হে ভরতনন্দন! তৎকালে জরাসন্ধের আত্মীয় মহীপতি কংস বসুদেবতনয় কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা জন্মিল। বলবান মগধরাজ ঐ শত্রুতাবশত গিরিব্রজ হইতে একটা প্রকাণ্ড গদা নবনবতি বার সঞ্চালন করিয়া মথুরায় অবস্থিত, অদ্ভুত-কর্ম্মা কৃষ্ণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শোভনা গদা নবনবতি যোজনান্তে মথুরার নিকট পতিতা হইল। পুরবাসীরা সম্যক্ রূপে দৃষ্টি করিয়া গদাপাতের বৃত্তান্ত কৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিল। মথুরা-সন্নিহিত যে স্থানে ঐ গদা পতিত হয়, তাহা গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল। মহারাজ! হংস ও ডিম্ভক নামে যে দুই ব্যক্তি জরাসন্ধের সহায় ছিল, তাহারা শস্ত্রের অবধ্য, মন্ত্রণা-বিষয়ে অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং নীতিশাস্ত্র-বিশারদ ছিল। ঐ মহাবলশালী বীরদ্বয়ের কথা আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছি যে, হংস, ডিম্ভক ও স্বয়ং জরাসন্ধ, এই তিন জনে মিলিত হইলে বোধ হয়, ত্রৈলোক্যও তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। কুক্কুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা পরাক্রান্ত হইয়াও কেবল এই কারণ বশত নীতির নিমিত্ত জরাসন্ধকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

একোনবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

জরাসন্ধবধ প্রকরণ।

বাসুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! হংস ও ডিম্বক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং কংসও সসহায়ে নিহত হইয়াছে, অতএব এই সময় জরাসন্ধবধের প্রশস্ত কাল উপস্থিত। সমুদায় সুরাসুরগণও তাহাকে প্রকাশ্য সমরে পরাজয় করিতে পারেন না; অতএব আমার বিবেচনায় উহাকে বাহুযুদ্ধেই জয় করা কর্ত্তব্য। আমাতে নীতি আছে, ভীমেতে বল আছে এবং অর্জ্জুনও আমাদিগের রক্ষক হইবেন; অতএব অগ্নিত্রয় যেমন যজ্ঞ সাধন করে, তদ্রূপ আমরা জরাসন্ধের বিনাশ সাধন করিব। আমরা তিনজনে নির্জ্জনে তাহার সন্নিহিত হইলে সে আমাদিগের মধ্যে একজনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অবমাননা, লোভপ্রকাশ ও বাহুবীর্য্য দর্শনে দর্পিত হইয়া সে অবশ্যই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে। লোকে স্বভাবত সমুদ্ধত হইলেও মৃত্যু যেমন তাহার নাশক হয়, তদ্রূপ মহাবলশালী মহাবাহু ভীমসেনও ঐ উদ্ধতস্বভাব জরাসন্ধের নিধনসাধনে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! আপনি যদি আমার হৃদয়জ্ঞ হন এবং আমার প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আর বিলম্ব না করিয়া ভীমার্জ্জুনকে আমার নিকট ন্যাসস্বরূপে অর্পণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারায়ণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া এবং ভীমার্জ্জুনকে প্রফুল্লবদনে অবহিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অমিত্রনাশন, অচ্যুত! তুমি আমাকে এমন কথা বলিও না। তুমি পাণ্ডবদিগের নাথস্বরূপ, আমরা তোমারই আশ্রিত। হে গোবিন্দ! তুমি যাহা বলিতেছ, সকলই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে; কারণ, লক্ষ্মী যাহাদিগের প্রতি বিমুখী, তুমি কদাচ তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তী হও না। হে জগৎপতে! তোমার নিদেশবর্ত্তী থাকায় আমার এইরূপ মনে হইতেছে,

যেন আমি জরাসন্ধকেও বধ করিয়াছি, মহীপতিগণকেও মুক্ত করিয়াছি এবং রাজসূয় যজ্ঞও লাভ করিয়াছি হে পুরুষোত্তম! এক্ষণে উপস্থিত কার্য্য যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্তচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু তোমাদিগের তিনজন ব্যতিরেকে আমি ধর্ম্মার্থকাম বিহীন রোগার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখিত হইয়া জীবন ধারণে উৎসাহ করিতে পারি না। আমার স্থিরনিশ্চয় এই যে, যেমন কৃষ্ণব্যতীত পার্থ থাকিতে পারেন না এবং পার্থবিনা কৃষ্ণও থাকিতে পারেন না, সেইরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের অজেয় ত্রিলোক-মধ্যে কেহই নাই। অপিচ, এই শ্রীমান্ বৃকোদরও বলবান্দিগের মধ্যে প্রধান। এই মহাযশা বীরবর তোমাদিগের সহিত মিলিত হইলে কি না করিতে পারেন? উত্তম-নায়ককর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই বলসমূহ উত্তমরূপে কার্য্য-সমাধা করে; নায়কবিহীন সৈন্যকে পণ্ডিতেরা জড় অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব বিচক্ষণ সেনানীদিগেরই সৈন্য-পরিচালন করা কর্ত্তব্য। যেখানে নিম্নভূমি, বুদ্ধিমান লোকেরা সেই দিকেই জল লইয়া যান; ধীবরেরাও, যেখানে ছিদ্র থাকে, সেই স্থানে জল লইয়া যায়; এইরূপ, বিচক্ষণ সেনানীগণ শত্রুর নিম্নতা ও ছিদ্রবিচার করিয়া সৈন্য-চালন করেন। অতএব আমরা নয়বিধিজ্ঞ, পুরুষকার-সম্পন্ন, ত্রিলোক-বিশ্রুত গোবিন্দকে অবলম্বন করিয়া অবশ্যই কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিব। যিনি কার্য্যসিদ্ধির প্রার্থনা করেন, তিনি এতাদৃশ বুদ্ধি, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়-সমন্বিত কৃষ্ণকেই তদ্বিষয়ে অগ্রসর করিবেন। পৃথানন্দন অর্জ্জুনও কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঈদৃশ-গুণসম্পন্ন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকেই অনুগমন করুন এবং ভীমও অর্জ্জুনের অনুগামী হউন। এরূপ হইলেই নীতি, বল ও জয় বিক্রম-বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিপুলতেজস্বী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন তিন ভ্রাতায় সুহৃদ্গণের রুচিরবাক্য দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া বর্চ্চস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধরাজের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের দেহ সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় স্বভাবত অতি-তেজস্বী ছিল, তাহাতে আবার জ্ঞাতিকার্য্য নিমিত্ত তৎকালে তাঁহারা রোষভরে সন্তপ্ত হওয়ায় তৎসমুদায় অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যুদ্ধে অপরাজিত ভীম পুরঃসর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে এক কার্য্যে সমুদ্যত দেখিয়া জরাসন্ধবধের প্রতি লোকের আর কোন সন্দেহই রহিল না; কেননা, ঐ দুই মহাত্মাই সমুদয় কার্য্য প্রবর্ত্তনের ঈশ্বর; কেবল কার্য্যসকলের নহে, উহাঁরা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেরও প্রবর্ত্তক। ঐ কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীমসেন কুরুদেশ হইতে প্রস্থানকরত কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্ম সরোবরে গমন করিলেন, পরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহানদী, শর্করাবর্ত্ত এবং এক পর্ব্বতকস্থ নদীসমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা মনোরমা সরযূ অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্ব কোশলদেশসমুদায় দর্শন করিয়া মিথিলা এবং মালা ও চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ পার হইয়া সেই অক্ষয় উৎসাহসম্পন্ন বীরত্রয় তখন পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করত কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল-স্বরূপ মগধরাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিল-সমাকীর্ণ, গোধন-পূর্ণ ও মনোহর-বৃক্ষ-বিশিষ্ট গোরথ-নামক পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইয়া মগধরাজের পুরী দর্শন করিলেন।

বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, মগধরাজ্যের মহানগর কেমন সুন্দররূপে শোভা পাইতেছে! উহা বিলক্ষণ পশুসম্পন্ন, নিয়ত জলযুক্ত, উপদ্রবশূন্য এবং সুন্দর গৃহসমূহে সুশোভিত! উচ্চ শৃঙ্গান্বিত, শীতলদ্রুম-বিশিষ্ট পরস্পর সংসক্ত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক, এই পঞ্চ মহাশৈল যেন একযোগ হইয়া গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে। শাখা-সমুদায়ের অগ্রভাগে কুসুম-সমাকীর্ণ, সুগন্ধ-পূর্ণ, মনোহর, কামিজন-প্রিয়, লোধ্র-বনরাজি ঐ শৈলসকলকে যেন লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানে সংশিতব্রত মহাত্মা গৌতম মুনি শূদ্রাণী ঔশীনরীতে কাক্ষীবান্-প্রভৃতি পুত্র সমস্ত উৎপাদন করিয়াছিলেন। গৌতমের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত হইয়াও ঐ বংশ যে ঐ ভবনে রাজবংশ ভজনা করিতেছে, ইহা কেবল রাজাদিগের প্রতি গৌতমের অনুগ্রহ বলিতে হইবে। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গ বঙ্গাদি রাজগণও এই গৌতমের আবাসে আসিয়া আনন্দিত হইতেন। ঐ দেখ, গৌতমাশ্রমের সমীপে লোধ্র ও পিপ্পলী বনরাজিসমূহ মনোহররূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই স্থানে অর্ব্বুদ ও শক্রবাপী নামে দুই শত্রুতাপন নাগ এবং স্বস্তিক ও মণিনাগেরও আলয় আছে। ভগবান্ মনু মাগধদিগকে মেঘবনিবহের অপরিহার্য্য করিয়াছেন, কস্মিন্কালেও ইহাদিগের জলকষ্ট হয় না; এবং কৌশিক ও মণিমানও ইহাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে দুরাধর্ষ রমণীয় পুরোত্তম লাভ করিয়া জরাসন্ধ অনুপম অর্থসিদ্ধির প্রতি কোন আশঙ্কা করে না; কিন্তু অদ্য আমরা আক্রমণ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ উক্তি করিয়া বিপুল বল-শালী বৃষ্ণিকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন তিন ভ্রাতায় মিলিত হইয়া মগধ পুরোদ্দেশে গমন করিলেন। পরে তাঁহারা হৃষ্ট-পুষ্টজনাকীর্ণ, সর্ব্বদা উৎসবান্বিত অজেয় অপূর্ব্ব, চাতুর্ব্বর্ণ্য-পরিপূরিত গিরিব্রজ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পুরদ্বারের নিকটস্থ না হইয়া, বৃহদ্রথরাজের পরিজন ও নগরবাসি-প্রজাবর্গের পূজিত, মাগধদিগের সুরুচির, সমুন্নত চৈত্যকশৃঙ্গ ভেদ করিলেন। ঐ স্থানে রাজা বৃহদ্রথ, মাংসাদ ঋষভদৈত্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে হননপূর্ব্বক তদীয় চর্ম্মদ্বারা ভেরীত্রয় আচ্ছাদন করিয়া নিজপুরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ ভেরীত্রয়ের এরূপ বৃহৎ আকৃতি ছিল যে, একবার আঘাত করিলে একমাস পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ের শব্দ শ্রুত হইত। উক্ত ভেরীসমস্ত দিব্যপুষ্পে অবকীর্ণ হইয়া যে স্থানে নিনাদিত হইত, জরাসন্ধের বধাভিলাষী কৃষ্ণ প্রভৃতি তদীয় মস্তকে যেন আঘাত করত মাগধদিগের সুরুচির সেই চৈত্যকশৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, সুবিপুল ও সুমহৎ যে পুরাতন শৃঙ্গ গন্ধমাল্যাদিদ্বারা সতত অর্চ্চিত হইত, উক্ত বীরত্রয় বিপুলবাহুবল-সহকারে তাহা অভিহত করত পাতিত করিলেন এবং তৎপরে হৃষ্টান্তঃকরণে মাগধপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

এমন সময়ে বেদপারগ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কতকগুলি সুনির্মিত নিরাজন করিয়া নরপতি জরাসন্ধকে তৎসমুদায় প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে গজোপরি আরোহণ করাইয়া নীরাজনা অর্থাৎ প্রদীপ্ত কাষ্ঠদ্বারা আরতি করিলেন। প্রতাপবান্ রাজা জরাসন্ধও ঐ অকল্যাণ-শান্তির নিমিত্ত দীক্ষিত ও নিয়মস্থ হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতক ব্রতধারী, নিরায়ুধ, বস্ত্রমাত্র অস্ত্রবিশিষ্ট কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় নগরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। হে ভরত-নন্দন! তাঁহারা রাজপথে যাইতে যাইতে আপণ, ভক্ষ্যদ্রব্য ও মাল্যসকলের সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্বকামসমৃদ্ধ, বিপুলতর উত্তম শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজমার্গে তাদৃশী সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া সেই মহাবলপরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণ মালাকারের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মাল্যসকল গ্রহণ করিলেন এবং এইরূপে বিচিত্ররাগযুক্ত বসন, মাল্য ও সুমার্জ্জিত কুণ্ডলধারী হইয়া, হিমালয়স্থ সিংহসকল যেমন গোষ্ঠ নিরীক্ষণ করত গমন করে, তদ্রূপ জরাসন্ধের ভবনে আগমন করিলেন। মহারাজ! সেই সংগ্রামশালী বীরত্রয়ের চন্দনাগুরুচর্চ্চিত বাহুসকল শাল-স্তম্ভসদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। মাগধপুরবাসী জনগণ তাঁহাদিগের প্রকাণ্ড মত্তহস্তিতুল্য, শালস্কন্ধের ন্যায় উন্নত এবং কবাটতুল্য প্রশস্ত বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাদি জনসমাকীর্ণ কক্ষাত্রয় অতিক্রম করিয়া অব্যথিত-হৃদয়ে অহঙ্কারভরে জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভাবসম্পন্ন রাজা জরাসন্ধ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, আপনাদিগের শুভাগমন হউক; এইরূপ সম্ভাষণপূর্ব্বক পাদ্য, মধুপর্ক ও গো-প্রদানের উপযুক্ত, পূজনীয় কৃষ্ণাদিকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। হে জনমেজয়! তৎকালে পার্থ ও ভীম মৌন ভাবে রহিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ, জরাসন্ধকে এই কথা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইঁহারা নিয়মস্থ আছেন, এজন্য এক্ষণে কোন কথা কহিবেন না, অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে তোমার সহিত সমালাপ করিবেন। রাজা জরাসন্ধ তাঁহাদিগের যজ্ঞশালায় স্থাপিত করিয়া রাজগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; পরে অর্দ্ধরাত্র উপস্থিত হইলে সেই দ্বিজাতিগণ-সন্নিধানে আগমন করিলেন। মহারাজ! সমরবিজয়ী নরপতি জরাসন্ধের জগদ্বিখ্যাত এই দৃঢ়ব্রত ছিল যে, স্নাতক ব্রাহ্মণেরা যদি অর্দ্ধরাত্রেও উপস্থিত হন, তথাপি ঐ সময়ে তিনি শ্রবণমাত্র তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নরপতিসত্তম জরাসন্ধ কৃষ্ণাদি-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অদ্ভুতবেশ দর্শনে বিস্মিত হইলেন। হে ভরতসত্তম! যজ্ঞশালায় অবস্থিত সেই শত্রুনাশন নরশ্রেষ্ঠেরা রাজা জরাসন্ধকে দর্শন করিবামাত্র পরস্পর মুখাবলোকন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, রাজন্! তোমার নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষপদপ্রাপ্তি হউক! জরাসন্ধ কৃত্রিম ব্রাহ্মণবেশধারী যাদব ও পাণ্ডবদিগকে উপবেশন করিতে কহিলেন। তাঁহারাও সকলে উপবিষ্ট হইয়া মহাযজ্ঞীয় অগ্নিত্রয়ের ন্যায় শোভায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।

হে কুরুনন্দন! অনন্তর নরাধিপতি সত্যপ্রতিজ্ঞ জরাসন্ধ ছদ্মবেশী কৃষ্ণ প্রভৃতিকে নিন্দাবাদ করত কহিলেন, এই নর-লোকমধ্যে সর্ব্বতোভাবে আমার বিদিত আছে যে, স্নাতকব্রত-ধারী ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থধর্ম্ম প্রবেশকাল ব্যতীত কদাচ মাল্যাদি ধারণ করেন না; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা পুষ্পধারণ করিতেছ, অধিকন্তু তোমাদিগের ভুজতলে জ্যাঘাত চিহ্ন রহিয়াছে; অতএব তোমরা কে? তোমরা ক্ষত্রিয়-তেজ ধারণ করিতেছ, অথচ এইরূপ বিচিত্ররাগযুক্ত বসন ও অবৈধ মাল্যানুলেপন ধারণ করিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছ। অতএব তোমরা কে, সত্য করিয়া বল। যেহেতু রাজগণের পক্ষে সত্যই সমধিক শোভা পায়। তোমরা রাজার অনিষ্টাচরণ হইতে নির্ভয় হইয়া চৈত্যক-ভূধরের শৃঙ্গ ভেদ করত কি নিমিত্ত অদ্বার দিয়া ছদ্মবেশে এস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছ? ব্রাহ্মণের বীর্য্য, বাক্যেই বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, কর্ম্মে নহে; সুতরাং তোমাদিগের এই কর্ম্মটি বিলিঙ্গস্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব অদ্য তোমাদিগের উদ্দেশ্য কি, তাহা ব্যক্ত কর। অপিচ, তোমরা এইরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহারে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কি নিমিত্ত মৎপ্রদত্তবিধিসম্মত সংকার গ্রহণ করিতেছ না এবং আমার নিকটে আসিবার বা প্রয়োজন কি?

জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে মহামনা বক্তৃবর শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত হও। হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেই স্নাতকব্রতী হইতে পারেন এবং তাঁহাদিগের বিশেষ ও অবিশেষ উভয়প্রকার নিয়মসকলও থাকে; তন্মধ্যে বিশেষ নিয়মধারী ক্ষত্রিয় সতত সৌভাগ্য লাভ করেন। অপিচ, পুষ্পবন্ত ব্যক্তিরা নিশ্চয় শ্রীমন্ত হয়, এই নিমিত্ত আমরা পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়াছি। হে বৃহদ্রথনন্দন! ক্ষত্রিয়গণ বাহুদ্বারা যাদৃশ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কথায় তাদৃশ নহে; অতএব তাঁহাদের উচ্চারিত বাক্যে কখন প্রগল্ভতা হয় না। হে রাজন্! বিধাতা ক্ষত্রিয়বর্গের বাহুদ্বয়েই স্ববীর্য্য স্থাপন করিয়াছেন; যদি তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্য নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান্ লোকেরা শত্রুর গৃহে অদ্বার দিয়া এবং বন্ধুর গৃহে দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হন, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান; আর ইহাও অবগত হও যে, কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশে রিপুর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা তৎপ্রদত্ত পূজাগ্রহণ করি না, ইহা আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ নিয়ম।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জরাসন্ধ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি কোন্ সময়ে তোমাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি, স্মরণ হয় না; এবং তোমাদের প্রতি যে কোন অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, ইহা চিন্তা করিয়াও দেখিতে পাই না। যদি অপকার করিয়া না থাকি, তবে নিরপরাধে তোমরা কিনিমিত্ত আমাকে শত্রু মনে করিতেছ, সত্য করিয়া বল; যেহেতু সত্যবাক্য কহাই সাধুদিগের নিয়ম। দেখ, ধর্ম্মার্থের উপঘাতজন্য মনের সন্তাপ জন্মে; অতএব মহারথ ক্ষত্রিয় ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যে ব্যক্তি নিরপরাধ মনুষ্যের প্রতি ঐ ধর্ম্মার্থ উপঘাতের আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহ পাপীদিগের গতি প্রাপ্ত হয় এবং কল্যাণ হইতেও আপনাকে বিচ্যুত করে। ত্রিলোকমধ্যে ক্ষাত্রধর্ম্মই সাধুব্যবহারী লোকদিগের পক্ষে শ্রেয়ান্; ধর্ম্মজ্ঞেরা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মকেই অধিকতর প্রশংসা করিয়া থাকেন; আমিও সংপ্রতি নিয়তাত্মা

হইয়া সেই স্বকীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছি এবং প্রজাদিগের নিকটেও নিরপরাধ আছি, তথাপি তোমরা আমার প্রতি ধর্ম্মার্থ উপঘাতের আরোপ করিতেছ; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমরা প্রমাদপ্রযুক্তই এরূপ জল্পনা করিতেছ। কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! কুলধুরন্ধর কোন এক ব্যক্তি কুলকার্য্য বহন করিতেছেন, তাঁহারই আদেশে আমরা তোমার উপর আক্রমণ করিয়াছি। হে রাজন্! তুমি জনসমাজস্থ সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিয়াছ; তাদৃশ ক্রূরতর অপরাধ করিয়া কিপ্রকারে আপনাকে অনপরাধী মনে করিতেছ? হে নৃপসত্তম! রাজা হইয়া সাধু রাজাদিগকে কি বলিয়া হিংসা করিতে পারে? কিন্তু তুমি সেই রাজগণকে নিগৃহীত করিয়া রুদ্রদেবতার উদ্দেশে বলিদান করিতে অভিলাষী হইতেছ। হে জরাসন্ধ! তোমার আচরিত সেই পাপ আমাদিগকেও স্পর্শ করিতে পারে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মের পরিরক্ষণেও সমর্থ। বলিদাননিমিত্ত নরহত্যা করা ত কদাচ দৃষ্ট হয় নাই, তবে তুমি কি বলিয়া নরবলি দ্বারা শঙ্কর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে বাসনা করিতেছ? অহে জরাসন্ধ! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, এই নিমিত্তই সবর্ণ হইয়া সবর্ণদিগের পশুসংজ্ঞা করিতে মানস করিয়াছ; তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি আর এরূপ করিতে পারে? যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; অতএব আমরা আর্ত্তদিগের অনুসরণ পরায়ণ হইয়া জ্ঞাতিগণের বৃদ্ধিনিমিত্ত জ্ঞাতিক্ষয়কারী তোমাকে বিনষ্ট করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন্! তুমি যে মনে করিয়া থাক, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে তোমা ভিন্ন বীরপুরুষ আর কেহই বিদ্যমান নাই, সে কেবল তোমার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয়মাত্র; কেননা স্বকীয় বংশমর্য্যাদা জানিয়া শুনিয়া কোন্ আত্মবান্ ক্ষত্রিয় রাজা রণে প্রাণ ত্যাগপূর্ব্বক অতুল ক্ষয় স্বর্গলাভের বাসনা না করেন? হে নরবর! তুমি ইহা নিশ্চয় জান যে, স্বর্গ উদ্দেশ করিয়াই ক্ষত্রিয়গণ রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকসমুদায় পরাজয় করেন। মহৎ বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপস্যা ও যুদ্ধে মৃত্যু এই সমস্তই স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ; তন্মধ্যে বেদাধ্যয়নাদিতে স্বর্গলাভের ব্যতিক্রম ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যুতে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; ইহা স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যভিচারী কারণ। যুদ্ধে মৃত্যু সাক্ষাৎ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় প্রাসাদস্বরূপ; ইহা নিয়তই গুণসমূহে পরিপূর্ণ; এইরূপ মৃত্যুলাভ করিয়াই ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাজয় করত জগৎপালন করিতেছেন। হে রাজন্! তোমার বিগ্রহ যেমন স্বর্গপথের উপযোগী, তেমন আর কাহার হইতে পারে? যেহেতু উহা বিপুল মাগধ সৈন্যসমূহের সাহায্যে বহুল বলদর্পে পরিপূর্ণ। ফলত হে নরেশ্বর! তুমি অন্য লোকদিগকে অবজ্ঞা করিও না; কেননা, মনুষ্যমাত্রেই বীর্য্য আছে, তোমার সমান বা তদপেক্ষাও অধিক তেজ ধারণ করেন, এমন কতশত পুরুষ বিদ্যমান আছেন। এ বিষয় যে পর্য্যন্ত অবিজ্ঞাত রহিয়াছে, সেই পর্য্যন্তই তোমার তেজ হইতে পারে; কিন্তু হে রাজন্! এ তেজ আমাদিগের বিলক্ষণ সহনীয়, এই নিমিত্তই আমি এ কথা বলিতেছি। হে মাগধ! তুমি সদৃশ লোকদিগের নিকটে অভিমান ও দর্প পরিহার কর; পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত অনর্থক যমালয়ে গমন করিও না। দেখ, দম্ভোদ্ভব কার্ত্তবীর্য্য উত্তর বৃহদ্রথ প্রভৃতি বলসম্পন্ন ভূপতিগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলোকদিগকে অবমাননা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। আমরা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ নহি, কেবল ছলনা দ্বারা তোমাকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়াছি। আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুরাজের পুত্র। হে মগধরাজ! আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; হয় সমুদয় নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দাও, না হয় শমনভবনে প্রস্থান কর। জরাসন্ধ কহিলেন, অহে কৃষ্ণ! আমি জয় না করিয়া কোন নরপতিকেই গ্রহণ করি না; পরাজিত না হইয়া কোন্ ব্যক্তি এস্থানে আবদ্ধ থাকে? এবং এমন ক্ষত্রিয়ই বা এখানে কে আছে, যে আমাকর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের উপজীব্য-ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে, বিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুসমুদায় বশীভূত করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেন। অতএব হে কৃষ্ণ! আমি দেবতার উদ্দেশে ক্ষত্রিয়গণকে আহরণ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুসরণ করত সংপ্রতি ভয়প্রযুক্ত কি বলিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারি? তবে যে তুমি যুদ্ধের কথা বলিতেছ, আমি ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদ্বারা সৈন্যের সহিত অথবা একাকী একজনের, দুইজনের বা তিনজনের সহিত একবারে বা পৃথক্ পৃথক্ যে কোন প্রকারে হউক যুদ্ধ করিতে সম্মত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা জরাসন্ধ এইরূপ কহিয়া ভীমকর্ম্মা কৃষ্ণাদির সহিত যুদ্ধাভিলাষী হওয়ায় তখন স্বীয়পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক করিতে আদেশ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই উপস্থিত যুদ্ধে তিনি কৌশিক ও চিত্রসেন নামক সেনাপতিদ্বয়কে স্মরণ করিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে এই নরলোকে লোকে তাহাদিগেরই "হংস ও ডিম্ভক" এই লোকসমাদৃত নামদ্বয় উল্লেখ করিত। হে নৃপতে! হলধরানুজ, পুরুষশার্দ্দূল, সত্যসন্ধ, বশিপ্রবর, বিভু, মধুসূদন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বলশালিশ্রেষ্ঠ, শার্দ্দূলসদৃশ বিক্রান্ত, ভূমণ্ডলমধ্যে ভীমপরাক্রান্ত মহীপতি জরাসন্ধকে সমরে ভীমেরই বধ্য, যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রতিপালন করত স্বয়ং তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বক্তৃবর যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধার্থ কৃতসঙ্কল্প রাজা জরাসন্ধকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! আমাদিগের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার বাসনা হয়? কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবেন? কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে মহাতেজা মগধরাজ জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তখন পুরোহিত গোরোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গলিকদ্রব্য সমস্ত লইয়া বেদনানিবারক ও চৈতন্যসম্পাদক উত্তম উত্তম ঔষধ সমুদায় ধারণ করত যুদ্ধেচ্ছু জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীমপরাক্রম মতিমান্ জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। তিনি কিরীট মোচন ও কেশবন্ধন করিয়া উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় বেগে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভীমকে কহিলেন, ভীম! তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব; দেখ, শ্রেষ্ঠব্যক্তির নিকটে পরাজিত হওয়াও শ্রেয়স্কর।

শক্রমর্দ্দন মহাতেজা জরাসন্ধ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া বলনামক অসুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর বলশালী ভীমসেন কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সমর-বাসনায় জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপরে পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী, বাহুমাত্র-শস্ত্রধারী, সেই নরশার্দ্দূল বীরদ্বয় অতিশয় হৃষ্টচিত্তে পরস্পর মিলিত হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা পরস্পর করগ্রহণপূর্ব্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাঘাত দ্বারা রাজভবনের প্রকোষ্ঠ কম্পিত করত তাহাতে আস্ফোটন করিতে লাগিলেন, পরে করযুগল দ্বারা স্কন্ধে বারংবার সমাঘাত নিপাত করিয়া অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষপূর্ব্বক পুনরায় আস্ফালন করিতে থাকিলেন এবং চিত্রহস্তাদি অর্থাৎ হস্তের আকুঞ্চন প্রসারণ মুষ্টিকরণ-প্রভৃতি ও কক্ষাবন্ধন করিয়া গলদেশে গলদেশে ও কপোলে কপোলে অভিঘাত দ্বারা অগ্নিকণা সকল বিনির্গত করত যেন বজ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। হে বিভো! সেই বাহুমাত্র প্রহরণধারী বীরদ্বয় মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে, পরস্পর করসংপীড়নপূর্ব্বক গর্জ্জনকারী বারণযুগলের ন্যায় বাহুপাশাদি বিবিধপ্রকার বন্ধন করিয়া উরোহস্ত অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত, পূর্ণকুম্ভ অর্থাৎ গ্রথিত অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা মস্তক-পীড়ন প্রভৃতি যুদ্ধ-কৌশল প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পর মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন এবং চপেটাঘাতে আহত হইয়া ক্রোধপরীত সিংহযুগলের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ ও পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। পরস্পর অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ বাহুযুগলদ্বারা বাহুযুগল সমাপীড়ন এবং সকল বাহুদ্বারা উদর আবরণ করিয়া পরস্পরকে বিক্ষিপ্ত করিলেন। সুশিক্ষিত উভয় বীর কটি, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ সংকুচিত করত করযুগলদ্বারা পরস্পর উদর আবেষ্টন করিয়া নিজ নিজ কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল সমীপে আনয়নপূর্ব্বক এইরূপে পরস্পর আক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বমর্য্যাদা অতিক্রমকারী পৃষ্ঠভঙ্গ, সংপূর্ণ মূর্চ্ছা, বাহুদ্বয় দ্বারা পূর্ণকুম্ভ, তৃণপীড় ও মুষ্টিসহ ইক্ষুবিক্ষেপ পূর্ণযোগপ্রভৃতি নানাপ্রকার যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

হে নরশার্দ্দূল! তাঁহাদিগের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত তৎকালে পুরবাসী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ,

নষ্ট

জনসমূহে সমাকীর্ণ হওয়াতে তথায় তিলার্দ্ধমাত্র স্থান রহিল না। অনন্তর যুদ্ধপ্রবৃত্ত বীরদ্বয়ের ভুজাঘাত, নিগ্রহ ও প্রগ্রহহেতু বজ্র ও পর্ব্বতের সম্পাততুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই মহাবল-পরাক্রান্ত এবং যুদ্ধ বিষয়ে পরমহর্ষযুক্ত, সুতরাং পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া পরস্পরের ছিদ্রলাভে সমুৎসুক ছিলেন। মহারাজ! ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ জনসমূহ রঙ্গভূমিতে জনগণকে উৎসারণপূর্ব্বক বলশালী ভীম ও জরাসন্ধের সেই ভয়ঙ্কর

লাগিল। প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ বন্ধকৌশলদ্বারা পরস্পর আকর্ষণ এবং জানুদ্বারা অভিঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সুদৃঢ়বক্ষ, দীর্ঘভুজ, নিযুদ্ধ নিপুণ বীরদ্বয় ঘোরতর শব্দদ্বারা পরস্পর ভর্ৎসনা করত লৌহময়-পরিঘতুল্য বাহুসকল দ্বারা সমাশ্লেষ এবং সংশ্লিষ্ট পাষাণসদৃশ কঠিনতর প্রহারনিকর দ্বারা অভিঘাত করিতে থাকিলেন। মহাত্মা ভীম ও জরাসন্ধের ঐরূপ যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম তিথিতে আরব্ধ হইয়া ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত দিবারাত্র অনাহারে অবিশ্রান্ত চলিয়াছিল; পরে চতুর্দ্দশী রাত্রিতে জরাসন্ধ শ্রান্ত হইয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত হইলেন। জনার্দ্দন রাজাকে যুদ্ধক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমকে যেন উদ্বোধন করত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! যুদ্ধে পরিশ্রান্ত শত্রুকে পীড়া দিতে পারা যায় না; কেন না, সম্পূর্ণরূপে পীড়িত হইলে সে আপনার জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে; অতএব এ অবস্থায় রাজাকে পীড়া দেওয়া তোমার উচিত হয় না, তুমি সমানভাবে ইহাঁর সহিত বাহুযুদ্ধ কর। কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভঙ্গিক্রমে এইরূপ উক্ত হইয়া পরবীরহন্তা বৃকোদর জরাসন্ধের তাদৃশ অবস্থা বোধে তাঁহাকে বধ করিতে বাসনা করিলেন। অনন্তর অন্যের অজিত সেই জরাসন্ধকে জয় করিবার নিমিত্ত বলশালি-শ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন সমধিক উৎসাহ ধারণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন জরাসন্ধের বিনাশ বাসনায় মহোৎসাহ আশ্রয় করিয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুশার্দ্দূল কৃষ্ণ! এই পাপাত্মা এখনও বদ্ধপরিকর ও সতেজ রহিয়াছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা আমার উচিত হয় না। পুরুষপুঙ্গব কৃষ্ণ বৃকোদরের এই কথা শুনিয়া জরাসন্ধের বধোদ্দেশে তাঁহাকে যেন ত্বরান্বিত করত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভীম! তোমার যে পরম দৈববল আছে এবং পবন হইতে তুমি যে বল লাভ করিয়াছ, অদ্য জরাসন্ধের প্রতি তাহা শীঘ্র প্রদর্শন কর। শত্রুমর্দ্দন মহাবল ভীমসেন এইরূপ উক্ত হইয়া তখন বলসম্পন্ন জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি ঐরূপে তাঁহাকে শতবার ভ্রমণ করাইয়া জানুদ্বারা তদীয় পৃষ্ঠদেশ অবনত করত ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং এইরূপে তাঁহাকে নিষ্পেষণপূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিষ্পিষ্যমাণ জরাসন্ধের এবং গর্জ্জনকারী ভীমের সর্ব্বপ্রাণি ভয়াবহ এরূপ তুমুল শব্দ উত্থিত হইল যে, তাহাতে মগধবাসী সমুদয় লোকই বিত্রস্ত হইল; এমন কি, গর্ভবতী স্ত্রীগণের গর্ভস্রাব পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর রবে মাগধেরা এইরূপ অনুমান করিল যে বুঝি হিমাচল ভগ্ন হইয়া পড়িল, অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে। অনন্তর শত্রুবিমর্দ্দন ভ্রাতৃত্রয় রাত্রিকালে গতাসু জরাসন্ধকে নিদ্রিতের ন্যায় রাজদ্বারে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকান্বিত রথযোজনপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া এবং ভীমার্জ্জুনকে আরোহণ করাইয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন। রত্নভাজন ভূপালগণ মহাভয় হইতে মোচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা রত্ন উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। শস্ত্রসম্পন্ন, শত্রুজয়কারী, সকল রাজগণ কর্ত্তৃক অজেয়, বারংবার প্রহার-সামর্থ্য-হেতুক অরিবর্গের উৎকর্ষধ্বংসকারী, উভয় হস্তে সমযোদ্ধা, উত্তম সোদরবান, দর্শনীয় অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথি করত সেই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে অক্ষতশরীরে নির্গত হইলেন। যোদ্ধৃবর ভীমার্জ্জুন আরোহণ করাতে এবং কৃষ্ণ সারথি হওয়াতে

২। ভীম জরাসন্ধে সংগ্রাম।



প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ বন্ধ-কৌশলদ্বারা পরস্পর আকর্ষণ এবং জানুদ্বারা অভিঘাত করিতে লাগিলেন। ২৩২ পৃষ্ঠা (সভাপর্ব্ব)।

সকল ধনুর্দ্ধারিগণের অজেয় সেই রথবর অতিশয় শোভিত হইল। বৃহস্পতি-পত্নী তারকা যাহাতে আময় অর্থাৎ বিনাশ-হেতু হন, সেই সংগ্রামকালে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যে রথে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়া চলিলেন। তপ্তকাঞ্চনকান্তি, কিঙ্কিণীজালমালা পরিকীর্ণ, মেঘধ্বনিতুল্য গভীর-নিনাদযুক্ত, শত্রুনাশন যে জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র নবনবতি সংখ্যক দানববর্গকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাদি সেই রথ লাভ করিয়া পরমহর্ষান্বিত হইলেন। মাগধেরা মহাবাহু কৃষ্ণকে ভীমার্জ্জুনের সহিত সেই রথে অবস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। হে ভরতনন্দন! দিব্যহয়-চতুষ্টয়-যোজিত বায়ুতুল্য বেগবিশিষ্ট সেই দিব্যরথ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়াতে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল! ঐ রথবরে দেবনির্ম্মিত, শ্রীমান্, ইন্দ্রধনুর প্রভাতুল্য প্রভাবিশিষ্ট এক উৎকৃষ্ট ধ্বজ এত উচ্চে নিবিষ্ট ছিল যে, রথের সহিত তাহার স্পর্শ হইত না এবং উহা একযোজন দূর হইতে লোকের দৃষ্টিগোচর হইত।

অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন এবং গরুড়ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভুজঙ্গভোজী গরুত্মান্ বিস্তৃতানন, মহানাদযুক্ত, ধ্বজবাসী ভূতগণের সহিত সেই রথবরে অবস্থান করিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে সেই রথধ্বজ যেন উচ্ছ্রিত চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সহস্রকিরণ পরিকীর্ণ মধ্যাহ্নকালীন আদিত্যের ন্যায় অধিকতর তেজোবিশিষ্ট হইয়া প্রাণীদিগের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে রাজন্! সেই দিব্যধ্বজবর বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না এবং শস্ত্রসমূহদ্বারাও বিদ্ধ হয় না; মনুষ্যেরা তাহাকে কেবল দর্শন করে মাত্র। নরপতি বসু, বাসবের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বসুর নিকট হইতে বৃহদ্রথ যাহা লাভ করিয়াছিলেন এবং বৃহদ্রথের পর জরাসন্ধ যাহা পাইয়াছিলেন, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের সহিত সেই জলদতুল্য ধ্বনিবিশিষ্ট দিব্যরথে আরোহণ করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন। সেই মহাবাহু মহাযশা পুণ্ডরীকাক্ষ গিরিব্রজ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক বহিঃপ্রদেশে কোন সমতল স্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিলেন। হে রাজন্! তথায় নগরবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জনগণ বিধিবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাঁহার সংকার করিলেন এবং বন্ধনবিমুক্ত ভূপালেরাও তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে সেই রাজগণ স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো দেবকীনন্দন! ভীমার্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া অদ্য যে আপনি জরাসন্ধস্বরূপ ঘোরহ্রদে দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন রাজগণের উদ্ধার-সাধনদ্বারা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেন, ইহা আপনার পক্ষে বিচিত্র নহে! হে বিশ্বব্যাপক যদুনন্দন! আমরা সুদারুণ গিরিদুর্গে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে আপনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! আমরা একান্ত প্রণত রহিয়াছি, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন; আপনি যে কর্ম্ম করিতে আদেশ করিবেন, তাহা দুষ্কর হইলেও নৃপেরা সম্পন্নই করিয়াছেন, জ্ঞান করুন।

মহামনা হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ! যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনারা সকলে ইহা অবগত হইয়া সেই ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত সম্রাজ্যলাভেচ্ছু নৃপবরের সাহায্য করুন। হে নৃপসত্তম! অনন্তর সেই পৃথিবীশ্বর নরপালগণ সুপ্রীতমানসে তাঁহার সেই বাক্য স্বীকার করিয়া সকলেই 'তাহাই করিব" এই কথা বলিলেন এবং তাঁহাকে রত্নসমস্তও প্রদান করিলেন। যদুনন্দন গোবিন্দ তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া কথঞ্চিৎ তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। জরাসন্ধপুত্র মহামনা সহদেবও পুরোহিতকে অগ্রে করত অমাত্য ও স্বজনগণের সহিত নির্গমনপূর্ব্বক অতিবিনীতভাবে প্রণত হইয়া বহুরত্ন প্রদান পুরঃসর নরদেব বাসুদেবের উপাসনা করিলেন। তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেই ভয়ার্ত্ত নৃপকুমারকে অভয়প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত মহামূল্য রত্নসমুদায় গ্রহণ করিলেন এবং হর্ষসহকারে সেই স্থানেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। মহাবাহু দ্যুতিমান জরাসন্ধনন্দন, কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের সহিত সংকারসহকারে সখিত্বলাভ করিয়া এবং সেই মহাত্মগণকর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া মাগধপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও ভীমার্জ্জুনের সহিত পরম শোভাসমন্বিত হইয়া প্রচুররত্ন সংগ্রহপূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর অচ্যুত ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে কহিলেন, হে নৃপসত্তম! ভাগ্যক্রমে ভীমসেন জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং রাজগণও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। হে ভারত! ভাগ্যক্রমে ভীমার্জ্জুন কুশলযুক্ত হইয়া অক্ষতশরীরে স্বনগরে পুনরাগমন করিলেন।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির পরমহৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে যথাযোগ্য সংকার করিয়া তাঁহাকে এবং ভীমার্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। জরাসন্ধ নিহত হওয়ায় অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃদ্বয়বিহিত জয়লাভ করিয়া সকল ভ্রাতৃগণের সহিত হর্ষানুভব করিতে লাগিলেন। পরে ভ্রাতৃবর্গে সমবেত হইয়া তিনি সমাগত নরাধিপদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে আলিঙ্গন বন্দনাদি করিয়া সংকার ও পূজাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। নরপালগণ তখন যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হৃষ্টমনে নানা যানারোহণে স্ব স্ব দেশে সত্বর প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! মহাবুদ্ধি পুরুষশার্দ্দূল জনার্দ্দন তৎকালে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক স্বীয় শত্রু জরাসন্ধকে এইরূপে নিপাতিত করিয়াছিলেন। সেই অরিন্দম বুদ্ধিপূর্ব্বক জরাসন্ধকে নিহত করাইয়া ধর্ম্মরাজপ্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব, ধৌম্য, পৃথা, কৃষ্ণা ও সুভদ্রাকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, সেই দিব্যরথ দ্বারাই দশদিক্ নিনাদিত করত স্বীয় নগরে প্রস্থিত হইলেন হে ভরতর্ষভ! তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর দেবকীনন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ তৎকালে সুবিপুল জয়লাভ এবং রাজগণকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক গমন করিলে পর, ঐ কর্ম্মদ্বারা পাণ্ডবদিগের যশঃসৌরভ অধিকতর সংবর্দ্ধিত হইল; তদ্দ্বারা তাঁহারা দ্রৌপদীর পরম প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। হে ভারত! ঐ সময়ে প্রজাপালন কীর্ত্তির উপযোগী ধর্ম্মার্থকামসংযুক্ত যে কোন কর্ম্ম উপযুক্ত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির তাহা ধর্ম্মত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দিগ্বিজয় প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয়-তূণদ্বয়, রথ, ধ্বজ ও সভা লাভ করিয়া সমধিক সাহসী হওয়ায় যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! ধনু, অস্ত্র, বিপুলবীর্য্য, সহায়, দুর্গ, যশ ও সৈন্য, এই সমস্ত অভিলষিত দুষ্প্রাপ্য বস্তু আমি পাইয়াছি; এ অবস্থায় ভাণ্ডার বৃদ্ধি করাই আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতেছে; অতএব হে নৃপোত্তম! আমি সমুদায় রাজন্যগণকে করপ্রদ করিব; শুভ তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে, শুভ মুহূর্ত্তে উত্তরদিক জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিব। ধনঞ্জয়ের বচন শ্রবণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভরত-প্রবর পার্থ! তুমি উপযুক্ত বিপ্রগণকে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক শত্রুসকলের শোক এবং সুহৃদ্বর্গের আনন্দবর্দ্ধন-নিমিত্ত শুভযাত্রা কর, অবশ্যই অভীষ্টলাভ করিবে; তোমার নিশ্চয় বিজয় হইবে সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠিরের এই কথায় অর্জ্জুন মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অগ্নিপ্রদত্ত অদ্ভুতকর্ম্ম-সম্পাদক দিব্যরথে আরোহণ-পূর্ব্বক বিজয়যাত্রা করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব, ইঁহারাও সকলে ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সসৈন্যে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন! ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন উত্তরদিক, ভীম পূর্ব্বদিক, সহদেব দক্ষিণদিক্ এবং অশ্বজ্ঞ নকুল পশ্চিমদিক্ জয় করিলেন। এদিকে প্রভাবসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যে সুহৃদ্গণে পরিবৃত থাকিয়া পরম সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন; কেননা, তাঁহাদিগের মহচ্চরিত্র শ্রবণ করত আমার আর পরিতৃপ্ত হইতেছে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা এক সময়েই এই বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন, অতএব প্রথমত ধনঞ্জয়ের বিজয়-বিবরণ আপনার নিকটে বর্ণন করি।

মহাবাহু ধনঞ্জয় অগ্রে কুলিন্দদেশস্থ মহীপালগণকে অনতি-তীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারা স্ববশে আনয়ন করেন, পরে আনর্ত্ত, কালকূট ও কুলিন্দদিগকে জয় করিয়া মহীপতি সুমণ্ডলকে সসৈন্যে পরাজিত করিলেন। হে রাজন! শত্রুতাপন সব্যসাচী সেই সুমণ্ডলের সহিত সমবেত হইয়া শাকলদ্বীপ ও পৃথিবীপতি প্রতিবিন্ধ্যকে জয় করিলেন। সপ্তদ্বীপমধ্যে শাকলদ্বীপে যে সকল নরপতি বসতি করেন, সসৈন্য তাঁহাদিগের সহিত অর্জ্জুনের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন সেই মহাধনুর্দ্ধারীদিগকেও পরাজিত করিলেন এবং তাঁহাদিগের সকলের সহিত মিলিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষ দেশ আক্রমণার্থে ধাবিত হইলেন। হে বিশাম্পতে! ঐ দেশে ভগদত্ত নামে মহান্ রাজা ছিলেন; তাঁহার সহিত মহাত্মা অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগরতীরস্থ অন্যান্য অনুপদেশবাসী বহুসংখ্য যোধগণের সহিত সমবেত ছিলেন। ঐ নরেশ্বর অষ্টাহ যুদ্ধের পর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনঞ্জয়কে সহাস্যবদনে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো কৌরবনন্দন! তুমি পাকশাসনের আত্মজ, সুতরাং সংগ্রামের শোভাসম্পাদক; অতএব এতাদৃশ বীর্য্য প্রকাশ করা তোমার উপযুক্তই বটে। হে তাত! আমি মহেন্দ্রের সখা এবং যুদ্ধেও তাঁহা অপেক্ষা হীন নহি, তথাপি সমরে তোমার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিলাম না। হে মহাবাহো পাণ্ডবেয়! এক্ষণে তোমার অভিপ্রেত কি, আমি তোমার কি করিব, তাহা ব্যক্ত কর। হে বৎস! তুমি যে কথা বলিবে, আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, কুরুগণমধ্যে প্রধানতম ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং বিপুলদক্ষিণাপ্রদ যাগশীল; তাহার সাম্রাজ্য লাভ হয়, ইহাই আমি ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আপনি তাঁহাকে করপ্রদান করুন। আপনি আমার পিতৃসখা, বিশেষত আমার দ্বারা প্রীত হইতেছেন, সুতরাং আপনাকে আমি আদেশ করিতে পারি না, আপনি প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করুন। ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি আমার যেরূপ প্রীতিপাত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ; অতএব আমি অবশ্যই এ সমস্ত অনুষ্ঠান করিব; এতদ্ভিন্ন তোমার আরও কি করিতে হইবে বল।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগদত্তের উক্ত বাক্য শ্রবণে ধনঞ্জয় প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি এই কর্ম্মটি স্বীকার করিলেই সমস্ত সম্পাদন করা হইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ধনঞ্জয় এইরূপে প্রাগ্জ্যোতিষ জয় করিয়া তদপেক্ষা আরও উত্তরদিকে প্রস্থিত হইলেন এবং অন্তগিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি, সমস্তই জয় করিয়া লইলেন। হে রাজন! যিনি সমুদয় পর্ব্বত ও তত্রত্য নরাধিপগণকে পরাজিত, বশায়ত্ত ও অনুরক্ত করিয়া সকলের নিকট হইতে ধনসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক গম্ভীর মৃদঙ্গরব, রথচক্রধ্বনি ও মাতঙ্গগণের নিনাদ দ্বারা ধরাতল কম্পিত করত ঐ সমস্ত নরেন্দ্রগণ-সমভিব্যাহারে উলূকবাসী বৃহন্তসমীপে উপগত হইলেন। তখন বৃহন্ত ত্বরান্বিত হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত সেই নগর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয় ও বৃহন্তের ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু পারশেষে বৃহন্ত পাণ্ডবের বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বতেশ্বর কুন্তীতনয়কে নিতান্ত অসহনীয় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বপ্রকার ধনগ্রহণপূর্ব্বক তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন উলূকরাজের রাজ্য অবস্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই সেনাবিন্দুকে রাজ্য-বিচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুকুল ও উত্তর উলূকদেশ-সমুদায় এবং তত্রত্য রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজের শাসনে প্রভাবসম্পন্ন মহাতেজা কিরীটী সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া সৈন্যগণ দ্বারাই ঐ পঞ্চ দেশ ও রাজন্যগণকে পরাজিত করেন; তিনি সেনাবিন্দুর রাজধানী দেবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া চতুরঙ্গবলের সহিত তথায় শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই পরাজিত সমস্ত রাজগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পুরুবংশীয় নরপতি পুরুষবর বিশ্বগশ্বের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং পর্ব্বতীয় মহারথ শূরবীরদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া সেনাদ্বারা উক্ত পৌরবের রক্ষিত রাজধানী জয় করিয়া

লইলেন। বিশ্বগশ্বকে এবং পর্ব্বতবাসী দস্যুদিগকে সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন উৎসবসঙ্কেত-নামক সপ্তবিধ ম্লেচ্ছজাতীয়দিগকে জয় করিলেন, পরে কাশ্মীর দেশীয় ক্ষত্রিয় বীরদিগকে এবং দশ জন ক্ষুদ্ররাজার সহিত লোহিত নরপতিকে পরাজিত করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ত্রিগর্ত্ত দাব্ব কোকনদ প্রভৃতি বহুদেশীয় বহুল ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে কুন্তীতনয়ের অনুবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে কুরুনন্দন রমণীয় অভিসারী নগরী জয় করিয়া লইলেন এবং উরগাবাসী রোচমানকেও সমরে পরাভূত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রকুমার কিরীটী সংগ্রামে বিচিত্র আয়ুধনিকরে সুরক্ষিত রমণীয় সিংহপুর বলপূর্ব্বক বিলোড়িত করিয়া ফেলিলেন, তাহার পর সকল সৈন্যসমভিব্যাহারে সুহ্ম ও সুমালদিগকেও প্রমথিত করিলেন। তৎপরে পরম বিক্রম প্রকাশ করত তিনি ঘোরতর সমরসহকারে দুরাসদ বাহ্লীকদিগকে বশবর্ত্তী করিলেন এবং প্রধান প্রধান সৈন্য লইয়া দরদ ও কাম্বোজদিগকে ও জয় করিলেন। মহারাজ! যে সমস্ত দস্যু পূর্ব্বোত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছিল এবং যাহারা বনে নিবসতি করিত, প্রভাবসম্পন্ন ফাল্গুন তাহাদিগের সকলকেই পরাজিত করিলেন। লোহ, পশ্চিমকাম্বোজ ও উত্তর ঋষিক, ইহারা সকলে একযোগ হইয়াছিল; ইন্দ্রনন্দন তাহাদিগকেও বিজিত করিলেন: ঋষিকদিগের সঙ্গেও তাঁহার অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল। বৃহস্পতি ভার্য্যা তারকা যে যুদ্ধে বিনাশহেতু হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় পার্থ ও ঋষিকগণের পরমযুদ্ধ হইয়াছিল। হে রাজন্! পুরুষর্ষভ ধনঞ্জয় তখন ঋষিকদিগকে রণাঙ্গনে বিজিত করিয়া তাহাদিগের নিকটে শুকোদরতুল্য হরিদ্বর্ণ আটটি ঘোটক উপায়ন-স্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং উত্তর ও পশ্চিমদেশজাত, ময়ূর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, বেগশালী ও দ্রুতগামী অন্যান্য অশ্বসমস্তও কররূপে সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি সংগ্রামে নিষ্কুটগিরি ও হিমালয় পরাজয়পূর্ব্বক শ্বেতপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া সেনানিবেশ করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতগিরি অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ান্তকর মহাসমর সহকারে কিন্নরগণের আবাসভূমি দ্রুমপুত্র-পরিরক্ষিত কিম্পুরুষবর্ষ পরাজিত ও করায়ত্ত করিলেন ঐ দেশ জয় করিয়া ইন্দ্রকুমার গুহ্যকরক্ষিত হাটক-নামক দেশে অব্যগ্রচিত্তে সসৈন্যে উপনীত হইলেন। সান্ত্বদ্বারা গুহ্যকদিগকে নির্জ্জিত করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট মানস সরোবর ও ঋষিকুল্যা সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর প্রভাবসম্পন্ন কুরুনন্দন কিরীটী মানস-সরোবরের সন্নিহিত হইয়া হাটকদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশও পরাজয় করিলেন। তথায় তিনি গন্ধর্ব্বনগর হইতে তৎকালে তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক-নামক অসংখ্য অশ্বরত্ন করস্বরূপে লাভ করিলেন। বাসবনন্দন সব্যসাচী পরিশেষে উত্তর হরিবর্ষসমীপে উপনীত হইয়া সেই দেশ জয় করিতে অভিলাষী হইলেন। ঐ স্থানে মহাবীর্য্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এই কথা বলিল, হে পৃথাপুত্র! এই পুর জয় করিতে তুমি কদাচ সক্ষম হইবে না; অতএব হে অচ্যুত! যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে, তবে এস্থান হইতে নিবৃত্ত হও, এই পর্য্যন্তই তোমার যথেষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য হইয়া যে ব্যক্তি এই নগরে প্রবেশ করে, সে নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। হে বীর অর্জ্জুন! আমরা তোমার দ্বারা প্রীত হইতেছি; তোমার যথেষ্ট বিজয়লাভ হইয়াছে, সংপ্রতি এস্থানে আর কিছুই জেতব্য দৃষ্ট হয় না; কেন না, এদেশ উত্তর কুরু, এস্থলে যুদ্ধের প্রসক্তিই নাই। হে কৌন্তেয়! এস্থানে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি কিছুই দেখিতে পাইবে না, যেহেতু মনুষ্যশরীরে এখানে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিবার সাধ্য নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভারত! তবে যদি এস্থলে আর কোন কার্য্যসাধনের বাসনা থাকে, প্রকাশ করিয়া বল, তোমার কথানুসারে আমরা অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব। হে রাজন! তখন অর্জ্জুন ঈষৎহাস্য করত তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ধীমান ধর্ম্মরাজের সাম্রাজ্য অভিলাষ করিতেছি; তোমাদিগের এই দেশ যদি মনুষ্যের অগম্য হয়, তবে আর আমি ইহাতে প্রবেশ করিব না; তোমরা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ পণ্য দ্রব্য করস্বরূপে প্রদান কর। অনন্তর তাহারা দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য ক্ষৌম ও দিব্য অজিন-সমস্ত করস্বরূপে তাঁহাকে প্রদান করিল। মহারাজ! সেই পুরুষব্যাঘ্র বীরবর অর্জ্জুন এইরূপে ক্ষত্রিয় ও দস্যুগণের সহিত অসংখ্য সংগ্রাম করিয়া উত্তরদিক্ জয় করিয়াছিলেন। তিনি সেই সমস্ত রাজগণকে পরাজিত ও করায়ত্ত করিয়া সকলের নিকট হইতে বহুবিধ ধনরত্ন এবং তিত্তিরি, কল্মাষ, শুকপক্ষতুল্য ও ময়ূরসদৃশ নানাপ্রকার বাতবেগী অশ্বসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন এবং সেই ধনবাহন সমস্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিজ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে সময়ে অর্জ্জুন বিজয়ার্থে যাত্রা করেন, সেই সময়ে শত্রুশোকবর্দ্ধনকারী, বীর্য্যসম্পন্ন, প্রতাপবান্ ভরতশার্দ্দূল ভীমসেনও ধর্ম্মরাজের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পররাষ্ট্রবিমর্দ্দনশীল সন্নাহসমন্বিত করি-তুরগ-রথসঙ্কুল সুবিপুলবলচক্রে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই প্রভাবসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব প্রথমতঃ পাঞ্চালদিগের মহানগরে উপনীত হইয়া বহুবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, পরে অল্পকালমধ্যে গণ্ডক ও বিদেহদিগকে জয় করিয়া দশার্ণদিগকে পরাভূত করিলেন। ঐস্থানে দশার্ণরাজ সুধর্ম্মা ভীমসেনের সহিত লোমহর্ষণ সুমহৎ বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাবলশালী মহাত্মা সুধর্ম্মার সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি সুবহুল সৈন্যসহকারে ধরণীকে যেন কম্পমানা করত আরও পূর্ব্বদিকে চলিলেন। হে রাজন্! বলিশ্রেষ্ঠ বীরবর বৃকোদর অশ্বমেধেশ্বর রোচমানকে অনুচরবর্গের সহিত সমরে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিলেন। তাঁহাকে জয় করিয়া মহাবীর কুরুনন্দন অনতিতীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারাই পূর্ব্বদেশ জয় করিলেন। অনন্তর দক্ষিণদিকে সুবিস্তীর্ণ পুলিন্দনগরে গমন করিয়া তিনি নরাধিপ সুকুমার ও সুমিত্রকে বশবর্ত্তী করিলেন।

হে জনমেজয়! তৎপরে ভীম, ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে, মহাবীর্য্য শিশুপালের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। পরন্তপ চেদিপতিও পাণ্ডুকুমারের সেই অভিপ্রেত অবগত হইয়া নগর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সৎকারসহকারে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! তখন সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ও চেদিশ্রেষ্ঠ উভয়ে মিলিত হইয়া উভয়কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নৃপতে! অনন্তর চেদিরাজ স্বরাষ্ট্রবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সহাস্যবদনে ভীমকে কহিলেন, হে অনঘ! তুমি কিনিমিত্ত এরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করিতেছ? তখন ভীম তাঁহার নিকটে ধর্ম্মরাজের অভিপ্রেত-বিষয় বর্ণন করিলেন। নরাধিপ শিশুপালও তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ভীম তথায় ত্রয়োদশ রাত্রি বাস করিয়া শিশুপালকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া বলবাহন সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন অনন্তর অরিন্দম বৃকোদর কুমাররাজ্যে শ্রেণিমানকে এবং কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে জয় করিলেন। অযোধ্যাতে মহাবল ধর্ম্মজ্ঞ দীর্ঘযজ্ঞকে তিনি অনতিতীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারাই পরাভূত করিলেন। তৎপরে সেই প্রভাবসম্পন্ন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ গোপালকক্ষ, উত্তরকোশল ও মল্লদিগের অধিপতি পার্থিবকেও পরাভূত করিলেন। তদনন্তর হিমালয়ের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে সমুদায় জলোদ্ভব দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ বৃকোদর এইরূপে বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন। বলিপ্রবর মহাবীর্য্য ভীমপরাক্রম মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বলপূর্ব্বক ভল্লাট দেশ ও তৎসন্নিহিত শুক্তিমৎ পর্ব্বত পরাজিত করিলেন, পরে সমরে অপরাঙ্মুখ কাশিরাজ সুবাহুকে বশবর্ত্তী করিলেন; তৎপরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সুপার্শ্বদেশস্থ রাজপতি ক্রথকে বলাৎকারে পরাস্ত করিলেন, তাহার পর মৎস্যদেশবাসী ও উপদ্রবশূন্য নির্ভীক মহাবল মলদদিগকে পরাভূত করিয়া সমস্ত পশুভূমি জয় করিয়া লইলেন এবং তথা হইতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মদধার, মহীধর ও সোমধেয়দিগকে নির্জ্জিত করিয়া উত্তরমুখ হইয়া চলিলেন।

বলবান্ তিনি তথায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন এবং ভর্গদিগের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি মণিমৎপ্রভৃতি বহুল ভূমিপালগণকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অনতি আয়াস সহকারে ভগবান্ পর্ব্বত ও দক্ষিণমল্লদিগকে শীঘ্রই পরাস্ত করিলেন; শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে সান্ত্বপূর্ব্বক বিজিত করিলেন; বিদেহদেশেশ্বর জগতীপতি রাজা জনককে অনতিতীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারা পরাজয় করিলেন এবং শক ও বর্ব্বরদিগকে ছলনাপূর্ব্বক হস্তগত করিয়া লইলেন। বলবান্ পাণ্ডুনন্দন বিদেহদেশে অবস্থান করিয়াই ইন্দ্রপর্ব্বত সন্নিহিত কিরাতদিগের সাত জন অধীশ্বরকে পরাজিত করিলেন, পরে স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মাগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীশ্বরগণকে বিজিত করিয়া তাঁহাদিগের সকলের সহিত সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন, এবং জরাসন্ধনন্দন সহদেবকে সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকেই সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভারত! পাণ্ডবপ্রবর বৃকোদর চতুরঙ্গ বলভরে ধরণীকে যেন কম্পমানা করত শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোরযুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংগ্রামে নির্জ্জিত ও বশীকৃত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে পরাজয় করিলেন। মহারাজ! অনন্তর তিনি মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে বাহুবীর্য্য-সহকারে মহাসমরে-নিহত করিলেন; পরে পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা, প্রখরপরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন।

মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুবিধ দেশ বিজয় ও সর্ব্বত্র হইতে ধনসংগ্রহ করিয়া লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সাগরতীর প্রভৃতি জলপ্রধান দেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছনরপতিদিগকে বিবিধ রত্ন ও চন্দন অগুরু বস্ত্র কম্বল মণি মুক্তা কাঞ্চন রজত বিদ্রুম প্রভৃতি মহামূল্য বস্তুজাত করপ্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। ম্লেচ্ছাধিপেরা তৎকালে কোটি কোটি সংখ্যক সুবিপুল ধনবর্ষণ দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তখন ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়া সেই সমস্ত ধন ধর্ম্মরাজকে অর্পণ করিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেবও ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ভীমার্জ্জুনের সকলেই মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই প্রভাবসম্পন্ন বলশালী কুরুবীর প্রথমে শূরসেনদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক মৎস্যরাজকে বশীভূত করেন, পরে অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে বিজিত ও করপ্রদ করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎপরে তিনি নরাধিপ রাজকুমার ও সুমিত্রকে বশবর্ত্তী করিয়া পশ্চিম মৎস্যরাজ্য ও পটচ্চরদেশ জয় করিলেন; নিষাদভূমি, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোশৃঙ্গ ও পৃথিবীপতি শ্রেণিমানকে বলাৎকারেই জয় করিলেন এবং নবরাষ্ট্রনির্জ্জিত করিয়া কুন্তিভোজের প্রতি ধাবমান হইলেন। কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! অনন্তর সহদেব চর্ম্মণ্বতী নদীতীরে জম্ভকরাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পূর্ব্বে শত্রুতা থাকায় বাসুদেব ঐ নৃপনন্দকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সেই রাজপুত্র সহদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সুমহাবল সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তথায় সেক ও অপর-সেকদিগকে পরাজিত করিয়া এবং তাহাদিগের নিকট হইতে বহুবিধ রত্ন সমূহ কর লইয়া তিনি তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নর্ম্মদাসন্নিহিত দেশসমুদায়ে যাত্রা করিলেন। প্রতাপবান্ মাদ্রীনন্দন তথায় প্রচুর সৈন্যনিকরে পরিবৃত অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক বীরদ্বয়কে সমরে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে রত্নসমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক ভোজকটপুরে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! তথায় দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকরাজের সহিত দুই দিবস যুদ্ধ হইল। পরিশেষে সহদেব তাঁহাকে বিজিত করিয়া কোশলাধিপতি, বেণাতটের অধীশ্বর, কান্তারকবর্গ ও পূর্ব্বকোশলস্থ

নরপতিগণকে সমরে পরাজয় করিলেন; পরে নাটকেয় ও হেরম্বদিগকে এবং মারুধকে যুদ্ধে বিনির্জ্জিত করিয়া বলাৎকারে মুঞ্জগ্রাম অধিকার করিলেন; তৎপরে নাচীন ও অর্ব্বুক নরপতিদিগকে এবং তৎপ্রদেশবাসী সমুদয় আরণ্যক রাজগণকে পরাভূত করিয়া নরেশ্বর বাতাধিপকে বশবর্ত্তী করিলেন; অনন্তর পুলিন্দদিগকে রণে জয় করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নকুলানুজ মহাবাহু সহদেব পাণ্ড্যরাজের সহিত এক দিবস যুদ্ধ করিয়া তাঁহার পরাজয় সাধনপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। তথায় লোকবিশ্রুত কিষ্কিন্ধ্যা নাম্নী গুহার সন্নিহিত হইয়া তিনি বানর রাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সপ্তাহ সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর সেই মহাত্মা বানরদ্বয় সহদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে পাণ্ডবশার্দ্দূল! তুমি সর্ব্বপ্রকার রত্ন সংগ্রহ করিয়া গমন কর; ধীমান্ ধর্ম্মরাজের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক। অনন্তর পরবীরহন্তা প্রতাপবান্ পাণ্ডুনন্দন নরশ্রেষ্ঠ সহদেব রত্নসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিয়া তথায় নীলরাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের ঐ যুদ্ধটি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইল; তাহাতে বিস্তর সৈন্যক্ষয় এবং নিজেরও প্রাণসংশয় হইয়া উঠিল; কারণ, ভগবান্ হুতাশন নীলরাজের সহায়তা করিতেছিলেন। ঐ কারণে সহদেবের সৈন্যমধ্যে তখন অশ্ব, রথ, হস্তী, পুরুষ ও কবচ সমস্ত জাজ্বল্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে জনমেজয়! কুরুনন্দন সহদেব তাহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন; তদ্বিষয়ে কিরূপ প্রতিকার করা কর্ত্তব্য, কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্র! সহদেব যজ্ঞার্থ যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভগবান বহ্নি তাহাতে কি নিমিত্ত শত্রুতা করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে মাহিষ্মতীবাসী ভগবান্ হুতাশন পরদার-পরায়ণ বলিয়া গৃহীত হন। নীলরাজের একটি পরম সুন্দরী কুমারী ছিল; সে অগ্নির উদ্দীপন-নিমিত্ত পিতার অগ্নিহোত্রসমীপে নিয়ত অবস্থান করিত। তাহার মনোহর ওষ্ঠপুট বিনির্গত সমীরণ দ্বারা অগ্নি যে পর্য্যন্ত বিধূয়মান না হইতেন, সে পর্য্যন্ত ব্যজন দ্বারা বীজ্যমান হইলেও প্রজ্বলিত হইতেন না। তাহাতে সেই সুদর্শনা ললনার প্রতি ভগবান্ অগ্নি যে আসক্ত হইয়াছেন, ইহা নীলরাজের এবং অপর সকলেরও নিশ্চয় হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণরূপে যদৃচ্ছাক্রমে রমণপরায়ণ হইয়া তিনি সেই বরারোহা উৎপললোচনা কন্যাকে কামনা করিলেন, পরন্তু ধার্ম্মিক নীলনরপতি তখন শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। ভগবান্ হব্যবাহন তাহাতে কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা বিস্মিতচিত্তে ধরাবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন; পরে যথাকালে তদ্রূপ প্রণত হইয়া সেই বিপ্ররূপী বহ্নিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অভীষ্টপ্রদের অগ্রগণ্য ভগবান্ বিভাবসু নীলরাজের সেই সুলোচনা কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া উক্ত নরপতির প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মহীপতি নীলরাজও স্বীয় সৈন্যমধ্যে কখন ভয় না হয়, এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া লইলেন। মহারাজ! সেই অবধি যে কোন নরপতিগণ উক্ত বৃত্তান্ত না জানিয়া বলপূর্ব্বক ঐ নগরী জয় করিতে অভিলাষ করিতেন, তাঁহারা অগ্নি-কর্ত্তৃক দগ্ধ হইতেন। হে কুরুকুলোদ্বহ! সেই মাহিষ্মতীপুরীতে তৎকালে অবলাদিগকেও কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিত না; কেননা স্ত্রীগণের অপ্রতিবারণ-বিষয়ে অগ্নি বরপ্রদান করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা স্বৈরিণী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে তথায় বিচরণ করিত। হে ভরতর্ষভ মহারাজ! তদবধি রাজারাও অগ্নির ভয়ে সর্ব্বদা সেই পুরী পরিবর্জ্জন করিতেন। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা সহদেব স্বীয় সৈন্যগণকে অগ্নিপরীত ও ভয়ার্ত্ত দেখিয়াও অচলের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। তিনি শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক তৎকালে এইরূপে অগ্নিকে স্তুতিগর্ভ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

সহদেব কহিলেন, হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! তোমাকে নমস্কার; আমার এই সমারম্ভ কেবল তোমারই নিমিত্ত। হে পাবক! তুমি যজ্ঞস্বরূপ, সুতরাং তুমিই দেবতাদিগের মুখ! তুমি পবিত্র কর বলিয়া পাবক এবং হব্যবহন কর বলিয়া হব্যবাহন নাম ধারণ করিয়াছ। তোমার নিমিত্তই বেদসকলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তুমি জাতবেদা হইয়াছ। হে বিভাবসো! তুমিই চিত্রভানু, সুরেশ, অনল, স্বর্দ্বারস্পর্শী, হুতাশন, জ্বলন, শিখী, বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ, প্লবঙ্গ, ভূরিতেজা কুমারসূ, ভগবান, রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যকৃৎ! হে অগ্নে! তুমি আমাকে তেজঃপ্রদান কর, বায়ু প্রাণদান করুন, পৃথিবী আমার বলাধান করুন এবং জল সকল মঙ্গলবিধান করুন। হে জলোৎপাদক মহাসত্ত্ব সুরেশ্বর জাতবেদ অগ্নে! তুমি দেবগণের মুখস্বরূপ, অতএব আমাকে সত্যজ্যোতিতে পবিত্র কর। দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞে নিয়ত সুন্দররূপে হবন করিয়া থাকেন, তত্রত্য সত্যজ্যোতিতে আমাকে পবিত্র কর। তুমি ধূমকেতু, শিখী, পাপ বিনাশী, বায়ু হইতে সমুত্থিত এবং সর্ব্বপ্রাণীতে নিত্যকাল অবস্থিত; সম্প্রতি সত্যজ্যোতিতে আমাকে পবিত্র কর। হে ভগবন্ অগ্নে! আমি শুচি হইয়া প্রীতচিত্তে তোমাকে এইরূপ স্তব করিলাম, এক্ষণে আমাকে তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ আগ্নেয় মন্ত্র পাঠ করত নিত্য অগ্নিকে হবন করেন, তিনি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও সতত দান্ত হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন। হে ভারত! পুরুষশ্রেষ্ঠ মাদ্রীকুমার সহদেব "হে হব্যবাহন! যজ্ঞবিষয়ে এ প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করা তোমার উচিত নহে" এই কথা বলিয়া ধরাতলে কুশাস্তরণপূর্ব্বক সেই উদ্বেগযুক্ত ভয়ার্ত্ত সৈন্যগণের সম্মুখে অগ্নির উদ্দেশে উপবেশন করিলেন। অগ্নিও যেমন মহাসাগর-তীরভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি কুরুনন্দন নরদেব সহদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন, হে কুরুকুলতিলক! গাত্রোত্থান কর। আমি তোমার ও ধর্ম্মরাজের সমস্ত অভিপ্রায় অবগত আছি, কেবল পরীক্ষার নিমিত্ত এইরূপ করিলাম। হে ভরতসত্তম পাণ্ডুনন্দন! এই নীলরাজের কুলে যে পর্য্যন্ত বংশধর সন্তান বিদ্যমান থাকিবে, তদবধি আমাকে এই পুরী রক্ষা করিতে হইবে পরন্তু তোমার মনের যাহা অভিলষিত, তাহাও আমি সম্পন্ন

করিব। হে ভরতর্ষভ! তখন সহদেব হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থানপূর্ব্বক অবনত-মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে পাবকের পূজা করিলেন। অনন্তর পাবক প্রতিগমন করিলে পর পৃথিবীশ্বর নীলরাজ তদীয় আজ্ঞানুসারে যোধপতি নরব্যাঘ্র সহদেবসমীপে উপগত হইয়া তাঁহাকে সংকারসহকারে অর্চ্চনা করিলেন। বিজয়ী মাদ্রীতনয় সেই পূজা প্রতিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে করায়ত্ত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন ত্রৈপুররাজাকে বশবর্ত্তী করিয়া পৌরবেশ্বরকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিলেন, পরে কৌশিকাচার্য্য সুরাষ্ট্রাধিপতি আকৃতিকে মহাযত্নসহকারে স্ববশে আনয়ন করিলেন এবং সুরাষ্ট্ররাজ্যে অবস্থিত হইয়াই ভোজকটস্থ, মহামাত্র, ধীমান, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সখা, ভীষ্মকরাজ রুক্মীর নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনিও বাসুদেবের মুখাবেক্ষায় তখন পুত্রের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। মহাতেজা মহাবল যোধপতি সহদেব তাঁহার নিকট হইতে রত্নসমস্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি শূর্পারক, তালাকট ও দণ্ডকদিগকে হস্তগত করিয়া লইলেন, পরে সাগরদ্বীপবাসী ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত নরপতিগণ, নিষাদবর্গ, পুরুষাদ সম্প্রদায়, কর্ণ প্রাবরণ-সমস্ত নররাক্ষসযোনি কালমুখসকল, সমস্ত কোলগিরি, সুরভীপটন, তাম্রদ্বীপ, রামকপর্ব্বত ও তিমিঙ্গল নরপতিকে বশবর্ত্তী করিয়া দূতগণদ্বারাই অরণ্যবাসি-কেরক-নামক একপাদ মনুষ্য সমুদায়, সঞ্জয়ন্তী নগরী এবং পাষণ্ড ও করহাটক দেশ বশায়ত্ত ও করপ্রদ করিলেন। অপিচ তিনি পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ ও উষ্ট্রকর্ণিকদিগকে এবং রমণীয়া আটবীপুরী ও যবনদিগের নগর, এ সমস্ত ও দূতগণদ্বারা বশীকৃত ও করপ্রদ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অরিন্দম ধীমান ধর্ম্মাত্মা মাদ্রবতীপুত্র সাগরকূলে উপনীত হইয়া পুলস্ত্য-নন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকটে প্রীতি পূর্ব্বক দূতসমস্ত প্রেরণ করিলেন। তিনিও প্রীতিপূর্ব্বক তাহার শাসন গ্রহণ করিলেন। প্রভাবসম্পন্ন বিভীষণ সহদেবের সেই শাসন সময়ের উপযুক্তই বিবেচনা করিলেন, সেইহেতু তাঁহার নিকটে বিবিধ রত্ন চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহামূল্য বস্ত্র ও মহাধন মণিসমস্ত পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর প্রতাপবান্ ধীমান সহদেব স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ অরিন্দম সহদেব এইরূপে বলাৎকার সান্ত্বনাদ ও বিজয়দ্বারা পার্থিবগণকে নির্জ্জিত ও করপ্রদ করণান্তর কৃতকর্ম্মা হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বোপার্জ্জিত সমস্ত ধন ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এক্ষণে নকুলের বিজয় ও কর্ম্মসমস্ত বর্ণন করিব! সেই প্রভাবসম্পন্ন বীরবর যে প্রকারে বাসুদেবের বিজিত পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। মতিমান্ নকুল মহতী সেনাসমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ উদ্দেশ করিয়া প্রচণ্ড সিংহনাদ, যোধগণের গর্জ্জন ও রথচক্রনিনাদ দ্বারা ধরাতল কম্পিত করত প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি কার্ত্তিকের প্রেমাস্পদ ধনধান্য-সমন্বিত, গোধনপূর্ণ, মহাসমৃদ্ধ, রমণীয় রোহিতক পর্ব্বত আক্রমণ করিলেন। তথায় শৌর্য্যসম্পন্ন মত্তময়ূরকদিগের সহিত তাঁহার মহাসংগ্রাম হইল। তৎপরে মহাদ্যুতি পাণ্ডুনন্দন সমস্ত মরুভূমি, বহুল ধনধান্যযুক্ত শৈরীষক ও মহেত্থদেশ এবং রাজর্ষি আক্রোশকে বশীভূত করিলেন। আক্রোশের সহিত তাঁহার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর তিনি দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চ কর্পট এবং মাধ্যমিক ও বাটধান দ্বিজগণকে জয় করত প্রস্থান করিলেন, তৎপরে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসব সঙ্কেত-নামক ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন। সিন্ধুকূলাশ্রিত মহাবল গ্রামণীয়গণ, সরস্বতীতীরস্থ শূদ্র ও আভীর সকল, মৎস্যজীবী ও পর্ব্বতবাসী-সমুদায় সমস্ত, পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ এবং দিব্যকট ও দ্বারপাল নগর, এ সমস্ত তিনি বলাৎকারেই বশীকৃত করিলেন এবং রামঠহারহূণ ও পশ্চিম দেশস্থ অপরাপর সমুদায় নরপতিগণকে শুদ্ধ শাসনমাত্রেই বশায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! মহাদ্যুতি যোধপতি নকুল তথায় অবস্থিত হইয়াই বাসুদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনিও যাদবগণের সহিত তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর বলবান্ মাদ্রীকুমার মদ্রদিগের রাজধানী শাকলে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মাতুল শল্যকে প্রীতি-পূর্ব্বক বশ করিলেন। হে রাজন্! সেই নরপতি সংকার-যোগ্য যোধপতি নকুলের সমুচিত সংকার করিলে পর, তিনি ভূরি ভূরি রত্নসংগ্রহপূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন, পরে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছগণকে এবং পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশায়ত্ত করিলেন। বিচিত্র উপায়জ্ঞ কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল পার্থিবগণকে বশীকৃত এবং বহুল রত্নজাত সংগৃহীত করিয়া পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন! মহারাজ! দশ সহস্র উষ্ট্র অতিকষ্টে সেই মহাত্মার মহামূল্য ধনভার বহন করিয়াছিল। ভরতপ্রবর শ্রীমান মাদ্রীপুত্র নকুল এইরূপে বাসুদেব-বিনির্জ্জিত, বরুণপালিত, পশ্চিমদিক্ বিজয় করিয়া ইন্দ্র-প্রস্থগত বীরবর যুধিষ্ঠির সমীপে পুনরাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমুদায় ধন নিবেদন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

## রাজসূয় প্রকরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রজারক্ষণ, সত্য-প্রতিপালন ও শত্রুবিনাশন-জন্য প্রজাগণ আপন আপন কর্ম্মে নিরত রহিল। যথাবিহিত করগ্রহণ ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা-শাসন করায় পর্জ্জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষিতে লাগিলেন; সুতরাং জনপদও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজার পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; বিশেষতঃ পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য, এ সকলের সম্যক্ উন্নতি হইল। মহারাজ! নিয়ত-ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে দস্যু ও বঞ্চকেরাও পরস্পর মিথ্যা কথা কহিত না এবং রাজার প্রণয়ভাজন জনগণের মুখেও মিথ্যা বাক্য শ্রুত হইত না। তৎকালে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ব্যাধিভয়, অগ্নিভয়, অকালমৃত্যু এ সমস্ত ছিল না। সামন্ত ভূপতিগণ

প্রিয়কার্য্যসম্পাদন, উপাসনা অথবা স্বাভাবিক উপহারপ্রদান করিবার নিমিত্তই রাজসমীপে উপগত হইতেন, অন্য কার্য্য অর্থাৎ জয়াদির উদ্দেশে নহে। ধর্ম্মানুগত ধনাগম দ্বারা তাঁহার বিশাল ভাণ্ডারের এতাদৃশী বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, শত শত বৎসরেও তাহার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কুন্তীনন্দন মহীপতি যুধিষ্ঠির আপনার ধন ও ধান্যাদির পরিমাণ বিশেষরূপে জানিয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থিরসংকল্প হইলেন। তাঁহার সুহৃদেরাও সকলে পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত হইয়া কহিলেন, "বিভো! আপনার যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে অতএব সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠান করুন।" তাঁহারা সকলে এইরূপ কল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, বেদাত্মা, দর্শনের অবিষয়ীভূত বলিয়া বিজ্ঞদিগের অবধারিত, স্থিতিশীলদিগের অগ্রগণ্য, জগতের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা, সমস্ত বৃষ্ণিগণের প্রাকার অর্থাৎ পরিরক্ষক, আপৎকালে অভয়প্রদ, শত্রুনাশন, কেশিসূদন, পুরুষপ্রবর কেশব ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত নানাবিধ ধনসমূহ সংগ্রহ করিয়া বসুদেবকে সেনাধিপত্যে সম্যকরূপে নিয়োজনপূর্ব্বক বিপুল বলনিকরে পরিবৃত হইয়া রথনির্ঘোষ দ্বারা পুরোত্তম খাণ্ডবপ্রস্থ নিনাদিত করত তথায় প্রবেশ করিলেন এবং পাণ্ডবদিগের সেই পরিপূর্ণ অক্ষয় রত্নসাগরস্বরূপ অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করত শত্রুদিগের শোকাবহ হইলেন। সূর্য্যশূন্য প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে অথবা নির্ব্বাতস্থানে বায়ু সঞ্চরণ করিলে তত্রত্য জনগণ যেমন আহ্লাদিত হয় তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতপুরী অসীমহর্ষসংযুক্তা হইল। পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহানন্দভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও যথাবিধি সৎকার করিয়া পরিশেষে তিনি সুখে উপবিষ্ট হইলে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া ধৌম্য দ্বৈপায়নপ্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ এবং ভীমার্জ্জুন ও নকুলসহদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ! কেবল তোমা হইতেই সমুদায় পৃথিবী আমার বশবর্ত্তিনী রহিয়াছে এবং তোমারই প্রসাদে আমি এই অসীম ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছি অতএব হে যদুকুলতিলক, মহাবাহো, মাধব! আমি তোমার এবং অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই উপার্জ্জিত সমস্ত ধন, হুতাশন ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে ব্যয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি প্রশস্তচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান কর। হে গোবিন্দ! তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দীক্ষিত কর, যেহেতু তুমি যজ্ঞ করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব। অথবা হে বিভো! এই ভ্রাতৃগণের সহিত আমাকে দীক্ষিত হইতে অনুজ্ঞা কর, তোমা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি অনুত্তম যজ্ঞের ফলভাগী হইতে পারির

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম বর্ণন করত তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! আপনিই সম্রাট্ হইবার উপযুক্তপাত্র, অতএব আপনিই মহাযজ্ঞ রাজসূয় সমাপন করুন, আপনি ফলপ্রাপ্ত হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইব। আমি আপনার মঙ্গলসাধনে তৎপর রহিয়াছি, আপনি অভিলষিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং আমাকেও কোন কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আমি আপনার সমস্ত আদেশ সম্পন্ন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে হৃষীকেশ কৃষ্ণ! আমার ইচ্ছামাত্রেই তুমি যখন উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সংকল্পও সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভও নিশ্চয় হইয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধনসমস্ত সংগ্রহ করিবার উপক্রম করিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন ধর্ম্মরাজ যোধপ্রবর সহদেবকে এবং সমস্ত সচিবদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া যে সমস্ত বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তদনুরূপ উপকরণ সকল, মাঙ্গলিক দ্রব্যসমুদয় এবং ধৌম্যের আদিষ্ট যজ্ঞীয় সামগ্রী সম্ভার যথাক্রমেও যথোপযুক্তরূপে সত্বর আনয়ন করাও; অর্জ্জুনসারথি, ইন্দ্রসেন, বিশোক ও পুরু ইহাঁরা আমার প্রিয়কামনায় অন্নাদি আহরণে নিযুক্ত থাকুন; এবং ব্রাহ্মণগণের মনোহর ও প্রীতিকর হয়, রসগন্ধসমন্বিত এরূপ কামাবস্তু সমস্ত প্রস্তুত করুন। ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ-বাক্যের সমকালেই সমুদায় সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। হে রাজন! অনন্তর সত্যবতীনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান দেবতুল্য মহাভাগ ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিক্‌কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন এবং স্বয়ং ঐ যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়গোত্রের শ্রেষ্ঠ সুসামানামক ঋষি উদ্গাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, অধ্বর্য্যু, বসুপুত্র পৈল ও ধৌম্য হোতা এবং তাঁহাদিগের বেদবেদান্তপারগ শিষ্য ও পুত্রবর্গ হোত্রগাতা হইলেন। তাঁহারা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক উক্ত যজ্ঞবিধির উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ অর্থাৎ সংকল্প করিয়া সেই বিস্তীর্ণ যজ্ঞভূমির যথাশাস্ত্র পূজা করিলেন। পরে শিল্পকরেরা অনুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবতাদিগের মন্দিরতুল্য সুগন্ধযুক্ত ও সুপ্রশস্ত গৃহসমস্ত নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর পুরুষপ্রবর রাজসত্তম রাজা যুধিষ্ঠির মন্ত্রী সহদেবকে তৎক্ষণমাত্র আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি নিমন্ত্রণের নিমিত্ত শীঘ্রগামী দূতসকল শীঘ্র প্রেরণ কর। সহদেব তখন রাজার আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাষ্ট্রস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ, ভূমিপাল ও বৈশ্যগণকে আমন্ত্রণ কর এবং মানভাজন শূদ্রদিগকেও আনয়ন কর, এইরূপ আজ্ঞা দিয়া দূতসকল প্রেরণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শীঘ্রগামী দূতগণ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সহদেবের নিদেশানুসারে সকলকে নিমন্ত্রণ করিল এবং তদ্ভিন্ন কি আত্মীয় কি পর এরূপ অনেকানেক লোককেও সঙ্গে করিয়া আনিল। হে ভারত! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয়ের নিমিত্ত যথাকালে দীক্ষিত করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত এবং সহস্র সহস্র বিপ্রগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃবর্গ, জ্ঞাতিসমুদায়, সুহৃদ্‌বৃন্দ, সচিব-নিচয়, নানাদেশসমাগত মনুষ্যেন্দ্র ক্ষত্রিয় সমস্ত অমাত্য সকলের সহিত মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞায়তনে গমন করিলেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ নানা দেশ হইতে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র শিল্পী সকল ধর্ম্মরাজের আদেশে অনুচরসহ সেই সমস্ত বিপ্রগণের পৃথক্ পৃথক্ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ সকল গৃহে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত ছিল এবং বসন্তাদি সমুদয় ঋতুর কার্য্য বিরাজমান ছিল। হে রাজন্! ব্রাহ্মণেরা নরপালকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় বাস করত বহু-

ন্তর কথাপ্রসঙ্গে ও নটনর্ত্তকাদি দর্শনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভোজন ও সম্ভাষণকারী সেই সমস্ত প্রহৃষ্টচিত্ত মহাত্মা বিপ্রগণের মহান কোলাহলধ্বনি তথায় অনবরত শ্রুত হইতে থাকিল। ফলত তথায় 'দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্' এইরূপ সমালাপই নিরন্তর কর্ণগোচর হইত। হে ভারত! ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগকে শতসহস্র গোধন, শয়ন, কাঞ্চন ও মহিলাগণ পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিলেন। স্বর্গে শতক্রতুর ন্যায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ এইরূপে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপ এবং আপনার প্রতি যাঁহারা অনুরক্ত সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণকে আনিবার নিমিত্ত নকুলকে হস্তিনপুরে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সমরবিজয়ী পাণ্ডুনন্দন নকুল হস্তিনানগরে গমন করিয়া ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতিকে সমুচিত সংকারপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রসর করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমানসে যজ্ঞের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! যজ্ঞাভিজ্ঞ অন্যান্য শত শত ক্ষত্রিয়েরাও ধর্ম্মরাজের যজ্ঞবার্ত্তা শ্রবণে ঐ যজ্ঞসভা ও ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সন্তুষ্টমনে নানাবিধ মহামূল্য রত্নসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক নানাদিগ্দেশ হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমস্ত ভ্রাতৃগণ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, মহারথী কর্ণ, বলশালী শল্য, মহাবল বাহ্লিক, সোমদত্ত, কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবা, শল, অশ্বত্থামা, কৃপ, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, পুত্রসহ দ্রুপদ, বসুধাধিপ শাল্ব, সাগরতীরবর্ত্তী জলপ্রধানদেশস্থ সমস্ত ম্লেচ্ছগণের সহিত প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি মহারথ নরপতি ভগদত্ত, পার্ব্বতীয় রাজগণ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গেশ্বর, আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপালবৃন্দ, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়বর্গ, সিংহলসকল, কাশ্মীরদেশীয় ভূমিপতি, মহাতেজা কুন্তিভোজ, পার্থিব গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় অপরাপর সমুদায় শৌর্য্যসম্পন্ন নরপতিগণ, পুত্রদ্বয়ের সহিত বিরাট, মহাবল মাবেল্ল, সমর দুর্ম্মদ মহাবীর্য্য সপুত্র শিশুপাল এবং নানা জনপদেশ্বর রাজা ও রাজপুত্রসমুদায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সমাগত হইলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, কঙ্ক, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, উল্মুক, নিশঠ অঙ্গাবহ এবং বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য বীর্য্যসম্পন্ন মহারথগণ, সকলেই আগমন করিলেন! এই সমস্ত ও অপরাপর মধ্যদেশীয় বহুসংখ্য রাজগণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমাগত হইলেন। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজের আদেশে তাঁহাদিগকে বহুল ভক্ষ্য ভোজ্যসমন্বিত, দীর্ঘিকা ও বৃক্ষসমূহে সুশোভিত বাসগৃহ-সমস্ত প্রদত্ত হইল। ধর্ম্মনন্দন স্বয়ং সেই মহাত্মা নরপতিগণের পূজা করিলেন। পরে তাঁহারা সংকৃত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিলেন। ঐ সকল বাসগৃহ কৈলাসশিখর-সদৃশ মনোহর, নানাদ্রব্যবিভূষিত, সুনির্ম্মিত শুভ্রবর্ণ, অত্যুন্নত প্রাকারনিকরে সর্ব্বদিকে সমাবৃত, সুবর্ণজাল-পরিকীর্ণ, মণিকুট্টিমশোভিত, সুখে আরোহণ করা যায় এরূপ সোপনাপঙ্ক্তি-সমন্বিত, মহামূল্য আসন ও পরিচ্ছদবিশিষ্ট, মাল্যদাম-সমাকীর্ণ উত্তম অগুরুগন্ধে-সুবাসিত, হংস ও সুধাংশু-সদৃশ শুভ্রবর্ণ হওয়ায় এক যোজন দূর হইতেও উত্তম দর্শনীয়, অসঙ্কীর্ণ, সমান দ্বারযুক্ত, নানাপ্রকার উপকরণসমূহ-সমন্বিত এবং অবয়বনিবহে বহুতর ধাতুনিবদ্ধ হওয়ায় হিমাচল-শিখররাজির ন্যায় সুদৃশ্য ছিল। সমাগত ভূপালগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া পরিশেষে প্রচুর দক্ষিণাপ্রদ, বহুল সদস্য সমুদায়ে পরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিলেন। মহারাজ! সমুদয় পার্থিববর্গ ও মহর্ষি ব্রাহ্মণগণে সমাকীর্ণ সেই সভামণ্ডপ তৎকালে অমরনিকরে পরিবৃত স্বর্গপৃষ্ঠের ন্যায় অতিমাত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগকে এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে এই কথা বলিলেন, এই যজ্ঞে আপনারা আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুগ্রহ করুন। এস্থানে আমার যে প্রভূত ধনসম্পত্তি রহিয়াছে, ইহা আপনাদিগেরই জ্ঞান করুন এবং সকল পরামর্শ করিয়া ইচ্ছানুসারে আমাকে পরিচালিত করুন। দীক্ষিত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পরিশেষে সকলকে যথাযোগ্য অধিকারে নিযুক্ত করিলেন। ভক্ষ্যভোজ্যের অধিকারে তিনি দুঃশাসনকে নিয়োজিত করিলেন; ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যা নিমিত্ত অশ্বত্থামাকে কহিলেন; রাজগণের প্রতি পূজার্থ সঞ্জয়কে নিয়োজিত করিলেন। কর্ত্তব্যকর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হইল কি না, তাহার পরিজ্ঞান বিষয়ে মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য থাকিলেন; হিরণ্য ও সুবর্ণ রত্ন সমুদয়ের পর্য্যবেক্ষণ এবং দক্ষিণা-প্রদানে যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যকে নিয়োজিত করিলেন এবং অন্যান্য পুরুষশ্রেষ্ঠদিগকেও সেই সেই কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ ইঁহারা নকুলকর্ত্তৃক সমানীত হইয়া তথায় স্বামীর ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা ক্ষত্তা বিদুর ব্যয়কারক হইলেন এবং দুর্য্যোধন সর্ব্বপ্রকার উপহার প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সর্ব্বলোকের বর্ত্তনাধার হইয়াও উৎকৃষ্ট-ফলপ্রাপ্তি-বাসনায় ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে স্বয়ং নিযুক্ত রহিলেন।

সভা ও ধর্ম্মরাজকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া তথায় সহস্রের অল্প উপহার কেহই আর আহরণ করেন নাই; সকলেই বহুল রত্নদান দ্বারা ধর্ম্মরাজকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। "কুরুরাজ যুধিষ্ঠির মদীয় রত্নপ্রদান দ্বারাই যে যজ্ঞনির্ব্বাহ করিতে পারেন," পরস্পর এইরূপ স্পর্দ্ধমান হইয়াই রাজগণ ধনপ্রদান করিলেন। মহারাজ! দর্শনার্থী দেবগণের বিমানাগ্র সম্বলিত বহু-বলসংবৃত উত্তরকালস্থায়ী প্রাসাদসমুদায়, ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিমানপুঞ্জ, ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান-সমস্ত, ভূপালবর্গের নিমিত্ত বিচরিত নানা রত্নযুক্ত পরম সমৃদ্ধিসমন্বিত বিমান সদৃশ বিচিত্র দিব্য বাসগৃহনিবহ এবং নিরতিশয় শ্রীসমৃদ্ধি সহকারে সমাগত রাজগণ দ্বারা মহাত্মা কুন্তীকুমারের

সেই সভামণ্ডপ অতিমাত্র শোভিত হইল। অনন্তর যুধিষ্ঠির ঐশ্বর্য্যে বরুণদেবের সমকক্ষ হইয়া প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত, ষড়গ্নিসাধ্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সকল লোককেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু প্রদানদ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। সেই মহাসমারোহে কত অন্ন ও কতপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য যে প্রস্তুত হইয়াছিল, কত শত কৃতাহার ব্যক্তিদিগের যে সম্বাধ হইয়াছিল এবং কত প্রকার রত্নোপহার যে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। মন্ত্রে ও প্রক্রিয়ায় বিশারদ মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সেই যজ্ঞব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন। দেবতাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণেরাও সেই যজ্ঞে দক্ষিণা, অন্ন ও মহাধনদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং অপরবর্ণ সমুদায়ের লোকেরাও পরিতৃপ্ত ও পরম হর্ষান্বিত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্ঘ্যাহরণ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যজ্ঞান্ত অভিষেকদিবসে সৎকারভাজন মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ ভূপালবর্গের সহিত অন্তর্ব্বেদীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ব্রহ্মসদনে দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত অমরনিকরের ন্যায় নারদ প্রভৃতি মহাত্মগণ রাজর্ষিবৃন্দের সহিত সেই অন্তর্ব্বেদীতে সমাসীন হইয়া অতীব শোভিত হইতে লাগিলেন। সেই অমিততেজস্বী ঋষিগণ তৎকালে কর্ম্মাবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনারম্ভ করিলেন। অনেকেই তথায় "ইহা এইরূপ হইবে; না,এরূপ হইতে পারে না; ইহা অবশ্যই এইরূপ, অন্যথা হইবার নহে"; পরস্পর এইপ্রকার বিতণ্ডাবাদ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্র-নিশ্চিত তর্কসহকারে লঘু অর্থের গৌরব এবং গুরু অর্থের লাঘব করিতে থাকিলেন। শ্যেনপক্ষীরা যেমন আকাশগত আমিষ আক্রমণ করে, তদ্রূপ কোন কোন মেধাবী পুরুষ অন্যের উদাহৃত অর্থ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল ভাষ্যাভিজ্ঞগণের বরিষ্ঠ কোন কোন মহাব্রত ব্রাহ্মণেরা বিচারপ্রসঙ্গে ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্যসকলের সমালাপ করত রমণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বেদসম্পন্ন দেবদ্বিজমহর্ষিগণে সমাকীর্ণা হওয়ায় সেই বিস্তীর্ণা বেদী বিমল-নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমতী হইল। যুধিষ্ঠিরের সদনস্থ সেই অন্তর্ব্বেদী-সন্নিধানে তৎকালে কোন শূদ্র বা ব্রতহীন ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল না।

হে মনুজেশ্বর! দেবর্ষি নারদ লক্ষ্মীসম্পন্ন ধীমান্ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞবিধান জনিতা সেই লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করত পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি সমুদয় ক্ষত্রিয়কুলের সেই সমাগম সন্দর্শন করত চিন্তাপরায়ণ হইলেন এবং ব্রহ্মার ভবনে অংশাবতরণবিষয়ে যাহার আন্দোলন হইয়াছিল, সেই পুরাবৃত্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে পুরুষপ্রবর কুরুনন্দন! সেই ক্ষত্রিয়সমাজকে দেবতাদিগেরই সমাগম জানিয়া নারদ মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে স্মরণ করিলেন; ভাবিলেন, পূর্ব্বে যিনি দেবগণকে "তোমরা মর্ত্ত্যলোকে জন্মিয়া পরস্পর হতাহত করত পুনর্ব্বার স্বীয় স্বীয় লোকপ্রাপ্ত হইবে," স্বয়ং এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন,সেই অনির্দ্দেশ্য ভূতকর্ত্তা পরপুরবিজয়ী সুরশত্রুবিনাশন সাক্ষাৎ বিভু নারায়ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করত ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছেন। জগতের প্রভু ভগবান্ শম্ভু নারায়ণ সমুদয় দেবতাদিগকে উক্তরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যদুসদনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নক্ষত্রগণমধ্যে তারাপতির ন্যায় বংশধরবরিষ্ঠ পুরুষোত্তম ধরাতলে অন্ধক ও বৃষ্ণিদিগের বংশে পরম লক্ষ্মী সহকারে সুশোভিত হইয়াছেন। ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ যাহার বাহুবলের উপাসনা করেন, অরিসংহারী সেই হরি সম্প্রতি মানুষবৎ প্রতীয়মান হইয়া রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইনি এতাদৃশ বলসম্বলিত এই সমুদ্ধত ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার সংহার করিয়া লইবেন? ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি সর্ব্বজ্ঞ নারদ যজ্ঞযাজী নারায়ণ হরিকে ঈশ্বর জানিয়া এইরূপ চিন্তার অনুসরণ করত ধীমান্ ধর্ম্মরাজের সেই মহাযজ্ঞে সবহুমানে অবস্থিত রহিলেন।

মহারাজ! অনন্তর ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক যুধিষ্ঠির! রাজগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা কর; দেখ, আচার্য্য, ঋত্বিক, স্নাতক, সম্বন্ধী, মিত্র ও নৃপতি, এই ছয় ব্যক্তি অর্ঘ্য প্রদানের যোগ্যপাত্র; পণ্ডিতেরা বলেন, অভ্যাগত হইয়া সংবৎসর সহবাস করিলেই ইঁহাদিগকে অর্ঘ্য দেয় হয়; এই ভূপালবৃন্দ বহুকাল আমাদিগের নিকটে সমাগত হইয়াছেন, অতএব ইঁহাদিগের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ্য আহরণ কর; পরন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই অগ্রে প্রদান কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কুরুনন্দন পিতামহ! আপনি কোন্ অসাধারণ ব্যক্তিকে অগ্রে অর্ঘ্যপ্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনু তনয় বীর্য্যবান্ ভীষ্ম বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া বৃষ্ণিকুলসম্ভূত কৃষ্ণকে ভূমণ্ডলমধ্যে প্রধান অর্চ্চনীয় বিবেচনা করিলেন; কহিলেন, যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপুঞ্জমধ্যে ভাস্কর সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বান্ তদ্রূপ ইনি এই সমস্ত রাজগণের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম দ্বারা সমধিক উদ্ভাসমান-প্রতীয়মান হইতেছেন। সূর্য্যহীন প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে এবং নির্ব্বাত স্থানে বায়ুসঞ্চার হইলে যেরূপ হয়, কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের এই সভামন্দিরও তদ্রূপ উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। অনন্তর প্রতাপবান সহদেব ভীষ্মকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে সেই বৃষ্ণিকুমারকে প্রধান অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। পরন্তু মহাবলসম্পন্ন চেদিরাজ শিশুপাল বাসুদেবের প্রতি সেই পূজা সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি সভামধ্যে ভীষ্ম ও ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কৃষ্ণকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন।

ষটত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শিশুপাল কহিলেন, হে কৌরব্য! মহাত্মা মহীপতিগণ এস্থানে বিদ্যমান থাকিতে বৃষ্ণি-তনয় রাজার ন্যায় রাজপূজা পাইবার যোগ্য হইতে পারেন না। ওহে যুধিষ্ঠির! তুমি যে ইচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিলে এরূপ আচরণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের উপযুক্ত হইল না। অহে পাণ্ডবগণ। তোমরা বালক, কিছুই জান না; ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্মপদার্থ; এই অল্পদর্শী নদীপুত্রও স্মৃতিবহির্ভূত হইয়াছেন। হে ভীষ্ম! তোমার

মত ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রিয়কামনায় কার্য্য করিলে লোকসমাজে সাধুগণের অত্যন্ত অবজ্ঞাভাজন হন। তোমরা সমস্ত মহীপতিগণমধ্যে রাজ নামের অনধিকারী দাশার্হকে যেরূপ অর্চ্চনা করিলে, এ কি প্রকারে তাদৃশ পূজার যোগ্য হইতে পারে? হে কুরুপুঙ্গব! কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া যদি পূজা করিয়া থাক, তবে বৃদ্ধ বসুদেব বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার পুত্র কি প্রকারে পূজাযোগ্য হইল? অথবা যদি প্রিয়ার্থী ও অনুবর্ত্তী বলিয়া বসুদেব তনয় পূজিত হইয়া থাকে, তবে দ্রুপদ উপস্থিত থাকিতে মাধব কি প্রকারে পূজাযোগ্য হইল? অথবা হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া যদি পূজা করিয়া থাক, তবে দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে বৃষ্ণিকুমারকে কি নিমিত্ত অর্চ্চনা করিলে? অথবা ঋত্বিক্ মনে করিয়া কৃষ্ণকে যদি পূজা করিয়া থাক, তবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? হে রাজন্! স্বেচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শান্তনুতনয় ভীষ্ম বিদ্যমান থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? হে কুরুনন্দন! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বীরচূড়ামণি অশ্বত্থামা উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? পুরুষসত্তম রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন এবং ভারতাচার্য্য কৃপ উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? কিম্পুরুষাচার্য্য দ্রুমকে অতিক্রম করিয়া তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকরাজ, লক্ষণসম্পন্ন পাণ্ড্য নরপতি, নৃপবর রুক্মী, একলব্য ও মদ্রাধিপতি শল্য উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? অপিচ এই মহাবল কর্ণ সকল ভূপালগণমধ্যে বলশ্লাঘী এবং ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্যের প্রিয়শিষ্য; হে ভারত! যিনি আত্মবল অবলম্বন করিয়া রাজগণকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়াছেন, সেই কর্ণকে অতিক্রম করিয়া তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? হে কুরুনন্দন! এই বাসুদেব, না ঋত্বিক্ না আচার্য্য রাজা কিছুই নহে, তবে যে তুমি ইহাকে অর্চ্চনা করিলে কেবল প্রিয়কামনা ভিন্ন তাহার অন্য কারণ আর কি হইতে পারে? হে ভারত! এই মধুসূদনকে প্রধানরূপে অর্চ্চনা করাই তোমাদিগের যদি উদ্দেশ্য ছিল, তবে অবমান করিবার জন্য রাজগণকে কেন এখানে আনয়ন করিলে?—আমরা ভয়, লোভ বা সান্ত্বনার নিমিত্ত এই মহাত্মা কুন্তীকুমারকে করপ্রদান করিয়াছি এমন নহে, ইনি ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সাম্রাজ্য কামনা করিতেছেন, এই নিমিত্তই সকলে ইঁহাকে কর দিয়াছি; কিন্তু ইনি আমাদিগকে অপমানিত করিলেন।—হে রাজন! রাজলক্ষণের অনধিকারী এই কৃষ্ণকে তুমি যে রাজসমাজে অর্ঘ্যদ্বারা অর্চ্চনা করিলে শুদ্ধ অবমান ভিন্ন ইহার অন্য কারণ আর কি হইতে পারে?—কেবল ধর্ম্মাত্মা বলিয়া ধর্ম্মপুত্রের যে যশঃসঞ্চার হইয়াছে, তাহা বিনা কারণেই হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কারণ বৃষ্ণিকুলজাত যে এই দুরাত্মা পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা জরাসন্ধকে অন্যায়ে নিহত করিয়াছে, তাদৃশ ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির প্রতি কোন্ ধর্ম্মাত্মা পুরুষ এরূপ অযোগ্য পূজার নিয়োগ করিতে পারেন? কৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করায় অদ্য যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতাও অপগত হইল এবং কৃপণতাও প্রদর্শিত হইল।—অহে মাধব! তপস্বী কুন্তীতনয়েরা যদিও ভীত ও কৃপণ হইল, তথাপি তুমি যাদৃশ পূজার যোগ্যপাত্র, তাহা তোমারও বোধগম্য করা উচিত ছিল। অথবা ঘৃত নিস্রব প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুর যেমন নির্জ্জনে ভোজন করত তৃপ্তিলাভ করে, তদ্রূপ তুমি আপনার অযোগ্য অর্চ্চনা বহুজ্ঞান করিতেছ; তাহা না হইলে তুমি অযোগ্য হইয়া কৃপণগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পূজা কি প্রকারে স্বীকার করিলে? অহে জনার্দ্দন! আমি যে অবমানের কথা বলিলাম, ইহা কিছু রাজন্যগণের প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে না; নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কৌরবেরা তোমাকেই অবমানিত করিতেছে। অহে মধুসূদন! ক্লীবের পক্ষে দারপরিগ্রহ এবং অন্ধের পক্ষে রূপদর্শন যেমন অসঙ্গত, রাজা না তোমার রাজার ন্যায় অর্চ্চনাও সেইরূপ উপহাসের বিষয়। যাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও দেখা গেল, ভীষ্ম যাদৃশ তাহাও দৃষ্ট হইল এবং বাসুদেব যেরূপ, তাহাও জানা গেল; যাহার যেমন গুণাগুণ সমস্তই প্রকাশিত হইল।

শিশুপাল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পরমাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজগণ সমভিব্যাহারে সভা হইতে তখন নির্গত হইলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শিশুপাল সমীপে সত্বর ধাবিত হইলেন এবং সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহাকে এই মধুর বাক্যের উক্তি করিলেন। "হে মহীপাল! আপনি যেরূপ কথা বলিলেন, ইহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই; ইহাতে পরম অধর্ম্ম এবং নিরর্থক কর্কশতা প্রকাশ পাইতেছে। হে রাজন! শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম পরমধর্ম্ম বোধগম্য করিতে পারেন না, ইহা কদাচ সম্ভবে না; অতএব অন্যথাজ্ঞানে আপনি ইঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। দেখুন, আপনা অপেক্ষা বৃদ্ধতম এই সমস্ত বহুল ভূপালগণ কৃষ্ণের অর্চ্চনা সহ্য করিতেছেন, সেইরূপ আপনিও তাহা সহ্য করুন। হে চেদীশ্বর! কুরুনন্দন ভীষ্ম কৃষ্ণের স্বরূপ যথার্থরূপে সবিশেষ অবগত আছেন; ইনি কৃষ্ণকে যেরূপ জানেন, আপনি উহাঁকে সেরূপ জ্ঞান করেন না।

ভীষ্ম কহিলেন, সকল লোকমধ্যে বৃদ্ধতম কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অভিমত হয় না, এতাদৃশ ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। রণকাবিশেষ্ঠ যে ক্ষত্রিয়পুরুষ কোন ক্ষত্রিয়কে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক বশবর্ত্তী করিয়া পরিত্যাগ করেন, তিনি তাহার গুরু হন। যদুনন্দনের তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামে পরাভূত না হইয়াছেন, এই রাজসমাজে আমি এমন একজন মহীপালকেও দেখিতে পাই না। এই মহাবাহু অচ্যুত কেবল আমাদিগেরই অর্চ্চনীয় নহেন, ইনি ত্রৈলোক্যেরও প্রধান অর্চ্চনীয়; কারণ অনেকানেক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সমরে কৃষ্ণকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছেন এবং সমগ্র বিশ্বই ইঁহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব বৃদ্ধবৃন্দ বিদ্যমান থাকিতেও আমি কৃষ্ণকেই অর্চ্চনা করিলাম, অপর সকলকে নহে! হে রাজন্! তদ্বিষয়ে তোমার এরূপ উক্তি করা উচিত হয় নাই, এতাদৃশী বুদ্ধি আর কদাচ যেন না হয়। আমি অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের উপাসনা করিয়াছি, সমাগত সেই সমস্ত সজ্জনগণের কথাপ্রসঙ্গই গুণরাশি শ্রীকৃষ্ণের সাধুসম্মত অনন্ত গুণসমূহ শ্রবণ করিয়াছি; অপিচ এই ধীসম্পন্ন মহাপুরুষ

জন্মাবধি যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সংকীর্ত্তনও বহুবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। অহে চেদিরাজ! সকল ভূমণ্ডলে সাধুগণ সমার্চ্চিত সর্ব্বভূতসুখাবহ জনার্দ্দনকে আমরা কেবল ইচ্ছানুসারে অথবা সম্বন্ধ, কি উপকারের অনুরোধে অর্চ্চনা করি, এরূপ কদাচ মনে করিও না। ইহাঁর যশ, শৌর্য্য ও জয়বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিয়াই আমরা ইহাঁকে পূজা করিয়া থাকি। এই সভামধ্যে অত্যন্ত বালক হইলেও কোন ব্যক্তিকে আমরা পরীক্ষা করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই, পরন্তু গুণবৃদ্ধ মানবগণকেও অতিক্রম করিয়া হরিই আমাদিগের মতে প্রধান অর্চ্চনীয় হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সমধিক বলশালী, বৈশ্যদিগের মধ্যে প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই পূজনীয় হন; পরন্তু গোবিন্দের পূজ্যতা বিষয়ে বেদবেদাঙ্গ বিজ্ঞান ও অধিক বল, এই দুইটি হেতু সমবেত হইয়াছে; কারণ, মনুষ্যলোকমধ্যে কেশব অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন? দান, দাক্ষিণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, উত্তমা, বুদ্ধি, বিনতি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি ও পুষ্টি, এই সমস্ত গুণাবলি কৃষ্ণেতে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব হে ভূপালগণ! এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, আচার্য্য, পিতা, গুরু, অর্ঘ্য ভাজন, অর্চ্চনীয় অচ্যুত যে অর্চ্চিত হইয়াছেন, ইহাতে আপনারা সকলে অনুমোদন করুন। হৃষীকেশ ঋত্বিক্, গুরু, কন্যা দানের উপযুক্ত, স্নাতক, নৃপতি ও প্রিয়, এ সমস্তই হইয়াছেন, এই নিমিত্তই আমরা ইহাঁর অর্চ্চনা করিলাম। কৃষ্ণই সর্ব্বলোকের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ; কৃষ্ণের নিমিত্তই এই চরাচরবিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে; ইনিই অব্যক্তা প্রকৃতি, কর্ত্তা, সনাতন এবং সর্ব্বভূতের অতীত; এই নিমিত্তই অচ্যুত পূজ্যতম হইয়াছেন। বুদ্ধি, মন, মহতত্ত্ব বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী ও জরায়ুজাদি ভূতচতুষ্টয়, সকলই কৃষ্ণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহসমুদায় দিঙ্মণ্ডল, বিদিক্সমস্ত, সকলই কৃষ্ণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দঃসকলের গায়ত্রী, মনুষ্যদিগের রাজা, নদীসমুদায়ের সাগর, নক্ষত্রনিচয়ের চন্দ্র, জ্যোতিঃপুঞ্জের আদিত্য, পর্ব্বতনিবহের সুমেরু এবং বিহঙ্গগণের গরুড় মুখস্বরূপ, তদ্রূপ কি ঊর্দ্ধ, কি তির্য্যক্, কি অধ, জগতের যাবতী গতি নিরূপিত আছে সেই দেবাদি সমুদায়-লোকমধ্যে ভগবান্ কেশবই মুখস্বরূপ হইয়াছেন। পরন্তু এই অবিজ্ঞ পুরুষ শিশুপাল বালকতাপ্রযুক্ত কৃষ্ণকে বোধগম্য করিতে পারে না; এই নিমিত্তই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া থাকে। যে কোন মতিমান মানব উৎকৃষ্ট ধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হন, তিনি যেমন ধর্ম্মকে দৃষ্টি করেন, এই চেদিরাজ, তাদৃশ দৃষ্টি করিতে পারে না। এই বালকবৃদ্ধসম্বলিত মহাত্ম-পার্থিবগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি কৃষ্ণকে অর্চ্চনার অযোগ্য বিবেচনা করেন এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাঁকে পূজা না করিয়া থাকেন? অথবা এই পূজা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া শিশুপালের যদি নিশ্চয় হয়, তবে অন্যায় পূজায় যাহা ন্যায্য হইতে পারে, এ স্বচ্ছন্দে তাহার অনুষ্ঠান করুক।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম এইরূপ বক্তৃতা করিয়া নিরস্ত হইলে পর, সহদেব তদ্বিষয়ে এই অর্থযুক্ত উত্তর বাক্যের উক্তি করিলেন, হে ভূপালগণ! অপরিমেয়-পরাক্রমসম্পন্ন কেশিনাশন কেশবকে আমি যে পূজা করিলাম, তোমাদিগের মধ্যে যে কোন নরপতি ইহা সহ্য করিতে না পারেন, "আমি তাদৃশ সমুদয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মস্তকে এই পাদনিক্ষেপ করিলাম" আমার এইরূপ উক্তিতে তিনি সম্যক্ প্রত্যুত্তর করুন। অপিচ, যে কোন নৃপতিগণ মতিমান্ বলিয়া গণনীয়, তাঁহারা এই আচার্য্য, পিতা, গুরু, অর্চ্চনার, অর্ঘ্যদানের উপযুক্তপাত্র শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় অনুমোদন করুন।

বুদ্ধিসম্পন্ন মানভাজন বলিষ্ঠ সাধুরাজগণ সমক্ষে সহদেবকর্ত্তৃক এইরূপে পদ প্রদর্শিত হইলে পর, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং "সাধু সাধু" এইরূপ আকাশবাণী উচ্চারিত হইতে লাগিল। সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা সর্ব্বলোকবেত্তা, নারদ, সকল ভূতগণমধ্যে এই স্পষ্টতর বাক্যের উক্তি করিলেন, যে সকল মনুষ্য পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণকে অর্চ্চনা না করিবে, তাহারা জীবন্মৃত বলিয়া পরিজ্ঞেয়, কদাচ সম্ভাষণের যোগ্য নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের বিশেষজ্ঞ নরদেব সহদেব পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে পূজা করিয়া সেই কর্ম্ম সমাপন করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ প্রধানরূপে অর্চ্চিত হইলে শত্রুনাশন শিশুপাল অতিলোহিত নয়নে কোপভরে নরাধিপগণকে কহিলেন, সেনানায়ক আমি যখন বিদ্যমান রহিয়াছি, তখন আর তোমরা কি বিবেচনা করিতেছ? এস, সকলে সুসজ্জিত হইয়া সমবেত বৃষ্ণি ও পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে অবস্থান করি। চেদিপুঙ্গব শিশুপাল এইরূপে সেই সমুদায় রাজগণকে সম্যক্ উৎসাহিত করিয়া পরিশেষে যজ্ঞ বিঘাতের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ ও বিবর্ণবদন দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তৎকালে তাঁহারা সকলেই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ও কৃষ্ণের অর্চ্চনা সিদ্ধ না হয়, তাহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। আত্মনিশ্চিত নির্ব্বেদপ্রযুক্তই ভূপালগণ এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন। সিংহসঙ্ঘলের মুখ হইতে আমিষ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে তাহারা গর্জ্জন করত যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাশ করে, উক্ত রাজগণের সুহৃদেরা তৎকালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলে তাঁহাদের মূর্ত্তিও সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই সৈন্যরূপ প্রবাহযুক্ত অপরিসীম অক্ষয় রাজসাগর যুদ্ধের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, ইহা কৃষ্ণ তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শিশুপালবধ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তদ্রূপ বিপুলতেজা শত্রুহন্তা যুধিষ্ঠির সেই নৃপতিমণ্ডলকে রোষ-প্রচলিত সাগরতুল্য অবলোকন করিয়া মতিমানদিগের অগ্রগণ্য কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসিলেন, হে পিতামহ! এই বিশাল রাজসাগর ভরেষরে

বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এবিষয়ে যেরূপ প্রতিকার কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে বলুন! যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন না হয় এবং প্রজাগণের সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় সম্প্রতি তৎসমুদায় উপায়ের উপদেশ করুন।

ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর, কুরুপিতামহ ভীষ্ম এই কথা বলিলেন, হে কুরুশার্দ্দূল! তুমি ভয় করিও না; কুক্কুর কি কখন সিংহকে বিনষ্ট করিতে পারে? এবিষয়ে সুনিশ্চিত শুভপথ পূর্ব্বেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সিংহ প্রসুপ্ত থাকিলে কুক্কুরেরা যেমন তৎসমীপে সমাগত হইয়া, সকলে মিলিয়া শব্দ করিতে থাকে, এই রাজারাও সেইরূপ গর্জ্জন করিতেছে। সিংহসমীপে কুক্কুরদিগের স্থায় এই নৃপতিমণ্ডল প্রসুপ্ত বৃষ্ণি সিংহের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া সাতিশয় রোষভরে চীৎকার করিতেছে; নিদ্রাগত সিংহের স্থায় অচ্যুত যে পর্য্যন্ত জাগরিত না হইতেছেন, সেই পর্য্যন্তই নৃসিংহ চেদিপুঙ্গব ইহাদিগকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। হে তাত! অল্পবুদ্ধি শিশুপাল সমুদায় পার্থিবগণকে সর্ব্বথা যমালয়ে লইয়া যাইবার বাসনা করিতেছে। হে ভারত! শিশুপালের এই যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যাহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে বুদ্ধিশালিশ্রেষ্ঠ, কুন্তীতনয়! এই দুর্ব্বুদ্ধি চেদিরাজের এবং সমস্ত ভূপালবর্গেরই বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ফলত এই নরব্যাঘ্র মাধব, যে যে ব্যক্তিকে যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, চেদিপতির স্থায়, তাহাদের এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয়ই তখন ঘটিয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! নারায়ণ ত্রিভুবনমধ্যে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ সমস্ত ভূতবর্গেরই উৎপত্তি ও নিধনের কারণ। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীষ্মের এইকথা শুনিয়া নরপতি চেদিশ্বর তাঁহাকে তখন তীক্ষ্ণাক্ষর বাক্যসমস্ত শ্রবণ করাইতে লগিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শিশুপাল কহিলেন, অহে ভীষ্ম! তুমি কি বৃদ্ধ হইয়া কুলের কলঙ্কারী হইয়াছ? বহুতর বিভীষিকাদ্বারা সমুদয় পার্থিবগণকে ভীষিত করত লজ্জা রোধ করিতেছ না কেন? অথবা আজন্ম নপুংসকের স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া ঈদৃশ ধর্ম্মহীন অর্থের উক্তি করা তোমার উপযুক্তই বটে; যেহেতু তুমি সমস্ত কুরুগণের প্রধান। যাহাদিগের তুমি অগ্রণী হইয়াছ, সেই কৌরবেরা, যেমন একখানি নৌকা অন্য নৌকাতে সম্বদ্ধা হয়, অথবা যেমন এক জন অন্ধ, অন্য অন্ধের অনুসরণ করে, অবিকল তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের পূতনাঘাত প্রভৃতি কর্ম্মসকল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দিলে। তুমি নিতান্ত গর্ব্বিত ও মূর্খ, এই নিমিত্তই কেশবকে স্তব করিতেছ। ঈদৃশ স্তুতিবাদ-সমুৎসুক হওয়াস তোমার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? নিতান্ত অনভিজ্ঞ মনুষ্যেরাও যাহার প্রতি কুৎসা প্রয়োগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই এই গোপালকে কি বলিয়া স্তব করিতে সমুৎসুক হইতেছ? অহে ভীষ্ম! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একটা শকুনি বধ করিয়া থাকে, অথবা সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অপিচ যদি এ, চেতনাশূন্য কাষ্ঠের শকট পদদ্বারা নিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি অদ্ভুত কর্ম্ম করা হইয়াছে? অহে ভীষ্ম! বল্মীক-পিণ্ডতুল্য গোবর্দ্ধন গিরি যদিও এক সপ্তাহ কাল ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা বিচিত্র নহে। "পর্ব্বত শিখরে ক্রীড়া করিতে করিতে ইনি বিস্তর অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন," তোমার এই কথা শুনিয়া সকলে বড়ই বিস্মিত হইয়াছেন। অহে ধর্ম্মজ্ঞ! যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির অন্ন এ ভোজন করিয়াছিল, সেই কংসকেই নিহত করিয়াছে, ইহা কি মহাশ্চর্য্যের বিষয় নহে? রে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান না, সংপ্রতি তোমাকে আমি এই যে এক কথার উপদেশ করিতেছি, বোধ হয়, সাধুদিগের কথাপ্রসঙ্গে তুমি কখনই ইহা শ্রবণ কর নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুগণ, সজ্জন ব্যক্তিকে নিয়ত এইরূপ অনুশাসন করিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি এবং যাহার অন্ন ভোজন করা যায় ও যাহার আশ্রয়ে বাস করা যায়, তাহাদিগের উপর কদাচ শস্ত্রপাত করিবে না; কিন্তু অহে ভীষ্ম! লোকমধ্যে তোমাতে তৎসমুদায় ব্যর্থ দৃষ্ট হইতেছে। রে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না এই মনে করিয়া তুমি আমার সমক্ষে কেশবের স্তব করত তাহাকে জ্ঞানবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, মহান্ ইত্যাদি নানাপ্রকার আরোপিত বাক্যে বর্ণন করিতেছ। অহে ভীষ্ম! গোঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারী হইয়াও তোমার বাক্যে যদি পূজনীয় হয়, তাহা হইলে উক্ত উপদেশবাক্য আর স্থান পায় কোথায়? অহে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি এবম্ভূত, সে কি প্রকারে স্তুতিযোগ্য হইতে পারে? "ইনি প্রাজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; ইনি জগতের প্রভু" তোমার এই প্রকার প্রশংসা বাক্যে জনার্দ্দনও এ সমস্তই সত্য মনে করিয়া আপনাতে তৎসমুদায়ের সম্ভাবনা করিতেছে; কিন্তু বস্তুত সে সকলই মিথ্যা। গায়ক ব্যক্তি বহুবার গান করিলেও সঙ্গীত তাহাকে শাসন করিতে পারে না; ভূলিঙ্গ বিহঙ্গের স্থায় সমুদয় প্রাণিবর্গই আপন আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার এই প্রকৃতিও নিতান্ত জঘন্য, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অপিচ, কৃষ্ণ যাহাদিগের প্রধান অর্চ্চনীয় এবং তুমি যাহাদিগের পথপ্রদর্শক, সেই পাণ্ডবদিগের প্রকৃতি যে তোমার অপেক্ষাও অধিকতর পাপীয়সী, এ কথার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। ফলত তুমি, ধর্ম্মবান হইয়াও সাধুদিগের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ায় অধর্ম্মজ্ঞ হইয়াছ; কেননা, ধর্ম্মাপেক্ষায় তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, কোন্ জ্ঞানগরিষ্ঠ ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মিষ্ঠ জানিয়া তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন? অহে ভীষ্ম! অম্বানাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা কাশিরাজ দুহিতা অন্য ব্যক্তিকে কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রাজ্ঞমানী হইয়া কিপ্রকারে তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলে? তোমার ভ্রাতা নরপতি বিচিত্রবীর্য্য সাধুদিগের পথানুবর্ত্তী হইয়া তোমার অপহৃতা সেই কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তুমি এমনি প্রাজ্ঞমানী যে, তোমার সাক্ষাতেই বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাদ্বয়ে অন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক সজ্জনাচরিত পথানুসারে সন্তান সমস্ত উৎপাদিত হইয়াছিল! অহে! ভীষ্ম! তোমার ধর্ম্ম কি আছে? তোমার এই ব্রহ্মচর্য্য নিরর্থক; হয় মোহ, না হয় ক্লীবত্বপ্রযুক্ত তুমি ইহা ধারণ করিতেছ, সন্দেহ নাই। অহে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুত্রাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না, তুমি ধর্ম্মের যেরূপ ব্যাখ্যা কর, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি কখনই

পণ্ডিতদিগের উপাসনা কর নাই। দেখ, দেবারাধনা, দান, অধ্যয়ন ও ভূরিদক্ষিণ-যজ্ঞ, এ সমস্ত অপত্যফলের ষোড়শাংশেরও তুল্য হইতে পারে না। অহে ভীষ্ম! বহুতর ব্রতোপবাস দ্বারা যে কিছু পুণ্যসঞ্চয় হয়, পুত্রহীন ব্যক্তির সে সমুদায়ই নিঃসন্দেহ ব্যর্থ হইয়া যায়। তুমিও পুত্রহীন হইয়া বৃদ্ধ হইয়াছ এবং মিথ্যাধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছ; অতএব হংসের ন্যায় সংপ্রতি জ্ঞাতিগণ হইতে বধপ্রাপ্ত হও। অহে ভীষ্ম! জ্ঞানবিশারদ অন্যান্য মানবেরাও পূর্ব্বে এইরূপ কহিয়াছেন। আমি সম্যক্‌রূপে তোমার নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সমুদ্রসমীপে একটা বৃদ্ধ হংস থাকিত। সে অত্যন্ত অধর্ম্মচারী ছিল, অথচ ধর্ম্মকথা কহিয়া পক্ষীদিগকে উপদেশ দিত। সত্যবাদী বিহঙ্গমগণ "তোমরা ধর্ম্মাচরণ কর, অধর্ম্ম করিও না" তাহার এই বাক্য সতত শ্রবণ করিত। অহে ভীষ্ম! শুনিতে পাই, সমুদ্রজলচারী অন্য অন্য অণ্ডজেরাও ধর্ম্মার্থে তাহার আহার আহরণ করিয়া দিত এবং সকলেই তাহার নিকটে নিজ নিজ অণ্ডসমস্ত বিন্যস্ত করিয়া চরিতে চরিতে সাগরসলিলে নিমগ্ন হইত। সেই পাপকারী হংস, স্বীয় কর্ম্মে বিলক্ষণ সতর্ক থাকিয়া প্রমাদযুক্ত উক্ত বিহঙ্গগণের অণ্ডসমুদায় ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই সকল ডিম্বের ক্ষয় হইলে অপর এক মহাপ্রাজ্ঞ পক্ষী মনে মনে শঙ্কান্বিত হইল এবং কোন দিন প্রত্যক্ষেও সেই ব্যাপার অবলোকন করিল। পরে হংসের পাপাচরণ সন্দর্শনে পরমদুঃখার্ত্ত হইয়া সেই পক্ষী, সকল পক্ষীর নিকটে তাহা ব্যক্ত করিল। অহে কুরুশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সেই বিহঙ্গমগণ প্রত্যক্ষে দৃষ্টি করিয়া সমীপে আগমনপূর্ব্বক ঐ মিথ্যাচারী হংসকে তখন বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। অহে ভীষ্ম! তুমিও সেই হংসের ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছ, অতএব পক্ষীরা তাহাকে যেমন নষ্ট করিয়াছিল, তদ্রূপ এই ভূমিপালেরাও ক্রোধপরীত হইয়া তোমাকে নিহত করিতে পারেন। অহে ভরতপুত্র! পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একটি গাথার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাহাও তোমার নিকটে আমি সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতেছি। "রে হংস! কামাদিদ্বারা তোর অন্তরাত্মা অভিভূত হইলেও তুই ধর্ম্মজল্পনা করিতেছিস্, কিন্তু ডিম্বভক্ষণরূপ এই অপবিত্র কর্ম্মই তোর বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে।"

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শিশুপাল কহিলেন, এই কৃষ্ণকে দাস জ্ঞান করিয়া যিনি ইহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করেন নাই, সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধ আমার বহুমানভাজন ছিলেন। জরাসন্ধের বিনাশসময়ে কেশব ও ভীমার্জ্জুন যে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা কোন্ ব্যক্তি সংকর্ম্ম মনে করিতে পারে? এই কৃষ্ণ অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া ছলসহকারে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, ভূপতি জরাসন্ধের প্রভাব বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিল। এই দুরাত্মাকে তিনি প্রথমত পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে এ তখন ধর্ম্মাত্মা হইয়া আপনার ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করে নাই। অহে কুরুপুত্র! জরাসন্ধ কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়কে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে কৃষ্ণ, তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। রে মূর্খ! তোমার মতানুসারে এ যদি জগতের কর্ত্তাই হইবে, তবে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্যক্‌রূপে অবগত হয় না কেন? আমার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও তুমি পাণ্ডবদিগকে সাধুদিগের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতেছ, তথাপি ইহারা তাহা সাধু জ্ঞান করিতেছে। অথবা স্ত্রী-স্বভাবাপন্ন ও গতবয়স্ক হইয়া তুমি যখন ইহাদিগের সর্ব্বার্থ-প্রদর্শক হইয়াছ, তখন আর ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহার সেই কঠোরাক্ষরযুক্ত বহুতর কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া বলশালিশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান ভীমসেন কোপান্বিত হইলেন। তাঁহার সেই কমলদলসদৃশ স্বভাবত বিস্তৃত ও লোহিত নেত্রযুগল ক্রোধভরে অতিমাত্র বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সমুদায় পার্থিবগণ ত্রিকূটশিখরবর্ত্তিনী ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় তাঁহার ললাটোপরি ত্রিশিখা ভ্রুকুটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপভরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করায় তাঁহার মুখমণ্ডল যেন যুগান্তে সকল-লোক-কবলীকরণেচ্ছু করাল কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই মহামনা বেগে উৎপতিত হইতেছেন, এমত সময়ে শশিভূষণ যেমন ষড়াননকে ধারণ করেন, তদ্রূপ মহাবাহু ভীষ্মই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! পিতামহ ভীষ্ম ভীমকে নিবারিত করিয়া বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহার ক্রোধাবেগ প্রশান্ত করিয়া দিলেন; কেননা, সমুদ্বেল মহাসাগর বর্ষান্তে যেমন তটভূমি উল্লঙ্ঘন করে না, তদ্রূপ অরিন্দম বৃকোদর ভীষ্মের বাক্য অতিক্রম করিতে পারিলেন না। পরন্তু ভীমসেন ক্রোধপূর্ণ হইলেও বীরবর শিশুপাল স্বীয় পৌরুষের উপর নির্ভর করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। হে অরিন্দম! সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে গ্রাহ্য করে না, সেইরূপ বৃকোদর বেগ-সহকারে পুনঃ পুনঃ উৎপতিত হইবার উপক্রম করিলেও তাঁহার নিমিত্ত তিনি চিন্তা করিলেন না। ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ দেখিয়া প্রতাপবান চেদিরাজ হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, অহে ভীষ্ম! উহাকে ছাড়িয়া দাও; এই নরাধিপেরা উহাকে, বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায়, মদীয় প্রভাবানলে বিনির্দগ্ধ হইতে অবলোকন করুন। অনন্তর চেদিপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাজ্ঞগণের অগ্রগণ্য কুরুসত্তম ভীষ্ম ভীমসেনকে পশ্চাদুক্ত এই কথা বলিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, এই শিশুপাল ত্রিলোচন ও চতুর্ভুজ হইয়া চেদিরাজকুলে জন্মিয়াছিল এবং জন্মিবামাত্র গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করত চীৎকার করিয়াছিল; তাহাতে ইহার জনক জননী বান্ধবগণের সহিত ত্রাসযুক্ত হইয়া তাদৃশ বিকৃত লক্ষণ দর্শনে ইহাকে পরিত্যাগ করিতে মানস করেন। অনন্তর ভার্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত ব্যাকুলিতচিত্ত সেই নরপতির প্রতি এই আকাশবাণী উচ্চারিত হয়, হে নৃপতে! তোমার এই যে পুত্রটি জন্মিয়াছে, এ সমধিক বলবান্ ও শ্রীমান্ হইবে; অতএব ইহা হইতে তোমার ভয়ের বিষয় নাই, তুমি অব্যগ্রচিত্তে এই শিশুকে পালন কর। হে নরাধিপ! তোমার যত্নে ইহার মৃত্যু হইবে না, ইহার মৃত্যুকাল এখনও উপস্থিত হয় নাই, শস্ত্র দ্বারা যিনি ইহাকে

বিনষ্ট করিবেন, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া জননী পুত্রস্নেহে অতিমাত্র সন্তাপিতা হইয়া সেই অদৃশ্যভূতের উদ্দেশে তখন এই কথা বলিলেন, আমার পুত্রের প্রতি যিনি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই ভগবান, দেবতাই হউন, বা অন্য কোন প্রাণীই হউন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, তিনি যথার্থ করিয়া আর একটি কথা বলুন; কোন্ ব্যক্তি এই পুত্রের বিনাশক হইবে, ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি। অনন্তর পুনর্ব্বার এই দৈববাণী হইল, যিনি ক্রোড়ে লইলে এই বালকের অতিরিক্ত ভুজদ্বয় পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গ যুগলের ন্যায় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইবে এবং যাঁহাকে অবলোকন করিয়া ইহার ললাটস্থ এই তৃতীয় লোচন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনিই ইহার সংহারক হইবেন।"

ত্রিলোচন চতুর্ভুজ বালক এবং তাঁহার প্রতি উদাহৃত দৈববাণীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত পার্থিবগণ দর্শনাভিলাষে সমাগত হইলেন। চেদিরাজ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া তৎকালে প্রত্যেক নরপতির ক্রোড়ে পুত্র সমর্পণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র রাজগণের অঙ্কদেশে সমারূঢ় হইয়াও শিশু সেই দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইল না। দ্বারকায় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যদুনন্দন মহাবল বলরাম ও জনার্দ্দন যদুকুমারো পিতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে তখন চেদিনগরে উপাগত হইলেন এবং শ্রেষ্ঠতানুসারে রাজা ও রাজ্ঞীকে যথান্যায়ে অভিবাদন ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় অর্চ্চিত হইলে পর রাজমহিষী অধিকতর প্রীতি সহকারে দামোদরের ক্রোড়ে এই পুত্র সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্কদেশে নিহিত হইবামাত্র তাহার অতিরিক্ত ভুজদ্বয় স্খলিত হইল এবং সেই ললাটজাত নেত্রটিও নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া রাজ্ঞী ব্যথিতা ও ত্রাসযুক্তা হইয়া কৃষ্ণের নিকটে বরপ্রার্থনা করত কহিলেন, হে মহাভুজ কৃষ্ণ! আমি ভয়ে ব্যাকুলা হইয়াছি, আমাকে একটি বর প্রদান কর, যেহেতু তুমি আর্ত্তদিগের আশ্বাসস্থল এবং ভীতদিগের অভয়প্রদ। পিতৃস্বসার এইরূপ কাতরবাণী শ্রবণে যদুনন্দন কৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! ভয় করিবেন না, আমার নিকটে আপনার ভয়ের বিষয় নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞে! আমি কি বর প্রদান করিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন; সাধ্যই হউক, বা অসাধ্যই হউক, আমি অবশ্যই আপনার বাক্য রক্ষা করিব। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন রাজমহিষী তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবল যদুশার্দ্দূল! আমার নিমিত্ত তোমাকে শিশুপালের সমুদায় অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে; হে প্রভো! ইহাই আমার প্রার্থনা কৃষ্ণ কহিলেন, হে পিতৃস্বস! আপনার পুত্র বধার্হ হইলেও আমি ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব, অতএব আপনি শোক মনে করিবেন না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভীম! এইরূপে গোবিন্দের বরে দর্পিত হইয়াই এই অতিমন্দবুদ্ধি পাপাত্মা নরপাল শিশুপাল তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি অক্ষয়সত্ত্বসম্পন্ন হইলেও চেদিপতি যে বুদ্ধি-সহকারে তোমাকে আহ্বান করিতেছে, বোধ হয়, এ বুদ্ধি ইহার নহে; ইহা জগদ্ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। কালগ্রস্তদেহ এই কুলাঙ্গার অদ্য আমাকে যেরূপ তিরস্কার করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ নরেন্দ্র সেরূপ করিতে সাহসী হন? এই মহাবাহু নিঃসন্দেহ কৃষ্ণের তেজেরই অংশ; নারায়ণ নিশ্চয়ই সেই তেজোভাগ প্রত্যাহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে কুরুশার্দ্দূল! এই নিমিত্তই এই দুর্ব্বুদ্ধি চেদিপতি আমাদিগের সকলকে অবজ্ঞা করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর চেদীশ্বর ভীষ্মের সেই বাক্য তখন সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুনরায় উত্তর করিতে লাগিলেন।

শিশুপাল কহিলেন, অহে ভীষ্ম! তুমি বন্দীর ন্যায় সতত উত্থিত হইয়া যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, সেই কেশবের যে প্রভাব, আমাদের শত্রুবর্গের তাদৃশ প্রভাবই হউক। অহে ভীষ্ম! পরের স্তব করিতেই তোমার মন যদি রত হয়, তবে রাজগণকে ত্যাগ করিয়া এই জনার্দ্দনকে স্তব করিতেছ কেন? যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে বিদারিত করিয়াছিলেন, সেই এই পার্থিবসত্তম বাহ্লীকরাজ দরদের স্তুতিবাদ কর! অথবা যে মহাবাহুর এই স্বভাবসিদ্ধ দেবনির্ম্মিত দিব্য কুণ্ডলযুগল এবং অভিনবভানুতুল্য প্রভান্বিত দিব্য-কবচ বিরাজিত হইতেছে, যিনি বাসব সদৃশ পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে বিজিত ও ভিন্নদেহ করিয়াছিলেন, অঙ্গরাজ্যের অধ্যক্ষ, বাহুবলে সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষসদৃশ, সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ সেই এই কর্ণকে স্তব কর। অহে ভীষ্ম! স্তুতিবাদের যোগ্যপাত্র দ্বিজসত্তম দ্রোণ ও অশ্বত্থামা, এই দুই মহারথ পিতাপুত্রের সতত তোষামোদ কর! আমার বোধ হয়, এই দুই জনের মধ্যে এক জন ক্রুদ্ধ হইলে চরাচরসম্বলিত সকল ভূমণ্ডল নিঃশেষ করিতে পারেন। অহে ভীষ্ম! সমরে দ্রোণের বা অশ্বত্থামার তুল্য হইতে পারেন, আমি এমন এক জন রাজাকেও দেখিতে পাই না; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহাঁদিগকে স্তব করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না। সসাগরা বসুন্ধরামধ্যে যিনি অতুল্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সেই মহাভুজরাজেন্দ্র দুর্য্যোধনকে, কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথকে, লোকে বিখ্যাত-পরাক্রম কিম্পুরুষাচার্য্য দ্রুমকে এবং ভারতাচার্য্য মহাবীর্য্য শরদ্বৎকুমার বৃদ্ধ কৃপকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? ধনুর্দ্ধারীদিগের অগ্রগণ্য পুরুষোত্তম মহাবীর্য্য রুক্মীকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? মহাবীর্য্য ভীষ্মক, ভূমিপতি দন্তবক্র, যূপধ্বজ ভগদত্ত, মগধেশ্বর, জয়ৎসেন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, বৃহদ্বল, অবন্তীপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্য, শ্বেত, উত্তম, সুমহাভাগ শঙ্খ, মহামানী বৃষসেন, বিক্রমসম্পন্ন একলব্য ও মহারথ মহাবীর্য্য কলিঙ্গরাজ, ইহাঁদিগকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? অহে ভীষ্ম! সর্ব্বদা স্তুতিবাদ করিতেই তোমার যদি মানস হয়, তবে শল্যপ্রভৃতি মহীপালগণকে স্তব কর না কেন? অহে নৃপ! পূর্ব্বে ধর্ম্মবাদী বৃদ্ধগণের কথাপ্রসঙ্গে তুমি কোন কথাই যখন শ্রবণ কর নাই, তখন আ'

আমি বাক্যব্যয় করিয়া কি করিতে পারি? অহে ভীষ্ম! আপনার নিন্দা বা প্রশংসা এবং পরের নিন্দা বা স্তুতিবাদ যে আর্য্যদিগের আচারসিদ্ধ নহে, এ কথা তুমি কখনই শ্রবণ কর নাই। স্তবের অযোগ্য এই কেশবকে তুমি যে মোহবশত ভক্তিপূর্ব্বক নিরন্তর স্তব করিতেছ, ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে। অহে ভীষ্ম! কেবল ইচ্ছানুসারে তুমি কংসের পশুপালক ভৃত্য দুরাত্মা পুরুষে কি বলিয়া সমস্ত জগতের সমাবেশ করিতেছ, অথবা এই বুদ্ধি, ভূলিঙ্গ বিহঙ্গের ন্যায় তোমার প্রকৃতির অনুযায়িনী নহে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। অহে ভীষ্ম! ভূলিঙ্গনাম্নী এক পক্ষিণী হিমালয়ের পথপার্শ্বে থাকে; তাহার অর্থবিরুদ্ধ বিগর্হিত বচনপুঞ্জ নিরন্তর শ্রুতিগোচর হয়। "কেহ সাহসিক কর্ম্ম করিও না" সে সর্ব্বদাই এইরূপে রটনা করে, কিন্তু আপনি যে অত্যন্ত সাহসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা আর বোধগম্য করে না। সেই অল্পচেতনা পক্ষিণী ভোজনাসক্ত সিংহের মুখ হইতে দন্তান্তর বিলগ্ন মাংসখণ্ড-সকল চঞ্চু দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লয়। অহে ভীষ্ম! সিংহের ইচ্ছাতেই সে যে জীবিত থাকে, তাহার আর সংশয়মাত্র নাই; রে অধর্ম্মিষ্ঠ! তুমিও সেইরূপ কপট বাক্যের উক্তি করিয়া থাক; ভূপালগণের ইচ্ছাক্রমেই তুমি জীবিত রহিয়াছ, সন্দেহ নাই; কেননা লোকবিদ্বিষ্ট কর্ম্ম করিতে তোমার মত অন্য কেহই আর বিদ্যমান নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর চেদিপতির কটুতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম তাঁহার শ্রুতিগোচরেই এই কথা বলিলেন, হাঁ, আমি এই সকল মহীপালগণের ইচ্ছাতেই জীবিত রহিয়াছি বটে, কিন্তু এই নরাধিপগণকে আমি তৃণের সঙ্গেও গণনা করি না। ভীষ্ম এইকথা বলিবামাত্র নৃপতিগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন মহাধনুর্দ্ধারী পুরুষ লোমাঞ্চিত হইলেন, কেহ কেহ ভীষ্মকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা তাঁহার সেই কথা শ্রবণে কহিলেন, "এই পাপাত্মা ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে। হে নৃপতিগণ! এই ক্রোধপরীত দুর্ম্মতি ভীষ্মকে পশুর ন্যায় হত্যা করাই ভাল; অথবা সকলে মিলিয়া ইহাকে শুষ্কতৃণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল।" অনন্তর কুরুপিতামহ মতিমান্ ভীষ্ম রাজগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, অহে ভূপালগণ! আমি দেখিতেছি, বাক্যের শেষ হইবার নহে; উত্তরোত্তর যত কহিবে ততই কথা চলিবে, পরন্তু সংপ্রতি আমি যাহা বলিতেছি, সকলে মনোযোগপূর্ব্বক তৎসমুদায় শ্রবণ কর। আমার পশুবদ্বিনাশই হউক, বা তৃণাগ্নি দ্বারা দহনই হউক, কিন্তু তোমাদিগের মস্তকে এই সম্পূর্ণ পাদনিক্ষেপ করিলাম। অক্ষয়সত্ত্বসম্পন্ন গোবিন্দকে আমরা পূজা করিয়াছি এবং তিনিও এই উপস্থিত আছেন, অতএব মরণের নিমিত্ত যাহার বুদ্ধি ত্বরান্বিতা হইতেছে, সে গদাচক্রধর মাধব কৃষ্ণকে অদ্য যুদ্ধার্থে আহ্বান করুক এবং তৎক্ষণাৎ নিপাতিত হইয়া এই দেবের দেহমধ্যেই বিলীন হউক।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়াই মহাবিক্রান্ত চেদিরাজ বাসুদেবের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, অহে জনার্দ্দন! তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আইস, আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, অদ্য পাণ্ডবদিগের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই নিহত করিব। অহে কৃষ্ণ! তুমি রাজা না হইলেও যাহারা নরপতিগণকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে অর্চ্চনা করিয়াছে, সেই পাণ্ডবদিগকে আমি তোমার সঙ্গেই সর্ব্বথা বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই। রে দুর্ম্মতে! তুমি রাজা নহ, দাস; সুতরাং কোনক্রমেই অর্চ্চনার যোগ্য হইতে পার না; তথাপি যাহারা বালকতাপ্রযুক্ত যোগ্যের ন্যায় তোমাকে পূজা করিয়াছে, আমার মতে তাহারা নিশ্চয়ই বধার্হ। রাজশার্দ্দূল শিশুপাল অমর্ষভরে এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে থাকিলেন। তাঁহার এইরূপ উক্তির পর কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সমক্ষে সমস্ত পার্থিবগণকে মৃদুভাবে এই কথা বলিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! এই নিষ্ঠুরাত্মা যাদবীপুত্র অস্মদাদি যাদবগণের পরমশত্রু; আমরা ইহার কোন অপকার-চেষ্টা করি না, অথচ এ আমাদিগের অহিতাচরণেই প্রবৃত্ত হয়। আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিয়া এই নিষ্ঠুরকারী আমার পিতৃ-ভাগিনেয় হইয়াও দ্বারকা নগরী দগ্ধ করিয়াছিল। হে নরাধিপগণ! পূর্ব্বে ভোজরাজ রৈবতক ভূধরে বিহার করিতেছিলেন, এই দুরাচার তাঁহার অনুযাত্রিদিগকে হনন ও বন্ধন করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিয়াছিল। আমার জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এই পাপাত্মা দিগ্বিজয়ার্থে উৎসৃষ্ট, রক্ষকগণে পরিবৃত, যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। তপস্বী অক্রূরের ভার্য্যা এস্থান হইতে সৌবীররাজ্যে প্রতিগমন করিতেছিলেন, এই দুরাচার, অনভিলাষিণী হইলেও সেই মহিলাকে মোহবশত হরণ করিয়াছিল। অপিচ মাতুলের প্রতি নৃশংসকারী এই শিশুপাল কপটতাপূর্ব্বক করূষরাজের বেশদ্বারা দেহাচ্ছাদন করিয়া উক্ত রাজার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্টা বিশালাধীশ্বরতনয়া ভদ্রাকে হরণ করিয়াছিল। কেবল পিতৃষ্বসার নিমিত্ত আমি এই সুমহৎ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকি; পরন্তু অদ্য সমুদায় রাজগণসন্নিধানে ইহা যে উপস্থিত হইল, এ একপ্রকার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; কারণ, আমার প্রতি ইহার যে অত্যন্ত ব্যতিক্রম, অদ্য তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং ঐ পরোক্ষে আমার যে সমস্ত অনিষ্টাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদায়ও শ্রবণ করিলেন। সে যাহা হউক, অদ্য সমগ্র রাজমণ্ডলমধ্যে বধযোগ্য এই নরাধমের গর্ব্বাধীন যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল, ইহা আমি ক্ষমা করিতে পারিব না। এই মূর্খ মূঢ়তাযুক্ত মরণাভিলাষী হইয়া রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু শূদ্রের বেদশ্রবণের ন্যায় তাহাকে লাভ করিতে পারে নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই সমবেত নরাধিপগণ বাসুদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই চেদিরাজকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ শিশুপাল তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, অহে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে মদর্থ নির্দ্দিষ্টা রুক্মিণীর কথা এই সভামধ্যে, বিশেষত রাজগণ সমক্ষে পরিকীর্ত্তন করত তোমার লজ্জা হইতেছে না কেন? অহে মধুসূদন! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি পুরুষমানী হইয়া আপনার স্ত্রীকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া সাধুসমাজে পরিকীর্ত্তন করে? অহে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধা হয়, তুমি আমাকে ক্ষমা কর,

না হয়, না কর; তুমি ক্রুদ্ধই হও, বা প্রসন্নই হও, তোমা হইতে আমার কি হইবে?

শিশুপাল এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন মনে মনে দৈত্যগর্ব্বখর্ব্বকারী সুদর্শনচক্র স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণমাত্র চক্র হস্তগত হইলে বাক্যবিশারদ ভগবান উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন, হে মহীপালগণ! আমি যে কারণে ইহার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। ইহার জননী আমার নিকটে "ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে" এই বর চাহিয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছিলাম। হে পার্থিবগণ! এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইল, অতএব আপনাদিগের সাক্ষাতেই আমি ইহাকে বিনষ্ট করিব। অরিনিসূদন যদুশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে চক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবাহু শিশুপাল যেন বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইলেন। মহারাজ! তখন নরপতিগণ দেখিতে পাইলেন, গগনতল হইতে ভাস্করের ন্যায় শিশুপালের কলেবর হইতে উৎকৃষ্ট তেজঃপুঞ্জ উৎপতিত হইল। হে নরাধিপ! অনন্তর সেই তেজোরাশি লোক-নমস্কৃত কমললোচন কৃষ্ণকে বন্দনা করিয়া তাঁহার দেহমধ্যে লীন হইল। মহাবাহু পুরুষোত্তমে সেই তেজ যে প্রবিষ্ট হইল, তাহা দেখিয়া সমস্ত ভূপালগণ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। কৃষ্ণ চেদিরাজকে নিহত করিলে বিনামেঘে বারিবর্ষণ, প্রজ্বলিত বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সেই অনির্ব্বচনীয় সময়ে কোন কোন ভূপালগণ জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণ করত তদ্বিষয়ে কিছুই বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না; কেহ কেহ অমর্ষভরে করে করে পেষণ করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া দশনাবলিদ্বারা অধর দংশন করিতে থাকিলেন; কেহ কেহ বা গোপনভাবে বৃষ্ণিনন্দনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় নরপতি অতিশয় কুপিত এবং অপরে মধ্যস্থ হইলেন, মহর্ষিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে কেশবের স্তব করত প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত মহামনা পার্থিববর্গ কৃষ্ণের বিক্রম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা দমঘোষনন্দন নরবীর মহীপতি শিশুপালের সংস্কার কার্য্য সৎকার সহকারে অচিরে নির্ব্বাহ কর। তাঁহারাও তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও সেই সমস্ত নরেন্দ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তৎকালে মহীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যের অধিকারে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর বিপুল-তেজস্বী কুরুরাজের সেই সুখাবহ, সর্ব্ব সমৃদ্ধিসম্পন্ন, প্রভূত ধন ধান্য ও অন্নবিশিষ্ট, বহুল ভক্ষ্যান্বিত, [illegible] মহাযজ্ঞ কেশবকর্তৃক সুরক্ষিত হওয়ায় শান্তবিঘ্ন ও [illegible] প্রীতিকর হইয়া সুশোভিত হইল এবং যুধিষ্ঠির তাহা সম্পন্নও করিলেন। মহাবাহু ভগবান জনার্দ্দন শৌরি শার্ঙ্গচক্রগদাধারী হইয়া সমাপ্তিপর্য্যন্ত সেই যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। তদনন্তর ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত সমস্ত পার্থিবগণ যজ্ঞান্তে অভিষিক্ত ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ আজমীঢ়! আপনি সৌভাগ্যক্রমে বর্দ্ধিত হইলেন; সাম্রাজ্য আপনার করতলস্থ হইল। হে রাজেন্দ্র! এই কর্ম্মটি দ্বারা আপনি আজমীঢ়দিগের যশঃসম্বর্দ্ধন এবং বিপুলতর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন। হে নরব্যাঘ্র! আমরা সর্ব্বকামনা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়াছি, সম্প্রতি নিবেদন করিতেছি, সকলে স্বীয় স্বীয় রাষ্ট্রে গমন করিব; অতএব আপনি তাহাতে অনুমতি প্রদান করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরেন্দ্রগণের এই কথা শ্রবণে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, এই সমস্ত পরন্তপ রাজগণ প্রীতিপ্রযুক্ত আমাদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ রাষ্ট্রে প্রস্থিত হইতেছেন, অতএব আমাদিগের অধিকার-সীমা পর্য্যন্ত তোমরা এই নৃপোত্তমগণের অনুসরণ কর। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ ভ্রাতার আদেশ বাক্য স্বীকার করিয়া সমুদায় নরপতিগণের পশ্চাতে যথাযোগ্য একে একে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটরাজের, ধনঞ্জয় মহারথ মহাত্মা যজ্ঞসেনের, মহাবল ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, যোধপতি সহদেব সপুত্র বীরবর দ্রোণাচার্য্যের, নকুল পুত্রসহ সুবলরাজের, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও সুভদ্রানন্দন পার্ব্বতীয় মহারথগণের এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ অপরাপর ক্ষত্রিয়গণের অনুগমন করিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরাও এইরূপে সুপূজিত হইয়া সকলে প্রতিগমন করিলেন। সমুদায় রাজেন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে পর প্রতাপবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। হে কুরুনন্দন! সৌভাগ্যক্রমে আপনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সমাপ্ত করিলেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি দ্বারকায় গমন করি। জনার্দ্দনের এই কথা শ্রবণে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিলেন, হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমি এই প্রধান যজ্ঞ প্রাপ্ত হইলাম। তোমার প্রসাদেই সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল আমার বশবর্ত্তী হইলেন এবং উৎকৃষ্ট উপহার আহরণ করিয়া আমার উপাসনা করিলেন। হে অনঘ! তোমা-ব্যতিরেকে আমি কস্মিন্‌কালেও প্রীতিলাভ করিতে পারি না, অতএব তোমার গমনার্থে কিপ্রকারে বাক্য বিতরণ করিব? কিন্তু কি করি, তোমাকে দ্বারকানগরে অবশ্যই গমন করিতে হইবে! ধর্ম্মাত্মা মহাযশা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই পৃথাসমীপে গমনপূর্ব্বক প্রীতিসহকারে কহিলেন, হে পিতৃষস! আপনার পুত্রেরা সম্প্রতি সাম্রাজ্য-প্রাপ্ত, কৃতার্থ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইলেন; অতএব আপনি প্রীতিলাভ করুন এবং আপনার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে আমিও দ্বারকায় যাত্রা করি। অনন্তর কেশব সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকেও বিদায়কালে সমুচিত সম্ভাষণ করিলেন, পরে যুধিষ্ঠির-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইলেন। অনন্তর মহাবাহু দারুক জলদ-কলেবর তুল্য সুসজ্জিত রথ যোজনপূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন। তখন মহামনা পুণ্ডরীকাক্ষ, গরুড়ধ্বজ রথ উপস্থিত দেখিয়া, প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিয়া, দ্বারবতী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পদব্রজে মহাবল বাসুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন বাষ্ণিপ্রবর নলিন-লোচন হরি মুহূর্ত্তকাল রথবেগ সম্বরণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নিয়ত অপ্রমত্ত ও উদ্যমসম্পন্ন হইয়া প্রজাপালন করুন।

৩। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শিশুপাল বধ।



স্মরণমাত্রে চক্রহস্তগত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।
২৩৮ পৃষ্ঠা ( সভাপর্ব্ব )।

পর্জ্জন্য যেমন ভূতবর্গের উপজীব্য, মহাবৃক্ষ যেমন বিহঙ্গগণের উপজীব্য এবং পুরন্দর যেমন অমর-নিকরের উপজীব্য; সেইরূপ আপনি বান্ধববৃন্দের উপজীব্য হউন। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির পরস্পর এইরূপ নিয়ম সম্ভাষণ করিয়া পরস্পরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! যদু-প্রবর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি, এই দুই নরবর কিছুদিন সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

## দ্যূতপ্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত প্রবর! কুরুনন্দন দুর্য্যোধন শকুনির সহিত সেই সভায় বাস করত ক্রমে ক্রমে তাহার সর্ব্বভাগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি যে সমস্ত দিব্য নির্ম্মাণ প্রণালী দর্শন করিলেন, পূর্ব্বে হস্তিনা নগরে তাহা আর কস্মিন্‌কালেও দেখিতে পান নাই। সেই মহীপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রতনয় কোন দিন সভামধ্যে স্ফটিকময় স্থলভাগের সন্নিহিত হইয়া বুদ্ধিমোহপ্রযুক্ত জলশঙ্কা করিয়া স্বীয় বসন উৎকর্ষণ করিলেন এবং তাহাতে বিমুখ হওয়ায় দুর্ম্মনায়মান হইয়া সভা পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে স্ফটিক তুল্য নির্ম্মল সলিলশালিনী স্ফটিকময় কমলশোভিতা একটী বাপীকে স্থল জ্ঞান করিয়া সবস্ত্রে জলমধ্যে নিপতিত হইলেন। তাঁহাকে জলে নিপতিত হইতে দেখিয়া কিঙ্করেরা অতিশয় হাস্য করিয়া উঠিল এবং রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র সমস্তও প্রদান করিল। তাঁহার সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া মহাবল ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব, সকলেই তখন হাস্য করিতে লাগিলেন। অমর্ষণ সুযোধন তাঁহাদিগের সেই উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না, কিন্তু বাহ্য আকার গোপন করত তৎকালে মুখ তুলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। যেন জল পার হইবেন, এই মনে করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বসন উৎক্ষেপণপূর্ব্বক স্থলে আরোহণ করিলেন, তাহাতে সকলেই পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া উঠিল। একটি বদ্ধাকার স্ফটিকময় দ্বার নিরীক্ষণ করিয়া বিবৃত-বোধে দুর্য্যোধন যেমন প্রবেশোন্মুখ হইবেন, অমনি মস্তকে আহত হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন; সেইরূপ স্ফটিকময় বিশাল-কপাটপুট সংযুক্ত অপর এক বিবৃত দ্বার বদ্ধ বোধ করিয়া করযুগলদ্বারা বিঘট্টিত করত নিপতিত হইয়া পতিত হইলেন; আবার তদ্রূপ বিততাকার অন্য এক দ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংবৃত বোধ করিয়া বাস্তবিক দ্বার স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন রাজসূয় মহাযজ্ঞে তাদৃশ অদ্ভুত সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া এবং সভামধ্যে উক্তরূপ বহুবিধ বিপ্রলম্ভ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অপ্রহৃষ্ট-মানসে হাস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবদিগের লক্ষ্মী নিরীক্ষণে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুল-চিত্তে গমন করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের বুদ্ধি পাপে কলুষিত হইয়া উঠিল। হে কুরুকুলধুরন্ধর! মহাত্মা পাণ্ডবগণকে হৃষ্টচিত্ত, সমুদয় পার্থিবগণকে তাঁহাদিগের বশায়ত্ত ও আবাল বৃদ্ধ সকল লোককেই তাঁহাদিগের হিতনিরত দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের সেই পরম মহিমা সন্দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, বিষাদে বিবর্ণ হইলেন। বিমিপ্তচিত্তে গমন করিতে করিতে তিনি ধীমান্ ধর্ম্মরাজের সেই অনুপম সভা ও সমৃদ্ধির বিষয়ই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন কি তৎকালে তিনি এরূপ প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, সুবলনন্দন পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিলেও তাঁহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। শকুনি তাঁহাকে চলচিত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গমন করিতেছ, ইহার কারণ কি? দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! মহাত্মা অর্জ্জুনের অস্ত্র-প্রতাপে বিজিত এই সমগ্র ভূমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইল এবং দেবলোকে শতক্রতুর ন্যায় সেই মহাদ্যুতি পৃথানন্দনের তাদৃশ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইল দেখিয়া অমর্ষে পরিপূর্ণ ও দিন যামিনী দহ্যমান হওয়ায় আমি গ্রীষ্মকালে স্বল্পজলযুক্ত জলাশয়ের ন্যায় পরিশুষ্ক হইতেছি। দেখুন, শিশুপাল যখন কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন, তখন তাহার পরিত্রাণের সহায় হন, এমন কোন পুরুষই তথায় বিদ্যমান ছিলেন না। পাণ্ডবোত্থিত বহ্নিদ্বারা দহ্যমান হওয়াতেই রাজগণ বাসুদেবের সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন, নতুবা সে যাদৃশ বিষম অযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছিল, কোন্ পুরুষ তাহা ক্ষমা করিতে পারেন? কেবল মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতাপেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল; তাহার এই এক প্রমাণ দেখুন, নরপতিগণ বিবিধ রত্নসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ হইয়া মহীপতি কুন্তীপুত্রের উপাসনা করিয়াছেন। আমি স্পর্দ্ধা করিবার যোগ্য নই, তথাপি যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ দীপ্তিমতী রাজশ্রী সন্দর্শনে ঈর্ষা-পরবশ হইয়া দগ্ধ হইতেছি।

নরপতি দুর্য্যোধন যে অগ্নিদ্বারা দহ্যমান হওয়ায় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার গান্ধাররাজকে কহিলেন, হে মাতুল! আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না, আমি হয় অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ করিব, না হয় বিষ ভক্ষণ করিয়া মরিব; কেন না, লোকমধ্যে কোন সত্ত্ববান্ পুরুষ শত্রুদিগকে উন্নতি-শীল এবং আপনাকে হীন হইতে দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন? সম্প্রতি পাণ্ডবগণের ঈদৃশ সৌভাগ্য সমাগম সন্দর্শনে আমি যে সহ্য করিতেছি, ইহাতে আমি না স্ত্রী, না অস্ত্রী, না পুরুষ, না নপুংসক, কিছুই নহি; কারণ, যদি স্ত্রী হইব, তবে ঈদৃশ নিরর্থক পরুষাকারে বিড়ম্বিত হইব কেন? যদি স্ত্রী না হইব, তবে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া পুরুষকার বিহীন হইব কেন! যদি পুরুষ হইব, তবে সপত্নী সম্পত্তিসহনশীলা মহিলার ন্যায় সপত্নসম্ভূত-দুঃখরাশি সহ্য করিব কেন? যদি নপুংসক হইব, তবে বৃথা পৌরুষাভিমানী হইব কেন? সুতরাং পুরুষকারাভিমানসত্ত্বেও তাহা যখন প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইতেছি, তখন কিছুই নই বৈ আর কি বলিব? সমগ্র বসুন্ধরার আধিপত্য, তাদৃশী ধনসমৃদ্ধি ও তাদৃশ যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি সন্তপ্ত হইতে না পারেন? আমি একাকী তাদৃশী রাজলক্ষ্মী আহরণ করিতে অসমর্থ এবং সহায়সমস্তও দেখিতে পাই না, এই নিমিত্তই মৃত্যু চিন্তা করিতেছি। কুন্তীপুত্রের মহাজন-সদৃশ সেই বিশুদ্ধ রাজশ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই প্রধান, পুরুষার্থ নিরর্থক। দেখুন, তাহার বিনাশের নিমিত্ত আমি পূর্ব্বে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু সে

সলিলমধ্যে নলিনের ন্যায় তৎসমুদায়ই অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সুতরাং আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষকারকে নিরর্থক জ্ঞান করিতেছি, যেহেতু পৌরুষাবলম্বী ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণ দিন দিন হীয়মান এবং দৈবাশ্রয়ী পৃথাতনয়েরা বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। হে মাতুল! সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা সন্দর্শনে এবং রক্ষকদিগের সেই উপহাস শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া আমি যেন অগ্নিতে পরিতপ্ত হইতেছি, অতএব আপনি আমাকে মরণে অনুজ্ঞা করুন এবং আমার এই অমর্ষাবেশের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করুন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শকুনি কহিলেন, দুর্য্যোধন! যুধিষ্ঠিরের প্রতি তোমার অমর্ষ করা কর্ত্তব্য নহে; পাণ্ডবেরা সর্ব্বদা স্বকীয় ভাগ্যই ভোগ করে। দেখ, পূর্ব্বে তুমি তাদৃশ বহুবিধ উপায়দ্বারা বারংবার তাহাদিগের বিনাশচেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু সেই নরব্যাঘ্রেরা ভাগ্যের সাহায্যে তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। হে রাজন্! তাহারা দ্রৌপদীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়াছে, পুত্রগণসহ দ্রুপদকে ও বীর্য্যবান বাসুদেবকে পৃথিবীলাভবিষয়ে সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক রাজ্যাংশে বঞ্চিত না হইয়া তাহা লাভ করত স্বকীয় প্রতাপসহকারে বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার সম্ভাবনা কি? ধনঞ্জয় হুতাশনের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া গাণ্ডীব শরাসন, অক্ষয় তূণদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমস্ত লাভ করিয়াছে এবং আপনার বাহুবীর্য্যের সাহায্যে সেই উৎকৃষ্ট কার্ম্মুকদ্বারা সমগ্র মহীপালবর্গকে বশীভূত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? অপিচ শত্রুতাপন সব্যসাচী অগ্নিদাহ হইতে ময়দানবকে মোচিত করিয়া তৎকর্ত্তৃক সেই সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছে এবং সেই ময়ের আদেশক্রমেই কিঙ্করনামক ভীষণ রাক্ষসেরা সেই সভা বহন করিতেছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনা কি? হে ভারত! তুমি যে অসহায়তার কথা বলিলে, তাহা মিথ্যা, যেহেতু এই সমস্ত ভ্রাতৃগণ তোমার বশানুবর্ত্তী রহিয়াছে; মহাধনুর্দ্ধারী বীর্য্যবান দ্রোণ ও তাঁহার পুত্র, সূত-কুমার কর্ণ, মহারথ কৃপাচার্য্য, পৃথিবীশ্বর সোমদত্তি, আমি ও আমার সহোদরগণ, আমরা সকলেই তোমার সহায় আছি; এই সকলের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও সমুদয় বসুন্ধরা জয় কর। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন! আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার ও অন্যান্য মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া আমি পাণ্ডবদিগকেই জয় করিব। ইঁহাদিগকে এক্ষণে জয় করিতে পারিলে মহী, মহীপালসমুদায় ও মহাধনসম্পন্না সেই সভা সকলই আমার হইবে। শকুনি কহিলেন ধনঞ্জয় বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ ইঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে দেবতারাও পারে না। ইঁহারা সকলেই মহারথী, মহাধনুর্দ্ধারী, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। তবে, যে উপায় দ্বারা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারা যায়, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। হে রাজন্! তুমি তাহা শ্রবণ কর এবং সেই উপায়ই অবলম্বন কর। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! সুহৃদ্বর্গের ও অপরাপর মহাত্মাদিগের প্রমাদকৃত বিনাশ ব্যতিরেকে যদি কোন উপায়দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিতে পারা যায়, তবে তাহা আমাকে বলুন। শকুনি কহিলেন কুন্তীনন্দন রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির ক্রীড়া করিতে জানেন না, অথচ দ্যূতে বিলক্ষণ আসক্ত, ক্রীড়ার্থ আহূত হইলে তিনি কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে কুরুকুলতিলক! দ্যূতক্রীড়ায় আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে, ত্রিভুবনমধ্যে মৎসদৃশ ক্রীড়াদক্ষ আর কেহই নাই; অতএব তুমি দ্যূতার্থ তাঁহাকে আহ্বান কর। হে পুরুষপ্রবর মহারাজ দুর্য্যোধন! অক্ষক্রীড়ায় আমার যেরূপ কৌশল আছে, তাহাতে আমি অবশ্যই তাঁহার রাজ্য এবং সেই দীপ্তিমতী লক্ষ্মী তোমার নিমিত্ত গ্রহণ করিব, সন্দেহ নাই; পরন্তু তুমি রাজার নিকটে এই সকল কথা বিজ্ঞাপন কর। তোমার পিতা অনুজ্ঞা করিলেই আমি নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে জয় করিব। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সুবলাত্মজ! আপনিই কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে যথান্যায়ে নিবেদন করুন, আমি এ কথা নিবেদন করিতে পারিব না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি গান্ধারীকুমারের সহিত নরপতি যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞ রাজসূয় অনুভব করিয়া এবং তাহাতে দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তদীয় প্রিয়বাক্য সম্পাদনমানসে আসনে উপবিষ্ট প্রজ্ঞানেত্র মহাপ্রাজ্ঞ জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমনপূর্ব্বক তখন এই কথা বলিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, দীনভাবাপন্ন ও চিন্তানিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব আপনি তাঁহার বিষয় বোধগম্য করুন। জ্যেষ্ঠপুত্রের শত্রুসম্ভূত অসহ্য হৃদয়শোক সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া অবগত হইতেছেন না কেন? শকুনির এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যে অতিশয় কাতর হইয়াছ, ইহার কারণ কি? হে কুরুসত্তম! যদি সে বিষয় আমার শ্রোতব্য হয়, তবে ব্যক্ত কর। এই শকুনি বলিতেছেন, তুমি মলিন পাণ্ডুবর্ণ ও শীর্ণদেহ হইয়াছ, কিন্তু আমি চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতে পাই না; কেননা, এই বিপুল ঐশ্বর্য্য সমুদায়ই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদ্বর্গ কদাচ তোমার অপ্রিয়াচরণ করেন না; তুমি উত্তম উত্তম বস্ত্রসমস্ত পরিধান করিতেছ, উত্তম পলান্ন ভোজন করিতেছ এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসকল তোমাকে বহন করিতেছে, তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণকায় হইতেছ? হে দুর্দ্ধর্ষ! মহামূল্য শয্যাসমুদায় মনোরম রমণীগণ, নানালঙ্কৃত গৃহনিবহ, ইচ্ছানুরূপ বিহারস্থান এ সমস্ত দেবতাদিগের ন্যায় তোমার বচনবদ্ধ রহিয়াছে, তুমি আদেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয় সন্দেহ নাই; অতএব হে বৎস! ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? দুর্য্যোধন কহিলেন, আমি ভোজন, পরিধান করিতেছি সত্য বটে, কিন্তু কুপুরুষের ন্যায় কালপর্য্যায় প্রতীক্ষা করত উগ্রতর অমর্ষও ধারণ করিতেছি। শত্রুর সমৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া যে ব্যক্তি তৎসম্ভূত ক্লেশ হইতে স্বকীয় প্রজাগণকে মুক্ত করিবার আশয়ে তাহাকে অভিভূত করত অবস্থান করেন, তাঁহাকেই পুরুষ বলা যায়। হে ভারত! আমার পর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট

থাকে, সেই সন্তোষই তাহার শ্রী নাশ করে; অভিমান, দয়া ও ভয়ে আবৃত হইয়া সে কদাচ উচ্চপদ লাভ করিতে পারে না। আমি যাহা কিছু ভোগ করি, যুধিষ্ঠিরের শ্রী দেখিয়া তাহা আর প্রীতিকর হয় না; কুন্তী-কুমারের অতি দীপ্তিমতী রাজশ্রীই আমার শ্রীর বিবর্ণকারিণী হইয়াছে। এখন কিছু আমি তাহার শ্রী দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমার মনোমধ্যে তাহা যেন উত্থানশীল হইতেছে। শত্রুদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু এবং আপনাকে হীন হইতে দেখিয়াই আমি মলিন, দীনভাবাপন্ন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছি। যুধিষ্ঠির অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতকদিগকে প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশজন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করেন; তদ্ভিন্ন অন্য দশ সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে প্রতিদিন সুবর্ণপাত্রে উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। কাম্বোজরাজ তাঁহার নিকটে কদলীনামক মৃগসকলের কৃষ্ণ, শ্যাম ও অরুণবর্ণ চর্ম্ম সমস্ত এবং মহামূল্য কম্বলসকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজভবনে শত শত সহস্র সহস্র অশ্বযোষিৎ, অশ্ব ও গজ এবং ত্রিংশৎ সহস্র উষ্ট্রযোষিৎ বিচরণ করে, যেহেতু রাজন্যগণ উপহার স্বরূপে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। হে পৃথিবীপতে! রাজসূয় মহাযজ্ঞে পার্থিবগণ কুন্তীপুত্রের নিমিত্ত নানাবিধ প্রচুর রত্নরাশি আহরণ করিয়াছিলেন। ফলত ধীমান্ পাণ্ডুনন্দনের যজ্ঞে যাদৃশ ধনাগম হইয়াছিল, পূর্ব্বে আমি আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্টিও করি নাই, শ্রবণও করি নাই। হে বিশাম্পতে! শত্রুর সেই অপরিসীম ধনরাশি দর্শন করিয়া নিরন্তর চিন্তা-পরায়ণ হওয়ায় আমি আর স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ক্ষেত্রাদি বৃত্তিভোগী গোধনসম্পন্ন শত শত ব্রাহ্মণগণ ত্রিখর্ব্বসংখ্যক উপহার গ্রহণ করিয়া রক্ষিগণকর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় দ্বারদেশে অবস্থিত ছিলেন; ঘৃতপূর্ণ কাঞ্চনময় কমণ্ডলুসকল বলিস্বরূপে আহরণ করিয়াও তাঁহারা প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। অমরাঙ্গনারা বাসবের নিমিত্তও যাহা ধারণ না করেন, সমুদ্র বরুণসম্বন্ধীয় সেই মধু কাংসপাত্রস্থ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আহরণ করিয়াছিলেন। সহস্র সুবর্ণ বিনির্ম্মিত, বহুরত্নবিভূষিত, সমুদ্রজলপূর্ণ শৈক্য ও শঙ্খোত্তম গ্রহণ করিয়া বাসুদেব তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তৎসমুদায় দৃষ্টি করিয়া আমার গাত্রে যেন জ্বর আসিয়াছিল। হে তাত ভরতর্ষভ! শৈক্য লইয়া লোকে পূর্ব্ব-দক্ষিণ-সমুদ্রে গমন করে এবং পশ্চিম সমুদ্রেও যায়, কিন্তু খেচরজাতি ব্যতিরেকে উত্তর সাগরে কেহই গতিবিধি করিতে পারে না; অর্জ্জুন সেস্থানেও দণ্ড প্রচার করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছিল। বিশেষত ঐ যজ্ঞে আরও যে অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন; ভোজনে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণের লক্ষসংখ্যা পূর্ণ হইলে নিয়ত এক এক বার শঙ্খধ্বনি হইবে, তদ্বিষয়ে এইরূপ সঙ্কেত স্থাপিত হইয়াছিল। হে ভারত! বারংবার নিনাদকারী সেই শঙ্খের শব্দ আমি নিরন্তর শ্রবণ করিতাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইত। মহারাজ! দর্শনার্থী বহুল পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হওয়ায় সেই সভামণ্ডপ তারকানিকর-বিরাজিত বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। হে জনেশ্বর! সেই ধীসম্পন্ন পাণ্ডুতনয়ের যজ্ঞে পৃথিবীপাল পার্থিবগণ বৈশ্যবর্গের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার রত্ন আহরণ করিয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। ফলত যুধিষ্ঠিরেতে যে শ্রী বিরাজ করিতেছে, তাহা কি দেবরাজ, কি যম, কি বরুণ, কি কুবের কাহারও নাই। হে রাজন্! পাণ্ডুতনয়ের তাদৃশী পরমা শ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ দহ্যমান হইতেছে, আমি কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। দুর্য্যোধনের এই কথায় শকুনি কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম ভারত! যুধিষ্ঠিরেতে তুমি এই যে অতুল্য লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়াছ, তাহা করিবার উপায় আমার নিকটে শ্রবণ কর। পৃথিবীর মধ্যে আমার মত অক্ষাভিজ্ঞ লোক অতি বিরল; আমি পাশক্রীড়া বিষয়ে জয় পরাজয়ের মর্ম্মজ্ঞ, তদনুসারে পণিতদ্রব্য নির্দ্দেশে অভিজ্ঞ এবং দেশকালাদির বিশেষজ্ঞ, যুধিষ্ঠিরের দ্যূতে প্রীতি আছে বটে, কিন্তু তিনি ক্রীড়া করিতে জানেন না; দ্যূত কিংবা যুদ্ধের নিমিত্ত আহূত হইলে তিনি অবশ্যই আসিবেন। আমিও কপটাচরণ দ্বারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিব এবং সেই দিব্য সমৃদ্ধি সমানয়নে সমর্থ হইব; অতএব তুমি তাঁহাকে আহ্বান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুনি এইরূপ উক্তি করিলে পর, রাজা দুর্য্যোধন তৎক্ষণমাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! এই অক্ষজ্ঞানপারদর্শী মাতুল দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্বর্য্য আহরণে উৎসাহী হইতেছেন, অতএব আপনি তাহাতে অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমার মন্ত্রী, তাঁহার পরামর্শে আমি সতত অবস্থিত আছি, অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব; যেহেতু সেই দীর্ঘদর্শী, ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাহাতে উভয় পক্ষের পরম হিত হয়, সেইরূপ যুক্তিযুক্ত পরামর্শই বলিবেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদি বিদুর আপনার সহিত মিলিয়া পরামর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি আমার অভিপ্রেত হইতে আপনাকে নিবর্ত্তিত করিবেন, আপনি নিবৃত্ত হইলে আমিও নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। আমি মৃত হইলে আপনি বিদুরের সহিত সুখী হইবেন এবং সমগ্র বসুন্ধরা সম্ভোগ করিবেন; আমাকে লইয়া আপনার আর কি হইবে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের সেই প্রণয়োদিত কাতরোক্তি শ্রবণে তদীয় মতে অবস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ভৃত্যবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, আমার আদেশক্রমে শিল্পিবরেরা আমার নিমিত্ত একটি সুবিস্তীর্ণ সহস্র স্তম্ভ ও শত দ্বারযুক্ত নয়ন-কমনীয়া মনোরমা সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ করুক, তৎপরে তোমরা সর্ব্বদেশীয় মণিকারদিগকে আনয়নপূর্ব্বক সেই সভামণ্ডপ ক্রমে ক্রমে রত্নখচিত, সুভূষিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন কর। মহারাজ! ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের চিত্তশান্তির নিমিত্ত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরে বিদুরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি স্বয়ং কোন কার্য্যেরই কর্ত্তব্যতাবধারণ করিতেন না এবং দ্যূতক্রীড়ায় যে বিস্তর দোষ আছে, তাহাও জানিতেন, তথাপি পুত্রস্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ধীমান্ বিদুর সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কলহের দ্বার উপস্থিত হইল এবং সর্ব্বনাশের মূল উৎপন্ন হইল, এইরূপ বিবেচনায় দ্রুতপদে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমন করিলেন।

তিনি মহাত্মা জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইয়া মস্তকদ্বারা তদীয় চরণযুগলে প্রণতিপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, মহাভাগ! আপনার এইরূপকার্য্য নিশ্চয়ে আমি অনুমোদন করিতে পারি না। হে প্রভো! যাহাতে পুত্রগণমধ্যে পরস্পর ভেদ না জন্মে, তাহা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ক্ষত্তঃ! যদি দেবতারা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে আমার পুত্রগণমধ্যে কদাচ পরস্পর কলহ উৎপন্ন হইবে না। অতএব অশুভই হউক বা শুভই হউক, অহিতই হউক আর হিতই হউক, সুহৃদ্দ্যূত প্রবর্ত্তিত হউক; ইহা নিশ্চয়ই দৈবের কর্ম্ম সন্দেহ নাই। হে ভারত! আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিলে দৈববিহিত অনয় কোনক্রমে ঘটিবে না; অতএব তুমি বাতবেগ তুরঙ্গম যোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক অদ্যই খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! তোমাকে এই কথা বলিতেছি, এই ব্যবসায় আমার এ কথা তোমার বক্তব্য নহে; যদ্দ্বারা ইহা ঘটিতেছে, সেই দৈবকেই আমি প্রধান করিয়া মানিতেছি। ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য ধীমান্ বিদুর, এ কুল আর রহিল না, এইরূপ চিন্তা করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ যাহাতে তাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, ভ্রাতৃবর্গের মহানর্থকরী সেই দ্যূতক্রীড়া কি প্রকারে হইয়াছিল? দ্যূতসভায় কোন কোন্ রাজা সভিক ছিলেন, কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ক্রীড়াবিষয়ে অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রতিষেধ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজসত্তম! আমার ইচ্ছা হয়, আপনি বিস্তারক্রমে এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, যেহেতু ইহা পৃথিবী-বিনাশের মূল সৌতি কহিলেন, রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সকলবেদবেত্তা মহামতি ব্যাসশিষ্য, তৎকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতসত্তম, মহারাজ! যদি আপনার শ্রবণে স্পৃহা হইয়া থাকে, তবে পুনর্ব্বার বিস্তারক্রমে এই কথা শ্রবণ করুন। অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মত অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে নির্জ্জনে পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে গান্ধারে! দ্যূতক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই, যেহেতু বিদুর ইহার প্রশংসা করিলেন না; এই সুমহাবুদ্ধি কদাচ আমাদিগের অহিতবাক্য বলিবেন না। বিদুর যাহা কিছু বলেন আমি তাহা পরম হিতকর জ্ঞান করি; অতএব হে পুত্র! তুমি তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান কর, যেহেতু তাহাই তোমার পক্ষে হিতকর বোধ হইতেছে। অমরগুরু দেবর্ষি উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি ধীসম্পন্ন দেবরাজকে যে যে শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, মহাকবি বিদুর রহস্যের সহিত তৎসমুদায় অবগত হইয়াছেন। বৎস! আমিও তাঁহার পরামর্শানুসারে নিয়ত কার্য্য করিয়া থাকি। হে নরপতে! মহাবুদ্ধি উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিগণমধ্যে প্রশংসিত, সেইরূপ মেধাবী বিদুর কুরুগণের প্রধান বলিয়া অভিমত। অতএব হে পুত্র! তাঁহার যখন অনভিমত হইতেছে, তখন আর দ্যূতে প্রয়োজন নাই; দ্যূতে সুহৃদ্ভেদ হইতে দেখা যায় এবং সুহৃদ্‌ভেদে রাজ্যের বিনাশ হয়, অতএব তুমি তাহা পরিত্যাগ কর। পুত্রের প্রতি পিতামাতার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেই পিতৃপিতামহ পরম্পরাগত রাজ্যপদে তুমি অধিরূঢ় হইয়াছ, অধ্যয়ন করিয়াছ, শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছ এবং গৃহমধ্যে সতত লালিত পালিত হইয়াছ। হে মহাবাহো! তুমি ভ্রাতৃগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ হওয়ায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোন্ শোভন বস্তু প্রাপ্ত না হইতেছ! যেরূপ উৎকৃষ্ট আসন বসন সাধারণ লোকের অলভ্য, তাহা তুমি লাভ করিয়াছ, পৈতৃক বিশাল রাষ্ট্র বর্দ্ধিত করিয়াছ এবং নিয়ত আজ্ঞা প্রচার করত স্বর্গে দেবেশ্বরের ন্যায় শোভা পাইতেছ, তথাপি কিনিমিত্ত শোক করিতেছ? হে বৎস! তুমি কিছু অজ্ঞান নহ, বেদিতব্য সকল বিষয়ই তোমার বিদিত হইয়াছে, তথাপি দুঃখসাধন এই শোক মূল কি কারণে উৎপন্ন হইল, তাহা আমাকে বল।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি নিতান্ত পাপপুরুষ, এই নিমিত্তই শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়াও ভোজনাচ্ছাদন করিতেছি, শত্রু-সমৃদ্ধি সন্দর্শনে যে ব্যক্তি অমর্ষ পরবশ না হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে অধম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে বিভো! এই সাধারণী লক্ষ্মী আমার প্রীতিকরী হইতেছে না, কুন্তীপুত্রে রাজলক্ষ্মী দেদীপ্যমানা হইতেছে এবং সমগ্র পৃথিবীই তাহার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে দেখিয়া আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছি; অধিক কি বলিব, আমি দারুণ কঠিন-হৃদয় বলিয়াই এত দুঃখেও জীবিত রহিয়াছি! দেখুন নীপ, চিত্রক, কৌকুর, কারস্কর ও লৌহজঙ্ঘেরা যুধিষ্ঠিরের ভবনে যেন দাসবৎ অবনত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সীমান্তবর্ত্তী হিমালয় সাগর জলপ্রায় দেশ-প্রভৃতি সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠির-সদনে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। হে বিশাম্পতে! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সৎকারপূর্ব্বক রত্ন-গ্রহণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট অমূল্য রত্নজাত উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের পরপার বা অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হে ভারত! সেই ধন গ্রহণ করিতে আমার হস্ত পরাস্ত হইয়াছিল; আমি পরিশ্রান্ত হইলে উপহার হারকেরা দূরাগত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিত। হে ভারত! ময়দানব বিন্দুসরোবর-সন্নিহিত রত্ন নিকর দ্বারা তথায় স্ফটিক কমলাস্তীর্ণ যে একটি কৃত্রিম সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা আমি জলপরিপূর্ণ প্রকৃত সরসীর ন্যায় সন্দর্শন করিয়াছিলাম; সেই জলভ্রমে যেমন বস্ত্র উৎকর্ষণ করিলাম, অমনি বৃকোদর আমাকে শত্রুর সমৃদ্ধি বিষয়ে দর্শনে বিমূঢ় ও রত্নবিহীন মনে করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। হে নরাধিপ! যদি সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধস্বরূপ এই দণ্ডে বৃকোদরকে নিপাতিত করি, কিন্তু তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত যদি উদ্যম প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমাদিগেরও শিশুপালের ন্যায় গতি হয় সন্দেহ নাই। হে ভারত! সপত্নের সেই উপহাস আমাকে যেন দগ্ধ করিতেছে আরও দেখুন, আমি কমলশালিনী তাদৃশী আর একটি প্রকৃত বাপীকে শিলাসমা জ্ঞান করিয়া জলমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম, তাহাতে অর্জ্জুন ভীমের সহিত আমাকে সুস্বরে উপহাস করিয়াছিল এবং দ্রৌপদীও স্ত্রীগণের সহিত আমার মর্ম্মবেদনা প্রদান করত হাস্য করিয়াছিল। আমার বস্ত্র জলে ক্লিন্ন হইলে কিঙ্করেরা রাজার আদেশ-

ক্রমে আমাকে অন্য বসন সকল প্রদান করিয়াছিল; তাহাও আমার একটি পরম দুঃখ। হে নরাধিপ! আরও একটা বঞ্চনার কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন; বাস্তবিক দ্বার নহে, অথচ দ্বারাকারে নির্ম্মিত, এরূপ এক প্রদেশ দিয়া যেমন নির্গত হইবার উপক্রম করিব, অমনি শিলায় অভিহত হইয়া ললাটদেশে বিলক্ষণ বিক্ষত হইলাম। তখন নকুল সহদেব দূর হইতে আমাকে তথায় আহত হইতে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করত উভয়ে মিলিয়া বাহুদ্বারা গ্রহণ করিল, পরন্তু সেই অবস্থায় সহদেব যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বারংবার এই কথা বলিল, রাজন্! এই দ্বার, এই স্থান দিয়া গমন করুন। মহারাজ! ভীমসেনও সেই অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া আমাকে "অহে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়!" এইরূপ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিল, এই দিকে দ্বার। এতদ্ভিন্ন আমার আরও মনস্তাপের কারণ এই যে, পূর্ব্বে যে সকল রত্নের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করি নাই, তৎসমুদায় সেই সভায় নিরীক্ষণ করিয়াছি।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ভারত! ভূমিপালগণ পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত নানাস্থান হইতে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ধন আহরণ করিয়াছিলেন এবং আমি যাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। মহারাজ! শত্রুর সেইধন অবলোকন করিয়া আমি হতবুদ্ধি ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম; সংপ্রতি কোন কোন দেশ হইতে কত সংখ্যক কি কি প্রকার ধন আনীত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, অবধান করুন। কাম্বোজরাজ মেষমূষিকমার্জ্জারাদির লোমসম্ভূত, সুবর্ণতন্তু বিচিত্রিত বহুসংখ্য উত্তম উত্তম উত্তরীয় বসন ও চর্ম্মসমস্ত, তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় চিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও শুকনাসিক তিন শত অশ্ব এবং পীলু, শমী ও ইঙ্গুদফলদ্বারা পরিপুষ্ট তিন শত উষ্ট্রযোষিৎ প্রদান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! বলীবর্দ্দপোষক ব্রাহ্মণ ও শূদ্রেরা সকলে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের প্রীতিনিমিত্ত ত্রিখর্ব্বসংখ্যক উপহার গ্রহণ করিয়া সভাপ্রবেশনিবারিত হওয়ায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। ক্ষেত্রাদি-বৃত্তিভোগী গোধনসম্পন্ন শত শত ব্রাহ্মণগণ ঘৃতপূর্ণ কাঞ্চনময় কমণ্ডলু-সকল বলিস্বরূপ আহরণ করিয়াও প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। সমুদ্রতীর-নিবাসী শূদ্রেরা কার্পাসিক নিবাসিনী শ্যামা কৃশাঙ্গী দীর্ঘকেশী স্বর্ণাভরণ ভূষিতা শত সহস্র দাসী, উত্তম ব্রাহ্মণদিগের উপযুক্ত রাঙ্কব ও অজিন সমস্ত এবং গান্ধারদেশজাত অশ্বসমূহ, এই সকল উপহার সংগ্রহ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিল। সিন্ধুপারে ও সমুদ্রতীরস্থ গৃহোদ্যানে উৎপন্ন যে সকল মনুষ্যেরা দেব-মাতৃক ও নদী-মাতৃক শস্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই বৈরাম, পারদ ও আভীর ও কিতবেরা বহুবিধ রত্ন, হিরণ্য, ছাগ, মেষ, গো, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু, বহু ফলজাত মধু ও নানাবিধ কম্বল উপহার লইয়া সভাপ্রবেশে নিবারিত হওয়ায় দ্বারে অবস্থিত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ম্লেচ্ছদিগের অধীশ্বর শৌর্য্যসম্পন্ন বলবান্ মহারথ রাজা ভগদত্ত যবনগণের সহিত বায়ুতুল্য বেগশালী শীঘ্রগামী সুজাত অশ্বসমূহ ও অন্য অন্য বলিসমুদায় গ্রহণ করিয়া সভাপ্রবেশে নিবারিত হওয়ায় দ্বারদেশে অবস্থিত ছিলেন। তখন সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত মহামূল্য মণিময় ভূষণও নির্ম্মল গজদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিবিশিষ্ট অসিসমূহ প্রদান করিয়া প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। এতদ্ভিন্ন তথায় আমি নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত দ্বিনেত্র, ত্রিনেত্র, ললাটনেত্র, ঔষ্ণীক, অন্তবাসী, রোমক, নরভক্ষক ও একপাদদিগকে দ্বারে নিবারিত হইতে দেখিয়াছিলাম। করপ্রদানার্থী রাজগণ বঙ্ক্ষুতীরসম্ভূত, নানাজাতীয়, মহাকায়, কৃষ্ণগ্রীব দূরগামী, সুশিক্ষিত, দিগ্‌গুণবিখ্যাত, যথাপ্রমাণ ও মনোহরবর্ণবিশিষ্ট, দশ সহস্র রাসভ ও বহুল বহুল কাঞ্চন উপহার আহরণ করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদায় প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরসদনে প্রবিষ্ট হইতে পাইয়াছিলেন। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীট তুল্য লোহিতবর্ণ, শুকবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন-জলদবর্ণ, শক্রধনুসদৃশ শবলবর্ণ, এইরূপ নানা বর্ণবিশিষ্ট মনের ন্যায় মহাবেগশালী আরণ্য অশ্বসমূহ ও অমূল্য সুবর্ণ সংগ্রহপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছিল। চীন, শক, ওড্র, বর্ব্বর, বনবাসী, বৃষ্ণিবংশীয়, হারহুণ, কৃষ্ণহিমাচল-নিবাসী, নীপ, অনূপপ্রভৃতি বহুবিধ লোকসমূহ তাঁহাকে নানারূপ বহুসংখ্য বস্ত্র করার্থে প্রদান করিতে সমাগত হইয়া দ্বারে নিবারিত রহিয়াছে দেখিয়াছিলাম। বঙ্ক্ষুতীর নিবাসী কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শতক্রোশপ্রধাবী যথাপ্রমাণ বর্ণ ও সুন্দর স্পর্শযুক্ত দিগ্‌গুণ বিখ্যাত সুশিক্ষিত দশসহস্র রাসভ ঊর্ণানির্ম্মিত রাঙ্কব কীটজ
পাসমস্ত মসৃণ গুচ্ছাকৃত কমল-সদৃশ সহস্র সহস্র বস্ত্র, কোমল মেষচর্ম্ম, শাণিত সুদীর্ঘ অসি, ঋষ্টিক ও পরশ্বধ, পশ্চিমদেশে-সমুৎপন্ন নিশিত পরশু, বিবিধ গন্ধরস ও সহস্র সহস্র রত্নপ্রভৃতি সম্পূর্ণ উপহার গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে নিবারিত ছিল। শক, তুখার, কঙ্ক রোমশ ও শৃঙ্গী মানবেরা দূরগামী বহুসংখ্য মহাগজ, অর্ব্বুদ অশ্ব, বহুশত পদ্মসংখ্যক সুবর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বলি সংগ্রহ করিয়া দ্বারে নিবারিত ছিল। পূর্ব্বদেশাধীশ্বর নরপতিগণ মহামূল্য আসন, শয়ন ও যান, মণিকাঞ্চন বিচিত্রিত গজদন্তনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুবর্ণ পরিষ্কৃত ব্যাঘ্রচর্ম্মসমাবৃত সুশিক্ষিত অশ্বসম্পন্ন বিবিধাকার রথ, বিচিত্র গজ, কম্বল, বহুবিধ রত্ন ও নারাচ, অর্দ্ধনারাচ প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র, এই সমস্ত মহৎ ধন প্রদান করিয়াও মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসদনে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে অনঘ! ভূপালগণ যজ্ঞে নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে যে মহান ধন-সঞ্চয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই নানা প্রকার করদানের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহারা সুমেরু ও মন্দর ভূধরের মধ্যবর্ত্তিনী শৈলোদানাম্নী নদীর উভয় পার্শ্বে কীচকাখ্য সচ্ছিদ্র বংশের রমণীয় ছায়ায় বসিয়া সুখানুভব করেন, সেই খস, একাসন, অর্হ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গন ও পরতঙ্গন ভূপতিগণ পিপীলিকা সমুদ্ধৃত পিপীলিক নামক দ্রোণ-পরিমিত রাশি রাশি সুবর্ণ আহরণ করিয়াছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পার্ব্বতীয়েরা মনোহর কৃষ্ণবর্ণ ও শশিসদৃশ শুভ্রবর্ণ চামর-নিকর হিমাচলকুসুম সম্ভূত সুস্বাদু বহুল মধু, উত্তরকুরু হইতে সমানীত মাল্য, উত্তর-কৈলাস হইতে ওষধিসমস্তও অন্যান্য উপহার আহরণপূর্ব্বক প্রণতভাবে অবস্থিত হইয়া নরপতি যুধিষ্ঠিরের দ্বারদেশে নিবারিত ছিল। হে প্রভো! হিমালয়ের উত্তরার্দ্ধে, সূর্য্যোদয়-শিখরে, করূষদেশীয় সমুদ্র-

প্রান্তে ও লৌহিত্যপর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ভূপালবর্গ এবং ফলমূলাহারী, চর্ম্মপরিধায়ী, ক্রূরশস্ত্রধারী, ক্রূরকর্ম্মকারী কিরাতদিগকেও আমি তথায় অবলোকন করিয়াছিলাম। মহারাজ! তাহারা ভারে ভারে চন্দন অগুরু ও কৃষ্ণাগুরু, রাশি রাশি চর্ম্মরত্ন, সুবর্ণ ও গন্ধদ্রব্য, কিরাতজাতীয় দশ সহস্র দাসী ও মনোহর আকারাদি-বিশিষ্ট দূরদেশজাত মৃগ বিহঙ্গসকল আহরণ করিয়া এবং গিরিকদম্ব হইতে সঞ্চিত বিপুল তেজোযুক্ত সুবর্ণ ও অপরাপর সম্পূর্ণ উপহার গ্রহণ করিয়া দ্বারে নিবারিত ছিল। হে বিশাম্পতে! কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, শূর, বৈয়ামক, ঔদুম্বর, দুর্ব্বিভাগ, পারদ, বাহ্লিক, কাশ্মীর, কুমার, ঘোরক, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কৈকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ, পহ্লব, বশাতি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, কুক্কুর, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য ও গয় এই সমস্ত সুজাতি, গোষ্ঠীমন্ত, শ্রেষ্ঠ ও শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন। হে ভারত! বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ, শৈশব ও বহুসংখ্য কর্ণপ্রবারগণ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজশাসনানুসারে দ্বারপালগণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিলেন যে "আপনারা যদি কালপ্রতীক্ষা করিতে পারেন এবং যদি সুন্দর উপহার আহরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দ্বার প্রাপ্ত হইবেন।" অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে, কাম্যক সরোবরের উভয় পার্শ্বে উৎপন্ন লাঙ্গলদণ্ডতুল্য দন্তযুক্ত, কাঞ্চনকক্ষ, কুথাচ্ছাদিত হওয়ায় যেন পদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শৈলসদৃশ, নিত্যমত্ত, কবচাবৃত, সহিষ্ণুতাসম্পন্ন, সংকুলজাত দশ শত কুঞ্জর প্রদান করিয়া দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইতে পাইয়াছিলেন। নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মানববর্গ ও অপরাপর মহাত্মাগণ তথায় রত্নজাত আহরণ করিয়াছিলেন। হে কুরুনন্দন মহারাজ! ইন্দ্রানুচর চিত্ররথনামা গন্ধর্ব্বরাজ বাতবেগী চারিশত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হৃষ্টচিত্তে আম্রপত্রতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণমালী একশত ঘোটক দিয়াছিলেন। শূকর নামক ম্লেচ্ছদিগের কৃতী অধিপতি বহুশত গজরত্ন অর্পণ করিয়াছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট উপহারের নিমিত্ত দুই সহস্র হেমমালী মত্ত বারণ আহরণ করিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! রাজা বসুদান পাংশুরাষ্ট্র হইতে ষড়্‌বিংশতি হস্তী, বেগ ও সত্ত্বসম্পন্ন বয়ঃস্থ দুই সহস্র কাঞ্চনমালী অশ্ব ও অপর সমুদয় উপহার সংগ্রহপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে নিবেদন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী, সস্ত্রীক দশ সহস্র দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত ষড়্‌বিংশতি রথ, এমন কি সমুদয় রাজ্যই পাণ্ডবদিগকে যজ্ঞার্থ নিবেদিয়াছিলেন। বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবও অর্জ্জুনের মান বর্দ্ধন করত চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট মাতঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের আত্মা এবং ধনঞ্জয়ও কৃষ্ণের আত্মা। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে যাহা কিছু বলেন, কৃষ্ণ তৎসমুদায়ই নিঃসংশয়ে সম্পন্ন করিতে পারেন, এমন কি তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত স্বর্গলোকপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং অর্জ্জুনও কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। চোলরাজ ও পাণ্ড্যরাজ মলয়গিরি হইতে হেমকুম্ভ সমাহিত সুগন্ধ চন্দনরস, দর্দ্দুর ভূধর হইতে চন্দনাগুরুসম্ভার, সমুজ্জ্বল মণিরত্ন ও কাঞ্চনবিরাজিত সূক্ষ্মবস্ত্র এই সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াও দ্বারলাভ করিতে পারেন নাই। সিংহলেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি ও মুক্তাকলাপ এবং শত শত গজ কম্বল উপহার দিয়াছিলেন। লোহিতাপাঙ্গ শ্যামাঙ্গ মানবেরা মণিখণ্ড সমাবৃত তৎসমুদায় আস্তরণ গ্রহণপূর্ব্বক নিবারিত হইয়া দ্বারে অবস্থিত ছিল। যুধিষ্ঠিরের প্রীতিনিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ, বিনির্জ্জিত ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যসমুদায় এবং শূদ্রসকলেও উপহার দিয়াছিল। প্রীতিও বহুমানপ্রযুক্ত সমুদয় ম্লেচ্ছরাও যুধিষ্ঠির-সমীপে গমন করিয়াছিল। এইরূপে উত্তম মধ্যম ও অধম সর্ব্বপ্রকার কুলসম্ভূত সর্ব্ববর্ণেরই তথায় সমাগম হইয়াছিল। নানা দেশসম্ভূত নানা জাতীয় লোকে সমাকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যুধিষ্ঠির-সদনে যেন সকল ভূমণ্ডলেরই একত্র সমাবেশ হইয়াছে। মহীপালগণ শত্রুদিগকে নানা প্রকার বহুসংখ্যক উপহার প্রদান করিলেন দেখিয়া দুঃখভরে আমার মরণেচ্ছা জন্মিয়াছিল। হে রাজন্! পাণ্ডবদিগের যে সমস্ত ভৃত্য আছে এবং যুধিষ্ঠির যাহাদিগের পক্বাপক্ব ভোজন সন্নিধান করিয়া থাকেন, তাহাদের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনপদ্ম অযুতসংখ্যক গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য, এক অর্ব্বুদ রথী এবং অসংখ্য পদাতি আছে। কোন স্থানে অপক্ব খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও বা পরিবেশিত ও পুণ্যাহ নির্ঘোষ নিঃসৃত হইতেছে। ফলত আমি যুধিষ্ঠির সদনে সর্ব্ববর্ণের মধ্যে কাহাকেও অভুক্ত, অপীত, অনলঙ্কৃত বা অসংকৃত দৃষ্টি করি নাই। অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক বিপ্রদিগকে যুধিষ্ঠির প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করিতেছেন এবং তাঁহারাও সুপ্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার শত্রুক্ষয় কামনা করিতেছেন। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরনিলয়ে দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতি সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। হে বিশাম্পতে! কুব্জ বামন পর্য্যন্ত সমস্ত লোকেই ভোজন করিল, কি কেহ অভুক্ত থাকিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত দ্রৌপদী স্বয়ং অভুক্তা থাকিয়া প্রত্যবেক্ষণ করে। হে ভারত! বৈবাহিক-সম্বন্ধ প্রযুক্ত পাঞ্চালগণ, আর সখিত্বহেতুক অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ এই দুই পক্ষই কেবল কুন্তীপুত্রকে কর-প্রদান করেন নাই, নতুবা অপর সকলেই তাঁহার করপ্রদ হইয়াছেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

দুর্য্যোধন কহিলেন, যে সমস্ত মহানুভব রাজেন্দ্রগণ সত্যসন্ধ, মহাব্রত, পর্য্যাপ্ত বিদ্য, বক্তা, বেদান্ত ও যজ্ঞসাগরের পারদর্শী, ধৃতিমন্ত, লজ্জাবন্ত, ধর্ম্মাত্মা ও যশস্বী, সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজারাও যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন। দক্ষিণার্থ রাজগণ কর্ত্তৃক সমানীত, কাংস্য নির্ম্মিত এক এক দোহনপাত্র সম্বলিত, বহুসহস্র আরণ্য-গোধন স্থানে স্থানে অবলোকন করিলাম। হে ভারত! অভিষেকের নিমিত্ত নরপতিগণ তথায় অব্যাকুলিতচিত্তে নানাপ্রকার ভাণ্ডসমস্ত সংকার পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তোলন করিয়া আহরণ করিলেন। বাহ্লীকরাজ কাঞ্চন বিভূষিত রথ আহরণ করিলেন। রাজা সুদক্ষিণ তাহাতে কাম্বোজ-সম্ভূত শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় যোজিত করিলেন। মহাবল সুনীথ প্রীতিমান্ হইয়া অনুকর্ষ অর্থাৎ রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ

এবং চেদিরাজ স্বয়ং উত্তোলনপূর্ব্বক ধ্বজ আহরণ করিলেন। দাক্ষিণাত্য মহীপতি কবচ, মগধরাজ মাল্য ও উষ্ণীষ, মহাধনুর্দ্ধারী বসুদান ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক গজেন্দ্র, মৎস্যরাজ সুবর্ণবদ্ধ অশ্বসমস্ত, একলব্য পাদুকাযুগল, অবন্তীরাজ অভিষেকার্থ বহুবিধ জল, চেকিতান তূণ, কাশিরাজ ধনু এবং শল্য শিক্যধৃত কাঞ্চনভূষিত, মুষ্টিযুক্ত অসি উপাহরণ করিলেন। অনন্তর সুমহাতপা ধৌম্য ও ব্যাস, নারদ, দেবল ও অসিত মুনিকে অগ্রে করিয়া অভিষেককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া অভিষেকসমীপে উপবেশন করিলেন। জামদগ্ন্যের সহিত অন্য বেদপারগ মহাত্মারাও, সুরলোকে সপ্তর্ষিগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গমন করেন, সেইরূপ মন্ত্রোচারণপূর্ব্বক বিপুল দক্ষিণা-প্রদায়ী যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করিলেন তৎকালে সত্যবিক্রম সাত্যকি তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলেন, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং নকুল সহদেব শুভ্রবর্ণ চামরযুগল ধারণ করিলেন। পূর্ব্বকল্পে প্রজাপতি ইন্দ্রকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নিষ্কসহস্রদ্বারা সুনির্ম্মিত বরুণ সম্বন্ধীয় সেই শঙ্খ সমুদ্র শিক্যোপরি ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আহরণ করিয়াছিলেন। সেই শঙ্খদ্বারা কৃষ্ণ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, দেখিয়া আমি মোহে অভিভূত হইলাম। হে তাত! লোকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-সমুদ্রে গমন করে এবং দক্ষিণ সমুদ্রেও যায়, কিন্তু উত্তর সমুদ্রে খেচরজাতি ব্যতিরেকে কেহই গতিবিধি করিতে পারে না; পাণ্ডবেরা সে স্থানেও শাসন প্রচার করিয়াছে। তথাকার শত শত শঙ্খ মঙ্গলার্থ নিনাদিত হইতে লাগিল; তৎসমুদায় সমাঘাত হইয়া অতিশয় বিস্তার করিল, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যাহাদিগের স্বকীয় তেজ কিছুমাত্র নাই, এরূপ মহীপালেরা সেই শব্দে ভূতলে পতিত হইল। তখন সৎসম্পন্ন বীর্য্যবন্ত ও পরস্পর প্রিয়দর্শন ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ এই আট জন সেই সকল ভূপালদিগকে বিচেতন ও আমাকে হতবুদ্ধি হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল।

হে ভারত! অনন্তর অর্জ্জুন হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রেষ্ঠদ্বিজাতিদিগকে স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত পঞ্চশত বৃষ দান করিল। ফলত প্রভাবসম্পন্ন কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় এইরূপে রাজসূয় লাভ করিয়া যাদৃশ নিরতিশয় পরমশ্রীসম্পন্ন হইয়াছেন, না রন্তিদেব, না ভাগ, না যৌবনাশ্ব, না মনু, না বেণপুত্র পৃথুরাজা, না ভগীরথ, না যযাতি, না নহুষ, কেহই সেরূপ হইতে পারেন নাই। হে বিভো ভারত! হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় পৃথাতনয়ে ঈদৃশী শ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার জীবন ধারণ কি প্রকারে শ্রেয়জ্ঞান করিতেছেন? হে নরাধিপ! অন্ধ ব্যক্তি হলচালনার্থ যুগবন্ধন করিলে তাহা যেমন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বিধাতা অন্ধ হইয়াই বিপরীতভাবে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠযুগ্মের বন্ধন করিয়াছেন; দেখুন, কনিষ্ঠদিগের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে, আর জ্যেষ্ঠেরা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। হে কুরুপ্রবীর! এইরূপ দেখিয়া আমি সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচন করিয়াও স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না, সেই জন্যই এ প্রকার কৃশ, বিবর্ণ ও শোকান্বিত হইতেছি।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! তুমি আমার সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্বেষ করিও না, যেহেতু দ্বেষীব্যক্তি এরূপ অসুখ পায় যে, মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে তাহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না। হে ভরতর্ষভ! যুধিষ্ঠির কপটাচরণে অনভিজ্ঞ, তুল্য ধনসম্পত্তি, তুল্য-মিত্র; বিশেষত অবিদ্বেষী; অতএব তোমার মত ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার প্রতি দ্বেষ করিতে পারে? হে পুত্র! যুধিষ্ঠিরের যেরূপ অভিজন ও বীর্য্য তোমারও সেইরূপ, তবে তুমি মোহপ্রযুক্ত কি নিমিত্ত ভ্রাতার শ্রী কামনা করিতেছ? এরূপ লোলুপ হইও না, শান্ত হও, শোক করিও না। তবে যদি তাদৃশী যজ্ঞসম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা কর, তবে পুরোহিতেরা তোমারও সপ্ততন্তু নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ভূপালমণ্ডলী বহুমানপূর্ব্বক তোমার নিমিত্তও প্রীতিসহকারে বিপুল ধন ও রত্নাভরণ সমস্ত আহরণ করিবেন। হে তাত! পরধনে স্পৃহা করা নিতান্ত নীচাশয়ের কর্ম্ম; যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মস্থ হইয়া স্বীয় ধনে সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই সুখ লাভ করেন। পরধন লাভে চেষ্টা না করা, স্বকর্ম্মে নিত্য উদ্যম এবং লব্ধধনের রক্ষণ, ইহাই কল্যাণের লক্ষণ। বিপত্তিকালে অব্যাকুলিত, কার্য্যদক্ষ, নিয়ত উদ্যম সম্পন্ন, অপ্রমত্ত ও বিনীতাত্মা মনুষ্যই নিয়ত কুশল দর্শন করেন। দেখ, পাণ্ডুপুত্রেরা তোমার বাহুস্বরূপ, অতএব তাহাদিগকে ছেদন করিও না এবং ভ্রাতৃগণের সেই ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহে ও লিপ্ত হইও না। হে রাজন্! পাণ্ডুর পুত্রদিগের প্রতি কদাচ দ্বেষ করিও না, তোমার ভ্রাতার সমগ্র ধন যেরূপ, তোমারও সেইরূপ। হে তাত! মিত্রদ্রোহে মহান্ অধর্ম্ম; দেখ, যাহারা তোমার পিতামহ, তাঁহারাই তাহাদিগের পিতামহ। হে ভরতপ্রবর! তোমার চিত্ত যদি নিতান্ত বিলিপ্ত হইয়া থাকে, তবে যজ্ঞেতে ধনদান, প্রেমাস্পদ কামনা সকলের অনুভব এবং নিরাতঙ্ক হইয়া কামিনীগণের সহিত বিহার করত শান্তি লাভ কর।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

দুর্য্যোধন কহিলেন, দর্ব্বী যেমন সূপের রসাস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বহুবিষয়ের শ্রবণ আছে, কিন্তু নিজের ধারণা কিছুমাত্র নাই, সে কখন শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে পারে না; পরন্তু আপনি জানিয়া শুনিয়াও এক নৌকায় নিবদ্ধ অপর নৌকার ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়া আমাকে মোহযুক্ত করিতেছেন; স্বার্থবিষয়ে আপনার কি মনোযোগ নাই, না আমার প্রতি আপনি দ্বেষ করিতেছেন? ফলত আপনার শাসনানুসারে চলিলে এই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের আর নিস্তার নাই; যেহেতু আপনি পাশক্রীড়ায় শত্রুধন হরণরূপ উপস্থিত কার্য্যকে ভাবী অর্থাৎ যজ্ঞকালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহার পথদর্শক, পরের শিক্ষানুসারে চলে, তাহার পথভ্রম হওয়া অতি সহজ, তাদৃশ নায়কের পদানুগামী পুরুষেরা কিপ্রকারে যথার্থ পথে গমন করিতে পারে? হে রাজন্! আপনি পরিণতবুদ্ধি, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও স্বকার্য্য-সাধনে সমুদ্যত আমাদিগকে বারংবার বিমোহিত করিতেছেন। দেখুন, বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকব্যবহার হইতে রাজ্যব্যবহার স্বতন্ত্র; অতএব রাজা অপ্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদাই স্বার্থ চিন্তা করিবেন। মহারাজ!

ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় জয়েতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব তাহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক অবশ্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; আপনার বৃত্তি বলিয়া যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে আর বিচার কি? হে ভরতর্ষভ! সারথি যেমন প্রতোদদ্বারা অশ্বদিগকে বশবর্ত্তী করে, সেইরূপ শত্রুর প্রদীপ্ত শ্রী গ্রহণেচ্ছু ক্ষত্রিয় পুরুষ সকলদিকেই বশাধীন করিবেন; গুপ্তই হউক বা প্রকাশ্যই হউক, যে কোন উপায়দ্বারা শত্রুবিনাশ করা যায়, তাহাই শস্ত্রজ্ঞদিগের শস্ত্র বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ছেদন করা যায়, তাহা শস্ত্র নহে। হে নরেন্দ্র! কে শত্রু, কে মিত্র, তাহার কিছু লেখা বা পরিমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু বলিয়া উল্লিখিত হয়। হে রাজন! অসন্তোষই সম্পত্তির মূল, এইজন্য আমি তাহা অবলম্বন করিতেছি; যে ব্যক্তি সমুন্নতির নিমিত্ত যত্ন করেন, তিনিই পরম নয়বান! ঐশ্বর্য্যে বা ধনেতে মমতা করা কর্ত্তব্য নহে, কেননা পূর্ব্বসঞ্চিত ধন অন্যে হরণ করিতে পারে, যেহেতু বলপূর্ব্বক হরণ করাই রাজধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবরাজ বাসব, দ্রোহাচরণ করিব না, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও নমুচির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন; শত্রুর প্রতি এই প্রকার সনাতন ব্যবহার তাঁহার অভিমত ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। সর্প যেমন গর্ত্তশায়ী ভেকাদি জন্তু সকলকে গ্রাস করে, সেইরূপ অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী সন্ন্যাসী এই দুই ব্যক্তিকে পৃথিবী গ্রাস করিয়া রাখেন। হে বিশাম্পতে! পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ শত্রু কেহই নাই; যাহার সহিত সমান ব্যবসায় সেই শত্রু, অন্যে নহে। বর্দ্ধমান শত্রুপক্ষকে যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপেক্ষা করে, ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রুই তাহার মূলোচ্ছেদক হয়। বৃক্ষের মূলজাত বল্মীক যেমন অচিরে তাহাকে সংহার করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র শত্রুও পরাক্রমে অতিশয় বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে প্রতিপক্ষকে শীঘ্রই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। হে আজমীঢ়! শত্রুর লক্ষ্মী আপনার যেন প্রীতিকরী না হয়; দেখুন, সত্ত্বসম্পন্ন মানবগণের নয়রূপ এই ভারটি মস্তক দ্বারা বহনীয়। যে ব্যক্তি জন্ম প্রভৃতি দেহোপাদির স্বাভাবিকী বৃদ্ধির ন্যায় অর্থের বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে নিঃসন্দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন, ফলত বিক্রমই সদ্যোবৃদ্ধির কারণ। পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইলে আমার আর সুখে নিদ্রা হইবে না; আমি হয় সেই শ্রীলাভ করিব না হয় যুদ্ধে নিহত হইয়া শয়ন করিব। হে রাজন্! আমাদিগের উন্নতির স্থিরতা নাই, কিন্তু পাণ্ডবেরা নিয়তই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অতএব এরূপ অবস্থায় আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি?

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শকুনি কহিলেন, হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই যে লক্ষ্মী অবলোকন করিয়া তুমি সন্তাপিত হইতেছ, আমি দ্যূতদ্বারা তাহা হরণ করিয়া লইব। হে রাজন! সংপ্রতি তাঁহাকে আহ্বান কর; দেখ, অভিজ্ঞপুরুষ অক্ষক্ষেপ করত অক্ষত হইয়া অনভিজ্ঞব্যক্তিকে জয় করিয়া থাকেন। হে ভারত! পণই আমার ধনুক, অক্ষসকলই শর, অক্ষের হৃদয়ই জ্যা এবং কপটতা আমার রথ। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! এই অক্ষাভিজ্ঞ মাতুল দ্যূতক্রীড়া দ্বারা পাণ্ডবগণ হইতে রাজশ্রী আহরণ করিতে উৎসাহী হইতেছেন, অতএব আপনি তাহাতে অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি মহাত্মা ভ্রাতা বিদুরের শাসনে অবস্থিত আছি, অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব। দুর্য্যোধন কহিলেন হে কৌরব! বিদুর পাণ্ডবদিগের হিতকার্য্যে যেরূপ নিযুক্ত আছেন, আমাদিগের সেরূপ নহেন, সুতরাং তিনি নিঃসংশয়ে উপস্থিত কার্য্য হইতে আপনার বুদ্ধি অপনীত করিবেন। হে কুরুনন্দন! অন্যের বুদ্ধিবল অবলম্বন করিয়া পুরুষ আপনার কার্য্যারম্ভ করিবে না, কেন না কার্য্যবিষয়ে দুইজনের মত সমান হয় না। মন্দ ব্যক্তি দ্যূতাদি ভয়জনক ব্যাপার পরিহারপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করত বর্ষাকালীন ক্লিন্ন কীটের ন্যায় বিনা চেষ্টায় অবস্থিত থাকিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনুষ্যের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্যাধি সকলও প্রতীক্ষা করে না এবং যমও প্রতীক্ষা করেন না, অতএব যাবৎ সুস্থ থাকিবে, তাবৎকালপর্য্যন্তই মঙ্গললাভের অনুষ্ঠান করিবে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত বিগ্রহ করিতে কোন প্রকারেই আমার রুচি হয় না, দেখ শত্রুতা বিকার জন্মাইয়া দেয় এবং তাহাই অলৌহ-নির্ম্মিত শস্ত্র হইয়া উঠে। হে রাজপুত্র! কলহের অতিভয়ানক প্রযোজক দ্যূতরূপ অনর্থকে তুমি অর্থজ্ঞান করিতেছ; যে কোন প্রকারে হউক একবার তাহা প্রবৃত্ত হইলেই তীক্ষ্ণধার অসি ও সায়ক সমুদায়ের সৃষ্টি করে। দুর্য্যোধন কহিলেন, পুরাকালীন পুরুষেরা দ্যূতব্যবহার প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিনাশ বা যুদ্ধব্যাপার নাই, অতএব সংপ্রতি শকুনির বাক্যে আস্থা করিয়া আপনি শীঘ্র সভা নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রদান করুন; দেখুন, দেবনে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের শত্রু পরাভবরূপ বিশিষ্ট স্বর্গদ্বার অনাবৃত হইবে; ফলত তদনুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগের সেইরূপ অনায়াসসাধ্য স্বর্গলাভ হওয়াই উপযুক্ত, এরূপ হইলে আপনার সহিত পাণ্ডবদিগেরও তুল্যতা হইবে, অতএব আপনি তাহাদিগের সহিত দুরোদরের অনুষ্ঠান করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, ইহাতে আমার রুচি হইতেছে না। হে নরেন্দ্র! যাহা তোমার প্রিয় হয়, তাহাই কর, কিন্তু সেই কথানুসারে কার্য্য করিয়া পশ্চাত্তাপিত হইবে, যেহেতু ঈদৃশ অধর্ম্মানুগত বাক্য কখন শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। বুদ্ধিবিদ্যানুগামী দূরদর্শী বিদুর এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয় জীবনান্তকর সেই এই মহৎ ভয় দৈবাধীন উপস্থিত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দৈববিমূঢ়চেতা মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র দৈবকেই শ্রেষ্ঠ ও দুস্তর মনে করিয়া এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক পুত্রবাক্যে অবস্থিত হইয়া ভৃত্যবর্গকে বিশেষরূপে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সহস্রস্তম্ভ যুক্ত, কাঞ্চন বৈদূর্য্যাদি বিচিত্রিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, দৈর্ঘ্য বিস্তারে এক এক ক্রোশ পরিমিত, তোরণস্ফাটিক নামে একটি উৎকৃষ্ট সভামণ্ডপ শীঘ্র নির্ম্মাণ কর। তখন প্রজ্ঞাসম্পন্ন সুনিপুণ সহস্র-সহস্র শিল্পিগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণে ত্বরান্বিত, নিঃশঙ্ক ও নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অবিলম্বে তাদৃশী সভা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিল। অনন্তর তাহারা

হৃষ্টান্তঃকরণে সেই অল্পকালমধ্যে নিষ্পন্ন, বহুরত্ন সমাকীর্ণ, সুবর্ণখচিত নানাবর্ণ আসন সমন্বিত, বিচিত্র সভাগৃহের কথা রাজসমক্ষে নিবেদন করিল। তৎপরে বিদ্যাবান্ নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্রধান বিদুরকে এই কথা বলিলেন, তুমি আমার আদেশানুসারে রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এস্থানে আনয়ন কর; তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া আমার এই বহুরত্ন সমন্বিতা, মহামূল্য শয্যাশন সম্পন্না, বিচিত্রা সভা সন্দর্শন করুন এবং ইহাতে সুহৃদ্দ্যূতের আরম্ভ হউক। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মত জানিয়া এবং দৈবকে দুস্তর মানিয়াই এরূপ করিলেন; পরন্তু বিজ্ঞপ্রবর বিদুর অন্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়া ভ্রাতার বাক্যে অনুমোদন না করিয়া এই কথা বলিলেন, রাজন্! আপনার এই আদেশবাক্য আমার অনুমোদিত হইতেছে না, আপনি কদাচ এরূপ করিবেন না, আমি কুলনাশ হইতে ভীত হইতেছি; নরেন্দ্র! আমার এই শঙ্কা হইতেছে যে, দ্যূতজন্য আপনার পুত্রেরা বিচ্ছিন্ন হইলে নিশ্চয়ই কলহ হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! যদি দৈবপ্রতিকূল না হন, তবে কলহ আমাকে তাপিত করিতে পারিবে না; অথ এই সমস্ত বিশ্ব স্বাধীন নহে, দৈববশে স্থাপয়িতা বিধাতার নিয়োগানুসারেই চেষ্টিত হইতেছে; অতএব আমার শাসনক্রমে অদ্য তুমি কুন্তীনন্দন দুর্দ্ধর্ষ রাজা যুধিষ্ঠির সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন কর।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া বিদুর সুশিক্ষিত মহাবেগবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বলিষ্ঠ অশ্বগণদ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থে মহামনা পাণ্ডবদিগের নিকটে প্রস্থিত হইলেন। সেই মহাবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা নরনাথ যুধিষ্ঠিরের রাজধানীর পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক স্তুতিপাঠক দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়াতন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পরে কুবের সদনসদৃশ রাজগৃহ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরসমীপে উপনীত হইলেন। অজমীঢ়নন্দন সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথাবৎ পূজাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ক্ষত্ত! আপনার চিত্তের অপ্রসন্নতা দৃষ্ট হইতেছে; আপনি কুশলে আসিয়াছেন ত? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তাঁহার প্রতি অনুকূল আছে ত? প্রজারাও ত তাঁহার বশবর্ত্তী আছে? বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত ইন্দ্রকল্প মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলী আছেন; তিনি বিনীত পুত্রগণদ্বারা প্রীত, শোকশূন্য ও দৃঢ়চিত্ত থাকিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধনে নিরত রহিয়াছেন। পরন্তু কুরুরাজ তোমাকে কুশল ও ধনাদির অনপচয়বিষয়ক প্রশ্নপূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছেন, হে পুত্র! তোমার ভ্রাতৃগণের এই সভাটি তোমার সভারই তুল্যরূপা হইয়াছে, অতএব তুমি আগমনপূর্ব্বক ইহা অবলোকন কর। হে পার্থ! ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এই সভায় সুহৃদ্দ্যূতের অনুষ্ঠান ও রমণ কর; তোমাদিগের সমাগমে আমরাও প্রীতিযুক্ত হইব এবং সমাগত সমস্ত কৌরবেরাও হর্ষানুভব করিবেন। হে নৃপতে! মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র তথায় যে সকল দ্যূতকার নিযুক্ত করিয়াছেন, তুমি সেই ধূর্ত্তদিগকে সন্নিবিষ্ট দেখিবে, এই নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি, অতএব সেই রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ক্ষত্ত! দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগের কলহ হইবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া কোন ব্যক্তি দুরোদরে প্রবৃত্ত হয়? আপনিই বা কি উপযুক্ত বোধ করেন বলুন, আমরা সকলেই আপনার বাক্যে অবস্থিত আছি। বিদুর কহিলেন, দ্যূত যে অনর্থের মূল তাহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং ইহার নিবারণ বিষয়ে যত্নও করিয়াছিলাম, তথাপি রাজা আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব হে বিদ্বন! ইহা শুনিয়া যাহা শ্রেয় হয় কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিদুর! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ভিন্ন তথায় আর কোন্ কোন্ ধূর্ত্তেরা ক্রীড়ার্থ উপস্থিত আছে? যাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমরা শত শত ধনদ্বারা ক্রীড়া করিব, সেই দ্যূতকারদিগের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলুন। বিদুর কহিলেন, হে বিশাম্পতে! অক্ষতত্ত্বাভিজ্ঞ, কৃতহস্ত মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রীড়াকারী, গান্ধাররাজ শকুনি, রাজা বিবংশতি, চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুরুমিত্র ও জয়, এই সকল দ্যূতকার তথায় উপস্থিত আছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, তবে মহা ভয়ঙ্কর কপটাচারী ধূর্ত্ত দ্যূতকারসকল তথায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; পরন্তু তাহা বলিয়া আমি আর কি করিব? বিধাতার আদিষ্ট দৈবের বশেই এই সমস্ত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা কদাচ স্বাধীন নহে। হে কবে! পিতা সততই পুত্রের ইচ্ছানুগামী হইয়া থাকেন, সুতরাং পুত্রপক্ষপাতী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় আমি দুরোদর দেবনে ইচ্ছা করি না, তবে আপনি আমাকে যেরূপ বলেন, আমি অবশ্যই তাহা করিব; অপিচ শকুনি প্রগল্‌ভ হইয়া যদি আমাকে সভাতে আহ্বান না করেন, তবে অনিচ্ছু হইয়া আমি তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিব না, আহূত হইলে কদাচ পরাঙ্মুখ হই না, ইহাই আমার চিরন্তন ব্রত নিরূপিত আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ, বিদুরকে এইরূপ কহিয়া অবিলম্বে যাত্রার উপযোগী সমুদায় আয়োজন করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক পরদিন আত্মীয়বর্গ, দ্রৌপদী প্রভৃতি মহিলাগণ ও অনুচরদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন। "কোন তেজঃপদার্থ আপতিত হইয়া, যেমন চক্ষুর শক্তি লোপ করে, সেইরূপ দৈবই মনুষ্যের বুদ্ধি মোষণ করে; মনুষ্য যেমন পাশদ্বারা বদ্ধ হইয়া বিধাতার বশবর্ত্তী হয়;" এই কথা বলিয়া পৃথানন্দন অরিন্দম যুধিষ্ঠির সেই আহ্বানের প্রতি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া বিদুরের সহিত চলিলেন। কালের নিয়মানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া পরবীরহন্তা রাজা পাণ্ডুতনয় বাহ্লীকদত্ত রথোপরি আরূঢ়, পরিচ্ছদযুক্ত ও রাজলক্ষ্মী-দ্বারা দীপ্যমান হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে করত ভ্রাতৃবর্গের সহিত হাস্তিনপুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া সেই ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ মহাবাহু বিভু, ধৃতরাষ্ট্র ভবনে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রথমত তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামার সহিত মিলিত হইয়া যথান্যায়ে বন্দন আলিঙ্গনাদি করিলেন, পরে সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, শকুনি, দুঃশাসনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, জয়দ্রথ, সমুদায় কুরুগণ ও যে সমস্ত ভূপালবর্গ তথায় পূর্ব্বেই সমাগত হইয়াছিলেন, সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করি-

লেন। তৎপরে সেই মহাবাহু সকল ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া ধীসম্পন্ন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি তারানিকরে সতত পরিবৃতা রোহিণীর ন্যায় স্নুষাগণসংবৃতা পতিব্রতা দেবী গান্ধারীকে সন্দর্শন ও অভিবাদন করিলেন এবং গান্ধারীও তাঁহাকে প্রতিনন্দিত করিলেন। পরিশেষে যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ পিতা প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার ও ভীমসেনপ্রভৃতি অপর চারি জন কৌরবনন্দন পাণ্ডবের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইলেন অনন্তর পাণ্ডবেরা সকলের অনুমতি লইয়া রত্নাদিত হইয়া গৃহসমুদায়ে প্রবেশ করিলেন; তথায় উপগত হইলে দুঃশলা প্রভৃতি মহিলাগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দ্রৌপদীর দেদীপ্যমানা পরমা সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রেরপুত্রবধূসকলে অসন্তুষ্টচিত্ত হইলেন। পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ স্ত্রীদিগের সহিত সমালাপ করিয়া ব্যায়ামপূর্ব্বক নিত্য কৃত্য সমস্ত ও বেশভূষা করিলেন, পরে দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও কৃতাহ্নিক হইয়া কল্যাণমানসে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সুরুচির অন্ন ভোজন করিয়া শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; তৎপরে যাহা কিছু লাভ করিতে হয়, তাহা প্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রীত হইয়া রমণীগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। পরপুরবিজয়ী কুরুপুঙ্গবগণের সেই পুণ্যরজনী রতিবিহার-প্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল। তাঁহারা সুখে শয়ান, বিশ্রাম ও বন্দিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রাতঃকালে যথা সময়ে নিদ্রাত্যাগ করিলেন, পরে আহ্নিক কৃত্য সমাপনানন্তর কিতবগণের অভিনন্দনসহকারে রমণীয় সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ সভা প্রবেশানন্তর সমস্ত পার্থিববর্গের সহিত মিলিত হইয়া পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে বন্দনা এবং বয়ঃক্রমানুসারে সকলের সঙ্গেই আলিঙ্গন সম্ভাষণাদি করিয়া মহামূল্য আস্তরণযুক্ত যথাযোগ্য পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ও সমুদায় নরেন্দ্রগণ উপবেশন করিলে তথায় সুবলাত্মজ শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, রাজন্! পাশক্রীড়ার্থী ও তদ্দর্শনেচ্ছু পার্থিবগণে সভা সমাকীর্ণা হইয়াছে; সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব এক্ষণে অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রীড়ার নিয়ম করা উচিত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! কপট পাশক্রীড়া অতিশয় পাপকর্ম্ম, ইহাতে ক্ষত্রিয়পরাক্রমও দৃষ্ট হয় না এবং নিশ্চিত নীতিও নাই, তবে আপনি দ্যূতের প্রশংসা করিতেছেন কেন? দেখুন প্রবঞ্চনায় কিতবের যে কিছু গৌরব, বুদ্ধিমান্ মানবেরা তাহার প্রশংসা করেন না, অতএব হে শকুনে! নৃশংসের ন্যায় আমাদিগকে অন্যায়ে পরাজিত করিবেন না। শকুনি কহিলেন, যে মহাপতি কিতব জয়পরাজয় বিবেচনায় অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের প্রতারণার প্রতিকারজ্ঞ এবং অক্ষসম্বন্ধীয় বহুবিধ চেষ্টায় অপরিশ্রান্ত, তিনিই দ্যূতের মর্ম্ম জানেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রক্রিয়াতে সকলই সহ্য করেন। হে পার্থ! অক্ষেতে জয় পরাজয় ব্যবহাররূপ যে পণ তাহাই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে এবং তাহাই ইহাতে দোষ বলিয়া গণ্য হয়; অতএব হে রাজন্! তুমি শঙ্কা করিও না, আইস আমরা ক্রীড়া করি; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি কি পণ রাখিবে তাহার নিরূপণ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি স্বর্গাদিলোকপ্রাপক এই সমস্ত কর্ম্মজ্ঞানাদি বিষয়েই নিয়ত সঞ্চরণ করেন, সেই অসিত মুনিপুত্র মুনিসত্তম দেবল এইরূপ কহিয়াছেন যে, কিতবদিগের সহিত কপটতাপূর্ব্বক পাশক্রীড়া করা অতিশয় পাপকর্ম্ম; ধর্ম্মসহকারে যুদ্ধে জয় লাভ করাই উত্তম ক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া উত্তম নহে। আর্য্যপুরুষেরা ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচরণ করেন না; কুটিলতা ও শঠতাশূন্য যুদ্ধ করাই সৎপুরুষের ব্রত। হে শকুনে! আমরা যে ধনদ্বারা শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণের উপকার সাধন শিক্ষা করিতে বিশেষরূপে যত্ন পাইয়া থাকি, আপনি মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রীড়া করত তাহা অপহরণ করিয়া লইবেন না, শত্রুদিগকে বৃথা পরাজয় করিবেন না। প্রতারণা দ্বারা আমি সুখ বা ধনসমস্ত কামনা করি না; প্রতারণা-পরায়ণ না হইলেও কিতবের এই ব্যবহার কখন প্রশংসিত হইতে পারে না।

শকুনি কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দেখ, জিগীষারূপ নিকৃতিসহকারে শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়দিগের নিকটে গমন করেন, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিকৃতি-সহকারেই অতত্ত্বজ্ঞের সমীপে উপনীত হন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিকৃতি-সহকারে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে যাইয়া থাকেন; তাদৃশী নিকৃতিকে লোকে নিকৃতিই বলে না। সেইরূপ অক্ষে সুশিক্ষিত পুরুষই অক্ষ লইয়া নিকৃতি সহকারে অনভিজ্ঞের সন্নিহিত হন, সুতরাং তাহাও নিকৃতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। হে যুধিষ্ঠির! নিকৃতিসহকারেই কৃতাস্ত্র পুরুষ অকৃতাস্ত্রের নিকটে এবং বলিষ্ঠ দুর্ব্বলের নিকটে উপগত হন; এইরূপ সকল কর্ম্মেতেই নিকৃতিপূর্ব্বক ব্যবহার হয়; অতএব তুমিও এইরূপে আমার নিকটে আসিয়া যদি নিকৃতি মনে কর—যদি দ্যূতক্রীড়ায় তোমার ভয় হয়, তবে তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আহূত হইলে নিবৃত্ত হই না, আমার এই ব্রত নির্দ্ধারিত আছে; হে রাজন! বিধাতাই বলবান, আমিও দৈবের বশবর্ত্তী রহিয়াছি; সম্প্রতি এই জনসমাজে কাহার সহিত আমার ক্রীড়া হইবে এবং আমার প্রতিপক্ষে পণ রাখিতে পারে, এমন আর কোন সভিক বিদ্যমান আছে বল, পরে দ্যূতারম্ভ কর। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! আমি ধনরত্ন সমস্ত প্রদানকরিতেছি আমার এই মাতুল শকুনি আমার নিমিত্ত ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, অন্যদ্বারা অন্যের দ্যূতক্রীড়া আমার বুদ্ধিতে অসঙ্গত প্রতীত হইতেছে; হে বিদ্বন্! তুমিও স্বীকার কর, তবে যদি একান্ত অভিলাষ হয় আরম্ভ হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্যূতারম্ভ স্থির হইলে পর সেই সমাগত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সকলেই সভামণ্ডপে উপবেশ করিলেন। হে ভরতনন্দন! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও মহামতি বিদুর- অনতিহৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিলেন। মহারাজ! মহাভাগ দেবগণ একত্র-সমবেত হইলে স্বর্গের যে প্রকার শোভা হয়, সেইসিংহ-গ্রীব মহাতেজস্বী নরপতিগণ সমাগত হইয়া যুগ্ম যুগ্ম ও পৃথকৃপৃথকরূপে বিচিত্রবর্ণের ভূরি ভূরি আসন সমস্ত গ্রহণ করিলে ঐসভারও তাদৃশী শোভা হইল। ফলত তাঁহারা সকলেই ভাস্বরমূর্ত্তি শৌর্য্যসম্পন্ন ও

বেদজ্ঞ। দর্শকগণ উপবেশন করিলে পর দ্যূতক্রীড়ার আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্ দুর্য্যোধন! সাগরাবর্ত্ত-সম্ভূত উৎকৃষ্ট কনকবিভূষিত এই যে সুদৃশ্য বহুমূল্য মণিময় হার এই ধন আমার পণ রহিল, তুমি যে ধনদ্বারা আমার সহিত ক্রীড়া করিবে, তোমার সেই প্রতিপ্রণিত বস্তু কৈ? দুর্য্যোধন কহিলেন, আমার মণিসমস্ত ও আছে এবং বহুসংখ্য ধনও আছে, কিন্তু অর্থে আমার মৎসরতা নাই, সে যাহা হউক তুমি এই পণ জয় করিয়া লও। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অক্ষতত্ত্বজ্ঞ শকুনি সেই অক্ষ-সমস্ত গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন এই আমার জিত হইল।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শকুনে! কেবল কপটতাদ্বারা তুমি যে দুরোদরে জয়লাভ করিলে এই নিমিত্তই কি গর্ব্বিত হইতেছ? ভাল আইস, আমরা সহস্র সহস্র পণ রাখিয়া ক্রীড়া করি; আমার নিষ্কসহস্রপরিপূরিত মঞ্জুষা-সমুদায়, কোষ, অক্ষয় ধন ও অনেকানেক স্বর্ণরৌপ্যময় ধাতু আছে; হে রাজন্! এই ধন আমার পণ রহিল, ইহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের এই কথায় শকুনি সেই কুরুকুলধুরন্ধর, অক্ষয়ধনসম্পন্ন মহীপতি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, জলদ ও জলধিতুল্য নিনাদযুক্ত, সহস্ররথসদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সুপ্রতিষ্ঠিত, সুন্দর চক্র ও উপস্কর-সমন্বিত, শ্রীমান কিঙ্কিণীজাল-ভূষিত, হৃদয়হ্লাদন, যে রাজরথ আমাদিগকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে এবং কোন ভূচর ব্যক্তি যাহাদের পদবিক্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, রাষ্ট্র-প্রশংসিত, এরূপ উৎকৃষ্ট অষ্ট অশ্ব যাহাকে বহন করে, সেই জয়শীল পবিত্র রথবর এবার আমার পণ রহিল; রাজন্! তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার ভদ্রিকা কুসুকেয়ূর নিষ্কপ্রভৃতি নানাপ্রকার মণিকাঞ্চনময় অলঙ্কারে বিভূষিতা, মহার্হ মাল্যাভরণা, রুচিরবসনা, চন্দনচর্চ্চিতা চতুঃষষ্টিকলায় বিশারদা, বিশেষত নৃত্যগীতবিষয়ে সুনিপুণা, এক লক্ষ যুবতী দাসী আছে; আমার আদেশানুসারে তাহারা দেব, দ্বিজ ও রাজগণের সেবা করিয়া থাকে; হে রাজন্! এবারে সেই দাসীরূপ ধন আমার পণ রহিল, আমি তাহার দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার নিয়তপ্রাবার-বসন ও সুমার্জিত কুণ্ডলধারী কার্য্যদক্ষ, অনুকূল, প্রাজ্ঞ, মেধাবী, ও জিতেন্দ্রিয় শতসহস্র তরুণবয়স্ক দাস আছে, তাহারা পাত্রহস্তে করিয়া দিবারাত্রি অতিথিদিগকে ভোজন করায়, হে রাজন্! এবারে সেই দাস-রূপ ধন আমার পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! আমার সুবর্ণকক্ষ, অলঙ্কৃত, পদ্মকরঞ্জিত, হেমমালী, সুদন্ত, রাজবহনোচিত, সমরে সর্ব্বপ্রকার শব্দ সহনশীল লাঙ্গলদণ্ডের ন্যায় দন্তযুক্ত মহাকায় নবমেঘ সদৃশ সহস্রসংখ্য মত্ত হস্তী আছে, তাহারা সকলেই পুরভেদনে সমর্থ এবং সকলেরই আট আট হস্তিনী আছে; হে রাজন্! এবারে সেই ধন আমার পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে সুবলতনয় শকুনি যেন উপহাস করত তাঁহাকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমার যে পরিমাণে হস্তী আছে, রথও সেই পরিমাণে আছে, তৎসমুদায় হেমদণ্ডান্বিত, পতাকী, সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত এবং বিচিত্রযোধী রথিসমূহে উপপন্ন; সেই সকল রথী যুদ্ধ করুক আর না করুক, প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রাপর্য্যন্ত মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে; হে রাজন্! এবারে সেই রথরূপ ধন আমার পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, কৃতবৈর দুষ্টচিত্ত শকুনি তাঁহাকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, অরিন্দম চিত্ররথ যুদ্ধে জিত ও পরাভূত হওয়ায় তুষ্ট হইয়া গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে প্রীতিপূর্ব্বক যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্বসম্বন্ধীয় সেই হেমমালালঙ্কৃত তিত্তিরি কল্মাষ অশ্ব সমস্ত এবারে আমার পণ রহিল; হে রাজন্! সেই ধন দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমার দশ সহস্র শ্রেষ্ঠ রথ ও শকট আছে, তৎসমুদায় নানাপ্রকার বাহনদ্বারা সংযোজিত হইয়াই থাকে; অপিচ প্রতিবর্ণ হইতে সহস্র সহস্র সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়া সংগৃহীত ষষ্টিসহস্র বীরপুরুষ রহিয়াছে; তাহারা সকলেই বিপুলোরস্ক, বীরপরাক্রম, ক্ষীরপায়ী ও শালি-তণ্ডুলভোজী; হে রাজন্! এবারে এই ধন আমার পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার তাম্রপাত্রে পরিবৃত চারিশত নিধি আছে; তাহার এক একটি, অমূল্য শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ জাতরূপ সুবর্ণের পঞ্চদ্রোণ পরিমিত; হে রাজন্! এবারে সেই ধন আমার পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে সর্ব্বস্বাপহারী ঘোর দুরোদর প্রবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন, মহারাজ! মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে যেমন রুচি হয় না, তদ্রূপ মদীয় বাক্য শ্রবণে আপনার রুচি না হইতে পারে, তথাপি আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বিশেষরূপে প্রণিধান করুন! ভারতকুলবিনাশকারী পাপাত্মা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে জন্মিবামাত্র যখন গোমায়ুর ন্যায় বিকটস্বরে শব্দ করিয়াছিল; তখন এ নিশ্চয়ই আপনাদিগের ধ্বংসহেতু, সন্দেহ নাই দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু গৃহমধ্যে বাস করিতেছে, আপনি মোহ-

প্রযুক্ত তাহা বুঝিতেছেন না; সম্প্রতি শুক্রাচার্য্যের নীতিবাক্য আমার নিকটে শ্রবণ করুন। মধুব্যবসায়ী ব্যক্তি মধু পাইয়া প্রপাত আর বোধগম্য করিতে পারে না, মধুলোভে পর্ব্বতের সেই উত্তুঙ্গভাগে আরোহণ করিয়া সে মধুতেই নিমগ্ন হয়, সুতরাং পতনও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দুর্য্যোধনও মধুর ন্যায় অক্ষক্রীড়ায় মত্ত হইয়া হিতাহিত পর্য্যালোচনা করিতেছে না, মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়া শীঘ্রই যে বিনষ্ট হইবে, তাহা আর বুঝিতে পারিতেছে না। মহারাজ! আপনার বিদিত আছে, পূর্ব্বে ভোজগণমধ্যে অসমঞ্জসীভূত কংসকে অন্ধক, যাদব ও ভোজেরা সমবেত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের নিয়োগক্রমে শত্রুবিনাশী কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করিলে পর জ্ঞাতিরা সকলে আনন্দিত হইয়া শত শত বৎসর বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সেইরূপ আপনার নিয়োগক্রমে সব্যসাচী সুযোধনকে নিগৃহীত করুন; এই পাপাত্মার নিগ্রহে কৌরবগণ সুখে আনন্দ অনুভব করিতে থাকুন। হে রাজন! একটা কাকের বিনিময়ে এই পাণ্ডবরূপ ময়ূরদিগকে ক্রয় করুন। শৃগালের পরিবর্ত্তে শার্দ্দূল সকলকে ক্রয় করুন, অনর্থক শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন না। দেখুন, সকল প্রাণীর অভিপ্রায়জ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্কর শুক্রাচার্য্য জম্ভাসুরের পরিত্যাগনিমিত্ত মহাসুরদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "কুলরক্ষার্থে একজন পুরুষকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থে কুলত্যাগ করিবে, জনপদের নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আপনার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। হে পরন্তপ! কোন্ রাজা সুবর্ণ নিষ্ঠীবনকারী বনস্থ কতকগুলি পক্ষীকে লোভপ্রযুক্ত নিজগৃহে বাস করাইয়া নিপীড়িত করিয়াছিল। উপভোগ ও লোভে অন্ধ হওয়ায় হিরণ্যার্থী হইয়া সে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কালের মঙ্গলই সদ্যো বিনষ্ট করিয়াছিল। অতএব হে কুরুসত্তম! আপনি মোহাত্মা ও অর্থকামী হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রোহাচরণ করিবেন না; করিলে সেই পক্ষিহন্তা পুরুষের ন্যায় পশ্চাৎ তাপিত হইবেন। হে ভারত! মালাকার যেমন উদ্যানে বৃক্ষসকলের প্রতি স্নেহ করত পুনঃ পুনঃ পুষ্প চয়ন করে, তদ্রূপ আপনি পাণ্ডবরূপ-পাদপসকল হইতে ক্রমশসঞ্জাত কুসুমাবলি গ্রহণ করুন, অঙ্গারকারীর ন্যায় তাহাদিগকে সমূলে দগ্ধ করিবেন না। হে রাজন্! সমবেত পার্থদিগের প্রতিপক্ষে কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? অন্যের কথা দূরে থাকুক, অমরগণের সহিত সাক্ষাৎ অমরনাথও পারেন না।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বিদুর কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া মহা কলহের মূল; উহাতে পরস্পর ভেদ জন্মে, সুতরাং উহা কেবল ভয়ের নিমিত্তই উপস্থিত হয়; এই ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন তাহা আশ্রয় করিয়া ভয়ঙ্কর শত্রুতার সৃষ্টি করিতেছে। ভীষণ সেনাসমন্বিত প্রতীপবংশজাত শান্তনুনন্দনগণ ও বাহ্লিক-প্রভৃতি রাজবর্গ সকলেই দুর্য্যোধনের অপরাধে কষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। বৃষভ যেমন মদভরে আপনার শৃঙ্গ আপনি ভগ্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ এই দুর্য্যোধন মত্ততা-প্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে মঙ্গলকে দূরীকৃত করিতেছে। হে রাজন্! যেমন বালক-পরিচালিত তরণীতে আরোহণ করিয়া মনুষ্য সমুদ্রমধ্যে ঘোরবিপদে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি স্বয়ং বীর ও কবি হইয়া স্বীয় প্রজ্ঞাকে অবজ্ঞা করত পরের চিত্তানুবর্ত্তন করে, তাহারও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করত জয়ী হইতেছে, তাহাতে আপনি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন; কিন্তু এইরূপ জয় হইতেই যুদ্ধ ঘটিয়া উঠে এবং তাহাতেই পুরুষের বিনাশ উপস্থিত হয়। আপনি দ্যূতরূপ এই যে আকর্ষ সুন্দররূপে প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার ফল কেবল নাচগানা; ইহাতে কেবল সম্পূর্ণ মনঃপীড়া আপনার হৃদয়ে মন্ত্রণা দ্বারা লব্ধপদ হইয়াছে; স্বায়বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ হয়, যদিও আপনি এরূপ চিন্তা করেন নাই, তথাপি ইহা আপনার অভিমত হইয়াছে। হে প্রতীপবংসসম্ভূত শান্তনুনন্দনগণ! তোমরা কৌরবদিগের সভামধ্যে এই পণ্ডিতোচিত বাক্য শ্রবণকর, মন্দমতি দুর্য্যোধনের অনুবর্ত্তী হইয়া ঘোরতর প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিও না। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অক্ষমদে অভিভূত হইয়া যদি, ক্রোধ সম্বরণ না করেন, তাহা হইলে যখন বৃকোদর, সব্যসাচী ও নকুলসহদেব সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, তখন সেই তুমুল-সমরে তোমাদিগের মধ্যে কোন্ব্যক্তি দ্বীপ অর্থাৎ আশ্রয় স্থান হইবে? হে মহারাজ! আপনি ধনের আকর, দ্যূতক্রীড়া না করিয়াও আপনি মনে মনে যত ধন ইচ্ছা করেন, ততই পাইতে পারেন; পাণ্ডবদিগের নিকটে যদি বহু ধন জয় করেন, তাহাতেই আপনার কি হইবে? আপনি সামান্য ধনে অভিলাষী না হইয়া পাণ্ডবদিগকেই অমূল্য ধন-স্বরূপে লাভ করুন। সুবল-তনয়ের ক্রীড়া-বৃত্তান্ত আমরা অবগত আছি; এই পার্ব্বতীয়, দ্যূতে বিলক্ষণ ছলনা জানেন; হে ভারত! শকুনি যথা হইতে আসিয়াছেন, সেই স্থানেই প্রস্থান করুন, আপনি পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধকাণ্ডে প্রবৃত্ত করিবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্ত! তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের কুৎসা করত সর্ব্বদা শত্রুদিগের যশ লইয়াই শ্লাঘা করিয়া থাক। হে বিদুর! যাহারা তোমার প্রিয়পাত্র, তাহা আমরা জানি, তুমি নিয়তই আমাদিগকে মূর্খের ন্যায় অবজ্ঞা কর। ইষ্টজয়ে ও অনিষ্ট পরাজয়ে যাহার অভিলাষ, সে ব্যক্তি যে প্রকারে নিন্দা ও প্রশংসা প্রয়োগ করে, তদ্দ্বারাই তাহাকে বিশেষরূপে জানা যায়; তোমার জিহ্বা ও মনই তোমার হৃদয়স্থ আশয় ব্যক্ত করিয়া দিতেছে; আমাদিগের প্রতি তোমার মনের প্রতিকূলতা আছে বটে, কিন্তু আন্তরিক প্রাতিকূল্য অপেক্ষা বাহ্য প্রাতিকূল্য গুরুতর। হে ক্ষত্ত! তোমাকে যেন সর্পের ন্যায় আমরা ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়াছি, তুমি মার্জ্জারের ন্যায় পোষকের হিংসা করিতেছ। দেখ, পণ্ডিতেরা বলেন, স্বামিদ্রোহ অপেক্ষা অধিকতর পাপ আর নাই; সেই ঘোরপাপ হইতে তোমার ভয় হইতেছে না কেন? হে ক্ষত্ত! আমরা শত্রুদিগকে জয় করিয়া মহৎফল প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে তুমি আমাদিগকে কঠোর বাক্য বলিও না; শত্রুদিগের সহিত সখ্য করিতে তুমি বিলক্ষণ সমুৎসুক, সেই মোহ-প্রযুক্তই বারংবার আমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাক। মনুষ্য অযোগ্য কথা বলিয়া লোকের শত্রু হইয়া উঠে এবং শত্রুর প্রশংসাছলে গুহ্য বিষয় গোপন করিয়া রাখে; অতএব রে

নির্লজ্জ! তুমি আশ্রিত হইয়া, কি বলিয়া আমাদিগের বাধা জন্মাইতেছ? তোমার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, এস্থলে তুমি তাহাই বলিতেছ। অহে বিদুর! তুমি আমাদিগকে অবজ্ঞা করিও না, তোমার এই মন আমরা জানিতেছি,তুমি বৃদ্ধদিগের নিকটে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোকমধ্যে যে যশ নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহা রক্ষা কর, পরের কার্য্যে ব্যাপৃত হইও না। অহে বিদুর! আমি কর্ত্তা, এরূপ মনে করিয়া আমাদিগকে আর অবজ্ঞা করিও না এবং পরুষবাক্য সকলও প্রয়োগ করিও না; যাহাতে আমার হিত হয়, তাহা কিছু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, অতএব হে ক্ষত্ত! তুমি সহনশীল ব্যক্তিদিগকে আর ক্ষিপ্ত করিও না। এক ব্যক্তিই সকলের শাসনকর্ত্তা আছেন, দ্বিতীয় শাস্তা নাই; সেই শাস্তা গর্ভশয্যায় শয়ান পুরুষকেও শাসন করিয়া থাকেন, আমি তাহারই শাসনের অনুবর্ত্তী রহিয়াছি। জল যেমন নিম্নদেশে প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ তিনি আমাকে যে প্রকার নিয়োগ করিতেছেন, আমি সেইরূপই হইতেছি। যে ব্যক্তি মস্তক দ্বারা শৈল ভেদ করে এবং সর্পকে ভোজন করায় তাহার বুদ্ধিই তদীয় কার্য্যসকলের অনুশাসন করে; তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া অনিষ্টকর হইলেও আমার বুদ্ধিই আমাকে ইহাতে প্রবৃত্ত করিতেছে। পরন্তু যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে শাসন করে, সে তাদৃক অযুক্ত শাসনদ্বারা শক্রপ্রাপ্ত হয়; মিত্রতার অনুবর্ত্তন করিলেও পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে উপেক্ষা করেন; যে মনুষ্য অতিদহ্য পদার্থ কর্পূর প্রজ্বলিত করিয়া অতিশীঘ্র তাহার প্রশমনার্থে ধাবিত না হয়, সে তাহার ভস্মও কুত্রাপি অবশিষ্ট দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আমরা পাণ্ডবদিগের বৈরানল উদ্দীপিত করিয়া সত্বর তাহার নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিলে উহারা সমূলে নির্ম্মূল হইতে পারিবে। অহে ক্ষত্ত! পরপক্ষীয়, বিদ্বেষকারী, বিশেষত অহিত মনুষ্যকে কদাচ নিজগৃহে বাস দিবে না; অতএব হে বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর; অসতী স্ত্রীকে সুন্দররূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

বিদুর কহিলেন, রাজন্! এতাদৃশ কারণে অর্থাৎ পরুষোক্তি-সহকারে নীতিশিক্ষাপ্রদানে যাহারা আশ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের চরিত্র কিরূপ তাহা তুমি সাক্ষীর ন্যায় পক্ষ-পাতশূন্য হইয়া ব্যক্ত কর। ফলত রাজাদিগের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহারা অগ্রে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মুষলদ্বারা আঘাত করে। রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! তুমি আপনাকে পণ্ডিত, আর আমাকে মূর্খ মনে করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি আশ্রিত পুরুষকে সৌহৃদ্যে স্থাপিত করিয়া পরে দূষিত করে, তাহাকেই মূর্খ বলা যায়। ফলত শ্রোত্রিয়ের গৃহে ভ্রষ্টা স্ত্রীর ন্যায় মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে কখনই কল্যাণপথে উপনীত করা যায় না। হে ভরতর্ষভ! ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক পতির প্রতি কুমারীর যেমন স্পৃহা হয়না,সেইরূপ তোমার হিতোপদেষ্টার প্রতি রুচি হইতেছে না। হে রাজন্! অতঃ-পর তুমি যদি হিতাহিত সমস্তকার্য্যে প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে স্ত্রী, জড়, পঙ্গু ও তাদৃশ লোক-সমুদায়কে জিজ্ঞাসা করিও। সংসারমধ্যে সুপ্রিয়ভাষী পাপীয়ান্ মনুষ্য অনায়াসে পাওয়া যায়,কিন্তু অপ্রিয় অথচ পথ্য, এরূপ বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। যে ব্যক্তি প্রভুর প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করেন এবং অপ্রিয় হইলেও পথ্য-কথা সকল বলেন, তাঁহার দ্বারাই রাজা সহায়বান্ হন। মহারাজ! যাহা সাধুদিগেরই পেয়,অসাধুরা যাহা পান করিতে পারে না, সেই ব্যাধি-জনিত, কটুদ্রব্য-জাত, মর্ম্মচ্ছেদী, তাপজনক, কীর্ত্তি-বিলোপী, রুক্ষ, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট ঔষধের তুল্য মন্যুপান করিয়া প্রশান্ত হও। আমি নিয়তই সপুত্র বৈচিত্রবীর্য্যের যশ ও ধন কামনা করিয়া থাকি, এক্ষণে তোমার যাহা হইবার তাহাই হউক, তোমাকে আমার এই নমস্কার; ব্রাহ্মণেরা আমার স্বস্তি নির্দ্দেশ করুন। হে কুরুনন্দন! পণ্ডিত পুরুষ দৃষ্টিবিষ আশীবিষদিগকে কদাপি কোপিত করিবেন না, এই উপদেশ বাক্যটিই আমি যত্নসহকারে তোমাকে বলিতেছিলাম।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

শকুনি কহিলেন, হে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির! তুমি পাণ্ডবদিগের অনেক ধন হারিলে, এক্ষণে যদি আর কোন ধন অপরাজিত থাকে, তাহা ব্যক্ত কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলপুত্র শকুনে! আমি জানি আমার অসংখ্যেয় ধন আছে, পরন্তু তুমি কি নিমিত্ত ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি অযুত, প্রযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম, মধ্য, পরার্দ্ধ বা তদপেক্ষাও অধিক পণ রাখ। হে রাজন্! এই ধন আমার পণ রহিল তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! পর্ণাশা হইতে সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বহুসংখ্য গো, অশ্ব, ধেনু ও অসংখ্য ছাগ মেষপ্রভৃতি যে কিছু ধন আছে,এবারে তৎসমুদায় পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! পুর, জনপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের ধন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য পুরুষ-সমুদায় আমার যে সকল ধন রহিয়াছে, এবারে এই ধন আমার পণ রহিল,তাহার-দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অব-লম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন! এই সমস্ত রাজনন্দনগণ যদ্দ্বারা বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, ঐ কুণ্ডল নিষ্ক-প্রভৃতি সমুদায় রাজবিভূষণ এবারে আমার পণ রহিল, এই ধনদ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অব-লম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ, যুবাপুরুষ, নকুল, এবারে একমাত্র পণীভূত হইলেন, ইহাঁকেই আমার ধনস্বরূপ জ্ঞান কর। শকুনি কহি-লেন, রাজন্ যুধিষ্ঠির! তোমার প্রিয়পাত্র রাজপুত্র নকুল আমা-দিগের বশতাপন্ন হইলেন, এক্ষণে তুমি আর কি পণদ্বারা ক্রীড়া করিবে? বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া শকুনি সেই অক্ষসমস্ত গ্রহণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,এই আমার

জিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, এই সহদেব ধর্ম্মানুশাসন করেন এবং ইহলোকে পণ্ডিত বলিয়াও বিখ্যাত হইয়াছেন, পণের অযোগ্য সেই রাজপুত্র আমার প্রীতিপাত্র হইলেও যেন অপ্রিয়ের ন্যায় আমি তাঁহার দ্বারা ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল। হে রাজন্! তোমার প্রীতিভাজন এই মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে আমি ত জয় করিয়া লইলাম, বোধ হয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহাদিগের অপেক্ষা তোমার অধিক প্রীতিপাত্র হইবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি যে নীতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সৌহার্দ্দবিশিষ্ট আমাদিগের পরস্পর ভেদ করিতে অভিলাষী হইতেছ, ইহাতে নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। শকুনি কহিলেন, হে রাজন্! মত্ত হইলে মনুষ্য গর্ত্তে নিপতিত হয়, আর যে ব্যক্তি প্রবৃষ্টরূপে মত্ত হয়, সে স্থাণুর ন্যায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ! তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণগরিষ্ঠ, অতএব তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার অনুক্তবাক্যে ক্ষমাপ্রদর্শন কর! যুধিষ্ঠির! কিতবেরা ক্রীড়া করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় যে সমস্ত প্রলাপবাক্যের উক্তি করিয়া থাকে, তৎসমুদায় জাগ্রদবস্থায় দূরে থাকুক, তাহারা স্বপ্নেও কখন দেখিতে পায় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! শত্রুগণবিজেতা বলশালী যে রাজপুত্র নৌকার ন্যায় হইয়া আমাদিগকে সমরসাগরের পারে উপনীত করেন, সেই লোকবীর ফাল্গুন পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন এই আমার জিত হইল। রাজন্ যুধিষ্ঠির! পাণ্ডবগণমধ্যে প্রধান ধনুর্দ্ধারী এই সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে আমি ত জয় করিলাম, এক্ষণে পণের উপযুক্ত যে ধন অবশিষ্ট আছে, তোমার প্রীতিভাজন সেই ভীমসেন দ্বারা ক্রীড়া কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! দানবারি বজ্রধারীর ন্যায় যিনি একমাত্র আমাদিগের নেতা এবং সংগ্রামে অগ্রণী; যিনি বক্রদর্শী, সন্নতভ্রূ, মহাত্মা, সিংহস্কন্ধ ও সর্ব্বদা অমর্ষান্বিত, বাহুবলে যাঁহার তুল্য পুরুষ আর বিদ্যমান নাই; যে অরিন্দমশালী এই ভূমণ্ডলমধ্যে গদাধারীদিগের অগ্রগণ্য, সেই রাজনন্দন ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাঁহার দ্বারা ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল। হে কৌন্তেয়! তুমি বিস্তর ধন, হয়, হস্তী এমন কি ভ্রাতৃগণকে পর্য্যন্ত হারিলে; এক্ষণে যদি তোমার অপরাজিত আর কিছু ধন থাকে, তাহা বাক্ত কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি সমস্ত ভ্রাতৃগণের জ্যেষ্ঠ এবং প্রেমাস্পদ, সংপ্রতি আপনি পরাজিত হইলে যে কর্ম্ম করিতে হয়, আমি স্বয়ং জিত হইয়া তাহাই করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! রাজন্! তুমি যে আপনাকে পরাজিত করিলে এটি অতিশয় পাপকর্ম্ম হইল; অবশিষ্ট ধন থাকিতে আত্মপরাজয় অবশ্যই পাপহেতু সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্ষনিপুণ শকুনি পণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে এইকথা বলিয়া তথায় অবস্থিত লোকবীরগণ সন্নিধানে পাণ্ডবদিগের পৃথক্ পৃথক্ পরাজয়বৃত্তান্ত উল্লেখপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রেয়সী এখনও আর একটি অপরাজিত পণ রহিয়াছে, অতএব তুমি পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণাকে পণ রাখ, তাহার দ্বারা আপনাকে পুনর্ব্বার জয় করিয়া লও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি না খর্ব্বাকৃতি, না দীর্ঘা, না কৃশা, না স্থূলা, সেই নীলকুটিল-কুন্তলা, শারদপদ্মপলাশ-নয়না, শারদোৎপলগন্ধা, রূপে শারদোৎপলসেবিনী লক্ষ্মীর এবং লাবণ্য সৌভাগ্যাদিরূপিণী শ্রীর সদৃশী পাঞ্চালীর দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি! হে সৌবল! পুরুষ লক্ষ্মীতুল্য-গুণশালিনী যাদৃশী স্ত্রী কামনা করে, কি দয়া, কি রূপসম্পত্তি, কি শীলসম্পত্তি, সর্ব্বাংশেই যিনি তাদৃশী হইতে পারেন; মনুষ্য অনুকূলা, প্রিয়ম্বদা ও ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধি প্রযোজিকা যাদৃশী স্ত্রী ইচ্ছা করে, তাদৃশ সমস্ত গুণেই যিনি উপপন্না হইয়াছেন; যিনি সকলের শেষে শয়ন ও অগ্রে জাগরণ করেন এবং গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত সকল লোকেরই তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন; যাহার ঘর্ম্মবিন্দুযুক্ত মুখমণ্ডল কমল ও মল্লিকার ন্যায় শোভা পায়; বেদী সদৃশ সুমধ্যমা, দীর্ঘকেশা, তাম্রবদনা, অনতিলোমান্বিতা এবম্বিধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিলে সভাস্থ বৃদ্ধগণের মুখ হইতে "ধিক্ ধিক্" এইরূপ বাক্যই নির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সমুদায় সভা একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; রাজগণের শোকোদয় হইল; ভীষ্ম দ্রোণ কৃপপ্রভৃতির ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল; বিদুর মস্তক ধারণপূর্ব্বক যেন গতচেতন হইয়া অধোমুখে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিতে করিতে চিন্তাপরায়ণ হইয়া রহিলেন; পরন্তু ধৃতরাষ্ট্র সম্যক্ হৃষ্ট হইয়া "জিত হইল কি? জিত হইল কি?" পুনঃ পুনঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বাহ্য আকারে মনের ভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না। কর্ণ, দুঃশাসনাদির সহিত অতিমাত্র হর্ষান্বিত হইলেন, কিন্তু অপর সভ্যসকলের নেত্র হইতে বারি বিগলিত হইতে লাগিল। জয়াভিমানী মদোদ্ধত সুবলতনয় "এই ত জিতিলাম!" এই কথা বলিয়া সেই অক্ষসমস্ত পুনরায় গ্রহণ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্ত! আইস, পাণ্ডবদিগের মনোমোহিনী প্রণয়িনী রমণী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর; সেই অপুণ্যশীলা শীঘ্র আসিয়া গৃহমার্জ্জনা করুক এবং তথায় দাসীদিগের সহিত অবস্থান করুক। বিদুর কহিলেন, রে মন্দমতে! তুমি নিতান্ত মূঢ়, এই নিমিত্তই এরূপ দুর্ব্বাক্যের উক্তি করিলে। তুমি যে পাশে বদ্ধ হইতেছ, তাহা আর তোমার বোধ হইতেছে না; তুমি যে প্রপাতে লম্বমান হইয়াছ, তাহা আর জানিতে পারিতেছ না; তুমি মৃগ হইয়া ব্যাঘ্রদিগকে অতিমাত্র কোপিত করিতেছ। রে সুমন্দাত্মন্! সম্পূর্ণ কোপাবিষ্ট মহাবিষ আশীবিষ সকল তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে, তাহাদিগকে আরও কোপিত করিয়া তুমি যমালয়ে গমন করিও

৪। যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা।



শকুনি কহিল, তুমি পঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণাকে পণ রাখ, তাহার দ্বারা আপনাকে পুনর্ব্বার জয় করিয়া লও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, লক্ষ্মীরূপিণী পঞ্চালীর দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। ২৬২ পৃষ্ঠা (সভাপর্ব্ব)।

না। আমার বিবেচনায় কৃষ্ণা কোনক্রমে দাসীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না, যেহেতু যুধিষ্ঠির প্রভুত্ববিহীন হইয়া তাঁহাকে পণে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রূপ এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন দ্যূতক্রীড়া করিতেছে; দ্যূত যে মহাভয়ঙ্কর বৈরের নিমিত্ত হয়, এ বিনাশকালে মত্ত হইয়া তাহা আর বুঝিতেছে না। পরের মর্ম্মভেদী ও পরুষবাদী হইবে না; দ্যূতাদি নীচকর্ম্মদ্বারা শত্রুকে বশবর্ত্তী করিবে না; এবং মনুষ্যের যে বাক্যদ্বারা অন্যের উদ্বেগ হইতে পারে, তাদৃশী দগ্ধকারিণী নরকসাধনী বাণী কদাচ উচ্চারণ করিবে না। একজনের মুখ হইতে অত্যুক্তি সমস্ত উচ্চারিত হয়, তদ্দ্বারা আহত হইয়া আর একজন দিবারাত্রি শোক করিতে থাকে; সেই সকল বাক্যময় শল্য অন্যের মর্ম্মস্থলেই পতিত হয়; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি পরের প্রতি কদাচ তাহা প্রয়োগ করিবেন না। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, একটা ছাগ কোন মৎস্যঘাতীর পিষ্টাবৃত বড়িশ গিলিয়াছিল, তাহাতে মৎস্যঘাতী ঐ ছাগের মস্তক ভূমিতে রাখিয়া খুরদ্বারা সেই শস্ত্র আকর্ষণ করাতে উহার কণ্ঠচ্ছেদ হইয়া গেল; অতএব পাণ্ডবদিগের সহিত তুমি তদ্রূপ ঘোরতর শত্রুতা করিও না। তুমি যাদৃশ দুর্ব্বাক্য বলিতেছ, পাণ্ডবেরা এরূপ কোন কথাই বলেন না; কুক্কুরের ন্যায় নীচ লোকেরাই কি বানপ্রস্থ, কি গৃহমেধী, কি পরিপূর্ণবিদ্যাবিশিষ্ট তপস্বী সকলকেই সর্ব্বদা এই প্রকার কটূক্তি করিয়া থাকে। শঠতা যে নরকের ভয়ঙ্কর দ্বারস্বরূপ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র তাহা আর বোধগম্য করিতেছে না, দ্যূতক্রীড়ার উদ্যোগে কুরুদিগের মধ্যে অনেকেই দুঃশাসনের সহিত তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। যদি অলাবুফল চিরকালই জলে নিমগ্ন হইয়াথাকে, শিলাসকল প্লাবিত হয় এবং নৌকাসকল সলিলে মগ্ন হইয়া যায়, তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন আমার পথ্যরূপ বাক্যসমুদায় শ্রবণ করে না; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ কুরুগণের অন্তকারী হইবে। যখন সুহৃদ্বর্গের যুক্তিসম্মত হিতকর ও পথ্যরূপ বাক্য সমস্ত শ্রুত হইতেছে না, কেবল লোভেরই বৃদ্ধি হইতেছে, তখন অবশ্যই সুদারুণ সর্ব্বহর বিনাশ উপস্থিত হইবে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন দর্পভরে মত্ত হইয়া 'ক্ষত্তাকে ধিক্', এই দুর্ব্বাক্যের উক্তি করত সভায় প্রাতিকামীর প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন এবং প্রধান প্রধান আর্য্যগণমধ্যে তাহাকে এই কথা বলিলেন, প্রাতিকামিন! তুমি গিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার ভয় নাই, এই ক্ষত্তা কেবল ভীত হইয়াই বিপরীত কথা বলেন, বিশেষত ইনি সর্ব্বদাই আমাদিগের অবনতি কামনা করেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সূততনয় প্রাতিকামী এইরূপ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুর যেমন সিংহসদনে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবদিগের বাসভবনে শীঘ্র প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মহিষী দ্রৌপদীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিল, দ্রৌপদি! যুধিষ্ঠির দ্যূতমদে মত্ত হওয়ায় দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন, অতএব তুমি ধৃতরাষ্ট্রের আলয়ে চল। হে যাজ্ঞসেনি! আমি তোমাকে দাসীকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত লইয়া যাইব। দ্রৌপদী কহিলেন, প্রাতিকামিন্! তুমি এরূপ কথা কিপ্রকারে বলিতেছ? কোন্ রাজপুত্র ভার্য্যাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে? দ্যূতমদে মত্ত হওয়ায় রাজা যুধিষ্ঠির নিঃসন্দেহ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার কি আর কিছু পণের দ্রব্য ছিল না? প্রাতিকামী কহিল, যখন তাঁহার আর কিছু পণের দ্রব্য ছিল না, তখনই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হে রাজপুত্রি! সেই রাজা প্রথমে ভ্রাতৃগণকে, পরে আপনাকে, তৎপরে তোমাকে পণে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

যাও, সভামধ্যে সেই কিতবের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি

সূতনন্দন! অগ্রে ইহা জানিয়া আইস, তার পর আমাকে লইয়া যাইও; আমি রাজার অভিপ্রেত জানিয়া অগত্যা দুঃখিত মনে গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন প্রাতিকামী সভায় প্রতিগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সেই বাক্য বর্ণন করিল, নরেন্দ্রগণমধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে সে এই কথা বলিল, দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, 'কাহার প্রভু হইয়া তুমি আমাদিগকে দ্যূতে হারিয়াছ? অগ্রে কি আপনাকে হারিয়াছ, না আমাকে?' প্রাতিকামী এই কথা বলিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন হতচেতন ও নির্জ্জীবের ন্যায় হইয়া রহিলেন, তাঁহাকে ভাল, কি মন্দ, কোন কথাই প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, পাঞ্চালী এই স্থানেই আসিয়া এই প্রশ্নের উল্লেখ করুক, তাঁহার ও ইঁহার যে কিছু কথা হয়, এই স্থানেই সকলে শ্রবণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সূত প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বশানুগামী হইয়া রাজভবনে গমনপূর্ব্বক যেন ব্যথিতান্তঃকরণে দ্রৌপদীকে বলিল, রাজপুত্রি! ঐ সভ্যগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ করি কৌরবগণের সংহারদশা উপস্থিত হইল। হে রাজনন্দিনি! অল্পচেতা দুর্য্যোধন যখন তোমাকে সভামধ্যে লইয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, তখন আর তিনি সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারিলেন না। দ্রৌপদী কহিলেন, বিধাতা এইরূপ বিধানই করিয়াছেন, পণ্ডিত ও মূর্খকে সুখ ও দুঃখ ভজনা করে; পরন্তু লোকে ধর্ম্মকেই একমাত্র পরম পদার্থ বলে, তিনি রক্ষিত হইলে অবশ্যই আমাদিগের শান্তি-বিধান করিবেন। সেই ধর্ম্ম যেন কৌরবদিগকে পরিত্যাগ না করেন। তুমি সভ্যগণের নিকটে গমন করিয়া আমার এই ধর্ম্মানুগত বাক্য জিজ্ঞাসা কর, সেই নীতিমন্ত বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা সকলে নিশ্চয় করিয়া যাহা বলেন, আমি অবশ্যই তাহা করিব। প্রাতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই কথা শুনিয়া সভায় গমনপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিল; পরন্তু সভ্যেরা দুর্য্যোধনের একান্ত আগ্রহ বুঝিয়া অধোমুখে রহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সেই অভিপ্রেত শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীর নিকটে একজন বিশ্বাসী দূতকে এই বলিয়া প্রেরণ করেন যে, "পাঞ্চালী যদিও রজস্বলা, সুতরাং অধোনীবী ও একবস্ত্রা হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সম্মুখবর্ত্তিনী হউন।" হে রাজন্! সেই ধীমান্ দূত কৃষ্ণার ভবনে সত্বর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজের নিশ্চিত মত নিবেদন করে। এদিকে প্রাতিকামীর বাক্য শ্রবণে দুঃখ-সমন্বিত দীনভাবাপন্ন মহাত্মা

পাণ্ডবগণ সত্যে নিতান্ত আবদ্ধ হওয়ায় কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বিষণ্ণমুখাবলোকনপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া সূতকে কহিলেন, প্রাতিকামিন্! এইখানেই উহাকে আনয়ন কর, কৌরবেরা উহার প্রত্যক্ষে প্রশ্নের উত্তর করুন। দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর প্রাতিকামী তাঁহার বশানুগামী হইলেও দ্রুপদনন্দিনীর কোপ হইতে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সভ্যদিগকে কহিল, আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব? তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, দুঃশাসন! আমার এই অল্পচেতা সূতপুত্র বৃকোদর হইতে ভয় পাইতেছে, অতএব তুমি স্বয়ং যাজ্ঞসেনীকে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর; অস্বাধীন শত্রুগণ তোমার কি করিবে? অনন্তর সেই রাজপুত্র ভ্রাতার আজ্ঞা শ্রবণে লোহিতনয়নে সমুত্থিত হইয়া মহারথ পাণ্ডবগণের বাসভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল, পাঞ্চালি! এস এস, তুমি পরাজিতা হইয়াছ। হে কৃষ্ণে! এখন লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর; হে বিশালকমললোচনে! এখন কুরুগণকে ভজনা কর, আমরা ধর্ম্মানুসারে তোমাকে লাভ করিয়াছি, এস, সভায় চল। দুঃশাসন এইরূপ কহিলে পর দ্রৌপদী সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক করদ্বারা অশ্রুবিবর্ণমুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া যে স্থানে কুরুপুঙ্গব বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণ ছিলেন; তথায় অতিকাতরভাবে ধাবমানা হইলেন। তাহাতে দুঃশাসন রোষভরে গর্জ্জন করিতে করিতে বেগে তাঁহার পশ্চাতে অভিসরণ করিল, পরে সেই নরেন্দ্রমহীষীকে নীলবর্ণ তরঙ্গিত সুদীর্ঘকেশপাশে ধারণ করিল। রাজসূয় মহাযজ্ঞের অভিষেক সময়ে যাহা মন্ত্রপূত সলিলে সিক্ত হইয়াছিল, এখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র পাণ্ডবদিগের বীর্য্য পরিভব করিয়া বলপূর্ব্বক সেই কেশকলাপ গ্রহণ করিল। কৃষ্ণা অসামান্যনাথবতী হইলেও দুরাত্মা দুঃশাসন সেই অতিকাতরতা দীর্ঘকেশীকে যেন অনাথার ন্যায় বলপূর্ব্বক সভাসমীপে আনয়ন করিয়া, বায়ু যেমন কদলীকে কম্পিত করে, তদ্রূপ আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেইরূপে আকৃষ্যমাণা হওয়ায় দ্রৌপদী অঙ্গযষ্টি অবমানিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, রে মন্দবুদ্ধে! আমি রজস্বলা হইয়াছি, রে দুরাত্মন্! আমার একমাত্র পরিধেয় রহিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে। কৃষ্ণা এই কথা বলিলে পর দুঃশাসন তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে ধারণপূর্ব্বক বলসহকারে নিগৃহীত করিয়া পশ্চাদুক্ত দুর্ব্বাক্যের উক্তি করিল। যাজ্ঞসেনী অতি করুণ স্বরে নারায়ণ ও নরাবতার কৃষ্ণ ও জিষ্ণুকে পরিত্রাণের নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন কহিল, যাজ্ঞসেনি! তুমি রজস্বলাই হও, একবস্ত্রাই হও, অথবা বিবস্ত্রাই হও, দ্যূতে পরাজিতা হইয়া আমাদিগের দাসী হইয়াছ, সুতরাং তোমার যথারুচি, দাসীগণমধ্যেই বাস করিতে হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুঃশাসন আকর্ষণ করায় বিকীর্ণকুন্তলা ও পতিতার্দ্ধবসনা লজ্জাশীলা কৃষ্ণা অমর্ষভরে দহ্যমানা হইয়া ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন, রে নিষ্ঠুর কর্ম্মকারিন্! সভাস্থিত এই সমস্ত অধীত-শাস্ত্র ক্রিয়াবন্ত রাজগণ সকলেই ইন্দ্রকল্প এবং সকলেই আমার গুরুস্থানীয় ও গুরু; অতএব ইহাঁদিগের অগ্রে এ অবস্থায় অবস্থান করিতে আমার কোনক্রমে উৎসাহ হয় না। রে অনার্য্যচরিত! আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না, ক্ষান্ত হ, আর আকর্ষণ করিস্ না। যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোরে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মে অবস্থিত আছেন, ধর্ম্মও অতিসূক্ষ্ম পদার্থ; বিচক্ষণ মানবেরাই তাঁহার কর্ম্ম বুঝিতে পারেন। পরন্তু আমি বাক্য-দ্বারাও ভর্ত্তার গুণগণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাণুমাত্র দোষ স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করি না। আমি রজস্বলা হইলেও এই কুরুবীরগণমধ্যে তুই যে আমাকে পরিকর্ষণ করিতেছিস্, ইহা দারুণ অকার্য্য, কিন্তু ইহাতে কেহই তোরে ভর্ৎসনা করিতেছেন না; বোধ হয় সকলেই তোর এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। হা ধিক্! সমুদায় কৌরবগণ যখন সভামধ্যে অবলীলাক্রমে স্বধর্ম্মসীমা উল্লঙ্ঘিত হইতে দেখিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভরতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞদিগের চরিত্রও দূষিত হইয়াছে। দ্রোণ ও ভীষ্ম সত্ত্বহীন হইয়াছেন, এই মহাত্মা বিদুরেরও সত্ত্বলোপ হইয়াছে! হা! প্রধান প্রধান কুরুবৃদ্ধেরাও রাজার এই উগ্রতর অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুমধ্যমা পাঞ্চালী সেইরূপ করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কটাক্ষদ্বারা কুপিত ভর্ত্তৃগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন এবং সেই বিষম কটাক্ষপাতে কোপ পরীতাঙ্গ পাণ্ডবদিগকে একবারে সন্দীপিত করিয়া তুলিলেন। লজ্জা ও কোপসহকারে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষদ্বারা তাঁহাদিগের যাদৃশ দুঃখ হইল, সমস্ত রাজ্য ধন ও প্রধান প্রধান রত্নজাত অপহৃত হইলেও তাদৃশ দুঃখ হয় নাই। এদিকে দুঃশাসন কৃষ্ণাকে দীনভাবাপন্ন ভর্ত্তৃগণের প্রতি অবলোকন করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত "দাসী দাসী" এই কথা বলিতে লাগিল, তিনি বেদনায় অচেতনপ্রায় হইলেন। কর্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া হাঃ হাঃ শব্দে হাস্য করত দুঃশাসনের সেই কথায় সম্যক্ প্রশংসা করিলেন এবং সুবলের পুত্র গান্ধাররাজও তাহাকে সেইরূপে অভিনন্দিত করিলেন। পরন্তু কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন ভিন্ন তথায় আর যে সকল সভ্য ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণাকে সভামধ্যে পরিকৃষ্যমাণা দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে সুভগে! অস্বতন্ত্র ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না, অথচ পত্নীর উপরেও ভর্ত্তার প্রভুতা আছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত তোমার এই প্রশ্নের যথার্থ বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। দেখ, যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধিসম্পন্না অখিল বসুন্ধরা পরিত্যাগ করিতেপারেন, তথাপি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে পারেন না; উনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি পরাজিত হইলাম," তন্নিমিত্ত আমি এই প্রশ্নের বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইতেছি। অপিচ শকুনি মনুষ্যগণ মধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, কুন্তীনন্দন তাঁহার সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; বিশেষত শকুনির ক্রীড়া যে প্রতারণা, যুধিষ্ঠির তাহাও মনে করেন না; তন্নিমিত্তই আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছি না। দ্রৌপদী কহিলেন, কৌশলসম্পন্ন প্রতারণা-পরায়ণ দ্যূতপ্রিয় দুষ্টাত্মা অনার্য্য লোকেরা দ্যূতে অনভ্যস্ত রাজা যুধি-

## ৫। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ।



দুঃশাসন রোষভরে গর্জ্জন করিতে করিতে নরেন্দ্র-মহিষী দ্রৌপদীকে নীলবর্ণ তরঙ্গিত সুদীর্ঘ কেশপাশে ধারণ করিল। ২৬৪ পৃষ্ঠা ( সভাপর্ব্ব )

ষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া যখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তখন আর ইনি কিপ্রকারে স্বয়ং পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন? প্রতারণা প্রবৃত্ত অশুদ্ধচিত্ত ধূর্ত্তেরা সকলে মিলিত হইয়া কুরুপাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এই নিমিত্তই উনি পরাজিত হইয়াও তাহাদিগের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পশ্চাৎ তাহা জানিয়াছেন। সে যাহা হউক, পুত্র ও পুত্রবধূগণের অধীশ্বর এই সমস্ত কুরুগণ সভামধ্যে অবস্থিত আছেন, ইঁহারা সকলে উপস্থিত বিষয় ও মদীয়বাক্য সম্যক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই প্রশ্নটির যথাবৎ সিদ্ধান্ত করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনতাপন্ন পতিগণের প্রতি অবলোকন করত রোদন করিতে করিতে করুণস্বরে সেইরূপ উত্তরকারিণী পাঞ্চালীকে দুঃশাসন কর্কশ অপ্রিয় ও কটুবাক্য সমস্ত কহিতে লাগিল। বৃকোদর তাদৃশ অযোগ্য দুর্দ্দশাপন্ন রজস্বলা উত্তরায় বসনহীনা ও আকৃষ্যমাণা কৃষ্ণাকে এবং যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অতিমাত্র কাতর ও পরিশেষে কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় কিতবদিগের আলয়ে অনেক বেশ্যা থাকে, সেই পুংশ্চলীদিগকেও পণ রাখিয়া তাহারা ক্রীড়া করে না; তাহাদিগের প্রতিও দয়া থাকে। দেখুন, কাশিরাজ যে ধন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভূপালগণ যে সমস্ত ধন, রত্ন, বাহন, সহকারে তৎসমুদায় রাজা এমন কি, আপনাকে ও আমাদিগকে পর্য্যন্ত জিতিয়া লইয়াছে; তাহাতে আমার কোপ হয় নাই, যেহেতু আপনি আমাদের সকলেরই প্রভু; পরন্তু দ্রৌপদীকে যে পণ রাখিয়াছিলেন, এইটি আমার অত্যন্ত ব্যতিক্রম বোধ হইতেছে, যেহেতু এই রাজবালা কোন ক্রমে এরূপ দুরবস্থার যোগ্যা নহেন কিন্তু পাণ্ডবদিগকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল আপনার নিমিত্ত অকৃতাত্মা নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ-কর্ত্তৃক ক্লিশ্যমানা হইতেছেন। হে রাজন্! কেবল ইঁহার নিমিত্ত আপনার উপরে আমার এই ক্রোধ নিপাতিত হইতেছে, আমি আপনার বাহুদ্বয় দগ্ধ করিয়া দিব;—সহদেব! অগ্নি আনয়ন কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! আপনি ত পূর্ব্বে আর কখন এরূপ কথা বলেন নাই, বোধ হয় নৃশংস শত্রুগণ আপনার ধর্ম্মগৌরব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। শত্রুদিগের মনস্কাম পূর্ণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; আপনি উত্তম ধর্ম্মেরই আচরণ করুন। ধর্ম্মনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করা কোন্ ব্যক্তির উচিত হইতে পারে? শত্রুগণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজা ক্ষত্রিয়ব্রত স্মরণ করত পরের ইচ্ছায় যে ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা ত আমাদিগের মহতী কীর্ত্তির বিষয়ই হইয়াছে। ভীমসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ইনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়াছেন, ইহা যদি না জানিতাম, তাহা হইলে বলাৎকারেই ইহার বাহুদ্বয় একত্র করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন পাণ্ডবদিগকে সেইরূপ দুঃখিত এবং কৃষ্ণাকে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ এই প্রকার বক্তৃতা করিলেন, হে পার্থিবগণ! যাজ্ঞসেনী যে কথা বলিলেন, আপনারা তাহার উত্তর করুন, বাক্যের বিচার না করিলে আমাদের সদ্য-নরক হইবে। কুরুগণমধ্যে বৃদ্ধতম ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র, ইঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া কিছুই বলিলেন না; মহামতি বিদুরও কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। সকলের আচার্য্য দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজনন্দন ও কৃপ ইঁহারাও কি নিমিত্ত প্রশ্নের উত্তর না করিলেন? পরন্তু যে সকল মহীপালগণ সর্ব্বদিক্ হইতে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা কাম ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক যথামতি উত্তর করুন। শোভনা দ্রুপদতনয়া বারংবার এই কথা বলিলেন, পার্থিবগণ কাহার কোন পক্ষ, বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া তাহার উত্তর বাক্য বলুন। এইরূপে বিকর্ণ সমুদায় সভাসদ্গণকে বহুবার বলিলেন, কিন্তু সেই মহীপতিগণ তাঁহাকে ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। সকল ভূপালবর্গের প্রতি বারংবার সেই প্রকার উক্তি করিয়া বিকর্ণ করে করে নিষ্পেষণপূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, হে ধরাপালগণ! হে কৌরববর্গ! তোমারা প্রশ্নের উত্তর কর আর নাই কর, এ বিষয়ে আমি যাহা ন্যায্য মনে করিতেছি, তাহা অবশ্যই বলিব। হে নরবরগণ! পণ্ডিতেরা ক্ষিতিপতিদিগের মৃগয়া, পান, দ্যূতক্রীড়া ও স্ত্রীসম্ভোগে অতিশয় আসক্তি এই চারি প্রকার ব্যসন বর্ণন করেন; এই সকল ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করে; তাদৃশ অযুক্ত লোকের অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, লোকে তাহা প্রামাণিক মনে করে না। এই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ও কিতবগণ-কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া ঘোর ব্যসনে অবস্থান করত দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন। অপিচ আনন্দিতা পাঞ্চালী সমস্ত পাণ্ডবগণের সাধারণীপত্নী; বিশেষত যুধিষ্ঠির অগ্রে আপনাকে হারিয়া পশ্চাৎ ইঁহার পণ রাখেন; আরও দেখ, কৃষ্ণাকে পণ রাখিবেন, যুধিষ্ঠির আপনিও এ কথা মনে করেন নাই, পণার্থী সুবলপুত্রই ইঁহার নামোল্লেখ করিয়া দেন; অতএব এই সমস্ত বিচার করিয়া আমি ইঁহাকে বিজিতা বলিয়া স্বীকার করি না। বিকর্ণের এই কথা শ্রবণে সভ্যদিগের মহান্ কল কল ধ্বনি উত্থিত হইল; সকলেই তাঁহার প্রশংসা এবং সুবলতনয়ের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে সেই শব্দ নিরস্ত হইলে কর্ণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া রুচির বাহুদণ্ড আন্দোলিত করত এইরূপ বক্তৃতা করিলেন। কর্ণ কহিলেন, হে বিকর্ণ! এই সভামধ্যে বহুতর বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইতেছে; অরণী সম্ভূত অগ্নি যেমন তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহারই বিনাশক হয়, তুমিও সেইরূপ হইতেছ। এই সমস্ত সভ্যগণ কৃষ্ণাকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও কিছুই বলিলেন না, সকলেই এই দ্রুপদ-তনয়াকে ধর্ম্মত বিজিতা মনে করিতেছেন কিন্তু হে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র! কেবল তুমিই অতিশয় বালকতা-প্রযুক্ত রোষে বিদীর্ণ হইতেছ, যেহেতু বালক হইয়াও সভামধ্যে বৃদ্ধসমুচিত সম্ভাষণ করিতেছ। হে দুর্য্যোধনানুজ! ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, তাহাও তুমি যথার্থরূপে জান না, যেহেতু জয়লব্ধা কৃষ্ণাকে তুমি বিজিতা নহে বলিয়া নিতান্ত মন্দবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছ। হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! যুধিষ্ঠির যখন সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ রাখিয়াছে, তখন আর তুমি কি বলিয়া কৃষ্ণাকে অবিজিতা মনে করিতেছ? হে ভরতর্ষভ! দ্রৌপদীও সর্ব্বস্বের অন্তর্গতা সন্দেহ কি? অতএব ধর্ম্মজিতা কৃষ্ণাকে

তুমি কি প্রকারে জিতা নহে বলিয়া স্থির করিতেছ? শকুনি কথায় কথায় দ্রৌপদীর নামোল্লেখ করিলেন, পাণ্ডবদিগেরও তাহাকে পণ রাখা অভিমত হইল, তবে কি কারণে তোমার বিবেচনায় কৃষ্ণা অবিজিতা হইতেছে? তবে যদি মনে কর, উঁহাকে একবস্ত্রে সভাস্থলে আনাতে অধর্ম্ম হইয়াছে, তদ্বিষয়েও আমার এই উত্তম বাক্য শ্রবণ কর। হে কুরুনন্দন! দেবতারা স্ত্রীলোকের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন; কিন্তু এই পাঞ্চালী অনেকের বশগামিনী হওয়ায় বন্ধকী বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; সুতরাং আমার বিবেচনায় ইঁহার সভাস্থলে আনয়ন বা একবস্ত্র ধারিতা অথবা বিবস্ত্রতা কিছুই বিচিত্র নহে। ফলতঃ, পাণ্ডবদিগের যে কিছু ধন ছিল, তাহাই বল, এই দ্রৌপদীর কথাই বল, আর পাণ্ডবদিগের কথাই বা বল, সুবলনন্দন তৎসমুদায় ধনই ধর্ম্মানুসারে দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়া লইয়াছেন। দুঃশাসন! এই প্রাজ্ঞমানী বিকর্ণ নিতান্ত বালক; তুমি পাণ্ডবদিগের ও দ্রৌপদীর বস্ত্র সমস্ত আহরণ কর ত। হে ভারত! কর্ণের সেই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন উন্মোচনপূর্ব্বক সভাতলে উপবেশন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন যাজ্ঞসেনী পরিত্রাণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ, বিষ্ণু হরি ও নরকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত থাকিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহারাজ! দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন আকর্ষণ করিতে থাকিলে তদ্রূপ অপর বস্ত্র অনেকানেক প্রকাশিত হইতে লাগিল। হে প্রভো! ধর্ম্মের পরিপালনহেতুক নানারাগ রঞ্জিত শত শত বসন-সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল; তাহাতে সেই সভাস্থলে ঘোরতর আরাব-সম্বলিত হলহলা শব্দ উঠিল। মনুষ্যলোকের সেই অদ্ভুততম ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সভাস্থ সমস্ত মহীপালগণ দুঃশাসনের কুৎসা করত দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বৃকোদর সেই রাজগণমধ্যে ক্রোধভরে করে করে নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠদ্বয় কম্পমান করিয়া ঘোরতর নিনাদ সহকারে উৎকট দিব্য করিলেন। ভীমসেন কহিলেন, হে ভুবনবাসি ক্ষত্রিয়গণ! আপনারা আমার এই বাক্য গ্রহণ করুন; আমি যে কথা বলিতেছি, পূর্ব্বে অন্য কোন মনুষ্য ইহার আর উক্তি করে নাই এবং পরেও আর কেহ কখন ইহা বলিতে পারিবে না। হে ক্ষিতিপতিগণ! আপনাদিগের সমক্ষে এই কথা বলিয়া আমি যদি ইহা সম্পন্ন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্বপিতামহগণের গতি প্রাপ্ত না হই। সমরে এই পাপাত্মা দুর্ব্বুদ্ধি ভারতাধম দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বলপূর্ব্বক ভেদ করিয়া যদি রুধির পান করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন পূর্ব্বপুরুষদিগের গতিভ্রষ্ট হই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাহার সেই লোমহর্ষণ অতি ভয়ঙ্কর উৎকট বাক্য শ্রবণ করিয়া সভ্যেরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের কুৎসা করত তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। ঐ দিকে যখন সভামধ্যে রাশি রাশি বস্ত্র সঙ্কলিত হইল, তখন দুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হইয়া উপবেশন করিল। অনন্তর তথায় কুন্তীতনয়দিগকে তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া সভাস্থ নরদেবগণের লোমহর্ষণ ধিক্কার শব্দ উত্থিত হইল। সজ্জনগণ "কৌরবেরা কৃষ্ণাকৃত প্রশ্নের উত্তর করিল না," এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করত আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর বাহুদ্বয় উৎক্ষেপনপূর্ব্বক সভাসদ্গণকে নিবারণ করিয়া এই কথা বলিলেন, হে সভ্যগণ! দ্রৌপদী প্রশ্ন করিয়া অনাথার ন্যায় এইরূপ নিরতিশয় রোদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা তাহার উত্তর দিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মপীড়িত হইতেছেন। দেখুন, আর্ত্ত ব্যক্তি যেন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভায় আগমন করে, সভ্যেরা সত্য ধর্ম্মদ্বারা তাহাকে প্রশমিত করেন। অনন্তর সেই পীড়িত পুরুষ সভ্যদিগের নিকটে ধর্ম্মপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; তাঁহারাও কামক্রোধের বল অতিক্রম করিয়া সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেন। হে নরাধিপগণ! বিকর্ণ যথাবুদ্ধি প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন, এক্ষণে আপনারাও নিজ নিজ মতি অনুসারে সেই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করুন। যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য প্রশ্নের উত্তর না করেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেক ফল ভাগী হন; আর যিনি বিচার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়াও অযথা উত্তর করেন, তিনি মিথ্যার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ ও অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা মুনির সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাসটি এ বিষয়ের উদাহরণ দিয়া থাকেন।

দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি তৎকালে কন্যালাভেচ্ছায় তাঁহারা "আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ" পরস্পর এইরূপ বিবাদ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়াছিলেন। এই প্রকার প্রশ্ন বিবাদ হওয়ায় তাঁহারা প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর কর। প্রহ্লাদ সুধন্বাকে অবলোকন করত উত্তর কথনে ভীত হইলেন; তাহাতে সুধন্বা ক্রোধে ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, প্রহ্লাদ! যদি তুমি মিথ্যা বল কিংবা কিছুই না বল, তাহা হইলে বজ্রধারী সুরপতি বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিবেন। সুধন্বা সেইরূপ কহিলে পর প্রহ্লাদ ব্যথিত ও অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসার্থ মহাতেজস্বী কশ্যপ সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কি দৈব, কি আসুর, কি ব্রাহ্ম, সকল ধর্ম্মই বিশেষরূপে অবগত আছেন, সম্প্রতি এই একটি ধর্ম্ম কৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর না করে, অথবা মিথ্যা নির্দ্দেশ করে, তাহার পরলোক সমস্ত কিপ্রকার হয়? এই প্রশ্নটির উত্তর আমাকে বলুন।

কশ্যপ কহিলেন, অভিজ্ঞ হইয়া যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ বা ভয়-প্রযুক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর না দেয়, সে আপনার উপরে সহস্রসঙ্খ্যক বারুণ পাশ নিক্ষিপ্ত করে; অপিচ সাক্ষী থাকিয়া যে ব্যক্তি চক্ষে যাহা দেখে বা কর্ণে যাহা শুনে, তদ্বিষয়ে শৈথিল্যাচরণ করত সাক্ষ্য দেয়, সেও বরুণসম্বন্ধীয় সহস্র পাশে আপনাকে নিগড়িত করে। প্রতিসংবৎসর পূর্ণ হইলে তাহার এক একটি পাশ বিমুক্ত হয়; অতএব সত্য বৃত্তান্ত জানিয়া সরলহৃদয়ে সত্য বলাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অধর্ম্মকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া যে সভায় শরণাপন্ন হন, তথাকার

## ৬। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ।




দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে থাকিলে, তদ্রূপ অপর বস্ত্র অনেকানেক প্রকাশিত হইতে লাগিল। ২৬৬ পৃষ্ঠা। ( সভাপর্ব্ব )।

সভ্যেরা যদি তাঁহার শল্যচ্ছেদন না করে,তাহা হইলে তাহারা আপনারাই সেই শল্যদ্বারা বিদ্ধ হয়। যে সভায় সভাসদ্বর্গ নিন্দিত কর্ম্মের নিন্দা না করে, তথাকার প্রধান পুরুষ সেই পাপকর্ম্মীদিগের অর্দ্ধেক পাপ হরণ করে এবং চতুর্থাংশ পাপকারীর প্রতি আর চতুর্থাংশ সভ্যদিগের প্রতি পতিত হয়। পরন্তু যথায় নিন্দার্হব্যক্তি নিন্দিত হয়, তথাকার প্রধান পুরুষ নিষ্পাপ হন এবং সভ্যেরাও নিষ্কৃতি লাভ করেন, কেবল পাপ-কর্ত্তাই পাপভোগী হইয়া থাকে। হে প্রহ্লাদ! যাহারা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা বলে, তাহারা ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট করে। যাহার ধন অপহৃত হয়, যাহার পুত্র নিহত হয়,যে ঋণী থাকে, যে ব্যক্তি সঙ্গি ভ্রষ্ট হয়, যে স্ত্রী পতিবিহীনা হয়, রাজকরে যাহার সর্ব্বস্বান্ত হয়, যে নারী বন্ধ্যা হয়, যাহাকে ব্যাঘ্র আহত করে, যে রমণীকে সপত্নী যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় এবং সাক্ষীরা যে ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করে, সেই সকল লোকের যে যে দুঃখ, দেবতারা তৎসমুদায় সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; মিথ্যা উত্তরদাতা সেই সমস্ত দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন, শ্রবণ ও ধারণ-হেতুক সাক্ষিত্ব হয়; অতএব সত্য কথা বলিলেই সাক্ষী ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে অপরিহীন হয়।

কশ্যপের বচন শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদ পুত্রকে কহিলেন, বিরোচন! তোমা অপেক্ষা সুধন্বা শ্রেষ্ঠ, আমা অপেক্ষা অঙ্গিরা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার মাতা অপেক্ষা সুধন্বার জননী শ্রেয়সী; সুতরাং এই সুধন্বা তোমার প্রাণের অধীশ্বর। সুধন্বা কহিলেন, তুমি যে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্ম মর্য্যাদায় অবস্থিত রহিলে একারণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার এই পুত্র শতবৎসর জীবিত থাকুক। বিদুর কহিলেন, হে সভাসদ্‌গণ! এইরূপ পরম ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আপনার সকলে দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কি, তাহা বিবেচনা করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুরের বক্তৃতা শ্রবণে পার্থিবগণ কিছুই বলিলেন না; তখন কর্ণ দুঃশাসনকে কহিলেন, দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। কর্ণের কথায় দুঃশাসন কম্পমানা, লজ্জাবতী, পাণ্ডবদিগের প্রতি করুণ পরিদেবিনী তপস্বিনী যাজ্ঞসেনীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে নরাধম দুঃশাসন! কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা কর;—এই বলিষ্ঠ দুঃশাসন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করত আমাকে বিহ্বলা করিয়াছিল, সুতরাং আমার পূর্ব্বের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম এ পর্য্যন্ত হয় নাই; সম্প্রতি কুরুসভামধ্যে এই গুরুজনকে অভিবাদন করিতেছি; আমি যে পূর্ব্বে ইহা করি নাই, এ অপরাধ আমার হইতে পারে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুঃশাসন সমধিক আকর্ষণ করায় সভাতলে পতিতা, তাদৃশ দুরবস্থার অযোগ্যা তপস্বিনী কৃষ্ণা দুঃখভরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন, হা! পূর্ব্বে স্বয়ম্বর-সমাজে সমাগত নরপতিগণ যাহাকে রঙ্গমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন আর কুত্রাপি দেখিতে পান নাই, সেই আমি অদ্য সভাতলে উপনীতা হইলাম! হা! পূর্ব্বে গৃহমধ্যে যাহাকে বায়ু ও সূর্য্যপর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন না, সেই আমি অদ্যসভাস্থ জনসমাজে দৃশ্যমানা হইতেছি। হা! পূর্ব্বে অন্তঃপুরে যাহাকে সমীরণ স্পর্শ করিলেও পাণ্ডবেরা সহিতে পারিতেন না, অদ্য সেই কৃষ্ণাকে দুরাত্মা দুঃশাসন স্পর্শ করিতেছে, তথাপি পাণ্ডবেরা সহ্য করিতেছেন। এই কৌরবেরাও ঈদৃশ ক্লেশের অযোগ্যা স্নুষা ও দুহিতা ক্লিশ্যমানা হইতেছে দেখিয়াও সহ্য করিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, কালের গতি বিপরীত হইয়াছে। সংকুলপ্রসূতা সাধ্বী স্ত্রী হইয়া আমি যে অদ্য সভামধ্যে প্রবেশ করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দীনতার বিষয় আর কি হইতে পারে? হায়! রাজগণের ধর্ম্ম কোথায় রহিল? আমরা শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বতন পুরুষেরা ধর্ম্মপত্নীকে সভায় আনিতেন না; এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম কৌরবগণেতে নষ্ট হইল; তাহা না হইলে আমি পাণ্ডবগণের মহিষী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং বাসুদেবের সখী হইয়া নরেন্দ্রগণ সমাজে উপনীত হইব কেন? হে কৌরবগণ! আমি ধর্ম্মরাজের সুবর্ণা ভার্য্যা! সম্প্রতি আমি দাসী, কি অদাসী, তাহা আপনারা বলুন; আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। কুরুকুলের যশোবিলোপী ক্ষুদ্রাশয় দুঃশাসন আমাকে নিদারুণ ক্লেশ দিতেছে; হে কৌরবগণ! আমি আর অধিকক্ষণ তাহা সহ্য করিতে পারিব না। হে নৃপতিবর্গ! আমার অভিলাষ এই যে, আপনারা আমাকে পরাজিতা, কি অজিতা যাহাই মনে করেন, তাহাই প্রকাশ করিয়া বলুন। হে সত্তমগণ। আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই স্বীকার করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের পরমাগতি,লোকমধ্যে মহাত্মা বিজ্ঞ মানবেরাও জানিতে পারিবে না। লোকে বলবান্ পুরুষ যাহাকে ধর্ম্ম মনে করে, বাস্তবিক অধর্ম্ম হইলেও তাহাই ধর্ম্ম হয়, আর দুর্ব্বলোক্ত পরম ধর্ম্মও বিনষ্ট হন। জয়-পরাজয়রূপ উপস্থিত ব্যাপারের গৌরব এবং তোমার এই প্রশ্নের সূক্ষ্মতা ও দুরবগাহতা-প্রযুক্ত আমি নিশ্চয় করিয়া ইহার বিচার করিতে পারিতেছি না। ফলত যখন সকল কৌরবেরাই লোভ মোহ পরতন্ত্র হইয়াছে, তখন অবশ্যই অচিরকাল মধ্যে এই কুলের বিধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই। হে কল্যাণি! তুমি যাহাদিগের বধূ হইয়াছ, অস্মৎকুলপ্রসূত সেই সাধুপুরুষেরা ব্যসনদ্বারা অতিমাত্র আহত হইলেও ধর্ম্মপথ হইতে পরিচ্যুত হন না। হে পাঞ্চালি! তুমিও যে কষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কেবল ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেছ, ঈদৃশ চরিত্র তোমার উপযুক্তই বটে। দ্রোণপ্রভৃতি এই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ বৃদ্ধ মানবেরা যেন গতাসুরন্যায় অবনত হইয়া শূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি আমার বিবেচনায় তোমার এই প্রশ্ন বিষয়ে যুধিষ্ঠিরই প্রমাণ; তুমি পরাজিতা কি অজিতা, তাহা উনি স্বয়ং ব্যক্ত করুন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবী পাঞ্চালী কুররীর ন্যায় আর্ত্তা হইয়া তথায় সেইরূপ বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন দেখিয়াও মহীপতিগণ দুর্য্যোধনের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন পার্থিববর্গের সেই মৌনীভাব অবলোকন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত পাঞ্চালরাজ তনয়াকে

কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তোমার স্বামী মহাবল ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব ও নকুলের উপরে তোমার এই প্রশ্ন নির্ভর করুক; ইহাঁরাই তোমার বাক্যের উত্তর করুন। হে পাঞ্চালি! তোমার নিমিত্ত ইহাঁরা সকলেই আর্য্যগণ-মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলুন এবং মিথ্যাবাদী করুন, তাহা হইলেই তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে। অপিচ ধর্ম্মে অবস্থিত মহাত্মা ইন্দ্রকল্প ধর্ম্মতনয় আপনিই বলুন, উনি তোমার স্বামী কি অস্বামী? উহাঁর বাক্যানুসারে তুমি শীঘ্র একপক্ষ আশ্রয় কর, কারণ, সভাস্থিত এই উদারসত্ত্ব কৌরবগণ সকলেই তোমার দুঃখে দুঃখিত রহিয়াছেন, তোমার মন্দভাগ্য স্বামিগণের মুখাবেক্ষণ করিয়া যথার্থ উত্তর করিতে পারিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সভ্যেরা সকলে তৎকালে উচ্চৈঃস্বরে দুর্য্যোধনের বাক্যে প্রশংসা করিলেন এবং পরস্পর শব্দ করত নেত্র সঙ্কেত করিতে লাগিলেন; আর এক পক্ষে হাহা শব্দে আর্ত্তনাদ হইতেও লাগিল। কুরুরাজের সেই মনোহর বাক্য শ্রবণে সভাস্থ কৌরববর্গের হর্ষ হইল; সমুদায় পার্থিবচয় ধর্ম্মনিষ্ঠ কুরুশ্রেষ্ঠকে প্রশংসা করত প্রীতি-যুক্ত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির কি বলিবেন, এই প্রতীক্ষায় সমস্ত রাজন্যেরাই মুখমণ্ডল বক্রীকৃত করিয়া তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন এবং সমরে অপরাজেয় পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কি বলিবেন, ভীমসেন ও নকুলসহদেবই বা কি বলিবেন, এইরূপ অতিশয় কৌতূহলান্বিত হইয়া থাকিলেন। সেই কল কল শব্দ নিরস্ত হইলে পর ভীমসেন চন্দনচর্চ্চিত সুরুচির দিব্য হস্ত পরিচালনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, আমাদিগের গুরু এই মহামনা ধর্ম্মরাজ যদি আমাদিগের প্রভু না হইতেন; তাহা হইলে আমরা এই কুলের প্রতি ক্ষমা করিতাম না; ইনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার ঈশ্বর এমন কি প্রাণেরও অধীশ্বর; ইনি যদি আপনাকে পরাজিত মনে করেন, তবে আমরাও নিঃসন্দেহ পরাজিত হইয়াছি, তাহা না হইলে পাঞ্চালীর এই কেশপাশ স্পর্শ করিয়া পদদ্বারা ভূতলস্পর্শী কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তি আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া মুক্ত হইতে পারে? আমার এই পরিঘতুল্য আয়তও বর্ত্তুল ভুজ যুগল অবলোকন কর; ইহার মধ্যে পতিত হইয়া দেবরাজও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। কি করি, ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠের গৌরবে নিরুদ্ধ রহিয়াছি, বিশেষত অর্জ্জুন বারংবার নিবারণ করিতেছেন, এই নিমিত্তই বিষম সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেছি না, নতুবা ধর্ম্মরাজ অনুমতি করিলে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে সংহার করে, সেইরূপ এই পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে চপেটরূপ খড়্গ দ্বারা এখনি নিষ্পেষণ করিয়া ফেলি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে বলিলেন, ভীম! ক্ষান্ত হও, তোমাতে সকলই সম্ভবে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

কর্ণ কহিলেন, সভামধ্যে ভীষ্ম বিদুর আর কৌরবদিগের গুরু, এই তিনজন যেন সধন অর্থাৎ স্বাধীন হইয়া রহিয়াছে; ইহাঁরা স্বামীকে দুষ্টতম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ইহাঁরা বৃদ্ধি কামনা করেন না, কেবল তিরস্কার করিয়াই থাকে।—ভদ্রে দ্রৌপদি! শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে যে, অস্বাধীন দাস, পুত্র ও নারী এই তিনজন অধন, অর্থাৎ ইহাদের নিজস্ব কিছুই থাকে না, ইহারা যাহা কিছু লাভ করে, তাহা স্বামীরই হয়। তুমিও সেই অধন-দাসের নিকৃষ্টা পত্নী, দাসের সকল ধনই প্রভুর অধীন হয়; অতএব তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া রাজার পরিবার বর্গের সেবা কর, সংপ্রতি এই কার্য্যই তোমার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। হে রাজপুত্রি! এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাই তোমার স্বামী, পার্থেরা নহে। হে ভাবিনি! যাহা হইতে দ্যূতক্রীড়ায় দাসীত্ব প্রাপ্ত না হও এরূপ অন্য ব্যক্তিকে শীঘ্র পতিত্বে বরণ কর; দেখ, পতিবরণ-বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিত্ব নিন্দনীয় নহে, বিশেষত দাসীর পক্ষে তাহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে; অতএব তোমারও তাহাই হউক। হে যাজ্ঞসেনি! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব পরাজিত হইয়াছে এবং তুমিও দাসী হইয়াছ, সেই পরাজিত দাসেরা তোমার আর পতি হইতে পারেনা। আহা! কুন্তিতনয় কি মনুষ্য জন্মেতে কিছু প্রয়োজন বোধ করে না এবং পরাক্রম ও পৌরুষকে কি অবহেলা করে যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এই দুহিতাকে সভামধ্যে পণ রাখিয়া দুরোদরমুখে সমর্পণ করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের সেই কথা শুনিয়া অতিক্রোধী ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের অনুগত ও ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় কেবল ক্রোধ-লোহিত নয়নে তাঁহাকে যেন দগ্ধকরত অতিশয় কাতর হইয়া তখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, রাজন্! আমি সূতপুত্রের প্রতি কুপিত হইতে পারি না কেন না, আমরা সত্যই দাসত্বে নিবিষ্ট হইয়াছি; কিন্তু হে নরেন্দ্র! আপনি যদি কৃষ্ণাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া না করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুরা আমাকে এরূপ উক্তি করিতে পারিত? বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন মৌনভাবে অবস্থিত অচেতন প্রায় যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন, রাজন্! ভীমার্জ্জুন ও নকুল-সহদেব তোমার শাসনে অবস্থিত আছে এক্ষণে তুমিই প্রশ্নের উত্তর কর, কৃষ্ণাকে যদি অপরাজিতা মনে কর, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া ঐশ্বর্য্যমদ-মোহিত দুর্য্যোধন স্বীয় বসন উৎকর্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পাঞ্চালীর প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক রাধানন্দনের গর্ব্ব-বর্দ্ধন এবং ভীমকে যেন প্রধর্ষণ করত দ্রৌপদীর সাক্ষাৎকারে কদলীদণ্ড ও গজশুণ্ড-সদৃশ, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন বজ্রতুল্য সারবিশিষ্ট বাম ঊরু প্রদর্শন করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন লোহিত লোচনযুগল উৎফালনপূর্ব্বক সভাকে যেন বিদারিত করত রাজগণ-সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, মহাসমরে আমি গদাদ্বারা তোমার এই ঊরু যদি ভগ্ন করিয়া না ফেলি, তাহা হইলে বৃকোদর যেন পিতৃগণের সহিত সলোকতা প্রাপ্ত না হয়। বৃক্ষ দগ্ধ হইতে থাকিলে, তাহার কোটর-সকল হইতে যেমন অগ্নিজ্বালা নির্গত হয়; সেইরূপ ক্রোধপরীত ভীমসেনের সমুদায় ইন্দ্রিয় হইতে অগ্নিশিখা সমস্ত বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন বিদুর কহিলেন, হে প্রতীপবংশীয় পার্থিবগণ এই দেখুন, ভীমসেন হইতে মহাভয় উপস্থিত; অতএব আপনারা ইহা নিশ্চয় বোধগম্য করুন, ভারতগণমধ্যে এই যে পরম অনয় উৎপন্ন হইল, ইহা দৈবই অগ্রে প্রেরণ করিলেন। হে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ! তোমরা মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক এই দ্যূত-

ক্রীড়া করিলে যেহেতু সভামধ্যে স্ত্রীকে পণীভূত করিয়া বাদানুবাদ করিতেছ ; ইহাতে তোমাদের সমগ্র যোগক্ষেম নষ্ট হইল। হা! কৌরবেরা পাপময় মন্ত্রসমস্ত মন্ত্রণা করিতেছে। হে কৌরবগণ! তোমরা মদুক্ত এই ধর্ম্ম শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম কর, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সভা সম্যক্‌রূপে দূষিতা হন ; দ্যূতপ্রবৃত্ত যুধিষ্ঠির যদি আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে ইহাঁকে পণ রাখিতেন,তাহা হইলে অবশ্যই ইহাঁর প্রভু হইতেন; স্বয়ং অনীশ্বর হইয়া যাহা পণ রাখে, সেই ধন জয় করিয়া লইলে আমার বিবেচনায় তাহা স্বপ্নলব্ধ ধনের তুল্য হয় ; অতএব হে কৌরববর্গ! তোমরা শকুনির কথা শুনিয়া এই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! আমি ভীমের, অর্জ্জুনের ও নকুল-সহদেবের বাক্যে আস্থান্বিত আছি; উহারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলুক, তাহা হইলেই তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৌরবগণ! কুন্তীনন্দন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে গৃহমধ্যে আমাদিগের অধীশ্বর ছিলেন,কিন্তু ইনি স্বয়ং পরাজিত হইয়া কাহার প্রভু হইতে পারেন, তাহা আপনারাই অবধারণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে একটা গোমায়ু অগ্নিহোত্র-গৃহে উচ্চৈঃ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং গর্দ্দভও বিকটাকার পক্ষি সকল তাহার সেই রবে প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল। তত্ত্ববেদী বিদুর ও সুবলনন্দিনী গান্ধারী সেই ঘোর শব্দের মর্ম্মাবধারণ করিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, ইহারাও অবগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "স্বস্তি স্বস্তি" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গান্ধারী ও বিদ্বান্ বিদুর সেই ঘোর উৎপাত অবলোকন করিয়া কাতরভাবে যখন রাজসমীপে নিবেদন করিলেন ; তৎপরে রাজা পুত্রকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, রে দুর্ব্বিনীত, মন্দবুদ্ধে দুর্য্যোধন! তুই যখন সভামধ্যে কুরুপুঙ্গবগণের ভার্য্যা, বিশেষত ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে কটূক্তি করিতেছিস্, তখন তুই উৎসন্ন হইলি। এইরূপ কহিয়া তত্ত্ববুদ্ধি মনীষী ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণের বিনাশ সম্ভাবনায় হিতান্বেষী হইয়া প্রজ্ঞাদ্বারা পর্য্যালোচনান্তর পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে পাঞ্চালি! তুমি আমার বধূগণমধ্যে প্রধানা, ধর্ম্মপরায়ণা ও সাধ্বী ; অতএব তোমার যাহা বাঞ্ছা হয়, আমার নিকটে বর কামনা কর। দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আমি এই প্রার্থনা করি যে, সর্ব্বধর্ম্মানুগামী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। অনভিজ্ঞ কুমারেরা আমার পুত্র মনস্বী প্রতিবিন্ধ্যকে "এই দাসপুত্র" এ কথাটি যেন না বলে। অন্য পুরুষ কুত্রাপি যেরূপ হইতে পারে নাই, পূর্ব্বে এরূপ রাজপুত্র হইয়া যে ব্যক্তি রাজগণকর্ত্তৃক লালিত হইয়াছে, তাহার 'দাসপুত্র' নাম উপযুক্ত হয় না। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি যাহা বলিতেছ, এইরূপই হউক। হে ভদ্রে! আমি তোমাকে দ্বিতীয় বর দান করিতেছি, তাহা কামনা কর ; তুমি একটি বর লাভের যোগ্যা নহ, একারণ আমার মন অপর বর বিতরণ করিতেছে। দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজন্! আমি এই প্রার্থনা করি যে, রথ ও শরাসন-সহ ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও নকুল সহদেব দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হউন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে, মহাভাগে নন্দিনি! তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহাই হউক ; সম্প্রতি তুমি আমার নিকটে তৃতীয় বর কামনা কর, দুই বর-দ্বারা তোমার সৎকার করা হয় নাই, যেহেতু তুমি আমার সমস্ত বধূগণমধ্যে গরিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা। দ্রৌপদী কহিলেন, ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের নিদান, অতএব অপর বর লইতে আমার উৎসাহ হয় না; হে রাজসত্তম! আমি তৃতীয় বর গ্রহণের যোগ্যা নহি। রাজেন্দ্র! পণ্ডিতেরা বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয় মহিলার দুই বর, ক্ষত্রিয়ের তিনবর এবং ব্রাহ্মণের শত বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে রাজন্! আমার স্বামিগণ নিতান্ত নীচদশা প্রাপ্ত হইয়া সংপ্রতি উত্তীর্ণ হইলেন, পরে পুণ্যকর্ম্মদ্বারা শুভলাভ করিতে পারিবেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

কর্ণ কহিলেন, মনুষ্যলোকে রূপে বিখ্যাত যে সমস্ত রমণীগণের কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও এতাদৃশ কর্ম্ম কখন শুনিতে পাই নাই। কুন্তীতনয় ও ধৃতরাষ্ট্র নন্দনগণ অতিমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলে, দ্রুপদদুহিতা কৃষ্ণা এস্থলে পাণ্ডুপুত্রদিগের শান্তিস্বরূপা হইল। পাণ্ডবেরা তরণীশূন্য অগাধ বিপদ্সাগরে নিমগ্ন হইতেছিল, এই পাঞ্চালী নৌকাস্বরূপা হইয়া উহাদিগকে পারপ্রাপ্ত করিল। বৈশম্পায়ন কহিলেন, "পত্নী পাণ্ডুপুত্রদিগের গতি" এইরূপ কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিক্রোধী ভীমসেন নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, ধনঞ্জয়! দেবলমুনি বলিয়াছেন যে, যতকাল প্রজাসৃষ্টি হইয়াছে, তদবধি অপত্য, কর্ম্ম ও বিদ্যা, লোক প্রকাশক এই তিনটি জ্যোতি পুরুষেতে নিয়ত অনুগত আছে। শরীরগতপ্রাণও চৈতন্যশূন্য হইয়া অপবিত্র হইলে জ্ঞাতিগণ যখন ইহা পরিত্যাগ করিয়া যায়,তখনএই তিনটি জ্যোতিইপুরুষের কার্য্যকারক হয়। হে অর্জ্জুন! আমাদিগের ভার্য্যার অবমাননা হেতু সেই জ্যোতি অভিহত হইল ; অভিমৃষ্টা পত্নীর গর্ভজাত অপত্য কিপ্রকারে আমাদিগের কার্য্যকারক হইবে? অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভারত! নীচলোকে কটূবাক্য সমস্ত বলুক আর নাই বলুক,উত্তম পুরুষেরা কদাচ তাহা লইয়া আন্দোলন বা তাহার প্রত্যুত্তর করেন না। শত্রুরা বৈরাচরণ করিলেও, যাঁহারা স্বয়ং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ সাধু মানবগণ প্রতিকারের উপায়জ্ঞ হইলেও তাহা মনে করেন না, তাহাদিগের সদাচরণ সমস্তই কেবল স্মরণ করিয়া থাকেন।

অর্জ্জুনের কথায় শান্ত না হইয়া বৃকোদর যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এই সমাগত শত্রু সকলকে সভামধ্যেই নিপাতিত করি, না এখান হইতে নির্গত হইয়া উহাদিগকে সমূলে সংহার করিব? অথবা এ বিষয়ে বাদানুবাদ বা আদেশ-বাক্যের প্রয়োজন কি, অদ্যই ইহাদিগকে এই খানে নিহত করিয়া ফেলি, আপনি এই পৃথিবী শাসন করুন। এই কথা বলিয়া ভীমসেন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত, মৃগগণমধ্যে সিংহের ন্যায় বারংবার কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থ তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করত সান্ত্বনা করিতে থাকিলে সেই বীর্য্য-

বান্ মহাবাহু কেবল অন্তর্দাহেই দগ্ধ হইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! ক্রোধপরীত বৃকোদরের কর্ণাদি সমুদায় ইন্দ্রিয়চয় হইতে ধূম, স্ফুলিঙ্গ ও শিখার সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী-দ্বারা দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির বাহুদ্বারা সেই বাহুশালীকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, এরূপ উদ্ধত হইও না, নিঃশব্দে অবস্থান কর। কোপসংরক্তনেত্র মহাবাহু ভীমকে নিবারিত করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র সমাপে উপস্থিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন! আপনি আমাদিগের ঈশ্বর, অতএব আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার কোন্ কর্ম্ম সম্পাদন করিব। হে ভারত! আমরা চিরকালই আপনার শাসনানুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে অজাতশত্রো! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি স্বচ্ছন্দে নির্বিঘ্নে গমন কর; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমরা স্বকীয় সম্পত্তির সহিত স্বরাজ্য শাসন কর। হে তাত! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব মদুক্ত এই পরম শ্রেয়স্কর পথ্য অনুশাসনবাক্যও হৃদয়ঙ্গম কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি অবধারণ করিয়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণেরও উপাসনা করিয়া থাক। হে ভারত! যেখানে বুদ্ধি, সেই খানেই ক্ষমা, অতএব তুমি শান্তি অবলম্বন কর; দেখ; কাষ্ঠের উপরেই কুঠার পাতিত হইয়া থাকে, প্রস্তরাদিতে তাহা পাতিত হয় না। যাঁহারা শত্রুকৃত বৈরাচরণ স্মরণ করিয়া না রাখেন, দোষপরিহারপূর্ব্বক গুণ সমস্তই দর্শন করেন এবং বিরোধ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ। কেহ বৈরাচরণ করিলেও সৎপুরুষেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না, সেই ব্যক্তির সুকৃতসমস্তই কেবল স্মরণ করেন এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়াই পরের উপকার করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! বিবাদস্থলে নরাধমেরা কটূক্তি করিয়া থাকে এবং মধ্যম পুরুষেরা সেই পরুষবাক্য উক্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করে; কিন্তু কেহ অহিতকর কঠোর বাক্যসমস্ত বলুক আর নাই বলুক, ধৈর্য্যসম্পন্ন উত্তম পুরুষেরা কদাচ তাহার আন্দোলন বা প্রত্যুত্তর করে না। সজ্জনগণ আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া পরের সুখ দুঃখ বিশেষরূপে জানিতে পারেন, এ কারণ কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাহা মনে না করিয়া তাহার সদাচরণ সমস্তই স্মরণ করেন। প্রিয়দর্শন সাধু মানবেরা কদাচ অর্থমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না, তুমিও এই সজ্জনসমাজে সেইরূপ আর্য্য সমুচিত আচরণ করিয়াছ। হে তাত! সম্প্রতি দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুরতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না, গুণগ্রহণ-বাসনায় তুমি মাতা গান্ধারীকে ও আমাকে অবলোকন কর। হে ভারত! এই উপস্থিত বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতার প্রতি দৃষ্টি রাখ। আমি মিত্রগণের দর্শন লালসায় এবং পুত্রদিগের বলাবল পরীক্ষার্থ বুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্যূতক্রীড়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদিগের অনুশাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ধীমান্ বিদুর যাহাদিগের মন্ত্রী, সেই কৌরবেরা কোনক্রমে শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ভীমসেনে পরাক্রম, অর্জ্জুনে ধৈর্য্য এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবে বিশুদ্ধ গুরুশুশ্রূষা নিয়ত অনুগত আছে। হে অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে অধিষ্ঠান কর; ভ্রাতৃগণের সহিত তোমার সমুচিত সদ্ভাব হউক এবং ধর্ম্মে তোমার মন আস্থান্বিত থাকুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ উক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার শিষ্টাচার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণার সহিত মেঘসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া হর্ষান্বিত-মানসে পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অনুদ্যূত প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, পাণ্ডবেরা ধনরত্ন-সমুদায়ের সহিত স্বভবন-গমনে অনুজ্ঞাত হইয়াছেন অবগত হইয়া তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের মন কিরূপ হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে গমনের অনুমতি করিয়াছেন শুনিয়া দুঃশাসন শীঘ্র ভ্রাতৃসমীপে গমন করিল। হে ভরতর্ষভ! সেই ভরতশ্রেষ্ঠ অমাত্যসহ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া দুঃখার্ত্তচিত্তে এই কথা বলিল, হে মহারথগণ! আমরা দুঃখে ইহা হস্তগত করিলাম, ঐ বৃদ্ধ নষ্ট করিয়া দিলেন; তিনি জয়লব্ধ সমুদয় দ্রব্যসঞ্চয় শত্রুসাৎ করিয়াছেন, ইহা আপনারা অবগত হউন। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি নির্জ্জনে মিলিত হইয়া মানপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণের প্রতিকারার্থ বিচিত্রবীর্য্য-তনয় মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে সত্বর অভিগমনপূর্ব্বক মনোহর বচন-বিন্যাস করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! দেবপুরোহিত বিদ্বান্ বৃহস্পতি শত্রু সমীপে নীতিপ্রসঙ্গ করত যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি আপনি শ্রবণ করেন নাই? হে শত্রুনাশন! যাহারা কৌশল বা বলদ্বারা সতত অহিতাচরণ করে, সেই শত্রুদিগকে সর্ব্বোপায়ে নিহত করা কর্ত্তব্য। অতএব আমরা পাণ্ডবদিগের ধনদ্বারা সমস্ত পার্থিবগণকে পূজিত করিয়া যদি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই, তাহাতে আমাদিগের কি হানি হইবে? সংহারার্থ সমুপস্থিত ক্রোধপরীত আশীবিষ সর্প-সকলকে কণ্ঠে ও পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে? হে তাত! কোপাবিষ্ট পাণ্ডবেরা শস্ত্রধারণপূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া ক্রোধান্বিত সর্প-সকলের ন্যায় আপনাদিগের নিঃশেষে ধ্বংস করিবে সন্দেহ নাই; যেহেতু আমরা শুনিলাম, অর্জ্জুন সন্নাহযুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট তূণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক প্রস্থিত হইতেছে, বারংবার গাণ্ডীব গ্রহণ করিতেছে এবং নিশ্বাস ত্যাগ করত নিরীক্ষণ করিতেছে; বৃকোদর ত্বরান্বিত হইয়া শীঘ্র স্বরথ যোজনপূর্ব্বক গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া নির্গত হইয়াছে, নকুল খড়্গ ও অর্দ্ধচন্দ্র-সদৃশ চর্ম্ম ধারণ করিয়া প্রস্থিত হইয়াছে এবং সহদেব ও যুধিষ্ঠিরও ইঙ্গিতদ্বারা সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। হে রাজন্! তাহারা বহুল শস্ত্র ও পরিচ্ছদ যুক্ত রথসমস্তে আরোহণ করিয়া ঘোটকদিগকে বলপূর্ব্বক কশাঘাত করত সৈন্যসংগ্রহার্থ নির্গত হইয়াছে। তাহাদিগের প্রতি আমরা যেরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, তাহাতে কদাচ তাহারা ক্ষমা করিবে না; তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দ্রৌপদীর সেই নিদারুণ ক্লেশ উপেক্ষা

করিতে পারে ? অতএব হে পুরুষর্ষভ ! আপনার মঙ্গল হউক, আমরা বনবাসের নিমিত্ত পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত ক্রীড়া করি। এইরূপে তাহাদিগকে বশীকৃত করিতে সমর্থ হইব। দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া, হয় তাহারা, না হয় আমরা চর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত মহারণ্যে প্রবেশ করিব এবং ত্রয়োদশ সংবৎসরে অজ্ঞাত থাকিয়া সজন প্রদেশে বাস করিব। যদি জ্ঞাত হই; তবে তাহারাই কি আর আমরাই কি পুনর্ব্বার অপর দ্বাদশ বৎসর বনে নিবসতি করিব, এইরূপ নিয়মে দ্যূত-ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হউক; পাণ্ডবেরা অক্ষনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় এইরূপ দ্যূতক্রীড়া করুক। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! এক্ষণে ইহাই আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যেহেতু এই শকুনি বিদ্যার সহিত অক্ষসম্পত্তি বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। হে রাজন্ ! তাহারা যদি ত্রয়োদশ বর্ষ ব্রতপালন করত সমর্থ হয়, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমরা রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া মিত্র-সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক বলবিশিষ্ট দুরাধর্ষ বিপুল সৈন্যগণকে সৎ-কৃত করিয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে জয় করিতে পারিব ; অতএব হে পরন্তপ ! ইহাতে আপনার প্রবৃত্তি হউক ; ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তবে তাহাদিগকে শীঘ্র প্রত্যানয়ন কর ; যদি তাহারা অধিক দূর গিয়া থাকে, তথাপি ফিরাইয়া আন ; পাণ্ডবেরা আসিয়া পুনর্ব্বার এইরূপ দ্যূতক্রীড়া করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, কৃপ, বিদুর, অশ্বত্থামা, বীর্যবান্ যুযুৎসু, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম, মহারথ বিকর্ণ, সকলেই বলিলেন, দ্যূতে প্রয়োজন নাই, শান্তি অবলম্বন করুন ; কিন্তু পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র অর্থদর্শী সমুদায় সুহৃদ্গণের অনিচ্ছাতেও পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর পুত্রস্নেহে শোক-কর্ষিতা ধর্ম্মযুক্তা গান্ধারী জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন, এই কুলপাংসন পুত্র জন্মিবামাত্র যখন গোমায়ুর ন্যায় বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন এ অবশ্যই এই কুলের ধ্বংসকারী হইবে, অতএব ইহাকে পরলোক প্রাপ্ত করাই শ্রেয় ; হে ভারত ! আপনি বিদুরের সেই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করুন। স্বীয় দোষে মহাবিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইবেন না। হে প্রভো ! আপনি অশিষ্ট মূর্খদিগের মতে মত দিবেন না ;—কুলের ঘোরতর সংহারের প্রতি কারণ হইবেন না। হে ভরতর্ষভ ! বদ্ধ সেতু ভগ্ন করিতে এবং নির্ব্বাণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে কে উৎসাহ করে ? প্রশান্ত পৃথাপুত্রদিগকে কোন্ ব্যক্তি কোপিত করিতে প্রবৃত্ত হয় ? হে আজমীঢ় ! আপনি সকলই স্মরণ করিতেছেন, তথাপি আমি পুনর্ব্বার আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিকে শাস্ত্র কখন শুভ বা অশুভের নিমিত্ত অনু-শাসন করিতে পারে না। হে রাজন্ ! যাহার মতি বালকের ন্যায়, সে কোন ক্রমেই বৃদ্ধভাব ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ; অতএব আপনিই আমার পুত্রদিগের কার্য্যদর্শী হউন ; তাহারা আপনার পরামর্শানুসারে চলুক, মর্য্যাদাভঙ্গ করিয়া যেন চিরকালের নিমিত্ত আপনাকে পরিত্যাগ না করে। হে রাজন্ ! এক কালে সকলের বিনাশ না হয়, একারণ আপনি আমার বাক্যে এই কুলপাংসন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরাধিপ ! আপনি পুত্রস্নেহ-বশত পূর্ব্বে যে ইহা করেন নাই, তাহার ফল এক্ষণে উপস্থিত হইল অবধারণ করুন ; এই ফল কুল-সংহারের হেতুভূত হইবে। অতএব আপনার শান্তি, ধর্ম্ম ও নয়বিশিষ্টা স্বাভাবিকী যে বুদ্ধি, তাহাই অবলম্বন করুন, প্রমাদযুক্ত হইবেন না। দেখুন, যে রাজলক্ষ্মী ক্রূরকর্ম্ম-দ্বারা সঞ্চিতা হয়, তাহার শীঘ্রই বিধ্বংস হইয়া যায়, আর যাহা মৃদুতা দ্বারা আহৃত হয়, তাহা ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া পুত্রপৌত্রাদি পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করিতে থাকে। অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মদর্শিনী গান্ধারীকে কহিলেন, যদি কুলের বিনাশ হইবার হয় স্বচ্ছন্দে হউক, আমি নিবারণ করিতে পারি না ; উহারা যাহা ইচ্ছা করিতেছে, তাহাই হউক, পাণ্ডবেরা প্রত্যাগমন করুক এবং তাহাদিগের সহিত আমার পুত্রেরা পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করুক।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রাতিকামী ধীসম্পন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে অতিদূরগত পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিল, হে ভারত ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া দিয়াছেন যে, হে পাণ্ডুনন্দন রাজন্ যুধিষ্ঠির ! সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে, আইস, অক্ষনিক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিধাতার নিয়োগক্রমে ভূতগণ শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যদিচ পুনর্ব্বার আমাকে দ্যূতক্রীড়া করিতে হয়, তথাপি তদুভয়ের নিবৃত্তি কস্মিন্ কালেও নাই। একে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান, তাহাতে স্থবিরের নিয়োগানুসারে তাহা হইয়াছে, সুতরাং বিনাশকর জানিলেও আমি কোন ক্রমে তাহা অতিক্রম করিতে উৎসাহী হইতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত নিবৃত্ত হইলেন ; শকুনির প্রতারণা অবগত হইলেও তিনি পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থ গমন করিলেন। হে ভরতর্ষভ ! মহারথ পাণ্ডবগণ সুহৃদ্বর্গের অন্তঃকরণ ব্যথিত করত পুনর্ব্বার সেই সভায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বলোক-সংহারার্থ দৈব-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভের নিমিত্ত যথাসুখে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শকুনি কহিলেন, ভো ভরত-শ্রেষ্ঠ ! বৃদ্ধ রাজা তোমাদিগের ধন যে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার বিষয়ই হইয়াছে ; সংপ্রতি একটি মহাধন পণ নিরূপণ করা গিয়াছে শ্রবণ কর। যদি আমরা তোমাদিগের নিকটে দ্যূতে পরাজিত হই, তাহা হইলে রুরুচর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত মহারণ্যে প্রবেশ করিব এবং ত্রয়োদশ বৎসরে সজন প্রদেশে প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাত হইয়া থাকিব, যদি জ্ঞাত হই, তবে আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিব ; আর যদি তোমরা আমাদিগের নিকটে নির্জ্জিত হও তাহা হইলেও চর্ম্ম পরিধান করিয়া কৃষ্ণার সহিত দ্বাদশ বৎসর বনে নিবসতি করিবে ; ত্রয়োদশ বৎসর পরিসমাপ্ত হইলে, হয় এ পক্ষ, না হয় ও পক্ষ পুনরায় যথোচিত নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। হে ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির ! আইস, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার অক্ষনিক্ষেপপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত দ্যূত-ক্রীড়া কর। অনন্তর সভ্যেরা উদ্বিগ্নমনা হইয়া সকলেই হস্তো-

তোলনপূর্ব্বক আবেগ-সহকারে সভামধ্যে তখন এই কথা বলিলেন অহো ধিক্! এই ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বুদ্ধিদ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিতে পারুন আর না পারুন, বান্ধবেরা ইহাকে মহৎ ভয়ের বিষয় অবগত করিয়া দিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ বহুপ্রকার জনপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও মহাবুদ্ধি নরাধিপ যুধিষ্ঠির লজ্জা ও ধর্ম্ম-সংযোগ হেতুক পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কুরুগণের বিনাশ বুঝি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিবে এইরূপ চিন্তা করত তিনি জানিয়া শুনিয়াই পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্তি করিলেন; কহিলেন হে শকুনে! স্বধর্ম্ম পরিপালনে প্রবৃত্ত মদ্বিধ ক্ষত্রিয় দ্যূতে আহূত হইয়া কিপ্রকারে পরাঙ্মুখ হইতে পারে? অতএব আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। শকুনি কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! বনবাসের নিমিত্ত বহুল ধেনু, গো, অশ্ব, অশেষ ছাগ, মেষ, গজ, কোষ, হিরণ্য, দাস, দাসী, সকলই আমাদিগের এই একমাত্র পণ রহিল; পরাজিত হইলে হয় তোমরা না হয় আমরা অরণ্যে আশ্রিত হইয়া বাস করিব এবং ত্রয়োদশ বৎসরে কোন জনাকীর্ণ প্রদেশে অজ্ঞাত হইয়া থাকিব; হে নরর্ষভগণ! আইস, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ক্রীড়া করি।

হে ভারত! বনবাসের নিমিত্ত উক্ত পণের কথা একবারমাত্র উত্থাপিত হইলেই যুধিষ্ঠির তাহা স্বীকার করিলেন, সুবল-পুত্র শকুনিও অক্ষনিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পরাজিত পৃথাপুত্রেরা বনবাসার্থ দীক্ষিত হইয়া যথাক্রমে অজিন উত্তরীয়-সমস্ত গ্রহণ করিলেন। সেই অরিন্দমগণ ভ্রষ্টরাজ্য ও অজিন সংবৃত হইয়া বনবাসের নিমিত্ত প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া দুঃশাসন তখন এই কথা বলিল, মহাত্মা রাজা দুর্য্যোধনের সাম্রাজ্য আরব্ধ হইল, পাণ্ডুপুত্রেরা পরাজিত হইয়া পরম বিপত্তি প্রাপ্ত হইল। শত্রুগণদ্বারা আমরা যে সমধিক শ্রেষ্ঠ হইলাম, এই নিমিত্তই এই গুণজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ক্রীড়াশীল পুরুষেরা অদ্য স্থলশূন্য সমান পথ দিয়া প্রস্থান করিল। পার্থেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে নিপাতিত হইল, সুখ ও রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়া গেল। সেই যাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগকে উপহাস করিয়াছিল, সেই পাণ্ডবেরা পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে যাইবে। ইহারা যেরূপ নিয়মে সুবল-নন্দনের পণ স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তদনুসারে ইহাদিগের উষ্ণীষ কবচ কিরীটাদি চাকচক্যময় বিচিত্র সন্নাহ ও দিব্য বসনসমস্ত উন্মোচন করিয়া ফেল এবং সকলকেই রুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দাও। "ত্রিভুবন মধ্যে আমাদিগের সদৃশ পুরুষ আর বিদ্যমান নাই" এইরূপ বুদ্ধিতে যাহারা সর্ব্বদাই আত্মশ্লাঘা করিত, সেই পাণ্ডবেরা সংপ্রতি শস্যহীন তিলের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য হইয়া আপনাদিগকে তাহারই বিপরীত জ্ঞান করিবে। যজ্ঞে দীক্ষিত মনস্বিগণের ন্যায়, বলিষ্ঠ পাণ্ডবদিগের এই যে রুরুচর্ম্মবসন দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অদীক্ষিত অসভ্যজাতিদিগের যেমন চর্ম্মবসন, তদ্রূপই বোধ কর। সোমবংশীয় মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন স্বয়ম্বরে স্বীয় কন্যা পাঞ্চালীকে পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিয়া কিছুমাত্র সুকৃত করেন নাই, কেন না যাজ্ঞসেনীর পতি এই পার্থেরা ক্লীব। হে যাজ্ঞসেনি! তুমি নির্ধন, বাসস্থানবিহীন, তুচ্ছ-পরিধান ও অজিনোত্তরীয় পাণ্ডবদিগকে অরণ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কি প্রীতি পাইবে? এই সমাজমধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় অন্য পতি বরণ কর। এই সমবেত কৌরবগণ সকলেই ক্ষান্ত, দান্ত ও বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন; ইহাঁদিগের মধ্যে তুমি একজনকে পতিত্বে বরণ কর; উপস্থিত দশাবিপর্য্যয় তোমাকে যেন আকর্ষণ না করে। শস্যহীন তিল, চর্ম্মময় মৃগ ও তণ্ডুলশূন্য তৃণধান্য যেমন নিষ্ফল, পাণ্ডবেরাও সকলে সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে, অতএব পতিত পাণ্ডবদিগকে তুমি কেন উপাসনা কর? ষণ্ডতিলসকলের উপাসনা করা কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র।

নৃশংস দুঃশাসন পৃথানন্দনগণকে এইরূপ পরুষবাক্য সমস্ত শ্রবণ করাইল। অতিক্রোধী ভীমসেন সেই সকল কথা শুনিয়া রোষভরে অতিমাত্র নিপীড়িত হইয়া, হিমাচলস্থ সিংহ যেমন শৃগালের অভিমুখবর্ত্তী হয়, সেইরূপ সহসা তাহার সন্নিহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভৎর্সনা করত কহিলেন, অরে ক্রূর! তুই পাপজনসেবিত অসম্বন্ধ বাক্যের প্রলাপ করিতেছিস্; কেবল শকুনির বিদ্যাবলেই তুই রাজগণমধ্যে এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিস্; বাক্যরূপ শরনিকরদ্বারা তুই যেমন আমাদিগকে নিরতিশয় মর্ম্মপীড়া দিতেছিস্, সেইরূপ সমরে আমি তোর মর্ম্মচ্ছেদন করত ইহা স্মরণ করাইয়া দিব এবং যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশানুগামী হইয়া রক্ষকরূপে তোর অনুবর্ত্তন করিতেছে, তাহাদিগকেও বন্ধুবান্ধবগণেরসহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অজিনবাসিত বৃকোদর, ধর্ম্মানুরোধে বৈরনির্য্যাতনের পথ বদ্ধ থাকায় কেবল বাক্যদ্বারা এই প্রকার ভৎর্সনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুঃশাসন তাঁহাকে "ওরে গরু। ওরে গরু।" এইরূপ আহ্বান করত নির্লজ্জ হইয়া কুরুগণমধ্যে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল। ভীমসেন কহিলেন, রে নৃশংস দুঃশাসন! তুই কি পুরুষোক্তি করিতে পারিস? প্রতারণাদ্বারা ধনলাভ করিয়া কোন ব্যক্তির শ্লাঘা করা উচিত হয়? সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যদি রক্তপান করিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথানন্দন বৃকোদর যেন পুণ্যলোকে গমন করিতে না পায়। আমি তোরে এই সত্যকথা বলিতেছি যে, শত্রুসংহারে লালসান্বিত সকল ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে রণে নিহত করিয়া অচিরে শান্তিলাভ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সভা হইতে নির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে মন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে লীলাসম্বলিত স্বীয় গতিদ্বারা সিংহতুল্য গমনশীল ভীমসেনের গতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর অর্দ্ধকায় আবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রে মূঢ়! ইহাতেই কৃতার্থ হইলি এমন মনে করিস্ না, কেন না আমি তোকে সসহায়ে ও সবান্ধবে নিহত করিবার সময়ে স্মরণ করাইয়া দিয়া শীঘ্রই ইহার প্রত্যুত্তর করিব। অভিমানী বলবান্ ভীম আপনার অবমান পর্য্যালোচন করিয়া এইরূপে ক্রোধসম্বরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্গামী হইয়া নির্গমন করিতে করিতে কৌরবগণের সভায় এই কথা বলিলেন, আমি দুর্য্যোধনকে নিহত করিব,

ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করিবেন, আর সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে নিপাতিত করিবেন। সভামধ্যে আমি আরও এই এক মহৎ বাক্যের উল্লেখ করিতেছি, যদি আমাদিগের যুদ্ধ ঘটনা হয়, তবে দেবতারা অবশ্যই ইহা সত্য করিবেন; আমি গদাদ্বারা সমরে এই পাপাত্মা সুযোধনকে নিপাতিত করিব এবং গদাদ্বারা ভূতলে ইহার মস্তকোপরি অধিষ্ঠান করিব। অপিচ মৃগরাজ যেমন ক্ষুদ্রপশুর রক্তপান করে, তদ্রূপ এই বাক্যশূর নিষ্ঠুর দুরাত্মা দুঃশাসনের রুধির পান করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! সজ্জনগণের অধ্যবসায় কথায় জানা যায় না! অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে যে কাণ্ড হইবে, তাহা উঁহারা দেখিতেই পাইবে। ভীমসেন কহিলেন, তখন পৃথিবী দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারিজন দুরাত্মার রক্তপান করিবেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃকোদর! আপনার নিয়োগানুসারে সমরে আমি অসূয়াকারী, বিদ্বেষী, কটুভাষী ও মিথ্যাশ্লাঘাপূর্ণ কর্ণকেনিপাতিত করিব। ভীমের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন-বাসনায় অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে,আমি সংগ্রামে শরনিকর-দ্বারা কর্ণকে তাহার অনুগামী সহায়বর্গকে নিহত করিব; অপিচ অন্য যে কোন নরপতিগণ বুদ্ধিমোহ-প্রযুক্ত আমার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগের সকলকেও আমি বাণদ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিব; আমার এই প্রতিজ্ঞা যদি অন্যথা হয়, তবে হিমাচলও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে, সূর্য্যও প্রভাশূন্য হইতে পারেন এবং চন্দ্র হইতেও শৈত্য গুণ অপগত হইতে পারে। অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর দুর্য্যোধন যদি সম্যক্ সৎকারপূর্ব্বক রাজ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই এই সত্য সফল হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থ এই কথা বলিলে পর মাদ্রবতী-নন্দন শ্রীমান্, প্রতাপবান্, সহদেব সুবলতনয়ের বধাভিলাষী হইয়া বিপুল বাহুদণ্ড পরিচালন-পূর্ব্বক ক্রোধ-লোহিতনয়নে পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এই উক্তি করিলেন। সহদেব কহিলেন, গান্ধারগণের যশোবিলোপী অরে মূঢ়! তুমি যে গুলাকে অক্ষ বলিয়া মনে করিতেছ, ও সকল অক্ষ নহে, নিশিত বাণ; তুমি সমরে ঐ শর সমস্ত বরণ করিয়াছ। ফলত তোমাকে ও তোমার বান্ধবগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভীম যেরূপ বলিলেন, আমি অবশ্যই সে কর্ম্ম করিব; অতএব যদি তোমার কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তবে এই সময়ে সে সকল করিয়া লও। হে সৌবল! তুমি যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে অবস্থিত হও, তাহা হইলে আমি বলসহকারে যুদ্ধে নিশ্চয়ই তোমাকে সবান্ধবে নিহত করিব সন্দেহ নাই। হে মনুজেন্দ্র! সহদেবের বচন শ্রবণে অতি সুন্দরমূর্ত্তি নকুল ও এই কথা বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের যে সকল পুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয়-কার্য্যে অবস্থিত হইয়া দ্যূতক্রীড়া সময়ে এই দ্রুপদনন্দিনীকে কঠোর-কটুবাক্য সমস্ত শ্রবণ করাইয়াছিল, সেই কালপ্রেরিত মরণাভিলাষী দুর্ব্বৃত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমি কিলক্ষণ রূপে শমন-সদন সন্দর্শন করাইব। ধর্ম্মরাজের নিদেশক্রমে আমি দ্রৌপদীর ক্লেশ সমুদায় স্মরণকরত পৃথিবীকে অচিরেই ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্যকরিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,সেই বিশালবাহু পুরুষব্যাঘ্রেরা সকলে এই রূপ বিস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ভরতবংশীয় সমুদায় ব্যক্তিগণের নিকটে বিদায় লইতেছি; বৃদ্ধপিতামহ রাজা সোমদত্ত মহারাজ বাহ্লিক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, অন্যান্য নরপতি সকল বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও তদীয় সমুদয় পুত্রগণ, যুযুৎসু, সঞ্জয় ও অপর সভাসদ্বর্গ, সকলেই আমন্ত্রণপূর্ব্বক গমন করিতেছি, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাসদ্গণ তখন লজ্জায় অবনত হইয়া রহিলেন, যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিলেন না; কেবল মনে মনে তাঁহারা সেই ধীমানের কল্যাণচিন্তা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, কল্যাণী রাজনন্দিনী আর্য্যা পৃথা, সুকুমারী, বৃদ্ধা ও চিরকাল সুখসেবিতা, সুতরাং অরণ্য গমনের যোগ্যা নহেন; অতএব হে পার্থগণ! তিনি এই স্থানে আমার ভবনে সৎকৃতা হইয়া অবস্থান করিবেন, ইহা তোমরা অবগত হও, তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে অনাময় হউক। পাণ্ডবেরা কহিলেন, হে অনঘ! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য পিতৃব্য ও পরম আশ্রয়স্থান; অতএব আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে। হে বিদুর! আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য, যেহেতু আপনি আমাদিগের পরম গুরু। হে মহামতে! সম্প্রতি আর যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহাও বিধান করুন। বিদুর কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আমার এই মত বিশেষরূপে অবগত হও; অধর্ম্মদ্বারা পরাজিত হইলে কেহ পরাভব জন্য ব্যথিত হয় না। তুমি ধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে বিজেতা, ভীমসেন শত্রুগণের নিহন্তা,নকুল অর্থসংগৃহীতা, সহদেব সংযমী, ধৌম্য উত্তম বেদজ্ঞ এবং ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীও ধর্ম্মার্থবিষয়ে সুনিপুণা; তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয় ও প্রিয়কারী, সুতরাং শত্রুগণকর্ত্তৃক অভেদ্য হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে; তোমাদিগের এ অবস্থায় কে না স্পৃহা করিতে পারে? হে ভারত! তোমার এই যোগসাধন সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের আকর; শত্রুসদৃশ শত্রুও ইহা সহ্য করিতে পারে না পূর্ব্বে হিমাচলে মেরুসাবর্ণি, বারণাবত নগরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভৃগুতুঙ্গে পরশুরাম ও দৃষদ্বতী নদীতীরে শম্ভু তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন; তুমি অঞ্জন পর্ব্বতে মহর্ষি অসিতের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলে এবং কাল্মষীতীরবাসী ভৃগুরও শিষ্য হইয়াছিলে, সম্প্রতি নারদ ও তোমার এই পুরোহিত ধৌম্য সতত জ্ঞানদর্শী হইবেন। হে পাণ্ডব! পরলোক-বিষয়ে ঋষিপূজিত, সেই উপদেশ তুমি পরিত্যাগ করিও না। তুমি বুদ্ধিতে ইলাপুত্র পুরূরবাকে, শক্তিতে অন্য নর পতি-গণকে এবং ধর্ম্মের উপাসনায় ঋষিগণকে জয় করিয়া থাক, অতএব ইন্দ্রের গুণ বিজয়ে, যমের গুণ কোপ সম্বরণে, কুবেরের গুণ দানে এবং বরুণের গুণ সংযমে কৃতসংকল্প হও; অপিচ চন্দ্র হইতে আহ্লাদকারিতা, জল হইতে উপজীব্যতা, পৃথিবী হইতে ক্ষমা,সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমগ্র তেজ, বায়ু হইতে বল ও সমুদয় ভূতবর্গ হইতে আত্মসম্পত্তি-সমস্ত লাভ কর। তোমাদিগের নিরাময় মঙ্গল হউক? সম্প্রতি শুভগমন কর, পুনরায় আগত হইলে তোমাদিগকে সন্দর্শন করিব। হে যুধিষ্ঠির! আপদ্ধর্ম্ম, অর্থকৃচ্ছ্র ও সমস্ত কার্য্য-বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা যথোপযুক্তরূপে আচরণ করিও। হে কৌন্তেয়! সংপ্রতি বিদায়

প্রাপ্ত হইলে শুভগমন কর। হে ভারত! পূর্ব্বে তোমরা কিছুমাত্র পাপাচরণ করিয়াছ, এ কথা কেহ বলিতে পারে না, অতএব আমরা অবশ্যই তোমাকে কৃতার্থ ও কল্যাণযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর এইরূপ উক্তি করিলে সত্যবিক্রম পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির "যে আজ্ঞা," বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে নমস্কার করিয়া প্রস্থিত হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রস্থানোন্মুখী পাঞ্চালী দুঃখে অতিমাত্র কাতরা যশস্বিনী কুন্তী সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার ও তথায় অন্য যে সকল মহিলাগণ ছিলেন,তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সকলকে যথাযোগ্য বন্দন ও আলিঙ্গন করিয়া তিনি গমনে উদ্যতা হইলে পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরে মহান্ আর্ত্তনাদ উঠিল। দ্রৌপদীকে গমন করিতে দেখিয়া কুন্তী অতিশয় সন্তপ্তা হইয়া শোকগদ্গদ বচনে অতিকষ্টে এই কথা বলিলেন, বৎসে! তুমি শীল আচরণসম্পন্না এবং স্ত্রীধর্ম্ম-সকলের অভিজ্ঞা; অতএব এই ঘোর বিপদ প্রাপ্ত হইয়াও তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। হে শুচিস্মিতে! তুমি স্বামিগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে, তাহার উপদেশ করিবার আর প্রয়োজন নাই, যেহেতু তুমি সাধ্বী ও গুণবতী; তোমার গুণে কুলদ্বয় অলঙ্কৃত হইয়াছে। হে অনঘে! তোমার কোপানলে কৌরবেরা যে দগ্ধ হয় নাই,তাহাতে ইহাদিগকে ভাগ্যবন্ত বলিতে হইবে। হে বৎসে! আমার শুভানুধ্যানে বর্দ্ধিতা হইয়া তুমি পথে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে গমন কর; দেখ,অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে সাধ্বী স্ত্রীদিগের চিত্তবিকার জন্মে না; গুরুতর ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করিবে। বনবাসসময়ে আমার পুত্র সহদেবকে তুমি সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিও, এই ঘোর ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া এই অভিমানীর মন যেন কখন অবসন্ন না হয়। ঋতুমতি একবসন-ধারিণী মুক্তকেশী যাজ্ঞসেনী "যে আজ্ঞা,"বলিয়া অজস্র-বিগলিতবাষ্পাকুললোচনে বিনির্গতা হইলেন। তিনি বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে লাগিলেন, কুন্তীও দুঃখভরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রদিগকে অবলোকন করিলেন; দেখিলেন, তাঁহাদিগের আভরণ ও বসনসমস্ত হরণ করিয়া লইয়াছে রুরুচর্ম্মদ্বারা তাঁহাদিগের শরীর আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাঁহারা লজ্জায় কিঞ্চিৎ অবনতমুখ হইয়া রহিয়াছেন, শত্রুরা অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং সুহৃদ্গণ তাঁহাদিগের,নিমিত্ত শোক করিতেছেন। অতি স্নেহবতী কুন্তী তাঁদৃশাবস্থাম্বিত পুত্রসকলের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আলিঙ্গন করত শোকাকুলচিত্তে বহুতর বিলাপোক্তি করিতে লাগিলেন; কহিলেন হে পুত্রগণ! তোমরা অনুত্তম, ধর্ম্ম ও চরিত্র সমন্বিত আচার ও মর্য্যাদা বিভূষিত, মহানুভাব, গুরুভক্ত এবং সতত দেবারাধনও যজ্ঞসাধনপরায়ণ; তথাপি কি প্রকারে তোমাদিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইল? হায়! একি বিধিবিপর্য্যয়! কাহার অপকার চিন্তা করিয়া তোমাদিগের এই পাপ ঘটনা হইল, আমি বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি না। ইঁহাকে আমারই ভাগ্যের দোষ বলিতে হইবে। আমি তোমাদিগের জননী হইয়াছি বলিয়াই তোমরা উত্তম গুণযুক্ত হইয়াও নিরতিশয় দুঃখ ও আয়াসভোগী হইলে! তোমরা বীর্য্যে, সত্ত্বে, বলে, উৎসাহে ও তেজে কৃশ নহ, এক্ষণে সম্পত্তিবিনাশে কৃশ হইয়া কি প্রকারে দুর্গম বনে বাস করিবে? চিরকাল বনমধ্যেই তোমাদিগকে বাস করিতে হইবে, ইহা যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি আর পাণ্ডুর পরলোকান্তে শতশৃঙ্গ হইতে হস্তিনায় আসিতাম না! পুত্রবিষয়িণী মনোবেদনা না পাইয়া যিনি স্বর্গগমনের ইচ্ছাকেই প্রীতিকারী বোধ করিয়াছিলেন, তোমাদিগের সেই পিতাকে আমি ধন্য জ্ঞান করিতেছি, তাঁহার তাদৃশ তপস্যা ও মেধা ছিল বলিয়াই মরণেচ্ছা হইয়াছিল। সেই ধর্ম্ম-বেদিনী মাদ্রীকেও আমি অদ্য ধন্যা বলিয়া মানিতেছি, বোধ হয় তাহার অতীন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান ছিল, এ কারণ সে পরমা গতি লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকারেই কল্যাণশালিনী হইয়াছে। হায়! আমার জীবনের প্রতি যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতিই আমাকে রতি, মতি ও গতিতে বঞ্চিতা করিয়াছে। আমার জীবন কেবল সম্পূর্ণ ক্লেশভোগের নিমিত্তই হইয়াছে, আমাকে ধিক্! হে বৎসগণ! তোমরা আমার অতিশয় প্রীতি-ভাজন ও সাধু। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি অতিকষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি, আমি তোমাদিগের সঙ্গে বনে যাইব। হা কৃষ্ণে! কেন আমাকে পরিত্যাগ কর? হায়! জীবনের ধর্ম্ম এই যে, ইহার বিনাশ হইয়া থাকে; তবে কি আমার বিনাশবিধান করিতে বিধাতা বিস্মৃত হইয়াছেন? তাহাতেই কি আয়ু আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হা কৃষ্ণ! হে দ্বারকা-বাসিন্! হে রামানুজ! তুমি কোথায় রহিলে। এই ঘোর দুঃখ হইতে আমাকে ও এই নরোত্তমগণকে পরিত্রাণ করিতেছ না কেন? লোকে বলিয়া থাকে যে, তুমি অনাদি ও অনন্ত; যে সকল মনুষ্যেরা তোমাকে একান্তচিত্তে চিন্তা করে, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর, তবে সেই প্রবাদ এখন মিথ্যা হইল কেন? আমার এই পুত্রেরা সত্যধর্ম্ম? মহাত্মা যশ ও বীর্য্যের অনুবর্ত্তী, সুতরাং দুঃখভোগের যোগ্য নহে; ইহাদিগের প্রতি দয়া করা তোমার উচিত—হায়! নীতি ও অর্থাভিজ্ঞ কুলনাথ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাদি বিদ্যমান থাকিতে কি প্রকারে এই আপদ্ উপস্থিত হইল! হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ! শত্রুরা তোমার সচ্চরিত্র পুত্রদিগকে দ্যূতে পরাজয় পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিতেছে, তুমি কিপ্রকারে ইহা উপেক্ষা করিতেছ!—বৎস সহদেব! নিবৃত্ত হও! তুমি যে আমার শরীর অপেক্ষাও প্রিয়! আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকা উচিত। হে মাদ্রেয়! আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমার এই ভ্রাতৃগণ যদি একান্তই সত্যপালনে কৃতসংকল্প হয়, গমন করুক, তুমি এই খানেই থাকিয়া আমার পরিত্রাণ জন্য পরম ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন,পাণ্ডবগণ এইরূপ বিলাপকারিণী কুন্তীকে সান্ত্বনা ও বন্দনা করিয়া নিরানন্দমানসে বনবাসের নিমিত্তই প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্ষত্তা, বিদুর স্বয়ং অতিশয়কাতর হইলেও সেই শোকাতুরা কুন্তীকে হেতুগর্ভ বচনাবলিদ্বারা আশ্বাসিতা করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করাইলেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণ দ্যূতমণ্ডলে কৃষ্ণার পরিকর্ষণ ও বনগমনের বৃত্তান্ত আদ্যো-

পান্ত শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগকে অতিশয় নিন্দা করত সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং করতলে মুখকমল ধারণ করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তখন পুত্রগণের অনয় চিন্তা করত উদ্বিগ্নহৃদয় হইয়া কোন ক্রমে শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি চঞ্চলচিত্তে চিন্তা করিতে করিতে শোকে ব্যাকুলমনা হইয়া "শীঘ্র আগমন কর," এই বলিয়া বিদুরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিদুর নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের নিবেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনিও সম্পূর্ণ উদ্বিগ্নমানসে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ-সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেন শঙ্কান্বিত হইয়া সেই সমাগত দীর্ঘদর্শী বিদুরকে জিজ্ঞাসিলেন, হে ক্ষত্ত? ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কি প্রকারে গমন করিতেছেন এবং ধৌম্য ও যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কিরূপে যাইতেছেন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; তাঁহাদিগের গমনের প্রকার সমস্ত তুমি বর্ণন কর। বিদুর কহিলেন, হে নরেন্দ্র! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বস্ত্র দ্বারা মুখাচ্ছাদনপূর্ব্বক গমন করিতেছেন; ভীম বিশাল-বাহুযুগল অবলোকন করিতে করিতে যাইতেছেন; সব্যসাচী বালুকা-বিকিরণ করিতে করিতে রাজার অনুগামী হইতেছেন; মাদ্রীকুমার সহদেব মুখলিপ্ত করিয়া যাইতেছেন; লোকমধ্যে পরমদর্শনীয়-মূর্ত্তি নকুল সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লেপনপূর্ব্বক বিহ্বলচিত্তে রাজার অনুগমন করিতেছেন; আয়তনয়না দর্শনীয়া কৃষ্ণা কেশকলাপ দ্বারা মুখাবরণ করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগামিনী হইতেছেন; এবং ধৌম্য হস্তে কুশ লইয়া যমদেবতা-সংক্রান্ত ভীষণ সামমন্ত্র সমস্ত গান করিতে করিতে পথিমধ্যে গমন করিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! পাণ্ডবেরা ত নানা প্রকার আকার ভঙ্গী করিয়া প্রস্থিত হইতেছে, পরন্তু কি কারণে তাহারা এরূপ করিয়া যাইতেছে, তাহা আমাকে বল। বিদুর কহিলেন, হে ভারত! আপনার পুত্রগণকর্ত্তৃক স্বয়ং প্রতারিত এবং রাজ্য ও ধন সমস্ত অপহৃত হইলেও ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজের বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতেছে না। তিনি আপনার পুত্রদিগের প্রতি নিয়তই দয়াবান্; সম্প্রতি তাহাদিগেরই প্রতারণায় রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ক্রোধে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিতেছেন না। "আমি ঘোরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া পাছে প্রজাগণকে নিঃশেষে দগ্ধ করি" এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মুখাবরণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। হে ভরতর্ষভ! ভীম যে প্রকারে যাইতেছেন, তাহাও আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। "বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই," এই মনে করিয়া বাহুসম্পত্তিদর্পিত ভীমসেন শত্রুদিগের প্রতি বাহুবলের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে করিতে প্রস্থিত হইতেছেন। সব্যসাচী অর্জ্জুন সময়সময়ে শরসম্পাতের নিদর্শন প্রদর্শন করত বালুকা বিকিরণ করিতে করিতে রাজার অনুগামী হইতেছেন। হে ভারত! সম্প্রতি সিকতা সকল তাঁহার হস্ত হইতে যেমন অনায়াসে অজস্র বিনির্গত হইতেছে, সেইরূপ শত্রুগণের প্রতি তিনি অনায়াসে অবিরত শরবর্ষ নিপাতিত করিবেন। হে ভরতনন্দন! "অদ্য যেন কেহ আমার মুখ চিনিতে না পারে," এই মনে করিয়া সহদেব বদন লেপন পূর্ব্বক গমন করিতেছেন। হে প্রভো! "পথি মধ্যে আমি যেন রমণীগণের মন হরণ না করি," এই ভাবিয়া নকুল সর্ব্বাঙ্গে ধূলিলেপ করিয়া যাইতেছেন। রজস্বলা, শোণিতাক্ত একমাত্র আর্দ্র-বসনধারিণী, মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছিলেন যে, যাহাদের নিমিত্ত আমার এই দশা হইল, তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা ত্রয়োদশ বৎসরের পর পতি পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও প্রিয়জনগণ নিহত হইলে সকলের তর্পণ করিয়া এইরূপ বহুশোণিত লিপ্তাঙ্গী ও মুক্তকেশী হইয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে। হে ভারত! প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরোহিত ধৌম্য নৈঋতকোণাভিমুখে কুশ ধারণ করিয়া যমদৈবত সাম-সমস্ত গান করত অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। তিনি "কৌরবেরা সংগ্রামে নিহত হইলে তাহাদিগের গুরুগণ এইরূপে সামগান করিবেন," এই কথা বলিয়াই গমন করিতেছেন। পুরবাসী জনগণ অতিমাত্র দুঃখার্ত্ত হইয়া হাহাকার রবে পুনঃ পুনঃ এইরূপ আক্ষেপ করিতেছে যে, "দেখ, আমাদিগের অধীশ্বরগণ ঈদৃশ দুরবস্থায় গমন করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধ কৌরবেরা লোভ প্রযুক্ত পাণ্ডুর উত্তরাধিকারীদিগকে রাষ্ট্র হইতে যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের বালকের ন্যায় এই ব্যবহারকে ধিক্! হা! পাণ্ডুনন্দনগণ বিরহে আমরা সকলেই অনাথ হইলাম! লোভপরতন্ত্র দুর্ব্বিনীত কৌরবদিগের প্রতি আমাদিগের প্রীতি কি?" হে নরেন্দ্র! মনস্বী কৌন্তেয়গণ উক্তপ্রকার আকার-লক্ষণদ্বারা মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করত বনপ্রস্থান করিয়াছেন। সেই নরবরেরা ঐরূপে হস্তিনা হইতে নির্গত হইলে পর বিনামেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল; ভূমিকম্প হইতে লাগিল; পর্ব্বকাল না হইলেও রাহু আদিত্যকে গ্রাস করিল; নগরকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া উল্কাপাত হইল এবং মাংসভোজী গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়স সকল দেবালয়, চৈত্য, প্রাকার ও অট্টালিকায় বসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হে রাজন্! আপনার কুমন্ত্রণায় ভরতকুলের বিনাশার্থ এইরূপ অসামান্য ঘোরতর মহোৎপাতসমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ বিদুর উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সুবিপুল ব্রাহ্মলক্ষ্মী-বিরাজিত দেবর্ষিসত্তম নারদ মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে কৌরবদিগের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই ভয়ঙ্কর বাক্যের উক্তি করিলেন যে, অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে কৌরবেরা দুর্য্যোধনের অপরাধ হেতু ভীমার্জ্জুনের বলদ্বারা বিনষ্ট হইবে। এইকথা বলিয়া তিনি আকাশমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি দ্রোণাচার্য্যকে আশ্রয়স্থান বিবেচনা করিলেন এবং তাঁহার হস্তেই রাজ্য সমর্পণ করিয়া দিলেন। তৎপরে দ্রোণ, অমর্ষণ দুর্য্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ ও সমুদায় ভারতগণকে কহিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা দেবপুত্র পাণ্ডবগণকে অবধ্য বলিয়া থাকেন; পরন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সমুদয় রাজমন্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে শরণা-

পন্ন হইয়া আমাকে অবলম্বন করিলেন, সুতরাং আমার যেমন শক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে; আমি কোনক্রমেই ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; কি করি দৈবই সমধিক বলবান্। হে কৌরবগণ! পাণ্ডুপুত্রেরা ধর্ম্মত পরাজিত হইয়া বনে যাইতেছেন; তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর তথায় বাস করিবেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে রোষ ও অমর্ষের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণ দুঃখজন্য মহতী শত্রুতার নির্য্যাতন করিবেন, সন্দেহ নাই। হে ভারত! পূর্ব্বে সখ্যসংগ্রামে আমি দ্রুপদ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলাম, সেই কোপে তিনি আমার বধোদ্দেশে পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যাজ ও উপযাজের তপস্যায় বেদীমধ্যগত হুতাশন হইতে পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কন্যা অনিন্দিতা কৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট সেই দেবদত্ত পুত্র শরাসন, শর ও কবচধারী হইয়া উৎপন্ন হয়; আমি মরণ-ধর্ম্মশীল, সুতরাং ঐ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে আমার মহাভয় রহিয়াছে। হে নরর্ষভ! দ্রুপদতনয় পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়াছে; অতএব আমাকে নিতান্তই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া তোমার শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, যেহেতু সে যে আমার বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন, ইহা আমিও শুনিয়াছি এবং লোকমধ্যেও সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তোমাকে মহান্ হত্যাকাণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই সেই কালপর্য্যায় আগতপ্রায় হইল। অতএব তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া যাহাতে শ্রেয় হয় তাহা কর, পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইলে বলিয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য মনে করিও না। তোমাদিগের এই সুখ, হেমন্তকালে তালবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী; অতএব হে ভারত! তোমরা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ভোগ্য বস্তুসকলের সম্ভোগ কর। হে ভারতগণ! কৃষ্ণা যখন সভায় উপনীতা হইয়াছিলেন, তখন তত্ত্বদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যে কথা বলিয়াছিলেন, পরিণামে তোমাদিগের তাহাই ঘটিবে। হে রাজন্! পাঞ্চালরাজের দুহিতা দৈবসম্ভূতা অনুত্তমা লক্ষ্মীস্বরূপা যে এই পাঞ্চালী পাণ্ডবদিগের সহচারিণী হইতেছেন, অমর্ষণ পৃথানন্দনেরা, মহাধনুর্দ্ধারী বৃষ্ণিগণ, অথবা অমিত তেজস্বী পাঞ্চালবর্গ, কেহই তাহার পরিক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ বাসুদেবকর্ত্তৃক রক্ষিত এবং পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া বীভৎসু পুনর্ব্বার আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল ভীমসেন গদাগ্রহণপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে করিতে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় সমাগত হইবেন। অনন্তর ধীসম্পন্ন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নরাধিপেরা কোনক্রমে সুস্থির থাকিতে পারিবেন না এবং ভীমের গদাবেগও সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই হেতু পৃথাপুত্রদিগের সহিত বিগ্রহে আমার কদাচ রুচি হয় না, আমি কৌরবগণ অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদাই সমধিক বলিষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। হে দুর্য্যোধন! অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তোমাকে মহান্ হত্যাকাণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইহা অবধারণ করিয়া যাহা উচিত হয় কর; যদি তোমার মত হয়, তবে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে নিবদ্ধ হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণের বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন, ক্ষত্ত! গুরু উত্তম বলিতেছেন, তুমি পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আন; সেই বৎসগণ যদি একান্তই নিবৃত্ত না হয়, তবে সংকৃত ও ভোগবন্ত হইয়া শস্ত্র, রথ ও পদাতির সহিত গমন করুক।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা দুরোদরে পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর, জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র চিন্তাবিষ্ট হইলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চঞ্চলচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি পাণ্ডবদিগকে রাজ্য হইতে অরণ্যে প্রবাসিত করিয়া বসুসম্পূর্ণা সম্পূর্ণ বসুন্ধরার একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, তবে আর এখন অনুশোক করিতেছেন কেন? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যুদ্ধবিশারদ ও মিত্রসম্পন্ন মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যাঁহাদের বিরোধ হইবে তাহাদিগের আর শোকের অপ্রতুল কি? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই যে মহান্ বিরোধ উপস্থিত, যাহাতে সমুদয় মনুষ্যলোক উৎসন্নপ্রায় হইবে, ইহা আপনারই পুণ্য-প্রকাশ; যেহেতু আপনার পুত্র অতি দুরাত্মা নির্লজ্জ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও "পাণ্ডবদিগের প্রিয়তমা ভার্য্যা ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন কর" এই বলিয়া সূতপুত্রপ্রাতিকামীকে প্রেরণ করিয়াছিল। দেবতারা যেপুরুষকে পরাভব প্রদান করেন, অগ্রে তাহার বুদ্ধি হরণ করিয়া লন; তাহাতে সে বিপরীত ভাবসমস্তই দেখিতে পায়। বুদ্ধি কলুষিতা হইলে বিনাশ উপস্থিত হয়; বিনাশ উপস্থিত হইলে নয়েরন্যায় প্রতীয়মান বাস্তবিক অনয় হৃদয় হইতে অপগত হয় না। তাহার বিনাশের নিমিত্ত তৎকালে অনর্থ সকল অর্থরূপে এবং অর্থসমস্ত অনর্থরূপে প্রতীত হইয়া উঠে এবং সেইরূপ প্রত্যয়েই তাহার রুচি হয়। কাল কিছু স্বয়ং দণ্ড উত্তোলন করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; কালের বল এইমাত্র যে, তদ্দ্বারা বিপরীত অর্থের দর্শন হয়। দুরাত্মারা তপস্বিনী পাঞ্চালীকে সভামধ্যে পরিকর্ষণ করিয়া এই লোমহর্ষণ ঘোরতর তুমুলকাণ্ড প্রাপ্ত হইল। দুর্দ্দ্যূতদেবী দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সেই অযোনিসম্ভূতা, অগ্নির কুলে উৎপন্না, রূপবতী, সর্ব্বধর্ম্মবেদিনী মনস্বিনীকে পরাভবপূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিতে পারে? আহা! স্ত্রীধর্ম্মিণী শোণিত-পরিপ্লুতা একবস্ত্রা বরারোহা পাঞ্চালী সভামধ্যে উপনীতা হইলে পর, পাণ্ডবদিগের মুখাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দেখিলেন, তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব, হৃতরাজ্য, হৃতবস্ত্র, হৃতশ্রী, সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু হইতে বঞ্চিত ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং ধর্ম্মপাশে নিগড়িত হওয়ায় এইরূপ প্রতীত হইতেছেন, যেন তাঁহাদিগের বিক্রম প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। তৎকালে দুর্য্যোধন ও কর্ণ তাদৃশ কুরবস্থার অযোগ্যা দুঃখিতা ও ক্রোধপরীতা কৃষ্ণাকে কুরুসভামধ্যে বিস্তর কটূক্তি করিয়াছিল। হে রাজন্! এই সমস্ত ব্যাপার তুমুল অনর্থের মূল বলিয়া আমার বোধগম্য হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রৌপদীর কাতর-কটাক্ষে সমগ্র মহীমণ্ডলও দগ্ধ হইতে পারে, এখন কি আর আমার পুত্রগণের মধ্যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে? ভারতকুলের মহিলারা

পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মচারিণী রূপযৌবনশালিনী পাঞ্চাল-নন্দিনীকে সভাগামিনী হইতে দেখিয়া সকলেই গান্ধারীর সহিত সমবেত হইয়া ভৈরবরবে রোদন করিয়াছিল এবং প্রজা-বর্গের সহিত এখনও নিত্য নিত্য অনুশোক করিতেছে। ব্রাহ্মণেরাও দ্রৌপদীর পরিকর্ষণে কুপিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সায়াহ্ন-সময়ে কেহই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত ও মহান্ বজ্রনিনাদ হইয়াছিল, অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাসকল পতিত হইয়াছিল এবং রাহুগ্রহ প্রজাগণের ঘোরতর ভয় উৎপাদন করত অকালে সূর্য্যকে গ্রাস করিয়াছিল। অপিচ ভরতকুলের অকল্যাণের নিমিত্ত তৎকালে রথশালায় হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ধ্বজসমস্ত বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্রগৃহে শৃগালসকল ঘোর-নিনাদে রোদন করিয়াছিল এবং গর্দ্দভেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল। হে সঞ্জয়! অনন্তর মহামনা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে আমি বিদুরের পরামর্শানুসারে কৃষ্ণাকে বলিলাম, তোমার যে কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়, আমি সেই বরপ্রদানে প্রস্তুত আছি। তাহাতে পাঞ্চালী পাণ্ডবদিগের দাসত্ব মোচন প্রার্থনা করিলেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে রথ ও শরাসনের সহিত স্বাধীন হইতে অনুজ্ঞা দিলাম। অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর কহিলেন, "কৃষ্ণা যে আপনাদিগের সভায় উপনীতা হইলেন, ইহাই ভরতকুলের অন্তিমদশা হইল। পাঞ্চাল-রাজের দুহিতা দৈব-সম্ভূতা অনুত্তমা লক্ষ্মীস্বরূপা যে এই পাঞ্চালী পাণ্ডবদিগের সহচারিণী হইতেছেন, এই অমর্ষণ পৃথানন্দনেরা, মহাধনুর্দ্ধারী বৃষ্ণিগণ অথবা মহারথ পাঞ্চালবর্গ, কেহই তাঁহার পরিক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ধনঞ্জয় সেই সত্যসন্ধ বাসুদেব-কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া অবশ্যই আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল ভীমসেন দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় গদা সঞ্চালন করিতে করিতে সমাগত হইবেন। অনন্তর ধীসম্পন্ন অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নরাধিপেরা কোনক্রমেই সুস্থির থাকিতে পারিবেন না এবং ভীমের গদাবেগও সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই হেতু পৃথাপুত্রদিগের সহিত সন্ধি করাই আমার নিয়ত অভিমত হয়, বিগ্রহ নহে; আমি কৌরবগণ অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদাই সমধিক বলিষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। তাহার এই এক প্রমাণ দেখুন, বৃকোদর বাহুমাত্র শস্ত্রদ্বারা, মহাদ্যুতি বলসম্পন্ন রাজা জরাসন্ধকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। অতএব হে ভরতর্ষভ মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই আপনার কর্ত্তব্য; আপনি বিনাবিতর্কে উভয় পক্ষের সংযোগ বিধান করুন, তাহা হইলেই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন।" হে সঞ্জয়! বিদুর এইরূপ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত হিতবাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পুত্রহিতৈষী হইয়া তাহা গ্রহণ করি নাই।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

## সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

৭। পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন।



পাণ্ডবগণ শস্ত্র-ধারণ-পুরঃসর দ্রৌপদীর সহিত সমৃদ্ধযুক্ত পুরদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। পৌরবাসীগণ শোকাকুলচিত্তে বলিল, দুর্য্যোধনের পাপরাজ্যে আমরা থাকিব না; পাণ্ডবগণ যে দেশে গমন করিতেছেন, চল আমরা সেই দেশে গমন করি। ২৭৯ পৃষ্ঠা (বনপর্ব্ব)।

# মহাভারত

## বনপর্ব্ব।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও তাঁহাদিগের অমাত্যগণ-কর্ত্তৃক ছলদ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ও সাতিশয় শত্রুতাসৃজনকারী সেই দুরাত্মগণের কথিত দুর্ব্বাক্য শ্রবণে কোপিত হইয়া কুরুকুল-বর্দ্ধন পাণ্ডুনন্দন অস্মৎ-প্রপিতামহগণ কি করিয়াছিলেন? এবং ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই পৃথানন্দনেরা সহসা ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও অবিষহ্য দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে বনমধ্যে বিহার করিতেন? সেই বিপদ্ সময়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিল? কিরূপেই বা তাঁহাদিগের আহারাদি নিষ্পন্ন হইত? এবং সেই মহাত্মারা কিরূপ আচার অবলম্বন করিয়া কোথায় বাস করিতেন? হে ব্রাহ্মণবর! সেই শত্রুঘাতী শূর মহাত্মাদিগের কিরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল? কিরূপেই বা নারী-প্রধানা রাজপুত্রী পতিব্রত-পরায়ণা মহাভাগ্যবতী সর্ব্বদা সত্যভাষিণী সেই দ্রৌপদী দুঃখভোগে অনুপযুক্তা হইয়াও দারুণ বনবাস-জনিত যাতনাভোগে কালাতিপাত করিয়াছিলেন? হে তপোধন বিপ্র! আপনি এই সকল বিষয় আমার প্রতি বিস্তাররূপে বর্ণন করুন, সেই বহুধন বহুবীর্য্য পাণ্ডবগণের সমুদায় চরিত আপনার নিকট শ্রবণ করিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত কুতূহলী হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য ও দুরাত্মা পুত্রগণ-কর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ও প্রকোপিত হইয়া পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা শস্ত্রধারণ পুরঃসর দ্রৌপদীর সহিত সমৃদ্ধিযুক্ত পুরদ্বার দিয়া অভিনিক্রান্ত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পঞ্চদশ জন রাজভৃত্য স্ত্রীগণকে লইয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইলেন। পুরবাসী প্রজাগণ, পাণ্ডবেরা বন গমন করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শোকাকুলচিত্তে পরস্পর মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুরকে বারংবার নিন্দা করত কহিতে লাগিল যে, যেস্থলে সুবলরাজার পুত্র শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের মতস্থ হইয়া পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন এই রাজ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সে স্থলে অস্মদাদি প্রজাগণ ও আমাদিগের এই সকল কুল ও গৃহসম্পত্তি-প্রভৃতি সকলই গিয়াছে। যেখানে পাপিষ্ঠদিগের সাহায্যে পাপী দুর্য্যোধন রাজ্য করিতে অভিলাষী হইয়াছে, সেখানে আমাদিগের কুল, আচার, ধর্ম্ম ও অর্থ, এ সকল কিছুই থাকিবে না, সুতরাং সুখের সম্ভাবনা কি? এই দুর্য্যোধন গুরুদ্বেষী, আচারভ্রষ্ট, সুহৃত্ত্যাগী, অর্থলোভী, গর্ব্বিত এবং নীচ ও নির্দ্দয়প্রকৃতি; এব্যক্তি যেস্থলে নৃপতি হইল, সেস্থলে এই সম্পূর্ণা পৃথিবীই বিনাশ পাইবে; অতএব জিতেন্দ্রিয়, জিতশত্রু, লজ্জাশীল, কীর্ত্তিমান্, ধর্ম্মাচারপরায়ণ, করুণানিধান, মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে দেশে গমন করিতেছেন, আমাদিগের সেই দেশে গমন করাই সাধু বিবেচনা হইতেছে; চল আমরা সেই দেশেই গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজাগণ এইরূপ কহিয়া কুন্তী ও মাদ্রী-নন্দনদিগের পশ্চাৎ গমন করিল। অনন্তর তাহারা তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, আপনাদিগের শুভ হউক, আপনারা এই দুঃখী প্রজাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? আপনারা যে স্থানে গমন করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন, আমরাও সেই স্থানে গমন করিব। অকরুণ শত্রুরা অধর্ম্মদ্বারা আপনাদিগের রাজ্য দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়া লইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমরা সকলে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছি; আমরা আপনাদিগের ভক্ত, অনুরক্ত; সুহৃৎ এবং প্রিয়কার্য্য ও হিতাচরণে রত, অতএব আমাদিগকে ত্যাগ করা আপনাদিগের উপযুক্ত হয় না। আমরা কোন প্রকারে কুরাজার রাজ্যে বাস করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি না। হে নরশ্রেষ্ঠগণ! শুভাশুভ-সংসর্গে মনুষ্যদিগের যে গুণ দোষ উৎপন্ন হয়, তদ্বিবরণ নিবেদন করি, আপনারা শ্রবণ করুন। যে প্রকার বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি, এই সকল বস্তু পুষ্পসমূহের সহবাসাধীন তত্তৎ পুষ্প সৌরভে সৌরভান্বিত হয়, সেই প্রকার মনুষ্যের সদসৎসংসর্গে শুভাশুভ গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু মনুষ্যের মূঢ় ব্যক্তির সহিত নিত্য নিত্য সংসর্গ মোহরাশিকে উৎপন্ন করে এবং সজ্জনের সহিত নিত্য নিত্য সংসর্গ ধর্ম্মোৎপত্তির কারণ হয়; সেইহেতু শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রাজ্ঞ, সুস্বভাবান্বিত, সাধুচরিত্র, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণের সংসর্গকরা বিধেয়। যাঁহাদিগের বিদ্যা, কুল ও ধর্ম্ম, এই তিনটি নির্ম্মল, তাঁহাদিগের সংসর্গ শাস্ত্রাধ্যয়ন অপেক্ষাও গরিষ্ঠ হেতু তাঁহাদিগকেই সেবা করা বিধেয়। আমরা কোন বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়াও পুণ্যশীল সাধুদিগের সংসর্গে থাকিয়া পুণ্যলাভ করিতে পারিব; পাপিষ্ঠের উপসেবনা করিলে আমাদিগের পাপমাত্র

লাভ হইবে। মনুষ্যেরা ধর্ম্মচারী হইয়াও যদি অসাধু ব্যক্তির দর্শন কি স্পর্শন কিংবা তাহার সহিত কথোপকথন অথবা একত্র বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহারা হীন হন, চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। পুরুষের বুদ্ধি, নীচ ব্যক্তির সহিত সংসর্গে হীনা হয়, মধ্যম বক্তির সংসর্গে মধ্যমা হয় এবং উত্তম ব্যক্তির সংসর্গে উত্তমা হয়। যে সকল সদ্গুণ বেদোক্ত, লোকাচার প্রচলিত, শিষ্টসম্মত, ধর্ম্মকামার্থের উৎপাদক এবং লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্তই সঙ্ক্ষিপ্ত ও বাহুল্যরূপে আপনাদিগের বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব আমরা স্ব স্ব কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া এতাদৃশ সগুণ-সম্পন্ন-দিগের সমীপে বাস করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যেহেতু ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ আপনারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ ও কারুণ্যে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের কোন গুণ না থাকাতেও আমাদিগকে গুণবান্ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন, সেইহেতু আমরা ধন্য হইয়াছি। আমি আপন ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাদিগের প্রতি যাহা বিজ্ঞাপন করিতেছি, তাহা আপনারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পাবশত অন্যথা করিবেন না। হস্তিনাপুরে আমাদিগের পিতামহ ভীষ্ম রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, আমাদিগের জননী ও অন্যান্য যে কেহ সুহৃৎ আমাদিগের নিমিত্ত শোকবিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। আপনারা আমাদিগের হিতকামনার্থ তাঁহাদিগের সকলকে অতি যত্নের সহিত পরিপালন করিবেন। আপনারা আমাদিগের বনসমাগম নিমিত্ত সন্তাপিত হইয়া বহুদূর আগত হইয়াছেন, অতএব আমার বাক্যে আপনারা সকলে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করত আমাদিগের আত্মীয়গণকে আপনাদিগের নিকট আমাদিগের ন্যস্তস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহান্বিত বুদ্ধি রাখিবেন, তাহাতেই আপনাদিগেরকর্ত্তৃক আমাদিগের মনোগত পরম কার্য্য এবং সৎকার ও সন্তোষ করা হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সমস্ত প্রজা ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক উক্তরূপে অনুমন্ত্রিত হইয়া, হা মহারাজ! হা মহারাজ! এই বলিয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; কি করিবেন, অনুমতি-ভিন্ন কেহই সঙ্গে যাইতে পারেন না, সুতরাং পার্থদিগের গুণসমূহ সংস্মরণ করত দুঃখার্ত্ত ও পরমাতুর হইয়া পাণ্ডবদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাসনা না থাকিলেও নিবৃত্ত হইতে বাধিত হইলেন। পুরবাসিগণ নিবৃত্ত পাণ্ডবেরা পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে, যেস্থলে প্রমাণ-নামক মহাবট বৃক্ষ ছিল, তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা যে সময়ে জাহ্নবীতীরবর্ত্তী উক্ত মহাবট সমীপে আগত হইলেন, সেই সময়ে দিবাবসান হইল, সুতরাং সেই বীরগণ তথায় গঙ্গার শুদ্ধ সলিল স্পর্শ করত সেই রাত্রি সেই স্থানে বাস করিলেন। রাত্রিযোগে তাঁহাদিগের সলিলমাত্র ভিন্ন আর কিছুই আহার হইল না, এতদ্রূপ দুঃখে তাঁহাদিগের তথায় সে রজনী বঞ্চনা করিতে হইল। তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহবশত কতকগুলি সাগ্নি ও নিরগ্নি ব্রাহ্মণ স্ব স্ব শিষ্য ও বান্ধবগণসহ তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিলেন। মহারাজ! যুধিষ্ঠির সেই ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইলেন। সেই দারুণ সন্ধ্যা সময়ও উক্ত ব্রাহ্মণগণের অনুষ্ঠিত প্রজ্বলিত হোমাগ্নিদ্বারা এবং বেদ ঘোষণাপূর্ব্বক পরস্পর জল্পনাদ্বারা রমণীয় হইয়া উঠিল। সেই সকল বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ হংসের ন্যায় মধুর স্বরে কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার চিত্ত বিনোদন করত সমস্ত নিশা অতিবাহিত করিলেন।

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন; সেই রাত্রি প্রভাতা হইলে ভিক্ষান্নভোজী ব্রাহ্মণগণ উত্থিত হইয়া সেই বনগমনোদ্যত অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবদিগের অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে তাদৃশরূপে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, আমরা সম্প্রতি হৃতসর্ব্বস্ব, হৃতরাজ্য ও হৃতশ্রী হইয়াছি এবং ফল, মূল ও আমিষ ভক্ষণ করত দুঃখে বনগমন করিব, অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনারা আমাদিগের সঙ্গে বহুদোষাকার ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্রজন্তু-সেবিত অরণ্যে গমন করিলে আপনাদিগের তথায় সমূহ ক্লেশ ঘটিবে। ব্রাহ্মণেরা যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হন, তিনি দেবতা হইলেও তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হয়, আমি ত মানুষ-ব্যতীত নহি, আমার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনারা বনে ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই আমাকে অবসাদ পাইতে হইবে; অতএব অপনারা এই স্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনাদিগের যে গতি, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি; আমরা সদ্ধর্ম্মদর্শী ও আপনাদিগের ভক্ত, আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের উপযুক্ত হয় না; দেখুন, ভক্তদিগের প্রতি দেবতারাও অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, বিশেষত আমরা সদাচারী ব্রাহ্মণ, আমাদিগের প্রতি আপনাদিগের অনুকম্পা প্রকাশ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমারও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সর্ব্বদা পরমভক্তি আছে, কিন্তু কি করি, সম্প্রতি সহায়হীন হওয়াতে আমাকে অবসন্ন হইতে হইয়াছে; এই আমার ভ্রাতৃগণ, যাহারা আপনাদিগের পরিচর্য্যার্থ ফল, মূল ও মৃগমাংসপ্রভৃতি আহরণ করিবেন, ইঁহারা শোকজ দুঃখে মোহিত হইয়াছেন; অন্য-কর্ত্তৃক রাজ্যের অপহরণ ও দ্রৌপদীর অপমান-নিমিত্ত দুঃখে অতি কাতর আছেন, অতএব এক্ষণে ইঁহাদিগকে ফলমূলাদি আহরণজন্য ক্লেশে নিযুক্ত করিতে আমার উৎসাহ হয় না। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে আমাদিগের পোষণের নিমিত্ত চিন্তিত হইতে হইবে না, আমরা আপনাদিগের ভক্ষ্য আহরণ করিয়া কালাতিপাত করিব, ঈশ্বরানুধ্যান ও জপদ্বারা আপনাদিগের কল্যাণ বিধানে তৎপর থাকিব এবং অতি রমণীয় কথা কথনদ্বারা আপনাদিগের সহিত পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ইহা হইলে, আমি ব্রাহ্মণগণের সহিত নিরন্তর আমোদে থাকিতে পারি, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ন্যূনত্বপ্রযুক্ত আমি আপনাকে যেন ধিক্কারস্থল দেখিতেছি। আপনারা যে ক্লেশ পাইবার অযোগ্য হইয়াও আমার ভক্তি-বশত ক্লেশ স্বীকার করত স্বয়ং ভক্ষ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া আহার করিবেন, তাহা আমি কিরূপে দেখিতে পারিব? ধৃতরাষ্ট্রের

পাপিষ্ঠ পুত্রগণকে ধিক্! যাহাদিগের দুষ্কর্ম্ম-বশত এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শোকাভিভূত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞ ও সাঙ্খ্যযোগ-বিশারদ শৌনক-নামা এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ রাজাকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র শোকস্থান ও শত শত ভয়স্থান নিত্য নিত্য মূর্খকেই আশ্রয় করে, পণ্ডিতকে আশ্রয় করিতে পারে না। যে কর্ম্ম জ্ঞানের বিরোধী, মোক্ষের বিঘ্নকর ও বহুদোষযুক্ত, তাদৃশ কর্ম্মে আপনার তুল্য বুদ্ধিমন্ত পুরুষেরা আসক্ত হন না। মহারাজ! পণ্ডিতেরা যে বুদ্ধিকে সর্ব্বদুঃখবিঘাতিনী বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই শ্রুতি স্মৃতিসমবেতা অষ্টাঙ্গা বুদ্ধি আপনাতে অবস্থিতা আছে; সুতরাং ভবৎসদৃশ পুরুষের অর্থকষ্টে বা দুর্গমপথে কিংবা আত্মীয়জনের আপৎকালে অথবা শারীরিক কি মানসিক দুঃখে বিষাদিত হওয়া উপযুক্ত হয় না। পূর্ব্বকালে মহাত্মা জনক আত্মস্থৈর্য্যকর যে সকল শ্লোক গান করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। এই জগৎ মন ও দেহ, এতদুভয় জন্য দুঃখ-দ্বারাই পরিপীড়িত হইয়া থাকে; সেই মানসিক ও দৈহিক দুঃখের শান্ত্যুপায় সংক্ষেপ ও বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করিতে অবহিত হউন। ব্যাধি, অনিষ্টাপাত, শ্রম এবং ইষ্ট বস্তুর অভাব, এই চতুর্ব্বিধ কারণে শারীরিক দুঃখ জন্মে। ঔষধাদি সেবনরূপ প্রতিকার ক্রিয়া দ্বারা ব্যাধি ও সতত চিন্তা পরিত্যাগরূপ যোগদ্বারা আধিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান বৈদ্যেরা প্রথমেই প্রিয় কথন ও সুখভোগ্য বস্তু প্রদান-প্রসঙ্গ-দ্বারা রুগ্ন মনুষ্যদিগের মানসিক দুঃখের উপশম করিয়া থাকেন। যেরূপ প্রতপ্ত লৌহ খণ্ডদ্বারা কলসস্থিত জল সন্তপ্ত হয়, সেইরূপ মানসিক দুঃখ দ্বারাও শরীর উপতপ্ত হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানাম্বু-দ্বারা মানসিক দুঃখাগ্নি উপশম করাই বিধেয়; মানসিক সন্তাপ নিবারিত হইলেই শারীরিক তাপ উপশম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের স্নেহই দুঃখ, ভয়, শোক, হর্ষ ও রাগ এই সমস্তের কারণ হয়। স্নেহ হইতে বিষয়ভাবনা ও বিষয়ানুরাগ, এই দুই মানসিক বিকার জন্মে। ঐ দুইটি বিকার তুল্যরূপে অকল্যাণপ্রদ হইলেও প্রথমোক্ত বিষয় ভাবনাটি গুরুতর হয়। যেরূপ বৃক্ষের কোটরস্থিত অগ্নি বৃক্ষকে সমূলে নষ্ট করে, সেইরূপ মনুষ্যের অল্প বিষয়ানুরাগও ধর্ম্মার্থকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়-বিযুক্ত হইলে, তাহাকে ত্যাগী-বলা যায় না; যে ব্যক্তি বিষয় সমাগমে তাহার দোষ আলোচনা করে, সেই ব্যক্তিকেই ত্যাগী বলা যায়; উক্ত ত্যাগী ব্যক্তিই বিরাগের ভাজন, দ্বেষহীন এবং স্বাধীন হইয়া থাকেন। অতএব ধনসঞ্চয় করিয়া মিত্রগণ হইতে স্নেহ লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না এবং স্বীয় শরীরোৎপন্ন স্নেহকে জ্ঞানদ্বারা নিবারণ করিবে। যে প্রকার পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, সেই প্রকার নিত্য বস্তু প্রাপ্ত হইতে উদ্যুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কৃতচিত্ত, প্রসিদ্ধ বিবেকী ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে স্নেহ সংলগ্ন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগে অভিভূত হয়, সেই ব্যক্তির অন্তঃকরণে অভিলাষ উদিত হইয়া তাহাকে পীড়িত করে; অনন্তর তাহার চিত্তে বিষয়ভোগের ইচ্ছা জন্মে; তৎপরে ক্রমশ বিষয়তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঘোরা পাপীয়সী বিষয়তৃষ্ণাই মনুষ্যের নিত্য নিত্য উদ্বেগ-কারিণী এবং পাপকার্য্যে প্রবৃত্তিদায়িনী হয়; এই বিষয়তৃষ্ণাকে দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা পরিত্যাগ করিতে পারে না; মনুষ্যের শরীর জীর্ণ হইলেও উহা কদাপি জীর্ণ হয় না; উহাকে প্রাণান্তিক রোগ বলা যায়; যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই সুখী হয়। এই বিষয়তৃষ্ণার আদি নাই এবং অন্তও নাই; ইহা প্রাণিদিগের অন্তঃকরণে অবস্থিত করিয়া অযোনিজ অনলের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করে। যে প্রকার কাষ্ঠ স্বীয় অবয়ব হইতে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা বিনাশ পায়, সেই প্রকার অকৃতাত্মা মনুষ্য সহজাত লোভদ্বারা বিনষ্ট হয়। যদ্রূপ মৃত্যু হইতে প্রাণিমাত্রের সর্ব্বদা ভয় হয়, তদ্রূপ তস্কর, নৃপতি, অগ্নি, জল এবং স্বজন হইতে অর্থবান্ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে। যে প্রকার আমিষ দ্রব্য আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূমিতে থাকিলে মাংসাশী জন্তুগণ এবং জলে থাকিলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করে, সেই প্রকার ধনাঢ্য ব্যক্তি সর্ব্বত্রই বিপদাপন্ন হয়। অর্থই অনেক মনুষ্যের অনর্থের মূল হইয়া থাকে; অতএব যে ব্যক্তি অর্থকে শ্রেয় বোধ করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়, সে প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, মনুষ্যদিগের সমস্ত অর্থাগম লোভ ও মোহ বৃদ্ধির কারণ এবং কার্পণ্য, দর্প, অভিমান, ভয় ও উদ্বেগ এই সকল দুঃখ এক অর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখুন, অর্থের উপার্জ্জনে যাদৃশ দুঃখাতিশয্য সহ্য করিতে হয়, তাহার রক্ষণাবেক্ষণে এবং বিনাশেও তাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এমন কি, অর্থ অনেকের প্রাণ বিনাশেরও হেতু হইয়া থাকে। অর্থ হইতে দুঃখ নিবারণ নিমিত্ত যাহাদিগকে প্রতিপালন করা যায়, তাহারাও সেই অর্থহেতু শক্র হইয়া দুঃখের কারণ হয়; অতএব অর্থনাশ জন্য চিন্তা করা বিধেয় নহে। যাহারা মূর্খ হয়, তাহারা অসন্তোষে কাল যাপন করে; পণ্ডিতেরা নিয়ত সন্তোষসুধায় অন্তঃকরণ আর্দ্র রাখেন; কোন ব্যক্তিই কখন বিষয়তৃষ্ণার পার গমন করিতে পারে না, সুতরাং সন্তোষই পরম সুখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ, জীবন, যৌবন, রূপ, রত্নসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য ও প্রিয় ব্যক্তির সহবাস এই সকলকেই অনিত্য জানিয়া তাহাতে অভিলাষ করেন না; অতএব ক্লেশ সহ্য করিয়াও অর্থ সঞ্চয় পরিত্যাগ করা বিধেয়। যেহেতু সঞ্চয়কারী ব্যক্তিকে কখনই উপদ্রব রহিত দেখা যায় না; সেই হেতু ধার্ম্মিক পুরুষেরা অর্থনিস্পৃহ ব্যক্তিকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থচেষ্টা করে, তদপেক্ষা বরং তাহার নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত, কেননা গাত্রলগ্ন পঙ্ক প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই ভাল। যুধিষ্ঠির! যদি আপনার ধর্ম্মে স্পৃহা থাকে, তবে আপনি অর্থে নিস্পৃহ হউন।

[যুধিষ্ঠি]র কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কেবল ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণার্থ অর্থ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, লোভযুক্ত, কি নিজের উপভোগার্থ আমার অর্থ কামনা নাই। আমার সদৃশ ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া অনুগত ব্যক্তিদিগের ভরণপালন না করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? যেরূপ সমস্ত প্রাণীরই আত্মীয় পরিজনের প্রতি ভক্ষ্যাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া প্রশস্ত

হয়,সেইরূপ গৃহস্থের যতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পাকক্রিয়া-বর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে ভক্ষ্যাদি দ্রব্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। যদিও সাধু ব্যক্তিগণের গৃহে অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অন্য কোন দেয় দ্রব্য না থাকে, কিন্তু আসনার্থ তৃণ, বাসার্থ স্থান, পদধৌতাদিজন্য জল এবং সন্তোষার্থ প্রিয় বাক্য এ সকলের অভাব কদাচ হয় না। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ও দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে জল এবং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন প্রদান করিবে। গৃহে অতিথি সমাগত হইলে তৎপ্রতি স্নিগ্ধনেত্রে দৃষ্টি করা, ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত মনে মনে প্রসন্ন হওয়া, সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা, উত্থিত হইয়া আসন দেওয়া, গাত্রোত্থান করত তাঁহার অভিমুখে গমন করা ও স্বাগত তাঁহাকে অর্চ্চনা করা, এই সকল গৃহস্থের নিত্য ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান বৃষভসংকার এবং পুত্র, কলত্র, ভৃত্য জ্ঞাতি ও অতিথির ভরণপালন না করে, সেই ব্যক্তি উক্ত অধর্ম্মাচরণ-জন্য পাপে দগ্ধ হয়; অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি কেবল আপনার ভোজনার্থ পাক এবং পিতৃলোক, দেবলোক ও অতিথির উদ্দেশ ভিন্ন বৃথা পশুবধ ও পিতৃলোক, দেবলোক অতিথিকে না দিয়া হিংসিত পশুর মাংস ভোজন করিবে না; প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর, চাণ্ডাল, ও পক্ষীদিগের নিমিত্ত ভূতলে অন্ন নির্ব্বপণরূপ বৈশ্বদেবনামক বলি প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃ, দেব ও অতিথির ভোজনাবসানে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির অমৃতভোজন করা হয়। এই অতিথি-সেবনরূপ যজ্ঞে অতিথির প্রতি স্নিগ্ধনেত্রে অবলোকন ও মনের প্রসন্নতা এবং সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও অন্নপানাদি-দ্বারা উপাসনা, এই পঞ্চপ্রকার দক্ষিণা প্রদান করিবে। যে গৃহস্থ অপরিচিত পথশ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনা কার্পণ্যে ভোজন করায়, সেই ব্যক্তি মহৎ পুণ্যফল লাভ করে। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, যিনি গৃহাশ্রমে থাকিয়া এইরূপ সদাচার প্রতিপালন করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম হয়। হে দ্বিজবর! ইহাতে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন।

শৌনক কহিলেন, হা কষ্ট! হা কষ্ট! এই সংসারের সমুদায় ভাবই বিপরীত; দেখুন, সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্মদ্বারা লজ্জিত হন অসাধু ব্যক্তি তাহাতেই প্রীতি লাভ করে। অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি মোহ ও রাগের বশম্বদ ও ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক বিষয়ের অনুগামী হইয়া শিশ্ন ও উদরের চরিতার্থতা-নিমিত্ত বহু লোককে অন্নপানাদি প্রদান করিয়া থাকে। সেই অপ্রাজ্ঞ মনুষ্য, দুষ্ট ও উদ্ভ্রান্ত অশ্বগণ কর্ত্তৃক বিষম পথে পাতিত সারথির ন্যায়, হরণকারী ইন্দ্রিয়গণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ ও পরমার্থ জ্ঞান-শূন্য হইয়া হৃত হয়। যখন ছয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয়ে পতিত হয়, তখন মনুষ্যের অন্তঃকরণে সেই বিষয়ভোগের সঙ্কল্প জন্মে; এইরূপে যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতে ধাবিত হয়, সেই ব্যক্তির তদ্বিষয়ভোগে কামনা ও প্রবৃত্তি জন্মে; তখন যে প্রকার পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার রূপ দর্শনে লুব্ধ হইয়া তাহাতে পতিত হয়, সেই প্রকার মনুষ্য বিষভোগ-সঙ্কল্পের বীজস্বরূপ কামনা দ্বারা বিষয়রূপ শরে বিদ্ধ হইয়া তত্তদ্বিষয়ভোগের লোভাগ্নিতে পতিত হয়। অনন্তর সেই মুগ্ধ ব্যক্তিরা যথাভিলষিত আহার বিহারদ্বারা মহামোহময় সুখে নিমগ্ন হইয়া আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; সুতরাং অবিদ্যা, কর্ম্ম ও বিষয়তৃষ্ণাদ্বারা চক্রবৎ পরিভ্রান্ত হইয়া এই সংসার-মধ্যে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত ভূচর, খেচর, জলচর প্রভৃতি ভূতযোনিতে পুনঃপুনঃ জন্মলাভ করে। মহারাজ! অজ্ঞানী জীবদিগের গতি এইরূপই হইয়া থাকে। যে সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানদ্বারা মোক্ষলাভের ভাজন, তাঁহাদিগের গতি আমার নিকট শ্রবণ করুন। কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কর্ম্ম ত্যক্তব্য এই উভয় প্রকার বেদবাক্য আছে,এই হেতু এই সমস্ত ধর্ম্ম অভিমানশূন্য হইয়া আচরণ করিবে। যজন, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্যাচরণ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অলোভ, এই অষ্টপ্রকার পথ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটি পিতৃলোকপথে বিনিষ্ট, এবিষয়ে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত আছে, তাহা অভিমানশূন্য হইয়া আচরণ করিবে; এবং শেষোক্ত চারিটি দেবযান বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহার অনুষ্ঠান সাধুব্যক্তিরা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। পরন্তু বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া উক্ত অষ্টাঙ্গরূপ সমুদায় ধর্ম্ম আচরণ করা বিধেয়। অতএব সংসারবিজিগীষু অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সম্যক্ কামনা, সম্যক্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সম্যক্ ব্রতবিশেষাচরণ, সম্যক্ গুরুসেবন, সম্যক্ আহারনিয়ম, সম্যক্ বেদাধ্যয়ন, সম্যক্ কর্ম্মসংন্যাস এবং সম্যক্ চিত্তনিরোধ করিয়া কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। দেবতারা রাগদ্বেষরহিত হইয়াই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়,ইহারা এই প্রকার যোগরূপ ঐশ্বর্য্যদ্বারাই এই প্রজাসমুদায়কে পালন করেন। হে কুন্তীপুত্র! আপনিও সম্পূর্ণ রূপে শমপরায়ণ হইয়া তপঃসিদ্ধি ও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে উদ্যুক্ত হউন। আপনি পুত্রোৎপাদনাদিদ্বারা পিতৃ মাতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃমাতৃময়ী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; অধুনা দ্বিজগণের ভরণনিমিত্ত তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করুন! তপঃসিদ্ধ ব্যক্তি যাহা মনে করেন, তপঃপ্রভাবে তাহাই করিতে পারেন; অতএব তপস্যা আশ্রয় করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির শৌনকোক্ত এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে আহ্বানপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের মধ্যে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আমি বনগমনে উদ্যত হইলেও এই বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ আমার সমভিব্যাহারী হইতেছেন, অধুনা ইঁহাদিগকে পোষণ বা দান করিতে আমার সামর্থ্য নাই, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি; এবং ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেও পারি না; অতএব এবিষয়ে আমার কিরূপ কর্ম্ম করা উচিত, তাহা আপনি উপদেশ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধার্ম্মিকবর পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাব শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল যোগদ্বারা তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, পুরাকালে সবিতা রবি উৎপন্ন প্রাণিসকলকে অতিশয় ক্ষুধাপীড়িত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় অনুকম্পান্বিত হন; সেই হেতু তিনি উত্তরায়ণে গমনপূর্ব্বক

৮। শমীবৃক্ষে পাণ্ডবগণের অস্ত্র রক্ষা।



নকুল স্বয়ং শমীবৃক্ষে অরোহণ করিয়া সেই আয়ুধ-সমস্ত তাহাতে রক্ষা করিলেন।
৫৮৩ পৃষ্ঠা ( বিরাটপর্ব্ব )।

রশ্মিদ্বারা বারি উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণায়নে প্রত্যাবর্ত্তন করত তাহারা পৃথিবীতে অবস্থান করেন। অনন্তর তিনি ক্ষেত্রে রূপে অবস্থিত হইলে, ওষধিপতি চন্দ্র সেই উদ্ধৃত বারি-অন্তরীক্ষ হইতে মেঘ উৎপাদন করিয়া বারিবর্ষণ করত উৎপন্ন করেন; সুতরাং ক্ষেত্রস্থ রবিই চন্দ্রতেজোদ্বারা ও শস্যাঙ্কুররূপে নির্গত হইয়া ষড়্‌বিধ রসযুক্ত পবিত্র রূপে পরিণত হন; ঐ ওষধি পৃথিবীমধ্যে প্রাণিগণের হইয়া থাকে। যেহেতু অখিল জীবের প্রাণধারণের উপায়-ত সমস্ত অন্নই আদিত্যের অনুগ্রহময় এবং সেই আদিত্যই প্রাণীর পিতৃস্বরূপ হইয়াছেন, সেই হেতু আপনি তাহার শরণাগত হউন। বিশুদ্ধকুলজাত মহাত্মা নৃপতিগণ সম্পূর্ণরূপে তপস্যা আশ্রয় করিয়াই প্রজাসমূহকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। দেখুন, ধৌম্য, কার্ত্তবীর্য্য, পৃথু ও নহুষ, এই সকল রাজারা তপস্যা, যোগ ও সমাধি অবলম্বন করিয়া প্রজাদিগকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন! হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনিও বিশুদ্ধকর্ম্মা, আপনি সেই সকল রাজাদিগের ন্যায়, তপস্যা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মত ব্রাহ্মণগণকে ভরণ করুন।

জনমেজয় কহিলেন, কুরুকুলচূড়ামণি রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত অদ্ভুতদর্শন সূর্য্যকে কিরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি উপযুক্ত অবসর অবধারণ করুন, আমি অশেষরূপে তাহা কহিতেছি, আপনি শুচি ও সমাহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। হে মহামতে! ধৌম্যঋষি, সুমহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট সূর্য্যের যে অষ্টাধিক শতনামাত্মক স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজ, আকাশ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বৈশ্রবণ, যম, বিদ্যুৎ জঠর ও ইন্ধন সম্বন্ধীয় অগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, সর্ব্বমলাশ্রয় কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, শাশ্বত পুরুষ, যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশু, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, সর্ব্বলোক নমস্কৃত ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, কামপ্রদ ভানু, সর্ব্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বরদ, সর্ব্বধাতুনিষেচিতা, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারণ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, অদিতি-পুত্র আদিদেব, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা এবং করুণান্বিত মৈত্রেয়; কীর্ত্তনীয় অপরিমিত তেজস্বী সূর্য্যদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। দেব, পিতৃ ও যক্ষগণের সেবিত, অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধগণের বন্দিত এবং উত্তম সুবর্ণ ও হুতাশন-সদৃশ প্রভান্বিত ভাস্করকে হিতের নিমিত্ত প্রণিপাত করি। যে পুরুষ সূর্য্যোদয়কালে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই স্তব পাঠ করেন, তিনি পুত্র, কলত্র, ধন, রত্নসঞ্চয় ও জাতিস্মরত্ব এবং সর্ব্বদা ধৃতি ও মেধা প্রাপ্ত হন। মনুষ্য পরমদেব সূর্য্যের এই স্তব বিশুদ্ধ ও অচঞ্চল মনে কীর্ত্তন করিলে শোকরূপ অপার দাবাগ্নি হইতে মুক্তি এবং মনোভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট এইরূপ তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণপ্রতিপালনরূপ ধর্ম্মচিন্তা করত দৃঢ়নিয়ম ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া মনঃসংযমপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি পুষ্পোপহার বলিদ্বারা দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া জলে অবগাহন করত আদিত্যাভিমুখ হইয়া থাকিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগাবলম্বন ও বায়ুভক্ষণ করিয়া গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন; অনন্তর শুচি ও সংযতবাক্ হইয়া আদিত্যের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভানো! তুমি জগতের চক্ষু, তুমি সমস্ত দেহীর আত্মা, তুমি ভূতনিচয়ের উৎপত্তিস্থান এবং তুমিই সমুদায় ক্রিয়ানিষ্ঠগণের আচার। তুমি অখিলজ্ঞানীদিগের গতি, তুমি যোগিগণের পরম আশ্রয়, তুমি মোক্ষাভিলাষীদিগের অনাবৃত মুক্তিদ্বার এবং তুমিই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাক। তোমা হইতে সমস্ত লোক প্রকাশ পায়, তোমা হইতে এই জগত শুদ্ধতা লাভ করে এবং তুমিই এই সমস্ত জগৎকে অকপটভাবে পালন করিয়া থাক। ঋষিগণ তোমাকে অর্চ্চনা করেন এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব শাখোক্ত মন্ত্রদ্বারা যথাকালে তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, গুহ্যক ও পন্নগগণ বর প্রার্থনায় তোমার গমনশীল দিব্য রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের সহিত ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্য দেবতা ও বৈমানিকগণ তোমার আরাধনা করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরগণ দিব্য মন্দার পুষ্পের মাল্যদ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিয়া শীঘ্র মনোরথ লাভ করিয়াছেন। গুহ্যকগণ এবং দিব্য ও মানুষ সপ্ত সংখ্যক পিতৃগণ তোমার আরাধনা প্রভাবেই আশু প্রধানত্ব প্রাপ্ত হন। বসুগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরীচিগণ সিদ্ধগণ এবং বালিখিল্য প্রভৃতি সকলই তোমার নিকট প্রণত হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমুদায় সপ্ত লোকের মধ্যে এমত কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না যে, তাহাকে তোমা হইতে অতিরিক্ত বলা যায়। সংসারের মধ্যে বীর্য্যবিশিষ্ট অন্যান্য অনেক মহৎপ্রাণী আছে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই তোমার তুল্য প্রভাব ও দীপ্তিশালী দৃষ্ট হয় না। সমস্ত জ্যোতি তোমাতে অবস্থান করে, তুমিই সমস্ত জ্যোতির পতি। সত্য, সত্ত্ব এবং অখিল সাত্ত্বিকভাব তোমাতেই বিদ্যমান আছে। ভগবান্ বিষ্ণু যদ্দ্বারা দৈত্যদিগের দর্প বিনষ্ট করেন, সেই সুনাভ চক্র তোমারই তেজোদ্বারা বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক রচিত হয়। তুমি গ্রীষ্ম কালে স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদায় দেহী, ওষধি ও রস-সমূহের তেজ আকর্ষণ করিয়া বর্ষা কালে পুনর্ব্বার মোচন কর। তোমার রশ্মিই তাপিত করে ও দগ্ধ করে এবং বর্ষাকালে মেঘরূপে পরিণত হইয়া গর্জ্জন, বিদ্যোতন ও বর্ষণ করে। তোমার কিরণ শীতার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ সুখকর হয়, অগ্নি কি প্রাবার কিংবা কম্বল সেরূপ সুখজনক হয় না। তুমি ত্রয়োদশ দ্বীপবতী পৃ করদ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাক, তুমিই একাকী লোকত্রয়ের

হিতার্থ প্রবৃত্ত হইতেছ। যদি সংসারে তোমার উদয় না হয়, তবে এই সমুদায় জগৎ একবারে অন্ধ হইয়া পড়ে এবং মনীষিগণও ধর্ম্মার্থকামে প্রবৃত্ত হইতে পারেনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তোমার প্রসাদেই অগ্ন্যাধান, পশুবন্ধ, ইষ্টি, মন্ত্র যজ্ঞ ও তপস্যাদি ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সহস্রযুগ পরিমিত কাল ব্রহ্মার যে এক দিন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহার আদি ও অন্তরূপে তোমাকেই স্বীকার করেন। তুমি মনু, মনুপুত্র মানব ও মন্বন্তরসমূহের সহিত সমুদায় জগতের, ও সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর। সংহারকালে তোমার ক্রোধনিঃসৃত সম্বর্ত্তকনামক অগ্নি এই ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করত অবস্থিতি করে। তোমার রশ্মি হইতে উৎপন্ন নানা বর্ণে সুশোভিত মহামেঘগণ ঐরাবত ও অশনির সহিত উদিত হইয়া সমুদায় সংসার জলপ্লাবিত করিয়া থাকে এবং তুমিই পুনর্ব্বার দ্বাদশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় রশ্মিদ্বারা একার্ণব সমুদ্রকে সংহারপূর্ব্বক পরিশুষ্ক কর। আচার্য্যেরা তোমাকেই ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন; তুমিই বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, অগ্নি, সূক্ষ্ম মন, প্রভু ও শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হও। পণ্ডিতেরা তোমাকে হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি, বিবস্বান্, মিহির, পূষা, মিত্র, ধর্ম্ম, সহস্ররশ্মি, আদিত্য, তপন, গোপতি, মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য, দিনকৃৎ, দিবাকর, সপ্তসপ্তি, ধামকেশী, বিরোচন, আশুগামী, তমোঘ্ন এবং হরিতাশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি অনির্ব্বিন্ন ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া সপ্তমী বা ষষ্ঠীতে তোমার পূজা করে, লক্ষ্মী তাহাকে ভজনা করেন। যাহারা অনন্যচিত্ত হইয়া তোমার অর্চ্চন বন্দন করেন, তাঁহাদিগের আধি, ব্যাধি ও অন্য কোন আপৎ থাকে না। যাঁহারা তোমার ভাবে ভক্ত, তাঁহারা সমস্ত রোগ ও পাপ হইতে মুক্ত, সুখী এবং চিরজীবী হন। হে অন্নপতে! আমি সম্প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সকলের আতিথ্য সংকার সাধন করিবার নিমিত্ত অন্নকামুক হইয়াছি, তুমি আমাকে সংপূর্ণরূপে অন্ন প্রদান কর। বিদ্যুৎ বজ্রাদি প্রবর্ত্তক মাঠর, অরুণ ও দণ্ডপ্রভৃতি যে সকল অনুচরগণ তোমার পদোপান্ত আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিতেছি এবং নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্রী ক্ষুধা, মৈত্রী ও গৌরী-প্রভৃতি ভূতমাতৃগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ লোকপাবন ভাস্করের স্তুতি করিলে দিবাকর তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া জাজ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান শরীরে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন ও কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার মনের অভিলাষ সমুদায় সিদ্ধ হইবে; আমি দ্বাদশ বর্ষ কাল তোমাকে অন্নদান করিব; তুমি আমার নিকট হইতে তাম্রনির্ম্মিতা এই স্থালী গ্রহণ কর। হে সুব্রত! অন্ন, ফল, মূল, শাক ও আমিষ প্রভৃতি যে কিছু মহানসে সংস্কৃত হইবে তাহা পাঞ্চালরাজনন্দিনী যে পর্য্যন্ত এই পাত্রদ্বারা পরিবেশন করিবেন, সেই পর্য্যন্ত চর্ব্ব্য চোষ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধরূপে অক্ষয় হইবে। তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষে রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি যে বরের অভিলাষী হইয়া যুধিষ্ঠিরকৃত আদিত্যের এই স্তব সংযত ও একাগ্রচিত্তে পাঠ করে, আদিত্য তাহার প্রতি তাহা দুর্লভ হইলেও প্রদান করেন। যে কোন পুরুষ কিংবা নারী ইহা নিত্য নিত্য ধারণ করে, কিংবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি পুত্রার্থী হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন ও বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা লাভ করিতে পারে; নর কিংবা নারী যে কেহ প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, সে আপদ্‌গ্রস্ত হইলে আপৎ হইতে ও বদ্ধ হইলে বন্ধন হইতে মুক্তি পায় এবং সর্ব্বদা সংগ্রামে জয়, ও বিপুল ধন প্রাপ্ত ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং দেহান্তে সূর্য্যলোকে গমন করে। ব্রহ্মা এই স্তব পূর্ব্বে সুমহাত্মা ইন্দ্রকে, ইন্দ্র নারদকে এবং নারদ ধৌম্যকে প্রদান করেন; যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়া এতদ্দ্বারা সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির সূর্য্যের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করত ধৌম্যের চরণদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভো! অনন্তর তিনি দ্রৌপদীর সহিত রন্ধনশালায় গমনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া পাকক্রিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অন্ন পাকনিষ্পন্ন হয়, তাহা স্বল্প হইলেও চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়রূপে চতুর্ব্বিধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও অক্ষয্য হয়। মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রতিদিন এইরূপে তদন্নদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন; ব্রাহ্মণগণের ভোজনান্তে অনুজদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে আপনি ভোজন করেন, তাঁহার ভোজন হইলে দ্রৌপদীর ভোজন হয়; দ্রৌপদী ভোজন করিলে অন্ন ব্যঞ্জনাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,—আরকিছুই থাকে না। দিবাকরতুল্য তেজস্বী প্রভু যুধিষ্ঠির দিবাকরের নিকট এইরূপ মনোভীষ্ট বরপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অভিলষিত অন্ন প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া বিহিত তিথি, নক্ষত্র ও পর্ব্বে বিধিমন্ত্র প্রমাণানুসারে যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা ধৌম্যকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া কাম্যকবনে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,পাণ্ডবগণ বনপ্রবেশ করিলে সুখোপবিষ্ট অম্বিকাতনয় প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্তপ্তচিত্ত হইয়া অগাধ বুদ্ধিমান ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে বলিলেন, বিদুর! তুমি ভার্গবতুল্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মের পরমসূক্ষ্ম তাৎপর্য্যজ্ঞাতা এবং তোমার কুরুকুলের মধ্যে কাহারও প্রতি বৈষম্য নাই; অতএব তুমি এক্ষণে কৌরবগণের ও আমার যাহাতে হিত হয়, এমত পরামর্শ প্রদান কর। সম্প্রতি কৌরবদিগের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত, ইহাতে আমাদিগের আশু কর্ত্তব্য কি? পাণ্ডবদিগের বনগমনজন্য উত্ত্যক্ত পুরবাসিগণ আমাদিগকে কিরূপে ভজনা করে; পাণ্ডবেরাই বা কিরূপে আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে না পারে, তুমি ইহার সদুপায় উপদেশ কর,কেননা কোন সাধুকর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই। বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পুরুষের অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই ত্রিবর্গ ধর্ম্মমূলক হয়, পণ্ডিতেরা রাজ্যকেও ধর্ম্মমূলক বলিয়া থাকেন; অতএব আপনি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বশক্ত্যনু-

ীয় সমস্ত পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণকে প্রতিপালন করুন। ৌরব্য! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও শকুনিপ্রভৃতি ত্রগণ সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরকে সভায় আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছে, তাহাতেই সেই ধর্ম্মে হইয়াছেন। আপনার এই দুষ্কৃতবিনাশের এই উপায় দৃষ্ট হয়, যাহা অনুষ্ঠান করিলে আপনার পুত্র প হইয়া লোকে সাধুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ব। আপনি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে যে রাজ্য প্রদান করিয়া ন, তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হইলে আপনার ধর্ম্মরক্ষা হইবে; রণ, স্বীয় ধনে সন্তুষ্ট থাকা ও পরধনে অভিলাষ না করা রাজাদিগের পক্ষে পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। আপনি পাণ্ডবদিগের রাজ্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করুন, তাহা হইলে আপনাদিগের অযশ ও জ্ঞাতিভেদ নিবারিত হইবে এবং ধর্ম্মও স্থিরতর থাকিবে। এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডবদিগের সন্তোষ ও শকুনির অবমান হয়, এতাদৃশ কর্ম্মই আপনার সকল কর্ম্মাপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; কারণ এরূপ করিলে আপনার পুত্রদিগের নষ্টাবশিষ্ট সৌভাগ্য প্রকাশ পাইবে; অতএব সত্বর হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করুন। যদি মদুপদিষ্ট এই কর্ম্ম না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কুরুকুল বিনাশ হইবে; কারণ, ভীমসেন বা অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে শত্রুকুলের শেষ রাখিবে না। হে রাজন! যাহাদিগের অস্ত্রবিশারদ যোদ্ধা ফাল্গুন বাম দক্ষিণ উভয়হস্তে সমানরূপে শরাকর্ষণ করিতে সমর্থ, যাহাদিগের ধনু জগতের সার গাণ্ডীব এবং যাহাদিগের যোদ্ধা বাহুশালী ভীম, ত্রিভুবনমধ্যে তাহাদিগের কি কিছু অসাধ্য আছে? মহারাজ! আমি পূর্ব্বে আপনার পুত্রের জন্মমাত্রেই আপনাকে কুলের হিতকর এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম, তখন আপনি ঐ হিতকর কার্য্য করেন নাই; এখনও আমি আপনার হিতচিন্তা করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রাপ্যরাজ্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে কহিতেছি; যদি আপনি ইহা না করেন, তবে পশ্চাৎ আপনাকে পরিতাপ পাইতে হইবে। যদি আপনার পুত্র পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত ও প্রীতিযুক্ত হইয়া রাজ্য করিতে সম্মত হয়, তবে আপনার প্রীতিলাভহেতু পরিতাপের সম্ভাবনা নাই; নচেৎ আপনি উত্তরকালিক সুখের নিমিত্ত কুলের অহিতকর নিজ পুত্র দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিয়া পাণ্ডুপুত্রকে রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করুন, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির বিমুক্তরাগ হইয়া ধর্ম্মত এই পৃথিবী শাসনকরিতে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত পার্থিবেরা সদ্যই বৈশ্যদিগের ন্যায় আমাদিগের উপাসনা করিবে। হে রাজন্! র্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি প্রীতির সহিত পাণ্ডবদিগের সেবায় যুক্ত হউক, দুঃশাসন সভার মধ্যে ভীমসেন ও দ্রৌপদীর কট ক্ষমা-প্রার্থনা করুক, আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া গরের সহিত রাজ্যাভিষিক্ত করুন। মহারাজ! আপনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে ইহা ভিন্ন আর কি বলিব, মি যাহা কহিলাম, আপনি এইরূপ করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! তুমি এই সভায় পাণ্ডবগণ ও আমার নিমিত্ত তাহাদিগের হিত ও আমাদিগের অহিতজনক ব সমস্ত বাক্য বলিলে তাহা আমার মনোগত হইল না। তুমি এইক্ষণে কি কারণে এরূপ নিশ্চয় করিলে? তুমি পাণ্ডবদিগের হিতের নিমিত্ত এইরূপ বলাতে অদ্য আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার হিতকারী নও; আমি তাহাদিগের নিমিত্ত কিপ্রকারে পুত্র ত্যাগ করিব? পাণ্ডবেরা আমারই পুত্র বটে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্য্যোধন আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সে আমার দেহস্বরূপ; এমতস্থলে পাণ্ডুপুত্র ও আমার পুত্র উভয়কে তুল্য বিবেচনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারে যে, তুমি পরের নিমিত্ত আপনার দেহ পরিত্যাগ কর? বিদুর! আমি তোমাকে অধিক মান্য করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি আমাকে সকলই নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া থাক; অতএব যেরূপ অসতী স্ত্রী নানা প্রিয় বাক্যে সুসান্ত্বিতা হইলেও স্বামীকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, কিংবা থাক, অথবা যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে গমন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা কহিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বিদুর, "ইঁহার কুল আর থাকিল না," ইহা বলিয়া যে স্থানে পাণ্ডবগণ ছিলেন, সেই স্থান উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে ভরতকুলরত্ন পাণ্ডবগণ অনুগত-ব্যক্তিব্যূহের সহিত বনবাস-উদ্দেশে জাহ্নবীকূল পরিত্যাগ-পুরঃসর কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা নদী সেবন করিয়া নিরন্তর বনে বনে পশ্চিমদিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পর্ব্বত-সমীপস্থিত সমতল ভূমিপ্রদেশে সরস্বতী নদীর কূলে মুনিজনপ্রিয় কাম্যকনামক বন দর্শন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর তাঁহারা বহুমৃগপক্ষি সেবিত সেই কাম্যক কাননে মুনিগণ কর্তৃক নিয়ত পরিসান্ত্বিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অধিবসতি করত সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে বিদুর পাণ্ডবদিগের দর্শন লালসায় সর্ব্বদা ব্যগ্রচিত্ত হইয়া এক রথে আরোহণপূর্ব্বক সমৃদ্ধিযুক্ত সেই কাম্যক বনোদ্দেশে গমন করিলেন। অনন্তর শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত রথে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, ধর্ম্মরাজ বিবিক্ত স্থানে দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সহিত উপবিষ্ট আছেন। সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে সহসা দ্রুত গমনে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাত! দৃষ্টিকর, বিদুর আবার এখানে অধুনা কি বলিবার নিমিত্ত আসিতেছেন? সুবলপুত্র কি পুনর্ব্বার আমার সহিত দ্যূতক্রীড়া অভিলাষ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে প্রেরণ করিয়াছে? সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি অধুনা দ্যূতক্রীড়া দ্বারা আমাদিগের অবশিষ্ট ধন অস্ত্রশস্ত্রগুলি জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছে? হে ভীমসেন! কেহ আমাকে, এসো বলিয়া আহ্বান করিলে আমি গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না; কিন্তু যদি আমাদিগের গাণ্ডীবের পক্ষে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আমাদিগের রাজ্য প্রাপ্তির আশাও থাকিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপতে! অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া বিদুরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক যথাযোগ্য

সৎকৃত করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া যথাযোগ্য রীতিক্রমে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর নরসিংহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বিগতশ্রান্তি দেখিয়া তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিস্তারক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন, হে অজাতশত্রো! আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুপালিত, আমাকে তিনি আহ্বান করিয়া যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তুমি পক্ষপাতশূন্য হইয়া উপস্থিত ঘটনা-বিষয়ে যাহাতে পাণ্ডবদিগের ও আমার হিত হয়, এরূপ উপায় বল। অনন্তর, আমি যাহাতে সমস্ত কৌরব এবং ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে হিত ও পথ্য হয়, এমত উচিত উপদেশ করিলাম, তাহা তাঁহার রুচিকর হইল না; আমিও উক্তপ্রকার উপায়-ব্যতীত অন্য কিছু উপযুক্ত বিবেচনা করিলাম না। হে পাণ্ডুপুত্রগণ! আমি ধৃতরাষ্ট্রকে যেরূপ উপদেশ-বাক্য কহিয়াছি, তাহাই পরম শ্রেয়স্কর; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। যে প্রকার রোগার্ত্ত ব্যক্তির পথ্যান্নে রুচি হয় না, সেই প্রকার আমার কথিতবাক্যে তাঁহার অভিরুচি হইল না। হে অজাতশত্রো! যেপ্রকার বেদবিৎ ব্যক্তির ভার্য্যা দুশ্চরিত্রা হইলে তাহাকে সৎপথে আনয়ন করা যায় না; সেইরূপ ভরতকুল প্রদীপ অম্বিকানন্দনকে শ্রেয়স্কর পথে আনয়ন করা নিতান্ত অসাধ্য। ষষ্টি-বর্ষ বয়স্ক পতির প্রতিকুমারীর ন্যায় কোন প্রকারেই আমার হিতকর মন্ত্রণায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। হে রাজন্! যখন পদ্মপত্রে অভিষিক্ত নীরের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তক্ষেত্রে ঐ হিতকর বাক্য সংশ্লিষ্ট হয় নাই, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কৌরবকুল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; রাজা ধৃতরাষ্ট্র কখনই শ্রেয় লাভ করিতে পারিবেন না। হে নরেন্দ্র! অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন, "হে ভারত! তোমার যে স্থলে শ্রদ্ধা হয়, তুমি সেই স্থলেই গমন কর, আমি এই পৃথিবী কিংবা পুর রক্ষা করিবার নিমিত্ত আর তোমাকে চাহি না।" অতএব আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিলাম। পূর্ব্বে আমি সভাতে যে সকল উপদেশ বাক্য তোমাকে কহিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে পুনর্ব্বার কহিতেছি, শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতিপালনে যত্নপর থাকিবে। যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক তীব্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষমাবলম্বন করত সময় প্রতীক্ষা করে, সেই বুদ্ধিমান পুরুষ একাকীই অল্প-পরিমিত অগ্নিকে সম্বর্দ্ধিত করার ন্যায় সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, সহায় প্রাপ্তি হইলে পৃথিবী প্রাপ্তি হয়; অতএব সহায় সংগ্রহের উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তির ধন সহায়গণের সহিত বিভক্ত করা না হয়, সহায়েরা তাহার দুঃখের ও অংশ গ্রহণ করে। হে পাণ্ডব! সহায়দিগের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল বিবেচনা করিবে এবং সহায়দিগের সহিত সত্য ব্যবহার, অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ ও তুল্য অন্নভক্ষণ এবং তাহাদিগের সমক্ষে আপনার গৌরব পরিহার করিবে। যে রাজা এইরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া অপ্রমাদচিত্তে তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব এবং দেশ কালোচিত অন্য যে কোন পরামর্শ আপনি কহিবেন, আমি সে সমস্তও প্রতিপালনে যত্ন করিব।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতবংশাবতংস নরনাথ বিদুর পাণ্ডবদিগের আশ্রমে গমন করিলে মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরিতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদুরের সন্ধিবিগ্রহ বিষয়ে সাতিশয় প্রভাবও পাণ্ডবদিগের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি আলোচনা করিয়া সভার দ্বারে আগমন-পুরঃসর রাজেন্দ্রগণের সমক্ষে বিদুরকে স্মরণকরত সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকাল-মধ্যে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া মহীতল হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমীপস্থিত সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভ্রাতা বিদুর আমার পরম সুহৃৎ ও সাক্ষাৎ দ্বিতীয়ধর্ম্ম, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকে যেন অতিবিদীর্ণ হইতেছে, অতএব তুমি আমার সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতাকে আশু আনয়ন কর; ইহা কহিয়া সাতিশয় কাতরভাবে পরিদেবনা করিতে লাগিলেন। তিনি বিদুরকে স্মরণ করত শোকে মোহিত ও অনুতাপদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহ হেতু সঞ্জয়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাপিষ্ঠ আমি ভ্রাতা বিদুরকে রোষ প্রযুক্ত বহিষ্কৃত করিয়াছি; তিনি তাহাতে জীবিত আছেন কি না তাহা তুমি শীঘ্র গমন করিয়া অবগত হও। অপরিমিত বুদ্ধিশালী পরমপ্রাজ্ঞ আমার সেই ভ্রাতা কখন কিঞ্চিন্মাত্র অল্প অপ্রিয় আচরণও করেন নাই; পরন্তু আমি তাঁহার প্রতি মহৎ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়াছি, অতএব হে প্রাজ্ঞ সঞ্জয়! তুমি গমন করিয়া অন্বেষণ করত শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর; নতুবা তাঁহার শোকে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সম্মান করত তাহা স্বীকারপূর্ব্বক কাম্যক কাননে প্রস্থিত হইলেন। তিনি অনতিবিলম্বে পাণ্ডবদিগের বাসস্থান কাম্যকবন প্রাপ্ত হইয়া তথায় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত, ভ্রাতৃগণ-দ্বারা অভিরক্ষিত, বিদুরের সহিত উপবিষ্ট, মৃগচর্ম্ম পরিধায়ী যুধিষ্ঠিরকে দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরের সমীপে প্রত্যাসন্ন হইয়া তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, ইঁহারা সকলেই সঞ্জয়কে উপযুক্ত সম্মান করিলেন। অনন্তর সঞ্জয় সুখোপবিষ্ট ও যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক কুশলজিজ্ঞাসিত হইয়া আগমনের হেতু প্রকাশ করত বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্ত! অম্বিকাতনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন; আপনি অবিলম্বে তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জীবিত করুন। হে সাধুত্তম! আপনি নরশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন পাণ্ডবদিগকে সম্মত করিয়া রাজসিংহ ধৃতরাষ্ট্রের নিয়োগাধীন তাঁহার সন্নিধি গমনে প্রস্তুত হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বন্ধুবৎসল ধীমান্ বিদুর তাহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পুরঃসর পুনর্ব্বার হস্তিনায় আগমন করিলেন। মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে নিকটাগত জানিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া যে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, ইহা আমি স্বীয় সৌভাগ্যের ফল বিবেচনা করিলাম। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি

তোমার নিমিত্ত অদ্য সমস্ত দিবারজনীতে নিদ্রিত না হইয়া আপনার দেহকে বিচিত্র দেখিতেছিলাম। অনন্তর তিনি বিদুরকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন, হে অনঘ! আমি রোষপ্রযুক্ত তোমার প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার পরম গুরু; আমি যখন আপনার দর্শন-পরায়ণ হইয়া শীঘ্র এখানে আসিয়াছি, তখনই ক্ষান্ত হইয়াছি। হে নরব্যাঘ্র! ধর্ম্মশীল পুরুষেরা দীন ব্যক্তি দিগের পক্ষে পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, ইহাতে বিচারণা কর্ত্তব্য হয় না। হে ভারত! আমার পক্ষে পাণ্ডব পুত্রেরা যেরূপ, আপনার পুত্রেরাও সেইরূপ, কিন্তু সংপ্রতি পাণ্ডবেরা দুরবস্থাপন্ন বলিয়াই তাহাদিগের প্রতি আমার বুদ্ধি পক্ষপাতিনী হইয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর মহাতেজস্বী ভ্রাতা পরস্পর এইরূপ অনুনয় করত পরমাপ্যায়িত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, বিদুর ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় আগত হইয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া পরিতাপিত হইল; এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল। সংপ্রতি ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদ্বান্ বিদুর পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইয়াছেন, তিনি পাণ্ডবদিগের সুহৃৎ ও হিতৈষী; অতএব তিনি পাণ্ডবগণকে প্রত্যানয়ন করাইবার নিমিত্ত যে কাল পর্য্যন্ত মহারাজের বুদ্ধিকে আকর্ষণ না করেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তোমরা আমার হিতার্থ কোন এক সুমন্ত্রণা স্থির কর। যদি আমি পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় পুনঃপ্রত্যাগত দেখি, তবে প্রতিবন্ধরহিত হইয়া অনাহারে শুষ্ক হইব, এমন কি, বিষপান কি উদ্বন্ধন কি শস্ত্রাঘাত কিংবা অগ্নি-প্রবেশদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি এখানে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখিতে পারিব না। শকুনি বলিলেন, হে রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত মূঢ়বুদ্ধি অবলম্বন করিলে? পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বনে গমন করিয়াছে; তাহারা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই যে, আগমন করিবে এমত কখনই সম্ভবে না। হে তাত! পাণ্ডবেরা সকলেই সত্যভাষী, তাহারা সত্য রক্ষার্থ তোমার পিতার অনুরোধ বাক্য কদাচ গ্রহণ করিবে না। যদিও গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করত পুনর্ব্বার হস্তিনাপুরে সমাগত হয়, তবে আমরা এইরূপ ব্যবহার করিব যে, সকলে মধ্যস্থ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মতানুবর্ত্তী থাকিয়া গোপনে তাহাদিগের নানাপ্রকার ছিদ্রানুসন্ধানে প্রযত্নপর হইব। দুঃশাসন কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মাতুল! আপনি যখন যে প্রকার পরামর্শ বলেন তাহাতে আপনার বুদ্ধিই আমার রুচিকর হয়। কর্ণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সকলেই আপনার অভিপ্রেত কার্য্য আলোচনা করিয়া থাকি এবং এ বিষয়ে আমাদিগের সকলেরই এক মত হইয়াছে। সেই সকল বীরগণ কালবিলম্ব উল্লঙ্ঘন করিয়া হস্তিনায় আগমন করিবেন না; যদিই অজ্ঞানপ্রযুক্ত আগমন করেন তবে আপনি পুনর্ব্বার তাহাদিগকে দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনতিহৃষ্টমনে শীঘ্র তাঁহাদিগের প্রতি পরাঙ্মুখ হইলেন। কর্ণ তাহা জানিতে পারিয়া শোভন নয়ন-যুগল প্রসারণপূর্ব্বক ক্রোধে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালন করিয়া দুঃশাসন, শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রতি কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্যগণ! আমার যে অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ কর। আমরা সকলেই রাজা দুর্য্যোধনের নিকট কিঙ্করের ন্যায় কৃতাঞ্জলিহস্ত, অতএব আমাদিগের অবশ্যই ইঁহার প্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য; কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অধীন হওয়াতেই তাহা আমরা করিতে পারিতেছি না; পরন্তু এইক্ষণে তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই চল আমরা সকলে মিলিত ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বনস্থিত পাণ্ডবদিগকে হনন করিতে রথারোহণে গমন করি। তাহারা আমাদিগের প্রহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অবিদিত গতি প্রাপ্ত ও শান্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও আমরা সকলেই নির্ব্বিবাদে থাকিতে পারিব। আমি বিবেচনা করি যে, তাহারা খিন্ন, শোকাভিভূত ও মিত্র-বিহীন থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জয় করিতে পারা যাইবে।

কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহাকে সাধুবাদপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রশংসা করত তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উৎসাহান্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ পুরঃসর পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া নির্গত হইলেন। বিশুদ্ধাত্মা প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুদ্বারা দর্শন করত তাঁহাদিগকে পাণ্ডব-বিনাশে গমনোদ্যত জানিয়া তথায় আগমন করিলেন। পরে লোক-পূজিত সেই ভগবান্ তাহাদিগের সকলকে নিষেধ করিয়া সুখোপবিষ্ট প্রজাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ব্যাস কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! সমস্ত কৌরবের পক্ষে যাহাতে পরম হিত হয়, তাহা তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রতারণা-দ্বারা পরাজিত হইয়া যে বনে গমন করিয়াছেন, তাহাতে আমি প্রীত হই নাই। তাঁহারা ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে এই সকল ক্লেশ স্মরণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবকুলের উপর বিষ বর্ষণ করিবেন, অতএব তোমার পুত্র দুর্য্যোধন কেন তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্য-নিমিত্ত তাহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে? সে অতিশয় মন্দবুদ্ধি ও পাপাত্মা; সেই মূঢ়কে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিবারণ কর, সে উক্তরূপ নিদারুণ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হউক, নতুবা বনস্থিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিলে, আপনিই বিনষ্ট হইবে। প্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ এবং আমরা যেরূপ সাধু, তুমিও সেইরূপ। হে মহাপ্রাজ্ঞ! স্বজনের সহিত যে বিগ্রহ, তাহা অতিগর্হিত, অধর্ম্ম ও অযশস্কর; এতাদৃশ কর্ম্ম হইতে তোমার নিবৃত্ত হওয়াই উচিত। হে ভারত! পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের যেরূপ বুদ্ধি, তাহা তুমি উপেক্ষা করিলে মহতী অনীতি ঘটনা হইবে। অথবা তোমার পুত্র মূঢ়বুদ্ধি দুর্য্যোধন সহায়-রহিত হইয়া একাকীই পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক; তাহাতে যদি তাহাদিগের সংসর্গাধীন তোমার পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মে, তাহা

হইলে তুমি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কিন্তু ইহা দুর্য্যোধনের মনোগত হওয়া অসম্ভব বিবেচনা হইতেছে, কারণ, শ্রুত আছে যে জন্মকালাবধি যাহার যেস্বভাব হয়, সে না মরিলে তাহার তাহা অপগত হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই উপস্থিত-বিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর, ইঁহারা কি বিবেচনা করেন? তুমিই বা কি স্থির করিয়াছ? যাহা উচিত হয়, তাহা অগ্রেই কর্ত্তব্য, নতুবা মহান্ অনর্থ ঘটিবে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! আমার দ্যূতক্রীড়া জন্য এই ব্যাপারে অভিপ্রায় ছিল না, বোধ হয়, বিধাতাই আমাকে আকর্ষণ করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। এই দ্যূতক্রীড়ায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারী ইঁহাদিগেরও ইচ্ছা ছিল না; কেবল মোহ-বশতই ইহা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। হে ভগবন্ প্রিয়ব্রত! আমি দুর্য্যোধনকে বিমূঢ় জানিয়াও পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ব্যাস কহিলেন, হে নরনাথ বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্যই বটে; আমরাও পুত্রকে উৎকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ়রূপে জানি; পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর নাই। সুরপতি ইন্দ্র সুরভির অশ্রুমোচন দেখিয়া অন্য কোন প্রচুর সমৃদ্ধ অর্থকেও পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। হে নরনাথ! এ বিষয়ে ইন্দ্র ও সুরভির সম্বাদরূপ এক উত্তম মহৎ আখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণকর। পূর্ব্বকালে একদা দেবলোকস্থিতা গো মাতা সুরভি রোদন করিতেছিলেন, ইন্দ্র তাঁহাকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, হে শুভে! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? দেবতাদিগের কুশল ত? কিংবা মনুষ্য কি নাগলোকে কোন অমঙ্গল ত হয় নাই? তোমার এই রোদন অল্পকারণ সম্ভূত নহে।

সুরভি কহিলেন, হে ত্রিদশাধিপ! আমি তোমার কোন অমঙ্গল দৃষ্টি করি নাই, পরন্তু আমার নিজপুত্রের নিমিত্ত শোক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেই আমি রোদন করিতেছি। দেখ, কৃষকগণ ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মৎপুত্রকে লাঙ্গলদ্বারা পীড়িত করিয়া প্রতোদদ্বারা প্রহার করিয়া থাকে। হে দেবেন্দ্র! তাহাতে আমার পুত্র বিষণ্ন ও সোৎকণ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে আঘাত করে; এ নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ ঐ পীড়িত পুত্রের প্রতি কৃপান্বিত ও উদ্বিগ্ন হইতেছে। হে বাসব! আরও দেখ একটি বৃষ বলিষ্ঠহেতু অধিকরূপে ভার বহন করে, অন্যটি দুর্ব্বল, কৃশ ও শিরব্যাপ্তপ্রযুক্ত অতিকষ্টে বহন করিয়া থাকে, কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে ঐ বলিষ্ঠ বৃষের সহিত সংযুক্ত করিয়া তুল্যরূপে বহন করাইবার নিমিত্ত প্রতোদদ্বারা হনন পীড়ন করিলেও সে তদ্রূপ বহন করিতে পারে না; এই নিমিত্ত আমি তাহার শোকে পীড়িতা ও অতিশয় দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতেছি, ইহাতেই আমার নয়নদ্বয় হইতে করুণাশ্রুমোচন হইতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে শোভনে! তোমার সহস্র সহস্র পুত্র সর্ব্বদা কৃষকগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে, ইহাতে তুমি একটি পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া কি হেতু কৃপাপরায়ণা হইতেছ? সুরভি কহিলেন, হে [illegible]! যদিও আমার সহস্র সহস্র পুত্রের প্রতিই সমান ভাব আছে, কিন্তু দীন ও সচ্চরিত্র পুত্রের প্রতি অধিক কৃপা জন্মে। ব্যাস কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ভগবান্ পাকশাসন সুরভির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং পুত্রকে জীবন অপেক্ষাও অধিক প্রীতিপাত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন; অনন্তর সহসা ঘোরতর সলিলবর্ষণদ্বারা কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের বিঘ্নকর হইলেন। হে রাজন্! গোমাতা সুরভি যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার সকল পুত্রের প্রতি সমভাব এবং তন্মধ্যে যাহারা দীন, তাহাদিগের প্রতি অধিক-কৃপা হউক। হে পুত্র! পাণ্ডু আমার যাদৃশ পুত্র, তুমি এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরও আমার তাদৃশ পুত্র; এই নিমিত্ত স্নেহহেতু যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার একশত এক পুত্র, আর পাণ্ডুর পাঁচটি মাত্র পুত্র, তাহারাও চিরকাল মৃদু ও অতিদুঃখী; অতএব তাহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ও কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ইহা ভাবিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছে। হে পার্থিব! তুমি যদ্যপি সমস্ত কৌরবের জীবন ইচ্ছা কর, তবে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ শান্তি করুক।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনে! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা আমিও জানি এবং এই সকল নরাধিপেরাও জানেন! কুরুকুলের হিত বিষয়ে সাধু বলিয়া যাহা আপনার অভিপ্রেত, বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণ আমাকে তাহাই কহিয়াছেন। যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হই এবং কুরুকুলের প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে আপনি আমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শিক্ষা প্রদান করুন। ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে এখানে আসিতেছেন। এই মহর্ষি কুরুকুলের শান্তি-নিমিত্ত তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবেন। হে কৌরব্য! ইনি যেরূপ বলিবেন, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, নতুবা ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার পুত্রের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি ব্যাস ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে মৈত্রেয় ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন। নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের সহিত মুনিসত্তম মৈত্রেয়কে সম্মান-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অর্ঘ্যদানাদি সমুচিত ক্রিয়া-দ্বারা সৎকার করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া প্রণয় বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি ত কুরুজাঙ্গল হইতে সুখে আগমন করিয়াছেন? বীর পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতাই ত কুশলে আছেন? তাঁহারা প্রতিজ্ঞাপলন করিতে কি অভিলাষী হইয়াছেন? তাঁহাদিগের সহিত কুরুদিগের সৌভ্রাত্র স্থির থাকিবে ত? মৈত্রেয় কহিলেন, হে প্রভো! আমি তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে কুরুজাঙ্গল দেশে গমন করিয়াছিলাম, তথায় কাম্যক্ বনে হঠাৎ ধর্ম্মরাজকে দেখিতে পাইলাম। তিনি জটাধারী ও অজিন-পরিধায়ী হইয়া তপোবনে বাস করিতেছেন। মুনিরা অনেকে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপনীত হইয়াছেন। মহারাজ! তোমার পুত্রগণের বিশেষ ভ্রান্তি, অবিনয় এবং দ্যূতক্রীড়ারূপ উপস্থিত মহা-ভয়জনক ব্যাপার সেই স্থানেই আমি শ্রবণ করিলাম। হে প্রভো!

া তোমার প্রতি আমার সাতিশয় স্নেহ ও প্রীতি আছে, নিমিত্তই আমি কৌরবগণের কুশল চিন্তা করিয়া তোমার আগত হইলাম। হে রাজন্! তুমি ও ভীষ্ম জীবিত ও তোমার পুত্রগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করা ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। তুমি নিগ্রহ কি অনুগ্রহ-বিষয়ে মেধিস্বরূপ হইয়াও এই উৎপন্ন ঘোরতর অনীতিকে কি উপেক্ষা করিতেছ? হে কুরুনন্দন! সভামধ্যে তোমার দস্যুর ন্যায় প্রকাশিত হওয়াতে তুমি তাপসদিগের শোভাপ্রাপ্ত হইতে পার না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি রণ দুর্য্যোধনের প্রতি অভিমুখ হইয়া তাঁহাকে সম্বো- মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহাবাহু শ্রেষ্ঠ মহাভাগ দুর্য্যোধন! আমি তোমার হিতার্থ যাহা তছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্রোহ করিয়া তাহাদিগের আপনার, কুরুকুলের এবং অন্যান্য লোকের প্রিয়কারী হও। পাণ্ডবেরা সকলে অযুত-হস্তি- বলবান্, শূর, বিক্রমশীল যোদ্ধা, বজ্রতুল্য দৃঢ়দেহ, সত্য- পুরুষাভিমানী এবং দেবশত্রু কামরূপী হিড়িম্ব-বক-প্রভৃতি সগণের নিহন্তা। তাঁহারা এখান হইতে যখন রাত্রিযোগে করেন, তখন কির্ম্মীর-নামক অতি-ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস দিগের পথ রোধ করিয়া অচল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান । অনন্তর ব্যাঘ্র যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বিনাশ করে, তাহার ন্যায় বলিশ্রেষ্ঠ সমরশ্লাঘী ভীম তাহাকে স্বীয় বলদ্বারা পশুমারণপ্রকারে বিনাশ করিলেন। দেখ, সেই ভীম দিগ্বিজয় কালে অযুতনাগসদৃশবলধারী মহাধনুর্দ্ধর জরাসন্ধকে যেরূপে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছেন। হে রাজন্! বাসুদেব যাঁহাদিগের সম্বন্ধি এবং দ্রুপদপুত্রগণ যাহাদিগের শ্যালক; এতাদৃশসহায়- সম্পন্ন বলশালীদিগের যুদ্ধে জরামরণগ্রস্ত কোন্ মনুষ্য অবস্থিত হইতে পারে? অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি ক্রোধের বশম্বদ না হইয়া আমার বাক্য রক্ষা কর, তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মৈত্রেয় ঋষি দুর্য্যো- ধনকে এই সকল বাক্য কহিলে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন আপনার গজ- শুণ্ডাকার উরুদেশে করাঘাতপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত কোন উত্তর না দিয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখে চরণদ্বারা অবনী উল্লেখন করিতে লাগিল। মৈত্রেয় ঋষি, দুর্য্যোধনকে তদ্বাক্য শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইয়া চরণদ্বারা অবনী লেখন করিতে দেখিয়া কোপা- বিষ্ট হইলেন; তখন মুনিসত্তম যেন বিধিপ্রেরিত হইয়া ক্রোধের বশীভূত হইলেন; তাঁহার অন্তঃকরণ দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি ক্রোধে সংরক্তলোচন হইয়া জল উপস্পর্শনপূর্ব্বক দুষ্টচেতা দুর্য্যোধনকে এই বলিয়া শাপ- প্রদান করিলেন যে, তুমি অহঙ্কারপ্রযুক্ত আমাকে অনাদরকরিয়া আমার এই বাক্য প্রতিপালন করিতে অভিলাষ করিলে না, এই দুষ্ট ঐ গর্ব্বের ফল তুমি অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে; পাণ্ডবদিগের ও তোমার বিদ্রোহনিমিত্ত মহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে; সেই যুদ্ধে বলবান্ ভীম গদাঘাতে তোমার উরুদেশ ভগ্ন করিবেন। ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে নানা স্তুতি বাক্যে প্রসন্ন করত ঐ অভিশাপ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন মৈত্রেয় কহিলেন মহারাজ! তোমার পুত্র যদি শান্ত হয়, তবে এই অভিশাপ সফল হইবে না, নতুবা সফল হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন-পিতা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে মহর্ষি মৈত্রেয়ের নিকট অভিশাপের বৈলক্ষণ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভীমসেন কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসকে কিপ্রকারে নিপাত করিয়াছিলেন? মৈত্রেয় কহিলেন মহারাজ! আমার বাক্যে তোমার পুত্রের শুশ্রূষা নাই, এ নিমিত্ত আমি তোমার নিকট আর কিছুই কহিব না; আমার গমনান্তে বিদুর তোমাকে সমুদায় কহিবেন। মৈত্রেয় ঋষি ইহা কহিয়া যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলে দুর্য্যোধন ভীমের কির্ম্মীর-বধ শ্রবণে উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

## কির্ম্মীর বধ প্রকরণ

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ক্ষত্ত! আমি কির্ম্মীর-বধ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কির্ম্মীর রাক্ষসের সহিত ভীমসেনের কি প্রকার সমাগম হইয়াছিল, তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! অলৌকিক-কর্ম্মা ভীমসেনের এই অদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ কর, আমি ইহা ইতিপূর্ব্বে পুনঃপুনঃ পাণ্ডবদিগের কথাবসানে শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়া তিন অহোরাত্রে কাম্যক বন প্রাপ্ত হন। তথায় রাত্রি কালে লোক-নিদ্রাকর ভয়ানক নিশীথ সময় অতিক্রান্ত হইলে যখন মনুষ্যভক্ষক ঘোরকর্ম্মা রাক্ষসগণের বিচরণ আরব্ধ হইয়া থাকে, তখন তাহাদিগের ভয়ে তপস্বী কি গোপাল-প্রভৃতি বন- চারী সকল ব্যক্তিই উক্ত বনপরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে। পাণ্ডবেরা রাত্রিযোগে সেইবনে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রদীপ্ত-চক্ষু অতি ভয়ানক উক্তরাক্ষস জ্বলন্ত কাষ্ঠ হস্তে করিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিতহইল। ঐরাক্ষস পাণ্ডবদিগকে তথায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া মহাবাহুদ্বয়ও ভয়ানক বদন বিস্তারকরত তাঁহাদিগের গমনের পথ আবরণ-পুরঃসর দণ্ডায়মান হইল। ঐ কৃষ্ণবর্ণ নরাশনের প্রকাশিত আটটি দন্ত, তাম্র সদৃশ রক্তিম নয়নও দেদীপ্যমান ঊর্দ্ধ প্রসারিত, কেশজাল-দ্বারা তাহাকে বক- বীথি-দ্বারা শোভিত, বিদ্যুৎচক্রে আলিঙ্গিত ও সূর্য্যরশ্মি-জালে সংযুক্ত মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ ক্রূরাত্মা রাক্ষসী- মায়া উৎপাদন করিয়া সজল জলদের ন্যায় এমত ঘোরতর বিপুল নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহা শ্রবণ করিয়া স্থলজ ও জলজ জীব-সমূহ এবং বিহঙ্গমগণ ভয়বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিতে করিতে নানা দিকে পতিত হইতে লাগিল; এবং মৃগ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও ভল্লুক প্রভৃতি পশু সমস্ত ঐনিদারুণ শব্দে এত- দ্রূপ ধাবন করিতে লাগিল যে, তাহাতে উক্ত বন সমাকুল হইয়া বিচলিত প্রায় হইল। কাননস্থিত লতাসকল সেই রাক্ষসের আগমন-কালীন তাহার উরুবেগ-জনিত বায়ুতে অভিহত হইয়া যেন ভয়প্রযুক্ত তাম্রবর্ণ পল্লবরূপ হস্তদ্বারা দূরস্থিত বৃক্ষগণকেও আলিঙ্গন করিতেছিল। সেই সময়ে এতাদৃশ প্রচণ্ড বায়ুবহিতে লাগিল যে, তাহাতে ধূলিপটলদ্বারা গগণমণ্ডলস্থগ্রহ নক্ষত্রাদির জ্যোতি অবরোধ হইয়া গেল। যেপ্রকার মনুষ্যের শোকাবেশ,

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি পঞ্চবিষয়ের অনুপম শত্রু, সেইপ্রকার পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাত মহাশত্রু ঐ রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইল। সে কৃষ্ণাজিন-সমাবৃত পাণ্ডবদিগকে দূর হইতে দেখিয়া বনদ্বার অবরোধ করত মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কমললোচনা দ্রৌপদী অদৃষ্টপূর্ব্ব অতিভয়ানক রাক্ষসকে দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত স্বীয় নেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন। তিনি দুঃশাসনের করস্পর্শাবধি মুক্তকেশী ছিলেন এবং পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া ভয়ব্যাকুলা হইলেন, ইহাতে তাঁহাকে যেন পঞ্চপর্ব্বতের মধ্যস্থিতা বেগ-ব্যাকুলা নদীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যে প্রকার বিষয়াসক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়-বিষয়িকা রতি ধারণ করে,তাহাকে ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডব অতিশয় ভয়মোহিতা পাঞ্চালীকে ধারণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ ধৌম্য ঋষি পাণ্ডবদিগের সাক্ষাতে রাক্ষস-বিনাশক বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগ-দ্বারা সেই উৎপন্ন ঘোরদর্শন রাক্ষসীমায়া-সমস্ত বিনাশ করিলেন। যথাভিলষিত-দেহধারণ-সমর্থ অতি বলবান্ সেই ক্রূর নিশাচর নিজ মায়া নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধবিস্ফারিত-নেত্রে কালসদৃশ মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাইল। অনন্তর দূরদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির ঐ রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কাহার সন্তান? তোমার কি কার্য্য উদ্দেশ্য? রাক্ষস প্রত্যুত্তর করিল, আমি বকের ভ্রাতা, কির্ম্মীর-নামে বিখ্যাত; আমি পুরুষগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আহার করত এই জনশূন্য কাম্যকবনে স্বচ্ছন্দে নিরন্তর বাস করিয়া থাকি। তোমরা সকলে কে, আমার ভক্ষ্যরূপ নিকটে আগত হইলে? আমি অক্ষুব্ধচিত্তে তোমাদিগের সকলকে যুদ্ধে জয় করিয়া ভক্ষণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! যুধিষ্ঠির সেই দুরাত্মা রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার নাম গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করত কহিলেন, হে নিশাচর! তুমি পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবে, আমি সেই পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ ;অধুনা রাজ্যচ্যুত হইয়া ভীমসেন অর্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত বনবাসাভিলাষে তোমার অধিকৃত এই ঘোর বনে আগমন করিয়াছি।

বিদুর কহিলেন, কির্ম্মীর যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, অদ্য আমার ভাগ্যবশত দৈবক্রমে চিরকালের মনোগত বিষয় লাভ হইল। আমি যে ভীমসেনের বধাভিলাষে নিরন্তর উদ্যতায়ুধ হইয়া সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি, কুত্রাপি উহাকে দেখিতে পাই নাই, অদ্য সৌভাগ্যক্রমে চিরাকাঙ্ক্ষিত ভ্রাতৃশত্রু সেই ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইলাম। হে রাজন্! ইহার দৈহিক বলমাত্র নাই, এই দুরাত্মা কেবল বিদ্যাবল আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে বেত্রকীয়-গৃহে ব্রাহ্মণরূপ ছদ্মবেশে আমার প্রিয় ভ্রাতা বককে বিনাশ করিয়াছে এবং আমার প্রিয়সখা বনচর হিড়িম্বকে বধ করিয়া তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে, সেই মূঢ়বুদ্ধি ভীম আমার অধিকৃত এই দুর্গম বনে সমান অর্দ্ধ রাত্র থাকিতে আমাদিগের সম্প্রচার সময়ে অভ্যাগত হইয়াছে, অতএব অদ্য আমি ইহার চিরসম্ভৃত শত্রুতা নিপাত করিব। ইহার ভূরি রুধির দ্বারা বকের তর্পণ করিব। এই রাক্ষস-কণ্টক বিনাশ করিয়া ভ্রাতা ও সখার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিব। যুধিষ্ঠির! এই ভীম পূর্ব্বে যদিও বকের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আমার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে না, আমি তোমার সাক্ষাতেই ইহাকে ভক্ষণ করিব। যে প্রকার অগস্ত্য ঋষি মহাসুর বাতাপিকে উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমি অদ্য এই বিপুলসত্ত্ব বৃকোদরকে হননপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিব।

ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া, এরূপ হইবে না, ইত্যাদি বাক্যে উক্ত রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন ত্বরাপূর্ব্বক দশব্যাম-পরিমিত এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ঐ উৎপাটিত বৃক্ষকে নিষ্পত্র করিলেন। বিজয় অর্জ্জুনও সেইরূপ নিমেষমধ্যে বজ্রনিষ্পেষ্য পর্ব্বতের ন্যায় গৌরবাক্রান্ত গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করিলেন। হে ভারত! বলবান্ ভীম জিষ্ণুকে শরাকর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া সেই মেঘবৎ গর্জ্জনকারী রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইয়া থাক থাক, এই বাক্য কহিলেন। তদনন্তর সংক্রুদ্ধ হইয়া পরিহিত বস্ত্র দৃঢ়ীকরণপূর্ব্বক হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও দশনে ওষ্ঠপুট দংশন করত বৃক্ষরূপ অস্ত্র হস্তে করিয়া বেগপূর্ব্বক তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন; পরে যমদণ্ডের ন্যায় সেই বৃক্ষ ঐ রাক্ষসের মস্তকোপরি, ইন্দ্রের কুলিশ-পাতনের ন্যায়, বেগের সহিত নিপাতন করিলেন; কিন্তু তাহাতে সেই পুরুষাদ রাক্ষসকে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা সত্বর বোধ হইল না; প্রত্যুত সে প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় প্রদীপ্ত দগ্ধ কাষ্ঠ ভীমসনের উপর নিক্ষেপ করিল। প্রহারক প্রধান ভীম সেই উৎক্ষিপ্ত জলৎকাষ্ঠ বামপদ-দ্বারা এতাদৃশরূপে ক্ষেপণ করিলেন যে, উক্ত জলদিন্ধন পুনর্ব্বার সেই রাক্ষসের দিকেই আগত হইল। তখন কির্ম্মীরও সমরার্থী হইয়া সহসা এক বৃক্ষ উৎপাটন করত ক্রোধাবিষ্টচিত্তে দণ্ডপাণি যমের ন্যায় ভীমের প্রতি ধাবিত হইল। অনন্তর যে প্রকার পূর্ব্বকালে স্ত্রী অভিলাষী বালী ও সুগ্রীব উভয় ভ্রাতার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারি ন্যায় ভীম ও কির্ম্মীরের পরস্পর বৃক্ষযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ বৃক্ষযুদ্ধে বনস্থিত বহুতর বৃক্ষ নির্ম্মূল হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের উভয়ের মস্তকোপরি যে সকল বৃক্ষের আঘাত আরম্ভ হইল, সেই সকল বৃক্ষ মত্ত হস্তিদ্বয়ের উপরি নিক্ষিপ্ত উৎপলসমূহের ন্যায় অনেকধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহাতে সেই মহারণ্য মধ্যে অনেক বৃক্ষ মুঞ্জের ন্যায় জর্জ্জরীভূতহইয়া উৎক্ষিপ্ত চীরখণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস-প্রধান কির্ম্মীর ও নরপ্রধান এইরূপ বৃক্ষযুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল হইয়াছিল। তদনন্তর রাক্ষস অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক শিলা উত্তোলন করিয়া যুদ্ধে দণ্ডায়মান ভীমের উপর প্রহার করিল ;কিন্তু ভীম তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। কির্ম্মীর ভীমকে সে ভয়ঙ্কর শিলা তাড়নেও নিশ্চল দেখিয়া, যে প্রকার রাহু নিজ বাহুদ্বারা সূর্য্যের কিরণ সমূহ বিক্ষিপ্ত করত তদভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আকর্ষণ করত উন্নত বৃষভের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর নখদন্তায়ুধ-বিশিষ্ট দর্পিত ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় উভয়ে উভয়কে তুমুল নিদারুণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদর একে স্বভাবতই বাহুবীর্য্যে দর্পিত, তাহাতে আবার দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন এবং

৯। ভীমের সহিত কিৰ্ম্মীরের যুদ্ধ।



অনন্তর যে প্রকারে পূর্ব্বকালে স্ত্রী-অভিলাষী বালী ও সুগ্রীব উভয় ভ্রাতার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ন্যায় ভীম ও কির্ম্মীরের পরস্পর বৃক্ষযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ২৯০ পৃষ্ঠা (বনপর্ব্ব)।

তৎকালে দ্রৌপদী তাঁহাকে অপাঙ্গ দর্শনে দেখিতেছিলেন, ইহাতে তিনি মহাক্রোধে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। মাতঙ্গ যেমন গলিতমদ মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় তিনি রাক্ষসকে আক্রমণ করত বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিলেন। পরে বীর্য্যবান্ কির্ম্মীরও তাঁহাকে প্রতিগ্রহণ করিল; তখন বলি-শ্রেষ্ঠ ভীমসেন বলদ্বারা তাহাকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীর্য্যবান্ উভয় বীরের ভুজ-নিষ্পেষণে রণস্থলে বেণুস্ফোট সদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভীমসেন রাক্ষসকে ভৎর্সনা করত তাহার মধ্যদেশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত করে, সেইরূপ আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। কির্ম্মীর মহাবল ভীমসেন-কর্ত্তৃক উত্তমরূপে আন্দোলিত হওয়াতে হীনবল হইয়াও যথা-শক্তি স্পন্দনপূর্ব্বক ভীমসেনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর তাহাকে পরিশ্রান্ত জানিয়া, রজ্জুদ্বারা পশুবন্ধনের ন্যায়, বাহুদ্বারা বন্ধন করিলেন; তাহাতে সে ভগ্ন ভেরীর ন্যায় মহাশব্দ করিতে লাগিল, ঐ অবস্থায় বলবান্ ভীম তাহাকে বহুক্ষণ ঘূর্ণিত করাতে সে অচেতনপ্রায় স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন তাহাকে তাদৃশ বিষাদিত দেখিয়া ভুজদ্বয়দ্বারা বেগপূর্ব্বক গ্রহণ করত পশুবধের ন্যায় বধ করিলেন। তিনি জানুদ্বারা তাহার কটীদেশ ও হস্তদ্বয়দ্বারা তাহারকণ্ঠ আক্রমণ করিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত ও নয়নপত্র ব্যাবিদ্ধ হইল। অনন্তর তিনি তাহাকে ভূতলে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ; তোমাকে আর হিড়িম্ব ও বকের শোকে অশ্রু-মার্জ্জনা করিতে হইবে না; কারণ তুমিও যমালয়ে গমন করিলে। অনন্তর ক্রুদ্ধচিত্ত পুরুষপ্রবীর ভীমসেন রাক্ষসকে বস্ত্রাভরণভ্রষ্ট উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও প্রাণশূন্য দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সেই মেঘাকার রাক্ষস নিহত হইলে নরেন্দ্র পাণ্ডুনন্দনেরা হৃষ্ট হইয়া ভীমের নানাবিধ গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রশংসা করত দ্রৌপদীকে অগ্রে লইয়া দ্বৈতবনাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। বিদুর কহিলেন, হে মনুজাধিপ! ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় উক্তরূপে কির্ম্মীর রাক্ষসকে সংগ্রামে বধ করিলে সেই বন নিষ্কণ্টক হইল। হে কৌরব! অপরাজিত ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই বন নিষ্কণ্টক করিয়া দ্রৌপদীর সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই প্রফুল্লমনে দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বৃকোদরকে প্রীতিপূর্ব্বক বারংবার প্রশংসা করিলেন। ভীমের বাহুবলে রাক্ষসদেহ নিষ্পিষ্ট ও বিনষ্ট হইলে সেই বন নিহত-কণ্টক হইয়া শুভপ্রদ হইল, ইহাতে সেই বীরগণ তথায় সর্ব্বত্র প্রবেশ আরম্ভ করিলেন। হে ভারত! আমি পাণ্ডবসমীপে যাইতে যাইতে ভীমবলে নিহত সেই দুষ্টাত্মা রাক্ষসের ভয়ানক দেহ পথিমধ্যে নিপতিত দেখিয়াছিলাম! এবং উক্ত কর্ম্ম যে ভীমসেনকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা আমি যুধিষ্ঠিরের সভায় সমবেত ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কির্ম্মীরকে ভীমসেনের হস্তে নিহতশ্রবণ করিয়া পীড়িত সদৃশ হইলেন ও চিন্তাপরায়ণ হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুনাভিগমন প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ পাণ্ডবদিগকে বনপ্রব্রজিত ও দুঃখার্ত্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপে সেই মহাবনে আগমন করিলেন এবং পাঞ্চালরাজের দায়াদগণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও লোকপ্রসিদ্ধ মহাবীর্য্যান্বিত কেকয়াধিপতি ভ্রাতৃগণ ক্রোধ ও অমর্ষচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে নিন্দা করত, আমরা কি করি, এইরূপ কথা বলাবলি করিতে করিতে পাণ্ডবদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয় প্রধান, বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করত উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর কেশব কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পুঃসর কহিলেন, পৃথিবী দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের শোণিত পান করিবেন আমরা সকলে তাহাদিগকে এবং যাহারা তাহাদিগের পদানুজ নৃপতিগণ তাঁহাদিগের সকলকে সমরে পরাজয় করত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যাহারা ছলপূর্ব্বক অত্যাচার করে, তাহাদিগকে বধ করাই সনাতন ধর্ম্ম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জনার্দ্দন পাণ্ডবদিগের দুঃখে এরূপ ক্রোধানলে পরিপূর্ণ হইলেন যে, যেন তিনি সমস্ত প্রজাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন; তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন। ফাল্গুন সেই সর্ব্বব্যাপী, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রমাণাতীত, সত্যস্বরূপ, অমিততেজস্বী, লোকনাথ, প্রজাপতি-পতি, ধীসম্পন্ন, সত্যকীর্ত্তি, মহাত্মা কেশবকে সংক্রুদ্ধ দেখিয়া তাহার পূর্ব্বদেহ কৃত ধর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে দশসহস্র বৎসর যত্রসায়ংগৃহ মুনি হইয়া বিচরণ করিয়াছিলে। হে কৃষ্ণ! তুমি একাদশসহস্র বৎসর জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া পুষ্কর তীর্থে বাস করিয়াছিলে। হে মধুসূদন! তুমি শত বৎসর বায়ুভক্ষ ও ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া বিশাল বদরিকাশ্রমে একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। হে কৃষ্ণ! তুমি সরস্বতী নদী-তীরে দ্বাদশবার্ষিক সত্রে উত্তরীয় বসন-বিহীন শিরাবিস্তৃত কৃশ শরীর হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে এবং পুণ্য-জনোপযুক্ত প্রভাস তীর্থে গমনপূর্ব্বক নিয়ম অবলম্বন করত দেবতাদিগের পরিমিত সহস্র বৎসর একপদে অবস্থিত ছিলে। তুমি কেবল লোক প্রবৃত্তি-নিমিত্ত এইরূপ নানাবিধ তপস্যানুষ্ঠান করিয়াছিলে, ইহা আমি মহর্ষি ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। হে কেশব! তুমি সর্ব্বভূতের আদি, অন্ত ও অন্তর্যামী, সকল তপস্যার আধার, যজ্ঞস্বরূপ এবং সনাতন পুরুষ। হে কৃষ্ণ! তোমার প্রথমোৎপাদিত ভূমি পুত্র নরকাসুরকে তুমি বধ করত মণিকুণ্ডল আহরণ করিয়া যেন যজ্ঞীয় অশ্ব উৎসর্গ করিয়াছ; সেই নরকাসুর বধরূপ অশ্বোৎসর্গ কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বলোক-জয়ী ও লোকশ্রেষ্ঠ হইয়াছ। হে মহাবাহু কেশব। তুমি যুদ্ধস্থলে মিলিত দৈত্যদানব-সকলকে বিনষ্ট করিয়া শচীপতিকে সর্ব্বাধিপত্য সম্প্রদান করত সম্প্রতি মনুষ্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পরন্তপ! তুমি কারণ জলশায়ী হইয়া সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, ধর্ম্ম, ধাতা, যম, অনল, বায়ু, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী ও দিক্ এ সকল তোমারই

মূর্ত্তি। হে মধুসূদন! তুমি চরাচরের গুরুও সৃষ্টিকর্ত্তা, জীবের ন্যায় তোমার জন্ম নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি অতিতেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে চৈত্ররথ বনে পরমোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ দেবকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন করিয়াছিলে। হে জনার্দ্দন! তখন তোমার এক এক যজ্ঞ, শত শত লক্ষ সুবর্ণে ভাগানুসারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হে যাদবনন্দন! তুমি বিশ্বব্যাপী বিভু হইয়াও অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ; হে শত্রুতাপন কৃষ্ণ! তুমি তৎকালে শিশুরূপী হইয়াও স্বপ্রভাবে ত্রিপাদ দ্বারা পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ অক্রমণ করিয়াছিলে। হে ভূতাত্মন্! তোমার সেই ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে যখন স্বর্গ ও আকাশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন তুমি স্বীয় তেজে আদিত্যসদনে অবস্থান করত আদিত্যকে অতি প্রদীপ্ত করিয়াছিলে। হে বিভু কৃষ্ণ! তুমি সংসারমধ্যে সহস্র সহস্র বার যে যে মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, সেই সেই মূর্ত্তিতেই শত শত অধার্ম্মিক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি মৌরব ও পাশগণকে সংহার করিয়াছ, নিসুন্দ ও নরকাসুরকে বধ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের পথ শুভ করিয়াছ এবং জারুথি নগরে আহুতিকে বিনষ্ট করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! তুমি আত্মপক্ষীয় জনগণের সহিত শিশুপাল, জরাসন্ধ, শৈব্য ও শতধন্বাকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি মেঘের ন্যায় গভীর-শব্দকারী আদিত্যতুল্য-তেজোযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রুক্মীকে রণে পরাজয় করত ভোজকুলোদ্ভবা রুক্মিণীকে মহিষী লাভ করিয়াছ। তুমি কোপহেতু ইন্দ্রদ্যুম্ন ও কসেরুমান্ যবনকে নিহত করিয়াছ; এবং সৌভপতি শাল্বকে বিনষ্ট করত তাহার সৌভ-নামক কামগ নগর ভগ্ন করিয়াছ; ইহারা সকলেই যুদ্ধে হত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এতদ্ভিন্ন যাহাদিগকে তুমি নিহত করিয়াছ, তাহাদিগের কথাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইরাবতী নগরীতে কার্ত্তবীর্য্যতুল্য পরাক্রমী ভূপতি ভোজ তোমার বাহুবীর্য্যে নিহত হইয়াছে। তুমিই গোপতি ও তালকেতুকে বিনাশ করিয়াছ। হে জনার্দ্দন! তুমি ঋষিগণ-মনোহারিণী সর্ব্বভোগশালিনী পবিত্রা দ্বারকা নগরী আত্মসাৎ করিয়াছ; অতঃপর তাহা সমুদ্রসলিলে নিমগ্না করিবে। হে দাশার্হ মধুসূদন! তোমার শরীরে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, মিথ্যা বা নৃশংসতা নাই, ইহাতে কৌটিল্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? হে অচ্যুত! তুমি দেবায়তনমধ্যে স্বতেজে দীপ্যমানরূপে উপবিষ্ট থাক, সমস্ত ঋষিরা তোমার নিকট আগমন করিয়া অভয় প্রার্থনা করেন। হে পরন্তপ মধুসূদন। তুমি প্রলয়কালে আত্মপ্রভাবে সমুদয় ভূতকে সংহরণ করত সংক্ষিপ্তরূপে এই বিশ্বকে আত্মসাৎ করিয়া থাক। হে বার্ষ্ণেয়! যাঁহার এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, সেই চরাচরগুরু ব্রহ্মা যুগাদিতে তোমার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তৎকালে মধু ও কৈটভনামে প্রসিদ্ধ ভয়ানক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তুমি তাহাদিগের ব্যতিক্রম দেখিয়া ক্রুদ্ধ হওয়াতে তোমার ললাট হইতে শূলপাণি ত্রিলোচন শম্ভু উৎপন্ন হইলেন। এই প্রকারে ব্রহ্মা ও শম্ভু, এই উভয় দেবেশ্বর তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন ও তোমার অজ্ঞানুবর্ত্তী হন; ইহা দেবর্ষি নারদ আমাকে কহিয়াছেন। হে নারায়ণ! তুমি পূর্ব্বকালে চৈত্ররথ কানন-মধ্যে ভূরিদক্ষিণ বহু ক্রতুবিশিষ্ট মহাসত্র সম্পন্ন করিয়াছিলে। হে দেব! তুমি বালক হইয়াও মহাবলবীর্য্য অবলম্বন করত বলদেবের সহিত যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, সেই সকল কর্ম্ম কেহ কখন পূর্ব্বে করিতে পারে নাই এবং পরেও করিতে পারিবে না। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি ব্রাহ্মণসমূহের সহিত কৈলাস ভবনেও বাস করিয়াছিলে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ অর্জ্জুন মহাত্মা কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমারই এবং আমিও তোমারই; যাহারা আমার, তাহারাই তোমার; যে তোমাকে দ্বেষ করে, সে আমাকে দ্বেষ করে; যে তোমার অনুগত, সে আমার অনুগত। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি নর, আমি নারায়ণ হরি, আমরা উভয়ে নর নারায়ণ ঋষি, কালক্রমে এই লোক প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভরতর্ষভ! তুমি যেমন আমা হইতে ভিন্ন নও, সেইরূপ আমিও তোমা হইতে ভিন্ন নই, আমাদিগের উভয়ের অন্তর নিরূপণ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া নিবৃত্ত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণে পরিবারিতা পাঞ্চালী সেই বীর মণ্ডলীমণ্ডিত সভায় কোপাকুল রাজগণের মধ্যে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট শরণ্য পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের শরণার্থিনী হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করত ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! অসিত ও দেবল ঋষি কহিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তোমাকে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে দুর্দ্ধর্ষ মধুসূদন! জামদগ্ন্য ঋষি কহেন, তুমি বিষ্ণু এবং তুমিই যজ্ঞ, যজনকর্ত্তা এবং যজনীয়। হে পুরুষোত্তম! ঋষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এবং কাশ্যপ ঋষি তোমাকে সত্যসম্ভূত যজ্ঞ বলিয়া অভিধান করেন। হে ঈশ্বর! দেবর্ষি নারদ তোমাকে শিব ও সাধ্য দেবগণের ঈশ্বর ও ভূতভাবন ভূতেশ বলিয়া নিরূপণ করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা বালকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ক্রীড়া করিয়া থাক। হে প্রভো! তোমার মস্তকদ্বারা স্বর্গ ও পদদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং এই সমুদায় লোক তোমার জঠরস্বরূপ হইয়াছে; তুমি সনাতন পুরুষ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি তপঃশুদ্ধচিত্ত, বেদবিহিততপোনুষ্ঠায়ী, আত্মজ্ঞানপরিতৃপ্ত ঋষিদিগের অনশ্বর ফলস্বরূপ; এবং তুমিই যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ সর্ব্বধর্ম্ম-সম্পন্ন পুণ্যশীল রাজর্ষিদিগের গতি। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রভু, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ এবং তুমিই চৈতন্যরূপে সচেষ্ট। লোক সকল, লোকপাল-সমূহ দশ দিক্, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ তোমাতেই অবস্থিত আছে। হে মহাবাহো! প্রাণিগণের মর্ত্ত্যতা, দেবগণের অমরত্ব এবং লোক-সমূহের অখিল কার্য্য তোমার আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠিত আছে। হে মধুসূদন! তুমি কি দ্রব্য, কি মানুষ সকল প্রাণীরই নিয়ন্তা, এ নিমিত্ত তোমার নিকট প্রণয়যুক্ত আমি দুঃখ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হে বিভো! আমি তোমার সখী, পাণ্ডবদিগের পত্নী এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী হইয়াও সভায় আকৃষ্টা হইলাম। আমি যখন স্ত্রীধর্ম্মিণী-প্রযুক্ত শোণিতসিক্তা ও একবস্ত্রা ছিলাম, তখন পাপাত্মা দুঃশাসন সেই অবস্থায় আমাকে কুরুসভায় আকর্ষণ করিলে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত ও কম্পিত হইয়াছিল! ধৃতরাষ্ট্রের পাপিষ্ঠ পুত্রগণ আমাকে

শোণিত-পরিপ্লুতা দেখিয়া সভায় রাজগণসমক্ষে হাসিতে লাগিল! হে মধুসূদন! পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত থাকিতেও তাহারা আমাকে দাসীভাবে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিল! হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা, আমাকে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা বলপূর্ব্বক দাসী করিতে অভিলাষী হইল! আমি যোদ্ধশ্রেষ্ঠ মহাবল পাণ্ডবগণকে নিন্দা করি, যে তাঁহারা যশস্বিনী স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর তাদৃশ-দুরন্ত ক্লেশও দর্শন করিলেন। হে জনার্দ্দন! ভীমসেনের বলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্ যে, তাহারা আমাকে ক্ষুদ্রব্যক্তিগণকর্ত্তৃক অবমানিতা দেখিয়াও সহ্য করিলেন। ভর্ত্তা অল্পবল হইলেও তাঁহার ভার্য্যাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সনাতন ধর্ম্ম, সাধুরা সর্ব্বদা এই ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া থাকেন। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে সন্তান রক্ষিত হয়, সন্তানের রক্ষা হইলেই আপনার রক্ষা হয়; ভর্ত্তার আত্মা ভার্য্যার গর্ভে জন্মে, এই নিমিত্ত ভার্য্যাকে জায়া বলা যায়। ভার্য্যাও ভর্ত্তা কিরূপে আমার উদরে জন্মিবেন, ইহা ভাবিয়া ভর্ত্তাকে রক্ষা করিবে।

দেখ, যাঁহারা শরণাগত অপর ব্যক্তিকেও কখন পরিত্যাগ করেন না, সেই পাণ্ডবেরা চিরশরণাপন্না আমাকে রক্ষা করিলেন না! হে জনার্দ্দন! ইহাঁদিগের পঞ্চভ্রাতার ঔরস জাত আমার যে মহাসত্ত্বসম্পন্ন পাঁচটি পুত্র আছে, তাহাদিগের মুখাপেক্ষায়ও আমাকে রক্ষা করিতে হয়। হে মধুসূদন! যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক এবং সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা ইহারা সকলেই তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন তুল্য অমোঘ-পরাক্রমী, মহারথ, উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধর এবং যুদ্ধে শত্রুকুলের অজেয়; ইহারা কি হেতু দুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের এই অত্যাচার সহ্য করে? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অধর্ম্মদ্বারা রাজ্যহরণ, পাণ্ডবদিগকে দাস এবং রজস্বলা একবস্ত্রা আমাকে সভায় আকর্ষণ করিল। হে মধুসূদন! তুমি, ভীমসেন ও অর্জ্জুন-ভিন্ন কেহ যে গাণ্ডীবে গুণসংযোগ করিতে পারে না, এতাদৃশ গাণ্ডীবসত্ত্বে যে স্থলে দুর্য্যোধন মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবিত থাকে, সে স্থলে ভীমসেনের বলে ধিক্! অর্জ্জুনের পৌরুষেও ধিক্! হে মধুসূদন! সেই দুর্য্যোধন এই অহিংসক অধ্যয়ন-রত ব্রতস্থ পাণ্ডবগণকে বাল্যকালে মাতার সহিত রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। হে জনার্দ্দন! সেই পাপাত্মা, ভীমসেনের ভোজনদ্রব্যমধ্যে সঞ্চিত নূতন তীক্ষ্ণ কালকূট বিষ অর্পণ করিয়াছিল, তাহা মনে করিলেও লোমাঞ্চ হয়। হে পুরুষোত্তম! ভীমসেনের আয়ুঃশেষ থাকাতেই সেই বিষ তিনি অবিকৃতভাবে অন্নের সহিত জীর্ণ করিয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! ভীমপ্রমাণ কোটিতে একদা নিঃশঙ্কচিত্তে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহাকে বন্ধন করত গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া হস্তিনায় আসিয়াছিল; পরে মহাবল ভীমসেন যখন চৈতন্য লাভ করিলেন, তখন বন্ধন ছিন্ন করিয়া উত্থিত হইলেন। হে কৃষ্ণ! কোন সময়ে ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধন আশীবিষসর্পসমূহকে দিয়া নিদ্রিত ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে দংশন করাইয়াছিল, কিন্তু শত্রুহন্তা ভীমসেন তাহাতেও মৃত হন নাই, প্রত্যুত তিনি জাগরিত হইয়া সর্পসমূহকে বিনষ্ট করিলেন; এবং তৎকর্ম্মে নিযুক্ত সারথিকেও হস্তপৃষ্ঠদ্বারা নিহত করিলেন। সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন বারণাবতনগরে আর্য্যা কুন্তী দেবীর সহিত শয়ান ও নিদ্রিত বালক পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছিল, বল দেখি, এরূপ নিদারুণ কর্ম্ম করিতে আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? আর্য্যা কুন্তী দেবী তৎকালে আগ্নেয় দ্রব্যে পরিবেষ্টিতা, ভীতা ও মহাবিপদ্গ্রস্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে পাণ্ডবগণকে কহিয়াছিলেন, হা! আমি হত হইলাম! এক্ষণে এই অনল হইতে কিরূপে শান্তি হইবে! হা অনাথা আমি, শিশু পুত্রগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইব! তখন বায়ুবেগতুল্যপরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন মাতা ও ভ্রাতৃগণকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, তোমাদিগের ভয় নাই, যেরূপ বিনতানন্দন গরুড়পক্ষী উৎপতন করে, সেইরূপ আমি এখান হইতে উৎপতিত হইব। পরে সেই বলবীর্য্যশালী ভীমসেন আর্য্যা কুন্তীকে বামক্রোড়ে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে দক্ষিণ ক্রোড়ে নকুল ও সহদেবকে উভয় স্কন্ধে এবং বীভৎসুকে পৃষ্ঠে লইয়া সহসা বেগের সহিত উৎপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে পাবক হইতে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর যশস্বী পাণ্ডবেরা সকলে রাত্রিকালে মাতার সহিত প্রস্থান করত হিড়িম্ব-বনের নিকটস্থ মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা মাতার সহিত নিশাকালে পথ-পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তথায় শয়ন করিয়াছিলেন, এমত সময়ে হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসী তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিতা হইল। সে পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত ভূমিতে শয়ন-পরায়ণ দেখিয়া ও কামবাণে পীড়িতা হইয়া ভীমসেনকে অভিলাষ করিল। তৎপরে শুভদর্শনা অবলামূর্ত্তি-ধারিণী সেই রাক্ষসী ভীমসেনের চরণদ্বয় স্বীয় অঙ্কে লইয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কোমলহস্তদ্বারা পরিমর্দ্দন করিতে লাগিল। অমেয়াত্মা অমোঘপরাক্রমী বলবান্ ভীম তাহাকে জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি এখানে কি অভিলাষে করিতেছ? অনিন্দিতা কামরূপিণী রাক্ষসী মহাত্মা ভীমের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, তোমরা এখান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর, আমার এই বলবান্ ভ্রাতা তোমাদিগকে হনন করিতে আসিবে, অতএব গমন কর, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। ভীমসেন তাহার এই কথা শুনিয়া গর্ব্বের সহিত কহিলেন, আমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন নহি, সে আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে আগমন করিলে আমি তাহাকে বিনাশ করিব। রাক্ষসাধম হিড়িম্ব ভীমসেন ও হিড়িম্বার পরস্পর এইরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইয়া ভীষণ-দর্শন ভয়ানক মূর্ত্তিতে ঘোরতর নাদ করিতে করিতে তথায় আগমন করিয়া হিড়িম্বাকে কহিল, হিড়িম্বে! তুমি কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছ, উহাকে আমার নিকট শীঘ্র লইয়া আইস, আমি উহাকে ভক্ষণ করিব। সাধুচিত্তা অনিন্দিতা হিড়িম্বা কৃপাকৃষ্ট-হৃদয় ও স্নেহবশত ভীমসেনের বিষয়ে কোন কথা ঐ রাক্ষসকে বলিতে ইচ্ছা করিল না। তখন সেই পুরুষাদ রাক্ষস ভয়ঙ্করনিনাদ করত অতিবেগে ভীমের অভিমুখে ধাবিত হইল সেই বলবান্ রাক্ষস ক্রোধবশত মহাবেগভরে ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় একহস্তদ্বারা ভীমসেনের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য হস্ত ইন্দ্রের অশনির ন্যায় দুঃস্পর্শ ও বজ্র সদৃশতুল্য দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ভীমের প্রতি সহসা গুরুতর আঘাত করিল। মহাবাহু ভীমসেন রাক্ষসকর্ত্তৃক গৃহীত হস্ত

হইয়া, তাহাকে ক্ষমা না করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন বৃত্রবাসবের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হিড়িম্ব ও ভীমসেনের পরস্পর ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে অনঘ! মহাবীর্য্যবান্ ভীমসেন রাক্ষসের সহিত বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া তাহাকে হীনবল করত সংহার করিলেন। অনন্তর তিনি হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করিয়া, যাহার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়, সেই হিড়িম্বাকে অগ্রে লইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর পরন্তপ পাণ্ডবেরা সকলেই ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া মাতার সহিত একচক্রাভিমুখে গমন করিলেন। পরম হিতৈষী মহর্ষি ব্যাস ইহাঁদিগের একচক্রা গমনে মন্ত্রী হইয়াছিলেন; এ প্রযুক্ত এই শংসিতব্রত পাণ্ডুতনয়েরা একচক্রা নগরীতে গমনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বাস করিলেন। ইহাঁরা সেখানেও হিড়িম্বতুল্য বক নামক ভয়ানক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছিলেন। প্রহারক-বর বৃকোদর ঐ উগ্রমূর্ত্তি বক রাক্ষসকে নিহত করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রুপদ ভূপতির নগরে গমন করিলেন। সব্যসাচী সেই স্থানে বাস করিয়াই আমাকে লাভ করেন। হে কৃষ্ণ! যে প্রকার তুমি রুক্মি-প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাভব করত ভীষ্মকরাজ-নন্দিনী রুক্মিণীকে লাভ করিয়াছিলে, সেইরূপ অর্জ্জুন স্বয়ম্বর সভায় অন্যের দুষ্কর মহৎ কর্ম্ম করিয়া রাজগণকে যুদ্ধে পরাজয় করত আমাকে লাভ করিয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! আমি এই প্রকার বহুতর ক্লেশ ভোগ করত অতি দুঃখিতা হইয়া আর্য্যা কুন্তী দেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্রে করিয়া বনবাসে কাল ক্ষেপণ করিতেছি। পাণ্ডবেরা এতাদৃশ সিংহবিক্রান্ত ও সর্ব্বাধিক বীর্য্যশালী হইয়া আমাকে হীনশক্রগণকর্ত্তৃক ক্লেশিতা দেখিয়াও উপেক্ষা করিলেন! আমাকে সেই পাপিষ্ঠ পাপাচারী দুর্ব্বল ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের নিমিত্ত দীর্ঘকাল এতাদৃশ বহুতর দুঃখানল সহ্য করণপূর্ব্বক জলিত হইল! হে কৃষ্ণ! অমানুষ-বিধানানুসারে মহৎবংশে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি পাণ্ডবদিগের প্রিয়তমা ভার্য্যা, মহাত্মা পাণ্ডুরাজার পুত্রবধূ এবং পতিব্রতা। হে মধুসূদন! আমি এতাদৃশী শ্রেষ্ঠা হইয়াও ইন্দ্রকল্প পঞ্চ পতির সমক্ষে অপর ব্যক্তিকর্ত্তৃক কেশাকৃষ্টা হইলাম! মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা ইহা কহিয়া কোমল-কর কমলে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে অপতিত, শুভলক্ষণাক্রান্ত, পীন ও সংলগ্ন উভয় পয়োধরের উপর দুঃখজ অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং ক্রুদ্ধা হইয়া, মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ-সহকারে চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করত বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি বুঝিয়াছি, আমার স্বামী নাই, আমার পুত্র নাই, আমার বান্ধব নাই, আমার ভ্রাতা নাই, আমার পিতা নাই এবং আমার তুমিও নাই। তোমরা কেহ আমার পক্ষে থাকিলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের কৃত আমার এই অবমান কি এরূপ বিশোকের ন্যায় হইয়া উপেক্ষা করিতে পারিতে? তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস করিয়াছিল, সেই দুঃখ আমার অন্তঃকরণমধ্যে কোনরূপেই উপশান্ত হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি তোমার সম্বন্ধ, প্রভুত্ব, সখ্য ও গৌরব ভাব আছে, এই চারিটি কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব সেই বীরসমাজের মধ্যে রোদনপরায়ণা পাঞ্চালীকে কহিতে লাগিলেন, হে ভামিনি! তুমি যাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছ, তাহাদিগের স্ত্রীসকল স্বীয় স্বীয় বল্লভকে বীভৎসুর শরসমূহে সংচ্ছন্ন, নিহত ও ভূরি রুধিরাক্ত দেহে ভূতলে শয়ান দেখিয়া অবশ্যই রোদন করিবে। তুমি শোক করিও না, তোমার নিকট আমি সত্যরূপে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার যতদূর সামর্থ্য, তদনুসারে পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত যথাবিহিত করিব; তুমি রাজাদিগের রাজ্ঞী হইবে। হে কৃষ্ণে! যদিও অন্তরীক্ষ পতিত, হিমালয় গিরি শীর্ণ, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড কিংবা জলনিধি শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি আমার বাক্যব্যর্থ হইবে না। পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণের নিকট নিজ বাক্যের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া ভ্রূভঙ্গীক্রমে মধ্যম পতি অর্জ্জুনের প্রতি অবলোকন করিলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন তখন দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দেবি বরবর্ণিনি শুভ্রতাম্রাক্ষি! তুমি আর রোদন করিও না, মধুসূদন যাহা কহিলেন, তাহাই হইবে অন্যথা হইবে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে কৃষ্ণে! আমি দ্রোণাচার্য্যকে বিনষ্ট করিব এবং শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে ও ধনঞ্জয় কর্ণকে বিনাশ করিবেন। হে ভগিনি! আমরা রাম ও কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রণে অজেয় হইয়াছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের কথা কি যদ্যপি ইন্দ্রের সঙ্গেও আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়, তথাপি আমরা পরাজিত হইব না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ বলিলে তত্রস্থ বীরগণ, সকলেই কৃষ্ণাভিমুখ হইলেন এবং মহাবাহু কেশবও তাহাদিগের মধ্যে পশ্চাদুক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, হে বসুধাধিপ! যদি আমি পূর্ব্বে দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতাম, তবে আপনাকে এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন কি অন্যান্য কৌরবেরা আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দ্যূতস্থলে আসিতাম; এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বাহ্লীককে আনাইয়া বহুতর দোষপ্রদর্শনদ্বারা দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করিতাম। হে প্রভো! আপনার নিমিত্ত রাজা বিচিত্রবীর্য্যনন্দনকে সেই স্থলেই কহিতাম যে, হে কৌরব রাজেন্দ্র! তোমার পুত্রদিগের দ্যূতক্রীড়া না হয়। হে নরনাথ যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে দ্যূতক্রীড়নে বীরসেনের পুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল; দ্যূতক্রীড়াতে অতর্কিত বস্তুরও বিনাশ হয়; এবং দ্যূতক্রীড়ার একবার সঞ্চার হইলে তাহাতে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি হয়; অধিক কি বলিব, আপনি যে দ্যূতক্রীড়াজন্য দোষে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন; এই সমস্ত দোষ যথাতথক্রমে উল্লেখ করিতাম। দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্যপান ও স্ত্রী-সেবন এই চারিটিকে পণ্ডিতেরা কামজন্য দুঃখ বলিয়া বর্ণন করেন, ইহাদ্বারা মনুষ্য শ্রীভ্রষ্ট হয়। শাস্ত্রবেত্তারা উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যাপারকেই নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, পরন্ত দ্যূতজ্ঞ ব্যক্তিরা দ্যূতক্রীড়াকে বিশেষরূপে নিন্দনীয় বলিয়া নিশ্চয় করেন; এই দ্যূতক্রীড়ায় এক দিবসেই নিশ্চয়রূপে সমুদায় দ্রব্য নষ্ট ও ব্যসন উপস্থিত হইতে পারে; এবং বিনা উপভোগে অর্থ-বিনাশ ও অবশ্যই বাক্পারুষ্য উৎপন্ন হয়। হে কুরুবর্দ্ধন মহাবাহো! আমি দ্যূত-বিষয়ে এই সকল দোষ ও এতদ্ভিন্ন ইহার আনুষ-

দিক যে কিছু অনিষ্টের সম্ভাবনা, সে সমস্তও অম্বিকাপুত্রের নিকট কহিতাম। তিনি যদি আমার ঐ কথা গ্রহণ করিতেন, তবে কুরুদিগের অনাময় হইত এবং ধর্ম্মও স্থিরতর থাকিত। হে ভারতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! যদি তিনি মদুক্ত পথ্যস্বরূপ ঐ মধুর বাক্য গ্রহণ না করিতেন, তবে আমি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করিতাম; তখন তাঁহার সভাসদ্গণ, যাহারা তাঁহার সুহৃৎ বলিয়া খ্যাত, অথচ বাস্তবিক দুহৃৎ, তাহারা যদি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইত, তবে তাহাদিগকে ও কপট দ্যূতকারীদিগকে শমনসদন দেখাইতাম। হে কুরুকুলোদ্বহ! আমি সে সময়ে আনর্ত্তদেশে উপস্থিত না থাকাতেই আপনারা এরূপ দ্যূত-ব্যসনে বাধিত হইয়াছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! আমি দ্বারকায় আসিয়া যুযুধানের সমীপে বিস্তারিত শ্রবণ করিলাম যে, আপনারা এইরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! আমি শ্রবণ করিবামাত্র পরমোদ্বিগ্ন-চিত্ত ও সত্বর হইয়া আপনাকে দেখিবার অভিলাষে আগমন করিয়াছি। আহা! আপনারা সকলে ভরতকুলপ্রদীপ হইয়া এতাদৃশ কষ্ট প্রাপ্ত হইলেন। হা! আমি আপনাকে সহোদরগণের সহিত ব্যসন-মগ্ন দেখিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

র কহিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! তৎকালে কি হেতু তোমার অনুপস্থিতি হইয়াছিল, কোথায় প্রবাস হইয়াছিল এবং তুমি প্রবাসে কি কর্ম্মই বা সম্পাদন করিয়াছিলে? কৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি শাল্বরাজার সৌভনগর বিনাশ করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলাম। হে কৌরবেন্দ্র! তাহার কারণ বলি, শ্রবণ করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দমঘোষের পুত্র মহাবাহু মহাতেজস্বী বীর শিশুপাল আপনার রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্যপ্রদানোপলক্ষে ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া অসহিষ্ণু হওয়াতে আমি সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করি; তাহা শাল্বরাজা শ্রবণ করিয়া, তীব্র ক্রোধে সমন্বিত হইয়া,আমি ভবৎসমীপে থাকাতে দ্বারকানগর অধিপতি-শূন্য পাইয়া তথায় আগত হইল। হে রাজন্! ঐ দুর্ম্মতি, সৌভনামক কামগ যানে আরোহণপূর্ব্বক আগমন করিয়াই নৃশংসের ন্যায় যদুকুলশ্রেষ্ঠ কুমারদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর বহুতর যদুবীর বালককে হনন করিয়া পুরোদ্যান-সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিল এবং বলিল, হে আনর্ত্তবাসিগণ! তোমারা সত্য বল, সেই বৃষ্ণিকুলাধম দুষ্টাত্মা বসুদেবসুত কোথায় গিয়াছে, আমি সেখানে গিয়া যুদ্ধে সেই যুদ্ধাভিলাষীর দর্প বিনাশ করিব। আমি অস্ত্র-স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই কংসকেশিঘাতী কৃষ্ণকে বিনাশ করিয়া নিবৃত্ত হইব, তাহাকে বিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। সৌভপতি ইহা বলিয়া আমার সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করত, সে কোথায়, সে কোথায়, এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে পুনঃপুনঃ যেখানে সেখানে ধাবমান হইয়াছিল। মহারাজ! সেই দুরাত্মা "বিশ্বাসঘাতী পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রাশয় সেই কৃষ্ণকে শিশুপাল-বধজন্য অমর্ষহেতু অদ্য আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব; যে পাপাত্মা আমার ভ্রাতা শিশুপাল মহীপালকে নিপাত করিয়াছে, তাহাকে আমি মহীতলে নিপাত করিব; আমার বীরভ্রাতা রাজা শিশুপাল বালক এবং সে তৎকালে অনবহিত ছিল, সেই বীরকে বিনা-সংগ্রামে যে হনন করিয়াছে, সেই জনার্দ্দনকে আমি হনন করিব" এই সকল বিলাপ বাক্যে আমাকে নিন্দা করিয়া সৌভনামক কামগ বিমানে আকাশে অবস্থিত হইয়াছিল।

হে কুরুকুলতিলক! আমি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় গমন করিয়া সেই দুর্ম্মতি মার্ত্তিকাবত-দেশাধিপতি শাল্বের যথাবৎ সমস্ত চরিত্র শ্রবণ করিলাম। সেই দুষ্কর্ম্মশীলের আনর্ত্তদেশে উপদ্রব, আমার প্রতি নিন্দাবাদ ও অতিগর্ব্ব অবগতিপূর্ব্বক রোষব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিলাম। অনন্তর তাহার বধের নিমিত্ত যাত্রা করিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সাগরাবর্ত্ত দেশে দেখিতে পাইলাম। পরে আমি পঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করত তাহাকে সমরে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত তথায় অবস্থিত হইলে দানবেরা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল দানবগণের সহিত আমার সংগ্রাম হইয়াছিল; তাহাতে তাহারা সকলেই পরাজিত ও নিপাতিত হইল। হে মহাবাহো! তৎকালে আমার এই কার্য্য উপস্থিত থাকায় আমি আগমন করিতে পারি নাই, এক্ষণে হস্তিনাপুরের অন্যায় দ্যূতক্রীড়া ও তজ্জন্য আপনাদিগকে অতি দুঃখিত শ্রবণ করিবামাত্র আপনাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ত্বরায় এখানে আগমন করিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতি বাসুদেব! সৌভরাজের বধ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপরূপে শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইল না, অতএব তাহা বিস্তাররূপে বল।

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহো! আমি শিশুপালকে বিনাশ করিলে দুষ্টাত্মা শাল্ব রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে আগত হইল। অনন্তর সেই দুষ্টাত্মা তাহার সেই আকাশগামী সৌভ নগরে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া সৈন্য-দ্বারা ব্যূহরচনাপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর সর্ব্ব দিক্ অবরোধ করিল। মহীপাল শাল্ব উক্ত বৈহায়সপুরে অবস্থিতি করিয়া দ্বারকা নগরীস্থ সমস্ত যোদ্ধার সহিত এতাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল যে, তাহাতে নিবিড়রূপ শরবর্ষণে সর্ব্বদিক্ সমাবৃত হইয়াছিল।

হে ভরতকুলেন্দ্র নরপাল! তৎকালে দ্বারকাপুরী নীতিশাস্ত্রবিধানানুসারে সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিতা হইয়াছিল। ঐ নগর তোরণ, পতাকা, যোধগণ, তদাশ্রয়স্থান, শত্রুপ্রহারক যন্ত্রবিশেষ সুরঙ্গরূপ গুপ্তপথ নির্ম্মাতা, খনক, লৌহমুখ শঙ্কু-যুক্ত রথ্যা, খাদ্যদ্রব্যপূরিত অট্টালকযুক্ত পুরদ্বার, চক্রগ্রহণী, বিপক্ষ-প্রক্ষিপ্ত উল্কা ও অলাতের নিবারক আয়ুধবিশেষ, মৃচ্চর্ম্মময় পাত্রবিশেষ, ভেরী, পণব ও আনক-প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভূশুণ্ডী, বর্ত্তুলীকৃত পাষাণ-সমূহ, পরশ্বধ, লৌহময় চর্ম্ম, আগ্নেয় অস্ত্র-সমূহ, গুলিকোৎক্ষেপক যন্ত্র ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সংযুক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা অতিপ্রসিদ্ধ-কুলজাত ও প্রতিপক্ষ নিবারণে সমর্থ এবং যাঁহাদিগের বলবীর্য্য সংগ্রামে দৃষ্ট হইয়াছে, গদ, শাম্ব ও উদ্ধব-প্রভৃতি সেই সকল বীরগণ নানাবিধ বহুসংখ্য রথ ও পতাকিগণ দ্বারা এবং যে স্থানে অবস্থিত হইলে বিপক্ষদিগকে দৃষ্টি ও শরাদিদ্বারা প্রহার করা যায়,এমত উচ্চস্থানাশ্রিত ও পরকীয় সৈন্য উচ্চাটন করণে

সমর্থ রক্ষকগণ-দ্বারা উত্তমরূপে ঐ পুরী রক্ষা করিতেছিলেন। উগ্রসেন উদ্ধব-প্রভৃতি, নগরে লোকসকলের অবধান নিবারণের নিমিত্ত, "কেহ সুরাপান না করে" এরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। অনবহিত থাকিলে শাল্ব রাজা বিনাশ করিবে, এই বিবেচনায় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সমস্ত ব্যক্তিই সাবধানে থাকিল। বিত্তসঞ্চয়রক্ষাকারী পুরুষেরা সত্বর হইয়া আনর্ত্তবাসী নট, নর্ত্তক ও গায়কগণকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; নদীর সেতু সকল ভগ্ন, নৌকা গমনাগমন রহিত ও পরিখা-সকল কীলক সমূহে পরিব্যাপ্ত করিলেন; এবং নগরের চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কূপখনন ও স্থান সকলের বৈষম্য করিয়া রাখিলেন। আমাদিগের দুর্গ স্বভাবতই বিষম, সুরক্ষিত ও আয়ুধান্বিত ছিল, তত্রাপি তৎকালে বিশেষ রূপে সুরক্ষিত ও আয়ুধান্বিত হওয়াতে বিষমতর হইয়া উঠিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নগর সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত সুরক্ষিত ও বিপক্ষকুলের পক্ষে সুগুপ্ত হওয়াতে ইন্দ্রপুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহারাজ! সৌভ নগরের সমাগম সময়ে কোন ব্যক্তি বিশ্বাসের চিহ্ন মুদ্রা প্রদর্শন না করিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের পুরে প্রবেশ করিতে কি তথা হইতে বহির্গত হইতে পারিত না এবং নগরের অভ্যন্তরমার্গ ও চত্বর সকল বহুতর গজবাজি-সহিত সৈন্যসমূহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিল। হে মহাভুজ! সৈন্যগণকে বেতন, অন্ন আয়ুধ ও পরিচ্ছদ প্রদানদ্বারা বিশেষরূপে বাধিত করা হইয়াছিল। সৈন্যমধ্যে কোন ব্যক্তিকে সুবর্ণ ব্যতিরিক্ত কোন দ্রব্য বেতন প্রদান বা বেতন প্রদানে অতিক্রম করা হয় নাই এবং কেহ অদৃষ্টবীর্য্য বা অননুগৃহীত থাকিল না। হে রাজীবলোচন! রাজা উগ্রসেন-কর্তৃক দ্বারকাপুরী এইরূপে বহুতর দাক্ষিণ্য-যুক্ত ও সুবিহিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সৌভপতি ভূপতি শাল্ব প্রভূত মনুষ্য, হস্তী ও সৈন্যগণের সহিত উক্তদ্বারকায় উপস্থিত হইল। তৎপালিত চতুরঙ্গিণী সেনা তথায় আসিয়া প্রচুর জলাশয়-যুক্ত সমান স্থানে সন্নিবেশ করিল। তাহারা শ্মশানভূমি, দেবতালয়, পূজ্য বৃক্ষ ও বল্মীক স্থান ব্যতীত সকল স্থানেই সন্নিবিষ্ট হইল। তথাকার পথসকল সৈন্য-বিভাগে সম্বৃত হইল এবং গূঢ়ভাগে নিম্নগমনের পথসকলও শাল্ব-শিবিরে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। হে নরেন্দ্র! শাল্বরাজা সর্ব্বায়ুধযুক্ত, সর্ব্বশস্ত্র বিশারদ, রথ, হস্তী ও অশ্বগণে সংযুক্ত, পদাতি ও ধ্বজ-দ্বারা সঙ্কুল, বিচিত্র ধ্বজ, কবচ ও শর কার্ম্মুকে ভূষিত তুষ্ট পুষ্ট যোধগণে উপেত এবং বীর-লক্ষণে লক্ষিত সৈন্যগণকে দ্বারকাতে সন্নিবেশ করিয়া পক্ষীন্দ্র গরুড়ের ন্যায় বেগপূর্ব্বক নগরসমীপে চালনা করিয়া আনিল। অনন্তর যদুকুমারগণ শাল্বপতির সৈন্য আপতিত দেখিয়া বহির্নির্গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে কুরুনন্দন! মহারথ চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন শাল্বরাজার আক্রমণ সহ্য না করিয়া বিচিত্রাভরণ ও বিচিত্রধ্বজে ভূষিত ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক শাল্বরাজার বহু যোদ্ধ-প্রধানের সহিত যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। আমার পুত্র শাম্ব কার্ম্মুকগ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টমনে শাল্বের একজন অমাত্য ক্ষেমবৃদ্ধিনামক সেনাপতির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! জাম্ববতীনন্দন, ইন্দ্রের জলবর্ষণের ন্যায় সেই ক্ষেমবৃদ্ধির প্রতি মহৎ বাণময় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধি স্বয়ং শাম্বের সেই তুমুল বাণবৃষ্টি অচল হিমালয়ের ন্যায় সহ্য করিয়া শাম্বের প্রতি মায়াবিহিত মহত্তর শরজাল বিমোচন করিতে আরম্ভ করিল। পরে শাম্ব মায়াদ্বারাই সেই মায়াময় শরজাল বিদীর্ণ করিয়া তাহার রথোপরি সহস্র শর বর্ষণ করিলেন। চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধি শাম্বশরে বিদ্ধ ও অতিপীড়িত হইয়া দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সমরভূমি হইতে পলায়ন পরায়ণ হইল। হে রাজেন্দ্র! শাল্বসেনাপতি ক্রূরাত্মা ক্ষেমবৃদ্ধি পলায়ন করিলে বেগবান্ নামক বলবান্ এক দৈত্য শাম্বের অভিমুখে আগমন করিল। বৃষ্ণিকুলোদ্বহ সত্যবিক্রম বীর শাম্ব ঐ বেগবান্ দৈত্যের সম্মুখীন থাকিয়া তাহার বেগসহ্য করণপূর্ব্বক সত্বর হইয়া বেগবতী এক গদা ভ্রামণ করত তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! বেগবান্ দৈত্য সেই গদাদ্বারা অভিহত হইয়া বাতকম্প জীর্ণমূল ক্ষুণ্ণ তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অসুরপ্রধান সেই বীর গদাহত হইলে শাম্ব মহতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ তখন বিবিন্ধ্য নামক মহাধনুর্দ্ধর বিখ্যাত মহারথ এক দানব আমার পুত্র চারুদেষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর, যে প্রকার পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ বিবিন্ধ্যের সহিত চারুদেষ্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংক্রুদ্ধ হইয়া সিংহের ন্যায় মহানাদ করত বাণ-সমূহদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ রুক্মিণী-নন্দন চারুদেষ্ণ সক্রোধ হইয়া অগ্নি ও সূর্য্য-সদৃশ তেজোযুক্ত শত্রুনাশন এক বাণ অভিমন্ত্রিত করিয়া মহাশরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক বিবিন্ধ্যকে আহ্বান করত, তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে সে গতাসু হইয়া পতিত হইল।

শাল্বরাজ বিবিন্ধ্যকে যুদ্ধে নিহত ও সৈন্যগণকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া সৌভনামক কামগ যানে আরোহণপূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে আগমন করিল! হে মহাবাহু মহারাজ! তখন বৃষ্ণিদিগের দ্বারকাবাসী সৈন্যসকল শাল্বকে সৌভনামক যানে অবস্থিত দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইল। অনন্তর আমার পুত্র প্রদ্যুম্ন বহির্গমন করিয়া আনর্ত্তবাসী সমস্ত সৈন্যকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, হে যাদবীয় সৈন্য সকল! তোমরা সকলে অবস্থিত হইয়া দেখ, আমি অদ্য সংগ্রামে বলপূর্ব্বক শাল্বের সহিত সৌভ যান নিবারণ করি এবং ভুজদ্বারা ধনুর্মুক্ত লৌহময় শরব্যূহে সৌভপতির সেনাগণকে বিনষ্ট করি। তোমরা উৎসাহী হও, ভয় করিও না, সৌভরাজ অদ্য বিনষ্ট হইবে। ঐ দুষ্টাত্মা যখন সমরে আমার সম্মুখীন হইয়াছে, তখন অবশ্য কালগ্রাসে পতিত হইবে। হে পাণ্ডুনন্দন! প্রদ্যুম্ন হৃষ্ট হইয়া যাদবসৈন্যগণকে এইরূপ কহিলে তাহারা স্থির হইল এবং যথাসুখে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন যাদবগণকে ঐরূপ কহিয়া বর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্বসমূহে যোজিত সুবর্ণময় রথে আরোহণ-পুরঃসর অন্তকতুল্য ব্যাদত্তমুখ-মকরাকৃতি ধ্বজউচ্ছ্রিত করিয়া আকাশে উড্ডীয়মান-প্রায় সেই সকল অশ্বদ্বারা অতিবেগে শত্রুপক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর সেই শূর গোধাঙ্গুলিত্র পরিধান এবং তূণ ও খড়্গা ধারণপূর্ব্বক বিদ্যুত্তুল্য প্রভান্বিত শ্রেষ্ঠশরাসন বিপুল শক্তিদ্বারা ধ্বনিত ও এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে বিহরণ করিয়া শত্রুপক্ষকে ন্যক্কৃত করত সৌভস্থিত সমস্ত দৈত্যদিগকে মোহিত করিলেন। তিনি রণস্থলে বিপক্ষপক্ষকে তুচ্ছ করত কার্ম্মুকে এতাদৃশরূপে পুনঃপুনঃ বাণসন্ধান করিয়া শত্রুহত্যা করিতে লাগিলেন যে, কোন ব্যক্তিই তাঁহার ক্ষণমাত্র অবকাশ উপলব্ধি করিতে পারিল না। তৎকালে তাঁহার মুখের বিবর্ণতা, কি গাত্রের চাঞ্চল্য, কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না, কেবল সিংহনাদ সদৃশ উন্নত অদ্ভুতবীর্য্যসূচক মহাগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রধান রথে সুবর্ণযষ্টিস্থিত উৎকৃষ্ট ধ্বজ তিমিকুল প্রমথনশীল ব্যাদত্তমুখ জলচর মকরের আকৃতিরূপে বিরাজিত থাকাতে তাহা দেখিয়াও শাল্বের সৈন্যসকল সাতিশয় ত্রাসান্বিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! অনন্তর শত্রুকর্ষণ প্রদ্যুম্ন দ্রুতগমনে ধাবিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে শাল্বের নিকটেই উপনীত হইলেন। হে কুরুকুলোদ্বহ! শত্রুপুরজয়ী শাল্ব সেই মহারণস্থলে বীর প্রদ্যুম্নের অন্যান্য বীরসকলকে অতিক্রমপূর্ব্বক স্বীয়াভিমুখে যুদ্ধার্থ আগমন সহ্য করিতে না পারিয়া নিদারুণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং রোষমদে মত্ত হইয়া কামগ সৌভ যান হইতে অবরোহণ করত প্রদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। যে প্রকার বলি ও দেবরাজের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার লোকসকল একত্র হইয়া শাল্ব ও বীর প্রদ্যুম্নের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। হে প্রভু কৌরব্য! মহাবলশালী শ্রীমান শাল্ব তাহার যে, ধ্বজ, পতাকা, অনুকর্ষ ও তূণযুক্ত হেমমণ্ডিত মায়াময় রথ ছিল, সেই রথবরে আরোহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি বাণ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর প্রদ্যুম্নও রণস্থলে ভুজবেগ প্রভাবে অনবরত শরবর্ষণ করিয়া শাল্বকে মুগ্ধপ্রায় করিলেন। সৌভরাজ বাণময় বর্ষণে অভিহত হইয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য শরসমূহ প্রদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবলী প্রদ্যুম্ন সেই পতনশীল শরজাল সংপূর্ণরূপে ছিন্ন করিলেন। শাল্ব তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার অন্য প্রদীপ্ত শরসকল মৎপুত্রের প্রতি ক্ষেপণ করিল। হে রাজেন্দ্র! রুক্মিণীনন্দন সংগ্রামে শাল্বের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক তাহার প্রতি মর্ম্মভেদী এক বাণ মোচন করিলেন। মৎসুতপ্রেরিত সেই বাণ আশু তাহার বর্ম্ম ভেদ করিয়া হৃদয়স্থল এমত বিদ্ধ করিল যে, তাহাতে সে মূর্চ্ছিতও পতিত হইল। বীর শাল্বরাজা অচৈতন্য হইয়া পতিত হওয়াতে প্রধান প্রধান দানবেরা ধরণী বিদারণ করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে পৃথিবীপতে! রাজা সৌভপতি অচৈতন্য হইয়া পতিত হইলে তাহার সৈন্যমধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চেতন প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত প্রদ্যুম্নের প্রতি সহসা বাণরাশি মোচন করিতে আরম্ভ করিল। সমরস্থ মহাবাহু বীর প্রদ্যুম্ন তখন শাল্বনিক্ষিপ্ত বাণসমূহে কণ্ঠমূলে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইলেন। মহারাজ! শাল্ব রুক্মিণীতনয়কে বাণ বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করত পৃথিবীতল পরিপূর্ণ করিল এবং সত্বর হইয়া প্রদ্যুম্নের মূর্চ্ছাবস্থাতেই তাঁহার প্রতি অন্য সকল দুরাসদ বাণ মোচন করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন একে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার বহুল বাণে আহত হওয়াতে একেবারে সেই সমরাঙ্গণে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, বলিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন শাল্ববাণে পীড়িত হওয়াতে বৃষ্ণিসেনাগণ ভগ্ন-সঙ্কল্প হইয়া ব্যথিত হইল। হে রাজন্! প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক সৈন্য-সকল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল এবং শত্রুপক্ষীয়-সকলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিল। সুশিক্ষিত সারথি দারুকপুত্র, প্রদ্যুম্নকে তাদৃশ মোহিত দেখিয়া বেগবান্ অশ্ব-দ্বারা রণভূমি হইতে অবসৃত করিল। রথবর-বিলাসী প্রদ্যুম্ন রথ অতিদূরে অপগত না হইতেই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধনুগ্রহণপূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি মনে কি নিশ্চয় করিয়াছ? কি হেতু রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিতেছ? বৃষ্ণিবংশীয় বীরদিগের ত যুদ্ধ বিষয়ে এরূপ ধর্ম্ম নয়। তুমি কি মহাসংগ্রাম-মধ্যে শাল্বকে দেখিয়া ভয়ে মোহিত হইয়াছ, না, যুদ্ধ দর্শন করিয়া তোমার বিষাদ জন্মিয়াছে, তাহা সত্যরূপে আমাকে বল।

সারথি কহিল, হে জনার্দ্দন নন্দন! আমি মোহিত বা ভীত হই নাই, পরন্তু শাল্বকে পরাজয় করা আপনার পক্ষে অতিশয় ভার বোধ করিয়াছি। হে বীর! পাপিষ্ঠ শাল্ব আপনার অপেক্ষা বলবান্, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে লইয়া রণভূমি হইতে মন্দগতিতে নিঃসৃত হইতেছি। রথী শৌর্য্য-সম্পন্ন হইলেও যদি রণস্থলে মোহিত হন, তবে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্ত্তব্য। হে আয়ুষ্মন্! যেরূপ আমাকে রক্ষা করা আপনার অবশ্য-কর্ত্তব্য, সেইরূপ আপনি রথী, আপনাকেও রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই আমি সংগ্রাম-স্থল হইতে অবসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহু রুক্মিণী-নন্দন! আপনি একক, দানবেরা অনেক, অনেকের সহিত একের যুদ্ধ করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমি রণাঙ্গন হইতে বহির্গত হইয়াছি।

বাসুদেব কহিলেন, হে কুরুকুলতিলক! মকরকেতু প্রদ্যুম্ন সারথির এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, দারুক-তনয়! তুমি পুনর্ব্বার রথ নিবৃত্ত কর; আমি জীবিত থাকিতে কদাপি এরূপ আমাকে রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া গমন করিও না। যে ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, আমি তোমার এইরূপ কথনশীল, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, বিরথ, বিক্ষিপ্ত, বা ভগ্নাস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে, সেই ব্যক্তি কখনই বৃষ্ণিবংশে জাত নয়। দারুকপুত্র! তুমি সূতকুলে জাত, সারথ্য কর্ম্মে শিক্ষিত এবং যুদ্ধবিষয়ে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের স্বভাবও অবগত আছ; হে সৌতে! যেহেতু তুমি বৃষ্ণিকুলের যুদ্ধস্থলীয় আচার ব্যবহার সমুদায়ই জান, সেই হেতু পুনর্ব্বার যুদ্ধস্থল হইতে কোনক্রমে এরূপ অপগমন করিও না। গদাগ্রজ দুরাধর্ষ মাধব আমাকে যুদ্ধভূমি হইতে অপগত, পৃষ্ঠে হত, রণপলায়িত জানিয়া কি বলিবেন? কেশবাগ্রজ

নীলাম্বর মদোৎকট বলদেব সমাগত হইয়া আমাকে কি কহিবেন? মহাধনুর্দ্ধর পুরুষসিংহ সাত্যকিই বা আমাকে রণপলায়িত জানিলে কি কহিবেন? শাম্ব, সমিতিঞ্জয়, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ ও মহাবাহু অক্রূর, ইঁহারাই বা কি বলিবেন? বৃষ্ণিবীরদিগের স্ত্রীগণ আমাকে শূর, সম্ভাবিত, শান্ত ও সতত-পুরুষাভিমানী বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বা সকলে একত্র অবস্থিত ইহয়া আমার প্রতি কি বলিবেন? তাঁহারা এই কথাই কহিবেন যে, এই প্রদ্যুম্ন মহাযুদ্ধে ভীত হইয়া তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিতেছে, ইহাকে ধিক্ তাঁহারা এই কথা ভিন্ন আর সাধুবাদ করিবেন না। সৌতে! ধিক্কার বাক্যে পরিহাস আমার বা আমার তুল্য ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক, অতএব তুমি পুনর্ব্বার এরূপ যুদ্ধস্থল হইতে আমাকে পরাঙ্মুখ করিও না। মধুহন্তা হরি আমার প্রতি সমস্ত বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া ভরতসিংহ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিয়াছেন, অতএব অদ্য আমি ক্ষান্ত হইতে পারিব না। হে সূতজ! বীর কৃতবর্ম্মা শাম্বের সহিত যুদ্ধ-নিমিত্ত গমন করিতে প্রস্তুত হইলে "আমি শাল্বকে নিবারণ করিব, আপনি থাকুন," ইহা বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছি; হৃদিকাপুত্র কৃতবর্ম্মা আমাকে তদ্বিষয়ে সম্ভাবিত জানিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন; এক্ষণে আমি রণ পরিত্যাগ করিয়া সেই মহারথকে কি বলিব? শঙ্খচক্রগদাধারী পদ্মলোচন মহাভুজ সেই দুরাধর্ষ পুরুষ, সমীপে আগত হইলে তাঁহাকেই বা কি কহিব? সাত্যকি, বলদেব এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়, যাঁহারা নিরন্তর আমাকে লইয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদিগকেই বা কি বলিয়া উত্তর প্রদান করিব? সৌতে! আমি বিবশ ও শত্রুকর্তৃক পৃষ্ঠদেশে শরাহত হইয়াছি বলিয়া তুমি এই রণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে রণ হইতে অবসৃত করিলে আমি কোন প্রকারেই জীবন ধারণ করিব না। হে দারুকনন্দন! তুমি শীঘ্র রথ প্রতিনিবৃত্ত কর, আপৎকালেও তুমি কখন এরূপ করিও না, কারণ, আমি ভীত, রণ হইতে অবসৃত ও পৃষ্ঠভাগে শরসমূহে আহত হইয়া এ জীবনকে কোন ক্রমে অধিক বলিয়া বিবেচনা করি না। তুমি আমাকে কাপুরুষের ন্যায় কখন কি ভয়ার্দ্দিত বা সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইতে দেখিয়াছ? আমার যুদ্ধেচ্ছাসত্ত্বে তুমি যে সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই; যাহা হউক, এক্ষণে যে স্থলে সংগ্রাম হইতেছে, তথায় গমন কর।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বাসুদেব কহিলেন, হে কুন্তীতনয়! সূতপুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক সংক্ষেপে মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিল, হে আয়ুষ্মন্! আমার সংগ্রামস্থলে অশ্বপরিচালন করিতে ভয় নাই, আমি বৃষ্ণিদিগের যুদ্ধও জ্ঞাত আছি, ইহাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই। হে বীর! সারথ্য-কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এই উপদেশ আছে যে, সারথি সর্ব্ব বিষয়ে রথীকে রক্ষা করিবে; বিশেষত আপনি অতি পীড়িত হইয়াছিলেন, এমন কি, আপনি শাল্ব নিক্ষিপ্ত শরে অত্যন্ত অভিহত হইয়া মোহাভিভূত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তই রণস্থল হইতে অপগত হইয়াছিলাম। হে সাত্বত-মুখ্য কেশব নন্দন! এক্ষণে আপনি স্বচ্ছন্দে সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার অশ্বপরিচালন বিষয়ে শিক্ষা-নৈপুণ্য দর্শন করুন। আমি দারুক হইতে উৎপন্ন ও সারথ্য কর্ম্মে যথাবৎ শিক্ষিত হইয়াছি, আমি শাল্বের এই বিখ্যাত সেনামধ্যে প্রবেশ করিতে ভীত নহি।

বাসুদেব কহিলেন, হে নৃপবীর! সারথি ইহা কহিয়া রশ্মিদ্বারা অশ্বসকলকে সংযত ও সমুদ্যন্ত করিয়া বেগপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল। তাহার রথবাহক উৎকৃষ্ট অশ্বসকল গমনকালে কশাঘাত ও রশ্মি-নিয়মদ্বারা শিক্ষা-কৌশল ও উদ্যম-সহকারে বিচিত্র মণ্ডলাকার, যমক, বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গতিক্রমে যেন আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া বিচরণ করিল, তৎকালে দারুকনন্দনের লঘুহস্ততা জানিতে পারিয়া যেন দহ্যমান হইয়া পৃথিবীতে খুরস্পর্শ করিল না। পুরুষশ্রেষ্ঠ সারথি অনতিপ্রযত্নে শাল্বের সেনামণ্ডলীকে এমত প্রদক্ষিণ করিল যে, সেই কার্য্য সকলের পক্ষে অদ্ভুতরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৌভরাজ শাল্ব তাহা সহ্য না করিয়া সহসা প্রদ্যুম্নের সারথির প্রতি তিনটি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে ব্যথিত করিল। তখন দারুকপুত্র সেই বাণবেগ তুচ্ছ করিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ প্রদক্ষিণক্রমেই গমন করিতে লাগিল। অনন্তর শাল্ব পুনর্ব্বার প্রদ্যুম্নের প্রতি বহুবিধ বাণসমূহ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। বীর-শত্রুহন্তা প্রদ্যুম্ন সেই সকল বাণ নিকটাগত না হইতেই ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক লঘু হস্ততা প্রদর্শন করত শাণিত শরদ্বারা ছেদন করিলেন। সৌভরাজ সেই সকল বাণ প্রদ্যুম্নকর্তৃক ছিন্ন দেখিয়া দারুণ আসুরী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বহুতর বাণ পরিত্যাগ করিল। প্রদ্যুম্ন শাল্বের নিক্ষিপ্ত বলবৎ দৈতেয়াস্ত্র জানিতে পারিয়া, তাহা মধ্যপথেই ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া, অন্যান্য বাণসকল তাহার প্রতি বিমোচন করিলেন। প্রদ্যুম্নের নিক্ষিপ্ত রুধিরাশী সেই সকল বাণ তাহার অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক আশু তদীয় মস্তক, বক্ষ ও মুখে বিদ্ধ হইল; তাহাতে সে মূর্চ্ছিত ও পতিত হইল। সেই ক্ষুদ্রাশয় শাল্ব বাণ-পীড়িত ও নিপতিত হইলে রুক্মিণীপুত্র শত্রুনাশন অপর এক বাণ শরাসনে সন্ধান করিলেন। সমস্ত দশার্হগণের পূজিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান ও আশীবিষ-তুল্য সেই বাণ ধনুর্গুণে সংযুক্ত হওয়াতে অন্তরীক্ষে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র কুবেরপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, নারদ ও মনঃসদৃশ বেগশীল পবনকে প্রদ্যুম্নের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রদ্যুম্নের নিকট আগমনপূর্ব্বক দেবগণের অভিপ্রেত এই বাক্য কহিলেন, হে বীর! এই শাল্বরাজা কোন প্রকারেই তোমার বধ্য নহে। হে মহাবাহো! তুমি সংগ্রামে যে বাণ সন্ধান করিয়াছ, কোন পুরুষই ইহার অবধ্য নাই, কিন্তু বিধাতা দেবকিনন্দন কৃষ্ণকে রণস্থলে এই শাল্বের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা না হয়, এ নিমিত্ত শাল্বকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য নয়, অতএব তুমি এই বাণ পুনর্ব্বার উপসংহার কর। প্রদ্যুম্ন ঐ কথা শ্রবণপূর্ব্বক পরমহৃষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট শর কার্ম্মুকশ্রেষ্ঠ হইতে উপসংহরণ করিয়া তূণমধ্যে নিবিষ্ট করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর প্রদ্যুম্ন-শর-পীড়িত শাল্ব কিয়ৎক্ষণ পরে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃ-করণে সৈন্যগণের সহিত শীঘ্র রণস্থল হইতে অপগত হইল।

সেই ক্রূর-স্বভাব সৌভপতি বৃষ্ণিগণ-কর্তৃক বিষণ্ন হইয়া সৌভ যানে অবস্থানপূর্ব্বক দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া আকাশ পথে গমন করিল।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজন্! যখন আনর্ত্ত নগর দৈত্যগণ হইতে মুক্ত হইয়াছিল, তখন আমি আপনার রাজসূয় মহাযজ্ঞের অবসানে তথায় গমন করিলাম; এবং দেখিলাম দ্বারকায় আর সে শোভা নাই; তথায় বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ রহিত হইয়াছে; বরবর্ণিনীগণের তাদৃশ বেশ ভূষা নাই; এবং উপবন সকল এমত বিরূপ হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে পূর্ব্বের সেই উপবন বলিয়া বোধ হয় না। আমি এইরূপ সকল দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া হৃদিকাতনয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে নরশার্দ্দূল! এই বৃষ্ণিনগরে নর কি নারী সকলকেই অত্যন্ত অস্বস্থ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, তাহা যথার্থত শুনিতে অভিলাষ করি। "হে রাজসত্তম! হার্দ্দিক্য আমার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া শাল্ব-কর্তৃক দ্বারকা পুরীর অবরোধ ও বিমোচন বিস্তাররূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি হার্দ্দিক্যের নিকট শাল্বরাজ্যের সমস্ত আচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলাম।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি পুরস্থ জনগণ, রাজা উগ্র... ও বসুদেবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তখন সমুদায় বৃষ্ণিবীরদিগকে হর্ষান্বিত করত কহিলাম যে, হে যাদব-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা শ্রবণ কর, আমি শাল্বরাজ বিনাশের নিমিত্ত প্রস্থিত হইলাম। তোমরা নগরে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে; আমি শাল্বকে বিনাশ না করিয়া দ্বারকা পুরীতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। শাল্বকে তাহার সৌভনগরের সহিত সংহার করিয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দর্শন করিব। সম্প্রতি তোমরা তিনবার শত্রু-ভীষণ সেই দুন্দুভি বাদ্য কর। হে ভরতকুলপ্রদীপ! সেই যদুবীর সকলে মৎকর্তৃক যথাবৎ আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বচনে আমাকে কহিলেন যে, তুমি যাত্রা কর এবং শত্রুকুলকে হনন কর। হে নরনাথ! আমি সেই হৃষ্টচিত্ত বৃষ্ণিবীরগণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দ্বিজবরদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া মহাদেবকে নত শিরে প্রণামপূর্ব্বক শৈব্য ও সুগ্রীব-নামক অশ্বদ্বয়যোজিত রথে আরোহণানন্তর রথ-শব্দে ও পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনিতে দিক্ সকল শব্দিত করত সংযত, কাশি-দেশ-জয়ী, প্রসিদ্ধ, নিয়মিত, চতুরঙ্গযুক্ত, মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলাম।

অনন্তর বহু দেশ, গিরি, পাদপ, সরোবর ও সরিৎ অতিক্রম করিয়া মার্ত্তিকাবত দেশে উপনীত হইলাম। হে নরেন্দ্র! সেখানে শুনিলাম, শাল্ব রাজা সৌভ নামক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সাগর সমীপে গমন করিতেছে, তাহা শুনিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলাম। হে শত্রুহন্! শাল্ব রাজা মহাতরঙ্গযুক্ত সাগরে গমন করিয়া তাহার গর্ভের মধ্যভাগে সৌভ যানে আরোহণপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়াছিল। সেই দুষ্টাত্মাই দূর হইতে আমাকে দেখিয়া,হাস্যবদন হইয়া,যুদ্ধের নিমিত্ত মুহুর্মুহু আহ্বান করিতে লাগিল। অনন্তর আমি স্বীয় শার্ঙ্গ ধনুতে বহুতর মর্ম্মভেদী বাণ সন্ধান করিয়া তাহার সৌভপুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে সেই সকল বাণ তদীয় সৌভপুর পর্য্যন্ত আসন্ন হইতে পারিল না, তাহাতে আমি রোষাবিষ্ট হইলাম। সেই দুরাধর্ষ পাপ-প্রকৃতি নীচ দৈত্যও আমার প্রতি সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং আমার অশ্ব, সারথি ও সৈনিক পুরুষদিগের প্রতিও বাণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। হে ভারত! আমরা তাহার সেই বাণ বর্ষণ গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত থাকিলাম। অনন্তর শাল্বের পদানুগ বীর অসুরগণও সেই যুদ্ধস্থলে আমার প্রতি শত সহস্র নতপর্ব্ব শর সকল এতাদৃশ রূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, তখন সেই সকল মর্ম্মভেদী বাণ দ্বারা আমার অশ্বসকল রথ ও সারথি দারুক আচ্ছন্ন হইল। হে কুরুবীর! আমার অশ্বসকল, রথ, সারথি, দারুক; সৈনিক পুরুষ-সকল ও আমি শরসমূহে আবৃত হওয়াতে আমরা লোকে অদৃশ্য হইয়া পড়িলাম। হে কৌন্তেয়! তখন আমিও বহু অযুত বাণ অলৌকিক বিধানানুসারে শরাসনে অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। হে ভারত! শাল্বের সেই সৌভ-পুর আকাশে ক্রোশ-পরিমিত দূরে থাকাতে ঐ সৌভ নগর আমার সৈনিক পুরুষদিগের অবিষয় হইয়াছিল, এ নিমিত্ত তাহারা সকলে দর্শক হইয়া যেন রঙ্গবাটে অবস্থিতি করত সিংহনাদ সদৃশ মহাকরতলশব্দ-দ্বারা আমাকে হর্ষান্বিত করিতে লাগিল। আমার চর্ম্মাগ্র-নিক্ষিপ্ত মনোহর অপাঙ্গযুক্ত বাণ সকল দানবদিগের অঙ্গে শলভ কীটের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। দানবগণ তীক্ষ্ণশর সমূহে নিহত হইয়া মহাসাগরে পতিত হইতে হইতে সৌভমধ্যে হলহলা শব্দ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ভুজ ও স্কন্ধ ছিন্ন হওয়াতে তাহারা কবন্ধের ন্যায় দৃশ্য হইয়া ভয়ানক নিনাদ করত পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্র-জলনিবাসী জন্তুসকল সেই সকল পতিত দানবকে ভক্ষণ করিতেছিল। তখন আমি গাঙ্গীর, মৃণাল, কুন্দ, ইন্দু এবং রজতের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাণ-বায়ুতে পূরিত করিলাম। অনন্তর সৌভপতি শাল্ব সেই সকল দানবদিগকে পতিত দেখিয়া মহতী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাতে আকাশ হইতে গদা, হল, প্রাস, শূল, কৌমারীশক্তি, কুঠার, ... শক্তি, বজ্র, পাশ, ঋষ্টি, কণপ, বাণ, পট্টিশ এবং ভুশুণ্ডী এই সকল অস্ত্র প্রচুররূপে অনবরত আমার উপর পড়িতে লাগিল। আমি তাহার সেই মায়া স্বীকার করিয়া মায়াদ্বারাই তাহা আশু বিনাশ করিলাম। তাহার সেই মায়া বিনাশ হইলে সে বহু পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে ভারত! কখন অন্ধকার, কখন প্রকাশ, কখন সুদিন, কখন দুর্দ্দিন, কখন শীত, কখন উষ্ণ, কখন অঙ্গার-বর্ষণ, কখন পাংশুবৃষ্টি এবং কখন অস্ত্রপতন হইতে লাগিল। সেই শত্রু এইরূপ নানাবিধ মায়িক কার্য্য ঘটনা করত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি সেই সকল ব্যাপার মায়িক বিবেচনা করিয়া মায়াদ্বারাই বিনষ্ট করিলাম এবং যথাকালে শরসমূহে চতুর্দ্দিক্ ধ্বনিত করিলাম। মহারাজ! অনন্তর আকাশ মণ্ডলে শত সূর্য্যের উদয় হইল এবং অযুত-সহস্র নক্ষত্রের সহিত শত চন্দ্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন দিবা কি রাত্রি এবং দিক্ বা বিদিক্, কিছুই বিদিত হইল না;

তাহাতে আমি মোহাপন্ন হইয়া প্রজ্ঞাস্ত্র যোজনা করিলাম। হে কৌন্তেয়! যেরূপ বায়ুদ্বারা তুলারাশি চালিত হয়, সেইরূপ উক্ত অস্ত্রদ্বারা তাহার মায়াস্ত্র দূরীকৃত হইল। অনন্তর আমি আলোক লাভ করিয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত এরূপ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম যে, তদ্দৃষ্টে লোকের লোমাঞ্চ হইতে লাগিল

বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত

---

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই মহারিপু পুরুষব্যাঘ্র শাল্বরাজ সংগ্রামস্থলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনর্ব্বার আকাশে গমন করিল। অনন্তর মন্দবুদ্ধি শাল্ব ক্রোধ-প্রযুক্ত আমাকে জয় করিবার অভিলাষে আকাশ হইতে মহাগদা, শতঘ্নী, প্রদীপ্ত শূল, মুষল ও অসি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি তাহার সেই সকল আকাশগামী আপতিত অস্ত্রগণকে আশু নিক্ষিপ্ত আশুগ সমূহ দ্বারা আকাশের মধ্যেই আশু নিবারণ করিয়া দ্বিখণ্ড ও ত্রিখণ্ড করত ছেদন করিয়া ফেলিলাম, তাহাতে আকাশে নিনাদ হইতে লাগিল। অনন্তর সে আমার অশ্ব, রথ ও সারথির প্রতি নত-পর্ব্ব শত সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিল। হে কুরুবীর! তদনন্তর সারথি দারুক বিহ্বল প্রায় হইয়া আমাকে কহিল যে, 'আমি শাল্বের শরাঘাতে এরূপ পীড়িত হইয়াছি ও আমার অঙ্গ এরূপ অবসন্ন হইয়াছে যে, কোন রূপেই স্থির হইতে সমর্থ হইতেছি না, তবে যুদ্ধে থাকিতে হয় বলিয়াই এপর্য্যন্ত স্থির রহিয়াছি। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি সারথির উক্ত করুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া শরপীড়িত সেই সারথিকে মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলাম তাহার বক্ষ, মস্তক, কায় ও ভুজদ্বয়ে এমত স্থান অন্তর নাই যে, যে স্থানে শরবেধ হয় নাই। যেরূপ মেঘ অতিশয় বর্ষণ করিলে গৈরিক-ধাতুবিশিষ্ট ভূধর হইতে শোণিতবর্ণ নির্ঝরসকল পতিত হয়, সেইরূপ তাহার ক্ষত স্থান হইতে উৎকট শোণিত ধারা নির্গত হইতেছে। হে মহাবাহো! আমি রণস্থলে প্রগ্রহহস্ত সারথিকে শাল্ববাণে অতি পীড়িত ও বিষণ্ণ দেখিয়া রথপরিচালন করিতে নিবৃত্ত হইলাম। হে ভারত বীর যুধিষ্ঠির! অনন্তর রাজা উগ্রসেনের পরিচারক দ্বারকাবাসী এক পুরুষ ত্বরাপূর্ব্বক আমার রথে আসিয়া যেন সৌহৃদ্য-প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া রাজা উগ্রসেনের অনুজ্ঞাত বাক্য বিষণ্ণস্বরে যাহা আমাকে কহিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন, "হে-কৃষ্ণ আপনার পিতৃসখা দ্বারকাধিপতি বীর আহুক আপনাকে বলিয়াছেন যে, হে কেশব! তুমি দ্বারকায় আগমন কর।" এতদ্ভিন্ন আপনার পিতৃসখা সেই আহুক যাহা করিয়াছেন, তাহাও আপনি জ্ঞাত হউন! হে দুর্দ্ধর্ষ বৃষ্ণিনন্দন! তুমি এই কার্য্যে আসক্ত থাকাতে শাল্ব রাজ দ্বারকায় উপগত হইয়া অদ্য তোমার জনক বসুদেবকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছে; অতএব হে জনার্দ্দন! তোমার আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তুমি সংগ্রামে নিবৃত্ত হও, দ্বারকা রক্ষা কর; সংপ্রতি দ্বারকা রক্ষা করাই তোমার মহৎ কার্য্য।" মহারাজ! আমি তাহার এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইলাম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। উক্ত প্রকার মহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারথ সাত্যকি, বলদেব ও প্রদ্যুম্নকে মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিলাম, কারণ, আমি তাঁহাদিগের প্রতি দ্বারকা ও পিতার রক্ষার ভারার্পণ করিয়া সৌভ বিনাশ করিতে আগত হইয়াছিলাম। আবার ভাবিলাম, শত্রুহন্তা মহাবাহু বলদেব, বীর্য্যবান্ সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, শাম্বপ্রভৃতি কুমারগণ জীবিত আছেন কি না, ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইলাম, কারণ, ইহাঁরা জীবিত থাকিতে ইন্দ্রও আমার জনক বসুদেবকে নষ্ট করিতে সমর্থ হন না, ইহাতে যখন আমার পিতা শূরসুত নিহত হইয়াছেন, তখন বলদেব প্রভৃতি যাদব বীরগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি এইরূপে সকলের বিনাশ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত অতি বিহ্বল হইয়া পুনর্ব্বার শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহারাজ! তদনন্তর দেখিলাম শাল্বের সৌভ বিমান হইতে শূরসুত বসুদেব পতিত হইতেছেন; তাহাতে আমার মনে-মোহ আবেশ করিল। হে নরাধিপ! যযাতি রাজার পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে মহীতলে পতনসময়ে যেরূপ আকৃতি হইয়াছিল, আমার পিতার পতনসময়ে সেইরূপ আকৃতি হইয়াছিল; তাঁহার উষ্ণীষ বিশীর্ণ ও মলিন এবং কেশ ও বসন প্রকীর্ণ হইয়াছে; তাঁহাকে যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় পতিত হইতে দেখিলাম। হে কৌন্তেয়! তখন আমার মহৎ শার্ঙ্গধনু হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, আমি মোহাভিভূত হইয়া রথের ক্রোড় স্থানে বসিয়া পড়িলাম। অনন্তর আমার সৈন্যেরা সকলে আমাকে গতচেতন ও মৃতকল্পদেহে রথ-নীড়ে অবস্থিত দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। হে মহাবাহো। তখন আমার পিতা হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় বিস্তার করিয়া পতিত হওয়াতে তাঁহার আকৃতি যেন পতনশীল পক্ষীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং শূলপট্টিশহস্ত দানবেরা আমার পিতার সেই পতনশীল শরীরেই আঘাত করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমার চিত্ত অতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিল। হে বীরাগ্রগণ্য! অনন্তর সেই বিমর্দ্দনস্থল সমরক্ষেত্রে আমি মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তখন দেখিলাম, তথায় সৌভ নাই, বিপক্ষ শাল্ব নাই এবং আমার বৃদ্ধ পিতাও নাই; তাহাতে আমি সেই সমস্ত কার্য্য মায়াকল্পিত বলিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিলাম। মহারাজ! তখন আমি বীতমোহ হইয়া পুনর্ব্বার বিপক্ষগণের প্রতি শত শত শরবর্ষণ করিতে লাগিলাম।

একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি রুচির ধনু গ্রহণ করিয়া শরসমূহদ্বারা সৌভ হইতে অসুরদিগের মস্তকসমূহ পাতিত করিলাম এবং আশীবিষ-সদৃশ তীব্র-তেজোময় ঊর্দ্ধগ বাণসকল শার্ঙ্গধনু হইতে প্রমুক্ত করিয়া শাল্বরাজার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। হে কুরুকুলেন্দ্র! অনন্তর তাহার সৌভ যান মায়াদ্বারা অন্তর্হিত হইয়া অদৃশ্য হইল; তাহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তৎপরে বিকৃতাস্য বিকৃত-কেশ দানবেরা, আমি ভূমিস্থ থাকাতে আমার প্রতি ঊর্দ্ধে চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সেই রণস্থলে আমি সত্বর হইয়া তাহাদিগের বধের নিমিত্ত শব্দভেদী শরযোজনা করিলাম; তাহাতেই সেই শব্দ নিবৃত্ত হইল; এবং যাহারা শব্দ করিতেছিল, তাহারা সকলেই আমার আদিত্যতুল্য প্রজ্ব-

লিত সেই সকল শব্দভেদী বাণে পরলোকে গমন করিল। মহারাজ! সেই শব্দ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার অন্যদিকে অপর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল, তাহাতেও আমি পূর্ব্ববৎ শব্দভেদী শরসকল প্রহার করিলাম। এইরূপে অসুরগণ ক্রমশ তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও দশদিক্ নিনাদিত করিল এবং আমিও বিবিধশর ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রসমূহ দিব্যাস্ত্রে প্রতিমন্ত্রিত করিয়া ঐ সকল আকাশস্থ অন্তর্হিত অসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে তাহারা নিহত হইল। হে বীর! অনন্তর সেই কামদ সৌভ প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার দৃশ্য হইয়া আমার চক্ষুকে মোহিত করিল। তৎপরে লোক-বিনাশক দারুণাকৃতি দানব সহসা মহতী শিলা বৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আমাকে আবৃত করিল। হে রাজেন্দ্র! আমি তাহার পর্ব্বতবর্ষণে পুনঃপুন অভিহত হইয়া বল্মীকের ন্যায় শিলাসমূহে বর্দ্ধিত হইলাম। আমি শিলাসমূহদ্বারা সারথি, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পর্ব্বতসদৃশ হওয়াতে লোকের দৃষ্টির অতীত হইলাম। তখন বৃষ্ণিবীর সৈনিক পুরুষেরা সেই ভয়ার্ত্ত হইয়া সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। নরনাথ! আমি অদৃশ্য হইলে পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। আমার সুহৃদ্গণ বিষণ্ণচিত্ত দুঃখশোকার্ত্ত হইয়া রোদন করত বিলাপ করিতে লাগিল। হে অক্ষয় বীর! তখন যে আমার শত্রুরা হৃষ্ট ও মিত্রেরা পীড়িত হইয়াছিল, তাহা আমি তাহাকে জয় করিয়া পশ্চাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি পাষাণভেদক ইন্দ্রপ্রিয় বজ্র উদ্যত করিয়া সেই সমুদায় পাষাণ বিনাশ করিলাম। মহারাজ! আমার অশ্বগণ পর্ব্বতভারে পীড়িত ও শ্বাসমাত্রাবশেষিত হইয়া কম্পিতপ্রায় হইল। আমার বান্ধবেরা সকলে আকাশে মেঘ জাল বিদারণ-পূর্ব্বক উদিত রবির ন্যায় আমাকে পর্ব্বতমুক্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার হর্ষান্বিত হইল। তখন সারথি অশ্বগণকে পর্ব্বতভারে পীড়িত ও শ্বাসমাত্রাবশেষিত দেখিয়া আমাকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিল, হে বাষ্ণেয়! আপনি দেখুন, ঐ সৌভপতি শাল্ব নিঃসঙ্কোচে রহিয়াছে, উহাকে আর উপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি উহার বধের নিমিত্ত উত্তমরূপে যত্ন করুন। হে কেশব! উহার প্রতি মৃদুতা ও মিত্রতা পরিহার করুন, উহাকে সংহার করুন, আর জীবিত রাখিবেন না। হে শত্রুহন্! শত্রুকে সর্ব্বপরাক্রম-দ্বারা বধ করাই বিধেয়, শত্রু যদি দুর্ব্বলও হয়, তথাপি বলবান্ ব্যক্তির তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। হে মহাবাহো! শত্রু যদ্যপি সমরোদ্যতও না হয়, তত্রাপি তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, ইহাতে ঐ শাল্ব যখন সমরে প্রবৃত্ত আছে, তখন আর উহার প্রতি কথা কি আছে? হে বৃষ্ণিকুলেন্দ্র পুরুষোত্তম! আপনি সর্ব্বতোভাবে যত্নপূর্ব্বক ঐ শত্রুকে বধ করুন, আর কালাতিপাত না হয়; ঐ শত্রু মৃদুযুদ্ধসাধ্য নহে এবং উহাকে আপনার সখা বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না, কারণ, ও আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে নাই এবং আপনার দ্বারকা নগর অবমর্দ্দিত করিয়াছে। হে কৌন্তেয়! আমি সারথির মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তদুক্ত বাক্য যথার্থ জ্ঞান করত যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলাম। হে কুরুবীর! শাল্বের বধ ও সৌভনগরনিপাতন উদ্দেশে দারুক সারথিকে কহিলাম যে তুমি মুহূর্ত্তকাল স্থির হও। তদনন্তর আমি সেই রণস্থলে অপ্রতিহত, দিব্য, অভেদ্য, অতিবীর্য্যান্বিত সর্ব্বসাহ, মহাপ্রভ, দানবান্তকর, মৎপ্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ধনুকে সংযোজিত করিলাম। সংগ্রামে যক্ষ, রাক্ষস, দানব ও বিপরীতাচারী রাজাদিগের ভয়কর, ক্ষুরধারসদৃশ তীক্ষ্ণধার মহৎ, কালান্তকযমোপম, শত্রুবিনাশন, অতুল্য, নির্ম্মল চক্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম যে, তুমি আত্মবীর্য্যদ্বারা সৌভনগর ও তত্রস্থ সমস্ত মৎশত্রুকে সংহার কর, এইরূপ কহিয়া ভুজবলদ্বারা ক্রোধপূর্ব্বক তাহা সৌভের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। সুদর্শন মৎপ্রেরিত হইয়া যখন আকাশে উৎপতিত হইল, তখন যুগান্তকালের প্রতাপান্বিত দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সুদর্শন সৌভনগরে আপতিত হইয়া তাহার শোভা বিনাশ করত করপত্র দ্বারা উচ্ছিত কাষ্ঠবিদারণের ন্যায় মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল। অনন্তর সৌভনগর সুদর্শনবলে হত ও দ্বিধাকৃত হইয়া মহেশ্বরের শরোৎক্ষিপ্ত ত্রিপুরের ন্যায় পতিত হইল। সৌভনগর নিপাতানন্তর সুদর্শন চক্র আমার করে আগত হইলে পুনর্ব্বার তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক অতিবেগে শাল্বকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। শাল্ব সেই মহারণে মহতী গদা নিক্ষেপ করিতেছিল, ঐ সময়ে সুদর্শন চক্র সহসা তাহাকে দ্বিধা করিয়া তেজোদ্বারা প্রজ্বলিত করিল। সেই বীর নিহত হইলে মদীয় শরসমূহে পীড়িত দানবেরা ভগ্নচিত্তে হাহাকার করিতে করিতে দিগ্ দিগন্তরে পলায়নপর হইল। অনন্তর আমি সৌভসমীপে রথ রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করত সুহৃদ্গণকে আহ্লাদিত করিলাম। দানবপত্নীগণ সুমেরুশিখরতুল্য অত্যুচ্ছিত সৌভনগরকে ভগ্নাট্টালক, ভগ্নপুরদ্বার ও দহ্যমান দেখিয়া পলায়ন করিল। আমি সমরে এই রূপে শাল্বকে ও তাহার সৌভ বিমান বিনাশ করিয়া দ্বারকা প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সুহৃদ্গণের প্রীতি উৎপাদন করিলাম। হে বীর শত্রুবিমর্দ্দন! আমি যে হস্তিনায় আগমন করিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই আপনার নিকট জ্ঞাপন করিলাম। আমি আগমন করিলে হয়ত দুর্য্যোধন জীবিত থাকিত না, কিম্বা দ্যূতক্রীড়া হইত না। এক্ষণে আমি কি করিব? সেতু ভগ্ন হইলে পর জল নিবারণ করা অসাধ্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু শ্রীমান্ পুরুষোত্তম মধুসূদন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া পাণ্ডবদিগকে আমন্ত্রণ করত দ্বারকাগমনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে অর্জ্জুন আলিঙ্গন নকুল ও সহদেব অভিবাদন করিলেন। ধৌম্য ঋষি তাঁহার যথাবিহিত সম্মান এবং দ্রৌপদী তাঁহাকে অশ্রুধারায় অর্চ্চনা করিলেন। তিনি এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয়কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে কাঞ্চনময় রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণ উক্ত প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বদ্বয়-যোজিত আদিত্যতুল্য তেজোময় রথে দ্বারকায় প্রস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের গমনানন্তর পৃষতসন্তান ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্যান্য দ্রৌপদেয়গণকে লইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন; চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভগিনী-সমভি-

ব্যাহারে রম্যা শুক্তিমতী পুরীতে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! কেকয়রাজ-পুত্রগণ অপরিমিত তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সকল পাণ্ডবকে আমন্ত্রণ করত স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। হে ভরতকুল-প্রদীপ রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও রাজ্যবাসী অন্যান্য প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভূয়োভূয় নিবারিত হইয়াও পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না; সুতরাং কাম্যকবনে সেই সকল মহাত্মাদিগের অতি অদ্ভুত দর্শন মহাসমারোহ হইয়াছিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির যথাসময়ে সেই সকল ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিয়া অনুবর্ত্তী পুরুষদিগের প্রতি অনুমতি করিলেন যে তোমরা রথ সকল যোজনা কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দশার্হাধিপতি কৃষ্ণ গমন করিলে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য সকলে মিলিত হইয়া উত্তম অশ্বযুক্ত মহার্হরথে আরোহণপূর্ব্বক বনান্তরে প্রস্থান করিলেন। শিবতুল্য-জ্যোতিষ্মান্ বীরপুরুষেরা যাত্রাকালে বেদবেদাঙ্গবিৎ বিপ্রগণকে বহুল নিষ্ক,সুবর্ণ, বস্ত্র ও গো প্রদান করিলেন। বিংশতি জন শস্ত্রধারী ভৃত্য ধনু, শস্ত্র, প্রদীপ্ত, ধনুর্গুণ, যন্ত্র ও খড়্গ লইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করত অনুগামী হইল। ধাত্রী ও দাসীগণ দ্রুপদরাজপুত্রীর বস্ত্র ও আভরণ লইয়া গমন করিল; ইন্দ্রসেন ত্বরাপূর্ব্বক তাহাদিগকে রথে আরোপণ করিয়া অনুগামী হইল। অনন্তর পুরবাসী মহাসত্ত্ব প্রজাগণ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কুরুজাঙ্গলবাসী মুখ্য ব্রাহ্মণ সকল প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত মহাত্মা প্রভু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুজাঙ্গলবাসী সেই সকল জনসমূহ অবলোকন করিয়া,সেই স্থানে গমনে নিবৃত্ত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পিতা, পুত্রের প্রতি যেরূপ ভাব প্রকাশ করেন, মহাত্মা কুরুশ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন; এবং পুত্র, পিতার প্রতি যদ্রূপ ব্যবহার করে, তাঁহারাও সেই ভরত পুঙ্গবের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিলেন। মহারাজ! অনন্তর সেই সকল মহৎ ব্যক্তি কুরুবীর যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া, হা নাথ! হা ধর্ম্ম! এইরূপ কহিতে কহিতে লজ্জিত ও সাশ্রুনেত্র হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হা ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত পুরবাসী ও দেশস্থ প্রজাপুঞ্জ আমরা মহারাজের পুত্রতুল্য, প্রজাধিপতি পিতৃতুল্য কুরুবর ধর্ম্মরাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন? হে নরেন্দ্র! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সংস্বভাবান্বিত,ক্রূরাত্মা পাপিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, শকুনি ও কর্ণ, আপনার এবংবিধ অনর্থ ইচ্ছা করিতেছে। তাঁহাদিগকে ধিক্! হা! অসীম চরিত্র মহাত্মা ধর্ম্মরাজ কৈলাস-সদৃশ ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্বয়ং স্থাপন করিয়া এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছেন। মহাত্মা ময় দানব দেব-সভাতুল্য নিরুপমা যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দেব রক্ষিতা দেবমায়ার ন্যায় সেই সভা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ কোথায় গমন করিতেছেন।

তদনন্তর ধর্ম্মকার্য্য-তত্ত্বজ্ঞ পরমতেজস্বী বীভৎসু উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগের সকলকে কহিলেন, হে দ্বিজাতি-প্রভৃতিগণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির এই বনবাসদ্বারা শত্রুদিগের যশ গ্রহণ করিবেন। আপনারা ধর্ম্মার্থবিৎ তপস্বিগণকে একত্র বা পৃথক্‌রূপে প্রসন্ন করত তাঁহাদিগের নিকট এমত প্রার্থনা করিবেন যে, আমাদিগের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণসকল একত্র অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে হর্ষ প্রকাশ করত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং বিগত-হর্ষ হইয়া যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও যাজ্ঞসেনীকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, পৌর জন সমস্ত গমন করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতাকে বলিলেন, আমাদিগকে এই দ্বাদশ বৎসর নির্জ্জন বনে বাস করিতে হইবে, অতএব যেখানে বাস করিয়া উক্ত পরিমিত সুখে অতিবাহিত করা যায়, মহারণ্য মধ্যে বহু পক্ষি যুক্ত, বহু পুষ্প ফলে পরিপূর্ণ, পুণ্যাত্মা জনগণে আবৃত, মঙ্গলজনক এমত মনোরম্য কোন দেশ অবধারণ কর।

ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মানবশ্রেষ্ঠ প্রশস্তচিত্ত ধর্ম্মরাজকে গুরুতুল্য সম্মান করিয়া কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য-লোকে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, যেহেতু আপনি বৃদ্ধ ও মহর্ষিগণের উপাসনা করিয়া থাকেন; আপনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রভৃতি মুনি ও ব্রাহ্মণগণের নিয়ত উপাসনা করিয়াছেন। মহারাজ! যিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া নিত্য নিত্য সর্ব্বলোক দ্বারা ভ্রমণ করেন,বিশেষত দেবলোক হইতে গন্ধর্ব্বলোক, অপ্সরোলোক ও ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়া থাকেন, আপনি সেই দেবর্ষি নারদের উপাসনাও নিয়ত করিয়াছেন; সুতরাং আপনি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি-প্রভৃতি সমস্ত তপস্বীদিগের অনুভাব ও প্রভাব অবগত আছেন, সংশয় নাই, এবং কল্যাণজনক কোন বিষয়েও আপনার অগোচর নাই; অতএব আপনি যে স্থান অভিলাষ করেন, আমরা সেই স্থানেই বাস করিব, পরন্তু সমীপবর্ত্তী দ্বৈতবন-নামক সরোবর পবিত্র জলাশয়, বহুপুষ্প ফল সমন্বিত, নানাপক্ষি-নিষেবিত ও সুরম্য, অতএব যদি আপনার সম্মতি হয়, তবে ঐ স্থানে দ্বাদশ বর্ষ কাল অতিবাহিত করা যায়; অথবা অন্য যে স্থান আপনি মনোনীত করেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যাহা বলিলে তাহা আমারও সম্মত, অতএব চল আমরা বিখ্যাত পুণ্যস্থান সেই মহৎ দ্বৈতবন সরোবরেই গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মচারী পাণ্ডবেরা সকলে বহু ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সহিত পবিত্র দ্বৈতবন সরোবরে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য বেদজ্ঞ সাগ্নি, স্বাধ্যায়রত, নিরগ্নি, ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত পরিবেষ্টিত হইলেন। তৎপরে সিদ্ধ ও শংসিতব্রত শত শত মহাত্মা আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বহু ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিয়া পবিত্র রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন। রাষ্ট্রপতি কুন্তীতনয় গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, শাল, তাল, আম্র, মধুক, নীপ, কদম্ব

সর্জ্জ, অর্জ্জুন ও কর্ণিকার বৃক্ষে সেই মহাবন বিকীর্ণ হইয়াছে। বর্হিণ, কোকিল, ময়ূর, দাত্যুহ এবং চকোর পক্ষিগণ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকলের শিখরে অবস্থিতি করিয়া মনোহর ধ্বনি করিতেছে; এবং হস্তিনীযূথের সহিত অচল-প্রভ মদোৎকট যূথপতি হস্তিগণের মহাযূথসকল ইতস্তত রহিয়াছে। অপরিমিত তেজস্বী ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির সেই বনে মনোরম ভোগবতী-তীরে উপনীত হইয়া চীরপরিধায়ী জটাধারী পুতাত্মা ধর্ম্মশীলদিগের নিবাসে অনেক সিদ্ধর্ষিদিগের দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য জনগণের সহিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ইন্দ্রের স্বর্গ-প্রবেশের ন্যায় সেই কাননে প্রবেশ করিলেন। চারণ, সিদ্ধ ও বানপ্রস্থগণ সত্যসন্ধ মহানুভাব রাজসিংহের দর্শনাভিলাষে ধাবিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির সমুদায় সিদ্ধ ও দ্বিজাগ্র্যগণকর্তৃক সৎকৃত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করত তাঁহাদিগের সহিত দেবতা ও রাজার ন্যায় কাননমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পুণ্যশীল মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির পিতা পাণ্ডুর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বিগণের সহিত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের কর্তৃক সৎকৃত হইয়া পুষ্পধর এক মহাবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন। দ্রৌপদী এবং ভরতকুলেন্দ্র ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব রথ যান পরিত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ ক্রমে আগমনপূর্ব্বক পরিক্লান্ত হইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। যে প্রকার হস্তিযূথপসমূহদ্বারা মহাগিরি শোভমান হয়, সেইরূপ বিস্তৃত লতাপুঞ্জে আবৃত সেই মহাবৃক্ষ স্বসন্নিহিত ধনুর্দ্ধর মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডব দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্রতুল্য সুখোপযোগী নরেন্দ্রপুত্রগণ কাননে আগমন করিয়া কষ্টজনক বনবাস প্রাপ্ত হইয়াও সরস্বতী নদী সমীপে কল্যাণ-প্রদ সেই শালবনেই বিহার করিতে লাগিলেন। কুরুকুলপ্রদীপ মহানুভাব রাজা যুধিষ্ঠির সেই বনে সমস্ত যতি, মুনি ও দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠগণকে উত্তমোত্তম ফল মূল দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমৃদ্ধতেজস্বী পুরোহিত ধৌম্য, পিতার ন্যায়, মহারণ্যবাসী পাণ্ডবদিগের ইষ্টি, পিত্র্য ও দৈবক্রিয়া সেই অরণ্যমধ্যে নিষ্পাদন করিতে থাকিলেন। একদা সমৃদ্ধতীব্র তেজঃপুঞ্জ মার্কণ্ডেয়নামক পুরাতন ঋষি রাজ্যচ্যুত বনবাসী সেই শ্রীমান্ পাণ্ডবদিগের উক্ত আশ্রমে অতিথিরূপে আগমন করিলেন। অনুপম-সত্ত্ব ও বীর্য্য-সম্পন্ন মহানুভাব কুরুকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেব, ঋষি ও মানবগণের অর্চ্চিত ও জাজ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় প্রভাশালী সেই মহামুনিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অমিততেজস্বী সর্ব্বজ্ঞ সেই মহাত্মা ঋষি তপস্বিগণের মধ্যে দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া দাশরথিরামকে মনে মনে স্মরণ করত ঈষৎ হাস্য করিলেন। ধর্ম্মরাজ তদ্দৃষ্টে বিমনঃপ্রায় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই সকল তপস্বী আমাকে দেখিয়া লজ্জান্বিত হইয়া আছেন, কেবল আপনিই ইঁহাদিগের সমক্ষে হৃষ্টপ্রায় হইয়া হাস্য করিতেছেন ইহার কারণ কি?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে তাত! আমি আপনার আপদবস্থা দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া হাস্য করি নাই এবং হর্ষজন্য দর্পও আমাকে আশ্রয় করে নাই, অদ্য দশরথ-নন্দন সত্যব্রত রামকে আমার স্মরণ হইল। হে পার্থ! পূর্ব্ব কালে সেই নরনাথ রামকেও পিতার আজ্ঞাক্রমে বনবাসী হইয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমুক পর্ব্বতের সানুতে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। নিষ্পাপ মহাত্মা, যমের নিয়োগ কর্ত্তা নমুচি-নামক দানবের হন্তা, সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্রের সমান হইয়াও পিতার নিদেশানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই মহানুভব মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রম শালী ও সমরে অপরাজেয় হইয়াও সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে তাত! নাভাগ ও ভগীরথ-প্রভৃতি নৃপগণ সত্যদ্বারা সাগরান্তা পৃথিবী জয় করিয়া সকল লোককে জয় করিয়াছিলেন, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরেন্দ্র! কাশি ও করূষ দেশের রাজা সাধুচরিত্র ও সত্য নিষ্ঠা প্রযুক্ত রাজ্য ও ধন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে লোকে ক্ষিপ্ত কুক্কুর কহিত, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরশ্রেষ্ঠ পার্থ! বিধাতা যেরূপ বিধি বিধান করিয়াছেন, সাধু-স্বভাব সপ্ত ঋষিও পুরাতন বাক্যানুসারে সেই বিধি মান্য করত অন্তরীক্ষে উদয় হইতেছেন, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরেন্দ্র! দেখুন, পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বৃহৎকায় বিপুলদন্তশালী মহাবল হস্তিগণ বিধাতার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়াই কালাতিপাত করিতেছে, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে নরেন্দ্র! বিধাতা সকল প্রাণীর প্রতি স্ব স্ব জন্মানুরূপ যে প্রকার বিধান করিয়াছেন, তাহারা তদনুযায়ী কর্ম্মই চিরকাল নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, অতএব "আমি বলবান্" বলিয়া অধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নয়। হে পার্থ! সত্য ধর্ম্ম, যথোচিত বৃত্তি, ও লজ্জাদ্বারা আপনার যশ ও তেজ বিভাবসু সূর্য্যের ন্যায় সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া প্রদীপ্ত রহিয়াছে; অতএব হে মহানুভাব! আপনি স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে এই কষ্ট-জনক বনবাস করিয়া এই প্রতিজ্ঞাত বনবাসজন্য তেজোদ্বারাই কৌরবদিগের নিকট হইতে উজ্জ্বল শ্রী গ্রহণ করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তপস্বিগণ মধ্যে সুহৃদ্গণের সহিত অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদিগের সহিত একত্রস্থিত অন্য অন্য পাণ্ডব ও ধৌম্য ঋষিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক উত্তর দিকে গমন করিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে বাস করাতে সেই মহারণ্য ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে আকীর্ণ হইল। ব্রাহ্মণগণের সতত উচ্চারিত বেদধ্বনিদ্বারা সেই দ্বৈতবন সরোবর সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মলোক-তুল্য পুণ্য ধাম হইয়া উঠিল। উচ্চার্য্যমাণ যজু, ঋক্ ও সামবেদীয় ব্রাহ্মণ-বাক্যের ধ্বনি মনোহর রূপে শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। তথায় পার্থদিগের জ্যাঘোষ ও ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মঘোষদ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্র উভয় ধর্ম্ম সংসৃষ্ট হইয়া অতিশয় শোভমান হইল। একদা দাল্‌ভ্য

বক ঋষি সন্ধ্যা সময়ে ঋষিগণ সমাবৃত উপবিষ্ট ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুরুকুলেন্দ্র পার্থ! দেখুন, দ্বৈতবন-মধ্যে এই হোম-বেলা সায়ং সময়ে তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে; সমস্ত জগতের প্রধান উৎকৃষ্ট ব্রতনিষ্ঠ মহাভাগ ভৃগুবংশীয় ও অঙ্গিরোবংশীয়, বসিষ্ঠবংশীয় কশ্যপবংশীয়, অগস্ত্যবংশীয় ও অত্রিবংশীয় ঋষিগণ আপনার সহিত সঙ্গত ও আপনার রক্ষিত হইয়া এই পুণ্য ক্ষেত্রে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে পার্থ! আপনাকে যাহা বলিতেছি, আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুন, যেরূপ অগ্নি ও বায়ু পরস্পর সংসৃষ্ট হইলে বনসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রধর্ম্ম পরস্পর সংসৃষ্ট হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শত্রুকুল সংহার করিতে সমর্থ হয়; অতএব হে তাত! যে নৃপতি বহু দিন ইহ ও পর লোক জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি কদাপি ব্রাহ্মণ ব্যতীত থাকিতে অভিলাষ করিবেন না। রাজা ধর্ম্মার্থযুক্ত ও মোহবিহীন ব্রাহ্মণকে লাভ করিয়াই শত্রু নিপাতন করিবেন। বলি রাজা প্রজাপালন-বশত মোক্ষসাধন কর্ম্মের আচরণ করত ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অপর কোন উপায় জানিতেন না, ইহাতেই তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ ও সম্পত্তি অক্ষয্য হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যদ্বারা পৃথিবী লাভ করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অনিষ্ট আচরণ করাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে ভরতকুল-বিভূষণ! এই ঐশ্বর্য্যশালিনী পৃথিবী ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয়কে কদাপি ভজনা করে না। ব্রাহ্মণ, নীতিশাস্ত্রদ্বারা যে ভূপতিকে শাসনপূর্ব্বক বিনীত করেন, সমুদ্রপরিখাবৃত এই ভূমণ্ডল তাঁহারই নিকটে নত হয়। যেরূপ কুঞ্জর সংগ্রামস্থলে হস্তিপক-বিহীন হইলে কার্য্যহীন হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণহীন হইলে ক্ষীণবল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের নীতি বিষয়ে অনুপম দৃষ্টি এবং ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধ বিষয়ে অপ্রতিম বল হেতু যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়ে মিলিত হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে কোন লোক অপ্রসন্ন থাকে না। যে প্রকার অগ্নি, বায়ুর সহিত মিলিত হইলে অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া তৃণ কাষ্ঠ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রকার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে সমুদায় শত্রু বিনাশ করিতে যোগ্য হন। বুদ্ধিমান্ ক্ষত্রিয়ের অলব্ধ ধনের লাভ ও লব্ধ সম্পত্তির বৃদ্ধি নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের সমীপে নীতি-বুদ্ধি সংপূর্ণরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনিও অলব্ধ ধনের লাভ, লব্ধধনের বৃদ্ধি ও তাহা যথাযোগ্য পাত্রে প্রতিপাদনের নিমিত্ত বেদজ্ঞ বহুদর্শী যশস্বী পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে সন্নিহিত রাখুন। হে যুধিষ্ঠির! আপনার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিরন্তর উৎকৃষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, এপ্রযুক্তই আপনার যশ ত্রিভুবন মধ্যে প্রথিত ও প্রদীপ্ত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যুধিষ্ঠিরের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ দাল্‌ভ্য বকঋষিকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইলেন। যে প্রকার ঋষিগণ ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করেন, সেই প্রকার দ্বৈপায়ন, নারদ, জামদগ্ন্য, পৃথুশ্রবাঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি কৃতচেতা, সহস্রপাৎ, কর্ণশ্রবাঃ, মুঞ্জ, লবণাশ্ব, কাশ্যপ, হারীত, স্থূলকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, কৃতবক, বৃহদশ্ব, বিভাবসু, ঊর্দ্ধরেতা, বৃষামিত্র, সুহোত্র, হোত্রবাহন ও অন্যান্য প্রশংসিতব্রত বহুতর ব্রাহ্মণেরা অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে অর্চ্চনা করিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুঃখশোকাভিভূত বনস্থ-পাণ্ডবেরা সায়াহ্নকালে দ্রৌপদীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগের প্রিয়তমা সুদৃশ্যা পতিপরায়ণা পণ্ডিতা দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ক্রূরস্বভাব পাপিষ্ঠ দুষ্টাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যখন আপনাকে আমার সহিত বনে প্রেরণপূর্ব্বক অজিনশায়ী করিয়া অনুতাপিত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমাদিগের দুঃখে সেই দুরাত্মার কোন দুঃখই হয় নাই। আপনি তাহার জ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ, আপনাকে সেই দুষ্কর্ম্মশীল দুর্য্যোধন যখন বনপ্রয়াণসময়ে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্যশ্রবণ করাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাহার হৃদয় লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। দুষ্টাশয় পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন সুখভোগযোগ্য ও দুঃখভোগ অযোগ্য ঈদৃশ পুরুষকে দুঃখমগ্ন করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত আমোদ করিতেছে। হে ভারত! আপনি যখন চর্ম্মবসন পরিধানপূর্ব্বক বনবাসার্থে যাত্রা করেন, তখন কেবল দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুর্য্যোধনের দুর্ভ্রাতা উগ্রস্বভাব দুঃশাসন, এই চারিজনের নয়ন হইতে অশ্রুপাত হয় নাই; তদ্ভিন্ন সমুদায় কুরুদিগেরই নয়ন হইতে দুঃখাশ্রু পতিত হইয়াছিল। মহারাজ! আপনি সুখী এবং দুঃখভোগের অযোগ্য, আপনার বসিবার আসন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এবং এইক্ষণেও দেখিতেছি, ইহাতে আমার অন্তঃকরণ শোকে ব্যাকুল হইতেছে। সভামধ্যে গজদন্তনির্ম্মিত রত্নমণ্ডিত সেই আসন আর এই কুশাসন দৃষ্টে আমার অন্তঃকরণ শোকে মোহিত হইয়াছে। হে রাজন্! পূর্ব্বে যে আপনাকে সভায় রাজগণপরিবেষ্টিত দেখিতাম, এক্ষণে তাহা দেখিতে না পাইয়া আমার মনে কি শান্তির উদয় হইতে পারে? হে ভারত! আপনার সূর্য্যতুল্য তেজঃপুঞ্জ যে শরীর চন্দনচর্চ্চিত দেখিতাম, তাহা এক্ষণে পঙ্কমলাকীর্ণ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত মোহাকুল হইতেছে। হে রাজেন্দ্র! আমি যে পূর্ব্বে আপনাকে শুভ্র কৌশিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত দেখিতাম, এক্ষণে আমাকে আপনার চীর বস্ত্র পরিধান দেখিতে হইল। হে প্রভু নরপাল! আপনার গৃহ হইতে যে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত বহুবিধ সুবর্ণপাত্রে সমস্ত অভিলাষানুরূপ সংস্কৃত অন্ন আহরণ হইত; যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহমেধীদিগকে যে অতি গুণকারক ভোজন সামগ্রী সকল প্রদান করা হইত; আপনি যে পূর্ব্বে গৃহে থাকিয়া সহস্র সহস্র পরিবেশন-পাত্র সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য দ্বারা প্রত্যহ সংকৃত করিতেন; এবং ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বকামনা সম্পাদন করিয়া যে পূজা করিতেন; এক্ষণে সেই সমস্ত না দেখিয়া আমার মনে কিরূপে শান্তির আবির্ভাব হইতে পারে? মহারাজ! যাঁহারা দুঃখভোগের অনুপযোগ্য এবং যাঁহাদিগকে মার্জ্জিত কুণ্ডলধারী যুবা সুদগণ অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত মিষ্টান্ন ভোজন করাইত, আপনার সেই সকল ভ্রাতাকে অদ্য বনমধ্যে বন্যফলমূলজীবী দেখিয়া আমার মন কোন প্রকারেই শান্ত

তেছে না। এই ভীমসেনকে বনবাসী ও দুঃখিত দেখিয়া পনার মনে এই সমুচিতকালে কি ক্রোধ-বৃদ্ধি হইতেছে ? সুখোপযোগী অক্ষয় বীর ভীমসেন স্বয়ংই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইঁহার কর্ম্মে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা না, ইঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া আপনার মনে কি হেতু বৃদ্ধি হইতেছে না ? যিনি সর্ব্বদা বিবিধ যান ও বহুতর ষ্ট বসন ভূষণে সৎকৃত ছিলেন, সেই বৃকোদরকে বনচারী য়া আপনার কি হেতু ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে না ? এই দর সকল বিষয়েই সমর্থ, ইনি সংগ্রামে সমুদায় কুরুকুল করিতে উৎসাহ করেন, কিন্তু কেবল আপনার প্রতিজ্ঞা ক্ষা করিয়াই এই দুঃখ সহ্য করিতেছেন। হে মহারাজ! স্বয়ং দ্বিবাহু হইয়াও শরযুদ্ধে শীঘ্রহস্ততা প্রযুক্ত সহস্র- কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য, যিনি শত্রুদিগের কালান্তক রূপ, যাঁহার শস্ত্রপ্রতাপে সমুদায় রাজগণ প্রণত হইয়া ার যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন এবং ানবগণ যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, আপনি এতাদৃশ শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে চিন্তিত দেখিয়া কি হেতু ক্রোধ করি- ন না ? যে অর্জ্জুন একরথ হইয়া দেবতা, মনুষ্য ও সর্প- জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে বনবাসী দেখিয়া কি হেতু পনার ক্রোধ হইতেছে না ? যে পরন্তপ অদ্ভুতাকার বহুতর অশ্ব ও হস্তীতে পরিবৃত হইয়া মহীপালদিগের নিকট তে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যিনি একবেগে কশত বাণ মোচন করেন, সেই অর্জ্জুনকে বনবাসী দেখিয়া জন্য আপনার মনে ক্রোধবৃদ্ধি হইতেছে না ? এবং চর্ম্মি- দের প্রধান শ্যামরূপ বৃহৎকায় এই নকুলকেই বা বনচারী দেখিয়া কি হেতু আপনার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে না ? এবং সুদৃশ্য ও শৌর্য্য সম্পন্ন এই মাদ্রীপুত্র সহদেবকে বনচারী দেখিয়াও আপনি যে ক্ষান্ত রহিয়াছেন, ইহার কারণ কি ? হে মনুযেন্দ্র। নকুল ও সহদেব উভয়ই দুঃখভোগের অযোগ্য, ইঁহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া কি হেতু আপনার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে না ? মহারাজ! দ্রুপদকুলে আমার জন্ম হইয়াছে; আমি মহাত্মা পাণ্ডু নৃপতির পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ও বীর দর অনুব্রতা পত্নী আমাকে বনচারিণী দেখিয়া আপনি রূপে ক্ষান্ত রহিয়াছেন ? হে ভরতসত্তম! আমি নিশ্চয় য়াছি, আপনার মনে কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, কারণ আপ- ভ্রাতৃগণকে ও আমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ব্যথিত হইতেছেন না। ক্ষত্রিয় ক্রোধশূন্য হয় না, লোকে প্রবাদ আছে, কিন্তু সম্প্রতি আপনাতে তাহার দেখিতেছি। হে পার্থ! যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়া সময়ে তেজঃপ্রকাশ না করে তাহাকে সকলেই সর্ব্বদা বজ্ঞা করে; অতএব আপনি সেই শত্রুদিগকে কোনক্রমে মা করিবেন না, যেহেতু পরাক্রমদ্বারা তাহাদিগকে সংহার রিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ! যে ক্ষত্রিয় মার উপযুক্তকালে ক্ষান্ত না হয়, সেই সকল ক্ষত্রিয়ই াকের অপ্রিয় ও ইহ ও পরলোকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদী কহিলেন, পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে প্রহ্লাদ ও বলির সাদম্বঘটিত এই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ করিয়া থাকেন, একদা বলি স্বীয় পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ পরম ধার্ম্মিক দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত! ক্ষমা শ্রেয়স্কর কি তেজঃপ্রকাশ শ্রেয়স্কর, এবিষয়ে আমার সংশয় হওয়াতে আপ- নাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যথাবৎ আজ্ঞা করুন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে শ্রেয় হয়, তাহা নিসংশয়- রূপে বলুন, আমি আপনার যথার্থ নির্দেশানুসারেই আচরণ করিব। সকল বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞ প্রজ্ঞাবান্ পিতামহ প্রহ্লাদ, সন্দিগ্ধচিত্ত পৌত্র বলিকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে তৎসমুদায় কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি এই দুই বিষয়ে ইহা নিশ্চয়রূপে জানিবে, সর্ব্বদা তেজঃপ্রকাশ করাও শ্রেয়স্কর নহে, সর্ব্বদা ক্ষমা করাও শ্রেয়স্কর নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্ষমা করিয়া থাকে, সে বহু অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, ভৃত্য, শত্রু ও উদাসীন সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করে, কোন ব্যক্তি কখন তাহার নিকট নত হয় না, অতএব পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমাকে মন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিরন্তর ক্ষমাশীল ব্যক্তির ভৃত্যেরা তাহাকে কেবল অবজ্ঞা করে এমত নহে, প্রত্যুত তাহারা বহু দোষযুক্ত হয়, ক্ষুদ্রাশয় সেই ভৃত্যেরা তাহার সমু- দায় বিত্ত গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়। মন্দচিত্ত অধিকৃত পুরু- ষেরা তাহার যান, বসন, অলঙ্কার, শয্যা, আসন, পানভোজন- দ্রব্য ও অন্যান্য সমুদায় উপকরণ অভিলাষানুসারে গ্রহণ করে। দেয় বস্তু কাহাকে প্রদান করিতে প্রভুর আদেশ হইলেও তাহারা প্রদান করে না এবং প্রভুকে কোন প্রকারে যথোপযোগ্য মান্যও করে না; পুরুষের অবজ্ঞা মরণ অপেক্ষাও অধিক। হে তাত! নিরন্তর-ক্ষমাশীল ব্যক্তির পুত্র, ভৃত্য ও প্রেষ্যগণও তাহাকে কটু বাক্য কহে! উদাসীন ব্যক্তিরা তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাহার দারার প্রতি অভিলাষ করে; এবং তদীয় দারা ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ নিত্য-আমোদ-প্রিয় ব্যক্তিগণ যদি প্রভুর নিকট অল্পদণ্ডও প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহারা দোষান্বিত কর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত থাকে না; এবং দুষ্ট ব্যক্তিরা তাহার বিবিধ অপকার করে। ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের উক্ত সকল দোষ ও এতদ্ভিন্ন অনেক দোষ সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। হে বিরোচন-নন্দন! অতঃপর ক্ষমারহিত ব্যক্তিদিগের দোষ সকল শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি রজোগুণে আবৃত-প্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিরন্তর স্বীয় ক্রোধদ্বারা কিংবা অনুপযুক্ত পাত্রের প্রতি নানাবিধ দণ্ড বিধান করে, তাহার মিত্রদিগের সহিত বিরোধ হয়। কি আত্মীয়, কি অপর, সকলেই নিত্যক্রোধী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি লোকের অবমান করিয়া থাকে, এজন্য তাহাকে অর্থহানি, ভর্ৎসনা, অনাদর, মনস্তাপ, দ্বেষ, ও মোহ-প্রাপ্ত হইতে হয় এবং সক- লেই তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করে। নিত্য-ক্রোধী ব্যক্তি ক্রোধ প্রযুক্ত মনুষ্যগণের প্রতি নীতি বহির্ভূত দণ্ড বিধান করাতে বিবিধ বাক্-পারুষ্য লাভ করিতে থাকে এবং ঐশ্বর্য্য ও স্বজনগণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়; অপর কি, তাহার প্রাণধারণ করাও শঙ্কট হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি, উপকারী কি অপকারী উভ- য়ের প্রতিই তেজঃপ্রকাশ-দ্বারা সমান ব্যবহার করে, লোক সক-

যে প্রকার গৃহগত সর্প হইতে উদ্বিগ্ন হয়, সেই প্রকার ঐ সম-ব্যবহারী হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। যেব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ জন্মে, তাহার কল্যাণ কিরূপে হইতে পারে? লোকে তাহার ছিদ্র পাইলেই অবশ্য তাহার অনিষ্টাচরণ করে; অত-এব মনুষ্য সর্ব্বদা অতিতেজপ্রকাশ করিবে না এবং সর্ব্বদা মৃদুতাচরণও করিবে না, সময়ানুসারে মৃদুও হইবে এবং উগ্রও হইবে। যে ব্যক্তি সময় বিশেষে মৃদু ও সময় বিশেষে দারুণ হয়, সেই ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারে।

হে বৎস! যে যে কালে ক্ষমা করিতে হয়, যাহা কখন উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নয়, তাহা পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছেন, তদনুসারে বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে তোমার উপকার করিয়া পশ্চাৎ গুরুতর অপরাধ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকা সুলভ নহে, এ প্রযুক্ত যদি কেহ অজ্ঞানত অপরাধ করে, তবে তাহার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ-বিষয়ে ও ক্ষমা করা উচিত। যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহা অবুদ্ধিকৃত বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদিগের অল্প অপরাধেও দণ্ড করা বিধেয়। এইরূপ কুটিল বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতিও কদাচ ক্ষমা করা উচিত নয়। সকল প্রাণীর প্রতি একবার অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়বার অপরাধ করিলে তাহা স্বল্প হইলেও ক্ষমা করিবে না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান-বশত কোন অপরাধ করে,তাহা হইলে প্রমাণ-দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার সেই অপরাধ অজ্ঞানকৃত বোধ হইলে তাহার প্রতি ক্ষমা করিবে। মনুষ্য মৃদুস্বভাবে দারুণ ও অদারুণ সকলকেই বিনষ্ট করিতে পারে,মৃদু-স্বভাবের অসাধ্য কিছুই নাই, সুতরাং মৃদুস্বভাবই তীব্রতর হয়। মনুষ্য দেশ, কাল ও আপনার বলাবল বুঝিয়া ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দণ্ড বা ক্ষমা করিবে; অনুপযুক্ত দেশ বা কালে কিছুই প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, অতএব সকল বিষয়ে দেশ ও কালের প্রতীক্ষা করিবে এবং লোকভয়েও অপরাধী ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা করিবে। হে নরাধিপ! পূর্ব্বপণ্ডিতেরা এই সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকার কালকে ক্ষমার কাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহার অন্যথানুবর্ত্তী-দিগের প্রতিই তেজঃপ্রকাশের কাল বলিয়া উক্ত হয়, অতএব আমি বিবেচনা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা লুব্ধ ও সতত অপকারী হওয়াতে তাহাদিগের প্রতি আপনার তেজঃপ্রকাশের এই সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেই কুরুদিগের প্রতি আর ক্ষমা করিবার কাল কোন ক্রমেই নাই। এই তেজঃপ্রকাশের উপযুক্ত সময়ে আপনি তেজঃপ্রয়োগ করুন। যে ব্যক্তি মৃদু হয়, তাহাকে সকলেই অবজ্ঞা করে এবং যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হয়, তাহা হইতে সমুদায় লোক উদ্বেগান্বিত হয়, অতএব যিনি উপযুক্ত সময়ানু-সারে এতদুভয়কে অবলম্বন করেন, তাঁহাকেই মহীপতি বলা যায়।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন,হে মহাপ্রাজ্ঞে! ক্রোধই মনুষ্যের বিনা-শক এবং কল্যাণপ্রদ হয়, সুতরাং কল্যাণ ও অকল্যাণ, এতদু-ভয়কেই ক্রোধমূলক বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি ক্রোধকে সম্বরণ করিতে পারে, তাহারই কল্যাণ হয় এবং যে পুরুষ ক্রোধকে সহ্য করিতে না পারে, পরম দারুণস্বভাব ক্রোধ তাহার বিনাশের নিমিত্তই হয়। যখন ইহলোকে ক্রোধকে প্রজাবিনাশক দেখিতেছি, তখন মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে সেই লোকবিনাশক ক্রোধকে প্রকাশ করিতে পারে? ক্রুদ্ধ মনুষ্য হইতে বিবিধ পাপকর্ম্ম হয়; ক্রুদ্ধ ব্যক্তি গুরুগণকেও বিনষ্ট করে; ক্রোধী নর নিষ্ঠুর বাক্যদ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেও অব-মানিত করে, কুপিত ব্যক্তির কখনই বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না; ক্রোধান্ধ মনুষ্যের অকর্ত্তব্য কার্য্য নাই এবং অবক্তব্য বাক্যও নাই; মনুষ্য ক্রোধ-প্রযুক্ত অবধ্যের বধ ও বধ্যের সম্মান করিয়া থাকে; ক্রোধাকুল মনুষ্য আপ-নিই আপনাকে যমসদনে প্রেরণ করে; মনীষিগণ সকল দোষ দেখিয়া ইহ ও পরলোকে পরমোৎকৃষ্ট কল্যা অভিলাষে ক্রোধকে জয় করিয়াছেন। ধীরগণ যে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, মাদৃশ ব্যক্তি সেই ক্রোধের আচর— করিতে কিরূপে সমর্থ হয়? হে দ্রৌপদি! আমি এই বিবে-চনা করিয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতেছি না। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধে প্রতি ক্রোধ না করে, সেই ব্যক্তি আপনাকে ও অপরকে মহ ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে, সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে আপনা ও অন্যের দোষাপহারক চিকিৎসক বলা যায়। যদি অশক্তিমা মনুষ্য বলবান্ মনুষ্যকর্ত্তৃক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তবে সেই মূঢ় আত্মা দ্বারাই আত্মাকে পরিত্যা করে, সুতরাং অজিতচিত্ত সেই আত্মপরিত্যাগী ব্যক্তির লো অবস্থিতির নিমিত্ত কোন লোকই থাকে না, অতএব অশ ব্যক্তির ক্রোধ-সংযত কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি অন্যকর্ত্তৃক ক্লিশ্যমান হইলে আপনি সমর্থ হইয়াও ক্লেশদাতাকে বিনাশ না করিয়া পরলোকে সুখী হন। জ্ঞানী পুরুষ সবলই হউন, বা দুর্ব্বলই হউন, তাঁহার সর্ব্ব-দাই—আপৎ কালেও ক্ষমাবলম্বন কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতে কহিয়াছেন। হে কৃষ্ণে! সাধু ব্যক্তিরা ক্রোধ সংযমকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, ক্ষমাশীল সাধু ব্যক্তির সর্ব্বদাই জ হয়; ইহা পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিয়াছেন। অনৃত অপেক্ষা স ও নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা অনিষ্ঠুরতা শ্রেষ্ঠ হয়, অতএ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের বধার্থ কিরূপে সাধু-বিবর্জ্জিত ও নি বহু দোষের আকর সেই ক্রোধকে অসম্বরণ করিতে দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতেরা যাহাকে তেজস্বী বলেন, তাহার মনে ক্রোধ থাকে না, ইহা নিশ্চিত আছে। যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রজ্ঞা-দ্বারা নিরারণ করিতে পারে, তত্ত্বদর্শী প তাহারেই তেজস্বী বলিয়া স্বীকার করেন। হে সুশ্রোণি! মনুষ্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রকৃতরূপে দেখিতে পায় না; ক্রোধান্ধ ব্যক্তির কার্য্য বা মর্য্যাদার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না; ক্রোধ পরতন্ত্র ব্যক্তি অবধ্য ব্যক্তিদিগকে বধ ও গুরুগণকেও আঘাত করে; অতএব তেজস্বী ব্যক্তির ক্রোধ দূর করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। ক্রোধাভিভূত হইলে মনুষ্য কর্ম্মদক্ষতা, শত্রুর অপ-কার চিন্তন, শূরতা ও আশুকারিতা এই সকল তেজোগুণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে মহাপ্রাজ্ঞে! পুরুষ ক্রোধ পরি-ত্যাগ করিলেই সম্যক্‌রূপে তেজঃপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং ক্রোধের বশীভূত হইলে যথোচিত কালে তেজঃপ্রকাশ করিতে

পারে না। অপণ্ডিত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ক্রোধকে তেজ বলিয়া নিশ্চয় করে,কিন্তু রজোগুণের পরিণাম সেই ক্রোধ লোক বিনাশের নিমিত্তই মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিহিত হইয়াছে, অতএব স্বধর্ম্মানতিক্রমশীল পুরুষ ক্রোধের বশীভূত হন না, ইহা নিশ্চিত আছে; সুতরাং সম্যগাচরণশীল ভদ্র ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি বুদ্ধিহীন অনবহিতচিত্ত ব্যক্তিরা সমস্ত অনিন্দিত পথ অতিক্রম করে, তবে সেই দৃষ্টান্তে আমার তুল্য ব্যক্তি কি তাহা করিতে পারে? যদি মনুষ্যদিগের মধ্যে পৃথিবী-তুল্য ক্ষমাশীল অর্থাৎ ক্রোধ-রহিত মানব-সকল না থাকে, তবে তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি হইতে পারে না, কেন না সকলেই ক্রোধাপন্ন হইলে কেবল বিগ্রহেরই সম্ভাবনা হয়। মনুষ্য কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক তাপিত হইলে তাহাকে তাপ প্রদান করিবে এবং কেহ গুরুজন-কর্ত্তৃক আহত হইলে গুরুজনকে আঘাত করিবে, এরূপ বিধি হইলে সমস্ত প্রাণীর বিনাশ ও অধর্ম্মের প্রথা হয়। দেখ, কোন পুরুষকে কেহ কটু বাক্য কহিলে অনন্তর সেই পুরুষও তাহাকে কটু বাক্য কহিবে,মনুষ্য হত হইলে হনন করিবে,কেহ কাহাকে হিংসা করিলে ঐ হিংসিত ব্যক্তিও তাহাকে হিংসা করিবে, পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, পতি ভার্য্যাকে এবং ভার্য্যা পতিকে হনন করিবে, হে শুভাননে! এইরূপে সমস্ত লোকই কুপিত হইলে সংসারে আর কোন মনুষ্যের জন্মই হইতে পারে না, কেন না প্রজা পরম্পরার উৎপত্তি কেবল সন্ধি মূলক হয় এবং রাজা ক্রোধপরবশ হইলেও সমস্ত প্রজা একেবারে শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়, অতএব রাজার ক্রোধ কেবল প্রজাবিনাশ ও নৈশ্বর্য্যের কারণ হয়। দৃষ্ট হইতেছে যে, সংসার মধ্যে ীতুল্য-ক্ষমাশীল ব্যক্তি অনেক থাকাতেই প্রাণিগণের ত্তি ও কল্যাণ হইতেছে। হে সুশোভনে! ক্ষমাশীল হইতে প্রাণিসকলের জন্ম হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া- অতএব সংসার-মধ্যে সকল আপৎকালেই পুরুষের অবলম্বন করা সমুচিত। যে মনুষ্য বলীয়ান্ ব্যক্তিদিগের ক আক্রুষ্ট, তাড়িত বা ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগের প্রতি করে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে কালে জয় করিয়াছে, সেই মনুষ্যকেই বিদ্বান্ ও উত্তম ষ বলা যায় এবং তাঁহার সুখভোগের নিমিত্ত সনাতন ক লাভ হয়। আর ক্রোধন মনুষ্যকে অল্পপ্রজ্ঞ কহা এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ইহ ও পরকাল বিনষ্ট হয়। হে কৃষ্ণে! শীল মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমা-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সকল গাথা গান করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা ইহা সর্ব্বদা কীর্ত্তন য়া থাকেন; যে ব্যক্তি ক্ষমাকে ধর্ম্ম,যজ্ঞ,বেদ ও শাস্ত্র বলিয়া নন, তিনিই সকল বিষয়ে ক্ষমা করিতে সমর্থ হন। ক্ষমাই , ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই ভূত, ক্ষমাই ভবিষ্যৎ,ক্ষমাই তপস্যা, ক্ষমাই শৌচ এবং ক্ষমাই এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকে! অতিযাজ্ঞিক, অতিব্রহ্মজ্ঞ ও অতিতপস্বী ব্যক্তিরা যে সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন,ক্ষমাশীল ব্যক্তি সেই সকল লোকে গমন করেন। যজুর্ব্বেদী ও অন্য অগ্ন্য কর্ম্মীদিগের এক এক ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন হয়, কিন্ত ব্রহ্মলোকে যে সকল পরম পূজিত লোক আছেন, ক্ষমাবন্ত ব্যক্তিরা সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন। ক্ষমাই তেজস্বীদিগের তেজ,তপস্বীদিগের ব্রহ্ম ও সত্যপরায়ণদিগের সত্য; এবং ক্ষমাই যাগজ ফল শান্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে ব্রহ্ম, সত্য, যজ্ঞ ও সমুদায় লোক অধিষ্ঠিত আছে, এতাদৃশী ক্ষমা অস্মদ্বিধ পুরুষ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারে? জ্ঞানী পুরুষের সর্ব্বদা ক্ষমা করা উচিত, কারণ পুরুষ যখনই সকল বিষয়ে ক্ষমা করিবেন, তখনই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন। ক্ষমাশীল পুরুষদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইয়া থাকে, ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উত্তম গতি লাভ হয়। যে মনুষ্যদিগের ক্রোধ ক্ষমা দ্বারা সর্ব্বদা বাধিত হয়, তাহাদিগের উৎকৃষ্টতর লোক প্রাপ্তি হয়, সুতরাং ক্ষান্তিই সকলের উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দ্রৌপদী! মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এই গাথা সর্ব্বদা গান করিয়াছিলেন, তুমি ক্ষমা-সম্বন্ধীয় এই গাথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট থাক, ক্রোধপরবশা হইও না। পিতামহ ভীষ্ম, ক্রোধসংযমকে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করিবেন; দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ক্রোধ সংযমকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন; আচার্য্য দ্রোণ ও ক্ষত্তা বিদুর, ইঁহারা উভয়ে ক্রোধসংযমের কথাই কহিবেন; কৃপ ও সঞ্জয়, ইঁহারাও ক্রোধসংযমের উপদেশ করিবেন; এবং সোমদত্ত, যুযুৎসু, অশ্বত্থামা ও পিতামহ ব্যাস, ইঁহারা সকলেই ক্রোধসংযম করিতে সর্ব্বদা উপদেশ করেন। আমার বোধ হয়, এই সকল মহাত্মারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শান্তি-সংস্থাপন-বিষয়ে নিরন্তর উপদেশ করিবেন, তাহাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, যদি না করেন,তবে লোভহেতুক বিনষ্ট হইবেন। হে ভাবিনি! ভরতকুলের অমঙ্গলের নিমিত্ত এই দারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই আমি নিতান্ত নিশ্চয় করিয়াছি। সুযোধন রাজ্যভোগের যোগ্য পাত্র নয়; এই হেতু সে ক্ষমালাভ করিতে পারে নাই, আমি রাজ্যলাভের যোগ্য, এই নিমিত্ত ক্ষমা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। ক্ষমা ও অনৃশংসতা অবলম্বন করা জ্ঞানীদিগের কার্য্য ও সনাতন ধর্ম্ম। সেই হেতু আমি যথার্থত তাহাই আচরণ করিব।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

---

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! পরাক্রম-দ্বারা রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক বহন করা আপনার পিতৃপৈতামহ ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম,তদ্বিষয়ে যখন আপনার অন্যথাবুদ্ধি হইয়াছে, তখন আপনার মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা আপনার ঈদৃশ মোহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে আমি নমস্কার করি। জীবগণের কর্ম্ম দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে জন্মগ্রহণ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রকার লোকে গমন হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, অতএব কর্ম্মফল কোন ক্রমে পরিহার্য্য নহে; লোকে কেবল মোহপ্রযুক্তই ঐ কর্ম্মফল দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার অভিলাষ করে। হে ভরতকুলতিলক! আপনি ও আপনার এই মহাতেজস্বী ভ্রাতৃগণ দুঃখ ভোগ করিবার অযোগ্য হইলেও যখন আপনাদিগের উপর এই দুঃসহ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে এবং যখন কি রাজ্যভোগ-কাল, কি রাজ্য-বিচ্যুত-কাল, কোন সময়েই আপনার ইহলোকে জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তু ধর্ম্ম ভিন্ন কিছুমাত্র দেখি নাই, তখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

পুরুষ কখনই ইহ লোকে ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা সরলতা ও লোকাপবাদের ভয়, এই সকল সদ্গুণ দ্বারা শ্রীলাভ করিতে পারে না। আপনার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই, তাহা ব্রাহ্মণ গুরু ও দেবগণও জ্ঞাত আছেন। আমি বিবেচনা করি যে, আপনি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেবকে এবং আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি আর্য্যগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মও সেই রাজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু সংপ্রতি দেখিতেছি যে, ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা করেন না। হে নরশার্দ্দূল! যেরূপ পুরুষের স্বকীয় ছায়া নিয়তই পুরুষের অনুগামিনী হয়, সেইরূপ আপনার অনন্য-বিষয়া বুদ্ধি নিরন্তর ধর্ম্মেরই অনুগামিনী রহিয়াছে। আপনি এই সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তথাপি দর্প আপনার অন্তঃকরণকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। আপনি আপনা হইতে উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট কিংবা আপনার সদৃশ কোন ব্যক্তিকে কোনক্রমেই কখন অবজ্ঞা করেন নাই। আপনি শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও যথাবিহিত পূজা-দ্বারা পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদাই সেবা করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বাভিলাষ সম্পাদনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করেন। আপনার গৃহে যতি, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থেরা সুবর্ণ পাত্রে অভিলষিত ভোজন-সামগ্রী ভোজন করেন, আমি পরিচারিকা হইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন প্রদান করি। আপনি বানপ্রস্থদিগকেও কাঞ্চন পাত্র প্রদান করিয়া থাকেন; আপনার গৃহে কোন বস্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অদেয় নাই। আপনি শান্তির নিমিত্ত গৃহে যে বৈশ্বদেব কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহা অতিথি ও বুভুক্ষু প্রাণীদিগকে সমর্পণ করিয়া তদবশিষ্ট ভোজনে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ইষ্টি, পশুবন্ধ, গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞ ও অন্যান্য যজ্ঞ এবং কাম্য ও নৈমিত্তিক যে কিছু বিহিত কার্য্য আছে, সে সমস্তই আপনার গৃহে নিত্য নিত্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। আপনি এক্ষণে রাষ্ট্র হইতে অপগত হইয়া এই দস্যুসেবিত নির্জ্জন মহারণ্য মধ্যে বাস করিতেছেন, তথাপি আপনার ধর্ম্ম অবসন্ন হয় নাই। আপনি অশ্বমেধ, রাজসূয়, পুণ্ডরীক ও গোসব এই সকল ভূরিদক্ষিণ মহাযজ্ঞও সম্পাদন করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি এরূপ হইয়াও বিপরীত বুদ্ধিদ্বারা বিষম-দ্যূত-পরাজয় সময়ে রাজ্য, ধন, অস্ত্র, ভ্রাতৃগণ এবং আমাকেও পণ রাখিয়া পরাজিত হইয়াছেন। আপনি সরলমতি, মৃদু, বদান্য লজ্জাশীল ও সত্যবাদী হইলেও আপনার বুদ্ধি কিরূপে দ্যূত-ব্যসনে আপন্ন হইল? আপনার এই দুঃখ ও ঈদৃশ বিপদ্ দেখিয়া আমার সাতিশয় মোহ উপস্থিত হইতেছে, আমার মন দারুণ বিপদ্ সাগরে মগ্ন হইতেছে। মহারাজ! লোকসকল ঈশ্বরেরই বশীভূত হয়, কখনই আত্মবশ হইতে পারে না; পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ করেন, হে নরবীর! সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা প্রাণীদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম-বীজের অনুগামী হইয়া জন্মের পূর্ব্বেই সুখ দুঃখ ও প্রিয়াপ্রিয় সকল বিধান করেন। যেরূপ দারুময়ী নারী সূত্রধর-কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে, সেইরূপ এই সমস্ত প্রজা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়া সমুদায় ব্যাপার সাধন করিয়া থাকে। ঈশ্বর আকাশের ন্যায় সমুদায় ভূতে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া প্রাণিগণের পবিত্র কল্যাণ বিধান করিতেছেন। সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলিতেছে; যেপ্রকার তন্তুবদ্ধ পক্ষী স্বাধীন হইতে পারে না, সেই প্রকার কোন প্রাণীই ঈশ্বর-ব্যতীত অন্যের বা আপনার অধীন হইতে পারে না। চিদাত্মার আভাস-স্বরূপ জীব সূত্রগ্রথিত মণি ও নাসিকা স্ফুটিত বৃষের ন্যায় সেই চিদাত্ম-স্বরূপ বিধাতার নিয়োগানুসারে কালাতিপাত করে, কারণ যে বস্তু যদাত্মক হয়, সে তদনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যেপ্রকার নদীকূলস্থ বৃক্ষ-কূল হইতে পরিচ্যুত হইয়া স্রোতোমধ্যে পতিত হইলে স্রোতের অধীনতা-প্রযুক্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, সেই প্রকার এই মনুষ্য ঈশ্বর-পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত স্বাধীন হইয়া কিঞ্চিৎ কালও ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হয় না। অজ্ঞ জীব আপনার সুখ-দুঃখ-বিষয়ে অনীশ্বর, এ প্রযুক্ত প্রেরিত হইয়াই স্বর্গ বা নরকে গমন করে। হে ভারত! যেরূপ তৃণাগ্রসকল বলবান্ বায়ুর বশীভূত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণী ধাতা ঈশ্বরের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে; সুতরাং চিদাত্ম-স্বরূপ ঈশ্বরই শুভ বা অশুভ কর্ম্মে যুক্ত ও সমস্ত চরাচর-ব্যাপী হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন, কিন্তু তাঁহাকে 'ইনি ঈশ্বর' বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। সেই চিদাত্ম-স্বরূপ বিধাতার চৈতন্যাভাসের ক্ষেত্রস্বরূপ এই শরীরই শুভাশুভ কর্ম্মে হেতু মাত্র হইয়াছে, বিভু ঈশ্বর ঐ শরীর-দ্বারাই শুভাশুভ কর্ম্ম করাইতেছেন। দেখুন, ঈশ্বর কিবা মায়ার এই প্রভাব করিয়াছেন। তিনি আত্মমায়াতে সমস্ত প্রাণীকে মুগ্ধ করিয়া দেহাভিমানী প্রাণীদিগের দ্বারাই প্রাণিগণকে বিনাশ করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মুনিরা যে সকল চরাচর বস্তুকে ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়ার কার্য্য বলিয়া এক প্রকার দেখেন, সেই সেই বস্তুসকল বায়ুবেগের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া মনুষ্যদিগের নিকট অন্যথারূপে দৃষ্ট হয়, প্রভু ঈশ্বরই সেই সকল বস্তুকে ভিন্নরূপে উৎপন্ন ও বিকৃত করেন। যেরূপ চেষ্টা-রহিত অচেতন কাষ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহকে চেষ্টারহিত অচেতন কাষ্ঠে, প্রস্তর ও লৌহদ্বারা ছেদন করে, সেইরূপ প্রপিতামহ দেব ভগবান্ স্বয়ম্ভু মায়া-সহকারে ভূতদ্বারা ভূতসকলকে বিনাশ করেন। যেরূপ বালক স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়াদ্রব্য লইয়া সংযুক্ত ও বিযুক্ত করত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ প্রভু ভগবান্ স্বকীয় ইচ্ছাক্রমে ভূতসকলকে সংযোগ ও বিয়োগ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। হে রাজন্! বিধাতা প্রাণীদিগের প্রতি মাতা পিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না, যেন রুষ্ট হইয়া ইতর ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন; আমি লজ্জাশালী সুশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কষ্টে ও দুশ্চরিত্র নির্লজ্জ অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সুখে জীবন যাপন করিতে দেখিয়া চিন্তায় বিহ্বলপ্রায় হইয়াছি। হে পার্থ! আপনার এই আপদ্ ও সুযোধনের সম্পদ দেখিয়া বিষম-দর্শী ধাতাকে নিন্দা করি। হে আর্য্য! বিধাতা শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী ধর্ম্মাপচারী, ক্রূর ও লুব্ধ ধৃতরাষ্ট্রসুত সুযোধনকে সম্পত্তি প্রদান করিয়া কি ফল ভোগ করিতেছেন, যদি কৃত কর্ম্ম কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয়, অন্যকে প্রাপ্ত না হয়, তবে কর্ম্মের প্রযোজক ঈশ্বরই সেই কর্ম্মজন্য পাপে লিপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মজন্য পাপ, তৎপ্রয়োজক ঈশ্বরে লিপ্ত না হয়, তবে কর্ম্মের কারণ ঈশ্বরকে বলা যাইতে পারে না, বলকেই কর্ম্মের কারণ বলা যাইতে পারে; সুতরাং বলবান্ ব্যক্তিই ধন্য; দুর্ব্বল ব্যক্তিরা কেবল শোকেরই বিষয় হয়।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তুমি বিচিত্র-পদ-বিন্যস্ত যে সকল মনোহর বাক্য কহিলে, তাহা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু ইহা নাস্তিক-সম্মত। রাজপুত্রি! আমি কর্ম্মফলান্বেষী হইয়া কোন কর্ম্ম করি না; দান বা যজ্ঞ কর্ত্তব্য বলিয়া করিয়া থাকি। হে কৃষ্ণে! গৃহস্থ পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কোন ফল থাকুক, বা নাই থাকুক, আমি তাহা যথা-শক্তি অনুষ্ঠান করি। হে সুশ্রোণি! আমি ধর্ম্মের ফল নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করি না, সাধু দিগের আচরণ দেখিয়া আগম-বিধির অনতিক্রমেই ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি, আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মের অনুগামী। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দোহন করত ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ধর্ম্মবণিক্ বলা যায়, সে ধর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; সুতরাং তাহাকে নীচ বলা যায়। এমত ব্যক্তি ও যে পাপবুদ্ধি ব্যক্তি নাস্তিকতা-প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা উভয়েই ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না। আমি বেদের প্রবল-প্রামাণ্যপ্রযুক্ত কহিতেছি, তুমি ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকারে সন্দেহ করিও না, ধর্ম্ম-সন্দেহকারী পুরুষের তির্য্যগ্-যোনিতে গমন হয়। পুরুষরচিত্ত বিবেকাক্ষম-প্রযুক্ত ধর্ম্ম বা ঋষিবাক্যে সংশয় হইলে তাহার শূদ্রের বেদে অনধিকারের ন্যায় জরামরণ রহিত লোকে অধিকার থাকে না। হে মনস্বিনি! সংকুলজাত বালক হইয়াও যদি বেদাধ্যায়ী ও ধর্ম্মপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মচারী রাজারা তাহাকে স্থবির মধ্যে গণিত করিবেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি আশঙ্কা করে সেই শাস্ত্রাতিক্রমকারী মন্দবুদ্ধি পাপীয়ান্ ব্যক্তিকে শূদ্র তস্কর হইতেও অপকৃষ্ট বলা যায়। তুমি অপ্রমেয়াত্মা, মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় ঋষিকে গমন করিতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ তিনি, ধর্ম্মবলেই চিরজীবিত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক এবং অন্যান্য সমস্ত ঋষি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন। তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, ইঁহারা দিব্যযোগসম্পন্ন, দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অভিশাপ বা অনুগ্রহ করণে সমর্থ হইয়াছেন। হে রাজ্ঞি অনঘে! অমর, সদৃশ এই সকল ঋষিরা বেদোক্ত বিষয়কে প্রত্যক্ষরূপে দেখেন ইঁহারা সর্ব্বদাই অগ্রে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণন করেন; অতএব বিধাতা বা ধর্ম্মের প্রতি মুগ্ধচিত্তে তোমার নিন্দা বা সংশয় করা উচিত হয় না। ধর্ম্মসন্দেহী মুগ্ধ ব্যক্তিরা স্ববুদ্ধিমাত্র প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া গর্ব্বপূর্ব্বক কল্যাণকর ধর্ম্মের অবমান করত সমস্ত অনাগত বিষয়ের নিশ্চায়ক পণ্ডিতদিগকে উন্মত্ত বলিয়া জ্ঞান করে, স্বকীয় বুদ্ধিব্যতীত অপর হইতে প্রমাণ লাভ করে না; সুতরাং লোক-প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়প্রীতি সম্বন্ধ যে কিছু বিষয়, তাহাই মানে, তদ্ভিন্ন অতীন্দ্রিয় বস্তুবিষয়ে মোহান্ধ হইয়া কিছুই বোধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই পাপশীল দীন ব্যক্তিকে চিন্তান্বিত হইতে হয়, তাহার নিমিত্ত কোন লোকই থাকে না। প্রমাণের অবমন্তা, বেদশাস্ত্রার্থনিন্দক কামলোভাভিভূত সেই মূঢ় ব্যক্তি নরকে গমন করে। হে কল্যাণি! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সংশয়রহিত হইয়া ধর্ম্মকে সেবা করে, সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ পরলোকে অনন্ত-সুখভোগী হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রতিপালন না করে, সর্ব্বশাস্ত্রের অতিক্রম-কারী সেই মূঢ় ঋষিপ্রণীত প্রমাণ উল্লঙ্ঘনপ্রযুক্ত কোন জন্মেই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। হে ভাবিনি! যাহার নিকট ঋষিপ্রণীত বাক্য বা শিষ্টাচার প্রমাণ বলিয়া মান্য না হয়, তাহার যে ইহলোক ও পরলোক নাই, তাহাতে সংশয় নাই। হে কৃষ্ণে! সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের অভিহিত পুরাতন ধর্ম্ম, যাহা শিষ্টগণ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহার প্রতি তুমি আশঙ্কা করিও না। ধর্ম্মই স্বর্গগামী পুরুষদিগের সাগর-পারগমনাভিলাষী বণিকের নৌকার ন্যায় প্লব হইয়াছে। হে অনিন্দিতে! যদি ধার্ম্মিকদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম বিফল হয়, তবে এই জগৎ নিরাধার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হইলে কেহ নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইত না, কেহ বিদ্যাভ্যাসেও নিযুক্ত হইত না এবং কাহারও অর্থলাভ হইত না; সুতরাং সকলেই পশু-জীবিকায় জীবন যাপন করিত। যদি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান বা সরলতা নিষ্ফল হইত, তবে লোক-পরম্পরাক্রমে কেহই ধর্ম্মাচরণ করিত না; ক্রিয়াসকল বিফল হইলে এইরূপ অত্যন্ত বিসম্বাদ উপস্থিত হইত। ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ স্বাধীন হইয়াও কি হেতু আদরপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন? তাঁহারা বিধাতাকে কল্যাণ-বিষয়ে নিশ্চিত ফলদাতা জানিয়াই ইহ-লোকে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন; ধর্ম্মই সনাতন মঙ্গল। যখন বিদ্যা ও তপস্যার ফল দৃষ্ট হইতেছে, তখন ধর্ম্ম বা অধর্ম্মকে নিষ্ফল বলা যায় না। হে কৃষ্ণে! তুমি আপনার যেরূপ জন্ম বিবরণ শুনিয়াছ, তাহা বিবেচনা কর এবং প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নেরও জন্মবৃত্তান্ত মনে কর, হে স্মিতমুখি! তোমাদিগের জন্মই ধর্ম্মফল-প্রাপ্তির পর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্ত। ধীর ব্যক্তি কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই তিনি অল্পলাভে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। বুদ্ধিহীন অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যে অধিক প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হয় না, তাহার কারণ এই যে, তাহাদিগের পরলোকে আর কিছু মাত্র ধর্ম্মজন্য সুখ লাভ হয় না। হে ভাবিনি! বেদবিহিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, কর্ম্মোৎপত্তির হেতু অবিদ্যা ও কর্ম্ম-বিনাশের হেতু বিদ্যা, এই সকল দেবগুহ্য; যে সে ব্যক্তি এ সকল জানিতে পারে না; সাধারণ জনগণ এই সকল বিষয়ে মুগ্ধ রহিয়াছে; পরন্তু দেবতারা তৎসমস্তই পালন করিয়া থাকেন, কারণ দেবতাদিগের মায়া কাহারও বোধগম্য হয় না। যাঁহাদিগের সামান্য আশা বিনাশ ও ব্রতনিয়মেই আশা হইয়াছে এবং তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপ দগ্ধ ও চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণেরাই উক্ত কর্ম্ম-ফলাদি সমস্ত জানিতেছেন; অতএব প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পাইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি সংশয় করিবে না, অসূয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে যাগ ও দান করিবে। ইহ লোকে কর্ম্মের ফল ও ধর্ম্মের শাশ্বত স্বভাব যে আছে, তাহা ব্রহ্মা স্বীয়পুত্রগণের নিকট কহিয়াছিলেন, কশ্যপ ঋষিও তাহা অবগত আছেন। অতএব হে কৃষ্ণে! তোমার সংশয় নীহারের ন্যায় বিনষ্ট হউক, তুমি সকল বিষয় আলোচনা-দ্বারা নিশ্চয় করিয়া আস্তিকী বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্ব্বক নাস্তিক্য ভাব পরিত্যাগ কর; সমস্ত চরাচরের ধাতা ঈশ্বরকে নিন্দা করিও না, তাঁহাকে জানিবার উপায় শিক্ষা কর, তাঁহাকেই নমস্কার কর; তোমার ঈদৃশী নাস্তিকী বুদ্ধি আর না হয়, মরণশীল মনুষ্য যাঁহার ভক্ত হইলে যাঁহার প্রসাদে অমর্ত্ততা লাভ করে, এতাদৃশী পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অবজ্ঞা করিও না।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে পার্থ! আমি ধর্ম্মকে কোন প্রকারে অবজ্ঞা বা নিন্দা করি না, আমি প্রজাপতি ঈশ্বরকে কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিব? আপনি আমাকে এইরূপ জানুন যে, আমি দুঃখার্ত্তা হইয়া প্রলাপ কহিতেছি। হে ভারত! আমি পুনর্ব্বার বিলাপ করি, আপনি ইহাও অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, হে শত্রুকর্ষণ! জীবের ইহলোকে কর্ম্ম অবশ্যই কর্ত্তব্য, কেন না, স্থাবর ভিন্ন কোন জীব কর্ম্মরহিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। মন্ত্রপ্রয়োগাদিদ্বারা কোন শত্রু ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কণ্টক বোধ করিলে ঐ শত্রু ব্যক্তির তাহা দৃষ্ট না হওয়াতেও দুঃখানুভব হইয়া থাকে এবং গো প্রভৃতি পশুগণের সদ্যোজাত শাবককেও মাতৃ-স্তন্য পান করিতে দেখা যাইতেছে, ইহাতে ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, জীব মাত্রই জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জঙ্গম জীবের মধ্যে মনুষ্যদিগের বিশেষ এই যে, তাহারা কর্ম্ম-দ্বারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্র জীবিকা-প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হয়। হে ভারত! সমস্ত প্রাণীই প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য সংস্কার-বশত লোকপ্রত্যক্ষ সেই কর্ম্ম-ফল ভোগ করে। যে প্রকার বক পক্ষী-পূর্ব্ব-সংস্কার হেতুই সলিলে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ সকল প্রাণী স্ব স্ব প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ঈশ্বর বা ধর্ম্ম, ইহাঁরাও অনাদিসিদ্ধ সংস্কার-বশতই সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। জীবগণ কর্ম্মহীন হইলে তাহাদিগের কোন জীবিকাই সম্ভবে না, অতএব কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কখনই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। আপনিও কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গ্লানি-ভাজন হইবেন না, কর্ম্মরূপ বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করুন; যেহেতু কর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্রের মধ্যে এক জনও আছেন কি নাই। অর্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি-নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কেন না অর্থের আদান না করিয়া কেবল মাত্র উপভোগ করিলে তাহা হিমালয় গিরির তুল্য হইলেও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। যদি পৃথিবীতে কেহ কর্ম্ম না করিত, তবে সকল প্রজাই উৎসন্ন হইয়া যাইত; এবং কর্ম্মের ফল না থাকিলে এই সকল প্রজার বৃদ্ধি হইত না। দেখিতেছি যে, লোকসকল নিষ্ফল কর্ম্মও করিতেছে, যেহেতু কর্ম্মভিন্ন কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারে না। সংসারমধ্যে যে ব্যক্তি ভাগ্যের প্রতি নির্ভর করে ও যে ব্যক্তি হঠবাদী অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম না মানে, ইহারা উভয়েই অধম। পরন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা ইষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত, সেই ব্যক্তিই প্রশংসনীয়। যে ব্যক্তি চেষ্টারহিত হইয়া সুখে শয়ন করত ভাগ্যের উপাসনায় নিবিষ্ট থাকে, সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি সলিলস্থ আম ঘটের ন্যায় অবসন্ন হয়। এইরূপ যে ব্যক্তি হঠনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্মে সমর্থ হইয়াও কর্ম্ম না করিয়া বসিয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি সামর্থ্য হীন অনাথ ব্যক্তির ন্যায় অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না। মহারাজ! কোন্ পুরুষ ইহলোকে কোন কারণ ব্যতীত অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহা হঠাৎপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করে, যেহেতু তাহা কাহারও যত্ন নিষ্পন্ন নহে। কোন পুরুষ দেবারাধনবিধানক্রমে যাহা কিছু সৌভাগ্য লাভ করে, তাহাই দৈব বলিয়া নিশ্চিত হয়। কোন পুরুষ ইহ-লোকে স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া যে কিছু ফল প্রাপ্ত হয়, যাহা লোকে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই পৌরুষ বলিয়া কথিত হয়। হে পুরুষোত্তম! মনুষ্য স্বভাবত প্রবৃত্ত হইয়া কোন কারণ ব্যতিরেকে যে অর্থ প্রাপ্ত হয়, যেমন নষ্ট কপর্দ্দক অন্বেষণে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পথ লাভ, তাহা স্বাভাবিক ফল বলা যায়। পুরুষের এইরূপ হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবত বা কর্ম্মবশত যে সকল ফললাভ হয়, তৎসমস্তই প্রাক্তন কর্ম্মের ফল। ধাতা ঈশ্বর ইহলোকে মনুষ্যদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত স্ব স্ব কর্ম্ম বিভাগ করিয়া সেই সেই কর্ম্মহেতুই ফল বিধান করেন। যদিও যে কোন পুরুষই শুভাশুভ কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু তাহা উহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে বিধাতা বিধান করিয়া দেন। এই দেহ বিধাতার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এই নিমিত্ত এই দেহকে সেই কর্ম্মের কারণ বলা যায়। বিধাতা এই দেহকে যেরূপ কর্ম্মে নিয়োগ করেন, অনাত্মবশ দেহ সেই রূপ কর্ম্মই করে। হে কৌন্তেয়! সমস্ত প্রাণী আপনার বশ নহে, মহেশ্বর তাহাদিগের সেই স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োক্তা হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। হে বীর! পুরুষ স্বয়ং মনে মনে চিন্তা দ্বারা বিষয় নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত সেই পুরুষকে তদ্বিষয়ে কারণ বলা যায়। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! কর্ম্মের সংখ্যা করা অসাধ্য, যেহেতু আগার ও নগর পুরুষের কর্ম্মাধীনই সিদ্ধ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিলে তৈল, গবীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে অগ্নি জানিতে পারেন; পরে তৎ সমস্তের সিদ্ধি-নিমিত্ত উপায়ও জ্ঞাত হন; তদনন্তর উপায় দ্বারা তদ্বিষয়-সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হন; জীবগণ ইহ লোকে এইরূপ কর্ম্মসিদ্ধি দ্বারা উপজীব্য লাভ করিয়া থাকে। নিপুণ ব্যক্তিকর্ত্তৃক কোন কর্ম্ম উত্তমরূপে কৃত হইলেও তাহার ফলভেদ দেখিয়া উক্ত কর্ম্ম অনিপুণ ব্যক্তিকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে, বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। যদি পুরুষ কর্ম্মসাধ্য-বিষয়ে কারণ না হইত, তবে তাহার যজ্ঞ বা তড়াগাদি কর্ম্মের ফল লাভ হইত না এবং কেহ কাহারও শিষ্য বা গুরু হইত না। লোক সকল ইহ লোকে কর্ম্ম মাত্রে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়াই কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে তাহার কর্ত্তাকে প্রশংসা করে ও অসিদ্ধ হইলে তাহার কর্ত্তাকে নিন্দা করে, কিন্তু ইহার কর্ত্তা ছিল না এরূপ বলে না।

কেহ কেহ বলেন, সকলই হঠ দ্বারা লাভ হয়, কেহ কেহ কহেন, সকলই দৈব দ্বারা লাভ হইয়া থাকে এবং কেহ কেহ কহেন, পুরুষের প্রযত্ন জন্যই অর্থ লাভ হইয়া থাকে; অর্থ প্রাপ্তির প্রতি পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে এইরূপে ত্রিবিধ কারণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ এই সকল কারণ দ্বারা অর্থসিদ্ধি স্বীকার করেন না, তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন যে, দৈবাৎ বা হঠাৎ প্রাপ্ত বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা শুভাশুভ সমস্ত প্রাক্তন কর্ম্মেরই ফল। পরন্তু যাঁহারা বুদ্ধি কৌশল-প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারাই এইরূপ বিবেচনা করেন যে, যখন হঠাৎ বা দৈবাৎ অর্থসিদ্ধি হওয়া দেখা যাইতেছে, তখন ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, পুরুষেরা দৈব বা হঠ অথবা প্রযত্ন-জন্যই ফল লাভ করিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণে ফল লাভ করে না। এইরূপ বাদীদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যদি ঐ রূপই সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিধাতাকে প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে ইষ্টানিষ্ট-

ফলদাতা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু বিধাতা কোন প্রাণীকে তাহার প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল প্রদান না করিলে এই সংসারে কেহ দীনভাবাপন্ন থাকিত না। প্রাণীদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম না থাকিলে, পুরুষ যে যে বিষয়ের অভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করিত, তাহা অবশ্যই সফল হইত। অতএব যাহারা হঠপ্রভৃতি তিনটিকে অর্থসিদ্ধি বা অনর্থসিদ্ধির দ্বারমাত্র প্রাক্তন কর্ম্মকে কারণ বলিয়া না জানে, তাহাদিগকে দেহের শূন্য জড় বলা যায়। ভগবান মনুও কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, কেন না পুরুষ একান্ত হঠ-বাদীর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইলে পরাভব প্রাপ্ত হয়।

হে মহারাজ! কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের প্রায়ই ফলপ্রাপ্তি হয়, আলস্য-পরবশ ব্যক্তি একান্তই কখন ফলসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম করিলে যদি অঙ্গবৈকল্য-প্রযুক্ত ফলোৎপত্তি না হয়, তবে প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্ম ঐ ফলের হেতুস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদনুষ্ঠানে যত্নপর হইবে। সমুদায় অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান করিলেও যদি ফল প্রত্যক্ষ না হয়, তথাপি সেই কর্ম্মদ্বারা দেবাদির নিকট অঋণী হইবে। অলসাকুল শয়ানকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করে এবং কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি অবশ্যই ফললাভ করিয়া সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে। সংশয়রহিত ও ধীর ব্যক্তিরা সংশয়াপন্ন ব্যক্তিকে কদাচ অর্থরহিত জানেন, নিঃসংশয় ব্যক্তিকেই কদাচ অর্থরহিত বোধ করেন না। সম্প্রতি আমাদিগের একান্ত এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি এই অনর্থ নিবারণের চেষ্টা করিলে তাহা অবশ্যই দূরীকৃত হইবে। যদিই আপনার অনুষ্ঠিত ঐ কার্য্যসিদ্ধ না হয়, তবে তাহাই ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের এবং আপনারও রাজ্য অপ্রাপ্তির সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ বলিয়া বোধগম্য হইবে; তাহা হইলে রাজ্যের আশা বিনাশপূর্ব্বক উদ্বেগশূন্য হইতে পারি। অন্যান্য ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম সকল হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ আমাদিগেরও হইতে পারে, পরন্তু কর্ম্ম না করিয়া অগ্রে তাহা কিরূপে নিশ্চয় বোধ হইবে? কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিই কর্ম্ম করণান্তে তাহার যথা ফল জানিতে পারে। কর্ষক ব্যক্তি লাঙ্গলদ্বারা ভূমি কর্ষণ ও বীজবপন করিয়া তূষ্ণীভাবে বসিয়া থাকে, কিন্তু শস্যোৎপত্তি বিষয়ে পর্জ্জন্যই কারণ হয়; যদি বৃষ্টির আনুকূল্য না হয়, তবে ফলোৎপত্তি না হওয়া জন্য কর্ষক অপরাধী হইতে পারে না, সে এইরূপ বিবেচনা করে যে, অন্য ব্যক্তি শস্যোৎপত্তির নিমিত্ত যেরূপ কর্ম্ম করে, আমিও তাহাই করিয়াছি, তাহাতেও যদি আমার কৃতকর্ম্ম বিফল হইল, তবে আমার কোন অংশে অপরাধ হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আপনাকে নিন্দা করে না। হে ভরতকুল প্রদীপ! আমি কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু আমার ফলসিদ্ধি হইতেছে না, ইহা বলিয়া নির্ব্বেদ করা কর্ত্তব্য নয়, কেন না, ফলোৎপত্তির প্রতি পুরুষকার ব্যতিরেকেও অন্য দুইটি কারণ আছে। সিদ্ধিই হউক কিংবা অসিদ্ধিই হউক, কিন্তু কর্ম্ম করিতে কাহারও যেন অপ্রবৃত্তি না হয়, কেন না বহু কারণের সমবায় হইলে কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রধান অঙ্গের বাধ হইলে ফলের অল্পতা হয় এবং কোথাও বা কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না; কিন্তু কর্ম্ম একেবারে অনারব্ধ হইলে, না ফল, না শৌর্য্যাদিগুণ, কিছুই দেখা যায় না। ধীর ব্যক্তি কল্যাণ-বৃদ্ধি নিমিত্ত বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান, শক্তি ও বল অনুসারে দেশ, কাল ও সামদানাদি মঙ্গল-কর উপায়ের নিয়োগ করিয়া থাকেন; পুরুষের পরাক্রম থাকিলে ঐ পরাক্রমই কর্ম্মপ্রয়োগে সংপূর্ণরূপে উপদেশক হইয়া থাকে, এইহেতু প্রমাদরহিত হইয়া উক্ত দেশ কালাদি নিয়োগ করিবে, তাহা হইলে পরাক্রম-দ্বারা অর্থসিদ্ধ অবশ্যই হইবে। ধীমান্ ব্যক্তি শত্রুকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট দেখিলে, সাম দ্বারা তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে, তন্নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মপ্রয়োগও করিবে এবং তাহার ব্যসন বা বিবাসের নিমিত্তও অভিলাষ করিবে। মরণধর্ম্মী মনুষ্যের কথা থাকুক, সিন্ধু বা শৈল অনিষ্টকারী হইলে তাহাদিগেরও ব্যসন বা বিবাসের চেষ্টা করিত। মনুষ্য শত্রুদিগের ছিদ্রান্বেষণে সতত উদ্যমশালী হইলে আপনার ও অমাত্যাদির নিকটে অঋণী হয়। পুরুষ কখনই আপনাকে অবজ্ঞা করিবে না, আপনা-কর্ত্তৃক আপনি অবজ্ঞাত হইলে তাহার সম্পত্তি শোভা পায় না। হে ভরতকুলতিলক! লোকের অর্থ-সিদ্ধির এইরূপ ব্যবস্থা, ইহাতে বিভাগক্রমে কাল ও অবস্থার আনুকূল্যই উক্ত সিদ্ধির উপায় মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার পিতা পূর্ব্বে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিকটে রাখিয়াছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-প্রণীত এই সমস্ত নীতি আমার পিতাকে কহিয়াছিলেন এবং আমার ভ্রাতৃগণকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি তৎকালে পিতৃগৃহে ভ্রাতৃগণের নিকটে ইহা শুনিয়াছিলাম। মহারাজ! আমি কর্ম্মে রত থাকিয়াও ঐ সকল নীতি শ্রবণার্থ রাজসভায় গিয়া পিতার ক্রোড়ে বসিতাম, তখনও ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ঐ নীতি সমস্ত কহিতেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাকুলচিত্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত যুধিষ্ঠিরের নিকটাসন্ন হইয়া বলিলেন, মহারাজ! সৎপুরুষেরা রাজ্য বিষয়ক যেরূপ ধর্ম্ম্য পথে চলিয়া থাকেন, আপনি সেই পথ অবলম্বন করুন, ধর্ম্মকামার্থহীন হইয়া তপোবনে বাস করিবার প্রয়োজন কি? দুর্য্যোধন, ধর্ম্ম কি সারল্য অথবা পরাক্রম-দ্বারা আমাদিগের রাজ্য গ্রহণ করে নাই, কেবল কপট দ্যূতের অনুষ্ঠান করিয়া হরণ করিয়াছে। যে প্রকার উচ্ছিষ্ট-ভুক্ কোন শৃগাল বলিষ্ঠ সিংহদিগের ভোগ্যমাংস ছলক্রমে গ্রহণ করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন আমাদিগের রাজ্য হরণ করিয়াছে। মহারাজ! আপনি কিহেতু প্রতিজ্ঞা পালনরূপ অল্পমাত্র ধর্ম্মে আবৃত হইয়া কর্ম্মকামের উৎপাদক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখে পরিতপ্ত হইতেছেন? যে রাজ্য গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুনের রক্ষিত হওয়াতে ইন্দ্রেরও হরণ করিতে সামর্থ্য ছিল না, তাহা কেবল আপনার অনবধানেই আমাদিগের সমক্ষে দুর্য্যোধন হরণ করিয়া লইল। আমরা জীবিত থাকিতেও সে হস্তবিকল ব্যক্তির নিকট হইতে বিল্ব ফলহরণ ও পঙ্গু ব্যক্তির নিকট হইতে ধেনু হরণের ন্যায় আপনার নিমিত্তই আমাদিগের ঐশ্বর্য্য হরণ করিল। হে ভারত! আপনি ধর্ম্মকামনায় প্রতীত, আপনার প্রীতি-নিমিত্তই আমরা ঈদৃশ মহাব্যসন-গ্রস্ত হইয়াছি। হে ভারতশ্রেষ্ঠ!

আমরা আপনার শাসনে থাকিয়াই আত্ম-নিগ্রহ করিয়া মিত্রগণকে দুঃখিত ও শত্রুগণকে আনন্দিত করিতেছি। আপনার মতানুবর্ত্তী হইয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে যে তখনই বিনাশ করি-নাই, সেই দুষ্কৃত কর্ম্মই এক্ষণে আমাদিগকে অনুতাপিত করিতেছে। হে মহারাজ! মৃগচর্য্যার ন্যায় আপনার এই বনচর্য্যা আলোচনা করিয়া দেখুন, ইহা কখন বলবান্ ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না, কেবল দুর্ব্বলেরাই আচরণ করিয়া থাকে। আপনার এই চর্য্যাতে কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন, কি অভিমন্যু, কি সৃঞ্জয়, কি নকুল, কি সহদেব, কিংবা আমি, আমরা কেহই অনুমোদন করিতেছি না। মহারাজ! আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ব্রত-কর্ষিত হইয়া, বৈরাগ্যহেতু কি ক্লীব জীবিকা প্রাপ্ত হইলেন? কাপুরুষেরাই স্বীয় সম্পত্তি আহরণ করিতে অশক্ত হইয়া স্বার্থ-ঘাতক নিষ্ফল বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে। আপনি সমর্থও চক্ষুষ্মান্ হইয়া আমাদিগের পৌরুষ দেখিয়াও কেবল অনৃশংসতা-প্রযুক্তই এই উপস্থিত অনর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা সমর্থ হইয়াও ক্ষমাবলম্বী হইয়াছি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সেই পুত্রেরা যে তাহা বিবেচনা না করিয়া আমাদিগকে অশক্তের ন্যায় বোধ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা যুদ্ধস্থলে মরণও আমাদিগের অধিক ক্লেশকর নয়। হে ভরতর্ষভ! যদ্যপি আমরা অকপটভাবে রণস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে পরাঙ্মুখ না হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হই, তাহা হইলে সেই মৃত্যু আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হয়, কারণ তাহাতে পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারি। অথবা যদি আমরাই তাহাদিগকে নিপাত করিয়া সমগ্রা পৃথিবী গ্রহণ করি, তাহা হইলেও আমাদিগের মঙ্গল হয়। যখন আমাদিগের বৈরনির্যাতন ও বিপুলকীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে আস্থা আছে, তখন আমাদিগের সর্ব্বথাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যে স্থলে অন্য ব্যক্তি রাজ্য হরণ করিয়াছে, সে স্থলে যদি আমরা আপনাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদিগের কার্য্য চিহ্ন লোক বিদিত হইলে আমাদিগের প্রশংসাই হইবে নিন্দা হইবে না।

হে রাজন্! যে ধর্ম্ম আপনার ও মিত্রদিগের পীড়াকর হয়, তাহা ধর্ম্মই নহে, তাহাকে কুধর্ম্মপ্রকাশক ব্যসন বলা যায়। ধর্ম্ম-দুর্ব্বল পুরুষই সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকারে রত থাকে। যেপ্রকার সুখদুঃখ মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার ধর্ম্ম ও অর্থ ধর্ম্মদুর্ব্বল পুরুষকে পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ক্লেশভাগী হয়, তাহাকে পণ্ডিত বলা যায় না, যেহেতু সে ব্যক্তি অন্ধের সূর্য্যপ্রভা দর্শনের ন্যায় ধর্ম্মের প্রয়োজন জানিতে পারে না। যাহার অর্থ কেবল আপনার নিমিত্তই হয়, তাহাকে অর্থবিষয়ে পণ্ডিত বলা যায় না, সেই ব্যক্তি অরণ্যস্থ গো রক্ষক ভৃত্যের ন্যায় গণ্য হয়। যে মনুষ্য সাতিশয় অর্থার্থী হয়, ধর্ম্মকামের অনুষ্ঠান করে না, সেই মনুষ্য ব্রহ্মঘাতক ব্যক্তির ন্যায় নিন্দিত ও সকল প্রাণীরই বধ্য হয়। এবং যে ব্যক্তি নিরন্তর কামভোগাভিলাষী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করে, তাহার কেহ মিত্র থাকে না এবং সে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হয়। যেরূপ মৎস্য জলক্ষয় হইলে নিধনপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই ধর্ম্মার্থহীন যথেষ্ট কামরত ব্যক্তির কামভোগান্তে অবশ্যই নিধন হয়। অত-এব পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকেন, কারণ যে প্রকার অরণিকাষ্ঠ অগ্নির প্রকৃতি, সেই প্রকার ধর্ম্ম অর্থ উভয় কামের প্রকৃতি হয়। যেরূপ মেঘের কারণ সমুদ্র ও সমুদ্রেরও কারণ মেঘ, সেইরূপ ধর্ম্মের কারণ অর্থ ও অর্থের কারণ ধর্ম্ম; ইহাদিগকে এইরূপ পরস্পরাশ্রিত জানিবেন। স্রক্ চন্দনাদি সুখভোগ্য দ্রব্যস্পর্শ ও সুবর্ণাদি অর্থলাভ হইলে যে প্রীতি জন্মে, তাহাকেই কাম বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তাহার কখন শরীর দৃষ্ট হয় না, সে কেবল চিত্তের সঙ্কল্পমাত্র। মহারাজ! ধর্ম্ম হইতে অর্থলাভ হয়, এনিমিত্ত পুরুষ অর্থার্থী হইয়া প্রচুর ধর্ম্ম ইচ্ছা করে এবং অর্থ হইতে কামনা পূর্ণ হয়, এই নিমিত্ত পুরুষ কামার্থী হইয়া অর্থ ইচ্ছা করে, কিন্তু কাম হইতে আর অন্য কামনা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং পুরুষের কাম হইতে অন্য কামনা করিবার সম্ভাবনাই নাই। পণ্ডিত ব্যক্তি কহেন, যে প্রকার কাষ্ঠ হইতে ভস্ম উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভস্ম হইতে আর ভস্মান্তর করা কাহারও সাধ্য হয় না, সেই প্রকার কামদ্বারা অন্য কাম সাধন করা যায় না, কারণ কামভোগ-জন্য যে প্রীতি, তাহাই কামনার ফল। মহারাজ! যে প্রকার বৈতংসিক ব্যক্তি পক্ষীদিগকে হিংসা করে, সেইরূপ অধর্ম্মও প্রাণীদিগের সম্পূর্ণরূপে হিংসক হয়। যে ব্যক্তি কাম বা লোভ-প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রকৃতি না দেখে, সেই দুর্ম্মতি ইহ ও পরলোকে সকল প্রাণীর বধ্য হয়। হে রাজন্! গো, স্ত্রী, ধন, হস্তী, অশ্বপ্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা কাম সম্পাদন হয়, ইহা যে আপনি অবগত আছেন, তাহা ব্যক্তই আছে এবং আপনি উক্ত দ্রব্য সকলের ভূয়সী প্রকৃতি বা বিকৃতিও জ্ঞাত আছেন। ঐ সকল গো প্রভৃতি দ্রব্যের অভাবে বা বিনাশে কিংবা জরা অথবা মরণ হইলে তাহাকেই পণ্ডিতেরা অনর্থ বলিয়া মানেন, উক্ত অনর্থই সম্প্রতি আমাদিগের উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও চিত্ত, ইহার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই কাম বলিয়া বিবেচনা করি এবং তাহাই শুভকর্ম্মের ফল। মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বোধকরিয়া কেবল ধর্ম্মপর কিংবা কেবল অর্থপর অথবা কেবল কামপর হইবে না; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনকেই সর্ব্বদা সেবা করিবে! দিবসের প্রথমে ধর্ম্ম, মধ্যে অর্থ ও অন্তে কাম আচরণ করিবে, এই প্রকার দিবারাত্রির অনুগামী হইয়া বিচরণ করা উচিত, ইহা শাস্ত্রকারেরা বিধান করিয়াছেন। এইরূপ বয়ঃক্রমের প্রথমভাগে কাম, মধ্যভাগে ধন ও অন্ত্য ভাগে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, এই প্রকার বয়সের অনুগামী হইয়া বিচরণ করা উচিত, ইহাও শাস্ত্রকারেরা বিধান করিয়াছেন। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিত ব্যক্তিরা কালজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে যথাবিহিতকালে বিভাগ করিয়া সেবা করাই বিধেয়, হে রাজন্! সুখার্থীদিগের পক্ষে এই ধর্ম্মার্থ কামের পরিত্যাগ পরম শ্রেয়স্কর, কি তাহার লাভশ্রেয়স্কর, ইহা সোপায় বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া, হয় তাহার পরিত্যাগ, না হয় তাহার লাভ, এই দুইটির মধ্যে একটি আচরণ করুন, কেননা,

হইয়া থাকে। আপনি ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন এবং নিরন্তর তাহার আচরণও করিয়া থাকেন, এজন্য জ্ঞানবন্ত সুহৃদেরা আপনার প্রতি কর্ম্ম বিধিই কীর্ত্তন করিতেছেন। দান, যজ্ঞ, সাধুসেবা বেদার্থধারণ ও সরলতা এই সকল পরম ধর্ম্ম ইহ ও পরলোকে

বলবান্ হয়। হে পুরুষব্যাঘ্র! মনুষ্যেরা অন্য অখিল গুণ-সত্ত্বেও অর্থ-ব্যতিরেকে উক্ত পরম ধর্ম্ম সম্পাদন করিতে শক্য হয় না। হে রাজন্! অর্থও ধর্ম্মমূলক হয়,ধর্ম্ম-ভিন্ন অর্থের উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই এবং ধর্ম্মও প্রচুর অর্থ-দ্বারাই অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়; কিন্তু উপযুক্ত অর্থ কখন ভিক্ষা বৃত্তি বা অপৌরুষ-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং সতত কেবল ধর্ম্মজ্ঞানী হইলেও অর্থের লাভ হয় না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণেরা যে যাচ্ঞা করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহা আপনার প্রতি নিষিদ্ধ, অতএব আপনি অর্থ লাভের অভিলাষে তেজঃপ্রকাশ করিতে যত্নবান্ হউন।* ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষা-বৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্র জীবিকা বিহিত নহে, পরন্তু ক্ষত্রিয়ের ঔরসবলই বিশেষ রূপে বৃত্তি। অতএব হে পার্থ! আপনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করত উপস্থিত শত্রুদিগকে বিনাশ করুন, আমার ও অর্জ্জুনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের সৈন্য সংহার করুন। মনীষী বিদ্বানেরা ঐশ্বর্য্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, অতএব আপনি ঐশ্বর্য্য লাভ করুন, অনৈশ্বর্য্য অবলম্বন করা আপনার উপযুক্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র! আপনার জাতীয় সনাতন ধর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যগণ যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয়, এতাদৃশ নৃশংস স্বভাব ক্ষত্রিয় বংশে আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার পক্ষে প্রজাপালন জন্য ফল নিন্দিত নহে, প্রত্যুত, তাহাই বিধাতা-কর্ত্তৃক আপনার সনাতন ধর্ম্ম-রূপে বিহিত হইয়াছে। হে পার্থ! আপনি ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হইলে লোকের হাস্যাস্পদ হইবেন, কেন না মনুষ্যদিগের স্বধর্ম্ম হইতে বিরতি প্রশংসিত হয় না। হে কৌরব্য! আপনি মনের শৈথিল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে আক্রান্ত করিয়া বীর্য্যকে আশ্রয় করত ধূর্ত্তের ন্যায় রাজ্যভার বহন করুন।

হে রাজন্! কোন নৃপতি কেবল ধর্ম্মাত্মা হইয়া ঐশ্বর্য্য বা শ্রীলাভ করেন নাই। যে প্রকার শল্লক জন্তু লুব্ধচিত্ত বহু মধুমক্ষিকাদিগকে জিহ্বা প্রদান করিয়া ছল-দ্বারা তাহাদিগকে বহির্নিঃসারণ করত আহার লাভ করে, সেইরূপ রাজা ছল দ্বারাও রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে রাজসত্তম! অসুর-সকল দেবতাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা ও সর্ব্বপ্রকারে সুসমৃদ্ধ হইলেও দেবতারা তাহাদিগকে ছল-দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন। হে মহাবাহু মহীপাল! বলবান্ ব্যক্তিরই সমুদায়, ইহা জানিয়া আপনি উৎকৃষ্ট ছল আশ্রয়পূর্ব্বক শত্রুসকলকে বিনষ্ট করুন। সংগ্রামে অর্জ্জুনতুল্য ধনুর্দ্ধর এবং আমার তুল্য গদাধর যোদ্ধা কেহই হইবে না। মহারাজ! সুবলবান্ ব্যক্তি সাহস হেতুই যুদ্ধ করিয়া থাকে, পুরুষসমূহ-দ্বারা বা শত্রুদিগের কোন অনুসন্ধান প্রাপ্তে তৎসূত্র-দ্বারা যুদ্ধ করে না। আপনিও সাহস করুন, সাহসই অর্থের মূল, সাহস-ব্যতীত অন্য যে কিছু সমুদায়ই মিথ্যা। যেরূপ শীতকালীন বৃক্ষচ্ছায়া উপকারকত্ব-রূপে প্রসক্ত হয় না, সাহস-ব্যতীত সকলই সেইরূপ।

হে কৌন্তেয়! যে প্রকার বীজের অভিলাষে ভূমিতে বীজ ত্যাগ করিতে হয়, সেই প্রকার অর্থ ইচ্ছা করিয়া অর্থ পরিত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে আপনার সংশয় নাই। কিন্তু যে স্থলে অর্থের বৃদ্ধি বা সমানও লাভ না হয়, সে স্থলে বাণিজ্য কর্ত্তব্য নহে, এতাদৃশ বাণিজ্য গর্দ্দভের গাত্র কণ্ডূয়নের ন্যায় পরিণামে কষ্টদায়ক হয়। হে মনুষ্যেন্দ্র! যে মনুষ্য পূর্ব্বোক্তরূপ বীজ-পরিত্যাগের ন্যায় অল্প ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর ধর্ম্ম লাভ করে, সেই মনুষ্যকে জ্ঞানবান্ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রসম্পন্ন শত্রুর মিত্র ভেদ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মিত্রেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে, সুতরাং সে বলহীন হয়,তখন অনায়াসে তিনি তাহাকে বশীভূত করেন। হে রাজন্! মহাবলশালী ব্যক্তি সাহসদ্বারাই যুদ্ধ করিয়া থাকে, উদ্যম কিংবা প্রিয়বাক্যে সমুদায় প্রজাকে আত্মসাৎ করে না। যেরূপ বহুতর মধুকর সর্ব্বপ্রকারে একত্রিত হইয়া মধুহারক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বহুতর দুর্ব্বল ব্যক্তিও সর্ব্বপ্রকারে সমবেত হইলে বলবান্ শত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। যেমন সূর্য্য প্রজাসকলকে রশ্মিদ্বারা পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, আপনি সেইরূপ করিয়া সূর্য্য সাদৃশ্য লাভ করুন। হে রাজন্! বিধিপূর্ব্বক পৃথিবীর পালন, যাহা আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তপস্যা বলিয়া বেদে শ্রুত হইয়াছে। মহারাজ! যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের বিহিত ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা বিজয়ই হউক বা পরাজয়ই হউক, তাহাতে যাদৃশ লোক প্রাপ্তি হয়, তপস্যা দ্বারা তাদৃশ লোক-প্রাপ্তি হয় না।

মহারাজ! লোকে আপনার এই কষ্ট দেখিয়া সূর্য্য হইতে প্রভা ও চন্দ্র হইতে শোভা অপগত হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয় করিয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত সভাসদ্ ব্যক্তিরা একত্রিত হইয়া আপনার প্রশংসা ও দুর্য্যোধনাদির নিন্দা-বাক্যে কথোপকথন করিতেছে। বিশেষ এই যে ব্রাহ্মণ ও কুরুগণ সমবেত হইয়া আনন্দিতচিত্তে আপনার সত্যসন্ধতা কীর্ত্তন করিতেছেন, যেহেতু আপনি মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয়, কাম কিংবা অর্থ-হেতু কখন কিছু অনৃত বাক্য কহেন নাই। হে রাজন্! রাজা ভূমিলাভ করিতে যে কিছু পাপ করেন, সে সমুদায় পাপ পশ্চাৎ বিপুল দক্ষিণ যজ্ঞ সমস্তদ্বারা দূরীকৃত করেন; এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গ্রাম ও সহস্র সহস্র গো দান করিয়া তমোমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। হে কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির! পুরস্থ ও দেশস্থ কি বৃদ্ধ কি বালক,সকলেই প্রায় আপনাকে প্রশংসা করিতেছে। হে ভারত! যেরূপ কুকুর চর্ম্ম কোষে দুগ্ধ, শূদ্রে বেদ,তস্করে সত্য, এবং নারীদেহে বল, সেইরূপ দুর্য্যোধনে রাজ্য বলিয়া লোকে জল্পনা করিতেছে। স্ত্রী ও বালকেরা বেদাভ্যাসের ন্যায় নিয়তই ঐরূপ কথোপকথন করিতেছে; হে শত্রুসূদন! আপনি আমাদিগকে লইয়া এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত বিপদে আমরা সকলেই আপনার নিমিত্ত নষ্ট হইলাম; অতএব আপনি সত্বর হইয়া বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে জয় লব্ধ অর্থ প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া মরুদ্গণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় আশীবিষ সদৃশ অস্ত্রবিশারদ দৃঢ়ধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সমস্ত যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অদ্যই হাস্তিনাপুরে গমন করুন। যেরূপ দেবরাজ অসুরগণকে মর্দ্দন করিয়া শ্রী লাভ করেন, সেইরূপ আপনি তেজঃপ্রকাশ করিয়া পরম শত্রু ধৃতরাষ্ট্র তনয়দিগকে মর্দ্দন করত শ্রী লাভ করুন। হে ভারত! কোন ব্যক্তিই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত, গৃধ্রপক্ষময় পুঙ্খে শোভিত, আশীবিষ সমপ্রভ শরপুঞ্জের সংস্পর্শ সম্যক্ সহ্য করিতে পারিবে না; এবং আমি

যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে আমার গদার বেগ সহ্য করে, এমত অশ্ব, কি মাতঙ্গ, কি কোন বীরই নাই। আমরা সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ এবং বৃষ্ণি-প্রবর কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলে কি জন্য রাজ্যপ্রাপ্ত হইব না? হে রাজন্! আপনি মহতী সেনাতে সমন্বিত হইয়া এ বিষয়ে যত্নপর হউন, তাহা হইলে কি জন্য শত্রুহস্তগত পৃথিবীমণ্ডল শত্রুহস্ত হইতে আহরণ না করিবেন?

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুলোদ্বহ! অজাতশত্রু সত্যব্রত মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে ভরতবংশধর! তুমি যাহা কহিলে ইহা সত্য তাহাতে সংশয় নাই। তুমি বাক্যশল্য দ্বারা যে আমাকে পীড়াপ্রদান করত বিদ্ধ করিতেছ, তাহাতে আমি তোমাকে নিন্দা করিতে পারি না; কারণ আমার অনীতি-জন্যই তোমাদিগের প্রতিকূলে এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের নিকট হইতে রাষ্ট্রের সহিত রাজ্য হরণ করিবার নিমিত্ত দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই, সেই হেতু কপট-দ্যূতকারী সুবল-পুত্র সুযোধনের নিমিত্ত আমার সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করে। হে ভীমসেন! পর্ব্বত-দেশীয় শকুনি মহাকাপট্য-পরায়ণ, আমিও নিষ্কপট, সুতরাং সে কাপট্য-দ্বারা সভামধ্যে অক্ষ সকল পাতন-পুরঃসর আমাকে পরাজয় করিল, তাহাতেই আমাকে এরূপ বিপদ্ অনুভব করিতে হইয়াছে। আমি দ্যূতক্রীড়াকালে যখন অক্ষ-সকলকে শকুনির কামনার অনুকূল-রূপে যথাবৎ সম ও বিষম দেখিয়াছিলাম, তখন মনকে সংযত করিতে পারিতাম, কিন্তু পুরুষের ক্রোধ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মন পুরুষত্ব, বীর্য্য বা অভিমানে আবদ্ধ হইলে তাহাকে নিয়মে রাখা অসাধ্য, সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না; অতএব আমি তোমার বাক্যের প্রতি অসূয়া করি না, ইহা ভবিতব্য ছিল বলিয়াই স্বীকার করি। সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্র রাজা সুযোধন, রাজ্যাভিলাষী হইয়া আমাদিগকে ব্যসনাপন্ন ও দাস ভাবপ্রাপ্ত করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী সেই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার আমরা দ্যূতক্রীড়া-নিমিত্ত আহূত হইয়া সভায় আগত হইলে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন ভরতবংশীয় সকলের সমক্ষে আমাকে দ্যূতক্রীড়ায় একটি পণ-বিষয়ক যাহা বলিয়াছিল, তাহা তুমি ও অর্জ্জুন জ্ঞাত আছ যে "হে অজাতশত্রো রাজপুত্র! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে সকল ভ্রাতার সহিত দ্বাদশ বৎসর লোকের বিদিত রূপে যথাভিলষিত বনে বাস করিবে এবং তৎপরে এক বৎসর লোকেরই অবিদিতরূপে ছদ্মভাবে গুপ্ত হইয়া বিচরণ করিবে। তাহাতে যদি ভরতবংশীয়দিগের দ্যূতেরা অন্বেষণ দ্বারা তোমাকে জানিতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপ অপর দ্বাদশ বৎসর বিদিত রূপে বনে ও তৎপরে এক বৎসর অবিদিত রূপে বিচরণ করিবে, তুমি নিশ্চয় করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর। হে ভারত নৃপতে! আমি কুরু সভায় ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি উক্ত প্রতিজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত হইয়া আমাদিগের চরগণকে মুগ্ধ করত তাহাদিগের অজ্ঞাত থাকিয়া উক্তকাল ক্ষেপণ করিতে পার, তবে এই পঞ্চনদী-বিশিষ্ট দেশ তোমারই হইবে। আর যদি তুমি আমাদিগকে পরাজিত কর, তাহা হইলে আমরা সকলে সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ঐ রূপে উক্ত ত্রয়োদশ বৎসর কাল ক্ষেপণ করিব।" সুযোধন কুরুসভায় এইরূপ কহিলে আমিও তাহাকে তথাস্তু বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। অনন্তর তথায় আমাদিগের ঐরূপ অপকৃষ্ট দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে আমরা তাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে প্রব্রজিত হইলাম; এই প্রকারে আমরা কষ্টজনক বন ও নানাদেশে কৃচ্ছ্র-রূপে ভ্রমণ করিতেছি। আমাদিগের প্রব্রজিত হইবার সময়ে সুযোধনও শান্তির অভিলাষ না করিয়া ক্রোধেরই বশীভূত হইল; যাহারা তাহার বশবর্ত্তী, তাহাদিগকে এবং কুরুদিগকে আমাদিগের ব্যসন-নিমিত্তক অনুমোদনে উদ্‌যুক্ত করিল। অতএব কোন্ ব্যক্তি সাধুসকলের সমীপে সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ইহলোকে রাজ্যের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করিবে? যে হেতু ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনকরিয়া রাজ্য শাসন করা আর্য্য ব্যক্তির পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর। হে বীর ভীমসেন! তুমি দ্যূতক্রীড়াকালে আমার বাহুদ্বয় দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে অর্জ্জুন তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তুমি গদা মার্জ্জন করিয়াছিলে, এখন যদি সেই কর্ম্ম করিতে, তবে কি এই দুষ্কৃত কার্য্য হইত? তুমি স্বীয় পৌরুষ জ্ঞাত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বেই কি জন্য এরূপ বল নাই? এইক্ষণে উপস্থিত বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে অত্যর্থ বাক্য বলিলে আর কি হইবে? হে ভীমসেন! যাজ্ঞসেনীকে পরিক্লিষ্টা দেখিয়াও যে ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে, তাহাতেই আমার অন্তঃকরণ যেন বিষরস-পান-জন্য অধিকতর সন্তাপে সন্তপ্ত হইতেছে; কিন্তু কি করি, কুরু-বীরদিগের মধ্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছি, তাহা এক্ষণে উল্লঙ্ঘন করা উচিত হয় না; অতএব তুমি বীজবাপী ব্যক্তির ফল প্রতীক্ষার ন্যায় সুখোদয়ের কাল প্রতীক্ষা কর। কোন পুরুষ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইলে যদি ঐ প্রবঞ্চক ব্যক্তির বৈরকার্য্য সপুষ্প ও সফল জানিয়া পশ্চাৎ তাহাকে নিকৃন্তন করে, তাহা হইলে সেই বীর পৌরুষদ্বারা মহদ্গুণ আহরণ করত জীব লোকে জীবন ধারণ ও সমগ্র সম্পত্তি লাভ করেন; এবং শত্রুসকল তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে নত হয়। এবং যে প্রকার দেবতারা ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া উপজীব্য নির্ব্বাহ করেন, সেই প্রকার তাঁহার মিত্রগণ তাঁহার আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ভীমসেন! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমার প্রতিজ্ঞা অসত্য হইবার নহে, আমি জীবন কি দেবত্ব হইতেও ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করি; রাজ্য, পুত্র, যশ ও ধন, এই সমস্ত সত্যের ষোড়শাংশের একাংশও হয় না।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীম কহিলেন, মহারাজ! আপনি মরণধর্ম্মী, কাল বলম্বদ ও ফেনতুল্য অসার এবং ফলসদৃশ পতনশীল হইয়া বাণ সদৃশ দ্রুতগামী, স্রোতের ন্যায় অনবরত প্রবাহশালী, অনন্ত, অপ্রমেয়, সর্ব্বসংহারক অন্তক-স্বরূপ কালের সহিত সন্ধি করিয়াই কালকে প্রত্যক্ষ মানিতেছেন। হে কৌন্তেয়! যেরূপ অঞ্জন-

চূর্ণ সূচীদ্বারা গৃহীত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নিমেষে নিমেষে যাহার আয়ু ক্ষয় হইতেছে, সে ব্যক্তি কিরূপে কালের প্রতীক্ষা করিবে? যাহার আয়ু নিঃসংশয়রূপে অপরিমিত, কিংবা আপনার আয়ুর পরিমাণ নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়াছে, সেই সর্ব্ব প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিই কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে। আমরা ত্রয়োদশ বর্ষ কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে ঐ কাল আমাদিগের আয়ুক্ষয় করিয়া আমাদিগকে মৃত্যু সমীপে উপনীত করিবে। যে হেতু মৃত্যু শরীরীদিগের শরীরে সর্ব্বদা আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, সেই হেতু মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমরা রাজ্যের নিমিত্ত চেষ্টা করিব। যে ব্যক্তি বৈর-নির্যাতন না করা, কি তদ্বিষয়ে সংশ্রব রহিত হওয়া-প্রযুক্ত সাধুকীর্ত্তি প্রাপ্ত না হয়, সে লোকে অসমর্থ বলীবর্দ্দের ন্যায় পৃথিবীর ভার মাত্র ও অবসন্ন হয়। যে পুরুষ অল্প বল ও অল্প-উদ্যমশীল হইয়া বৈর-নির্যাতন না করে, আমি সেই কুজন্মগামী পুরুষের জন্ম নিষ্ফল বলিয়া জ্ঞান করি। আপনার বাহুদ্বয় সুবর্ণ-সম্বন্ধীয় ও কর্ণদ্বয় পৃথিবী সম্বন্ধীয়, অতএব আপনি সংগ্রামে শত্রুবিনাশ করিয়া বাহুবলার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন। হে অরিন্দম নরনাথ! পুরুষ যদি প্রবঞ্চককে সদ্য বিনাশ করিয়া নরকেও গমন করে, তথাচ সেই নরক তাহার স্বর্গসমান হয়; যে হেতু ক্রোধজনিত মনস্তাপ অগ্নি অপেক্ষাও প্রদীপ্ততর, যদ্দ্বারা আমি সন্তপ্ত হইয়া দিবা রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না। মহারাজ! এই বীভৎসু জ্যাকর্ষণ-বিষয়ে বরিষ্ঠ, ইনি যে পরম সন্তপ্ত হইয়া গহ্বরস্থ সিংহের ন্যায় স্তব্ধভাবে রহিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই; যিনি একাকী পৃথিবীতে সকল ধনুর্দ্ধরকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই বীভৎসু মহাহস্তীর ন্যায় আপনার উষ্মা আপনি সম্বরণ করিতেছেন। নকুল, সহদেব ও বীরপ্রসূতি বৃদ্ধা মাতা আপনার প্রিয় ইচ্ছা করিয়াও জড় ও মূকের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিয়াছেন। সৃঞ্জয়গণের সহিত সকল বান্ধবেরাই আপনার প্রিয় ইচ্ছা করিতেছেন। মহারাজ! আমি ও প্রতিবিন্ধ্যের মাতা, আমরা সন্তপ্ত হইয়া আপনাকে যাহা কিছু বলিতেছি, ইহা সকলেরই প্রিয় হইবে সন্দেহ নাই, যেহেতু ইহাঁরা সকলেই ব্যসনাপন্ন হইয়া যুদ্ধ অভিনন্দন করিতেছেন। মহারাজ! নীচ ও অল্পবল ব্যক্তিরা যে আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্য ভোগ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর আমাদিগের পাপতর আপদ্ কি হইবে? হে পরন্তপ! আপনি শীল দোষপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগজন্য লজ্জায় আবিষ্ট হইয়া দয়ালু স্বভাবহেতু যে ক্লেশসমূহ সহ্য করিতেছেন, ইহাকে অন্য কেহই প্রশংসা করিতেছে না। হে রাজন্! যেরূপ অবিদ্বান্ কুৎসিত শ্রোত্রিয়ের বুদ্ধি শ্রুতিবিশেষদ্বারা নিহত হওয়াতে তত্ত্বার্থ দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার এই বুদ্ধি তত্ত্বার্থদর্শিনী নহে। আপনি ক্ষত্রিয়কুলে কিরূপে ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়ালু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষত্রিয়যোনিতে প্রায়ই ক্রূরবুদ্ধি ব্যক্তি সকল জন্মিয়া থাকে। মহারাজ! ভগবান্ মনু রাজধর্ম্মকে ক্রূরতা, ধূর্ত্ততা ও অশমতাতে সম্পন্ন ও বিহিত বলিয়া যেরূপ কহিয়াছেন, আপনি তাহাও জ্ঞাত আছেন, অতএব ধৃতরাষ্ট্রের দুরাত্মা পুত্রগণকে কি জন্য ক্ষমা করিতেছেন? হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনার পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, বুদ্ধি ও বীর্য্য থাকিতে আপনি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অজগর সর্পের ন্যায় কি জন্য মৌনভাবে রহিলেন? আপনি আমাদিগকে যে গোপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাতে যেন তৃণমুষ্টিদ্বারা হিমালয় পর্ব্বতকে আবৃত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। হে পার্থ! যে প্রকার সূর্য্য গোপনে আকাশে বিচরণ করিতে পারেন না, সেইরূপ পৃথিবীবিখ্যাত আপনি গুপ্তরূপে অজ্ঞাতচর্য্যা করিতে পারিবেন না। যেরূপ সজলদেশস্থ শাখাপুষ্প-পত্রযুক্ত বৃহৎ বৃক্ষ অপ্রকাশিত থাকে না, সেইরূপ ঐরাবত হস্তিসদৃশ বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন কিরূপে লোকের অজ্ঞাত থাকিয়া বিচরণ করিবেন? সিংহতুল্য শিশু এই নকুল সহদেব ভ্রাতৃদ্বয় একত্র কিরূপে বিচরণ করিবেন? এবং এই পুণ্যকীর্ত্তি বীরপ্রসূ রাজপুত্রী দ্রৌপদী বিশেষ রূপে বিখ্যাতা, ইনিই বা কিরূপে অজ্ঞাতচর্য্যা করিবেন? মহারাজ! এই প্রজাগণ সকলেই আমাকে কৌমার কাল অবধি বিজ্ঞাত আছেন, অতএব সুমেরু পর্ব্বত গোপনের ন্যায় আমার অজ্ঞাতচর্য্যা কিরূপে হইবে, আমি তাহার উপায় দেখি না। বিশেষত আমরা অনেক রাজাও রাজপুত্রদিগকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বঞ্চিত ও পরাজিত করাতে তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত হইয়াছে এবং আমাদিগের প্রতিও শান্ত হয় নাই, অতএব তাহারা দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া অবশ্যই আমাদিগের অনিষ্ট করিবে। যদি তাহারা আমাদিগের অজ্ঞাতচর্য্যা সময়ে অন্বেষণ নিমিত্ত বহুতর গুপ্তচর নিযুক্ত করে এবং সেই চরগণ যদি আমাদিগকে জানিতে পারিয়া প্রকাশ করে, তবে আবার মহাভয় উপস্থিত হইবে। আমরা যে ত্রয়োদশ মাস সম্যক্ প্রকারে বনে বাস করিলাম, আপনি ঐ ত্রয়োদশ মাসকে পরিমাণ দ্বারা ত্রয়োদশ বৎসর বিবেচনা করুন। যে প্রকার সোমলতার প্রতিনিধি পূতিকা, সেইরূপ বৎসরের প্রতিনিধিও মাস হয়, ইহা মনীষিগণ কহিয়াছেন, অতএব আপনি এস্থলে সেইরূপ ব্যবহার করুন। অথবা সাধুশীল ও সাধুবাহক বৃষভকে পরিতৃপ্তিজনক ভোজন প্রদান করিয়া এই অনৃতজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন; অতএব হে রাজন্! আপনি শত্রুবধ বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হউন, যেহেতু সমস্ত ক্ষত্রিয়েরই যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য কোন ধর্ম্ম নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "আমি রাজধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, পরন্তু যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে ঐ রাজধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম দেখে সেই সর্ব্বদর্শী। আমি ধর্ম্মের সুদুর্জ্ঞেয় মুখ্যগতি জানিয়াও বলদ্বারা সুমেরু মর্দ্দন করার ন্যায় তাহা কিরূপে মর্দ্দন করিব?" তিনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করত ভীমসেনের প্রতি বাক্যান্তর-ব্যবধানের পূর্ব্বেই বলিলেন, হে বাক্যবিশারদ মহাবাহু ভারত! তুমি ইহা যথার্থই কহিলে বটে, পরন্তু আমার স্থানে আর একটি কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে ভারত! কেবল সাহসমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাপাপ জনক যে সকল কর্ম্ম আরব্ধ হয়, সেই সকলকর্ম্ম পীড়াকর হইয়া থাকে। হে মহাবাহো! যে কর্ম্ম সুমন্ত্রণা, সুবিচার ও সুবিক্রম দ্বারা সুন্দররূপে কৃত হয়, সেই কর্ম্মেরই ফল সিদ্ধি হয় এবং দৈবও তাহাতে অনুকূল হইয়া থাকে। বৃকোদর! তুমি স্বয়ং

বলদর্পে উচ্ছ্রিত হইয়া যে কার্য্য আরব্ধব্যবলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তদ্বিষয়ে আমার নিকট কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। হে কৌরব্য, ভূরিশ্রবা, শল্য, বীর্য্যশালী জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ, ইহাঁরা সকলেই কৃতাস্ত্র, দুরাধর্ষ ও নিয়ত আততায়ী; এবং তদ্ভিন্ন আমরা যে সকল রাজগণকে উপতাপিত করিয়াছি, তাঁহারা যে রূপ কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি স্নেহ পরায়ণ হইয়া দুর্য্যোধনের হিতসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, সেরূপ আমাদিগের প্রতি হইবেন না। সেই সকল বলবান্ রাজারা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পূর্ণ ধনাগার হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যুদ্ধ স্থলে দুর্য্যোধনের পক্ষেই বিশেষ প্রযত্ন করিবেন। এবং দুর্য্যোধন কুরুসেনার সমস্ত সৈনিক বীর পুরুষদিগকে তাহাদিগের পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত বিভাগক্রমে সর্ব্বপ্রকার ভোগ দ্বারা বিভক্ত ও বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছে, অতএব তাহারা তাহার নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে প্রাণপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবে। হে মহাবাহো! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের যদিও আমাদিগের ও দুর্য্যোধনাদির প্রতি তুল্য বৃত্তি বটে, তথাপি তাঁহারা রাজদত্ত অর্থভোগের পরিশোধকরণার্থ অবশ্যই সংগ্রামস্থলে দুস্ত্যাজ্য প্রাণও পরিত্যাগ করিবেন, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। তাঁহারা সকলেই দিব্যাস্ত্র বিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ আমার বোধ হয়, সমস্ত সুরাসুরও তাঁহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হন না। তাহাতে আবার কর্ণ অমর্ষণশীল, নিত্য ক্রুদ্ধ, মহারথ, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা, অভেদ্য কবচাবৃত এবং দুরাধর্ষ। এই সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে পরাজিত না করিলে দুর্য্যোধন পরাজিত হইবে না। অতএব তুমি অসহায় হইয়া কিরূপে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? বৃকোদর! সমস্ত ধনুর্দ্ধরের অতিক্রমকারী কর্ণের হস্ত লাঘব চিন্তা করিয়া আমার নিদ্রা হয় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অত্যন্ত অসহনশীল ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্রাসান্বিত ও বিমনা হইয়া কিছুই উত্তর করিলেন না। মহারাজ! যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন দুই পাণ্ডবের ঐরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে সত্যবতীপুত্র মহাযোগী ব্যাস তথায় আগমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের অভিমুখে উপনীত হইলে তাঁহারা যথান্যায়ে তাঁহাকে পূজা করিলেন; অনন্তর বাগ্মিবর মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নরসিংহ মহাবাহু যুধিষ্ঠির! আমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তোমার মনের ভাব জ্ঞাত হইয়াছি, এ নিমিত্ত শীঘ্র আগমন করিলাম। হে শত্রুনিসূদন ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণ, অশ্বত্থামা, রাজপুত্র দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন হইতে তোমার মনে যে ভয় রহিয়াছে, তাহা আমি বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা বিনাশ করিব। হে রাজেন্দ্র! তুমি আমার নিকট শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া মানসিক জ্বর শীঘ্র নিবারণ কর।

বাগ্মিবর পরাশরনন্দন ইহা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে নির্জ্জনে আনিয়া উপপন্নার্থ বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে ভরতসত্তম! পার্থ ধনঞ্জয় যেকালে শত্রুদিগকে রণে পরাভব করিবেন, তোমার কল্যাণকর সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমাকে প্রপন্ন জানিয়া প্রতিস্মৃতি নাম্নী সিদ্ধি-স্বরূপ মূর্ত্তিমতী প্রায় এই বিদ্যা বলিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। অর্জ্জুন এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট সাধন করিবেন। হে পাণ্ডব! অর্জ্জুন মহেন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, কুবের ও ধর্ম্মরাজের নিকট অস্ত্রের নিমিত্ত গমন করুন; ইনি তপস্যা ও বিক্রম-দ্বারা দেবগণকে দর্শন করিতে পারিবেন; যে হেতু ইনি পুরাতন ঋষি, মহাতেজস্বী, নারায়ণ সখা শাশ্বত দেব, জয়শীল এবং অক্ষয় পুরুষ, ইহাঁকে জয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এই মহাবাহু ইন্দ্র, রুদ্র ও লোকপালদিগের নিকট হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া মহৎ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবেন। হে পৃথ্বীনাথ কৌন্তেয়! তুমি এই বন পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার উপযুক্ত অন্য কোন বন নির্দ্ধারিত কর; কেন না চিরদিন এক স্থানে বাস করা প্রীতিজনক হয় না; এবং তাহা সমস্ত তপস্বীদিগের উদ্বেগকর হয়। বিশেষত তুমি বহুল বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভরণ করিয়া থাক, তাহাতে এক স্থানে বহুকাল বাস করিলে তত্রস্থ মৃগদিগের বিনাশ ও লতা ওষধিসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোক-তত্ত্বজ্ঞ যোগী প্রভু ভগবান্ ব্যাস ঐ রূপ বলিয়া প্রপন্ন ও বিশুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মরাজকে অত্যুৎকৃষ্ট সেই বিদ্যা উপদেশ করিলেন। অনন্তর ধীমান্ সত্যবতীতনয় কুন্তীপুত্রকে অনুজ্ঞা করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা মেধাবী যুধিষ্ঠির যত্নশীল হইয়া তদুপদিষ্ট বিদ্যালাভ পূর্ব্বক কালে কালে অভ্যাস করত চিত্তে ধারণা করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যাসবাক্যে মুদিত হইয়া দ্বৈতবন হইতে সরস্বতী-তীরে সেই কাম্যক বনে গমন করিলেন। মহারাজ! বেদাঙ্গ-শিক্ষাক্ষর-বিশারদ তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রের পশ্চাদ্গামী ঋষিগণের ন্যায় ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন। ভরতবংশাবতংস মহাত্মা পাণ্ডবেরা কাম্যক কাননে উপনীত হইয়া অমাত্য সজ্জ ও পরিচ্ছদের সহিত পুনর্ব্বার তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ধনুর্ব্বেদ পরায়ণ মনস্বী সেই সকল বীর তথায় নিত্য নিত্য বেদধ্বনি শ্রবণ ও মৃগার্থী হইয়া বিশুদ্ধ বাণদ্বারা মৃগয়াচরণ এবং পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণ উদ্দেশে যথাবিহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করত কিয়ৎকাল বাস করিলেন।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিয়ৎকাল পরে মুনিবর ব্যাসের আদেশ স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল আপনাদিগের বনবাস চিন্তা করত বিখ্যাত-বুদ্ধিমান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নির্জ্জনে লইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করত সান্ত্বনা পুরঃসর ঈষৎ হাস্য মুখে কহিলেন, হে ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বত্থামাতে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাঁহার পর প্রযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রতীকার সহিত ঐন্দ্র বারুণ প্রভৃতি দৈব, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও মানুষ অস্ত্র এবং ঐ সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র তাঁহাদিগকে পরিসান্ত্বিত এবং ধনাদি-দ্বারা বিভক্ত ও সন্তুষ্ট রাখিয়াছে এবং তাঁহাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। সকল যোধগণের প্রতিই দুর্য্যোধনের উৎকৃষ্ট প্রিয় ব্যবহার করা আছে। আচার্য্যগণ তৎকর্ত্তৃক মানিত ও পরিতুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যুপকাররূপ শান্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন; অত-

এব তাঁহারা সমুচিত সময়ে তৎকর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া স্ব স্ব সামর্থ্য সমুদ্দীপন করিবেন। হে পার্থ! এইক্ষণে গ্রাম, নগর, বন আকর ও সাগরের সহিত এই সমস্ত পৃথিবীই তাহার বশে আছে; কেবল একমাত্র তুমিই আমাদিগের প্রিয় সহায় আছ; তোমার উপর এই ভার অর্পিত হইয়াছে; তন্নিমিত্ত তোমাকে এই সময়োচিত কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর, বৎস! আমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকট হইতে যে রহস্য বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি তাহা প্রয়োগ করিলে সমুদায় জগৎ সম্যক্ দৃষ্ট হইবে। হে তাত! তুমি সুসমাহিত হইয়া সেই বিদ্যায় সংযুক্ত হও; অনন্তর যথাকালে দেবতাদিগের প্রসন্নতা লাভ কর। হে ভরতেন্দ্র! তুমি আত্মাকে উগ্র তপস্যায় যোজনা কর এবং খড়্গ, ধনু ও কবচ ধারণ-পূর্ব্বক সাধুব্রতে অবস্থিত ও মৌনশীল হইয়া কাহাকেও পথ প্রদান না করত উত্তরদিকে গমন কর। হে ধনঞ্জয়! সমস্ত দিব্য অস্ত্র ইন্দ্রের নিকটে আছে; পূর্ব্বে দেবতারা বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া সমস্ত অস্ত্র দেবরাজের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন; একত্রিত সেই সমস্ত অস্ত্র তুমি ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হও; তিনি তোমাকে তাহা প্রদান করিবেন। তুমি অদ্যই দীক্ষিত হইয়া পুরন্দর দর্শনার্থ যাত্রা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অগ্রজ ভ্রাতা প্রভু ধর্ম্মরাজ ইহা কহিয়া কায়মনোবাক্য-বিষয়ে সংযত বীরভ্রাতা অর্জ্জুনকে যথোক্ত বিধানে দীক্ষিত করিয়া সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন এবং সেই সময়েই তাঁহাকে গমনের নিমিত্ত অনুজ্ঞা করিলেন। অনন্তর মহাভুজবাহু শোভিত অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুসারে ইন্দ্র-দর্শনাভিলাষী হইয়া যথাবিহিত হোম কর্ম্ম নিষ্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বহুল নিষ্কপ্রদান করত তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া কবচ, করতলত্রাণ, গোধা ও অঙ্গুলিত্র পরিধান-পুরঃসর গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় মহাতূণদ্বয় গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। গৃহীত শরাসন অর্জ্জুন যাত্রাকালে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের বধ নিমিত্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্তর্হিত প্রাণী সকল তথায় কুন্তীপুত্রকে শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কুন্তীতনয়! তুমি অচিরকালেই মনোভীষ্ট লাভ কর। ব্রাহ্মণেরা জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া ইহাও কহিলেন, কুন্তীপুত্র! তোমার নিশ্চয় বিজয় হউক, তুমি কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

দ্রৌপদী শালস্কন্ধ-সদৃশ উরুদ্বারা সুশোভিত বীর অর্জ্জুনকে তথাবিধ প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করত কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! তুমি জন্মিবার পরে কুন্তীদেবী যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তুমিও স্বয়ং যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তৎসমুদায় সিদ্ধ হউক। আমাদিগের মধ্যে কেহ যেন ক্ষত্রিয় কুলে আর জন্মগ্রহণ না করে, যাঁহাদিগের ভিক্ষামাত্র জীবিকা, সেই ব্রাহ্মণদিগকেই আমি নিত্য নমস্কার করি। সেই পাপ সুযোধন রাজসভামধ্যে আমাকে দেখিয়া গোরু অর্থাৎ বহু-পুরুষভোগ্যা বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, তাহা আমার পরম দুঃখ; তদ্ভিন্ন সভামধ্যে অন্য যে সকল অযুক্ত বাক্য কহে, তাহা তদপেক্ষাও গরিষ্ঠ; কিন্তু এইক্ষণে তোমার বিয়োগ জন্য এই দুঃখ উক্ত সকল দুঃখাপেক্ষা অধিক গুরু বোধ হইতেছে। তুমি প্রবাসে গমন করিলে অবশ্যই তোমার ভ্রাতারা জাগরণসময়ে তোমার বীরত্বকর্ম্ম সকল পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া ত্বদীয় কথাতেই রত থাকিবেন। হে পার্থ! তুমি দীর্ঘকাল প্রবাস করিলে ভোগ, ধন [illegible] জীবনে আমাদিগের সন্তোষ বা মতি থাকিবে না। হে পার্থ! আমাদিগের সকলের জীবন, মরণ, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ বা দুঃখ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। হে কৌন্তেয় ভারত! আমি তোমাকে সম্ভাষণ করিলাম, তুমি মঙ্গল লাভ কর। হে অনঘ! তুমি এই কার্য্য বলবান্ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধেও সংসাধন করিতে পারিবে; তুমি বিজয়ের নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে অবিলম্বে গমন কর। আমি ধাতা ও বিধাতাকে প্রণাম করি, তুমি অনাময় স্বস্তি প্রাপ্ত হও। হে ধনঞ্জয়! হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তোমার গমনের পথ রক্ষা করুন, যেহেতু তুমি জ্যেষ্ঠের অর্চ্চনা ও আজ্ঞা পালন করিয়া থাক। আমি তোমার শান্তির নিমিত্ত বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, বিশ্বদেব ও সাধ্যগণকে প্রণিপাত করি। হে ভারত! অন্তরীক্ষস্থ, পৃথিবীস্থ, স্বর্গস্থ ও অন্য অন্য বিঘ্নকর ভূতগণ হইতে তোমার শুভ হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্বিনী কৃষ্ণা এইরূপ আশীর্ব্বাক্য কহিয়া বিরতা হইলে পর পাণ্ডুপুত্র মহাবাহু অর্জ্জুন পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া মনোহর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা-লাভে প্রযত্ন-পরায়ণ পরাক্রমশীল তেজঃপুঞ্জ অর্জ্জুনের গমন-পথ হইতে সমস্ত ভূতগণ স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। হে তাত! তিনি তপোধনগণের নিষেবিত বহু-পর্ব্বত প্রদেশে গমন করিলেন। পরন্তপ মহাত্মা অর্জ্জুন যোগযুক্ত হইয়া বায়ুতুল্য বা মনঃসদৃশ দ্রুত গতিতে এক দিবসের মধ্যেই দেবগণ সেবিত অতি পবিত্র দিব্য হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। অনন্তর দিবা রাত্রি অলস পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অতিক্রম করত সুদুর্গম স্থান সকল উত্তীর্ণ হইয়া ইন্দ্রকীল-নামক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি অন্তরীক্ষ হইতে "তিষ্ঠ" এই বাক্য স্পষ্টরূপে শুনিলেন। পাণ্ডুপুত্র সব্যসাচী ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র সর্ব্ব দিক্ অবলোকন করিয়া কোন বৃক্ষমূলে পিঙ্গলবর্ণ, জটিল, কৃশ এবং ব্রাহ্মী শ্রীতে দীপ্যমান এক তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। সেই মহাতপস্বী, অর্জ্জুনকে তত্রস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ধনু, শর, কবচ, তলত্রাণ ও অসি ধারণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইলে? এখানে অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন নাই, ইহা ক্রোধ হর্ষ-রহিত শান্ত-স্বভাব তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের আলয়। বৎস! এ স্থানে যখন সংগ্রাম সম্ভাবনা হয় না, অতএব ধনুতে প্রয়োজন নাই, তুমি ধনু পরিত্যাগ কর; তুমি এখানে আসিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে বীর! তোমা ভিন্ন কোন পুরুষ বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন কোথাও নাই।

সেই ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে হাস্যপূর্ব্বক এইরূপ কহিলেন; পরন্তু দৃঢ়নিষ্ঠ অর্জ্জুনকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিলেন না। তদনন্তর সেই দ্বিজ প্রীত হইয়া হাস্যবদনে কহিলেন, হে অরিসূদন! আমি ইন্দ্র, তোমার ভদ্র হউক, তুমি আমার

নিকটে বর প্রার্থনা কর। কুরুকুলোদ্বহ শৌর্য্যসম্পন্ন ধনঞ্জয় ইহা শ্রবণ করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচনকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকটে সমুদায় অস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার অভিপ্রেত কামনা অতএব আমাকে এই বর প্রদান করুন। মহেন্দ্র অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া হাস্য করত কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি যখন এখানে আগমন করিয়াছ, তখন তোমার অস্ত্রে আর প্রয়োজন কি? তুমি সম্প্রতি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব উত্তম লোকে বাস প্রার্থনা কর। ধনঞ্জয় ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ত্রিদশাধিপ! আমি উত্তম লোক কিংবা কাম্য ভোগ বা দেবত্ব বাঞ্ছা করি না, অন্য সুখের কথা কি! আমি সকল দেবগণের উপর আধিপত্য-প্রাপ্তিরও কামনা করি না। আমি বৈরনির্যাতন না করিয়া এবং ভ্রাতৃগণকে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়া কি সকল লোকে চিরকালের নিমিত্ত অকীর্ত্তিভাজন হইব? সর্ব্বলোকপূজ্য বৃত্রহা অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে পরিসান্ত্বনা করত কহিলেন, বৎস! যখন তুমি ভূতপতি শূলধর ত্রিলোচন শিবকে দর্শন করিবে, তখন আমি তোমাকে সমুদায় দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই পরমেষ্ঠী দেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হও, তাঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হইলে সমুদায় প্রাপ্ত হইবে। শক্রদেব ফাল্গুনকে ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ফাল্গুনও যোগযুক্ত হইয়া সেই স্থানে থাকিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কিরাত প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থের এই কথা আমি বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি। সেই পুরুষপ্রবর দীর্ঘবাহু ধনঞ্জয় যেরূপে অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই তেজস্বী পুরুষ ভয়রহিতের ন্যায় হইয়া মনুষ্যশূন্যবনে যেরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন; হে ব্রহ্মবিত্তম দ্বিজোত্তম! তিনি সেই স্থানে বসতি করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং যেরূপে তিনি ভগবান্ মহাদেব ও ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রসাদে সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ আপনি দিব্যও মানুষ সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন। হে ব্রহ্মন্! সংগ্রামে অপরাজিত প্রহারকশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যে-পূর্ব্বকালে মহাদেবের সহিত লোকের লোমাঞ্চজনক উপমারহিত অত্যন্ত অদ্ভুততম সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিয়া শৌর্য্যসম্পন্ন নরসিংহ পাণ্ডবদিগের দৈন্য, হর্ষ ও বিস্ময়প্রযুক্ত হৃৎকম্প হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন সেই পার্থ অপর যে যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আপনি বলুন। সেই শূর অর্জ্জুনের অত্যল্প কার্য্যও নিন্দিত বলিয়া লক্ষ্য হয় না, অতএব তাঁহার সমুদায় চরিত আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বৎস কৌরব-শার্দ্দূল! মহাত্মা পার্থের মহাদেবের সহিত যে গাত্রসংস্পর্শ ও সম্যক্ সমাগম হইয়াছিল, তদ্বিষয়িকী অদ্ভুতোপমা মহতী দিব্য কথা আপনার নিকট কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্! সর্ব্বলোক মধ্যে মহারথ মহাবল-সম্পন্ন অমিত-বিক্রম মহাবাহু কুরুনন্দন ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সংযত-চিত্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবদেব শঙ্করের দর্শনাভিলাষে সেই দিব্য ধনু ও স্বর্ণমুষ্টি-যুক্ত খড়্গ ধারণপূর্ব্বক হিমালয় শিখর উদ্দেশে উত্তরদিকে গমন করিলেন। তিনি তপস্যার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় ও পরম ত্বরান্বিত হইয়া একাকীই কণ্টক যুক্ত, নানাপুষ্প-ফলান্বিত, নানাপক্ষি-নিষেবিত, নানামৃগগণাকীর্ণ ও সিদ্ধচারণ গণ সেবিত ঘোর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সেই নির্ম্মনুষ্য বনমধ্যে প্রবেশ করিলে স্বর্গে শঙ্খ ও পটাহের বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল; মহীতলে মনোহর মহৎ পুষ্পবর্ষণ আরম্ভ হইল; এবং মেঘ-জাল বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বত্র আচ্ছাদন করিল। তিনি তৎকালে মহা-গিরির সন্নিহিত বনদুর্গ-সকল অতিক্রম করিয়া হিমালয় গিরিপৃষ্ঠে অবস্থান করত সুশোভিত হইলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, বহুবিধ বৃক্ষ-সকল প্রফুল্ল হইয়া শোভা পাইতেছে; ঐ সকল বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমগণ মনোহর স্বরে রব করিতেছে; এবং বৈদূর্য্যমণি সদৃশ বিমল প্রভা-বিশিষ্ট,বিপুল আবর্ত্তযুক্ত, পবিত্র নির্ম্মল শীতল সলিলযুক্ত নদী-সকল বিরাজ করিতেছে, তাহাতে হংস, কারণ্ডব ও সারসপক্ষিসকল মধুর স্বরে গান করিতেছে; ঐ সকল নদীর সন্নিকৃষ্ট মনোহর কাননে ময়ূর, পুংস্কোকিল ও বক কুলের কলঘোষ মনোরম্যরূপে শ্রুত হইতেছে। অতিরথ পার্থ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীত-চিত্ত হইলেন। উগ্রতেজস্বী মহাত্মা অর্জ্জুন তখন সেই রমণীয় বনস্থলে উগ্র-তপস্যায় প্রবৃত্ত হওত রমণশীল হইয়া তৃণময় বাস পরিধান এবং দণ্ড ও অজিনরূপ ভূষণ ধারণপূর্ব্বক শীর্ণ ও পতিত পর্ণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্র অন্তর এক দিন ও দ্বিতীয় মাসে ছয় রাত্রির অন্তর এক দিন এবং তৃতীয় মাসে পক্ষান্তে এক দিন ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরতসত্তম মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন চতুর্থ মাস প্রাপ্ত হইলে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নিরালম্ব ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ-দ্বারা অবনীতে অধিষ্ঠান করত অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অপরিমিত-তেজস্বী মহাত্মা অর্জ্জুনের শিরোরুহ জটাসকল সর্ব্বদা স্নানজন্য বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সরোরুহের ন্যায় মনোহর হইল।

অনন্তর সমস্ত মহর্ষি পার্থকে উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া পিনাকী দেবের সমীপে তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার অভিলাষে, গমন করিলেন। তাঁহারা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের সেই কর্ম্ম কহিতে লাগিলেন, হে দেবনাথ! মহাতেজস্বী অর্জ্জুন হিমালয়-গিরিপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া অপার উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার তপস্যার তেজে চতুর্দ্দিক্ ধূম সমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তিনি যে কি অভিপ্রায়ে এরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। তিনি ঐ তপস্যাদ্বারা আমাদিগের সকলকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন; আপনি তাঁহাকে সাধুরূপে নিবারণ করুন।

ভূতপতি উমাপতি, মহাত্মা মুনিদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুনের নিমিত্ত তোমাদিগের কোন প্রকার বিষাদ করা কর্ত্তব্য নয়,তোমরা যেখান হইতে আগমন করিয়াছ, হৃষ্ট ও অতন্দ্রিত হইয়া তথায় আশু গমন কর। আমি অর্জ্জু-

নের মনোগত সঙ্কল্প জানিতেছি, তাঁহার স্বর্গ, ঐশ্বর্য্য বা পরমায়ুর কামনা নাই; তাঁহার যাহা অভিলষিত, তৎসমস্ত আমি অদ্য সম্পন্ন করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবাদী ঋষিগণ মহাদেবের সেই সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে স্ব স্ব আলয়ে পুনরাগমন করিলেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সকল মহাত্মা তপস্বী গমন করিলে সর্ব্বপাপহর ভগবান্ পিনাকধারী হর সুবর্ণবৃক্ষ-সন্নিভ কিরাত-বেশ ধারণপূর্ব্বক দ্বিতীয় বিপুল সুমেরু গিরি ও মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত ধনু ও আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ ধারণ করত মহাবেগে অর্জ্জুন-সন্নিধানে যাত্রা করিলেন। কিরাতবেশে সংচ্ছন্ন সেই শ্রীমান্ শঙ্কর সমান বেশ ও সমানব্রতধারিণী উমা দেবী ও নানাবেশধর হৃষ্টচিত্ত ভূতগণ এবং সহস্র সহস্র অঙ্গনার সহিত অর্জ্জুন সন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন। হে ভারত মহারাজ! তখন সেই স্থান অতীব শোভমান হইল। ক্ষণকালের মধ্যে সেই বনের সর্ব্ব স্থল নিস্তব্ধ হইল; প্রস্রবণধ্বনি ও বিহঙ্গম-রব একেবারে উপরত হইয়া গেল। মহাদেব উক্ত প্রকারে কিরাত-বেশ ধারণপূর্ব্বক অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিয়া মূক-নামক অদ্ভুতদর্শন এক দানবকে দেখিতে পাইলেন। সেই দানব বরাহরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছিল; নির্দ্দোষ-স্বভাব অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ ধারণ এবং ঐ ধনুতে টঙ্কার ধ্বনিপূর্ব্বক জ্যারোপণ করত সেই দানবকে সম্বোধন করিয়া উত্তমরূপে কহিলেন, আমি এখানে আগমন করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি তুমি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাকে অগ্রেই যমালয়ে প্রেরণ করি। কিরাতরূপী শঙ্কর দৃঢ়ধন্বী ফাল্গুনকে সেই দানবকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া সহসা তাঁহাকে এই বলিয়া নিবারণ করিলেন যে, আমি পূর্ব্বে এই ইন্দ্রনীল মণির তুল্যপ্রভা-যুক্ত দানবকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ফাল্গুন তাঁহার ঐ কথা অনাদর করিয়া সেই বরাহের প্রতি প্রহার করিলেন এবং কিরাত-বেশধারী মহাদ্যুতি মহাদেবও সেই সময়ে উক্ত দানবকে লক্ষ করিয়া অগ্নিশিখা-সদৃশ ও অশনি-তুল্য এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পার্থ ও কিরাতের নিক্ষিপ্ত শরদ্বয় মূকের শৈলসদৃশ ও বিস্তীর্ণ দেহে এক সময়েই পতিত হইল। যেরূপ পর্ব্বতে এককালীন ইন্দ্রাস্ত্র বজ্র ও মেঘ জাত অশনির নির্ঘোষ হয়, সেই রূপ তখন অর্জ্জুন ও কিরাতরূপী মহাদেবের শর-দ্বয়ের সংযোগে ভীষণ শব্দ হইল। অনন্তর সেই মূক দানব দীপ্তমুখ সর্প-সদৃশ বহুল বাণে আহত হইয়া পুনর্ব্বার ভয়ানক রাক্ষস-রূপ ধারণ করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর অমিত্রহা কুন্তীপুত্র জিষ্ণু কিরাত-বেশে প্রচ্ছন্ন বহুল স্ত্রীসহায় সেই কাঞ্চনবর্ণ পুরুষকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রীতচিত্ত হইয়া হাস্তবদনে কহিলেন, হে কনকপ্রভ! তুমি কে এই শূন্য কানন মধ্যে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছ? তুমি কি এই ঘোর অরণ্য-মধ্যে ভীত হইতেছ না? এই বরাহ রূপ রাক্ষস স্বেচ্ছা-বশতই হউক বা আমাকে অভিভব করিবার নিমিত্তই হউক এখানে আসিয়াছিল, এজন্য আমি ইহাকে বধ করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম; তুমি কি জন্য ইহাকে শর-বিদ্ধ করিলে? তুমি আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না। হে পুরুষাশ্রিত! অদ্য তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহা মৃগয়ার ধর্ম্ম নহে, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে জীবনশূন্য করিব। কিরাত-বেশধারী মহাদেব সব্যসাচীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য মুখে মৃদু বাক্যে কহিলেন, হে বীর! আমার বনবাস জন্য তুমি ভয় করিও না, আমরা বনবাসী, আমাদিগের এই বনান্তিক ভূমিই সর্ব্বদা বাসের উপযুক্ত; তুমি কি জন্য এই স্থানে দুষ্কর বাস মনোনীত করিয়াছ? হে তপোধন! এই বহুজন্তুসমাকীর্ণ স্থানে আমরা বাস করিয়া থাকি, তুমি অগ্নিসদৃশকান্তিসম্পন্ন, সুকুমার ও সুখভোগার্হ হইয়া একাকী এই জনশূন্য দেশে কিরূপে বিচরণ করিবে? অর্জ্জুন বলিলেন, হে বনচর! আমি গাণ্ডীব ও অগ্নিতুল্য প্রভাবান্বিত নারাচ সকল আশ্রয় করিয়া দ্বিতীয় অগ্নিকুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় এই মহারণ্যে বাস করিতেছি। দেখ, এই মহাজন্তু ভীমরূপ রাক্ষস পশুরূপ ধারণ করিয়া আমাকে বিনষ্ট করিতে আসিয়াছিল, আমি ইহাকে নিহত করিলাম। কিরাত কহিলেন, এই রাক্ষস অগ্রে আমার ধনুর্ম্মুক্ত বাণসমূহে তাড়িত ও অভিহত হইয়া শয়ন করত শমনসদনে গমন করিয়াছে। এই রাক্ষস আমারই লক্ষ্যভূত ও আমারই পূর্ব্বস্বীকৃত এবং আমার প্রহারেই গতজীবিত হইয়াছে। হে মন্দবুদ্ধে! তোমার স্বীয় দোষ অন্যের প্রতি আরোপিত করা উপযুক্ত হয় না, তুমি স্বীয় বলদর্পে দর্পিত হইয়া ঐ দোষে অবলিপ্ত হইয়াছ, অতএব তুমি আমার হস্ত হইতে জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পাইবে না, তুমি থাক, আমি তোমার প্রতি অশনিতুল্য বাণসকল নিক্ষেপ করি, তোমার যত শক্তি থাকে, তদনুসারে তুমিও আমার প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন অর্জ্জুন কিরাতের সেই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া বহু শরদ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরাতও হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার সেই শরসকল স্বীকার করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিলেন, অরে মন্দ! অরে মন্দ! তুই মর্ম্মভেদী নারাচসমূহ আমার প্রতি প্রহার কর। অর্জ্জুন ইহা শুনিয়া সহসা তাঁহার উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিরাত ও অর্জ্জুন উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত উভয়ের প্রতি মুহুর্মুহু আশীবিষ-তুল্য বাণ সকল আঘাত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন কিরাতের প্রতি যত শরবৃষ্টি করেন, কিরাতরূপী শঙ্কর প্রসন্ন-মনে তৎসমুদায় গ্রহণ করেন। পিনাকী এইরূপে এক মুহূর্ত্তকাল অর্জ্জুনের শরবর্ষণ অঙ্গীকার করত অক্ষত শরীরে গিরির ন্যায় অচলরূপে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধনঞ্জয় আপনার বাণবর্ষণ বিফল দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি হিমালয়-শিখরবাসী ইহার শরীর অতি সুকুমার, এ ব্যক্তি আমার গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত নারাচসমূহ অব্যাকুল চিত্তে স্বীকার করিতেছে; এ ব্যক্তি কে? সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, কি অন্য কোন দেবতা, কিংবা যক্ষ বা কোন অসুর হইবে, কেন না এই গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় পৃষ্ঠে দেবতা-

দিগেরও সমাগম হইয়া থাকে ; কিন্তু পিনাকপাণি মহাদেবভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই আমার নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শরজাল সহ্য করিতে পারে না। এ ব্যক্তি যক্ষই হউক বা রুদ্রব্যতিরিক্ত কোন দেবতাই হউক, আমি ইহাকে তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। জিষ্ণু এইরূপ ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মর্ম্মভেদী বাণ সকল ভাস্করের কিরণ-বিকীরণের ন্যায় শতধা মোচন করিলেন। লোকভাবন ভগবান্ শূলপাণি প্রসন্নচিত্ত হইয়া পর্ব্বতের শিলাবৃষ্টি-গ্রহণের ন্যায় সেই শরবৃষ্টি গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে বাণবৃষ্টি করাতে ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার বাণসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি আপনার শরক্ষয় দেখিয়া তীব্র ভয়ে ভীত হইলেন এবং যিনি পূর্ব্বে খাণ্ডব বনে তাঁহাকে অক্ষয় তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ হুতাশনকে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার সমুদায় বাণ ক্ষয় হইল, অতএব ধনুর্দ্বারা আর কি নিক্ষেপ করিব। এই পুরুষ কে? এ যে আমার সমুদায় বাণ গ্রাস করিয়া ফেলিল। যাহা হউক, এক্ষণে শূলাগ্রদ্বারা কুঞ্জর-বিনাশের ন্যায়, ইহাকে ধনুষ্কোটিদ্বারা বিনষ্ট করিয়া দণ্ডধর যমের নিকেতনে প্রেরণ করি। মহাদ্যুতি অর্জ্জুন ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ধনুষ্কোটিদ্বারা গ্রহণ ও জ্যাপাশে আকর্ষণ করিয়া বজ্রতুল্য কঠিন মুষ্টিদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহার করিলেন। বীর-শত্রুহন্তা ধনঞ্জয় যখন ধনুষ্কোটিদ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন কিরাতবেশধারী মহাদেব তাঁহার সেই দিব্য ধনু তাঁহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন শরাসন-রহিত হইয়া হস্তে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ শেষ করিবার অভিলাষে কিরাতের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন। তদনন্তর তিনি পর্ব্বতাঘাতেও অকুণ্ঠিত ও শাণিত সেই খড়্গ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ভুজবীর্য্য দ্বারা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলেন। কিন্তু সেই মহাখড়্গ কিরাতের মস্তকে স্পৃষ্ট হইবা মাত্র বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন, বৃক্ষ ও শিলাদ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরাতরূপী ভগবান্ স্বীয় বৃহৎকায়ে সেই বৃক্ষশিলাঘাতও সহ্য করিলেন। পরে মহাবল পার্থ ক্রোধপ্রযুক্ত মুখে ধূম উৎপাদন করত কিরাতরূপধারী দুরাধর্ষ মহাদেবের প্রতি পুনঃপুনঃ বজ্রকল্প মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে কিরাতরূপী মহাদেবও ইন্দ্রের অশনি সম অতিদারুণ মুষ্টিদ্বারা পাণ্ডবকে ভূয়োভূয় পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধ্যমান পাণ্ডব ও কিরাত উভয়ের মুষ্টিপ্রহারে ঘোরতর চট চটা শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহাদিগের সেই ভুজ-প্রহার যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল বৃত্র বাসবের যুদ্ধতুল্য লোমাঞ্চজনক ও অত্যন্তরূপ হইল। অনন্তর বলবান্ জিষ্ণু বক্ষোদ্বারা কিরাতকে হনন করিলে, বলশালী কিরাতও বিচেষ্টমান অর্জ্জুনকে বক্ষোদ্বারা হনন করিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পর হস্ত-নিষ্পেষণ ও বক্ষঃস্থল-সঙ্ঘর্ষণে উভয়ের গাত্রে অঙ্গার ধূমযুক্ত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব রোষবশত স্বীয় তেজে দেহদ্বারা বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে পীড়ন করিয়া তাঁহার চেতনকে বিমোহিত করিলেন। হে ভারত! তৎপরে ফাল্গুনু দেবদেবকর্ত্তৃক অঙ্গপ্রত্যঙ্গচালনায় অসমর্থ হইয়া অতিপীড়িত হস্তপদাদিদ্বারা পিণ্ডীকৃতের ন্যায় হইলেন। তিনি মহাত্মা শঙ্করকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হওয়াতে শ্বাসরহিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া প্রাণবিযুক্তের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। পাণ্ডুনন্দন ঐরূপ অবস্থায় মুহূর্ত্তকাল থাকিয়া রুধিরাক্ত দেহে পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভূতল হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর শরণ্য ভগবান্ পিনাকপাণি মহাদেবের শরণাগত হইয়া মৃন্ময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করত তাহাতে মাল্যদ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ঐ মাল্য কিরাতের মস্তকস্থিত দেখিয়া, হর্ষদ্বারা স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। ভগবান্ ভব অর্জ্জুনের বিস্ময়প্রাপ্তি ও তপস্যাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষীণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরযুক্ত বাক্যে কহিলেন, ভো ভো ফাল্গুন! তোমার অনুপম কার্য্যদ্বারা আমি তুষ্ট হইয়াছি, শৌর্য্য ও ধৈর্য্যে তোমার তুল্য কোন ক্ষত্রিয় নাই। হে নিষ্পাপ ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহো! তোমার তেজ ও বীর্য্য আমার তেজ ও বীর্য্যের সমান; আমি অদ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে বিশাললোচন! তুমি আমাকে দর্শন কর, আমি তোমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতেছি। তুমি পুরাতন ঋষি, যদি সমুদায় দেবগণও তোমার শত্রু হন, অথচ তুমি তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিবে। আমি অন্যের অনিবারিত অস্ত্র তোমাকে প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করিব, তুমি অচিরকালেই আমার সেই অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহেন, অনন্তর পরপুরঞ্জয় পার্থ দেবীর সহিত মহাদ্যুতিমান্ মহাদেব শূলপাণি গিরিশকে দর্শন করিলেন এবং জানুতে ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা প্রণিপাত করিয়া হরকে প্রসন্ন করিলেন, অনন্তর কহিলেন, হে কপর্দ্দিন্! হে সর্ব্বদেবেশ! হে ভগনেত্রনিপাতন! হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! হে জটাধর! আমি তোমাকে সমস্ত কারণের মধ্যে পরম কারণ, সমস্ত দেবতার গতি, ত্র্যম্বক ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া জানি। হে দেব! তোমা হইতেই এই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সুর, অসুর ও মানুষ, এই লোকত্রয়ের অজেয়; তুমি বিষ্ণুরূপী শিব এবং শিবরূপী বিষ্ণু; তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্ররূপ সংহারক মূর্ত্তিতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি ললাটনেত্র, সর্ব্বস্বরূপ ও সকলের অর্চ্চনীয়; তোমাকে নমস্কার। হে শূলপাণে! তুমি পিনাকধারী, সূর্য্যস্বরূপ, বিশুদ্ধদেহ এবং তুমিই সকলের বিধাতা; তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূত মহেশ্বর! তুমি গণের অধিপতি, বিশ্বের কল্যাণ ভূমি লোক-কিরণের কারণ প্রকৃতি-পুরুষাতীত, শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতর এবং সংহারকর্ত্তা; আমি তোমার প্রসন্নতা লাভ করিতে প্রার্থনা করি। হে ভগবন্! হে শঙ্কর! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে দেবনাথ! আমি তোমার দর্শনাভিলাষেই তোমার প্রিয় তাপসালয় এই উত্তম মহাগিরিতে আগমন করিয়াছি। হে ভগবন্ মহাদেব! তুমি সর্ব্বদেবের নমস্কৃত, তোমাকে বিনতি করিতেছি; আমি অজ্ঞান ও অতি সাহস প্রযুক্ত যে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়াছি, তজ্জন্য যেন আমার অপরাধ না হয়। হে কল্যাণকর! আমি তোমার শরণাগত, তুমি অদ্য আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজস্বী বৃষধ্বজ শিব হাস্য করিয়া অর্জ্জুনের মনোহর বাহু ধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, আমি

১০। পার্থকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান।



মহাদেব কহিলেন, হে পার্থ! মৎপ্রিয় পাশুপত অস্ত্র ধারণ, মোচন ও সংহার করিতে তুমিই সমর্থ, অতএব তোমাকে তাহা প্রদান করিতেছি। এই অস্ত্র ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও বায়ু, ইহাঁরাও অবগত নহেন, মনুষ্যেরা কি প্রকারে জ্ঞাত হইবে। ৩২১ পৃষ্ঠা ( বনপর্ব্ব ).

তামাকে ক্ষমা করিলাম। ভগবান্ বৃষভধ্বজ হর প্রীতচিত্তে পার্থকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া পুনর্ব্বার সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মহাদেব কহিলেন, হে পার্থ! তুমি পূর্ব্বজন্মে নারায়ণ-সহায় নর-নামক ঋষি থাকিয়া বদরিকাশ্রমে বহু অযুত বৎসর উগ্র তপস্যা করিয়াছিলে। তুমি, পুরুষোত্তম বিষ্ণু, উভয়ে পরম তেজস্বী ও পুরুষপ্রধান; তোমরা তেজোদ্বারা জগৎকে ধারণ করিতেছ। হে প্রভো! ইন্দ্রের অভিষেক সময়ে তুমি ও নারায়ণ উভয়ে মেঘের ন্যায় শব্দায়মান ধনু গ্রহণ করিয়া দানবগণকে শাসন করিয়াছিলে। হে পুরুষসত্তম পার্থ! সেই ধনু এই গাণ্ডীব, ইহা তোমারই হস্তের উপযুক্ত,যাহা আমি মায়াবলম্বন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে কুরুনন্দন পার্থ! এই তূণদ্বয় তোমারই উপযুক্ত, ইহা পুনর্ব্বার অক্ষয় হইবে এবং তোমার শরীর রোগশূন্য হইবে। হে পুরুষোত্তম পার্থ! তুমি সত্য-পরাক্রমী আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার নিকট মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে মানপ্রদ অরিন্দম! মর্ত্ত্য কি স্বর্গলোকেও তোমার তুল্য কোন পুরুষ এবং তোমা হইতে প্রধান কোন ক্ষত্রিয় নাই

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্ মহাদেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন, তবে, ব্রহ্মশির-নামক ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী যে রৌদ্র অস্ত্র, দারুণ যুগান্তকালে সমুদায় জগৎ সংহার করে; যখন ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের সহিত আমার মহাযুদ্ধ হইবে, তখন তোমার প্রসাদে যদ্দ্বারা যথোক্ত বিধানে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি; যাহা দ্বারা দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব,ও পন্নগ-গণকে সংগ্রামে দগ্ধ করিতে পারি; এবং যাহা মন্ত্রপূত করিলে সহস্র সহস্র শূল, উগ্রদর্শন গদা ও আশীবিষ-তুল্য বাণ উৎপন্ন হয়; হে প্রভো। আমি সেই নিদারুণ দিব্য পাশুপত অস্ত্র কামনা করি, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। হে ভগ-নেত্র-বিনাশক! আমি যাহাতে সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ, ও কৃপ ও নিত্য-কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া কৃত-কৃত্য হইতে পারি, তাহাই আমার মুখ্য অভিলষিত।

ভব কহিলেন, হে বিভো! মৎপ্রিয় পাশুপাত অস্ত্র ধারণ মোচন ও সংহরণ করিতে তুমিই সমর্থ, অতএব তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই অস্ত্র ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও বায়ু ইঁহারাও অবগত নহেন, মনুষ্যেরা কি প্রকারে জ্ঞাত হইবে? হে পার্থ! তুমি এই অস্ত্র সহসা কোন পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করিও না। অল্প তেজস্বী ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিলে সমুদায় জগৎ বিনাশ হইবে। যদি মনে মনে সংকল্প ও চক্ষুদ্বারা দর্শনপূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ধনুতে সংযোগ-দ্বারা এই অস্ত্র নিপাতিত করা যায়, তবে সচরাচর ত্রৈলোক্য মধ্যে কেহ ইহার অবধ্য থাকে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থ এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক শুচি ও সমাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট গমনপূর্ব্বক উপদেশ করুন, ইহা কহিলেন। তদনন্তর মহাদেব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে রহস্য ও উপসংহরণের সহিত সেই অস্ত্রের উপদেশ করিলেন। মূর্ত্তিমান্ যম সদৃশ সেই অস্ত্র যেপ্রকার উমাপতি ত্রিলোচনের উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিল, সেই প্রকার পার্থের উপা-সনায় নিযুক্ত হইল। পার্থও প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! তখন পর্ব্বত, বন, বৃক্ষ, গ্রাম, নগর, আকর, সাগর ও তৎসমীপ বদনোদ্দেশের সহিত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইল; সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরীর শব্দ হইতে লাগিল; এবং মুহুর্মুহু নির্ঘাত শব্দও শ্রুতি-গোচর হইল। অনন্তর দেব দানবগণ সেই ভীষণ অস্ত্রকে অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবের নিকট জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিমানরূপে অবস্থিত অবলোকন করিলেন। অসীম-তেজস্বী অর্জ্জুনের দেহে যে কিছু অশুভ ছিল, তৎসমুদায় ভগবান্ ত্র্যম্বকের সংস্পর্শে বিনষ্ট হইয়া গেল। হে রাজন্! তখন মহাদেব অর্জ্জুনকে, তুমি স্বর্গে গমন কর, এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে, অর্জ্জুন শিরো-নমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অমরগণের প্রভু নিয়ন্তা মহাদ্যুতি ভব গিরিশ উমাপতি শিব দৈত্য ও পিশাচগণের নিসূদন মহাধনু গাণ্ডীব পুরুষ প্রবর অর্জ্জুনকে দিলেন। তৎ-পরেপরে উমার সহিত মহাদেব শুভ্রবর্ণ তট, সানু ও কন্দর-বিশিষ্ট, অন্তরীক্ষচর মহর্ষিগণ-সেবিত শুভ সেই গিরিবর পরি-ত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সমক্ষেই আকাশপথে গমন করিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতপ্রবীর! যেরূপ ভানু লোক সকলের সমক্ষে অস্তগত হন, সেইরূপ পিনাকপাণি বৃষভধ্বজ, অর্জ্জুনের সাক্ষাতে, অন্তর্হিত হইলেন। তখন বীর-শত্রুহন্তা অর্জ্জুন, আমি সাক্ষাৎ মহাদেবকে দর্শন করিলাম, এই বলিয়া পরমবিস্মিত হইলেন। এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম,যে হেতু পিনাকপাণি ত্র্যম্বক বরপ্রদ মূর্ত্তিমান হরকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে স্পর্শন করিলাম। আমি আপনাকে উৎকৃষ্ট ও কৃতার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি; আমার যুদ্ধস্থলে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত বলিয়া বোধ হইতেছে; আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। অমিত-তেজস্বী পার্থ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বৈদূর্য্য মণিতুল্য কান্তিমান্ জলাধিপতি শ্রীমান্ বরুণদেব যাদোগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় কান্তিতে সর্ব্বদিক্ প্রকাশকরত তাঁহার সমীপে যাত্রা করিলেন। যাদোগণের ভর্ত্তা ও নিয়ন্তা বরুণদেব নদ,নদী, নাগ, দৈত্য ও সাধ্য দেবগণের সহিত তৎপ্রদেশে সমাগত হইলেন। অনন্তর যক্ষগণের সহিত সুবর্ণ বর্ণ-দেহধারী অদ্ভুতোপমারূপবান্ ধনাধি-পতি শ্রীমান্ কুবের মহাপ্রদীপ্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক যেন আকাশ মণ্ডলকে বিদ্যোতিত করত অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। সেইরূপ,লোকান্তকর শ্রীমান্ প্রতাপ-বান্ সর্ব্বপ্রাণি সংহারক সূর্য্যসুত অচিন্ত্যাত্মা ধর্ম্মরাজ সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি যম মূর্ত্তিমান ও অমূর্ত্তিমান পিতৃগণের সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক ও পন্নগ লোক প্রকাশিত করত যুগান্তকালীন উদিত দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা সকলে মহাগিরির বিচিত্র ও দীপ্যমানশিখর সকল আশ্রয় করিয়া তথা হইতে তপস্বী অর্জ্জুনকে দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তে

কাল পরে সুরগণ-পরিবৃত ভগবান্ মহেন্দ্র মহেন্দ্রাণীর সহিত ঐরাবতোপরি আরোহণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার মস্তকে পাণ্ডুর বর্ণ আতপত্র ধৃত হওয়াতে তিনি যেন শুভ্রবর্ণ মেঘস্থিত নক্ষত্রপতি সুধাকররূপে শোভমান হইয়াছেন; এবং গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন; তিনি গিরি শৃঙ্গের আশ্রয়ে উদিত আদিত্যের ন্যায় অবস্থিত হইলেন। অনন্তর দক্ষিণ দিক্ স্থিত পরম ধর্ম্মজ্ঞ ধীমান যম মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে শুভ বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দর্শন কর, অদ্য আমরা লোকপাল সকল সমাগত হইয়াছি, তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগকে দর্শন করিতে ক্ষমতা লাভ কর। বৎস! তুমি নরনামে মহাবলবান্ অমিতাত্মা পুরাতন ঋষি ছিলে, ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে এক্ষণে মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিয়াছ। হে অনঘ! পরম ধার্ম্মিক মহাবীর্য্যবান্ বসুসন্তান তোমার পিতামহ ভীষ্মকে ও ভরদ্বাজনন্দনের সুরক্ষিত অগ্নিতুল্য দুস্পৃশ্য সমস্ত ক্ষত্রিয়কে তুমি রণে পরাজয় করিবে। হে কুরুনন্দন! যে সকল মহাবলশালী দানব মানবদেহ ধারণ করিয়াছে, তাহারা এবং নিবাতকবচ দানবেরা তোমার বধ্য; এবং যিনি সর্ব্বলোক প্রতাপী মৎপিতা সূর্য্যদেবের অংশ, সেই অতি বীর্য্যবান্ কর্ণও তোমার বধ্য। হে শত্রুকর্ষণ! দেব, দানব ও রাক্ষসের অংশে যাহারা নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা তোমাকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিপাতিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ফলানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইবে, হে ফাল্গুন! লোকে তোমার অক্ষয়া কীর্ত্তি থাকিবে। যখন তুমি মহাসংগ্রামে সাক্ষাৎ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, তখন তুমি বাসুদেবের সহিত পৃথিবীকে ভারশূন্যা করিবে! হে মহাবাহো! তুমি আমার নিকট হইতে অনিবার্য্য এই দণ্ডাস্ত্র গ্রহণ কর, এই অস্ত্রদ্বারা সুমহৎ কার্য্যও সাধন করিতে পারিবে।

হে কুরুনন্দন জনমেজয়! পার্থ ইতিকর্ত্তব্যতা প্রয়োগ ও উপসংহারের বিধির সহিত যাম্য অস্ত্র মন্ত্রসমেত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জলজন্তুগণের অধীশ্বর জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ প্রভু বরুণদেব পশ্চিমদিক্ হইতে কহিলেন, হে বিশাল-তাম্রলোচন পার্থ! তুমি ক্ষত্রিয়কুলের মুখ্য ও ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ; আমি জলাধিপতি বরুণদেব, আমাকে দর্শন কর। হে কুন্তীনন্দন! রহস্য, মন্ত্র ও উপসংহারের বিধির সহিত আমার সমুদ্যত এই অনিবার্য্য বারুণাস্ত্র পাশ-সমূহ গ্রহণ কর। হে বীর মহাসত্ত্ব! পূর্ব্বে বৃহস্পতিপত্নী তারকা যাহাতে আময়ের ন্যায় বিনাশহেতু হন, সেই সংগ্রামে আমি এই সকল পাশদ্বারা সহস্র সহস্র বৃহৎকায় দৈত্যকে বন্ধন করিয়াছিলাম; অতএব তুমি আমার প্রসাদে এই সকল পাশ গ্রহণ কর। তুমি ইহাদ্বারা আততায়ী হইলে, যমও তোমার নিকট হইতে নিস্তার পাইবে না। তুমি যখন সংগ্রামে এই অস্ত্র লইয়া বিচরণ করিবে, তখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যম ও বরুণ দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলে পর, কৈলাসনিবাসী কুবের তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ মহাবল পাণ্ডবেয়! কৃষ্ণের সহিত সমাগম হইলে আমার যেরূপ প্রীতি হয়, তোমার সহিত সমাগম হওয়াতে সেইরূপ প্রীতি হইয়াছে। সেই মহাবাহু সব্যসাচিন্! তুমি সনাতন পূর্ব্বদেব, তুমি পূর্ব্বকল্পে আমাদিগের সহিত সর্ব্বদা তপস্যা করিয়াছিলে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমার দর্শনহেতু তোমাকে এই দিব্য আদেশ করিতেছি, তুমি দুর্জ্জয় অমানুষ শত্রুসকলকেও জয় করিবে; তুমি আমার নিকট হইতে অত্যুত্তম অস্ত্র আশু গ্রহণ কর। এই শত্রুবিনাশক অস্ত্রদ্বারা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে পারিবে; অন্তর্দ্ধান-নামক এই অস্ত্র আমার প্রিয়; ইহা তোমার বল ও তেজের উদ্দীপন করিবে; এবং ইহা হইতে শত্রুদিগের মোহ জন্মিবে; অতএব ইহা প্রতিগ্রহ কর। যখন মহাত্মা শঙ্কর ত্রিপুরকে নিহত করিয়াছিলেন, তখন এই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, ইহাদ্বারা মহাসুর সকল দগ্ধ হইয়াছিল। হে সত্যপরাক্রম! তুমি সুমেরু-সদৃশ গৌরবান্বিত, তুমিই এই অস্ত্র ধারণ করিবার যোগ্যপাত্র, অতএব তোমার নিমিত্ত এই অস্ত্র উপস্থিত করিয়াছি।

অনন্তর মহাবাহু সম্পন্ন কুরুনন্দন অর্জ্জুন কুবেরের নিকট হইতে উক্ত দিব্যাস্ত্র বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুনকে মেঘ ও দুন্দুভিসদৃশ গভীরস্বরে মৃদুল বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে মহাবাহু কুন্তীপুত্র! তুমি পূর্ব্বতন ঈশান, ইহলোকে পরম সিদ্ধি ও সাক্ষাৎ দেবগতি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে অরিন্দম! দেবতাদিগের প্রয়োজনীয় সুমহৎ কার্য্য সিদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্ত তোমাকে স্বর্গারোহণ করিতে হইবে। হে মহাদ্যুতে! তুমি স্বর্গারোহণ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হও, তোমার নিমিত্ত মাতলির সহিত রথ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিবে। হে কৌরব্য! আমি তোমাকে দিব্য অস্ত্র সকল সেই স্বর্গেই প্রদান করিব।

ধীমান্ ধনঞ্জয় সেই সকল লোকপাল দেবতাকে গিরিমস্তকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তেজঃপুঞ্জ অর্জ্জুন সমাগত লোকপালদিগকে ফল, জল ও স্তুতিবাদ-দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিলেন। তৎপরে যথাভিলষিত মনঃসদৃশ বেগগামী দেবতাসকল ধনঞ্জয়কে প্রতিসম্মানিত করিয়া, যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর পুরুষেন্দ্র অর্জ্জুন অস্ত্রলাভ করিয়া হর্ষহেতু আপনাকে পূর্ণ-মনোরথ ও কৃতার্থ বলিয়া মানিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

### ইন্দ্রলোক গমন প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! লোকপাল দেবগণের গমনান্তে শত্রুনিহন্তা অর্জ্জুন, কতক্ষণে দেবরাজের রথ আসিবে, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ গুড়াকেশ ঐ রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মাতলির সহিত মহাপ্রভাবান্বিত রথ যেন জলদ-পটলী দ্বিধা করণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল তিমির শূন্য ও মহামেঘ রব-তুল্য শব্দে দিক্ সকল পূরণ করিয়া তথায় আগমন করিল। সেই রথে ভীষণ অসি, শক্তি, ভয়ানক গদা, দিব্য প্রভাবান্বিত প্রাস, মহাপ্রভান্বিত বিদ্যুৎ, অশনি, নির্ঘাত ও মহামেঘ-সদৃশ নিঃস্বনকারী বায়ুস্ফোটক চক্রযুক্ত পাষাণাদি-গোলক নিক্ষেপ যন্ত্র, প্রজ্জলিত মুখ মহাকায় স্থূলাকৃত সর্প সকল ও শুভ্র মেঘ রাশির ন্যায় সংহত শিলা রাশি, এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। বায়ুতুল্য বেগশীল দশ সহস্র অশ্ব সেই মায়ময় দিব্য রথ বহন করিয়া এমত বেগে আগমন করি-

তছে যে, তাহা নেত্রদ্বারা লক্ষ্য করা যায় না। রথের উপরি-ইন্দীবর সদৃশ শ্যাম বর্ণ উজ্জ্বল-প্রভান্বিত কনকভূষণ-ভূষিত বংশদণ্ড নির্ম্মিত মহানীলসদৃশ বৈজয়ন্তনামক ধ্বজ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু পার্থ ঐ রথে অবস্থিত, তপ্ত-হেমভূষিত, মাতলি নামক ইন্দ্রের সারথিকে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি ঐরূপ বিতর্ক করিতেছেন, এমত সময়ে মাতলি বিনীত ও অবনত হইয়া কহিলেন, ভো ভো শ্রীমান্ ইন্দ্রাত্মজ! ইন্দ্র আপ-নাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার প্রেরিত এই রথে শীঘ্র আরোহণ করুন। আপনার পিতা অমরপ্রবর শতক্রতু আমাকে কহিয়াছেন, "তুমি কুন্তীপুত্রকে এখানে আনয়ন কর, দেবতারা তাঁহাকে দেখুন।" শক্রদেব ইহা কহিয়া দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব আপনি পাকশাসনের আদেশানুসারে আমার সহিত মনুষ্য-লোক হইতে স্বর্গলোকে আরোহণ করুন; তথায় অস্ত্রলাভ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিবেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মাতলে! তুমি শত শত রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাও সুদুর্ল্লভ এই উৎকৃষ্ট রথে শীঘ্র গিয়া আরোহণ কর; এই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করা সুমহাভাগ্যবান ভূরিদক্ষিণাপ্রদ যাজ্ঞিক নৃপতিদিগের বা দেব-দানবদিগেরও দুর্ল্লভ। যাহারা কখন তপোনুষ্ঠান করে নাই, তাহাদিগের এই দিব্য মহারথে আরোহণ করিতে পারা দূরে থাকুক, তাহারা ইহা স্পর্শন বা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। হে সাধো! তুমি রথে আরূঢ় হইয়া অধিষ্ঠিত হইলে অশ্বসকল স্থির হইবে, তখন আমি সুকৃতী পুরুষের সৎপথে আরোহণের ন্যায় ঐ রথে আরোহণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জ্জুনের উক্ত বাক্য শ্রবণমাত্র ত্বরাপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রশ্মি দ্বারা অশ্বগণকে সংযত করিলেন। অনন্তর কুরুনন্দন কুন্তীপুত্র হৃষ্টচিত্তে গঙ্গায় অবগাহন করত শুচি হইয়া জপ মন্ত্র যথাবিধি জপ করিলেন; পরে বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মন্দর গিরিকে যথান্যায়ে সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, হে শৈল! তুমি স্বর্গপথাভিলাষী পুণ্যশীল সাধু ও পুণ্যকর্ম্মা মুনিগণের নিত্য আশ্রয়। হে শৈল! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসকল তোমার প্রসাদে স্বর্গপ্রাপ্ত ও ক্লেশরহিত হইয়া দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বিচরণ করেন। হে অদ্রিরাজ মহাশৈল! হে মুনিগণাশ্রয়! তীর্থসকল তোমাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। আমি তোমার আশ্রয়ে সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিতেছি। আমি তোমার সানু, কুঞ্জ, নদী, প্রস্র-বণ ও পুণ্যতীর্থসকল অনেক দর্শন করিয়াছি। সেই সেই স্থানে সুগন্ধি ফল-ভোজন এবং তোমার শরীর নিঃসৃত-সুগন্ধি জলসমূহ ও অমৃততুল্য সুস্বাদু প্রস্রবণবারি বহুশ পান করিয়াছি। হে প্রভু অচল শৈলরাজ! যেপ্রকার, শিশু পিতার ক্রোড়ে উত্তম-রূপে সুখে বাস করে, সেই প্রকার, আমি তোমার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়াছি। হে শৈল! আমি অপ্সরোগণ-সমাকীর্ণ ও বেদধ্বনি-নিনাদিত তোমার সানুতে সর্ব্বদা সুখে বাস করি-য়াছি। বীর শক্রহন্তা অর্জ্জুন এইরূপে শৈলরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করত দিব্য রথে আরোহণ করি-লেন। ধীমান্ কুরুনন্দন সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আদিত্যসদৃশ প্রভা-বিশিষ্ট অদ্ভুতকার্য্য দিব্যরথে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করি-লেন। তিনি ভূমিচারী মনুষ্যদিগের দর্শনপথের অতীত হইয়া সহস্র সহস্র অদ্ভুতদর্শন বিমান অবলোকন করিলেন। সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করেন না, লোক সকল স্ব স্ব পুণ্যলব্ধ প্রভা দ্বারাই প্রকাশ পান। যে সকল অতি বৃহৎ পদার্থ ইহ-লোক হইতে দূরতাপ্রযুক্ত দীপের ন্যায় দীপ্তিমান্ ক্ষুদ্র তারারূপ দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুনন্দন ফাল্গুন তাহাদিগকে স্বস্ব স্থানে স্বস্ব জ্যোতি-দ্বারা, দীপ্যমান, রূপবান্ ও সাতিশয় প্রভাসম্পন্ন দেখিলেন। তথায় সংগ্রামহত শত শত সিদ্ধ বীর রাজর্ষিরা স্ব স্ব তপস্যাবি-জিত সুরলোকে গমন করিতেছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে এবং আত্ম-প্রভায় জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যসদৃশ দীপ্ত-তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, অপ্সরোগণ ও লোক-সমূহকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া মাতলিকে প্রীতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি কহিলেন, হে বিভু পার্থ! ইহাঁরা সুকৃতী পুরুষ, স্বকৃত পুণ্যদ্বারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন, আপনি ভূতলে থাকিয়া ইহাঁদিগকেই তারারূপ দেখিয়াছেন। অনন্তর কুরু-পাণ্ডব-সত্তম অর্জ্জুন সশৃঙ্গ কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় চতুর্দ্দন্তযুক্ত, বিজয়ী শুভদর্শন ঐরাবত গজকে ইন্দ্রলোকের দ্বারে অবস্থিত অবলোকন করিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন পাণ্ডুনন্দন সিদ্ধ পথ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বতন নৃপোত্তম মান্ধাতার ন্যায় সুশোভিত হইয়া পুণ্যশীল রাজগণের স্থান অতিক্রম করিলেন। সেই মহাযশস্বী এইরূপে স্বর্গলোক পরিভ্রমণ করিয়া, পশ্চাৎ অমরা-বতী নাম্নী ইন্দ্র-পুরী দেখিতে পাইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন সিদ্ধচারণ-সেবিত, সমস্ত ঋতুকালজ কুসুম-বিভূষিত পবিত্র পাদপগণে উপশোভিত, রম্য পুরী দর্শন করিলেন। সেই অমরাবতী মধ্যে তিনি অপ্সরো-গণ-সেবিত নন্দন কানন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ, সৌগন্ধিক পুষ্প সমূহের পবিত্র-সৌরভ-মিশ্রিত পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণে বীজ্যমান হওয়াতে, তত্রস্থ দিব্য কুসুমান্বিত বিটপিগণ তাঁহাকে যেন আহ্বান করিতে লাগিল। সেই স্থান পুণ্যবান্-দিগেরই প্রাপ্য; অতপস্বী, অনগ্নিহোত্রী, যুদ্ধপরাঙ্মুখ অযা-জ্ঞিক, ব্রতবিহীন, বেদশ্রুতি রহিত, তীর্থস্নান-বিবর্জ্জিত, যজ্ঞ-দান-বহিষ্কৃত, যজ্ঞঘাতী, ক্ষুদ্র, মদ্য-পানরত, গুরুতল্পগ, বৃথামাংসভোজী বা দুরাত্মা ব্যক্তিরা কখন দর্শন করিতে পারে না। মহাবাহু অর্জ্জুন দিব্যগীতনিনাদিত উক্ত নন্দন-বন দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রপ্রিয় দিব্যপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। তিনি পুষ্প-সৌরভান্বিত পবিত্র বায়ুদ্বারা অনুবীজিত হইতে লাগিলেন এবং তথায় দেখিলেন, সহস্র সহস্র কামগ দেববিমান অবস্থিত আছে ও অযুত অযুত কামগ দেব-বিমান গমনা-গমন করিতেছে। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্ট হইয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থকে সৎকৃত করিলেন। মহবাহু পার্থ আশীর্ব্বাক্যে স্তুত হইয়া দিব্য বাদিত্রের সহিত শঙ্খ দুন্দুভি-ধ্বনিশ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে স্তূয়-

মান হইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞায় সুরবীথি নামে প্রসিদ্ধ বিপুল নক্ষত্র মার্গে গমন করিলেন। অরিন্দম কুরুনন্দন সেখানে সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, পবিত্র ব্রহ্মর্ষিগণ, দিলীপ প্রভৃতি বহুরাজর্ষিগণ, তুম্বুরু, নারদ ও হাহা হূহূ নামে গন্ধর্ব্বদ্বয়ের সহিত যথাবিধি সমাগত হইয়া পশ্চাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মহাবাহু পার্থ উৎকৃষ্ট রথ হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় পিতা দেবরাজকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। দেবরাজ হেমদণ্ডমণ্ডিত পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্রে শোভিত রহিয়াছেন, দিব্য গন্ধযুক্ত ব্যজনদ্বারা বীজিত হইতেছেন এবং বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব, স্তুতিবন্দী ও দ্বিজমুখ্যগণকর্তৃক ঋক্‌যজুঃ সামবেদোক্ত স্তুতি বাক্যে স্তূয়মান হইতেছেন। বলশীল কুন্তীপুত্র এবম্বিধ মহেন্দ্রের অভিমুখে গমন করিয়া শিরোনমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। দেবরাজ অর্জ্জুনকে বর্ত্তুল ও স্থূল বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিলেন; তদনন্তর পার্থের হস্ত গ্রহণ করিয়া দেবর্ষিগণ-সেবিত পবিত্র ইন্দ্রাসন সমীপে তাঁহাকে বসাইলেন। বীর শক্রহন্তা দেবেন্দ্র স্নেহাবনত অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। অমেয়াত্মা অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর বৃত্রশত্রু ইন্দ্র স্নেহবশত তাঁহাকে সান্ত্বনা করত পবিত্র গন্ধযুক্ত কর দ্বারা তাঁহার মুখস্পর্শ করিলেন। বজ্রধারী সহস্র-লোচন ইন্দ্র বজ্র-গ্রহণের চিহ্নযুক্ত কর দ্বারা গুড়াকেশ অর্জ্জুনের শরনিক্ষেপ-প্রযুক্ত জ্যাকর্ষণ-কঠিন, শুভলক্ষণাক্রান্ত, সুবর্ণ স্তম্ভ-সদৃশ, দীর্ঘবাহুদ্বয় শনৈঃশনৈঃ পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ও আস্ফোটন করত ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে পরিসান্ত্বনাপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল সহস্রনয়ন দ্বারা দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যে প্রকার চতুর্দ্দশী তিথিতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা উদিত হইয়া গগণমণ্ডল শোভিত করে, সেই প্রকার ইন্দ্র ও অর্জ্জুন একাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবসভার শোভা সম্পাদন করিলেন। সামগান বিশারদ তুম্বুরু-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ পরম মনোহর সামগাথা গান করিতে লাগিলেন। ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, সহজন্যা, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা, মধুরস্বনা ও অন্য অন্য সহস্র সহস্র বিপুল-নিতম্বিনী কমল-নয়না নর্ত্তকীগণ পয়োধর কম্পন ও কটাক্ষ হাব মাধুর্য্য দ্বারা সভাস্থদিগের মন, চিত্ত বুদ্ধি হরণ এবং সিদ্ধগণের চিত্ত সন্তোষ করত স্থানে স্থানে নৃত্য করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া সত্বরে উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা রাজপুত্র অর্জ্জুনকে পূজা করিলেন; অনন্তর তাঁহাকে পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিয়া ইন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করাইলেন। জিষ্ণু এইরূপে পিতার ভবনে পূজিত হইয়া মহাস্ত্র সকল উপসংহারের সহিত শিক্ষা করত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রপ্রিয় দুঃসহ বজ্রাস্ত্র এবং মেঘ ও ময়ূর লক্ষণাক্রান্ত মহাশব্দোৎপাদক অশনি সকল ইন্দ্রের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেন। কুন্তীসুত পাণ্ডব ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার স্মরণপথে অধিরূঢ় হওয়াতেও তিনি পুরন্দরের আদেশানুসারে পঞ্চ বৎসর কাল তথায় সুখে বাস করিলেন।

সুররাজ কোন সময়ে শিক্ষিতাস্ত্র অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি চিত্রসেনের নিকট নৃত্য গীত শিক্ষা কর, দেববিহিত বাদিত্র বিদ্যা, যাহা নরলোকে নাই, তাহা উপার্জ্জন কর; তাহাতে তোমার শ্রেয় হইবে। পুরন্দর ইহা কহিয়া চিত্রসেনকে অর্জ্জুনের সখা করিয়া দিলেন। অর্জ্জুন নিরাময় হইয়া চিত্রসেনের সহিত একত্র ক্রীড়া করত নৃত্য গীত বাদ্য ও শিক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সুবলপুত্র শকুনির দ্যূতক্রীড়া স্মরণ করিয়া ত্রস্তচিত্ত ও দুঃশাসন-বধ জন্য অমর্ষান্বিত হইয়া তাহাতে সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। পরন্তু নৃত্যগীতাদি দ্বারা যে কখন কখন অতুল-প্রীতি লাভ করিতেন, সেই হেতুই সেই সেই সময়ে অতুল্য গান্ধর্ব্ববিদ্যা নৃত্য বাদিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকবিধ সমস্ত নৃত্য বাদিত্র গীতার্থ গুণ শিক্ষা করিয়াও জননী কুন্তী ও ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর একদা দেবরাজ বাসব, অর্জ্জুনের দৃষ্টি উর্ব্বশীর প্রতি আসক্ত জানিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে নির্জ্জনে কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি অদ্য মৎপ্রেরিত হইয়া অপ্সরঃ-প্রধানা উর্ব্বশীর নিকটে গমন কর; উর্ব্বশী যেন পুরুষশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনকে সেবা করে। তুমি যেরূপ আমার নিয়োগানুসারে গৃহীতাস্ত্র অর্জ্জুনকে সম্মানিত করিয়া বিদ্যাবান্ করিয়াছ, সেইরূপ স্ত্রীসংসর্গ বিষয়েও তাঁহাকে নিপুণ করিবে। দেবরাজ গন্ধর্ব্বরাজকে এইরূপ কহিলে গন্ধর্ব্বরাজ, তথা এই বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে প্রধানা অপ্সরা উর্ব্বশীর নিকটে গমন করিলেন। পরে চিত্রসেন উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে উর্ব্বশী তাঁহাকে জানিতে পারিয়া স্বাগত প্রশ্নদ্বারা সম্মানিত করিল। অনন্তর চিত্রসেন সুখোপবিষ্ট হইয়া সুখোপবিষ্টা উর্ব্বশীকে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুশ্রোণি! শ্রবণ কর, সুরলোকের একাধিপতি ইন্দ্র তোমার প্রসন্নতায় অভিনন্দন করিয়া থাকেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিলাম। যিনি শ্রী, রূপ, শীল, ব্রত, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সহজ গুণসমূহ, বল ও বীর্য্যদ্বারা বিখ্যাত; যিনি স্বর্গ মর্ত্তলোকে কাহারও অবিদিত নহেন; যিনি সাধুসম্মত, জ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, প্রতাপবান্, ক্ষমাশীল ও মৎসর-রহিত; যিনি অষ্টাঙ্গসংযুক্ত মেধা ও গুরুশুশ্রূষা অবলম্বন করিয়া অঙ্গ, উপনিষৎ ও ইতিহাস পুরাণের সহিত চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন; যিনি একাকী ব্রহ্মচর্য্য দক্ষতা, আভিজাত্য ও বয়ঃক্রমদ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় এই স্বর্গ লোক রক্ষা করিতে সমর্থ হন; যিনি আত্মশ্লাঘা-রহিত, প্রিয়বাদী ও লোকের সম্মানকর্ত্তা; যাঁহার লক্ষ্য অতি সূক্ষ্ম হইলেও স্থূলরূপে উপলব্ধ হয়; যিনি সুহৃদ্গণের প্রতিপালন নিমিত্ত বিবিধ অন্নপান বর্ষণ করিয়া থাকেন; যিনি সত্যভাষী, সর্ব্বলোকপূজিত, সুবক্তা, রূপবান্, অনহঙ্কৃত, শরণাগতপালক, লোকমনোহর, সর্ব্বপ্রিয় ও যুদ্ধে অচল; এবং যিনি প্রার্থনীয় গুণগ্রামে মহেন্দ্র ও বরুণদেবের

সদৃশ; সেই বীরবর অর্জ্জুনকে তুমিও অবগত আছ; তিনি অদ্য স্বর্গ ফল প্রাপ্ত হউন। হে কল্যাণি! তিনি ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে অদ্য যাহাতে তোমার শরণাপন্ন হইয়া ত্বদীয় চরণযুগল প্রাপ্ত হন, তাহা কর।

অনিন্দিতা উর্ব্বশী চিত্রসেনের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত তদুক্ত বাক্য সম্মানপূর্ব্বক বহু মান্য করিয়া প্রীতচিত্তে কহিলেন, হে সাধো! তুমি আমার নিকট সেই পুরুষ-প্রবর অর্জ্জুনের যে গুণানুবাদ করিলে তাহা শুনিয়াই আমার মন মন্মথবাণে ব্যথিত হইয়াছে, অতএব আমি কি জন্য তাঁহাকে বরণ না করিব? সম্প্রতি মহেন্দ্রের আজ্ঞা ও তোমার সহিত আমার প্রণয় এবং ফাল্গুনের গুণসমূহে আমার অন্তঃকরণে কন্দর্পের উদয় হইয়াছে; অতএব তুমি যথাভিলষিত স্থানে গমন কর আমি অর্জ্জুনের নিকট সুখে গমন করিব

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উর্ব্বশী ঈষৎ হাস্য-সহকারে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বকে কৃতকার্য্য করত বিদায় করিয়া অর্জ্জুন-কামনায় অতি অভিলাষিণী হইয়া স্নানক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক বহুবিধ সুপ্রভান্বিত মনোহর স্নানালঙ্কার গন্ধমাল্য পরিধান করিল। তাহার স্বীয় অন্তঃকরণ ধনঞ্জয়ের রূপ চিন্তায় মন্মথ প্রেরিত পঞ্চশরদ্বারা অতিবিদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন ব্যতীত অন্যের প্রতি অনুরক্ত না হওয়াতে, ঐ পৃথুনিতম্বা ললনা মন্মথ-সন্তাপে উদ্দীপিতা হইয়া চিত্তসঙ্কল্প ভাবস্বরূপ মনোরথদ্বারাই যেন অর্জ্জুনকে লাভ করিয়া পল্লবাদি-বিরচিত বিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিল; এবং প্রদোষ সময়ে প্রগাঢ় চন্দ্রোদয় হইলে স্বীয় আলয় হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পার্থের ভবন উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। সেই বরাঙ্গনা কান্তি, প্রিয় দৃশ্যতা ও কুসুম-স্তবক ভূষিত কুঞ্চিত দীর্ঘ কোমল কেশপাশে শোভমানা হইয়া বক্র চন্দ্রে ভ্রূক্ষেপ স্বরূপ আলাপ মাধুর্য্যদ্বারা যেন শশাঙ্ককে আহ্বান করিতে করিতে পদ বিন্যাস করিতে লাগিল। গমনকালে তাহার হারশোভিত, উত্তম অঙ্গারযুক্ত, দিব্য চন্দনচর্চ্চিত,সুমুখ,স্তনযুগল বিচলিত হইতে লাগিল। স্তনভারবহনজন্য ক্লেশপ্রযুক্ত পদে পদে নত হইয়া গমন করাতে তাহার মধ্যদেশ ত্রিবলীদামে অদ্ভুত ও অতীব শোভিত হইল। তাহার নিতম্বদ্বারা উন্নত ও পীবর, উপত্যকার ন্যায় বিস্তীর্ণ অনবদ্য, স্বচ্ছরূপ জঘন স্থল সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত ও রশনাদামে বিভূষিত হওয়াতে দিব্য ঋষিদিগের ও চিত্তহরণশীল হইয়া মন্মথের আবির্ভাব স্থানরূপে শোভা পাইতে লাগিল; এবং তাহার তাম্রবর্ণ আয়ততল ও তাম্রবর্ণ অঙ্গুলিদ্বারা শোভিত, কিঙ্কিণী-পরিধান-জনিত-কিণযুক্ত কূর্ম্ম পৃষ্ঠ সদৃশ উন্নত চরণযুগলও মনোজ্ঞরূপে শোভমান হইল। ঐ রমণী অল্পপরিমিত মদ্য-পানে সানন্দভাব ও মদনের আবির্ভাব প্রযুক্ত বিবিধ হাববিশেষ দ্বারা সাতিশয় সুদৃশ্যা হইল। বিলাসিনীরূপে গমনশীল উর্ব্বশীর আকৃতি বহুবিধ আশ্চর্য্যময় স্বর্গমধ্যেও সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বদিগের দর্শনীয়তম হইল; এবং উজ্জ্বল মেঘবর্ণ অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয় বস্ত্রে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ আবৃত হওয়াতে যেন গগনস্থ চন্দ্রলেখার ন্যায় তাহাকে বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর অপ্সরপ্রবরা উর্ব্বশী মন বা পবনের তুল্য দ্রুতগতিতে হাস্যবদনে ক্ষণকালের মধ্যে ফাল্গুন ভবনে উপনীত হইল।

হে নরশ্রেষ্ঠ! শুভলোচনা উর্ব্বশী অর্জ্জুনের ভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল দ্বারা নিবেদনপূর্ব্বক অতি মনোহর পরিষ্কৃত নিকেতন মধ্যে প্রবেশ করিল। হে রাজন্! অর্জ্জুন রাত্রিকালে নিজ নিকেতনে উর্ব্বশীকে দেখিবামাত্র সশঙ্কচিত্তে তাহার নিকট প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং লজ্জাবৃত-লোচনে তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুর ন্যায় পূজা করিলেন। অনন্তর কহিলেন, হে দেবি অপ্সরপ্রধানে! আপনাকে আমি মস্তকদ্বারা অভিবাদন করিতেছি, আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন, আজ্ঞা করুন; আমি আপনার ভৃত্য উপস্থিত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন উর্ব্বশী অর্জ্জুনের ঐ কথা শুনিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল এবং অর্জ্জুনকে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের কথিত বাক্য আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিতে আরম্ভ করিল। হে মনুজোত্তম! চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, যদনুসারে আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! তোমার আগমন-জন্য স্বর্গের যে মনোরম মহোৎসব সভা হইয়াছিল, যাহাতে স্বয়ং মহেন্দ্রের উপস্থিতি হয়; যে সভায় রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসুগণ, মহর্ষিগণ, প্রধান রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, যক্ষগণ ও মহোরগগণ-প্রভৃতি সকলের সমাগম হয়; যে সভায় অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য-প্রভৃতি সমস্ত দেবতা স্ব স্ব ঋদ্ধি দ্বারা জাজ্জ্বল্যমান মূর্ত্তিতে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব মান ও প্রভাব অনুসারে উপবিষ্ট হইলে গন্ধর্ব্বগণ বীণাবাদ্য ও মনোরম দিব্য গান এবং প্রধান প্রধান সমস্ত অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। হে বিশালনেত্র শক্রনন্দন পার্থ! ঐ সভায় তুমি অন্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমাকেই অনিমিষ-নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। অনন্তর দেবগণের সেই মহোৎসব যজ্ঞের অবসানে দেবতারা তোমার পিতার অনুজ্ঞানুসারে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট সমস্ত অপ্সরা ও অন্য অন্য সকলেই তোমার পিতার আজ্ঞাক্রমে নিজ নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিল। হে কমল-পত্রলোচন! অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন দেবরাজের আদেশানুসারে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! আমি সুরেশ্বর মহেন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি; সুরপতি আমাকে তোমারই নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন; তুমি সুরপতির ও আমার এবং তোমার আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। "হে সুশ্রোণি! পৃথানন্দন অর্জ্জুন সংগ্রামে শৌর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বদা ঔদার্য্যগুণে অলঙ্কৃত এবং ইন্দ্রতুল্য; তাঁহাকে, তুমি অভিলাষ কর।" হে অনঘ অরিন্দম! চিত্রসেন এইরূপ বলাতে তাঁহার কথানুসারে তোমার পিতার অনুজ্ঞাক্রমে আমি তোমার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছি। হে বীর! আমি অনঙ্গের বশতাপন্ন হইয়াছি, তোমার গুণসমূহে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব তোমাকে শুশ্রূষা করা আমার ও চিরাভিলষিত মনোরথ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন স্বর্গ ধামে উর্ব্বশীর এই কথা শ্রবণ করত সাতিশয় লজ্জাবৃত হইয়া হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, হে ভামিনি বরাননে শুভগে!

আপনি যাহা আমাকে বলিলেন, তাহা আমার দুঃশ্রোতব্য, কারণ আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুপত্নী-তুল্যা। হে কল্যাণি শুচিস্মিতে! আমি আপনাকে যে বিস্পষ্ট ও বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আপনাকে সত্যরূপে বলি, আপনি শ্রবণ করুন। দেবসভায় আমি আপনাকে এই মুদিতা অঙ্গনাই পৌরব-বংশের জননী, এই ভাবিয়া প্রফুল্ল নয়নে দর্শন করিয়াছিলাম। হে কল্যাণি! আপনি আমার বংশবর্দ্ধিনী, সুতরাং আমার গুরু অপেক্ষাও গুরুতরা, অতএব আপনি আমার প্রতি অন্য প্রকার চিন্তা করিবেন না।

উর্ব্বশী কহিলেন, হে বীর দেবরাজনন্দন! আমরা সকলে কাহারও আবৃতা নহি, অতএব আমাকে গুরুস্থানে-নিযুক্ত করা তোমার উচিত হয় না। পুরু রাজার বংশে যে সকল পুত্র বা নপ্তা তপস্যা দ্বারা এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আমাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের ব্যতিক্রম ভাব নাই। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে মানপ্রদ! আমি মন্মথানলে সন্তপ্তা ও পীড়িতা হইয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। আমি তোমার ভক্তা, আমাকে ভজনা কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অনিন্দিতরূপবতি বরারোহে! আমি সত্য বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন এবং দিক্ বিদিক্ ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও শ্রবণ করুন। হে অনঘে! যে প্রকার, আমার পক্ষে কুন্তী, মাদ্রী ও শচী গরীয়সী, সেই প্রকার, আমার বংশজননী আপনিও এক্ষণে আমার গরীয়সী। হে বরবর্ণিনি! আপনি এখান হইতে গমন করুন, আমি নতশিরে আপনার চরণদ্বয়ে প্রপন্ন হইতেছি। আপনি আমার মাতৃবৎ পূজ্যা, অতএব আমাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উর্ব্বশী অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিতা ও কম্পিতা হইয়া ভ্রূকুটিবক্তে, ধনঞ্জয়ের প্রতি এই বলিয়া শাপপ্রদান করিল যে, হে পার্থ! আমি তোমার পিতার অনুজ্ঞা-হেতু স্বয়ং তোমার গৃহে আসিয়াছি, বিশেষত কন্দর্পের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি, এমত স্থলে তুমি আমার প্রতি অভিনন্দন করিলে না, অতএব তুমি পুরুষত্ববিহীন-রূপে বিখ্যাত, মানহীন ও নর্ত্তক হইয়া স্ত্রীগণমধ্যে ক্লীবের ন্যায় বিচরণ করিবে।

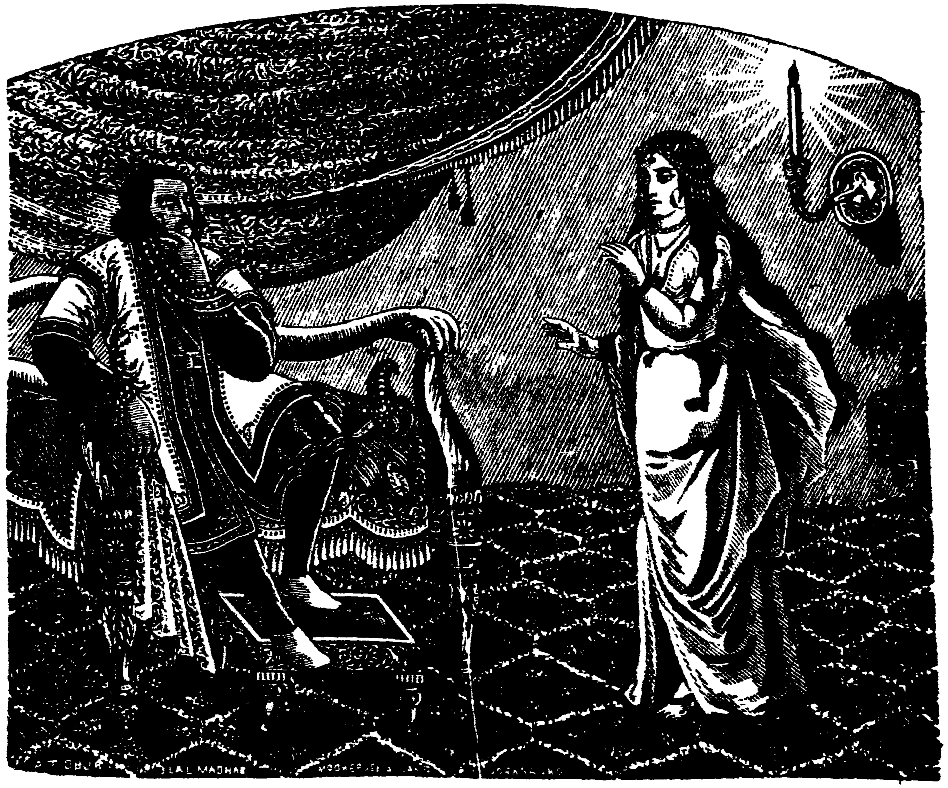
বৈশম্পায়ন কহিলেন, উর্ব্বশী ওষ্ঠকম্পনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করত স্বগৃহে পুনঃ প্রত্যাগমন করিল। পাণ্ডুনন্দন অরিন্দম অর্জ্জুন ত্বরায় চিত্রসেনের সমীপে গমন করিয়া উর্ব্বশীর রজনীবৃত্তান্ত সমস্ত আদ্যোপান্ত আনুপূর্ব্বিকক্রমে নিবেদন করিলেন। পরে চিত্রসেন উর্ব্বশী কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রতি অভিশাপ প্রদান ও অন্য যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদায় শক্রসমীপে জানাইলেন। তদনন্তর হরিবাহন ইন্দ্র নিজ তনয়কে নির্জ্জনে আনাইয়া শুভবাক্যে সান্ত্বনা করত হাস্যমুখে কহিলেন, হে বৎস মহাভুজ! তোমার জননী পৃথা তোমাকে পুত্র পাইয়া অদ্য সুপুত্রিণী হইলেন। হে সত্তম! সম্প্রতি, ঋষিগণও তোমার ধৈর্য্য দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন। হে মানদ! উর্ব্বশী তোমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে, সেই অভিশাপ তোমার পক্ষে অর্থকর ও কল্যাণসাধক হইবে হে অনঘ! যখন তোমরা ত্রয়োদশ বর্ষে পৃথিবীতে অজ্ঞাত বাস করিবে, তখনই তুমি উর্ব্বশীর ঐ শাপ ভোগ করত যাপিত করিবে। ঐ এক বৎসর কাল তুমি পুরুষত্বহীনরূপে নর্ত্তক বেশে বিহার করিয়া পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। বীর শক্রহন্তা ফাল্গুন ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, উর্ব্বশীর শাপজন্য আর চিন্তিত হইলেন না। তিনি যশস্বী চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত স্বর্গভবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি পাণ্ডুপুত্রের এই চরিত্র নিয়ত শ্রবণ করে, তাহার অভিলাষ, পাপকর কামে প্রবৃত্ত হয় না। মানবেন্দ্রগণ, অমরবর-নন্দন ফাল্গুনের এই ভয়ানক পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিলে মদ, দম্ভ ও রাগ-দোষ হইতে অপগত হইয়া ত্রিদিব গমন-পূর্ব্বক বিহার করিতে থাকেন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কোন সময়ে লোমশ-নামক মহর্ষি ভ্রমণ করিতে করিতে পুরন্দর দর্শনে অভিলাষী হইয়া অমরাবতী গমন করিলেন। সেই মহামুনি দেবরাজের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করত পাণ্ডবকে তদীয় অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন। অত্রত্য মহর্ষিগণ সেই দ্বিজ-শ্রেষ্ঠের সম্মান করিলে তিনি দেবরাজের আজ্ঞাক্রমে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি পার্থকে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই পার্থ ক্ষত্রিয় হইয়া কিরূপে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইলেন, ইনি এমত কি সুকৃত কর্ম্ম করিয়াছেন এবং কর্ম্ম দ্বারা কোন্ কোন্ লোক জয় করিয়াছেন যে, দেবনমস্কৃত এই ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইলেন? বৃত্রনিসূদন শচীপতি শক্র, মুনিবরের মানসিক ভাব জানিতে পারিয়া হাস্যকরত কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনার মনে যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার উত্তর আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে মহর্ষে! ইনি মনুষ্যই নহেন, কুন্তীর গর্ভজাত এই মহাভুজ আমার পুত্র, কোন কারণবশত অস্ত্রশিক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি এই পুরাতন ঋষিসত্তমকে জানেন না? ইঁহার পরিচয় ও যে কারণে ইনি আমার নিকটে আসিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। নর ও নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ যে দুই ঋষিসত্তম, তাঁহারাই অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ত্রিলোক-বিখ্যাত নর নারায়ণ ঋষিদ্বয় প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত পুণ্যধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বিপ্র! দেবগণের কি মহাত্মা ঋষিগণের দর্শনাশক্য বদরী নামে বিশ্রুত যে আশ্রম আছে, সিদ্ধ চারণ-সেবিতা গঙ্গা যে স্থান হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই আশ্রমই বিষ্ণু ও জিষ্ণু উভয়ের বাসস্থান। হে ব্রহ্মর্ষে! সেই মহাতেজস্বী মহাবীর্য্যবান্ ঋষিদ্বয় আমার নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারাই ভূমির ভার অবতরণ করিবেন। অতিরিক্ত কতকগুলি অসুর, যাহারা নিবাত কবচ নামে প্রসিদ্ধ, আমাদিগের অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া বর প্রাপ্তিহেতুক মোহিত ও বলদর্পান্বিত হইয়া দেবতাদিগকে বিনাশ করিতে তর্ক করিতেছে; সেই বরদর্পিত অসুরেরা দেবতাদিগকে গণ্যই করে না; উক্ত মহাবল অতিভয়ানক দানবেরা পাতালে বসতি করে; সমুদায় দেবতারাও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ

## ১১। অর্জ্জুন-উর্ব্বশী।



উর্ব্বশী কহিলেন, হে পার্থ! আমি তোমার পিতার অনুজ্ঞাহেতু স্বয়ং তোমার গৃহে আসিয়াছি। বিশেষত আমি কন্দর্পের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি, এমত স্থলে তুমি আমার প্রতি অভিনন্দন করিলে না; অতএব তুমি পুরুষত্ববিহীনরূপে বিখ্যাত, মানহীন ও নর্ত্তক হইয়া স্ত্রীগণের মধ্যে ক্লীবের ন্যায় বিচরণ করিবে। ৩২৬ পৃষ্ঠা (বন পর্ব্ব)

হন না। সকলের অপরাজিত ভগবান্ মধুসূদন বিষ্ণু, যিনি পৃথিবীর অন্তর্গত থাকিয়া কপিল দেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; হে বিভো! পূর্ব্বে সগররাজার মহাত্মা পুত্রেরা যাঁহার দর্শন মাত্রে নিহত হইয়াছিল; হে দ্বিজসত্তম! সেই শ্রীমান্ হরি, কিম্বা পার্থ, অথবা ইহাঁরা উভয়ে মিলিত হইয়া মহাযুদ্ধে আমাদিগের মহৎ কার্য্য করিবেন, সংশয় নাই। সেই ভগবান্ হরি, মহাহ্রদে নাগগণের ন্যায়, অনুচরগণের সহিত সমস্ত নিবাত কবচ অসুরদিগকে দর্শন মাত্র সংহার করিতে পারেন, কিন্তু অল্প কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করা উপযুক্ত হয় না, কারণ মহাতেজোরাশি প্রবৃদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইতে পারে। এই শূর পার্থ সেই সমস্ত নিবাত কবচ দানবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে শক্ত, অতএব ইনি যুদ্ধস্থলে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে গমন করিবেন। আপনি আমার নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে গমন করুন। বীর যুধিষ্ঠির কাম্যকৃবনে বাসকরিতেছেন; আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং আমার আদেশানুসারে সত্যসঙ্গর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিবেন, "আপনি অর্জ্জুনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইবেন না, তিনি কৃতাস্ত্র হইয়া শীঘ্র পৃথিবীতে আগমন করিবেন, কারণ সংস্কৃত-বাহুবীর্য্য ও কৃতাস্ত্র না হইলে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সামর্থ্য হইবে না। মহাত্মা মহাবাহু গুড়াকেশ অস্ত্রবিশারদ হইয়া দিব্য নৃত্য গীত বাদিত্রে পারগ হইয়াছেন। হে অরিন্দম মনুজেশ্বর! আপনিও সমীপস্থ সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত বিবিক্ত তীর্থ সকল দর্শন করিতে উদ্যোগী হউন। হে রাজেন্দ্র! পুণ্যতীর্থে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ ও সন্তাপরহিত হইলে বিশুদ্ধ চিত্তে সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন।" হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন, আপনি বিপ্রপ্রধান ও তপোবলসমন্বিত, অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য পাত্র; গিরিদুর্গ ও বিষম দেশে সর্ব্বদা ভয়ানক রাক্ষস সকল বাস করে, তৎসমস্ত হইতে আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। মহেন্দ্র, লোমশ ঋষিকে ঐরূপ কহিলে বীভৎসুও সংযত হইয়া মহর্ষি লোমশকে কহিলেন, হে সত্তম মহামুনে! আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন, তিনি যাহাতে আপনার রক্ষিত হইয়া তীর্থপর্য্যটন ও বিপ্রদিগকে দান করিতে পারেন, এমত করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুমহাতপস্বী লোমশ "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক কাম্যকৃ বনোদ্দেশে মহীতলে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি কাম্যকৃবনে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা ও তাপসগণে পরিবেষ্টিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্র! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র অপরিমিত-তেজস্বী পার্থের সেই অত্যদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কি বলিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা অম্বিকানন্দন পার্থের ইন্দ্রলোক গমন বৃত্তান্ত ঋষিপ্রবর দ্বৈপায়নের নিকট শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে বলিলেন, হে সূত! আমি ধীসম্পন্ন পার্থের যে সমুদায় কর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত তুমি কি জ্ঞাত আছ? হে সারথে! আমার পুত্র দুর্য্যোধন গ্রাম্য ধর্ম্মে প্রসক্ত, মন্দস্বভাব, অতি দুর্ব্বুদ্ধি ও পাপাত্মা; সে পৃথিবী নষ্ট করিবে। যে মহাত্মার বাক্য সর্ব্বদা স্বাধীন অবস্থাতেও সত্য এবং যাঁহার যোদ্ধা ধনঞ্জয়, তাঁহারই ত্রৈলোক্য। অর্জ্জুন শিলাশাণিত সুতীক্ষাগ্র কর্ণি ও নারাচাস্ত্র-সমূহ নিক্ষেপ করিলে কোন্ ব্যক্তি জরামরণ-রহিত হইলেও তাহার অগ্রে থাকিতে সমর্থ হইবে? যখন দুরাধর্ষ পাণ্ডবদিগের সহিত মৎপুত্রদিগের যুদ্ধ উপস্থিত, তখন এই দুরাত্মারা সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে। আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমত কোন রথিকে দেখিতে পাই না যে, অর্জ্জুনের রণ সমীপে উদিত হইতে পারে। দ্রোণ, কর্ণ কিম্বা ভীষ্ম যদ্যপি তাহার রণে প্রতিগমন করেন, তাহা হইলে লোক রক্ষার প্রতি মহা সংশয় উপস্থিত হইবে; কিন্তু তাহাতে যে আমাদিগের জয় হইবে, এমত বোধ হয় না, কারণ কর্ণ কৃপালু ও অবধান-রহিত; আচার্য্য স্থবির এবং গুরু; অর্জ্জুন অসহিষ্ণু, উৎসাহী ও দৃঢ়বিক্রম। পরন্তু ইহাঁদিগের পরস্পর অপরাজিত তুমুল সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা, কারণ ফাল্গুন ও কর্ণ-প্রভৃতি সকলেই অস্ত্রবিশারদ ও শূর; এবং লোকে ইহাঁদিগের মহাযশ আছে; ইহাঁরা পরাজিত হইয়া সর্ব্বাধিপত্যও বাঞ্ছা করেন না; অতএব ইহাদিগের কিম্বা ফাল্গুনের মৃত্যু ব্যতীত আর যুদ্ধশান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অর্জ্জুনকে বধ বা পরাজয় করিতে পারে এমত কোন্ ব্যক্তিই নাই; এবং তাঁহার ক্রোধ আমাকেই প্রতিসন্ধান করে, সেই ক্রোধই বা কি রূপে শান্ত হয়, তাহার উপায় দৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রতুল্য সেই বীর খাণ্ডবে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত ও রাজসূয় মহাযজ্ঞে সকল [illegible]পতিকে পরাজয় করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! বজ্র পর্ব্বত-মস্তকে পতিত হইয়া তাহার শেষ রাখে, কিন্তু কিরীটীর কর-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ শত্রুর প্রতি পতিত হইয়া তাহার শেষ রাখে না। যে প্রকার সূর্য্যের কিরণ চরাচর বিশ্বকে সন্তপ্ত করে, সেই প্রকার পার্থের ভুজ-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ আমার পুত্রদিগকে সন্তপ্ত করিবে। সমস্ত ভারতীসেনা যেন সব্যসাচীর রথ নির্ঘোষে ভয়ার্ত্ত ও বিদীর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিধাতা যেমন সেই কিরীটীকে সর্ব্বসংহারক অন্তক রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ কিরীটীও আততায়ী হইয়া সমরক্ষেত্রে বাণ উদ্বমন ও প্রবপণ করত অবস্থান করিবেন, অতএব তাঁহাকে পরাভব করা কাহারও সাধ্য নহে।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! আপনি দুর্য্যোধনের বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা সকলই যথার্থ, কিছু মাত্র মিথ্যা নয়। মহাবলবীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী কৃষ্ণাকে সভায় আনীতা দেখিয়া এবং দুঃশাসন ও কর্ণের সেই নিদারুণ দুর্ব্বাক্য শুনিয়া যেরূপ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে আমার বোধ হয়, তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন না। মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় যুদ্ধস্থলে ধনুর্দ্ধারী একাদশমূর্ত্তি রুদ্রকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। সর্ব্ব দেবেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ সেই কপর্দ্দী, ফাল্গুনকে জানিবার নিমিত্ত কিরাত বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন এবং সেই স্থলে লোকপালগণ সেই তপঃপরাক্রান্ত অক্ষয় বীর অর্জ্জুনকে অস্ত্র প্রদান করিবার

নিমিত্ত দর্শন দিয়াছেন। অর্জ্জুন-ব্যতীত কোন্ মনুষ্য পৃথিবী-মণ্ডলে সেই সকল লোকেশ্বরদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসাহ করিতে পারে? হে রাজন্! অষ্টমূর্ত্তি মহেশ্বর যাঁহাকে ক্ষীণ-বল করিতে পারেন নাই, সেই ব্যক্তিকে কোন বীর পুরুষ ক্ষীণবল করিতে উৎসাহ করিবে? আপনার পুত্রগণ সভাতে দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিয়াই পাণ্ডবদিগের ক্রোধ জন্মাইয়া এই লোমাঞ্চ-জনক দারুণ তুমুল সঙ্কট উপস্থিত করিয়াছেন। যখন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে ঊরুদ্বয় দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন ভীমসেন তাহা দেখিয়া ওষ্ঠ-স্ফুরণপূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন, "অরে পাপ! তুই যেমন কপট দ্যূতক্রীড়া দ্বারা জয় কামনা করিয়াছিস, আমি ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ভীষণ বেগপূর্ব্বক গদাঘাতে তোর ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিব" তাঁহার এই বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। পাণ্ডবেরা সকলেই প্রহারক-প্রধান, সকলেই অপরিমিত-তেজস্বী এবং সকলেই সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; অতএব তাঁহারা দেবতাদিগেরও দুর্জ্জেয়। আমার বোধ হয়, তাঁহারা যখন ভার্য্যার অপমান জন্য অসহ্য ক্রোধে কম্পিত হইয়াছেন, তখন যুদ্ধে আপনার পুত্রগণকে জীবিত রাখিবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! কর্ণ পাণ্ডবগণকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া কি অকার্য্যই করিয়াছেন! কৃষ্ণাকে যে সভামধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাতেই পাণ্ডবদিগের সহিত বৈর ভাব পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। যাহাদিগের গুরুতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীতি-পথে থাকে না, সেই মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণ সম্প্রতি কি রূপে নীতিপথে থাকিবে? হে সঞ্জয়! মন্দভাগ্য দুর্য্যোধন আমাকে দৃষ্টিহীন ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া, অজ্ঞান বোধ করিয়া, আমার বাক্যও শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না; তাহার কর্ণ ও শকুনি-প্রভৃতি যে সকল মন্ত্রী আছে, তাহারাও মন্দবুদ্ধি; তাহারা জ্ঞানহীনতা-প্রযুক্ত তাহার দোষ-সমূহকেই অধিক রূপে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অপরিমিত-তেজস্বী অর্জ্জুন যদি সহজে বাণ নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই আমার পুত্রেরা দগ্ধ হইয়া যাইবে, পরন্তু ক্রোধ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে তাহার আর কথা কি আছে? বাণসকল দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া পার্থের বাহু-বল দ্বারা মহাকার্ম্মুক হইতে বিনিঃসৃত হইলে দেবতাদিগকেও পীড়ন করিতে সমর্থ হইবে। ত্রৈলোক্যনাথ জনার্দ্দন সেই হরি যাঁহার সুহৃৎ, মন্ত্রী ও রক্ষক, তাঁহার অজেয় কি আছে? হে সঞ্জয়! ইহলোকে অর্জ্জুনের এই এক অতি মহাশ্চর্য্য কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে যে, তিনি মহাদেবের বাহুযুগলে সমবেত হইয়াছেন, ইহা শ্রুত হইয়াছে; এবং তিনি দামোদরের সহিত পূর্ব্বকালে অগ্নির সাহায্য নিমিত্ত খাণ্ডবে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বলোকেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ভীম, অর্জ্জুন ও সাত্বত বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে আমার পুত্রেরা সুবল-বংশীয় শকুনি-প্রভৃতির ও সমস্ত অমাত্যের সহিত একত্র হইলেও যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে পাণ্ডু-পুত্রদিগকে বন প্রব্রজিত করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার অনুতাপ করা বৃথা। তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন যে মহারথ পাণ্ডবদিগের কোপোৎপাদন করিয়াছিলেন, ঐ অজ্ঞান দুর্য্যোধনকে তিনি কি জন্য উপেক্ষা করিলেন? সে যাহা হউক; পাণ্ডুপুত্রদিগের বনে কিরূপ ভোজন হইত? তাঁহারা বনজাত সামগ্রী ভোজন করিতেন, কি কৃষিজাত বস্তুদ্বারা ভোজন নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুষেন্দ্র পাণ্ডবেরা বিষলেপবর্জ্জিত বাণদ্বারা মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস ও নীবারাদি বন্য শস্যের অগ্রভাগ ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট ভাগ ভোজন করিতেন। মহাধনুর্দ্ধর শূর পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে দশ সহস্র সাগ্নি ও নিরগ্নি মোক্ষবিৎ মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণ সঙ্গী হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই অরণ্য মধ্যেও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তিনি বিবিধ বাণদ্বারা রুরু, কৃষ্ণসার মৃগ ও অন্যান্য পবিত্র বন্য পশু উন্মথিত করিয়া তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতেন। তথায় কোন ব্যক্তি দুর্ব্বর্ণ, কি ব্যাধিত, কি কৃশ, কি দুর্ব্বল, কি দীন কিম্বা ভীত দৃষ্ট হয় নাই। কৌরববর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে প্রিয় পুত্রের ন্যায় ও জ্ঞাতিগণকে সহোদরের ন্যায় পোষণ করিতেন। তখন যশস্বিনী দ্রৌপদী মাতার ন্যায় স্নেহপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ ও পতিদিগকে অগ্রে ভোজন করাইয়া আপনি অবশিষ্ট ভোজন করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণ দিকে, নকুল সহদেব পশ্চিম বা উত্তরদিকে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক গমন করিয়া মাংসের নিমিত্ত নিত্য নিত্য পশু বিনাশ করিতেন। পাণ্ডবগণ এইরূপে তথায় বসতি করত অর্জ্জুনবিহীন হইয়াও অধ্যয়ন, জপ ও হোমের অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্যপূর্ব্বক ব্যাপৃত থাকাতে পঞ্চ বর্ষকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুরুষপ্রধান! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অলৌকিক ও অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিয়া চিন্তা ও শোকে আকুল হইয়া দীনচিত্তে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সঞ্জয়কে সম্বোধন করত কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি পুত্রদিগের অনুষ্ঠিত দ্যূতজনিত ঘোরতর দুর্নীতি এবং অসহ্যবীর্য্য পাণ্ডুকুমারদিগের শূরতা, ধীরতা, অতি ধৈর্য্য ও পরস্পর অলৌকিক অনুরাগ চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি মধ্যে ক্ষণমাত্রও শান্তিলাভ করিতে পারি না। ইন্দ্রতুল্যতেজস্বী মহাভাগ দেবপুত্র নকুল সহদেব দুইটি পাণ্ডব স্বভাবত যুদ্ধদুর্ম্মদ, দৃঢ়ায়ুধ, দূর লক্ষ্যভেদী যুদ্ধে দৃঢ়নিষ্ঠ, লঘুহস্ত, প্রগাঢ়-ক্রোধান্বিত, নিত্যোদ্যোগী, বেগশীল, সিংহবিক্রান্ত ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়সদৃশ দুঃসহ; উহারা যখন ভীমার্জ্জুনকে অগ্রে করিয়া রণমুখে দাঁড়াইবে, আমি দেখিতেছি যে, তখন আমার সৈন্যদিগের শেষ থাকিবে না। যুদ্ধে প্রতিরথিরহিত অতি ক্রোধী মহারথ দেবপুত্রদ্বয় দ্রৌপদীর সেই ক্লেশ স্মরণ করিয়া কখনই ক্ষমা করিবে না। মহাধনুর্দ্ধর মহাতেজস্বী বৃষ্ণিগণ, পাঞ্চালগণ ও পৃথানন্দনেরা যুদ্ধস্থলে সত্যাভিসন্ধ বাসুদেবকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার পুত্রদিগের বাহিনী দগ্ধ করিবেন। হে সূতনন্দন! যুদ্ধস্থলে বৃষ্ণি বীরগণ রাম ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রণীত হইলে, ইহারা সকলে একত্র হইলেও তাঁহাদিগের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। তাঁহাদিগের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ভীমপরাক্রম ভীম যখন বীর-

যাতনা লোহময়ী গদা হস্তে করিয়া বিচরণ করিবেন এবং গাণ্ডীবের অশনি-তুল্য মহানির্ঘোষ হইবে, তখন রাজগণের মধ্যে কেহই তাহা সহিতে পারিবেন না; তখন আমাকে স্বর নীর সুহৃদ্বাক্য সকল স্মরণ করিতে হইবে, যেহেতু আমি পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের বশানুগ হইয়া তাহা প্রতিপালন করি নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার এইটিই মহাব্যতিক্রম ভাব যে, আপনি সমর্থ হইয়াও মোহ প্রযুক্ত আপনার পুত্রকে উপেক্ষা করত নিবারণ করেন নাই। অচ্যুত মধুসূদন পাণ্ডবদিগের দ্যূতে পরাজয় শুনিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক কাম্যক বনে গমন করত তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়াছেন। হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি দ্রুপদপুত্রগণ, বিরাট, ধৃষ্টকেতু ও কেকয়াধিপতি মহারথ রাজগণ পাণ্ডবদিগকে পরাজিত দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্ত আমি চরদ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি এবং তাহা আপনাকেও জানাইয়াছি। মধুসূদন তথায় সমাগত ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুনের সারথ্যকর্ম্মে "তথা" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এবং পাণ্ডবদিগকে তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন ও উত্তরীয়-কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছেন যে "ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে পার্থদিগের যে সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম, যাহা অন্য রাজাদিগের অতিদুর্ল্লভ; যে যজ্ঞে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, ওড্র, চোল, দ্রবিড়, অন্ধক, সাগর, অনূপ, পত্তন, সিংহল, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ লঙ্কা, শত শত পশ্চিম রাষ্ট্র, সাগর সন্নিহিত পহ্লব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুখার সৈন্ধব, জাগুড়, রমঠ, মুণ্ড, স্ত্রীরাজ্য, তঙ্গণ, কেকয়, মালব ও কাশ্মীর দেশীয় মহীপালদিগের পার্থদিগকে অস্ত্রতেজের ভয়ে অর্দ্দিত ও আহূত হইয়া পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়াছি; হে কুরুনন্দন! দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলপুত্র শকুনি, ইহারা যে সেই চপলা ও নীচগামিনী সমৃদ্ধি আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদিগকে এবং অপর যে কোন ব্যক্তি ইহাদিগের সাহায্যার্থে আমাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবে, তাহাদিগের রাম, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রূর, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, আহুক, বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতুর সহিত মিলিত হইয়া আমি যুদ্ধে সদ্য হনন করিয়া তাহাদিগের জীবন গ্রহনপূর্ব্বক সেই সমৃদ্ধি আহরণ করিব। অনন্তর আপনি দুর্য্যোধনের সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে ভ্রাতৃগণের সহিত বসতিপূর্ব্বক এই পৃথিবী প্রশাসন করিবেন।" তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সেই বীরসমাজে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতির সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহু জনার্দ্দন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু ত্রয়োদশ বৎসর পরে তুমি আমার শত্রুগণকে তাহাদিগের বান্ধববর্গের সহিত বিনাশ করিও; হে কেশব! তুমি এইরূপ করিয়া আমার সত্য রক্ষা কর; যেহেতু আমি রাজগণমধ্যে ত্রয়োদশ বর্ষকাল বনবাসাদি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সেই সকল সভাসদ্গণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ঐ কথায় সম্মত হইয়া অমর্ষাপন্ন কেশবকে সময়োচিত মধুর বাক্যে ঝটিতি সান্ত্বনা করিলেন এবং তাঁহার সমক্ষেই দুঃখার্ত্তা পাঞ্চালীকে কহিলেন, "হে দেবি বরবর্ণিনি! তোমার ক্রোধ হেতুই দুর্য্যোধন জীবন পরিত্যাগ করিবে; এবং আমরাও সত্য করিয়া তাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অতএব তুমি শোক করিও না। হে কৃষ্ণে! যাহারা দ্যূতক্রীড়ায় তোমাকে জয় করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করত যেরূপ হাস্য করিয়াছে, বৃক ও পক্ষিগণ তাহাদিগের মাংস ভোজন করিয়া সেইরূপ হাস্য করিবে। যাহারা তোমাকে রাজসভায় আকর্ষণ করিয়াছে, গৃধ্র ও শৃগালগণ তাহাদিগের মস্তক আকর্ষণ করিতে করিতে শোণিত পান করিবে; তুমি ও মাংসাশী জন্তুসকলকে তাহাদিগের শরীর ভূতলে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ ও ভক্ষণ করিতে দেখিবে; এবং যাহারা সেই সভায় তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছে ও ঘৃণিত বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইবে, পৃথিবী তাহাদিগের শোণিত পান করিবেন।" হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধলক্ষণাক্রান্ত তেজস্বী সেই সকল শূর এইরূপ বহুবিধ বাক্য কহিয়াছেন; অতএব সেই সকল মহারথ ত্রয়োদশ বৎসর পরে ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক বৃত হইয়া বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া উপস্থিত হইবেন। রাম, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, ভীম, নকুল, সহদেব, মৎস্যরাজ এবং কেকয় ও পাঞ্চাল দেশীয় রাজপুত্রগণ এই সকল মহাত্মারা অপরাজেয় ও লোকপ্রসিদ্ধ বীর; ইহাঁরা স্ব সম্পর্কীয় বন্ধু বান্ধব ও সৈন্যগণের সহিত সমরোদ্যত হইলে জীবিতার্থী কোন্ ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ কেশরী সিংহের সম্মুখ গমনের ন্যায় ইহাঁদিগের সম্মুখ রণে অগ্রসর হইবে?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্যূতক্রীড়া কালে বিদুর আমাকে বলিয়াছেন যে "হে নরেন্দ্র! যদি আপনি পাণ্ডবদিগকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করেন, তবে নিশ্চয়ই কুরুদিগের শোণিত-সমূহ দর্শনরূপ মহাভয়জনক অন্তকাল উপস্থিত হইবে।" এক্ষণে আমি বিবেচনা করিতেছি যে, বিদুর পূর্ব্বে ঐ কথা যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিবে; পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত কাল অতীত হইলেই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সংশয় নাই।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নলোপাখ্যান প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্র নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কিরূপে কালাতিপাত করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পার্থ অস্ত্র নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিলে ভরতেন্দ্র পাণ্ডবেরা কৃষ্ণার সহিত কাম্যক বনে বাস করিয়া থাকেন। দুঃখার্ত্ত পাণ্ডবেরা একদা কৃষ্ণার সহিত তৃণমণ্ডিত পরিষ্কৃত নির্জ্জন স্থলে ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে শোক প্রকাশ করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই অর্জ্জুনবিয়োগ জন্য শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সন্তপ্ত হইলেন। রাজ্য বিনাশ ও ভ্রাতৃবিরহে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নিতান্ত দুঃখিত হইল। ঐ সময়ে মহাবাহু ভীম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণের প্রাণ দেহে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যিনি বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ, বাসুদেব সাত্যকি এবং সপুত্র আমরা বিনষ্ট হইব, সংশয় নাই; এতাদৃশ অর্জ্জুনকে আপনি এখান হইতে অপগত করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মাত্মা যে বহু ক্লেশ চিন্তা করিতে করিতে আপনার নিদেশানুসারে গমন করিয়াছেন, ইহা

অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? আমরা সকলে সেই মহাত্মার বাহুবল আশ্রয় করিয়াই রাজ্য প্রাপ্ত ও শত্রুদিগকে রণে পরাজিত বলিয়া মনে করিতেছি, এবং আমি সেই ধনুর্দ্ধারীর প্রভাব হেতু সভামধ্যে শকুনির সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত মূলকে পরলোকে প্রেরণ করি নাই। আমাদিগের মনে যে ক্রোধ উদিত হইয়াছে, তাহার মূল আপনি; সুতরাং আমরা বাহুবলশালী ও বাসুদেবের রক্ষিত হইয়াও ঐ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া রহিয়াছি, নতুবা কৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণ প্রভৃতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া স্বীয় বাহুবিজিত কৃৎস্ন ধরামণ্ডল শাসন করিতে পারি। আমরা পৌরুষান্বিত হইয়াও আপনার দ্যূত দোষে এই উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মূর্খ পুত্রেরা অধীন নৃপতিদিগের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ দ্বারা বলবত্তর হইতেছে। মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়, পণ্ডিতগণ রাজত্বকেই ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানেন; অতএব আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয় হইয়া ধর্ম্মপথ নষ্ট করিবেন না। হে রাজন্! আমরা দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বেই বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণ ও পার্থকে আনাইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে সংহার করি। হে মহামতি মহারাজ! তাহারা সৈন্যব্যূহ মধ্যে থাকিলেও বেগদ্বারাই তাহাদিগকে পরলোকে প্রেরণ করিব। আমি একাকীই ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র হনন করিব; দুর্য্যোধন বা কর্ণ অথবা অন্য যে কেহ প্রতিযুদ্ধ করিবে, তৎসমুদায়কেই শমন ভবনের অতিথি করিব। হে নরপতে! আমাদ্বারা শত্রুকুল প্রশমিত হইলে পশ্চাৎ আপনি পুনর্ব্বার বনে আগমন করিবেন; তাহা হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজন্য দোষ হইবে না। হে অরিন্দম নরপাল! যদিই আমাদিগের এই রূপে শত্রু বধ জন্য পাপ জন্মে, তবে বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা তাহা প্রক্ষালন করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গে গমন করিতে পারিব; যদি আমাদিগের রাজা অপণ্ডিত ও দীর্ঘসূত্রী না হন, তবে এরূপ হইতে পারে; বিশেষত আপনি ধর্ম্মপরায়ণ। ইহা নিশ্চয় আছে যে, ধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধূর্ত্ততা দ্বারা বিনাশ করা উচিত, ধূর্ত্ত ব্যক্তিকে ধূর্ত্ততা দ্বারা বিনাশ করিলে পাপই হয় না। মহারাজ! ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এক অহোরাত্র কালকে সম্বৎসর তুল্য জ্ঞান করেন। হে বিভো! সেইরূপ বেদবাক্যও সর্ব্বদা শ্রুত হইতেছে যে, কৃচ্ছ্র সাধ্য কর্ম্ম দ্বারাও সম্বৎসর পূর্ণ হয়। যদি আপনার নিকট বেদ বাক্য প্রমাণ হয়, তবে তদনুসারে দিবসের ঊর্দ্ধ কালকে ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করুন। হে শত্রুনিসূদন! মদুক্ত এই কালই সসহায় দুর্য্যোধনের বিনাশের উপযুক্ত কাল; নচেৎ সে অগ্রেই সমস্ত পৃথিবী বশবর্ত্তী করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনি দ্যূতপ্রিয় হইয়া যে অজ্ঞাতচর্য্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রায় নিপাতিত হইয়াছি; কারণ এমত কোন দেশ দেখিতে পাই না যে, সেখানে আমরা থাকিলে দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধন চর দ্বারা আমাদিগকে জানিতে না পারিবে; সেই প্রতারক পুরুষাধম আমাদিগের সকলকে অজ্ঞাত বাস কালে জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার এই রূপে বনে প্রেরণ করিবে। মহারাজ! যদি সেই পাপাত্মা আমাদিগকে অজ্ঞাতবাস হইতে উত্তীর্ণ দেখিতে পায়, তাহা হইলেও সে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবে; আপনিও পুনরাহূত হইয়া পুনর্ব্বার দ্যূত দ্বারা অপনীত হইবেন। মহারাজ! আপনার দ্যূতে তাদৃশ নিপুণতা নাই এবং তখন তদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইবেন, সুতরাং পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার বনে বসতি করিবেন। হে নরপাল! আপনি যদি আমাদিগকে যাবজ্জীবন দুঃখিত করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে বেদবিহিত ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি করুন, তাহাতে ইহাই নিশ্চয় আছে যে, ধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধূর্ত্ততা দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তথায় গমন করিয়া, যে রূপ বায়ুসখা উৎকৃষ্ট হইলে তৃণ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেই রূপ স্বীয় শক্ত্যনুসারে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিব; অতএব আপনি আমাকে অনুজ্ঞা করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্যই সুযোধনকে বিনাশ করিবে। হে পার্থ! তুমি যে কহিতেছ, "হে প্রভো! কালপূর্ণ হইয়াছে" এস্থলে এরূপ বাক্য সত্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, অতএব আমি অনৃত বলিতে উৎসাহ করি না। তুমি ছলাচরণ ব্যতিরেকেই সেই দুর্দ্ধর্ষ পাপিষ্ঠকে তাহার সহায়গণের সহিত বিনাশ করিবে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ঐ রূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে মহাভাগ মহর্ষি বৃহদশ্ব আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ সেই ধর্ম্মচারী ঋষিকে সমাগত দেখিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট ও স্বস্থ হইলে মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাঁহার সমীপে বসিয়া তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক বহুল সকরুণ বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! নিকৃতিমতি দ্যূতবিশারদ ধূর্ত্তগণ আমাকে আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়া দ্বারা আমার রাজ্য ও ধন অপহরণ করিয়াছে। আমি অক্ষক্রীড়ায় অজ্ঞ, পাপিষ্ঠেরা প্রথম বার আমাকে কপট দ্যূতে পরাজয় করিয়া আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে সভা মধ্যে লইয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয় বার আমাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাভব করিয়া অজিন পরাইয়া সুদারুণ মহারণ্যে প্রব্রজিত করিয়াছে; আমি দুঃখজনক বনবাসে পরম দুঃখিত হইয়াছি। বিশেষত তাহারা দ্যূতক্রীড়া সময়ে আমাকে যে সুদারুণ দুর্ব্বাক্য কহিয়াছিল এবং সুহৃদ্গণ আর্ত্ত হইয়া দ্যূতবিষয়ক ও অন্যান্যবিষয়ক যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে; তাহা স্মরণ করিয়া আমার সমস্ত রাত্রি চিন্তায় অতিবাহিত হইতেছে। আমাদিগের সকলের প্রাণ, যে গাণ্ডীবধর অর্জ্জুনকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, আমি সেই মহাত্মা ব্যতীত মৃতকল্প হইয়া আছি। হা! আমি কবে সে প্রিয়বাদী, অক্ষুদ্রচিত্ত, দয়ালু, নিরলস বীভৎসুকে কৃতাস্ত্র ও প্রত্যাগত দেখিব! হে মহর্ষে! আপনি কি দেখিয়াছেন বা শুনিতেছেন যে, আমা অপেক্ষা অল্পভাগ্য কোন রাজা এই পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখন ছিলেন? আমার বোধ হয়, আমা-অপেক্ষা দুঃখিততর কোন পুরুষ নাই। বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! আপনি বলিতেছেন, "আমা অপেক্ষা অল্প ভাগ্যধর পুরুষ কুত্রাপি কেহ নাই" হে অনঘ পৃথ্বীনাথ! যে রাজা আপনা অপেক্ষাও অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদি আপনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তদ্বৃত্তান্ত এক্ষণে আপনার নিকটে বর্ণন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! কোন রাজা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন। বৃহদশ্ব বলিলেন, হে রাজন্! আপনার অপেক্ষাও যে দুঃখিততর রাজা ছিলেন, তদ্বিবরণ আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। নিষধদেশে বীরসেন নামে প্রসিদ্ধ এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার নল নামে ধর্ম্মার্থকোবিদ এক পুত্র ছিল। আমরা শুনিয়াছি যে, সেই নল রাজা পুষ্করকর্ত্তৃকপ্রতারণা দ্বারা দ্যূতে পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত বনে বাস করিয়াছিলেন। হে রাজন্! বনবাস কালে তাঁহার সঙ্গে দাস কি ভ্রাতা কি বান্ধব কিম্বা রথ, ইহার কিছুই ছিল না। আপনি ত দেব-সদৃশ বীর ভ্রাতৃগণ ও ব্রহ্মকল্প তেজস্বী দ্বিজপ্রধানগণে পরিবৃত আছেন; আপনার শোক করা উপযুক্ত হয় না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর! অতি মহাত্মা সেই নল রাজার চরিত্র বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, বীরসেনের পুত্র নল নামে এক মহীপাল ছিলেন। তিনি রূপ, বল ও উৎকৃষ্ট গুণসমূহে উপপন্ন হইয়াছিলেন; এবং অশ্বের পরীক্ষা ও পরিচালন বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি তেজে আদিত্য-সদৃশ হইয়া দেবপতি ইন্দ্রের ন্যায় সমস্ত রাজার প্রতি আধিপত্য করত যেন তাঁহাদিগের মস্তকে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, সত্যবাদী, সংযতেন্দ্রিয়, উদারস্বভাব, ধন্বিপ্রধান, সর্ব্বরক্ষিতা, অক্ষৌহিণীপতি, মহাত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যেন সাক্ষাৎ মনুরূপে বিরাজমান ছিলেন। অক্ষক্রীড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ আসক্তি ছিল এবং নর ও নারী উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিত। ঐ মহাত্মা নিষধ দেশের অধিপতি ছিলেন।

সেই মহাত্মার সম কালে সর্ব্বগুণযুক্ত, শৌর্য্যসমন্বিত, ভীষণ পরাক্রম ভীম নামে এক ভূমিপতি বিদর্ভ দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান জন্য সন্তান-কামনায় সুসমাহিত হইয়া সাতিশয় যত্নপর হইলেন। হে ভারত! একদা দমন-নামক মহর্ষি তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভীম, মহিষীর সহিত অপত্যকাম হইয়া সুতেজস্বী সেই মহর্ষিকে সৎকার দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। মহাযশস্বী দমন প্রসন্ন হইয়া সস্ত্রীক ভীম ভূপতিকে এক কন্যা রত্ন ও উদারস্বভাব তিন পুত্র বর দিলেন। অনন্তর বিদর্ভাধিপতি যথাকালে দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা এবং দম, দান্ত ও দমন নামক সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুকান্তিমান্ ভীষণ পরাক্রমশালী ভীমরূপ তিন পুত্র লাভ করিলেন। সুমধ্যমা দময়ন্তী সৌভাগ্য-প্রযুক্ত রূপ, তেজ, যশ ও শ্রীদ্বারা লোকে অতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অলঙ্কার ভূষিত শত শত দাসী ও শত শত সখী ইন্দ্রাণীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনবদ্যাঙ্গী ভীম-দুহিতা সর্ব্বাভরণ ভূষিতা হইয়া সেই সখিগণমধ্যে দ্যুতিমান্ বিদ্যুতের ন্যায় বিরাজমানা হইলেন। আয়তনয়না সেই বালা লক্ষ্মীর ন্যায় এমত সুরূপ-সম্পন্না ছিলেন যে, দেব, যক্ষ, মনুষ্য কি অন্য কোন লোক মধ্যে তাঁহার তুল্য দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেই সুন্দরীকে দর্শন করিলে দেবগণেরও চিত্ত প্রসন্নতা জন্মিত। এ দিকে নরশার্দ্দূল নলরাজাও ত্রিলোক মধ্যে অনুপম রূপ সম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার রূপ দ্বারা স্বয়ং কন্দর্প যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লোকে কুতূহলপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ দময়ন্তী সমীপে নলের প্রশংসা ও নল সমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা করিতে লাগিল। হে কৌন্তেয়! দময়ন্তী ও নল, উভয়ে উভয়ের গুণ নিরন্তর শ্রবণ করাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কামনা গাঢ়রূপে উৎপন্ন হইল এবং অন্তঃকরণ মধ্যে মনোজের আবির্ভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন নল বর্দ্ধমান মদনানল হৃদয়ে ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন অন্তঃপুর-সমীপস্থ কানন-মধ্যে নির্জ্জনে অধিবসতি করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি উক্ত বিপিন মধ্যে সুবর্ণ-পক্ষভূষিত কতকগুলি হংসকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে একটি হংসকে ধরিলেন। পরে ঐ হংস তাঁহার নিকট বাক্য প্রয়োগপুর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি আমাকে হনন করিবেন না, আমি আপনার প্রিয়কর্ম্ম করিব। হে নিষধাধিপতে! আমি দময়ন্তীর নিকটে গমন করিয়া আপনার বিষয় এরূপ বর্ণন করিব যে, তিনিই কখনই আপনা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিরূপে মনন করিবেন না। পরে মহীপতি হংসের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর হংসগণ আকাশে উৎপতিত হইয়া বিদর্ভদেশে গমন করিল; তথায় উপনীত হইয়া দময়ন্তী সমীপে তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। দময়ন্তী সখীদিগের সহিত অদ্ভুতরূপ হংসদলকে সমীপে দেখিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে ত্বরাপূর্ব্বক উহাদিগকে ধরিতে উপক্রম করিলেন। হংসগণ সেই প্রমদাবনমধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পলায়ন পর হইল। তখন কুমারীগণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ হংসের প্রতি ধাবিত হইল। দময়ন্তী যে হংসের সমীপে গমন করিতেছিলেন, সেই হংস মানবীয় বাক্যে তাঁহাকে কহিল, হে দময়ন্তি! নিষধ দেশে নল নামে যে এক মহীপতি আছেন, তিনি রূপে অশ্বিনীকুমার তুল্য, তাঁহার সদৃশ কোন মনুষ্য নাই; তাঁহার রূপ দ্বারা স্বয়ং কন্দর্প যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়াছেন। হে সুমধ্যমে বরবর্ণিনি! যদি তুমি তাঁহার ভার্য্যা হও, তবে তোমার জন্ম ও রূপ সফল হয়। আমরা পুর্ব্বে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসকে দেখিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও নলসদৃশ রূপবান্ দেখি নাই। তুমিও নারীশ্রেষ্ঠ এবং নলও নরশ্রেষ্ঠ, অতএব বিশিষ্টের সহিত বিশিষ্টার সংসর্গ গুণযুক্ত হয়। হে মহারাজ! দময়ন্তী হংসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি গিয়া নলকেও এইরূপ বল। হে নরনাথ! হংস বিদর্ভরাজের কন্যাকে, তথা, এই বাক্য কহিয়া পুনর্ব্বার নিষধ দেশে আসিয়া নলের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভারত! দময়ন্তী হংসের সেইবাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নলের প্রতি একাগ্রচিত্তা হইলেন; ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার মনে মনোভূর আবির্ভাব হওয়াতে তিনি

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে চিন্তাপরায়ণা, দীনা, বিবর্ণবদনা ও কৃশা হইতে লাগিলেন; এবং উন্মত্তের ন্যায় দর্শনপরায়ণা হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত নিরন্তর নলধ্যানে আসক্ত হওয়াতে শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল। তিনি শয্যা, আসন বা অন্য কোন ভোগ্য বস্তুতে ক্ষণমাত্রও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেন না; কি দিবা, কি রাত্রি, কোন সময়েই তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন না, কেবল হাহাকার শব্দে পুনঃ পুনঃ রোদন করেন। হে নরেশ্বর! সখিগণ তাঁহার অস্বাস্থ্য ও ঐরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া তদ্বৃত্তান্ত বিদর্ভাধিপতিকে ইঙ্গিত দ্বারা নিবেদন করিল। নৃপতি ভীম দময়ন্তীর সখিগণমুখে তাহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় কন্যার প্রতি ঐ ঘটনা অতি-গুরুতর বলিয়া ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার দুহিতাকে এই ক্ষণে কি জন্য অতি অসুস্থা বোধ হইতেছে!" পরে স্বয়ং মহীপাল নিজ কন্যা দময়ন্তীকে প্রাপ্ত-যৌবনা বিবেচনা করিয়া তাঁহার স্বয়ম্বর কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিলেন।

হে প্রভো! সেই নরপতি মহীপালদিগকে এই বলিয়া নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন যে, হে বীরগণ! আপনারা এই স্বয়ম্বর অনুগ্রহ করিয়া আগত হউন। সমস্ত পার্থিবেরা ভীম রাজার আদেশানুসারে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথের নির্ঘোষে বসুন্ধরা পরিপূরিত করত বিচিত্র মাল্যাভরণধারী সুসজ্জিত সুদৃশ্য সৈন্যগণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ভীম সেই সকল মহাত্মা পার্থিবদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিতে থাকিলেন। তাঁহারা পূজিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ মহাব্রত মহাত্মা দেবর্ষিসত্তম নারদ ও পর্ব্বত, ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন; অতিমান্য ঋষিদ্বয় তথায় দেবরাজের ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। বিভু ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া পরে সমস্ত বিষয়ের অক্ষয় অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, হে বিভু দেবেশ্বর মঘবন্! আমাদিগের সর্ব্বত্রই কুশল এবং সকল লোকে নৃপতিগণও কুশলে আছেন।

বৃহদশ্ব কহিলেন, বলবৃত্রহা ইন্দ্র নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সকল ধর্ম্মজ্ঞ পার্থিবগণ জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করত অপরাঙ্মুখ হইয়া উচিত সময়ে শস্ত্র দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত মদীয় লোকসদৃশ অভীষ্টদায়ক এই অক্ষয় লোক রহিয়াছে, সেই সকল শূর ক্ষত্রিয়েরা কোথায়? আমার প্রিয় অতিথি সেই রাজাদিগকে এক্ষণে দেখিতে পাই না।

নারদ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, হে মঘবন্! আপনি যে নিমিত্ত নৃপতিগণকে দেখিতেছেন না, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। বিদর্ভ রাজার দময়ন্তী নামে এক কন্যা আছে, সে রূপে পৃথিবীস্থ সমস্ত যোষাকে অতিক্রম করিয়াছে। হে শক্র অচিরকালেই তাহার স্বয়ম্বর হইবে, সেই নিমিত্ত রাজা ও রাজপুত্রেরা তথায় গমন করিতেছেন; হে বলবৃত্রনিসূদন! রাজারা লোকরত্নস্বরূপ সেই কন্যাকে বিশেষরূপে অভিলাষ করত প্রার্থনা করিতেছেন। নারদ ইন্দ্রকে এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে অগ্নিপ্রভৃতি অমরপ্রবর লোকপালেরা দেবরাজের সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা নারদের ঐ মহৎ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, আমরাও সকলে তথায় গমন করি। হে মহারাজ! পরে তাঁহারা স্ব স্ব গণ ও বাহনের সহিত, যে স্থানে মহীপতিগণ গমন করিতেছিলেন, সেই বিদর্ভদেশে যাত্রা করিলেন। হে কৌন্তেয়! এদিকে মহাত্মা নল রাজাও স্বয়ম্বর সভায় রাজাদিগের সমাগম শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিলেন। অনন্তর সেই লোকপাল দেবতারা পথিমধ্যে মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ রূপসম্পন্ন নল রাজাকে ভূতলস্থ অবলোকন করিলেন এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান নলকে নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় রূপসম্পদে বিস্মিত হইয়া দময়ন্তীলাভে হতাশ্বাস হইলেন। হে রাজন্! পরে দেবতারা স্ব স্ব বিমান অন্তরীক্ষে রাখিয়া তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক নৈষধকে কহিলেন, ভো ভো নিষধরাজেন্দ্র নল! তুমি সত্যপরায়ণ, অতএব আমাদিগের প্রতি সহায়তা কর, হে নরোত্তম! তুমি আমাদিগের দূত হও।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভারত! নল দেবগণের নিকট দৌত্যকর্ম্ম "করিব" বলিয়া স্বীকার করিলেন; পরে সমীপস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে, যিনি আমাকে দূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইনিই বা কে, আপনাদিগের কি কর্ম্মই বা আমাকে করিতে হইবে, তাহা যথার্থরূপে আজ্ঞা করুন। নিষধপতি এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে মঘবান্ কহিলেন, আমরা দেবতা দময়ন্তীর নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, ইনি জলাধিপতি বরুণ এবং ইনি মনুষ্যদিগের শরীরান্তকারী যম। হে পার্থিব! তুমি দময়ন্তীকে আমাদিগের আগমন সংবাদ জ্ঞাত কর এবং বল যে, মহেন্দ্র প্রভৃতি লোকপালেরা স্বয়ম্বর দর্শনাভিলাষী হইয়া সভায় আগমন করিতেছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তুমি তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে পতিরূপে বরণ কর। ইন্দ্র নলকে এইরূপ কহিলে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আপনারা যদর্থ সমাগত হইয়াছেন, আমিও তদর্থই অবগত হইয়াছি, সুতরাং আমাকে প্রেষ্যকার্য্যে নিয়োগ করা আপনাদিগের উচিত হয় না। হে প্রভুগণ! কোন্ পুরুষ স্ত্রীর প্রতি কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহাকে পরের নিমিত্ত এরূপ করিতে উৎসাহ করে? অতএব আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা কহিলেন, হে নিষধরাজ! তুমি পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট "করিব" বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া এক্ষণে কি জন্য করিবে না, তাহা অবিলম্বে বল।

বৃহদশ্ব কহিলেন, দেবতারা এইরূপ কহিলে নল পুনর্ব্বার কহিলেন, দময়ন্তীর আলয় সকল দ্বারপালেরা উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে আমি প্রবেশ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হই? ইন্দ্র কহিলেন, তুমি তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। অনন্তর তিনি "তথা" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক দময়ন্তীর ভবনে গমন করিলেন; এবং তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, সখীগণে পরিবৃতা, অতি সুকুমারী, ক্ষীণমধ্যা, সুলোচনা, বরবর্ণিনী দময়ন্তী অঙ্গ ও কান্তিদ্বারা দেদীপ্যমানা

হইয়া স্বীয় তেজে যেন শশি-শোভা তিরস্কার করিতেছেন। সেই চারুহাসিনীকে বিলোকন করিবামাত্র তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে কন্দর্পের আবির্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু তিনি দেবতাদিগের নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন, তাহা পালনের নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারা অন্তঃকরণকে সংযত করিলেন। অনন্তর সেই সকল উৎকৃষ্ট অঙ্গনারা নৈষধকে দেখিয়া তাঁহার তেজো দ্বারা পরাভূত হওত সসম্ভ্রমে স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইল। তাহারা তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাক্য দ্বারা কোন সম্বর্দ্ধনা করিতে না পারিয়া কেবল মনে মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল, এই মহাত্মার কি আশ্চর্য্য রূপ! কি আশ্চর্য্য কান্তি! কি আশ্চর্য্য ধীরতা! ইনি-কে? কোন দেবতা, কি যক্ষ, কিম্বা গন্ধর্ব্ব হইবেন। যখন সেই সকল বরাঙ্গনা তাঁহার তেজে পরাভূত ও লজ্জাবতী হইয়া তাঁহাকে কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না, তখন দময়ন্তী বিস্মিতা হইয়াও বিস্ময়ান্বিত বীর নলকে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে পবিত্র-দর্শন বীর! আপনার অঙ্গ সর্ব্ব প্রকারে অনিন্দিত দেখিতেছি; দেব-তুল্য আপনি কে আমার মনোজ-বর্দ্ধন হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? হে অনঘ! আপনার নিকটে তাহা অবগত হইতে ইচ্ছা করি। এস্থলে আপনার কি প্রকারে আগমন হইল? আমার গৃহ সর্ব্বপ্রকারে রক্ষিত, রাজাও উগ্রশাসন, এমত স্থলে রক্ষকেরা কেহ আপনাকে কি হেতু লক্ষ্য করিতে পারিল না? বিদর্ভ-রাজনন্দিনী তাঁহাকে এইরূপ কহিলে তিনি কহিলেন, হে কল্যাণি! আমার নাম নল, আমি দেবতাদিগের দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই দেবতারা তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; হে শোভনে! তাঁহাদিগের এক জনকে তুমি পতি-রূপে বরণ কর। আমি তাঁহাদিগের প্রভাবেই লোকের অলক্ষিত হইয়া তোমার ভবনে প্রবেশ করিয়াছি, সুতরাং প্রবেশ কালে কেহই আমাকে দর্শন করিতে পারে নাই, নিবারণও করে নাই। হে ভদ্রে! দেবতারা যে প্রয়োজন নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, হে শুভে! তাহা তুমি শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তদনুসারে কার্য্য কর।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৃহদশ্ব কহিলেন, দময়ন্তী দেবতাদিগের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া নলকে হাস্যমুখে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আপনার স্পৃহানুসারে আমার প্রতি প্রণয় করুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন। হে ঈশ্বর! আমি এবং আমার অন্য যে কিছু সম্পত্তি আছে, তৎসমস্ত নিতান্তই আপনার অধীন; আপনি প্রণয় প্রকাশ করুন। হে পার্থিব! হংসগণের বাক্য আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে বীর! আপনার নিমিত্তই আমি রাজগণকে একত্রিত করিয়াছি। হে মানদ! আপনি আমাকে আপনার ভক্তা দেখিয়াও যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি আপনার নিমিত্ত বিষ, অগ্নি, জল কিম্বা রজ্জু অবলম্বন করিব। বিদর্ভরাজ-নন্দিনী নৃপতি নলকে এইরূপ কহিলে, নল প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অনিন্দিতাঙ্গি! লোকপাল দেবতারা উপস্থিত থাকিতে তুমি মনুষ্যকে কি জন্য অভিলাষ করিতেছ? আমি যে মহাত্মা লোকপাল ঈশ্বরদিগের চরণরেণুরও সমযোগ্য নহি, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি মনকে প্রবৃত্ত কর। মনুষ্য দেবতাদিগের অপ্রিয় আচরণ করিলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর; সুরোত্তমদিগকেই বরণ কর। তুমি দেবতাদিগকে লাভ করিয়া নির্ম্মল বসন, দিব্য বিচিত্র মাল্য ও উৎকৃষ্ট ভূষণ-সকল উপভোগ কর। যিনি সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করেন, সেই দেবেশ্বর হুতাশনকে কোন্ কামিনী পতিত্বে বরণ না করে? সমস্ত প্রাণী যাঁহার দণ্ডভয়ে ধর্ম্মের প্রতি অভিমুখ হইয়া অনুগামী হয়, সেই ধর্ম্মরাজকে কোন্ কামিনী পতিত্বে বরণ না করে? এবং সমস্ত দৈত্য দানবের মর্দ্দনকারী সর্ব্বদেবের অধিপতি ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা মহেন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে কোন্ কামিনী পতিত্বে বরণ না করে? অথবা যদি তোমার মন হয়, তবে লোকপালদিগের মধ্যে বরুণ দেবকে নিঃশঙ্ক চিত্তে বরণ কর; তুমি এই সুহৃদ্বাক্য গ্রহণ কর। নিষধ-রাজ দময়ন্তীকে এইরূপ কহিলে দময়ন্তী শোকজ বারি দ্বারা প্লাবিত নয়না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পৃথিবীপতে! আমি সকল দেবকে নমস্কার করিয়া আপনার নিকটে সত্য কহিতেছি, আপনাকে পতিরূপে বরণ করিব। দময়ন্তী নিষধ-রাজকে এই বলিয়া কম্পমানা ও কৃতাঞ্জলি হইলেন। বিদর্ভাধিপতি নল দেবগণের দৌত্যকর্ম্মে আগত হইয়া দময়ন্তীকে ঐরূপ দেখিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমিই তোমার অভিলষিত নিষ্পাদন কর, আমি দেবতাদিগের নিকটে বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমত স্থলে আমি কি প্রকারে স্বার্থ সম্পাদনে উৎসাহ করিতে পারি? হে ভদ্রে! যদি আমার পক্ষে এই স্বার্থ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আমি এইরূপ স্বার্থে সংযত হইতে পারি এবং তুমি ইহা নিষ্পাদন করিলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধও হয় না, অতএব তুমি যথাভিলষিত বিধান কর। অনন্তর দময়ন্তী ঈষৎ হাস্য সহকারে বাষ্পাকুল বাক্যে শনৈঃশনৈঃ নল রাজাকে কহিলেন, হে নরেশ্বর! যাহাতে কোন প্রকারে আপনার দোষ না হয়, এমন এই এক নিরুপায় উপায় দেখিতেছি। হে নরোত্তম! আমার স্বয়ম্বর সভায় আপনি ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া আগমন করিবেন, পরে আমি লোকপালদিগের সমীপে আপনাকে বরণ করিব, এই প্রকার হইলে আপনার দোষ হইবে না।

বিদর্ভনন্দিনী নিষধরাজ নলকে এইরূপ কহিলে, নিষধরাজ যে স্থানে দেবগণ ছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগমন করিলেন। মহেশ্বর লোকপাল দেবতারা তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনঘ ভূমিপাল! তুমি কি শুচিস্মিতা দময়ন্তীকে দেখিয়াছ? সে আমাদিগের সকলকে কি বলিয়াছে, বল। নল কহিলেন, আমি আপনাদিগের আদেশ-ক্রমে দণ্ডধারী স্থবির রক্ষকগণে পরিবৃত মহাকক্ষান্বিত দময়ন্তী-ভবনে প্রবেশ করিলাম। আপনাদিগেরই প্রভাবে আমাকে তথায় প্রবেশ করিতে সেই বিদর্ভরাজকুমারী ব্যতীত অপর কোন মনুষ্য দেখিতে পাইল না। পরে আমি সখীদিগকে অবলোকন করিলে তাহারাও আমাকে জানিতে পারিল। হে বিবুধেশ্বরগণ! তাহারা সকলে আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। হে সুরো-

ত্তমগণ! আমি রুচিরাননা দময়ন্তীর সমক্ষে আপনাদিগের কথা বর্ণনা করিলেও সে আপনাদিগের প্রতি গত সংকল্পা হইয়া আমাকেই বরণ করিতে উদ্যত হইল এবং কহিল, "হে নিষধ-নাথ! দেবতারা ও আপনি একত্রিত হইয়া আমার স্বয়ম্বর সভায় আগমন করুন, আমি তাঁহাদিগের সমীপে আপনাকে বরণ করিব; হে মহাবাহো! তাহা হইলে আপনার দোষ হইবে না।" হে ত্রিদশেশ্বর দেবগণ! আমি এই সমস্ত যথাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম, অতঃপর আপনাদিগের ইচ্ছাই বলবতী।

ষট পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর রাজা ভীম শুভকালে পবিত্র ক্ষণ ও তিথিতে মহীপালগণকে স্বয়ম্বর সভায় আহ্বান করিলেন। ভূপতি সকল তাহা অবগতিপূর্ব্বক কন্দর্পবাণে ব্যথিত হইয়া দময়ন্তী লাভের অভিলাষে স্বয়ম্বর সমাজে সত্বর গমন করিলেন। যে প্রকার মহাসিংহসকল, পর্ব্বতে প্রবেশ করে, সেই প্রকার তাঁহারা তোরণ বিরাজিত কনকস্তম্ভমণ্ডিত রঙ্গ-সমাজে প্রবেশ করিলেন। সুমার্জ্জিত মণিকুণ্ডল বিভূষিত, সুরভি মাল্যধারী নৃপগণ বিবিধ আসনে উপবিষ্ট হইলে সমাজের শোভা অতীব সুদৃশ্য হইল। নাগগণে পরিপূর্ণ ভোগবতীর ন্যায় ও ব্যাঘ্র-দলে পরিপূর্ণ গিরিগুহার ন্যায় পুরুষেন্দ্রসমূহে পরিপূর্ণ সেই রাজসভায় তাঁহাদিগের পরিঘ সদৃশ, পীন, সুমনোহর, প্রশস্তাকৃতি বাহু সকল, পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল; এবং যেরূপ অন্তরীক্ষে নক্ষত্রসকল শোভমান হয়, সেইরূপ নরপালদিগের মনোহর সুদৃশ্য কেহ, নাসিকা, নয়ন ও ভ্রূযুক্ত মুখসকল শোভা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর শুভাননা, দময়ন্তী স্বীয় কান্তি ও লাবণ্য দ্বারা রাজগণের চক্ষু ও মন সন্তপ্ত করত রঙ্গ-স্থলে প্রবেশ করিলেন। সেই সকল মহাত্মা রাজাদিগের দৃষ্টি দময়ন্তীর যে যে অঙ্গে পতিত হইল, সেই সেই অঙ্গেই আসক্ত হইয়া রহিল, তথা হইতে আর বিচলিত হইল না। হে ভারত! তদনন্তর সভাস্থ রাজগণের নাম কীর্ত্তন হইলে পর দময়ন্তী তুল্যাকৃতি পাঁচটি পুরুষকে সভা মধ্যে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদিগের সকলকেই নির্ব্বিশেষ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সন্দেহপ্রযুক্ত নল রাজাকে জানিতে পারিলেন না। ভাবিনী বিদর্ভরাজনন্দিনী সেই পঞ্চ জনের মধ্যে যাঁহার প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করেন, তাঁহাকেই নল বলিয়া বোধ করেন; সুতরাং তিনি চিন্তান্বিতা হইলেন এবং বুদ্ধি দ্বারা বিতর্ক করিতে লাগিলেন, 'আমি কিরূপে দেবতাদিগকে জানিব, কি রূপেই বা নল নৃপতিকে জ্ঞাত হইব।" হে ভারত! বিদর্ভকুমারী এইরূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিধুর হইলেন। তিনি পূর্ব্বে দেবতাদিগের যে সকল চিহ্ন শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধগণ সকাশে দেবতাদিগের যে সকল চিহ্ন আমার শ্রুত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ ভূমিস্থিত দেবগণের মধ্যে একজনেরও দেখিতে পাই না।" তিনি পুনঃপুনঃ বহুধা বিচার ও নিশ্চয় করিয়া দেবতাদিগের শরণাপন্ন হওয়াই তৎকালোচিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং কম্পমানা হইয়া মন ও বাক্যে দেবতাদিগের প্রতি নমস্কার প্রয়োগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি যে হংসদিগের উক্তি শুনিয়া অবধি নিষধ-রাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, দেবতারা আমার সেই সত্য রক্ষার্থ আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন। আমি যে মনে কিম্বা বাক্যেও ব্যভিচার আচরণ করি নাই, দেবতারা আমার সেই সত্য রক্ষার্থ আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন। দেবতারা যে নলকে আমার পতি বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সত্য রক্ষার্থ তাঁহারা আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন এবং আমি যে নলের আরাধনা নিমিত্তই এই স্বয়ম্বর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, দেবতারা আমার সেই সত্য রক্ষার্থ আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দিউন। মহেশ্বর লোকপালেরা স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করুন তাহা হইলে আমি পুণ্যশ্লোক নৃপতিকে জানিতে পারিব।

দেবগণ বিদর্ভরাজ দুহিতার শোক বিলাপের সহিত ঐ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং নিষধ-নাথের প্রতি তাঁহার পরা-নিষ্ঠা, যথার্থ অনুরাগ, মনঃশুদ্ধি, বুদ্ধি, ভক্তি ও প্রবৃত্তি জানিয়া সামর্থ্যানুসারে যথাপ্রসিদ্ধ স্ব স্ব চিহ্ন ধারণ করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী দেবতাদিগকে ছায়া-বিহীন; স্বেদরহিত, নির্নিমেষ-লোচন, অম্লান-মাল্যধারী রজোহীন-কলেবর ও ভূমিস্পর্শ ব্যতিরেকে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। এবং নরপাল নল ছায়ান্বিত দেহ, ম্লান-মাল্যধারী, ঘর্ম্মবিন্দু ও রজোযুক্ত-কলেবর, সনিমেষ-লোচন এবং ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক অবস্থিত থাকিলেন। হে ভারত পাণ্ডব! দময়ন্তী তখন দেবতাদিগকে ও নিষধনাথ পুণ্যশ্লোককে জানিতে পারিয়া ধর্ম্মত নলকে বরণ করিলেন। আয়তলোচনা রাজকুমারী লজ্জান্বিতা হইয়া তাঁহার বস্ত্রের অগ্রভাগ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে পরম সুশোভন মাল্য প্রদান করিলেন। হে ভারত! বরবর্ণিনী দময়ন্তী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিলে সভাস্থ মহীপালেরা সহসা হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; এবং দেবতা ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নল রাজাকে প্রশংসা করত সাধু সাধু ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হে কুরুনন্দন! বীর-সেননন্দন আনন্দিত চিত্তে বরারোহা দময়ন্তীকে আশ্বাস করত কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি দেবতাদিগের সমাগমেও যে আমাকে বরণ করিলে, সেই হেতু তুমি আমাকে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী পতি বলিয়া জ্ঞান করিবে। হে শুচিস্মিতে! আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত আমি তোমারই হইলাম। দময়ন্তীও কৃতাঞ্জলি হইয়া সেইরূপ বাক্য দ্বারা নল নৃপতিকে অভিনন্দন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রীত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহাদিগের শরণাগত হইলেন। ভীমনন্দিনী নল-নৃপতিকে বরণ করিলে, মহাপ্রভাব লোকপাল দেবসকল আনন্দিত হইয়া নল রাজাকে আটটি বর দিলেন। শচীপতি শক্র প্রীত হইয়া যজ্ঞে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান ও উত্তম শুভ গতি বর দিলেন। হুতাশন, নল রাজা যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেই স্থলেই অগ্নির আবির্ভাব এবং অগ্নিসদৃশ দীপ্যমান লোক সকল বর প্রদান করিলেন। যম অন্নের বিশিষ্ট রস ও ধর্ম্মে উৎকৃষ্ট মতি বর দান করিলেন এবং জলাধিপতি বরুণদেব নল রাজা যেখানে মানস করিবেন, সেই স্থলেই জলের আবির্ভাব এবং উত্তম গন্ধান্বিত মাল্য সকল বর দিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে

উক্ত প্রকার দুই দুই বর প্রদান করিলেন। সুর চতুষ্টয় এই-রূপে তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া ত্রিদিব স্থাপন করিলেন।

ভূপতিগণ, নল-দময়ন্তীর বিবাহ দেখিয়া বিস্মিত ও মুদিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। পার্থিবেন্দ্রগণের গমনানন্তর, মহাত্মা নৃপতি ভীম প্রীত চিত্তে নলের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ দিলেন। মানপ্রবর নিষধরাজ স্বীয় অভিলাষানুসারে তথায় কিয়দ্দিন বাস করিয়া নরপতি ভীমের অনুজ্ঞা লইয়া নিজ নগরে আগমন করিলেন। হে রাজন্! যেরূপ, দেবরাজ শচীর সহিত বিলাস করেন,তাহার ন্যায় নরপাল পুণ্যশ্লোক নল দময়ন্তীর সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন। প্রভাকর সদৃশ প্রতাপশালী বীর নৃপতি নল প্রজাদিগকে ধর্ম্মপূর্ব্বক পরিপালন করত তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে থাকিলেন। সেই ধীমান্, নহুষপুত্র রাজা যযাতির ন্যায় অশ্বমেধ ও অন্যান্য সদক্ষিণ যজ্ঞসকল সম্পাদন করিলেন এবং ত্রিদিবেশ্বরের ন্যায় বন উপবন প্রভৃতি রমণীয় স্থানে গমনপূর্ব্বক প্রিয়তমা দময়ন্তীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা মহীপতি হইতে দময়ন্তীতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল, পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন এবং কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা হইল। সেই বসুধাধিপ নরনাথ যথাসময়ে যজ্ঞক্রিয়া ও যথা-সময়ে বিহার ক্রিয়া করত বসুপূর্ণা বসুধা প্রতিপালন করিতে থাকিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, ভীমদুহিতা নিষধরাজকে বরণ করিলে পর, যখন মহাতেজস্বী লোকপালগণ স্বর্গে গমন করেন; তখন তাঁহারা পথি মধ্যে কলির সহিত দ্বাপরকে আসিতে দেখিলেন। বলবৃত্রহা ইন্দ্র কলিকে দেখিয়া কহিলেন, হে কলে! তুমি দ্বাপরের সহিত কোথায় গমন করিবে বল। অনন্তর কলি ইন্দ্রকে কহিলেন, আমার মন দময়ন্তীর প্রতি রত হইয়াছে,এই নিমিত্ত আমি তাহার স্বয়ম্বর সভায় গমন করিয়া তাহাকে লাভ করিব। ইন্দ্র হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, সেই স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ভীমনন্দিনী আমাদিগের সমীপে নল রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। ইন্দ্র কলিকে ইহা কহিলে, কলি কোপ সমন্বিত হইয়া সেই সকল দেবতাকে সম্বোধন করত কহিল, সে দেবগণ উপস্থিত থাকিতে মনুষ্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, এই নিমিত্ত তাহার বিপুল দণ্ড ভোগ করাই ন্যায্য হয়! কলি এইরূপ কহিলে সেই সমস্ত দেবতারা প্রত্যুত্তর করিলেন, দময়ন্তী আমাদিগের অনুজ্ঞানুসারেই নলকে বরণ করিয়াছে; বল দেখি কোন্ কামিনী সর্ব্বগুণসম্পন্ন নলকে প্রার্থনা না করে? যিনি সমস্ত ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, যথাবৎ ব্রতাচরণ করিয়াছেন, ইতিহাসের সহিত চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ও যাঁহার গৃহে ধর্ম্মত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতারা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি অহিংসারত, সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও লোকপাল সদৃশ এবং যে পুরুষব্যাঘ্র রাজাতে সত্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ, দম ও শম এই সমস্ত গুণ সর্ব্বদা অবাধিতরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে কলে! এতাদৃশ পুরুষকে অভিশাপ দিতে যে অভিলাষ করে, সেই মূঢ় আপনাকেই অভিশাপ দেয় এবং আপনি আপনাকে বিনষ্ট করে। হে কলে! তাদৃশ গুণযুক্ত পুরুষকে যে ব্যক্তি অভিশাপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করে সে কষ্টপ্রদ অগাধ নরক-হ্রদে নিমগ্ন হয়।

দেবতারা কলি ও দ্বাপরকে ঐরূপ বাক্য কহিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা গমন করিলে, কলি দ্বাপরকে কহিল, হে দ্বাপর! নলের প্রতি আমার যে ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা আমি সম্বরণ করিতে পারিব না; আমি তাহাকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট ও দময়ন্তী সঙ্গ হইতে বিরত করিব! তুমি অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হও।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর কলি দ্বাপরের সহিত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিষধরাজ সমীপে আগমন করিল এবং নলের দোষ দর্শনে অভিলাষী হইয়া বহুকাল নিষধ নগরে বাস করিয়া থাকিল। অনন্তর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে নল রাজার এই এক দোষ দেখিতে পাইল যে, নিষধরাজ একদা প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া পাদ প্রক্ষালন ব্যতীত আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিয়াছেন। কলি তাঁহার এই মাত্র ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। সে এক রূপে নলের দেহে আবিষ্ট হইয়া অন্য রূপে নলের ভ্রাতা পুষ্করের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল, হে পুষ্কর! তুমি নলের সহিত দ্যূত ক্রীড়া কর। তুমি আমার সাহায্যে অক্ষ-ক্রীড়ায় নলকে জয় করিতে পারিবে, অতএব তাহাকে জয় করিয়া নিষধ দেশের রাজত্ব লাভ কর। কলি পুষ্করকে এইরূপ কহিলে, পুষ্কর নলের অভিমুখে গমন করিলেন এবং কলিও গোবৃষ হইয়া পুষ্করের সন্নিহিত হইল। মহাবীরহন্তা ভ্রাতা পুষ্কর, বীর নলের সমীপে উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, আসুন আমরা উভয়ে বৃষকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করি। অনন্তর মহাত্মা নলনৃপতি দময়ন্তীর সমক্ষে পুষ্করের পুনঃ পুনঃ আহ্বান সহ্য করিতে পারিলেন না, সুতরাং সেই সময়কেই দ্যূতক্রীড়ার কাল বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কলি-কর্ত্তৃক আবিষ্ট নল তখন দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পুষ্করের নিকট ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ, রজত, যান ও বস্ত্র পণ রাখিয়া পরাজিত হইতে লাগিলেন। অরিন্দম নৃপতি অক্ষ-মদে মত্ত হইয়া ক্রীড়ায় অনুরক্ত হইলে, তাঁহার সুহৃদ্গণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। হে ভারত! পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ ক্রীড়াতুর রাজাকে উক্ত ব্যসন হইতে নিবৃত্ত করণার্থ রাজভবন দ্বারে আগমন করিলেন। অনন্তর সারথি দময়ন্তীর নিকটে আসিয়া কহিল, হে দেবি! কর্ম্মচারী ও পুরবাসী জন দ্বারে উপনীত হইয়াছেন, অতএব আপনি মহারাজের নিকট নিবেদন করুন যে, ধর্ম্মার্থদর্শী সমুদায় প্রজা রাজার ব্যসন সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বারে উপস্থিত রহিয়াছেন। পরে ভীমনন্দিনী শোকে হতচেতনা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া বাষ্পপূর্ণ বাক্যে নিষধরাজকে কহিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিগণের সহিত পুরবাসী প্রজারা রাজভক্তির অনুগামী হইয়া আপনাকে দর্শন করিবার অভিলাষে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে, অতএব তাহাদিগের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করা উচিত। রুচিরাপাঙ্গাবতী দময়ন্তী পুনঃপুনঃ বিলাপের সহিত এইরূপ কহিলে, রাজা কলি-কর্ত্তৃক আবিষ্ট হওয়াতে বিলাপশীলা তথাবিধা দময়ন্তীকেও কোন উত্তর করিলেন না।

তখন সেই সকল অমাত্য ও পুরবাসী "ইনি নাই।" বলিয়া দুঃখার্ত্ত ও লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! নল ও পুষ্করের বহুতিথ মাস দ্যূতক্রীড়া হইল, কিন্তু তাহাতে নলই পরাজিত হইলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! স্থিরবুদ্ধি ভীমতনয়া দময়ন্তী নরাধিপ পুণ্যশ্লোককে দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্তের ন্যায় হতচেতন দেখিয়া ভয় ও শোকে আকুল হইয়া সেই কার্য্য রাজার পক্ষে অতি গুরুতর বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি নলকে হৃতসর্ব্বস্ব দেখিয়া তাঁহার অনিষ্ট-ঘটনা আশঙ্কা করত প্রিয়চিকীর্ষা বশত অতিযশস্বিনী হিতকারিণী সর্ব্বকার্য্যকুশলা অনুরক্তা সুভাষিণী পরিচারিকা বৃহৎসেনা নাম্নী ধাত্রীকে কহিলেন, হে বৃহৎসেনে! তুমি গমন কর এবং রাজার শাসনানুসারে অমাত্যদিগকে আনাইয়া দ্রব্য ও ধন যত দ্যূতে হৃত হইয়াছে ও যত অবশিষ্ট আছে, তাহা জিজ্ঞাসা কর। ধাত্রী তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, মন্ত্রিগণ তাহা মহারাজ নলের আজ্ঞা জানিয়া "ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য! বলিয়া নলের নিকট গমন করিলেন। ভীমনন্দিনী সেই সমস্ত মন্ত্রীকে দ্বিতীয় বার আগত দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন; কিন্তু নিষধরাজ তাহার বাক্যে পূর্ব্ববৎ অভিনন্দন করিলেন না; তাহাতে তিনি লজ্জিতা হইয়া পুনর্ব্বার নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন; এবং দ্যূতক্রীড়ায় অক্ষ সকলকে নলের প্রতি নিয়ত পরাঙ্মুখ শুনিয়া ও তাঁহার সর্ব্বস্ব হৃত হইয়াছে জানিয়া ধাত্রীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কল্যাণি বৃহৎসেনে! সম্প্রতি নিদারুণ গুরুতর ব্যাপার ঘটনা হইল, অতএব তুমি মহারাজের শাসন হেতু পুনশ্চ গমন করিয়া সারথি বার্ষ্ণেয়কে শীঘ্র আনয়ন কর। বৃহৎসেনা দময়ন্তীর আদেশানুসারে বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সারথিকে আনয়ন করাইল। তদনন্তর দেশ কাল তত্ত্বজ্ঞা প্রশংসিতা দময়ন্তী তৎকালোচিত মধুর বাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, বার্ষ্ণেয়! মহারাজ তোমার প্রতি সর্ব্বদা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা তোমার বিদিত আছে, তিনি সম্প্রতি বিষমাবস্থ হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার সাহায্য করা তোমার উচিত। পুষ্করের নিকট তিনি যতই পরাজিত হইয়াছেন, ততই তাঁহার দ্যূতক্রীড়ায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। অক্ষ সকল যেমন পুষ্করের বশীভূত হইয়া পতিত হইতেছে, সেইরূপ মহারাজের পক্ষেও বিপর্য্যয়ক্রমে পতিত হইতে দৃষ্ট হইতেছে। মহারাজ মোহিত হইয়া যেরূপ সুহৃৎ বা স্বজনগণের উচিত বাক্য শুনিতেছেন না, সেইরূপ আমার বাক্যেও অনুমোদন করিতেছেন না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, মহাত্মা নিষধনাথের কোন দোষ নাই, কারণ, তাঁহার অন্তঃকরণ মোহে অচ্ছন্ন হওয়াতেই তিনি আমার বাক্যে অভিনন্দন করিতেছেন না। হে সারথে! আমার মন প্রাশস্ত্য হইতেছে না, এই রাজা কদাচিৎ বিপন্ন হইতে পারেন, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমার কথা রক্ষা কর। তুমি মহারাজের প্রিয়তম ও মন সদৃশ বেগশীল অশ্ব সকল রথে যোজনা করিয়া তাহাতে আমার এই পুত্র ও কন্যাকে লইয়া কুণ্ডিন নগরে গমন কর। তথায় আমার জ্ঞাতিদিগের নিকটে এই দুইটি সন্তান, রথ ও অশ্ব সকল রাখিয়া তুমি আপনি তথায় বাস করিও, কিংবা ইচ্ছামত অন্য কোথাও গমন করিও। নলসারথি বার্ষ্ণেয় বিদর্ভরাজনন্দিনীর ঐ কথা নল রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে নিবেদন করিল। হে মহীপতে! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শপূর্ব্বক তাহাই স্থির করিয়া সারথির প্রতি অনুমতি প্রদান করিলে সারথি রাজকুমার ও রাজকুমারীকে রথে আরোহণ করাইয়া বিদর্ভ দেশে প্রস্থিত হইল; অনন্তর, অতি দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই রথ, অশ্বসকল এবং রাজকুমার ইন্দ্রসেন ও রাজকুমারী ইন্দ্রসেনাকে তথায় রাখিয়া রাজা ভীমকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক নল মহীপতির নিমিত্ত অনুশোচনা করত ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যা নগরী গমন করিল; এবং সাতিশয় ক্লিষ্টচিত্তে ঋতুপর্ণ নামক অযোধ্যাধিপতি ভূপতির উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল; পরে তাঁহার সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়া উপজীব্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিল।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! বার্ষ্ণেয়ের গমনানন্তর, পুষ্কর, দ্যূতক্রীড়াসক্ত নিষধাধিপের রাজ্য ও অন্যান্য যে কিছু ধন ছিল, তৎ সমুদায় পণে হরণ করিয়া লইলেন। নিষধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত হইলে পুষ্কর তাঁহাকে হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হউন; আপনার পণের উপযুক্ত আর কি আছে? আপনার একমাত্র মহিষী দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন সকলই আমি জয় করিয়া লইয়াছি, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহাকেই পণ করুন। পুষ্কর এই বাক্য কহিলে, পুণ্যশ্লোকের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ প্রায় হইল; কিন্তু তিনি তাহাকে আর কিছুই বলিলেন না। অনন্তর মহাযশস্বী রাজা নল পুষ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরম ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিত্যাগ করত একমাত্র বস্ত্র পরিধায়ী ও অনাবৃতাঙ্গ হইয়া সুহৃদ্গণের শোক বৃদ্ধি করত অতি বিপুল সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। পরে দময়ন্তী পতিকে গমন করিতে দেখিয়া এক খানি বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নিষধরাজ নগরের বহিঃপ্রদেশে ভার্য্যা দময়ন্তীর সহিত তিনরাত্রি বাস করিয়া থাকিলেন। মহারাজ! এদিকে পুষ্কর, নগর মধ্যে ঘোষণা প্রকাশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি নলের প্রতি সম্যক্ আস্থা করিবে, সে আমার বধ্য হইবে! হে যুধিষ্ঠির! পৌরজন পুষ্করের এই ঘোষণা দ্বারা নলের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বিবেচনা করিয়া নলকে আর কোন রূপে সমাদর করিল না। রাজা নল নগরের বহিঃপ্রদেশে ত্রিরাত্র বাস করিয়া থাকিলেন, কিন্তু তিনি সৎকারার্হ হইয়াও কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক সৎকৃত না হইয়া ত্রিরাত্র কাল কেবল জল মাত্র আহারে জীবন ধারণ করিলেন। তিনি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ফল মূল অন্বেষণ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলে দময়ন্তীও তাহার অনুগামিনী হইলেন। ক্ষুধার্ত্ত নল বহু দিন গতে সুবর্ণসদৃশ পক্ষবিশিষ্ট কতকগুলি পক্ষী দেখিলেন। নিষধাধিপতি বলশালী নল তখন ভাবিলেন, অদ্য ইহা আমার ভক্ষ্য উপস্থিত হইল এবং ইহাই আমার অর্থ হইবে, এই ভাবিয়া তিনি

পরিধেয় বস্ত্র লইয়া পক্ষীদিগকে আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর পক্ষী সকল তাঁহার সেই বস্ত্র সমেত আকাশপথে গমন করিল। তাহারা উৎপতনকালে নল রাজাকে দিগম্বর, দীন ও অধোমুখে ভূমিস্থিত অবলোকন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে অতি-দুর্ব্বুদ্ধে! আমরা সেই অক্ষ, তুমি বস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করাতে আমাদিগের সন্তোষ না হওয়া প্রযুক্ত তোমার বস্ত্রহরণ করিবার মানসে আগমন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তখন পুণ্যশ্লোক আপনাকে বিবস্ত্র দেখিয়া ও অক্ষসকলের গমন অবগত হইয়া দময়ন্তীকে কহিলেন, হে অনিন্দিতে! আমি যাহাদিগের কোপ হেতু ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি; এবং ক্ষুধাপীড়িত দেহে অতি কষ্টেও প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি না; হে ভীরু! যাহাদিগের নিমিত্ত নিষধবাসী প্রজাসকল আমার সমাদর করে নাই, তাহারাই পক্ষী হইয়া আমার বস্ত্র হরণ করিল। প্রিয়ে! আমি জ্ঞানশূন্য হইয়াছি এবং পরম বিষমাবস্থা প্রাপ্ত ও দুঃখিত হইয়াছি এবং আমি তোমার ভর্ত্তা অতএব তোমার আত্ম হিতকর বাক্য আমার নিকট শ্রবণ কর, এই সকল পথ, অবন্তী দেশ ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করিয়াছে। এই স্থানে মহাশৈল বিন্ধ্য, পয়োষ্ণী নামে নদী ও মহর্ষিগণের বহু ফল মূলসমন্বিত আশ্রমসকল রহিয়াছে; এবং এই পথ বিদর্ভ দেশের ও এই পথ অযোধ্যাপুরে গমন করিয়াছে; ইহার পর দক্ষিণে ঐ দক্ষিণাপথ দেশ।

হে ভারত! দুঃখার্ত্ত নল রাজা যত্নবান্ হইয়া ভীমকুমারী দময়ন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বারংবার ঐরূপ কহিলে, ভীমনন্দিনী দুঃখে আকর্ষিতা হইয়া বাষ্পকলাকুল সকরুণ বাক্যে নিষধনাথকে বলিলেন, মহারাজ! আপনার মনের ভাব চিন্তা করিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও হৃৎকম্প হইতেছে। আমি আপনাকে হৃতরাজ্য, হৃতদ্রব্য বিবস্ত্র ক্ষুধিত এবং শ্রান্ত দেখিয়া কিপ্রকারে এই নির্জ্জন-বনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি? মহারাজ! আপনি যখন ঘোর বন মধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পূর্ব্ব সুখ স্মরণপূর্ব্বক কাতর হইবেন, তখন আমি আপনার শ্রান্তি নিবারণ করিব। মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি যে, বৈদ্যদিগের মতে সর্ব্বদুঃখ নিবারণ বিষয়ে ভার্য্যা তুল্য কোন ঔষধ নাই। নল কহিলেন, হে সুমধ্যমে দময়ন্তি! তুমি যে কহিলে, দুঃখার্ত্ত নরের ভার্য্যা তুল্য মিত্রও ঔষধ নাই, তাহা যথার্থই। হে ভীরু! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না, তুমি সে আশঙ্কা কেন করিতেছ? হে, অনিন্দিতে! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাচ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

দময়ন্তী কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে কি নিমিত্ত বিদর্ভ নগরের পথ উপদেশ করিতেছেন? হে নৃপতে! আমিও জানি যে, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবার যোগ্য নহেন, কিন্তু যখন আপনার চিত্ত বিকৃত হইয়াছে,তখন পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে অমরোপম নরোত্তম! আপনি আমার নিকট পুনঃপুনঃ পথ উপদেশ করিয়া আমার শোক বৃদ্ধি করিতেছেন। হে মানপ্রদ! যদি আমার জ্ঞাতিগণের নিকট আমার গমন করা আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে আপনার মত হইলে আমরা উভয়েই বিদর্ভ নগরে গমন করি; বিদর্ভরাজ আপনাকে সমাদরপূর্ব্বক রাখিবেন। আপনি তথায় তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া আমাদিগের গৃহে সুখে অবস্থান করিবেন।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নল কহিলেন, আমার পক্ষে আমার রাজ্য যে প্রকার, তোমার পিতার রাজ্যও সেই প্রকার, সংশয় নাই; তথাপি আমি এরূপ দুরবস্থায় কোনক্রমে তথায় যাইব না; আমি সমৃদ্ধি অবস্থায় তোমার হর্ষ-বর্দ্ধন হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে এরূপ দুরবস্থায় তোমার শোক-বর্দ্ধন হইয়া কি প্রকারে গমন করিতে পারি? বৃহদশ্ব কহিলেন, নল রাজ অর্দ্ধবস্ত্র পরিধানা কল্যাণলক্ষণা দময়ন্তীকে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ইতস্তত পর্য্যটন করত ক্ষুধাতৃষ্ণায় পরিক্লান্ত হইয়া কোন সভাস্থলে (যাত্রিকদিগের উপবেশনাদি যোগ্য স্থানবিশেষে) উপস্থিত হইলেন। নিষধাধিপতি তথায় উপনীত হইয়া বৈদর্ভীর সহিত ভূতলে উপবেশন করিলেন। তিনি দময়ন্তীর সহিত একবস্ত্র পরিধায়ী ও শ্রান্ত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত, মলিন ও বিকৃত বেশে ধরণীতলে শয়ন করিলেন। পতিব্রতনিষ্ঠা সুকুমারাঙ্গী শুভরূপা দময়ন্তী ও দুঃখ ভোগে পরিক্লান্তা হইয়াছিলেন, তিনি সহসা নিদ্রার বশবর্ত্তিনী হইলেন। হে নরপতে! নল রাজার হৃদয়ে নিদারুণ শোকানল প্রজ্বলিত হইতেছিল, তন্নিমিত্ত তিনি, দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; তাদৃশরূপে রাজ্যাপহরণ, সর্ব্বপ্রকারে সুহৃদ্বিয়োগ ও বন মধ্যে তথাবিধ ক্লেশ আলোচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার এরূপ করিলে আর কি হইবে, ইহা না করিলেই বা কি হয়, এক্ষণে কি আমার মরণই শ্রেয়, কি পরিজন পরিত্যাগ করাই বিধেয়; ইনি আমার প্রতি অনুরক্তা, এজন্য আমার নিমিত্ত এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন; কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়া হইলে কোন না কোন সময়ে আপনার স্বজন সমীপে যাইতে পারেন। ইনি আমার সঙ্গে থাকিলে ইঁহাকে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, আর আমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, ইঁহাকে যে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, এমত নিশ্চয় নাই, কেননা কখন না কখন ইঁহার সুখ লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে।" হে নরাধিপ! তিনি পুনঃ পুনঃ বহুধা বিচারপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বোধ করিলেন, এবং ইহাও ভাবিলেন,"এই বালা যশস্বিনী, মহাসৌভাগ্যবতী ও আমার ভক্তা এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মে ইঁহার প্রকৃত নিষ্ঠা আছে, সেই তেজে পথিমধ্যে কেহ ইঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" হে রাজন্! তখন তাঁহার দময়ন্তী বিষয়ক বুদ্ধি, দেহাবিষ্ট দুষ্টস্বভাব কলিকর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে উদ্ভাবিত হইয়া দময়ন্তী পরিত্যাগেই প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর তিনি আপনার বিবস্ত্রতা ও দময়ন্তীর এক বস্ত্র পরিধান মনে করিয়া তাহার অর্দ্ধ খণ্ড কর্ত্তন করিয়া লইবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু "কিপ্রকারে বসন কর্ত্তন করি, অথচ প্রিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ না হয়,"এই ভাবিয়া তখন সভা স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে তথায় কোষমুক্ত একখানি উত্তম খড়্গ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন রাজা নল ঐ খড়্গ

দ্বারা বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ ছেদন করিয়া সেই খড়্গ নিক্ষেপ করত নিদ্রাগতা বৈদর্ভীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহার অন্তঃকরণ গমনে নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার তথায় আগমনপূর্ব্বক দময়ন্তীকে দেখিয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে বায়ু ও আদিত্য যাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করেন নাই, আমার সেই প্রেয়সী অদ্য অনাথার ন্যায় সভাস্থলে ভূশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। চারুহাসিনী এই বরারোহা ছিন্ন বস্ত্র পিহিতা হইয়া এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছেন, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলে না জানি উম্মত্তার ন্যায় কিরূপই হইবেন! ভীমরাজনন্দিনী সতী এই কল্যাণী আমা ব্যতিরেকে একাকিনী পশু সর্প-সেবিত এই ঘোর অরণ্য মধ্যে কি প্রকারে বিচরণ করিবেন! হে মহাভাগে! তুমি পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপরায়ণা, অতএব তোমাকে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্‌ গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় রক্ষা করুন।" হে ভারত! নলরাজার বুদ্ধি কলি কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়াতে তিনি অতুল্যরূপ সম্পন্না প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এইরূপ কথনপূর্ব্বক উদ্যম সহকারে প্রস্থান করিলেন এবং পুনর্ব্বার তথায় প্রত্যাগত হইলেন; এবং আবার তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন; তাঁহার চিত্তকে একবার কলি আকর্ষণ করে ও একবার প্রণয়িনীর প্রণয়ে আকর্ষণ করে, ইহাতে তিনি বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিলেন; তখন সেই দুঃখার্ত্ত রাজার অন্তঃকরণ যেন দ্বিধা হইয়া গেল; তিনি দোলার ন্যায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কলি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়া তাদৃশ প্রণয়িনী ভার্য্যাকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বহুল করুণ বিলাপ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন। তিনি কলিস্পৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার বুদ্ধি একান্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, এ প্রযুক্ত তিনি জনশূন্য কাননে ভার্য্যা দময়ন্তীকে একাকিনী রাখিয়া তাঁহার ভাবী শুভাশুভ ঘটনা আলোচনা করিতে করিতে দুঃখিত চিত্তে তথা হইতে গমন করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! নল রাজা গমন করিলে পর, বরারোহা দময়ন্তীর ক্লান্তি দূর হইলে তিনি সেই জনশূন্য বনে জাগরিতা ও ত্রস্তা হইলেন। মহারাজ! শোক দুঃখ সমন্বিতা দময়ন্তী নিষধপতি পতিকে দেখিতে না পাইয়া, ভয়বিহ্বলা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করত রোদন করিতে লাগিলেন। হা নাথ! হা মহারাজ! হা স্বামিন্! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? আমি এই বিজন বিপিনে ভয়ার্ত্তা হইয়াছি। হা! আমি হতা হইলাম। আমি বিনাশ প্রাপ্তা হইলাম। মহারাজ! আমি নিদ্রিতা ছিলাম, এমত স্থলে, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী হইয়া পূর্ব্বে তথাবিধ সত্য করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন? আমি আপনার অনুব্রতা ও দক্ষা ভার্য্যা এবং আমি আপনার কোন অপকারও করি নাই, অন্যে আপনার অপকার করিয়াছে, এমতস্থলে কিরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন? হে নরেশ্বর! আপনি পূর্ব্বে লোকপালদিগের সমীপে আমার প্রতি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সফল করাই আপনার উচিত। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি কান্তাকে পরিত্যাগ করিলেও যে আপনার কান্তা মুহূর্ত্তকাল জীবিত আছে, তাহার কারণ এই যে, বিধাতা মনুষ্যদিগের অকাল মৃত্যু বিধান করেন নাই। হে দুরাধর্ষ! হে পুরুষ-প্রবর! হে প্রভো! আপনি যে এতাবৎ কাল পরিহাস করিলেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আমি ভয়ার্ত্তা হইয়াছি আমাকে দর্শন দিউন। মহারাজ! আমি আপনাকে এই যে দেখিলাম, এই যে দেখিতেছি, এই দেখিতেছি, আপনি লতাপুঞ্জে আবৃত হইয়া কি জন্য আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতেছেন না? হে রাজেন্দ্র! আমি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া বিলাপ করিতেছি, তথাচ আপনি আসিয়া যে আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে আপনার নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইতেছে। হে নৃপ! আমি আপনার কি অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত শোক করি না, কেবল আপনি একাকী কিরূপে থাকিবেন, সেই নিমিত্তই শোকার্ত্তা হইয়াছি। হে রাজন্! আপনি তৃষিত, ক্ষুধিত ও শ্রমকর্ষিত হইয়া সায়হ্ন-কালে আমাকে না দেখিয়া বৃক্ষমূলে কি রূপে অবস্থিতি করিবেন?

হে ভারত! অনন্তর দময়ন্তী তীব্র শোকে আর্ত্তা ও শোকানলে প্রজ্বলিতা হইয়া অতি দুঃখিত চিত্তে রোদন করিতে করিতে ইতস্তত ধাবন করিতে লাগিলেন। কখন উত্থিতা হন, কখন বিহ্বলা হইয়া পতিতা হন, কখন ভয়ার্ত্তা হইয়া ভূপৃষ্ঠে লীন প্রায় হন, কখন রোদন করিয়া উঠেন, কখন বা মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করেন। অনন্তর, অত্যন্ত শোক-সন্তপ্তা পতি-পরায়ণা ভীম নন্দিনী তথা হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, যে প্রাণীর অভিশাপে নিষধনাথ এই ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহার আমাদিগের অপেক্ষাও সমধিক দুঃখ হইবে। যে পাপিষ্ঠ, নিষ্পাপ-চিত্ত নলকে এরূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছে, সেই দুরাত্মা নল অপেক্ষাও অধিক দুঃখিত হইয়া অসুখ-জীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করুক। মহাত্মা নল রাজার তাদৃশী ভার্য্যা এইরূপে বিলাপ করত ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সেবিত এই বন মধ্যে স্বামীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভীমনন্দিনী উন্মত্তার ন্যায়, হা মহারাজ! হা মহারাজ! বলিয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে করিতে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শুষ্ককায়া কুররী পক্ষিণীর ন্যায় অতিশয় শব্দপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বহুল সকরুণ শোক বিলাপ করত সহসা এক মহাকায় অজগর সর্পের অভিমুখে গমন করিয়া তাহার সমীপে ইতস্তত বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সেই গ্রাহ অজগরও ক্ষুধার্ত্ত ছিল, সুতরাং সে তাঁহাকে গ্রাস করিল। অজগর শোক পরিপ্লুতা নল-মহিষীকে গ্রহণ করিলে, তখন তিনি তাহার মুখ মধ্যে গ্রস্যমানা হইয়াও নিষধনাথের নিমিত্ত যাদৃশ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আপনার মরণ উপস্থিত জন্য তাদৃশ শোক করিলেন না। তিনি আর্ত্তস্বরে কহিলেন, হা নাথ! এই অজগর বিজন বনমধ্যে অনাথার ন্যায় আমাকে পাইয়া গ্রাস করিতেছে, আপনি কি হেতু ইহা অনুধাবন করিতেছেননা? হে প্রভু নিষধনাথ! আপনি কি জন্য আমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন? আপনি শাপমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার বুদ্ধি, চৈতন্য ও রাজ্য প্রাপ্ত হইলে তখন আমাকে অনুস্মরণ করিয়া কি প্রকারে থাকিবেন। হে বিশুদ্ধ-

১২। নল-দময়ন্তী।



রাজা নল ঐ খড়্গ দ্বারা বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ ছেদন করিয়া সেই খড়্গ নিক্ষেপ করত দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ৩৩৮ পৃষ্ঠা (বনপর্ব্ব)

চক্ত নিষধনাথ রাজসিংহ! আপনি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও ম্লান হইলে কে আপনার ক্লেশ শান্তি করিবে?

অনন্তর কোন মৃগব্যাধ দুর্গম বনে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া তথায় সত্বর আগত হইল এবং আয়তনয়না ললনাকে সর্পগ্রস্তা দেখিয়া সত্বর হইয়া বেগে সম্মুখ গমনপূর্ব্বক নিশিত শস্ত্রদ্বারা সর্পের মুখ ছেদন করিয়া ফেলিল। পরে সেই মৃগজীবী, ভুজঙ্গমকে শস্ত্রাঘাতে হনন-পূর্ব্বক নির্ব্বিচেষ্ট করিয়া নিষধরাজ-মহিষীকে উরগ-মুখ হইতে বিমুক্ত করিল। হে ভারত! অনন্তর ব্যাধ তাঁহাকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কিছু আহার করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মৃগ-শাবকনয়নে! তুমি কাহার কামিনী? কি নিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছ? হে ভাবিনি! তুমি কেনই বা এরূপ মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছ? হে নরপাল ভারত! সেই ব্যাধ দময়ন্তীকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে দময়ন্তী তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ কহিলেন। অনন্তর সেই মৃগব্যাধ, মধুরভাষিণী দময়ন্তীর নয়নপক্ষ্ম কুটিল, আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান, নিতম্ব ও পয়োধর পীন এবং সমস্ত অঙ্গ সুকুমার, অনির্ব্বচনীয় ও অর্দ্ধবস্ত্রাবৃত দেখিয়া মদনের বশতাপন্ন হইল। লুব্ধক তখন কামার্ত্ত হইয়া তাদৃশ রূপবতী দময়ন্তীকে মৃদুল মধুর বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পতিব্রতা সেই ভাবিনী ঐ ব্যাধকে দোষ-ভাবান্বিত জানিতে পারিয়া তীব্র রোষে সমাবিষ্টা হইয়া যেন প্রজ্বলিতা হইয়া উঠিলেন। পাপাত্মা মৃগব্যাধও কামাতুরতা প্রযুক্ত ক্রোধের বশংবদ হইয়া দুর্দ্ধর্ষণীয় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাকে আক্রম-করণের ন্যায়, দময়ন্তীর প্রতি বল প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় করিল। দময়ন্তী একে রাজ্য ও পতি-বিয়োগে নিতান্ত দুঃখার্ত্তা ছিলেন, বাক্পথের অতীত তাদৃশ দুঃসময়ে আবার ব্যাধকে গর্হিতাচরণে উদ্যত দেখিলেন, ইহাতে তিনি রোষান্বিতা হইয়া এই বলিয়া ব্যাধকে শাপ প্রদান করিলেন, যেহেতু আমি নৈষধ ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে চিন্তাও করি না, সেই হেতুই এই নীচ মৃগজীবী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পতিত হউক। হে ভারত! তিনি এইরূপ বাক্য কহিবামাত্র ব্যাধ গতপ্রাণ হইয়া অগ্নি-দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! কমললোচনা দময়ন্তী মৃগব্যাধকে বিনাশ করিয়া ঝিল্লিকাগণ-নিনাদিত, জন-শূন্য, অতি ভীষণ কাননে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ বন সিংহ, মহিষ, ঋক্ষ, বিবিধ ব্যাঘ্র ও নানাবিধ মৃগগণে সংযুক্ত, নানা বিহঙ্গকুলে সমাকীর্ণ ও ম্লেচ্ছ তস্কর দলে অভিসেবিত এবং সাল, বেণু, ধব, অশ্বত্থ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জ্জুন, নিম্ব, তিনিশ, শাল্মল, জম্বু, আম্র, লোধ্র, খদির, বেত্র, পদ্মক, আমলক, প্লক্ষ, কদম্ব, উড়ুম্বর, বদর, বিল্ব, বট, পিয়াল, তাল, খর্জ্জুর, হরীতক ও বিভীতক বৃক্ষসমূহে সমাচ্ছন্ন ছিল। বিদর্ভ-কুমারী সেই ঘোর অরণ্য মধ্যে গমন করিতে করিতে বহুবিধ শত শত ধাতু দ্বারা সংনদ্ধ বিবিধ পর্ব্বত,নানা পক্ষিগণ-কূজিত নিকুঞ্জ, অদ্ভুত-দর্শন গিরিগহ্বর, নদী, সরোবর, বাপী, পল্বল, তড়াগ, গিরিকূট, অদ্ভুত-দর্শন নির্ঝররূপ সরিৎসকল, ভীষণাকার বহুসংখ্য পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণ এবং যূথে যূথে মহিষ, বরাহ, শৃগাল, ভল্লুক, বানর ও পন্নগসকল দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি একাকিনী হইয়াও ধর্ম্ম-বল, যশস্কর কার্য্য, অলৌকিক শ্রী ও ধৈর্য্য দ্বারা তথায় নলকে অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীর বিপদে পরিপীড়িতা হইয়া সেই নিদারুণ অটবীস্থলে কাহারও নিকট ভীতা হইলেন না। হে রাজন্! তিনি পতিশোকে পরীতাঙ্গী ও নিরতিশয় দুঃখার্ত্তা হইয়া এক শিলাতল আশ্রয় করত বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে পৃথুলহৃদয় মহাবাহু নিষধনাথ! আপনি অদ্য আমাকে এই বিজন বনে বিসর্জ্জন করিয়া কোথায় গমন করিলেন? হে বীর নরেন্দ্র! আপনি ভূরি-দক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইয়া কি নিমিত্ত আমার প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিলেন? হে নরসিংহ! হে ক্ষত্রিয়বর! হে মহাদ্যুতে! আপনি পূর্ব্বে আমার সমক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, হে মঙ্গলালয়! তাহা স্মরণ করা আপনার উচিত। হে ভূমিপ! বিহগ হংসগণ আপনার সমীপে ও আমার সমক্ষে যাহা কহিয়াছিল, আপনি তাহাও মনে করুন। হে শত্রুঘ্ন নরেশ্বর! সুন্দররূপে বিস্তার-ক্রমে অধীত সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ একদিকে, আর এক সত্য এক দিকে; অতএব আপনি পূর্ব্বে মৎসকাশে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য করা আপনার উচিত। হা বীর! হা নল! আমি আপনার হইয়া এই ঘোর অরণ্য মধ্যে মরিলাম, আপনি কি জন্য আমাকে সম্ভাষণ করিতেছেন না! ভীষণাকৃতি রৌদ্ররূপ এই সিংহ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক এই আমাকে ভক্ষণ করে, এ সঙ্কট হইতে আমাকে পরিত্রাণ করা আপনার কি উচিত নয়? হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে যে সর্ব্বদা বলিতেন "তোমা ভিন্ন আমার আর কেহই প্রিয়া নাই," হে মঙ্গলাস্পদ! এক্ষণে সেই কথা সত্য করুন। হে নরাধিপ! আমি আপনার প্রিয় ভার্য্যা এবং আপনি ও আমার প্রিয় প্রতি, অতএব আপনি প্রিয় ভার্য্যাকে উন্মত্তার ন্যায় বিলাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর করিতেছেন না? হে বসুধাধিপ! আমি একাকিনী, দীনা, বিবর্ণা, কৃশা ও অর্দ্ধবস্ত্রপরিহিতা হইয়া অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছি, হে অরিকর্ষণ! হে মানার্হ! হে পৃথু-লোচন! আমি যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় একাকিনী মহারণ্যে রোদন করিতেছি, আপনি কি হেতু আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন? হে মহারাজ! আমি আপনার অনুব্রতা সেই দময়ন্তী একাকিনী ভীষণ বনমধ্যে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছি, আপনি কি হেতু আমাকে উত্তর প্রদান করিতেছেন না? হে নরোত্তম! আপনি সেই মনোহর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও কুলশীলসম্পন্ন; আমি যে আপনাকে অদ্য দেখিতে না পাইয়া শোক দুঃখে কাতরা হইয়াছি। হে নিষধনাথ! এই পর্ব্বতমধ্যে বা সিংহ ব্যাঘ্র সেবিত এই মহাভয়ানক বিপিন মধ্যে আপনি কোন স্থানে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান আছেন, কিংবা এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, হে মদীয় শোকবর্দ্ধন মহারাজ! তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, "তুমি এই অরণ্য মধ্যে কোথাও নল রাজাকে কোন গতিকে দেখিয়াছ কি না?" এবং কে অদ্য আমাকে শত্রুব্যূহ বিনাশক সাক্ষাৎ মহাত্মা নলকে এই বনে অবস্থিত বলিয়া সংবাদ দিবে! এবং এই মধুর-

বাক্য কাহার নিকট শুনিব যে, "তুমি যে পদ্মনিভ-লোচন নল রাজাকে অন্বেষণ করিতেছ তিনি এই।" মহাহনুযুক্ত চতুর্দ্দন্ত-ধারী এই যে অরণ্যরাজ শ্রীমান্ শার্দ্দূল আমার অভিমুখে আসিতেছেন, আমি নিঃশঙ্কা হইয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। হে মৃগেন্দ্র! তুমি মৃগসকলের অধিপতি ও এই বনের রাজা; আমি বিদর্ভরাজের তনয়া ও শত্রুঘাতী নিষধাধিপতি নলের ভার্য্যা, আমার নাম দময়ন্তী; সম্প্রতি পতিবিরহিণী হইয়া শোককর্ষিতা, দীনা ও একাকিনী এখানে পতি অন্বেষণ করিতেছি; অতএব যদি তুমি কোথাও নলকে দেখিয়া থাক, তবে তাহা বলিয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান কর। হে বননাথ মৃগপতে! যদি তুমি নলের সংবাদ না বল, তবে আমাকে খাও, এই দুঃখ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। এই মৃগরাজ অরণ্যমধ্যে আমার বিলাপ শ্রবণ না করিয়াই সাগর-গামিনী নির্ম্মল-সলিলা ঐ নদীর দিকে গমন করিতেছে; তবে এক্ষণে এই মহারণ্যের ধ্বজরূপে উত্থিত, গগণ-স্পর্শী উচ্ছিত বিবিধ-বর্ণ মনোহর বহুল শৃঙ্গে শোভমান গৈরিকাদি নানা ধাতুতে সমাকীর্ণ, বিবিধ রত্নচয়-বিভূষিত, সিংহ, ব্যাঘ্র, মাতঙ্গ, বরাহ, ভল্লুক ও মৃগসমূহের আবাস স্থল, চতুর্দ্দিকে বহুবিধ বিহগগণে অনুনাদিত, কিংশুক, অশোক, বকুল, পুন্নাগ, কর্ণিকার, ধব, প্লক্ষ ও পুষ্পিত বৃক্ষ সমূহে উপশোভিত, জলচর বিহঙ্গগণ শোভিত নদীসমূহে বিরাজিত এবং শিখর সমূহে সমাকুল এই পুণ্য গিরিরাজকে নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। হে অচলশ্রেষ্ঠ! হে ভগবন্! হে দিব্য-দর্শন! হে লোকপ্রসিদ্ধ! হে শরণ্য! হে বহু কল্যাণালয়! হে পৃথ্বীধর! তোমাকে নমস্কার; আমি তোমার সম্মুখে আসিয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি! আমি রাজপুত্রী, রাজার স্নুষা ও রাজার ভার্য্যা; আমার নাম দময়ন্তী; আমার পিতা বিদর্ভ দেশের অধিপতি; তিনি মহারথী, তাঁহার নাম ভীম; সেই ক্ষিতিপতি চতুর্বর্ণের রক্ষিতা, ভূরি-দক্ষিণা যুক্ত বহুল বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং পার্থিব প্রধান; সেই মনোহর বিশাল লোচন রাজা ব্রহ্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী অসূয়া-রহিত, সুশীল, বীর্য্যশালী, বিপুল-সম্পত্তি-বিশিষ্ট, স্বাধীন, ধর্ম্মজ্ঞ ও শুচি; তিনি সম্পূর্ণরূপে বিদর্ভ দেশ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং অরিকুল জয় করিয়াছেন। হে ভগবন্! আমি তাঁহার কন্যা, তোমার উপাসনা করিতেছি; আমার শ্বশুর নিষধ দেশের অধিপতি; তিনি বীরসেন নামে সুবিখ্যাত। সেই নরোত্তমের নাম স্মরণীয়; ঐ রাজার পুত্র শ্রীমান্ নল, পুণ্য-শ্লোক বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সত্য-পরাক্রম, বীর, সুপুরুষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, বাক্‌পটু, পুণ্যকৃৎ, সোমপ, সাগ্নি, যজ্ঞানুষ্ঠাতা, দাতা, যোদ্ধা এবং সম্যক্ শাসন-কর্ত্তা; এবং তিনি ক্রমপ্রাপ্ত পৈতৃক রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া সম্যক্ প্রকারে অনুশাসন করিয়া থাকেন; আমি তাঁহারই অনুব্রতা অবলা ভার্য্যা। হে পর্ব্বতসত্তম! আমি শ্রীভ্রষ্টা, পতি বিহীনা, অনাথা ও বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া পতি অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি। হে অচল প্রবর! তোমার শত শত উচ্চ শৃঙ্গ আকাশে রেখা করিতেছে, অতএব তদ্দ্বারা তুমি কি এই বিশাল অরণ্য-মধ্যে কোন স্থানে নলরাজাকে দেখিয়াছ? তুমি কি উচ্ছিত শৃঙ্গসমূহ দ্বারা এই দারুণ বন মধ্যে আমার সেই ভর্ত্তা, সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, ধীমান্, দীর্ঘবাহু, অমর্ষণশীল, সত্ত্ববান্, বীর-বিক্রমশালী, মহাযশস্বী নিষধনাথ নলকে দেখিয়াছ? হে গিরি-বর! আমি দুঃখিত হইয়া একাকিনী এই বনমধ্যে বিহ্বল-চিত্তে বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে স্বীয় দুহিতার ন্যায় কি জন্য আশ্বাস প্রদান করিতেছ না? হে রাজন্! হে বীর! হে বিক্রমশীল! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে সত্যসন্ধ! হে পৃথ্বীনাথ! আপনি যদি এই কাননমধ্যে থাকেন, তবে দর্শন দিউন। হা! আমি কবে সেই মহাত্মা নিষধরাজের মেঘস্বন সন্নিভ, সুস্নিগ্ধ, গম্ভীর, অমৃত-তুল্য, বেদানুসারী, মদীয় শোক নাশক সম্পত্তি স্বরূপ "বিদর্ভ-নন্দিনি!" এই রূপ সুস্পষ্ট শুভ বাক্য শ্রবণ করিব! হে ধর্ম্মবৎসল ধরানাথ! আমি ভীতা হইয়াছি, আপনি আমাকে আশ্বাস দান করুন।

পরমাঙ্গনা রাজনন্দিনী দময়ন্তী পর্ব্বতের নিকট এই রূপ কহিয়া পুনর্ব্বার উত্তর দিকে গমন করিলেন। তিন তিন অহোরাত্র পর্য্যটন করিয়া দিব্য কাননে সুশোভিত অতুল্য এক তপোবন দেখিতে পাইলেন এবং তথায় দেখিলেন, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও অত্রির ন্যায় নিয়ম-স্থিত, সংযতাহার, দমযুক্ত, শৌচসমন্বিত, জলমাত্র-ভোজী, পবনাহারী, পর্ণাশী, জিতেন্দ্রিয়, মহাভাগ, স্বর্গ-পথদিদৃক্ষু, বল্কল ও অজিন পরিধায়ী, সংযত চিত্ত তাপসগণ অধিবাস করিতেছেন। শোভন ভ্রূযুক্তা, সুকেশী, সুশ্রোণী, সুস্তনী, সুদন্তবতী, সুমুখী, সুকান্তিমতী, সুপ্রতিষ্ঠা, শোভন-বিশাল-নীল-নয়না দময়ন্তী তাদৃশ তাপসগণে বিরাজিত, বহুবিধ মৃগ সজ্ঘ সেবিত ও শাখা-মৃগকুল-সমন্বিত সেই আশ্রমমণ্ডল অবলোকন করিয়া আশ্বাসপ্রাপ্ত হইলেন। বীরসেন সুত-প্রণয়িনী মহাভাগা রত্নরূপ দময়ন্তী পতি অন্বেষণ-তপস্যায় তপস্বিনী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি বিনয়াবনতা হইয়া তপোবৃদ্ধ ঋষিদিগকে প্রণাম করত দণ্ডায়মানা থাকিলেন। তপোধন ঋষিগণ তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক বলিলেন, উপবেশন কর এবং বল, তোমার কি কার্য্য আমরা সম্পাদন করিব। বরারোহা দময়ন্তী তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিশুদ্ধভাব ভগবান্ মহাভাগগণ! মৃগপক্ষি-বিষয়ে ও তপস্যা, অগ্নি, ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মাচরণে আপনাদিগের ত কুশল? তাঁহারা কহিলেন, হে ভদ্রে যশস্বিনি! আমাদিগের সর্ব্বত্র কুশল। হে অনবদ্যসর্ব্বাঙ্গি! তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি? তোমার পরম রূপ ও পরম কান্তি দেখিবামাত্র আমরা বিস্মিত হইয়াছি; পরন্তু তুমি আশ্বস্তা হও, শোক করিও না। হে অনিন্দিতে! তুমি কি এই অরণ্য, পর্ব্বত বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? তাহা সত্য বল। তিনি কহিলেন, হে তপোধন বিপ্রগণ! আমি এই অরণ্য, কি পর্ব্বত কিংবা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহি, আমি মানবকন্যা; আমি আপনার পরিচয় সমুদায় বিস্তাররূপে বলি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। হে দ্বিজসত্তমগণ! বিদর্ভদেশে ভীম নামে যে মহীপতি আছেন, আমি তাঁহার তনয়া এবং নিষধদেশের অধিপতি, নল নামে মহাযশস্বী, ধীমান্, সংগ্রাম-বিজয়ী, বিদ্বান্, বীর নৃপতি আমার ভর্ত্তা। নল নামে সুবিখ্যাত, দেবার্চ্চন-পরায়ণ, ব্রাহ্মণ-বৎসল, নিষধ বংশের রক্ষক, মহাতেজস্বী, মহাবল, সত্যবাদী, অস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সত্যসন্ধ, শত্রু-মর্দ্দন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দেবভক্ত, শ্রীযুক্ত, শত্রুপুরজয়ী, ইন্দ্রতুল্য-

দ্যুতিমান্, বিশাললোচন, পূর্ণচন্দ্রানন সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ আমার স্বামী। সেই মহাত্মা বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, মুখ্য মুখ্য যজ্ঞের আহর্ত্তা ও যুদ্ধে বিপক্ষ-হন্তা এবং তাঁহার প্রভা রবি-সোম সদৃশ ক্ষুদ্রাশয়, দ্যূত-নিপুণ, কুটিল কোন নীচপ্রকৃতি প্রবঞ্চকের সেই সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ রাজাকে আহ্বানপূর্ব্বক অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য ও সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়াছে; আমি সেই নৃপবরের ভার্য্যা হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় এখানে আগমন করিয়াছি, আমার নাম দময়ন্তী; আমি দুঃখিতা হইয়া স্বীয় পতি সেই কৃতাস্ত্র, রণ-বিশারদ, মহাত্মা নল রাজাকে বন গিরি, সরোবর, সরিৎ, পল্বল ও সমস্ত অরণ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি। হে মহানুভাবগণ! উক্ত নিষধাধিপতি মহারাজ নল কি আপনাদিগের এই সুরম্য তপোবনে আগমন করিয়াছেন? যাঁহার নিমিত্ত আমি মৃগশার্দ্দূল-সেবিত এই অতি দারুণ ঘোর ভয়ানক বনে আগমন করিয়াছি। যদি কতিপয় দিবসে তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তবে আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপনার কল্যাণ বিধান করিব; সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যতিরেকে আমার জীবনে কি কার্য্য? আমি ভর্ত্তৃ-শোকে পরিপীড়িতা হইয়া কিরূপে জীবিতা থাকিব?

সত্যদর্শী তাপসগণ অরণ্যমধ্যে একাকিনী রোদন-পরায়ণা ভীম-দুহিতা দময়ন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! আমরা তপস্যা দ্বারা দেখিতেছি, উত্তরকালে তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি শীঘ্র নিষধাধিপতিকে দেখিতে পাইবে। হে শুভে ভীম-নন্দিনি! তুমি সেই শত্রুকুল-মর্দ্দন ধার্ম্মিক প্রধান নিষধনাথ নলকে ব্যসন-মুক্ত দেখিবে। হে কল্যাণি! তুমি তোমার সেই পতিকে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বরত্নসমন্বিত ও কল্যাণ ভাজন দেখিবে এবং সেই অরিন্দমকে পুনর্ব্বার সেই নগরশ্রেষ্ঠের শাসন, শত্রুকুলের ভয়বর্দ্ধন ও সুহৃদ্গণের শোক বিমোচন করিতে দেখিবে।

তাপসগণ নল রাজার প্রিয় মহিষী নৃপনন্দিনী দময়ন্তীকে এইরূপ কহিয়া অগ্নিহোত্র ও আশ্রমের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তখন বীরসেন-স্নুষা নির্দ্দোষাঙ্গী দময়ন্তী তথাবিধ মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম! এখানে এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল সেই সকল তাপসগণ কোথায়! তাঁহাদিগের সেই আশ্রম-মণ্ডলই বা কোথায়! সেই বিহঙ্গম সেবিত পবিত্র জলযুক্ত মনোহর নদীই বা কোথায়! এবং ফলপুষ্পোপশোভিত সেই সকল পবিত্র মহীরুহই বা কোথায় গমন করিল! ভীম-তনয়া শুচিস্মিতা দময়ন্তী বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করত ভর্ত্তৃশোকে কাতরা হইয়া দীনা ও বিবর্ণ-বদনা হইলেন।

অনন্তর তিনি সেখান হইতে স্থানান্তর গমন করিয়া এক প্রকাণ্ড অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেই তরু পুষ্পপল্লবালি দ্বারা বিভূষিত ও বিবিধ বিহঙ্গগণ কর্ত্তৃক অনুনাদিত হইয়া মনোহর রূপে দৃষ্ট হইতেছিল। অশ্রুপূর্ণ-নয়না দময়ন্তী তাহার সন্নিধানে গমন করিয়া বাষ্পাকুল বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন, আহা! এই কানন মধ্যে এই তরুবর শিরোভূষণরূপ পুষ্পপুঞ্জে শোভিত হইয়া যেন পর্ব্বত-রাজের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। হে প্রিয়দর্শন অশোক! তুমি আমার শোকাপনয়ন কর; তুমি কি রাজাকে শোক ভয়-রহিত ও স্বচ্ছন্দ দেখিয়াছ? আমার নাম দময়ন্তী; তুমি আমার প্রিয় পতি অরিন্দম নিষধাধিপতি সুকুমারশরীর বীর নল রাজাকে ব্যসন-পীড়িতও অর্দ্ধখণ্ড-বসন-পরিহিত হইয়া এই অরণ্যে আগমন করিতে দেখিয়া থাকিবে! হে অশোক নগ! আমি যে রূপে বিশোক হইয়া গমন করিতে পারি, তুমি এরূপ কর; তোমার শোক-নাশক অশোক নাম সার্থক কর। শোকার্ত্তা বরাঙ্গনা ভীম-কুমারী এইরূপ বিলাপ করত সেই অশোক তরুকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অতিভীষণ স্থানে গমন করিতে লাগিলেন।

সেই সতী পতি অন্বেষণ করত বহুতর বৃক্ষ, পর্ব্বত, সরিৎ, মনোহর মৃগ, পক্ষী, কন্দর, গিরি-নিতম্ব ও অদ্ভুত-দর্শন নদী-সকল অবলোকন করিলেন। শুচিস্মিতা ভীমনন্দিনী গমন করিতে করিতে এক প্রশস্ত পথ প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে বিপুল দ্বীপ-শোভিত, কূর্ম্ম, কুম্ভীর ও মৎস্যসমূহে সমাকীর্ণ, ক্রৌঞ্চ, কুরর ও চক্রবাক্ পক্ষিগণে উদ্ঘোষিত বেতস-বনে সমাবৃত, সুশীতল নির্ম্মল সলিলান্বিত, মনোরম্য, শোভমান, বিস্তীর্ণ এক নদী দেখিতে পাইলেন। এক দল সার্থ (বাণিজ্য ব্যবসায়ী) হস্তী, অশ্ব, রথ ও জনসমূহে সমবেত হইয়া ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতেছে। যশস্বিনী নলপত্নী শোকার্ত্তা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় অর্দ্ধ বস্ত্র পরিধানে ও ধূলি-ধূষরিত কেশে এবং কৃশ, মলিন ও বিবর্ণ বেশে, বণিক্দিগকে দেখিবামাত্র তাহাদিগের সমীপে গমনকরিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বণিকেরা তাঁহাকে তথায় তদাকৃতি দেখিয়া কেহ কেহ ভীত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ ও কেহ কেহ সাতিশয় চিন্তান্বিত হইল। কেহ কেহ হাস্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ চীৎকার শব্দে রোদন ও কেহ কেহ অসূয়া করিতে আরম্ভ করিল। হে ভারত! কেহ কেহ দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে কল্যাণি! তুমি কে? কাহার বনিতা? এই বন-মধ্যে কি অন্বেষণ করিতেছ? আমরা এখানে তোমাকে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। হে কল্যাণি! তুমি মানুষী কি এই বন বা পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিংবা দিক্ সকলের অধিদেবতা, তাহা সত্য করিয়া বল! হে অনিন্দিতে! তুমি যক্ষী বা রাক্ষসী কিংবা দেবাঙ্গনা, যে হও, আমরা তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণ কর; এবং আমাদিগকে রক্ষা কর। হে শুভে! আমাদিগের এই বণিক্পতি যেরূপে সর্ব্বপ্রকারে কুশলী হইয়া শীঘ্র এই স্থান হইতে গমন করিতে পারেন, এমত বিধান কর তাহা হইলে আমাদিগের সকলেরই কল্যাণ হয়। বণিকেরা ভর্ত্তৃ-বসন-পীড়িতা নৃপকুমারী সাধ্বী দময়ন্তীকে ঐরূপ কহিলে দময়ন্তী, ঐ সার্থের যে সকল যুবা, বৃদ্ধ ও বালক মনুষ্য তথায় ছিল, তাহাদিগকে ও সার্থপতিকে কহিলেন, তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধূ ও রাজার ভার্য্যা। আমি এখানে পতিদর্শন-লালসা হইয়া ভ্রমণ করিতেছি; মহারাজ বিদর্ভ রাজ আমার পিতা এবং নল নামে মহাভাগ নিষধ-রাজ আমার ভর্ত্তা; আমি সেই অপরাজিত নল নৃপতিকে অন্বেষণ করিতেছি। যদি তোমরা আমার প্রিয় সেই শত্রুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া থাক, তবে আমার নিকট শীঘ্র বল বণিক্দলের প্রভু, শুচি-নামক সার্থবাহ সেই অনিন্দিতাঙ্গীকে

কহিল, হে শুচিস্মিতে! আমার কথা শ্রবণ কর, আমি সার্থবাহ, আমি এই সার্থগণের নেতা। হে যশস্বিনি! আমি নল-নামক মনুষ্যকে দেখি নাই; এই মনুষ্য-বর্জ্জিত বনে সর্ব্বত্র কুঞ্জর, ব্যাঘ্র, মহিষ, শার্দ্দূল, ভল্লুক ও মৃগ সকল দেখিতে পাই। অদ্য এই মহা বন মধ্যে তোমা ভিন্ন কোন মানবী বা মানবকে দেখি নাই। যক্ষরাজ মণিভদ্র এই অরণ্য মধ্যে যেরূপ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকেও রক্ষা করুন। অনন্তর দময়ন্তী সকল বণিককে ও সেই সার্থবাহকে বলিলেন, এই সার্থ কোথায় গমন করিবে, আমাকে বল। সার্থবাহ কহিল, হে মানবেন্দ্র-সুতে! ইহারা লাভের নিমিত্ত সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর জনপদে শীঘ্র গমন করিবে।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনবদ্য-সর্ব্বাঙ্গী দময়ন্তী সার্থবাহের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পতি-লালসা হইয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। বণিক্‌গণ বহুদিন পরে সুদারুণ কানন মধ্যে সর্ব্ব শোভাকর, পদ্ম-সৌগন্ধিক, এক রম্য সুমহৎ সরোবর দেখিতে পাইল; তাহাদিগের বাহন সকল অতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিল এবং ঐ তড়াগও বহুল তৃণ কাষ্ঠ ও প্রচুর পুষ্পফলে সমন্বিত, নানা পক্ষি-নিষেবিত, নির্ম্মল সুস্বাদু শীতল সলিলযুক্ত ও মনোহর স্থান ছিল, এ প্রযুক্ত তাহারা তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষী হইল। বণিক্‌গণ সার্থবাহের সম্মতিক্রমে সেই তড়াগ সন্নিহিত উৎকৃষ্ট বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহারা সকলেই সায়ং সময়ে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া অধিবাস করিল। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে সমুদায় নিঃশব্দ হইয়া স্তব্ধ ও পরিশ্রান্ত বণিক্‌গণ নিদ্রিত হইলে আরণ্য হস্তিযূথ জল পানার্থ মদকলুষিত গিরিসম্ভূত নদীতে গমন করিতে আরম্ভ করিল এবং যাইতে যাইতে বণিক্‌দিগকে ও তাহাদিগের পালিত হস্তি-সমূহকে অবলোকন করিল। তখন মদোৎকট সেই সকল বন্য হস্তী গ্রাম্য হস্তিসমূহ দেখিয়া তাহাদিগকে হিংসা করত বেগে ধাবিত হইল। যে প্রকার পর্ব্বতাগ্র হইতে শীর্ণ শৃঙ্গ সকল পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহার ন্যায়, সেই সকল বন্য হস্তী দুঃসহ বেগে আপতিত হওয়াতে তাহাদিগের বন্য পথ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল, এবং বণিকেরা পদ্ম-সরোবরের পথে অবরোধ করত মহীতলে নিদ্রায় হত-চেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিল, সুতরাং সেই সকল বন্য হস্তী তথায় গমন করত তাহাদিগকে সহসা মর্দ্দন করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ নিদ্রান্ধ ছিল, হঠাৎ কুঞ্জর দলের উপদ্রবে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার শব্দ করত সেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ-মানসে বন গুল্ম দিকে ধাবিত হইল। কেহ কেহ সেই সকল বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে, কেহ কেহ শুণ্ডাস্ফালনে কেহ কেহ বা পদস্পর্শে হত হইল। তখন বহুল গো, খর, উষ্ট্র ও অশ্বসকল, পদাতিগণসহ মনুষ্যসমূহে সঙ্কুল ও ভয়ার্ত্ত হইয়া ধাবিত হওয়াতে পরস্পর দ্বারা আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করত ধরণীতলে পতিত হইল; অনেকে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া হৃষ্ট হইল; এবং অনেকে বিষম স্থলে পতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সমস্ত সার্থমণ্ডল দৈব প্রযুক্ত হস্তিযূথকর্ত্তৃক এইরূপ বহুল প্রকারে নিহত হইয়া গেল।

হে নরাধিপ! তদনন্তর হতাবশিষ্ট বণিকেরা পর দিবস সেই দেশ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া গত রাত্রির উপদ্রবে মৃত স্ব স্ব পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও সখার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনীও তন্নিমিত্ত অনুশোচন করিতে লাগিলেন; হা! আমি কি পাপই করিয়াছিলাম! এই নির্জ্জন বনমধ্যে যেসকল মনুষ্যের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম, তাহারাও যে, হস্তিযূথ কর্ত্তৃক হত হইল, ইহা আমারই দুর্ভাগ্য বশত; আমাকে অবশ্যই সুদীর্ঘ কাল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, সংশয় নাই। বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি কালপ্রাপ্ত না হইলে মরে না, সেই নিমিত্তই হস্তিযূথ এই দুঃখিনীকে মর্দ্দন করে নাই। মনুষ্যদিগের কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট ব্যতিরেকে শুভ বা অশুভ হয় না; কিন্তু আমি মন কি বাক্য কিংবা কর্ম্ম দ্বারা বাল্যকালেও এমত কোন পাপ কর্ম্ম করি নাই যে, তৎপ্রযুক্ত দুরদৃষ্ট জন্য আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব বোধ হয়, আমার স্বয়ংবরার্থ যে লোকপাল দেবতারা আগমন করিয়াছিলেন, আমি নলের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তাহাতে সেই লোকপালদিগের প্রভাবেই এই পতি-বিয়োগ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলাম, সংশয় নাই।

হে রাজ-শার্দ্দূল! সেই বরাঙ্গনা তখন উক্ত প্রকারাদি দুঃখ বিলাপ করত হতাবশিষ্ট বেদ-পারগ ব্রাহ্মণদিগের সহিত শারদী চন্দ্রলেখার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে গমন করত সায়াহ্ন কালে সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর মহতী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, অর্দ্ধ-বসন-পরিহিতা সেই বালা রম্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাকে বিহ্বলা, কৃশা, দীনা, মুক্ত-কেশী, অপরিষ্কৃতাঙ্গী ও উন্মত্তার ন্যায় গমনশীলা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নগরীয় বালকেরা তাঁহাকে চেদিরাজ-পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কৌতুক প্রযুক্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যখন বালক মণ্ডলীতে পরিবৃতা হইয়া রাজ-নিকেতন সমীপে গমন করিতেছেন, তখন রাজমাতা প্রাসাদে ছিলেন; তিনি তথা হইতে বালকবৃন্দে সমাবৃতা দময়ন্তীকে দেখিয়া ধাত্রীকে কহিলেন, তুমি গমন কর, ঐ যে আয়তনয়না নারী নগরীয় জনগণ দ্বারা ক্লেশ ভোগ করিতেছে, বোধহয়, ঐ কামিনী অনাথা, দুঃখিতা ও শরণার্থিনী হইবে, উহার রূপে আমার প্রাসাদ প্রদীপ্ত হইতেছে, উহার যে প্রকার রূপ দেখিতেছি, যেন উন্মত্ত বেশ দ্বারা লক্ষ্মী প্রচ্ছন্না হইয়াছেন, উহাকে তুমি আমার নিকট আনয়ন কর।

হে রাজন্! ধাত্রী দময়ন্তীর সমীপে গমন করিয়া পরিবেষ্টিত জনবৃন্দ নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই উৎকৃষ্ট প্রাসাদোপরি আনিয়া বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, দেবপ্রজ্ঞে! তুমি এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছ, এমন কি, যেন জলধরপটলী মধ্যে বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ পাইতেছ। তুমি কে, কাহার সহধর্ম্মিণী, তাহা বল; তোমার কোন ভূষণ না থাকাতেও মানুষরূপ বোধ হয় না। তুমি সহায়হীনা হইয়াও কোন মনুষ্য হইতে ভীতা হইতেছ না। ভীম-নন্দিনী

ধাত্রীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রত-পরায়ণা, সদ্বংশোদ্ভবা মানবী; আমাকে পরিচারিণী সৈরিন্ধ্রী বলিয়া জানিবে। আমি স্বেচ্ছানুসারে যথা তথা বাস ও ফল মূল ভোজন করিয়া থাকি, যেখানে সায়ংকাল হয়, সেই স্থান আমার আশ্রয়-স্থান। আমার ভর্ত্তা বীর ও অসংখ্যেয় গুণান্বিত; তিনি আমার প্রতি সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিতেন, আমিও তাঁহার নিকট ভক্তিভাবে ছায়ার ন্যায় অনপগামিনী থাকিতাম। দৈববশত তাঁহার দ্যূতক্রীড়ায় অতিমাত্র আসক্তি হইয়াছিল, তাহাতে তিনি দ্যূতে পরাজিত হইয়া একাকী বন গমন করেন। আমি সেই বীর ভর্ত্তাকে এক-বস্ত্র-পরিধায়ী ও উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত তাঁহারি সঙ্গে বনগামিনী হই। একদা সেই বীর ক্ষুৎ-পীড়িত ও বিকৃত-চিত্ত হইয়া কোন বনমধ্যে কোন কারণান্তর বশত সেই পরিহিত বস্ত্রখানিও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর তিনি মগ্ন ও উন্মত্তের ন্যায় হতবুদ্ধি হইলেন, আমিও এক বসন পরিধানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম; তৎকালে বহুল রাত্রি নিদ্রা যাইতাম না। অনন্তর বহু দিন পরে এক দিবস আমি নিদ্রার বশবর্ত্তিনী হইয়া শয়ন করিলে, তিনি আমার পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ কর্ত্তন করিয়া লইয়া আমাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; অতএব আমি সেই প্রিয়মূর্ত্তি, কমল-গর্ভ-বর্ণ, হৃদয়-প্রিয়, দেবসদৃশ প্রভু পতিকে অন্বেষণ করত দেখিতে না পাইয়া দিবা নিশি দহ্যমানা হইয়াছি; তাঁহাকে অদ্যাপি প্রাপ্ত হইলাম না। রাজমাতা, ভীমনন্দিনীকে আর্ত্তা ও অশ্রু-পূর্ণনয়না হইয়া আর্ত্তস্বরে বহুতর বিলাপ করিতে দেখিয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার নিকট বাস কর। হে ভদ্রে! আমার কিঙ্করগণ তোমার পতিকে অন্বেষণ করিবে; অথবা তোমার পতি ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া আপনিই এখানে আসিবেন। হে ভদ্রে! তুমি এই স্থানে থাকিয়াই স্বীয় পতিকে পাইবে।

দময়ন্তী রাজমাতার কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীরপ্রসু! আমি এই নিয়মে আপনার নিকট বাস করিতে উৎসাহ করি, আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব না, কাহারও পাদ ধাবন করিব না এবং অন্য পুরুষদিগকে কোন প্রকারে সম্ভাষণ করিব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে কদাচিৎ এক বার প্রার্থনা করে, তবে আপনি তাহাকে দণ্ড দিবেন এবং কোন দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ যদি আমাকে বারংবার প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আপনি তাহাকে বধ করিবেন; এই সমস্ত কথিত বিষয় আমার আরব্ধ ব্রত বলিয়া আপনি বোধ করুন। আর আমার পতির অন্বেষণার্থ যে ব্রাহ্মণেরা গমন করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার যেন সাক্ষাৎ হয়; এরূপ হইলে আমি আপনার নিকট বাস করিব, সন্দেহ নাই; ইহার অন্যথা হইলে কোন স্থানেই বাস করিতে আমার মনে প্রবৃত্তি হয় না। অনন্তর রাজমাতা তাঁহাকে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, তোমার সৌভাগ্য হেতুই এতাদৃশ ব্রত সঙ্কল্পিত হইয়াছে, আমি এ সমস্তই রক্ষা করিব।

হে ভারত-নন্দন নৃপতে! রাজমাতা দময়ন্তীকে এরূপ কহিয়া তাঁহার সুনন্দা নাম্নী দুহিতাকে কহিলেন, হে সুনন্দে! তুমি এই সৈরিন্ধ্রীকে দেবরূপিণী বলিয়া জ্ঞান কর, ইনি তোমার সমবয়স্কা, অতএব ইনি তোমার সখী হউন। তুমি সর্ব্বদা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ইহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে থাক। অনন্তর সুনন্দা পরমহর্ষে দময়ন্তীকে গ্রহণ করিয়া সখীগণের সহিত স্ব-ভবনে আগমন করিলেন। দময়ন্তী তথায় সমাদর সহকারে যথোচিত সমস্ত কামনা পরিপূরণ দ্বারা আনন্দিতা হইলেন এবং নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে নরপতে! নল রাজা দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গহন বন মধ্যে গত হইয়া দেখিলেন, মহা দাব-দাহ হইতেছে; এবং সেই প্রজ্বলিত দাবানলমধ্যে কোন প্রাণীর উচ্চৈঃস্বরে "হে নল! হে পুণ্যশ্লোক! দ্রুত আগমন কর" এইরূপ শব্দ বারংবার শুনিতে পাইলেন। পরে নিষধরাজ "মাভৈঃ" বলিয়া সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত এক মহানাগ দেখিতে পাইলেন। তখন ঐ নাগ কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত-কলেবরে তাঁহাকে কহিল, হে রাজন্! আমি নাগ, আমার নাম কর্কোটক; আমি সুমহাতপস্বী মহর্ষি নারদকে প্রতারণা করিয়াছিলাম; তৎ প্রযুক্ত তিনি ক্রোধ-পরবশ হইয়া আমার প্রতি এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, "যে কাল পর্য্যন্ত রাজা নল তোমাকে এখান হইতে কোন স্থানে না লইয়া যান, তাবৎ তুমি স্থাবরের ন্যায় এই স্থানে থাক, নল তোমাকে যে স্থানে লইয়া যাইবেন, তুমি সেই স্থানে আমার এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে।" আমি তাঁহার ঐ শাপ হেতু এ স্থান হইতে এক পদও গমন করিতে পারি না; অতএব তুমি আমাকে ত্রাণ কর; আমি তোমার শ্রেয় উপদেশ করিব এবং তোমার সখা হইব। আমার সমান আর পন্নগ নাই, তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া গমন কর; আমি তোমার নিকট আত্ম শরীর লাঘব করিব, আমাকে বহন করিতে তোমার ভার বোধ হইবে না। নাগবর এইরূপ কহিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইলেন। পরে নল তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া দাবানল-বর্জ্জিত স্থানে প্রয়ান করিলেন; কিয়দ্দূর গমন করত বহ্নি-বিমুক্ত আকাশ-প্রদেশ পাইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহ নিষধ-নাথ! তুমি তোমার কতিপয় পদ-বিক্ষেপ গণনা করিতে করিতে গমন কর, আমি তদবসরে তোমার পরম শ্রেয় বিধান করিব। অনন্তর নিষধাধিপ নিজ পদ-বিক্ষেপ গণনা করিতে করিতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; যখন দশমবার পদ বিক্ষেপ করেন, তখন সেই নাগরাজ তাঁহাকে দংশন করিলেন। কর্কোটক দংশন করিবামাত্র তাঁহার শারীরিক রূপ তিরোহিত হইল; তাহাতে তিনি আপনাকে বিরূপ দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই নাগকে স্বরূপধারী অবলোকন করিলেন। অনন্তর কর্কোটক নাগ তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, মহারাজ! লোকে আপনাকে না জানিতে পারে, এই নিমিত্তই আমি আপনাকে দংশন করিয়া আপনার প্রকৃত রূপ তিরোহিত করিলাম। হে নল! আপনি যাহার নিমিত্ত প্রবঞ্চিত হইয়া মহাকষ্টে পতিত হইয়াছেন, সে মদীয় বিষ দ্বারা কষ্টভোগ পূর্ব্বক আপনার শরীরে বাস করিবে। হে মহারাজ! যাবৎ সে আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, তাবৎ তাহাকে বিষ সংবৃত

দেহে অতি কষ্টে আপনার শরীরে অধিষ্টান করিতে হইবে। হে জনাধিপ! যে, ক্রোধ-প্রযুক্ত অসূয়া-পরবশ হইয়া আপনাকে নিরপরাধে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, আমি তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। হে নরাধিপ নরেন্দ্র! আমার প্রসাদাৎ, দংষ্ট্রী, শত্রু ও বেদবিৎ ব্যক্তিগণ হইতে আপনার ভয় থাকিবে না; মদীয় বিষ-জন্ম আপনার কষ্টও হইবে না; এবং আপনি সংগ্রামে নিরন্তর জয় লাভ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! আপনি অদ্যই এখান হইতে রম্য অযোধ্যা নগরীতে ঋতুপর্ণ রাজার সমীপে গমন করিয়া "আমি বাহুক নামে সারথি" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবেন। সেই রাজার অক্ষ-ক্রীড়ায় নৈপুণ্য আছে; তিনি আপনার স্থানে অশ্ব-পরিচালন রহস্য পরিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়া রহস্য পরিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। ইক্ষ্বাকু কুলজ শ্রীমান্ সেই রাজা আপনার মিত্র হইবেন। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি যখন অক্ষ-ক্রীড়ায় কুশল হইবেন, তখনই শ্রেয় লাভ করিবেন; এবং রাজ্য, দারা ও সন্তান দুইটির সহিত মিলন লাভ করিবেন; অতএব শোকে আর মনোনিবেশ করিবেন না। হে নরাধিপ! আপনার যখন নিজ রূপ লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন এবং এই বস্ত্র পরিধান করিবেন; এই বস্ত্র পরিধান করিলেই নিজ রূপ প্রাপ্ত হইবেন। হে কৌরব! কর্কোটক ইহা বলিয়া তখনই তাঁহাকে দিব্য বস্ত্র যুগল প্রদান করিলেন। তিনি নলকে উক্তরূপে আদেশ ও বস্ত্র প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নাগরাজের অন্তর্দ্ধানের পর, নিষধাধিপতি নল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে দশম দিবসে ঋতুপর্ণ নৃপতির নগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি ঋতুপর্ণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার নাম বাহুক, পৃথিবী মধ্যে অশ্ব-পরিচালন বিষয়ে উপযুক্ত আমার তুল্য কেহই নাই; এবং অর্থ কৃচ্ছ্র, কোন বিষয়ে নৈপুণ্য, অন্ন সংস্কার ও তদ্ভিন্ন সংসারে যে কিছু শিল্প কার্য্য আছে, এ সকল আমি অন্যাপেক্ষা বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি, এতদ্ব্যতীত কোন কার্য্য অন্যের সুদুষ্কর হইলেও আপনি আজ্ঞা করিলে আমি সম্পাদন করিতে প্রযত্নপর হইব; অতএব আপনি আমাকে প্রতিপালন করুন।

রাজা ঋতুপর্ণ কহিলেন, বাহুক! তোমার শুভ হউক, তুমি এখানে বাস কর; তুমি যাহা যাহা কহিলে, সে সমস্তই করিব। পরন্তু শীঘ্র গমন বিষয়ে আমার বিশেষ রূপে মানস, অতএব যাহাতে আমার অশ্বগণ শীঘ্রগামী হয়, তুমি এমত উপায়ে যত্ন কর, আমার অশ্বাধ্যক্ষ হও; তোমার বেতন দশ সহস্র পরিমিত সুবর্ণ নির্দ্ধারিত হইল। হে বাহুক! সারথি বার্ষ্ণেয় ও জীবল সর্ব্বদা তোমার অধীন থাকিবে; তুমি ইহাদিগের সহবাসে আপ্যায়িত থাকিতে পারিবে; অতএব আমার এখানেই থাক। বৃহদশ্ব কহিলেন, নল রাজা, রাজা ঋতুপর্ণের আদেশানুসারে সম্মানিত হইয়া তাঁহার নগরে বার্ষ্ণেয় ও জীবলের সহিত বাস করিয়া থাকিলেন। তিনি তথায় প্রতিদিন সায়ং সময়ে বিদর্ভরাজ-নন্দিনীকে স্মরণ করত এই একটি শ্লোক বলিতেন,

ক নু সা ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাদ্যোপতিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ

সেই তপস্বিনী শ্রান্তা ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতরা হইয়া সেই মূঢ়কে স্মরণ করত কোথায় শয়ন করিয়া আছে! কাহারই বা উপাসনা করিতেছে!

একদা নিষধনাথ নিশা কালে এইরূপ বলিতেছেন, তাহা শুনিয়া জীবল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে বাহুক! তুমি প্রতিদিন কোন্ কামিনীর নিমিত্ত এরূপ অনুশোচনা কর, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে আয়ুষ্মন্! তুমি যদর্থ এরূপ শোক করিয়া থাক, সে কাহার কামিনী?

নল রাজা কহিলেন, কোন মন্দপ্রজ্ঞ মনুষ্যের বহুজন-বিশ্রুতা সত্যবাদিনী এক ভার্য্যা ছিল। কোন কারণ বশত ঐ মন্দপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সহিত তাহার বিয়োগ হয়। উক্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া দুঃখার্ত্ত চিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং দিবা রাত্রি শোকানলে দহ্যমান ও অধৈর্য্য হইয়া নিশাকালে তাহাকে স্মরণ করত উক্ত শ্লোক গান করে। সে তদ্রূপ অধিকতর দুঃখভোগের অযোগ্য হইয়াও সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে কোন এক আশ্রয় পাইয়া প্রিয়াকে স্মরণ করত তথায় বাস করিয়া থাকে। সেই নারী ঐ অল্পপুণ্য পতির দুরবস্থাকালে অনুগামিনী হওয়াতেও ঐ দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ তাহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে ঐ নারীর জীবন রক্ষা হওয়া দুষ্কর। হে মারিষ! একে সেই বালা একাকিনী, পথ বিষয়ে অনভিজ্ঞা, তাদৃশ দুঃখ ভোগে অনুপযোগ্যা এবং ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা, তাহাতে আবার তাহাকে সেই অল্পভাগ্য মন্দপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সতত ব্যাঘ্র সেবিত ভয়ানক মহারণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, ইহাতে তাহার জীবিত থাকা দুষ্কর। নিষধরাজ এইরূপে দময়ন্তীকে অনুস্মরণ করত ঋতুপর্ণ মহীপতির আলয়ে অজ্ঞাত বাস করিয়া থাকেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, নল মহিষী এবং হৃতরাজ্য নল রাজা দাসত্ব প্রাপ্ত হইলে; বিদর্ভাধিপতি ভীম তাঁহাদিগের দর্শন-কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমরা নল ও আমার কন্যা দময়ন্তীকে অন্বেষণ কর। তোমাদিগের মধ্যে যিনি এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, অর্থাৎ নিষধেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে এখানে আনয়ন করিবেন, তাঁহাকে আমি নগর তুল্য গ্রাম, বহুল ক্ষেত্র ও সহস্র পরিমিত গো প্রদান করিব; আর যদি তাঁহাদিগকে এখানে আনিতে না পারেন, কেবল, তাঁহারা যে স্থানে আছেন, তাহা জানিয়া আইসেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে দশ শত গো ধন প্রদান করিব। ভীম ভূপতি ব্রাহ্মণদিগকে ঐরূপ কহিলে, তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া ভার্য্যা সহ নৈষধকে নানা রাষ্ট্র ও নগর অন্বেষণ করিতে করিতে সকল দিকেই গমন করিলেন; কিন্তু নল বা দময়ন্তীকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর সুদেব নামে এক দ্বিজ রমণীয় চেদি-নগরীতে অন্বেষণ করিতে করিতে চেদিরাজের পুণ্যাহ বাচন-কালে রাজ-নিকেতন মধ্যে দময়ন্তীকে সুনন্দার সহিত অবস্থিতা ও তাঁহার

অনুপম রূপ, ধূমজালে আবৃত বিভাবসু-প্রভার ন্যায় ঈষৎ প্রকাশিত ঈক্ষণ করিলেন। সুদেব সেই বিশাল-নয়না দময়ন্তীকে অধিকরূপে মলিনা ও কৃশাঙ্গী দেখিয়া নানা কারণে প্রতিপন্ন করত তাহাকে দময়ন্তী বলিয়াই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, আমি এই অঙ্গনাকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপই দেখিতেছি; অদ্য আমি লক্ষ্মীর ন্যায় লোককান্তা এই অঙ্গনাকে দেখিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। চারু-বৃত্তস্তনী, বিশিষ্টগুণসম্পন্না, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশী এই দেবী অঙ্গপ্রভা দ্বারা সমস্ত দিক্ তিমির শূন্য করিতেছেন। কন্দর্পের রতিতুল্য রূপবতী চারুপদ্ম-বিশালনয়না এই রমণী পূর্ণচন্দ্রের প্রভার ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয়া হইয়াছেন। যেন সেই বিদর্ভরূপ সরোবরের মৃণাল দৈবদোষ বশত তথা হইতে উদ্ধৃত হইয়া মলপঙ্কে অনুলিপ্ত হইয়াছে। নিশাকর রাহুর গ্রাসে পতিত হইলে পৌর্ণমাসীর রাত্রি যেরূপ হয় এবং নদী শুষ্কস্রোতা হইলে যদ্রূপ অবস্থায় প্রকাশ পায়, ইনিও পতিশোকে আকুল হইয়া দীনভাবে সেইরূপ হইয়াছেন। যেরূপ পদ্ম-সরোবর, করিকুল কর নিকরে পরিমর্দ্দিত হইলে উত্রস্থ কমল-দল বিধ্বস্ত ও বিহঙ্গমগণ বিত্রাসিত হওয়াতে ঐ সরোবর শ্রীহীন হয়, ইনিও সেইরূপ হইয়াছেন। মৃণাল স্বস্থান হইতে উদ্ধৃত হইয়া অর্ককিরণে দগ্ধ হইলে যেরূপ হয়, রত্নগর্ভ গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত এই সুজাতাঙ্গী সুকুমারীও সেইরূপ হইয়াছেন। রূপ ও ঔদার্য্যগুণে বিভূষিতা এই বালা ভূষণের উপযুক্ত হইয়াও ভূষণ ব্যতিরেকে আকাশস্থ নীল-জলদাবৃত নব শশি-লেখার ন্যায় হইয়াছেন। ইনি বন্ধুজন বিরহে কাম্য প্রিয় বস্তুর উপভোগে রহিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া কেবল পতি-দর্শন লালসাতে দেহ ধারণ করিতেছেন। ইনি যে, শোভমানা হইয়াও শোভা পাইতেছেন না, তাহার কারণ পতি-বিরহ, অতএব নারীদিগের বিনা ভূষণেও পতিই পরম ভূষণ হয়। রাজা নল যখন ইহাঁ হইতে বিযুক্ত হইয়া শোকে অবসন্ন হইতেছেন না এবং দেহ ধারণ করিয়া আছেন, তখন তিনি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিতেছেন। এই অসিত-কেশাগ্রবতী কমলায়ত নয়না সুখভোগ-যোগ্যা অবলাকে দুঃখিত দেখিয়া আমারও মন ব্যথিত হইতেছে। এই শুভলক্ষণা সাধ্বী কবে পতিসমাগমে রোহিণীর চন্দ্রলাভের ন্যায় দুঃখের পার গমন করিবেন। যে প্রকার রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, সুপ্রীত হন, সেই প্রকার নিষধাধিপতি ইহাঁকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলে আপ্যায়িত হইবেন, সন্দেহ নাই। নিষধাধিপতি নলের যেরূপ শীল, যেরূপ বয়ঃক্রম ও যেরূপ আভিজাত্য, এই বিদর্ভকুমারীরও তদুপযুক্ত শীল, বয়ঃক্রম ও আভিজাত্য, অতএব নিষধরাজ ইহাঁরই উপযুক্ত; এবং এই অসিত-লোচনাও তাঁহারই উপযুক্ত। ইনি সেই বলবীর্য্যশালী অপ্রমেয়াত্মার ভার্য্যা, ইহাঁর পতিদর্শনে নিতান্ত অভিলাষ আছে, অতএব ইহাঁকে আশ্বাস প্রদান করা আমার উচিত। পূর্ণেন্দুবদনা এই বালা পতিধ্যানপরায়ণা হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব দুঃখ ভোগ করিতেছেন, এই দুঃখিনীকে আমি সমাশ্বাসিত করি।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! সুদেব ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত বিবিধ কারণ ও লক্ষণদ্বারা আলোচনা করিয়া ভীমদুহিতার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিদর্ভরাজনন্দিনি! আমি সুদেব, তোমার ভ্রাতার প্রিয়তম সখা; আমি মহারাজ ভীমের আদেশানুসারে তোমাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। হে রাজ্ঞি! তোমার পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণ কুশলে আছেন; তোমার আয়ুষ্মান্ সন্তান দুইটি সেখানে থাকিয়া কুশলে আছেন; এবং তোমার বন্ধুবর্গ তোমার নিমিত্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন; তোমাকে অন্বেষণ করণার্থ শত শত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! শোকার্ত্তা দময়ন্তী সুদেব-নামক ব্রাহ্মণকে জানিতে পারিয়া, তাঁহার নিকট ক্রমে ক্রমে আত্মীয় সুহৃদ্‌সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃসুহৃদ্ সুদেব দ্বিজোত্তমকে সহসা দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অনন্তর সুনন্দা তাঁহাকে সুদেবের নিকট নির্জ্জন স্থানে সাতিশয় রোদন ও কথোপকথন করিতে দেখিয়া শোকাকুলা হইয়া জননীসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার নিকট অত্যন্ত রোদন করিতেছে, যদি আপনার মত হয়, তাহা অবগত হউন। অনন্তর চেদিপতি-জননী তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে, যেখানে দময়ন্তী ও ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। হে নরনাথ! পরে রাজমাতা সুদেবকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র! এই বামলোচনা ভাবিনী কাহার ভার্য্যা ও কাহার তনয়া এবং কিরূপেই বা ইনি জ্ঞাতিগণ ও পতির নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়াছেন এবং তুমিই বা এরূপ অবস্থাপন্ন এই সতীকে কিরূপে জ্ঞাত হইয়াছ; আমি তোমার নিকটে এই দেবরূপিণী বালার সমুদায় বৃত্তান্ত অশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার নিকট যথার্থরূপে তাহা বর্ণন কর। হে রাজন্! রাজমাতা দ্বিজসত্তম সুদেবকে এইরূপ কহিলে, সুদেব সুখোপবিষ্ট হইয়া দময়ন্তীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সুদেব কহিলেন, বিদর্ভদেশের অধিপতি ভীম নামে প্রসিদ্ধ মহাদ্যুতি ধর্ম্মাত্মা যে রাজা আছেন, এই কল্যাণী তাঁহার কন্যা, ইহাঁর নাম দময়ন্তী। ইনি পুণ্যশ্লোক ও নল নামে বিশ্রুত, বীরসেনসুত, ধীমান্ নিষধাধিপতির ভার্য্যা। সেই মহীপতি, ভ্রাতা কর্ত্তৃক দ্যূতে পরাজয়পূর্ব্বক হৃতরাজ্য হইয়া দময়ন্তীর সহিত যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা কাহারও বিদিত নাই। আমরা দময়ন্তীর অন্বেষণার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে-ছিলাম, সম্প্রতি এখানে আসিয়া আপনার পুত্রের নিকেতনে ইহাঁকে দেখিতে পাইলাম। এই বালার রূপের সদৃশী কোন মানবী নাই; লক্ষণ দ্বারা ইহাঁকে শ্যামা বলা যায়। ইহাঁর ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে পদ্মসদৃশ যে স্বাভাবিক এক জটুল আছে, তাহা মলাচ্ছাদিত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অপ্রকাশিত থাকাতেও তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। বিধাতা ইহাঁর ঐশ্বর্য্য ভোগার্থ চিহ্ন স্বরূপ ঐ জটুল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চন্দ্ররেখা প্রতিপদ্ তিথিতে যে, বিনষ্ট হয়, এমত নহে, তবে, কলুষিত হইয়া অতি প্রকাশিতই হয় না, সেইরূপ ইহাঁর কলে-

বর সংস্কার বিরহে মলাচ্ছাদিত হইয়াছে বলিয়া যে, ইহাঁর কাঞ্চন সদৃশ রূপ বিনষ্ট হইয়াছে, এমত নহে, প্রত্যুত সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। যে প্রকার আচ্ছাদিত অগ্নি উষ্ণতা দ্বারা লক্ষ্য করা যায়, সেই প্রকার এই বালা ঈদৃশ বপু ও এই জটুল দ্বারা সূচিত হওয়াতে,ইহাঁকে আমি চিনিতে পারিয়াছি। বৃহদশ্ব কহিলেন, হে নরনাথ! রাজ ভগিনী সুনন্দা সুদেবের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর ভ্রূমধ্যস্থিত জটুলাচ্ছাদক মল প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর দময়ন্তীর জটুল-মালিন্য নিরাকৃত হইলে, সেই জটুল মেঘমুক্ত নভঃস্থ নিশাকরের ন্যায় প্রকাশিত হইল। হে ভারত! তখন রাজভগিনী সুনন্দা ও রাজমাতা দময়ন্তীর জটুল চিহ্ন দেখিয়া রোদন করত মুহূর্ত্ত কাল তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেন। অনন্তর রাজমাতা শনৈঃ শনৈঃ বাষ্প বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুদর্শনে! তুমি আমার ভগিনীর দুহিতা, আমি তোমার ভ্রূমধ্যস্থিত এই জটুল দেখিয়া তোমাকে জানিতে পারিলাম। আমি ও তোমার মাতা উভয়েই দশার্ণ দেশাধিপতি মহাত্মা সুদাম নামক মহীপতির কন্যা। আমাদিগের পিতা তোমার মাতাকে ভীমভূমিপতিরে এবং আমাকে বীরবাহু রাজারে দান করেন। দশার্ণ দেশে আমার পিতার গৃহে তোমার জন্ম হয়, তখন আমি তোমাকে তথায় দেখিয়াছিলাম। হে ভাবিনি দময়ন্তি! তোমার পিতার গৃহ তোমার পক্ষে যেরূপ আমার গৃহও সেইরূপ জানিবে; এবং আমার যে সকল ঐশ্বর্য্য, তৎসমস্তই তোমার।

হে নরনাথ! তখন দময়ন্তী তাঁহার মাতৃভগিনীকে আপ্যায়িত চিত্তে প্রণাম করিয়া কহিলেন,হে মাতঃ! আমি অপরিচিত হইয়াই আপনার নিকটে সুখে বাস করিতেছিলাম, আপনি আমার সর্ব্বদা সমুদায় কামনা পুরণপূর্ব্বক পালন করিয়াছেন; আমি এখানে থাকিলে সুখ অপেক্ষাও সুখতররূপে বাস করিতে পারিব, সন্দেহ নাই; পরন্তু আমি চিরপ্রবাসিতা হইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে বিদর্ভ নগর গমনে অনুমতি প্রদান করুন। আমার সন্তান দুইটিকে বিদর্ভ নগরে প্রেরণ করাতে,তাহারা পিতৃমাতৃ বিহীন হইয়া শোকাকুল-চিত্তে কিরূপে তথায় বাস করিতেছে! তজ্জন্য আমার বিদর্ভ নগর গমনে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। যদি আপনি আমার কিঞ্চিৎ প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিমিত্ত ত্বরায় একখানি যান আনিতে আদেশ করুন। হে নৃপতি ভারত! দময়ন্তী মাতৃম্বসা রাজমাতাকে এইরূপ কহিলে পর, রাজমাতা আহ্লাদপূর্ব্বক "বাঢ়ং" বলিয়া তাহা স্বীকার করত পুত্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দময়ন্তীকে সুন্দররূপে অন্ন পান পরিচ্ছদ ও একদল মহৎ সৈন্য সঙ্গে দিয়া নরবাহী এক শ্রীযুক্ত যানদ্বারা প্রেরণ করিলেন। ভীমনন্দিনী অবিলম্বে বিদর্ভ নগরে উপনীত হইলেন। তত্রত্য সমস্ত বন্ধুজন পরমাপ্যায়িত হইয়া তাঁহার সমাদর করিলেন। হে বৎস নরনাথ! যশস্বিনী দময়ন্তী মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সমস্ত সখী ও অন্যান্য বান্ধবগণকে কুশলী দেখিয়া উৎকৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলেন। রাজা ভীম, তনয়াকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া সুদেব ব্রাহ্মণকে সহস্র গো,গ্রাম ও দ্রবিণ প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

হে রাজন্! ভাবিনী দময়ন্তী পিতৃগৃহে সেই রাত্রি বাসপূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়া জননীকে বলিলেন, হে মাতঃ! আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি, যদি আপনি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই নরবীর নলকে আনয়ন করিতে যত্ন করুন। দময়ন্তী, রাজ্ঞী দেবীকে ঐরূপ কহিলে তিনি সাতিশয় দুঃখিতা ও বাষ্পসংবৃতা হইয়া ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন সমস্ত অন্তঃপুর তাঁহাকে তথাবিধ অবস্থাপন্ন দেখিয়া হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল এবং তত্রস্থ সকলেই রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর রাজমহিষী মহারাজ ভীমকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার তনয়া দময়ন্তী, পতি নিমিত্ত অনুশোচন করিতেছে এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনিই আমাকে কহিয়াছে; অতএব আপনার দূতগণ পুণ্যশ্লোকের অন্বেষণ নিমিত্ত প্রবৃত্ত হউক। রাজমহিষী রাজাকে এইরূপ কহিলে রাজা বশবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগকে "তোমরা নলের অন্বেষণে সযত্ন হও" বলিয়া সর্ব্বদিকে প্রেরণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিয়োগানুসারে নলান্বেষণে যাত্রা করিয়া দময়ন্তী সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা সকল দেশে তত্তৎজনসমাজে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিবেন যে, "হে প্রিয়! হে কিতব! আমি আপনার অনুরক্ত। ও প্রিয়ভার্য্যা আমাকে আপনি বনমধ্যে নিদ্রিত দেখিয়া আমার পরিহিত বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন? সেই অর্দ্ধবস্ত্রপরিহিতা বালা আপনার নিকট যেরূপ শিক্ষিতা হইয়াছে, তদনুসারেই আপনার প্রতীক্ষা করিয়া আছে এবং সাতিশয় দহমান দেহে জীবিতা আছে। হে বীর! হে মহারাজ! সে সেই শোকে নিরন্তর রোদন করিতেছে, আপনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং তাহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করুন" এতদ্ভিন্ন আপনারা যাহা ভাল বুঝেন,তাহাও করিবেন, যাহাতে তিনি আমার প্রতি কৃপা করেন; যেহেতু অগ্নি বন দাহ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে পবনের সাহায্য অপেক্ষা করে। এবং আপনারা ইহাও কহিবেন যে, 'পত্নীকে পতির সর্ব্বদাই প্রতিপালন ও রক্ষণ কর্ত্তব্য, কিন্তু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সুশীল হইয়া কি হেতু তদুভয়কে বিনষ্ট করিলেন? আপনি প্রাজ্ঞ,কুলীন ও সর্ব্বদা সদয়-হৃদয় বলিয়াই বিখ্যাত,কিন্তু আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার ভাগ্যক্ষয় বশতই আপনি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছেন। হে মানবোত্তম! হে নরসিংহ! অনিষ্ঠুরতাই পরম ধর্ম্ম,ইহা আমি আপনার নিকটেই শুনিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি সদয় হউন, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করুন।" হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা এইরূপ বলিলে,যদি কোন ব্যক্তি আপনাদিগকে ইহার কোন প্রত্যুত্তর বাক্য কহে, তবে সেই ব্যক্তি কে, কোথায় থাকে, তাহা আপনারা সবিশেষে জ্ঞাত হইবেন এবং যে ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর বাক্য কহিবে, আপনারা তাহার ঐ প্রত্যুত্তর বাক্য আমার নিকটে আসিয়া বলিবেন। আর আপনারা যে আমার আদেশানুসারে ঐ সকল বাক্য কহিবেন এবং আমার নিকটে যে পুনর্ব্বার আসিবেন, তাহা সে ব্যক্তি যাহাতে জানিতে না পারে, আপনারা সাবধান হইয়া এমত করিবেন। অপর সে ব্যক্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন, কি দরিদ্র, কি অসমর্থ এবং সে কি কার্য্য করিয়া থাকে, এ সমস্তও জ্ঞাত হইবেন। হে রাজন্! দময়ন্তী

ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ কহিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাদৃশ ব্যসনাপন্ন নলকে অন্বেষণ করিতে সর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা দেশ, নগর, গ্রাম, আভীর পল্লী ও ঋষিদিগের আশ্রম সকল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি নিষধাধিপতি নলের অনুসন্ধান পাইলেন না। হে নরপতি! ব্রাহ্মণেরা যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই দময়ন্তী যেরূপ বাক্য বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই সকলকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর বহুদিন পরে পর্ণাদ নামে দ্বিজ নিষধ নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভীম নন্দিনীকে কহিলেন, দময়ন্তি! আমি নল নৃপতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে অযোধ্যা নগর গমন করিয়াছিলাম। হে বরবর্ণিনি! অযোধ্যাপতি ভঙ্গাসুর-সুত মহাভাগ্যধর রাজা ঋতুপর্ণ মহাজন সমাজে উপবিষ্ট ছিলেন, আমি তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার কথিত বাক্যসকল কহিলাম, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। এবং তাঁহার পারিষদ্গণকে পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলাতেও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কোন কথা কহিলেন না; সেই নরপতির বাহুক নামে বিকৃতাকৃতি হ্রস্ববাহু এক পুরুষ আছে, সে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ও দ্রুতগতিতে যান পরিচালন করণে নিপুণ এবং সুস্বাদু ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করণেও পারগ; কেবল ঐ ব্যক্তি, আমি রাজার অনুজ্ঞানুসারে বিজনস্থানে গমন করিলে আমাকে কয়েকটি কথা কহিল। সে বহুবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনঃ পুন রোদন করত আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ এই কথা বলিল, "পতিপরায়ণা কুলস্ত্রীরা বিষমাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনা দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেই হেতুই তাহারা স্বর্গলাভ করে, সংশয় নাই। পতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তজ্জন্য তাহারা কখনই ক্রোধ করে না, চরিত্ররূপ কবচ দ্বারাই প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। সেই পুরুষ সুখভ্রষ্ট, বিষমাবস্থ ও বুদ্ধিহীন হইয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে তাহার ক্রোধ করা উপযুক্ত হয় না। যে ব্যক্তি প্রাণযাত্রা রক্ষার্থ চেষ্টা করত পক্ষিগণকর্ত্তৃক হৃতবস্ত্র হইয়া নানাবিধ মানসিক পীড়ায় দগ্ধ হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ করা শ্যামা স্ত্রীর উচিত নয়। শ্যামা স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক সৎকৃতাই হউক বা অসৎকৃতাই হউক, তাহার পতিকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন ও তথাবিধ ব্যসনাতুর দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত হয় না।" রাজনন্দিনী! আমি তাহার এই কথা শুনিয়া ত্বরায় এখানে আগমন করিলাম; এক্ষণে আপনি ইহা শ্রবণ করিলেন, যথাভিলষিত বিধান করুন এবং যদি মত হয়, রাজ সমীপে ও নিবেদন করুন।

হে নরপতে! দময়ন্তী পর্ণাদের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে জননীর নিকটে গমন করত নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি আমার অভিপ্রেত এই কার্য্য কদাচ মহারাজের সমীপে জানাইবেন না। আমি দ্বিজসত্তম সুদেবকে আপনার সমীপেই নিযুক্ত করি; আপনি যদি মদীয় প্রিয়াচরণে ইচ্ছা করেন, তবে যাহাতে মহারাজ আমার অভিপ্রেত এই কার্য্য জানিতে না পারেন, তাহাতে আপনি বিশেষ রূপে যত্ন করিবেন। হে মাতঃ! সুদেব যে মঙ্গল-বিধানানুসারে আমাকে বান্ধবগণের সমীপে আশু আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই সেইরূপ মঙ্গল-বিধানানুসারে নিষধেশ্বর নলকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা নগরীতে গমন করুন। অনন্তর বিদর্ভরাজ-নন্দিনী কৃতবিশ্রাম দ্বিজসত্তম পর্ণাদকে ধনদ্বারা সাতিশয় সন্তুষ্ট করিলেন এবং কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! রাজা নল এখানে আগমন করিলে আপনাকে অধিক ধন প্রদান করিব; আপনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন, যাহা অন্যের অসাধ্য; আপনা হইতে আমার অচির কালে পতি-মিলন হইবে। দময়ন্তী পর্ণাদ ব্রাহ্মণকে এরূপ কহিলে, সেই মহাত্মা কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহাকে সুমঙ্গলবিধায়ক আশীর্ব্বাদ দ্বারা আশ্বাস প্রদান করত গৃহে গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর দুঃখ-শোক সমন্বিতা দময়ন্তী সুদেব ব্রাহ্মণকে মাতৃসমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সুদেব! আপনি কামগামী পক্ষীর ন্যায় অযোধ্যা নগরী গমন করিয়া ঋতুপর্ণ রাজার সমীপে বলুন যে, ভীম-দুহিতা দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ংবর করিবেন। তাহাতে রাজা ও রাজপুত্রসকল তথায় গমন করিতেছেন, আমি দিন গণনা করিয়া দেখিলাম, কল্য ঐ স্বয়ংবর কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। হে অরিন্দম! যদি আপনার তথায় গমন-সম্ভাবনা থাকে, তবে শীঘ্র গমন করুন। বীর নল রাজা জীবিত আছেন কি না তাহা দময়ন্তী জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি পতির অনুদ্দেশবশত অদ্যকার রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলেই দ্বিতীয় পতি স্বীকার করিবেন।" হে মহারাজ! ভীমকুমারী সুদেব ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিয়া দিলে সুদেব অবিলম্বে অযোধ্যা নগরী যাত্রাপূর্ব্বক রাজা ঋতুপর্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! নরাধিপতি ঋতুপর্ণ সুদেবের কথা শ্রবণ করিয়া বাহুককে প্রিয় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, হে হয় তত্ত্বজ্ঞ বাহুক! যদি তুমি স্বীকার কর, তবে আমি বিদর্ভ নগরে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে এক দিবসেই গমন করিতে ইচ্ছা করি। রাজা ঋতুপর্ণ নলকে ইহা কহিলে নলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইল। সেই মহাত্মা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দময়ন্তী দুঃখে মোহিতা হইয়াই ঐরূপ কার্য্য করিতেছে। অথবা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এই মহদুপায় চিন্তা করিয়াছে। পাপাত্মা ও ক্ষুদ্রাশয় আমি দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা সেই তপস্বিনীকে প্রবঞ্চনা করাতেই, সে এই নৃশংস কার্য্য করিতে অভিলাষিণী হইয়াছে। একে স্ত্রীজাতির স্বভাব সহজেই চঞ্চল, তাহাতে আবার তাহার নিকটে আমার দারুণ দোষ হইয়াছে, ইহাতে আমার প্রতি তাহার সৌহৃদ্য দূরীভূত হওয়াতে সে বিবশা হইয়া এরূপ কার্য্য করিতেছে। কিন্তু সেই ক্ষীণ মধ্যা অপত্যবতী, সে যে, এইরূপ কার্য্য করিবে ইহা কোনক্রমে সুসঙ্গত হয় না, বিশেষত সে আমার প্রতি নিরাশা হইয়া আমার শোকে উদ্বিগ্নই আছে; যাহা হউক, ইহা সত্য কি অসত্য, তাহা সেখানে গমন করিলেই নিশ্চয় জানিতে পারিব,

অতএব আত্ম-প্রয়োজনের নিমিত্ত ঋতুপর্ণের অভিলাষ পূর্ণ করি। বাহুক মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনচিত্তে ঋতুপর্ণ নৃপতিকে কহিলেন, হে মহারাজ পুরুষেন্দ্র! আমি আপনার বাক্য স্বীকার করিলাম, এক দিবসেই বিদর্ভ নগরী গমন করিব।

হে রাজন্! অনন্তর সেই বাহুক, ভঙ্গাসুর-নন্দন ঋতুপর্ণ রাজার আদেশানুসারে অশ্বশালায় গমনপূর্ব্বক অশ্ব সকলের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্ব পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ঋতুপর্ণ তাঁহাকে সত্বর হইতে বহুবার আজ্ঞা করিলেও তিনি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া কৃশ অথচ সমর্থ, পথ পর্য্যটনে সক্ষম এবং তেজ, বল, কুল ও শীল যুক্ত, হীন লক্ষণ রহিত, বিশাল নাসিকা ও মহা হনু বিশিষ্ট, হৃদয়াবর্ত্ত প্রভৃতি দশ আবর্ত্ত বিষয়ে নির্দ্দোষ, সিন্ধু দেশীয়, বায়ু তুল্য বেগশীল অশ্বদিগকে যোজনা করিতে নিশ্চয় করিলেন। রাজা ঋতুপর্ণ তাদৃশ অশ্ব সকল দেখিয়া ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, বাহুক! তুমি এ কিরূপ কার্য্য করিতে অভিলাষ করিয়াছ? আমাকে বঞ্চনা করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না, আমার এই সকল অল্প বল ও অল্প-প্রাণ অশ্ব কিরূপে বহন করিবে? এবং কিরূপেই বা এই সকল অশ্বদ্বারা অতি দূরপথে গমন করা যাইবে?

বাহুক কহিলেন, মহারাজ! এই সকল অশ্ব বিদর্ভদেশ গমন করিবে, সন্দেহ নাই, তবে আপনি অন্য যে সকল অশ্ব মনোনীত করেন, আদেশ করুন, তাহাদিগকে আপনার আজ্ঞানুসারেই যোজনা করি। রাজা কহিলেন বাহুক! তুমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ ও তৎপরিচালনে দক্ষ, অতএব তুমিই যে সকল অশ্ব সমর্থ বিবেচনা কর, তাঁহাদিগকে শীঘ্র নিয়োজিত কর। অনন্তর অশ্বতত্ত্ব বিশারদ নল কুল শীল-সমন্বিত বেগ শীর্ণ সদশ্বচতুষ্টয়কে রথে নিযোজিত করিলেন; পরে রাজা ঋতুপর্ণ সত্বর হইয়া সেই অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। রাজা রথোপরি আরোহণ করিলে সেই উৎকৃষ্ট অশ্বসকল নিজ নিজ জানু দ্বারা ভূতলে পতিত হইল। হে নরপতে! অনন্তর নরবর শ্রীমান্ নল সেই তেজো-বল-সমন্বিত অশ্বদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বার্ষ্ণেয় সারথিকে রথে আরোহণ করাইয়া অতি বেগপূর্ব্বক গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই সকল অশ্বশ্রেষ্ঠ বাহুককর্ত্তৃক বিধিবৎ প্রযোজিত হইয়া রথীকে মুগ্ধপ্রায় করত শূন্যে উত্থিত হইল। অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ ঋতুপর্ণ বায়ু তুল্য বেগ-শালী সেই অশ্বদিগকে তাদৃশ রূপে রথ বহন করিতে দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বার্ষ্ণেয় তাদৃশ রথ-নির্ঘোষ ও উক্ত রূপ অশ্ব সংযমন দেখিয়া বাহুকের অশ্বতত্ত্বজ্ঞতা চিন্তা করিতে লাগিল, এই বাহুক কি ইন্দ্রসারথি মাতলি! কেননা মাতলির অশ্ব-পরিচালনা বিষয়ে যে মহৎ লক্ষণ আছে, সেই রূপ লক্ষণ বীর বাহুকে পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিংবা অশ্ব-কুলতত্ত্ববেত্তা শালিহোত্র পরম শোভিত-মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। অথবা ইনি সেই শত্রুকুল মর্দ্দনকারী রাজা নলই হইবেন, তিনিই এই বেশে এখানে আসিয়াছেন। কিংবা নিষধনাথ যে বিদ্যা জানিতেন, এই বাহুকও সেই বিদ্যা জানেন, কেননা নল রাজার অশ্বতত্ত্ব বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য দেখিয়াছি, বাহুকের ও তত্তুল্য নৈপুণ্য দেখিতেছি; এবং ইহাঁর বয়ঃক্রম ও নল রাজার তুল্য, অতএব তদীয় বিদ্যা-বিশারদ এই বাহুক নল রাজাই হইবেন, যেহেতু মহাত্মা ব্যক্তিরা দৈববিধি ও শাস্ত্রোক্ত নিরূপণানুসারে প্রচ্ছন্নরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন; অতএব ইহাঁর দেহের বিরূপতা বলিয়া নল-বিবেচনা পক্ষে আমার মতিভেদ হইতে পারে না, কেন না তিনি শারীরিক প্রমাণ হইতেও পরিহীন হইতে পারেন। যখন ইহাঁকে বয়ঃ পরিমাণে এবং সর্ব্ব গুণেও নলের তুল্য দেখা যাইতেছে, কেবল এক আকৃতির বিপর্য্যয় মাত্র; তখন অন্তত ইহাঁকে নল বলিয়াই আমি স্বীকার করি। মহারাজ! পুণ্যশ্লোকের সারথি বার্ষ্ণেয় মনে মনে এইরূপ বহুতর বিচার করত সাতিশয় চিন্তিত হইল। রাজেন্দ্র ঋতুপর্ণ বাহুকের অশ্বতত্ত্ব বিচক্ষণতা চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বাহুকের একাগ্রতা, উৎসাহ, তথাবিধ অশ্বসংগ্রহ ও পরম যত্ন দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভরতকুলভূষণ! নলরাজা আকাশগামী পক্ষীর আকাশ গমনের ন্যায় নদী, সরোবর, বন ও শৈল সকল অচিরকালেই অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সেই রথ উক্ত প্রকার বেগে প্রয়াণ করিতেছে, এমত সময়ে অরিকুলমর্দ্দন রাজা ভঙ্গাসুরনন্দন দেখিলেন, তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র ভূতলে পতিত হইয়াছে। উত্তরীয়বসন পতিত হওয়াতে তখন মহাত্মা ঋতুপর্ণ "তাহা গ্রহণ করিব" মনে করিয়া নলকে কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! বার্ষ্ণেয় যে কালের মধ্যে আমার উত্তরীয় বস্ত্র আনয়ন করে, তাবৎকাল তুমি এই মহাবেগশীল অশ্বদিগকে স্থির কর। অনন্তর নল তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনার বস্ত্র দূরে নিপতিত হইয়াছে, এমন কি, এক যোজন অন্তরে রহিয়াছে, অতএব তাহা আর গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না। হে রাজন্! নল ভঙ্গাসুর-সুত নৃপতিকে ঐরূপ কহিলে পর, তিনি কাননের মধ্যে এক ফলিত বিভীতক তরুর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাহা দেখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক বাহুককে কহিলেন, হে সূত! তুমি আমারও গণিত বিষয়ে মহীয়সী শক্তি দেখ। হে বাহুক! সকলে সকল জানে না, কোন ব্যক্তিই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, অতএব কোন এক পুরুষে সমুদায় বিষয়ক জ্ঞানের পরিনিষ্ঠা হয় না। হে বাহুক! এই বৃক্ষে পত্র ও ফল যত আছে, তদপেক্ষা এক শত এক অধিক পত্র ও এক শত এক অধিক ফল বৃক্ষতলে পতিত রহিয়াছে, উহার দুই শাখার সমুদায়ে পঞ্চ কোটি পত্র ও দুই সহস্র পঞ্চ নবতি ফল আছে; তুমি এই বৃক্ষের উক্ত শাখাদ্বয় ও অন্যান্য প্রশাখা সকল চয়ন করিয়া দেখ। অনন্তর বাহুক রথ অবস্থিত করিয়া রাজা ঋতুপর্ণকে কহিলেন, হে শত্রুকর্ষণ ভূপতে! বুঝি আপনি ইহা আমার অপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আত্মশ্লাঘা করিতেছেন? হে রাজন্! আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিব। এই বিভীতক বৃক্ষকে ছেদন করিয়া ঐ সকল পত্রাদি গণনা করিলে আমার আর অপ্রত্যক্ষ থাকিবে না। মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নিশ্চয় কি না, আমি জানি না; অতএব আমি আপনার সাক্ষাতে এই বিভীতক বৃক্ষকে ছেদন করি। হে জনাধিপ! বার্ষ্ণেয় মুহূর্ত্তকাল অশ্বদিগের রশ্মি সংযত

করুক, আমি আপনার সমক্ষে এই বৃক্ষের ফল গণনা করি. রাজা ঐ বাহুক সারথিকে বলিলেন, এক্ষণে বিলম্ব করিবার সময় নয়। তদনন্তর বাহুক পরম প্রযত্নপর হইয়া কহিলেন, আপনি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন, নতুবা, যদি ত্বরা করেন, তবে আপনি বার্ষ্ণেয়কে সারথি করিয়া গমন করুন, ঐ শুভ পথ দেখা যাই-তেছে। হে কুরুনন্দন! অনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ বাহুককে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে বাহুক! তুমিই অশ্ব পরিচালন-বিষয়ে পার-দর্শী, তদ্বিষয়ে তোমার তুল্য কেহ পৃথিবী মধ্যে নাই। হে হয়-কোবিদ! তোমা হইতেই আমি বিদর্ভ দেশ গমনের অভিলাষ করিতেছি; অতএব তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এ বিষয়ে তোমার বিঘ্ন করা উচিত হয় না। হে বাহুক! যদি তুমি অদ্য বিদর্ভনগরী গমন করিয়া সূর্য্য দেখাইতে পার, তবে তুমি যাহা আমাকে বলিবে, তোমার সেই কামনাই আমি পরিপূর্ণ করিব। অনন্তর বাহুক কহিলেন, আমি ঐ বিভীতক ফল গণনা করিয়া পশ্চাৎ বিদর্ভনগরী গমন করিব, আপনি আমার এই কথা রক্ষা করুন। অনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ যেন অনিচ্ছু হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তবে গণনা কর।

বাহুক তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সেই মহীরুহ ছেদন করিলেন এবং রাজা যত ফল বলিয়াছিলেন, গণনা দ্বারা তাহাই নিশ্চয় করত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার এ অদ্ভুত সামর্থ্য দেখিলাম। হে নৃপ! আপনি যে বিদ্যা দ্বারা ইহা জানিতে পারেন, আমি সেই বিদ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি। তৎ-কালে গমন-সত্বর রাজা ঋতুপর্ণ তাঁহাকে কহিলেন, আমি দ্যূতক্রীড়ায় নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ, এ প্রযুক্ত তুমি আমাকে গণনা বিষয়ে বিশারদ জানিবে। পরে বাহুক বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে ঐ বিদ্যা প্রদান করুন এবং আমার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করুন। অনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ অশ্ব বিদ্যার লোভ ও কার্য্যগৌরব হেতু তাঁহাকে তথা বলিয়া স্বীকার করত কহিলেন, হে বাহুক! তুমি আমার স্থানে যথোক্ত পরম অক্ষবিদ্যা গ্রহণ কর এবং আমার অশ্ববিদ্যা এক্ষণে তোমার নিকট গচ্ছিত থাকুক। তিনি ইহা বলিয়া নলকে অক্ষ বিদ্যা প্রদান করিলেন। নিষধনাথ নল অক্ষ বিদ্যা জ্ঞাত হইলে কলি কর্কোটকের তীক্ষ্ণ বিষ মুখ হইতে সতত বমন করিতে করিতে তাঁহার কলেবর হইতে নিঃসৃত হইল। সে দময়ন্তীর শাপানলে পীড়িত হইয়া নলশরীরে বাস করিতেছিল, এইক্ষণে নলশরীর হইতে নিঃসৃত হইলে তাহার সেই শাপাগ্নিও নির্গত হইয়া গেল; সুতরাং সে বিষ বিমুক্ত হইয়া নিজরূপ ধারণ করিল। নিষধাধিপতি নল দীর্ঘকাল কলি কর্ত্তৃক কর্ষিত হইয়া অস্বস্থ ছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি কুপিত হইয়া সেই কলিকে শাপ প্রদান করিতে মনঃস্থ করিলেন। তখন কলি ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে কহিল, হে নৃপতে! আপনি কোপ সংবরণ করুন, আমি আপনাকে মহীয়সী কীর্ত্তি ভাজন করিব। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে আপনি ইন্দ্রসেন-জননীকে পরিত্যাগ করিলে তিনি কুপিতা হইয়া যে সময়ে আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন, হে অপরাজিত! সেই অবধিই আমি নাগরাজের বিষজ্বালায় দিবারাত্র দগ্ধ ও অতি পীড়িত হইয়া নিদারুণ দুঃখ ভোগপূর্ব্বক আপনার শরীরে বাস করিয়াছিলাম। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমার এই বাক্যটি শ্রবণ করুন, আমি ভয়ার্ত্ত হইয়া শরণাগত হইয়াছি, অতএব যদি আপনি আমাকে শাপ প্রদান না করেন, তবে যে সকল মনুষ্য নিরলস হইয়া আপনাকে কীর্ত্তন করিবে, তাহাদিগের আমা হইতে কখন ভয় থাকিবে না। কলি নলরাজকে এই-রূপ কহিলে তিনি আপনার ক্রোধ সংবরণ করিলেন। অনন্তর শাপ-ভয়ে পীড়িত কলি অবিলম্বে এক বিভীতক বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইল। পরন্তু কলি যখন নিষধাধিপতির সহিত কথোপকথন করিল, তখন অন্য কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। হে রাজন্! কলি, বীর শত্রুহন্তা তেজস্বী নল রাজার শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিলে, নিষধরাজ বিগত-জ্বর ও পূর্ব্ববৎ পরম তেজোযুক্ত হইলেন এবং বিভীতক বৃক্ষের ফল গণনান্তে পরমানন্দিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক বেগশীল অশ্ব দ্বারা অতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। বিভীতক বৃক্ষ কলি-স্পৃষ্ট হওয়া অবধি লোকে অপ্রশস্ত হইল। মহাযশস্বী রাজা নল হৃষ্টচিত্তে পক্ষীর ন্যায় উৎপতনশীল অশ্বদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। তিনি বিদর্ভ দেশাভিমুখে গমন করত বহুদূরে সমতিক্রান্ত হইলে, কলি গৃহে গমন করিল। মহারাজ! পৃথিবীপতি নল নৃপতি কলিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হওয়াতে বিগতজ্বর হইলেন, কেবল তাঁহার স্বীয় রূপ বিযোজিত রহিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, অনন্তর ঋতুপর্ণ সায়ংকালে বিদর্ভ নগ-রীতে উপনীত হইলে তত্রস্থ জনেরা তাহা বিদর্ভাধিপতি ভীমের গোচর করিল। রাজা ঋতুপর্ণ বিদর্ভাধিপতির আদে-শানুসারে কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করত রথনির্ঘোষে দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিলেন। তাহাতে নলরাজার তত্রস্থ অশ্ব সকল সেই রথ-নির্ঘোষ শুনিতে পাইল এবং পূর্ব্বে নল সন্নিধানে যেরূপ হৃষ্ট হইত, এইক্ষণে ঐ রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সেই-রূপ হৃষ্ট হইল। দময়ন্তী ও নলরাজার সেই রথ নির্ঘোষ জলদা-গম সময়ে শব্দায়মান মেঘের গম্ভীর শব্দের ন্যায় শুনিতে পাই-লেন। তিনি ঐ রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিতা হইলেন এবং পূর্ব্বে নলরাজার নিজ অশ্বের রশ্মি তৎকর্ত্তৃক স্বয়ং গৃহীত হইলে যেরূপ রথনির্ঘোষ শুনিতেন, এই রথনি-র্ঘোষও তৎসদৃশ বোধ করিলেন; এবং নলরাজার তত্রস্থ অশ্ব সকলেও ঐরূপ বোধ করিল। প্রাসাদস্থিত শিখিগণ ও শালা-স্থিত হস্তী ও হয় সকল ঋতুপর্ণের সেই রথনিস্বন শুনিতে পাইল। হে রাজন্! হস্তী ও শিখিগণ মেঘনিনাদের ন্যায় সেই রথনিনাদ শ্রবণ করিয়া উৎসুকচিত্তে উন্মুখ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। দময়ন্তী কহিলেন, যেপ্রকার ঐ রথনির্ঘোষ মেদিনী পরিপূরণ করত আমার চিত্তকে আহ্লাদিত করিতেছে, সেই প্রকারে ইনি নল মহীপতি হইবেন। অদ্য যদি সেই বীর অসংখ্য গুণশালী চন্দ্রানন নলকে দেখিতে না পাই, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব, সংশয় নাই। অদ্য যদি সেই বীরের সুখস্পর্শ বাহুদ্বয়ের অন্তরালে প্রবেশ করিতে না পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব না। অদ্য যদি সেই মেঘ গম্ভীর স্বর নল আমার সমীপস্থ না হন, তবে আমি

অদ্য কাঞ্চন-বর্ণ হুতাশনে প্রবেশ করিব। অদ্য যদি সিংহ ও মত্ত বারণতুল্য বিক্রমশালী সেই নৃপবর আমার সম্মুখে না আইসেন, তবে আমি অবশ্যই জীবন বিসর্জ্জন করিব, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার অনৃত ব্যবহার কি তৎকর্ত্তৃক কাহারও অপকার বা পরিহাসাদিস্থলেও কখন তাঁহার অনৃত বাক্য আমার স্মরণ হয় না। আমার নিষধেশ্বর সমর্থ, ক্ষমাশীল, বীর, দাতা, সমস্ত নৃপতি অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে মহৎ এবং তিনি রহঃস্থলেও ক্লীবের ন্যায় অনীচানুবর্ত্তী। দিবা নিশি তদেকাগ্রচিত্তে তদীয় গুণরাশি স্মরণ করিয়া আমার এই হৃদয় সেই প্রিয় ব্যতিরেকে শোকে বিদীর্ণ হইতেছে

হে ভারত! তিনি এই রূপ বিলাপ করিতে করিতে অচেতন-প্রায় হইয়া পুণ্যশ্লোককে দেখিবার বাসনায় বৃহৎ অট্টালিকার উপর আরোহণ করিলেন। তদনন্তর পুরীর মধ্যম কক্ষায় রাজা ঋতুপর্ণকে বার্ষ্ণেয় ও বাহুকের সহিত রথে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। পরে বাহুক ও বার্ষ্ণেয় উৎকৃষ্ট রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্বগণকে মোচন করত রথ অবস্থিত করিলেন। রাজা ঋতুপর্ণ ও রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ভীম-পরাক্রম মহারাজ ভীমের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বিদর্ভাধিপতি ভীম তাঁহাকে মহাসমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, যেহেতু মনুষ্য কারণ ব্যতিরেকে শ্রীমান্ ব্যক্তিকে সমাগত লাভ করিতে পারে না। হে ভারত! অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণ যে, বিদর্ভরাজের দুহিতার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তাহা বিদর্ভরাজ জানেন না, সুতরাং তিনি অযোধ্যাধিপতিকে আপনার আগমন শুভ হউক, এই রূপে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্য পরাক্রম ধীমান্ রাজা ঋতুপর্ণও তথায় রাজা কি রাজ-পুত্র কিংবা ব্রাহ্মণদিগের সমাগম দর্শন. বা স্বয়ংবরের কোন কথা শ্রবণ করিলেন না; তৎপ্রযুক্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। মহীপতি ভীম ঋতুপর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিত হইয়া তাঁহার অধিক পথ, এমন কি, শত যোজন দূর পথ আগমনের কারণ কি, ইহা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি যে বহু গ্রাম অতিক্রম করিয়া অন্যান্য রাজসকলকে লঙ্ঘন করত কেবল আমাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, ইহা যথার্থ হইতে পারে না। ইনি ইহাঁর আগমনের কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা অল্প কার্য্য; তন্নিমিত্ত এতাদৃশ দূর পথ আগমন করা সঙ্গত বোধ হয় না; যাহা হউক, ইহার কারণ উত্তর কালে জানা যাইবে। বিদর্ভাধিপতি এই রূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে, আপনি পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত আছেন, এক্ষণে বিশ্রাম করুন, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিলেন এবং সম্মানের সহিত বিদায় করিলেন। বিদর্ভাধিপতি ভীম প্রীত চিত্তে রাজা ঋতুপর্ণকে সম্মানিত করিলে তিনি হৃষ্টচিত্ত ও প্রীত হইয়া রাজার আদেশক্রমে রাজ কিঙ্করের সহিত বাস ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। হে রাজন্! রাজা ঋতুপর্ণ বার্ষ্ণেয়ের সহিত গমন করিলে, বাহুক রথ লইয়া রথশালায় গমন করিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্ব সকলের মোক্ষণ, যথা শাস্ত্রত পরিচর্য্যা ও তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া রথক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। এ দিকে শোকার্ত্তা দময়ন্তী রাজা ঋতুপর্ণ সূতপুত্র বার্ষ্ণেয় ও বাহুককে তথাবিধ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, নল রাজাকে দেখিতেছি না, তবে তাঁহার রথনির্ঘোষসদৃশ কাহার সেই মহান্ রথনির্ঘোষ হইয়াছিল? বুঝি বার্ষ্ণেয় তাঁহার নিকট সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকিবে, তাহাতেই এই রথের নির্ঘোষ মহাত্মা নলরাজার রথ নির্ঘোষতুল্য হইয়াছিল। কিংবা নলরাজা যেরূপ কৃতবিদ্য, এই ঋতুপর্ণ রাজাও বা সেইরূপ হইবেন, এই নিমিত্তই রথনির্ঘোষ নলের রথনির্ঘোষের ন্যায় হইয়াছিল। হে নরনাথ! দময়ন্তী এইরূপ বিতর্ক করিয়া নলের অন্বেষণার্থ একজন ভাল দূতী প্রেরণ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দময়ন্তী কেশিনী নাম্নী সহচারিণীকে কহিলেন, কেশিনি! তুমি গমন কর, ঐ হ্রস্ববাহু বিকৃতাকার এক ব্যক্তি রথক্রোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ঐ ব্যক্তি কে, তাহা জ্ঞাত হও। হে ভদ্রে অনিন্দিতে! তুমি ঐ পুরুষের সম্মুখে উপনীত হইয়া সাবধানপূর্ব্বক মৃদুবাক্যে উহাকে যথাতথ্য কুশল জিজ্ঞাসা কর। আমার যেরূপ মনের তুষ্টি ও হৃদয়ের নির্বৃতি হইতেছে, তাহাতে ঐ ব্যক্তিকে নল বলিয়াই আমার মহতী আশঙ্কা হইতেছে। সুশ্রোণি! হে অনিন্দিতে! আমি পর্ণাদ ব্রাহ্মণকে যেরূপ কথা কহিতে কহিয়াছিলাম,তুমিও কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কথান্তে সেই রূপ কথা সকল কহিবে; এবং তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাহা প্রত্যুত্তর করিবে তাহা অবগত হইবে। অনন্তর দূতী কেশিনী অবহিতা হইয়া বাহুকের নিকটে গমনপূর্ব্বক কথোপকথন করিতে লাগিল; এবং কল্যাণী দময়ন্তী ও প্রাসাদে থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেশিনী কহিল, হে মনুষ্যেন্দ্র! তোমার আগমন শুভ হউক, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দময়ন্তী কুশলজনক সাধু বাক্যে যাহা বলিয়াছেন,তাহা আমি বলি, শ্রবণ কর। তোমরা কোন্ দিবস বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছিলে, কি প্রয়োজনেই বা এখানে আসিয়াছ, তাহা যথান্যায়ে বল, বিদর্ভরাজ-নন্দিনী শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বাহুক কহিলেন,মহাত্মা কোশলাধিপতি এক ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে, কল্য দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর হইবে, ইহা শুনিয়া তিনি শত যোজনগামী বায়ুতুল্য মহাবেগশীল উৎকৃষ্ট অশ্বদ্বারা এখানে আগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার সারথি।

কেশিনী কহিল, তোমাদিগের মধ্যে তৃতীয় যে ব্যক্তি, সে কে, ও কাহার সন্তান এবং সেইব্যক্তি কি নিমিত্তই বা আগমন করিয়াছে? অপর, তুমি কে, কাহার সন্তান এবং তোমার প্রতি কি প্রকারেই বা এই কর্ম্মের ভারার্পণ হইয়াছে? বাহুক কহিলেন,ভদ্রে! তুমি যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার নাম বার্ষ্ণেয়, সে পুণ্যশ্লোক নলের সারথি, নল বিপন্ন হইলে সে এই ভঙ্গাসুর-সুত নৃপতির নিকটে আছে। আমিও অশ্ব বিদ্যায় নিপুণ, এজন্য রাজা ঋতুপর্ণ স্বয়ং আমাকে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছেন এবং ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও বৃত করিয়াছেন। কেশিনী কহিল,হে বাহুক! নলরাজা যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা বার্ষ্ণেয় জ্ঞাত

থাকিতে পারেন, তোমার নিকট তাহা কোন রূপে কহিয়া থাকিবেন।

বাহুক বলিলেন, ঐ ব্যক্তি শুভকর্ম্মা নলের সন্তান দুইটিকে এখানে রাখিয়া তৎপরেই স্বেচ্ছানুসারে গমন করিয়াছিল, সুতরাং সে নলের সংবাদ অবগত নহে। হে যশস্বিনি! এই পৃথিবীতে মহীপালেরা বিকৃতাকারে গূঢ়রূপেও বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব অন্য কোন ব্যক্তিই নলরাজার সমাচার জানেন না। কেবল আত্মাই সেই নলকে জানেন, ও তদ্ব্যতীত তাঁহার অনন্তরা প্রকৃতিও তাঁহাকে জানেন না', তিনি আপন চিহ্নসকল কখনই প্রকাশ করেন না।

কেশিনী কহিল, যে ব্রাহ্মণ প্রথমে অযোধ্যা নগরী গিয়া তখন পুনঃপুনঃ এই সকল নারী-কথিত বাক্য কহিয়াছিলেন যে, "হে কিতব! হে প্রিয়! আমি তোমার প্রিয়া ও অনুরক্তা, বিশেষতঃ আমি নিদ্রিতা ছিলাম, এমত অবস্থায় আপনি আমার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক আমাকে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন? আপনি তাহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, সে তদনুসারেই বস্ত্রার্দ্ধ পরিহিতা হইয়া দিবা নিশি দহ্যমান দেহে আপনার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। হে পৃথিবীপতে! সেই আমি ঐ দুঃখে নিরন্তর রোদন করিতেছি; হে বীর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, মদ্বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। হে মহামতে! আপনি তাহার প্রিয়কর বাক্য বলুন, অনিন্দিতা বিদর্ভরাজ নন্দিনী তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন" পূর্ব্বে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি যে তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য বলিয়াছিলেন, বিদর্ভরাজ-নন্দিনী সেই প্রত্যুত্তর বাক্য পুনর্ব্বার আপনার নিকট শুনিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! কেশিনী নলকে এইরূপ কহিলে নলের হৃদয় ব্যথিত ও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। সেই মহীপতি দহ্যমান হইয়াও দুঃখ সংবরণ করিয়া বাষ্পসিক্ত বাক্যদ্বারা পুনর্ব্বার এই কথা কহিলেন; সতী কুলস্ত্রীরা দুরবস্থাপন্না হইয়াও আপনা দ্বারাই আপনাকে রক্ষা করেন এবং তাঁহারা তজ্জন্যই স্বর্গ জয় করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। স্বামীরা পরিত্যাগ করিলেও বরস্ত্রীরা কখন ক্রোধ করেন না, তাঁহারা চরিত্ররূপ কবচে প্রাণ ধারণ করেন। সেই ব্যক্তি বিষমাবস্থা প্রাপ্ত, সুখভ্রষ্ট ও মোহিত হইয়া যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ক্রোধ করা উপযুক্ত হয় না। যে, মনঃপীড়ায় দগ্ধীভূত হয় এবং প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহে অভিলাষী হওয়াতে পক্ষীরা যাহার পরিধেয় বস্ত্র হরণ করে, এমত ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ করা শ্যামা স্ত্রীর সমুচিত হয় না। পতি তাঁহাকে সমাদর বা অনাদর করিয়া থাকুক, তিনি পতিকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও তথাবিধ ব্যসনাপন্ন দেখিয়া, হে ভারত! নল রাজা এইরূপে সেই সকল বাক্য বলিতে বলিতে পরম দুর্ম্মনা হইয়া নয়নে আর বাষ্প সংবরণ করিতে পারিলেন না, একেবারে রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর কেশিনী দময়ন্তীর নিকটে গমন করত বাহুকের কথিত সমস্ত কথা ও তাঁহার তথাবিধ বৈকল্য-ভাব-সমুদায় নিবেদন করিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৃহদশ্ব কহিলেন, দময়ন্তী ঐ কথা শ্রবণ করত সাতিশয় শোকাকুলা হইয়া সেই বাহুককে নল আশঙ্কা করিয়া কেশিনীকে এই কথা কহিলেন, হে কেশিনি! পুনর্ব্বার গমন কর এবং বাহুককে পরীক্ষা কর, তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার অনতিদূরে অবস্থিতি করত তাঁহার আচরিত কার্য্য সকল লক্ষ্য কর। হে ভাবিনি! বাহুক তথায় যখন যে কোন কৌশল কর্ম্ম করিবেন, তুমি তাঁহার চেষ্টিত সেই সমস্ত কার্য্য উত্তমরূপে দেখিবে। তিনি জল কি অগ্নি চাহিলে, তুমি প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও ত্বরান্বিতা হইয়া তাঁহাকে তাহা কোন প্রকারে দিবে না; তাহাতে তিনি যেরূপ ব্যবহার করেন, তৎসমস্ত দেখিয়া আমাকে জানাইবে; এবং তদ্ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দেখিতে পাও তাহাও আমাকে কহিবে।

দময়ন্তী কেশিনীকে এইরূপ কহিলে কেশিনী তথায় শীঘ্র গমন করিল এবং তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যসকল যথাক্রমে প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিল এবং বাহুকের লৌকিক ও অলৌকিক যে যে কার্য্য দেখিয়াছিল, যথাবৃত্ত তৎসমুদায় দময়ন্তীকে নিবেদন করিল, হে রাজনন্দিনি! তিনি দৃঢ়রূপে স্থল, জল ও বহ্নি জয় করিয়াছেন, সুদৃঢ় শুচিপর তথাবিধ মনুষ্য কোথাও আমি দেখি নাই ও শুনি নাই। কোথাও হ্রস্ব দ্বার প্রাপ্ত হইলে নত হন না, হ্রস্ব দ্বার দেখিয়াও যথাসুখে, যথাগতিক্রমে গমন করেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার তাঁহার নিকট অধিকরূপে প্রসারিত হয়। অপর, মহারাজ, রাজা ঋতুপর্ণের ভোজন নিমিত্ত অনেক প্রকার বহু পশু মাংস তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তথায় যে সমস্ত কুম্ভ ছিল, বাহুক ঐ সকল মাংস প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত ঐ সকল কুম্ভ দর্শন মাত্র করিলেন, তাহাতেই কলস সকল সলিলপূর্ণ হইল। অনন্তর তিনি সেই জলে মাংস ধৌত করত পাক করণে প্রবৃত্ত হইয়া এক মুষ্টি তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক কাষ্ঠমধ্যে দিলেন, তাহাতে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আমি সেই অদ্ভুততম ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া এখানে আসিলাম। হে শুভে! তথায় অন্য এক মহাশ্চর্য্য দেখিলাম, অগ্নি সংস্পর্শ করিয়াও তিনি দগ্ধ হন না; এবং জল তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই নিক্ষিপ্ত হইয়া দ্রুত বহন করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন আরও অতীব সুমহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, তিনি কতকগুলি পুষ্প লইয়া অল্পে অল্পে হস্তদ্বয়ে মর্দ্দন করিলেন, কিন্তু সেই সকল পুষ্প করদ্বয়ে মৃদ্যমান হইলেও অন্যপ্রকার হইল না, প্রত্যুত, সমধিক হৃষ্ট ও সুগন্ধি হইল। আমি এই সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া শীঘ্র এখানে আগমন করিলাম।

বৃহদশ্ব কহিলেন, দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক নলের সেই সকল চরিত শ্রবণ করত তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া প্রাপ্ত বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। তিনি ইঙ্গিত দ্বারা বাহুককেই পতি বলিয়াই আশঙ্কা করত রোদন করিতে করিতে মধুর বাক্যে পুনর্ব্বার কেশিনীকে কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি পুনর্ব্বার গমন কর এবং বাহুকের অনবধান কালে রন্ধনাগার হইতে তৎপাচিত উপসংস্কৃত কিঞ্চিৎ মাংস আমার নিকট আনয়ন কর। হে কুরুনন্দন! প্রিয়কারিণী সেই কেশিনী তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করত বাহুককে ব্যগ্র দেখিয়া সত্বরে অতি উষ্ণ কিঞ্চিৎ মাংস গ্রহণপূর্ব্বক আসিয়া দময়ন্তীকে প্রদান

করিল। দময়ন্তী পূর্ব্ব হইতে নল রাজার বহু প্রকার সংস্কৃত মাংসের স্বাদ গ্রহণের উপযুক্তা ছিলেন, এই ক্ষণে তিনি কেশিনীর আনীত সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া সারথি বাহুককে নল নিশ্চয় করত সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। হে ভারত! তিনি পরম ব্যাকুল চিত্তেই মুখ প্রক্ষালন করিয়া কেশিনীর সহিত সন্তান দুইটিকে বাহুকের সমীপে প্রেরণ করিলেন। বাহুক নামে বিখ্যাত রাজা নল, ইন্দ্রসেনা কন্যাকে তাহার ভ্রাতার সহিত আসিতে দেখিয়া তাহাদিগকে জানিতে পারিয়া সম্মুখে দ্রুত গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে লইলেন এবং সুরসুত সদৃশ অপত্যদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখাকুল চিত্তে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নিষধনাথ তখন পুনঃ পুনঃ এইরূপ স্বভাববৈকল্য প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ অপত্যযুগলকে সহসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশিনীকে এই কথা কহিলেন, হে ভদ্রে! এই কন্যা পুত্র দুইটি আমার কন্যা পুত্রের তুল্য, এই নিমিত্ত ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার নয়ন হইতে বাষ্প নিঃসৃত হইয়াছে। পরন্তু আমরা বিদেশীয় অতিথি, তুমি আমাদিগের নিকট বহুবার আগমন করাতে লোকে তোমার প্রতি দোষের আশঙ্কা করিতে পারে, অতএব তুমি এখান হইতে যথাসুখে গমন কর।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহদশ্ব কহিলেন, কেশিনী ধীমান্ পুণ্যশ্লোকের বৈকল্যভাব সকল দেখিয়া দময়ন্তীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিল। তদনন্তর দময়ন্তী নলের সহিত সাক্ষাৎ করণের অভিলাষে কেশিনীকে মাতৃসমীপে প্রেরণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, হে মাতঃ! আমি বাহুককে নল শঙ্কা করিয়া বহুতররূপে পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কেবল তাঁহার রূপের প্রতি আমার একমাত্র সংশয় আছে, অতএব আমার ইচ্ছা হয়, আমি স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করি, আপনি আমার পিতার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হউক, হয় তাঁহার অন্তঃপুরে আসিতে, না হয় আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি করুন, এই দুই কল্পের মধ্যে এক কল্প বিধান করুন। রাজকুমারী রাজ্ঞীকে এইরূপ কহিয়া পাঠাইলে, রাজ্ঞী বিদর্ভরাজের নিকট তাহা জানাইলেন। রাজা ভীম দুহিতার ঐ অভিপ্রায়ে অনুজ্ঞা করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! দময়ন্তী পিতা মাতার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নলকে আপন আলয়ে আনাইলেন। নল রাজা দময়ন্তীকে সহসা দর্শন করিয়া শোকদুঃখে আকুল হইলে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুতে প্লাবিত হইল। তখন বরবর্ণিনী দময়ন্তীও সেইরূপ শোকাশ্রুযুক্ত নলকে অবলোকন করিবামাত্র তীব্রশোকে ব্যাকুলা হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কাষায়বসন-পরিধানা, জটাধারিণী মলপঙ্কযুক্তাঙ্গী সেই দময়ন্তী বাহুককে এই কথা কহিলেন, হে বাহুক! তুমি কি পূর্ব্বে এমত কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে দেখিয়াছ যে, সে কাননমধ্যে নিদ্রিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে? পুণ্যশ্লোক নল ব্যতীত কোন ব্যক্তি শ্রম-মোহিতা প্রিয় ভার্য্যাকে নিরপরাধে বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে পারে? আমি বাল্যকালাবধি সেই মহীপালের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে কাননে নিদ্রার্ত্তা দেখিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন? আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছি এবং আমি যাঁহার অভিলাষিণী ও অনুবর্ত্তিনীই থাকি এবং আমি পুত্রবতীও হইয়াছি, এ বিধায় তিনি আমাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন? অগ্নিসমীপে দেবতাদিগের সমক্ষে আমার পাণিগ্রহণ করিয়া সত্য করিয়াছিলেন যে, আমি তোমারই থাকিব, পরে সেই সত্য কোথায় রহিল? হে অরিন্দম! দময়ন্তী এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে শোকজনিত বহুল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। নিষধনাথও দময়ন্তীকে শোকার্ত্তা দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণসার সদৃশ শ্যামল অথচ অন্তিমভাগ রক্তবর্ণ, এতাদৃশ নয়নযুগল হইতে সেইরূপ শোকাশ্রুধারা অতীব প্রস্রবণ করিতে করিতে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীরু! আমার যে, রাজ্য নষ্ট হয় এবং আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করি, এ সকল আমি স্বয়ং করি নাই, কলি করিয়াছে। হে ধর্ম্মনিষ্ঠে! পূর্ব্বে তুমি বনমধ্যে আমাকে বিবস্ত্র মনে করিয়া দুঃখিতচিত্তে শোক করিতে করিতে যে শাপ প্রদান করিয়াছিলে, কলি সেই শাপে দহ্যমান হইয়া আমার শরীরে বাস করিয়াছিল। যেরূপ অগ্নিমধ্যে অগ্নি আহিত হয়, সেইরূপ সে তোমার শাপাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছিল। হে শুভে! আমাদিগের দুঃখের অবসান হইবে, এই নিমিত্ত সেই পাপ, আমার আচরণ ও তপস্যা দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তৎপ্রযুক্তই আমি তোমার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। হে বিপুলশ্রোণি! আমার আর এখানে অন্য কোন প্রয়োজন নাই। হে ভীরু! যেরূপ তুমি অনুরক্ত ও অনুব্রত পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, অন্য নারী কি কখনও কোন প্রকারে সেরূপ করিতে পারে? দূতগণ রাজার নিদেশানুসারে পৃথিবীময় ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহারা যেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী নারী অভিলাষানুসারে আপনার অনুরূপ পতি বরণ করে, সেইরূপ ভাবের কথা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, ভীমনন্দিনী দ্বিতীয় পতি বরণ করিবেন।

দময়ন্তী নলের এইরূপ পরিদেবিত বাক্য শ্রবণ করত ভীতা ও বেপমানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মঙ্গলালয় নিষধনাথ! যে স্থলে আমি দেবতাগণকে উপেক্ষা করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি, সে স্থলে আমার দোষ আশঙ্কা করা আপনার উচিত হয় না। আপনার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা মদুক্ত বাক্য গাথা সকল গান করত সর্ব্বত্র দশ দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হে পার্থিব! অনন্তর পর্ণাদ নামক এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কোশলা নগরীতে ঋতুপর্ণ রাজার নিকেতনে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে নিষধাধিপতে! আপনি মদুক্ত বাক্যের সম্যক্ প্রকারে প্রত্যুত্তর করিলে আমি আপনাকে আনাইবার নিমিত্ত এই উপায় দেখিলাম, যেহেতু পৃথিবীতে আপনা ব্যতীত অন্য কেহ অশ্ব দ্বারা এক শত যোজন পথ এক দিবসে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে নরাধিপ মহীপতে! আমি মনেতেও কখন কিছুমাত্র অসৎ কর্ম্ম করি না, এই সত্য বাক্য বলিয়া আমি আপনার এই চরণযুগল স্পর্শ করিতে পারি। আমি

যদি পাপকর্ম্ম করিয়া থাকি, তবে সর্ব্বত্রগামী ভূতসাক্ষী স্বরূপ এই বায়ু আমার প্রাণ বায়ুকে দেহ হইতে বিমুক্ত করুন। সেইরূপ, ভূতসাক্ষী সূর্য্যদেবও তৎপর হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি যদি পাপাচরণ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণবায়ুকে দেহ হইতে বিমুক্ত করুন; এবং চন্দ্রমা সকল প্রাণীর অন্তরে সাক্ষীর ন্যায় হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণবায়ুকে দেহ হইতে বিমুক্ত করুন। উক্ত তিনি দেবতা ত্রৈলোক্যসমুদায় ধারণ করিতেছেন; ইঁহারা যথার্থ বলুন, অথবা আমাকে পরিত্যাগ করুন। দময়ন্তী ঐরূপ বলিলে বায়ু দেবতা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, "হে নল! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, এই দময়ন্তী পাপকর্ম্ম করেন নাই। হে রাজন্! ইনি আপনার শীল স্ফীত করিয়া উত্তমরূপে যে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী আমরা; আমরা তিন বৎসরকাল ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছি। ইনি তোমাকে পাইবার নিমিত্তই এই প্রকার স্বয়ম্বর-বার্ত্তা প্রচার-স্বরূপ অতুল্য উপায় বিধান করিয়াছিলেন। যেহেতু ইহলোকে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষ এক দিবসে শত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ নহে। হে রাজন্! এইক্ষণে তুমি ভীমনন্দিনীকে লাভ করিয়াছ, ভীমনন্দিনীও তোমাকে লাভ করিয়াছে, অতএব তুমি শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হও।" যখন বায়ু এইরূপ কহিলেন, পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, দেব-দুন্দুভি নিনাদিত এবং শুভলক্ষণ সমীরণ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অরিন্দম নিষধ-সেই বিস্ময়জনক ব্যাপার দর্শন করিয়া দময়ন্তীর প্রতি শঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই নাগরাজকে স্মরণ-পূর্ব্বক তৎপ্রদত্ত নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়া স্বকীয় আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন অনিন্দিতা দময়ন্তী পতি পুণ্য-শ্লোককে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নল-রাজাও পূর্ব্বের ন্যায় ভজমানা ভৈমীকে ও স্বীয় অপত্য যুগলকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যথাবৎ আনন্দিত হইলেন। আয়ত নয়না শুভাননা দময়ন্তী পুণ্যশ্লোকের বিরহ-যাতনায় অতীব দুঃখিনী ছিলেন, তৎকালে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে বদন বিন্যস্ত করত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এবং সেই পুরুষেন্দ্র নিষধ-পতিও শোকব্যাকুলচিত্তে মলিনাঙ্গী শুচিস্মিতা দময়ন্তীকে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। হে নৃপ! অনন্তর দময়ন্তীর জননী, নল ও দময়ন্তীর উক্ত সমুদায় বৃত্তান্ত রাজা ভীমের নিকটে প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। পরে মহারাজা ভীম কহিলেন, নল অদ্য সুখে বিশ্রাম করুন, আমি কল্য প্রাতে পবিত্র বেশ নল ও দময়ন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। হে রাজন্! তদনন্তর নল ও দময়ন্তী উভয়ে মিলিত হইয়া প্রমুদিতচিত্তে পরস্পর বনবাসের পুরাতন বৃত্তান্ত সমুদায় কথোপকথন করত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তাঁহারা ভীম নৃপতির গৃহে পরস্পর সুখার্থী হইয়া হৃষ্টমনে বাস করিতে লাগিলেন। নিষধাধিপতি তিন বৎসরকাল ব্যসন ভোগ করিয়া চতুর্থ বর্ষে ভার্য্যার সহিত মিলিত ও সমস্ত কামনা পরিপূরণপূর্ব্বক সুসিদ্ধার্থ হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। যেরূপ অর্দ্ধজাত-শস্যা বসুন্ধরা তোয় লাভ করিলে সাতিশয় আপ্যায়িতা হন, দময়ন্তীও পতিলাভ করিয়া সেইরূপ আপ্যায়িতা হইলেন। যে প্রকার শীতাংশুর উদয়ে যামিনী বিরাজিতা হয়, সেই প্রকার ভীম-দুহিতা উক্ত প্রকারে পতি মিলন লাভ করিয়া উপশান্ত-সন্তাপ ও হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বিগততন্দ্রা ও পূর্ণ-মনোরথা হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৃহদশ্ব কহিলেন, নলরাজা সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতে কৃতবেশভূষণ হইয়া দময়ন্তীর সহিত একত্রে বিদর্ভাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, পরে প্রযত্নপর হইয়া শ্বশুরকে অভিবাদন করিলেন। তৎপশ্চাৎ শুভরূপা দময়ন্তীও পিতাকে বন্দনা করিলেন। প্রভু ভীম পরমাহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন এবং নলের সহিত পতিব্রতা দময়ন্তীকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া আশ্বাসিত করিলেন। নলরাজাও তাঁহার কৃত সৎকার যথাবিধি প্রতিগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিজ পরিচর্য্যা যথাবিধি প্রতিবেদন করিলেন তদনন্তর নগরীয় জনগণ নলরাজাকে তথাবিধ দেখিয়া এমত হর্ষান্বিত হইল যে, নগরমধ্যে তাহাদিগের হর্ষজনিত সুমহান্ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নগরীয় লোকেরা ধ্বজ, পতাকা ও মাল্য দ্বারা নগরের শোভা সম্পাদন করিল। রাজ-মার্গ সকল জলসিক্ত, সুমৃষ্ট, পুষ্পে সুশোভিত ও সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইল এবং পুরবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে পুষ্প মাল্যাদি-প্রকল্পিত ও দেবায়তন সকল পুষ্প সমূহে অর্চ্চিত হইল।

এদিকে রাজা ঋতুপর্ণ শুনিলেন যে, নল-রাজা বাহুকরূপে ছদ্মবেশী ছিলেন, অধুনা দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি আহ্লাদিত হইয়া নিষধরাজকে সমীপে আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধিশালী নল-রাজাও তাঁহার সমীপে বহুতর হেতু দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন তত্ত্বদর্শী বাগ্মিবর রাজা ঋতুপর্ণ, নল কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে কহিলেন, আপনি ভাগ্যক্রমেই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। হে নৈষধ বসুধাধিপ! আপনি যখন আমার আলয়ে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, তখন আমি আপনার নিকট ত কোন অপরাধ করি নাই? যদি আপনার নিকট জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কোন অকার্য্য করিয়া থাকি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন। নল কহিলেন হে রাজন্! আপনি আমার নিকট কোন স্বল্প অপ-রাধও করেন নাই, যদিই করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার ক্রোধ নাই, যেহেতু আপনার প্রতি আমার ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। হে জনাধিপ! আপনি পূর্ব্ব হইতে আমার সখা ছিলেন এবং আপনার সহিত আমার সম্বন্ধও আছে, অতএব এক্ষণ অবধি আপনি আমার অধিক প্রীতিভাজন হইলেন। হে রাজন্! আমি আপনার গৃহে সর্ব্বদা সুবিহিত সমস্ত কামনা পরিপূরণ-পূর্ব্বক যে প্রকার সুখে বাস করিয়াছিলাম, আমার নিজ গৃহেও সেরূপ হয় না। হে পার্থিব! আপনার এই অশ্ব-তত্ত্বজ্ঞান যে আমার নিকটে ন্যস্ত আছে, যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে তাহা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। নিষধাধিপতি ইহা বলিয়া ঋতুপর্ণকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন। ঋতুপর্ণও বিধি-বোধিত কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। হে রাজন্!

ভঙ্গাসুরসুত রাজা ঋতুপর্ণ, নল রাজাকে অক্ষবিদ্যা প্রদান এবং তাঁহার নিকট হইতে অশ্বতত্ত্ব-জ্ঞান গ্রহণ করিয়া অন্য সারথি আনাইয়া নিজপুর-প্রস্থিত হইলেন। হে মহারাজ নরনাথ! রাজা ঋতুপর্ণ গমন করিলে, নলরাজা কুণ্ডিন নগরে অতি দীর্ঘকাল বাস করিলেন না।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! নিষধরাজ নল একমাস কাল বিদর্ভরাজপুরে অধিবসতি করিয়া ভীম ভূপতিকে সম্ভাষণ করত অল্প পরিবার লইয়া তথা হইতে নিষধাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই মহাত্মা মহীপতি ষোড়শ হস্তী, পঞ্চাশৎ ঘোটক ও ছয়শত পদাতি সমভিব্যাহারে এক শুক্লবর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরমান হইয়া পৃথিবীকে কম্পিত প্রায় করত সুসংরব্ধ চিত্তে অবিলম্বে নিষধপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বীরসেন কুমার বলবান্ নল, পুষ্করের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, হে পুষ্কর! আমি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, অতএব আইস, আমরা পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করি। আমার দময়ন্তী ও অন্য যে কোন বস্তু আছে, তৎসমুদায় এবং তোমার রাজ্য পণ থাকিল। তোমার শুভ হউক, তুমি পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হও। আমিএই নিশ্চয় করিয়াছি যে, আমরা উভয়ে একবারেই প্রাণের সহিত সমস্ত বস্তু পণ রাখিব। পরের রাজ্য বা ধন জয়পূর্ব্বক হরণ করিয়া প্রতিপণ প্রদান করা পরম ধর্ম্ম ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। হে রাজন্! যদি দ্যূতক্রীড়া করিতে অভিলাষ না কর, তবে দ্বৈরথ বিধানে যুদ্ধ দ্যূতে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে হয় তোমার না হয় আমার, এক জনের শান্তি হউক। বংশ পরম্পরা ক্রমে ভোগ্য এই রাজ্যে যে কোন উপায়ে বা যে কোন প্রকারে অকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বৃদ্ধগণেরও শাসন আছে। হে পুষ্কর! তুমি অদ্য আমার সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া, অথবা যুদ্ধে ধনুঃ প্রাণমন, দুইয়ের মধ্যে একতরে প্রবৃত্ত হও।

নিষধপতি নল পুষ্করকে এইরূপ কহিলেন, পুষ্কর আপনার নিশ্চয় জয় হইবে মনে করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে নৈষধ! তুমি ভাগ্যক্রমেই প্রতিপণের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছ এবং ভাগ্যক্রমেই দময়ন্তীর দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইয়াছে। হে মহাভুজ নৃপতে! ভাগ্যক্রমেই অদ্যাপি তুমি দারার সহিত জীবিত রহিয়াছ। তোমার অর্জ্জিত ধন সকল আমার জয়লব্ধ হইলে দময়ন্তী তদ্দ্বারা সমলঙ্কৃতা হইয়া স্বর্গে অপ্সরাকর্ত্তৃক ইন্দ্রের উপাসনার ন্যায়,স্পষ্টরূপে আমার উপাসনা করিবে। হে নৈষধ! সুহৃদ্ ভিন্ন অপরের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় আমার প্রীতি জন্মে না, এই নিমিত্ত আমি নিত্য নিত্য তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকি এবং প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আমি অদ্য অনিন্দিতা দময়ন্তীকে জয়পূর্ব্বক লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইব, যেহেতু সেই বরারোহা আমার হৃদয়ে সতত বাস করিয়া থাকে।

নিষধনাথ নল বহু অসম্বদ্ধ প্রলাপভাষী সেই পুষ্করের উক্ত সকল বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কুপিত হইয়া খড়্গ দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু ক্রোধে তাম্র-নেত্র হইয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন আইস, আমরা দ্যূতক্রীড়া করি, এক্ষণে কিজন্য এরূপ বলিতেছ? আমাকে পরাজয় করিয়া পশ্চাৎ যাহা বক্তব্য হয় বলিও। তদনন্তর পুষ্কর ও নলের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। বীর নল একমাত্র পণেই রত্নকোষ ও প্রাণের সহিত পণিত পুষ্করকে পরাজিত করিলেন। রাজা নল, জয়ী হইয়া তাঁহাকে হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়াধম! এখন এই অবিচলিত সমুদায় অকণ্টক রাজ্য আমার হইল। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি দময়ন্তীর প্রতি অবলোকনও করিতে পারিবে না। তুমি সপরিবারে দময়ন্তীর দাসত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমি পূর্ব্বে যে তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছিলাম, তাহা তোমার নিজ শক্তি দ্বারা হয় নাই, কলি সেই কার্য্য করিয়াছিল, তুমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত তাহা বোধ করিতে পার নাই। আমি পরকৃত দোষ কোন প্রকারে তোমার প্রতি আরোপ করিব না, অতএব তুমি যথাসুখে জীবন ধারণ কর, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম। হে বীর! পূর্ব্বে তোমার পৈতৃক বিষয়ে যে স্বীয় অংশ ছিল, তাহা সর্ব্ব সম্ভারের সহিত তোমাকে দিলাম এবং আমার সহিত তোমার যেরূপ প্রণয় ছিল, তাহাও থাকিবে, সংশয় নাই। হে পুষ্কর! তুমি আমার ভ্রাতা, অতএব আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক; তোমার প্রতি আমার সৌভ্রাত্র কদাচিৎ পরিত্যাগ হইবে না। সত্য-বিক্রম নল এইরূপে ভ্রাতা পুষ্করকে পরিসান্ত্বিত করিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার নিজপুরে প্রেরণ করিলেন। পুষ্কর পুণ্যশ্লোক নল কর্ত্তৃক এইরূপে পরিসান্ত্বিত হইয়া তাঁহার চরণে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ আপনি যে আমার জীবন রক্ষা ও আমাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন, ইহাতে আপনার কীর্ত্তি অক্ষয়া হউক এবং আপনি অযুত বর্ষ সম্ভোগ করত জীবিত থাকুন। হে পুরুষেন্দ্র রাজা পুষ্কর, নল রাজা কর্ত্তৃক তাদৃশরূপে সৎকৃত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে এক মাস কাল স্বজনগণের সহিত তথায় অবস্থিতি করত তৎপরে মহৎ সৈন্য ও বিনীত পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে আদিত্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বেশে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমান্ নিষধরাজ পুষ্করকে অনাময় ও ধনশালী করি প্রস্থাপন করত সাতিশয় শোভাবিত পুরীতে প্রবিষ্ট হইলে এবং পুর-প্রবেশান্তে পৌরজনগণকে পরিসান্ত্বিত করিলেন। পুরস্থ, দেশস্থ ও অমাত্য প্রভৃতি সকলে হর্ষজনিত লোমাঞ্চিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিল,মহরাজ! আমরা অদ্য নিবৃত হইলাম। যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, সেইরূপ আমরা এই দেশে ও নগরে আপনাকে উপাসনা করিতে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৃহদশ্ব করিলেন, পুরবাসী জনগণ প্রশান্ত ও আনন্দিত এবং নগরমধ্যে মহা আনন্দোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে, রাজা নল মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দময়ন্তীকে আনয়ন করিলেন। দময়ন্তীর পিতা বীর শত্রু-মর্দন অমেয়াত্মা ভীমপরাক্রম ভীম দময়ন্তীকে সংকারপূর্ব্বক পাঠাইলেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তী তনয়ের সহিত আগমন করিলে মহীপতি নল আনন্দিত হইয়া, নন্দনকাননে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী নল জম্বুদ্বীপে রাজগণমধ্যে

প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাহৃত স্বীয়রাজ্য পুনশ্চ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দক্ষিণা প্রদান সহকারে বিবিধ অনেকবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! সেই প্রকার আপনিও সুহৃদ্গণের সহিত অচিরকালেই প্রদীপ্ত হইবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরপাল! শত্রু-পুরবিজয়ী নল দ্যূতক্রীড়াজন্য ভার্য্যার সহিত এতাদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে পৃথ্বীনাথ! নলরাজা একাকীই সুমহৎ ঘোর দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার অভ্যুদয় লাভও করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! আপনি ত ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যার সহিত এই মহারণ্য মধ্যে ধর্ম্মের অনুশীলন করত সুখে ক্রীড়া করিতেছেন। মহারাজ! যে স্থলে বেদবেদাঙ্গ-পারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণের সহিত আপনার নিত্য সহবাস হইতেছে, সে স্থলে আপনার পরিদেবনার বিষয় কি আছে? হে অচ্যুত নরপাল! কলি-বিনাশন এই ইতিহাস ভবাদৃশ ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন। হে নৃপতে! পুরুষার্থ কখনই স্থায়ী নহে, এই ভাবিয়া তাহার উৎপত্তি বা বিনাশে আপনার চিন্তা করা উচিত হয় না। আপনি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হউন, শোক করিবেন না। দৈববৈষম্য প্রযুক্ত পুরুষকার বিফল হইলে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ব্যক্তিরা আত্মাকে বিষাদিত করেন না। যাহারা নলের এই মহৎচরিত্র পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবে, অলক্ষ্মী তাহাদিগকে ভজনা করিবে না ও তাহাদিগের অর্থ উৎপন্ন হইবে এবং তাহারা ধন্যতা লাভ করিবে। মনুষ্য এই পুরাতন উৎকৃষ্ট ইতিহাস অসকৃৎ শ্রবণ করিলে পুত্র, পৌত্র, পশু মনুষ্য মধ্যে প্রাধান্য, আরোগ্য ও প্রীতিলাভ করিবে সংশয় নাই। হে ভারত! আপনি যে ভয় করিতেছেন যে, "অক্ষজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিবে," আপনার সেই ভয় আমি বিনাশ করি। হে সত্য-পরাক্রম কৌন্তেয়! আমি সম্পূর্ণরূপে অক্ষবিদ্যা জানি, প্রসন্নমনে তাহা আপনাকে বলিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টচিত্ত হইয়া বৃহদশ্বকে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি দ্যূতক্রীড়ায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অভিলাষ করি। তদনন্তর মহাতপা বৃহদশ্ব মহাত্মা পাণ্ডবকে অক্ষবিদ্যা প্রদান করিয়া স্নানার্থ হয়শীর্ষ তীর্থে গমন করিলেন। বৃহদশ্ব প্রস্থিত হইলে দৃঢ়-ব্রত যুধিষ্ঠির তীর্থ, শৈল ও বন হইতে সমাগত ও ইতস্তত নানাস্থান হইতে আগত তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন যে, পৃথানন্দ সব্যসাচী বায়ুভক্ষ হইয়া মনঃসংযম-পূর্ব্বক উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; মহাবাহু ধনঞ্জয় নিয়তব্রত মৌনী ও একাগ্রচিত্তে তপঃপরায়ণ হইয়া মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় শোভা ধারণ করত যেরূপ দুষ্কর তপস্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্রূপ উগ্রতপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পূর্ব্বে আর কাহাকেও দৃষ্টি করা যায় নাই। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির প্রিয়ভ্রাতা অর্জ্জুনকে মহারণ্যে তপস্যা করিতে শ্রবণ করিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন এবং মহাবনমধ্যে দহ্যমান হৃদয়ে শরণার্থী হইয়া বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলোপাখ্যান প্রকরণ ও নবসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

## তীর্থযাত্রা প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! আমার প্রপিতামহ পার্থ কাম্যক্ কানন হইতে গমন করিলে, সেই সব্যসাচী ব্যতিরেকে পাণ্ডবেরা কিরূপে কালাতিপাত করিয়াছিলেন? আমার বিবেচনায়, যেরূপ বিষ্ণু দেবগণের গতি, সেইরূপ মহা ধনুর্দ্ধর সৈন্যবিজয়ী অর্জ্জুন পাণ্ডবদিগের গতি ছিলেন, অতএব সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যশালী সেই অর্জ্জুন ব্যতিবেকে আমার প্রপিতামহ বীরগণ কি প্রকারে বনমধ্যে বাস করিতেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে তাত! সত্য-বিক্রম ধনঞ্জয় কাম্যক্ বন হইতে গমন করিলে সেই সকল পাণ্ডু-পুত্রেরা শোক-দুঃখপরায়ণ হইলেন। তাঁহারা সকলেই অপ্রীতচিত্ত হইয়া ছিন্ন-সূত্র মণিমাল্য ও ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় হইলেন; এবং কুবের ব্যতিরেকে চৈত্ররথ বন যেরূপ হয়, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা অর্জ্জুন ব্যতিরেকে সেই কাম্যক্ বন তদ্রূপ হইল। হে জনমেজয়! তখন সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা অর্জ্জুন ব্যতীত অসুখী হইয়াই কাম্যক্ বনে বাস করিয়াছিলেন। হে ভরত-বংশাবতংস! সেই পরাক্রমশীল মহারথেরা ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বহুবিধ মেধ্য মৃগ সকল বিনাশ করিতেন সেই অরিন্দম পুরুষ-সিংহেরা নিত্য নিত্য বন্য আহার আহরণ করিয়াও তৎসমস্ত সংস্কার করত ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিতেন। হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের গমনান্তে সেই পুরুষ প্রবরেরা সকলেই শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণ চিত্ত হইয়া উক্ত কাম্যক্ বনমধ্যে অধিবসতি করিতে লাগিলেন। বিশেষত পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনী কোন সময়ে মধ্যম পতি অর্জ্জুনকে স্মরণ করত উদ্বিগ্ন-চিত্ত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, যিনি দ্বিবাহু হইয়াও সহস্রবাহু অর্জ্জুনের তুল্য, সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতিরেকে এই বন আমার নিকট সুশোভিত হইতেছে না। আমি এই পৃথিবীর যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিক্ই শূন্যপ্রায় দেখিতেছি। এই বন কুসুমিত তরুগণে সমাবৃত ও বহুল আশ্চর্য্যময় হইয়াও সেই সব্যসাচী ব্যতিরেকে তাদৃশ রমণীয় হইতেছে না। সেই নিবিড় নীলাম্বুদ শ্যামলবর্ণ মত্ত-মাতঙ্গ-বিক্রম কমললোচন ব্যতীত এই কাম্যক্ কানন আমার নিকট শোভা পাইতেছে না। হে রাজন্! অশনিস্বনসদৃশ যাঁহার শরাসন-নিস্বন শ্রুতিগোচর হয়, সেই সব্যসাচীকে স্মরণ করিয়া আমি সুখলাভ করিতে পারিতেছি না।

হে মহারাজ! বীর শত্রুমর্দ্দন ভীমসেন দ্রৌপদীকে এইরূপ পুনঃপুনঃ বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে সুমধ্যমে! হে ভদ্রে! তুমি মনঃপ্রীতিকর যে বাক্য বলিতেছ, তাহা অমৃতভোজনের ন্যায় আমার অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। যাহার ভুজদ্বয় সম, সুদীর্ঘ, পীন, পরিঘসদৃশ, বর্ত্তুল, জ্যাকর্ষণজনিত কিণযুক্ত, সুবর্ণবলয়ভূষিত, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণে সমর্থ এবং পঞ্চশীর্ষ সর্পের তুল্য; সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আকাশমণ্ডল যেন সূর্য্যহীন হইয়াছে। পাঞ্চাল ও কুরুগণ যে মহাবাহুকে আশ্রয় করিয়া যত্নশীল দেবগণের সৈন্যসমীপেও ভীত হন না এবং যে মহাত্মার বাহুদ্বয় আশ্রয় করত আমরা সকলে শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও মেদিনীমণ্ডল প্রাপ্ত বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকি, সেই বীর ফাল্গুন বিরহে কাম্যক্ কাননে আর ধৈর্য্য লাভ করিতে সমর্থ

হইতেছি না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শূন্যপ্রায় দেখিতেছি এবং দিক্‌সকল শূন্য ও তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে।

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন নকুল, সাশ্রুকণ্ঠে কহিলেন, যাঁহার সমরাঙ্গণের দিব্য কর্ম্মসকল দেবগণও কীর্ত্তন করেন, সেই যোধপ্রধান সব্যসাচী ব্যতিরেকে এই কাননে আর কি মনঃপ্রীতি আছে? যে মহাদ্যুতি অর্জ্জুন উত্তরদিক্ গমনপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে শত শত মহাবল গন্ধর্ব্বপ্রধানকে জয় করিয়া তিত্তিরিপক্ষীর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ, সমীরণতুল্য বেগশীল, শোভমান অশ্বসমূহ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সমুদায় অশ্ব প্রীতচিত্তে রাজসূয় মহামখকালে জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজকে প্রদান করেন, সেই অমরতুল্য ভীম-ধন্বা ভীমানুজ ব্যতিরেকে অধুনা আর কাম্যক বনে বাস করিতে আমার অভিলাষ হয় না।

সহদেব কহিলেন, যিনি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত রাজসূয় মহাক্রতু উপলক্ষে যুদ্ধে মহারথগণকে জয় করিয়া বসুধন ও কন্যাগণকে আহরণ করিয়াছিলেন, যে অমিতদ্যুতি একাকী সমরক্ষেত্রে মিলিত যদুকুলকে পরাজয়পূর্ব্বক বাসুদেবের সদনে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন, হে ভারত! যিনি মহাত্মা দ্রুপদ মহীপতির রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন, হে মহারাজ! সেই জিষ্ণুর কুশাসন আমার নিকেতনে শূন্য রহিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষণমাত্রও শান্ত হইতেছে না। হে অরিন্দম! আমি এই বন হইতে বিবাসিত হইতে অভিলাষ করিতেছি, যেহেতু সেই বীর ব্যতীত এই বন আমাদিগের মনোরম্য হইতেছে না।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়োৎসুক ভ্রাতৃগণের ও কৃষ্ণার বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি হুতশিখ অনলের ন্যায় ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমান মহাত্মা দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্মরাজ মহাত্মা দেবর্ষিকে সম্মুখে সমাগত অবলোকন করত ভ্রাতৃগণের সহিত উত্থিত হইয়া যথান্যায়ে তাঁহার পূজা করিলেন। অতি দীপ্তপ্রভাব সেই শ্রীমান্ কুরুসত্তম ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া দেবগণপরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। যে প্রকার সূর্য্যপ্রভা সুমেরুকে ও সাবিত্রী বেদ সকলকে পরিত্যাগ করেন না, সেই প্রকার যাজ্ঞসেনী পাণ্ডব পতিদিগকে ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাগ করেন না; সুতরাং তখন তিনিও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন। হে অনঘ! ভগবান্ নারদ ঋষি, মহাত্মা ধর্ম্মনন্দনের সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তোমার কি প্রয়োজন? আমি তোমাকে কি প্রদান করিব, তাহা বল। অনন্তর ধর্ম্মসূনু রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবমান্য নারদকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুব্রত মহাভাগ! আপনি সর্ব্বলোকপূজিত আপনি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি আপনার প্রসাদাৎ আত্মাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মানিতেছি। হে বিশুদ্ধাত্মন্ মুনিবর! যদি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার অনুগ্রাহ্য হইয়া থাকি, তবে আপনি আমার অন্তঃকরণস্থ সন্দেহ ছেদন করুন। যে ব্যক্তি তীর্থ-তৎপর হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তাহার কি ফল হয়, তাহা আপনি অশেষরূপে অভিধান করুন।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে ধীমান্ ভীষ্ম এই সকল বিবরণ পুলস্ত্যসকাশে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর। পুরাকালে ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম পিত্র্যব্রত অবলম্বন করত মুনিগণের সহিত ভাগীরথীর তীরে বাস করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সেই মহাতেজা পরমদ্যুতি ভীষ্মদেব, গন্ধর্ব্ব ও দেবর্ষিগণের পরিষেবিত শুভ প্রদেশ সুপবিত্র গঙ্গাদ্বারে বিধিবোধিত কর্ম্ম দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতেন। একদা সেই মহাযশস্বী জপ করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি ঋষিসত্তম পুলস্ত্যকে অদ্ভুতের ন্যায় দেখিতে পাইলেন এবং কান্তি দ্বারা দেদীপ্যমান সেই উগ্রতপস্বী ঋষিকে দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। হে ভারত! ধার্ম্মিকবরেণ্য ভীষ্ম মহাভাগ ঋষিকে উপনীত দেখিয়া বিধিবোধিত কৃত্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া মস্তকে অর্ঘ্য গ্রহণ করত সেই ব্রহ্মর্ষিসত্তমের সমীপে নিজ নাম কীর্ত্তন করত কহিলেন, হে সুব্রত! আপনার শুভ? আমি আপনার দাস ভীষ্ম; আমি আপনাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! ধার্ম্মিকোত্তম ভীষ্ম এইরূপ কহিয়া বাক্য সংযমপূর্ব্বক তূষ্ণীভূত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিলেন। ঋষিসত্তম পুলস্ত্য কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে নিয়ম ও বেদাধ্যয়নে আকর্ষিত দেখিয়া প্রীতচিত্ত হইলেন।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

পুলস্ত্য কহিলেন, হে সুব্রত ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ! আমি তোমার বিনয়, জিতেন্দ্রিয়তা ও সত্যনিষ্ঠা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে বৎস অনঘ! তুমি পিতৃভক্তি হেতু যে এতাদৃশ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ, তৎপ্রযুক্তই তুমি আমার দর্শন পাইলে এবং তোমার প্রতি আমারও প্রীতি জন্মিয়াছে। হে বিশুদ্ধাত্মন্ কুরুকুল-তিলক ভীষ্ম! আমি অমোঘদর্শী, অতএব তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা বল; তুমি যাহা বলিবে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি সর্ব্বলোকপূজিত, আপনি যখন আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন; এবং আমি যখন প্রভুকে নয়নগোচর করিয়াছি, তখনই আমার সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। হে ধর্ম্মধারিপ্রবর! যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হইয়া থাকি, তবে আমার মনের সন্দেহ আপনাকে নিবেদন করি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। হে ভগবন্! আমার অন্তঃকরণে তীর্থবিষয়ে যে কিছু ধর্ম্মসংশয় আছে, আপনি তাহা পৃথক্‌রূপে খণ্ডনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে অমরোপম বিপ্রর্ষে! যে ব্যক্তি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা আমার নিকটে সুনিশ্চতরূপে বর্ণন করুন। পুলস্ত্য কহিলেন, হে বৎস! ঋষিগণের পরম অবলম্বন যে তীর্থফল, তাহা তোমাকে বলি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। যাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বশীভূত, বিদ্যা অভিচারাদি কুকর্ম্মে নিবৃত্ত, তপস্যা দাম্ভিকতাদিরহিত ও কীর্ত্তি সৎকার্য্য জন্য হয়, তিনি তীর্থের ফল

উপভোগ করেন। যিনি প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত ও যৎকিঞ্চিৎ বিষয় ভোগেও সন্তুষ্ট এবং অহঙ্কার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি তীর্থের ফল উপভোগ করেন এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত, সঙ্কল্পরহিত, লঘুভোজী, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত পাপকর্ম্ম হইতে বিমুক্ত, তিনি তীর্থের ফল উপভোগ করেন। হে রাজেন্দ্র! যিনি ক্রোধরহিত, সত্যশীল ও দৃঢ়ব্রত হন এবং সর্ব্ব ভূতকে আত্মতুল্য দৃষ্টি করেন,তিনি তীর্থের ফল উপভোগ করেন। ঋষিগণ বেদমধ্যে যথাক্রমে যে সকল যজ্ঞ কহিয়াছেন এবং যাহার যাথার্থ্যানুসারে ঐহিক ও পারত্রিক ফলসমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন; হে মহীপতে! দরিদ্র ব্যক্তিরা বহুতর উপকরণান্বিত ও নানা সম্ভার-বিস্তর সেই যজ্ঞসকল অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না, কেবল নৃপতিরা কোথাও বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠান করিতে পারেন; হে নরেশ্বর! যেহেতু তাহা অল্পার্থ, অল্পসহায়, অসহায় ও বিহিত সাধনহীন ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান করিতে পারে না, সেই হেতু যে বিধি ঐ পবিত্র যজ্ঞফলের তুল্যফলজনক অথচ নির্ধন ব্যক্তিদিগেরও অনুষ্ঠানকরণে শক্য হয়, তাহা কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর। হে ভরতসত্তম! ঋষিদিগের পরম গুহ্য ও পুণ্যপ্রদ যে তীর্থ-সেবন, তাহা যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশিষ্ট হয়। মনুষ্য তীর্থাভিগমন, ত্রিরাত্র উপোষণ এবং গো ও কাঞ্চন দান না করিলে দরিদ্র হয় এবং তীর্থাভিগমন দ্বারা যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহা বহুল দক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারাও লব্ধ হয় না। হে মহামতে! মর্ত্ত্যলোকে দেবদেবের ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত যে পুষ্করতীর্থ আছে, মনুষ্য তাহা সেবন করিলে দেব দেবের সমান হয়। হে কুরুনন্দন! দশকোটি সহস্রসঙ্খ্য যে তীর্থ আছে, এক পুষ্কর তীর্থে তিন সন্ধ্যাতেই সেই সমস্ত তীর্থের সান্নিধ্য রহিয়াছে। হে বিভো! তথায় আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! দেব, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষিগণ সে স্থলে তপস্যা করত মহাপুণ্য লাভ করিয়া দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে মনস্বী ব্যক্তি মনে মনেও পুষ্করতীর্থের অভিলাষ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ অনুতাপিত হইতে থাকে এবং তিনি স্বর্গলোকে পূজিত হন। হে মহারাজ! ভগবান্ কমলাসন পিতামহ পরমপ্রীত হইয়া এই তীর্থে নিয়তই বাস করিয়াছেন। হে মহাভাগ! পুরাকালে দেব ও ঋষিগণ পুষ্করতীর্থে মহাপুণ্যান্বিত হইয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনে রত হইয়া উক্ত তীর্থে অভিষিক্ত হন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। যিনি পুষ্করারণ্য আশ্রয় করিয়া একটি ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান, হে ভীষ্ম! তিনি সেই কর্ম্মের প্রভাবেই ইহ ও পরলোকে আনন্দ ভোগ করেন। প্রাজ্ঞ মনুষ্য ফল, মুল, শাক অথবা যে কোন দ্রব্য ভোজন দ্বারা স্বয়ং জীবন ধারণ করেন, শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়া রহিত হইয়া তাহাই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন, তাহাতেই তিনি অশ্বমেধ-ফল প্রাপ্ত হইবেন। হে রাজসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, ইহাঁদিগের মধ্যে যে মহাত্মারা পুষ্কর তীর্থে স্নান করেন, তাঁহারা আর মাতৃজঠরে জন্ম গ্রহণ করেন না। বিশেষত যে মনুষ্য কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পুষ্কর তীর্থে গমন করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মার আলয়ে অক্ষয় লোক সকল লাভ করে। হে ভারত! যে ব্যক্তি সায়ং ও প্রাতঃকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুষ্কর তীর্থ স্মরণ করে, তাহার সর্ব্ব তীর্থে স্নান করা হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যদি জন্মাবধি কোন পাপ করে, তাহা হইলে পুষ্করে স্নান মাত্র করিলেই তাহার সেই সমুদায় পাপই প্রনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজন্! যে প্রকার মধুসূদন সমস্ত দেবের আদি, সেই প্রকার পুষ্করতীর্থ সমস্ত তীর্থের আদি বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সংযত ও শুচি হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল পুষ্করতীর্থে বাস করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি পূর্ণ শত বৎসর কাল অগ্নিহোত্র উপাসনা করে, আর যে ব্যক্তি একমাত্র কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পুষ্করতীর্থে বাস করে, তাহাদিগের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। শুভ্রবর্ণ তিন শৃঙ্গ ও তিন প্রস্রবণ, আদি কালাবধি যে কি জন্য পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ আমরা জ্ঞাত নহি। পুষ্করে গমন করা দুষ্কর; পুষ্করে তপস্যাচরণ করা দুষ্কর; পুষ্করে দান করা দুস্কর এবং পুষ্করে বাস করাও সুদুষ্কর। তীর্থ-সেবী ব্যক্তি নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া পুষ্করে দ্বাদশ রাত্রি বাসপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া পরে জম্বুমার্গ তীর্থে প্রবেশ করিবে। দেব, ঋষি ও পিতৃগণ সেবিত জম্বুমার্গে গমন করিয়া মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও সমস্ত কাম্য ফল লাভ করে এবং তথায় পঞ্চ রজনী অধিবসতি করিলে পূতাত্মা হয় ও উত্তম সিদ্ধিলাভ করে, দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। জম্বুমার্গ হইতে উপাবৃত্ত হইয়া তণ্ডুলিকাশ্রমে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে দুর্গতি খণ্ডন ও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। হে রাজন্! যে ব্যক্তি অগস্ত্য সরোবরে গমনপূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করত ত্রিরাত্র উপবাস করে, সেই ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায় এবং তথায় শাক বা ফল দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকিলে কৌমার পদ প্রাপ্ত হয়। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর লোকপূজিত শ্রীযুক্ত কন্বাশ্রমে গমন করিবে। ঐ ধর্ম্মারণ্য পবিত্র আশ্রম আদি কালাবধি প্রসিদ্ধ, ঐ স্থানে প্রবেশ মাত্র করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সংযত ও নিয়তাহার হইয়া তথায় দেব ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফলভোগী হয়। অনন্তর তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতি-পতনে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ইন্দ্রিয় সংযম ও আহার সংযম করত মহাকালে যাত্রা করিবে, তথায় কোটি তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি তথা হইতে উমাপতির ভদ্রবটনামক ত্রিলোকবিখ্যাত পুণ্য স্থানে গমন করিবে। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই স্থলে মহাদেব ঈশানকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রসাদে সহস্র গোদানের ফল এবং নিঃসপত্ন,শ্রীযুক্ত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন গাণপত্য পদ লাভ করেন। পরন্ত ত্রিলোক-বিশ্রুত নর্ম্মদা নদীতে গমন করিয়া দেব ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া দক্ষিণ সিন্ধুতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় ও বিমানে আরোহণ করিতে পারে এবং সংযত ও সংযতাত্মা হইয়া চর্ম্মন্বতী নদীতে গমন করিলে রন্তিদেবের অনুজ্ঞা অনুসারে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! অনন্তর,হিমবৎ সুত অর্ব্বুদতীর্থে গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিদ্র ছিল এবং বসিষ্ঠের ত্রিলোক-

বিদিত আশ্রম ছিল, সেই স্থানে এক রজনী বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। হে নরাধিপ! ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গাতীর্থে অবগাহন করিলে শত কপিলাদানের ফলভোগ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে প্রভাসনামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে, সে স্থানে দেবতাগণের মুখস্বরূপ অনিল-সারথি হুতাশন অগ্নি স্বয়ং সতত সন্নিহিত আছেন। মনুষ্য শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া উক্ত তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভরতর্ষভ! পরে সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমস্থলে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করিয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয় এবং সর্ব্বদা প্রভা দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান হইয়া থাকে। তীর্থ-সেবী ব্যক্তি সংযত-চিত্ত হইয়া সলিলরাজের তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক দেব ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে শশি-তুল্য প্রভাশালী ও বাজিমেধের ফলভোগী হয়। হে ভরতসত্তম! তথা হইতে বরদান তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে দুর্ব্বাসা বিষ্ণুর প্রতি বরদান করিয়াছিলেন; ঐ বরদানে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। অনন্তর দ্বারবতী গমনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত ও সংযতাশন হইয়া পিণ্ডারকে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ দান জন্য ফল লাভ হয়। হে মহাভাগ কুরুনন্দন! উক্ত পিণ্ডারক তীর্থে এক আশ্চর্য্য এই যে, তথায় অদ্যাপি পদ্মচিহ্নে অঙ্কিত মুদ্রা সমূহ ও ত্রিশূলাঙ্কিত পদ্মসমূহ দৃষ্ট হয়; হে পুরুষর্ষভ! ঐ তীর্থে মহাদেবের সান্নিধ্য আছে। হে ভারত! প্রযতচিত্ত হইয়া সাগর ও সিন্ধুর সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক সলিলরাজ বরুণদেবের তীর্থে স্নান করত দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে স্বীয় তেজে দীপ্যমান হইয়া বরুণলোক প্রাপ্ত হয় এবং শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের দশগুণ ফল লাভ হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। হে কুরুবরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ঐ সলিলরাজের তীর্থকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য বিখ্যাত সর্ব্বপাপপ্রমোচন দ্রিমীনামক তীর্থে গমন করিবে, যেস্থলে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তথায় স্নান-পূর্ব্বক দেবগণপূজিত মহাদেবের পূজা করিলে আজন্মার্জ্জিত সমুদায় পাপ প্রনষ্ট হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ! ঐস্থানে সমস্ত দেবতা দ্রিমীকে সর্ব্বতোভাবে স্তব করিয়াছিলেন; ঐস্থলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। হে মহা-প্রাজ্ঞ! প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু পূর্ব্বকালে দৈত্যদানব বিনাশ করত ঐস্থলে গমন করিয়া শুচিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অনন্তর সর্ব্বজনবন্দিতা বসুধারা তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমনমাত্রই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে কুরুবরোত্তম! সংযতাত্মা ও সমাহিত হইয়া তথায় স্নান করত দেব ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। হে ভরতর্ষভ! ঐ তীর্থে বসুগণের এক পবিত্র সরোবর আছে, মনুষ্য তাহাতে অবগাহন ও তাহার জল পান করিলে বসুগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হয়! হে নরেন্দ্র! সিন্ধূত্তম নামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বপাপ-বিনাশক এক তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে বহুতর সুবর্ণদানের ফল হয়। শুচি ও সদাচার হইয়া ভদ্র-তুঙ্গে গমন করিলে ব্রহ্মলোক ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রের কুমারিকাদিগের যে, সিদ্ধগণসেবিত তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে ইন্দ্রলোক লাভ হয়। ব্রাহ্মণ তত্রস্থিত সিদ্ধগণসেবিত রেণুকাতীর্থে স্নান করিলে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হয়। অনন্তর সংযত ও সংযতাহার হইয়া পঞ্চনদ তীর্থে গমন করিলে, শাস্ত্রে যে পঞ্চ যজ্ঞ ক্রমশ উক্ত হইয়াছে, তৎফল লাভ হয়।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মনুষ্য, ভীমার উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিবে। হে ভরতেন্দ্র! তত্রস্থ যোনিতীর্থে স্নান করিলে রত্নকুণ্ডলধারী দেবীপুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং শত সহস্র গো-দানের ফল প্রাপ্ত হয়। ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত শ্রীকুণ্ডে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে সহস্র গোদানের ফল লব্ধ হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর উৎকৃষ্ট বিমল তীর্থে গমন করিবে, যেখানে অদ্যাপি সৌবর্ণ ও রাজত মৎস্য সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; মনুষ্য তথায় স্নান করিলে শীঘ্র ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করত পরম গতি-লাভ করে। হে ভারত! মনুষ্য বিতস্তায় গমন করিয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। বিতস্তা নামে খ্যাত সর্ব্বপাপপ্রমোচন ঐ তীর্থ কাশ্মীর দেশে অবস্থিত; উহা তক্ষক নাগের আলয়; উহাতে স্নান করিলে মনুষ্যের নিশ্চয়ই বাজপেয় যজ্ঞের পুণ্য লাভ ও সর্ব্বপাপের শান্তি হইয়া পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে রাজন্! তদনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত বড়বাতীর্থে গমন করিবে এবং সায়ং-সন্ধ্যা কালে তথায় যথাবিধি স্নান করিয়া হুতাশনকে শক্ত্যনু-সারে চরু নিবেদন করিবে। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঐ স্থানে পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, গুহ্যকগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, নরগণ, রাক্ষসগণ, দৈত্যগণ, রুদ্রগণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রসন্নতার্থ সংযত হইয়া সহস্র বর্ষ-ব্যাপিনী পরম দীক্ষা অবলম্বনপূর্ব্বক চরুশ্রপণ করত প্রত্যেক আহুতিতে সপ্ত সপ্ত ঋক্ পাঠ করিয়া বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিয়া-ছিলেন। হে মহীপতে! ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহা-দিগকে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও তাঁহাদিগের অভিলষিত অন্যান্য কাম্য বিষয় প্রদান করত, মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায়, অন্তর্হিত হইলেন। হে ভারত! এই নিমিত্তই ঐ তীর্থ সপ্তচরু নামে খ্যাত হয়। ঐ স্থানে হুতাশন উদ্দেশে চরু প্রদান করিলে, তাহা শতসহস্র গোদান, এক শত রাজসূয় এবং সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়।

হে রাজেন্দ্র! বড়বা হইতে নিবৃত্ত হইয়া রৌদ্রপদে গমন করিবে, তথায় মহাদেবকে দর্শন করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। হে রাজন্! অনন্তর মণিমান তীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় ব্রহ্মচারী ও সমাহিতচিত্ত হইয়া একরাত্রি বাস করিলে অগ্নি-ষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। তৎপরে লোকবিখ্যাত দেবিকাতীর্থে গমন করিবে, শ্রুত আছে যে, তথায় ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে; ঐ তীর্থে ত্রিশূলপাণি মহাদেবের অধিষ্ঠানও লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। হে ভরত-র্ষভ! যে ব্যক্তি উক্ত দেবিকাতীর্থে স্নান করত মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়া শক্ত্যনুসারে চরু নিবেদন করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তথায় রুদ্রদেবের দেবনিষেবিত কামাখ্য নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য তাহাতে স্নান

করিলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং তত্রস্থিত যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পাম্ভে উপস্পর্শন করিলে, পরকালে শোকরহিত হয়। পণ্ডিতেরা দেবগণসেবিত ঐ পুণ্যপ্রদ দেবিকাতীর্থকে অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত ও পঞ্চযোজন আয়ত বলিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর যথাক্রমে দীর্ঘসত্রে গমন করিবে, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ নিয়তব্রত ও দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘসত্র উপাসনা করেন। হে অরিন্দম! মনুষ্যের দীর্ঘসত্রে গমনমাত্র রাজসূয় ও অশ্বমেধ অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয়। তদনন্তর সংযত ও সংযতাহার হইয়া বিনশনে গমন করিবে, যেখানে সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে গমন করেন এবং চমসে, শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্ভেদে প্রত্যক্ষ হন। চমসোদ্ভেদে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল, শিবোদ্ভেদে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয়। হে রাজেন্দ্র! যে স্থানে সারস পক্ষিগণ শশরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং তাহারা প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে সরস্বতীতে স্নান করিয়া থাকে; মনুষ্য সেই দুর্ল্লভ শশযান তীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে সর্ব্বদা শশিতুল্য দ্যুতিমান্ হয় এবং সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। হে কুরুনন্দন! মনুষ্য সংযত হইয়া কুমারকোটীতে গমনপূর্ব্বক তথায় স্নান করত পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর সমাহিত হইয়া রুদ্রকোটীতে গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্বকালে কোটিসংখ্য মুনি সমাগত হইয়াছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকে মহাহর্ষাবিষ্ট হইয়া রুদ্রদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত "আমি অগ্রে বৃষভধ্বজকে দর্শন করিব, আমি অগ্রে বৃষভধ্বজকে দর্শন করিব," এইরূপ বলিয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। হে ভূপতে! তৎপরে যোগীশ্বর রুদ্রদেব সেই বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের মন্যু নিবারণার্থ যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার কোটিমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমক্ষে যুগপৎ অবস্থিত হইলেন; তাহাতে মুনিরা প্রত্যেকে "আমি অগ্রে মহাদেবকে দর্শন করিলাম', ইহা মনে করিলেন। হে রাজন্! মহাদেব সেই বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের পরম ভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করত কহিলেন, অদ্যাবধি তোমাদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। হে নরেন্দ্র! মনুষ্য শুচি হইয়া ঐ রুদ্রকোটী তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে লোক-বিশ্রুত মহা-পুণ্যপ্রদ সরস্বতী-সঙ্গমে গমন করিবে,যে স্থানে চৈত্রমাসীয় শুক্লচতুর্দ্দশীতে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ কেশবকে দর্শন ও উপাসনা করেন; হে নরনাথ! মনুষ্য তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ দানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। হে নরাধিপ! যে স্থানে ঋষিগণের বহুসত্র সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সত্রাবসানে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর সর্ব্বলোকবন্দিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে, সকল প্রাণীই উক্ত তীর্থ দর্শনমাত্র পাপসমূহ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি "কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব," এইরূপ সতত কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের পাংশু সকলও বায়ুকর্ত্তৃক উদ্ধূত হইয়া দুষ্কর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পরমগতি লাভ করিয়া দেয়। যাহারা সরস্বতী নদীর দক্ষিণ ও দৃষদ্বতী নদীর উত্তরস্থিত কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা স্বর্গে বাস করে। হে বীর যুধিষ্ঠির! সেই কুরুক্ষেত্রে মহাপুণ্যজনক ব্রহ্মক্ষেত্র সরস্বতীতীরে একমাস কাল বাস করিবে, যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেব, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও পন্নগগণ অভিগমন করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রগমনে মনে মনেও অভিলাষ করে, তাহার পাপসকল বিনষ্ট ও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। হে কুরুকুলতিলক! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করে,সে তৎক্ষণাৎ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর মক্কনক নামে দ্বারপাল মহাবল যক্ষকে অভিবাদন করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর পরমোত্তম বিষ্ণুস্থানে গমন করিবে, যে স্থানে হরি সতত সন্নিহিত রহিয়াছেন; তথায় স্নান করিয়া ত্রিভুবন-কারণ হরিকে নমস্কার করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিষ্ণুলোক লাভ হয়। হে ভারত! তৎপরে ত্রৈলোক্য-বিদিত পারিপ্লব তীর্থে গমন করিবে; তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয় এবং পৃথিবী তীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল জন্মে। হে নরাধিপ! অনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি শালূকিনীতে গমন করিয়া দশাশ্বমেধে স্নান করিলে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে পারে। নাগগণের উত্তমতীর্থ সর্পদেবীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও নাগলোক প্রাপ্তি হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তৎপরে তরন্তুক দ্বারপালে গমন করিবে, তথায় একরাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লব্ধ হয়। তদনন্তর সংযত ও সংযতাহার হইয়া পঞ্চনদে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ কোটি তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লব্ধ হইয়া থাকে এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের তীর্থে গমন করিলে রূপবান হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তৎপরে বারাহনামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে, যেখানে বিষ্ণু পূর্ব্বে বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন; হে নরশ্রেষ্ঠ! ঐ বারাহ তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়! হে রাজেন্দ্র! অনন্তর জয়ন্তীতে সোম তীর্থে প্রবেশ করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

হে নরাধিপ! তীর্থসেবী মনুষ্য একহংসে স্নান করিয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ করে এবং কৃতশৌচে গমন করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও কৃতশৌচ হয়। অনন্তর মহাত্মা মহাদেবের স্থান মুঞ্জবটে একদিন উপবাস করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া তত্রস্থ লোক-বিশ্রুত যক্ষিণীকে দর্শন করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধি হয়। হে ভরতর্ষভ! ঐ স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ; উহা সুমহাত্মা জামদগ্ন্য রামকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও পুষ্করতুল্য; তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া উক্ত স্থান প্রদক্ষিণ করত তথায় স্নানপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে কৃত্যকৃত্য ও অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয়! হে রাজেন্দ্র! তৎপরে সমাহিতচিত্ত হইয়া রামহ্রদে গমন করিবে; প্রসিদ্ধ আছে যে,দীপ্ততেজস্বী বীর

রাম বলপূর্ব্বক ক্ষত্রকুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদিগের রুধির দ্বারা পঞ্চসংখ্য হ্রদ পূর্ণ করত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং ঐ হ্রদে পিতৃ-পিতামহগণের তর্পণ করেন। হে নরাধিপ! তাহাতে তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাম! হে রাম! হে মহাভাগ! হে ভৃগুকুলতিলক! হে প্রভো! হে মহাদ্যুতে! আমরা তোমার এই পিতৃভক্তি ও বিক্রমদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি ইচ্ছা করিতেছ, বর প্রার্থনা কর। হে রাজেন্দ্র! পিতৃগণ গগনে থাকিয়া প্রহারকপ্রধান রামকে এইরূপ কহিলে, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতৃগণকে কহিলেন, আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনাদিগের অনুগ্রাহ্য হই, তবে আমি পিতৃগণের প্রসন্নতা ইচ্ছা করি ও পুনর্ব্বার যেন আমার তপস্যায় প্রীতি জন্মে এবং আমি রোষাভিভূত হইয়া যে, ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিয়াছি, আপনাদিগের প্রভাবে যেন সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি; আর আমার এই হ্রদ সকল যেন পৃথিবীতে তীর্থস্বরূপ হইয়া বিখ্যাত হয়। তখন পিতৃগণ রামের এই শুভাশয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া হর্ষ সহকারে কহিলেন, বৎস! তোমার পিতৃভক্তি হেতু তোমার তপস্যা পুনর্ব্বার বিশেষরূপে বৃদ্ধি হউক এবং তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া যে ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিয়াছ, তৎপাপ হইতে মুক্তই আছ, যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারাই নিহত হইয়াছে; আর তোমার হ্রদসকল তীর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এই সকল হ্রদে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিবে, পিতৃগণ তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে মর্ত্ত্যলোকের দুর্লভ অভিলষিত মনোরথ ও অক্ষয় স্বর্গ প্রদান করিবেন। পিতৃগণ রামকে এই সকল বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক সম্ভাষণ করত তৎক্ষণাৎ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ভার্গবের রামহ্রদসকল এইরূপে পুণ্যজনক হইয়াছে। মনুষ্য শুভব্রত ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া রামহ্রদে স্নান করত রামের অর্চ্চনা করিলে বহু সুবর্ণদানের ফললাভ করিতে পারে।

হে কুরুকুলোদ্বহ! তীর্থসেবী ব্যক্তি বংশমূলকে গমনপূর্ব্বক তথায় স্নান করিয়া স্বীয় বংশ উদ্ধার করে। হে ভরতসত্তম! কায়শোধনতীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নাত হইলে শরীর শুদ্ধ হয়, সংশয় নাই এবং শুদ্ধদেহ হইয়া নিরতিশয় উৎকৃষ্ট শুভলোকে গতি প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অনন্তর ত্রিভুবনবিশ্রুত লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে, যেখানে পুরাকালে প্রভাবশীল বিষ্ণু লোক সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সেই ত্রৈলোক্যপূজিত তীর্থপ্রধান লোকোদ্ধারে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে স্বকীয় লোক উদ্ধার হয় এবং শ্রীতীর্থে গমনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া তথায় স্নান করত পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ হয়। মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কপিলাতীর্থে গমন করত তথায় স্নান এবং নিজ পিতৃলোক ও দৈবতগণের অর্চ্চনা করিয়া সহস্র কপিলাদানের ফললাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সূর্য্য তীর্থে গমনপূর্ব্বক নিয়ত-চিত্ত ও উপবাসপরায়ণ হইয়া স্নান করত পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করে, সে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ ও সূর্য্যলোকে গমন করে। তীর্থসেবী ব্যক্তি গোভবনে যথাক্রমে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে কুরুদ্বহ! তীর্থসেবী মনুষ্য শঙ্খিনী তীর্থে গমন করিয়া দেবীর তীর্থে স্নান করত উৎকৃষ্ট বীর্য্য লাভ করিয়া থাকে।

হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর তরণ্ডক দ্বারপালে গমন করিবে, সেই তীর্থ সরস্বতীর সন্নিহিত ও মহাত্মা যক্ষেন্দ্রের অধিকৃত; হে রাজন্! মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ নরাধিপ! তৎপরে ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অত্যুত্তম সুতীর্থকে যাত্রা করিবে, ঐ তীর্থে দেবগণের সহিত পিতৃগণ নিত্য সন্নিহিত থাকেন; হে ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় পিতৃ ও দেবগণের আরাধনায় রত ও স্নাত হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও পিতৃলোক লাভ হয়, এই নিমিত্ত অম্বুমতীস্থিত ঐ সুতীর্থক অত্যুত্তম তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। হে ভরতসত্তম! কাশীশ্বরের তীর্থে স্নান করিলে সমস্ত ব্যাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে ভারত! ঐ স্থানেই মাতৃ তীর্থ আছে, যাহাতে স্নান করিলে মনুষ্যের বংশ বৃদ্ধি ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর সংযতাহার ও সংযত-চিত্ত হইয়া শীতবন তীর্থে গমন করিবে, হে মহারাজ! সেস্থানে অন্যত্র দুর্লভ এক মহৎ ফল এই দৃষ্ট হয় যে, তথায় গমনমাত্রই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে। সেই তীর্থে কেশ সকল অভ্যুক্ষণ করিলে পবিত্র হয়। মহারাজ! উক্ত স্থানে শ্বাবিল্লোমাপহ নামে প্রসিদ্ধ যে এক তীর্থ আছে, তীর্থতৎপর পণ্ডিত বিপ্রগণ সেই শ্বাবিল্লোমাপনয়ন তীর্থে স্নান করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হন এবং আপন লোমসকল দূরীকরণ করত প্রাণায়াম দ্বারা পূতাত্মা হইয়া পরম গতি লাভ করেন। হে মহীপতে! সেই তীর্থে দশাশ্বমেধিক তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তীর্থসেবী ব্যক্তি তদনন্তর লোকবিখ্যাত মানুষতীর্থে গমন করিবে, হে স্থলে পূর্ব্বে কৃষ্ণসার মৃগ সকল ব্যাধ-কর্ত্তৃক শর দ্বারা পীড়িত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহন করত মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে মহীপতে! মানুষতীর্থের পূর্ব্বদিকে ক্রোশ মাত্র দূরে আপগা নামে বিখ্যাতা সিদ্ধগণসেবিতা এক নদী আছে, যে মনুষ্য তথায় দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে শ্যামাক ভোজন প্রদান করে, তাহার মহৎ ধর্ম্ম ফল হয় এবং এক বিপ্রকে ভোজন করাইলে কোটি বিপ্রভোজনের ফল জন্মে। ঐ নদীতে স্নান করত দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা এবং তথায় এক রজনী বাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে ভারত রাজেন্দ্র! তৎপরে পৃথিবীতে ব্রহ্মোড়ুম্বর নামে প্রকাশিত ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিবে। হে নরেন্দ্র! শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া তত্রস্থিত সপ্তর্ষিকুণ্ডে ও মহাত্মা কপিলের কেদারে স্নান এবং ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কপিল ঋষির লোকদুর্লভ কেদারে গমন করিয়া তথায় তপস্যা দ্বারা দগ্ধপাপ হইয়া অন্তর্দ্ধান লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তাহার পর, লোকবিশ্রুত সরকতীর্থে গমন করিবে, তথায় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে মহা-

দেবকে দর্শন করিলে সমস্ত কামনাসিদ্ধি ও স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয়। হে কুরুনন্দন! ঐ সরক-তীর্থে এবং রুদ্রকোটি, কূপ, ও হ্রদসমূহে তিন কোটি তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। হে ভরতসত্তম! সেই স্থানেই ইলাস্পদ নামে এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করত দেবগণ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে দুর্গতিনিবৃত্তি ও বাজপেয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে মহীপতে! কিন্দান ও কিংজপ্যনামক তীর্থদ্বয়ে স্নান করিলে অপরিমিত দান ও জপের ফল লাভ হয়। যে মানব শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কলশী তীর্থের জলে উপস্পর্শন করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! সরক তীর্থের পূর্ব্বে মহাত্মা নারদের অনাজন্ম নামে প্রসিদ্ধ শুভ তীর্থ আছে, যে মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিয়া প্রাণপরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি নারদের অনুজ্ঞানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট লোকসকল প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! তীর্থসেবী মনুষ্য শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে পুণ্ডরীক তীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ত্রিলোক-বিখ্যাত ত্রিপিষ্টপ তীর্থে যাইবে, তথায় পাপপ্রণাশিনী ও পুণ্যজনিকা বৈতরণী নদী আছে, তাহাতে স্নান করিয়া শূলপাণি মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উৎকৃষ্ট ফলকী বনে গমন করিবে, ঐ স্থানে দেবগণ নিরন্তর ফলকী বনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু সহস্র বৎসর বিপুল তপস্যাচরণ করেন। হে ভারত! যে নর দৃষদ্বতীতে স্নান করত দেবতাদিগের তর্পণ করে, সে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞাপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভরতসত্তম রাজেন্দ্র! মনুষ্য সর্ব্বদেবের তীর্থে স্নান করিয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। হে ভারত! পাণিখাতে স্নান ও দেবতাদিগের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ হইতেও অধিক এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল ও ঋষিলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! তাহার পর, লোকবিশ্রুত মিশ্রক তীর্থে গমন করিবে, আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা ব্যাস দ্বিজগণের নিমিত্ত ঐ স্থানে বহু তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছেন। হে নৃপশার্দ্দূল! যে নর ঐ মিশ্রকতীর্থে স্নান করে, তাহার সর্ব্ব তীর্থে স্নান করা হয়। তদনন্তর সংযত-চিত্ত ও সংযতাহার হইয়া ব্যাসবনে গমন করিবে, সে স্থানে মনোজবে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে মানব শুচি হইয়া মধুবটীতে দেবীর তীর্থে গমন করত তথায় স্নানপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করে, সেই পুরুষ দেবীর অনুজ্ঞানুসারে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! যে মনুষ্য সংযতাহার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমে স্নান করে। সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অনন্তর ব্যাসস্থলী নামে যে তীর্থ আছে, যে স্থানে ধীমান্ ব্যাসপুত্র শোকে অভিতপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তৎকালে দেবগণ তাঁহাকে উত্থাপন করেন; সেই ব্যাসস্থলীতে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। হে কুরুদ্বহ! যে ব্যক্তি কিন্দত্ত কূপে গমনপূর্ব্বক তথায় এক প্রস্থ তিল প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত ও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য বেদীতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। অহঃ এবং সুদিন নামে লোক-বিখ্যাত যে তীর্থদ্বয় আছে, তাহাতে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। হে নৃপসত্তম! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে ত্রিলোকবিশ্রুত মৃগধূম তীর্থে গমন করিবে, তথায় গঙ্গাস্নান ও মহাদেবকে পূজা করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য দেবীর তীর্থে স্নান করিয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ করিতে পারে। তাহার পর ত্রিলোকবিখ্যাত বামনক তীর্থে গমন করিবে, তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামনদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। মনুষ্য কুলম্পুন তীর্থে স্নান করিয়া নিজ কুল পবিত্র করিয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মরুদ্গণের উৎকৃষ্ট তীর্থ পবন-হ্রদে গমনপূর্ব্বক তাহাতে স্নান করিলে বায়ুলোকে পূজিত হয় এবং অমরগণের হ্রদে স্নান করিয়া অমরাধিপতি ইন্দ্রকে পূজা করিলে অমরদিগের প্রভাবে স্বর্গলোকে সম্মান প্রাপ্ত হয় ও প্রধান বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অমরাগণের সহিত গমন করে।

হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি শালিহোত্রের শালি-সূর্য্য-নামক তীর্থে যথাবিধি স্নান করে, তাহার সহস্র গোদানের ফল লব্ধ হয়। হে ভরতসত্তম! সরস্বতীতটে শ্রীকুঞ্জ তীর্থ আছে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে কুরুকুলনন্দন! তদনন্তর নৈমিষকুঞ্জে গমন করিবে, হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বকালে নৈমিষ-কাননবাসী তপস্বী ঋষিগণ তীর্থযাত্রাপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে গমন করিতেন, তথায় যেরূপে ঋষিদিগের তুষ্টিকর অবকাশ স্থান হইতে পারে, এরূপ এক মহাকুঞ্জ সরস্বতী তীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল; মনুষ্য সেই কুঞ্জে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর, কন্যা তীর্থে গমন করিবে, যে নর উক্ত তীর্থে স্নান করে, সে সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট তীর্থে যাইবে, ঐ তীর্থে নিকৃষ্ট জাতি মনুষ্য স্নান করিলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ স্নান করিলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অতি উৎকৃষ্ট সোমতীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে সোমলোকে গমন করে। হে নরাধিপ! তৎপরে সপ্ত সারস্বত-তীর্থে গমন করিবে, যেস্থানে লোকবিখ্যাত মঙ্কণক ঋষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! আমাদিগের শ্রুত আছে যে, পুরাকালে মঙ্কণক ঋষির হস্ত কুশাগ্র দ্বারা ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইল, মহাতপস্বী বিপ্রর্ষি মঙ্কণক সেই শাকরস দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচন হইয়া হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বীর! তিনি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্থাবর জঙ্গম উভয়ই তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হে রাজন্! ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ ঐ ঋষির নিমিত্ত মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে দেব! যাহাতে এই ঋষি নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। মহাদেব দেবগণের হিত-কামনায় হর্ষাবিষ্ট চিত্তে নৃত্যকারী ঋষির নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে! তুমি কি

নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? হে মুনীন্দ্র! অদ্য কি কারণে তোমার হর্ষের বিষয় উপস্থিত হইল? ঋষি কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি ধর্ম্মপথে স্থিত ও তপস্বী, এই নিমিত্ত যে আমার কর হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে, তাহা কি তুমি দৃষ্ট করিতেছ না? হে ব্রহ্মন্! আমি ইহা দেখিয়াই মহাহর্ষে নৃত্য করিতেছি। মহাদেব সেই রাগান্ধ ঋষির প্রতি হাস্য করত কহিলেন, হে বিপ্র! আমি ইহাতে বিস্মিত হই না; তুমি আমাকে এই দেখ। হে নরেন্দ্র! মহাদেব ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা নিজ অঙ্গুষ্ঠ তাড়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষত অঙ্গুষ্ঠ হইতে হিমসন্নিভ শুভ্রবর্ণ ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মুনি তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং রুদ্রদেব অপেক্ষা অন্য কিছুই মহৎ, উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতর নাই; ইহা মানিয়া রুদ্রদেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, হে শূলধৃক্! তুমি সুরাসুর ও সমস্ত জগতের গতি, তুমি চরাচরের সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি যুগান্তকালে পুনর্ব্বার এই সমুদায় সংহার কর; দেবতারাও তোমাকে জানিতে সমর্থ হন না, আমি কিরূপে জানিতে পারিব? হে অনঘ! ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে তোমাতে দৃষ্ট হইতেছেন; তুমি সর্ব্ব এবং তুমি লোকসমূহের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা। সমস্ত দেবতা তোমার প্রসাদে এই জগতে নির্ভীক হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। মঙ্কণক ঋষি এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে মহাদেব! আমি এই প্রার্থনা করি, যেন আপনার প্রসন্নতাপ্রভাবে আমার তপস্যা বিচলিতা না হয়। অনন্তর মহাদেব ব্রহ্মর্ষির প্রতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন, হে বিপ্র! মৎপ্রসন্নতা হেতু তোমার তপস্যা সহস্রধা বর্দ্ধিত হইবে। হে মহামুনে! আমি তোমার সহিত এই আশ্রমে বাস করিয়া থাকিব। যাহারা সপ্ত সারস্বতে স্নান করিয়া আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহাদিগের ইহলোকে কি পরলোকে কিছুই দুর্লভ থাকিবে না এবং তাহারা সারস্বত লোকে গমন করিবে, সংশয় নাই। মহাদেব ইহা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

হে ভরতকুলভূষণ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তথা হইতে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ঔশনস তীর্থে গমন করিবে, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধন ঋষিগণ ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ভার্গবের প্রীতি কামনা করত তিন সন্ধ্যাতেই সন্নিহিত হইয়াছিলেন; হে নরেন্দ্র! তথায় সর্ব্বপাপনাশক কপালমোচন তীর্থ আছে, মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অগ্নিতীর্থে গমন করিবে, যে ব্যক্তি উক্ত তীর্থে স্নান করে, সে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করে। তথায় বিশ্বামিত্রের এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে মনুষ্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। হে নরেন্দ্র! তীর্থসেবী ব্যক্তি শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে পৃথূদক ত্রৈলোক্যবিখ্যাত কার্ত্তিকেয়ের তীর্থে গমন করিবে এবং দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চন-পরায়ণ হইয়া তথায় স্নান করিবে। হে ভারত! স্ত্রী বা পুরুষ মনুষ্য-বুদ্ধি প্রযুক্ত জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যে কিছু দুষ্কৃত করিয়া থাকে, তাহা পৃথূদকে স্নানমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গ লাভ হয়। ঋষিগণ কুরুক্ষেত্রকে, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতীকে, সরস্বতী অপেক্ষা একত্র মিলিত সমুদায় তীর্থকে এবং সর্ব্বতীর্থাপেক্ষা পৃথূদক তীর্থকে পুণ্যপ্রদ বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৃথূদক তীর্থে জপ-পরায়ণ হইয়া আত্ম কলেবর ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি অমর হয়। হে রাজন্! মহাত্মা ব্যাস ও সনৎকুমার বলিয়াছেন এবং বেদেও কথিত হইয়াছে যে, পৃথূদক তীর্থে গমন করিবে। হে কুরুনন্দন! পৃথূদক হইতে আর তীর্থতম নাই; ঐ পৃথূদক তীর্থ মেধ্য, পবিত্র ও পুতকর, তাহাতে সংশয় নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে সকল মনুষ্য পাপকর্ম্মকারী, তাহারাও উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া স্বর্গে গমন করে। হে ভরতসত্তম! সেই স্থানেই মধুস্রব নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর, যে স্থানে সরস্বতীর সহিত অরুণার সঙ্গম হইয়াছে, সেই লোক-বিশ্রুত পবিত্র তীর্থে যথাক্রমে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করত স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ ও সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুল পবিত্র করে। হে কুরুকুলপাবক! তথায় অর্দ্ধকীল নামে যে তীর্থ আছে, পূর্ব্বে দর্ভী ঋষি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। হে নরেন্দ্র! ব্রত, উপনয়ন, উপবাস, ক্রিয়া ও মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, পরন্তু পুরাতন পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, মনুষ্য ক্রিয়া মন্ত্রাদি-বিহীন হইয়াও ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনুষ্ঠিতব্রত ও বিদ্বান্ হয়। দর্ভী কেবল তাহাই করেন নাই, প্রত্যুত, চারি সমুদ্রকে তথায় আনীত করিয়াছিলেন; হে নরশ্রেষ্ঠ! তাহাতে স্নান করিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হয় না এবং চতুঃসহস্র গো-দানের ফল প্রাপ্তি হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর, শতসহস্রকনামক তীর্থে গমন করিবে; ঐ স্থানে সাহস্রক নামে তীর্থও আছে, এই দুই তীর্থই লোক-বিশ্রুত; মনুষ্য উক্ত উভয় তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো-দানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তথায় দান বা উপবাস করিলে তাহার সহস্রগুণ ফললাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম রেণুকা তীর্থে গমন করিবে, তথায় পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনায় রত ও স্নাত হইলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়। জিতমন্যু ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিমোচন তীর্থে উপস্পর্শন করিলে প্রতিগ্রহজনিত সমস্ত দোষ হইতে পরিমুক্ত হয়। তৎপরে, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চবটী গমন করিলে মহৎ পুণ্যযুক্ত হইয়া সাধু লোকে পূজিত হয়। অনন্তর যে স্থানে যোগেশ্বর স্থাণু মহাদেব স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন, স্বতেজে দীপ্যমান বরুণ-সম্বন্ধীয় সেই তৈজস তীর্থে গমন করিয়া মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তথায় পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয়কে দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে কুরুনন্দন! তৈজস-তীর্থের পূর্ব্বে কুরু তীর্থ আছে, তাহাতে মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে পূতাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সংযত-চিত্ত ও সংযতাহার হইয়া স্বর্গদ্বার গমন করিবে, তাহা হইলে অগ্নিষ্টোমের ফল ও ব্রহ্মলোক

প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তদনন্তর অনরক তীর্থে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে দুর্গতি হয় না। হে মহীপতে! সেই তীর্থে স্বয়ং ব্রহ্মা নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত অধিষ্ঠান করেন এবং তথায় রুদ্রপত্নীরও সান্নিধ্য আছে। হে কুরুনন্দন! সেই দেবীকে দর্শন করিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হয় না। হে মহারাজ! মনুষ্য ঐ স্থানে বিশ্বেশ্বর উমাপতি মহাদেবকে দর্শন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং পদ্মনাভ নারায়ণকে দর্শন করিলে প্রকাশমান হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে পুরুষেন্দ্র! যে মনুষ্য সর্ব্বদেবতার তীর্থে স্নান করে, সে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করত সুধাকরের ন্যায় দ্যোতমান হয়।

হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে স্বস্তিপুরে গমন করিবে, মনুষ্য ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র গো-দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! মনুষ্য, পাবন-তীর্থে গমন করিয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিবে, তাহা করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায়। হে ভরতর্ষভ! ঐ স্থানেই গঙ্গাহ্রদ ও কূপ, এই দুই তীর্থ আছে, সেই কূপ তীর্থে তিন কোটি তীর্থের অধিষ্ঠান রহিয়াছে; মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় এবং গঙ্গাহ্রদে স্নান করত মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। তাহার পর ত্রিলোকবিখ্যাত স্থাণুবটে গমন করিবে, সেখানে স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর বসিষ্ঠের আশ্রম বদরীপাচনে গমন করিবে, তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করত বদরী ভক্ষণ করিবে। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে দ্বাদশ বৎসর বদরীফল ভক্ষণ করে, আর যে ব্যক্তি বদরীপাচনে ত্রিরাত্র উপবাস করে, উভয়েরই তুল্য ফল হয়। তীর্থসেবী ব্যক্তি ইন্দ্রমার্গ-তীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্রলোকে পূজিত হয় এবং একরাত্রনামক তীর্থে গমন করত সংযত ও সত্যবাদী হইয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, যে স্থানে তেজোরাশি মহাত্মা আদিত্যের আশ্রম আছে, সেই ত্রৈলোক্য বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। মনুষ্য উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া সূর্য্যের অর্চ্চনা করিলে আদিত্য লোকে গমন ও কুল উদ্ধার করিতে পারে।

হে নরাধিপ! তীর্থসেবী মানব সোম-তীর্থে স্নান করিয়া সোমলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর মহাত্মা দধীচের লোক বিশ্রুত পবিত্রকর পুণ্যতম তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে তপোনিধি সারস্বত অঙ্গিরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিয়া অশ্বমেধ যাগের ফললাভ করিতে পারে এবং সারস্বতী গতিও লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর সংযত ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া কন্যাশ্রমে গমন করিবে, হে রাজন্! উপবাস-পরায়ণ হইয়া তথায় ত্রিরাত্র বাস করিলে শত কন্যা সম্প্রদানের ফল লাভ ও ব্রহ্মলোকে গমন করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর সন্নিহতী তীর্থে গমন করিবে, ঐ তীর্থে ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপস্বী ঋষিগণ মাসে মাসে আগমন করত মহাপুণ্যান্বিত হন। যে ব্যক্তি সূর্য্য-গ্রহণকালে উক্ত তীর্থে স্নান করে, সে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং তথায় যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞ-ফল অক্ষয় হয়। হে নরাধিপ! পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সকল নদী, হ্রদ, তড়াগ, প্রস্রবণ, বাপী, কূপ ও আয়তন তীর্থ আছে, তৎসমস্তই মাসে মাসে অমাবস্যা তিথিতে সন্নিহতী তীর্থে সঙ্গত হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। উক্ত তীর্থে অন্য সমুদায় তীর্থের সমবায় আছে, এই হেতুতেই তাহা সন্নিহতী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। তথায় স্নান ও তাহার জলপান করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে মহারাজ! যে মনুষ্য অমাবস্যা দিবসে সূর্য্যগ্রহণ কালে ঐ সন্নিহতী তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর, মনুষ্য সম্যক্‌প্রকারে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল জন্মে, সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নাত হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে, তথায় স্নান করিবামাত্র তাহাদিগের তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই এবং তাহারা পদ্মবর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করে। অনন্তর মচক্রুকনামক দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদনপূর্ব্বক কোটি তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে। হে ভরতসত্তম! তথায় গঙ্গাহ্রদ নামে প্রসিদ্ধ এক তীর্থ আছে, মনুষ্য ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া তাহাতে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়। নৈমিষ তীর্থ মর্ত্ত্যলোকেই বিশেষ ফলপ্রদ; পুষ্কর তীর্থ অন্তরীক্ষ লোকেও বিশেষ ফল প্রদ; কিন্তু কুরুক্ষেত্র তীর্থ ত্রিলোকমধ্যেই বিশেষ ফলজনক হয়। কুরুক্ষেত্রের ধূলিও বায়ুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া দুষ্কর্ম্মী ব্যক্তিকে পরম গতি প্রাপ্ত করিয়া দেয়। যাহারা দৃষদ্বতীর উত্তর ও সরস্বতীর দক্ষিণ কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। "আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব," অথবা "আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব," এইরূপ একটি বাক্য বলিয়াও সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মর্ষিগণের সেবিত পুণ্য কুরুক্ষেত্র তীর্থ ব্রহ্মবেদী বলিয়া কথিত হয়; যে সকল মনুষ্য তথায় বাস করে, তাহারা কখনই শোচনীয় হয় না। তরন্তুক অরন্তুক, রামহ্রদ সকল ও মচক্রুক, এই সকল স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে স্থান, তাহা কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক ও ব্রহ্মার বেদি বলিয়া নির্ণীত হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

পুলস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তীর্থে গমন করিবে, সেস্থানে মহাভাগ ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ স্থানকে পুণ্য তীর্থ ও নিজ নামে বিখ্যাত করেন। ধর্ম্মশীল মনুষ্য সমাহিত হইয়া তথায় স্নান করত সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করেন, তাহাতে সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম তীর্থ জ্ঞানপাবনে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ ও মুনি-লোকে গমন করিতে পারে। হে রাজন্! মানব তথা হইতে সৌগন্ধিক বনে গমন করিবে, ঐ বনে ব্রহ্মাদি দেবতা, তপোনিষ্ঠ ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ সন্নিহিত আছেন; মনুষ্য উক্ত বনে প্রবেশমাত্রই সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তাহার সমীপে যে প্লক্ষা দেবী বলিয়া কথিতা, সর্ব্বনদী প্রধানা, সমস্ত নদী-

মধ্যে উৎকৃষ্টতমা, পুণ্যদেবী, সরস্বতী আছেন, তাহাতে বল্মীক-নিঃসৃত জলে স্নান করিবে, উক্ত নদীতে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তথায় পূর্ব্বোক্ত বল্মীক স্থান হইতে ছয় শম্যানিপাত স্থানের মধ্যে অর্থাৎ এক গাছি যষ্টিকে ঘূর্ণিত করিয়া বেগে নিক্ষেপ করিলে যত দূরে তাহা পতিত হয়, তাহার ছয় গুণ পরিমিত স্থানের মধ্যে ঈশানাধ্যুষিত নামে সুদুর্ল্লভ তীর্থ আছে, হে নরেন্দ্র! মহাদেবের অধিষ্ঠিত ঐ তীর্থে স্নান করিলে বাজিমেধ যজ্ঞ ও সহস্র কপিলাদানের ফল লাভ হয়, প্রাচীনেরা ইহা জানিতেন। হে ভারত! তথায় সুগন্ধা শতকুম্ভা ও পঞ্চযক্ষায় অভিগমন করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে ভরতনন্দন! ঐ স্থানেই ত্রিশূলখাত তীর্থ আছে, তাহাতে অবগাহনপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে দেহাবসানে গাণপত্য পদ প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে দেবীর উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিবে, তথায় দেবী শাকম্ভরী নামে ত্রিলোক বিখ্যাতা হইয়াছেন। হে নরাধিপ! তিনি ঐ স্থানে সুব্রত-পরায়ণা হইয়া দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে শাক আহার করিয়াছিলেন। হে ভারত! কতকগুলি তপোধন ঋষি দেবীর ভক্তিক্রমে তথায় অভ্যাগত হইয়াছিলেন। দেবী শাক দ্বারাই তাঁহাদিগের আতিথ্য করেন, সেই নিমিত্তই তাঁহার নাম শাকম্ভরী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। হে ভারত! যে মনুষ্য ব্রহ্মচারী, সমাহিত ও শুচি হইয়া ঐ শাকম্ভরী তীর্থে গমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস করত শাক ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তির দ্বাদশ বর্ষ শাকাহার জন্য মনুষ্যের যে ফল হইয়া থাকে, দেবীর ইচ্ছা হেতু সেই ফল লাভ হয়। তৎপরে ত্রিলোক-বিদিত সুবর্ণাখ্য তীর্থে গমন করিবে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে বিষ্ণু রুদ্রের প্রসন্নতালাভার্থ তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে দেব দুর্ল্লভ বহুতর বর লাভ করিয়াছিলেন। হে ভারত! মহাদেব বিষ্ণুর প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্ব লোকের প্রিয়তর ও সমুদায় সংসারের শ্রেষ্ঠ হইবে, সংশয় নাই। হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থে গমনপূর্ব্বক মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ধূমাবতী তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে মনোভিলষিত কামনা লাভ করিতে পারে, সংশয় নাই। ঐ স্থানস্থিত দেবীর দক্ষিণার্দ্ধে রথাবর্ত্তনামক স্থান আছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ! মনুষ্য শ্রদ্ধান্বিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহাতে আরোহণ করিবে, তাহা হইলে মহাদেবের প্রসাদ হেতু পরমগতি প্রাপ্ত হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতশ্রেষ্ঠ! ঐ তীর্থকে প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বপাপবিমোচন ধারা তীর্থে গমন করিবে, হে নরাধিপ! ঐ ধারা তীর্থে স্নান করিলে আর শোক করিতে হয় না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর মহাগিরি হিমালয়কে নমস্কারপূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে, ঐ গঙ্গাদ্বার স্বর্গদ্বারের তুল্য, তাহাতে সংশয় নাই; সমাহিত হইয়া তত্রস্থিত কোটি তীর্থে স্নান করিবে, তাহা হইলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে এবং তথায় এক রজনী বাস করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। অপর, সেই স্থানেই সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও শক্রাবর্ত্তে দেব ও পিতৃগণের বিধিবৎ তর্পণ করিলে পুণ্যলোকে পূজিত হয়। তদনন্তর কনখলে গমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস ও স্নান করিলে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তাহার পর কপিলাবটে গমন করিবে, তথায় এক দিবস উপবাস করিয়া সহস্র গোদানজনিত ফল লাভ করিতে পারে। হে কুরুবরশ্রেষ্ঠ! নাগরাজ মহাত্মা কপিলের সর্ব্ব-লোক-বিদিত যে তীর্থ আছে, ঐ নাগ তীর্থে স্নান করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিয়া সহস্র কপিলা দানের ফল লাভ করে। হে রাজন্! মনুষ্য তৎপরে শান্তনুর উত্তম তীর্থ ললিতিকায় গমন করিবে, তাহাতে স্নান করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যে মানব গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নান করে, সে দশ অশ্বমেধের ফল লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর লোকবিখ্যাত সুগন্ধ তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় গমন করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম লোকে পূজিত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে রুদ্রাবর্ত্তে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিলে অন্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। হে নরেন্দ্র! মনুষ্য গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গ লোকে গমন করে। যে ব্যক্তি ভদ্রকর্ণেশ্বর তীর্থে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি দেবপূজা করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ও স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তাহার পর কুব্জাম্রক তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। তীর্থসেবী মনুষ্য অরুন্ধতীবটে গমন করিবে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও সামুদ্রকে স্নান করে, সে সহস্র গো দানের ফললাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। তৎপরে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পুরঃসর সমাহিত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে অশ্বমেধ যাগের ফল ও সোম লোক প্রাপ্ত হয়। যমুনাপ্রভব তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করত স্বর্গলোকে পূজিত হয় এবং ত্রৈলোক্যপূজিত দর্ব্বীসংক্রমণ তীর্থে গমন করিলেও অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত সিন্ধু-প্রভব তীর্থে গমনপুরঃসর তথায় পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে বহুতর সুবর্ণ দানের ফল লব্ধ হয়। তৎপরে মনুষ্য, বেদীনামক পরম দুর্গম তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য ঋষিকুল্যা ও বাসিষ্ঠ তীর্থে গমন করিবে, বাসিষ্ঠে গমন করিলে সকল বর্ণই দ্বিজ হয়; এবং ঋষিকুল্যায় গমনপূর্ব্বক তথায় যদি শাকাহার করিয়া একমাস বাস ও স্নান করত দেব ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করে, তবে বিগতপাপ হইয়া ঋষি-লোক প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য ভৃগুতুঙ্গে গমন করিলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং বীরপ্রমোক্ষ তীর্থে গমন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে ভারত! মনুষ্য, কৃত্তিকা ও মঘার তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর যে ব্যক্তি বিদ্যা তীর্থে গমন করিয়া সন্ধ্যাসময়ে তথায় স্নান করে, সে সর্ব্ব-বিদ্যায় পারগ হইতে পারে। পরন্ত সর্ব্বপাপ মোচন মহাশ্রম তীর্থে একাহারে এক দিবস বাস করিবে, তাহা হইলে অনেক শুভলোকে বাস করিতে পারে। যে প্রাণী মহালয়ে ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক একমাস বাস

করে, সে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ উদ্ধার করে। দেবনমস্কৃত তত্রস্থিত পবিত্র মাহেশ্বরপদ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া সর্ব্ব কার্য্যে কৃতার্থ হয়, কখন মরণ শোক প্রাপ্ত হয় না এবং বহু সুবর্ণ দানজনিত ফল লাভ করে। তদনন্তর, ব্রহ্মার নিষেবিত বেতসিকা তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও ভার্গবের গতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সিদ্ধগণসেবিত সুন্দরিকা তীর্থে গমন করিলে রূপবান্ হয়, ইহা প্রাচীনেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার পর, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী তীর্থে গমন করিলে পদ্মবর্ণ যানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করে। তদনন্তর, সিদ্ধগণ সেবিত পবিত্র নৈমিষ তীর্থে গমন করিবে, ঐ তীর্থে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সতত অধিবসতি করেন। মনুষ্য নৈমিষ তীর্থ গমনের প্রার্থনা করিলেও তাহার অর্দ্ধেক পাপ বিনাশ হয় এবং তথায় প্রবেশ মাত্র করিলে সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। তীর্থ তৎপর ধীর ব্যক্তি ঐ নৈমিষ তীর্থে এক মাস বাস করিবে। হে ভারত! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্তই নৈমিষ তীর্থে অবস্থিতি করে; সংযত ও নিয়তাহার হইয়া তথায় স্নাত হইলে গোমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুল পবিত্র করে। যে ব্যক্তি উপবাস-পরায়ণ হইয়া নৈমিষে প্রাণত্যাগ করে, সে স্বর্গ লোকে সুখ ভোগ করিতে পারে, পণ্ডিতগণ এইরূপ কহিয়াছেন। হে নৃপসত্তম! নৈমিষ স্থান সর্ব্বদাই পবিত্র ও পুণ্যজনক। মনুষ্য গাঙ্গোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও সতত ব্রহ্মস্বরূপ হয়। পরন্তু সরস্বতী নদীতে গমন করিয়া তথায় পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে সারস্বত লোকে সুখ ভোগ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে কৌরব! তদনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদা তীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত ও দেবসত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর অধিকতর পুণ্যবান্‌গণের সেবিত ক্ষীরবতীনামক পুণ্য তীর্থে গমন করিবে, তথায় পিতৃ ও দেবলোকের অর্চ্চনপরায়ণ হইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। পরন্তু ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বিমলাশোকে গমনপূর্ব্বক তথায় এক রজনী বাস করিলে স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। মহারাজ! তৎপরে সরযূ সমীপে গোপ্রতারনামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে, যে স্থলে দশরথ-সুত রাম ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত দেহ ত্যাগ করিয়া ঐ তীর্থের প্রভাবে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। হে ভারত নরাধিপ! মনুষ্য ঐ গোপ্রতার তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় অনুষ্ঠিত কার্য্য হেতু এবং রামের প্রসাদে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্তি পাইয়া স্বর্গ লোকে পূজিত হয়। হে কুরুনন্দন! যে নর রাম-তীর্থে গোমতীতে স্নান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও কুল পবিত্র করে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানেই শতসাহস্রিক নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য সংযত-চিত্ত ও সংযতাহার হইয়া তাহাতে স্নান করিলে সহস্র গোদানজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র। তাহার পর, ভর্তৃস্থাননামক অত্যুত্তম তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় গমন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। হে নৃপ! মনুষ্য কোটিতীর্থে স্নান করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা করিলে সহস্রসংখ্যাত গো-প্রদানের ফলভাগী ও তেজস্বী হয়। তদনন্তর, মনুষ্য বারাণসী গমনপূর্ব্বক কপিলাহ্রদে স্নান করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

কুরুকুলপাবক! তীর্থসেবী মনুষ্য অবিমুক্ত তীর্থে গমন করিয়া মহাদেবকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে বিমুক্তি পায় এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! দুর্লভ মার্কণ্ডেয় তীর্থে গমন করিয়া লোকবিশ্রুত গোমতী-গঙ্গা-সঙ্গমে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে ভরতকুমার! তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মচর্য্যারত ও সমাহিত হইয়া গয়া তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন মাত্র করিলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে ত্রিলোকবিখ্যাত অক্ষয়বট নামে বৃক্ষ আছে, ঋষিরা বলেন যে, তথায় পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হয়। তত্রস্থিত মহানদীতে স্নানপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। তদনন্তর, ধর্ম্মারণ্যদ্বারা উপশোভিত ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া একরাত্রি তথায় বাস করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা ঐ সরোবরে একশ্রেষ্ঠ যূপ উচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন, সেই যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লব্ধ হইতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর লোকবিখ্যাত ধেনুক তীর্থে গমন করিয়া তথায় একরাত্রি অধিবসতিপূর্ব্বক তিল ধেনু দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সোমলোকে গমন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ! তত্রস্থ পর্ব্বতে যে বৎসের সহিত কপিলা বিচরণ করিতেন, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি আছে, ইহাতে সংশয় নাই, যেহেতু সবৎসা কপিলার পদচিহ্ন সকল অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! সেই সকল পদচিহ্ন উপস্পর্শন করিলে, মনুষ্যের যে কোন অশুভ কর্ম্মজন্য পাপ থাকে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। তদনন্তর, মহাদেবের স্থান গৃধ্রবটতীর্থে গমন করিয়া বৃষধ্বজের অভিমুখে গমন করত তথায় ভস্মদ্বারা স্নান করিবে, তথায় উত্তমরূপে স্নান করিলে, ব্রাহ্মণ জাতির দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাচরণজনিত ফল লব্ধ হয় এবং অপর জাতির সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর গীতধ্বনিনিনাদিত উদ্যন্ত পর্ব্বতে গমন করিবে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সে স্থলে সাবিত্রীর পদচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ সংশিতব্রত হইয়া উক্ত পর্ব্বতে সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহার দ্বাদশ বর্ষকৃত সন্ধ্যোপাসনার ফল হয়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানেই যোনিদ্বার নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে, পুরুষ সেই তীর্থে অভিগমন করিলে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্! যে নর কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয়পক্ষে গয়াক্ষেত্রে বাস করে, সে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত স্বীয় কুল উদ্ধার করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্য বহু পুত্র লাভের অভিলাষ করিবে, কেননা, বহু পুত্রের মধ্যে যদি একজনও গয়া গমন, কিংবা অশ্বমেধ যাগ, অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ অর্থাৎ যে বৃষের মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুবর্ণ, খুর ও শৃঙ্গ শ্বেতবর্ণ এবং অন্য অন্য অঙ্গ লোহিতবর্ণ, এতদ্রূপ বৃষ উৎসর্গ করে। হে রাজন্! তীর্থসেবী ব্যক্তি তৎপরে ফল্গুতীর্থে গমন করিবে, ফল্গুতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও মহতী সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র!

অনন্তর, সমাহিত হইয়া ধর্ম্মপৃষ্ঠে গমন করিবে, যে তীর্থে ধর্ম্ম, নিয়ত অবস্থিতি করেন। তথায় কূপোদকে স্নান করত শুচি হইয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গগামী হইতে পারে। উক্ত স্থানে বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম আছে, মনুষ্য শ্রম শোক বিনাশন সেই শ্রীমান্ আশ্রমে প্রবেশ করিলে গবায়ন যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তত্রস্থিত ধর্ম্মকে স্পর্শ করিলে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর পরম উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-স্থানে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও অতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী ব্যক্তি তাহার পর রাজগৃহনামক তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিয়া স্নান করিলে কাক্ষীবান্ ঋষির ন্যায় আনন্দিত হয়। পুরুষ শুচি হইয়া সেইস্থানে যক্ষিণীর নিত্য-সেবার প্রসাদ ভোজন করিবে, তাহা করিলে যক্ষিণীর প্রসন্নতা হেতু ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তদনন্তর মণিনাগ তীর্থে গমন করিয়া সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে ভারত! যে ব্যক্তি মণিনাগ তীর্থসম্বন্ধীয় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে সর্প-দষ্ট হইলেও তাহার শরীরে বিষ আক্রম করিতে পারে না এবং তথায় একরাত্রি বাস করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্! তদনন্তর ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয় বনে গমন করিবে, তথায় অহল্যা-হ্রদে স্নান করিলে পরম গতি লাভ এবং শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই স্থানে ত্রিলোকবিখ্যাত এক কূপ আছে, তাহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। এবং ঐ তীর্থে রাজর্ষি জনকেরও দেব-পূজিত এক কূপ আছে, তাহাতে স্নান করিলে বিষ্ণুলোক লাভ করিতে পারে। তদনন্তর, সর্ব্ব-পাপবিমোচন বিনশন তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও সোম লোক লাভ হয়। অপর, সর্ব্ব-তীর্থ জলসম্ভবা গণ্ডকীতে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও সূর্য্যলোকে গতি লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর, ত্রৈলোক্য-বিখ্যাতা বিশালা নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্তি হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তৎপরে অধিবঙ্গনামক তপোবনে প্রবেশ করিলে গুহ্যকগণ মধ্যে আনন্দিত হইয়া থাকে ইহাতে সংশয় নাই। অপর, সিদ্ধগণ সেবিতা কম্পনা নদীতে গমন করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! অনন্তর, মাহেশ্বরী ধারায় গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে নরাধিপ! দেবতাদিগের পুষ্করিণীতে গমন করিলে দুর্গতিখণ্ডন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তদনন্তর, ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদে গমন করিবে, তথায় মাহেশ্বরপদে স্নান করিলে বাজি-মেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে। হে রাজেন্দ্র! ঐ স্থানে লোকপ্রসিদ্ধ তীর্থকোটী আছে, কূর্ম্মরূপী দুরাত্মা এক অসুর ঐ তীর্থকোটী হরণ করিয়াছিল, প্রভাবশালী বিষ্ণু তাহা তাহার স্থানে আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। হে ভারত! সেই তীর্থ-কোটীতে অভিষিক্ত হইলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে ভারত রাজেন্দ্র! তাহার পর, নারায়ণের স্থানে গমন করিবে, যেখানে বিষ্ণু সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ, আদিত্য-গণ, বসুগণ ও রুদ্রগণ জনার্দ্দনের উপাসনা করেন; এবং যে স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণু শালগ্রাম নামে খ্যাত হইয়াছেন; ঐ নারায়ণ-স্থানে ত্রিলোকেশ্বর বরপ্রদ অবিনাশী বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই স্থানে সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশক এক কূপ আছে, সেই কূপে চারি সমুদ্রের নিত্য অধিষ্ঠান রহিয়াছে; হে রাজেন্দ্র! ঐ কূপে স্নান করিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হয় না। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি ঐ স্থানে বরদ অব্যয় মহাদেব রুদ্রকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি মেঘমুক্ত নিশাকরের ন্যায় বিরাজমান হয়।

মনুষ্য শুচি সংযতমনা হইয়া জাতিস্মর তীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই; এবং মাহেশ্বর-পুরে গমন করিয়া উপবাসপূর্ব্বক বৃষধ্বজ মহাদেবকে অর্চনা করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, সংশয় নাই। * তদনন্তর সর্ব্ব-পাপবিমোচন বামন তীর্থে গমনপূর্ব্বক দেবপ্রধান হরিকে দর্শন করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, মনুষ্য সর্ব্বপাপ বিনাশন কুশিকাশ্রমে গমন করিবে, তথায় মহাপাপ প্রণাশিনী কৌশিকী নদীতে গমন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, চম্পকারণ্যনামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহার পর, পরম দুর্ল্লভ জ্যেষ্ঠিল তীর্থে গমন করিয়া সেখানেও একরাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ তীর্থে দেবীর সহিত মহাদ্যুতি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মিত্রাবরুণের লোক প্রাপ্ত হয় এবং তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। হে পুরুষপ্রধান! যে মানব সংযতচিত্ত ও সংযতা-হার হইয়া কন্যাসম্বেদ্য তীর্থে গমন করে, সেই ব্যক্তি প্রজা-পতি মনুর লোক প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! সংশিতব্রত ঋষিরা বলেন যে, যাহারা কন্যা তীর্থে অন্ন বা অন্য যে কিছু দান করে, তাহাদিগের সেই দান অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। মনুষ্য ত্রিলোকবিখ্যাত নিশ্চীরা তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে নরেন্দ্র! যে মনুষ্যেরা নিশ্চীরা সঙ্গমে দান করে, তাহারা অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে। সেই তীর্থে ত্রিলোকবিশ্রুত বসিষ্ঠাশ্রম আছে, তাহাতে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। দেবর্ষিগণ-সেবিত দেবকূটনামক তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। হে নর-নাথপ্রবর! তীর্থসেবী পুরুষ তৎপরে কৌশিক মুনির হ্রদে গমন করিবে, যেখানে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; হে বীর! ঐস্থানে কৌশিকীসন্নিধানে একমাস বাস করিবে, তথায় একমাস বাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বতীর্থ প্রধান মহাহ্রদে বাস করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং বহু সুবর্ণ দানজনিত ফললাভ করিতে পারে। মনুষ্য, বীরাশ্রমনিবাসী কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভোগী হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ত্রিলোক প্রসিদ্ধ অগ্নিধারা তীর্থে গমন করিয়া

তথায় স্নান করত বরপ্রদ অবিনাশী মহাদেব বিষ্ণুকে দর্শন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হিমগিরির সমীপে পিতামহ-সরোবরে গমনপূর্ব্বক তথায় অবগাহন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। সেই স্থানে পিতামহসরোবর হইতে প্রস্রুতা লোকপাবনী ত্রিলোক-বিশ্রুতা কুমারধারা নামে তীর্থ আছে, মনুষ্য যাহাতে স্নান করিয়া আপনাকে "আমি কৃতার্থ হইলাম," এইরূপ জ্ঞান করে। তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! তীর্থ-সেবন-তৎপর পুরুষ মহাদেবী গৌরীর ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত শিখরে গমন করিবে এবং তথায় আরোহণপূর্ব্বক স্তনকুণ্ডে প্রবেশ করিবে, তথায় উপস্পর্শন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। সেই স্তনকুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের পূজা করিলে অশ্বমেধের ফল পায় ও ইন্দ্র-লোকে গমন করে। মনুষ্য সমাহিত ও ব্রহ্মচর্য্যারত হইয়া তাম্রারুণ তীর্থে গমন করিলে, অশ্বমেধের ফললাভ ও ব্রহ্মলোকে গমন করে।

হে নরনাথ! নন্দিনীতে দেব-সেবিত যে কূপ আছে, তথায় গমন করিলে নরমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়। যে স্থানে কৌশিকী ও আরুণার সহিত কালিকা সঙ্গম হইয়াছে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সংযত হইয়া সেই কালিকাসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। বিদ্বান্ মনুষ্য উর্ব্বশী তীর্থ ও সোমাশ্রমে গমনানন্তর কুম্ভকর্ণাশ্রমে স্নান করিলে পূজনীয় হয়। প্রাচীন পুরুষেরা অবগত ছিলেন যে, মনুষ্য ...চারী ও সংযতব্রত হইয়া কোকামুখ তীর্থে উপস্পর্শন ... জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ কৃতযত্ন হইয়া এক-...দা তীর্থে গমন করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া ...কে গমন করে। মনুষ্য, লোক-সেবনীয় ক্রৌঞ্চ-নিসূ-...দ্বীপে গমন করিয়া সরস্বতীতে স্নান করিলে বিমানে ...ণপূর্ব্বক বিরাজিত হয়। মহারাজ! মুনিগণসেবিত যে ঔদ্দালক তীর্থ আছে, তাহাতে অবগাহন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মর্ষি-সেবিত পুণ্যজনক ধর্ম্ম তীর্থে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও বিমানারূঢ় হইয়া ...হয়। অনন্তর, চম্পায় গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীতে কৃতস্নান হইয়া দণ্ডাপর্ণে গমন করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তদনন্তর, পুণ্যবান্ জনে উপশোভিত ও পুণ্যজনক ললীতিকাতীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও বিমানারোহী হইয়া পূজিত হয়।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর, সম্বেদ্যনামক তীর্থোত্তমে গমনানন্তর সন্ধ্যাসময়ে তথায় উপস্পর্শন করিলে বিদ্যা লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! পুরাকালে পরশুরাম প্রভাব দ্বারা যে লৌহিত্য তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য তাহাতে গমন করিলে বহু সুবর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে। প্রজাপতি এই বিধি করেন যে, মনুষ্য করতোয়া নদীতে গমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিতগণ বলেন যে, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে গমন করিলে অশ্বমেধের দশ গুণ ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্! যে মানব গঙ্গার অপর পারে গমন করিয়া ...বাসপূর্ব্বক স্নান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ...ন্তর, মনুষ্য সর্ব্বপাপ-প্রমোচনী বৈতরণীতে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় বিরজ তীর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহার কুল পুণ্যভাগী হইয়া উদ্ধার হয় ও সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে শশীর ন্যায় প্রদীপ্ত ও সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুল পবিত্র করে। যে স্থলে জ্যোতীরথীর সহিত শোণ-নদের সঙ্গম হইয়াছে, মনুষ্য তথায় বাস করত শুচি হইয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে কুরুনন্দন! শোণ ও নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থল বংশ-গুল্মে স্নান করিলে বাজিমেধের ফল লাভ করিতে পারে। হে নরনাথ! মনুষ্য কোশলাতে ঋষভ তীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ কোশলাতে কালতীর্থে স্নান করিলে একাদশ বৃষ দানের পুণ্য লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। হে নৃপ! যে নর পুষ্পবতীতে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিয়া স্বকুল পবিত্র করে। হে ভরতসত্তম! তদনন্তর, বদরিকা তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘ আয়ু ও স্বর্গ লাভ করে। অপর, চম্পাতে গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীতে স্নাত হইয়া দণ্ড দর্শন করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তৎপরে পুণ্যশীল জনগণে উপশোভিত পুণ্যজনক লপেটিকা তীর্থে গমন করিবে, তথায় গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত ও সর্ব্ব দেবের পূজনীয় হয়। তদনন্তর, পরশুরামের নিষেবিত মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় তাঁহার তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে পারে। হে কুরু-নন্দন! ঐ স্থানেই মতঙ্গের কেদার আছে, তথায় স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে। পরে, শ্রীপর্ব্বতে গিয়া নদীতীরে উপস্পর্শন করিবে, তথায় বৃষধ্বজ মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। ঐ শ্রীপর্ব্বতে মহাদ্যুতি মহাদেব দেবীর সহিত পরম প্রীতিপূর্ব্বক বাস করিয়া-ছিলেন এবং ত্রিদশগণের সহিত ব্রহ্মাও তথায় অধিষ্ঠান করিতেন; শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া তত্রস্থিত দেবহ্রদে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল ও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাণ্ড্য প্রদেশে দেবপূজিত ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলে বাজপেয়জন্য পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারে এবং অমরলোকে বিরাজ করে। হে রাজন্! তদনন্তর, অপ্সরাগণের নিষেবিতা কাবেরী নদীতে গমন করিবে, মনুষ্য তথায় স্নান করিয়া গো সহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, সমুদ্রকূলে কন্যা তীর্থে উপস্পর্শন করিবে, সেখানে উপস্পর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। মহারাজ! সাগরমধ্যে সর্ব্বলোকনমস্কৃত ত্রিলোক-বিখ্যাত গোকর্ণনামক তীর্থ আছে, যেস্থলে ব্রহ্মাদি দেব, ঋষি, তপস্বী, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, নর, কিন্নর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, সরিৎ, সাগর ও শৈল সকল উমাপতি ঈশানের উপাসনা করেন; মনুষ্য তথায় ত্রিরাত্র বাসপূর্ব্বক ঈশানের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল ও গাণপত্য প্রাপ্ত হয় এবং দ্বাদশ রাত্রি বাস করিলে আপনার পবিত্রতা সম্পাদন করে। তৎপরেই ত্রৈলোক্যপূজিত গায়ত্রীস্থানে গিয়া তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গো দানের ফললাভ করিতে পারে। হে নরা-

ধিপ! সেই গায়ত্রীস্থানে ব্রাহ্মণদিগের এই এক প্রত্যক্ষনদর্শন পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগর্ভজাতই হউক, বা অন্য কোন যোনিজই হউক,গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা যথার্থরূপে পঠিত হইবে, কিন্তু অব্রাহ্মণে সাবিত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা পাঠ যথার্থরূপে সম্পন্ন হইবে না। মনুষ্য, বিপ্রর্ষি সম্বর্ত্তের লোকদুর্ল্লভা বাপীতে গমন করিলে রূপবান্ ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়। তদনন্তর, বেণা-তীর্থে গমন করিয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে ময়ূর ও হংসসংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিতে পারে। তৎপরে, সিদ্ধগণকর্তৃক নিত্য নিষেবিতা গোদাবরীতে গমন করিলে গবায়ন যজ্ঞের ফললাভ ও বায়ুলোকে গমন করে। বেণ্বাসঙ্গমে স্নান করিলে বাজপেয় যাগের এবং বরদাসঙ্গমে স্নান করিলে গো সহস্র দানের ফললাভ করিতে পারে। মনুষ্য, ব্রহ্মস্থূণাতে গমনপূর্ব্বক তথায় ত্রিরাত্র বাস করিলে সহস্র গো দানের ফললাভ ও স্বর্গ গমন করিতে পারে। তদনন্তর, ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কুশপ্লবন তীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় ত্রিরাত্র বাস এবং স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। হে নৃপতে! কৃষ্ণবেণ্বার সলিলসম্ভূত রম্য দেবহ্রদ, জ্যোতির্মাত্র হ্রদ ও কন্যাশ্রমে দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞ করিয়া স্বর্গগমন করিয়াছেন; হে ভারত! ঐ সকল তীর্থে গমন করিবামাত্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। মনুষ্য, সর্ব্বদেব-হ্রদে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে এবং জাতিস্মরহ্রদে স্নান করিলে জাতিস্মর হয়। তদনন্তর, মহাপুণ্যজনিকা সরিদ্বরা পয়োষ্ণী বাপীতে গমনপূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে সহস্র গোদানজনিত পুণ্য লাভ করিতে পারে। হে রাজন্! মনুষ্য পবিত্র দণ্ডকারণ্যে গিয়া উপস্পর্শন করিবে, তথায় স্নান মাত্র করিলেই সহস্র গো দানের ফল হয়। শরভঙ্গ ও মহাত্মা শুকদেবের আশ্রমে গমন করিলে মনুষ্য দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং স্বীয় বংশ পবিত্র করে। তদনন্তর,জমদগ্নি-সুত পরশুরামের নিষেবিত শূর্পারক তীর্থে গমন করিবে, মনুষ্য সেই রামতীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ দানজন্য ফল লাভ করিতে পারে। পরন্তু সংযত ও সংযতাহার হইয়া সপ্তগোদাবরে স্নান করিলে মহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয় ও দেবলোকে গমন করে। মনুষ্য সংযত ও সংযতাশী হইয়া দেবপথ তীর্থে গমন করিলে, দেবসত্রের যে পুণ্য, তাহাই প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর, ব্রহ্মচর্য্যারত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তুঙ্গকারণ্যে গমন করিবে, যেখানে পূর্ব্বকালে সারস্বত ঋষি মুনিদিগকে বেদাধ্যাপনা করিতেন। পরন্তু মুনিদিগের বেদ সকল বিস্মৃত প্রযুক্ত নষ্ট হইলে অঙ্গিরা মুনির পুত্র তাঁহাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রোপরি যথাসুখে উপবেশনপূর্ব্বক যথান্যায়ে ও সম্যক্‌রূপে ওঙ্কার উচ্চারণ করাতে সেই সকল ঋষিদিগের মধ্যে যিনি যাহা পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমুপস্থিত হইল। পরে, ঋষিগণ, অমরগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, নারায়ণ হরি, মহাদেব এবং সমস্ত দেবতার সহিত মহাদ্যুতি ভগবান্ ব্রহ্মা মহাতেজস্বী ভৃগুকে যাজনার্থ নিয়োজিত করিলেন। তখন ভৃগু বিধিবোধিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আজ্য ভাগ দ্বারা যথাবিধি অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া সেই সমস্ত মুনিদিগের পুনর্ব্বার যথাবিধি অগ্ন্যাধান করিলেন। পরে দেবগণ ও ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ নিকেতনে যাত্রা করিলেন। হে রাজসত্তম! স্ত্রী বা পুরুষ ঐ তুঙ্গকারণ্যে প্রবেশ মাত্র করিলেই তাহার সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হয়। হে রাজন্! ধীর ব্যক্তি সংযত ও সংযতাশী হইয়া ঐ তীর্থে এক মাস বাস করিবে, তাহা হইলে ব্রহ্মলোকে গমন ও কুল উদ্ধার করিতে পারে। মনুষ্য যদি মেধাবিক তীর্থে গিয়া পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করে, তবে স্মৃতিশীল, মেধাবী এবং অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্ত হয়। সেই স্থলে লোকবিখ্যাত কালঞ্জরনামক পর্ব্বত আছে, তত্রস্থ দেবহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ করিতে পারে। হে নৃপ! যে মানব ঐ কালঞ্জর পর্ব্বতে স্নাত হইয়া তর্পণ করে, সে স্বর্গলোকে পূজিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হে নরপতে! গিরিবরপ্রধান চিত্রকূটে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী মন্দাকিনীতে গমনপূর্ব্বক তথায় অভিষিক্ত ও পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে অশ্বমেধের ফল ও পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর, সর্ব্বপ্রধান ভর্তৃস্থান তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে মহাসেন কার্ত্তিকেয় নিত্যই সন্নিহিত থাকেন, তথায় গমন মাত্রই মনুষ্য সিদ্ধ হয়। মানব, কোটিতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। অনন্তর, ঐ কোটিতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া জ্যেষ্ঠস্থানে গমন করিবে, তথায় মহাদেব দর্শন করিলে শশধরের ন্যায় বিরাজিত হয়। মহারাজ! সেই জ্যেষ্ঠস্থানে বিখ্যাত এক কূপ আছে, তাহাতে চতুঃসাগরের আবির্ভাব রহিয়াছে, মনুষ্য আত্মসংযমনপূর্ব্বক তাহাতে উপস্পর্শন করত পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে পবিত্র হইয়া পরম গতি লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে, মহৎ স্থান শৃঙ্গবের পুরে গমন করিবে, যে স্থলে পুরাকালে দশরথাত্মজ রাম অবতরণ করিয়াছিলেন; হে মহাবাহো! মনুষ্য সেই শৃঙ্গবের তীর্থে স্নান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া তথায় গঙ্গাস্নান করিলে বীত-পাপ হয় ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। হে ভারত! তদনন্তর, ধীমান্ মহাদেবের স্থান মুঞ্জবটে গমন করিবে, তথায় মহাদেবকে দর্শন, অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই তীর্থে জাহ্নবীতে স্নান করিলে পাপমুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর, ঋষি-সেবিত প্রয়াগ তীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্‌পালের সহিত দিক্ সকল, লোকপাল সকল, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, লোকপূজিত সনৎকুমার প্রভৃতি পরমর্ষিগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, সিদ্ধগণ, উরগগণ, সরিৎ, সাগর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এবং প্রজাপতির সহিত ভগবান্ হরি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন; সেখানে তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে, তাহার মধ্য দিয়া সর্ব্বতীর্থপুরস্কৃতা জহ্নুতনয়া গঙ্গা বেগবতী হইয়া গিয়াছেন এবং ত্রিলোকবিখ্যাতা লোকপাবনী তপনতনয়া যমুনা দেবী ঐ গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। এই গঙ্গা ও যমুনার মধ্য স্থান পৃথিবীর জঘন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঋষিরা ঐ জঘন স্থানের প্রথম স্থানকে প্রয়াগ বলিয়া জানেন। প্রয়াগ,প্রতিষ্ঠান,কম্বল,অশ্বতর ও ভোগবতী এই সকল তীর্থকে ব্রহ্মার বেদি বলা যায়; ঐ সকল স্থলে তপোধন ঋষিগণ এবং যজ্ঞ ও বেদ সকল মূর্ত্তিমন্ত হইয়া প্রজাপতির উপাসনা করেন; এবং দেবগণ ও চক্রধর নৃপ সকল যজ্ঞ দ্বারা

যজন করেন; কিন্তু ত্রিলোকমধ্যে প্রয়াগ তীর্থকে ঐ সকল তীর্থ হইতেও পুণ্যতম ও সর্ব্ব তীর্থ অপেক্ষা অধিক বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। মনুষ্য সেই প্রয়াগ তীর্থের নাম-সঙ্কীর্ত্তন বা মৃত্তিকা গ্রহণ করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধের সমগ্র পুণ্য লাভ করে। হে ভারত! এই যজ্ঞ-ভূমি দেবতাদিগেরও সংপূজিত। এখানে স্বল্পপরিমিত দান করিলেও মহৎ ফল হয়। হে তাত! বেদ বচন ও লোক বাক্য হেতু, প্রয়াগ মরণের প্রতি তোমার বুদ্ধি যেন উৎক্রমণ না হয়। হে কুরুনন্দন! মুনিরা কীর্ত্তন করেন যে, এই এক প্রয়াগ তীর্থেই ষষ্টি কোটি দশ সহস্র তীর্থের সান্নিধ্য আছে। বেদত্রয় ও আত্ম বিদ্যা এই চতুর্ব্বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির এবং সত্যবাদীদিগের যে পুণ্য জন্মে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে। সেই স্থানেই ভোগবতী নামক বাসুকি তীর্থ আছে, তাহাতে যে ব্যক্তি অভিষিক্ত হয়, সে অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে পারে। হে কুরুনন্দন! ঐ প্রয়াগ স্থিত গঙ্গায় ত্রৈলোক্য বিখ্যাত যে হংস প্রপতন তীর্থ আছে, তাহা দশ অশ্বমেধের ফল দায়ক হয়। গঙ্গার যে কোন স্থানে হউক, অবগাহন করিলেই তাহা কুরুক্ষেত্রের তুল্য ফলপ্রদ হয়, কনখল তীর্থ তদপেক্ষাও বিশেষ ফলপ্রদ; পরন্তু প্রয়াগ তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও পরম ফলজনক। কোন ব্যক্তি শত দুষ্কর্ম্ম করিয়াও যদি গঙ্গায় অভিষিক্ত হয়, তবে যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় গঙ্গাজল তাহার সেই শত দুষ্কর্ম্ম দগ্ধ করে। সত্য যুগে সমস্ত তীর্থ, ত্রেতা যুগে পুষ্কর তীর্থ, দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র এবং কলি যুগে গঙ্গা তীর্থ পুণ্যপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুষ্করে তপস্যা, মহালয়ে দান, মলয়াচলে অগ্নিপ্রবেশ ও ভৃগুতুঙ্গে অনশন করিতে হয়, কিন্তু যে জীব পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গায় বা প্রয়াগে, স্নান মাত্র করে সে পূর্ব্বতন ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে পরিত্রাণ করে। যে ব্যক্তি গঙ্গা নাম কীর্ত্তন করে, গঙ্গা তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, যে ব্যক্তি গঙ্গা দর্শন করে, গঙ্গা তাহাকে মঙ্গল প্রদান করেন এবং যে ব্যক্তি গঙ্গা জলে অবগাহন বা গঙ্গা জল পান করে গঙ্গা তাহার সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত কুল পবিত্র করেন। হে রাজন্! মনুষ্য পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য আয়তনসকল সেবন করিলে পুণ্য লাভ করিয়া যেপ্রকার স্বর্গ ভাগী হয়, সেই প্রকার, যে মনুষ্যের অস্থি যত কাল গঙ্গাজলে সংস্পৃষ্ট থাকে, সেই পুরুষ ততকাল স্বর্গলোকে পূজিত হয়। গঙ্গা সদৃশ আর তীর্থ নাই, কেশবের পর আর দেবতা নাই এবং ব্রাহ্মণ হইতেও উৎকৃষ্ট বর্ণ আর নাই, ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! যে দেশে গঙ্গা-আছেন, সে স্থানকে তপোবন জ্ঞান করিবে এবং সেই গঙ্গা তীর সমাশ্রিত ভূমিকে সিদ্ধ ক্ষেত্র বলিয়া বোধ করিবে।

হে কুরুবংশাবতংস! যথার্থরূপে কথিত এই তীর্থ বিবরণ দ্বিজাতি, সাধু, সন্তান, সুহৃৎ, শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিদিগের শ্রবণকুহরে উপদেশ করিবে। এই তীর্থ বর্ণন উপাখ্যান ধন্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পবিত্রকর, পুণ্য ও স্বর্গ জনক, রমণীয়, পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোৎপাদক। মহর্ষিগণের গোপনীয় ও সর্ব্ব পাপ-প্রমোচন এই তীর্থ বর্ণন প্রকরণ দ্বিজগণ মধ্যে পাঠ করিলে মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারে। শত্রু প্রশমন, স্বর্গজনক, মেধাকর, কল্যাণদায়ক, শ্রীযুক্ত, পবিত্র ও অগ্রগণ্য এই তীর্থবংশানুকীর্ত্তন অপুত্র ব্যক্তি পাঠ করিলে পুত্র লাভ করে, অধন ব্যক্তি পাঠ করিলে ধনবান্ হয়, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে পৃথিবী জয় করে, বৈশ্য পাঠ করিলে অর্থ প্রাপ্ত হয়, শূদ্রজাতি পাঠ করিলে মনোভিলষিত কাম্য ভোগ করে এবং ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে সংসার সাগরের পারগামী হয়। যে মানব শুচি হইয়া এই তীর্থ সকলের পুণ্য ফল নিত্য নিত্য শ্রবণ করে, সে আপনার পূর্ব্বতন বহুল জন্ম স্মরণ করিতে পারে এবং স্বর্গ লোকে আনন্দিত হয়। যে সমস্ত তীর্থ কীর্ত্তন করিলাম, তন্মধ্যে সুগম্য ও দুর্গম্য উভয় প্রকার তীর্থই আছে, ইহাতে তীর্থ দর্শনাভিলাষী ব্যক্তি দুর্গম্য তীর্থে মনে মনেও গমন করিবে। এই সকল তীর্থে বসুগণ, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয় এবং দেবকল্প ঋষিবৃন্দ সুকৃতার্থী হইয়া স্নান করিয়াছেন। হে সুব্রত কুরুনন্দন! তুমিও সংযত হইয়া এই বিধানানুসারে পুণ্যদ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি করত তীর্থ যাত্রা কর। শাস্ত্রদর্শী সাধুদিগের ইন্দ্রিয় শুদ্ধি আস্তিক্যভাব ও শ্রুতি দৃষ্টি থাকায় সেই সকল তীর্থের দর্শন ঘটিয়া থাকে। হে কৌরব! অব্রতী, অবশীকৃত চিত্ত, অশুচি, তস্কর বা ক্রূর-চিত্ত মনুষ্য তীর্থ স্নান করে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মার্থদর্শী এবং তোমার চরিত্রও অতি পবিত্র, সুতরাং তুমি স্বকীয় ধর্ম্ম দ্বারা পিতৃ, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ, ব্রহ্মাদি দেব সমুদয় এবং ঋষিদিগকে পরিতোষ করিয়াছ। হে ইন্দ্রসম ভীষ্ম! তুমি বসু লোক প্রাপ্ত হইবে এবং মহীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবে।

নারদ কহিলেন, ভগবান্ পুলস্ত্য ঋষি প্রীত চিত্তে ভীষ্মকে এবম্প্রকার বলিয়া অনুজ্ঞা-গ্রহণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। হে কুরুশার্দ্দূল! শাস্ত্রতত্ত্বার্থ-দর্শী ভীষ্মও পুলস্ত্য ঋষির আদেশানুসারে পৃথিবী পরিক্রম করিলেন এবং উক্ত প্রকারে সর্ব্ব পাপ নাশিকা মহাপুণ্য-জনিকা তীর্থ যাত্রা প্রতিষ্ঠান নগরে সমাপন করেন। যে নর এই বিধি অনুসারে পৃথিবী পর্য্যটন করিবে, সে পরকালে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের মুখ্য ফল উপভোগ করিবে। হে পার্থ! পূর্ব্বে কুরুপ্রবর ভীষ্ম যে প্রকার ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তুমি তাহা হইতেও অষ্টগুণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। হে ভারত! উক্ত তীর্থ সকল রাক্ষসগণে বিকীর্ণ, এ প্রযুক্ত সেই সকল তীর্থে তোমা ব্যতিরেকে অন্যের গমন সম্ভাবনা নাই। মহারাজ! যে ব্যক্তি, দেবর্ষি পুলস্ত্য কথিত এই সর্ব্ব তীর্থ বিবরণ অহর্ম্মুখে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহারাজ! মহর্ষি বাল্মীকি, কাশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ, উদ্দালক, সপুত্র শৌনক, তাপসশ্রেষ্ঠ ব্যাস, মুনি প্রধান দুর্ব্বাসা, মহাতপা জাবালি, এই সকল তপোধন ঋষি প্রধান। সর্ব্বদাই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব তুমি ঐ সকল ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঐ সকল তীর্থ অনুসরণ করিবে এবং লোমশ নামে প্রসিদ্ধ অমিত তেজস্বী ঋষি তোমার নিকট আসিবেন, তাঁহার এবং আমার সহিত ঐ সকল তীর্থে ক্রমে ক্রমে গমন করিবে; তাহা হইলে তুমি মহাভিষ রাজার ন্যায় মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবে। হে রাজশার্দ্দূল! যে প্রকার ধর্ম্মাত্মা রাজা যযাতি ও পুরূরবা

ধর্ম্ম-শোভিত ছিলেন, সেই প্রকার তুমিও স্বীয় ধর্ম্মে শোভা পাইতেছ। তুমি ভুবন বিখ্যাত রাজা ভগীরথ ও রামের ন্যায় সমস্ত রাজা হইতে সূর্য্যসম প্রভাশালী এবং যে প্রকার মনু, ইক্ষ্বাকু, মহাযশা পুরু ও বৈণ্য ভুবন বিশ্রুত ছিলেন, তুমিও সেই প্রকার। যেরূপ পূর্ব্বকালে দেবরাজ বৃত্রহা অরাতি কুল দগ্ধ করত বিগতজ্বর হইয়া ত্রৈলোক্য পালন করেন, সেইরূপ তুমিও শত্রু ক্ষয় করিয়া প্রজাপালন করিবে। হে রাজীব-লোচন! তুমি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায় স্বধর্ম্মে এই বসুন্ধরা জয়পূর্ব্বক লাভ করিয়া ধর্ম্ম দ্বারাই খ্যাতি লাভ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ নারদ ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তীর্থ যাত্রার বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া ঋষি দিগের নিকট তীর্থ যাত্রাশ্রিত পুণ্যের বিষয় প্রত্যাবেদন করিতে লাগিলেন।

নারদপ্রস্থান প্রস্তাবে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

## ধৌম্য যুধিষ্ঠির সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ নারদের ও ভ্রাতাদিগের মত জানিয়া পিতামহসম ধৌম্যকে কহিতে লাগিলেন, হে তপোধন! আমি অস্ত্র নিমিত্ত পুরুষ-প্রধান সত্যপরাক্রম অমিতধৈর্য্য মহাবাহু অর্জ্জুনকে বিবাসিত করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! সেই বীর অস্ত্র বিষয়ে অত্যন্ত কৃতী ও সমর্থ, এমন কি, কৃষ্ণ সদৃশ ক্ষমতাবান্ অথচ আমার প্রতি অনুরক্ত। আমি যেমন কৃষ্ণ ও জিষ্ণু উভয়কে তুল্য পরাক্রমী ও অরাতিঘাতী বলিয়া জানি, প্রতাপবান্ ব্যাসও সেইরূপ জানেন। এই বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে মূর্ত্তি ভেদে ত্রিযুগবর্ত্তী ও বিষ্ণু বলিয়া জানি; দেবর্ষি নারদও এইরূপ জানেন; তিনি আমার সকাশে সর্ব্বদা এইরূপই কহিয়াছেন। আমি ইঁহাদিগকে নর নারায়ণ ঋষি বলিয়া অবগত আছি, এ প্রযুক্তই অর্জ্জুনকে সমর্থ জানিয়া প্রেরণ করিয়াছি। দেব তনয় বীভৎসু ইন্দ্র হইতে অবর নহে, এই হেতু তাহাকে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ বলিয়াই আমি বিবাসিত করিয়াছি। পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ, ইঁহারা উভয়েই অতিরথ, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, ইঁহারাও অনায়াস-জেতব্য নহেন; এই সকল মহারথদিগকে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থে বরণ করিয়াছে; ইঁহারাও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সর্ব্বদাই অভিলাষ করিয়া থাকেন; ইঁহারা সকলেই বেদবেত্তা, শূর, সর্ব্বাস্ত্র পারগ এবং মহাবল পরাক্রান্ত; সূতপুত্র কর্ণও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগনিপুণ ও মহারথ; শররূপ শিক্ষা সমূহে সমন্বিত, তল শব্দে শব্দযুক্ত, রণাঙ্গণের উত্থিত ধূমে ধূমিত, যুগান্ত কালীন মহানল স্বরূপ, অস্ত্র বেগ বিষয়ে পবনের ন্যায় বলশালী সেই কর্ণ কাল প্রেরিতের ন্যায়, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র স্বরূপ অনিল দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া অস্ত্র নিচয়ের সম্পাতরূপ স্বকীয় সম্পাত দ্বারা আমার সৈন্যময় তৃণরাশি দগ্ধ করিবে, সংশয় নাই; কিন্তু শ্বেতবাজি স্বরূপ বক-শ্রেণী ও গাণ্ডীবরূপ ইন্দ্র ধনু দ্বারা শোভিত এবং দিব্যাস্ত্র স্বরূপ বজ্রাগ্নি বিশিষ্ট অর্জ্জুন স্বরূপ উদিত মহামেঘ যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-সমীরণে উদ্ধূত হইয়া উৎসাহ সহকারে শররূপ জলধারা নিকর দ্বারা সেই সুদীপ্ত কর্ণ পাবককে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই শত্রু পুরঞ্জয়ী অর্জ্জুন সাক্ষাৎ বাসব হইতে অবশ্যই সমস্ত দিব্যাস্ত্র সম্যক্‌-রূপে সঞ্চয় করিবে। আমার বোধ হয়, সেই সকল বীর-দিগের নিকট অর্জ্জুনই সমর্থ; তদ্ব্যতীত অতিকৃতার্থ দুর্য্যোধন প্রভৃতি বিপক্ষ পক্ষকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে উপায়ান্তর আর নাই। আমরা সকলে অর্জ্জুনকে গৃহীতাস্ত্র দেখিব, যেহেতু অর্জ্জুন কোন বিষয়ের ভার লইয়া বিষন্ন হয় না। কিন্তু হে তাপসশ্রেষ্ঠ! সেই নরপুঙ্গব বীর ধনঞ্জয় বিনা এই কাম্যক্ বনে দ্রৌপদীকে লইয়া বাস করিতে আমাদিগের মন স্থির হইতেছে না, অতএব আপনি অন্য কোন বহু ভক্ষ্য যুক্ত, ফলশালী, পবিত্র রমণীয় ও পুণ্যাত্মা কর্ত্তৃক সেবিত বন আদেশ করুন, যে স্থানে আমরা কিয়ৎকাল বাস করত, বৃষ্টিকাম ব্যক্তি-দিগের অম্বুদ প্রতীক্ষার ন্যায়, অমোঘ পরাক্রান্ত সেই বীর অর্জ্জুনের প্রতীক্ষা করিতে পারি। হে ব্রহ্মন্! আপনি দ্বিজাতিদিগের নিমিত্ত অঙ্গীকৃত কতকগুলি আশ্রম, সরোবর, নদী ও রমণীয় পর্ব্বত উল্লেখ করুন; সেই অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যক্ বনে বাস করিতে আমার আর অভিরুচি হয় না, অতএব আমরা অন্য দিকে গমন করিব।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধিষণসদৃশ ধিষণাসম্পন্ন ধৌম্য সেই সকল পাণ্ডবদিগকে উৎকলিকাকুলিত ও দীন-চিত্ত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ ভরতর্ষভ! আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুমত ও পুণ্য-জনক কতকগুলি আশ্রম, তীর্থ, দিক্ ও পর্ব্বত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন, আপনি এই দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত যাহা শ্রবণ করিলে শোক-বিমুক্ত হইতে পারিবে। হে নরেশ্বর! আপনি সেই সকল স্থান শ্রবণ মাত্রেই পুণ্য লাভ করিতে পারিবেন এবং সেই সকল তীর্থে গমন করিলে তাহার শতগুণ পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন। হে রাজন্! আমার যেমন স্মরণ হয়, তদনুসারে আমি প্রথমত রাজর্ষিগণ-সেবিত রমণীয় পূর্ব্বদিকের কথা বলিতেছি দেবর্ষিগণ সেবিত সেই পূর্ব্ব দিকে নৈমিষ নামে তীর্থ আছে, যাহাতে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেবতাদিগের পুণ্য তীর্থ সকল রহিয়াছে এবং দেবর্ষি সেবিত রমণীয় গোমতী নদী, দেবতাদিগের যজ্ঞায়তন ও সূর্য্যের পশুবন্ধন যূপ আছে, অপর, ঐ প্রাচী দিকে রাজর্ষি-সংকৃত পুণ্যজনক গয়নামক এক প্রধান গিরি আছে, যে স্থলে দেবর্ষিগণ সেবিত মঙ্গলজনক ব্রহ্ম সরোবর বিদ্যমান রহি-য়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র; প্রাচীনেরা যে নিমিত্ত এইরূপ কীর্ত্তন করেন যে, মনুষ্য বহু পুত্রের কামনা করিবে, কেননা, বহু পুত্র হইলে যদি তাহাদিগের মধ্যে এক জন গয়ায় গমন বা অশ্বমেধ যাগ কিংবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইতে পারিবে। হে নৃপ! সেই স্থানেই এক মহানদী ও গয়শির আছে, ঐ গয়শিরে যে একটি বটবৃক্ষ আছে, বিপ্রগণ ঐ বট বৃক্ষকে অক্ষয়বট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু ঐ স্থানে পিতৃ-লোক উদ্দেশে অন্ন দান করিলে তাহা অক্ষয়ফলদ হয়। হে

ভরতশ্রেষ্ঠ! উক্ত মহানদী ফল্গু নামে প্রসিদ্ধ। আর ঐ প্রদেশে বহু ফল-মূল-বতী কৌশিকী নদী আছে, যাহাতে বিশ্বামিত্র মুনি তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। হে তাত! ঐ প্রদেশে পুণ্য-নদী গঙ্গা আছেন, যাঁহার তীরে ভগীরথ বহু-দক্ষিণক অনেক যজ্ঞ করেন। হে কৌরব্য! ঐ পূর্ব্ব দিক্-স্থিত পাঞ্চাল রাজ্যে উৎপলাবন আছে, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন; ঐ উৎপলাবনে পুত্রের সহিত কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে ভগবান্ জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম পশ্চাৎকৃত বিশ্বামিত্রের অতিমানুষী বিভূতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আনুপূর্ব্বীক্রমে বংশ-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র কাম্যকুব্জে বাসবের সহিত সোম পান করেন, তৎপরে তিনি ক্ষত্রিয়জাতি হইতে অপক্রান্ত হন এবং "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কীর্ত্তন করেন। হে বীর! ঐ পূর্ব্ব দিকেই ঋষিগণ-সেবিত পবিত্রকর পুণ্যজনক লোকবিখ্যাত পরম পাবন গঙ্গা যমুনা সঙ্গম আছে, যে স্থানে পূর্ব্বকালে ভূতাত্মা ব্রহ্মা যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান প্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে ভরতসত্তম! ঐ প্রদেশেই অগস্ত্য ঋষির উৎকৃষ্ট আশ্রম, তাপসগণে পরিশোভিত প্রসিদ্ধ তাপসারণ্য এবং কালঞ্জর গিরিতে হিরণ্যবিন্দু নামে কথিত তীর্থ আছে। হে কুরুরাজ! ঐ পূর্ব্ব দিকেই মহাত্মা ভার্গবের মহেন্দ্র নামে কল্যাণপ্রদ পুণ্যজনক অপর এক পর্ব্বতপ্রধান রহিয়াছে, তথায় ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! ঐ দিকেই পুণ্যজনিকা ভাগীরথী, মণিকর্ণিকাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং নিষ্পাপী পুরুষমণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত পুণ্যপ্রদ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মশালা আছে, তদ্দর্শনে পুণ্য উপার্জ্জন হয়; এবং মহাত্মা মতঙ্গের লোকবিখ্যাত, পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক কেদার আছে, তাহা মহান্ ও উৎকৃষ্ট আশ্রম। আর, বহু মূল-ফল-জল-সম্পন্ন ও মনোরম্য কুণ্ডোদ নামে এক পর্ব্বত রহিয়াছে, যেখানে নিষধাপতি নল তৃষিত হইয়া জল প্রাপ্ত হন এবং স্বাস্থ্য লাভ করেন। হে ভারত! তাপসগণে উপ-শোভিত রমণীয় দেবারণ্য, পর্ব্বতোপরি বাহুদা ও নন্দা নদী আছে। হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বদিক্স্থিত তীর্থ, সরিৎ, শৈল ও পুণ্যাশ্রম সকল আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য তিন দিকে যে সমস্ত সরিৎ, পর্ব্বত ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৌম্য কহিলেন, হে ভারত! দক্ষিণ দিকে যে সকল তীর্থ আছে, তাহা আমি যথাবুদ্ধি বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দক্ষিণ দিকে বহু-সলিল-সম্পন্না পুণ্য ও মঙ্গলদায়িনী গোদাবরী নদী আছে, ঐ নদীর সমীপে বহুল উপবন শোভা পাইতেছে এবং তাপসগণ তাহা সেবন করিয়া থাকেন। অপর, মৃগ-পক্ষি-সমাকীর্ণা পাপনাশিনী বেণ্বা ও ভীমরথী, এই দুইটি তরঙ্গিণী প্রবহমানা রহিয়াছে; সেই উভয় নদীই তাপসগণের আলয়সমূহে বিভূষিত। হে ভরতর্ষভ! ঐ দিকেই নৃগ-রাজর্ষির দ্বিজগণ-পরিষেবিত, বহু-বারি-সম্পন্ন, রম্য তীর্থ পয়োষ্ণী নামে একটি নদী আছে, সেই স্থলে মহাযশস্বী মহাযোগী মার্কণ্ডেয়, নৃগ-ভূপতির বংশানুকীর্ত্তনী গাথা গান করিয়াছিলেন। আমরা যাজ্ঞিক নৃগ ভূপালের এই প্রত্যক্ষ বিষয় শ্রবণ করিয়াছি যে, সেই পয়োষ্ণীসমীপস্থ উৎকৃষ্ট বারাহ তীর্থে তিনি যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সোম পান করিয়া এবং ব্রাহ্মণেরা প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। পয়োষ্ণী নদীর জল উদ্ধৃত বা ভূত-লগ্ন কিংবা বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া যদি শরীরে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলেও আমরণান্তিক পাপ নষ্ট হয়। সেই স্থলে স্বর্গ হইতেও উচ্চ ও নির্ম্মল, মহাদেবের স্বয়ং কৃত ও অর্পিত যে একটি বস্তু আছে, মনুষ্য তাঁহা দর্শন করিলে শিবপুরীতে গমন করিতে পারে। সলিলসম্পন্না গঙ্গাদি যাবতীয় নদী এবং এক পয়োষ্ণী নদী তুলনা করিলে পয়োষ্ণীকে সমস্ত নদী হইতে অধিকতর পুণ্যজনিকা বলিয়া আমার বোধ হয়। হে ভারত-শ্রেষ্ঠ! বরুণস্রোতসগিরিতে মাঠরের বহু-মূল-ফলান্বিত, সুখ-সেব্য ও পুণ্যজনক অরণ্য ও একটি যূপ আছে এবং প্রবেণীর উত্তর পথে কণ্ব মুনির আশ্রমে ঋষিগণ কর্ত্তৃক যথাশ্রুতি কথিত তাপসারণ্য সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। হে তাত! সূর্পারক তীর্থে মহাত্মা জমদগ্নির রমণীয় পাষাণতীর্থা ও পুনশ্চন্দ্রা, এই দুই বেদী আছে এবং সেই স্থানেই বহুল আশ্রমে সমাকীর্ণ অশোক তীর্থ আছে। হে যুধিষ্ঠির! দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত পাণ্ড্য প্রদেশে অগস্ত্য তীর্থ ও বারুণ তীর্থ আছে এবং ঐ পাণ্ড্য দেশেই বিখ্যাত পবিত্র কুমারী তীর্থ রহিয়াছে। হে কৌন্তেয়! অতঃপর, তাম্রপর্ণীর বিবরণ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন, তত্রত্য আশ্রমে দেবতারা মোক্ষ-কামনায়, তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই স্থলে গোকর্ণ নামে ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ হ্রদ আছে, তাহা পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর এবং তাহার জল সুশীতল ও প্রচুর। ঐ হ্রদ অকৃতাত্মা মনুষ্যদিগের অতি দুষ্প্রাপ্য। সেই স্থলেই পবিত্র দেবসভ-গিরিতে অগস্ত্য-শিষ্যের তৃণসোমাঙ্কিত, ফল-মূলান্বিত, সম্পত্তিশালী আশ্রম রহিয়াছে এবং যে বৈদূর্য্য পর্ব্বত আছে, তাহা মণিময় সুদৃশ্য সুখকর ও বহু-ফল-মূল-জল-শালী; সেই পর্ব্বত অগস্ত্য মুনির আশ্রম।

হে নরাধিপ! এক্ষণে সুরাষ্ট্র দেশীয় পুণ্য আয়তন, আশ্রম, সরিৎ ও সরোবরের বিবরণ বলি, শ্রবণ করুন; হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরা কহেন যে, এই সুরাষ্ট্রে সাগর-সমীপে চমসোদ্ভেদ ও দেবগণ-সেবিত প্রভাস-তীর্থ আছে; এবং ঐ স্থলে তাপস-দিগের ব্যবহৃত শিবপ্রদ পিণ্ডারক-তীর্থও আছে। হে যুধি-ষ্ঠির! ঐ অঞ্চলে উজ্জয়ন্তনামক এক মহাশিখরী আছে, তাহাতে মনুষ্য শীঘ্র সিদ্ধ হয়। ধীসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ তদ্বি-ষয়ে যে শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের শ্রুত হই-য়াছে, সেই পুরাতন শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ করুন; মনুষ্য সুরাষ্ট্র দেশে মৃগ-পক্ষিনিষেবিত পুণ্য উজ্জয়ন্ত গিরিতে তপস্যা করিলে স্বর্গ লোকে পূজিত হয়; এবং সেই প্রদেশে পুণ্যজনক দ্বারবতী তীর্থ আছে, যাহাতে সাক্ষাৎ পুরাতন দেব মধুসূদন বিরাজ করেন; তিনিই সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ও অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিরা সেই মহাত্মা কৃষ্ণকে সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া থাকেন; যত পবিত্র বস্তু আছে, তাহার মধ্যে সেই গোবিন্দ, পরম পবিত্র; যত পুণ্য আছে, তাহার মধ্যে তিনি পরম পুণ্য; এবং যত প্রকার মঙ্গল আছে, তন্মধ্যে

তিনিই পরম মঙ্গল-স্বরূপ; ত্রৈলোক্যমধ্যে এই পুণ্ডরীকাক্ষই দেবগণের দেবতা ও সনাতন পুরুষ; এবং তিনিই জীবাত্মা ও পরমাত্মা; সুতরাং তাঁহাকে ব্যয়াত্মা এবং অব্যয়াত্মা বলা যায়; এতাদৃশ অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি সেই দ্বারবতীতে অধিষ্ঠিত আছেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

হে ভরত-নন্দন! পশ্চিম দিকৃস্থ অবন্তি রাজ্যে যে সকল পুণ্য-জনক পবিত্র আয়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। হে ভারত! পশ্চিম দিকে প্রিয়ঙ্গু ও আম্র বনে উপশোভিত এবং বেত্র বনমালায় বিভূষিত পশ্চিমবাহিনী পুণ্যা নর্ম্মদা নদী আছে। হে কুরুবর! ত্রৈলোক্য মধ্যে যে সকল পুণ্য তীর্থ, আয়তন, সরিৎ, শৈল ও বন আছে, তাহারা এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ ও পুণ্যশীল সিদ্ধ, ঋষি ও চারণগণ ঐ নর্ম্মদা জলে স্নান করিতে নিয়ত আসিয়া থাকেন; এবং বিশ্বশ্রবা ঋষির পুণ্য নিকেতন আছে, যে স্থানে নরবাহন ধনপতি কুবের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দিকে কল্যাণ ও পুণ্যদায়ক, বৈদূর্য্য-শিখর নামে এক প্রধান পর্ব্বত আছে, সে স্থানে হরিৎ-বর্ণ-পত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষসকল রহিয়াছে, তাহাতে সকল সময়েই পুষ্প ও ফল হইয়া থাকে। হে অবনীপাল! সেই শৈল শিখরে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত যে এক পুণ্য সরোবর আছে, তাহাতে পদ্ম-পুষ্প সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। মহারাজ! সেই পর্ব্বতে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। হে পরপুরঞ্জয়! দেবর্ষিগণ-সেবিত স্বর্গ-সদৃশ সেই পুণ্য স্থানে পবিত্র সোপান-বিশিষ্ট পুণ্যজনিকা বিশ্বামিত্র নদী প্রবহমাণা আছে, যাহার তীরে প্রসিদ্ধ রাজা নহুষাত্মজ যযাতি সাধুগণমধ্যে পতিত হন ও পুনরায় সনাতন ধর্ম্ম-লোক লাভ করেন। এবং লোক-বিখ্যাত পুণ্য হ্রদ, মৈনাক পর্ব্বত, বহুমূলফলযুক্ত অসিত নামে গিরি, কক্ষসেনের পুণ্যাশ্রম ও চ্যবন ঋষির সর্ব্বত্র বিখ্যাত আশ্রম আছে; হে প্রভো! সেই আশ্রমে মনুষ্য অল্প তপস্যা করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। হে শমপরায়ণাগ্রগণ্য নরনাথ! বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের আশ্রমস্থল, মৃগ-পক্ষি-নিষেবিত জম্বুমার্গ আছে। তাহার পরে, নিরন্তর তাপসগণে অধিষ্ঠিতা পুণ্যতমা কেতুমালা, গঙ্গাদ্বার, দ্বিজ-নিষেবিত বিখ্যাত পুণ্যজনক সৈন্ধবারণ্য ও পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ পিতামহ সরোবর আছে। ঐ পুষ্কর তীর্থে বানপ্রস্থ, সিদ্ধ ও ঋষিগণের প্রিয় আশ্রম রহিয়াছে, সেই পুষ্করকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় এই গাথা গান করিয়াছিলেন, মনস্বী পুরুষ যদি এই পুষ্কর তীর্থ মনে মনেও কামনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিষ্পাপী হইয়া সুরলোকে পূজিত হয়।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

হে রাজশার্দ্দূল! উত্তর দিকে যে সকল পুণ্য তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে শুভকরী শ্রদ্ধা জন্মে। হে পাণ্ডব! উত্তর দিকে সমুদ্রগামিনী মহাবেগবতী সোপান-শোভিতা মহাপুণ্যা সরস্বতী ও যমুনা তটিনী আছে, যে স্থানে ল্যাণদায়ক পুণ্যতম প্লক্ষাবতরণ তীর্থ রহিয়াছে, তথায় দ্বিজাতিগণ সারস্বত যাগ করিয়া, অবভৃথ স্নান করেন। হে বিশুদ্ধ-শীল ভারত! অগ্নিশির নামে বিখ্যাত, শিবদায়ক ও পুণ্যজনক দিব্য তীর্থ আছে, সেই তীর্থে রাজা সহদেব এক শম্যাক্ষেপাত পরিমিত স্থানে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ ইন্দ্র সহদেবের প্রশংসিত উক্ত যজ্ঞ বিষয়ের গাথা গান করিয়াছিলেন। ঐ গাথা দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক গীত হওয়াতে লোকমধ্যে প্রচলিত আছে। হে কুরুশার্দ্দূল! তথায় যমুনাতে রাজা সহদেব যে সকল যজ্ঞীয় অগ্নি সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে শত সহস্র দক্ষিণা প্রদান করা হইয়াছিল; এবং ঐ স্থানে মহাযশা চক্রবর্ত্তী রাজা ভরত পঞ্চ-ত্রিংশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে তাত! শ্রুত আছে যে, পূর্ব্বকালে শরভঙ্গ মুনি দ্বিজাতিদিগের কামনা সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করিতেন, সেই মহাত্মা শরভঙ্গের বিখ্যাত পুণ্যাশ্রম এই উত্তর দিকেই রহিয়াছে। মহারাজ! তথায় সাধুগণ-কর্ত্তৃক নিরন্তর পূজিতা সরস্বতী নদী আছে, যেখানে পূর্ব্বকালে বালিখিল্য ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; এবং মহাপুণ্যজনিকা বিখ্যাত নদী দৃষদ্বতী আছে। ধরণীমধ্যে ন্যগ্রোধাখ্য পুণ্যাখ্য পাঞ্চাল্য, দাল্‌ভ্যঘোষ ও দাল্‌ভ্য এই কয়েকটি স্থান অমিত-তেজস্বী মহাত্মা সুব্রত আনন্দযশার পুণ্যা-শ্রম বলিয়া ত্রিলোক বিশ্রুত হইয়াছে; এবং সেই প্রদেশে বেদার্থজ্ঞানী বেদাধ্যয়ন-নিপুণ ও বেদবিহিত কার্য্যাচারী বিখ্যাত এতাবর্ণ ও অববর্ণ উভয়ে পুণ্য-জনক প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুরা-কালে বরুণ বাসব প্রভৃতি বহুল দেবতা বিশাখযূপে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, একারণ ঐ বিশাখযূপ পুণ্যতম হইয়াছে। মহাযশা মহাভাগ মহর্ষি প্রভু জমদগ্নি পুণ্য-জনক সুরম্য পলাশকে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ পলাশকে প্রধান প্রধান সমস্ত সরিৎ নিজ নিজ উদক গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঋষিসত্তমের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করত উপাসনা করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! ঐ স্থলে স্বয়ং বিশ্বাবসু তৎকালে মহাত্মা জমদগ্নির দীক্ষা দেখিয়া এইরূপ শ্লোক গান করিয়াছিলেন যে, সরিৎগণ যাজ্ঞিকবর মহাত্মা জমদগ্নির সকাশে আগমনপূর্ব্বক বিপ্রগণকে মধু দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছেন। হে যুধিষ্ঠির! যে স্থানে গঙ্গা দেবী গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরোগণের পরিষেবিত কিরাত ও কিন্নরদিগের আবাসস্থল, শিখরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় বিদারণ করিয়া বেগে নির্গতা হইয়াছেন, সে স্থানের নাম গঙ্গাদ্বার। হে কুরুনন্দন! সনৎকুমার, ব্রহ্মর্ষিগণের সেবিত ঐ স্থানকে ও কনখল তীর্থকে পুণ্য স্থান বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন। অপর, পুরুনামক পর্ব্বত আছে, যেখানে পুরূরবা জন্ম গ্রহণ করেন এবং মহর্ষিগণ-সেবিত ঐ পর্ব্বতে ভৃগু তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তত্রস্থিত আশ্রম মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ! যিনি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কালত্রয়-স্বরূপ এবং যিনি বিশ্বব্যাপক, সামর্থবান, শাশ্বত ও পুরুষোত্তম; সেই অতিমাত্র যশস্বী নারায়ণের ত্রিলোকবিশ্রুত আশ্রম, ঐ পর্ব্বতস্থ বিশালা বদরীতে বিখ্যাতরূপে বিদমান আছে। ঐ বিশাল বদরিকাশ্রমের গঙ্গা পূর্ব্বকালে শীতল ও উষ্ণ-তোয়-প্রবাহিনী ছিলেন এবং তথাকার বালুকাসকল সুবর্ণময় ছিল। ঐ স্থলে মহাতেজস্বী মহাভাগ ঋষি ও দেবগণ প্রভু নারায়ণ দেবকে প্রাপ্ত হইয়া

নিয়ত নমস্কার করেন। যেখানে সনাতন দেব পরমাত্মা নারায়ণ বিরাজমান, সেখানে সকল তীর্থায়তন ও সমস্ত জগৎই আবির্ভূত রহিয়াছে, যেহেতু সেই নারায়ণই পুণ্য-স্বরূপ, পরম ব্রহ্ম, যাবতীয় তীর্থ ও তপোবন; এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ও পরম দেবতা; তাঁহার উৎকৃষ্ট শাসনেই ভূতগণ স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; তিনি পরম ও শাশ্বতরূপ; তিনি ধাতা এবং তিনিই পরম পদ; জ্ঞানিগণ তাঁহাকে শাস্ত্র-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। মহারাজ! এবম্ভূত আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন যেখানে আবির্ভূত রহিয়াছেন, সুতরাং তথায় দেবর্ষি, সিদ্ধ ও তপোধন সকলেই যে থাকিবেন, ইহাতে আর সংশয় কি? অতএব সেই আশ্রমটি যে পুণ্য হইতেও পুণ্যতর, তাহাতে যেন আপনার সংশয় না হয়। হে ধরণীনাথ! ধরণীশ্ব এই সমস্ত পুণ্য তীর্থায়তন কীর্ত্তন করিলাম; বসুগণ সাধ্যগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং দেবকল্প মহাত্মা ঋষিগণ এই সকল স্থান সেবা করিয়াছেন। আপনি মহাভাগ ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া এই সকল তীর্থে বিচরণ করিলে আপনার উৎকণ্ঠা দূর হইবে

ধৌম্য-যুধিষ্ঠির-সংবাদ ও নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

লোমশ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরবনন্দন জনমেজয়! মহর্ষি ধৌম্য এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সুমহাতেজা লোমশ ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন। যে প্রকার সুরপুরীতে অমরগণ দেবরাজের সমীপস্থ হন, তদ্রূপ পারিষদদিগের সহিত পাণ্ডবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির ও তত্রস্থ ব্রাহ্মণবর্গ মহাভাগ ঋষিবরের সমীপস্থ হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিয়া তাঁহার আগমনের হেতু ও পর্য্যটনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামনা মুনিবর পাণ্ডুপুত্র-কর্তৃকজিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতচিত্তে মধুর বচনে পাণ্ডবগণের হর্ষোৎপাদন করত কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বলোকে সঞ্চরণ করিতে করিতে ইন্দ্রভবনে উপনীত হইয়া দেখিলাম, দেবরাজ স্বকীয় সিংহাসনে অধ্যাসীন আছেন এবং ত্বদীয় ভ্রাতা বীর সব্যসাচী তাঁহার অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। হে পুরুষেন্দ্র! পার্থকে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার মহাবিস্ময় জন্মিয়াছিল। পরে, অমর-নিয়ন্তা আমাকে কহিলেন যে, তুমি পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন কর। পরে, আমিও আপনার ও আপনার ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সত্বর হইয়া আগমন করিলাম। হে বৎস পাণ্ডুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাত্মা পার্থের কথাক্রমে আপনার অতিমাত্র প্রীতিজনক শুভ সংবাদ বলিতেছি, অনুজবর্গ ও দ্রুপদাত্মজার সহিত আপনি শ্রবণ করুন। মহারাজ! আপনার যে অস্ত্র নিমিত্ত মহাবাহু অর্জ্জুনকে পাঠান হইয়াছিল, তাহা সফল হইয়াছে। ধনঞ্জয় ব্রহ্মশির নামে অনুপম রৌদ্রাস্ত্র রুদ্রের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাগর মন্থনকালে অমৃত উত্থিত হইলে পর সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র সমুত্থিত হয়; রুদ্র দেব তপস্যা করিয়া সেই অস্ত্র পাইয়াছিলেন। সব্যসাচী সেই রৌদ্র অস্ত্র মন্ত্র, উপসংহার ও মঙ্গলকর প্রায়শ্চিত্তের সহিত শিক্ষা করিয়াছেন। হে কুরুনন্দন! অমিত-বিক্রম পার্থ ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ দেবের নিকট হইতেও বজ্র ও দণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছেন এবং বিশ্বাবসু-তনয়ের নিকট নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সামগান যথাবিধি রীতিমত শিক্ষা করিয়াছেন। আপনার অনুজানুজ সেই বীভৎসু এইরূপে কৃতাস্ত্র হইয়া গান্ধর্ব্ববেদ লাভ করত অমরাবতীতে সুখে বাস করিতেছেন।

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ আমাকে যেরূপ কথা কহিয়াছেন, সম্প্রতি তাহা আপনাকে বলি, আপনি আমার নিকট শ্রবণ করুন, "হে দ্বিজোত্তম! তুমি মনুষ্যলোকে গমন করিবে, তাহাতে সংশয় নাই, অতএব আমার কথাক্রমে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিবে যে, তোমার ভ্রাতা অর্জ্জুন কৃতাস্ত্র হইয়াছেন, তিনি দেবতাদিগের দুঃসাধ্য মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া অচিরেই আসিবেন, ইত্যবসরে তুমি অনুজবর্গের সহিত তপস্যাতে আত্মাকে নিয়োজিত কর; যেহেতু তপস্যার পর আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, তপস্যা দ্বারাই মহৎ ফল লাভ হয়। হে ভরতর্ষভ! আদিত্য-পুত্র কর্ণ যে, সত্যসন্ধ, মহোৎসাহী, শ্রেষ্ঠ-বর্ম্মী, বীর, সমর্থ, মহাধনুর্দ্ধর, মহাস্ত্রবিৎ, মহাবলবীর্য্যশালী এবং মহাযুদ্ধস্থলে অপ্রতিম যোদ্ধা, এমন কি, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়-সদৃশ মহাযুদ্ধ বিশারদ, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে জানি এবং বিশালস্কন্ধ অর্জ্জুনের যেরূপ সহজ সমীচীন পৌরুষ, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি, পরন্তু সংগ্রামস্থলে কর্ণ অর্জ্জুনের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারে না; তবে কর্ণ হইতে যে এক আশঙ্কা তোমার অন্তঃকরণ মধ্যে রহিয়াছে, তাহা সব্যসাচী এখান হইতে গমন করিলে পর আমি অপহরণ করিব। আর তোমার তীর্থ-যাত্রার প্রতি যে মানস হইয়াছে, তদ্বিষয় লোমশ ঋষি তোমাকে বলিবেন, সংশয় নাই। এই ব্রহ্মর্ষি লোমশ তীর্থ ও তপস্যা বিষয়ে কিছু ফল কহিবেন, তাহাতে তুমি অশ্রদ্ধা করিবে না।"

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধনঞ্জয় আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করুন, "হে তপোধন! আপনি পরম ধর্ম্ম ও সমস্ত তপস্যাই জ্ঞাত আছেন, শ্রীমন্ত রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্মও জানেন এবং মনুষ্যদিগের পরম পাবন তীর্থ-পুণ্যও অবগত আছেন, অতএব আপনি পাণ্ডবদিগকে তীর্থ পুণ্যে সংযোজিত করিবেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যাহাতে তীর্থ পর্য্যটন ও গো দান করেন, তাহা আপনি সর্ব্বতোভাবে করিবেন এবং আপনি মহারাজকে রক্ষা করিলে তিনি বিষম দুর্গম ও রাক্ষসগণ হইতে সুরক্ষিত হইয়া সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। হে দ্বিজোত্তম! যেরূপ দধীচি মুনি দেবেন্দ্রকে ও অঙ্গিরা মুনি রবিকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আপনি পাণ্ডবদিগকে রাক্ষস হইতে রক্ষা করিবেন, যেহেতু পথিমধ্যে পর্ব্বতাকার বহুল রাক্ষস আছে, আপনি পাণ্ডবদিগকে অভিরক্ষিত করিলে, তাহারা নিকটেও আসিতে পারিবে না।" মহারাজ! দেবরাজের নিদেশক্রমে ও অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে আমি আপনাকে ভয় হইতে রক্ষা করত আপনার সমভিব্যাহারে তীর্থ-বিচরণ করিব। হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বে আমার দুইবার তীর্থ-দর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে আপনার সহিত আমার সেই

সমস্ত তীর্থ তৃতীয়বার দর্শন হইবে। হে যুধিষ্ঠির! পুণ্যানুষ্ঠায়ী মনু প্রভৃতি রাজর্ষিসকল এই তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। তীর্থদর্শন করিলে জীবের কোন ভয় থাকে না। হে কৌরব্য! সারল্যশূন্য, কুটিলমতি, জ্ঞান-বিহীন, অকৃতাত্মা ও পাপাচারী মানবেরা তীর্থস্নান করে না; পরন্তু আপনি নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্য-প্রতিজ্ঞ; অতএব আপনি অবশ্যই সর্ব্বসঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন। হে যুধিষ্ঠির! যযাতি, ভগীরথ ও গয় প্রভৃতি ভূপালের ন্যায় আপনিও তীর্থসেবী হইবেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার কথা শ্রবণ করিয়া আমি আহ্লাদে এমন অভিভূত হইলাম যে, আপনার কথার কি উত্তর দিব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যেহেতু যাহাকে দেবরাজ স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর অধিক ভাগ্যবান্ কে আছে? যাহার আপনার সহিত সঙ্গ লাভ হইল ও যাহার ভ্রাতা ধনঞ্জয় এবং যাহাকে দেবনাথ ইন্দ্র স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর সমধিক ভাগ্যবান্ কে হইতে পারে? হে ভগবন্! আপনি তীর্থ দর্শনের বিষয় যাহা আমাকে আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমি ধৌম্য ঋষির বচনানুসারে পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছি; অতএব আপনি তীর্থদর্শনে গমন নিমিত্ত যে সময় বিবেচনা করেন, সেই সময়েই আমি গমন করিব, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন লোমশ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে তীর্থ গমনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! সম্প্রতি আপনার স্বল্প পরিবারে পরিবৃত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, যে সকল ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ ও যতিগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম, আয়াস ও শীতাদি জন্য ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ, তাঁহারা নিবৃত্ত হউন; যে সকল দ্বিজ মিষ্টান্নভোজী এবং পক্কান্ন, লেহ্য, পেয় ও মাংসভোজনে আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা নিবৃত্ত হউন; এবং যাহারা সূপকারের অধীন, তাঁহারাও নিবৃত্ত হউন; আর যে সকল পুরবাসী ব্যক্তিরা রাজ-ভক্তি-ক্রমে আমার অনুগামী হইয়াছিল, যাহাদিগকে আমি যথোচিত বেতন ও বৃত্তি দ্বারা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করুক; তাহাদিগের মধ্যে যাহার যে ভৃতি, তাহা উচিত মত তিনি যথাকালে প্রদান করিবেন। হে পুরবাসিগণ! যদি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাদিগকে যথোচিত বৃত্তিদানে পরাঙ্মুখ হন, তবে পাঞ্চাল রাজ আমার প্রীতি ও হিতের নিমিত্ত তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নগরীয় জনগণ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও যতিগণ, গুরুভারে কাতর হইয়া হস্তিনা নগরে গমন করিল। অম্বিকা-তনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজের প্রতি স্নেহবশত তাঁহাদিগের সকলকেই যথাবিধি গ্রহণ করিলেন এবং ধন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া রাখিলেন। এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি লোমশকর্ত্তৃক সুপ্রীত হইয়া স্বল্পসংখ্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত কাম্যকারণ্যে ত্রিরাত্র বাস করিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বনবাসী ব্রাহ্মণেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা লোমশ ঋষি ও অনুজবর্গের সহিত আপনি পবিত্র তীর্থ সমুদায়ে যাত্রা করিবেন; হে মহারাজ পাণ্ডুনন্দন! আপনি আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন; যেহেতু সেই সকল তীর্থ শ্বাপদগণে সমাকীর্ণ, বিষম ও দুর্গম; বহু মনুষ্য একত্রিত না হইলে তথায় গমন করা অসাধ্য; সুতরাং আমরা আপনার সঙ্গ ব্যতীত ঐ সকল তীর্থে গমন করিতে সক্ষম হইব না। হে মহীপাল! আপনার ভ্রাতারা শূর ও ধনুর্দ্ধারি-প্রধান; অতএব শৌর্য্যসম্পন্ন আপনাদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরাও গমন করিতে পারিব। হে বিশাম্পতে! আপনাদিগের প্রসাদে আমরাও তীর্থ ও তাপসারণ্যসমূহের সুখময় ফল প্রাপ্ত হইতে পারিব। হে নৃপ! যদি আপনি আমাদিগকে বাহুবীর্য্য দ্বারা রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা তীর্থ সন্দর্শন ও তাহাতে অবগাহন করত বিধূত-পাপ হইয়া বিশুদ্ধ হইব। হে ভারত! আপনিও তীর্থ পরিপ্লুত হইলে কার্ত্তবীর্য্য নৃপতি, রাজর্ষি অষ্টক ও লোমপাদ এবং সার্ব্বভৌম বীর ভারতের লোকদুর্ল্লভ গতি অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। হে মহীপাল! আপনার সহিত আমরা প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত, গঙ্গাদি নদী ও প্লক্ষাদি বনস্পতি দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। হে নরনাথ! যদি আপনার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি প্রীতি থাকে, তবে আমাদিগের কথা অবিলম্বে রক্ষা করুন; ইহাতে অবশ্যই আপনার মঙ্গল লাভ হইবে। হে মহাবাহো! তীর্থেতে যে তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা আছে, আপনি তাহাদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, হে নরাধিপ! ধীমান্ নারদ, ধৌম্য ও সুমহাতপা দেবর্ষি লোমশ যে সমস্ত তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে আপনি আমাদিগের সহিত দেবর্ষি লোমশ-কর্ত্তৃক রক্ষিত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া যথাবিধি পর্য্যটন করুন।

ভীমসেনাদি অনুজবর্গে পরিবারিত পাণ্ডবপ্রবর রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক এইরূপে সমাদৃত হইয়া আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইলেন এবং মহর্ষি লোমশ ও পুরোহিত ধৌম্যের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল তপস্বী বিপ্রদিগকে কহিলেন, 'ভাল, তাহাই হইবে।' তদনন্তর জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডবপ্রবর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও অনবদ্যরূপিণী দ্রুপদনন্দিনী সমভিব্যাহারে তীর্থ গমনার্থ মনোনিধান করিলেন। পরে মহাভাগ ব্যাস, নারদ ও পর্ব্বত, এই তিন জন মনীষী ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে কাম্যক কাননে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। অনন্তর সেই মহাভাগ ঋষিরা যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাকে ও অপর পাণ্ডবদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা মনের সারল্য কর, মন দ্বারা কৃতশৌচ ও শুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে তীর্থ যাত্রা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা, শারীরিক নিয়মকে মানুষ-ব্রত এবং মনোবিশুদ্ধা বুদ্ধিকে দৈব-ব্রত বলিয়াছেন। হে নরাধিপ! অন্তঃকরণ দোষ-কলুষিত না হইলেই পবিত্রতার নিমিত্ত যথেষ্ট হয়; অতএব তোমরা দ্বেষ-শূন্য বুদ্ধি

অবলম্বন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া তীর্থ দর্শন করিবে। শরীর সংযম-রূপ মানুষ-ব্রত ও চিত্তশুদ্ধি রূপ দৈব ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইলেই তোমরা তীর্থ সেবনের যথোক্ত সেবনের যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবেরা 'তথা' বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন এবং দেবলোক ও নরলোক-বাসী মুনিগণ দ্বারা কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ব্যাস, লোমশ, নারদ ও পর্ব্বত ঋষির পাদ বন্দনাপূর্ব্বক অগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীর পর পুষ্যা নক্ষত্রে ধৌম্য পুরোহিত ও পূর্ব্বোক্ত বনবাসী ব্রাহ্মণদিগের সহিত যাত্রা করিলেন।* তাঁহারা চীর, অজিন ও জটাধারী হইয়া অভেদ্য কবচ পরিধান ও করণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। হে মহা-রাজ জনমেজয়! সেই বীরগণ বদ্ধনিস্ত্রিংশ হইয়া শর, শরাসন ও তূণ গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্য, পঞ্চদশ রথ, মহা-নসীয় কর্ম্মচারী ও অন্যান্য পরিচারক সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবর্ষিসত্তম! আমার আপনাকে নিগুর্ণ বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি আমাকে অন্যান্য রাজন্য-গণের অননুভূত এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হই-তেছে; এবং বিপক্ষদিগকে নিগুর্ণ ও অধর্ম্ম রত দেখা যাই-তেছে, তথাপি তাহারা ইহলোকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে, ইহার কারণ কি? লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অধার্ম্মিক জনেরা অধর্ম্ম দ্বারা যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে আপনি কোন প্রকারে দুঃখ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্ম দ্বারা উন্নত হয়, অভ্যুদয় লাভ করে এবং শত্রুদিগকেও বশীভূত করে বটে, কিন্তু পরিশেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। হে মহীপতে! আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, দৈত্য ও দানবেরা অধর্ম্ম দ্বারা প্রথমত বর্দ্ধমান হইয়াছে, পরন্ত পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। হে বিভো! পূর্ব্বে সত্যযুগে এসমস্ত আমার দৃষ্ট হইয়াছে; তৎকালে দেবতারা ধর্ম্মে রত থাকিতেন এবং অসুরেরা ধর্ম্মাচরণ করিত না; দেবতারা তীর্থ-স্নানাদি করিতেন, অসুরেরা তাহা করিত না; সেই অধার্ম্মিক দৈত্যদিগকে প্রথমতই দর্প আশ্রয় করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহা-দিগের অভিমান জন্মিল; অভিমানপ্রযুক্ত তাহাদিগের ক্রোধের আবির্ভাব হইল; তাহারা ক্রোধের অধীন হইয়া কিছুতেই সংকোচিত হইল না; সেই অসংকোচ হেতু তাহাদিগের অন্তঃ-করণ হইতে লজ্জা বৃত্তি দূরীভূত হইল; সুতরাং তাহাদিগের সচ্চরিত্রও একবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। মহারাজ! এরূপে তাহারা অসংকুচিতচিত্ত, নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র ও বৃথাব্রত হইলে ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। হে নৃপ! লক্ষ্মী দেবগণকে আশ্রয় করিলেন এবং অলক্ষ্মী আসিয়া অসুর-দিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। হে কৌন্তেয়! দর্পবিমোহিতচিত্ত দৈত্য ও দানবেরা অলক্ষ্মীযুক্ত হইলে পর কলিও তাহাদিগের শরীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহারা দর্প ও অভিমানে অভি-ভূত, অলক্ষ্মী ও কলিকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, ক্রিয়াহীন ও বিপরীত-বুদ্ধি হওয়াতেই অচিরকালমধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, এমন কি, একবারে যশোহীন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া গেল; পরন্ত ধর্ম্মশীল দেবতারা সাগর, সরিৎ, সরোবর ও পুণ্য আয়তন সমুদায়ে বিচরণ, তপোনুষ্ঠান, যজ্ঞ, দান ও আশীর্ব্বচন দ্বারা নিষ্পাপী হইয়া শ্রেয়োলাভ করিলেন। দেবগণ এইরূপে নিন্দিত কার্য্যের পরিত্যাগ ও বিহিত নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! অনুজগণের সহিত আপনিও তীর্থস্নান করিলে সেই রাজলক্ষ্মী পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন; ইহাই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সনাতন পথ। হে বিশাম্পতে! যে প্রকার রাজা নৃগ, ঔশীনর শিবি, ভগীরথ, বসুমনা, গয়, পুরু ও পুরূ-রবাঃ, ইহাঁরা তীর্থ গমন, তীর্থোদক স্পর্শন, মহাত্মগণের দর্শন ও নিত্য তপস্যাচরণ করত পুত হইয়া পুণ্য, যশ ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যেপ্রকার সপুত্রজনবান্ধব ইক্ষাকু, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা ও মরুত্ত নৃপতি পুণ্যকীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও সুবিপুলসম্পত্তি লাভ করিয়া যশস্বী ও পুণ্য-ভাগী হইবেন; এবং যদ্রূপ অমরগণ ও দেবর্ষিগণ তপোবলে সর্ব্বতোভাবে পুণ্যকীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্ম ও মোহের বশীভূত হও-য়ায় অচিরেই অসুরদিগের ন্যায় বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সকল বীর পাণ্ড-বেরা অনুগামি-জনগণে সমবেত হইয়া স্থানে স্থানে বাস করত ক্রমে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! তদনন্তর তাঁহারা গোমতী নদীর পুণ্য তীর্থসকলে অবগাহন করিয়া গো হিরণ্যাদি দান করিলেন। হে ভারত! সেই সকল কৌরবেরা ঐ সকল পুণ্য তীর্থে, কন্যা তীর্থে, অশ্বতীর্থে ও গো তীর্থে দেব, পিতৃ ও বিপ্রগণকে তৃপ্ত করিয়া কালকোটিতে বিষপ্রস্থ পর্ব্বতে বাস করত বহুদা নদীতে স্নান করিলেন। হে পৃথিবী-পতে! অনন্তর তাঁহারা দেবতাদিগের দেবযজন স্থান প্রয়াগ তীর্থে বাস করিলেন এবং তথায় অবগাহনপূর্ব্বক উৎকৃষ্টরূপে তপোনুষ্ঠান করিলেন। সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা পাণ্ডবেরা তথায় গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে অভিষিক্ত হইয়া পাপ প্রক্ষালন করত বিপ্রদিগকে বিত্ত প্রদান করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত তপস্বিজন-সেবিত প্রজাপতিবেদীতে গমন করি-লেন। সেই বীরগণ তথায় বাস করত নিরন্তর বন্য ফল, মূল ও হবি দ্বারা দ্বিজাদিগকে পরিতৃপ্ত করত উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। হে অনুপম দ্যুতিমন্! তদনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যশীল গয় রাজর্ষির সংস্কৃত মহীধরে গমন করিলেন; ঐ স্থানে গয়শিরোনামক পর্ব্বত ও বেতসবনমালিনী, পুলিন-শোভিতা, মহানদী নামে বিখ্যাতা একটি রমণীয়া নদী আছে; এবং ঋষিগণসেবিত, পবিত্র শৃঙ্গযুক্ত, ধরণীধর বলিয়া খ্যাত সুপুণ্য পবিত্র দিব্য উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম সরোবর তীর্থ রহিয়াছে; যে স্থানে সনাতন ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার সমীপে ঐ স্থানে আগমন করেন। হে বিশাম্পতে! ঐ-স্থানে সকল নদীর উদ্ভেদ হইয়াছে; পিনাকপাণি মহাদেব নিয়ত সন্নিহিত থাকেন; এবং মহান্ অক্ষয় বট আছে। সেই স্থানে বীর পাণ্ডবেরা অবস্থিতিপূর্ব্বক মহাঋষিযজ্ঞ বিধানুসারে চাতু-র্ম্মাস্য যাগের অনুষ্ঠান করিলেন; এবং যে স্থানে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে, সেই অক্ষয় ফলজনক দেবযজন

ক্ষেত্রে তাঁহারা একাগ্রমনে উপবাসাদি করিলেন। তখন শত শত তপোধন ব্রাহ্মণ তথায় সমাগত হইলেন এবং তাঁহারা ঐ স্থানে আর্ষ-বিধি অনুসারে চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ঐ পুণ্যধামে বিদ্যাবৃদ্ধ ও তপোবৃদ্ধ দেবপারগ ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণের সভাসদ্ হইয়া নানা প্রকার পুণ্য কথার প্রসঙ্গ করিতেন। হে রাজন্! বিদ্যাব্রত-পবিত্র, কৌমার ব্রতাবলম্বী শমঠনামক ঋষি একদা কথা-প্রসঙ্গে অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় রাজার উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। শমঠ কহিলেন, হে ভারত! অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় নামে এক রাজর্ষিসত্তম ছিলেন; তাঁহার পুণ্য কর্ম্ম সকল আমার নিকট শ্রবণ করুন। মহারাজ! এই স্থানে তাঁহার বহুভক্ষ্যসম্পন্ন ও বহুদক্ষিণক যজ্ঞ হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞে বহু শত সহস্র অন্নগিরি, বহুশত ঘৃতকুল্যা, দধিকুল্যা এবং সহস্র সহস্র মহার্হ ব্যঞ্জনপ্রবাহ হইয়াছিল। এইরূপ প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া যাচকদিগকে প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণেরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরাও সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিতেন। হে ভারত! সেই যজ্ঞে দক্ষিণাদান কালে ব্রাহ্মণদিগের দেবধ্বনি, গগনতলগত হইয়াছিল; তখন সেই শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় নাই এবং তৎকালে পুণ্যরবে, ভূর্লোক, দ্যুলোক, নভোমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া মহাশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছিল। মনুষ্যেরা সুতেজস্বী গয় রাজার অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়া দেশে দেশে এরূপ গাথা গান করিয়াছিল যে, গয়ের যজ্ঞে অদ্য কোন্ প্রাণীরা বুভুক্ষু আছে? এখনও তথায় ভুক্তাবশিষ্ট পঞ্চবিংশ অন্নপর্ব্বত রহিয়াছে। অমিত-তেজস্বী গয়রাজর্ষি যজ্ঞে যেরূপ ব্যাপার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কেহ করে নাই এবং পরেও কেহ করিতে পারিবে না। দেবতারা গয়ের যজ্ঞে হবির্দ্বারা এরূপ পরিতর্পিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা অন্যের প্রদত্ত কিঞ্চিন্মাত্র বস্তুও আর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। যেরূপ ভূতলস্থ বালুকা, নভঃস্থ তারকা এবং বর্ষণকারী মেঘের বারিধারা গণিয়া কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, সেইরূপ গয় যজ্ঞের দক্ষিণাও গণনা করিয়া সংখ্যা করা যায় না। হে কুরুনন্দন! এই ব্রহ্মসরঃসমীপে এবংবিধ বহুবার সেই গয় রাজার যজ্ঞ হইয়াছিল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বহুল দক্ষিণাপ্রদ কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দুর্জ্জয়াতে বাস করিলেন। বাগ্মিবর রাজা তথায় লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এখানে অগস্ত্য ঋষি কি নিমিত্ত বাতাপিকে সংহার করিয়াছিলেন? কি নিমিত্তই বা মহাত্মা অগস্ত্যের ক্রোধ জন্মিয়াছিল? এবং সেই নরঘাতক দৈত্যেরই বা কিরূপ প্রভাব ছিল? লোমশ কহিলেন, হে কৌরবনন্দন! পূর্ব্বকালে মণিমতী পুরীতে ইল্বল নামে এক দৈত্য এবং বাতাপি নামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। একদা সেই দিতিনন্দন কোন তাপস বিপ্রকে কহিল, হে ভগবন্! আপনি আমাকে ইন্দ্রতুল্য একটি পুত্র প্রদান করুন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে বাসব সদৃশ সন্তান দিলেন না, তাহাতে সেই অসুর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইল। হে রাজেন্দ্র! সেই ব্রহ্মহা মায়াবী অসুর ইল্বল ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া তদবধি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ছাগ করিত, ভ্রাতা বাতাপিও কামরূপী ছিল, সে তৎক্ষণাৎ ছাগরূপী হইত; তৎপরে ইল্বল ঐ ছাগকে পাক করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইত। দিতিসুত ইল্বল যে কোন মৃত ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা আহ্বান করিত, সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় দেহ প্রাপ্ত ও জীবিত হইয়া তাহার নিকট আসিত। হে রাজন্! দুরাত্মা ইল্বল তখন অসুর বাতাপিকে ছাগল করিয়া, সুন্দররূপে তাহার মাংস রন্ধন করিয়া, সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার সেই বাতাপিকে আহ্বান করিল। পরে ব্রাহ্মণ-কণ্টক বলবান্ বাতাপি অতি মায়াবী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উচ্চৈঃস্বরত আহ্বান শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করত উদর হইতে হাসিতে হাসিতে শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ দুর্ব্বুদ্ধি দানব এইরূপে পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া হিংসা করিতে থাকে। ঐ সময়ে ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি তাঁহার পিতৃগণকে এক বিবর মধ্যে অধোমুখে লম্বমান দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এখানে কি অভিপ্রায়ে এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন? সেই ব্রহ্মবাদীরা উত্তর করিলেন, আমরা বংশের নিমিত্ত এখানে এইরূপে রহিয়াছি এবং তাঁহারা তাঁহাকে ইহাও কহিলেন, আমরা তোমার পিতৃলোক, সন্তানার্থী হইয়া এই গর্ত্তমধ্যে লম্বমান রহিয়াছি, হে পুত্র অগস্ত্য! যদি তুমি আমাদিগের উত্তম অপত্য উৎপাদন কর, তাহা হইলে আমাদিগের এই নিরয় হইতে নিষ্কৃতি হইবে এবং তোমারও গতি হইবে। সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ তেজস্বী অগস্ত্য কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি আপনাদিগের এই কামনা পূর্ণ করিব, আপনাদিগের মনোদুঃখ দূর হউক। তদনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি-বংশ বিস্তারার্থে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনি যে পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, এতাদৃশী স্ত্রী দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি যে প্রাণীর যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট, সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহপূর্ব্বক তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটি কন্যা নির্ম্মাণ করিলেন। তৎকালে বিদর্ভাধিপতি পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিতেছিলেন, মহা তপস্বী অগস্ত্য মুনি আপনার নিমিত্ত নির্ম্মিতা সেই কন্যাটী বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। সেই শুভাননা সুভগা কন্যা রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া শরীর সৌন্দর্য্যে সৌদামিনীর ন্যায় কান্তিমতী হইয়া বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। হে ভারত! বৈদর্ভ মহীপাল, কন্যা জন্মিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ সহকারে দ্বিজাতিদিগকে তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার কন্যা হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ ঐ কন্যার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। মহারাজ! উৎকৃষ্ট রূপবতী শুভ-রূপা সেই কন্যা পাবক-শিখা ও সলিলস্থ উৎপলিনীর ন্যায় আশু বৰ্দ্ধমানা হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! লোপামুদ্রা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত একশত কন্যা ও এক শত দাসী ঐ কল্যাণীর বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যদ্রূপ আকাশমণ্ডলে তারকামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী রোহিণীর প্রভা প্রকাশ পায়, ঐ দীপ্তিমতী কন্যা একশত কন্যার মধ্যবর্ত্তিনী ও শত দাসীতে পরিবৃতা হইলে তাঁহার প্রভাও তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। লোপামুদ্রা সচ্চরিত্র ও সদাচার-সম্পন্না এবং যৌবনাবস্থায় অধিরূঢ়া হইলেও মহাত্মা বিদর্ভরাজের ভয়ে কোন পুরু-

বই তাঁহাকে প্রার্থনা করিল না। অপ্সরা অপেক্ষাও রূপবতী সত্যশীলা লোপামুদ্রা স্বীয় সুশীলতাদ্বারা পিতা ও স্বজনদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে তদ্রূপ শীলাচারসম্পন্না ও যুবতী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ঈদৃশী কন্যা কাহাকে প্রদান করি।

ষণ্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গার্হস্থ্যের উপযুক্ত বোধ করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন, হে মহীপতে! পুত্রের নিমিত্ত আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় লোপামুদ্রাকে প্রদান করুন। রাজা মুনির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হতজ্ঞান হইলেন। মুনিকে কন্যা প্রদান করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল না, অথচ তাঁহার কথা প্রত্যাখ্যানও করিতে পারেন না। তিনি ভার্য্যার নিকট গিয়া কহিলেন, এই মহর্ষি বীর্য্যবান্, ইহাঁকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে ইনি কুপিত হইয়া শাপানলে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব হে শুভাননে! হে কল্যাণি! তোমার অভিপ্রায় কি বল। রাজ্ঞী রাজার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কিছুই উত্তর করিলেন না। পরে লোপামুদ্রা রাজা ও রাজ্ঞীকে দুঃখিত দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন; হে মহারাজ! হে পিতঃ! আমার নিমিত্ত আপনি দুঃখিত হইবার যোগ্য নহেন, আপনি আমাকে অগস্ত্য ঋষিরে সম্প্রদান করিয়া আত্ম রক্ষা করুন। হে নরপাল! তদনন্তর বিদর্ভ ভূপাল দুহিতার বচনানুসারে মহাত্মা অগস্ত্য ঋষিরে লোপামুদ্রাকে বিধিপূর্ব্বক সম্প্রদান করিলেন। ঋষি অগস্ত্য লোপমুদ্রাকে ভার্য্যা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারসকল পরিত্যাগ কর। আয়তনয়না রম্ভোরু লোপমুদ্রা পতির আজ্ঞানুসারে মহামূল্য সুদৃশ্য সূক্ষ্ম বসনাভরণসকল পরিত্যাগ করিলেন এবং চীর, অজিন ও বল্কল গ্রহণপূর্ব্বক স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইলেন। পরে ঋষিসত্তম ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বারে আগমনপূর্ব্বক অনুকূলা সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন লোপমুদ্রা প্রীতমনে বহুমানপূর্ব্বক পতির পরচর্য্যা করিতে লাগিলেন। প্রভু অগস্ত্যও ভার্য্যার প্রতি পরম প্রীতি সহকারে ব্যবহার করিতে থাকিলেন।

হে নরপাল! এরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা ভগবান্ ঋষি তপঃপ্রদীপ্তা লোপমুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যাশুচিতা, জিতেন্দ্রিয়তা শ্রী ও রূপ লাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতি মানসে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর সেই ভাবিনী তখন লজ্জান্বিতার ন্যায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সপ্রণয় বচনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বামী সন্তানের নিমিত্তই ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই, কিন্তু আপনার প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আমার প্রতিও আপনার তদ্রূপ প্রীতি করা উপযুক্ত হয়; আমার মানস যে, আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদোপরি যাদৃশ শয্যা ছিল এখানেও আপনি তাদৃশ শয্যাতে আমার সহিত সঙ্গত হন এবং আপনি আভরণ ও মাল্যদামে অলঙ্কৃত হন, আমিও যথাভিলষিত সমস্ত দিব্যাভরণে বিভূষিতা হইয়া আপনার সমীপে গমন করি; নতুবা আমি চীর কাষায় বাস পরিধান করিয়া আপনার সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারি না; হে বিপ্রর্ষে! রতিকালে অলঙ্কার ধারণ করিলে তাহা কোন প্রকারে অপবিত্র হয় না। অগস্ত্য কহিলেন, হে কল্যাণি সুমধ্যমে লোপামুদ্রে! তোমার পিতার যে প্রকার ধন সম্পত্তি আছে, তদ্রূপ ধন সম্পত্তি না তোমারই আছে, না আমারই আছে। লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! জীবলোক মধ্যে যাবতীয় ধন আছে, আপনি ক্ষণমধ্যে সেই সকল ধনই তপোবলে আহরণ করিতে পারেন। অগস্ত্য কহিলেন, তুমি যেরূপ বলিলে তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে আমার তপোব্যয় হইবে, অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এরূপ কোন উপায় প্রদর্শন কর। লোপামুদ্রা উত্তর করিলেন, হে তপোধন! এইক্ষণে আমার ঋতুকাল ষোড়শ দিবসের স্বল্পদিবস অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু অলঙ্কারাদি ব্যতীতও আপনার নিকটবর্ত্তিনী হইতে আমার কোনপ্রকারে ইচ্ছা হইতেছে না এবং কোনরূপে আপনার ধর্ম্মলোপ করিবারও আমার মানস নহে; অতএব যাহাতে ধর্ম্ম লোপ না হয়, এরূপে আপনি আমার যথাভিলষিত সম্পাদন করুন। অগস্ত্য কহিলেন, হে ভদ্রে সুভগে! যদি তোমার বুদ্ধিতে ঈদৃশ অভিলাষ নিশ্চিতই হইয়াছে, তবে আমি ধনাহরণ করিতে যাত্রা করি, তুমি এখানে থাকিয়া যথাভিলাষ আচরণ কর।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! তদনন্তর ঋষি অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বা মহীপালকে সকল রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া অর্থ ভিক্ষার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রাজা শ্রুতর্ব্বা কুম্ভোৎপন্ন ঋষিকে স্বরাজ্য সীমায় সমাগত জানিতে পারিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করত সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং ঋষিকে স্বভবনে আনয়ন করত যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক সযত্ন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! আমি ধনার্থী হইয়া আপনার সমীপে আসিয়াছি। আপনি আমাকে অন্যের ব্যাঘাত ব্যতিরেকে এবং বিভাগানুসারে যথাশক্তি ধন প্রদান করুন।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর রাজা শ্রুতর্ব্বা আপনার আয়ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য না থাকা তাঁহার নিকট নিবেদন করত কহিলেন, হে বিদ্বন্! আপনি যাহা বিবেচনা করেন, তাহা ইহা হইতেই গ্রহণ করুন। অনন্তর সেই সমদর্শী দ্বিজ রাজার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণীদিগের সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশের সম্ভাবনা বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি রাজা শ্রুতর্ব্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রধ্নশ্ব সন্নিধানে গমন করিলেন। রাজা ব্রধ্নশ্ব অগস্ত্য ঋষি ও শ্রুতর্ব্বা নৃপতিকে স্বরাজ্য সীমায় সমাগত দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি গ্রহণ করিলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! আমরা উভয়ে ধন কামনায় এখানে আসিয়াছি, যাহাতে অন্যের ক্লেশ

না হয়, এরূপ করিয়া আমাদিগকে আপনি অংশানুরূপ যথাশক্তি ধন দান করুন।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর রাজা ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে আপনার আয় ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য নাই, যাহা আয় হয়, তাহাই ব্যয় হইয়া থাকে, এইরূপ নিবেদন করত কহিলেন, আপনারা ইহা হইতে যাহা অতিরিক্ত বোধ করেন, তাহা গ্রহণ করুন। তদনন্তর সমদর্শী দ্বিজ অগস্ত্য তাঁহার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণীদিগের সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন হইবে বিবেচনা করিলেন। পরে ঋষি অগস্ত্য, রাজা শ্রুতর্বা ও ব্রধ্নশ্ব, পুরুকুৎস-সুত মহৈশ্বর্য্যবান্ রাজা ত্রসদস্যুর নিকটে গমন করিলেন। হে মহারাজ! মহামনা ত্রসদস্যু তাঁহাদিগকে স্বরাজ্য সীমায় সমাগত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ইক্ষ্বাকুরাজসত্তম ত্রসদস্যু তাঁহাদিগের সকলকে ন্যায়ানুসারে অর্চ্চনা করিয়া আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! আমরা অর্থাভিলাষে এখানে আসিয়াছি; আপনি, যদি অন্য ব্যক্তিদিগের ক্লেশ না হয়, তবে বিভাগানুসারে ও যথাশক্তি আমাদিগকে বিত্ত প্রদান করুন।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর রাজা ত্রসদস্যু তাঁহাদিগকে আপনার আয় ব্যয় সমান থাকা নিবেদন করত কহিলেন, ইহা হইতে যাহা আপনারা অতিরিক্ত বোধ করেন, তাহা গ্রহণ করুন। পরে সমমতি দ্বিজ অগস্ত্য উক্ত রাজার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণীদিগের সর্ব্বথা পীড়া হইবে বিবেচনা করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে সেই সমস্ত রাজারা সমবেত হইয়া পরস্পর অবলোকন করত সেই মহামুনি অগস্ত্যকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পৃথিবীর মধ্যে ইল্বল দানব ধনসম্পন্ন, অতএব চলুন, অদ্য আমরা উহার নিকট গিয়া ধন প্রার্থনা করি। লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! তখন তাঁহাদিগের ইল্বল দানবের নিকটই ধন ভিক্ষা করা উচিত বোধ হইল, অতএব তাঁহারা একত্র হইয়া ইল্বল সমীপে উপস্থিত হইলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, ইল্বলাসুর মহর্ষি সমভিব্যাহারে নৃপতিদিগকে স্বরাজ্যসীমায় সমুপস্থিত জ্ঞাত হইয়া অমাত্যের সহিত তাঁহাদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংকৃত করিল হে কুরুনন্দন!-পরে অসুর শ্রেষ্ঠ ইল্বল-তখন ভ্রাতা বাতাপিকে সুসংস্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের আতিথ্য সংকার করিতে উদ্যোগ করিল। তদনন্তর রাজর্ষিরা সকলেই মহাসুর বাতাপিকে মেষরূপ হওয়া ও তাহার মাংস সংস্কৃত হইতে দেখিয়া বিষণ্ণ ও গতচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন ঋষিপুঙ্গব অগস্ত্য সেই রাজর্ষিদিগকে কহিলেন, তোমরা বিষণ্ণ হইও না, আমি মহাসুরকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব অনন্তর মহর্ষি ভোজনার্থ উৎকৃষ্ট আসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলে দৈত্যেন্দ্র ইল্বল সহাস্য আস্যে তাঁহাকে পরিবেশন করিল। পরে অগস্ত্য মেষরূপ বাতাপির সমস্ত মাংসই ভক্ষণ করিলেন। ভোজন সমাপন হইলে ইল্বল ভ্রাতা বাতাপিকে আহ্বান করিল। তখন সেই মহাত্মা ঋষির অধোদেশ হইতে এতাদৃশ রূপে বায়ু নিঃসরণ হইল যে, তাহার প্রচণ্ড শব্দদ্বারা বোধ হইল যেন একটা মেঘ গর্জ্জন হইয়া গেল। পরন্তু ইল্বল, হে বাতাপে! তুমি নির্গত হও, এই বাক্য পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল। হে রাজন্! মুনিসত্তম অগস্ত্য হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, সেই অসুরের কি আর বহির্গত হইবার সামর্থ্য আছে? আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। তখন ইল্বল বাতাপিকে জীর্ণ জানিতে পারিয়া বিষণ্ণ হইল, অনন্তর অমাত্যদিগের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আপনাদিগের কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে, বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে? তখন অগস্ত্য হাস্যপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অসুর! আমরা তোমাকে বিপুল-ধনশালী ও সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাবান্ বলিয়া জ্ঞাত আছি; আমার সমভিব্যহারী এই রাজারা বিপুল-ধনশালী নহেন এবং আমারও ধনের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব তুমি অন্যের হানি না করিয়া বিভাগানুসারে আমাদিগকে ধন প্রদান কর। তদনন্তর ইল্বল সেই ঋষিকে অভিবাদনপুরঃসর কহিল, আমি যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, যদি আপনার তাহা বিদিত থাকে, তবে আমি আপনাকে ধন প্রদান করিব। অগস্ত্য কহিলেন, হে মহাসুর! তুমি এই রাজাদিগের প্রত্যেককে দশ সহস্র সংখ্যক গো ও দশ সহস্রসংখ্যক সুবর্ণ এবং আমাকে তাহার দ্বিগুণ গো ও সুবর্ণ আর মনোজবগামী অশ্বদ্বয় ও হিরণ্ময় রথ দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি যদি সদ্যই অনুসন্ধান করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই রথখানি যে হিরণ্ময়, তাহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। হে কৌন্তেয়! পরে অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত হইল যে, সেই রথখানি হিরণ্ময়ই ছিল। পরে দৈত্য ইল্বল ব্যথিত হইয়া প্রচুর ধন এবং বিরাব ও সুরাব নামক অশ্বদ্বয়যুক্ত উক্ত সুবর্ণময় রথ প্রদান করিল। হে ভারত! উক্ত অশ্বদ্বয় অগস্ত্য ঋষি ও সেই রাজাদিগকে ধনের সহিত দ্রুতবেগে বহন করত নিমেষমধ্যে অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইল। তখন রাজর্ষিরা ঋষির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অগস্ত্য মুনি এইরূপে লোপামুদ্রার মনোভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে লোপামুদ্রা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমার অভিলষিত সমস্ত নিষ্পাদন করিলেন, এক্ষণে আমার গর্ভে একটি বীর্য্যবত্তর সন্তান উৎপাদন করুন। অগস্ত্য কহিলেন, হে শোভনে! হে কল্যাণি! তোমার সচ্চরিত্র দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরন্তু তোমার সন্তান বিষয়ে যে বিচারণা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার সহস্র পুত্র হইবে, কি প্রত্যেকে দশ পুত্র তুল্য ক্ষমতাশীল শত পুত্র হইবে, কি প্রত্যেকে শত পুত্র সদৃশ ক্ষমতাপন্ন দশটি পুত্র হইবে, কিংবা সহস্র ব্যক্তিকে জয় করিতে পারে, এতাদৃশ একটি পুত্র হইবে? লোপমুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! সহস্রসম্মিত একটি পুত্রই আমার হউক, যেহেতু অসাধু বহু সন্তান অপেক্ষা সাধু ও বিদ্বান্ একটি সন্তান ভাল।

লোমশ কহিলেন, ঋষি তথাস্তু বলিয়া তাহা স্বীকারপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রদ্ধান্বিতা সমশীলিনী লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গত হইলেন এবং গর্ভাধান করিয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। ঋষি বন গমন করিলে সেই গর্ভ ক্রমে ক্রমে সাত

পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হে ভারত! সপ্তম বৎসর অতীত হইলে দৃঢ়স্যু নামা মহাকবি স্বপ্রভাবে প্রদীপ্ত-প্রায় গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। অগস্ত্য ঋষির সেই পুত্র মহাদ্বিজ ও মহাতপা হইয়াই যেন সাঙ্গোপনিষদ্ বেদ পাঠ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই তেজস্বী বালক বাল্যাবস্থাতেই পিতৃগৃহে ইন্ধন ভার আহরণ করিতে লাগিলেন বলিয়া ইধ্মবাহ নামে বিখ্যাত হইলেন। তখন মুনি অগস্ত্য অধিক গুণযুক্ত পুত্র দর্শনে আহ্লাদিত হইলেন। হে ভারতরাজ! মহর্ষি অগস্ত্য এই রূপে উৎকৃষ্ট অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহার পিতৃলোকেরা যথেপ্সিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হই-লেন। হে রাজন্! সেই অবধি এই স্থান অগস্ত্যাশ্রম বলিয়া লোক মধ্যে খ্যাত হইয়াছে। হে রাজন্! প্রহ্লাদ গোত্রীয় বাতাপি যে মহাত্মা অগস্ত্যকর্ত্তৃক উপশমিত হইয়াছিল, সেই মহাত্মারই এই রমণীয় গুণযুক্ত আশ্রম। এই দেব গন্ধর্ব্ব-সেবিতা পুণ্যা ভাগীরথী যেন বাতেরিত পতাকার ন্যায় নভস্তলে বিরাজ করিতেছেন; ইনি ক্রমনিম্ন গিরিশৃঙ্গসমূহে নিয়ত প্রবহমাণা হওয়াতে যেন শিলাতলে সন্ত্রস্ত পন্নগেন্দ্র-বধূর ন্যায় লক্ষিতা হইতেছেন। এই গঙ্গা প্রথমত মহাদেবের জটা হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া পরে মাতৃবৎ হিতকারিণী হইয়া সমস্ত দক্ষিণ দিক্ প্লাবিত করত সাগর-মহিষী হইয়াছেন। এই পুণ্যা নদীতে আপনি যথাভিলাষ অবগাহন করুন।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই দেখুন, মহর্ষিগণ-সেবিত ত্রিলোক-বিখ্যাত ভৃগুতীর্থ, এখানে ভৃগুনন্দন রাম অবগাহন করিয়া আপনার হৃত-তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! যে প্রকার সেই পরশুরাম, কৃতবৈর দাশরথি রাম-কর্ত্তৃক উপহৃত তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার আপনিও দ্রুপদনন্দিনী ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই ভৃগুতীর্থে উপস্পর্শন করিয়া দুর্য্যোধন-হৃত তেজ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির অনুজগণ ও মহিষী কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে তথায় স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন। হে নরেন্দ্র! মহারাজ পাণ্ডুনন্দনের রূপ কান্তি সেই তীর্থ সেবনে দীপ্ত হইতেও দীপ্ততর হইল; তিনি শত্রুদিগের অধৃষ্যতর হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পরশুরামের তেজ কি নিমিত্ত অপহৃত হইয়াছিল এবং কি রূপেই বা তিনি পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ধীমান্ রাম ও পরশুরামের উপাখ্যান বলি, শ্রবণ করুন। বিষ্ণু রাবণবধ নিমিত্ত মহাত্মা দশরথের পুত্র হইয়া স্বশরীরে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আমরা অযোধ্যায় গিয়া সেই বিষ্ণুকে দশরথ-পুত্ররূপে অবতীর্ণ দেখি-লাম। কিয়ৎ কাল পরে ভৃগুবংশোদ্ভব, ঋচীকনন্দন, রেণুকা-গর্ভজাত, ক্রীড়নশীল রাম সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা দশরথ-সুত রামের বল বীর্য্য শ্রবণ করত তৎপরীক্ষার্থ কৌতূহলান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয়-কুলের অন্তক সেই দিব্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় উপ-নীত হইলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে রাজ্যমধ্যে সমা-গত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট নিজ পুত্র রামকে অগ্রসর পাঠাইলেন। হে কৌন্তেয়! ভৃগুতনয় রাম অভ্যাগত দাশ-রথিকে উদ্যতাস্ত্র ও সম্মুখে অবহিত দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, অহে রাজেন্দ্র! আমি এই ধনুক খানি ক্ষত্রিয়গণের কালস্বরূপ করিয়াছি, যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে তুমি এই ধনুকে যত্নপূর্ব্বক জ্যা যোজনা কর। পরশুরাম দাশরথি রামকে এইরূপ কহিলে তিনি উত্তর করিলেন, হে ভগবন্! আমাকে এরূপ অবমাননা করা আপনার উচিত নয়, এবং আমিও দ্বিজাতিমধ্যে ক্ষত্রিয় [illegible] অধম নহি, বিশেষত ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের বাহুবীর্য্যে শ্লাঘা প্রসিদ্ধই আছে। রঘু-নন্দন রাম এইরূপ কহিলে পরশুরাম কহিলেন, হে রাঘব! আর ব্যপদেশের প্রয়োজন নাই, ধনু গ্রহণ কর। অনন্তর দশরথপুত্র অমর্ষ পরবশ হইয়া জামদগ্ন্য হস্ত হইতে ক্ষত্রিয়-গণের কৃতান্তরূপ সেই দিব্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! সেই বীর্য্যবান্ রাম সহাস্যবদনে অবলীলাক্রমে তাহাতে শিঞ্জিনী সংযোগ করিয়া এতাদৃশরূপে ধনুর্বিস্ফারণ করিলেন যে, সেই অশনি সদৃশ টঙ্কার ধ্বনিতে প্রাণিমাত্রেরই ত্রাস জন্মিল। অনন্তর তখন দাশরথি রাম ভার্গব রামকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! এই ত ধনুকে জ্যা রোপণ করিলাম, এক্ষণে আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন। তখন জামদগ্ন্য রাম মহাত্মা দাশরথি রামকে একটি দিব্য শর প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই সায়কটি আকর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ কর।

লোমশ কহিলেন, রামচন্দ্র এতৎশ্রবণে ক্রোধানলে প্রদীপ্ত-প্রায় হইয়া উত্তর করিলেন, হাঁ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা শুনি-লাম এবং ক্ষমাও করিলাম; অহে ভার্গব! তুমি যে দর্পে পরি-পূর্ণ, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইল; তুমি পিতামহপ্রসাদে ক্ষত্রিয়-গণ অপেক্ষা বিশেষরূপে তেজ প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়াই আমাকে এরূপ অবমাননা করিতেছ; যাহা হউক, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার স্বরূপ একবার নিরীক্ষণ কর। হে ভারত! পরশুরাম দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া রাম শরীরে আদিত্য-গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, অনল, গ্রহ, নক্ষত্র, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নদী, যাবতীয় তীর্থ, ব্রহ্মস্বরূপ সনাতন বালিখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ, সাগর ও ভূধরসকল এবং যজ্ঞ ও বষট্কারের সহিত সোপনিষৎ বেদ সমস্ত, সচে-তন সাম, ধনুর্ব্বেদ, মেঘবৃন্দ, বর্ষা ও বিদ্যুৎ এই সমস্ত বস্তু-জাত দেখিতে পাইলেন। হে ভারত! তদনন্তর রামরূপ ভগবান্ বিষ্ণু সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! তিনি সেই বাণ পরিত্যাগ করাতে মহোল্কাপাত, মহৎ ধূলিবর্ষণ, মেঘ-বৃষ্টি, শুষ্কাশনি নিক্ষেপ ও বিপুল নির্ঘোষ দ্বারা ভূমণ্ডল সমা-কীর্ণ ও কম্পিত হইল। শ্রীরামের বাহুপ্রেরিত সেই বাণ কেবল তেজোদ্বারাই পরশুরামকে পরাভূত ও বিহ্বলমাত্র করত জলিতাকারে রাঘব নিকটে পুনঃপ্রত্যাগমন করিল। পরশুরাম বিহ্বল হইয়া কিয়ৎকাল পরে চেতনা ও প্রাণলাভ করত বিষ্ণু-তেজঃস্বরূপ রামকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেই মহাতপস্বী ভার্গব ভীত ও লজ্জিত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকিলেন। এইরূপে বর্ষপরিমিত কাল অতীত হইলে তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে নির্মদ, দুঃখিত ও হৃততেজ দেখিয়া কহিলেন, বৎস!

বিষ্ণু-নিকটে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে, কারণ তিনি ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল পূজ্য ও মান্য। হে বৎস! সম্প্রতি তুমি বধূসরনাম্নী পুণ্য নদীতে গমন কর, তথায় সমস্ত পুণ্যতীর্থে স্নান করিলে পুনর্ব্বার তেজোলাভ করিতে পারিবে। পুত্র! সেই স্থানেই দীপ্তোদনামক তীর্থ আছে, যেখানে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু সত্যযুগে অনুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডুনন্দন! পরশুরাম পিতৃগণের বচনানুসারে এই তীর্থে স্নানাদি করিয়া পুনর্ব্বার স্বতেজ প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! পূর্ব্বকালে পরশুরাম অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকটে গমন করিয়া তাঁহা হইতে ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি সেই ধীমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের চরিত পুনর্ব্বার বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! অমিততেজস্বী অগস্ত্য মুনির প্রভাব এবং অলৌকিক আশ্চর্য্য দিব্য কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগে কালকেয় নামে বিখ্যাত যুদ্ধদুর্ম্মদ ঘোরতর অতিভয়া-[illegible] .কুতকগুলি গণ ছিল। তাহারা বৃত্রাসুরকে [illegible] শস্ত্র উদ্যত করত ইন্দ্রাদি [illegible]বাসীরা বৃত্রাসুরের বধকামনায় পুরন্দরকে পুরোবর্ত্তী করত ব্রহ্মার নিকটে। পরে সমস্ত ত্রিদিব-দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! [illegible]লাগিলেন। তাঁহা[illegible] তোমাদিগের অভীষ্ট কার্য্য আমার বিদিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা যাহাতে বৃত্র বধ করিতে পার, তদুপায় বলিতেছি। দধীচ নামে বিখ্যাত উদারবুদ্ধি এক মহর্ষি আছেন। তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বর যাচ্ঞা করিবে: সেই ধর্ম্মাত্মা প্রীতান্তঃকরণে তোমাদিগকে বরপ্রদান করিবেন। তোমরা সকলে সমবেত ও জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া কহিবে যে, আপনি ত্রৈলোক্যের হিতার্থ আপনার অস্থিগুলি প্রদান করুন! তাহা হইলে তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অস্থিপ্রদান করিবেন। তখন তোমরা তাঁহার অস্থি দ্বারা ষট কোণাকার, ভীষণ নিস্বনকারী, শত্রুঘাতী, মহাভয়ানক, দৃঢ় বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। বৃত্রাসুর সেই বজ্রদ্বারাই ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হইবে। এই সমস্ত বিবরণ তোমাদিগকে বলিলাম, তোমরা সত্বর হইয়া ইহা বিধান কর।

ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ কহিলে, দেবতারা তদীয়ানুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নারায়ণকে অগ্রে করিয়া দধীচ ঋষির আশ্রমে চলিলেন। সরস্বতীর পর-পারস্থিত সেই আশ্রম নানাপ্রকার তরুলতায় সমাবৃত ছিল। তথায় ষট পদসমূহ সামগ ব্রাহ্মণের ন্যায় গান করিতেছিল; পুংস্কোকিল কুল ও চকোরনিকর মধুর আলাপ করিতেছিল; মহিষ, বরাহ, মৃগশাবক ও চমরগণ শার্দ্দূলগণ হইতে ভয়বিরহিত হইয়া বিচরণ করিতেছিল; মদস্রাবী প্রভিন্ন-গণ্ড মাতঙ্গগণ করেণুগণসহ সরোবরে অবগাহন ও ক্রীড়া করত বৃংহিত নাদে চতুর্দ্দিক্ অনুনাদিত করিতেছিল; সিংহ ব্যাঘ্র সকল ইতস্তত বিচরণপূর্ব্বক মহারব করত আশ্রমকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল; এবং কোন কোন সিংহ ও ব্যাঘ্র গুহা কন্দরশায়ী ও বিলীন-প্রায় হইয়া সেই অবকাশ স্থলে সুমনোহর রূপে শোভা বিস্তার করিতেছিল; দেবতারা অমরপুরী সদৃশ এতাদৃশ আশ্রমে আগমন করিলেন। তাঁহারা তথায় দধীচ মুনিকে গভস্তিমালীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জ ও ব্রহ্মার ন্যায় শরীর কান্তিবিশিষ্ট দেখিতে পাইলেন। হে রাজন্! দেবতারা সকলেই তাঁহার চরণ বন্দনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মা যে প্রকার বর প্রার্থনা করিতে কহিয়াছিলেন, সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। তখন ঋষি পরম সন্তুষ্ট হইয়া সুরোত্তমদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! অদ্য আমি তোমাদিগের হিতকার্য্যার্থ স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিতেছি। মহারাজ! সংযতেন্দ্রিয় নরবর দধীচ মুনি এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর দেবতারা ব্রহ্মার উপদেশানুসারে সেই গতাসু ঋষির অস্থি সকল সংগ্রহ করিলেন। পরে তাঁহারা প্রহৃষ্টরূপে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের জয় নিমিত্ত উক্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ত্বষ্টাও তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক অত্যন্ত উগ্ররূপ বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। অশনি নির্ম্মিত হইলে তিনি প্রফুল্ল মুখে দেবরাজকে কহিলেন, হে দেব! আপনি অদ্য এই বজ্রপ্রবর দ্বারা সুরশত্রু উগ্ররূপ বৃত্রকে ভস্মসাৎ করুন; অনন্তর ত্রিদিবমধ্যে নির্ব্বৈর হইয়া স্বগণ সঙ্গে সুখে সমস্ত সুরপুর শাসন করুন। দেবরাজ বিশ্বকর্ম্মার বাক্যে প্রহৃষ্ট ও যত্নপর হইয়া সেই বজ্র গ্রহণ করিলেন।

[illegible]তম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্র গ্রহণ করত বলশালী দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া বৃত্রাসুরের নিকট গমন করিলেন। বৃত্রাসুর স্বর্গ মর্ত্ত্য আবরণ করত অবস্থিত ছিল এবং মহাকায় কালকেয় অসুরগণ সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যতাস্ত্র হইয়া তাহাকে চতুর্দ্দিকে রক্ষা করিতেছিল। তৎপরে দানবগণ সহ দেবগণের মুহূর্ত্তকাল লোকভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম হইল। পরস্পর বিপক্ষ দেহোপরি আঘাতোদ্দেশে বীরগণের বাহু-দ্বারা উদ্যত ও প্রতিহত খড়্গসকলের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। মহারাজ! তাল ফলসকল বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হইলে যেরূপ দৃষ্ট হয়, মস্তকসকল অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হওয়াতে তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সকল মহাকায় দৈত্যেরা কাঞ্চন-কবচ পরিধানপূর্ব্বক [illegible] পরি[illegible] উদ্যত করত ত্রিদশগণের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাহাদিগকে যেন দাবদগ্ধ ধাবমান শৈলসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দেবগণ, গর্ব্বপূর্ব্বক ধাবমান বেগশীল সেই দৈত্যদিগের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়প্রযুক্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র বিবুধগণকে ভীত ও পলায়নপর এবং বৃত্রকে বিবর্দ্ধমান দেখিয়া মহামোহাবিষ্ট হইলেন। সাক্ষাৎ ইন্দ্রদেব তখন কালের অসুরগণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া অবিলম্বে প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। সনাতন বিষ্ণু শক্রকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার বল বর্দ্ধনার্থ তাঁহার প্রতি নিজ তেজ সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর সমস্ত দেবতা ও বিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ দেবরাজকে বিষ্ণু-রক্ষিত দেখিয়া নিজ নিজ তেজ প্রদান

করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণু-প্রমুখ সমস্ত দৈবত ও মহাভাগ ঋষিগণকর্ত্তৃক সমাপ্যায়িত হইয়া বলবান্ হইয়া উঠিলেন। তখন বৃত্রাসুর দেবরাজকে বলশালী জ্ঞাত হইয়া মহানিনাদ করিয়া উঠিল; তাহার সেই শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সকল কম্পিত হইল। হে রাজন্! তদনন্তর মহেন্দ্র তাহার সেই ঘোর রূপ মহারব শ্রবণ করত সন্তপ্ত ও ভয়াতুরচিত্তে সত্বর হইয়া তাহার বধ নিমিত্ত সেই মহা বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। যে প্রকার মহা পর্ব্বত মন্দর বিষ্ণুকর হইতে বিমুক্ত হইয়া পতিত হইয়াছিল, সেইরূপ কাঞ্চন মাল্যধারী মহাসুর বৃত্র, ইন্দ্র-বজ্রে অভিহত হইয়া পতিত হইল। সেই দৈত্যবর হত হইলেও ইন্দ্র ভয়ার্ত্ত হইয়া সরোবরে প্রবেশ করিতে ধাবমান হইলেন, তাঁহার হস্ত হইতে যে, বজ্র বিমুক্ত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা যে বৃত্রাসুর হত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভয়প্রযুক্ত জানিতে পারেন নাই। তৎকালে দেব ও মহর্ষিগণ সকলে মিলিত ও আহ্লাদামোদে উৎফুল্ল হইয়া দেবরাজের স্তব করিতে লাগিলেন এবং বৃত্রাসুর বধে অভিসন্তপ্ত দৈত্যদিগকে ত্বরাপূর্ব্বক হনন করিতে লাগিলেন। দানবেরা সমবেত দেবগণের ভয়ে ভীত ও আর্ত্ত হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ দিতি-পুত্রেরা তখন মৎস্য কুম্ভীরাদি সমাকুল অপ্রমেয় উদধিমধ্যে প্রবেশ করত গর্ব্বিত ও সকলে সমবেত হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশের নিমিত্ত মন্ত্রণা আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে কোন কোন বুদ্ধিনিপুণ ব্যক্তিরা নানাবিধ উপায় বর্ণন করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহাদিগের চিন্তা দ্বারা এইরূপ দুর্ম্মতি হইল যে, যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও তপঃসম্পন্ন, অগ্রে তাহাদিগের বিনাশ করা কর্ত্তব্য। তপস্যা দ্বারাই সমস্ত জগৎ রক্ষা হইতেছে, অতএব তপঃক্ষয়ার্থ ত্বরান্বিত হও।

যে কেহ ধরণীমধ্যে তপস্বী, ধর্ম্মবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞ আছে, সত্বর হইয়া তাহাদিগেরই প্রাণ বিনাশ কর, তাহারা বিনষ্ট হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। সমস্ত দানবেরা এইরূপে দুর্ব্বুদ্ধিভাবাপন্ন হইয়া মহাতরঙ্গান্বিত বরুণালয় রত্নাকরকে দুর্গরূপ আশ্রয় করত জগৎ বিনাশে পরম হর্ষান্বিত হইল।

একাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, সেই কালেয় অসুরেরা বরুণালয় জলনিধি আশ্রয় করিয়া ত্রৈলোক্যনাশে প্রবৃত্ত হইল। সেই ক্রুদ্ধ দৈত্যেরা নিত্য নিত্য নিশাসময়ে আশ্রম ও পুণ্যায়তনস্থ মুনিদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। দুরাত্মারা বসিষ্ঠাশ্রমে একশত আশী জন বিপ্র ও তদ্ভিন্ন নয় জন তপস্বীকে ভক্ষণ করিল। মহর্ষি চ্যবনের পুণ্যাশ্রমে ফল-মূলাশী একশত মুনিকে ভক্ষণ করিল এবং ভরদ্বাজাশ্রমস্থ বায়ু ও জল ভক্ষ বিংশতি জন নিয়ত ব্রহ্মচারীকে বিনাশ করিল। তাহারা রাত্রি কালে এইরূপ করে, দিবসে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহারা কালপ্রেরিত ও মত্তপ্রায় হইয়া ভুজবল দর্পে এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্য দ্বিজগণকে রজনী-যোগে হনন করত সকল আশ্রমেই ধাবন করিয়া বেড়াইত। হে মনুজ-প্রধান! দৈত্যেরা তপোবনে তাপসদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিত, কিন্তু কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জানিতে পারিত না; প্রভাতকালে নিয়মাহার-কর্শিত মুনিদিগের মাংসবিহীন, রুধির মজ্জা ও অন্ত্র-রহিত এবং ভগ্নসন্ধি মৃত শরীর সকল ভূতলে দৃষ্ট হইত; এমন কি, সমাকীর্ণ শঙ্খরাশির ন্যায় অস্থিসমূহ দ্বারা ভূতল প্রকাশ পাইত; এবং ভগ্ন কলস শ্রুবাদি ও বিকীর্ণ অগ্নিহোত্র সামগ্রী দ্বারা যজ্ঞ স্থল সমাবৃত থাকিত। তখন সমস্ত জগৎ কালেয়-ভয়ে পীড়িত হওয়াতে উৎসাহশূন্য হইল। স্বাধ্যায়, বষট্‌কার, যজ্ঞোৎসব ও ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। হে মনুজেশ্বর! মানবগণ এইরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরব্ধ হইলে ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার্থ দিগ্ দিগন্তর পালায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ গুহা প্রবেশ করিল; কেহ কেহ নির্ঝর মধ্যে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল; কেহ কেহ বা মরণোদ্বেগে ভয় প্রযুক্তই প্রাণত্যাগ করিল। তখন কোন কোন মহাধানুষ্কী শূর পুরুষেরা পরম হর্ষিত হইয়া দানবদিগের অন্বেষণে অত্যন্ত প্রযত্নপর হইল, কিন্তু অসুরেরা সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকায় তাহাদিগকে তাহারা জানিতে পারিল না, সুতরাং সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইল। হে মনুজনাথ! যজ্ঞোৎসব ক্রিয়া রহিত হওয়াতে সমস্ত লোক হ্রাস প্রাপ্ত হইলে মহেন্দ্রাদি ত্রিদশবৃন্দ সাতিশয় পীড়িত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ভয় প্রযুক্ত মন্ত্রণাপূর্ব্বক শরণ্য নিত্য দেব বিভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং অপরাজিত বৈকুণ্ঠ দেব সেই মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, হে প্রভো! তুমি আমাদিগের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। তোমা হইতেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। হে কমললোচন! পূর্ব্বকালে তুমি জগতের হিত নিমিত্ত বরাহ-শরীর ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমি নারসিংহ বিগ্রহ গ্রহণ করিয়া আদি দানব মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপুকে শমন সদনের অতিথি করিয়াছ। তুমি বামন রূপ হইয়া সর্ব্বভূতের অবধ্য অসুরপ্রধান বলিকে ত্রৈলোক্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছ এবং তুমিই যজ্ঞবিঘ্নকারী মহাকার্ম্মুকী ক্রূর জম্ভাসুরকে নিপাতিত করিয়াছ। এইরূপ অসংখ্য মহৎ কর্ম্ম তোমা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! আমরা ভয়ভীত হইলে তোমা ভিন্ন আর আমাদিগের গতি নাই, অতএব হে দেব দেবেশ! আমরা লোক-রক্ষার্থ তোমাকে বিজ্ঞাপন করিতেছি, তুমি এই উপস্থিত মহাভয় হইতে সমস্ত লোক, যাবতীয় দেবতা ও দেবরাজকে রক্ষা কর।

দ্ব্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দেবতারা কহিলেন, হে জগৎপতে! তোমারই প্রসাদে চতুর্ব্বিধ সমস্ত প্রজা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা তোমার প্রসাদে বর্দ্ধিত হইয়া হব্য কব্য দ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত করে এবং দেবতারাও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা পালন করিয়া থাকেন; স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোক এইরূপে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া তোমার প্রসাদে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ। পরন্তু সম্প্রতি এই এক মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, নিশা সময়ে কে যে ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করে, তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। হে মহাবাহো! ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে

ক্ষীণ হইলে পৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে স্বর্গও বিনষ্ট হইবে ; অতএব তোমার পরিরক্ষিত লোকসকল যাহাতে তোমার প্রসাদে ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহা কর।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ ! প্রজাদিগের ক্ষয়ের কারণ সমস্ত আমার বিদিত হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের নিকট বলি, তোমরা সুস্থচিত্তে শ্রবণ কর। কালেয় নামে বিখ্যাত মহা-ভীষণ কতকগুলা দানব ছিল। তাহারা বৃত্রকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জগৎ বিলোড়ন করিয়া বেড়াইত। এক্ষণে তাহারা বৃত্রাসুরকে ধীমান্ বাসব-কর্তৃক নিহত দেখিয়া জীবন রক্ষার্থ উদধি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারাই কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তু-সমাকুল বরুণালয়ে থাকিয়া জগতের উৎ-সাদনার্থ রজনীযোগে মুনিদিগকে বিনষ্ট করিতেছে ; কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করা অশক্য, কারণ তাহারা সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব যাহাতে সমুদ্র ক্ষয় হয়, তদ্বি-ষয়ে তোমরা যত্ন কর। সমুদ্র-শোষণ ব্যতিরেকে তাহা-দিগকে পারা যাইবে না, কিন্তু সমুদ্র-শোষণ করা এক মাত্র অগস্ত্য ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই। দেবতারা বিষ্ণু-কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ব্রহ্মাকে বিদিত করত অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, যেমন অমরগণ ব্রহ্মার উপাসনা করেন, সেইরূপ ঋষিগণ দীপ্ত-তেজা মহাত্মা অগস্ত্যের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহারা প্রচুর তপঃসম্পন্ন, অক্ষয়-প্রভাব, মিত্রাবরুণ-নন্দন, মহাত্মা অগস্ত্যকে আশ্রমে অবস্থিত অবলোকন করিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা স্তব করত কহিতে লাগিলেন। হে মুনে ! পূর্ব্বে যখন লোকসকল নহুষ কর্তৃক সন্তপ্ত হইয়া-ছিল, তখন আপনি তাহাদিগের গতি স্বরূপ হইয়া সেই লোক-কণ্টক নহুষকে স্বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করি-য়াছেন এবং ভূধরশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যগিরি রোষবশত প্রভাকরের গতি রোধার্থ সহসা অতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনার বচন উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অদ্যাপি তাহাকে খর্ব্ব হইয়া রহিতে হইয়াছে ; তৎকালে সূর্য্যালোক অভাবে জগৎ তিমিরাবৃত হইলে প্রজাসকল দুঃখে অতি পীড়িত হইয়াছিল, পরিশেষে আপনাকে নাথস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছে ; অতএব হে ভগবন্ ! আমরা যখন ভয়ে ভীত হই, তখনই আপনি আমাদিগের গতি স্বরূপ ও বরপ্রদ হইয়া থাকেন, এ প্রযুক্ত এইক্ষণে আমরা আর্ত্ত হইয়া আপনার নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছি।

ত্র্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে ! বিন্ধ্যগিরি কি নিমিত্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সহসা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহা আমি বিস্তার-ক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! দিবাকর, অদ্রিরাজ কনক চল মহাশৈল সুমেরুকে উদয়াস্তে প্রদক্ষিণ করেন, তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যগিরি সূর্য্যকে কহিল, হে ভাস্কর ! তুমি যেমন নিত্য নিত্য মেরুর সন্নিহিত হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছ, সেইরূপ আমাকে প্রদক্ষিণ কর। শৈলেন্দ্র বিন্ধ্য সূর্য্যকে এইরূপ কহিলে, সূর্য্য উত্তর করিলেন, হে শৈল ! আমি আপন ইচ্ছায় মেরুকে প্রদক্ষিণ করি না, যিনি এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি আমার এই পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। হে পরন্তপ ! দিবা-কর এই কথা বলিবামাত্র বিন্ধ্যাচল কুপিত হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের পথ রোধকরণমানসে সহসা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর দেব-তারা সকলে মিলিত হইয়া মহাদ্রিরাজ বিন্ধ্য নিকটে গমন-পূর্ব্বক বিবিধ উপায় বাক্য দ্বারা নিবারণ করিলেন, কিন্তু বিন্ধ্য তাঁহাদিগের নিবারণ বাক্য গ্রাহ্য করিল না। অনন্তর সেই সকল দেবতারা মিলিত হইয়া অতিমাত্র অদ্ভুতবীর্য্যশালী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য আশ্রমস্থ তপস্বী অগস্ত্য ঋষির সন্নিধানে উপ-নীত হইলেন এবং তাঁহাকে উক্ত বিষয় কহিতে লাগিলেন; হে মহাভাগ দ্বিজোত্তম ! এই পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য রোষপরবশ হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের গতি অবরোধ করিয়াছে, ইহাকে নিবা-রণ করা আপনা ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই, অতএব আপনি ইহাকে নিবারণ করুন। বিপ্রর্ষি দেবতাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিন্ধ্যাচলসমীপে যাত্রা করিলেন। তিনি সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়া সমীপস্থ বিন্ধ্যগিরিকে কহিলেন, হে নগেন্দ্র ! আমি কোন কার্য্যবশত দক্ষিণ দিকে গমন করিব, অতএব অভিলাষ করি, তুমি পথ প্রদান কর এবং যাবৎ পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল আমার এই কথা পালন কর ; আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তুমি স্বেচ্ছানুসারে উন্নত হইও। হে অমিত্রকর্ষণ ! বরুণনন্দন বিন্ধ্যগিরির সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন, অদ্যাপি তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। হে রাজন্ ! বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্য প্রভাবে যেরূপে আর বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই, যাহা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত আপনার নিকট আমি বর্ণন করিলাম।

মহারাজ ! সম্প্রতি যেরূপে দেবতারা অগস্ত্য হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া কালেয় অসুরগণকে নিসূদিত করেন, তদ্বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন। মৈত্রাবরুণি মুনি ত্রিদশগণের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, তোমাদিগের কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে এবং তোমরা আমার নিকট কি বরই বা প্রার্থনা কর ? ঋষি দেবগণকে এইরূপ কহিলে, তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাত্মন্ ! আমরা এই ইচ্ছা করি যে, আপনি মহোদধিকে পান করেন ; তাহা হইলে আমরা অমরদ্বেষী সেই কালেয় নামক অসুরগণকে তাহাদিগের অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করি। মুনি ত্রিদশদিগের কথা শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, তোমাদিগের অভিলষিত লোক সুখ-জনক এই মহৎ কার্য্য আমি সম্পাদন করিব। হে সুব্রত ! অগস্ত্য ঋষি এই কথা বলিয়া তপঃসিদ্ধ ঋষি ও অমরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সরিৎপতি সাগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া মহাত্মা অগস্ত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া সমুদ্রসমীপে গমন করিলেন। সরিৎপতি পবন দ্বারা তরঙ্গসহকারে ভীষণ নিস্বন করিতে করিতে যেন নৃত্য করি-তেছে, প্রবাহিত ফেনসমূহ দ্বারা যেন হাস্য করিতেছে, কোন কোন স্থানে কন্দরসমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং নানাবিধ গ্রহাদি জলজন্তুতে সমাকীর্ণ ও পক্ষিগণে সমন্বিত রহিয়াছে ;

ঈদৃশ মহোদধিতে অগস্ত্যপ্রমুখ দেব, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ ও মহাভাগ ঋষিগণ উপনীত হইলেন।

চতুরধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, বরুণ-পুত্র ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি সমুদ্র-কূল প্রাপ্ত হইয়া সমবেত দেব ও ঋষিগণকে কহিলেন, আমি লোকের হিত নিমিত্ত সমুদ্র পান করিতেছি, তোমাদিগের যাহা অনুষ্ঠান করা উচিত, তাহা তোমরা শীঘ্র বিধান কর। অক্ষয়-প্রভাব সম্পন্ন মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য ঋষি এতাবন্মাত্র কথন-পূর্ব্বক সকলের সমক্ষে কুপিত হইয়া সমুদ্রপানে প্রবৃত্ত হই-লেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা ঋষিকে সমুদ্র পান করিতে দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং ঋষিকে স্তুতিবাদপূর্ব্বক পূজা করত কহিলেন, লোকভাবন! তুমি আমাদিগের ত্রাতা এবং সমস্ত লোকের স্রষ্টা, তোমার প্রসাদেই দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎ সমুচ্ছিন্ন হইতে পারিল না। দেবতারা এইরূপে মহাত্মা অগস্ত্যকে স্তব করিতে লাগিলেন, স্বর্গ হইতে তাঁহার প্রতি পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বেরা গীত বাদিত্র-ধ্বনিতে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিল, এমত সময়ে সেই মহাত্মা মহার্ণবকে পান করিয়া নিঃসলিল করিলেন। তখন সুরগণ সমুদ্রকে সলিলশূন্য দেখিয়া পরম হর্ষান্বিত চিত্তে অসীম উৎ-সাহ সহকারে প্রধান প্রধান দিব্য আয়ুধসকল সংগ্রহপূর্ব্বক দানবদিগকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল মহাত্মা দেবগণ সিংহনাদ করত বেগ সহকারে তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন; তাহারা তখন বেগশীল সেই দেবগণের বেগ ধারণ করিতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। হে ভারত! দৈত্যেরা ত্রিদশগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও ভীষণ নিস্বন করত মুহূর্ত্তকাল তুমুল সংগ্রাম করিল। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বেই শুদ্ধাত্মা মুনিদিগের তপস্যানলে দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং প্রাণ-পণে যতমান হওয়াতেও কালের করাল-কবলে পতিত হইল। কনক কেয়ূর কুণ্ডলাদি অলঙ্কারধারী সেই অসুরেরা নিহত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মনুজোত্তম! হতাবশিষ্ট কোন কোন কালেয়াসুর বসুধা বিদারণ করিয়া পাতালতলে পলায়ন করিল।

ত্রিদশেরা দানবদিগকে নিহত দেখিয়া মুনিপুঙ্গব অগস্ত্যকে নানাবিধ বাক্যে স্তব করিলেন এবং বলিলেন, হে মহাবাহো! আপনার প্রসাদে লোকসমস্ত মহৎসুখ প্রাপ্ত হইল এবং আপনারই তেজোবলে ক্রূর-বিক্রম কালেয় অসুরেরা নিহত হইল। হে লোকভাবন মহাবাহো! সংপ্রতি আপনি সমুদ্র পূরণ করুন, আপনি যে জলপান করিয়াছেন, তাহা এইক্ষণে পরিত্যাগ করুন। দেবতারা এরূপ বলিলে ভগবান্ মুনিবর প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি সেই সলিলসকল জীর্ণ করিয়া ফেলি-য়াছি, তোমরা সমুদ্র পূরণার্থ যত্নপর হইয়া উপায়ান্তর চিন্তা কর। সমবেত দেবগণ ভাবিতাত্মা মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইলেন। মহারাজ! পরে মনুষ্য গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই মুনিপুঙ্গব অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া পরস্পর অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিল। দেবতারা সমুদ্র পূরণার্থ পুনঃপুনঃ মন্ত্রণা করিয়া বিষ্ণু সমভি-ব্যাহারে পিতামহ সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট সাগরপূরণের প্রস্তাব করিলেন।

পঞ্চাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

লোমশ কহিলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমেত বিবুধগণকে কহিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা যথাস্বেচ্ছা অভিলষিত স্থানে গমন কর; সমুদ্র বহুকালপরে মহারাজ ভগীরথের জ্ঞাতিগণকে নিমিত্ত করিয়া তাঁহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবে। সমস্ত দেবতা ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া কালযোগ প্রতীক্ষা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এ বিষয়ে ভগীরথের জ্ঞাতিরা কি নিমিত্ত কারণ হইয়াছিল, সেই কারণই বা কি এবং কিরূপেই বা ভগীরথের আশ্রয়ে সমুদ্র পূর্ণ হইয়াছিল, হে তপোধন! ঐ রাজন্যদিগের চরিত বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা ধর্ম্মরাজ দ্বিজবর লোমশকে এইরূপ কহিলে তিনি মহাত্মা সগর রাজার মহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক নৃপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রূপবান্, তেজস্বী, বলশালী, প্রতাপান্বিত ও নিঃসন্তান ছিলেন। হে ভারত! তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘদিগকে উৎসাদিত করিয়া অন্যান্য রাজন্যগণকে বশীভূত করত স্বরাজ্য শাসন করেন। তাঁহার বৈদর্ভী ও শৈব্যা নামে রূপ-যৌবন দর্পিতা দুই পত্নী ছিল। সেই রাজা পুত্র-কামনায় কৈলাসশিখরে সহধর্ম্মিণীদ্বয় সমভিব্যা-হারে গমনপূর্ব্বক সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপো-যোগ সমন্বিত সেই রাজা সুমহৎ তপঃপ্রভাবে মহাত্মা ত্রিলোচন ত্রিপুর-মর্দ্দন মহাদেবের দর্শন পাইলেন। ভার্য্যা-সমবেত সেই মহাবাহু রাজা, ভব ঈশান পিনাকী শূলপাণি ত্র্যম্বক উগ্র ঈশ বহুরূপ বরপ্রদ উমাপতি শঙ্করকে দর্শন করিবামাত্র প্রণিপাতপুরঃসর তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর সভার্য্য নৃপতির প্রতি প্রীত হইয়া কহিলেন, হে নৃপতে! তুমি যে ক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিলে, তাহাতে তোমার এক পত্নীতে অতি দর্পিত ষষ্টি সহস্র শূর পুত্র হইবে। তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া এককালে নিধন প্রাপ্ত হইবে। আর অন্য এক পত্নীতে বংশধর শৌর্য্য-শীল একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। রুদ্রদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন রাজাও পত্নীদ্বয়ের সহিত সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া স্বকীয় নিবেশে গমন করিলেন। হে মনুজপতে! অনন্তর তাঁহার কমল-লোচনা রাজমহিষী বৈদর্ভী ও শৈব্যা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। পরে বৈদর্ভী যথাকালে একটি অলাবু প্রসব করিলেন এবং শৈব্যা কুমারতুল্য দেবরূপী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। তখন মহীপাল সেই অলাবু নিক্ষেপ করিবার মানস করিলে তিনি অন্তরীক্ষ হইতে গম্ভীরস্বরে দৈববাণী শ্রবণ করিলেন যে, হে রাজন্! তুমি এরূপ সাহস করিও না, পুত্র সকল পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি অলাবু মধ্য হইতে বীজসকল নিঃসারিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করত ঘৃত-পূর্ণ উষ্ণপাত্রে রক্ষা কর, তাহা হইলে তুমি ষষ্টি সহস্র পুত্র

প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপ! মহাদেব এই নিয়মানুসারে তোমার পুত্র-জননের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিও না।

ষড়ধিকশ-ততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন হে রাজসত্তম ভারত! রাজা সগর অন্তরীক্ষ হইতে এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উক্তানুরূপ আচরণ করিলেন। তিনি বীজগুলি বিভাগক্রমে এক একটি করিয়া এক এক ঘৃতকুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুত্রগণের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হইয়া সেই সকল ভাগের রক্ষণাবেক্ষণার্থ এক একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে বহুকালানন্তর মহাবল পুত্রসকল সেই সকল কুম্ভ হইতে উত্থিত হইল। হে রাজন্! সেই অমিত-তেজস্বী রাজর্ষির রুদ্র-কৃপায় ষষ্টি সহস্র পুত্র হইল। তাহারা সকলেই সমরশালী, শূর,ভীষণস্বরূপ, নৃশংসকর্ম্মা, গগণমার্গে গমনশীল এবং বহুসংখ্য হওয়ায় অমরপ্রভৃতি সমস্ত লোককে অবজ্ঞা করত কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস সমস্ত প্রাণীদিগের প্রতিই প্রধাবিত হইতে লাগিল। দেবগণের সহিত সমস্ত লোক দুর্ব্বুদ্ধি-সগর তনয়গণ কর্ত্তৃক বাধ্যমান হইয়া ব্রহ্মাকে শরণ লইলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ মহাভাগ ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সকলে সকল লোকের সহিত যথা হইতে আসিয়াছ, তথায় গমন কর। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই সগর-পুত্রদিগের স্বকৃত কর্ম্মদোষে সম্পূর্ণরূপে মহাঘোররূপ বিনাশ হইবে। হে মনুজেশ্বর! ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ বলিলে দেবতারা ও সমস্ত লোক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে বীর্য্যবান্ সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার যজ্ঞীয় ঘোটক তৎপুত্রগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিতেছিল। সেই অশ্ব প্রযত্ন সহকারে রক্ষ্যমাণ হওয়াতেও জল-বিহীন ভীম-দর্শন সমুদ্রে গিয়া তথায় অন্তর্হিত হইল। হে বৎস! তৎপরে রাজকুমারেরা কাহারও কর্ত্তৃক অশ্ব অপহৃত হইয়াছে মনে করিয়া পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক ঐ অশ্ব অপহৃত ও অদৃশ্য হওয়া ব্যক্ত করিল। রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলে দিক্ বিদিক্ সর্ব্বত্র অন্বেষণ কর। হে মহারাজ! তদনন্তর তাহারা পিতার অনুজ্ঞানুসারে সমস্ত দিক্ ভ্রমণ করিয়া সমুদায় পৃথিবীতলে সেই অশ্ব অন্বেষণ করিল, কিন্তু অশ্ব বা অশ্বের অপহর্ত্তাকে অনুসন্ধান করিতে পারিল না পরিশেষে সকলে পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া পিতার নিকটে আগমন-পূর্ব্বক করপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে রাজন্! আমরা আপনার আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র, নদ, নদী, দ্বীপ, পর্ব্বত, কন্দর, বন ও উপবন সমস্ত ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিলাম। হে রাজন্! তখন রাজা সগর তাহাদিগের এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাক বশত যেন তাহাদিগের অনাগমন নিমিত্তই তাহাদিগকে এই কথা কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা পুনরায় গিয়া অশ্বের অন্বেষণ কর, সেই অশ্ব যজ্ঞীয়, তাহা ব্যতিরেকে তোমাদিগের আগমন করা কর্ত্তব্য নহে। সগরাত্মজেরা পিতার নিদেশ-বাক্যে পুনর্ব্বার অশ্ব অন্বেষণার্থে কৃৎস্না পৃথিবী পরিক্রম করিল। সেই বীরগণ পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রে আসিয়া একস্থলে পৃথিবী বিদারিত দেখিতে পাইল। তখন সেই গর্ত্ত উপলক্ষ করিয়া প্রযত্ন পুরঃসর কুদ্দাল ও হ্রেষুক দ্বারা খনন করিতে লাগিল। সমুদ্র তাহাদিগের কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে দীর্য্যমাণ হওয়ায় অত্যন্ত আর্ত্ত হইল এবং অসুর, পন্নগ ও রাক্ষসাদি বিবিধ প্রাণীরা সগরপুত্রগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র প্রাণীর মস্তক ছিন্ন, দেহ ভগ্ন এবং চর্ম্ম, অস্থি ও সন্ধিস্থল ভিন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। সগরপুত্রদিগের এই প্রকারে সমুদ্র খনন করিতে বহুকাল অতীত হইল, কিন্তু কোন স্থানেও অশ্বের অনুসন্ধান হইল না। তদনন্তর তাহারা অতিক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের পূর্ব্ব উত্তর প্রদেশে পাতালতল বিদারণ করিয়া তথায় সেই অশ্বকে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে এবং তেজোরাশিরূপ মহাত্মা কপিল মুনিকে জ্বালাপ্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইল। হে মহীপতে! সেই অশ্ব রাজ-তনয়গণের নয়নগোচর হইলে তাহারা হর্ষে লোমাঞ্চিত কলেবর ও কালপ্রেরিত হইয়া ক্রোধভরে মহাত্মা কপিল দেবকে অবজ্ঞা করত অশ্ব গ্রহণাভিলাষে ধাবিত হইল। মহারাজ! পুরাতন ঋষিরা যে মুনিপুঙ্গব কপিল দেবকে বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অতি মহাতেজস্বী সেই কপিল দেব, চক্ষু বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগরসুতগণের প্রতি তেজ পরিত্যাগ করত তদ্দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অতি মহাতপা দেবর্ষি নারদ তাহাদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া রাজা সগরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তৎসংবাদ প্রদান করিলেন। রাজা নারদমুখে সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল বিমনা হইয়া মহাদেবের বাক্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে আপনি আপনাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করিলেন এবং তখন অসমঞ্জার পুত্র নিজ পৌত্র অংশুমানকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন, হে বৎস! অমিত-তেজস্বী ষষ্টি সহস্র পুত্র আমার নিমিত্ত কপিল দেবের তেজ দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমি আপন ধর্ম্মরক্ষার্থ পুরবাসীদিগের হিতাভিলাষে তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! রাজশার্দ্দূল সগর দুস্ত্যজ বীর পুত্রকে কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, রাজা সগরের অসমঞ্জা নামে বিখ্যাত এক পুত্র শৈব্যার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে পুরবাসীদিগের দুর্ব্বল বালকদিগের কণ্ঠ ধারণ করিয়া গ্রহণ করত এক ক্রোশ দূরে নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তন্নিমিত্ত পৌরজনেরা সকলে ভয় ও শোকে কাতর হইয়া সগর নিকটে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিল, মহারাজ! আপনি আমাদিগকে পররাষ্ট্রজনিত ও অন্যান্য ভীতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, অতএব সম্প্রতি রাজকুমার অসমঞ্জার দারুণ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। নৃপসত্তম সগর পুরবাসীদিগের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুহূর্ত্ত কাল বিমনায়মান হইয়া পরিশেষে অমাত্যগণকে কহিলেন, তোমরা অদ্য আমার পুত্র অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর; যদি আমার প্রিয় কার্য্য করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে

১৩। সগর-সন্তানগণ ভস্মীভূত।



পুরাতন ঋষিরা যে মুনিপুঙ্গব কপিলদেবকে বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অতি মহা-তেজস্বী সেই কপিলদেব চক্ষু বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগর-সুতগণের প্রতি তেজ পরিত্যাগ করত তদ্দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৩৮৪ পৃষ্ঠা। ( বনপর্ব্ব )

ইহার বিধান কর। হে নরাধিপ! রাজা সচিববর্গকে রূপ কহিলে তাহারা, রাজা যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, তৎ-াৎ তাহা নিষ্পাদন করিল। হে নরপতে! যে রূপে মহাত্মা। ভূপতি পৌর জনের হিতকামনায় নিজ সন্তানকে বিবা-করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম।

সম্প্রতি রাজা সগর মহাধনুর্দ্ধারী অংশুমানকে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। সগর কহিলেন, হে বৎস আমি তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করায় ও অপর পুত্রের নিধন প্রাপ্ত হওয়ায় এবং অশ্ব প্রাপ্ত না হওয়ায় দুঃখানলে পরিতাপিত হইতেছি। একে পুত্রশোকে অভিসন্তপ্ত, তাহাতে আবার যজ্ঞ বিঘ্ন নিমিত্ত মোহিত হইয়াছি, অতএব তুমি যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিয়া আমাকে নরক হইতে উদ্ধার কর। অংশুমান্ মহাত্মা সগরকর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া যে প্রদেশে মহী বিদারিতা হইয়াছিল, দুঃখার্ত্ত চিত্তে তথায় গমন করিলেন। তিনি সেই খনিত পথদ্বারাই সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় মহাত্মা কপিল দেব ও অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তেজঃপুঞ্জ প্রাচীন ঋষিসত্তম কপিল দেবকে দেখিয়া ভূমিতে মস্তকাবনতিপূর্ব্বক প্রণতি করত স্বীয় কার্য্য নিবেদন করিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা কপিল দেব অংশুমানের প্রতি প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতে সম্মত আছি। রাজকুমার প্রথম বর, যজ্ঞ সম্পাদন নিমিত্ত অশ্ব প্রার্থনা করিলেন; দ্বিতীয় বর, পিতৃগণের উদ্ধার যাচ্ঞা করিলেন। মুনিপুঙ্গব মহাতেজা কপিল দেব অংশুমানকে কহিলেন, হে অনঘ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যে যে বর প্রার্থনা করিলে আমি তাহাই দিতেছি। ক্ষমা, ধর্ম্ম ও সত্য তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সগর মহীপতি তোমা হইতে কৃতার্থ হইলেন। তোমার পিতা তোমা দ্বারাই পুত্রবান্ হইয়াছেন; সগর-সুতেরা তোমার প্রভাবেই স্বর্গগামী হইবে; তোমার পৌত্র সগর-পুত্রদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত মহেশ্বর ত্রিপুরারিকে তৃপ্ত করিয়া ত্রিদিব হইতে ত্রিপথগা তরঙ্গিণীকে আনয়ন করিবে। হে বৎস নরপুঙ্গব! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া যাও, মহাত্মা সগরের যজ্ঞ সমাপন কর।

কপিল মুনি অংশুমানকে এইরূপ বলিলে অংশুমান্ অশ্ব গ্রহণ করিয়া মহাত্মা সগরের যজ্ঞবাটে আগমন করিলেন। পরে তিনি মহাত্মা সগরের চরণদ্বয় বন্দনা করিলে মহাত্মা সগরও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর অংশুমান্ তথায় যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন এবং সগরপুত্রদিগের যেরূপে বিনাশ হইয়াছে, তৎসমস্ত আনুপূর্ব্বিক রাজার নিকট নিবেদন করিলেন এবং অশ্ব যে, যজ্ঞ স্থলে আসিয়াছে, তাহাও বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া এবং অংশুমানকে প্রাপ্ত হইয়া পুত্রবিয়োগের দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন এবং সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন। রাজা সগর সমস্ত দেবগণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া যজ্ঞ সমাপন করত বরুণালয় সমুদ্রকে পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন। রাজীবলোচন রাজা সগর বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া পরিশেষে পৌত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক স্বর্গযাত্রা করিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা অংশুমানও পিতামহের ন্যায় সাগরমেখলা পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিলীপ নামে ধর্ম্মজ্ঞ এক পুত্র হইয়াছিল; রাজা অংশুমান্ ঐ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমাধান করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। অনন্তর রাজা দিলীপ পিতৃগণের ভয়ঙ্কর নিধন বিবরণ শুনিয়া দুঃখে পরিতাপিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের গতি চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনন্তর গঙ্গাবতরণ নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তা করিলেন, কিন্তু সাধ্যানুসারে চেষ্টা করাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। হে ভরতর্ষভ! তাঁহার ভগীরথ নামে বিখ্যাত সত্যবাদী অসূয়ারহিত সুলক্ষণান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্র হইয়াছিল। হে ভারত! রাজা দিলীপ ঐ ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিলেন। অনন্তর তিনি কালক্রমে তপঃসিদ্ধি যোগ বশত অরণ্য হইতে স্বর্গারোহণ করিলেন।

সপ্তাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! মহাধন্বা মহারথ ভগীরথ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সকল লোকের মনো-নয়নের আনন্দবর্দ্ধন হইলেন। সেই মহাবাহু মহাত্মা কপিল দেবকর্ত্তৃক পিতৃগণের ঘোররূপ নিধন ও তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের স্বর্গে অনধিকার শ্রবণ করিলেন; তাহাতে সাতিশয় অনুতাপিত হৃদয়ে সচিবের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপস্যাচরণ করিতে হিমালয়পার্শ্বে গমন করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা ভগীরথ তপস্যা দ্বারা দগ্ধপাপ ও গঙ্গারাধনে অভিলাষী হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, শিখরিশ্রেষ্ঠ হিমগিরি ধাতুযুক্ত বিবিধাকার শৃঙ্গসমূহে অলঙ্কৃত, পবনাবলম্বী মেঘসমূহ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিষিক্ত এবং নদী, কুঞ্জ, নিতম্ব ও দেবালয়ে উপশোভিত রহিয়াছে। তথায় সিংহ ব্যাঘ্রসকল গুহাকন্দরে লীন হইয়া রহিয়াছে; ভৃঙ্গরাজ, হংস, দাত্যূহ, জলকুক্কুট, ময়ূর, শতপত্র, জীবঞ্জীবক, কোকিল, পুত্রপ্রিয় অসিতাপাঙ্গ চকোর প্রভৃতি বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গ সকল বিবিধ বাক্যে রব করিতেছে; মনোরম্য জলস্থান সকল পদ্মিনীদলে সঙ্কুল হইয়াছে; সারসগণের মধুর রব শ্রবণ-রম্য হইতেছে; শিলাতল সকল কিন্নর ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে পাদপসকল দিগ্দন্তী কর্ত্তৃক দশনাগ্র দ্বারা ঘর্ষিত হইয়াছে; বিদ্যাধরগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে; কোন কোন স্থান দীপ্তজিহ্ব বিষোল্বণ ভুজঙ্গ দ্বারা পরিষেবিত হইতেছে; কোন কোন স্থানে কনকের ন্যায় আভা প্রকাশ পাইতেছে; কোন কোন স্থানে রজতের ন্যায় প্রভা প্রদীপ্ত হইতেছে; এবং কোন কোন স্থানে অঞ্জন পুঞ্জের প্রতিভা প্রকাশিত হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা ভগীরথ ঈদৃশ অপূর্ব্ব দর্শনীয় নানা রত্নসমাকুল তুহিন-গিরিতে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় ফলমূলজলাহারী হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত উগ্র তপস্যা করিলেন। দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর অতীত হইলে মহানদী গঙ্গা দেবী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি ভগীরথকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার নিকট কি অভিলাষ করিতেছ? আমাকে তোমারে কি দিতে হইবে বল। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। গঙ্গা তাঁহাকে এইরূপ বলিলে, তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে বরদে! হে মহানদি! আমার পিতামহগণ অশ্ব অন্বেষণ করি-

তেছিলেন, ইত্যবসরে কপিল দেব তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছেন। ষষ্টিসহস্র মহাত্মা সগরসন্তান কপিল দেবের নিকট ক্ষণকালমধ্যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এইপ্রকারে বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বর্গবাসে অধিকার নাই। হে মহানদি! আপনি যেপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের শরীর সকল সলিলে অভিষিক্ত না করিবেন, তাবৎকাল তাঁহাদিগের গতি হইবে না। হে মহাভাগে! হে মহানদি! আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত আপনার নিকট ইহা প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমার পিতামহ সেই সগরপুত্রগণকে সুরলোকভাগী করুন। লোমশ কহিলেন, লোকনমস্কৃতা গঙ্গা, রাজা ভগীরথের ঐ কথা শুনিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রার্থনা বাক্য অবশ্য সফল করিব, কিন্তু আমি যখন গগন হইতে পৃথিবীতে পতিত হইব, তখন আমার বেগ দুর্দ্ধারণীয় হইবে। হে রাজন্! তখন তাহা ধারণ করিতে লোকমধ্যে দেবদেব মহেশ্বর নীলকণ্ঠ ব্যতীত আর কাহারও সামর্থ্য নাই, অতএব তুমি বরপ্রদ হরকে তপস্যাদ্বারা পরিতুষ্ট কর, তাহা হইলে তিনি আমার অবতরণসময়ে আমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন, তিনি তোমার পিতৃলোকের হিতার্থে ত্বদীয় কামনা পূর্ণ করিবেন। হে রাজন্! মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাদেবীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাসপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করত শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং পিতৃগণের স্বর্গবাস-উদ্দেশে গঙ্গার বেগধারণ নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে বরগ্রহণ করিলেন।

অষ্টাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, ভগবান্ শূলপাণি ভগীরথের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগের প্রিয়কার্য্য নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, হে নৃপসত্তম! তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। হে মহাবাহো! যখন কল্যাণদায়িনী পুণ্যজনিকা দিব্যা দেবনদী গগনমার্গ হইতে প্রচ্যুতা হইবেন, তখন আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাকে ধারণ করিব। হে মহাবাহো! নানাবিধ আয়ুধধারী ঘোররূপ পারিষদগণে পরিবৃত শঙ্কর এইরূপ কহিয়া হিমাচলে গমন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থিত হইয়া নরপুঙ্গব ভগীরথকে বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি শৈলরাজনন্দিনী স্বর্ণদীর নিকট অভিপ্রেত বিষয় যাচ্ঞা কর, আমি ত্রিপিষ্টপ হইতে পতমানা সেই সরিদ্বরাকে ধারণ করিব। রাজা শঙ্করকথিত এই বাক্য শ্রবণ করত সংযত ও প্রণত হইয়া গঙ্গাকে চিন্তা করিলেন। তিনি পুণ্যজলা রমণীয় গঙ্গাকে চিন্তা করিলে গঙ্গা ঈশানকে অবস্থিত দেখিয়া সহসা গগন হইতে প্রচ্যুতা হইতে লাগিলেন। দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষগণ গঙ্গার অবতরণ হইবে জ্ঞাত হইয়া তাহা দর্শনমানসে সমাগত হইলেন। হিমগিরিনন্দিনী গঙ্গা মহা মহা আবর্ত্তসকল সমুত্থিত করত মীন গ্রাহাদি জলজন্তুতে সমাকুলা হইয়া গগন হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। সুরতরঙ্গিণী গগনমণ্ডলের মেখলা স্বরূপ হইয়া পতিত হইলে মহাদেব তাঁহাকে মুক্তাময়ী মালার ন্যায় ললাট দেশে ধারণ করিলেন, তাহাতে গঙ্গা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জলরাশি হংস পঙ্‌ক্তির ন্যায় ফেনপুঞ্জে সমাকুল হইতে লাগিল; তিনি কোন স্থানে সম্পূর্ণরূপে সর্প শরীরের ন্যায় কুটিলগতি ক্রমে গমন করিতে লাগিলেন; কোন কোন স্থানে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিলেন; কোথাও বা জলনিনাদে উৎকৃষ্ট শব্দ করিতে লাগিলেন; তিনি ফেনপটে আবৃত হইয়া যেন মত্ত প্রমদার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সুরনিম্নগা এরূপ বহুবিধ ভাব প্রকাশ করিতে করিতে গগনতল হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভগীরথকে কহিলেন, হে মহারাজ! হে পৃথিবীপতে! আমি তোমার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলাম, এক্ষণে কোন্ পথে গমন করি, তাহা প্রদর্শন কর। রাজা ভগীরথ এই কথা শুনিয়া, যে দিকে সগরাত্মজদিগের শরীর ছিল, সেই দিকে পুণ্য সলিল দ্বারা প্লাবন নিমিত্ত প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ওদিকে লোকনমস্কৃত মহাদেব গঙ্গাধারণের পর দেবগণের সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথ অমর নদী সমভিব্যাহারে বেগপূর্ব্বক সমুদ্রে আসিয়া বরুণালয়কে পরিপূর্ণ করিলেন এবং তথায় গঙ্গাকে কন্যারূপে কল্পনা ও পিতৃগণকে উদক প্রদান করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। মহারাজ! ত্রিপথগা গঙ্গা যেরূপে সমুদ্র পূরণার্থ পৃথিবীতে অবতারিতা হইয়াছিলেন এবং যে কারণবশত মহাত্মা মুনি সমুদ্র পান ও ব্রহ্মা বাতাপিকে সংহার প্রাপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল যাহা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

নবাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতকুলতিলক! তদনন্তর কুন্তীনন্দন ধর্ম্মরাজ পাপভয়-বিনাশিনী নন্দা ও অপরনন্দা নাম্নী তটিনীতে গমনপূর্ব্বক অনাময় স্থল হেমকূট শিখরীতে আসিয়া অচিন্তনীয় অদ্ভূত ভাবসকল দেখিতে লাগিলেন। তথায় বায়ু প্রবাত মেঘসকল পরিব্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র প্রস্তর খণ্ড পতিত রহিয়াছে। বিষণ্ণ চিত্ত ব্যক্তিরা তাহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। তথায় পবন নিয়ত সঞ্চরণ করিতেছে; বারিধর অনবরত বর্ষণ করিতেছে; বেদপাঠধ্বনি শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু কাহাকেও পাঠ করিতে দেখা যায় না; সায়ং ও প্রভাত সময়ে ভগবান্ বৃহদ্ভানু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন; এবং তথায় মক্ষিকা সকল তপোবিঘ্নকারী হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে, তাহাতে মনুষ্যের তপস্যায় বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদি স্মৃতি-পথারূঢ় হয়। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির বহুবিধ বিস্ময়জনক ভাব সকল সন্দর্শন করিয়া সেই অদ্ভুত বিষয়ের কথা পুনর্ব্বার লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে অরিকর্ষণ! পূর্ব্বে এতদ্বিষয় আমাদিগের যেরূপ শ্রুত হইয়াছে, আমি তাহা কহিতেছি, আপনি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ করুন। মহারাজ! এই ঋষভকূটে ঋষভ নামে অনেক শত বর্ষের বর্ষীয়ান্ অত্যন্ত কোপন স্বভাব এক তাপস ছিলেন। তিনি নিয়ত তপোনুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন। তাঁহাকে অন্যান্য ব্যক্তিরা সম্ভাষণ করিত বলিয়া তিনি পর্ব্বতের প্রতি আদেশ করিলেন, যে কোন ব্যক্তি এখানে যেমন কথা কহিবে, তেমনি তাহার উপর তুমি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিও এবং অনিলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি এখানে শব্দ করিও না এবং কোন পুরুষ কথা কহিলে যেন মেঘসদৃশ শব্দে তাহাকে নিবারণ করা হয়। হে রাজন্!

সেই মহর্ষি ক্রোধবশত এইরূপে কোন কোন কর্ম্ম বিহিত ও কোন কোন কর্ম্ম নিষিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! ইহা আমাদিগের শ্রুত হইয়াছে যে, পূর্ব্বকালে দেবগণ নন্দাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; কতকগুলি পুরুষ সহসা তাঁহাদিগের দর্শনার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ দর্শন-দানে অনিচ্ছু হইয়া এই দেশকে পর্ব্বত-পরিধি দ্বারা দুর্গাকারে নির্দ্দিষ্ট করিলেন; তদবধি মনুষ্যেরা, এই পর্ব্বতে আরোহণ করা দূরে থাকুক, সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতেও কখন ক্ষমতাপন্ন হয় না। হে কৌন্তেয়! অকৃততপা ব্যক্তি এই মহাগিরি দর্শন বা ইহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব আপনি বাগ্‌যত হউন। হে ভারত! তৎকালে যে এস্থানে দেবতারা প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নসকল অদ্যাপি প্রত্যক্ষ রহিয়াছে; দেখুন, এই দূর্ব্বা যেন কুশের ন্যায় বোধ হইতেছে; এই স্থান যজ্ঞ বেদির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; এবং এই সকল বৃক্ষ যূপাকার হইয়া রহিয়াছে। দেবতা ও ঋষিরা এস্থানে অদ্যাপি বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্রীয় অনল সায়ং ও প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! এখানে যাহারা অবগাহন করে, তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পাপ ক্ষয় হয়, অতএব আপনি অনুজগণের সহিত অবগাহন করুন; নন্দাসলিলে অভিষিক্ত হইয়া পশ্চাৎ কৌশিকীতে গমন করিবেন; যেখানে বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মরাজ স্বগণ সহ নন্দা সলিলে আপ্লুতাঙ্গ হইয়া শীতলসলিল-শালিনী শুভ ও পুণ্যদায়িনী রমণীয়া কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে ভরতপ্রবর! এই দেখুন, এখানে পুণ্যা দেবনদী কৌশিকী ও বিশ্বামিত্রাশ্রম প্রকাশ পাইতেছে এবং ঐ পুণ্যাশ্রম মহাত্মা কাশ্যপের, যাঁহার পুত্র সংযতেন্দ্রিয় তপোনিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ তপঃপ্রভাবে বাসবকে বর্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; বলবৃত্রহা ইন্দ্র অনাবৃষ্টিকালে তাঁহার ভয়ে জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই তেজস্বী প্রভু ঋষ্যশৃঙ্গ, কাশ্যপ মুনির ঔরসে মৃগীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লোমপাদ রাজার রাজ্যে মহৎ অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। লোমপাদ নৃপতি রাজ্যমধ্যে শস্য উৎপন্ন হইলে আপনার শান্তা নাম্নী কন্যাকে, সবিতা যেমন নিজ দুহিতা সাবিত্রীকে সম্প্রদান করেন, সেইরূপ ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষে! কাশ্যপাত্মজ ঋষ্যশৃঙ্গ কি নিমিত্ত হরিণীতে উৎপন্ন হন, তিনি কি রূপেই বা বিরুদ্ধযোনি সংসর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যাপরায়ণ হইলেন, বৃত্রহা বাসব অনাবৃষ্টিকালে কি নিমিত্ত সেই ধীমান্ বালকের ভয়ে ভীত হইয়া বর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজতনয়া শান্তাই বা কিরূপ ছিলেন যে, তিনি সংযতব্রতা হইয়া সেই মৃগরূপ ঋষির মনোমোহন করিয়াছিলেন এবং যখন লোমপাদ রাজর্ষি ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তখন তাঁহার রাজ্যে পাকশাসন কি জন্য বর্ষণ করেন নাই? হে ভগবন্! ঋষ্যশৃঙ্গচরিত এই সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে, আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, প্রজাপতি তুল্য দ্যুতিমান্ অমোঘবীর্য্য সাধু-স্বভাব তপঃসমৃদ্ধ মহার্হ বিপ্রর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র প্রতাপশালী ঋষ্যশৃঙ্গ যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সেই মহাতেজা বালক হইয়াও স্থবিরসম্মত হইয়াছিলেন। দেবতুল্য কশ্যপ-পুত্র বিভাণ্ডক ঋষি মহাহ্রদ আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকাল পরিশ্রম সহকারে তপস্যা করিতেছিলেন। একদা জলমধ্যে স্নান করিতে করিতে উর্ব্বশী অপ্সরাকে দেখিয়া তাঁহার রেতঃ নির্গত হইল; তখন এক তৃষিতা মৃগী জলের সহিত ঐ রেতঃপান করিল; তাহাতেই সে গর্ভবতী হইল। সেই মৃগী দেবকন্যা ছিল, লোককর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে তাহাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মৃগী হইয়া মুনি প্রসব করিলে শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। বিধাতৃবাক্যের অব্যর্থতা ও দৈবকৃত ভবিতব্যতানিবন্ধন বিভাণ্ডক ঋষির সেই হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে মহর্ষি পুত্র হইল। সেই ঋষি-পুত্র তপোনিরত হইয়া বনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেই মহাত্মা ঋষির মস্তকে শৃঙ্গ হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ভিন্ন অন্য কোন মানুষ পূর্ব্বে তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ নিয়তই ব্রহ্মচর্য্যে রত ছিল।

সেই সময়ে রাজা দশরথের সখা লোমপাদ নামে বিখ্যাত এক রাজা অঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন। আমরা ইহা শুনিয়াছি যে, তিনি যদৃচ্ছাবশত ব্রাহ্মণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন লোমপাদ নৃপতিকর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার পুরোহিতের প্রতি অহিতাচরণ হওয়াতে, জগৎপতি ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ করিলেন না; তাহাতে সমস্ত প্রজা পীড়িত হইতে লাগিল। হে পৃথিবীপতে! রাজা, দেবরাজ যাহাতে বর্ষণ করেন, তদুপায় করণে সমর্থ তপঃসম্পন্ন মনীষী ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, পর্জ্জন্য যে প্রকারে জল বর্ষণ করে, ইহার উপায় দেখুন। রাজা তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিলে তাঁহারা সকলেই রাজাকে স্বীয় স্বীয় অভিমত কহিলেন। তন্মধ্যে এক প্রধান মুনি বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার প্রতি ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়াছেন, অতএব আপনি তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় বিধান করুন এবং মুনিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ সরল-স্বভাব এবং বনমধ্যে জন্মিয়া বনেতেই অবস্থান করেন, সুতরাং নারীগণ যে কিরূপ, তাহা তিনি অবগতই নহেন। সেই মহাতপা যদি তোমার রাজ্যমধ্যে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে পর্জ্জন্য তৎক্ষণাৎ বর্ষণ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে ধরণীনাথ! লোমপাদ রাজা এই কথা শুনিয়া আত্ম-নিষ্কৃতি করিতে দ্বিজাতিগণের নিকটে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করত পুনরাগমন করিলেন। প্রজারা রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল। অঙ্গপতি স্বপুরে আগমনানন্তর মন্ত্রণাদক্ষ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের কিসে আগমন হইতে পারে, এই মন্ত্রণাবিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। হে অচ্যুত! তিনি অত্যন্ত, বিষয়নিপুণ নীতিকুশল ও শাস্ত্রজ্ঞ সেই সকল সচিবগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গঋষির আগমনের উপায় অবধারণ করিলেন। পরে সর্ব্ববিষয়ে সুচতুর কতক-

গুলি প্রধান বারাঙ্গনাকে আনাইলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনাগণ! তোমরা ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে কোন উপায়ক্রমে প্রলোভ-প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে আমার রাজ্যমধ্যে আনয়ন কর। বারাঙ্গনারা, রাজার আজ্ঞা পালন না করিলে রাজদণ্ডের ভয়ে, এবং আজ্ঞা পালন করিলে ঋষি শাপ প্রদান করেন, সেই ভয়ে, উভয়থাই ভীতা হইয়া বিবর্ণা ও গতচৈতন্যা হইল; পরে সেই কার্য্য তাহাদিগের অসাধ্য বলিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল। তন্মধ্যে এক বৃদ্ধা বারযোষা বলিল, মহারাজ! আমি সেই তপোধনকে আনয়ন করিতে যত্ন করিব; আপনি যদি আমার অভিলষিত বিষয়সকল পূর্ণ করিতে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি ঋষি-পুত্রকে আনিতে পারিব। অনন্তর রাজা তাহাকে তাহার সমস্ত অভিপ্রেত প্রদানে অনুমতি করিলেন এবং প্রচুর ধন ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। পরে সেই বর্ষীয়সী তৎক্ষণাৎ কতকগুলি রূপ-যৌবন-সম্পন্না নারী লইয়া অরণ্যে গমন করিল।

দশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

লোমশ কহিলেন, হে ভরতকুলপালক! সেই বৃদ্ধা রাজকার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত রাজার আদেশানুসারে স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে নৌকামধ্যে এক আশ্রম প্রস্তুত করিল। সেই নাব্যাশ্রমটি নানা গুল্মলতাতে সমন্বিত, বিবিধ পুষ্পফলে উপশোভিত ও বাঞ্ছনীয় সুস্বাদু ফলপ্রদ কৃত্রিম বৃক্ষসমূহে অতীব রমণীয় ও অতীব মনোহররূপে নির্ম্মাণ করিল; তাহা এতাদৃশ অদ্ভুতদর্শন হইল যে, তাহার উপমাস্থলও অদ্ভুত। বর্ষীয়সী বেশ্যা উক্তরূপ নৌকা বিভাণ্ডকাশ্রমের অদূরে বন্ধন করিয়া বিভাণ্ডক মুনি যে সময়ে আশ্রম হইতে বহির্গমন করেন, তাহা অনুচর পুরুষদিগের দ্বারা অবগত হইল। পরে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া কোন সময়ে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে অনবস্থান জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধিমতী পুংশ্চলী স্বীয় দুহিতাকে প্রেরণ করিল। সুচতুরা সেই গণিকাত্মজা তপোনিষ্ঠ ঋষিকুমার-উদ্দেশে যাত্রা করত উক্ত আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং কহিল, হে মুনে! সম্প্রতি আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি; তাপসদিগের ত কুশল? আপনাদিগের এখানে ত ফল মূল প্রচুর হইয়া থাকে? এবং এই আশ্রমটি আপনার রমণীয় বটে ত? হে বিপ্র! তপস্বীদিগের ত তপোবৃদ্ধি হইতেছে? আপনার পিতার ব্রহ্মণ্য তেজ ত হীন হয় নাই নাই? আপনার অন্তঃকরণ ত পরিতৃপ্ত আছে? হে ঋষ্যশৃঙ্গ! আপনি ত বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন?

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, আপনি ঋদ্ধিদ্বারা জ্যোতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন এবং আপনাকে আমাদিগের অভিবাদনীয় বোধ হইতেছে; অতএব আতিথ্য ধর্ম্মানুসারে আপনাকে অভিলাষানুযায়ী পাদ্য ও ফল মূল প্রদান করিতেছি, আপনি এই কৃষ্ণসার-চর্ম্মাবৃত সুখকর কুশাসনোপরি যথাসুখে উপবেশন করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনার আশ্রম কোথায়? এবং আপনি দেবতুল্য হইয়া যে এই ব্রত আচরণ করিতেছেন, ইহা কি ব্রত?

বেশ্যা কহিল, কাশ্যপকুমার! ত্রিযোজন পরিমিত এই পর্ব্বতের পশ্চে আমার রম্য আশ্রম আছে, আমার ধর্ম্ম এই যে, আমি কাহারও অভিবাদন স্বীকার ও কাহার প্রদত্ত পাদ্যোদক স্পর্শ করি না, অতএব আপনি আমাকে অভিবাদন করিবেন না। অপিচ আমি আপনাকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিব, এইরূপই আমার ব্রত। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, আপনাকে পক্ক ভল্লাতক, আমলক, করূষক, ইঙ্গুদ ও ধন্বন ফলসকল দিতেছি, আপনি গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করুন।

লোমশ কহিলেন, বেশ্যা সেই সকল ফল পরিত্যাগ করিয়া পরে ঋষিতনয়কে উপাদেয় উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্যসকল প্রদান করিল। সুরসান্বিত ও সুদৃশ্য সেই ভক্ষ্যদ্রব্য সকল ঋষ্যশৃঙ্গের সাতিশয় রুচিকর হইল। বারবিলাসিনী উত্তম পেয়, সুগন্ধি মাল্য এবং বিচিত্র ও সমুজ্জ্বল বস্ত্রসকল প্রদান করিল এবং হাস্য আমোদপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল; মুনিকুমারস্বরূপ তরু সমীপে যেন ফলভারবতী লতার ন্যায় হইয়া অঙ্গভঙ্গি করত কন্দুকদ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল এবং যেন মদাভিভূত ও লজ্জান্বিত হইয়া গাত্রদ্বারা গাত্র নিষেবণপূর্ব্বক বারংবার মুনিকুমারকে আলিঙ্গন ও তত্রস্থ সুপুষ্পিত সর্জ্জ, অশোক ও তিলক বৃক্ষকে অবনমন ও বিভঞ্জন করত প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে ঋষ্যশৃঙ্গের মনের বিকৃতি ভাব দেখিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার শরীরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পীড়ন করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্নিহোত্র ব্যপদেশে মন্দ মন্দ গতিতে তথা হইতে গমন করিল।

সেই বেশ্যা গমন করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই বেশ্যাশূন্য আশ্রমে মদনমত্ত হইয়া বিচেতন হইলেন; তিনি তদ্গতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত আর্ত্তরূপ হইলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে সিংহ-সদৃশ পিঙ্গললোচন, আনখাগ্র লোমবেষ্টিত-দেহ, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, দৃঢ় সমাধিনিষ্ঠ বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে সমাগত হইলেন। তিনি পুত্র নিকটে উপনীত হইয়া তাহাকে বিপরীত চিত্ত ও দীনভাবে উপবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে উর্দ্ধে দৃষ্টি করত কোন বিষয় চিন্তা করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অদ্য কি নিমিত্ত সমিৎ সঞ্চয় কর নাই? কি নিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম কর নাই? কি নিমিত্তই বা স্রুক্ স্রুব সুন্দররূপে প্রক্ষালিত হয় নাই? এবং কি হেতুই বা হোমধেনু দোহন করা হয় নাই? পুত্র! পূর্ব্বে তুমি যেরূপ ছিলে, অদ্য তোমাকে সেরূপ দেখিতেছি না; তুমি কি জন্য চিন্তাপরায়ণ, বিচেতন ও অতিমাত্র দীনভাবাপন্ন হইয়াছ? অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, অদ্য কে এ স্থানে আসিয়াছিল।

একাদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, এ স্থানে দেব-কুমারের ন্যায় শোভমান মনস্বী এক জটিল ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। তিনি অতি খর্ব্ব নহেন এবং অতি দীর্ঘও নহেন; তাঁহার বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ; চক্ষু কমলের ন্যায় আয়ত; তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বলরূপ; তাঁহার জটাসকল হিরণ্য রজ্জু দ্বারা গ্রথিত, সুদীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, পরিষ্কৃত ও সুগন্ধি; অতি গৌরবর্ণ সেই ব্রহ্মচারীর নয়ন দুইটি মনোহর কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহার কণ্ঠদেশে যেন অন্তরীক্ষস্থ আলবালরূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে; কণ্ঠের নিম্নভাগে সাতিশয় মনোহর লোম-শূন্য দুইটি পিণ্ড বিরাজ করি-

তেছে; মধ্য দেশ যেন নাভিমণ্ডলে সংলগ্ন হইয়াছে; কটিদেশ অতিশয় ক্ষীণ; মদীয় এই মেখলার ন্যায় তাঁহার হিরণ্ময়ী মেখলা চীর মধ্য হইতে প্রকাশিতা হইয়াছে; তাঁহার পাদ-যুগলে শব্দসংযুক্ত অদ্ভুতদর্শন অপর এক বস্তু প্রতিভাত হই-তেছে; এবং সেইরূপ শব্দায়মান ও চন্দ্র তুল্য দীপ্যমান এক বস্তু আমার এই অক্ষমালার ন্যায় তাঁহার পাণিদ্বয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি অঙ্গচালনা করিলে তাঁহার পরিহিত সেই সমস্ত বস্তু সরোবরস্থিত মত্ত মরালের ন্যায় রব করিতে থাকে তাঁহার চীর সকল অদ্ভুত দর্শনীয়, আমার এই সকল চীর তাদৃশ রূপান্বিত নহে; তাঁহার বাক্য কথনকালে মুখের অদ্ভুতরূপ দর্শনে চিত্ত আনন্দিত হইতে লাগিল; তাঁহার বাণীও পুংস্কোকিলের ন্যায়, তাহা শ্রবণ করিয়া আমর অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়াছে। হে পিতঃ! মাধব মাসে বনমধ্যে সমীরণ সঞ্চরণ হইলে সেই বন যদ্রূপ প্রতিভাত হয়, সেই ব্রহ্মচারী পবনকর্তৃক নিষেব্যমাণ হওয়াতে উৎকৃষ্ট পবিত্র গন্ধ-যুক্ত হইয়া তদ্রূপ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটদেশে কতকগুলি জটা অনতি-সম, সুসংহত ও দ্বিধাকৃত-রূপে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার কর্ণ দুইটি চক্র-বাক সদৃশ সুরূপান্বিত অদ্ভুত বস্তুদ্বারা সমাবৃত হইয়াছে। তিনি গোলাকৃতি বিচিত্র ফল একটি দক্ষিণ-হস্তে লইয়া আসিয়া-ছিলেন; সেই ফলটি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে আশ্চর্য্য-রূপে পুনঃপুনঃ উচ্চে উৎপতিত হইতে থাকে। সেই ব্রহ্মচারী সেই ফলটি ভূমিতে অভিঘাত করিয়া বাতেরিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। পিতঃ! তাঁহাকে দেব-পুত্রের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আমার পরম-প্রীতি ও আসক্তি জন্মিয়াছে। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার জটাজাল গ্রহণ করিয়া মুখ অবনত করত মুখোপরি মুখ প্রণিধানপূর্ব্বক একপ্রকার যে শব্দ করিলেন, তাহাতে আমার সাতিশয় হর্ষোদয় হইয়াছিল। আমি তাঁহার নিমিত্ত পাদ্য ও এইসকল ফল আহরণ করিয়াছিলাম; তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না, কহিলেন, আমার এইরূপ ব্রত আছে। পরে তিনি আমাকে অন্য কতকগুলি ফল দিলেন; আমি তাঁহার দত্ত যে সকল ফল উপভোগ করিয়াছি, সেই সকল ফলের রস, ত্বক্ ও সারভাগ যে রূপ, এই সকল ফলের রস, ত্বক্ ও সারভাগ সেরূপ নহে। সেই উদাররূপ ব্রহ্মচারী পান করিবার নিমিত্ত আমাকে যে জল প্রদান করিলেন তাহা অতি সুরস; তাহা পান করিবামাত্র আমি একেবারে পুলকে পূর্ণ হইলাম এবং তাহাতে আমার নিকট পৃথিবী যেন চলিতা হইতে লাগিল। তপঃপ্রদীপ্ত সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার পট্টসূত্রে গ্রথিত সৌগন্ধযুক্ত বিচিত্র এই মাল্য সকল এখানে বিকীর্ণ করিয়া নিজাশ্রমে গমন করিয়াছেন তিনি এখান হইতে গমন করাতে আমি বিচেতন হইয়াছি ও আমার শরীর যেন দগ্ধ হইতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি তাঁহার নিকট শীঘ্র গমন করি, অথবা তিনি আমার নিকট সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন। হে পিতঃ! আমি তাঁহার নিকটে গমন করি; তাঁহার সেই ব্রতচর্য্যাকে কি ব্রত বলে? আমার অভিলাষ হইতেছে যে, আমি তাঁহার সহিত বিচরণ করি এবং সেই আর্য্যধর্ম্মা যেরূপ তপশ্চর্য্যা করেন, আমারও সেইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইতেছে। যদি তাঁহার দর্শন না পাই, তবে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত তাপিত হইবে

দ্বাদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বিভাণ্ডক কহিলেন, পুত্র! অনুপম বলশালী রাক্ষসেরা সাতিশয় রূপবন্ত হইয়া তাদৃশ অদ্ভুত-দর্শনীয় রূপ প্রদর্শন দ্বারা তপোবিঘ্ন মানসে নিরন্তর সঞ্চরণ করিতে থাকে। বৎস! তাহারা সুরূপ রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ উপায় দ্বারা প্রলোভ-প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং উগ্ররূপধারী হইয়াও বনমধ্যে মুনি-দিগকে সুখ ও শুভ লোক হইতে নিপাতিত করে। শুভলোক্য-কাঙ্ক্ষী মুনি সংযতচিত্ত হইয়া তাহাদিগকে কোন প্রকারে সেবা করেন না। সেই পাপাচারীরা তাপসগণের বিঘ্ন করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে; তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও বিধেয় নহে। বৎস! সেই সকল মদ্যপান অসজ্জনেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা মুনিদিগের অপেয় এবং এই বিচিত্র, উজ্জ্বল ও গন্ধযুক্ত মাল্য সকল মুনিগণের ব্যবহার করা দূরে থাকুক, একবার মনেতেও স্মরণ করেন না।

লোমশ কহিলেন, বিভাণ্ডক পুত্রকে, তাহারা রাক্ষস, এই বলিয়া নিবারণপূর্ব্বক সেই বেশ্যার অন্বেষণে গমন করিলেন। পরে তিনি যখন তিন দিবসেও তাহার অনুসন্ধান পাইলেন না, তখন আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে বিভাণ্ডক মুনি পুনর্ব্বার যখন বেদবিধি অনুসারে ফলাহরণার্থ গমন করিলেন, তখন বেশযোষা বিভাণ্ডকনন্দনকে পুনরায় লোভ প্রদর্শনার্থ তাঁহার সমীপে উপনীত হইল। তৎকালে মুনিকুমার তাহাকে দেখিবামাত্র পরমাহ্লাদিত হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক তাহার নিকট অগ্রসর হইলেন এবং কহিলেন, যে পর্য্যন্ত আমার পিতা না আইসেন, এই অবসরে চলুন আমরা আপনার আশ্রমে গমন করি। মহারাজ! তদনন্তর ইহারা কাশ্যপ ঋষির একমাত্র পুত্র সেই ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশলক্রমে তরণীতে প্রবিষ্ট করিয়া তরণী বিমুক্ত করত বিবিধ উপায় দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে অঙ্গপতির সমীপে গমন করিতে লাগিল। জলোপরি সন্তারিত অতি শুভ্র সেই নৌকা তীরে রক্ষা করত ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রম দর্শন করাইবার নিমিত্ত তাহাকে লইয়া আগমনপূর্ব্বক, সেই নাব্যাশ্রম যেরূপ বিচিত্র ছিল, সেইরূপ এক বিচিত্র কাননের সন্নিহিত করিল। অনন্তর রাজা অঙ্গনাথ বিভাণ্ডকের একমাত্র পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশিত করিবামাত্র সহসা দেখিলেন যে, দেবতা বৃষ্টি করিতেছেন, ভূমণ্ডল জলে পরিপূর্ণ হইতেছে। তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ হইলে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তানাম্নী স্বীয় দুহিতা প্রদান করিলেন এবং বিভাণ্ডকের ক্রোধোপশম নিমিত্ত তাঁহার আগমনের পথে কৃষিকার্য্যোপযোগী দ্রব্যজাত, গো ও অন্যান্য প্রভৃত পশু এবং পশুপালক বীর পুরুষদিগকে রক্ষা করিয়া ঐ পশুরক্ষক বীরগণকে আদেশ করিলেন, যখন মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্রগৃদ্ধী হইয়া আগমন করত তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিবে যে, হে মহর্ষে! এ সমস্ত পশু ও কর্ষণ বস্তু আপনার পুত্রের; আমরা সকলেও আপনার আজ্ঞাধীন দাস, অতএব আপনার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

এদিকে প্রচণ্ড কোপন-স্বভাব বিভাণ্ডক মুনি ফলমূল সংগ্রহ করিয়া নিজাশ্রমে আগমন করিলেন এবং তথায় অন্বেষণ করিয়া পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে একেবারে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি কোপে বিদার্য্যমাণ হইয়া এ কার্য্য রাজারই কৃত, এই আশঙ্কা করত অঙ্গরাজকে নগর ও রাজ্যের সহিত দগ্ধ করিবার মানসে চম্পা নগরীতে চলিলেন। কশ্যপনন্দন পথিমধ্যে ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন পশুপালক সেই ঘোষদিগের নিকট উপনীত হইলেন। সেই সকল গোপেরা ঋষিকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক সংকৃত করিতে লাগিল; তাহাতে তিনি রাজার ন্যায় তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ঋষি তাহাদিগের কর্ত্তৃক অতীব সংকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, গোপগণ! তোমরা এখানে কাহার প্রতিষ্ঠিত? তদনন্তর তাহারা সকলে ঋষির সম্মুখে গমনপূর্ব্বক কহিল, এই সমস্ত সম্পত্তি আপনার পুত্রের। বিভাণ্ডকঋষি ঐরূপে দেশে দেশে পূজিত হইয়া তাদৃশ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করত তাঁহার প্রবল ক্রোধ প্রশান্ত হইল; তিনি প্রহৃষ্ট হইয়া পুরস্থ অঙ্গপতির সমীপে উপনীত হইলেন। অঙ্গনৃপতি তাঁহার যথেষ্ট সমাদর-সৎকারে পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি তথায় পুত্রকে অমরাবতীতে ইন্দ্র দেবের ন্যায় এবং উচ্চরন্তী সৌদামিনী-সদৃশী রাজকন্যা পুত্রবধূ শান্তাকে দেখিতে পাইলেন। হে নরেন্দ্র! গ্রাম, আভীর-পল্লী ও রাজকুমারী শান্তা পুত্রের হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার তাদৃশ নিরতিশয় ক্রোধ একেবারে উপশম প্রাপ্ত হইল, তিনি রাজার প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন। সূর্য্যাগ্নিসম প্রভাবশালী মহর্ষি বিভাণ্ডক, পুত্রকে তথায় রাখিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি রাজার সমুদায় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমার পুত্র জন্মিলে পর বনে আগমন করিও। তদনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিয়া যেখানে তাঁহার পিতা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। হে নরেন্দ্র! যেপ্রকার আকাশে রোহিণী চন্দ্রের অনুকূলা হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ নৃপদুহিতা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গের অনুবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে থাকিলেন। হে আজমীঢ়! যেরূপ শুভগা অরুন্ধতী বসিষ্ঠের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, দময়ন্তী নল রাজার, শচী ইন্দ্রের এবং ইন্দ্রসেনা নারায়ণী মুদ্গল ঋষির নিয়ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করেন, সেইরূপ শান্তা প্রীতিযুক্তা হইয়া বনস্থ ঋষ্যশৃঙ্গের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সেই মহর্ষির পুণ্যকীর্ত্তি এই পুণ্যাশ্রম, মহাহ্রদকে শোভিত করত প্রকাশ পাইতেছে; আপনি ইহাতে স্নান করত বিশুদ্ধ ও কৃতকৃত্য হইয়া পরে অন্য অন্য তীর্থে গমন করিবেন।

ত্রয়োদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী হইতে যাত্রা করিয়া আনুপূর্ব্ব্যক্রমে সকল তীর্থে গমন করিলেন। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমনপূর্ব্বক পঞ্চশত নদীমধ্যে অবগাহন করিলেন। তৎপরে সেই বীর ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! এই সকল দেশ কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে বৈতরণী নদী আছে, এ স্থলে ধর্ম্ম দেবতাদিগের শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গিরি দ্বারা উপশোভিত, সতত ঋষিগণযুক্ত ও দ্বিজগণ-নিষেবিত এই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর; ইহা স্বর্গগামী ব্যক্তির দেবযান পথস্বরূপ। পূর্ব্বকালে ঋষি ও অন্যান্য মহাত্মারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এই স্থানে রুদ্র দেবযজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, এই ভাগ আমার। হে ভরতর্ষভ! রুদ্রদেব পশু হরণ করিলে দেবতারা তাঁহাকে কহিলেন, আপনি পরস্ব দ্রোহ করিবেন না, সমগ্র যজ্ঞীয় ভাগে অভিলাষ করিবেন না। পরে তাঁহারা তাঁহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে স্তব করিলেন এবং ইষ্টিদ্বারা সন্তুষ্ট করত সম্মানিত করিলেন। তদনন্তর তিনি পশুত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদ্বিষয়ে রুদ্রের যে গাথা আছে, তাহা শ্রবণ করুন; দেবতারা রুদ্রের ভয়ে তাঁহাকে সকল ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট সদ্যোজাত ভাগ চিরকাল প্রদান করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। যে মনুষ্য এই স্থানে এই গাথা গান করিয়া স্নান করে, তাহার দেবযান পথ নয়নপথে প্রকাশিত হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাভাগ পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে লোমশ! দেখুন, আমি তপোবলে বিধিপূর্ব্বক এই নদীতে উপস্পর্শন করিয়া মানুষ ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে সুব্রত! আমি আপনার প্রসন্নতা হেতু সকল লোকদর্শন করিতেছি; জপকারী মহাত্মা বানপ্রস্থদিগের ঐ শব্দ শ্রুত হইতেছে। লোমশ কহিলেন, হে নরপাল! আপনার শ্রূয়মাণ ঐ ধ্বনি যে স্থানে হইতেছে, ঐ স্থান এখান হইতে ত্রিংশৎ সহস্র যোজন অন্তরে আছে; আপনি মৌনী হউন। হে রাজেন্দ্র! এই যে দিব্য বন প্রকাশ পাইতেছে, ইহা ব্রহ্মার বন। এই স্থানে প্রতাপবান্ বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে তিনি দক্ষিণানিমিত্ত কশ্যপকে গিরিকানন সহ সমগ্রা বসুন্ধরা দান করিলেন; হে কৌন্তেয়! পৃথিবী তখন স্বয়ম্ভূকর্ত্তৃক প্রদত্তা হইবামাত্র অবসাদগ্রস্তা হইলেন। তিনি ক্রোধভরে লোকেশ্বর প্রভু পিতামহকে বলিলেন, ভগবন্! কোন মর্ত্ত্যকে আমাকে প্রদান করা আপনার উচিত হয় না, যেহেতু আপনার দান বৃথা হইবে, কেননা আমি এই রসাতলে গমন করি। অনন্তর ভগবান্ কশ্যপ ঋষি বসুধাকে বিষণ্ণ জানিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিলেন। হে পাণ্ডব! পৃথিবী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্টা হইয়া পুনরায় সলিল হইতে বহির্গমন করত বেদীরূপে অবস্থিতা হইলেন। মহারাজ! সেই এই সংস্থান-লক্ষণা বেদী প্রকাশ পাইতেছে, আপনি ইহাতে আরোহণ করিলে বীর্য্যবান্ হইবেন। হে রাজন্! এই বেদী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ইহাতে আরোহণ করিলে আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব আরোহণার্থ আপনি একাকী সমুদ্রে অবতরণ করুন। হে অজমীঢ়কুলোদ্ভব! যেহেতু মনুষ্য এই বেদী স্পর্শ করিলে ইহা সমুদ্রে প্রবেশ করে, অতএব আপনি অদ্য যে প্রকারে ইহাতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন, তন্নিমিত্ত আমি আপনার স্বস্ত্যয়ন করিব। হে পাণ্ডব! আপনি "হে সমুদ্র! যে জলের উৎপত্তিস্থান, অগ্নি ও সূর্য্য এবং যে ক্রীড়নশীল জল সর্ব্বব্যাপী আমার রেতঃস্বরূপ,

তুমি এতাদৃশ জলের আধার হইয়াছ," এই সত্য বাক্য বলিয়া শীঘ্র এই বেদীতে অধিরোহণ করুন! হে পাণ্ডব! আপনি "হে সমুদ্র! তোমার উৎপত্তিস্থান অগ্নি ও যজ্ঞ, তুমি সর্ব্বব্যাপী আত্মার রেতোধারী দেহ এবং তুমিই অমৃতের সাধন হইয়াছ," এই সত্য বাক্য বলিয়া পরে সাগরে অবগাহন করুন। হে কুরুকুলতিলক কুন্তীনন্দন। মদুক্ত ঐ বাক্য জপ ব্যতিরেকে দেব-স্থান মহোদধি কুশাগ্রেও স্পৃষ্টব্য নহে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া সমুদ্রে গমন করিলেন এবং ঋষির আদেশানুরূপ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করত যামিনী যাপন করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অবনীনাথ ধর্ম্মনন্দন মহেন্দ্রাচলে এক রাত্রি বাস করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাপসগণের পরম সৎকার করিলেন। লোমশ ঋষি ধর্ম্মরাজকে তত্রস্থ ভৃগু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ ও কশ্যপবংশীয় তাপসদিগের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করত পরশুরামের বীর অনুচর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ ভার্গব রাম তাপসগণকে কোন্ সময়ে দর্শন দিবেন, আমি সেই প্রসঙ্গে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষ করি। অকৃতব্রণ কহিলেন, আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা আত্মদর্শী রামের বিদিত হইয়াছে এবং আপনার প্রতিও তাঁহার প্রীতি আছে, অতএব তিনি শীঘ্রই আপনাকে দর্শন দিবেন। তাপসগণ চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন, এই রাত্রি অতীত হইলেই কল্য চতুর্দ্দশী হইবে, ঐ চতুর্দ্দশী তিথিতে আপনি কৃষ্ণাজিন জটাধারী রামকে দর্শন করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি মহাবল জামদগ্ন্যের অনুচর, বিশেষত আপনি তাঁহার পূর্ব্বচরিত কর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অতএব তিনি যে কারণে ও যে প্রকারে সমুদায় ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাজয় করেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। অকৃতব্রণ কহিলেন, হে ভারত রাজশার্দ্দূল! ভৃগুবংশজাত জমদগ্নি-নন্দন রামের ও হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের দেবসম্মিত উৎকৃষ্ট চরিত মহৎ উপাখ্যান আমি আপনার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পাণ্ডব। ভৃগুকুলানন্দন রাম যে হৈহয়দেশাধিপতি অর্জ্জুননামক নৃপতিকে বিনাশ করেন, সেই মহীপালের সহস্র বাহু ছিল, দত্তাত্রেয় প্রসাদে কাঞ্চননির্ম্মিত বিমান ছিল এবং পৃথিবীমধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি আধিপত্য হইয়াছিল। হে পৃথ্বীনাথ! সেই মহাত্মার লব্ধবর প্রভাবে রথের অব্যাহত গতি ছিল, এই হেতু তিনি সর্ব্বদা সেই রথারোহণে সর্ব্বত্র গমনপূর্ব্বক দেব, যক্ষ, ঋষি ও সমস্ত প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে পীড়ন করিতেন। তাহাতে দেবগণ ও মহাব্রত ঋষিগণ অসুর-বিনাশন সত্য পরাক্রম দেবদেব বিষ্ণুনিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! হে প্রভো! আপনি প্রাণিগণের রক্ষা নিমিত্ত হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনকে বিনাশ করুন। সে দিব্য বিমানারোহণে প্রভুত্ব করত শচীসহায় ক্রীড়নশীল বাসবকে ধর্ষণ করিয়াছে। হে ভারত! তদনন্তর ভগবান্ নারায়ণ কার্ত্তবীর্য্যের বিনাশার্থ ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। অমররাজ ভগবান্‌কে, যাহাতে প্রাণিগণের হিত হয়, তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন। লোকপূজিত ভগবান্ নারায়ণ তৎসমস্ত করণে প্রতিশ্রুত হইয়া নিজাশ্রম রম্য বদরী ক্ষেত্রে গমন করিলেন। হে ভারত! সেই সময়ে পৃথ্বীমধ্যে কান্যকুব্জদেশে মহাবল সর্ব্বপ্রধান গাধি নামে লোকবিখ্যাত যে এক রাজা ছিলেন, তিনি বনবাসে গমন করিয়াছিলেন। সেই বনবাসী রাজার অপ্সরার ন্যায় এক কন্যা হইয়াছিল। ভৃগুবংশীয় ঋচীক নামা ঋষি সেই কন্যাকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করেন। পরে গাধি রাজা সেই সংশিতব্রত ঋচীককে কহিলেন, আমাদিগের কুলে পূর্ব্ব পুরুষেরা যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা আপনার উচিত। হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের কন্যাবিবাহে আমরা সমস্ত শরীর পাণ্ডুরবর্ণ এবং কর্ণ অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ ও বহিঃ শ্যাম বর্ণ, এতাদৃশ আকৃতিযুক্ত বেগশীল সহস্র অশ্ব পণ গ্রহণ করিয়া থাকি। হে ভগবন্ ভৃগুকুলোদ্ভব! ঐ পণ আপনি প্রদান করুন, ইহা আপনাকে বলা উচিত হয় না; পরন্তু ভবৎসদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকেই দুহিতা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঋচীক কহিলেন, সমস্ত শরীর পাণ্ডুরবর্ণ এবং কর্ণ অভ্যন্তরে লোহিত ও বাহিরে শ্যামবর্ণ, এতাদৃশ আকৃতিযুক্ত বেগবান্ সহস্র ঘোটক তোমাকে দিব, তোমার কন্যা আমার ভার্য্যা হউক। অকৃতব্রণ কহিলেন, হে রাজন্! ঋচীক ঋষি উক্তরূপে তাহা স্বীকার করিয়া বরুণের নিকটে কহিলেন, আপনি আমাকে শুল্ক নিমিত্ত সমস্ত দেহ পাণ্ডুরবর্ণ এবং কর্ণ অভ্যন্তরে লোহিত ও বাহিরে শ্যামবর্ণ এতদ্রূপ এক সহস্র তরস্বী ঘোটক প্রদান করুন। বরুণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাদৃশ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন। সেই অশ্বসকল যে স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর দেবগণ ঋষির বরযাত্র হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রাজা গাধি হয়সহস্র প্রাপ্ত হইয়া কান্যকুব্জে গঙ্গা তীরে দেবগণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক ঋষিকে সত্যবতী নাম্নী কন্যা সংপ্রদান করিলেন। দ্বিজসত্তম ঋচীক ধর্ম্মত ভার্য্যা লাভ করিয়া যথাভিলাষে ও যথাসুখে সেই সুমধ্যমা রাজবালা সহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঋচীকের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে তাঁহার পিতা ভৃগু তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। তিনি পুত্রশ্রেষ্ঠ ঋচীককে সপত্নীক দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। সুরগণপূজিত গুরু ভৃগু উপবিষ্ট হইলে পুত্র ও স্নুষা উভয়ে তাঁহার অর্চ্চনা করত কৃতাঞ্জলি হইয়া সমীপে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ ভৃগু হৃষ্টচিত্তে স্নুষাকে কহিলেন, সুভগে! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর দান করিব। সত্যবতী আপনার ও আপনার মাতার পুত্র নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। পরে ভৃগু কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ও তোমার মাতা, তোমরা উভয়ে পুংসবন নিমিত্ত ঋতুস্নাতা হইয়া উড়ম্বর ও অশ্বত্থ বৃক্ষকে পৃথক্ পৃথক্ আলিঙ্গন করিবে; তুমি উড়ম্বর বৃক্ষ এবং তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে। আমি সমস্ত বিশ্ব আবর্ত্তন করিয়া যত্নপূর্ব্বক তোমার ও তোমার জননীর নিমিত্ত এই চরুদ্বয় সাধন করিয়াছি, তোমরা ইহা যত্নপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। ভৃগু এই আদেশ করিয়া তিরোহিত হইলেন।

মহারাজ! রাজ-দুহিতা ও রাজ্ঞী বৃক্ষালিঙ্গনে ও চরুভক্ষণে

ভৃগুবচনের বৈপরীত্যাচরণ করিলেন। তদনন্তর বহুকাল গত হইলে মহাতেজা ভগবান্ ভৃগু দিব্যজ্ঞানে তাহা অবগত হইয়া পুত্রবধূর নিকট পুনরাগমন করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমরা চরু ভক্ষণ ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ, কিন্তু হে সুভ্রু! তোমার জননী বিপর্য্যয়ক্রমে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং তোমার মাতার পুত্র মহাবীর্য্য মহান্ ক্ষত্রিয় হইয়া সাধুদিগের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচারী হইবে। তৎপরে সত্যবতী শ্বশুরকে পুনঃপুনঃ প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, আমার পুত্র যেন ঈদৃশ না হয়, আমার পৌত্র ঈদৃশ হয়। হে পাণ্ডুপুত্র! ভৃগু তাহা হইবে বলিয়া সত্যবতীকে অভিনন্দিত করিলেন। তদনন্তর সেই সত্যবতী যথাকালে তেজ ও কান্তিযুক্ত জমদগ্নিনামক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ভৃগু-বংশের আনন্দ-বর্দ্ধন হইলেন। সেই তেজস্বী জমদগ্নি বর্দ্ধমান হইয়া বেদাধ্যয়নে বহুতর ঋষিগণকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। হে পাণ্ডবেয়! ভাস্করতুল্য তেজস্বী সেই জমদগ্নির প্রতি সমস্ত ধনুর্ব্বেদ ও চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র প্রতিভাত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহাতপা জমদগ্নি বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া তপস্যা করেন, তাহাতে সমুদায় বেদ নিয়মানুসারে তাঁহার আয়ত্ত হইল। পরে তিনি প্রসেনজিৎ নৃপতিসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার রেণুকানাম্নী কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন, নৃপতিও তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। ভার্গবনন্দন রেণুকাকে ভার্য্যা লাভ করিয়া আশ্রমে অবস্থিতিপূর্ব্বক অনুকূলা পত্নী সহ তপস্যা করিতে থাকিলেন। রেণুকার গর্ভে পাঁচ সন্তান হয়; তাহার মধ্যে পঞ্চম পুত্র রাম। তিনি সকল ভ্রাতা অপেক্ষা যবীয়ান্ হইয়াও শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

একদা সুতগণ ফলাহরণে গমন করিলে জননী নিয়তব্রতা রেণুকা স্নান করিতে গমন করিলেন। হে রাজন্! তিনি যদৃচ্ছা-ক্রমে আগমন করিতে করিতে মার্ত্তিকাবত দেশাধিপতি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজা চিত্ররথকে পদ্মমাল্য ভূষিত হইয়া ভার্য্যা সহ সলিলমধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন; তাহাতে তখন তাহার প্রতি তাঁহার স্পৃহা হইল। অনন্তর, তিনি সেই ব্যভিচার হেতু বিচেতনা, সলিলমধ্যে ক্লিন্না ও ত্রস্তা হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার ভর্ত্তা তাঁহাকে তাদৃশ ভাবাপন্ন জানিতে পারিলেন। মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ জমদগ্নি তাঁহাকে ধৈর্য্যহীনা ও ব্রাহ্মী শ্রীতে বিবর্জ্জিতা দেখিয়া ধিক্কার বাক্যে তিরস্কার করিলেন। অনন্তর রুমণ্বান্ নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আগমন করিলেন এবং সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু এই তিন পুত্রও ক্রমে সমাগত হইলেন। ভগবান্ জমদগ্নি তাঁহাদিগের সকল-কেই আনুপূর্ব্বীক্রমে মাতৃবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা সকলেই মোহান্বিত ও বিচেতন হইয়া পিতৃবাক্যের কিছুই উত্তর করিলেন না। পরে জমদগ্নি কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। তাঁহারা অভিশপ্ত হইয়া আশু হতচেতন হইয়া পড়িলেন, এমন কি, জড়বৎ ও পশু-পক্ষিসদৃশ হই-লেন। তদনন্তর বীর শত্রুহন্তা রাম আশ্রমে উপস্থিত হই-লেন। মহাবাহু মহাতপা জমদগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! তোমার এই পাপীয়সী মাতাকে হনন কর, তন্নিমিত্ত দুঃখ করিও না। পরে রাম পরশু গ্রহণপূর্ব্বক মাতার মস্তক ছেদন করিলেন। মহারাজ! রাম পিতার আজ্ঞানুসারে মাতার শিরশ্ছেদন করিবামাত্র মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ শান্তি হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া রামকে কহিলেন, হে বৎস ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমার আদেশে এই দুষ্কর কর্ম্ম করিলে, অতএব তোমার যে যে বর লইতে মনে বাঞ্ছা হয়, তাহা প্রার্থনা কর। হে ভারত! পরশুরাম বর প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার মাতা পুনর্জ্জীবিতা হন, তাঁহার বধ তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় না হয়, আপনাকে মাতৃবধ জন্য পাপে লিপ্ত না হইতে হয়, ভ্রাতৃগণ প্রকৃতিস্থ হন, যুদ্ধে কেহ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতে পারে এবং আপনার পরমায়ু দীর্ঘ হয়। মহাতপা জমদগ্নিও এই সমস্ত বর প্রদান করিলেন।

হে প্রভো! একদা জমদগ্নিপুত্রেরা পূর্ব্ববৎ আশ্রমের বহিঃপ্রদেশে গমন করিলে, অনূপদেশপতি বীর কার্ত্তবীর্য্য জম-দগ্নির আশ্রমে সমাগত হইল। তাঁহার ভার্য্যা রেণুকা কার্ত্ত-বীর্য্যকে অভ্যাগত দেখিয়া তাহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন, কিন্তু সে যুদ্ধ-মদমত্ততাপ্রযুক্ত তাঁহার অর্চ্চনায় অভিনন্দিত হইল না; অপিচ, বলপূর্ব্বক আশ্রমকে প্রমথন করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিটপী ভঞ্জন করিল এবং তথা হইতে হোম ধেনুর বৎস হরণ করিয়া লইল; তাহাতে হোমধেনু রোদন করিতে লাগিল। পরে রাম আশ্রমে আগমন করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তদ্বৃত্তান্ত কহিলেন এবং রাম আপনিও গবীকে পুনঃ-পুনঃ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন। পরে বীর শত্রুহন্তা ভার্গব মৃত্যুবশতাপন্ন কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। হে রাজন্! তিনি মনোহর ধনু গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের পরিঘোপম সহস্রসংখ্য বাহু নিশিত ভল্লদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন কালধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া রামকর্ত্তৃক পরাভূত হইল। পরে তাহার দায়াদেরা রামকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের পরাভবে কুপিত হইয়া যে সময়ে রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময়ে আশ্রমস্থ জম-দগ্নির প্রতি ধাবমান হইল এবং যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত তপঃপরায়ণ মহাতেজা জমদগ্নির উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। তখন ঋষি অনাথের ন্যায় বারংবার রাম রাম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! অরিন্দম কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা জম-দগ্নিকে শর দ্বারা পীড়ন করিয়া স্বস্থানে গমন করিল। জম-দগ্নি তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইলে এবং তাহারা আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে, ভৃগুনন্দন রাম সমিৎ হস্তে আশ্রমে আগমন করিলেন। বীর পরশুরাম পিতাকে মৃত্যুর বশীভূত ও অযথাযোগ্য তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিতান্তঃ-করণে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

রাম কহিলেন, হে পিতঃ! আমার অপরাধ হেতু সেই মূর্খ নরাধম কার্ত্তবীর্য্য-তনয়েরা বনমধ্যে শরাঘাতে মৃগ হননের ন্যায় আপনাকে হনন করিয়াছে। হে তাত! সৎপথে বর্ত্তমান প্রাণিমাত্রের নিকট অনপরাধী, ঈদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষের এরূপ মৃত্যু কি প্রকারে সঙ্গত হয়? আপনি তপস্যায় অবস্থিত, বৃদ্ধ

১৪। পরশুরামের পিতৃ-আজ্ঞা পালন।



মহাবাহু মহাতপা জমদগ্নি রামকে কহিলেন, হে পুত্র! তোমার এই পাপীয়সী মাতাকে হনন কর, তন্নিবন্ধন দুঃখ করিও না। (৩৯২ পৃষ্ঠায় বনপর্ব্ব)

ও সময়ে অপ্রবৃত্ত, আপনাকে যাহারা শাণিত শত শর দ্বারা নিহত করিয়াছে, তাহাদিগের কর্ত্তৃক কোন্ পাপ না করা হইয়াছে! সেই নির্লজ্জেরা ধর্ম্ম-নিষ্ঠ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত অসহায় ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া সুহৃৎ ও সচিবগণ মধ্যে কি বলিবে? হে নৃপ! মহাতপা পরশুরাম এই রূপ সকরুণ বাক্যে পুনঃপুনঃ নানা প্রকার বহু বিলাপ করিয়া পিতার সমস্ত প্রেত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

হে ভারত! পরপুরঞ্জয় রাম পিতার দাহাদি ক্রিয়া করিলেন এবং সমুদায় ক্ষত্রিয়কে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর প্রভূত বল-বীর্য্যবান্ কৃতান্তোপম রাম কুপিত হইয়া একাকী শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। হে ক্ষত্রিয়র্ষভ! যে সকল ক্ষত্রিয় তাহাদিগের অনুগত ছিল, প্রহারকপ্রধান রাম তাহাদিগের সমুদায়কেই অবমর্দ্দন করিলেন। তিনি একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমন্তপঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চ হ্রদ করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋচীককে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। তখন ঋচীক রামকে ক্ষত্রিয় বধ করিতে নিবারণ করিলেন। তদনন্তর প্রতাপবান্ রাম মহৎ যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে পৃথিবী দান করিলেন। হে নরপতে! তিনি দশ-ব্যাম আয়ত এবং নব-ব্যাম উচ্চ একটি সুবর্ণময়ী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া মহাত্মা কশ্যপকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা কশ্যপের অনুমতিক্রমে সেই বেদী খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিলেন, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণেরা খাণ্ডবায়ন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। হে নৃপ! ক্ষত্রিয়ান্তকারী অমিত-বিক্রম রাম মহাত্মা কশ্যপকে [পৃথি]বী দান করিয়া এই মহেন্দ্রনামক শৈলেন্দ্রে সুমহৎ তপ[স্যা]র অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বাস করিতে থাকিলেন। অমিত-তেজা [রাম] এইরূপে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার [সম]স্ত ক্ষত্রিয় সহিত বৈর উৎপাদন হইয়াছিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহামনা রাম চতু[র্দ্দশী] দিবসে সেই সকল বিপ্রগণ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার [ভ্রাতৃ]গণকে দর্শন দিলেন। নৃপতিসত্তম প্রভু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ভার্গব রামকে অর্চ্চনা করিলেন এবং দ্বিজগণের [পর]ম পূজা করিলেন। তিনি জামদগ্ন্য রামকে অর্চ্চনা করিয়া এবং রামকর্ত্তৃক সমাদৃত ও অনুজ্ঞাত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে সেই রাত্রি বাস করত দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

[বৈ]শম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলজ পরিক্ষিতনন্দন! তদনন্তর মহাদি ক্রমে রাজবংশীয় সচ্চরিত্র মহানুভাব রাজা পাণ্ডুনন্দন গমন করিতে করিতে স্থানে স্থানে বিপ্রগণে উপশোভিত সাগর-সন্নিহিত রমণীয় পুণ্য তীর্থসকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুজগণের সহিত সেই সকল তীর্থে কৃতাভিষেক হইয়া সাগরগামিনী প্রশস্তা নদীতে গমন করিলেন; তথায় অবগাহন করিয়া দেব ও পিতৃলোকের তর্পণ এবং দ্বিজাতিমুখ্যদিগকে বসু বিতরণপূর্ব্বক সাগরগামিনী গোদাবরী গমন করিলেন। হে রাজন্! সেই বীর গোদাবরীতে বিগতকল্মষ হইয়া তথা হইতে দ্রবিড় প্রদেশে লোকপাবন সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক মহাপবিত্র অগস্ত্য তীর্থ ও নারীতীর্থ সকল দর্শন করিলেন। সেইস্থানে তিনি পরমর্ষিসমূহ-কর্ত্তৃক সংপূজ্যমান হইয়া ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক কর্ম্ম শ্রবণ করত পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হে মহীপাল! পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা ও অনুজগণের সহিত সেই সকল তীর্থে অভিষিক্তাঙ্গ হইলেন এবং তথায় অর্জ্জুনের বিক্রম প্রশংসা করত ক্রীড়া করিতে থাকিলেন। তৎপরে ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই সাগরীয় তীর্থে বহুসহস্র গোদান করত অর্জ্জুনের গোদান কীর্ত্তন করিলেন। হে রাজন্! তিনি ক্রমে ক্রমে অম্বুধি সম্বন্ধীয় সেই সকল ও অন্যান্য বহুল তীর্থে গমন করিয়া কামনা পরিপূর্ণ করত পুণ্যতম সূর্পারক তীর্থ দর্শন করিলেন। তথায় সমুদ্রের কিঞ্চিৎ দেশ অতিক্রম করিয়া পৃথিবী-বিখ্যাত বনে উত্তীর্ণ হইলেন; যেখানে পুরাকালে দেবগণ তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যনিরত নরেন্দ্রগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পীন-বাহু রাজা যুধিষ্ঠির সেই বনে প্রধান ধনুর্দ্ধারী ঋচীক-সন্তান রামের তপস্বিসমূহে সমাবৃত ও পুণ্যাত্মাদিগের পূজনীয় পূর্ব্বোক্ত বেদী দেখিতে পাইলেন।

হে রাজন্! অনন্তর বসুধাধিপতি মহাত্মা যুধিষ্ঠির বসুগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, বৈবস্বত, আদিত্য, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বিভু, সবিতা, শিব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, পিতৃগণ, সগণ রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ, পূষা ও তদ্ভিন্ন যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের সুমনোহর পুণ্যায়তন সকল দর্শন করিলেন এবং সেই সকল স্থানে সময়ে সময়ে বিবিধ উপবাস, তীর্থস্নান ও বহুমূল্য বহু-রত্ন দান করিয়া পুনর্ব্বার সূর্পারক তীর্থে আগমন করিলেন। তিনি সোদরগণ ও মহৎ মহৎ দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সাগর সম্বন্ধীয় সেই সূর্পারক তীর্থ হইয়া পুনর্ব্বার গমন করত পৃথিবীবিশ্রুত প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলেন। বিশাল-লোহিত-লোচন রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী ও বিপ্রগণ লোমশ ঋষির সমভিব্যাহারে তথায় অবগাহনান্তে দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ধার্ম্মিক-বরিষ্ঠ ধর্ম্ম-নন্দন সেই স্থানে দ্বাদশ দিবস অহর্নিশি জল-বায়ু-ভক্ষ্য ও অভিষিক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক তপস্যা করিলেন।

সমস্ত বৃষ্ণিবংশের অগ্রগণ্য বলরাম ও কৃষ্ণ শ্রবণ করিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির প্রভাসে আসিয়া উগ্র তপশ্চরণ করিতেছেন, ইহা শুনিয়া তাঁহারা সৈন্য সমভিব্যাহারে আজমীঢ়-বংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করিলেন। বৃষ্ণি বংশীয়েরা পাণ্ডবদিগকে ভূতলে-শয়ান ও মলদিগ্ধাঙ্গ এবং তাদৃশ অবস্থার অযোগ্য দ্রৌপদীকে তদ্রূপ দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে আর্ত্তনাদ করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অদীন-সত্ত্ব রাজা যুধিষ্ঠির বলরাম, জনার্দ্দন, কৃষ্ণ-তনয় শাম্ব, শিনির পৌত্র সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্ণি সন্তানদিগের সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পূজা করিলেন। হে রাজন্! সেই বৃষ্ণি-সন্তানেরাও পাণ্ডবদিগকে প্রতি-পূজা করিয়া এবং তাঁহাদিগকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের নিকট পরম প্রীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুদিগের সমস্ত চরিত,

আপনাদিগের বনবাস ও অর্জ্জুনের অস্ত্রার্থ ইন্দ্র-নিবেশন গমন-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। সেই সকল মহার্হ ও মহানুভাব বৃষ্ণি-সন্তানেরা প্রতীত হইয়া রাজার বাক্য শ্রবণ করত এবং পাণ্ডবগণকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া দুঃখজনিত স্ব স্ব নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সেই সকল মহাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পরস্পর সুহৃদ্ বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবেরা প্রভাস তীর্থে কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহাদিগের কি কি কথা হইয়াছিল? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষ্ণিবীরেরা মহোদধিসন্নিহিত পুণ্য প্রভাস তীর্থে উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণকে বেষ্টন করত সমীপে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর গোদুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু, মৃণাল, ও রজত সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বনমালী হলধারী রাম পুষ্করলোচন কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! যখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির জটাধারী ও চীর পরিধায়ী হইয়া বনবাস করত ক্লেশ পাইতেছেন, তখন মনুষ্যের অভ্যুদয়ের কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পরাভবের কারণ অধর্ম্মাচরণ নহে। দুর্য্যোধন পৃথিবী শাসন করিতেছে, তাহাতে পৃথিবী তাহাকে যে, বিবর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা অধর্ম্মাচরণই গরিষ্ঠ, ইহা অল্পবুদ্ধি মনুষ্য স্বীকার করিতে পারে। দুর্য্যোধন অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রাপ্তরাজ্য ও বিবর্দ্ধমান এবং যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া হৃতরাজ্য ও অসুখগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া প্রজাগণের অধর্ম্ম কর্ম্ম করা উচিত, কি ধর্ম্ম কর্ম্ম করা উচিত, মনুষ্যদিগের পরস্পর এই সংশয় জন্মিয়াছে। এই ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ও দাতা ইনি রাজ্য ও সুখ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে অপেত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারেন না। হা! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কুলবৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পার্থদিগকে বনবাসী করিয়া কি প্রকারে সুখী হইয়াছেন। সেই ভরতকুল প্রধানেরা পাপমতি, তাদাকিগকে ধিক্! পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দোষ পুত্রদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পরলোকে গমনপূর্ব্বক পিতৃগণকে কি এইরূপ বলিবে যে, আমি পুত্রদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছি। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্য হইতে প্রব্রজিত করাতে বোধ হইতেছে, সে সংপ্রতি প্রজ্ঞা-নয়নে নিরীক্ষণ করে নাই যে, "আমি কি কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীতে নৃপতিগণমধ্যে এইরূপ অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি," কিন্তু সে পুত্রের সহিত এই নৃশংস কর্ম্ম করাতে অবশ্যই পিতৃলোকে মানবদিগকে সুবর্ণকান্তিযুক্ত, পৃথুল-লোহিত-লোচন, উৎকৃষ্ট পৃথুল স্কন্ধ-বিশিষ্ট, সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রফুল্ল অবলোকন করিবে; যখন সে শঙ্কারহিত হইয়া অনুজগণের সহিত গৃহীতাস্ত্র যুধিষ্ঠিরকে বনবাসী করিয়াছে, তখন যমালয়ে গমনপূর্ব্বক ঐ সকল সুপুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতে পাইবে যে, 'আমি কি কর্ম্ম করিয়া অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছি।" এই দীর্ঘ ভুজবলশালী বৃকোদর যিনি নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুদিগের সমৃদ্ধ সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে পারেন, সৈন্যেরা যাঁহার শব্দ শুনিয়াই মল মূত্র পরিত্যাগ করে; ইনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে কৃশ হইয়াছেন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইনি এই বনবাস-জনিত ঘোরতর ক্লেশ স্মরণ করত নানা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রণভূমিতে প্রবৃত্ত হইয়া আর শেষ রাখিবেন না। বলবীর্য্যে ইহাঁর সমান ভূমণ্ডলে অন্য কেহ নাই, ইনি যখন এই শীত, বাত ও আতপ সহ্য করিয়া কর্শিতাঙ্গ হইয়াছেন, তখন যুদ্ধস্থলে বৈরিগণের কি অবশিষ্ট রাখিবেন! অহহ! যিনি একরথী হইয়া প্রাচ্য রাজবৃন্দকে তাহাদিগের অনুচরগণের সহিত রণে পরাভূত করত নিরুদ্বেগে আসিয়াছিলেন, সেই এই বলশালী অতিরথ বৃকোদর চীরপরিধায়ী হইয়া কাননমধ্যে ক্লেশানুভব করিতেছেন। যিনি সিন্ধুকূলে সমাগত দাক্ষিণাত্য নরদেব নৃপতিগণকে পরাজয় করেন, দেখ সেই এই তরস্বী সহদেব অদ্য তাপস বেশ ধারণ করিয়াছেন! সমরমত্ত এই নকুল একরথে সমস্ত পশ্চিমদেশীয় পার্থিবগণকে জয় করিয়াছেন, ইনি আজ বনমধ্যে ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ করত জটী ও মলিনাঙ্গ হইয়া বিচরণ করিতেছেন! যিনি সমৃদ্ধ সত্রে বেদীতল হইতে উত্থিতা হইয়াছেন এবং সুখ সম্ভোগেরই উপযুক্তা, অতিরথ দ্রুপদ রাজার সেই কন্যা এই কৃষ্ণা কি প্রকারে এই দুঃখজনক বনবাস সহ্য করিতেছেন! পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই সমস্ত দেবতার পুত্র; ইহাঁরা সুখভোগের পাত্র হইয়া কি প্রকারে এই অসুখ সহ্য করত বনে বিচরণ করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির ভার্য্যা ও অনুজগণের সহিত পরাজিত ও অপসারিত হইলেন এবং দুর্য্যোধন বিবর্দ্ধমান হইল, ইহাতে অচলা শৈলগণের সহিত কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইল না!

ঊনবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

সাত্যকি কহিলেন, হে রাম! এই ক্ষণে অনুশোচন করিবার সময় নয়, যদিও যুধিষ্ঠির কিছুই কহিতেছেন না, তথাপি আমরা সকলে যে কর্ম্ম সময়োচিত ও উৎকৃষ্ট, তাহার অনুষ্ঠান করি। যে প্রকার শৈব্য প্রভৃতি রাজগণ যযাতি নৃপতির সমস্ত কার্য্য করিতেন, সেই প্রকার যাঁহারা জগতে সহায়বন্ত হন, তাঁহাদিগের সহায়েরাই তাঁহাদিগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না। যাঁহাদিগের কর্ম্ম সহায়েরা আত্মমতানুসারে করেন, সেই নাথবন্ত বীর পুরুষেরা অনাথের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন না। আমি, রাম, জনার্দ্দন, প্রদ্যুম্ন, ও শাম্ব, আমরা ত্রৈলোক্যের আধিপত্য করিতে পারি, আমাদিগকে সহায় পাইয়া যুধিষ্ঠির সোদরগণের সহিত কি জন্য অরণ্যে বাস করিতেছেন? দাশার্হ সেনারা অদ্যই বিচিত্র বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া নির্গত হউক; বান্ধবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানেরা বৃষ্ণি-সৈন্য-কর্তৃক অভিভূত হইয়া যমালয়ে গমন করুক। হে রাম! শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণ থাকুন, আপনি কুপিত হইলে এই পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারেন, অতএব, যে প্রকার দেবপতি মহেন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, সেইরূপ আপনি সৈন্য সামন্ত সহ দুর্য্যোধনকে সংহার করুন। হে রাম! মনুষ্যেরা যে অভ্যুদ্যত উত্তম কর্ম্ম নিমিত্ত সৎপুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং গুরু অপ্রতিকূলবাদী শিষ্য অভিলাষ করেন, এতাদৃশ দুঃসাধ্য শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, আমার ভ্রাতা সখা ও গুরু এবং জনার্দ্দনের আত্মা সদৃশ সেই অর্জ্জুন যাহার নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহার সমুদায় অস্ত্র

বর্ষণ আমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ দ্বারা নিরাকৃত করত সংগ্রামে তাহাকে অভিভূত করিয়া ক্রোধহেতু সর্পবিষাগ্নি কল্প উত্তম শরসমূহ দ্বারা তাহার মস্তকটা উন্মথিত করিয়া ফেলিব। শাণিত খড়্গ দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহার বাহু ছেদনপূর্ব্বক তাহার শরীর হইতে মস্তক প্রমথন করিয়া পরে তাহার সমুদয় অনুগত গণ, দুর্য্যোধন ও কুরুবীরদিগকে বিনাশ করিব। হে রোহিণীকুমার! একমাত্র আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া প্রধান প্রধান কুরুযোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে থাকিব; ঐ যুদ্ধে ভীম-কর্ম্মকারী সৈনিক পুরুষেরা হর্ষান্বিত হইয়া আমাকে প্রলয়কালীন শুষ্ক মহারণ্যদাহকারী অগ্নির ন্যায় দর্শন করিতে থাকিবে। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও বিকর্ণ, ইঁহারা প্রদ্যুম্ন-নিক্ষিপ্ত নিশিত সায়কসমূহ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; এই জয়াত্মজের বল বীর্য্য আমি অবগত আছি। কৃষ্ণসুত শাম্ব রণে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করেন, তাহাও আমার বিদিত আছে, শাম্ব দুঃশাসনকে তাহার সারথি ও রথের সহিত বলপূর্ব্বক ভুজদ্বারা প্রমথন করিয়া শাসন করিবেন। এই রণমত্ত জাম্ববতী-তনয়ের রণে কিছুই অসহ্য নাই; এই বালক শম্বর দৈত্যের সৈন্যকে সহসা বিনষ্ট করিয়াছেন এবং বৃত্তোরু ও পৃথুল দীর্ঘবাহু বীর অশ্বচক্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি এমত আছে যে, মহারথ শাম্বের যুদ্ধে রথ সম্মুখস্থ করিতে পারে? যেপ্রকার মনুষ্য যথাকালে যমের আলয়ে প্রবেশ করিলে পুনরায় আর প্রত্যাগমন করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি শাম্বের সমরান্তরে প্রবেশ করিলে জীবিত থাকিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণ ভীষ্ম, দ্রোণ, সমুত সোমদত্ত ও যাবতীয় সৈন্যদিগকে সায়কবহ্নিজালে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। চক্রধারী উপমাশূন্য কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আয়ুধ ও উত্তম বাণ হস্তে করিয়া অবস্থিত হইলে বেদাদি সর্ব্বলোকমধ্যে এমন কি আছে যে, তাহা তাঁহার অসহনীয় হয়? অনি-অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র সন্তানগণকে বিসংজ্ঞ ও করিয়া ভূতলে নিহিত করত তদ্দ্বারা পৃথিবীকে কুশাকীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় বিকীর্ণ করিবেন। গদ, উল্মুক, বাহুক, ভানু, নাথ, কুমার নিশঠ, রণোৎকট সারণ ও চারুদেষ্ণ, ইঁহারা অবশ্য কুলোচিত কর্ম্ম বিখ্যাত করিবেন। শৌর্য্যসম্পন্ন বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণে সমবেত সাত্বত সৈন্যেরা সমাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিনাশ করত লোকসমাজে যশ বৃদ্ধি করুক, অনন্তর কুরুসত্তম ধার্ম্মিকবর মহাত্মা যুধিষ্ঠির দ্যূতকালীন যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই ব্রত যাবৎকাল আচরণ করেন, তাবৎকাল অভিমন্যু পৃথিবী শাসন করুন। আমাদিগের অস্ত্র প্রয়োগদ্বারা পৃথিবীতে ধৃত-পুত্র শূন্য ও সূতপুত্র নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ পরাজিতশত্রু নিঃশত্রু পৃথিবী সম্ভোগ করিবেন, এই কার্য্য আমাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ও যশস্কর

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মধুবংশ-নন্দন মহাসত্ত্ব! ইহা সত্য বটে, হাতে সংশয় নাই, আমরা তোমার এই কথা গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু কুরুকুলপ্রধান যুধিষ্ঠির যে ভূমি স্বীয় বাহুবলে উপার্জ্জিত না হয়, তাহাতে কোনপ্রকারেই ইচ্ছুক হইতে পারেন এই যুধিষ্ঠির, কি অতিরথ ভীমার্জ্জুন, কি যমজ নকুল অথবা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা, ইঁহারা কাম, ভয় বা লোভবশত কখনই স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহার ভ্রাতা বৃকোদর ও ধনঞ্জয়, যাঁহাদিগের প্রতিযোদ্ধা এই পৃথিবীমণ্ডলে নাই এবং যিনি মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক পুরস্কৃত, তিনি কি হেতু সমগ্রা বসুন্ধরা শাসনে সক্ষম হইবেন না? মহাত্মা পাঞ্চালপতি, কেকয়রাজ, চেদিরাজ ও আমরা, সকলে সমবেত হইয়া যখন সমরক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, তখন আর কোন শত্রু অবশিষ্ট থাকিবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মধুবংশনন্দন সাত্যকি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু সত্যই আমার অবশ্যরক্ষণীয় রাজ্য তাদৃশ নয়। একমাত্র কৃষ্ণ আমাকে যথার্থরূপে জানেন, আমিও কৃষ্ণকে যথাবৎ অবগত আছি। হে শিনিপ্রবীর! এই পুরুষ-প্রবীর কৃষ্ণ যখন বিক্রম প্রকাশের সময় বুঝিবেন, তখন তুমি ও কৃষ্ণ সুযোধনকে জয় করিবে। হে নিরুপমগুণশালী দাশার্হ বীরসকল! আপনারা নরলোকের নাথ, বিশেষত আমার নাথ, অদ্য আপনারা প্রতিগমন করুন; আপনাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে যেন অনবধান না থাকে; অদ্য যেমন আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম, এইরূপ পুনর্ব্বার যেন আপনাদিগের সকলকে সমবেত দেখিয়া সুখী হই। পরে যদুবীর ও পাণ্ডবেরা পরস্পর আমন্ত্রণ, বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও শিশুগণকে আলিঙ্গন করিয়া যদুপ্রবীরেরা স্ব স্ব গৃহে এবং পাণ্ডবেরা তীর্থ বিচরণে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ গমন করিলে পর ধর্ম্মরাজ ভ্রাতা, ভৃত্য ও লোমশ সমভিব্যাহারে বিদর্ভরাজের পরিবর্দ্ধিত সুতীর্থ পুণ্যসরিৎ পয়োষ্ণীতে গমন করিলেন। পরে মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন হৃষ্টচিত্তে দ্বিজাতিমুখ্যগণ-কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া যজ্ঞীয় সোমরস মিশ্রিত সলিল-সংযুক্ত সেই পয়োষ্ণী নদী তীরে বাস করিতে থাকিলেন।

বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! শ্রুত হইয়াছে, এই স্থানে নৃগ নৃপতি যজ্ঞ করিয়া পুরন্দরের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; পুরন্দরও পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দিত হন। ইন্দ্রের সহিত দেবগণ ও প্রজাপতিগণ ভূরিদক্ষিণক বহুবিধ মহৎ মহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয়রাজা সপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সোমদ্বারা প্রভু ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করেন। যজ্ঞে নিয়ত যে সকল দ্রব্য দারুময় ও মৃণ্ময় হইয়া থাকে, গয়রাজার ঐ সপ্ত যজ্ঞে সেই সমস্ত দ্রব্য হিরণ্ময় হইয়াছিল। চষাল, যূপ, চমস, স্থালী, পাত্রী, স্রুক্ ও স্রুব, এই সাতটি প্রয়োগ তাঁহারই উক্ত সাত যজ্ঞে বিখ্যাত হইল; তাঁহার ঐ সকল যজ্ঞে এক এক যূপের উপর সাতটি করিয়া চষাল স্থিত হয়। হে যুধিষ্ঠির! তাঁহার সেই সকল যজ্ঞে উজ্জ্বল সুবর্ণময় যূপ সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং উত্থাপিত করেন। পৃথিবীপতি গয়ের সেই সকল প্রধান মখে ইন্দ্র সোম পান করিয়া এবং দ্বিজাতিগণ প্রচুর দক্ষিণা লাভ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। যে পরিমাপক পাত্র দ্বারা এক বারে বহুল স্বর্ণ মুদ্রাদি পরিমাণ করা যায়, ব্রাহ্মণেরা এতাদৃশ অসংখ্যেয় পাত্র ধন দক্ষিণাস্বরূপ প্রতিগ্রহ করেন। হে মহারাজ! যে প্রকার পৃথিবীস্থ বালুকা, আকাশস্থ তারকা ও বর্ষণকারী মেঘের বারিধারা সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ গয় রাজা

সদস্যগণকে যে ধন দান করিয়াছিলেন, তাহারও সংখ্যা করা যায় না, বরং উক্ত বালুকাদিরও সংখ্যা করা যায়, কিন্তু সেই দক্ষিণাপ্রদ রাজার প্রদত্ত দক্ষিণার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। যে সকল ব্রাহ্মণেরা নানা দিক্ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, গয় রাজা তাঁহাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বহু হিরণ্ময়ী গাবী প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। হে বিশাম্পতে! সেই মহাত্মা স্থানে স্থানে এত যজ্ঞ করিয়াছিলেন যে, সেই সকল যজ্ঞায়তন দ্বারা পৃথিবীর অল্পস্থান অবশিষ্ট ছিল। হে ভারত! তিনি সেই কর্ম্মফলে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণীতে উপস্পর্শন করে, সে গয়রাজার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! আপনি ভ্রাতৃগণ সহ এই পয়োষ্ণী সলিলে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশুদ্ধাশয়! নরশ্রেষ্ঠ তেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত পয়োষ্ণীতে স্নান করিয়া বৈদূর্য্য পর্ব্বত ও মহানদী নর্ম্মদাতে আগমন করিলেন। তথায় ভগবান্ লোমশ ঋষি তত্রস্থ তীর্থ বিষয়ের সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত লোমশ কথিত রমণীয় তীর্থ ও পুণ্য-আয়তন সকলে যথানিয়মে প্রীতিপূর্ব্বক গমন করিলেন এবং সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র বিত্ত প্রদান করিলেন। তদনন্তর লোমশ ঋষি কহিলেন, হে কৌন্তেয়! মনুষ্য বৈদূর্য্য পর্ব্বত দর্শন ও নর্ম্মদা নদী অবতরণ করিলে দেবগণ ও রাজন্যগণের সালোক্য প্রাপ্ত হয়। হে নরনাথ! এই প্রদেশ ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধি স্থল; মানব এই স্থানে আসিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বৎস! এই শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞস্থল প্রকাশ পাইতেছে, এই স্থলে ইন্দ্র স্বয়ং অশ্বিনী-সুত দ্বয়ের সহিত সোম পান করেন এবং মহাতপা ভৃগুনন্দন চ্যবন, প্রভু মহেন্দ্রের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে স্পন্দরহিত করেন ও রাজপুত্রী সুকন্যাকে ভার্য্যা লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! মহাতপস্বী ভার্গব কি নিমিত্ত ক্রোধাপন্ন হন এবং কি নিমিত্ত ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করেন এবং কি নিমিত্তই বা অশ্বিনী-তনয়দ্বয়কে সোমপায়ী করিলেন, আপনি এই সমস্ত যথাবৃত্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

একবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, হে ভারত! মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে পুত্র হইয়াছিল। মহাদ্যুতি চ্যবন এই সরোবরসমীপে তপস্যা করেন। হে পাণ্ডুনন্দন নরনাথ! সেই মহাতেজস্বী অধিক কাল একস্থানে বীরাসনে স্থাণুর ন্যায় ছিলেন। তিনি বহু কাল ঐরূপ নিশ্চেষ্ট থাকায় তাঁহার শরীর বল্মীকময়, লতাবৃত ও পিপীলিকা-সমাকীর্ণ হইল। সেই ধীমান্ তাদৃশরূপে বল্মীকে সমাবৃত থাকিয়া একটি মৃৎপিণ্ড সদৃশ হইয়া ঘোর তপস্যায় মনোভিনিবেশ করিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে একদা শর্য্যাতি নামে রাজা এই রমণীয় উত্তম সরোবরে বিহার করিবার নিমিত্ত আসিলেন। হে ভারত! তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুঃসহস্র পত্নী ও সুন্দর ভ্রূযুক্তা একটি কন্যা ছিল। ঐ কন্যার নাম সুকন্যা। সেই রাজবালা দিব্যাভরণ-ভূষিতা ও সখীমণ্ডলীতে সমাবৃতা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে বল্মীকপিণ্ডাকৃতি ভার্গবের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় মনোরম স্থান দর্শন ও বৃক্ষাদির ফল পুষ্প চয়ন করত বিহার করিতে লাগিলেন। তরুণ-বয়স্কা রূপবতী রাজবালা মদনমদে মত্তা হইয়া অনেক বন্য বৃক্ষের সুপুষ্পিত শাখা ভঞ্জন করিতে লাগিলেন। তপস্বী চ্যবন ঋষি রাজবালা সুকন্যাকে সখী সঙ্গ-রহিতা একাকিনী এক বস্ত্র পরিধানা ও অলঙ্কৃতা হইয়া সৌদামিনীর ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিতে পাইলেন। তপোবলসমন্বিত পরম তেজস্বী সেই বিপ্রর্ষি তাঁহাকে বিজন বন মধ্যে দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন এবং ক্ষীণকণ্ঠ প্রযুক্ত মৃদুস্বরে সেই কল্যাণীকে সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু রাজ-দুহিতা ঋষির মৃদু বাক্যে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, পরে বল্মীকমধ্য হইতে চ্যবন ঋষির দুইটি চক্ষু দেখিতে পাইয়া বুদ্ধিমোহ বশত কৌতূহল মানসে ইহা কি, এই কথা বলিয়া কণ্টকদ্বারা ঐ লোচন দ্বয় বিদ্ধ করিলেন। রাজবালা ঋষির নেত্রযুগল বিদ্ধ করিলে ঋষি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; অনন্তর রাজা শর্য্যাতির সৈন্যগণের মল মূত্র রোধ করিলেন।

ঋষি-কোপে সৈন্যদিগের শকৃৎমূত্র রুদ্ধ হইলে রাজা শর্য্যাতি তাহাদিগকে তথাবিধ আনাহ-রোগে অতিমাত্র ব্যথিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে অদ্য এই স্থলে তপোনিত্য বৃদ্ধ কোপনস্বভাব মহাত্মা ভার্গবের বিশেষ অপকার করিল, তোমরা জান কি না, ইহা অবিলম্বে বল। সৈনিকেরা কহিল, কোন ব্যক্তি ঋষির অপকার করিয়াছে কি না, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি ইচ্ছানুসারে যে কোন উপায়ে তাহার অনুসন্ধান করুন। তদনন্তর ভূপতি স্বয়ং ভয় মিত্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই তাহা জ্ঞাত ছিল না, সুতরাং বলিতে পারিল না। তৎপরে সুকন্যা সেই সমস্ত সৈন্যকে আনাহ রোগে আক্রান্ত ও দুঃখার্ত্ত এবং পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, আমি এই অরণ্যে অটন করিতে করিতে বল্মীকমধ্যে উজ্জ্বল কোন বস্তু দেখিতে পাইয়া তাহাকে খদ্যোত বোধ করত নিকটে গমনপূর্ব্বক কণ্টক দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়াছি। রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বল্মীকসমীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় তপোবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ভার্গবকে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে সৈন্যগণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করত কহিলেন, প্রভো! আমার কন্যা বালিকা, সে অজ্ঞান-প্রযুক্ত আপনার নিকট যে কার্য্য করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনি ক্ষমা করুন। তদনন্তর ভৃগুনন্দন চ্যবন তখন কহিলেন, হে মহীপাল! সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য গুণসম্পন্না তোমার এই কন্যা দর্পে পরিপূর্ণা ও লোভ মোহের বশীভূতা হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করত বিদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত আমি তোমার এই কন্যাকেই প্রতিগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিব, ইহা তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিলাম।

লোমশ কহিলেন, শর্য্যাতি রাজা মহাত্মা চ্যবন ঋষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করত কোন বিচার না করিয়াই তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভগবান্ চ্যবন সেই কন্যা গ্রহণ করিয়া রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। রাজাও ঋষির প্রসন্নতা লাভ করিয়া সসৈন্যে স্ব নগরে সমাগমন করিলেন। অনিন্দিতা নৃপ-দুহিতা তপস্বীকে পতি পাইয়া প্রীতি সহকারে তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা নিয়ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সেই শুভা-

নয়া রাজবালা অসূয়াশূন্য মানসে অতিথি ও অগ্নির শুশ্রূষা করত ঔৎসুক্য সহকারে ঋষির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! কিয়ৎ কালানন্তর একদা অশ্বিনীকুমার দুইটি দেবতা সেই সুকন্যাকে কৃতস্নাতা ও অনাবৃতাঙ্গী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সুকন্যাকে দেবরাজ-সুতার ন্যায় সুদৃশ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্তা দেখিয়া তাঁহার নিকটে গমন করত কহিলেন, হে বামোরু! হে ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা এবং এই বনমধ্যে কি করিয়া থাক, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব তাহা তুমি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। তদনন্তর সুকন্যা লজ্জান্বিতা হইয়া সেই সুরোত্তম দুই জনকে কহিলেন, আমি শর্য্যাতি রাজার দুহিতা ও চ্যবন ঋষির পরিণীতা। অনন্তর তাঁহারা হাস্য করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার পিতা তোমাকে কি নিমিত্ত মৃত্যুপথে উপনীত ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিয়াছেন? হে ভীরু! তুমি এই বনমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ। হে ভাবিনি! ত্বৎসদৃশী রূপবতী দেবলোক মধ্যেও আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। হে ভদ্রে! তুমি আভরণ, উত্তম বসন ও বেশভূষাদিরহিতা হইয়াও এই বনকে সাতিশয় শোভিত করিতেছ। হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি সমুদায় আভরণ ও উত্তম বসন পরিধান করিলে তোমার যাদৃশ শোভা হয়, এরূপ মলপঙ্কিনী হইয়া থাকিলে তাদৃশ শোভা হয় না। হে কল্যাণি! হে শুচিস্মিতে! তুমি এবংবিধ রূপবতী হইয়া কি নিমিত্ত জরা-জর্জ্জরিত, কামভোগের বহির্ভূত, পরিত্রাণ ও ভরণ পোষণে অশক্ত পতির উপাসনা করিতেছ? হে দেবসদৃশ কান্তিমতি! তুমি! চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের উভয়ের মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ কর, বৃথা যৌবন যাপন করিও না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যাকে এইরূপ কহিলে সুকন্যা তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার পতি মহর্ষি চ্যবন, আমি তাঁহাতেই রতা আছি, অতএব আমার প্রতি আপনারা এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। তাঁহারা উভয়ে সুকন্যার ঐরূপ কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, আমরা দেববৈদ্যপ্রধান, অতএব তোমার পতিকে যুবা ও রূপসম্পন্ন করিব; পরে তুমি চ্যবন ঋষিকে বা আমাদিগের মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ করিবে; হে শুভে! তুমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার পতিকে আহ্বান কর। মহারাজ! রাজকন্যা সুকন্যা তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে ভার্গবসমীপে গমনপূর্ব্বক, তাঁহারা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা বিদিত করিলেন। চ্যবন ঋষি তাহা শুনিয়া পত্নীকে তাহা বিধান কর বলিয়া অনুমতি করিলেন। সুকন্যা ভর্ত্তার নিকট এইরূপে অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদিগের সমীপে কহিলেন, আপনারা তাহা নিষ্পাদন করুন। তখন অশ্বিনীকুমারেরা রাজপুত্রীর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমার পতি জলমধ্যে প্রবেশ করুন। হে রাজন্! অনন্তর চ্যবন ঋষি সুরূপার্থী হইয়া অবিলম্বে সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অশ্বিনীতনয়েরাও তখন সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহারা সকলেই দিব্য রূপবান্, মৃষ্টকুণ্ডলধারী ও যুবা হইয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইলেন। মনঃপ্রীতি-বর্দ্ধন সমান বেশধারী অশ্বিনী-সুতদ্বয় ও চ্যবন ঋষি, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া সুকন্যাকে কহিলেন, হে শুভে! আমাদিগের এক জনকে বরণ কর। হে বরবর্ণিনি সুশোভনে! আমাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি তোমার অভিলাষ হয়, তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর। সুকন্যা দেবী সকলকেই তুল্যাকারে অবস্থিত দেখিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনে মনে নিশ্চয় করত নিজ পতি চ্যবনকেই বরণ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা চ্যবন ঋষি বাঞ্ছিত বয়োরূপ ও ভার্য্যা লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে অশ্বিনী-পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে ইহা সত্য কহিতেছি যে, যে হেতু আমি বৃদ্ধ হইয়া তোমাদিগের হইতে রূপযৌবন-সম্পন্ন হইলাম এবং এই ভার্য্যাকেও লাভ করিলাম, অতএব আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাদিগকে দেবরাজের সমক্ষে সোমপায়ী করিব। অশ্বিনীকুমারেরা এই কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে তথা হইতে স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। ঋষি চ্যবন ও সুকন্যা দেবতার ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, অনন্তর শর্য্যাতি নৃপতি চ্যবন ঋষিকে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত শ্রবণ করত সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে ভার্গবাশ্রমে আগমন করিলেন। রাজা শর্য্যাতি ভার্য্যার সহিত আশ্রমে উপনীত হইয়া জামাতা দুহিতাকে দেবকুমার ও দেবকুমারীর ন্যায় দেখিয়া যেন সসাগরা পৃথিবী লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। রাজা ঋষিকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় উপবেশনপূর্ব্বক কল্যাণকর মনোরম নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভৃগু-নন্দন চ্যবন, রাজাকে প্রিয় বাক্যে পরিতুষ্ট করত কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার যাজন কর্ম্ম করিব, অতএব আপনি যজ্ঞসম্ভার আয়োজন করুন। পরে রাজা পরম হৃষ্ট হইয়া তাঁহার বাক্য সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজা যজ্ঞীয় প্রশস্ত দিবসে সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিযুক্ত উত্তম যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করাইলে ভৃগুপুত্র সেই স্থানে রাজার যজ্ঞ নিষ্পাদন করিলেন। মহারাজ! ঐ যজ্ঞে যে যে অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। যজ্ঞকালে চ্যবন অশ্বিনী-তনয় দেবদ্বয়ের নিমিত্ত সোম গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ ঋষিকে উক্ত দেবদ্বয়ের নিমিত্ত সোম গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত কহিলেন, মুনে! আমার বিবেচনায় এই অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানের যোগ্য পাত্র বোধ হয় না, যে হেতু ইহারা স্বর্গে দেবতাদিগের বৈদ্য হইয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করে। চ্যবন কহিলেন, মঘবন্! ইঁহারা উভয়ে মহাত্মা, মহোৎসাহান্বিত এবং সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি সম্পন্ন; বিশেষত ইঁহারা আমাকে অমরের ন্যায় অজর করিয়াছেন, অতএব কি নিমিত্ত আপনি ও অন্যান্য দেবতারাই কেবল সোমপানের যোগ্য ও অশ্বিনী-তনয়েরা অযোগ্য হইবেন? হে পুরন্দর দেবেন্দ্র! আপনি অশ্বিনী-তনয়দিগকেও দেবতা বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্র কহিলেন, ইহারা চিকিৎসোপজীবী ভিষক্ এবং ইহারা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোক মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, অতএব ইহারা কি প্রকারে সোমপানের যোগ্য হইবে?

লোমশ কহিলেন, দেবরাজ বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু চ্যবন তাঁহাকে অনাদর করিয়া অশ্বিনী-তনয়-

দিগের সোম গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তৎকালে বলভিৎ ইন্দ্র ঋষিকে উক্ত দেবদ্বয়ের নিমিত্ত উত্তম সোম গ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, যদি তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত সোম গ্রহণ কর, তবে তোমাকে ঘোররূপ উৎকৃষ্ট বজ্র প্রহার করিব। ত্রিদশনাথ ঋষির প্রতি এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে ভার্গব তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করত ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমার-দিগের নিমিত্ত যথাবিধি উত্তম সোমগ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া শচীপতি ঋষির উপর ঘোররূপ অশনি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি তাঁহার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। সুমহাতেজা চ্যবন দেবরাজের বাহু স্তম্ভিত করত তাঁহার হিংসায় উদ্যত হইয়া একটি কৃত্যা উৎপন্ন করিবার মানসে প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্র দ্বারা হোম করিলেন। অনন্তর মুনির তপোবলে মদনামে মহাবীর্য্য বৃহৎকায় বিশিষ্ট একটা মহা-অসুররূপ কৃত্যা উৎপন্ন হইল। তাহার শরীরের সীমা নির্দ্দেশ করা সুরাসুরেরও অসাধ্য; তাহার মুখ বৃহৎ ও অতিভয়ানক; দন্তের অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ; একটি হনু পৃথিবীতে ও অপর একটি হনু আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে; চারিটা দন্ত শত শত যোজন আয়ত; তদ্ভিন্ন অপর দন্ত সকল দশ যোজন পরিমিত ও প্রাসাদ শিখরাকার; ঐ দন্ত-গুলার অগ্রভাগ শূলের অগ্র ভাগের ন্যায়, বাহুযুগল পর্ব্বত-সদৃশ ও অযুত যোজন বিস্তৃত; নেত্র দ্বয় চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল; এবং মুখমণ্ডল প্রলয় কালীনঅনলের ন্যায়। সেই মহাসুর চপলাসদৃশ লোল রসনা দ্বারা বক্ত্র লেহন ও ভীষণ নেত্র দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং মুখ ব্যাদান করত যেন বলপূর্ব্বক জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঈদৃশ বৃহৎ ও বিকটা-কার সেই অসুর সংক্রুদ্ধ হইয়া মহাগভীর গর্জ্জনে লোকত্রয় নিনাদিত করত ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

লোমশ কহিলেন, স্তম্ভিতবাহু দেবরাজ ভীষণানন মদা-সুরকে কৃতান্তের ন্যায় ব্যাত্তানন হইয়া ভক্ষণ করিতে আসিতে দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া সৃক্কদ্বয় মুহুর্মুহুঃ পরিলেহন করিতে করিতে ভয়বশত ঋষিকে কহিলেন, হে বিপ্র ভৃগুনন্দন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি সত্য কহিতেছি, অদ্য প্রভৃতি অশ্বিনীকুমারেরা সোম পানে অধিকারী হইবে। আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক, অদ্য প্রভৃতি ইহা পরম বিধি হইবে। হে বিপ্রর্ষে! আপনি যাহা করিবেন, তাহা মিথ্যা হইবে না, ইহা আমি জানি, কিন্তু হে ভার্গব! আপনি অদ্য যেরূপ তপোবীর্য্য দ্বারা অশ্বিনী-তনয়দিগকে সোমার্হ করিলেন; আপনার তপোবীর্য্য বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয় এবং এই শর্য্যাতি মহীপালের কীর্ত্তি জগতে বিখ্যাত হয়, এই নিমিত্তই আমি ভবদীয় বীর্য্যপ্রকাশক এই কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি যাহা অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাই হউক। দেবরাজ মহাত্মা ভার্গবকে এইরূপ কহিলে, তৎক্ষণাৎ ভার্গবের ক্রোধশান্তি হইল; বীর্য্যবান্ ঋষি পুরন্দরকে পরিত্রাণ করিলেন এবং পূর্ব্বসৃষ্ট মদাসুরকে বিভাগ করিয়া স্ত্রী, পান, অক্ষ ও মৃগয়াতে নিক্ষেপ করিলেন। বাগ্মিবর মহর্ষি চ্যবন মদাসুরকে উক্তরূপে বিভাগ করিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমার যুগলের সহিত দেবগণ ও ইন্দ্রকে সোম দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞ সমাপনান্তে সমস্ত লোক মধ্যে স্বকীয় তপোবীর্য্য বিখ্যাত করত অনুকূলা ভার্য্যা সুকন্যার সহিত অরণ্য মধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! সেই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন চ্যবন মহর্ষির এই দ্বিজ-সেবিত সরোবর প্রকাশ পাইতেছে; আপনি সোদর-গণের সহিত এই স্থলে দেব পিতৃ লোকের তর্পণ করুন। হে মহীপাল! এই সরোবর ও সিকতাক্ষ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে গমনপূর্ব্বক কুল্যা সকল দর্শন করিবেন। হে মহারাজ! তদ-নন্তর পুষ্করোদক স্পর্শপুরঃসর শিব মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন। এই ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিস্থল দৃষ্ট হইতেছে, এই তীর্থে সকল পাপ নষ্ট হয়; অতএব আপনি এই সর্ব্বপাপ-প্রণাশন তীর্থে অবগাহন করুন। এই আর্চ্চীক পর্ব্বত, ইহা জ্ঞানিগণের আবাস স্থান; এ স্থলে সর্ব্বদাই বৃক্ষ সকলের ফল ও নির্ঝরাদিতে স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে; এই পর্ব্বত মরুৎ-গণের উৎকৃষ্ট স্থান। হে যুধিষ্ঠির! দেবতাদিগের এই সকল নানাবিধ চৈত্য রহিয়াছে। ইহা চন্দ্রের তীর্থ; পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান বায়ুভক্ষ বৈখানস বালিখিল্য ঋষিগণ ইহার উপা-সনা করিয়া থাকেন। হে নরাধিপ! এই যে তিনটি শৃঙ্গ ও তিনটি প্রস্রবণ রহিয়াছে, আপনি এ সকল প্রদক্ষিণ করিয়া অভিলাষানুযায়ী উপস্পর্শন করুন। হে রাজেন্দ্র! এই আর্চ্চীক পর্ব্বতে রাজা শান্তনু ও শুনক এবং নর নারায়ণ সনাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণ, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ আর্চ্চীক পর্ব্বতে নিত্য সন্নিহিত থাকিয়া তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন; হে যুধিষ্ঠির! আপনি তাঁহাদিগের পূজা করুন। এই স্থানে সেই ঋষিরা চরু ভক্ষণ করেন এবং অক্ষয়স্রোতা যমুনা ও কৃষ্ণ তপোরত হন। হে অমিত্রকর্ষণ! ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা ও আমি, আমরা সকলেই আপনার সহিত এই স্থানে গমন করিব। হে মনুজেশ্বর! ইহা ইন্দ্রের পুণ্য প্রস্রবণ; এই স্থানে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং তাঁহারা এই স্থানে পরম ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষমাশীল হইয়া বাস করেন। সরলস্বভাব মৈত্রদিগের পক্ষে এই গিরিবর শুভকর। হে রাজন্! মহর্ষিগণসেবিতা পাপভয়নাশিনী প্রসিদ্ধা পুণ্য-শীলা এই যমুনা নদী; ইঁহার কূলে নানাপ্রকার যজ্ঞ হইয়া-ছিল। এই স্থলে প্রধান ধানুষ্কী রাজা মান্ধাতা, সঞ্জয়পৌত্র ও দানশীলপ্রধান সোমক স্বয়ং যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাব্রহ্মন্! ত্রিলোকবিশ্রুত যুব-নাশ্ব-সুত রাজশার্দ্দূল মান্ধাতার কিপ্রকারে জন্ম হইয়াছিল, বিষ্ণুর ন্যায় যে মহাত্মার ত্রৈলোক্য বশবর্ত্তী ছিল, সেই অমিত-তেজস্বী নৃপোত্তম কিরূপে যজ্ঞজনিত পুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে সেই ইন্দ্রসম তেজস্বী ধীমান্ পুরুষের 'মান্ধাতা' এই অভিধা হইয়াছিল, এই সকল বিবরণ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত লালসা হইয়াছে, আপনিও সেই অতুল্য বীর্য্যবান্ রাজার চরিত ও জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনে কুশল।

লোমশ কহিলেন, রাজন্! যেরূপে সেই মহাত্মার নাম

মান্ধাতা বলিয়া লোকে পরিগীত হইয়াছিল, তাহা আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন যুবনাশ্ব নামে রাজা ছিলেন। হে মহীপাল! তিনি ভূরিদক্ষিণক বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মনিষ্ঠাগ্রগণ্য নৃপতি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়া পরে অন্যান্য প্রধান প্রধান ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। সেই মহাব্রত মহাত্মা রাজর্ষি অনপত্য ছিলেন, তন্নিমিত্ত অমাত্যগণের প্রতি রাজ্য ভার অর্পণপূর্ব্বক সংযত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে আত্মাতে আত্ম-সংযোগ করত বনবাসী হইলেন। হে রাজন্! একদা যুবনাশ্ব রাজা উপবাসে সাতিশয় পীড়িত ও পিপাসায় শুষ্ক-হৃদয় হইয়া ভার্গবের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই রজনীতেই মহর্ষি মহাত্মা ভৃগুনন্দন যুবনাশ্ব-রাজার পুত্র নিমিত্ত যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে পূর্ব্ব হইতে যাজ্ঞিক ঋষিগণ-কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত বারি দ্বারা পরিপূর্ণ নিয়মিত এক মহান্ কলস ছিল; যাহার জল পান করিলে রাজমহিষী ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রসব করিতে পারিবেন। যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ ঐ কলস বেদীমধ্যে রক্ষা করত রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। হে নৃপ! যুবনাশ্ব পানীয় নিমিত্ত অতিমাত্র আর্ত্ত, তন্নিবন্ধন শুষ্ককণ্ঠ ও শ্রান্ত হইয়া সেই নিদ্রিত মুনিদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশানন্তর পানীয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার শ্রম ও কণ্ঠশোষ বশত তিনি পক্ষীর ন্যায় মৃদু স্বরে প্রার্থনা করায় তাঁহার কথা কাহারও শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল না। অনন্তর রাজা সেই জলপূর্ণ কলস দেখিতে পাইয়া দ্রুত গতিতে তাহার নিকটে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ জল পান করিয়া অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিলেন। ধীমান্ মহীপতি পিপাসার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তখন শীতল তোয় পানে পরিতৃপ্ত হইয়া পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তপোধন মুনিগণ জাগরিত হইলেন এবং তাঁহারা সকলেই সেই কলসটি জলশূন্য দেখিলেন। অনন্তর পরস্পর মিলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ কর্ম্ম কে করিল? যুবনাশ্ব সত্য প্রতিপাদন করত উত্তর দিলেন, ইহা আমা হইতে হইয়াছে। তখন ভগবান্ ভার্গব তাঁহাকে বলিলেন, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই, সন্তান-নিমিত্ত কলসমধ্যে ঐ জল তপস্যাদ্বারা সম্ভৃত করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। হে মহাবলপরাক্রম রাজর্ষে! আমি আপনারই পুত্র নিমিত্ত দারুণ তপোনুষ্ঠান করিয়া এই কলসমধ্যে ব্রহ্ম আহিত করিয়াছিলাম। স্বীয় বীর্য্য দ্বারা ইন্দ্রকেও যম সদনে প্রেরণ করিতে পারে, ঈদৃশ মহাবল বীর্য্যসম্পন্ন ও তপোবল-সমন্বিত পুত্র যাহাতে উৎপন্ন হয়, এতাদৃশ বিধি-অনুসারে ইহা উৎপন্ন করিয়াছিলাম, অদ্য আপনার সেই জল ভক্ষণ-হেতু অযুক্ত কার্য্য করা হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহার অন্যথা করণে আমাদিগের আর সাধ্য নাই। আপনি যে এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই দৈবকৃত বলিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি পিপাসিত হইয়া মদীয় তপোবীর্য্য দ্বারা সম্ভৃত বিবিধ মন্ত্রপুরস্কৃত যে উদক পান করিয়াছেন, তাহা হইতে আপনিই তাদৃশ বল বীর্য্যশালী পুত্র উৎপাদন করিবেন। আপনি যাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমরা পরমাদ্ভুত ইষ্টি বিধান করিব, তাহাতে আপনি গর্ভ ধারণ জন্য ক্লেশও প্রাপ্ত হইবেন না।

তদনন্তর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিত মহাতেজা এক পুত্র মহাত্মা যুবনাশ্বের বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হইল; পরন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহাতে মৃত্যু রাজাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। পরে মহাতেজা মহেন্দ্র সেই শিশুকে দেখিবার মানসে তাহার সমীপে আগমন করিলেন। তদনন্তর দেবগণ মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শিশু কাহাকে আশ্রয় করিয়া পান করিবে? তদনন্তর ইন্দ্র সেই বালকের বদনে প্রদেশিনী প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মান্ধাস্যতি, অর্থাৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া পান করিবে; ইন্দ্র এইরূপ বলাতে দেবতারা এবং স্বয়ং ইন্দ্রও তাহার নাম মান্ধাতা রাখিলেন। সেই শিশু শক্রদত্ত তর্জ্জনী অঙ্গুলি আস্বাদন করত মহাতেজস্বী হইয়া ত্রয়োদশ কিষ্কু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। উক্ত প্রকারে বর্দ্ধিত রাজা মান্ধাতার চিন্তামাত্র ধনুর্ব্বেদ সহ বেদ চতুষ্টয় ও যাবতীয় অস্ত্র শস্ত্র আয়ত্ত হইল। আজগবনামক ধনু, শৃঙ্গোদ্ভব সায়কসমূহ ও অভেদ্য কবচ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রয় হইল। হে ভারত! তিনি পুরন্দর-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া যে প্রকার বিষ্ণু, বিক্রম দ্বারা ত্রিভুবন জয় করেন, তদ্রূপ স্বকীয় ধর্ম্ম বলে লোক ত্রয় জয় করিলেন। সেই মহাত্মার অপ্রতিহত চক্র ত্রিলোকমধ্যে প্রবৃত্ত হইল। রত্ন সমস্ত স্বয়ং সেই রাজর্ষির উপাসনায় নিযুক্ত হইল। হে বসুধাধিপ! তাঁহারই এই বসুপূর্ণা বসুধা। সেই অমিতদ্যুতি মহাতেজা, ভূরি-দক্ষিণক বহুল যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রচুর পুণ্যোপার্জ্জন দ্বারা দেবরাজের অর্দ্ধাসন লাভ করেন। মহারাজ! সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ধীমান্ মহীপাল এক দিবসের শাসনেই সাগর ও নাগরের সহিত ধরামণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! তাঁহার অনুষ্ঠিত সদক্ষিণক যজ্ঞসমূহের চৈত্য নিচয়ে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিছুমাত্র স্থান অনাবৃত ছিল না। লোকে কহিয়া থাকে যে, সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র পদ্মসঙ্খ্যক গো দান করেন। দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে সেই মহাত্মা স্বয়ং শস্য বৃদ্ধি নিমিত্ত ইন্দ্রের সাক্ষাতে বর্ষণ করেন। সোমকুলোৎপন্ন মহান্ গান্ধারাধিপতি তাঁহার শরাঘাতে মহা মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সেই অতি-তেজস্বী মহারাজ মান্ধাতা যত্নপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আত্ম তপস্যা দ্বারা লোক সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। মহারাজ! দেখুন, কুরুক্ষেত্র মধ্যে পুণ্যতম দেশে সেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী মহারাজ মান্ধাতার এই দেবযজন স্থান। আপনি মান্ধাতার উৎকৃষ্ট চরিত ও জন্মবৃত্তান্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমি কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! মহর্ষি লোমশ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিলে, যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার লোমশকে সোমক রাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

ষড়্বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর! রাজা সোমকের বল বীর্য্য কি প্রকার ছিল, আমি তাঁহার কার্য্য ও প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে মানস করি।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! সোমক নামে এক ধার্ম্মিক

নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সদৃশী এক শত সহধর্ম্মিণী ছিল। তিনি বহুকালে ও বহু যত্নেও সেই সকল ভার্য্যাতে একটি পুত্রও লাভ করিতে পারিলেন না; যত্নপূর্ব্বক চেষ্টমান হইলেও তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থায় সেই শত পত্নীর মধ্যে একটি পুত্র জন্মিল, তাহার নাম জন্তু। রাজ্ঞীরা আপনাদিগের ভোগাভিলাষ পশ্চাৎ রাখিয়া সর্ব্বদাই সেই পুত্রটিকে লালন পালন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। একদা ঐ বালকের নিতম্বদেশে পিপীলিকা দংশন করিল, তাহাতে বালক ব্যথিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিল। তখন রাজমহিষীরা পুত্রের ক্লেশ দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বালককে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সকলের মিলিত শব্দে একবারে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। সোমক মহীপতি সভা মধ্যে অমাত্য ও পুরোহিতে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি হঠাৎ সেই আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন এবং তাহার কারণ জানিবার নিমিত্ত দ্বারীকে প্রেরণ করিলেন। দ্বারী তাহা জ্ঞাত হইয়া রাজাকে রাজকুমারের পিপীলিকা দংশন বৃত্তান্ত যথাবৎ নিবেদন করিল। অরিন্দম সোমক তাহা শুনিবামাত্র সত্বর হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যদিগের সহিত পুনরায় রাজসভায় অধ্যাসীন হইলেন। তদনন্তর ঋত্বিক্‌কে সম্বোধন করত কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই সংসারে যাহার এক পুত্র, তাহাকে ধিক্! বরং পুত্র না হওয়াও ভাল, কেননা প্রাণীদিগের সর্ব্বদাই আতুরতা ঘটিয়া থাকে, তন্নিমিত্ত একপুত্রক ব্যক্তিকে অবশ্যই শোকভাজন হইতে হয়। হে প্রভো! আমি পুত্রাভিলাষে দেখিয়া শুনিয়া এক শত সদৃশী ভার্য্যা পরিণয় করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদিগের সন্তান হইল না। হে দ্বিজোত্তম! ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে, তাহারা সকলে পুত্র নিমিত্ত যত্নশীলা হইলেও কোনরূপে আমার এই একটিমাত্র পুত্রই উৎপন্ন হইল। এক্ষণে আমার স্ত্রীগণের ও আমার বয়স অতীত হইয়াছে, সুতরাং আমার ও আমার পত্নীগণের জীবন এই একটি পুত্রের প্রতি নির্ভর করে; অতএব যদি এমত কোন কর্ম্ম থাকে, তাহা লঘু কি গুরু অথবা দুষ্করই হউক, যদ্দ্বারা এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সেই কর্ম্ম করা উচিত। ঋত্বিক্ কহিলেন, হে সোমক! যে কর্ম্ম দ্বারা শত পুত্র জন্মিতে পারে, এতাদৃশ কর্ম্ম আছে; যদি তাহা আপনি নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহা কীর্ত্তন করি। সোমক কহিলেন, ভগবন্! সুসাধ্যই হউক বা দুঃসাধ্যই হউক, যে কর্ম্ম হইতে শত পুত্র হইতে পারে, সে কর্ম্ম মৎকর্ত্তৃক কৃতই হইয়াছে, আপনি এইরূপ বোধ করুন, অতএব তাহা আমার নিকট বলুন। ঋত্বিক্ কহিলেন, রাজন্! আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে আপনি স্বীয় পুত্র জন্তু দ্বারা যজন করিবেন; তাহা হইলে অচিরকালেই আপনার শ্রীসম্পন্ন শত পুত্র হইবে। জন্তুর মেদদ্বারা হোম করিলে রাজ্ঞীরা তাহার ধূম আঘ্রাণ করিয়া আপনার মহাবীর্য্যবান্ শত পুত্র প্রসব করিবেন এবং আপনার আত্মজ জন্তু পুনর্ব্বার স্বীয় জননীর গর্ভে উৎপন্ন হইবেন ও তাঁহার বামপার্শ্বে একটি সৌবর্ণ চিহ্ন হইবে।

সপ্তবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

সোমক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে যে কর্ম্ম যে যে প্রকার করিতে হইবে, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি পুত্রকামনায় আপনার সকল কথাই প্রতিপালন করিব।

লোমশ কহিলেন, অনন্তর সেই ঋত্বিক্, সোমকের পুত্র জন্তু দ্বারা তাঁহার যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে জন্তুর মাতৃগণ তীব্র শোকে সমাহতা ও কৃপান্বিতা হইয়া, হা! আমরা হত হইলাম, এই বলিয়া করুণ-বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রের দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করত বলদ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; যাজক পুরোধাও ঐ বালকের বাম হস্ত ধারণ করিয়া প্রত্যাকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিশেষে পুরোধা সেই পুত্রকে রাজপত্নীগণের নিকট হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করত যথাবিধি বধ করিয়া তাহার মেদ দ্বারা হোম করিলেন। হে কুরুনন্দন! পুত্রের মেদ হূয়মান হইলে মাতৃগণ তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করত কাতরা হইয়া সহসা ধরাতলে পতিতা হইলেম। তদনন্তর সেই পরমাঙ্গনারা সকলেই গর্ভবতী হইলেন। হে নরনাথ! দশমাস সম্পূর্ণ হইলে রাজপত্নীরা সকলেই সোমক রাজার পূর্ণ শত পুত্র প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে জন্তু নামক পুত্র, জ্যেষ্ঠ হইয়া পূর্ব্ব জননী হইতে উৎপন্ন হইলেন। তিনি সেই রাজপত্নীদিগের সকলের যেরূপ প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুত্রেরা তাদৃশ প্রিয় ছিল না। জন্তুর বাম পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত দ্বিজ বাক্যানুসারে সৌবর্ণ চিহ্ন হইয়াছিল। তিনি শত পুত্রের মধ্যে গুণসমূহেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর সোমকের গুরু যথাকালে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার কিয়ৎ কাল পরে সোমকও লোকান্তরগামী হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, গুরু ঘোর নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; তাহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজ! আপনি কি নিমিত্ত নিরয়মধ্যে পচ্যমান হইতেছেন? নরকাগ্নিতে অতিমাত্র পচ্যমান সেই গুরু উত্তর করিলেন, হে রাজন্! আমি যে আপনার যাজন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সে কর্ম্মের এই ফল। রাজর্ষি সোমক এই কথা আকর্ণন করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, এই মহাভাগ আমার যাজক, ইনি আমার নিমিত্তই নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন, অতএব ইহাঁর পরিবর্ত্তে আমি এই নরকানলে প্রবেশ করিব, আপনি ইহাঁকে পরিত্যাগ করুন। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে বাগ্মিবর নরপাল! কর্ত্তার কর্ম্মফল অন্য ব্যক্তি কখন উপভোগ করে না। তোমার সৎকর্ম্ম জন্য ফল এই সকল শুভ লোক দৃশ্যমান হইতেছে, তাহা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইবে। সোমক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এই ব্রাহ্মণ ব্যতীত আমি পুণ্য লোকে বাস করিতে বাসনা করি না, স্বর্গেই হউক কিংবা নরকেই হউক, আমি ইহাঁর সহিতই বাস করিতে ইচ্ছা করি; যেহেতু ইহাঁর ও আমার কর্ম্ম সমান; অতএব আমাদিগের উভয়েরই পুণ্যাপুণ্য ফল সমান হউক। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, রাজন্! যদি তোমার এরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তোমরা মিলিত হইয়া ইহার ফল তুল্য কাল ভোগ কর, পশ্চাৎ এই যাজকের সহিত সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! গুরুপ্রিয় রাজীবলোচন রাজা সোমক গুরুর সহিত, ধর্ম্মরাজের বাক্যানুরূপ সমস্ত আচরণ

করিলেন; পরে ক্ষীণপাপ হইয়া নরক হইতে মুক্ত হইলেন এবং স্বকীয় কর্ম্মনির্জ্জিত শুভ লোক সকল সেই ব্রহ্মবাদী গুরুর সহিত লাভ করিলেন। মহারাজ! ঐ যে আশ্রম অগ্রে দৃষ্ট হইতেছে, উহা তাঁহারই পুণ্যাশ্রম; উহাতে মনুষ্য ক্ষমা-শীল হইয়া ছয় রাত্রি বাস করিলে সুগতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র কুরুনন্দন! ওখানে আমরাও সংযত হইয়া সুস্থ-চিত্তে ছয় রাত্রি বাস করিব, অতএব আপনি সজ্জীভূত হউন।

অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে প্রজাপতি স্বয়ং সহস্র বর্ষ-সাধ্য ইষ্টীকৃত নামে সত্র নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং নাভাগরাজ-তনয় অম্বরীষও এই স্থানে যমুনা সমীপে যজ্ঞ করেন। তিনি সেই যজ্ঞে সদস্যদিগকে দশ পদ্ম সংখ্য গো দান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! এই দেশ নহুষনন্দন যযাতি রাজার; যিনি অমিততেজস্বী, সম্রাট্, যাগশীল ও পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন এবং ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, তাঁহারই এই যজ্ঞবাস্তু এখানে রহিয়াছে। দেখুন, এই স্থান যযাতি রাজার যজ্ঞীয় কর্ম্মে সমাক্রান্ত হইয়াছে ও অগ্নি স্থাপনের ইষ্টকারচিত নানাবিধাকার স্থণ্ডিল দ্বারা পরিকীর্ণ হইয়া যেন মগ্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই একপত্রা শমী ও উত্তম শীধু পাত্র পতিত রহিয়াছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, রামহ্রদ সকল ও নারায়ণাশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। যিনি যোগ দ্বারা পৃথিবী বিচরণ করেন, সেই অপরিমিত তেজস্বী ঋচীকপুত্রের সঞ্চরণভূমি এই রৌপ্য-বর্ণা নদী সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে। হে কুরুনন্দন! এই স্থানের পরম্পরাগত একটী আখ্যান যাহা উলূখল সদৃশ কর্ণা-ভরণবিশিষ্টা পিশাচী এতত্তীর্থ স্নানার্থিনী সপুত্রা ব্রাহ্মণীকে কহিয়াছিল, তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ করুন। "তুমি, যে স্থানে উষ্ট্রী বা গর্দ্দভীর দুগ্ধে দধি হইয়া থাকে, সেই স্থানের দধি ভক্ষণ ও যে গ্রামে সঙ্করজাতির বাস, সেই গ্রামে বাস এবং যে নদীতে দস্যুহত অনগ্নিদগ্ধ শব নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নদীতে স্নান করিয়া ঐ সকল দোষ ক্ষালনার্থ এখানে বাস করিতে পার; ঐ সকল দোষ না করিয়া যদি এখানে এক রাত্রি বাস করিয়া দ্বিতীয় রাত্রি বাস কর, তবে দিবসে তোমার যে অনিষ্ট করিলাম, রাত্রিতে ইহা হইতেও অন্যপ্রকার অনিষ্টাচরণ করিব।" অতএব হে ভরতসত্তম! আমরা এখানে অদ্য এক রাত্রি বাস করিব। হে কুরুনন্দন! এই তীর্থ কুরুক্ষেত্রের দ্বার, এই স্থলেই যযাতি রাজা ভূরিরত্নসমূহ-দক্ষিণক যজ্ঞ করেন; ঐ যজ্ঞে দেবরাজ হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। হে বৎস! এই উৎকৃষ্ট প্লক্ষাবতরণ যমুনা-তীর্থ, মনীষিগণ এই স্থানকে স্বর্গের দ্বার বলিয়াছেন। পরমর্ষিরা এই স্থানে সারস্বত যজ্ঞ করিয়া যূপ ও উলূখল গ্রহণপূর্ব্বক অবভৃথ স্নান করিয়া থাকেন। ভরতরাজা ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবী লাভ করিয়া এই তীর্থেই বহুল যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং বারংবার হয়মেধ যজ্ঞের কৃষ্ণসারমৃগ সদৃশ শ্যামবর্ণ মেধ্য অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং মরুত্ত রাজা ঋষিমুখ্য সম্বর্ত্ত কর্ত্তৃক অভি-পালিত হইয়া উত্তম সত্র নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! মনুষ্য এই স্থানে স্নান করিলে সকল লোক দর্শন করিতে পারে, এবং দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয়, অতএব আপনি এখানে উপ-স্পর্শন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবপ্রবর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহিত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই তীর্থে স্নান করিয়া লোম-শকে কহিলেন, হে সত্যবিক্রম! আমি এই স্থান হইতেই সমস্ত ভুবন দর্শন করিতেছি এবং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নয়নগোচর করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, হে মহাবাহো! পরমর্ষিরাও এখানে এইরূপ পরোক্ষ দর্শন করিয়া থাকেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এক মাত্র সরস্বতীর শরণাগত জনগণে সমাবৃতা এই সরস্বতী পুণ্য নদী দর্শন করুন। এই সরস্বতীতে স্নান করিয়া বিধূত-পাপ হইতে পারিবেন। সুরর্ষি, রাজর্ষি ও অন্যান্য ঋষিগণ এই সরস্বতী তীর্থে সারস্বত যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই বেদী প্রজাপতির; ইহা চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন আয়ত; এই স্থান যজ্ঞশীল মহাত্মা কুরু রাজার ক্ষেত্র।

ঊনত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মর্ত্ত্যেরা এই কুরুক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিলে স্বর্গগামী হয়, এই নিমিত্ত সহস্র সহস্র মনুষ্য মৃত্যুকামনায় এ স্থলে আসিয়া থাকে। পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি যাগ করত এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, যে নরেরা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গজয়ী হইবে। এই যে মনোরমা বেগবতী দিব্য সরস্বতী নদী, এই স্থান সরস্বতীর বিনশন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; ইহাই নিষাদ-রাষ্ট্রের দ্বার; যে নিষাদদিগের প্রতি দ্বেষপ্রযুক্ত সরস্বতী, নিষাদেরা আমাকে জানিতে না পারে, এই বলিয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্টা হন। হে নরনাথ! এই চমসোদ্ভেদ তীর্থ, এই স্থানে সরস্বতী লোকের দৃষ্টিগোচরা হন এবং সমুদ্রগামিণী পুণ্যনদীসকল সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। হে অরিন্দম! এই মহৎ সিন্ধুতীর্থ; এ স্থানে লোপামুদ্রা আসিয়া অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করেন। হে ভাস্কর-দ্যুতিমন্! এই প্রভাসতীর্থ প্রকাশ পাইতেছে; পাপবিনাশক পুণ্যজনক পবিত্র এই তীর্থ দেবরাজের প্রিয়। এই দেখুন, বিষ্ণুপদ নামে উৎকৃষ্ট তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই যে তরঙ্গিণী দেখিতেছেন, ইহা বিপাশা নামে পরম পাবনী নদী; এই পুণ্যনদীতে ভগবান্ বসিষ্ঠঋষি পুত্রশোকে আপনাকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিপাতিত হইয়াছিলেন, পরে, তিনি পাশমুক্ত হইয়া উত্থিত হন, এই নিমিত্ত ইহার নাম বিপাশা হইয়াছে। হে শত্রুসূদন! অনুজগণের সহিত আপনি এই মহর্ষিগণসেবিত সর্ব্বপুণ্যপ্রদ কাশ্মীরমণ্ডল দর্শন করুন; হে ভারত! এইস্থলে ঔদীচ্য ঋষিগণ ও যযাতি রাজার সংবাদ এবং অগ্নি ও কাশ্যপের সংবাদ ঘটনা হয়। মহারাজ! এই মানস সরোবরের দ্বার দেখা যাইতেছে, এই গিরিমধ্যে শ্রীমান্ রাম একটি বর্ষ প্রতিষ্ঠিত করেন; হে সত্যবিক্রম! বিদেহদেশের উত্তর, এই দ্বার বাতিকষণ্ড বলিয়া প্রখ্যাত; এই স্থান জয় করা কাহারও সাধ্য নহে। হে পুরুষর্ষভ! এস্থলে অপর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পঞ্চ সংবৎসর অন্তর পার্ষদগণ ও উমার সহিত কামরূপী মহেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। পরিবার-শুভাকাঙ্ক্ষী যাজকেরা

চৈত্রমাসে এই সরোবরে সত্র দ্বারা মহাদেবের যজন করিয়া থাকেন। যে কোন পুরুষ জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই সরোবরে স্নান করে, সে ক্ষীণপাপ হইয়া শুভলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। এই উজ্জানক নামে তীর্থ, অরুন্ধতী-সহিত ভগবান্ বসিষ্ঠ ও যবক্রী ঋষি এই স্থানে শান্তি লাভ করেন। এই কুশবান্ হ্রদ, এই হ্রদে কুশেশয় পদ্ম হইয়া থাকে। ইহা রুক্মিণীর আশ্রম, এই স্থানে তিনি ক্রোধরহিত শান্তি অবলম্বন করেন। হে পাণ্ডবেয়! আপনি যে সমাধি-সংক্ষেপ ভৃগুতুঙ্গ শ্রুত হইয়াছেন, সেই মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ দর্শন করিবেন। মহর্ষিগণসেবিতা সুনির্ম্মল শীতলসলিলা সর্ব্ব-পাপপ্রমোচনী এই বিতস্তা তটিনী দর্শন করুন। হে রাজেন্দ্র! এই দেখুন, জলা ও উপজলা নামে নদীদ্বয় যমুনার উভয়পার্শ্বে প্রবহমাণা রহিয়াছে; এই স্থানে রাজা উশীনর যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হইতেও অতিরিক্ত হন। হে নরনাথ! বরপ্রদ ইন্দ্র ও অগ্নি এই উভয় দেবতা নৃপবর উশীনরকে জানিবার অভি-লাষে তাঁহার দেবসভা সদৃশ সভায় গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা উশীনরকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র শ্যেন পক্ষি-রূপ ও অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপ-নীত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! কপোত, শ্যেনভয়ে পীড়িত ও শরণার্থী হইয়া রাজা উশীনরের উরুদেশে আশ্রয় করিয়া নিলীনপ্রায় হইল।

ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

শ্যেন কহিল, হে রাজন্! সকল রাজাই আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া থাকেন, তবে আপনি কি হেতু ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে সমুৎসুক হইতেছেন? হে রাজন্! আমি ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি, আপনি ধর্ম্মরক্ষার্থ আমার বিহিত ভক্ষণ-দ্রব্য এই কপোতকে রক্ষা করিবেন না, ইহাকে রক্ষা করাতে আপনার ধর্ম্মলোভে ধর্ম্ম ত্যাগ করা হইতেছে। রাজা কহিলেন, হে পক্ষিবর! এই বিহঙ্গম তোমা হইতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আত্ম ত্রাণ ও প্রাণ রক্ষার অভিলাষে আমার অনুগত হইয়াছে; এতাদৃশ অভয়ার্থী অভ্যাগত কপোতকে তোমাকে প্রদান না করাতে যে আমার পরমধর্ম্ম হইবে, তাহা তুমি কি নিমিত্ত দেখিতেছ না? এই কপোতকে ভয়চকিত, কম্পমান ও মৎ-সকাশে জীবনাকাঙ্ক্ষী দেখা যাইতেছে, অতএব ইহাকে পরি-ত্যাগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কার্য্য. যেহেতু যে, ব্রাহ্মণ বা লোকমাতা গো হনন করে এবং যে শরণাগত ব্যক্তিকে পরি-ত্যাগ করে, তাহাদিগের উভয়েরই তুল্য পাপ হয়।

শ্যেন কহিল, হে মহীপতে! সকল প্রাণীই আহার হেতু উৎপন্ন হয়, আহারহেতু বর্দ্ধিত হয় এবং আহার হেতু জীবিত থাকে। দেখুন, দুস্ত্যজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারা যায়, কিন্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারা যায় না। হে নরনাথ! অদ্য যদি আমি ভোজনীয় দ্রব্যে বঞ্চিত হই, তবে আমার প্রাণ এই দেহ ত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে অজ্ঞপথে গমন করিবে, হে ধর্ম্মাত্মন্! তাহা হইলে আমার পুত্রকলত্র আহারাভাবে জীবিত থাকিবে না, সুতরাং আপনি এক কপোতকে রক্ষা করিয়া বহুপ্রাণী বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সত্যবিক্রম! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয়, সে ধর্ম্মই নহে, তাহাকে কুধর্ম্ম বলা যায়। যে ধর্ম্মে কোন বিরোধ নাই, সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম। হে মহীপাল! পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম উপস্থিত হইলে গুরু লঘু বিবেচনা করিয়া যে ধর্ম্মে কোন বাধা দেখা যায় না; তাহাই আচরণ করিবে, অতএব হে রাজন্! আপনি ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশ্চয় বিষয়ে কোন্ ধর্ম্ম গুরু ও কোন্ ধর্ম্ম লঘু, তাহা বিবেচনা দ্বারা গ্রহণ করিয়া যে পক্ষ অধিকতর বোধ হয়, তাহাতেই ধর্ম্ম নিশ্চয় করুন। রাজা কহিলেন, হে বিহগবর! তুমি বহু কল্যাণকর কথা কহিতেছ, অতএব তুমি কি পক্ষিরাট্ সুপর্ণ? তুমি যে হও, ধর্ম্মজ্ঞ বট, তাহাতে সংশয় নাই, যে হেতু তুমি ধর্ম্মসংযুক্ত বহু বিচিত্র কথা কহিতেছ, অতএব বোধ হইতেছে, তোমার কিছুই অবিদিত নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত শরণাগত পরিত্যাগ করাকে ভাল বলিয়া বোধ করিতেছ? হে বিহঙ্গম! তোমার এই সমারম্ভ কেবল আহার নিমিত্তই, অতএব তুমি অধিকতর অন্যপ্রকার আহার করিতে পার; গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ বা তদ্ভিন্ন যাহা আহার করিতে অদ্য তোমার অভিরুচি হয়, তাহাই আহার কর।

শ্যেন কহিল, মহারাজ! বরাহ, কি বৃষ, কি বিবিধ মৃগ, ইহার মধ্যে কিছুই আমি ভক্ষণ করিব না, আমার অন্য কোন আহারে প্রয়োজন নাই; অদ্য আমার এই কপোতটি আহারের নিমিত্ত দৈববিহিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করুন। শ্যেনপক্ষী কপোত ভক্ষণ করিয়া থাকে, ইহা চিরব্যবস্থিত আছে, অতএব আপনি সার না জানিয়া কদলীস্কন্ধ আলিঙ্গন করিবেন না। রাজা কহিলেন, শ্যেন! এই সমাগত শরণার্থী কপোত-ব্যতীত শিবিবংশের সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যে কোন বস্তু তোমার অভিলষিত হয়, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে পক্ষি-সত্তম! যে কর্ম্ম করিলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহা বল, আমি তাহাই করিব, কিন্তু এই কপোতটি দিব না। শ্যেন কহিল, হে নরাধিপ উশীনর! যদি কপোতের প্রতি আপনার স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আপনার দেহের মাংস উৎকর্ত্তনপূর্ব্বক এই কপোতের সহিত তুলায় ধৃত হইলে যখন ভবদীয় মাংস কপোতের সমান হইবে, তখন তাহা আমাকে দিবেন, তাহা হইলে আমার তুষ্টি হইবে।

রাজা কহিলেন, শ্যেন! তুমি যে এরূপ প্রার্থনা করিলে ইহা আমি অনুগ্রহ বলিয়া মানিলাম; অতএব অদ্য আমি স্বকীয় মাংস তুলা দ্বারা তুলিত করিয়া তোমাকে প্রদান করি-তেছি। লোমশ কহিলেন, হে বিভু কৌন্তেয়! পরমধর্ম্মজ্ঞ রাজা উশীনর স্বয়ং আত্ম মাংস কর্ত্তন করিয়া কপোতের সহিত তৌল করিতে লাগিলেন; তাহাতে তুলা ধৃত কপোত, মাংস হইতে অতিরিক্ত হইল, তাহা দেখিয়া রাজা পুনঃপুনঃ স্বদেহ হইতে মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া দিলেন; তাহাতেও যখন তুলা-ধৃত মাংস কপোতের সমান হইল না, তখন রাজা শরীরে আর মাংস না থাকায় আপনি তুলোপরি আরোহণ করিলেন। তখন শ্যেন কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র, আর এই কপোত হুতা-শন, আমরা উভয়ে তোমাকে ধর্ম্ম বিষয়ে পরীক্ষা করিবার মানসে যজ্ঞ ভূমিতে উপাগত হইয়াছি। হে নরনাথ! তুমি

যে স্বকীয় গাত্র হইতে মাংসসকল উৎকৃত্ত করিলে তোমার এই ভাস্বতী কীর্ত্তি সর্ব্বলোক-ব্যাপিনী হইবে। মনুষ্যেরা যাবৎ কাল লোকমধ্যে তোমার প্রস্তাব করিবে, তাবৎ কাল তোমার কীর্ত্তি এবং শাশ্বত লোক প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মহারাজ! ইন্দ্র রাজাকে এইরূপ বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা উশীনরও ধর্ম্মদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পরিব্যাপ্ত করত অঙ্গকান্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া স্বর্গারোহী হইলেন, সেই মহাত্মা রাজার এই সদন আপনি আমার সহিত এই পাপপ্রমোচন পুণ্য সদন অবলোকন করুন। হে রাজন্! এই স্থানে পুণ্যকৃৎ মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা নিরন্তর দেবতা ও সনাতন মুনিগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

একত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যে উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু পৃথিবীতলে মন্ত্র-কোবিদ ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার এই পুণ্যাশ্রম দর্শন করুন; এ আশ্রমে সর্ব্ব কাল ফল-জনক মহীরুহ সকল বিরাজ করিতেছে। শ্বেতকেতু এই স্থলে মানুষ রূপধারিণী সরস্বতীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি, বাগ্দেবী আশ্রমে প্রবৃত্তা হইলে, তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন বাণীজ্ঞ হই। সেই যুগে উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু ও কহোড়তনয় অষ্টাবক্র, এই মুনিদ্বয় পৃথিবীতে ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে বরিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; ইঁহারা সম্পর্কে পরস্পর মাতুল ভাগিনেয় হইতেন। এই দুই অনুপম বিপ্র মাতুল ভাগিনেয় বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞায়তনে প্রবেশ করিয়া বিবাদে বন্দীকে নিগ্রহ করেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্রাহ্মণাগ্রণী অষ্টাবক্র শিশুকালেই জনক যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া বন্দীর সহিত বাদে বিজয় লাভ করত বন্দীকে সরিৎ-সলিলে নিমগ্ন করেন, সেই মহাত্মা অষ্টাবক্র যাঁহার দৌহিত্র, তাঁহার এই পুণ্যতম আশ্রমে আপনি অনুজদিগের সহিত প্রবেশ করিয়া উপাসনা করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে লোমশ! যে অষ্টাবক্র তাদৃশরূপে বন্দীকে নিগ্রহ করেন, তাঁহার কি প্রকার প্রভাব এবং তিনি কি কারণেই বা অষ্টাবক্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, আপনি এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। লোমশ কহিলেন, মহারাজ! ঋষি উদ্দালকের কহোড় নামে বিখ্যাত এক শিষ্য ছিলেন। তিনি আচার্য্য উদ্দালকের শুশ্রূষু ও বশবর্ত্তী হইয়া পরিচর্য্যা করত দীর্ঘ কাল অধ্যয়ন করিলেন। ঋষি তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সত্বই তাঁহাকে সমস্ত শাস্ত্রের অধিকারী করিলেন এবং সুজাতা নাম্নী স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পরে ঋষি-কন্যা গর্ভবতী হইলে তাঁহার গর্ভস্থ বালক গর্ভে থাকিয়াই সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন-নৈপুণ্য লাভ করিয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী হইয়াছিলেন। একদা সেই মাতৃ-কুক্ষিস্থিত বালক পিতাকে বেদাধ্যয়ন করিতে শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি যে, সমস্ত রাত্রি বেদাধ্যয়ন করিতেছেন, ইহা সম্যক পঠিত হইতেছে না। আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই নিমিত্তই কহিতেছি যে, ইহা আপনা হইতে সমীচীনরূপে পঠিত হইতেছে না। মহারাজ মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে তদ্বাক্যে অবমানিত হইয়া উদরস্থ বালককে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, যেহেতু তুমি কুক্ষিতে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাকে নিন্দা করিলে, সেই নিমিত্ত তুমি অঙ্গের অষ্ট স্থানে বক্র হইবে; একারণ সেই বালক দেহের অষ্ট স্থানে বক্র হইয়াই জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়া প্রথিত হন। অষ্টাবক্রের শ্বেতকেতু নামে মাতুল বয়ঃক্রমে অষ্টাবক্রের তুল্য ছিলেন।

হে মহীপাল! সুজাতা কুক্ষিমধ্যে বর্দ্ধমান বালক দ্বারা সাতিশয় পীড়িত হইলে তিনি ধনার্থিনী হইয়া নির্জ্জন স্থলে ধনহীন স্বামীকে বিনয় বাক্যে প্রসন্ন করত কহিলেন, মহর্ষে! আমার এই দশম মাস উপস্থিত, কিন্তু আমার কি আপনার ধন নাই যে, আমি প্রসূতা হইলে তদ্দ্বারা এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। কহোড়, পত্নী-কর্ত্তৃক এ প্রকার কথিত হইলে, তিনি বিত্তনিমিত্ত জনক রাজার নিকটে গমন করিলেন পরে জনকসংসদে উপনীত হইলে বাদ-বিশারদ বন্দী তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন করিলেন। তদনন্তর উদ্দালক জামাতা কহোড়কে বন্দী কর্ত্তৃক বিচারে পরাজিত ও জলনিমগ্ন শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে কহিলেন, সুজাতে! তুমি অষ্টাবক্রের নিকট এ বিষয় গোপন করিও। সুজাতাও পিতার ঐ আজ্ঞা পালন করিলেন। বিপ্র অষ্টাবক্র যথাকালে জন্মগ্রহণ করিলেন, পরন্তু পিতার ঐ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন না। তিনি উদ্দালকের প্রতি পিতার ন্যায় ও শ্বেতকেতুর প্রতি ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে একদা শ্বেতকেতু পিতার ক্রোড়ে তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার হস্ত দ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অপাকর্ষণ করিলেন, তাহাতে অষ্টাবক্র ক্রন্দন করাতে কহিলেন, ইহা তোমার পিতার ক্রোড়ে নহে। তখন শ্বেতকেতুর ঈদৃশ কঠোরোক্তি আকর্ণনে অষ্টাবক্রের মনে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহে গমনপূর্ব্বক জননীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! আমার পিতা কোথায়? অনন্তর সুজাতা অতি কাতরা ও অভিশাপভয়ে ভীতা হইয়া বন্দী-কর্ত্তৃক বাদে তাঁহার পিতার পরাজয় ও জলমজ্জন বিবরণ সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। অষ্টাবক্র মাতৃমুখে তদ্বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিশা সময়ে শ্বেতকেতুকে কহিলেন, মাতুল! জনক রাজার যজ্ঞে বহুতর আশ্চর্য্য বিষয় শুনা যাইতেছে, অতএব চলুন, আমরা তথায় গমন করি; তথায় ব্রাহ্মণগণের বিবাদ শ্রবণ ও উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিব এবং কল্যাণকর সৌম্য ব্রহ্মঘোষ শ্রবণে আমাদিগের বিচক্ষণত্ব জন্মিবে। মহারাজ! তদনন্তর শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র, মাতুল ভাগিনেয় এই দুই ঋষি জনক রাজার সমৃদ্ধ সত্রে গমন করিলেন। পথিমধ্যে অষ্টাবক্রের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইলে রাজা তাঁহার গমনের পথাবরোধ করিলেন, তাহাতে অষ্টাবক্র পশ্চাদুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তবে অন্ধ, বধির, স্ত্রী লোক, ভারবাহক অথবা রাজা পথ পাইতে পারেন; ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে ব্রাহ্মণই পথ পাইবেন। রাজা কহিলেন, এই পথ পরিত্যাগ করিলাম, যে স্থান

দিয়া ইচ্ছা হয় গমন কর; দেবরাজও ব্রাহ্মণকে বন্দনা করেন; বহ্নি কখন লঘুতর নহে। অষ্টাবক্র কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমাদিগের যজ্ঞদর্শনে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, বিশেষত আমরা দুই জন ক্রোধানলে দহ্যমান হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও তদ্বৃত্তান্ত বলিবার অভিলাষে এ স্থলে অতিথিরূপে আসিয়াছি, কিন্তু এই প্রতিহারী আমাদিগের সভা প্রবেশের দ্বার রোধ করিতেছে, অতএব আমাদিগের প্রবেশে দ্বারপতির প্রতি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ইহা শুনিয়া দ্বারপাল কহিল, অহে ব্রাহ্মণ-কুমার! আমরা বন্দীর নিদেশানুবর্ত্তী, অতএব তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর; এ সভায় বিপ্র-বালকেরা প্রবেশ করিতে পান না, বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরাই প্রবেশ করিতে পান।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে দ্বারপাল! যদি এখানে বৃদ্ধদিগের প্রবেশ করিবার নিয়ম থাকে, তবে আমার প্রবেশ করা যুক্ত হয়, যেহেতু আমরা কৃতব্রত, বেদ-প্রভাব-সমন্বিত, শুশ্রূষু, জিতেন্দ্রিয় এবং জ্ঞান শাস্ত্রে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছি; বিশেষত পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণকে বালক বলিয়া অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু অগ্নিকণাও স্পৃশ্যমান হইলে দগ্ধ করিয়া থাকে। দ্বারপাল কহিল, অহে বালক! যদি তুমি জ্ঞাত থাক, তবে মুনিগণ-সেবিতা বিরাজমানা মন্ত্রার্থবাদাদিরূপা এক ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা বাণী কীর্ত্তন কর দেখি? কি আত্মশ্লাঘা করিতেছ! আপনি যে বালক, তাহা জ্ঞাত হও, এই সংসারে জ্ঞানী মনুষ্য দুর্ল্লভ। অষ্টাবক্র কহিলেন, যে প্রকার শাল্মলি বৃক্ষের প্রবৃদ্ধ অষ্ঠীলা থাকে বলিয়া বাস্তবিক তাহার বৃদ্ধি স্বীকার করা যায় না, সেই প্রকার কায় বৃদ্ধি দ্বারা মনুষ্যকে বৃদ্ধ জানা যায় না, কিন্তু যে বৃক্ষ হ্রস্ব ও অল্পকায় হইয়াও ফলিত হয়, তাহাকে বিবৃদ্ধ বলা যায়, নিষ্ফল বৃক্ষকে বৃদ্ধ ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে না।

দৌবারিক কহিল, এই সংসারে বালকেরা বৃদ্ধদিগের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকে এবং দীর্ঘকালে বৃদ্ধ ভাবাপন্ন হয়, অল্প কালে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না; অতএব তুমি বালক হইয়া কি হেতু স্থবিরের ন্যায় বক্তৃতা করিতেছ? অষ্টাবক্র কহিলেন, দ্বারপাল! কেশ শুক্লবর্ণ হইলেই যে স্থবির হয়, এমত নহে; যিনি বালক হইয়াও জ্ঞানবান্ হন, তাঁহাকে দেবতারা স্থবির বলিয়া জানেন। মনুষ্য অধিক বয়ঃক্রম, কি পলিত, কি অনেক বিত্ত বা বহু বন্ধু দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী, তিনিই আমাদিগের মধ্যে মহান্ হন; ঋষিরা এইরূপ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। হে দ্বারপাল! আমি রাজসভায় বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে আসিয়াছি, অতএব তুমি আমার সংবাদ পুষ্করমালী রাজাকে নিবেদন কর, অদ্য তুমি আমাদিগকে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে ও মহাবাদে বন্দীকে পরাজিত হইতে দেখিবে এবং অন্যান্য সকলে তূষ্ণীভূত হইলে রাজা ও পরিপূর্ণ-বিদ্যা-বত্ত পুরোধা প্রভৃতি বিপ্রগণ আমাদিগের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ পরিদর্শন করিবেন।

দ্বারপাল কহিল, তুমি দশবর্ষীয় শিশু হইয়া বিনীত বিজ্ঞগণের প্রবেশনীয় যজ্ঞস্থলে কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? যাহা হউক, আমি তোমার সভাপ্রবেশ বিষয়ে উপায় দ্বারা যত্ন করিব এবং তুমিও যথাবিধি যত্ন কর। তখন অষ্টাবক্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি জনক-গোষ্ঠীর মধ্যে বরিষ্ঠ ও সম্রাট্, আপনাতে সকল বিষয় সমৃদ্ধ-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আপনি যজ্ঞ সম্বন্ধীয় তাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং আপনার তুল্য ভূপতি পূর্ব্বকালে কেবল যযাতি রাজাই ছিলেন। মহারাজ! আমাদিগের শ্রুত হইয়াছে যে, বিদ্বান্ বন্দী নিঃশঙ্ক হইয়া সমস্ত বাদবিৎ ব্যক্তিদিগকে বাদে পরাস্ত করিয়া আপনার নিয়োজিত আশুকারী পুরুষদিগের দ্বারা জলে মজ্জিত করিয়া থাকে, ইহা শুনিয়া আমি ব্রাহ্মণদিগের সকাশে অদ্বৈত ব্রহ্ম কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি; সেই বন্দী কোথায়? আমি তাহাকে প্রাপ্ত হইলে সবিতাকর্ত্তৃক নক্ষত্র বিনাশের ন্যায় বিনাশ করি।

রাজা বলিলেন, তুমি প্রতিবাদী বন্দীর বাক্যবল না জানিয়াই তাঁহাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, যাঁহারা তাঁহার বীর্য্য অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই এরূপ বলা সঙ্গত হয়; অনেক ব্রাহ্মণ বাদ-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিয়াছেন। তুমি সেই বন্দীর বল অবগত না হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, কিন্তু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া যে প্রকার ভাস্করের নিকট তারা-সকল শোভাবিহীন হয়, সেই প্রকার শোভাবিহীন হইয়াছেন। হে তাত! বিজ্ঞান-মত্ত ব্যক্তিদিগের সদস্যদিগের সহিত বচন বিস্তার করা দূরে থাকুক, কেবল বন্দীকে জয় করিবার আশংসায় তাঁহার নিকটস্থ হইবামাত্র তাঁহাদিগকে অপ্রতিভ হইয়া সভা হইতে বহির্গত হইতে হইয়াছে। অষ্টাবক্র কহিলেন, মাদৃশ বাদীর সহিত বন্দীকে কখন বিবাদ করিতে হয় নাই, এই নিমিত্তই সে সিংহসদৃশ হইয়া নির্ভয়ে বাদবিতণ্ডা করিয়া থাকে। অদ্য আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সে মৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া পথি পতিত অচলচক্রান্বিত ভগ্ন শকটের ন্যায় জড়বৎ হইয়া পড়িবে। রাজা কহিলেন, যাহার এক এক অংশে ত্রিংশৎ করিয়া অবয়ব আছে, এতাদৃশ দ্বাদশ অংশবিশিষ্ট, চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এবং ষষ্ট্যধিক ত্রিশত সংখ্য অর দ্বারা অন্বিত যে বস্তু, তাহার অর্থ যিনি জানেন, তিনিই পরম কবি।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যাহার চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব, ছয়টি নাভি, দ্বাদশ প্রধি এবং ষষ্ট্যধিক ত্রিশত পরিমিত অর আছে, সেই নিরন্তর গমনশীল চক্র আপনাকে রক্ষা করুক।

রাজা কহিলেন, সংযুক্ত ঘোটকীদ্বয় সদৃশ এবং শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় পতনশীল যে দুইটি বস্তু আছে, দেবগণ মধ্যে কে ঐ দুই বস্তুকে উৎপন্ন করে এবং তাহারাই বা কাহাকে উৎপন্ন করিয়া থাকে? অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! যাহার সারথি বায়ু সেই আগমনশীল বস্তু উক্ত দুইটি বস্তুকে উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং ঐ দুই বস্তু হইতে উৎপন্নও হইয়া থাকে; ঐ দুইটি বস্তু যেন আপনার শত্রুগৃহেও পতিত না হয়। রাজা কহিলেন, কে নিদ্রাবস্থায় চক্ষু নিমীলন করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দন করে না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়?

অষ্টাবক্র কহিলেন, সুপ্ত মৎস্য চক্ষু নিমীলন করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দন করে না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রাজা কহিলেন, তোমাকে মনুষ্য

বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি সাক্ষাৎ দেব মূর্ত্তি; তোমাকে স্থবির বলিয়া জানিলাম, তুমি বালক নও এবং বাক্যালাপেও তোমার তুল্য কেহ নাই; অতএব তোমাকে দ্বার প্রদান করিতেছি, এই বন্দী রহিয়াছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে উগ্রসৈন্য-পালক মহীপাল! আমি এই সমস্ত একত্রিত সমাগত অপ্রতিম নৃপতি মধ্যে বাদি-প্রবর বন্দীকে জানিতে পারিতেছি না, মহাজল মধ্যে হংস অন্বেষণের ন্যায় তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। হে অতিবাদিমানিন্ বন্দিন! তুমি বাদে পরাজিত ব্যক্তির জল-মজ্জন পণ করিয়া নদী-বেগের ন্যায় অদ্য আমার নিকট প্রবাহিত হইতে পারিবে না, যেহেতু আমি সমিদ্ধতেজা হুতাশনের তুল্য; অতএব তুমি অদ্য এই সভায় আমার নিকট স্থির ভাবে থাক। তুমি আমাকে নিদ্রিত ব্যাঘ্র ও সৃক্কণী-লেহনকারী আশীবিষের ন্যায় জ্ঞান কর; পদাহত সর্পের মস্তকে আঘাত করিয়া কখনই তৎকর্তৃক দষ্ট না হইয়া পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা বিবেচনা কর। যদি দৃঢ় শরীরাভিমানী সুদুর্ব্বল ব্যক্তি পর্ব্বতে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার হস্তই নখের সহিত বিশীর্ণ হয়, পর্ব্বতের ব্রণও দৃশ্যমান হয় না। যে প্রকার মৈনাক পর্ব্বত নিকটে অন্য সমুদায় পর্ব্বত এবং বৃষভসমীপে বৎসগণ নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মিথিলাধিপের নিকট অন্য সকল রাজাই নিকৃষ্ট। মহারাজ! যেরূপ অমরবৃন্দ মধ্যে মহেন্দ্র প্রধান এবং তরঙ্গিণী মধ্যে গঙ্গা প্রধানা, তদ্রূপ নৃপগণমধ্যে এক মাত্র আপনিই প্রধান; আপনি বন্দীকে মৎসকাশে আনয়ন করিতে অনুমতি করুন। লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অষ্টাবক্র জাতক্রোধ হইয়া সভামধ্যে এইরূপ গর্জ্জন করত বন্দীকে কহিলেন, তুমি আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কর এবং আমিও তোমার বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছি। তখন বন্দী কহিলেন, যে প্রকার এক অগ্নি বহুধারূপে প্রজ্বলিত হয় এবং এক সূর্য্য এই সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার এক বীর অর্থাৎ বুদ্ধি-তত্ত্ব, শব্দ স্পর্শাদি উপহারস্বরূপ বিষয় সকলের দ্বারা পালন কর্ত্তা যে শ্রোত্র ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল, তাহাদিগের রাজা, নিয়ন্তা ও প্রভু হইয়া 'আমি' 'এই' ইত্যাদি প্রকারে প্রকাশমান হওত অন্যান্য বাদিগণের অবিমত তত্ত্বস্বরূপ অরাতির বিনাশক হইয়াছে। অষ্টাবক্র কহিলেন, যে প্রকার ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতা নারদ ও পর্ব্বত দুই দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমারেরা দুই দেবতা, রথের দুই চক্র এবং বিধাতৃকর্তৃক বিহিত ভার্য্যা ও পতি দুই জন পরস্পর সখ্যভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই প্রকার দুই বস্তু অর্থাৎ বুদ্ধি ও চৈতন্য উভয়ে পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন হইয়া বিষয়ানুভব প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কেবল বুদ্ধি নহে।

বন্দী কহিলেন, কর্ম্ম হেতু এই সমস্ত প্রজা ত্রিবিধ জন্ম গ্রহণ করে; তিন বেদ মিলিত হইয়া বাজপেয়াদি সমস্ত কর্ম্ম প্রতিপাদন করে; অধ্বর্য্যুগণ তিনকালে যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক, এই ত্রিবিধ লোক কর্ম্মজন্য ভোগ করিতে হয় এবং বেদে কর্ম্ম-জন্য ত্রিবিধ জ্যোতি উক্ত হইয়াছে; অতএব, বুদ্ধি বা অন্য যে কোন পদার্থের কর্তৃত্বাদি সিদ্ধ হউক না কেন, তাহা কর্ম্মের অধীন।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের আশ্রম চারি; চতুর্ব্বর্ণ জ্ঞান-যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও তুরীয়-সাক্ষাৎকার এই চারিটি অবস্থা; এই চারি অবস্থার বাচক অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা এই চারিটি বর্ণ, অর্থাৎ ওম্; এতদ্বিষয়ে চারিপদযুক্ত বাক্য বেদ মন্ত্রমধ্যে সর্ব্বদা কথিত হইয়াছে; অতএব জ্ঞানদ্বারা তুরীয়-সাক্ষাৎকার হইলে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং কর্ম্মও অলীক।

বন্দী কহিলেন, যে প্রকার গার্হপত্য প্রভৃতি পঞ্চ অগ্নি, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি পঞ্চযজ্ঞ এবং পঙ্ক্তি-ছন্দের প্রত্যেক পাদে পঞ্চ অক্ষর থাকে, সেই প্রকার শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়ের গ্রাহক হয়; ঐ শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়-স্রোত উপাদেয় বলিয়া লোক মধ্যে প্রখ্যাত আছে এবং শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী চৈতন্যপ্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি দ্বারা যেন পঞ্চবিধ শিখায় সমন্বিত হইয়াছে, ইহা বেদে দৃষ্ট হইতেছে; অতএব তুরীয়-সাক্ষাৎকার অসম্ভব।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যে প্রকার ঋষিগণকথিত অগ্ন্যাধানের দক্ষিণা ছয়টি গো, সর্ব্ববেদ বিহিত সাদ্যস্ক যজ্ঞ অর্থাৎ একাহসাধ্য যজ্ঞ ছয়টি, কালচক্র ঋতুছয়টি এবং কৃত্তিকা ছয়জন সমানরূপে প্রসিদ্ধ আছে, সেই প্রকার শ্রোত্রাদি পাঁচটি আর মন একটি, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সমানরূপে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বলিতে হইবে। বন্দী কহিলেন, শব্দাদি বিষয়ের প্রত্যেক বিষয়ে আসক্ত উক্ত শ্রোত্র প্রভৃতি ছয়টি আর বুদ্ধি-বৃত্তি একটি, এই সাতটি ইন্দ্রিয়কে সপ্তঋষি ও সপ্তপুরুষরূপ পশুও বলা যায়; ইহাদিগের যখন ভৌম বিষয়ে আসক্তি হয়, তখন ইহাদিগকে গ্রাম্য পশু বলা যায় এবং ইহাদিগের যখন দিব্য বিষয়ে আসক্তি হয়, তখন ইহাদিগকে বন্যপশু বলা যায়; এই সপ্ত গ্রাম্য বা বন্যপশু প্রত্যেকে এক আত্মাকে শব্দাদি বিষয় সকল ও তত্তৎ বিষয়জনিত সুখলাভ করাইয়া দেয়, আত্মাও তত্তৎবিষয়জনিত সুখ অনুভব করেন; অতএব যদ্রূপ এক বীণা সাতটি তন্ত্রীতে সংযুক্তা হইয়া বাদ্যধ্বনি নিষ্পন্ন করে, তদ্রূপ উক্ত শ্রোত্র প্রভৃতি সাতটি তত্ত্বদ্বারা দেহীর কর্তৃত্বাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, শব্দ প্রভৃতি বিষয়, উক্ত শ্রোত্র প্রভৃতি সাতটি আর অহংবৃত্তি একটি, এই অষ্টবিধ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশাধিকারী হওয়াতে অষ্টবিধ বলিয়া কথিত হয়; যে প্রকার শণসূত্র-নির্ম্মিত অষ্টসংখ্য গোণী শত শত পরিমাণ ধারণ করে, তদ্রূপ শব্দ প্রভৃতি বিষয় অষ্টবিধ হইয়াও শত শত সংখ্যায় গণিত হয়; যাঁহার আনন্দকণা দ্বারা প্রাণী সকল আনন্দ লাভ করে, সেই পরমানন্দ অদ্বৈত আত্মা উক্ত অষ্টবিধ ইন্দ্রিয়ে উপলক্ষিত হইতেছেন, যেহেতু দ্বৈত-রূপ অজ্ঞান, সমস্ত বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগরূপ যজ্ঞে পুরুষ রূপ পশু-বন্ধনের স্থান উক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদি অষ্ট সংখ্য কোণ বিশিষ্ট যূপ স্বরূপ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব বেদেও শ্রুত হইয়াছে যে, শব্দাদিবিষয়ক অষ্টবিধ বাসনা তত্তৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতেই বিদ্যমান থাকে, আত্মাতে থাকে না; অপিচ সেই পরমানন্দস্বরূপ আত্মা জ্ঞাত হইলে তিনি দ্বৈত-অজ্ঞানের বিনাশক হন; অতএব তুরীয়-সাক্ষাৎকার অসম্ভব নহে।

বন্দী কহিলেন, যে প্রকার পিতৃ যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্বালনার্থা ঋক্‌ নবধা বিহিতা হইয়াছে, প্রত্যেক পাদে নয়টি অক্ষর থাকিলে তাদৃশ চারি পাদে এক বৃহতী ছন্দ হয় এবং এক প্রভৃতি নববিধ অঙ্কের যোগে সমস্ত গণনা নিষ্পন্ন হয়, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মিকা অজ্ঞানরূপা প্রকৃতির প্রত্যেক গুণ স্বকীয় ও পরকীয় অংশে মিশ্রিত হইয়া ত্রিবিধ হওয়াতে উহা নববিধ হইয়া তত্তৎ অংশের বহুত্ব ও অল্পত্ব তারতম্যানুসারে নানাবিধ সৃষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন; অতএব যখন দ্বৈত অজ্ঞান হইতে সমুদায় সৃষ্টি হওয়া কথিত হইয়াছে, তখন তাহার বিনাশ হওয়া স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তৎসত্ত্বে তুরীয়সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা কি?

অষ্টাবক্র কহিলেন, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, ইন্দ্রিয় দশটি, তাহা জীবের সম্বন্ধে, আত্মার সম্বন্ধে নহে; যে প্রকার স্ত্রীলোক গর্ভবিশিষ্ট হইয়া দশ মাস গর্ভ ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মা মায়া দ্বারা অহং-বৃত্তি প্রভৃতিতে সমন্বিত হইয়াই সহস্র সহস্র জীবরূপে উপলব্ধ হন; বাস্তবিক তিনি সঙ্গরহিত। এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা দশ জন; দ্বেষ্টা দশ জন এবং অধিকারীও দশ জন। অতএব আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে ঐ মায়া-প্রকৃতিকে অলীক বলিয়া বোধ হইবে, সুতরাং উহার সত্তাই অসম্ভব। এই পরমার্থ জ্ঞানের উপদেশক বা অধিকারী কেহ কেহ হয় এবং ইহার দ্বেষীও কেহ কেহ হইয়া থাকে।

বন্দী কহিলেন, একাদশ ইন্দ্রিয় শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে অবস্থান করে, এজন্য ঐ শব্দাদি বিষয়ও একাদশ সংখ্যায় গণিত হয়। জীবরূপ পশুর বন্ধনের নিমিত্ত ঐ একাদশটি বিষয় একাদশটি যূপ স্বরূপ হইয়াছে; উক্ত শব্দাদি গ্রহণজনিত হর্ষ বিষাদাদি একাদশবিধ বিকার স্বর্গে দেবতাদিগকেও রোদন করাইয়া থাকে। অতএব দ্বৈত প্রকৃতির কার্য্য যে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তুরীয়-সাক্ষাৎকার হওয়া মনুষ্যদিগের পক্ষে সুদূর পরাহত।

অষ্টাবক্র কহিলেন, দ্বাদশ মাসে সংবৎসর হয় এবং প্রত্যেক পাদে দ্বাদশ অক্ষর থাকিলে তাদৃশ চতুষ্পাদে জগতী ছন্দ হয়; ইহা কথিত আছে বটে, কিন্তু ধ্যানবন্ত যোগীরা ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়গমনের ব্যাবর্ত্তক দ্বাদশটি ব্রত আছে এবং প্রাকৃত যজ্ঞ দ্বাদশাহে নিষ্পাদন করিতে হয়, ইহাও কহিয়াছেন। অর্থাৎ যে প্রকার মাস-সংঘাত হইতে সংবৎসর ও অক্ষর-সংঘাত হইতে জগতী ছন্দ অতিরিক্ত নহে, সেই প্রকার মূঢ়দিগের বিবেচনায় ইন্দ্রিয়-সংঘাত হইতে অতিরিক্ত একটি শুদ্ধ চৈতন্য থাকা বোধগম্য হয় না বটে, কিন্তু ধ্যানবন্ত যোগীরা ধর্ম্ম, সত্য, তপ, দম, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শাস্ত্রবুদ্ধি, ধৃতি ও ক্ষমা এই দ্বাদশবিধ মহাব্রত অনুষ্ঠান করত চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা যে প্রকার বারটি দিবস প্রাকৃত যজ্ঞের বিহিতকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও ঐ বারটি দিবসকে সাধারণ দিবসগণের অন্তর্ভূত সাধারণ দিবসগণের অতিরিক্তও স্বীকার করা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সংঘাতের অন্তর্ভূত ও ইন্দ্রিয়-সংঘাত হইতে অতিরিক্ত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন।

বন্দী কহিলেন, পণ্ডিতেরা ত্রয়োদশী তিথিকে প্রশস্তা ও পৃথিবীকে ত্রয়োদশ দ্বীপযুক্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ এই তত্ত্বজ্ঞান যে কেবল ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি দ্বাদশবিধ উক্ত মহাব্রত অনুষ্ঠিত হইলেই হইবে এমত নহে, ইহা দেশকালের অপেক্ষা করে; অতএব কোন কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন, তত্ত্ব-জ্ঞান, ব্রহ্মলোকস্থ জীবের সর্ব্বকালে হইতে পারে এবং মর্ত্ত্য লোকের সত্য যুগে হইবার সম্ভব।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! বন্দী অর্দ্ধ শ্লোকে ঐরূপ বলিয়া বিরত হইলেন, পরে অষ্টাবক্র অপরার্দ্ধে এইরূপ বলিয়া শ্লোক সংপূর্ণ করিলেন, শুদ্ধ চৈতন্যরূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের ন্যায় অসঙ্গ হইয়াও যে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও তদতিরিক্ত দশটি ইন্দ্রিয় এই ত্রয়োদশ তত্ত্বের বিষয় ভোগরূপ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, তাহা কেবল শুদ্ধ চৈতন্যের আচ্ছাদক ইন্দ্রজালিক অজ্ঞানকর্ত্তৃক বোধ হইতেছে মাত্র, বাস্তবিক সত্য নহে, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বাদশবিধ ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা ঐ অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া মন বুদ্ধি প্রভৃতি উক্ত ত্রয়োদশ তত্ত্বকে সংহার করিয়া ফেলে। অতএব এই তত্ত্ব-জ্ঞান অবশ্যই পুরুষের যত্নসাধ্য হয়, দেশকালের অপেক্ষা করে না।

তদনন্তর, তৎকালে সভাসদ্‌গণ যজ্ঞদীক্ষিত বরুণের পুত্র সেই বন্দীকে তূষ্ণীম্ভূত ও অধোমুখে চিন্তাপরায়ণ এবং অষ্টাবক্রকে বাদবিচারে বাক্যনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহা কল কল ধ্বনি করিয়া উঠিল। জনক রাজার সমৃদ্ধ যজ্ঞ-সভায় সেই মহা জনরব সময়ে সমস্ত বিপ্রগণ হর্ষ সহকারে অষ্টাবক্রের সমীপস্থ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র রাজাকে কহিলেন, এই বন্দী পূর্ব্বে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে বাদে পরাজিত করিয়া সলিল মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছে, অদ্য এ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হউক, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া জলমগ্ন করিতে আদেশ করুন। তখন বন্দী কহিলেন, মহারাজ! আমি বরুণ রাজার পুত্র, আমার পিতা বরুণের আলয়ে আপনার যজ্ঞের তুল্য কালসাধ্য দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি সেই সকল প্রধান ব্রাহ্মণকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি। তাঁহারা সকলে বরুণের যজ্ঞ দেখিতে গমন করিয়াছেন, পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিতেছেন। আমি এই পূজনীয় অষ্টাবক্রকে পূজা করি, যেহেতু ইহাঁ হইতে পিতার সকাশে সমাগত হইব।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যে ব্রাহ্মণেরা সমুদ্রসলিলে মজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও বন্দীর বাক্য-কৌশল অথবা বিতর্ক কৌশল দ্বারাই পরাজিত হইয়াছেন; আমি বন্দীকর্ত্তৃক কুতর্কার্ণবে মজ্জিত সেই বাক্য মেধা দ্বারা যদ্রূপ উদ্ধার করিয়াছি, তদ্রূপ সদসদ্বিবেকশীল পণ্ডিতেরা আমার সেই বাক্য পরীক্ষা করুন। যে প্রকার সদসদ্‌ভজ্ঞ অগ্নি স্বভাবত দাহক হইয়াও স্বীয় তেজ দ্বারা সত্যাভিসন্ধী ব্যক্তিদিগের শরীর দাহ করেন না, অসত্যাভিসন্ধীদিগেরই শরীর দাহ করেন, তদ্রূপ সদসদ্বিবেকশীল পণ্ডিতেরা মন্দবাদী বালক বা পুত্রের বাক্যও পরীক্ষা করিয়া গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। হে মহারাজ জনক! বোধ হয় আপনি শ্লেষ্মাতক বৃক্ষের ফল বা পত্র ব্যবহারে হীনতেজা হইয়া আমার বাক্য শুনিতেছেন, অথবা স্তুতিকারকদিগের স্তুতি দ্বারা আপনার অন্তঃকরণ আমোদিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই আপনি অঙ্কুশাহত

হস্তীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়াও আমার বাক্য গ্রহণ করিতেছেন না। জনক কহিলেন, আমি তোমার অলৌকিক দিব্যরূপ বাক্য শুনিতেছি তুমি সাক্ষাৎ দিব্য মূর্ত্তি; যে হেতু বন্দীকে বাদে জয় করিয়াছ; অতএব তোমার অভিলাষানুযায়ী কার্য্য নিমিত্ত অদ্য বন্দীকে পরিত্যাগ করিলাম।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে নৃপ! এই বন্দী জীবিত থাকাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, বিশেষত ইহার পিতা যদি বরুণ হন, তবে ইহাকে জলাশয়ে মগ্ন করিতে বাধা কি? অতএব তাহা করুন। বন্দী কহিলেন, যখন আমি বরুণ রাজার পুত্র, তখন জল-মজ্জনে আমার ভয় নাই, কিন্তু এই অষ্টাবক্র আপনার চিরবিনষ্ট পিতা কাহোড়কে এই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইবেন।

লোমশ কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর সেই জলমগ্ন ব্রাহ্মণেরা সকলেই মহাত্মা বরুণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া জনক সমীপে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কাহোড় কহিতে লাগিলেন, হে জনক! জনগণ কর্ম্ম দ্বারা এই নিমিত্তই পুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে, আমি যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই নাই, আমার পুত্র সেই কর্ম্ম নিষ্পাদন করিল। দুর্ব্বল ব্যক্তিরও বলবান্ পুত্র, মূর্খ ব্যক্তিরও পণ্ডিত পুত্র এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিরও জ্ঞানী পুত্র হইয়া থাকে। বন্দী কহিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, যুদ্ধস্থলে স্বয়ং যম তীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা আপানার শত্রুদিগের শিরশ্ছেদন করুন। আপনার এই যজ্ঞে সাম ও উক্থ উৎকৃষ্টরূপে গীত হইতেছে, সোমরস সম্যক্‌রূপে পীত হইতেছে এবং দেবগণ হৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া পবিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন। লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর বন্দী জলমধ্য হইতে সমুত্থিত সেই সমস্ত সুপ্রভাম্বিত বিপ্রদিগের সাক্ষাতে জনকরাজার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অষ্টাবক্রও বরুণপুত্র বন্দীকে পরাজয় করণানন্তর ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া পিতাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক মাতুলের সহিত স্বকীয় মুখ্যাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার পিতা তাঁহার মাতার নিকটে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি এই সমঙ্গা নদীতে শীঘ্র প্রবেশ কর। অষ্টাবক্র পিতার আজ্ঞানুসারে সমঙ্গা নদীমধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার অঙ্গের বক্রতা বিনষ্ট হইল, তিনি সমঅঙ্গবিশিষ্ট হইয়া নদী হইতে উত্থিত হইলেন। হে কৌন্তেয়! এই নদীতে অষ্টাবক্রের সম অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ সমান হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহার নাম সমঙ্গা হইয়াছে। এই পুণ্যপ্রদা নদীতে স্নান করিলে কিল্বিষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, অতএব হে আজমীঢ়! আপনি ভার্য্যা ও ভ্রাতাদিগের সহিত এই নদীতে স্নানাবগাহন ও জলপান নিমিত্ত প্রবেশ করুন। আপনি এস্থলে ভ্রাতা ও বিপ্রগণের সহিত প্রীতচিত্ত হইয়া সুখে বাস করুন। পবিত্রকর্ম্মে আপনার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আছে, অতএব আপনি ইহার পরে অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম সকল আমার সহিত আচরণ করিবেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! এই যে মধুবিলা সমঙ্গা নদী প্রকাশ পাইতেছে, ইহাঁর নাম পূর্ব্বে কর্দ্দমিল ছিল; এই তীর্থে ভরতের অভিষেক হয় এবং শচীপতি বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিলে অলক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করায় তিনি এই সমঙ্গায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন। হে নরনাথ! এই মৈনাক পর্ব্বতের কুক্ষিতে বিনশন তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে, অদিতি এই স্থানে পূর্ব্বকালে পুত্রার্থ ব্রহ্মৌদন পাক করেন। হে পুরুষপ্রবরগণ! আপনারা এই পর্ব্বতরাজ মৈনাকে আরোহণ করিয়া অকীর্ত্তনীয়া অযশস্করী অলক্ষ্মীকে অবসাদন করুন। হে যুধিষ্ঠির! ঋষিদিগের প্রিয় এই সকল কনখল পর্ব্বত এবং এই মহানদী গঙ্গা বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ সনৎকুমার এইস্থলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; হে আজমীঢ়! আপনি এই সুরতরঙ্গিণীতে অবগাহন করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হইতে পারিবেন। হে কৌন্তেয়! আপনি অমাত্য সহিত এই পুণ্যাখ্য জল-হ্রদ, ভৃগুতুঙ্গনামক শৈল ও তূষ্ণী গঙ্গা স্পর্শ করুন। স্থূলশিরা ঋষির এই রমণীয় আশ্রম প্রকাশ পাইতেছে, আপনি এস্থলে মান ও ক্রোধ বিসর্জ্জন করুন। মহারাজ! এই শ্রীযুক্ত রৈভ্যাশ্রম দৃষ্ট হইতেছে, এইস্থলে ভরদ্বাজ-সন্তান যবক্রীত কবি বিনষ্ট হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রতাপশীল ভরদ্বাজ-পুত্র যবক্রীত কিরূপ যুক্ত ছিলেন এবং তিনি মুনিপুত্র হইয়া কি নিমিত্তই বা বিনষ্ট হন, এতৎ সমুদয় যে প্রকারে হইয়াছিল, তাহা তত্ত্বত শ্রবণ করিতে আমি সমুৎসুক হইয়াছি; দেবকল্প ব্যক্তিদিগের কর্ম্মসকল কীর্ত্তিত হইলে তৎশ্রবণে আমার অতীব হর্ষোদয় হয়। লোমশ কহিলেন, হে ভারত! ভরদ্বাজ ও রৈভ্য নামে দুই মুনি পরস্পর সখা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত প্রণয় সহকারে এই স্থানে একত্র বসতি করিতেন। রৈভ্যের অর্ব্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র এবং ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে এক পুত্র ছিল। রৈভ্য পুত্রদ্বয়ের সহিত বিদ্বান্ ছিলেন; ভরদ্বাজ কেবল তপস্যায় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই উভয়ের সহিত বাল্যাবধি অতুলা প্রীতি ছিল। পরন্তু যবক্রীত তপঃপরায়ণ পিতা ভরদ্বাজকে বিপ্রগণকর্ত্তৃক অসংকৃত এবং রৈভ্য ও তাঁহার পুত্রদিগকে বিপ্রগণকর্ত্তৃক সংকৃত দেখিয়া শোকাভিমগ্ন হইয়া পরিতাপান্বিত হইলেন। অনন্তর তেজস্বী যবক্রীত বেদজ্ঞানের নিমিত্ত ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি প্রদীপ্ত মহা হুতাশনে শরীর উপতাপিত করত এমত উৎকট তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে ইন্দ্রের মনে সন্তাপ জন্মিল। ইন্দ্র যবক্রীতের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এই কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ? যবক্রীত কহিলেন, হে সুরগণ-বন্দিত! বেদ সকল অধীত না হইয়াও দ্বিজদিগের সম্বন্ধে প্রতিভাত হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি এই পরম তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে পাকশাসন! আমার এই সমারম্ভ কেবল স্বাধ্যায়ার্থ; আমি তপস্যা দ্বারা সকল শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি। হে বিভো! বেদসকল গুরু মুখ হইতে অবগত হইতে বহু কাল অপেক্ষা করে, এই জন্য আমার এই পরম যত্নে আস্থা হইয়াছে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! তুমি যে পথে গমন করিতে অভিলাষ করিতেছ, ইহা সুপথ নহে, অতএব তোমার শারীরিক কষ্টে প্রয়োজন কি? তুমি গিয়া গুরু মুখ হইতে অধ্যয়ন

কর। লোমশ কহিলেন, দেবরাজ ইহা বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। অমিত-বিক্রম যবক্রীতও পুনর্ব্বার তপস্যাতে মনোনিবেশ করিলেন। হে রাজন্! ইহা আমাদিগের শ্রুত হইয়াছে যে, তিনি পুনর্ব্বার মহা কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া তদ্দ্বারা দেবেন্দ্রকে সাতিশয় সন্তাপিত করিলেন। বল-বিনাশন দেবেন্দ্র তাদৃশ তীব্র তপঃ-পরায়ণ মহামুনির নিকটে পুনর্ব্বার গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করত কহিলেন, হে মুনে! তোমার এই সমারম্ভ অসাধ্যসাধন বিষয়ে হইতেছে, এই তপস্যা দ্বারা তোমার ও তোমার পিতার সম্বন্ধে যে, বেদ সকল প্রতিভাত হইবে, ইহা তোমার বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই।

যবক্রীত কহিলেন, হে দেবরাজ! যদি আপনি মদীয় অভিলষিত পূর্ণ না করেন, তবে আমি মহা নিয়মাবলম্বন-পূর্ব্বক অতি নিদারুণ তপস্যাচরণ করিব। হে মঘবন্! যদি আপনি আমার মনোভীষ্ট সমস্ত সিদ্ধ না করেন, তবে আপনি নিশ্চয় জানুন যে, আমি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব।

লোমশ কহিলেন, ধীমান্ ইন্দ্র মহাত্মা যবক্রীত মুনির তদভিপ্রায় অন্যথা হইবার নহে জ্ঞাত হইয়া তন্নিবারণ হেতু বুদ্ধিদ্বারা উপায় চিন্তা করত বহু শত বর্ষীয় যক্ষ্মরোগগ্রস্ত দুর্ব্বল তাপস ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন এবং ভাগীরথীর যে ঘট্ট যবক্রীত মুনির শৌচকার্য্য নিমিত্ত নিরূপিত ছিল, সেই ঘট্টে বালুকা দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! যখন দ্বিজোত্তম যবক্রীত দেবরাজের বাক্য রক্ষা করিলেন না, তখন দেবরাজ দ্বিজোত্তমকে উদাহরণ দেখাইবার নিমিত্ত গঙ্গাতে নিরন্তর বালুকামুষ্টি বিসর্জ্জন করত তদ্দ্বারা ভাগীরথী পূরণ করিয়া সেতু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনিপুঙ্গব, বর্ষিষ্ঠকে নদীবন্ধনে যত্নবিশিষ্ট দেখিয়া সহাস্য আস্যে এই বাক্য বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ইহা কি হইতেছে? আপনার কি কার্য্য করিবার অভিলাষ যে আপনি নিরর্থক এই অতীব মহা যত্ন করিতেছেন?

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! মনুষ্যদিগের পুনঃপুনঃ গঙ্গাপার গমন জন্য ক্লেশ হয়, এই নিমিত্ত গঙ্গাতে সেতুবন্ধন করিব; তাহা হইলে সুগম পথ হইবে। যবক্রীত কহিলেন, হে তপোধন! গঙ্গার এই প্রবল বেগ আপনি বদ্ধ করিতে পারিবেন না, এই অসাধ্য ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হউন, শক্য বিষয় সাধনে সচেষ্ট হউন। ইন্দ্র কহিলেন, তুমি যেমন বেদের নিমিত্ত অসাধ্য সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ, আমিও তদ্রূপ এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যবক্রীত কহিলেন, হে ত্রিদশেশ্বর পাকশাসন! যদ্রূপ আপনার এই সমারম্ভ নিরর্থক, তদ্রূপ যদি আপনি আমারও এই কার্য্য নিরর্থক বিবেচনা করেন, তবে যাহা শক্য হয়, তাহাই করুন এবং আমাকে অন্যান্য বর প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমি অন্যকে অতিক্রম করিতে পারি। লোমশ কহিলেন, মহাতপা যবক্রীত, যে যে বর প্রার্থনা করিলেন, ইন্দ্র তৎসমস্ত তাঁহাকে এই বলিয়া প্রদান করিলেন, যবক্রীত! তোমার ও ত্বদীয় পিতার যথাভিলষিত বেদসকল প্রতিভাত হইবে এবং অন্য কামনা যাহা তুমি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তাহাও পূর্ণ হইবে, এক্ষণে গমন কর। অনন্তর যবক্রীত লব্ধকাম হইয়া পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমার ও আপনার উভয়ের প্রতিই বেদ সকল প্রতিভাত হইবে এবং অন্যান্য ব্যক্তি হইতে আমরা বরিষ্ঠ হইব, এই সকল বর লাভ করিয়াছি।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে তাত! তুমি দৈন্যাবস্থায় যখন এইরূপ বর লাভ করিয়াছ, তখন তোমার অন্তঃকরণে দর্প সঞ্চারিত হইবে, সুতরাং তুমি দর্পপূর্ণ হইলে তোমাকে অবিলম্বেই মৃত্যু পথ অবলোকন করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেবগণ-কর্ত্তৃক উদাহৃত এই সকল গাথা বিজ্ঞগণ উদাহরণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে বালধি নামে বীর্য্যবান্ এক মুনি ছিলেন; তিনি পুত্র-শোকে উদ্বিগ্ন হইয়া "আমার এক অমর্ত্ত্য সন্তান হউক" এই কামনায় সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি তাদৃশ পুত্রও লাভ করেন। দেবতারা ঋষির প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে অমর তুল্য করিলেন না, যে হেতু মর্ত্ত্য কখন অমর্ত্ত্য হয় না, অতএব তাঁহারা বালধিকে কহিলেন, তোমার পুত্র নিমিত্তায়ু হইবে। বালধি কহিলেন, হে সুরোত্তমগণ! এই যে মহীধর সকল অক্ষয় হইয়া নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহারাই মৎপুত্রের পরমায়ুর নিমিত্তস্বরূপ হইবে।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে বৎস! পরে বালধি ঋষির মেধাবী নামে এক পুত্র হইল, সে সতত ক্রোধান্বিত ছিল এবং আপনার পরমায়ু বিষয়ে দেবদত্তবর শ্রবণে দর্পযুক্ত হইয়া মুনি ঋষিদিগের অবমাননা ও অনিষ্টাচরণ করত এই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। বালধি-পুত্র মেধাবী একদা মহাবীর্য্য মনীষী ধনুষাক্ষ নিকটে গমন করিয়া তাঁহার অপকার করিল। তাহাতে বীর্য্যবান্ ধনুষাক্ষ কুপিত হইয়া তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, তুই ভস্ম হ; কিন্তু সে ভস্ম হইল না। বীর্য্যবান্ ধনুষাক্ষ সেই মেধাবীকে নিরাময় দেখিয়া মহিষদ্বারা তাহার পরমায়ুর নিমিত্ত পর্ব্বত সকল ভেদ করাইলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হইবা-মাত্র সেই শিশু নিধন-গ্রস্ত হইল। তদনন্তর তাহার পিতা মৃতপুত্রকে গ্রহণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত বেদ-বেত্তা মুনিরা বালধিকে পরমার্ত্তবৎ পুনঃপুনঃ বিলাপ করিতে দেখিয়া যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর, মনুষ্য কোনপ্রকারেই দৈব নির্দ্দিষ্ট বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; মনীষী ধনুষাক্ষ মহিষগণ দ্বারা মহীধর সকলও ভগ্ন করাইলেন। হে পুত্র! এইরূপ তপস্বি-বালকেরা যেমন বরলাভে দর্প-পূর্ণ হইয়া সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যেন তোমাকে না হইতে হয়। বৎস! এই রৈভ্য ঋষি মহাবীর্য্যশালী এবং ইঁহার পুত্র দুইটিও তত্তুল্য, অতএব যাহাতে ইঁহার নিকট তোমাকে অভ্যাগত না হইতে হয়, সতর্কতাপূর্ব্বক তাহা করিবে। হে বৎস! এই মহাঋষি রৈভ্য তপস্বী ও কোপন স্বভাব; ইনি ক্রুদ্ধ হইলে রোষপ্রযুক্ত পীড়া-প্রদানে সমর্থ হইবেন। যবক্রীত কহিলেন, তাত! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনি কোনপ্রকারে পরিতাপ করিবেন না; আপনি আমার যেমন মান্য পিতা, রৈভ্যও আমার তদ্রূপ মান্য। লোমশ কহিলেন, যবক্রীত পিতাকে ঐরূপ মধুরবাক্য কহিয়া, পরমাহ্লাদে সন্তুষ্ট হইয়া,

অকুতোভয়ে অন্যান্য ঋষিদিগের অহিতাচরণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, হে ভারত! একদা বৈশাখ মাসে যবক্রীত অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে রৈভ্যের আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি পুষ্পিত বৃক্ষগণে বিভূষিত রমণীয় সেই আশ্রমে রৈভ্য ঋষির পুত্রবধূকে কিন্নরীর ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মদনায়ত্তচিত্ত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই লজ্জাবতী কামিনীকে কহিলেন, তুমি আমাকে ভজনা কর। পরাবসু-ভার্য্যা সেই রমণী যবক্রীতের চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার শাপ ভয়ে ভীতা হইয়া এবং রৈভ্য ঋষির তেজস্বিতা মনে করিয়া, তাহা হইবে, বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন; তদনন্তর মনে মনে বিতর্ক করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে গোপন ভাবে রাখিলেন। হে অরিন্দম! তৎকালে রৈভ্য ঋষি স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি পুত্রবধূ পরাবসু-ভার্য্যাকে আর্ত্তা ও রোদনপরায়ণা দেখিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত তাঁহার রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সেই কল্যাণী, যবক্রীত যাহা বলিয়াছিলেন ও আপনি বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহাকে যেরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তৎসমুদায় কহিলেন। তখন রৈভ্যের কর্ণকুহরে যবক্রীতের চেষ্টিত বিষয় প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে একেবারে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোপন স্বভাব তপস্বী অতিমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা জটা উৎপাটনপূর্ব্বক সুসংস্কৃতানলে আহুতি দিলেন; তাহাতে তাঁহার সেই পুত্রবধূ সদৃশী এক নারীরূপ কৃত্যা উৎপন্না হইল। তৎপরে পুনরায় আর একটা জটা উৎপাটন করিয়া বহ্নিতে হবন করিলেন; তাহাতে একটা ভীম দর্শন ঘোর-নেত্র রাক্ষস উৎপন্ন হইল। তখন তাহারা উভয়ে রৈভ্য ঋষিকে কহিল, আমাদিগকে কি কার্য্য করিতে হইবে? অমর্ষপরবশ ঋষি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যবক্রীতকে বধ কর। তাহারা যে আজ্ঞা, বলিয়া যবক্রীতকে বিনাশ করিবার মানসে গমন করিল। হে ভারত! তদনন্তর মহাত্মকর্ত্তৃক সৃষ্টা ঐ নারীরূপ কৃত্যা যবক্রীতের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে মোহিতপ্রায় করত তাঁহার কমণ্ডলু হরণ করিল। তদনন্তর সেই রাক্ষস যবক্রীতকে অপহৃত-কমণ্ডলু ও উচ্ছিষ্ট-যুক্ত দেখিয়া শূল উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যবক্রীত সহসা রাক্ষসকে শূলহস্তে হননাভিলাষে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দ্রুত গতিতে সরোবরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সরোবর সলিল-বিহীন দেখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক পুনরায় ক্রমে ক্রমে সকল নদীতেই বেড়াইলেন, কিন্তু তৎকালে সমস্ত নদীই শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি উদ্যতশূলহস্ত নিদারুণ রাক্ষসকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র নিরোধ্যমান ও ভীত হইয়া অবশেষে সহসা পিতার অগ্নিহোত্রশালায় প্রবেশ করিলেন। হে পার্থিব! তথাকার দ্বারপাল অন্ধ শূদ্র, প্রবিশমান যবক্রীতকে বলপূর্ব্বক দ্বারে নিরোধ করিলে পায়াভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান হইলেন; ইত্যবসরে সেই রাক্ষস, দ্বারী শূদ্রকর্ত্তৃক নিগৃহীত যবক্রীতের বক্ষঃস্থলে শূল নিক্ষেপ করিল। ঋষি-তনয় শূলাঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। রাক্ষস যবক্রীতকে বধ করিয়া রৈভ্য নিকটে গমন করিল এবং রৈভ্যের অনুজ্ঞানুসারে সেই নারীর সহিত বাস করিতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ভরদ্বাজ নিত্য কার্য্য স্বাধ্যায়-সমাপনানন্তর সমিৎসমূহ সংগ্রহ করিয়া নিজাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি সকল তাঁহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হইত, সে দিবস হতপুত্র ঋষি অশৌচযুক্ত থাকায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল না। মহাতপা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রের বিকৃতিভাব লক্ষ করিয়া উপবিষ্ট অন্ধ শূদ্র দ্বারীকে কহিলেন, শূদ্র! আজি অগ্নি সকল কি নিমিত্ত আমার নিকট স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না? তোমাকেই বা কি জন্য পূর্ব্ববৎ দেখিতেছি না? আমার এই আশ্রমে সমস্ত মঙ্গল ত? আমার অল্পবুদ্ধি সন্তান ত রৈভ্যাশ্রমে যায় নাই, তাহা আমাকে শীঘ্র বল, আমার মন শুদ্ধ হইতেছে না। শূদ্র কহিল, প্রভো! আপনার ঐ মন্দবুদ্ধি সন্তান রৈভ্যাশ্রমে গিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি এক বলীয়ান্ রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তিনি শূলহস্ত রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিরোধ্যমান, অশুচি ও জলার্থী হইয়া অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করণে উদ্যত হইলে আমি বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে অগ্নিহোত্রালয়ে গমনে নিবারিত করিলাম, তাহাতে তিনি হতাশ হইয়া নিরুপায় হইলে রাক্ষস অতিবেগে আসিয়া শূল দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিল।

ভরদ্বাজ মুনি শূদ্রনিকটে মহৎ বিপ্রিয় বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া মৃত পুত্র লইয়া বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলে যে, দ্বিজগণের অনধীত বেদ সকল প্রতিভাত হয়, তুমি মহাত্মা বিপ্রগণের প্রতি এরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলে। তুমি কর্কশস্বভাব হইয়াও সর্ব্ব প্রাণীর নিকটে অনপরাধী ছিলে। আমি যে তোমাকে রৈভ্যাশ্রম দেখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তুমি সেই কালান্তক যমোপম আশ্রম দেখিতেই গমন করিয়াছিলে। আমি বৃদ্ধ ও আমার আর দ্বিতীয় পুত্র নাই, ইহা জানিয়াও সেই পরম দুর্ব্বুদ্ধি মহাতেজা রৈভ্য ক্রোধের বশানুগামী হইল। হে পুত্র! রৈভ্যের কর্ম্মে আমি পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলাম, অতএব আমি তোমা ব্যতীত, পৃথিবীতে সকল হইতে ইষ্টতম যে প্রাণ, তাহাও পরিত্যাগ করিব। আমি যেমন পুত্রশোকাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতেছি, তেমনি যেন রৈভ্যও বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠ পুত্রকর্ত্তৃক শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যাহাদিগের আদৌ পুত্র জন্মে নাই, তাহারাই সুখী, যেহেতু তাহারা পুত্রশোক প্রাপ্ত না হইয়া যথাসুখে বিচরণ করিতেছে। হা! যাহারা পুত্রশোক হেতু অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত ও আর্ত্ত হইয়া প্রিয়সখাকে শাপ দেয়, তাহাদিগের হইতে আর পাপীয়ান্ কে আছে! আমি পুত্রকে মৃত দেখিয়া ইষ্টসখাকে অভিশাপ দিলাম, অতএব আমা হইতে দ্বিতীয় আর কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ আপদ্ অনুভব করিবে! লোমশ কহিলেন, ভরদ্বাজ এরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া পুত্রের দাহক্রিয়া নির্ব্বাহ

করিলেন। পশ্চাৎ আপনিও প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ঐ সময়ে রৈভ্য-যজমান প্রতাপবান্ মহাভাগ বৃহদ্যুম্ন মহীপাল যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই ধীমান্ বৃহদ্যুম্ন পরস্পর-সহায় রৈভ্যনন্দন অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে যজ্ঞার্থ বরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে পিতার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সত্র সম্পাদনার্থ গমন করিলেন; আশ্রমে রৈভ্য ও পরাবসুর পত্নী রহিলেন। অনন্তর এক দিবস রজনীযোগে পরাবসু একাকী আশ্রম দর্শন নিমিত্ত গৃহে গমন করিলেন। তথায় বন মধ্যে তাঁহার পিতা রৈভ্য কৃষ্ণসার চর্ম্মে পরিবৃত হইয়া শয়ান ছিলেন। তৎকালে পরাবসু নিদ্রায় অন্ধপ্রায় হইয়াছিলেন, তিনি সেই অন্ধকারাবৃত নিশাশেষে নিবিড় অরণ্য মধ্যে মৃগচর্ম্মাবৃত পিতাকে দেখিয়া বিচরণকারী মৃগ বোধ করিলেন। তখন তিনি আত্ম-ত্রাণ কামনায় অনিচ্ছাক্রমে পিতাকে নিহত করিলেন। হে ভারত! পরে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমস্ত সমাপন করিয়া পুনরায় সেই যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্ব্বক ভ্রাতাকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি পিতাকে মৃগ মনে করিয়া হিংসা করিয়াছি; এক্ষণে তুমি একাকী এই যজ্ঞীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কোন প্রকারে সমর্থ হইবে না, কিন্তু আমি একাকী ইহা সম্পন্ন করিতে পারিব; অতএব তুমি মদর্থ ব্রহ্মহিংসন ব্রত অনুষ্ঠান কর। অর্ব্বাবসু কহিলেন, আপনি ধীমান্ বৃহদ্যুম্নের এই সত্র নির্ব্বাহ করুন, আমি আপনার নিমিত্ত নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মহিংসন ব্রত আচরণ করিব।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অর্ব্বাবসু মুনি, পরাবসুর ব্রহ্মবধ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন। তদনন্তর পরাবসু ভ্রাতাকে সমুপস্থিত দেখিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে বৃহদ্যুম্ন নৃপতিকে কহিলেন, মহারাজ! এই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, এ যেন আপনার যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্ত এখানে প্রবেশ না করে; ব্রহ্মহা ব্যক্তি দর্শন মাত্রেই আপনাকে পীড়িত করিতে পারে সংশয় নাই। তখন রাজা এই কথা শুনিবামাত্র প্রেষ্যগণকে কহিলেন, ইহাকে এখান হইতে অপসৃত কর। হে রাজন্! কিঙ্করেরা অর্ব্বাবসুকে উৎসারিত করিলে অর্ব্বাবসু তখন পুনঃ পুনঃ এইরূপ কহিতে লাগিলেন, এই ব্রহ্মহত্যা আমি করি নাই। হে ভারত! কিঙ্করেরা তাঁহাকে হে ব্রহ্মহন্! হে ব্রহ্মহন্! এই বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি ঐ ব্রহ্মহত্যা তাঁহার স্বয়ং কৃত বলিয়া স্বীকার করিলেন না এবং বারংবার কহিলেন যে, আমার ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে তৎপাপ হইতে পরিমোক্ষিত করিয়াছি। তিনি এবম্প্রকার বলিলেও কিঙ্করেরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করাতে, সেই মহাতপা বিপ্রর্ষি ক্রোধভরে মৌনী হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় দিবাকরকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট তপস্যাচরণ করত সূর্য্য-সম্বন্ধীয় রহস্য-বেদ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে অগ্রভুক্ অব্যয় মার্ত্তণ্ড স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। হে নৃপ! দেবগণ তাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য করিলেন ও পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা দ্বিজসত্তম অর্ব্বাবসুকে বরদানে উদ্যত হইলে তিনি স্বীয় পিতা, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের উত্থান, ভ্রাতার নিরপরাধ, পিতার বধ বিষয়ে অস্মরণ এবং স্বকৃত সৌর বেদের প্রতিষ্ঠা, এই সকল বর প্রার্থনা করিলেন। দেবতারা তথাস্তু, বলিয়া ঐ সকল বর দান করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদনন্তর তাঁহারা সকলে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর যবক্রীত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে কহিলেন, হে অমরোত্তমগণ! আমি বেদাধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব আমাকে অধ্যয়নসম্পন্ন ও তপস্বী ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, তবে আমাকে রৈভ্য ঋষি তাদৃশ বিধিতে কি প্রকারে হনন করিতে সমর্থ হইলেন? দেবতারা কহিলেন, হে যবক্রীত মুনে! তুমি যেরূপ বলিতেছ, এরূপ মনে করিও না, যেহেতু পূর্ব্বে তুমি গুরূপদেশ ব্যতীত যথাসুখে বেদাধ্যয়ন করিয়াছ, আর ইনি স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা আচার্য্যের পরিতোষ জন্মাইয়া বহু ক্লেশে বহুকালে বেদ শিক্ষা করিয়াছেন।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণ যবক্রীতকে এরূপ কহিয়া এবং ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় ত্রিপিষ্টপে গমন করিলেন। হে রাজশার্দ্দূল! সেই যবক্রীতের সর্ব্বদা পুষ্পফলযুক্ত বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই পুণ্যাশ্রম প্রকাশ পাইতেছে; এখানে আপনি বাস করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

অষ্টত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

লোমশ কহিলেন, হে ভরত-নন্দন মহীপতি কৌন্তেয়! আপনি উশীর বীজ, মৈনাক শ্বেতগিরি ও কালশৈল গিরিতে সমতীত হইলেন। এই গঙ্গা সপ্তবিধা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, এই স্থান নির্ম্মল ও পুণ্যজনক, এখানে অগ্নি নিয়তই প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন। মনুষ্যেরা এই ক্ষণে এই অদ্ভুত স্থান দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না, অতএব আপনারা সকলে অবিচলিতচিত্তে সমাধি অবলম্বন করুন, তাহা হইলে এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে পারিবেন। হে কৌন্তেয়! আপনি দেবগণের চরণাঙ্কিত ক্রীড়াস্থান এই কালশৈল পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিলেন; এক্ষণে আমরা শ্বেতগিরি ও মন্দর পর্ব্বতে প্রবেশ করিব, যে স্থানে মাণিবর যক্ষ ও যক্ষপতি কুবের অবস্থান করেন। হে রাজন্! অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্য দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব এবং তাহার চতুর্গুণ সংখ্য কিন্নর ও যক্ষ অনেক প্রকার রূপধারী ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রসমন্বিত হইয়া যক্ষেন্দ্র মাণিভদ্রকে উপাসনা করিয়া থাকে। এস্থানে তাহাদিগের অতীব সমৃদ্ধি; তাহারা গমনে বায়ুতুল্য; তাহারা দেবরাজকেও নিশ্চিতরূপে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে। হে বৎস পার্থ! অত্রত্য পর্ব্বতসকল সেই সকল বলশালী ও তদ্ভিন্ন রাক্ষসগণ-কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপনি পরম সমাধিতে মনোনিবেশ করুন। হে কুন্তী-নন্দন! এস্থলে পূর্ব্বোক্ত যক্ষ কিন্নর ব্যতীত কুবের-সচিব রৌদ্র ও মৈত্র রাক্ষস সকল আছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে সঙ্গত হইতে হইবে, অতএব আপনি বিক্রমবিষয়েও সংযত হউন। হে

ভরত-নন্দন মহীপাল! কৈলাস পর্ব্বত ছয়শত যোজন উচ্ছ্রিত, তথায় দেবগণ সমাগত হইয়া থাকেন ও বিশালা বদরী বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অসংখ্যেয় যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবেরসদনের সমীপে বিদ্যমান থাকে। হে পার্থ! আপনি অদ্য ভীমসেনের বল দ্বারা ও আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তপ ও দম প্রভাবে তাহাদিগকে বিলোড়িত করিবেন। হে মহাদ্যুতে! বরুণ দেব, সমিতিঞ্জয় যমরাজ, গঙ্গা যমুনা ও কৈলাস পর্ব্বত আপনার মঙ্গল বিধান করুন এবং মরুদ্গণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, সরোবর ও সরিৎ সমস্ত ইহাঁরা দেব, অসুর ও বসুগণ হইতে আপনার স্বস্তি বিধান করুন। হে গঙ্গে! হে দেবি! দেবরাজের কেলিমণ্ডপ সুমেরু হইতে আপনার তরঙ্গ-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। হে সুভগে! আপনি সমস্ত আজমীঢ় বংশীয় জনের বন্দনীয় এই নরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে গিরি সকল হইতে রক্ষা করুন। হে শৈলসুতে! আপনি শৈলগণ মধ্যে প্রবেশাভিলাষী এই যুধিষ্ঠির নৃপতিকে শর্ম্ম প্রদান করুন।

বিপ্র লোমশ মুনি জহ্নু-তনয়ার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে, আপনি সংযত হউন, বলিয়া অনুমতি করিলেন। যুধিষ্ঠির সকলকে সম্বোধিয়া কহিলেন, এস্থলে লোমশ ঋষিরও অভূতপূর্ব্ব ভয় জন্মিয়াছে, যে হেতু ইহাঁর মতে এই দেশ অত্যন্ত দুর্গম, অতএব তোমরা সকলে কৃষ্ণাকে রক্ষা কর, অনবহিত হইও না, পরম শৌচ আচরণ কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন,তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির উদারবীর্য্য ভীমকে কহিলেন, হে বৎস ভীমসেন! তুমি যত্নপূর্ব্বক পাঞ্চালীকে রক্ষা কর। অর্জ্জুন সন্নিহিত থাকুন বা না থাকুন, ভয়াবহ বিষয় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণা তোমাকেই আশ্রয় করেন। তৎপরে মহাত্মা ধর্ম্ম-কুমার মাদ্রী-তনয়দ্বয়ের মস্তকাঘ্রাণ ও গাত্র মার্জ্জনা করত বাষ্প গদ্গদ বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভীত হইও না, অপ্রমাদচিত্ত হইয়া আগমন কর।

উনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! মহান্ ও বলবান্ প্রাণী সকল অন্তর্হিত রহিয়াছে, অতএব অগ্নিহোত্র ও তপোবলেই গমন করিতে পারা যাইবে। হে বৃকোদর! তুমি নিজ বলের আশ্রয়ে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি এবং শৌর্য্য ও দাক্ষিণ্য আশ্রয় কর। হে কৌন্তেয়! ঋষি কৈলাস পর্ব্বতের বিষয় যেরূপ বলিলেন, তাহা শুনিলে; অতএব বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করে দেখ, দ্রৌপদী কি প্রকারে তথায় গমন করিবেন; আমি এই বিবেচনা করি যে, সহদেব, ধৌম্য, সারথি, পাচক, পরিচারক, রথ, অশ্ব ও পথশ্রান্ত বিপ্রগণের সহিত তুমি এই স্থানে নিবৃত্ত হও; আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ, এই তিন জনে স্বল্পাহার ও যতব্রত হইয়া গমন করি। আমি যে পর্য্যন্ত আগমন না করি,সেই পর্য্যন্ত তুমি আমার আগমন প্রতীক্ষায় এই গঙ্গাদ্বারে সমাহিত হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা করত অবস্থান কর।

ভীমসেন কহিলেন, কল্যাণী রাজ-দুহিতা কৃষ্ণা অর্জ্জুনের দর্শনাভাবে দুঃখার্ত্তা আছেন, ইনি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত শ্রমার্ত্তা হইয়াও গমন করিবেন। একে সমরে অপরাঙ্মুখ মহাত্মা গুড়াকেশের অদর্শনে আপনার অন্তঃকরণে তীব্র উদ্বেগ রহিয়াছে, তাহাতে আবার সহদেবকে, দ্রৌপদীকে ও আমাকে না দেখিলে আপনার চিত্ত যে কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না; অতএব আমাদিগের পরিচারক, পৌরোগব, সারথি ও দ্বিজগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিবৃত্ত হউন; ইহাতে আপনি যেরূপ বিবেচনা করেন। হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! আমি এই রাক্ষসাকীর্ণ পর্ব্বতে বিষম দুর্গমে আপনাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না। এই মহাভাগা পতিব্রতা রাজপুত্রীও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইতে উৎসাহ করিতে পারেন না। এই সহদেবের মনোগত ভাবও আমি জ্ঞাত আছি, ইনি আপনার নিয়ত অনুবর্ত্তী; ইনি কদাচ নিবৃত্ত হইবেন না। হে মহারাজ! আমরা সকলেই সব্যসাচীকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব সকলেই মিলিত হইয়া গমন করিব। হে রাজন্! এই বহুতর কন্দরযুক্ত গিরি যদি রথদ্বারা গমন করিতে শক্য না হয়, তবে আমরা পদব্রজেই যাইব, তজ্জন্য আপনি বিমনা হইবেন না। হে রাজন্! আমি এই বিবেচনা করিতেছি যে, যে যে স্থলে পাঞ্চালী গমন করিতে অসমর্থা হইবেন, সেই সেই স্থানে আমি ইহাঁকে বহন করিব এবং সুকুমার বীর মাদ্রী-নন্দনেরাও যে দুর্গেতে আসক্ত হইয়া পড়িবেন, তথা হইতে ইহাঁদিগের উভয়কেই উত্তীর্ণ করিব, অতএব আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীমসেন! তুমি যে, যশস্বিনী পাঞ্চালী ও যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বহন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করত এইরূপ বলিতেছ, ইহাতে তোমার বল বৃদ্ধি ও মঙ্গল হউক। হে মহাবাহো! তোমার যেরূপ ক্ষমতা, এতাদৃশ আর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না, অতএব তোমার বল, যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হউক। তুমি যে, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবকে লইয়া যাইতে উৎসাহ করিতেছ, ইহাতে তোমার গ্লানি ও পরাভব যেন কুত্রাপি না হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মনোরমা দ্রুপদনন্দিনী হাস্য করত রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি গমন করিব, তজ্জন্য আপনি কোন সন্তাপ করিবেন না। লোমশ কহিলেন, হে কুন্তী-তনয়! তপস্যা দ্বারাই গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিতে পারা যাইবে, অতএব আমরা সকলে তপোযুক্ত হই, তাহা হইলে নকুল, সহদেব, ভীমসেন, আপনি এবং আমি, আমরা সকলেই শ্বেতবাহনকে দেখিতে পাইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা এরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হিমবান্ পর্ব্বতে প্রভূত গজবাজি-সমাকুল, শতসংখ্য পুলিন্দ-সঙ্কুল, কিরাত-তঙ্গনগণ সমাকীর্ণ, দেববৃন্দকর্ত্তৃক পরিষেবিত, বহুতর আশ্চর্য্য বস্তুতে সমন্বিত, সুবাহু রাজার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য আহ্লাদের সহিত সন্দর্শন করিলেন। পুলিন্দেশ্বর সুবাহু তাঁহাদিগকে স্বীয় বিষয়ান্তে সমুপস্থিত দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করত গ্রহণ করিলেন। মহাবীর্য্যশালী মহারথ কৌরব-নন্দনেরা সুবাহুকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সে দিবস তথায় সুখে বাস করিলেন। পরদিন হিমবান্ পর্ব্বতের প্রতি সূর্য্য কিরণ নির্ম্মল রূপে সংলগ্ন হইলে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্য, পৌরোগব ও যাবতীয় পাচকদিগকে এবং দ্রৌপদীর সমস্ত পরিচ্ছদ পুলিন্দাধিপতির নিকট অর্পণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা ধনঞ্জয়কে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায়

হৃষ্টচিত্তে মহিষী সহিত তথা হইতে শনৈঃশনৈঃ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীম! হে নকুল! হে সহদেব! হে পাঞ্চালি! তোমরা সকলে শ্রবণ কর; প্রাক্তন কর্ম্মের ভোগ ব্যতীত কখন বিনাশ হয় না, এই দেখ, আমাদিগকে বনচর হইতে হইয়াছে। আমরা দুর্ব্বল ও ক্লেশিত হইতেছি, তথাপি যে, অশক্য স্থানে গমন করিব এইরূপ পরস্পর বলাবলি করিতেছি, ইহা কেবল ধনঞ্জয়কে দেখিবার অভিলাষেই। আমি বীর ধনঞ্জয়কে যে নিকটে দেখিতেছি না, তাহাতে অনলকর্ত্তৃক তূলরাশি দহনের ন্যায় আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। হে বীর! আমি অনুজগণের সহিত অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি এবং অর্জ্জুনকে দেখিবার অভিলাষেও আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, বিশেষত যাজ্ঞসেনীর সেই কেশাকর্ষণাদিজনিত কষ্ট স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া আমাকে পরিতাপিত করিতেছে। হে বৃকোদর! আমি সেই নকুলাগ্রজ উগ্রধন্বা অপরাজিত অমিততেজস্বী পার্থকে না দেখিয়া সন্তাপিত হইতেছি; অতএব তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় রম্য তীর্থ, বন ও সরোবরসকলে তোমাদিগের সহিত বিচরণ করিব। হে বৃকোদর! আমি যে, পঞ্চ বৎসর কাল সত্যসন্ধ বীর ধনঞ্জয় বীভৎসুকে দেখিতে পাই নাই, তন্নিমিত্ত সন্তাপিত হইয়াছি। হে বৃকোদর! সেই সিংহ-বিক্রান্তগামী মহাবাহু শ্যামল-শরীর গুড়াকেশকে না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তাপিত হইতেছে। হে বৃকোদর! ধনুষ্মানের মধ্যে কেহ যাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না এবং যিনি কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধে নিপুণ, সেই কুরুকুল-তিলককে না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তাপিত হইতেছে। হে বৃকোদর! যিনি যুদ্ধকালে শত্রু সংঘমধ্যে বিচরণ করত কুপিত কৃতান্ত সদৃশ ও মদ মত্ত মাতঙ্গ সন্নিভ হন এবং বল বীর্য্যে ইন্দ্র হইতেও অবর নহেন; আহা! সেই সিংহস্কন্ধ যমজাগ্রজ অমিতবিক্রম শ্বেতাশ্ব ফাল্গুন নিদারুণ দুঃখে পতিত হইয়াছেন! সেই অপরাজিত উগ্রধন্বা ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তাপিত হইতেছে। যিনি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইলেও সতত ক্ষমাশীল থাকেন; যিনি সরল পথাবলম্বী পুরুষদিগকে শর্ম্ম ও অভয় দান করিয়া থাকেন; যাঁহার নিকট কোন কুটিলমতি ব্যক্তি কপটতাপূর্ব্বক হিংসায় প্রবৃত্ত হইলে সে বজ্রধারী ইন্দ্র হইলেও তাহার প্রতি যিনি কাল বিষের ন্যায় হন; শত্রু ব্যক্তিও শরণাগত হইলে যে প্রতাপবান্ অমিতাত্মা মহাবলশালী পুরুষ স্বকীয় অনৃশংস স্বভাবহেতু তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন; যিনি আমাদিগের সকলের আশ্রয়, সুখাবহ, রণমধ্যে অরিকুলের প্রমর্দ্দিতা এবং সমস্ত রত্নের আহর্ত্তা; যাঁহার বীর্য্য দ্বারা বহুজাতীয় বহুবিধ দিব্য বহুল রত্নে পূর্ব্বে আমার অধিকার হইয়াছিল, যাহা এইক্ষণে সুযোধন প্রাপ্ত হইয়াছে; হে বীর বৃকোদর! যাঁহার বাহু বীর্য্য দ্বারাই পূর্ব্বে আমি ত্রিলোকবিখ্যাতা সর্ব্বরত্নময়ী সভার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলাম, যিনি বীর্য্যে বাসুদেবের ন্যায় ও সমরে কার্ত্তবীর্য্যের তুল্য এবং যুদ্ধে অজেয় ও অনুপমেয়; এতাদৃশ ফাল্গুনকে আমি দেখিতেছি না। হে মহাবাহো! সেই শত্রুঘাতী অর্জ্জুন স্বকীয় বীর্য্য দ্বারাই মহাবীর্য্য সঙ্কর্ষণের, অপরাজিত বাসুদেবের ও তোমার অনুকারী হইয়াছেন। পুরন্দর বাহুবলে ও প্রভাবে, বায়ু বেগেতে, চন্দ্র মুখ-কান্তিতে এবং সনাতন মৃত্যু ক্রোধে যাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারেন; হে মহাবাহো! আমরা সকলে সেই নরেন্দ্র বীরের দর্শন-কামনায় গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিব। যেখানে নর-নারায়ণের আশ্রম বিশালা বদরী আছে, যক্ষগণের নিরন্তর আবাস স্থান সেই উৎকৃষ্ট গিরি দর্শন করিব এবং মহাতপঃ-পরায়ণ হইয়া রাক্ষসগণের অভিসেবিত রম্যা কুবের নলিনীতে পদব্রজে গমন করিব। হে ভারত বৃকোদর! সে দেশে যানারোহণে গমন করিতে পারা যায় না এবং নৃশংস, লুব্ধ ও অপ্রশান্তচিত্ত পুরুষও তথায় গমন করিতে পারে না; অতএব তথায় আমরা সায়ুধ ও বদ্ধ-খড়্গ হইয়া মহাব্রত বিপ্রগণের সহিত যাইব। হে পার্থ! অসংযত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলে মক্ষিকা, দংশ, মশক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও সরীসৃপগণের সহিত সমাগম হয়, সংযতাত্মা হইয়া গমন করিলে, সে সকল দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব আমাদিগকে ধনঞ্জয়-দিদৃক্ষায় মিতাহার ও নিয়তাত্মা হইয়া গন্ধমাদনে প্রবেশ করিতে হইবে।

একচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

লোমশ কহিলেন, হে পাণ্ডু-পুত্রগণ! তোমরা বহুতর পর্ব্বত, নগর, কানন, নদী ও অনেক শ্রীমন্ত তীর্থ দর্শন এবং করদ্বারা অনেক তীর্থোদক স্পর্শন করিলে; এক্ষণে প্রশান্তচিত্ত ও সমাহিত হও; এই পথ মন্দর পর্ব্বতের দিকে যাইবে; এই পথ দিয়া তোমাদিগকে দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্মা দিব্য ঋষিদিগের নিবাসস্থলে গমন করিতে হইবে। হে রাজন্! এই দেবর্ষিগণসেবিতা শিব-জলাশ্রিকা পুণ্যজনিকা সৌম্যা অলকনন্দা প্রবাহিতা হইতেছেন; ইহাঁর আদ্যোপলব্ধি স্থান বদরিকাশ্রম। বৈহায়স মহাত্মা বালিখিল্য ঋষিগণ ও মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ নিত্য নিত্য ইহাঁর সমীপবর্ত্তী হইয়া সেবা করেন। এই স্থলে মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরা, এই সকল পুণ্যনিস্বন সামগেরা সাম গান করেন; মরুদ্গণের সহিত সুররাজ নিত্য-কৃত্য জপ করিয়া থাকেন, তৎকালে সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নিয়ত অনুবর্ত্তী হন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ ও অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থ সকল দিবারাত্রি বিভাগ ক্রমে এই নদীর অনুগামী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। হে মহাভাগ! যাঁহা দ্বারা লোক-স্থিতি হয়, সেই বৃষধ্বজ মহাদেব গঙ্গাদ্বারে ইহাঁরই সলিল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। হে বৎসগণ! তোমরা সকলে প্রযতাত্মা হইয়া এই ভগবতী গঙ্গা দেবীর সমীপে গমনপূর্ব্বক অভিবাদন কর।

পাণ্ডবেরা মহাত্মা লোমশের এই বচন শ্রবণ করিয়া সংযতচিত্তে আকাশগঙ্গা অলকানন্দাকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবেরা সকলে গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পুনঃরায় ঋষিগণের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর সেই নরেন্দ্রগণ দূর হইতে প্রকাশমান সর্ব্ব দিক্ বিকীর্ণ একটা ধবলবর্ণ সুমেরু-পর্ব্বতাকার দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা লোমশ ঋষিকে তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার মানস

করিলে, বাগ্মিবর ঋষি তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! শ্রবণ কর, ঐ যে সুন্দররূপে শোভমান ইতস্তত বিকীর্ণ কৈলাস-শিখরোপম পর্ব্বতাকার দেখিতেছ, উহা মহাকায় নরকাসুরের অস্থিনিচয়। ঐ সকল অস্থিরাশি প্রস্তররাশিতে পরিপূর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

হে ভ্রাত! পরমাত্মা পুরাতন দেব বিষ্ণু সুররাজের হিতৈষী হইয়া সেই দৈত্যকে নিহত করিয়াছেন। সেই মহামনা দুর্দ্ধর্ষ দিতিনন্দন অসুর দশ সহস্র বর্ষ তপোনুষ্ঠান করত তপঃসাধ্য-বলে ইন্দ্রত্ব পদের অভিলাষী হইয়া নিরতিশয় তপোবল ও বাহুবেগবলে সর্ব্বদাই দেবরাজকে ধর্ষণ করিতে লাগিল। হে বিশুদ্ধচরিত মহারাজ! তৎকালে সুরপতি তাহার বলবিক্রম ও ধর্ম্মাচরিত ব্রত অবগত হইয়া ভয়ে অভিভূত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। তখন তিনি অব্যয়দেব বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা করিলেন; তাহাতে সর্ব্বগ প্রভু শ্রীমান্ বিষ্ণু আগমনপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ঋষিগণ ও দেবগণ সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; উজ্জ্বল-শ্রী ভগবান্ হব্যবাহন তাঁহার তেজে অভিভৎসিত হইয়া তেজোহীন হইলেন। পুরন্দর, দেবগণের ঈশ্বর বরপ্রদ বিষ্ণুদেবকে দর্শন করিয়া প্রণত হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে, যাহা হইতে তাঁহার ভয় জন্মিয়াছে, তদ্বিবরণ সত্বর নিবেদন করিলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, ইন্দ্র! দৈত্যেন্দ্র নরক হইতে তোমার যে ভয় হইয়াছে, তাহা আমি জানিতেছি, সে তপঃসিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রপদ প্রার্থনা করিতেছে; অতএব আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রীতি নিমিত্ত সেই তপঃসিদ্ধ অসুরকে তাহার দেহ হইতে বিযুক্ত করিতেছি, তুমি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। বিষ্ণু ইহা বলিয়া হস্তদ্বারা সেই নরকাসুরের চেতনা হরণ করিলেন। তৎপরে সেই অসুর আহত গিরিবরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। মায়াদ্বারা নিহত সেই নরকাসুরেরই ঐ সকল অস্থি পর্ব্বতাকার হইয়া রহিয়াছে। মহারাজ! অব্যয়াত্মা সেই বিভু নারায়ণের এই এক কার্য্য শ্রবণ করিলেন; দ্বিতীয় অপর এক কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন; কৃৎস্না বসুমতী পাতালে মজ্জিতা হইয়া নষ্টা হইলে, সেই বিষ্ণু একদন্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার বসুমতীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যাথার্থ্যানুসারে বিস্তারপূর্ব্বক এই কথা কীর্ত্তন করুন। হে ব্রহ্মন্! তৎকালে বসুমতী নষ্টা হইলে সুরেশ্বর বিষ্ণু কি প্রকারে পুনর্ব্বার বসুমতীকে তৎক্ষণাৎ শত যোজন উত্তোলন করিলেন; জগতের ধাত্রী শুভদায়িকা সর্ব্ব শস্যের প্ররোহিণী মহাভাগা নিশ্চলা দেবী বসুন্ধরাই বা কিরূপে ও কাহার প্রভাবে শত যোজন পর্য্যন্ত অধোগতা হইলেন এবং কি নিমিত্তই বা পরমাত্মা নারায়ণের এতদ্রূপ মহাবীর্য্য প্রদর্শিত হইল; হে দ্বিজসত্তম! এই সকল বিবরণ আনুপূর্ব্বিক যাথার্থ্যানুসারে আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু আপনার ঐ সকল বৃত্তান্ত বিদিত আছে।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! আপনি যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমস্ত আমি অশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সত্যযুগ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, যেহেতু সনাতন আদিদেব তখন যমত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধীমান্ দেব-দেব, যমের কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিলে তৎকালে কোন প্রাণীকে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে হইল না, অথচ যেরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে সেইরূপই উৎপন্ন হইতে লাগিল; তাহাতে গো মেষাদি পশু ও পক্ষিসমূহ ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হে পুরুষশার্দ্দূল! গো, অশ্ব, মৃগ, মাংসাশী প্রাণিগণ ও মনুষ্য সকল সহস্র সহস্র অযুত অযুত সংখ্যা হইয়া জলবৃদ্ধির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ ভয়ঙ্কর প্রাণি-সঙ্কুল উপস্থিত হইলে বসুন্ধরা তাহাদিগের অতি ভারে শত যোজন অধোগতা হইলেন। তখন সর্ব্বাঙ্গে ব্যথাগ্রস্তা ও প্রাণীভরে সমাক্রান্ত-চিত্তা পৃথিবী শ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণের শরণাপন্না হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি ভবদীয় প্রসাদে সুচিরকাল এ স্থলে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছি, কিন্তু সম্প্রতি ভারাক্রান্তা হইয়াছি, আর অবস্থান করিতে সমর্থা হইতেছি না। হে বিভো! হে ভগবন্! হে দেব! আপনিই আমার এই ভার অপনয়ন করিবার যোগ্য, অতএব আমি আপনার শরণাগতা হইয়াছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহারাজ! অব্যয়াত্মা ভগবান্ প্রভু নারায়ণ অবনীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সুশ্রাব্য মধুরাক্ষরসংযুক্ত এই বাক্য কহিলেন, হে মহি! হে বসুধারিণি! হে ভারার্ত্তে! তুমি ভয় করিও না, যাহাতে তুমি ভারার্ত্তা না হও, তাহা আমি অবশ্য করিব।

লোমশ কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ শৈল-কুণ্ডল-ভূষিতা বসুধাকে বিদায় করিয়া মহাদ্যুতি-বিশিষ্ট এক-দন্তযুক্ত বরাহ রূপ ধারণ করিলেন। তিনি বরাহ মূর্ত্তিতে লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় দ্বারা যেন ভয়োৎপাদন ও দেহ-কান্তিতে যেন ধূম প্রকাশ করত সেই দেশে বর্দ্ধিত হইলেন। হে বীর! অব্যয়াত্মা ভগবান্ তাদৃশ বৃহৎ বরাহ মূর্ত্তি হইয়া একটি ভাস্বর দন্ত দ্বারা বসুমতীকে গ্রহণ করিয়া শত যোজন উদ্ধৃত করিলেন। উদ্ধরণকালে ভূমণ্ডল কম্পিত হইল; সমস্ত দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ সংক্ষুব্ধ হইলেন; দ্যুলোক, ভূর্লোক ও নভোমণ্ডল হাহাকারে সমাচ্ছন্ন হইল; কি মনুষ্য, কি দেব, কেহই সুস্থির থাকিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অনেকানেক ঋষি ও দেবগণ শ্রী-প্রদীপ্ত অধ্যাসীন ব্রহ্মার সন্নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে লোকসাক্ষী দেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিলেন, হে ত্রিদশেশ্বর! লোক সকল সংক্ষুভিত ও চরাচর বিশ্ব ব্যাকুল হইয়াছে এবং সমুদ্র সকলেরও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে, যে হেতু এই কৃৎস্না বসুধা শত যোজন অধোগতা হইয়াছে; ইহার কারণ কি? কি প্রভাবে এরূপ হইয়াছে? ইহাতে আমরা সকলে সংজ্ঞাহীন হইয়াছি; অতএব যে কারণে এই বিশ্ব ব্যাকুলতাপন্ন হইয়াছে, তাহা আপনি আমাদিগকে শীঘ্র বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, অমরগণ! তোমাদিগের অসুরাদি হইতে কুত্রাপি কোন বিষয়ে ভয় নাই; তবে যে নিমিত্ত এতাদৃশ জগৎসঙ্ক্ষোভ হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি শ্রীমান্, সর্ব্বব্যাপী, অক্ষরাত্মা ও সর্ব্বকাল ব্যবস্থিত, তাঁহারই প্রভাবে এই জগৎসঙ্ক্ষোভ প্রকাশিত হইতেছে। কৃৎস্না বসুমতী

শতযোজন অধোগতা হওয়াতে সেই শ্রীমান্ পরমাত্মা বিষ্ণু বসুমতীকে পুনর্ব্বার উদ্ধার করিলেন। সেই পৃথিবী উদার্য্যমাণা হওয়াতেই জগৎসঙ্ক্ষোভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা সকলে ইহা জ্ঞাত হইলে, অতএব তোমাদিগের যে সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা অপনয়ন কর। দেবতারা কহিলেন, হে ভগবন্! সেই ভূতভাবন ভগবান্ কোথায় বসুমতীকে উদ্ধার করিতেছেন, সেই দেশ আপনি আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিউন, আমরা হৃষ্ট হইয়া তথায় গমন করিব।

ব্রহ্মা কহিলেন, কি আহ্লাদের বিষয়! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা গমন কর; সেই ভগবানকে নন্দনকাননে অবস্থিত দেখিতে পাইবে। তাঁহার সমীপে ভগবান্ শ্রীমান্ বিনতানন্দন গরুড় প্রকাশ পাইতেছেন। হে দেবগণ! তথায় লোকভাবন ভগবান্ বরাহরূপে পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধার করত কালানলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। হে বিবুধগণ! তাঁহার বক্ষোদেশে শ্রীবৎস চিহ্ন সুব্যক্ত রূপে বিরাজিত রহিয়াছে; তোমরা সকলে সেই অনাময় সত্ত্বকে দর্শন কর। লোমশ কহিলেন, দেবতারা এই কথা শ্রবণ করিয়া তথায় গমনানন্তর মহাত্মা বরাহ মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সম্ভাষণ করত যথাস্থানে গমন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! পাণ্ডবেরা সকলে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট মনে লোমশ ঋষির আদেশিত পথে গমন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ অমিত তেজস্বী শৌর্য্যসমন্বিত পাণ্ডবেরা গোধা ও অঙ্গুলিত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক শর, শরাসন, ইষুধি ও অসিধারণ করত দ্রৌপদী ও দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গন্ধমাদন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গমনকালে সরোবর, সরিৎ, শৈল, কানন ও গিরি-মস্তকে বহুলচ্ছায় বিটপী সকল দেখিতে লাগিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণ-নিষেবিত নিত্য কালোৎপন্ন পুষ্পফল সমন্বিত দেশ সকল তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হইতে লাগিল। মহাত্মা বীর পাণ্ডবেরা আত্মাতে আত্মসমাধানপূর্ব্বক ফলমূলাশী হইয়া বিবিধপ্রকার বহুসঙ্খ্য মৃগজাত দেখিতে দেখিতে বিষম সঙ্কট বন্ধুর দেশ সকল পর্য্যটন করিলেন। অনন্তর ঋষি, সিদ্ধ ও অমরগণে সমন্বিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের প্রিয় ও কিন্নরগণকর্তৃক আচরিত গন্ধমাদন গিরিতে প্রবেশ করিলেন। হে নরনাথ! সেই বীরগণ গন্ধমাদনে প্রবিষ্ট হইলে প্রচণ্ড বায়ু ও মহৎবর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল। সহসা ধূলি ও পত্রপুঞ্জ সমুদ্ধত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; রেণুদ্বারা নভোমণ্ডল আবৃত হওয়াতে দৃষ্টপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল; তাঁহারা তৎকালে পরস্পর সম্ভাষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। হে ভারত! তাঁহারা পাষাণচূর্ণমিশ্রিত বায়ু দ্বারা আকৃষ্যমাণ ও তমসাবৃত-নেত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলেন না। বৃক্ষসকল পবনবেগে ভগ্ন হইয়া নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল; সেই সকল পতমান ভগ্নবৃক্ষ ও তদ্ভিন্ন অপরাপর বৃক্ষের মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে সমীরণ বেগে অতীব মোহিত হইয়া মনে করিলেন, দ্যুলোক কি খসিয়া পড়িতেছে! না, পৃথিবী বা পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে! তাঁহারা তাদৃশ বাত্যাবেগে ভীত হইয়া সন্নিহিত বৃক্ষ, বল্মীক স্তূপ ও উচ্চাবচ স্থান সকল হস্তদ্বারা অন্বেষণ করত তদবলম্বনে লীনপ্রায় হইয়া রহিলেন। মহাবল ভীমসেন কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে লইয়া এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। ধৌম্য ও ধর্ম্মরাজ নিবিড় অরণ্য মধ্যে লীনপ্রায় হইয়া রহিলেন। সহদেব অগ্নিহোত্র লইয়া পর্ব্বতের কোন স্থান আশ্রয় করিলেন। নকুল, মহাতপা লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সংত্রস্ত হইয়া যিনি যে বৃক্ষ পাইলেন, তিনি সেই বৃক্ষেই বিলীনপ্রায় হইয়া থাকিলেন। কিয়ৎকালানন্তর পবন মন্দীভূত ও ধূলি-সমুচ্ছ্রিতি উপশান্ত হইলে, সাতিশয় স্থূলধারায় জলবর্ষণ হইতে লাগিল। নিক্ষিপ্যমাণ বজ্রসঙ্ঘাতের সাতিশয় চটচটা শব্দে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মেঘমণ্ডলীতে চঞ্চল-প্রভা চপলা সঞ্চলন করিতে লাগিল। দ্রুতগতি বাতবেগে সমীরিত জলধারা সকল করকাসমূহ সহকারে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করত নিরন্তর প্রপতিত হইতে লাগিল। হে নরনাথ! পর্ব্বতোপরি সেই বর্ষার জল চতুর্দ্দিকে বিকীর্য্যমাণ হইয়া আবিলা ও ফেনবতী বহু নদীরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। ফেনস্বরূপ উড়ুপে পরিপ্লুত বহুল বারি প্রবহমাণা সেই সকল নদী অনেক মহীরুহ আকর্ষণ করত মহাশব্দায়মানা হইয়া নিস্রুত হইতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর সেই সলিলশব্দ উপরত, বায়ু সমভাব প্রাপ্ত, জলসকল নিম্নে নিঃসৃত ও দিবাকর প্রাদুর্ভূত হইলে তাঁহারা সকলে ক্রমে ক্রমে নির্গমনপূর্ব্বক একত্রিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার গন্ধমাদন পর্ব্বতের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবেরা ক্রোশ মাত্র পথ গমন করিলে পদব্রজে গমন করিবার অনুপযুক্তা দ্রৌপদী বসিয়া পড়িলেন। পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনী একে কোমলাঙ্গী ও তপস্বিনী, তাহাতে আবার পথশ্রান্তা ও সেই বাত্যা ও বৃষ্টিতে দুঃখপরীতা ছিলেন, সুতরাং মোহে অভিভূতা হইলেন। সেই অসিত-নয়না মোহে ধৈর্য্যহীনা হইয়া বৃত্ত বাহুযুগল দ্বারা তদনুরূপ উরুদ্বয় অবলম্বন করিলেন। তিনি করিকরোপম মিলিত উরুযুগল অবলম্বন করত সহসা বেপমানা হইয়া কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। বীর্য্যবান্ নকুল সেই বরারোহাকে ভগ্ন-লতার ন্যায় পড়িতে দেখিয়া দ্রুতগতিতে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিলেন। পরে অগ্রজকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ভারত! দেখুন, এই অসিত-নয়না পাঞ্চালী পথশ্রান্তা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছেন। মহারাজ! ইনি দুঃখভোগের অযোগ্যা হইয়া নিরতিশয় দুঃখ সহ্য করত মৃদু মৃদু গমন করিতেছিলেন, সম্প্রতি শ্রমকর্শিতা হইয়া পতিতা হইয়াছেন, অতএব আপনি ইঁহাকে আশ্বাস প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও সহদেব, নকুলের বচনে সাতিশয় দুঃখান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে দ্রৌপদী-সমীপে সমুপাগত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণাকে বিবর্ণ-বদনা ও কৃশা দেখিয়া ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক পরিদেবনা করত কহিতে লাগিলেন, আহা! বরবর্ণিনী

কৃষ্ণা সুরক্ষিত নিকেতন মধ্যে মনোহর বিস্তীর্ণ শয্যাতে শয়ন করিবার ও সুখ ভোগের যোগ্যা হইয়া কি রূপে ভূতলে পতিতা হইয়া শয়ন করিয়াছেন! আজি আমার নিমিত্তই এই বরারোহার সুকোমল চরণযুগল ও কমলপ্রভ মুখমণ্ডল মলিন হইয়াছে! আমি দ্যূতাসক্ত হইয়া কি নির্ব্বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছি যে,আমাকে পশুগণাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে কৃষ্ণাকে লইয়া ভ্রমণ করিতে হইতেছে! আয়ত-নয়না কল্যাণী পাণ্ডবদিগকে পতি পাইয়া সুখ সম্ভোগ করিবেন, এই বিবেচনায় ইঁহার পিতা দ্রুপদরাজ ইঁহারে আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু কি পাপাত্মা আমি যে, আমার কর্ম্ম দ্বারাই ইনি সেই সকল সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিতা হইয়া পথশ্রান্তা, শোককর্শিতা ও পতিতা হইয়া ভূতল-শায়িনী হইয়াছেন! বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনঃপুনঃ এরূপ বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজগণ তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বচন দ্বারা অভিপূজন করত আশ্বাস প্রদান করিলেন; অনন্তর রক্ষোঘ্ন মন্ত্রজপ ও স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। সেই সকল পরমর্ষিরা শান্তি নিমিত্ত মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে মুহুর্মুহুঃ শীতলকর দ্বারা সংস্পর্শ ও সলিলমিশ্রিত সুস্নিগ্ধ বায়ু বীজন করিতে লাগিলেন; তাহাতে পাঞ্চালী ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্যলাভ করত সংজ্ঞালাভ করিলেন। তখন পার্থেরা সেই লব্ধসংজ্ঞা দীনা তপস্বিনী কৃষ্ণাকে কৃষ্ণসার চর্ম্মাসনে আনিয়া বিশ্রাম করাইলেন। নকুল ও সহদেব কিণাঙ্কিত কর দ্বারা তাঁহার সুলক্ষণাক্রান্ত রক্ততল অঙ্ঘ্রি-যুগল শনৈঃশনৈঃ সংবাহ করিতে লাগিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! হিম দ্বারা দুর্গম ও উচ্চাবচ অনেক পর্ব্বত রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে কৃষ্ণা কিরূপে গমন করিবেন? ভীম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি স্বয়ং, পুরুষেন্দ্র নকুল সহদেব কৃষ্ণা ও আপনাকে বহন করিব; অথবা আপনার আদেশ পাইলে মদীয় তুল্যবল মহাবীর্য্য অন্তরীক্ষগামী হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচ আমাদিগের সকলকেই বহন করিতে পারে, অতএব আপনি চিত্তকে বিষণ্ণ করিবেন না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমাদর-পূর্ব্বক এইরূপ হউক বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞানুসারে নিজপুত্র নিশাচর ঘটোৎকচকে স্মরণ করিলেন। মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা ঘটোৎকচ জনকের স্মরণমাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহারাও তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। পরে ঘটোৎকচ, ভীমবিক্রম পিতা ভীমসেনকে কহিল, হে মহাবাহো! আপনি আমাকে যে নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন, আমি স্মৃত হইবামাত্র তাহা শুশ্রূষু হইয়া সত্বর সমাগত হইয়াছি, অতএব আপনি আজ্ঞা করুন; যাহা আজ্ঞা করিবেন, তৎসমস্ত আমি নির্ব্বাহ করিব, তাহাতে সংশয় নাই। ভীমসেন ইহা শুনিয়া নিশাচর পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

র কহিলেন, হে ভীমপরাক্রম ভীম! আমাদিগের ভক্ত তোমার ঔরস পুত্র ধর্ম্মজ্ঞ বলবান্ শূর সত্যপরায়ণ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ এই ঘটোৎকচ ইহার মাতাকে বহন করুক; আমি তোমার বাহুবলে অক্ষত শরীরে পাঞ্চালীর সহিত গন্ধমাদনে গমন করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপুঙ্গব ভীমসেন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শত্রুকর্ষণ পুত্র ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন, হে অপরাজিত শূন্যগামিন্ হিড়িম্বা-নন্দন! তোমার মাতা এই দ্রৌপদী পরিশ্রান্তা হইয়াছেন এবং তুমি বলবান্ ও কামগামী, অতএব তুমি ইঁহাকে বহন কর। হে বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ইঁহাকে স্কন্ধে আরোপণপূর্ব্বক যাহাতে ইঁহার ক্লেশ না হয়, এরূপ মৃদু গতিতে আমাদিগের মধ্য-স্থলে শূন্য পথ দিয়া গমন কর। ঘটোৎকচ কহিল, হে অনঘ! আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, নকুল, সহদেব, ধৌম্য ও কৃষ্ণাকে বহন করিতে পারিব; তজ্জন্য চিন্তা কি! বিশেষত অদ্য আমার সহায়েরা সমভিব্যাহারে আছে; কামরূপী অপরূপর অন্তরীক্ষগামী শৌর্য্যসম্পন্ন শত শত রাক্ষস মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ও আপনাদিগের সকলকে বহন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বীর ঘটোৎকচ ইহা বলিয়া দ্রৌপদীকে স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলিল এবং অপর নিশাচরেরা পাণ্ডবগণকে বহন করিতে লাগিল। অনুপমদ্যুতি লোমশ ঋষি স্বকীয় প্রভাবেই সিদ্ধ মার্গ দিয়া দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ভীমপরাক্রম রাক্ষস রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের নিদেশানুসারে সমভিব্যাহারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া চলিল। এইরূপে তাঁহারা সকলে রমণীয় বন ও উপবন অবলোকন করিতে করিতে বিশালা বদরীর প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। বীর পাণ্ডবেরা মহাবেগশীল আশুগামী রাক্ষসগণের উপর সমারূঢ় হইয়া এমনি শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন যে, দূর পথ অল্পবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা গমন করিতে করিতে ম্লেচ্ছজনগণে সমাকীর্ণ দেশ সকল, নানা রত্নের আকর ভূমি ও বৃহৎ পর্ব্বত সন্নিহিত বিবিধ ধাতু-সমাচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণে সমাকীর্ণ, বানর, কিন্নর, কিং পুরুষ ও গন্ধর্ব্বগণে ইতস্তত সমন্বিত, ময়ূর, চমর, বানর,রুরু,বরাহ,গবয় ও মহিষসমূহে সমাবৃত, নদীজালে সমাকীর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গগণ-কূজিত, বিবিধ মৃগগণ পরিষেবিত মদমত্ত বারণদলে উপশোভিত ও নানা পক্ষি-নিষেবিত পাদপ-পুঞ্জে সংযুক্ত বহুল দেশ ও উত্তর কুরু উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ আশ্চর্য্যময় উৎকৃষ্ট কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন এবং তাহার সমীপে নিত্য পুষ্প ফল সংযুক্ত দিব্য পাদপগণে উপ-শোভিত নর নারায়ণাশ্রম ও ভুবন-প্রসিদ্ধ মনোহর বদরী বৃক্ষ অবলোকন করিলেন। ঐ বদরী বৃক্ষের স্কন্ধ বর্ত্তুলাকার এবং ছায়া অতি নিবিড়; স্নিগ্ধ, উহা পরম শ্রীমান্, অবিরল, কোমল, সুস্নিগ্ধ পল্লবনিচয়ে সমুপেত, শুভ-জনক, বিশাল শাখা সমূহে বহুল স্থান বিস্তীর্ণ, অতিমাত্র দ্যুতিতে শোভমান ও পুঞ্জ পুঞ্জ মধুস্রব সুস্বাদু উপচিত দিব্য ফলে সমাচিত হইয়াছে। নানা-বিধ পক্ষিগণ মদ-প্রমুদিত হইয়া মহর্ষিগণ-সেবিত অলোক-সামান্য সেই বদরী তরুকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যে স্থানে সেই তরু উৎপন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল, ঐ স্থান

দংশ-মশক শূন্য, বহু-মূল-ফল-জল-সমন্বিত, কণ্টকবিরহিত, শ্যামল শাদ্বল সমাচ্ছন্ন, দেবগন্ধর্ব্বগণ-বিজুষ্ট, স্বভাবত বিহিত, শুভজনক, তুষার দ্বারা মৃদুস্পর্শ ও সমতল-ভূমি ছিল।

মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে সেই সকল বিপ্রবরের সহিত সেই বদরী তরু সমীপে উপনীত হইয়া রাক্ষসদিগের স্কন্ধ হইতে ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিলেন। হে রাজন্! পরে তাঁহারা দ্বিজ পুঙ্গবগণ সমভিব্যাহারে নরনারায়ণাশ্রিত প্রসিদ্ধ রম্য আশ্রম দর্শন করিলেন। সেই পুণ্যাশ্রমে তপন কিরণ ও তিমির-পটলের প্রাদুর্ভাব নাই; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, এ সকল দোষ তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছে এবং তথায় শোক ভোগ করিতে হয় না। সেই আশ্রমপদে মহর্ষিগণের সংবাধে অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে; ব্রাহ্মী লক্ষ্মী নিরন্তর বিরাজ করিতেছে; ধর্ম্মবহিষ্কৃত মনুষ্যেরা সহজে তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। মহারাজ! ঐ আশ্রমটি সংমার্জ্জনানুলেপনে পবিত্র, বলি, হোম ও দিব্য পুষ্পোপহার দ্বারা বিরাজিত, শোভমান বিশাল অগ্নি, মন্দির ও স্রুক্ ভাণ্ডে সমাচিত, সুদৃঢ় মহৎ জল-পূর্ণ কুম্ভে উপশোভিত, বেদধ্বনিতে অনুনাদিত এবং সর্ব্ব প্রাণীর শরণ্য হইয়াছে। দেবচর্য্যায় সুশোভিত ঐ দিব্য শ্রীযুক্ত আশ্রমটি সকলেরই আশ্রয় করিবার উপযোগ্য; উহাতে শ্রান্তি জন্য কষ্ট নিবারণ হয়; উহার প্রশংসিত গুণসমূহ নির্দ্দেশ করণে অশক্য। কৃষ্ণাজিন চীরাম্বর পরিধায়ী, ফলমূলাশী, দমপরায়ণ, তপঃশুদ্ধচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, সূর্য্যাগ্নি-কল্প, মহাভাগ, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন, মোক্ষপর যতি মহর্ষিরাই নিরন্তর ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ধীমান্ মহাতেজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শুচি ও সংযত হইয়া সেই সকল ঋষিদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। স্বাধ্যায়নিরত দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন পাবকোপম মহর্ষিরা সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সমাগত দেখিয়া সুপ্রীত চিত্তে তাঁহার নিকট প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক যথাবিধি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করত সৎকারস্বরূপ পবিত্র পুষ্প, ফল, মূল ও জল উপহার দিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংযত হইয়া সেই মহর্ষিগণের প্রীতি সহকারে প্রদত্ত সৎকার স্বরূপ পুষ্প ফলাদি প্রীত চিত্তে গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণা, অনুজগণ ও বেদ-বেদাঙ্গ পারগ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগের সহিত স্বর্গোপম পুণ্যজনক ইন্দ্রালয়সদৃশ শোভমান দিব্য গন্ধ-যুক্ত মনোহর সেই আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ তথায় প্রবেশ করিয়া ভাগীরথীতে উপশোভিত ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত মধুস্রব ফলযুক্ত দেবদেবর্ষি-পূজিত দিব্য নর নারায়ণ স্থান দর্শন করিলেন। নরবর মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলেই তাদৃশ মনোহর স্থান অবলোকন করত প্রফুল্লচিত্ত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের সহিত সেই স্থানে উপনীত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বিবিধ বিহঙ্গগণাকুল হিরণ্য-শিখর-বিশিষ্ট মৈনাক ভূধর ও মঙ্গলকর সুপ্রসিদ্ধ বিন্দুসরোবর দর্শন করিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবেরা কৃষ্ণার সহিত সেই আশ্রমস্থ সুস্নিগ্ধ-পল্লব-সংযুক্ত শীতল ছায়াপ্রদ পুংস্কোকিলকুল-সমাকুল বিকসিত-পুষ্প-সমূহ-সমন্বিত ফল-ভারাবনত মনোহর রমণীয় অবিরল-পাদপ-পুঞ্জে সর্ব্বত্র সুশোভিত, সমস্ত ঋতু-সংজাত কুসুমনিচয়ে সমুজ্জ্বল মনোরম উৎকৃষ্ট কাননে বিহার করত শুক্ল নীল পঙ্কজ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিভ্রাজমান সুবিমল সলিলসম্পন্ন সুচারুরূপ বিচিত্র সরোবর সকল অবলোকন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করত আনন্দিত হইলেন। হে প্রভো! তত্রস্থ পবিত্র গন্ধ সুখস্পর্শ সমীরণ পাঞ্চালী সহিত পাণ্ডবদিগকে আহ্লাদিত করত প্রবাত হইতে লাগিল। সেই মহাত্মারা বিশাল বদরিকাশ্রমে মহীরুহগণে উপশোভিত দিব্য পুষ্পসমাকীর্ণা মণি-প্রবাল-রচিত সোপানসমন্বিত সুঘট্টশালিনী বিমল পঙ্কজ-শোভিতা চিত্তপ্রমোদবর্দ্ধিনী শীতানাম্নী ভাগীরথী দর্শন করত দেবঋষিগণ-সেবিত সেই পরম দুর্গম দেশে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে পিতৃ লোকের তর্পণ করিলেন। কুরুকুল-তিলক পুরুষ-প্রধান বীর পাণ্ডবেরা পরম শুচি হইয়া সমভিব্যাহারী বিপ্রগণের সহিত দেবঋষিগণের তর্পণ ও জপপরায়ণ হইয়া তথায় বাস করিতে থাকিলেন। পাঞ্চালরাজনন্দিনী সেই রমণীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া তথায় আনন্দিত চিত্তে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; অমরপ্রভ পাণ্ডবেরা তাহা দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুষেন্দ্র বীর পাণ্ডবেরা পরম শৌচাবলম্বনপূর্ব্বক ধনঞ্জয় দর্শন-কামনায় তথায় ছয় রাত্রি বাস করিলেন। অনন্তর এক দিবস সূর্য্য সম সমুজ্জ্বল সহস্রদল একটী পদ্ম পুষ্প পূর্ব্বোত্তর দিক্ হইতে পবমান পবন-কর্ত্তৃক আনীত হইয়া হঠাৎ তথায় পতিত হইল। ঐ পবনানীত ভূতলপতিত পদ্মটী পবিত্র, দিব্য গন্ধান্বিত ও মনোহর ছিল; কল্যাণী পাঞ্চালী সহসা তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অনুত্তম শোভান্বিত সৌগন্ধিক পুষ্পটি গ্রহণপূর্ব্বক অতীব মুদিতা হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীমসেন! দেখ এই পুষ্পটি কেমন গন্ধসংস্থান সম্পন্ন, সুরুচির ও অনুত্তম; ইহা দেখিয়া আমার মন আনন্দিত হইয়াছে; এই পদ্মটি আমি ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিব। তুমি এইরূপ পুষ্প আমার কামনা-নুসারে কাম্যক বনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আহরণ কর। হে পার্থ! আমি যদি তোমার প্রিয়া হই, তবে তুমি এরূপ পুষ্প বহুসংখ্যক আহরণ কর; আমার অভিলাষ যে তাহা লইয়া কাম্যকাশ্রমে পুনর্ব্বার গমন করি। শুভাপাঙ্গী আনন্দিতা দ্রৌপদী বৃকোদরকে এই কথা বলিয়া সেই পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিলেন।

মহাবল পুরুষপ্রধান ভীম প্রেয়সী মহিষীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তদীয় প্রিয় কার্য্য করণে প্রস্থান করিলেন। তিনি কনক-পৃষ্ঠ কোদণ্ড ও আশীবিষসদৃশ সায়ক গ্রহণ করিয়া, যে দিকের বায়ু হইতে সেই পুষ্প আগত হইয়াছিল, তদভিমুখে প্রভিন্ন মাতঙ্গ ও ক্রোধ-পরীত কেশরীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। আরণ্য প্রাণিগণ মহাবাণ ধনুর্দ্ধর পবনকুমারের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে গ্লানি কি বৈক্লব্য কি ভয় কি সম্ভ্রম তাঁহাকে আশ্রয় করিতে কদাচ সমর্থ হইল না; তিনি দ্রৌপদীর প্রিয়-কামনায় স্বকীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া ভয়-সংমোহ পরিত্যাগ করত এক পর্ব্বতে আপতিত হইলেন। সেই পর্ব্বতপ্রবর বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আচ্ছাদিত, নীল বর্ণ শিলাতল সংযুক্ত এবং নানা বর্ণ ধাতু, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষী দ্বারা বিচিত্রিত হইয়া সুশোভিত হওয়াতে উহা যেন সমুদায় ভূবনে

ভূষিত; পৃথিবীর একটি হস্তস্বরূপ হইয়া উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। শত্রুঘাতী ভীমসেন কিন্নরগণের আচরিত সেই শোভমান শৈলোপরি বিচরণ করিতে লাগিলেন। গন্ধমাদন গিরির সমীপস্থ সমতল ভূমি সকল পুংস্কোকিল ও অলিকুল-কর্ত্তৃক অনুনাদিত ও সকল ঋতুতেই রমণীয় ছিল। অমিতবিক্রম বৃকোদর সেই সকল স্থানের প্রাকৃতিক ভাব সকল মনে মনে অনুচিন্তন করিতে করিতে তত্তদ্বিষয়ে আসক্ত-নেত্র হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রোত্র, মন ও নেত্র, স্ব স্ব বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। সেই মহা তেজস্বী পুরুষ সমস্ত ঋতুকালোদ্ভব কুসুমের বাতেরিত সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে বনমধ্যে মদ-মত্ত উদ্দাম মাতঙ্গের ন্যায় পদচারণ করিতে লাগিলেন। পিতা কর্ত্তৃক পুত্র স্পর্শ যদ্রূপ সুস্নিগ্ধ তদ্রূপ সুস্নিগ্ধ নানা কুসুম সংস্পৃষ্ট সুগন্ধি সুপবিত্র গন্ধমাদন বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। তখন অরিন্দম ভীমসেন পিতা পবন-কর্ত্তৃক গতক্লম ও পুলকিত তনুরুহ হইয়া সৌগন্ধিক পুষ্পের উদ্দেশে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও ব্রহ্মর্ষিগণের সেবিত সেই পর্ব্বত বিলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি গমনকালে পর্ব্বতের সপ্তচ্ছদ পুষ্পরচিত অঙ্গুলিদ্বারা পীত, কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ নির্ম্মল ধাতুবিশেষে ত্রিপুণ্ড্রকাকারে যেন অনুলিপ্ত হইতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতটি উভয়পার্শ্বলগ্ন মেঘমণ্ডলী দ্বারা যেন পক্ষবান্ হইয়া নৃত্য করিতেছে ও বিন্দু বিন্দু প্রচ্যুত প্রস্রবণ সলিল দ্বারা যেন মুক্তাহারে বিভূষিত হইয়াছে। উহার দরীস্থ কুঞ্জ, নির্ঝরোদক ও কন্দরসকল অতি মনোহর হইয়াছে; উহাতে উৎকৃষ্ট ময়ূর সকল অপ্সরাগণের নূপুর রবে নৃত্য করিতেছে; উহার উপলখণ্ড ও শিলাতলসকল স্থানে স্থানে দিক্ হস্তীকর্ত্তৃক বিষাণাগ্র দ্বারা সংঘৃষ্ট হইয়াছে এবং অনবরত নিম্নগানিঃসৃত জলদ্বারা যেন উহার পরিহিত শুভ্র বসন স্রস্ত হইতেছে। পবননন্দন শ্রীমান্ ভীমসেন প্রফুল্লান্তঃকরণে পর্ব্বতের উক্ত প্রাকৃতিক ভাবসকল দর্শনপূর্ব্বক ক্রীড়মান হইয়া সন্নিহিত বহুল লতাজাল ইতস্তত বেগে চালিত করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ভয়ানভিজ্ঞ হরিণগণ নিরুদ্বেগে স্থানে স্থানে নব নব তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার অদূরবর্ত্তী থাকিয়া সেই তৃণগ্রাস মুখে করিয়াই যেন কৌতূহলক্রমে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। মত্ত-বারণ সদৃশ বিক্রমশীল, মত্ত-বারণ সদৃশ বেগবান্, মত্ত-বারণ সদৃশ তাম্রবর্ণ সুচারুনয়ন-বিশিষ্ট, মত্ত-বারণ-ক্ষম, দীর্ঘকায়, কনকবর্ণ সম প্রভ, সিংহ সদৃশ দৃঢ় শরীর, তরুণ বয়স্ক, পাণ্ডু-পুত্র বৃকোদর প্রিয়ার প্রিয়কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়া গন্ধমাদন গিরির রমণীয় সানু প্রদেশে রূপের একটি নবাবতার প্রদর্শন করত যেন ক্রীড়ন ক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব যোষাগণ স্ব স্ব প্রিয় পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল, ভীমসেন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহারা তাদৃশ রূপে বিচরণশীল ভীমসেনের প্রতি একাগ্রচিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিল। নরপ্রবর বৃকোদর দুর্য্যোধনকৃত বহুল বিবিধ ক্লেশ স্মরণ করত বনবাসিনী প্রিয় মহিষী দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অর্জ্জুন অমরপুরীতে প্রস্থিত হইয়াছেন এবং আমি পুষ্প নিমিত্ত আসিয়াছি, অতএব মহারাজ আর্য্য যুধিষ্ঠির এক্ষণে, না জানি, কি করিবেন! তিনি নকুল সহদেবকে তাহাদিগের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত ও তাহাদিগের বলের প্রতি অবিশ্বাস হেতু স্থানান্তরিত করিবেন না; অতএব আমার কিরূপে শীঘ্র পুষ্প লাভ হয়!" ইহা চিন্তা করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রফুল্ল গিরি সানুতে আসক্তচিত্তে নয়নার্পণপূর্ব্বক দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন; তৎকালে দ্রৌপদীর বাক্যই তাঁহার গমনের পাথেয় হইল। মহাবল পরাক্রান্ত বাতরংহ বৃকোদরের পদবিক্ষেপে পর্ব্ব-নির্ঘাত-সদৃশ ভূকম্প, গজযূথ সকল ত্রাসান্বিত, সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগগণ বিমর্দ্দিত, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল উন্মূলিত ও পোথিত এবং লতাবল্লী সকল বেগে বিকর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি সবিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিরতিশয় শব্দ করত উপর্য্যুপরি শৈল-শৃঙ্গে আরোহণেচ্ছু হস্তীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ শব্দে অরণ্যবাসী জন্তুরা সকলেই প্রতিবোধিত হইয়া ত্রস্ত হইল। শার্দ্দূলগণ গুহা পরিত্যাগ করিল; আরণ্য জন্তু সকল লুক্কায়িত হইল; পক্ষী সমস্ত উড্ডীয়মান হইল; মৃগযূথ স্ব স্ব স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল; ভল্লুকেরা বৃক্ষ পরিত্যাগ করিল; সিংহসকল গুহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল; মহাসিংহগণ বিজৃম্ভণ করিতে লাগিল; মহিষদল তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিল; করেণু-পরিবারিত করিগণ ভীত হইয়া সেই বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য অরণ্যানীতে প্রস্থান করিল; কোন কোন বনচর বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গবয় ও গোমায়ু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; চক্রবাক, কালকণ্টক, হংস কারণ্ডব, প্লব, শুক, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চকুল বিসংজ্ঞ হইয়া দিক্ দিগন্ত আশ্রয় করিল। কতকগুলা সিংহ ও শার্দ্দূল সংক্রুদ্ধ হইয়া ও কতকগুলা করেণুপীড়িত দর্পিত হস্তী ভীমসেনকে আক্রম করিল এবং কতকগুলা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ভয়বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে মুখব্যাদান করত মহা ভীষণ বিকটাকারে ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত পবন-তনয় শ্রীমান্ বিভু ভীমসেন ক্রোধে স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়ে একটা হস্তী গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা অন্যান্য হস্তীকে, এক সিংহ দ্বারা অপর সিংহকে ও অপরাপর পশুদিগকে চপেটাঘাতে হতাহত করিলেন। তখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক আহত কতকগুলা সিংহ ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ভয় প্রযুক্ত মূত্র পুরীষ বিসর্গ করিতে করিতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রম মহাবাহু শ্রীমান্ পাণ্ডুসুত সিংহনাদসদৃশ মহাশব্দে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত করত সেই সকল পশুদল পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে গন্ধমাদন সানুতে বহু যোজন বিস্তৃত সুরম্য কদলীবন দেখিতে পাইলেন। যে প্রকার মদস্রাবী মহাগজ বিবিধ বহুল দ্রুম ভগ্ন করত গমন করে, সেই প্রকার মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন প্রাণিগণের ক্ষোভ উৎপাদন করত সেই কদলীবনমধ্যে বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অতি মহাতেজস্বী ভীমসেন নৃসিংহদেবের ন্যায় দর্পিত হইয়া নিনাদ করত বহু তালসম সমুচ্ছ্রিত কদলীস্তম্ভ সমস্ত উৎপাটন করিয়া চতুর্দ্দিকে বেগ-সহকারে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে রুরু, বানর, সিংহ, মহিষ, জলাশয়স্থিত পশু ও অন্যান্য বহু-

সংখ্য মহৎপ্রাণী সকল আক্রান্ত হইতে লাগিল। ভীমসেনের গর্জ্জনধ্বনি ও কদলীস্তম্ভ পতনধ্বনিতে পশু পক্ষী সকল বিত্রস্ত হইল ও বনান্তরে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র জলচর পক্ষী সহসা সেই মৃগপক্ষি-সমীরিত শব্দ শ্রবণে উদকক্লিন্ন পক্ষে উড্ডীয়মান হইল। ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই জলচর পতত্রি-গণকে গমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ ক্রমে গমন করত সুরম্য অক্ষোভ্য এক মহৎ সরোবর দেখিতে পাই-লেন। ঐ সরোবরের একতীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত পরি-ব্যাপ্ত কাঞ্চন-প্রভ কদলী তরুসমূহ মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চরণে কম্পিত হইয়া যেন ঐ সরোবরকে বীজন করিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন প্রভৃত শুক্ল ও নীলবর্ণ কমলে সুশোভিত সেই সরোবরে আশু অবতরণপূর্ব্বক বন্ধন-রহিত মহাগজের ন্যায় বলপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অমিত-দ্যুতি ভীম-সেন বহুক্ষণ তাহাতে জলক্রীড়া করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বহু পাদপ-বিশিষ্ট সেই অরণ্য বেগপূর্ব্বক বিলোড়ন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব সামর্থ্যানুসারে এতদ্রূপ মহাশব্দে শঙ্খনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন করিলেন যে, তাহাতে দিক্ সমস্ত শব্দায়িত হইল। সেই শঙ্খ-শব্দে ও ভীমসেনের রবে ও বাহুর উগ্র আস্ফোটনে যেন গিরিগুহা সকল নিনাদ করিতে লাগিল। হে ভারত! সিংহগণ গিরিগুহাতে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা বজ্র-নিষ্পেষ সদৃশ সেই মহা বাহ্বাস্ফোটন রব শুনিয়া মহাশব্দ করিয়া উঠিল। কুঞ্জরগণ সেই সিংহনাদভয়ে সংত্রস্ত হইয়া অতি মহারব করিল; তাহাতে সমস্ত পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরেন্দ্র হনুমান্ বারণ-পুঙ্গব-গণের কৃত ঐ মহারব শ্রবণ করত ভ্রাতা ভীমসেনকে জানিতে পারিয়া তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ গমনের একমাত্র তত্রত্য পথ অবরোধ করিলেন। ভ্রাতা ভীম এ পথ দিয়া গমন না করে, এই বিবেচনা করিয়া কদলীবনবাসী মহাকায় হনু-মান্ তত্রত্য কদলীষণ্ড মণ্ডিত পথমধ্যে অবস্থিত রহিলেন। পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন এখানে পরাভব প্রাপ্ত বা অভিশাপগ্রস্ত না হন, এই ভাবিয়া তিনি ভ্রাতা ভীমের রক্ষার্থ সেই পথ অবরুদ্ধ করত যেন নিদ্রাগত হইলেন ও ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবশবর্ত্তী জৃম্ভমাণ হনুমান্ কখন কখন স্বকীয় সুবিপুল শক্রধ্বজ-সম সমুচ্ছ্রিত লাঙ্গুল আস্ফোটন করিতে লাগিলেন; তাহাতে ইন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ নিস্বন হইতে লাগিল; সেই পর্ব্বতই যেন গুহামুখ দিয়া নর্দনকারী বৃষের ন্যায় ঐ লাঙ্গুলধ্বনি পরিত্যাগকরত উদ্গার ত্যাগ করিতে লাগিল। লাঙ্গুলশব্দদ্বারা সেই মহাগিরি কম্পমান হইল এবং তাহার শিখর সকল ঘূর্ণমান হইয়া চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। হনুমানের লাঙ্গুলরব সেই মত্ত বারণ বৃংহিত নাদকে অন্তর্হিত করিয়া বিচিত্র গিরি-সানুতে বিচরণ করিতে লাগিল।

ভীমসেন হনুমানের সেই লাঙ্গুলশব্দ শ্রবণে লোমাঞ্চিত হইয়া, 'এ শব্দ কোথা হইতে হইতেছে!' এইরূপ চিন্তা করত কদলীবন বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন কদলীবন মধ্যে এক পীবর শিলা-তলোপরি বিদ্যুৎ সম্পাত তুল্য দুর্নিরীক্ষ্য, বিদ্যুত সম্পাৎ সদৃশ পিঙ্গল বর্ণ, বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় নিনাদকারী ও বিদ্যুৎ-সম্পাত সম চঞ্চল হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন। হনুমানের স্বস্তিকাকার বাহুতে স্থূল অথচ হ্রস্ব গ্রীবা দেশ বিন্যস্ত রহিয়াছে; স্কন্ধদেশের ভূয়িষ্ঠতাপ্রযুক্ত কটিতট ক্ষীণতা ধারণ করিয়াছে; দীর্ঘ রোমাঞ্চিত লাঙ্গুল, ধ্বজের ন্যায় ঊর্দ্ধগামী ও ঈষৎ বক্রাগ্র হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাঁহার ওষ্ঠ হ্রস্ব; জিহ্বা ও আস্য তাম্রবর্ণ; কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ; ভ্রূযুগল চঞ্চল; দংষ্ট্রা ও দশন বিবৃত্ত শুক্লবর্ণ ও তীক্ষ্ণাগ্র এবং মুখমণ্ডল অভ্যন্তরস্থ শুক্ল দন্তে অলঙ্কৃত, রশ্মিজালমালী উড়ুপতির ন্যায় ভাস্বর ও কেশর সমূহে সংমিশ্র অশোক কুসুম রাশির তুল্য শোভমান হইয়াছে, এতাদৃশ দেদীপ্যমান শরীর দ্বারা অনলের ন্যায় অর্চ্চিষ্মান্, অমিত্রঘাতী, মহাকায়, প্রভূত বলশালী হনুমান্ স্বর্গ পথ অব-রোধ করিয়া হিরণ্ময়ী কদলী বনমধ্যে হিম গিরির ন্যায় অব-স্থিত রহিয়াছেন এবং মধুপিঙ্গল-লোচনদ্বারা অল্পঅল্প নিরীক্ষণ করিতেছেন। ধীমান্ বলবান্ মহাবাহু বৃকোদর সেই মহাবন-মধ্যে তাদৃশ রূপ একমাত্র হনুমান্‌কে দেখিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বজ্র নির্ঘোষ তুল্য উৎকট সিংহনাদ করিলেন। ভীমসেনের সেই শব্দে পশুপক্ষিগণ ত্রস্ত হইল এবং মহাসত্ত্ব কপিবর নয়ন যুগল ঈষদুন্মীলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ক্রমে মধুপিঙ্গল লোচন দ্বারা দৃষ্টিপাত করত সহাস্য বদনে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি রোগগ্রস্ত সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম; তুমি কি নিমিত্ত আমাকে প্রবো-ধিত করিলে? প্রাণিমাত্রের প্রতি যে দয়া করিতে হয়, তাহা তুমি জ্ঞাত থাকিয়াও কর না। আমরা তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এজন্য ধর্ম্ম জানি না, কিন্তু মানব জাতিরা বুদ্ধি-সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারা জন্তু সামান্যের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন। ভবদ্বিধ বুদ্ধিমন্ত মনুষ্যেরা দেহ, মন ও বাগি-ন্দ্রিয়ের দূষণাবহ ধর্ম্মবিনাশক ঈদৃশ ক্রূর কর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হন? যেহেতু তুমি অল্পবুদ্ধি ও বালকত্বপ্রযুক্ত মৃগগণকে উৎসাদিত করিতেছ, অতএব বোধ হইতেছে, তুমি ধর্ম্ম জাননা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের উপাসনাও কর নাই; সে যাহা হউক, হে পুরুষপ্রধান! তুমি কে, কিনিমিত্তই বা তুমি এই পুরুষহীন ও মানুষভাব-বিবর্জ্জিত অরণ্যে আগমন করিলে, ইহা আমার নিকট বল এবং অদ্য কোথায়ই বা গমন করিবে, তাহাও ব্যক্ত কর। হে বীর! ইহার পর এই পর্ব্বত অগম্য এবং ইহাতে আরোহণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এস্থলে সিদ্ধি-ব্যতীত গমনের উপায় নাই। ইহা দেবলোকের পথ, এই পথে মনুষ্যদিগের কখনই গমন করিতে সাধ্য হয় না। হে বীর! আমি দয়াবশত তোমাকে নিবারণ করিতেছি, আমার কথা শ্রবণ কর। হে প্রভো! তুমি এই স্থানের পর আর গমন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তাহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। হে মনুজর্ষভ! এস্থলে অদ্য ত্বদীয় আগমন সর্ব্বথাই সুশোভন হইয়াছে। যদি হিতকর মদীয় বাক্য গ্রাহ্য হয়, তবে এই সকল অমৃতকল্প ফল মূল ভক্ষণ করিয়া এখান হইতে নিবৃত্ত হও, বৃথা বিনাশ প্রাপ্ত হইও না।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন তখন ধীসম্পন্ন বানরেন্দ্র হনুমানের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের অনন্তর বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি, চন্দ্র-বংশীয় কুরুকুলোদ্ভব, কুন্তীর গর্ভজাত, বায়ুর ঔরসে উৎপন্ন,

১৫। ভীম হনুমান্।



হনুমান্ ভীমকে কহিলেন, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, জরা দ্বারা আমার উত্থান-শক্তি নাই, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার এই পুচ্ছটী উৎসারণ করিয়া গমন কর। ৫১৯ পৃষ্ঠা (বনপর্ব্ব)

পাণ্ডুপুত্র, ভীমসেন বলিয়া বিশ্রুত ব্যক্তি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা বানর শরীর ধারণ করিয়াছ?

বায়ু-তনয় হনুমান্ হাস্য-মুখে কুরুবীর বায়ুতনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি বানর, আমি তোমাকে যথেপ্সিত পথ প্রদান করিব না; তুমি নিবৃত্ত হইয়া শুভ গমন কর, মৃত্যু-গ্রস্ত হইও না। ভীমসেন কহিলেন, হে বানর! আমার বিনাশই হউক বা অন্য কিছুই হউক, তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তুমি উত্থিত হইয়া পথ প্রদান কর; মত্ত হইয়া আমা হইতে ব্যথা প্রাপ্ত হইও না। হনুমান্ কহিলেন, আমি রোগগ্রস্ত, আমার উত্থান-শক্তি নাই, অতএব যদি তোমার অবশ্যই গমন করা কর্ত্তব্য হয়, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন কর। ভীমসেন কহিলেন, জ্ঞানবেদ্য নির্গুণ পরমাত্মা দেহমাত্রেই ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করেন, আমি তাঁহাকে অবমাননা ও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি সেই ভূতভাবন পরমাত্মাকে আগম দ্বারা না জানিতাম, তাহা হইলে তোমাকে এবং এই পর্ব্বতকেও হনুমানের সাগর লঙ্ঘনের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া যাইতাম। হনুমান্ কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেই হনুমান্ কে, ইহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি বলিতে সমর্থ হও, তবে বল। ভীম কহিলেন, তিনি মদীয় ভ্রাতা, বানরগণের প্রধান, প্রশংসনীয় গুণে অলঙ্কৃত, বুদ্ধি-সত্ত্ব-বল সমন্বিত ও শ্রীমান্; রামায়ণে তাঁহার অতিমাত্র সুখ্যাতি বর্ণিত আছে। সেই প্লবগ-পুঙ্গব, রামপত্নী নিমিত্ত শতযোজন বিস্তৃত সাগর এক লম্ফে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। মদীয় ভ্রাতা সেই হনুমান্ যদ্রূপ মহাবীর্য্যশালী, আমিও বল, পরাক্রম ও যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার তুল্য তেজ ধারণ করি; অতএব আমি তোমার নিগ্রহ-করণে সমর্থ; তুমি উঠ, আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও, নতুবা অদ্য আমার পৌরুষ দর্শন কর। তুমি আমার নিদেশানুবর্ত্তী না হইলে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হনুমান্ ভীমসেনকে বাহুবীর্য্যে দর্পিত ও বল দ্বারা উন্মত্ত বোধ করিয়া মনে মনে অবহাস করত কহিলেন, হে অনঘ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, জরা দ্বারা আমার উত্থান শক্তি নাই, অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক আমার এই পুচ্ছটি উৎসারণ করিয়া গমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হনুমান্ ভীমসেনকে এইরূপ বলিলে, স্ববাহু-বল-দর্পিত ভীমসেন হনুমান্‌কে হীন-বীর্য্য-পরাক্রম বোধ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, অদ্য আমি এস্থলে বেগ সহকারে এই হীন-বীর্য্য-পরাক্রম বানরের পুচ্ছ ধরিয়া ইহাকে কৃতান্তের সালোক্যভাগী করি। অনন্তর হাস্য করত অবজ্ঞাপূর্ব্বক সেই মহাকপির পুচ্ছ বাম হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহা অণু-মাত্রও চালনা করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে পুনর্ব্বার উভয় হস্ত দ্বারা সেই ইন্দ্রায়ুধ-তুল্য লাঙ্গুল উৎক্ষেপণ করিতে প্রযত্ন প্রকাশ করিলেন; পরন্তু তাহাতেও উঠাইতে সক্ষম হইলেন না। পরিশেষে তিনি সেই লাঙ্গুল উঠাইবার নিমিত্ত এতাদৃশ যত্ন করিলেন যে, যাহাতে তাঁহার ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত, নেত্রদ্বয় বিবৃত্ত, মুখমণ্ডল সংহত-ভ্রুকুটীযুক্ত ও সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল; তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। লাঙ্গুল-উদ্ধরণে উদ্যত সেই শ্রীমান্ পুরুষ তখন লজ্জায় অধোবদন হইয়া কপিবরের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে কপিশার্দ্দূল! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমি যে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমা করুন। হে অনঘ! হে মহাবাহো! আপনি সিদ্ধ, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, অথবা গুহ্যক, ইহা আমি শিষ্যবৎ উপপন্ন হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি ইহা গোপনীয় না হয় ও আমার শ্রোতব্য হয়, তবে আপনি স্বেচ্ছানুসারে আমাকে বলুন। হনুমান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন পাণ্ডুনন্দন! আমার পরিচয়-পরিজ্ঞানে তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব তাহা বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে কমলদললোচন! আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রাণ পবনদেবের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, আমার নাম হনুমান্। সমস্ত বানররাজ ও বানর-যূথপতিরা সূর্য্য-পুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্র-পুত্র বালী এই উভয়ভ্রাতার উপাসনা করিত। হে অমিত্র-কর্ষণ! যে প্রকার অগ্নির সহিত অনিলের প্রীতি, সেই প্রকার সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় ছিল। কিয়ৎকাল পরে সুগ্রীব, কোন কারণবশত অগ্রজ বালীকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বহুকাল বাস করেন। হে অনঘ! ঐ সময় বিষ্ণুদেব পৃথিবীতলে দশরথ রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক রামনামে বিখ্যাত হইয়া বীর ভাবাপন্ন মহাবলশালী মনুষ্যরূপে বিচরণ করেন। সেই ধনুর্দ্ধারি-প্রধান রাম পিতার প্রিয়কার্য্যে অভিলাষী হইয়া ভার্য্যা ও অনুজের সহিত দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিলেন। তৎকালে বলশালী রাক্ষসেন্দ্র দুরাত্মা রাবণ সুবর্ণ রত্নচিত্রিত মৃগরূপধারী মারীচ রাক্ষস দ্বারা ছলক্রমে নরোত্তম রঘুবীরকে বঞ্চনা করিয়া বলপূর্ব্বক তদীয় ভার্য্যাকে জনস্থান দণ্ডকারণ্য হইতে হরণ করিল।

সপ্তচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

হনুমান্ কহিলেন, মহাত্মা রঘুনাথের ভার্য্যা সীতাদেবী রাবণকর্ত্তৃক হৃতা হইলে রঘুনাথ পত্নীকে অন্বেষণ করিতে করিতে শৈলশিখরে বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। পরে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার সখ্য হইল; তৎপ্রযুক্ত তিনি বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সুগ্রীব রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সীতার অনুসন্ধানার্থ শত শত সহস্র সহস্র বানরদিগকে নানা স্থানে প্রেরণ করিলেন। হে মহাবাহু নরোত্তম! আমিও বানরকোটিতে পরিবৃত হইয়া সীতার অন্বেষণে দক্ষিণদিকে গমন করিলাম। পরে সম্পাতিনামক সুমহাত্মা গৃধ্র, রাবণনিবেশনে সীতা দেবীর গমনবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। তদনন্তর আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনাথের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত সহসা শত যোজন বিস্তৃত সাগর পার হইবার অভিলাষে লম্ফ প্রদান করিলাম। স্বকীয় বীর্য্য প্রভাবে সেই মকরালয় অর্ণব উত্তীর্ণ হইয়া দেবকন্যা-সদৃশী জনকসুতা সীতাকে রাবণ-নিবেশনে দেখিতে পাইলাম। তদনন্তর রঘুনাথের প্রিয় মহিষী সেই বৈদেহী দেবীর সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণের সহিত লঙ্কাপুরী অশেষরূপে দগ্ধ করত তথায় স্বীয় নাম প্রকাশ করিয়া পুনরায় প্রত্যাগত হইলাম। রাজীবলোচন রাম আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক সসৈন্য সমুদ্র-

পারার্থে তাহাতে বুদ্ধিকৌশলে সেতু বন্ধন করত কোটি কোটি বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সেই মহার্ণব উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর বীর রাম যুদ্ধে তত্রত্য সমুদায় রাক্ষস ও লোক পীড়াকর রাক্ষসেন্দ্র রাবণকে তাহার ভ্রাতা,সুত,বান্ধব ও গণের সহিত নিহত করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্তিমান্, ভক্তবৎসল ও অনুগতবৎসল রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিলেন এবং নষ্ট বেদ শ্রুতি উদ্ধারের ন্যায় ভার্য্যার উদ্ধার করিলেন। তদনন্তর মহাযশস্বী প্রভু রঘুনন্দন সেই সাধ্বীপত্নী জনক-নন্দিনী সমভিব্যাহারে অতি সত্বর হইয়া শত্রুগণের অযোধ্যা অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক অধিবসতি করিতে থাকিলেন।

নৃপতিসত্তম রাজীবলোচন রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি তাঁহার নিকট এই বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে শত্রুহন্ রাম! যতকাল লোকমধ্যে ভবদীয় কথা প্রচারিত থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত যেন আমি জীবিত থাকি। এতৎ শ্রবণে তিনিও তাহাই হইবে এই কথা বলিলেন। হে অরিন্দম ভীমসেন! আমি এই স্থানে থাকিয়াই সীতা দেবীর প্রসাদে সর্ব্বদা যথাভিলষিত দিব্যভোগসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকি। হে বৎস! রঘুনাথ একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন, পরে স্বধামে গমন করেন। হে অনঘ! অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ এইস্থলে সর্ব্বদা সেই রামচরিত গান করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! এই পথ দেবতাদিগের গমনীয়; ইহা মনুষ্যদিগের গম্য নহে; কেহ তোমাকে ধর্ষণ বা শাপ প্রদান না করে, এজন্য তোমার পথাবরোধ করিয়াছি। মনুষ্যেরা, ইহা দিব্য পথ বলিয়া এ পথে গমন করে না। তুমি যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, সেই সরোবর ইহার নিকটেই রহিয়াছে।

অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,কপীশ্বর হনুমান্ মহাবাহু ভীমসেনকে ঐরূপ বলিলে ভীমসেন তাঁহাকে প্রফুল্ল-মানসে প্রীতিসহকারে প্রণিপাত করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার তুল্য ধন্যতর ব্যক্তি আর কেহ নাই, যেহেতু আমি আর্য্যের দর্শন লাভ করিলাম। হে বীর! আমাকে দর্শন দিয়া আমার প্রতি আপনার সুমহান্ অনুগ্রহ করা হইল; আপনার দর্শনে আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। সংপ্রতি আমি ইচ্ছা করিতেছি যে,আপনাকর্ত্তৃক আমার একটি প্রিয় কার্য্য করা হয়; মকরালয় উল্লঙ্ঘন কালে আপনার যে অপ্রতিম রূপ হইয়াছিল,সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; আপনি তাহা আমাকে দর্শাইলে আমার সন্তোষ হইবে এবং আপনার বাক্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধাও জন্মিবে। ভীমসেন তেজস্বী হনুমান্‌কে ঐরূপ কহিলে হনুমান্ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কুরুকুলানন্দন! আমার সে রূপ দেখিতে তুমি কি, অন্য কোন ব্যক্তিও সমর্থ হইবে না, কারণ পূর্ব্বকালের অবস্থা অন্য প্রকার ছিল, সম্প্রতি সে রূপ নাই। সত্যযুগে এক প্রকার কাল ছিল, ত্রেতা দ্বাপরেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সময় ছিল; এক্ষণে ত প্রধ্বংসনের সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আমারও সে পূর্ব্বরূপ নাই। যুগে যুগে যে যে ভাব হইয়া থাকে, ভূমি, নদী, অচল, শৈল, সিদ্ধ, দেব, মহর্ষি ইহাঁদিগের সকলকেই ঐ যুগ-ভাবানুসারে কালের অনুগামী হইতে হয়। দেহ, বল ও প্রভাব কোন সময়ে উদ্ভব হয়, কখন বা বিনাশ হইয়া যায়; কালকে অতিক্রম করা দুষ্কর, সুতরাং আমিও যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছি, অতএব আমার পূর্ব্বরূপ দেখিতে তোমার সামর্থ্য হইবে না। ভীম কহিলেন, হে বীর! যুগসংখ্যা ও যে যে যুগে যেরূপ আচার, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, স্বভাব, কর্ম্ম, শুভাশুভ ফল, উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা বলুন। হনুমান্ কহিলেন, হে বৎস! যে সময়ে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার নাম কৃতযুগ। সেই যুগোত্তম কালে কোন সৎকর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকিত না, সকলই কৃত হইত, এজন্য তাহার নাম কৃতযুগ। তখন ধর্ম্মের বিষণ্নতা ও প্রজার ক্ষীণতা থাকে নাই; পরে কাল সহকারে ক্রমে তাহার প্রাধান্য হীনতা হইল। সেই কৃত-যুগে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগদিগের ইতর বিশেষ ভাব ছিল না অর্থাৎ সকলেরই সকলের সহিত আলাপ সম্ভাষণাদি হইত। তৎকালে ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার ছিল না; চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত সাম, ঋক্, যজু ও বর্ণক্রমে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইত না; শস্যফলাদি নিমিত্ত মনুষ্যসাধ্য কর্ষণাদি কার্য্যের অপেক্ষা থাকিত না; সঙ্কল্প করিলেই ফলপ্রাপ্তি হইত এবং সন্ন্যাসই ধর্ম্ম ছিল। হে কৌন্তেয়! সেই কৃত-যুগে ব্যাধি, কি ইন্দ্রিয়-বিঘাত, কি কোন রোদনের বিষয় ছিল না। তৎকালে লোকের মনে অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, অসূয়া, কাপট্য, বৈরভাব, আলস্য, দ্বেষ, ঈর্ষা, ভয়, সন্তাপ ও মালিন্য হইত না; যিনি যোগীদিগের পরম গতি,সেই পর ব্রহ্মই তৎকালে তপস্যার উদ্দেশ্য হইতেন; সর্ব্বভূতের আত্মা নারায়ণ শুক্লরূপ ছিলেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্ব স্ব বর্ণোচিত লক্ষণে সংযুক্ত ও প্রজা সকল স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকিত; সকল বর্ণেরই সমান আচার, সমান জ্ঞান ও সমান কর্ম্ম ছিল এবং সকল বর্ণ স্ব স্ব বর্ণানুযায়ী ধর্ম্ম লাভ করিত। তৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও একমাত্র বেদের অনুসারী, অধ্যাত্মতত্ত্বে যোগযুক্ত ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র, বিধি ও ধ্যানাদি ক্রিয়াতে কৃতনিষ্ঠ হইয়া একমাত্র অধ্যাত্মতত্ত্বরূপ ধর্ম্মেরই অনুব্রত হইতেন এবং ধর্ম্ম ফলের অভিসন্ধি না করিয়া যথাবিহিত কালে আশ্রম-চতুষ্টয়-বিহিত কর্ম্ম দ্বারা পরম গতি লাভ করিতেন। এই আত্মযোগ যুক্ত ধর্ম্মই কৃত-যুগের লক্ষণ। ঐ যুগে চতুর্ব্বর্ণেরই শাশ্বত ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। হে কুরুনন্দন! ঐ ত্রৈগুণ্য বর্জ্জিত যুগের নাম কৃতযুগ। এক্ষণে ত্রেতাযুগের বিবরণ শ্রবণ কর। ত্রেতা যুগে লোকের যজ্ঞানুষ্ঠান আরব্ধ ও ধর্ম্মের এক পাদ হ্রাস হয় এবং নারায়ণ লোহিত-বর্ণ হন। ঐ সময়ে মনুষ্যেরা সত্য-প্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রিয়া-ধর্ম্মপরায়ণ হইল, এজন্য ধর্ম্মের নিমিত্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লোকের ভাবনা ও সঙ্কল্পানুসারে ক্রিয়া ও দান জন্য ফল প্রাপ্তি হইত এবং তপস্যা ও দানপরায়ণ থাকায় ধর্ম্ম বিচলিত হইত না; মনুষ্যেরা স্ব স্ব ধর্ম্মে থাকিয়াই অনুসারে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিত।

দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদ হীন হইল এবং নারায়ণ পীতরূপ হইলেন। ঐ দ্বাপর-যুগে বেদ চারিপ্রকারে বিভক্ত হইল; তদনন্তর কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ ত্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, কেহ একবেদী, কেহ বা ঋক্‌শূন্য হইল। এইরূপে শাস্ত্রসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলে বহুবিধ ক্রিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। প্রজারা

রজোগুণ অবলম্বন করিয়া তপোদানে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমত বেদ একমাত্র ছিল; এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ এক বেদ ধারণে অসমর্থ হইলে তাহা ঋক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদে বিভক্তীকৃত হইল। ঐ দ্বাপরযুগে সত্ত্বগুণ অভিভূত হওয়ায় কোন কোন ব্যক্তি সত্য-নিষ্ঠ হইল। মনুষ্যসকল সত্ত্বগুণ হইতে প্রচ্যুত হওয়াতে তাহাদিগের বহুপ্রকার ব্যাধি হইতে লাগিল এবং বহুপ্রকার মনের কামনা ও দৈবকৃত উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। অনেকে উক্ত উপদ্রবাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তন্নিবারণ-কামনায় তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। কেহ কেহ মনোভিলষিত সিদ্ধিকামনায়, কেহ কেহ বা স্বর্গ কামনায় বিবিধ যাগ-বিস্তার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। দ্বাপরযুগে প্রজাসকল এইরূপে অধর্ম্মদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

হে কৌন্তেয়! তমোগুণযুক্ত কলিযুগে ধর্ম্মের একপাদমাত্র অবস্থিত রহিবে; নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হইবেন; বেদাচার, ধর্ম্ম-ক্রিয়া ও যজ্ঞানুষ্ঠান শমতা প্রাপ্ত হইবে এবং অতিবৃষ্টি, অনা-বৃষ্টি প্রভৃতি ছয়প্রকার ঈতি, আধি, ব্যাধি, ক্ষুধা, ভয়, আলস্য, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষসমস্ত ও অন্যান্য উপদ্রবের প্রাদু-র্ভাব হইবে। হে বৎস! যুগ-ক্ষয় হইলে ধর্ম্মের ক্ষয় হয়; ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে লোকের ক্ষয় হয়; লোকক্ষয় হইলে লোকপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভাবেরও ক্ষয় হয়; অতএব বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও যুগক্ষয় জন্য ধর্ম্মই প্রার্থনীয়, তৎকর্ম্ম ফলের বৈপরীত্য উৎপাদন করিয়া দেয়। এই কলিযুগের বৃত্তান্ত কহিলাম, এইকাল অচিরেই প্রবর্ত্তমান হইবে। চিরজীবী ব্যক্তিরাও এইরূপে সমস্তযুগের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। হে অরিন্দম! আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার কৌতূহল জন্মি-য়াছে, কিন্তু এতাদৃশ অনর্থক বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষের কি তাৎপর্য্য আছে! হে মহাবাহো! তুমি যে যুগ সংখ্যাদি বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলাম, তোমার কল্যাণ হউক, এক্ষণে গমন কর।

একোনপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীম কহিলেন, হে কপীশ্বর! আমি আপনার পূর্ব্বরূপ দর্শন না করিয়া কোন প্রকারে গমন করিব না, অতএব যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হই, তবে আমাকে আপনি আপনা হইতেই সেই আত্মরূপ দর্শন দিউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্লবঙ্গম হনুমান্ ভীমকর্ত্তৃক এই-রূপ কথিত হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে, আপনার সাগর-লঙ্ঘন কালীন যে রূপ হইয়াছিল, তাহা দর্শন করাইলেন। তিনি ভ্রাতার প্রিয়কার্য্য-করণে অভিলাষী হইয়া আত্ম শরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন; তাহাতে তদীয় দেহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে অতীব বিশাল হইল। অমিত-দ্যুতি কপীশ্বর বিশাল বিগ্রহে সম্পাদন কদলীষণ্ড আচ্ছাদিত করত অত্যুচ্চ গিরি আক্রমণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কপিবর হনুমান্ দীর্ঘ লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে তাম্রবর্ণ লোচন, তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রা ও ভ্রূকুটী-কুটিল-আনন যুক্ত সমুচ্ছ্রিত প্রকাণ্ড শরীরে দিক্ সকল আবৃত করত দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত হইলেন। তখন কৌরব-নন্দন ভীমসেন ভ্রাতার সেই অতি বৃহৎ শরীর লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ান্বিত ও অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং অর্কের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ ও প্রদীপ্ত আকাশের ন্যায় ব্যাপক সুবর্ণ পর্ব্বত সদৃশ হনুমান্‌কে নিরী-ক্ষণ করিয়া চক্ষু নিমীলন করিলেন। হনুমান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে অনঘ! আমার এতাবৎমাত্র আকৃতি দেখিতে তোমার সামর্থ্য আছে, কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষাও বর্দ্ধিত হইতে পারি। হে ভীম! আমি যত মনে করি, ততই স্বীয় আকৃতি বৃদ্ধি করিতে পারি; শত্রুমধ্যে আমার মূর্ত্তি, তেজ দ্বারা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অদীনাত্মা পবন-কুমার ভীমসেন হনুমানের বিন্ধ্য পর্ব্বত-সন্নিভ মহাভয়ানক সেই অদ্ভুত শরীর সন্দর্শনে সম্ভ্রমাপন্ন ও লোমাঞ্চিত হইলেন। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি-পুটে হনুমান্‌কে কহিলেন, হে বিভু মহাবীর্য্য! ভবদীয় এই শরীরের বিপুল প্রমাণ বিলোকন করিলাম, এক্ষণে আপনি স্বয়ং আত্ম শরীর সংবরণ করুন, যে হেতু আমি উদিত দিবাকর ও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অপ্রমেয় ও অধর্ষণীয় আপনার এরূপ দেখিতে আর সমর্থ হইতেছি না। হে বীর! অদ্য আমার মনে এই এক মহান্ বিস্ময় সমুপস্থিত হইতেছে যে, আপনি শ্রীরামের পার্শ্বস্থ থাকিতে তিনি স্বয়ং রাবণের অভিমুখীন হইয়া-ছিলেন, যে হেতু আপনিই একাকী স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া বলবাহন সহিত লঙ্কাপুরী অবিলম্বে বিনাশ করিতে পারিতেন। হে মারুতাত্মজ! আপনার অপ্রাপ্য কিছুই নাই; সমরে একা আপনাতেই সগণ লঙ্কেশ্বর পর্য্যাপ্ত নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন প্লবগোত্তম হনুমান্‌কে এইরূপ কহিলে হনুমান্ স্নেহসমন্বিত গম্ভীরস্বরে কহিলেন, হে মহাবাহু ভারত! তুমি যাহা বলিতেছ যে, সেই রাক্ষসাধম আমাতে পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা সত্য বটে; কিন্তু ঐ লোককণ্টক রাবণ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে, রঘুনাথের কীর্ত্তি লোপ হয়, এই নিমিত্ত আমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। বীর রঘু-নাথ রাক্ষসাধমরাবণকে তাহার গণের সহিত সংহার করিয়া সীতা দেবীকে স্বপুরীতে আনয়ন করত মর্ত্ত্যলোকে আত্মকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ভ্রাতার প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত, অতএব তুমি বায়ুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গমন কর, তোমার পথে মঙ্গল হউক। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমার সৌগন্ধিক পুষ্পবনে যাইবার এই পথ; এই পথ দিয়া গমন করত কুবেরের উদ্যান দেখিতে পাইবে। যক্ষ ও রাক্ষসগণ সেই উদ্যান রক্ষা করিতেছে। হে বৎস! তুমি স্বয়ং তথায় বলপূর্ব্বক কুসুম চয়ন করিও না, কারণ দেবতারা মনুষ্য জাতির বিশেষ-রূপে মান্য। হে ভরতর্ষভ! দেবতারা বলি, হোম, নমস্কার, মন্ত্র ও ভক্তি দ্বারা মনুষ্যদিগের প্রতি সম্পন্ন হন, অতএব তুমি সাহসের প্রতি নির্ভর করিবে না, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে; স্বধর্ম্মে থাকিয়া বোধপূর্ব্বক পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তি হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া ও বৃদ্ধসেবা না করিয়া ধর্ম্মার্থ জানিতে সক্ষম হয় না। যেস্থলে অধর্ম্ম, ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, এমতস্থলে মন্দমতি-ব্যক্তিরা মুগ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তির এরূপ বিষয়ে, ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্মই বা কি, তাহা বিভাগক্রমে বিবেচনা করা উচিত। আচার দ্বারা ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; ধর্ম্মে বেদ প্রতিষ্ঠিত হয়; বেদ দ্বারা যজ্ঞের উদ্ভব হয় এবং যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা প্রতিষ্ঠিত হন। দেবতারা বেদা-

চার বিধানোক্ত যজ্ঞের অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং মানবেরা বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের প্রণীত নীতি অবলম্বনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভৃতিনিমিত্তক রাজসেবা, কর, বাণিজ্য কৃষি ও গো মেষাদি পশুপালন এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা সংসারের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। বেদবিহিত যজন যাজনাদি, পূর্ব্বোক্ত ভৃতি নিমিত্তক রাজসেবা প্রভৃতি ও দণ্ডনীতি এই তিনপ্রকার বিদ্যা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি-কর্ত্তৃক স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মানুসারে ঐ ত্রিবিধ বিদ্যার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার রক্ষা হয় বটে, পরন্তু ঐ সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিয়া সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগ করিলেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সেই লোক যাত্রার কার্য্য যদি ধর্ম্মপূর্ব্বক আচরিত না হয় এবং বেদবিহিত ধর্ম্ম দণ্ডনীতি পৃথিবীতে না থাকে, তাহা হইলে জগৎ নিমর্য্যাদ হইয়া যায়। প্রজাকুল রাজসেবা, বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, অপিচ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম প্রসব করে। আত্মজ্ঞানরূপ সাত্ত্বিক ধর্ম্মই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান ধর্ম্ম। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি সাধারণ ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটিও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, পশুপোষণ বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং শূদ্র জাতির দ্বিজাতি শুশ্রূষাই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারা ভিক্ষা বৃত্তি, হোম ও ব্রত-কার্য্যের অনধিকারী এবং তাহাদিগের দ্বিজাতিগৃহে বাস বিধেয় হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! উক্ত চাতুর্ব্বর্ণিক ধর্ম্মের মধ্যে প্রাণিগণের পালন যে ক্ষত্র ধর্ম্ম, তাহাই তোমার ধর্ম্ম, অতএব তুমি বিনীত ও নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যে ক্ষত্রিয়, বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ, সাধুবৃদ্ধদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যাচরণ করে, সেই ব্যক্তি দণ্ড দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতে পারে এবং কোন ক্ষত্রিয় যদি ব্যসনী হয়, তাহা হইলে পরিভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজা যদি সম্যক্রূপে নিগ্রহ ও অনুগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে লোক-মর্য্যাদা সুচারুরূপে ব্যবস্থিত হয়, অতএব তন্নিমিত্ত দেশ ও দুর্গ মধ্যে শত্রুপক্ষীয় মিত্র ও সৈন্যের স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নিত্যই চর দ্বারা রাজার জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি রাজাদিগের চর, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, পরাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ ও দক্ষতা, এই সকল উপায় থাকে, তাহা হইলে কার্য্য সাধন হয়। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষণ, ইহাদিগের সমুদায় অথবা পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য সাধন করা বিধেয়। হে ভরতর্ষভ! মন্ত্রণাই সমুদয় নয় ও চরের মূল হইয়াছে। নয় সুমন্ত্রিত হইলেই কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব রাজা কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত দ্বিজগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। স্ত্রী, বালক, মূঢ়, লুব্ধ, ক্ষুদ্রাশয় ও উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত গুহ্য বিষয় মন্ত্রণা করিবেন না। বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা, কর্ম্ম-সমর্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্ম সাধন এবং প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি দ্বারা নীতি স্থাপন করিবেন। মূর্খকে কোন বিষয়ে ভারার্পণ করিবেন না। ধার্ম্মিককে ধর্ম্মকার্য্যে, পণ্ডিতকে অর্থকার্য্যে, ক্লীবকে স্ত্রীলোকরক্ষণে ও ক্রূরকে ক্রূরকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। শত্রু পক্ষকে উৎকোচাদি প্রদান দ্বারা লোভিত করিয়াও তাহাদিগের নিকট হইতে কার্য্য বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক বুদ্ধি ও শত্রু পক্ষের বলাবল জ্ঞাত হইবেন এবং বিবেচনা দ্বারা শরণাগত জনের প্রতি অনুগ্রহ ও ন্যায়পথে অনবস্থিত অশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি নিগ্রহ করাইবেন। রাজা প্রজাগণের প্রতি কার্য্যবিশেষে নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক্রূপে প্রবৃত্ত হইলে লোক-মর্য্যাদা সুচারুরূপে ব্যবস্থিত হয়। হে পার্থ! আমি তোমাকে এই দুর্ব্বিজ্ঞেয় সুকঠিন রাজ-ধর্ম্ম কহিলাম; তুমি বিনয়স্থ হইয়া স্বধর্ম্ম বিভাগক্রমে ইহা পালন করিবে। যেরূপ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, ধর্ম্ম, দম ও যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত এবং বৈশ্যেরা দান আতিথ্য ক্রিয়া ধর্ম্মদ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবীতে প্রজানিগ্রহ ও পালন দ্বারা স্বর্গ লাভ করেন। রাজগণ কামদ্বেষবিবর্জ্জিত, লোভশূন্য ও বিগতরোষ হইয়া যথোচিত দণ্ড প্রণয়ন করিলে সাধুদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হন।

পঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর হনুমান্ স্বেচ্ছাকৃত সেই বিপুল শরীর সংবরণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা ভীম সেনকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন। ভ্রাতার আলিঙ্গনে অতি বলবান্ ভীমসেনের শ্রান্তি দূর ও তাঁহার সকল বিষয় অনুকূল হইল এবং তিনি আপনাকে বলবান্ ও মৎসদৃশ মহান্ আর কেহ নাই, এরূপ বোধ করিলেন। অনন্তর কপিবর পুনরায় ভীমের প্রতি সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত প্রেমাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে ও বাষ্প গদ্গদ কণ্ঠে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! তুমি স্বকীয় আবাসে গমন কর এবং কথাপ্রসঙ্গে আমাকে কখন স্মরণ করিও। কুবের ভবন হইতে দেব গন্ধর্ব্ব যোষাগণের আসিবার এই স্থান এবং তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমি এখানে থাকিয়া আর কাহারও নিবেদন শুনিতে পারি না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার নয়নযুগল সফল হইল, যেহেতু তোমার মানুষশরীর সংস্পর্শ লাভ করিয়া দশানন-তিমিরের সংহারক, সীতা-বদনারবিন্দের প্রফুল্লতা-বিধায়ক ভাস্করস্বরূপ, জগন্মনোরঞ্জন রামাভিধ রঘুনাথ বিষ্ণু আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেন; অতএব হে বীর ভরত-নন্দন কৌন্তেয়! অস্মদ্দর্শন তোমার সম্বন্ধে সফল হউক, তুমি ভ্রাতৃভাব পুরস্কার করিয়া আমার নিকট বর যাচ্ঞা কর। হে মহাবল! আমি অদ্যই হস্তিনা নগরে গিয়া ক্ষুদ্র ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত অথবা শিলাদ্বারা নগর মর্দ্দিত কিংবা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া তোমার নিকটে আনয়ন করি, ইহার মধ্যে যাহা তোমার অভিলাষ হয় বল, তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন মহাত্মা কপীশ্বরের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাবাহো! আপনা হইতে আমার সকলই কৃত হইয়াছে, আপনার মঙ্গল হউক, আপনার নিকট আমি মাত্র এই প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। হে বীর্য্যবন্! অদ্য পাণ্ডবেরা আপনাকে নাথ প্রাপ্ত হইয়া সনাথ হইল। আমরা আপনারই তেজোদ্বারা সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করিব। ভীমসেন হনুমান্কে এবম্প্রকার কহিলে, হনুমান্ তাঁহাকে কহিলেন, আমি ভ্রাতৃভাব ও সুহৃদ্ভাব প্রযুক্ত তোমার প্রিয় কার্য্য করিব; যখন তুমি শরশক্তি-সমাকুল শত্রুসৈন্য বিলোড়িত

করিয়া সিংহনাদ করিবে, তখন আমি স্ব রবে ত্বদীয় রব বৃংহণ করিব এবং বিজয়ের ধ্বজস্থ হইয়া শত্রুদিগের প্রাণ সংহারক দারুণ নিস্বন করিব; তাহাতে তোমরা অবলীলাক্রমে অরাতি-কুল সংহার করিবে। হনুমান্ পাণ্ডু-নন্দন ভীমকে এই কথা ও তাঁহার গমনের পথ বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন।

একপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হরিবর হনুমান্ অন্তর্হিত হইলে বলিশ্রেষ্ঠ বৃকোদর হনুমানের কথিত পথ দিয়া বিপুল গন্ধমাদনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি হনুমানের ভূম-ণ্ডলে অপ্রতিম শ্রী ও শরীর এবং দাশরথির মাহাত্ম্য ও প্রভাব অনুস্মরণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। সৌগন্ধিক বনের উদ্দেশে যাইতে যাইতে রমণীয় বন ও উপবন সকল বিলোকন করিতে থাকিলেন। কোন স্থানে প্রফুল্ল বৃক্ষে বিচিত্র ও পুষ্পিত বন, কোন স্থানে বিকসিত পদ্ম বনে বিচিত্রিত সরিৎ ও সরোবরসকল দর্শন করিলেন। কোন স্থানে বন মধ্যে বর্ষণকারী মেঘবৃন্দসদৃশ পঙ্কক্লিন্ন মত্ত বারণগণ যূথে যূথে সঞ্চরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে চঞ্চল অপাঙ্গসংযুক্ত হরিণ ও হরিণীগণ শষ্প ভক্ষণ করিতেছে; শ্রীমান্ ভীমসেন পথি মধ্যে এই সকল দেখিতে দেখিতে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বকীয় শৌর্য্যবলে নির্ভয়চিত্ত হইয়া মহিষ শার্দ্দূল বরাহ-নিষেবিত সেই গিরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যের বৃক্ষ-সকল মারুতকর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া তাম্রবর্ণ পল্লবসমূহে কোমল ও কুসুমসমূহে আনত শাখাগ্র দ্বারা ভীমসেনকে যেন বীজন করিতে লাগিল। ভীমসেন পথিমধ্যে মত্ত ষট্পদ সেবিত সুরম্য ঘট্ট ও সলিলসম্পন্ন পদ্ম-সরোবর অতিক্রম করিলেন; ঐ সকল সরোবর পদ্মপুষ্প রূপ অঞ্জলি দ্বারা যেন ভীম-সেনের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। তাঁহার মন ও নয়ন প্রফুল্ল গিরিসানুতে সজ্জমান হইল! তিনি দ্রৌপদীর বাক্যকে পাথেয় অবলম্বন করিয়া দ্রুততরগামী হইলেন। তদনন্তর দিবাবসানে হরিণগণ সমাকুল বন মধ্যে বিমল কাঞ্চন-বর্ণ পঙ্কের বিপুলা নদী দেখিতে পাইলেন। উহাতে হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাকনিচয় কেলি করিতেছে; উহা যেন সেই পর্ব্বতের বিমল পঙ্কজ মালা রূপে রচিতা হইয়াছে। মহা-সত্ত্ব পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ঐ নদীতে তরুণ সূর্য্যসম দ্যুতি-মান্ প্রীতিকর মহৎ সৌগন্ধিক বন দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা দেখিয়া মনে মনে লব্ধ-মনোরথ হইয়া মনে মনে যেন বনবাস পরিক্লিষ্টা প্রিয়াসমীপে গমন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রমণীয় পদ্মনদী কৈলাসশিখর-সমীপে কুবেরভবন সকাশে পর্ব্বত-নির্ঝরে সমুৎপন্ন, রাক্ষস-গণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, শোভমান কাননে সংযুক্ত, বিপুল ছায়াবিশিষ্ট, নানাক্রম লতায় সমাকুল, হরিতাম্বুজনিচয়ে সমাচ্ছন্ন, কনক-কমলের কান্তি দ্বারা শোভমান ও নানাবিধ পক্ষি-গণে সমাকীর্ণ হইয়াছে। উহাতে কর্দ্দম নাই; উহার জল অতি সুন্দর এবং তট সকল যেন উহার ভূষণ স্বরূপ শোভা পাই-তেছে। ঐ বিচিত্র শুভ নলিনী পর্ব্বতসানুতে উৎপন্না হইয়া লোকের অদ্ভুত-দর্শনা হইয়াছে। কুন্তীনন্দন ভীমসেন, সমীপে গমন করিয়া সেই নদী দর্শন ও তাহার জল, শীতল, লঘু, নির্ম্মল, স্বাস্থ্যকর, শুভজনক ও অমৃত রস স্বরূপ দেখিয়া প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন এবং তথায় দিব্য সৌগন্ধিক পুষ্পে সমাবৃত একটি দিব্য সরোবরও দেখিলেন। ঐ সরোবর পরম সুগন্ধি সুবর্ণময়পদ্ম পুষ্পে সংছন্ন রহিয়াছে; ঐ সকল পদ্ম বহুস বিচিত্র ও মনোহর এবং উহার মৃণাল উত্তম বৈদূর্য্য মণির ন্যায় কান্তিযুক্ত হইয়াছে এবং জলচর হংস কারণ্ডব পক্ষিগণকর্ত্তৃক উহা সমুদ্ধূত হওয়াতে উহার নির্ম্মল পরাগসকল নিঃসৃত হইয়া পড়িতেছে। ঐ সরোবর রাজরাজ মহাত্মা কুবে-রের ক্রীড়া স্থান; দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের পরম পূজনীয়; দিব্য ঋষিগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন এবং যক্ষ, কিংপুরুষ, রাক্ষস, কিন্নরগণ ও স্বয়ং কুবের উহা রক্ষা করিয়া থাকেন। কুন্তী-নন্দন মহাবল ভীমসেন উক্ত সরিৎ ও সরোবর বিলোকন করিয়া পরম প্রীত হইলেন। ক্রোধবশনামক শত সহস্র রাক্ষস রাজ-শাসনানুসারে পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্রায়ুধধারী হইয়া ঐ সরোবর রক্ষা করিতেছে। তাহারা পুরুষশ্রেষ্ঠ অরি-ন্দম ভীম পরাক্রম বীর বৃকোদরকে অজিনাম্বর পরিধান ও কনক কেয়ূর ধারণপূর্ব্বক সায়ুধ ও বদ্ধ-খড়্গ হইয়া নিঃশঙ্করূপে আসিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এই পুরুষ-শার্দ্দূল অজিন বাস পরিধায়ী, অথচ অস্ত্রধারী; এ ব্যক্তি যে কার্য্য অভিলাষে এখানে আসিয়াছে, তাহা ইহাকে জিজ্ঞাসা কর! তাহারা সকলে এইরূপ কথোপকথনানন্তর মহাবাহু তেজস্বী বৃকোদর সমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহামতে! তোমাকে মুনিবেশধারী অথচ আয়ুধগ্রাহী দেখি-তেছি, তুমি কে, তাহা বল এবং যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, তাহাও ব্যক্ত কর।

ত্রিপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীমসেন কহিলেন, হে নিশাচরগণ! আমি পাণ্ডুপুত্র, ধর্ম্মরাজের অনুজ, আমার নাম ভীমসেন, আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বিশালা বদরীতে অবস্থান করিতেছি। তথায় একটি অনুত্তম সৌগন্ধিক পুষ্প, নিশ্চয়ই এখান হইতে পবনকর্ত্তৃক উড্ডীয়মান হইয়া পতিত হয়, তাহা দেখিয়া পাঞ্চালী তাদৃশ সৌগন্ধিক পুষ্প বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। আমি সেই অনিন্দিতাঙ্গী ধর্ম্ম-পত্নীর প্রিয় কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পুষ্প হরণ করিতে এ স্থলে আসিয়াছি। রাক্ষসেরা কহিল, হে পুরুষর্ষভ! ইহা কুবেরের প্রিয় উপবন, এখানে মর্ত্ত্যধর্ম্মা মানবেরা বিহার করিতে পায় না। দেবর্ষি, যক্ষ ও দেবগণ যক্ষ-প্রবর কুবেরের অনুজ্ঞানুসারে এই সরো-বরে সলিল পান ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে পাণ্ডব! গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এখানে বিহার করিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন যে কেহ ধনাধিপ কুবেরকে অবমাননা করিয়া এখানে বিহার করিতে অভিলাষ করে, সেই দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিকে শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে সংশয় নাই। হে বৃকোদর! যখন তুমি তাঁহাকে অনাদর করিয়া বলপূর্ব্বক এখান হইতে জলজ হরণে অভিলাষী হইয়াছ, তখন তুমি কিরূপে আপ-নাকে ধর্ম্মরাজের অনুজ বলিয়া পরিচয় দিতেছ? তুমি যক্ষ-

রাজকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে পানীয় পান ও পুষ্প গ্রহণ কর; ইহার অন্যথা হইলে পুষ্প হরণ দূরে থাকুক, নিরীক্ষণ করিতেও পারিবে না। ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসগণ! আমি এ স্থলে সেই মহারাজ ধনেশ্বরকে দেখিতে পাইতেছি না যে, তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিব, কিন্তু তাঁহাকে সমীপে দেখিলেও তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না, কারণ ক্ষত্রিয়েরা কাহারও নিকট প্রার্থনা করে না, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি কোন প্রকারে ক্ষাত্র-ধর্ম্ম পরিহার করিতে ইচ্ছা করি না। এই সুরম্য নলিনী যে, মহাত্মা কুবেরের ভবন মধ্যে রহিয়াছে এমত নহে, ইহা পর্ব্বতনির্ঝরে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহাতে কেবল কুবেরের কেন, সর্ব্ব প্রাণীরই তুল্যাধিকার আছে, সুতরাং এবম্ভূত অবস্থাপন্ন বস্তু কে কাহার নিকট যাচ্ঞা করিতে যোগ্য হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু মহাবল ভীমসেন রাক্ষস-গণকে এই কথা বলিয়া রোষাবেশে উক্ত নলিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর রাক্ষসেরা ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রতাপবান্ ভীমসেনকে ভর্ৎসনা করত না, না, এই বাক্যে নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু মহাতেজস্বী ভীম-পরাক্রম ভীম তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া নলিনীমধ্যে অবগাহন করিতে লাগি-লেন। তখন তাহারা বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং এই ভীমকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, ছেদন করিয়া ফেল, জঠরানলে পাক করিয়া ফেলি, অথবা ভক্ষণ করিয়া ফেলি, এই-রূপ বলিতে বলিতে ক্রোধভরে ঘূর্ণিত নেত্রে শস্ত্র উদ্যত করিয়া তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তদনন্তর তিনি যম-দণ্ডকল্প কাঞ্চনপট্ট-বেষ্টিত গুরুতর মহাগদা গ্রহণ করিয়া থাক্, থাক্, বলিয়া তাহাদিগের উপর বেগে পতিত হইলেন। তখন সেই রৌদ্ররূপ অতি ভীষণাকার ক্রোধবশ রাক্ষসেরাও জিঘাংসু হইয়া তোমর পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ঘূর্ণনপূর্ব্বক সহসা তাঁহার প্রতি নিপতিত হইল ও চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। ভীমসেন কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সত্য ও ধর্ম্মে তাঁহার সর্ব্বদা নিষ্ঠা আছে, ইহাতে তিনি যে অবশ্যই শূর, বল-বান্, শত্রুহন্তা ও পরাক্রমে শত্রুগণকর্ত্তৃক অধর্ষণীয় হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে, সুতরাং সেই মহাত্মা ভীমসেন পুষ্করিণী সমীপে সেই শাত্রব বর্গের যুদ্ধ বিষয়ক বিবিধ মার্গ ও শস্ত্র সকল নিহত করিয়া প্রধান প্রধান এক শত বীরকে বিনাশ করিলেন। তাহাদিগের প্রধান বীর সকল হত হইলে তাহারা ভীমের বল, বীর্য্য ও বিদ্যাবল এবং বাহুবল দেখিয়া সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, সহসা সকল দিক্ হইতে নিবৃত্ত হইল। ভীমের ভীমাঘাতে অর্দ্দিত ক্ষত বিক্ষত ও বিমুগ্ধ-সংজ্ঞ সেই ক্রোধবশ রাক্ষসেরা রণভগ্ন হইয়া কৈলাস শৃঙ্গে বিমানমার্গে সত্বর ধাবিত হইল। এদিকে শত্রুজয়ী ভীমসেন, যেমন পুরন্দর দৈত্য দানবদল দলন করেন, তদ্রূপ সমরে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রু-সংঘকে পরাভব করিয়া সেই পুষ্ক-রিণীতে প্রবেশ করত অম্বুজ সকল অভিলাষানুযায়ী গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর অমৃতকল্পতোয় পান করিয়া উত্তম তেজো-বীর্য্য-সম্পন্ন হইলেন এবং পুনর্ব্বার উত্তম গন্ধবিশিষ্ট অনেক সৌগন্ধিক সরোজ উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

তখন ক্রোধবশ রাক্ষসেরা ভীমবলে তাড়িত ও অতীব ভীত হইয়া ধনেশ্বর নিকটে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ বিষয়ে ভীমের বলবীর্য্য আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। ধনেশ্বর তাহাদিগের বাক্যশ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, উহা আমার বিদিত আছে, ভীম কৃষ্ণার নিমিত্ত ইচ্ছামত অম্বুজ গ্রহণ করুক। অনন্তর তাহারা বিগত-রোষ হইয়া ধনেশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে কুরুপ্রবর ভীম-সেনের নিকটে গমন করিল এবং ভীমকে সেই নলিনীমধ্যে একাকী যথাসুখে বিহার করিতে দেখিল।

চতুঃপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রবর! তদনন্তর ভীম-সেন সেই সমস্ত মহার্হ দিব্য বহুরূপান্বিত বিমলপুষ্প গ্রহণ করি-লেন। মহারাজ! যে সময়ে ভীমসেন সেই নলিনীরক্ষক রাক্ষস-গণের সহিত যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আবাসস্থল বিশালা বদরীতে সংগ্রামসূচক খরস্পর্শ শীঘ্রগামী মহান্ বায়ু প্রাদুর্ভূত হইল; বায়ুকর্ত্তৃক ভূমি হইতে শর্করা কর্ষণ হইতে লাগিল; মহা ভয়জনিকা মহতী উল্কানির্ঘাত শব্দ সহকারে পতিত হইতে লাগিল; প্রভা-কর তমোবৃত হইয়া নিষ্প্রভ হইল; তাহার কিরণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; অচলা সচলা হইল; ধূলিবর্ষণ হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল; দিক্ সকল লোহিতবর্ণ হইল; পশু পক্ষিগণ প্রখর রব করিতে লাগিল; সকলই অন্ধকারাবৃত হইল; কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; এতদ্ভিন্ন বহুবিধ ভয়ঙ্কর উৎপাত সেখানে উৎপন্ন হইল। ধর্ম্মপুত্র বাগ্মিবর যুধিষ্ঠির সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণ! কেহ আমাদিগকে অভিভব করিবে, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সজ্জীভূত হও, আমি যেরূপ দেখিতেছি, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অরিন্দম রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিয়া পরে সকল দিক্ বিলোকন করিলেন, কিন্তু কোন দিকে বৃকোদরকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর সমীপ-বর্ত্তিনী কৃষ্ণা ও নকুল সহদেবকে ভীম-কর্ম্মকারী ভ্রাতা ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঞ্চালি! ভীম কি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া-ছেন? তিনি ত সাহসপ্রিয়, কোন সাহসের কর্ম্মই বা করিয়া থাকিবেন; নতুবা মহাসমরসূচক এই সকল উৎপাত তীব্র ভয় প্রদর্শন করত চতুর্দ্দিকে কেন প্রাদুর্ভূত হইতেছে!

রাজা ঐরূপ কহিলে প্রিয়-হিতৈষিণী মনস্বিনী চারুহাসিনী প্রিয় মহিষী কৃষ্ণা তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! অদ্য সেই যে সৌগন্ধিক পুষ্পটি পবন কর্ত্তৃক আহৃত হইয়াছিল, আমি প্রীতি-পরবশ হইয়া তাহা মহাবীর ভীমসেনকে দেখাইয়াছিলাম এবং এইরূপ কহিয়াছিলাম যে, যদি এ প্রকার পুষ্প অনেক দেখিতে পাও, তবে তৎসমস্ত লইয়া আসিবে। মহারাজ! সেই মহাবাহু অবশ্যই আমার প্রিয় কার্য্য নিমিত্ত এখান হইতে সেই পুষ্প আনিতে পূর্ব্ব উত্তরদিকে গিয়া থাকিবেন। দ্রৌপদী রাজাকে এইরূপ কহিলে রাজা নকুল সহদেবকে কহিলেন, আমরা সকলে মিলিত ও সত্বর হইয়া যে পথ দিয়া ভীম গিয়া-ছেন, সেই পথ দিয়া গমন করি এবং ব্রাহ্মণেরা যেমনই শ্রান্ত ও যেমনই বা কৃশ হউন না কেন, তাঁহাদিগকে রাক্ষসেরা বহন

করুক। হে অমর-সঙ্কাশ ঘটোৎকচ! তুমি কৃষ্ণাকে বহন কর। ভীম যে এখান হইতে দূরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার বুদ্ধিতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যেহেতু যে ভীমসেন বেগে বায়ুতুল্য ও পৃথিবী লঙ্ঘন বিষয়ে গরুড় সদৃশ তরস্বী এবং যথেচ্ছাক্রমে আকাশে উৎপতিত ও তথা হইতে নিপতিতও হইতে পারেন, তাঁহার এতাদৃশ দীর্ঘকাল গমন হইয়াছে। হে রজনীচরগণ! তিনি যাহাতে ব্রহ্মবাদী সিদ্ধদিগের নিকট অপরাধী না হন, তজ্জন্য অগ্রে আমরা তোমাদিগের প্রভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হই।

হে ভরতর্ষভ! ঘটোৎকচপ্রমুখ রাত্রিচরেরা কুবেরনলিনীর উদ্দেশ জ্ঞাত ছিল, তাহারা প্রীত-চিত্তে যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে ও অনেকানেক ব্রাহ্মণকে গ্রহণপূর্ব্বক লোমশের সহিত প্রয়াণ করিল। তাহারা সকলে শুভ কাননসংযুক্ত অতি-মনোরম-গন্ধ সৌগন্ধিক নলিনীতে সত্বর গমনপূর্ব্বক তদীয় তীরে তরস্বী মহাত্মা ভীমকে দেখিল এবং বিপুল-নেত্র যক্ষদিগকেও নিহত দেখিতে পাইল; সেই সকল যক্ষদিগের মধ্যে কাহারও দেহ, কাহারও অক্ষি, কাহারও বাহু, কাহারও উরু ভগ্ন হইয়াছে এবং কাহারও বা গ্রীবাদেশ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ভীমসেন ক্রোধে দশনদ্বারা অধর দংশনপূর্ব্বক স্তব্ধনয়ন হইয়া, প্রজাক্ষয় কালীন দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, করদ্বয়ে গদা উদ্যত করিয়া নদীতীরে অবস্থিত করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যক্ষদিগকে নিহত ও ভীমকে তদ্রূপ দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করত মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি এ কি করিয়াছ! তোমার মঙ্গল হউক্, যদি তুমি আমার প্রিয় অভিলাষ কর, তবে পুনর্ব্বার এরূপ সাহসিক ও দেবতাদিগের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে এইরূপে অনুশাসন করিলে পর, দেবসদৃশ পাণ্ডবেরা সকলে পদ্মগ্রহণপূর্ব্বক সেই নলিনীতে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে সেই উদ্যানের রক্ষক শিলায়ুধধারী মহাকায় নিশাচরেরা তথায় উপস্থিত হইল। হে ভারত! তাহারা সকলে ধর্ম্মরাজ, মহর্ষি লোমশ, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-পুঙ্গবগণকে দেখিয়া বিনয়াবনতিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিল এবং ধর্ম্মরাজের সান্ত্বনা বাক্যে সন্তুষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গবেরা সেই স্থানে কুবেরের বিদিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদন সানুতে ক্রীড়া করত অনতিচিরকাল বাস করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বাস করত দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও দ্বিজগণকে কহিলেন, মঙ্গলদায়ক পুণ্যজনক তীর্থসকল, মনের আহ্লাদনীয় বন সকল, যাহাতে দেবতারা ও মহাত্মা মুনিরা পুরাকালে বিচরণ করিয়াছিলেন এবং যাহা দ্বিজগণের পূজিত, সেই সকল স্থান যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ও বিশেষরূপে আমাদিগের দর্শন করা হইয়াছে এবং ঋষিদিগের পূর্ব্বচরিত ও বিচেষ্টিত কর্ম্মসকল এবং রাজর্ষিসমূহের চরিত ও অন্যান্য নানাবিধ পুণ্য কথা শ্রবণকরত শিবজনক সেই সেই আশ্রমে দ্বিজগণের সহিত বিশেষরূপে অভিষেক করাও হইয়াছে। তোমরা নিরন্তর পুষ্প ও সলিলদ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছ; যথাপ্রাপ্ত ফল মূল দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ; রমণীয় শৈলমধ্যে সরোবর সমস্ত ও মহাপুণ্য উদধিতে মহাত্মাদিগের সহিত উপস্পর্শন করিয়াছ; ইলা, সরস্বতী, সিন্ধু, যমুনা, নর্ম্মদা ও রমণীয় নানা তীর্থে দ্বিজগণসহ স্নান করিয়াছ এবং গঙ্গাদ্বার অতিক্রম করিয়া বহুতর শুভ পর্ব্বত, নানাপক্ষি-সমাকুল হিমাচল, নর নারায়ণাশ্রম বিশালা বদরী ও সিদ্ধ দেবর্ষি পূজিত দিব্য পুষ্করিণীও দর্শন করা হইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহাত্মা লোমশ যথাক্রমে সমস্ত পুণ্যায়তন বিশেষরূপে দর্শন করাইয়াছেন। হে ভীম! এক্ষণে এই সিদ্ধগণ-নিষেবিত পুণ্য কুবের-ভবনের মধ্যে কিরূপে গমন করিব, তাহার উপায় চিন্তা কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে এই দৈব-বাণী হইল যে, হে রাজন্! এখান হইতে কুবেরভবন পর্য্যন্ত যাইতে দুর্গম পথ, তাহাতে গমন করা দুঃসাধ্য, অতএব তুমি এই পথ দিয়া, যথা হইতে আসিয়াছ, তথায় প্রতিগমন কর। হে কৌন্তেয়! বদরী বলিয়া বিশ্রুত যে নর নারায়ণ স্থান, তথা হইতে সিদ্ধচারণগণ-সেবিত বহু পুষ্পফলসমন্বিত সুরম্য বৃষপর্ব্বাশ্রমে গমন করিবে; পরে তাহা অতিক্রম করিয়া আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে বাস করিবে; তথা হইতে সেই কুবের ভবন দেখিতে পাইবে। এইরূপ দৈববাণী হইতেছে, এই সময়ে সুখ-প্রমোদকর শীতল দিব্য গন্ধবহ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। কি ঋষি, কি ব্রাহ্মণ, কি পার্থিবগণ, সকলেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিপ্র ধৌম্য সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইহার উত্তর প্রদান করা অকর্ত্তব্য, এতদনুসারেই কার্য্যাচরণ করুন। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভীমসেনাদি ভ্রাতৃ-বর্গ, পাঞ্চালী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত পুনর্ব্বার নর-নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্পঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জটাসুরবধ প্রকরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ভীমসেন-সুত ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা বিদায় হইয়া গমন করিয়াছে; পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষায় দ্বিজগণের সহিত পর্ব্বতপ্রবরে বদরিকাশ্রমে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করিয়া আছেন; একদা ভীমসেন ব্যতিরেকে তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক রাক্ষস ধর্ম্মরাজ, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণাকে হরণ করিল। সেই রাক্ষস মন্ত্রণাদক্ষ সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের তূণ ও ধনুক গ্রহণ প্রত্যাশায় এবং দ্রৌপদীকেও হরণ করিবার মানসে তাহার অবকাশকাল প্রতীক্ষায় নিয়ত তাঁহাদিগের উপাসনা করিত। সেই দুরাত্মা পাপমতি রাক্ষস, জটাসুর নামে খ্যাত ছিল। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরও তাহাকে পোষণ করিতেন; তিনি সেই পাপাত্মাকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জানিতে পারেন নাই। সেই ছদ্মবেশধারী ব্রাহ্মণ, ভীমসেন মৃগয়ার্থ আশ্রম হইতে নির্গত হইলে ঘটোৎকচকে অনুচরগণের সহিত বহু দূর গত ও লোমশ

প্রভৃতি সমাহিত তপোধন মহর্ষিগণকে স্নান ও পুষ্প-চয়নার্থ নির্গত দেখিয়া মহা ভয়ানক বিকৃতাকার রূপান্তর ধারণ করিল; পরে সমস্ত শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চালী ও তিন জন পাণ্ডবকে লইয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। সহদেব যত্নসহকারে শত্রুনিকট হইতে উদ্গৃহীত কৌশিক খড়্গ মোক্ষণপূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করত তৎসকাশ হইতে অপক্রান্ত হইয়া মহাবল ভীমসেন যে দিকে গিয়াছেন, তদভিমুখে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উক্ত রাক্ষসকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, অরে মূঢ়! তোমার যে ধর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে, তাহার মর্ম্ম তুমি দেখিতেছ না। কোন কোন স্থলে মনুবংশীয়দিগের মধ্যে যাহারা তির্য্যক্ যোনিগত, তাহারা এবং তদ্ব্যতীত প্রাণীরাও বিশেষত রাক্ষসেরা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে; রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূলস্বরূপ, সুতরাং তাহারা ধর্ম্ম উত্তমরূপে জানে; এই সকল পরীক্ষা করিয়া ধর্ম্ম্য নিয়মানুসারে অবস্থান করা তোমার বিধেয়। হে রাক্ষস! দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ ও রাক্ষসগণ এবং পশু, পক্ষী ও তির্য্যক্ যোনিগত কীট পিপীলিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীই মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তুমিও সেই হেতু জীবিত আছ। এই মর্ত্ত্য লোকের সমৃদ্ধি দ্বারাই তোমাদিগের লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং দেবতারা এই মর্ত্ত্য লোক শোকবিশিষ্ট হইলে শোক প্রাপ্ত হন, যেহেতু তাঁহারা এই মর্ত্ত্য লোক হইতে যথাবিধি হব্য কব্য দ্বারা পূজ্যমান হইয়া বর্দ্ধিত হন। রে রাক্ষস! আমরা রাজ্যের পাতা ও রক্ষিতা; রাষ্ট্র অরক্ষ্যমাণ হইলে কোথা হইতে বা ঐশ্বর্য্য, কোথা হইতেই বা সুখ সম্ভাবনা থাকে! রাক্ষসেরা নিরপরাধে কদাচিৎ রাজার অবমাননা করিবে না; হে নরাশন! আমরা ত কাহারও অণুমাত্রও অহিতাচার করি নাই; বরং সাধ্যানুসারে দেব ব্রাহ্মণ প্রভৃতিদিগকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগের অবশিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকি ও সর্ব্বদাই গুরু ব্রাহ্মণ সমীপে প্রণতি প্রবণ হই। যাহার অন্ন ভোজন ও যাহার আশ্রয়েঅবস্থান করা যায়, তাহাদিগের এবং মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের বিদ্রোহাচরণ কদাচিৎ কর্ত্তব্য নহে। হে দুষ্প্রজ্ঞ! তুমি আমাদিগের আশ্রয়ে সুখোষিত ও পূজ্যমান হইয়া এবং আমাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া কি প্রকারে আমাদিগকেই হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ? এরূপ পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তোমার আচার, বৃদ্ধি, বুদ্ধি ও মরণ বৃথা হইবে; অতএব অদ্য তুমি এই কর্ম্ম করিয়া বৃথা হইও না। যদি দুষ্টবুদ্ধিবশত সকল ধর্ম্ম হইতে বিবর্জ্জিত হও, তবে আমাদিগের অস্ত্র আমাদিগকে প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদী হরণ কর; নতুবা যদি অজ্ঞানহেতু এই কর্ম্মই কর, তাহা হইলে তুমি কেবল অধর্ম্ম ও লোক মধ্যে অকীর্ত্তি লাভ করিবে। হে রাক্ষস! অদ্য তুমি যে এই মানুষী যোষাকে অপহরণ করিয়াছ, ইহা তোমার কুম্ভেতে বিষ আলোড়ন করিয়া পান করা হইয়াছে। তদনন্তর যুধিষ্ঠির তাহার সম্বন্ধে গুরুভার হইলেন, তাহাতে সে ভারাভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ দ্রুতগামী হইতে পারিল না। তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুলকে কহিলেন, তোমরা মূঢ় রাক্ষস হইতে ভীত হইও না, আমি ইহার গতি শক্তি হরণ করিয়াছি। পবননন্দন মহাবাহু ভীম অধিক দূরে না থাকিবেন, তিনি এই সময়ে সমাগত হইলে রাক্ষস আর জীবিত থাকিবে না। মহারাজ! সহদেব সেই মূঢ়বুদ্ধি রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! সমরাভিমুখে প্রাণত্যাগ করাই হউক বা জয় লাভ করাই হউক, এই উভয় কর্ম্মাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর সৎকর্ম্ম কি আছে? হে পরন্তপ মহাবাহো! যুদ্ধকরণের দেশ কাল এই উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যুধ্যমান হইয়া হয়, এ আমাদিগকে সংহার করুক, না হয়, আমরা ইহাকে সংহার করি। হে সত্য-পরাক্রম! ক্ষত্রধর্ম্ম প্রকাশ করিবার এই সময় প্রাপ্ত হইয়াছি, এইক্ষণে আমরা বিজয় লাভই করি কিংবা প্রাণ বিসর্জ্জনই করি, উভয়থাই সদ্গতি লাভের যোগ্য হইব। হে ভরত-কুলপাবন! অদ্য রাক্ষস জীবিত থাকিতে যদি দিবাকর অস্তাচল-গত হন, তবে আমি কখন, "আমি ক্ষত্রিয়," এ কথা আর কহিব না। অরে রাক্ষস! থাক্, আমি পাণ্ডুপুত্র সহদেব, হয় আমাকে বিনষ্ট করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর, নতুবা স্বয়ং হত হইয়া অদ্য এই স্থানে শয়ন কর্। মাদ্রীতনয় এরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে গদাহস্ত ভীমসেন বজ্রহস্ত বাসবের ন্যায় যদৃচ্ছানুসারে তথায় দৃষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভ্রাতৃদ্বয় ও যশস্বিনী দ্রৌপদী রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছেন, সহদেব ক্ষিতিস্থ হইয়া রাক্ষসকে ভৎর্সনা করিতেছেন এবং রাক্ষস কালকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া পথভ্রান্ত হওয়াতে যেন দৈবকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সেই সেই স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।

মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদী ও ভ্রাতাসকলকে হ্রিয়মাণ দেখিয়া ক্রোধ আহরণপূর্ব্বক রাক্ষসকে কহিলেন, অরে পাপ! আমি পূর্ব্বে শস্ত্রপরীক্ষাতে তোরে জানিয়াছিলাম, কিন্তু তোর প্রতি আমার অনাস্থা ছিল, এজন্যই তৎকালে তোকে হনন করি নাই। তুই ব্রাহ্মণরূপে প্রতিচ্ছন্ন ছিলি; আমাদিগের অপ্রিয়বাদী ছিলি না; কোন প্রিয়কার্য্যে রত ছিলি এবং অপ্রিয়কারীও ছিলি না; বিশেষত ব্রাহ্মণরূপধারী ও অতিথি হইয়াছিলি এবং অপরাধও করিস্ নাই, সুতরাং তখন কি প্রকারে তোকে হনন করিতে পারি? যে ব্যক্তি ঈদৃশ ব্যক্তিকে রাক্ষস জানিয়াও হনন করে, সে নিরয়গামী হয়। এবং তুই কালপক্ক না হইলেও তোর বধ হইতে পারে না; অদ্য অদ্ভুতকর্ম্মা কাল যখন তোরে কৃষ্ণাপহরণ নিমিত্ত ঈদৃশ বুদ্ধি দিয়াছেন, তখন অবশ্যই তুই কালপক্ক হইয়াছিস্; তোর এই কার্য্য করিয়া জলমধ্যে গ্রথিতান্ত্র মৎস্যের ন্যায়, কালসূত্রালম্বিত বড়িশ গ্রাস করা হইয়াছে, অতএব অদ্য কি প্রকারে জীবিত থাকিবি? তুই যেদেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছিস্, যেখানে তোর মন পূর্ব্বে গিয়াছে, তুই সেদেশে আর যাইতে পারিবি না; যে পথে বক ও হিড়িম্ব গিয়াছে, সেই পথে তোমাকে যাইতে হইল। ভীমসেন রাক্ষসকে এইরূপ বলিলে রাক্ষস কাল-প্রেরিত ও ভীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত সমুপস্থিত হইল এবং রোষে স্ফুরিতাধর হইয়া কহিল, রে পাপ! আমার যে দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে এমত নহে, আমি তোর নিমিত্তই বিলম্ব করিতেছিলাম, কারণ আমি শুনিয়াছি, তুই আমাদিগের অনেক রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিস্, অতএব যে যে রাক্ষসকে নিহত করিয়াছিস্, অদ্য তাহাদিগের উদক-কার্য্য তোর রুধির দ্বারা করিব।

জটাসুর এইরূপ কহিলে ভীমসেন ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগ লেহন করত ক্রোধে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় হইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে বাহুযুদ্ধের অভিলাষে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন রাক্ষসও ক্রুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ সৃক্কণী লেহন ও মুখ ব্যাদান করত যুদ্ধার্থ অবস্থিত ভীমসেনের প্রতি, বলির বজ্রধর বাসবের প্রতি ধাবনের ন্যায়, ধাবিত হইল। তদনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের সুদারুণ বাহুযুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে, নকুল সহদেবও অতিক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হইলেন। বৃকোদর হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং কহিলেন, আমি রাক্ষসের নিকট অসমর্থ নহি, অতএব তোমরা দেখ। পরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্ম, সৎকর্ম্ম ও ইষ্ট বস্তু দ্বারা শপথ করিতেছি যে, এই রাক্ষসকে বিনষ্ট করিব। বৃকোদর ও জটাসুর উভয় বীরই পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক এইরূপ বলিয়া বাহু দ্বারা সঙ্গত হইলেন; তাঁহাদিগের উভয়ের দেবদানবের ন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রম রাক্ষস ও ভীমসেন গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলিষ্ঠতম ছিলেন; তৎপ্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরকর্তৃক সংরব্ধ হইয়া পরস্পর-বধাভিলাষে মহাবৃক্ষ সকল উরু দ্বারা ভগ্ন করিতে লাগিলেন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে শ্রীকাঙ্ক্ষী বালি ও সুগ্রীব দুই ভ্রাতার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের বৃক্ষবিনাশক বৃক্ষ-যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর গর্জ্জন করত মুহূর্ত্তকাল বৃক্ষ ভ্রামণ করিয়া অন্যোন্যকে পুনঃপুনঃ তাড়ন করিলেন। হে ভারত! যখন সেই স্থানে শত শত সমুদায় বৃক্ষ নিপাতিত হইয়া পুঞ্জীকৃত হইল, তখন সেই মহাবল-পরাক্রান্ত উভয়ে পরস্পর বধাভিলাষে শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিলেন। বৃহৎ পর্ব্বতদ্বয় মহামেঘসমূহ দ্বারা যেরূপ শোভিত হয়; তাঁহারা শিলা যুদ্ধকালে তদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল অমর্ষ-পরবশ হইয়া মহাবেগশীল বজ্রের ন্যায় উগ্ররূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিলেন। পরে অন্যোন্য বলদর্পিত উভয়ে পুনর্ব্বার অভিমুখে ধাবিত হইয়া পরস্পরকে ভুজদ্বয়ে গ্রহণ করত গজদ্বয়ের ন্যায় আকর্ষণ ও মহা ঘোর মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। অতি বৃহৎকায় উভয়ের মুষ্টি-প্রহারে কট্‌কটা শব্দ হইতে লাগিল। তদনন্তর বৃকোদর পঞ্চশীর্ষ উরগোপম মুষ্টি বন্ধন করিয়া রাক্ষসের গ্রীবা দেশে বেগে অভিঘাত করিলেন। সেই রাক্ষস একে শ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার ভীমসেনের ভুজাহত হওয়ায় সুপরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন অমরোপম মহাবাহু ভীম তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অধিক উৎসাহ সহকারে তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন; পরে তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহুদ্বয় দ্বারা ভূতলে সমুৎক্ষেপণ করিয়া নিষ্পেষণপূর্ব্বক তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল চূর্ণিত করিলেন; এবং তাহার দশন ওষ্ঠ ও বিবৃত্ত নেত্রযুক্ত মস্তক অরত্নির আঘাতে তাহার শরীর হইতে অপহৃত করিলেন। দশন-শ্রেণীতে সন্দষ্ট ওষ্ঠযুক্ত সেই মস্তক ভীমসেনের বলাঘাতে রুধিরাক্ত হইয়া বৃন্তচ্যুত ফল পতনের ন্যায় পতিত হইল। মহাধন্বা ভীম এইরূপে জটাসুরকে নিহত করিয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপে আসিলেন। দ্বিজপুঙ্গবেরা, মরুদ্গণ যেমন বাসবের স্তব করেন, সেইরূপ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

যক্ষযুদ্ধ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রাক্ষস নিহত হইলে মহারাজ প্রভু যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার নর-নারায়ণাশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোন সময়ে ভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া দ্রৌপদীর সহিত ভ্রাতৃগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, আমাদিগের বনবিচরণে কুশলে বর্ষচতুষ্টয় অতিবাহিত হইল। অর্জ্জুন এই অবধারণ করিয়াছিলেন যে, যে গিরি সুরাসুরগণকর্ত্তৃক নিষেবিত, বিকসিত সহস্রদল ও শতদল পদ্মে সুশোভিত, প্রফুল্ল নীলোৎপলে সমাকুল, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গবয়, হরিণ, শ্বাপদ, রুরু ও ব্যালগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত, চাতক, ময়ূর, মত্ত-কোকিল ও ষট্‌পদসমূহে সমন্বিত ও পুষ্পিত দ্রুমষণ্ডে সুশোভমান; পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে সেই শিখরিপ্রধান পর্ব্বতরাজ শ্বেতগিরিতে তিনি আমাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। আমরাও তাঁহার সমাগম দর্শনাভিলাষে সেই পর্ব্বতে তাঁহার অন্বেষণ করিব, ইহা অবধারণ করিয়াছিলাম; এবং সেই অপরিমিততেজা পার্থ পূর্ব্বে আমার নিকট এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, "আমি বিদ্যার্থী হইয়া পঞ্চবর্ষকাল ইন্দ্রপুরে বাস করিব।" সেই পর্ব্বতে আমরা গাণ্ডীবধন্বাকে দেবলোক হইতে প্রাপ্তাস্ত্র হইয়া ইহলোকে পুনরাগমন করিতে দেখিব। রাজা মহিষী ও অনুজগণকে এই কথা বলিয়া উগ্রতপস্বী ব্রাহ্মণসকলকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করত সুপ্রীত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত কারণ প্রকাশ করিলেন। পরে তাঁহারা শিবদায়ক কুশল বচনে পাণ্ডবদিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন; পরে রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ভরতর্ষভ! আপনি অচির কালেই ভাবি-সুখকর এই ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী পালন করিবেন। পরন্তপ রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল তপস্বিগণের উক্ত বাক্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; লোমশ ঋষিও রক্ষক হইয়া চলিলেন। মহাতেজা সুব্রত-পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কোথাও বা পদব্রজে কোথাও বা রাক্ষসে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বহু ক্লেশ অনুভব করত সিংহ ব্যাঘ্র গজ সমাকীর্ণ উত্তর দিকে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। কৈলাস, মৈনাক, গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত গিরিসকল ও শ্বেত গিরি এবং পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি বহুসংখ্য পুণ্য নদী দেখিতে দেখিতে সপ্তদশ দিবসে হিমালয় পৃষ্ঠে উপনীত হইলেন হে রাজন্! পাণ্ডবেরা নানা দ্রুম লতাবৃত পুণ্য হিমালয় গিরিপৃষ্ঠে গন্ধমাদন শৈল-সমীপে সলিলাবর্ত্তসঞ্জাত পুষ্পিত মহীরুহসমূহে সমাবৃত পুণ্যতম বৃষপর্ব্বাশ্রম দেখিতে পাইলেন।

অরিন্দম পাণ্ডবেরা গতশ্রম হইয়া ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; রাজর্ষিও তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ অভিনন্দন করিলেন। পাণ্ডবেরা তথায়

সমাদৃত হইয়া সপ্ত রাত্রি বাস করিলেন; অষ্টম দিবসে সেই লোক-বিশ্রুত রাজর্ষি মহাত্মা বৃষপর্ব্বাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট আপনাদিগের প্রস্থানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং যথাকালে সুসংস্কৃত ন্যাসীভূত বন্ধুতুল্য বিপ্রগণের এক এক করিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট পরিচ্ছদ দ্রব্যাদি ন্যস্ত করিয়া পরে যজ্ঞপাত্র ও সুশোভন আভরণ সকল তদীয় আশ্রমে রাখিলেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মবিৎ ভূত ভবিষ্যৎ-বেত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা ভরতসত্তমগণকে পুত্রবৎ অনুশাসন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবেরা তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন, তখন মহামতি বৃষপর্ব্বা প্রস্থিত পাণ্ডবদিগের অনুগমন করিলেন। পরে সেই মহাতেজস্বী পাণ্ডবদিগকে সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বচনে অভিনন্দিত করিয়া, বিপ্রগণের নিকট ন্যস্ত করত গমনের পথ উপদেশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পদব্রজে নানা পশু-নিষেবিত পর্ব্বত পথে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা মধ্যে মধ্যে নানা দ্রুম-নিরুদ্ধ শৈলসানুতে বাস করত চতুর্থ দিবসে নিবিড় মহামেঘ সঙ্কাশ, শুভ সলিলে উপহিত, মণি কাঞ্চন রৌপ্য ও শিলাময় শ্বেত পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বিবিধ গিরি দর্শন করিতে করিতে বৃষপর্ব্বার উপদিষ্ট পথ দিয়া উদ্দেশানুসারে ক্রমিক অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শৈলের উপরি উপরি পরম দুর্গম বহুল গুহা ছিল, তাহাতে পথ অতি সুদুর্গম হওয়াতেও সুখে অতিক্রম করিলেন। ধৌম্য মহর্ষি, লোমশ, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবেরা, সকলেই একত্রিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, কেহই অবহীন হইলেন না। মহাভাগ পাণ্ডবেরা ক্রমিক গমন করিতে করিতে মৃগ-পক্ষি-নিনাদিত, নানা দ্রুম লতা সমাকুল, শাখামৃগ-সেবিত সুমনোরম, পবিত্র, পদ্মসরোযুক্ত, পল্বল ও মহাবন-বিশিষ্ট, মাল্যবান্ মহা গিরিতে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর কিম্পুরুষদিগের আবাস-স্থল সিদ্ধচারণ-সেবিত গন্ধমাদন পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিয়া তাঁহারা রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন।

সেই বীর-পুরুষেরা দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে মহাত্মা বিপ্রগণের সহিত মুদিত হইয়া বিদ্যাধর ও কিন্নরীনিচয়-বিচরিত, গজসমূহনিষেবিত, সিংহ ব্যাঘ্রগণ-সমন্বিত শরভ নিনাদে শব্দায়মান, নানা মৃগসমাচিত, নন্দনবন সদৃশ, মন ও হৃদয়ের আনন্দজনন শুভ কাননসংযুক্ত, শরণ্য গন্ধমাদনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; প্রবেশকালে শ্রুতিরম্য, মনোরম্য, সুমধুর, খগমুখেরিত, প্রীতিজনন, সুখকর মদ-কলরব শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে লাগিলেন, বৃক্ষসকল সর্ব্ব ঋতুর ফলভরে আঢ্য, সর্ব্ব ঋতুর কুসুমে সমুজ্জ্বল ও ফলভরে অবনত হইয়াছে; আম্র, আম্রাতক, ভব্য, নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, জীব, দাড়িম, বীজপূর, পনস, লকুচ, কদলী, খর্জ্জুর, অম্লবেতস, পারাবত, চম্পক, কদম্ব, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বু, গাম্ভারী, বদরী, প্লক্ষ, উড়ুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতকী, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ, মহাফল ও কেন্দুক, এতদ্ভিন্ন অমৃতকল্প সুস্বাদু ফলসমাচিত বিবিধ বৃক্ষসকল গন্ধমাদন-সানুতে শোভিত হইয়াছে; চম্পক, অশোক, কেতক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, কেতক, পাটল, কুটজ, রমণীয় মন্দার, ইন্দীবর, পারিজাত, রক্তকাঞ্চন, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, পিপ্পল, জ্যোতিষ্মতী, শাল্মলী, অশোক, কিংশুক ও শিংশপা, এই সকল বৃক্ষও বিরাজিত রহিয়াছে; চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবজীবক, প্রিয়ক, চাতক ও অন্যান্য বিবিধ বিহগরাজি ঐ সকল বৃক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রোত্র-রম্য সুমধুর কূজন করিতেছে; কুমুদ পুণ্ডরীক কোকনদোৎপল কহ্লার কমলে ইতস্তত সমাচিত সরোবর সকল চতুর্দ্দিকে জলচর পক্ষিগণ দ্বারা মনোহর হইয়াছে; ঐ সকল সরোবর কলহংস, চক্রবাক, কুরর, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, বক ও মদ্গু, এই সকল ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জলচারী পক্ষিগণ ইতস্তত সমাকীর্ণ হইয়াছে; মধুকর সকল আনন্দিত, তামরসের রসাসবমদে অলস ও পদ্মোদরমধ্যে কেশরচ্যুত রেণু দ্বারা অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোহর স্বরে গন্ধমাদন সানুস্থিত পদ্মষণ্ড-মণ্ডিত কমলাকরসকল নিনাদিত করিতেছে; বন-লালস শিখিকুল শিখণ্ডিনী সহিত, বহুল লতামণ্ডপে মেঘমণ্ডলীর রবরূপ বাদ্যে উদ্দাম মদনাকুলিত ও মদালস্যে অলস হইয়া চিত্রিত পুচ্ছ বিস্তৃত করত হর্ষ ও ঔৎসুক্য সহকারে সাতিশয় মধুর কেকারবে মধুর স্বরে সঙ্গীত করত নৃত্য করিতেছে; কতিপয় কলাপী প্রিয়া সমভিব্যাহারে লতাসঙ্কট কুটজ মধ্যে অবস্থিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে; কতিপয় ময়ূর বৃক্ষশাখোপরি পুচ্ছ-সৌন্দর্য্যে দর্পপূর্ণ ও মত্তবৎ হইয়া মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে; কতিপয় ময়ূর বৃক্ষের বিবরমধ্যে অবস্থিত রহিয়া মনোহরণ করিতেছে; বহুল পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি সরল সিন্ধুবার বৃক্ষ সকল যেন মন্মথের তোমরস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে; সুবর্ণবর্ণ বিকসিত কর্ণিকার পুষ্প উত্তম কর্ণপূরের শোভা ধারণ করিয়াছে; বনরাজি মধ্যে পুষ্পিত রক্তঝিণ্টী, কন্দর্পের শরনিকর সদৃশ হইয়া কাম-বশীভূত পুরুষের ঔৎসুক্য উৎপাদন করিতেছে; বিরাজমান উদাররূপ তিলকবৃক্ষশ্রেণী যেন বনরাজীর তিলকরূপে রচিত হইয়াছে, মনোরম সহকার তরু সকল মঞ্জরী দ্বারা বিরাজিত ও ভ্রমরাবলিকর্ত্তৃক গুণ্ গুণ্ রবে শব্দায়মান হইয়া অনঙ্গশরের স্বরূপ ধারণ করিয়াছে; বৃক্ষসকল শৈলসানুমধ্যে দাবাগ্নি বর্ণ, হিরণ্য বর্ণ, লোহিত বর্ণ, অঞ্জন বর্ণ ও বৈদূর্য্য বর্ণ কুসুমনিচয়ে অতীব শোভা প্রকাশ করিতেছে; শাল, তমাল, পাটল ও বকুল বৃক্ষসকল শৈলশিখরে মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধরূপে সমাসক্ত রহিয়াছে এবং নির্ম্মল-স্ফাটিকপ্রভ সুখস্পর্শ জলসমন্বিত পদ্মোৎপলবিমিশ্রিত বহুল সরোবর পাণ্ডুরপক্ষান্বিত কলহংসগণে সমুপেত ও সারসগণকর্ত্তৃক ধ্বনিত হইতেছে। বীর পার্থেরা সকলে এইরূপে ক্রমে ক্রমে কমল, উৎপল, কহ্লার, পুণ্ডরীক পুষ্পের সুগন্ধি বায়ুকর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্প, রসবিশিষ্ট ফল, মনোজ্ঞ সরোবর ও মনোহর বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে সেই বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে প্রিয়বচনে বলিলেন, হে ভীমসেন! দেখ, কি আশ্চর্য্য এই গন্ধমাদন-কানন! এই মনোরম্য অরণ্যে বিবিধাকার এই বহু বৃক্ষ ও লতাসকল পত্র পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ এবং বিকসিত কুদ্রুম ও পুংস্কোকিলকুলে

আকীর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই গন্ধমাদন-সানুতে কণ্টকযুক্ত বা অপুষ্পিত বৃক্ষ কিছুমাত্র নাই; সকল বৃক্ষই স্নিগ্ধ পত্র ও ফলনিচয়ে সমন্বিত। ঐ দেখ করিগণ করেণুসহিত, ভ্রমরপুঞ্জের সংরাব দ্বারা মধুরীভূত প্রফুল্ল পঙ্কজান্বিত পদ্মাকর সকল বিলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ, অপর একটি কমলোৎপলমালিনী নলিনী যেন দ্বিতীয়া লক্ষ্মী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া মাল্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ভ্রমরগণ প্রধান কাননমধ্যে বিরাজিত নানাবিধ কুসুম-গন্ধাঢ্য এই বনরাজিতে গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে। হে বৃকোদর! ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে পুণ্যজনক, দেবঅদিগের ক্রীড়াস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে; এখানে আসিয়া আমরা মানুষগতি প্রাপ্ত ও সিদ্ধ হইলাম। হে পার্থ! উৎকৃষ্ট পুষ্পিত বৃক্ষসকল, অগ্রভাগে পুষ্পিত লতা কর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট হইয়া গন্ধমাদনসানুতে কিবা শোভা পাইতেছে। হে ভীম! পর্ব্বতসানুমধ্যে শিখণ্ডিনীসহিত বিচরণ ও নিনাদকারী ঐ শিখিকুলের কেকারব শ্রবণ কর। ঐ দেখ, চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকা পক্ষী সকল পুষ্পিত মহাদ্রুমোপরি পতিত হইতেছে; রক্ত, পীত ও অরুণবর্ণ জীবজীবক পক্ষীসকল বৃক্ষের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর ঈক্ষণ করিতেছে; হরিত ও অরুণবর্ণ নবতৃণযুক্ত স্থানসমীপে এবং শৈল-প্রস্রবণেও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে এবং ভৃঙ্গরাজ, উপচক্র ও কঙ্কপক্ষী, ইহারা কিবা সর্ব্বপ্রাণীর মনোরম মধুরালাপ করিতেছে! ঐ দেখ, চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট শ্বেত কুঞ্জরগণ করিণী সহ বৈদূর্য্য বর্ণসন্নিভ মহৎ সরোবরকে ক্ষোভিত করিতেছে; শৈল-শৃঙ্গপরিচ্যুত বারিধারা সকল নানা প্রস্রবণ হইতে বহু তাল বৃক্ষ সম উচ্ছ্রিত হইয়া পতিত হইতেছে; শরৎকালীন নিবিড় মেঘনিভ নানাবিধ শুভ্র ধাতুসকল ভাস্করসম সমুজ্জ্বল প্রভাদ্বারা ভীমরূপ হইয়া মহাশৈলকে শোভিত করিতেছে এবং কোন স্থানে অঞ্জন বর্ণ ধাতু, ক্বচিৎ কাঞ্চনবর্ণ ধাতু, কোথাও হরিতালের ধাতু, কোনস্থানে হিঙ্গুলের ধাতু, কোন স্থানে মনঃশিলার গুহা, কোথাও বা লোধ্র-কাষ্ঠ সদৃশ লোহিত বর্ণ ধাতু, কোথাও গৈরিক ধাতু, কোনস্থানে সিত ও অসিত মেঘপ্রতিম ধাতু, কোনস্থানে বা প্রাতঃকালীন সূর্য্যপ্রভ ধাতু, এই সকল বহুবিধ মহা-প্রভান্বিত ধাতুসমূহে শৈলের মহীয়সী শোভা প্রকাশ পাইতেছে। হে পার্থ! বৃষপর্ব্বা যেরূপ বলিয়াছেন, আমরা সেইরূপই দেখিতেছি, ঐ দেখ, কান্তাসহ গন্ধর্ব্বেরা ও কিম্পুরুষেরা শৈল-শৃঙ্গে দৃষ্ট হইতেছেন এবং সর্ব্ব প্রাণীর মনোহর সমতাল গীতধ্বনি ও সামবেদ ধ্বনি বহুধা শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। হে ভীম! ঋষি ও কিন্নরগণে সেবিতা, কলহংসগণে উপশোভিতা; পুণ্যজলিকা দেবনদী ঐ মহাগঙ্গা দর্শন কর। হে অরিন্দম! ধাতু, সরিৎ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোরম কানন এবং শতশীর্ষ ও বিবিধাকার সরীসৃপ দ্বারা শৈলরাজ সমুপেত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই পরন্তপ শৌর্য্য সম্পন্ন বীর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও মহাত্মা বিপ্রগণের সহিত পরমোৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্ত হইলেন; তাঁহারা পর্ব্বতেন্দ্র দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর পুষ্প ও ফলবিশিষ্ট তরুগণে শোভিত, আর্ষ্টিষেণ রাজর্ষির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। পরে কৃশ, শিরা-বিস্তৃতশরীর, কঠোর তপস্যান্বিত, সর্ব্ব ধর্ম্মের পারগন্তা আর্ষ্টিষেণের সমীপে গমন করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির তপোনলে দগ্ধকিল্বিষ সেই আর্ষ্টিষেণ সমীপে উপনীত হইয়া প্রীতচিত্তে আপনার নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক নত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদী, ভীম, ও সংযতপস্বী নকুল সহদেব রাজর্ষিকে নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। পাণ্ডব-পুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্যও সেই চরিতব্রত ঋষির নিকট যথান্যায়ে উপবর্ত্তী হইলেন। মুনি আর্ষ্টিষেণ দিব্য চক্ষু দ্বারা কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণকে জানিতে পারিলেন এবং 'উপবেশন কর' এই কথা কহিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যাসীন হইলে মহাতপা ঋষি তাঁহাকে আতিথ্য বিধানানুসারে পূজা করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে পার্থ! তুমি মিথ্যাবিষয়ে মনোবৃত্তি নিবিষ্ট কর না ত? ধর্ম্মেতে প্রবৃত্ত আছ ত? 'তোমার মাতৃপিতৃ-বৃত্তি' অবসন্ন হইতেছে না ত? তুমি গুরুগণ, বৃদ্ধগণ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণকে সংকৃত করিয়া থাক ত? পাপকর্ম্মে মতি কর না ত? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি ন্যায়ানুসারে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অসৎ কর্ম্ম পরিহার করিতে জান ত? আত্মশ্লাঘা কর না ত? সাধুরা তোমা কর্ত্তৃক যথাযোগ্য সম্মানিত হইয়া আনন্দিত হন ত? তুমি বনবাসী হইয়াও ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী আছ ত? হে পার্থ! ধৌম্য তোমার আচার ব্যবহারে পরিতাপিত হন না ত? তুমি দান, ধর্ম্ম, তপ, শৌচ, সারল্য ও তিতিক্ষা দ্বারা পৈতৃক আচরণের অনুবর্ত্তী আছ ত? হে অরিন্দম! রাজর্ষিরা যে পথে গমন করিয়াছেন, তুমি সেই পথেই ত গমন করিয়া থাক? পিতৃলোকস্থ পিতৃগণ, নিজ নিজ কুলে পুত্র বা পৌত্র জন্মিলে শোক ও হাস্য উভয়ই করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন যে, 'অস্মৎকুলজাত এই সন্তানের দুষ্কৃত কার্য্যে আমাদিগের অশুভ ঘটিবে, কি, সৎকার্য্যে আমাদিগের শুভলাভ হইবে। হে পার্থ! মাতা, পিতা, গুরু; অগ্নি ও আত্মা এই পাঁচকে যিনি পূজিত করেন, তাঁহার উভয় লোক জয় করা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্ আর্য্য! আপনি আমাকে যেরূপ ধর্ম্ম নিশ্চয় কহিলেন, আমি তাহা সাধ্যানুসারে যথান্যায়ে বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আর্ষ্টিষেণ কহিলেন, হে রাজন্! অপ্‌ভক্ষ ও বায়ুভক্ষ ঋষিগণকে পর্ব্বসন্ধিতে আকাশপথে প্লবমান হইয়া এই পর্ব্বতবরে আগমন করিতে এবং কান্তার সহিত পরস্পর আসক্ত কিম্পুরুষ ও অন্যান্য কামী পুরুষদিগকে শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। হে পার্থ! নির্ম্মল ও কৌশিক বসনপরিধায়ী মাল্যধারী প্রিয়দর্শন গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, বিদ্যাধরগণ, মহোরগগণ, সুপর্ণ ও উরগগণ প্রভৃতিকেও শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই শৈলের উপরিভাগে পর্ব্বসন্ধিতে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। হে ভরতর্ষভগণ! তোমরা এই স্থানে থাকিয়াই সেই সকল শুনিতে পাইবে; তথায় গমন করিতে কোন প্রকারে মানস করিও না। ইহার পর আর গমন করিতে শক্য হয় না;

ইহার পর দেবতাদিগের বিহারস্থান; সে স্থান মনুষ্যের গম্য নয়। হে ভারত! এখানে অত্যন্ত চপলকর্ম্মকারী মনুষ্যকেও সমস্ত প্রাণীরা দ্বেষ করে ও রাক্ষসেরা তাড়ন করে। হে যুধিষ্ঠির! এই কৈলাস গিরি-শিখরের পরে পরম সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের গতি প্রকাশমান হয়। এই গিরিতে কেহ চাপল্য বশত ইহার পরপথে গমন করিলে রাক্ষসেরা তাহাকে লৌহশূলাদি দ্বারা হনন করে। হে বৎস! অপ্সরোগণে পরিবৃত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নরবাহন কুবেরকে এখানে পর্ব্বসন্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সর্ব্ব প্রাণীরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট রাক্ষসগণের অধিপতি কুবেরকে উদিত ভাস্করের ন্যায় নিরীক্ষণ করে। হে ভরতসত্তম! এই গিরি-শিখর দেব, দানব, সিদ্ধ ও কুবেরের উদ্যান। তুম্বুরু গন্ধমাদনে পর্ব্বসন্ধিকালে কুবেরের উপাসনা করিয়া থাকেন; তাঁহার গীত সামধ্বনি শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে তাত! এই পর্ব্বতে সকল ভূতেরা এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার পর্ব্বসন্ধি সময়ে বহুবার অবলোকন করিয়া থাকে। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা, যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, সেই পর্য্যন্ত মুনিভোজ্য সুরস ফলভুঞ্জান হইয়া এখানে বাস কর। হে বৎস! এ স্থানে কোন প্রকারে চঞ্চল হইও না। এখানে স্বেচ্ছানুসারে বাস ও শ্রদ্ধা মত বিহার করিয়া পরিশেষে অস্ত্র দ্বারা পৃথিবী জয় করত পালন করিবে।

একোনষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

জনমেজয় কহিলেন, হে সত্তম! দিব্য পরাক্রমশীল মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে গন্ধমাদন পর্ব্বতে কত কাল বাস করিয়াছিলেন? সেই অতিবল পৌরুষান্বিত মহাবীর্য্য মহাবীরগণ তথায় কি কার্য্যই বা করিতেন? এবং তাঁহারা তথায় বাস করণ-সময়ে কি ভোজন করিতেন? আপনি এই সকল কীর্ত্তন করুন এবং সেই হিমালয় সম্বন্ধীয় গিরিতে মহাবাহু ভীমসেন যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত ও তাঁহার বিক্রম বিস্তার-ক্রমে আমার নিকট বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! যক্ষদিগের সহিত তাঁহার কি পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয় নাই? এবং আর্ষ্টিষেণ বলিয়াছিলেন যে, কুবের সেখানে আসিয়া থাকেন, অতএব কুবেরের সহিত পাণ্ডবদিগের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল? হে তপোধন! ইহা আমি বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি, যেহেতু তাঁহাদিগের চরিত-শ্রবণে আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সেই অনুপম-তেজস্বী আর্ষ্টিষেণের নিকট উক্ত আত্ম হিতকর উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিরন্তর তদনুসারে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুনি-ভোজ্য রসান্বিত ফল, অবিষাক্ত শর দ্বারা বিনষ্ট মৃগমাংস ও নানাবিধ পবিত্র মধুভোজন করত হিমালয়পৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের তাদৃশ প্রকার বাস ও [illegible] বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পঞ্চমবর্ষ অতীত হইল। হে প্রভো! ঘটোৎকচ, রাক্ষসগণ সহিত "আমি কার্য্যকালে উপস্থিত হইব" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বেই গমন করিয়াছে। মহাত্মা পাণ্ডবদিগের আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে বাস করিয়া মহাদ্ভুত বিষয় দর্শনে বহুমাস অতীত হইলে, যতব্রত শুদ্ধাত্মা মহাভাগ মুনি ও চারণগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া সেই স্থান-বিহারী ক্রীড়মান পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় আগমন করিলেন। ভরত-সত্তমেরা তাঁহাদিগের সহিত দিব্য কথোপকথন করিতে থাকিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা গরুড় মহাহ্রদ-নিবাসী সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক মহানাগকে সহসা হরণ করিল, তাহাতে মহাশৈল কাঁপিতে লাগিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মর্দ্দিত হইয়া গেল। পাণ্ডবেরা ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণী সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। তখন মহাগিরির অগ্রভাগ হইতে বায়ুকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের প্রতি নানাজাতীয় সুগন্ধি শুভ্র পুষ্পবহন হইতে লাগিল। তথায় সুহৃৎগণের সহিত পাণ্ডবেরা ও যশস্বিনী দ্রৌপদী সেই সকল পঞ্চবর্ণ দিব্য পুষ্প দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মহাভুজ ভীমসেন পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন স্থানে সুখে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে কৃষ্ণা তাঁহাকে কহিলেন, হে ভরতসত্তম! পবনদেব সুপর্ণপক্ষের বায়ুবেগে বেগবান্ হইয়া মহাবলে অশ্বরথা নদীর প্রতি পঞ্চবর্ণ পুষ্প প্রক্ষেপ করিতেছেন, ইহা সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্ষ হইতেছে। তোমার ভ্রাতা সত্যসন্ধ মহাত্মা অর্জ্জুন খাণ্ডবারণ্যে গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস এবং বাসবকেও নিবারিত ও মায়াবী উগ্র প্রাণিগণকে নিহত করিয়াছেন এবং গাণ্ডীব ধনুক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমারও তেজ ও বাহুবল অতি মহৎ; তোমার বাহুবল বাসব-তুল্য বলের সমান এবং উহা অন্যের অসহ্য ও অধর্ষণীয়। অতএব, হে ভীমসেন! তোমার বাহুবলবেগে সমস্ত রাক্ষসেরা ত্রাসিত হইয়া শৈল পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তর গমন করুক তাহা হইলে তোমার সুহৃদ্গণ ভয়মোহরহিত হইয়া বিচিত্র মাল্যবান্ শিবদায়ক শৈল-শৃঙ্গ দর্শন করুন; হে ভীমসেন! আমার মনে এইরূপ বহুদিন হইতে নিশ্চিত হইয়াছে; আমিও তোমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া শৈলশৃঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। পরন্তপ মহাবাহু ভীমসেন, প্রহারপ্রাপ্ত উত্তম গোর ন্যায়, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক আপনাকে যেন ভর্ৎসিত বোধ করিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। মহাসিংহতুল্য গতিশালী, শ্রীমান্, বলবান্, মনস্বী, দর্পী, মানী, শূর, উত্তম-কাঞ্চন-প্রভ, লোহিত-নেত্র, পৃথুল-স্কন্ধ, মত্ত-বারণবিক্রম, সিংহদংষ্ট্র, বৃহৎস্কন্ধ, শিশু-শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত, মহাত্মা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কম্বুগ্রীব, মহা-ভুজ বৃকোদর কনকপৃষ্ঠ ধনু, খড়্গ ও তূণ গ্রহণ করিলেন। তিনি কেশরীর ন্যায় উদ্ধত ও মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভয় মোহবিরহিত হইয়া শৈলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন তত্রস্থ প্রাণিগণ বাণ কার্ম্মুকধারী তাদৃশ পুরুষকে মৃগেন্দ্র ও প্রভিন্ন হস্তীর ন্যায় আগমন করিতে দেখিতে পাইল। পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা লইয়া দ্রৌপদীর হর্ষ বর্দ্ধন করত অকুতোভয়-সংমোহে শৈল-রাজের আশ্রয়ে চলিলেন। গ্লানি কি কাতরতা, কি ক্রোধ, কি মাৎসর্য্য, পবন-নন্দন পার্থকে কোন সময়েই আশ্রয় করিতে পারিল না। মহাবল পরাক্রম ভীমসেন একজন মাত্রের গম্য [illegible] আরোহণ করিলেন। তিনি কিন্নর, মহানাগ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগকে হর্ষান্বিত করত পর্ব্বতাগ্রে আরূঢ় হইয়া, পরে কুবেরের চতুর্দ্দিকে প্রাকার-পরিবেষ্টিত, কাঞ্চন ও স্ফাটিকময় বেশ্মসমূহে বিভূষিত আবাসস্থল দেখিতে পাইলেন। ঐ প্রাচীর, দ্বার, তোরণ, শেখর, পতাকাসঙ্কুলন ও অট্টালিক সমূহে শোভমান, পর্ব্বত অপেক্ষাও উচ্চ, সর্ব্ববিধ উদ্যানে

সংযুক্ত, সর্ব্বরত্ন-প্রভাবিত ও সুবর্ণময় ছিল এবং সেই কুবের-ভবন ইতস্ততঃ নৃত্যকারিণী বিলাসিনীগণে ও পবন-কম্পিত পতাকাসমূহে সাতিশয় অলঙ্কৃত ছিল। ভীমসেন বক্রভাব বাহু দ্বারা ধনুষ্কোটি অবষ্টম্ভন করত ব্যথিত-বাহু হইয়া ধনাধিপতি কুবেরের পুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তথায় গন্ধমাদনের বায়ু সর্ব্বগন্ধবহ হইয়া সমস্ত প্রাণীকে আমোদিত করত সুখের সহিত প্রবাত হইতেছে এবং অচিন্তনীয় আশ্চর্য্যরূপ বিবিধবর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ, বিচিত্র সৌন্দর্য্য ধারণ করত তথায় অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতেছে। ভরতর্ষভ মহাবাহু ভীমসেন রত্নজালে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত রাক্ষসাধিপতি কুবেরের ভবনে দৃষ্টিপাত করত জীবন ত্যাগে অসঙ্কুচিত-চিত্ত হইয়া গদা, খড়্গ ও ধনুক হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক গিরির ন্যায় অচলরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তিনি অরাতিকুলের লোমাঞ্চকর, শঙ্খধ্বনি, জ্যাঘোষ ও তলশব্দ করিয়া প্রাণীদিগের মোহ উৎপাদন করিলেন; তাহাতে যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া, সেই শব্দ লক্ষ করিয়া, পাণ্ডব ভীমসেন সমীপে ধাবমান হইল। তখন যক্ষ রাক্ষসদিগের বাহু-গৃহীতা গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, শক্তি ও পরশ্বধ, এই সকল অস্ত্র শস্ত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে ভারত! পরে ভীমের সহিত রাক্ষসাদির যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভীমসেন মহামায়াবি-নিক্ষিপ্ত শূল, শক্তি ও পরশ্বধ ভীষণ বেগতর ভল্লদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন অন্তরীক্ষ-স্থিত ও ভূমি স্থিত গর্জ্জনকারী রাক্ষসদিগের শরীর শরদ্বারা বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে গদা-পরিঘ-হস্ত রাক্ষসদিগের শরীর হইতে মহারক্ত বৃষ্টি হইয়া মহাবল ভীমকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল এবং রাক্ষসদিগের গাত্র হইতে রক্তধারা চতুর্দ্দিকেও পড়িতে লাগিল। ভীমের বাহুবল-নিক্ষিপ্ত আয়ুধ দ্বারা যক্ষ রাক্ষসদিগের মস্তক ও শরীর ছিন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডব ভীমসেন তখন রাক্ষসগণে আচ্ছাদ্যমান হইয়া মেঘাস্তরিত দিবাকরের ন্যায় প্রিয়দর্শনরূপে সমস্ত প্রাণীর দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যে প্রকার আদিত্য, রশ্মিজালে জগৎ ব্যাপ্ত করেন, সেইরূপ সত্য-বিক্রম মহাবাহু মহাবল ভীমসেন অরিঘাতী শরনিকরে সকলকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। সকল রাক্ষসেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করত মহারব করিয়াও তাঁহার মোহ দেখিতে পাইল না। অনন্তর যক্ষেরা ভীমসেনভয়ে ভীত ও বিকৃত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। পরে তাহারা দৃঢ়ধন্বা ভীমের ত্রাসে গদা, শূল, অসি, শক্তি ও পরশু পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিল। সেইদিকে বিশাল-বক্ষা মহাভুজ কুবেরসখা মণিমান্ নামে রাক্ষস গদা ও শূল হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। সেই মহাবলবান্ মণিমান্ রাক্ষস আপন প্রভুত্ব ও পৌরুষ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে সেই রাক্ষসদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, এক জন মনুষ্য সমরে অনেককে পরাজয় করিয়াছে, এই কথা তোমরা কুবেরভবনে গিয়া ধনেশ্বরকে কিরূপে কহিবে? মণিমান্ রাক্ষস তাহাদিগকে এইরূপ বলিয়া শক্তি, শূল ও গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবের অভিমুখে ধাবমান হইল। ভীম তাহাকে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় বেগে আসিতে দেখিয়া তিনটি বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা তাহার পার্শ্বদেশে তাড়না করিলেন। মহাবল মণিমানও ক্রুদ্ধ হইয়া মহতী গদা গ্রহণ করিয়া ভ্রামণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ভীমসেন আকাশস্থ সেই বিদ্যুৎপ্রভা মহাঘোরা মহতী গদা শিলাশাণিত বহু শর দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিলেন, কিন্তু সেই সায়ক সকল গদায় লগ্ন হইয়া প্রতিহত হইতে লাগিল; বেগিত হইয়াও গদা-বেগ ধারণ করিতে পারিল না। বীর্য্যবান্ ভীমবিক্রম ভীমসেন গদাযুদ্ধের অনুষ্ঠান জ্ঞাত ছিলেন, তিনি তখন তদ্দ্বারা মণিমানের সেই গদাপ্রহার ব্যর্থ করিলেন। এই অবসরে ধীমান্ মণিমান্ রাক্ষস মহা ভয়ানক সুবর্ণ দণ্ড বিশিষ্ট লোহময় শক্তি প্রহার করিল। অগ্নিশিখাস্বরূপ সুদারুণ সেই শক্তি গভীর নিনাদের সহিত সহসা ভীমের দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। অপরিমিত-পরাক্রম মহাধন্বা ভীম শক্তি দ্বারা অতিমাত্র সিদ্ধ হইয়া ক্রোধাকুল নয়নে গদা গ্রহণ করিলেন। রুক্মপট্ট-পিনদ্ধা শত্রুদিগের ভয়বর্দ্ধিনী সর্ব্বলোহময়ী শৈক্যা গদা লইয়া তর্জ্জন করত মহাবল পরাক্রান্ত মণিমানের অভিমুখে দ্রুতগতি ধাবিত হইলেন। তখন মণিমান্‌ও নিনাদকরত সমুজ্জ্বল মহাশূল গ্রহণ করিয়া মহাবেগে ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। গদাযুদ্ধবিশারদ মহাবাহু ভীম গদার অগ্রভাগ দ্বারা শূল ভগ্ন করিয়া গরুড় যেমন সর্প হনন করিতে ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় তাহার অভিমুখে সত্বর ধাবিত হইলেন। পরে তিনি সেই রণমুখে সহসা অন্তরীক্ষে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নিনাদ সহকারে গদা ঘূর্ণায়মান করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদা ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত ইন্দ্রবজ্রের ন্যায় বাতবেগে রাক্ষসের প্রাণ বিনাশপূর্ব্বক, যজ্ঞে উৎপন্ন প্রাণিবিনাশক কৃত্যার ন্যায়, ক্ষিতিতলে পতিত হইল। সকল প্রাণিগণ তখন সেই ভীমবল রাক্ষসকে সিংহ-হত মহা বৃষভের ন্যায় ভীমকর্ত্তৃক নিপাতিত দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিল এবং হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা মণিমান্‌কে ভূপতিত ও নিহত দেখিয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে গমন করিল।

ষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, মাদ্রীপুত্রদ্বয়, দ্রৌপদী, ধৌম্য, বিপ্রগণ ও সমুদয় সুহৃদ্বর্গ গিরিগুহাতে বহুবিধ শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়া এবং ভীমসেনকে দেখিতে না পাইয়া বিমনা হইলেন। তখন সেই অরিন্দম মহাধন্বা শূর মহারথ পাণ্ডবেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণের নিকট রাখিয়া আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক শৈলে আরোহণ করিলেন; অনন্তর পর্ব্বত শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে শৈলাগ্রে উঠিয়া ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন ভীমসেনকর্ত্তৃক নিপাতিত মহাসত্ত্ব প্রভূত-বল মহাকায় রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেকে স্পন্দন করিতেছে, ও অনেকে গতাসু হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং ভীমসেন, যে প্রকার দেবরাজ দানবদল দলন করিয়া শোভমান হন, সেইরূপ সমরে সকল রাক্ষসকে হনন করিয়া গদা খড়্গ ও ধনুক ধারণপূর্ব্বক শোভা পাইতেছেন। তদনন্তর উৎকৃষ্ট গতি-প্রাপ্ত সেই মহারথ পাণ্ডবেরা ভ্রাতা ভীমকে দেখিয়া আলিঙ্গন করত তথায় উপবিষ্ট হইলেন। তথায় মহাধন্বা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উপবেশনে দেবশ্রেষ্ঠ মহাভাগ লোকপাল দ্বারা দ্যুলোকের শোভার ন্যায় সেই গিরিশৃঙ্গের শোভা হইল। রাজা যুধিষ্ঠির কুবের-ভবন ও রাক্ষসদিগকে

নিপাতিত দেখিয়া উপবিষ্ট ভ্রাতা ভীমকে কহিলেন, ভীম সাহসেই হউক কিংবা মোহবশতই হউক, ইহা তোমার মুনিজনের মিথ্যা কথনের ন্যায়, পাপকর্ম্ম করা হইয়াছে; ইহা তোমার সদৃশ কর্ম্ম হয় নাই। ধর্ম্মবেত্তারা জানেন যে, রাজদ্বেষজনক কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহা দূরে থাকুক, তুমি ইহা দেবদ্বেষজনক কর্ম্ম করিয়াছ। যে ব্যক্তি অর্থ ও ধর্ম্ম অনাদর করিয়া পাপকর্ম্মে মনোনিবেশ করে, তাহাকে অবশ্যই পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি তুমি আমার প্রিয়াকাঙ্ক্ষা কর, তবে পুনরায় এমন কর্ম্ম আর করিবে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্থতত্ত্বের বিভাগবেত্তা অক্ষয় সত্ত্ববান্ ধর্ম্মাত্মা মহাতেজা যুধিষ্ঠির অনুজ বৃকোদরকে এইরূপ বলিয়া উক্ত বিষয় চিন্তা করত বিরত হইলেন। এদিকে ভীমকর্ত্তৃক হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া কুবেরভবনে গমন করিল। মহাবেগবান্ রাক্ষসেরা ভীমসেনভয়ে পীড়িত হইয়া দ্রুতগমনে বৈশ্রবণালয়ে গমনপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহারা ত্রস্ত-শস্ত্রায়ুধ ও ক্লান্ত হইয়া শোণিতাক্ত তনুচ্ছদ ও আলুলায়িত কেশে যক্ষাধিপতি কুবেরকে কহিতে লাগিল, হে দেব! গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর ও প্রাসযোধী অগ্রগামী ভবদীয় রাক্ষসেরা সকলেই নিহত হইয়াছে। হে ধনেশ্বর! এক মানুষ বেগদ্বারা পর্ব্বত মর্দ্দন করিয়া সমস্ত ক্রোধবশানুগ রাক্ষসগণকে সমরে নিহত করিয়াছে। হে দেব ধনাধিপ! রাক্ষস ও যক্ষদিগের প্রধানেরা নিহত, গত-সত্ত্ব ও গত-প্রাণ হইয়া শয়ন করিয়াছে এবং আপনার সখা মণিমানও হত হইয়াছেন, কেবল আমরাই শৈলের আশ্রয়ে মুক্ত হইয়াছি; এই কর্ম্ম এক মানুষে করিয়াছে। এই ক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান করুন। সকল যক্ষগণের অধিপতি ধনেশ্বর তাহা শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় কুপিত হইয়া কোপ-লোহিত নয়নে 'কেন' এই কথা কহিলেন। পরে তিনি ভীমকে দ্বিতীয়বার অপরাধী শুনিয়া ক্রোধ করিলেন এবং রথ যোজনা কর, ইহা বলিলেন; তখন কিঙ্করেরা ঘন-মেঘ-প্রতিম, গিরি-শৃঙ্গ-সম সমুচ্ছ্রিত রথে হেমমালী ঘোটক যোজনা করিল। নানা রত্ন-বিভূষিত সর্ব্বগুণোপেত বিমলাক্ষ তেজোবল গুণযুক্ত, কুবেরের উত্তম অশ্ব সকল রথে যুক্ত হইয়া যেন পবনের ন্যায় প্রবমান হইবে এজন্য পরস্পরবিজয়াবহ হ্রেষিত রব করিতে লাগিল। মহাদ্যুতি রাজরাজ ভগবান্ কুবের, দেব গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই মহারথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। রক্তাক্ষ হেমবর্ণ মহাবল মহাকায় সহস্র প্রধান যক্ষ, সর্ব্ব যক্ষগণাধিপতি মহাত্মা কুবেরকে গমন করিতে দেখিয়া সায়ুধ ও বদ্ধনিস্ত্রিংশ হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। মহাবেগশীল তুরঙ্গমেরা গগনমণ্ডলে বেগে প্রবমান হইয়া যেন আকাশকে আকর্ষণ করিতে করিতে গন্ধমাদনে উপনীত হইল। পাণ্ডবেরা ধনাধিপতির পালিত সেই ঘোটকবৃন্দ ও যক্ষ রাক্ষসগণাবৃত প্রিয়দর্শন মহাত্মা কুবেরকে দেখিয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। ধনাধিপতি কুবের খড়্গ কোদণ্ডধারী মহাসত্ত্ব মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণকে দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তিনি দেবকার্য্য করিতে সমুৎসুক হইয়া মনে মনে পরম সন্তোষিত হইলেন। কুবেরানুচর যক্ষেরা পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে গিরিশৃঙ্গোপরি আপতিত হইল এবং ধনেশ্বরকে অগ্রে করিয়া পাণ্ডবদিগের সমীপে অবস্থিত রহিল। হে ভারত! যক্ষ গন্ধর্ব্বেরা ধনাধিপতিকে পাণ্ডবদিগের প্রতি হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া নির্ব্বিকারাবস্থায় অবস্থিত হইল। ধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাত্মা মহারথ পাণ্ডব প্রভু ধনদকে প্রণাম করিয়া সকলেই আপনাদিগকে অপরাধী বিবেচনায় কৃতাঞ্জলিপুটে ধনেশ্বরকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ধনাধিপতি পুষ্পক-রথে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত বিচিত্র আসনবরে উপবিষ্ট হইলেন। মহাকায় মহাজব শঙ্কুকর্ণ সহস্র সহস্র যক্ষ রাক্ষস, শত শত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ, যেমন দেবগণ শতক্রতুর নিকট উপবেশন করেন, সেইরূপ উপবিষ্ট সেই ধনেশ্বরের নিকটে নিকটে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করিল। কাঞ্চনময়ী শুভ মালাধারী ও পাশ খড়্গ ধনুষ্পাণি ভীমসেন, ধনাধিপকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত ভীমসেনের সেই অবস্থাতে কুবেরকে দেখিয়াও কিছুমাত্র গ্লানি হইল না।

নরবাহন ধনেশ্বর ভীমকে শাণিত বাণ সকল গ্রহণপূর্ব্বক যোদ্ধুকাম হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, হে পার্থ! সমস্ত প্রাণীরা তোমাকে প্রাণিগণের হিতকার্য্যে রত বলিয়া জানে, অতএব তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত নির্ভয়ে শৈলশৃঙ্গে বাস কর। হে পাণ্ডব! তুমি ভীমের প্রতি ক্রোধ করিও না; এই যক্ষ রাক্ষসেরা পূর্ব্বেই কাল কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তোমার অনুজ কেবল নিমিত্তমাত্র। এই যে সাহসিক কর্ম্ম করা হইয়াছে, এ বিষয়ে লজ্জা করাও অকর্ত্তব্য। যক্ষ রাক্ষসদিগের বিনাশ, পূর্ব্বে দেবগণকর্ত্তৃক আদিষ্টই হইয়াছিল, অতএব ভীমসেনের প্রতি আমার ক্রোধ নাই, বরং প্রীতই হইয়াছি, এমন কি, ভীমসেনের এই কর্ম্মে আমার পরম সন্তোষ হইয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষরাজ রাজাকে ইহা কহিয়া ভীমসেনকে বলিলেন, হে বৎস কুরুসত্তম! তুমি যে কৃষ্ণার নিমিত্ত আমাকে ও দেবগণকে অনাদর করিয়া স্ব-বাহুবলের আশ্রয়ে যক্ষ রাক্ষসদিগের বিনাশরূপ এই সাহসিক কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা আমার মনে কষ্টকর হইতেছে না, বরং তোমার প্রতি সন্তুষ্টই হইয়াছি। হে বৃকোদর! অদ্য আমি ঘোর শাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম। পরমর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তুমি তাহার নিষ্কৃতি করিলে। হে পাণ্ডুনন্দন! আমার ক্লেশ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অতএব এ বিষয়ে তোমার কোন প্রকারে অপরাধ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি মহাত্মা অগস্ত্যকর্ত্তৃক কি নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, হে দেব! ইহার কারণ আপনার নিকট শ্রবণে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে; ধী-সম্পন্ন সেই অগস্ত্যের ক্রোধে যে আপনি সেই কালেই বল-বাহনের সহিত নির্দ্দগ্ধ হইলেন না, ইহা আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ধনেশ্বর কহিলেন, হে নরেশ্বর! কুশস্থলীতে দেবতাদিগের মন্ত্রণা হয়, তন্নিমিত্ত আমি তিনশত মহাপদ্মসংখ্য বিবিধায়ুধধারী ভয়ঙ্কর-রূপ যক্ষগণে পরিবৃত হইয়া সেইস্থানে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে নানা পক্ষিগণাকীর্ণ পুষ্পিত পাদপে উপশোভিত যমুনাতীরে অবস্থিত ও উৎকট তপস্যা করিতে দেখিলাম। এই সময় আকাশগত মদীয় সখা শ্রীমান্ মণিমান্ নামে রাক্ষসাধিপতি, হুতাশনের ন্যায় বর্দ্ধিত দীপ্যমান তেজোরাশি সেই মহর্ষিকে ঊর্দ্ধবাহু ও সূর্য্যাভিমুখে

স্থিত দেখিয়াই অজ্ঞানভাব, মূর্খত্ব, দর্প ও মোহবশত হার মস্তকোপরি নিষ্ঠীবন করিল। তাহাতে ঋষি ক্রোধে ন সকল দিক্ দহন করত আমাকে এই কথা বলিলেন, হে ধনেশ্বর! যেহেতু তোমার সখা এই দুষ্টাত্মা আমাকে জ্ঞা করিয়া তোমার সমক্ষে আমার এই ধর্ষণা করিল, ই নিমিত্ত তোমার সৈন্যের সহিত সে, মানুষ হইতে প্রাপ্ত হইবে; দুর্ম্মতি তুমিও এই হত সৈন্য দ্বারা ক্লেশ ইয়া পরিশেষে সেই মানুষকেই দেখিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। তোমার সৈন্যগণের বলান্বিত পুত্র পৌত্রেরা এই ঘোরশাপগ্রস্ত হইবে না, তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।" মহারাজ! আমি পূর্ব্বে সেই ঋষিসত্তম হইতে এই শাপ প্রাপ্ত হই, তোমার ভ্রাতা ভীমসেন তাহা হইতে আমাকে মুক্ত করিলেন।

একষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কুবের কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধৃতি, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম, এই পঞ্চ প্রকার লৌকিক কার্য্যের অভ্যুদয় হেতু। হে ভারত! সত্য যুগে মনুষ্যেরা নিজ নিজ কর্ম্মে ধৃতিমন্ত দক্ষ ও পরাক্রমবিধানজ্ঞ ছিলেন। ক্ষত্রিয় জাতি ধৃতিমান্ দেশকালজ্ঞ ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিধানবেত্তা হইয়া চিরকাল পৃথিবী শাসন করিতেছেন। হে পার্থ! যে পুরুষ এইরূপে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে ইহ-লোকে যশ ও পর-লোকে সদ্গতি লাভ করে। বৃত্রহা ইন্দ্র দেশ কালের অবকাশ-লাভেচ্ছু হইয়াই ক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অমর-পুরীতে রাজ্য প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কেবল ক্রোধহেতু অনিষ্টাপাত দর্শন না করে, যে পাপবুদ্ধি পাপাত্মা পাপেরই অনুবর্ত্তী হয় এবং কর্ম্মের বিভাগজ্ঞ না হয়, সে ইহকাল ও পরকালে বিনষ্ট হয়। যে দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ কালজ্ঞ ও কার্য্যবিশেষজ্ঞ না হয়, তাহার কার্য্যারম্ভ বৃথা হয়, সুতরাং সে ইহ ও পরলোকে বিনষ্ট হয় এবং সাহসে প্রবর্ত্তমান সর্ব্ব-সামর্থ্য-লাভেচ্ছু পরপ্রবঞ্চক দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের নিশ্চয় পাপ জন্মে। হে পুরুষর্ষভ! এই ভীমসেন গর্ব্বিত, ক্রোধী ও ভয়রহিত এবং ধর্ম্মজ্ঞ নহে এবং ইহার বুদ্ধিও বালকের ন্যায়; অতএব তুমি ইহাকে শাসন কর। তুমি পুনরায় আষ্টিষেণ রাজর্ষির আশ্রমে শোক-ভয়-শূন্য হইয়া রাক্ষস-ভয়জনক কৃষ্ণ পক্ষে বাস কর। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সহিত অলকাবাসী ও গিরিবাসী রাক্ষসেরা সকলে মৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া দ্বিজগণকে ও তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। হে ধার্ম্মিকবর! বৃকোদর তোমার অনুগত, তুমি ইহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বুঝাইয়া সাহস কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিবে। ইহার পর বনগোচর প্রাণীরা সর্ব্বদা তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তোমাদিগের নিকটে অবস্থিতি করিবে ও তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। হে পুরুষেন্দ্রগণ! আমার পরিচারকেরা নিয়ত তোমাদিগের নিমিত্ত সুস্বাদু বহু অন্ন পান আহরণ করিবে। হে যুধিষ্ঠির! বাসবের অর্জ্জুন, বায়ুর বৃকোদর, ধর্ম্মের তুমি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যমজ নকুল সহদেব, যোগোৎপন্ন আত্মসম্পন্ন সন্তান বলিয়া যেপ্রকার রক্ষণীয়, সেইপ্রকার তোমরা সকলে আমারও রক্ষণীয়। ভীমসেনের কনিষ্ঠ অর্থতত্ত্ব বিধানজ্ঞ ও সর্ব্বধর্ম্মের বিধানবেত্তা ফাল্গুন স্বর্গে কুশলী আছেন। হে বৎস! লোক-সম্মত যে কিছু স্বর্গীয় পরম সম্পত্তি, সে সমস্তই জন্মকালাবধি ধনঞ্জয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দম, দান, বল, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি ও উত্তম তেজ, এ সকলই মহাসত্ত্ব অমিততেজস্বী অর্জ্জুনেতে অবস্থিতি করিতেছে। হে পাণ্ডব! জিষ্ণু মোহবশতও গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং মিথ্যাবাক্য কহেন না, ইহা মনুষ্যেরা মনুষ্যদিগকে কহিয়া থাকে। হে ভারত! কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন ফাল্গুন অমরাবতীতে দেব, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। হে পার্থ! যিনি ধর্ম্মদ্বারা সকল মহীপালকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর্য্য মহাতেজা ত্বদীয় প্রপিতামহ রাজা শান্তনু স্বর্গে গাণ্ডীবধন্বা কুলধুর্য্য পার্থদ্বারা সম্যক্ প্রীত হইয়াছেন। যে মহাতপা যমুনাতে পিতৃ, দেব, ঋষি ও বিপ্রগণকে অর্চ্চনা করিয়া সপ্তসপ্ত মুখ্য মহামেধ আহরণ করিয়াছিলেন, সেই অধিরাজ স্বর্গজিৎ ত্বদীয় প্রপিতামহ শান্তনু ইন্দ্রলোকে থাকিয়া তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা কুবেরভাষিত এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বাক্যদ্বারা তাঁহা হইতে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তদনন্তর ভরতর্ষভ বৃকোদর শক্তি, গদা, খড়্গ ও ধনুক অবনামিত করিয়া কুবেরকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর শরণ্য ধনাধিপতি তাঁহাকে শরণাগত দেখিয়া কহিলেন, তুমি শত্রুদিগের মানহা ও সুহৃদ্বর্গের আনন্দবর্দ্ধন হও এবং পাণ্ডবদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অমিত্রতাপনগণ! তোমরা স্ব স্ব রমণীয় নিকেতনে বাস কর; যক্ষেরা তোমাদিগের নিমিত্ত অভিলাষানুযায়ী দ্রব্যাহরণ করিবে। গুড়াকেশ সাক্ষাৎ পুরন্দরকর্ত্তৃক কৃতাস্ত্র ও প্রেরিত হইয়া শীঘ্র পুনরাগমন করিবেন। গুহ্যকাধিপতি কুবের সৎ-কর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ অনুশাসন করিয়া গিরিবরশ্রেষ্ঠে অন্তর্হিত হইলেন। সহস্র সহস্র যক্ষ ও রাক্ষসেরা গজপৃষ্ঠস্থ চিত্র কম্বলে সঙ্কীর্ণ ও নানা রত্নে বিভূষিত যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল। যেমন ঐরাবত-পথে শব্দ হয়, তদ্রূপ কুবের সদনের প্রতি পক্ষি-সদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্বগণের নির্ঘোষ হইতে লাগিল। ধনাধিপতির সেই ঘোটকগণ যেন আকাশ আকর্ষণ করত পবন দেবকে পান করিতে করিতে দ্রুত বেগে গমন করিল। এদিকে ধনাধিপতির শাসনে তাঁহার প্রেষ্যগণ রাক্ষসাদির সেই সমস্ত মৃত শরীর শৈলাগ্র হইতে অপাকর্ষণ করিয়া ফেলিল। মহারাজ! যেহেতু ধীমান্ অগস্ত্য সেই সময়কে তাহাদিগের শাপান্তকাল অবধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তাহারা তখন সমরে নিহত হইল ও তাহাদিগের শাপের অন্ত হইল। মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনেরা সেই সকল গৃহে কতিপয় রাত্রি রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও নিরুদ্বেগ হইয়া সুখে বাস করিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! তদনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে ধৌম্য আহ্নিক কৃত্য সমাপনান্তে আষ্টিষেণের সহিত পাণ্ডবগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পাণ্ডবেরা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণগণকে

পূজা করিলেন। পরে মহর্ষি ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ কর ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শৈলরাজ মন্দর, সাগর পর্য্যন্ত ভূমি আবর্ত্তন করিয়া বিরাজমান আছে। হে পাণ্ডব! ইন্দ্র ও কুবের সকানন পর্ব্বত ও অরণ্য শোভিত এই দিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন। হে বৎস! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মনীষী ঋষিগণ এই দিক্‌কে ইন্দ্র ও কুবের রাজার নিকেতন বলিয়া বর্ণন করেন। ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবগণ এই দিকে উদিত আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রাণীর প্রভু ধর্ম্মজ্ঞ যমরাজ মৃত ব্যক্তির গম্য ঐ দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া আছেন, ঐ দিক্ প্রেতরাজের সংযমননামক ভবন। উহা পরম ঋদ্ধিসম্পন্ন, অতীব অদ্ভুত-দর্শন ও পুণ্যজনক। হে রাজন! সবিতা যে পর্ব্বতকে প্রাপ্ত হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞায় প্রবৃত্ত হন, সেই ঐ পর্ব্বতরাজকে মনীষিগণ অস্তাচল বলিয়া থাকেন। এইরূপ বরুণ ঐ পর্ব্বতরাজ ও মহোদধি সমুদ্রে বাস করত প্রাণীসকলকে রক্ষা করিতেছেন। হে মহাভাগ! ব্রহ্মবেত্তাদিগের গতি স্বরূপ শিবদায়ক বীর্য্যবান্ ঐ মহামেরু উত্তর দিক্ প্রকাশ করিয়া আছেন; যেখানে ব্রহ্মসভা আছে এবং ভূতাত্মা প্রজাপতি যেখানে থাকিয়া, যে কিছু স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্টি করেন; দক্ষ প্রভৃতি যে সপ্তজন ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া বর্ণিত হন, মহামেরু তাঁহাদিগেরও শিবদায়ক ও অনাময স্থান। হে বৎস! বসিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি ঐ স্থানেই অস্তমিত ও পুনরায় উদিত হইয়া থাকেন। হে তাত! রজোরহিত উত্তম মেরু শিখর-প্রদেশ দর্শন কর, যে স্থানে পিতামহ আত্মতৃপ্ত দেবগণের সহিত অধ্যাসীন থাকেন। মনীষিগণ যাঁহাকে পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির নিত্য উপাদানস্বরূপ আদ্যন্তরহিত পরদেব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই প্রভু নারায়ণের স্থান, ব্রহ্মসদনের পরে প্রকাশ পাইতেছে। দেবতারাও যে সর্ব্বতেজোময় শুভদায়ক স্থানের দর্শন পান না, সেই মহাত্মা বিষ্ণুর স্থান স্বীয় প্রভায় অর্ক ও অনল হইতেও অতি প্রদীপ্ত হইয়া দেব দানবগণের দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছে। হে বৎস! সেই নারায়ণস্থান সুমেরুতে পূর্ব্বদিকে বিরাজিত আছে, যথায় সকলের নিদানরূপ আত্মভূ-ভূতেশ্বর নারায়ণ, সকল ভূতকে প্রকাশিত করত পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ওখানে ব্রহ্মর্ষিরাই গতি লাভ করিতে পারেন না, মহর্ষিরা কিহেতু পারিবেন? ওস্থানে কেবল যতিদিগেরই গতি হইয়া থাকে। সকল জ্যোতিঃপদার্থ ওখানে সেই অচিন্ত্যাত্মা প্রভুর নিকট প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, যেহেতু তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শুভকর্ম্মদ্বারা ভাবিতাত্মা পরম তপোযুক্ত যতিরা ওখানে ভক্তিদ্বারা নারায়ণ হরিকে প্রাপ্ত হন। হে ভারত! তমো-মোহ-বিবর্জ্জিত যোগসিদ্ধ সেই মহাত্মারা ওখানে মহাত্মা স্বয়ম্ভূ সনাতন দেবদেবকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ইহলোকে আগমন করেন না। হে মহাভাগ! ঐ স্থান অক্ষয়, অব্যয় ও নিত্য; কারণ উহা চিরকাল ঈশ্বরের প্রাণ-স্বরূপ। হে কুরুনন্দন! সূর্য্য ও চন্দ্রমা চিরকাল ঐ মেরুকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। হে অনঘ! যেমন সমস্ত জ্যোতির্গণ গিরিরাজ মেরুকে সর্ব্বতোভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাশশীল ভগবান্ আদিত্যও সেই জ্যোতির্গণকে আকর্ষণ করত প্রদক্ষিণ করেন। ঐ বিভাবসু অস্তগত হইয়া পরে সন্ধ্যা অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ উত্তরদিক্ ভজনা করেন; পরে সর্ব্বভূত-হিতকারী সেই সবিতা দেব পুনর্ব্বার মেরু অনুবর্ত্তন করত পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গমন করেন। এইরূপ ভগবান্ সোম যথাকালে পর্ব্বসন্ধিতে বহুধা মাসের বিভাগ করত নক্ষত্রগণের সহিত গমন করিয়া থাকেন। উনি এইরূপে নিরলস ভাবে মহামেরুকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বভূত বর্দ্ধন করত পুনরায় মন্দরে গমন করেন; তদ্রূপ তমিস্রহন্তা আদিত্যদেবও কিরণজালে জগৎ প্রকাশ-পূর্ব্বক এই বাধারহিত পথে আবর্ত্তন করেন। ইনি যখন শিশির সৃষ্টি কামনায় দক্ষিণদিকে গমন করেন, তখন সকল ভূতের প্রতি শীত কালের সমাগম হয়। পরে সেই বিভাবসু দক্ষিণ মার্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তেজোদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতের তেজ গ্রহণ করেন; তাহাতে ঘর্ম্ম, শ্রম, তন্দ্রা ও গ্লানি মনুষ্যদিগকে আশ্রয় করে এবং প্রাণিসকল বারংবার সতত নিদ্রার সেবন করিতে থাকে। ভগবান্ ভানুমান্ এবংপ্রকারে ঐ অনির্দ্দেশ্য পথ আবর্ত্তন করিয়া জল বর্ষণ করত প্রজা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। মহাতেজা আদিত্য সুখজনক সমীরণ, সন্তাপ ও বৃষ্টি দ্বারা সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বর্দ্ধন করত পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হন। হে পার্থ! সবিতা এইরূপে অতন্দ্রিত হইয়া কাল-চক্রে বিচরণ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত আকর্ষণ করত পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। হে পাণ্ডব! এই আদিত্যের নিরন্তরই গতি হইয়া থাকে; ইনি ক্ষণকালও স্থিতি করেন না। ইনি সর্ব্ব ভূতের তেজ হরণ করিয়া পুনরায় তাহা বিসর্জ্জন করেন। হে ভারত! এই বিভু আদিত্য সর্ব্বদা ভূতগণের আয়ু ও কর্ম্ম সৃষ্টি করত দিবারাত্রি কলা-কাষ্ঠা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সদ্ব্রতানুষ্ঠাতা মহাত্মাদিগের অর্জ্জুনের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও সেই পর্ব্বতবরে বাস হেতু ক্রীড়া ও প্রমোদে কালাতিপাত হইতে লাগিল। বহুল-গন্ধর্ব্ব-সজ্ঞ ও মহর্ষিগণ প্রীতচিত্তে সেই বীর্য্যযুক্ত বিশুদ্ধ-তত্ত্ব, তেজস্বী সত্যনিষ্ঠ-প্রধান পাণ্ডবদিগের সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। যেপ্রকার, স্বর্গ পাইয়া মরুদ্গণের চিত্তপ্রসাদ জন্মে, সেইপ্রকার, পুষ্পসম্পন্ন তরুযুক্ত সেই উৎকৃষ্ট পর্ব্বত পাইয়া সেই মহারথদিগের মনের পরম প্রসন্নতা হইল। তাঁহারা সেই গিরিবরের ময়ূর-হংসনাদে নাদিত পুষ্পোপকীর্ণ শৃঙ্গ সানু সন্দর্শনে অসীম হর্ষলাভ করিয়া অবস্থিতি করিতে থাকিলেন এবং সেই উত্তম গিরিতে হংস কারণ্ডব কলহংসসেবিত পদ্মাকুল সরোবর সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুষ্করিণীসকলের জলসন্নিহিত স্থান ও তটসকল আক্রীড় কুবেরকর্ত্তৃক সংবৃত হইয়াছিল এবং সুচিত্র মাল্য দামে আবৃত সুশোভিত মণি-প্রকীর্ণ মনোহর ক্রীড়া-স্থান সকলও তাঁহাদিগের নয়ন পথে উপনীত হইতে লাগিল। ঐ সকল ক্রীড়াস্থান ধনাধিপতি কুবের রাজার যাদৃশ মনোহর হইতে পারে, তদ্রূপ মনোহরই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তপোনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা নানা বর্ণ সুগন্ধি মহাদ্রুম ও মেঘজালে আবৃত গিরি শৃঙ্গে নিরন্তর বিচরণ করত তাহার অনির্ব্বচনীয় ভাব চিন্তা করণে

সমর্থ হইলেন না। হে পুরুষপ্রবীর! সেই নগোত্তমের তেজে ও তত্রস্থ মহৌষধি সকলের প্রভাবে তথায় অহোরাত্রের কোন প্রভেদ ছিল না। অমিত-তেজা বিভাবসু যে পর্ব্বত অবলম্বন করিয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সেই মানব-সিংহ বীর পুরুষেরা তথায় থাকিয়া সেই সূর্য্যদেবের উদয় ও অস্তমন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সত্যব্রত মহারথ অর্জ্জুনের আগমন-প্রতীক্ষায় সেই গিরিবরে রবির উদয় ও অস্তমন, অন্ধকারের আগমন ও নির্গম এবং দিক্‌বিদিক্ সকল তমোহারী ভানুমানের গভস্তিজালে সমাবৃত দেখিয়া বেদাধ্যয়ন-নিরত, সতত ক্রিয়াশালী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, শুচিব্রত ও সত্যে স্থিত হইয়া, "এইস্থানে কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত সমবেত ব্যক্তিদিগের শীঘ্র আনন্দোদয় হউক," এইরূপ পরম কল্যাণজনক বাক্য প্রয়োগ করত যোগপরায়ণ হইলেন। সেই উৎকৃষ্ট শৈলে বিচিত্র কানন দেখিয়াও তাঁহাদিগের নিরন্তর অর্জ্জুন চিন্তা সত্ত্বে রাত্রি ও দিবস এক এক বৎসরের সমান হইতে লাগিল। যেহেতু যখন ধৌম্যের অনুমতিতে সেই জিষ্ণু জটা ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা করেন, তদবধিই তাঁহাদিগের হর্ষ থাকে নাই, অতএব অর্জ্জুন গতচিত্ত পাণ্ডবদিগের কি হেতু সেই বিবিত্র বনে প্রমোদ হইতে পারে? যখন ঐ মত্তমাতঙ্গগামী অর্জ্জুন, ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিয়োগাধীন কাম্যক্ বন হইতে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা শোকপরাহত হইয়াছিলেন। হে ভারত! এইরূপে সেই ভরতকুলতিলকদিগের সেই পর্ব্বতে বাসব-সমীপগত সিতাশ্ব অস্ত্রার্থী অর্জ্জুনের চিন্তায় এক মাস কাল অতি কৃচ্ছ্রে অতিবাহিত হইল। এদিকে অর্জ্জুন পুরন্দর-পুরীতে পঞ্চবর্ষ কাল বাস করিয়া পুরন্দরের নিকট হইতে আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম্য ও প্রজাপতির পারমেষ্ঠ্য এবং যম, ধাতা, সবিতা, ত্বষ্টা ও কুবেরের অস্ত্র, এই সকল দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইযা শতক্রতুকে অভিবাদন করিয়া পরিশেষে তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করত প্রীত ও প্রহৃষ্টমানসে গন্ধমাদনে আগমন করিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নিবাতকবচ যুদ্ধ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথেরা অর্জ্জুনকে চিন্তা করিতেছেন, এমত কোন সময়ে অশ্বসংযুক্ত বিদ্যুৎ সম সমুজ্জ্বল ইন্দ্ররথ সহসা সমীপগত দেখিয়া তাঁহাদিগের হর্ষোদয় হইল। মাতলি-সংগৃহীত সেই দীপ্যমান ইন্দ্র-বিমান হঠাৎ অন্তরীক্ষ প্রকাশ করত মেঘান্তরস্থ মহোল্কার ন্যায় ও ধূম-রহিত প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইল এবং নবাভরণ, মাল্য ও কিরীট-ধারী ধনঞ্জয় তাহাতে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও শ্রী দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। ধীমান্ কিরীটমালী অর্জ্জুন শৈলে উপনীত হইয়া সেই মহেন্দ্র-বিমান হইতে অবরোহণপূর্ব্বক প্রথমত ধৌম্যের, তদনন্তর অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠিরের, পরে বৃকোদরের চরণাভিবাদন করিলেন। অনন্তর মাদ্রীনন্দনদ্বয় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণার নিকটে গিয়া উঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে নম্রভাবে অগ্রজ সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অপ্রমেয় অর্জ্জুনের সহিত সমাগমে পরম হর্ষোদয় হইল; তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজার প্রশংসা করত আনন্দিত হইলেন। নমুচি-হন্তা ইন্দ্র যাহা আশ্রয় করিয়া দৈত্যদিগের সপ্ত গণ বিনাশ করিয়াছিলেন, অদীনসত্ত্ব পৃথাপুত্রেরা সেই ইন্দ্রযান পাইয়া প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অতীব হর্ষে মাতলির সুররাজ তুল্য উত্তমরূপে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট দেবগণের যথাবৎ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি তাঁহাদিগের প্রতি, পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায়, অনুশাসন করিয়া অভিনন্দিত হইলেন এবং অনুপম প্রভা-সম্পন্ন সেই রথে ইন্দ্র সকাশে পুনর্ব্বার গমন করিলেন।

মাতলি প্রস্থান করিলে, সর্ব্বরিপু-প্রমাথী নরদেব প্রধান ইন্দ্রপুত্র মহাত্মা অর্জ্জুন শক্র-দত্ত উত্তমরূপ-বিশিষ্ট মহাধন সমস্ত ও দিবাকর-নিভ বিভূষণ সকল সুতসোম-জননী প্রিয়া দ্রুপদ-নন্দিনীকে প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সকল কুরু-পুঙ্গবগণ ও সূর্য্যাগ্নি তুল্য প্রভা সম্পন্ন দ্বিজবরগণের মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক যথানুরূপ সমস্ত কহিতে লাগিলেন, আমি এইরূপে সাক্ষাৎ শক্র, পবন ও শঙ্কর হইতে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি এবং শীলতা ও সমাধিদ্বারা ইন্দ্রসহ সুরগণকে প্রীত করিয়াছি।

মহারাজ! বিশুদ্ধ-কর্ম্মা কিরীটী তাঁহাদিগকে স্বর্গবাসের কথা সংক্ষেপে কহিয়া সেই রাত্রি নকুল সহদেবের সহিত প্রীত-চিত্তে শয়ন করিলেন।

পঞ্চষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে ভ্রাতগণের সহিত ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করিলেন। হে ভারত! এই সময়ে অন্তরীক্ষে দেবতাদিগের ভীষণ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল; সমস্ত বাদ্য-ধ্বনি, রথনেমি-ধ্বনি ও ঘণ্টানাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; ব্যাল, মৃগ ও পক্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ রব করিয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সূর্য্য-সঙ্কাশ বিমানে অরিন্দম দেবরাজের অনুগামী হইল! অনন্তর দেবরাজ পুরন্দর হয়গণ-যোজিত, সুবর্ণ-পরিষ্কৃত, মেঘ-গম্ভীর নিস্বন রথে আরোহণ করিয়া, পরম শ্রীদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া পার্থগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভূরিদক্ষিণ ধর্ম্মরাজ শ্রীমান যুধিষ্ঠির অমিতাত্মা সহস্রলোচনকে দেখিবামাত্র ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহাবে তাঁহাব সমীপে গমনপূর্ব্বক বিধিদৃষ্ট ক্রিয়ানুসারে তাঁহার যথাযোগ্য বিধিবৎ পূজা করিলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয় পুরন্দবকে প্রণাম-পুবঃসর ভৃত্যের ন্যায় প্রণত হইয়া তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান বহিলেন। মহাতেজা ধর্ম্মরাজ পাপরহিত তপোনিষ্ঠ জটিল ধনঞ্জয়কে বিনীতভাবে দেবরাজ-নিকটে অবস্থিত দেখিয়া,তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, অতীব হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং অর্জ্জুনদর্শন হেতু ও দেবরাজকে পূজা করত পরম প্রীত হইলেন। ধীমান্ সুররাজ পুরন্দর তাদৃশ অদীন-মানস ও হর্ষসাগর-নিমগ্ন রাজা যুধিষ্ঠিরকে তখন এই বাক্য কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি এই পৃথিবী শাসন করিবে, তুমি কল্যাণ লাভ কর, এইক্ষণে পুনরায় কাম্যক্ বনে গমন কর।

হে রাজন্! সংযতাত্মা ধনঞ্জয় আমার নিকট সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আমার প্রিয় কর্ম্মও করিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে জয় করিতে ত্রিলোকীমধ্যে কাহারও সাধ্য নাই।

সহস্রনেত্র, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া মহর্ষিগণ-কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া হৃষ্টচিত্তে ত্রিদিবে গমন করিলেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল ব্রহ্মচারী, নিয়ত, শংসিতব্রত ও সমাহিত হইয়া এই ধনেশ্বর-গৃহস্থিত পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রসহ সমাগম অধ্যয়ন করেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি অবশ্যই নিরাবাধ ও পরম সুখী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ যথাস্থানে গমন করিলে বীভৎসু দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত, ধর্ম্মপুত্রের পূজা করিলেন। ধর্ম্মনন্দন প্রহৃষ্ট হইয়া অভিবাদনকারী বীভৎসুর মস্তকে আঘ্রাণপূর্ব্বক হর্ষ-গদ্গদ-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি কিরূপে স্বর্গে এই কাল অতিবাহিত করিলে? কি প্রকারে অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইলে? কি রূপেই বা দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিলে? তোমার অস্ত্র সকল ত সম্যক্‌রূপে গৃহীত হইয়াছে? সুরাধিপতি ইন্দ্র ও রুদ্র তোমার প্রতি প্রীত হইয়া ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন? তুমি যেরূপে ইন্দ্র ও ভগবান্ রুদ্রকে দর্শন করিয়াছিলে, যে প্রকারে তোমার অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছে, যেরূপে তুমি উহাঁদিগকে আরাধনা করিয়াছিলে এবং তুমি শতক্রতুর কি প্রিয় কার্য্য করিয়াছিলে যে, তিনি তোমাকে কহিলেন যে, তুমি আমার প্রিয় কার্য্য করিয়াছ। হে অনঘ মহাদ্যুতে! মহাদেব ও দেবরাজ তোমার যে কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তুমি বজ্রপাণির যে প্রিয় কার্য্য করিয়াছ, তৎসমস্ত বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে, অতএব তুমি সেই সকল অশেষরূপে আমার নিকট বর্ণন কর। অর্জ্জুন আহ্লাদসহকারে কহিলেন, মহারাজ! আমি যে বিধানক্রমে ভগবান্ শঙ্কর ও শতক্রতুকে দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে অরিমর্দ্দন! আপনি যে বিদ্যা আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি শিক্ষা করিয়া ভবদীয়াদেশানুসারে তপস্যা নিমিত্ত বনে প্রস্থান করিলাম। কাম্যক বন হইতে ভৃগুতুঙ্গে গিয়া তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া পথিমধ্যে কোন এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলাম; তিনি আমাকে এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৌন্তেয়! তুমি কোথায় যাইবে, আমাকে বল।" হে কুরুনন্দন! আমি তাঁহাকে যথার্থরূপ সমুদয় কহিলাম। ব্রাহ্মণ আমার সেই সত্য-বাক্য শ্রবণে আমার প্রতি প্রীতি-পরবশ হইলেন ও আমাকে সমাদর করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিলেন, "হে ভারত! তুমি তপোনুষ্ঠান কর, তাহাতে অচিরে সুরাধিপতির দর্শন পাইবে।"

মহারাজ! পরে আমি তাঁহার কথানুসারে হিমালয়ে আরোহণ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলাম; তাহাতে আমার প্রথম মাস ফলমূল-ভক্ষণে, দ্বিতীয় মাস জলভক্ষণে এবং তৃতীয় মাস নিরাহারে বিগত হয়। পরে চতুর্থ মাসে আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়াছিলাম; তখন তাহাতে যে আমার বল হ্রাস হয় নাই, ইহা অদ্ভুতের ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর পঞ্চম মাসের প্রথম দিন গত হইলে এক বরাহ দেহধারী জীব পৃথিবীকে মুখাগ্র দ্বারা নিহনন, চরণ দ্বারা বিলিখন ও জঠর দ্বারা সংমার্জ্জন করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ ইতস্তত পরিভ্রমণ করত আমার সমীপে সমাগত হইল। উহার পশ্চাৎ অপর এক কিরাত-বেশধারী মহৎ পুরুষকে ধনুর্ব্বাণ ও অসি-ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিলাম। অনন্তর আমি কার্ম্মুক ও অক্ষয় তূণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সেই লোমাঞ্চকর বরাহকে সায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিলাম। তৎকালে কিরাতও বলবৎ ধনুক আকর্ষণ করিয়া আমার মনকে যেন কম্পিত করত তাহার প্রতি দৃঢ়তর আঘাত করিলেন এবং আমাকে কহিলেন, "তুমি কি নিমিত্ত মৃগয়া ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া আমার পূর্ব্ব-পরিগ্রহ পশুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে? অতএব এই আমি শাণিত শর দ্বারা তোমার দর্প নষ্ট করি, তুমি স্থির হও।" পরে সেই ধনুর্দ্ধারী মহাকায় পুরুষ আমার প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর গিরির ন্যায় আমাকে মহাশরনিকর দ্বারা আবরণ করিলেন এবং আমিও তাঁহাকে মহাশর জালে সমাকীর্ণ করিলাম। পরে আমি দীপ্তমুখ মন্ত্রপূত দৃঢ়াকৃষ্ট শরসমূহে, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহাকে বিদ্ধ করিলাম; তাহাতে তাঁহার সেই কিরাত-রূপ শতধা ও সহস্রধা হইল। তখন আমি সেই সমস্ত শরীরেই শর দ্বারা তাড়না করিলাম; পরে তৎসমুদয় শরীর পুনর্ব্বার একীভূত দৃষ্ট হইল; তাহাতে আমিও তদুপরি অস্ত্রানল নিক্ষেপ করিলাম। পরে সেই পুরুষ একবার হ্রস্বকায় ও বৃহৎ-মস্তক হইলেন; পরে পুনর্ব্বার বৃহৎকায় ও ক্ষুদ্রমস্তক হইলেন; আবার তৎক্ষণাৎ একীভূত হইয়া যুদ্ধে আমার অভিমুখীন হইলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর যখন আমি রণে সায়কসমূহে তাঁহাকে অভিভব করিতে অসমর্থ হইলাম, তখন বায়ব্য মহাস্ত্র যোজনা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে হনন করিতে শক্ত হইলাম না, তখন তাহা অদ্ভুতবৎ হইয়া উঠিল; সেই বায়ব্যাস্ত্র প্রতিহত হওয়াতে আমার মহা বিস্ময় জন্মিল। মহারাজ! আমি পুনর্ব্বার সমরে বিশেষরূপে অতিমাত্র অস্ত্রজালে তাঁহাকে আকীর্ণ করিতে লাগিলাম। স্থূণাকর্ণ, বারুণ, প্রবল শরবর্ষ, শলভ ও অশ্মবর্ষ, এই সকল অস্ত্র লইয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। হে নৃপ! সেই বীর আমার সেই সকল অস্ত্র হঠাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! সেই সব অস্ত্র তৎকর্তৃক কবলিত হইলে, পরিশেষে আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। তিনি মন্নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে বিনির্গত প্রজ্বলিত বাণসমূহে উপচিত হইলেন; সেই মহাস্ত্রদ্বারা উপচীয়মান হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে মৎকর্তৃক উৎপন্ন সেই মহাস্ত্র তেজোদ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে লোক সকল সন্তাপিত এবং আকাশ ও দিক্‌সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরে সেই মহাতেজা মদীয় সেই ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষণকাল মধ্যে সংহার করিলেন। হে রাজন্! ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত হইলে আমার অন্তঃকরণে মহাভয় জন্মিল। তদনন্তর আমি সহসা কোদণ্ড ও অক্ষয়তূণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহাকে হনন করিলাম; তিনি সেই সকল অস্ত্রও ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অস্ত্রসকল হত ও ভক্ষিত হইলে তাঁহার সহিত আমার বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে উভয়ে মুষ্টি ও তলপ্রহার দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। পরিশেষে আমি তাঁহাকে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িলাম। হে মহারাজ! তদনন্তর সেই পুরুষ হাস্য করিয়া স্ত্রীগণ

হইত আমার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন, আমি সেই ব্যাপার আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখিলাম। মহারাজ! সেই ভগবান্ ঐরূপ করিয়া পরে অদ্ভুত অম্বর পরিধানপূর্ব্বক দিব্য রূপান্তর গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর মহেশ্বর কিরাতরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্যাল ও পিনাকধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ বৃষধ্বজ উমার সহিত আমার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। হে পরন্তপ! শূলপাণি শঙ্কর আমাকে সমরে অভিমুখীন ও অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, "আমি তুষ্ট হইয়াছি।" তৎপরে সেই ভগবান্ মদীয় অক্ষয়সায়কবিশিষ্ট তূণদ্বয় ও কার্ম্মুক লইয়া প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর; হে কৌন্তেয়! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বল আমাকে তোমার নিমিত্ত কি করিতে হইবে? হে বীর! তোমার যাহা মনোগত, তাহা ব্যক্ত কর, আমি প্রদান করিতেছি; কিন্তু অমরত্ব ব্যতীত যাহা কিছু তোমার মনোগত থাকে, তাহাই ব্যক্ত কর।" তদনন্তর আমি অস্ত্রগতমনা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে মনে মনে প্রণাম করিয়া পরে কহিলাম, হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার এই অভিলষিত বর প্রার্থনীয় যে, দেবগণের যে কোন অস্ত্র আছে, আমি তৎসমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি। মহাদেবও "দিতেছি," এই কথা আমাকে বলিলেন এবং ইহাও কহিলেন, "হে পাণ্ডব মদীয় রৌদ্রাস্ত্র তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবে," এই বলিয়া আমার প্রতি প্রীত হইয়া পাশুপত মহৎ অস্ত্র আমাকে প্রদান করিলেন এবং সেই সনাতন অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই অস্ত্র মনুষ্যমধ্যে কোন প্রকারে প্রয়োগ করা উচিত নহে; কারণ, ইহা অল্প-তেজস্বীর প্রতি পাতিত হইলে জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইবে, অতএব, হে ধনঞ্জয়! কাহারও কর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে, তখন তাহার প্রতি এই বলবৎ অস্ত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং শত্রু-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ নিমিত্তে তৎপ্রতিঘাত নিমিত্তও সর্ব্বথাই প্রয়োগ করা বিধেয়।" মহারাজ! বৃষধ্বজ প্রসন্ন হওয়াতে সেই দিব্য, অপ্রতিহত, সর্ব্বাস্ত্র-প্রতিষেধক, অমিত্রকুলের উৎসাদনকারী, শত্রুসেনাসংহারক, সুরদানবরাক্ষসগণের দুরাসদ ও অসহ্য পাশুপতাস্ত্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইল। পরে আমি দেবদেব শঙ্করের অনুজ্ঞানুসারে তথায় উপবেশন করিলাম, অনন্তর তিনি আমার সাক্ষাতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর আমি প্রীত হইয়া দেবদেব মহাত্মা ত্র্যম্বকের প্রসাদে তথায় সেই রজনী যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দেখিতে পাইলাম, যাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। হে ভারত! আমি যে ভগবান্ মহাদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম, তৎসমুদায় যথা বৃত্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। হে রাজেন্দ্র! সেই দ্বিজোত্তম প্রীয়মাণ হইয়া আমাকে কহিলেন, "তুমি যেরূপ মহাদেবকে দর্শন করিলে এরূপ অন্য কেহই তাঁহার দর্শন পায় না। হে অনঘ! তুমি বৈবস্বত প্রভৃতি সমস্ত লোকপালের সহিত সমবেত হইয়া দেবেন্দ্রের দর্শন পাইবে; তিনি তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিবেন।" হে রাজন্! সেই সূর্য্যসঙ্কাশ ব্রাহ্মণ আমাকে এই কথা কহিয়া এবং পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া ইচ্ছানুসারে গমন করিলেন। হে শত্রুহন্! পরে সেই দিবসের অপরাহ্নে যেন এই লোককে পুনর্ব্বার নূতন করত পুণ্য-সমীরণ বহিতে লাগিল। নব নব দিব্য সুগন্ধি মাল্যসকল হিমালয় গিরির প্রত্যন্ত গিরিতে আমার সমীপে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিব্য সুঘোষ বাদিত্রধ্বনি ও মনোহর ইন্দ্র-স্তুতি শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ দেবদেবের অগ্রে গান করিতে লাগিল। মরুদ্গণ, মহেন্দ্রের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেব-সদ্ম-নিবাসীরা দেবযানে আরূঢ় হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ইন্দ্র অমরবৃন্দ ও শচী সমভিব্যাহারে অশ্বযোজিত সুশোভিত রথে তথায় আগমন করিলেন। হে রাজন্! সেই সময়ে পরম শ্রীযুক্ত নরবাহন কুবের আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। পরে আমি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যম ও পশ্চিমদিকে অবস্থিত বরুণ এবং পূর্ব্বদিকে অবস্থিত দেবরাজকে দর্শন করিলাম। হে নরেন্দ্র মহারাজ! তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সব্যসাচিন্! আমরা লোকপালসকল অবস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। তুমি সুরকার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত শঙ্করকে দর্শন করিয়াছ, এইক্ষণে চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাদিগের স্থানে অস্ত্রসকল গ্রহণ কর।" হে বিভো! অনন্তর আমি তখন সংযত হইয়া, সেই সুরবরগণকে প্রণাম করিয়া, যথাবিধি মহাস্ত্রসকল প্রতিগ্রহ করিলাম। হে ভারত! আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া দেবগণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলাম। অনন্তর দেবতারা সকলে যথাস্থানে গমন করিলেন। দেবরাজ ভগবান্ মঘবান্ সুপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া কহিলেন, হে ফাল্গুন! তোমাকে স্বর্গে গমন করিতে হইবে। হে ধনঞ্জয়! আমি এই আগমনের পূর্ব্বেই তোমাকে জানিয়াছি, হে ভরতকুলবর! অতঃপর আমি তোমাকে স্বর্গে দর্শন দিব। যেহেতু তুমি পূর্ব্বে পুনঃপুনঃ নানা তীর্থে স্নান করিয়াছ এবং এইক্ষণে এই মহৎ তপস্যা করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি স্বর্গে গমন করিবে। হে শত্রুনিসূদন! পুনরায় তোমার উত্তম তপশ্চরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি দেবতা ও মুনিগণের বিদিত হইয়াছ, অতএব মাতলি আমার নিয়োগে তোমাকে ত্রিদিবে লইয়া যাইবে। তদনন্তর আমি শক্রকে কহিলাম, হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ত্রিদশেশ্বর! আমি অস্ত্র নিমিত্ত আপনাকে আচার্য্যত্বে বরণ করিলাম। ইন্দ্র কহিলেন, হে তাত! তুমি অস্ত্রবিৎ ও নিষ্ঠুরকর্ম্মা হইবে এবং যে নিমিত্ত তুমি অস্ত্রেপ্সু হইয়াছ সে অভিলাষ তোমার পূর্ণ হইবে। তদনন্তর আমি কহিলাম, হে শত্রুহন্! আমি অস্ত্রপ্রতিঘাত ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিব না, অতএব হে বিবুধাধিপতে! আমাকে সেই সকল দিব্যাস্ত্র প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি পশ্চাৎ অস্ত্রজিত লোক লাভ করিব। ইন্দ্র কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি পরীক্ষার নিমিত্ত তোমাকে এই কথা কহিয়াছি, তুমি যেমন আমার আত্মজ, তদনুযায়ীই তোমার এই বচন উপপন্ন হইয়াছে। হে ভারত! তুমি আমার ভবনে গিয়া মরুদ্গণ, বায়ু, অগ্নি, বসু ও বরুণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিবে এবং

সাধ্য, পিতামহ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের অস্ত্র ও বৈষ্ণব্য, নৈঋত এবং মদীয় অস্ত্র সমস্তও শিক্ষা করিবে। দেবরাজ আমাকে এইরূপ কহিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। হে নৃপ! পরে মাতলিকর্ত্তৃকযোজিত অশ্বযুক্ত, দিব্য, মায়াময়, পুণ্যলভ্য, ঐন্দ্ররথ সমুপস্থিত দেখিতে পাইলাম। লোকপালেরা গমন করিলে মাতলি আমাকে কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! দেবরাজ শক্র তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে মহাবাহো! তুমি স্বীয় আত্মাকে সংসিদ্ধ কর, অতঃপর যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা নিষ্পাদন কর, সশরীরে স্বর্গে গমন কর এবং পুণ্যকৃত লোক সকল দর্শন কর। সহস্রাক্ষ সুররাজ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মাতলি আমাকে এই কথা বলিলে, আমি হিমালয়গিরিকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রদক্ষিণপুরঃসর সেই উত্তম রথে সমারোহণ করিলাম। অশ্বতত্ত্বজ্ঞ বহুতর দাক্ষিণ্যসম্পন্ন মাতলি মন ও বায়ুতুল্য বেগশীল বাহগণকে যথাবৎ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। উক্ত সারথি আমাকে তাদৃশ গমনশীল রথে অবস্থিত দেখিয়া আমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন, অদ্য আমার নিকট ইহা অতীব অদ্ভুত ও বিচিত্ররূপ প্রতিভাত হইতেছে যে, এই দিব্যরথে স্থিত হইয়া তোমার স্বস্থান হইতে এক পদও বিচলিত হইতেছ না। হে ভরতর্ষভ! অশ্বগণের প্রথমোৎপতনকালে দেবরাজকেও বিচলিত ভাবাপন্ন নিত্য দেখা গিয়াছে, কিন্তু তুমি এতাদৃশ ভ্রমণশীল রথে যথাস্থানেই অবস্থিত রহিয়াছ; ইহাতে যে তোমার এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহাই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে।

হে রাজন্! মাতলি ঐরূপ কথা কহিয়া আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া দেবালয় ও বিমানসকল আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই অশ্বযুক্ত রথ ঊর্দ্ধে গমন করিল; তখন দেব ও ঋষিগণ আমার পূজা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি অমিততেজস্বী গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবর্ষিগণের প্রভাব ও কামগামী লোক সকল দেখিতে পাইলাম। শক্র-সারথি মাতলি সত্বর হইয়া আমাকে দেবগণের নন্দনাদি বন ও উপবন দর্শন করাইলেন। তৎপরে আমি দিব্য কাম্য ফল বৃক্ষ ও রত্নসমূহে সমলঙ্কৃত ইন্দ্রপুরী অমরাবতী দেখিতে পাইলাম। হে নৃপ! তথায় আদিত্যদেব আতপ বিস্তার করেন না; শীত, উষ্ণ ও পরিশ্রমে বাধিত হইতে হয় না; রজোগুণের উদ্ভব নাই এবং জরাও নাই। হে মহারাজ! সেখানে স্বর্গবাসীদিগের শোক, দৌর্ব্বল্য বা গ্লানি উপলব্ধি হয় না। সুবুদ্ধি দ্যুলোকবাসীদিগকে ক্রোধ লোভও আক্রম করিতে পারে না। অমরনিকেতনস্থ প্রাণীরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিবাহ করেন; তত্রস্থ মহীরুহ সকল হরিত পত্র ও অনবরত পুষ্পফলে সংযুক্ত ও বিবিধ পুষ্করিণীসকল পদ্ম ও সৌগন্ধিক পুষ্পে সমন্বিত রহিয়াছে। বায়ু জীবনস্বরূপ শুচি, সুগন্ধি, শীতল ও সুখজনক ভাবে প্রবাত হইতেছে। ভূমি সকল সর্ব্বরত্নে বিচিত্রিত ও পুষ্পদানে বিভূষিত রহিয়াছে এবং মধুরস্বর বহুতর মনোহর মৃগ পক্ষিগণ আকাশে বিমানারোহী হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। তদনন্তর আমি বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেখিতে পাইলাম এবং তাঁহাদিগকে পূজা করিলাম। তাঁহারা আমাকে বল, বীর্য্য, যশ, তেজ, অস্ত্র ও সংগ্রাম জয়বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে আমি দেবগন্ধর্ব্বপূজিত রমণীয় সেই দিব্য অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন দেবরাজের নিকট দণ্ডায়মান হইলাম। প্রধান দানশীল সুরপতি প্রীত-চিত্তে স্বকীয় অর্দ্ধাসন আমাকে প্রদান করিলেন এবং বহুমানপূর্ব্বক আমার গাত্র স্পর্শ করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর আমি অস্ত্র নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ভূরিদক্ষিণ দেবগন্ধর্ব্বের সহিত সেই স্বর্গে বাস করিতে লাগিলাম। তথায় বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেন আমার সখা হইলেন। তিনিই আমাকে অখিল গান্ধর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিলেন। হে রাজন্! আমি শক্র-ভবনে সুপূজিত, সর্ব্বকামসমন্বিত ও গৃহীতাস্ত্র হইয়া বহুল গীত বাদ্য শ্রবণ ও নৃত্যকারী প্রধান প্রধান অপ্সরোগণকে দর্শন করত সুখে বাস করিতে লাগিলাম। হে ভারত! আমি সেই সমস্ত নৃত্য-গীত-বিষয়ে অবজ্ঞা না করিয়া তাহা যথাবৎ শিক্ষা করত অস্ত্রবিষয়েই অতিমাত্র আগ্রহ সহকারে অবস্থিত রহিলাম। অনন্তর বিভু সহস্রাক্ষ আমার সেই অভিপ্রায় জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। হে রাজন্! আমার এইরূপ স্বর্গবাসে এতাবৎ কাল অতীত হইল।

পরে হরিবাহন ইন্দ্র আমাকে কৃতাস্ত্র ও অতি বিশ্বস্ত জানিয়া পাণিযুগল দ্বারা আমার মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, সংপ্রতি তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সুরগণেরও সাধ্য নাই, সুতরাং মর্ত্ত্যলোকে অকৃতাত্মা মনুষ্যদিগের কি সাধ্য যে, তোমাকে জয় করিতে পারে, যেহেতু তুমি অপরিজ্ঞেয়নীয়, প্রমাণের অগম্য ও যুদ্ধে অনুপমেয়। পরে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বীর! অস্ত্রযুদ্ধে কেহ তোমার সমান হইবে না। হে কুরূদ্বহ! তুমি সদা প্রমাদশূন্য, দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মণ্য, অস্ত্রবিৎ ও শূর। হে ধনঞ্জয়! তুমি পঞ্চবিধ বিধির সহিত পঞ্চদশ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তোমার তুল্য কেহ বিদ্যমান নাই। তুমি প্রয়োগ, উপসংহার, পুনঃপুনঃ প্রয়োগ ও উপসংহার, অস্ত্রাগ্নি দগ্ধ ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন ও পরাস্ত্রে অভিভূত স্বীয় অস্ত্রের উদ্দীপন, এই পঞ্চবিধ বিধি সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাত হইয়াছ। হে পরন্তপ! তোমার এই গুরুদক্ষিণার কাল সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা নিষ্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি এক মহৎকার্য্য নিষ্পন্ন হইল বলিয়া মানিব। হে রাজন্! তদনন্তর আমি দেবরাজকে এই কথা কহিলাম, যদি ঐ কার্য্য আমার শক্য হয়, তবে তাহা আপনি, মৎকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে বলিয়াই জ্ঞান করুন। হে রাজন্! আমি এই কথা কহিলে, বলবৃত্রহা ইন্দ্র হাস্য করত আমাকে বলিলেন, ত্রিলোকমধ্যে তোমার অশক্য কিছুই নাই। দেবগণের শক্র, সমান বলবীর্য্যান্বিত, তিনকোটি সংখ্য, সুবিখ্যাত, নিবাতকবচ নামে দানব সমুদ্র কুক্ষি আশ্রয় করিয়া দুর্গমধ্যে বাস করে। হে কৌন্তেয়! তুমি সেখানে গিয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর; তাহা হইলে তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদান করা হইবে।

তদনন্তর তিনি আমাকে ময়ূর-রোমসদৃশ রোমবিশিষ্ট অশ্বে যোজিত, মাতলিসংযুক্ত, মহাপ্রভ দিব্যরথ প্রদান করিলেন; আমার মস্তকে এই উত্তম কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন; স্বরূপ সদৃশ অঙ্গভূষণ দিলেন; এই স্পর্শ সুখজনক সুদৃঢ় উত্তম

অভেদ্য কবচ পরাইয়া দিলেন এবং গাণ্ডীবে এই অজরা জ্যা যোজনা করিয়া দিলেন। তৎপরে আমি, যাহাতে পূর্ব্বকালে দেবপতি ইন্দ্র বিরোচনপুত্র বলিকে জয় করিয়াছিলেন, সেই দীপ্যমান স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া যাত্রা করিলাম। হে নরনাথ! পরে সমস্ত দেবতারা রথশব্দে প্রবোধিত হইয়া আমাকে দেবরাজ জ্ঞানে করিয়া সমাগত হইলেন, পরে আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ফাল্গুন! তুমি কি কার্য্য করিতে মানস করিয়াছ? আমি তাঁহাদিগকে, যে কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, যুদ্ধে সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিব, এইরূপ কহিলাম; আর ইহাও কহিলাম, হে মহাভাগ অনঘগণ! আপনারা আমাকে নিবাতকবচদিগের বধৈষী ও তন্নিমিত্ত প্রস্থিত বলিয়া অবগত হউন এবং কুশলাশীর্ব্বাদ করুন। পরে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া, যেমন পুরন্দরের স্তব করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাকে স্তব করত কহিলেন, হে কৌন্তেয়! মঘবান্ এই রথে শম্বর, নমুচি, বল্যসুর, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ ও নরকাসুরকে সমরে জয় করিয়াছেন এবং এই রথেই বহু সহস্র, বহু নিযুত ও বহু অর্ব্বুদ সংখ্য দৈত্য পরাভব করিয়াছেন। হে ফাল্গুন! যে প্রকার পূর্ব্বে ইন্দ্র এই রথ দ্বারা স্বাধীনতাপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তুমিও এই রথ দ্বারা বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক নিবাতকবচগণকে রণে জয় করিবে। মহাত্মা মহেন্দ্র এই প্রধান শঙ্খ দ্বারাও লোক সকল পরাভূত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই শঙ্খ দ্বারা দানবদিগকে পরাভূত করিবে। দেবতারা এই বলিয়া আমাকে দেবদত্ত জলোদ্ভব শঙ্খ প্রদান করিলে আমি তাহা জয় নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিলাম। সেই সময়ে অমবগণ আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আমি শঙ্খ, কবচ, শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে অত্যুগ্র দানবালয়ে গমন করিলাম।

অষ্টষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, তদনন্তর আমি গমন করিতে করিতে স্থানে স্থানে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ক্ষয়রহিত জলপতি ভয়ানক উদধি দেখিতে পাইলাম। ঐ সমুদ্রে সমুত্থিত, প্রকীর্ণ, সংহত ও ফেনবিশিষ্ট তরঙ্গ সকল চলনশীল পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল; ইতস্তত রত্নপূর্ণ সহস্র সহস্র তরণ নয়নগোচর হইল; তিমিঙ্গিল, কচ্ছপ, তিমিতিমিঙ্গিল ও মকরসকল জলমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায়, দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; যে প্রকার নিশাসময়ে তনু মেঘাবৃত তারামণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইতস্তত জলমগ্ন সহস্র সহস্র শঙ্খ দেখিতে লাগিলাম; এবং দেখিলাম, সেই সমুদ্রজলে সহস্র সহস্র রত্নসমূহ ভাসমান হইতেছে, যেহেতু তথায় বায়ু ভীষণরূপে ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, অতএব তাহা এক অদ্ভুতের ন্যায় হইল। মহাবেগশালী এতাদৃশ সর্ব্ব-জলাধার উদধি নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে সমীপে দানবাকীর্ণ সেই দৈত্য-পুর দেখিতে পাইলাম। মাতলি তথায় সত্বর হইয়া পাতালে গমনপূর্ব্বক রথঘোষে তৎপুরী নিনাদিত করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। দানবেরা, আকাশে মেঘশব্দের ন্যায়, সেই রথঘোষ শ্রবণ করত আমাকে দেবরাজ বিবেচনা করিয়া উদ্বিগ্ন হইল। তাহারা সকলে ভয়কম্পিত ত্বরান্বিত হইয়া শর, শরাসন, অসি, শূল, পরশু, গদা ও মুষল হস্তে লইয়া অবস্থিত হইল। অনন্তর ত্রস্তচিত্তে পুর রক্ষা বিধানপূর্ব্বক, যাহাতে কিছুই দৃষ্টিবিষয় না হয়, এমত বিবেচনায়, পুর দ্বার সকল রুদ্ধ করিলেন। পরে আমি দেবদত্ত মহাস্বন শঙ্খ লইয়া অসুরপুরসমীপে শনৈঃশনৈঃ শব্দ করিতে লাগিলাম। সেই শঙ্খশব্দ স্বর্গ স্তব্ধ করিয়া প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিল; তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ প্রাণিসকল ত্রাসান্বিত ও লুক্কায়িত হইতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র নিবাতকবচেরা সকলে বিবিধ কবচ ও শোভন অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক লৌহনির্ম্মিত মহাশূল, গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুষণ্ডী ও অলঙ্কৃত বিচিত্র খড়্গ গ্রহণ করত বিচিত্রায়ুধ হস্তে প্রাদুর্ভূত হইল। হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর মাতলি রথবর্ত্ম বিষয়ে বহু বিচার করিয়া সেই ঘোটকগণকে সমতল স্থানে চালনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে মাতলিকর্ত্তৃক চালিত শীঘ্রগামী অশ্বগণের দ্রুতগমন হেতু কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম না, তাহা আমার নিকট অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর দানবেরা সহস্র সহস্র সমুদায় বাদিত্র বিকৃতস্বরে অত্যন্ত বাজাইতে লাগিল। সহসা সেই শব্দে সাগরস্থ পর্ব্বতাকার শত সহস্র মৎস্য, বল বিহীন হইয়া ভাসমান হইতে লাগিল। তদনন্তর দানবগণ শত শত সহস্র সহস্র শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবেগে আমার অভিমুখে ধাবিত হইল। হে ভারত! তখন আমার তাহাদিগের সহিত নিবাতকবচনাশক মহাঘোর তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দানবর্ষি ও সিদ্ধগণ সেই মহাযুদ্ধে সমাগত হইলেন এবং জয়ৈষী হইয়া আমাকে অনুরূপ মধুর বাক্যে, বৃহস্পতিভার্য্যা তারা নিমিত্ত যে সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই সংগ্রামে তাঁহারা ইন্দ্রকে যেমন স্তব করেন, সেইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন।

একোনসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর নিবাতকবচেরা সকলে মিলিত হইয়া আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে আমার প্রতি ধাবিত হইল। সেই মহারথ দানবেরা উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্বদিক্ বেষ্টন ও রথবর্ত্ম আচ্ছাদন করিয়া শর বর্ষণে আমাকে সমাকীর্ণ করিল। শূল-পট্টিশ-হস্ত কতিপয় মহাবীর্য্য নিবাতকবচ দানবেরা আমার প্রতি শূল ও ভুষণ্ডী বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের কর্ত্তৃক নিরন্তর নিক্ষিপ্যমাণ গদাশক্তি-সমাকুল সেই শূলবৃষ্টি মদীয় রথোপরি পতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য প্রহার-পটু কালরূপী ভয়ঙ্কর নিবাতকবচেরা শাণিত অস্ত্র-শস্ত্র-হস্তে আমার অভিমুখে ধাবমান হইল। আমি রণস্থলে তাহাদিগের প্রত্যেককে গাণ্ডীবমুক্ত দশসংখ্য বেগবান্ বিবিধ সরল-গতি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। তাহারা সকলে সন্নিক্ষিপ্ত শিলাশাণিত শরসমূহে বিমুখীকৃত হইল। পরে বাতবেগী বাহগণ মাতলিকর্ত্তৃক আশু চালিত হইয়া উক্ত সারথির সুসংযমে তথায় বহুবিধ পথ বিচরণে দিতিতনয়গণকে প্রমথন করিতে লাগিল। তখন সেই মহারথে নিযুক্ত অযুত সংখ্য অশ্ব মাতলিকর্ত্তৃক সংযত হইয়া যেন অল্পসংখ্য হইল। তাহাদিগের চরণপাত, রথনেমিধ্বনি ও মদীয় বাণ সন্নিপাতে শত শত অসুর হত হইল।

সেইরূপ অন্যান্য অসুরেরাও শরাসন হস্তে গত-প্রাণ ও হত-সারথি হইয়া তুরঙ্গকর্তৃক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পরে প্রহারপটু সমস্ত দানবেরা দিক্ বিদিক্ প্রতিরোধ করিয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; তাহাতে আমার মন ব্যথিত হইল। সেই সময়ে যে মাতলি তাদৃশ বেগশালী বাজিগণকে অযত্নক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরমাশ্চর্য্য বীর্য্য দেখিতে পাইলাম। হে রাজন্! তদনন্তর আমি বিচিত্র আশুগ অস্ত্রে অস্ত্রধারী শত শত সহস্র সহস্র অসুরকে সংগ্রামে ছেদন করিতে লাগিলাম। হে শত্রুহন্! ইন্দ্র-সারথি বীর মাতলি আমাকে এইরূপে সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে সেই রণস্থলে বিচরণ করিতে দেখিয়া প্রীতিমান্ হইলেন। নিবাতকবচদিগের মধ্যে কোন দানবেরা ঐ অশ্ব ও রথ দ্বারা বধ্যমান হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইল; কোন কোন দানবেরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং অপর দানবেরা রণে আমাদিগের কর্তৃক স্পর্দ্ধমান ও শরার্ত্ত হইয়া মহা শর বর্ষণ দ্বারা আমাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর আমি ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রে মন্ত্রিত বিচিত্র শত শত সহস্র সহস্র শীঘ্রগ সায়ক সজ্ঞ দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলাম। পরে সেই মহাসুরেরা সংপীড্যমান ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগপৎ শক্তি, শূল ও অসি বর্ষণ দ্বারা আমাকে পীড়িত করিল। হে ভারত! তদনন্তর আমি মাধব নামে তিগ্মতেজা দেবরাজ-প্রিয় পরমাস্ত্র অবলম্বন করিলাম। ঐ অস্ত্রের প্রভাবে তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত খড়্গ ও ত্রিশূল সহ সহস্র সহস্র তোমর শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলাম। তাহাদিগের অস্ত্রসকল ছেদন করিয়া রোষপ্রযুক্ত তাহাদিগের সকলকেও দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলাম। তৎকালে যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীব হইতে যে, মহাবাণ সকল ভ্রমরপঙ্ক্তির ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল, মাতলি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগেরও শলভতুল্য বাণ সকল বহুত্বপ্রযুক্ত আমাকে প্রবলরূপে সমাকীর্ণ করিল; আমিও তাহাদিগের প্রতি শরানলরাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম; তাহাতে সেই সমস্ত নিবাতকবচেরা বধ্যমান হইয়া পুনরায় আমাকে চতুর্দ্দিকে মহতী শর-বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছাদন করিল; আমি অস্ত্র-বিঘাতী জাজ্বল্যমান আশুগ পরমাস্ত্রসমূহ দ্বারা সেই শরবেগ বিনষ্ট করিয়া সহস্র সহস্র দানবকে বিদ্ধ করিলাম। যেমন বর্ষাকালে ধরাধর শিখর হইতে বারি ধারা গলিত হয়, তদ্রূপ তাহাদিগের গাত্র হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহারা ইন্দ্রাশনিসম-স্পর্শ সরলগামী বেগশীল মদীয় শরনিকরে বধ্যমান হইয়া অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তাহাদিগের দেহ শতধা ভিন্ন ও অস্ত্র তেজ ক্ষীণ হইয়া গেল। পরে তাহারা আমার সহিত মায়া দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

সপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! সেই মায়া-যুদ্ধে সকল দিক্ হইতে সুমহৎ প্রস্তরবর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল। উহা পর্ব্বতপরিমিত শিলাখণ্ডে আমাকে দৃঢ়তর পীড়িত করিল। আমি সেই মহারণে মহেন্দ্রাস্ত্র-বিনির্গত বজ্রতুল্য বেগশীল বাণজালে সেই পাষাণসকল চূর্ণিত করিলাম। অশ্মবর্ষ চূর্ণিত হইলে অগ্নি সমুৎপন্ন হইল; তখন প্রস্তর চূর্ণসকল অগ্নিকণাসমূহের ন্যায় পড়িতে লাগিল। প্রস্তরবৃষ্টি নিহত হইলে মৎসমীপে অক্ষপরিমিত ধারা বিশিষ্ট মহত্তর জল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রখরবীর্য্য সহস্র সহস্র জলধারা আকাশ হইতে প্রচ্যুত হইয়া দিক্‌বিদিক্ ও সমস্ত নভস্তল সমাচ্ছন্ন করিল। তাদৃশ জলধারা-নিপতনে ও বায়ুবিস্ফুরণে এবং দানবগণের গর্জ্জনে কিছুই জ্ঞান গম্য রহিল না। সেই জলধারা সকল পৃথিবী ও আকাশে সম্বদ্ধ ও ভূমিতলে নিরন্তর নিপতিত হইয়া আমাকে বিমোহিত করিল। তখন আমি ইন্দ্রোপদিষ্ট প্রদীপ্ত ঘোররূপী দিব্য বিশোষণাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম; তাহাতে ঐ জলরাশি শুষ্ক হইয়া গেল। হে ভারত! আমি, পাষাণবর্ষ বিনষ্ট ও জলবর্ষ শোষিত করিলে, দানবেরা মায়া-অগ্নি ও মায়া-বায়ু মোচন করিতে লাগিল। তৎপরে আমি সলিলাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাণ ও মহা শৈলাস্ত্র দ্বারা সমস্ত বায়ু বেগ নিবারণ করিলাম। ঐ মায়া প্রতিহত হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ দানবেরা এককালে বিবিধ মায়া কার্য্য সৃষ্টি করিতে লাগিল; লোমাঞ্চজনক ঘোররূপ সুমহৎ অস্ত্রবর্ষণ, অনলবর্ষণ, অনিল বর্ষণ ও অশ্মবর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল সমরে সেই মায়াময়ী বৃষ্টি আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে চতুর্দ্দিকে ভয়ানক তীব্র অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হইল। সমস্ত লোক ঘোররূপ নিবিড়ান্ধকারে আবৃত হইলে বাহগণ বিমুখ ও মাতলি প্রস্খলিত হইলেন এবং মাতলির হস্ত হইতে হিরণ্ময় প্রতোদ স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন তিনি ভীত হইয়া আমাকে, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, এইরূপ পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন। সেই সারথি হতচৈতন্য হইলে আমার সাতিশয় ভয় হইল। তখন আমিও হতজ্ঞান হইয়াছি এবং তিনিও হতজ্ঞান হইয়াছেন; ঐ সময়ে তিনি আমাকে কহিলেন, হে পার্থ! হে বিশুদ্ধচিত্ত! পূর্ব্বে অমৃত নিমিত্ত দেবাসুরের যে সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি; সম্বরাসুরবধে যে সুমহান্ ঘোর সমর হয়, তাহাতেও আমি দেবরাজের সারথ্য কার্য্য করিয়াছি; তদ্রূপ বৃত্রাসুরবধেও আমি অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছি; বিরোচন-পুত্র বলি, বলাসুর, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য অসুরের সহিত যে সুদারুণ মহাযুদ্ধ হয়, তাহাও আমি দেখিয়াছি; হে পাণ্ডব! আমি পূর্ব্বে এই সকল মহা ঘোর সংগ্রামে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তখন জ্ঞানশূন্য হই নাই। বিধাতাকর্তৃক এইক্ষণে নিশ্চয়ই প্রজা সংহার বিহিত হইয়াছে, কেননা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য জগতের বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছু যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

মহারাজ! আমি তাঁহার তদ্বচনশ্রবণে দানবদলের মহান্ মায়াবল অভিভব করিব মনে করিয়া আপনি আপনার মনকে সুস্থির করিয়া ভীত চিত্ত মাতলিকে কহিলাম, হে সারথে! তুমি আমার ভুজযুগলের বল, গাণ্ডীব ধনুক ও অস্ত্রের প্রভা দেখ; অদ্য আমি অস্ত্রমায়া দ্বারা ইহাদিগের এই সুদারুণ মায়া ও উগ্র অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছি, তুমি ভয় করিও না, স্থির হও। হে নরপতে! আমি মাতলিকে এইরূপ কহিয়া দেবগণের হিতার্থ সর্ব্ব-শত্রু-বিমোহিনী অস্ত্রমায়া সৃষ্টি করিলাম; তদ্দ্বারা তাহাদিগের সেই সেই মায়া বিনষ্ট হইলে, অমিততেজস্বী প্রধান প্রধান অসুরেরা পুনর্ব্বার বহুবিধ মায়া উৎপন্ন করিল। লোকসমস্ত একবার প্রকাশ পায়, আবার অন্ধকারগ্রস্ত হয়,

তখন কিছুই দৃষ্ট হয় না এবং কখন বা সমস্ত লোক জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। এইরূপে একবার প্রকাশ হইলে মাতলি স্যন্দনাগ্রে বসিয়া সেই লোমহর্ষণ সমরে সুসংগৃহীত অশ্বগণ দ্বারা বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর উগ্ররূপ নিবাতকবচেরা আমার প্রতি আপতিত হইল। আমি সেই অবসরে তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলাম। পরন্তু নিবাতকবচান্তক তাদৃশ যুদ্ধে সহসা দানবসকলে মায়াচ্ছন্ন হইয়া আমার দৃষ্টিপথের অতীত হইল

একসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, সেই দানবেরা অদৃশ্যমান হইয়া মায়া দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল; আমিও তাহাদিগের সহিত অদৃশ্য অস্ত্র-বীর্য্য দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার যথাবিধানে প্রযুক্ত, গাণ্ডীবমুক্তবাণসকল, দানবেরা যেখানে যেখানে ছিল, সেই সেই স্থানেই তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। তদনন্তর নিবাতকবচেরা আমার যুদ্ধে বধ্যমান হইয়া সহসা মায়া সংহারপূর্ব্বক স্ব স্ব পুরে প্রবেশ করিল। দৈত্যেরা পলায়ন করিলে এবং দৃষ্টিপথ প্রকাশিত হইলে, তথায় শত সহস্র দানবকে মৃত দেখিলাম এবং শত শত দৈত্যের অস্ত্র, আভরণ, দেহ ও কবচ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তথায় ঘোটকগণের এক পদ হইতে অপর পদ চালন করিবার অবকাশস্থল থাকিল না; এ নিমিত্ত ঘোটকসকল সহসা উৎপতনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষগামী হইয়া রহিল। তদনন্তর নিবাতকবচেরা অদৃশ্য হইয়া আকাশকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক কেবল শিলোচ্চয় নিক্ষেপ করত আমার প্রতি অভিমুখীন হইল। কোন কোন ঘোররূপী দানবেরা ভূমির অন্তর্গত হইয়া অশ্বের পদ ও রথচক্র গ্রহণ করিল। আমি যুদ্ধে প্রবৃত্তই আছি, পরন্তু তাহারা আমার বেগশীল অশ্বসকল ও রথ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত আমাকে পর্ব্বতসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত করিল। যে স্থলে আমরা আছি, সেই স্থল মদুপরি পরিব্যাপ্ত ও ইতস্তত পতমান পর্ব্বত দ্বারা গুহার ন্যায় হইয়া উঠিল। তৎকালে অশ্বগণ দানবগণকর্ত্তৃক নিগৃহীত ও আমি পর্ব্বতরাশি দ্বারা আচ্ছাদ্যমান হওয়াতে পরম পীড়া প্রাপ্ত হইলাম, তাহা মাতলি বুঝিতে পারিলেন। তিনি আমাকে ভীত বোধ করিয়া এই কথা কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি ভীত হইও না, বজ্রাস্ত্র প্রকাশ কর।

হে নরাধিপ! অনন্তর আমি তাঁহার তদ্বাক্য শ্রবণে দেবরাজ প্রিয় ভয়ানক বজ্রাস্ত্র মন্ত্র প্রয়োগ করিলাম; গাণ্ডীবকে বজ্র সংস্পর্শমন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করত পর্ব্বত স্থান লক্ষ্য করিয়া লৌহনির্ম্মিত শাণিত শরসকল মোচন করিলাম। তৎপরে বজ্রময় প্রেরিত বজ্রভূত বাণসকল সেই সমস্ত মায়া ও সেই সমুদায় নিবাতকবচদিগের মধ্যে সমাবিষ্ট হইল। তাহাতে সেই সমস্ত পর্ব্বতসদৃশ দানব, বজ্রবেগে নিহত হইয়া পরস্পর আশ্লেষপূর্ব্বক পৃথিবীতলে নিপতিত হইল এবং যে দানবেরা ভূতলান্তরস্থ হইয়া রথ ও অশ্বগণ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই বাণ সকল তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও যমসদনে প্রেরণ করিল। নিরস্ত ও নিহত পর্ব্বতোপম নিবাতকবচগণে সেই দেশ সমাচ্ছাদিত হইল। পরন্তু তখন অশ্বগণের, কি রথের, কি মাতলির, কি আমার কোন ক্ষতি দেখা গেল না, তাহা এক অদ্ভুতের ন্যায় হইল। হে রাজন্! তদনন্তর মাতলি হাসিতে হাসিতে আমাকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমাতে যেরূপ বলবীর্য্য উপলব্ধি হইতেছে, তাহা দেবগণ মধ্যে দৃষ্ট হয় না। মহারাজ! দানব-নিবহ নিহত হইলে তাহাদিগের কামিনীগণ সেই নগরে শরৎকালীন সারস পক্ষিকুলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর আমি মাতলির সহিত, রথঘোষ দ্বারা নিবাতকবচ-স্ত্রীদিগকে ত্রাসান্বিত করিতে করিতে তৎপুরে গমন করিলাম। অনেকগণে বিভক্ত দানবনারীরা ময়ূরসন্নিভ সেই দশ-সহস্র তুরঙ্গ ও সূর্য্যসঙ্কাশ স্যন্দন দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন শৈলপতিত শিলার ন্যায়, সেই সকল ত্রাসিত নারীগণের গাত্র হইতে পতিত আভরণের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সকল দৈত্যনারীরা ত্রাসযুক্তা হইয়া পরিশেষে বহু-রত্নে বিচিত্রিত সুবর্ণময় স্ব স্ব নিকেতনে প্রবেশ করিল।

আমি সেই অদ্ভুতাকার উত্তম নগরকে অমরপুর হইতে উৎকৃষ্ট দেখিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই নগর পুরন্দরপুরী হইতেও বিশিষ্ট বোধ হইতেছে, অতএব দেবতারা কি জন্য এবংবিধ উৎকৃষ্ট এই নগরে বাস করেন না? মাতলি কহিলেন, হে পার্থ! পূর্ব্বকালে ইহা আমাদিগের দেবরাজের নগর ছিল, তৎপরে নিবাতকবচেরা সুরগণকে এখান হইতে প্রচ্যুত করিয়া দিয়াছে। তাহারা অতীব তীব্রতপস্যা করত পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া এখানে বাস ও দেবগণ হইতে যুদ্ধে ভয় না থাকার বর গ্রহণ করে। তাহারা এরূপ বর পাইলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র, স্বয়ম্ভু ভগবান্‌কে এইরূপ কহিলেন যে, আপনি এ বিষয়ে আত্মহিত কামনায় কোন প্রতিকার বিধান করুন। হে ভারত! তদনন্তর ভগবান্, পুরন্দরকে এই আদেশ করিলেন যে, হে শত্রুহন্! এ বিষয়ে ইহা দৈবনির্দ্দিষ্ট আছে, তুমিই অন্য দেহ ধারণ করিয়া এই নিবাতকবচদিগের বিনাশকারী হইবে। এই নিমিত্ত ইন্দ্র ইহাদিগের বধনিমিত্ত তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, অতএব তুমি যাহাদিগকে বধ করিলে, দেবতারা ইহাদিগকে হনন করিতে অসমর্থ। হে ভরত-প্রসূত! যেহেতু কালের পরিণামক্রমে তুমি এখানে ইহাদিগের অন্তকর হইয়া আসিয়াছ, সেই হেতুই এই কার্য্য তোমাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল। হে পুরুষেন্দ্র! মহেন্দ্র দানবদিগের বিনাশ জন্যই পরমোৎকৃষ্ট সেই অস্ত্রবল তোমাকে গ্রহণ করাইয়াছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, তদনন্তর আমি সেই সকল দানবগণকে নিহত করিয়া তৎপুরী শাসন করত পুনরায় মাতলির সহিত সুরপুরীতে যাত্রা করিলাম।

দ্বিসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

হিরণ্যপুরবাসী দানব বধ প্রকরণ।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি তথা হইতে নিবর্ত্তমান হইয়া পাবক ও প্রভাকর সমপ্রভ কামচর এক দিব্য নগর দেখিতে পাইলাম। ঐ নগর রত্নদ্রুম প্রাচুর্য্যে ও সুস্বর চিত্র পক্ষিকুলে পরিবৃত, নিত্যাহ্লাদিত পৌলোম ও কালকঞ্জগণের আবাসস্থান, চতুর্দ্বারযুক্ত, দুর্গম্য, গোপুর ও অট্টালকনিচয়ে সমন্বিত,

সর্ব্বরত্নময়, দিব্য, অদ্ভুতোপম দর্শন, পুষ্পফল সমন্বিত নানা রত্নময় বৃক্ষে পরিবৃত, সুমনোহর, দিব্য পতত্রিনিচয়ে সমুপেত, নিত্য প্রমুদিত এবং শূল, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর ও কোদণ্ডধারী মাল্যবিভূষিত অসুরসঙ্ঘে সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রহিয়াছে। মহারাজ! আমি ঈদৃশ অদ্ভুত-দর্শন দৈত্যপুর দর্শন করিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি আশ্চর্য্য এই নগর বিদ্যমান রহিয়াছে! মাতলি কহিলেন, পুলোমা ও কালকা নাম্নী মহাসুরী দিতিতনয়া দিব্য পরিমাণে সহস্রবর্ষ উৎকট তপস্যা করিল। অনন্তর তাহাদিগের তপস্যার অবসানে স্বয়ম্ভূ তাহাদিগকে বরদান করিলেন; তাহারা স্বয়ম্ভূসকাশে এই বরগ্রহণ করিল যে, তাহাদিগের পুত্রগণের দুঃখ না হয়, সুর, রাক্ষস ও পন্নগগণ তাহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারেন এবং তাহাদিগের বাসের নিমিত্ত সুরমণীয়, আকাশচর, সুমহাপ্রভ, সর্ব্বরত্নসমন্বিত, সুর, মহর্ষি; যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অসুর ও রাক্ষসগণের দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্বকামগুণে সমন্বিত, শোকরহিত ও অনাময় একটি নগরলাভ হয়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা কালকেয়গণের নিমিত্ত যে আকাশচর দিব্য নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই অমরশূন্য নগর এই বিচরণ করিতেছে। হে বীর! ইহাতেই পৌলোম ও কালকঞ্জ দানবেরা বাস করিয়া থাকে। এই মহানগর হিরণ্যপুর বলিয়া বিখ্যাত; ইহা কালকেয় ও পৌলোমগণ রক্ষা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ইহারা মুদিত, সর্ব্বদেবের অবধ্য, উদ্বেগশূন্য ও পূর্ণমনোরথ হইয়া এই নগরে নিবাস করিতেছে। হে পার্থ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা, মানুষ হইতে ইহাদিগের মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব তুমি এই দুরাসদ অতি মহা বলবান্ কালকঞ্জগণকেও বজ্রাস্ত্র দ্বারা আশু বিনাশ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরনাথ! আমি সেই নগর সুরাসুরের অবধ্য জানিয়া হৃষ্ট হইয়া মাতলিকে কহিলাম, তুমি এই পুরে গমন কর, আমি অস্ত্রদ্বারা যাবতীয় সুরদ্বেষিবর্গের নিধন বিধান করি; এমত সুরদ্বেষী পাপাত্মা কেহ নাই, যাহারা আমার কোন প্রকারে বধ্য নহে। তদনন্তর মাতলি সেই অশ্বযোজিত দিব্য রথে আমাকে হিরণ্যপুরাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সেই মহাতরস্বী দিতিসুতেরা আমাকে দেখিয়া বিচিত্র বসন, ভূষণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া উৎপতিত হইল। তীব্রপরাক্রম দানবেন্দ্রগণ কুপিত হইয়া নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি ও তোমর অস্ত্রে আমাকে প্রতিহত করিতে লাগিল। আমিও মহৎ বিদ্যাবল আশ্রয় করিয়া মহতী শরবৃষ্টিদ্বারা সেই অস্ত্র বর্ষণ নিবারণ করিলাম এবং রণস্থলে রথবর্ত্মে বিচরণ করত তাহাদিগের সকলকে মোহিত করিলাম। তাহাতে তাহারা পরস্পর মুগ্ধ হইয়া পরস্পরকে পাতিত করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপে বিমূঢ় হইয়া ইতর ইতরের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল সেই সময়ে আমিও প্রদীপ্ত বিশিখ দ্বারা তাহাদিগের শত শত মস্তক ছেদন করিতে লাগিলাম। তাহারা বধ্যমান হইয়া পুনর্ব্বার তৎপুর অবলম্বনপূর্ব্বক দানবী-মায়া আশ্রয় করিয়া নগরের সহিত আকাশে উৎপতিত হইল। হে কুরুনন্দন! তখন আমি মহাশর বর্ষণে দানবদিগের রথ সমাবৃত করিয়া গতি নিবারণ করিলাম; তাহাতে দৈত্যেরা বরলাভপ্রভাবে সেই সূর্য্যসমপ্রভ, দিব্য, কামগ, গগনচর পুর যথাসুখে ধারণ করিয়া থাকিল। ঐ পুর একবার ভূমির অন্তরে পতিত, পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত, আবার কুটিলভাবে তির্য্যক্‌গত এবং পুনরায় অবিলম্বে জলমধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। হে শত্রুতাপন! তখন আমি পুরন্দরপুরীপ্রতিম সেই কামগ মহৎপুরকে বহুবিধ অস্ত্রনিচয়ে রুদ্ধ করিলাম। পরে দানবগণ সহিত সেই পুর দিব্যাস্ত্রপ্রকাশিত শরজাল দ্বারা বিশেষরূপে গ্রহণ করিলাম। তাহাতে সেই আসুর পুর মন্নিক্ষিপ্ত লৌহনির্ম্মিত ঋজুগামী বাণসমূহে বিক্ষত ও ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং তাহারাও বজ্রতুল্য বেগশীল লৌহময় মদীয় বাণে বধ্যমান ও কালপ্রেরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদনন্তর মাতলি আদিত্যপ্রভ রথের সহিত আকাশে উৎপতন করত যেন অগ্রে পতিত হইতেছেন, এইরূপে পৃথিবীতে আশু অবতরণ করিলেন। হে ভারত! তৎকালে যুদ্ধাভিলাষী রোষপরবশ সেই অসুরদিগের ষষ্টি সহস্র রথ আমাকে পরিবেষ্টন করিল। আমি গৃধ্রপক্ষবিভূষিত শাণিত শরসমূহে রথ নিহত করিতে লাগিলাম; পরন্তু তাহারা তখন সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আমি তখন ভাবিলাম, ইহাদিগকে মানবীয় যুদ্ধদ্বারা পারা যাইবে না; এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্রসকল আনুপূর্ব্বীক্রমে যোজনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই বিচিত্র যোদ্ধা রথীদিগের সেই সহস্র সহস্র অস্ত্র আমার দিব্যাস্ত্রসকলকে যেন শনৈঃ শনৈঃ প্রতিহত করিতে লাগিল এবং শত শত সহস্র সহস্র মহাবল দানবকে সমরে বিচিত্র রথমার্গে বিচরণ করিতে দেখিলাম। তাহারা তখন বিচিত্র মুকুট, মাল্য; ধ্বজ, কবচ ও আভরণে সমন্বিত ছিল, তাহাতে যেন তাহারা আমার চিত্তকে আনন্দিত করিতে লাগিল। আমি অস্ত্রমন্ত্রপ্রেরিত শরবর্ষণে সেই রণে তাহাদিগের পীড়া জন্মাইতে পারিলাম না, পরন্তু তাহারা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। আমি সেই যুদ্ধকুশল কৃতাস্ত্র বহু দানব-কর্ত্তৃক মহারণস্থলে পীড়িত ও ব্যথিত হইলাম এবং আমার মহাভয় জন্মিল। তদনন্তর আমি সেই রণে প্রযত হইয়া দেবদেব রুদ্রকে প্রণাম করিয়া প্রাণিগণের মঙ্গল হউক, ইহা কথনপূর্ব্বক, যাহা রৌদ্র বলিয়া বিখ্যাত ও সকল শত্রুর সংহারক, সেই মহাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। হে অমিত্রঘ্ন! তদনন্তর ত্রিমস্তক, ত্রিমুখ, নবলোচন, ষড়্‌ভুজ, দীপ্তিবান্ এক পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। তাহার কেশজাল অর্ক ও অগ্নিতুল্য রক্তিম-বর্ণ ও লেলিহান অনেক মহানাগ তাহার শিরোভূষণ রহিয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর আমি সেই সনাতন ঘোররূপ রৌদ্রাস্ত্র দেখিয়া ভয় ত্যাগপূর্ব্বক তাহা গাণ্ডীবে যোজনা করিয়া অমিত-তেজস্বী ত্রিলোচন মহাদেবকে প্রণতি করত দানবেন্দ্রদিগের সংহার নিমিত্ত পরিত্যাগ করিলাম। তাহা পরিত্যাগ করিবামাত্র সেই সংগ্রামস্থানে মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক মহিষ, পন্নগ, গো, শরভ, বারণ, বানর, বৃষ, বরাহ, মার্জ্জার, শালাবৃক, প্রেত, ভুরুণ্ড, গৃধ্র, গরুড়, চমর, বৃক, পর্ব্বত, সমুদ্র, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ যক্ষ, অসুর, গুহ্যক, নৈঋত, গজাস্য, মৎস্য ও উলূক এবং গদা, মুদ্গর, খড়্গ, ও নানা শস্ত্রধারী, মীনাকার ও অশ্বাকার সহস্র রাক্ষস প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপ সকল ও অন্যান্য বহুসংখ্য নানা রূপ ধারী প্রাণি-নিবহে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। মাংসমেদ-বসাশী, ত্রিশির, চতুর্দ্দন্ত, চতুরানন ও চতুর্ভুজ

প্রভৃতি অনেক রূপধারী প্রাণিগণ-কর্তৃক দানবেরা পুনঃ পুনঃ বধ্যমান হইয়া বিনাশ পাইতে লাগিল এবং আমিও শত্রু-বিনাশকর সূর্য্যাগ্নি সদৃশ তেজস্বী বজ্রাশনি-সমপ্রভ গিরিসার-ময় অন্যান্য বাণসমূহে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমুদায় দানবকে নিহত করিলাম।

মহারাজ! আমি তাহাদিগকে গাণ্ডীবাস্ত্রে বিচ্ছিন্ন, আকাশ-চ্যুত ও গতাসু দেখিয়া পুনরায় বিধাতা ত্রিপুরান্তক মহাদেবকে প্রণাম করিলাম। দেবসারথি মাতলিও দিব্যাভরণভূষিত অসুর-গণকে রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা নিষ্পিষ্ট দেখিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবগণেরও দুঃসাধ্য ও অসহ্য সেই কর্ম্ম করা হইল দেখিয়া আমাকে পূজা করিলেন ও প্রীয়মাণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে বীর! তুমি যে কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, ইহা সুরাসুরের অসাধ্য; যুদ্ধে এই কর্ম্ম করিতে সুরেশ্বরও শক্ত হন না। তুমি সুরাসুরের অবধ্য সুরবর্ত্ম বিচরণকারী এই মহৎপুরকে স্বীয় বীর্য্য ও তপোবলে বিমথিত করিলে। মহারাজ! সেই কামগামী আকাশচর পুর ও দানবেরা হত হইলে তাহাদিগের স্ত্রীগণ ব্যথিতচিত্তে আলুলায়িত কেশে কুররীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইল এবং পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের শোকে শোকার্ত্তা অনাথা ও বিগলিতমাল্যভূষণা হইয়া বক্ষে আঘাত করত শুষ্ককণ্ঠে নিনাদের সহিত রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। সেই দানবপুর শোকযুক্ত,শ্রীহীন, দুঃখ দৈন্যে সমাহত, হতনাথ, কান্তিবিহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া হতনাগ হ্রদ ও শুষ্ক-বৃক্ষ অরণ্যের ন্যায় শোভাহীন এবং গন্ধর্ব্ব নগরাকার হইয়া অদৃশ্য হইল। তদনন্তর মাতলি আমাকে কৃতকার্য্য ও অতীব হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া সংগ্রামস্থল হইতে দেবরাজ ভবনে অবিলম্বে আনয়ন করিলেন। আমি মহাসুর নিবাতকবচগণকে নিহত করিয়া হিরণ্যপুরকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শক্র-সমীপে সমাগত হইলাম। হে মহাতেজস্বিন্! মাতলি আমার সেই সমুদায় কর্ম্ম যথাসম্ভূত বিস্তারক্রমে দেবেন্দ্রকে শ্রবণ করাইলেন। শ্রীমান্ ভগবান্ সহস্রাক্ষ পুরন্দর মরুদ্গণের সহিত সেই হিরণ্যপুর নিপাত, মায়াজাল নিবারণ ও মহাবল বীর্য্যশালী নিবাতকবচগণের সংগ্রামে বধ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং সাধু! সাধু! এইরূপ বলিলেন। তদনন্তর দেবরাজ দেবগণের সহিত, আমাকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রদান করিয়া এইরূপ সুমধুর কথা কহিলেন, হে পার্থ! তুমি সংগ্রামে দেবাসুরের সাধ্যাতীত কর্ম্ম করিলে। হে ধনঞ্জয়! তোমার মদীয় শত্রুসংঘের বিনাশকার্য্য করাতে মহৎগুরুদক্ষিণা প্রদান করা হইল। ধনঞ্জয়! তুমি যুদ্ধে এইরূপেই স্থিরভাবে সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে এবং অভ্রান্তচিত্তে অস্ত্র প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে। দেব দানব, রাক্ষস, যক্ষ, অসুর গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও পন্নগগণ যুদ্ধে তোমার তেজঃ সহ্য করিতে শক্ত হইবেন না। হে কৌন্তেয়! কুন্তীপুত্র ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবলে বসুন্ধরা জয় করিয়া পালন করিবেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, তদনন্তর দেবরাজ আমাকে যথোচিত সময়ে তোক-বিদ্ধ শরদ্বারা বিক্ষত ও শত্রুজয় বিষয়ে অতি বিশ্বস্ত দেখিয়া বিশেষরূপে সমাদরপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ভারত! সমুদয় দিব্যাস্ত্র তোমার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব কোন মনুষ্য তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। হে পুত্র! তুমি সংগ্রামে অবস্থিত হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য রাজন্যগণ তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারিবে না। হে নৃপ! প্রভু মঘবান্ এই দিব্য অভেদ্য তনু-ত্রাণ কবচ ও হিরণ্ময়ী মালা আমাকে প্রদান করিয়াছেন, আবার দেবদত্ত মহাস্বন শঙ্খও দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং আমার মস্তকে এই কিরীট যোজনা করেন। পরিশেষে তিনি দ্যুলোকোৎপন্ন মনোহর এই সকল মহৎ বসন ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। মহারাজ! আমি এইরূপে সেই পুণ্য ইন্দ্র-ভবনে পুরস্কৃত হইয়া গন্ধর্ব্ববালক সমভিব্যাহারে সুখে বাস করিয়া থাকি। তদনন্তর ইন্দ্র অমরগণ সহ প্রীতি-যুক্ত হইয়া আমাকে কহিলেন অর্জ্জুন! তোমার গমন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমার ভ্রাতারা তোমাকে স্মরণ করিতেছে। হে ভরতকুল-নন্দন মহারাজ! আমি এই প্রকারে শক্রসদনে দ্যূতজনিত কষ্ট স্মরণ করত পঞ্চবর্ষ কাল বাস করি। অনন্তর আমি এই গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্ব্বতশিখরে আপনাকে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইলাম। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভরতকুল-নন্দন ধনঞ্জয়! তুমি ভাগ্যক্রমেই অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছ; ভাগ্যক্রমেই দেবগণের রাজা প্রভু ঈশ্বর ইন্দ্র তোমার আরাধিত হইয়াছেন; ভাগ্যক্রমেই ভগবতী সহ ভগবান্ শঙ্কর তোমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ও ত্বদীয় যুদ্ধে পরিতোষিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমেই লোকপালগণের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। হে পরন্তপ পার্থ! ভাগ্যক্রমেই আমরা সকলে বর্দ্ধিত হইলাম; ভাগ্যক্রমেই তুমি পুনরাগত হইলে। অদ্য আমি নগরমালিনী বসুমতীকে জয়লব্ধ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বশীকৃত মনে করিতেছি। হে ভরতবংশ-ভূষণ! তুমি যে সকল অস্ত্র দ্বারা তাদৃশ বীর্য্যবন্ত নিবাত-কবচদিগকে বিনাশ করিয়াছ, সেই সকল দিব্যাস্ত্র দেখিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি যদ্দ্বারা নিবাতকবচদিগকে নিপাতিত করিয়াছি, আপনি তৎসমুদয় দিব্যাস্ত্র কল্য প্রভাতে দেখিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধনঞ্জয় এইরূপে আগমনের কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সেখানে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

চতুঃসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অস্ত্র-প্রদর্শন-প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রাত্রি অতীত হইলে ভ্রাতৃগণ সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক নিত্য কার্য্য সকল সমাপন করিলেন। পরে তিনি মাতার আনন্দবর্দ্ধন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি যে অস্ত্রে দানবদল জয় করিয়াছ, সেই অস্ত্র প্রদর্শন কর।

হে মহারাজ ভরত-নন্দন! তদনন্তর, পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় দেবগণের প্রদত্ত দিব্যাস্ত্রসকল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখাইতে উদ্যোগী হইলেন। মহাতেজা মহাভুজ শ্রীমান্ ধনঞ্জয় যথান্যায়ে পরমশৌচাচরণপূর্ব্বক সুগন্ধ স্বরূপ ভূধর, চক্র স্বরূপ প্রস্তুত পর্ব্বত ও ত্রিবেণুস্বরূপ উত্তম বংশদণ্ডবিশিষ্ট পৃথিবীকে

রথরূপে ধ্যান করিয়া তাহাতে আরোহণ করত গাণ্ডীব কোদণ্ড ও দেবদত্ত বারিজ শঙ্খগ্রহণপূর্ব্বক সুদীপ্ত দিব্য কবচে সংবৃত হওয়াতে সাতিশয় শোভমান হইয়া সেই সমুদয় দিব্যাস্ত্র আনুপূর্ব্বী ক্রমে দর্শন করাইতে উপক্রম করিলেন। তিনি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলে সক্রমা মহী তাঁহার পদভরে সমাক্রান্তা হইয়া কম্পমানা, সরিৎ ও সাগর ক্ষুভিত, শৈলসকল বিদীর্ণ, সমীরণ চলনশূন্য, সহস্রাংশু প্রভাহীন ও অগ্নি জ্বলনরহিত হইল এবং দ্বিজাতিদিগের বেদসকল কোনপ্রকারে প্রতিভাত হইল না। যে সকল প্রাণী ভূমিমধ্যে ছিল, তাহারা পীড্যমান হইয়া সমুত্থানপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল এবং তাহারা সকলে তখন অস্ত্রানলে দহ্যমান হওয়াতে বিকৃতানন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে ধনঞ্জয়ের নিকট জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেই সময় ব্রহ্মর্ষিগণ সিদ্ধগণ, মহর্ষিগণ ও সমুদায় জঙ্গম প্রাণী তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষিগণ দ্যুলোকবাসিপ্রবরগণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পতত্রী ও খেচর, এই সমস্ত ভূতগণ উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতামহ, লোকপালসকল ও সগণ ভগবান্ মহাদেব আগমন করিলেন। পবনদেব বিচিত্র দিব্যমাল্যে সমন্বিত হইয়া অর্জ্জুনের চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্বতোভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বেরা অমরগণকর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়া বিবিধ গাথা গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হে নরনাথ! সেই সময়ে নারদ ঋষি দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক পার্থকে শ্রবণযোগ্য এই বাক্য বলিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিও না, অলক্ষ্য স্থলে কোনমতেই ইহার প্রয়োগকর্ত্তব্য হয় না এবং আর্ত্ত না হইলে লক্ষ্যেতেও কদাচ প্রয়োগ করিবে না। হে কুরুনন্দন! অকারণে অস্ত্রের প্রয়োগ করিলে মহান্ দোষ উপস্থিত হইবে। এই সকল বলবৎ অস্ত্র যথাবিধি রক্ষণীয় হইলে সুখের নিমিত্ত হইবে সন্দেহ নাই। যদি এই সকল অস্ত্র বিধিপূর্ব্বক রক্ষ্যমাণ না হয়, তবে ইহা ত্রৈলোক্যবিনাশের নিমিত্ত হইবে, অতএব এরূপ আর কখন করিও না। দেবর্ষি নারদ পার্থকে এইরূপ কহিয়া পরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির! অর্জ্জুন যখন যুদ্ধস্থলে শত্রুকুল অবমর্দ্দন নিমিত্ত অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিবেন, তখন তুমি এই সকল দিব্যাস্ত্র দেখিতে পাইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! দেবতারা পার্থকে নিবারণ করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন এবং অন্যান্য যাঁহারা তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা সকলে প্রতিগমন করিলে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণা সহ হৃষ্ট হইয়া সেই বনেই বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

### অজগর প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, রথিপ্রবীর ধনঞ্জয় কৃতাস্ত্র হইয়া ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাগত হইলে পর, পার্থেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রতুল্য বীর নরেন্দ্রগণ সেই সুরম্য শৈলপ্রবরে বনসকলের মধ্যে কুবেরের উদ্যানেই বিহার করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! ধনুর্দ্ধারী কিরীটী অস্ত্রবিষয়ে প্রযত্ন প্রকাশপূর্ব্বক সেই অনুপম বেশ্মসকল ও নানা দ্রুমসমাকুল বহুধা ক্রীড়া কানন সমস্ত দেখিতে দেখিতে সতত বিচরণ করিতে থাকিলেন। সেই নরদেবপুত্রেরা রাজা কুবেরের প্রসাদ জন্য স্থান পাইয়া আর মর্ত্ত্যস্থ প্রাণীদিগের ঐশ্বর্য্য স্পৃহা করিলেন না, যেহেতু তাঁহাদিগের সেই সময় শিবদায়ক হইয়াছিল। সেস্থানে তাঁহারা পার্থের সহিত সমবেত হইয়া বর্ষ চতুষ্টয়কাল এক রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। পাণ্ডবদিগের বনবাসের পূর্ব্বের ষড়্‌বর্ষ ও অধুনাতন চতুর্ব্বর্ষ, এই দশ বর্ষ সুখে অতীত হইল।

একদা পবন-তনয় তরস্বী বৃকোদর ও দেবরাজ সদৃশ বীর যমজ নকুল সহদেব নির্জ্জনে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপবেশন করিয়া প্রিয় ও হিতবাক্য বলিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! আমরা আপনার প্রতিজ্ঞাপালনে ও তন্নিবন্ধন আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমুৎসুক হইয়া বন পরিত্যাগ করিয়া সানুচর সুযোধনকে হনন করিতে যাইতেছি না। মহারাজ! আমরা সুখার্হ, পরন্তু সুযোধন আমাদিগের সুখ গ্রহণ করিয়া লইলেও আমরা এই একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখে বাস করিয়া আসিতেছি এবং পরেও আপনার আজ্ঞানুসারে অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে বিচরণ করত নিঃশঙ্কচিত্তে সেই দুর্ম্মতি দুশ্চরিত্র সুযোধনকে বঞ্চনা করিয়া সুখে অজ্ঞাত বাস অতিবাহিত করিব। আমরা অগ্রে সন্নিহিত দেশে বাস করিয়া পরে দূর দেশে বাস করিলে তাহারা আমাদিগের সন্নিহিত দেশে বাস জন্য লোভিত হইয়া আমাদিগকে জানিতে পারিবে না, অতএব তাদৃশ স্থানে সংবৎসরকাল গূঢ়ভাবে বিহার করিয়া সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে অনুচরের সহিত কণ্টকের ন্যায় সুখে উদ্ধার করিব। নরেন্দ্র! আপনি সেই নরাধমের প্রতি, ফলপুষ্পের সহিত বৈরনির্যাতন করণানন্তর পৃথিবী শাসন করিবেন। হে নরদেব! আমরা এই স্বর্গোপম দেশে বিচরণ করিতেছি, ইহাতে রাজ্যনাশাদি জন্য শোক নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে চরাচর লোক মধ্যে আপনার পুণ্য গন্ধ কীর্ত্তিপবন বিনষ্ট হইবে। হে ভারত! আপনি কুরুরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহৎ সুখ ভোগ ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আপনি কুবের হইতে যাহা লাভ করিতেছেন, ইহা নিরন্তরই লাভ করিতে পারিবেন। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কৃতাপরাধ শত্রুবৃন্দের বধ ও নিগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধি করুন, যেহেতু সাক্ষাৎ বজ্রপাণিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার উগ্রতেজ সহ্য করিতে সক্ষম হন না। হে ধর্ম্মরাজ! শিনি-পৌত্র সাত্যকি ও গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ ভবদীয় প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কখন ক্লেশ বোধ করিবেন না। যেমন অর্জ্জুন বলেতে অনুপম, সেইরূপ ভীমসেন আমিও বলে অপ্রতিম। যেমন যাদবগণ সহিত কৃষ্ণ আপনার প্রয়োজনসিদ্ধি নিমিত্ত উদ্যোগী, সেইরূপ আমিও ভবদীয় অর্থসিদ্ধি নিমিত্ত অভিমুখীন আছি এবং নকুল সহদেবও বীর ও অস্ত্র প্রয়োগে কুশলী; অতএব আমরা সকলে আপনার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যোৎকর্ষ লাভে তৎপর হইয়া শত্রুসহ সংগ্রাম করিয়া শান্তি সম্পাদন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মার্থবেত্তা মহাতেজা

ধর্ম্ম-তনয় বরিষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের অভিমত জ্ঞাত হইয়া কুবেরভবন প্রদক্ষিণ করিলেন; পরে তত্রত্য যাবতীয় নিকেতন, নদী, সরোবর এবং সমস্ত যক্ষ রাক্ষসগণকে সম্ভাষণ করিয়া যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথ পুনর্ব্বার স্মরণ করত গিরি নিরীক্ষণপূর্ব্বক এইরূপ মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, হে শৈলেন্দ্র! আমি সুহৃদ্‌গণের সহিত শত্রু জয় ও রাজ্যলাভ করত কৃতকার্য্য হইয়া আত্মসংযমপূর্ব্বক তপস্যার নিমিত্ত পুনর্ব্বার তোমার দর্শন করিব। অনন্তর কুরুরাজ প্রত্যাগমন নিমিত্ত অনুজ ও দ্বিজগণে পরিবৃত হইলেন। গণের সহিত ঘটোৎকচ, সেই পূর্ব্ব পথ দিয়া পাণ্ডব, দ্রৌপদী ও দ্বিজগণকে পর্ব্বতনির্ঝরে বহন করিতে লাগিল। লোমশ ঋষি তাঁহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া পিতা যেমন পুত্রদিগকে আদেশ করেন, সেইরূপে প্রীতচিত্তে অনুশাসন করিয়া প্রফুল্ল-মনে পুণ্যতম দেবসদনে গমন করিলেন। নরোত্তম পাণ্ডবেরা আষ্টিষেণ-কর্ত্তৃকও সেইরূপ অনুশাসিত হইয়া সুরম্য মহা মহা তীর্থ, তপোবন ও সরোবরসকল অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দিগ্‌গজ, কিন্নর, পক্ষিকুল ও প্রস্রবণে সমন্বিত সুখস্থান সেই নগোত্তম পরিত্যাগ করাতে ভরত-পুঙ্গবদিগের প্রীতি হইল না। তৎপরেই তাঁহাদিগের কুবের-প্রিয় জলধর-দ্যুতি কৈলাসপর্ব্বত-বিলোকনে পুনর্ব্বার হর্ষোদয় হইল। খড়্গাকোদণ্ডধারী সেই নরোত্তম বীরপুরুষেরা স্থানে স্থানে উচ্চ ও পর্ব্বতসংরুদ্ধ সিংহস্থান; পর্ব্বতীয় সেতুমালা, বহুসংখ্য প্রপাত ও নিম্নস্থানসকল, তদ্ভিন্ন মৃগ পক্ষী ও গজগণসেবিত অনেকানেক মহারণ্য বিলোকন করিতে করিতে হর্ষ সহকারে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে রমণীয় বন, নদী, সরোবর, গিরিগুহা ও গহ্বর, এইসকল স্থান প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের নিবাসভূমি হইল। তাঁহারা বহুপ্রকার দুর্গমস্থানে বাস করিয়া অচিন্ত্যরূপ কৈলাসপর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক বৃষপর্ব্বার সেই অতীব মনোরম উৎকৃষ্ট আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহারা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার সহিত সমবেত হইয়া তৎকর্ত্তৃক সমাদৃত ও বীতমোহ হইলেন এবং তাঁহারা বৃষপর্ব্বার সমীপে তাঁহাদিগের পর্ব্বতবাসের কথা বিস্তারক্রমে যথাবৎ বর্ণন করিলেন। সেই বীরগণ দেব ও মহর্ষিগণসেবিত সেই পুণ্যাশ্রমে একরাত্রি সুখে বাস করিয়া বিশালা বদরীতে পুনরায় সুখে বাস করিতে আগমন করিলেন। তদনন্তর সেই মহানুভাবেরা সকলে নারায়ণস্থানে উপনীত হইয়া নিঃশোকচিত্তে সুরসিদ্ধগণসেবিত কুবেরপ্রিয় সৌগন্ধিক সরোবর সন্দর্শন করত তথায় বাস করিলেন। যে প্রকার বীত-পাপ বিপ্রগণ নন্দনকানন প্রাপ্ত হইয়া সুখী হন, সেইরূপ নরোত্তম পাণ্ডবেরা সেই সরোবরবিলোকনে বিশোক হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। বদরীতে একমাসকাল সুখে বিহার করিয়া যে পথে পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথে যথাক্রমে কিরাতরাজ সুবাহু রাজ্যে যাত্রা করিলেন। চীন, তুখার, দরদ ও বহু রত্নাঢ্য সমস্ত পুলিন্দ দেশ প্রভৃতি দুর্গম হিমালয় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুবাহু রাজার পুরী দেখিতে পাইলেন। রাজা সুবাহু পুরুষানুক্রমে রাজবংশীয় কুরুসিংহগণকে স্ববিষয়ে সমাগত শুনিয়া প্রীতচিত্তে অগ্রসর হইলেন; তাঁহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অভিনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সুবাহুরাজার নিকটে ইন্দ্রসেন, বিশোক প্রভৃতি সারথি, পরিচারক, পৌরোগব তদ্ভিন্ন যাহারা মহানসের কর্ম্মচারী, এই সকলের সহিত সঙ্গত হইয়া তথায় একরাত্রি সুখে বাস করিলেন। পরে সানুচর ঘটোৎকচকে বিদায় করত রথ ও সারথি প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া সমীপবর্ত্তী অদ্রিরাজের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাহার অরুণবর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ সানুতে তুষাররাশি উত্তরীয় স্বরূপ হইয়াছে, সেই প্রস্রবণোপপন্ন পর্ব্বতোপরি বরাহ ও নানা মৃগ পক্ষিসেবিত কুবেরকানন সদৃশ বিশাখযূপ নামে মহাবন প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে তৎকালে বসতি করিলেন। পার্থেরা সেই বনে মৃগয়াসক্ত হইয়া সংবৎসরকাল সুখে বিহার করিলেন, পরন্তু তথায় বৃকোদর গিরিগুহাতে সাক্ষাৎ মৃত্যুসদৃশ ভয়ঙ্করা-কার অতি বলবান্ ক্ষুধার্ত্ত ভুজঙ্গের আসন্ন হইয়া বিষাদ-মোহে ব্যথিতচিত্ত হইলেন। অসীম-তেজস্বী ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির সর্পগ্রস্ত-সর্ব্বগাত্র বৃকোদরকে মুক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয় স্বরূপ হইলেন। নিরন্তর ধনুর্ব্বেদ-রতি-প্রধান শ্রী-প্রদীপ্ত তপোনিরত পাণ্ডবদিগের বনে বিহারনিমিত্ত দ্বাদশ বৎসর নিকট হইল। তাহাতে তাঁহারা চৈত্ররথ সদৃশ সেই বন হইতে মরুভূমি পার্শ্বে গমনপূর্ব্বক সরস্বতীতে উপনীত হইয়া নিবাসকামনায় দ্বৈতবন সরোবরে গমন করিলেন। তদনন্তর জরা দ্বারা দন্ত না থাকাপ্রযুক্ত প্রস্তর কুট্টিত ফল-মূলাশী দ্বৈতবন নিবাসী তপোদমাচার সমাধিযুক্ত বান-প্রস্থেরা তাঁহাদিগকে দ্বৈতবনে নিবিষ্ট দেখিয়া উপবেশনার্থ তৃণ ও পাদ্য নিমিত্ত উদকপাত্র আহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপা-গত হইলেন। তথায় প্লক্ষ, রুদ্রাক্ষ, বেতস, বদরী, খদির, শিরীষ-বিল্ব, ইঙ্গুদ, পীলু, শমী ও বংশাঙ্কুর বৃক্ষসকল সরস্বতী তীরে শোভমান হইয়াছিল। নরদেব-পুত্রেরা প্রীতচিত্ত হইয়া যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহর্ষিগণের প্রিয় দেব-ভবন তুল্য সেই সরস্বতী-সমীপে সুখে বিচরণ করত বিহার করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! ভীম-পরাক্রম ভীমসেন দশ সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেন, তিনি কি প্রকারে সেই অজগর হইতে তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইলেন? যিনি দর্পিত হইয়া পুলস্ত্য-নন্দন কুবেরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং যিনি নলিনীতে যুদ্ধ করিয়া যক্ষ রাক্ষসদিগকে হনন করেন, সেই অরিসূদনকে আপনি ভয়াবিষ্ট ও আপদ্‌গ্রস্ত বলিতেছেন, অত-এব ইহা শ্রবণ করিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি আনুপূর্ব্বীক্রমে ইহা বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই উগ্রধন্বা পাণ্ডবেরা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বহুল বনে বাস করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রমে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে বৃকোদর ধনুর্দ্ধারী ও বদ্ধ-খড়্গ হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে দেব-গন্ধর্ব্বসেবিত রমণীয় এক বন দেখিতে পাইলেন। তিনি হিমালয় গিরির সমীপে দেবর্ষি ও সিদ্ধগণের বিচরিত অপ্সরোগণের উপ-

সেবিত স্বাস্থ্যকর অনেক স্থান অবলোকন করিলেন। ঐ সকল প্রদেশ স্থানে স্থানে চকোর, চক্রবাক, জীবজীবক, কোকিল ও ভৃঙ্গরাজ পক্ষিগণে নিনাদিত হইতেছে এবং মন ও নয়নের আনন্দকর বহুল ছায়ান্বিত কোমল স্নিগ্ধ ও পুষ্প ফলযুক্ত বৃক্ষসমূহে সমন্বিত রহিয়াছে। তিনি তুষার সদৃশ হংস কারণ্ডব-সংযুক্ত, বৈদূর্য্য মণি তুল্য সলিলপূর্ণ পর্ব্বতীয় নদীসকল, মেঘবন্ধনের বাগুরা স্বরূপ দেবদারুবন, হরিচন্দনমিশ্রিত পুন্নাগ ও শৈলজ বৃক্ষের বন দেখিতে দেখিতে গিরি সন্নিহিত সমতল নির্জ্জল প্রদেশে মৃগয়া-উদ্দেশে ধাবমান হইয়া শুদ্ধ শর দ্বারা অনেকানেক মৃগ বিদ্ধ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অযুতনাগ-বলশালী বলিয়া বিখ্যাত শত শত মনুষ্যনিবারণক্ষম মহাবাহু ভীমসেন সেই বনে বলপূর্ব্বক মহাদংষ্ট্রী সকল বিনাশ করিতে লাগিলেন। সিংহ-শার্দ্দূল-বিক্রান্ত মহাবল ভীমপরাক্রম ভীম সেই বনে স্থানে স্থানে মৃগ, বরাহ, মহিষাদি বিনষ্ট করিতে করিতে বেগে বহুল বৃক্ষ উৎপাটন ও ভগ্ন করিতে লাগিলেন। চিরদর্পান্বিত ভীমসেন পৃথিবী প্রদেশ ও বনসকল নিনাদিত, পর্ব্বতাগ্র মর্দ্দনপ্রায়, গহ্বর প্রদেশ প্রতিধ্বনিত, পাদপপ্রক্ষেপণ ও গর্জ্জন ধ্বনি দ্বারা পৃথিবী আপূরণ করত বনমধ্যে নির্ভয়চিত্তে বেগে পুনঃপুনঃ আপতিত হইতে লাগিলেন এবং আস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলতাল ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের গর্জ্জননাদে মহাসত্ত্ব গজেন্দ্র ও মহাবল মৃগেন্দ্র সকল ভয়ে গিরিগুহা ত্যাগ করিতে লাগিল। মহা-ভয়ঙ্কর-বনে বৃকোদর মৃগপ্রেপ্সু হইয়া কোন স্থানে প্রধাবন, কোন স্থানে অবস্থান ও কোন স্থানে বা উপবেশন করত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মানব-শার্দ্দূল ভীমসেন বনমধ্যে কোথাও বা বনচরের ন্যায় পদচারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। * মহাসত্ত্ব-পরাক্রম বৃকোদর অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতসমুদয়কে ত্রাসিত করত অদ্ভুত নাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শব্দে গুহাশয় সর্পেরাও ভীত হইল। বেগে অতিক্রমকারী বৃকোদর তাহাদিগের পশ্চাৎ শনৈঃশনৈঃ চলিলেন।

অনন্তর অমরবর সদৃশ মহাবল ভীমসেন গিরিদুর্গ মধ্যে লোমহর্ষণকর মহাকায় এক ভুজঙ্গ দেখিতে পাইলেন। ঐ সর্প নিজ শরীরে গিরি-গুহা আবরণ করিয়া রহিয়াছে। উহার অতি বৃহৎ শরীর পর্ব্বতের ন্যায় বিস্তীর্ণ; বল অতি মহান্; অঙ্গ চিত্রিত ত্বক্ দ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছে; শরীরের কান্তি হরিদ্রাবর্ণ; মুখ গুহাকার ও চতুর্দ্দন্তযুক্ত এবং চক্ষু প্রদীপ্ত ও অতি তাম্রবর্ণ। কালান্তক যমোপম সেই ভুজঙ্গ মুহুর্মুহুঃ সৃক্ক লেহন করত সর্ব্বভূতের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের সিংহনাদে যেন ভর্ৎসনা করিতে করিতে উত্থিত হইতেছে। সেই অজগর সহসা ভীমকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ-সহকারে বলপূর্ব্বক ভুজযুগলে গ্রহণ করিল। সেই সর্প ভীমসেনের গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তাহার বরপ্রভাবে ভীমসেন সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। দশ সহস্র হস্তী ভীমসেনের ভুজ-যুগলের যে বলকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেই বলের অঙ্গের সহিত তুলনা হইতে পারে না; তাদৃশ তেজস্বী ভীমসেন সেই ভুজঙ্গের বশীভূত হইয়া শনৈঃশনৈঃ বিস্ফুরণমাত্র করিতে লাগিলেন, মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে সমর্থ হইলেন না। বৃকোদর অযুত-নাগ-সম বলবান্, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজ হইয়াও সর্পগ্রস্ত হইয়া সর্পের বরদান প্রভাবে বিমোহিত হওয়াতে বলহীন হইয়া পড়িলেন। সেই-বীর আত্ম-পরিত্রাণে বিস্তর প্রযত্ন প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কোনমতেই সর্পের প্রতিকূলতাচরণে সক্ষম হইলেন না।

অষ্টসপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তেজস্বী ভীমসেন সেইরূপে সর্পবশীভূত হইয়া সর্পের অত্যাশ্চর্য্য মহৎ বীর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, হে পন্নগ! তুমি স্বেচ্ছানুসারে বল, তুমি কে? আমার দ্বারাই বা কি কার্য্য করিবে? আমি ধর্ম্মরাজের কনিষ্ঠ, পাণ্ডুপুত্র; আমার নাম ভীমসেন এবং আমি অযুত নাগের বল ধারণ করিয়া থাকি, অতএব তুমি আমাকে কি প্রকারে আত্মবশে আনয়ন করিলে? আমি সমরে কেশরী সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও হস্তী সমাগত হওয়াতে তাহাদিগকে সংহার করিয়াছি। হে পন্নগোত্তম! মহাবল রাক্ষস, পিশাচ ও পন্নগেরা আমার ভুজবলের বেগ সহ্য করিতে শক্ত হয় না। হে ভুজগেন্দ্র! তোমার কি কোন বিদ্যাবল অথবা বরদান আছে যে, তৎপ্রযুক্ত আমি যত্ন করাতেও তুমি আমাকে বশীভূত করিলে? হে নাগ! যেহেতু তুমি আমার এই মহৎবল প্রতিহত করিলে, অতএব মনুষ্যদিগের যে বিক্রম বৃথা, ইহাই আমার বুদ্ধিতে অনুভূত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্লিষ্টকর্ম্মা বীর ভীমসেন এইরূপ বলিতেছেন, কিন্তু সেই অজগর তাঁহাকে মহাকায় দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল এবং সেই মহাবাহুকে নিগ্রহ করিয়া পরিশেষে তাঁহার পীন ভুজদ্বয় বিমোচনপূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিল, হে মহাভুজ! আমি বহুকাল হইতে ক্ষুধিত রহিয়াছি, দেবতারা আমার ভাগ্যক্রমেই অদ্য তোমাকে ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যেহেতু দেহধারি মাত্রের প্রাণই অতিশয় প্রিয় পদার্থ। হে সত্তম অরিন্দম! আমি যেরূপে এই সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অবশ্যই অদ্য তোমার নিকট বক্তব্য, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি মহর্ষিদিগের কোপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব শাপের বিনাশাভিলাষে সে সকল তোমাকে কহিতেছি। নহুষ নামে যে এক রাজর্ষি ছিলেন, তাহা ব্যক্তই আছে, অতএব তাহা তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। তিনি তোমারই পূর্ব্বপুরুষের পূর্ব্বপুরুষ এবং আয়ুরাজার বংশধর পুত্র, আমিই সেই নহুষ। আমি ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করিয়া অগস্ত্য-শাপে এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি, আমার এই দুর্দৈব দেখ। যদিও তুমি মদীয় বংশোদ্ভব, অতীব প্রিয়দর্শন ও অবধ্য, তথাপি অদ্য আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। এ বিষয়ে যাদৃশ বিধান তাহা শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! মাতঙ্গই হউক, বা মহিষই হউক, দিবসের ষষ্ঠভাগে কেহ আমার বশতাপন্ন হইলে কোন প্রকারে বিমুক্ত হইতে পারে না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তির্য্যগ্‌যোনিগত ভুজঙ্গকর্তৃক কেবল বল দ্বারাই গৃহীত হও নাই, আমার প্রতি যে বরদান আছে, তৎপ্রভাবেই তুমি গৃহীত হইয়াছ। আমি যখন ইন্দ্রাসনচ্যুত হইয়া বিমানাগ্র হইতে পতিত হই, তখন মুনিসত্তম ভগবান্ অগস্ত্যকে কহিয়াছিলাম,

যে, আপনি আমার শাপ মোচনের উপায় বিধান করুন। পরে তেজস্বী অগস্ত্য দয়ার্দ্র হইয়া আমাকে কহিলেন, হে রাজন্! কিছুকাল পরিবর্ত্ত হইলে পর তোমার শাপ হইতে মোচন হইবে। তদবধি আমি পৃথিবীতে পতিত রহিয়াছি, কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, তাহাতেই পূর্ব্বে আমার যেরূপ জ্ঞান ছিল, এক্ষণে তদ্রূপই স্মৃতিপথে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋষি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, যে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তোমার কথিত প্রশ্ন সকলের প্রত্যুত্তর করিবেন, তিনি তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন এবং তুমি যে প্রাণীকে গ্রহণ করিবে, সে অধিকতর বলীয়ান্ হইলেও তাহার আশু বলহ্রাস হইবে। হে মহাদ্যুতে! আমার প্রতি অগস্ত্য প্রভৃতি সেই সকল দয়াবান্ ঋষিদিগের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। আমি তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিলে পর, তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। যেহেতু আমি পরম দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই হেতুই এই সর্প-যোনি প্রাপ্ত হইয়া কাল-প্রতীক্ষায় অপবিত্র নরক মধ্যে বাস করিতেছি। মহাবাহু ভীমসেন ভুজঙ্গমকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাসর্প! আমি কুপিত হইতেছি না এবং আপনাকেও নিন্দা করি না, যেহেতু মনুষ্য সুখ-দুঃখের আগমে অথবা অপায়ে কখন বা সামর্থ্যহীন কখন বা সামর্থ্যবান্ হইয়া থাকে; অতএব তন্নিমিত্ত মনকে গ্লানিযুক্ত করিবে না। কোন ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হয় না, দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি; পুরুষার্থ কোন কার্য্যকারক নহে। দেখ, দৈববিঘাতবশতই আমি অদ্য ভুজবলের আশ্রয়রহিত হইয়া অকারণে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু রাজ্যপরিচ্যুত বিপিনে ন্যস্ত ভ্রাতৃগণের প্রতি অদ্য আমার যেরূপ শোক হইতেছে, আমার আত্মবিনাশ জন্য তাদৃশ অনুতাপ হইতেছে না। এই হিমালয় শৈল অতিশয় দুর্গম এবং ইহা যক্ষ রাক্ষসে সঙ্কুল; এস্থলে তাঁহারা আমাকে অন্বেষণ করিয়া বিহ্বল ও প্রপতিত হইবেন। বিশেষত আমি রাজ্যকাম হইয়া সেই ধর্ম্মশীলদিগকে বাধ্য করিয়াছি, এখন তাঁহারা আমাকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়িবেন। ধীমান্ অর্জ্জুন বিষাদ প্রাপ্ত না হইতে পারেন, কেননা তিনি সর্ব্বাস্ত্রবিৎ; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, কেহই তাঁহাকে পরিভব করিতে পারে না। সেই সুমহাবল মহাবাহু অর্জ্জুন একাকী দেবরাজকেও আশু পদচ্যুত করিতে সমর্থ; অতএব দুর্দ্যূত-ক্রীড়নশীল, সর্ব্বলোকের বিদ্বেষ্য, দম্ভমোহপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে যে তিনি পরাজয় করিবেন, তাহার আর কথা কি আছে? হে ভুজঙ্গরাজ! পুত্রবৎসলা দীনা জননীর প্রতি আমার শোক উপস্থিত হইতেছে; যিনি অপর হইতে আমাদিগের আধিক্য ও মহত্ত্ব নিত্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, হে ভুজঙ্গ! আমার প্রতি সেই অনাথার যে সমস্ত মনোরথ আছে, তাহা কি আমার বিনাশহেতু বিফল হইবে? হে ভুজঙ্গম! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অনুবর্ত্তী যমজ নকুল সহদেব আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাহারা সর্ব্বদা পুরুষাভিমানী, অতএব আমার বোধ হইতেছে, তাহারা আমার বিনাশহেতু বীর্য্যপরাক্রম হইতে পরিভ্রষ্ট ও পরিদেবনাপরায়ণ হইবে। তৎকালে বৃকোদর এই প্রকার বিস্তর বিলাপ করিলেন। তিনি ভুজঙ্গভোগে বেষ্টিত হওয়াতে শরীর চালনা করিতে শক্ত হইলেন না।

এদিকে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দারুণ অনিষ্ট উৎপাত দর্শন করত উদ্বিগ্ন হইয়া অস্বস্থ-চিত্ত হইলেন। দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ্ত হওয়াতে শিবাসকল ত্রাসান্বিত হইয়া সেই আশ্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক নিদারুণ অমঙ্গল রব করিতে লাগিল! বর্ত্তিকা পক্ষীকে এক পক্ষ বিস্তার, এক চক্ষুতে দর্শন ও এক চরণে উপবেশন করত ভয়ঙ্কররূপ হইয়া ম্লান ভাবে সূর্য্যাভিমুখে রক্ত বমন করিতে দেখা যাইতে লাগিল; বায়ু রূক্ষ ও প্রচণ্ড হইয়া শর্কর আকর্ষণ করত বহিতে লাগিল; মৃগপক্ষিকুল দক্ষিণদিকে রব করিতে লাগিল; কৃষ্ণ-বায়স পৃষ্ঠ দিকে 'যাও, যাও' এই কথা বলিতে লাগিল; তাঁহার দক্ষিণবাহু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দন করিতে লাগিল; বামচরণ ও হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং সব্য চক্ষু অনিষ্টসূচক হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল। হে ভারত! মেধাবী ধর্ম্মরাজ এই সকল অনিষ্টসূচক উৎপাত দর্শন করত মহাভয় উপস্থিত বিবেচনা করিয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীম কোথায়? পাঞ্চালী তাঁহাকে কহিলেন, বৃকোদর অনেক ক্ষণ এখান হইতে গিয়াছেন।

মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ধৌম্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি ধনঞ্জয়কে কহিলেন, তুমি দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবে এবং তিনি নকুল ও সহদেবকে দ্বিজগণের রক্ষা নিমিত্ত আদেশ করিলেন; অনন্তর সেই আশ্রম হইতে ভীমের পদ চিহ্ন দেখিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক মহারণ্যমধ্যে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিকে অনেক মহাগজযূথপতিকে পতিত ও ভীমের চিহ্নে চিহ্নিত ভূমি দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সহস্র সহস্র মৃগ ও শত শত সিংহকে বনে পতিত দেখিয়া তাঁহার গমনের পথ অবগত হইলেন। বাতবেগী বীর ভীমসেন যে পথে মৃগার্থ ধাবমান হইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার উরু-বাতের বেগে দ্রুমসকল ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন সেই সকল চিহ্নানুসরণক্রমে গমন করিতে করিতে রূক্ষমারুত-ভূয়িষ্ঠ, নিষ্পত্র দ্রুমসঙ্কুল, গিরিগহ্বর সন্নিহিত, কণ্টকিবৃক্ষে সমাকীর্ণ, প্রস্তরখণ্ড ও শাখাহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপীতে পরিপূর্ণ, বিষমোৎকট, সুদুর্গ, জনশূন্য ঊষরপ্রদেশে গিয়া দেখিলেন, তথায় অনুজ ভীমসেন এক মহাসর্প-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

একোনাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ যুধিষ্ঠির প্রিয় ভ্রাতাকে ভুজগ-ভোগে বেষ্টিত দেখিয়া কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি কি প্রকারে এই আপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ, পর্ব্বতাভোগ সদৃশ এই ভুজগ প্রধানই বা কে? ভীমসেন অগ্রজ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজকে দেখিয়া আপনাকে সর্পগ্রস্ত হইবার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, হে আর্য্য! এই মহাবলী আমাকে ভক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি নহুষ নামে রাজর্ষি, সর্পরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ভুজঙ্গমকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! তুমি এই অমিতবিক্রম মদীয় ভ্রাতাকে পরিত্যাগ

কর, আমরা তোমার ক্ষুন্নিবারণ নিমিত্ত অন্য আহার প্রদান করিব।

সর্প কহিল, হে বৎস মহাবাহো! এই রাজপুত্র আমার আহাররূপে মদীয় মুখে সমাগত হওয়াতে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি গমন কর, এখানে থাকিও না, এখানে থাকিলে তুমিও কল্য আমার আহার হইবে; কেন না, তুমিও আমার অধিকারে আসিয়াছ। আমার ব্রত এই যে, যে ব্যক্তি আমার অধিকারে আগমন করিবে, সে আমার ভক্ষ্য হইবে। আমি বহুকালের পর তোমার এই অনুজকে আহার পাইয়াছি, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারও কামনা করি না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি দেবতা, কি দৈত্য, কিংবা উরগ, যে হও, সত্য করিয়া বল। হে ভুজঙ্গম! তুমি কি নিমিত্ত ভীমসেনকে গ্রাস করিতেছ? কি বস্তু আহরণ করিলে অথবা কি জ্ঞাত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? তোমাকে কি আহার প্রদান করিব? এবং কিরূপ কার্য্য করিলেই বা তুমি ইহাকে মুক্ত করিবে?

সর্প কহিল, হে অনঘ! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ সোমবংশীয় আয়ু রাজার পুত্র, সোম অপেক্ষা অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নহুষ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলাম। আমি যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম ও বিক্রম দ্বারা অনায়াসে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন তাদৃশ ঐশ্বর্য্য পাইয়া আমার দর্প জন্মিল। সহস্র ব্রাহ্মণ আমার শিবিকা বহন করিতে লাগিল। আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া দ্বিজগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য মহাত্মা অগস্ত্য হইতে এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু হে পাণ্ডব! অদ্যাপি প্রজ্ঞাবিহীন হই নাই। হে রাজন্! সেই মহাত্মা অগস্ত্যের অনুগ্রহেই আমি তোমার অনুজকে দিবসের ষষ্ঠ ভাগে আহার পাইয়াছি, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারও কামনা করি না। কিন্তু যদি অদ্য তুমি মদুচ্চারিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার ভ্রাতা বৃকোদরকে বিমোচন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! যাহা তোমার ইচ্ছা হয় ব্যক্ত কর, আমি তোমার প্রশ্নের প্রত্যুক্তি করিব; তাহা হইলে যদি তোমার প্রীতি আহরণ করিতে পারি। হে সর্পরাজ! ব্রাহ্মণের যাহা বেদ্য, তাহাই তুমি অবশ্য জ্ঞাত আছ, অতএব আমি তোমার বচন শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে পারিব। সর্প কহিল, হে নৃপ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কে ও বেদ্যই বা কে, তাহা বল। যে হেতু বাক্যদ্বারা তোমাকে অতিশয় সুমতিমান্ অনুমান করিতেছি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে দৃশ্যমান হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং যিনি সুখ দুঃখরহিত ও যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরব্রহ্মই বেদ্য। আর তোমার কি বিবক্ষিত আছে, তাহা ব্যক্ত কর। সর্প কহিল, হে যুধিষ্ঠির! অপৌরুষেয় সত্য বেদ বাক্য চতুর্ব্বর্ণেরই হিতকর ও প্রমাণ এবং তৎপ্রতিপাদ্য সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া শূদ্রেতেও যে দৃষ্ট হইতেছে? আর তুমি সুখদুঃখ রহিত বস্তুকে বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, কিন্তু সুখ দুঃখহীন অন্য কোন বস্তু আছে, ইহা বোধ হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! যে শূদ্রে ঐ সকল লক্ষণ থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা থাকে না, সে শূদ্র শূদ্র নয় এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। হে সর্প! যে ব্যক্তিতে এই সকল চরিত্র লক্ষ্য হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, আর যে ব্যক্তিতে ইহা বিদ্যমান নাই তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর তুমি যে বলিলে, "সুখ দুঃখহীন জ্ঞেয় বস্তু নাই, যে হেতু সুখ দুঃখ হীন কোন পদার্থই থাকে না।" হে সর্প! এই রূপ বোধ হয় বটে যে, সুখদুঃখ হইতে হীন কোন বস্তু নাই; কিন্তু যে প্রকার শীত উষ্ণের মধ্যে শীততা কি উষ্ণতা থাকে না, সেই রূপই সুখদুঃখহীন কোন বস্তু কোথাও থাকে না; অর্থাৎ যেরূপ শীততা ও উষ্ণতা ব্যতীত কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থ থাকা স্বীকার করিতে হয়, সেই প্রকার সুখ দুঃখহীন কোন অনির্ব্বচনীয় জ্ঞেয় বস্তু থাকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমার এইরূপ বিবেচনা হয়, তবে তুমি যাহা বিবেচনা কর।

সর্প কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! যদি চরিত্র দ্বারাই ব্রাহ্মণ নিশ্চিত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত চরিত্রের কার্য্য না হয় সেই পর্য্যন্ত জাতিবিভাগ বৃথা। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতি মহাসর্প! আমার এই বোধ হয়, সর্ব্ববর্ণের সঙ্কর হেতু মনুষ্য মাত্রেতে জাতিনিশ্চয় দুঃসাধ্য। সকল মনুষ্য সকল স্ত্রীতে চিরকাল পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকে এবং মনুষ্য মাত্রেরই জন্ম, মরণ, বাক্য ও মৈথুন সমান। বিশেষত "যে যজামহে" ইত্যাদি ঋষিবাক্য প্রমাণও রহিয়াছে, সেই হেতু যাঁহারা চরিত্রকে প্রধান যজ্ঞ বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী বলিয়া উক্ত হন। পুরুষের নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম বিহিত হয়, তখন তাহার মাতাই সাবিত্রী এবং পিতাই আচার্য্য; এবিষয়ে সংশয় হওয়াতে স্বায়ম্ভুব মনু এইরূপ কহিয়াছেন। পুরুষ যে পর্য্যন্ত বেদে সংযুক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শূদ্র সম থাকে। হে নাগেন্দ্র! বর্ণ সকলের সংস্কারাদি ক্রিয়া কৃত হইলেও যদি তাহাতে সচ্চরিত্রতা বিদ্যমান না থাকে, তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান্ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। হে ভুজগপ্রধান মহাসর্প! অধুনা যে পুরুষেতে সুসংস্কৃত চরিত্র দৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। সর্প কহিল হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্য আমি শ্রবণ করিলাম, তুমি বেদ্য বস্তু জ্ঞাত হইয়াছ, এক্ষণে আমি তোমার ভ্রাতা বৃকোদরকে কিরূপে আর ভক্ষণ করিতে পারি?

অশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! এই লোকমধ্যে তোমাকে বেদ বেদাঙ্গপারগ বোধ হইতেছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি কি কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের উত্তম গতি হয়, তাহা তুমি বর্ণন কর। সর্প কহিল, হে ভারত! আমার বিবেচনা এই যে, মানুষ, পাত্রে দান করিলে প্রিয় ও সত্য বাক্য বলিলে এবং অহিংসা রত হইলে স্বর্গে গমন করিতে পারে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! দান ও সত্য, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এবং অহিংসা ও প্রিয় ব্যবহার, এই উভয়ের মধ্যেই বা শ্রেষ্ঠ কে ও অশ্রেষ্ঠ কে? তাহা বল। সর্প কহিল, হে রাজেন্দ্র! আমার এই নিশ্চয় বোধ আছে, দান ও সত্য এবং অহিংসাও প্রিয়

কার্য্য, ইহাদিগের মধ্যে কার্য্যের গুরুতা হেতু শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ হয়। কোন দান-যোগ হইতে সত্য, বিশিষ্ট হয়; এবং সত্য বাক্য হইতেও কোন দান, বিশেষরূপে গণ্য হয়। এইরূপ কোন প্রিয় বাক্য হইতে অহিংসা ও কোন অহিংসা হইতে প্রিয় কার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চিত হয়। এইরূপে কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া ইহাদিগের গুরু লাঘব নিশ্চয় হইয়া থাকে। হে রাজন্! ইহার পর অন্য যে কিছু তোমার অভিপ্রেত হয়, বল, আমি তাহার উত্তর করিতেছি। *

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! যাহার শরীর বিনষ্ট হইয়াছে, এমত ব্যক্তির অর্থাৎ দেহহীন ব্যক্তির নিশ্চিত কর্ম্ম ফল স্বর্গে গতি ও শব্দ স্পর্শাদি বিষয় ভোগ কিরূপে বোধগম্য করা যায়, এ সমস্ত তুমি আমার নিকট ব্যক্ত কর। সর্প কহিল, হে রাজন্! মনুষ্যদিগের স্বকর্ম্মানুসারে মনুষ্য জন্ম, স্বর্গবাস ও তির্য্যগ্ জন্ম, এই তিন প্রকার গতি পরিদৃষ্ট হয়। মনুষ্য নিরলস হইয়া অহিংসা সমাযুক্ত দানাদি কার্য্য দ্বারা এই মানুষলোক হইতে গমন করিয়া স্বর্গভোগ করে; ইহার বিপরীত কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য পাপের তারতম্যানুসারে মনুষ্য জন্ম ও তির্য্যক্ জন্ম, উভয়ই হইয়া থাকে, ইহাতে বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহে সমন্বিত হয়, সে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং মনুষ্য জন্ম লাভের নিমিত্তও তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মুক্ত হয়, ইহা বেদবোধিত হইয়াছে এবং গো, অজ ও অশ্বযোনি হইতেও দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে, ইহাও বেদে দৃষ্ট হইতেছে। হে বৎস! কর্ম্মানুষ্ঠায়ী জীব এইরূপ গতিতে বিচরণ করে এবং দ্বিজ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি নিত্য-ব্রহ্মেতে আত্মাকে বিলীন করেন। দেহাভিমানী ফলার্থী জীব কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট কর্ত্তৃক উপগৃহীত হইয়া কোন জাতিতে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক দৈহিক ফলভোগ করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতি সর্প! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে সেই অসঙ্গ আত্মার অধিষ্ঠান কিরূপে হয়, তাহা তুমি অব্যগ্র চিত্তে বল। আর তুমি কি এককালীন শব্দ স্পর্শাদি সমস্তবিষয় গ্রহণ কর না? মদুক্ত এই সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর। সর্প কহিল, হে আয়ুষ্মন্! আত্মা-স্বরূপ দ্রব্য স্থূল সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয় হেতু করণগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া যথাবিধানক্রমে বিষয় সকল উপভোগ করেন। হে ভরতর্ষভ! এ স্থলে সেই আত্মার বিষয়-ভোগে করণ সকল আমার নিকট শ্রবণ কর; ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহাদিগকে করণ বলা যায়। হে বৎস! জীব, বিষয়াধার ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত মন দ্বারা স্বস্থান হৃদয়াকাশ হইতে নিঃসৃত হইয়া এই সকল শব্দস্পর্শাদি বিষয় ক্রমে ক্রমে অনুভব করে; ফলত জীবের বিষয়ানুভবের প্রতি মনই হেতু-রূপে বিহিত; সুতরাং জীবের এককালীন শব্দস্পর্শাদি সমস্ত বিষয়ের অনুভব হইতে পারে না। হে পুরুষেন্দ্র! জ্ঞানী যোগীরা বুদ্ধির অভাব সময়ে যে জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকেন, সেই বিধিই আত্মপ্রকাশের জ্ঞাপন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! তুমি মন ও বুদ্ধি এ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ আমাকে বল, যেহেতু তাহা অধ্যাত্মবেত্তাদিগের পরম কার্য্য বলিয়া বিহিত। সর্প কহিল, আত্মা মায়ার উপদ্রব দ্বারা বুদ্ধির অতীব অনুগত, সেইহেতু বুদ্ধি আত্মার আশ্রিত হইয়াও তাঁহার প্রেরক হয়। বিষয়েতে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে; মন উৎপন্নই আছে; বুদ্ধির সুখ দুঃখাদি উৎ-পাদনসামর্থ্য নাই, মনের তাহা আছে; হে বৎস! মন ও বুদ্ধির প্রভেদ এই। তুমিও অভিজ্ঞ, অতএব এ বিষয়ে তুমিই বা কিরূপ বিবেচনা কর? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! যে-হেতু তুমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, তোমার বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, সুতরাং জ্ঞেয় বস্তু তোমার বিদিত হইয়াছে; তবে আমাকে এ বিষয় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? হে সর্প! আমার আর একটি এই মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও তোমার অদ্ভুত শুভকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি স্বর্গবাসী হইয়া-ছিলে; এমত স্থলে তোমাতে কিরূপে মোহপ্রবেশ করিল?

সর্প কহিল, যুধিষ্ঠির! আমার বিবেচনা এই যে, যদি মনুষ্য শূর ও সুবুদ্ধিও হয়, তথাপি ঐশ্বর্য্যমদ তাহাকে মোহিত করে, অতএব ঐশ্বর্য্যসুখে সমাসক্ত সমস্ত পুরুষই মুগ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত আমি ঐশ্বর্য্য মোহে মত্ত হইয়া এই স্থানে পতিত হইয়াছি এবং বোধ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে সম্বোধিত করিতেছি। হে পরন্তপ মহারাজ! তুমি আমার হিত কার্য্য করিলে; তুমি সাধুস্বভাব, তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমার নিদারুণ শাপ ক্ষয় হইল। আমি পূর্ব্বকালে স্বর্গে দিব্য বিমানারোহণে বিচরণ করত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিতাম না। ব্রহ্মর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সমস্ত ত্রৈলোক্য-বাসীরা আমাকে কর প্রদান করিত। হে পৃথিবীশ্বর! আমার এতাদৃশ দৃষ্টি-বল ছিল যে, আমি যে প্রাণীকে চক্ষু দ্বারা ঈক্ষণ করিতাম, তৎক্ষণাৎ তাহার তেজ হরণ করিতাম। সহস্রব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করিতেন, সেই কুনীতিই আমাকে শ্রী হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিল। একদা অগস্ত্য মুনি আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি আমার পদ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি রুষ্ট হইয়া আমাকে "তোমার ধ্বংস হউক, তুমি সর্পমূর্ত্তি প্রাপ্ত হও" এইরূপ কহিলেন। অনন্তর আমি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সেই বিমানাগ্র হইতে পতিত হইলাম এবং পড়িতে পড়িতে আপনাকে অধোমুখ সর্পরূপ দেখিতে পাই-লাম। তখন আমি বিপ্র অগস্ত্যের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম যে, হে ভগবন্! আমি প্রমাদ প্রযুক্ত বিমূঢ় হইয়া-ছিলাম, অতএব আপনি ক্ষমা করুন, আমার অভিশাপের অন্ত হউক। অনন্তর তিনি কৃপান্বিত হইয়া আমার পতনকালেই আমাকে ইহা বলিলেন যে, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। হে নরাধিপ! তোমার ঘোর অভিমান-রূপ পাপের ফল ক্ষয় হইলে তুমি পুণ্যফল প্রাপ্ত হইবে" পরে তাঁহার সেই তপোবল দেখিয়া আমার বিস্ময় জন্মিয়াছিল, সেই জন্যই আমি তোমাকে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ বিষয়ক প্রশ্ন করি-লাম। হে নৃপ! পুরুষদিগের সত্য, দম, তপস্যা, দান, অহিংসা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠতা সর্ব্বদা সাধক হয়, জাতি ও কুল সাধক নহে। মহারাজ! মহাবল ত্বদীয় ভ্রাতা এই ভীমসেন নিরাপদ হউন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি পুনরায় স্বর্গে গমন করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্পরূপ নহুষ এই কথা বলিয়া অজাগর বপু পরিত্যাগ ও দিব্য দেহ গ্রহণপূর্ব্বক সুর-

লোকেই গমন করিলেন। শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও ধৌম্য সমভিব্যাহারে পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিজগণ ও অনুজগণসকলের নিকট যথাসম্ভূত সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। সেই সকল দ্বিজগণ, যশস্বিনী দ্রৌপদী ও অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই তিন ভ্রাতা তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগের হিত-কামনায় ভীমের দুঃসাহসকে নিন্দা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এরূপ কার্য্য আর করিও না। পাণ্ডবেরা মহাবল ভীমকে ভয়-যুক্ত দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন এবং আমোদ সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন

একাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

---

মার্কণ্ডেয়-সমস্যা প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা সেই পর্ব্বত সম্বন্ধীয় স্থানে বাস করিতেছিলেন; তৎকালে তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্ব প্রাণিগণের সুখাবহ গ্রীষ্মান্তকর প্রাবৃট্ কাল সমুপস্থিত হইল। তখন নিদাঘান্তকের নিকেতন স্বরূপ শত শত সহস্র সহস্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘবৃন্দ দিঙ্মণ্ডল ও নভস্তল আচ্ছাদন করত দিবা নিশি নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ধরণীতে অর্ক প্রভা জাল তিরোহিত হইল; সৌদামিনীর বিমল দ্যুতি বিদ্যোতিত হইতে লাগিল; শস্যাঙ্কুর সকল সমারূঢ় হইল; দংশ ও সরীসৃপের প্রাদুর্ভাব হইল; ভূমণ্ডল সলিলসিক্ত, শান্ত ও সর্ব্বপ্রাণীর মনোরম হইয়া উঠিল এবং সমস্ত স্থান সলিলাস্তৃত হওয়াতে সম কি বিষম, ভূতল কি নদী, কিছুই বোধগম্য রহিল না। বর্ষার প্রাদুর্ভাবে নদী সকল প্রবল পবনের ন্যায় মহাবেগশীল ও ক্ষুব্ধতোয় হইল এবং কাননসকলকে শোভিত করিতে লাগিল; বর্ষাভিষিক্ত রবকারী বরাহ, মৃগ ও বিহঙ্গগণের বিবিধ রব কানন মধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল; চাতক, ময়ূর ও পুংস্কোকিল কুল মত্ত হইয়া উঠিল এবং মণ্ডূক সকল দর্পিত হইয়া লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। গিরি সন্নিহিত শুষ্ক ভূমিতে বিচরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের মেঘানুনাদিত তাদৃশ, বিবিধাকার প্রাবৃট্ কাল কাল সুখে সমতীত হইল। অনন্তর শরৎকাল বিকশিত হইল, তাহাতেও মহাত্মা পাণ্ডবদিগের চিত্তে প্রমোদ জন্মিল। বক ও হংসশ্রেণীতে ইতস্তত সমাকীর্ণ হইল, পর্ব্বত সানুতে সমারূঢ় বহুল তৃণ ও বন দৃষ্ট হইতে লাগিল; নদীজল সকল সুনির্ম্মল হইল; বিমল আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী প্রকাশ পাইতে লাগিল; নানাস্থান মৃগপক্ষিগণে সমাকীর্ণ হইল; জলদসদৃশ শীতল নির্ম্মল যামিনী গ্রহনক্ষত্র-সমূহ ও চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজিত দৃশ্যমান হইতে লাগিল এবং শীতলবারিপূর্ণ, সুখকর সরোবর ও নদসকল কুমুদকমলে অলঙ্কৃত হইয়া নয়নানন্দকর হইয়া উঠিল। তখন আকাশ সদৃশ তট সমন্বিতা তীরস্থ বেতস বৃক্ষে সমাকুলা পুণ্যতীর্থা সরস্বতীতে বিচরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের হর্ষোদয় হইল। দৃঢ়ধন্বা সেই বীরপুরুষেরা বিমল সলিলাঢ্যা পরিপূর্ণা শুভা সরস্বতী অবলোকন করত প্রমুদিত হইলেন। হে জনমেজয়! সেই স্থানে বাস করণ সময়ে পর্ব্বসন্ধিতে শারদী কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী নিশা সমুপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা মহাসত্ত্ব পুণ্যবান্ তাপসগণের সহিত তদ্বিহিত সমুদায় উৎকৃষ্ট তীর্থ যোগকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তৎপরেই কৃষ্ণপক্ষ সমাগমে ধৌম্য, সূত ও পৌরোগবদিগের সহিত কাম্যকবনে গমন করিলেন।

দ্ব্যশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কৃষ্ণাসহ কাম্যকবনে উপনীত ও তত্রস্থ মুনিগণকর্ত্তৃক আতিথ্যে সৎকৃত হইয়া অবস্থান করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা বিশ্বস্ত ভাবে তথায় বাস করিতে থাকিলে, বহুতর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। পরে কোন এক দ্বিজ বলিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের প্রিয়সখা উদার-প্রাজ্ঞ অ-পরতন্ত্র কৃষ্ণ এখানে আসিবেন। কুরুকুলানন্দন আপনারা যে এখানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা আপনাদিগের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আর বহুবৎসরজীবী স্বাধ্যায় তপঃসম্পন্ন মহাতপা মার্কণ্ডেয়ও শীঘ্র আপনাদিগের নিকটে আসিবেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতে বলিতেই কেশবকে তথায় দেখিতে পাইলেন। রথিপ্রবর দেবকী পুত্র কেশব সত্যভামার সহিত পাণ্ডবদিগের দর্শনাভিলাষে শচীসমবেত পুরন্দরের ন্যায়, শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বযুক্ত রথারোহণে তথায় উপনীত হইলেন। ধীমান্ কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক হর্ষ সহকারে যথাবিধি যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে বন্দনা ও ধৌম্যকে পূজা করিলেন। পরে নকুল সহদেব কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া গুড়াকেশকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিলেন। দাশার্হ কৃষ্ণ, বীর্য্যসম্পন্ন অরিন্দম প্রিয় ফাল্গুনকে বহুদিনের পর সমাগত দেখিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিলেন; এবং কৃষ্ণের প্রিয় মহিষী সত্যভামা পাণ্ডবদিগের প্রিয় ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে ভার্য্যা ও পুরোহিতের সহিত, পুণ্ডরীকাক্ষকে অর্চ্চনা করিলেন ও চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইলেন। কৃষ্ণ, অসুরতর্জ্জন পৃথানন্দন ধনঞ্জয়ের সহিত সমবেত হইয়া, যে প্রকার মহাত্মা ভূতনাথ সাক্ষাৎ ভগবান মহাদেব কার্ত্তিকেয়ের সহিত সমবেত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর কিরীটমালী অর্জ্জুন গদাগ্রজ মধুসূদনকে বনবাসের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুভদ্রা ও অভিমন্যু কেমন আছে?

অনন্তর মধুসূদন পার্থ, কৃষ্ণা ও পুরোহিতকে যথাবৎ সম্মানিত করিয়া একত্র উপবেশনপূর্ব্বক নৃপতি যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ পাণ্ডব! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, রাজ্যলাভ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, সেই ধর্ম্ম বৃদ্ধি নিমিত্তই তপস্যা। আপনি সত্য ও সারল্য দ্বারা স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া ইহ ও পরলোক জয় করিয়াছেন। অগ্রে ব্রতাচরণপূর্ব্বক সম্যক্ রূপে বেদাধ্যয়ন করেন, পরে সমগ্র ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে বসু লাভ করত অনেক পুরাতন ক্রতু নিষ্পাদন করিয়াছেন। হে নরেন্দ্র! আপনার গ্রাম্য ধর্ম্মে রতি নাই, আপনি কাম হেতু কোন কর্ম্ম করেন না এবং অর্থলোভে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব হেতুই আপনি ধর্ম্মরাজ হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনার রাজ্য, ধন ও ভোগ সংলব্ধ হইলেও দান, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা ও ধৃতি, এইসকল

সর্ব্বকালে পরম রতি হইয়াছে। যখন কুরুজাঙ্গলদিগের জনসমূহ-মধ্যে কেশাকৃষ্টা কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,তখন আপনি ভিন্ন আর কে সেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ সভা ব্যবহার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম সহ্য করিতে পারে ? আপনি নিঃসংশয় আশু ও সর্ব্ব-সমৃদ্ধ-কাম হইয়া সম্যক্রূপে প্রজা পালন করিবেন। আপনার প্রতিজ্ঞা-পালন সমাপ্ত হইলেই এই আমরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে নিগ্রহ-করণে প্রস্তুত হইব। পরে দাশার্হসিংহ বাসুদেব ধৌম্য, যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণাকে কহিলেন, তোমরা ভাগ্য-ক্রমেই কিরীটীকে কুশলী, কৃতাস্ত্র ও হর্ষান্বিত প্রাপ্ত হইয়াছ। তৎপরে সুহৃদ্গণের সহিত তিনি যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে কহিলেন, তুমি ভাগ্যক্রমেই ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। এবং পুনরায় কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি কৃষ্ণে ! তোমার ধনুর্ব্বেদ-নিষ্ঠ-প্রবর সুশীল শিশুতনয়েরা সর্ব্বদা সুহৃদ্গণের সহিত, সাধুগণের আচরিত আচরণ করিয়া থাকে। তাহারা তোমার পিতা ও সহোদর-কর্ত্তৃক রাষ্ট্র ও রাজ্যভোগে প্রলোভন প্রদর্শিত হইয়াও মাতামহ ও মাতুলগৃহে চিত্ত-সন্তোষ লাভ করে না। সেই ধনুর্ব্বেদনিষ্ঠাগ্রগণ্য ত্বদীয় পুত্রগণ আনর্ত্ত দেশে সুখে অভিমুখীন হইয়া গমনপূর্ব্বক বৃষ্ণিপুরে বাস করিয়া স্বর্গীয় সুখেও স্পৃহা করে না। তুমি ও আর্য্যা কুন্তী তাহা-দিগের প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে যোগ্যা, সুভদ্রাও তাহাদিগের প্রতি সতর্কতা সহকারে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বদা সেই-রূপই আচরণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণে! রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুর প্রতি যেরূপ শিক্ষা প্রদান ও আচরণ করিয়া থাকেন, সেই রূপই তোমার পুত্রগণকে শিক্ষা প্রদানাদি করেন। কুমার অভিমন্যু শিক্ষাপ্রদানে নিপুণ ; তিনিও নিরলস হইয়া তোমার পুত্রদিগকে গদা, খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণে ও অন্যান্য অস্ত্রপ্রয়োগে এবং রথাশ্ব-চালনায় নিরন্তর উপদেশ দিয়া থাকেন। রুক্মিণী-তনয় সম্যক্ শিক্ষা প্রণিধান ও বিধিবৎ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করত অভিমন্যু ও ত্বদীয় পুত্রগণের পরাক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছেন। যাজ্ঞসেনি ! তোমার সন্তানেরা যখন অবলোকক হইয়া বিহারার্থ গমন করে, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে রথ, অশ্ব, হস্তী ও অন্যান্য যান অনুসরণ করিয়া থাকে।

অনন্তর দাশার্হপতি কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! আপনি যেস্থানে ইচ্ছা করেন, সেই স্থানেই এই কুকুরান্ধক বংশীয় দশার্হ যোধগণ ভবদীয় নিদেশ প্রতিপালন করত অবস্থান করুক। হে নরেন্দ্র ! যাহার কার্ম্মুকবেগ বাতবেগস্বরূপ হইয়াছে এবং হলায়ুধ যাহার নিয়ন্তা হইয়াছেন, এতাদৃশী মাধবীসেনা সাদী, পত্তি, রথ ও কুঞ্জরগণে সমবেত ও সংযত হইয়া আপনার আবর্ত্তিত হউক। হে পাণ্ডব ! আপনি, পাপিশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রতনয় সুযোধনকে তাহার সুহৃৎ ও অমাত্যের সহিত ...পুর ও সৌভাধিপতি শাল্বের পথে প্রেরণ করিবেন। হে ...! আপনি সভামধ্যে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনু-রূপই সময় প্রতীক্ষায় যথাভিলাষ অবস্থান করুন ; আপনার প্রতিজ্ঞাত সময় অতীত হইলে দশার্হ-যোধগণ আপনার শত্রু-দিগকে নিহত করিয়া ফেলিবেন, এতাবৎকাল নাগপুর আপনার প্রতীক্ষা করিয়া থাকুক। আপনি মন্যু ও পাপরহিত হইয়া যথায় ইচ্ছা করেন, তথায় যথাভিলাষ বিহার করিয়া, পরিশেষে বিগতশোক হইয়া, প্রধান সুরাষ্ট্র বলিয়া প্রসিদ্ধ নাগপুর প্রাপ্ত হইবেন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ পুরুষোত্তমের যথাবৎ কথিত অভি-প্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রশংসা করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব ! তুমি পাণ্ডব-দিগের গতি, তাহাতে সংশয় নাই। যেহেতু পৃথাপুত্রেরা তোমার শরণাগত, অতএব সময় উপস্থিত হইলে তুমিই সেই সমস্ত কর্ম্ম সমাধান করিবে, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞানু-সারে দ্বাদশবর্ষকাল নির্জ্জন বনে বিহার এবং তৎপরে বিধিবৎ অজ্ঞাতচর্য্যা সমাপন করিয়া তোমারই আশ্রয় লইবে। তুমি যেরূপ বলিলে, তোমার এই বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা তোমাকে ভজনা করে, যেহেতু স্বজন বান্ধবকলত্রাদি সহ পাণ্ডবেরা সত্যনিষ্ঠ, দানধর্ম্মরত ও তোমারই শরণাপন্ন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! বৃষ্ণিকুল-তিলক ও ধর্ম্ম-রাজ ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে তপোবৃদ্ধ বহুসহস্র বর্ষজীবী মহাতপা ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয় ঋষি তথায় দৃষ্ট হইলেন। সেই বহুবর্ষজীবী ঔদার্য্যগুণযুক্ত রূপসম্পন্ন অজর অমর ঋষি দেখিতে যেন পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্ক। সমস্ত ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবেরা ও কৃষ্ণ সেই বহুসহস্র বর্ষজীবী বৃদ্ধ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া অর্চ্চনা করিলেন। সেই ঋষিসত্তম অর্চ্চিত হইয়া সুস্থ-চিত্তে অধ্যাসীন হইলে কৃষ্ণ বিপ্র ও পাণ্ডবদিগের মতানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, হে ঋষিসত্তম মার্কণ্ডেয় ! পাণ্ডবেরা, সমা-গত ব্রাহ্মণেরা, দ্রৌপদী, সত্যভামা ও আমি, আমরা সকলে আপনার সকাশে পুরাবৃত্ত, পুণ্য কথা এবং রাজা, ঋষি ও স্ত্রীলোকদিগের সনাতন সদাচার সকল শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আপনি আমাদিগের নিকটে তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদও পাণ্ডবদিগের দর্শনাভিলাষে তথায় আগমন করিলেন। সেই সকল মনীষী পুরুষ-পুঙ্গবেরা মহাত্মা নারদকে পাদ্যার্ঘ দ্বারা যথোচিত সৎকৃত করিলেন। দেবর্ষি নারদও তাঁহাদিগকে প্রাপ্তাবসর জানিয়া কথনোদ্যত মার্কণ্ডেয়ের কথায় অনুমোদন করিলেন। কালজ্ঞ সনাতন কৃষ্ণ সহাস্য মুখে মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! পাণ্ডবদিগের সকাশে যাহা আপনার বলিবার ইচ্ছা হয় বলুন। মহাতপা মার্কণ্ডেয় কৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনারা অবসর অবধারণ করুন, অনেক বক্তব্য হইবে। পাণ্ড-বেরা দ্বিজগণের সহিত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যাহ্নকালীন আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী দর্শন করত উপযুক্ত অবসর নিরূপণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন কুরুরাজ, মহামুনিকে কথনেচ্ছু বোধ করিয়া কথা উত্থাপনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্ ! আপনি পুরাতন পুরুষ; আপনি দেব, দৈত্য, মহাত্মা ঋষি ও রাজর্ষি, সকলেরই আচরিত অবগত আছেন। আমা-দিগের বিদিত আছে, আপনি সেব্য ও উপাসিতব্য ; আমা-দিগের আপনাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা বহুকালাবধি ছিল। আমাদিগের সৌভাগ্যবশতই আপনি এবং এই দেবকীপুত্রও আমাদিগের দর্শনার্থী হইয়া সমাগত হইয়াছেন। হে ব্রহ্মজ্ঞ বরেণ্য ! আমার, আপনাকে সুখভ্রষ্ট ও দুর্বৃত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যো-

ধনাদিকে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া এই বুদ্ধি হইতেছে যে, কি রূপে পুরুষ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া তাহার শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করে? কি রূপেই বা ঈশ্বর সেই শুভাশুভ কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক হন? মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ কি হেতু হয়? ইহকালে বা পরকালে জীবের কর্ম্ম ফল কি হেতু অনুগামী হয়? হে দ্বিজসত্তম! কর্ম্মফলানুষ্ঠায়ী দেহী ইহকালে বা দেহ ত্যাগানন্তর পরকালে শুভ বা অশুভ কর্ম্মফলে কি হেতু সংযুক্ত হয়? এবং জীবের ঐহলৌকিক বা পার লৌকিক কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট ইহ বা পরলোকে কি অবলম্বন করিয়াই বা থাকে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বাগ্মিবর! তোমার এই প্রশ্ন যথাযোগ্যই প্রযুক্ত হইয়াছে; বেদিতব্য বিষয় তোমার বিদিত হইয়াছে; তুমি লোকরক্ষার্থই ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। যে রূপে মনুষ্য ইহলোক ও পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে আমি এক্ষণে তোমাকে কহিতেছি, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। হে কুরুসত্তম! পূর্ব্বোৎপন্ন প্রজাপতি শরীরীদিগের নির্ম্মল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-পরতন্ত্র শরীর সৃষ্টি করেন। পুরাতন মানবেরা সকলে সুব্রত, সত্যবাদী, অমোঘ-ফল, অমোঘ-সঙ্কল্প; ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, পুণ্যশীল ও স্বচ্ছন্দচারী ছিলেন; তাঁহারা দেবগণের সহিত স্বচ্ছন্দে নভস্তলে গমন ও তথা হইতে পুনরাগমন করিতেন; স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু, স্বচ্ছন্দ-জীবী, অল্পবাধাবিশিষ্ট, নিরাতঙ্ক, নিরুপদ্রব ও সিদ্ধ-প্রয়োজন ছিলেন; মহাত্মা ঋষি ও সুরসংঘের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং সর্ব্বধর্ম্মের প্রত্যক্ষকারী জিতেন্দ্রিয়, অন্যের শুভদর্শনে দ্বেষশূন্য, সহস্র পুত্রের জনয়িতা ও সহস্র বর্ষ-জীবী ছিলেন। তদনন্তর মানবেরা কালান্তরে পৃথিবীতল-মাত্রে বিচরণকারী, কাম ক্রোধে অভিভূত ও মায়া ব্যাজোপজীবী হইল এবং লোভমোহে অভিভূত ও দেহাসক্ত হইয়া গর্হিত কর্ম্ম জন্য পাপ দ্বারা তির্য্যগ্ যোনি ও নিরয়গামী এবং পুনঃপুনঃ বিচিত্র সংসার মধ্যে পচামান হইতে লাগিল। তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ, সঙ্কল্প ও জ্ঞান ব্যর্থ হইতে লাগিল। প্রায় সকলেই বিরুদ্ধজ্ঞানী, সর্ব্ব বিষয়ে শঙ্কান্বিত, ক্লেশভাগী ও অশুভ কর্ম্ম দ্বারা পরিচিহ্নিত হইল; এবং দুষ্কুলজাত, বহুল-ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃস্বভাব, মনস্তাপযুক্ত, অল্পায়ু, পাপী, রৌদ্র কর্ম্ম ফলভোগী, সর্ব্ব কামের যাচক, নাস্তিক ও ভেদ-বুদ্ধি হইয়া উঠিল। হে কুন্তীনন্দন! এই সংসারে জীবের মৃত্যুর পরে স্বীয় কর্ম্মানুসারেই গতি হইয়া থাকে। তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রাজ্ঞই হউক বা বুদ্ধিহীন হউক, এ উভয় ব্যক্তির কর্ম্ম-কোশ কোথায় থাকে এবং কোথায় থাকিয়াই বা উহারা সেই সুকৃত বা দুষ্কৃত ভোগ করে, তাহার সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ কর। বিধাতা এই মনুষ্যের স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুরোধে প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-ময় সূক্ষ্ম শরীর আবিষ্কৃত করেন; মনুষ্য সেই সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা মহৎ শুভাশুভ সঞ্চয় করিয়া থাকে। আয়ুঃক্ষয় হইলে এক কালেই এই শীর্ণশীল স্থূল দেহ পরিত্যাগ ও অন্য যোনিতে স্থূল দেহ অবলম্বন করে; ক্ষণকালও দেহ-শূন্য থাকে না। তখন এই জীবের স্বকৃত কর্ম্ম জন্য শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট সেই সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয়ে ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইয়া ফলিত হয়; তাহাতেই জীব সুখার্হ বা দুঃখার্হ হইয়া থাকে। জ্ঞানী পুরুষেরা জ্ঞান-নেত্রদ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ী জীবকে কৃতান্তবিহিত পুণ্য পাপরূপ ফল ভোগ বিধির অধীন ও শুভ বা অশুভাদৃষ্ট জন্য সুখ বা দুঃখ দূরীকরণ করিতে অশক্ত দেখেন।

হে যুধিষ্ঠির! অজ্ঞানীদিগের এইরূপ গতি কহিলাম, ইহার পর জ্ঞানীদের উত্তমগতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞানী মনুষ্যেরা তপোনুষ্ঠায়ী, সর্ব্বশাস্ত্রপরায়ণ, ব্রতনিষ্ঠ, সত্যতৎপর, গুরুশুশ্রূষারত, সুশীল, যোগজ ধর্ম্মের উপার্জ্জক, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সুতেজস্বী, শুচি-জন্ম ও প্রায়শই শুভলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকেন; ইন্দ্রিয়জয় করণ হেতু স্বাধীন, শুচিত্ব হেতু নীরোগ এবং দুঃখ ত্রাসের অল্পতা হেতু উপদ্রবরহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্বকীয় আত্মা গর্ভচ্যুতই হউক বা জায়মান হউক বা গর্ভস্থিতই হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা পরমাত্মা বলিয়া জানেন। লৌকিকজ্ঞান ও শাস্ত্রীয়জ্ঞানসমন্বিত সেই মহাত্মা ঋষিরা এই কর্ম্মভূমি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সুরলোকে গমন করেন। মনুষ্যেরা দৈবহেতু বা হঠযোগ হেতু বা স্বীয় কর্ম্ম হেতু সুখ দুঃখাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত বিবেচনা যেন তোমার না হয়। হে বাগ্মিবর! আমি এই মর্ত্ত্যলোকে যাহা পরম শ্রেয় বোধ করি, তদ্বিষয়ে এই উদাহরণ শ্রবণ কর। কাহারও ইহলোকেই মঙ্গল হয়, পরলোকে হয় না; কাহারও বা পরলোকে হয়, ইহলোকে হয় না; কোন ব্যক্তির ইহ ও পরলোক, উভয়লোকেই হইয়া থাকে; কাহারও বা না ইহলোক, না পরলোক কোন লোকেই হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, তাহারা উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা বিহার করে; সদা দেহ-সুখাসক্ত সেই ব্যক্তিদিগের ইহলোকেই সুখভোগ হইয়া থাকে, পরলোকে হয় না। যাহারা যোগযুক্ত, তপস্যাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়শীল ও প্রাণিবধে নিবৃত্ত হইয়া দেহকে জীর্ণ করে, তাহাদিগের পরলোকে সুখভোগ হয়, ইহলোকে হয় না। যাহারা প্রথমে ধর্ম্ম আচরণ করে, পরে ধর্ম্ম দ্বারাই যথাকালে ধন সঞ্চয়পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ সাধন করে, তাহাদিগের ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখ ভোগ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা, দান ও সন্তান-প্রজননে যত্নবান্ না হয় এবং ঐহিক সুখোপ ভোগও না করে, তাহাদিগের ইহ, পর, উভয় লোকই সুখকর হয় না। তোমরা সকলে অতিবীর্য্য সত্ত্ব-সম্পন্ন, দিব্য-তেজস্বী, দৃঢ়কায়, শূর ও অধীতবিদ্য; সুরগণের কার্য্যসাধনার্থ স্বর্গলোক হইতে অবনীতলে আগমন করিয়াছ। তোমরা ইহলোকে উৎকৃষ্ট বিধি-অনুসারে তপোদমাচারসম্পন্ন ও বিহার শীল হইয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন ও মহৎ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পরিশেষে ক্রমে স্বকর্ম্মানুসারে পুণ্যকর্ম্মাদিগের নিবাসভূমি পরম স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে কৌরবেন্দ্র! তোমার এই আত্ম-ক্লেশ দেখিয়া যেন তোমার শঙ্কা না হয়, তোমার এই ক্লেশ ভাবী সুখের নিমিত্তই হইতেছে।

ত্র্যশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন পাণ্ডুসুতেরা মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা দ্বিজগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে মানস করিতেছি, আপনি তাহা কীর্ত্তন

করুন। মহাতপা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুমহাতেজা ভগবান্ মার্কণ্ডেয় এইরূপ কথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! হৈহয়বংশের কুলবর্দ্ধনকর পরপুরঞ্জয় রূপবান্ বলবান্ এক কুমার রাজা মৃগয়ার্থ গমন করেন। তিনি তৃণবল্লীসমাবৃত অটবী-মধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে নিকটে কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়াবৃত এক মুনিকে দেখিতে পাইয়া মৃগ বোধ করিয়া নিহত করিলেন। কমলনেত্র পৃথিবীপতি রাজকুমার সেই কর্ম্ম করিয়া ব্যথিত ও শোকোপহতচেতন হইয়া বিশ্রুতাত্মা হৈহয় রাজন্যদিগের সকাশে গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকটে স্বকৃত তৎকার্য্য যথাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলেন। হে বৎস! তাঁহারা সেই ফল মূলাশী মুনিকে হিংসিত শ্রবণাবলোকন করিয়া তন্নিমিত্ত দীন-চিত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে 'এই মুনি কাহার পুত্র,' এই বলিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত কশ্যপ-সন্তান অরিষ্টনেমার আশ্রমে হঠাৎ উপনীত হইলেন। পরে সেই নিয়ুত-ব্রত মাহাত্মা মুনিকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে সেই ঋষি তাঁহাদিগের সংকারার্থ সমারম্ভ করিলেন। তাঁহারা তখন সেই মহাত্মাকে কহিলেন, মুনে! আমরা ব্রাহ্মণ-হিংসা করিয়াছি, সেই হেতু আপনাদিগের কর্ম্মদোষে আপনার নিকট হইতে সংক্রিয়ার্হ হইতে পারি না। সেই বিপ্রর্ষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিজন্য ব্রাহ্মণকে হিংসা করিলে? সেই ব্রাহ্মণই বা কোথায় বল এবং সকলে মিলিত হইয়া আমার তপোবলও দর্শন কর। ঋষি এই কথা বলিলে, তাঁহার যেরূপে ব্রহ্মবধ ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক উহাঁকে কহিয়া, যথায় ঋষি-কুমার নিহত হইয়াছিলেন, তথায় গিয়া তাঁহার মৃত-দেহ অন্বেষণ করিলেন। তাহা দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে লজ্জিত ও স্বপ্নের ন্যায় গতচেতন হইয়া সমাগত হইলেন। হে পরপুরঞ্জয় মহারাজ! তখন কশ্যপ-নন্দন মুনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে নৃপগণ! তোমরা যাহাকে বিনষ্ট করিয়াছ, সেই কি এ? তপোবল-সমন্বিত এই ব্রাহ্মণ ত আমার সন্তান! হে পৃথিবীপতে! তাঁহারা সেই ঋষি-তনয়কে দেখিয়াই, 'ইহা মহাশ্চর্য্য', এই বলিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, ইনি মৃত হইয়াছিলেন, আবার কি প্রকারে জীবিত হইলেন? ইহা কি তপস্যার বল, যাহাতে পুনরায় ইনি জীবিত হইলেন? হে বিপ্র! ইহার কারণ কি, আমরা শুনিতে বাঞ্ছা করি; যদি আমাদিগের শ্রোতব্য হয় তবে বলুন। ঋষি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে নৃপগণ! মৃত্যু আমাদিগের নিকট ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না, ইহার কারণ যুক্তি সহকারে সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর; আমরা সত্যব্যবহার করিয়া থাকি, মিথ্যা বিষয়ে মনকে প্রবৃত্ত করি না ও স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সেই হেতু আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা ব্রাহ্মণদিগের যে কুশল, তাহাই বলিয়া থাকি, উহাঁদের দুশ্চরিত বলি না; সেই হেতু আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। অতিথিগণকে অন্নপান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া ও পরিবারদিগকে সংপূর্ণ ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকি; সেই হেতু আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও দান-পরায়ণ; এবং পুণ্য স্থানেও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদিগের সংসর্গে বাস করিয়া থাকি; সেই হেতুও আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। ইহা তোমাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কহিলাম; এক্ষণে তোমরা সকলে বিমৎসর হইয়া একত্রে গমন কর, তোমাদিগের এই ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা সকলে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই মহামুনিকে অর্চ্চনা করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন॰

চতুরশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণদিগের মহাভাগ্য পুনরায় আমার নিকট শ্রবণ কর। আমাদিগের শ্রুত আছে, বৈণ্য নামে রাজর্ষি অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন অত্রি-ঋষি তাঁহার নিকট বিত্ত নিমিত্ত গমনে উদ্যত হইলেন। পরে সেই মহাতেজস্বী ধর্ম্মবুদ্ধি হেতু আর অর্থের অনুরোধ করিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়া বন-গমনে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, তোমাদিগের আশু বনগমনে অভিমত হউক; আমরা বন-গমন করিলে অত্যন্ত বহুতর গুণাধিক ফল যে অক্ষয় মোক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হইব। পরে তাঁহার পত্নী ধনদ্বারা যজ্ঞকার্য্য বিস্তারার্থিনী হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আপনি মহাত্মা বৈণ্য রাজর্ষির নিকটে গিয়া বহু ধন প্রার্থনা করুন। বৈণ্য রাজা যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি আপনাকে ধন দান করিবেন। আপনি তাঁহার সকাশ হইতে বহু ধন গ্রহণ করত ভৃত্য পুত্রাদিকে বণ্টনপূর্ব্বক প্রদান করিয়া পরিশেষে যথেপ্সিত স্থানে গমন করিবেন; ধর্ম্মবেত্তা মনু প্রভৃতি এইরূপ কার্য্যকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। অত্রি কহিলেন, হে মহাভাগে! মহাত্মা গৌতম আমাকে কহিয়াছেন, বৈণ্য রাজা ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ও সত্য-ব্রত-পরায়ণ; কিন্তু এবিষয়ে এক দোষ আছে,—তাঁহার নিকটে আমার দ্বেষ্টা ব্রাহ্মণেরা অবস্থিতি করেন। অতএব গৌতম আমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, তাহাতে আমি তথায় যাইতে উদ্যম করি না; কেন না সেখানে আমি ধর্ম্মার্থ সংহিত কল্যাণকর বাক্য কহিলেও তাঁহারা তাহার অন্যথা নিরর্থক বাক্য কহিতে পারেন। পরন্তু তোমার বাক্য আমার রুচিকর হইতেছে; এ নিমিত্তই আমি তথায় গমন করিব। বৈণ্য রাজা আমাকে অনেক গো ও প্রচুর অর্থ দিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাতপা অত্রি এইরূপ বলিয়া বৈণ্য-যজ্ঞে আশু গমন করিলেন। তিনি যজ্ঞায়তনে উপনীত হইয়া নৃপতিকে মঙ্গলসংযুক্ত বাক্যদ্বারা স্তব করত কহিলেন, হে রাজন্! তুমি ধন্য; তুমি ঈশ্বর; পৃথিবীতে তুমিই প্রথম রাজা; মুনিরা তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন এবং তোমা ব্যতীত অন্য কেহ ধর্ম্মবেত্তা নাই। ঋষি এইরূপ কহিলে মহাতপা গৌতম কুপিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, অত্রি! তুমি এরূপ আর পুনর্ব্বার কহিও না, তোমার বুদ্ধি সমাহিত নহে; এই জগতে প্রজাপতি মহেন্দ্রই আমাদিগের প্রথম রাজা। হে রাজেন্দ্র! পরে অত্রি গৌতমের প্রতি উত্তর করিলেন, যেমন প্রজাপতি ইন্দ্র সকলের বিধানকর্ত্তা, ইনিও তদ্রূপ; তুমিই মোহে মুগ্ধ হইয়াছ, তোমার মতিভ্রংশ হইয়াছে। গৌতম কহিলেন, অত্রি! আমার বিলক্ষণ বোধ আছে, আমি মুগ্ধ হই নাই; এবিষয়ে তোমারই মোহ হইয়াছে; তুমি সমৃদ্ধিলিপ্সু হইয়া জনসমাজে রাজার তোষামোদ করিতেছ। পরম ধর্ম্ম যে কি, তাহা তুমি জান না এবং তোমার প্রয়োজন-বোধও নাই; তুমি বালক ও মূর্খ, কি

হেতু বৃদ্ধের ন্যায় হইয়াছ ? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাঁহারা মুনিদিগের দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়া উক্ত প্রকারে বিবাদ করিতেছেন, তৎকালে যাঁহারা বৈণ্যযজ্ঞে সংবৃত ছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কেন এমন করিতেছে ? ইহাদিগকে কে রাজসভায় প্রবেশ করিতে দিল, ইহারা কি কার্য্যে নিযুক্ত আছে যে, এতাদৃশ চীৎকার করিতেছে ? অনন্তর পরম ধর্ম্মাত্মা সর্ব্ব ধর্ম্মবেত্তা কাশ্যপ সমীপগত উভয় বিবাদীকে বৃত্তান্ত জানাইতে অনুমতি করিলেন। পরে গৌতম, মুনি-সত্তম সদস্যগণকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ ! আপনারা আমাদিগের উভয়ের কথিত প্রশ্ন শ্রবণ করুন, অত্রি বৈণ্যকে বিধাতা বলিতেছেন, এবিষয়ে আমাদিগের মহান্ সংশয় হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাত্মা মুনিগণ শ্রবণমাত্র সংশয়চ্ছেদনার্থ ধর্ম্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট শীঘ্র ধাবনপূর্ব্বক সংশয়ের বিষয় বলিলেন। মহাতপা সনৎকুমার তাঁহাদিগের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে যথার্থ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মতেজ ক্ষত্র-তেজের সহিত ও ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের সহিত সংযুক্ত হইলে যে প্রকার অগ্নি, মারুতের সহিত সংযুক্ত হইয়া অরণ্য দহন করে, তদ্রূপ শত্রু দহন করে, রাজা বিখ্যাত-ধর্ম্মসংস্থাপক ও প্রজাগণের প্রতিপালনকর্ত্তা। তিনিই ইন্দ্র—লোক রক্ষিতা, শুক্রাচার্য্য—নীতিপ্রদর্শক এবং বৃহস্পতি—হিতোপদেষ্টা ; সুতরাং তিনি ধাতা—স্রষ্টা বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হন ; অতএব যাঁহাকে প্রজাপতি, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি ও নৃপতি এই সকল শব্দ দ্বারা স্তব করা যায়, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি অর্চ্চনা করিতে যোগ্য না হয় ? রাজাকেই লোকরক্ষার প্রথম কারণ, সংগ্রামজয় হেতু উপদ্রবনাশক, লোকরক্ষার্থ প্রহরীর ন্যায় সর্ব্বত্রগামী, প্রমোদশীল, নিয়ন্তা, স্বর্গনেতা, সদ্যোজয়শীল, বিষ্ণুস্বরূপ, সংগ্রামজয় হেতু অব্যর্থক্রোধ ও সত্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলা যায়। ঋষিরা পাছে অধর্ম্মাক্রান্ত হন, এই ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়েতে বল সমাধান করিয়াছেন। যে প্রকার দেবগণমধ্যে আদিত্য দ্যুলোকে তেজ দ্বারা তিমিরাপনোদন করেন, সেই প্রকার ভূমণ্ডলে রাজা অধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে অপনোদন করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রের প্রামাণ্য দর্শনে রাজাকেই প্রধান বলা যায়, সুতরাং যিনি রাজার প্রাধান্য পক্ষে বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তাঁহার উত্তমপক্ষই সুসিদ্ধ হইতেছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর মহাত্মা বৈণ্য রাজা সিদ্ধপক্ষে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বে যিনি তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, সেই অত্রির প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন, হে বিপ্রর্ষি ! আপনি আমাকে সর্ব্বদেবসম্মিত, শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্যগণ মধ্যে জ্যায়ান্ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এই হেতু আমি আপনাকে নানা প্রকার প্রচুর ধন প্রদান করিব। হে বিপ্রর্ষি ! আমার বিবেচনায় আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনাকে উত্তম বসন-ভূষণ-বিভূষিতা সহস্র শ্যামা দাসী, দশ কোটি সুবর্ণ ও দ্বাত্রিংশৎ মণে এক ভার হয়, এমত দশ ভার স্বর্ণ দিতেছি। মহাতপা তেজস্বী অত্রি ঋষি নৃপতিকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, সেই সমস্ত ধন ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রীতচিত্তে পুত্রাদিকে ধন দান করিয়া সংযতচিত্তে তপস্যার্থ বনগমন করিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পরপুরঞ্জয় বীর ! এই ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ে সরস্বতী ধীসম্পন্ন তার্ক্ষ্য মুনিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। তার্ক্ষ্য সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্রে মনোহরাঙ্গি ! ইহ লোকে পুরুষের শ্রেয় কি, কিরূপ কর্ম্ম করিলেই বা স্বধর্ম্মচ্যুত না হয়, এ সমস্ত আপনি আমাকে বলুন, তাহা হইলে যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনার উপদেশানুসারে সেইরূপ কর্ম্ম করিতে পারি। হে সুভগে ! আমি কোন্ সময়ে কিরূপে অগ্নিতে হবন ও পূজন করি এবং কি কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, এই সকল আমাকে বলুন, তাহা হইলে আমি রজোগুণশূন্য হইয়া লোকসমুদয়ে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হই।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সরস্বতী প্রীতি-যুক্ত সেই ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিপ্র তার্ক্ষ্যকে উত্তম ধীসম্পন্ন ও শুশ্রূষু দেখিয়া ধর্ম্মযুক্ত ও হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। যে জন শুচি, প্রমাদরহিত ও প্রণব-জপরত হইয়া যথাস্থানে সগুণ ব্রহ্মাকে জানেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দেবগণের সহিত প্রীতি যোগ প্রাপ্ত হন।* সেখানে শোভন ঘট্টে অলঙ্কৃত, অপঙ্কিল, হিরণ্ময় পুণ্ডরীক-পরিবৃত, মনোদুঃখ-বিনাশক, সুপবিত্র, সুপুষ্পিত, মীনপুঞ্জের আবাসস্থল রমণীয় বিপুল পুষ্করিণী সকল আছে। তাহার তীরে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা সুপুণ্যগন্ধান্বিত অলঙ্কৃত সুবর্ণ-বর্ণ অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক পৃথক্‌রূপে পূজিত ও অতীব হৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। মানবেরা গো প্রদান করিলে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয় ; বৃষ প্রদান করিলে সূর্য্যলোকে গমন করে ; বস্ত্র প্রদান করিলে চন্দ্রলোকবাসী হয় ; হিরণ্য দান করিলে দেবত্ব লাভ করে এবং সুখদোহনীয়া সুকান্তিযুক্তা সুলক্ষণাক্রান্ত-বৎসবতী অপলায়ন-স্বভাবা ধেনু দান করিলে সেই ধেনুর শরীরে যাবৎ সংখ্য লোম থাকে, তাবৎ বর্ষ সুর-লোকে বাস করে। যে জন সুশীল তরুণ অতি বীর্য্যশালী হলবাহক ও বলবান্ ধুরন্ধর বৃষ দান করে, সে দশ ধেনু দান জন্য লোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পশ্চাদ্দেয় দ্রবিণ সহকারে কাংস্য দোহনীর সহিত কপিলা দান করে, সেই গো স্বকীয় প্রসিদ্ধ-গুণযুক্তা কাম ধেনু হইয়া ঐ দাতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। যে মনুষ্য ধেনু প্রদান করে, তাহার, ধেনুর শরীরে যত লোম থাকে, তাবৎসংখ্যক ফললাভ হয় এবং সে ব্যক্তি পরকালে অধস্তন পুত্রপৌত্রাদি ও ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত আপনার কুল উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি দক্ষিণা, কাংস্য-দোহনী ও পশ্চাদ্দেয় দ্রবিণ সহকারে তিল ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার বসু লোক সকল সুলভ হয়। গোদান, স্বকর্ম্ম জন্য, কাম ক্রোধাদিরূপ দানবকর্ত্তৃক অভিব্যাপ্ত তীব্রান্ধকার-যুক্ত দেহাভিনিবেশ-স্বরূপ নরকে পতিত নরকে পরকালে, মহার্ণবে বাতযুক্ত তরণির ন্যায়, সেই নরক হইতে উত্তীর্ণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্ম্য বিবাহানুসারে কন্যা দান, বিপ্রকে ভূমি দান ও বিধিবোধিত অন্যান্য দান করেন, তিনি পুরন্দরপুরী প্রাপ্ত হন। হে তার্ক্ষ্য ! যে সাধুশীল ব্যক্তি নিয়ত হইয়া সপ্তবর্ষ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্বীয় কর্ম্মদ্বারা আপনার পিতৃপিতামহ পূর্ব্বতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে পবিত্র করেন।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি চারুরূপে ! আমি জিজ্ঞাসা

করিতেছি, অগ্নিহোত্রের বেদোক্ত নিয়ম কি, আপনি আমাকে বলুন, অগ্নিহোত্রের যে বেদোক্ত নিয়ম, তাহা আমি এইক্ষণে আপনার উপদেশে সম্যক্ জানিতে পারিব।

সরস্বতী কহিলেন, অশুচি, অস্নাত, পাঠত ও অর্থত বেদানভিজ্ঞ বা বেদার্থের অনুভবহীন ব্যক্তি হোম করিবে না; যেহেতু শুচিকাম ও পরচিত্তজ্ঞানেচ্ছু দেবতারা অশ্রদ্ধালুর হস্তে হবি গ্রহণ করেন না। হে তার্ক্ষ্য! দেবোদ্দেশক আহুতিদানে অশ্রোত্রিয়কে নিযুক্ত করিবে না, কারণ তাদৃশ ব্যক্তি অনলে আহুতি সেচন করিলে. তাহা নিষ্ফল হইতে পারে। যাহার কুল শীল বিদিত নাই, তাহাকেও অশ্রোত্রিয় বলে, এতাদৃশ ঋত্বিক্ অগ্নিহোত্র হবন করিবে না। যাঁহারা ধন ঐশ্বর্য্যাদি জন্য দর্প হীন, সংযমন-শীল, শ্রদ্ধালু ও সত্যব্রত হইয়া হোম করেন ও হুত-শেষ ভক্ষণ করেন, তাঁহারা গো-দান-জন্য পুণ্যগন্ধ লোক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ পরম সত্য দেবের দর্শন লাভ করেন। তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে চারুরূপে সুভগে! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রজ্ঞা, আপনাকে পরমাত্মা স্বরূপ ও কর্ম্মফল, এই উভয় বিষয়ক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে প্রবিষ্টা ও উভয়তত্ত্বেরই প্রকাশিকা জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে? সরস্বতী কহিলেন, হে বিপ্র! বিপ্রপ্রবরদিগের সংশয়চ্ছেদন নিমিত্ত পরাপরবিদ্যারূপা সরস্বতী আমি অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্ম হইতে আবির্ভূতা ও তোমার সন্নিধি প্রাপ্তা হইয়া এই সত্য বিষয় যথাবৎ বর্ণন করিলাম; আমি যাহার যেমন ভাব, তদনুসারে অবস্থিতা হইয়া থাকি। তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে সুভগে! আপনার সদৃশ কেহই নাই; আপনি শ্রীর ন্যায় অতিমাত্র বিদ্যোতিতা; আপনার কান্তি অনন্ত; আপনি দৈবী-প্রজ্ঞা ধারণ করিতেছেন। সরস্বতী কহিলেন, হে মানবশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ বিপ্র! যজ্ঞেতে যে সকল দারুময়, লৌহময় ও পার্থিব দ্রব্য উপযোগ্য হয় এবং ঋত্বিকেরা যে কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু উপপাদিত করেন, তদ্দ্বারাই আমি সংবর্দ্ধিতা, আপ্যায়িতা ও রূপবতী হইতেছি এবং তুমি যে আমাকে প্রজ্ঞাবতী ও আমার দিব্যরূপ দর্শন করিলে তদ্দ্বারা তোমার সিদ্ধি অবশ্য হইয়াছে, ইহা বোধ কর। তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! ধীর মুনিরা সম্যক্ প্রতীত হইয়া যাহাকে পরম শ্রেয় বিবেচনা করত ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি করেন ও যাহাতে প্রবেশ করেন, আপনি সেই শোকাতীত পরম শ্রেষ্ঠ পদার্থ মোক্ষ স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। জ্ঞানীরা যে পুরাতন উৎকৃষ্ট পরম পদার্থকে জানেন, আমি তাঁহাকে জানি না। সরস্বতী কহিলেন, স্বাধ্যায়বন্ত বেদবিৎ ব্যক্তিরা তপোধন সঞ্চয় ও ব্রত পুণ্য যোগ দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বীতশোক ও বিমুক্ত হন, তিনিই পর হইতেও পরতর প্রসিদ্ধ পুরাতন পরব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্মের মধ্যে ভোগস্থান রূপ-অনন্ত শাখাতে সংযুক্ত, শব্দাদি বিষয়রূপ পুণ্যগন্ধে সমন্বিত, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডরূপ বেতস বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে। তাহার অবিদ্যারূপ মূল হইতে ভোগবাসনারূপ নিরন্তর প্রবাহবতী নদীসমূহ উৎপন্ন হইতেছে। সেই আপাতরমণীয় পুণ্যগন্ধা নদীসকল মধুর ন্যায় মধুর ও উদকের ন্যায় তৃপ্তিকর ভোগজ সুখসকল প্রস্রবণ করিতেছে। ভর্জ্জিত যবের ন্যায় অঙ্কুরোৎপাদনশক্তিবিহীন, পিষ্টকের ন্যায় অনেক ছিদ্র-যুক্ত, মাংসের ন্যায় হিংসালভ্য, শাকের ন্যায় অল্পসার, পায়সের ন্যায় মুখরোচক ও পাকে গুরুতর এবং কর্দমের ন্যায় চিত্তমালিন্যকর যে বালুকার ন্যায় পরস্পর অসংশ্লিষ্ট পুত্র-বিত্তাদি বাসনা রূপ সেই মহানদীসকল, তাহারা বিবিধ বিষয় ভোগস্থান স্বরূপ, উক্ত বেতস বৃক্ষের শাখায় শাখায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্র, অগ্নি ও মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার প্রাপ্তি নিমিত্ত উত্তম উত্তম যোগ-যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন, সেই পরব্রহ্মই আমার প্রাপ্য স্থান; আমি বিদ্যারূপ সরস্বতী।

ষড়শীত্যধিক-শততম অধ্যায় ও ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য প্রকরণ সমাপ্ত।

---

বৈবস্বত মনুর ও মৎস্যাবতারের উপাখ্যান।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি এক্ষণে বৈবস্বত মনুর চরিত কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহারাজ নরশার্দ্দূল! বিবস্বানের পুত্র প্রজাপতি তুল্যতেজস্বী মনুনামে এক মহর্ষি অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি বল, তেজ, কান্তি, দীপ্তি ও তপস্যা দ্বারা স্বকীয় পিতৃ-পিতামহকে বিশেষরূপে অতিক্রম করেন। সেই নরপতি বিশালা বদরীতে এক পদে স্থিত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সুমহৎ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি অধোমস্তক হইয়া অনিমেষনেত্রে অযুত বর্ষকাল ঘোর তপস্যা করেন। তিনি চিরিণী নদীতীরে জটাধারী হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে তপস্যায় রত আছেন, সেই সময়ে একটি মৎস্য তথায় আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে ভগবন্ সুব্রত! আমি ক্ষুদ্র মৎস্য, আমার প্রবল মৎস্যগণ হইতে ভয় হইতেছে, অতএব আপনি আমাকে তাহাদিগের ভয় হইতে রক্ষা করুন। বিশেষত আমাদিগের মীনজাতির চিরকাল এই রীতি বিহিত আছে যে,বলবান্ মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যকে সর্ব্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব আমি মহা ভয়ার্ণবে মগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করুন; আপনি এই কার্য্যটি করিলে আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব। বৈবস্বত মনু মৎস্য-বচন শ্রবণে কৃপাসলিলে অভিষিক্ত হইয়া সেই মৎস্যকে হস্তদ্বারা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি সেই চন্দ্রাংশুপ্রভ মৎস্যকে উদক হইতে তীরে আনয়ন করিয়া এক অলিঞ্জরে (জলাধার পাত্র বিশেষে) প্রক্ষেপ করিলেন। সেই মীন মনু-স্নেহে সংকৃত হইয়া অলিঞ্জরমধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; মনুও তাহার প্রতি বিশেষরূপে পুত্রবাৎসল্য ভাব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মৎস্য দীর্ঘকালে এমন সুমহান্ হইয়া উঠিল যে, সেই অলিঞ্জরে তাহার দেহের সমাবেশ হইল না। পরে সেই মৎস্য মনুকে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিল, ভগবন্! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত্ত কোন অন্য উত্তম স্থান নিরূপণ করুন। তখন পরপুরঞ্জয় ভগবান্ মনু ঐ মৎস্যকে সেই অলিঞ্জর হইতে উদ্ধৃত করিয়া এক মহতী বাপীসমীপে আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই মৎস্য বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই বাপীর দীর্ঘতা দুই যোজন ও বিস্তার এক যোজন ছিল, কিন্তু মৎস্য এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতেও তাহার শরীর সঞ্চারণে সমাবেশ হইল না। হে কুন্তীনন্দন! তখন সে মনুকে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিল, হে তাত! আমাকে সমুদ্রের প্রিয় মহিষী গঙ্গাতে লইয়া চলুন, আমি

তথায় বসতি করিব, নতুবা আপনি যাহা বিবেচনা করেন, করুন। আমি অসূয়ারহিত হইয়া আপনার নির্দ্দেশানুসারেই থাকিব; কেননা আমি আপনার নিমিত্তই পরম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃহৎকায় হইতেছি। মৎস্য ভগবান্ প্রভু মনুকে এইরূপ কহিলে মনু মৎস্যকে গঙ্গা নদীতে লইয়া গেলেন এবং তথায় প্রক্ষেপ করিলেন। হে অরিন্দম! সেই মৎস্য তথায় কিছুকাল থাকিয়াই বর্দ্ধিত হইল এবং পুনর্ব্বার মনুকে দেখিয়া কহিল, হে প্রভো! আমার বৃহৎকায়হেতু গঙ্গাতেও শরীরচালনা করিতে পারিতেছি না, অতএব হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন। পরে মনু স্বয়ং তাহাকে গঙ্গাসলিল হইতে উদ্ধৃত করিয়া সমুদ্রে আনয়ন করিলেন এবং তথায় পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই প্রকাণ্ড বৃহৎ মৎস্যকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার ভার বৈবস্বত মনুর অভিলাষানুযায়ীই হইল এবং তাহার স্পর্শ গন্ধও সুখকর হইল, যখন মনু ঐ মৎস্যকে প্রক্ষেপ করিলেন, তখন এই কার্য্য হেতু সেই মৎস্য ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিল, হে ভগবন্! আপনি আমাকে বিশেষরূপে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন হে ভগবন্ মহাভাগ! লোকপ্রক্ষালনের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অবিলম্বেই এই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন, সকলেরই মহাভীষণ-কাল সমাগত হইয়াছে। অতএব আপনার যাহা বিশেষ হিতকর, তাহা অদ্য আপনাকে জানাইতেছি। আপনি একখানি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন এবং তাহাতে সপ্তঋষির সহিত আরোহণ করিবেন। হে আয়ুষ্মন্! পূর্ব্বে দ্বিজগণ যে সমস্ত বীজের কথা কহিয়াছিলেন, সেই সকল বীজ ঐ নৌকাতে উত্তোলনপূর্ব্বক বিভাগক্রমে সুরক্ষিত করিবেন এবং আপনি নৌকাতে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবেন। হে মুনিজনপ্রিয় তাপস! তখন আমি শৃঙ্গযুক্ত হইয়া আসিব, আপনি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আমাকে জানিতে পারিবেন। আমি যেরূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন, কারণ আপনি আমা ব্যতিরেকে তাদৃশ 'জলার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। এক্ষণে আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আমি গমন করি। হে বিভো! আমার এই কথায় কোন আশঙ্কা করিবেন না। বৈবস্বত মনু 'এইরূপ করিব', বলিয়া মৎস্যকে সম্ভাষণ করিলেন। পরে মনু ও মৎস্য পরস্পর অনুজ্ঞাত হইয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর মনু, মৎস্য যেরূপ কহিয়াছিল, তদনুসারে সর্ব্ব প্রকার বীজ লইয়া এক শুভ নৌকারোহণে মহা তরঙ্গবিশিষ্ট উদধিতে ভাসমান হইলেন এবং মৎস্যকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই মৎস্য তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া শৃঙ্গীরূপে তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইল। মনু সেই জলার্ণবে মৎস্যকে তদুক্ত রূপানুযায়ী শৃঙ্গীরূপে, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্ছ্রিত দেখিয়া, তাহার মস্তকস্থ শৃঙ্গে বটারক ময় পাশ বন্ধন করিলেন। মৎস্য সেই পাশ দ্বারা সংযত হইয়া তরঙ্গাবলিতে নৃত্যমান ও জলরাশিতে গর্জ্জমান, সেই সমুদ্র হইতে মনু প্রভৃতি সকলকে নৌকা দ্বারা উত্তীর্ণ করিবে বলিয়া মহাবেগে ঐ তরণীকে লবণ জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই তরণী তাদৃশ মহার্ণবমধ্যে প্রচণ্ড সমীরণে ক্ষোভ্যমাণ হইয়া মত্ত চপলা স্ত্রীর ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমি বা দিক্‌বিদিক্ কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না; অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সকলই জলময় হইয়াছিল। হে ভরতপুঙ্গব! লোকসকল এবম্ভূত জলাকীর্ণ হইলে কেবলমাত্র মৎস্য, মনু ও সপ্ত ঋষি দৃষ্টিগোচর রহিলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই মৎস্য নিরলস হইয়া বহু বৎসর কাল তাদৃশ জলসমূহ মধ্যে সেই নৌকা আকর্ষণ করিল। পরিশেষে হিমালয় গিরির যে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ, তাহার সমীপে আকর্ষণ করিয়া আনিল। অনন্তর সেই মীন ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ঋষিদিগকে কহিল, আপনারা এই হিমালয়-শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন ঋষিরা মৎস্যের কথা শুনিয়া সত্বর হইয়া সেই হিমালয়-শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন। হে ভারত-কুলপ্রদীপ কুন্তীনন্দন! অদ্যাপি সেই হিমাচলের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ নৌবন্ধন-নামে বিখ্যাত রহিয়াছে জানিবেন। তখন মৎস্য সেই সমবেত ঋষিদিগকে কহিল, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা আমা ব্যতীত অন্য কেহ আর জ্ঞেয় নাই, আমি মৎস্যরূপ হইয়া এই মহাভয় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। মনু, সুরাসুর মানুষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রজা কি জড় কি চেতন সমস্তই সৃষ্টি করিবেন। ইহাঁর তীব্র তপোবলে প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে প্রতিভা হইবে এবং আমার প্রসাদে ইনি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না। মৎস্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল।

তদনন্তর বৈবস্বত মনু স্বয়ং প্রজা স্রষ্টুকাম হইলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে অত্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হইলেন; এই নিমিত্ত মহৎ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি স্বয়ং মহাতপস্যাতে সংযুক্ত হইয়া সমুদায় প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! এই উপাখ্যান মৎস্যক পুরাণ নামে কথিত হইয়াছে। আমি এই সর্ব্বপাপ-বিনাশক উপাখ্যান তোমার নিকট আখ্যান করিলাম; যে মনুষ্য নিত্য এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন, তিনি পূর্ণ-সর্ব্বমনোরথ ও সুখী হইয়া স্বর্গে গমন করেন।

সপ্তাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

## মার্কণ্ডেয়-নারায়ণ সংবাদ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে বিনয়-বচনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! আপনি অনেক সহস্র যুগের অন্ত দেখিয়াছেন, ইহলোকে আপনার তুল্য আয়ুষ্মান্ কাহাকেও দেখা যায় না। হে ব্রহ্মবিত্তম! মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্যতীত আর কেহই ভবৎ সদৃশ আয়ুষ্মান্ নাই। হে ব্রহ্মজ্ঞবর! যখন প্রলয়কালে এই লোক আকাশাদি ও দেব দানবাদিশূন্য হয়, তখন আপনিই ব্রহ্মাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। যখন প্রলয় নিবৃত্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হন এবং তিনি দিক্‌সকল বায়ুভূত করিয়া জলসকল তত্তৎস্থানে বিক্ষেপপূর্ব্বক জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূত সৃষ্টি করেন, তখন আপনি ইহলোকে ভূতসকলকে সৃষ্ট হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!

আপনি সমাধি দ্বারা তদেকনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ লোক-গুরু ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ আরাধিত করিয়াছেন। আপনি অনেক বার সৃষ্ট্যাদি কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যায় নিবিষ্ট হইয়া মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে নির্জ্জিত করিয়াছেন। লোকে আপনাকে পরকালে নারায়ণের সমীপস্থ রূপে প্রখ্যাত বলিয়া স্তব করে। আপনি পূর্ব্বকালে কামরূপী বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের উপলব্ধি স্থান দিব্য হৃদয়-পুণ্ডরীক উদ্ঘাটন করিয়া সেই বিশ্বকৃৎ ভগবান্‌কে বৈরাগ্য ও যোগরূপ চক্ষু-দ্বারা অদ্বিতীয়রূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। হে বিপ্রর্ষে! সেই হেতু পরমেষ্ঠীর প্রসাদে সর্ব্বান্তকর মৃত্যু বা দেহ-বিনাশিনী জরা আপনাতে নিবিষ্ট হইতে পারে না। যখন রবি, শশী, অনল, অনিল, দ্যুলোক ও ভূর্লোক কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এবং দেব, অসুর ও মহোরগগণ উৎসন্ন ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় লোক বিনষ্ট হয়, সেই একার্ণবকালে এক মাত্র আপনিই সর্ব্বভূতেশ অমিতাত্মা পদ্মোৎপল-নিকেতন প্রসুপ্ত ব্রহ্মাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি এই সকল পূর্ব্ববৃত্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, একমাত্র আপনিই বহু প্রকার কার্য্য অনুভব করিয়াছেন, লোকমধ্যে কস্মিন্ কালেও আপনার কিছুমাত্র অবিদিত নাই; সেই হেতু আমি আপনার সকাশে এই সর্ব্ব-হেতুময় কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি

মার্কণ্ডেয় হর্ষ-সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! স্বয়ম্ভু পুরাতন শাশ্বত অব্যয় অব্যক্ত অতিসূক্ষ্ম নির্গুণ ও গুণাত্মক সেই পূর্ণ পুরুষকে প্রণাম করিয়া তোমার অভিপ্রেত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে পুরুষেন্দ্র! তিনিই এই পীতাম্বর-পরিধায়ী জনার্দ্দন। ইনি স্রষ্টা, বিবিধরূপের কর্ত্তা, প্রাণিগণের আত্মা, ভূতকৃৎ এবং প্রভু। ইনিই অচিন্ত্য, মহৎ, আশ্চর্য্য, অনাদিনিধন, বিশ্বরূপাত্মক, অব্যয়, অক্ষয় ও পবিত্র প্রাণী বলিয়া বর্ণিত হন। ইনি সকলের উৎপাদক; ইনি কাহারও কর্ত্তৃক উৎপাদ্য নহেন; ইনি লোকের পৌরুষের প্রতি কারণ এবং ইনি যাহা জানেন, সমস্ত দেবতারাও তাহা জানেন না।

হে মনুজেন্দ্র রাজসত্তম! কৃৎস্ন জগৎ ক্ষয় হইলে আদি কারণ পরমাত্মা হইতে এই সমুদায় জগৎ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় নিষ্পন্ন হয়। দৈব পরিমাণে চারিসহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়; তাহার যুগসন্ধি চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও চারিশত বৎসর। তাহার পরে তিনসহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ কথিত হইয়াছে; তাহার যুগসন্ধি তিনশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তিনশত বৎসর। তাহার পরে দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপরযুগ হয়; তাহার যুগসন্ধি দুইশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও দুইশত বৎসর পরিমিত। তাহার পরে এক সহস্র বৎসরে কলিযুগ কথিত হইয়াছে; তাহার যুগসন্ধি একশত বৎসর ও সন্ধ্যাংশও একশত বৎসর পরিমিত। হে রাজন্! সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ উভয়েরই পরিমাণ তুল্য জানিবে। কলিযুগ ক্ষয় হইলে কৃতযুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই দ্বাদশ সহস্র বৎসর পরিমাণে যে যুগাখ্যা কথিত হইল, ইহার সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। এই বিশ্ব যে, ব্রহ্মস্বরূপ ভবনে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা সমস্ত লোকের প্রলয় বলিয়া জানেন। হে ভরতর্ষভ! যখন পূর্ব্বোক্ত পরিমিত সহস্রবর্ষের শেষভাগ যুগান্তকাল অল্প অবশিষ্ট থাকে, তখন সমস্ত মনুষ্যেরাই প্রায় অসত্যবাদী হয়। হে পার্থ! সেইকালে যজ্ঞ-প্রতিনিধি, দান-প্রতিনিধি ও ব্রত-প্রতিনিধি প্রবর্ত্তমান হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের কার্য্য করে, শূদ্রেরা ধনোপার্জ্জন ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সেই যুগান্ত কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় হইতে নিবৃত্ত, দণ্ডাজিন বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া থাকে। হে বৎস! শূদ্রেরা জপপরায়ণ ও ব্রাহ্মণেরা জপহীন হয়; এইরূপে তখন লোকেরা বিপরীতাচারী হইয়া থাকে; তাহাই লোকক্ষয়ের পূর্ব্বলক্ষণ জানিবে। হে মনুজাধিপ! তৎকালে পৃথিবীতে বহুসংখ্য ম্লেচ্ছ রাজা হয়। তাহারা পাপাশয় ও মৃষাবাদপরায়ণ হইয়া মিথ্যা অনুশাসন করিয়া থাকে। অন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক ও আভীরজাতিরা শূর ও নরাধিপতি হয়। তখন কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মোপজীবী হয় না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা স্ব স্ব ধর্ম্মের বিপরীত কর্ম্ম করে। মনুষ্যেরা অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পবীর্য্যপরাক্রম, অল্পসার, অল্পদেহ ও অল্পসত্যভাষী হইয়া থাকে। অনেক দেশ বহু জনশূন্য, দিক্‌সকল পশু সর্পাদিতে পরিবৃত ও মনুষ্যেরা বৃথা ব্রহ্মচারী হয়, শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন ও ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকে 'আর্য্য' বলিয়া সম্ভাষণ করে। হে মনুজেন্দ্র! যুগান্তে বহু জন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। গন্ধসকল তদ্রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়সংযুক্ত ও রসসকল তাদৃশ স্বাদুযোগী হয় না। হে রাজন্! যুগক্ষয়ে স্ত্রীলোকেরা বহু সন্তানবিশিষ্ট, হ্রস্ব দেহযুক্ত, অসচ্চরিত্র ও সদাচারবর্জ্জিত হয় এবং রতিক্রীড়ায় অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া মুখ দ্বারাও স্ত্রীচিহ্নের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। জনপদসকল অন্নকষ্টে আর্ত্ত, চতুষ্পথ সকল লম্পট ও বেশ্যাতে পরিব্যাপ্ত, পত্নী সকল ভর্ত্তৃদ্বেষী ও নির্লজ্জ হয়। গোজাতি অল্প দুগ্ধবতী, বৃক্ষ সকল অল্প পুষ্পফলবান্ ও বহু বায়স উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে পৃথিবীপাল! ব্রাহ্মণেরা, ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত মিথ্যাভাষী নৃপদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করে এবং লোভ-মোহ-সমন্বিত হইয়া ভিক্ষার্থে বৃথা ধর্ম্মচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ চৌর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। গৃহস্থেরা করভার ভয়ে ভীত হইয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। দ্বিজগণ ছদ্ম মুনিবেশধারী, বাণিজ্যোপজীবী, বৃথা নখলোমধারী ও অর্থলোভে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা বৃথাচারী, মদ্যপায়ী, গুরুতল্পগামী ও আশ্রমে বৃথাচারী হয় এবং শরীরপুষ্টি নিমিত্ত মাংস শোণিতবর্দ্ধন ঐহলৌকিক কার্য্যের চেষ্টাতে রত থাকে। আশ্রমীমাত্রই বহু পাষণ্ডজনে পরিবৃত ও পরান্নগুণবাদী হয়। ভগবান্ ইন্দ্র যথোচিত সময়ে বর্ষণ করেন না। বীজসকল সম্যক্‌রূপে অঙ্কুরিত হয় না এবং মনুষ্যেরা হিংসারত ও অপবিত্র হইয়া থাকে। হে অনঘ পৃথিবীপাল! তখন অধর্ম্মফল অতিশয় হয়; কোন ধর্ম্মই থাকে না। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হয়, সে অল্পায়ু হইয়া থাকে। বণিক্‌জনেরা বহুমায়াবী হইয়া কূটমানে ভূয়িষ্ঠ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। ধর্ম্মিষ্ঠের ক্ষয়, পাপীয়ানের বৃদ্ধি, ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্মের বল হইয়া উঠে। ধর্ম্মিষ্ঠ মানবেরা অল্পায়ু ও দরিদ্র এবং অধার্ম্মিকেরা দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যবন্ত হয়। প্রজাসকল নগরের বিহার স্থলে অধার্ম্মিক হইয়া অধর্ম্ম উপায় দ্বারা ব্যবহার করে এবং

অল্পধন সঞ্চয়েই ধনাঢ্যতামদে মত্ত হয়। হে রাজন্! অধিকাংশ মনুষ্য নির্জ্জনে বিশ্বাসপূর্ব্বক ন্যস্তধন অপহরণ করিতে ব্যবসিত ও পাপাচারে সংরত ও নির্লজ্জ হইয়া 'ইহা নাই' এইরূপ ব্যক্ত করে। বৃক ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ও মৃগ পক্ষিগণ নগরীয় বিহারস্থলে ও দেবালয়ে শয়ান থাকে। সপ্তম বা অষ্টমবর্ষবয়স্কা নারী গর্ভধারণ করে এবং দশ বা দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুরুষের সন্তান হয়। মনুষ্যেরা ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমেই বৃদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং মনুষ্যদিগের শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় হয়। হে মহারাজ! তরুণেরা ক্ষীণায়ু ও বৃদ্ধশীলী হইয়া থাকে। তরুণদিগের চরিত্র বৃদ্ধদিগের হয়। নারীগণ দুঃশীলা ও বিপরীতাচারিণী হইয়া যোগ্যপতিকে বঞ্চনা করিয়া পশুসদৃশ দাসসহ ব্যভিচারিণী হয় এবং বীরের পত্নী হইলেও পতি জীবিত থাকিতে অন্য পুরুষের আশ্রয় লয় ও অন্য পুরুষসহ ব্যভিচার করে। মহারাজ! সেই সহস্র চতুর্যুগের অবসানে লোকের য় সময়ে বহু বৎসরকাল অনাবৃষ্টি হইল। তাহাতে ভূয়িষ্ঠ প্রাণিবর্গ অল্পসার ও ক্ষুধিত হইয়া পৃথিবীতে সংহার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তদনন্তর সপ্তসূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া সরিৎ ও সরিৎপতির সমস্ত সলিল শোষণ করিতে থাকিল। শুষ্ক বা আর্দ্র যে কিছু তৃণকাষ্ঠ সকলই ভস্মীভূত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে বায়ুসহিত সংবর্ত্তক বহ্নি, আদিত্যকর্ত্তৃক পূর্ব্বশোষিত পৃথিবীমধ্যে নিবিষ্ট হইল। অনন্তর সেই বহ্নি পৃথিবী ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেব দানব যক্ষদিগের মহা ভয়োৎপাদন করিল। হে পৃথিবীপাল! সেই অগ্নি, অধঃস্থিত নাগলোকে ও পৃথিবীতলে যে কিছু বস্তু ছিল, তৎসমুদায় ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র যোজন এই জগৎ সেই অশুভ বায়ুসহ সম্বর্ত্তক বহ্নিকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া গেল। সেই প্রদীপ্ত বিভু বহ্নি, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সমুদায় জগৎ একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

তদনন্তর গগনমণ্ডলে গজবাজি সদৃশ, বিদ্যুৎমাল্য-বিভূষিত, অদ্ভুতদর্শন মহামেঘ সকল সমুদিত হইল। কোন কোন মেঘ নীলোৎপল সদৃশ শ্যামলবর্ণ, কোন কোন মেঘ কুমুদসঙ্কাশবর্ণ, কোন কোন মেঘ কেশরসন্নিভবর্ণ, কোন কোন মেঘ পীতবর্ণ, কোন কোন মেঘ হরিদ্রাবর্ণ,কোন কোন মেঘ কাকাণ্ডবর্ণ, কোন কোন মেঘ কমলদলবর্ণ, কোন কোন মেঘ হিঙ্গুলকান্তি, কোন কোন মেঘ উৎকৃষ্ট পুরসদৃশ, কোন কোন মেঘ গজযূথ সমাকার, কোন কোন মেঘ অঞ্জন পর্ব্বতাকার ও কোন কোন মেঘ মকরাকৃতিরূপে আবির্ভূত হইল। সেই বিদ্যুন্মালাপিনদ্ধ ঘোর গভীর গর্জ্জনকারী, ঘোররূপ সমস্ত জলদপটলী সমুত্থিতা হইয়া নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। এই পর্ব্বত, বন ও খনি-নিকর সহিত বসুমতী সেই সমস্ত ঘনাবলিকর্ত্তৃক সলিলসমূহে পরিপ্লুতা হইয়া পরিপূর্ণা হইল। হে পুরুষেন্দ্র! অনন্তর বিধাতার প্রেরিত গর্জ্জনকারী ভয়ানক সেই মেঘসকল ক্ষণকালমধ্যে সর্ব্বত্র জলপ্লাবন করিল; প্রচুর জল বর্ষণপূর্ব্বক বসুন্ধরা পূরণ করত সেই অশুভ সুদারুণ ভীষণ অগ্নি বিনাশ করিল। বিধিনিযোজিত সেই মেঘমণ্ডলী এইরূপ ক্রমিক দ্বাদশ বৎসর জলধারায় বিশ্ব মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে থাকিল। তৎকালে সেই উপপ্লবে সমুদ্র স্বীয় বেলা অতিক্রম করিয়া উঠিল। অনেক পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল ও মহীমণ্ডল জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। তৎপরে জলদগণ সহসা বায়ুবেগে আহত হইয়া নভোমণ্ডল বেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট হইল। হে ভারত! পরিশেষে পদ্মালয় আদিদেব স্বয়ম্ভূ সেই মারুত পান করিয়া শয়ন করিলেন।

হে মহীপাল! দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ, সমস্ত স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট ও এই জগৎ অন্তরীক্ষরহিত হইলে আমি একাকী সেই সুদারুণ একার্ণবে আহত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ঘোর একার্ণবে জলপ্লাবনে বিচরণ করিতে করিতে প্রাণী জঙ্গম কিছুমাত্র না দেখিয়া চিত্ত-বৈকল্য প্রাপ্ত হইলাম এবং নিরালম্বপূর্ব্বক প্লবমান হইয়া গমন করত শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, কোথাও আশ্রয় লাভ করিতে পারিলাম না। হে পৃথিবীপতে! অনন্তর কোন সময়ে সেই জলরাশি মধ্যে এক সুমহান্ বিশাল বটবৃক্ষ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই বৃক্ষের এক বিস্তীর্ণ শাখাতে দিব্যাস্তরণ-বিস্তৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট এক বালক দেখিতে পাইলাম। তাহার মুখ, পূর্ণেন্দু সদৃশ ও চক্ষু প্রফুল্ল-কমল-দল তুল্য বিশাল। তাহাকে দেখিয়া আমার মহা বিস্ময় জন্মিল, যেহেতু যখন সমুদয় জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন এই শিশু কি প্রকারে শয়ন করিয়া আছে। হে নরাধিপ! আমি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞাত থাকিয়া এবং তপস্যা দ্বারা ধ্যান করিয়াও সেই শিশু যে কে, তাহা লক্ষ্য করিতে [illegible] কিন্তু তখন সেই শিশু অতসী-পুষ্প-বর্ণাভ, শ্রীবৎস-চিহ্নে সুশোভিত ও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাস স্বরূপ আমার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীবৎসধারী কমলনিভ-লোচন দ্যুতিমান্ সেই বালক আমাকে শ্রুতি-সুখকর বাক্যে কহিলেন; "হে ভার্গব মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানিয়াছি, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী হইয়াছ, অতএব তোমার যে পর্য্যন্ত বাসনা হয়, সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে শ্রান্তি দূর কর। হে মুনিসত্তম! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার বাসস্থলের বিধান করিয়াছি, তুমি আমার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান কর।" হে ভারত! তখন বালক ঐরূপ বলিলে আমার দীর্ঘ জীবনে ও মনুষ্যত্বে বৈরাগ্য হইল। পরে সেই বালক সহসা মুখ বিস্তার করিলেন; আমি দৈবযোগে অবশ হইয়া তদীয় বক্ত্র মধ্যে প্রবেশিত হইলাম। হে মনুজাধিপ! আমি সহসা তাঁহার কুক্ষি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় রাষ্ট্র নগর সহিত সমস্ত মহীমণ্ডল দেখিতে পাইলাম। সেই মহাত্মার কুক্ষিমধ্যে পরিক্রম করত গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বোকসারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাম্রা, পুণ্যতোয়া শুভাবহা বেণ্বা, সুবেণ্বা, কৃষ্ণবেণ্বা, এই সকল নদী; ঈরামা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা, কিম্পুনা এই সকল মহানদী ও এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল নদী পৃথিবীতে আছে, তাহাও দেখিতে পাইলাম। হে অমিত্রহন্! তৎপরে ঐ কুক্ষিতে জলজন্তুগণের আবাসস্থল পয়োনিধি রত্নাকরও দেখিলাম এবং চন্দ্র সূর্য্য বিরাজিত, সূর্য্যাগ্নি সম দীপ্তিমান্ তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান গগনমণ্ডলও দেখিতে পাইলাম এবং বিবিধ কাননে উপশোভিত যে পৃথিবী দেখিলাম, তাহাতে নিরীক্ষণ করিলাম, ব্রাহ্মণেরা বহুবিধ যজ্ঞ

দ্বারা যজন করিতেছেন; ক্ষত্রিয়েরা সর্ব্ব বর্ণের অনুরাগে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; বৈশ্যেরা যথা নিয়মে কৃষিকার্য্য করিতেছে এবং শূদ্রেরা দ্বিজশুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছে। তদনন্তর সেই মহাত্মার উদরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, রজতাচিত শ্বেত, গন্ধমাদন, মন্দর, মহাগিরি নীল, কনক-পর্ব্বত মেরু, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, মলয়, পারিপাত্র, এই সকল ও অন্যান্য যে সকল বহুল ভূধর আছে, তৎসমস্তই অবলোকন করিলাম। সেই সকল পর্ব্বত রত্নসমূহে বিভূষিত রহিয়াছে। হে মনুজেন্দ্র! তৎকালে তথায় বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও অন্যান্য যাবতীয় পৃথিবীস্থ প্রাণী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। হে নরশার্দ্দূল! আমি তাঁহার কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ সঞ্চরণ করিতে করিতে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকেও দৃষ্টিগোচর করিলাম। সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, গুহ্যকগণ, পিতৃগণ, সর্পগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ, ঋষিগণ ও দেবশত্রু কালেয়, সিংহিকা-তনয়প্রভৃতি দৈত্য দানব ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে কিছু জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সকলই সেই মহাত্মার কুক্ষিতে দৃষ্টিগোচর করিলাম। আমি বৎশত বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরের অভ্যন্তরে ফলাহারপূর্ব্বক এই কৃৎস্ন জগৎ বিচরণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কদাচ তাঁহার দেহের অন্ত দেখিতে পাইলাম না। হে নরনাথ! যখন আমি নিরন্তর ধাবমান হইয়া চিন্তা করত সেই মহাত্মার দেহ-সীমা প্রাপ্ত হইলাম না, তখন বিধিবৎ কর্ম্ম ও মন দ্বারা সেই বরেণ্য বরদ দেবের শরণাগত হইলাম। অনন্তর হঠাৎ আমি তদীয় প্রসারিত মুখ হইতে বায়ুবেগে নিঃসৃত হইলাম। হে পুরুষেন্দ্রবর! তখনও সেই শ্রীবৎসকৃত-চিহ্ন শিশু সমগ্র জগৎ সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বট-তরুর শাখায় আসীন রহিয়াছেন। সেই অমিততেজস্বী শ্রীবৎস-চিহ্ন-ভূষণ বালককে সেইরূপ বাল্যবেশে উপবিষ্টই দেখিতে পাইলাম। সেই মহাতেজস্বী সাক্ষাৎ তেজোময় শ্রীবৎসধারী পীতাম্বর শিশু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়! তুমি ইদানী আমার এই শরীরে বাস করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব তোমাকে বলিতেছি।" তিনি এই কথা বলিলে পর আমার মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনর্ব্বার নূতন দৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল, যদ্দ্বারা আমি আপনাকে লব্ধপ্রজ্ঞ ও নির্ম্মুক্ত দেখিতে পাইলাম। হে বৎস! আমি সেই অমিত-তেজস্বীর অপরিমিত প্রভাব দেখিয়া তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত, সুজাত, মৃদুল রক্তবর্ণাঙ্গুলিরাজি বিরাজিত, তাম্রতল চরণযুগল যত্নপুরঃসর মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক অভিবন্দন করিলাম এবং বিনয় ও যত্ন সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপগত হইয়া সেই ভূতাত্মা কমললোচনকে দর্শন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক এই কথা বলিলাম, হে দেব! আমি তোমাকে ও তোমার এই প্রবল মায়াকে জানিতে মানস করি। হে ভগবন্! আমি তোমার মুখ দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জঠরমধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত জগৎ দৃষ্টি করিলাম। হে দেব! তোমার শরীরে দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আমার নয়নগোচর হইল। হে দেব! তোমার দেহাভ্যন্তরে নিরন্তর সত্বর গমনে পরিভ্রমণ করিয়াও তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতিশক্তি পরিহীন হয় নাই। হে মহাপ্রভু! আমার ইচ্ছা না থাকাতেও আমি তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার জঠর হইতে নির্গত হইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি অনিন্দিতমূর্ত্তি, তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। হে প্রভো! তুমি কি নিমিত্ত স্বয়ং এই সমস্ত জগৎ উদরস্থ করিয়া শিশুরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ, ইহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে অনঘ! কি জন্যই বা সর্ব্বজগৎ তোমার শরীরস্থ হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পর্য্যন্তই বা তোমার এ স্থানে অবস্থান হইবে? হে প্রভো! আমি ব্রাহ্মণোচিত অভিলাষে ইহা বিস্তারপূর্ব্বক যথার্থরূপে তোমার সকাশ হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; যে হেতু আমি যাহা দৃষ্টি করিলাম ইহা অচিন্তনীয় মহৎ ব্যাপার। মহাদ্যুতি বাগ্মিবর শ্রীমান্ সেই দেবদেবকে আমি এইরূপ কহিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই বক্ষ্যমাণ কথা কহিলেন।

অষ্টাশীত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দেব কহিলেন, হে বিপ্র! দেবতারাও ইচ্ছা করিলে আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না; পরন্তু আমি যেরূপে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহা তোমার প্রতি প্রীত হইয়া বলিতেছি। হে বিপ্রর্ষে; তুমি পিতৃ-ভক্ত ও আমার শরণাগত, বিশেষত তোমাতে মহৎ ব্রহ্মচর্য্য সাক্ষাৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই জন্যই আমি তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি জলের 'নার' এই সংজ্ঞা করিয়াছি এবং সদা সেই নারই আমার 'অয়ন' অর্থাৎ আবাস স্থান, সেই হেতু সকলে আমাকে 'নারায়ণ' বলিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম। আমি নারায়ণ, আমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়। আমি শাশ্বত, অব্যয়, সর্ব্বভূতের বিধান-কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা, আমি দেবরাজ পুরন্দর, আমি রাজা বৈশ্রবণ ও প্রেতগণের অধিপতি কৃতান্ত! আমি শিব, সোম ও প্রজাপতি কশ্যপ। হে দ্বিজোত্তম! আমি ধাতা, বিধাতা এবং যজ্ঞস্বরূপ। অগ্নি আমার মুখ; ক্ষিতি আমার চরণদ্বয়; চন্দ্র সূর্য্য আমার নয়নযুগল; দ্যুলোক আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্ আমার শ্রোত্রযুগল; জল আমার স্বর্দ্মে উৎপন্ন; দিক্ ও মহাকাশ আমার দেহ; বায়ু আমার মনেতে অবস্থিত; আমি শতশত স-দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছি; আমি দেবতাদিগের যজ্ঞে অবস্থিত হই; বেদ-বেত্তারা আমাকেই যজন করেন; পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়েন্দ্র রাজারা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ও বৈশ্যেরা স্বর্গলোক-জিগীষু হইয়া আমার উদ্দেশেই যজ্ঞ করিয়া থাকে, এবং আমি অনন্ত হইয়া এই চতুঃসাগর পরিব্যাপ্ত মেরু-মন্দরাদি গিরিভূষিত ধরামণ্ডল ধারণ করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি পূর্ব্বকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলনিমগ্ন এই অখিল জগৎ নিজ বীর্য্যে উদ্ধার করিয়াছি। হে দ্বিজসত্তম! আমি বড়বামুখ অগ্নি হইয়া সংশ্লিষ্ট জলরাশি পান করি, আবার তাহা সৃজন করিয়াও থাকি। আমার শক্তি দ্বারা আমার মুখ ব্রাহ্মণ, আমার ভুজ-যুগল ক্ষত্রিয়, আমার উরুদ্বয় বৈশ্য এবং আমার চরণযুগল শূদ্র ক্রমশ হইয়াছে। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই বেদ-চতুষ্টয় আমা হইতেই প্রাদুর্ভূত ও আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে। যতি, শান্তিপ্রধান, সংযতাত্মা, জ্ঞানেচ্ছু, কাম-ক্রোধ-দ্বেষ-রহিত, নিঃসঙ্গচিত্ত, পাপ-রহিত, সত্ত্বগুণাবলম্বী, নিরহঙ্কৃত, অধ্যাত্মবেত্তা বিপ্রেরা নিরন্তর আমাকে ধ্যান করত

উপাসনা করেন। আমি সম্বর্ত্তক জ্যোতি, আমি সম্বর্ত্তক বায়ু, আমি সম্বর্ত্তক সূর্য্য, আমি সম্বর্ত্তক অগ্নি। হে দ্বিজোত্তম! নভোমণ্ডলে যে সকল তারারূপ দৃশ্যমান হয়, তাহাদিগকে আমার রোমকূপ বোধ কর। সমস্ত রত্নাকর সমুদ্র ও দিক্‌সকল আমার বসন, শয়ন ও আলয় বলিয়া জ্ঞান কর। হে সত্তম! কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও মোহ এসকল আমারই রূপ বলিয়া জানিবে। হে বিপ্র! মনুষ্যেরা সত্য, দান, উগ্রতপস্যা ও প্রাণীর প্রতি অহিংসা এই সকল কর্ম্ম করিলে মঙ্গললাভ করিতে পারে; জীবমাত্রই মদীয় বিধানে বিহিত হইয়া আমার দেহ মধ্যে বিহার করত আমা কর্ত্তৃক বিজ্ঞানবিহীন হইয়া সংসার-কার্য্যে চেষ্টিত হয়, আপনার ইচ্ছায় হয় না। সম্যক্‌ বেদাধ্যায়ী শান্তাত্মা ক্রোধজয়ী দ্বিজাতিগণ বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা যে মঙ্গল-পথ লাভ করেন,তাহা দুষ্কর্ম্মশীল লোভাভিভূত অসংযতাত্মা কৃপণ অনার্য্য মানবেরা লাভ করিতে পারে না; অতএব সংযতাত্মা মনুষ্যদিগের যোগনিষেবিত মহাফলজনক সেই মঙ্গলপথ, বিমূঢ়দিগের সুদুষ্প্রাপ্য জানিবে। হে সত্তম! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তখন তখন আমি আপনাকে লীলাবিগ্রহরূপ সৃষ্টি করি। যখন এই লোকে হিংসায় অনুরক্ত, সুরাসুরের অবধ্য, দারুণ দৈত্য ও রাক্ষসেরা উৎপন্ন হয়, তখন আমি নরদেহে প্রবেশপূর্ব্বক শুভকর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় অশুভ প্রশমন করিয়া থাকি। আমি আত্ম-মায়াতে দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব উরগ, রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণিগণ ও স্থাবর ভূত সমস্ত সৃষ্টি করিয়া পুনরায় সংহার করি। আমি মর্য্যাদা দৃঢ়করণার্থ পুনরায় কর্ম্মকালে মানুষদেহে প্রবেশ করিয়া অচিন্ত্য শরীর সকল সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগে পীতবর্ণ, দ্বাপরে রক্তবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হই। সেই কলিকালে অধর্ম্ম তিনভাগ হয়। অন্তকাল উপস্থিত হইলে আমি একাকীই সুদারুণ-কালরূপী হইয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ত্রৈলোক্য বিনষ্ট করি। আমি ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোকব্যাপী, বিশ্বের আত্মা, সর্ব্বলোকের সুখাকর ও অভিভবকারী এবং সর্ব্বত্রগামী। আমার অন্ত নাই; আমি বিষয়েন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করি বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ এবং আমার বিক্রম অতি বিশাল। হে ব্রহ্মন্! আমি একাকী,সর্ব্বভূতের প্রশমনকারী ও সর্ব্বলোকের প্রযত্নপ্রকাশক নীরূপ কালচক্রের নিয়ন্তা। হে বিপ্রেন্দ্র মুনিসত্তম! সর্ব্বভূতমধ্যে আমার আত্মা সম্যক্‌ প্রণিহিত আছে, কিন্তু আমাকে কেহ জানিতে পারে না। সমস্ত জগতে ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা আমাকেই পূজা করে। হে বিশুদ্ধচিত্ত বিপ্র! তুমি আমার কুক্ষিমধ্যে থাকিয়া যে কিছু ক্লেশ পাইয়াছ, সে সকল তোমার সুখোদয় ও শ্রেয়োনিমিত্তই জানিবে এবং তুমি লোকমধ্যে যে কিছু স্থাবর জঙ্গম দেখিয়াছ, তাহা আমার ভূতভাবন আত্মা রূপেই সর্ব্বপ্রকারে বিহিত হইয়াছে। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আমার অর্দ্ধ শরীর, আমি শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ। হে বিপ্রর্ষে! আমি বিশ্বাত্মা; সহস্র চতুর্যুগের পরিবর্ত্তন সময়ে আমি সর্ব্বভূতের মোহোৎপাদন করত নিদ্রিত থাকি। হে মুনিসত্তম! যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মা জাগরিত না হন, সেই পর্য্যন্ত আমি অশিশু হইয়াও শিশুরূপে এই স্থলে সর্ব্বকালে এইপ্রকারে অবস্থান করি। হে বিপ্রর্ষিগণ-পূজিত বিপ্রবর! আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি তোমার প্রতি পুনঃপুনঃ সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিয়াছি। তুমি স্থাবর জঙ্গম নষ্ট ও সকল জগৎ একার্ণব দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলে, তাহা আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্তই তোমাকে জগৎ প্রদর্শন করিয়াছি। হে বিপ্রর্ষে! তুমি যখন আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, তখন সমস্ত লোক-দর্শনে বিস্মিত হইয়া জ্ঞানশক্তি রহিত হইয়াছিলে; সেই হেতু আমি তোমাকে মুখ হইতে আশু নিঃসারিত করিয়াছি। এক্ষণে সুরাসুরের দুর্জ্ঞেয় আত্মা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। মহাতপা ব্রহ্মা যে পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ না হন, সেই পর্য্যন্ত তুমি এস্থানে নিঃশঙ্ক হইয়া সুখে বিচরণ কর। তদনন্তর সেই সর্ব্বলোক পিতামহ জাগরিত হইলে একাকী আমি শরীর সকল, আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতি, বায়ু, জল ও লোকে অবশিষ্ট স্থাবর জঙ্গম সমস্তই সৃষ্টি করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,হে বৎস! সেই পরমাদ্ভুত দেব এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে আমি এই বিচিত্র বিবিধ প্রজাপুঞ্জ সৃষ্ট দেখিতে লাগিলাম। হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভরতশ্রেষ্ঠ! যুগক্ষয়সময়ে আমি এইরূপ আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। হে কুন্তীনন্দন! পূর্ব্বকালে যে সেই পদ্মায়তলোচন পরম দেব আমার দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিই এই পুরুষপ্রধান জনার্দ্দন তোমার ভ্রাতৃসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারই বরদানে স্মরণ শক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই এবং আমার পরমায়ু দীর্ঘ ও মৃত্যু বশতাপন্ন হইয়াছে। সেই পুরাতন পরম বিভু অচিন্ত্যাত্মা হরি এই মহাভুজ কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক যেন ক্রীড়নশীল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ইনি ধাতা, বিধাতা, সংহর্ত্তা, শাশ্বত, শ্রীবৎস-চিহ্নাঙ্কিত-বক্ষা, গোবিন্দ, প্রজাপতি-পতি ও প্রভু। এই আদিদেব জন্ম-রহিত বিশ্বব্যাপী বৃষ্ণিকুলতিলক পুরুষকে দেখিয়া এই আমার স্মরণশক্তি উদিত হইল। ইনি সর্ব্বপ্রাণীর পিতা, মাতা, ইনিই লক্ষ্মীপতি। হে কৌরবেন্দ্রগণ! ইনিই সকলের শরণ্য, তোমরা ইঁহার শরণাগত হও। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবদিগকে এইরূপ কহিলে, তাঁহারা সকলে ও দ্রৌপদী কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন। পুরুষেন্দ্র মানার্হ কৃষ্ণও মন্যমান হইয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধ পরম মনোহর সান্ত্বনাবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন।

একোননবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

## কলিযুগ-বিবরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জগতে সাম্রাজ্যবিষয়ক ভবিষ্যৎ অবস্থা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিবর ভার্গব! যুগাদিতে যে উৎপত্তি বিনাশ হইয়াছিল, সেই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আপনার নিকটে শ্রুত হইলাম। পরন্তু কলিযুগবিষয়ক বিবরণ শ্রবণ করিতে আমার পুনর্ব্বার কৌতূহল হইতেছে। তৎকালে ধর্ম্ম সমাকুল হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? এবং মানবদিগের পরমায়ু, বল, আহার, বিহার ও পরিচ্ছদাদি কি রূপ হইবে? কি পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে? হে মহর্ষে! যেহেতু আপনি এইস্থলে বিচিত্র কথা সকল ব্যক্ত করিতেছেন, অতএব এ সকলও বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

সেই মুনি প্রধান মহর্ষিকে এই রূপ বলিলে তিনি বৃষ্ণি-কুলেন্দ্র কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের সন্তোষার্থ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আমি দেবদেব-প্রসাদে যে কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। হে ভরতকুলেন্দ্র! আমি সর্ব্বলোকের কলিকালীন ভবিষ্য বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতেন্দ্র! পূর্ব্বকালে সত্য যুগে ছল ও লোভাদির সংস্রবরহিত যোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চারিপোয়া ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্রেতাযুগে একপোয়া অধর্ম্মে পরিবিদ্ধ, সুতরাং ত্রিপাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বাপরে অর্দ্ধ অধর্ম্মে মিশ্রিত, সুতরাং দ্বিপাদ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে; এবং তামস কলিযুগে ধর্ম্ম তিন অংশ অধর্ম্মে মিশ্রিত হইয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সুতরাং একপোয়া ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে আশ্রয় করে। হে পাণ্ডব! শ্রবণ কর, মনুষ্যদিগের আয়ু, বীর্য্য, বুদ্ধি, বল ও তেজ যুগে যুগে হ্রাস হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবে। মনুষ্যেরা ধর্ম্মজাল বিস্তার করিয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করিবে এবং পণ্ডিতম্মন্য হইয়া সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিবে; অনন্তর তাহাদিগের সত্যহানি হেতু আয়ু অল্প হইবে; আয়ু অল্প হইলে বিদ্যোপজীবী হইতে সমর্থ হইবে না; বিদ্যাহীন হইলে বিজ্ঞানের অভাবহেতু লোভকর্ত্তৃক অভিভূত হইবে; এবং লোভ-ক্রোধ-পরায়ণ, মূঢ় ও কামাসক্ত হইয়া পরস্পর শত্রুতা নিবন্ধন বধৈষী হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা পরস্পর সঙ্কীর্ণ ও তপস্যা সত্যবিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে। অন্ত্যজ ব্যক্তিরা মধ্যম ও মধ্যম জনেরা অন্ত্যজ হইবে, সংশয় নাই। যুগান্ত উপস্থিত হইলে লোকসকল এই প্রকার হইবে। তৎকালে বস্ত্রের মধ্যে শণ-সূত্রের বস্ত্র ও ধান্যের মধ্যে কোরদূষক ধান্য শ্রেষ্ঠ হইবে। পুরুষেরা ভার্য্যাকেই মিত্র বলিয়া গণ্য করিবে। লোক মৎস্যামিষ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। গো জাতি বিনষ্ট হইলে ছাগ মেষ দোহন করিবে। পরস্পর পরিমোষণ ও হিংসা করিবে। জপহীন, নাস্তিক ও চৌর্য্যরত হইবে; এবং নদীতীরে ও কুদ্দাল দ্বারা ওষধি বপন করিবে, তাহাও তাহাদের পক্ষে অল্প ফলবতী হইবে। যে সকল পুরুষেরা শ্রাদ্ধ ও দৈব কর্ম্মে ধৃত-ব্রত, তাহারাও পরস্পর লোভী হইয়া পরস্পরের ভোজ্য বস্তু ভোগ করিবে। পিতা পুত্রের ও পুত্র পিতার ভোজ্য বস্তু ভোগ করিবে। যুগক্ষয়ে অতিক্রান্ত বস্তুও ভোগ্য হইবে। ব্রাহ্মণেরা ব্রতাচরণ করিবে না ও বেদনিন্দক হইবে এবং হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া হোম যজ্ঞ করিবে না ও নীচ বিষয়ে স্পৃহা করিবে। মনুষ্যেরা নিম্ন ভূমিতে কৃষি করিবে। ধেনু ও একবর্ষীয় বৎস সকল ভার বাহনে নিয়োজিত করিবে। পুত্র পিতাকে ও পিতা পুত্রকে বধ করিয়া নিন্দাভাজন হইবে না; প্রত্যুত তাহাতে নিরুদ্বেগ ও অতিরিক্ত বাদী হইবে। সকল জগৎ নিষ্ক্রিয়, যজ্ঞবর্জ্জিত, নিরানন্দ ও উৎসবহীন হইয়া ম্লেচ্ছভূত হইবে। মনুষ্যেরা প্রায় বন্ধুহীন, দীন ও বিধবাদিগেরও ধন হরণ করিবে এবং স্বল্প-বীর্য্যবল, জ্ঞানহীন, লোভমোহ-পরায়ণ ও পাপাচার-পরিগ্রহ হইয়া দুষ্টদিগের অসৎ বাক্য পূর্ব্বক দানেও সন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে। হে কৌন্তেয়! পাপবুদ্ধি মূর্খ ভূপতিগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করত পরস্পরবধে উদ্যুক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়েরা লোক-রক্ষিতা হইবে না, প্রত্যুত লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে এবং অভিমান ও অহঙ্কারে দর্পিত ও লুব্ধ হইয়া কেবল দণ্ডবিধানেই অনুরাগী হইবে। হে ভারত! তাহারা সাধু ব্যক্তিদিগের প্রতি বারংবার আক্রমণ করিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করিলেও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাদিগের কলত্র বিত্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোগ করিবে। কেহ কাহারও নিকট কন্যা প্রার্থনা বা কাহাকে কন্যা প্রদান করিবে না; কন্যাগণ স্বয়ংই পতি গ্রহণ করিবে। মূঢ়চেতা অসন্তুষ্ট রাজারা সর্ব্ববিধ উপায়ে পরধন হরণ করিবে। তৎকালে সমুদায় জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবে, সংশয় নাই। এক হস্ত অন্য হস্তকে মোষণ করিবে অর্থাৎ সহোদরও সহোদরকে প্রবঞ্চনা করিবে। এই সংসারে মনুষ্যেরা পণ্ডিতম্মন্য হইয়া সত্যকে স্বল্প করিবে। বৃদ্ধেরা বালক-মতি ও বালকেরা স্থবির-মতি হইবে। ভীরু ব্যক্তিরা শূরাভিমানী ও শূর ব্যক্তিরা ভীরুর ন্যায় বিষণ্ণ হইবে। মনুষ্যেরা পরস্পর পরস্পকে বিশ্বাস করিবে না। রথ-যুগাদি সমস্ত যুগই লোভ মোহপ্রযুক্ত হইয়া এক বাহন দ্বারা বাহিত হইবে। তৎকালে অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তমান থাকিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অবশিষ্ট থাকিবে না, লোকমাত্রই এক বর্ণ হইবে। পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে ক্ষমা করিবে না। ভার্য্যা পতিশুশ্রূষায় রত হইবে না। যে সকল দেশে যবান্ন ও গোধূমান্ন প্রধান ভক্ষ্য, লোকে সেই সকল দেশ আশ্রয় করিবে। হে নরনাথ! স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই স্বেচ্ছাহারী হইবে এবং পরস্পর কাহারও কোন বিস্ময় সহ্য করিবে না। মানবেরা শ্রাদ্ধ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিবে না, সকল জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবে। কেহ কাহারও সকাশে শ্রোতা হইবে না, কেহ কাহারও গুরু হইবে না। সমস্ত লোক তমোগুণগ্রস্ত হইবে। তৎকালে লোকের পরমায়ু ষোড়শ বর্ষ হইবে, ষোড়শ বর্ষের পরেই প্রাণ পরিত্যাগ হইবে; পঞ্চম বা ষষ্ঠ বয়স্কা কন্যার এবং সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়স্ক পুরুষের সন্তান হইবে। হে রাজেন্দ্র! সেই যুগান্তকালে স্ত্রী পতির প্রতি ও পতি স্ত্রীর প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না। লোকের অল্প সম্পত্তি, বৃথা ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ ও হিংসায় প্রবৃত্তি হইবে। কেহ কাহারও দাতা হইবে না। জনপদ অন্নকষ্টে আর্ত্ত, চতুষ্পথ লম্পট ও বেশ্যাতে পরিব্যাপ্ত ও পত্নী পতিদ্বেষিণী হইবে। মনুষ্যেরা ম্লেচ্ছাচার, সর্ব্বভক্ষ্য ও সকল কর্ম্মেতে নিষ্ঠুর হইবে সংশয় নাই। সকলেই ধন-লোভী হইয়া ক্রয়-বিক্রয় কালে সকলকে বঞ্চনা করিবে। শাস্ত্র না জানিয়া ক্রিয়া-কলাপ করিবে ও স্বেচ্ছাচারী হইবে। সকলে স্বভাবতই নিষ্ঠুর কর্ম্ম ও পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদ করিবে। ব্যথারহিত হইয়া আরাম ও বৃক্ষ সকল বিনষ্ট করিবে। দেহীদিগের জীবনে সংশয় হইবে। হে নৃপ! নৃপতিগণ লোভাভিভূত হইয়া ব্রহ্মস্ব উপভোগ ও ব্রাহ্মণগণকে নিহত করিবে। দ্বিজগণ ভয়ার্ত্ত ও শূদ্রপীড়িত হইয়া রক্ষিতার অভাবে হাহাকার করিয়া এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে। যখন মনুজগণ জীবনান্তকারী, নিষ্ঠুর, ভীষণ-স্বভাব ও প্রাণিহিংসক হইয়া উঠিবে, তখন যুগের শেষ হইবে। হে কুরুকুল-নন্দন! দ্বিজগণ দস্যুগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কাকের ন্যায় শঙ্কিত ও ত্রাস

যুক্ত হইয়া ধাবনপূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত ও বিষম স্থান আশ্রয় করিবে। প্রধান ব্রাহ্মণেরাও সতত কু-রাজার করভারে প্রপীড়িত হইবে এবং ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রের পরিচারক হইয়া নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শূদ্রেরা ধর্ম্মোপদেশ করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাতে প্রাধান্য নিশ্চয় করিয়া উপাসক ও শ্রোতা হইবে। নীচ ব্যক্তি বড় হইবে, সকল সংসার বিপরীত ধর্ম্মে সমাক্রান্ত হইবে। লোকে দেবতা ত্যাগ করিয়া ভিত্তির অভ্যন্তরে অস্থি ন্যস্ত করত তাহার পূজা করিবে। শূদ্রেরা দ্বিজগণের পরিচর্য্যা করিবে না। মহর্ষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণগণের চতুষ্পাঠীতে, দেবস্থানে, যজ্ঞায়তনে ও নাগালয়ে পৃথিবী অন্তর্দ্দস্তকীকস ভিত্তি দ্বারা অঙ্কিতা হইবে, দেবগৃহ দ্বারা ভূষিতা হইবে না। তাহাই যুগান্তের লক্ষণ জানিবে। যখন মনুষ্যেরা নিষ্ঠুর, ধর্ম্মহীন, মাংসাশী ও পানপায়ী হইবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে। যখন পুষ্পে পুষ্প ও ফলে ফল জন্মিবে, তখন যুগের উপসংহার হইবে। তখন পর্জ্জন্য অকালবর্ষী হইবে, মনুষ্যদিগের ক্রিয়াকলাপ ক্রমপূর্ব্বক হইবে না ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিরোধ করিবে। তদনন্তর অচিরকালেই পৃথিবী ম্লেচ্ছজনে সমাকীর্ণা হইবে। বিপ্রেরা করভার ভয়ে দিক্ বিদিক্ গমন করিবে। সমস্ত দেশীয় লোক আচার ব্যবহারে প্রভেদ রহিত হইবে এবং অবৈতনিক কর্ম্মকরণে পীড়িত হইয়া আশ্রমকে আশ্রয় করত ফলমূলোপজীবী হইবে। লোক সকল এইরূপ পর্য্যাকুল হইলে কোন নিয়ম অবধারিত থাকিবে না। শিষ্যগণ বিপ্রিয়কারী হইয়া গুরুর উপদেশে বর্ত্তমান থাকিবে না। আচার্য্য নির্ধন হইয়া লোকের নিকট ধিক্কৃত হইবে। মিত্র, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অর্থযোগেই মিত্রতাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কোন প্রাণীরই অভাব মোচন হইবে না। দিক্ সকল প্রজ্বলিত, জ্যোতির্গণ প্রখর, নক্ষত্রমণ্ডল প্রভাহীন, সমীরণ পর্য্যাকুল ও মহাভয়সূচক বহুসংখ্য উল্কাপাত হইবে। সপ্ত সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিবে এবং সর্ব্বত্র তুমুল নির্ঘোষ ও দিগ্‌দাহ হইতে থাকিবে। তৎকালে দিবাকর উদয়াস্তমনে রাহু দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। ভগবান্ সহস্রলোচন ইন্দ্র অকালবর্ষী হইবেন, শস্য জন্মিবে না। স্ত্রীগণ পুনঃপুনঃ নিষ্ঠুরভাষিণী, নির্দ্দয়া ও রোদন-প্রিয়া হইবে এবং পতিবাক্য গ্রহণ করিবে না। পুত্রগণ পিতা ও মাতাকে বধ করিবে। স্ত্রীগণ কাহারও আশ্রিতা না হইয়া পতি ও পুত্রগণের হিংসা করিবে। মহারাজ! রাহু অপর্ব্বদিনেও দিবাকরকে গ্রাস করিবে। অগ্নি সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে। পথিকেরা অন্ন, পান ও বাস স্থান যাচ্ঞা করিয়াও প্রাপ্ত হইবে না, পরিশেষে নিরস্ত হইয়া পথিমধ্যে শয়ন করিয়া থাকিবে। কাক, শকুন, নাগপ্রভৃতি পশু পক্ষিগণ ভীষণ শব্দের সহিত রূক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিবে। মনুষ্যেরা মিত্র, সম্বন্ধী ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে এবং দেশ হইতে দেশান্তর, দিক্ হইতে দিগন্তর ও নগর হইতে নগরান্তর ক্রমশ আশ্রয় করিবে। পরস্পর পরস্পরকে, হা তাত! হা পুত্র! এইরূপ সুদারুণ বাক্য বলিয়া রোদন করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিবে।

সেই তুমুল-সংঘাত যুগান্ত সময় অতীত হইলে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ক্রমশ হইবে। সেই তুমুল যুগক্ষয়ের পর কালান্তরের পুনর্ব্বার লোক-বৃদ্ধি নিমিত্ত, যদৃচ্ছানুসারে দৈব অনুকূল হইবে। যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে এক রাশিগত হইবে, তখন সত্য যুগ প্রবৃত্ত হইবে। তখন পর্জ্জন্য যথাকালে বর্ষণ করিবে। নক্ষত্র সকল শুভজনক হইবে। গ্রহগণ যথাক্রমে গমন করত অনুকূল হইবে। সুভিক্ষ, আরোগ্য, নিরাময় ও সমস্ত শুভ হইবে। বিষ্ণুযশা-বংশীয় কল্কী নামে দ্বিজ কাল-প্রেরিত হইয়া উৎপন্ন হইবেন। সম্ভল গ্রামে ব্রাহ্মণ গৃহে উৎপন্ন সেই কল্কী মহাবুদ্ধিমান্ মহাপরাক্রম মহাবলবান্ হইবেন। তাঁহার সঙ্কল্প দ্বারা বাহন, অস্ত্র, শস্ত্র, কবচ ও যোধগণ সমস্ত উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া এই সঙ্কুল লোকের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তিনি উদারবুদ্ধি দীপ্তিমান্ ব্রাহ্মণরূপে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের উপসংহারের পর যুগক্ষয়ের অন্তকারী হইয়া যুগের পরিবর্ত্তক হইবেন। তৎকালে তিনি ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্রস্থ সর্ব্ব ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন।

নবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর তিনি দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া বিধিবৎ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞোপলক্ষে এই পৃথিবী দ্বিজগণকে প্রদান করিবেন। স্বয়ম্ভু বিহিত শুভকর মর্য্যাদা সংস্থাপনপূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় ও যশ বিস্তার করিয়া রমণীয় বনে প্রবেশ করিবেন। লোকবাসী মনুষ্যেরা তাঁহার চরিত্রের অনুবর্ত্তী হইবে। বিপ্রগণ দস্যু বিনাশ করাতে দেশের মঙ্গল হইবে। দ্বিজপ্রবর কল্কী জনপদ সকল জয় করিয়া ঐ সকল দেশে কৃষ্ণাজিন ও শক্তি ত্রিশূল প্রভৃতি সমস্ত আয়ুধ সংস্থাপন করত বিপ্রেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়াও তাহাদিগের সম্মান রক্ষা করত নিরন্তর দস্যুবধে রত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিবেন। দস্যুরা হা তাত! হা মাত! হা পুত্র! এইরূপ সুদারুণ বাক্য বলিয়া অতি মাত্র ক্রন্দন করিতে থাকিবে, তিনি তাহাদিগকে নিতান্ত সংহারপ্রাপ্ত করিবেন। হে ভারত! কৃত যুগ উপস্থিত হইলে তখন অধর্ম্মের বিনাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও জনগণ ক্রিয়াবান্ হইবে। সত্যযুগে আরাম, যজ্ঞস্থান, চতুষ্পাঠী, তড়াগ, বিবিধ পুষ্করিণী, দেবতায়তন, নানাবিধ যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। প্রজাসকল ব্রহ্মপরায়ণ, সাধু, মুনি ও তপস্বী হইবে এবং কি আশ্রমী কি আশ্রমভ্রষ্ট সকলেই সত্যব্যবহারী হইবে। বীজমাত্রই রোপ্যমাণ হইবে, সকল ঋতুতে সকল শস্য জন্মিবে। মনুষ্যেরা দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত এবং ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মার্থী হর্ষযুক্ত ও জপ যজ্ঞপরায়ণ হইবেন। ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মানুসারে এই বসুন্ধরা পালন করিবেন। বৈশ্যেরা যথা ব্যবহারে রত হইবেন। বিপ্রেরা ষট্‌-কর্ম্মে নিরত, ক্ষত্রিয়েরা বল বিক্রমে রত ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাতে তৎপর হইবেন। হে রাজেন্দ্র পাণ্ডব! সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের ধর্ম্ম এবং সর্ব্বলোকবিদিত যুগসংখ্যা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে রাজন্! আমি বায়ুকথিত ঋষিসংস্তুত পুরাতন এই সমস্ত অতীতানাগত বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি চিরজীবী হইয়া এইরূপ সংসার-গতি যাহা বহুবার দর্শন ও অনুভব করিয়াছি, তাহা তোমাকে কহিলাম। হে অক্ষয় ধার্ম্মিকবর! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত

ধর্ম্ম-বিষয়ে সংশয় মোচনার্থ পুনরায় আমার নিকট অপর কথা শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মে নিত্যই আত্মাকে যোজনা করিবে, যেহেতু ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ইহ পর, উভয় লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকে। হে অনঘ! আমি যে কল্যাণকর বাক্য তোমাকে কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি ব্রাহ্মণকে কদাচ পরিভব করিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা দ্বারাই সমস্ত লোক হনন করিতে পারেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুপ্রবর পরমদ্যুতি ধীমান্ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মুনে! আমাকে প্রজা রক্ষা করিতে হইলে কোন্ ধর্ম্মে অবস্থান করা উচিত এবং আমি কি প্রকার আচরণ করিলে স্বধর্ম্মচ্যুত না হই? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, হিতকারী, অনুরক্ত ও অসূয়াশূন্য হও। সত্যবাদী, কোমল-স্বভাব, দান্ত ও প্রজারক্ষণে রত হইয়া অধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর, পিতৃ ও দেবগণের পূজা কর। অনবধানতাপ্রযুক্ত যাহা অকার্য্যকৃত হয়, তাহা সম্যক্ দান দ্বারা জয় কর। সর্ব্বদা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শীল-সম্পন্ন হও এবং কৃৎস্না বসুন্ধরা জয় করিয়া মোদমান ও সুখী হও। আমি এই ভূত ভবিষ্য ধর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু পৃথিবীমধ্যে কি অতীত, কি অনাগত, কিছু-মাত্র তোমার অবিদিত নাই, অতএব বৎস! তুমি এই ক্লেশ মনে করিবে না। প্রাজ্ঞ জনেরা কাল-কর্ত্তৃক অতি পীড়িত হইলেও মুগ্ধ হন না। দেবতারাও এই কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না। প্রজামাত্রই কালের প্রেরিত হইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে। হে বিশুদ্ধভাব! আমি যাহা কহিলাম, এ বিষয়ে তোমার যেন আশঙ্কা না হয়; আমার এই বাক্যে আশঙ্কা করিলে তোমার ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে। হে ভর-তেন্দ্র! তুমি বিখ্যাত কুরুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অত-এব কায়মনোবাক্যে মদুক্ত এই সকল আচরণ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিভু বিপ্রেন্দ্র! আপনি যে শ্রুতিমনোহর বাক্য বলিলেন, আপনার সেই আজ্ঞানুসারেই যত্নপূর্ব্বক আচরণ করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! আমার লোভ, ভয় বা মাৎ-সর্য্য নাই, অতএব আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, তদনু-সারেই চলিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ ও যে সকল বিপ্রর্ষিরা সমাগত হইয়া তথায় অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সেই ধীসম্পন্ন মার্কণ্ডেয়ের বচন শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট পুরাতন শুভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন।

একনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন ব্রহ্মন্! আপনি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, যাহা মহাতপা মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের নিকট বলিয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুসুত যুধি-ষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। পরে মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি ব্রহ্মর্ষিদিগের এই পূর্ব্ব চরিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। অযোধ্যাতে পরিক্ষিৎ নামে ইক্ষাকুকুলনন্দন রাজা ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগের অনুসরণক্রমে এক অশ্বারোহণে দূরে গিয়া পড়িলেন। অনন্তর পথশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া এক দেশে এক নীলিম নিবিড় গহন বন দেখিতে পাইলেন এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ বনখণ্ড মধ্যে এক অতীব রমণীয় সরোবর দেখিয়া তাহাতে অশ্বসহ অবগাহন করিলেন। অনন্তর গতক্লম হইয়া অশ্বের অগ্রে পদ্ম-কেশর ও মৃণাল নিক্ষেপপূর্ব্বক পুষ্করিণী তীরে উপবেশন করিলেন। পরিশেষে তথায় শয়ান আছেন, এমন সময়ে মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তিনি তাহা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখানে মনুষ্যের গতি দেখিতেছি না, তবে ইহা কাহার গীত শব্দ। ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, এক পরম রূপবতী সুদৃশ্যা কন্যা গান করিতে করিতে পুষ্প চয়ন করিতেছে। অনন্তর সেই কন্যা রাজসমীপে উপনীত হইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? সে উত্তর করিল, আমি কন্যা অর্থাৎ আমার বিবাহ হয় নাই। রাজা কহিলেন, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। পরে কন্যা কহিল, আপনি একটি প্রতিজ্ঞা করিলে আমাকে লাভ করিতে পারেন, নতুবা নহে। রাজা তাহাকে প্রতিজ্ঞার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কন্যা কহিল, আমাকে সলিল সন্দ-র্শন করাইবেন না। রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা পরিক্ষিৎ এইরূপে পরমাহ্লাদে কৃতোদ্বাহ ও ক্রীড়মান হইয়া তাহার সহিত একত্রে মৌনভাবে রহিলেন। তদনন্তর রাজা তথায় অবস্থান করিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার সেনা পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইল। সেনাগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। রাজা সেনাগণকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া সেই কন্যার সহিত এক মনোহর শিবিকারোহণে স্বনগরে আগমনপূর্ব্বক নির্জন স্থলে তাহার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোন নিকটস্থ ব্যক্তিও সেই রাজাকে দেখিতে পাইত না। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সমীপচারিণী নারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এস্থলে তোমাদিগের কি প্রয়োজন? তাহারা কহিল, আমরা এক অপূর্ব্ব স্ত্রীলোক দেখিতেছি; সে কহিয়াছিল, 'আমাকে উদক দর্শন করাইবেন না' রাজা তাহা স্বীকার করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

প্রধান মন্ত্রী তাহাদিগের সকাশে এই কথা শ্রবণ করিয়া উদার বৃক্ষে সমাকীর্ণ বহু পুষ্প ফল-সমন্বিত এক বন ও তন্মধ্যে এক পার্শ্বে সুধাসম সলিল-পূর্ণা অতীব গুপ্তা মুক্তাজালময়ী একটি বাপী নির্ম্মাণ করাইয়া নির্জনে রাজার নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহৎ অরণ্য উদকশূন্য; আপনি এখানে সুখে ক্রীড়া করুন। রাজা মন্ত্রিবাক্যে সেই দেবীর সহিত উক্ত বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি কোন সময়ে সেই কমনীয় কাননে তাহার সহিত বিহার করিলেন। পরিশেষে ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত ও শ্রান্ত হইয়া এক মাধবীলতা কুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। পরে প্রিয়া সহ তাহাতে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে নির্ম্মল সুধাসম সলিল পূর্ণা সেই বাপী দেখিলেন। তাহা দেখিয়াও তত্তীরে সেই দেবীর সহিত অবস্থিতি করিলেন। পরে রাজা সেই দেবীকে কহিলেন, তুমি এই বাপী-সলিলে সুখে অবতরণ কর। দেবী তাঁহার এই কথা শুনিয়া অবতরণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে নিমগ্না হইলেন, আর তথা হইতে উঠিলেন না। তখন রাজা তাঁহার অন্বেষণার্থ বাপীর সমস্ত জল নিঃশেষে

নিস্রাবিত করিয়া এ গর্ত্তমুখে মণ্ডূক দেখিতে পাইলেন। পরে কুপিত হইয়া ভৃত্যের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সর্ব্বত্র ভেক বধ কর এবং যে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে, সে মৃত মণ্ডূক উপহার দিয়া আমার সমীপস্থ হইবে।

অনন্তর সর্ব্বত্র নিদারুণ ভেকবধ আরম্ভ হইলে সমস্ত মণ্ডূকগণ ভীত হইল। ভেকগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া তাহাদিগের রাজাকে যথাবৃত্ত ভেকবধ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তদনন্তর মণ্ডূকরাজ তাপস বেশধারী হইয়া রাজার নিকট গমন করিল; এবং সমীপে গিয়া কহিল, হে রাজন্! আপনি ক্রোধপরবশ হইবেন না, প্রসন্ন হউন। নিরপরাধ মণ্ডূকদিগকে বধ করা আপনার উচিত হয় না। এস্থলে এই দুইটি শ্লোক আছে যে, হে অচ্যুত! আপনি মণ্ডূকগণের হিংসা করিবেন না, কোপ সংবরণ করুন। অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ধনোদ্রেক নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব প্রতিজ্ঞা করুন ইহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিবেন না। আপন অধর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? মণ্ডূকবধ করিলে আপনার কি ফলোদয় হইবে? মণ্ডূক রাজ- এইরূপ কহিলে রাজা ইষ্টজনবিয়োগবিধুর হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে বিদ্বন্! আমি মণ্ডূকদিগকে ক্ষমা করিব না, বধ করিব। যেহেতু তাহারা আমার প্রিয়াকে ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারেই বধ করিব; তুমি আমাকে উপরোধ করিও না।

মণ্ডূকরাজ ভূপতি-বাক্য শ্রবণে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া কহিল, হে রাজন্! প্রসন্ন হউন, আমি আয়ু নামে মণ্ডূকরাজ; সেই কন্যা সুশোভনা নামে আমার দুহিতা। সে অতি দুশ্চরিত্রা; পূর্ব্বে অনেকানেক রাজাকে এইরূপে বঞ্চনা করিয়াছে। রাজা মণ্ডূকরাজকে কহিলেন, আমি তাহাকে প্রার্থনা করি, তুমি আমারে তাহাকে প্রদান কর। পরে মণ্ডূক-রাজ রাজাকে ঐ কন্যা প্রদান করিল এবং কন্যাকে কহিল, তুমি এই রাজার শুশ্রূষা কর। পরে মণ্ডূক-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া দুহিতার প্রতি অভিশাপ দিল, যেহেতু তুমি বহুসংখ্যক রাজগণকে বঞ্চনা এবং অনৃত ব্যবহার করিয়াছ, সেই হেতু তোমার সন্তানসকল ব্রাহ্মণের অহিতকারী হইবে। রাজা সেই কন্যাকে পাইয়া তাহার সহিত নিধুবন বিনোদনিবদ্ধ মানসে যেন ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া হর্ষবাষ্প-গদ্গদ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক মণ্ডূক-রাজকে প্রণিপাত ও অভিবন্দন করত কহিলেন, আমি আপনার অনুগৃহীত হইলাম। অনন্তর মণ্ডূকরাজ দুহিতাকে যথাবিহিত সম্ভাষণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎকাল পরে রাজার সেই সুশোভনা পত্নীতে তিন কুমার জন্মিল। তাহাদিগের নাম শল, দল ও বল। তদনন্তর রাজা পরিক্ষিৎ জ্যেষ্ঠ সন্তান শল নামক রাজকুমারকে যথাসময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপস্যায় মনোভিনিবেশ করত বনে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শল রাজা মৃগয়ার্থ গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণ ক্রমে রথারোহণে ধাবমান হইলেন এবং সারথিকে কহিলেন, দ্রুতবেগে রথচালনা কর। রাজা সারথিকে এইরূপ কহিলে সারথি রাজাকে কহিল, আপনি এরূপ সঙ্কল্প করিবেন না,—আপনি এই মৃগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যদি আপনার রথে বামি অশ্বদ্বয় নিযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে পারিতেন। পরে রাজা সূতকে কহিলেন, বামি ঘোটকযুগলের কথা আমাকে বল, নতুবা তোমাকে হনন করিব। রাজা এইরূপ বলিলে সূত রাজভয়ে ভীত হইল; প্রত্যুত বামদেবের অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া কিছুই কহিল না। তদনন্তর রাজা পুনরায় খড়্গ উঠাইয়া তাহাকে কহিলেন, শীঘ্র বল, নচেৎ তোরে হনন করি। তখন সূত রাজভয়ে ভীত হইয়া কহিল, বামদেবের বামি অশ্ব দুইটি আছে, তাহারা মনের ন্যায় দ্রুতগামী। সূত এইরূপ কহিলে, রাজা কহিলেন, বামদেবের আশ্রমে চল। পরে রাজা বামদেবের আশ্রমে গিয়া সেই ঋষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি এক মৃগ বিদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ঐ বিদ্ধ মৃগ পলায়ন করিতেছে, তাহাকে আমি গ্রহণ করিব, অতএব আপনি বামিদ্বয় আমাকে প্রদান করুন। ঋষি রাজাকে কহিলেন, বামিদ্বয় তোমাকে দিতেছি, কিন্তু তুমি কৃতকার্য্য হইয়া আমাকে শীঘ্র প্রত্যর্পণ করিও। রাজা অশ্বযুগল লইয়া ঋষির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন এবং বামি ঘোটকদ্বয়ে নিয়োজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সেই বিদ্ধমৃগানুসরণ-ক্রমে গমন করিতে করিতে সূতকে কহিলেন, এই অশ্ব রত্নদ্বয় ব্রাহ্মণদিগের যোগ্য নয়, অতএব ইহা বামদেবকে আর প্রত্যর্পণ করা উচিত হয় না, এই বলিয়া মৃগ লাভ করত স্বনগরে আগমন করিয়া অশ্ব দুইটি অন্তঃপুরে রাখিলেন।

অনন্তর ঋষি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তরুণ রাজপুত্র উত্তম বাহন পাইয়া বিহার করিতেছে, আমাকে আর প্রত্যর্পণ করিতেছে না! হা! কি কষ্ট! এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া একমাস পূর্ণ হইলে তিনি শিষ্য আত্রেয়কে কহিলেন, আত্রেয়! তুমি গিয়া রাজাকে বল, "যদি তোমার কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া থাকে, তবে উপাধ্যায়কে বামি দুইটি প্রত্যর্পণ কর। শিষ্য রাজার নিকটে গিয়া তাহাই কহিল। রাজা তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন, এই বাহন রাজাদিগেরই উপযুক্ত ব্রাহ্মণেরা এতাদৃশ রত্নের অযোগ্য; তাঁহাদিগের অশ্বে প্রয়োজন কি? তুমি কুশলে গমন কর। শিষ্য প্রত্যাগমন করিয়া ঐ কথা উপাধ্যায়কে কহিল। উপাধ্যায় বামদেব সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে রোষপরীতমনা হইয়া স্বয়ং রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক অশ্বনিমিত্ত কহিলেন, কিন্তু রাজা দিলেন না। বামদেব কহিলেন, হে মহীপতে! এই দুই অশ্বদ্বারা তুমি অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছ, এক্ষণে আমার অশ্ব আমাকে প্রদান কর; তুমি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বহির্ভূত হইয়া বরুণদেবকর্ত্তৃক ভীষণ পাশদ্বারা বধ্য হইও না।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে বামদেব! সুশিক্ষিত শান্তপ্রকৃতি যে দুইটি বৃষ আছে, ইহারাই বিপ্রগণের বাহন, অতএব আপনি ইহাদিগের দ্বারা যথাইচ্ছ করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তিকে বেদসকলই বহন করিয়া থাকে। বামদেব কহিলেন, হে পার্থিব! বেদসকল পরলোকে মাদৃশ জনকে বহন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহলোকে আমার ও অস্মৎসদৃশ অপর ব্যক্তিদিগের ইহাই বাহন।

রাজা কহিলেন, চারিটি গর্দ্দভ বা শ্রেষ্ঠ অশ্বতরী বা বাতবেগী অশ্ব আপনাকে বহন করুক, আপনি ঐ সকল বাহনদ্বারা গমন করুন, এই বামিযুগল ক্ষত্রিয়েরই উপযুক্ত, অতএব ইহা আমারই জানিবেন। বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! ঋষিগণ ব্রাহ্মণের ভীষণ ব্রত যাহা কহিয়াছেন, যদি তাহা অবলম্বন করিয়া আমি জীবমান থাকি, তবে লৌহময় বিকটাকার ভয়ানক

প্রকাণ্ড চারিটা রাক্ষস আমার নিয়োগাধীন তোমার বধাভিলাষী ও শাণিত শূলধারী হইয়া তোমাকে চতুর্ধা করিয়া বহন করুক। রাজা কহিলেন, হে বামদেব! যাহারা আপনাকে বাক্য, মন ব কর্ম্মদ্বারা জিংঘাংসু ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে, তাহারা মদীয় বাক্যে নিযুক্ত ও শাণিত শূলহস্ত হইয়া আপনার শিষ্যগণের সহিত আপনাকে নিপাত করুক। বামদেব কহিলেন, রাজন্! তুমি আমার এই বামি ঘোটকদ্বয় লইয়া 'পুনর্ব্বার দিব' এই কথা বলিয়াছিলে, অতএব যদি তুমি আপনাকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হও, তবে শীঘ্র আমার বামিদ্বয় দাও।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বামিদ্বয় মৃগয়ারই উপযুক্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মৃগয়া বিহিত নয়, এই নিমিত্তই আমি বামিদ্বয় দিতেছি না; ফলত আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অনুশাসন করিতেছি না, সুতরাং অদ্যপ্রভৃতি আপনারই সমুদায় আজ্ঞা প্রণিধান করিয়া পুণ্য লোক লাভ করিতে পারিব। বামদেব কহিলেন, রাজন! মন বাক্য বা কার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতি শাসন নাই; যে বিদ্বান ব্যক্তি তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণকে এইরূপ জানেন, তিনি সেই কর্ম্মহেতুই শ্রেষ্ঠ হইয়া জীবমান থাকেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বামদেব এইরূপ বলিলে পর ঘোররূপ রাক্ষসেরা শূলহস্তে উত্থিত হইয়া রাজাকে হনন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাজা তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার ভ্রাতা দল, সমুদায় ইক্ষাকুবংশীয়েরা কিংবা এই বৈশ্যেরা যদি আমার আজ্ঞাকারী য়,তবে আমি বামদেবের বামিদ্বয় পরিত্যাগ করিব না, যেহেতু বংবিধ জনেরা ধর্ম্মশীল হয় না। রাজা এইরূপ বলিতে বলিতে সই রাক্ষসদিগের কর্ত্তৃক হত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। দনন্তর ইক্ষাকুবংশীয়েরা নৃপতির মৃত্যু অবগত হইয়া তাঁহার তা দলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। তখন বিপ্র বামদেব থানে গমনপূর্ব্বক ভূপতি দলকে বলিলেন, হে রাজন্! হ্মণগণকে যে দান করা বিধেয়, তাহা সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রে হইতেছে, অতএব যদি তোমার অধর্ম্ম হইতে ভয় থাকে, বে তুমি অদ্য শীঘ্র বামিদ্বয় আমাকে প্রদান কর। রাজা মদেবের এই বাক্য শুনিয়া রোষ-প্রযুক্ত সূতকে কহিলেন, মার সংগৃহীত বিষাক্ত চিত্রিত সায়ক একটি আনয়ন কর, হাতে বামদেব বিদ্ধ, ব্যথিত ও কুক্কুরগণের দংশিত হইয়া শয়ন করে। বামদেব কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমি জানি, তোমার মহিষীর গর্ভজাত শ্যেনজিৎ নামে দশম বর্ষীয় ত্বদীয় একটি প্রিয় পুত্র আছে, তুমি আমার বাক্যে প্রয়োজিত হইয়া তূর্ণই তাহাকে ঘোররূপ সায়ক দ্বারা সংহার কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বামদেব এইরূপ বলিলে, দল রাজার সেই নিক্ষিপ্ত প্রখর তেজস্বী শর অন্তঃপুরে রাজপুত্রকে বিনাশ করিল। দল রাজা তথায় তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইক্ষাকুগণ! অদ্য আমার বল বীর্য্য দেখ, আমি অদ্য তোমাদিগের প্রিয়াচরণ করিতেছি, এই বিপ্রকে প্রমথনপূর্ব্বক নিহত করিতেছি; তোমরা অপর একটি তিগ্ম-তেজস্বী শর আনয়ন কর। বামদেব কহিলেন, হে মানবেন্দ্র! তুমি যে এই ঘোররূপ বিষদিগ্ধ শর আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ, কিন্তু এই শর তুমি সন্ধান বা মোচন করিতে পারিবে না।

রাজা কহিলেন, ইক্ষাকুগণ! এই আমাকে দেখ, আমি গৃহীত শর নিক্ষেপ করিতে পারিতেছি না, বামদেবকে বিনাশ করিতে নিরুৎসাহী হইতেছি, অতএব এই আয়ুষ্মান্ বামদেব জীবিত থাকুন। বামদেব কহিলেন, তুমি এই মহিষীকে ঐ শর দ্বারা সংস্পর্শ করিয়া ব্রহ্মহত্যাধ্যবসায়-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাজা তাহাই করিলেন। পরে রাজপুত্রী রাজ্ঞী মুনিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুকূল কার্য্যে যত্ন করিয়া থাকি; অতএব যেন এই যথাযুক্ত পতিকে দিন দিন কল্যাণকর বাক্য উপদেশ করণে নিরত হইয়া পুণ্য লোক লাভ করিতে পারি। বামদেব কহিলেন, হে অনিন্দ্যে শুভ-নয়নে রাজপুত্রি! তোমা হইতেই রাজকুল রক্ষিত হইল; তুমি আমার নিকট অনুপম বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি; তুমি তোমার এই স্বজন ও সুমহৎ ইক্ষাকু রাজ্য শাসন কর। রাজ্ঞী কহিলেন, হে ভগবন্! আমার এই বর প্রার্থনীয় যে, অদ্য আমার পতি পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং আপনি ইঁহার ও ইঁহার পুত্র বান্ধবের কল্যাণ চিন্তা করুন, এই বর প্রদত্ত হউক। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,হে কুরুপ্রবীর! সেই মুনি রাজ্ঞীর এই কথা শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হউক' এই কথা কহিলেন। তদনন্তর রাজা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক বামিদ্বয় প্রদান করিলেন।

দ্বিনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

## বক-শক্র-সংবাদ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন; বক ঋষি কি প্রকারে দীর্ঘায়ু হইলেন? মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, মহাতপা বক রাজর্ষি যে দীর্ঘায়ু,ইহাতে বিচার করা অকর্ত্তব্য। কুন্তীনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ইহা শুনিয়া মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের শ্রুত আছে যে, মহাত্মা বক ও দাল্‌ভ্য ঋষি উভয়ে চিরজীবী, লোক-সম্মত এবং দেবরাজ শক্রের সখা। হে ভগবন্! সুখদুঃখ-সমাযুক্ত সেই বক-শক্র-সমাগম প্রস্তাব শুনিবার আমার মানস হইয়াছে; অতএব আপনি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! লোমহর্ষকর দেবাসুর-সংগ্রাম নিষ্পন্ন হইলে দেবরাজ ত্রিলোকের অধিপতি হইলেন। পর্জ্জন্য সম্যক্‌রূপে বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রজাগণ শস্য-সম্পন্ন, উত্তম-স্বভাব, নিরাময়, সুধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইল। সমস্ত লোক আহ্লাদিত ও স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইল। বলসূদন দেবরাজ শতক্রতু সমস্ত প্রজাগণকে মুদিত দেখিয়া, হর্ষযুক্ত হইয়া, ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক মুদিত প্রজা-মণ্ডলী, বিচিত্র আশ্রম-সকল, নানাবিধ নদী, গ্রাম, সমৃদ্ধিশালী নগর, জনপদ, প্রজা-পালনদক্ষ ধর্ম্মচারী নরেন্দ্রগণ, উদপান, প্রপা, বাপী, তড়াগ ও নানা ব্রতাচারি-দ্বিজোত্তমগণসেবিত সরোবর সকল দেখিতে লাগিলেন। মহারাজ! তদনন্তর শতক্রতু রমণীয় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব পূর্ব্বদিকে সমুদ্রসমীপে বহু বৃক্ষ সমাকুল শিবদায়ক মনোহর এক দেশে পশু-পক্ষি-নিষেবিত এক রমণীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই সুরম্য আশ্রমে বক

ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। বক ঋষিও দেবেন্দ্রকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীতমনা হইলেন এবং তাঁহাকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য দান এবং ফলমূল দ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর বল-সূদন বরদ দেব শক্র সুখে উপবিষ্ট হইলেন। পরে ত্রিদশেশ্বর, বকঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে অনঘ! তুমি শত সহস্র বৎসর জীবিত আছ, অতএব চিরজীবীদিগের যে কি দুঃখ, তাহা তুমি আমার নিকট বর্ণন কর।

বক কহিলেন, অপ্রিয়ের সহিত বাস, প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ও অসৎ ব্যক্তির সহিত সংযোগ, এই সকল চিরজীবী ব্যক্তির দুঃখ। পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণের বিনাশ ও অন্যের অধীনতা জন্য যে কষ্ট, তাহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি আছে? অর্থবিহীন পুরুষ যে অন্য হইতে পরিভূত হয়, তাহা অপেক্ষা আর লোকমধ্যে অন্য কোন দুঃখ আমার নিকট প্রতিভাত হয় না। চিরজীবী জনেরা অকুলীনের কুল-সম্ভব, কুলীনের কুলক্ষয় ও সংযোগ বিয়োগ, এই সমস্ত দৃষ্টি-গোচর করিয়া থাকেন। সমৃদ্ধ অকুলীনদের যে কিরূপে কুল-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহা আপনার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। হে দেব শতক্রতু! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস-গণ যে বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে দুঃখ আর কি? এবং সংকুলজাতগণ অকুলজগণের বশবর্ত্তী হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ও দরিদ্রেরা ধনাঢ্য হইতে অবজ্ঞাত হয়, ইহা হইতেও আর দুঃখতর কি আছে? লোকমধ্যে এইরূপ বৈপরীত্য ভাব সবিস্তর অনেক দেখা যাইতেছে। হে প্রাজ্ঞ! জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা সুখী ও পণ্ডিতগণ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। এই জগতে মনুষ্য-দিগের এইরূপ বহু দুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ! হে দেবর্ষিগণসেবিত মহা-ভাগ! চিরজীবীদিগের যে কি সুখ, তাহাও আমার নিকট বর্ণন কর। বক ঋষি কহিলেন, হে মঘবন্! কুমিত্রকে আশ্রয় না করিয়া দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগেও যে স্বগৃহে শাক-মাত্রও পাক করিয়া জীবন ধারণ করা যায়, তাহা হইতে আর অধিক সুখ কি? হে মঘবন্! যাহার নিমিত্ত দিন গণিত হয় না, পণ্ডিতেরা সেই ব্যক্তিকে ঔদরিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন না, স্বগৃহে শাক-পাককারী এতাদৃশ ব্যক্তিরই সুখ। কাহারও আশ্রয় ব্যতিরেকে স্ব ক্ষমতায় উপার্জ্জিত ফল বা শাক স্বগৃহে ভোজন করাই শ্রেয় ও মহৎ। দিন দিন পরগৃহে অনাদরপূর্ব্বক সুপরিষ্কৃত অন্নও যে ভোজন করে, তাহা শ্রেয়স্কর নহে, অতএব সাধুদিগের মত এই যে, যে রাক্ষস কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয়ের ঐ ভোজনে ধিক্! যে দ্বিজোত্তম পিতৃগণ, অতিথি ও ভৃত্যদিগকে দিয়া অবশিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহা হইতে আর অধিক সুখী কে আছে? অতএব হে শতক্রতু! যে প্রতিদিন অতিথিকে অন্ন দিয়া অবশিষ্টান্ন যাহা ভোজন করে, তাহার তাহা অপেক্ষা সুপরিষ্কৃত পবিত্র অন্ন আর কিছুই নাই। সেই অতিথি প্রভৃতির অন্ন-দাতা দ্বিজ যাবৎসংখ্য অন্ন-পিণ্ড ভক্ষণ করেন, তাবৎসংখ্য গোদানের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি যৌবনকালে যে পাপ কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। দক্ষিণা প্রাপ্ত ভুক্ত ব্রাহ্মণের করগত যে জল, তাহা ভোজয়িতা ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বারি দ্বারা সিক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাপ হইতে নিস্তীর্ণ করে। মহারাজ! দেবরাজ এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুল শুভ কথোপকথন করিয়া বককে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

ত্রিনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

## রাজন্য-মাহাত্ম্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডবেরা পুন-রায় মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে রাজন্য-মাহাত্ম্য শ্রবণে আমার মানস হইতেছে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, অধুনা তোমরা রাজন্যগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। কুরুবংশীয় সুহোত্র নামে এক রাজা মহর্ষিগণের নিকট যাত্রা করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনকালীন উশীনরপুত্র শিবি নৃপতিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা একত্র হইয়া পরস্পর বয়ঃক্রমানুসারে পূজাপূর্ব্বক আপনাদিগকে সমান গুণশালী বোধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পথ প্রদান করিলেন না। ইত্যবসরে নারদ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কারণে পরস্পরের পথাবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছ? তাঁহারা উভয়ে নারদকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি এরূপ কহিবেন না, যেহেতু পূর্ব্বতন ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপকেরা বিশিষ্ট বা সমর্থ ব্যক্তিকে পথ প্রদানে উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা উভয়ে সমভাবাপন্ন, বিচারত আমাদিগের উভয়ের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-তার তারতম্য নাই। তাঁহারা নারদকে এইরূপ বলিলে, নারদ সুহোত্রকে সম্বোধন করিয়া এই তিনটি শ্লোক পাঠ করিলেন যে, হে কৌরব! যে ক্রূর হয়, সে মৃদু জনের নিকটেও ক্রূরতা করে এবং যে মৃদু হয়, সে ক্রূরের সকাশেও মৃদু ব্যবহার করিয়া থাকে; এইরূপ সাধু অসাধুর সমীপেও সাধু-কার্য্যই করিয়া থাকেন; অতএব সাধু সাধুর নিকট কি হেতু সাধু ব্যবহার না করিবেন? সাধু ব্যক্তি পরকৃত কার্য্য শতগুণ করিয়া মানিবেন; এই রীতি দেবগণের মধ্যেও কি প্রচলিত নাই? অবশ্যই আছে। ফলত শিবি রাজা আপনার অপেক্ষাও সাধুশীল। কদর্য্য জনকে দান দ্বারা, অনৃতবাদীকে সত্যদ্বারা, ক্রূরকর্ম্মাকে ক্ষমা দ্বারা এবং সাধুকে সাধুব্যবহার দ্বারা জয় করিবেন, এই-রূপ নিদর্শন আছে এবং আপনারা উভয়েই উদার-ভাবাপন্ন, অতএব আপনাদিগের মধ্যে যে হয়, একজন এই নিদর্শনানু-সারে অপসর্পণ করুন। নারদ ইহা বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। কুরুকুলোত্তম সুহোত্র ইহা শ্রবণ করিয়া শিবি রাজাকে তাঁহার কৃত বহুল সৎকর্ম্ম কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রশংসা ও প্রদক্ষিণ করত পথ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। নারদ এইরূপে রাজন্যমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছিলেন।

চতুর্নবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপর এই একটি কথা শ্রবণ কর। নহুষ-নন্দন রাজা যযাতি স্ব-রাজ্যে পৌরজনে সমাবৃত হইয়া অধ্যাসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ গুরুর নিমিত্ত অর্থপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞানুসারে গুরুর নিমিত্ত ভিক্ষা করিতেছি। রাজা কহিলেন, ভগবন্! কি প্রতিজ্ঞা, ব্যক্ত করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! এই জীবলোকে কোন মনুষ্যের নিকট

যাচ্ঞা করিলে, সে সাতিশয় বিদ্বেষ করে, এইহেতু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি কিরূপে অদ্য আমাকে প্রার্থিত প্রিয় বস্তু প্রদান করিবেন? রাজা কহিলেন, হে দানার্হ! আমি দান করিয়া তাহা অনুকীর্ত্তন করি না; যাচ্ঞার অযোগ্য অর্থাৎ অপ্রাপ্য যে অর্থ, তাহার কথা শুনি না; কিন্তু প্রাপ্য অর্থ অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র, কি দেহ পর্য্যন্তের প্রার্থনাও শ্রবণ করিয়া এবং তাহা প্রদান করিয়া নিরতিশয় সুখী হই। ব্রাহ্মণ আমার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিলে আমার মন কুপিত হয় না; বরং যাচমান বিপ্র আমার প্রিয় হন। এবং আমি অর্থ দান করিয়া কখন অনুশোচন করি না, অতএব আপনাকে সহস্র গো প্রদান করিতেছি। যযাতি রাজা এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র গো দান করিলেন, ব্রাহ্মণও তাহা প্রাপ্ত হইলেন

পঞ্চনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি পুনর্ব্বার রাজন্যগণের মহাভাগ্য কীর্ত্তন করুন। অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেদুকনামে দুই রাজা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অস্ত্র-শস্ত্রে কৃতী ও নীতিনিষ্ঠ। রাজা সেদুক ইহা জানিতেন যে, বালক বৃষদর্ভ রাজার এই রহস্য ব্রত আছে যে, তাঁহার ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য কোন ধাতু অদেয়। অনন্তর বেদাধ্যয়নসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সেদুক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুদক্ষিণা নিমিত্ত এই বলিয়া যাচ্ঞা করিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে সহস্র অশ্ব প্রদান করুন। সেদুক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনাকে গুরুদক্ষিণা নিমিত্ত আমার সহস্র অশ্ব প্রদান করিবার সম্ভাবনা নাই, অতএব আপনি বৃষদর্ভ রাজার সকাশে গমন করুন; সেই রাজা পরম ধর্ম্মজ্ঞ; আপনি তাঁহার নিকট ভিক্ষা করুন; তিনি আপনাকে সহস্র অশ্ব দিবেন; তাঁহার এইরূপ উপাংশু ব্রত আছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভসকাশে গিয়া সহস্র অশ্ব যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু বৃষদর্ভ সেই ব্রাহ্মণকে কশাঘাত করিলেন। পরে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিরপরাধে আমাকে কি হেতু হিংসা করিতেছ? এরূপ বলিয়া শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। রাজা তখন তাঁহাকে কহিলেন, বিপ্র! যে আপনাকে দান না করে, তাহাকে কি আপনি শাপ দিয়া থাকেন? না; কি আপনার ইহাই ব্রাহ্মণ্য? ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজাধিরাজ! সেদুক রাজা আমাকে আপনার সমীপে ভিক্ষা করিতে প্রেরণ করিয়াছেন; আমি তাঁহার আদেশানুসারেই আপনার নিকট আসিয়া যাচ্ঞা করিলাম। রাজা কহিলেন, যিনি কশাহত হইয়াছেন, তাঁহাকে কিরূপে নিরর্থক দূরীকৃত করা যায়, অতএব অদ্য আমার যাহা আয় হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে আপনাকে দিব, এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে এক দিবসের উৎপন্ন অর্থ দিলেন; তাহা সহস্র অশ্বের মূল্যাপেক্ষাও অধিক হইবে। মহারাজ! আর একটি ইতিহাস শ্রবণ করুন। একদা দেবগণের এই কথা স্থির হইল যে, আমরা মহীতলে গিয়া উশীনরপুত্র শিবি রাজা যে কিরূপ সাধু, তাহা পরীক্ষা করিব। পরে অগ্নি ও ইন্দ্র পরস্পর সম্বোধন করিয়া ভূমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। অগ্নি কপোতরূপে ধাবমান ও ইন্দ্র মাংসার্থী হইয়া শ্যেন পক্ষিরূপে ঐ কপোতের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজা শিবি দিব্যাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কপোত তাঁহার অঙ্কে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া পুরোহিত রাজাকে কহিলেন, এই জীবনার্থী কপোত শ্যেন পক্ষী হইতে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা শরীরে কপোত-নিপাতকে ঘোর অনিষ্টসূচক কহিয়াছেন; অনিষ্টদর্শী রাজা ইহার নিষ্কৃতি করিবেন; অতএব আপনি ইহার নিষ্কৃতি নিমিত্ত ধন দান করুন। পরে কপোত রাজাকে কহিলেন, আমি শ্যেন হইতে ভীত ও প্রাণার্থী হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ আপনার শরণ লইলাম। আমি মুনি, স্ব শরীর দ্বারা কপোত-কায় প্রাপ্ত ও অর্থী হইয়া আপনাকে প্রাণস্বরূপ প্রপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাকে স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, দম ও তপোযুক্ত, আচার্য্যের অপ্রতিকূলবাদী ও পাপরহিত জানিবেন। আমি বেদ প্রবচন করিয়া থাকি; আমার ছন্দোজ্ঞান আছে; আমি এক একটি অক্ষর করিয়া সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; আমি কপোত নই, অতএব আপনি শ্যেন পক্ষীর হস্তে আমাকে অর্পণ করিবেন না, কেননা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-দান সাধু দান নহে। অনন্তর শ্যেনপক্ষী রাজাকে কহিল, হে রাজন্! সংসারে পর্য্যায়ক্রমে জীবের জন্ম হয় না, সুতরাং আপনি পূর্ব্ব জন্মে হয় ত এই কপোত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, এইহেতু আপনি আপনার জন্মান্তরীয় পিতৃ এই কপোতকে রক্ষা করিয়া আমার আহারে বিঘ্ন করিবেন না।

রাজা কহিলেন, এই কপোত ও শ্যেন যেরূপ কথা কহিতেছে, পক্ষিভাষিত ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বাক্য পূর্ব্বে কেহ কখন কি শুনিয়াছেন? ইহাদিগের উভয়কে এরূপ জানিয়া অদ্য কিরূপে সাধু কর্ম্ম করা যায়? যে, ভীত প্রপন্নকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করে, সে যথাকালে পরিত্রাণ ইচ্ছা করিলেও পরিত্রাণ পায় না; তাহার সম্বন্ধে যথাকালে বৃষ্টি হয় না; বীজ যথাকালে রোপিত হইলেও অঙ্কুরিত হয় না। যে, ভীত শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, তাহার সন্তান জন্মিয়া শৈশবাবস্থায় মৃত হয়; তাহার পিতৃলোকেরা কখন স্বর্গবাস করিতে পারেন না এবং দেবতারাও তাহার হব্য গ্রহণ করেন না এবং যে, ভীত শরণাগত ব্যক্তিকে বৈরিহস্তে সমর্পণ করে, সে অপ্রকৃষ্টচেতা, নিষ্ফল-অন্নপ্রাপ্ত ও স্বর্গলোক হইতে শীঘ্র প্রচ্যুত হয় এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার প্রতি বজ্র প্রহার করেন। হে শ্যেন! শিবিবংশীয়গণ এই কপোতের পরিবর্ত্তে অন্নের সহিত একটি বৃষ পাক করিয়া তোমার নিমিত্ত প্রদান করুক; তুমি যেস্থানে বিরাজ কর, তথায় তোমার নিমিত্ত প্রচুর মাংস বহন করুক। শ্যেন কহিল, হে রাজন্! আমি বৃষ কিংবা কপোতাতিরিক্ত অধিকতর মাংসও প্রার্থনা করি না; আমার এই দৈবদত্ত কপোতই অনেক; অদ্য ইহার বিনাশাধীনই আমার ভক্ষ্য অবধৃত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহাই আমাকে প্রদান করুন।

রাজা কহিলেন, হে শ্যেন! মদীয় পুরুষেরা বিবেচনা করিয়া দেখুক, তাহারা অবশ্যই সেই বৃষকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া লউক, তাহা ভয়াতুর কপোতের পরিবর্ত্তিত ধনস্বরূপ; তাহা আমার নিকট হইতে তোমার নিকট আনয়ন করুক; তুমি এই কপোতকে হিংসা করিও না। হে প্রিয়দর্শন শ্যেন! এই

কপোতটি সোমযুক্ত ক্রতুর ন্যায় প্রতিপাল্য, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে; আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব, তথাপি কপোতটি দিব না। তুমি এ নিমিত্ত যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছ, তাহা আর করিও না; আমি কোন প্রকারেই তোমাকে কপোত সমর্পণ করিব না। অথবা হে শ্যেন! শিবি-বংশীয়েরা যেরূপে আমার কর্ম্মে প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদপূর্ব্বক প্রশংসা করেন এবং আমি এই কপোত প্রদান না করিয়া যেরূপে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারি, তুমি আমাকে এরূপ অনুশাসন কর; তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। শ্যেন কহিল, রাজন্! আপনি, কপোতের মাংস যাবৎপরিমিত, তাবৎ-পরিমিত আপনার মাংস দক্ষিণ উরু হইতে উৎকৃন্তন করিয়া আমাকে দিউন; তাহা হইলে কপোত উত্তমরূপে পরিত্রাত ও আমার প্রিয় কার্য্য করা হয় এবং শিবিরাও আপনাকে প্রশংসা করিতে পারে। অনন্তর রাজা দক্ষিণ উরু হইতে একখণ্ড মাংস কর্ত্তন করিয়া কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে তুলিত করিলেন; তাহাতে কপোত গুরুতর হইল। তখন তিনি পুনরায় শরীরের অন্য স্থান হইতে মাংস উৎকৃন্তন করিয়া তুলায় ধারণ করিলেন, তাহাতেও কপোত গুরুতর হইল। পুনর্ব্বার তিনি সর্ব্ব শরীরের মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া তুলোপরি আরোপণ করিলেন, তথাপি কপোত গুরুতর দৃষ্ট হইল। অনন্তর রাজা স্বয়ং তুলাতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্তে অসন্তোষ জন্মিল না। শ্যেন এই ব্যাপার দেখিয়া, 'রাজা কপোতকে পরিত্রাণ করিলেন' এই বলিয়া অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রাজা কপোতকে কহিলেন, হে কপোত! শিবিরা অবগত হউন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্যেন-পক্ষী কে? ঈশ্বর ভিন্ন কেহই কখন ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে পারেন না, অতএব হে ভগবন্! আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর করুন।

কপোত কহিল, আমি ধূমকেতু বৈশ্বানর অগ্নি; এই শ্যেন সাক্ষাৎ বজ্রহস্ত শচীপতি। তুমি সুরথাপুত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তোমাকে জানিবার অভিলাষে আমরা উভয়ে তোমার সকাশে আসিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যে আমার পরিত্রাণার্থ অসি দ্বারা মাংসপেশী উৎকৃন্তন করিয়া প্রদান করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার এই অঙ্গচিহ্নকে শুভ, মনোহর, পুণ্যগন্ধ ও হিরণ্য বর্ণ করিতেছি। তুমি দেবর্ষিসম্মত ও অতি-যশস্বী হইয়া এই সকল প্রজার পরিপালন করিবে। তোমার এই অঙ্গপার্শ্ব হইতে এক পুরুষ জন্মিবে, তাহার নাম কপোতরোমা হইবে। হে নৃপ! তুমি স্বীয় শরীর হইতে উৎপন্ন কপোতরোমা নামে পুত্র লাভ করিবে। তাহাকে তুমি সৌরথগণের শ্রেষ্ঠ, যশোদ্বারা দীপ্যমান, শূর ও উৎকৃষ্ট শরীরী দেখিতে পাইবে।

নবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি পুনরায় রাজন্যদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। পরে মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, বিশ্বামিত্র সন্তান অষ্টক রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁহার প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও উশীনরসুত শিবি, এই তিন ভ্রাতা আসিয়াছিলেন। অষ্টক রাজা যজ্ঞ সমাপনান্তে ভ্রাতৃগণের সহিত রথারূঢ় হইয়া গমন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহারা দেবর্ষি নারদকে আসিতে দেখিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি রথারোহণ করুন। তিনিও তাঁহাদিগকে 'তথা' বলিয়া রথারোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে একজন দেবর্ষিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। ঋষি কহিলেন, জিজ্ঞাসা কর। তিনি কহিলেন, আমরা সকলেই আয়ুষ্মান্ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অতএব আমাদের চারি জনকেই দীর্ঘকাল ভোগ্য স্বর্গ বিশেষে যাইতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবেন? ঋষি কহিলেন, এই অষ্টক। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, কি কারণে? ঋষি কহিলেন, আমি একদা এই অষ্টকের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। ইনি আমাকে রথারোহণে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে আমি দেখিলাম, নানাবর্ণে বিবিক্ত সহস্র সহস্র গো রহিয়াছে। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সমস্ত গো কাহার? ইনি কহিলেন, আমি এই সকল গো উৎসর্গ করিয়াছি। এইরূপ বলাতেই ইঁহার আপনাআপনি শ্লাঘা করা হইল; সেই জন্য ইনি পতিত হইবেন। পরে তাঁহারা কহিলেন, সম্প্রতি আমরা তিন জনেই যাইব, তন্মধ্যে কে পতিত হইবে? ঋষি কহিলেন, প্রতর্দ্দন। তিনি কহিলেন, কি কারণে? ঋষি কহিলেন, আমি এই প্রতর্দ্দনেরও গৃহে গিয়াছিলাম। ইনি আমাকে লইয়া রথে প্রবহণ করিতেছেন, এই সময়ে একব্রাহ্মণ ইঁহার নিকট এই বলিয়া যাচ্ঞা করিলেন যে, আপনি আমাকে একটি অশ্ব দিউন। ইনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আমি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, সত্বর প্রদান করুন। ইনি, ব্রাহ্মণকে শীঘ্র দেওয়া উচিত, এই বলিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রথচক্র-সন্নিহিত অশ্বটি প্রদান করিলেন। পুনর্ব্বার অন্য এক ব্রাহ্মণ অশ্বার্থী হইয়া আগমন করিলেন। তাঁহাকেও সেইরূপ বলিয়া বামপার্শ্বস্থ রথচক্র সন্নিহিত অশ্বটি প্রদান করিয়া গমন করিলেন। পুনরপি অন্য এক ব্রাহ্মণ অশ্বার্থী হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অগ্রভাগের বামপার্শ্বের অশ্বটি মোচন করিয়া প্রদান করিলেন। পরে পুনর্ব্বার অন্য এক অশ্বার্থী ব্রাহ্মণ আসিলে তাঁহাকে কহিলেন, আমি প্রত্যাগত হইয়া দিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, শীঘ্র প্রদান করুন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে অবশিষ্ট অশ্বটি প্রদানপূর্ব্বক রথধুর স্বয়ং গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত আর কিছুই নাই যে, তাঁহারা চাহিবেন। ইনি দান করিলেন, কিন্তু অসূয়া বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই অসূয়া-কথন দ্বারা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইবেন। পরে এক রাজা কহিলেন, আমরা দুইজনে স্বর্গত হইব, তন্মধ্যে কে পতিত হইবেন? ঋষি কহিলেন, বসুমনা। তিনি কহিলেন, কি কারণে? ঋষি কহিলেন, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে বসুমনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন পুষ্পরথের প্রয়োজনার্থ স্বস্তিবাচন হইতেছিল। আমি বসুমনার সমীপস্থ হইলাম, পরে ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচিত হইলে তাঁহাদিগকে রথ দর্শিত হইল। আমিও সেই রথের প্রশংসা করিলে রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি রথের প্রশংসা করিলেন, এই রথ আপনারই। অনন্তর পুনরায় আমি কোন সময়ে রথপ্রয়োজনে উপস্থিত হইয়া কহিলাম, ইহা উত্তম হইয়াছে। রাজা কহিলেন, এই রথ আপনারই। পুনরপি তৃতীয় বার রথের স্বস্তিবাচন করিলাম। তখনও রাজা

ব্রাহ্মণগণকে রথপ্রদর্শন করত আমাকে দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি পুষ্পরথের প্রশংসা সম্যক্‌রূপে করিয়াছেন। এইরূপে রথ প্রদানাজ্ঞা করিয়া বৃথা স্তব করা হেতু ইনি পতিত হইবেন। পরে কোন রাজা কহিলেন, আপনার সহিত একজন যাইবেন, তন্মধ্যে কে পতিত হইবেন? নারদ কহিলেন, শিবি স্বর্গে যাইবেন, আমি পতিত হইব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণ কি? নারদ কহিলেন, আমি শিবির সদৃশ নহি, যেহেতু একদা এক ব্রাহ্মণ শিবির সমীপে সমাগত হইলেন এবং কহিলেন, শিবি! আমি অন্নার্থী। শিবি তাঁহাকে কহিলেন, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, বৃহদ্গর্ভ নামে যে তোমার এই পুত্র আছে, ইহাকে বিনষ্ট করিয়া সংস্কারপূর্ব্বক অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে। তদনন্তর রাজা পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাহার মাংস বিধিবৎ সংস্কারপূর্ব্বক পাক সমাপনান্তে পাত্রে রক্ষা করিয়া মস্তকোপরি গ্রহণপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া নগর প্রবেশ করিয়া আপনার গৃহ, ধনাগার, আয়ুধাগার, অশ্বশালা ও হস্তিশালা দগ্ধ করিতেছেন। এই সমাচার শ্রবণ করিয়াও শিবির মুখবর্ণ বিকৃত হইল না। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কিছু কহিলেন না; প্রত্যুত বিস্ময়ে অধোমুখ হইলেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করণার্থ কহিলেন, হে ভগবন! ভোজন করুন। পরে ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তুমিই ইহা ভোজন কর। রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ স্বস্থচিত্তে সমাদর সহকারে কপালপাত্র উত্তোলনপূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ রাজার হস্ত ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, ব্রাহ্মণার্থ আপনার কিছুই অপরিত্যজ্য নাই, এই বলিয়া সেই মহাভাগ রাজাকে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর রাজা নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, দেবকুমারের ন্যায় অলঙ্কৃত পুণ্যগন্ধান্বিত সেই পুত্র অগ্রে রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ সেই সকল কার্য্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতা সেই ব্রাহ্মণবেশে শিবি রাজর্ষির পরীক্ষার্থ আগত হইয়াছিলেন। তিনি তিরোহিত হইলে অমাত্যেরা রাজাকে কহিল, আপনি সকলই অবগত আছেন, অতএব কি মানসে এইরূপ কর্ম্ম করিলেন? শিবি কহিলেন, আমি যশ, অর্থ কি ভোগভিলাষ হেতু ইহা প্রদান করি নাই। ইহা পাপানুগত পথ নহে, এই হেতুই আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিয়া থাকি। সাধুরা যে পথে অবস্থিতি করেন, সেই পথই প্রশস্ত; আমার মন, সেই প্রশস্ত পথেই প্রবৃত্ত হয়। আমি শিবি রাজার এই মহাসৌভাগ্য অবনিমিত্তই তাহা যথাবৎ কহিয়াছি।

সপ্তনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঋষিগণ ও পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার অপেক্ষা অন্য কেহ কি চিরজীবী আছেন? মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজর্ষি থাকেন। তাঁহার পুণ্য ক্ষয় হইলে তিনি ত্রিদিব হইতে প্রচ্যুত হইয়া 'আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইল' বলিয়া মৎসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, আপনি আমাকে জানেন? আমি তাঁহাকে কহিলাম, আমরা একস্থানে অবস্থান করি না, আমাদিগের তীর্থ পর্য্যটনেই কালাতিপাত হইয়া থাকে, পুণ্যকার্য্যে ব্যাকুলতা হেতু আপনার অর্থানুষ্ঠানও প্রত্যভিজ্ঞাত নহি এবং কৃচ্ছ্র উপবাসাদি জন্য দেহোপতাপ হেতু আপনার অর্থানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইতে পারি না; সুতরাং আপনাকে জানিবার সম্ভাবনা নাই। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তোমা হইতে অন্য কেহ চিরজীবী আছেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম, প্রাবারকর্ণ নামে এক উলূক আছে। সে হিমালয়ে বসতি করে। সে আমা হইতে চিরজীবী। সে যদি আপনাকে জানে, বলা যায় না। যথায় উলূক বাস করে, সেই হিমাচলের পথ এখান হইতে প্রকৃষ্ট। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্ব হইয়া, যে স্থানে উলূক আছে, তথায় আমাকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। পরে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন উলূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে জান, উলূক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, আমি আপনাকে জানি না। উলূক ইন্দ্রদ্যুম্নকে এইরূপ বলিলে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন পুনরায় উলূককে কহিলেন, তোমা অপেক্ষা কেহ চিরজীবী আছে? ইন্দ্রদ্যুম্ন উলূককে এরূপ কহিলে, সে ইন্দ্রদ্যুম্নকে কহিল, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে; তাহাতে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করিয়া থাকে। সে আমা অপেক্ষা চিরজীবী; আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে ও উলূককে লইয়া সেই সরোবরে গমন করিলেন, যেখানে নাড়ীজঙ্ঘ বক ছিল। আমরা সেই বককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান? সে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে অভিজ্ঞাত নহি। তদনন্তর তাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমা অপেক্ষা অন্য কেহ চিরজীবী আছে? সে আমাদিগকে কহিল, অকূপার নামে এক কচ্ছপ আছে; সে এই সরোবরে বাস করে। সে আমা হইতে চিরজীবী। সে যদি এই রাজাকে কোন প্রকারে জ্ঞাত থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। পরে সেই বক অকূপার কচ্ছপকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিকট কোন বিষয় জানিতে আমাদিগের অভিপ্রায় আছে; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে আগমন কর। ইহা শুনিয়া কচ্ছপ সেই সরোবর হইতে উঠিয়া, যথায় আমরা ছিলাম, সেইস্থানে আসিল। কচ্ছপ সেই সরসীতীরে আগত হইলে আমরা তাহাকে কহিলাম, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান? সে মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া বাষ্পপূর্ণ-নয়ন, উদ্বিগ্ন-হৃদয়, বিসংজ্ঞ-কল্প ও বেপমান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, কি আমি ইহাঁকে জানি না? ইনি যজ্ঞস্থলে সহস্র বার যূপ সংস্থাপিত করিয়াছেন। আমি যে এই সরোবরে বাস করিতেছি, এই সরোবর ইহাঁর দক্ষিণাদত্ত গোযূথের চক্রমণে উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ! আমরা কচ্ছপের এই সকল কথা শ্রবণ করিলে পর দেবলোক হইতে দেবরথ প্রাদুর্ভূত হইল এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইল যে, হে রাজন্! তোমার নিমিত্ত স্বর্গ প্রস্তুত; তুমি যথোচিত স্থানে আগমন কর। তুমি কীর্ত্তিমান্ রাজা, অতএব অনাকুলচিত্তে স্বর্গ প্রাপ্ত কর। এ স্থলে এই কয়েকটি শ্লোক আছে যে, পুণ্য-কর্ম্মের ধ্বনি দ্যুলোক ও

ভূলোক স্পর্শ করে। মনুষ্যের যাবৎকাল সেই শব্দ থাকিবে, তাবৎকাল তিনি স্বর্গস্থ বলিয়া কথিত হন। লোকমধ্যে যে কোন প্রাণীর অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হয়, সে ব্যক্তিকে, যাবৎকাল সেই অকীর্ত্তিসূচক শব্দ কীর্ত্তিত হয়, তাবৎকাল অধম লোকে পতিত থাকিতে হয়, এই হেতু মনুষ্য অনন্তকালের নিমিত্ত সর্ব্বদা কল্যাণ-চরিত্র হইবে এবং পাপিষ্ঠ চিত্ত পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকেই আশ্রয় করিবে। ইহা শুনিয়া সেই রাজা কহিলেন, যে পর্য্যন্ত এই দুই বৃদ্ধকে স্ব স্ব স্থানে উপনীত না করি, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। ইহা বলিয়া তিনি আমাকে ও প্রাবারকর্ণ উলূককে যথাস্থানে উপনীত করিয়া সেই স্থানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যথোচিত স্থানে গমন করিলেন। মহারাজ! আমি চিরজীবী, এই প্রযুক্তই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণকে এই সকল কথা বলিলে, পাণ্ডবেরা কহিলেন, আপনি স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বস্থানে প্রতিপাদিত করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। পরে মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবকীপুত্র কৃষ্ণও নরক-নিমগ্ন রাজর্ষি নৃগকে সেই কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গগত করিয়াছেন।

অষ্টনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গ-প্রতিপাদনের ইতিবৃত্ত মহাভাগ মার্কণ্ডেয়সকাশে শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! পুরুষ কীদৃশ অবস্থাতে দান করিলে ইন্দ্রলোক অনুভব করিতে পারে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন। গার্হস্থ্যাশ্রমে ও বাল্য, যৌবন বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় যেরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাও কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মনুষ্যের বৃথা জন্ম চারি প্রকার এবং বৃথা দান ষোড়শ প্রকার। অপুত্রের জন্ম বৃথা; ধর্ম্মবহিষ্কৃত ব্যক্তির জন্ম বৃথা; যে জন পরপাকে ভোজন করে, তাহার জন্ম বৃথা এবং যাহারা আপনার নিমিত্তই পাক করে—দেবতা, অতিথিকে না দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করে, তাহাদিগেরও জন্ম বৃথা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল, পরে তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, এমত ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায় এবং অন্যায়পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া যদি তাহা দান করা হয়, তাহা বৃথা। গুরুকে দান করিলেও তাহা বৃথা হয়, যেহেতু সে দান নিরুপাধি হয় না এবং পতিত, তস্কর, মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, গ্রাম-যাজক, বেদ-বিক্রেয়ী, শূদ্রের পাচক, ব্রহ্মবন্ধু, বৃষলীপতি, স্ত্রীলোক, সর্পক্রীড়ক ও পরিচারককে দান করিলে সে দানের প্রকৃত ফল হয় না। অতএব এই ষোড়শ প্রকার বৃথা দান বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে মনুষ্য অজ্ঞানাবৃত হইয়া ভয় বা ক্রোধ হেতু দান করে, সে তাহার ফল গর্ভস্থিত হইয়া ভোগ করে। তদ্ভিন্ন অপর কোন গর্হিত দান দ্বিজাতিদিগকে সম্প্রদান করিলে তাহা বার্দ্ধক্যাবস্থায় ভোগ করে; অতএব যাহাতে স্বর্গপথ বিজয়ী হইতে পারে, এমত মানসে সকল অবস্থাতেই দ্বিজাতিগণকে সকল বস্তু দান করিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিপ্রগণ, সমস্ত চতুর্ব্বর্ণের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হন, পরন্তু তাঁহারা কি বিশেষ উপায় দ্বারা আপনাকে ও অপরকে উত্তারণ করেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাঁহারা জপ, মন্ত্র, হোম ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা বেদময়ী তরণি করিয়া উত্তারণ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে, তাহার প্রতি দেবতারা তুষ্ট হন। মনুষ্য ব্রাহ্মণের বচনেই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! তোমার শরীর শ্লেষ্মাদিদ্বারা ব্যাপ্ত, ম্রিয়মাণ ও জড়স্বরূপ হইলেও তুমি যখন পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতেছ, তখন অনন্ত লোক প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। মনুষ্য পুণ্য ও স্বর্গবাসনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে। বিশেষত শ্রাদ্ধকালে যত্নসহকারে অভিশপ্ত ও পতিত ভিন্ন বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে এবং বিকৃতবর্ণ, কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী, কুণ্ড, গোলক ও ক্ষত্রিয়-বৃত্তিজীবীদিগকে পরিবর্জ্জন করিবে। শ্রাদ্ধ নিন্দিত হইলে, যেমন অগ্নি ইন্ধন দহন করে, তদ্রূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে দাহ করিয়া থাকে। যে যে ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহারা মূক, অন্ধ, বধির বা অন্য কোনরূপে বিকৃতাঙ্গ হইলেও তাহাদিগকে বেদপারগ বিপ্রদিগের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিয়োগ করিবে। হে যুধিষ্ঠির! যাহাকে প্রতিগ্রহ প্রদান করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর। যে শক্তিমান্ ব্রাহ্মণ আপনাকে ও প্রদাতাকে উদ্ধার করিতে পারেন, সর্ব্বাগমবেত্তা পুরুষ সেই দ্বিজকে দান করিবেন। যিনি দাতাকে ও আপনাকে তারণ করিতে পারেন, তিনিই শক্তিমান্। দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিত্রয়ের যাদৃশ তৃপ্তি অতিথি-ভোজনে হয়, ঘৃতাহুতি, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারাও তাদৃশ তৃপ্তি হয় না; অতএব হে পার্থ! তুমি সর্ব্বপ্রকার যত্নপূর্ব্বক অতিথিভোজন করাইতে যত্নশীল হও। হে রাজন্! যাহারা অতিথিকে পাদোদক, পাদমর্দ্দনার্থ ঘৃতাদি, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করে, তাহাদিগকে যমসমীপে গমন করিতে হয় না। দেবতার নির্ম্মাল্যাপনয়ন এবং দ্বিজের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গন্ধাদি দ্বারা পরিচর্য্যা ও গাত্রসংবাহন, ইহার মধ্যে এক একটি কার্য্য গোদান হইতেও অতিরিক্ত ফলদায়ক হয়। কপিলা দান করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই; অতএব শ্রোত্রিয়, দরিদ্র, অগ্নিহোত্রী, পুত্রদারাভিভূত গৃহস্থ, অনুপকরি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃতা কপিলা দান করিবে। হে ভরতেন্দ্র! এবংবিধ ব্যক্তিকে দান করা কর্ত্তব্য; পরন্তু সমৃদ্ধকে কোন প্রকারে দিবে না; সমৃদ্ধকে দান করিলে কি গুণ হইবে? এক ব্রাহ্মণকেই একটি গো দিবে; একটি গো কখন বহু ব্যক্তিকে দিবে না; যেহেতু গ্রহীতা ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক যদি সেই গো বিক্রীত হয়, তবে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কুল নষ্ট করে এবং দাতা ও গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে নিতান্তই পরিত্রাণ করে না। যে ব্যক্তি অশীতি রত্তিপরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রদান করে, তাহার নিশ্চয়ই শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদানের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি ধুরন্ধর বলবান্ বৃষ দান করে, সে সমস্ত দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং স্বর্গে গমন করে। যে ব্যক্তি বিদ্যা-সম্পন্ন বিপ্রকে ভূমি দান করে, তাহার মনোভিলষিত কামনা সকল অনুগামী হয়। পথিমধ্যে পথশ্রান্ত ক্ষীণ-কলেবর ধূলিধূসরিত-পদ পুরুষেরা অন্নদাতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে এবং অনেকে তাহাদিগকে অন্নদাতার কথা বলিয়া দিয়াও থাকে; ইহাতে যে বিজ্ঞ মনুষ্য তাদৃশ শ্রমার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে অন্নদাতার অন্ন প্রদানের কথা কহিয়া দেয়, সে অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, সংশয় নাই। অতএব হে পার্থ! তুমি সকল দান ত্যাগ করিয়া অন্ন দান কর, যেহেতু এই সংসারমধ্যে অন্নদানের তুল্য বিচিত্র

পুণ্য ফল অন্য কোন দানে দৃষ্ট হয় না। যে জন শক্তি-অনুসারে সংস্কৃত অন্ন বিপ্রকে দান করে, সে তদ্দ্বারা প্রজাপতি লোক প্রাপ্ত হয়। অন্ন হইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই, অতএব অন্নই বিশিষ্ট। অন্ন প্রজাপতি বলিয়া কথিত হইয়াছে; তাহাই সংবৎসররূপে অভিমত; এই সংবৎসরই যজ্ঞ। যজ্ঞেতেই সকল প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহা হইতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়; সেই হেতু সকল হইতে অন্নই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্রুত আছে। যাঁহারা বৃহৎ জলাশয়, বাপী, কূপ ও আশ্রয় স্থান উৎসর্গ ও অন্ন দান করেন এবং মধুর বাণী বলেন, তাঁহারা শমন-বাক্য শ্রবণ করেন না। যিনি ধান্য ও শ্রমোপার্জ্জিত বিত্ত সুশীল বিপ্রকে প্রদান করেন, তাঁহার প্রতি বসুন্ধরা সন্তুষ্টা হন এবং ধনধারা বিমুক্ত করেন। প্রথম অন্নদাতা, তদনন্তর সত্যবাদী ও অযাচিতপ্রদাতা গমন করেন, কিন্তু এই তিন জনই তুল্য গতি প্রাপ্ত হন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত কৌতূহলান্বিত হইয়া পুনরপি মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! যম লোক হইতে নরলোকের পথের অন্তর কীদৃশ, তাহার পরিমাণ কি, কি প্রকারই বা তাহা এবং কি উপায়েই বা পুরুষেরা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়, ইহা আমার নিকট বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য নরপাল! তোমার এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুহ্যতম, পবিত্র, ঋষিসংস্তুত ও ধর্ম্মজনক; আমি তোমার নিকট ইহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! যমলোক ও মানুষ-লোকের অভ্যন্তর পথ ষড়শীতি সহস্র যোজন পরিমিত। উহা আকাশময় জলহীন ভয়ানক দুর্গম পথ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় বৃক্ষচ্ছায়া, কি পানীয়, কি আশ্রয়স্থল নাই যে, তাহাতে পথশ্রান্ত পুরুষেরা শ্রান্তি দূর করে। যমের আজ্ঞাকারী দূতেরা বলপূর্ব্বক কি নর, কি নারী, কি অন্য কেহ, পৃথিবীস্থ প্রাণিমাত্রকেই সেই পথ দিয়া লইয়া যায়। হে পার্থিব! যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রকৃষ্ট ঘোটকাদি নানারূপ বাহন দান করে, তাহারাই তদ্দ্বারা সেই পথ অতিক্রম করে। ছত্রদাতা ছত্র দ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে। অন্নদাতা তৃপ্ত হইয়া গমন করে, অন্ন দান না করিলে তথায় অতৃপ্ত হইয়াই যাইতে হয়। বস্ত্রদাতা বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গমন করে। বস্ত্র দান না করিলে বিবস্ত্র হইয়া যাইতে হয়। হিরণ্যদাতা অলঙ্কারভূষিত হইয়া এবং ভূমিদাতা সর্ব্বকামনা-পরিপূর্ণ হইয়া সুখে গমন করে। শস্যদাতা অপ্রাপ্ত ক্লেশে গমন করে। গৃহদাতা বিমানারূঢ় হইয়া সুখে যাত্রা করে। জলদাতা অতৃষিত হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে চলিয়া যায়। দীপদাতা পথকে দ্যোতিত করিয়া সুখে যাইতে থাকে। গোপ্রদাতা সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুখে গমন করে এক মাস উপবাসী ব্যক্তিরা হংসযুক্ত বিমানারোহণে ও ষষ্ঠরাত্র উপবাসী ব্যক্তিরা ময়ূরযোজিত বিমানারোহণে গমন করে। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি এক ভক্ত দ্বারা ত্রিরাত্র যাপন করে এবং তন্মধ্যে আর ভোজন না করে, তাহার অনাময় লোকে গতি হয়। জলের এই দিব্য গুণ আছে যে, তাহা প্রেতলোকে সুখাবহ হইয়া থাকে; যাহারা উহা দান করে, তাহাদিগের নিমিত্ত পুষ্পোদকা নাম্নী নদী বিহিতা হয়; তাহারা সেই নদীর অমৃতোপম শীতল সলিল পান করে এবং যাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা, তাহাদিগের পক্ষে সেই নদীতে পূয় বিহিত হয়; মহারাজ! সেই নদী এইরূপ সর্ব্বকাম প্রদান করিতে পারে। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও যথাবিধি এই সকল ব্রাহ্মণকে পূজা কর। যাহারা পথশ্রমে ক্ষীণ-দেহ ও পথের ধূলায় ধূসরিতাঙ্গ হইয়া অন্নদাতাকে জিজ্ঞাসা করে ও ভোজনাশয়ে গৃহে আগমন করে, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, তিনিই অতিথি, তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অনুগামী হন। তিনি পূজিত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রীত হন এবং তিনি অপূজিত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরাশ হইয়া যান। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও যথাবিধি তাঁহাকে পূজা করিবে। এই তোমাকে শত শত প্রকার কহিলাম; এখন আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিভু ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মসমাশ্রিত পুণ্য কথা কহিলে আমি তাহা পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপ! আমি অপর, ধর্ম্মবিষয়ক নিত্য সর্ব্বপাপবিনাশক প্রস্তাব কহিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে কপিলাদানে যে ফল হয়, বিপ্রবৃন্দের পাদধাবনে সেই ফল হয়। যে কাল পর্য্যন্ত দ্বিজপাদোদকে অবনী আর্দ্রীভূতা থাকেন, তাবৎকাল পিতৃগণ পুষ্কর পর্ণ দ্বারা জল পান করেন। অতিথিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি, আসন প্রদান করিলে ইন্দ্র, পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে পিতৃগণ এবং অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি পরিতৃপ্ত হন। যে সময়ে গবী বৎস প্রসব করে, বৎসের পদ ও মস্তক দৃশ্যমান হয়, সেই সময়ে সংযতচিত্ত হইয়া সেই গো দান করিবে। যে সময়ে বৎস, যোনি হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যগত হয়, প্রসব সমাপন না হয়, সেই সময়ে সেই প্রসবকারিণী গোকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে অর্থাৎ তৎকালে সেই গো দান করিলে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়। যিনি কৃষ্ণবর্ণ ধেনুকে সুবর্ণনাসা, উৎকৃষ্ট খুর ও সর্ব্ব রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া তিল দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক দান করেন, তিনি, সেই গো ও বৎসের যাবৎসংখ্যক লোম থাকে, তাবৎপরিমিত সহস্র যুগ স্বর্গ লোকে মহীয়মান হন। হে ভারত! যিনি প্রতিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার সাধুকে দান করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমধিক ফল লাভ করেন; তাঁহার গিরিগুহা বন কানন সমুদ্রের সহিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্না পৃথিবী দান করা হয়, সংশয় নাই। যে বিপ্র জানুমধ্যে ভুজদ্বয় রক্ষা ও ভোজনপাত্র ধারণপূর্ব্বক মৌনী হইয়া ভোজন করেন, তিনি দুরদৃষ্ট হইতে উত্তারণ করিতে সক্ষম হন; এবং যে ব্রাহ্মণেরা মদ্য পান না করেন ও অপর কেহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের কোন দোষ আছে বলিয়া কীর্ত্তন না করেন এবং যাঁহারা সংহিতা পাঠ নিত্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তারণে সক্ষম হন। যে কিছু হব্য কব্য, তৎসমস্তের যোগ্য পাত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ; যে প্রকার জ্বলিতাগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে অব্যর্থ হয়, সেই প্রকার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দান অব্যর্থ হইয়া থাকে। বিপ্রগণের মন্যুই অস্ত্র, তাঁহারা শস্ত্র যুদ্ধ করেন না; যেমন বজ্রপাণি ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বিনাশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা মন্যু দ্বারা বিনাশ করেন। হে বিশুদ্ধশীল! এই ধর্ম্মাশ্রিত কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। নৈমিষারণ্যবাসী মুনিরা ইহা শুনিয়া, প্রীত, শোক-ভয়-

ক্রোধ-রহিত ও বীতপাপ হইয়াছেন। হে রাজন্! মানবেরা এই সংসারে এই কথা শ্রবণ করিলে আর তাহাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধার্ম্মিকবর মহাপ্রাজ্ঞ! এমন কি শৌচ আছে, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শুদ্ধ থাকেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যিনি বাক্য-শৌচ, কর্ম্ম-শৌচ ও জল-শৌচ এই ত্রিবিধ শৌচে সমুপেত হন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ বেদমাতা পাবনী দেবী গায়ত্রীর ও সায়ং প্রাতঃকালে সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি ঐ দেবী কর্ত্তৃক বিগত-পাপ হইয়া সসাগর ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াও বিষাদ প্রাপ্ত হন না। অন্তরীক্ষস্থ যে সকল সূর্য্যাদি গ্রহ ইহার বিগুণ থাকেন, তাঁহারা সৌম্য ও শুভ হইয়া অতীব শিবদায়ক হন এবং মহাকায় দারুণ ভয়ঙ্কর-রূপ রাক্ষস সমস্তও সেই অনুগত দ্বিজোত্তমকে পরিভব করিতে সক্ষম হয় না। ব্রাহ্মণেরা জ্বলিতাগ্নি-তুল্য; তাঁহাদিগের অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহে দোষ হয় না। মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ বেদ-রহিত কি বেদবিৎ কি প্রাকৃত কি সংস্কৃত, যাহাই হউন না কেন, তাঁহাদিগের অবমাননা কর্ত্তব্য নয়; তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বোধ করিবে। যে প্রকার শ্মশানে দীপ্তশিখ অগ্নি দূষ্য হয় না, সেই প্রকার, ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ই হউন কিংবা অবিদ্বান্ হউন, তিনি মহৎ ও দেবতাস্বরূপ। নগরসকল যদি প্রাকার, পুর, দ্বার ও পৃথক্ পৃথক্ প্রকার প্রাসাদেও সমন্বিত হইয়া ভূষিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ-হীন হইলে শোভা পায় না। হে নৃপ! যেখানে বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন সচ্চরিত্র জ্ঞানবন্ত তপস্বী বিপ্রগণ থাকেন, তাহার নামই নগর। হে পার্থ! গোষ্ঠ কি অরণ্য, যে স্থানে বহুশ্রুত ব্রাহ্মণেরা থাকেন, পণ্ডিতেরা সেই স্থানকেই নগর বলিয়াছেন এবং তাহা তীর্থস্থান হয়। রক্ষক ভূপতি ও তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিমুখে গমন ও তাঁহাদিগকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বুধগণ পুণ্যতীর্থে অভিষেচন, পবিত্র নাম কীর্ত্তন ও সাধুর সহিত সম্ভাষণ প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুগণ সদা সাধু-সংসর্গ দ্বারা পূত সুভাষিত বাক্যরূপ বারি দ্বারা আপনাকে পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ করেন। যদি স্বকীয়ভাব নির্ম্মল না হয়, তবে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌনব্রত, জটাভার ধারণ, মুণ্ডন, বল্কল বা অজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা, তীর্থাভিষেচন, অগ্নিহোত্র, বনে বাস ও শরীর-শোষণ, এ সকলই মিথ্যা হয়। বিষয় বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে চক্ষুরাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের উপভোগ দুষ্কর নহে, পরন্তু অনুপভোগ রূপ অমৃতত্বই দুষ্কর, যেহেতু তাহা অনায়াস-সম্পাদ্য নহে; কেননা ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিকারী মন দুর্জ্জেয়; অতএব যাঁহারা মন, বুদ্ধি, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মাদিগেরই তপস্যা করা হয়; শরীর শোষণ করিলেই যে তপস্যা হয়, এমত নহে। যাহার পুত্র ভার্য্যাদির প্রতি দয়া নাই, সেই ব্যক্তি নির্ম্মলদেহ হইলেও নিষ্পাপ হইতে পারে না; কেন না সেই নির্দ্দয় ভাবই তাহার তপস্যার হিংসা; অতএব সংসার ভোগ ত্যাগ করিলেই যে তপস্যা হয়, এমত উক্ত হয় নাই। যিনি নিত্য শুচি, অলঙ্কৃত ও যাবজ্জীবন দয়াবান্ হইয়া গৃহে অবস্থান করেন, তিনিই মুনি; তিনিই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। অনশনাদিদ্বারা পাপকর্ম্ম পবিত্র হয় না, কিন্তু মাংসশোণিতলিপ্ত শরীরই বিষণ্ণ হয়। ভাবশূন্য দেহী অজ্ঞাত কর্ম্ম করিয়া ক্লেশ মাত্রই ভোগ করে, পাপহীন হইতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে অগ্নি পাপ কর্ম্মকে দগ্ধ করে না। মনুষ্যেরা অনশন ব্রতাদি করিয়া বাক্শুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, কায়শুদ্ধি ও দয়া প্রভৃতি পুণ্যদ্বারাই পবিত্র ও প্রব্রজিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন; নতুবা কেবল ফল মূল ভক্ষণ, মৌনব্রত, বায়ু-ভক্ষণ, শিরোমুণ্ডন, গৃহত্যাগ, জটাধারণ, স্থণ্ডিলশয়ন, নিত্য অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা, উদক প্রবেশ, ধরাশয়ন, এ সকল দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত পুণ্যাত্মারাই জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা জরা মরণ ব্যাধি হইতে প্রহীণ হইয়া উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। যে প্রকার অগ্নি-দগ্ধ বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান-দগ্ধ ক্লেশের সহিত আত্মা আর পুনঃ সংযুক্ত হন না। কাষ্ঠকুড্য সদৃশ এই জড় শরীর আত্মা বিহীন হইলে সাগর ফেনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যিনি এক বা অর্দ্ধ শ্লোক দ্বারা যখন সর্ব্বভূতাশয় আত্মাকে লাভ করেন, তখন তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন ক্ষীণ হইয়া যায়। কেহ কেহ শ্লোকপদান্বিত শত শত সহস্র সহস্র অক্ষর মধ্যে দুইটি অক্ষর হইতে অভিসন্ধান করিয়া আত্মাকে লাভ করেন; প্রত্যয়ই মোক্ষের লক্ষণ। জ্ঞানবিৎ বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, সংশয়াত্মা ব্যক্তির কি ইহলোক, কি পরলোক, কি সুখ, ইহার কিছুই নাই, প্রত্যয়ই মোক্ষের লক্ষণ। যিনি বেদের অর্থ জানিয়াছেন, তিনিই বেদের প্রয়োজন জ্ঞাত হইয়াছেন; যেপ্রকার মনুষ্য দাবাগ্নি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ সেই বেদার্থবিৎ ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব হে ভারত! তুমি শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি স্মৃতি আশ্রয় কর, শ্রুতিসিদ্ধ যুক্তি দ্বারা অদ্বিতীয় অক্ষর তত্ত্বের কামনা কর। যাহার শমাদি সাধনের বিপর্য্যয় হয়, তাহার তত্ত্ববুদ্ধি সুসিদ্ধ হয় না; অতএব অতি যত্নসহকারে পরমাত্মতত্ত্বকে বেদপূর্ব্বক জানিবে। পরমাত্মা বেদস্বরূপ; বেদ তাঁহার শরীর এবং বেদই তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হয়। কিন্তু সমস্ত বেদ যাঁহাতে প্রলীন হইয়া যায়, সেই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে জীবাত্মা সমর্থ হন না, পরন্তু সেই আত্মা বুদ্ধিসত্ত্বের বেদ্য হন। দেবগণের বেদোক্ত পরমায়ু, কর্ম্মের শুভফল ও দেহীদিগের প্রভাব জগতে যুগে যুগে ফলিয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রসাদ হেতু এই সকল পরিবর্জ্জিত করিবে, অতএব ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নিরোধরূপ যে অনশন, তাহাই দিব্য অনশন। অপিচ তপস্যা দ্বারা স্বর্গগমন, দান দ্বারা ভোগ এবং তীর্থস্নানে পাপক্ষয় হয়, কিন্তু জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাযশা যুধিষ্ঠির ইহা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আমার উত্তম দান-বিধি শ্রবণে ইচ্ছা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় [illegible] হে রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! তুমি যে দান ধর্ম্মের কথা শ্রবণে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা আমারও সর্ব্বদা গুরুতররূপে অভীষ্ট; অতএব শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত দান-রহস্য শ্রবণ কর। [illegible]! গজচ্ছায়াখ্য যোগবিশেষে অশ্বত্থপল্লববর্জ্জিত জলোপান্ত স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে দশ অযুত কল্প পর্য্যন্ত তাহার ফল ক্ষয়িত হয় না। কাহাকেও জীবন রক্ষার্থে অন্নাদি দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়। যিনি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া তাহার

অধিকারীকে বাস করান, তাঁহার সর্ব্ব যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়; এবং বিপরীত স্রোতোবাহিনী নদীরূপ তীর্থে উত্তম অশ্ব প্রদান করিলে তাহা অক্ষয়-ফলপ্রদ হয়। অতিথি অন্নার্থী হইয়া ইন্দ্ররূপে গৃহে আগমন করেন; তাঁহাকে অন্ন প্রদান করিলে ইন্দ্র অক্ষয় ফল প্রদান করেন। যে প্রকার মনুষ্য মহাধুর স্বরূপ দুরবগাহ্য জল-বিপ্লবে নৌকা দ্বারা মুক্ত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দাতাগণ মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হন। অপিচ ব্রাহ্মণকে যে কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই দধি-মস্তসদৃশ অক্ষয় হইয়া থাকে। বিশেষত, পর্ব্বতে দান দ্বিগুণ, ঋতু-বিশেষে দান দশ গুণ, বর্ষবিশেষ দান শতগুণ এবং বিষুবে দান অনন্ত ফলদায়ক বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। অয়ন, বিষুব ও ষড়শীতি সংক্রান্তিতে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে দান করিলে দাতা অক্ষয় ফল ভোগ করেন এবং পণ্ডিতেরা ইহাও বলিয়াছেন যে, ঋতুতে দশগুণ, ঋত্বয়নাদিতে শতগুণ ও রাহুদর্শন দিনে সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে; পরন্তু বিষুবেতে দান করিলে অক্ষয় ফলভোগ করে। হে রাজন্! ভূমি দান না করিলে ভূমি ভোগ করিতে পারে না এবং যান দান না করিলে যানারূঢ় হইয়া গমন করিতে পায় না। যে যে কাম্য বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই সেই কাম্য বস্তু ভোগ করিবে। অগ্নির অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং সূর্য্যের অপত্য গো; অতএব যে ব্যক্তি কাঞ্চন, গো ও ভূমি দান করেন, তাঁহার তিন লোক প্রদত্ত হয়। ত্রিলোকমধ্যে দান অপেক্ষা শাশ্বত ক্রিয়া আর কিছুই নাই, সুতরাং ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর কার্য্য আর কি আছে? অতএব বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্‌গণ জগতে দানকেই পরম প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঊনৈক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

### মার্কণ্ডেয়সমস্যা-প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভরত-প্রবর রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের সেইরূপ স্বর্গ প্রতিপাদন শ্রবণ করিয়া ঐ তপোবৃদ্ধ পাপলেশ-পরিশূন্য দীর্ঘায়ু ঋষিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজোত্তম! আপনি বহুবিধ রাজবংশ, চিরন্তন ঋষিবংশ এবং দেব দানব ও রাক্ষসদিগের বৃত্তান্ত, সমস্তই জানেন; ইহলোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই! হে মুনে! মনুষ্য, পন্নগ, রাক্ষস, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণের দিব্যা কথা সমস্ত আপনার জ্ঞাত আছে; অতএব হে দ্বিজসত্তম। আমি ইহা যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় অপরাজিত কুবলাশ্ব নামা ভূমিপতি স্বকীয় প্রসিদ্ধ নামের পরিবর্ত্তে কি নিমিত্ত ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে ভার্গবসত্তম! ধীমান্ কুবলাশ্বের নাম যে কারণে বিপর্য্যস্ত হয়, তাহা যথার্থ- আমার ইচ্ছা হইতেছে

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধুন্ধুমার সম্বন্ধীয় উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্ যুধিষ্ঠির! শ্রবণ কর! আমি ধুন্ধুমারের এই ধর্ম্মপূর্ণ উপাখ্যান তোমার নিকটে আহ্লাদ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহাতে অবহিত হও। হে মহীপতে! সেই ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব ধরণীশ্বর রাজা কুবলাশ্ব যেরূপে ধুন্ধুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শুন। হে কুরুনন্দন তাত যুধিষ্ঠির! উতঙ্ক নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন, কোন রমণীয় মরুভূমিতে তাঁহার আশ্রম ছিল। মহারাজ! ঐ বৈভব-সম্পন্ন উতঙ্ক বিষ্ণুর আরাধনেচ্ছু হইয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিলেন। তাহাতে ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ গোচর হইলেন। ঋষি দেখিবামাত্র বিনম্রভাবে তাঁহাকে বিবিধ স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, হে দেব! হে মহাদ্যুতে! সুরাসুর মানবগণ-সংকুলিত যাবতীয় প্রজাপুঞ্জ, স্থিতিশীল ও গতিশীল সমুদায় ভূতবর্গ, অধিক কি, বেদ-বক্তা ব্রহ্মা, বেদ ও বেদ্য, সকলেরই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ। হে দেব অচ্যুত! হে মধুসূদন! অন্তরীক্ষ তোমার মস্তক, দিবাকর ও শশধর তোমার নয়নযুগল, পবন তোমার নিশ্বাস, অগ্নি তোমার তেজ, দিক্ সকল তোমার বাহু, মহার্ণব তোমার কুক্ষি, পর্ব্বত-নিচয় তোমার উরুদ্বয়, আকাশ তোমার জঙ্ঘাযুগ, পৃথিবী-দেবী তোমার চরণ যুগল এবং ওষধি-সমুদায় তোমার লোমাবলি। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ, অসুরসঙ্ঘ ও মহোরগ সমস্ত বিবিধ স্তুতিদ্বারা স্তব করত বিনম্রভাবে তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে ভুবনপতে! সমস্ত ভূতনিবহ তোমা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতিমাত্র বীর্য্যসম্পন্ন যোগনিষ্ঠ মহর্ষিগণ তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন। তুমি সন্তুষ্ট থাকিলে জগৎ সুস্থ থাকে এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলেই মহদ্ভয় উপস্থিত হয়। হে পুরুষোত্তম! একমাত্র তুমিই ভয়সকলের অপনেতা। কি দেব, কি মানব, তুমিই সর্ব্বভূতের সুখাবহ। হে দেব! তুমি ত্রিবিধ বিক্রমণদ্বারা লোকত্রয় হরণ করিয়াছ এবং তোমা হইতেই সমৃদ্ধ অসুরদলের বিনাশ হইয়াছে। হে মহাদ্যুতে! তোমার বিক্রমেতেই দেববৃন্দ পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন; তুমি ক্রুদ্ধ হওয়াতেই দৈত্যেন্দ্রেরা পরাভূত হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব, তুমিই সমুদয় ভূতগণের স্রষ্টা ও সংহারক; তোমাকেই আরাধনা করিয়া দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে সুখে বর্দ্ধিত হন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাত্মা উতঙ্ক এইরূপে হৃষীকেশ বিষ্ণুর স্তব করিলে তিনি উতঙ্ককে কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। উতঙ্ক কহিলেন, আমি যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু শাশ্বত দিব্যপুরুষ হরিকে দর্শন করিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট বর। বিষ্ণু কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি তোমার নিস্পৃহতা ও ভক্তিতে তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, অতএব হে ব্রহ্মন্! তোমাকে অবশ্যই আমার নিকট বর লইতে হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতসত্তম! হরিকর্ত্তৃক এইরূপে বরগ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া উতঙ্ক কৃতাঞ্জলিপুটে বর যাচ্ঞা করিলেন; ভগবন্ পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমার বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্মে, সত্যে ও দমে নিরতা থাকে। হে ঈশ্বর! মদীয় চিত্তবৃত্তি প্রবাহ যেন তোমার প্রতিই নিরন্তর ভক্তিপ্রবণ হয়। ভগবান্ কহিলেন, হে দ্বিজ। আমার প্রসাদে তোমার এ সমস্তই হইবে; অধিকন্তু তোমার এরূপ একটি যোগ প্রতিভাত হইবে, যাহাতে যুক্ত হইয়া তুমি দেবতাদিগের এবং ত্রিলোকের মহৎকার্য্য সম্পাদন

করিবে। ধুন্ধু নামে একজন মহাসুর লোক-সমুদায়ের উৎসাদনার্থ ঘোরতর তপস্যা করিতেছে; যে ব্যক্তি তাহাকে বিনষ্ট করিবে, শ্রবণ কর। হে তাত! ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদশ্ব নামে বিখ্যাত একজন অপরাজিত বীর্য্যবান্ রাজা বসুন্ধরার অধিপতি হইবে। তাহার পুত্র কুবলাশ্ব নামে বিশুদ্ধ, শুচি ও দান্ত হইবে। হে বিপ্রর্ষে! সেই পার্থিবসত্তম মৎসম্বন্ধীয় যোগবল অবলম্বন করিয়া তোমার শাসনক্রমে ধুন্ধুমার হইবে। বিষ্ণু সেই বিপ্রকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিশততম-অধ্যায় সমাপ্ত

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! ইক্ষ্বাকুর মরণান্তে পরম ধর্ম্মাত্মা শশাদ এই পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যাতে রাজা হন। শশাদের উত্তরাধিকারী বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ। ককুৎস্থের সন্তান অনেনা। অনেনার আত্মজ পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব। বিশ্বগশ্বের আত্মজন্মা আর্দ্র। আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। তাঁহার আত্মজ শ্রাব। তৎপুত্র শ্রাবস্ত। সেই শ্রাবস্ত কর্ত্তৃক শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মিতা হয়। শ্রাবস্তের উত্তরাধিকারী মহাবল বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের অপত্য কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র। তাঁহারা সকলেই বিদ্যানিপুণ, বলশালী ও সুদারুণ। কুবলাশ্ব পিতার অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ! তদীয় পিতা বৃহদশ্ব সেই উত্তম ধর্ম্মনিষ্ঠ শৌর্য্যশালী কুবলাশ্বকে যথাসময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। শত্রুহন্তা ধীমান্ মহীপতি বৃহদশ্ব স্বকীয় রাজলক্ষ্মী পুত্রে সংক্রামিত করিয়া তপস্যার্থ তপোবনে যাত্রা করিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নরাধিপ! অনন্তর অমেয়াত্মা মহাতেজা দ্বিজোত্তম উতঙ্ক, রাজর্ষি বৃহদশ্বকে বনে প্রস্থান করিতে শুনিয়া সর্ব্বাস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য সেই নরোত্তমসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। উতঙ্ক কহিলেন, রাজন্! লোকের রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব আপনি তাহাই করুন; আপনার প্রসাদে আমরা নিরুদ্বিগ্ন হই। হে রাজন্! আপনি মহাত্মা; আপনা-কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলে পৃথিবী উদ্বেগ-শূন্যা হইবে; অতএব অরণ্যে গমন করা আপনার উচিত হয় না। এখানে প্রজাগণের পালনে যেরূপ মহান্ ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, অরণ্যে সেরূপ দেখা যায় না; অতএব আপনার ঈদৃশী বুদ্ধি যেন কদাচ না হয়। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বকালে রাজর্ষিরা প্রজাপালনে যেরূপ ধর্ম্ম করিয়াছিলেন, ঈদৃশ ধর্ম্ম আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রজারা রাজার সর্ব্বথা রক্ষণীয়; অতএব তাহাদিকে রক্ষা করা আপনার উচিত কর্ম্ম। হে পার্থিব! তাহা না করিলে আমি নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চর্য্যা করিতে সমর্থ হইব না। আমার আশ্রম-সমীপে সমতল নির্জ্জল প্রদেশে উজ্জালক নামে একটি বহু যোজন বিস্তীর্ণ ও বহু যোজন আয়ত সমুদ্র আছে। হে রাজন্! তথায় মধুকৈটভের পুত্র অমিত বিক্রমশালী মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত রৌদ্রস্বভাব ধুন্ধু নামে এক সুদারুণ দানবেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত হইয়া বাস করিতেছে। মহারাজ! আপনি তাহাকে নিহত করিয়া বনে গমন করুন। হে পার্থিব! সে ত্রিদশগণ ও অপর সমুদায় লোকের বিনাশ-নিমিত্ত লোক বিনাশার্থক দারুণ তপস্যা অবলম্বন করত শয়ান রহিয়াছে। হে রাজন্! সেই দানব, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ প্রভৃতি সমস্ত জীবলোকের অবধ্য হইয়াছে; অতএব আপনার কল্যাণ হউক, আপনি তাহাকে বিনষ্ট করুন। ইহা না করিয়া যেন অন্য বিষয়ে আপনার বুদ্ধি প্রবৃত্তা না হয়। তাহাকে নিহত করিতে পারিলে আপনি চিরস্থায়িনী মহতী স্থিরকীর্ত্তি লাভ করিবেন। হে রাজন্! বালুকামধ্যে অন্তর্হিত হইয়া শয়নাবস্থায় থাকিতে সেই নৃশংস দানবের প্রতিসংবৎসর বিগমে যখন নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হয়, তখন শৈল, বন ও কাননসংবলিতা অখিল বসুন্ধরা বিচলিতা হইতে থাকে। তাহার নিশ্বাস-পবনে মহান্ ধূলিরাশি অন্তরীক্ষ পথ আশ্রয় করিয়া সমুদ্ধূত হয়। সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিস্ফুলিঙ্গ জ্বাল ও ধূমপুঞ্জবিমিশ্রিত সুদারুণ ভূমিকম্প হইতে থাকে। তাহাতে আমি আপনার সেই আশ্রমে অবস্থান করিতে পারি না। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি লোকের হিতকামনায় তাহাকে বিনষ্ট করুন। সেই অসুর নিহত হইলে সমস্ত লোক সুস্থ হইবে। আমার বিবেচনায় আপনিই তাহার বিনাশ-সাধনে সমর্থ; বিশেষত বিষ্ণু স্বীয় তেজোদ্বারা আপনার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। হে মহীপতে! পূর্ব্বে বিষ্ণু আমাকে এই বর দিয়াছেন যে, যে মহীপতি সেই ঘোরমূর্ত্তি মহাসুরকে নিহত করিবে, তাহাতে বিষ্ণুসম্বন্ধীয় তেজ প্রবিষ্ট হইবে। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সেই মর্ত্ত্যলোক-সুদুঃসহ বিষ্ণুতেজ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ রৌদ্রপরাক্রম দৈত্যকে নিপীড়িত করুন। হে মহীপাল! বিষ্ণুতেজ ভিন্ন সামান্য তেজদ্বারা মহাতেজা ধুন্ধুকে বহুশত বৎসরেও নির্দ্দহন করিতে পারা যায় না।

ধুন্ধুমারোপাখ্যানে একাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! উতঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, সেই অপরাজিত রাজর্ষি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আপনার এই আগমন ব্যর্থ হইবে না। হে ভগবন্! কুবলাশ্ব নামে বিখ্যাত আমার যে এই পুত্রটি আছেন, ইনি অসামান্য ধৃতিমান্ ও ক্ষিপ্রকারী; পৃথিবীমণ্ডলে ইহাঁর তুল্য বীর্য্যবান্ পুরুষ কেহই নাই। পরিঘসদৃশ বাহুশালী শৌর্য্যসম্পন্ন স্বকীয় পুত্র সমুদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি আপনার এই প্রিয়কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি আমি শস্ত্রসকল বিসর্জ্জন করিয়াছি; অতএব আমাকে বিদায় প্রদান করুন। রাজর্ষি বৃহদশ্ব সেই অমিততেজস্বী মুনিকর্ত্তৃক "তাহাই হউক" এইরূপ উক্ত হইয়া, মহাত্মা উতঙ্কের কার্য্যসম্পাদনার্থ পুত্রকে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক উত্তম বনে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ তপোধন! এই মহাবীর্য্য দৈত্য কে, কাহার পুত্র, কাহারই বা পৌত্র, ইহা আমি জানিতে সমুৎসুক হইতেছি। হে ভগবন্! এরূপ মহাবল দৈত্যের কথা কখন আমার শ্রুতি-গোচর হয় নাই; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ তপোধন! এই বৃত্তান্তটি যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি বিস্তারক্রমে সমুদায় বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ নরপতে! যেরূপে এই বৃত্তান্তের সঙ্ঘটন হইয়াছিল, আমি বিস্তারক্রমে সমুদায় অবি-

কল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাভাগ ভরতর্ষভ! যোগসিদ্ধ মুনিগণ যাঁহাকে লোক-সৃষ্টিকর্ত্তা শাশ্বত অব্যয় সর্ব্বলোক-মহেশ্বর প্রভু বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সর্ব্বব্যাপী লোককর্ত্তা ভগবান্ অচ্যুত হরি, একার্ণবকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় লোক এবং যাবতীয় ভূতবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, জলমধ্যে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক অমিততেজস্বী শেষনাগের বিশাল ফণমণ্ডলোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ নাগভোগ দ্বারা এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করত শয়নাবস্থায় থাকিতে, ঐ দেবের নাভিমণ্ডলে সূর্য্যসম-প্রভান্বিত একটি দিব্য পদ্ম বিনিঃসৃত হইয়াছিল। সেই দিবাকরকান্তি-প্রতিম সরোরুহে মহাবল পরাক্রম, নিজ প্রভাবে দুরাধর্ষ, চতুর্ব্বেদস্বরূপ, চতুর্ম্মূর্ত্তি, চতুর্ম্মুখ, সাক্ষাৎ লোকগুরু পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। হে রাজন্! কিয়ৎ কালানন্তর মধু ও কৈটভ নামে নিরতিশয় বীর্য্যশালী দানবদ্বয় দেখিতে পাইল, কিরীট-কৌস্তুভধারী, পীতপট্টবাসা, শরীর তেজ ও কান্তি দ্বারা জাজ্বল্যমান, সহস্র সূর্য্য প্রতিম, অদ্ভুত দর্শন, মহাদ্যুতি প্রভু হরি বহুযোজন বিস্তীর্ণ ও বহুযোজন আয়ত নাগভোগরূপ দিব্য শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে মধু-কৈটভের সুমহান্ বিস্ময় জন্মিল। তাহারা অমিত-তেজস্বী নলিননিভ-লোচন পিতামহ ব্রহ্মাকে পদ্মোপরি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। মহাযশা ব্রহ্মা তাহাদের কর্ত্তৃক বহুবার বিত্রাস্যমান হওয়ায় কমল মৃণাল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে কেশব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পরে গোবিন্দ সেই বীর্য্যবত্তর দানবদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি এই কথা বলিলেন, হে মহাবল দানব-যুগল! তোমাদের শোভন আগমন হইয়াছে। তোমাদিগের প্রতি আমার প্রীতেছে; একারণ আমি তোমাদিগের উত্তম বর দিতেছি। মহারাজ! সেই মহাদর্পান্বিত মহাবল অসুরেরা উভয়ে মিলিত হইয়া হৃষীকেশ মধুসূদনের প্রতি হাস্য-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিল; হে দেব! আমরা বরপ্রদ হইতেছি, তুমিই আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। হে সুরোত্তম! আমরা তোমাকে বর প্রদান করিব, অতএব তুমি কোন বিতর্ক না করিয়া তাহা ব্যক্ত কর। ভগবান্ কহিলেন, হে বীরদ্বয়! বর গ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত বটে, অতএব আমি তাহা প্রতিগ্রহ করিতেছি। হে সত্যপরাক্রম দানবযুগল! তোমরা উভয়ে অসাধারণ বীর্য্যসম্পন্ন; তোমাদের পুরুষ আর বিদ্যমান নাই; একারণ আমি লোকহিতার্থ এই বর কামনা করিতেছি যে, তোমরা বধ্যত্ব প্রাপ্ত হও মধু-কৈটভ কহিল, হে পুরুষোত্তম! অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে আমরা পরিহাসস্থলেও কখন অনৃতবাক্য কহি নাই। সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে তুমি আমাদিগকে স্থিরনিষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় কর। বল, রূপ, সৌন্দর্য্য, শম, দম, ধর্ম্ম, তপস্যা, দান, শীল ও সত্ত্ব বিষয়েও আমাদিগের সমান পুরুষ আর বিদ্যমান নাই। হে কেশব! মহান্ উৎপাত আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; অতএব তুমি যাহা বলিলে, তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। হে দেব! আমাদিগের ইচ্ছানুযায়ী একটি বিষয় তোমাকে করিতে হইবে। হে সুরবরোত্তম বিভো! এই অনাবৃত আকাশে তুমি আমাদিগের বধ কর। হে সুলোচন! যাহাতে আমরা তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হই, ইহাও তোমাকে করিতে হইবে। হে সুরসত্তম! এই বরটি আমাদিগের অভিলষিত, ইহা অবধারণ কর। হে দেব! প্রথমে যাহা তুমি আমাদিগের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা যেন ব্যর্থ না হয়। ভগবান্ কহিলেন, ভাল, আমি এইরূপই করিব; এ সমস্তই হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেবপ্রবর মহাযশা মধুসূদন গোবিন্দ বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া যখন পৃথিবীতে, কি অন্তরীক্ষে অনাবৃত অবকাশ দেখিতে পাইলেন না, তখন স্বকীয় অনাবৃত উরুদ্বয় অবলোকনপূর্ব্বক তদুপরি তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা মধুকৈটভের মস্তকদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্ব্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ। মহাদ্যুতি ধুন্ধু সেই মধু কৈটভের পুত্র। ঐ মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত অসুর এক পদে দণ্ডায়মান, কৃশ ও শিরা-সমাকীর্ণ-কলেবর হইয়া মহতী তপস্যা করিয়াছিল। তাহাতে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাকে বরপ্রদানে উন্মুখ হইলে সে প্রভুর নিকটে এই বর প্রার্থনা করিল যে, "আমি যেন দেব, দানব, যক্ষ, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই; ইহাই আমার অভিলষিত বর।" পিতামহ তাহাকে কহিলেন, এইরূপই হউক, তুমি গমন কর। সে এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহার পদযুগল মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া গমন করিল। হে ভরতর্ষভ! সেই মহাবীর্য্য পরাক্রম ধুন্ধু বর লাভ করিয়া পিতৃ-বধ অনুস্মরণ করত দ্রুতগতি বিষ্ণু সমীপে চলিল এবং রোষপরবশ হইয়া দেব ও গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়া বিষ্ণুকে ও অন্যান্য দেবগণকে পুনঃপুনঃ অতিশয় পীড়া দিতে লাগিল। হে বিভো! পরিশেষে সেই দুষ্টাত্মা উজ্জালক বলিয়া প্রথিত বালুকাপূর্ণ সমুদ্র-সমীপবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে আসিয়া স্বীয় শক্ত্যনুসারে যতদূর হইতে পারে, সেই উতঙ্কাশ্রমের বাধা জন্মাইতে লাগিল। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহীপতে! সেই মধু-কৈটভের পুত্র ভীমপরাক্রম ধুন্ধু লোক-বিনাশার্থ তপোবল অবলম্বনপূর্ব্বক পাবকতুল্য-তেজস্বী উতঙ্কের আশ্রম সমীপে ভূগর্ভ-মধ্যে বালুকায় অন্তর্হিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সেইরূপে শয়ন করিয়া থাকে, এমন সময়ে মহীপতি রাজা কুবলাশ্ব উতঙ্ক বিপ্রের সহিত মিলিত হইয়া বলবাহন ও পুত্রগণসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ অরিমর্দ্দন নরপতি একবিংশতি সহস্র বলিষ্ঠ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যাত্রা করিলে পর, ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু লোকের হিতকামনায় উতঙ্কের নিয়োগক্রমে তেজোদ্বারা তৎশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপতির প্রয়াণান্তে গগনমণ্ডলে এইরূপ একটি মহান্ শব্দ হইল যে, "এই শ্রীমান্ অদ্য স্বয়ং অবধ্য হইয়া ধুন্ধুমার হইবে।" তৎকালে দেবতারা দিব্যপুষ্প দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সমাকীর্ণ করিলেন; দেব দুন্দুভি-সকল বাদিত না হইয়াও স্বয়ং নাদিত হইতে লাগিল; শীতল সমীরণ বহন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীকে ধূলিশূন্য করত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! যেস্থানে মহাসুর ধুন্ধু বিদ্যমান ছিল, তথায় অন্তরীক্ষে দেবগণের বিমান সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কৌতূহলান্বিত হইয়া কুবলাশ্ব ও ধুন্ধুর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন!

তৎকালে ধরণীশ্বর নরপতি কুবলাশ্ব নারায়ণ-তেজে বর্দ্ধিত হইয়া সেই স্থানে সত্বর গমনপূর্ব্বক পুত্রগণ দ্বারা অর্ণবের চতুর্দ্দিক্ খনন করাইতে লাগিলেন। সেই বালুকার্ণবে কুবলাশ্বের পুত্রেরা সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত খনন করিয়া মহাবল ধুন্ধুকে দেখিতে পাইল। হে ভরতর্ষভ! বালুকান্তর্হিত তদীয় ঘোরতর প্রকাণ্ড শরীর তেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান ছিল। মহারাজ! ধুন্ধু সাক্ষাৎ কালাগ্নিতুল্য-দ্যুতিবিশিষ্ট হইয়া সেই শরীরদ্বারা পশ্চিমদিক্ আবরণপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিল। হে রাজশার্দ্দূল! কুবলাশ্বের পুত্রেরা তাহাকে সর্ব্বদিকে বেষ্টন করিয়া তীক্ষ্ণশর, গদা, মুষল, পরিঘ, পট্টিশ, প্রাস, শাণিত বিমল খড়্গ-প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত প্রহার করিতে লাগিল। মহাবল দানব তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমুত্থিত হইল এবং রোষভরে তাহাদিগের সেই বিবিধ শস্ত্রজাত ভক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সে মুখ হইতে প্রলয়ানল-সদৃশ হুতাশন বমন করত স্বকীয় তেজোদ্বারা নরপতি কুবলাশ্বের সেই সমুদায় পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। হে রাজশার্দ্দূল! পূর্ব্বে প্রভাব-সম্পন্ন কপিলমুনি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া সগর-সন্তানদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন; এক্ষণে ধুন্ধুও ক্রুদ্ধ হইয়া লোক-সকলকে যেন বিপ্লাবিত করত মুখ-জাত অগ্নিদ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে সেইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিল। হে ভরতসত্তম! তৎকালে তাহারা কোপাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে মহাতেজা মহীপতি কুবলাশ্ব সেই অপর কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ মহাত্মা দানবের সন্নিহিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহার শরীর হইতে বহুল বারি বিনিঃসৃত হইল। তখন সেই বারিময় তেজ দৈত্যের বহ্নিময় তেজকে পান করিয়া ফেলিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! যোগযুক্ত রাজা কুবলাশ্ব যোগ-সম্ভূত বারিদ্বারা বহ্নিও নির্ব্বাণ করিলেন এবং সর্ব্বলোকের অভয় সম্পাদনার্থ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা সেই ক্রূরপরাক্রম দৈত্যকে দগ্ধ করিয়াও ফেলিলেন।

সেই মহামনা রাজর্ষি কুবলাশ্ব সুরশত্রুশত্রুহন্তা মহাসুরকে ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ করিয়া যেন অপর এক ত্রৈলোক্যপতি হইয়া উঠিলেন। ধুন্ধুর বধহেতু তৎকালে তিনি 'ধুন্ধুমার' এই নামে বিখ্যাত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। হে রাজন্! সেই সময়ে মহর্ষিগণ-সহিত ত্রিদশগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে "বর লও" এই কথা বলিলে, তিনি অতীব হৃষ্ট হইয়া প্রণতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তখন এইবাক্য কহিলেন যে, আমি যেন প্রধান বিপ্রগণকে বিত্ত দান করিতে পারি; শত্রুদিগের দুর্জ্জয় হই; বিষ্ণুর সহিত আমার যেন সখিতা হয়; ভূতবর্গের প্রতি বিদ্রোহ না থাকে; এবং নিরন্তর ধর্ম্মবিষয়ে রতি ও স্বর্গে অক্ষয় বাস হয়। সেই নরপতি এই প্রার্থনা করিলে পর দেবগণ, ঋষিগণ ও ধীমান্ উতঙ্ক প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'তাহাই হউক।" হে নরেন্দ্র! তদনন্তর দেব ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে বহুবিধ আশীর্ব্বচনে সম্ভাষণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে সুমহাভাগ ভরত-নন্দন যুধিষ্ঠির! তৎকালে ঐ মহীপতির দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্বনামে তিন পুত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহাদের হইতেই ইক্ষ্বাকু-সন্তান অমিততেজস্বী মহাত্মা রাজন্যগণের বংশ-পরম্পরা প্রসূত হইয়া আসিতেছে। হে সত্তম! এইরূপে মধু কৈটভের পুত্র মহাদৈত্য ধুন্ধু কুবলাশ্ব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল এবং নৃপতি কুবলাশ্বও সেই অবধি 'ধুন্ধুমার' এই গুণসংযুক্ত নাম দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাঁহার কর্ম্মদ্বারা ধুন্ধুমার সম্বন্ধীয় উপাখ্যান প্রথিত হয়, তাঁহার বৃত্তান্ত এই। মহারাজ! তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তৎসমুদায়ই তোমার নিকটে এই বর্ণন করিলাম। যে মানব বিষ্ণুর কীর্ত্তন-সংবলিত এই পুণ্যজনক আখ্যান শ্রবণ করে, সে ধর্ম্মাত্মা ও পুত্রবান্ হয়। পর্ব্বকালে শুনিলে আয়ুষ্মান্, ভূতিমান্ ও বিগতজ্বর হইয়া থাকে; সে নর কোন ব্যাধি-ভয় প্রাপ্ত হয় না।

ধুন্ধুমারোপাখ্যানে ত্র্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাদ্যুতি মার্কণ্ডেয়কে ধর্ম্মবিষয়ক সুদুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি স্ত্রীগণের উত্তম মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্ম ধর্ম্ম যথার্থরূপে বর্ণন করুন, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। হে বিপ্রর্ষিসত্তম ভৃগুনন্দন! সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, বহ্নি, পিতা, মাতা, গুরু এবং দেব-বিহিত অন্য যে কোন বস্তু, সকলই প্রত্যক্ষ দেবতারূপে দৃশ্যমান হইতেছেন। হে ভগবন! এই সমুদয় গুরুজনেরাই যেমন মাননীয়, সেইরূপ এক পত্নী রমণীরাও মানভাজন। হে সত্তম! পতিব্রতাদিগের প্রতি-শুশ্রূষা আমার নিকটে অতীব দুঃসাধ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে; অতএব হে প্রভো! আপনি পতিব্রতা স্ত্রীদিগের মাহাত্ম্য আমাদের নিকটে বর্ণন করুন। হে অনঘ! পতিব্রতা মহিলারা ইন্দ্রিয়-নিরোধ ও মনঃসংযমপূর্ব্বক পতিকে যে দেবতার ন্যায় চিন্তা করত শুশ্রূষা করেন, ইহা আমার অতিশয় দুষ্কর জ্ঞান হইতেছে। হে ভগবন্! মাতা পিতার প্রতি পুত্রগণের শুশ্রূষা এবং ভর্ত্তার প্রতি স্ত্রীগণের শুশ্রূষা উভয়ই দুষ্কর। হে বিপ্র! স্ত্রীদিগের মহাভয়ঙ্কর ধর্ম্ম অপেক্ষা আমি অন্য কোন দুষ্কর ধর্ম্ম দেখিতে পাই না। হে ব্রহ্মন্! সদাচার-সম্পন্ন মহিলাগণ সতত যত্নপরায়ণ হইয়া যে কর্ম্ম করেন, তাহা নিতান্তই দুঃসাধ্য; এবং পিতা মাতার প্রতি পুত্রেরা যাহা করে, তাহাও দুষ্কর। যে সকল রমণীরা এক মাত্র পতিপরায়ণা হয়, যাহারা কেবল সত্য বাক্যই বলে, যাহারা কাল-সংকৃত হইয়া দশ-মাস কাল উদরে গর্ভধারণ করে, তাহাদিগের সেই আচরণ অপেক্ষা অধিক অদ্ভুত বিষয় আর কি আছে? হে দ্বিজপুঙ্গব বিভো! রমণীরা পরম সংশয় ও অতুল্য বেদনা প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখে সন্তান প্রসব করে এবং অত্যন্ত স্নেহ-সহকারে তাহাদিগের প্রতিপালন করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! যাহারা সর্ব্বপ্রকার ক্রূরকর্ম্মে বর্ত্তমান ও ঘৃণাস্পদ হইয়াও সর্ব্বদা স্বকর্ম্ম সাধন করে, আমার বিবেচনায় তাহাদিগের কর্ম্মও অতি দুষ্কর। হে বিপ্র! নৃশংস কর্ম্মে মহাত্মাদিগের ধর্ম্ম অতি সুদুর্ল্লভ হয়; অতএব আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সম্যক্ আচরণও আমার নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন। হে প্রশ্নজ্ঞ-প্রবর সুব্রত-পরায়ণ ভগবন্ ভৃগুনন্দন! আপনার শুশ্রূষান্বিত হইয়া আমি এই প্রশ্নটি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সকল সুদুরূহ প্রশ্নের উত্তর আমি আহ্লাদ-পূর্ব্বক যথার্থরূপে তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। কেহ কেহ মাতাকে গুরুতরা বলিয়া মানে, অপরে পিতাকে গুরুতর মনে করে। মাতা

সন্তানগণকে বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি দুষ্ক কর্ম্মই করেন। পিতারাও তপস্যা, দেবতার পূজা ও বন্দন শীতোষ্ণাদি সহন এবং অভিচারাদি নানাপ্রকার উপায় দ্বা সন্তান কামনা করেন। হে বীর! এইরূপে তাঁহারা মহাক সুদুর্ল্লভ পুত্র পাইয়া সর্ব্বদা চিন্তা করেন যে, এ পুত্র কীদৃ হইবে? হে ভারত! পিতা ও মাতা উভয়েই পুত্রেতে য কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্ততি ও ধর্ম্মের প্রত্যাশা করেন; অতএব ( ব্যক্তি তাঁহাদের সেই আশা সফলা করেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ হে রাজেন্দ্র! পিতা মাতা যাঁহার প্রতি নিয়ত তুষ্ট থাকে তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে চিরন্তন কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম সঞ্চ হয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কোন যজ্ঞক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, কি উপবাস কিছুই কিছু নহে; পতির প্রতি যে শুশ্রূষা, তদ্দ্বারাই তাহা স্বর্গ জয় করে। হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমি এই প্রকরণ উপ লক্ষে পতিব্রতাদের নিয়ত ধর্ম্ম, প্রণিহিত-মানসে শ্রবণ কর।

পতিব্রতোপাখ্যানে চতুরধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! কৌশিক নামে কো দ্বিজাতিপ্রবর বেদাধ্যায়ী তপস্বী ধর্ম্মশীল তপোধন ছিলেন সেই দ্বিজসত্তম অঙ্গ ও উপনিষদ্ সহ বেদসমস্ত অধ্যয় করিতেন। কোন সময়ে তিনি এক বৃক্ষমূলে অবস্থিত হই বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন। সেই বৃক্ষের উপরিভাগে একটা বকী সংলীন ছিল। তৎকালে সে ঐ ব্রাহ্মণের উপরে পুরী বিসর্জ্জন করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহার অপকার চিন্তা করিলেন বলাকা সাতিশয় রোষপরীত বিপ্রকর্তৃক অপকার-চিন্তায় নিরী ক্ষিতা হইয়া ধরাতলে পতিতা হইল। ব্রাহ্মণ পতিতা বলা কাকে গতপ্রাণা ও অচেতনা দেখিয়া কারুণ্যবশত শোকসন্তপ্ত হইয়া তাহার প্রতি বিস্তর শোক করিলেন। 'হা আমি রোষ-মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া অকার্য্য করিলাম" বারংবা এই কথা বলিয়া সেই বিদ্বান্ ভিক্ষার্থ গ্রামে উপস্থিত হই লেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি গ্রামস্থ পবিত্রকুল-সমুদা বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বপরিচিত কোন গৃহস্থ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় "দাও' এই বলিয়া যাচ্ঞা করিলে গৃহস্বামিনী তাঁহাকে কহিলেন, "অবস্থান করুন।' হে রাজন্ অনন্তর কুটুম্বিনী যখন ভিক্ষাভাজন প্রক্ষালন করেন, এম সময়ে তাঁহার ভর্ত্তা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সহসা গৃহে প্রবেশ করি লেন। হে ভরতসত্তম! সেই অসিতেক্ষণা পতিব্রতা পতিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভর্ত্তার পাদ্য, আচমনীয় ও আসন প্রদান করিলেন এবং তৎপরে সুমধুর ভক্ষ্য ভোজ্য আহার প্রদান করত বিনম্রভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই ভর্তৃচিত্তানুসারিণী ভাবিনী প্রতিদিন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মানিতেন; পতির প্রতি তাঁহার কর্ম্ম, মন বা বাক্যদ্বারা অন্য চিন্তার প্রসক্তি হইত না। তাঁহার চিত্তবৃত্তি প্রবাহ পতির প্রতিই উপগত হইত, সুতরাং তিনি পতিশুশ্রূষাতেই নিরতা থাকিতেন। সদাচারবতী, শুচি ও কর্ম্মকুশল হইয়া তিনি যাহাতে ভর্ত্তার হিত হয়, সতত তাহারই অনুবর্ত্তন করিতেন, অথচ কুটুম্বেরও হিতৈষিণী হইতেন। অপিচ, সতত ইন্দ্রিয় সমস্ত সংযত রাখিয়া, তিনি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিরন্তর শুশ্রূষা করিতেন। হে ভরতসত্তম! সেই শুভাননা যশস্বিনী সাধ্বী তৎকালে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-কামনায় অবস্থিত দেখিয়া পতি-শুশ্রূষায় প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, পরে শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার কথা স্মরণ হওয়ায় লজ্জিতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিপ্রার্থ ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! হে ভাবিনি! তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি আমাকে 'অবস্থান করুন' বলিয়া উপরোধ করিলে; কিন্তু বিসর্জ্জন করিলে না। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! সাধ্বী ব্রাহ্মণকে ক্রোধে সন্তপ্ত ও তেজে জাজ্বল্যমান দেখিয়া মধুর বচনে এই কথা বলিলেন যে, হে বিদ্বন্! আপনি আমার প্রতি ক্ষমা করুন! দেখুন, ভর্ত্তা আমার পরম দেবতা; তিনিও আপনার মত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আগত হওয়ায় আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ কহিলেন, তোমার নিকটে ব্রাহ্মণেরা গরীয়ান্ নহেন, পতিই গুরুতর হইলেন। তুমি গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা কর? মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ইহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া থাকেন। রে দাম্ভিকে! তুমি কি জাননা, অথবা বৃদ্ধদিগের নিকটেও কখন কি শুন নাই যে, ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ? ক্রুদ্ধ হইলে পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন? স্ত্রী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বকী নহি; অতএব হে তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন! ক্রুদ্ধ হইয়া এ কোপদৃষ্টিতে আমার কি করিবেন? হে বিপ্র! আমি দেবতুল্য মনস্বী বিপ্রবৃন্দকে অবজ্ঞা করি না; অতএব হে অনঘ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন! প্রজ্ঞা-সম্পন্ন বিপ্রগণের মহাভাগ্য ও তেজ আমার জ্ঞাত আছে; তাঁহারা কোপে সাগরকে অপেয় লবণোদক করিয়াছেন। বিশুদ্ধাত্মা দীপ্ততপা মুনিগণের মাহাত্ম্যও আমি বিশেষরূপে জানি; তাঁহাদিগের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে উপশান্ত হয় নাই। দুরাত্মা ক্রূর মহাসুর বাতাপি, ব্রাহ্মণগণের পরিভব-হেতু অগস্ত্য ঋষির উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইয়াছিল। ফলত মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের বহুতর প্রভাব শ্রুত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! মহাত্মাদিগের ক্রোধ ও প্রসন্নতা উভয়ই অতিশয় বিপুল। হে অনঘ! এই ব্যতিক্রম বিষয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! পতিশুশ্রূষায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাতেই আমার রুচি হয়। হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত দৈবত-মধ্যে ভর্ত্তাই আমার পরম দৈবত; অতএব আমি পরম দেবতা নির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবাধর্ম্ম করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! পতিশুশ্রূষার যাদৃশ ফল, তাহা সন্দর্শন করুন; আপনার রোষানলে বলাকা যে দগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! ক্রোধ পদার্থটি মনুষ্যদিগের শরীরস্থিত শত্রু; যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসার-মধ্যে যিনি সত্য কথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়-নিরত ও শুচি এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সর্ব্ব ধর্ম্ম বিচারকারী যে ধর্ম্মজ্ঞ

পুরুষ লোকমাত্রকেই আত্ম-সদৃশ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যে দ্বিজপুঙ্গব ব্রহ্মচারী হইয়া বেদসমস্ত অধ্যয়ন করেন এবং স্বাধ্যায়ে অপ্রমত্ত থাকেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণের যাহা কুশল-জনক, তাহাই ইহাঁদের নিকট কীর্ত্তন করিবে; তাদৃশ সত্যসন্ধাষী লোকদিগের মন কখন অসত্যে রত হয় না। হে দ্বিজসত্তম! স্বাধ্যায়, দম, সারল্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, এই কয়েকটিই ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ মানবেরা সত্য ও সারল্যকে পরম ধর্ম্ম কহেন। শাশ্বত ধর্ম্মটি দুর্জ্ঞেয়, তাহা সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতদিগের অনুশাসন এই যে, শ্রুতিই ধর্ম্মের পরিমাপক, সেই শ্রুতিতে ধর্ম্ম বহুপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম। হে ভগবন! আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ স্বাধ্যায় নিয়ত ও শুচি বটেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। হে বিপ্র! যদি আপনি পরম ধর্ম্ম না জানেন, তবে মিথিলাপুরীতে গিয়া ধর্ম্মব্যাধের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ মিথিলাতে বাস করে। সে মাতা পিতার শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সেই ব্যক্তিই আপনাকে ধর্ম্ম সকল কহিবে। হে দ্বিজোত্তম! আপনার মঙ্গল হউক, ইচ্ছা হয়, আপনি তথায় গমন করুন। হে অনিন্দিত! আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম, ইহা অত্যুক্ত হইলেও আপনার ক্ষমা করা উচিত; যেহেতু যাঁহারা ধর্ম্মলাভের প্রত্যাশা রাখেন, তাঁহাদিগের সকলেরই স্ত্রীজাতি অবধ্যা।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! তোমার কল্যাণ হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি এবং আমার ক্রোধও অপগত হইয়াছে। তুমি যে তিরস্কার স্বরূপ অত্যুক্তি করিলে, ইহা আমার পরম শ্রেয়ঃসাধন। হে শোভনে! তোমার শুভ হউক, আমি গমন করিব এবং স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হইব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই সাধ্বী, দ্বিজসত্তম কৌশিককে বিদায় করিলে, ঐ ব্রাহ্মণ নির্গত হইয়া আত্মাকে নিন্দা করিতে করিতে স্বীয় ভবনেই গমন করিলেন।

পতিব্রতোপাখ্যানে পঞ্চাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কৌশিক স্ত্রীজনোক্ত সেই আশ্চর্য্য বাক্য অশেষরূপে চিন্তা করিয়া আপনি আপনাকে নিন্দা করত অপরাধীর ন্যায় প্রকাশমান হইলেন এবং তৎপরে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি চিন্তা করত এই কথা বলিলেন যে, "ইহাতে আমার শ্রদ্ধান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, আমি মিথিলায় গমন করি। তথায় কৃতাত্মা ধর্ম্মজ্ঞানী ব্যাধ নিশ্চয় নিবসতি করেন; সেই তপোধনের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে আমি অদ্যই গমন করিব।" কৌশিক, বকীবধের প্রত্যয় এবং ধর্ম্মানুগত শুভ বচনাবলি দ্বারা স্ত্রীবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করণানন্তর কুতূহলপূর্ণ মানসে মিথিলাতে প্রস্থান করিলেন। তিনি অরণ্য, গ্রাম ও নগর সমস্ত অতিক্রম করিতে করিতে পরিশেষে জনক রাজার সুরক্ষিতা মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ ধর্ম্মধ্বজ সমাকীর্ণা যজ্ঞোৎসববতী শোভনা রমণীয়া নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ব্রাহ্মণ অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলেন, উহা প্রশস্ত পুরদ্বার, বহুতর অট্টালক, হর্ম্ম্য, প্রাকার ও বিমান-নিকরে সুশোভিতা, হয়, হস্তী, রথ ও যোধবৃন্দে পরিবৃতা এবং বহুল পণ্যরাজি-বিরাজিতা রহিয়াছে; তথায় মহাপথসমস্ত সুন্দররূপে বিভক্ত হইয়াছে; প্রজাগণ হৃষ্টপুষ্ট আছে; নিয়ত উৎসব-সমুদায়ের অনুষ্ঠান চলিতেছে এবং বহুপ্রকার বৃত্তান্তের সঙ্ঘটন হইতেছে। তথায় ধর্ম্মব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করায় দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে তাহার বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই তপস্বী ব্যাধ পশুবধ-স্থানে অবস্থিত হইয়া মৃগ মহিষাদির মাংস বিক্রয় করিতেছে। তথায় ক্রেতাদিগের সংবাধ-প্রযুক্ত কৌশিক একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরন্তু সেই ব্যাধ, ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে সহসা সমুত্থিত হইয়া যে নির্জ্জন-প্রদেশে বিপ্র অবস্থিত ছিলেন, তথায় আগমন করিল।

ব্যাধ কহিল, ভগবন্! আপনাকে অভিবাদন করি; আপনার শোভন আগমন হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! আমিই ব্যাধ; অতএব আপনার মঙ্গল হউক, আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। একপত্নী ব্রাহ্মণী আপনাকে যে বলিয়াছেন, "আপনি মিথিলায় গমন করুন," সে সমস্তই আমি জানি; যদর্থে আপনি এস্থানে আসিয়াছেন, তাহা আমার বিদিত হইয়াছে। দ্বিজন্মা কৌশিক তাহার সেই বাক্য শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হইয়া, 'এই এক অপর আশ্চর্য্য," এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ব্যাধ তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আপনার অনুপযুক্ত স্থানে অবস্থান হইতেছে; অতএব যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে চলুন, মদীয় ভবনে গমন করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইয়া "ভাল, তাহাই হউক," ব্যাধকে এই কথা বলিলে সে ঐ বিপ্রকে অগ্রে করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। দ্বিজোত্তম কৌশিক ব্যাধের সেই রমণীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আসন, পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা অভিপূজিত হইয়া তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিলেন; পরে সুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাধকে কহিলেন, তুমি যে কর্ম্ম করিয়া থাক, আমার বিবেচনায় ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে তাত! তোমার এই ভয়ঙ্কর কর্ম্মে আমি অত্যন্ত অনুতাপান্বিত হইতেছি।

ব্যাধ কহিল, হে বিপ্র! ইহা আমার পিতৃপিতামহ-প্রচলিত কুলোচিত কর্ম্ম; আমি স্বীয় ধর্ম্মেই বর্ত্তমান আছি; অতএব আপনি আমার প্রতি শোক করিবেন না। হে দ্বিজোত্তম! বিধাতা পূর্ব্বে আমার যে কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, আমি তাহারই অনুপালন করিয়া থাকি; প্রযত্নসহকারে বৃদ্ধ পিতা মাতার শুশ্রূষা করি; সত্য কহি; কাহারও প্রতি অসূয়া করি না; যথাশক্তি দান করি; দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যবর্গকে ভোজ্য প্রদান করিয়া অবশিষ্টদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি; কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেরও দোষ কীর্ত্তন করি না এবং কোন বলবত্তর কর্ম্মের প্রতি দোষারোপও করি না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই কর্ত্তার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সংসারে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই তিনটি লোকের উপজীবন; আর দণ্ডনীতি, ত্রয়ী ও বিদ্যা, ইহারা পরলোকের সাধন। শূদ্রে শুশ্রূষাদি

কর্ম্ম, বৈশ্যে কৃষি, ক্ষত্রিয়েতে সংগ্রাম এবং ব্রাহ্মণেতে নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা স্বধর্ম্মরত প্রজাগণকে ধর্ম্মত শাসন করেন এবং যাহারা বিকর্ম্মস্থ হয়, তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। রাজগণকে নিয়তই ভয় করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারা প্রজাদিগের অধিপতি। নৃপতিরা শর দ্বারা যেমন মৃগের গতি রোধ করেন, সেইরূপ বিকর্ম্মস্থ ব্যক্তিকে নিবারিত করিয়া থাকেন। হে বিপ্রর্ষে! জনক রাজার এই রাজ্যে কেহ বিকর্ম্মস্থ নাই। চতুর্ব্বর্ণই স্বকর্ম্ম-নিরত! হে দ্বিজোত্তম! এই লোক-বিখ্যাত জনক রাজা, আপনার পুত্র হইলেও দুর্ব্বৃত্ত ও দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ডে নিক্ষিপ্ত করেন এবং কোন ধার্ম্মিক পুরুষকেও নিপীড়িত করেন না। ঐ ভূপতি সুযোগ্য চার নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মদৃষ্টি দ্বারা সকলই অবলোকন করেন। হে দ্বিজোত্তম! রাজগণ স্বধর্ম্ম দ্বারা ভূয়সী শ্রী কামনা করেন, যেহেতু ক্ষত্রিয়েরাই শ্রী, রাজ্য ও দণ্ডের অধিকারী। সকল বর্ণের মধ্যে রাজাই ত্রাণকর্ত্তা হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বদা অন্যের হত বরাহ মহিষাদি বিক্রয় করিয়া থাকি, স্বয়ং কখন বধ করি না এবং মাংসও ভক্ষণ করি না। আমি ঋতুকালেই স্ত্রীসংসর্গ করি, নিত্য উপবাস করিয়া থাকি এবং নিয়ত রাত্রিকালে ভোজন করি। হে দ্বিজ! পুরুষ দুঃশীল হইয়াও শীলবান্ হয়;—প্রাণিহিংসায় নিরত হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে। নরেন্দ্রগণের স্বেচ্ছাচার প্রযুক্তই মহান্ ধর্ম্ম সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; তাহাতে প্রজাবর্গ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহাতেই বিকটাকার, বামন, কুব্জ, স্থূল শীর্ষ, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধলোচন মনুষ্য সকল জন্মে। ফলত পার্থিবদিগের অধর্ম্ম জন্যই প্রজাগণের নিয়ত অকল্যাণ ঘটে। আমাদিগের এই রাজা জনক প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং স্বধর্ম্ম-নিরত সমুদয় প্রজাগণের প্রতিই সতত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

যে মানবেরা আমার প্রশংসা করে এবং যাহারা আমার নিন্দাপরায়ণ হয়, তাহাদের সকলকেই আমি সুপরিলোচিত সাধু কর্ম্ম দ্বারা সন্তুষ্ট করি। যে সমস্ত পার্থিবগণ স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং স্বধর্ম্মেই নিযুক্ত থাকেন, সেই দান্ত ও উত্থানশীল নরেন্দ্রদিগকে আর কিছুরই উপজীবী হইতে হয় না। যথাশক্তি অন্নদান, সতত শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও সর্ব্বভূতের প্রতি যথাযোগ্য প্রতিপূজা ইত্যাদি মানবীয় গুণসমুদায় একমাত্র ত্যাগ গুণ ব্যতিরেকে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয় না। মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ করিবে। প্রার্থিত না হইয়া লোকের প্রিয়কার্য্য করিবে। কাম, ক্রোধ বা দ্বেষপ্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না; প্রিয় বিষয়ে অতিশয় হর্ষান্বিত বা অপ্রিয় বিষয়ে অতিশয় সন্তাপিত হইবে না। অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম পরিহার করিবে না। যদি কোন বিপরীত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে পুনরায় তাদৃশ কর্ম্মের আচরণ করিবে না। যাহা কল্যাণজনক বোধ হইবে, তাহাতেই আত্মাকে নিয়োজিত করিবে। কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিহিংসাকারী হইবে না; প্রত্যুত সাধুবৎ ব্যবহারই করিবে যে পাপাত্মা পাপ করিতে ইচ্ছা করে, সে আপনা হইতেই হত হয়। অসাধু পাপিষ্ঠদিগের ঐ কর্ম্ম অসাধুরই উপযুক্ত। যাহারা ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া 'ধর্ম্ম নাই,' এইরূপ বিবেচনা করত বিশুদ্ধ মানবগণকে উপহাস করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হয়। পাপাত্মা মনুষ্য বিশাল ভস্ত্রার ন্যায় নিয়ত স্ফীত হইয়া থাকে; ঐ গর্ব্বপূর্ণ মূঢ়েরা যাহা চিন্তা করে, তাহা নিতান্তই অসার। মূর্খলোক কেবল আত্ম-প্রশংসাদ্বারাই জনসমাজে প্রতিভা লাভ করিতে পারে না; প্রভাকর যেমন দিবসে রূপপ্রদর্শন করেন, সেইরূপ অন্তরাত্মাই মূর্খের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। অপিচ কৃতবিদ্য পুরুষ লাবণ্য-বিহীন হইলেও কোন ব্যক্তির নিন্দা কথনে ও আত্মপ্রশংসা বর্ণনে বিরত থাকিয়া লোকমধ্যে প্রকাশমান হন। পরন্তু সম্পূর্ণগুণসম্পন্ন প্রকাশ পৃথিবীতে দৃষ্ট হইবার নহে হে দ্বিজবরোত্তম! কোন বিরুদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য অনুতাপান্বিত হইয়া তজ্জনিত পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়; "পুনরায় তাহা আর করিব না," এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভাবী পাপ হইতে বিমুক্ত থাকে এবং বিধিসিদ্ধ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাও পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মোৎপত্তিবিষয়ে এইরূপ শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ধর্ম্মশীল থাকিয়াও যদি কেহ না জানিয়া পাপ করে, তবে পশ্চাৎ তাহা নষ্ট করিতে পারে। হে ব্রহ্মন্! মানবগণের প্রমাদকৃত পাপকে ধর্ম্মই অপসারিত করিয়া দেন। পুরুষ পাপাচরণ করিয়া 'আমি পুরুষই নহি,' এইরূপ মনে করিবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূন্য হইয়া বসনের ন্যায় সাধুদিগের ছিদ্রসমস্ত সংবরণ করে, সে অবশ্যই মোক্ষোপায় সংকলনের অভিলাষী হয়। পুরুষ পাপ করিয়া যদি কল্যাণলাভার্থ সমুৎসুক হয়, তাহা হইলে মহামেঘবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উঠে। যেমন প্রভাকর সমুদিত হইয়া সমস্ত অন্ধকার অপনীত করেন, সেইরূপ কল্যাণে আস্থান্বিত হইয়া পুরুষ সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হে দ্বিজোত্তম! লোভকেই পাপের অধিষ্ঠান বলিয়া অবধারণ করুন; লোভের বশীভূত হইয়াই অনভিজ্ঞ লোকেরা পাপাচরণে ব্যবসিত হয়। কূপসকল যেমন তৃণস্তোমে আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ ঐ অধার্ম্মিকেরা কপট ধর্ম্মরূপ আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। বাহ্যে তাহাদিগের দম, পবিত্রবস্তু সমুদায়, ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রলাপবাক্য, সকলই প্রকটিত হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে শিষ্টাচার অতি সুদুর্লভ। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নরবর! সেই মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কিরূপে শিষ্টাচার জানিতে পারি? হে মহামতে ধার্ম্মিকবর ব্যাধ! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার নিকটে আমি এই বিষয়টি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়েছি, তুমি ইহা যথার্থরূপে বর্ণন কর। ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! শিষ্টাচারবিষয়ে যজ্ঞ,দান,তপস্যা,বেদ-চতুষ্টয় ও সত্য,এই পাঁচটি নিয়ত পবিত্র। যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও কৌটিল্য বশীভূত করিয়া ধর্ম্মতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট-সম্মত শিষ্ট পুরুষ। সেই যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়-শীল ব্যক্তিদিগের স্বতন্ত্র আচরিত কিছুই নাই; প্রাচীনদিগের সদাচারই তাঁহাদিগের গ্রাহ্য। ফলত আচার-পালনও শিষ্টের দ্বিতীয় লক্ষণ। হে ব্রহ্মন্! গুরু-শুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ ও দান, এই চারিটি বিষয়

শিষ্টাচারে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। শিষ্টাচারে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এবং তদ্বিষয়ে মনকে সর্ব্বতোভাবে অভিনিবেশিত করিয়া লোকে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করে, উক্ত গুরু-শুশ্রূষাদি ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদের সারাংশ সত্য; সত্যের সারাংশ দম এবং দমের সারাংশ ত্যাগ; শিষ্টাচারে এ সমস্ত নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যে বিমূঢ়-বুদ্ধি-পামরেরা ধর্ম্ম সকলের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই কুপথগামীদিগের অনুগমনকারী ব্যক্তিও নিপীড়িত হয়। পরন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপথে আরূঢ়, শিষ্ট, সুসংযত, শ্রুতি ও ত্যাগ-পরায়ণ এবং সত্য-ধর্ম্মনিষ্ঠ; যাঁহারা আচার্য্য মতের অনুবর্ত্তী হইয়া মর্য্যাদানুসারে ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করেন; সেই শিষ্টাচার সমন্বিত মানবেরাই পরমা বুদ্ধির নিয়ন্তা হন। যাহারা নাস্তিক, মর্য্যাদার অতিক্রমকারী, ক্রূর-স্বভাব এবং পাপ বুদ্ধিতে অবস্থিত, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি জ্ঞানাবলম্বনপূর্ব্বক ধার্ম্মিকগণের সেবা করুন। কাম লোভাদিরূপ শিশুকগণ-সমাকীর্ণা পঞ্চেন্দ্রিয়-রূপ সলিলময়ী কায়ারূপ নদীতে ধৃতিময়ী নৌকা করিয়া জন্ম-রূপ দুর্গ-সকল হইতে উত্তীর্ণ হউন। বুদ্ধিযোগময় মহান্ ধর্ম্ম শিষ্টাচারে ক্রমশ সঞ্চিত হইলে শুভ্র বসনোপরি লোহিতাদি রাগের ন্যায় অতীব শোভমান হয়। অহিংসা ও সত্য বাক্য এই দুইটি সর্ব্বপ্রাণীর পরম হিতজনক। অহিংসা পরম ধর্ম্ম; তাহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই শিষ্টদিগের সমুদায় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিষ্টাচারের অনুষ্ঠানে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আচারই সাধুদিগের ধর্ম্ম; যাঁহারা আচার-সমন্বিত, তাঁহারাই সাধু। যে জন্তুর যেরূপ প্রকৃতি, সে তাদৃশ নিজ প্রকৃতিরই অনুবর্ত্তী হয় অজিতেন্দ্রিয় পাপাত্মা পুরুষ কাম ক্রোধাদি দোষ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিষ্টদিগের অনুশাসন এই যে, যে কর্ম্ম ন্যায়-যুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা অনাচার, তাহাই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা অক্রোধী, অসূয়া-শূন্য নিরহঙ্কারী, মাৎসর্য্য-বিহীন, সরল ও শম-গুণ সম্পন্ন, তাঁহারাই শিষ্টাচারী হন। যাঁহারা বেদত্রয়-বিহিত যজ্ঞনিষ্ঠ, শুচি, শীল-সম্পন্ন, মনস্বী, গুরুশুশ্রূষা পরায়ণ ও দান্ত, তাঁহারাই শিষ্টাচারী হন। সেই বিপুল-সত্ত্বসম্পন্ন মানবগণের আচার ও কর্ম্ম অতিশয় দুষ্কর। স্বকীয় কর্ম্ম সমস্তই তাঁহাদিগের সমুচিত সংস্কার বিধান করে; সুতরাং তাঁহাদিগের হিংসাদিজনিত দোষ সমুদায় স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায়। মনীষী পুরুষেরা সাধুদিগের আচার-রূপ সেই অদ্ভুত অনাদি অনবচ্ছিন্ন নিত্য ধর্ম্মকে ধর্ম্মদৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করত স্বর্গে গমন করেন। যে সমস্ত মানবগণ আস্তিক, অভিমানশূন্য দ্বিজাতিগণের আরাধনাকারী, শাস্ত্রজ্ঞ ও শীল-সম্পন্ন, তাঁহারাই স্বর্গগামী হন। শিষ্টদিগের পক্ষে বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার, ধর্ম্মের এই তিন প্রকার লক্ষণ। বিদ্যা-সকলের সমাপন, তীর্থ-সমুদায়ের অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সারল্য ও শৌচ, এই সকলেতেই সাধুদিগের আচার দৃষ্ট হয়। সাধুরা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়ালু, অহিংসানিরত ও দ্বিজগণ-প্রিয় হন; তাঁহারা কদাচ নিষ্ঠুর বাক্য কহেন না। যাঁহারা শুভাশুভ কর্ম্ম-সকলের ফলসঞ্চয়-রূপ পরিণাম বিশেষ-রূপে জানিতে পারেন, তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট পুরুষ। যাঁহারা ন্যায়-পরায়ণ, সদ্গুণযুক্ত, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, সাধুস্বভাব, স্বর্গ-জয়কারী, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, সৎপথে সন্নিবিষ্ট, দাতা, আত্মম্ভরিতা-শূন্য, দীনগণের প্রতি অনুগ্রহকারী, সকলের পূজ্য, বিদ্যা ধন-সম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াশালী, তাঁহারাই শিষ্ট-সম্মত শিষ্ট পুরুষ। দাননিষ্ঠ শিষ্ট পুরুষেরা ইহলোকে সম্পত্তি এবং পরকালে সুখসাধন স্বর্গাদি লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধুগণকর্ত্তৃক প্রার্থনার্থ সমাগত হইলে সাধুপুরুষেরা একান্ত যত্নপরায়ণ হইয়া কলত্র ও ভৃত্যাদির ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সাধ্যাতিরিক্ত প্রদান করেন। সৎস্বভাবসম্পন্ন মানবগণ লোক-যাত্রা, ধর্ম্ম ও আত্মহিত পর্য্যালোচনা করত এইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া অনন্ত বর্ষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। অহিংসা, সত্য-বচন, আনৃশংস্য, সারল্য, অদ্রোহ, নিরভিমান, লজ্জা, তিতিক্ষা, দম ও শম এই সকল গুণযুক্ত, ধী ও ধৃতি সম্পন্ন, প্রাণীদিগের প্রতি দয়ালু এবং কাম-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত সেই সমস্ত সাধু জনেরাই লোক-সমুদায়ের সাক্ষী হন। সাধুরা 'কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে না, দান করিবে ও সদা সত্য কহিবে', এই তিনটি বিধিবাক্যকে সজ্জনগণের পরম সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণন করেন। যাঁহারা সুন্দররূপে ধর্ম্মনিশ্চয় করিয়াছেন, সেই শিষ্টাচার সম্পন্ন মহাত্মা সাধু পুরুষেরা করুণ রস-জ্ঞান-শালী ও সর্ব্বভূতে দয়ালু হইয়া এবং সংসারে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকিয়া অনুত্তম ধর্ম্মপথেই গমন করেন। ধর্ম্ম পরায়ণ মানবগণ অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগ, শিষ্টাচার-নিষেবণ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্ম, সাধুদিগের অনুত্তম মার্গ-স্বরূপ এইরূপ শিষ্টাচারেরই নিয়ত সেবা করিয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারা প্রজ্ঞা-রূপ প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক বিবিধ লোকচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করত মহদ্ভয় হইতে মুক্ত হন। হে দ্বিজবরোত্তম! সেই লোকচরিত্র সমুদায় প্রায়ই পুণ্যাতিবর্ত্তী ও পাপময়। হে ব্রহ্মন্! আমি যেমন জানি এবং যেমন শুনিয়াছি, তদনুসারে শিষ্টাচারের গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গ করিয়া এই সমস্তই আপনার নিকট বর্ণন করিলাম।

দ্বিজব্যাধ সংবাদেষ ত্র্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর ধর্ম্ম-ব্যাধ সেই ব্রাহ্মণকে বলিল, আমি যে কর্ম্মের আচরণ করি, ইহা নিতান্তই ভয়ঙ্কর, সন্দেহ নাই; কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দৈব অতি বলবান্; পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য; আমার এই যে দোষ হইতেছে, ইহা পুরাকৃত পাপেরই কর্ম্ম। হে ব্রহ্মন্! আমি এই দোষের বিঘাতার্থই যত্নবান্ আছি। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে বিধাতাই প্রাণীদিগকে নিহত করেন, ঘাতক কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়া থাকে; সুতরাং আমরা এ কর্ম্মের কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা যে সমস্ত নিহত পশ্বাদির মাংস বিক্রয় করিয়া থাকি, তাহাদিগেরও কর্ম্ম হয়; তদ্দ্বারা উপভোগ সহকারে ভক্ষণ এবং দেবতা, অতিথি, ভৃত্যবর্গ ও পিতৃলোকের পূজা হইয়া থাকে। ওষধি, লতা, পশু ও মৃগ পক্ষিসমুদায়, লোকের ভোজ্য ও ভক্ষ্য হইয়াছে, এরূপ শ্রুতিও শ্রুত হয়। হে দ্বিজসত্তম! উশীনর-পুত্র ক্ষমাবান্ শিবি নরপতি আত্ম-মাংস প্রদান দ্বারা সুদুর্লভ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে বিপ্র! পূর্ব্বে রন্তিদেব রাজার রন্ধনা-

পারে প্রতিদিন দুই বহস্র পশু-বধ হইত এবং প্রত্যহ দুই সহস্র গোধন নিধন প্রাপ্ত হইত। হে দ্বিজবর! নিত্য নিত্য সমাংস অন্নদান করায় রন্তিদেব ভূপালের অতুল্য কীর্ত্তি হইয়াছিল। অপিচ চাতুর্ম্মাস্যতে নিত্য নিত্য পশুগণ নিহত হয় এবং অগ্নি-সকল মাংসকামী, এরূপ শ্রুতিও শ্রুত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! দ্বিজাতিগণ যজ্ঞেতে সতত পশু বধ করেন এবং সেই পশুরাও মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তম! পূর্ব্বে অগ্নিসকল যদি মাংসকাম না হইতেন, তাহা হইলে মাংস আর কাহারও ভক্ষ্য হইত না। এই মাংসভক্ষণ স্থলে মুনিগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ বিধিও উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধানুসারে সর্ব্বদা দেবতা ও পিতৃলোকদিগকে যথাবিধি প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, সে মাংসভক্ষণ জন্য দোষভাগী হয় না। কেহ উক্ত প্রকারে মাংস ভক্ষণ করিলে তাহাকে মাংসাশী বলা যায় না, এরূপ শ্রুতিও শ্রুত হইয়া থাকে। যেমন ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না, বৈধাবৈধ বিনিশ্চয় করিয়া এস্থলেও সেইরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজ! পূর্ব্বে সৌদাস রাজা অতিশয় শাপাভিভূত হইয়া বহুসংখ্য মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজোত্তম! ইহা আমার স্বধর্ম্ম, এই বিবেচনা করিয়াই আমি এতৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছি না; প্রত্যুত ইহা আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, এইরূপ জানিয়াই এতদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! স্বকর্ম্মত্যাগী পুরুষের অধর্ম্ম হয়; ইহা দেখা যাইতেছে এবং যে স্বকর্ম্ম-নিরত সেই ব্যক্তিই ধার্ম্মিক, এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দেহীকে পরিত্যাগ করে না; এই নিমিত্ত বহুপ্রকার কর্ম্মনির্ণয় বিষয়ে বিধাতা-কর্ত্তৃক এই বিধি দৃষ্ট হইয়াছে যে, ক্রূরকর্ম্মে বর্ত্তমান ব্যক্তির "কিরূপে কর্ম্মটি শুভ করিতে পারি এবং কি প্রকারেই বা পরাভব হইতে মুক্ত হই" এইরূপ বুদ্ধি পর্য্যালোচন করা কর্ত্তব্য। সেই ঘোর কর্ম্মের বহুপ্রকারে শোধন হইতে পারে। হে দ্বিজোত্তম। তদনুসারে আমিও সর্ব্বদা দান, সত্যকথন, গুরুশুশ্রূষা, দ্বিজাতিপূজা ও ধর্ম্মে নিরত এবং অভিমান ও অতিবাদ হইতে নিবৃত্ত আছি।

কৃষি কর্ম্মকে অনেকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মানেন; কিন্তু তাহাতে পরম হিংসা স্মৃত হইয়াছে। দেখুন, কৃষকেরা কর্ষণ করিতে করিতে ভূমিশায়ী বহু জীব ও অন্যান্য বহুপ্রকার জন্তু-সমস্ত লাঙ্গলাদিদ্বারা নিহত করে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজোত্তম! পণ্ডিতেরা যে ব্রীহি প্রভৃতিকে ধান্যাদির বীজ কহেন, সে সকলও জীবপদবাচ্য; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজ! পুরুষেরা পশুগণকে আক্রমণ-পূর্ব্বক হনন ও ভক্ষণ করে এবং বৃক্ষ ও ওষধি সকলকেও ছেদন করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! বৃক্ষ ও ফল-সমুদায়ে বহুসংখ্যক জীব আছে এবং জলেতেও বহু প্রাণী অবস্থিতি করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? হে ব্রহ্মন্! প্রাণিজীবী প্রাণিগণদ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; আবার মৎস্যসকলও মৎস্যগণকে গ্রাস করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজসত্তম! অনেক প্রাণী প্রাণিভক্ষণদ্বারা জীবন ধারণ করে এবং এরূপ অনেক প্রাণীও আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? হে বিপ্র! মনুষ্যেরা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীস্থ বহুল জীবগণকে পাদদ্বয়দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার বিবেচনা কি হয়? জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন মানবেরাও উপবিষ্ট ও শয়ান থাকিয়া অনেক জীব হত্যা করেন; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? এই সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জীবগণে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং মনুষ্যেরা অজ্ঞান-প্রযুক্ত তৎসমুদায় হিংসা করিয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? হে দ্বিজসত্তম! এই ভূমণ্ডলমধ্যে কোন্ পুরুষ জীবহিংসা না করে? অতএব পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে 'অহিংসা' এই শব্দটির যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা বিস্মিত হইয়াই করিয়াছেন। সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই নিশ্চিত হয় যে, ইহলোকে কেহই অহিংসক নাই। হে দ্বিজসত্তম! যতিগণ অহিংসায় নিরত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারাও অবশ্যই হিংসা করেন; তবে তাঁহাদিগের সাবধানতা প্রযুক্ত হিংসা অল্পতরা হয়, এইমাত্র বিশেষ।

সৎকুলজাত মহাগুণ-সম্পন্ন পুরুষেরা মহাঘোর কর্ম্ম-সমস্ত করিয়া কাহাকেও লক্ষ্য করেন না; এবং তৎকর্ম্ম জন্য লজ্জা বোধও করেন না। সুহৃদ্ব্যক্তিরা সম্যক্ ন্যায়পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও অপর সুহৃদেরা তাহাদিগের প্রতি অভিনন্দিত হয় না; আবার দুর্হৃদ্ব্যক্তিরা অসম্যগ্দর্শী হইলেও অপর দুর্হৃদেরা সম্যগ্দর্শী বোধে তাহাদিগের প্রতি অভিনন্দিত হয় না; সেইরূপ, বান্ধবেরাও গুণসমৃদ্ধ বান্ধবগণদ্বারা অভিনন্দিত হয় না। অপিচ পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় লোকেরা গুরুগণকে নিন্দা করে। হে দ্বিজসত্তম! লোকমধ্যে এইরূপ বহুতর বিপর্য্যয়-ভাব দৃষ্ট হইতেছে; যাহা ধর্ম্মযুক্ত, তাহা অধর্ম্ম এবং যাহা অধর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? ফলত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে বহুবিধ বাক্য বিন্যাস করিতে পারা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি স্বকর্ম্ম নিরত, তিনিই মহৎ যশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে সপ্তাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! সকল-ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মব্যাধ পুনর্ব্বার নিপুণভাবে সেই দ্বিজবরকে এই কথা কহিতে লাগিল। ব্যাধ কহিল, বৃদ্ধদিগের অনুশাসন এই যে, শ্রুতিই ধর্ম্মের প্রমাণ, যেহেতু ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, অন্তরহিতা ও বহুশাখান্বিতা। দেখুন, প্রাণবিনাশস্থলে ও বিবাহবিষয়ে মিথ্যাও বক্তব্য হয়; মিথ্যাদ্বারা সত্য এবং সত্যদ্বারা মিথ্যা হইয়া থাকে। ফলত যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতজনক, তাহাই সত্য, এইরূপ অবধারিত আছে; সুতরাং অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত এবং যথার্থ ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে; অতএব ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মতা দেখুন! পুরুষ, শুভই হউক বা অশুভই হউক, যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। পরন্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিষমা দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় নিন্দা করে; আপনার যে কর্ম্মদোষ, তাহা আর জানিতে পারে না। হে দ্বিজোত্তম! মূঢ়, ধূর্ত্ত ও চপললোকেরা সর্ব্বদা সুখ-

দুঃখের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়; কি প্রজ্ঞা, কি সুনীতি, কি পৌরুষ, কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। ফলত যদি পৌরুষের ক্রিয়া-ফল পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তি যেরূপে যে যে কাম্য বস্তুর অভিলাষ করিত, সে সেইরূপেই সেই সেই অভিলষিত প্রাপ্ত হইত। সংযত দক্ষ ও মতিমান্ মানবেরাও স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে প্রহীণ হইয়া নিষ্ফল হইতেছেন, দেখা যাইতেছে; আবার অপর কোন ব্যক্তি ভূতবর্গের হিংসাতে ও লোকের বঞ্চনাতে সতত সমুদ্যত রহিয়াছে, অথচ সে সর্ব্বদা সুখী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ চেষ্টাশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিলেও লক্ষ্মী স্বয়ং তাহাকে আশ্রয় করেন, কেহ বা কর্ম্মসকল করিয়াও প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় না। পুত্রাকাঙ্ক্ষী কৃপণলোকেরা দেবারাধনা ও তপশ্চর্য্যা এবং দশমাস-গর্ভে ধরিয়া যে সকল পুত্র লাভ করে, তাহারাও কুলপাংসন হয়; আবার অপরে সেই সমস্ত মঙ্গল কর্ম্মদ্বারাই লব্ধ হইয়া পিতৃ-সঞ্চিত বিপুল ধনধান্য ও ভোগ্যবস্তু-সমুদায় সম্ভোগ করিয়াও সংকুলীন হইয়া থাকে। হে বিপ্র! মনুষ্যদিগের ব্যাধিসকল যে কর্ম্মজন্য, ইহাতে আর সংশয় নাই; কেবল ব্যাধি নহে, ব্যাধ-বাধিত ক্ষুদ্র মৃগসকলের ন্যায় তাহারা আধি-কর্তৃকও বাধিত হয়। ব্যাধেরা যেমন মৃগসকলের গতিরোধ করে, সেইরূপ, বহুবিধ ঔষধ-সংগ্রহকারী চিকিৎসা-বিশারদ সুনিপুণ বৈদ্যেরা উক্ত ব্যাধি-সমস্তও নিবারিত করিয়া থাকেন; কিন্তু হে ধার্ম্মিকবর! দেখুন, যাহাদিগের ভোগ করিবার সাধ্য আছে, তাহারাও গ্রহণী পীড়ায় চির পীড়িত হইয়া ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। হে দ্বিজসত্তম! আবার অপর অনেকানেক লোকেরা বাহুবলশালী হইয়াও ক্লেশ পায় এবং দুঃখে ভোজন লাভ করে। ফলত লোকমাত্রকেই এইরূপ অসহায়, শোকমোহে পরিপ্লুত, প্রবল কর্ম্মপ্রবাহের বশংবদ ও তদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রবাধিত জানিবেন। যদি স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে কেহই মরিত না, কেহই জরাজীর্ণ হইত না, কেহই অপ্রিয় বিষয়ের প্রতীক্ষা করিত না; প্রত্যুত সকলেই সর্ব্ব প্রকার মনোরথ চরিতার্থ করিত। সকলেই লোকের উপরি উপরি গমন করিতে অভিলাষী হয় এবং যথাশক্তি যত্নও করে, কিন্তু কার্য্যে সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। এরূপ অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদের জন্ম-কালীন নক্ষত্র ও মঙ্গল-কর্ম্ম তুল্য, কিন্তু কর্ম্মের বিপাকসময়ে ফলের বিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে দ্বিজাতিসত্তম! কোন ব্যক্তিই শুভাশুভ বিষয়ের স্বয়ং নিয়ন্তা হইতে পারে না; পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকলেরই ইহকালে সিদ্ধি দেখা যায়। হে ব্রহ্মন্! যেমন এইরূপ শ্রুতি আছে যে, ইহলোকে প্রাণিমাত্রেরই শরীর অনিত্য, কেবল জীব একমাত্র নিত্য পদার্থ; শরীর বধ্যমান হইলে কেবল দেহনাশই হয়, জীব কর্ম্মবন্ধে নিবদ্ধ হইয়া অন্যত্র সংক্রমণ করে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে কর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ বাগ্মিবর! জীব কি প্রকারে নিত্য হয়, ইহা আমি যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ব্যাধ কহিল, দেহ ভেদ হইলে জীবের নাশ হয় না; তবে যে মূঢ়েরা 'মৃত হয়' এই কথা বলে, ইহা মিথ্যাই বলে। জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া গমন করে; শরীর-ভেদই ইহার পঞ্চত্ব। মনুষ্যলোকে কোন মনুষ্যের কৃত কর্ম্ম অন্য কেহই ভোগ করে না; সে যে কিছু কর্ম্ম করে, আপনিই তাহা ভোগ করিয়া থাকে; যে হেতু কৃত কর্ম্মের নাশ হয় না। উত্তম-পুণ্যশীল মানবেরা পুণ্যকারী হন এবং নরাধমেরা পাপ কর্ম্ম করে। স্বকীয় কর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যের অনুগামী হয়; পশ্চাৎ সেই সকল কর্ম্মদ্বারা ভাবিত হইয়া সে পুনরায় ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে সত্তম! জীব কি নিমিত্ত সম্ভূত হয়, কি নিমিত্ত পুণ্য-পাপ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং কি নিমিত্তই বা পুণ্য জাতি ও পাপ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে?

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! ইহা গর্ভাধান-সংবলিত কর্ম্মই দৃশ্যমান হইতেছে; পরন্তু কর্ম্মবীজ সংগ্রহ করিয়া শুভকারী জীব শুভ যোনিতে এবং পাপকারী জীব পাপ-যোনিতে যে প্রকারে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে, তাহা সংক্ষেপে শীঘ্র আপনার নিকটে বর্ণন করিব। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; শুভাশুভ মিলিত কর্ম্মদ্বারা মানুষ হয়; তামসিক কর্ম্মে তির্য্যগাদি বিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে; এবং নিরবচ্ছিন্ন পাপ কর্ম্মে নরকগামী হয়। মনুষ্য জন্ম ও মৃত্যু, জরা-দুঃখে সতত সন্তাপিত এবং আত্মকৃত দোষ-সমূহদ্বারা সংসারে পচ্যমান হইতে থাকে। এইরূপে কর্ম্মবন্ধে নিবদ্ধ জীবগণ সহস্র সহস্র তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত ও নরকগামী হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ সঞ্চরণ করে। পরলোক-গমনান্তে জন্তু আত্মকৃত সেই সেই কর্ম্মদ্বারা দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখের অভিঘাত-নিমিত্ত পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর পুনর্ব্বার অন্য বহু প্রকার নূতন নূতন কর্ম্ম সংগ্রহ করে; সুতরাং অপথ্য-ভোজী আতুরের ন্যায় পুনর্ব্বার সেই সেই কর্ম্মদ্বারা পচ্যমান হইতে থাকে। এইরূপে জীব অজস্র দুঃখার্ত্ত হইয়া আপনাকে অদুঃখিত ও সুখিত জ্ঞান করে; সুতরাং তাহার বন্ধেরও নিবৃত্তি হয় না এবং কর্ম্মসকলেরও উদয় হইতে থাকে; সেই নিমিত্তই সে বহু-প্রকার বেদনাযুক্ত হইয়া চক্রের ন্যায় সংসারে পরিভ্রমণ করে। হে দ্বিজসত্তম! মানব যদি নিবৃত্তবন্ধ ও কর্ম্মকলাপ-দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া তপস্যা ও যোগের সমারম্ভ করে, তাহা হইলে সে বহুল কর্ম্মদ্বারা পুণ্যলোক-সমস্ত সম্ভোগ করিতে পারে। নিবৃত্তবন্ধ ও কর্ম্মসমূহদ্বারা বিশুদ্ধ হইলে মানব এরূপ সুকৃত লোক-সমূহে গমন করে যে, তথায় গিয়া তাহাকে আর শোক করিতে হয় না। পাপশীল পুরুষ পাপাচরণ করিতে করিতে পাপের চরম সীমা প্রাপ্ত হয় না; অতএব পাপাচরণ পরিবর্জ্জন করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানেই যত্নবান্ হইবে। যে মানব অসূয়াশূন্য ও কৃতজ্ঞ হইয়া কল্যাণকর কর্ম্ম-সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন। সংস্কার-সম্পন্ন, দান্ত, শৌচাদি-পরায়ণ, যতাত্মা প্রাজ্ঞ পুরুষের ইহলোকে ও পরলোকে নির্ব্বিঘ্নে বিষয়-সুখের সম্ভোগ হইয়া থাকে।

হে দ্বিজ! আগমাভিজ্ঞ, শিষ্ট ও শাস্ত্রে বিচক্ষণ অনেক লোকও আছেন এবং স্বধর্ম্মানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে লোক-মধ্যে কর্ম্মেরও সঙ্কর হয় না; অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সাধুদিগের ধর্ম্মেই বর্ত্তমান থাকিবে; শিষ্টের ন্যায় ক্রিয়াচরণ করিবে; এবং যাহাতে লোকের ক্লেশ না হয়, এরূপে জীবিকা লাভের ইচ্ছা করিবে। হে দ্বিজবর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি

ধর্ম্মেতেই অভিরত থাকেন এবং ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; অতএব তিনি যে ধর্ম্মে বহুতর গুণ দর্শন করেন, ধর্ম্মোপাত্ত ধনদ্বারা সেই ধর্ম্মেরই মূল সেচন করেন। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি এইরূপই হইয়া থাকেন এবং তাঁহার মনও প্রসন্ন থাকে। তিনি ইহলোকে মিত্রগণের সহিত সন্তোষে থাকিয়া পরলোকেও আনন্দানুভব করেন। হে সত্তম! পণ্ডিতেরা ধর্ম্মের এই ফল কহিয়া থাকেন যে, তদ্দ্বারা লোকে অভিলষিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-সমুদায় এবং প্রভুত্ব লাভ করে। হে দ্বিজপ্রবর! প্রজ্ঞা যাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ, তাদৃশ মনুষ্য ধর্ম্মের উক্ত ফল লাভ করিয়া তুষ্ট হন না; তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া তিনি জ্ঞাননেত্রদ্বারা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তিনি সংসারে রাগ-দ্বেষাদি দোষের বশীভূত হন না; স্বেচ্ছানুসারে বিষয় হইতে বিরক্ত হন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; লোককে নশ্বর দেখিয়া সর্ব্বত্যাগ করণে যত্নবান্ হন; এবং পরিশেষে শুদ্ধ দৈব আশ্রয় না করিয়া সমুচিত উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক মোক্ষসাধনে প্রযত্ন করেন। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ এইরূপে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন, পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, ধার্ম্মিক হন এবং চরমে পরম মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ফলত জ্ঞানই জীবের মোক্ষ-সাধন; শম ও দম সেই জ্ঞানের মূল-স্বরূপ। জ্ঞানী পুরুষ মনে মনে যে সমস্ত কামনার অভিলাষ করেন, জ্ঞান দ্বারাই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তম! তিনি ইন্দ্রিয় সকলের নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা পরম পদার্থ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধার্ম্মিক-প্রবর যতব্রত! তুমি যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কথা কহিলে তৎসমুদায় কি? তাহাদের নিগ্রহই বা কিরূপে করা যায়? নিগ্রহেরই বা ফল কি? এবং কিরূপেই বা সেই ফল হয়? হে সুধার্ম্মিক! এই ধর্ম্মটি যথার্থরূপে জানিতে আমি অভিলাষ করিতেছি।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে অষ্টাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নরনাথ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া ধর্ম্মব্যাধ সেই বিপ্রকে যেরূপ প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজসত্তম! মনুষ্যদিগের মন প্রথমে বিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়; পরে সেই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য কাম ও রোষ ভজনা করে। অনন্তর ঐ কাম রোষের চরিতার্থতা নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া সে মহৎ মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অভিলষিত রূপ গন্ধাদির পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে থাকে। তাহাতে রাগ প্রবল হইয়া উঠে; তদনন্তর দ্বেষ, পরে লোভ এবং তৎপরে মোহ প্রাদুর্ভূত প্রকাশ করে। এইরূপে রাগ-দ্বেষাভিহত ও লোভাভিভূত হইলে মনুষ্যের আর ধর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধি জন্মে না; তৎকালে সে ছলদ্বারা ধর্ম্মাচরণ করে। হে দ্বিজসত্তম! কপটতা সহকারে ধর্ম্মাচরণ করাতে কপটতা-সহকারেই অর্থোপার্জ্জন করিতে তাহার অভিরুচি হয়; এবং কৌটিল্য দ্বারা ধন সিদ্ধ হইলে সেই কৌটিল্যেতে তাহার বুদ্ধি রত হয়; সুতরাং সে পাপ কর্ম্ম করিতেই ইচ্ছা করে। হে দ্বিজোত্তম! তাহার সুহৃদ্গণ ও পণ্ডিতেরা তাহাকে নিবারণ করিলে সে এরূপ উত্তর বাক্য বলে যে, আপাততঃ তাহা শ্রুতি-সম্বদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক শ্রুতির সঙ্গে তাহার যোজনা হইতে পারে না। সেই ব্যক্তির রাগ-দোষ জন্য ত্রিবিধ অধর্ম্ম হয়: সে মনে মনে পাপ চিন্তা করে, বাক্যে তাহা ব্যক্ত করে এবং কার্য্যেও তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অধর্ম্মে প্রবৃত্ত সেই ব্যক্তির সাধুগুণ-সকল নষ্ট হইয়া যায়। অপিচ যাহারা পাপ-কর্ম্মশীল, তাহারা তুল্যশীল ব্যক্তিদিগের সঙ্গেই মিত্রত্ব ভজনা করে। পাপীর সহিত মিত্রতা করাতে সেই পাপকর্ম্মী ইহকালে দুঃখ পায় এবং পরকালেও বিপদাপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! পাপাত্মা মনুষ্য এইরূপ হইয়া থাকে; এক্ষণে ধার্ম্মিক লোকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাদ্বারা পূর্ব্বেই এই সমস্ত দোষ অবলোকন করেন, সুখ দুঃখ পরিজ্ঞানে সুনিপুণ হন এবং সাধুদিগের সেবা করিয়া থাকেন, সাধু কর্ম্মের সমারম্ভ-প্রযুক্ত ধর্ম্ম-বিষয়েই তাঁহার বুদ্ধি জন্মে। ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি এতাদৃশ প্রীতিজনক সত্য ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতেছ, যাহার বক্তা আর বিদ্যমান নাই; অধিক কি বলিব, আমি তোমাকে দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন সুমহান্ ঋষি বলিয়াই বিবেচনা করিতেছি।

ব্যাধ কহিল, ব্রাহ্মণেরাই মহাভাগ্যবন্ত, পিতৃগণস্বরূপ ও সদা অগ্রভোজী; অতএব মনীষী ব্যক্তির লোকসমাজে তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রিয়কার্য্য করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজসত্তম! আমি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের যাহা প্রিয়, তাহা আপনাকে বলিতেছি; আপনি আমার নিকটে ব্রাহ্মী-বিদ্যা শ্রবণ করুন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব সর্ব্বথা অজেয়; ইহাই মহাভূতাত্মক ব্রহ্ম; ইহা হইতে অধিক উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী পাঁচটি মহাভূত; ইহাদিগের গুণ শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ। সেই গুণসকলেরও স্বতন্ত্র গুণ-সমুদায় দৃশ্যমান হয় এবং পরস্পরের গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্, গুণবিশিষ্ট এই ত্রিতয়ের মধ্যে পূর্ব্বের পূর্ব্বের গুণসকল পরে পরে ক্রমশ আরোপিত হয়। ষষ্ঠ-গুণের নাম চেতনা, যাহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সপ্তমী বুদ্ধি, তৎপরে অহঙ্কার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আত্মা, সত্ত্ব, রজ ও তম, এই সপ্তদশ-সংখ্যক রাশি অব্যক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। এই সপ্তদশ এবং বুদ্ধি গুহাবিলীন ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ, অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চ, বোদ্ধব্য ও মন্তব্য, সমুদায়ে এই চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক ব্যক্তাব্যক্তময় গুণ; এই সমস্তই আপনার নিকটে কীর্ত্তিত হইল, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন?

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে নবাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! সেই বিপ্র, ধর্ম্মব্যাধ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, পুনর্ব্বার মনঃপ্রীতিবর্দ্ধিনী কথার প্রসঙ্গ করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিতেরা যে পঞ্চ মহাভূতের কথা বলেন, তুমি সেই পঞ্চের মধ্যে এক একটির গুণ সম্যক্‌রূপে আমাকে বল। ব্যাধ কহিল, ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এ সমস্তই গুণোত্তর, অর্থাৎ উত্তরোত্তরের গুণসকল পূর্ব্বে পূর্ব্বে বর্ত্তে। তাহাদিগের গুণ-সমুদায় আপনাকে কহিতেছি। হে ব্রহ্মন্! ভূমি পঞ্চগুণ-বিশিষ্টা; জলের চারিটি গুণ; তেজে গুণত্রয়; বায়ুতে দুই-গুণ এবং আকাশে একগুণ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই

পাঁচটি ভূমির গুণ; ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। হে সুব্রতপরায়ণ দ্বিজোত্তম! শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, জলের এই চারিটি গুণ আপনার নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই গুণত্রয় তেজের; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; আকাশে কেবল শব্দ। হে ব্রহ্মন্! যে সকল ভূতবর্গেতে লোকসমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পঞ্চ মহাভূতনিষ্ঠ এই পঞ্চদশ গুণ তৎসমুদায়েতেই বর্ত্তমান আছে। হে দ্বিজ! ইহারা কেহ কাহাকে অতিক্রম করে না, সকলেই পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া থাকে; পরন্তু যখন চরাচর ভূতবর্গ বিষম ভাব আচরণ করে, তখন কালানুসারে দেহী এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করে। ফলত জীব সকল আনুপূর্ব্বীক্রমে বিনষ্ট হয় এবং আনুপূর্ব্বীক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যে যে পদার্থদ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তৎসমুদায়েতেই পাঞ্চভৌতিক ধাতুসকল দৃশ্যমান হয়। ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে যে বস্তুর সংস্রব থাকে, তৎসমুদায় 'ব্যক্ত' বলিয়া স্মৃত হইয়াছে; আর যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, কেবল অনুমানদ্বারা বোধগম্য হইবার বিষয়, তাহাকে 'অব্যক্ত' বলিয়া জানিতে হইবে। যৎকালে দেহী উক্ত শব্দাদি বিষয় সকলের মধ্যে স্বীয় স্বীয় বিষয়ের গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীত করতই তপশ্চরণ, অর্থাৎ আত্মালোচন করিতে থাকেন, তখন তিনি লোকমধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে লোক সমস্তকে পরিব্যাপ্ত দেখেন। পরন্তু নিরুপাধি ও সোপাধি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইলেও তিনি যদি সক্ত, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে কেবল ভূত-সমস্তই দেখেন, অর্থাৎ আত্মার সোপাধি অবস্থাই যাবজ্জীবন অনুভব করেন। অপিচ যিনি সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বভূত পর্য্যবেক্ষণ করেন, উপাধি পরিত্যাগ-প্রযুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার আর অশুভের সহিত সংযোগ হয় না। মায়াত্মক ক্লেশকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, লোক বুদ্ধি-প্রকাশক জ্ঞানমার্গ-দ্বারাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ মুক্তি-পদার্থ লব্ধ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ বুদ্ধিশালী ভগবান্ প্রজাপতি মুক্তি-প্রাপ্ত জীবকে আদি-অন্ত-রহিত, আত্মযোনি নিত্যই সুখ দুঃখাদি বিকার-বিহীন, উপমা-শূন্য এবং অমূর্ত্ত বলেন।

হে বিপ্র! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শুদ্ধ আত্মালোচনাই এ সকলের মূল; সেই আত্মালোচনা ইন্দ্রিয়-সংযম করিলেই হয়, অন্য প্রকারে হইতে পারে না। স্বর্গ ও নরক, এই দুইটি যে প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কারণ কেবল ইন্দ্রিয়গণ; কেননা ইন্দ্রিয়সকল নিগৃহীত হইলেই স্বর্গের নিমিত্ত হয় এবং বিক্ষিপ্ত হইলেই নরকের হেতু হইয়া থাকে। ফলত ইন্দ্রিয়-সংযমই সম্পূর্ণ যোগ-বিধি; যেহেতু ইন্দ্রিয়ই তপশ্চরণের মূলীভূত এবং সমুদয় নরকেরও আকর। ইন্দ্রিয়বর্গের প্রগাঢ় আসক্তি দ্বারাই জীব রাগ-দ্বেষাদিরূপ দোষ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই; পরন্তু সেই ইন্দ্রিয়দিগকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিলেই তদ্দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরত-আত্মনিষ্ঠ মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব-লাভ করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কদাপি পাপে লিপ্ত হন না; সুতরাং তাঁহার অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? পণ্ডিতেরা পুরুষের শরীরকে রথ-স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছেন এবং আত্মাকে সারথি-স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব-স্বরূপ বলিয়াছেন; অতএব সুনিপুণ ধীর ব্যক্তি রথীর ন্যায় অপ্রমত্ত হইয়া সেই বশীকৃত অশ্বগণ-দ্বারা সুখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ প্রমাথী ইন্দ্রিয় ঘোটক-ষট্‌কের রশ্মি সংযমন করিতে পারেন, তিনিই উত্তম সারথি হন। তুরগতুল্য ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয়-পথে বিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদিগের সংযমন কার্য্যে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে; যেহেতু ধৈর্য্য দ্বারাই তাহাদিগকে নিশ্চয় জয় করিতে পারিবে। পুরুষের মন যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে কোন ইন্দ্রিয়ের বশানুবর্ত্তী হয়, তাহাই তাহার বুদ্ধিকে, বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে বিঘূর্ণিত করে, সেই-রূপ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংকল্প ও শব্দাদি যে ছয় বিষয়ের সুখাদি ফলোৎপত্তি বিষয়ে বিষয়াসক্ত মনুষ্যেরা মোহ-প্রযুক্ত বিপ্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ মোক্ষের বিরোধী হইলেও সুখাদিকে উপাদেয় জ্ঞান করে, সেই সংকল্পাদি বিষয়ে যিনি, বস্তু দৃষ্টিদ্বারা নিশ্চিত সুখাদির হেয়ত্বই পুনঃ পুনঃ ভাবনা করেন, তিনিই ভাবনা-জন্য লাভ করেন, অর্থাৎ বিষয়ের দোষ দর্শনে বীতরাগ হন।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে দশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! ধর্ম্মব্যাধকর্ত্তৃক এইরূপে সূক্ষ্ম বিষয় কথিত হইলে সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় সুসমাহিত হইয়া অপর সূক্ষ্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, এ বিষয়ে সংপ্রতি যাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি তদনুসারেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনের মধ্যে যাহার যে গুণ, তৎসমুদায় আমাকে যথার্থরূপে বল। ব্যাধ কহিল, আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি আহ্লাদ-পূর্ব্বক আপনার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করিব; ইহাদের গুণ-সকল পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উহাদের মধ্যে যাহা মোহাত্মক, তাহাই তমোগুণ; যেটি প্রবর্ত্তক, তাহা রজোগুণ এবং যেটি সমধিক প্রকাশবান্, তাহাই সত্ত্বগুণ; প্রকাশ বাহুল্য হেতু সত্ত্বই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি অবিদ্যাবহুল, মূঢ়, নিদ্রালু, চেতনা-শূন্য, অবশেন্দ্রিয়, দর্পোপহত, ক্রোধযুক্ত ও অলস, সেই তমোগুণাক্রান্ত। হে বিপ্রর্ষে! যে নরশ্রেষ্ঠ মনোজ্ঞভাষী, মন্ত্রণাকারী, অসূয়াশূন্য, প্রবল-বাসনা বশত কর্ম্ম বিধানে সমুৎসুক, অনম্র স্বভাব ও অভিমানী, সেই ব্যক্তিই রাজস-প্রকৃতি। অপিচ যে মানব সমধিক প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন, ধীর, বাসনা রাহিত্যে প্রযুক্ত কর্ম্মবিধানে অনিচ্ছু, অসূয়া রহিত, ক্রোধ-পরাঙ্মুখ, ধীমান্ ও দান্ত, তিনিই সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক পুরুষ যখন লোক-চারিত্র অনুসারে সংবুদ্ধ হন, তখন ক্লেশ পাইতে থাকেন; পরন্তু যখন যথার্থ বোদ্ধব্য বিষয় বুঝিতে পারেন, তখন লোকচারিত্রের প্রতি ঘৃণা করেন। তাঁহার বৈরাগ্যের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং সরলতাও নির্ম্মল হয়; সুতরাং তাহাতেই তাঁহার মানাপমানাদি সমুদয় দ্বন্দ্বভাব পরস্পর প্রশান্ত হইয়া যায়। অপিচ তৎকালে তাঁহার কোন বিষয়েই কোন প্রকার সংযমের আবশ্যক হয় না। হে ব্রহ্মন্! দেখুন, শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হই-

যাও কোন ব্যক্তি যদি সদৃগুণ-সকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়; এমন কি, একমাত্র সারল্যগুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্বও জন্মিতে পারে। হে বিপ্র! আমি আপনার নিকটে এই সমুদায় গুণের কীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা করেন?

একাদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বিজ্ঞানাভিধেয় তেজোময় ধাতু পার্থিব ধাতু প্রাপ্ত হইয়া কি নিমিত্ত দেহাভিমানী হন? এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ী মার্গ আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে শরীরকে বিচেষ্টিত করে? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উল্লেখ করিলে, ব্যাধ সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণকে উত্তর করিতে লাগিল। ব্যাধ কহিল, প্রকাশময় বিজ্ঞানাত্মা চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরের চৈতন্য সম্পাদন করেন; প্রাণ সেই চিদাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মাতে বর্ত্তমান থাকিয়া বিচেষ্টমান হন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সকলই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাণই ভূতবর্গের কার্য্যরূপ পরব্রহ্ম এবং তিনিই বিরাট প্রভৃতির কারণ; আমরা তাঁহাকে উপাসনা করি। চিদ্বিজ্ঞান-সমন্বিত সূত্রাত্মারূপ প্রাণই সর্ব্বভূতের চেতয়িতা জীবাত্মা; তিনিই সনাতন পুরুষ; তিনিই মহান্, বুদ্ধি ও অহঙ্কার; এবং ভূতপঞ্চকের শব্দাদিরূপ বিষয়ও তিনি। এইরূপে সেই সূত্রাত্মা উপাধির আবেশ-হেতুক জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর, এই দেহমধ্যে কি আন্তর, কি বাহ্য, সর্ব্ব বিষয়েই প্রাণবায়ুদ্বারা প্রতিপালিত হন; পরন্তু সেই প্রাণবায়ু পশ্চাৎ সমান বায়ুত্ব প্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা জীব পৃথক্ পৃথক্ গমনীয়া গতি আশ্রয় করেন। সেই সমানবায়ু আবার অপান নামে অভিহিত হইয়া জঠরানল অবলম্বনপূর্ব্বক মূত্রাশয়ে ও পুরীষাশয়ে মূত্র ও পুরীষ বহন করত পরিবর্ত্তিত হয়। সেই এক বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল, এই তিন বিষয়ে বর্ত্তমান থাকে; অধ্যাত্মবেত্তা পণ্ডিতেরা তদবস্থ বায়ুকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অপিচ মনুষ্যদিগের সমুদয় শরীরমধ্যে প্রত্যেক সন্ধিস্থলে সন্নিবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় সেই বায়ু ব্যান বলিয়া উপদিষ্ট হয়। জঠরাগ্নি ত্বগাদি ধাতু-সমস্ত-মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে; সেই অগ্নি প্রাণাদি বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অন্নাদি রস, ত্বগাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ-সমস্ত পরিবর্ত্তিত করত দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করে। প্রাণ-সকলের একত্র সন্নিপাত নিমিত্ত সঙ্ঘর্ষ জন্মে; সেই সংঘর্ষ সমুত্থিত উষ্মাই জঠরাগ্নি বলিয়া পরিজ্ঞেয় হয় এবং সেই অগ্নিই দেহীদিগের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। সমান ও উদান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সন্নিবেশিত আছে; তাহাদিগের সঙ্ঘর্ষদ্বারা নিষ্পাদিত জঠরানল সপ্তধাতুময় শরীরকে পরিণত করিতে থাকে সেই অগ্নিরও পায়ু-পর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলা যায়; ঐ অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে নাড়ীমার্গ সকল জন্মে। অগ্নি-বেগবাহী প্রাণ উক্ত অপানান্তে প্রতিহত হয়; পরে পুনরায় ঊর্দ্ধে আসিয়া অগ্নিকেও সমুৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগে পক্বাশয় এবং ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় অবস্থিত আছে; শরীরের সমুদায় প্রাণই নাভিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শরীরস্থ নাড়ী সকল হৃদয় হইতে তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রসৃত এবং দশ প্রকার প্রাণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্নরস-সমস্ত বহন করে। সমভাবাপন্ন, জিতক্লম, ধীর, যোগী পুরুষেরা সুহস্রারে আত্মাকে সমাহিত করত যে পথদ্বারা পরব্রহ্ম সন্নিধানে গমন করেন, সেই পথ এই। এইরূপে সমুদায় জীব-দেহে প্রাণ ও অপান পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণাদি একাদশ-বিকারময় জীব, পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতি কলাসম্ভারে সমুপচিত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাকেই স্থূল সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করুন; তিনি নিত্য হইলেও উপাধিযোগে তাঁহার স্বভাব বিজিত হইয়াছে। স্থালীস্থ সংস্কৃত-অগ্নির ন্যায় যিনি উক্ত কলাসম্ভারে সমাহিত আছেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানুন; তিনি নিত্য হইলেও উপাধিযোগে তাঁহার স্বভাব বিজিত হইয়াছে। অপিচ পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় যে দেব ঐ কলাসম্ভারে অসংসক্তভাবে সংস্থিত আছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া স্থির করুন; তিনি কূটস্থ নিত্য, তথাপি উপাধিযোগে তাঁহারও স্বভাব বিজিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ ও তম, ইহাদিগকে জীবের গুণ, জীবকে আত্মার গুণ এবং আত্মাকে পরমাত্মার গুণ বলিয়া নিশ্চয় করুন। পণ্ডিতেরা অচেতন শরীরাদিকে জীবের উপভোগ্য বলেন; আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হন এবং ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্টিত করান; যিনি সপ্তভুবনের প্রবর্ত্তক, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেরা তাঁহাকে সেই জীব ও ঈশ্বর হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে সমুদয় ভূতবর্গেতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করায় ভূতাত্মা প্রকাশমান হন না, পরন্তু জ্ঞানসাক্ষী পুরুষেরা উত্তম সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে সন্দর্শন করেন। নির্ম্মলাত্মা মানব চিত্তের প্রসন্নতাদ্বারা শুভাশুভ কর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং আত্মনিষ্ঠ হইয়া অনায়াসে মোক্ষ লাভ করেন। যেমন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, অথবা যেমন নিপুণ ব্যক্তিকর্ত্তৃক উদ্দীপিত প্রদীপ বায়ুশূন্য প্রদেশে প্রদীপ্ত হয়, প্রসাদের লক্ষণও অবিকল সেইরূপ। বিশুদ্ধচিত্ত যোগী পুরুষ অল্পাহারী হইয়া পূর্ব্বরাত্রে ও অপর রাত্রে সতত মনঃসংযোগপূর্ব্বক হৃদয়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে থাকেন। সেইরূপ করিতে করিতে তিনি প্রদীপ্ত-দীপের ন্যায় মনোদীপ দ্বারা নির্গুণ আত্মাকে অবলোকন করেন এবং তৎকালেই প্রকৃষ্টরূপে বিমুক্ত হন। সর্ব্বপ্রকার উপায়দ্বারা লোভ ও ক্রোধের বিশেষরূপে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য; যে হেতু ইহাই লোকদিগের পবিত্র তপস্যা এবং ইহাই সংসার-পারাবারের সেতু স্বরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। ক্রোধ হইতে নিয়ত তপস্যারক্ষা করিবে; মাৎসর্য্য হইতে নিয়ত ধর্ম্মরক্ষা করিবে, মানাপমান হইতে নিয়ত বিদ্যারক্ষা করিবে; এবং প্রমাদ হইতে নিয়ত আত্মরক্ষা করিবে। দয়াই পরম ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং সত্যব্রতই পরম ব্রত। সত্যের সম্ভাষণ শ্রেয়স্কর এবং সত্যজ্ঞান হিতকর হইতে পারে; যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতসাধন, তাহাই পরম সত্য বলিয়া অভিমত হইয়াছে। যাঁহারা সমুদায় কর্ম্ম নিয়ত ফলাশংসা-বিরহিত এবং সংন্যাস-বিষয়ে যাঁহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী এবং তিনিই বুদ্ধিমান্। ব্রহ্মের যোগ যে কি পদার্থ, তাহা গুরুও যখন শ্রবণ করাইতে পারেন না, কেবল

উপপাদন মাত্র করিয়া দেন, তখন বিষয়-বিয়োগই ব্রহ্মণদ্বারা যোগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব সন্ন্যাসকেই ব্রহ্মযোগ বলিয়া জানিবে। সমুদায় প্রাণিবর্গের প্রতি হিংসা করিবে না; সকলের সহিত মিত্রভাবে চলিবে; এই জীবন প্রাপ্ত হইয়া কাহারও সহিত বৈরাচরণ করিবে না। অকিঞ্চনতা, সুসন্তোষ, আশা-রাহিত্য ও অচাঞ্চল্য, এই সমস্তই পরম জ্ঞান সাধন; আত্মজ্ঞান নিয়তই উত্তম। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কি ইহলোকে,কি পরলোকে,অশোকস্থল নিশ্চল বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা যতব্রত হইবে। যিনি অজিত মোক্ষপদার্থ জয় করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার নিয়ত তপস্যা-নিরত, দান্ত ও সংযতাত্মা মুনি হইয়া আসক্তির আস্পদ সমুদয় বিষয়েতে সঙ্গহীন হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে লোকবেদাদি গুণ-সকল অগুণ হইয়াছে, যাহা আসঙ্গরহিত, যাহা একমাত্র প্রত্য-গাত্মাদ্বারা নিষ্পাদ্য এবং অজ্ঞানের অপনয়মাত্রেই যাহার অধিগম হয়, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ; তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকেই নির-বচ্ছিন্ন সুখ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে মানব সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন এবং অসঙ্গদ্বারাও মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তম! মদুক্ত এই সমুদায় বিষয় শ্রুতির অনুযায়ী; আমি এ সমস্তই আপনার নিকটে সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, অতঃপর আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন?

দ্বিজব্যাধসংবাদে দ্বাদশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আহ্লাদিত-চিত্ত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন যে,তুমি যে যে বিষয়ের কীর্ত্তন করিলে এ সমস্তই ন্যায়যুক্ত; ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্মবিষয়ের তোমার কিছুই অবিদিত নাই। ব্যাধ কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজোত্তম! আমার যে ধর্ম্ম, যাহার দ্বারা আমি এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা আপনি প্রত্যক্ষেও অব লোকন করুন। হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মাতা ও পিতাকে একবার দৃষ্টি করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্যাধ এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পরম-শোভাসমন্বিত, অতিশয় মনোরম, দেবগৃহসদৃশ, সুরগণেরও সমাদৃত, শয়নাসনসমাকীর্ণ, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য-বিশিষ্ট একটি পরম রমণীয় চতুঃশাল সৌধ রহিয়াছে। তথায় ধর্ম্মব্যাধের পিতা মাতা শুক্লাম্বর ধারণপূর্ব্বক পূজিত ও কৃতাহার হইয়া সুসন্তুষ্টমানসে উত্তমাসনে উপবিষ্ট আছে। ধর্ম্মব্যাধ সেই দম্পতীকে দেখিয়া অবনত মস্তকে তাহা-দের চরণতলে পতিত হইল। তখন বৃদ্ধেরা কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! উঠ উঠ! ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন! তোমার শৌচদ্বারা আমরা প্রীত আছি; অতএব তুমি অভিলষিত গতি, জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট মেধা প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। হে পুত্র! তুমি আমাদের সৎপুত্র; তোমাকর্ত্তৃক আমরা নিত্যই যথাকালে পরম সৎকৃত হইতেছি। অধিক কি, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার আর অন্য দৈবত কিছুই নাই। নিয়ত প্রযতচিত্ত হওয়াতে তুমি দ্বিজাতি-গণের ন্যায় দমান্বিত হইয়াছ। হে পুত্র! দম ও আমা-দিগের প্রতি পূজাদ্বারা পিতার পিতামহ ও প্রপিতামহগণেরাও তোমার প্রতি সতত প্রীত আছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদিগের শুশ্রূষার ত্রুটি কর না, কেননা আমাদিগের সেবা-ভিন্ন তোমার অন্য বুদ্ধিই এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে না। হে বৎস! জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যেমন বৃদ্ধ পিতা মাতার উত্তমরূপ পূজা করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছ; বরং তদপেক্ষাও তোমার অধিক করা হইয়াছে। অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ মাতা-পিতাকে সেই ব্রাহ্মণের বিষয় নিবেদন করিল। তখন তাহারা স্বাগত প্রশ্নদ্বারা সেই বিপ্রের সৎকার করিল; এবং ব্রাহ্মণও সেই পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহেতে পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত তোমাদিগের ত সমস্ত কুশল? এই বৃদ্ধাবস্থায় তোমাদিগের শরীরও সর্ব্বদা নিরোগী আছে ত? বৃদ্ধেরা কহিল, হে বিপ্র! আমরা ভৃত্য-বর্গের সহিত সর্ব্বথা কুশলী আছি; হে ভগবন্! আপনিও ত এস্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইয়াছেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমি নির্ব্বিঘ্নেই আসিয়াছি। তদনন্তর ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিল। ব্যাধ কহিল, ভগবন্! আমার এই পিতা মাতাই আমার পরম দৈবত। যাহা দেবগণের উদ্দেশে কর্ত্তব্য হয়, তাহা আমি ইহাঁদের উদ্দেশেই করিতেছি। ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবগণ যেমন সর্ব্বলোকের সম্পূজ্য, সেইরূপ এই বৃদ্ধদম্পতী আমার সর্ব্বথা পূজনীয়। দ্বিজাতিরা দেবতাদিগের উদ্দেশে উপহার সকল আহরণ করত যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আমিও আলস্য-শূন্য হইয়া ইহাঁদের নিমিত্ত সেইরূপ করি। হে ব্রহ্মন্! এই পিতা মাতাই আমার পরম দেবতা। ইহাঁদিগকে পুষ্প ফল ও রত্ননিকরদ্বারা আমি সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট করিয়া থাকি। হে দ্বিজ! মনীষীরা যে অগ্নিত্রয়ের কথা বলেন, আমার পক্ষে ইহাঁরাই সেই অগ্নি। হে বিপ্র! যজ্ঞ ও বেদ-চতুষ্টয় প্রভৃতি যে কিছু আছে, সে সমস্তই আমার ইহাঁরা। আমার পঞ্চ প্রাণ, পুত্রকলত্র ও সুহৃজ্জন, সকলই ইহাঁ-দের নিমিত্ত। আমি পুত্র কলত্রের সহিত সততই ইহাঁ-দের শুশ্রূষা করিতেছি। হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইহাঁ-দিগকে স্নান করাই, স্বয়ং ইহাঁদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিই এবং স্বয়ংই আহার প্রদান করি। অপিচ যে বাক্য ইহাঁদের অনুকূল হয়, তাহাই বলি; অপ্রিয় কথা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করি। ইহাঁদের যাহা প্রীতিকর, তাহা অধর্ম্মসংযুক্ত হইলেও আমি তদনুষ্ঠানে সঙ্কুচিত হই না। হে দ্বিজসত্তম! ইহাঁদের প্রিয় কার্য্যসাধনকেই গুরু-ধর্ম্ম-জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সর্ব্বদা নিরালস্য হইয়া ইহাঁদের শুশ্রূষাই করি। হে ব্রহ্মন্! কল্যাণকামী পুরুষের পক্ষে পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই পঞ্চই গুরুপদ-বাচ্য! এই সকলেতে যিনি সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার নিত্যই অগ্নিত্রয়ের পরি-চর্য্যা করা হয়। ফলত গৃহস্থাশ্রমে বর্ত্তমান ব্যক্তিরই ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

দ্বিজব্যাধ-সংবাদে ত্রয়োদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মব্যাধ সেই ব্রাহ্মণের নিকটে মাতা ও পিতা উভয়কেই গুরু-স্বরূপ নিবেদন করিয়া পুনর্ব্বার

তাঁহাকে এই কথা বলিল যে, আপনি আমার পিতৃ-মাতৃ-শুশ্রূষা-রূপ তপস্যার প্রভাব দেখুন, ইহার দ্বারা আমার চক্ষু সর্বত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই সেই পতিশুশ্রূষা-পরায়ণা, দান্তা, সত্যশীলা, রমণী আপনাকে কহিয়াছিলেন যে, "আপনি মিথিলায় গমন করুন; তথায় একজন ব্যাধ বাস করে; সেই ব্যক্তিই আপনাকে ধর্ম্ম সকল কহিবে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ব্রতব্রত ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সেই শীল-সম্পন্না, সত্যনিষ্ঠা, পতিব্রতার বাক্য সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিলাম, তুমি যথার্থই তাদৃশ গুণবান্। ব্যাধ কহিল, হে প্রভাব-সম্পন্ন দ্বিজবর! সেই সাধ্বী তৎকালে আমার বিষয়ে আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্যক্‌রূপেই বিদিত আছে, সংশয় নাই। হে তাত! আমি আপনার প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধিতে ইহা প্রদর্শন করিলাম, সংপ্রতি আপনার যাহা হিতকর হইতে পারে, এরূপ বাক্যও বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে অনিন্দিত দ্বিজসত্তম! আপনি মাতা পিতাকে অবমানিত করিয়াছেন; যেহেতু তাঁহাদের অনুমতি না লইয়াই বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন। ফলত আপনার সেই কর্ম্মটি নিতান্ত অযুক্ত হইয়াছে। ভবদীয় শোকে সেই তপস্বী বৃদ্ধ দম্পতী অন্ধ হইয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আপনি গমন করুন; এই ধর্ম্ম যেন আপনাকে পরিত্যাগ না করে। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও নিরন্তর ধর্ম্ম-নিরত; পরন্তু এ সমস্তই আপনার নিষ্ফল হইতেছে; অতএব আপনি শীঘ্র তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করুন। হে ব্রহ্মন্! আমার কথায় শ্রদ্ধা করুন, অন্যথা করিবেন না। হে বিপ্রর্ষে! আমি আপনার শ্রেয়স্কর বাক্যই বলিতেছি, আপনি অদ্যই গমন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাচার গুণান্বিত! তুমি যে কথা বলিলে সকলই সত্য, সন্দেহ নাই; তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজসত্তম! আপনি যে অকৃতাত্মা মনুষ্যদিগের দুষ্প্রাপ্য দিব্য পুরাতন নিত্য ধর্ম্মের নিয়ত অনুসরণ করিতেছেন, ইহাতে আপনি নিশ্চয়ই দেবতুল্য পুরুষ; পরন্তু এক্ষণে মাতা পিতার নিকটে গমনপূর্ব্বক নিরালস্য হইয়া শীঘ্র তাঁহাদের পূজা করুন, কারণ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আমি আর কিছুই দেখিতেছি না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি ভাগ্যক্রমে এস্থলে আসিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার সহিত আমার মিলন হইল। ঈদৃশ ধর্ম্ম-প্রদর্শক মনুষ্য, লোকমধ্যে দুর্ল্লভ। পুরুষর্ষভ! বহু-সহস্র-মধ্যে এক জন ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্য আছে কি না সন্দেহ; অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তোমার সহিত মিত্রতা হওয়াতে আমি যথেষ্ট প্রীত হইলাম। হে অনঘ! আমি নরকে পড়িতেছিলাম, অদ্য তোমা-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলাম। ফলত এইরূপ ভবিতব্যই ছিল, যেহেতু তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাজা যযাতি পতিত হইয়া যেমন সাধু দৌহিত্র-গণ-কর্ত্তৃক তারিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। এক্ষণে ত্বদীয় বচনানুসারে আমি মাতৃ-পিতৃ-শুশ্রূষা করিব, কারণ অকৃতাত্মা ব্যক্তি কখন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনিশ্চয় জানাইতে পারে না। শূদ্রযোনিতে বর্ত্তমান ব্যক্তির সনাতন ধর্ম্ম বোধগম্য করা দুঃসাধ্য; অতএব আমি তোমাকে শূদ্র বলিয়া বিবেচনা করি না; তবে যে তুমি শূদ্র হইয়াছ, ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে। হে মহামতে! যে কর্ম্ম-বিপাকে তুমি এই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমি প্রকৃত-রূপে জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া সমুদয় সত্য করিয়া আমাকে বল।

ব্যাধ কহিল, হে অনঘ দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণগণ আমার অলঙ্ঘনীয়; অতএব আমার পূর্ব্বতন শরীরে যে বৃত্তান্তের সংঘটন হইয়াছিল, তৎসমুদায় এই শ্রবণ করুন। হে দ্বিজ-বরাত্মজ! আমি পূর্ব্বজন্মে সুনিপুণ বেদাধ্যায়ী ও বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। হে ব্রহ্মন্! আত্মকৃত দোষজন্যই আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিপ্র! ধনুর্ব্বেদ-পরায়ণ কোন রাজা আমার সখা ছিলেন; তদীয় সংসর্গে আমি ধনু-র্ব্বিদ্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে ভূপতি মন্ত্রিসমূহে সংবৃত হইয়া প্রধান প্রধান যোধগণের সহিত মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। অনন্তর তিনি আশ্রমের সন্নিহিত বহুতর মৃগ বধ করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! পরে আমিও এক ভয়ানক শর নিক্ষেপ করিলাম। সেই আনতপর্ব্ব সায়ক দ্বারা একজন ঋষি তাড়িত হইলেন। হে ব্রহ্মন্! তিনি ভূতলে নিপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই স্থান প্রতি-নাদিত করত কহিলেন, "আমি কাহারও কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই, তবে কে এই পাপকর্ম্ম করিল!" হে বিভো! এদিকে আমি তাঁহাকে মৃগ বিবেচনা করত সহসা তাঁহার নিকট গমন করিলাম; দেখিলাম, সেই ঋষি আনতপর্ব্ব শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। ঐ অকার্য্য করণ-হেতু আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইল। অনন্তর ধরাতল-পতিত চীৎকারকারী সেই উগ্রতপা বিপ্রকে আমি এই কথা বলিলাম, ঋষে! আমি না জানিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! আমি এইরূপ কহিলে সেই ঋষি ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রে ক্রূর! তুই শূদ্র-যোনিতে ব্যাধ হইয়া জন্মিবি।

দ্বিজ-ব্যাধ সংবাদে চতুর্দ্দশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজবরোত্তম! আমি এইরূপে ঋষিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলাম, মুনে! আমাকে রক্ষা করুন; আমি না জানিয়াই অদ্য এই অকার্য্য করিয়াছি; অতএব তৎসমুদয় ক্ষমা করা আপনার উচিত। হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন। ঋষি কহিলেন, শাপ অন্যথা হইবার নহে, ইহা এইরূপই হইবে সন্দেহ নাই; তবে কৃপা-বশত সংপ্রতি আমি তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিতেছি যে, তুমি শূদ্রযোনিতে থাকিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইবে এবং পিতা মাতারও শুশ্রূষা করিবে, সংশয় নাই। সেই শুশ্রূষায় তুমি মহতী সিদ্ধি লাভ করিবে, জাতিস্মর হইবে এবং স্বর্গেও গমন করিবে; শাপ ক্ষয় হইলে পর পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ হইবে।

হে দ্বিপদশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে সেই উগ্রতেজা ঋষি আমাকে এই-রূপে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি আমার প্রতি এই-রূপে প্রসন্নও হইয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর আমি সেই ঋষির শরীর হইতে বাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আনয়ন করিলাম; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়

নাই। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে আমার যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল এবং পরেও আমাকে যেরূপে স্বর্গাভিমুখে গমন করিতে হইবে, তৎসমুদয় আপনাকে কহিলাম। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! মনুষ্যেরা এইরূপেই এই সমস্ত সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না। তুমি লোকবৃত্তান্তের তত্ত্বজ্ঞ ও নিয়তই ধর্ম্ম-পরায়ণ; অতএব আপনার জাতি জানিয়াই দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছ। হে বিদ্বন্ স্বজাতির বিহিত হওয়াতে তোমার কর্ম্মদোষও নাই; যাহা হউক, তুমি আর কিছুকাল অবস্থান কর, পরে পুনরায় ব্রাহ্মণ হইবে। আমার বিবেচনায় তুমি সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই; কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎ কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে, সে শূদ্রতুল্য হয় এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্ম-বিষয়ে সতত উদ্যমান্বিত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি; কেননা ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্র। হে নরোত্তম! কর্ম্মদোষে লোকে ভয়ঙ্কর বিষমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু আমি বোধ করি, এক্ষণে তোমার দোষ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; অতএব তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত হইতেছে না; যেহেতু ত্বাদৃশ লোকবৃত্তান্ত-তত্ত্বজ্ঞ ও নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা বিষাদের পরতন্ত্র হন না। ব্যাধ কহিল, প্রজ্ঞাদ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ বিনষ্ট করিবে, ইহাই বিজ্ঞানের সামর্থ্য; অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞেরা বালকদিগের তুল্য হইবেন না। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই অনিষ্ট বিষয়ের সম্প্রয়োগ ও প্রিয় বিষয়ের বিপ্রয়োগ হইলে মানসিক দুঃখে সংযোজিত হইয়া থাকে। ফলত সমুদয় ভূতবর্গই গুণকার্য্য সুখ-দুঃখ-মোহে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়; এই শোকস্থান কেবল এক ব্যক্তির বিদ্যমান থাকে না। এরূপ হওয়াতে লোকে অনিষ্টাপাত দর্শন করত ত্বরায় তাহা হইতে বিরত হয়; আর যদি উপক্রম-সময়ে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিকারও করে। যে ব্যক্তি ঐ অনিষ্টাপাত-জন্য শোক করে, তাহার কিছুই ফল দর্শে না, কেবল পরিতাপমাত্র হয়। জ্ঞানতৃপ্ত যে সমস্ত মনীষী মানবেরা সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই সুখে বর্দ্ধিত হন। মূঢ়েরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, পণ্ডিতেরা সন্তোষ লাভ করেন; অসন্তোষের অন্ত নাই, অতএব তুষ্টিই পরম সুখ। যাঁহারা জ্ঞানপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পরম গতি সন্দর্শন করত আর শোক করেন না। ফলত বিষাদে মন করা কর্ত্তব্য নহে; বিষাদ উত্তম বিষ-স্বরূপ; ক্রোধপরীত ভুজঙ্গের ন্যায় উহা অকৃতবুদ্ধি মূর্খ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। বিক্রমের সময় উপস্থিত হইলে বিষাদ যাহাকে অভিভূত করে, সেই তেজোহীন ব্যক্তির পুরুষার্থ থাকে না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল অবশ্যই দৃশ্যমান হয়; নতুবা কেবল নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া লোকে কিছুমাত্র শুভ লাভ করিতে পারে না। বিষাদে নিমগ্ন না হইয়া বরং যাহাতে দুঃখের পরিমোচন হইতে পারে, এতাদৃশ উপায় অন্বেষণ করাও বিধেয়; অতএব শোকে মন না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃখমোচনের চেষ্টা করিবে; এবং মুক্ত হইয়া [illegible]-রহিত হইবে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা ভূতবর্গের অনিত্যতা সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া পরম গতি সন্দর্শন করত আর শোক করেন না। হে বিদ্বন্! আমিও শোক করি না, কেবল কালাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থিত আছি। হে ব্রহ্মন্! হে সত্তম! এই সমস্ত নিদর্শনদ্বারা আমি অবসাদ প্রাপ্ত হই না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ। তুমি জ্ঞানবান্ ও মেধাবী; তোমার বুদ্ধিও অতিমহতী; তোমার প্রতি আমি কোনক্রমে শোক করি না, যেহেতু তুমি জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক, সংপ্রতি আমি তোমার নিকটে বিদায় গ্রহণ করি; ধর্ম্ম তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। হে ধার্ম্মিক-প্রবর! ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার সর্ব্বথা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন ব্যাধ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে "যথা আজ্ঞা" এই কথা বলিল। অনন্তর দ্বিজসত্তম কৌশিক তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। গমনানন্তর সেই ব্রাহ্মণ যথান্যায়ে সংযত-চিত্ত হইয়া তৎকালে বৃদ্ধ মাতা পিতার প্রতি সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা করিলেন। হে ধার্ম্মিক-প্রবর তাত যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্ম-বিষয়ে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদয়াই তোমার নিকটে এই সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইল। হে সত্তম! পতিব্রতার মাহাত্ম্য এবং ব্রাহ্মণ-সমীপে ধর্ম্মব্যাধকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত মাতা পিতার শুশ্রূষা, সমস্তই কথিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে সকল ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ মুনিসত্তম! আপনি যে অনুত্তম ধর্ম্মাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, ইহা অতিশয় অদ্ভুত। হে বিদ্বন্! ইহার সুখশ্রব্যতা-প্রযুক্ত আমার পক্ষে যেন মুহূর্ত্ত-কালমাত্র গত হইল; হে ভগবন্! এই উত্তম ধর্ম্ম শ্রবণ করত আমি কোনক্রমে পরিতৃপ্ত হইলাম না।

পতিব্রতোপাখ্যানে দ্বিজব্যাধ-সংবাদ ও পঞ্চদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ তৎকালে এই ধর্ম্মসংযুক্তা শুভময়ী কথা শ্রবণ করিয়া সেই ঋষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে অগ্নি কি নিমিত্ত সলিলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন? এবং অগ্নি অদৃশ্যমান হইলে মহাদ্যুতি অঙ্গিরাই বা কি নিমিত্ত স্বয়ং অগ্নি হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন? হে ভার্গবসত্তম! অগ্নি একমাত্র, কিন্তু কর্ম্ম-সমূহেতে উহাঁর বহুত্ব দৃষ্ট হয়; অতএব এ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করি। হে মহামুনে! কার্ত্তিকেয় যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যেরূপে তিনি অগ্নির পুত্র হইয়াছিলেন, যে প্রকারে রুদ্র হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে গঙ্গা ও কৃত্তিকাদি মাতৃগণ তাঁহার জননী হইয়াছিলেন, আমি কৌতূহল-সমাবিষ্ট হইয়া ইহাও আপনার নিকট যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হুতাশন যেরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত সলিলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ অঙ্গিরা যে প্রকারে স্বয়ং অগ্নি হইয়া প্রভাদ্বারা লোক-সমস্ত সন্তাপিত এবং অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা এই পুরাতন ইতিহাসটি উদাহরণ দিয়া থাকেন। হে মহাবাহো! পূর্ব্বকালে মহাভাগ অঙ্গিরা আশ্রমস্থ হইয়া উত্তম তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি হুতাশন অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী হইয়া তৎকালে সমুদায় জগৎ বিকাশিত করিতে লাগিলেন। তেজস্বী হুতাশনও তপস্যা করিতেছিলেন,

তিনি তাঁহার তেজে অতিশয় সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইলেন, পরন্তু কিছুই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগবান্ হব্যবাহন চিন্তা করিলেন, "আমি তপস্যায় ব্যাপৃত থাকাতে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মা লোকদিগের নিমিত্ত জগতে অন্য অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কি প্রকারে পুনরায় অগ্নি হইতে পারি।" তিনি এইরূপ চিন্তা করিবার পর দেখিতে পাইলেন, মহামুনি অঙ্গিরা অগ্নি-সদৃশ হইয়া লোক-সকলকে তাপ প্রদান করিতেছেন। তাহাতে ভীত হইয়া তিনি মন্দ মন্দ সঞ্চারে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন অঙ্গিরা তাঁহাকে কহিলেন, আপনি শীঘ্রই পুনর্ব্বার অগ্নি হইয়া লোকের শুভ বিধান করুন। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন মধ্যে আপনি বিশেষরূপে পরিচিত আছেন, বিশেষত ব্রহ্মা তিমিরাপনোদন জন্য আপনাকেই প্রথমে অগ্নিত্ব-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব হে তমোনুদ! আপনি শীঘ্রই স্বীয় অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হউন।

অগ্নি কহিলেন, লোক মধ্যে আমার কীর্ত্তি-লোপ হইয়াছে; সংপ্রতি আপনি হুতাশন হইয়াছেন; লোকেরা আপনাকেই পাবক বলিয়া জানিবে, আমাকে নহে। হে প্রজাপতিনন্দন! আমি অগ্নিত্ব পরিত্যাগ কবি, আপনিই প্রথম অগ্নি, অর্থাৎ সূত্রাত্মা হউন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি, অর্থাৎ বিরাট্ হইব। অঙ্গিরা কহিলেন, হে অগ্নিদেব! আপনি তিমিরাপহারী অগ্নি হইয়া প্রজাদিগের স্বর্গসাধন হব্যবহন করুন এবং আমাকেও প্রকৃতরূপে প্রথম পুত্র করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অঙ্গিরার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হুতাশন তদ্রূপই করিলেন এবং সেই অঙ্গিরারও বৃহস্পতি নামা পুত্র হইলেন। হে ভারত! বহ্নি হইতে অঙ্গিরার সেই প্রথমোৎপন্ন পুত্র হইয়াছেন জানিয়া দেবতারা তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। পরন্তু তিনি তৎকালে দেবগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের নিকটে ব্রহ্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন দেবতারাও "ইনি আপনাদিগের গুরু হইলেন," অঙ্গিরার এই বাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অগ্নি কথন-প্রস্তাবে আমি ব্রাহ্মণ মন্ত্র সমূহে বহুতর কর্ম্মদ্বারা খ্যাত, লোকে বিবিধ বিষয়ে প্রয়োজনীয়, মহতী প্রভাসম্পন্ন নানাবিধ অগ্নির কথা বর্ণন করিব।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে ষোড়শাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র যে অঙ্গিরা, তাঁহার শুভানাম্নী ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র কন্যাগণের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ কর। হে রাজন্! তাঁহার পুত্র বৃহস্পতি। তাঁহার কীর্ত্তি, শারীরিক তেজ, বেদাধ্যয়ন, মন, মন্ত্রণা ও মানসিক প্রতিভা অতিশয় বৃহতী ছিল বলিয়া তাঁহার নাম বৃহস্পতি হইয়াছিল। অঙ্গিরার প্রথম কন্যা দেবী ভানুমতী। পশ্চাদুক্ত সমুদয় সন্ততিগণ মধ্যে তিনি অপ্রতিম-রূপসম্পন্না ছিলেন। অঙ্গিরার দ্বিতীয় কন্যা রাগা। তাঁহার প্রতি সমস্ত ভূতবর্গেরই তখন অনুরাগ জন্মিয়াছিল; তাদৃশ রাগহেতু বলিয়া তাঁহার নাম রাগা হয়। শরীরের কৃশতাবশত দৃশ্যাদৃশ্য হওয়াতে লোকেরা যাঁহাকে রুদ্রকন্যা-সদৃশী বলিয়া বর্ণন করে, সেই সিনীবালী অঙ্গিরার তৃতীয় কন্যা। তাঁহার চতুর্থ কন্যা অর্চ্চিষ্মতী। তদীয় প্রভাদ্বারা লোকে রাত্রিকালেও রূপাদি সন্দর্শন করে। অঙ্গিরার পঞ্চম কন্যা হবিষ্মতী। তাঁহাতেই হবিঃপ্রদান দ্বারা দেবতাদিগের পূজা হয় বলিয়া তাঁহার নাম হবিষ্মতী হইয়াছে। পুণ্যজনিকা অঙ্গিরার ষষ্ঠ কন্যাকে লোকে মহিষ্মতী বলে। হে মহামতে! অঙ্গিরার সপ্তম কন্যা মহামতী বলিয়া কথিত হন। তিনি সোমযাগাদি দীপ্তিশালী মহাযজ্ঞসমূহেতে মহামতী বলিয়াই বিখ্যাত আছেন। অপিচ যে ভগবতীকে অবলোকন করিয়া "ইনি অদ্বিতীয়া ও অংশরহিতা," এই কথা বলিয়া লোকে বিস্ময়সূচক কুহু কুহু ধ্বনি করে, অঙ্গিরার সেই অষ্টম কন্যা উক্ত কারণবশত কুহু নামেই কীর্ত্তিত হন।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে সপ্তদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বৃহস্পতির হিমকরাক্রান্তা তারানাম্নী যে যশস্বিনী পত্নী ছিলেন, তিনি হুতাশনাত্মক ছয় পুত্র ও একটি পুত্রিকা উৎপাদন করেন। দর্শপৌর্ণমাসাদি প্রত্যেক প্রধান প্রধান যজ্ঞেতেই যে অগ্নির উদ্দেশে ঘৃতাহুতি বিহিত হয়, সেই অগ্নি বৃহস্পতির মহাব্রত-সম্পন্ন শংযুনামা পুত্র। এই বীর্য্যবান্ অগ্নি বহুতর প্রভাবিশিষ্ট শিখাসমূহ দ্বারা প্রদীপ্ত হন। চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞেতে ইহাঁর আরাধন-বিষয়ে প্রথম পশু প্রকল্পিত হইয়া থাকে। শংযুর অপ্রতিমরূপ-সম্পন্না ভার্য্যার নাম সত্যা। তিনি সত্যের নিমিত্ত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্না হন। ঐ শংযুর পুত্র অতিশয় প্রদীপ্ত অগ্নি এবং তিনটি কন্যাও অতি সুব্রতপরায়ণা। দর্শাদি যজ্ঞেতে যে অগ্নি প্রথম আজ্যভাগ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, ভরদ্বাজ নামে সেই অগ্নি শংযুর প্রথম পুত্র বলিয়া উক্ত হন। সমুদয় পৌর্ণমাস্য যজ্ঞেতে যাঁহার উপরে স্রুক্ নামক পাত্রদ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নির নাম ভরত। তিনি শংযুর দ্বিতীয় পুত্র। শংযুর অপর যে তিনটি কন্যা হন, ঐ ঊর্জ্জাপরনামা ভরত তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ। সেই ঊর্জ্জভরতের পুত্র ভরত এবং ভরতী নাম্নী একটি কন্যা। ভরণকারী প্রজাপতি, ভরত অগ্নির পুত্র পাবক। হে ভরতসত্তম! তিনি অতিমাত্র মহিত, অর্থাৎ পূজিত হন বলিয়া তাঁহার আর একটি নাম মহান্।

শংযুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরদ্বাজের ভার্য্যা বীরা। তিনি বীর নামক পুত্রের দেহবিধায়িনী। ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, সোমের ঐ বীরের উপাংশু মন্ত্রসহকারে আজ্যদ্বারা পূজা বিহিত হয়। যিনি দ্বিতীয় আজ্যদ্বারা সোমের সহিত যুক্ত হন, তাঁহাকে রথপ্রভু, রথাধ্বান ও কুম্ভরেতা বলে। তিনি সরযূনাম্নী ভার্য্যাতে সিদ্ধি নামক পুত্র উৎপাদন করত তদীয় প্রভাপুঞ্জদ্বারা সূর্য্যকে সমাবৃত করিয়াছিলেন; যেহেতু সেই সিদ্ধি অগ্নি-দৈবত যজ্ঞের মানয়িতা হন বলিয়া অগ্নি সম্বোধন-যুক্ত মন্ত্রসমূহেতে নিয়তই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দ্বিতীয় পুত্র নিশ্চ্যবন অগ্নি। তিনি যশ, তেজ ও শ্রী হইতে কদাচ চ্যুত হন না বলিয়া তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন হইয়াছে। ঐ অগ্নি কেবল পৃথিবীকেই স্তব করেন। নিশ্চ্যবনের পুত্র সত্য। ঐ অগ্নি বিগতপাপ্মা, মালিন্য-বিনির্ম্মুক্ত, বিশুদ্ধ ও তাপ-রহিত হইয়া শিখাদ্বারা নিয়ত প্রজ্বলিত হন। এই সত্যই সময়ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সত্যের আর একটি নাম নিষ্কৃতি। যিনি এই সংসারে আর্ত্তনাদকারী প্রাণিগণের নিষ্কৃতি

বিধান করেন, তাঁহারই নাম নিষ্কৃতি অগ্নি। সর্ব্বতোভাবে সেবিত হইলে তিনি লোকের শোভা-সম্পাদন করেন। সত্যের পুত্র স্বন ঐ পাবক পীড়ার প্রবর্ত্তক। তিনি এই ভূমণ্ডলস্থ জনগণকে বেদনায় আর্ত্ত করেন, পশ্চাৎ তাহারা স্বয়ং চীৎকার করিতে থাকে। বৃহস্পতির তৃতীয় পুত্র বিশ্বজিৎ। তিনি সমুদয় জগতের বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত অধ্যাত্মবেত্তা পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিশ্বজিৎনামা পাবক বলেন। হে ভারত! যিনি অন্তরাগ্নি বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন; যিনি দেহীদিগের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করেন; সেই অগ্নি বৃহস্পতির চতুর্থ পুত্র, সর্ব্বলোকে বিশ্বভুক্ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পাবক সতত ব্রহ্মচারী, সংযতাত্মা ও বিপুল-ব্রতসম্পন্ন। ব্রাহ্মণেরা পাকযজ্ঞ-সমুদায়ে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। গোমতী নাম্নী পবিত্রা নদী তাহার প্রেয়সী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মকারী মানবেরা তাহাতেই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

বড়বাগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ যে পরম দারুণ অগ্নি জল পান করেন, প্রাণে বায়ুর আশ্রিত সেই ব্রহ্মিষ্ঠ বহ্নি বৃহস্পতির পঞ্চম পুত্র। উর্দ্ধে গতি হয় বলিয়া তাঁহার 'উর্দ্ধভাক্' নাম হইয়াছে। অবশিষ্ট ষষ্ঠপুত্র স্বিষ্টকৃৎ। গৃহের মঙ্গল-সংকল্পে তাঁহার প্রতি নিত্য উদধার নামক হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা হবনীয় দ্রব্যজাত সুইষ্ট অর্থাৎ সুন্দররূপে হুত হয়, এই নিমিত্ত তিনি পরম স্বিষ্টকৃৎ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।

সমুদয় ভূতবর্গ শান্তভাব অবলম্বন করিলে যে পাবক মনুষ্য-রূপী হন, সেই ক্রোধপূর্ণ বৃহস্পতির তেজে মন্যুমতী নাম্নী পুত্রিকা জন্মগ্রহণ করেন, সেই ক্রূর-স্বভাবা দারুণা বহ্নিকন্যা 'স্বাহা' নাম ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ভেদে স্বাহার তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে রাজসী স্বাহার পুত্র কামপাবক। স্বর্গলোকে তাঁহার সদৃশ রূপবান্ আর কেহই নাই। এইরূপ অতুল্যতা প্রযুক্ত দেবতারা তাঁহার নাম রাখেন কাম। তামসী স্বাহার পুত্র অমোঘ পাবক। তিনি 'নিশ্চয় জয় করিব,' এইরূপ উৎসাহভরে ক্রোধ ধারণপূর্ব্বক ধন্বী, স্রগ্বী ও রথস্থ হইয়া সমরে শত্রুকুল সংহার করেন। সাত্ত্বিকী স্বাহার পুত্র মহাভাগ উক্থ। তিনি উর্দ্ধ অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্তির প্রযোজক বলিয়া তাঁহার নাম উক্থ হইয়াছে। অপিচ যাহা হইতে কর্ম্মফল উত্থিত হয়, তাহাকেও উক্থ বলা যায়। কর্ম্মোত্থাপক শরীর উক্থ; শরীরোত্থাপক প্রাণ উক্থ; প্রাণোত্থাপক পরমাত্মাও উক্থ প্রথমোক্ত উক্থ শেষোক্ত উক্থত্রয়-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে স্তুত হন, অর্থাৎ তৎসমুদায়ের সহিত একাত্মভাবে অবস্থিতি করেন। তিনি ব্রহ্মকথার আবির্ভাব করিয়া দেন, এই নিমিত্ত বেদাচার্য্যেরা তাঁহাকে সমাশ্বাস, অর্থাৎ মুক্তিরূপ বিশ্রামের হেতু বলিয়া বর্ণন করেন।

আঙ্গিরসোপাখ্যান অষ্টাদশাধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই উক্থ 'আমি একটি ধর্ম্মিষ্ঠ ও ব্রহ্মার সদৃশ যশস্বী পুত্র লাভ করিব,' এই মনে করিয়া পুত্রের নিমিত্ত বহুবর্ষব্যাপী তীব্রতর তপস্যাচরণ করিলেন। তখন কাশ্যপ, বাশিষ্ঠ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অঙ্গিরার পুত্র চ্যবন ও সুবর্চ্চক, এই পঞ্চ অগ্নি মহাব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিলে পর মহতী জ্বালা সমন্বিত, পঞ্চবর্ণ-বিশিষ্ট, জগৎ সৃষ্টি করণে সমর্থ এক তেজ উৎপন্ন হইলেন। হে ভারত! তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত অগ্নিবর্ণ; বাহুদ্বয় সূর্য্য-সদৃশ প্রভান্বিত; ত্বক্ ও নেত্র সুবর্ণ-তুল্য কান্তিযুক্ত; এবং জঙ্ঘা দুইটি কৃষ্ণবর্ণ। উক্ত পঞ্চ জনে স্বতপস্যাদ্বারা তাঁহাকে পঞ্চবর্ণ করেন, এই নিমিত্ত ঐ দেব তপ ও পাঞ্চজন্য বলিয়া শ্রুত হন। তিনি পঞ্চবংশের প্রবর্ত্তক। ঐ মহাতপা দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া পিতৃ-গণ-সম্বন্ধীয় ঘোর পাবক, অর্থাৎ দাক্ষিণাগ্নি উৎপন্ন করত প্রজা সৃষ্টি করিলেন। তিনি মস্তক হইতে বৃহৎ এবং মুখ হইতে রথন্তর, অহোরাত্র-রূপ এই দুই দেবতার সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা বেগে আয়ুঃপ্রভৃতি হরণ করেন। অপিচ তিনি নাভি হইতে শিবকে, বল হইতে ইন্দ্রকে, প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে, বাহুযুগল হইতে উদাত্ত অনুদাত্ত মন্ত্রদ্বয়কে, বিশ্বে অর্থাৎ দেবাত্মক মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং মহাভূতবর্গকে উৎপন্ন করিলেন। এই বিংশতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তিনি পিতৃগণের পঞ্চ পুত্র সৃষ্টি করিলেন। হে ধীর! তন্মধ্যে বসিষ্ঠ-পুত্র বৃহদ্রথের সন্তান প্রণিধি; কাশ্যপের সন্তান বৃহ-ত্তর; চ্যবনের সন্তান ভানু; সুবর্চ্চকের সন্তান সৌরভ এবং প্রাণের সন্তান অনুদাত্ত। এই পঞ্চবিংশতি প্রজা ব্যাখ্যাত হইল। এতদ্ভিন্ন তপ যজ্ঞাপহারী অপর পঞ্চদশ পাশ্চাত্য দেবতা, অর্থাৎ অসুরদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সুভীম, অতি-ভীম, ভীম, ভীমবল ও অবল; সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্র বর্দ্ধন ও মিত্রধর্ম্মা; সুরপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চ্চা ও সুর-হন্তা; এই পঞ্চদশ দেবতাকে তপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ পাঁচটি করিয়া ত্রিবিধ সংস্থানে সংস্থিত হইয়াছেন। পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া ইঁহারা স্বর্গস্থ যজ্ঞযাজীদিগের যজ্ঞ মোষণ করেন। ইঁহারা তাঁহাদিগের যজ্ঞ হরিয়া লন এবং মহৎ হবিও বিনষ্ট করিয়া দেন। হুতাশনদিগের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই ইঁহারা ঐরূপ হরণ ও ধ্বংস-বিধান করিয়া থাকেন। এই হেতু সুকৌশল-সম্পন্ন যাজ্ঞিকেরা বহির্ব্বেদীতে উঁহাদিগের আজ্য-ভাগ প্রকল্পিত করেন। ঐ বহির্ব্বেদীস্থ বহ্নিসন্নিধানে উঁহারা সেই আজ্যভাগ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন না। উঁহারা যে উর্দ্ধে যজমানের আজ্য বহন করেন, তাহা পক্ষ-যুগলদ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়; পরন্তু মন্ত্র-সমূহদ্বারা প্রশমিত হইলে উঁহারা আর যজ্ঞীয় হবির্ম্মোষণ করেন না।

তপের বৃহদুক্থ নামা আর এক পুত্র ভূমি আশ্রয় করিয়া আছেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সাধুরা পৃথিবীতে তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তপের যে পুত্রটি রথন্তর অগ্নি বলিয়া পরিপঠিত হন, তদ্বিষয়ে অধ্বর্য্যুরা এইরূপ জানেন যে, তাঁহার নিমিত্ত যে হবিঃ প্রকল্পিত হয়, তাহা মিত্রবিন্দ, অর্থাৎ মহাবিরাটের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রথন্তর অগ্নিই মহাবিরাট; সুতরাং তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহাযশা তপ এইরূপে পুত্রগণদ্বারা পরম প্রীত হইয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন।

একোনবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, শংযুর পুত্র ভরত-নামা পাবক মহৎ গুরুতর নিয়মদ্বারা সংযতচিত্ত ছিলেন। ঐ অগ্নির অপর

নাম পুষ্টিমতি। উনি তুষ্ট হইলে পুষ্টি প্রদান করেন। এই অগ্নি সমুদয় প্রজাদিগকে ভরণ করেন বলিয়া ভরত-নামে উক্ত হন। অপিচ তপের তৃতীয় পুত্র শিব নামে যে অগ্নি, তিনি শক্তি পূজাপরায়ণ। দুঃখার্ত্ত প্রাণি-সকলের সতত শিবকারী হন বলিয়া তাঁহার নাম শিব হইয়াছে। তপ অগ্নির মহতী তপস্যার ফল স্বরূপ ঐশ্বর্য্য অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল দেখিয়া উত্তরাধিকারিত্বরূপে তাহা হরণ করিবার মানসে পুরন্দর নামে তাঁহার একটি মতিমান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। উষ্মানামক আর একটি পুত্রও জন্মিলেন। তিনি ভূতগণ মধ্যে উষ্মা হইতে লক্ষিত হন। মনু-নামা অগ্নিও উৎপন্ন হইলেন। তিনি প্রজাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বেদ-পারগ ব্রাহ্মণেরা তদনন্তর শম্ভু অগ্নির জন্মকথা বলেন। তৎপরে আবসথ্য অগ্নির জন্ম হয়। দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে মহাপ্রভাবিত প্রদীপ্ত অগ্নি বলিয়া বর্ণন করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রজাসৃষ্টির পুর তপ সুবর্ণসদৃশ-প্রভ উর্জ্জস্বরনামক এই পাঁচটি হুতাশন উৎপন্ন করেন। পৃথিবীতে ইঁহারা যজ্ঞীয় সোমভাগী।

অস্তগমন-কালে পরিশ্রান্ত মহাভাগ সূর্য্য প্রশান্ত নামা অগ্নি হন। তাঁহাকেও তপ অগ্নি উৎপন্ন করেন। তিনি ঘোর-মূর্ত্তি অসুরদিগকে এবং নানাবিধ মর্ত্ত্যগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তপের পুত্র প্রজাপতি ভানুকে অঙ্গিরাও সৃষ্টি করেন বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ ঐ ভানুকে বৃহদ্ভানু নামে বর্ণন করিয়া থাকেন। ভানুর ভার্য্যা সুপ্রজা ও সূর্য্যকন্যা বৃহদ্ভাসা। উঁহারা উভয়ে ছয় পুত্র উৎপন্ন করেন। উঁহাদিগের প্রজা-বিবরণ শ্রবণ কর। যিনি দুর্ব্বল প্রাণিগণের বল প্রদান করেন, সেই অগ্নিকে পণ্ডিতেরা 'বলদ' বলিয়া থাকেন। তিনি ভানুর প্রথম পুত্র। ভূতগণ শান্তভাব অবলম্বন করিলে যিনি দারুণ মন্যুরূপী হন, সেই অগ্নির নাম মন্যুমান্। তিনি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র। দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞেতে যাঁহার উদ্দেশে হবিঃ প্রদত্ত হইবার কথা উক্ত হয়; ইহলোকে যে অগ্নি বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ; তিনিই ভানুর তৃতীয় পুত্র, ধৃতিমাননামা অঙ্গিরা। ইন্দ্রের সহিত যাঁহাকে আগ্রয়ণ নামক হবিঃ প্রদত্ত হইবার কথা স্মৃত হইয়াছে, তাঁহার নাম আগ্রয়ণ অগ্নি। তিনি ভানুর চতুর্থ পুত্র। বিশ্বদেব পঞ্চম পুত্র। তিনি চাতুর্ম্মাস্য যাগে নিত্য বিহিত আগ্নেয়-প্রভৃতি অষ্ট প্রকার হবির উদ্ভব-স্থান। তাঁহার অপর নাম অগ্রহ। ভানুর ষষ্ঠ পুত্র স্তুভ। ঐ ভানুনামা মনুর নিশা-নাম্নী আর একপত্নী ছিলেন। তিনি এক কন্যা, অগ্নীষোম ও অপর পঞ্চ পাবক, সমুদায়ে আটটি অপত্য প্রসব করেন। যে শ্রীমান্ পাবক চাতুর্ম্মাস্য যাগে প্রথম হবির দ্বারা পর্জ্জন্যের সহিত পূজিত হন, তিনি বৈশ্বানর-নামা অগ্নি। মনুর শেষোক্ত পঞ্চপুত্রের মধ্যে তিনিই প্রথম। যিনি এই সমুদয় লোকের প্রভু বলিয়া পরিপঠিত হন, সেই অগ্নির নাম বিশ্বপতি। তিনি মনুর দ্বিতীয় পুত্র। মনুর যে কন্যা, তাঁহার নাম রোহিণী। তাঁহা হইতে আজ্য সুন্দররূপে ইষ্ট হয় বলিয়া তিনি পরম স্বিষ্টকৃৎ হইয়াছেন। তিনি কর্ম্মদোষে দুহিতা হইয়া হিরণ্যকশিপুর ভার্য্যা হইয়াছিলেন, কিন্তু বস্তুত তিনি প্রজাপতি বহ্নি। যিনি প্রাণবায়ু-সমস্ত আশ্রয় করিয়া দেহীদিগের দেহ প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার নাম সন্নিহিত। তাঁহা হইতে শব্দ ও রূপের গ্রহণ হইয়া থাকে। তিনি মনুর তৃতীয় পুত্র। যে দেবের গমনমার্গ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তি পুনরাবৃত্তিরূপ ফলসাধক; যিনি হুতাশনের অবলম্বস্থল স্বয়ং কল্মষশূন্য হইলেও যিনি ক্রোধাশ্রিত হইয়া কল্মষ, অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠাতা হন; এবং এই কারণে যতিগণ যাঁহাকে নিয়ত পরমর্ষি কপিল বলিয়া থাকেন; তিনিই মনুর চতুর্থ পুত্র, সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তক কপিলনামা অগ্নি। বৈশ্বদেবান্ত মানবীয় যজ্ঞার্থ যাহা প্রদত্ত হয়, তাহার নাম অগ্র। পৃথিবীতে নানাবিধ কর্ম্মকালে ভূতগণ যাঁহার দ্বারা ভূতগণের প্রতি ঐ অগ্র প্রদান করে, তাঁহাকে অগ্রণী বহ্নি বলা যায়। তিনি মনুর পঞ্চম পুত্র। দূষিত অগ্নিহোত্রের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত মনু, পৃথিবীতে বিখ্যাত অপর এই রৌদ্র-মূর্ত্তি পাবকসমুদায়েরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন বায়ুসহযোগে অগ্নিসকল কথঞ্চিৎ পরস্পর সংস্পৃষ্ট হন, তখন শুচি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপালনামক যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণাগ্নি যখন অপর দুই অগ্নিদ্বারা সংসৃষ্ট হন, তখন বীতি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। নিবেশস্থ অগ্নিসকল যদি দাবাগ্নিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হন, তাহা হইলে শুচি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যদি ঋতুমতী রমণী অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে সংস্পর্শ করে, তাহা হইলে দস্যুমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানসময়ে যদি কোন মৃতজীবের কথা শ্রুত হয় অথবা যদি পশুসকল মৃত হয়, তাহা হইলে সুরমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ পীড়িত হইয়া ত্রিরাত্র অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান না করেন, তাঁহার উত্তর অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যাঁহার দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাঁহার পথিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য। যখন সূতিকাগ্নি অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে সংস্পর্শ করে, তখন অগ্নিমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞদ্বারা ইষ্টি করা কর্ত্তব্য।

আঙ্গিরসোপাখ্যানে বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সলিলমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সহনামা অগ্নির মুদিতা নামে পরম-প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের অধীশ্বর সহ ঐ ভার্য্যাতে অদ্ভুত নামে পরমপাবক উৎপন্ন করেন। উপদেশ-পরম্পরাবিশিষ্ট দ্বিজাতিগণমধ্যে সকলে ঐ অদ্ভুত পাবককে সর্ব্বেশ্বর জ্ঞান করিয়া জরায়ুজাদি সমুদয় প্রাণিগণের আত্মা ও ভুবনভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; সেই মহাতেজা ভগবান্ পাবক বিয়দাদি সমস্ত মহাভূতবর্গেরও অধিপতি হইয়া নিয়ত বিচরণ করিতেছেন। ঐ পাবক গৃহপতিনামা অগ্নি হইয়া যজ্ঞসমুদায়ে নিত্য পূজিত হন এবং ইহলোকে যে কিছু হব্য হুত হয়, তাহা বহন করেন। এই সহপুত্র মহাভাগ মহাদ্ভুত অগ্নি সলিল সকলের গর্ভস্বরূপ, ভূপতি ভুবভর্ত্তা ও মহতের পতি বলিয়া উক্ত হন। তাঁহার পুত্র ভরতনামা অগ্নি মৃত প্রাণিসকলকে দহন করেন। ভরতের শ্রেষ্ঠ পুত্র ক্রতু, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে নিয়ত নামে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রথম বহ্নি প্রভাবান্বিত সহ, দেবগণকর্ত্তৃক নিত্য অন্বেষিত হন; যেহেতু তিনি নিজ পৌত্র নিয়তকে আগমন করিতে

দেখিয়া তদীয় সংস্পর্শভয়ে অর্ণবে প্রবেশ করেন। দেবতারা প্রত্যেকদিকে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর অগ্নি তীব্রতপস্যান্বিত অঙ্গিরাকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন, হে বীর! আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছি, অতএব আপনিই দেবতাদিগের হব্য বহন করুন; আপনি পিঙ্গাক্ষ অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার এই প্রিয়কার্য্যটি করুন। অগ্নি অথর্ব্বাঙ্গিরাকে এইরূপ আদেশ করিয়া, পরে অন্য দেশে গমন করিলেন; পরন্তু মৎস্যেরা তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল, তাহাতে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোরা বিবিধপ্রকারে শরীরিগণের ভক্ষ্য হইবি। মৎস্যগণকর্ত্তৃক সমাখ্যাত হইলেও হব্যবাহ পুনর্ব্বার অথর্ব্বাঙ্গিরাকে সেইরূপ বাক্য কহিলেন। দেববাক্যে সাতিশয় অনুনীত হইলেও তিনি বিচেতন হইয়া সমস্ত হব্যবহন করিতে ইচ্ছা করিলেন না; অপিতু শরীর পরিত্যাগ করিলেন। সেই আগ্নেয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া তৎকালে তিনি ধরাতলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ ধাতুনিবহ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার পূয় হইতে গন্ধ ও তেজ, অস্থি হইতে দেবদারু, শ্লেষ্ম হইতে স্ফটিক, পিত্ত হইতে মরকত এবং যকৃৎ হইতে কৃষ্ণায়স উৎপন্ন হইল। ঐ কাষ্ঠ, পাষাণ ও লোহ, ত্রিবিধ পদার্থদ্বারাই প্রজাগণ শোভিত হইয়াছে। হে রাজন্! তাঁহার নখসকল, অভ্রপটল ও শিরাজাল, বিদ্রুম হইল। তদ্ভিন্ন তাঁহার শরীর হইতে সুবর্ণপারদাদি অন্যান্য ধাতু সকলও উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরম তপস্যায় অর্থাৎ আত্মালোচনাত্মক নিরুপাধিক ধ্যানে অবস্থিত রহিলেন; পরন্তু ভৃগুও অঙ্গিরাদিকর্ত্তৃক তপস্যাসহকারে পুনরায় উত্থাপিত হইলেন। তেজস্বী শিখী তৎকালে তপস্যাদ্বারা সমধিক বিবর্দ্ধিত হওয়ায় অতিশয় প্রজ্জ্বলিত হইলেন, কিন্তু অথর্ব্বাঙ্গিরা ঋষিকে দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত পুনরায় মহার্ণবে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি নষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ ভীত হইয়া অথর্ব্বাঙ্গিরাকে আশ্রয় করিল এবং দেবাদি সকলেও ঐ অথর্ব্বাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তখন অথর্ব্বা স্পৃহাযুক্ত সমস্ত ভূতগণের সমক্ষে মহার্ণবকে উন্মথিত করিলেন এবং তদ্দ্বারা পাবকের সন্দর্শন পাইয়া স্বয়ং লোক সকলের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বে এইরূপে অগ্নি নষ্ট হইয়াছিলেন, পরে ভগবান্ অথর্ব্বকর্ত্তৃক আহূত হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের হব্যবহন করিতেছেন। মহার্ণবে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া হুতাশন বিবিধ দেশে বিচরণ করত এইরূপে বেদোক্ত বহুসংখ্যক বহুবিধ বহ্নি সমস্ত উৎপন্ন করিয়াছিলেন। হে ভারত! সিন্ধুনদ, পঞ্চনদ, শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডকী, চর্ম্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাম্রবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা, তুঙ্গবেণা ও কপিলা এই সমস্ত নদী অগ্নিদিগের মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অদ্ভুত অগ্নির প্রিয়ানাম্নী ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার যত পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিভু জ্যেষ্ঠ পুত্র। ফলত, যাবৎসংখ্যক পাবক উক্ত হইয়াছেন, সোমযজ্ঞেও তাবৎসংখ্যক উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মার অগ্নিরূপা মানসী প্রজা অত্রির বংশেও উৎপন্না হন। অত্রি সেই সৃষ্টিকামী অগ্নি সকলকেই পুত্ররূপে আত্মাতে ধ্যান করিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই ব্রহ্মকায় হইতে হুতাশন-সকল বিনিঃসৃত হইলেন। এই অপরিমিত-প্রভাবান্বিত, শ্রীসম্পন্ন, তিমিরাপহ, মহাত্মা অগ্নিগণ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকটে আমি এই কীর্ত্তন করিলাম। বেদ-সকলেতে অদ্ভুত অগ্নির মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সমুদায় অগ্নিরই তাদৃশ মাহাত্ম্য জানিবে; যেহেতু হুতাশন একমাত্র। এই ভগবান্ প্রথম অগ্নিকে একমাত্রই জানিতে হইবে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ন্যায় ইনি অঙ্গিরার দেহ হইতে বহু প্রকারে নিঃসৃত হইয়াছেন। যাঁহারা বিবিধ মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া দেহীদিগের হব্য বহন করেন, অগ্নি-সকলের সেই সুমহান্ বংশ আমি এই কীর্ত্তন করিলাম।

একবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অনঘ কুরুনন্দন! আমি অগ্নিদিগের বিবিধ-বংশ তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে ধীমান্ কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিবরণ শ্রবণ কর। ব্রহ্মর্ষি-ভার্য্যাগণদ্বারা অমিততেজা অদ্ভুত অগ্নির যে ব্রহ্মনিষ্ঠ কীর্ত্তিবর্দ্ধন অভিনব কুমার উৎপন্ন হন, তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণ যত্নপরায়ণ হইয়া পরস্পর বিনিহত করিতেন। তাহাতে ঘোররূপী দানবেরা নিয়তই দেবগণকে পরাজিত করিত। তৎকালে পুরন্দর তাহাদিগের কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যকে বহুবার বধ্যমান হইতে দেখিয়া একজন সেনানীর নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন। "দানবেরা দেবসেনাকে ভগ্ন করিয়া দিতেছে দেখিয়া যে মহাবল ব্যক্তি স্বীয় বীর্য্য আশ্রয়পূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন, আমাকে এতাদৃশ কোন পুরুষের সন্ধান জানিতে হইবে," এইরূপ মনে করিয়া তিনি মানস শৈলে গমনপূর্ব্বক ঐ বিষয় অতিমাত্র চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, "কোন পুরুষ আমার নিকটে ধাবমান হইয়া আসুন এবং আমার পরিত্রাণ করুন; তিনি আমার পতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিউন অথবা আপনিই আমার পতি হউন," স্ত্রীলোকের কণ্ঠবিনিঃসৃত এই প্রকার ঘোরতর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিলেন। অনন্তর পুরন্দর সেই কামিনীকে কহিলেন, ভয় করিও না, তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই। এইরূপ কহিয়া তিনি পরে দেখিতে পাইলেন, কেশীনামা অসুর কিরীটী ও গদাপাণি হইয়া সেই কন্যাকে হস্তে ধারণপূর্ব্বক ধাতুমান্ অচলের ন্যায় সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন বাসব তাহাকে বলিলেন, অরে অনার্য্যকর্ম্মন্! তুই কি নিমিত্ত এই কন্যাকে হরিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেছিস? আমাকে বজ্রধারী ইন্দ্র বলিয়া নিশ্চয় কর, ইহাকে বাধা দিতে বিরত হ।

কেশী কহিল, শক্র! আমি এই রমণীকে প্রার্থনা করিয়াছি; অতএব তুমিই ইহাকে পরিত্যাগ কর। অরে পাকশাসন! তুমিই কি জীবিত থাকিতে স্বভবনে গমন করিতে পারিবে? এই কথা বলিয়া কেশী ইন্দ্রের বধার্থ গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদা আপতিত হইতে হইতেই বাসব মধ্যপথে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি একটা শৈলশিখর নিক্ষিপ্ত করিল। হে রাজন্! সেই শৈল-শৃঙ্গ

আপতিত হইতেছে দেখিয়া শতক্রতু বজ্রদ্বারা তাহা ছিন্ন করিলে ঐ খণ্ডিত শৃঙ্গ ভূতলে নিপতিত হইল। পরন্তু তখন কেশী ঐ পতনশীল শৃঙ্গদ্বারা তাড়িত হইল এবং তাহাতে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া সেই মহাভাগা কন্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। অসুর অপগত হইলে পর, বাসব সেই কন্যাকে বলিলেন, হে শুভাননে! তুমি কে, কাহার কন্যা এবং এস্থানেই বা কি করিয়া থাক?

স্কন্দোৎপত্তি বিবরণে দ্বাবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কন্যা কহিলেন, আমি প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা নামে বিশ্রুতা। আমার ভগিনী দৈত্যসেনা। পূর্ব্বে কেশী তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়াছে। আমরা দুই ভগিনীতে প্রজাপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সখীগণের সহিত নিত্যই এই মানস শৈলে বিহারার্থ আগমন করি এবং মহাসুর কেশীও নিত্যই আমাদিগকে হরণ করিতে প্রার্থনা করে। হে পাকশাসন! দৈত্যসেনা ইহার প্রতি অভিলাষ করে, আমি করি না। হে ভগবন্! এই কারণে এ তাহাকে হরণ করিয়াছে, পরন্তু আমি আপনার বলদ্বারা মুক্ত হইলাম। হে দেবেন্দ্র! সংপ্রতি ইচ্ছা করি, আপনি আমার একটি দুর্জ্জয় পতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ইন্দ্র কহিলেন, দাক্ষায়ণী আমার জননী সুতরাং তুমি আমার মাতৃষসার কন্যা। এক্ষণে আমি ইচ্ছা করি, তুমি আপনার বল স্বয়ং আমার নিকটে বর্ণন কর। কন্যা কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি অবলা; কিন্তু আমার পতি বলবান্। আমার পিতার বরদানহেতু তিনি সুরাসুরগণের নমস্কৃত হইবেন। ইন্দ্র কহিলেন, হে দেবি! হে অনিন্দিতে! তোমার পতির বল কীদৃশ হইবে, তোমার এই বাক্যটি আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

কন্যা কহিলেন, যে মহাবল-সম্পন্ন মহাবীর্য্য ব্যক্তি দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস ও সমুদায় দুষ্ট দৈত্যগণের জেতা হইবেন; যিনি আপনার সহিত সমস্ত ভূতবর্গকে পরাজয় করিবেন, সেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ আমার ভর্ত্তা হইবেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর ইন্দ্র অতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, এই দেবী যাদৃশ পতির কথা বলিতেছেন, ইহাঁর তাদৃশ পতি বিদ্যমান নাই। অনন্তর সেই ভাস্করদ্যুতি ভগবান্ শতক্রতু দেখিতে পাইলেন, উদয়াচলে ভাস্কর রহিয়াছেন এবং মহাভাগ সোম দিবাকরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন, অমাবস্যা প্রবৃত্ত হইলে ঐ রৌদ্র-মুহূর্ত্তে দেবাসুরের সংগ্রাম হইতেছে; পূর্ব্বসন্ধ্যা লোহিতবর্ণ জলদ-জালে যুক্ত হইয়াছে; বরুণালয়ের সলিলরাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে; অগ্নি ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতিকর্ত্তৃক পৃথগ্বিধ মন্ত্রসমূহদ্বারা হুত হইয়া হব্য গ্রহণপূর্ব্বক দিবাকরে প্রবিষ্ট হইতেছেন; এবং তৎকালে চতুর্ব্বিংশ পর্ব্ব সূর্য্যকে এবং সূর্য্যগত তাদৃশ-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত রৌদ্রমূর্ত্তি সোমকেও উপাসনা করিতেছেন। শশী ও ভাস্করের এইরূপ একতা এবং তাদৃশ ভয়ঙ্কর সমবায় সন্দর্শন করিয়া শক্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রের এই যে ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল এই রাত্রির অবসানেই মহৎ সংগ্রামের সূচনা করিতেছে। এই সিন্ধুনদীও প্রত্যগ্র শোণিতরাশি অতিমাত্র বহন করিতেছে। অগ্নিমুখী শৃগালিনীও আদিত্যের প্রতি মুখ করিয়া চীৎকার করিতেছে। এই মহান্ সমবায়ও অতিশয় রৌদ্র ও তেজোযুক্ত; সুতরাং অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত সোমের এই সমাগম অত্যন্ত অদ্ভুত। ইহাতে বোধ হইতেছে, যদি সোম এই সময়ে কোন পুত্র উৎপাদন করেন, তবে সেই পুত্রই এই দেবীর পতি হইতে পারেন। অগ্নিও এই সমস্ত গুণে সংযুক্ত হইয়াছেন; অগ্নিও দেবতা; অতএব ইনি যদি কোন গর্ভ উৎপাদন করেন, তাহা হইলে সেই পুত্রও এই দেবীর পতি হইতে পারেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ বাসব তৎকালে সেই দেবসেনাকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং পিতামহকে বন্দনানন্তর কহিলেন, আপনি এই দেবীর একটি উত্তমশৌর্য্য-সম্পন্ন পতি নির্দ্দিষ্ট করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবসূদন শতক্রতো! তুমি এই কার্য্য যেরূপ চিন্তা করিয়াছ, সেই গর্ভ তদনুরূপ বলবান ও মহাবিক্রম-সম্পন্নই হইবে। সেই বীর্য্যবান্ পুরুষ তোমার সহিত সেনানী হইবেন এবং এই দেবীরও পতি হইবেন। দেবেন্দ্র পুরন্দর ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যার সহিত তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক যেস্থানে বসিষ্ঠ-প্রভৃতি সুমহাবল প্রধান প্রধান বিপ্রেন্দ্র দেবর্ষিগণ ছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞে সোমরস পিপাসু হইয়া শতক্রতু-প্রভৃতি সমুদয় দেবতারাই তপস্যার ভাগার্থ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা দেবর্ষিগণ তখন যথান্যায়ে ইষ্টি করিয়া সমস্ত দেবতাদিগের নিমিত্তই সুসমিদ্ধ হুতাশনে হব্য বহন করিলেন। সেই হুত-বহনকারী প্রভাব-সম্পন্ন অদ্ভুত বহ্নি যথাবিধি সমাহূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনির্গমনানন্তর বাক্য সংযমনপূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই হুতাশন আহবনীয় অগ্নিতে আগমন করিয়া তাহাতে সেই দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক মন্ত্র সহকারে যে বিবিধ হব্য হুত হইয়াছিল, ঐ ঋষিগণের নিকট হইতে তাহা প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক দেবতাদিগকে অর্পণ করিলেন। তথা হইতে নির্গত হইবার সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই মহাত্মা ঋষিদিগের পত্নীগণ স্বীয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ও যথাসুখে নিদ্রিত রহিয়াছেন। বহ্নি দ্বিজেন্দ্রগণের সেই সুবর্ণবেদি-সদৃশী, অমল চন্দ্রলেখা-সদৃশী, হুতাশনশিখা-সদৃশী, অদ্ভুত তারা-সদৃশী সমুদয় পত্নীদিগকে তদ্গত-মানসে অবলোকনপূর্ব্বক ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইলেন। পরন্তু তিনি পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন, আমি যে এইরূপ ক্ষুভিত হইতেছি, ইহা কোন ক্রমে ন্যায়ানুগত নহে; এই দ্বিজেন্দ্রগণের পত্নীরা সকলেই সাধ্বী; ইহাঁরা আকামা হইলেও আমি ইহাঁদিগকে কামনা করিতেছি। বিনা কারণে আমি ইহাঁদিগকে দর্শন বা স্পর্শ করিতে পারিব না, অতএব গার্হপত্যে সমাবিষ্ট হইয়া প্রতিবিম্বিত নিরীক্ষণ করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হুতাশন গার্হপত্যে সমাশ্রিত হইয়া সেই কাঞ্চন-প্রভা ঋষি-পত্নী সকলকে দর্শন এবং শিখাবলিদ্বারা যেন সংস্পর্শ করত হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি এইরূপে মদনাপন্ন হইয়া সেই বরাঙ্গনাদিগকে কামনা করত তাঁহাদিগের প্রতি মন সমর্পণপূর্ব্বক তথায় সুচিরকাল অবস্থান করিলেন, পরিশেষে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের অলাভে কাম-সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া

দেহত্যাগে স্থির-নিশ্চয় করত অরণ্যে উপাগত হইলেন। তৎকালে দক্ষদুহিতা স্বাহা তাঁহাকে প্রথম কামনা করিলেন। সেই অনিন্দিতরূপা ভাবিনী বহুকাল হইতে তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, পরন্তু অপ্রমত্ত বহ্নিদেবের কোন ছিদ্রই দেখিতে পান নাই। এক্ষণে বহ্নি বাস্তবিক কাম-সন্তপ্ত হইয়া বনে গিয়াছেন, ইহা যথার্থরূপে জানিয়া সেই ভাবিনী চিন্তা করিলেন যে, আমি কামার্ত্তা হইয়াছি, অতএব, সপ্তর্ষি পত্নীগণের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের রূপে বিমোহিত পাবককে কামনা করিব, এরূপ করিলে তাঁহার ও প্রীতি হইবে এবং আমারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারিবে।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে জনাধিপ! অঙ্গিরার ভার্য্যা শিবা শীল, রূপ ও গুণান্বিতা ছিলেন। বরাঙ্গনা স্বাহাদেবী প্রথমে তাঁহারই রূপ ধারণ করিয়া পাবক সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, অগ্নে! আমি কামসন্তপ্তা হইয়াছি, অতএব আমাকে কামনা করা তোমার উচিত হইতেছে, তুমি যদি এরূপ না কর, তাহা হইলে আমি প্রাণপরিত্যাগ করিব, ইহা নিশ্চয় অবধারণ কর। হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা, আমার নাম শিবা, অবশিষ্ট ঋষিপত্নীগণ পরামর্শ স্থির করিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। অগ্নি কহিলেন, আমি যে কামার্ত্ত হইয়াছি, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে? এবং তুমি সপ্তর্ষিগণের অপর যে সমস্ত প্রিয়তমা ভার্য্যার কথা কহিলে তাঁহারাই বা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? শিবা কহিলেন, তুমি আমাদিগের নিত্যই প্রিয়, পরন্তু আমরা তোমার নিকটে ভয় করিয়া থাকি, সংপ্রতি ইঙ্গিত দ্বারা তোমার চিত্ত জানিতে পারিয়া ঋষিপত্নীরা আমাকে ত্বৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি রতিক্রিয়ার্থ এস্থানে আসিয়াছি, অতএব তুমি অভীষ্টপ্রাপ্তির নিমিত্ত সত্বর হও। হে হুতাশন! যাতৃগণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমাকে শীঘ্র যাইতে হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর অগ্নি প্রীতি ও হর্ষযুক্ত হইয়া, সেই শিবাকে বিবাহ করিলেন। দেবী শিবাও প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত সমাযুক্ত হইয়া হস্ত দ্বারা শুক্র গ্রহণ করিলেন এবং এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বনমধ্যে যাহারা আমার এই রূপ নিরীক্ষণ করিবে, তাহারা পাবকের প্রতি ব্রাহ্মণীদিগের মিথ্যা দোষ ঘোষণা করিয়া দিবে, অতএব ইহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি গরুড়ী হই, তাহা হইলে আমার বন হইতে নির্গমনও অনায়াসে হইবে। এইরূপ চিন্তা করত স্বাহা তখন সুপর্ণী হইয়া মহাবন হইতে নির্গতা হইলেন, পরে শরস্তম্বনিকরে সুসংবৃত শ্বেতপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বত দৃষ্টিবিষ, সপ্তশীর্ষ, অদ্ভুত ভুজঙ্গগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এবং ঘোরমূর্ত্তি রাক্ষস, রাক্ষসী, পিশাচ, ভূতগণ ও অনেকবিধ মৃগপক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। শোভনা স্বাহা তথায় সুদুর্গম শৈলপৃষ্ঠে সহসা গমনপূর্ব্বক ত্বরান্বিতা হইয়া সেই অগ্নের শুক্র তত্রত্য কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই দেবী মহাত্মা সপ্তর্ষিগণমধ্যে আর আর সকলেরও পত্নীরূপ ধারণ করিয়া অগ্নিকে কামনা করিলেন; কিন্তু তিনি অরুন্ধতীর তপঃপ্রভাব ও পতিশুশ্রূষা-হেতু তদীয়রূপের অনুকরণ করিতে পারিলেন না। হে কুরু-প্রবর! কামিনী স্বাহা-দেবী তৎকালে প্রতিপদ্ তিথিতে সেই শৈলস্থ কুণ্ডমধ্যে ছয়বার অগ্নির রেত নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বহ্নিশুক্র তথায় স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত হইয়া তেজঃপুঞ্জময় পুত্র উৎপন্ন করিল। ঋষিগণকর্ত্তৃক স্কন্ন বলিয়া পূজিত হওয়াতে ঐ শুক্র হইতে স্কন্দের উৎপত্তি হইল। কুমারের ছয় মস্তক, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ নয়ন, দ্বাদশ হস্ত, দ্বাদশ পদ, এক গ্রীবা ও এক জঠর হইল। গুহ দ্বিতীয়াতে অভিব্যক্ত হইলেন, তৃতীয়াতে শিশু হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন; চতুর্থীতে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইল। তিনি বিদ্যুৎ-সংবলিত মহামেঘদ্বারা সংবৃত হইয়া লোহিতবর্ণ সুবিশাল জলদজাল-মধ্যগত সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরহন্তা মহাদেব সুরারির বিনাশ-সাধন যে লোমহর্ষণ বিশাল শরাসন নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, বলবান্ কুমার তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই ধনুঃশ্রেষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক তৎকালে তিনি এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দ্বারা এই চরাচর-সংবলিত ত্রিভুবন যেন সম্মোহিত হইয়া পড়িল। মহামেঘ-সমূহের নির্ঘোষ-সদৃশ তাঁহার সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া চিত্র ও ঐরাবত নামা মহানাগদ্বয় উৎপতিত হইল। সেই প্রভাকরতুল্য-দ্যুতি-বিশিষ্ট মহাবাহু অগ্নিপুত্র বলবান বালক তাহাদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া করযুগলদ্বারা গ্রহণ করিলেন, পরে অন্য এক হস্তদ্বারা শক্তি এবং অপর হস্তদ্বারা একটা অতিবলিষ্ঠ দৃঢ়রূপে অশ্লিষ্ট, মহাকায়, তাম্রচূড় কুক্কুট গ্রহণ করিয়া ভয়ঙ্কর নিনাদ ও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি আর দুই হস্তদ্বারা বলশালী প্রাণিগণেরও ত্রাসজনক উত্তম শঙ্খগ্রহণপূর্ব্বক প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন এবং অপর দুই হস্তে আকাশে বারংবার অভিঘাত করিতে থাকিলেন। অপ্রমেয়াত্মা কার্ত্তিকেয় এইরূপে ভূধর-শিখরে ক্রীড়া করত উদয়াচলস্থ অংশুমালীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, তিনি যেন বদনাবলীদ্বারা ত্রিলোকী পান করিতেছেন। সেই বিচিত্রবিক্রমশালী অমেয়াত্মা স্কন্দ শ্বেত পর্ব্বতের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ মুখদ্বারা দিক্-সমস্ত অবলোকন করিতে লাগিলেন। তথায় বহু প্রকার পদার্থজাত নিরীক্ষণ করত তিনি পুনর্ব্বার চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া অনেকানেক লোকে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল এবং ভীত ও উদ্বিগ্নমনা হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইল। তৎকালে নানাজাতীয় যে সমস্ত লোকেরা সেই দেবের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সুমহাবল ব্রাহ্মণ পারিষদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাবাহু কার্ত্তিকেয় উত্থিত হইয়া এবং সেই জনগণকে সান্ত্বনা করিয়া শরাসন বিকর্ষণপূর্ব্বক মহাগিরি শ্বেতভূধরে বাণরাজি বিসর্জ্জন করিলেন। ঐ শরসমূহদ্বারা তিনি হিমাচল-পুত্র ক্রৌঞ্চ শৈলকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতেই হংস ও গৃধ্রেরা সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া থাকে। মহীধর ক্রৌঞ্চ বিশীর্ণ হইয়া অতিমাত্র আর্ত্তনাদ করত নিপতিত হইল। ক্রৌঞ্চ নিপতিত হইলে তখন অন্য অন্য শৈল-সকলেও অত্যন্ত নিনাদ করিতে লাগিল। সকল-বলশালিশ্রেষ্ঠ অমেয়াত্মা স্কন্দ অতিকাতর ভূধরগণের সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র

ব্যথিত হইলেন না, বরং শক্তি উত্তোলনপূর্ব্বক স্বয়ং নিনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বিমলা শক্তি তৎকালে ঐ মহাত্মা-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়া বেগে শ্বেতগিরির ঘোর শিখর ভেদ করিয়া ফেলিল। স্কন্দ-কর্ত্তৃক অভিহত ও বিদীর্ণ হওয়াতে শ্বেতগিরি সেই মহাত্মার নিকটে ভীত হইয়া ধরা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য অন্য অচলগণের সহিত উৎপতিত হইল। তাহাতে পৃথিবী অতিশয় ব্যথিতা হইয়া সর্ব্বাবয়বে বিদীর্ণা হইলেন এবং কাতরভাবে স্কন্দ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় বলবতী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। পর্ব্বতেরাও স্কন্দকে নমস্কার করিয়া পৃথিবীতে সন্নিবিষ্ট হইল। অনন্তর শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে লোকেরা স্কন্দকে ভজনা করিল।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাসত্ত্ব মহাবল মহাত্মা স্কন্দ জন্ম-গ্রহণ করিলে পর নানাবিধ ঘোররূপ মহোৎপাত-সমস্ত সমুত্থিত হইতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সমুদায়ের স্বভাবের বিপর্য্যয় হইল; গ্রহগণ, দিঙ্মণ্ডল ও অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং পৃথিবী অতিশয় শব্দ করিতে থাকিল। লোকভাবন ঋষিগণ সর্ব্বদিকে মহাঘোর উৎপাত-সমস্ত অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন-মানসে লোকদিগের শান্তি করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক সেই চৈত্ররথবনে নিবসতি করিত, তাহারা বলিতে লাগিল যে, অগ্নি সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদের এই মহান্ অনর্থ উৎপন্ন করিলেন। আবার যাহারা স্বাহাদেবীকে তৎকালে গরুড়ীর রূপ ধরিয়া গমন করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা গরুড়ীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহা হইতেই এই অনর্থের সংঘটন হইল। পরন্তু সেই কর্ম্ম যে স্বাহা করিয়াছেন, তাহা আর কেহই জানিল না। এখন সুপর্ণী সেই কথা শুনিয়া, 'এ পুত্র ত আমার,' ইহা বিবেচনা করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারে স্কন্দ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার জননী। এদিকে সপ্তর্ষিগণ, মহাতেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছেন শুনিয়া তখন দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে অপর ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন; কারণ সেই বনবাসী যাবতীয় লোকে বলিতে লাগিল যে, ঐ ছয়জন হইতেই কুমারের জন্ম হইয়াছে। হে রাজন্! তখন স্বাহা সপ্তর্ষিগণকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, ঋষিগণ! এ পুত্র আমার, আমি জানি আপনাদিগের পত্নীরা ইহার জননী নহেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞ করণানন্তর কাম-সন্তপ্ত পাবকের অলক্ষিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে অনুগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে অবগত ছিলেন। বিশ্বামিত্রই প্রথমে মহাসেন কুমারের শরণাগত হন এবং তাঁহার দিব্য স্তব করেন। সেই মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ত্রয়োদশ প্রকার ক্রিয়ারূপ কুমার-কালীন সমুদায় মাঙ্গল্য ব্যাপারও সম্পন্ন করেন। অপিচ তিনি কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন, কুক্কুটের সাধন, শক্তিদেবীর সাধন এবং পারিষদগণেরও সাধন করেন। ঋষি বিশ্বামিত্র লোকের হিতের নিমিত্তই এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি কুমারের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। ঐ মহামুনি এক্ষণে সপ্তর্ষিগণের নিকটে স্বাহার অন্তরূপ ধারণ করিবার কথা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের পত্নীরা অপরাধিনী নহেন। পরন্তু সপ্তর্ষিগণ তাঁহার নিকটে সেই কথা শ্রবণ করিয়াও পত্নীদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এদিকে দেবগণ স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনিয়া, তখন সকলে মিলিত হইয়া, বাসবকে এই কথা বলিলেন যে, হে শক্র! স্কন্দের বল নিতান্ত অসহনীয়, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র ইঁহাকে বিনষ্ট করুন। হে দেবেন্দ্র আপনি যদি ইঁহাকে নিহত না করেন, তাহা হইলে এই মহাবল পুরুষ লোকত্রয়কে, আমাদিগকে এবং আপনাকেও সম্যক্‌রূপে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং দেবেন্দ্র হইবেন। তখন বাসব ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই বালক অতিমাত্র মহাবল-সম্পন্ন; সমরে বিক্রম প্রকাশ করিয়া ইনি লোক-সকলের সৃষ্টি কর্ত্তাকেও বিনষ্ট করিতে পারেন; এই নিমিত্ত আমি বালককে নিহত করিতে উৎসাহী হইতেছি না। ইন্দ্র এইরূপ সম্ভাষণ করিলে পর দেবগণ তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার কিছুমাত্র বীর্য্য নাই, যেহেতু আপনি এ প্রকার সম্ভাষণ করিতেছেন। পরন্তু সমুদয় লোক-মাতৃগণ অদ্য স্কন্দ-সমীপে গমন করুন; ইঁহারা সকলেই কামবীর্য্যা, অতএব ইঁহারাই তাঁহাকে বিনষ্ট করুন।" মাতৃগণ 'তাহাই হইবে,' এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু সেই অপ্রতিম বলশালী স্কন্দকে অবলোকন করিবামাত্র সকলেই বিষণ্ণ-বদনা হইলেন এবং 'ইঁহাকে নিহত করা আমাদিগের অসাধ্য,' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারই শরণ লইলেন। তাঁহারা স্কন্দকে এই কথাও বলিলেন যে, হে মহাবল! তুমি আমাদিগের পুত্র হও; আমরা সকলেই স্নেহবিকলা হইয়াছি এবং আমাদিগের স্তন্যদুগ্ধও ক্ষরিত হইতেছে, অতএব তুমি আমাদিগকে অভিনন্দিত কর। সকল-বলশালি-শ্রেষ্ঠ প্রভাব-সম্পন্ন মহাসেন স্কন্দ তাঁহাদিগের সেই কথা শ্রবণ করিয়া স্তন-পানবাসনায় সম্যক্ পূজা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভীষ্ট প্রদান করিলেন, পরে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা হুতাশন আগমন করিতেছেন। শিবকারী বহ্নি স্কন্দ-কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া মাতৃগণের সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক রক্ষা করিতে থাকিলেন। সমুদয় মাতৃগণ-মধ্যে যে নারী ক্রোধ-সমুদ্ভবা, তিনি শূল হস্তে লইয়া, জননী যেমন নিজ পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ স্কন্দকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রূর-স্বভাবা শোণিত-ভোজনা লোহিত জলধি-কন্যা মহাসেনকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। অগ্নি ছাগ-তুল্য-মুখবিশিষ্ট ও বহু-প্রজান্বিত নৈগমেয় হইয়া যেন ক্রীড়নক-সমূহদ্বারা শৈলস্থ বালককে আমোদিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, উপগ্রহ সহ গ্রহগণ, ঋষিগণ, মাতৃগণ, হুতাশন-প্রভৃতি প্রদীপ্ত পারিষদগণ ও অন্য অন্য বহুসংখ্য ঘোরমূর্ত্তি স্বর্গবাসিগণ স্কন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া মাতৃগণের সহিত অবস্থিত রহিলেন। এদিকে বিজয়াভিলাষী দেবরাজ বিজয় সন্দেহাস্পদ বিবেচনা করিয়া ঐরাবতে আরোহণ-পূর্ব্বক দেবগণ সমভিব্যাহারে স্কন্দ-সমীপে প্রস্থিত হইলেন। বলবান্ বাসব মহাসেনের নিধন বাসনায় বজ্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সমুদায় দেবগণে পরিবৃত হইয়া অতি শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন।

সেই মহাপ্রভাম্বিত, মহানাদ-বিশিষ্ট, বিচিত্র-ধ্বজ ও সন্নাহযুক্ত, নানাপ্রকার বাহন ও শরাসন-সমাকীর্ণ, ঘোররূপ দেবসৈন্যও সত্বর হইয়া চলিল। কুমার উৎকৃষ্ট বসন-বিভূষিত, শ্রীযুক্ত, অলঙ্কৃত, নিধন-সাধনেচ্ছু শক্রকে আগমন করিতে দেখিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হে পার্থ! পাবক-তনয়ের বিনাশাভিলাষী মহাবল সম্পন্ন দেবেন্দ্র বাসব অমরবৃন্দ ও পরমর্ষিগণ-কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া ঘোরতর নিনাদ-পুরঃসর দেবসেনার হর্ষসংবর্দ্ধন করত দ্রুতগতি গমন করিয়া পরিশেষে কার্ত্তিকেয়-সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবরাজ সুরগণের সহিত মিলিত হইয়া সিংহনাদ করিলেন। স্কন্দও সেই শব্দ শুনিয়া সাগরের ন্যায় ঘোরনিনাদ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড শব্দে বিক্ষুব্ধ জলধিতুল্য দেব-সৈন্য অচেতন হইয়া আপন আপন স্থানেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। পাবক-নন্দন কার্ত্তিকেয় দেবগণকে হননেচ্ছায় সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে মুখ হইতে প্রবৃদ্ধ অগ্নিশিখা সমস্ত বিসর্জ্জন করিলেন। দেবসৈন্যেরা ভূতলে বিচেষ্টমান হইতেছিল, এক্ষণে ঐ অগ্নিশিখা সকল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদিগের মস্তক, শরীর, আয়ুধ ও বাহন সমস্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা সহসা প্রচ্যুত হইয়া স্বস্থানবিগলিত তারক-পুঞ্জের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। এইরূপে দহ্যমান হওয়ায় সেই দেবগণ বজ্রধর পুরন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া পাবক নন্দনের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাহাতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন। দেবগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর বাসব স্কন্দের প্রতি বজ্র নিপাতিত করিলেন। মহারাজ! সেই নিক্ষিপ্ত বজ্র মহাত্মা স্কন্দের দক্ষিণপার্শ্ব শীঘ্র আহত করিল এবং তাহা ভেদ করিয়াও ফেলিল। বজ্রপ্রহারহেতু স্কন্দের কাঞ্চনসন্নাহ-যুক্ত, দিব্যকুণ্ডলভূষিত, শক্তিধারী, অপর এক যুবা পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। বজ্রের সেই বিশন অর্থাৎ প্রবেশহেতু সঞ্জাত হইলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। কালানল-তুল্য দ্যুতিবিশিষ্ট অপর একজন উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহা হইতে ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন। সাধুশ্রেষ্ঠ স্কন্দও তাঁহাকে সৈন্যের সহিত অভয় প্রদান করিলেন। অনন্তর অমরগণ সমধিক হর্ষাবিষ্ট হইয়া বহুবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সম্প্রতি স্কন্দের অদ্ভুত-দর্শন ভয়ঙ্করী পারিষদগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের দক্ষিণ-পার্শ্বে সেই দারুণ কুমার সকল জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা জাত ও গর্ভস্থ শিশুগণকে হরণ করিয়া থাকেন। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের মহাবল-সমন্বিত কন্যাসকলও উৎপন্ন হন। সেই কুমারগণ বিশাখকে পিতা বলিয়া স্থির করেন। কৌশল-সম্পন্ন ভগবান্ ভদ্রশাখ স্কন্দ সংগ্রামে ছাগমুখযুক্ত হইয়া প্রেক্ষণকারিণী মাতৃগণের সমক্ষে সকলকে রক্ষা করত আপনার সমুদায় পুত্র ও কন্যা-গণে পরিবৃত হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত পৃথিবীস্থ লোকেরা স্কন্দকে কুমারপিতা বলিয়া কীর্ত্তন করে। অপিচ পুত্রাকাঙ্ক্ষী মানবেরা মহাবলসম্পন্ন রুদ্ররূপ অগ্নিকে ও স্বাহারূপিণী উমাকে ভিত্তিমধ্যে নিয়ত আরাধনা করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা পুত্রবান্‌ও হয়।

তপনামা হুতাশন যে সমস্ত কন্যা উৎপন্ন করেন, তাঁহারা স্কন্দসমীপে আগমন করিলে স্কন্দ তাঁহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে কি করিতে হইবে? কুমারীগণ কহিলেন, তুমি আমাদিগের এই প্রিয় কার্য্যটি কর যে, তোমার প্রসাদে আমরা সর্ব্বলোকে উত্তম মাতা ও পূজনীয়া হই। উদার-বুদ্ধি কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগকে বারংবার বলিলেন, ভাল, ইহাই হইবে; আপনারা শিবা ও অশিবা এইরূপ বিভিন্ন প্রকার হইবেন। অনন্তর মাতৃগণ স্কন্দকে পুত্র নিশ্চয় করিয়া গমন করিলেন। কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিলা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা, এই সাতজন শিশুমাতা। স্কন্দের প্রসাদে ইহাদিগের শিশুনামে একটী অতিদারুণ, বীর্য্যসম্পন্ন, লোহিত-লোচন, ভয়ঙ্কর পুত্র উৎপন্ন হন। ইনি স্কন্দের মাতৃগণ হইতে সঞ্জাত অষ্টম বীর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; পরন্তু ছাগবক্ত্রের সহিত ইহাঁকে নবম বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। হে রাজন্! সেই ছাগময় বক্ত্রকে স্কন্দেরই ষষ্ঠ বক্ত্র বলিয়া অবধাণ কর; উহা তাঁহার ছয় মস্তকের মধ্যবর্ত্তী এবং মাতৃগণের নিত্য সমাদৃত। যে মস্তকে সংযুক্ত হইয়া ভদ্র-শাখ দিব্য শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার ছয় মস্তকের মধ্যে ঐ মস্তকটিই প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। হে জনাধিপ! শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে তথায় এইরূপ বিবিধাকার বৃত্তান্তের সংঘটন হইয়া ষষ্ঠীতে মহাঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল।

সপ্তবিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সেই হিরণ্যনেত্র, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা-ন্বিত, সর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পূর্ণ, ত্রিভুবন-প্রীতিভাজন, মনোরম, মহাপ্রভ স্কন্দ কাঞ্চনময় কবচ, কাঞ্চন-মালা, কাঞ্চন-চূড়া, কাঞ্চন-মুকুট, সুমার্জ্জিত কাঞ্চন-কুণ্ডল ও লোহিতাম্বর পরিধান-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে পদ্মরূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন বরপ্রদ যুবাকে আপনিই ভজনা করিলেন। শ্রীসমন্বিত হইয়া উপবিষ্ট থাকিবার সময়ে সুকুমার-প্রবর মহাযশা কার্ত্তিকেয় প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক, পৌর্ণমাসী-সমুদিত শশধরের ন্যায়, দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তথায় মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সেই মহাবল সম্পন্ন স্কন্দকে পূজা করিলেন এবং মহর্ষিগণেরাও তৎকালে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে হিরণ্য-গর্ভ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি লোকদিগের কল্যাণ-কর হউন! হে সুরোত্তম! ছয় দিন মাত্র হইল আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই সমুদয় লোক আপনার বশীকৃত হইয়াছে; পরন্তু আপনার নিকটে ইহারা অভয় দানও পাইয়াছে; অতএব এক্ষণে ইন্দ্র হইয়া আপনি ত্রৈলোক্যের ভয় দূর করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে তপোধনগণ! সুরেশ্বর ইন্দ্র লোকসমুদায়ের কি কার্য্য করেন এবং দেবগণকেই বা কি প্রকারে নিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন? ঋষিগণ কহিলেন, বলসূদন অমরনাথ ইন্দ্র প্রাণিগণের বল, তেজ, প্রজা ও সুখবিধান করেন এবং তুষ্ট হইয়া সকলকে সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের সংহার করেন, বৃত্তস্থদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেন এবং সমস্ত

ভূতবর্গকে নিজ নিজ কার্য্যে অনুশাসন করিয়া থাকেন। অপিচ যে দেশে সূর্য্য নাই, তথায় তিনি সূর্য্য হন, যে দেশে চন্দ্র নাই, তথায় চন্দ্র হন এবং কারণবশত অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব, পৃথিবীত্ব ও জলত্বও প্রাপ্ত হন। এই সকল কর্ম্ম ইন্দ্রের কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহার বল অতি বিপুল। হে বীর! আপনিও বলবিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই আমাদিগের ইন্দ্র হউন। শক্র কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি ইন্দ্র হইয়া আমাদিগের সকলের সুখাবহ হউন; হে সত্তম! আপনি তৎপদের যথার্থ যোগ্যপাত্র, অতএব আমরা অদ্যই আপনাকে অভিষিক্ত করি। স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! আপনিই বিজয়ে রত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে ত্রৈলোক্য শাসন করুন; আমি আপনার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; আমার ইন্দ্রপদ অভিলষিত নহে। শক্র কহিলেন, হে বীর! আপনার বল অতি বিচিত্র, অতএব আপনি দেবগণের শত্রুসমস্ত সংহার করুন; দেখুন আপনার বীর্য্য দর্শনে লোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, বিশেষত আমি বলহীন হওয়ায় আপনি আমাকে পরাজিত করিয়াছেন, সুতরাং আমি ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও সকলে আমাকে অবজ্ঞা করিবে এবং নিরালস্য হইয়া আমাদিগের দুইজনের পরস্পর ভেদ উৎপাদন করিতেও প্রযত্নপর হইবে। হে মহাবল বিভো! আপনি ভেদ প্রাপ্ত হইলে লোকে দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিবেন এবং লোকসকল দ্বিধাভূত নিশ্চিত হইলে ভূতভেদপ্রযুক্ত আমাদিগের সেইরূপ সংগ্রাম সংঘটন হইতে পারিবে। হে তাত! সেই সময়ে আপনি অবলীলাক্রমে আমাকে পরাজিত করিবেন, সুতরাং আপনিই ইন্দ্র হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! আপনার মঙ্গল হউক, আপনিই ত্রৈলোক্যের ও আমার অধীশ্বর; সংপ্রতি আপনার কোন্ আদেশ সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলুন। ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবল! আপনি যদি নিশ্চয় করিয়া এই বাক্য সত্যই বলিয়া থাকেন, তবে আপনার বাক্যে আমি ইন্দ্র হইব। হে বিপুলবলশালিন্ স্কন্দ! আপনি যদি আমার শাসন সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও শ্রবণ করুন; আপনি দেবগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। স্কন্দ কহিলেন, দানবকুলের বিনাশ, দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধি এবং গো ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত আপনি আমাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ইন্দ্র ও সমুদায় দেবগণ মিলিত হইয়া স্কন্দকে সৈনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে তিনি তথায় অতীব শোভিত হইলেন; তৎকালে মহর্ষিগণ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি কাঞ্চনচ্ছত্র ধৃত হইয়া সুসমৃদ্ধ বহ্নিমণ্ডলের ন্যায়, অতিমাত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল। যশস্বী ত্রিপুরারি মহাদেব স্বয়ং তাঁহার গলদেশে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত হিরন্ময়ী দিব্যমালা আবদ্ধ করিয়া দিলেন। হে পরন্তপ মনুজেন্দ্র! ভগবান্ বৃষধ্বজ অত্যন্ত প্রীত হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সহিত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এইরূপে অর্চ্চনা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই স্কন্দ রুদ্রপুত্র হইয়াছেন। রুদ্র যে শুক্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্বেত পর্ব্বত হয়; আবার ঐ শ্বেতপর্ব্বতে কৃত্তিকাগণকর্ত্তৃক পাবকের ইন্দ্রিয়কার্য্য সমাধান হয়; সুতরাং সমুদয় দেবগণ গুণশালিশ্রেষ্ঠ গুহকে রুদ্রকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইতে দেখিয়া রুদ্রপুত্র বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। রুদ্র বহ্নিদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঐ শিশুর জন্ম প্রদান করেন; সেই বহ্নিনিষ্ঠ রুদ্র হইতে জন্মগ্রহণ করাতেও স্কন্দ রুদ্রসূনু হইয়াছেন। হে ভারত! রুদ্র, বহ্নি, স্বাহা ও ছয় ঋষিপত্নী ইঁহারা সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ স্কন্দের জন্মহেতু, সুতরাং এ নিমিত্তও তিনি রুদ্রসূনু হইয়াছেন। শ্রীমান্ পাবকনন্দন নির্ম্মল রক্তাম্বরযুগল পরিধান করত প্রদীপ্তদেহ হইয়া লোহিত জলদযুগলসমন্বিত অংশুমালীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অগ্নি তাঁহাকে কেতুস্বরূপ যে অলঙ্কৃত লোহিত কুক্কুট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার রথোপরি সমুত্থিত হইয়া কালাগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। যিনি সর্ব্বভূতের চেষ্টা, প্রভা, শান্তি ও বলস্বরূপা; দেবগণের জয়বর্দ্ধিনী, সেই শক্তি তাঁহার অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। অনন্তর তাঁহার সহজাত কবচও আসিয়া তাঁহার শরীরে সন্নিবিষ্ট হইল। স্কন্দদেব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই তাহা নিয়ত আবির্ভূত হইয়া থাকে। হে জনাধিপ! শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, কমনীয়তা, সত্য, অচ্যুতি, ব্রহ্মণ্যতা, অসম্মোহ, ভক্তগণের পরিরক্ষণ, শত্রুকুলের উৎসাদন ও লোকসমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ এ সমস্ত গুণই স্কন্দের সহজাত। তিনি এইরূপে অখিল দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত, সুন্দররূপে অলঙ্কৃত, সুমনা ও হর্ষান্বিত হইয়া পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বদিকে অভীষ্ট বেদোচ্চারশব্দ, দেবগণের বাদ্যধ্বনি এবং দেব ও গন্ধর্ব্বদিগের সঙ্গীত-রব হইতে লাগিল। হৃষ্ট, তুষ্ট ও সুন্দর অলঙ্কৃত সমুদায় অপ্সরাগণ, পিশাচগণ, দেবগণ ও অন্য অন্য বহুতর লোকবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। দেবগণাভিষিক্ত পাবক-নন্দন তখন সকলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ক্রীড়া করত বিরাজমান হইতে লাগিলেন। দেবতারা অভিষিক্ত মহাসেনকে তিমির সংহারপূর্ব্বক গগনতলে অভ্যুদিত প্রভাকরের ন্যায়, সন্দর্শন করিতে থাকিলেন। অনন্তর সমস্ত দেবসেনা 'আপনি আমাদিগের পতি" এই কথা বলিতে বলিতে সর্ব্বদিক্ হইতে একবারে সহস্র সহস্র করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। সকল ভূতবর্গে পরিবৃত ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সেই 'সেনাগণকে গ্রহণ করিলে পর তাহারা তাঁহার অর্চ্চনা ও স্তব করিতে লাগিল এবং তিনিও তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এদিকে বলসূদন শতক্রতু তৎকালে স্কন্দকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া দেবসেনানাম্নী সেই কামিনীকে স্মরণ করিলেন, যাঁহাকে পূর্ব্বে তিনি বিপদ্ হইতে বিমোচিত করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মা স্কন্দকেই সেই রমণীর পতিরূপে স্বয়ং বিধান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উত্তম অলঙ্কৃতা দেবসেনাকে আনয়ন করাইলেন এবং স্কন্দকেও এই কথা বলিলেন যে, হে সুরোত্তম! আপনি জন্মগ্রহণ না করিতেই স্বয়ম্ভু এই কন্যাকে আপনার পত্নী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব আপনি এই দেবীর কমলতুল্যকান্তিযুক্ত দক্ষিণপাণি বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপুরস্কৃত করিয়া গ্রহণ করুন। এইরূপ উক্ত হইয়া স্কন্দ সেই রমণীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। মন্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতি জপ ও হোমকার্য্য সমাধান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা সিনীবালী, কুহু, সদ্বৃত্তি ও অপরাজিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই দেবসেনাকে লোকেরা এইরূপে স্কন্দের

মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যৎকালে স্কন্দ দেবসেনা-কর্ত্তৃক পতিরূপে বৃত হইলেন, তখন স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দ শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত উহা শ্রীপঞ্চমী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং ষষ্ঠীতে তিনি কৃতকার্য্য হন বলিয়া ষষ্ঠী মহাতিথি হইয়াছে।

স্কন্দোপাখ্যানে অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর মহাসেন দেবসেনার স্বামিত্বপদে অভিষিক্ত হইলে, লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, সপ্তর্ষি-পত্নী ছয় দেবী তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। সেই মহাব্রত-পরায়ণ দেবীরা ঋষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়া, ধর্ম্মসম্পন্ন দেবসেনাপতির নিকটে সত্বর আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! আমরা দেবতুল্য স্বামিগণ-কর্ত্তৃক বিনা কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছি। কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বলিয়াছে যে, আমাদিগের গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ; সেই কথা সত্য বোধ করিয়া তাঁহারা রোষ-প্রযুক্ত আমাদিগকে পুণ্য স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছেন, অতএব আমাদিগের পরিত্রাণ করা তোমার উচিত হইতেছে। হে প্রভো! তোমার প্রসাদে আমাদিগের অক্ষয় স্বর্গ হইতে পারে এ নিমিত্ত আমরা তোমাকে পুত্র করিতেও অভিলাষিণী হইতেছি; অতএব আমাদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া তুমি অঋণী হও। স্কন্দ কহিলেন, হে অনিন্দিতা মাতৃগণ! আপনারা আমার জননীই হইলেন এবং আমিও আপনাদিগের পুত্র হইলাম; আপনারা যে কিছু ইচ্ছা করেন, সে সকলই আপনাদিগের যথাবৎ সম্পন্ন হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর বাসব স্কন্দকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে তিনি কহিলেন, কি কার্য্য আছে বলুন। তখন ইন্দ্র কহিলেন, রোহিণীর কনিষ্ঠ ভগিনী দেবী অভিজিৎ রোহিণীর প্রতি স্পর্দ্ধমান হইয়া জ্যেষ্ঠতা ইচ্ছা করত তপস্যার্থ বনে গমন করিয়াছেন; সুতরাং গগন হইতে নক্ষত্র বিচ্যুত হওয়াতে আমি নক্ষত্র সংখ্যা পূরণ বিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছি, অতএব হে স্কন্দ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া এই গগনমণ্ডলের পূর্ত্তি-বিষয়ে চিন্তা করুন। ব্রহ্মা ধনিষ্ঠাদি যে কালের পরিকল্পনা করিয়াছেন, পূর্ব্বে রোহিণীই সেই কালে ছিলেন; সুতরাং কালের সংখ্যাও সমান ছিল। ইন্দ্র এইরূপ কহিলে পর কৃত্তিকা স্বর্গে গমন করিলেন। সেই বহ্নি-দৈবত নক্ষত্র সপ্তশীর্ষের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। গরুড়-মাতা বিনতাও স্কন্দকে বলিলেন, তুমি আমার পিণ্ডপ্রদ পুত্র; হে পুত্র! আমি তোমার সহিত নিত্যই একত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। স্কন্দ কহিলেন, এইরূপই হউক; আপনাকে নমস্কার, আপনি আমাকে পুত্র স্নেহে প্রশাসন করুন। হে দেবি! আপনি পুত্রবধূ-কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত পূজ্যমানা হইয়া বাস করিবেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সমুদায় মাতৃগণ স্কন্দকে এই কথা বলিলেন যে, কবিরা আমাদিগকে সর্ব্বলোকের মাতৃগণ বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন; অতএব আমরা তোমার মাতা হইতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাদিগকে পূজা কর। স্কন্দ কহিলেন, আপনারা আমার জননীই হইলেন, আমি আপনাদিগের পুত্র, সম্প্রতি আপনাদিগের অভিলষিত কি কার্য্য আমাকে করিতে হইবে বলুন। মাতৃগণ কহিলেন, হে সুব্রত! আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী প্রভৃতি যাঁহারা এই লোকের মাতৃগণ বলিয়া প্রকল্পিত হইয়াছেন, সেই মাতৃপদ তাঁহাদিগের না হইয়া আমাদিগের হয়, তাঁহারা পূজ্যা না হইয়া আমরা লোকের পূজ্যা হই; অপিচ তোমার নিমিত্ত তাঁহারা আমাদিগের যে সমস্ত প্রজা হরণ করিয়া লইয়াছেন, তৎসমুদয় আমাদিগকে তুমি প্রদান কর।

স্কন্দ কহিলেন, সেই প্রদত্ত প্রজা সকল আপনারা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, অতএব অন্য যে কোন প্রজা মনোভিলষিত হয় বলুন, আপনাদিগকে তাহা প্রদান করিতেছি। মাতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার সহিত অবস্থানপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়া সেই মাতৃগণের প্রজা সকলকে এবং তাঁহাদিগের গুরুজনগণকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি আমাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান কর। স্কন্দ কহিলেন আমি আপনাদিগকে প্রজা সকল প্রদান করিতেছি, কিন্তু আপনাদিগের এই প্রার্থনাবাক্য অতিশয় কষ্টকর হইতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা মৎকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সেই প্রজাদিগকে সম্যক্‌ভাবে রক্ষা করুন। মাতৃগণ কহিলেন, হে স্কন্দ! তোমার শুভ হউক, তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, আমরা তদনুসারে প্রজা সকল রক্ষা করিব; কিন্তু হে প্রভো! তোমার সহিত চিরকাল একত্র বাস করিতে আমাদিগের স্পৃহা হইতেছে। স্কন্দ কহিলেন, মনুষ্যদিগের প্রজাগণ পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যে পর্য্যন্ত তরুণবয়স্ক না হইবে, সে পর্য্যন্ত আপনারা বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবাধিত করিতে থাকুন। অপিচ আমি আপনাদিগকে অব্যয় রৌদ্র আত্মা প্রদান করিব, আপনারা তাহার সহিত পূজিত হইয়া পরম সুখে একত্র বাস করিবেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর মর্ত্ত্যগণের প্রজাপক্ষ ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্কন্দের শরীর হইতে সেই পাবক-সদৃশ-প্রভাবিত মহাবল পুরুষ নিষ্পতিত হইলেন। তিনি ক্ষুধার্দ্দিত ও বিচেতন হইয়া সহসা ভূতলে পড়িলেন, পরে স্কন্দের অনুজ্ঞাক্রমে রৌদ্ররূপ গ্রহ হইয়া উঠিলেন। দ্বিজসত্তমেরা সেই গ্রহকে স্কন্দাপস্মার নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। অপিচ সুপর্ণ-মাতা বিনতা মহারৌদ্র শকুনিগ্রহ বলিয়া কথিত হন। পণ্ডিতেরা যাহাকে পূতনা রাক্ষসী বলিয়াছেন, তাহাকে পূতনাগ্রহ বলিয়া জানিবে। ঐ নিদারুণ-কষ্টপ্রদায়িনী, করালমূর্ত্তি, ঘোররূপা, ঘোর-দর্শনা, নিশাচরী, পিশাচী শীতপূতনা-নামে উল্লিখিত হয়। সে মানবীগণের গর্ভসমস্ত হরণ করিয়া থাকে। অদিতি রেবতী বলিয়া কথিত হইয়াছেন; তাঁহার গ্রহের নাম রৈবত। সেই মহাঘোর মহাগ্রহও বালকদিগকে প্রবাধিত করে। দৈত্যগণের মাতা যে দিতি, পণ্ডিতেরা তাহাকে মুখমণ্ডিকা বলিয়াছেন; সেই দুরাসদা মুখমণ্ডিকা শিশু মাংসে অতিমাত্র আহ্লাদিতা হয়। হে কৌরবনন্দন! স্কন্দসম্ভূত যে সমস্ত কুমার ও কুমারীগণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারাও সকলে সুমহাগ্রহ ও গর্ভভোজী; কুমারেরা সেই সকল কুমারীগণেরই পতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই রৌদ্র-কর্ম্মকারী গ্রহগণ অপরিজ্ঞাত হইয়া বালকসকলকে গ্রহণ করে। হে নৃপ! যে সুরভিকে পণ্ডিতেরা গো-মাতা বলিয়া

বর্ণন করেন, শকুনিগ্রহ তাঁহার উপরে আরোহণ-পূর্ব্বক পৃথিবীতে শিশুগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। হে জনাধিপ! সরমা-নাম্নী যে দেবী কুক্কুরগণের জননী, তিনিও সর্ব্বদা মানুষীদিগের গর্ভ-সমস্ত গ্রহণ করেন। যিনি পাদপগণের মাতা তাঁহার আবাস স্থান করঞ্জবৃক্ষ; তিনি বরদায়িনী, সৌম্যমূর্ত্তি এবং ভূতগণের প্রতি নিয়ত অনুগ্রহকারিণী; সেই হেতু পুত্রার্থী মানবেরা তাঁহাকে করঞ্জবৃক্ষে নমস্কার করিয়া থাকে। মদ্যমাংস-প্রিয় এই অষ্টাদশ ও অন্য অন্য গ্রহ-সমস্ত দশ রাত্রিকাল সতত সূতিকাগৃহে অবস্থান করে। নাগমাতা কদ্রু সূক্ষ্ম দেহ ধারণ-পূর্ব্বক গর্ভিণীর শরীরে প্রবিষ্টা হন; তথায় তিনি সেই গর্ভ ভক্ষণ করেন, তাহাতে গর্ভিণী নাগ প্রসব করে। যিনি গন্ধর্ব্ব-গণের জননী, তিনি গর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করেন, তাহাতে সেই গর্ভবতী মানবী পৃথিবীতে বিলীনগর্ভা দৃশ্যমানা হয়। যিনি অপ্সরাদিগের জনয়িত্রী, তিনি গর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন; সেই নিমিত্ত মনীষীরা কহেন, 'গর্ভ উপবিষ্ট হইয়াছে।' লোহিত সাগরের কন্যা স্কন্দের ধাত্রী বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন; লোকে তাঁহাকে 'লোহিতায়নি' এই নামে কদম্ব বৃক্ষে পূজা করিয়া থাকে। পুরুষগণের মধ্যে যেমন রুদ্র, প্রমদাগণের মধ্যে আর্য্যাও সেইরূপ; কুমারের মাতা আর্য্যাকে লোকে ইষ্ট সাধনার্থ পৃথক্ পূজা করে। কুমারগণের এইরূপ মহাগ্রহ-সকলের বৃত্তান্ত আমি এই বর্ণন করিলাম। তাঁহারা ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত অশুভ থাকেন, তৎপরে শুভপ্রদ হন। যে সমস্ত মাতৃগণ ও পুরুষ-গ্রহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায়কেই দেহীরা নিয়ত স্কন্দগ্রহ বলিয়া জানিবে। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলিকর্ম্ম ও উপহার এবং স্কন্দের বিশেষরূপ পূজাদ্বারা তৎসমুদায়ের শান্তি-বিধান কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা এইরূপ সম্যক্ প্রকারে অভ্যর্চ্চিত, পূজিত ও নমস্কৃত হইয়া মানবগণের মঙ্গল, পরমায়ু ও বীর্য্য প্রদান করেন। সংপ্রতি ষোড়শ বর্ষের ঊর্দ্ধে মনুষ্য-দিগের যে সমস্ত গ্রহ হয়, আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন করিব।

যে মানব জাগরিত বা নিদ্রিত থাকিয়া দেবতাদিগকে নিরীক্ষণ করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; ঐ গ্রহকে পণ্ডিতেরা দেবগ্রহ বলিয়াছেন। যে মনুষ্য উপবিষ্ট বা শয়ান থাকিয়া পিতৃগণকে অবলোকন করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; ঐ গ্রহকে পিতৃগ্রহ বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি সিদ্ধ-কে অবমাননা করে এবং সিদ্ধেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাকে অভিশাপ করেন, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; ঐ গ্রহ সিদ্ধগ্রহ নামে পরিজ্ঞেয়। যে ব্যক্তি নানাপ্রকার গন্ধ ও রস-সমুদায়ের ঘ্রাণ লয়, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহকে রাক্ষস-গ্রহ বলিয়া জানিবে। স্বর্গীয় গন্ধর্ব্বগণ, পৃথিবীতে যে নরের শরীরে সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট হন, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহকেই গান্ধর্ব্ব-গ্রহ বলা যায়। পিশাচেরা যে পুরুষের প্রতি নিত্য অধিরোহণ করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহই পৈশাচ গ্রহ। যক্ষগণ কালক্রমে যে পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; সেই গ্রহকে যক্ষ গ্রহ বলিয়া জানিতে হইবে। দোষসমূহদ্বারা প্রকুপিত হইয়া যে দেহীর চিত্ত বিমুগ্ধ হয়, সে ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; শাস্ত্রা-নুসারে তাহার উপশম করা বিধেয়। ক্ষোভে, ভয়ে ও ঘোর-বস্তু-সকলের দর্শনেও মনুষ্য ত্বরায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; তাহার উপশমের উপায় কেবল সান্ত্ববাদ। গ্রহ তিন প্রকার; কেহ বিলাসাভিলাষী, অপরে ভোগাভিলাষী এবং অন্যে কামক্রিয়াভিলাষী। সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত মানব-গণের এই সমস্ত গ্রহ ঘটিয়া থাকে; অতঃপর জ্বরই দেহীদিগের গ্রহতুল্য হয়। গ্রহগণ নিয়ত সংযতেন্দ্রিয়, দান্ত, শুচি, অতন্দ্রিত, আস্তিক ও শুদ্ধাচার মনুষ্যকে সর্ব্বদা পরিবর্জ্জন করেন। হে রাজন্! মনুষ্যদিগের এই গ্রহোদ্দেশ তোমার নিকটে প্রকীর্ত্তিত হইল। যে সকল মানব মহেশ্বরদেবের ভক্ত, গ্রহেরা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করেন না।

একোনত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যে সময় স্কন্দ মাতৃগণের এইরূপ প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহার পর স্বাহা তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমার ঔরস-পুত্র; ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে পরমদুর্ল্লভ প্রীতি প্রদান কর। তাহাতে স্কন্দ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কীদৃশী প্রীতি ইচ্ছা করেন? স্বাহা কহিলেন, হে মহাভুজ! আমি দক্ষের প্রিয়তমা কন্যা, আমার নাম স্বাহা। হে পুত্র! আমি বাল্যকাল হইতে হুতাশনের প্রতি নিয়তই স্পৃহাবতী আছি, কিন্তু সেই পাবক আমাকে সম্যক্‌রূপে কামাভিলাষিণী বলিয়া জানেন না। হে তাত! আমি অগ্নির সহিত নিত্যকাল একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছি। স্কন্দ কহিলেন, হে দেবি! সৎপথে স্থিত সচ্চরিত্র মানবেরা অদ্যাবধি ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রপূত যে কিছু হব্য ও কব্য অগ্নিতে আহুতি দিবেন, তাহা সর্ব্বদা 'স্বাহা' এই কথা বলিয়া উদ্ধরণপূর্ব্বক সমর্পণ করিবেন। হে শোভনে! এইরূপে অগ্নি তোমার সহিত নিত্যকাল বাস করিবেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, স্কন্দ স্বাহাকে পূজাপূর্ব্বক এই কথা বলিলে পর, তিনি নিজপতি পাবকের সহিত সংমিলিতা ও পরিতুষ্টা হইয়া স্কন্দকে পূজা করিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাসেনকে বলিলেন, "তোমার পিতা ত্রিপুরসূদন মহাদেবের সন্নিধানে গমন কর। রুদ্র অগ্নিদেহে সমাবিষ্ট হইয়া এবং উমা স্বাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সর্ব্বলোকের হিত-সাধনার্থ তোমাকে অপরাজিত করিয়া জন্ম প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতেও যে শুক্র সিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা এই পর্ব্বতে নিপতিত হয়; সেই শুক্র হইতেই মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুন সম্ভূত হইয়াছে। ঐ শুক্রের অবশিষ্ট কিয়দংশ লোহিত সমুদ্রে পতিত হয়, কিয়দংশ সূর্য্যকিরণে সংলগ্ন হয়, অন্য কিয়দংশ পৃথিবীতে পড়ে এবং অপর অংশ বৃক্ষ-সমুদায়ে সংসক্ত হয়; এইরূপে তাহা পঞ্চ-ভাগে বিভক্ত হইয়া পতিত হইয়াছিল। তোমার এই যে বিবিধাকার ঘোরমূর্ত্তি পিশিতাশন পারিষদগণ রহিয়াছে, মনীষী লোকেরা ইহাদিগকে সেই রুদ্রশুক্র হইতে সম্ভূত বলিয়া জানিবেন।" পিতৃবৎসল অমেয়াত্মা মহাসেনও "ইহাই হউক" এই কথা বলিয়া পিতা মহেশ্বরকে পূজা করিলেন। ধনার্থী লোক-দিগের অর্কপুষ্পদ্বারা উক্ত পঞ্চপ্রকার গণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য ব্যাধি-প্রশমনের নিমিত্তই তাঁহাদিগের পূজানুষ্ঠান করিবে। যে

ব্যক্তি বালকসকলের হিতৈষী হয়, তাহার রুদ্রসম্ভূত মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুনকে নিত্যই নমস্কার করা বিধেয়। বৃদ্ধিকা নামে যে সমস্ত মানুষ মাংসাশী স্ত্রীগণ বৃক্ষ-সমুদায়ে সঞ্জাত হন, সন্তানার্থী মানবেরা সেই দেবীদিগকে নমস্কার করিবে। হে রাজন্! এইরূপে পিশাচদিগের অসংখ্যেয় গণ স্মৃত হইয়াছে; সংপ্রতি স্কন্দের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। ঐরাবতের বৈজয়ন্তীনামে বিশ্রুতা যে দুইটি ঘণ্টা ছিল, ধীমান্ পুরন্দর স্বয়ং তাহা আনয়ন করাইয়া গুহকে প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে একটি ঘণ্টা বিশাখের এবং অন্যটি স্কন্দের হইল। কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ, উভয়ের পতাকাই লোহিত-বর্ণা। দেবতারা তৎকালে মহাবল সম্পন্ন স্কন্দদেবকে যে সমস্ত ক্রীড়নক দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদায় দ্বারাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পিশাচগণ ও দেবগণে বেষ্টিত, স্ত্রীপরিবৃত ও দীপ্যমান হইয়া তিনি কাঞ্চন শৈলোপরি শোভা পাইতে লাগিলেন। শোভন কানন-সমাকীর্ণ সেই মহীধরও বীরবর মহাসেনের অধিষ্ঠানে কিরণমালী প্রভাকর-সহযোগে চারুকন্দর মন্দর ভূধরের ন্যায় সুশোভিত হইল। প্রফুল্ল পারিজাত-বন, সন্তানক-বন, করবীর-বন, জবা-বন, অশোক-বন, কদম্ব-তরু-খণ্ড, দিব্য মৃগগণ ও দিব্য বিহঙ্গগণ দ্বারা শ্বেতপর্ব্বত সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তথায় সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় দেবর্ষিবৃন্দ অবস্থিত রহিলেন; বিক্ষুব্ধ জলনিধির নিনাদতুল্য মেঘ ও তূর্য্য-সকলের গভীর ধ্বনি হইতে লাগিল; দিব্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং হর্যাবিষ্ট ভূতগণের মহাশব্দ শ্রুত হইতে থাকিল। এইরূপে ইন্দ্রসহ সমস্ত জগৎ শ্বেতপর্ব্বতে সংস্থিত ও প্রহৃষ্ট হইয়া স্কন্দকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; তদীয় সন্দর্শনে কেহই আর গ্লানি বোধ করিল না।

ভগবান্ পাবকনন্দন যৎকালে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীমান্ পশুপতি হর্যাবিষ্ট হইয়া পার্ব্বতীর সহিত আদিত্যবর্ণ রথারোহণপূর্ব্বক ভদ্রবটে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সেই রথোত্তমে সহস্র সিংহ সংযোজিত এবং কালকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া শুভ্রবর্ণ গগন-তলে উৎপতিত হইল। সেই চারুকেশর-শালী সিংহগণ গর্জ্জন করিতে করিতে চরাচর ভূতবর্গের ত্রাসোৎপাদন করত অন্তরীক্ষে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল, তাহারা যেন আকাশকে পান করিতে উদ্যত হইয়াছে। শক্র-শরাসন-সংবলিত মেঘ-জালের উপরে প্রভাকর যেমন সৌদামিনীর সহিত দীপ্তি পাইতে থাকেন, উমার সহিত উক্ত রথোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া পশুপতিও তদ্রূপ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। ধনাধিপতি ভগবান্ কুবের গুহ্যকগণ-সমভিব্যাহারে মনোহর পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পুরন্দরও ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া অমরগণের সহিত প্রস্থানকারী বরপ্রদ বৃষধ্বজের পশ্চাদ্ভাগে অনুগমন করিতে লাগিলেন। অমোঘ নামা মহাযক্ষ মাল্য-বিভূষিত; জম্ভক-নামক যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমলঙ্কৃত হইয়া তাঁহার দক্ষিণপক্ষ আশ্রয়পূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে বিচিত্র-যোধী বহুসংখ্য দেবগণ বসুগণ ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া চলিলেন। যমও তৎকালে ঘোররূপ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ঘোররূপী শতশত ব্যাধিপুঞ্জে পরিবারিত হইয়া মৃত্যু-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। রুদ্রের বিজয় নামে সুন্দর অলঙ্কৃত, শিখরত্রয় যুক্ত, সুশাণিত ভয়ঙ্কর শূল যমের পশ্চাদ্ভাগে চলিল। উগ্রপাশধারী ভগবান্ সলিলেশ্বর বরুণ বহুবিধ জলজন্তুগণে পরিবৃত হইয়া সেই শূলকে পরিবারিত করত মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। বিজয়ের পশ্চাতে রুদ্রের পট্টিশ ও গদা মুষল শক্তি-প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রহরণসমূহে পরিবৃত হইয়া চলিল। হে রাজন্! রুদ্র-সম্বন্ধীয় মহাপ্রভান্বিত ছত্র মহর্ষিগণ-সেবিত কমণ্ডলু পট্টিশের অনুগমন করিতে লাগিল। কমণ্ডলুর দক্ষিণভাগে শ্রীপরিবৃত দণ্ড দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতির সহিত গমন করত অতীব দীপ্তি পাইতে থাকিল। রুদ্র এই সমুদায়ের পশ্চাতে বিমল রথোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া তেজোদ্বারা সমুদয় অমরগণকে সংহর্ষিত করত প্রস্থান করিতে লাগিলেন অপিচ ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, ভুজগ-গণ, নক্ষত্র-পুঞ্জ, গ্রহ-নিবহ, দেবতাদিগের শিশু-সমস্ত ও বিবিধাকার স্ত্রীসমূহ এবং নদী-সকল, হ্রদ-সমুদায় ও সাগরনিকর রুদ্রের পশ্চাদ্ভাগে যাইতে লাগিল। চারুরূপা বরাঙ্গনাগণ পুষ্পপুঞ্জ বর্ষণ করিতে করিতে চলিল এবং পর্জ্জন্যও পিনাকপাণি মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। সোম তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং বায়ু ও অগ্নি চামরদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তৎসমীপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হে রাজন্! পুরন্দর শ্রীপরিবৃত হইয়া সমুদায় রাজর্ষিগণের সহিত বৃষধ্বজকে স্তব করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে যাইতে লাগিলেন এবং গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সুমিত্রা, ইহাঁরা সকলেই সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীর পশ্চাতে চলিলেন। কবিরা যে সমস্ত বিদ্যাগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তথায় গমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদিদেবগণ সেনামুখে যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, সেই রাক্ষস-গ্রহ পতাকা গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রুদ্রের সখা লোকের আনন্দদায়ক, পিঙ্গলনামা যে যক্ষেন্দ্র নিয়ত শ্মশানে ব্যাপৃত থাকেন, সেই দেব এই সকলের সহিত মিলিত হইয়া যথাসুখে অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার গতির স্থিরতা ছিল না। মানবেরা সৎকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা ইহলোকে রুদ্রদেবতাকে পূজা করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ যাঁহাকে শিব, ঈশ, রুদ্র ও পিনাকী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই মহেশ্বর বিবিধ প্রকার ভাবে আরাধিত হন।

দেবসেনাপতি ব্রহ্মনিষ্ঠ কৃত্তিকা-পুত্রও দেবসেনা সমুদায়ে এইরূপ পরিবৃত হইয়া দেবদেবের অনুগামী হইলেন। অনন্তর মহাদেব মহাসেনকে এই মহৎবাক্য বলিলেন যে, তুমি অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণের সপ্তম ব্যূহ নিয়ত রক্ষা কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে প্রভো! আমি দেব-সৈন্যের সপ্তম ব্যূহ রক্ষা করিব। হে দেব! এতদ্ভিন্ন আমার আরও যে কিছু কার্য্য থাকে, তাহা শীঘ্র আদেশ করুন।

রুদ্র কহিলেন, হে পুত্র! কার্য্যকালে তুমি আমাকে সর্ব্বদাই সন্দর্শন করিবে; আমার দর্শন ও ভক্তি দ্বারা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহেশ্বর মহাসেনকে এই কথা বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিলেন। মহারাজ! স্কন্দ বিসর্জ্জিত হইলে পর মহৎ উৎপাত-লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া

সমুদয় দেবগণকেই সহসা প্রমোহিত করিল। নক্ষত্র-নিকর-সংবলিত নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; লোক সমুদয় অতিশয় বিমূঢ় হইল; ভূমণ্ডল বিচলিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল এবং সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় প্রতীত হইতে থাকিল। অনন্তর সেই দারুণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া শঙ্কর, মহাভাগা উমা, দেবগণ ও মহর্ষিগণ, সকলেই তখন বিস্মৃভিত হইলেন। তাঁহারা প্রমুগ্ধ হইলে পর ভূধর ও পয়োধর-সদৃশ নানা-প্রহরণ-সমন্বিত, ভয়ঙ্কর মহাসৈন্য দৃশ্যমান হইল। সেই অগণ্য ঘোর সৈন্য বিবিধ বাক্যে গর্জ্জন করিতে করিতে সমরে অমরগণ ও ভগবান্ শঙ্করের প্রতি অভিধাবিত হইল। ঐ আগন্তুক সৈন্যেরা দেব-সৈন্যমধ্যে অনেকবিধ বাণজাল এবং পর্ব্বত, শতঘ্নী, প্রাস, অসি, পরিঘ ও গদা সমুদায় বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই পতনশীল ভয়ঙ্কর মহাস্ত্রসমূহে সমস্ত দেব-সৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং সমরে পরাঙ্মুখ দৃষ্ট হইতে লাগিল। দানবেরা দেবগণের যোধবর্গ, হয়, হস্তী, আয়ুধ ও মহারথ সমস্ত ছিন্ন করত অতিমাত্র নিপীড়িত করিতে থাকিল, সুতরাং তাঁহাদিগের সৈন্য যেন বিমুখের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। বিশালতরু-নিকর-সমাকীর্ণ হুতাশন-বিনির্দ্দগ্ধ কাননের ন্যায়, অসুরগণকর্তৃক বধ্যমান সেই দেব-সৈন্যের অধিকাংশ দগ্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপে মহাসমরে বধ্যমান হইয়া সেই দেবগণ ভিন্নদেহ ও ছিন্নমস্তক হইতে লাগিলেন, তথাপি কেহই আর তাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হন না। অনন্তর, বল-নিসূদন অমরেশ্বর পুরন্দর সেই দানবার্দ্দিত সৈন্যকে অবসাদগ্রস্ত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত এই কথা বলিলেন, হে সুরগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শস্ত্র সমস্ত গ্রহণ কর; বিক্রম-প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হও; তোমাদিগের যেন কিছুমাত্র ব্যথা না হয়; এই ঘোর-দর্শন সুদুর্ব্বৃত্ত দানবদিগকে পরাজিত কর; তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তোমরা আমার সহিত মহাসুরদিগকে আক্রমণ কর। ত্রিদশগণ বাসবের বচন শ্রবণে সমাশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় অবলম্বন করত দানবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই সমুদয় দেবগণ, মহাবল-সম্পন্ন মরুদ্গণ, মহাভাগ সাধ্যগণ ও বসুগণ প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সমরে রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সৈন্যগণের উপরে যে সমস্ত শস্ত্রজাত বিসর্জ্জন করিলেন, তৎসমুদায় অশ্ব, গজ ও দৈত্যদিগের শরীরে বিস্তর রুধির পান করিল। সেই নিশিত শরসমূহ তাহাদিগের দেহভেদ করিয়া নিপতিত হইবার সময়ে নগ-নিকর হইতে নিপতিত পন্নগ-সমূহের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। হে রাজন্! দৈত্যদিগের সেই শরীর সমস্ত সায়ক জালে নির্ভিন্ন হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড-নিচয়ের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর সমুদয় অমরচয় বিবিধ বিশিখপুঞ্জসহকারে সেই দানব সৈন্যকে সমরে বিত্রাসিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন। তখন সকলেই হর্ষাবিষ্ট ও উদায়ুধ হইয়া চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অনেকপ্রকার বাদ্যযন্ত্র মিলিত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে বাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে দেব ও দানবগণের সেই যুদ্ধ উভয়পক্ষেই অতি সুদারুণ হইয়া উঠিল; তাহাতে রণস্থল মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইল। পরন্তু দেবলোকের বিপদ্ সহসাই দৃষ্ট হইল; কেন না ভয়ঙ্কর দানবেরা দেবতাদিগকে পূর্ব্ববৎ বিনিহত করিতে লাগিল। তাহাতে দানবেন্দ্রগণের তূর্য্যনিনাদ, প্রচণ্ডভেরীনিস্বন ও দারুণ সিংহনাদ হইতে থাকিল। অনন্তর মহিষ নামে একজন মহাবলসম্পন্ন দানব একটা বিশাল শৈল গ্রহণপূর্ব্বক মহাঘোর দৈত্যসৈন্য হইতে নিষ্পতিত হইল। হে রাজন্! সেই দেবগণ, পর্ব্বত উত্তোলন-পূর্ব্বক সমাগত ঐ দৈত্যকে জলদজালপরিবেষ্টিত প্রভাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। অনন্তর মহিষ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া দেবগণের প্রতি সেই পর্ব্বত নিক্ষিপ্ত করিল। মহারাজ! সেই ভীষণাকার ভূধরের পতনে দেব-সৈন্যের দশসহস্র লোক নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। তৎপরে মহিষ সেই দানবের সহিত মিলিয়া সুরগণকে সংগ্রামে বিত্রাসিত করত সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ শীঘ্র তাঁহাদিগের প্রতি অভিধাবিত হইল। ইন্দ্রসহ দেববৃন্দ সেই মহিষকে আপতিত হইতে দেখিয়া সমরে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ও সমস্ত রণচিহ্ন পরিহারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তাহাতে সেই মহিষ ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্রের রথাভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইল এবং দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহার রথের যুগন্ধর গ্রহণ করিল। মহিষ ক্রুদ্ধ হইয়া যখন রুদ্ররথে সমাগত হইল, তখন স্বর্গ ও ভূমণ্ডল গাঢ়রূপে শব্দায়মান হইতে লাগিল এবং মহর্ষিগণ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। জলধর-সদৃশ মহাকায় দৈত্যেরা তৎকালে গর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ নিশ্চয় হইল যে, আমরাই জিতিলাম। ভগবান্ রুদ্র সেইরূপ আক্রান্ত হইয়াও সমরে মহিষকে নিহত করিলেন না, সেই দুরাত্মার মৃত্যুরূপী স্কন্দকে তখন স্মরণ করিলেন। রৌদ্রস্বভাব মহিষও রুদ্রের রথাবলোকন পূর্ব্বক দেবগণের সন্ত্রাস ও দৈত্যদলের হর্ষবর্দ্ধন করত ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণের সেই ঘোর ভয় সমুপস্থিত হইলে লোহিতাম্বর-সংবীত, লোহিত মাল্যাভরণ-ভূষিত, লোহিতাস্য, হিরণ্যকবচসন্নদ্ধ, প্রভাবসম্পন্ন মহাবাহু মহাসেন, সুবর্ণপ্রভ সূর্য্যসন্নিভ রথে আরূঢ় হইয়া, ক্রোধে জাজ্বল্যমান প্রভাকরের ন্যায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই দৈত্যসৈন্য সমরে সহসা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। হে রাজেন্দ্র! মহাবল সমন্বিত মহাসেন স্কন্দও মহিষের প্রাণসংহারিণী সেই প্রজ্বলিতা শক্তি নিক্ষিপ্ত করিলেন। শক্তিটি বিমুক্ত হইবামাত্র মহিষের বিশালমস্তক নিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মস্তক ছিন্ন হইলে মহিষ গতাসু হইয়া নিপতিত হইল। সেই পতনশীল পর্ব্বতাকার মস্তকদ্বারা উত্তর কুরুদেশের ষোড়শযোজন-বিস্তীর্ণ দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল সেই নিমিত্ত ঐ দ্বার অগম্য হইয়াছিল; সংপ্রতি উত্তর কুরুগণ সেই দ্বার দিয়া যথাসুখে গমন করিতেছে। দেব ও দানবগণের দৃষ্ট হইতে লাগিল, সেই শক্তিটি বারংবার নিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র শত্রু সংহার-পূর্ব্বক স্কন্দহস্তে পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইতেছে। ফলত ধীমান্ মহাসেন শরসমূহদ্বারা প্রায় সমুদায় ঘোরকায় দৈত্যগণকে বিনিহত করিলেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া স্কন্দের দুরাসদ পারিষদগণ-কর্তৃক সহস্র সহস্র সংখ্যায় বিধ্বংসিত ও ভক্ষিত হইতে লাগিল। সেই পারিষদেরা অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া দানবদিগের মাংস ভক্ষণ ও

শোণিতপান করত ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত জগৎকে দানবশূন্য করিয়া তুলিল। যেমন প্রভাকর তিমিররাশি বিনষ্ট করেন; অগ্নি যেমন বৃক্ষসকলকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন; এবং সমীরণ যেমন জলদপুঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন; কীর্ত্তিমান্ স্কন্দও সেইরূপ স্বীয় বীর্য্যসহকারে শত্রুদিগকে পরাজিত করিলেন। কিরণজাল বিস্তারিত করিলে অংশুমালীর যেরূপ শোভা হয়; ভগবান কৃত্তিকানন্দন ত্রিদশগণকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পূজ্যমান হইয়া মহেশ্বরকে অভিবাদনপূর্ব্বক সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাসেন স্কন্দ শত্রুকুল সংহার করিয়া যৎকালে মহেশ্বর-সমীপে প্রস্থিত হইলেন, তখন পুরন্দর তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "স্কন্দ! এই মহিষ ব্রহ্মার নিকটে বর পাইয়া আপনার হস্তে নিহত হইল। হে বিজয়িপ্রবর মহাবাহো! যাহার নিকটে দেবতারা তৃণতুল্য হইয়াছিলেন, সেই সুরকণ্টক অসুরকে আপনি প্রশমিত করিলেন। যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে তাপিত করিয়াছিল, সেই অমর-বৈরী, মহিষাসুরতুল্য-বলশালী, শত শত দানবদিগকেও আপনি সংগ্রামে নিহত করিলেন। আপনার পারিষদেরাও অন্য অসংখ্য দানবদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি সাক্ষাৎ উমাপতির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন; সমরে শত্রুরা আপনাকে পরাজিত করিতে পারে না। হে দেব! হে মহাভুজ! আপনার এই প্রথম কর্ম্ম ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইবে, আপনার কীর্ত্তিও চিরস্থায়িনী হইবে এবং ত্রিদশেরাও আপনার বশবর্ত্তী হইবেন।" মহাসেনকে এইরূপ কহিয়া শচীপতি বাসব ভগবান ত্রিলোচনের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত নিবৃত্ত হইলেন। মহাদেব ভদ্রবটে গমন করিলেন এবং দেবতারাও নিজ নিজস্থানে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে রুদ্র দেবগণকে এই কথা বলিলেন যে, তোমরা স্কন্দকে আমার ন্যায় নিরীক্ষণ করিবে। বহ্নিনন্দন মহাসেন মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া এইরূপে দানবগণের ধ্বংসবিধানপূর্ব্বক একদিন মধ্যেই সমুদয় ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্মবিবরণ অধ্যয়ন করেন, তিনি ইহলোকে সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিয়া চরমে স্কন্দ-সলোকতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

স্কন্দযুদ্ধে ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ দ্বিজোত্তম। এই মহাত্মা স্কন্দের যে সমস্ত নাম ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছে, আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মহাতপা ভগবান মার্কণ্ডেয় ঋষিগণ-সমীপে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে এই কথা বলিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নক-প্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরবণোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, প্রিয় ও প্রিয়কৃৎ; কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নামগুলি যিনি পাঠ করেন, তিনি স্বর্গ, কীর্ত্তি ও ধনলাভ করিতে পারেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কুরুপ্রবীর! দেব ও ঋষিগণকর্ত্তৃক নিষেবিত, শক্তিধর বীরবর, অপ্রমেয় ষড়ানন গুহকে আমি ভক্তিসহকারে অপর নামসমস্ত দ্বারা স্তব করিব, তুমি নিশ্চিত-রূপে তৎসমুদয় বোধগম্য কর। হে গুহ! তুমি ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মেশয়, ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের বরিষ্ঠ, ব্রহ্মপ্রিয়, ব্রাহ্মণ-সদৃশ ব্রতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা। তুমি স্বাহা, স্বধা, পরম পবিত্র, মন্ত্রস্তুত, প্রথিত ও ষড়র্চ্চিঃ। তুমি সংবৎসর, ঋতুষট্‌ক, পক্ষ, মাস, অয়ন ও দিঙ্মণ্ডল। তুমি পুষ্করাক্ষ, অরবিন্দ-বক্ত্র, সহস্র-বক্ত্র ও সহস্র-বাহু। তুমি লোকপাল ও পরম হবিঃ। তুমি সমুদয় সুরাসুরগণের ভাবয়িতা। তুমিই সেনাধিপতি, প্রচণ্ড, প্রভু, বিভু ও শত্রুজেতা। তুমি সহস্রভূ; তুমিই ধরণী। তুমি সহস্র তুষ্টি, সহস্রভুক্, সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাৎ, অনন্তরূপ ও শক্তিধারী। হে দেব! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গা, স্বাহা, মহী ও কৃত্তিকাগণের পুত্র হইয়াছ। হে ষড়ানন! তুমি কুক্কুট লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাক এবং ইচ্ছানুসারে নানাবিধ কাম্যরূপধারী হও। তুমি নিত্যই দক্ষ, সোম, মরুদ্গণ, ধর্ম্ম, বায়ু, গিরীন্দ্র ও ইন্দ্র। তুমি উগ্রধন্বা, সনাতনগণেরও সনাতন এবং প্রভুদিগেরও প্রভু। তুমি সত্যের কর্ত্তা, দৈত্যদলের সংহর্ত্তা, রিপুকুলের জেতা এবং সুরগণের নেতা। হে মহাত্মন্! তুমিই সেই পরম সূক্ষ্ম তপস্যা-স্বরূপ; তুমি স্বয়ং পরাবর হইয়া ধর্ম্ম, কাম ও পর-বস্তুরও পরাবরজ্ঞ হইয়াছ। হে সর্ব্বামর-প্রবীর! তোমার তেজে এই সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে লোকনাথ! আমি যথাশক্তি তোমার এই স্তব করিলাম। হে দ্বাদশ-নেত্র! হে দ্বাদশবাহো! তোমাকে নমস্কার; অতঃপর তোমার মাহাত্ম্যের গতি আমি আর কিছুই জানি না।

যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্ম-বিবরণ পাঠ করেন; যিনি ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করান, অথবা যিনি ব্রাহ্মণগণের মুখে পঠিত হইতে শ্রবণ করেন, তিনি ধন, আয়ু, প্রদীপ্ত যশ, পুত্র-সমুদয়, শত্রুজয়, পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করিয়া চরমে স্কন্দসলোকতা প্রাপ্ত হন।

একত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ-প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও বিপ্রবর্গ আসন গ্রহণ করিলে পর দ্রৌপদী ও সত্যভামা তৎকালে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে পরস্পর অতিশয় হাস্য পরিহাস করত তথায় সুখে উপবিষ্টা হইলেন। হে রাজেন্দ্র! পরস্পর প্রিয়বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় বহুকালের পর পরস্পর সন্দর্শন করিয়া কুরু ও যদুগণ-সমুত্থিত বিবিধ বিচিত্র কথার সমালাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী সত্রাজিৎরাজ-নন্দিনী সুমধ্যমা সত্যভামা যাজ্ঞসেনীকে নির্জ্জনে এই কথা বলিলেন যে, হে দ্রৌপদি! তুমি কিরূপ ব্যবহারদ্বারা লোকপাল সদৃশ, বীর্য্যসম্পন্ন, অতিশয় দৃঢ়কায়, যুবা পাণ্ডবদিগকে বশীভূত করিয়া রাখ? হে শোভনে! তাঁহারা কি প্রকারে তোমার বশবর্ত্তী হন এবং কি নিমিত্তই বা তোমার

প্রাত কখন কোপ প্রকাশ না করেন? হে প্রিয়দর্শনে! পাণ্ডবেরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার বশংবদ ও মুখপ্রেক্ষ হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, তুমি আমাকে যথার্থ করিয়া বল। তোমার কি কোন ব্রতচর্য্যা, তপস্যা, সঙ্গমাদি-সময়ে মন্ত্রসংযুক্ত ঔষধ-সমস্ত, বিদ্যা-বীর্য্য, মূল-বীর্য্য, জপ, হোম অথবা অন্য প্রকার ঔষধ-সমুদায় আছে? হে পাঞ্চালি! হে কৃষ্ণে! যাহাতে কৃষ্ণ আমার নিয়ত বশানুগামী হইতে পারেন, তুমি তাদৃশ সৌভাগ্যপ্রদ যশস্কর পদার্থটি আমার নিকটে অদ্য ব্যক্ত কর।

যশস্বিনী সত্যভামা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। তখন পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, সত্যভামে! তুমি জানিয়া শুনিয়াও আমাকে অসাধ্বী স্ত্রীদিগের আচরণ জিজ্ঞাসা করিতেছ; যে পথ অসাধুদিগের আচরিত, তদ্বিষয়ে উত্তর করা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে অনুপ্রশ্ন বা সংশয় করা তোমার উপযুক্ত হয় না; যেহেতু তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, বিশেষত কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী। ভর্ত্তা ভার্য্যাকে মন্ত্রমূল-পরায়ণা বলিয়া যখনি জানিতে পারেন, তখনি গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কিরূপে শান্তি হয় এবং অশান্ত ব্যক্তিরই বা কি প্রকারে সুখ হইতে পারে? ফলত মন্ত্রকর্ম্ম দ্বারা স্বামী কখন পত্নীর বশবর্ত্তী হন না; তবে শত্রুদিগের প্রেরিত পরম দারুণ রোগসমুদায়ের কথা শ্রুত হওয়া যায় বটে; যেহেতু হিংসার্থী স্ত্রীজনেরা মূল-প্রবাদে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। তাহাতে যে সমস্ত চূর্ণ প্রদত্ত হয়, পুরুষ জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা তৎসমুদয় সেবন করিলে নিঃসন্দেহ ত্বরায় বিনষ্ট হইতে পারে। অনেকানেক স্ত্রীলোকে পুরুষদিগকে জলোদর রোগযুক্ত, কুষ্ঠী, পলিত, পুংস্ত্ব-বিহীন, জড়, অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলিয়াছে। সেই পাপানুগামী পাপাত্মা নারীগণ স্বামীদিগকে এইরূপে বশংবদ করিয়া থাকে; পরন্তু ভর্ত্তার কোন প্রকার অনিষ্ট করা ভার্য্যার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে যশস্বিনি সত্যভামে! মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি, সেই সমস্ত সত্য ব্যবহার আমার নিকটে শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বদা অহঙ্কার ও কামক্রোধ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া সপত্নীক পাণ্ডবদিগের নিয়ত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। ঈর্ষার প্রতি[illegible]হার এবং আত্মাতে চিত্ত-সন্নিবেশপূর্ব্বক দর্পরহিত হইয়া [illegible]ষা করত পতিগণের চিত্ত রক্ষা করি। কুৎসিত সম্ভাষণ, কুৎসিত অবস্থান, কুৎসিত অবলোকন, কুৎসিত উপবেশন, কুৎসিত গমন এবং অজ্ঞাত-অভিপ্রায়-সূচক কটাক্ষপাত হইতে শঙ্কমানা হইয়া সূর্য্যানল-সদৃশ, সোম-কল্প, দৃষ্টিমাত্র দ্বারা শত্রুকুল-সংহারকারী, প্রখর-বীর্য্য ও প্রতাপসম্পন্ন মহারথ পাণ্ডবদিগকে সেবা করি। কি দেব, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব; কি যুবা, কি সুন্দর অলঙ্কৃত; কি ধনবান্, কি রূপবান্; অন্য পুরুষ কদাচ আমার অভিমত নহে। পতি অস্নাত, অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিতে আমি কদাপি স্নান, ভোজন বা শয়ন করি না; এমন কি, পরিচারকেরাও অভুক্ত অথবা অসুপ্ত থাকিতে আমি ভোজন বা শয়ন করি না। স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক আসন ও উদক দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি; গৃহ, গৃহোপকরণ ও ভোজন দ্রব্য-সমস্ত সুন্দর পুরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখি; সংযত হইয়া ধান্যাদি রক্ষা করি; তিরস্কৃত বাক্যের সংস্পর্শ এবং দুঃশীল স্ত্রীদিগের অনুসেবন করি না; নিয়ত অনুকূলচারিণী ও আলস্য-শূন্যা থাকি; পরিহাসের স্থল ব্যতিরেকে হাস্য, দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থিতি, মলমূত্রাদি পরিত্যাগের প্রদেশে ও গৃহ সন্নিহিত উপবনাদি স্থলেও নিরর্থক অবস্থান এবং অতিহাস্য, অতিরোষ ও ক্রোধাস্পদ বিষয়-সমুদয় পরিবর্জ্জন করি। হে সত্যে! আমি সর্ব্বদাই স্বামিগণের সেবা কার্য্যে রত থাকি; ভর্ত্তার বিচ্ছেদ কোন প্রকারেই আমার ইষ্ট নহে। কুটুম্বের কোন কার্য্য সাধনার্থে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে গমন করেন, তখন আমি পুষ্প ও অনুলেপন পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রতচারিণী হই। অপিচ আমার ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ, পান বা সেবন না করেন, তৎসমুদায়ই আমি পরিবর্জ্জন করি। হে বরাঙ্গনে! আমি সুন্দর অলঙ্কৃতা ও উপদেশানুসারে নিয়মিত হইয়া সদা প্রযত্নে ভর্ত্তার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকি। পূর্ব্বে আমার শ্বশ্রূ আমাকে কুটুম্বগণের প্রতি যে সকল ধর্ম্মাচরণের কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক, মান্য লোকদিগের পূজা ও সমাদর-প্রভৃতি অন্য যে সকল ধর্ম্ম আমার বিদিত আছে, আমি অতন্দ্রিত হইয়া দিবারাত্র তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করি। অধিক আর কি বলিব, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিনয় ও নিয়ম-সমুদায় আশ্রয় করত, মৃদু-স্বভাব, সচ্চরিত্র, সত্যশীল, সত্যধর্ম্মানুরক্ষী পতিদিগকে ক্রোধপরীত আশীবিষ-সদৃশ জ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি; যেহেতু আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই তাহাদিগের দেবতা, পতিই তাহাদিগের গতি, পতি-ভিন্ন নারীগণের আর অন্য গতি নাই; অতএব পতির বিপ্রিয়াচরণ করা কোন রমণীর উচিত হইতে পারে? হে সুভগে! আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া অশন, ভূষণ বা শয়ন করি না এবং শ্বশ্রূকেও কখন নিন্দা করি না; সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযমিত হইয়া চলি। আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্যমশীলতা ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারাই ভর্ত্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। এই বীর-প্রসবিনী সত্যবাদিনী, পৃথানন্দিনা, পৃথিবীসমা আর্য্যা কুন্তীকে আমি স্বয়ং ভোজন, পান ও আচ্ছাদন-দ্বারা নিত্য কাল পরিচর্য্যা করিয়া থাকি; বসন, ভূষণ বা ভোজনদ্বারা কদাচ ইহাঁকে অতিক্রম করি না এবং বচন দ্বারাও কখন নিন্দা করি না।

অগ্রে যুধিষ্ঠিরের ভবনে প্রত্যহ যে অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ সুবর্ণময় পাত্রে ভোজন করিতেন; যুধিষ্ঠির যে অষ্টাশীতি-সহস্র গৃহমেধী স্নাতক বিপ্রদিগের প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করিতেন; তদ্ভিন্ন অপর যে দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতিগণের সুসংস্কৃত অন্ন স্বর্ণপাত্র দ্বারা আহৃত হইত; সেই সমুদয় ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণকে আমি প্রথমোদ্ধৃত ভোজন, পান ও আচ্ছাদন দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিতাম। মহাত্মা ধর্ম্মরাজের যে কম্বু কেয়ূর-ধারিণী, নিষ্ককণ্ঠী, সুন্দর অলঙ্কৃতা, মহার্হ মাল্যাভরণা, সুবসনা, চন্দন-চর্চ্চিতা, কাঞ্চন মণিরাজি-বিভূষিতা, নৃত্যগীতবিশারদা, শতসহস্র দাসী ছিল, তাহাদিগের সকলেরই নাম, রূপ, ভোজন, আচ্ছাদন ও কৃতাকৃত কর্ম্ম আমার বিদিত আছে। ধীমান্ কুন্তীনন্দনের

এক লক্ষ দাসী পাত্রী হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথি ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থে নিবাসসময়েও যুধিষ্ঠিরের এক লক্ষ অশ্ব ও এক লক্ষ মাতঙ্গ অনুগামী হইত। নরনাথ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী পরিপালন করিয়াছিলেন, তৎকালে এই সমস্ত ছিল; পরন্তু আমিই তৎসমুদায়ের সংখ্যা ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতাম এবং শ্রবণ করিতাম। অপিচ সমস্ত অন্তঃপুর-বর্গের এবং গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত যাবতীয় ভৃত্যগণের কৃতাকৃত কর্ম্ম আমার বিদিত ছিল। হে যশস্বিনি, কল্যাণি! আমি একাকিনী রাজার সমুদয় সমৃদ্ধি, আয় ও ব্যয় বৃত্তান্ত অবগত হইতাম। হে বরাননে! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা আমার উপরেই যাবতীয় পোষ্যবর্গের ভার সমর্পণ করিয়া উপাসনায় রত হইতে পারিতেন। আমিও দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বহনীয় সেই সমর্পিত ভার প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিন-যামিনী তাঁহার প্রতি সংসক্ত থাকিতাম। আমার পতিগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, আমি একাকিনী, বরুণের নিধিপূর্ণ অক্ষয় জলনিধির ন্যায় তাঁহাদিগের কোষাগার পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। দিবানিশি ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করত কুরু-নন্দনগণের আরাধনায় তৎপর থাকায় আমার দিন রাত্রি তুল্য জ্ঞান হইত। আমি চিরকাল সকলের অগ্রে জাগরিত হইতাম এবং শেষে শয়ন করিতাম। হে সত্যভামে! ইহাই আমার বশীকরণ; ভর্ত্তাকে বশীভূত করিবার এই মহৎ সাধন আমার বিদিত আছে। আমি অসাধু স্ত্রীদিগের ন্যায় অসদাচরণ করি না এবং করিতেও অভিলাষ রাখি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যভামা কৃষ্ণার সম্ভাষিত সেই ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালীকে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক কহিলেন, পাঞ্চালি! আমি অপরাধিনী হইয়াছি; হে যাজ্ঞসেনি! আমাকে ক্ষমা কর। দেখ, সখীদিগের উপহাসযুক্ত বাক্য এইরূপ যদৃচ্ছাক্রমেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

দ্বাত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! সম্প্রতি ভর্ত্তার চিত্ত আকর্ষণ করিবার এই একটি কুহকপরিশূন্য পথ তোমাকে বলিয়া দিব, ইহাতে যথাবৎ বর্ত্তমানা থাকিলে তুমি সপত্নী কামিনীগণ হইতে ভর্ত্তাকে বলপূর্ব্বক হরিয়া লইতে পারিবে। হে সত্য-ভামে! পতি যেমন দেবতা, দেবাদি সমুদায় লোকমধ্যে এতাদৃশী দেবতা আর কুত্রাপি নাই; যেহেতু তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু লব্ধ হইতে পারে এবং তিনি কুপিত হইলে সকলই বিনষ্ট করিতে পারেন। তাঁহা হইতে সন্তান সন্ততি, বিবিধ ভোগ, সুদৃশ্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধদ্রব্য সমস্ত এবং মহতী কীর্ত্তি ও স্বর্গলোক লব্ধ হইয়া থাকে। দেখ, সংসারে অনায়াসে কখন সুখ লভ্য হয় না; সাধ্বী স্ত্রী দুঃখদ্বারা সুখ সমস্ত লাভ করেন; অতএব তুমি সৌহৃদ্য, প্রেম ও বেশভূষা দ্বারা কৃষ্ণকে প্রত্যহ আরাধনা কর। অপিচ সুচারু আসন, উৎকৃষ্ট মাল্য, বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও আনুকূল্য তৎপরতাদ্বারা "আমি ইঁহার প্রীতিভাজন," ইহা জ্ঞান করিয়া যাহাতে তিনি তোমাতেই সংসক্ত থাকেন, তাহার বিধান কর। ভর্ত্তা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বর শ্রবণ করিয়াই প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাক, পরে তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ত্বরান্বিতা হইয়া আসন ও পাদ্য দ্বারা প্রতিপূজা কর। কোন কার্য্যের নিমিত্ত তিনি দাসীকে সমাবেশ করিলেও তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবে। হে সত্যভামে! কৃষ্ণ তোমার এইরূপ ভাব জানিতে পারুন যে, সত্যভামা আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে। তোমার পতি তোমার নিকটে যে কথা বলেন, তাহা গুহ্য না হইলেও গোপন করিয়া রাখিবে; কেননা তোমার কোন সপত্নী যদি কৃষ্ণকে তাহা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে পারে। যাহারা তোমার ভর্ত্তার প্রীতিপাত্র, অনুরক্ত ও হিতকারী তাহাদিগকে তুমি বিবিধ উপায়ে ভোজন করাইবে, আর যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বেষ্য, বিপক্ষ ও অহিতকারী এবং যাহারা কুহকানুষ্ঠানে উদ্যত, তাহাদিগের সহিত নিত্যই বিচ্ছেদ রাখিবে। পুরুষদিগের নিকটে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। তোমার কুমার প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের সঙ্গেও তুমি নির্জ্জনে কদাচিৎ সহবাস সম্ভাষণাদি করিবে না। মহাকুল-সমুৎপন্না, পাপ-পরিশূন্যা, পতিপরায়ণা অঙ্গনাগণের সঙ্গেই তোমার যেন সখ্য হয়; অতিশয় কোপন-স্বভাব, মত্ত, বহুভোজী, চৌর, দ্বেষ-পরতন্ত্র ও চপল স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। এইরূপ ব্যবহারই যশস্কর, সৌভাগ্যপ্রদ, শত্রু-নিপাতন ও স্বর্গসাধন; অতএব তুমি মহামূল্য মাল্য, আভরণ, অঙ্গরাগ ও পবিত্র গন্ধবতী হইয়া ভর্ত্তাকে আরাধনা কর।

দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনার্দ্দন মধুসূদন কেশব মার্কণ্ডেয়-প্রভৃতি বিপ্রবর্গ ও মহাত্মা পাণ্ডবগণের সঙ্গে অনুকূল কথা-প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগের সহিত বিদায়কাল-সমুচিত সম্ভাষণাদিপূর্ব্বক রথারোহণে অভিলাষী হইয়া সত্যভামাকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর সত্যভামা তথায় দ্রুপদ-নন্দিনীকে আলিঙ্গন করিয়া সমুচিত-ভাব-সংবলিত এই মনোহর বাক্যের উক্তি করিলেন। "কৃষ্ণে! তোমার উৎকণ্ঠিতা হইবার, মনঃপীড়া পাইবার, অথবা রাত্রি জাগরণ করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি দেবতুল্য ভর্ত্তৃগণের পরাজিত মেদিনীমণ্ডল অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। হে অসিতেক্ষণে! তোমার যেরূপ শীল ও লক্ষণ, এতাদৃশ শীল-সম্পন্না, ঈদৃশ প্রশংসিত লক্ষণা অঙ্গনারা কখন চিরকাল ক্লেশ প্রাপ্ত হন না; অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি পতিগণের সহিত অবশ্যই নিষ্কণ্টকে ও নির্ব্বিবাদে এই বসুন্ধরা সম্ভোগ করিবে। হে দ্রুপদ-নন্দিনি! তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইবে, যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের বধ ও সমুদায় বৈর-নির্যাতন করিয়া ভূমণ্ডল হস্তগত করিবেন। যাহারা দর্পবিমোহিত হইয়া তোমাকে বন-প্রস্থান সময়ে উপহাস করিয়াছিল, সেই কুরু-স্ত্রীদিগকে তুমি অচিরেই হত-সঙ্কল্প হইতে দেখিবে। হে কৃষ্ণে! তুমি দুঃখের দশা প্রাপ্ত হইলে যাহারা তোমার অপ্রিয়াচরণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই শমন-সদনে সংপ্রস্থিত হইয়াছে, অবধারণ কর। যুধি-

ষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের ঔরসে তোমার প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামে যে প্রভাব-সম্পন্ন বীর পুত্রেরা জন্মিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলী আছেন, কৃতাস্ত্র হইয়াছেন এবং অভিমন্যুর ন্যায় প্রীতচিত্তে দ্বারবতী নগরীতে অতিশয় অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সুভদ্রাও তাঁহাদিগের দুঃখে দুঃখিতা ও সুখে সুখিতা হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার মত প্রীতি সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের হইতেও তোমার ন্যায় সর্ব্বথা ব্যথাশূন্যা হইয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রদ্যুম্নের জননীও সেইরূপ সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাদিগকে ভজনা করিতেছেন এবং কেশবও ভানু প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত তাহাদিগের প্রতি বিশিষ্ট-রূপ ব্যবহার করিতেছেন। হে ভাবিনি! আমার শ্বশুর ইহাঁদিগের ভোজনাচ্ছাদন-বিষয়ে নিত্য নিযুক্ত আছেন এবং রাম-প্রভৃতি সমুদায় অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ ইহাঁদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন; যেহেতু তাঁহারা প্রদ্যুম্নের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন, তোমার পুত্রের প্রতিও সেইরূপ স্নেহ করেন।' কৃষ্ণ-মহিষী ভাবিনী সত্যভামা এইরূপ মনোহর, হৃদয়ঙ্গম, প্রিয় অথচ সত্যবাক্য-সমস্ত বলিয়া কৃষ্ণের রথের প্রতি গমন করিবার মন করিলেন; পরে সেই কৃষ্ণাকে সর্ব্বতোভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া কেশবের রথোপরি আরোহণ করিলেন। তখন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে যথেষ্ট সান্ত্বনা করিয়া এবং পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া দিয়া শীঘ্রগামী ঘোটকগণ দ্বারা তথা হইতে নিজপুরে প্রস্থিত হইলেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

## ঘোষযাত্রা-প্রকরণ

জনমেজয় কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দনেরা অরণ্যমধ্যে এইরূপে অবস্থান করত শীত, উষ্ণ, বাত ও আতপদ্বারা ক্ষীণকায় হইয়া সেই পবিত্রবন ও সরোবর প্রাপ্ত হইবার পর কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সরোবর-সন্নিধানে উপনীত হইবার পর জনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আবাস নির্ম্মাণ করিয়া রমণীয় বন, পর্ব্বত ও নদী প্রদেশ সমুদায়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দ্বৈতবনে সেইরূপে বসতি করিবার সময়ে সেই মহাবীরদিগের নিকটে স্বাধ্যায়সম্পন্ন, বেদজ্ঞ প্রাচীন তপোধনগণ সর্ব্বদা আগমন করিতেন এবং নরপ্রবর পাণ্ডবেরাও তাঁহাদিগের সমুচিত পূজা করিতেন। অনন্ত পৃথিবী-মধ্যে কথায় সুনিপুণ কোন এক ব্রাহ্মণ কোন দিন কুরুনন্দনগণ-সমীপে সমাগত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়া পরিশেষে যদৃচ্ছাক্রমে নরপতি ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় তিনি কুরুসত্তম বৃদ্ধ মহীপতি-কর্ত্তৃক যথোচিত সৎকৃত হইয়া উপবেশনানন্তর তাঁহার আদেশক্রমে, প্রচণ্ড দুঃখবলে প্রপতিত, বাতাতপে কর্শিতাঙ্গ, ক্ষীণ-শরীর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের এবং সেই পরিক্লেশ-সমাকীর্ণা বীরনাথিনী হইয়াও অনাথিনীর ন্যায় প্রতীয়মানা কৃষ্ণার কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার কথা-শ্রবণে কৃপায় অভিতপ্ত হইয়া উঠিলেন। পুরুষানুক্রমে রাজবংশীয় হইয়াও পাণ্ডবেরা অরণ্য-মধ্যে, তাদৃশ দুঃখপ্রবাহে নিপতিত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা শোকে অভিহত হইল। তৎকালে নিশ্বাসবাতে ব্যাকুলিত হইলেও তিনি, আপনিই তৎসমুদায় দুঃখের উৎপাদক হইয়াছেন, ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কষ্টেসৃষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন; আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সত্যশীল, শুচি ও উদারচরিত্র যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে রঙ্কুনামক মৃগের রোমরাশি-বিরচিত অত্যুচ্চ শয্যায় শয়ান হইতেন, এক্ষণে তিনি কি প্রকারে ধরাতলে শয়ন করিতেছেন! সুতমাগধাদি বন্দিগণ যাহাকে অভিপাঠে দিন প্রতিবোধিত করিত, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য সেই যুধিষ্ঠির সম্প্রতি ভূতলশায়ী হইয়া নিশ্চয়ই বিহঙ্গগণের কলরবে শেষ-নিশায় জাগরিত হইতেছেন! বাতাতপে কর্শিতাঙ্গ, কোপভরে চঞ্চল-কলেবর বৃকোদর ধরাতল-শয়নের অযোগ্য হইয়াও কৃষ্ণার সমক্ষে কিরূপে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিতেছেন! সুকুমার ও মনস্বী অর্জ্জুনও সেইরূপ ধর্ম্ম-তনয় যুধিষ্ঠিরের বশে থাকিয়া অমর্ষভরে যেন সর্ব্বগাত্রে বিধ্যমান হইয়া রাত্রিকালে নিশ্চয়ই শয়ন করেন না। সেই উগ্রতেজা ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সুখ হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া অমর্ষভরে সর্পের ন্যায় ভীষণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রাত্রিকালে নিশ্চয়ই শয়ন করেন না। অমরাবতীস্থ দেবযুগলের ন্যায় সমৃদ্ধরূপ-সম্পন্ন, সুখার্হ নকুল-সহদেবও সেইরূপ ধর্ম্ম ও সত্য দ্বারা বার্য্যমাণ হওয়ায় নিশ্চয়ই বিনিদ্র, অপ্রশান্ত ও অসুখী হইয়া রহিয়াছেন। সেই সমীরণ-তুল্য-বলশালী, প্রভূত শক্তিসম্পন্ন, সমীরণপুত্র বৃকোদর জ্যেষ্ঠ সোদরকর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অমর্ষ সহ্য করিতেছেন। অসাধারণ রণকোবিদ ভীমসেন আমার পুত্রগণের বধাভিলাষী হইলেও সত্য ও ধর্ম্ম দ্বারা বার্য্যমাণ হওয়ায় ভূতলে বিচেষ্টমান হইয়াই কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন। বঞ্চনা-সংকারে যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহাকে যে সমস্ত কঠোর বাক্য বলিয়াছিল, তৎসমুদায় বৃকোদরের অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া, শুষ্কতৃণ-সংলগ্ন অগ্নি যেমন ইন্ধন-সকল দহন করে, সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির কদাচ পাপকর্ম্মের বিধান করিবেন না; ধনঞ্জয়ও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন; পরন্তু বায়ু সহযোগে বহ্নির ন্যায়, বনবাস দ্বারা ভীমের কোপই সমধিক বর্দ্ধমান হইতেছে; উক্ত কোপে বিশেষরূপে দহ্যমান হইয়া সেই বীর কর দ্বারা কর-নিপীড়নপূর্ব্বক আমার এই পুত্র পৌত্রদিগকে যেন দহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই অতিশয় ঘোর ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। গাণ্ডীবধন্বা ও বৃকোদর কোপ-পরবশ হইলে, সাক্ষাৎ অন্তক ও কালতুল্য হইয়া সমরে অশনি-সদৃশ শর-নিকর বর্ষণ করত শত্রুসেনার আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখেন না। সুমন্দচেতা দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন যখন দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহারা কেবল মধুই নিরীক্ষণ করে, তজ্জন্য যে আসন্ন বিনাশ হইবে, তাহা আর দেখিতে পায় না। কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল প্রতীক্ষা করে; সেই ফল দ্বারা অবশ হইয়া সে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা হইতে পুরুষের কিরূপে নিষ্কৃতি

পাওয়া সম্ভব হয়? আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, "সুকর্ষিত ক্ষেত্রোপরি বীজ বপন করিলেও এবং দেবরাজ তদুপরি বর্ষা-কাল-সমুচিত বারিবর্ষণ করিলেও তাহার ফল হয় না," এ কথার প্রসিদ্ধি কেবল দৈব ভিন্ন আর কোথা হইতে, হইতে পারে? বলাৎ অধর্মপ্রিয় শকুনি সাধু-প্রবৃত্ত যুধিষ্ঠিরের সহিত অসাধু ব্যবহার করিয়াছে এবং আমিও কুপুত্রের বশানুগামী হইয়া তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছি, যাহাতে কুরুগণের এই অন্তকাল উপ-স্থিত হইল। অথবা যাহা ঘটিবার হয়, তাহা অবশ্যই ঘটিবে; বায়ু সমীরিত না হইলেও নিশ্চয়ই প্রবহণ করিবে; যে নারী গর্ভবতী হয়, সে নিশ্চয়ই প্রসব করিবে; দিবসের প্রারম্ভে নিশ্চয়ই নিশার বিনাশ হইবে এবং নিশার প্রারম্ভেও দিবসের বিনাশ হইবে। আমরা যে কোন উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করি, আর অপর লোকেই করুক এবং লোভী পুরুষেরা সেই উপার্জ্জিত অর্থ কোন ক্রমে প্রদানই না করুক, কাল প্রাপ্ত হইয়া তাহা অবশ্যই অনর্থকর হইবে, তবে 'কি উপায়ে অর্থ হইতে পারে,' এরূপ চিন্তা কি নিমিত্ত হয়? যদি ঘটনাক্রমে হইয়া উঠে, তবে কিপ্রকারে তাহা ভেদ প্রাপ্ত না হইতে পারে, কিসে অল্পে অল্পে বহির্গত না হয় এবং কিসেই বা এক কালে ক্ষরিত হইয়া না যায়, এইরূপ ভাবনায় যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, কেন না রক্ষিত না হইলে তাহা শতধা প্রকীর্ণ হইতে পারে। পরন্তু লোকে কৃতকর্ম্মের নিশ্চয়ই নাশ নাই। দেখ, ধনঞ্জয় বন হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেও তাঁহার কীদৃশ বাধা! তিনি তথায় চতুর্ব্বিধ দিব্য অস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় ইহলোকে আসিয়াছেন। সশরীরেই স্বর্গে গিয়া আর কোন মনুষ্য পুনরায় আসিতে ইচ্ছুক হয়? ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন কালোপহত বহুল কৌরবগণকে মুমূর্ষু দেখিয়াই আগমন করিয়াছেন। ধনুর্গ্রাহী সব্যসাচী অর্জ্জুন, সেই ভীষণ বেগ-বিশিষ্ট গাণ্ডীব শরাসন এবং তাহার সেই দিব্য অস্ত্রসমুদায়, এই ত্রিতয়ের তেজ সহ্য করিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তি এখানে বিদ্যমান আছে? অনন্তর সুবল-পুত্র শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা শুনিয়া কর্ণ-সমভিব্যাহারে নির্জ্জনে দুর্য্যোধনকে সমুদায় নিবেদন করিল এবং সেই অল্প-চেতা দুর্য্যোধনও তাহাতে বিষাদগ্রস্ত হইল।

পঞ্চত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তৎকালে শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত উপযুক্ত অবসরে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিল; "হে ভারত! তুমি বীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডব-দিগকে স্বীয় বীর্য্য-সহকারে বনচারী করিয়া এক্ষণে অমরাবতীর সম্ভোগকারী পুরন্দরের ন্যায় একাকী এই পৃথিবী সম্ভোগ কর। হে নরাধিপ! তুমি পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-দেশবাসী সমুদায় ভূপালগণকেই করপ্রদ করিয়াছ। হে রাজন! পূর্ব্বে যে রাজলক্ষ্মী দীপ্যমানার ন্যায় হইয়া পাণ্ডবদিগকে ভজনা করিয়াছিলেন, অধুনা তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সেই লক্ষ্মীর অধি-কারী হইয়াছ। হে মহাবাহো মহারাজ! অল্পকাল হইল, আমরা ইন্দ্রপ্রস্থ-স্থিত যুধিষ্ঠিরেতে যে দীপ্যমানা শ্রী নিরীক্ষণ করিয়া শোককর্ষিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই শ্রী সেই রাজা যুধি-ষ্ঠির হইতে তোমাকর্ত্তৃক বুদ্ধিবলে আচ্ছিন্না হইয়া এই দীপ্য-মানার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। হে রাজেন্দ্র! হে পরবীরহন্! পূর্ব্বে সমগ্র মহীপালবর্গ যেমন যুধিষ্ঠিরের শাসনানুবর্ত্তী ছিলেন, এক্ষণে তোমারও নিদেশপালনে সমুৎসুক হইয়া সেইরূপ শাসনানুবর্ত্তী রহিয়াছেন। হে রাজন্! প্রভূত পর্ব্বত, বন, বনসন্নিহিত বিবিধ প্রদেশ, গ্রাম, পত্তন, নগর ও আকরনিকরে উপশোভিতা, সাগরাম্বরা সমগ্র বসুন্ধরা দেবী এক্ষণে তোমারই করতল-গামিনী হইয়াছেন। হে নরনাথ! তুমি পুরুষকার-প্রযুক্ত দ্বিজগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান এবং রাজগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গগনে অমরগণ-মধ্যে প্রভাকরের ন্যায় বিরাজমান হই-তেছ। হে মনুজেন্দ্র! তুমি রুদ্রগণপরিবৃত যমরাজের ন্যায় এবং সুরগণ-পরিবৃত পুরন্দরের ন্যায়, কুরুগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সাক্ষাৎ নক্ষত্ররাজের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। অতএব যাহারা তোমার আজ্ঞা-পালনে কখন যত্ন করে নাই এবং তোমার শাসনেও অবস্থিত হয় নাই, সেই বনবাসী শ্রীহীন পাণ্ডবদিগকে এ সময়ে দৃষ্টি করা আমাদিগের উচিত হইতেছে। শ্রুত হয়, তাহারা দ্বৈতবনস্থ সরোবরসন্নিধানে বনবাসী ব্রাহ্মণ-গণের সহিত বাস করিতেছে। অতএব হে মহারাজ! তুমি মহতী শ্রীসমন্বিত হইয়া অংশুমালীর ন্যায় তেজোদ্বারা সেই পাণ্ডুপুত্রদিগকে তাপিত করিবার উদ্দেশে প্রস্থান কর। হে নরপতে! তুমি রাজপদে অধিষ্ঠিত, পাণ্ডবেরা রাজ্যবিচ্যুত; তুমি শ্রী-পরিবৃত, তাহারা শ্রীহীন; তোমার প্রচুর অর্থ-সমৃদ্ধি, তাহারা নিঃস্ব; অতএব এ অবস্থায় তাহাদিগকে একবার অবলোকন কর। পাণ্ডবেরা তোমাকে নহুষ-নন্দন যযাতির ন্যায় মহাভিজনসম্পন্ন ও পরমকল্যাণে প্রতিষ্ঠিত দেখুক। হে বিশাম্পতে! সুহৃদ্ ও দুর্হৃদ্ উভয়-পক্ষীয় লোকেরাই যে শ্রীকে পুরুষে দেদীপ্যমানা দেখে, তাহারই সার্থক্য হয়। গিরিশিখরস্থ ব্যক্তি জগতীতলস্থ লোকদিগকে যেরূপ নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ সমপদস্থ পুরুষ শত্রুবর্গকে যে বিষমস্থ দেখেন, ইহার পর পরম সুখ আর কি হইতে পারে? হে নৃপশার্দ্দূল! অরাতির দুঃখ দর্শনে লোকে যাদৃশী প্রীতিলাভ করে, পুত্র, ধন বা রাজ্য লাভ করিয়াও তাদৃশী প্রীতি প্রাপ্ত হয় না। সমৃদ্ধার্থ হইয়া যে ব্যক্তি ধনঞ্জয়কে আশ্রমে বল্কলাজিনধারী নিরীক্ষণ করিবে, তাহার আর কি সুখ না হইতে পারে? তোমার শোভন-বসনালঙ্কৃতা ভার্য্যাগণ বল্কলাজিন-সংবৃতা কৃষ্ণাকে দুঃখিতা দেখুন এবং সেও পুনর্ব্বার নির্ব্বেদযুক্তা হউক। ধন-বিহীনা হওয়াতে সে আত্মা ও জীবিতের প্রতি নিন্দা করিতে থাকুক; কেন না তোমার পত্নীদিগকে সুন্দর অলঙ্কৃতা দেখিয়া তাহার যাদৃশ উদ্বেগ হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্বে সভামধ্যেও তাদৃশ উদ্বেগ হইতে পারে নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! কর্ণ শকুনির সহিত রাজাকে এইরূপ কহিয়া বাক্যাবসানে উভয়েই নিঃশব্দ হইল

ষট্‌ত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিবার পর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমত হর্ষান্বিত, পশ্চাৎ বিষণ্ণচিত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন, 'কর্ণ! তুমি যে কথা বলিতেছ, এ সমস্তই আমার মনে আছে; পরন্তু যে স্থানে পাণ্ডবেরা রহিয়াছে, তথায় গমন

করিবার অনুমতি পাইব না। মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বীর-দিগের প্রতি পরিবেদনা করেন এবং ইহাও মনে করিয়া থাকেন যে, তাহারা তপস্যাসহযোগে সমধিক গরিষ্ঠ হইয়াছে। অথবা যদি নরপতি আমাদিগের অভিপ্রেত অবগত হন, তাহা হইলেও উত্তর কাল রক্ষা করত অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন না; কেননা বনস্থ পাণ্ডবদিগের উৎসাদন ব্যতিরেকে দ্বৈতবনে আমাদিগের আর কোন প্রয়োজনই নাই। হে মহাদ্যুতে! দ্যূতকাল উপস্থিত হইলে বিদুর আমাকে, তোমাকে ও শকুনিকে তখন যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কিছু তোমার অবিদিত নাই; আমি তৎসমুদায় বাক্য ও অন্য যে কিছু পরিদেবনা, সমস্ত বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া যাওয়া না যাওয়ার পক্ষে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। আমি যে ভীম ও অর্জ্জুনকে অরণ্যে কৃষ্ণার সহিত ক্লেশ পাইতে দেখি, ইহা আমারও মহাহর্ষের বিষয়। পাণ্ডুপুত্রদিগকে বল্কলাজিন-ধারী দেখিয়া আমার যাদৃশী প্রীতি হইবার সম্ভাবনা, এই বসুন্ধরা প্রাপ্ত হইয়াও আমি তাদৃশী প্রীতি লাভ করিতে পারি না। হে কর্ণ! আমি যদি দ্রুপদ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে অরণ্যে কাষায়-বসনধারিণী নিরীক্ষণ করি, তবে তাহার অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? যদি পাণ্ডুতনয় ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন আমাকে পরম লক্ষ্মী-সংযুক্ত দেখে, তাহা হইলে ত জীবন সার্থক হয়। কিন্তু যাহাতে আমরা সেই বনে যাইতে পারি— যাহাতে মহীপতি আমাকে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করেন, এমন কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব তুমি সুবল নন্দন ও ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া নিপুণতাপূর্ব্বক তাদৃশ উপায় অন্বেষণ কর, যদ্দ্বারা আমাদিগের সেই বনে গমন করা সম্ভব হইতে পারে। আমিও গমন-অগমন পক্ষে অদ্য নিশ্চয় করিয়া কল্য প্রভাতেই পার্থিবের নিকটে যাইব। তুমি যে উপায় পর্য্যবেক্ষণ করিবে, আমি ও কুরুসত্তম ভীষ্ম তথায় উপবিষ্ট থাকিতে, তাহা শকুনির সহিত ব্যক্ত করিও। পরে ভীষ্মের ও রাজার কথা শুনিয়া আমি পিতামহকে অনুনয় করিয়া গমনের প্রতি নিশ্চয় করিব।" 'তাহাই হইবে', এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলেই নিজ আবাসে গমন করিলেন; পরন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কর্ণ প্রকৃষ্টরূপে হাস্যকরত দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন যে, হে জনাধিপ! আমি একটি উপায় নিরীক্ষণ করিয়াছি; তাহা এই, শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! দ্বৈতবনে সমুদায় ঘোষপল্লী আপনার প্রতীক্ষায় আছে; অতএব আমরা ঘোষযাত্রা ব্যপদেশে তথায় গমন করিতে পারিব সন্দেহ নাই। হে বিশাম্পতে! ঘোষযাত্রায় প্রস্থান করা রাজগণের নিয়তই উচিত কর্ম্ম; সুতরাং আপনার পিতা ইহাতে সম্পূর্ণ অনুজ্ঞা করিতে পারেন। তাঁহারা দুইজনে ঘোষযাত্রা বিনিশ্চয়ের সেইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে গান্ধাররাজ শকুনি হাস্য করত তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমিও গমনের নিমিত্ত বিঘ্নশূন্য উপায় অবেক্ষণ করিয়াছি; ইহাতে রাজা আমাদিগকে অনুজ্ঞা করিবেন কি, বরং স্বয়ং প্রেরণ করিয়া দিবেন। হে নরাধিপ! দ্বৈতবনে সমুদয় ঘোষগণ তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, অতএব আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে গমন করিব, সন্দেহ নাই।" অনন্তর তাঁহারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য-পুরঃসর পরস্পর করতল প্রদান করিলেন এবং সেই পরামর্শই বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া কুরুসত্তম ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন।

ঘোষযাত্রা-মন্ত্রণে সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরত-নন্দন জনমেজয়! তদনন্তর তাঁহারা সকলেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সন্দর্শনপূর্ব্বক তদীয় অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতও হইলেন। পরে তাঁহাদিগের পূর্ব্বশিক্ষিত সমঙ্গ নামে একজন গোপাল ধৃতরাষ্ট্র সমীপে তখন নিবেদন করিল, "মহারাজ! গো-সমস্ত সমীপস্থ রহিয়াছে।" হে বিশাম্পতে! অনন্তর কর্ণ ও শকুনি পার্থিবশ্রেষ্ঠ জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন যে, হে কৌরব! সম্প্রতি গো-সমুদয় রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত আছে; তাহাদিগের গণনাপূর্ব্বক বয়ঃক্রম, বর্ণ, জাতি ও নাম লিখিবার সময় এবং বৎসগণেরও অঙ্কিত করিবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষত এই সময়ে আপনার পুত্রের মৃগয়া করা উচিত হইয়াছে, অতএব হে রাজন্! আপনি দুর্য্যোধনের গমনবিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাত! মৃগয়া শুভকরী বটে, যেহেতু তাহাতে গো-সকলের পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে; পরন্তু আমি বিবেচনা করি, গোপদিগের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে! আমরা শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা সেই ঘোষপল্লীর সমীপস্থ আছেন; একারণ তোমাদিগের স্বয়ং তথায় গমন করা আমার অনুজ্ঞাত হইতেছে না। হে রাধেয়! সেই মহারথেরা স্বভাবতই সমর্থ, তাহাতে আবার প্রতারণাদ্বারা পরাজিত হইয়া মহাবনে ক্লেশপ্রাপ্ত ও নিয়ত তপোনিষ্ঠ হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ সম্যক্‌রূপে ক্রুদ্ধ না হইলেও না হইতে পারেন, কিন্তু ভীমসেন কোন ক্রমেই সহ্য করিবার নহে; দ্রুপদরাজের দুহিতা ত সাক্ষাৎ তেজঃস্বরূপা। তোমরাও দর্পমোহ-সমন্বিত হইয়া সতত তাঁহাদিগের অপরাধ করিবে, তাহাতে সেই তপস্যান্বিত পাণ্ডবেরাও তোমাদিগকে তপোবলে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অথবা সেই বীরেরা আয়ুধযুক্ত আছেন, এক্ষণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া সকলে মিলিয়া অসি ধারণপূর্ব্বক তোমাদিগকে শস্ত্রতেজে দগ্ধ করিলেও করিতে পারিবেন। অথবা তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া যদি কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে উদ্যত হও, তবে তাহাও অতিশয় অভদ্র কর্ম্ম হইবে এবং সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেও তোমাদিগের সাধ্য হইবে না। কেননা মহাবাহু ধনঞ্জয় ইন্দ্রলোকে বসতিপূর্ব্বক দিব্য অস্ত্রসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে পুনরায় বনে আসিয়াছেন। যে বীভৎসু পূর্ব্বে কৃতাস্ত্র না হইয়াই পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, সেই মহারথ এক্ষণে কৃতাস্ত্র হইয়াও কি তোমাদিগকে নিহত করিতে পারিবেন না? অথবা যদি আমার কথা শুনিয়া তোমরা তথায় সাবধান হইয়া থাক, তাহা হইলেও তোমাদিগের সে স্থানে বসতি করা অবিশ্বাস প্রযুক্ত উদ্বেগসাধন হওয়াতে দুঃখ-প্রদ হইবে। অথবা যদি কোন সৈনিকেরা যুধিষ্ঠিরের অপকার করে, তাহা হইলে সেই অজ্ঞান-কৃত কর্ম্ম তোমাদিগেরই দোষোৎপাদন করিতে পারিবে,—অতএব হে ভারত! স্মরণীয় ক্রিয়ার নিমিত্ত বিশ্বাসী পুরুষেরা গমন করুক, তোমার স্বয়ং সে স্থানে গমন করা আমার অভিমত হইতেছে না।

শকুনি কহিলেন, হে ভারত! জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব পরম ধর্ম্মজ্ঞ; বিশেষত তিনি সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মচারী অপর সমুদায় পাণ্ডবেরাও তাঁহার মতানুবর্ত্তী রহিয়াছেন! এবং কুন্তী-তনয় যুধিষ্ঠির আমাদিগের প্রতি কোপ করিবে না। মৃগয়ায় গমন করিবার নিমিত্তও আমাদিগের অতিমাত্র ইচ্ছা হইতেছে এবং আমরা স্মরণীয় যাত্রার অনুষ্ঠানেও অভিলাষী হইতেছি; পরন্তু পাণ্ডবদিগের দর্শন আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। যেখানে তাঁহাদিগের বসতি হইয়াছে, সে স্থানে আমরা যাইব না, সুতরাং তথায় কোন অভদ্রাচরণও হইবে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র শকুনি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে অমাত্যগণসমভিব্যাহারে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে। গান্ধারী-নন্দন ভরত-প্রবর দুর্য্যোধন তখন অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কর্ণের সহিত মহতী সেনায় এবং দ্যূতদেবী শকুনি, দুঃশাসন, অন্য অন্য ভ্রাতৃগণ ও সহস্র সহস্র অঙ্গনাবর্গে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন। সেই মহাবাহু দ্বৈতবনস্থ সরোবর সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলে সমুদায় পৌরজনেরাও নিজ-নিজ ভার্য্যা সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাতে সেই বনে গমন করিতে লাগিল। অষ্টসহস্র রথ, ত্রিংশৎ সহস্র হস্তী, নয় সহস্র অশ্ব, বহু সহস্র পদাতি এবং শত শত,—সহস্র সহস্র শকট, আপণ, পটমণ্ডপ, বণিক্, বন্দী ও মৃগয়াশীল মনুষ্য-সকল অনুগামী হইল। মহারাজ! বর্ষকালে সমুদ্ধত মহাবায়ুর ন্যায়, সেই প্রয়াণ-সময়ে নরপতি দুর্য্যোধনের সুমহান্ শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি সমুদায় বাহনগণের সহিত দ্বৈতবনস্থ সেই সরোবর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকালে তাহার দুই ক্রোশ অন্তরে নিবসতি করিলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন নানা বনে বাস করত পরিশেষে ঘোষ-পল্লী-সমীপে উপগত হইয়া সেনা-সন্নিবেশ করিলেন। পরিচারক পুরুষেরা সুপরিচিত, জলযুক্ত, পাদপ-সমাকীর্ণ, সর্ব্বগুণ-সমন্বিত, রমণীয় প্রদেশে তাঁহার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিল এবং তাহার নিকটে কর্ণের শকুনির ও সমুদায় ভ্রাতৃবর্গের পৃথক্ পৃথক্ আবাসসকলও বিরচিত হইল। নরপতি দুর্য্যোধন তৎকালে শত শত,—সহস্র সহস্র গো-সমস্ত নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক চিহ্ন ও সংখ্যান-দ্বারা তৎসমুদায় লক্ষিত করিলেন; বৎস-সকল অঙ্কিত করিলেন; যে সমস্ত বৎসতর দমনার্হ হইয়াছে, তাহাদিগকেও জানিলেন এবং যে সকল ধেনু বালবৎসা, তাহাদিগেরও গণনা করিলেন। কুরু-নন্দন দুর্য্যোধন ত্রিবর্ষ-বয়স্ক বৎসতর সকল গণনা করিয়া সম্যক্‌রূপে স্মরণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করণানন্তর গোপালকগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহগামী সেই সমুদয় পৌর জন ও সহস্র সহস্র সৈনিকগণ সেই বনমধ্যে অমর-নিকরের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। অনন্তর সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদিত্রে সুনিপুণ গোপগণ ও সুন্দর অলঙ্কৃত কন্যা-সমুদায় ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের উপাসনা করিতে থাকিল। স্ত্রীগণ-পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য ধন, বিবিধ অন্ন ও পানীয় সমস্ত প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তরক্ষু, মহিষ, মৃগ, গবয়, ভল্লুক ও বরাহ-সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বনমধ্যে শর-সমূহদ্বারা সেই সকল মৃগ ও বহুসংখ্য মাতঙ্গ বিশেষরূপে বিদ্ধ করিয়া রমণীয় প্রদেশে মৃগ-সমস্ত গ্রহণ করাইতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি বজ্রধারী মহেন্দ্রের ন্যায় পরম সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া গোরস ও বিবিধ উপভোগ-সমুদায় ভক্ষণ এবং মত্ত-ভ্রমর-সেবিত, ময়ূর-বিরাবিত, রমণীয় বন ও উপবন সমুদায় দর্শন করিতে করিতে পরিশেষে আনুপূর্ব্বীক্রমে মত্ত-ভ্রমর-নিষেবিত শিখিকুল-রবাকুল, সপ্তচ্ছদ পুন্নাগ বকুল প্রভৃতি মহীরুহ-সমুদায়ে সমাকীর্ণ, দ্বৈতবনস্থ পবিত্র সরোবর সমীপে আগমন করিলেন। হে কুরুসত্তম বিশাম্পতে! কুরুনন্দন, ধর্ম্মপুত্র, ধীসম্পন্ন নরপতি যুধিষ্ঠিরও যদৃচ্ছাক্রমে তথায় অবস্থিত হইয়া সেই সরোবরের সন্নিধানে নিবেশ সংস্থাপন-পূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীর সহিত দিব্য ও বন্য বিধিদ্বারা একাহসাধ্য রাজর্ষি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন।

হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন অনুজগণের সহিত পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন, "শীঘ্র কেলিগৃহ-সমস্ত নির্ম্মাণ কর।" তখন সেই নিদেশকারী ভৃত্যেরা কুরু-নন্দনকে 'যথা আজ্ঞা' এই কথাই বলিয়া কেলিভবন-বিরচন-বাসনায় দ্বৈতবন সরোবরে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রধান সৈন্য বন-দ্বারে প্রবিষ্ট হইতেছে, এমন সময়ে গন্ধর্ব্বেরা তাহাদিগকে নিবারিত করিল। হে বিশাম্পতে! বিহারশীল গন্ধর্ব্বরাজ স্বকীয় অনুচরবর্গে, অপ্সরোগণে ও দেবকুমার-সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়ার্থ পূর্ব্বেই সেই স্থলে আগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সরোবর তৎকর্ত্তৃক সংবৃত ছিল। মহারাজ! গন্ধর্ব্বরাজকর্ত্তৃক সরোবর সংবৃত রহিয়াছে দেখিয়া সেই রাজ-পরিচারকেরা, যে স্থানে নরপতি দুর্য্যোধন ছিলেন, তথায় প্রতিগমন করিল। কুরুনন্দন দুর্য্যোধন তাহাদিগের কথা শুনিয়া "গন্ধর্ব্বদিগকে উৎসারিত করিয়া দাও" এইরূপ আদেশ দিয়া যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সৈনিকদিগকে প্রেরণ করিলেন। রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় সেনাগ্রযায়ী পুরুষেরা দ্বৈতবন সরোবরে গমনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে এই কথা বলিল যে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, বলশালী, সুবিখ্যাত রাজা দুর্য্যোধন বিহার-বাসনায় এস্থানে আগমন করিতেছেন, তন্নিমিত্ত তোমরা উপসর্পণ কর।

হে বিশাম্পতে! গন্ধর্ব্বগণ এইরূপ উক্ত হইয়া অবজ্ঞারূপে হাস্য করিতে করিতে সেই পুরুষদিগকে এই পরুষবাক্যে প্রত্যুত্তর করিল যে, তোদের রাজা মন্দবুদ্ধি সুযোধন নিতান্ত বিচেতন, যেহেতু সে স্বর্গবাসী আমাদিগকে বৈশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া এরূপ আজ্ঞা করিতেছে। তোরাও মন্দবুদ্ধি ও মুমূর্ষু হইয়াছিস, সন্দেহ নাই; যেহেতু তোরা তার বাক্যে বিচেতন হইয়া আমাদিগকে এরূপ কথা বলিতেছিস; সংপ্রতি যেখানে সেই কৌরব-রাজা রহিয়াছে, সকলে ত্বরান্বিত হইয়া সেই খানে যা, নচেৎ অদ্যই শমন-ভবনে প্রস্থান কর্।

রাজার সেনাগ্রযায়ী পুরুষেরা গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক এইরূপ

কথিত হইয়া, যে স্থানে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন ছিলেন, তথায় দ্রুত-গমনে পলায়ন করিল।

একোনচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই পরিচারকেরা সকলে মিলিত হইয়া কুরু-নন্দন দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করিল এবং গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ উক্তি করিয়াছিল, তাহাও কহিল। হে ভারত! গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক সৈন্য নিবারিত হওয়াতে প্রতাপবান্ দুর্য্যোধন রোষে পরিপূর্ণ হইয়া সৈনিকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, "আমার অনিষ্টকারী এই অধর্ম্মজ্ঞদিগকে শাসন কর;—যদি স্বয়ং পাকশাসন সমুদায় দেবগণের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকেন, তাহা হইলেও ভ্রান্ত হইও না।" দুর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়া মহাবল-সম্পন্ন সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও সহস্র সহস্র যোধবর্গ সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইল। অনন্তর কুরু-সৈনিকেরা বিপুলতর সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বদিগকে প্রমথিত করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল তাহাতে অপর গন্ধর্ব্বগণ তাহাদিগকে নিবারিত করিল। হে বসুধাধিপ! গন্ধর্ব্বেরা সান্ত্ববাদদ্বারা নিবারণ করিলেও তাহারা ঐ গন্ধর্ব্বদিগকে অনাদর করিয়া সেই বিশাল বনে প্রবিষ্ট হইল। সরাজক ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যখন বচনে অবস্থিত রহিল না, তখন সেই সমুদয় গগনচারিগণ চিত্রসেনের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি লক্ষ্য করত তাহাদের সকলকেই এই কথা বলিলেন যে, তোমরা এই অনার্য্যদিগকে শাসন কর। হে ভারত! গন্ধর্ব্বেরা চিত্রসেনকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইবামাত্র সকলেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সমীপে প্রধাবিত হইল। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ আয়ুধ-সমস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য সম্যক্‌রূপে পলায়ন করিতে লাগিল। পরন্তু বীর্য্যবান্ রাধেয় তৎকালে সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাঙ্মুখ ও পলায়নপরায়ণ দেখিয়াও তথায় স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি গন্ধর্ব্বগণের মহতী চমূকে সমাপতিত হইতে দেখিয়া প্রভূত শরবর্ষ দ্বারা প্রতিসারিত করিলেন। লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত সূতনন্দন ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎসদন্ত ও অন্যান্য লৌহময় শস্ত্র-সমূহদ্বারা শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে অভিহত করিতে লাগিলেন। সেই মহারথ, গন্ধর্ব্বগণের উত্তমাঙ্গসমস্ত পাতিত করত ক্ষণকালমধ্যে চিত্রসেনের সমুদায় সৈন্যকে বিরাবিত করিয়া তুলিলেন। ধীসম্পন্ন কর্ণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও সেই গন্ধর্ব্বেরা পুনরায় শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় অভিবর্দ্ধন করিতে লাগিল। পৃথিবী চিত্রসেনের মহাবেগবিশিষ্ট আপতনশীল সৈনিক সঙ্ঘাতদ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে গন্ধর্ব্বময়ী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তখন গরুড়তুল্য নিস্বনযুক্ত রথ-সমুদায়ে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে অনুসরণ করত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সৈন্যকে নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহারা বিপুল রথ-সঙ্ঘ ও অশ্বাবার সৈন্যদ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে সংবারিত করিলেন। অনন্তর সমুদয় গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন লোমহর্ষণ সুতুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরে গন্ধর্ব্বেরা শর-পীড়িত হইয়া মৃদুভাব ধারণ করিল এবং কৌরবেরা গন্ধর্ব্বদিগকে পীড়িত দেখিয়া হর্ষ-সূচক চীৎকার শব্দ করিতে থাকিল। অমর্ষণ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধভরে কৌরবদিগের বধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর বিচিত্র পন্থাভিজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ মায়াস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মায়ায় কুরু-সৈনিকেরা মুগ্ধ হইয়া পড়িল। হে ভারত! তৎকালে দুর্য্যোধনের এক এক যোদ্ধা একবারে দশ দশ জন গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। অনন্তর তাহারা বিপুল সৈন্য-কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পীড্যমান হওয়ায় সমরে ভীত হইয়া, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তখন সেই পথে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের সমুদয় সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও সূর্য্য-নন্দন কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। ফলত দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলতনয় শকুনি, ইঁহারা সমরে অতিশয় বিক্ষতাঙ্গ হইয়াও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সকল গন্ধর্ব্বেরাই কর্ণের বিনাশ-বাঞ্ছনায় একবারে শত শত,—সহস্র সহস্র সংখ্যায় মিলিত হইয়া সংগ্রামে তদভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। সেই মহাবলেরা সূত-পুত্রের বধেচ্ছু হইয়া অসি, পট্টিশ, শূল ও গদা-সমস্ত দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সমাকীর্ণ করিল। কেহ কেহ তাঁহার রথের যুগকাষ্ঠ ছেদন করিল, কেহ কেহ ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিল, কেহ কেহ ঈশা বিনষ্ট করিল, কেহ কেহ অশ্ব সমস্ত নিহত করিল, কেহ কেহ সারথিকে নিপাতিত করিল, কেহ কেহ ছত্র ছেদন করিয়া দিল, কেহ কেহ বরূথ ভগ্ন করিয়া ফেলিল, কেহ কেহ বা সন্ধি ভঞ্জন করিয়া দিল; এইরূপে বহু-সহস্র গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার রথ খানি তিল তিল করিয়া বিধ্বস্ত করিল। অনন্তর অসিচর্ম্মধারী সূত-পুত্র রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া আত্ম-পরিত্রাণের নিমিত্ত অশ্বদিগকে পরিচালিত করিলেন।

কর্ণরণভঙ্গে চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বেরা মহারথ কর্ণকে ভগ্ন করিয়া দিলে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের সমুদয় বাহিনী তাঁহার সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। পরন্তু মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাঙ্মুখ ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়াও সমরে স্বয়ং পরাঙ্মুখ হইলেন না। সেই অরিন্দম, গন্ধর্ব্বগণের সেই বিপুল সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া মহতী শরবৃষ্টিদ্বারা অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু গন্ধর্ব্বেরা সেই শরবৃষ্টির প্রতি চিন্তা না করিয়া দুর্য্যোধনের নিধন বাসনায় তাঁহার রথখানি সর্ব্বদিকে পরিবারিত করিল এবং শরনিকরদ্বারা তাহার যুগ ঈশা, বরূথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্ব-সমস্ত, ত্রিবেণু ও তল্প তিল তিল পরিমাণে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। অনন্তর মহাবাহু চিত্রসেন বিরথ ও ভূতলে পতিত দুর্য্যোধন-সন্নিধানে দ্রুতগমনে প্রধাবিত হইয়া তাঁহাকে এরূপ গ্রহণ করিলেন যে, বোধ হইল যেন তাঁহার

জীবনই গৃহীত হইল। হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধন গৃহীত হইলে পর গন্ধর্ব্বেরা রথে স্থিত দুঃশাসনকে সর্ব্বদিকে বেষ্টনপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। অপিচ কতকগুলি গন্ধর্ব্ব বিবিংশতি ও চিত্রসেনকে, অন্যে বিন্দ ও অনুবিন্দকে এবং অপরে সমুদয় রাজপত্নীগণকে পরিগ্রহ করিয়া ধাবমান হইল। দুর্য্যোধনের যোধবর্গও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে তাড়িত হইয়া পূর্ব্বপ্রভগ্ন-সৈনিকদিগের সহিত তখন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন করিল। সেনাপতি হৃত হইলে শকট, আপণ, পটমণ্ডপ, যান, বাহন, সকলই পাণ্ডবদিগের শরণাপন্ন হইল। তৎকালে দুর্য্যোধনের অমাত্যেরা রাজার মোচনাকাঙ্ক্ষী, আর্ত্ত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া "প্রিয়দর্শী, মহাবাহু, মহাবলসম্পন্ন রাজা দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক হৃত হইতেছেন, অতএব হে পার্থগণ। আপনারা তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হউন! গন্ধর্ব্বেরা দুঃশাসন, দুর্ব্বিসহ, দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয় ও সমুদয় রাজ-পত্নীদিগকেও বন্ধনপূর্ব্বক হরণ করিতেছে" এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পরিশেষে যুধিষ্ঠির-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভীমসেন দুর্য্যোধনের সেই ব্যথিত, দীনভাবাপন্ন, বৃদ্ধ অমাত্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে সেইরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, "গজবাজিপ্রভৃতিদ্বারা সন্নদ্ধ হইয়া মহাপ্রযত্নসহকারে আমাদিগকে যাহার অনুষ্ঠান করিতে হইত, তাহা গন্ধর্ব্বেরাই নিষ্পন্ন করিল! কৌরবেরা অন্য উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের এই অর্থ অন্যথা উৎপন্ন হইল। ফলত ইহা দুর্দ্যূতদেবী দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণারই ফল। আমরা শুনিয়াছিলাম, অক্ষম পুরুষের বিদ্বেষী ব্যক্তিকে অন্যে নিপাতিত করিয়া থাকে; সংপ্রতি গন্ধর্ব্বেরা অলৌকিকরূপে ইহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ করিয়া দিল। আমাদিগের প্রিয় কার্য্যে অবস্থিত হয়, ভাগ্যক্রমে এমন কোন পুরুষও লোকে বিদ্যমান আছে; আমরা উপবিষ্ট থাকিতে যে ব্যক্তি আমাদের সুখাবহ ভার হরণ করিল! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সমপদস্থ আছে, আমরা বিষমস্থ হইয়া শীত, বাত ও আতপ সহ্য করিতেছি এবং তপস্যাতেও কর্শিত হইয়াছি; সুতরাং এ অবস্থায় সে আমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে; পরন্তু যাহারা সেই অধর্ম্মচারী দুরাত্মা কুরুতনয়ের শীলানুবর্ত্তী হয়, তাহারা এক্ষণে তাহারই পরাভব দেখিতেছে! ফলত যে ব্যক্তি তাহাকে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়াছে, সে নিতান্তই অধর্ম্ম করিয়াছে; কিন্তু কুন্তীনন্দনেরা যে নিষ্ঠুর নহে, তাহা আমি তোমাদিগের নিকটে স্পষ্টই বলিতেছি।" পৃথাপুত্র ভীমসেন স্বরভঙ্গীক্রমে এইরূপ উক্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, ইহা পরুষোক্তির সময় নহে।

দুর্য্যোধনাদি-হরণে একচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! কৌরবেরা শঙ্কটাপন্ন ও ভয়ার্ত্ত হইয়া শরণ প্রার্থনায় আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কি নিমিত্ত উহাদিগকে এরূপ কথা বলিতেছ? হে বৃকোদর! জ্ঞাতিগণ মধ্যে পরস্পর বহুতর ভেদ ও কলহ হয় এবং বিরোধ সমস্তও আসক্ত থাকে, কিন্তু কুলধর্ম্ম কদাচ নষ্ট হয় না। যদি বাহ্য কোন ব্যক্তি জ্ঞাতিগণের কুল প্রধর্ষণ করিতে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সৎপুরুষেরা বাহ্য লোকের সেই পরাভব কোনক্রমে সহ্য করিতে পারেন না। আমরা বহুকাল হইতে এ স্থলে বাস করিতেছি, সুতরাং এই দুর্ব্বুদ্ধি গন্ধর্ব্বরাজ আমাদিগকে নিশ্চয়ই জানে; তথাপি সে আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এই অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছে। হে শক্তিমন্! গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের গ্রহণ এবং ঐ বাহ্য লোককর্ত্তৃক স্ত্রীগণের অভিমর্ষ-প্রযুক্ত আমাদিগের কুল নষ্ট হইতেছে; অতএব হে নরবরগণ! তোমরা শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ এবং কুলের রক্ষা নিমিত্ত অবিলম্বে উত্থিত ও সজ্জীভূত হও। হে বৃকোদর! তুমি, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব, সকলেই অপরাজিত; অতএব কয়জন নরব্যাঘ্রে মিলিত হইয়া তোমরা ম্রিয়মাণ সুযোধনকে মুক্ত কর। হে নরশার্দ্দূলগণ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের এই কাঞ্চনধ্বজ বিমল রথসকল সর্ব্বশস্ত্রে সমন্বিত রহিয়াছে; তোমরা কৃতশস্ত্র ইন্দ্রসেনাদি সূতগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, নিত্য-সজ্জিত ও নিনাদযুক্ত এই সমস্ত রথোপরি অধিরোহণ কর। হে বৎসগণ! তোমরা সুযোধনের মোচনার্থ এই সকল রথে আরোহণপূর্ব্বক সমরে অতন্দ্রিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রযত্ন কর। হে ভীমসেন! তোমার কথা আর কি কহিব, এ স্থানে শরণার্থ উপাগত শত্রু ব্যক্তিকে যে কোন ক্ষত্রিয় পুরুষের রক্ষা কর্ত্তব্য। "রক্ষার্থি অভিধাবিত হও," এরূপ প্রার্থিত হইয়া সংসারমধ্যে কোন আর্য্যপুরুষ পরিত্রাণ কর্ত্তা হন; তাদৃশ অসাধারণ ব্যক্তি শত্রুকেও অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক শরণাগত দেখিয়া এই নিশ্চয়ই পরিত্রাণ করেন। হে পাণ্ডবগণ! বরপ্রদান, রাজ্য ও পুত্রজন্ম, এই তিনটী, আর ক্লেশ হইতে শত্রুর বিমোচন, একটী পরস্পর তুল্য। সুযোধন আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া যে, তোমাদিগের বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন অন্বেষণ করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? হে বীর বৃকোদর! যদি আমার যজ্ঞানুষ্ঠান আরব্ধ না হইত, তাহা হইলে আমি আপনিই প্রধাবিত হইতাম, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কুরুনন্দন! যাহাতে সান্ত্বাদ দ্বারা সুযোধনকে মুক্ত করিতে পার, তুমি সর্ব্বপ্রকার উপায়সহকারে যত্ন করিও। যদি ঐ গন্ধর্ব্বরাজ সান্ত্ববাদে বশীভূত না হয়, তবে মৃদুপরাক্রমদ্বারা সুযোধনকে বিমুক্ত করিও। হে ভীম! যদি মৃদুযুদ্ধেও সে কৌরবগণকে ছাড়িয়া না দেয়, তবে সর্ব্বোপায়ে অরাতিদল দলনপূর্ব্বক তাহাদিগের নিষ্কৃতি বিধান কর্ত্তব্য। হে ভরতনন্দন বৃকোদর! আমার যজ্ঞকর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং এ সময়ে আমি এতাবন্মাত্রই সন্দেশ করিতে পারি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় গুরুর বাক্যানুসারে কৌরবদিগের বিমোচন প্রতিজ্ঞা করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, যদি সান্ত্ববাদদ্বারা গন্ধর্ব্বেরা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে মুক্ত না করে, তবে পৃথিবী অদ্য গন্ধর্ব্বরাজের রক্ত পান করিবেন। হে রাজন্! সত্যবাদী অর্জ্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের মন তখন পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।

দ্বিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

১৭। পাণ্ডবে গন্ধর্ব্বে মহাযুদ্ধ।



পাণ্ডবেরা চারিটী মাত্র বীর এবং গন্ধর্ব্বেরা সহস্র সহস্র;—এই উভয়ের সংগ্রাম একটী অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় হইল।
(বনপর্ব্ব ৫১১ পৃষ্ঠা।)

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীমসেন প্রভৃতি সমুদয় নরবরগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টবদনে সমুত্থিত হইলেন। অনন্তর সেই মহারথ পাণ্ডবেরা সকলেই জাম্বূনদচিত্রিত অভেদ্য কবচ সমস্ত পরিধান এবং বহুবিধ দিব্য আয়ুধজাত গ্রহণ করিলেন। কবচী, রথী, ধ্বজী ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া তাঁহারা সকলেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রথশার্দ্দূল পাণ্ডবগণ সেই উত্তম সজ্জাসম্পন্ন, বেগগামী তুরগচয়-সংযোজিত রথসমুদায়ে আরূঢ় হইয়া শীঘ্রই সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহারথ পাণ্ডুপুত্রেরা মিলিত হইয়া প্রস্থিত হইতেছেন দেখিয়া কৌরব-সৈন্যদিগের মহান্ কোলাহলধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। জয়াভিমানী গন্ধর্ব্বগণ ও ত্বরান্বিত পাণ্ডবগণ ক্ষণকালমধ্যেই অভীতের ন্যায় সেই সংগ্রামে সমাগত হইলেন। গন্ধর্ব্বেরা জয়ী হইয়াছি মনে করিয়া প্রতিগমন করিতেছিল, এক্ষণে বীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সংগ্রামে রথোপরিস্থ অবলোকন করিবামাত্র তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হে ভারত! তাঁহাদিগকে সমুদ্যত লোকপালবর্গের ন্যায় বিরাজমান নিরীক্ষণ করিয়া সেই গন্ধমাদনবাসী গন্ধর্ব্বগণ সৈন্যব্যূহ রচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইল এবং ধর্ম্মপুত্র ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে মৃদুভাবে যুদ্ধারম্ভও হইল। পরন্তু যখন পরন্তপ সব্যসাচী দেখিলেন, গন্ধর্ব্বরাজের মন্দচেতা সৈনিকদিগকে মৃদুযুদ্ধ দ্বারা কল্যাণ লাভ করাইতে পারা যায় না, তখন সমরে দুর্দ্ধর্ষ সেই গগনচারী গন্ধর্ব্বগণকে মিষ্টবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক সংগ্রামে এই কথা বলিলেন যে, তোমরা আমার ভ্রাতা রাজা সুযোধনকে পরিত্যাগ কর। যশস্বী পাণ্ডুতনয়কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সেই গন্ধর্ব্বেরা উচ্চৈঃস্বরে হাস্যপূর্ব্বক তখন পার্থকে এই বলিয়া উত্তর করিল, "তাত! আমরা যাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া পৃথিবীতে বিগতজ্বর হইয়া বিচরণ করিতেছি, সেই একজনমাত্রেরই আদেশ বাক্য প্রতিপালন করি। হে ভারত! সেই এক ব্যক্তি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করেন, আমরা সেইরূপই করিয়া থাকি; সেই সুরেশ্বর ভিন্ন আমাদিগের অন্য কেহ শাসনকর্ত্তা নাই।" কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুনর্ব্বারও তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন; "পরদার-সংস্পর্শ এবং মনুষ্যদিগের সহিত সংগ্রাম, এই উভয়বিধ কর্ম্মই গন্ধর্ব্বরাজের পক্ষে ঘৃণার্হ; সুতরাং ইহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই; অতএব হে মহাবীর্য্য গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে এবং ইহাঁদিগের ভার্য্যাসকলকে পরিত্যাগ কর; যদি মিষ্টবাক্যে তোমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে মুক্ত করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমি আপনিই বিক্রমপ্রকাশ করিয়া সুযোধনকে বিমুক্ত করিব।" পৃথাপুত্র সব্যসাচী ধনঞ্জয় এইরূপ কহিবার পর গন্ধর্ব্বদিগের প্রতি সুশাণিত, গগনচারী বাণসমস্ত বিসর্জ্জন করিলেন। উৎকট বলশালী গন্ধর্ব্বেরাও সেইরূপ শরবর্ষদ্বারা পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিল এবং পাণ্ডবেরাও ঐ স্বর্গবাসীদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তৎপরে তরস্বী গন্ধর্ব্বদিগের এবং ভীষণ বেগবিশিষ্ট পাণ্ডবগণের সুতুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

পাণ্ডবগন্ধর্ব্বযুদ্ধে ত্রিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন হেমমালী গন্ধর্ব্বগণ প্রদীপ্ত শরনিকর বিসর্জ্জন করত পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদিকে পরিবারিত করিল। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা চারি বীর এবং সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহা একটি অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় হইল। গন্ধর্ব্বেরা কর্ণ ও দুর্য্যোধনের উভয়েরই রথ যেমন শত শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহাদিগেরও করিল। মহারাজ! নরব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ সমরে শত শত সংখ্যায় সমাপতিত সেই গন্ধর্ব্বদিগকে অনেকবিধ শরবর্ষদ্বারা প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। সেই গগনচরেরা শরবর্ষসমূহদ্বারা সর্ব্বদিকে সমাকীর্ণ হইয়া পাণ্ডুপুত্রদিগের সমীপে অবস্থান করিতে আর সমর্থ হইল না। অনন্তর অতিমাত্র ক্রোধপরীত অর্জ্জুন অতিক্রুদ্ধ গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া তখন দিব্যাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলেন। উৎকট বলশালী সব্যসাচী আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে সংগ্রামে দশলক্ষ গন্ধর্ব্বদিগকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়া দিলেন। হে রাজন্! বলশালি-শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধারী ভীমসেনও সেইরূপ সুশাণিত শর-নিকর-সহকারে সমরে শত শত গন্ধর্ব্বগণকে নিহত করিলেন। মহারাজ! বলোৎকট মাদ্রী-পুত্রেরাও যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইয়া শত শত শত্রুদিগকে সম্মুখে পরিগ্রহপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্রসমূহদ্বারা বধ্যমান হইয়া গন্ধর্ব্বেরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে লইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাহাদিগকে উৎপতিত দেখিয়া বিশাল শরজাল-সহকারে সর্ব্বদিকে পরিবারিত করিলেন। তাহারা পিঞ্জর-নিরুদ্ধ বিহঙ্গগণের ন্যায় শরজালে রুদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে গদা, শক্তি ও ঋষ্টিবৃষ্টিদ্বারা অর্জ্জুনের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল। পরমাস্ত্রজ্ঞ ধনঞ্জয় ভল্ল-নিচয়-দ্বারা সেই গদা শক্তি ও ঋষ্টির বৃষ্টি-সমুদয় নিহত করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের গাত্র-সমস্তও ছিন্ন করিতে থাকিলেন। পতনশীল মস্তক চরণ ও বাহু-সমূহ-দ্বারা প্রতীতি হইতে লাগিল, যেন পাষাণ বৃষ্টি হইতেছে; সুতরাং তাহাতে শত্রুদিগের ভয় উপস্থিত হইল। মহাত্মা পাণ্ডব-কর্ত্তৃক এইরূপে বধ্যমান হইয়া সেই গগনস্থ গন্ধর্ব্বেরা ভূতলস্থ পার্থকে বহুল শরবর্ষ-দ্বারা সমাকীর্ণ করিল, পরন্তু পরন্তপ তেজস্বী সব্যসাচী গন্ধর্ব্বদিগের সেই শরবৃষ্টি সমস্ত অস্ত্রনিকর দ্বারা নিবারিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কুরুনন্দন অর্জ্জুন স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র বিসর্জ্জন করিলেন। বজ্রদ্বারা দহ্যমান দৈত্যদলের ন্যায় সেই গন্ধর্ব্বেরা কুন্তীতনয়ের সায়কজালে দগ্ধ হইতে হইতে পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইল। তাহারা ঊর্দ্ধে আক্রমণ করিলেও সব্যসাচীকর্ত্তৃক শরজাল সহকারে নিবারিত হইতে লাগিল এবং ইতস্তত বিসর্পমাণ হইলেও তদীয় ভল্লনিকর দ্বারা প্রধাবিত হইতে থাকিল।

হে ভারত! গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বদিগকে কুন্তী-তনয় কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইতে দেখিয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিধাবমান হইলেন। তিনি গদা হস্তে লইয়া সংগ্রামে দ্রুতবেগে অভিপতিত হইতেছেন, এমন সময়ে পার্থ শর-সমূহ-সহকারে তাঁহার সেই সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়ী গদাকে সপ্ত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তরস্বী সব্যসাচী-কর্ত্তৃক গদাটি বহুখণ্ডে ছিন্ন হইল দেখিয়া চিত্রসেন তিরস্করিণী বিদ্যাদ্বারা আত্ম সংবরণপূর্ব্বক

পাণ্ডু-তনয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সমস্ত দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, বীর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র-নিবহে তৎসমুদায়ই সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইল। মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সেই সকল অস্ত্রদ্বারা প্রতিবারিত হইয়া সেই বলবান গন্ধর্ব্বরাজ তখন মায়াগহকারে অন্তর্দ্ধান করিলেন। তিনি অন্তর্হিত হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে প্রতিমন্ত্রিত অস্ত্রসমস্ত দ্বারা তাড়িত করিতে থাকিলেন। বহুরূপী ধনঞ্জয় তৎকালে ক্রোধপরীত হইয়া শব্দবেধ অস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার অন্তর্দ্ধানেরও নিবারণ করিলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সেই সমস্ত অস্ত্রদ্বারা বধ্যমান হইয়া তাঁহার সেই প্রিয় সখা গন্ধর্ব্বরাজ তখন আত্মাকে বিকলভাবাপন্ন দেখাইলেন। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, সখা চিত্রসেনকে সংগ্রামে দুর্ব্বল অবলোকন করিয়া সেই বিসর্জ্জিত অস্ত্রের প্রতিসংহার করিয়া লইলেন। তাঁহাকে অস্ত্রসংহার করিতে দেখিয়া অপর সমুদয় পাণ্ডবেরাও ধাবমান অশ্বসমস্ত, শরবেগ ও শরাসন সমুদায় সংহৃত করিলেন। পরে চিত্রসেন, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব পরস্পর কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া রথোপরিই অবস্থিত রহিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাধনুর্দ্ধারী মহাদ্যুতি সব্যসাচী হাস্য করত গন্ধর্ব্ব সৈন্যগণ মধ্যে চিত্রসেনকে এই কথা বলিলেন যে, হে বীর! কৌরবদিগের বিনিগ্রহবিষয়ে আপনার এ চেষ্টা কিনিমিত্ত হইল এবং কি নিমিত্তই বা আপনি এই সস্ত্রীক দুর্য্যোধনকে নিগৃহীত করিলেন?

চিত্রসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আপনারা বনস্থ হইয়া অনাথের ন্যায় ক্লেশ পাইতেছেন জানিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনের এবং পাপমতি কর্ণের, "আমি সমপদস্থ আছি, তাহারা বিষমস্থ ও অনবস্থিত রহিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় আমি তাহাদিগকে সন্দর্শন করিব," এইরূপ যে অভিপ্রায় হয়, তাহা আমি সেই স্থানে থাকিয়াই জানিতে পারিয়াছিলাম। ইহারা আপনাদিগের এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীর প্রতি কেবল উপহাস করিতে আসিয়াছে। সুরেশ্বর ইন্দ্রও ইহাদের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমাকে কহিলেন, "যাও, দুর্য্যোধনকে অমাত্যবর্গের সহিত বন্ধন করিয়া এইস্থানে আনয়ন কর; ভ্রাতৃগণের সহিত ধনঞ্জয়ও সমরে তোমার রক্ষণীয় হইবেন; যেহেতু সেই পাণ্ডুতনয় তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য।" দেবরাজের সেই আদেশ বাক্যানুসারে আমি দ্রুতগতি এ স্থানে আগমন করিয়াছিলাম; সংপ্রতি এই দুরাত্মাও বদ্ধ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে সুরালয়ে প্রস্থান করিব,—পাকশাসনের শাসনক্রমে এই দুরাত্মাকে তথায় লইয়া যাইব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে চিত্রসেন! যদি আমার প্রিয় ইচ্ছা করেন, তবে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আমাদিগের ভ্রাতা সুযোধনকে আপনি বিমুক্ত করুন। চিত্রসেন কহিলেন, ধনঞ্জয়! এই পাপাত্মা নিয়তই গর্ব্বিত, অতএব ইহাকে বিমুক্ত করা উচিত হয় না; দেখুন, এ ধর্ম্মরাজ ও কৃষ্ণা, উভয়কেই প্রবঞ্চিত করিয়াছে। কুন্তীতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার এই অভিপ্রেত অবগত নহেন; অতএব ইহা শ্রবণ করিয়া আপনি যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা সকলেই রাজা যুধিষ্ঠির সমীপে প্রস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া দুর্য্যোধনের সমুদয় চেষ্টিত বর্ণন করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির গন্ধর্ব্বের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বিমুক্ত করাইয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকেও বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন যে, "আপনারা সকলে বলিষ্ঠ ও সমর্থ হইয়াও এই দুর্ব্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে এবং ইহার অমাত্য জ্ঞাতি বান্ধববর্গকে যে নিহত করেন নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়;—হে তাত! গন্ধর্ব্বেরা আমার এই মহা উপকার করিলেন; এই দুরাত্মাকে মুক্ত করাতে আমার কুল পরিভূত হইল না।—হে গন্ধর্ব্বগণ! আপনাদিগের দর্শনে আমি প্রীত হইতেছি, এক্ষণে কোন্ কোন্ বস্তু আপনাদিগের অভীষ্ট, তাহা আজ্ঞা করুন; আপনারা সমুদায় অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইয়া পরে অবিলম্বে প্রস্থিত হউন।"

ধীসম্পন্ন পাণ্ডুপুত্রকর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ পরম হৃষ্টান্তঃকরণে অপসরাদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন এবং কৌরবেরা সমরে যে সমস্ত গন্ধর্ব্বদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, দেবরাজ দিব্য অমৃত বর্ষণদ্বারা তাহাদিগকেও জীবিত করিয়া দিলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা সেই সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের ও সমুদয় রাজপত্নীগণের বিমোচন এবং গন্ধর্ব্ব-পরাজয়রূপ সেই দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া প্রীতিযুক্ত হইলেন। সেই মহাত্মা মহারথেরা স্ত্রী-কুমারসংবলিত যাবতীয় কুরুগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, যজ্ঞমধ্যে অগ্নিসকলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ভ্রাতৃগণসহ দুর্য্যোধনকে তখন স্নেহপ্রযুক্ত এই কথা বলিলেন, 'বৎস! ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। হে ভারত! সাহসকারী মনুষ্যেরা কখন সুখে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। হে কুরুনন্দন! তুমি সমুদয় ভ্রাতৃগণের সহিত স্বস্তিমান্ হইয়া গৃহে গমন কর, কোনক্রমে বিমনা হইও না।" বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-বিহীন ব্যক্তির ন্যায় আতুর, বিদীর্ণহৃদয় ও লজ্জান্বিত হইয়া তখন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুরুনন্দন দুর্য্যোধন গমন করিলে পর বীর্য্যসম্পন্ন কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গের সহিত দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান এবং অমরবৃন্দপরিবৃত পুরন্দরের ন্যায় সেই সমস্ত তাপস-নিকরে পরিবৃত হইয়া হর্ষান্বিত-মানসে সেই দ্বৈতবনে পূর্ব্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, আমার প্রতীতি হইতেছে যে, অগ্রে শত্রুগণকর্ত্তৃক পরাজিত ও বদ্ধ, পশ্চাৎ পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক যুদ্ধদ্বারা বিমোচিত সেই অভিমানী, দুরাত্মা, আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ, পাপলিপ্ত, নিয়ত গর্ব্বিত, সুতরাং সর্ব্বদা পুরুষকার ও ঔদার্য্যসহকারে পাণ্ডবদিগের অবমানকারী, পাপমতি, সতত সাহঙ্কারবাদী দুর্য্যোধনের হস্তিনাপুরীতে প্রবেশ করা দুষ্কর হইয়াছিল; অতএব হে বৈশম্পায়ন! সেই লজ্জান্বিত ও শোকব্যাকুলচেতা দুর্য্যোধনের পুরপ্রবেশবৃত্তান্তটি আপনি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন রাজা

দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইবার পর লজ্জায় অধোবদন, অবসাদগ্রস্ত ও সুদুঃখিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন তিনি শোকোপহত বুদ্ধিদ্বারা পরাভব চিন্তা করিতে করিতেই চতুরঙ্গ বলসমভিব্যাহারে স্বপুরে প্রস্থিত হইলেন। পথি মধ্যে প্রচুর তৃণ ও জলসমন্বিত প্রদেশে যানসমস্ত বিমোচনপূর্ব্বক অভিলাষানুসারে শোভন রমণীয় ভূমি ভাগে স্বয়ং সন্নিবিষ্ট হইয়া পরে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য-সকলকে যথাস্থানে নিবেশিত করিলেন। অনন্তর কর্ণ হুতাশনকান্তি-পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট, রাত্রি-বিগমে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান রাজা দুর্য্যোধন-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তখন এই কথা বলিলেন। হে গান্ধারীনন্দন! ভাগ্যক্রমে আপনি জীবিত রহিয়াছেন; ভাগ্যক্রমে আমাদিগের পুনর্ব্বার সমাগম হইল; এবং ভাগ্যক্রমেই কামরূপী গন্ধর্ব্বেরা আপনার নিকটে পরাজিত হইয়াছে! হে কুরুনন্দন! আপনার বিজিগীষু, সমরে নিযুক্ত, শত্রু-পরাজয়কারী মহারথ ভ্রাতৃগণকে আমি যে অক্ষতাঙ্গ দেখিতেছি, ইহাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়! হে ভারত! আমি ত আপনার সাক্ষাতেই সমুদয় গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়মান সৈন্যকে স্থাপিত করিতে পারি নাই, প্রত্যুত শরজালে বিক্ষতাঙ্গ হওয়ায় অতিমাত্র পীড়িত হইয়া আপনিই পলায়ন করিয়াছিলাম; পরন্তু আপনারা যে পত্নী, বল ও বাহনগণের সহিত নিরাপদ ও অক্ষতদেহ হইয়া সেই অমানুষ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন দেখিতেছি, ইহাই আমার অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার বোধ হইতেছে। হে ভরত-নন্দন মহারাজ! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত সমরে যে কর্ম্মটি করিয়াছেন, ঈদৃশ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারে, ইহলোকে এমন পুরুষই আর বিদ্যমান নাই।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ এই কথা বলিলে পর রাজা দুর্য্যোধন তখন অধোবদন হইয়া বাষ্পগদ্গদ বচনে তাঁহাকে এইরূপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি জাননা, সুতরাং তোমার কথায় আমি দোষ দিতে পারি না; তুমি বোধ করিতেছ, আমিই স্বীয় তেজে গন্ধর্ব্ব শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছি। হে মহাবাহো! আমার সোদরেরা আমাকে সঙ্গে লইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উভয় পক্ষেই সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল সত্য বটে, কিন্তু যখন সেই শৌর্য্যসম্পন্ন গন্ধর্ব্বেরা মায়াবলে অধিকতর বলশালী হইয়া আকাশে সঞ্চরণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন আর ঐ গগনচারীদিগের সাহত আমাদের সমান সংগ্রাম হইল না; সুতরাং আমরা সমরে পরাজয় ও বন্ধন, উভয়ই প্রাপ্ত হইলাম এবং ভৃত্য, অমাত্য, পুত্র, কলত্র, বল ও বাহনগণের সহিত সুদুঃখিতান্তঃকরণে তাহাদিগের কর্ত্তৃক আকাশমার্গে ঊর্দ্ধে ছিয়মাণ হইতে লাগিলাম। অনন্তর আমাদিগের কোন কোন মহারথ সৈনিক ও অমাত্যগণ শরণপ্রদ পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক দীনভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন যে, "ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন রাজা দুর্য্যোধন সহোদর, অমাত্য ও কলত্রবর্গের সহিত গগনাশ্রিত গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক এই হ্রিয়মাণ হইতেছেন; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা সেই সস্ত্রীক নরপতিকে বিমোচিত করুন। কৌরবগণের ভার্য্যাসমুদায়ে যেন সর্ব্বতোভাবে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়!" এইরূপ কথিত হইলে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তখন অপর পাণ্ডবসকলকে প্রসাদিত করিয়া আমাদিগের মোচন বিষয়ে আজ্ঞাপিত করিলেন। অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথ পাণ্ডবেরা সেই স্থানে আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক মোচনে সমর্থ হইলেও সান্ত্বনাবাদপূর্ব্বক আমাদের মোচন প্রার্থনা করিলেন। পরন্তু অতিশয় মধুর বাক্যে সান্ত্বিত হইয়াও যখন গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগকে মুক্ত না করিল, তখন অর্জ্জুন, ভীম ও উৎকট-বলশালী নকুল সহদেব তাহাদের প্রতি অনেক প্রকার শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত খেচরগণ রণপরিহারপূর্ব্বক ক্লেশপরিকীর্ণ আমাদিগকেই হর্ষান্বিতমানসে আকর্ষণ করত অন্তরীক্ষে প্রস্থান করিল। তৎপরে আমরা দেখিলাম, ধনঞ্জয় সর্ব্বদিকে শরজালে বেষ্টিত হইয়া অলৌকিক অস্ত্র সমস্ত বিসর্জ্জন করিতেছেন। তৎকালে ধনঞ্জয়ের সখা চিত্রসেন ঐ পাণ্ডুনন্দনকর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরসহকারে দিঙ্মণ্ডল সমাবৃত হইল দেখিয়া আপনাকে প্রদর্শিত করিলেন। তিনি অর্জ্জুনের সহিত পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেইরূপে সেই বীর্য্যসম্পন্ন গন্ধর্ব্বেরা পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ সজ্জা সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত একীভূত হইল। চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পর পূজা করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, তৎকালে পরবীরহন্তা অর্জ্জুন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে পুরুষকার সমুচিত এই কথা বলিলেন যে; হে বীর গন্ধর্ব্বসত্তম! আমার ভ্রাতৃগণকে বিমুক্ত করা আপনার উচিত হইতেছে, কেননা, পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে ইহাঁদিগের অবমাননা কোনক্রমে যোগ্য হইতে পারে না।" হে কর্ণ! আমরা "সুখ হইতে পরিভ্রষ্ট সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে সন্দর্শন করিব," এইরূপ যাহা মন্ত্রণা করিয়া বিনির্গত হইয়াছিলাম, চিত্রসেন মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উক্তরূপ অভিহিত হইয়া তাহাই ব্যক্ত করিলেন। গন্ধর্ব্ব ঐ কথার উচ্চারণ করিবামাত্র আমি ব্রীড়ান্বিত হইয়া রসাতলে প্রবেশার্থ ভূমির বিবর ইচ্ছা করিলাম। অনন্তর গন্ধর্ব্বেরা পাণ্ডবদিগের সহিত যুধিষ্ঠিরসমীপে আগমনপূর্ব্বক আমাদিগের দুর্ম্মন্ত্রণার কথা তাঁহাকে নিবেদন করিল এবং আমরা যে বন্ধনাবস্থায় আনীত হইয়াছি, তাহাও জানাইল। আমি যে মহিলাগণের সমক্ষে শত্রুর বশীভূত, বদ্ধ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপহার স্বরূপে উপনীত হইলাম, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হা! আমি কি দুর্ব্বুদ্ধি! যাহারা মৎকর্ত্তৃক নিত্য নিরাকৃত হইয়াছে, যাহাদিগের প্রতি আমি নিয়তই বৈরভাব অবলম্বন করিয়াছি, তাহারাই আমাকে বিমুক্ত করিল,—তাহারাই আমার জীবন প্রদান করিল! হে বীর! আমি যদি সেই মহাসমরে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম, তবে তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয় হইত;

এরূপ অবমানিত ব্যক্তির জীবিত থাকা কোনক্রমে শ্রেয় নহে। গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হইলে পৃথিবীমধ্যে আমার যশ বিখ্যাত হইত এবং বাসব সদনে আমি অক্ষয় পুণ্যলোক সমস্তও প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। হে নরবরগণ! সংপ্রতি আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এইস্থানে প্রায়োপবেশন করিব; অতএব তোমরা গৃহে গমন কর। আমার সমুদায় ভ্রাতৃগণ অদ্য স্বপুরে প্রস্থান করুন এবং কর্ণপ্রভৃতি যাবতীয় সুহৃদ্‌ ও বান্ধববর্গও দুঃশাসনকে অগ্রসর করিয়া এক্ষণে পুরাভিমুখে প্রস্থিত হউন; কেননা শত্রু কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া আমি কোনক্রমে গৃহে যাইব না। অরাতিগণের মানাপহন্তা এবং সুহৃদ্বর্গের মানকারী হইয়া আমি সুহৃদ্‌গণের শোকপ্রদ এবং শত্রু-দলের হর্ষবর্দ্ধন হইলাম। হস্তিনায় উপনীত হইয়া আমি নরেশ্বরকে কি বলিব! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য বৃদ্ধ-সংযত সভাসদ্‌গণ এবং ব্রাহ্মণ, নানা জাতীয় প্রধান প্রধান শিল্পী ও উদাসীন-বৃত্তি প্রজাবর্গ আমাকে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর করিব? শত্রুদিগের মস্তকে থাকিয়া এবং বক্ষঃস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমি আত্মদোষে পরিভ্রষ্ট হইলাম, এথাটি তাঁহাদিগকে কি প্রকারে বলিব? ফলত দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিরা শ্রী, বিদ্যা বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, মদগর্ব্বিত আমার ন্যায়, চিরকাল কল্যাণে অবস্থান করিতে পারে না। হায়! আমি মোহশত দুর্বুদ্ধি হইয়া দুষ্টলোকের আচরিত এই কষ্টপ্রদ অযুক্ত কর্ম্ম আপনিই করিলাম, যদ্দ্বারা সঙ্কটে পতিত হইলাম। সেই হেতু আমি প্রায়োপবেশন করিব, কোন ক্রমে জীবিত থাকিতে পারিব না। শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বিপদ্‌ হইতে উদ্ধৃত হইয়া কোন্‌ সচেতন ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? দেখ, আমি অভিমানী অথচ পুরুষকারবিহীন হওয়ায় বিক্রম-সম্পন্ন শত্রু পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক অবহসিত এবং অবমানের সহিত অবেক্ষিত হইলাম! বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন এইরূপ চিন্তাপরীত হইয়া পরিশেষে দুঃশাসনকে বলিলেন, "হে ভারত দুঃশাসন! তুমি আমার এই বাক্যটি নিশ্চিতরূপে বোধগম্য কর; মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজ্যাভিষেক প্রতিগ্রহ করিয়া নরপতি হও; কর্ণ ও শকুনির পালিত এই প্রবৃদ্ধ ভূমণ্ডল প্রশাসন কর এবং অমরগণ-পালনকারী পুরন্দরের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গের প্রতিপালনে এরূপে নিরত থাক, যাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। দেবতারা যেমন ইন্দ্রের উপজীবী, সেইরূপ বান্ধবেরা তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করুন। তুমি অপ্রমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিয়ত বৃত্তি প্রদান করিবে এবং বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গেরও সর্ব্বদা উপজীব্য হইবে। বিষ্ণু যেমন দেবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও জ্ঞাতি সকলের তত্ত্বাবধারণ করিবে এবং গুরুজনেরাও তোমার পালনীয় হইবেন; সংপ্রতি যাও, সমুদয় সুহৃদ্‌গণকে অভিনন্দিত এবং অরাতিদিগকে অবভর্ৎসিত করত পৃথিবী পালন কর।" এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি দুঃশাসনকে কণ্ঠে আলিঙ্গনপূর্ব্বক 'গমন কর,' এই কথা বলিলেন। তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন দীনভাবাপন্ন, অশ্রুকণ্ঠ, অতিশয় দুঃখার্ত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই কথা বলিলেন যে, 'প্রসন্ন হউন' এবং ইহা কহিয়া অতিমাত্র ব্যথিতচিত্তে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই নরব্যাঘ্র দুঃখিত হইয়া তাঁহার চরণ-যুগলে নেত্রসম্ভূত বারি বিসর্জ্জন করত এই কথাও বলিলেন, "মহারাজ! এরূপ কদাচ হইবে না; যদি অখিল মেদিনীমণ্ডল বিদীর্ণ হয়, যদি নভোমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে, যদি প্রভাকর স্বীয় প্রভা পরিত্যাগ করেন, যদি সুধাকর হিমকরতা বিসর্জ্জন করেন, যদি সমীরণ শীঘ্রসঞ্চারিত্ব পরিহার করেন, যদি হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, যদি সমুদ্রের জল শুষ্ক হইয়া যায়, যদি হুতাশন উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, তথাপি আপনা ব্যতিরেকে আমি পৃথিবী প্রশাসন করিতে পারিব না।" দুঃশাসন, "আপনি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আপনিই শত বৎসর আমাদিগের কুলে রাজা হইবেন," পুনঃ পুনঃ এ কথাও বলিলেন। হে ভারত! তিনি রাজাকে এইরূপ কহিয়া ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূজার্হ পাদদ্বয় সংস্পর্শপূর্ব্বক সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই দুঃশাসন ও সুযোধনকে সেইরূপ দুঃখিত দেখিয়া, কর্ণ ব্যথাবিষ্ট চিত্তে নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন। "হে কৌরবদ্বয়! আপনারা মোহপ্রযুক্ত সামান্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? শোক করিলে কদাচ শোকের নিবৃত্তি হয় না। শোক প্রবৃত্ত ব্যক্তির শোক যখন দুঃখাপনোদন করিতে পারে না, তখন আর শোক করিয়া আপনারা শোকের কি ফল দেখিতেছেন? ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, শোক করত শত্রুদিগকে অভিনন্দিত করিবেন না। হে রাজন্‌! পাণ্ডবেরা আপনার যে নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, তাহা ত তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মই হইয়াছে। অধিকারস্থ ব্যক্তিদিগের নিয়তই রাজার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা বিধেয়। দেখুন, আপনাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাহারা নিশ্চিন্ত-চিত্তে নিবসতি করিতেছে; অতএব এরূপ ঘটনাতে ইতর লোকের ন্যায় শোক করা আপনার উচিত নহে। আপনি প্রায়োপবেশনে উদ্‌যুক্ত হইতেছেন দেখিয়া আপনার সোদরেরা বিষণ্ণ হইয়াছেন; অতএব আপনার মঙ্গল হউক, আপনি উত্থিত হউন, চলুন সোদরগণকে সমাশ্বাসিত করুন।"

অষ্টচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

কর্ণ কহিলেন, রাজন্‌! অদ্য এ বিষয়ে আপনাকে লঘুসত্ত্ব বলিয়া বোধ হইতেছে; হে শত্রুকর্ষণ বীর! আপনি শত্রুদিগের সদ্য বশতাপন্ন হইলে পাণ্ডবেরা যে আপনাকে বিমোচিত করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? হে কুরুনন্দন! বিষয়বাসী, বিশেষত সেনাজীব ব্যক্তি সকল অজ্ঞাতই অথবা পরিচিতই হউক, নরপতির প্রিয়কার্য্য করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখুন, সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, প্রধান পুরুষেরা শত্রুবাহিনীকে ক্ষোভিত করেন, অনেকানেক সংগ্রামে নিগৃহীত হন এবং স্বকীয় সৈনিকগণ কর্ত্তৃক মোচিত হইয়াও থাকেন। রাজগণের অধিকার মধ্যে যে সমস্ত সেনাজীব মনুষ্য থাকে, তাহাদের সকলে মিলিত হইয়া রাজার কার্য্যার্থ যথাসাধ্য যত্ন করা বিধেয়। অতএব হে রাজন্‌ আপনার বিষয়বাসী পাণ্ডবেরা যদি যদৃচ্ছাক্রমে আপনাকে বিমোচিত

করিয়া থাকে, তাহাতে আপনার পরিদেবনা কি? হে নৃপোত্তম! যে সময়ে আপনি স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তৎকালে পাণ্ডবেরা যে আপনার পশ্চাতে অনুগমন করে নাই, ইহাই বরং তাহাদিগের অসাধু কর্ম্ম হইয়াছে। তাহারা ত পূর্ব্বেই আপনার কিঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে তাহাদিগকে আপনার শৌর্য্যসম্পন্ন, বলশালী ও সমরে অপরাঙ্মুখ সহায় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পাণ্ডব-সম্বন্ধীয় সমুদায় রত্ন আপনি অদ্যাপি উপভোগ করিতেছেন; দেখুন, তথাপি পাণ্ডবেরা সত্বস্থ রহিয়াছে, প্রয়োপবেশন করে নাই। অতএব হে রাজন্! আপনার ভদ্র হউক, আপনি গাত্রোত্থান করুন, আর বিলম্ব করিবেন না। হে নৃপতে! রাজার প্রিয় কার্য্য-সমস্ত অনুষ্ঠান করা বিষয়বাসী ব্যক্তিদিগের অবশ্যই কর্ত্তব্য, অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? হে অরিমর্দ্দন রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমার এই বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনার চরণদ্বয় শুশ্রূষা করত আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব। হে নরর্ষভ! আপনার সঙ্গবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে আমার উৎসাহ হয় না। হে নৃপ! আপনি প্রায়োপবেশন করিলে রাজগণের হাস্যাস্পদ হইবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন স্বর্গলাভের নিমিত্তই কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে কর্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইলেও উত্থিত হইতে মন করিলেন না।

একোনপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অসহনশীল রাজা দুর্য্যোধন প্রয়োপবেশন করিলে সুবলনন্দন শকুনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করত তখন এই কথা বলিলেন। শকুনি কহিলেন, হে কৌরব! কর্ণের কথা তুমি শ্রবণ করিলে; ইনি উত্তমই বলিয়াছেন। হে নৃপতে! আমি তোমাকে সমৃদ্ধ রাজলক্ষ্মী আহরণ করিয়া দিলাম, তুমি মোহবশত তাহা পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কি নিমিত্ত অবুদ্ধি-সহকারে প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইতেছ? অদ্য আমি ইহাই অবগত হইতেছি যে, তুমি বৃদ্ধলোকদিগের কখন সেবা কর নাই। যে ব্যক্তি সহসা সমুপস্থিত হর্ষ বা বিষাদকে নিয়মিত করিতে না পারে, সে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সলিল-মধ্যগত অপক্ক মৃৎপাত্রের ন্যায়, অচিরেই বিনষ্ট হয়। যে নরপতি অতিশয় ভীরু প্রকৃতি, অত্যন্ত কাপুরুষ, দীর্ঘসূত্র, অবধান-রহিত এবং দ্যূতাদি-ব্যসন-বশত কামিনী প্রভৃতি বিষয়-সমুদায়ে আক্রান্ত হন, তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের কদাচ ভক্তি হয় না। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবেরা ত তোমার উপকারই করিয়াছে; তবে হর্ষপ্রকাশ-স্থলে তোমার শোক হইতেছে কেন? তুমি শোক অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের আচরিত শোভন কর্ম্ম কোনক্রমে বিনষ্ট করিও না। যে স্থলে তোমার আহ্লাদ প্রকাশ এবং পাণ্ডবদিগের প্রতি সৎকার করা কর্ত্তব্য, সে স্থলে তুমি যে শোক করিতেছ, ইহা তোমার বিপরীতাচরণ হইতেছে; অতএব প্রসন্ন হও; আত্ম বিসর্জ্জন করিও না; তুষ্ট হইয়া উপকার স্মরণ কর; পৃথাপুত্রদিগকে তদীয় রাজ্য প্রদান কর এবং তদ্দ্বারা যশ ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হও। এই ক্রিয়ার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে তুমি কৃতজ্ঞ হইবে;—পাণ্ডবদিগের সহিত স্বয়ং ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়া এবং তাঁহাদিগকেও ভ্রাতৃসৌহৃদ্যে নিবেশিত করিয়া তদীয় পৈতৃক রাজ্য সমর্পণ কর, তাহা হইলেই সুখ লাভ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং ভ্রাতৃ-প্রেমে বিকলচিত্ত অরিন্দম বীর দুঃশাসনকে পাদদ্বয়ে পতিত দেখিয়া সুজাত ভুজ-যুগল দ্বারা উত্থাপন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন। তিনি কর্ণ ও সুবল-তনয়ের বাক্য সমস্ত শ্রবণানন্তর পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত ও ব্রীড়াপরীত-চিত্ত হইয়া তৎকালে নিতান্ত নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন এবং সুহৃদ্গণের সেই কথা শুনিয়া শোকাকুল-চিত্তে তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিলেন যে, "আমার ধর্ম্ম, ধন, সুখ, ঐশ্বর্য্য, ভোগ বা আজ্ঞা কিছুতেই প্রয়োজন নাই; এক্ষণে তোমরা গমন কর, আমার সঙ্কল্পে ব্যাঘাত দিও না। প্রায়োপবেশন বিষয়ে আমার এই মতি নিশ্চিতরূপে অবস্থিত রহিয়াছে; অতএব তোমরা সকলেই নগরে প্রস্থিত হইয়া আমার গুরুজনগণকে পূজা কর।" তাঁহারা এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া সকলেই সেই শক্রমর্দ্দন নরপতিকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভরতনন্দন রাজেন্দ্র! আপনার যে গতি, আমাদিগেরও সেই গতি হইবে; আপনার সঙ্গবিহীন হইয়া আমরা কি প্রকারে পুরে প্রবেশ করিব? বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুহৃদ্গণ, অমাত্য-বর্গ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও স্বজন-সমস্ত তাঁহাকে এইরূপ বহুপ্রকার উক্তি করিয়াও সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না। সেই রাজশার্দ্দূল ধৃতরাষ্ট্র-তনয় স্বর্গ-গমন-কামনায় স্থির নিশ্চয় হেতুক ভূতলে কুশাস্তরণ আস্তীর্ণ করিয়া সমুপবিষ্ট হইলেন এবং সলিলসংস্পর্শানন্তর শুচি, কুশ-চীরাম্বরধারী ও সংযত-বাক্য হইয়া বাহ্য অনুষ্ঠান পরিহারপূর্ব্বক কেবল মানসোপচারে আরাধন করত পরম নিয়ম অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর দেবগণকর্ত্তৃক পূর্ব্ব-বিনির্জ্জিত পাতালবাসী সেই ঘোরমূর্ত্তি দৈত্য ও দানবেরা তাঁহার সেই নিশ্চয় বোধগম্য করিয়া এবং স্বপক্ষের ক্ষয় হইবে জানিয়া, তখন দুর্য্যোধনের আহ্বান নিমিত্ত অগ্নি-বিস্তার-সাধ্য যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিল। উপনিষদে মন্ত্র ও জপ-সমাযুক্ত যে সমস্ত ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, মন্ত্র-বিশারদ ঋত্বিকেরা তৎকালে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের কথিত এবং অথর্ব্ব বেদ-প্রোক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা সেই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বেদবেদাঙ্গ পারগ, সুদৃঢ়-ব্রত-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ সুসমাহিত হইয়া অগ্নিতে মন্ত্রযুক্ত হবি ও ক্ষীর হবন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! সেই কর্ম্মের সিদ্ধি হইলে তৎকালে তথায় একটি মহাদ্ভুতা কৃত্যা, অর্থাৎ আজ্ঞাকারী দেবতা, মুখ ব্যাদান করত সমুত্থিতা হইল এবং 'আমাকে কি করিতে হইবে?' ইহাও বলিল, দৈত্যেরাও তাহাকে সুপ্রীতমানসে কহিল, "ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন কর।" সেই কৃত্যা "তাহাই হইবে," এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া প্রস্থিত হইল; যে স্থানে রাজা সুযোধন ছিলেন, নিমেষমাত্রে তথায় গমন করিল; রাজাকে গ্রহণপূর্ব্বক রসাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক দানবগণ সমীপে নিবেদন করিল। অনন্তর দানবেরা সেই নরপতি দুর্য্যোধনকে রাত্রিকালে আনীত দেখিয়া সমাগমপূর্ব্বক সকলেই প্রহৃষ্ট-

মানসে কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল-লোচন হইয়া তাঁহাকে অভিমান-সংযুক্ত এই বাক্যের উক্তি করিল।

দুর্য্যোধন-প্রায়োপবেশনে পঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দানবেরা কহিল, ভো ভরত-কুলোদ্বহ রাজেন্দ্র সুযোধন! তুমি শূর ও মহাত্মাকর্ত্তৃক নিয়ত পরিবৃত থাকিয়াও প্রায়োপবেশন-রূপ এই সাহসিক কর্ম্ম কি নিমিত্ত করিয়াছ? দেখ, আত্মত্যাগী ব্যক্তি অধোগামী হয় এবং অযশস্করী নিন্দাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার মত বুদ্ধিমান্ মানবেরা কখন মূলবিধ্বংসী, বহুল-পাপজনক, স্বার্থবিরুদ্ধ কর্ম্ম-সমুদায়ে লিপ্ত হন না। হে রাজন্! তুমি ধর্ম্মার্থ-সুখনাশিনী, যশঃ প্রতাপ-বীর্য্য-ঘাতিনী, শত্রুগণের হর্ষ-বর্দ্ধিনী এই মতি পরিত্যাগ কর। হে প্রভাব-সম্পন্ন নরপতে! তুমি আত্মার দিব্যতা ও শরীরের নির্ম্মাণ যথার্থরূপে শ্রবণ কর এবং তদনন্তর ধৈর্য্য প্রাপ্ত হও। হে রাজন্! পূর্ব্বে আমরা তপস্যা-দ্বারা তোমাকে মহেশ্বর হইতে লাভ করিয়াছি; হে অনঘ! তোমার সমুদায় পূর্ব্বকায় সমূহ বজ্র-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; সুতরাং উহা অস্ত্র ও শস্ত্র-সকলের অভেদ্য; অপিচ দেবী পার্ব্বতী তোমার শরীরের পশ্চিম ভাগটিকে পুষ্পময় করিয়াছেন; সুতরাং ঐ অংশটি রূপোৎকামিনীজন-মনোহর হইয়াছে। হে নৃপোত্তম! মহেশ্বর ও পার্ব্বতীকর্ত্তৃক তোমার দেহ এইরূপ বিরচিত হইয়াছে; অতএব হে রাজশার্দ্দূল! তুমি দিব্যপুরুষ, কদাচ মানুষ নহ। অপিচ ভগদত্তপ্রভৃতি অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন দিব্যাস্ত্র-বেত্তা ক্ষত্রিয়েরাও তোমার শত্রুসমস্ত সংহার করিবেন; অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না, তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই, যেহেতু তোমার সাহায্যের নিমিত্ত বীর্য্যশালী দানবেরা ধরাধামে উৎপন্ন হইয়াছে। অপর অসুরেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরে অনুপ্রবেশ করিবে; সেই সমস্ত অসুর-কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা দয়া পরিহার-পূর্ব্বক তোমার অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। হে কুরুসত্তম! দানবেরা তাঁহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরাত্মাকে সম্যক্রূপে আক্রমণ করিলে তাঁহারা স্নেহশূন্য হইয়া যৎকালে সমরে সংপ্রহারে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন না পুত্র, না ভ্রাতা, না পিতা, না বান্ধব, না শিষ্য, না জ্ঞাতি, না বালক, না বৃদ্ধ, কাহাকেও নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন না। চিত্ত কলুষীকৃত হওয়াতে সেই পুরুষ-শার্দ্দূলেরা হর্ষাবিষ্ট হইয়া স্নেহকে দূরে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বন্ধুদিগের প্রতি প্রহার করিবেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কার্য্যাকার্য্য-বিজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত বিমূঢ় হইয়া তাঁহারা বিধিনির্ম্মিত অদৃষ্ট-বশত "তুমি আর জীবিত থাকিতে আমার নিকটে নিষ্কৃতি পাইবে না" পরস্পর এইরূপ বিরুদ্ধ সম্ভাষণ ও শ্লাঘা প্রকাশ করত সর্ব্ব-প্রকার অস্ত্র শস্ত্র বিসর্জ্জন-দ্বারা পৌরুষে সমবস্থিত হইয়া জন ক্ষয় করিতে থাকিবেন। সেই দৈবযুক্ত, মহাবল-সম্পন্ন মহাত্মা পঞ্চ পাণ্ডবেরাও ইহাঁদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ইহাঁদিগের বিনাশও করিবেন। হে পার্থিব! ক্ষত্রিয়-যোনিতে সমুৎপন্ন দৈত্য ও রাক্ষসেরাও সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক গদা, মুষল, শূল ও নানাবিধ শস্ত্রজাত দ্বারা তোমার শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। হে বীর! তোমার অন্তঃকরণে অর্জ্জুন-নিবন্ধন যে ভয় আছে, তাহার প্রতিকার-বিষয়েও আমরা অর্জ্জুনের বধোপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছি। নিধন-প্রাপ্ত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছে; হে বীর্য্যশালিন্! সেই বিক্রম-গর্ব্বিত, যোধশ্রেষ্ঠ, মহারথ নরকাবতার কর্ণ পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত কেশব ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন এবং পার্থকে ও তোমার সমুদায় অরাতিগণকে সমরে পরাজিত করিবেন। বজ্রধারী পুরন্দর ইহা অবগত হইয়া সব্যসাচীর রক্ষার্থ ছল দ্বারা কর্ণের নিকট হইতে কুণ্ডল-যুগল ও কবচ হরণ করিয়া লইবেন; তন্নিমিত্ত এ বিষয়েও আমরা সেই সংশপ্তক-নামে সুবিখ্যাত শত শত সহস্র সহস্র দৈত্য ও রাক্ষসগণকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি; তাহারা বীর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুনকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিবে, অতএব তুমি শোক করিও না। হে নৃপতে! তুমি এই সমগ্র মহীমণ্ডল সম্ভোগ করিতে পারিবে, ইহাতে কেহই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না; অতএব বিষাদ প্রাপ্ত হইও না; বিষণ্ণ হওয়া তোমার উপযুক্ত নহে। হে কৌরব! তুমি বিনষ্ট হইলে আমাদিগের পক্ষ হীন হইয়া পড়ে; অতএব হে বীর! গমন কর, কোনক্রমে অন্য বুদ্ধি করিও না; কেন না, পাণ্ডবেরা যেমন দেবতাদিগের, সেইরূপ তুমিই আমাদের নিত্যকাল একমাত্র গতি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! দানব-প্রবর দৈত্যগণ সেই রাজ-কুঞ্জর দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্রবৎ সমাশ্বাসিত করিল এবং বহুতর প্রিয়বাক্য-সান্ত্বনদ্বারা তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করিয়া "যাও এবং জয়লাভ কর" এই বলিয়া গমনে অনুমতি দিল। মহাবাহু দুর্য্যোধন দৈত্যগণ-সমীপে বিদায় প্রাপ্ত হইলে, যে স্থলে তিনি তৎকালে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে সেই কৃত্যাই তাঁহাকে পুনরায় আনয়ন করিল। কৃত্যা সেই বীর্য্যসম্পন্ন নরপতিকে পুনর্ব্বার তথায় নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা-ক্রমে সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইল। হে ভারত! কৃত্যা গমন করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন তখন এই সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নস্বরূপ চিন্তা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, "আমি পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিব।" সুযোধন কর্ণকে ও সংশপ্তকদিগকে অমিত্রঘাতী সব্যসাচীর বিনাশেও নিযুক্ত ও সমর্থ বিবেচনা করিলেন। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবগণের বিনির্জ্জয়-বিষয়ে সেই দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের আশা এইরূপে বলবতী হইয়া উঠিল। কর্ণও নরকাসুরের অন্তরাত্মা-কর্ত্তৃক আবিষ্ট-চিত্ত ও অভিনিবিষ্ট-মনা হওয়াতে অর্জ্জুনের সংহার বিষয়ে তৎকালে ক্রূর মতি করিয়াছিলেন। সেই রাক্ষসাবিষ্টচেতা বীর্য্যসম্পন্ন সংশপ্তকেরাও রজোগুণ ও তমোগুণে আক্রান্ত হইয়া ফাল্গুনের বধাভিলাষী হইয়াছিল। হে বিশাম্পতে! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ-প্রভৃতিও দানবাক্রান্তচিত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহান্বিত হন নাই; পরন্তু রাজা দুর্য্যোধন একথা কাহার নিকটেও ব্যক্ত করেন নাই। নিশাবসানে বিকর্ত্তন-নন্দন কর্ণ অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে নরপতি দুর্য্যোধনকে এই হেতুযুক্ত বাক্য কহিলেন। "হে কৌরবেয়! গতাসু হইয়া কেহ শত্রু জয় করিতে পারে না, জীবিত থাকিলেই কল্যাণ-সমস্ত দেখিতে

পায়; মৃত ব্যক্তির ভদ্র কোথায়? এবং জয়ই বা কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব সংপ্রতি আপনার বিষাদ, ভয় বা মরণের সময় নহে।" ইহা কহিয়া সেই মহাভুজ ভুজ-যুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আরও বলিলেন, "রাজন্! গাত্রোত্থান করুন; কেন শয়ন করিয়া আছেন? কি জন্য শোক করিতেছেন? হে শত্রুহন্! আপনি বীর্য্যসহকারে শত্রুসকলকে প্রতাপিত করিয়া সংপ্রতি কি নিমিত্ত মৃত্যু ইচ্ছা করেন? যদি অর্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া আপনার ভয় জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সত্য করিয়া আপনার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সংগ্রামে অর্জ্জুনকে নিহত করিব। হে জনাধিপ! আমি আয়ুধ স্পর্শপূর্ব্বক দিব্য করিতেছি, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে আমি পৃথাপুত্রদিগকে অবশ্যই আপনার বশে আনিব।"

কর্ণের এই কথায়, দৈত্যগণের উপদেশে এবং দুঃশাসনাদির প্রণিপাতে সুযোধন গাত্রোত্থান করিলেন। সেই মনুজ-শার্দ্দূল দৈত্যদিগের সেই বাক্য শ্রবণে হৃদয়ে স্থির মতি করিয়া পরিশেষে অশ্ব, গজ ও রথনিকরে সমাকীর্ণা, পদাতিজন-সঙ্কুলা বাহিনী যোজনা করিলেন। হে রাজন্! যে কালে গগনমণ্ডল হইতে জলদজালের বিস্তার বিগত হয়, তখন পুণ্ডরীককাশকুসুমাদি শরৎকালীন লক্ষণ সমুদায়ের অল্প অল্প প্রকাশ হওয়াতে আকাশের যাদৃশী শোভা হইয়া থাকে; শ্বেতচ্ছত্র, ধবল পতাকা ও সুন্দর পাণ্ডরবর্ণ চামরনিকরে এবং রথ, হস্তী ও পদাতিপুঞ্জে নিরতিশয় সমাকীর্ণা ঐ মহতী সেনা গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় প্রস্থিতা হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! জনাধিপতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয় সুযোধন পরম শোভায় জাজ্বল্যমান হইয়া অধিরাজ-সমুচিত অঞ্জলিমালা গ্রহণ করিতে করিতে এবং দ্বিজেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক বহুবিধ জয়াশীর্ব্বাদদ্বারা স্তূয়মান হইতে হইতে কর্ণের ও দ্যূতদেবী শকুনির সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার দুঃশাসন প্রভৃতি সেই সমুদয় ভ্রাতারাই এবং ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লিক বিবিধাকার রথ এবং উত্তম উত্তম অশ্ব ও মাতঙ্গদ্বারা সেই প্রস্থানশীল নৃপতি-সিংহের পশ্চাদ্গামী হইলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই কুরূদ্বহগণ তখন অল্পকালের মধ্যেই স্বপুরে প্রবেশ করিলেন।

একপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মা পৃথা-তনয়েরা সেই দ্বৈতবনে বসতি করিতে থাকিলে মহাধনুর্দ্ধারী, সত্তম ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা কি করিয়াছিলেন; এবং বিকর্ত্তন-নন্দন কর্ণ, মহাবল শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, ইঁহারাই বা কি করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পার্থেরা উক্তরূপ অবস্থায় থাকিলে এবং সুযোধন পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক মোক্ষিত ও বিসর্জ্জিত হইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলে ভীষ্ম ঐ ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে এই কথা বলিলেন; "হে তাত! তোমার তপোবনে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছিলাম যে, তথায় গমন করা আমার অনুমোদিত হয় না; পরন্তু তুমি আমার অভিমত কার্য্য করিলে না। হে বীরন্! তাহাতেই তুমি শত্রু সকল-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বিমোচন প্রাপ্ত হইলে, তথাপি তোমার লজ্জা হইতেছে না। হে গান্ধারীনন্দন বিশাম্পাতে! সূতপুত্র তৎকালে গন্ধর্ব্বদিগের সংগ্রামে ভীত হইয়া তোমার ও তোমার সৈন্যদিগের সমক্ষেই পলায়ন করিয়াছিল। হে মহাবাহো নৃপাত্মজ রাজেন্দ্র! তুমি সসৈন্যে আর্ত্তনাদ করিবার সময়ে মহাত্মা পাণ্ডবদিগের বিক্রমও দেখিয়াছ এবং সূতপুত্র দুর্ম্মতি কর্ণের বিক্রমও প্রত্যক্ষ করিয়াছ হে ধর্ম্মবৎসল নৃপোত্তম! কর্ণ কি ধনুর্ব্বেদ, কি শৌর্য্য, কি ধর্ম্ম, কোন বিষয়েতেই পাণ্ডবগণের চতুর্থাংশেরও তুল্য নহে। অতএব হে সন্ধিজ্ঞ-প্রবর! এই কুলের উন্নতি নিমিত্ত আমি সেই মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিতেছি।" হে রাজন্! জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রতনয়, ভীষ্মকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করত শকুনলপুত্রের সহিত সহসা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে প্রস্থিত জানিয়া মহাধনুর্দ্ধারী কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতিও সেই মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনের অনুগামী হইলেন। হে রাজন! তখন কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সংপ্রস্থিত দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া স্বীয় নিবেশনে গমন করিলেন। মহারাজ! ভীষ্ম গমন করিলে পর জনেশ্বর দুর্য্যোধন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি এই প্রস্তাব করিলেন যে, সংপ্রতি কোন্ বিষয় আমাদিগের শ্রেয়স্কর হইতে পারে? কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে? এবং অদ্য আমরা যে হিতকর বিষয়ের মন্ত্রণা করিব, তাহা কি প্রকারে উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা? কর্ণ কহিলেন, হে কুরুনন্দন দুর্য্যোধন! আপনাকে আমি কথা বলিব, ইহা হৃদয়ঙ্গম করুন; দেখুন্ ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদিগের নিন্দা এবং পাণ্ডবদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে মহাবাহো নরেশ্বর! আপনার প্রতি দ্বেষ থাকাতে তিনি আমার প্রতিও দ্বেষ করিতে পারেন এবং আপনার সমীপে আমাকে নিয়ত নিন্দা করিয়াও থাকেন। অতএব হে অমিত্রকর্ষণ ভরত-নন্দন! সংপ্রতি আপনার সমক্ষে ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের যশ এবং আপনার নিন্দাঘটিত যে কথা বলিলেন, তাহা আমি কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারিব না। হে রাজন্! ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি শৈল, বন ও কানন সংবলিতা বসুন্ধরা পরাজয় করিব। বলশালী পাণ্ডবেরা চারিজনে মিলিয়া যে পৃথিবীকে জয় করিয়াছিল, আমি আপনার নিমিত্ত একাকীই তাহা বিজিত করিব, সন্দেহ নাই। যিনি অনিন্দার্হ ব্যক্তিকে নিন্দা করেন এবং প্রশংসার অযোগ্য-পাত্রকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই কুরুকুলাধম সুদুর্ব্বুদ্ধি ভীষ্ম তাহা সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করুন। অদ্য তিনি আমার বল দেখুন এবং আত্মাকে নিন্দা করিতে থাকুন। হে রাজন্! আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আপনার নিশ্চয়ই বিজয় হইবে; হে নরাধিপ! আমি আয়ুধস্পর্শপূর্ব্বক আপনার নিকটে সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

হে ভরত-প্রবর মহারাজ! কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর নরাধিপ দুর্য্যোধন পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবল! তুমি আমার হিতকার্য্যে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিলেও অদ্য আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম এবং অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। হে বীর! যখন সমুদয় শত্রুকুল দলন করা তোমার অভিমত হইতেছে, তখন তদর্থ নির্গত হও এবং তোমার ভদ্র হউক, আমাকেও কি করিতে হইবে

অনুশাসন কর।" হে অরিন্দম! মহাধনুর্দ্ধারী কর্ণ ধীসম্পন্ন দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক তৎকালে এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া যুদ্ধযাত্রার উপযোগী সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং শুভদৈবত নক্ষত্রে শুভ তিথিতে ও শুভ মুহূর্ত্তে শোভন মঙ্গল-দ্রব্যজাত-দ্বারা স্নাত এবং দ্বিজাতি ও অপরাপর জনগণ-কর্ত্তৃক আশীর্ব্বচনাদি দ্বারা প্রপূজিত হইয়া রথ-নির্ঘোষে চরাচর-সংবলিত ত্রৈলোক্য নিনাদিত করত নির্গত হইলেন।

কর্ণ-দিগ্বিজয়ে দ্বিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরত-প্রবর নৃপসত্তম! অনন্তর মহাযোদ্ধা কর্ণ বিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দ্রুপদরাজের রমণীয় নগর নিরুদ্ধ করিলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধদ্বারা সেই বীর্য্য-সম্পন্ন নরপতিকে স্ববশে আনিলেন এবং তাঁহাকে সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ রত্নজাত কর-স্বরূপে প্রদান করিতেও বাধ্য করিলেন। হে রাজেন্দ্র! রাধেয়, দ্রুপদরাজকে বিনির্জ্জিত করিবার পর তাঁহার অনুগত অন্য সমস্ত নরপালগণকেও বশীভূত ও কর-প্রদ করিলেন, অনন্তর উত্তরদিকে উপনীত হইয়া তত্রত্য নরাধিপগণকে বশে আনিলেন এবং ভগদত্তের পরাজয় সাধন-পূর্ব্বক শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশেষে মহাশৈল হিমালয় ভূধরে আরূঢ় হইলেন। তথায় সর্ব্বদিকে প্রস্থিত হইয়া তিনি হিমাচলনিবাসী নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া সকলকেই বশানুগত ও করপ্রদ করিলেন; পরে ঐ মহীধর হইতে অবতরণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিল, মাগধ ও কর্কখণ্ড, এই সমস্ত প্রদেশ আপনার বিষয়ে নিবেশিত করিয়া আবশীর, যোধ্য ও অহিক্ষত্র, এ কয়েকটিকেও তাহার অন্তর্গত করিয়া লইলেন। সূতনন্দন কর্ণ এইরূপে পূর্ব্বদিক্ বিনির্জ্জিত করিয়া বৎসভূমিতে উপনীত হইলেন। বৎসভূমি জয় করণানন্তর কেবলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলা, এ সমস্ত প্রদেশও বিনির্জ্জিত করিয়া সর্ব্বত্র কর আদায় করিলেন এবং তৎপরে দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়া মহারথ বাজন্যগণের পরাজয় সাধনানন্তর দাক্ষিণাত্যে রুক্মিরাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "হে রাজেন্দ্র! আপনার বল ও বিক্রম দ্বারা প্রীত হইলাম; আমি আপনার বিঘ্নাচরণ করিব না, কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলাম মাত্র; সংপ্রতি আপনি যাবৎ সংখ্যক হিরণ্য অভিলাষ করেন, আমি তাহা প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।" কর্ণ রুক্মিরাজের সহিত সমাগত হইয়া পাণ্ড্য-নরপতির নিকটে এবং শ্রীশৈলে গমন করিলেন। দক্ষিণদিকে মহীপতি কেরল, নীল, বেণুদারিপুত্র ও অন্যান্য যে সমস্ত নৃপসত্তম ছিলেন, তিনি সেই সমুদায় নরপতিগণকেই কর প্রদান করাইলেন। অনন্তর মহাবল শৈশুনন্দন, শিশুপালতনয়ের নিকটে গিয়া তাঁহাকে বিজিত করিলেন এবং তৎপার্শ্বস্থ অপর নরপতিবর্গকেও বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি অবন্তিদেশীয় ভূপালদিগকেও বশবর্ত্তী করিয়া এবং সন্ধিদ্বারা বৃষ্ণিদিগের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিমদিকও নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। সেই বীর্য্যবান্ বিনেতা ঐ বরুণ-সম্বন্ধীয় দিকে আগমনপূর্ব্বক তত্রত্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র ভূভাগ বিজিত করিয়া পশ্চিম ভূমিস্থ সমস্ত যবন ও বর্ব্বর নরপালবর্গকে কর-প্রদান করাইলেন এবং ম্লেচ্ছ, আটবিক ও পার্ব্বতীয়দিগের সহিত ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয় ও মালব-প্রভৃতি সমুদয় জাতিকে যেন হাস্য করিতে করিতে বিনির্জ্জিত করিয়া নগ্নজিৎ-প্রভৃতি মহারথগণসকলের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক যাবতীয় শশক ও যবনগণকেও বিজিত করিলেন।

এইরূপে সেই মহারথ পুরুষব্যাঘ্র, সমগ্র মহীমণ্ডল বিজয়-পূর্ব্বক বশানুগামী করিয়া হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন। মহারাজ! তখন জনাধিপতি দুর্য্যোধন পিতা ভ্রাতৃবর্গ ও বান্ধব-গণের সহিত প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সেই সমাগত মহাধনুর্দ্ধারী সমর-শোভী কর্ণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে এই বলিয়া তাঁহার সেই কর্ম্মটি নগর মধ্যে উদ্ঘোষিত করিয়া দিলেন যে, "হে কর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি না ভীষ্ম না দ্রোণ না কৃপ না বাহ্লিক কোন ব্যক্তি হইতেও যাহা প্রাপ্ত হই নাই, তাহা তোমা হইতে লাভ করিলাম। হে মহাবাহো সত্তম! অধিক বলিবার আর প্রয়োজন কি, তুমি কেবল আমার এই বাক্যটি শ্রবণ কর যে, তোমাকে সহায়প্রাপ্ত হওয়াতে আমি যথার্থ সহায়বান্ হইলাম। হে পুরুষ-শার্দ্দূল! সমুদয় পাণ্ডবগণ অথবা নিরতিশয় অভ্যুদয়-সম্পন্ন অন্য অন্য রাজন্য সকল তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য নহেন; অতএব হে মহাধনুর্দ্ধারিন্ কর্ণ! বজ্রধারী পুরন্দর যেমন অসুর-কুল পরাজয় করণান্তে অদিতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি যশস্বিনী গান্ধারীকে এবং সেই ধৃতরাষ্ট্রকে অদ্য সন্দর্শন কর।" হে বিশাম্পতে! অনন্তর হস্তিনা নগরে বহুল হলহলা শব্দ ও হাহাকার ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে জনাধিপ! তথায় কোন কোন নরপতি কর্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অপরে তাঁহার নিন্দা করিতে থাকিলেন; কেহ কেহ বা মৌনভাব অবলম্বন করিয়াও রহিলেন। হে মহীশ্বর অরিন্দম রাজেন্দ্র! শস্ত্রধারি-প্রবর সূত-নন্দন বীর্য্যবান্ কর্ণ এইরূপে অনতিদীর্ঘ কাল-মধ্যে পর্ব্বত, বন, গিরিকানন-মধ্য-ভূমি, সমুদ্র ও ক্ষেত্র-সমস্ত-সংবলিতা এবং পত্তন, নগর, দ্বীপ ও অনূপ-পরিকীর্ণ নানাবিধ দেশ-নিকরে পরিপূর্ণা পৃথিবী বিজয়ানন্তর পার্থিবগণকে বশে আনিয়া অক্ষয় ধন সংগ্রহ-পূর্ব্বক নরপতি দুর্য্যোধন সমীপে উপনীত হইলেন; পরে রাজভবনের অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া গান্ধারী সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে সন্দর্শন করিলেন। হে নরব্যাঘ্র! সেই ধর্ম্মজ্ঞ, পুত্রের ন্যায় তাঁহার চরণ-যুগল গ্রহণ করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। হে ভারত! সেই অবধি রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনি মনে করিলেন, পার্থেরা সমরে কর্ণ-কর্ত্তৃক নির্জ্জিতই হইয়াছে।

কর্ণ-দিগ্বিজয়ে ত্রিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনাধিপ! পরবীরহন্তা সূত-নন্দন কর্ণ পৃথিবী জয় করিবার পর দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন।

কর্ণ কহিলেন, হে কুরুনন্দন অরিন্দম দুর্য্যোধন! আপনাকে আমি যে কথা বলিব, ইহা হৃদয়ঙ্গম করুন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া সমুদায় তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। হে বীর

নৃপোত্তম! সংপ্রতি সমগ্র মহীমণ্ডল আপনার অধিকৃত হইল; ইহাতে কেহই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এক্ষণে আপনি হতশক্র ও মহামনা শক্রের ন্যায় ইহা পালন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া রাজা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "হে পুরুষর্ষভ! তুমি যাহার সহায় ও অনুরক্ত, তাহার কিছুই দুর্ল্লভ নাই। আমার হিত-সাধনার্থ তুমি সর্ব্বতোভাবে উদ্যত আছ; পরন্তু আমার যে অভিপ্রায় হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। হে ...নন্দন! যুধিষ্ঠিরের ক্রতুশ্রেষ্ঠ মহৎ রাজসূয় দেখিয়া তদর্থে ...র স্পৃহা জন্মিয়াছে; অতএব সেই অভিলাষটী তুমি ...করিয়া দাও। এইরূপ কথিত হইলে পর কর্ণ, রাজাকে ...কথা বলিলেন, হে কুরুপ্রবর নৃপোত্তম! সংপ্রতি সমস্ত ...তিগণ আপনার বশবর্ত্তী হইয়াছেন, অতএব আপনি ...ন্দে দ্বিজবরদিগকে আহ্বান করুন এবং যজ্ঞোপকরণ ও ...পর সম্ভারসকলও সম্ভৃত হউক। হে অরিন্দম রাজেন্দ্র! ...দ-পারগ যথোক্ত ঋত্বিজেরা সমাহূত হইয়া শাস্ত্রানুসারে ...পনার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করুন। হে ভরতর্ষভ! ...পনারও বহুল-অন্ন-পান-সংযুক্ত, সুসমৃদ্ধ অঙ্গ-সমস্ত ...ন্বিত মহাযজ্ঞ আরব্ধ হউক।

হে বিশাম্পতে! কর্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দুর্য্যো-... পুরোহিতকে আনাইয়া এই কথা বলিলেন যে, আমার নিমিত্ত আপনি উৎকৃষ্ট দক্ষিণা-সম্পন্ন ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় ন্যায়ে ও যথাক্রমে আহরণ করুন। নরপতির এই বাক্য শ্রবণে সেই দ্বিজসত্তম তাঁহাকে কহিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ নৃপোত্তম! যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান থাকিতে আপনার কুলে সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে পারিবে না। বিশেষত আপনার পিতা দীর্ঘায়ু নরপতি ধৃতরাষ্ট্র জীবিত রহিয়াছেন; এ নিমিত্তও এ যজ্ঞটি আপনার বিরুদ্ধ হইতেছে। পরন্তু রাজসূয়-সদৃশ অপর একটি মহৎ সত্র আছে; হে প্রভো রাজেন্দ্র! আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং তদ্বিষয়ে আমার এই বাক্যও শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! এই যে, ভূমিপালগণ আপনার করপ্রদ হইয়াছেন, তাঁহারা বিকৃত ও অবিকৃত সুবর্ণ আপনাকে কর-স্বরূপে প্রদান করুন। হে নৃপসত্তম ভারত! সেই সুবর্ণদ্বারা সংপ্রতি আপনার লাঙ্গল প্রস্তুত হউক এবং সেই লাঙ্গলে আপনার যজ্ঞায়তনের ভূমি কর্ষিত হউক। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সুবর্ণ লাঙ্গলকৃষ্ট পরিসরের উপরে আপনার প্রভূত-অন্নসংযুক্ত সুসংস্কৃত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে আরব্ধ হউক। আপনার এই যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ; যথার্থ সাধু পুরুষেরাই ইহার অধিকারী হন। পুরাতন বিষ্ণু ব্যতিরেকে অগ্রে আর কেহই এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই। হে ভারত! এই মহাক্রতু, ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের প্রতি স্পর্দ্ধা করে; ইহা আমাদিগের স্পৃহণীয়, আপনারও শ্রেয়স্কর এবং বিনা বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইবারও বিষয়; সুতরাং ইহাতে আপনার স্পৃহা ফলবতী হইতে পারিবে।

সেই বিপ্রগণকর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া মহীপতি দুর্য্যোধন কর্ণকে, সুবল-তনয়কে এবং ভ্রাতৃবর্গকে এই কথা বলিলেন, "ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে, আমার সম্পূর্ণ রুচি হইতেছে, সন্দেহ নাই; অতএব তোমাদিগের যদি ইহা রুচিকর হয়, তবে অবিলম্বে ব্যক্ত কর।" নরাধিপের এই আদেশে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে "তাহাই হউক," এই কথা বলিলেন। হে নৃপপ্রবর! অনন্তর রাজা যথাক্রমে নানা কার্য্য-নিষ্ঠ ব্যক্তিসকলকে নিজ নিজ ব্যাপার সম্পাদনে সমাদেশ করিলেন; লাঙ্গলের বিরচনবিষয়েও সমুদায় শিল্পিগণ আদিষ্ট হইল; এবং সর্ব্বপ্রকার আয়োজনও যথোক্তরূপে ও যথাক্রমে নিষ্পাদিত হইল।

চতুঃপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমুদয় শিল্পিগণ, প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর দুর্য্যোধনকে নিবেদন করিলেন, "রাজন্! ক্রতুবরের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, সুবর্ণময় মহামূল্য দিব্য লাঙ্গল নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যজ্ঞের কালও উপস্থিত হইয়াছে। হে বিশাম্পতে! নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র-তনয় ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রতুরাজের আরম্ভ বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই প্রভূত-অন্নসংযুক্ত সুসংস্কৃত যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইল এবং গান্ধারী-নন্দন শাস্ত্র ও ক্রমানুসারে তাহাতে দীক্ষিতও হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, মহাযশা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী, ইঁহারা সকলেই বিপুল-হর্ষানুভব করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ভূমিপাল ও ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণার্থে শীঘ্রগামী দূতসকলও প্রেরিত হইল। সেই দূতসকল ত্বরিত-বাহনান্বিত হইয়া নিজ নিজ উদ্দেশানুসারে প্রস্থান করিল; তন্মধ্যে প্রস্থানোন্মুখ কোন দূতকে দুঃশাসন এই কথা বলিলেন যে, তুমি শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়া পাপপুরুষ পাণ্ডবদিগকে এবং সেই বনে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগকেও যথান্যায়ে নিমন্ত্রণ কর। দূত, পাণ্ডবগণসমীপে গমনপূর্ব্বক সকলকেই প্রণাম করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে কহিল, মহারাজ! কুরুসত্তম নৃপোত্তম দুর্য্যোধন নিজ-বার্য্যোপার্জ্জিত প্রভূত অর্থজাত প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন। হে রাজন্! তথায় রাজবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ নানা স্থান হইতে গমন করিতেছেন; সেই নিমিত্তই মহাত্মা কুরুনন্দনকর্ত্তৃক আমি প্রেষিত হইয়াছি। জনাধিপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছেন; অতএব আপনারা রাজার মনোভিলষিত সেই যজ্ঞ সন্দর্শন করুন। অনন্তর নৃপশার্দ্দূল রাজা যুধিষ্ঠির দূতোক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন রাজা সুযোধন সৌভাগ্যক্রমে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমরাও তথায় উপগত হইব, কিন্তু এক্ষণে কোনক্রমে যাইব না; কেননা ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া ভীম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ নরপতি যুধিষ্ঠির তখনই তথায় যাইবেন, যখন অস্ত্রশস্ত্র-প্রদীপ্ত হুতাশনের উপরে তাঁহাকে নিপাতিত করিবেন। তুমি সেই সুযোধনকে এই কথা বলিও যে, "নরাধিপ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বর্ষের পর যখন সমরযজ্ঞে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উপরে ক্রোধহবি বিমোক্ষণ করিবেন, তখনই আমি আসিব।"

হে রাজন্! অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কিছুমাত্র অপ্রিয় কথা বলিলেন না এবং দূতও, যেরূপ ঘটিয়াছিল, দুর্য্যোধনকে তাহাই নিবেদন করিল। অনন্তর নানা জনপদেশ্বর নরবরগণ

ও মহাভাগ ব্রাহ্মণসকল সুযোধন-সদনে আগমন করিলেন এবং যথাশাস্ত্র, যথাবিধি ও যথাক্রমে আরাধিত হইয়া পরম হর্ষান্বিত ও প্রীত হইতে লাগিলেন। সকল কৌরবগণে পরিবৃত নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রও মহাহর্ষাবিষ্ট হইয়া বিদুরের প্রতি আদেশ করিলেন, "ক্ষত্তঃ! যজ্ঞশালার সমুদায় লোকে যাহাতে অন্নসম্পন্ন হইয়া সুখী ও তৃপ্ত হইতে পারে, তুমি শীঘ্র তাহার বিধান কর।" হে অরিন্দম! ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্যাবান বিদুর তাঁহার সেই আদেশ অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বজাতীয় লোকদিগকে প্রমাণানুসারে পূজা করিলেন। যাহাতে সকলেরই হর্ষ জন্মিতে পারে, তিনি এতাদৃশ ভক্ষ্য, পেয়, অন্ন, পান, সুগন্ধ মাল্যদান ও বিবিধ বস্ত্রদ্বারা সকলকেই সংযোজিত করিলেন। বীর্য্যসম্পন্ন রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন বাসস্থান-সমস্ত নির্ম্মাণপূর্ব্বক সমাগত সহস্র সহস্র ও নরপতি ব্রাহ্মণগণকে শাস্ত্র ও ক্রমানুসারে সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে বিবিধ ধনদানানন্তর বিসর্জ্জন করিলেন। সমুদয় রাজগণকে বিদায় করিবার পর তিনি ভ্রাতৃবর্গে পরিবারিত হইয়া কর্ণ ও শকুনিপ্রভৃতির সহিত হাস্তিনপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন মহাশরাসন রাজসত্তম দুর্য্যোধনের পুরপ্রবেশ সময়ে স্তুতিপাঠক ও অন্যান্য লোকেরা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। পুরবাসী জনগণ তাঁহাকে লাজ ও চন্দন-চূর্ণদ্বারা বিকীর্ণ করিয়া বলিতে থাকিল, "হে নরপতে! ভাগ্যক্রমে আপনার এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল।" পরন্তু তন্মধ্যে বাতোপহত-চিত্ত অপর কতকগুলি উচিত-বক্তা লোক সেই মহীপতিকে বলিতে লাগিল যে, আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের তুল্য হয় নাই; অধিক কি, ইহা সেই যজ্ঞের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে।

কোন কোন বাতপ্রধান লোকে সেই জনেশ্বরকে তথায় এইরূপ বলিল; পরন্তু তাঁহার সুহৃদেরা তদ্বিষয়ে বলিতে লাগিল যে, "এই যজ্ঞ অপর সমুদয় যজ্ঞকে অতিক্রম করে; যযাতি, নহুষ, মান্ধাতা ও ভরত, ইহাঁরা সকলেই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন।" হে ভরতর্ষভ! নরাধিপ দুর্য্যোধন সুহৃদ্গণের এই সমস্ত শোভন বচন শ্রবণ করিতে করিতে হর্ষাবিষ্ট হইয়া নগরে ও স্বীয় সদনে প্রবেশ করিলেন। হে বিশাম্পতে! অনন্তর পিতা মাতার, ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-প্রভৃতির ও ধীমান্ বিদুরের চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া সেই ভ্রাতৃ-নন্দন, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইলেন এবং ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া অনুত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ! তখন কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যক্রমে আপনার এই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। হে নরপ্রবর! পার্থেরা সমরে নিহত হইলে পর আপনি তাহাদিগের ন্যায় রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিলে, আমি পুনর্ব্বার আপনাকে সভাজিত করিব।"

কর্ণের এই কথায় মহাযশা মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহাকে বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহা সত্যই বলিয়াছ; হে বীর! দুরাত্মা পাণ্ডবেরা নিহত হইলে যখন আমার মহাক্রতু রাজসূয় সমাপ্ত হইবে, তখন এইরূপে তুমি পুনরায় আমাকে সংবর্দ্ধিত করিবে।" মহারাজ! কুরুনন্দন দুর্য্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই নৃপসত্তম, পার্শ্বস্থ কৌরবদিগকেও বলিলেন, "হে কৌরবগণ! কবে আমি সমুদয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করিয়া সেই মহাধন-সাধ্য ক্রতুবর রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিব!" তখন কর্ণ তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজকুঞ্জর! আমার কথা শ্রবণ করুন; যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে নিহত না করিব, তদবধি আমি অন্য কাহারও দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করাইব না; মাংস ভক্ষণ করিব না; অসুরব্রতের আচরণ, অর্থাৎ মদ্যপান-পরিত্যাগ করিব; এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে যাচ্ঞা করিবে, তাহাকে "নাই" একথা কোনক্রমে বলিব না। কর্ণ, সংগ্রামে অর্জ্জুনের বধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, মহাশরাসন মহারথ কৌরবেরা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা পাণ্ডবদিগকে বিজিত বলিয়াই অবধারণ করিলেন। হে ভারত! প্রভাসম্পন্ন শ্রীমান্ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন নরবরগণকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কুবের যেমন চৈত্ররথ উদ্যানে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই মহাধনুর্দ্ধারী নরেন্দ্রেরাও নিজ-নিজ ভবনে গমন করিলেন। এদিকে মহাকোদণ্ড পাণ্ডবেরা দূতবাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই বিষয়ের চিন্তা করত কিছুতেই আর সুখলাভ করিতে পারিলেন না। হে রাজেন্দ্র! অর্জ্জুনের বধ-বিষয়ে কর্ণের যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, তাহার সমাচারও আবার চারগণ দ্বারা তাঁহাদিগের নিকটে প্রেরিত হইল। হে নরাধিপ! উহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। অভেদ্য কবচান্বিত কর্ণকে অদ্ভুত বিক্রমশালী জ্ঞান করিয়া এবং আপনাদিগের নিরতিশয় ক্লেশসমস্ত অনুস্মরণ করিয়া তিনি কোনক্রমেই আর শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। সেই চিন্তাপরীত মহাত্মার বহুল হিংস্রজন্তুসংকুল-সমাকীর্ণ দ্বৈতবনারণ্য পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প হইল। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র নরপতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গ ও ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-প্রভৃতি বীরগণের সহিত পৃথিবী প্রশাসন করিতে লাগিলেন। সমর-শোভী সূত-নন্দন কর্ণের সাহায্যে তিনি মহীপালগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে সতত বর্ত্তমান থাকিয়া প্রচুর-দক্ষিণান্বিত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানদ্বারা দ্বিজেন্দ্রদিগের পূজা করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! সেই বীর্য্যসম্পন্ন পরন্তপ, "দান ও ভোগ, উভয়ই ধনের ফল," ইহা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া সোদরগণেরও প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ষট্পঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, মহাবল পাণ্ডু-পুত্রেরা দুর্য্যোধনকে বিমোচিত করিয়া সেই বনমধ্যে কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নিশাভাগে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে দ্বৈতবনস্থ কতকগুলি মৃগ বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠ হইয়া তাঁহার স্বপ্নের চরমাবস্থায় আত্ম-প্রদর্শন করিল। সেই রাজেন্দ্র শ্রী কৃতাঞ্জলি কম্পিত-কলেবর মৃগনিকরকে কহিলেন, তোমরা কে? কি ইচ্ছা কর? তোমাদের যে কিছু বলিবার বাসনা থাকে, বল। দ্বৈত-

বনের সেই হতাবশিষ্ট মৃগগণ, পাণ্ডু-তনয় যশস্বী যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, হে ভারত! আমরা দ্বৈতবনের হতাবশিষ্ট মৃগ। হে মহারাজ! আপনারা বাস পরিবর্ত্তন করুন, নতুবা আমরা উৎসন্ন হই। আপনারা সকলেই শূর ও অস্ত্র-বিশারদ; সুতরাং আপনারা কয় ভ্রাতায় অরণ্যচারী মৃগগণের কুলসমস্ত অল্পাবশিষ্ট করিয়াছেন। হে মহামতে রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! আমরা কয়েকটি কেবল বীজস্বরূপ অবশিষ্ট আছি; অতএব আপনার প্রসাদে যাহাতে আমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই, তাহা করুন। সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে নিরত মহীপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বীজমাত্রাবশেষিত, বিত্রস্ত ও কম্পিতদেহ মৃগসকলকে দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখার্ত্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, ভাল, তোমরা যেরূপ বলিতেছ, আমি সেইরূপই করিব। এইপ্রকারে প্রতিবুদ্ধ হওয়ায় সেই রাজসত্তম, মৃগগণের প্রতি দয়াপন্ন হইয়া, নিশাবসানে সমবেত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হতাবশিষ্ট মৃগেরা রজনীতে আমাকে স্বপ্নের চরমাবস্থায় এই কথা বলিয়াছে যে, 'আমরা কুলসন্ততির বীজস্বরূপ অবশিষ্ট আছি; অতএব আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমাদিগের প্রতি দয়া করুন।' একথা তাহারা সত্যই বলিয়াছে; বনচারী মৃগদিগের প্রতি আমাদিগের দয়া করা কর্ত্তব্য; কেননা এক বৎসর আটমাস হইল, আমরা ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছি। অতএব চল, এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই বহুমৃগাকীর্ণ, তৃণবিন্দু সরোবরের সন্নিহিত মরুভূমির শিরোভাগ বলিয়া বিখ্যাত, পরম রমণীয়, কাননোত্তম কাম্যকারণ্যে বনবাসের অবশিষ্ট কাল বিহরণ করত চিত্তরঞ্জন করি। হে রাজন্! অনন্তর সেই ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবেরা ইন্দ্রসেনাদি ভৃত্যগণকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও অন্যান্য সহবাসী ব্যক্তিবর্গের সহিত তখন শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। যাহাতে পূর্ব্বাবধি লোকের গতিবিধি আছে এবং যাহা বিশুদ্ধ জল ও উত্তম অন্নসম্পন্ন, এরূপ পথসকল দ্বারা গমন করিয়া পরিশেষে তাঁহারা পবিত্র কাম্যকাশ্রম সন্দর্শন করিলেন। পুণ্যবান্ মানবগণ যেমন স্বর্গধামে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ সেই তপস্যান্বিত ভরতপ্রবর কৌরবেরা দ্বিজবর-নিকরে পরিবৃত হইয়া তৎকালে সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! সেই বনবাসী মহাত্মা পাণ্ডবদিগের একাদশবৎসর অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল। সুখসম্ভোগের যোগ্য হইলেও সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা ফলমূলাশী হইয়া অবস্থার সমুচিত জ্ঞান করত নিরতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। মহাবাহু রাজর্ষি নরপতি যুধিষ্ঠির, আপনার কর্ম্মদোষেই ভ্রাতৃগণের অনুত্তম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা চিন্তা করত এবং দ্যূতকালসম্ভূত সেই দৌরাত্ম্য প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করত হৃদয়ে যেন সমূহ শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। সূতপুত্রের কঠোর বাক্যসমস্ত সম্যক্রূপে স্মরণ করত সেই পাণ্ডুনন্দন প্রচণ্ড রোষবিষ সংযত করিয়া দীনভাবে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। অর্জ্জুন নকুল সহদেব যশস্বিনী দ্রৌপদী ও সকলের মধ্যে উত্তম বলশালী সেই মহাতেজা বৃকোদর, সকলেই যুধিষ্ঠিরের মুখাবেক্ষণ করত অনুত্তম দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। আর অল্পকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে মনে করিয়া সেই পুরুষপ্রবরেরা তৎকালে উৎসাহ, অমর্ষ ও বহুতর চেষ্টাদ্বারা শরীরকে যেন অন্য প্রকার করিয়া তুলিলেন। অনন্তর কিয়ৎকালের পর সত্যবতীনন্দন মহাযোগী বেদব্যাস পাণ্ডবদিগকে অবলোকন করিবার বাসনায় তথায় সমাগত হইলেন। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই মহাত্মাকে আগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিলেন। সেই পাণ্ডবনন্দন প্রণিপাত দ্বারা ব্যাসকে পরিতুষ্ট করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর, সংযতেন্দ্রিয় ও শুশ্রূষু হইয়া তৎসমীপে উপবিষ্ট হইলেন। সেই পৌত্রেরা বনমধ্যে বন্য-ফলমূলাদিদ্বারা জীবন ধারণ করত কৃশাঙ্গ হইয়াছেন দেখিয়া, মহর্ষি অনুকম্পায় বাষ্পগদ্গদস্বরে এই কথা বলিলেন, হে ধর্ম্মধারিপ্রবর মহাবাহো যুধিষ্ঠির! শ্রবণ কর; তপশ্চরণবিহীন মানবেরা লোকে মহৎ সুখ প্রাপ্ত হয় না। হে পুরুষর্ষভ! পুরুষ পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই অনন্তসুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরম-ধীশক্তি-সংযুক্ত প্রজ্ঞাবান্ মানব সুখ-দুঃখের উদয় ও বিলয়ের অভিজ্ঞ হওয়াতে সুখেও হর্ষাবিষ্ট হন না এবং দুঃখেও শোক করেন না। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবে এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা সহ্য করিবে; শস্য সকলের মধ্যে যে কালে যাহার উৎপত্তি হয়, কৃষিজীবী ব্যক্তি তৎকালে তাহারই যেমন সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ কালপ্রাপ্ত অনুসারেই উপাসনা করিবে। হে ভারত! তপস্যার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন আর নাই; তপস্যাদ্বারা লোকে মহৎ ফল লাভ করে; তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, ইহা তুমি নিশ্চয় বোধগম্য কর। হে মহারাজ! সত্য, সারল্য, ক্রোধরাহিত্য, সংবিভাগ, দম, শম, অনসূয়া, অহিংসা শুদ্ধাচার ও ইন্দ্রিয়সংযম এই কয়েকটি গুণ পুণ্যকর্ম্মা মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকে। পশুমার্গপরায়ণ অধর্ম্মরুচি মূঢ় লোকেরা কষ্টযোনি প্রাপ্ত হইয়া কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারে না। ইহলোকে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা পরলোকে উপভুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তপস্যা ও নিয়মদ্বারা শরীরকে সংস্কৃত করিবে। হে রাজন! মাৎসর্য্যবিহীন ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া উপযুক্তকালে ও উপযুক্তপাত্রে সম্যক্ পূজা ও প্রণতিপূর্ব্বক যথাশক্তি দানও করিবে। সত্যবাদী ব্যক্তি আয়াস-পরিশূন্য আয়ু, অক্রোধী পুরুষ সরলতা এবং অসূয়াহীন মনুষ্য পরমশান্তি লাভ করেন। দমসম্পন্ন মানব নিরন্তর শমপরায়ণ হওয়ায় কদাচ ক্লেশ পান না; অপিচ দান্তাত্মা পুরুষ পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কোনক্রমে পরিতপ্ত হন না। সংবিভক্তা, দাতা, ভোগবান ও সুখবান্ মানব অহিংসক হন এবং পরম আরোগ্যও লাভ করেন। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ মান্য লোকের মানয়িতা হন, মহাকুলে জন্ম লাভ করেন এবং ব্যসন সমুদায়ে কদাচ সংযুক্ত হন না; কেন না, যাঁহার বুদ্ধি শুভপক্ষপাতিনী, তিনি কালধর্ম্মে সংযুক্ত অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরীণ শুভবুদ্ধিযোগে পুনর্ব্বার শুভমতি হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে! দানধর্ম্ম সমস্ত ও তপস্যা এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি পরলোকে সমধিক গুণসম্পন্ন হয় এবং কোন্টিকেই বা দুষ্কর বলা যায়?

ব্যাস কহিলেন, বৎস! পৃথিবীতে দান অপেক্ষা অধিক দুষ্কর আর কিছুই নাই; দেখ, অর্থে মহতী স্পৃহা জন্মে এবং তাহা দুঃখে লব্ধ হইয়া থাকে। হে মহামতে! প্রজ্ঞাবান্ মানবেরাও ধনের নিমিত্ত প্রিয়তম প্রাণসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সাগরে ও অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়। ধনার্থী হইয়া কোন কোন লোক কৃষি ও পশুপালন কর্ম্ম অবলম্বন করে, কেহ কেহ বা পরের প্রেষ্য হইয়াও থাকে, অতএব দুঃখার্জ্জিত অর্থের পরিত্যাগ নিতান্তই সুদুষ্কর। যখন দান অপেক্ষা অধিকতর দুষ্কর আর কিছুই প্রতীত হয় না, তখন আমার মতে দানই শ্রেষ্ঠ; পরন্তু এ বিষয়ে এই বিশেষ জানিতে হইবে যে, ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ, উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত দেশে, সাধুদিগকে দান করিবে। অন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা যে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ঐ দানকর্ত্তাকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। হে যুধিষ্ঠির! যোগ্যকালে ও যোগ্যপাত্রে বিশুদ্ধমনে প্রদত্ত হইলে স্বল্পমাত্র দানও পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। মুদ্গল ঋষি দ্রোণ পরিমিত-ধান্যদান জন্য যে ফল পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপে উল্লিখিত হয়।

অষ্টপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! সেই মহাত্মা কি নিমিত্ত কাহাকে এবং কিরূপ বিধানে দান করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন; কেননা আমার বোধ হইতেছে, প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগবান্ যাঁহার কর্ম্ম সকল দ্বারা তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সাধুধর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষের জন্ম সফল হইয়াছিল। ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে একজন সত্যবাদী, অসূয়া-বিহীন, সংযতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা ঋষি ছিলেন। কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলে যে সকল মঞ্জরী ও বীজ অবশিষ্ট থাকিত, তৎসমুদায় আহরণ করাই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। সেই মহাতপা মুনি ঐরূপ কপোতবৎ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও অতিথিসৎকারব্রত, ইষ্টীকৃতনামক যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি পুত্রকলত্রের সহিত পক্ষাহারী হইয়া অপর এক পক্ষকাল উক্ত প্রকার কপোতবৃত্তিদ্বারা ব্রীহিদ্রোণ অর্থাৎ এক আঢ়ক ধান্য উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে তিনি মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া দর্শ ও পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত দেবতা ও অতিথিদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নদ্বারা দেহ পালন করিতেন। মহারাজ! ত্রিভুবনেশ্বর সাক্ষাৎ পুরন্দর অমরগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রতি পর্ব্বকালে তাঁহার যজ্ঞীয় অংশ গ্রহণ করিতেন। সেই মুনিবৃত্তিসমন্বিত মুদ্গল পর্ব্বকাল উপলক্ষে প্রহৃষ্টচিত্তে অতিথিগণকে অন্নপ্রদান করিতেন। মাৎসর্য্য বিনির্ম্মুক্ত অন্ন দান করাতে ঐ মহাত্মার ব্রীহিদ্রোণের অবশিষ্ট অংশ অতিথি দর্শন মাত্রেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। মুনির ত্যাগবিষয়ে বিশুদ্ধিবশত সেই অন্ন এত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত যে, মনীষাসম্পন্ন শত শত ব্রাহ্মণেরাও তাহা ভোজন করিতে পারিতেন।

হে পাণ্ডুনন্দন নরপতে! উন্মত্তের ন্যায় অনিয়ত-বেশধারী, কেশপরিশূন্য, দিগ্বাসা দুর্ব্বাসা মুনি, সেই সংশিতব্রত ধর্ম্মিষ্ঠ মুদ্গলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, বহুবিধ পরুষবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তৎসমীপে আগমন করিলেন। তদনন্তর ঐ মুনিসত্তম সেই বিপ্রকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহা আপনি অবধারণ করুন। অতিথিব্রতী সংযমশালী মুদ্গল তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন, "আপনার শুভাগমন হউক।" তৎপরে তিনি পাদ্য ও আচমনীয় প্রতিপাদনপূর্ব্বক পরম-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই ক্ষুধাবিষ্ট উন্মত্ত মুনিকে তপস্যার্জ্জিত উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। অনন্তর ক্ষুধান্বিত উন্মত্ত দুর্ব্বাসা সেই সুস্বাদু অন্ন সমুদায়ই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন এবং মুদ্গলও তাঁহাকে পুনরায় অর্পণ করিলেন। এইরূপে মুদ্গলের সমস্ত অন্ন ভোজন করিবার পর দুর্ব্বাসা তাঁহার উচ্ছিষ্ট দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ অনুলেপন করিলেন এবং যে ভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই গমন করিলেন। ঐরূপ দ্বিতীয় পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে তিনি পুনরায় আসিয়া উঞ্ছোপজীবী মনীষী মুদ্গল মুনির সমস্ত অন্নভক্ষণ করিলেন। মুদ্গল নিরাহার থাকিয়াই পুনর্ব্বার উঞ্ছ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তথাপি ক্ষুধা তাঁহাকে বিকার-প্রাপ্ত করিতে পারিল না। পুত্র ও কলত্রের সহিত উঞ্ছাচরণে প্রবৃত্ত ঐ দ্বিজোত্তমের মানসে না ক্রোধ, না মাৎসর্য্য, না অবমান, না আবেগ, কিছুই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না।

তাঁহার উক্তপ্রকার উঞ্ছ-ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা কৃতনিশ্চয় হইয়া পর্ব্বকালানুসারে ছয়বার তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন, তথাপি তদীয় অন্তঃকরণের কিছুমাত্র বিকার দেখিতে পাইলেন না; শুদ্ধসত্ত্ব মুদ্গলের নির্ম্মল মনকে তিনি শুদ্ধই অবলোকন করিলেন। তাহাতে প্রীত হইয়া তিনি পরিশেষে সেই মুদ্গলকে এই কথা বলিলেন যে, আপনার সদৃশ মাৎসর্য্যবিহীন দাতা এই ভূলোকে মধ্যে আর কেহই নাই। দেখুন, বুভুক্ষা ধর্ম্মবুদ্ধিকে দূরে অপসারিত করে এবং ধৈর্য্যকেও হরণ করিয়া লয়; রসানুসারিণী জিহ্বা পুরুষকে রস-সকলের প্রতিই আকর্ষণ করিতে থাকে; আহার হইতে প্রাণ-সমস্ত ধৃত হয়; মন স্বভাবতই চঞ্চল; সুতরাং তাহাকে নিগৃহীত করা সহজ নহে; মন ও ইন্দ্রিয় সকলের যে একাগ্রতা, তাহাই তপস্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; পরিশ্রম দ্বারা যে বস্তু উপার্জ্জিত হয়, শুদ্ধচিত্তে তাহা পরিত্যাগ করা অতীব কষ্টসাধ্য; কিন্তু হে সাধো! আপনি তৎসমুদায় যথাবৎ উপপাদিত করিয়াছেন। আপনার সংসর্গ লাভ করিয়া আমরা প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম। ইন্দ্রিয়বিজয়, ধৈর্য্য, সংবিভাগ, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম, সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনি কর্ম্মকলাপদ্বারা লোক সমস্ত বিজিত করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কি আহ্লাদের বিষয় যে, অমরপুরনিবাসীরাও আপনার সুমহৎ দানবৃত্তান্ত বিঘোষিত করিয়াছেন। হে সুচরিতব্রত! আপনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবেন।" সেই দুর্ব্বাসা মুনি তৎকালে এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবদূত হংস-সারস-সংযুক্ত, কিঙ্কিণীজাল-পরিবেষ্টিত, দিব্যগন্ধবিশিষ্ট, বিচিত্র কামগামী বিমান লইয়া মুদ্গলের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ বিপ্রর্ষিকে বলিলেন, মুনে! আপনি পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব স্বকর্ম্মার্জ্জিত এই বিমানোপরি আরোহণ করুন। দেবদূত, এইরূপ সম্ভাষণ করিলে মুদ্গল তাঁহাকে বলিলেন, হে দেবদূত! আমার ইচ্ছা হয়, আপনি স্বর্গ-নিবাসী

দগের গুণ-সমস্ত বর্ণন করেন৷ যাঁহারা তথায় বাস করেন, তাঁহাদের কি কি গুণ, কি প্রকার তপস্যা এবং নিশ্চয়ই বা কিরূপ? সেই স্বর্গে সুখ কি এবং দোষই বা কি? হে বিভো! সৎকুল-সম্ভূত সৎপুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, সপ্তপদমাত্র একত্র সঞ্চরণ করিলেই সাধুদিগের মিত্রতা হয়; অতএব আমি মিত্রতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়াই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কিছুমাত্র সংশয় না করিয়া এবিষয়ে যাহা সত্য ও পথ্য হয়, তাহা ব্যক্ত করুন; শুনিয়া আমি আপনার বাক্যানুসারেই কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিব।

একোনষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দেবদূত কহিলেন, মহর্ষে! আপনি অতি উদারবুদ্ধি; যেহেতু যাহা সংপ্রাপ্ত হইলে বহুমানের যোগ্য হয়, সেই উত্তম স্বর্গ-সুখের প্রতি আপনি অনভিজ্ঞের ন্যায় বিচার করিতেছেন। হে মুনে! যাহা স্বর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই লোক ঐ উপরে অবস্থিত আছে; উহা ঊর্দ্ধগামী, সাধুপথ-সংবলিত এবং নিয়ত দেবযান-সকলেরই সঞ্চরণ-যোগ্য। হে মুদ্গল! যে সকল পুরুষেরা তপস্যা বা মহাযজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান না করিয়াছে; যাহারা মিথ্যাচারী বা নাস্তিক; তাহারা তথায় যাইতে পায় না। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মাত্মা, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, মাৎসর্য্যবিহীন, দানধর্ম্মরত, শূর ও সমর-নিদর্শন মানবেরাই শমদমাত্মক প্রধান ধর্ম্মের আচরণ করিয়া সেই স্থানে সাধুজন-সমাচরিত পুণ্যসম্ভূত লোকসমুদায়ে গমন করিয়া থাকেন। হে মৌদ্গল্য! তথায় দেবগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, মহর্ষিগণ, যামগণ, ধামগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ, এই সমস্ত দেবনিচয়ের উদ্ভাসমান, সর্ব্বকামসম্পন্ন, তেজোময়, বহুল, শুভলোক সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত রহিয়াছে। সুবর্ণময় শৈলরাজ সুমেরু সেই স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন ব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং তাহাতে পুণ্যকর্ম্মা লোকদিগের বিহারস্থান নন্দনাদি পবিত্র দেবোদ্যান-সমস্ত বিরাজ করিতেছে। তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, শীত, উষ্ণ, ভয়, কোন ঘৃণাকর বা অশুভ বস্তু, কিছুই নাই। হে মুনে! সে স্থানের সকল গন্ধই মনোরম, সকল সমীরণই সুখ-স্পর্শ এবং সকল শব্দই শ্রবণমনোহর। তথায় শোক নাই, জরা নাই, আয়াস নাই এবং পরিদেবনাও নাই। হে মৌদ্গল্য! সেই লোক এই প্রকার; স্বকীয় কর্ম্মফলেই তাহা লব্ধ হইয়া থাকে। পুরুষেরা সুকৃত কর্ম্ম-সমস্ত দ্বারা তথায় সম্ভূত হন। যাঁহারা ঐ লোকে স্থিতি লাভ করেন, তাঁহাদিগের শরীরসকল তেজোময় হয়; অপিচ তৎসমুদয় শুক্ল কর্ম্মজনিত, পিতৃমাতৃ-সম্ভূত নহে। হে মুনে! তত্রত্য ব্যক্তিগণের ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধি, বিষ্ঠা বা মূত্র নাই এবং ধূলিতেও তাঁহাদিগের বস্ত্র মলিন হয় না। হে ব্রহ্মন্! তাঁহাদের দিব্যগন্ধান্বিত মনোরম মাল্য সকল কদাচ মলিন হইয়া যায় না। আমি যে বিমানখানি লইয়া আসিয়াছি, এবংবিধ বিমান সমস্তই তাঁহাদিগকে বহন করিয়া থাকে। হে মহামুনে! স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিগণ ঈর্ষা, শোক, ক্লান্তি, মোহ ও মাৎসর্য্য-বর্জ্জিত হইয়া তথায় সুখে জীবন ধারণ করেন। হে মুনিপুঙ্গব! তাদৃশ জনগণের ঐ লোক, তাহার উপর্য্যুপরি দিব্যগুণ-সম্পন্ন লোক সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! তন্মধ্যে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় তেজোময় শুভলোক সমস্ত অগ্রবর্ত্তী; তথায় ঋষিগণ স্বকীয়-শুভকর্ম্ম-সমুদায় দ্বারা পূত হইয়া গমন করেন। সেই স্থানে ঋভু নামে অন্য কতকগুলি দেবলোক আছেন। তাঁহারা দেবতা-দিগেরও দেবতা। তাঁহাদিগের লোক সমস্ত পরতর। দেবতা-রাও তাঁহাদিগকে আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই উদ্ভাসমান শ্রেষ্ঠ লোকেরা স্বয়ংপ্রভ ও কামদুঘ অর্থাৎ তাঁহারা আপনা হইতেই প্রভান্বিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের নিকটে যে কিছু প্রার্থনা করা যায়, তাহাই তাঁহারা প্রদান করেন। তাঁহাদের কামিনী-জন্য তাপ এবং লৌকিক ঐশ্বর্য্য বা মাৎসর্য্য নাই তাঁহারা আহুতিসমস্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না এবং অমৃতভোজীও নহেন। তাঁহারা তাদৃশ দিব্যশরীরসম্পন্ন; তাঁহাদের মূর্ত্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। সেই দেবদেব সনাতন পুরুষেরা সুখের নিমিত্ত সুখ কামনা করেন না এবং কল্প পরিবর্ত্তন সময়েও পরিবর্ত্তিত হন না। হে মুনে! তাঁহাদের জরা বা মৃত্যু কোথায়? তাঁহাদের হর্ষ, প্রীতি ও সুখও নাই। তাঁহাদের দুঃখও নাই, সুখও নাই; সুতরাং রাগদ্বেষ কি নিমিত্ত হইবে? হে মৌদ্গল্য! সেই পরমা গতি দেবতাদিগেরও স্পৃহণীয়া। ফলত তাদৃশী পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য; কামপরতন্ত্র লোকেরা কদাচ তাহা লাভ করিতে পারে না। এই সকল দেবতাদিগের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ। মনীষাসম্পন্ন মানবেরা অনুত্তম নিয়ম অথবা বিধিপূর্ব্বক দান সমস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের লোকসমুদায়ে গমন করেন। আপনিও দান জন্য সেই সিদ্ধি অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তপস্যাদ্বারা আপনার প্রভা বিদ্যোতিত হইয়াছে; সংপ্রতি সুকৃতলব্ধ সেই সমৃদ্ধির সম্ভোগ করুন।

হে বিপ্র! স্বর্গসুখ এইরূপ এবং লোকসকল নানাবিধ। আমি স্বর্গের গুণসমস্ত আপনার নিকটে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে দোষসমুদায়ও শ্রবণ করুন। সেই স্বর্গধামে কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগ সময়ে অন্য কোন কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, মূলচ্ছেদ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতে হয় এবং তাহার অবসানে যে পতন হয়, ইহাই আমার বিবেচনায় এ স্থলে দোষ। হে মুদ্গল! সুখদ্বারা যাহাদিগের মন ব্যাপ্ত রহিয়াছে, হঠাৎ তাহাদের পতন হওয়া অবশ্যই দোষ বলিতে হইবে। দীপ্ততর সমৃদ্ধিসমস্ত সন্দর্শন করিয়া নিকৃষ্টস্থানে অবস্থিত ব্যক্তিগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, তাহা নিতান্ত দুঃখজনক। অপিচ পতনশীল লোকদিগের বুদ্ধিমোহ এবং রজোগুণ কর্ত্তৃক পরিভব উপস্থিত হয়। মাল্য-সকল ম্লান হইলেই 'এখনি পতিত হইতে হইবে' মনে করিয়া স্বর্গ হইতে পতনোন্মুখ ব্যক্তির ভয় জন্মে। হে মৌদ্গল্য! এই সমস্ত দারুণ দোষ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত রহিয়াছে, নতুবা স্বর্গলোকে পুণ্যবান্ মানবগণের অযুত অযুত গুণ আছে। হে মুনে! স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট মনুষ্যদিগের আর একটি প্রধান গুণ এই যে, শুভপক্ষ-পাতিনী বুদ্ধি-সহযোগে মনুষ্য মনুষ্যজাতি মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। তথায় সে মহাভাগ্যসম্পন্ন ও সুখভাগীও হয়; পরন্তু যদি সেই অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তবে তাহা হইতে নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! ইহলোকে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই পরলোকে উপভুক্ত হয়; এই ভূলোক কর্ম্মভূমি এবং স্বর্গলোক ফলভূমি বলিয়া অভিমত

হইয়াছে। হে মুদ্গল! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তৎসমুদায়ই আপনার নিকটে এই বর্ণন করিলাম হে সাধো! সংপ্রতি চলুন, আপনার অনুকম্পায় আমরা অবিলম্বে গমন করি। ব্যাস কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ মৌদ্গল্য এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিদ্বারা বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং বিশেষ বিবেচনানন্তর দেবদূতকে বলিলেন, "তাত দেবদূত! আপনাকে নমস্কার; আপনি যথাসুখে প্রস্থান করুন; মহাদোষাস্পদ স্বর্গে বা সুখে আমার প্রয়োজন নাই। স্বর্গভাগী লোকেরা পতনান্তে ইহলোকে মহৎ দুঃখ ও সুদারুণ পরিতাপ প্রাপ্ত হয়; সেই নিমিত্ত আমি স্বর্গ কামনা করি না। যথায় গমন করিয়া শোক করিতে, ব্যথা পাইতে অথবা বিচলিত হইতে না হয়, আমি সেই অনির্ব্বাণ স্থানেরই কেবল অনুসন্ধান করিব।" সেই শিলোঞ্ছজীবী ধর্ম্মাত্মা মুনি এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক দেবদূতকে বিদায় করিয়া উত্তম শান্তি অবলম্বন করিলেন। তৎকালে নিন্দা ও স্তব, উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান হইল এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনও তুল্যমূল্য হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থান্বিত হইয়া তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ সহকারে নিয়ত ধ্যানপরায়ণ রহিলেন। ধ্যানযোগ হইতে অসামান্য বল ও অনুত্তম জ্ঞানলাভ করিয়া পরিশেষে তিনি নির্ব্বাণরূপা সনাতনী পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে কৌন্তেয়! তোমারও শোক করা উচিত হয় না; তুমি সমৃদ্ধ-রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ বটে, কিন্তু তপস্যাদ্বারা তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। চক্রমধ্যস্থ কাষ্ঠখণ্ডসকল যেমন ক্রমে ক্রমে চক্রনাভির সন্নিহিত হইয়া আবর্ত্তন করে, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ, পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। হে অপরিমিতবিক্রমশালিন্! ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে তুমি স্বকীয় পৈতৃক রাজ্য নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইবে; অতএব তোমার মানসজ্বর অপগত হউক। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ধীমান্ ভগবান্ ব্যাস পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন।

ষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদীহরণ-প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে ভগবন্ বৈশম্পায়ন! সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা বনমধ্যে এইরূপে বাস করত যৎকালে মুনিগণের সহিত সর্ব্বদা বিচিত্র কথামালা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন এবং কৃষ্ণার ভোজন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও অন্নপ্রার্থনায় সমাগত সমুদায় ব্যক্তিগণকে সূর্য্যদত্ত অক্ষয় অন্ন আর আরণ্য মৃগসকলের নানাবিধ মাংসদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র পাপাচারদুরাত্মা দুর্য্যোধনাদি সকলে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির মতস্থ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহাদিগের নগরে বসতি করিবার ন্যায় তাদৃশী অবস্থা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন সেই খলবুদ্ধি কর্ণ দুঃশাসনাদির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পাপাচরণ করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই দুরাত্মা নানাবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদের প্রতি অনিষ্ট প্রয়োগের চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহাযশা, তপস্বী, ধর্ম্মাত্মা দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে ইচ্ছানুসারে তাহাদিগের নিকটে আগমন করিলেন। সেই অত্যন্ত কোপন-স্বভাব মুনিকে সমাগত দেখিয়া শ্রীমান্ দুর্য্যোধন অতি বিনীত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত প্রণয় ও শান্ত ভাব সহকারে তাঁহাকে আতিথ্য দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বয়ং কিঙ্করের ন্যায় অবস্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা তথায় কতিপয় দিবস অবস্থিত রহিলেন; রাজা দুর্য্যোধনও তদীয় শাপভয়ে বিশঙ্কিত, সুতরাং দিবা রাত্রি অতন্দ্রিত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। "হে নরাধিপ! আমি ক্ষুধিত হইয়াছি, আমাকে শীঘ্র অন্ন প্রদান কর," এই কথা বলিয়া মুনি স্নান করিতে যান, কিন্তু বিস্তর বিলম্বে প্রত্যাগমন করেন; "অদ্য আমি ভোজন করিব না, আমার ক্ষুধা নাই," এই বলিয়া দৃষ্টিপথের অতীত হন, আবার অকস্মাৎ আসিয়া বলেন, "আমাদিগকে সত্বর ভোজন করাও।" কোন দিন সেই বঞ্চনা-প্রবৃত্ত দুর্ব্বাসা নিশীথ সময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অন্ন প্রস্তুত করাইয়া নিন্দা করত তাহা ভোজন করিলেন না। হে ভারত! তিনি সেইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিলে নরপতি দুর্য্যোধন যখন কিছুমাত্র বিকার-প্রাপ্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না, তখন ঐ দুরাধর্ষ মুনি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে এই কথাও বলিলেন, "আমি বর প্রদানে উদ্যত হইতেছি, তোমার ভদ্র হউক, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা কর। যে বর ধর্ম্মানুগত হইবে, আমি প্রীত হইলে তাহা তোমার অলভ্য থাকিবে না।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই পবিত্রাত্মা মহর্ষির এই কথা শুনিয়া মহীপতি সুযোধন আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া জ্ঞান করিলেন। 'মুনি তুষ্ট হইলে তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা করিতে হইবে ও দুঃশাসনাদির সহিত পূর্ব্বেই তাহার মন্ত্রণা করা হইয়াছে,' ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দুর্ম্মতি নরপতি অতি হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে বরপ্রার্থনা করিলেন, "ব্রহ্মন্! মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাদিগের কুলে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। সেই গুণবান ও শীল সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া বনে বসতি করিতেছেন; অতএব আপনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আমার যেমন অতিথি হইলেন, সেইরূপ তাঁহারও অতিথি হউন। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ হয়, তবে, যে সময়ে সেই যশস্বিনী, বরবর্ণিনী, সুকুমারী, রাজকুমারী পাঞ্চালী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে ও পতিদিগকে ভোজন করাইয়া এবং স্বয়ং ভোজন করিয়া বিশ্রান্ত ও সুখোপবিষ্টা হইবেন, তৎকালে আপনি তথায় গমন করিবেন।" "বিপ্রেন্দ্র দুর্ব্বাসাও, "তোমার প্রতি প্রীতিবশত আমি তাহাই করিব" সুযোধনকে এই কথা বলিয়া যে ভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তথায় গমন করিলেন। তখন সুযোধন আপনাকে কৃতকার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিলেন এবং হস্ত দ্বারা কর্ণের হস্তধারণপূর্ব্বক অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। কর্ণও হর্ষভরে ভ্রাতৃগণ সহিত নরপালকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন

কর্ণ কহিলেন, হে কৌরব! ভাগ্যক্রমে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইল; ভাগ্যক্রমে আপনি বর্দ্ধিত হইলেন এবং ভাগ্যক্রমেই আপনার শত্রুগণ দুস্তর বিপদ্‌সাগরে মগ্ন হইল। সেই

পাণ্ডুনন্দনেরা দুর্ব্বাসার ক্রোধ-হুতাশনে পতিত হইয়া স্বকীয় মহাপাপ-পুঞ্জসহকারেই দুস্তর নরকান্ধকারে প্রস্থান করিল। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই খলবুদ্ধি দুর্য্যোধনাদি সকলে এইরূপে সম্ভাষণানন্তর হাস্য করিতে করিতে হর্ষান্বিত মানসে নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিল।

একষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কোন দিন কৃষ্ণা ভোজনান্তে অবস্থিতা হইয়াছেন জানিয়া দুর্ব্বাসা মুনি অযুত শিষ্যে পরিবৃত হইয়া সেই বনমধ্যে সুখাসীন পাণ্ডবগণ সন্নিধানে সমাগত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ আতিথেয় অক্ষয় সত্ত্বসম্পন্ন শ্রীমান্ রাজা যুধিষ্ঠিরও সেই অতিথিকে উপাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি পূজা প্রয়োগপূর্ব্বক আতিথ্যদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং ইহাও কহিলেন, "ভগবন্! আহ্নিক-কৃত্য সমাপন করিয়া শীঘ্র আগমন করুন।" যুধিষ্ঠিরের এইরূপ প্রার্থনায় সেই পাপপরিশূন্য মুনি, 'ইনি সশিষ্য আমাকে কি প্রকারে ভোজন করাইবেন' ইহা চিন্তা না করিয়াই শিষ্যগণের সহিত স্নানার্থ গমন করিলেন। হে রাজন্! সেই মুনিসঙ্ঘও সমাহিত হইয়া সলিলে নিমগ্ন হইলেন, ইত্যবসরে রমণীপ্রধানা পতিব্রতা দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইলেন। বিস্তর চিন্তা করিয়া তিনি যখন অন্নসংস্থানের কোন উপায় দেখিতে না পাইলেন, তখন কংসনিসূদন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে দেবকীনন্দন! হে অব্যয়! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতজন-ক্লেশবিনাশন! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বজনক! হে বিশ্ব-সংহারিন্! হে প্রভো! হে অবিনাশিন্! হে প্রপন্নপাল! হে গোপাল! হে প্রজাপাল! হে পরাৎপর! তুমিই আকূতি ও চিত্তিনামক চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের প্রবর্ত্তক; তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি গতিবিহীন জনগণের গতি-স্বরূপ হও। হে পুরাণ পুরুষ! তুমি প্রাণ মন বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির অগোচর। হে সর্ব্বাধ্যক্ষ! হে পরাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম। হে দেব! হে শরণাগতবৎসল! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদলশ্যাম! হে কমল-গর্ভসদৃশ লোহিত-লোচন! হে পীতাম্বর! হে সমুজ্জ্বল-কৌস্তুভমণি-বিভূষণ! তুমি ভূতবর্গের আদি ও অন্ত এবং তুমিই পরমগতি। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর জ্যোতি ও বিশ্বের আত্মা। তোমার মুখ সর্ব্বদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। তোমাকেই পণ্ডিতেরা পরম বীজ-স্বরূপ এবং সর্ব্ব-সম্পত্তির নিধান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হে দেবেশ! তুমি সহায় থাকিতে সর্ব্ব প্রকার আপদ্ হইতেও ভয় নাই। পূর্ব্বে সভামধ্যে তুমি দুঃশাসনের হস্ত হইতে আমাকে যেমন মুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ এ স্থলেও এই সঙ্কট হইতে আমাকে

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণা তৎকালে এইরূপ স্তব করিলে, ভক্তবৎসল, ভগবান্, জগৎপতি, অচিন্ত্য-গতি, দেবদেব, প্রভু, ঈশ্বর কেশব দ্রৌপদীর সঙ্কট জানিয়া, পার্শ্ব-শায়িনী রুক্মিণীকে শয়নে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সেই স্থানে আগমন করিলেন; অনন্তর দ্রৌপদী সেই বসুদেব-নন্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া পরমাহ্লাদ-সহকারে প্রণামপূর্ব্বক মুনির আগমনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, "কৃষ্ণে! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও, পশ্চাৎ সমস্ত করিবে।" তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণা লজ্জিতা হইয়া এই কথা বলিলেন, "হে দেব! সূর্য্যদত্ত স্থালীতে আমার ভোজন পর্য্যন্তই অন্ন থাকে; এক্ষণে আমি ভোজন করিয়াছি, সুতরাং আর তাহাতে অন্ন নাই।" তদনন্তর ভগবান্ কমললোচন, কৃষ্ণাকে বলিলেন, "কৃষ্ণে! আমি ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে পীড়িত রহিয়াছি; অতএব ইহা পরিহাসের সময় নহে; শীঘ্র যাও, আমাকে স্থালী আনিয়া দেখাও।" এইরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে স্থালী আনাইবার পর যদুকুলধুরন্ধর কেশব স্থালীর কণ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া তাহা ভক্ষণপূর্ব্বক পাঞ্চালীকে বলিলেন, যজ্ঞভোজী, ভগবান্, বিশ্বাত্মা, ঈশ্বর হরি, এই শাকান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত ও তুষ্ট হউন ক্লেশবিনাশন মহাবাহু কৃষ্ণ ভীমসেনকেও এই কথা বলিলেন, "তুমি মুনিগণকে শীঘ্র ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান কর।" হে নৃপোত্তম! অনন্তর মহাযশা ভীমসেন, স্নানার্থে দেবনদীতে প্রস্থিত সেই দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সমুদায় মুনিগণকে ভোজনার্থ আহ্বান করিবার নিমিত্ত, ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন। এ দিকে সেই মুনিসঙ্ঘ সলিলে অবতীর্ণ হইয়া অঘমর্ষণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরম তৃপ্তি-সমন্বিত হইয়া এবং অন্নরসসংবলিত উদ্গার সমস্ত দেখিয়া সেই জল হইতে উঠিয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করত সকলেই দুর্ব্বাসার মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমরা রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অন্ন প্রস্তুত করাইয়া স্নান করিতে আসিয়াছি, কিন্তু দেখিতেছি, সকলেই আকণ্ঠ-তৃপ্ত হইলাম; এখন আর আমরা কি প্রকারে ভোজন করি? পাক কার্য্যটিকে যে বৃথা করিলাম, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, পাক নিরর্থক করাতে রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকটে মহান্ অপরাধ করা হইল; সংপ্রতি পাণ্ডবেরা আমাদিগকে ক্রূরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়াই যেন দগ্ধ করিয়া না ফেলেন। হে বিপ্রগণ! ধীসম্পন্ন রাজর্ষি অম্বরীষের প্রভাব স্মরণ করিয়া আমি হরিচরণাশ্রিত লোকের নিকটে ভয় পাই। মহাত্মা পাণ্ডবেরাও সকলেই ধার্ম্মিক, শূর, কৃতবিদ্য, ব্রতধারী, তপস্যানিষ্ঠ, সদা সদাচারনিরত ও বাসুদেব-পরায়ণ; তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে, হুতাশন যেমন তুলরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন; অতএব হে শিষ্যগণ! উঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই তোমরা শীঘ্র পলায়ন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, গুরু দুর্ব্বাসা সেই ব্রাহ্মণসকলকে তৎকালে এই কথা বলিলে পর তাঁহারা পাণ্ডবগণ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। ভীমসেন সেই মুনিসত্তমগণকে দেবনদীতে দেখিতে না পাইয়া তাহার তীর্থ সমুদায়ে অন্বেষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং তত্রস্থ তাপসসকলের মুখে তাঁহাদিগের পলায়ন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরসমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর জিতাত্মা পাণ্ডবেরা মুনিদিগের প্রত্যা-

গমন প্রার্থনায় কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। তাঁহারা বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করত "দুর্ব্বাসা নিশীথ সময়ে অকস্মাৎ সমাগত হইয়া আমাদিগকে ছলনা করিবেন! এই দৈবসমুৎপাদিত ঘোর সঙ্কট হইতে আমরা কি প্রকারে নিস্তার পাই!" এইরূপ চিন্তাপরায়ণ রহিয়াছেন দেখিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া এই কথা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থগণ! পরম কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসা ঋষি হইতে আপনাদিগের আপদ্ উপস্থিত হইবে জানিয়া দ্রৌপদী আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন; তদনুসারে আমি সত্বর আসিয়াছি। সংপ্রতি সেই ঋষি হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই; আপনাদিগের তেজে ভীত হইয়া তিনি পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যে কোন মানবেরা চিরকাল ধর্ম্মনিষ্ঠ থাকেন, তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হন না। এক্ষণে আপনাদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, আমি গমন করিব; আপনাদিগের নিয়ত মঙ্গল হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পৃথা-তনয়েরা কেশবের বাক্য শুনিয়া স্বস্থ-চিত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদীর সহিত বিগতজ্বর হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "বিভো গোবিন্দ! মহার্ণবে নিমগ্ন ব্যক্তিরা যেমন তরণী প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ তোমার সাহায্যে আমরা দুস্তর আপদ্‌সাগর উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার কল্যাণ হউক, সংপ্রতি শুভ গমন কর।" হে মহাভাগ প্রভো! কৃষ্ণ এইরূপ আজ্ঞাত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীর সহিত প্রহৃষ্ট-চিত্ত হইয়া বনে বনে বিহরণ করত বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সংপ্রতি আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আপনার নিকটে এই বর্ণন করিলাম। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা বনস্থ পাণ্ডবগণের প্রতি এই প্রকার বিবিধ অনিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু সে সমস্তই বৃথা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারকাগমনে দ্বিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্র-প্রতিম অরিন্দম মহারথ ভরত-প্রবর পাণ্ডবেরা সেই বহুল-মৃগকুল-সমাকীর্ণ কাম্যকারণ্যে নিবসতি করিয়া চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনস্থলী ও সকল-ঋতুকাল-রমণীয় সুপুষ্পিত বনরাজী সমস্ত সন্দর্শন করত অমরগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। সেই পরন্তপ পুরুষ-ব্যাঘ্রেরা ঐ মহাবনে মৃগয়ানুশীলনসহকারে সঞ্চরণ করত কিয়ৎকাল বিহরণ করিয়া পরিশেষে কোন দিন ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত মৃগয়া করিবার উদ্দেশে, দীপ্ততপা মহর্ষি তৃণবিন্দু ও পুরোহিত ধৌম্যের অনুজ্ঞাক্রমে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া, সকলেই এককালে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিলেন; অনন্তর বৃদ্ধক্ষত্র রাজার পুত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি, মহাযশা জয়দ্রথ বিবাহ-কামনায় রাজযোগ্য বিপুলপরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া বহুলরাজ-গণ-সমভিব্যাহারে শাল্বদেশে প্রস্থিত হইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তৎকালে তিনি কাম্যকবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, পাণ্ডবগণের প্রেয়সী মহিষী, উত্তমরূপধারিণী, যশস্বিনী যাজ্ঞসেনী, শরীরলাবণ্যে স্বয়ং উদ্ভাসমানা হইয়া এবং [illegible]লির দীপ্তিসাধিনী সৌদামিনীর ন্যায় বনস্থলীকে [illegible] বিজন বনমধ্যে আশ্রমদ্বারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। ইনি কি অপ্সরা, দেবকন্যা অথবা দেবনির্ম্মিতা মায়া! ইহা ভাবিয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অনিন্দিতা ললনাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃদ্ধক্ষত্র-তনয় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও দুষ্টচিত্ত হইলেন। তিনি কামমোহিত হইয়া কোটিকাখ্য নামক রাজন্যকে কহিলেন, "এই অনিন্দিতাঙ্গী কামিনী কাহার রমণী? ইনি মানবী বটেন কি না? এই অতিসুন্দরীকে লাভ করিতে পারিলে, আমার বিবাহের আর কোন প্রয়োজন নাই; ইহাঁকেই লইয়া আমি স্বীয় ভবনে গমন করিব। হে সৌম্য! তুমি একবার যাও, ইহাঁর বৃত্তান্ত জান; এই সুভ্রূ কাহার পত্নী এবং কোথা হইতে কি নিমিত্তই বা এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে আগমন করিয়াছেন? এই আয়তাপাঙ্গী, সুদতী, ক্ষীণমধ্যা সকললোক-ললামভূতা বরারোহা অদ্য আমাকে কি ভজনা করিবেন! এই উত্তমাঙ্গনাকে লাভ করিয়া আমি কি কৃতার্থ হইতে পারিব! হে কোটিক! যাও, ইহাঁর স্বামী কে, জান।" জয়দ্রথের ঐ কথা শুনিয়া সেই কোটিকাখ্য তখন রথ হইতে সত্বর লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রবধূর সন্নিহিত হয়, তদ্রূপ দ্রৌপদীসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

কোটিকাখ্য কহিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কে কদম্বের শাখা অবনমন-পূর্ব্বক, রজনীতে সমীরণ কর্ত্তৃক দোধূয়মানা দেদীপ্যমানা অগ্নিশিখার ন্যায় শোভমানা হইয়া, একাকিনী আশ্রমে দণ্ডায়মানা রহিয়াছ? তুমি অতীব রূপ-সম্পন্না, অথচ অরণ্য-মধ্যে থাকিয়াও তুমি ভয় পাইতেছ না, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, তুমি দেবী, যক্ষী, দানবী, উত্তম অপ্সরা, দৈত্য-বরাঙ্গনা, নাগরাজ-কন্যা, নিশাচরী, বরুণরাজের পত্নী, যমের মহিষী, সোমের রমণী, কি ধনেশ্বরের কামিনী মানব-দেহ-ধারিণী হইয়া বনচারিণী হইয়াছ; অথবা ধাতা, বিধাতা, সবিতা, বিষ্ণু বা বাসবের সদন হইতে এ স্থানে আগমন করিয়াছ; কেন না, 'আমরা কে' ইহাও তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না, এবং 'এস্থলে তোমার রক্ষাকর্ত্তা কে' ইহাও আমরা জানিতেছি না। হে ভদ্রে। আমরাই তোমার মানবর্দ্ধন করত জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার প্রভাব-সম্পন্ন পিতা কে, বন্ধু সকল কাহারা, স্বামী কে, কোন কুল এবং তুমি কি কর্ম্মই বা করিয়া থাক, ইহা যথার্থরূপে বর্ণন কর। যদি আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হয়, শুন। আমি সুরথরাজার পুত্র; লোকে আমাকে কোটিকাখ্য বলিয়া জানে। অপিচ কমলতুল্য বিস্তৃত-নয়ন এই যে বীর পুরুষ আধানস্থ হুত হুতাশনের ন্যায় কাঞ্চন-চক্রাবিত রথোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন, ইনি ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা; ইহাঁর নাম ক্ষেমঙ্কর। ইহাঁর পর ঐ যে মহাধনুর্দ্ধারী, বিপুলায়তাক্ষ, সুন্দর-কুসুমালঙ্কার-বিভূষিত মহীয়ান্ ব্যক্তি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, উনি কুলিন্দাধি-পতির পুত্র; উহাঁর পর্ব্বতে বসতি করা নিয়ত অভ্যাস। হে সুগাত্রি! পুষ্করিণীসমীপে ঐ যে দর্শনীয়-মূর্ত্তি, শ্যামবর্ণ যুবা পুরুষ অবস্থিত রহিয়াছেন, উনি ইক্ষাকুরাজ সুবলের পুত্র; শত্রুগণের সংহার বিষয়ে উহাঁর অসামান্য সামর্থ্য আছে। হে

সুভগে! সৌবীররাজ জয়দ্রথ যদি কদাচিৎ তোমার শ্রুতিপথ-বর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে যজ্ঞ-সমস্ত মধ্যে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, লোহিতাশ্ব-সংযুক্ত রথ সমুদায়ে বিরাজমান ঐ অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, প্রভঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ ও কুহন নামে সৌবীর-দেশীয় দ্বাদশ জন রাজপুত্র ধ্বজা ধারণপূর্ব্বক যাঁহার অনুযাত্র হইয়া প্রস্থান করিতেছেন এবং ছয় সহস্র রথী, হয়, হস্তী পদাতি যাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, উনিই সেই জয়দ্রথ। উহাঁর বলাহক অনীক-বিদারণাদি মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন অপর যে সকল ভ্রাতৃগণ আছেন, সেই সৌবীর-বীর, শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকেরাও রাজার এই অনুগামী হইতেছেন। রাজা জয়দ্রথ, অমরগণ-পরিরক্ষিত পুরন্দরের ন্যায় এই সমস্ত সহায়গণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রস্থান করিতেছেন। হে সুকেশি! তুমি কাহার ভার্য্যা এবং কাহারই বা দুহিতা, আমরা অবগত নহি; অতএব আমাদিগের নিকটে তাঁহাদের পরিচয় দাও।

চতুঃষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজপুত্রী দ্রৌপদী, শিবিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ কোটিকাখ্য কর্ত্তৃক উক্তরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, কদম্ব-শাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোশতন্তু-সম্ভূত উত্তরীয় বসন ধারণ করত ঈষৎ অবলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন। "হে নরেন্দ্রপুত্র! আমি বুদ্ধিসহকারে উত্তমরূপে জানিতেছি যে, মাদৃশী সীমন্তিনী তোমার সহিত সম্ভাষণ করিবার যোগ্য নহে; পরন্তু তোমার সঙ্গে কথা কহিবে, এমন আর কোন নর বা নারী এস্থলে বিদ্যমান নাই। হে ভদ্র! তুমি ইহা নিশ্চয় জান যে, সংপ্রতি আমি একাকিনী রহিয়াছি, এই জন্যই তোমার কথায় উত্তর দিতেছি, তাহা না হইলে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া একাকিনী অরণ্যমধ্যে একাকী তোমার সহিত কি প্রকারে আলাপ করিতে পারি? হে শৈব্য! তুমি সুরথের পুত্র, লোকে তোমাকে কোটিকাখ্য বলিয়া জানে, ইহা আমি অবগত হইলাম, সেই নিমিত্ত আমারও প্রসিদ্ধ কুল ও বন্ধুগণের বিবরণ তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি। হে শিবিনন্দন! আমি দ্রুপদরাজার দুহিতা; লোকে আমাকে কৃষ্ণা বলিয়া জানে। পুরুষপ্রবীর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, এই পাঁচজনকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি; বোধ হয়, খাণ্ডবপ্রস্থে অবস্থিতি করিবার সময়ে তাঁহারা তোমার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিবেন। সেই পৃথানন্দনেরা আমাকে এইখানে রাখিয়া চতুর্দ্দিক্ বিভাগপূর্ব্বক মৃগয়ায় প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণদিকে, অর্জ্জুন পশ্চিমদিকে, আর নকুল ও সহদেব উত্তরদিকে গিয়াছেন; পরন্তু বোধ করি, সেই রথসত্তমগণের এস্থানে উপস্থিত হইবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোমরা তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া যথেষ্ট প্রদেশে গমন করিবে, অতএব বাহন সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অবরোহণ কর; অতিথিপ্রিয় মহাত্মা ধর্ম্মতনয় তোমাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন।" সেই চন্দ্রাননী দ্রুপদনন্দিনী, 'অতিথিসংকার করা পাণ্ডবদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া শিবিনন্দন কোটিকাখ্যকে এতাবন্মাত্র কহিয়া সেই প্রশস্ত পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! কোটিকাখ্য কৃষ্ণার সহিত যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই রূপ অবস্থিত সেই সমুদায় রাজন্যগণ সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। সৌবীররাজ জয়দ্রথ কোটিকাখ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যখন বচন উচ্চারণ করিতে শ্রবণ করিয়াই ঐ সীমন্তিনী-প্রধানার প্রতি আমার মন রমমাণ হইতেছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত বিফলে ফিরিয়া আসিলে? হে মহাবাহো! আমি তোমাকে ইহা সত্যই বলিতেছি, এই নারীকে নিরীক্ষণ করিয়া অন্যনারী সকল আমার নিকটে বানরীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐ রমণী দর্শনমাত্রেই আমার মন নিতান্ত হরণ করিয়া লইয়াছে; অতএব হে শৈব্য! ঐ কল্যাণী মানুষী কি না, আমাকে বল। কোটিকাখ্য কহিলেন, ইনি পঞ্চপাণ্ডবেরা অতিশয় অভিমতা মহিষী, রাজ-নন্দিনী, যশস্বিনী, দ্রুপদ-দুহিতা, কৃষ্ণা। এই সাধ্বী সমুদয় পাণ্ডবগণেরই প্রীতি ও বহুমান-ভাজন; অতএব হে সৌবীর! তুমি ইহাঁর সহিত মিলিত হইয়া সৌবীরাভিমুখে প্রস্থান কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ কথিত হইয়া সৌবীর সিন্ধু প্রভৃতির অধীশ্বর দুষ্টাশয় জয়দ্রথ প্রত্যুত্তর করিলেন, "দ্রৌপদীকে দেখিতে হইবে এই বলিয়া, কোন বৃক যেমন সিংহগোষ্ঠে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি আর ছয় জনের সহিত শূন্য আশ্রমে প্রবেশিয়া কৃষ্ণাকে এই কথা বলিলেন, বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত? তোমার ভর্ত্তারাও ভাল আছেন ত? তুমি যাঁহাদের কুশল কামনা করিয়া থাক, তাঁহারাও ত সুস্থ আছেন? দ্রৌপদী কহিলেন, কুরুনন্দন কুন্তীতনয় রাজা যুধিষ্ঠির কুশলী আছেন; তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও আর আর যে সকল লোকের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাঁহারাও ভাল আছেন এবং আমিও ভাল আছি। তোমারও রাজ্য, রাষ্ট্র, কোষ ও বল-বিষয়ক সমস্ত কুশল ত? তুমি একাকী সমৃদ্ধিসম্পন্ন শিবি, সৌবীর ও সিন্ধু-দেশস্থ প্রজাবর্গকে এবং অন্যান্য যে সকল লোক তোমার অধিগত হইয়াছে, তৎসমুদায়কে ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছ ত? হে নৃপ-তনয়! এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর এবং তোমার প্রাতর্ভোজন-স্বরূপ পঞ্চাশৎ মৃগ প্রদান করিতেছি, এ সমস্তও স্বীকার কর। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এতদ্ভিন্ন ঐণেয়, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর ও গবয় নামক বহুসংখ্য মৃগ এবং বরাহ, মহিষ ও আর আর মৃগজাতি সমস্ত স্বয়ং তোমাকে প্রদান করিবেন। জয়দ্রথ কহিলেন, আমার প্রাতর্ভোজনের অপ্রতুল নাই; তুমি যাহা কিছু আমাকে দিতে ইচ্ছা করিতেছ, সে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে আইস, আমার রথে আরোহণ কর এবং সম্পূর্ণ সুখভাগিনী হও। শ্রীহীন, হৃতরাজ্য, দীনভাবাপন্ন, ভগ্নচিত্ত, অরণ্যবাসী পৃথাপুত্রদিগের অনুরোধ করা তোমার উচিত হয় না। বুদ্ধিমতী যুবতী সম্পত্তিহীন পতির প্রতি কখন আসক্তি রাখে না; ভর্ত্তা শ্রীযুক্ত থাকিলেই তাহার সহিত সংযুক্তা হইবে, শ্রীভ্রষ্ট হইলে আর সহবাস করিবে না। পাণ্ডুপুত্রেরাও চিরকালের নিমিত্ত শ্রীহীন

ও রাজ্যনিচ্যুত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের প্রতি ভক্তিবশত তদীয় ক্লেশের উপাসনা করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। হে সুশ্রোণি! ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও,—সুখ লাভ কর; আমার সহিত তুমি সমুদায় সিন্ধুসৌবীর-রাজ্য সম্ভোগ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সিন্ধুরাজ এইরূপ হৃৎকম্পজনক বাক্যের উক্তি করিলে সুমধ্যমা কৃষ্ণা ভ্রুকুটী-কুটিল-বদনে সে স্থান হইতে অপসৃতা হইলেন এবং তদীয় বাক্যের প্রতি অনাদর ও তিরস্কার করিয়া জয়দ্রথকে কহিলেন, "তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? সাবধান! পুনরায় এরূপ কথা বলিও না।" সেই অনিন্দিতা দ্রুপদ-দুহিতা স্বামিগণের আগমন প্রতীক্ষা করত বহুল বাক্য প্রয়োগদ্বারা সিন্ধুরাজকে বিলক্ষণ বিলোভিত করিতে লাগিলেন।

ষট্ষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই দ্রুপদ-নন্দিনী, স্বভাবত মনোহর হইলেও রোষ-সম্ভূত-রক্তিমাদ্বারা উপহত, লোহিত-নয়নান্বিতা, নত ও উন্নত ভ্রূযুগলসংবলিত মুখমণ্ডল-সহকারে সুবীর রাষ্ট্রপালকে বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। "রে মূঢ়! যাঁহারা সমূহ যক্ষরাক্ষসগণমধ্যেও অচলভাবে সমরে অবস্থিত হইতে পারেন, সেই মহেন্দ্রকল্প, স্বকর্ম্ম-নিরত, যশস্বী, তীক্ষ্ণবিষ-আশীবিষ-সদৃশ মহারথগণের প্রতি অত্যুক্তি করত তোমার লজ্জা হইতেছে না কেন? হে সৌবীর! তপস্যা-সম্পন্ন সম্পূর্ণ-বিদ্যাশালী পূজনীয় পুরুষ বনচারীই হউক বা গৃহমেধীই হউন, সজ্জনেরা কদাচ তাঁহার প্রতি পাপ-বাক্য বলেন না, কুক্কুর প্রকৃতি দুর্জ্জনেরাই তাঁহাকে এইরূপ কটূক্তি করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার এতাদৃশ ক্ষত্রিয়-সমবায় মধ্যে এমন কেহ বিদ্যমান নাই যে, তোমাকে অদ্য বিপদ্রূপ মহাগর্ত্তাভিমুখে পতিত হইতে দেখিয়া হস্তে ধারণপূর্ব্বক প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে! তুমি যে ধর্ম্মরাজকে জয় করিবার আশংসা করিতেছ, ইহাতে এইমাত্র প্রতীতি হয় যে, তুমি দণ্ডধারী হইয়া হিমালয়ের উপত্যকায় বিচারণকারী গিরিশৃঙ্গ-সন্নিভ, প্রভিন্নগণ্ড মত্তমাতঙ্গকে পথ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ ভীমসেনকে প্রধর্ষিত করিবার নিমিত্ত তোমার যে আশা হইতেছে, ইহাতেও এই বলিতে হয় যে, তুমি মূর্খতা প্রযুক্ত, নিদ্রাগত মহাবলসমন্বিত সিংহকে পদাহত করিয়া তদীয় মুখ হইতে শ্মশ্রুলোম সমস্ত ছিন্ন করিতে উদ্যত হইতেছ, পরন্তু ভীমসেনের ক্রোধপূর্ণ মূর্ত্তি অবলোকন করিবামাত্র তোমাকে নিঃসন্দেহ পলায়ন করিতে হইবে। তুমি যে, ক্রোধপরীত উগ্রমূর্ত্তি সব্যসাচীর সহিত যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তদ্বিষয়েও এই নিদর্শন নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে যে তুমি গিরিকন্দরসম্ভূত সম্পূর্ণবৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল, ঘোরতর উগ্রস্বভাব প্রসুপ্ত মৃগরাজকে চরণাগ্র দ্বারা তাড়না করিতেছ। পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ পাণ্ডবযুগলের সঙ্গেও তুমি যে সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহাতেও এই নির্দ্দেশ করা যায় যে, তুমি মত্ত হইয়া, জিহ্বাদ্বয়সমন্বিত তীক্ষ্ণবিষ কৃষ্ণসর্পদ্বয়কে পদ দ্বারা পুচ্ছদেশে আক্রমণ করিতেছ। ফলত, আমাকে গ্রহণ করিলে সেই সমস্ত মহাবীরেরা নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন; পরন্তু যেমন বেণু, কদলী অথবা নল কেবল বিনাশের নিমিত্তই ফলবান্ হয় এবং কর্কটী যেমন মরণের নিমিত্ত গর্ভধারণ করে, আমাকে গ্রহণ করিয়া তোমারও সেইরূপ দশা হইবে। জয়দ্রথ কহিলেন, কৃষ্ণে! আমি জানি; সেই রাজপুত্রেরা যাদৃশ ক্ষমতাপন্ন, তাহা আমার বিদিত আছে; তুমি এরূপ ভয়প্রদর্শনদ্বারা আমাদিগকে অদ্য ত্রাসিত করিতে পারিবে না। হে দ্রৌপদি! আমরাও সকলে প্রধান সপ্তদশ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং শৌর্য্যাদি ছয়গুণেও পাণ্ডুপুত্রগণ অপেক্ষা বিশিষ্ট আছি, সুতরাং তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকি; এক্ষণে তুমি অবিলম্বে হস্তীতে বা রথে আরোহণ কর, কেন না, কেবল বাক্যমাত্রে আমাদিগকে নিবারণ করিতে পারিবে না; অথবা কৃপণবাদিনী হইয়া সৌবীররাজ্যের প্রসাদ প্রার্থনা কর। দ্রৌপদী কহিলেন, আমি মহাবলশালিনী হইলেও সৌবীররাজ আমাকে দুর্ব্বলা মনে করিতেছেন কেন? সম্যক্রূপে বিখ্যাতা হইয়া এক্ষণে বলাৎকার-ভয়ে আমি সৌবীররাজের নিকটে কাতরোক্তি করিতে পারি না। সমবেত কৃষ্ণার্জ্জুন এক রথে অধিরূঢ় হইয়া পরিত্রাণার্থ যাহার পথানুসারী হইতে পারেন, তাহাকে ইন্দ্রও কোনক্রমে অপহরণ করিতে সমর্থ হন না; একজন দীনভাবাপন্ন সামান্য মনুষ্যমাত্রের কথা আর কি বলিব? পরবীর-বিধ্বংসী সব্যসাচী যখন রথস্থ হইয়া শত্রুগণের মন-সমস্ত নিহত করত আমার নিমিত্ত তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন, তখন অগ্নি যেমন নিদাঘকালে শুষ্কতৃণ দহন করে, সেইরূপ শরানলে সকলকে দগ্ধ করিবেন। অন্ধক ও বৃষ্ণিবীরগণের সহিত জনার্দ্দন এবং মহাধনুর্দ্ধারী সমুদয় কৈকেয়গণ, এই সমস্ত রাজপুত্রেরা সকলেই হৃষ্টচিত্তে আমার পথানুসারী হইতে পারিবেন। মৌর্ব্বী-প্রেরিত, গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত, জলদ-সদৃশ ভীষণ নির্ঘোষ-সমন্বিত অতি-বেগশালী ভয়ঙ্কর শরসমস্ত সব্যসাচীর হস্ত তাড়না করিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে থাকে। তুমি যখন অর্জ্জুনকে পতঙ্গসমূহের ন্যায় দ্রুতবেগ-বিশিষ্ট গাণ্ডীব-পরিত্যক্ত মহাশররাশি প্রয়োগ করিতে দেখিবে, তখন স্বীয় বুদ্ধির প্রতি নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে! গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় যখন শঙ্খধ্বনি ও তলত্রনিনাদপুরঃসর বারংবার শরসমস্ত উদ্বহন করত তোমার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিবেন, তখন তোমার মন কিরূপ হইবে, একবার অনুধাবন করিয়া দেখ! ভীমসেন যখন গদা হস্তে তোমার অভিমুখে ধাবমান হইবেন এবং নকুল ও সহদেব অমর্ষজনিত ক্রোধবিষ বমন করত দিকে দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিবেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া তুমি চিরকালের নিমিত্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইবে। মহার্হপতিগণের প্রতি আমি যে মনে মনেও কখন কোন প্রকারে অত্যাচার করি না, সেই সত্যদ্বারা অদ্য তোমাকে পার্থগণকর্ত্তৃক বশীকৃত ও পরিকৃষ্যমাণ হইতে দেখিব। তুমি স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতাপ্রযুক্ত বিকর্ষণ করিয়াও আমাকে কোন ক্রমে ভয়প্রাপ্ত করিতে পারিবে না, কেননা, পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত হইবামাত্র আমি পুনরায় কাম্যকবনে আসিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিশাল-নয়না কৃষ্ণা সেই রাজন্যগণকে গ্রহণেচ্ছু দেখিয়া ভর্ৎসনা করত কহিলেন, আমাকে

কদাচ স্পর্শ করিও না ; এই বলিয়া সভয়ান্তঃকরণে তিনি পুরোহিত ধৌম্যকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ তাঁহাকে উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চলে গ্রহণ করিল, তিনিও তাহাকে বল-পূর্ব্বক সমাক্ষিপ্ত করিলেন। দ্রৌপদী-কর্ত্তৃক সমাক্ষিপ্ত-দেহ হইয়া সেই পাপাত্মা ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। পরন্ত সে মহাবেগসহকারে তাঁহাকে পুনরায় ধারণ করিল। তখন পরিকৃষ্যমাণা নৃপতনয়া কৃষ্ণা বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধৌম্যের চরণযুগলে অভিবাদন-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। ধৌম্য কহিলেন, অহে জয়দ্রথ! ক্ষত্রিয়ের পুরাতন ধর্ম্মের প্রতি অবেক্ষণ কর ; মহারথ পাণ্ডবগণকে বিজিত না করিয়া ইহাঁকে লইয়া যাওয়া তোমার সাধ্য নহে। এই জঘন্য কর্ম্ম করিয়া তুমি ধর্ম্মরাজ-প্রভৃতি বীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণের নিকটে অবশ্যই ইহার পাপময় ফল প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া ধৌম্য তখন পদাতিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই হ্রিয়মাণা যশস্বিনী দ্রুপদরাজ-নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে প্রধানতম ধনুর্দ্ধারী পৃথা-নন্দনেরা পৃথক্ পৃথক্ সঞ্চরণ করত সর্ব্বদিকে সম্যক্‌রূপে বিহরণ-পূর্ব্বক মৃগ বরাহ মহিষপ্রভৃতি সংহার করিয়া পরিশেষে একত্র মিলিত হইলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির সেই মৃগ ও হিংস্রজন্তুগণে সমাকীর্ণ মহারণ্য কাম্যক্ কাননকে বিহগকুল-কর্ত্তৃক নিনাদিত হইতে দেখিয়া এবং চীৎকারকারী মৃগ সমুদায়ের বাণী সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, "এই সকল মৃগ ও বিহঙ্গগণ যখন প্রভাকরসমুদ্ভাসিত দিকের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্রূরভাবে উৎকট আয়াস ব্যক্ত করিতেছে, তখন ইহাই জানাইতেছে যে, মহাবন কাম্যক্ শত্রুগণকর্ত্তৃক প্রধাবিত হইতেছে ; অতএব তোমরা শীঘ্র নিবৃত্ত হও ; মৃগেতে আমাদের আর প্রয়োজন নাই ; কারণ, আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত, এমন কি, দগ্ধপ্রায় হইতেছে এবং শরীরস্থ প্রাণপতি অতিমাত্র কাতর হইয়া বুদ্ধির মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক যেন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। কোন সরোবরস্থ সর্প সুপর্ণকর্ত্তৃক হৃত হইলে ঐ সরোবর যেরূপ হয় ; অরাজক ও হৃতলক্ষ্মী হইলে রাষ্ট্র যেরূপ হয় ; পানলালসা-বিহ্বল লোকেরা কুম্ভস্থিত সমস্ত রস পান করিয়া লইলে ঐ কুম্ভ যেরূপ হয় ; কাম্যক্ বনও আমার নিকটে সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছে।"

সেই নরবীর পাণ্ডবেরা তখন পবন ও জলপ্রবাহ অপেক্ষা অধিকতর বেগবিশিষ্ট সিন্ধুদেশসম্ভূত মহাজব অশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত বৃহদাকার স্বীয় স্বীয় রথদ্বারা নীত হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে তাঁহাদের বামপার্শ্বে একটা প্রচণ্ডরব গোমায়ু সহসা উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির প্রণিধানপূর্ব্বক তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া ভীম ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, এই নিকৃষ্টযোনি শৃগাল বামপার্শ্বে আসিয়া যে প্রকার রব করিতেছে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাপাত্মা কৌরবেরা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্ব্বক নিপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। এইকথা বলিয়াই তাঁহারা তৎকালে মহারণ্যে মৃগয়া করণানন্তর সেইবনে প্রবেশ করত দেখিলেন, প্রেয়সীর কিঙ্করী বালা ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে। হে নরেন্দ্র! তখন ইন্দ্রসেন ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দ্রুতপদ-সঞ্চারে ধাত্রেয়িকার নিকটে আসিয়া তদপেক্ষাও অধিকতর কাতরভাবে তাহাকে কহিল, তুমি ধরাতলে পতিতা হইয়া রোদন করিতেছ কেন? তোমার মুখমণ্ডল কি নিমিত্ত ম্লানবর্ণ ও শুষ্ক হইতেছে? সুনিষ্ঠুর-কর্ম্মকারী পাপাত্মা কৌরবেরা, পাণ্ডবগণের শরীর-সদৃশী সুবিশালনেত্রা, অচিন্ত্যরূপা, রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে ত বলপূর্ব্বক হরিয়া লয় নাই? ধর্ম্ম-তনয় যেরূপ সন্তাপ করিতেছেন, ইহাতে যদিও সেই দেবী রসাতলে প্রবেশিতা, অন্তরীক্ষে উপনীতা অথবা সমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়া থাকেন, তথাপি পৃথা-নন্দনেরা তাঁহার স্থানে গমন করিবেন। এস্থলে কোন বিমূঢ় ব্যক্তি, ঈদৃশ অরাতি-মর্দ্দন ক্লেশ-সহিষ্ণু অপরাজিত পাণ্ডবগণের বহিশ্চর হৃদয়-স্বরূপা প্রাণসমা প্রিয়তমা নাথবতী পাঞ্চালীকে অনুত্তম রত্নের ন্যায় অদ্য হরণ করিতে ইচ্ছা করিল, বুঝিতে পারিতেছি না। অদ্য কাহার দেহ প্রতিভেদ করিয়া সুশাণিত ঘোরতর শরবর-নিকর ধরণীগর্ভে প্রবিষ্ট হইবে? হে ভীরু! তুমি কৃষ্ণার প্রতি শোক করিও না ; ইহা নিশ্চয় অবধারণ কর, তিনি অদ্যই পুনরাগমন করিবেন ; পাণ্ডবেরা সমুদায় শত্রুগণকে নিঃশেষে নিহত করিয়া পশ্চাৎ যাজ্ঞসেনীর সহিত মিলিত হইবেন।

অনন্তর ধাত্রেয়িকা রুচির-বদন মার্জ্জনপূর্ব্বক সারথি ইন্দ্রসেনকে কহিল, "জয়দ্রথ ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডবকে পরিভূত করিয়া বলাৎকারে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে। এই সমস্ত পথ এখনও অভিনব রহিয়াছে এবং ভগ্ন বৃক্ষসকলও এখনও ম্লান হয় নাই ; অতএব তোমরা রথ ফিরাও ; রাজপুত্রী এখনও অধিক দূরে যায় নাই ; শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ কর। হে ইন্দ্রতুল্য বীরগণ! তোমরা সকলেই সুরুচির বিশাল বর্ম্মসমস্ত পরিধান করিয়া মহামূল্য শরাসন ও শরনিকর ধারণপূর্ব্বক অবিলম্বে কৃষ্ণার পথানুসারী হও ; কেননা, পাছে ভর্ৎসনা ও দণ্ডদ্বারা বিমোহিতা, বিহ্বলচিত্তা ও শুষ্কবদনা হইয়া তিনি ভস্মোপরি উৎকৃষ্ট আহুতি-পূর্ণ হবনপাত্রের ন্যায় কোন অযোগ্যপাত্রে আত্মদেহ সমর্পণ করেন ; পাছে তুষানলে ঘৃত হবন করার ন্যায় হন ; পাছে শ্মশানে নিক্ষিপ্ত মালার ন্যায় হন ; পাছে যাজক ব্রাহ্মণগণের অনবধানে কুক্কুর-কর্ত্তৃক অবলেহিত যজ্ঞীয় সোমরসের ন্যায় হন ; পাছে মহারণ্যে মৃগয়া করিয়া একটা শৃগাল নলিনীকে বিলোড়ন করে। যজ্ঞকুণ্ডস্থ ঘৃতাবলেহী কুক্কুরের ন্যায় কোন অকার্য্যকারী ব্যক্তি যেন তোমাদিগের প্রেয়সীর শোভন-নাসিকান্বিত, সুলোচন, শশাঙ্ক-কান্তিপ্রভ, সুবিমল শুভানন স্পর্শ না করে। এই পুরোবর্ত্তী পথসকল দিয়া তোমরা শীঘ্র অনুসরণ কর ; এ বিষয়ে কাল যেন তোমাদিগকে শীঘ্র অতিবর্ত্তন না করে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভদ্রে! সরিয়া যাও ; বাক্য রোধ কর ; রাজারাই হউক বা রাজপুত্রেরাই হউক বল দ্বারা মত্ত হইলেই বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়াই তাঁহারা ধাত্রেয়িকার প্রদর্শিত পথ-সকলেরই অনুবর্ত্তী হইয়া সর্পের ন্যায় বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং প্রকাণ্ড কোদণ্ড সমুদায়ে

জ্যা বিক্ষেপ করিতে করিতে শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, সেই রাজ-সৈন্যের ধূলি অশ্বগণের খুরদ্বারা প্রেরিত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং ধৌম্য পদাতিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, "সত্বর ধাবমান হও" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভীমকে আহ্বান করিতেছেন। অনন্তর সেই অতি-দীন-সত্ত্ব রাজপুত্রেরা ধৌম্যকে "আপনি সুখে আগমন করুন," এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া, আমিষলোভাসক্ত শ্যেননিচয়ের ন্যায় বেগে সেই সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলেই মহেন্দ্র-সদৃশ বিক্রমসম্পন্ন সুতরাং পাঞ্চালীর পরিভব-হেতু সহজেই কুপিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার জয়দ্রথকে দেখিয়া এবং তদীয় রথোপরি অবস্থিতা প্রেয়সীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠির সকলেই উচ্চৈঃস্বরে সিন্ধুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাহাতে শত্রুগণের সর্ব্বতোভাবে দিগ্মোহ উপস্থিত হইল।

অষ্টষষ্ট্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া অমর্ষাবিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের তৎকালে বন মধ্যে ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইল। দুরাত্মা রাজা স্বয়ং জয়দ্রথও সেই কুরুপুঙ্গবগণের ধ্বজাগ্র সমস্ত নিরীক্ষণপূর্ব্বক হততেজা হইয়া রথ-স্থিতা দীপ্তিমতী যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, কৃষ্ণে! এই যে পাঁচজন মহারথী আসিতেছেন, বোধ হয়, ইঁহারা তোমারই স্বামী হইবেন; অতএব হে সুকেশি! তোমার পরিচিত থাকায়, পাণ্ডবগণের মধ্যে কে কোন্ রথে পর পর অবস্থিত রহিয়াছেন, আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ়! পরমায়ুঃক্ষয়কর অতিঘোর কর্ম্ম করিয়া এখন মহাধনুর্দ্ধরগণের পরিচয় জানিয়া তোমার কি হইবে? আমার এই বীর্য্যসম্পন্ন পতিগণ সমবেত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে সংগ্রামে তোমাদিগের কেহই আর অবশিষ্ট থাকিবে না। পরন্তু তুমি মুমূর্ষু হইলেও যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার নিকটে সমুদয় বর্ণন করা আমার কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহা ধর্ম্মানুগত। সংপ্রতি অনুজ-সহিত ধর্ম্মরাজকে অবলোকন করিয়া তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় বা ব্যথা নাই। যাঁহার ধ্বজাগ্রদেশে মনুরধ্বনি-বিশিষ্ট, সুন্দরাকৃতি নন্দ ও উপনন্দ নামে মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে, উনি স্বকীয় ধর্ম্মার্থের নিশ্চয়াভিজ্ঞ; কার্য্যার্থী লোকেরা নিয়ত উহাঁর অনুসরণ করে। ঐ যে ব্যক্তি কাঞ্চনের ন্যায় বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ প্রচণ্ড নাসিকান্বিত, ক্ষীণ-দেহ ও বিস্তৃত-নয়ন, আমার এ স্বামীকে লোকে কুরুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির বলিয়া থাকে। ঐ ধর্ম্মচারী নরবীর শরণাগত শত্রুরও প্রাণদান করেন; অতএব রে মূঢ়! তুমি অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত দ্রুতবেগে উহাঁর নিকটে গিয়া শরণাপন্ন হও।

অপিচ প্রবৃদ্ধ শালবৃক্ষের ন্যায় ঐ যে মহাভুজ ব্যক্তিকে রথারূঢ় দেখিতেছ; যিনি ওষ্ঠ সন্দংশন করিতেছেন এবং ভ্রূকুটিভঙ্গীদ্বারা যাঁহার ভ্রূযুগল মিলিত হইয়াছে; উনি আমার ভর্ত্তা বৃকোদর। সৎকুলসম্ভূত, স্থূলকায়, উত্তম-দান্ত মহাবল-সম্পন্ন তুরঙ্গমগণ ঐ শূর পুরুষকে বহন করিয়া থাকে। উহাঁর কর্ম্ম সমস্ত লোকাতীত; এই নিমিত্ত উহাঁর 'ভীম' এই শব্দটি ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যাহারা উহাঁর অপরাধ করে, তাহারা আর বিনষ্ট হইতে অবশিষ্ট থাকে না; কেন না, উনি কদাচ বৈর বিস্মরণ করেন না, কোন না কোন কারণ আহরণ করিয়া শত্রুতার শেষ করেন; বৈরনির্য্যাতন করিবার পরেও যে অত্যন্ত শান্ত হন, এমনও নহে।

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও শিষ্য এবং আমার পতি ধনুর্দ্ধর-প্রবর, দ্যুতিমান্, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বৃদ্ধসেবী, নরবীর ধনঞ্জয় ঐ যিনি না কাম, না ভয়, না কোপ, কিছুতেই ধর্ম্ম ত্যাগ বা নিষ্ঠুরতাচরণ করেন না; সেই ঐ অনলতুল্য তেজস্বী, শত্রু-পরাক্রমসহিষ্ণু, প্রমাথী সব্যসাচী।

যিনি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও অর্থের নিশ্চয়াভিজ্ঞ, ভয়ার্ত্ত-দিগের ভয়-হর্ত্তা ও মনীষা-সম্পন্ন; পৃথিবী-মধ্যে যাঁহার রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করে; এবং সমুদয় পাণ্ডবেরা যাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও গরিষ্ঠ ও সম্যক্ অনুরক্ত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন; আমার পতি সেই বীর্য্যবান্ নকুল ঐ। রে মূঢ়াত্মন! সহদেবের অগ্রজাত ঐ মহান্ ধীমান্ লঘুহস্ত হইয়া বিবিধ প্রকারে অসি চালন-পূর্ব্বক খড়্গযুদ্ধ করেন; অতএব দৈত্যসেনামধ্যে বাসবের ন্যায় অদ্য সংগ্রামে তুমি উহাঁর বিচিত্রব্যাপার অবলোকন করিবে। ঐ যিনি সমুদায় পাণ্ডবগণের কনিষ্ঠ ও প্রীতিপাত্র, ধর্ম্মতনয় রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কারী, চন্দ্র সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী, শূর, কৃতাস্ত্র, মতিমান্ ও মনস্বী; যাঁহার সমান বুদ্ধিমান এবং সাধুসমাজে বিনিশ্চয়াভিজ্ঞ বক্তা আর মনুষ্যই নাই; আমার স্বামী সেই ঐ শৌর্য্যশালী, নিয়ত অমর্ষান্বিত, ধীসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান্ সহদেব। কুন্তীর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, সদা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, ঐ মনস্বী নরবীর বরং প্রাণসমস্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, হুতাশনে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হন, তথাপি ধর্ম্মবহির্ভূত বাক্যের উক্তি করিতে পারেন না। ফলত, কোন রত্ন-পরিপূর্ণা নৌকা সমুদ্রমধ্যে মকরের পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া বিশীর্ণা হইলে যেরূপ বিক্ষোভিতা হয়, পাণ্ডুতনয়েরা তদীয় যোধবর্গকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে তোমার এই সেনাকেও তুমি সেইরূপ বিক্ষোভিতা দেখিবে। তুমি মোহ-প্রযুক্ত যাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই পাণ্ডু-পুত্রগণের বিবরণ এই বর্ণিত হইল; ইঁহাদিগের হস্ত হইতে যদি অক্ষতদেহে নিষ্কৃতি পাও, তবে জীবিত থাকিতেই পুনরায় জন্মলাভ করিবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পঞ্চবাসব সদৃশ পঞ্চপাণ্ডব সেই ত্রাসান্বিত বদ্ধাঞ্জলি পদাতি-গণকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধপরীতচিত্তে রথসৈন্যকে সর্ব্বদিকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করত শরবর্ষদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

একোনসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তৎকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই নরপতিকে "তোমরা সম্যক্রূপে অবস্থিত হও, প্রহার কর, শীঘ্র ধাবমান হও;" এইরূপ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে

সময়ে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবকে দেখিয়া সৈন্যগণের ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। ব্যাঘ্রনিকরের ন্যায় সেই উৎকট-বলশালি-পুরুষব্যাঘ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণেরও বিষাদ জন্মিল। যাহার সমুদয় অংশ শৈক্যাখ্য লৌহদ্বারা নির্ম্মিত এবং উচ্ছ্রয় সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত, এতাদৃশী গদা গ্রহণ করিয়া ভীম কালপ্রেরিত জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে কোটিকাখ্য আসিয়া প্রচুর রথসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবারিত করত তাঁহার ও জয়দ্রথের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দিল। ভীম, বীরগণের ভুজপ্রেরিত বহুসংখ্য শক্তি, তোমর ও নারাচ দ্বারা আকীর্ণ হইতে থাকিলেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সিন্ধুবের সেনামুখে তিনি গদাঘাতে হস্তিপকের সহিত এক হস্তী ও চতুর্দ্দশ পদাতি বিনষ্ট করিলেন। ধনঞ্জয় সৌবীররাজকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে তদীয় বাহিনীমুখে পঞ্চশতসংখ্য পার্ব্বতীয় মহারথ শূর বীরদিগকে নিহত করিলেন। তৎকালে স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির সৌবীরগণের প্রধান প্রধান যোধবর্গমধ্যে একশত জনকে নিমেষমাত্রে সংগ্রামে বিনষ্ট করিলেন। তখন নকুলও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গাধারণপূর্ব্বক পাদরক্ষক সৈন্যগণের মস্তক সমস্ত বীজবপনের ন্যায় পুনঃপুনঃ বিকীর্ণ করিতে দৃষ্ট হইলেন। সহদেব রথারোহণে প্রস্থিত হইয়া গজযোধীদিগকে, তরুনিকর হইতে বিহঙ্গগণের ন্যায় নারাচনিচয় দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ শরাসন হস্তে মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তখন গদাদ্বারা যুধিষ্ঠিরের হয়চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন। কুন্তীনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সেই পাদচারী সমীপবর্ত্তী ত্রিগর্ত্তরাজকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। হৃদয় বিদ্ধ হওয়াতে সেই বীর মুখ হইতে রক্ত বমন করত ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে পতিত হইলেন। হতাশ্ব যুধিষ্ঠিরও ঐ অবসরে ইন্দ্রসেনের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সহদেবের মহারথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে ক্ষেমঙ্কর ও মহামুখ-নামা দুই ব্যক্তি নকুলকে সন্ধান করিয়া উভয়দিক্ হইতে প্রখর শরবর্ষদ্বারা অভিবৃষ্ট করিতে লাগিল; মাদ্রীতনয় বর্ষাকালীন জলদপুঞ্জের ন্যায় শরবারি-বর্ষণকারী সেই দুই জনকে এক এক বিপাঠদ্বারা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর গজযানকোবিদ ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ তাঁহার রথাগ্রভাগে উপনীত হইয়া গজদ্বারা রথখানি সমাক্ষিপ্ত করিলেন। পরন্তু নকুল তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অসিচর্ম্ম হস্তে সেই রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক যোগ্যস্থান আশ্রয় করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর সুরথ নকুলের বধের নিমিত্ত সেই ক্রোধান্বিত উচ্ছ্রিত-শুণ্ড গজবরকে প্রেরণ করিলেন। হস্তী সমীপবর্ত্তী হইলে নকুল খড়্গ দ্বারা তাহার সদন্ত শুণ্ডাদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই কবচ-ভূষিত মাতঙ্গ মহাশব্দে চীৎকার করিয়া অবনমিত মস্তকে ভূতলে পতিত হইয়া গজারোহদিগকে চূর্ণিত করিল। শৌর্য্যসম্পন্ন মহারথ মাদ্রীতনয় নকুল সেই মহৎ কর্ম্ম করিয়া ভীমসেনের রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বস্তি লাভ করিলেন।

এদিকে রাজা কোটিকাখ্য সংগ্রামে সমাপতিত হইবামাত্র ভীম তদীয় অশ্বপরিচালক সূতের মস্তক ক্ষুরদ্বারা হরণ করিয়া লইলেন। বাহুশালী বৃকোদর তাঁহার সারথিকে যে নিহত করিলেন, সেই রাজা তাহা জানিতেই পারিলেন না। সারথি বিনষ্ট হওয়ায় তদীয় ঘোটক সকল রণভূমির ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। যোধপ্রবর পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর সেই হতসারথি কোটিকাখ্যকে বিমুখ দেখিয়া সমীপে আগমনপূর্ব্বক করতলমুক্ত প্রাসদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন।

ধনঞ্জয় নিশিত ভল্লনিবহ-সহকারে সৌবীরগণের দ্বাদশজন মধ্যে সকলেরই শরাসন ও মস্তক-সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই অতিরথী সংগ্রামে বাণ-বিষয়াগত শিবি, ইক্ষাকুপ্রবর, ত্রিগর্ত্ত ও সৈন্ধবদিগকেও নিহত করিলেন। পতাকাসংবহুসংখ্য মাতঙ্গ এবং ধ্বজসংবলিত মহারথ-সমস্ত সব্যসাচী কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত নিপাতিত হইতে দৃষ্ট হইল। মস্তক-হীন দেহ ও দেহশূন্য মস্তক-সকল সমগ্র সংগ্রামভূমি আচ্ছাদিত করিয়া রহিল। তথায় কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, ভাস, শৃগাল ও কাক-সকল নিহত বীরগণের রক্ত-মাংস-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। সেই সমস্ত বীর হত হইলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অতিমাত্র ভীত হইয়া, কৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া, পলায়নমনা হইলেন। ঐ প্রাণাকাঙ্ক্ষী নরাধম, দ্রৌপদীকে সেই সঙ্কুল সৈন্যমধ্যে অবতারিত করিয়া, যে পথে বনে আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই ধাবমান হইল। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে ধৌম্যের অগ্রবর্ত্তিনী দেখিয়া বীর্য্যবান্ সহদেবদ্বারা রথারোহণ করাইলেন। জয়দ্রথ অপগত হইলে পর, বৃকোদর সেই পলায়ন-পরায়ণ সৈন্য সকলকে নাম-নির্দ্দেশ করিয়া করিয়া নারাচনিচয় দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু সব্যসাচী জয়দ্রথকে পলায়মান দেখিয়া সৈন্ধবসৈনিকদিগের বিধ্বংসকারী ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, যাহার অপরাধে আমরা এই দারুণ ক্লেশ প্রাপ্ত হইলাম, সেই জয়দ্রথকে এই সমরক্ষেত্রে দেখিতেছি না, অতএব আপনার মঙ্গল হউক, আপনি তাহারই অন্বেষণ করুন, যোধগণকে নিপাতিত করিয়া আপনার প্রয়োজন কি? কি নিমিত্তই বা আপনি এই নিষ্ফল কর্ম্মে যত্ন করিতেছেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বাগ্মী ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! শত্রুদিগের বীরবর্গ অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় তাহারা দিকে দিকে পলায়ন করিয়াছে, অতএব আপনি নকুল, সহদেব ও মহাত্মা ধৌম্যের সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীকে লইয়া এস্থান হইতে নিবৃত্ত হউন এবং আশ্রমে গিয়া উহাঁকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করুন। সিন্ধু-রাজাধম মূঢ় জয়দ্রথ যদি পাতালতলেও আশ্রয় লয়, যদি ইন্দ্রও তাহার সহায় হন, তথাপি সে জীবিত থাকিতে কোনক্রমে আমার নিকটে নিষ্কৃতি পাইবে না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! জয়দ্রথ দুরাত্মা হইলেও, দুঃশলা ও যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, লজ্জাবতী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ঐ কথা শ্রবণে কোপে ব্যাকুলেন্দ্রিয়া হইয়া ভীম ও অর্জ্জুন উভয় পতিকেই কহিলেন, "যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে সেই কুলপাংসন, দুর্ম্মতি, পাপাত্মা, নরাধম সৈন্ধবাধমকে বধ করিতে হইবে, যে বৈরী ভার্য্যাপহারী ও রাজ্যহারী হয়, সে যাচ্ঞা করিলেও

সময়ে তাহাকে কোন প্রকারে বিমুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।" এইরূপ কহিয়া তাঁহারা সেই ভীমার্জ্জুনযুগল জয়দ্রথের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং রাজাও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আশ্রমে গিয়া নিবৃত্ত হইলেন। তিনি ঋষিগণের আসন ও ছাত্রনিচয়ে পরিকীর্ণ আশ্রমপদে প্রবেশিয়া দেখিলেন, তাহা মার্কণ্ডেয়াদি বিপ্রগণ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই সকল ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার সহিত তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আগমন করতঃ তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহারা সেই নরপতিকে সিন্ধু সৌবীরাদিদিগের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগত এবং দ্রৌপদীকে পুনরায় আহৃতা দেখিয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপবিষ্ট হইলে ভাবিনী কৃষ্ণা নকুল সহদেবের সহিত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ভীমার্জ্জুন শত্রুকে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে শুনিয়া স্বয়ং অশ্বসকল পরিচালন করত অতিবেগে তৎসমীপে প্রধাবিত হইলেন। পুরুষকার-সম্পন্ন অর্জ্জুন এস্থলে এই একটি অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন যে, ক্রোশমাত্র পথ অতীত হইলেও জয়দ্রথের অশ্বসকলকে তিনি বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি দিব্যাস্ত্র-সম্পন্ন এবং কৃচ্ছ্রকালেও ব্যাকুলতা-পরিশূন্য, সুতরাং অস্ত্র মন্ত্রপূত শরনিকর-সহকারে ঐ দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী ভীম ও ধনঞ্জয়, উভয়েই হতাশ্ব, ভীত, একাকী ও ব্যাকুলচিত্ত জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন, জয়দ্রথও স্বীয় অশ্ব-সকলকে নিহত দেখিয়া সুদুঃখিত এবং মানব-বিক্রমাতীত কর্ম্ম-সমস্ত-কারী ধনঞ্জয়কে দেখিয়া, পলায়নে উৎসাহী হইয়া, যে পথে বনে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পলায়ন করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন জয়দ্রথকে পলায়ন-বিষয়ে পরাক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "অহে রাজপুত্র! তুমি এই বীর্য্যদ্বারা কি বলিয়া স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক প্রার্থনা কর? নিবৃত্ত হও; তোমার পলায়ন করা উচিত হয় না; অনুচরগণকে শত্রু-মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে পলায়ন করিতেছ?" ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলেও জয়দ্রথ নিবৃত্ত হইলেন না। তখন বলশালী ভীম "থাক্, থাক্," বলিয়া সহসা তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন; পরন্তু দয়াবান অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন, বধ করিবেন না।

সপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জীবনাকাঙ্ক্ষী জয়দ্রথ উদ্যতায়ুধ ভীমার্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অনাকুলিতভাবে শীঘ্র প্রধাবিত হইলেন। অমর্ষান্বিত বলশালী ভীমসেন তাঁহাকে ধাবমান দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে তৎসমীপে গমন করিয়া কেশকলাপে গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই রাজাকে সম্যক্‌রূপে উত্থাপিত করিয়া মহীতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন এবং মস্তক ধারণপূর্ব্বক তাড়না করিতে থাকিলেন। আবার চেতন প্রাপ্ত হইয়া জয়দ্রথ যেমন উঠিতে ইচ্ছা করিবেন, অমনি মহাবাহু বৃকোদর তাঁহার বিলাপ করিবার পূর্ব্বেই পদদ্বারা মস্তকে প্রহার করিলেন, বক্ষঃস্থলে জানুমর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অরত্নিদ্বারাও তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই প্রবল প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া সিন্ধুরাজ মোহ প্রাপ্ত হইলেন; পরন্তু কুরু-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুঃশলার নিমিত্ত তৎকালে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিয়া ধনঞ্জয় রোষাবিষ্ট বৃকোদরকে নিবারিত করিলেন। ভীম কহিলেন, এই পাপাচার নরাধম যখন ক্লেশানর্হা কৃষ্ণাকে যার-পর-নাই ক্লেশ দিয়াছে, তখন এ আমার হস্তে কোনক্রমে জীবিত থাকিবার যোগ্য নহে; কিন্তু আমি কি করিতে পারি! রাজা যে সতত দয়ালু এবং তুমিও বালকবৎ বুদ্ধিসহকারে সর্ব্বদাই আমাদিগকে নিরুদ্ধ কর। এই কথা বলিয়া বৃকোদর অর্দ্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের কেশপাশ পঞ্চভাগে বিভক্ত করত পঞ্চশিখ করিয়া দিলেন; জয়দ্রথ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর ভীম, সিন্ধুরাজকে ভৎর্সিত করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! যদি জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা করিস, তবে আমি তাহার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর্। সাধুসমাজ ও সভাসমূদায় মধ্যে "আমি দাস হইলাম," তোকে এই কথা বলিতে হইবে; এরূপ হইলে আমি তোর জীবন দান করিতে পারি, যেহেতু যুদ্ধজয় স্থলে এই বিধিই প্রসিদ্ধ।

রাজা জয়দ্রথ পরিকৃষ্যমাণ হওয়াতে সমরশোভী পুরুষব্যাঘ্র ভীমকে কহিলেন, 'ইহাই হউক।' অনন্তর পৃথানন্দন বৃকোদর বিচেষ্টমান, ধূলিপরিকীর্ণ, সংজ্ঞাশূন্য সিন্ধুরাজকে বন্ধন করিয়া রথারোহণ করাইলেন; পরে স্বয়ং রথারূঢ় হইয়া অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে তখন আশ্রম-সমীপে আগমনপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া তদবস্থ জয়দ্রথকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিলেন এবং 'ইহাকে ছাড়িয়া দাও,' এ কথাও বলিলেন। পরন্তু ভীম তাঁহাকে কহিলেন, আপনি দ্রৌপদীকে বলুন, কেননা এই পাপাত্মা পাণ্ডবগণের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে এই প্রণয়যুক্ত বাক্যের উক্তি করিলেন, যদি আমরা তোমার माननीয় হই, তবে এই অধমাচার জয়দ্রথকে তুমি মুক্ত করিয়া দাও। দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া ভীমকে বলিলেন, এই ব্যক্তি রাজার দাস হইয়াছে এবং আপনিও ইহাকে পঞ্চশিখ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে বিমুক্ত করুন।

হে রাজন্! তখন জয়দ্রথ মুক্ত হইয়া বিহ্বলচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে আগমনানন্তর অভিবাদন করিলেন এবং সেই মুনিগণকেও দেখিয়া বন্দনা করিলেন। দয়াবান্ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই জয়দ্রথকে ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক গৃহীত ও তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তুমি দাসত্ব-রহিত ও বন্ধনমুক্ত হইলে, এক্ষণে গমন কর, কিন্তু আর কখন এরূপ করিও না। তুমি নিজে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র সহায়যুক্ত হইয়া যে, স্ত্রী-কামনা করিয়াছিলে, ইহাতে তোমাকে ধিক্ থাকুক্; কেননা তোমা ভিন্ন আর কোন্ নরাধম এপ্রকার কর্ম্ম করিতে পারে? ভরত-প্রবর নরাধিপ যুধিষ্ঠির সেই অশুভকর্ম্মকারী জয়দ্রথকে গতচেতনের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কৃপা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন, অহে জয়দ্রথ! তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়ে বর্দ্ধিত হউক, তুমি কদাচ অধর্ম্মে মন করিও না; সংপ্রতি অশ্ব, রথ ও পদাতিসকলের সহিত স্বচ্ছন্দে প্রস্থান কর। হে ভারত! যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সম্ভাষণে রাজা জয়দ্রথ লজ্জান্বিত, নিঃশব্দ, কিঞ্চিৎ অবনত-মুখ

১৮। ভীমকর্তৃক জয়দ্রথের লাঞ্ছনা।



বলশালী ভীমসেন জয়দ্রথকে ধাবমান দেখিয়া দ্রুতপদ-সঞ্চারে তৎসমীপে গমন করিয়া কেশকলাপে গ্রহণ করিল।। বনপর্ব্ব ৫৩২ পৃষ্ঠা।।

ও দুঃখার্ত্ত হইয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। তথায় তিনি উমাপতি বিরূপাক্ষদেবের শরণাপন্ন হইয়া বিপুল তপশ্চরণ করিলেন এবং শিবও তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন। প্রীয়মাণ মহাদেব ত্রিলোচন স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপহার লইলেন এবং তাঁহাকে বর দানও করিলেন। জয়দ্রথও যে প্রকারে বর গ্রহণ করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। সেই রাজা মহেশ্বরকে বলিলেন, আমার প্রার্থনা এই যে, রথযুক্ত পাণ্ডবদিগের সকলকেই যুদ্ধে জয় করিতে পারি; কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন, "এরূপ হইতে পারিবে না; তাহারা তোমার অজেয় ও অবধ্য; অর্জ্জুন ব্যতিরেকে তাহাদিগকে তুমি কেবল সংগ্রামে নিবারিত করিবে মাত্র। মহাবাহু অর্জ্জুন নরনামা সুরেশ্বর। তিনি বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার সহায়; সুতরাং তিনি সর্ব্বলোকের অজেয় এবং দেবগণেরও দুরাধর্ষ। তিনি মৎপ্রদত্ত পাশুপত নামক অপ্রতিম দিব্য অস্ত্র এবং লোকপালসকলের নিকটে বজ্রাদি মহাস্ত্র সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুরগুরু প্রভু বিষ্ণু সূর্য্যাদি দ্যোতকগণেরও প্রকাশক অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ প্রধান পুরুষ ও জগৎকারণ; তিনিই বিশ্বের আত্মা এবং বিশ্বই তাঁহার মূর্ত্তি। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে তিনি কালাগ্নি-স্বরূপ হইয়া পর্ব্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, গিরি-বন ও কানন-সংবলিত সমুদয় জগৎ দগ্ধ করেন। তৎকালে পাতালতলচারী নাগলোকেরাও ঐ অনলে নির্দ্দগ্ধ হয়। অনন্তর অন্তরীক্ষে ঘোরস্বর-সমন্বিত, বিকট-নিনাদকারী, বিদ্যুন্মালাবলম্বী, নানা-বর্ণ, প্রচণ্ড-জলধর-সকল সমগ্র দিঙ্মণ্ডল বিকর্ষণ করত সর্ব্বত্র সমুত্থিত হইল। তৎপরে প্রলয়াগ্নি-প্রশমনকারী সেই নীরদ সমস্ত রথাক্ষ-প্রমিত স্থূল-ধারায় অগ্নি নির্ব্বাপণ করিল এবং সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ করিয়া রহিল। চতুঃসহস্র যুগাবসানে সেই একার্ণব হওয়ায় তখন সমুদায় চরাচর চন্দ্র-সূর্য্য বায়ু গ্রহ-নক্ষত্রাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া উপশান্ত হইলে পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। অনন্তর সহস্র-লোচন, সহস্র-চরণ, সহস্র-শীর্ষ, নারায়ণ-নামা অতীন্দ্রিয় বিরাট পুরুষ ফণা সহস্র ভীষণ, সমবেত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় অপরিমিত তেজোযুক্ত, কুন্দ ইন্দু হার গোদুগ্ধ মৃণাল ও কুমুদের ন্যায় শুভ্রকান্তি শেষ সর্পরূপ পল্যঙ্কোপরি শয়ন করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই বিভু ভগবান্ নারায়ণ তখন জলধিমধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ন করত নিশাসম্বন্ধীয় তিমিরে পরিব্যাপ্ত স্বকীয় রাত্রি করিলেন; পরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন, লোক প্রাণিসঞ্চারশূন্য রহিয়াছে। এ স্থলে নারায়ণ শব্দের প্রতি এই শ্লোকটিও উদাহৃত হইয়া থাকে। যথা জলসকল নরনামক ঋষি হইতে উৎপন্ন ও তদীয় কলেবর; এই নিমিত্ত আমরা জল সকলের 'নার' এই নাম শুনিতে পাই; সেই নারের সহিত তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিতি করাতে হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। সেই নারায়ণ প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত যেমন ধ্যান করিলেন; অমনি তদীয় নাভিপদ্ম হইতে চতুর্ম্মুখ সনাতন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। ধ্যানমাত্রেই ভগবানের নাভিদেশে একটি পদ্ম উত্থিত হয় এবং সেই পদ্ম হইতেই বিরিঞ্চি বিনিঃসৃত হন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই পদ্মোপরি সহসা উপবিষ্ট হইয়া, সমুদয় জগৎ শূন্য দেখিয়া মানস-সদৃত, আত্মসদৃশ, মরীচি-প্রভৃতি নয় জন মহর্ষির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারাও সেই রূপ দেখিয়া যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, সর্প, মানুষ প্রভৃতি স্থাবর ও জঙ্গম সমুদায় ভূতবর্গ উৎপন্ন করিলেন। এই রূপে গুণত্রয়ভেদে প্রজাপতি ঈশ্বরের তিন অবস্থা হইয়াছে; তাঁহার ব্রহ্মমূর্ত্তি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতে পালন এবং রুদ্রমূর্ত্তি হইতে সংহার হইয়া থাকে।

হে সিন্ধুপতে! অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর চরিত-সমস্ত তুমি কি বেদ-পারগ ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণের মুখে বাল্য হইতে শ্রবণ কর নাই? তৎকালে সেই একার্ণব ও একাকাশ হওয়াতে মহীতলের সমুদায় ভাগ জলমগ্ন সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইলে প্রভু, বর্ষাকালীন রজনীতে খদ্যোতের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করত লোক-প্রতিষ্ঠাপনের নিমিত্ত তখন পৃথিবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পৃথিবীকে জলে নিমগ্ন দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাঁহার মনে ইচ্ছা হইল। 'আমি কোন্ রূপ অবলম্বন বসুন্ধরাকে জল হইতে উদ্ধার করি' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দিব্য নয়নে অবলোকনপূর্ব্বক জলক্রীড়ায় প্রীতি-বিশিষ্ট বারাহরূপ স্মরণ করিলেন। তখন দশ-যোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন-আয়ত, বিশাল-শৈল-কলেবর-তুল্য, তীক্ষ্ণ-দন্তান্বিত, অতিমাত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, মহামেঘকদম্ব-সদৃশ নির্ঘোষ-যুক্ত, নীল নীরদ-সদৃশ, বেদময়, যজ্ঞরূপী বরাহদেহ ধারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞবরাহ হইয়া প্রভু জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং এক দন্ত দ্বারা বসুন্ধরাকে উদ্ধৃত করিয়া স্বস্থানে নিবেশিত করিলেন।

মহাবাহু প্রভু ভগবান্ পুনর্ব্বার নরের অর্দ্ধদেহ ও সিংহের অর্দ্ধদেহযুক্ত অপূর্ব্ব কলেবর আশ্রয় করিয়া কর-দ্বারা করসংস্পর্শ-পূর্ব্বক দৈত্যরাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। দৈত্যগণের আদিপুরুষ, সুরবৈরী, দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নৃসিংহদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া উঠিল। নীলজলদচয়-সন্নিভ মালাধারী বীর্য্যবান্, দেবারি, দিতিতনয় তখন মেঘ-গর্জ্জন-তুল্য নিনাদ-বিশিষ্ট ও উদ্যত শূলপাণি হইয়া নৃসিংহের প্রতি বেগে ধাবিত হইল। অনন্তর নরসিংহ-দেহধারী সমধিক বলশালী মৃগরাজ উর্দ্ধে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক প্রখর নখরাবলি দ্বারা তাহাকে অতিমাত্র বিদারিত করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীমান্ ভগবান্ প্রভু পুণ্ডরীকাক্ষ রিপুঘাতী দৈত্যেন্দ্রকে এইরূপে নিহত করিয়া লোকহিতার্থ পুনর্ব্বার অন্য অবতার হইয়া কাশ্যপমুনির ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অদিতি ঐ উত্তম গর্ভ প্রসব করেন। তাহাতে বর্ষাকালীন জলদ-সদৃশ, প্রদীপ্ত-লোচন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্নে অলঙ্কৃত বামনাকৃতি পুরুষ উৎপন্ন হন। দণ্ড-কমণ্ডলু-জটা ও যজ্ঞোপবীতধারী, বলবান্, রূপবান্, শ্রীমান্, ভগবান্ দৈত্যেন্দ্র বলির যজ্ঞকালে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃহস্পতির সাহায্যে ঐ যজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বলি সেই বামনকায়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে বলিল, হে বিপ্র! আপনার দর্শনে আমি প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে আপনাকে কোন্ বস্তু দান করিব বলুন। বলি-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া বামনদেব ঈষৎ হাস্য

কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'উত্তম! হে দানবপতে! আমাকে তিনপদ পরিমিত ভূমি দান কর।' বলিও প্রসন্ন হইয়া সেই অমিত-তেজা বিপ্রকে তাহা দান করিলেন। অনন্তর পাদবিক্ষেপ করিবার সময়ে হরির অদ্ভুততম দিব্য রূপ হইল। সেই সনাতন বিষ্ণুদেব বিক্রমত্রয় সহকারে অচিরে দুর্দ্ধর্ষ মেদিনীমণ্ডল হরণ করিয়া লইলেন; এবং ইন্দ্রকে তাহা সমর্পণ করিলেন। বামনাবতার বৃত্তান্ত তোমার নিকটে এই কীর্ত্তিত হইল। তাঁহা হইতেই দেবতারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহার নামেই জগৎ বিষ্ণুময় বলিয়া উক্ত হইতেছে। সেই ভগবান বিষ্ণুই অসৎ লোকদিগের নিগ্রহ ও ধর্ম্মের সংরক্ষণ নিমিত্ত মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন। হে সৈন্ধব! বিদ্বান্ লোকেরা যে দেবকে অনাদি, অনন্ত, জন্মবিহীন, লোক-নমস্কৃত, প্রভু ও দেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহারই কর্ম্ম-সমস্ত বর্ণিত হইল। শঙ্খ চক্র গদাধারী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, পীতকৌষেয়বাসা যে দেব কৃষ্ণকে পণ্ডিতেরা শস্ত্রবিদ্যাবিশারদগণের অগ্রগণ্য ও অজিত বলিয়া বর্ণন করেন, সেই কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতুল বিক্রম-সম্পন্ন পরবীরহন্তা শ্রীমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ, পার্থের সহিত এক রথে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সহায়তা করেন, সুতরাং তাঁহাকে জয় করা অসাধ্য। দেবতারাও পার্থের পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না; মানুষভাবাপন্ন কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবে? অতএব হে রাজন্! একমাত্র ধনঞ্জয়-ব্যতিরেকে যুধিষ্ঠিরের সমুদয় সৈন্য ও তোমার শত্রু পাণ্ডব-চতুষ্টয়কে তুমি এক দিনের নিমিত্ত জয় করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! সর্ব্বপাপহর, বিশ্বহর, যজ্ঞবিধ্বংসী ত্রিপুরঘাতী, ভগনেত্র-নিপাতী, উমাপতি পশুপতি, ভগবান্ ত্রিলোচন; নরপতি জয়দ্রথকে এইরূপ কহিয়া বামনাকৃতি, বিকটমূর্ত্তি, কুব্জ, উগ্রকর্ণ, উৎকট-লোচন, উত্থাপিত-বিবিধ-আয়ুধধারী, ভীষণ পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া উমা সমভিব্যাহারে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; মন্দাত্মা জয়দ্রথও স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিল এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যক্ বনে পূর্ব্বের ন্যায় নিবসতি করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ-বরলাভে একসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, জয়দ্রথ কৃষ্ণাকে হরণ করিলে নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা এইরূপ নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অতঃপর কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে বিনির্জ্জিত করিয়া এইরূপে কৃষ্ণার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক মুনিগণের সহিত উপবেশন করিলেন। সেই মহর্ষিবৃন্দ দ্রৌপদীর দুঃখ-বৃত্তান্ত শ্রবণে অনুশোক করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাণ্ডুনন্দন তাঁহাদিগের মধ্যে মার্কণ্ডেয়কে এই কথা বলিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেব ও ঋষিগণমধ্যে ভূত-ভবিষ্যবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত আছেন, এককারণ আপনাকে আমার হৃদয়স্থ একটি সংশয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা অপনীত করুন। দেখুন, এই কৃষ্ণা দ্রুপদরাজের দুহিতা, বেদিমধ্য হইতে সমুত্থিতা, অযোনি-সম্ভূতা, মহাভাগা এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ।—হায়! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কাল সদসৎ কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট এবং যাহার কদাচ ব্যতিক্রম হয় না, ভূতবর্গের সেই ভবিতব্যই বলবান্; তাহা না হইলে কোন বিশুদ্ধ ব্যক্তিকে যেমন মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদ স্পর্শ করে, তদ্রূপ আমাদিগের এই ধর্ম্মজ্ঞা ও ধর্ম্মচারিণী পত্নীকে এরূপ ঘটনা স্পর্শ করিবে কেন? দ্রৌপদী কস্মিন্ কালেও কিছুমাত্র পাপ বা কোন নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণগণের প্রতি সুমহান্ ধর্ম্মেরই সুন্দররূপ অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি রাজা জয়দ্রথ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিল। তাঁহাকে হরণ করাতে সেই পাপাত্মা মস্তক হইতে কেশ-পাতন এবং সসহায়ে সংগ্রামে পরাজয়ও প্রাপ্ত হইল। আমরাও সেই সিন্ধু-সম্বন্ধীয় সৈন্য নিহত করিয়া কৃষ্ণাকে প্রত্যাহরণ করিলাম; অতএব আমাদিগকে অবিতর্কিত দারহরণ অপবাদ প্রাপ্ত হইতে হইল। একে ত আমাদিগের মিথ্যাব্যবসিত জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক এই নির্ব্বাসন; এই দুঃখকর বনবাস; মৃগয়ায় জীবিকা এবং বনবাসী হইয়া বনচারী মৃগজাতির হিংসা; তাহার উপরে আবার এই অবিচিন্তিত দুঃখ ঘটনা। এই নিমিত্তই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার তুল্য অল্পভাগ্যবিশিষ্ট আর কোন মনুষ্য কি বিদ্যমান আছে? এতাদৃশ মনুষ্যকে আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে দ্বিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! রাম যেরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেরূপ দুঃখের আর প্রতিরূপ নাই। বলীয়ান্ রাক্ষস তাঁহার ভার্য্যা জানকীকে হরণ করিয়াছিল। রাক্ষসেন্দ্র দুরাত্মা রাবণ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া আশ্রম হইতে সীতাকে, জটায়ুনামা গৃধ্রের নিধন-সাধনানন্তর, বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল। রাম সুগ্রীবের বল আশ্রয় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও লঙ্কাদহন পূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ উদ্যমে বলবান্ রাম বানর সৈন্যের সহিত নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই ভার্য্যাপহারী অরাতিকে সমরাঙ্গণে নিহত করেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! রাম কোন্ কুলে জন্মিয়াছিলেন? তাঁহার বীর্য্য ও পরাক্রম কিপ্রকার ছিল? রাবণই বা কাহার পুত্র এবং কি নিমিত্তই বা রামের সহিত তাহার শত্রুতা হয়? এ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি আমার নিকটে সম্যক্‌রূপে বর্ণন করুন; আমি অক্লিষ্ট কর্ম্মা রামের চরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! রাম যে ভার্য্যার সহিত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি যেরূপে ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। হে ভারত! ইক্ষ্বাকুবংশজাত অজ নামে এক মহান্ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ নিয়ত বেদাধ্যয়ননিরত ও শুচি ছিলেন। দশরথের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে ধর্ম্মার্থ-বিশারদ মহাবল-সম্পন্ন চারি পুত্র হইয়াছিলেন। রামের মাতা কৌশল্যা; কৈকেয়ী ভরতের জননী এবং পরন্তপ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রার পুত্র। হে বিভো! সীতা বিদেহরাজ জনকের দুহিতা; স্বয়ং প্রজাপতি তাঁহাকে রামের প্রেয়সী মহিষীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে জনেশ্বর! রাম ও সীতার জন্ম-বৃত্তান্ত তোমার নিকটে এই কীর্ত্তিত হইল; সংপ্রতি রাবণেরও জন্ম বিবরণ বর্ণন করিব। সর্ব্বলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, মহা-

তপা, প্রভু, স্বয়ম্ভূ, সাক্ষাৎ দেব প্রজাপতি রাবণের পিতামহ। তাঁহার মানসসম্ভূত পুলস্ত্য নামে একটি প্রিয় পুত্র ছিলেন। পুলস্ত্যের গো নাম্নী পত্নীতে বৈশ্রবণ নামে একটি প্রভাব-সম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছিলেন। হে রাজন্! বৈশ্রবণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের উপাসনা করিতেন; তাহাতে পিতা তাঁহার প্রতি কোপপ্রযুক্ত আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি বৈশ্রবণের প্রতীকারার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া স্বকীয় আত্মার অর্দ্ধাংশ দ্বারা বিশ্রবা নামে দ্বিজাতি হইয়া জন্মিলেন। পরন্তু প্রভু পিতামহ বৈশ্রবণের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অমরত্ব, ধনেশ্বরত্ব, লোকপালত্ব, শিবের সহিত সখিত্ব, যক্ষগণের আধিপত্য, রাজরাজত্ব, নলকূবর নামে পুত্র, রাক্ষসগণ-সমন্বিতা লঙ্কাপুরীতে রাজধানীসন্নিবেশ ও পুষ্পক নামে কামগামী বিমান প্রদান করিলেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পুলস্ত্যের ক্রোধে তদীয় অর্দ্ধদেহস্বরূপ বিশ্রবা নামে যে মুনি উৎপন্ন হন, তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া বৈশ্রবণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেন। হে রাজন্! রাক্ষসেশ্বর কুবের তাঁহার পিতাকে ক্রোধান্বিত জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রসাদনার্থ সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই লঙ্কানিবাসী নরবাহন যক্ষরাজ পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী-নাম্নী তিন জন নিশাচরীকে পিতার পরিচারিকাস্বরূপ প্রদান করিলেন। হে ভরতশার্দ্দূল বিশাম্পতে! সেই নৃত্যগীত-বিশারদা কল্যাণকামা সুমধ্যমা রাক্ষসাঙ্গনারা পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে সেই মহাত্মা ঋষিকে সন্তোষিত করিবার নিমিত্ত নিয়ত উদ্যতা ছিল। মহাত্মা ভগবান্ বিশ্রবা তাহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া এক এক জনকে যথাভিলষিত লোকপাল-সদৃশ পুত্রবর প্রদান করিলেন। তাহাতে ভূমণ্ডলে অতুল্যবলশালী রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই রাক্ষসেশ্বর পুত্র পুষ্পোৎকটার গর্ভে জন্মিল; মালিনী বিভীষণ নামে একটি পুত্র প্রসব করিল এবং রাকার গর্ভে খর নামে এক পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক কন্যা জন্মিল। বিভীষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্ হইয়াছিলেন। সেই মহাভাগ নিয়ত ধর্ম্মরক্ষক ও ক্রিয়ারত ছিলেন। মহোৎসাহসম্পন্ন, মহাবীর্য্য, মহাসত্ত্ব ও মহাপরাক্রম রাক্ষসপুঙ্গব দশগ্রীব সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। মায়াবী, রণমত্ত, রৌদ্রমূর্ত্তি, রজনীচর কুম্ভকর্ণ সমধিক বলবত্তা-প্রযুক্ত সমরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ব্রহ্মবিদ্বেষী নিশাচর খর শরাসনে অধিক বিক্রম প্রকাশ করিত এবং ঘোররূপা শূর্পণখা সর্ব্বদা সিদ্ধগণের বিঘ্নকরী হইত। হে রাজন্! সেই দশগ্রীব প্রভৃতি সকলেই বেদজ্ঞ, শূর ও সুন্দর-ব্রতানুষ্ঠায়ী ছিল এবং সকলেই প্রীতচিত্তে পিতার সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিত। সেই সময়ে তাহারা নরবাহন বৈশ্রবণকে তথায় পরম সমৃদ্ধিসমন্বিত এবং পিতার সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট দেখিল। তাহাতে অমর্ষ-পরবশ হইয়া তাহারা সকলেই তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইল এবং ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তোষিত করিল। দশগ্রীব বায়ুভক্ষ, পঞ্চাগ্নি-মধ্যগত ও সুসমাহিত হইয়া সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিল; কুম্ভকর্ণ আহার সংযমন-পূর্ব্বক যতব্রত ও অধঃশায়ী হইয়া থাকিল এবং উদারবুদ্ধি, উপবাসনিরত, নিয়ত জপ-পরায়ণ ধীমান্ বিভীষণও প্রত্যহ একমাত্র গলিত পত্র ভক্ষণ করত সেইকাল পর্য্যন্ত কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহাদের তপশ্চরণ সময়ে খর ও শূর্পণখা হৃষ্টচিত্তে সকলের পরিচর্য্যা ও রক্ষা করিত। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে দুরাধর্ষ দশানন স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে হবন করিল; তাহাতে জগৎপ্রভু তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা স্বয়ং তথায় গমন-পূর্ব্বক তাহাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ বরদান-দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবারিত করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমরা নিবৃত্ত হও—বর প্রার্থনা কর; একমাত্র অমরত্ব ব্যতিরেকে তোমাদিগের যে কিছু অভীষ্ট থাকে, তাহাই হউক।—দশানন! তুমি মহৎপদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে যে মস্তক অগ্নিতে হবন করিয়াছ, তৎসমুদায় তোমার কামনানুসারে দেহমধ্যে পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন হইবে; তোমার শরীরে কিছুমাত্র বৈরূপ্য থাকিবে না; তুমি কামরূপধারী এবং সমরে শত্রুগণের বিজেতা হইবে, সন্দেহ নাই।

রাবণ কহিল, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ হইতে আমার যেন পরাভব না হয়।

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এই যে সকলের কীর্ত্তন করিলে, কেবল মনুষ্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের হইতে তোমার ভয় নাই; কারণ, আমি তাহা সেইরূপই বিধান করিয়াছি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মনুষ্যভোজী দুর্ব্বুদ্ধি দশানন মনুষ্যদিগকে অবজ্ঞা করিত, সুতরাং তখন বিরিঞ্চি-কর্ত্তৃক উক্তরূপ সম্ভাষিত হইয়া তুষ্ট হইল। অনন্তর প্রপিতামহ কুম্ভকর্ণকেও সেইরূপ কহিলেন। সে তমোগুণে বিলুপ্তচেতন হইয়া কেবল মহতী নিদ্রা কামনা করিল। ব্রহ্মা "তাহাই হইবে", এই কথা বলিয়া বিভীষণকে পুনঃপুনঃ কহিলেন, পুত্র! তুমি বর প্রার্থনা কর; আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। বিভীষণ কহিলেন, ভগবন্! অত্যন্ত আপদ্গ্রস্ত হইলেও যেন অধর্ম্মে আমার মতি হয় না এবং আমি ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা না করিলেও তাহা যেন আমার নিকটে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মা কহিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! তুমি রাক্ষস-যোনিতে উৎপন্ন হইলেও তোমার বুদ্ধি যে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না, এই হেতু আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে বিশাম্পতে! রাক্ষস দশগ্রীব বরলাভানন্তর ধনেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দিল। ভগবান্ বৈশ্রবণ লঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণের সহিত গন্ধমাদন ভূধরে নিবিষ্ট হইলেন। রাবণ তাঁহার পুষ্পক নামক বিমান আক্রমণপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইল। তাহাতে বৈশ্রবণ তাহাকে এই শাপ দিলেন যে, "এই বিমান তোরে বহন করিবে না, যে ব্যক্তি তোরে সমরে নিহত করিবেন, তাঁহাকেই ইহা বহন করিবে। তুই পিতাকে ও আমাকে অবজ্ঞা করিয়া শীঘ্রই নিপাতিত হইবি।" মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সাধুদিগের পথ অনুস্মরণ করত পরম শ্রী-সমন্বিত হইয়া বৈশ্রবণের অনুগামী হইলেন। ভ্রাতা শ্রীমান্ ভগবান্ ধনেশ্বর সেই ভ্রাতার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যক্ষ ও রাক্ষস সৈন্যের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন। এদিকে নরখাদক রাক্ষস ও মহাবল পিশাচেরা সকলে মিলিত হইয়া দশাননকে রাজপদে

অভিষিক্ত করিল। কামরূপী গগন-বিহারী বলোৎকট দশগ্রীব দেব ও দৈত্যগণের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু-সমস্ত আক্রমণপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইল। দেবগণের ভয়াধানকারী ইচ্ছানুরূপ বলশালী দশানন লোকসকলকে রাবিত অর্থাৎ হিংসিত করিত বলিয়া রাবণ নামে উক্ত হইয়া থাকে

চতুঃসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সমুদায় সিদ্ধগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ হুতাশনকে অগ্রসর করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অগ্নি কহিলেন, ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র মহাবল দশগ্রীব, যাহাকে আপনি বরদান দ্বারা পূর্ব্বে অবধ্য করিয়াছেন, সেই মহাবলসম্পন্ন রাক্ষস নানাপ্রকার অনিষ্টাচরণ দ্বারা সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে প্রবাধিত করিতেছে; অতএব তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন; ভগবান্ ভিন্ন আমাদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, হুতাশন! দেব ও অসুরগণ তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না; তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বিধান করিয়াছি; তাহার নিগ্রহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যোধপ্রবর চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু আমার নিয়োগক্রমে দশাননের নিগ্রহার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনিই সেই কর্ম্ম করিবেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর পিতামহ তাঁহাদিগের সন্নিধানে ইন্দ্রকে কহিলেন, "তুমি সমুদয় দেবগণের সহিত মহীতলে অবতীর্ণ হও এবং ভল্লুকী ও বানরী সকলের গর্ভে বিষ্ণুর সহায়স্বরূপ ইচ্ছানুরূপ রূপ ও বলসমন্বিত বীর্য্যসম্পন্ন পুত্রসমস্ত উৎপাদন কর।" তদনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবেরা ভাগানুভাগক্রমে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত সকলেই অবিলম্বে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বরপ্রদ দেব বিরিঞ্চি তাঁহাদিগের সমক্ষে দুন্দুভীনাম্নী গন্ধর্ব্বীকে দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত নিদেশ করিয়া দিলেন। পিতামহবাক্য-শ্রবণানন্তর গন্ধর্ব্বী দুন্দুভী তখন মনুষ্যলোকে মন্থরা নামে কুব্জা হইয়া জন্মিল। শত্রু-প্রভৃতি সেই সমস্ত সুরসত্তমেরাও বানরী ও ভল্লুকীসমুদায়ের গর্ভে পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রেরা সকলেই যশ ও বলসহকারে পিতৃগণের অনুবর্ত্তী হইল এবং সকলেই গিরিশৃঙ্গ-ভেদনকারী শাল তাল ও শিলারূপ আয়ুধধারী বজ্রের ন্যায় দৃঢ়কায়, বহুল সেনাধিপতি, ইচ্ছানুরূপ বলবীর্য্যশালী, অযুত নাগতুল্য তেজস্বী, সমীরণ-সদৃশ বেগবিশিষ্ট ও সমর-বিশারদ হইয়া উঠিল। তাহাদের যেখানে ইচ্ছা হইত, তাহারা সেই স্থানেই নিবসতি করিত, তন্মধ্যে কেহ কেহ অরণ্যবাসীও ছিল। লোকভাবন ভগবান প্রজাপতি এইরূপ বিধান করিয়া যে যে প্রকারে যে যে কার্য্য করিতে হইবে, তৎসমুদায় মন্থরার বোধগম্য করিয়া দিলেন। মনের ন্যায় বেগশালিনী মন্থরা তাঁহার সেই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করত বৈরসন্দীপনে উদ্‌যুক্তা হইয়া সেইরূপই করিয়াছিল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি রামাদির জন্ম বিবরণ পৃথক্‌পৃথক্ বর্ণন করিলেন; সংপ্রতি বনপ্রস্থানের কারণ কীর্ত্তন করুন, শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! দশরথনন্দন বীর্য্যসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী মৈথিলী কি নিমিত্ত বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! ধর্ম্ম ও ক্রিয়া-নিরত সতত-বৃদ্ধসেবী দশরথ পুত্র উৎপন্ন হওয়াতে প্রীতিমান্ হইলেন। তাঁহার সেই মহাতেজস্বী পুত্রেরাও রহস্য-সংবলিত সমস্ত বেদ ও ধনুর্ব্বেদে-পারগ হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানান্তে যখন দারপরিগ্রহ করিলেন, তখন দশরথ অতিশয় প্রীতিমান্ ও সুখী হইলেন। সেই পুত্রগণের মধ্যে পিতার হৃদয়নন্দন ধীমান জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বাভাবিকী মনোহরতাপ্রযুক্ত প্রজারমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার 'রাম' নাম হইয়াছিল। হে ভারত! রামাদির বিবাহানন্তর মতিমান্ রাজা দশরথ আপনাকে বয়োধিক মনে করিয়া রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মজ্ঞ সচিব ও পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং সেই মন্ত্রিসত্তমেরাও সকলে তাহা উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন। হে কুরুনন্দন! মহাতেজা বীর্য্যবান্ রাজা দশরথ নীলকুঞ্চিতকেশ-কলাপ, লোহিত-লোচন, দীর্ঘবাহু, বিশাল-বক্ষঃস্থল, মত্তমাতঙ্গগামী, শ্রীপ্রদীপ্ত, মহাবাহু বলশালী, বীর্য্যসম্পন্ন, সমরে বাসব-সদৃশ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, সর্ব্ব ধর্ম্মের পারগামী, সর্ব্ব বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ-ভাজন, সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুগণেরও নয়ন-মনোহর, অসাধুদিগের নিয়ন্তা, ধর্ম্মচারীদিগের রক্ষাকর্ত্তা, ধৃতিমান্, অপরিধর্ষণীয়, বিজয়ী, অপরাজিত, কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন পুত্র রামকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তদীয় গুণ-সমস্ত চিন্তা করত প্রীতচিত্তে পুরোহিতকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! অদ্য রজনীতে পুষ্যানক্ষত্র পুণ্যযোগ প্রাপ্ত হইবে; অতএব আমার পরিচারকেরা অভিষেকের সামগ্রী-সমস্ত আহরণ করুক এবং রামও নিমন্ত্রিত হউন। কল্য এই পুষ্যযোগ থাকিবে; এই যোগে আমি মন্ত্রিবর্গের সহিত পুত্র রামকে পৌরগণ-সমক্ষে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অনন্তর মন্থরা রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীর নিকট গমনপূর্ব্বক তৎকালোচিত এই কথা বলিল। কৈকেয়ি! অদ্য রাজা তোমার মহৎ দৌর্ভাগ্য খ্যাপিত করিয়াছেন; হে দুর্ভগে! অদ্য সম্যক্‌ক্রোধান্বিত প্রচণ্ড আশীবিষ তোমাকে দংশন করুক। কৌশল্যাই সুভগা; যেহেতু তাহার পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। তোমার পুত্র যখন রাজ্যভাগী হইল না, তখন আর তোমার সৌভাগ্য কোথায়?

বেদীর ন্যায় ক্ষীণমধ্যা উত্তমরূপধারিণী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা শুচিস্মিতা কৈকেয়ী মন্থরার সেই বাক্য শ্রবণে নির্জ্জনে পতির সন্নিহিতা হইয়া প্রণয় প্রকাশ করিবার ভাবে ঈষৎ হাস্য করত মধুরস্বরে এই কথা বলিলেন; হে রাজন্! হে সত্যপ্রতিজ্ঞ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে একটি বর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রদান করুন; সেই কষ্ট হইতে মুক্ত হউন। রাজা কহিলেন, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক তোমাকে বর দিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা গ্রহণ কর। অদ্য কোন্ অবধ্য ব্যক্তি বধ্য হইবে? কোন্ বদ্ধ পুরুষকে বিমুক্ত করা যাইবে? অদ্য কাহাকে ধন প্রদান করিব এবং কাহারই বা হরণ করিয়া লইব? এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মস্ব ভিন্ন অন্য যে কিছু ধন আছে, সে সকলই আমার; পৃথিবীতে আমি সকল রাজার

রাজা এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের রক্ষাকর্ত্তা; অতএব হে কল্যাণি! যে কোন বর তোমার অভিলষিত হয়, অবিলম্বে ব্যক্ত কর। কৈকেয়ী রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া এবং তাঁহার বাক্য আপনার বল জানিয়া পরিশেষে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "আপনি রামের নিমিত্ত যে অভিষেক-সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন, তাহা ভরত প্রাপ্ত হউন; রাম বনে গমন করুন। বল্কল, মৃগচর্ম্ম ও জটাধারী হইয়া রাম তাপসবেশে দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করত তথায় চতুর্দ্দশবৎসর বসতি করুন।" হে ভরত-প্রবর! রাজা দশরথ সেই অতি দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে দুঃখার্ত্ত হইয়া কিছুমাত্র উক্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর বীর্য্যবান্ ধর্ম্মাত্মা রাম পিতাকে সেইরূপ অনুরুদ্ধ জানিয়া 'রাজা সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন,' এই ভাবিয়া বন-প্রস্থান করিলেন। তৎকালে তাঁহার ভার্য্যা জনকনন্দিনী বৈদেহী সীতা এবং উৎকৃষ্ট-ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর রাম অরণ্যে প্রস্থিত হইলে রাজা দশরথ তখন কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। রাম বনে গমন করিলেন এবং রাজাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী ভরতকে আনয়নপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "পুত্র! দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়াছে, অতএব তুমি কণ্টকপরিশূন্য শুভকর বিশাল রাজ্য পরিগ্রহ কর।" পরন্তু ধর্ম্মাত্মা ভরত তাঁহাকে কহিলেন, হা! তুমি ধনলোভ-প্রযুক্ত পতিকে নিহত এবং এই কুলকে উৎসাদিত করিয়া অতিশয় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছ! হা কুলপাংসনে জননি! আমার মস্তকোপরি অখ্যাতি-ভার নিক্ষিপ্ত করিয়া তুমি এখন মনস্কামনা পূর্ণ কর! এই বলিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। সমগ্র প্রজাবর্গ-সন্নিধানে চরিত্র শোধন করিবার পর ভরত ভ্রাতা রামকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। তিনি শত্রুঘ্নের সহিত অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া রামের প্রত্যানয়ন বাসনায় কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে যানযোগে অগ্রে প্রস্থাপিত করিয়া বসিষ্ঠ, বামদেব, অপর সহস্র বিপ্র, পুরবাসী ও জানপদগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দেখিলেন, ধনুর্দ্ধারী রাম লক্ষ্মণের সহিত তাপসগণের অলঙ্কার ধারণ করত চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থিত রহিয়াছেন। পিতার নিদেশকারী রাম-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া ভরত-নন্দিগ্রামে তদীয় পাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাম পৌর ও জানপদগণের পুনর্ব্বার আগমন আশঙ্কা করিয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রম-সন্নিহিত মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শরভঙ্গকে সৎকৃত করিয়া তিনি দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তৎকালে রমণীয়া গোদাবরী নদীর তীরে নিবসতি করিতে লাগিলেন। তথায় বাস করিবার সময়ে রামের জনস্থান-নিবাসী খরের সহিত মহৎ বৈরসংঘটন হইল। শূর্পণখাই ঐ শত্রুতার কারণ। ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন তাপসগণের রক্ষার্থ পৃথিবীতে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনষ্ট করিলেন। সেই ধীমান্ রাঘব সুমহাবল খর ও দূষণকে নিহত করিয়া ধর্ম্মারণ্যকে পুনরায় ক্ষেমাস্পদ করিয়া দিলেন। সেই সমস্ত রাক্ষস নিহত হইলে পর শূর্পণখা ছিন্ননাসিকা ও ছিন্নাধরোষ্ঠী হইয়া লঙ্কায় ভ্রাতার নিকেতনে প্রতিগমন করিল। অনন্তর রাবণসমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই রাক্ষসী দুঃখে বিহ্বলা হইয়া ভ্রাতার চরণযুগলে পতিতা হইল। তাহার মুখমণ্ডলে ক্ষতজাত রুধিরধারা শুষ্ক হইয়াছিল। রাবণ তাহাকে সেইরূপ বিকৃতাঙ্গী দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং ক্রোধভরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করত আসন হইতে উৎপতিত হইল। অনন্তর সে স্বীয় অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! কোন্ ব্যক্তি আমাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া তোমার ঈদৃশী দুরবস্থা করিয়াছে? কে তীক্ষ্ণ শূল লইয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে? মস্তকে অগ্নি রাখিয়া কে বিশ্বস্তচিত্তে সুখে নিদ্রা যাইতেছে? কোন্ ব্যক্তি ঘোরতর আশীবিষ সর্পকে পদদ্বারা স্পর্শ করিতেছে? কোন্ ব্যক্তিই বা কেশরসমন্বিত সিংহের দংষ্ট্রা ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছে? এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার ইন্দ্রিয় সকল হইতে রাত্রিকালে দহ্যমান বৃক্ষের স্বীয় কোটর হইতে যেমন অগ্নিশিখা নির্গত হয়, সেইরূপ তেজের জ্বালা-সমস্ত বিনির্গত হইতে লাগিল। তাহার ভগিনী তৎসমীপে রাক্ষসদিগের পরাভবস্বরূপ খরদূষণ সংক্রান্ত রাম বিক্রম-বিবরণ সমুদয় বর্ণন করিল। অনন্তর জ্ঞাতিবধ জানিয়া রাবণ কালপ্রেরিত হইয়া রামের বিনাশ বাসনা করত মনে মনে মারীচকে চিন্তা করিল। তৎপরে সেই রাজা কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া এবং ভগিনীকে প্রবোধ দিয়া নগরে রক্ষা বিধানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপথে প্রস্থিত হইল। সে ত্রিকূট ও কলিপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গম্ভীর-জলান্বিত মকরালয় মহাসাগর সন্দর্শন করিল। তদনন্তর দশানন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মহাত্মা শূলপাণির সম্পূর্ণ প্রেমাস্পদ গোকর্ণপর্ব্বত প্রদেশে উপস্থিত হইল। তথায় সে পূর্ব্বামাত্য মারীচসন্নিধানে গমন করিল। মারীচ পূর্ব্বে রামের ভয়েই সেই স্থানে তাপসবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিল।

ষট্সপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর মারীচ রাবণকে সমাগত দেখিয়া ফলমূলাদি সৎকারদ্বারা তাঁহার পূজা করিল। সেই বচনাভিজ্ঞ রাক্ষস বাক্যকোবিদ রাবণের বিশ্রাম ও আসন গ্রহণান্তে স্বয়ং আসীন হইয়া এই বিনয়গর্ভ বাক্যের উক্তি করিল, "হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার বর্ণ প্রকৃতিস্থ নাই, আপনার পুরে সমস্ত কুশল ত? প্রজাগণ পূর্ব্বে আপনাকে যেরূপ ভজনা করিত, এখনও ত সেইরূপ করে? আপনার এস্থানে আসিবার কারণ কি? তাহা যদিও সুদুষ্কর হয়, তথাপি নিষ্পন্নই হইয়াছে জানিবেন।" রাবণ কোপাবিষ্ট ও অমর্ষান্বিত থাকায় রামের সেই সমস্ত চেষ্টিত এবং যে যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তৎসমুদায় সংক্ষেপেই বর্ণন করিল। পরন্তু মারীচ সেই কথা শুনিয়া সংক্ষেপেই রাবণকে কহিল, আপনার রামের নিকটে যাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমি তাঁহার বীর্য্য অবগত আছি। কোন্ ব্যক্তি সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিতে পারে? সেই পুরুষপুঙ্গবই আমার প্রব্রজ্যায় প্রবৃত্ত হইবার নিদান। মরণের মুখস্বরূপ এই পরামর্শ কোন্ দুরাত্মা আপনাকে বলিয়াছে?" অনন্তর রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে ভর্ৎসনা করত কহিল, আমার বাক্য রক্ষা না করিলে তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। মারীচ চিন্তা করিল, বিশিষ্ট লোকের হস্তে মরণ ভাল; যখন অবশ্যই মরিতে হইল, তখন ইহার যে অভিপ্রেত, তাহাই করিব

অনন্তর মারীচ সেই রাক্ষসেশ্বরকে কহিল, আমাকে আপনার কি সাহায্য করিতে হইবে ? আমি অক্ষম হইলেও তাহা সম্পন্ন করিব। দশগ্রীব তাহাকে কহিল, "যাও, তুমি রত্নশৃঙ্গ ও রত্ন চিত্রিতলোমা মৃগ হইয়া সীতাকে প্রলোভিতা কর। তোমাকে অবলোকন করিয়া সীতা নিশ্চয়ই ধরিবার নিমিত্ত রামকে প্রেরণ করিবেন ; রাম অপগত হইলে সীতা বশীভূতা হইবে। আমি তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইব ; সুতরাং সেই দুর্বুদ্ধি রাঘব ভার্য্যাবিচ্ছেদে বিনষ্ট হইবে। অতএব তুমি আমার এই সাহায্যটি কর।" এইরূপে সম্ভাষিত হইবার পর মারীচ আপনার উদককিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক অতিশয় দুঃখিত হইয়া অগ্রগামী রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনন্তর সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের আশ্রমে গিয়া তাহারা উভয়ে পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিল, সেইরূপই করিল। রাবণ কেশহীনমস্তক, কুণ্ডলধারী ও ত্রিদণ্ডপাণি যতি হইয়া এবং মারীচ মৃগ হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মৃগরূপধারী মারীচ সীতাকে আত্ম-প্রদর্শন করিল ; সীতাও বিধি-প্রেরিতা হইয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত রামকে প্রেরণ করিলেন। রাম তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবার উদ্দেশে সত্বর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে রক্ষার্থ নিযুক্ত রাখিয়া মৃগলাভ-লালসায় প্রস্থিত হইলেন। রুদ্র যেমন তারারূপ মৃগের, অর্থাৎ দুহিতৃকামী প্রজাপতি মৃগরূপ ধরিয়া কন্যার পশ্চাদ্গামী হইলে এবং রুদ্র ঐ মৃগের মস্তক ছেদন করিলে মৃগশীর্ষ নামে যে নক্ষত্র হয়, তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই শরাসন তূণ খড়্গ গোধা ও অঙ্গুলিত্রধারী রাম মারীচরূপ মৃগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষস এক একবার অন্তর্হিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শনপথে উপস্থিত হয় ; এইরূপ করিয়া তাঁহাকে বহুদূর পথ লইয়া গেল ; পরিশেষে রাম তাহার স্বরূপ বোধগম্য করিলেন। প্রতিভা-সম্পন্ন রাঘব তাহাকে নিশাচর জানিয়া অব্যর্থ শর গ্রহণপূর্ব্বক মৃগরূপী মারীচকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। রামবাণে অভিহত হইয়া সেই নিশাচর তখন রামের স্বর অনুকরণপূর্ব্বক "হা সীতা ! হা লক্ষ্মণ !" এইরূপ কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

অনন্তর বৈদেহী তাহার সেই করুণবাণী শুনিতে পাইলেন এবং যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে প্রধাবমানা হইলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, হে ভীরু ! আপনার শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই ; কোন্ ব্যক্তি রামকে প্রহার করিবে ? হে শুচিস্মিতে ! আপনি মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই স্বীয় পতি রামকে অবলোকন করিবেন। লক্ষ্মণের এইরূপ সম্ভাষণে সীতা স্ত্রী-স্বভাবদোষে উপহতা হইয়া প্রকৃষ্টরূপে রোদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ-চরিত্র ভূষিত লক্ষ্মণের প্রতি শঙ্কমানা হইলেন। সেই সাধ্বী পতিব্রতা বৈদেহী তাঁহাকে তখন এই প্রকার কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, রে মূঢ় ! তুমি হৃদয়ে যাহার প্রার্থনা করিতেছ, তোমার সেই মনোরথ কদাচ সিদ্ধ হইবার নহে ; আমি বরং শস্ত্র লইয়া আপনি আপনাকে হত্যা করিব, কিংবা গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিতা হইব, অথবা হুতাশনেই প্রবেশ করিব, তথাপি রাম স্বামী পরিত্যাগ করিয়া শৃগাল-ভজনায় পরাঙ্মুখী শার্দ্দূলীর ন্যায় নিকৃষ্ট-প্রকৃতি তোমার সেবা কোনক্রমে করিব না। ভ্রাতৃবৎসল সচ্চরিত্র লক্ষ্মণ এতাদৃশ পুরুষবচন শ্রবণ করিয়া শ্রবণ-যুগল আচ্ছাদনপূর্ব্বক যে পথে রাম গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া প্রস্থিত হইলেন। সেই ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ তখন বৈদেহীকে নিরীক্ষণ না করিয়াই রামের পদচিহ্ন ধরিয়া চলিয়া গেলেন। এই অবসরে স্বভাবত অভব্য হইয়াও ভব্যরূপধারী ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় যতিবেশে প্রতিচ্ছন্ন রাক্ষস রাবণ সেই অনিন্দিতাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া দৃশ্যমান হইল। ধর্ম্মজ্ঞা জনক-দুহিতা সীতা তাহাকে সমাগত দেখিয়া তখন ফলমূল ভোজনাদি-দ্বারা নিমন্ত্রিত করিলেন। পরন্তু রাক্ষস-পুঙ্গব রাবণ তৎসমুদায় অবজ্ঞা করিয়া স্বীয় স্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক এই বলিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল : "সীতে ! আমি রাক্ষসগণের রাজা ; আমার নাম রাবণ বলিয়া বিখ্যাত। মহাসাগরপারে লঙ্কানাম্নী নগরী আমার রাজধানী ; তথায় তুমি উত্তমাঙ্গনাগণ-মধ্যে আমার সহিত শোভমানা হইবে। অতএব হে সুশ্রোণি ! তুমি আমার পত্নী হও ; তপস্যা-নিরত রাঘবকে পরিত্যাগ কর।" সুশ্রোণী জানকী তাহার এই এইরূপ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি পুনরায় এরূপ কথা বলিও না ; যদি নক্ষত্র সহ গগনমণ্ডল ধরাতলে পতিত হয় ; যদি পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়েন ; যদি হুতাশন শৈত্য গুণ প্রাপ্ত হন ; তথাপি আমি রঘুনন্দনকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ; কেননা আমার এই চিন্তা হইতেছে যে, প্রভিন্নগণ্ড, বিন্দুজালশোভিত, বনচারী মহানাগের উপাসনা করিয়া করিণী কি প্রকারে শূকরকে স্পর্শ করিতে পারে ? এবং কোন রমণীই বা পুষ্পজাত মধুসম্ভৃত মদিরা পান করিয়া কাঞ্জিক মদ্যে লোভ করে ? রাবণকে এইরূপ সম্ভাষণ করিবার পর সীতা ক্রোধে স্ফুরিতাধরা হইয়া বারংবার করদ্বয় কম্পমান করত আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরন্তু রাবণ সেই সুশোণীর পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল এবং তাঁহাকে কর্কশস্বরে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন সে তাঁহাকে কেশপাশে নিগৃহীত করিয়া উর্দ্ধে উৎপতিত হইল। অনন্তর গিরি-নিবাসী জটায়ুনামা গৃধ্র সেই হ্রিয়মাণা, "হা রাম ! হা রাম", বলিয়া রোদনকারিণী তপস্বিনী জানকীকে সন্দর্শন করিল।

সপ্তসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অরুণের পুত্র ও সম্পাতির সহোদর মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিল। সেই পক্ষী তৎকালে পুত্রবধূ সীতাকে রাক্ষসেশ্বর রাবণের অঙ্কগতা দেখিয়া তাহার প্রতি সক্রোধে ধাবমান হইল। অনন্তর গৃধ্র তাহাকে কহিল, "রে নিশাচর ! তুই অবিলম্বে মৈথিলীকে পরিত্যাগ কর্ ; আমি জীবিত থাকিতে তুই কি প্রকারে ইঁহাকে হরণ করিবি ? যদি বধূকে পরিত্যাগ না করিস্ তবে আর জীবনসত্ত্বে আমার নিকটে নিষ্কৃতি পাইবি না।" এইরূপ কহিয়া জটায়ু প্রখর নখরাবলি-দ্বারা সেই রাক্ষসেন্দ্রকে অতিমাত্র বিদীর্ণ করিতে লাগিল, বহুবার পক্ষ ও তুণ্ড প্রহারদ্বারা তাহাকে জর্জ্জরীকৃত করিয়া ফেলিল এবং গিরি-প্রস্রবণ দিয়া বারিরাশির ন্যায় তাহার অঙ্গ-সমস্ত দিয়া ভূরি ভূরি রুধির নির্গত করাইল। রাক্ষসরাজ রাবণ রামের প্রিয়াকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী গৃধ্র-কর্ত্তৃক

বধ্যমান হইয়া খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিল। মেঘমণ্ডল-ভেদী গিরিশিখরের ন্যায় সেই গৃধ্ররাজকে নিহত করিয়া সে সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঊর্দ্ধপথ আক্রমণ করিল। পরন্তু বৈদেহী যেখানে যেখানে আশ্রম-মণ্ডল, সরোবর বা নদী দেখিতে পাইলেন, সেই খানেই কোন ভূষণ ফেলিয়া চলিলেন। সেই মনস্বিনী গিরিপ্রস্থে পাঁচটি বানরশ্রেষ্ঠ দেখিয়া তথায় দিব্য মহৎ বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই সুন্দর পীতবর্ণ বসন সমীরণ-সঞ্চালিত হইয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ঐ পঞ্চ বানরেন্দ্রের মধ্যে পতিত হইল। এদিকে রাক্ষসেশ্বর রাবণ বিহঙ্গের ন্যায় অন্তরীক্ষে বিচরণ করত অচিরে সমস্ত পথ অতিক্রম করিল; পরে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা, বহুতর উৎকৃষ্ট প্রাকারপরিবৃতা, বহুদ্বার সমন্বিতা, মনোরমা, রমণীয়া নগরী লঙ্কাপুরী সন্দর্শন করিয়া সীতার সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে সীতা হৃতা হইলে ধীমান্ রাম রাক্ষসকে নিহত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দেখিলেন। সেই ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি "রাক্ষস-সেবিত বনমধ্যে তুমি কি প্রকারে বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিয়া আইলে?" এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম মৃগরূপধারী রাক্ষস কর্ত্তৃক আপনার দূরে আকর্ষণ এবং ভ্রাতার আগমন চিন্তা করত অতিশয় পরিতাপান্বিত হইলেন। পরন্তু তিনি লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিতে করিতেই ত্বরান্বিত হইয়া তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'লক্ষ্মণ! সীতা কি জীবিতা আছেন? আমার বোধ হয় নাই।' তখন লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটে সীতার সেই সমুদয় বাক্য বর্ণন করিলেন; বিশেষত বৈদেহী শেষ কালে তাঁহাকে যে অযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন, তাহাও কহিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম দহ্যমান-হৃদয়ে আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তিনি পর্ব্বত-তুল্য নিহত জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে রাক্ষস শঙ্কা করত বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত তদভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তেজস্বী জটায়ু সেই সমবেত রাম লক্ষ্মণকে কহিল, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি দশরথের সখা গৃধ্ররাজ।" তাহার সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা শোভন শরাসন-যুগল সংধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, আমাদের পিতার নাম উল্লেখ করিতেছে, এ ব্যক্তি কে! তৎপরে তাঁহারা তাহাকে ছিন্নপক্ষযুগল বিহঙ্গ দৃষ্টি করিলেন। গৃধ্র জটায়ু সীতার নিমিত্ত রাবণ হইতে আপনার বধবৃত্তান্ত তাঁহাদের নিকটে বর্ণন করিল। রাম তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, রাবণ কোন্‌দিকে গিয়াছে? জটায়ু তাহা মস্তক কম্পন-দ্বারা তাঁহাকে জানাইল এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাম তাহার সেই ইঙ্গিত অনুসারে দক্ষিণদিক্ অবধারণ করিয়া সমুচিত পূজা পূর্ব্বক পিতৃসখাকে সংকারলাভ করাইলেন।

অনন্তর সীতা-হরণ নিপীড়িত পরন্তপ রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিদিগের আসন, ছাত্রনিলয় ও ভগ্ন কলসসমুদায়ে পরিকীর্ণ, শত শত শৃগাল-সংকুল, শূন্য আশ্রমপদ অবলোকনপূর্ব্বক দুঃখশোকে সমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই মহাবনে রাম লক্ষ্মণের সহিত দেখিলেন, মৃগযূথ সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতেছে এবং বর্দ্ধনশীল দাবাগ্নির ন্যায় জন্তুগণের ঘোরতর শব্দ হইতেছে। পরে মুহূর্ত্ত-কাল-মধ্যে তাঁহারা মেঘ ও পর্ব্বত-সদৃশ, শালস্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট, মহাভুজ, বক্ষঃস্থলে বিশাললোচন সমন্বিত এবং সুদীর্ঘ উদরে প্রকাণ্ড মুখযুক্ত একটী ভীমদর্শন কবন্ধ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণকে করে ধারণ করিল। হে ভারত! লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎমাত্র বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। কবন্ধ রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দিকে তাঁহার মুখ ছিল সেই দিকে লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ বিষণ্ণ হইয়া রামকে কহিলেন, "আমার এই অবস্থা নিরীক্ষণ করুন! আপনার রাজ্যভ্রংশ, পিতার মরণ, জানকীর হরণ, তাহার উপরে আবার আমার এই বিপদ্ সংঘটন হইল! হায়! আপনি জানকীর সহিত কোশলায় উপনীত হইয়া যখন পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা সমাগত বসুধারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন আর আমি আপনাকে দেখিতে পাইব না; যাহারা ধন্য, তাহারাই কুশ, লাজ, শমী ও জলধারা অভিষিক্ত আর্য্যের বদনমণ্ডল মেঘ-নির্ম্মুক্ত সুধাকরের ন্যায় সন্দর্শন করিবে।"

সেই ধীমান্ লক্ষ্মণ এইরূপ বহুতর বিলাপ করিলেন। পরে ভয়-কালেও নির্ভীক কাকুৎস্থ রাম তাঁহাকে বলিলেন, "হে নরব্যাঘ্র! তুমি বিষাদযুক্ত হইও না; আমি জীবিত থাকিতে এই নিশাচর কোন কার্য্যকারকই নহে; তুমি ইহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আমি এই বাম বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলাম।" এই কথা বলিতে বলিতেই রাম অতি তীক্ষ্ণ খড়্গাসহকারে তিল-কাণ্ডের ন্যায় অনায়াসে রাক্ষসের বাম হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বলশালী লক্ষ্মণ ভ্রাতা রঘুনন্দনকে অবস্থিত দেখিয়া খড়্গাধারা কবন্ধের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিলেন এবং তাহার পার্শ্বদেশে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই সুমহান্ কবন্ধ গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার দেহ হইতে এক দিব্যদর্শন পুরুষ বিনির্গত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক গগনে জাজ্বল্যমান সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টি হইতে লাগিলেন। বাগ্মী রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে এবং এই বিচিত্র ব্যাপারই বা কি প্রকারে হইল, ইহা জানিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে আমার নিকটে ব্যক্ত করুন; কেননা ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে।

তখন দিব্যপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি বিশ্বাবসু-নামা গন্ধর্ব্ব, ব্রহ্মশাপে রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। লঙ্কানিবাসী রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে; অতএব আপনি সুগ্রীবের নিকটে গমন করুন, তিনি আপনার সাহায্য করিবেন। ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিকর্ষে হংসকারণ্ডব-সেবিতা, এই শুভজলা পম্পা সরসী রহিয়াছে; হেমমালী বানররাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীব সেই স্থানে চারি জন অমাত্যের সহিত বসতি করিতেছেন। আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দুঃখের কারণ নিবেদন করুন; তিনি আপনার তুল্য শীল-বিশিষ্ট, সুতরাং অবশ্যই সাহায্য করিবেন। ফলত আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, রাবণের আলয় বানররাজের নিশ্চয় বিদিত আছে; অতএব জানকীর দর্শন পাইবেন। এই কথা বলিয়া সেই মহাপ্রভাবিত দিব্যপুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং মহাবীর রামলক্ষ্মণও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সীতাহরণ-দুঃখার্ত্ত রঘুনন্দন অদূরে প্রভূত কমলোৎপল-শালিনী পম্পা পুষ্করিণী-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই বনমধ্যে অমৃতগন্ধী, সুখকর, সুশীতল সমীরণকর্ত্তৃক সেব্যমান হওয়াতে তাঁহার মনে মনে প্রেয়সীর সহিত সমাগম হইল। হে রাজেন্দ্র! তথায় রমণীকে স্মরণ করত তিনি কামবাণে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, হে মানদ! বৃদ্ধলোকের শীলবিশিষ্ট আত্মবান্ পুরুষের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া যেমন উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ ঈদৃশভাবাপন্ন হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না। আপনি সীতা ও রাবণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে পুরুষকার ও বুদ্ধিসহকারে সেই সংবাদ সফল করুন; চলুন, আমরা শৈলস্থ বানরপুঙ্গব সুগ্রীবের নিকটে যাই। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায় রহিয়াছি; অতএব আপনি আশ্বস্ত হউন।

লক্ষ্মণের এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে রঘুনন্দন রাম প্রকৃতিস্থ ও কার্য্য-তৎপর হইলেন। বীর্য্যসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই পম্পার বারি সেবন ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। সেই বীরদ্বয় বহুলতরু-মূল-ফলান্বিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া ঐ ভূধরের শিখর-দেশে তখন পঞ্চ বানর নিরীক্ষণ করিলেন। সুগ্রীব স্বীয় সচিব সাক্ষাৎ হিমাচলের ন্যায় প্রকাণ্ড-কলেবর, বুদ্ধিমান বানর হনুমানকে তাঁহাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্রে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহারা সুগ্রীব-সমীপে উপগত হইলেন। হে নৃপ! রাম তৎকালে বানর-রাজের সহিত মিত্রতা করিলেন। অনন্তর রামের কার্য্য বিজ্ঞাপিত হইলে, সুগ্রীব তাঁহাকে সীতা ম্রিয়মাণা হইবার সময়ে বানরগণের মধ্যে যাহা নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, সেই বসন প্রদর্শন করিলেন। সেই প্রত্যয়জনক বস্ত্র পাইয়া রাম বানরেশ্বর সুগ্রীবকে পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণের আধিপত্যে স্বয়ং অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। হে রাজন্! রাঘব সমরে বালীর বধ এবং সুগ্রীবও সীতার প্রত্যানয়ন প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই সম্ভাষণানন্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং পরস্পর বিশ্বাস জন্মাইয়া কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে আগমনপূর্ব্বক সকলেই যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া রহিলেন। কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইবার পর সুগ্রীব প্রচণ্ড বেগান্বিত প্রভূত জলরাশির ন্যায় ঘোরতর নিনাদযুক্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বালী তাঁহার সেই আস্ফালন সহ্য করিতে পারিলেন না। পরন্তু তদীয় ভার্য্যা তারা তাঁহাকে এই বলিয়া নিবারিত করিলেন যে, "এই বলবান্ বানর সুগ্রীব যেরূপ গর্জ্জন করিতেছে, ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এ উৎকৃষ্ট সহায়-বিশিষ্ট হইয়া আসিয়াছে; অতএব আপনার নিষ্ক্রমণ করা উচিত নহে।" অনন্তর বাগ্মী বানরপতি-পতি হেমমালী বালী সেই তারাপতিবদনা তারাকে এই কথা বলিলেন, তুমি ত সকল প্রাণীরই রব বুঝিতে পার; অতএব বুদ্ধি-সমন্বিতা হইয়া দেখ আমার এই ভ্রাতৃসম্বন্ধী কাহার সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে?

তারাপতি সদৃশ-কান্তিমতী প্রজ্ঞাবতী তারা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পতিকে এই কথা বলিলেন, হে কপীশ্বর! সমুদয় শ্রবণ করুন। দশরথ-রাজনন্দন মহাসত্ত্ব ধনুর্দ্ধর রামের ভার্য্যা অপহৃতা হওয়াতে তিনি সুগ্রীবের সহিত এরূপ মিত্রতা করিয়াছেন যে, উভয়ের শত্রু-মিত্রদিগকে উভয়েই আপনার শত্রু-মিত্র জ্ঞান করিতেছেন। রামের ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন মেধাবী অপরাজিত মহাবাহু লক্ষ্মণও সুগ্রীবের কার্য্য-সিদ্ধিনিমিত্ত স্থিরনিশ্চয় রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সুগ্রীবের অমাত্য মৈন্দ, দ্বিবিদ, পবনাত্মজ হনুমান্ ও ভল্লুকরাজ জাম্ববান্, ইহাঁরাও তদর্থে অবস্থিত আছেন। ইহাঁরা সকলেই স্বভাবত মহাত্মা, বুদ্ধিশালী ও মহাবলসম্পন্ন; তাহার উপরে আবার রামের বীর্য্যবলের আশ্রয় পাইয়া অবশ্যই তোমার বিনাশে সমর্থ হইবেন। কপীশ্বর বালী তারার কথিত সেই হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া শঙ্কা করিলেন, তিনি সুগ্রীবের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে কটূক্তি করিয়া গুহামুখ হইতে নির্গত হইলেন; পরে মাল্যবান্ ভূধর-সমীপে অবস্থিত সুগ্রীবকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমাকে বারবার পরাজিত করিয়া জ্ঞাতি বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি; বিশেষত জীবন তোমার অতি প্রিয়বস্তু, তবে আবার মরণের নিমিত্ত ত্বরা হইল কেন? এইরূপ কথিত হইয়া শত্রুঘ্ন সুগ্রীব, যেন রামকেই জানাইয়া দিতেছেন এই ভঙ্গীতে, ভ্রাতাকে তৎকালোচিত এই হেতুযুক্ত বাক্য কহিলেন, "রাজন্! আপনি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য হরণ করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং আমার আর জীবিত থাকিবার ফল কি! এই ভাবিয়া আমি সমাগত হইয়াছি জানিবেন।" এইরূপ বহুবিধ সম্ভাষণ করিয়া পরিশেষে সেই বালী ও সুগ্রীব শাল, তাল ও শিলারূপ আয়ুধ লইয়া সমরে সন্নিপতিত হইলেন। উভয়েই পরস্পর আহত করিতে লাগিলেন, উভয়েই ভূতলে পতিত হইতে থাকিলেন, উভয়েই বিচিত্ররূপ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। নখদন্ত-পরিক্ষত ও শোণিত-সংসিক্ত হইয়া সেই বীরদ্বয় তৎকালে বিকশিত কিংশুক যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধে যখন কিছুমাত্র ইতরবিশেষ দৃষ্ট হইল না, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে মালা সংলগ্ন করিয়া দিলেন। সেই কণ্ঠ-সংলগ্ন মালা সহকারে বীর্য্যবান্ সুগ্রীব তৎকালে মেঘ-মালা-পরিশোভিত মহাশৈল শ্রীমান্ মলয়ের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধারী রাম সুগ্রীবকে কৃতচিহ্ন দেখিয়া বালীকে লক্ষ্যের ন্যায় উদ্দেশ করিয়া উত্তম শরাসন বিকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুকের টঙ্কার তৎকালে যন্ত্রবিস্ফারের ন্যায় প্রতিভাত হইল এবং বালীও শরদ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ত্রাসযুক্ত হইলেন। রামশরে ভিন্ন-হৃদয় হইয়া সেই বালী মুখ হইতে রুধির বমন করত পরিশেষে লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত রামকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রঘুনন্দনকে ভর্ৎসনা করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তারা তাঁহাকে ধরাতলে তারাপতিতুল্য-তেজোযুক্ত নিরীক্ষণ করিলেন। বালী নিপতিত হইলে সুগ্রীব-কিষ্কিন্ধ্যার অধিকার পাইলেন এবং সেই নিহতেশ্বরা তারাপতি-মুখী তারাকেও লাভ করিলেন। ধীমান্ রাম সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে উপাসিত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের শোভন পৃষ্ঠদেশে চারি মাস বাস করিলেন।

এদিকে কামপরতন্ত্র রাবণ লঙ্কাপুরীতে উপনীত হইয়া

সীতাকে তাপসাশ্রম-সদৃশ অশোক বন সন্নিধানে নন্দনতুল্য ভবনে নিবেশিত করিল। পৃথুললোচনা সীতা তথায় অনুক্ষণ ভর্ত্তৃস্মরণে কৃশাঙ্গী, তাপসীবেশধারিণী, উপবাস ও তপশ্চরণ-পরায়ণা ও ফলমূলভোজনা হইয়া অতিদুঃখে বসতি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ তাঁহার রক্ষার্থ তথায় প্রাস-অসি-শূল-পরশু-মুদ্গর ও অলাতধারিণী দ্ব্যক্ষী, ত্র্যক্ষী, ললাটাক্ষী, দীর্ঘজিহ্বা, অজিহ্বিকা, ত্রিস্তনী, একচরণা, ত্রিজটা ও একলোচনা প্রভৃতি রাক্ষসী-সকলকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রদীপ্তলোচন এবং উষ্ট্রের ন্যায় উৎকট কেশবিশিষ্ট নিশাচরীগণ দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া সীতাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। সেই উগ্ররূপা ও দারুণস্বরা পিশাচীরা আয়তাপাঙ্গী জানকীকে সর্ব্বদাই তর্জ্জন করিত। তাহারা যে যে শব্দ প্রয়োগ করিত, তৎসমুদায়ের প্রত্যেক অক্ষরই পরুষব্যঞ্জক হইত। এ যে আমাদিগের স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে জীবিতা রহিয়াছে, একারণ ইহাকে আমরা ভক্ষণ করি; বিদীর্ণ করিয়া ফেলি; তিল তিল পরিমাণে ইহাকে খণ্ড খণ্ড কর, এইরূপ ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহারা বারংবার ভৎসনায় প্রবৃত্তা হইলে পতি-শোক-বিধুরা সীতা নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন, আর্য্যাগণ! আমাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর; সেই নীলকুঞ্চিত-কেশকলাপ কমললোচন বিনা আমার জীবন ধারণে কিছুমাত্র লাভ নাই! প্রাণবল্লভ-বিরহিণী হইয়া আমি বরং তালতরু-বর্জ্জিতা সর্পিণীর ন্যায় শরীর শোষণ করিব, তথাপি রঘুনন্দন-ভিন্ন অন্য পুরুষগামিনী হইব না। তোমরা আমার এই স্থিরপ্রতিজ্ঞা জান, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সেই খরস্বরা রাক্ষসীরা রাক্ষসেন্দ্র-সমীপে তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত নিবেদন করিতে চলিল। তাহারা সকলে গমন করিলে ত্রিজটা-নাম্নী প্রিয়বাদিনী ধর্ম্মজ্ঞা রাক্ষসী এই বলিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, সখি জানকি! আমার প্রতি বিশ্বাস কর; আমি তোমাকে কোন কথা বলিব। হে বামোরু! তুমি ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। অবিন্ধ্যনামে একজন মেধাবী বৃদ্ধ রাক্ষসপুঙ্গব আছেন। তিনি রামের হিতান্বেষী; কেন না তিনি তোমার উদ্দেশে আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, তুমি সীতাকে আশ্বাসপ্রদান ও প্রসাদনপূর্ব্বক আমার বাক্যে এই কথা বলিও যে, তোমার ভর্ত্তা বলশালী শ্রীমান্ রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত কুশলী আছেন; অতুল্য তেজস্বী বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন এবং তোমার উদ্ধারার্থ সম্যক্‌প্রকারে উদ্যত রহিয়াছেন। হে নন্দিনি! নলকূবরের শাপ তোমাকে রক্ষা করিয়াছে; অতএব হে ভীরু! লোক-বিনিন্দিত রাবণের নিকটে তোমার ভয় নাই। এই অজিতেন্দ্রিয়পাপাত্মা পূর্ব্বে পুত্রবধূ রম্ভাকে কামভাবে স্পর্শ করত শাপগ্রস্ত হইয়া কোন নারীকে আর বলাৎকারে বশ করিতে পারে না। তোমার ভর্ত্তা ধীমান্ রাম সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্রই আসিবেন এবং তোমাকেও এস্থান হইতে বিমুক্ত করিয়া দিবেন; কেননা আমি যে অশুভদর্শন সুমহাঘোর স্বপ্নসমস্ত দেখিয়াছি, তৎসমুদায় এই পৌলস্ত্য-কুলবিধ্বংসী দুর্ব্বুদ্ধি দশাননের বিনাশের নিমিত্তই হইবে। এই নিদারুণ দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রকর্ম্মা নিশাচর শীলদোষে স্বভাবত সকলের ভয়-বর্দ্ধন হইয়া থাকে। কালসহকারে বিনষ্ট-চেতন হইয়া সে সমস্ত দেবগণের সঙ্গেই স্পর্দ্ধা করে; এক্ষণে আমি স্বপ্নে তাহার বিনাশ চিহ্নসমস্ত দেখিয়াছি; দশানন মুণ্ডিত-মস্তক ও তৈলাভিষিক্ত হইয়া পঙ্কে নিমজ্জন করত গর্দ্দভযুক্ত রথোপরি যেন বারংবার নৃত্য করত অবস্থিত রহিয়াছে। কুম্ভকর্ণাদি অপর রাক্ষসেরাও বিগত-কেশ, দিগম্বর ও রক্তমাল্যানুলেপন হইয়া যেন দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিতেছে। একমাত্র বিভীষণ শুক্লবর্ণ উষ্ণীষ, মাল্য ও অনুলেপনে বিভূষিত এবং শ্বেতাতপত্র-সমন্বিত হইয়া শ্বেত পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার চারিজন সচিবেরাও শুক্লমাল্যানুলেপনযুক্ত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে সমারূঢ় দৃষ্ট হইয়াছেন; অতএব তাঁহারাই এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। রামের অস্ত্রে সসাগরা ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইবে; তোমার স্বামী সমগ্র ভূমণ্ডল যশে পরিপূর্ণ করিবেন। স্বপ্নে আমি লক্ষ্মণকেও সর্ব্বদিকে প্রবেশার্থী হইয়া অস্থিস্তূপে আরোহণপূর্ব্বক মধু-মিশ্রিত পায়স ভোজন করিতে দেখিয়াছি; এবং তোমাকেও রুধিরাভিষিক্ত-সর্ব্বাঙ্গী রোদন-পরায়ণা ও ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক পরিরক্ষ্যমাণা হইয়া বারংবার উত্তর দিকে যাইতে দেখিয়াছি। অতএব হে বিদেহরাজনন্দিনি সীতে! তুমি ভর্ত্তা রঘুনন্দন ও দেবর লক্ষ্মণের সহিত অচিরে মিলিত হইয়া শীঘ্রই হর্ষ লাভ করিবে। বালমৃগাক্ষী বালা জানকী ত্রিজটার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বামিসমাগম-বিষয়ে পুনর্ব্বার আশাবতী হইলেন। তদনন্তরে সেই উগ্রমূর্ত্তি সুদারুণ পিশাচীরা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দেখিল, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিজটার সহিত উপবেশন করিয়া আছেন!

একোনাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাবণ কাম-শরে পীড়িত হইয়া সেই স্বামি-শোক-বিধুরা, দীনা, মলিন-বসনা, মঙ্গলসূত্রগত মণিমাত্র-ভূষণা, রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক উপাস্যমানা, শিলাতলে সমাসীনা, রোরুদ্যমানা, পতিপরায়ণা রাম-ললনাকে দর্শন করিল ও সমীপবর্ত্তী হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিংপুরুষেরা যাহাকে সমরে পরাজিত করিতে পারে নাই, সেই রাবণ কন্দর্প-পীড়িত হইয়া দিব্য বসন, সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডল, বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ করত মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায় শ্রীমান্ হইয়া অশোক বনে উপস্থিত হইল। সে কল্পবৃক্ষ-সদৃশ স্বভাবত বিভূষিত থাকিলেও যত্নপূর্ব্বক বেশভূষা করিয়াছিল, পরন্তু শ্মশানস্থ চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ভূষিত হইয়াও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ক্ষীণশ্রোণী জানকীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সেই নিশাচর রোহিণী-সন্নিহিত শনৈশ্চর গ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সে কুসুমচাপ-শায়কে আহত হইয়া ত্রাসান্বিত-হরিণীর ন্যায় প্রতায়মানা সেই সুশ্রোণী অবলা বালাকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই প্রকারে এই কথা বলিল, "সীতে! তুমি এ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করত ভর্ত্তার প্রতি যে অনুগ্রহ করিলে ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে প্রসন্না হও। হে কৃশাঙ্গি! আমি তোমার বেশভূষা করিয়া দিই। হে বরারোহে! তুমি মহামূল্য বসন ও আভরণ পরিধানপূর্ব্বক আমাকে ভজনা কর। হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার সমস্ত রমণীগণ মধ্যে প্রধানা হও। আমার বহুসংখ্য দেবকন্যা, গন্ধর্ব্ব-রমণী, দানব-কন্যা ও দৈত্যমহিলা রহিয়াছে চতুর্দ্দশ কোটি পিশাচ ও অষ্টাবিংশতি কোটি ভীষণ-কর্ম্মা নর-

ভোজী রাক্ষস আমার আজ্ঞাবর্ত্তী আছে। তদ্ভিন্ন চতুরশীতি কোটি যক্ষ আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকে; তবে কতকগুলিমাত্র আমার ভ্রাতা ধনেশ্বরের আশ্রিত হইয়াছে। হে ভদ্রে! গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাসকল আমার ভ্রাতা কুবেরের যেরূপ উপাসনা করে, আমি পান সভায় অধিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বদা আমারও সেইরূপ উপাসনা করিয়াথাকে। হে বামোরু! আমিও বিপ্রর্ষি সাক্ষাৎ বিশ্রবা মুনির পুত্র। পঞ্চম লোকপাল বলিয়া আমার যশ বিখ্যাত হইয়াছে। হে ভাবিনি! দেব-রাজের ভবনে যেরূপ দিব্য ভক্ষ্য-ভোজ্য ও বহুবিধ পানীয় আছে, আমার ভবনেও সেইরূপ রহিয়াছে। অতএব হে সুশ্রোণি! তোমার বনবাস-জনিত দুষ্কৃত কর্ম্মের বিনাশ হউক; তুমি মন্দোদরীর ন্যায় আমার মহিষী হও।"

শুভাননা জনকী রাবণ-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিতা হইয়া মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তৃণব্যবধান করিয়া সেই নিশাচরকে কহিতে লাগিলেন। পতি-দেবতা বালা বামোরু বৈদেহী অশুভ নেত্রবারিদ্বারা আপতিত অবিরল পয়োধর যুগল অজস্র অভি-বর্ষণ করত সেই ক্ষুদ্রাশয়কে এই কথা বলিলেন, "হে রাক্ষসে-শ্বর! তুমি বারংবার ঈদৃশ বাক্য বলিয়াছ এবং হত-ভাগিনী আমিও বিষাদের সহিত ইহা শ্রবণ করিয়াছি; অতএব হে ভদ্রপ্রবর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এই মনোরথ নিবর্ত্তিত কর; আমি পরকীয়া মহিলা ও সতত পতিব্রতা, সুতরাং তোমার লভ্যা নহি। অপিচ কৃপণা মানুষী তোমার উপযোগার্হা ভার্য্যা হইতে পারে না; অতএব অধী-নাকে ধর্ষণ করিয়া তুমি কি প্রীতি লাভ করিবে? প্রজাপতি-সদৃশ ব্রহ্মযোনি বিশ্রবা তোমার পিতা এবং তুমিও লোকপাল তুল্য; তবে কি নিমিত্ত ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ হইতেছ? মহেশ্ব-রের সখা রাজরাজ প্রভু ধনেশ্বরকে ভ্রাতা বলিয়া ব্যপদেশ করত তুমি এ বিষয়ে লজ্জিত হইতেছ না কেন?" এইরূপ কহিয়া কৃশাঙ্গী সীতা বসনে বদনাবরণপূর্ব্বক গ্রীবা ও পয়োধরযুগল কম্পিত করত প্রকৃষ্টরূপে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদন-পরায়ণা ভাবিনীর মস্তকে সুসংবদ্ধ স্নিগ্ধ সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘবেণী কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। দুর্ব্বুদ্ধি দশানন সীতার কথিত সেই সুনিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া নিরাকৃত হইয়াও পুনরায় এই কথা বলিল, হে সুশ্রোণি চারুহাসিনি সীতে! অনঙ্গ আমার অঙ্গ সমস্ত নিপীড়িত করেন, করুন; তথাপি তুমি ইচ্ছা না করিলে আমি কোন ক্রমে তোমার সঙ্গ করিব না। আমাদিগের আহারভূত মানুষজাতীয় রামকেই তুমি যখন এপর্য্যন্ত অনুরোধ করিতেছ, তখন আর আমি কি করিতে পারি? অনিন্দিতাঙ্গী জানকীকে এই কথা বলিয়া সেই মহান্ রাক্ষসেশ্বর সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া অভিমত দিকে প্রস্থান করিল। শোককর্ষিতা বৈদেহী রাক্ষসীগণে পরিবৃতা এবং ত্রিজটাকর্ত্তৃক সেব্যমানা হইয়া তখন সেই স্থানেই নিব-সতি করিতে লাগিলেন।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব-কর্ত্তৃক অভিপালিত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের পৃষ্ঠে বসতি করত একদা শুভ্র নভোমণ্ডল সন্দর্শন করিলেন। মহীধরস্থ শত্রুহন্তা ধর্ম্মাত্মা রাম বিমল গগনতলে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারক-পুঞ্জে পরিবৃত নির্ম্মল শশাঙ্কমণ্ডল অবলোকন করিয়া এবং প্রভাতে কুমুদ, উৎপল ও কমল সকলের গন্ধবাহী শীতল সমীরণ-সহযোগে সহসা প্রতিবোধিত হইয়া রাক্ষস-ভবনে নিরুদ্ধা সীতাকে সংস্ম-রণ করিলেন; তাহাতে দুর্ম্মনায়মান হইয়া লক্ষ্মণবীরকে কহি-লেন, "হে রঘুকুলধুরন্ধর মহাভুজ লক্ষ্মণ! তুমি একবার কিষ্কি-ন্ধ্যায় গমন কর; আমি তোমার সহিত মিলিয়া যাহার নিমিত্ত তৎকালে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে বালীকে নিহত করিলাম; যে কুলাধম মূঢ়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলাম; সমুদয় বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকেরা যাহাকে ভজনা করিতেছে; সেই কৃতঘ্ন স্বার্থ-পণ্ডিত, গ্রাম্যধর্ম্মে প্রমত্ত কপীশ্বর সুগ্রীবের সন্ধান জান। হে লক্ষ্মণ! আমি সেই বানরাধমকে পৃথিবী-মধ্যে সমধিক কৃতঘ্ন বলিয়া মনে করিতেছি; যেহেতু সে আমা হই-তেই ঈদৃশ পদস্থ হইয়া এখন আর আমাকে স্মরণ করিতেছে না। আমি তাহার উপকার করিলেও বোধ হয়, সে অল্পবুদ্ধি-সহকারে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা স্বীকার করিতেছে না। হে কাকুৎস্থ! যদি সে কামসুখ-পরতন্ত্র হইয়া বিনা উদ্যমে শয়ন করিয়া থাকে, তবে, যে পথে বালী গিয়াছে, তুমি সেই পথ দিয়া তাহাকে সর্ব্বভূতের গতি প্রাপ্ত করাইবে। অথবা সেই বানরপুঙ্গব আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত যদি উদ্যুক্ত হয়, তবে ত্বরান্বিত হইয়া তাহাকে অবি-লম্বে লইয়া আইস।"

গুরুর বাক্যে ও হিতকার্য্যে নিরত সুমিত্রাপুত্র ভ্রাতার এই আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া শর ও ধনুর্গুণসংবলিত রুচির শরা-সন গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যা-দ্বারে আগ-মনানন্তর নিবারিত না হইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বানর-রাজ তাঁহাকে ক্রোধান্বিত মনে করিয়া আহ্বানার্থে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। বিনীতাত্মা বানরাধিপতি সুগ্রীব ভার্য্যার সহিত প্রীয়মাণ হইয়া লক্ষ্মণের উপযুক্ত পূজা-দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে তাঁহাকে রামের বাক্য কহিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই বানরেন্দ্র সুগ্রীব তৎসমু-দায় আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ভার্য্যা ও ভৃত্যগণের সহিত প্রীতিযুক্ত, বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নরকুঞ্জর লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি দুর্ম্মেধা, কৃতঘ্ন বা নির্দ্দয় নহি; সীতার অন্বেষণ-বিষয়ে আমি যে প্রযত্ন করিয়াছি, শ্রবণ করুন। সুশিক্ষিত বানরসকলকে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়াছি; এবং সকলেরই একমাস মধ্যে প্রত্যাগমনের কাল নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি। হে মহাবীর! তাহারা বন, পর্ব্বত, সাগর, পুর, গ্রাম, নগর ও আকর-সংবলিত সমগ্র-ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিবে। সেই মাস পূর্ণ হইতেও আর পঞ্চরাত্র অবশিষ্ট আছে; তৎপরে আপনি রামের সহিত সুমহান্ প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিবেন।"

মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই ধীসম্পন্ন বানরেন্দ্র সুগ্রীব-কর্ত্তৃক এই-রূপ সম্ভাষিত হইয়া রোষ পরিহারপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিপূজা করিলেন এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মাল্যবৎ-পৃষ্ঠে অবস্থিত রামের নিকটে আগমনানন্তর তাঁহার কার্য্যের অভ্যুদয় নিবেদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের প্রেরিত সেই সহস্র বানরেন্দ্র তিন দিক্ অন্বেষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাগত হইল; পরন্তু যাহারা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, তাহারা আইল

না। সমাগত বানরেরা তথায় রামকে নিবেদন করিল, "আমরা সাগর-মেখলা অখিল বসুন্ধরা অন্বেষণ করিলাম, তথাপি সীতা বা রাবণের দর্শন পাইলাম না।" এই অপ্রিয় সংবাদে রাম যদিও কাতর হইলেন, তথাপি যে সকল বানর-পুঙ্গবেরা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি আশাবান্ হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মাসদ্বয় অতীত হইলে একদা কতকগুলি বানর সত্বর সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল, হে বানরপ্রবর মহারাজ! পবননন্দন হনূমান, বালিপুত্র অঙ্গদ ও অন্যান্য যে সমস্ত বানর পুঙ্গবদিগকে আপনি দক্ষিণদিক্ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বালীর এবং আপনার পরিরক্ষিত ফলাদি পরিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ মধুবন ভক্ষণ করিতেছেন। সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতির মধুবন ভক্ষণে আসক্ত হইবার কথা শুনিয়া মনে করিলেন, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে, কেননা কৃতকার্য্য ভৃত্যগণেরই এইরূপ চেষ্টিত হইয়া থাকে। সেই মেধাবী কপিপুঙ্গব তাহা রামের নিকটে নিবেদন করিলেন এবং রামও অনুমান দ্বারা বিবেচনা করিলেন, সীতা অবলোকিতা হইয়াছেন। এদিকে সেই হনূমান্ প্রভৃতি বানরেরা বিশ্রান্ত হইয়া রামলক্ষ্মণ সন্নিধানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইল। হে ভারত! রাম হনূমানের গতি ও মুখবর্ণ দেখিয়া, জানকী যে দৃষ্টা হইয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার প্রত্যয় করিলেন। ইত্যবসরে হনূমান্ প্রভৃতি সেই পূর্ণমনোরথ বানরেরা রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে যথাবিধি প্রণাম করিল। তখন রাম সশর শরাসন-গ্রহণপূর্ব্বক সেই সমাগত বানরগণকে কহিলেন, তোমরা কি আমাকে জীবনধারণ করাইবে? তোমাদের কার্য্য কি সিদ্ধ হইয়াছে? আমি কি সমরে শত্রুগণের নিধনসাধনপূর্ব্বক জানকীকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্য করিতে পারিব? আমি হৃতদার ও অবমানিত হইয়াছি, সুতরাং সীতার উদ্ধার ও সমরে শত্রুগণের সংহার না করিয়া আর জীবন ধারণে উৎসাহী হইতে পারি না। রাম এই কথা বলিলে পবনাত্মজ হনূমান্ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "রাম! আমি আপনাকে প্রিয় সংবাদ দিতেছি; সেই জানকী আমার নয়ন-গতা হইয়াছেন। আমরা দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী যাবতীয় পর্ব্বত, বন ও আকরসমস্ত অন্বেষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলে শ্রান্ত হইয়া এক মহতী গুহা দেখিলাম। সেই বহু-যোজন-বিস্তীর্ণ, শোভনকানন-সমাকীর্ণ, তিমিরাচ্ছন্ন, গহন, কীটসেবিত গিরিগহ্বরে আমরা সকলেই প্রবিষ্ট হইলাম। পরে বহু পথ গমন করিয়া সূর্য্যের প্রভা দেখিতে পাইলাম এবং সেই গুহার মধ্যেই একটি দিব্য ভবন অবলোকন করিলাম। হে রঘুনন্দন! তাহা ময়নামক দৈত্যের আলয় ছিল। তথায় প্রভাবতীনাম্নী এক তাপসী তপস্যা করিতেছিলেন; তিনি আমাদিগকে বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় প্রদান করিলেন। তৎসমুদায় ভোজনান্তে লব্ধবল হইয়া, আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া, সে স্থান হইতে নির্গমনপূর্ব্বক লবণ-সমুদ্রের নিকটে মহাগিরি সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর দর্শন করিলাম। অনন্তর মলয় ভূধরে আরোহণপূর্ব্বক বরুণালয় সন্দর্শন করত অতিশয় বিষন্ন, ব্যথিত, খেদান্বিত এবং জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। 'এই মহাসাগর বহুশত যোজন-বিস্তীর্ণ এবং তিমি, নক্র ও মৎস্য-সমুদায়ের আবাস,' এইরূপ চিন্তা করত আমরা নিতান্তই দুঃখিত হইলাম। তখন প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলাম। অনন্তর কথা-প্রসঙ্গে গৃধ্র জটায়ুর কথা হইল। তৎপরেই আমরা গিরিশিখর-সন্নিভ অপর এক গরুড়ের ন্যায় প্রতীয়মান, ঘোররূপ ভয়ঙ্কর পক্ষী দেখিতে পাইলাম। সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত যেন চিন্তা করিতে লাগিল; পরে নিকটস্থ হইয়া এই কথা বলিল, 'অহে! আমার ভ্রাতা জটায়ুর কথা কহিতেছে, এব্যক্তি কে? আমি সেই জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিহঙ্গরাজ সম্পাতি। আমরা পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে আদিত্য-সমাজে আরোহণ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার এই পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জটায়ুর পক্ষ দগ্ধ হয় নাই। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া এই মহাগিরিতে পতিত হইয়াছি, সুতরাং আমার সেই প্রিয় ভ্রাতা গৃধ্রপতিকে তৎকালেই দেখিয়াছিলাম, পরে আর দেখিতে পাই নাই। হে রাজন্!' সে এই কথা বলিলে আমরা তাহার ভ্রাতার নিধন এবং আপনার এই ব্যসন সংক্ষেপেই তাহার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। হে অরিন্দম! সেই সম্পাতি তখন সুমহৎ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে বিষন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় আমাদিগকে জিজ্ঞাসিল, হে বানরসত্তমগণ! সেই রাম কে, সীতা কে এবং কি প্রকারেই বা জটায়ু নিহত হইল, এ সমস্তই শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। অনন্তর আমি আপনার বিপদ্-সঙ্ঘটন এবং আমাদিগের প্রায়োপবেশন করিবার কারণ, এ সমস্তই বিস্তারিতরূপে তাহার নিকটে বর্ণন করিলাম। তখন সেই পক্ষিরাজ এই কথা বলিয়া আমাদিগকে উত্থাপিত করিল যে, 'রাবণ আমার বিদিত আছে এবং তাহার মহাপুরী লঙ্কাও সমুদ্রের পারে ত্রিকূট-পর্ব্বতের গুহাতে অবলোকিতা হইয়াছে; অতএব সীতা সেই খানেই থাকিবেন, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।' হে পরন্তপ! তাহার এই কথা শ্রবণে আমরা সত্বর উত্থিত হইয়া সাগর উত্তীর্ণ হইবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম। জলধির বিলঙ্ঘন বিষয়ে যখন কেহই অধ্যবসায় করিল না, তখন আমি পিতাকে উদ্দেশ করিয়া এবং পথিমধ্যে একটা জলরাক্ষসীকে মারিয়া শতযোজন-বিস্তীর্ণ মহার্ণব উল্লঙ্ঘন করিলাম। লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়া তথায় রাবণের অন্তঃপুরে পতিব্রতা, উপবাস ও তপশ্চরণ-শীলা, স্বামি-দর্শনলালসা, জটিলা, মললিপ্তাঙ্গী, কৃশা, দীনা, তপস্বিনী সীতাকে সন্দর্শন করিলাম। বিভিন্নপ্রকার লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে সীতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া পরিশেষে আমি সেই বিজনবর্ত্তিনী আর্য্যার সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলাম, সীতে! আমি রামের দূত, পবনের আত্মজ এবং জাতিতে বানর; আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অন্তরীক্ষপথে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। রাজনন্দন ভ্রাতৃদ্বয় রাম-লক্ষ্মণ সমস্ত বানরগণের অধিপতি সুগ্রীবকর্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া কুশলী আছেন। রাম সৌমিত্রির সহিত আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং সুগ্রীবও মিত্রভাব প্রযুক্ত আপনার কুশলজিজ্ঞাসু হইয়াছেন। আপনার স্বামী সমুদায় বানরগণের সহিত শীঘ্রই আসিবেন; হে দেবি! আমার প্রতি প্রত্যয় করুন; আমি বানর, রাক্ষস নহি। প্রায় মুহূর্ত্তকাল আমার সেই বাক্য চিন্তা করিয়া সীতা

আমাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অবিন্ধ্যের বচনানুসারে তোমাকে হনুমান্ বলিয়া জানিতেছি। হে মহাবাহো! অবিন্ধ্য একজন বৃদ্ধসম্মত রাক্ষস; তিনি বলিয়াছিলেন, সুগ্রীব তোমার সহ অমাত্যবর্গে পরিবৃত আছেন। এক্ষণে তুমি গমন কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই কথা বলিয়া অনিন্দিতা জনকনন্দিনী বৈদেহী সীতা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যাহার সহযোগে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, আপনার প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমাকে সেই মণিটি প্রদান করিলেন এবং মহাগিরি চিত্রকূটে আপনি কাকের প্রতি যে ঈষীকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে কথাটিও বলিয়া দিলেন। আপনার অভিজ্ঞানার্থ আমি সেই ঈষীকা-বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিশেষে সেই লঙ্কাপুরী দহন-পূর্ব্বক সমাগত হইলাম।" হনুমান্ এইরূপ প্রিয়সংবাদ নিবেদন করিলে রাম তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন।

একাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাম সেই বানরদিগের সহিত সেই স্থানেই সমাসীন হইলে সুগ্রীবের আদেশ-ক্রমে তখন প্রধান প্রধান প্লবঙ্গমগণ তাঁহার নিকটে সমাগত হইতে লাগিলেন। বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ সহস্রকোটী বলিষ্ঠ বানর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাম-সমীপে উপাগত হইলেন। মহাবীর্য্য বানরেন্দ্র গয় ও গবয় প্রত্যেকে শতকোটী বানর সমেত দৃষ্ট হইলেন। মহারাজ! ভীষণ-দর্শন গো-পুচ্ছ গবাক্ষও ষষ্টিসহস্র-কোটী কপিসৈন্য আহরণ করত দৃষ্ট হইলেন। গন্ধমাদনবাসী বিখ্যাত গন্ধমাদন লক্ষকোটি বানর আহরণ করিলেন। পনস-নামা সুমহাবল মেধাবী বানর দ্বিপঞ্চাশৎকোটি বানর লইয়া আইলেন। অতি বীর্য্যশালী কপিবৃদ্ধ শ্রীমান্ দধিমুখ ভীষণ-তেজস্বী বানরগণের মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। জাম্ববান্ মুখোপরি তিলকচিহ্নিত, কৃষ্ণবর্ণ, লক্ষকোটিসংখ্য ভীমকর্ম্মা ভল্লুক সমভিব্যাহারে দৃষ্ট হইলেন। মহারাজ! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুসংখ্য বানর যূথপতির যূথপতিগণ রামের নিমিত্ত সমাগত হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা করাই দুঃসাধ্য। গিরিশিখর সদৃশ প্রকাণ্ড-কলেবর, সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী, ইতস্তত প্রধাবমান বানর-গণের তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কতকগুলি বানরের আকার শৈল-শৃঙ্গের ন্যায়, কতকগুলি বানর মহিষ-সদৃশ, কতকগুলি শরৎকালীন জলদ-তুল্য এবং কতকগুলির মুখ হিঙ্গুলবর্ণ ছিল। কোন কোন বানর ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কেহ কেহ নিম্নে পতিত হইতেছে, কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং অপর কতকগুলি ধূলি উদ্ধূত করিতেছে, এইরূপ করিতে করিতে সকলে সর্ব্বদিক্ হইতে সমাগত হইল।" পরিপূর্ণ সাগর-সদৃশ সেই মহান্ বানরসৈন্য তখন সুগ্রীবের অনুমতি-ক্রমে সেই স্থানে নিবেশ স্থাপন করিল। অনন্তর সেই কপীন্দ্র সকল নিরবশেষে সমাগত হইলে শ্রীমান্ রাঘব তখন সুগ্রীবের সহিত শুভতিথিতে প্রশস্ত নক্ষত্রে ও প্রশংসিত মুহূর্ত্তে সেই ব্যূহবদ্ধ সৈন্য-সহকারে লোকসকলকে যেন উদ্বর্ত্তিত অর্থাৎ অপর এক অতিরিক্ত লোক নির্ম্মিত করত প্রস্থান করিলেন। পবনাত্মজ হনূমান্ সৈন্যের অগ্রণী হইলেন এবং অকুতোভয় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। গোধা ও অঙ্গুলিত্র-ধারী রঘুনন্দন-যুগল তথায় বানর মহামাত্রগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, গ্রহগণ পরিবৃত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রস্থিত হইলেন। সূর্য্যো-দয়কালে, কোন বিশাল ধান্যালয়ের যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, শাল, তাল ও শিলারূপ আয়ুধ-সমন্বিত সেই বানর-সৈন্যও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া সেই সুমহতী বানর সেনা রামের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত প্রস্থিতা হইল এবং বহুল ফলমূল-জলান্বিত প্রভূত মধু মাংসবিশিষ্ট শুভকর, বিবিধ সুপ্রশস্ত প্রান্তর ও শৈল-সানু-সমুদায়ে বিনা বাধায় নিবসতি করত পরিশেষে লবণসমুদ্র-সমীপে আগমন করিল। সেই দ্বিতীয় সাগর-তুল্য, বহুল ধ্বজশালী, কপিসৈন্য তখন বেলা-বনের সন্নিহিত হইয়া বসতি করিতে লাগিল।

অনন্তর শ্রীমান্ দাশরথি প্রধান প্রধান বানরগণ মধ্যে সুগ্রীবকে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন যে, "এই সেনাটি অতি মহতী এবং সাগর উত্তীর্ণ হওয়াও অতিশয় দুঃসাধ্য; অতএব সমুদ্র বিলঙ্ঘন-বিষয়ে কোন্ উপায় তোমাদিগের অভিমত?" তদ্বিষয়ে অন্যান্য অনেক আত্মাভিমানী বানর কহিল, "আমরা সমুদ্রলঙ্ঘনে সমর্থ;" পরন্তু তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যকারক নহে। কেহ কেহ নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায় করিল এবং কেহ কেহ বা নানা প্রকার ভেলাদ্বারা পার হইতে উৎসুক হইল; কিন্তু রাম তাহাদিগের সকলকেই সান্ত্বনা করত প্রত্যুত্তর করিলেন "না; এরূপ হইবে না; হে বীরগণ! শতযোজন বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সকল বানরেরা পারিবে না। অতএব তোমাদিগের এই মতি সিদ্ধান্তকরী নহে। আমাদিগের সৈন্য উত্তীর্ণ হইবার উপ-যুক্ত বহুসংখ্য নৌকাই নাই; বিশেষত মাদৃশ ব্যক্তি কিপ্রকারে বণিকৃদিগের বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারে? আমাদের সৈন্য অতি বিস্তীর্ণ; শত্রু কিঞ্চিন্মাত্র ছিদ্র পাইলেই ইহা বিনষ্ট করিতে পারিবে; অতএব প্লব ও উড়ুপ দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়াও আমার স্পৃহণীয় নহে। পরন্তু আমি উপায়ের নিমিত্ত এই জলনিধিকে আরাধনা করিব; উপবাস করত ইহাঁর তীরে শয়ন করিয়া থাকিব; তাহা হইলে ইনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন; যদি না করেন, তবে অগ্নিশিখাপেক্ষা উগ্রতর অপ্রতিহত মহাস্ত্রপুঞ্জ-সহকারে ইহাঁকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।" এইরূপ কহিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত আচমনান্তর জলধিতীরে কুশশয্যায় বিধিপূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকিলেন। অনন্তর রত্ননিকরের শত শত আকরদ্বারা পরিকীর্ণ, নদনদীভর্ত্তা, দেবতাত্মা শ্রীমান্ সাগর জলজন্তুগণে পরিবৃত হইয়া রামকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং "হে কৌশল্যানন্দন!" এইরূপ মধুর বচনে সম্ভাষণ করত এই প্রকারে এই কথা বলিলেন, হে পুরুষ-র্ষভ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব, সুতরাং তোমার জ্ঞাতি; অত-এব সংপ্রতি আমাকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে বল।

রাম তাঁহাকে কহিলেন, হে নদনদীপতে! আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি আমার সৈন্যের পথ প্রদান কর, যদ্দ্বারা প্রস্থিত হইয়া আমি পৌলস্ত্যকুলপাংসন দশাননকে নিহত করিতে পারি। এরূপ যাচ্ঞা করিলেও যদি তুমি আমাকে পথ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি দিব্যাস্ত্র-প্রতিমন্ত্রিত শরনিকর সহ-কারে তোমাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব; রামের এইরূপ সম্ভাষণ

শ্রবণ করিয়া বরুণালয় ব্যথিত ও অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন, রাম! আমি তোমার বিঘ্নকারী নহি এবং যাহাতে তোমার প্রতিঘাত হয়, এরূপ ইচ্ছাও করি না; সংপ্রতি তুমি আমার এই কথা শুন এবং শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তোমার আজ্ঞানুসারে যদি আমি গমনোদ্যত সৈন্যের পথ প্রদান করি, তবে অন্যলোকেও ধনুকের বলে, আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিবে। পরন্তু এই সৈন্যমধ্যে ত্বষ্টা-দেব বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল নামে একজন শিল্পসম্মত বলবান্ বানর আছেন; তিনি যে কিছু কাষ্ঠ, তৃণ বা প্রস্তর আমার উপর নিক্ষিপ্ত করিবেন, সে সমস্তই আমি ধারণ করিব এবং তাহাই তোমার সেতু হইবে। সাগর এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে রাম নলকে কহিলেন, "তুমি সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ কর, যেহেতু আমার বিবেচনায় তুমি তদ্বিষয়ে সমর্থ।" এইরূপে নলকে উপায়-স্বরূপ করিয়া রাম তাঁহার দ্বারা দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই শৈলাকার সেতু রামের আজ্ঞানুসারে প্রস্তুত হইয়া অদ্যাপি পৃথিবীতে নলসেতু বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণের ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ চারিজন সচিবসমভিব্যাহারে তত্রস্থ রামের নিকটে সমাগত হইলেন। মহামনা রাম তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ-সহকারে গ্রহণ করিলেন; পরন্তু এব্যক্তি গুপ্তচর হইতে পারে,' এই মনে করিয়া সুগ্রীবের শঙ্কা হইল। রাম বিভীষণের অকপট চেষ্টা ও সম্যক্ সুচরিত হৃদ্গত ভাবসমুদায় দ্বারা যখন যথার্থই তুষ্ট হইলেন, তখন সমুচিত সংকারপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, আপনার কনিষ্ঠ মন্ত্রী করিয়া লইলেন এবং লক্ষ্মণের সুহৃদ্ করিয়া দিলেন। হে নরাধিপ! বিভীষণের মতানুসারেই তিনি সেই সেতুদ্বারা একমাস-মধ্যেই সসৈন্যে অর্ণব উত্তীর্ণ হইলেন; অনন্তর লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক তত্রত্য অনেকপ্রকার বহুসংখ্য বিশাল উপবন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কপিগণ দ্বারা তৎসমুদয় ভগ্ন করাইতে লাগিলেন। রাবণের অমাত্য ও মন্ত্রী শুক সারণ নামে দুইজন নিশাচর চরস্বরূপ হইয়া বানররূপে তথায় অবস্থিত ছিল; বিভীষণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সেই নিশাচরেরা যখন রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইল, তখন রাম তাহাদিগকে সৈন্য দর্শন করাইয়া পরিশেষে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি লঙ্কাপুরীর উপবনে সৈন্য নিবেশিত করিবার পর প্রজ্ঞাবান্ বানর অঙ্গদকে দূত করিয়া রাবণের নিকট পাঠাইলেন।

দ্ব্যশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কাকুৎস্থ রাম সেই প্রভূত অন্নজল-সমন্বিত, বহুল-ফল-মূল-বিশিষ্ট উপবনে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাবণ লঙ্কাতে সমর-শাস্ত্রানুসারে নির্ম্মিত যন্ত্রাদি সংবিধান করিল। তথায় সুদৃঢ় প্রাকার ও তোরণান্বিত, অগাধ জলযুক্ত, মীননক্রাদি-বিক্ষোভিত যে সাতটি পরিখা ছিল, তৎসমুদায় স্বভাবত দুরাধর্ষ হইলেও খদিরকাষ্ঠের শঙ্কু-সমস্তদ্বারা নিচিত; কপাট গোলাদির উৎক্ষেপ সাধন যন্ত্র, লৌহ লগুড় ও গোলক সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত সর্জ্জরসচূর্ণ ও আশীবিষ-সমূহে সমাকীর্ণ এবং মুষল, অলাত, নারাচ, তোমর, অসি, পরশু, শতঘ্নী ও মধূচ্ছিষ্ট নির্ম্মিত মুদ্গর সমুদায়ে সমন্বিত হওয়াতে সমধিক দুর্দ্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। সমস্ত পুরদ্বারে স্থাবর ও জঙ্গম গুল্ম অর্থাৎ প্রবেশ-স্থানস্থ বুরুজ-নামে মহাস্তম্ভ ও সেনাদল-বিশেষ, বহুসংখ্য পদাতি ও প্রভূত অশ্ব গজদ্বারা পরিবৃত ছিল। পরন্তু সুমহাবল অঙ্গদ লঙ্কার দ্বারদেশে উপাগত হইবার পর রাবণের বিদিত হইয়া নির্ভয়ে প্রবেশ করিলেন এবং কোটি কোটি রাক্ষসের মধ্যগত হইয়া মেঘমালা পরিবৃত অংশুমালীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই বাগ্মী অমাত্যগণে পরিবৃত রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে 'হে রাজন্! কোশলাধিপতি মহাযশা রঘুনন্দন তোমাকে অবসরোচিত এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তুমি তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য কর," এইরূপ, সম্বোধনপূর্ব্বক রামের সন্দেশ-বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। 'দুর্নীতিনিরত অকৃতাত্মা রাজাকে পাইয়া সমুদয় দেশ নগর বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। দেখ, তুমি বল-পূর্ব্বক আমার সীতাকে হরণ করিয়া একাকীই অপরাদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তোমার সেই অপরাধ অপর নিরপরাধীদিগেরও বিনাশের নিদান হইবে। তুমি বল ও দর্পে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বে যে বনচারী ঋষিগণকে হিংসিত, অমরগণকে অবমানিত, রাজর্ষিগণকে নিহত এবং রোদনপরায়ণা অঙ্গনাগণকে অপহৃত করিয়াছ, তোমার সেই দুর্নীতির ফল এই উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমার অমাত্যগণের সহিত তোমাকে নিহত করিব; আইস, যুদ্ধ কর; পুরুষ হও; আমি মনুষ্য হইলেও আমার ধনুকের কতদূর বীর্য্য অবলোকন কর। অহে নিশাচর! তুমি জনক-নন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ কর, নতুবা কস্মিন কালেও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না; আমি সুশাণিত শর-সমূহ-সহকারে এই ভূলোককে রাক্ষস-শূন্য করিয়া ফেলিব এইরূপ সম্ভাষণকারী সেই দূতের পরুষ বচন শ্রবণে রাক্ষস-রাজ রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। অনন্তর চারি জন রাক্ষস স্বামীর ইঙ্গিত বুঝিয়া অঙ্গদকে অঙ্গচতুষ্টয়ে গ্রহণ করিল; তাহাতে বোধ হইল, যেন বিহঙ্গেরা শার্দ্দূলকে আক্রমণ করিল। অঙ্গদ সেইরূপে অঙ্গে সংলগ্ন সেই রাক্ষসদিগকে লইয়াই আকাশে উঠিয়া প্রাসাদ-তলে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বেগে উৎপতিত হওয়াতে সেই নিশাচরেরা ভূতলে পতিত, ভগ্নহৃদয় এবং অত্যুত্তম আঘাতে অতিমাত্র পীড়িত হইল। এদিকে প্রাসাদ-শিখরে সংলগ্ন সেই তেজস্বী বানর তথা হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া পুনরায় স্বীয় সৈন্য-সমীপে অবতীর্ণ হইলেন; পরে কোশলেন্দ্র রঘুনন্দন সন্নিধানে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক তৎকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন বাতবেগী সমুদায় বানরগণের যুগপৎ-প্রযত্নসহকারে লঙ্কার প্রাকার ভগ্ন করাইলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্ববান্‌কে অগ্রে করিয়া নগরের দুরাধর্ষ দক্ষিণ দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি করভের ন্যায় অরুণগাত্র যুদ্ধশালী শত সহস্র কোটি বানর লইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিলেন। লম্বমান বাহু, দীর্ঘ উরু, আয়ত কর ও বিস্তীর্ণ জঙ্ঘাদেশাবলম্বী তিন

কোটি ধূম্রবর্ণ ভল্লূক যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত হইল। বানরগণের ঊর্দ্ধে উৎপতন, নিম্নে পতন ও ইতস্তত সঞ্চরণদ্বারা প্রভাকর ধূলি-পটলে প্রতিহত-প্রভ হইয়া অদৃশ্য হইলেন। হে রাজন্! লঙ্কাস্থ রাক্ষসেরা স্ত্রী ও বৃদ্ধগণের সহিত বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দেখিতে লাগিল, তথাকার প্রাকার ধান্যপ্রসূন ও শিরীষ-কুসুম-সদৃশ প্রভাবিত তরুণসূর্য্য-সন্নিভ, শণের ন্যায় গৌরবর্ণ বানরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বত পরিব্যাপ্ত হওয়াতে কপিলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই বানরেরা মণিস্তম্ভ ও কর্ণাখ্য অট্টালিকার শিখর-সমস্ত ভগ্ন করিতে থাকিল; যন্ত্র-সকলের শৃঙ্গ ভগ্ন ও উন্মথিত করিয়া নিক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং শতঘ্নী, চক্র, লগুড় ও গোলক সমুদায় লইয়া মহাশব্দ করিতে করিতে বাহু-বেগে লঙ্কামধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথায় যে সমস্ত নিশাচর প্রাকাররক্ষণে নিযুক্ত ছিল, তাহারা কপিগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শত শত সংখ্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর লক্ষ লক্ষ কামরূপী বিকৃতাকার রাক্ষস রাজার আজ্ঞানুসারে নির্গত হইল। তাহারা পরম বিক্রম অবলম্বন করিয়া শরধারা বর্ষণ করত বানরগণকে তাড়াইয়া দিয়া প্রাকারের শোভা-সম্পাদন করিল। মাংসস্তূপসদৃশ ভীমদর্শন নিশাচরগণের প্রযত্নে সেই প্রাকার পুনরায় বানরশূন্য হইল। তথায় বহুসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠ শূলদ্বারা বিভিন্নাঙ্গ হইয়া নিপতিত হইল এবং স্তম্ভ ও তোরণদ্বারা ভগ্ন হইয়া অনেক রাক্ষসও বিনষ্ট হইয়া পড়িল। বানরগণের সহিত ভক্ষণশীল বীর্য্য-সম্পন্ন রাক্ষসদিগের পরস্পর কেশাকেশি, নখানখি ও দন্তাদন্তি যুদ্ধও হইতে লাগিল। তাহাতে উভয়দিকেই বানর ও রাক্ষসেরা ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন করত পরস্পর হত ও ভূতলে নিপতিত হইতে থাকিল, তথাপি কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিল না। তখন রাম জলধরের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তৎসমুদায় লঙ্কার সন্নিহিত হইয়া সেই রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ফেলিল। ক্লান্তিশূন্য দৃঢ়ধন্বা লক্ষ্মণও নারাচনিচয়-সহকারে দুর্গস্থ নিশাচরদিগকে নাম নির্দ্দেশ করিয়া করিয়া নিপাতিত করিলেন। এইরূপে লঙ্কায় বিমর্দ্দন করা হইলে পর রামের আজ্ঞাক্রমে সৈনিকদিগের লক্ষোদ্দেশ্য ও জয়োৎকর্ষ-বিশিষ্ট বিশ্রাম হইল

ত্র্যশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সেই সৈনিকেরা শিবিরে নিবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে রাবণের অনুচর পর্ব্বণ, পূতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, অরুজ ও প্রঘস-প্রভৃতি বহুসংখ্য পিশাচ ও ক্ষুদ্ররাক্ষসগণ তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইল। সেই দুরাত্মারা অদৃশ্য হইয়া ধাবমান হইতেছিল, কিন্তু অন্তর্দ্ধান নিরাকরণকোবিদ বিভীষণ তাহাদিগের সেই অন্তর্দ্ধানশক্তির সংহার করিলেন; হে রাজন্! তাহারা দৃশ্যমান হইলে দূরপাতী বলশালী কপিগণ তাহাদিগের সকলকেই নিহত ও গতপ্রাণ করিয়া ধরাশায়ী করিল।

অনন্তর অপর শুক্রাচার্য্য-সদৃশ যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ বলশালী রাবণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ সৈন্য-সমূহে সংবৃত হইয়া নির্গত হইল এবং শুক্রাচার্য্যের প্রণালীক্রমে ব্যূহ রচনা করিয়া সমস্ত বানরগণকে বেষ্টিত করিল। পরন্তু রাম দশাননকে উক্ত প্রকার সৈন্যব্যূহ রচনাপূর্ব্বক বিনির্গত হইতে দেখিয়া বৃহস্পতি-প্রণীত বিধানানুসারে সেই নিশাচরের প্রতিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর রাবণ তথায় সমাগত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন বিরূপাক্ষের সঙ্গে সুগ্রীবের, তারের সঙ্গে নিখর্ব্বটের, তুণ্ডের সঙ্গে নলের এবং পনসের সঙ্গে পটুশের যুদ্ধ হইতে থাকিল। ফলত যুদ্ধকালে যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ মনে করিল, সে তাহারই সঙ্গে মিলিয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে দেবাসুর মধ্যে ভীরুদিগের ভয়-বর্দ্ধন ও লোমাঞ্চকর যেরূপ ঘোর সমর হইয়াছিল, বানর ও রাক্ষসগণের সেই সংগ্রামও তদ্রূপ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাবণ শক্তি, শূল ও অসিবৃষ্টি দ্বারা রামকে এবং রামও সুশাণিত তীক্ষ্ণ সায়কসমূহ দ্বারা রাবণকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ লক্ষ্মণ উদ্যমান্বিত ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎও লক্ষ্মণকে বহুতর মর্ম্মভেদী শরনিকর-সহকারে বিদ্ধ করিতে থাকিল। বিভীষণ প্রহস্তকে এবং প্রহস্তও বিভীষণকে খগপত্রান্বিত তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ দ্বারা নির্ভয়ে অভিবর্ষণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই মহাস্ত্রসম্পন্ন বলশালী ব্যক্তি-সকলের এরূপ সংগ্রাম হইল, যদ্দ্বারা চরাচর-সংবলিত সকল ত্রৈলোক্য ব্যথিত হইয়া উঠিল।

রাম-রাবণ যুদ্ধে চতুরশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সমরনিষ্ঠুর প্রহস্ত সহসা বিভীষণের সমীপবর্ত্তী হইয়া ঘোরতর গর্জ্জনপূর্ব্বক গদাদ্বারা তাঁহাকে তাড়িত করিল। মহাবাহু ধীমান্ বিভীষণ ভীষণ-বেগান্বিত গদাদ্বারা সেইরূপ অভিহত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত হিমাচলের ন্যায় সুস্থির হইয়া রহিলেন। পরে তিনি শতঘণ্টা-সমন্বিতা বিপুলা মহাশক্তি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূতকরণানন্তর প্রহস্তের মস্তকোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অশনিতুল্য বেগবিশিষ্টা মহাশক্তি বেগে পতিত হইয়া প্রহস্তের উত্তমাঙ্গ ছেদন করিলে সেই রাক্ষস পবনভগ্ন মহীরুহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন ধূম্রাক্ষ সেই নিশাচর প্রহস্তকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া মহাবেগে কপিগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার মেঘতুল্য ভীমদর্শন সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়াই বানরপুঙ্গবেরা সমরে সহসা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কপিশার্দ্দূল হনূমান্ সেই কপিপুঙ্গবদিগকে সহসা ভগ্ন হইতে দেখিয়া নিবারণপূর্ব্বক পর্য্যবস্থিত হইলেন। হে রাজন্! সেই পবননন্দনকে সংগ্রামে অবস্থিত দেখিয়া বানরেরা অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে পরস্পর আক্রমণকারী রামরাবণসৈন্যগণের লোমাঞ্চকর মহাতুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সেই শোণিত-কর্দ্দমকর ঘোর সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইলে, ধূম্রাক্ষ শরবর্ষণসহকারে বানরসৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। শত্রুবিজয়ী পবনাত্মজ হনূমান্ সেই রাক্ষস-মহামাত্রকে আপতিত হইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে গ্রহণ করিলেন। সমরে পরস্পর বিজয়েচ্ছু সেই বানর ও রাক্ষসবীরদ্বয়ের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় ঘোরযুদ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষস, গদা ও পরিঘসমুদায় দ্বারা কপিকে এবং

কপিও স্কন্ধ ও বিটপযুক্ত বৃক্ষসমুদায় দ্বারা রাক্ষসকে আঘাত করিতে থাকিলেন। পরিশেষে ক্রোধান্বিত মারুতাত্মজ হনূমান্ অতিকোপভরে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত ধূম্রাক্ষকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অপর অপর বানরেরা সেই রাক্ষসোত্তম ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া বিশ্বস্তচিত্তে তাহার সৈনিকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। জয়গর্ব্বিত বলিষ্ঠ বানরগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হওয়ায় সেই রাক্ষসেরা ভগ্ন-সংকল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কাভিমুখে ধাবমান্ হইল। ঐ হতাবশিষ্ট রণভগ্ন নিশাচরেরা নগরে আগমনানন্তর রাক্ষস-রাজ রাবণের নিকটে, যে যে রূপ ঘটিয়াছিল, সমুদয় নিবেদন করিল।

রাবণ তাহাদিগের প্রমুখাৎ 'প্রহস্ত সংগ্রামে নিহত হইয়াছে এবং বানরপ্রবরেরা মহাধনুর্দ্ধর ধূম্রাক্ষকেও সসৈন্যে নিপাতিত করিয়াছে' শুনিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসন হইতে সমুৎপতিত হইয়া কহিল, এক্ষণে কুম্ভকর্ণের কর্ম্মকাল উপস্থিত হইল। এই কথা বলিয়া সে মহানিদানবিশিষ্ট বহুবিধ বাদিত্র-সহকারে শয্যাগত অতি-নিদ্রান্ধ কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিল। ভয়-প্রাপ্ত রাক্ষসাধিপতি দশগ্রীব মহাবল কুম্ভকর্ণকে মহাযত্নে জাগরিত করিবার পর সে বিনিদ্র, অব্যগ্র ও স্বস্থচিত্তে আসীন হইলে তাহাকে এই কথা বলিল, "কুম্ভকর্ণ! তুমিই ধন্য; যেহেতু তোমার ঈদৃশী নিদ্রা হওয়াতে সংপ্রতি যে দারুণাকার মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা তুমি কিছুই জান না। দেখ, এই রাম বানরগণের সহিত সেতুদ্বারা মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া এখানে আমাদিগের সকলকেই অবজ্ঞা করিয়া মহাযুদ্ধ করিতেছে। আমি তাহার ভার্য্যা জনকাত্মজা সীতাকে হরণ করিয়াছি, তাহাকে লইয়া যাইবার উদ্দেশেই সে মহার্ণবে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক এস্থানে সমাগত হইয়াছে এবং প্রহস্ত প্রভৃতি আমাদিগের অনেক আত্মীয় লোকদিগকেও বিনষ্ট করিয়াছে। হে শত্রুকর্ষণ! এক্ষণে তোমাভিন্ন তাহার বিনাশকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব হে বলশালি-প্রবর অরিন্দম! অদ্য তুমি কবচ-সন্নদ্ধ হইয়া নির্গমনপূর্ব্বক সমরে রামাদি সমুদয় শত্রুগণের সংহার কর। বজ্রবেগ ও প্রমাথী নামে দূষণের যে দুই বলিষ্ঠ ভ্রাতা আছে, তাহারাও মহাসৈন্যের সহিত তোমার অনুগামী হইবে।"

রাক্ষসেশ্বর দশানন তরস্বী কুম্ভকর্ণকে এইরূপ কহিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে তৎকালোচিত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অনন্তর দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই বীরদ্বয় রাবণকে "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া কুম্ভকর্ণকে অগ্রসর করিয়া নগর হইতে শীঘ্র বিনির্গত হইল।

পঞ্চাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গের সহিত নিজপুর হইতে নির্গত হইয়া দেখিল, সেই সমরবিজয়ী কপি-সৈন্য অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে। সে রামের দর্শন-বাসনায় সেই সৈন্য নিরীক্ষণ করত যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইল। বানরেরা শীঘ্র তাহার সন্নিহিত হইয়া সর্ব্ব দিকে বেষ্টন করিল এবং বহুসংখ্য বৃহদাকার বৃক্ষদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ভয় পরিহারপূর্ব্বক নখরদ্বারাও অতিমাত্র ব্যথিত করিতে থাকিল। ফলত সেই প্লবঙ্গমেরা বহু প্রকার যুদ্ধপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ করত নানাবিধ ভয়ঙ্কর প্রহরণদ্বারা রাক্ষসেন্দ্রকে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই প্রকার তাড়িত হইয়া কুম্ভকর্ণ প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করত বানরগণকে গ্রাস করিতে লাগিল; বিশেষত চল, চণ্ডচল ও বজ্রবাহুনামক বানরকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। ঐ নিশাচরের সেই ক্লেশকর কর্ম্ম দেখিয়া তার-প্রভৃতি বানরগণ তখন অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই বানর-যূথনায়ক সৈনিকদিগকে উচ্চ রবে চীৎকার করিতে শুনিয়া কপিরাজ সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণ-সমীপে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই মহামনা কপিকুঞ্জর বেগে কুম্ভকর্ণের সন্নিহিত হইয়া একটা শাল-বৃক্ষদ্বারা তাহার মস্তকে বলপূর্ব্বক আঘাত করিলেন। সেই মহাবেগবান্ মহাত্মা কপীশ্বর সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের মস্তকোপরি শালবৃক্ষ ভগ্ন করিলেন, তথাপি তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর কুম্ভকর্ণ শালস্পর্শ-সহকারে সহসা বিবোধিত হইয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া বলাৎকারে হরণ করিতে লাগিল। পরন্তু পরবীর-হন্তা, মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন, সুমিত্রানন্দন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ, রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে হরণ করিতেছে দেখিয়া তৎসমীপে ধাবমান হইলেন। কুম্ভকর্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহার প্রতি কঙ্কপুঙ্খ-সমন্বিত মহাবেগবিশিষ্ট একটি মহাশর প্রেরণ করিলেন। সেই শর তাহার দেহাবরণ ও দেহ ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত হইয়া, ভূমি বিদারণ করত চলিয়া গেল। সেইরূপে বিদ্ধহৃদয় হইয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর কুম্ভকর্ণ কপীশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া শিলারূপ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক একখানি বিশাল শিলাখণ্ড উত্তোলিত করত লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। সে শীঘ্র আপতিত হইতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মণ শাণিতাগ্র ক্ষুরযুগলদ্বারা তাহার উচ্ছ্রিত বাহুদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সে চতুর্ভুজ হইয়া উঠিল। তাহার শিলায়ুধধারী সেই সমস্ত বাহুগুলিকেও লক্ষ্মণ শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন করত ক্ষুদ্রাস্ত্র চতুষ্টয়দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন সে বহুসংখ্য হস্ত, পদ ও মস্তকবিশিষ্ট অতি প্রকাণ্ডকায় হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ সেই পর্ব্বতরাশিসন্নিভ কুম্ভকর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সমরে দিব্যাস্ত্রদ্বারা অভিহত হইয়া মহাবীর্য্য কুম্ভকর্ণ মহাশনিবিনির্দ্দগ্ধ অঙ্কুরবান্ মহীরুহের ন্যায় নিপতিত হইল। রাক্ষসেরা সেই বৃত্রাসুর-প্রতিম বলশালী কুম্ভকর্ণকে গতপ্রাণ ও ভূতলশায়ী দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর দূষণের সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সেই যোধগণকে পলাইতে দেখিয়া অবস্থানপূর্ব্বক সম্যক্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৌমিত্রির অভিমুখে ধাবমান হইল। সেই বজ্রবেগ ও প্রমাথী ক্রোধপরীত হইয়া শরনিকর-সহকারে নিপীড়িত করত ধাবমান হইতেছে দেখিয়া, লক্ষ্মণও তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন। হে কৌন্তেয়! অনন্তর দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ও ধীমান্ লক্ষ্মণের লোমাঞ্চকর তুমুল যুদ্ধ হইল। লক্ষ্মণ মহাশরবর্ষদ্বারা রাক্ষসদ্বয়কে অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীর্য্য সম্পন্ন রাক্ষসেরাও উভয়ে সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিবর্ষণ করিতে লাগিল। বজ্রবেগ ও প্রমাথী এবং মহাবাহু

লক্ষ্মণের মুহূর্ত্তকাল এইরূপ সুদারুণ সংপ্রহার হইল। পরে পবননন্দন হনুমান্ একটা শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে আসিয়া বজ্রবেগ রাক্ষসের প্রাণ গ্রহণ করিলেন। মহাবল বানর নীলও ধাবমান হইয়া একটা প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড দ্বারা দূষণানুজ প্রমাথীকে প্রমথিত করিলেন। পরে পরস্পর আক্রমণকারী রাম-রাবণ-সৈন্যগণের পুনরায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাহার পরিণাম অতিশয় বিষম হইয়া উঠিল। বানরেরা শত শত রাক্ষসদিগকে নিহত করিল এবং রাক্ষসেরা অনেক বানরের প্রাণ লইল; পরন্তু তন্মধ্যে রাক্ষসেরাই অধিকাংশে বিনষ্ট হইল, বানরেরা নহে।

ষড়শীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাবণ প্রথমত মহাধনুর্দ্ধারী প্রহস্তকে, পরে অমিততেজস্বী ধূম্রাক্ষকে এবং পরিশেষে অনুচরবর্গের সহিত কুম্ভকর্ণকেও সংগ্রামে নিহত শুনিয়া স্বীয়পুত্র বীর্য্যশালী ইন্দ্রজিৎকে কহিল, হে শত্রুঘ্ন! তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বিনষ্ট কর। হে সৎপুত্র! তুমি শচীপতি সহস্রাক্ষ বজ্রধর পুরন্দরকে সমরে পরাজিত করিয়া আমার উজ্জ্বল যশ উপার্জ্জন করিয়াছ; অতএব হে শস্ত্রধারিপ্রবর অরাতিঘাতিন্! এক্ষণে অন্তর্হিত বা প্রকাশিত থাকিয়া বরলব্ধ দিব্য শরনিকর-সহকারে আমার শত্রুগণের সংহার কর। হে অনঘ! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব তোমার শরসকলের স্পর্শমাত্র সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; সুতরাং তাহাদের অনুচর-বর্গেরা যে তাহা সহিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা কোন ক্রমেই করা যায় না। হে মহাভুজ! প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণও বৈরনির্যাতন-দ্বারা খরের যে সৎকার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, অদ্য সংগ্রামে তুমিই তাহা প্রাপ্ত হও। হে পুত্র! পূর্ব্বে পুরন্দরকে পরাজিত করিয়া তুমি আমাকে যেরূপ আনন্দিত করিয়াছিলে, অদ্য নিশিত-বাণরাজি দ্বারা শত্রুদিগকে সসৈন্যে নিপাতিত করিয়াও সেইরূপ আনন্দিত কর। হে রাজন্! এইরূপ কথিত হইয়া সেই রাক্ষসপুঙ্গব ইন্দ্রজিৎ "তাহাই হইবে," এই কথা বলিয়া কবচাদি পরিধানপূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া শীঘ্র সমরাঙ্গণে প্রস্থান করিল। অনন্তর সে বিস্পষ্টরূপে আপনার নাম প্রখ্যাপন করিয়া শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে সমরে আহ্বান করিল। লক্ষ্মণও সশর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তলনির্ঘোষ দ্বারা তাহাকে ত্রাসিত করত সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি প্রধাবিত হয়, সেইরূপ তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পরস্পর-স্পর্দ্ধাকারী ও জয়াকাঙ্ক্ষী সেই দিব্যাস্ত্রকোবিদ বীরদ্বয়ের প্রচণ্ডতর সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। বলশালি-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ যখন শায়কদ্বারা লক্ষ্মণ অপেক্ষা বিশিষ্ট হইতে পারিল না, তখন গুরুতর যত্ন অবলম্বন করত মহাবেগান্বিত তোমরনিকর-দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ নিশিতশররাজি-দ্বারা সেই আপতিত তোমরসমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুতীক্ষ্ণ-শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তৎসমুদায় ভূতলে নিপতিত হইল।

এই অবসরে বালিপুত্র শ্রীমান্ অঙ্গদ একটা বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবমান হইয়া মহাবেগে তাহার মস্তকোপরি আঘাত করিলেন। বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া প্রাসদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; পরন্তু লক্ষ্মণ তাহার সেই প্রাস অস্ত্রও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাবণনন্দন সেই সমীপবর্ত্তী বানরপুঙ্গব অঙ্গদবীরকে গদাদ্বারা বামপার্শ্বে তাড়িত করিল। বালীর পুত্র সেই বলবান্ অঙ্গদও সেই প্রহার চিন্তা না করিয়া ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি একটা শালস্কন্ধ নিক্ষেপ করিলেন। হে পার্থ! ইন্দ্রজিতের বধার্থে অঙ্গদকর্তৃক রোষভরে নিক্ষিপ্ত সেই মহীরুহ ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি সমেত রথখানি বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। হে রাজন্! অনন্তর হতসারথি ইন্দ্রজিৎ অশ্বশূন্য রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিল। তখন রাম সেই রাক্ষসকে অন্তর্হিত ও বহুতর মায়া-বিশিষ্ট জানিয়া তৎপ্রদেশে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সেই সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরন্তু ইন্দ্রজিৎ তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে মহাবলশালী রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বরলব্ধ শর সমস্ত-দ্বারা সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে মায়া-দ্বারা অন্তর্হিত ও অদৃশ্য হইলেও শৌর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তখন শর-সমূহ-সহকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ রোষভরে সেই পুরুষ সিংহযুগলের সর্ব্বগাত্রে পুনরায় শত শত সহস্র সহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিল। সে অদৃশ্য হইয়া নিরন্তর শরনিকর বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বানরেরা তাহার অন্বেষণার্থে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। হে বীর! মায়ায় আচ্ছন্ন রাবণ-নন্দন রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হইয়া তাহাদিগের সহিত রাম লক্ষ্মণকে অতিমাত্র তাড়িত করত শরজালে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই বীর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ শরজালে আকীর্ণ হইয়া গগন হইতে চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তৎকালে ইন্দ্রজিৎ সেই উভয় ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে পতিত দেখিয়া পুনর্ব্বার বরপ্রাপ্ত শর বিসর্জ্জন-দ্বারা বন্ধন করিল। সমরে ইন্দ্রজিতের শর-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সেই পুরুষব্যাঘ্র বীরদ্বয় পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা শত শত শায়কে সমাকীর্ণ ও ভূতলে পতিত হইলেন দেখিয়া কপীশ্বর সুগ্রীব—সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নল, নীল, ও তার-প্রভৃতি কপিগণের সহিত তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইস্থানে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর কৃতকর্ম্মা বিভীষণ সেইস্থানে আসিয়া প্রজ্ঞাস্ত্র-দ্বারা প্রবোধিত করত সেই বীরদ্বয়ের চেতনা সম্পাদন করিলেন এবং সুগ্রীবও দিব্যমন্ত্রপূতা বিশল্যানাম্নী মহৌষধিদ্বারা তাঁহাদিগকে অল্পকাল মধ্যেই বিশল্য করিয়া তুলিলেন। তখন সেই মহারথ নরবীর-যুগল লব্ধচেতন ও বিশল্য হইয়া উঠিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা আলস্য ও ক্লান্তিশূন্যও হইলেন।

হে কৌন্তেয়! অনন্তর বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে ব্যথাশূন্য দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন, হে অরিন্দম! রাজরাজ ধনেশ্বরের আদেশক্রমে এক জন গুহ্যক শ্বেতপর্ব্বত হইতে এই জল লইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছেন। হে

নরন্তপ! মহারাজ কুবের অন্তর্হিত ভূতবর্গের দর্শনার্থ আপনাকে এই জল প্রদান করিতেছেন। ইহার দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিলে আপনি অন্তর্হিত প্রাণিসকলকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে এই জল দিবেন তিনিও দেখিতে পাইবেন।

রাম 'তাহাই হউক,' এই কথা বলিয়া সেই পবিত্র বারি, প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক নয়নযুগলের শুদ্ধি করিলেন এবং মহামনা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও হনুমান্ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভৃতি প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান বানরেরাও সেইরূপ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তাহাতে বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্রূপই হইল;—তাঁহাদের লোচন-সমস্ত তৎক্ষণাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের গ্রাহক হইয়া উঠিল।

এ দিকে কৃতকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকটে আপনার সেই কর্ম্ম নিবেদন করিয়া পুনরায় ত্বরান্বিত হইয়া সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সে সম্যক্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে আপতিত হইতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মণ বিভীষণের মতস্থ হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বিভীষণ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করিয়া দিলে, তিনি জয়গর্ব্বিত ইন্দ্রজিতের আহ্নিককার্য্য সমাপ্ত না হইতেই তাহাকে নিহত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সম্যক্ ক্রোধভরে শরসমূহ সহকারে আহত করিতে লাগিলেন। তখন পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অতিশয় বিস্ময়করকর বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহ-দ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং লক্ষ্মণও অগ্নির-ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট শরনিকর দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শরসংস্পর্শে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষ-সদৃশ অষ্টসংখ্যক শর নিক্ষিপ্ত করিল। পরন্তু বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ অনলতুল্য স্পর্শান্বিত তিনটিমাত্র শর-দ্বারা যে প্রকারে তাহার প্রাণ হরণ করিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি এক বাণে তাহার শরাসনযুক্ত হস্তটি দেহবিচ্যুত করিয়া দিলেন, দ্বিতীয় বাণে নারাচ-যুক্ত অপর বাহুটি ভূতলে নিপাতিত করিলেন এবং বিস্তৃত ধারান্বিত, দীপ্তিশালী, তৃতীয় বাণদ্বারা উজ্জ্বল-কুণ্ডল-সংবলিত সুন্দর-নাসিকা-বিশিষ্ট মস্তকটি হরিয়া হইলেন। ভুজদ্বয় ও স্কন্ধ ছিন্ন হওয়ায় ইন্দ্রজিৎ একটা ভীমদর্শন কবন্ধ হইয়া উঠিল। বলশালিশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার সারথিকেও অস্ত্র-দ্বারা নিহত করিলেন। তখন ইন্দ্রজিতের অশ্বগণ সেই শূন্যরথ লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করাইল এবং রাবণও তাহা পুত্রশূন্য নিরীক্ষণ করিল। সেই দুষ্টাত্মা দশানন পুত্রকে নিহত জানিয়া ত্রাসে সংভ্রান্ত-চিত্ত ও শোক মোহে পীড়িত হইয়া বৈদেহীর বিনাশার্থে উদ্যত হইল এবং খড়্গ লইয়া অশোকবন-নিবাসিনী রাম-দর্শনাভিলাষিণী জনক-নন্দিনীর সন্নিধানে বেগে ধাবমান হইল। তখন অবিন্ধ্য দুর্ব্বুদ্ধি রাবণের সেই পাপময় নিশ্চয় দেখিয়া যে উপায়ে তাহার ক্রোধ-শান্তি করিলেন, শ্রবণ কর। "সমুজ্জ্বল মহারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ত্রী হত্যা করা আপনার উচিত হয় না। এই সীতা যখন অন্তঃপুরেই স্ত্রীজাতি, বিশেষত আপনার অধীনে বন্ধনদশায় রহিয়াছে, তখন আমার বিবেচনায় ইহার বধ আর অবশিষ্ট নাই; দেহ ভঙ্গ করিলেই ইহাকে বধ করা হইবে, এমন নহে। আপনি ইহার স্বামীকেই নিহত করুন; সে বিনষ্ট হইলেই ইহার বিনাশ হইবে। দেখুন, সাক্ষাৎ শচীপতিও বিক্রমে আপনার তুল্য নহেন; যেহেতু আপনি সংগ্রামে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণকে বহুবার ত্রাসিত করিয়াছেন;" এইরূপ বহুবিধ বাক্য দ্বারা অবিন্ধ্য তখন ক্রোধান্বিত রাবণকে প্রশমিত করিলেন এবং সেও তাঁহার সেই বাক্য গ্রহণ করিল। তখন সেই নিশাচর খড়্গ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-যাত্রায় কৃতনিশ্চয় হইয়া অনুচরগণকে আজ্ঞা করিল, "আমার রথ সজ্জা কর।"

অষ্টাশীত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর দশগ্রীব প্রিয়পুত্রের নিপাতনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হেম-রত্ন-বিভূষিত রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক নির্গত হইল। সে নানা প্রহরণ-হস্ত ঘোররূপ রাক্ষসগণে সংবৃত হইয়া বানরযূথপতিদিগের সহিত যুদ্ধ করত রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহাকে সম্যক্ ক্রোধভরে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া মৈন্দ, নল, নীল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ স্বীয় স্বীয় সৈন্য-সমভিব্যাহারে পরিবেষ্টিত করিলেন। সেই ভল্লুক ও বানরপুঙ্গবেরা দশগ্রীবের সাক্ষাতেই তাহার সেই সৈন্যকে তরুনিকর দ্বারা বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মায়াবী রাক্ষসাধিপতি রাবণ স্বীয় সৈন্যকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিল। তাহার দেহ হইতে বিনির্গত শত শত সহস্র সহস্র নিশাচর শর, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাম দিব্য অস্ত্র-দ্বারা সেই সমুদায় রাক্ষসগণকে নিহত করিলেন; পরন্তু রাক্ষসেশ্বর রাবণ পুনর্ব্বার অন্য প্রকার মায়ার বিধান করিল। হে ভারত! দশানন রাম ও লক্ষ্মণের প্রতিরূপ সমস্ত রচনা করিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর সেই ছদ্মরূপী নিশাচরেরা রাম ও লক্ষ্মণ, উভয়কেই মুগ্ধ করিবার উদ্দেশে তখন শরাসন গ্রহণ করিয়া রামকে আক্রমণ করিল। সংভ্রম-শূন্য ইক্ষ্বাকু-নন্দন লক্ষ্মণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই মায়া বুঝিতে পারিয়া রামকে এই মহৎ বাক্য কহিলেন, "আপনার প্রতিরূপধারী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে আপনি নিহত করুন।" তখন রাম আপনার ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তিধারী সেই নিশাচরদিগের প্রাণ সংহার করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রের সারথি মাতলি সূর্য্যতুল্য-দীপ্তিশালী হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক রণস্থলে রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র কাকুৎস্থ! এই হরিদ্বর্ণ ঘোটকযুক্ত জয়শীল অনুত্তম রথখানি ইন্দ্রের; এই মহারথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র শত শত দৈত্যদানবগণকে সমরে সংহার দশায় উপনীত করিয়াছেন। অতএব হে নরশার্দ্দূল! আমার সংযমিত এই স্যন্দনে আরূঢ় হইয়া, আপনি সংগ্রামে রাবণকে শীঘ্র বিনষ্ট করুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া রঘুনন্দন, 'ইহা রাক্ষসের মায়া হইবে' এই মনে করিয়া মাতলির সেই সত্য-বাক্যের প্রতিও শঙ্কান্বিত হইলেন। পরন্তু বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, হে নরব্যাঘ্র! ইহা দুরাত্মা রাবণের মায়া নহে, যথার্থই ইন্দ্রের রথ; অতএব হে মহাদ্যুতে! আপনি শীঘ্র ইহাতে অধিষ্ঠান করুন। অনন্তর কাকুৎস্থ হৃষ্টচিত্ত হইয়া 'তাহাই হউক,' বিভী-

যশকে এই কথা বলিয়া পরিশেষে সেই রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক রোষভরে দশাননের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাবণ আক্রান্ত হইলে প্রাণিগণ হাহাকার করিতে লাগিল এবং স্বর্গেতেও দিব্য পটহধ্বনি ও সিংহনাদ সমস্ত নিনাদিত হইতে থাকিল। তখন দশগ্রীব ও রাঘবের মহৎযুদ্ধ হইল; সেরূপ যুদ্ধ তাঁহাদের দুইজনেরই হইয়াছিল, আর কুত্রাপি তাহার উপমাস্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই নিশাচর সাক্ষাৎ ব্রহ্মদণ্ডের স্থায় উদ্যত, ইন্দ্রের অশনি-সদৃশ প্রভাবিত, একটা মহা ঘোর শূল রামের প্রতি বিসর্জ্জন করিল। রাম নিশিত শরসমূহ-দ্বারা সেই শূল সত্বর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া রাবণ ভয়াবিষ্ট হইল। অনন্তর দশগ্রীব শাণিতশররাজি ও সহস্র সহস্র অযুত অযুত সংখ্যক বহুবিধ শস্ত্র-সমস্ত রামের প্রতি শীঘ্র বিসর্জ্জন করিল এবং তৎসমুদায় হইতে ভুষুণ্ডী, শূল, মুষল, পরশ্বধ, বিবিধাকার শক্তি, শতঘ্নী ও শাণিত ক্ষুরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ দশগ্রীবের সেই ভয়ঙ্করী মায়া অবলোকন করিয়া সমস্ত বানরেরা ভয়ে সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতে থাকিল। অনন্তর রাম, সুন্দর পত্রযুক্ত, সুমুখ, সুবর্ণপুঙ্খান্বিত একটি উত্তম শর তূণ হইতে লইয়া ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলেন। রঘুনন্দন সেই উত্তম শরটিকে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেব ও গন্ধর্ব্বেরা হর্ষাবিষ্ট হইলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রকাশ হওয়াতে দেব, দানব ও কিন্নরগণের মনে নিশ্চয় হইল, শত্রু রাবণের পরমায়ু আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। অনন্তর রাম সেই উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ, অপ্রতিমতেজোযুক্ত রাবণসংহারকর ঘোর শর বিসর্জ্জন করিলেন। হে ভারত! রাম আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে সেই বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন তৎসংযোগে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত মহতী শিখাসমন্বিত অগ্নিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইল। অনন্তর অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইল দেখিয়া দেবতারা গন্ধর্ব্ব ও চারণগণের সহিত অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ভূমিপ্রভৃতি পঞ্চভূত সেই মহাভাগ রাবণকে পরিত্যাগ করিল, যেহেতু সে ব্রহ্মাস্ত্রতেজে সর্ব্বলোক হইতে ভ্রংশিত হইল। তাহার রক্ত, মাংস ও অন্যান্য শরীর ধাতুসমস্ত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল; এমন কি, তাহার ভস্মও দৃষ্ট হইল না।

রাবণবধে একোননবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রঘুনন্দন রাম সুরশত্রু রাক্ষসেন্দ্র ক্ষুদ্রাশয় রাবণকে বিনষ্ট করিয়া লক্ষ্মণের সহিত অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইলেন। রামের হস্তে দশানন নিহত হইলে, দেবতারা প্রধান প্রধান ঋষিগণের সহিত জয়যুক্ত বহুল আশীর্ব্বাদদ্বারা সেই মহাবাহুর অর্চ্চনা করিলেন। স্বর্গস্থ সমস্ত দেব ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবৃষ্টি ও বচনাবলিদ্বারা কমলদল-লোচন রামকে স্তব করিলেন। হে অচ্যুত! তাঁহারা রামকে সেইরূপ পূজা করিয়া যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন তথায় প্রতিগমন করিলেন। তৎকালে এই প্রকার প্রতীতি হইল, যেন আকাশমণ্ডলে মহোৎসব হইতেছে। পরপুর-বিজয়ী প্রভু মহাযশা রাম দশগ্রীবকে নিপাতিত করিবার পর বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাবণের বৃদ্ধ অমাত্য সুবুদ্ধিসম্পন্ন অবিন্ধ্য বিভীষণ-পুরস্কৃতা সীতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া বিনির্গত হইলেন এবং দীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা রামকে কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনি সচ্চরিত্রা দেবী জানকীকে প্রতিগ্রহ করুন।" অবিন্ধ্যের এই কথা শুনিয়া ইক্ষ্বাকু-নন্দন সেই রথোত্তম হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাচ্ছন্না সীতাকে সন্দর্শন করিলেন। সেই চিরসর্ব্বাঙ্গী, যানবর্ত্তিনী, মললিপ্তসর্ব্বগাত্রী, শোককর্ষিতা, জটিলা, কৃষ্ণবসন-পরিধানা বৈদেহীকে দেখিয়া রাম রাক্ষসস্পর্শে বিশঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, বৈদেহি! তুমি বিমুক্তা হইলে; আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিলাম; হে ভদ্রে! আমাকে পতি লাভ করিয়া, রাক্ষস-ভবনে থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া তোমার উপযুক্ত হয় না, এই মনে করিয়াই আমি এই নিশাচরকে নিহত করিলাম, এক্ষণে তুমি গমন কর; কেননা ধর্ম্মের বিনিশ্চয় জানিয়া মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে পরহস্তগতা নারীকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কখন ধারণ করিতে পারে? হে মৈথিলি! তুমি সচ্চরিত্রাই হও বা দুশ্চরিত্রাই হও সংপ্রতি কুক্কুরের অবলেহিত ঘৃতের স্থায় তোমাকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত আমি উৎসাহী হইতে পারি না। অনন্তর সেই বালা দেবী জানকী রামের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে ব্যথিতা হইয়া ছিন্নমূলা কদলীর স্থায় সহসা ভূতলে পতিতা হইলেন। দর্পণে নিশ্বাস পড়িলে তৎপ্রতিবিম্বিত মুখরাগ যেমন তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ তৎকালে তাঁহার হর্ষজনিত যে মুখরাগ হইয়াছিল, তাহাও ক্ষণকাল-মধ্যে পুনরায় নষ্ট হইয়া গেল। তখন লক্ষ্মণ ও সমুদয় বানরগণ রামের সেই বাক্য শুনিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অনন্তর জগদ্বিধাতা বিশুদ্ধাত্মা চতুরানন পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিমানারোহণে রঘুনন্দনকে দর্শন দিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, ভগবান্ কুবের ও বিশুদ্ধ সপ্তর্ষিবর্গ, ইহাঁরাও রামের দৃষ্টিপথে উপনীত হইলেন এবং সমুজ্জ্বল-দিব্যমূর্ত্তি-বিশিষ্ট রাজা দশরথও হংসযুক্ত ভাস্বর মহার্হ বিমানে সমাগত হইয়া তাঁহাকে আত্ম-প্রদর্শন করিলেন। তখন দেবগন্ধর্ব্ব-সমাকীর্ণ সেই সমুদয় অন্তরীক্ষ তারকপুঞ্জবিচিত্রিত শরৎকালীন গগনতলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর যশস্বিনী কল্যাণী জনক-নন্দিনী গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বিশালবক্ষ রামকে এই কথা বলিলেন, রাজপুত্র! আমি আপনার দোষ দিতে পারি না, কেননা নর-নারীগণের গতি আপনি অবগত আছেন, তথাপি আমার এই বাক্যটি শ্রবণ করুন। সদাগতি সমীরণ প্রাণিগণের অন্তরে বিচরণ করেন; অতএব আমি যদি পাপাচরণ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণ পরিত্যাগ করুন। কেবল সমীরণ কেন, আমি যদি পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকি, তবে অগ্নি, জল, আকাশ, পৃথিবী ও বায়ু, ইহাঁরা সকলেই আমার প্রাণ বিয়োগ করুন। হে বীর! আমি যেমন আপনা ব্যতিরেকে অন্য পুরুষকে স্বপ্নেও কখন চিন্তা করি নাই, তেমনি দেবনির্দ্দিষ্ট আপনিই আমার পতি হউন। অনন্তর সেই মুহূর্ত্তে বানরগণের নিরতিশয় আনন্দ-বিধায়িনী একটি পবিত্র-আকাশবাণী সমুদয় দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত উচ্চারিতা হইল।

১৯। রাম-রাবণের যুদ্ধ।



তখন দশগ্রীব ও দাশরথির মহৎযুদ্ধ হইল; সেরূপ যুদ্ধ তাঁহাদের দুই জনেরই হইয়াছিল, আর কুত্রাপি তাহার উপমাস্থল পাওয়া যায় না। (বনপর্ব্ব ৫৫০ পৃষ্ঠা।)

বায়ু কহিলেন, ভো ভো রঘুনন্দন! সীতা যে কথা বলিলেন, তাহা সত্য বটে; আমি সদাগতি বায়ু; হে রাজন্! মৈথিলীর কিছুমাত্র পাপ নাই, অতএব তুমি ভার্য্যার সহিত মিলিত হও। অগ্নি কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি প্রাণিগণের শরীরমধ্যে অবস্থিতি করি; হে কাকুৎস্থ! মৈথিলীর অণুমাত্রও অপরাধ নাই। বরুণ কহিলেন, হে রাঘব! প্রাণিদেহস্থ সমস্ত রস আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি মৈথিলীকে প্রতিগ্রহ কর। ব্রহ্মা কহিলেন, হে সচ্চরিত্র পুত্র কাকুৎস্থ! তুমি রাজর্ষি-ধর্ম্মাক্রান্ত ও সাধু; সুতরাং তোমাতে এরূপ ব্যবহার আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তথাপি আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। হে বীর! তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ, দানব ও মহর্ষিগণের এই শত্রুকে নিপাতিত করিয়াছ। পাপাত্মা রাবণ পূর্ব্বে আমার প্রসাদে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়াছিল। আমি কোন কারণবশতঃ ইহাকে কিছুকালের নিমিত্ত উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই দুরাত্মা আপনার বিনাশার্থ সীতাকে হরণ করিয়াছিল; পরন্তু আমি নলকুবরের শাপদ্বারা ইহাঁর রক্ষা করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে সে এইরূপ কথিত হইয়াছিল যে, যদি কোন পরকীয়া অকামা কামিনীকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহার মস্তক নিশ্চয়ই শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব হে মহাদ্যুতে! তুমি এ বিষয়ে কোন শঙ্কা করিও না; ইহাঁকে প্রতিগ্রহ কর; হে অমরপ্রভ! তুমি অমরগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। দশরথ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ; তোমার মঙ্গল হউক, তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি। হে পুরুষোত্তম! আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি সীতাকে গ্রহণ কর এবং রাজ্যও প্রশাসন কর। রাম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনাকে অভিবাদন করি। আপনি যদি আমার পিতা হন, তবে আপনার আদেশে আমি অযোধ্যানগরীতে গমন করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তখন দশরথ প্রকৃষ্টরূপে হৃষ্ট হইয়া সেই লোহিতাপাঙ্গ রামকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে মহাদ্যুতে! সংপ্রতি চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, অতএব তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্যশাসন কর।" অনন্তর শত্রুতাপন রঘুনন্দন দেবগণকে নমস্কার করিয়া এবং সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া শচীর সহিত মহেন্দ্রের ন্যায়, ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন; পরে সেই অবিন্ধ্যকে বর দিলেন এবং রাক্ষসী ত্রিজটাকেও অর্থ ও সম্মানের সহিত সংযোজিতা করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে কৌশল্যানন্দন! অদ্য আমরা তোমার কোন্ কোন্ অভীষ্ট বর প্রদান করিব? রাম ধর্ম্মে নিশ্চলতা, শত্রুগণকর্ত্তৃক অপরাজয় ও রাক্ষস-বিনাশিত বানরগণের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ! অনন্তর ব্রহ্মা, "তাহাই হউক" এই কথা বলিলে তখন মৃত বানরেরা চৈতন্য লাভ করিয়া সমুত্থিত হইল। তৎকালে মহাভাগা সীতাও হনুমান্‌কে এই বর দিলেন, পুত্র! তোমার জীবন রামকীর্ত্তির সমকালবর্ত্তী হইবে। হে পিঙ্গল-লোচন হনুমন্! মৎপ্রসাদজনিত দিব্য উপভোগ-সমস্তও তোমাকে নিয়ত ভজনা করিবে। অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি সেই সমুদয় দেবগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামাদির দৃষ্টিগোচরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু শক্রসারথি মাতলি রামকে জানকীর সহিত মিলিত দেখিয়া পরমপ্রীত-চিত্তে সুহৃদ্গণ মধ্যে এই কথা বলিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, অসুর ও পন্নগগণের এই মহৎ দুঃখ অপনীত করিলেন, অতএব যে পর্য্যন্ত বসুন্ধরা ভূতবর্গকে ধারণ করিবেন, সেইকালপর্য্যন্ত দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ প্রভৃতি সমুদায় লোকে আপনার নাম কীর্ত্তন করিবে।" মাতলি শস্ত্রধারি-প্রবর রামকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ ও সম্যক্ পূজাপূর্ব্বক সেই সূর্য্যতুল্য-দীপ্তিশালী রথদ্বারা প্রস্থান করিলেন। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় রাম ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীবপ্রভৃতি সমস্ত বানরগণের সহিত বিভীষণকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া লঙ্কায় রক্ষা বিধান-পূর্ব্বক সীতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া, গগনচারী কামগামী বিরাজমান পুষ্পকবিমান যোগে প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই সেতুদ্বারা পুনরায় মকরালয় উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর সমুদ্রের তীরে যেস্থানে সেই ধর্ম্মাত্মা নরপতি পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই সমস্ত বানরগণের সহিত বাস করিলেন। তৎপরে রাঘব ঐ কপিগণকে যথাকালে একত্র আনয়ন ও সম্যক্ পূজাপূর্ব্বক বহুল রত্নদানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তখন বিদায় করিলেন। সেই সমস্ত বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকগণ গমন করিলে পর যোধশ্রেষ্ঠ রাম সুগ্রীবের সহিত পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তিনি সুগ্রীবের সহিত বিভীষণ-কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া পুষ্পক বিমানযোগে বৈদেহীকে বন প্রদর্শন করিতে করিতে কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে তাঁহাদিগের সকলকেই সমভিব্যাহারে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই স্বীয় নগরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই রাষ্ট্রপতি অযোধ্যা নগরীতে উপনীত হইয়া তখন ভরতের নিকটে হনুমান্‌কে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিলেন এবং পবন-নন্দন ইঙ্গিত দ্বারা ভরতের সমুদায় অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রিয়সংবাদ নিবেদনপূর্ব্বক পুনরায় আগত হইলে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। তথায় তিনি মললিপ্তাঙ্গ বল্কলপরিধায়ী ভরতকে সম্মুখে পাদুকাদ্বয় রাখিয়া আসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন এবং তাঁহারাও তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গলাভ করিয়া বৈদেহীর সন্দর্শনে উভয়েই অতিমাত্র হর্ষানুভব করিলেন। ভরত পরম আহ্লাদযুক্ত হইয়া সেই সমাগত রামকে ন্যাসস্বরূপে রক্ষিত তদীয় রাজ্য, সম্যক্ সৎকার সহকারে সমর্পণ করত নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। অনন্তর অভিজিৎ যোগযুক্ত বাসরে বিষ্ণুদৈবত শ্রবণা নক্ষত্রে বসিষ্ঠ ও বামদেব মিলিত হইয়া শৌর্য্য-সম্পন্ন রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রীতি ও হর্ষসমন্বিত কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ও পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণকে সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিনি বহুবিধ ভোগদ্বারা তাঁহাদিগকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্য সমাধানপূর্ব্বক অতিদুঃখেই বিদায় দিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই পুষ্পকবিমানেরও পূজা করিয়া প্রীতিসহকারে তাহা কুবেরকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বসিষ্ঠের

সহিত গোমতীনদী-তীরে ত্রিগুণদক্ষিণান্বিত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিলেন।

নবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহাবাহো! পূর্ব্বে অমিততেজস্বী রাম এইরূপে বনবাসজনিত অতি প্রচণ্ড দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি শোক করিও না; হে পরন্তপ! তুমিও ক্ষত্রিয় হইয়া বাহুবলাবলম্বিত প্রত্যক্ষ-ফল পদবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছ। এপথ অবলম্বন করাতে তোমার পরমাণু পরিমাণেও কোন পাপ নাই; ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণও এই পথে অবস্থান করিয়া থাকেন। দেখ, বজ্রধারী দেবরাজ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া বৃত্র, দুর্দ্ধর্ষ নমুচি ও দীর্ঘজিহ্বা রাক্ষসীকে নিহত করিয়াছিলেন। এই সংসারে সহায়সম্পন্ন পুরুষেতে সকল অর্থই সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহার ভ্রাতা ধনঞ্জয়, তিনি সংগ্রামে জয় করিতে না পারেন, এমন পদার্থ কি আছে? এই ভীমপরাক্রম ভীমসেনও বলশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং এই যুবকযুগল নকুলসহদেবও মহাধনুর্দ্ধারী বীরপুরুষ; ইঁহারা বজ্রপাণির সৈন্যকেও সমুদয় দেবগণের সহিত জয় করিতে পারেন; অতএব হে পরন্তপ! এই সমস্ত সহায় থাকিতে তুমি বিষণ্ণ হইতেছ কেন? হে ভরতর্ষভ! এই দেবরূপী মহাধনুর্দ্ধরগণের সাহায্যে তুমি সমরে সমস্ত শত্রুবর্গকে অবশ্যই পরাজিত করিবে। সংপ্রতিই এই দেখ, বীর্য্যমদমত্ত বলশালী দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে হরণ করিয়াছিল, কিন্তু এই মহাত্মারা সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিলেন এবং রাজা জয়দ্রথকেও পরাজিত ও বশীভূত করিয়া লইলেন। পরন্তু রাম বিনাসহায়ে ভীমবিক্রম রাক্ষস দশাননকে সংগ্রামে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ভিন্নযোনি প্রাপ্ত কালমুখ বানর ভল্লুকেরাই কেবল তাঁহার মিত্র ছিল, ইহা তুমি বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ। অতএব হে কুরুপ্রবর ভরতর্ষভ! তুমি এ সকল বিষয়ে শোক করিও না; হে পরন্তপ! তোমার মত মহাত্মা লোকেরা কদাচ শোক করেন না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ মার্কণ্ডেয়-কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন।

একনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে! আমি এই দ্রুপদনন্দিনীর নিমিত্ত যেরূপ অনুতাপ করি, আপনার নিমিত্ত অথবা এই ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত কিংবা রাজ্যের হরণ নিমিত্ত সেরূপ অনুতাপ করি না। দেখুন, দ্যূতে দুরাত্মারা আমাদিগকে ক্লেশ প্রদান করিলে আমরা কৃষ্ণা হইতেই মুক্ত হইয়াছিলাম; পরন্তু জয়দ্রথ বন হইতেও ইঁহাকে বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। এই দ্রুপদ-দুহিতার ন্যায় পতিব্রতা ও মহাভাগা অন্য কোন সীমন্তিনীকে আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজকন্যা সাবিত্রী কুলস্ত্রীগণের এই সম্পূর্ণ মহাভাগ্য যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রবণ কর। মদ্রদেশে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা, দ্যুতিমান্, ব্রহ্মপরায়ণ, মহাত্মা, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাগশীল, বদান্যগণের অগ্রগণ্য, দক্ষ, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র, সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে নিরত অশ্বপতি নামে এক নরপতি ছিলেন। সেই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাবান্ রাজসত্তম নিঃসন্তান হওয়াতে বৃদ্ধ বয়সে সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন এবং অপত্য উৎপাদনার্থ কালে নিয়মিতাহারী, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তৎকালে তিনি সাবিত্রীমন্ত্রে প্রতিদিন লক্ষবার আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মে ছিলেন; পরে অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে সাবিত্রী তাঁহার প্রতি তুষ্টা হইলেন। হে রাজন্! তখন তিনি মূর্ত্তিমতী, অগ্নিহোত্র হইতে সমুত্থিতা ও বিপুল-হর্ষান্বিতা হইয়া সেই নরপতিকে দর্শন দিলেন এবং বরদানে উন্মুখী হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্! তোমার বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দম, নিয়ম, সম্পূর্ণ যত্ন ও ভক্তি দ্বারা আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়াছি; অতএব হে মদ্ররাজ অশ্বপতে! তোমার যাহা অভিলষিত হয়, বর প্রার্থনা কর; অপিচ ধর্ম্মবিষয়ে অনবধান করা তোমার কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে। অশ্বপতি কহিলেন, হে দেবি! আমি ধর্ম্মলাভ বাসনায় অপত্যের নিমিত্ত এই সমারম্ভ করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা এই যে, আমার কুলভাবন বহুল পুত্রসকল উৎপন্ন হয়। হে দেবি! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি; যেহেতু ব্রাহ্মণেরা আমাকে বলিয়াছেন, সন্তানই পরম ধর্ম্ম। সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে তোমার পুত্রের নিমিত্ত বলিয়াছিলাম। হে সৌম্য! স্বয়ম্ভূ-বিহিত সেই প্রসাদ হইতে পৃথিবীতে শীঘ্রই তোমার একটি তেজস্বিনী কন্যা হইবে। আমি পিতামহের আজ্ঞাক্রমে তুষ্টা হইয়া তোমাকে এই কথা বলিতেছি, অতএব তুমি কোনক্রমে ইহাতে কোন উত্তর করিও না। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নরপতি অশ্বপতি "তাহাই হইবে"; এই বলিয়া সাবিত্রীর বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক শীঘ্র কন্যা হইবার উদ্দেশে পুনরায় তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলে পর সেই বীর্য্যবান্ নরপাল স্বীয় নগরে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মসহকারে প্রজা পালন করত নিজ রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই নিয়তব্রত মহীপতি ধর্ম্মচারিণী জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভোৎপাদন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ তখন গগনতলে শুক্লপক্ষীয় তারাপতির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে কাল উপস্থিত হইলে রাজমহিষী একটি রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন এবং নৃপসত্তম অশ্বপতিও আনন্দিত হইয়া ঐ কন্যার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া-সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। সাবিত্রীমন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী প্রীতিপূর্ব্বক ঐ কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার 'সাবিত্রী' এই নামই রাখিলেন। সেই নৃপকুমারী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল-নিত-

স্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে, "ইনি দেবকন্যা, মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন," এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিল। ফলত পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বরণ করিতে পারিল না। অনন্তর কোন পর্ব্ব দিবসে দেবী সাবিত্রী উপবাস করিয়া মস্তকে জলাভিষেকানন্তর ইষ্টদেবতার সন্নিহিতা হইয়া হুতাশনে যথাবিধি হবনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইলেন; পরে ইষ্টদেবের অর্পিত নির্ম্মাল্য প্রতিগ্রহপূর্ব্বক মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বরারোহা পিতার চরণযুগলে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রথমত তাঁহাকে দেবদত্ত নির্ম্মাল্য নিবেদন করিলেন, পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নৃপতির পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা রহিলেন। নরপতি সেই দেবরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে যৌবনস্থা দেখিয়া এবং পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কহিলেন, পুত্রি! তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না; অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও, এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তোমাকে সম্প্রদান করিব। হে কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিগণকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যা দান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন এবং যে পুত্র, ভর্ত্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও,—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তপস্বিনী সাবিত্রী তখন লজ্জিতার ন্যায় হইয়া পিতার বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক তদীয় চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই নির্গতা হইলেন। তিনি সুবর্ণময় রথে আরোহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববর্গে পরিবৃতা হইয়া রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবন-সমুদায়ে গমন করিলেন। হে তাত! তথায় তিনি মাননীয় বৃদ্ধবৃন্দের চরণাভিবন্দনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। নৃপনন্দিনী সাবিত্রী এইরূপে সমুদয় তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ধন দান করিতে করিতে নানা স্থানে বিচরণ করিলেন।

দ্বিনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর মদ্রাধিপতি অশ্বপতি নারদের সহিত সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী তীর্থ ও আশ্রম-সমস্ত পরিভ্রমণ করিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে পিতৃসদনে আগমন করিলেন। সেই কল্যাণী পিতাকে নারদের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তক দ্বারা উভয়েরই চরণাভিবন্দন করিলেন।

নারদ কহিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিলেন এবং কোথা হইতেই বা আগমন করিলেন? এই যুবতী কুমারীকে তুমি স্বামি হস্তে সম্প্রদান করিতেছ না কেন? অশ্বপতি কহিলেন, হে দেবর্ষে! ইনি এই কার্য্যের নিমিত্তেই প্রেরিতা হইয়াছেন, সংপ্রতি এই আগমন করিলেন। ইনি যে ভর্ত্তাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি ইঁহার নিকটে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কল্যাণী সাবিত্রী, "বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর" পিতার এই আদেশে দেববাক্যের ন্যায় তাঁহার সেই বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন। সাবিত্রী কহিলেন, শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। যৎকালে সেই ধীমান্ মহীপতির নয়ন বিনষ্ট হয়, তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র থাকে। তাঁহার সমীপবাসী কোন পূর্ব্বশত্রু এই ছিদ্র পাইয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করে, সুতরাং তিনি বালবৎসা ভার্য্যার সহিত বনে প্রস্থান করিয়াছেন এবং মহারণ্যে অবস্থিত ও মহাব্রতনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণ-পরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্, নগরে জন্মিয়া তপোবনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি।

নারদ কহিলেন, হা রাজন! সাবিত্রী মহৎ পাপ করিয়াছেন, যেহেতু ইনি না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্কে বরণ করিয়াছেন। সত্যবানের পিতা সত্য কথা বলেন এবং তাঁহার মাতাও সত্য কহেন, সেই হেতু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার 'সত্যবান্' এই নাম রাখিয়াছেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় অশ্ব-সকল অতিশয় প্রিয় ছিল; তিনি মৃণ্ময় অশ্ব-সমুদয় নির্ম্মাণ করিতেন এবং চিত্রপটেও অশ্বসমস্ত লিখিতেন; এই নিমিত্ত চিত্রাশ্ব বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন।

রাজা কহিলেন, সেই পিতৃবৎসল নৃপনন্দন সত্যবান্ এক্ষণে কি তেজস্বী, বুদ্ধিমান, ক্ষমাবান্ ও শৌর্য্যসম্পন্ন আছেন?

নারদ কহিলেন, তিনি সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী, বৃহস্পতি-তুল্য বুদ্ধিমান্, মহেন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমান্বিত। অশ্বপতি কহিলেন, সেই রাজকুমার দাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, রূপবান্, মহানুভাব ও প্রিয়দর্শন বটেন ত?

নারদ কহিলেন, দ্যুমৎসেন-পুত্র বলবান সত্যবান্ স্বীয়শক্তি অনুসারে দান করাতে সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের তুল্য, উশীনরপুত্র শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী, যযাতির ন্যায় মহানুভাব, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্যতম সদৃশ। তিনি দান্ত, মৃদু, শূর, সত্য, সংযতেন্দ্রিয়, মিত্রবৎসল, অসূয়া-শূন্য, হ্রীমান্ ও ধৃতিমান্। তপোবৃদ্ধ ও শীলবৃদ্ধ লোকেরা তাঁহার বিষয়ে সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাতে সারল্য নিত্য-প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার মর্য্যাদাও নিশ্চলা।

অশ্বপতি কহিলেন, ভগবন্! আপনি তাঁহাকে সর্ব্বগুণযুক্ত বলিয়াই বর্ণন করিলেন; সম্প্রতি যদি তাঁহার কোন কোন দোষ থাকে, তবে সে সমস্তও আমার নিকটে ব্যক্ত করুন।

নারদ কহিলেন, তাঁহার একমাত্র দোষ সমুদায়গুণ অভিভূত করিয়া অবস্থিত আছে; সেই দোষটি অতিযত্ন দ্বারাও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তাঁহার একমাত্র দোষ আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দোষ নাই; সেই সত্যবান্ অদ্য হইতে এক সংবৎসর পূর্ণ হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহ ত্যাগ করিবেন।

রাজা কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিতে নিবৃত্তা হও; হে শোভনে! যাও, অন্য এক ব্যক্তিকে বরণ কর; সত্যবানের এক মহান্ দোষ সমস্ত গুণ অভিভূত করিয়া রহিয়াছে। দেবসৎকৃত ভগবান্ নারদ আমাকে যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে সত্যবান্ সংবৎসর পরে অল্পায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। সাবিত্রী কহিলেন, অংশ অর্থাৎ পৈতৃকাদি বিষয়ের বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা, একবার নিপতিত হয়; লোকে-কন্যাকে একবার প্রদান করে এবং 'দান করিলাম', এ কথাও একবার বলে; এই তিন বিষয় এক একবারই হইয়া থাকে। অতএব আমি একবার যাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান্ হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারি না। দেখুন, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করে এবং পরিশেষে কর্ম্মদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ। নারদ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা; এই সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে ইঁহাকে কোন প্রকারে নিবারিত করিতে পারা যাইবে না। ফলত সত্যবানে যে সমস্ত গুণ আছে, অন্য কোন পুরুষেতে তৎসমুদায় বিদ্যমান নাই; অতএব সত্যবান্‌কে তোমার কন্যাপ্রদান করাই আমার স্পৃহণীয় হইতেছে। রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে বাক্যের উক্তি করিলেন, ইহা অবশ্যই তথ্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয়; আমি ইহা এইরূপই করিব, যেহেতু আপনি আমার গুরু। নারদ কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয়; সংপ্রতি আমি প্রস্থান করিব, তোমাদিগের সকলের মঙ্গল হউক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নারদ এই কথা বলিয়া গগনে উৎপতনপূর্ব্বক ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন এবং রাজাও কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহীপতি অশ্বপতি কন্যাপ্রদানের বিষয়ে নারদের কথিত সেই বাক্যই বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে বিবাহের উপযোগী সমস্ত সম্ভার আহরণ করাইলেন; পরে সমুদয় ঋত্বিক্, পুরোহিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দিবসে কন্যাসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। পবিত্র অরণ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপনীত হইয়া সেই নরপতি দ্বিজাতিগণের সহিত পদব্রজেই সেই রাজর্ষির সন্নিহিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, সেই মহাভাগ অন্ধ ভূপতি শালবৃক্ষতলে আশ্রিত হইয়া তখন কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা অশ্বপতি সেই রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সুনিয়মিত বচনে তৎসমীপে আত্ম-পরিচয় নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন তাঁহাকে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অশ্বপতি সত্যবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া সেই ইতি-কর্ত্তব্যতা ও স্বীয় অভিপ্রায় সমস্ত দ্যুমৎসেন-সমীপে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করত এই কথা বলিলেন, রাজর্ষে! সাবিত্রী নামে আমার এই একটি শোভনা কন্যা আছে; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি স্বধর্ম্মানুসারে ইঁহাকে পুত্রবধূ করিবার নিমিত্ত আমার নিকটে গ্রহণ করুন। দ্যুমৎসেন কহিলেন, আমরা রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি এবং বনবাস আশ্রয় করিয়া সংযত ও তপস্বী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছি; পরন্তু আপনার দুহিতা বনবাসের অযোগ্যা; তবে কি প্রকারে ইনি আশ্রমে থাকিয়া এই ক্লেশ সহ্য করিবেন?

অশ্বপতি কহিলেন, হে রাজন্! সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য; কখন উৎপন্ন কখন বা বিনষ্ট হইয়া থাকে; আমার কন্যা ইহা বিশেষরূপে জানেন এবং আমিও জানি, অতএব মাদৃশ ব্যক্তির প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উপযুক্ত হয় না; আমি স্থির নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আমি যখন সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত প্রণত হইয়াছি, তখন আমার আশা-ভঙ্গ করা আপনার উচিত নহে। আমি প্রীতিপরবশ হইয়া স্বয়ং আপনার নিকটে সমাগত হইয়াছি, অতএব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। দেখুন, আপনি আমার এবং আমিও আপনার অনুরূপ ও উপযুক্ত; অতএব আমার কন্যাকে আপনি পুত্রবধূরূপে—সচ্চরিত্র সত্যবানের ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ করুন। দ্যুমৎসেন কহিলেন, আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই অভিলষিত হইয়াছিল; পরন্তু আমি রাজ্য-বিচ্যুত হইয়াছি, এই নিমিত্তই এ বিষয়ে বিচার করিতেছিলাম। যাহা পূর্ব্বেই অভিলষিত হইয়াছিল, আমার সেই এই অভিপ্রায় অদ্য নিষ্পন্ন হউক, আপনি আমার অভীষ্ট অতিথিই হইয়াছেন। অনন্তর সেই নৃপতিদ্বয় আশ্রম-বাসী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে সমানয়ন-পূর্ব্বক যথাবিধি বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন। রাজা অশ্বপতি কন্যা সম্প্রদান ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক পরম হর্ষযুক্ত হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। সত্যবান্ সেই সর্ব্বগুণান্বিতা ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সাবিত্রীও সেই মনোভিলষিত পতি লাভ করিয়া হর্ষানুভব করিলেন। তাঁহার পিতা গমন করিলে পর তিনি সমুদয় আভরণ নিক্ষেপপূর্ব্বক বল্কল ও কাষায় বসনসমস্তই পরিধান করিতে থাকিলেন এবং পরিচর্য্যা, শীল-সত্যাদিগুণাবলি, স্নেহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা সকলেরই তুষ্টিসম্পাদন করিলেন। তিনি আচ্ছাদনাদি সর্ব্বপ্রকার শরীর-সংকারদ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজার আয়োজন ও বাক্যসংযমনদ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও নির্জ্জনে পরিচর্য্যাদ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই আশ্রম-মধ্যে তখন এইরূপে নিবসতি ও তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে সেই সাধুগণের কিয়ৎকাল অতীত হইল। পরন্তু নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, সাবিত্রীর অন্তঃকরণে তাহা দিবানিশি জাগরূক

রহিল; কি শয়ন, কি উপবেশন, কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা বিস্মরণ করিতে পারিলেন না।

সাবিত্রী-বিবাহে চতুর্নবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর বহুকাল বিগত হইলে, যে কালে সত্যবানের মৃত্যু হইবে, সেইকাল কোন দিন উপস্থিত হইল। নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, সাবিত্রীর হৃদয়ে তাহা নিয়তই বর্ত্তমান ছিল; তিনি প্রতিদিবসান্তে দিন গণনা করিতেছিলেন। সংপ্রতি চতুর্থদিবসে মৃত্যু হইবে, ইহা সম্যক্ রূপে চিন্তা করিয়া সেই ভাবিনী ত্রিরাত্রব্রত উদ্দেশ করিয়া দিবানিশি উপবাস করিয়া রহিলেন। নরপতি দ্যুমৎসেন সাবিত্রীর সেই নিয়ম শুনিয়া অতিশয় দুঃখান্বিত হইলেন এবং উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করত এই কথা বলিলেন, হে নৃপনন্দিনি! তুমি যে নিয়মের আরম্ভ করিয়াছ, ইহা অতিশয় কঠিন; কারণ তিন রাত্রি উপবাস করিয়া থাকা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সাবিত্রী কহিলেন, হে তাত! আপনি সন্তাপ করিবেন না, আমি ব্রত সমাপ্তি করিতে পারিব। ব্রতসমাপ্তির কারণ কেবল নিশ্চল উৎসাহ; আমিও অবিচলিত উৎসাহসহকারে ইহা অবলম্বন করিয়াছি। দ্যুমৎসেন কহিলেন, "তুমি ব্রতভঙ্গ কর", একথা তোমাকে বলিতে আমি কোনক্রমে পারি না; কেননা "ব্রতসমাপ্তি কর" এই কথা বলাই মাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহামনা দ্যুমৎসেন এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং সাবিত্রীও উপবাস করত কাষ্ঠপুত্তলিকার লক্ষিতা হইতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! সত্যবানের প্রাণত্যাগ করিবার পূর্ব্ব দিবসে, "কল্য পতির মৃত্যু হইবে", এই ভাবিয়া দুঃখান্বিতা উপবাস-নিরতা সাবিত্রীর সেই রাত্রি কথঞ্চিৎ অতিবাহিতা হইল। পরদিন প্রভাতে প্রভাকর হস্ত-চতুষ্টয়মাত্র উত্থিত হইলে, সাবিত্রী "অদ্য সেই দিবস", এই মনে করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমস্ত সমাধান-পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদানান্তে সমুদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি ও নিয়তা হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তপোবন-নিবাসী সমস্ত তপস্বিগণ সাবিত্রীর নিমিত্ত হিতকর মঙ্গলময় অবৈধব্য-আশীর্ব্বাদ-সমুদায়ের উক্তি করিলেন। ধ্যানযোগ-পরায়ণা রাজনন্দিনী সাবিত্রীও মনে মনে 'ইহাই হউক', বলিয়া তপস্বিগণের সেই বাক্যসমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত নারদ-বাক্য চিন্তা করত সুদুঃখিতা হইয়া সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হে ভরতসত্তম! অনন্তর শ্বশ্রূ ও শ্বশুর একান্তে অবস্থিতা সেই নৃপনন্দিনীকে প্রীতিপূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, এই ব্রত তোমার নিকটে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিল, তুমি ইহা সেইরূপেই সম্পন্ন করিয়াছ; সংপ্রতি আহার কাল উপস্থিত; অতএব অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। সাবিত্রী কহিলেন, এই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমি অন্তঃকরণে এই সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে সূর্য্য অস্তগত হইলে ভোজন করিব। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সাবিত্রী ভোজন বিষয়ে এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে কুঠার লইয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, আপনি একাকী গমন করিবেন না; আমি আপনার সঙ্গে যাইব, যেহেতু অদ্য আপনাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। সত্যবান্ কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি পূর্ব্বে কখন বনে গমন কর নাই; তাহার পথ অতিক্লেশকর; বিশেষত তুমি ব্রতোপবাসে কৃশা হইয়াছ, সুতরাং পদব্রজে কি প্রকারে যাইবে? সাবিত্রী কহিলেন, আমার উপবাস জন্য গ্লানি বা পরিশ্রম নাই; আমি গমনে উৎসাহিনী হইয়াছি; অতএব আপনি আমাকে নিবারণ করিবেন না। সত্যবান্ কহিলেন, যদি গমনে তোমার উৎসাহ হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার এই প্রিয় কার্য্য করিব; কিন্তু এই দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, এজন্য তুমি আমার জনক-জননীর অনুমতি গ্রহণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাব্রতা সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, আমার স্বামী সত্যবান্ ফল আহরণার্থে মহাবনে প্রস্থিত হইতেছেন; অতএব আমি অভিলাষ করি, আপনারা আমাকে ইঁহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করেন; কেননা অদ্য আমার পতিবিরহ উপযুক্ত নহে। আর্য্যপুত্র গুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্য্যার্থে প্রস্থিত হইতেছেন, সুতরাং ইঁহাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে; যদি অন্য কোন উদ্দেশে বনে প্রস্থান করিতেন, তাহা হইলে নিবারণীয় হইতেন। সংপ্রতি আপনারা আমাকে নিবারণ করিবেন না; আমি ইঁহার সঙ্গে বনে যাইব। দেখুন, কিঞ্চিদূন একবৎসর হইল আমি আশ্রম হইতে বহির্গতা হই নাই, সুতরাং কুসুমিত কানন দর্শন করিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। দ্যুমৎসেন কহিলেন, সাবিত্রীর পিতা যে অবধি ইঁহাকে পুত্রবধূরূপে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তদবধি ইঁহার প্রার্থনাসংবলিত কোন বাক্যই আমার স্মরণে আইসে না; অতএব এই বধূ অদ্য অভিলষিত কামনা লাভ করুন।—পুত্রি! পথিমধ্যে যাহাতে সত্যবানের কার্য্যে অনবধান না হয়, তাহা করিও। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি পাইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে পতির সঙ্গে গমন করিলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল। সেই বিশালনয়না ময়ূরগণ-সেবিত সর্ব্বতোভাবে রমণীয় বিচিত্র বন সকল অবলোকন করিলেন সত্যবান্ মধুর বচনে সাবিত্রীকে বলিতে লাগিলেন, "এই পুণ্যজননী নদী ও পুষ্পিত শৈলোত্তম সমস্ত সন্দর্শন কর।" অনিন্দিতা সাবিত্রী স্বামীকে সকল অবস্থাতেই বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টি করিতে থাকিলেন; পরন্তু কালে মুনিবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে মৃত বলিয়াই অবধারণ করিলেন। তিনি হৃদয়কে যেন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, ভর্ত্তার কথার উত্তর প্রদান আর সেই কালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী-বনগমনে পঞ্চনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ভার্য্যাসহচর বীর্য্যবান্ সত্যবান্ প্রথমত ফল সকল গ্রহণ করিয়া স্থালী পূর্ণ করিলেন, পরে কাষ্ঠ সমস্ত পাতিত করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে করিতে তাঁহার ঘর্ম্ম হইল এবং সেই পরিশ্রমদ্বারা তাঁহার শিরঃপীড়াও জন্মিল। তিনি পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া প্রিয়তমা

ভার্য্যার নিকটে গিয়া এই কথা বলিলেন, সাবিত্রি! এই ব্যায়াম-দ্বারা আমার মস্তকে বেদনা জন্মিয়াছে এবং অঙ্গ-সমস্ত ও হৃদয়কে অতিমাত্র সন্তাপিত করিতেছে; হে মিতভাষিণি! আমি আপনাকে অস্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান করিতেছি; আমার অনুভব হইতেছে, এই মস্তক যেন শূলসমূহ-দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে; অতএব হে কল্যাণি! আমি শয়নের ইচ্ছা করিতেছি, আমার আর দণ্ডায়মান থাকিবার শক্তি নাই।

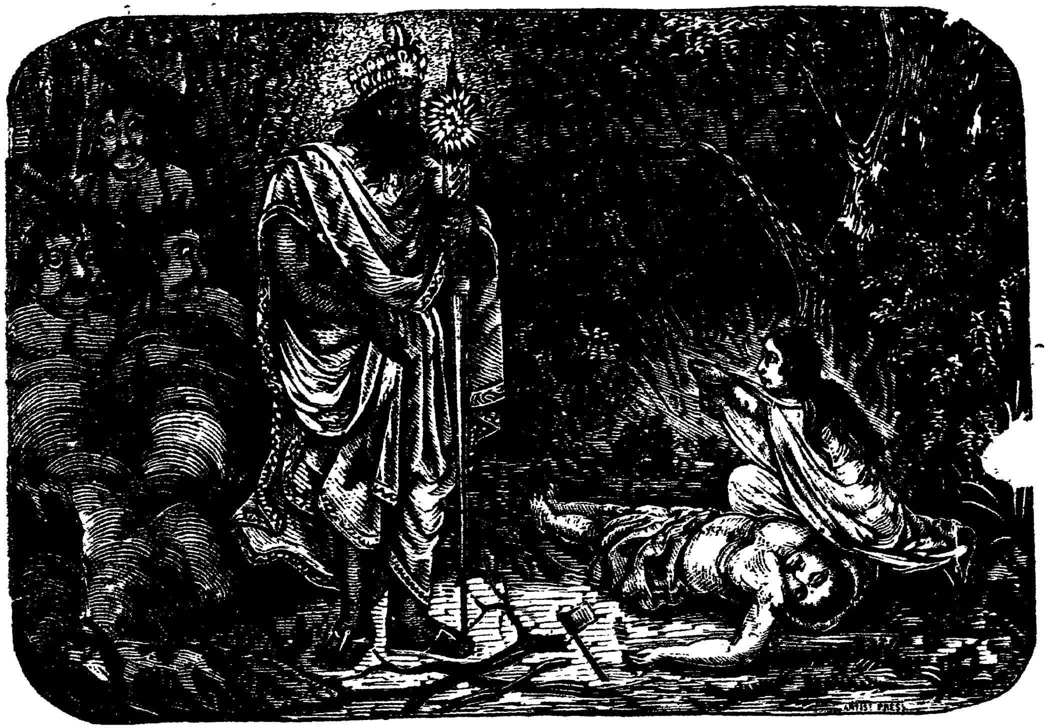
স্বামীর এই কথায় সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে অঙ্গে ধারণপূর্ব্বক ক্রোড়ের উপরে তাঁহার মস্তক রাখিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই তপস্বিনী নারদের বাক্য চিন্তা করত সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস যোজনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল পরেই দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্র-পরিধায়ী বদ্ধমুকুট, প্রশস্তকায়, সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী, শ্যাম-গৌরবর্ণ, লোহিতলোচন একজন ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাবিত্রী ধীরে ধীরে পতির মস্তকটি ভূতলে বিন্যস্ত করিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক কম্পমান-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরভাবে এই কথা বলিলেন, আপনাকে দেবতা বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে, যেহেতু আপনার এই শরীর অলৌকিক; হে দেবেশ! যদি ইচ্ছা হয় তবে বলুন, আপনি কে এবং কি করিতেই বা অভিলাষ করেন? যম কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠান-সমন্বিতা, এই নিমিত্ত আমি তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছি। হে শুভে! তুমি আমাকে 'যম' বলিয়া জান এবং যে কর্ম্ম করিতে আমার অভিলাষ আছে, তাহাও এই অবধারণ কর; তোমার স্বামী এই রাজকুমার সত্যবানের আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে, একারণ আমি ইঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইব।

সাবিত্রী কহিলেন, ভগবন্! শুনিতে পাই, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইতে আইসেন; অতএব হে প্রভো! আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সাবিত্রীর এই কথায় ভগবান্ পিতৃপতি তাঁহার প্রীতিনিমিত্ত আপনার সমস্ত অভিপ্রেত তৎসমাপে যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। যম কহিলেন, এই সত্যবান্ ধর্ম্মসংযুক্ত, রূপবান্ ও গুণসাগর, সুতরাং আমার দূতগণকর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহেন; এনিমিত্তই আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এই কথা বলিবার পর যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ বশতাপন্ন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক নিষ্কর্ষণ করিলেন। অনন্তর প্রাণ বহিষ্কৃত হওয়াতে সত্যবানের সেই শ্বাসরহিত প্রভাহীন ও চেষ্টাশূন্য কলেবর অপ্রিয়-দর্শন হইয়া পড়িল। তদনন্তর যম তাঁহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রত-নিয়মসংসিদ্ধা পতিব্রতা মহাভাগা সাবিত্রীও দুঃখপীড়িতা হইয়া যমের অনুগামিনী হইলেন। যম কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্তা হও; যাও, ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ কর; ভর্ত্তার নিকটে তোমার আর ঋণ নাই; যত দূর পর্য্যন্ত গমন করা সম্ভব, তুমি তত দূর আসিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হইতেছেন এবং আপনিও যে স্থানে গমন করিতেছেন, আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ, ব্রত ও আপনার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে। তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপ্তপদমাত্র ভূমি একত্র সঞ্চরণ করিলেই মিত্রতা হয়; অতএব আমি মিত্রতাকেই অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া কিঞ্চিৎ সম্ভাষণ করিব, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। অজিতেন্দ্রিয় লোকেরা বনে থাকিয়া গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে না, চিরব্রহ্মচর্য্যও অবলম্বন করে না এবং সন্ন্যাসও আশ্রয় করে না; জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাই উক্ত আশ্রম ধর্ম্মসকলের আচরণ করিয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহারা প্রথমোক্ত ধর্ম্মকেই বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ধর্ম্মের এইরূপ মাহাত্ম্যবশত সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন। এই এক জনের ঐ সাধুসম্মত ধর্ম্মানুসারে সকল আশ্রমিকেরাই সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, কেহই আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথ বাঞ্ছা করেন না; ধর্ম্মের এইরূপ মাহাত্ম্যবশত সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন। যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! নিবৃত্তা হও; তোমার এই স্বর, বর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর; এই সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে আমি তোমাকে সকল বর দিতেই প্রস্তুত আছি। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর স্বীয় রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বনবাস আশ্রয় করত আশ্রমে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন; অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে সেই নরপতি নয়ন লাভ করত বলবান্ এবং অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী হন। যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! আমি তোমাকে সেই বর দিতেছি; তুমি যেরূপ বলিলে, তাহা সেইরূপই হইবে; সংপ্রতি তোমার যেন পথশ্রান্তি হইয়াছে দেখিতেছি, অতএব নিবৃত্তা হও; যাও আর যেন শ্রম না হয়।

সাবিত্রী কহিলেন, স্বামীর নিকটে থাকিতে আমার শ্রম কোথায়? স্বামীর যে গতি, তাহাই আমার স্থিরগতি হইবে; আপনি যে স্থানে আমার পতিকে লইয়া যাইবেন, আমিও সেই স্থানে যাইব। হে দেবেন্দ্র! সংপ্রতি আমার আরও কিছু বাক্য শ্রবণ করুন। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সাধুদিগের সহিত একবারমাত্র সঙ্গ হওয়াও পরম অভিলষিত; তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা হওয়া তদপেক্ষাও অধিকতর প্রার্থনীয়; সৎপুরুষের সহিত সমাগম কদাচ নিষ্ফল হয় না; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুদিগের সংসর্গে বাস করিবে। যম কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি ইষ্টসাধন-বিষয়িণী যে বাণীর উক্তি করিলে ইহাতে মনের প্রীতি ও পণ্ডিতগণের বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়; অতএব এই সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, পূর্ব্বে আমার ধীমান্ শ্বশুরের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে; অতএব আমার গুরু সেই নরপতি যেন পুনরায় নিজরাজ্য লাভ করেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম-সমস্ত পরিত্যাগ না করেন, এই দ্বিতীয় বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি। যম কহিলেন, সেই নরপাল অচিরে নিজরাজ্যই প্রাপ্ত হইবেন এবং স্বধর্ম্ম হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না। হে নৃপনন্দিনি! আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিয়া দিলাম, এক্ষণে নিবৃত্তা হও; যাও, আর যেন তোমার শ্রম না হয়। সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! আপনি নিয়ম দ্বারা এই প্রজাসকলকে সংযত করিয়াছেন এবং নিয়মপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে লইয়া গিয়া

১৬। সাবিত্রী-সত্যবান্‌।



সাবিত্রী যমকে কহিলেন, এই সত্যবান্‌ জীবিত হউন। আমি পতি-বিহীনা হইয়া সুখকামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া স্বর্গ-কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া ঐশ্বর্য্য কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া জীবন-ধারণেও উৎসাহ করিতে পারি না। ৫৫৭ পৃষ্ঠা (বনপর্ব্ব)

আপনার নাম 'যম' কথিত এই বাক্যটি শ্রবণ করুন। কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বভূতের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান, ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। এই সংসারের রীতি প্রায়ই এইরূপ; মনুষ্যেরা শক্তি-অনুসারে কোমল হইয়া থাকে; পরন্তু সৎপুরুষেরা সমাগত শত্রুদিগের প্রতিও দয়া করেন।

যম কহিলেন, হে শুভে! পিপাসু লোকের পক্ষে জল যেরূপ হয়, তোমার সম্ভাষিত এই বাক্যও আমার পক্ষে সেইরূপ হইতেছে; অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই সত্যবানের জীবন-ভিন্ন তুমি পুনরায় কোন বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতা ভূপতি অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন; অতএব কুলের সন্তানকর হইতে পারে, তাঁহার এরূপ এক শত ঔরস পুত্র হউক, এই তৃতীয় বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি। যম কহিলেন, হে শুভে! তোমার পিতার কুলসন্তানকারী উত্তম তেজস্বী এক শত পুত্র হউক। হে রাজনন্দিনি। তোমার কামনা পূর্ণ হইল, এক্ষণে নিবৃত্তা হও যেহেতু তুমি বহু দূর পথ আসিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, স্বামীর নিকটে থাকায় আমার এ দূর বোধ হইতেছে না; আমার মন ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দূর প্রদেশে প্রধাবিত হইতেছে। সে যাহা হউক, সংপ্রতি আপনি গমন করিতে করিতেই আমার সম্ভাষিত এই উপস্থিত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করুন। হে ঈশ্বর! আপনি বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র; সেইহেতু পণ্ডিতেরা আপনাকে বৈবস্বত বলেন; অপিচ ... ধর্ম্ম-সহকারে প্রজাপুঞ্জকে রঞ্জিত করিয়াছেন, সে নিমিত্ত ... 'ধর্ম্মরাজ' নাম হইয়াছে। সৎপুরুষদিগের প্রতি লোকের যাদৃশ বিশ্বাস হয়, আত্মার প্রতিও তাদৃশ বিশ্বাস হয় না; অতএব সৎপুরুষ সকলেতে সকলেই বিশেষরূপে প্রণয় ইচ্ছা করে। সৌহার্দ্দ-প্রযুক্ত সর্ব্ব জীবের বিশ্বাস জন্মে; অতএব সৎপুরুষ সকলেতেই লোকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে। যম কহিলেন, হে অঙ্গনে! তুমি যে বাক্যের উক্তি করিলে, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহারও নিকটে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই; হে শুভে! আমি ইহার দ্বারা তুষ্ট হইলাম; অতএব তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে চতুর্থ বর প্রার্থনা কর এবং ফিরিয়া যাও। সাবিত্রী কহিলেন, কুলের সন্তানকর হইতে পারে, বলবীর্য্যশালী এরূপ এক শত পুত্র আমার গর্ভে এবং সত্যবানের ঔরসে—উভয় হইতেই উৎপন্ন হয়, এই চতুর্থ বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি। যম কহিলেন, অবলে! তোমার বলবীর্য্যশালী প্রীতিকর শত পুত্র হইবে। হে নৃপনন্দিনি! তোমার আর যেন পরিশ্রম না হয়; নিবৃত্তা হও, যেহেতু তুমি বহু দূর পথ আসিয়াছ। সাবিত্রী কহিলেন, সাধুলোকদিগের সনাতন ধর্ম্মেতেই সদা কাল আসক্তি থাকে; সাধুলোকেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সাধুলোকদিগের সাধুসঙ্গ কদাচ নিষ্ফল হয় না এবং সাধুলোকেরা সাধু সকল হইতে ভয়-সম্ভাবনাও করেন না। হে রাজন্! সাধুরাই সত্য-প্রভাবে সূর্য্যকে পরিচালিত করেন; সাধুরাই তপোবলে পৃথিবীকে ধারণ করেন; সাধুরাই প্রাণিগণের কল্যাণের গতি; অতএব সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া সজ্জনেরা অবসন্ন হন না। এই চিরন্তন ব্যবহার আর্য্যগণের আচরিত, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া সাধুরা পরার্থসাধন করত প্রত্যুপকারের প্রতীক্ষা করেন না। সৎপুরুষ সকলেতে প্রসাদ ব্যর্থ হয় না, কার্য্য নষ্ট হয় না এবং মানেরও হানি হয় না; সাধুগণেতে এই নিয়ম যখন নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন সাধুরাই রক্ষাকর্ত্তা হন। যম কহিলেন, হে পতিব্রতে! তুমি সুন্দর-পদ-যুক্ত, মহার্থ-বিশিষ্ট, ধর্ম্ম সমন্বিত মনঃপ্রীতিকর বাক্যের যত সম্ভাষণ করিতেছ, তোমার প্রতি আমার ততই উত্তম ভক্তি হইতেছে; অতএব তুমি এরূপ একটি বর প্রার্থনা কর, যাহার আর প্রতিরূপ নাই। সাবিত্রী কহিলেন, হে মানপ্রদ! আপনি আমার পুণ্য ব্যতিরেকে যেমন অন্য অন্য বর প্রদান করেন নাই, সেইরূপ এই বরটিও পুণ্যব্যতিরেকে প্রদান করিতেছেন না; অতএব আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, যেহেতু পতি ব্যতিরেকে আমি মৃতার ন্যায় রহিয়াছি। আমি পতি-বিহীনা হইয়া সুখ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া স্বর্গ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া ঐশ্বর্য্য কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া জীবন ধারণেও উৎসাহ করিতে পারি না। দেখুন, আপনিই আমার শত পুত্র হইবার বর প্রদান করিলেন, অথচ আমার পতিকে হরিয়া লইয়া যাইতেছেন; অতএব আমি বর প্রার্থনা করিতেছি, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, তাহাতে আপনারই বাক্য সত্য হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সূর্য্য-নন্দন ধর্ম্মরাজ যম তখন অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া "তাহাই হউক" এই বলিয়া সেই পাশ মোচনপূর্ব্বক সাবিত্রীকে এই কথা বলিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীকে এই মুক্ত করিয়া দিলাম; হে কুলনন্দিনি! তুমি স্বচ্ছন্দে ইঁহাকে লইয়া যাইতে পারিবে। এই সত্যবান্ রোগমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইবেন, তোমার সহিত ... পরমায়ু লাভ করিবেন, ধর্ম্মসহকারে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার গর্ভে এক শত পুত্রও উৎপাদন করিবেন। সেই ক্ষত্রিয়পুত্রেরাও সকলে পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন ও রাজা হইবে এবং পৃথিবীতে চিরকাল তোমার নাম বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তোমার মাতা মালবীর গর্ভে তোমার পিতারও এক শত পুত্র হইবে এবং তোমার সেই দেবতুল্য ক্ষত্রিয় সহোদরেরাও পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন হইয়া মালব নামে চির-বিখ্যাত থাকিবে।" প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এইরূপ বরসমস্ত প্রদানপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া স্বীয়ভবনেই প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও পতিকে পুনরায় লাভ করিয়া যমের প্রস্থানান্তে যেস্থানে সত্যবানের কপিশবর্ণ কলেবর পতিত ছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি ভর্ত্তাকে ভূতলে অবলোকন করিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোড়ের উপর তাঁহার মস্তক রাখিয়া ভূতলে উপবিষ্টা হইলেন। সত্যবান্‌ও পুনরায় চেতন লাভ করিয়া প্রবাস হইতে আগতের ন্যায় প্রীতিসহকারে সাবিত্রীকে বারংবার নিরীক্ষণপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, হায়! আমি বহুক্ষণ নিদ্রিত হইয়াছিলাম; তুমি আমাকে জাগরিত কর নাই কেন? সেই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি কোথায়

গেলেন? সাবিত্রী কহিলেন, হে পুরুষ-প্রবর! আপনি আমার অঙ্কোপরি বহুক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন; সেই প্রজা-সংযমনকারী ভগবান্ যমদেব প্রস্থান করিয়াছেন। হে মহাভাগ রাজনন্দন! সংপ্রতি আপনি বিশ্রান্ত ও বিনিদ্র হইয়াছেন; অতএব যদি সাধ্য হয় তবে গাত্রোত্থান করুন, দেখুন রাত্রি গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সত্যবান্ চৈতন্য লাভ করিবার পর সুখসুপ্তের ন্যায় উত্থিত হইয়া এবং সমুদায় দিঙ্মণ্ডল বনদ্বারা পরিচ্ছিন্ন রহিয়াছে দেখিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন, হে সুমধ্যমে কল্যাণি! আমি ফল আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; পরে কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে আমার মস্তকের পীড়া হইল; শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হওয়ায় আমি আর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম; তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে নিদ্রা আমার মন অপহরণ করিল; পরে আমি ঘোর অন্ধকার দেখিলাম এবং এক মহাতেজস্বী পুরুষকেও দেখিতে পাইলাম, এই সমস্ত আমার স্মরণ হইতেছে। অতএব হে সুমধ্যমে! যদি তুমি বিশেষরূপে জান, তবে তাহা কি, আমার নিকটে বর্ণন কর; আমি কি স্বপ্নযোগে সেই পুরুষকে দেখিয়াছিলাম, না সত্যই সেই ঘটনা হইয়াছিল? অনন্তর সাবিত্রী তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজকুমার! রাত্রি ক্রমশ গাঢ় হইয়া আসিতেছে, অতএব যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমি কল্য আপনার নিকটে সমস্ত বর্ণন করিব। হে সুব্রত! উত্থিত হউন, উত্থিত হউন; আপনার মঙ্গল হউক, আপনি পিতা মাতাকে সন্দর্শন করুন, দেখুন দিবাকর অস্তগত হইয়াছেন এবং এই রাত্রিও বিগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এই নিষ্ঠুর নিনাদকারী নিশাচর সমস্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে এবং বনচারী মৃগসকলের পদ-সঞ্চারে পত্র-শব্দ-সমস্ত শ্রুত হইতেছে। উগ্রমূর্ত্তি শিবা-সকল দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া এই ঘোরনিনাদসমস্ত বিস্তার করিতেছে; ইহাতে আমার মন যেন কম্পিত হইতেছে। সত্যবান্ কহিলেন, বন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে; অতএব তুমি পথ জানিতে পাইবে না এবং যাইতেও পারিবে না।

সাবিত্রী কহিলেন, হে অনঘ! আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যথিত দেখিতেছি; বিশেষত অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হওয়াতে আপনি পথ জানিতে পারিবেন না; অতএব যদি গমন করিতে উৎসাহ না করেন, তবে কল্য প্রভাতে বন দৃষ্ট হইলে আপনার অনুমতিক্রমে উভয়ে গমন করিব; সংপ্রতি আপনার ইচ্ছা হইলে এক রাত্রি এই স্থানেই বাস করি। অদ্য এই বন দগ্ধ হওয়াতে একটা শুষ্ক বৃক্ষ জ্বলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে; উহার কোন কোন স্থানে অগ্নি বায়ুদ্বারা দীপ্যমান হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। আমি ঐ বৃক্ষ হইতে এইখানে অগ্নি আনিয়া সর্ব্বদিকে প্রজ্বালিত করিব; এখানে এই কাষ্ঠসমস্ত রহিয়াছে; অতএব আপনার সন্তাপ দূর করুন। সত্যবান্ কহিলেন, আমার শিরঃপীড়া নিবৃত্তা হইয়াছে এবং অঙ্গসমস্তও স্বস্থ বোধ হইতেছে; অতএব এক্ষণে তোমার প্রসাদে জনক-জননীর সহিত মিলন হয়, আমি এই ইচ্ছা করিতেছি; কেননা পূর্ব্বে আর কখন আমি কাল অতিক্রম করিয়া আশ্রমে যাই নাই; সন্ধ্যা না হইতেই মাতা আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন; আমি দিবসে বহির্গত হইলেও আমাকে জননী সন্তাপ করেন; আমার পিতা আশ্রমবাসীদিগের সঙ্গে আমাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে মাতা ও পিতা উভয়েই অতিশয় দুঃখিত হইয়া, "তুমি বিলম্বে বিলম্বে আগমন কর," এই বলিয়া আমাকে বহু বার তিরস্কার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, অদ্য আমার নিমিত্ত তাঁহাদিগের কি অবস্থা হইবে! আমি অদৃশ্য হইলে তাঁহাদের নিশ্চয়ই মহৎ দুঃখ হইবে। পূর্ব্বে একদা রাত্রিযোগে সেই প্রীতিযুক্ত বৃদ্ধদম্পতী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে আমাকে বহুবার বলিয়াছিলেন, "বৎস! তোমাহীন হইয়া আমরা মুহূর্ত্তকাল মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না; হে পুত্র! যে পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে, আমাদের জীবন নিশ্চয়ই সেই পর্য্যন্ত; তুমি এই বৃদ্ধ অন্ধযুগলের যষ্টি-স্বরূপ, তোমাতে বংশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমাদিগের পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।" হে সাবিত্রি! আমার মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ; আমি একমাত্র তাঁহাদের যষ্টি-স্বরূপ রহিয়াছি; অতএব রাত্রিকালে আমাকে না দেখিলে তাঁহারা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন! যাহার জন্য আমার অনপকারী মাতা-পিতা আমার নিমিত্ত সংশয় প্রাপ্ত হইলেন এবং আমিও কষ্টতর আপদ্গ্রস্ত হইয়া সংশয়াপন্ন হইলাম, সেই নিদ্রার প্রতিই আমি দোষারোপ করিতেছি, যেহেতু জনক-জননী-ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণে উৎসাহী হইতে পারি না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার প্রজ্ঞাচক্ষু পিতা এতক্ষণ ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রত্যেককেই আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে শুভে! আমি পিতার নিমিত্ত এবং পতির অনুগতা সুদুর্ব্বলা মাতার নিমিত্ত যেরূপ অনুশোক করিতেছি, আপনার নিমিত্ত সেরূপ করিতেছি না। ফলত আমার নিমিত্ত অদ্য তাঁহারা পরম সন্তাপ প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কোনক্রমে হইবে না; কেননা তাঁহারা জীবিত আছেন বলিয়াই আমি জীবন ধারণ করিতেছি এবং ইহাও জানিতেছি যে, তাঁহারা আমার অবশ্য ভর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করাই আমার কর্ত্তব্য।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, গুরুভক্ত গুরুপ্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইরূপ কহিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে সেইরূপ শোক-কর্ষিত দেখিয়া তদীয় নয়নযুগল হইতে অশ্রু মার্জ্জন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, যদি আমার তপস্যা, দান বা হোম করা থাকে, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে এই শর্ব্বরী কল্যাণকরী হউক। পূর্ব্বে আমি পরিহাস-স্থলেও কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না; সেই সত্যদ্বারা আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অদ্য জীবিত থাকুন।

সত্যবান্ কহিলেন, সাবিত্রি! আমি জনক-জননীর দর্শন কামনা করিতেছি; অতএব চল, আর বিলম্ব করিও না। হে বরারোহে! আমি আত্ম-স্পর্শ-পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, যদি মাতা বা পিতার অমঙ্গল ঘটনা দেখি, তবে কোনক্রমে জীবন ধারণ করিব না। অতএব যদি ধর্ম্মে তোমার মতি থাকে, যদি আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষিণী হও অথবা আমার

প্রিয় কার্য্য করা তোমার যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে চল অবিলম্বে আশ্রমে গমন করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ভাবিনী সাবিত্রী উত্থানপূর্ব্বক কেশ বন্ধন করিয়া স্বামীকে বাহুযুগলে ধরিয়া উত্থাপিত করিলেন। সত্যবান্‌ও উত্থিত হইয়া হস্ত-দ্বারা অঙ্গ-সমস্ত মার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদিক্ অবলোকন-পূর্ব্বক ফলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সাবিত্রী তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কল্য ফল সকল আহরণ করিবেন; পরন্তু আপনার যোগ-ক্ষেমের সাধনভূত এই কুঠার খানি আমি লইয়া যাই। গজগামিনী বামোরু সাবিত্রী এই কথা বলিয়া পাত্রস্থ ফলভার বৃক্ষশাখায় অবলম্বিত করিয়া কুঠার খানি লইয়া পুনরায় স্বামি-সমীপে আগমন করিলেন এবং বাম স্কন্ধে পতির বাম হস্তটি রাখিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ-দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যবান্ কহিলেন, হে ভীরু! পুনঃ পুনঃ গতিবিধি থাকাতে পথ সকল আমার বিদিত আছে; আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অবলোকিত জ্যোৎস্না দ্বারাও লক্ষ্য করিতেছি, আমরা যে পথে আসিয়া ফল চয়ন করিয়াছিলাম, সেই পথেই আসিয়াছি; অতএব হে শুভে! তুমি যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথেই গমন কর, ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই অগ্রবর্ত্তী পলাশতরুষণ্ডে পথ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; তাহার উত্তরে যে পথ আছে, তুমি সেই পথ দিয়া চল এবং ত্বরান্বিতা হও; আমি এক্ষণে স্বস্থ, বলবান্ ও জনক-জননী-দর্শন-লোলুপ হইয়াছি। এইরূপ বলিতে বলিতে সত্যবান্ ত্বরাযুক্ত হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এদিকে মহাবল দ্যুমৎসেন ঐ সময়ে লোচন লাভ করিয়া, দৃষ্টি নির্ম্মল হইলে সমুদয় দেখিতে পাইলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি ভার্য্যা শৈব্যার সহিত সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া পুত্রের নিমিত্ত অতিশয় কাতর হইলেন। সেই রজনীতে ঐ দম্পতী আশ্রম নদী, বন ও সরোবর সমস্ত অন্বেষণ করত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; যে কোন শব্দ শুনিতে পান, অমনি পুত্রশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া "ঐ সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছেন," এই কথা বলিতে থাকিলেন এবং কুশ ও কণ্টকাবলিদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন, কর্কশ ব্রণযুক্ত ও রক্তাক্ত চরণ দ্বারা উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর আশ্রমবাসী সেই সমুদয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া পরিবেষ্টন ও সম্যক্ আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক উভয়কেই স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। তথায় দ্যুমৎসেন ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ তপোধনগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের বিচিত্র-অর্থযুক্ত কথা-প্রসঙ্গ দ্বারা আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রদর্শনাভিলাষী সেই বৃদ্ধদম্পতী আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেও পুত্রের বাল্যকালীন চরিত্র-সমস্ত স্মরণ করত পুনরায় অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পুনরায় করুণবাক্যের উক্তি করিয়া শোকে কর্ষিত হইয়া তাঁহারা "হা পুত্র! হা সাধ্বি বধূ! কোথায় রহিলে! কোথায় রহিলে!" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুবর্চ্চাপ্রভৃতি তপোধনেরাও দ্যুমৎসেনকে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুবর্চ্চা কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচার-সংযুক্তা, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। গৌতম কহিলেন, আমি অঙ্গসহ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, মহতী তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি, গুরুগণ ও অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছি, সমাহিত হইয়া সমুদয় ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং সর্ব্বদা বিধিপূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ ও উপবাসও করিয়াছি; এই তপস্যাদ্বারা আমি পরের সমস্ত অভিপ্রেত অবগত আছি, অতএব সত্যবান্ জীবিত আছেন, একথা তুমি সত্য বলিয়াই অবধারণ কর। শিষ্য কহিলেন, আমার উপাধ্যায়ের মুখ হইতে যে বাক্য বিনির্গত হইল, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। ঋষিগণ কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ অবৈধব্য-বিধায়ক সর্ব্বসুলক্ষণসংযুক্ত, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। ভরদ্বাজ কহিলেন, সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচারসংযুক্তা, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। দাল্‌ভ্য কহিলেন, তোমার যখন পুনরায় দর্শন-শক্তি হইয়াছে এবং সাবিত্রী যখন তাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানের পর আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। মাণ্ডব্য কহিলেন, প্রশান্ত দিঙ্মণ্ডলে মৃগ ও বিহঙ্গগণ যেরূপ রব করিতেছে এবং তোমারও যেরূপ রাজত্ব-যোগ্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ দর্শনশক্তি লাভ হইয়াছে, তাহাতে সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। ধৌম্য কহিলেন, তোমার পুত্র সত্যবান্ যেরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোকপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু-লক্ষণযুক্ত, তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই সত্যবাদী তপস্বিগণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, দ্যুমৎসেন তাঁহাদিগের কথিত সেই সেই বিষয়-সমস্ত বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে সাবিত্রী, স্বামী সত্যবানের সহিত রাত্রিকালে আশ্রমে আগমন করিলেন এবং প্রহৃষ্ট-চিত্তে তন্মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা দ্যুমৎসেনকে কহিলেন, রাজন্! তোমাকে পুত্রের সহিত মিলিত ও চক্ষুষ্মান্ দেখিয়া আমরা সকলেই তোমার বৃদ্ধিপ্রশ্ন করিতেছি। পুত্রের সমাগম, সাবিত্রীর দর্শন ও আপনার চক্ষু লাভ, এই ত্রিবিধ সৌভাগ্য দ্বারা তুমি বর্দ্ধিত হইতেছ। আমরা সকলে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সেইরূপই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর শীঘ্রই তোমার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পার্থ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহীপতি দ্যুমৎসেন সমীপে উপবেশন করিলেন। শৈব্যা, সাবিত্রী ও সত্যবান্ একদিকে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারাও শোক-শূন্য হইয়া সকলের অনুমতিক্রমে সমুপবিষ্ট হইলেন। হে পার্থ! অনন্তর রাজার সহিত সমাসীন সেই বনবাসী ঋষিগণ সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিভো! তোমার বহুরাত্রে আগমন করিবার কারণ কি? রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই তুমি ভার্য্যার সহিত না আইলে কেন? তোমার কি প্রতিবন্ধ ঘটিয়াছিল? হে রাজনন্দন! তুমি পিতাকে, মাতাকে,

এবং আমাদিগকেও কি নিমিত্ত সন্তাপযুক্ত করিলে, ইহা আমরা জানিতে পারিতেছি না; অতএব সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন কর। সত্যবান্ কহিলেন, আমি পিতার অনুমতি লইয়া সাবিত্রীর সহিত বনে গিয়াছিলাম; পরে তথায় কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে আমার শিরঃপীড়া হইল; সেই বেদনায় আমি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলাম, এইমাত্র উপলব্ধি হইতেছে; পূর্ব্বে আর কখন আমি তাবৎকাল-পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকি নাই। সংপ্রতি আপনাদিগের সকলেরই সন্তাপ না হয়, এই ভাবিয়া এত অধিক রাত্রে আগমন করিলাম, ইহাতে আর কোন কারণ নাই। গৌতম কহিলেন, তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের যে অকস্মাৎ চক্ষু লাভ হইয়াছে, ইহার কারণ তুমি জান না; অতএব সাবিত্রীই বলুন।—সাবিত্রি! আমি তোমার নিকটে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি; কারণ তুমি উত্তমাধম সকল বস্তুরই তত্ত্ব জান। হে সাবিত্রি! আমরা তোমাকে তেজে সাক্ষাৎ সাবিত্রী বলিয়াই জানি; এবিষয়ের কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে, অতএব সত্য করিয়া বল। যদি তোমার কিছুই গোপনীয় না থাকে, তবে আমাদিগের নিকটে ইহা ব্যক্ত কর। সাবিত্রী কহিলেন, আপনারা যেরূপ জানেন, ইহা এইরূপই বটে; আপনাদিগের সংকল্প কদাচ অন্যথা হইবার নহে; আমার কিছুই গোপনীয় নাই; অতএব এবিষয়ের যাহা যথার্থ কারণ, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। মহাত্মা নারদ আমার পতির মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন; সেই দিবস অদ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করি নাই। ইনি শয়ন করিলে যম, কিঙ্করগণের সহিত স্বয়ং ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং ইহাঁকে বন্ধন করিয়া পিতৃগণ-সেবিত দক্ষিণ দিকে লইয়া চলিলেন। আমি সত্যবাক্যদ্বারা সেই বিভু যমদেবকে স্তব করিতে লাগিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে পাঁচটি বর দিলেন; আপনারা তৎসমুদায় আমার নিকটে শ্রবণ করুন। আমার শ্বশুরের নয়নদ্বয় ও স্বীয় রাজ্যপদ, পিতার শতপুত্র, আপনার শতপুত্র এবং চারিশত বৎসর পরমায়ু-যুক্ত ভর্ত্তা সত্যবান, এই পাঁচ বর আমার লব্ধ হইয়াছে। ভর্ত্তার জীবনের জন্যই আমি ত্রিরাত্র উপবাস-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আমার এই মহৎদুঃখ যাহাতে উত্তর কালে সুখপ্রদ হইল, সেই সমস্ত কারণ আমি আপনাদিগের নিকটে এই বিস্তারক্রমে বর্ণন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি মহাকুলসম্ভূতা এবং সুন্দরশীল, ব্রত ও পুণ্য-সমন্বিতা; এই নরেন্দ্র দ্যুমৎসেনের বংশ বিপদ্-রাশি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া তমোময় হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইতেছিল, এক্ষণে তুমিই ইহার উদ্ধার করিলে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সমাগত ঋষিগণ সেই উত্তমাঙ্গনা সাবিত্রীকে সেইরূপ প্রশংসা ও পূজা করিয়া দ্যুমৎসেনসত্যবানের নিকটে বিদায় লইয়া হর্ষ্যাবিষ্ট-চিত্তে স্বীয় স্বীয় ভবনে সত্বর শুভ-গমন করিলেন।

সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে সেই সমস্ত তপোধন মহর্ষিগণ প্রাতঃকৃত্য-সমাধানান্তে সমাগত হইলেন। তাঁহারা দ্যুমৎসেনের নিকটে সাবিত্রীর সেই সকল মহাভাগ্যই পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তথাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। হে রাজন্! অনন্তর শাল্বদেশ হইতে সমুদায় প্রজাগণ আসিয়া কহিল, দ্যুমৎসেন! সেই শত্রু স্বীয় অমাত্য-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। মন্ত্রী সেই শত্রুকে সসহায়ে ও সবান্ধবে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার সৈন্য-সকল পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া প্রজারা সমাগত হইয়া, যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল এবং "দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মান্ই হউন, বা অন্ধই হউন, তিনিই আমাদিগের রাজা হইবেন," নরপতির প্রতি পৌরজন সকলের এইরূপ যে ঐকমত্য হইয়াছিল, তাহাও নিবেদন করত কহিল, "মহারাজ! আমরা এই নিশ্চয়-সহকারে এস্থানে প্রেরিত হইয়াছি; আপনার এই যান-সমস্ত ও চতুরঙ্গিণী সেনা উপস্থিত; অতএব হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি প্রস্থান করুন; নগরে আপনার জয়ঘোষণা হইয়াছে; আপনি পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরা সমাগত রাজ্যপদে চিরকালের নিমিত্ত অধিষ্ঠান করুন।" এইরূপ নিবেদন করিয়া প্রজাগণ সেই রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও দেহ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল-লোচন হইয়া সকলেই মস্তকদ্বারা নিপতিত হইল।

অনন্তর দ্যুমৎসেন আশ্রমবাসী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদিগের সকলের নিকটেও অভিপূজিত হইয়া নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। শৈব্যাও সাবিত্রীর সহিত সেনাদ্বারা পরিবৃতা হইয়া শোভন-আস্তরণ-সমন্বিত সুন্দর দীপ্তি-বিশিষ্ট নরযুক্ত যানযোগে যাত্রা করিলেন। অনন্তর পুরোহিতেরা প্রীতি-সহকারে দ্যুমৎসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহারা মহাত্মা পুত্রকেও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। তদনন্তর বহুকাল-সহযোগে যমের নির্দ্দিষ্ট সাবিত্রীর সেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন, সমরে অপরাঙ্মুখ, শৌর্য্য-সম্পন্ন একশত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেইরূপ তাঁহার সুমহাবল একশত সহোদর ভ্রাতাও মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রকারে সাবিত্রী আপনাকে, পিতাকে, মাতাকে, শ্বশ্রূকে শ্বশুরকে এবং ভর্ত্তার কুলকে,—সকলকেই কৃচ্ছ্র হইতে সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই কুলাঙ্গনা কল্যাণী দ্রৌপদীও সাবিত্রীর ন্যায় স্বীয় শীল-সম্পত্তি-সহকারে সেইরূপেই তোমাদিগের সকলকে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সেই মহাত্মা মার্কণ্ডেয়-কর্ত্তৃক এইরূপে অনুনীত হওয়ায় শোকশূন্য ও সন্তাপ-রহিত হইয়া তৎকালে কাম্যক্ বনে নিবসতি করিতে লাগিলেন। যে মানব ভক্তিসহযোগে সাবিত্রীর এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধার্থ ও সুখী হইয়া কদাচ দুঃখপ্রাপ্ত হন না।

অষ্ট-নবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

## কুণ্ডলাহরণ-প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে জাপকশ্রেষ্ঠ! লোমশ-মুনি ইন্দ্রের বচনানুসারে পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া তৎকালে "তোমার যে তীব্র ভয় আছে, তুমি কাহারও নিকটে যাহা ব্যক্ত কর না, ধনঞ্জয় এস্থান হইতে গমন করিলে তোমার

সেই ভয় আমি অপনীত করিব,” ইন্দ্রের সন্দিষ্ট এই যে মহৎ বাক্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কর্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সেই মহৎ ভয় কি ছিল এবং কি নিমিত্তই বা সেই মহাত্মা কাহারও নিকটে তাহা ব্যক্ত করেন নাই? বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজশার্দ্দূল! আপনার জিজ্ঞাসানুসারে অতঃপর আমি আপনাকে এই কথা বলিতেছি, আপনি আস্থান্বিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন। বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ বিগমে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণের হিতকারী পুরন্দর কর্ণের নিকটে কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর বিভাবসু সূর্য্য মহেন্দ্রের অভিপ্রায় জানিয়া কুণ্ডল-রক্ষার্থ কর্ণসমীপে আগমন করিলেন। হে ভরতনন্দন রাজেন্দ্র! ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী বীর্য্যবান্ কর্ণ রজনীতে মহামূল্য-আস্তরণ-সংবৃত মহার্হ শয়নে অতিবিশ্রম্ভসহকারে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রভাকর পুত্রস্নেহে পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া, যোগবলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিলেন এবং তাঁহার হিতার্থ অতি মধুর সম্ভাষণে এই কথা বলিলেন, “হে সত্যনিষ্ঠপ্রবর মহাবাহো বৎস কর্ণ! অদ্য আমি সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত তোমাকে পরম হিতকর বাক্য বলিতেছি, তুমি আমার এই সম্ভাষণ শ্রবণ কর। হে কর্ণ! ইন্দ্র পাণ্ডুদিগের হিতার্থী হইয়া কুণ্ডল-অপহরণ-বাসনায় ব্রাহ্মণ-বেশে তোমার নিকটে আগমন করিবেন। তুমি যে, সজ্জনগণ-কর্তৃক যাচিত হইয়া দানই কর, যাচ্ঞা কর না, তোমার এই শীলতা তাঁহার এবং জগতীতলস্থ সমস্ত লোকেরই বিদিত আছে। হে তাত! ব্রাহ্মণেরা তোমার নিকটে ধন বা অন্য কোন বস্তু যাচ্ঞা করিলে তুমি অবশ্যই তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিয়া থাক, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কর না, তোমার এইরূপ স্বভাব জানিয়াই স্বয়ং পাকশাসন কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিতে আসিবেন। তিনি যাচ্ঞা করিলে তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহাকে যথোচিত অনুনয় করিবে, কুণ্ডলদ্বয় কোনক্রমে প্রদান করিবে না, কেননা, ইহাই তোমার পরম শ্রেয়। হে তাত! তিনি যখন বহুতর কারণ দর্শাইয়া কুণ্ডলের নিমিত্ত বলিবেন, তখন তুমি অন্য অন্য বহুবিধ অর্থদ্বারা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিবে। রত্ন, স্ত্রী, গো ও অন্য অন্য বহুতর ধন এবং বহুপ্রকার নিদর্শন দ্বারা তুমি কুণ্ডলার্থী পুরন্দরকে নিবর্ত্তিত করিবে। হে কর্ণ! তুমি যদি সহজাত শোভন কুণ্ডল-যুগল প্রদান কর, তাহা হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইবে। হে মানদ! তুমি কবচ ও কুণ্ডল-যুগল-সমাযুক্ত থাকিলে সমরে শত্রুগণের অবধ্য হইবে, আমার এই বাক্য নিশ্চয় অবধারণ কর। হে কর্ণ! এই রত্নময় উভয় বস্তু অমৃত হইতে উত্থিত হইয়াছে; অতএব যদি জীবন তোমার প্রিয় হয়, তবে এ বস্তু রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।”

কর্ণ কহিলেন, কে আপনি আমাকে পরম সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করত এরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন? হে ভগবন্! যদি ইচ্ছা হয়, তবে দ্বিজবেশধারী আপনি কে, বলুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে তাত! আমি সূর্য্য; সৌহৃদ্য প্রযুক্ত তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি আমার এই বাক্য রক্ষা কর, যেহেতু ইহা তোমার পরম শ্রেয়। কর্ণ কহিলেন, প্রভু প্রভাপতি যখন হিতৈষী হইয়া অদ্য আমাকে উপদেশ করিতেছেন, তখন আমার অত্যন্তই শ্রেয়; পরন্তু আপনি আমার এই বাক্যটি শ্রবণ করুন। হে বিভাবসো! আমি যে দ্বিজবরদিগকে প্রাণ পর্য্যন্তও নিঃসন্দেহ প্রদান করিয়া থাকি, আমার এই ব্রত সকল লোকেরই বিদিত আছে; অতএব আমি বরপ্রদ আপনাকে প্রসাদিত করিতেছি এবং প্রণয়-প্রযুক্ত এই কথাও বলিতেছি যে, যদি আমি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে এই ব্রত হইতে নিবারিত করিবেন না। হে গগনচারিশ্রেষ্ঠ অমরপ্রবর! ইন্দ্র যদি ব্রাহ্মণবেশে আচ্ছন্ন হইয়া পাণ্ডুপুত্রদিগের হিতার্থ আমার নিকটে ভিক্ষা করিতে আসেন, তাহা হইলে ‘আমার ত্রিলোকবিখ্যাত কীর্ত্তি লোপ না হয়,’ এই মনে করিয়াই আমি তাঁহাকে উত্তম কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রদান করিব; মাদৃশ লোকের পক্ষে লোক-সম্মত যশোযুক্ত মরণও উপযুক্ত, অযশস্কর প্রাণরক্ষা কদাচ উপযুক্ত নহে; অতএব আমি ইন্দ্রকে কবচসহ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব। বলবৃত্রহন্তা পুরন্দর যদি পাণ্ডবগণের হিতার্থ ভিক্ষার্থী হইয়া কুণ্ডলদ্বয় যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত আমার নিকটে আগমন করেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহারই অকীর্ত্তি হইবে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা কীর্ত্তিকর হইবে। হে ভানুমন্! আমি জীবনের বিনিময়েও লোকে কীর্ত্তি কামনা করি; যেহেতু কীর্ত্তিমান্ মানব স্বর্গভোগ করেন, কীর্ত্তিহীন ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া যান। হে লোকেশ্বর বিভাবসো! মনুষ্যের কীর্ত্তিই যে পরমায়ু এবিষয়ে স্বয়ং বিধাতা এই একটি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে,

জননী সমান কীর্ত্তি সঞ্জীবিত করে।
জীবিত জীবের প্রাণ অকীর্ত্তিতে হরে॥

বিশুদ্ধা কীর্ত্তি ইহলোকে পুরুষের পরমায়ু বিবর্দ্ধন করে এবং পরলোকে কীর্ত্তিই পরমগতি হয়। অতএব আমি শরীরজাত কবচ ও কুণ্ডল-যুগল দান করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব। অপিচ যে দান বিধিবিহিত হয়, আমি ব্রাহ্মণগণকে তাহা যথাবিধি প্রদান করিয়া সমর-হুতাশনে শরীর আহুতি দিয়া সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া এবং সংগ্রামে শত্রু-বিজয়ী হইয়া সম্পূর্ণ যশোভাজন হইব। যুদ্ধে ভয়গ্রস্ত জীবিতার্থী লোকদিগকে অভয় দিয়া এবং বৃদ্ধ, বালক ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয় হইতে বিমুক্ত করিয়াও আমি লোকে অনুত্তম পরম স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি জীবনের বিনিময়েও কীর্ত্তি রক্ষা করিব, ইহাই আমার স্থির ব্রত জানুন। অতএব হে দেব! আমি ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজকে এই অনুত্তমা ভিক্ষা দান করিয়া লোকে পরমগতি প্রাপ্ত হইব।

একোন-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সূর্য্য কহিলেন, কর্ণ! তুমি আপনার সুহৃদ্বর্গের পুত্রগণের ভার্য্যা সকলের মাতার ও পিতার অহিত কর্ম্ম করিও না। হে প্রাণধারি-প্রবর! প্রাণীরা শরীরের অবিরোধেই ইহলোকে যশঃপ্রাপ্তি এবং স্বর্গে স্থিরকীর্ত্তির অভিলাষ করিয়া থাকে। তুমি প্রাণের বিরোধে যে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তির ইচ্ছা করিতেছ, সেই কীর্ত্তিই তোমার প্রাণ লইয়া গমন করিবে সন্দেহ নাই। হে নরর্ষভ! লোকে জীবিত থাকিলেই পিতা, মাতা, পুত্র ও ইহ-

লোকে অন্য যে কোন বান্ধবেরা থাকে, সকলেই তাহাদের কার্য্য করে। হে পুরুষব্যাঘ্র! রাজারাও পৌরুষ-সহকারে জীবিত প্রজাদিগেরই কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহা তুমি হৃদয়ঙ্গম কর। হে মহাদ্যুতে! কীর্ত্তি জীবিত-পুরুষের পক্ষেই সাধীয়সী হয়, মৃত ও ভস্মীভূত দেহীর কীর্ত্তিতে প্রয়োজন কি? মনুষ্য জীবদ্দশাতেই কীর্ত্তি সম্ভোগ করে, মৃত হইলে তাহা আর জানিতে পারে না, মৃত পুরুষের কীর্ত্তি, গতায়ু ব্যক্তির মালার ন্যায় হয়; তুমি আমার ভক্ত বলিয়া তোমার হিতকামনা নিমিত্ত এবং ভক্তিমান্ মানবগণকে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য এই কারণেও আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি। হে মহাভুজ! 'এ ব্যক্তি পরম ভক্তি-সহকারে আমার অনুরক্ত হইয়াছে,' এই বিবেচনা করিয়া আমারও ভক্তি জন্মিয়াছে, অতএব তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর। ইহাতে দৈবনির্ম্মিত আত্মসম্বন্ধীয় কোন পরম রহস্য বিষয় আছে, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে এ কথা বলিতেছি, তুমি বিনা শঙ্কায় ইহা প্রতিপালন কর। হে পুরুষর্ষভ! সেই দেবগুহ্য রহস্য বিষয় এক্ষণে তুমি জানিতে পারিবে না, এইজন্য আমি ব্যক্ত করিতেছি না; তুমি কালে তাহা জানিতে পাইবে। হে রাধেয়! আমি তোমাকে যে কথা বলিলাম, পুনর্ব্বার তাহাই বলিতেছি তুমি হৃদয়ঙ্গম কর, ইন্দ্র কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিলে, তুমি কোনক্রমে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিও না। হে মহাদ্যুতে! মনোহর কুণ্ডল-যুগল-সহকারে তুমি বিমল নভোমণ্ডলে বিশাখা-তারাযুগলের মধ্যগত শশধরের ন্যায়, শোভা পাইয়া থাক। হে তাত! কীর্ত্তি জীবিত পুরুষের পক্ষেই সাধীয়সী, ইহা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর, অতএব দেবরাজ কুণ্ডলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে তুমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিও। হে অনঘ! তুমি বহুবিধ হেতুযুক্ত বাক্যের পুনঃপুনঃ সম্ভাষণদ্বারা সুরেশ্বরের কুণ্ডললাভ-লালসা বিহত করিতে পারিবে। হে কর্ণ! তুমি যুক্তিযুক্ত, সঙ্গতার্থ ও মাধুর্য্য-বিভূষিত বচনরাজি-দ্বারা পুরন্দরের সেই বুদ্ধি অপনীত করিও। হে নরব্যাঘ্র! তুমি সব্যসাচীর সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং শৌর্য্য সম্পন্ন সব্যসাচীও সংগ্রামে তোমার সহিত সমবেত হইবেন, সন্দেহ নাই, পরন্তু যদি স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁহার সহায় হন, তথাপি তুমি কুণ্ডল-যুগলে সমন্বিত থাকিলে অর্জ্জুন কদাচ তোমাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব হে কর্ণ! তুমি যদি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে জয় করিতে বাসনা কর, তবে এই শোভন কুণ্ডলযুগল ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিও না।

সূর্য্যকর্ণ-সংবাদে-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কর্ণ কহিলেন, হে পরম-প্রখরকর প্রভাকর! আপনি আমাকে আপনার ভক্ত বলিয়া যেমন জানেন, সেইরূপ আমার যে, কোন বস্তুই অদেয় নাই, তাহাও আপনার বিদিত আছে। হে গোপতে! আমার ভক্তিযোগে আপনি যেমন নিরত অভীষ্ট; আমার পুত্র, কলত্র, আত্মা ও সুহৃদেরাও আমার তেমন অভীষ্ট নহে। হে ভাস্কর! মহাত্মা লোকের অভীষ্ট ভক্তগণের প্রতি যে অভীষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন, ইহাও আপনার বিদিত আছে, সন্দেহ নাই। "কর্ণ আমারই অভীষ্ট ভক্ত, স্বর্গমধ্যে আর কোন দেবতাকে জানে না" ইহা ভাবিয়া ভগবান্ আমাকে হিতোপদেশ করিলেন, কিন্তু হে ভানুমন্! আমি পুনর্ব্বার অবনত মস্তকে যাচ্ঞা করিতেছি এবং বারংবার প্রসাদনপূর্ব্বক এই কথা বলিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মিথ্যা হইতে যাদৃশ ভয় করি, মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভয় করি না; বিশেষত সর্ব্বদা সমুদয় সাধু ব্রাহ্মণগণকে জীবন প্রদান করিতেও আমার কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। হে দেব ভাস্কর! আপনি আমাকে পাণ্ডুতনয় ফাল্গুনের কথা যে বলিতেছেন, তদ্বিষয়েও আমার বক্তব্য এই যে, অর্জ্জুন ও আমার প্রতি আপনার মানসিক-সন্তাপ-জনিত দুঃখ অপনীত হউক, কেননা আমি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিঃসন্দেহ পরাজিত করিব। হে দেব! আমারও যে মহৎ অস্ত্রবল আছে; আমি মহাত্মা জামদগ্ন্য ও দ্রোণের নিকটে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আপনার অবিদিত নাই। হে সুরশ্রেষ্ঠ! সংপ্রতি আপনি আমাকে এই ব্রতটি পালন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন যে, আমি ভিক্ষার্থী ইন্দ্রকে আপনার জীবন পর্য্যন্ত দান করিতে পারি।

সূর্য্য কহিলেন, হে তাত! তুমি যদি ইন্দ্রকে এই শোভন কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তবে তুমিও বিজয়ের উদ্দেশে তাঁহাকে এই কথা বলিও যে, 'হে মহাবল শতক্রতো! আমি একটি নিয়ম করিয়া আপনাকে কুণ্ডল প্রদান করিব। হে বৎস! তুমি কুণ্ডলযুগলে সমন্বিত থাকাতে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া আছ, এই নিমিত্তই দানবসূদন দেবরাজ সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক তোমার বিনাশপ্রার্থনা করত তোমার কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিতে অভিলাষী হইতেছেন। অতএব তুমিও সেই কৃতকার্য্য সুরেশ্বর পুরন্দরকে সূনৃতবচনাবলিদ্বারা পুনঃপুনঃ আরাধনা করিয়া তৎসমীপে এইপ্রার্থনা করিও যে, হে সহস্রাক্ষ! আপনি আমাকে শত্রু-সংহারিণী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন, আমি আপনাকে কুণ্ডল-যুগল ও উত্তম-বর্ম্ম প্রদান করিব।' হে মহাবাহো কর্ণ! তুমি এইরূপ নিয়ম দ্বারাই ইন্দ্রকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও; সেই শক্তিদ্বারা তুমি রণস্থলে শত্রুদিগকে সমরে বিনষ্ট করিবে, কেননা দেবরাজের সেই শক্তিটি শত শত, সহস্র সহস্র শত্রু নিপাতিত না করিয়া আর পুনর্ব্বার হস্তে আইসে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সূর্য্য এইরূপ কহিয়া সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণ জপাবসানে সূর্য্য-সমীপে স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রজনীতে উভয়ের যেরূপ দর্শন সম্ভাষণ হইয়াছিল, তৎসমুদয় বৃত্তান্তই তিনি আনুপূর্ব্বীক্রমে সূর্য্যের নিকটে যথাবৎ বর্ণন করিলেন। রাহুদমন ভগবান্ ভানুমান্ সূর্য্যদেব তাহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কর্ণকে কহিলেন, "তাহা সত্য বটে।" অনন্তর পরবীরহন্তা রাধেয় স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ জানিয়া শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় বাসবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যকর্ণ সংবাদে একাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় কহিলেন, হে সত্তম! প্রভাকর কর্ণের নিকটে যাহা ব্যক্ত করেন নাই, সেই রহস্য বিষয় কি, সেই কুণ্ডলদ্বয় কিরূপ, কবচ কি প্রকার এবং কি কারণেই বা কর্ণের সেই কবচ ও কুণ্ডল-যুগল উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব হে তপোধন! আপনি আমার নিকটে তাহা বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্!

অতঃপর আমি সেই বিভাবসুর গুহ্য-বিষয় এই বর্ণন করিতেছি এবং সেই কুণ্ডলদ্বয় যেরূপ ও কবচ যে প্রকার, তাহাও বলিতেছি। হে রাজন্! পূর্ব্বে এক তীব্রতেজস্বী, মহোচ্চদেহ, শ্মশ্রুধারী, দণ্ডী, জটিল-কুন্তল, অনিন্দনীয় সর্ব্বগাত্র, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ,তেজে প্রজ্বলিতের ন্যায়প্রতীয়মান, তপস্যা ও স্বাধ্যায়রূপ-ভূষণে বিভূষিত,মধুরভাষী, রূপবান্ ব্রাহ্মণ কুন্তিভোজরাজার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সুমহাতেজা ব্রাহ্মণ নরপতি কুন্তি-ভোজকে এই কথা বলিলেন,"হে বিমৎসর! আমি তোমার গৃহে ভিক্ষাভোজন করিতে ইচ্ছা করি। হে অনঘ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে 'তুমি বা তোমার অনুচরবর্গ আমার ইচ্ছাভঙ্গ দ্বারাঅপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবে না,এইরূপ নিয়মে আমি তোমার গৃহে বাস করিব। হে রাজন্! আমি ইচ্ছানুসারে গমন ও আগমন করিব; আমার শয়ন ও ভোজন বিষয়েও কোন ব্যক্তি অপরাধ করিতে পারিবে না।"

কুন্তিভোজ সেই ব্রাহ্মণকে এই প্রীতিযুক্ত বাক্য বলিলেন, "আপনি যে কথা বলিতেছেন, এইরূপ এবং এতদপেক্ষাও অধিক হউক।" তিনি পুনর্ব্বার তাহাকে কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার পৃথানাম্নী একটি যশস্বিনী কন্যা আছেন; সেই ভাবিনী শীল ও সদাচার-সমন্বিতা, সাধ্বী ও ব্রতপরায়ণা; অতএব তিনিই আপনার অবমান না করিয়া সমুচিত পূজাসহকারে উপাসনা করিবেন এবং আপনিও তাঁহার শীলতায় তুষ্ট হইবেন।" এইরূপ কহিয়া কুন্তিভোজ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা করিয়া কুমারী পৃথু-লোচনা পৃথাসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন এবং আমিও 'তোমার দ্বারা ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা হইবে' ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া ইহাঁর নিকটে 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; অতএব হে বৎসে! আমার সেই বাক্য যাহাতে কোন ক্রমে মিথ্যা না হয়, তুমি তাহা কর। এই তপস্বী স্বাধ্যায়নিরত মহাতেজা ভগবান্ ব্রাহ্মণ যাহা যাহা বলেন, তুমি বিনাদ্বেষে তৎসমুদায় প্রদান করিবে; যে হেতু ব্রাহ্মণই পরম তেজ—ব্রাহ্মণই পরম তপস্যা; ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সূর্য্য অন্তরীক্ষে বিরাজ করিতেছেন; মহাসুর বাতাপি মানভাজন ব্রাহ্মণগণকে অমান্য করিয়া ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছে এবং তালজঙ্ঘও সেইরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব হে বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ সংপ্রতি তোমার হস্তে বিন্যস্ত হইলেন; তুমি সর্ব্বদা নিয়মযুক্তা হইয়া ইহাঁর সর্ব্বতোভাবে আরাধনা কর। হে নন্দিনি! তোমার বাল্যকাল অবধি ব্রাহ্মণগণের প্রতি সমুদায় গুরুজন ও বন্ধুবর্গের প্রতি, সমস্ত ভৃত্যদিগের প্রতি, মিত্র সম্বন্ধী ও মাতৃগণের প্রতি এবং আমারও প্রতি যে বিশেষ প্রণিধান আছে, তাহা আমি জানি; তুমি সকলকেই যথাযোগ্য সমাদর করিয়া থাক। হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার সাধু ব্যবহারে এই পুরে কি অন্তঃপুরে কোন মনুষ্যই, এমন কি ভৃত্যগণের মধ্যেও কেহ অসন্তুষ্ট নাই। হে পৃথে! তুমি বালিকা, বিশেষত আমার দুহিতা,এই মনে করিয়া আমি এই কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণের আরাধনা বিষয়ে তোমাকেই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। তুমি বৃষ্ণিদিগের কুলে জন্মিয়া শূরসেনের প্রিয়তমা কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী হইয়াও আমার কন্যাগণের মধ্যে প্রধানা হইয়াছ। পূর্ব্বে তোমার পিতা প্রীতিমান্ হইয়া "অগ্রে আমার প্রথমজাত অপত্য তোমাকে প্রদান করিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার শৈশবাবস্থায় তোমাকে আমার হস্তে স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কারণেই তুমি আমার দুহিতা হইয়াছ। তুমি তাদৃশ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার কুলে বিবর্দ্ধিতা হইয়াছ, সুতরাং হ্রদ হইতে হ্রদান্তর গতার ন্যায় এক সুখের অবস্থা হইতে অন্য সুখের অবস্থায় উপনীতা হইয়াছ। হে শুভে! স্ত্রীলোকেরা, বিশেষত দুষ্কুলজাত প্রমদাগণ কোন ক্রমে শাসনের অধীন হইলেও বালস্বভাব-প্রযুক্ত প্রায়ই বিকৃত হইয়া পড়ে। হে পৃথে! তোমার রাজকুলে জন্ম হইয়াছে এবং তোমার রূপও অদ্ভুত; স্ত্রীলোকের যে যে গুণ থাকা সম্ভব, তুমি সে সমুদয় গুণেই সংযুক্তা ও সম্পত্তিশালিনী হইয়াছ; অতএব হে ভাবিনি! তুমি দর্প, দম্ভ ও মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরপ্রদ ব্রাহ্মণের আরাধনা করিয়া অবশ্যই কল্যাণের সহিত সংযোজিতা হইবে। হে পাপরহিতে কল্যাণি! তুমি এরূপ করিলে নিঃসন্দেহ কল্যাণ লাভ করিবে; পরন্তু যদি দ্বিজবরের কোপোৎপাদন কর, তাহা হইলে আমার কুল সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

দ্ব্যধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কুন্তী কহিলেন, হে রাজন্! আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে আমি নিয়মযুক্তা হইয়া সমুচিত পূজা দ্বারা ব্রাহ্মণের উপাসনা করিব; হে রাজেন্দ্র! আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি না। ব্রাহ্মণগণকে পূজা করি, ইহাই আমার স্বভাব; বিশেষত তদ্দ্বারা আপনার প্রিয় কার্য্য করা হইবে, সুতরাং আমার পক্ষে তাহা পরম শ্রেয়স্কর। এই ভগবান্ যদি সায়াহ্নে, প্রাতঃকালে, নিশাসময়ে বা অর্দ্ধরাত্রে আগমন করেন, তথাপি আমার প্রতি কোপ করিবেন না। হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! দ্বিজাতিগণকে পূজা করত আমি যে আপনার নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া হিতানুষ্ঠান করিতে পারি, ইহাই আমার পরম লাভ। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বস্ত হউন; দ্বিজবর আপনার ভবনে বাস করত কোন অপরাধ পাইবেন না, ইহা আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি। হে অনঘ! এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয় এবং আপনার হিতকর হয়, আমি তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইব; অতএব হে রাজন্! আপনার মানসিক সন্তাপ অপনীত হউক। হে পৃথিবীপতে! মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা পূজিত হইলে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন এবং অবমানিত হইলে বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন, ইহা আমি বিশেষরূপে জানি, সুতরাং এই দ্বিজোত্তমকে সর্ব্বথা পরিতুষ্ট করিব; হে রাজন্! আপনি আমার নিমিত্ত দ্বিজবর হইতে ব্যথা প্রাপ্ত হইবেন না। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে শর্য্যাতি-রাজকন্যা সুকন্যার নিমিত্ত চ্যবন ঋষি যেরূপ হইয়াছিলেন, রাজগণের অপরাধে ব্রাহ্মণেরা সেইরূপ অমঙ্গলের নিদান হইয়া থাকেন। অতএব হে নরেন্দ্র! আপনি ব্রাহ্মণের উদ্দেশে এই যে কথা বলিলেন, আমি এতদনুসারে পরম নিয়ম সহকারে দ্বিজোত্তমের উপাসনা করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা এইরূপ বহু প্রকার সম্ভাষমাণা কুন্তীকে আলিঙ্গন ও উৎসাহ-প্রদান করিয়া পরিশেষে, যাহা যাহা করিতে হইবে, তৎসমুদায় আদেশ করিয়া দিলেন

এবং এই কথা বলিলেন, "হে শুভে! হে অনিন্দিতে! তুমি কোন শঙ্কা না করিয়া আমার হিতের নিমিত্ত, আপনার নিমিত্ত এবং কুলের নিমিত্ত ইহা এইরূপেই করিবে।" দ্বিজপ্রিয় মহাযশা কুন্তিভোজ সেই কুমারী পৃথাকে এইরূপ কহিয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকটে সমর্পণ করিলেন। কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমার এই কন্যাটি একে বালিকা তাহাতে সুখে বিবর্দ্ধিতা হইয়াছেন; অতএব যদি কোন অপরাধ করেন, তবে আপনি তাহা মনে করিবেন না। বৃদ্ধ, বালিক ও তপস্বীরা নিয়ত অপরাধ করিলেও মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই তাঁহাদিগের প্রতি কোপ প্রকাশ করেন না। হে দ্বিজোত্তম! অতি মহৎ অপরাধেও ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; এবং কেহ শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে পূজা করিলে তাহাও গ্রহণ করা বিধেয়।" ব্রাহ্মণ "তাহাই হইবে" এই ইথা বলিলে, সেই রাজা প্রীতমনা হইয়া তাঁহাকে হংস ও চন্দ্র-কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ একটি সৌধ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন; এবং তথায় অগ্নিগৃহ-মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত রচিত দীপ্তিযুক্ত আসন ও খাদ্যাদি সমুদয় সামগ্রী নিবেদন করিলেন। রাজপুত্রী কুন্তী আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আরাধনা বিষয়ে পরম যত্নবতী হইলেন। সেই শৌচাচার-পরায়ণা সাধ্বী পৃথা অগ্নিগৃহে পূজার্হ ব্রাহ্মণের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় যথাবিধি পরিতোষিত করিতে লাগিলেন।

ত্র্যধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই শংসিতব্রতা কুমারী কুন্তী বিশুদ্ধ মানসে শংসিতব্রত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই দ্বিজসত্তম কোন দিন 'প্রাতঃকালে আসিব' বলিয়া সায়ংকালে আইসেন,কোন দিন বা রাত্রিকালেও আসিয়া উপস্থিত হন; পরন্তু সেই কন্যা সর্ব্বদা সকল বেলাতেই তাঁহাকে বর্দ্ধমান ভক্ষ্য-ভোজ্য-শয়নাদিদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার শয্যা, আসন ও অন্নাদি-নিবন্ধন অতিথিসংকারের হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকে। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ তিরস্কার, অন্নাদির দোষ-প্রদর্শন ও অপ্রিয় বাক্যের উক্তি করিলেও পৃথা তৎকালে তাঁহার কোন অপ্রিয় কর্ম্ম করেন নাই। ব্রাহ্মণ বহুবার বিপরীত সময়ে আসিয়াছিলেন, বহুবার অনুপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইলেও "অন্ন দাও" একথাও বহুবার বলিয়াছেন, পরন্তু পৃথা "তৎসমুদায় প্রস্তুতই রহিয়াছে" বলিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। হে নরেন্দ্র! সেই অনিন্দিত কন্যারত্ন শিষ্যার ন্যায়, কন্যার ন্যায় ও ভগিনীর ন্যায় সুসংযতা হইয়া দ্বিজবরের ইচ্ছানুরূপ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার শীলতা ও সদ্ব্যবহার দ্বারা দ্বিজবর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকতর অবধান-বিষয়েও পরম যত্ন করিয়াছিলেন। হে ভারত! পৃথার পিতা তাঁহাকে প্রভাতে ও সায়ংকালে জিজ্ঞাসা করিতেন, "পুত্রি! তোমায় পরিচর্য্যায় ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইতেছেন ত?" যশস্বিনী কুন্তী তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিতেন, হাঁ! পরম তুষ্ট হইতেছেন।" তাহাতে মহামনা কুন্তিভোজ অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিতেন। অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই জাপকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পৃথার সৌহৃদ্যে রত থাকিয়া যখন তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ দেখিতে পাইলেন না, তখন প্রীতমনা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভদ্রে! হে শুভে! তোমার পরিচর্য্যা দ্বারা আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব হে কল্যাণি! তুমি ইহলোকে মনুষ্যগণের দুষ্প্রাপ্য এরূপ বর সমস্ত কামনা কর, যাহাতে সমুদয় সীমন্তিনীগণকে যশ দ্বারা অভিভূত করিবে। কুন্তী কহিলেন, হে বেদজ্ঞতম! আপনি ও পিতা যখন আমার প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছেন, তখন আমার সকলই সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব হে বিপ্র! আমার বরসকলেতে প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভদ্রে! হে শুচিস্মিতে! যদি তুমি আমার নিকটে বর লইতে ইচ্ছা না কর, তবে দেবগণের আহ্বান নিমিত্ত এই মন্ত্রটি গ্রহণ কর। হে ভদ্রে! তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবকেই তোমার বশবর্ত্তী হইতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, মন্ত্রপ্রভাবে সংশান্ত ও ভৃত্যের ন্যায় অবনত হইয়া অবশ্যই সেই দেবতা তোমার বশে আসিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন অনিন্দিতা পৃথা শাপভয়ে সেই দ্বিজবরকে আর দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। হে মহীপতে! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ঐ অনিন্দ্যগাত্রী কুন্তীকে তখন অথর্ব্ববেদের শিরোভাগে কীর্ত্তিত মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! মন্ত্রপ্রদানান্তে তিনি কুন্তিভোজকে কহিলেন, "রাজন্! তোমার কন্যা-কর্ত্তৃক নিয়ত বিধানানুসারে সুন্দররূপে পূজিত ও পরিতোষিত হইয়া আমি তোমার গৃহে সুখে বাস করিয়াছি, এক্ষণে প্রস্থান করিব;" এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা কুন্তিভোজ তখন ব্রাহ্মণকে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পৃথাকেও সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন

পৃথার মন্ত্রলাভে চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্য কোন কর্ম্মের নিমিত্ত গমন করিলে পর সেই কন্যা মন্ত্রগ্রামের বলাবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ আমাকে যে মন্ত্রগ্রাম প্রদান করিলেন, তাহা কি প্রকার? আমি অচিরেই তাহার বল পরীক্ষা করিব' এইরূপ চিন্তা করত সেই বালা সহসা ঋতুচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং কন্যাকালে রজস্বলা হওয়াতে লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর তিনি হর্ম্ম্যতলে মহার্হশয়নে অবস্থিতা হইয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইতেছে। তৎকালে পৃথার দিব্য দৃষ্টি হইল; তিনি কুণ্ডলযুগলে অলঙ্কৃত, কবচধারী, দিব্যদর্শন সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মন ও নয়ন, উভয়ই তাঁহাতে সংলগ্ন হইল; যেহেতু সেই সুমধ্যমা প্রাতঃসন্ধ্যা-সমুদিত প্রভাকরের রূপ-দর্শনে আর পরিতৃপ্তা হইতে পারিলেন না। হে নরাধিপ! তৎকালে তাঁহার মন্ত্রের প্রতি কুতূহল হইল। অনন্তর সেই ভাবিনী, সূর্য্যদেবের আহ্বান করিলেন। হে রাজন্! তিনি লোচনাদি ইন্দ্রিয়-সমস্ত আচমনপূর্ব্বক দিবাকরকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন, অমনি মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, কম্বুর ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, অঙ্গদধারী, বদ্ধমুকুট, মহাবাহু দিবাকর ত্বরান্বিত হইয়া হাস্যমুখে দিক্-সকল যেন প্রজ্বলিত করত সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি যোগবলে আত্মাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া

একভাগ দ্বারা তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অপর ভাগ দ্বারা সমাগত হইলেন; অনন্তর পরম মনোহর মধুর বচনে কুন্তীকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন, ভদ্রে! আমি মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইলাম; হে রাজ্ঞি! এক্ষণে অধীন হইয়া তোমার কি করি বল; তুমি যে কর্ম্ম করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব। কুন্তী কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে স্থান হইতে আগমন করিলেন, সেই স্থানেই গমন করুন; আমি কৌতূহল-প্রযুক্ত আপনাকে আহ্বান করিলাম, অতএব হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন। সূর্য্য কহিলেন, হে তনুমধ্যমে! তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ, তদনুসারে আমি গমন করিব; কিন্তু দেবলোককে আহ্বান করিয়া বৃথা প্রেরণ করা ন্যায়ানুগত হয় না। হে সুভগে! তোমার অভিসন্ধি এই যে, সূর্য্য হইতে কবচ ও কুণ্ডল-যুগলধারী, লোকে অতুলবীর্য্যশালী, একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। অতএব হে গজগামিনি অঙ্গনে! তোমার সংকল্পানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে, তুমি আমাকে আত্মপ্রদান কর; হে ভদ্রে! হে সুস্মিতে! আমি তোমার সহিত সংসর্গ করিয়া প্রস্থান করি। যদি তুমি অদ্য আমার প্রিয় বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে, তোমার পিতাকে ও সেই ব্রাহ্মণকে শাপ প্রদান করিব। তোমার নিমিত্ত আমি তাহাদের সকলকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিব, সন্দেহ নাই। তোমার এই অবিনয় যে জানিতে পারে না, তোমার সেই মূঢ় পিতাকেও দগ্ধ করিব এবং তোমার শীল ও ব্যবহার না জানিয়া তোমাকে যে মন্ত্র দান করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণেরও অদ্য পরম দণ্ড বিধান করিব। হে ভাবিনি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ দেখিয়া স্বর্গে ঐ ইন্দ্রপ্রভৃতি সমুদয় দেবগণ আমার প্রতি যেন উপহাস করিতেছেন; তুমি বরং ঐ সুরগণকে নিরীক্ষণ কর, যেহেতু তোমার এই দিব্য চক্ষু হইয়াছে; আমি পূর্ব্বেই তোমাকে ইহা প্রদান করিয়াছি, যদ্দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজকুমারী কুন্তী অদিতিনন্দন মহান্ ভানুমান্‌কে যেমন দীপ্তিমান্ দেখিলেন, গগনে স্বীয় স্বীয় স্থানে অবস্থিত অপর সমুদয় দেবগণকেও সেইরূপ বিরাজমান অবলোকন করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সেই বালা পৃথা দেবী ভীতা ও লজ্জিতার ন্যায় হইয়া সূর্য্যকে এই কথা বলিলেন, "হে গোপতে! আপনি স্বীয় বিমানে গমন করুন; আমার কন্যাভাব প্রযুক্ত এই অত্যাচার দুঃখকর হইতেছে। পিতা, মাতা ও অন্য যে সমস্ত গুরুজন আছেন, তাঁহারাই এই দেহ প্রদানে সমর্থ; অতএব আমি ধর্ম্মলোপ করিব না, কেননা দেহ-রক্ষাই স্ত্রীলোকদিগের সদাচার বলিয়া লোকে পূজিত হইয়া থাকে। হে বিভাবসো! আমি মন্ত্রবল জানিবার নিমিত্ত বালস্বভাব-প্রযুক্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; অতএব হে বিভো! আপনি বালিকা মনে করিয়া আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।" সূর্য্য কহিলেন, আমি বালিকা মনে করিয়াই তোমাকে অনুনয় দান করিতেছি, নতুবা অন্য স্ত্রীলোক অনুনয় লাভ করিতে পারে না; অতএব হে ভয়শীলে কুমারি কুন্তি! তুমি আত্মপ্রদান কর, ইহাতে তোমারও শান্তি হইবে। হে ভীরু! হে ভাবিনি! তুমি যখন মন্ত্র দ্বারা আমাকে আহ্বান করিয়াছ, তখন তোমার সহিত সংসর্গ না করিয়া প্রবঞ্চিত হইয়া গমন করা আমারও উপযুক্ত হয় না। হে শুভে! হে অনবদ্যাঙ্গি! তাহা হইলে আমি লোকে সর্ব্বতোভাবে হাস্যাস্পদ এবং সমস্ত দেবগণেরও নিন্দাস্পদ হইব। অতএব তুমি আমার সঙ্গে সংসর্গ কর; তাহাতে মৎসদৃশ পুত্র লাভ করিবে এবং সর্ব্বলোকে রমণীগণ-মধ্যে বিশিষ্টা হইবে, সন্দেহ নাই।

কুন্তী সূর্য্য-আহ্বান পঞ্চাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই বালা মনস্বিনী কুমারী বহুতর মধুর বচনে সম্ভাষণ করিলেও সূর্য্যকে অনুনীত করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! তিনি তিমিরাপহারী দিবাকরকে যখন প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিলেন, তখন শাপভয়ে ভীতা হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "আমার নিমিত্ত আমার অনপরাধী পিতা ও ব্রাহ্মণ এই ক্রোধাবিষ্ট প্রভাকর হইতে কি প্রকারে শাপগ্রস্ত না হন। তেজ ও তপস্যা সমস্ত পাপবিধ্বংসী হইলেও মোহ-প্রযুক্ত তৎসমুদায়কে অত্যন্ত সন্নিহিত করা সৎস্বভাব-সম্পন্ন বালকেরও কর্ত্তব্য নহে। আমিও মোহপ্রযুক্ত তাহাই করিয়া অদ্য অতিমাত্র ভীতা হইয়াছি এবং ইনি আমাকে অতিমাত্র হস্তগতাও করিয়াছেন; পরন্তু আমি স্বয়ং আত্মপ্রদান-রূপ অকার্য্য কি প্রকারে করিতে পারি?"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজসত্তম! শাপভীতা পৃথা হৃদয়ে বহু প্রকার চিন্তা করত মোহব্যাকুলিতাঙ্গী হইয়া কর্ত্তব্যবিষয়ে বারংবার বিমূঢ়া হইতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! তিনি অকার্য্য-করণ জন্য বন্ধুগণ হইতে ভীতা, অথচ সূর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে তাঁহারা শাপগ্রস্ত হন, সে ভাবনাতেও ত্রাসযুক্তা হইয়া পরিশেষে লজ্জাগদ্গদ বচনে সূর্য্যদেবকে এই কথা বলিলেন।

কুন্তী কহিলেন, হে দেব! আমার পিতা, মাতা ও অন্য অন্য বান্ধবগণ জীবিত আছেন; অতএব তাঁহারা জীবিত থাকিতে এই বিধি লোপ হওয়া উচিত নহে। হে দেব! যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সংসর্গ হয়, তাহা হইলে আমার নিমিত্ত লোকে এই কুলের কীর্ত্তি-নাশ হইবে। অথবা হে তাপকপ্রবর! আপনি যদি ইহা ধর্ম্ম মনে করেন, তবে বন্ধুগণের প্রদান ব্যতিরেকেও আমি আপনার মনোরথ সিদ্ধি করি। হে দুর্দ্ধর্ষ! মানবগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও পরমায়ু আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব আপনার নিকটে আত্ম-প্রদান করিয়া আমি যেন সতী থাকিতে পারি।

সূর্য্য কহিলেন, হে শুচিস্মিতে বরারোহে! তোমার পিতা, মাতা বা অপর গুরুজনগণ তোমার সম্প্রদানে প্রভু নহেন; তোমার মঙ্গল হইক, তুমি আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। হে ভাবিনি সুশ্রোণি বরবর্ণিনি! কন্যা সকলকেই কামনা করিয়া থাকে; বিশেষত কন্যা শব্দটি 'কম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'কম' ধাতুর অর্থ কামনা; সুতরাং লোক মধ্যে কন্যা স্বাধীনা হইয়াছে। অতএব হে ভাবিনি! আমাকে আত্ম-প্রদান করিলে তোমার কোন অধর্ম্মাচরণ করা হয় না। লোকের হিতকামনায় আমিই বা কি প্রকারে অধর্ম্মাচরণ করিব? হে বরবর্ণিনি! সমুদয় স্ত্রী ও পুরুষ যে অবারিত থাকে, ইহাই লোকদিগের স্বভাব; বিবাহাদি নিয়ম কেবল স্বভাবের বিকার-মাত্র বলিয়া

স্মৃত হইয়াছে। অতএব তুমি আমার সহিত সংসর্গ করিয়া পুনর্ব্বার কুমারীই হইবে এবং তোমার পুত্রটিও মহাবাহু ও মহাযশা হইবে। কুন্তী কহিলেন, হে সকলতিমিরাপহারিন্! যদি আপনার ঔরসে আমার পুত্র জন্মে, তবে সেই পুত্র যেন সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী, শৌর্য্য-সম্পন্ন, মহাবাহু ও মহাবলশালী হয়। সূর্য্য কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পুত্র মহাবাহু ও দিব্য-কবচ-কুণ্ডলধারী হইবে এবং তাহার কবচ ও কুণ্ডল, উভয়ই অমৃতময় হইবে। কুন্তী কহিলেন, হে দেব! হে ভগবন্! আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, তাহার ঐ উত্তম কবচ ও কুণ্ডল-যুগল যদি অমৃতময় হয়, তবে আপনার আদেশানুসারে আপনার সহিত আমার সংসর্গ হউক; পরন্ত পুত্রটি যেন ধার্ম্মিক হয় এবং তাহার বীর্য্য, রূপ, সত্ত্ব ও তেজ যেন আপনার সদৃশ হয়। সূর্য্য কহিলেন, হে ভীরু! হে মত্তকাশিনি রাজ্ঞি! আমার জননী অদিতি আমাকে যে কুণ্ডল-যুগল প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ডল ও এই উত্তম বর্ম্ম তোমার পুত্রকে আমি দান করিব। কুন্তী কহিলেন, এরূপ হইলে উত্তম; হে ভগবন্ গোপতে! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমার পুত্র যদি এই প্রকার হয়, তবে আপনার সঙ্গে আমি সংসর্গ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, স্বর্ভানুশত্রু যোগাত্মা গগনবিহারী প্রভাকর 'তাহাই হইবে,' এই কথা বলিয়া সেই কুন্তীতে আবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে নাভিস্থলে স্পর্শ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারী কুন্তী দেবী সূর্য্যের তেজে বিহ্বলার ন্যায় হইলেন এবং পরিশেষে মূঢ়চেতনা হইয়া শয্যায় পতিতা হইলেন। সূর্য্য কহিলেন, হে সুশ্রোণি! আমি এক্ষণে প্রস্থান করি; তুমি সকল-শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন করিবে, অথচ কুমারীই থাকিবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সেই বালা পৃথা লজ্জান্বিতা হইয়া প্রস্থানোন্মুখ ভূরিতেজা সূর্য্যকে কহিলেন, "এইরূপই হউক।" এই প্রকারে সেই সলজ্জা কুন্তিরাজাত্মজা সূর্য্যের প্ররোচন বচনে তাঁহার নিকটে পুত্র যাচ্ঞা করত মোহাবিষ্টা হইয়া ভজ্যমানা লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয্যাতলে পতিতা হইয়াছিলেন এবং ভানুমান্ সূর্য্য তেজোদ্বারা তাঁহাকে মোহিতা করিয়া যোগপ্রভাবে তন্মধ্যে আবিষ্ট হইয়া আত্মসংস্থাপন, অর্থাৎ তদীয় গর্ভাধান করিয়াছিলেন; পরন্ত তাঁহার কন্যাত্ব লোপ দ্বারা দোষোৎপাদন করেন নাই। গর্ভাধানান্তে বালা পৃথা পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন।

ষড়ধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মাঘমাসের শুক্ল প্রতিপৎ তিথিতে গগনে তারাপতির ন্যায় পৃথার গর্ভসঞ্চার হইল। সেই সুশ্রোণী বালা বান্ধবগণের ভয়ে ঐ গর্ভ গোপন করত ধারণ করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তিই তাঁহার সেই অবস্থা জানিতে পারে নাই; কারণ কন্যাপুরবর্ত্তিনী, পরিরক্ষণে নিপুণা বালা ধাত্রীকন্যা ব্যতিরেকে অন্য কোন রমণী তাঁহাকে জানিতে পারিত না। অনন্তর কালক্রমে সেই বরবর্ণিনী সূর্য্যদেবের প্রসাদে কুমারী থাকিয়াই অমরসদৃশ গর্ভ প্রসব করিলেন। পুত্রটি অবিকল পিতার ন্যায় হইল। সূর্য্য যেরূপ বলিয়াছিলেন, সে সেইরূপ কবচসন্নদ্ধ, উজ্জ্বল কনককুণ্ডলধারী, সিংহের ন্যায় নেত্র-যুক্ত এবং বৃষভের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট হইল। ভাবিনী কুন্তী প্রসব করিবামাত্র ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সেই গর্ভটিকে মধূচ্ছিষ্ট-বিলিপ্তা, সর্ব্বদিকে উত্তম আস্তরণ-সমন্বিতা, সুখকরী, সুন্দর-পিধানযুক্তা একটি মনোহারিণী মঞ্জুষা মধ্যে রাখিয়া তখন রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে বিসর্জ্জন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তিনি কুমারীর গর্ভধারণ অকর্ত্তব্য জানিয়াও পুত্রস্নেহে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অশ্ব-নদীর জলে মঞ্জুষা বিসর্জ্জন করত কুন্তী রোদন করিতে করিতে যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শ্রবন করুন। "বৎস! ভূচর, জলচর, খেচর ও স্বর্গচর ভূতগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার পথ-সমস্ত শুভ হউক। তোমার প্রস্থানে ব্যাঘাত করে এরূপ শত্রু সকল যেন উপস্থিত না হয়; যদি উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের মন তোমার অনিষ্টাচরণে যেন প্রবৃত্ত না হয়। জলাধিপতি বরুণরাজ তোমাকে জলে রক্ষা করুন। অন্তরীক্ষবর্ত্তী সমীরণ তোমাকে অন্তরীক্ষে সর্ব্বদিক্ হইতে রক্ষা করুন। যিনি দৈববিধানানুসারে তোমাকে আমার গর্ভে প্রদান করিয়াছেন, তোমার সেই পিতা তাপকশ্রেষ্ঠ প্রভাকর তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, দিক্‌সকল ও দিক্‌পালগণ এবং ইন্দ্রসহ সমুদয় দেবগণ সম ও বিষম সর্ব্বাবস্থায় তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি বিদেশে থাকিলেও আমি কবচ-চিহ্ন দর্শনে তোমাকে জানিতে পারিব। হে পুত্র! তোমার নদীমধ্যে প্রবহমাণ হইবার সময়ে যিনি দিব্য নয়নে তোমাকে নিরীক্ষণ করিবেন, তোমার জনক সেই বিভাবসু ভাস্করদেবই ধন্য! হে পুত্র! হে দেবাত্মজ! যিনি তোমাকে পুত্র বলিয়া কল্পনা করিবেন,—তুমি তৃষিত হইয়া যাঁহার স্তন পান করিবে, সেই প্রমদাও ধন্যা! আহা! যিনি দিব্য-কবচ-সন্নদ্ধ, দিব্যকুণ্ডল-বিভূষিত, বিস্তৃত পদ্ম-সদৃশ বিশাল-লোচন, তাম্রবর্ণ অভিনব কমলদল-তুল্য সমুজ্জ্বল, সুন্দর ললাটযুক্ত, শোভন কেশাগ্র-সমন্বিত, সাক্ষাৎ আদিত্যের ন্যায় রূপ-সম্পন্ন তোমাকে পুত্রত্বে কল্পনা করিবেন, না জানি তিনি কি স্বপ্নই দেখিয়াছেন! হে পুত্র! যাঁহারা তোমাকে ধূলিসংবৃতাঙ্গ হইয়া অব্যক্ত মধুর বাক্য সমস্ত উচ্চারণ করিতে করিতে ভূতলে জানু দ্বারা ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য! হে পুত্র! যাঁহারা তোমাকে হিমাচলবন-সম্ভূত কেশরান্বিত কেশরীর ন্যায় যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য!"

হে রাজন্! পৃথা করুণস্বরে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া তৎকালে অশ্বনদীর জলে মঞ্জুষা নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! পুত্রদর্শন-লোলুপা, পুত্রশোক-বিধুরা কমললোচনা পৃথা ধাত্রীর সহিত রোদন করিতে করিতে নিশীথ সময়ে মঞ্জুষা-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শোকাতুরা হইয়া 'পাছে পিতা জানিতে পারেন' এই ভয়ে পুনরায় রাজভবনে প্রবিষ্টা হইলেন। এদিকে সেই মঞ্জুষা অশ্বনদী হইতে চর্ম্মণ্বতী নদীতে, চর্ম্মণ্বতী হইতে যমুনাতে এবং যমুনা হইতে গঙ্গাতে উপনীতা হইল। মঞ্জুষা-নিহিত সেই গর্ভ গঙ্গার তরঙ্গনিকর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া সূতরাজ্যে চম্পা-পুরী-সন্নিধানে গমন করিল। অমৃতসম্ভূত

সেই দিব্য কবচ ও কুণ্ডলযুগল এবং বিধিনির্ম্মিত অদৃষ্ট ঐ গর্ভটিকে জীবিত রাখিয়াছিল।

পৃথার মঞ্জুষা-ক্ষেপণে সপ্তাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঐ সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথ-নামা সূত স্বীয়পত্নী সমভিব্যাহারে জাহ্নবীতীরে গমন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তাঁহার ভার্য্যা মহাভাগা রাধা ভূমণ্ডলে অনুপম-রূপ-সম্পন্না ছিলেন। তিনি অপত্য লাভের নিমিত্ত বিশেষরূপে পরম যত্ন করিয়াছিলেন, তথাপি পুত্রলাভ করিতে পারেন নাই। গঙ্গায় গমন করিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি মঞ্জুষা যদৃচ্ছাক্রমে প্রবহমাণা হইতেছে; উহাতে রক্ষা-প্রতিসর, অর্থাৎ দূর্ব্বা কঙ্কণাদি রক্ষাদ্রব্য-সমস্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহা কুঙ্কুমলিপ্ত হস্তচিহ্ন সমুদায়েও শোভিতা রহিয়াছে। ঐ মঞ্জুষা গঙ্গার তরঙ্গরাজী দ্বারা তৎসমীপে সমানীতা হইল। ভাবিনী রাধা কৌতূহলপ্রযুক্ত ঐ সমুপস্থিতা মঞ্জুষাটি গ্রহণ করাইলেন; পরে সূত অধিরথের নিকটে তদ্-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অধিরথ জল হইতে সেই মঞ্জুষা উদ্ধৃত করিয়া অন্যস্থানে লইয়া গিয়া যন্ত্র-সমস্তদ্বারা উদ্ঘাটিত করিলেন; দেখিলেন, তন্মধ্যে একটি তরুণ-ভাস্কর-সন্নিভ হেম-বর্ম্মধারী বালক রহিয়াছে; উহার মুখমণ্ডল মার্জ্জিত-কুণ্ডলযুক্ত ও অতিশয় দীপ্তিমান্। সূত অধিরথ ভার্য্যার সহিত বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া সেই বালকটিকে ক্রোড়ে লইয়া ভার্য্যাকে এই কথা বলিলেন, "হে ভয়শীলে ভাবিনি! আমি যে কাল অবধি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই একটি অতি অদ্ভুত পদার্থ দৃষ্টি করিলাম; বোধ হয়, এটি দেবগর্ভ, আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। আমার অপত্য নাই, এই নিমিত্তই দেবতারা আমাকে এই পুত্রটি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।"

হে রাজন্! অধিরথ এই কথা বলিয়া সেই পুত্রটিকে রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাধা সেই কমল-গর্ভসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট, শ্রীপরিবৃত, দেবসম্ভূত, দিব্যরূপী পুত্রটিকে যথাবিধি প্রতিগ্রহপূর্ব্বক পরিপোষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীর্য্যবান্ বালকটিও বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেন। সেই সময় অবধি অধিরথের অন্য ঔরস পুত্র-সকলও উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা অধিরথের সেই অধিগত বালকটিকে বসু-বর্ম্ম, অর্থাৎ স্বর্ণময় কবচ ও স্বর্ণময় কুণ্ডলধারী দেখিয়া তাঁহার 'বসুষেণ' নাম রাখিলেন। অমিত-বিক্রমশালী প্রভাবসম্পন্ন কর্ণ এইরূপে সূতপুত্র হইয়াছিলেন এবং বসুষেণ ও বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সূতের সেই বীর্য্যবান্ দিব্য-বর্ম্মধারী জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদেশে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, ইহা চারদ্বারা পৃথার বিদিত হইয়াছিল।

সূত অধিরথ সেই পুত্রকে কালক্রমে বিবর্দ্ধিত দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। বীর্য্যবান্ কর্ণ তথায় ধনুর্ব্বিদ্যা-শিক্ষার্থ দ্রোণের নিকটে নিবসতি করিলেন এবং এই সুযোগে দুর্য্যোধনের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া লইলেন। তিনি দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরাম হইতে চতুর্ব্বিধ অস্ত্র সমস্ত লাভ করিয়া লোকে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের সহিত মিত্রতা করিবার পর কর্ণ পৃথাপুত্রগণের অনিষ্টাচরণে রত হইয়া মহাত্মা ফাল্গুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিয়তই অভিলাষী হইতেন; কারণ যে অবধি তিনি দৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই অবধিই অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার এবং তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের নিরন্তর স্পর্দ্ধা ছিল। মহারাজ! কর্ণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া তৎকালে সূত-কুলে যে বসতি করিতেন, ইহাই সূর্য্যের গুহ্য বিষয় ছিল, সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠির কর্ণের সহজাত কুণ্ডল ও কবচদর্শনে তাঁহাকে সমরে অবধ্য মনে করিয়াই পরিতপ্ত হইয়াছিলেন।

হে রাজেন্দ্র! মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কর্ণ জল হইতে উঠিয়া যখন কৃতাঞ্জলিপুটে ভানুমান্ দিবাকরকে স্তব করিতেন, তখন ব্রাহ্মণগণ ধনের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করিতেন; তৎকালে ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার কিছুই অদেয় থাকিত না। কর্ণের সেই নিয়ম অনুসারে ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপী হইয়া "ভিক্ষা দাও" বলিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; তাহাতে কর্ণও তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

অষ্টাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অধিরথনন্দন কর্ণ ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে আচ্ছন্ন দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, "আপনার শোভন আগমন হইয়াছে;" পরন্তু তাঁহার অভিপ্রেত কি তাহা জানিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি সেই বিপ্রকে বলিলেন, আপনাকে সুবর্ণাঙ্কিতকণ্ঠী প্রমদাগণ অথবা বহুল-গোকুল-সংবলিত গ্রাম-সমস্ত, কি প্রদান করিব বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হিরণ্যকণ্ঠী প্রমদাগণ অথবা অন্য কোন প্রীতিবর্দ্ধন বস্তু প্রদত্ত হয়, ইহা আমার অভিলষিত নহে; যাহারা সেই সেই বস্তুর প্রার্থনা করে, তাহাদিগকেই তৎসমুদায় প্রদান করিও। হে অনঘ! যদি তুমি সত্যব্রত হও, তবে তোমার এই যে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল রহিয়াছে, ইহাই গাত্র হইতে ছেদন করিয়া আমাকে দান কর। হে পরন্তপ! সর্ব্বপ্রকার লাভের মধ্যে ইহাই আমার পরম লাভ; অতএব আমি ইচ্ছা করি, তুমি শীঘ্র আমাকে এই বস্তু প্রদান কর।"

কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্র! আমি আপনাকে বাস্তুভূমি, প্রমদাগণ, গোসমস্ত, অথবা যাবজ্জীবন জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী ক্ষেত্র প্রদান করিব, কিন্তু বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদান করিতে পারিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণ এইরূপ বহু-বিধ বাক্যদ্বারা সেই ব্রাহ্মণের নিকটে অনুনয় করিলেও তিনি অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না; কর্ণ তাঁহাকে যথাশক্তি সান্ত্বনা এবং যথাবিধি পূজা করিলেন, তথাপি সেই দ্বিজবর অন্য বর কামনা করিলেন না। দ্বিজসত্তম যখন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলেন, তখন রাধেয় যেন হাস্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন; "হে বিপ্র! আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলযুগল অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আমি সর্ব্বলোকমধ্যে অবধ্য হইয়াছি; অতএব ইহা আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না। হে দ্বিজপুঙ্গব! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমার নিকট হইতে নিষ্কণ্টক শুভময় বিশাল পৃথিবী-রাজ্য প্রতিগ্রহ করুন। হে বিপ্রসত্তম! আমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডলযুগলে বিরহিত হইলে শত্রুগণের ধর্ষণীয় হইব।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ পাকশাসন যখন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলেন, তখন কর্ণ পুনরায় হাস্য করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে দেবদেবেশ ভূতধারিন্ প্রভো পুরন্দর! আপনাকে আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি; পরন্তু আপনাকে বৃথা বর দেওয়া আমার ন্যায়ানুগত হয় না; কেননা আপনি সাক্ষাৎ দেবেশ্বর এবং অন্যান্য ভূতগণেরও প্রভু; সুতরাং আপনারই আমাকে বর দেওয়া কর্ত্তব্য। হে দেব শক্র! যদি আমি আপনাকে কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রদান করি, তাহা হইলে আমিও শক্রগণের বধ্য হইব এবং আপনিও হাস্যাস্পদ হইবেন। অতএব হে বাসব! আপনি বরের বিনিময় করিয়া আমার উত্তম কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হরণ করুন, অন্যথা আমি প্রদান করিব না। শক্র কহিলেন, আমি তোমার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যের বিদিত হইয়াছিলাম; বোধ করি, তিনিই তোমাকে সমুদয় বলিয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। হে তাত কর্ণ! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, সেইরূপই হউক; পরন্তু আমার বজ্রভিন্ন তোমার অন্য যে কোন বস্তু অভিলষিত হয়, প্রার্থনা কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কর্ণ প্রহৃষ্টচিত্তে বাসবের সন্নিহিত হইয়া সংপূর্ণ মানসে অমোঘা শক্তির প্রতি লক্ষ্য করত প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ কহিলেন, হে বাসব! আমার বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগলের বিনিময়ে আপনি সেনামুখে শক্রসমূহের সংহারিণী অমোঘা শক্তি প্রদান করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! অনন্তর বাসব শক্তির নিমিত্ত মনে মনে মুহূর্ত্তকাল সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে কর্ণকে এই কথা বলিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, কর্ণ! তুমি পশ্চাদুক্ত নিয়মানুসারে শক্তি গ্রহণ করিয়া তোমার শরীর-জাত বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগল আমাকে প্রদান কর; হে সূতাত্মজ! আমি যখন দৈত্যদল-সংহারে প্রবৃত্ত হই, তখন মদীয় কর-বিচ্যুতা অমোঘা শক্তি শত শত শক্রগণকে নিহত করে এবং পুনরায় আমার হস্তাগতা হয়। সেই এই শক্তি তোমার করতলগতা হইয়া গর্জ্জন ও প্রতপনকারী একজন মাত্র তেজস্বী শক্রকে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমার হস্তেই আসিবে।

কর্ণ কহিলেন, যাহা হইতে আমার ভয় হইতে পারে, মহাসমরে গর্জ্জন ও প্রতপন-কারী এরূপ একজন শক্রকে বিনষ্ট করিতেই আমি ইচ্ছা করি। ইন্দ্র কহিলেন, তুমি সংগ্রামে গর্জ্জন-কারী একজন বলশালী শক্রকে নিহত করিবে; পরন্তু তুমি যে অদ্বিতীয় শক্রকে নিহত করিবার প্রার্থনা করিতেছ, তাঁহাকে মহাত্মা পুরুষ রক্ষা করিতেছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অপরাজিত বরাহ ও অচিন্ত্য নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! কৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করিতেছেন, করুন; তথাপি আপনি আমাকে একবীরবিনাশার্থে অমোঘা শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমি প্রতাপী শক্রকে নিহত করিতে পারি। অপিচ আমি অঙ্গ হইতে কুণ্ডল ও কবচ কর্ত্তন করিয়া আপনাকে প্রদান করিব, কিন্তু গাত্রসমস্ত ছিন্ন হইলে আমার যেন কদর্য্যতা না হয়। ইন্দ্র কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যখন সত্যপালনে অভিলাষী হইতেছ, তখন কোনপ্রকারে তোমার অঙ্গের বিকৃতি হইবে না, এমন কি, তোমার গাত্রে ক্ষতচিহ্ন থাকিবে না। হে বাগ্মিপ্রবর কর্ণ! তোমার পিতার যাদৃশ বর্ণ ও তেজ আছে, তুমি পুনর্ব্বার তাদৃশ বর্ণও তেজ-বিশিষ্ট হইবে। পরন্তু তোমার প্রাণ-সংশয়-স্থল উপস্থিত না হইলে, অন্য অন্য শস্ত্র-সমস্ত বিদ্যমান থাকিতেও তুমি যদি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘা শক্তি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ইহা তোমার উপরেই পড়িবে।

কর্ণ কহিলেন, হে শক্র! আপনি আমাকে যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে আমি পরম সংশয়স্থল প্রাপ্ত হইয়াই আপনার এই শক্তি বিমোচন করিব, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! অনন্তর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রজ্বলিতা শক্তি প্রতিগ্রহ করিয়া শাণিত শস্ত্র লইয়া সমুদয় গাত্র ছেদন করিতে লাগিলেন। পরে দেব, মানব ও দানবগণ কর্ণকে এইরূপে স্বীয় গাত্রচ্ছেদনে প্রবৃত্ত দেখিয়া সকলেই সিংহনাদে শব্দ করিতে লাগিলেন, যেহেতু অঙ্গ-কর্ত্তন-সময়ে কর্ণের কিছুমাত্র মুখ-বিকৃতি হইল না। নরবীর কর্ণ শস্ত্র দ্বারা গাত্র-সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অথচ বারংবার হাস্য করিতে থাকিলেন দেখিয়া দিব্য দুন্দুভিসকল নিনাদিত হইতে লাগিল এবং ভূরি ভূরি দিব্য পুষ্পবৃষ্টি-সমস্তও পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর কর্ণ অঙ্গ হইতে দিব্য কবচ ছেদন করিয়া সেই আর্দ্র অবস্থাতেই তাহা বাসবকে প্রদান করিলেন এবং সেই কুণ্ডল-যুগলও কর্ণ হইতে উৎকর্ত্তন করিয়া প্রদান করিলেন। সেইরূপে কর্ত্তন করিয়া প্রদান করাতেই তিনি 'কর্ণ' নামে বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র কর্ণকে বঞ্চনা করিয়া হাস্য করত মনে করিলেন, পাণ্ডবদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইল; পরন্তু তিনি ঐ কর্ম্ম দ্বারা কর্ণকে লোকমধ্যে যশোভাজনই করিলেন এবং পরিশেষে স্বর্গে উৎপতিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা কর্ণকে প্রবঞ্চিত হইতে শুনিয়া সকলেই বিষণ্ণ ও ভগ্নদর্পের ন্যায় হইলেন; এদিকে, কাননস্থ পাণ্ডবেরাও সূতপুত্রের সেই অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! বীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা তৎকালে কোথায় ছিলেন, কাহার নিকটে সেই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে কি কর্ম্মই বা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বিবরণ আপনি আমার নিকটে বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই নরবীর পাণ্ডবেরা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পরাভব সাধনপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে লাভ করিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকটে দেব ও ঋষিগণের পুরাতন চরিত বিস্তারক্রমে শ্রবণ করত উগ্রতর সমগ্র বনবাস-কাল অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদায় রথ, অনুযাত্র, ব্রাহ্মণ, স্তুতিপাঠক ও পাচকগণ-সমভিব্যাহারে কাম্যকবনের আশ্রম হইতে পবিত্র দ্বৈতবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

## আরণেয়-প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, এইরূপে কৃষ্ণা অপহৃতা হইলে পাণ্ডবেরা নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার লাভ করিবার পর কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে কৃষ্ণা অপহৃতা হইলে অক্ষয়সত্ত্ব-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত নিরতিশয় ক্লেশ পাইয়া কাম্যকবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বহুতর-বিচিত্র-পাদপরাজি-সুশোভিত, সুস্বাদু-ফলমূল-

বিশিষ্ট, রমণীয় দ্বৈতবনে আগমন করিলেন। তথায় পাণ্ডবেরা সকলেই ব্রতপরায়ণ, ফলাহরণশীল ও পরিমিতাহারী হইয়া ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহিত নিবসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা নিয়তব্রত পরন্তপ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও মাদ্রীতনয় নকুল সহদেব দ্বৈতবনে বাস করিবার সময়ে কোন ব্রাহ্মণের কার্য্যার্থে পরাক্রম প্রকাশ করত উত্তরকালসুখাবহ বিপুলতর ক্লেশ পাইয়াছিলেন। কুরুসত্তম পাণ্ডবেরা সেই দ্বৈতবনে পুনর্ব্বার বাস করিবার সময়ে উত্তরকাল-সুখাবহ যে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

একটা হরিণ একজন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণী অর্থাৎ অগ্নি-মথনাধার কাষ্ঠখণ্ডযুগলের সহিত মন্থন দণ্ড শৃঙ্গদ্বারা ওতপ্রোত করাতে ঐ অরণী-সহিত মন্থনদণ্ড উহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হয়। হে রাজন্! সেই মহাবেগবান্ মহামৃগ তাহা গ্রহণ করিয়াই ত্বরান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে শীঘ্র আশ্রম হইতে দূরে গমন করে। হে কুরুসত্তম! সেই ব্রাহ্মণ অরণী সহিত মন্থনদণ্ডটি হ্রিয়মাণ হইতেছে দেখিয়া অগ্নিহোত্র রক্ষণাভিলাষে সত্বর যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে আগমন করিলেন। হে ভূপতে! অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত বনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ শীঘ্র তাঁহার নিকটে আসিয়া সন্তপ্ত-হৃদয়ে এই কথা বলিলেন, "রাজন্! আমার অরণীসহিত মন্থনদণ্ড বৃক্ষে সমাসক্ত ছিল, একটা হরিণ আসিয়া শৃঙ্গদ্বারা আকর্ষণ-বিকর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংলগ্ন হইল। সেই মহাবেগবান্ মহামৃগ তাহা গ্রহণ করিয়াই ত্বরান্বিত হইয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে শীঘ্র আশ্রম হইতে দূরে গমন করিল। অতএব হে পাণ্ডবগণ! আপনারা সেই মহামৃগের পদচিহ্নানুসারে গমনপূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়া আমার অরণীসহিত মন্থনদণ্ড আনয়ন করুন;—যাহাতে অগ্নিহোত্র বিলুপ্ত না হয়, তাহা করুন।" কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্যশ্রবণে সন্তাপযুক্ত হইয়া পরিশেষে ভ্রাতৃগণের সহিত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই নরপুঙ্গব মহারথ পাণ্ডবেরা সকলেই সন্নাহযুক্ত ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া ব্রাহ্মণের কার্য্যার্থে যত্ন করত শীঘ্র মৃগের অনুসরণ করিলেন। তথায় সেই মৃগকে অদূরে দৃষ্টি করত তাঁহারা কর্ণি, নালীক ও নারাচ সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সেইরূপ প্রযত্ন করিতে করিতেই মহামৃগ তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। মনস্বী পাণ্ডবগণ মৃগকে আর দেখিতে না পাইয়া শ্রান্ত, দুঃখপ্রাপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া গহন বনমধ্যে শীতল ছায়াবিশিষ্ট কোন ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সেই সমুপবিষ্ট পাণ্ডবগণের মধ্যে নকুল তখন দুঃখিত হইয়া অমর্ষপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের কুলে আলস্যপ্রযুক্ত ধর্ম্ম-নাশ বা অর্থলোপ কদাচ হয় নাই; সমুদয় প্রাণি-বর্গের প্রতি আমরা চিরকাল অনুত্তর হইয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ যে কোনব্যক্তি আমাদিগের নিকটে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, আমরা তাহাকে 'পারিব না' বলিয়া কখনই উত্তর করি নাই; তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে সংশয় প্রাপ্ত হইলাম?

পাণ্ডব-মৃগান্বেষণে দশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপদ্‌সকলের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, কি উদ্দেশে তৎসমুদায় সংঘটিত হয় তাহারও স্থিরতা নাই এবং সংঘটিত হইবার কারণ কি, তাহাও নির্দ্ধারিত নাই; একমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মই পুণ্য ও পাপ, উভয়ের ফল বিভাগ করিয়া দেয়।

ভীম কহিলেন, প্রাতিকামী যখন কৃষ্ণাকে কিঙ্করীর ন্যায় সভামধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন আমি যে তাহাকে সেই স্থানে নিহত করি নাই, তাহাতেই আমরা সংশয়প্রাপ্ত হইলাম। অর্জ্জুন কহিলেন, সূতপুত্র অস্থিভেদী অতি-তীব্র তীক্ষ্ণবাক্য সকলের উক্তি করিলে তৎসমুদয় আমি যে ক্ষমা করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমরা সংশয় প্রাপ্ত হইলাম। সহদেব কহিলেন, হে ভারত! যখন শকুনি আপনাকে অক্ষ-দ্যূতে পরাজিত করিয়াছিল, তখন আমি যে তাহাকে সেই স্থানে নিপাতিত করি নাই, তাহাতেই আমরা সংশয়প্রাপ্ত হইলাম। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে এই কথা বলিলেন যে, "হে মাদ্রেয়! তুমি বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক দশদিক্ নিরীক্ষণ কর। হে তাত! তোমার এই ভ্রাতৃগণ শ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব তুমি নিকটে জল ও জলাশ্রিত বৃক্ষসকল আছে কি না, দেখ।" নকুল তাঁহাকে 'যথা আজ্ঞা,' এইকথা বলিয়া শীঘ্র বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, "রাজন্! আমি জলাশ্রিত বহুল বৃক্ষ সকল অবলোকন করিতেছি এবং সারসপক্ষি-সকলের কলরব শুনিতে পাইতেছি, অতএব এস্থলে জল আছে, সন্দেহ নাই।" অনন্তর সত্যনিষ্ঠ কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির কহিলেন, "সৌম্য গমন কর; তূণসমস্ত দ্বারা শীঘ্র তথা হইতে পানীয় আনয়ন কর।" নকুল 'যথা আজ্ঞা' এইকথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনক্রমে যে স্থানে জল আছে, তথায় দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিলেন এবং শীঘ্রই তাহার সন্নিহিত হইলেন। তিনি সারসনিকর-পরিবারিত নির্ম্মল জল অবলোকন করিয়া যেমন পান করিতে সমুৎসুক হইলেন, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শুনিতে পাইলেন, "তাত মাদ্রেয়! সাহস করিও না; এই জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; পরন্ত অগ্রে মদীয় প্রশ্নসকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ পান কর ও লইয়া যাও।" নকুল অতিশয় পিপাসিত ছিলেন, সুতরাং সেই বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই নিপতিত হইলেন।

এদিকে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া বীর্য্য-সম্পন্ন অরিন্দম ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন, "সহদেব! আমাদিগের ভ্রাতা তোমার অগ্রজাত নকুল বহু ক্ষণ হইল গমন করিয়াছেন; অতএব তুমি সহোদরকেও আনয়ন কর এবং জলও আহরণ কর।" সহদেব 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া তখন সেই দিকে প্রস্থান করিলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতা নকুল নিহত হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে সম্পূর্ণ সন্তাপযুক্ত অথচ তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া জলের দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর এই আকাশবাণী হইল, "তাত! সাহস করিও না; এই জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; অগ্রে মদীয় প্রশ্নসকলের উত্তর করিয়া

পশ্চাৎ ইচ্ছানুসারে পান কর ও লইয়া যাও।" সহদেব পিপাসিত ছিলেন, সুতরাং সেই বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া শীতল জলপান করিলেন এবং পান করিয়াই নিপতিত হইলেন। অনন্তর সেই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে শত্রুকর্ষণ সব্যসাচিন্! তোমার ভ্রাতৃদ্বয় বহুক্ষণ গমন করিয়াছেন; অতএব তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাঁহাদিগকেও আনয়ন কর এবং জলও আহরণ কর।" মেধাবী গুড়াকেশ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া খড়্গাধারণ ও সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সেই সরোবরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্বেতবাহন জলাহরণে প্রস্থিত সেই পুরুষশার্দ্দূল ভ্রাতৃদ্বয়কে তথায় নিহত দেখিলেন। নরসিংহ কুন্তীতনয় সব্যসাচী তাঁহাদিগকে নিদ্রিতের ন্যায় দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক সেই বন অবলোকন করিতে লাগিলেন, পরন্তু ঐ মহাবনমধ্যে তথায় কোন প্রাণীকেই দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি শ্রান্ত হইয়া জলের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শুনিতে পাইলেন, "হে কৌন্তেয়! তুমি জলের নিকটে আসিতেছ কি, বলপূর্ব্বক ইহা পান করিতে পারিবে না; হে ভারত! আমি যে সমস্ত প্রশ্ন বলিব, যদি তৎসমুদায়ের উত্তর দিতে পার, তাহা হইলে জলপান করিতে ও লইয়া যাইতে পারিবে।"

পার্থ এইরূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, "তুমি দৃশ্যমান হইয়া নিবারণ কর, তাহা হইলে মদীয় বাণজালে খণ্ড খণ্ড হইয়া পুনরায় এরূপ কথা বলিবে না।" এইরূপ কহিবার পর ধনঞ্জয় শব্দবেধিত্ব প্রদর্শন করত অস্ত্রমন্ত্রে অনুমন্ত্রিত শরসমূহ বর্ষণদ্বারা সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি কর্ণি, নালীক ও নারাচ সমস্ত বিসর্জ্জন করত বহুতর শরনিকর দ্বারা অন্তরীক্ষে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অলক্ষিত যক্ষ কহিলেন, পার্থ! তোমার বৃথা প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? প্রশ্নসকলের উত্তর দিয়া জলপান কর; যদি প্রশ্নগুলির উত্তর না করিয়া জলপানে প্রবৃত্ত হও, তবে পান করিয়াই পঞ্চত্ব পাইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ কথিত হইবার পর পৃথাপুত্র সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াই জলপান করিলেন এবং পান করিবামাত্র নিপতিত হইলেন। অনন্তর কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, "হে ভারত! বহুক্ষণ হইলে, নকুল, সহদেব ও পরন্তপ বীভৎসু জলের নিমিত্ত গিয়াছেন, অথচ এপর্য্যন্ত আসিতেছেন না; অতএব তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাঁহাদিগকেও আনয়ন কর এবং জলও আহরণ কর।" ভীমসেন 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া যে স্থানে তাঁহার পুরুষব্যাঘ্র ভ্রাতৃগণ নিপতিত ছিলেন, তথায় প্রস্থান করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত অথচ তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া বিবেচনা করিলেন, সেই কর্ম্ম যক্ষ ও রাক্ষসগণের হইবে। তখন তিনি চিন্তা করিলেন, অদ্য ত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে হইবে, তবে অগ্রে জল পান করিয়া লই। এই ভাবিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন বৃকোদর পানেচ্ছু হইয়া জলের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন যক্ষ কহিলেন, তাত কৌন্তেয়! সাহস করিও না; এই জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে; পরন্তু অগ্রে মদীয় প্রশ্ন-সকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ পান কর ও লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীম অমিততেজা যক্ষকর্ত্তৃক তখন এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া তদীয় প্রশ্ন সকলের উত্তর না করিয়াই জলপান করিলেন এবং পান করিবামাত্র নিপতিত হইলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণ বহুক্ষণ গমন করিয়াছেন জানিয়া যুধিষ্ঠির তথায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর বারংবার বলিতে লাগিলেন "নকুল ও সহদেব এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় তথায় কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছেন? মহাবলধারী ভীমসেনেরই বা কি কারণে বিলম্ব হইতেছে? আমি ইহাঁদিগের অনুসন্ধানার্থে গমন করি।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীতনয় মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির দহ্যমান হৃদয়ে গাত্রোত্থান করিলেন; পরে প্রকৃষ্টরূপে ঐ বিষয় চিন্তা করত আপনি আপনাকে এই কথা বলিলেন, "সেই নরবরগণ যে প্রত্যাগমন করিতেছেন না, তাহার কারণ কি? এই বন কি দোষাশ্রিত? ইহাতে কি কোন দুষ্ট মৃগ থাকিবে? সেই বীরপুরুষেরা কোন মহাপ্রাণীকে উপহাস করত তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কি নিপতিত হইয়া থাকিবেন? না যেস্থানে তাঁহারা গমন করিয়াছেন, তথায় জল দেখিতে পাইতেছেন না, সুতরাং বনমধ্যে পানীয় অন্বেষণ করত এই দীর্ঘকাল অতিবর্ত্তন করিতেছেন?" এইরূপ বাক্য সমুদায়ের আন্দোলন করিয়া সেই মহাযশা নৃপসত্তম জন-নির্ঘোষ-পরিশূন্য, রুরু বরাহ ও পক্ষিগণ-নিষেবিত, নীলোজ্জ্বলবর্ণ বিচিত্র পাদপরাজি-বিরাজিত, ভ্রমর-নিকর-গুঞ্জিত, বিহগকুল-কূজিত মহাবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ কাননে গমন করিতে করিতে শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজ কাঞ্চনবর্ণ কেশরজালে অলঙ্কৃত, নলিনী সিন্ধুবার ও বেতসনিচয়ে সমাকীর্ণ, কেতক করবীর ও পিপ্পল-সমুদায়ে সংবৃত সেই সরোবর সন্দর্শন করিলেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির শ্রমার্ত্ত হইয়া ঐ সরোবর-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

একাদশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ইন্দ্রতুল্য গৌরবান্বিত ভ্রাতৃগণ যুগান্তকাল-বিগলিত লোকপাল সকলের ন্যায় নিহত রহিয়াছেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব গতপ্রাণ ও চেষ্টাশূন্য আছেন এবং তাঁহাদিগের ধনুর্ব্বাণ-সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে দেখিয়া তিনি উষ্ণতর সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকজনিত অশ্রুধারায় আচ্ছন্ন হইলেন। সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণকেই পতিত দেখিয়া মহাবাহু ধর্ম্মতনয় চিন্তাসমন্বিত হইয়া পশ্চাদুক্ত বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হা মহাবাহো বৃকোদর! তুমি যে সমরে গদাঘাতে সুযোধনের ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে! হা ভীম! হা কুরুকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন! হা মহাবাহো! হা মহাত্মন্! তোমার নিপাতনে অদ্য সে সকলই আমার বৃথা হইল। মানবসম্ভূত প্রতিশ্রুত বাক্য-সকল মিথ্যা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগের উদ্দেশে যে সকল দৈববাণী হইয়াছিল, তৎসমুদয় মিথ্যা হয় কেন!—হা ধনঞ্জয়! তোমার জন্মকালে, দেবতারাও 'কুন্তি! তোমার এই পুত্রটি ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন," এই যে কথা বলিয়াছিলেন এবং উত্তর পারিপাত্র পর্ব্বতে সমুদয় ভূতবর্গও "ইহাঁদিগের রাজ্যলক্ষ্মী অপহৃতা হইয়াছে,

কিন্তু ইনিই বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার উদ্ধার করিবেন ; সংগ্রামে ইহাঁকে জয় করিতে পারিবে, এমন কেহই নাই এবং যাহাকে ইনি জয় করিতে না পারিবেন, এমনও কেহ নাই" এই যে কথার গান করিয়াছিলেন, সংসমুদয় মিথ্যা হয় কেন ! —হায়, সেই এই মহাবলশালী জিষ্ণু কিপ্রকারে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন ! যাঁহাকে সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আমরা এই সমস্ত দুঃখ সহ্য করিতেছি, সেই এই ধনঞ্জয় আমার আশা সংহারপূর্ব্বক ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন ! হায় ! সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রজাত যাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে পারে না, সমরে অপ্রমত্ত, বীর্য্যসম্পন্ন, মহাবলশালী সেই কুন্তীপুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সতত শত্রুসংহারক হইয়াও কি প্রকারে শত্রুর বশীভূত হইলেন !—হায় ! আমি নিতান্ত দুর্হৃদয় ; এই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে অদ্য নিপতিত দেখিয়াও আমার হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই ইহা পাষাণের সারাংশদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে !—হে শাস্ত্রজ্ঞ দেশকালজ্ঞ তপোযুক্ত ক্রিয়ান্বিত নরর্ষভগণ ! তোমরা আপনাদিগের উপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া শয়ান রহিয়াছ কেন ! হে অপরাজিত বীরবৃন্দ ! তোমাদের শরীরসমস্ত অক্ষত এবং শরাসনগুলি অসজ্জীকৃত রহিয়াছে, তথাপি তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমি আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া আছ !"

মহামতি ধর্ম্মাত্মা নরেশ্বর যুধিষ্ঠির ধরাতলপতিত শৈলসানুসমুদায়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখপ্রসুপ্তবৎ নিরীক্ষণ করিয়া খেদান্বিত, ঘর্ম্মাক্তদেহ ও কষ্টদশাপ্রাপ্ত হইয়া "ইহা কি এইরূপই হইল!" এই বলিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই দেশকাল-বিভাগজ্ঞ মহামতি মহাবাহু চিন্তা করিয়াও তৎকালে কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় তখন আত্মাকে সুস্থির করিয়া বুদ্ধি-সহকারে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কোন্ ব্যক্তি এই বীরগণকে নিপাতিত করিল ! ইহাঁদের শরীরে শস্ত্রপ্রহার নাই এবং এস্থানে কোন ব্যক্তির পদচিহ্নও নাই ; অতএব বোধ হইতেছে, যে ব্যক্তি আমার ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছেন, তিনি কোন মহাপ্রাণী হইবেন। যাহা হউক, আমি একাগ্র-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিব ;—অথবা জলপান করিয়াই জানিব। হয় ত সতত কুটিলবুদ্ধি দুর্য্যোধন গান্ধার-রাজ শকুনির দ্বারা মারণ বিধি অনুসারে এই সরোবর বিরচিত করাইয়া থাকিবে। যাহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই সমান হয়, সেই অকৃতাত্মা পাপকর্ম্মার প্রতি কোন্ ধীর ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন ?—অথবা সেই দুরাত্মা গূঢ় পুরুষ সকলের দ্বারা এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকিবে।" মহাবুদ্ধি যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে এইরূপ বহুপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন ; পরন্তু 'বিষের দ্বারা জল দূষিত হইয়াছে,' তাঁহার এরূপ প্রতীতি হইল না, কেননা তিনি চিন্তা করিলেন, "ইহাঁরা মৃত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁদিগের কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই ; আমার ভ্রাতৃগণের মুখবর্ণ প্রসন্নই রহিয়াছে। এই পুরুষ-সত্তমেরা প্রত্যেকে মহাপ্রবাহ-বেগের ন্যায় বলশালী ; অতএব যিনি যথাযোগ্য কালে লোকের অন্ত-বিধান করেন, সেই শমন-ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি ইহাঁদিগের সংহার করিতে পারে !" এইরূপ নিশ্চয় সহকারে যুধিষ্ঠির সেই জলে অবগাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে অবগাহন করিবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে বাক্য শুনিতে পাইলেন। যক্ষ কহিলেন, আমি শৈবল-মৎস্যাদিভোজী বক ; তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয় আমা হইতেই প্রেতপতির বশবর্ত্তী হইয়াছেন ; হে রাজপুত্র ! আমি প্রশ্ন করিলে যদি তৎসমুদায়ের উত্তর না কর, তবে তুমিও তাঁহাদের সহচর হইয়া মৃতের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। তাত কৌন্তেয় ! সাহস করিও না ; এ জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে ; পরন্তু অগ্রে মদীয় প্রশ্ন-সকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ জল পান কর ও লইয়া যাও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পক্ষী এ কর্ম্ম করিয়াছে, ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ দেব ? আপনি রুদ্রগণের, কি বসুগণের, অথবা মরুদ্গণের প্রাধান্যভাজন ? হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়, এই প্রভূত-তেজা শৈল-চতুষ্টয়কে কে নিপাতিত করিলেন ? হে বলশালি-প্রবর ! আপনি অতীব মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন। মহাসংগ্রামে যাঁহাদিগকে না দেব, না গন্ধর্ব্ব, না অসুর, না রাক্ষস, কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদিগকে আপনি যখন নিহত করিয়াছেন, তখন অতিমাত্র অদ্ভুত কর্ম্মই করিয়াছেন। আপনার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত কি, তাহা আমি জানি না ; জানিতে আমার মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে, অথচ ভয়ও উপস্থিত হইয়াছে। হে ভগবন্ ! আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, কে আপনি এস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন ? যক্ষ কহিলেন, তোমার কল্যাণ হউক, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নহি ; তোমার এই মহাতেজস্বী ভ্রাতৃগণকে আমিই নিহত করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহীপতে ! অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই কঠোরাক্ষরযুক্ত অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া যক্ষের সম্ভাষণ শেষ না হইতে হইতেই তখন তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন, তালবৃক্ষের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, পর্ব্বত-সদৃশ মহাকায়, বিরূপাক্ষ, অধর্ষণীয় যক্ষ বৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করত মেঘগম্ভীর-নির্ঘোষে মহাশব্দে তর্জ্জন করিতেছেন।

যক্ষ কহিলেন, রাজন্ ! তোমার এই ভ্রাতৃগণকে আমি বারংবার নিবারণ করিলেও ইহাঁরা বল-পূর্ব্বক জল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই আমি ইহাঁদিগকে নিহত করিয়াছি। হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি প্রাণ পরিরক্ষণে অভিলাষী হয়, তাহার এ সরোবরে জল পান করা কর্ত্তব্য নহে। হে কৌন্তেয় ! সাহস করিও না ; এ জল পূর্ব্বে আমার অধিকৃত হইয়াছে ; পরন্তু অগ্রে মদীয় প্রশ্নসকলের উত্তর করিয়া পশ্চাৎ জল পান কর ও লইয়া যাও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ ! আপনার পূর্ব্বাধিকৃত বস্তুর অধিকার করিতে আমিও অভিলাষী নহি। হে পুরুষপ্রবর ! লোকে স্বয়ং স্বীয় আত্মার যে প্রশংসা করে, ইহা সাধু-পুরুষেরা কখনই প্রশংসা করেন না ; পরন্তু আমার যেরূপ বুদ্ধি, আমি তদনুসারে আপনার প্রশ্ন সকলের প্রত্যুত্তর করিব, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ বস্তু আদিত্যকে উন্নীত করে ?

কাহারা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করে? কে তাঁহাকে অস্তপ্রাপ্ত করায়? এবং কোন্ বস্তুতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নীত করেন; দেবতারা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তপ্রাপ্ত করান এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন; অর্থাৎ শ্রোত্রাদিদ্বার শব্দাদি আদান করায় আদিত্য নামে অভিহিত জীবাত্মা, আমি স্থূল, আমি গৌরবর্ণ, আমি অন্ধ ইত্যাদি অনুভবপ্রযুক্ত দেহাদিস্বরূপে ভাসমান হওয়াতে বেদ তাঁহাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ করেন; দেব-ভাবাপন্ন শম দমাদি তাঁহার সহায় হন; তখন সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে কর্ম্মোপাসনারূপ ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পবিত্র হৃদয়াকাশরূপ স্বস্থানে নীত করেন; এইরূপে সগুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরিশেষে জ্ঞানযোগে তাহার বধদ্বারা সর্ব্ববাধার অবধিভূত শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বিলীন হন। যক্ষ কহিলেন, রাজন্! কোন্ বস্তুর দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়? কোন্ বস্তুর দ্বারা মহৎ পদার্থ লাভ করে? কোন্ বস্তুর দ্বারা দ্বিতীয়বান্ হয়? এবং কোন্ বস্তুর দ্বারাই বা বুদ্ধিমান হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্রুতের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়; তপস্যার দ্বারা মহৎ পদার্থ লাভ করে; ধৃতির দ্বারা দ্বিতীয়বান্ হয় এবং বৃদ্ধসেবার দ্বারা বুদ্ধিমান্ হয়; অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি আচার্য্য-প্রমুখাৎ বেদার্থের অবধারণ-দ্বারাই শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হন, কেবল অক্ষর গ্রহণমাত্র-দ্বারা নহে; বেদার্থ অবধারণ করিবার পর তিনি তপস্যা ও যুক্তি-দ্বারা শ্রুতার্থের পর্য্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্ম নিশ্চয় করেন; অনন্তর নিদিধ্যাসন-দ্বারা প্রত্যগাত্মার অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত অনীশত্বাদি বিশিষ্ট জৈবরূপের বিপরীত বিদ্যাপ্রাপ্য যে দ্বিতীয় রূপ, তদ্বিশিষ্ট হন; এই তিন বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কেবল গুরূপদেশ হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের দেবভাব কি এবং কোন্ ধর্ম্ম সাধুগণের সদৃশ? ইহাঁদিগের মানুষভাব কি এবং কোন আচরণই বা ইহাঁদের অসৎ লোকদিগের তুল্য? যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বাধ্যায় ইহাঁদিগের দেবভাব; তপস্যা ইহাঁদিগের সাধুগণের ন্যায় ধর্ম্ম; মরণ ইহাঁদিগের মানুষভাব এবং পরীবাদ ইহাঁদিগের অসৎ লোকদিগের ন্যায় আচরণ; অর্থাৎ বেদাধ্যয়নই বিপ্রদিগের স্বর্গপ্রাপক, শমদমাদিরূপ তপস্যাই সদাচার, দেহাদির অভিমানই জন্মমরণ-প্রাপক এবং দেবব্রাহ্মণাদির নিন্দা করাই অসদাচার; ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটির গ্রহণ এবং শেষোক্ত দুইটীর পরিত্যাগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যক্ষ কহিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের দেবভাব কি এবং কোন্ ধর্ম্ম সাধুগণের সদৃশ? ইহাঁদিগের মানুষভাব কি এবং কোন্ আচরণই বা ইহাঁদের অসৎ লোকদিগের তুল্য? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধনুর্ব্বেদ ইহাঁদিগের দেবভাব; যজ্ঞ ইহাঁদিগের সাধুগণের ন্যায় ধর্ম্ম; ভয় ইহাঁদিগের মানুষভাব এবং পরিত্যাগ অর্থাৎ শরণাগত আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষা না করা ইহাঁদিগের অসৎ লোকদিগের ন্যায় আচরণ। যক্ষ কহিলেন, কোন্ অসাধারণ বস্তু যজ্ঞিয় সাম? কোন্ অসাধারণ বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ? কোন্ এক বস্তু যজ্ঞকে বরণ করেন? এবং কোন্ বস্তুকে যজ্ঞ অতিক্রম করেন না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ; একমাত্র ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞ অতিক্রম করেন না; অর্থাৎ সাম ও যজুর্ব্বেদ যেমন যজ্ঞের উপকারক, সেইরূপ প্রাণ ও মন সংযত হইলে, জ্ঞান যজ্ঞের উপকারক হইয়া থাকে; সর্ব্বপ্রধান ঋক্‌বেদ জ্ঞানকে স্বীকার করেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

যক্ষ কহিলেন, আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান ও প্রসবকারীদিগের কোন্ কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, আবপনকারীদিগের বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের গোসমস্ত এবং প্রসবকারীদিগের পুত্র শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা আদিত্যের ভোগ্য হইয়া থাকে, আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতেই প্রজাস্থিতি হয়, সুতরাং যাঁহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান-দ্বারা দেবগণের 'আবপন' অর্থাৎ তৃপ্তি সম্পাদন করেন, সর্ব্বলোকের উপকারিত্ব প্রযুক্ত বৃষ্টিই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ফল; যাঁহারা 'নিবপন' অর্থাৎ পিতৃতর্পণ করেন, "পিতামহগণ তুষ্ট হইয়া তোমাকে পরমায়ু সন্ততি, ধন, রাজ্য, বিদ্যা, সমুদয় সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করুন," স্মৃত্যুক্ত এই আশীর্বচন অনুসারে তাঁহাদের 'বীজ' অর্থাৎ আত্মোপকারক ঐ সমস্ত বস্তুই শ্রেষ্ঠ ফল; যাঁহারা ইহ লোকেই প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা করেন, অতিথিগণের তৃপ্তি সম্পাদন-প্রযুক্ত ধেনুসমস্তই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ফল; এবং যাঁহারা সন্ততি-লিপ্সু হন, তাঁহাদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়াকলাপে মুখ্যাধিকারিত্ব প্রযুক্ত পুত্রই দৌহিত্রাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল। যক্ষ কহিলেন, বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত ও সর্ব্ব প্রাণীর সম্মত হইয়াও এমন কোন্ ব্যক্তি বিদ্যমান্ আছে যে, ইন্দ্রিয়-বিষয় শব্দাদি সমস্ত অনুভব করিতেছে,—নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, অথচ জীবিত নহে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যবর্গের, পিতৃগণের ও আপনার তৃপ্তি-সম্পাদন না করে, সেই ব্যক্তিই নিশ্বাস সত্ত্বেও জীবিত নহে; অর্থাৎ সদসৎ বিচার করিতে পারে, বিপুল ধনের আধিপত্য-প্রযুক্ত লোক-মধ্যে পূজা প্রাপ্ত হয়, দানাদিতে সামর্থ্য থাকায় সকলেরই প্রত্যাশা স্থল হয়, অথচ দেবোদ্দেশে দান করে না, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে না, অতিথি সেবা করে না, উপযুক্ত ভৃত্যগণকে সমুচিত পুরস্কার দেয় না, এমন কি, আপনাকেও ভোগ-সুখে বঞ্চিত রাখে, এরূপ মনুষ্যের জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র; তাহাকে মৃত বলিয়া অবধারণ করাই উচিত।

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কি? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কি? এবং তৃণ অপেক্ষা বহুতর কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর; মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর; এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতরা; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বেদাধ্যয়নাদি সাধন সমুদায়ে অসমর্থ ব্যক্তির পিতৃমাতৃ-সেবা, মনঃসংযম ও চিন্তা-পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইয়া নয়ন নিমীলন না করে? কে জন্মিয়া স্পন্দিত না হয়? কাহার হৃদয় নাই? এবং কে বেগ-দ্বারা বর্দ্ধিত হয়? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হইয়া নয়ন নিমীলন করে না; অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না; অশ্মের হৃদয় নাই এবং নদী বেগ-দ্বারা বর্দ্ধিতা হয়; অর্থাৎ মৎস্য যেমন তীরদ্বয়ে সঞ্চরণ

দ্বারা স্বীয় আবাসে নিদ্রিত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করে না, সেই-রূপ 'মৎস্য' অর্থাৎ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অথবা ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ দ্বারা স্বস্থান-ভূত সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া মনের ন্যায় লুপ্তবৃত্তি হয় না ; অতএব মন বিনষ্ট হইলেও জীবের বিনাশ-সম্ভাবনা নাই ; অবিনাশিত্ব-প্রযুক্ত জীবের উৎ-পত্তি হয় না বটে, কিন্তু 'অণ্ড' অর্থাৎ পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া বিচলিত হয় না, পুরুষ-প্রবর্ত্তিত অহ-ঙ্কারাদি জড় পদার্থ সমুদায়েরই চেষ্টা হইয়া থাকে ; এই অনুৎ-পন্ন ও উৎপন্ন জীব ও পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের সংযোগরূপ যে দুঃখ, তাহার নিবৃত্তির উপায় কেবল স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীর ত্রয়ের আরোপ নিবর্ত্তন ; 'অশ্ম' অর্থাৎ উক্ত শরীরত্রয়ের অধ্যাস-পরিশূন্য যোগী ব্যক্তিরই 'হৃদয়' অর্থাৎ শোকস্থান থাকে না ; তবে যে সমাধি হইতে যোগীদিগের ব্যুত্থান হয়, সে কেবল চিত্ত-বিক্ষেপ-জন্য ; তাঁহাদের চিত্ত 'নদী' বাহ্য-দর্শ-নাদি আবেগে বর্দ্ধিতা হয়, সুতরাং সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনবৎ সমাধি হইতে উত্থিত হইলেই তাঁহাদের প্রপঞ্চ বুদ্ধি হইয়া থাকে। যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে! গৃহবাসীর মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে? এবং যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার মিত্র কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী ; গৃহবাসীর মিত্র ভার্য্যা ; আতুরের মিত্র চিকিৎসক এবং যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার মিত্র দান ; অর্থাৎ সঙ্গী-প্রভৃতি যেমন প্রবাসী প্রভৃতির হিতকারী, সেইরূপ মনোনিরোধে অসমর্থ মরণ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তির দানই শ্রেয়স্কর। যক্ষ কহিলেন, রাজেন্দ্র! সর্ব্বভূতের অতিথি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি? এবং এই সমুদয় জগৎ কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি ; গোদুগ্ধ অমৃত ; সেই অমৃতই অমৃত সনাতন ধর্ম্ম ; এবং বায়ু এই সমুদয় জগৎ ; অর্থাৎ দান চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যজ্ঞাদির প্রবৃত্তিহেতু এবং যজ্ঞাদি চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা সমষ্টি উপাসনার প্রবর্ত্তক হওয়াতে যজ্ঞ-সাধন আহবনীয়াদি অগ্নিই অতিথির ন্যায় সর্ব্বলোকের আদর-ণীয় ; অমাবস্যায় চন্দ্র কলামাত্র-অবশিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য-মণ্ডলে,মধ্যাহ্নে বনস্পতিতে এবং অপরাহ্নে জলে প্রবেশ করত তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ ও ওষধি সমস্ত নিষ্পাদন করেন ; গবীগণ ওষধি-স্থিত ও জলগত ঐ চন্দ্রকে ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকে, তাহাতে চন্দ্রের অঙ্গানুগত অমৃত ঐ ধেনুগণ হইতে ক্ষীররূপে পরিণত হয় ; সেই অমৃতকে মন্ত্রপূত করিয়া ব্রাহ্মণেরা দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার চন্দ্রকে বিবর্দ্ধিত করেন ; সুতরাং গোদুগ্ধই সোম অর্থাৎ অমৃত এবং মোক্ষের হেতু হওয়াতে ঐ অমৃতই নিত্য ধর্ম্ম ; অপিচ "বায়ুই ব্যষ্টি ; বায়ুই সমষ্টি" এই শ্রুতি-প্রমাণানুসারে বায়ুর পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডময়ত্ব নিরূপিত হওয়াতে উহাকেই মোক্ষের দ্বার বলিতে হইবে। যক্ষ কহিলেন, কোন্ বস্তু একাকী বিচরণ করে? উৎপন্ন হইয়া কে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়? হিমের ঔষধ কি? এবং কোন্ বস্তু মহৎ আবপন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন ; চন্দ্রমা পুনর্ব্বার উৎপন্ন হন ; অগ্নি হিমের ঔষধ ; এবং ভূমি মহৎ আবপন ; অর্থাৎ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড-ময় বায়ুর বিনাশ হইলে জগৎপ্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় চিৎ-প্রকাশ-রূপ আত্মাই একমাত্র বিদ্যমান থাকেন ; তথাপি প্রপঞ্চের যে ভান হয়, তাহার হেতু কেবল মনের কল্পনা ; "চন্দ্রমা মন হইয়া" এই শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে 'চন্দ্রমা' অর্থাৎ মন অবিদ্যা বশত পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় এবং দুঃখপ্রদ জগতের কল্পনা করে ; "অগ্নি বাক্য হইয়া" এই শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে 'অগ্নি' অর্থাৎ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য-সমস্তই উক্ত সূর্য্যের অভিভাবক অবিদ্যা-জাড্য-রূপ 'হিমের' নিবারক হয় ; এবং 'ভূমি' অর্থাৎ শরীর মহৎ 'আপবন' অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই নিধান পাত্র ; এই শরীরেতেই সংসারিত্বের ন্যায় অসংসারী ব্রহ্মভাবও সাক্ষাৎ করা যায়। যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের চরম স্থান কি? যশের চরম স্থান কি? স্বর্গের চরম স্থান কি? এবং সুখের চরম স্থান কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মের চরম স্থান দাক্ষ্য ; যশের চরম স্থান দান ; স্বর্গের চরম স্থান সত্য ; এবং সুখের চরম স্থান শীল ; অর্থাৎ ধর্ম্ম, যশ, স্বর্গ ও সুখ লাভ করা যাহার উদ্দেশ্য হয়, সে উদ্‌যোগ, দান, সত্য ও শীল অবলম্বন করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, যেহেতু উদ্‌যোগ প্রভৃতিতেই ধর্ম্ম প্রভৃতি পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কে? উহার দৈবকৃত সখা কে? উহার উপজীবন কি? এবং উহার পরম আশ্রয় স্থানই বা কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্রই মনুষ্যের আত্মা ; ভার্য্যাই উহার দৈবকৃত সখা ; পর্জ্জন্যই উহার উপজীবন এবং দানই উহার পরম আশ্রয় স্থান ; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দাক্ষ্য প্রভৃতির মধ্যে দানই সর্ব্বোপরি সেবনীয় ; কারণ আত্মপ্রদানে সমর্থ হওয়ায় উহা পুত্রের ন্যায় আত্মা, উহার ফল অতি রমণীয় হওয়ায় উহা ভার্য্যার ন্যায় সখা এবং দান না করিলে ভোগ করিতে পায় না, এই বচনানুসারে পরকালের উপজীব্য হও-য়ায় উহা পর্জ্জনের ন্যায় উপজীবন হইয়াছে। যক্ষ কহিলেন, ধন-সাধন বস্তু সকলের মধ্যে উত্তম কি? ধনসকলের মধ্যে উত্তম কি? লাভসকলের মধ্যে উত্তম কি? এবং সুখ-সকলের মধ্যেই বা উত্তম কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য, ধনসাধন বস্তু-সকলের মধ্যে উত্তম ; শাস্ত্রজ্ঞান, ধনসকলের মধ্যে উত্তম, আরোগ্য লাভ-সকলের মধ্যে উত্তম ; এবং সন্তোষই সুখ-সকলের মধ্যে উত্তম ; অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যাদি সামান্য ধন সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানের নিকটে অতি অকিঞ্চিৎকর ; ঐ শাস্ত্রজ্ঞান-রূপ উৎকৃষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে সমুচিত উদ্‌যোগ অবলম্বন করা আবশ্যক, শাস্ত্রজ্ঞানাদির উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম্মসঞ্চয়, কিন্তু শরীর ও মন রুগ্ন থাকিলে তাহা কোনক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপযোগী হওয়ায় আরো-গ্যই শ্রেষ্ঠ লাভ ; অপিচ বাসনাই দুঃখের মূল, বাসনা দূর হইলে দুঃখ থাকে না এবং বাসনার নিবৃত্তিই যথার্থ সন্তোষ, সুতরাং সন্তোষই শ্রেষ্ঠ সুখ ; উদ্‌যোগ, অধ্যয়ন ও আরোগ্য কেবল সন্তোষের দ্বারাই জ্ঞানের উপযোগী হয়। যক্ষ কহিলেন, লোকমধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম্ম নিত্যফলবিশিষ্ট? কি সংযত করিয়া লোকে শোক করে না? এবং কাহাদিগের সহিত সন্ধি করিলে তাহা জীর্ণ হয় না? যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; ত্রয়ীধর্ম্ম নিত্যফলবিশিষ্ট ; লোকে মন সংযত করিয়া শোক করে না ; এবং সাধুদিগের সহিত সন্ধি করিলে তাহা জীর্ণ হয় না ; অর্থাৎ বিষয়-পরিত্যাগী ব্যক্তিগণ হইতে

কোন প্রাণীর ভয় সম্ভাবনা না থাকায় সন্ন্যাস ধর্ম্মই উত্তম ধর্ম্ম ও সর্ব্বথা আশ্রয়ণীয়; অকার, উকার ও মকার এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণবই ত্রয়ী তদাশ্রিত ধর্ম্ম এই যে, উক্ত অকারাদির অর্থভূত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, আত্মার এই উপাধিত্রয়ের পর পরটিতে পূর্ব্ব পূর্ব্বটির প্রবিলাপন দ্বারা অর্দ্ধমাত্রার্থ তুরীয় ব্রহ্মেতে অবস্থান; সুতরাং মোক্ষের হেতু হওয়ায় এই ত্রয়ীধর্ম্মের ফলই অবিনাশী; এ ধর্ম্ম লাভ করিবার উপায় কেবল মনের নিগ্রহ, কেননা তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া জীব শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়; পরন্তু কি প্রকারে মনকে নিগৃহীত করিতে হইবে, তাহা জানিতে হইলে কৃপালু সাধুগণের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিয়া প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করিয়া শোক করে না? কি ত্যাগ করিয়া অর্থবান হয়? এবং কি ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রিয় হয়। ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শোক করে না; কাম ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হয়; এবং লোভ ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারে; অর্থাৎ অভিমানাদির পরিত্যাগই মনোনিগ্রহের প্রত্যক্ষ উপায়। যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণ, নট-নর্ত্তক, ভৃত্য ও রাজগণকে কি কি নিমিত্ত দান করে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে যশের নিমিত্ত নট-নর্ত্তকদিগকে, ভরণের নিমিত্ত ভৃত্যবর্গকে এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজগণকে দান করিয়া থাকে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অভিমানাদির পরিত্যাগ ধর্ম্মেরই ফল; পরন্তু পূর্ব্বে ধর্ম্ম-সাধন বলিয়া যে দানের কথা উল্লিখিত লইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলেই কার্য্যকারক হয়, অন্যকে নহে। যক্ষ কহিলেন, লোক কোন্ বস্তুর দ্বারা আবৃত আছে? এবং কোন বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত হয় না? কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে? এবং কি নিমিত্তই বা স্বর্গে যায় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, লোক অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত আছেন এবং তমোগুণের দ্বারা প্রকাশিত হন না; লোকে লোভবশত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে; এবং সঙ্গহেতু স্বর্গে যায় না; অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জুর স্বরূপ যেমন তিরোহিত থাকে, সেইরূপ জরা মরণ শোক মোহাদির আশ্রয়ভূত অজ্ঞানকার্য্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা 'লোক' অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের বিষয়ীভূত আত্মা তিরোহিত আছেন, অতএব ঐ অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রবিলাপনরূপ ত্রয়ীধর্ম্মের আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে; "দান-প্রভাবে মানাদির পরাজয়পূর্ব্বক মনকে নিগৃহীত করিলেই আত্যন্তিক দুঃখনাশ হইতে পারিবে, তবে আর ত্রয়ী-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন কি?" এরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে; অপিচ "সুষুপ্তিকালে উক্ত দেহত্রয়ের প্রতীতি থাকে না, সুতরাং আপনা হইতেই অজ্ঞাননাশ হয়, তবে আর ত্রয়ীধর্ম্মের প্রয়োজন কি?" এরূপ নিশ্চয় করাও উচিত নহে; কেননা, 'তম' অর্থাৎ মূল অজ্ঞানরূপ মায়ার দ্বারা সুষুপ্তিকালেও আত্মা আবৃত থাকেন, সুতরাং প্রকাশিত হন না; অতএব অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিনটি শরীরকেই প্রকৃতরূপে বিলীন করিতে হইবে; জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই উভয় পদার্থেই যখন সম্পূর্ণ বিরোধ রহিয়াছে, তখন "কেবল মনকে নিরুদ্ধ করিলেই অজ্ঞানকৃত সংসারের নাশ হইবে" ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত হয় না, পরন্তু যেমন সর্পবাধ দ্বারা রজ্জু নিশ্চয় হইলে ভ্রান্তিমূলক ভয়ের সমূলে বিনাশ হয়, সেই রূপ দেহত্রয়-বাধে আত্ম-স্বরূপের প্রতীতি হইলেই সমূল সংসারের নাশ হইয়া থাকে; তবে যে লোকে অজ্ঞানবিনাশের অন্তরঙ্গ-সাধন শম-দমাদির সাহায্যে পরিত্যাগ করে এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পায় না, তাহার হেতু কেবল লোভ ও আসক্তি; অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে লোভ ও সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জ্ঞানসাধন করাই বিধেয়।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষ কি প্রাকারে মৃত হয়? রাষ্ট্র কি প্রকারে মৃত হয়? শ্রাদ্ধ কি প্রকারে মৃত হয়? এবং কি প্রকারেই বা যজ্ঞ মৃত হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুরুষ দরিদ্র হইলেই মৃত হয়; রাষ্ট্র অরাজক হইলেই মৃত হয়; শ্রাদ্ধ শ্রোত্রিয়-হীন হইলেই মৃত হয়; এবং যজ্ঞ দক্ষিণাহীন হইলেই মৃত হয়; অর্থাৎ প্রাণভূমি পতির সঞ্চার-স্থান শরীর-রূপ রাষ্ট্র যেমন প্রাণ বিরহে অকিঞ্চিৎকর হয়, বেদবেদাঙ্গ-বেত্তা ব্রাহ্মণ নিকটে না থাকিলে শ্রাদ্ধ যেমন নিষ্ফল হয় এবং দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ দরিদ্র পুরুষ লুব্ধচিত্ত এবং দানাদিতে অসমর্থ হওয়াতে জীবন্মৃত হইয়াই থাকে। যক্ষ কহিলেন, কোন্ কোন্ বস্তু দিক্, জল, অন্ন ও বিষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে? অপিচ শ্রাদ্ধের কাল কি বল, পরে জল পান কর ও লইয়া যাও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধু লোকেরাই দিক্, আকাশই জল; ইন্দ্রিয়ই অন্ন; প্রার্থনাই বিষ; এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল; হে যক্ষ। আপনিই বা কি বিবেচনা করেন? অর্থাৎ বেদপ্রমাণ-নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তিরাই ব্রহ্মজ্ঞানের যথার্থ উপদেষ্টা, অতএব আচার্য্যের উপদেশক্রমে ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। শ্রুতি প্রমাণানুসারে 'জল' শব্দে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডাত্মক কার্য্যের অভিমানী চেতন ব্যষ্টি সমষ্টি জীব, এবং 'আকাশ' শব্দে অব্যাকৃত কারণের অভিমানী ঈশ্বর লক্ষিত হইতেছেন। কেবল উপাধিভেদেই ইহাঁদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, নতুবা যেমন "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্যে তদ্দেশগত তৎকালীন দেবদত্ত ও এতদ্দেশগত বর্ত্তমানকালীন দেবদত্তের দেশ কালাদি উপাধি ভাগ পরিত্যাগ করিলেই সমস্ত ভেদ বিনষ্ট হইয়া কেবল দেবদত্তের স্বরূপমাত্র প্রতীত হয়, তদ্রূপ 'জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব' এই উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিলে উভয়ত্রই শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। এই উপাধিভেদ অপনীত করিবার উপায় কেবল ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সকলের প্রবিলাপন। সলিলে নিক্ষিপ্ত লবণের ন্যায় উক্ত প্রবিলাপনও অনায়াস-সাধ্য; তবে যে অনায়াসে সিদ্ধ হয় না, তাহার কারণ কেবল 'প্রার্থনা' অর্থাৎ কাম। জন্ম মরণের হেতু হওয়াতে ঐ কামই বিষের ন্যায় অনর্থকর হইয়াছে, অতএব কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরূপদেশ সহকারে প্রপঞ্চ বিলাপিত করিয়া জীব ব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎ করাই কর্ত্তব্য; কারণ শ্রদ্ধা সহকারে যাহা প্রদান করিতে হয়, তাহার সময় কেবল 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ; যে কোন সময়ে সৎপাত্রলাভ হইবে, তখনই ধর্ম্ম জ্ঞানাদির শিক্ষা ও অনুষ্ঠান করা বিধেয়। হে যক্ষ! আপনি আমাকে সাধনের সহিত

ব্রহ্ম বিদ্যার কথা যে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যথামতি তাহার উত্তর করিলাম, অতঃপর আপনার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না? যদি থাকে, ব্যক্ত করুন।

যক্ষ কহিলেন, তপস্যা, দম, ক্ষমা ও লজ্জার কি কি উৎকৃষ্ট লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকাই তপস্যা; মনের দমনই দম; শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতাই ক্ষমা; এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই লজ্জা। যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞান, শম, দয়া ও আর্জ্জবের কি কি উৎকৃষ্ট লক্ষণ উদাহৃত হইয়াছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধই জ্ঞান; চিত্তের প্রশান্ত ভাবই শম; সকলের সুখৈষী হওয়াই দয়া; এবং চিত্তের সমভাব রাখাই আর্জ্জব। যক্ষ কহিলেন, পুরুষদিগের দুর্জ্জয় শত্রু কে? এবং অনন্ত ব্যাধি কি? কীদৃশ পুরুষ সাধু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে? এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধই সুদুর্জ্জয় শত্রু; লোভই অনন্ত ব্যাধি; সর্ব্বভূতের হিতকর ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় লোকই অসাধু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! মোহ, অভিমান, আলস্য ও শোকের কি কি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাই মোহ; আপনাকে পূজ্য জ্ঞান করাই অভিমান; ধর্ম্ম কার্য্যে নিষ্ক্রিয় থাকাই আলস্য; এবং অজ্ঞানকেই শোক বলা যায়।

যক্ষ কহিলেন, ঋষিরা স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি কি উত্তম লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মে নিশ্চল থাকাই স্থৈর্য্য; ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহই ধৈর্য্য; মনের মালিন্য-পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান। যক্ষ কহিলেন, কোন্ পুরুষকে পণ্ডিত বলিয়া জানিতে হইবে? কাহাকে নাস্তিক বলা যায়? মূর্খ কে? কাম কি? এবং কোন্ বস্তুই বা মৎসর বলিয়া স্মৃত হইয়াছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকেই পণ্ডিত বলিয়া জানিতে হইবে; যে 'পরলোক নাই,' বলে সেই ব্যক্তিই নাস্তিক এবং তাহাকেই মূর্খ বলা যায়; সংসার-হেতু বাসনাই কাম; এবং হৃদয়ের তাপই মৎসর বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যক্ষ কহিলেন, অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব ও পৈশুন্যের কি কি উত্তম লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহৎ অজ্ঞানই অহঙ্কার; ধর্ম্মধ্বজের উচ্ছ্রয় অর্থাৎ লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইবার উদ্দেশে ধ্বজের ন্যায় ধর্ম্ম-চিহ্ন সমস্ত উচ্ছ্রিত করাই দম্ভ; দানের ফলই দৈব; এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য; অর্থাৎ দর্প, দম্ভ ও খলতা পরিহার-পূর্ব্বক দৈবাধীন ও যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্ট হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের আচরণ করাই বিধেয়।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটিই পরস্পর বিরোধী; নিত্যবিরুদ্ধ এই সকলের একত্র সমাবেশ কি প্রকারে হয়? যুধিষ্ঠির কহিলেন, যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশানুবর্ত্তী হয়, তখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটিরই একত্র সমাবেশ হয়; অর্থাৎ যখন অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম পারিব্রজ্য ধর্ম্মের ন্যায় ভার্য্যা-বিরোধী না হয় এবং যখন ভার্য্যা দানাদিবিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দ্বারা ধর্ম্ম-বিরোধিনী না হয়, তখন ধর্ম্মও অর্থ সমস্ত প্রসব করেন এবং ভার্য্যাও কাম পূরণ করে, সুতরাং তৎকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গেরই একত্র সমাগম হয়; অতএব 'ধর্ম্ম-বিরোধী অর্থকাম সত্ত্বে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য হয়', এরূপ নিশ্চয় করা উচিত নহে, প্রত্যুত 'গৃহস্থদিগেরও ধর্ম্মদ্বারা মোক্ষাধিকার আছে,' এইরূপ স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। যক্ষ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! কোন্ ব্যক্তি অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়? আমি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমাকে ইহার উত্তর দাও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কোন নির্ধন যাচমান ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া যে, 'নাই' এই কথা বলে, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় নরকে গমন করে। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেব ও পিতৃধর্ম্ম সমুদায়ে যে মিথ্যা বুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় নরকে গমন করে। ধন থাকিতেও যে ব্যক্তি লোভ-বশত দান-ভোগে বঞ্চিত হয় এবং পশ্চাৎ 'নাই' এই কথা বলে, সেই ব্যক্তিই অক্ষয় নরকে গমন করে; অর্থাৎ আশা-সংহরণাদি আসুরিক ব্যবহার সমস্তই সংসারবন্ধনের হেতু। যক্ষ কহিলেন, রাজন্! কুল, চরিত্র, বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ, কিসের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়, ইহা সুন্দররূপ নিশ্চয় করিয়া বল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তাত যক্ষ! শ্রবণ করুন; কুল, বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ নহে; এক মাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বিশেষরূপ যত্নসহকারে সম্যক্ প্রকারে চরিত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কারণ যাহার চরিত্র ক্ষীণ না হয়, সে কিছুতেই ক্ষীণ হয় না, যে চরিত্রাংশে হত হয়, সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক হত। অধ্যেতা, অধ্যাপক ও অপর শাস্ত্রচিন্তকেরা ব্যসনী হইলে তাহাদিগের সকলকেই মূর্খ বলা যায়; যিনি ক্রিয়াবান্, তিনিই পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুশ্চরিত্র হইলে শূদ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত হয় না; যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও দান্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।

যক্ষ কহিলেন, প্রিয়বচনবাদী কি লাভ করে? যে ব্যক্তি বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করে, সে কি লাভ করে? যে অনেকের সঙ্গে মিত্রতা করে, সে কি লাভ করে? এবং যে ধর্ম্মে রত থাকে, সে ব্যক্তিই বা কি লাভ করে বল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়বচনবাদী প্রিয় হয়; বিমৃশিত-কার্য্যকারী অধিক জয় করে; বহুমিত্রকারী সুখে বাস করে; এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মে রত হয়, সে সদ্গতি লাভ করে।

যক্ষ কহিলেন, সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? এবং বার্ত্তাই বা কি? আমার এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর কর, তোমার মৃত ভ্রাতৃগণ জীবিত হউক। যুধিষ্ঠির কহিলেন, জলচর যক্ষ! যে ঋণগ্রস্ত ও প্রবাসী না হইয়া আপনার গৃহে দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে শাকমাত্রও পাক করে, সেই ব্যক্তিই সুখী; অর্থাৎ অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হওয়াই বিধেয়। সংসারে ভূরি ভূরি প্রাণিগণ প্রতিদিন যমালয়ে গমন করিতেছে, তথাপি অবশিষ্ট লোকেরা চিরস্থায়িত্ব ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক আশ্চর্য্য কি আছে? অর্থাৎ দেহের বিনাশিত্ব অনুসন্ধান করিয়া অধিকৃত ভোগ সমস্তও পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমার্থ সাধনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তর্কের নির্ণয় নাই; শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন; এবং এমন একজনও ঋষি নাই যাঁহার মতটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়; সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রহিয়াছে, অতএব মহাজন যে পথে গিয়াছেন, তাহাই পথ; অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অভিলাষ

হইলে, তর্ক, শ্রুতি ও ঋষিবাক্যসকলকে উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিতে হয়; পরন্তু যখন তর্কের স্থিরতা নাই, শ্রুতি-সকল পরস্পর বিরুদ্ধার্থ বাদিনী এবং ঋষিগণের মত ভিন্ন ভিন্ন, তখন উক্ত অভিলাষপূর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য; অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অনন্ত বিদ্যায় পরিশ্রম না করিয়া বহুজন-সম্মত মার্গেরই অনুসরণ করিবে। অপিচ কাল এই মহা-মোহময় কটাহে রাত্রি ও দিবসরূপ ইন্ধনযুক্ত সূর্য্যরূপ অগ্নি দ্বারা মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বীর পরিবর্ত্তনসহকারে ভূতগণকে পাক করিতেছে, ইহাই বার্ত্তা; অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু সমস্ত উপভুক্ত হইলেও কিছুই যখন চিরস্থায়ী হয় না, তখন সর্ব্বথা বৈরাগ্য আশ্রয় করাই বিধেয়। যক্ষ কহিলেন, হে পরন্তপ! তুমি যথার্থরূপে আমার প্রশ্নসকলের ব্যাখ্যা করিলে এক্ষণে পুরুষের ব্যাখ্যা কর এবং যে মানব সর্ব্বধনের অধিকারী, তাঁহার লক্ষণ বর্ণন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুণ্যকর্ম্ম-জনিত একটি শব্দ পৃথিবী ও আকাশকে স্পর্শ করে; যাবৎ পর্য্যন্ত সেই শব্দটি থাকে; তাবৎ পর্য্যন্তই পুরুষ বলা যায়; আর যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং অতীত ও অনাগত উভয়ই তুল্য, সেই মনুষ্যই সর্ব্বধনের অধিকারী; অর্থাৎ জীবের সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, যে একটি কীর্ত্তি শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা ভূর্লোকে ও দ্যুলোকে সঞ্চরণ করে; যে পর্য্যন্ত সেই কীর্ত্তি-শব্দের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই ঐ কর্ম্মকর্ত্তা 'পুরুষ' অর্থাৎ শরীর-বাসী অথবা সজীব থাকে, পরে কর্ম্মফলের অবসানে পুনর্ব্বার ইহলোকে পূর্ব্ববাসনানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; তাহাতে সোপানারোহ ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মকারীর মুক্তি হয় এবং অবরোহক্রমে সকাম কর্ম্মী বাসনাপাশে অধিকতর বদ্ধ হইতে থাকে; পরন্তু যে মানব সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, তিনিই ব্রহ্ম-জ্ঞানীর যথার্থ লক্ষণ ধারণ করেন এবং তিনিই সর্ব্বধনী, অর্থাৎ পূর্ণকাম। যক্ষ কহিলেন, রাজন্! তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা করিলে এবং যে মানব সর্ব্বধনের অধিকারী তাঁহারও লক্ষণ কীর্ত্তন করিলে; অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে এক-টিকে ইচ্ছা কর, তিনি জীবিত হউন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! বিশাল-শালশাখীর ন্যায় সমুন্নত এই যে শ্যামবর্ণ লোহিত-লোচন সুদৃঢ়-বক্ষঃস্থল মহাবাহু নকুল ইনিই জীবিত হউন। যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! এই ভীমসেন তোমার প্রীতিপাত্র এবং অর্জ্জুন তোমাদিগের অবলম্ব-স্থল, অতএব ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি বিমাতৃপুত্র নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ কেন! যাঁহার বল দশ সহস্র মাতঙ্গের সহিত তুল্য, সেই ভীমকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ? আরও দেখ, লোকে এই ভীম-সেনকে তোমার প্রীতিভাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তবে কি-অনুভব হেতু তুমি বিমাতৃপুত্রের জীবন ইচ্ছা করিতেছ? সকল পাণ্ডবেরাই যাঁহার বাহুবলের সম্যক্ উপাসনা করেন, সেই অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি নকুলের জীবন ইচ্ছা করি-তেছ! যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই বিনষ্ট করেন এবং রক্ষিত হইলেই রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব 'ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া আমাদিগকে যেন বিনষ্ট না করেন,' এই মনে করিয়াই আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি না। আনৃশংস্য পরমধর্ম্ম এবং পরমার্থ অপেক্ষাও আমার অধিক অভিমত; আমি অবৈ-ষম্যরূপ ঐ দয়া-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই অভিলাষী হইতেছি; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন। মানবেরা আমাকে 'রাজা যুধিষ্ঠির সদা ধর্ম্মশীল' এই বলিয়া জানে; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন, আমি স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইব না। আমার পিতার কুন্তী ও মাদ্রী এই দুই ভার্য্যা; ইহাঁরা উভয়েই পুত্রবতী থাকেন, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রেত। আমার পক্ষে কুন্তী যাদৃশী, মাদ্রীও তাদৃশী; তাঁহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই; আমি মাতৃদ্বয়ের প্রতি সমান ভাব ইচ্ছা করি; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন। যক্ষ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তোমার অর্থ ও কাম, উভয় অপেক্ষাই যখন আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত হইল, তখন তোমার সকল ভ্রাতারাই জীবিত হউন।

দ্বাদশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যক্ষের বচনক্রমে সেই পাণ্ড-বেরা উত্থিত হইলেন এবং সকলের ক্ষুধা ও পিপাসাও ক্ষণকাল-মধ্যে অপগত হইল। তখন যুধিষ্ঠির যক্ষকে সম্বোধিয়া কহিলেন, সরোবরে একচরণে দণ্ডায়মান অপরাজিত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোন্ দেব? আপনাকে যক্ষ বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে না। আপনি বসুগণের অগ্রগণ্য, বা রুদ্র-গণের শ্রেষ্ঠ, কিংবা মরুদ্গণের প্রধান, অথবা দেবরাজ ইন্দ্র হই-বেন; কেননা আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রত্যেকেই লক্ষ-লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, ইহাঁদের সকলকেই একেবারে নিহত করিতে পারে, আমি ঈদৃশ যোদ্ধাই দেখিতে পাই না; ইহাঁদিগের ইন্দ্রিয়সকল এরূপ লক্ষিত হইতেছে, যেন ইহাঁরা নিদ্রান্তে সুখে জাগরিত হইলেন; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কি আমাদিগের কোন সুহৃদ্, না আপনি আমাদের পিতা? যক্ষ কহিলেন, হে তাত ভরতর্ষভ! আমি তোমার পিতা কঠোর পরাক্রম ধর্ম্ম, তোমার দর্শনেচ্ছু হইয়া সমাগত হইয়াছি; তুমি আমাকে অবগত হও। যশ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, স্থৈর্য্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য, এই কয়েকটিকে আমার শরীর এবং অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্যা, শৌচ ও অমৎসর এই কয়েকটিকে আমার দ্বার বলিয়া জান, যেহেতু তুমি নিত্যই আমার প্রীতিপাত্র। পূর্ব্বপুণ্যজনিত সৌভাগ্য-ক্রমে তুমি আত্মদর্শনের সাধনভূত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি, এই পঞ্চ-বিষয়ে অনুরক্ত হইয়াছ এবং দেহীর অনু-গত ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু, এই ছয়টীকেও সৌভাগ্যক্রমে জয় করিয়াছ; এই ছয়টির মধ্যে প্রথম দুইটি প্রথম বয়সেই আবির্ভূত হয়, মধ্যের দুইটী মধ্যম বয়সে উৎপন্ন হয় এবং শেষ দুইটি চরম বয়সে পরলোক প্রাপ্ত করাইবার উদ্দেশে উদিত হইয়া থাকে। হে অনঘ! তোমার কল্যাণ হউক, আমি তোমার পিতা ধর্ম্ম, এই নিমিত্তই তোমাকে পরীক্ষা করি-বার অভিপ্রায়ে এস্থানে আগমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য-দ্বারা তুষ্ট হইলাম, অতএব তোমাকে বর দান করিব। হে নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাহা প্রদান করিব, কেননা যে সকল পুরু-ষেরা আমার ভক্ত হন, তাঁহাদের কদাচ দুর্গতি থাকে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৃগ যে ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনদণ্ড লইয়া যাইতেছে, তাঁহার অগ্নি সমস্ত বিলুপ্ত না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর হউক। যক্ষ কহিলেন, হে প্রভাব-সম্পন্ন কৌন্তেয়! তোমার পরীক্ষার্থে আমি মৃগবেশে সেই ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্থনদণ্ড হরণ করিয়াছিলাম। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ধর্ম্ম "তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম; হে দেবসদৃশ! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর" ইহাই উত্তর করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা অরণ্যে বাস করত দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত; এই ত্রয়োদশ বর্ষে কোন স্থানে বাস করিবার সময়ে যেন মনুষ্যেরা আমাদিগকে জানিতে না পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ধর্ম্ম "তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম" ইহাই উত্তর করিলেন এবং সত্যবিক্রম কুন্তী-তনয়কে আরও আশ্বাস দিলেন, "হে ভারত! যদিও তোমরা স্বীয় স্বীয় রূপে এই সমগ্র মহীমণ্ডলে বিচরণ কর, তথাপি ত্রিভুবনমধ্যে কেহই তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না। হে কুরুদ্বহগণ! তোমরা আমার প্রসাদে বিরাট নগরে গূঢ়ভাবে লোকের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া এই ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করিবে। তোমাদিগের মধ্যে যাহার মনে যে প্রকার রূপ ধারণ করা সঙ্কল্পিত হইবে, তোমরা সকলেই ইচ্ছানুসারে সেই সেই প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারিবে। সংপ্রতি তোমরা অরণীসহিত মন্থনদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর; তোমাদিগের পরীক্ষার্থেই আমি মৃগরূপী হইয়া ইহা হরণ করিয়াছিলাম।— সৌম্য যুধিষ্ঠির! তুমি অপর অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহা প্রদান করি; হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বর সমস্ত প্রদান করত আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব হে পুত্র! তুমি অপ্রতিম মহৎ তৃতীয় বর গ্রহণ কর; হে রাজন্! তুমি আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ এবং বিদুরও আমার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতঃ! আপনি সনাতন দেবদেব; আপনাকে আমি যে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম, ইহাই যথেষ্ট; সংপ্রতি আপনি তুষ্ট হইয়া আমাকে যে বর প্রদান করেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব। হে বিভো! আমি যেন নিয়ত লোভ, মোহ ও ক্রোধের জয় করিতে পারি এবং আমার মন যেন দান, তপস্যা ও সত্যেতে সতত অনুরক্ত হয়।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতই এই সমস্ত গুণে উপপন্ন হইয়াছ; তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তথাপি এক্ষণে যেরূপ প্রার্থনা করিলে তাহা পুনর্ব্বার তোমার সম্পন্ন হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোকভাবন ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং সুখসুপ্ত মনস্বী পাণ্ডবেরাও পরস্পর আলিঙ্গনাদি দ্বারা সমাগত হইলেন। সেই বীরগণ সকলেই গতক্লম হইয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক সেই তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসহিত মন্থনদণ্ড প্রদান করিলেন। ভীমাদির সমুত্থান এবং পিতা ধর্ম্ম ও পুত্র যুধিষ্ঠিরের সমাগমরূপ এই কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহৎ উপাখ্যান পাঠ করিলে মনুষ্য বিজিতেন্দ্রিয়, বশী, পুত্র-পৌত্র-সম্পন্ন ও শতবর্ষ-পরমায়ুশালী হয়। যে মানবেরা এই শুভ উপাখ্যান বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহাদের মন অধর্ম্মে, সুহৃদ্-বিভেদনে, পরধন-হরণে, পরদার-মর্ষণে ও কৃপণভাবে কদাচ রত হয় না।

ত্রয়োদশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সত্যবিক্রম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধৃতব্রত মহাত্মা পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসরে প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাত বাস করিবার মানসে ধর্ম্মের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের অনুরক্ত যে সমস্ত শংসিত-ব্রত বিদ্যাসম্পন্ন তপস্বিগণ বন-বাসে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া একত্র বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকটেও উক্ত অজ্ঞাত নিবাস বিষয়ে অনুমতি লইবেন মনে করিয়া সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে তখন এই কথা বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা যে কপটতা দ্বারা আমাদিগের রাজ্য হরিয়া লইয়াছে এবং বহু প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, তৎসমুদায়ই আপনাদিগের বিদিত আছে। অমরা দ্বাদশ বৎসর অতি কষ্টে বনে বাস করিলাম, সংপ্রতি অজ্ঞাত বাসের নিয়মিত সময় ত্রয়োদশ বৎসর অবশিষ্ট আছে; অতএব আপনারা অনুজ্ঞা করুন, অমারা প্রচ্ছন্ন-বাসে সেই ত্রয়োদশ বর্ষটি অতিবাহিত করি। দুষ্টাত্মা সুযোধন, কর্ণ ও শকুনি আমাদিগের অত্যন্ত বৈরী; তাহারা চরসমস্তও নিযুক্ত করিয়াছে এবং আপনারাও অবহিত আছে; অতএব তাহারা জানিতে পারিলে আমাদিগের আশ্রিত পৌর ও স্বজনগণের বিষম অনিষ্ট করিবে। "হায়! আবার কি আমাদের সে অবস্থা ঘটিবে যে, আমরা ব্রাহ্মণ-গণের সহিত সকলে স্বীয় রাষ্ট্রে স্বীয় রাজ্যে অবস্থিত হইব!" বিশুদ্ধস্বভাব ধর্ম্মতনয় রাজা যুধিষ্ঠির তখন এইরূপ কহিয়া দুঃখশোকার্ত্ত ও বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠ হইয়া সংমূর্চ্ছিত হইলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সহিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর ধৌম্য তখন নরপতিকে এই মহার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, রাজন্! আপনি বিদ্বান্, দান্ত, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়; ঈদৃশ গুণসম্পন্ন মানবেরা কোন আপদেই প্রকৃষ্টরূপে মুগ্ধ হন না। মহাত্মা দেবতারাও শত্রুদিগের নিগ্রহার্থে নানা স্থানে প্রচ্ছন্নবেশে থাকিয়া বহুবার আপদ্ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেখুন ইন্দ্র শত্রুগণের বিনিগ্রহার্থে নিষধ দেশ প্রাপ্ত হইয়া তখন গিরিপ্রস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিষ্ণু বামনরূপে অদিতির গর্ভে নিবসতি করিবার পূর্ব্বে হয়গ্রীব অবতার হইয়া দৈত্যগণের সংহারার্থে বহুকাল অজ্ঞাত ভাবে বাস করিয়াছিলেন; পরে ব্রহ্মরূপী বামনের আকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া বিক্রমত্রয় সহকারে যে প্রকারে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। হুতাশন সলিলে প্রবেশপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেবগণের যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বৃত্তান্তও আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হরি অরাতি-বিনিগ্রহের উদ্দেশে প্রচ্ছন্নরূপে বাসবের বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন। হে তাত! হে অনঘ! ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্ব তৎকালে জননীর উরুদেশে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেবগণের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার শ্রুত হইয়াছে। হে

তাত! উত্তমতেজা প্রভাকর এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে পৃথিবীর সর্ব্বভাগে বসতি করত সমুদয় শত্রুদিগকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়াছিলেন। অপিচ ভীমকর্ম্মা বিষ্ণু প্রচ্ছন্নরূপে দশরথের গৃহে বাস করত সংগ্রামে দশাননকে নিহত করিয়াছিলেন। মহাত্মারা নানাস্থানে এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; অতএব আপনিও সেইরূপে শত্রু জয় করিবেন।" ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির ধৌম্যের সেই প্রকার বাক্য সমস্ত দ্বারা পরিতোষিত হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি ও স্ববুদ্ধি সহকারে স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। অনন্তর বলশালিশ্রেষ্ঠ মহাবলসম্পন্ন মহাবাহু ভীমসেন বাক্যদ্বারা রাজাকে সর্ব্বতোভাবে হর্ষান্বিত করত এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধির বশম্বদ হইয়া আপনার মুখাবেক্ষায় কিছুমাত্র সাহস প্রকাশ করেন নাই। ভীমবিক্রম নকুল সহদেবও সেই শত্রুদিগের বিধ্বংসনে সমর্থ; পরন্তু আমি ইঁহাদিগকে নিত্যই নিবারিত করিয়া রাখিয়াছি। ফলত আপনি যাহাতে আমাদিগকে নিযুক্ত করিবেন, আমরা কোনক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিব না; অতএব আপনিই তৎসমুদায়ের বিধান করুন, আমরা শীঘ্র শত্রুবর্গকে পরাজিত করিব।

ভীমসেন এই কথা বলিলে পর ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবগণের প্রতি পরম আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। সেই সমুদয় বেদজ্ঞ-প্রধান যতি ও মুনিগণ পাণ্ডবদিগের পুনর্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথান্যায়ে পুনঃ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন। বিদ্যা ও বীর্য্যসম্পন্ন ধনুর্দ্ধারী পঞ্চ পাণ্ডবেরাও উত্থিত হইয়া কৃষ্ণাকে লইয়া ধৌম্যের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। সেই নরশার্দ্দূলেরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ, সকলেই মন্ত্র-বিশারদ এবং সকলেই সন্ধি ও বিগ্রহের কালজ্ঞ, সুতরাং পরদিন অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া বিজনে পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ অন্তরে আগমন-পূর্ব্বক মন্ত্রণার্থে সমুপবিষ্ট হইলেন

পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসোদ্‌যোগে আরণেয় প্রকরণ ও
চতুর্দ্দশাধিক-ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

# মহাভারত

## বিরাটপর্ব্ব।

### পাণ্ডবপ্রবেশ-প্রকরণ

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার প্রপিতামহগণ দুর্য্যোধন-ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া কি প্রকারে বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন? এবং সতত ব্রহ্মবাদিনী পতি-পরায়ণা মহাভাগা দ্রৌপদীই বা কিরূপে অজ্ঞাত থাকিয়া দুঃসহ দুঃখসকল সহ্য করত কাল যাপন করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! আপনার প্রপিতামহ-গণ যেরূপে বিরাট-নগরে অজ্ঞাত বাস করেন, তাহা শ্রবণ করুন, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিকট সেইরূপ বরলাভ-পূর্ব্বক আশ্রমে আগমন করিয়া ব্রহ্মণদিগকে তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সেই ব্রাহ্মণকে অরণী-সহিত সেই মন্থন-দণ্ডটি প্রদান করিলেন। হে ভরতকুল-প্রদীপ! অনন্তর ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অনুজবর্গকে একত্র আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া এই দ্বাদশবর্ষ কাল অরণ্যে অতিবাহিত করিলাম, সংপ্রতি ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত, এই এক বৎসর অতিক্রম করা অতি কঠিন; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি এতাদৃশ কোন উত্তম বাসস্থান মনোনীত কর যে, যে স্থানে অবস্থিত হইলে আমরা অন্যের অবিদিত হইয়া এই বর্ষটি অতিবাহিত করিতে পারি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মনুজাধিপ! সেই ধর্ম্মের বরপ্রভাবেই আমরা মনুষ্যগণের অজ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিতে পারিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংপ্রতি আমি রমণীয় অথচ গুপ্ত, এরূপ কতিপয় রাষ্ট্রের নামোল্লেখ করিতেছি, তন্মধ্যে আপনি কোন এক স্থান মনোনীত করুন। হে রাজন্! কুরুমণ্ডলীর চতুঃপার্শ্বে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তি, এই সমস্ত সুবিস্তীর্ণ বিপুল শস্যসম্পন্ন রমণীয় জনপদ বিদ্যমান আছে, ইহার মধ্যে কোন্ প্রদেশটি আপনার অভিমত হয়, বলুন; তথায় আমরা এই সংবৎসর কাল অবস্থান করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে সমুদায় শ্রবণ করিলাম; সেই ভগবান্ সর্ব্বভূতনিয়ন্তা প্রভু ধর্ম্ম যেরূপ কহিয়াছেন, সেইরূপই হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না; পরন্তু আমাদিগের বাসের নিমিত্ত অবশ্যই মন্ত্রণা-পূর্ব্বক এমন কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য, যাহা রমণীয়, কল্যাণকর ও সুখজনক হইবে এবং যে স্থলে সকলে মিলিত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব। হে বৎস! মৎস্যদেশীয় নরপতি বিরাট পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি ধর্ম্ম-শীল, বদান্য, প্রাচীন, বলবান্ এবং আমাদিগের সতত প্রীতি-পাত্র, অতএব আমরা তাঁহারই কর্ম্মচারী হইয়া বিরাট নগরে এই সংবৎসর কাল অতিবাহিত করিব। হে কুরু-নন্দনগণ! বিরাটরাজ-সন্নিধানে গমন করিয়া আমরা তাঁহার যে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বল। অর্জ্জুন কহিলেন, হে পবিত্র নরদেব! আপনি তাঁহার রাষ্ট্রে কিরূপ কর্ম্ম করি-বেন? কোন্ কর্ম্মদ্বারা স্বচ্ছন্দে বিরাট-নগরে বিহরণ করিতে পারিবেন? হে রাজন্! আপনি মৃদুস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; এক্ষণে আপদাপন্ন হইয়া কি কর্ম্ম করিবেন? হে পাণ্ডব! আপনি মহীন্দ্র, সামান্য জনের ন্যায় দুঃখানুভব করা আপনার অভ্যাস নাই; সংপ্রতি এই ঘোর বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুরুষ-পুঙ্গব কুরু-নন্দনগণ! আমি বিরাট-সন্নিধানে গমন করিয়া যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইব, তাহা শ্রবণ কর। আমি "অক্ষ-তত্ত্ববিশারদ ও দ্যূতপ্রিয় কঙ্কনামা দ্বিজাতি" এইরূপে পরিচিত হইয়া সেই মহাত্মা ভূপতির সভাসদ্ হইব এবং শারি-ফলক লইয়া কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণ মনোরম অক্ষ-সমস্ত নিক্ষেপ-পূর্ব্বক গজদন্ত-বিনির্ম্মিত নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতবর্ণ শারিসকল চালনা করিব। এইরূপে অমাত্য ও বান্ধব-গণের সহিত বিরাটরাজের মনোরঞ্জন করত তাঁহার সন্তোষ-বিধান করিব; কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না। যদি মৎস্যাধিপতি আমাকে বিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে এই কথা বলিব যে, আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণ-তুল্য সখা ছিলাম। হে ভ্রাতৃগণ! আমি যেরূপে বিরাট দেশে কালাতিপাত করিব, তাহা এই তোমাদিগের নিকট কহিলাম;—বৃকোদর! তুমি কি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করিবে?

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীমসেন কহিলেন, হে ভারত! আমার মানস এই যে, আমি "বল্লবনামধারী সূপকার" এইরূপ পরিচিত হইয়া বিরাট-রাজ-সমীপে অবস্থান করিব। পাক কর্ম্মে আমার নৈপুণ্য আছে, অতএব রাজার সুশিক্ষিত পাচকেরা যেরূপ অন্ন ব্যঞ্জ-নাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে

পাক করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিব। অপিচ, আমি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ড-সকল আহরণ করিব, সেই গুরুতর কর্ম্ম দেখিয়াও নরপতি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। আমি ঐ সকল অলৌকিক কর্ম্ম করিব এবং অন্নপানাদি বিষয়ে প্রভু হইব, সুতরাং রাজভৃত্যেরা আমাকে রাজার ন্যায় মান্য করিবে। হে রাজন! মৎস্যরাজ যদি বলিষ্ঠ মাতঙ্গসকলকে অথবা মহাবল বৃষভদলকে দলন করিতে আদেশ করেন, তাহাও করিব এবং রঙ্গভূমিতে আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যদি যোদ্ধৃবর্গ নিয়োজিত করেন, তাহাদিগের সঙ্গেও যুদ্ধ করিয়া তাঁহার উল্লাস বর্দ্ধন করিব। পরন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মল্লগণকে কোনক্রমে নিহত করিব না, যাহাতে প্রাণে বিনষ্ট না হয়, এরূপ করিয়া তাহাদিগকে ভূতলে পাতিত করিব। যদি রাজা আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে কহিব যে, পূর্ব্বে আমি যুধিষ্ঠিরের আরালিক, গোবিকর্ত্তা, সূপকর্ত্তা ও নিযোধক ছিলাম অর্থাৎ মত্তমাতঙ্গ-কুলের সহিত ক্রীড়া করা, দুর্দ্দান্ত বৃষভদিগকে দমন করা, অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা এবং মল্লগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করা, এই সমস্ত কর্ম্মে আমার অধিকার ছিল। হে রাজন্! আমি এইরূপ যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করত বিচরণ করিব। আমি যে প্রকারে কালহরণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছি, তাহা এই ব্যক্ত করিলাম। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! যিনি খাণ্ডব গহন দহনের অভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু কৃষ্ণসহচর নরবর কুরুনন্দনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সর্ব্ববিজয়ী সেই ধনঞ্জয় কি কর্ম্ম করিবেন? সেই খাণ্ডব বনের সন্নিহিত হইয়া যিনি একমাত্র রথারোহণে পন্নগ ও রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিয়া দাব-পাবকের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন, যিনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন; যিনি প্রতিযোধগণের মধ্যে প্রধান; সেই অর্জ্জুন কি কর্ম্ম করিবেন? যেমন প্রতাপশালিমধ্যে সূর্য্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পমধ্যে আশীবিষ, তেজস্বিমধ্যে অগ্নি, আয়ুধমধ্যে বজ্র, গোমধ্যে বৃষভ, হ্রদমধ্যে সমুদ্র, মেঘমধ্যে
নাগমধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তিমধ্যে ঐরাবত, প্রিয়মধ্যে পুত্র ও সুহৃন্মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতরা হয়, সেইরূপ যাবতীয় ধনুর্দ্ধারিমধ্যে যুবা গুড়াকেশই প্রধান। হে ভারত! বাসব ও বাসুদেব-সদৃশ সেই এই গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্ব বীভৎসু কি কর্ম্ম করিবেন? যিনি পুরন্দরপুরে পঞ্চ বর্ষ বাস করিয়া উদ্ভাসমান দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক নিজ বীর্য্যবলে মনুষ্যের অসাধ্য অস্ত্রযোগ শিক্ষা করত দিব্য অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছেন; আমি যে অর্জ্জুনকে রুদ্রমধ্যে দ্বাদশ, আদিত্যমধ্যে ত্রয়োদশ, বসুমধ্যে নবম এবং গ্রহমধ্যে দশম বলিয়া জ্ঞান করি; যাঁহার দীর্ঘ বাহুযুগল তুল্যরূপ কার্য্যকারী হওয়ায় নিরন্তর জ্যা-ঘাত দ্বারা ভারবাহক বৃষভের স্কন্ধসদৃশ কঠিন-চর্ম্ম হইয়াছে; শৈলমধ্যে হিমালয়ের ন্যায়, জলাশয়মধ্যে সাগরের ন্যায়, দেবমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, বসুগণমধ্যে হব্যবাহের ন্যায়, মৃগযূথ-মধ্যে শার্দ্দূলের ন্যায়, বিহঙ্গবর্গমধ্যে গরুড়ের ন্যায় যিনি যাবতীয় যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই মহাবীর অর্জ্জুন কি কর্ম্ম করিবেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহীপতে! আমি বিরাটসন্নিধানে ষণ্ডক বলিয়া আত্মপরিচয় দিব। আমার বাহুযুগলে জ্যাঘাতের যে স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে, ইহা সংবরণ করাই দুষ্কর; পরন্তু তাহার এক উপায় আমি এই স্থির করিয়াছি যে, বলয়দ্বারা হস্তদ্বয়ের ঐ কলঙ্কচিহ্ন আবৃত করিব এবং কর্ণযুগলে সমুজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় ও পাণিদ্বয়ে শঙ্খ পরিধানপূর্ব্বক মস্তকে বেণী বন্ধন করিয়া ক্লীববেশ ধারণ করত বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত হইয়া মৎস্যরাজ-সদনে অবস্থান করিব। এইরূপে স্ত্রীভাবে থাকিয়া সময়ে সময়ে নানাবিধ আখ্যায়িকা কথনদ্বারা রাজাকে ও রাজপুরবাসী অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে আপ্যায়িত করিব; বিরাটরাজের পুরনারীগণকে বিচিত্র নৃত্য, গীত ও বিবিধ বাদিত্রবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিব এবং প্রজাদিগের অনুষ্ঠেয় বহুতর সৎকর্ম্মের প্রসঙ্গ করিব। হে রাজন্! আমি এইরূপ মায়াদ্বারা যত্নসহকারে আত্মগোপন করিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব যে, আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। হে রাজেন্দ্র! আমি এইরূপ ব্যাপদেশদ্বারা ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় আত্মসংগোপন-পূর্ব্বক বিরাট-ভবনে সুখে বিচরণ করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির অন্য এক ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস নকুল! তুমি বিরাটরাজ্যে কি কর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক কালযাপন করিবে, তাহা ব্যক্ত কর। তুমি অত্যন্ত সুকুমার বীর এবং পরম সুন্দর, অতএব কোন্ কর্ম্ম তোমার যোগ্য হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া বল। নকুল কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি মনে করিয়াছি, বিরাটরাজনিকটে গ্রন্থিক-নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার অশ্বপালন কর্ম্মের ভার লইব। এই কর্ম্মটি আমার অতিশয় প্রিয় এবং ইহাতে আমার নিপুণতাও আছে; অশ্বদিগের শিক্ষায় ও চিকিৎসায় আমি বিলক্ষণ পারদর্শী। হে কুরুপতে! অশ্বগণের প্রতি আপনার যেমন স্বাভাবিকী প্রীতি আছে, আমারও সেইরূপ। বিরাট নগরে যাহারা আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাদিগকে এই কথা বলিব, পূর্ব্বে আমি পাণ্ডবদিগের অশ্বশালার অধিকারী ছিলাম। হে নরেন্দ্র! আমি এইরূপ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বিচরণ করিব। অনন্তর যুধিষ্ঠির সহদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সহদেব! তুমি রাজার নিকট কিরূপে পরিচয় দিবে? এবং কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই বা বিরাট নগরে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিবে?

সহদেব কহিলেন, মহারাজ! আমার নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না, আমি তন্ত্রীপাল-নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাট রাজার গো-পরীক্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইব। গবীগণের পালন, দোহন ও দুষ্টতা নিবারণাদিবিষয়ে আমার নৈপুণ্য আছে; উহাদিগের শুভাশুভ লক্ষণ, স্বভাব ও ব্যাপার-সমূহের পরিজ্ঞানে আমি যে অসাধারণ দক্ষ, ইহা জানিতে পারিয়াই আপনি আমাকে সর্ব্বদা গো-তত্ত্বাবধান কার্য্যে প্রেরণ করিতেন। হে রাজন্! যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যা বনিতা প্রসূতা হয়, এরূপ সুলক্ষণ বৃষভ সকলও পরিজ্ঞানদ্বারা নির্ব্বাচন করিতে পারি; অতএব দক্ষতা ও অনুরাগহেতু গো-সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারা আমি রাজাকে অবশ্যই পরিতুষ্ট করিতে পারিব এবং যাহাতে কোন ব্যক্তি আমাকে জানিতে না পারে, সর্ব্বদা এরূপ সাবধান হইয়া বিচরণ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমাদিগের প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, মাতার ন্যায় প্রতিপাল্যা, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়া প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রুপদরাজ-নন্দিনী কি কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কাল হরণ করিবেন? যিনি অন্য অন্য কুলকামিনীর ন্যায় কোন আয়াস-সাধ্য কর্ম্মে কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই; যিনি জন্মাবধি কেবল মাল্যচন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুবিধ বিচিত্র অলঙ্কার বস্ত্র পরিধান করিতেই শিক্ষা করিয়াছেন; যিনি মহামানবতী যশস্বিনী পতিপরায়ণা মহাভাগা; সেই ভাবিনী নবযৌবনসম্পন্না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণা কোন্ কর্ম্মে নিযুক্তা হইবেন? দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না, দেখুন, লোকমধ্যে সচরাচর এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, সহায়হীনা সাধ্বী স্ত্রীরা কোন বিশিষ্ট লোকের আশ্রয়ে থাকিয়া সৈরিন্ধ্রীরূপে এক প্রকার পরিচারিকার বৃত্তি নিষ্পাদন করত প্রতিপালিতা হয়; অতএব আমি সেইরূপ মৎস্যরাজের অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রী হইয়া থাকিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, পূর্ব্বে আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহিষী দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম; কেশসংস্কার ও বেণীবন্ধনাদি কর্ম্মে আমার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। এইরূপ ছল করিয়া বিরাটভূপতির সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী সুদেষ্ণাকে সেবা করিব; তিনি আমাকে অবশ্য আদর-পূর্ব্বক রাখিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, কল্যাণি! তুমি যেরূপ মন্ত্রণা স্থির করিয়াছ, ইহা সর্ব্বাংশেই উত্তম; কিন্তু হে ভাবিনি! তুমি কুলকামিনী ও পতিপ্রাণা, চিরকাল সাধুব্রতের অনুষ্ঠানেই নিরতা রহিয়াছ, পাপ যে কি পদার্থ, তাহা কদাপি জান না; অতএব যাহাতে দুর্ব্বৃত্ত পাপপুরুষদিগের কুদৃষ্টি-পথে কখন পতিতা না হও, এরূপ সাবধান হইয়া তোমাকে বিরাট-পুরে অবস্থিতি করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা দৈবদুর্ব্বিপাকবশত সকলে যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা কহিলে এবং আমারও যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা ব্যক্ত করিলাম; সংপ্রতি আমাদিগের পুরোহিত সূত ও পাচকগণের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া দ্রুপদরাজ-নিকেতনে অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ শূন্য-রথ লইয়া শীঘ্র দ্বারবতী নগরে গমন করুক, এবং দ্রৌপদীর পরিচারিকাসকল সূত ও পাচকবর্গের সহিত যাইয়া পাঞ্চাল-রাজ্যে অবস্থিতি করুক। এইরূপে সকলে স্থানান্তরিত হইয়া লোক-সমীপে প্রকাশ করুক যে, পাণ্ডবগণ আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বৈতবন হইতে প্রস্থান করিয়া কোথায় গিয়াছেন, বলিতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা-পূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ মন্ত্রণা কহিতে লাগিলেন। ধৌম্য কহিলেন, হে পাণ্ডুপুত্রগণ! ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, রথ, অস্ত্র, শস্ত্র ও অগ্নি প্রভৃতির রক্ষাবিষয়ে সকলই বিধিপূর্ব্বক সংপরামর্শ হইয়াছে। হে ভারত যুধিষ্ঠির! সংপ্রতি পাঞ্চালীর রক্ষার প্রতি যত্ন করা আপনার ও অর্জ্জুনের বিধেয়। হে নৃপনন্দনগণ! লোকবৃত্তান্ত পরিজ্ঞান-বিষয়ে আপনাদিগের কিছুই অসম্ভাব নাই, তথাপি সুহৃদ্ব্যক্তিদিগের স্নেহবশত উপদেশ করা বিধেয়; তাহাতে সনাতন ধর্ম্মার্থকাম রক্ষা করা হয়; অতএব আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও রাজসংসারে বাস করা কঠিন ব্যাপার; এবিষয়ে আমি যেরূপ বলিতেছি, এই অনুসারে কার্য্য করিলে আপনারা রাজকুল-বসতি-নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। সম্মানপূর্ব্বকই হউক, অথবা অসম্মানপূর্ব্বকই হউক, এই সংবৎসরকাল আপনাদিগকে অবশ্যই অন্যের অজ্ঞাত হইয়া বাস করিতে হইবে, পরে চতুর্দ্দশ বর্ষ সমাগত হইলে আপনারা যথাসুখে বিচরণ করিতে পারিবেন হে পাণ্ডব! ভূতবর্গের ভর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বরের অবতার-স্বরূপ রাজা লোকমধ্যে সর্ব্বশস্ত্রময় একটি মহান্ অগ্নি, অতএব প্রতিহারীদ্বারা নিবেদন করিয়া অনুমতি প্রাপ্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; প্রতিপন্ন হইয়াছি মনে করিয়া মন্ত্রণাদি রহস্য-বিষয়ে কদাপি সংশ্রব রাখিবে না এবং যে আসনে শ্রেষ্ঠব্যক্তি উপবেশন করিতে উদ্যুক্ত, তাহাতে উপবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবে না। আমি রাজার প্রিয়পাত্র, ইহা মনে করিয়া যিনি রাজসম্মতি ব্যতিরেকে যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ ও রথাদিতে আরোহণ না করেন; তিনিই রাজস্থানে বসতি করিবার উপযুক্ত। যে স্থানে উপবিষ্ট হইলে দোষানুসন্ধায়ী লোকেরা শঙ্কিত হয়, এরূপ স্থানে যে উপবেশন না করে, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বসতি করণের উপযুক্ত। রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন উপদেশ কথা কহিবে না; সমুচিত সময়ানুসারে নমস্কারাদি যথাযোগ্য সৎকার করত মৌনভাবে রাজ-সেবা করাই বিধেয়; কারণ রাজারা অনর্থক প্রলাপকারী লোকদিগের প্রতি অসূয়া করিয়া থাকেন, এমন কি, মিথ্যাবাদী মন্ত্রীকেও অবমানিত করেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজপ্রণয়িনীর সহিত কদাচ মিত্রতা করিবেন না এবং যাহারা রাজার অন্তঃপুরচারী, যাহারা রাজার বিদ্বেষপাত্র ও যাহারা রাজার অহিতাচারী, তাহাদিগের সঙ্গেও কদাচ মিত্রতা করিবেন না; অতি লঘুকার্য্যও রাজার জ্ঞাতসারে করিবেন। যিনি রাজার নিকট এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহার কখন কোন হানি হয় না। অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও জিজ্ঞাসিত অথবা নিয়োজিত না হইলে রাজমর্য্যাদা স্মরণ করত আপনাকে জন্মান্ধের ন্যায় জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ আপনার উচ্চপদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রাজার জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে কোন উপদেশবাক্যের কথন দ্বারা অথবা তাঁহার নিয়োগ ভিন্ন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা মর্য্যাদা ভঙ্গ করিবে না; কারণ, পুত্র নপ্তা বা ভ্রাতা যদি মর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহা হইলে অরিন্দম নরাধিপেরা তাঁহাদিগকেও ক্ষমা করেন না। রাজাকে অগ্নি ও দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে; যে ব্যক্তি মিথ্যা উপচার দ্বারা রাজার আরাধনা করে, রাজা অবশ্যই তাহাকে নষ্ট করেন সন্দেহ নাই। প্রভু যে যে বিষয়ে নিয়োগ করিবেন, প্রমাদ, গর্ব্ব ও কোপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল বিষয়েরই অনুবর্ত্তী থাকিবে। সমস্ত কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়-বিষয়ে যাহা প্রিয় ও হিতকর হয়, তাহাই প্রভুর নিকটে বর্ণন করিবে; প্রিয় ও হিতকর, উভয়ের সংঘটন না হইলে যাহা হিতকর বোধ হইবে, তাহাই কহিবে। স্বামীর প্রয়োজনীয় সমুদয় কার্য্যসাধনে

আনুকূল্যাচরণ করিবে; স্বামিকর্ত্তৃক কোন কথা-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে যাহা অপ্রিয় ও অহিতকর হয়, তাদৃশ বাক্য কহিবে না। পণ্ডিতব্যক্তি 'আমি রাজার প্রিয় নহি,' এইরূপ মনে করিয়া রাজসেবা করিবেন এবং সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য ও যত্নবান হইয়া তাঁহার প্রিয় ও হিতকার্য্যসাধনেই রত থাকিবেন। যে ব্যক্তি রাজার অনিষ্ট চেষ্টা না করে, রাজার অহিতকারীর সহিত সংসর্গ না রাখে এবং রাজদত্ত স্থান হইতে বিচলিত না হয়, সেই ব্যক্তিই রাজবাসে বসতি করণের উপযুক্ত। ধীমান ব্যক্তি রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন; যেহেতু নীতিজ্ঞদিগের মতে পশ্চাৎ ভাগে শস্ত্রধারী রক্ষকদিগের অবস্থান বিহিত এবং সম্মুখে উপবেশন করা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। আপনার সাক্ষাতে প্রবৃত্ত হইলেও কোন গোপনীয় বিষয় ইতস্তত জল্পনা করিবে না, কেননা ইহা দরিদ্রদিগেরও বিলক্ষণ অপ্রিয়াস্পদ। রাজার কথিত মিথ্যা বাক্য লোকমধ্যে প্রকাশ করিবে না; যেহেতু নরাধিপেরা মিথ্যাপ্রচারী লোকদিগের প্রতি অসূয়া করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিতাভিমানী মানবদিগকেও অবজ্ঞা করেন। 'আমি বীর্য্যবান, আমি বুদ্ধিমান,' এরূপ অভিমান বশত গর্ব্বিত হইবে না; ভাগ্যবান পুরুষ ভূপতির প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার প্রিয় হন এবং ঐশ্বর্য্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। হে ভারত! ভূপাল হইলে দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য ও প্রিয়লাভ করিয়া তাঁহার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যেই অবহিত থাকিবে। যাঁহার কোপে মহান্ অনর্থ এবং প্রসন্নতায় মহা সৌভাগ্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাঁহার অনিষ্টসাধনে কোন প্রাজ্ঞ-সম্মত ব্যক্তির মনেতেও চেষ্টা করা উচিত হয়? রাজসমীপে ওষ্ঠপুটের, ভুজযুগলের বা জানুদ্বয়ের সঞ্চালন ও বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা চাপল্য প্রকাশ করিবে না; এবং বায়ু পরিত্যাগ, নিষ্ঠীবন ও বাক্যপ্রয়োগ-সময়ে লঘুক্রিয়া অবলম্বন করিবে। কোন হাস্যকর বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে হর্ষপ্রদর্শনপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় অতিহাস্য করিবে না এবং নিতান্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াও থাকিবে না; যেহেতু তাদৃশ ভাবদ্বারা গৌরব প্রকাশ করা হয়; অতএব তৎকালে সমুচিত শালীনতা সহকারে অপ্রমাদজনিত ঈষৎ হাস্যমাত্র প্রদর্শন করিবে। যে মতিমান ব্যক্তি লাভে হৃষ্ট এবং অবমানে ব্যথিত হইয়া স্বামি-সেবায় অবহেলা না করেন, তিনিই রাজসদনে বাস করিবার যোগ্যপাত্র। যে বিচক্ষণ অমাত্য সতত স্তুতিবাদদ্বারা রাজাকে ও রাজপুত্রকে সন্তুষ্ট করেন, তিনি চিরকাল ভূপতির প্রিয় হইয়া থাকেন। যে অমাত্য পূর্ব্বে অনুগৃহীত হইয়া পশ্চাৎ কোন কারণবশত নিগৃহীত হইলে রাজার নিন্দাবাদ না করেন, তিনি পুনর্ব্বার সম্পদ্ লাভ করেন। যে ব্যক্তি রাজার অধিকারে বাস করে এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা প্রত্যক্ষেই হউক বা পরোক্ষেই হউক, ভূপালের গুণানুবাদী হইবে; তাহা হইলেই তাহাদিগকে বিচক্ষণ বলা যায়। অমাত্য হইয়াও যে ব্যক্তি রাজাকে বলাৎকারে ভোগ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করে, সে স্বীয় পদে চিরস্থায়ী হইতে পারে না এবং হয় ত প্রাণ সংশয়ও প্রাপ্ত হয়। আপনার লাভ আছে দেখিয়া সর্ব্বদা রাজার সহিত শত্রুবর্গের বিবাদ সঙ্ঘটন করিবে না; সন্ধিবিগ্রহাদির উপযুক্ত স্থলেই শত্রুপক্ষ অপেক্ষা স্বপ্রভু ভূপতির উৎকর্ষ প্রতিপাদনে যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি উৎসাহ-সম্পন্ন, বুদ্ধিবলশালী, পরাক্রান্ত, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় এবং ছায়ার ন্যায় সতত অনুগত হন, তিনিই রাজস্থলে বাসকরণের যোগ্য পাত্র। রাজা অপরকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করিলে যে ব্যক্তি "আমি কি ইহা নিষ্পন্ন করিব," এই বলিয়া অগ্রে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বাস করণের যোগ্য-পাত্র। রাজা আপন অধিকারেই হউক বা পর-মণ্ডলেই হউক, কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিলে, যে ব্যক্তি তাহাতে কখনই সংশয়ান্বিত বা ভীত না হয়, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বাস করণের যোগ্য-পাত্র। যে ব্যক্তি গৃহ হইতে প্রবাসী হইয়া স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনগণকে স্মরণ করত উৎকলিকাকুল না হয়, এবং আপাতত দুঃখসহনদ্বারা ভাবী সুখের অভিলাষ করে, সেই ব্যক্তিই রাজস্থানে বাস করিতে সমর্থ হয়। রাজার তুল্য বেশভূষা করিবে না; এবং রাজার সন্নিহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য অথবা অন্যের সহিত নানা প্রকার মন্ত্রণা করিবে না, এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক চলিলেই রাজার প্রিয় হইতে পারে। কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া উৎকোচ স্বরূপ কিছুমাত্র ধন গ্রহণ করিবে না, কারণ ঐরূপে কোন দ্রব্য হরণ করিলে বন্ধন বা বধরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হয়। রাজা প্রসন্ন হইয়া যান, বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্য যাহা কিছু প্রদান করেন, তৎসমুদায় নিত্যই ব্যবহার করিবে, এরূপ করিলে তাঁহার অধিকতর প্রিয়পাত্র হয়। হে বৎস পাণ্ডুনন্দনগণ! তোমরা মনঃসংযম-পূর্ব্বক এইরূপ আচরণশীল হইতে অভিলাষী হইয়া এই সংবৎসর কাল অতিবাহিত কর, অনন্তর স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সত্তম! আপনি আমাদিগকে যেরূপ শুভ উপদেশ করিলেন, আমাদিগের জননী কুন্তী দেবী এবং মহামতিমান্ বিদুর ব্যতিরেকে এরূপ উপদেষ্টা আমাদিগের পক্ষে আর কেহই নাই। অতঃপর আমাদিগের এই দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত এবং উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থ গমন ও তাহাতে জয়লাভের উদ্দেশে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, আপনি তাহা করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্বিজসত্তম ধৌম্যকে ঐরূপ কহিলে তিনি প্রস্থান-বিষয়ে যে কার্য্য বিধিবোধিত, তৎসমুদায় করিলেন এবং পাণ্ডবদিগের সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদিগের সমৃদ্ধি-লাভ ও পৃথিবী বিজয়ের নিমিত্ত মন্ত্রবৎ হোম করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে অগ্রে করিয়া তপোধন ব্রাহ্মণগণ ও অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত ছয়জনমাত্র যাত্রা করিলেন। সেই সকল বীরপুরুষেরা গমন করিলে জাপকপ্রধান ধৌম্য তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্রগুলি গ্রহণ করিয়া পাঞ্চালরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সারথিসকল যাদবরাজ্যে গমনপূর্ব্বক রথ ও অশ্ব সমস্ত রক্ষা করত সুসংবৃত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাধনুর্দ্ধারী মহাবলবীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণ স্বরাজ্য প্রাপ্তির অভিলাষে তৎকালে বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া অঙ্গুলিত্রাণ, চর্ম্মপট্টিকা, করবাল ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক সজ্জীকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও বাণপূর্ণ তূণ সমভিব্যাহারে কালিন্দী

নদীর অভিমুখে পদব্রজে গমন করিলেন, তৎপরে উহার দক্ষিণ তীর পশ্চাৎ করিয়া তখন উত্তরে দশার্ণ ও দক্ষিণে পাঞ্চাল দেশ রাখিয়া যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশের মধ্য দিয়া কখন দুর্গম গিরি-গুহামধ্যে কখন বা কাননাভ্যন্তরে বাসপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহারা একে পর্য্যটনবশত বিবর্ণ, তাহাতে আবার শ্মশ্রুধারী, ধন্বী ও বদ্ধকরবাল, সুতরাং অন্যের অপরিজ্ঞাত হইয়া "আমরা লুব্ধ' এই কথা বলিতে বলিতে বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া মৎস্যদেশে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পাঞ্চালী জনপদে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে; দেখুন, এই বিবিধ শস্যক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র পথ-সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বিরাট-রাজের রাজধানী দূরে আছে, অতএব অদ্য এই স্থানে আমরা রাত্রিযাপন করি। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভারত ধনঞ্জয়! আমরা এই বনস্থলী হইতে অদ্যই মুক্ত হইয়া রাজ-ধানীতে বাস করিব; অতএব তুমি যত্নসহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন গজরাজের ন্যায়, দ্রৌপদীকে বহন করিয়া অবিলম্বে নগরনিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবতারণ করিলেন। অনন্তর কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির রাজধানীর সন্নিহিত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! আমরা অস্ত্রশস্ত্র-সকল কোন্ স্থানে রাখিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিব? যদি আয়ুধ লইয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে অত্রত্য জনগণের বিষমতর উদ্বেগ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই; বিশেষত তোমার এই প্রকাণ্ড গাণ্ডীব ধনু লোকমধ্যে সকল মনুষ্যেরই বিদিত আছে, অতএব ইহা লইয়া নগরে গমন করিলে মনুষ্যেরা ঝটিতি আমাদিগকে জানিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই। আমাদিগের মধ্যে একজনকেও যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতিজ্ঞানুসারে সকলকেই পুনর্ব্বার দ্বাদশবর্ষের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিতে হইবে। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মনুজেশ্বর! ঐ শৈলশৃঙ্গের সন্নিহিত শ্মশানভূমির সমীপে ভয়ানক শাখান্বিত একটা দুরারোহ শমীবৃক্ষ বিলোকিত হইতেছে; আমার বোধ হয়, এস্থলে কোন মনুষ্যও নাই যে, ঐ বৃক্ষে আমরা শস্ত্রসকল রাখিলে তাহার দৃষ্টিগোচর হইব। হে ভারত! একে উৎপথ, তাহাতে পশু সর্পাদি সমাকীর্ণ অরণ্য, বিশেষত গহনতর প্রেতভূমির নিকট, অতএব এতাদৃশ প্রদেশে সংজাত ঐ শমীবৃক্ষে আয়ুধ-সকল রক্ষা করিয়া নগরে গমন করিলে আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে বিচরণ করিতে পারিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ, যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শস্ত্ররক্ষার্থ উপক্রম করিলেন। কুরুপুঙ্গব পার্থ একরথ হইয়া যাহার দ্বারা দেব, নাগ ও মনুষ্যগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ জনপদ-সমুদায় হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই মহাঘোর ভয়ঙ্কর শত্রুদল-দমনকারী প্রকাণ্ড গাণ্ডীবের জ্যাবন্ধন মোচন করিলেন। শত্রুতাপন বীর যুধিষ্ঠির যে ধনুর্দ্ধারা কুরু-ক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ধনুর অক্ষয় জ্যাবন্ধন মোচন করিলেন। বিশুদ্ধপ্রকৃতি ভীমসেন দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া যে ধনুর্দ্ধারা একাকী বহুশত্রুকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিলেন; যাহার দ্বারা পাঞ্চালদিগকে এবং সিন্ধু দেশাধিপতি জয়দ্রথকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন; যাহার বজ্র-বিস্ফোট বা পর্ব্বত বিদারণের ন্যায় নিদারুণ টঙ্কার শব্দ শ্রবণে বিপক্ষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে; সেই ধনুর জ্যাপাশ অবতারণ করিলেন। মাদ্রী-পুত্র চতুর্থ পাণ্ডব, যাঁহার সমান রূপবান্ কুলের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না বলিয়া যাঁহার 'নকুল' নাম হইয়াছিল, সেই অপরিমিত পরাক্রম-সম্পন্ন মহাবাহু বীরপুরুষ রণস্থলে লোহিত বদনে শত্রুবর্গকে আহ্বান করিয়া যে শরাসন-সহকারে পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছেন, তাহার মৌর্ব্বী বন্ধন মোচন করিলেন। প্রভাব ও বীর্য্যসম্পন্ন শান্তস্বভাব সহদেবও যে ধনুর্দ্ধারা দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জ্যাপাশ উন্মোচন করিলেন। এই-রূপে তাঁহারা সকলে আপন আপন শরাসন মৌর্ব্বীহীন করিয়া তৎসমুদায়ের সহিত মহামূল্য উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট সুদীর্ঘ খড়্গ তূণ ও ক্ষুরধার সায়ক-সকল একত্র সঙ্কলিত করিলেন। নকুল স্বয়ং সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেই আয়ুধ-সমস্ত তাহাতে রক্ষা করিলেন; তিনি সেই বৃক্ষের যে সকল স্থান সুদৃঢ় বিবেচনা করিলেন এবং যাহার বহির্ভাগে বারিবর্ষণ হয় দেখিলেন, তথায় দৃঢ় পাশদ্বারা তৎসমুদায় সুগাঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। সেই শমীতরুতে পাণ্ডবেরা এক মৃতশরীরও আবদ্ধ করিয়া রাখি-লেন; মনে করিলেন, মনুষ্যেরা তাহার দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া "এস্থলে শব আবদ্ধ আছে" এই বলিয়া দূর হইতেই ঐ বৃক্ষ পরিবর্জ্জন করিবে। অনন্তর শত্রুমর্দ্দন পৃথানন্দনগণ গোপাল ও মেষপাল প্রভৃতি সকল লোককেই কহিলেন, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত কুলধর্ম্মানুসারে আমাদিগের অশীতি-শতবর্ষীয়া মাতার মৃতদেহ এই বৃক্ষে রক্ষিত হইল; এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা নগরসমীপে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির আপনাদিগের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল; এই পাঁচটি গোপনীয় নাম রাখিলেন; তদনন্তর প্রতিজ্ঞানু-সারে ত্রয়োদশ বর্ষে বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিবার উদ্দেশে তদীয় মহানগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রথমত রাজা যুধিষ্ঠির নীল পীত প্রভৃতি বর্ণের শারি ও পাশক লইয়া বসনাঞ্চলে বন্ধন-পূর্ব্বক কক্ষদেশে ধারণ করত সভাস্থিত বিরাটরাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। অনুচরবর্গে পরিবৃত মহাযশস্বী মৎস্যাধিপতি কুরুবংশবর্দ্ধন কীর্ত্তিশালী মহানুভব নরেন্দ্রপূজিত নরবর যুধি-ষ্ঠিরকে হঠাৎ সভাভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় দুরাসদ, নিবিড়ঘনঘটাচ্ছন্ন ভানুসম, অভ্রাবৃত ইন্দুতুল্য, ভস্মাবৃত বহ্নিসদৃশ, তেজস্বী, পূর্ণেন্দু-সদৃশানন মহা-রূপ-বলসম্পন্ন ও অমরের ন্যায় অপূর্ব্ব রূপবান্ নিরীক্ষণ করত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সূত, মন্ত্রী প্রভৃতি সমস্ত সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজলক্ষণাক্রান্ত ঐ লোকটি কে? উনি এখানে এই প্রথম আগমন করিয়া সভা অবলোকন করিতেছেন; আমার বোধ হয় ঐ নরবর কদাপি ব্রাহ্মণ নহেন, কোন মহীপতি হইবেন; দেখ, উঁহার সঙ্গে দাস বা রথ হস্তী প্রভৃতি কিছুই নাই, তথাপি তেজোবিশেষ দ্বারা উনি যেন ইন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন; উঁহার আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, উনি একজন মূর্দ্ধাভিষিক্ত

ক্ষত্রিয় হইবেন ; মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন নলিনীর নিকট গমন করে, উনি সেইরূপ অশঙ্কচিত্তে আমার নিকটে আসিতেছেন।

বিরাট রাজা এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে নরবর যুধিষ্ঠির তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি দ্বিজাতি! দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়াছে, একারণ জীবিকা-প্রত্যাশায় আপনার নিকট আসিয়াছি। হে বিভো অনঘ! আমি এখানে কামচারীর ন্যায় আপনার নিকটে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর বিরাটেশ্বর তাঁহার প্রতি সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন, তুমিই আমাকে গ্রহণ কর। মৎস্যরাজ আহ্লাদিত-চিত্তে এইরূপে নরসিংহ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, হে তাত! আমি তোমার প্রতি অনুরাগবশত জিজ্ঞাসা করিতেছি, সম্প্রতি তুমি কোন রাজ্য হইতে এস্থানে আইলে, তোমার কি গোত্র, কি নাম এবং কোন্ শিল্পকর্ম্মই বা শিক্ষিত আছে, তৎসমুদায় যথার্থরূপে প্রকাশ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিরাটেশ্বর! আমি বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র দ্বিজাতি, আমার নাম কঙ্ক বলিয়া বিশ্রুত; পূর্ব্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম; পাশ-ক্রীড়াতে আমার পারদর্শিতা আছে। বিরাট প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, তোমার যে কিছু বরপ্রার্থনা থাকে, তাহা আমি প্রদান করিব; অধিক কি বলিব, আমি তোমার বশংবদ হইলাম, তুমি এই সমুদায় মৎস্যরাজ্য শাসন কর; যেহেতু দ্যূতকারী ধূর্ত্তেরা আমার নিয়ত প্রীতিভাজন হয়, তুমি ত দেবতুল্য রাজ্যলাভের উপযুক্ত পাত্র। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নৃপতে! প্রথমত, আমার এই প্রার্থনীয় যে, নীচব্যক্তির সহিত আমার কোন বিবাদ না হয়; দ্বিতীয়, কোন ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আমার নিকট পরাজিত হইলে আপন পণিত ধন অপহ্নব করিতে না পারে; আপনি প্রসন্ন হইয়া এই বর আমাকে প্রদান করুন। মৎস্যরাজ কহিলেন, কোন ব্যক্তি তোমার অপ্রিয়াচরণ করিলে আমি অবশ্য তাহাকে বধ করিব; সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব; সমাগত এই সমস্ত পুরবাসিগণ শ্রবণ করুক, এই মৎস্যরাজ্যে আমার যেমন প্রভুতা আছে, কঙ্কেরও সেইরূপ প্রভুত্ব হইল। কঙ্ক! তুমি আমার সখা হইলে; যেরূপ যান বাহনাদি আমি ব্যবহার করিয়া থাকি, তুমিও সেইরূপ করিবে. ইচ্ছানুরূপ বহুবিধ বস্ত্র ও অন্নপানাদি উপভোগ করিবে এবং আমার অধিকৃত, কি আন্তরিক, কি বাহ্য সকল কার্য্য সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবে; তোমার নিমিত্ত আমার সমস্ত দ্বারই অনাবৃত রহিল। যে সকল বৃত্তিহীন দরিদ্রেরা সমাগত হইয়া অর্থ-প্রার্থনায় তোমাকে অনুরোধ করিবে, তুমি তাহাদিগের বাক্যানুসারে যে কোন সময়ে হউক আমাকে জানাইবে, আমি সে সমস্তই প্রদান করিব, সংশয় নাই; আমার নিকটে তোমার কোন শঙ্কাই নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তৎকালে বিরাটরাজের সহিত এইরূপে সুন্দর সমাগম লাভ করিয়া তাঁহার পরম সমাদর-ভাজন হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই অজ্ঞাতচর্য্যা কেহই জানিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীষণ-বলসম্পন্ন, সিংহতুল্য খেলগতি, শ্রীপ্রদীপ্ত, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত নিষ্কোষিত সুপরিষ্কৃত একখানি খড়্গ এবং পাকসাধন সামগ্রী খজা ও দর্ব্বী হস্তে লইয়া আগমন করিলেন। সুমেরু-সারসদৃশ-পুরুষদেহ সেই বৃকোদর পাচক-বেশে মৎস্যরাজ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক জগৎ-প্রকাশকর প্রভাকরের ন্যায় স্বকীয় পরম তেজে সভাস্থল প্রকাশ করত দণ্ডায়মান হইলেন। মৎস্যরাজ তাঁহাকে রাজার ন্যায় সন্নিহিত দেখিয়া সমাগত জানপদগণকে কহিলেন, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ সূর্য্যসদৃশ-কান্তি অতীব রূপবান্ পুরোবর্ত্তী ঐ যে অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবাপুরুষটি দৃষ্ট হইতেছেন, উনি কে, আমি বিতর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না এবং ঐ নরবরের মানসই বা কি, তাহাও স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার প্রকৃত-রূপে বোধগম্য হইতেছে না; উহাঁকে দেখিয়াই আমি বিচার করিতে অসমর্থ হইতেছি; অতএব উনি কি গন্ধর্ব্বরাজ না দেবরাজ, কে আসিয়া আমার দর্শনপথে উপস্থিত হইলেন, তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়া জান; এবং উহাঁর যে কিছু অভীষ্ট থাকে, উনি অবিলম্বেই তাহা লাভ করুন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সভাসদ্গণ যুধিষ্ঠিরানুজ কুন্তীনন্দন ভীমসেন সন্নিধানে সত্বর গমনপূর্ব্বক রাজার আদেশানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর মহামনা পাণ্ডুনন্দন অতি দীনভাবে একেবারে বিরাট-রাজের সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি উত্তম ব্যঞ্জনকার সূদ, আমার নাম বল্লব, আমাকে মহানসের কর্ম্মনির্ব্বাহ নিমিত্ত আপনি গ্রহণ করুন। বিরাট কহিলেন, হে মানপ্রদ! তোমাকে পাচক বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না, যে-হেতু তুমি ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ; এই সভাস্থলে নরগণের মধ্যে শ্রী, রূপ ও বিক্রমে তুমি নরেন্দ্ররূপে প্রকাশ পাইতেছ। ভীম কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমি আপনার পরিচারক সূপ-কার; আমি নানাবিধ উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানি; হে নৃপতে! পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরও সর্ব্বদা আমার কৃত ব্যঞ্জন সকলের স্বাদগ্রহণ করিতেন। হে পার্থিব! কেবল সূপকর্ম্মে নহে, বাহুযুদ্ধেও আমি সুশিক্ষিত; আমার তুল্য বলবান্ ও নিযুদ্ধশীল লোক অতি বিরল; অতএব হে অনঘ! আমি করী ও কেশরিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা আপনার প্রীতি-সম্পাদন করিব।

বিরাট কহিলেন, আমি দুঃখের সহিত তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; তুমি মহানসের কার্য্যে আপনাকে কুশল বলিয়া পরিচয় দিলে, একারণ সেই কার্য্যই সম্পাদন করিবে, কিন্তু সে কর্ম্মটি যে তোমার উপযুক্ত, আমার এমন বোধ হয় না; তুমি সাগর পরিখাবৃত ধরামণ্ডলের অধিপতি হইবারই যোগ্য পাত্র; তবে তোমার যেমন অভিলাষ, আমি সেইরূপই করিলাম; তুমি আমার মহানসের অধিকারে পুরস্কৃত হইলে; তথায় যে সকল মনুষ্য পূর্ব্ব হইতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তোমাকে তাহাদিগের উপর আধিপত্যে নিযুক্ত করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভীমসেন এইরূপে বিরাট-রাজার রন্ধনশালার আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া বাস করিয়াছিলেন; অনুচরবর্গ বা অন্য কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে নাই।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শুচিস্মিতা অসিত-নয়না দ্রৌপদী প্রশংসনীয়, কুঞ্চিতাগ্র, দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম সুকোমল ও সুমৃদু কেশপাশ বেণীরূপে গ্রন্থন করিয়া মস্তকের দক্ষিণ-পার্শ্বে উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক সংবরণ করিলেন; পরে কৃষ্ণবর্ণ অতি মলিন অথচ মহামূল্য একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রী-বেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরবাসী পুরুষ ও নারীগণ তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুতগমনে তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তুমি কে, কি কর্ম্ম করিতেই বা ইচ্ছা কর? হে রাজেন্দ্র! তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিতে লাগিলেন,আমি সৈরিন্ধ্রী; যিনি আমাকে প্রতিপালন করিবেন, আমি তাঁহার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। পুরবাসী লোকেরা তাঁহার রূপলাবণ্য ও বেশদর্শনে এবং তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিল না। তৎকালে বিরাটরাজের পরম প্রেয়সী মহিষী কেকয়রাজ-নন্দিনী সুদেষ্ণা প্রাসাদ হইতে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে দ্রুপদ-নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে তাদৃশ রূপসম্পন্না অনাথা ও একবস্ত্রা দেখিয়া আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কি কর্ম্ম করিতেই বা অভিলাষ কর?

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাঁহাকে কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী; যিনি আমাকে প্রতিপালন করিবেন, আমি তাঁহার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি,এই নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। সুদেষ্ণা কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যেরূপ কহিতেছ, ঈদৃশ রূপবতী রমণী কখন সেরূপ হইতে পারেন না, বরং বহুসংখ্য বিবিধ দাস দাসীগণের নিয়ন্ত্রীই হইতে পারেন। তোমার গুল্‌ফ অনুন্নত; উরুদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট বুদ্ধি বাক্য ও নাভিদেশ গম্ভীর; অঙ্গুষ্ঠ, নিতম্ব, স্তন, পাদপৃষ্ঠ, পদনখ ও পাণিতল এই ছয় অঙ্গই উন্নত; করতলদ্বয়, পদতলযুগল ও বদন এই পঞ্চাঙ্গ রক্তবর্ণ; বাক্য হংসের ন্যায় গদ্গদ; কেশ ও স্তন প্রশংসনীয়; নিতম্ব ও পয়োধর পীবর; নেত্রলোম কুটিলভাবাপন্ন; ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় শোভমান; কটিদেশ ক্ষীণ; গ্রীবা ত্রিরেখাবিশিষ্ট; অঙ্গ শ্যামলবর্ণ, শিরাসকল অদৃশ্য; এবং মুখ পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ। তুমি কাশ্মীর-দেশীয় তুরঙ্গমীর ন্যায় বহুতর সুলক্ষণসম্পন্না ও শোভমানা হইয়াছ এবং রূপ সৌন্দর্য্যদ্বারা শারদীয়-পদ্মপলাশ-নয়না, শারদীয় পদ্ম-সদৃশ গন্ধবতী, শারদীয়-পদ্মশ্রিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছ। অতএব হে ভদ্রে! তুমি কে, বল; তুমি কোন প্রকারে দাসী হইবার উপযুক্ত নও। তুমি কি যক্ষী, দেবী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, কোন নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিদ্যাধরী বা কিন্নরী; না স্বয়ং রোহিণী, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, মালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্ম্মপত্নী অথবা ব্রহ্মাণী? হে শুভে! দেবলোকে যে সকল দেবী প্রসিদ্ধা আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তুমি কে, তাহা বল।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে শুভে! আমি দেবী কি গন্ধর্ব্বী, যক্ষী বা পন্নগী কেহই নহি; আমি সৈরিন্ধ্রী, একজন পরিচারিকা মাত্র, ইহা আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। কেশপাশ-বিন্যাসে গন্ধবিলেপনাদি-পেষণে এবং মল্লিকা, উৎপল কমল ও চম্পকাদি পুষ্পপুঞ্জের বিচিত্র পরম শোভান্বিত মাল্যগ্রন্থনে আমার নৈপুণ্য আছে। পূর্ব্বে আমি কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষী সত্যভামার আরাধনা করিতাম এবং কুরুবংশমধ্যে অদ্বিতীয় সুন্দরী পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীরও পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। আমি উত্তম অশন বসন লাভ করত সর্ব্বত্র একাকিনী বিচরণ করি এবং যে স্থানে যে কাল পর্য্যন্তই তাহা লাভ করিতে পারি, সেই কালপর্য্যন্তই তথায় আমার মন রত থাকে, এই নিমিত্ত সেই দেবী স্বয়ং আমার নাম মালিনী রাখিয়াছেন। হে রাজমহিষি সুদেষ্ণে! সম্প্রতি আমি আপনার নিকেতনে অবস্থানার্থ সমাগত হইলাম।

সুদেষ্ণা কহিলেন, যদি বিরাটরাজ সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত তোমার প্রতি আসক্ত না হন, তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে তোমাকে মস্তকেও স্থান দিয়া রাখিতে পারি। হে সুশ্রোণি! রাজকুলকামিনীগণ এবং আমার গৃহচারিণী এই পরিচারিকারাও যখন অনুরক্ত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, তখন কোন্ পুরুষকে তুমি আর মোহিত না করিবে? এই দেখ, আমার ভবনে যে সকল বৃক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে, উহারাও যেন তোমাকে নমস্কার করিতেছে; তবে আর কোন্ পুরুষকে তুমি মোহিত না করিবে? হে বরারোহে! বিরাটরাজ তোমার এই অমানুষ রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মনসে তোমার প্রতি আসক্ত হইতে পারিবেন। হে তরলায়ত লোচনে! হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি আসক্তচিত্তে যে কোন পুরুষকে অবলোকন করিবে, তাহাকেই কুসুম-শরের বশীভূত হইতে হইবে। হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি চারুহাসিনি! যে ব্যক্তি তোমাকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিবে, সে যে অনঙ্গপরবশ হইবে, তাহার কথা আর কি আছে? অতএব হে শুচিস্মিতে সুভ্রু! লোকে যেমন আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করে, অথবা কর্কটী যেমন আপন মরণ-কারণ গর্ভধারণ করে, তোমাকে রাজগৃহে আশ্রয় দিলে আমার পক্ষেও সেইরূপ ঘটিতে পারে।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভাবিনি! আমাকে লাভ করিতে বিরাটের কি অন্য কোনব্যক্তি কাহারও কখন সাধ্য নাই; যেহেতু, কোন মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্ব-রাজের পুত্র পাঁচজন গন্ধর্ব্বযুবা আমার স্বামী; তাঁহারা আমাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং কেহই আমার প্রতি অসদাচরণ করিতে পারে না। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন এবং আমার দ্বারা পাদ প্রক্ষালন না করান, আমি তাঁহার নিকট থাকিলেই আমার গন্ধর্ব্ব পতিরা প্রীত হন। যে পুরুষ আমাকে অন্য অন্য সামান্য নায়িকার ন্যায় লাভ করিতে অভিলাষ করে, সে সেই রাত্রিমধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। হে শুচিস্মিতে অঙ্গনে! আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বেরা অতিশয় বলবন্ত ও দুঃখসহনশীল; তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে সততই রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব কোন ব্যক্তিই আমার প্রতি লুব্ধ বা আসক্ত হইতে পারিবে না। সুদেষ্ণা কহিলেন, হে আনন্দদায়িনি! তুমি যে কথা বলিতেছ, এরূপ হইলে আমি তোমাকে ইচ্ছানুরূপ বাস করাইব; আমার নিকটে থাকিয় তোমাকে কোন ক্রমেই উচ্ছিষ্টস্পর্শ বা কাহারও পাদ প্রক্ষালন করিতে হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পতিধর্ম্ম-পরায়ণা কৃষ্ণা বিরাটমহিষী-কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিতা হইয়া সেই

নগরে বাস করিয়াছিলেন, তথায় কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারে নাই।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব অনুত্তম গোপ-বেশ ধারণপূর্ব্বক গোপভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে বিরাটের বাটীর সন্নিহিত গোষ্ঠসমীপে উপস্থিত হইলেন। মৎস্য-রাজ সেই দীপ্তিশালী নরশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দনকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে রাজপুরুষগণ দ্বারা নিকটে আনয়ন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে নরর্ষভ! আমি পূর্ব্বে তোমাকে আর কখন দেখি নাই, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কাহার লোক, কোথা হইতে আইলে, কি কর্ম্ম করিতেই বা ইচ্ছা কর? তখন সহদেব শত্রুতাপন বিরাটরাজের সন্নিহিত হইয়া জলধর তুল্য গভীর স্বরে উত্তর করিলেন, মহারাজ। আমি বৈশ্যজাতি, আমার নাম অরিষ্টনেমি; পূর্ব্বে আমি কুরুবর পাণ্ডবগণের গোরক্ষক ছিলাম, সম্প্রতি সেই রাজসিংহ পৃথানন্দনেরা কোথায় আছেন জানি না; অতএব বিনা কর্ম্মে আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর বিবেচনায় এবং মহারাজ ভিন্ন অন্য কোন লোকের প্রতি রুচি না হওয়ায় আমি আপনার সন্নিধানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।

বিরাট কহিলেন, হে অরিন্দম! তোমাকে বৈশ্যকর্ম্মের উপযুক্ত বলিয়া কখনই বোধ হয় না, তুমি হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয় হইবে; তোমার আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা বোধ হইতেছে, তুমি সসাগরা বসুধারাজ্যের অধিপতি হইবারই যোগ্যপাত্র; অতএব যথার্থরূপে পরিচয় প্রদান কর; তুমি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে এস্থানে আগত হইলে, কোন্ শিল্প কর্ম্মে তোমার নিপুণতা আছে, আমার নিকটে থাকিয়া কি কর্ম্মের অভিলাষ কর এবং তোমার বেতনই বা কি, সমুদয় বল।

সহদেব কহিলেন, হে মনুজেন্দ্র! পাণ্ডুরাজের পঞ্চম-পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে যুধিষ্ঠির, তাঁহার দশ সহস্র গোযূথ ছিল, তন্মধ্যে কোন যূথে অষ্ট লক্ষ, কোন যূথে দশ সহস্র, কোন কোন যূথে বা বিংশতি সহস্র গোধন থাকিত; আমি সেই সমুদায়ের রক্ষক ছিলাম; লোকে আমাকে তন্ত্রিপাল বলিয়া সম্বোধন করিত। হে ভূপতে! দশ যোজন মধ্যে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান গোসমস্ত ও তাহাদিগের সংখ্যা আমার অবিদিত নাই। সেই মহাত্মা কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির আমার গুণ সমুদয় উত্তমরূপে জানিতেন এবং আমার দ্বারা সন্তুষ্ট হইতেন। যে যে উপায়ে গোসকল অল্পকালের মধ্যেই বহুসংখ্যক হইয়া উঠে এবং রোগাক্রান্ত না হয়, তৎসমুদায় আমার বিদিত আছে। অপিচ আমি প্রশংসিত-লক্ষণযুক্ত এতাদৃশ বৃষভসকল নির্ব্বাচন করিতে পারি, যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণে বন্ধ্যা স্ত্রীও প্রসূতা হয়। হে রাজন্! এই সমস্ত শিল্প আমাতে বিদ্যমান আছে। বিরাট কহিলেন, আমার গোশালায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে নির্দ্ধারিত লক্ষসংখ্যক গোধন আছে; তাহাদিগের রক্ষক সহিত সেই সমস্ত পশু আমি অদ্যাবধি তোমার পালনাধীনেই রাখিলাম। বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ আদর-পূর্ব্বক বিরাটাধিকারে নিয়োজিত হইয়া সহদেব ইচ্ছানুরূপ বসন, ভূষণ ও অন্নপানাদি লাভ করত প্রচ্ছন্নভাবে স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্ত্রীদিগের অলঙ্কারধারী পরমরূপ-সম্পন্ন অপর এক মহাকায় পুরুষ কুণ্ডল, দীর্ঘ শঙ্খ-বলয় ও উৎকৃষ্ট অঙ্গদযুগল পরিধান এবং বহুল ও দীর্ঘ কেশ-কলাপ বিকীরণ করিয়া রাজবাটীর প্রাচীরতটে দৃশ্যমান হইলেন। সেই মত্তমাতঙ্গ-বিক্রম মহাবাহু গতিদ্বারা ধরণীকে কম্পমানা করত তৎকালে বিরাটের সন্নিহিত হইয়া সভাসমীপে দণ্ডায়-মান হইলেন। মৎস্যাধিপতি সেই ছদ্মবেশী, পরম-তেজস্বী, শত্রুতাপন, গজেন্দ্রসম পরাক্রম, মহেন্দ্র-তনয়কে সভাতলে উপাগত দেখিয়া পারিষদ্বর্গকে জিজ্ঞাসিলেন, এই অশ্রুত-পূর্ব্ব পুরুষটি কোথা হইতে আইলেন? "ইনি আমাদিগের পরিচিত নহেন" সভাসদেরা এই উত্তর করিলে রাজা বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন যে তুমি সত্ত্বসম্পন্ন, গজযূথপতি-সদৃশ শ্যামলবর্ণ, মনোরম যুবা পুরুষ; শোভন শঙ্খবলয়, অঙ্গদ ও কুণ্ডলযুগল পরিধান এবং বেণীধারণ করিয়াও তুমি যেন যানা-রোহণপূর্ব্বক বিচরণকারীদিগের মধ্যে এক জন মাল্যবান্, সুন্দরকেশ-বিশিষ্ট, বসনদ্বয়-পরিধায়ী এবং কবচ ও ধনুর্ব্বাণ-ধারীর ন্যায় শোভা পাইতেছ। আমি বার্দ্ধক্যবশত রাজ্য পরিত্যাগের ইচ্ছা করিতেছি, অতএব তুমি আমার পুত্রতুল্য বা আমার সদৃশ হইয়া এই সমস্ত মৎস্যরাজ্য পরিপালন কর; এবংবিধ পুরুষেরা কখন ক্লীবরূপ হন না এবং আমার মনেও ইহা প্রতীত হইতেছে না।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! আমি নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া থাকি; এ সকল বিষয়ে আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে, অতএব আপনি আমাকে রাজকন্যা উত্তরার নিকটে সমর্পণ করুন, আমি তাঁহার নর্ত্তক হইব। যে কর্ম্মদ্বারা আমার ক্লীব রূপ হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিবার আর প্রয়ো-জন নাই, তাহাতে কেবল অতিশয় শোকবৃদ্ধি হয়। হে নর-দেব! আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃ-মাতৃবিবর্জ্জিত, অতএব আমাকে পুত্র অথবা কন্যা বলিয়া জানুন, তখন বিরাট কহি-লেন, বৃহন্নলে! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি করিতে আমি সম্মত হইলাম, তুমি আমার কন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীগণকে তৌর্য্যত্রিক বিদ্যার শিক্ষা দান কর; কিন্তু এ কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত নহে; তুমি সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য করিবারই যোগ্যপাত্র।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মৎস্যরাজ সেই বৃহন্নলাকে কলা-কলাপে, নৃত্যে ও বাদিত্রে সুনিপুণ অবধারণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক প্রথমত স্ত্রীগণ দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন, পরে নপুংসকত্ব নিশ্চয় হইলে তাঁহাকে কুমারী-পুরে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় এইরূপে অবস্থিত হইয়া, বিরাটতনয়া উত্তরাকে এবং তাঁহার সহচরী ও পরিচারিকাগণকে গীত ও বাদিত্র বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করত অচিরেই তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইলেন। সেই-রূপ ছদ্মবেশে অর্জ্জুন সেই কুমারীগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন;

সেইরূপে অবস্থান করায় তাহাকে, কি অন্তঃপুরস্থ, কি বহিস্থ, কোন ব্যক্তিই জানিতে পারে নাই।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর প্রভাবসম্পন্ন অপর পাণ্ডু-পুত্র বিরাটরাজসমীপে বেগে আগমন করিতে দৃষ্ট হইলেন। আগমনকালে ইতর লোকেরা তাঁহাকে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। তিনি ইতস্তত অশ্বসমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নরেশ্বর মৎস্য-রাজ সভাসদ্বর্গকে কহিলেন, এই আর একটি দেবতুল্য পুরুষ কোথা হইতে আসিয়া স্থিরচিত্তে আমার ঘোটক-সকল অব-লোকন করিতেছেন; বোধ হয় উনি অবশ্যই একজন বিচক্ষণ হয়-পরীক্ষক হইবেন; যাহা হউক উহাঁকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর, যেহেতু ঐ বীরপুরুষ সাক্ষাৎ অমরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শত্রুহন্তা নকুল, রাজনিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার জয় ও মঙ্গল হউক! আমি একজন রাজসম্মত সুনিপুণ হয়-তত্ত্বজ্ঞ, আপনার অশ্ব-সূত হইবার প্রার্থনা করি। বিরাট কহিলেন, আমি তোমাকে যান, ধন ও বাসোপযোগী স্থান দিতেছি, তুমি আমার অশ্বসূত হইবার যোগ্য বট, কিন্তু সম্প্রতি তুমি কোথা হইতে আইলে, কাহার অধিকারে নিযুক্ত ছিলে, কেনই বা এখানে আইলে এবং কোন্ শিল্প কর্ম্মে তোমার পরিচয় আছে, সমুদয় যথার্থ করিয়া বল। নকুল কহিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! আমি পূর্ব্বে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ-যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধ্যক্ষ-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম; অশ্ব-গণের স্বভাব-পরিজ্ঞান, শিক্ষা ও চিকিৎসাতে এবং দুষ্ট ঘোট-কের দোষ নিরাকরণে আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে; আমি বাহন-সকলকে এরূপ সুন্দর কৌশলে পরিচালিত করিতে পারি যে, তাহারা কদাচ কাতর হয় না, অশ্বের কথা কি কহিব, আমার নিকটে একটি ঘোটকারও দুষ্টতা থাকিতে পায় না। রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সকলে আমাকে গ্রন্থিক বলিয়া সম্বো-ধন করিতেন। মৎস্যরাজ কহিলেন, আমার যে সমস্ত অশ্ব, অশ্বযোজক ও সারথিগণ আছে, অদ্যাবধি সে সমুদায় তোমার অধীনে নিযুক্ত করিলাম; কিন্তু হে অমরোপম! তুমি সর্ব্বথা মহীন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ, অতএব আমার বিবেচনায় ঈদৃক্ হীন কর্ম্ম কদাচ তোমার উপযুক্ত হইতে পারে না; যদি একা-ন্তই ইহাতে তোমার অভিরুচি হইয়া থাকে, তবে কি বেতন লইবে বল। হে প্রিয়দর্শন! আমি যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়া যাদৃশ হর্ষলাভ করিতাম, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়াও সেইরূপ প্রীত হইতেছি। হা! কি পরিতাপ! সেই, প্রশংসিত যুধি-ষ্ঠির অধুনা ভৃত্যাদি-বিহীন হইয়া কিরূপে বনে বাস করিতে-ছেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার মন তথায় রত হইতেছে!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ যুবাপুরুষ নকুল তথাবিধ সমাদর সহকারে বিরাটকর্ত্তৃক আহ্লাদপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া ছদ্মবেশে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন; সেই অজ্ঞাত-বাসমধ্যে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে নাই। হে জনমে-জয়! সসাগরা পৃথিবীর পতি হইয়াও অমোঘ-দর্শন পাণ্ডু-পুত্রেরা স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বিষমতর দুঃখে পতিত হইয়া এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাট দেশে অবস্থানপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, হে দ্বিজ! মহাবীর্য্য পাণ্ডুনন্দ-নেরা মৎস্যরাজের নগরে এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া পশ্চাৎ কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুনন্দনেরা তাদৃশ প্রচ্ছন্নবেশে মৎস্যরাজের সেবা করত মহর্ষি তৃণবিন্দু ও ধর্ম্মরাজ-প্রসাদে তদীয় নগরে যেরূপে অজ্ঞাত বাস এবং যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। পুরুষপ্রধান ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সভাসদ্ হইয়া সপুত্র বিরাটরাজ ও মৎস্যদেশীয় যাব-তীয় লোকের প্রিয়পাত্র হইলেন। পাশক্রীড়ায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য থাকায় তিনি দ্যূতশালায় সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গগণের ন্যায় বিরাটাদি সকলকে ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করাইতেন। তিনি ক্রীড়ালব্ধ যে কিছু অর্থ পাইতেন, তাহা রাজার অগোচরে ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য প্রদান করিতেন। ভীমসেন রাজার প্রদত্ত মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য মূল্যদ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিক্রয় করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরলব্ধ পুরাতন বস্ত্রসকল বিক্রয় করত পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিতেন। গোপবেশধারী সহদেব ভ্রাতৃগণকে দধি দুগ্ধ ঘৃত-প্রভৃতি অর্পণ করিতেন। নকুলও অশ্ব চিকিৎসাদিদ্বারা রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যে কিছু ধন লাভ করিতেন, তাহা পাণ্ডবসকলকে দিতেন। তপস্বিনী ভাবিনী পাঞ্চালী, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, এরূপ সাবধানা হইয়া স্বামিগণকে নিরীক্ষণ করত বিচরণ করিতেন। হে জন-মেজয়! মহারথ পাণ্ডবেরা তৎকালে দুর্য্যোধন-ভয়ে শঙ্কিত হইয়া বিরাট নগরে এইরূপে আপন আপন সম্পত্তিদ্বারা পর-স্পর সহায়তা ও দ্রুপদ-নন্দিনীর তত্ত্বাবধারণ করত পুনরায় গর্ভ-স্থের ন্যায় প্রচ্ছন্ন-বেশে অতি-ক্লেশে বাস করিয়াছিলেন

অনন্তর চতুর্থমাসে মৎস্যদেশে ব্রহ্মার এক মহোৎসব উপ-স্থিত হইল। পুরুষদিগের অতিপ্রীতিকর ঐ সমৃদ্ধ মহোৎসব উপলক্ষে নানাদিগ্দেশ হইতে সহস্র সহস্র মল্ল আসিয়া ব্রহ্মা ও পশুপতির সমাজের ন্যায় বিরাট রাজার রঙ্গ-সমাজে সমাগত হইতে লাগিল। মৎস্যরাজ সিংহের সদৃশ স্কন্ধ, কটি ও গ্রীবা বিশিষ্ট মহাকায়, প্রভূতবলবীর্য্য, অবদান ও মনীষা-সম্পন্ন সাক্ষাৎ কালকঞ্জ অসুরগণ-স্বরূপ সেই সমস্ত মল্লদিগকে যথা-যোগ্য সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন। রঙ্গস্থলে তাহারা রাজসমীপে বারংবার আপন আপন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলে তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান মল্ল মহা আস্ফালন-পূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। সেই যোধকের সম্মুখে অগ্রসর হইতে কেহই আর সাহস করিতে পারিল না। তখন মৎস্যরাজ সকলকেই হতচিত্ত ও ভগ্নোদ্যম দেখিয়া সূপ-কার-বেশী ভীমসেনকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। সমরপ্রিয় বৃকোদর আত্ম প্রকাশ-শঙ্কায় সঙ্কুচিত হই-য়াও রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকলের হর্ষবিবর্দ্ধক মল্লবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজাকে অভিবাদনানন্তর রঙ্গভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় অকুতোভয়ে বিচরণ করত বৃত্রাসুর-সদৃশ সেই জীমূত-নামক মল্লকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর ষষ্টিবর্ষ-

বয়স্ক মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মহাকায়, ভীমপরাক্রম মহোৎসাহ-সম্পন্ন নরশার্দ্দূলদ্বয় পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষায় পরম হর্ষে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমর-রসে সমান প্রীতি বশত উভয়েই উভয়ের প্রতি পরম সংহৃষ্ট, উভয়েই তুল্যবল-বিক্রম সুতরাং রঙ্গদর্শী মনুষ্যগণ তাঁহাদিগকে সমরাসক্ত মত্তমাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় বজ্র-পর্ব্বতের ন্যায় অথবা ইন্দ্র-বৃত্রাসুরের ন্যায় দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরস্পর ছিদ্রান্বেষী মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কোন অঙ্গের নিপীড়ন করিলে তাহার উন্মোচন, মুষ্টিগ্রহণদ্বারা হস্তের বশতা সম্পাদন, পরস্পর অঙ্গসঙ্ঘটন, তদ্দ্বারা দূরে নিক্ষেপণ, ভূতলে পাতনপূর্ব্বক পেষণ, উর্দ্ধে বিক্ষেপণপূর্ব্বক হস্তদ্বয়দ্বারা মর্দ্দন, স্থান হইতে সহসা সঞ্চালন, বক্ষঃস্থল মধ্যে উভয় হস্তদ্বারা মুষ্ট্যাঘাত, স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক অধোমুখে ভ্রামিত প্রতিপক্ষের নিক্ষেপ-জনিত গর্জ্জন, বজ্রপাততুল্য চপেটাঘাত, প্রসারিত-অঙ্গুলিঘাত, কফোণিঘাত, নখাঘাত, নিদারুণ পদাঘাত, জানু ও মস্তকের পাষাণ-সদৃশ শব্দ-বিশিষ্ট অবঘট্টন, প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অভ্যাকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি মল্লযুদ্ধ-সমুচিত যত প্রকার ভঙ্গী আছে তৎসমুদায় প্রয়োগ করিতে কেহই ত্রুটি করিলেন না। ফলত উৎসব-সমাজসমীপে শূরদ্বয়ের বাহুতেজ ও বলপ্রাণদ্বারা সেই শস্ত্রহীন সমর অতিভয়ঙ্কর হইয়াছিল। হে রাজন! বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই বলিষ্ঠদ্বয়ের সংগ্রামে সমুদয় দর্শকেরা বিজিত ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধনজন্য শব্দ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল! পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ জানুঘাতাদি তুমুল সংগ্রামের পর সেই দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষঃস্থল, নিযুদ্ধকুশল, মহাবল বীরদ্বয় মহাশব্দে ভৎর্সনা করত লৌহপরিঘ সদৃশ বাহুদ্বারা পরস্পর বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। পরিশেষে শার্দ্দূল যেমন মত্তবারণকে আক্রমণ করে সেইরূপ অসীম বীর্য্যশালী মহাবাহু অমিত্রনাশন ভীমসেন ভুজযুগলদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে ধরিয়া একেবারে অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত করত প্রবল বেগসহকারে ঘূর্ণায়মাণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সমাগত মল্ল সমুদায় ও মৎস্যদেশবাসী যাবতীয় দর্শকগণ একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবাহু বৃকোদর সেই মল্লকে শতবার ভ্রমণ করাইয়া যখন দেখিলেন, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও অচেতন হইয়া পড়িল, তখন ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দৃঢ়তর নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। লোকবিখ্যাত মহাবীর জীমূত মল্ল এইরূপে বিনষ্ট হইলে মহামনা মৎস্যরাজ বন্ধুবান্ধবের সহিত সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কুবেরের ন্যায় মুক্ত-হস্তে অর্থ প্রদান করত রঙ্গস্থিত বল্লবের যথোচিত পুরস্কার করিলেন। বৃকোদর মধ্যে মধ্যে ঐরূপে মহাবল মল্লসকল দমন করিয়া বিরাটের অত্যন্ত প্রীতিবহ হইয়াছিলেন। যখন তুল্যবল কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইত, তখন তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র ও মাতঙ্গগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন; কেবল রাজার সমক্ষে নহে, কখন কখন তাঁহার আদেশক্রমে অন্তঃপুরে গিয়া কামিনীগণের সম্মুখেও ঐরূপ সিংহাদির সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলের কৌতুক উৎপাদন করিতেন। এদিকে ধনঞ্জয় সুকৌশল-সম্পন্ন নৃত্যগীতাদিদ্বারা ভূপতি ও অন্তঃপুর-চারিণী নারীগণের তুষ্টিসম্পাদন করিতেন। নকুল সুশিক্ষিত অশ্বগণের দ্রুতবেগাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজসত্তম বিরাটকে পরি-তুষ্ট করিয়া মধ্যে মধ্যে বহুতর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন; সহদেবও ঐরূপ বিনীত বৃষভগণের পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার-স্বরূপ বহু ধন লাভ করিতেন। দ্রৌপদী মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণকে তথাবিধ-ক্লেশপ্রাপ্ত দেখিয়া সর্ব্বদা ম্রিয়মাণা থাকিতেন। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা তৎকালে এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাটরাজের কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করত তথায় বাস করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

## কীচক-বধ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ জনমেজয়! মহারথ পাণ্ডবেরা তখন মৎস্যরাজের নগরে সেইরূপ প্রচ্ছন্নবেশে থাকিয়া দশ মাস অতিবাহিত করিলেন। দ্রুপদরাজ-নন্দিনী পাঞ্চালী স্বয়ং পরিচর্য্যার যোগ্যা হইয়াও বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণার শুশ্রূষা করত অতি দুঃখেই কালক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুদেষ্ণার সদনে সেইরূপে বিচরণ করত তিনি সেই রাজ্ঞী ও অন্তঃপুরচারিণী অপরাপর কামিনীগণকে সন্তুষ্টা করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই অজ্ঞাত বাসের বৎসরটি অতীতপ্রায় হইলে বিরাটের সেনাপতি মহাবল কীচক তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সে দেবতার ন্যায় বিচরণকারিণী অমরকন্যা-সদৃশী তাদৃশী কামিনী নিরীক্ষণ করত একবারে কুসুমশরে প্রপীড়িত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে কামনা করিল। কামানলে সন্তপ্ত হইয়া সেই সেনানী তাহার ভগিনী সুদেষ্ণার নিকটে আগমনপূর্ব্বক সহাস্য আস্যে এই কথা বলিল, শুভে! সুজাত-মদিরাতুল্য-মোহকারিণী অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী এই শোভনা কামিনীটি কে? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে? আমি বিরাট-রাজভবনে পূর্ব্বে আর কখন ইহাকে দেখি নাই। বলিতে কি, এই চিত্তহারিণী ললনাকে অবলোকন করিয়া আমি সুতীক্ষ্ণ মন্মথবাণের নিতান্ত আয়ত্ত হইয়াছি, এক্ষণে উহার সঙ্গমলাভ ব্যতিরেকে আমার সুস্থ হইবার আর অন্য ঔষধ নাই। হে শোভনে! দেবাঙ্গনা-সদৃশী ঈদৃশী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী তোমার পরিচর্য্যা কার্য্যের উপযুক্তা নহে, ইহা না করিয়া এ আমার উপরে ও আমার অধিকারস্থ সমস্ত বস্তুর উপরে আধিপত্য করুক; আমার প্রভূত যান-বাহন, সমৃদ্ধ ভোজনপাত্র, সুস্বাদু ভোজ্য-পেয়, কাঞ্চন-বিভূষিত সুবিচিত্র মনোহর প্রাসাদ প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি আছে, সকলই শোভিত করুক। অনন্তর কীচক সুদেষ্ণার সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক মৃগেন্দ্রকন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী অরণ্যচারী জম্বুকের ন্যায় নরেন্দ্রনন্দিনী দ্রৌপদীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করত কহিল, কল্যাণি! তুমি কে, কাহার রমণী, কোথা হইতেই বা বিরাট নগরে আসিয়াছ, যথার্থ করিয়া বল। হে শোভনে! তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপ-লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য ধারণ করে, এমন কামিনীই অপ্রসিদ্ধ। হে বরাননে! অনুপম কান্তিদ্বারা তোমার মুখমণ্ডল সুবিমল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। হে সুভ্রু! তোমার সুবিপুল শোভন-নয়নযুগল কমলদলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার বাণীও কোকিল-কূজিতের উপমা ধারণ করিয়াছে। হে সুশ্রোণি! হে অনিন্দিতে! এই

মেদিনীমধ্যে তোমার মত অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী যুবতী আমার আর কদাপি দৃষ্টিবিষয়িণী হয় নাই। হে সুমধ্যমে! তুমি কি পদ্মালয়া লক্ষ্মী, বা ভূতি, অথবা হ্রী, শ্রী, কান্তি কি কীর্ত্তি, আমাকে সত্য করিয়া বল। হে বরাননে! বোধ হয়, তুমি অনঙ্গাঙ্গ-বিহারিণী মূর্ত্তিমতী রতি হইবে। হে সুভ্রু! শশাঙ্কের অনুত্তমা কৌমুদীর ন্যায় তুমি অতি মাত্র দীপ্তি পাইতেছ। তোমার এই নেত্রলোমাঙ্ক-বিরাজিত, স্মিতজ্যোৎস্না সমুদ্ভাসিত, দিব্য-লাবণ্য-রশ্মিসংযুত, দিব্য-কান্তি-সংবলিত, অনুপম-শোভা যুক্ত, অনুত্তম চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া পঞ্চশরের বশীভূত না হয়, সমস্ত ভূমণ্ডলমধ্যে এমন লোকই নাই। হে চারুহাসিনি! তোমার এই পরম-শোভা-সমন্বিত; হারালঙ্কার-সমুচিত, সুজাত, কমল-কলিকাতুল্য, বর্ত্তুল, নিবিড়তর, পীবর পয়োধর-যুগল যেন বিষমশরের অঙ্কুশস্বরূপ হইয়া আমাকে অবশাঙ্গ করিয়া ফেলিতেছে। হে ভাবিনি! তোমার এই ত্রিবলীভঙ্গি-তরঙ্গিত, পয়োধর-ভারে ঈষদবনত, মুষ্টিপরিমিত মধ্যভাগ এবং স্রোতস্বিনী-পুলিনসদৃশ সুচারু নিতম্বদেশ সন্দর্শন করিবামাত্র আমি বিষমতর দুস্তর মদন-বিকারে একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। দারুণ দাবানলসদৃশ দুঃসহ কামানল তোমার সঙ্গম কামনারূপ আহুতি-সহকারে সমধিক প্রবল হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে, অতএব হে বরারোহে! তুমি সঙ্গম-জলধর দ্বারা আত্ম-প্রদানরূপ বারি বর্ষণপূর্ব্বক এই উদ্দীপ্ত মন্মথানল প্রশমিত কর। হে সুধাংশুবদনি! বিষম-সায়কের প্রচণ্ডতর নিদারুণ শরনিকর তোমার সঙ্গমাশায় নিশিত ও প্রখরিত হইয়া আমার এই হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক তীব্রবেগে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং রতি সমারম্ভ-সঙ্কল্পে চিত্তের উন্মাদ সাধনকরত প্রাণসংহারের উপক্রম করিতেছে; অতএব হে অসিতাপাঙ্গি! তুমি আত্মপ্রদান ও সম্ভোগদ্বারা আমাকে উদ্ধার কর। হে বিলাসিনি! তুমি সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র মাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক আমার সহিত ইচ্ছানুসারে কামসেবা কর। হে মত্তগজগামিনি! অশেষ সুখসম্ভোগের যোগ্যপাত্রী হইয়া সামান্য পরিচারিকা-বেশে ঈদৃশ অসুখে কাল হরণ করা তোমার কখনই উচিত নহে; অতএব হে মহাভাগে! এক্ষণে আমার নিকটে তুমি সর্ব্বসুখের অধিকারিণী হও; অমৃতকল্প বহুতর সুরুচির সুস্বাদু পানীয়-সমস্ত, বিবিধ ভোগ-সাধন সমগ্রী ও অনুত্তম সৌভাগ্য সম্ভোগ করত যথা-সুখে রমণ কর। হে ভাবিনি! তোমার ঈদৃশ রূপলাবণ্য এবং এই যৌবনকাল সংপ্রাপ্ত কেবল নিরর্থক হইতেছে। হে সুন্দরি! কেহ পরিধান না করিলে অতি-শোভনা উত্তমা মালা যেমন শোভা পায় না, সেইরূপ তুমি স্বভাবত শোভমানা হইলেও সম্ভোগ-রসাস্বাদ-বিরহে তোমার যথার্থ শোভা হইতেছে না। হে চারুহাসিনি বরাননে! আমার যে সমস্ত পুরাতন পত্নী আছে, তোমার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি; তাহারা সকলেই তোমার দাসী হইয়া চরণসেবা করিবে এবং আমিও চিরকাল তোমার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া থাকিব। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি আমাকে কামনা করিতেছ বটে, কিন্তু আমি হীনজাতীয়া কেশবিন্যাসকারিণী সৈরিন্ধ্রী, সুতরাং এতাদৃশ ঘৃণাস্পদ হইয়া কদাচ তোমার প্রার্থনার যোগ্যা নহি; বিশেষত আমি পরকীয়া স্ত্রী, অতএব তোমার মঙ্গল হউক, পরদারে অভিলাষ করা তোমার কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে; "পরিণীতা পত্নীই মানবদিগের যথার্থ প্রীতি ও অনুরাগের স্থল," এই সনাতন ধর্ম্মটি তুমি স্মরণ কর; দেখ, যে কর্ম্ম অকর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করাই সাধু পুরুষের নিত্য কর্ম্ম; পাপাশয় মনুষ্যেরাই মহামোহে অন্ধ হইয়া অযুক্ত অভিলাষে অভিনিবিষ্ট হয় এবং তন্নিবন্ধন ঘোরতর অযশ, অথবা সংহার দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সৈরিন্ধ্রী এই প্রকার উক্তি করিলে কামমোহিত দুর্বুদ্ধি কীচক পরকীয়াসংসর্গে সর্ব্বলোক-বিগর্হিত সাত্যাতিক দোষসমস্ত অবগত থাকিয়াও দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত পুনরায় তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিল। হে বরারোহে! হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! তোমার নিমিত্ত আমি কন্দর্পের একান্ত বশীভূত হইয়াছি, অতএব এ অবস্থায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার কদাচ উচিত নহে। হে ভীরু! এতাদৃশ প্রিয়বাদী ও অধীন ব্যক্তির প্রার্থনা অস্বীকার করিলে তোমাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে। হে অসিতাপাঙ্গি সুমধ্যমে! এই সমুদয় মৎস্যরাজ্যের প্রভুত্ব আমাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে; আমার প্রতাপেই প্রজারা রাজ্যে বাস করিতেছে; অধিক কি, সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডলে বীর্য্য, রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও অনুত্তম শুভভোগসমস্ত একত্র সম্ভোগ করিতে আমার সদৃশ আর কোন পুরুষই নাই; অতএব হে কল্যাণি! আমার হস্তগত সর্ব্বকামসমৃদ্ধ অনুপম ভোগ্য বস্তু সমুদায় সম্ভোগ করিবার উপায় থাকিতে তুমি দাস্যকর্ম্মে কি নিমিত্ত প্রবৃত্তি করিতেছ? হে বরাননে! আমাকে ভজনা কর, আমি এই রাজ্য তোমাকে সমর্পণ করিতেছি; তুমি ইহার স্বামিনী হইয়া অনুপম ভোগৈশ্বর্য্যের আস্বাদন কর। পতিব্রতা দ্রৌপদী কীচকের এইরূপ অশুভ বাক্য শুনিয়া তাহার ভূরি ভূরি নিন্দা করত, প্রত্যুত্তর করিলেন, রে সূতপুত্র! তুই মোহাবিষ্ট হইয়া অদ্য জীবন পরিত্যাগ করিস্ না; তোর ইহা বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য যে, ভীষণ-মূর্ত্তি পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী আছেন; সেই বীর পুরুষেরা সর্ব্বদাই আমার রক্ষণাবেক্ষণ করেন; তাঁহাদিগের হস্ত হইতে আমাকে লাভ করিতে তোর কখনই সাধ্য হইবে না। তাঁহারা কুপিত হইলে নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবেন; অতএব তুই অনর্থক মরণ কামনা করিস্ না। যে পথে গমন করা মনুষ্যদিগের অসাধ্য, তুই সেই পথে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিস্। কোন অজ্ঞান বালক যেমন সমুদ্রের কূলস্থ হইয়া অপর কূলে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করে, তোরও সেইরূপ অসম্ভব বাসনা হইয়াছে। আমাকে কামনা করিয়া তুই যদি ভূগর্ভমধ্যেই প্রবেশ করিস্, অন্তরীক্ষপথে উৎপতিত হইতেই সমর্থ হস্, অথবা সমুদ্র-পারেই পলায়ন করিস্, তথাপি সেই বৈরনির্যাতনদক্ষ আকাশসঞ্চরণক্ষম দেবপুত্রগণের হস্ত হইতে কদাচ নিষ্কৃতি পাইবি না। রে কীচক! কোন আতুর ব্যক্তি, যেমন আগ্রহপূর্ব্বক মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেইরূপ তুই কেন আমাকে ঈদৃশ নির্ব্বন্ধ-সহকারে প্রার্থনা করিতেছিস্? মাতৃক্রোড়শায়িত শিশু যেমন চন্দ্র ধরিতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুই আমাকে লাভ করিতে কেন অনর্থক কামনা করিতেছিস্?

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ঘোরতর উদ্দাম কামে প্রপীড়িত দুরাশয় কীচক, দ্রৌপদীকর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া কেকয়-রাজকন্যা সুদেষ্ণাকে বলিল, সুদেষ্ণে! গজগামিনী সৈরিন্ধ্রী যাহাতে বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে ভজনা করে, তুমি যুক্তিদ্বারা তাহার উপায় বিধান কর, নতুবা আমার প্রাণবিয়োগ হয়। তখন মনস্বিনী বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণা তাহার বহুতর বিলাপবাক্য শ্রবণে কৃপাবিষ্টা হইলেন এবং আপনার অর্থ, তাহার অর্থ ও কৃষ্ণার উদ্বেগ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া সূতপুত্রকে কহিলেন, কোন পর্ব্ব উপলক্ষে তুমি মদিরা ও ভোজ্যবস্তুসমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, আমি সুরা আহরণচ্ছলে সৈরিন্ধ্রীকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব; সেই প্রতিবন্ধশূন্য বিজনস্থানে প্রেরণ করিলে, যদি সান্ত্বনাদ্বারা উহার মন তোমার প্রতি রত হয়, তুমি ইচ্ছানুসারে উহাকে নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে বশীভূতা করিবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা শুনিয়া কীচক ভগিনী-ভবন হইতে বহির্গত হইয়া আপন আলয়ে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার বাক্যানুসারে রাজযোগ্য সুপরিষ্কৃতা মদিরা আহরণ করাইল এবং পাকদক্ষ পাচকগণ দ্বারা বহুতর বহুল মৃগমাংস-প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নানাপ্রকার প্রভূত ভক্ষ্য ও সুস্বাদু অন্নপানাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিল। অনন্তর রাজমহিষী সুদেষ্ণা কীচকের প্রার্থনানুসারে সৈরিন্ধ্রীকে তদীয় নিকেতনে প্রেরণাভিলাষে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! আমি পিপাসায় সাতিশয় ব্যথিতা হইয়াছি, অতএব হে কল্যাণি! তুমি শীঘ্র উঠিয়া কীচকের গৃহে গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর। সৈরিন্ধ্রী কহিলেন, রাজপুত্রি! আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব না; হে রাজমহিষি! কীচক যেরূপ নির্লজ্জ, তাহা আপনারও অবিদিত নাই। হে অনিন্দিতাঙ্গি, ভাবিনি! আপনার ভবনে কামচারিণী হইয়া আমি স্বামিগণের প্রতি ব্যভিচারিণী হইতে পারিব না। হে দেবি! আপনার আলয়ে আশ্রিত হইবার পূর্ব্বে আমি যেরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহাও আপনি জানেন। হে সুকেশি! সেই মদন-দর্পিত বিমূঢ় কীচক আমাকে দেখিবামাত্র অপমানিত করিবে, অতএব আমি তথায় যাইব না। হে শোভনে রাজনন্দিনি! আপনার বশবর্ত্তিনী বহু পরিচারিকা রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেই একজনকে প্রেরণ করুন; আমি তথায় যাইলে সে নিশ্চয়ই আমার অপমান করিবে। সুদেষ্ণা কহিলেন, আমি যখন প্রেরণ করিতেছি, তখন সে কদাচ তোমার হিংসা করিতে পারিবে না; এই বলিয়া তিনি আবরণ সহিত স্বর্ণপাত্র প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী দৈবের শরণাপন্ন হইয়া শঙ্কাপন্ন-চিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে সুরা-আহরণার্থ কীচক-নিবেশনে প্রস্থান করিলেন এবং কহিলেন, আমি যে পতিগণ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেও জানি না, সেই সত্যের প্রভাবে কীচক আমাকে নিকটে পাইলেও যেন বশীভূতা করিতে না পারে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তনুমধ্যা অবলা পাঞ্চালী মুহূর্ত্তকাল সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলেন। দিবাকর, তাঁহার সমুদায় অভিপ্রায় বোধ-গম্য করিয়া একজন রাক্ষসকে রক্ষা-নিমিত্ত আদেশ দিলেন। রাক্ষস তাঁহার অলক্ষিতে ছায়ার ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সতত সতর্কভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। সূতপুত্র কীচক ভয়-চকিতা হরিণীর ন্যায় কৃষ্ণাকে নিকটে উপস্থিতা দেখিয়া, পারগমনেচ্ছু ব্যক্তি নৌকা লাভ করিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ হৃষ্ট-চিত্তে গাত্রোত্থান করিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

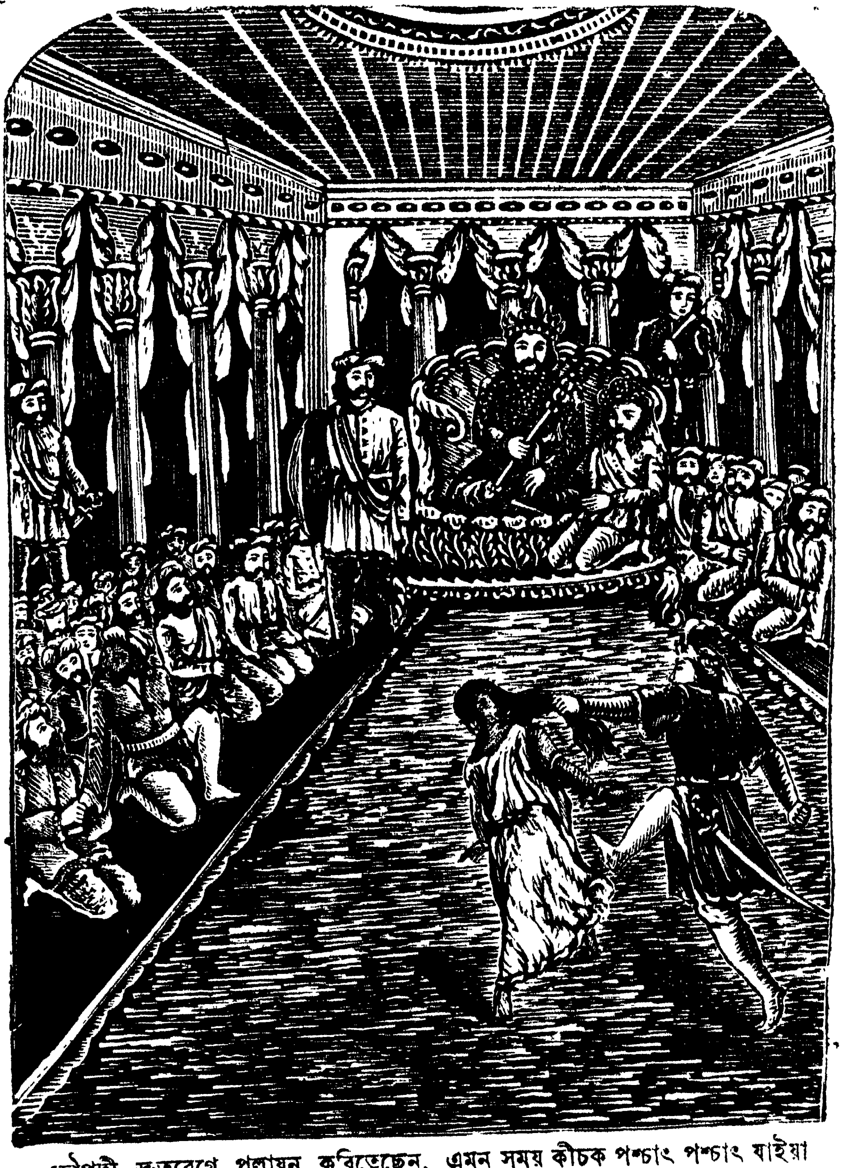
---

কীচক কহিল, হে সুকেশি! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে; অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাতা, যেহেতু তোমাকে গৃহস্বামিনী-রূপে প্রাপ্ত হইলাম; এক্ষণে তুমি সুবর্ণ-রচিত মালা, শঙ্খ, নানাদেশোদ্ভব বিশদতর কনকময়-কুণ্ডল, সুশোভন মণিরত্ন, মনোহর কৌশিক পটবস্ত্র ও বিচিত্র অজিনাদি গ্রহণপূর্ব্বক আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমার নিমিত্ত দিব্য-শয্যা উপকল্পিতা রহিয়াছে; আইস, তথায় উপবেশনপূর্ব্বক আমার সহিত মধু-কুসুমসম্ভবা মদিরার আস্বাদন কর। দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্রী সুদেষ্ণা "আমার অতিশয় পিপাসা হইয়াছে, অতএব শীঘ্র আমার জন্য পানীয় আনয়ন কর" এই আদেশ করিয়া আমাকে সুরা আহরণার্থ তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। কীচক কহিল, ভদ্রে! আর আর পরিচারিকারা রাজপুত্রীর নিকটে পানীয় লইয়া যাইবে; এই বলিয়া সূতপুত্র তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে পাপাত্মন্! আমি যে স্বামিগণের প্রতি মনেও কখন ব্যভিচার করি না, সেই সতীত্ব ধর্ম্মই তোমাকে বশীকরণপূর্ব্বক পরিকর্ষণ করিবে, দেখিতে পাইব। কীচক সেই বিশাল-নয়না কৃষ্ণাকে সর্ব্বতোভাবে ভর্ৎসনা করিতে দেখিয়া বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার মানসে সহসা তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিল। বলাৎকারে গৃহীত হওয়ায় শুভাঙ্গী দ্রৌপদী তখন অতিমাত্র অসহিষ্ণু ও কোপে কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া অতিবেগে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে বহুতর তিরস্কার করত সহসা ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তাঁহার নিক্ষেপণে কীচক ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। কীচকের গ্রহণে কম্পিতাঙ্গী পাঞ্চালী তাহাকে এইরূপে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, যেস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেই সভার শরণার্থিনী হইয়া ধাবমানা হইলেন। তিনি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন, এমন সময়ে কীচক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার কেশকলাপে ধারণ করিল এবং রাজার দৃষ্টিগোচরেই তাঁহাকে ধরাশায়িনী করিয়া পদাঘাত করিল। হে ভারত! তখন সূর্য্যনিযোজিত সেই রাক্ষস বায়ুবেগে তাহাকে অপসারিত করিয়া দিল। রাক্ষসের বলে সমাহত হওয়ায়, সেই অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বিঘূর্ণমান ও বিচেতন হইয়া পড়িল।

তৎকালে যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন উভয়েই সভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন; কীচককে কৃষ্ণার প্রতি সেইরূপ পদাঘাত করিতে দেখিয়া তাঁহারা ক্রোধে একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। বিশেষত মহামনা বৃকোদর সেই দুরাত্মা কীচকের বধেচ্ছা করিয়া রোষভরে দন্তদ্বারা দন্ত-সমস্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্তবর্ণ হইল, পক্ষ্মলোমগুলি উন্নত হইয়া উঠিল এবং ললাট দেশে ঘর্ম্মাক্ত ভীষণ ভ্রুকুটীভঙ্গীর উদয় হইল। বীরশত্রুহন্তা ভীমসেন অতিমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বারা ললাট মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং শত্রুনিপাতার্থ ত্বরান্বিত হইয়া উত্থিত হইবার উপক্রম করিলেন। হে রাজন্!

## ২০। দ্রৌপদীকে কীচকের পদাঘাত।



দ্রৌপদী দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন, এমন সময় কীচক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার কেশকলাপে ধারণ করিল এবং রাজার দৃষ্টিগোচরে তাঁহাকে ধরাশায়িনী করিয়া পদাঘাত করিল। (বিরাটপর্ব্ব ৫৯০ পৃষ্ঠা।)

অনন্তর ধর্ম্মরাজ, বনস্পতি দর্শনে মত্ত-মাতঙ্গ যেমন তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন করিবার উদ্যম করে, ভীমসেনকেও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া আত্মপ্রকাশ-শঙ্কায় অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অঙ্গুষ্ঠমর্দ্দন করত তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, "অহে বল্লভ! তুমি কি ইন্ধনার্থে বৃক্ষ সন্দর্শন করিতেছ? যদি একান্তই তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, তবে বাহিরে বৃক্ষ সকল ছেদন কর।"

সুশ্রোণী দ্রুপদনন্দনা সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া রোষরৌদ্র-নয়নে দহ্যমানা হইলেও প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম-প্রতিপালনার্থ বাহ্য আকার গোপন করত বিষণ্ণচিত্ত স্বামিগণকে নিরীক্ষণ ও রোদন করিতে করিতে মৎস্যরাজকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন, যাঁহাদিগের শত্রুরা ইন্দ্রিয়বিষয়াতিরিক্ত কোন অনির্দ্দেশ্য দেশে বাস করিয়াও সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না, তাঁহাদিগের মানিনী-ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! যে সত্যবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষেরা চিরকাল দান ধ্যান করিয়া থাকেন, কখন যাচ্ঞা করেন না, তাঁহাদিগের মানিনী-ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! সমরদুন্দুভি নির্ঘোষিত হইলে যাঁহাদিগের জ্যাশব্দ অনবরত শ্রুত হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের মানিনী-ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! যাঁহারা তেজস্বী, দান্ত, পরাক্রান্ত ও অভিমানবন্ত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের মানিনী-ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! ধর্ম্মপাশে বদ্ধ না হইলে, যাঁহারা এই সমস্ত লোকমণ্ডলীর ধ্বংস করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মানিনী-ভার্য্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিল! যাহারা শরণার্থী প্রপন্ন মানবগণের রক্ষক হইয়া থাকেন; যাঁহারা লোকমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সেই মহারথেরা অদ্য কোথায় রহিলেন? পারামত তেজস্বী ও প্রভূত-বলশালী হইয়া তাঁহারা পতিব্রতা প্রেয়সীকে সূতপুত্রকর্ত্তৃক বধ্যমানা দেখিয়াও কিরূপে ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন! দুরাত্মা কীচক তাঁহাদিগের ভার্য্যাকে পদাঘাত করিলেও তাহারা যখন রক্ষণেচ্ছু হইলেন না, তখন আর তাঁহাদের ক্রোধ, বীর্য্য ও তেজ কোথায় রহিল? আমাকে নিরাপরাধে প্রহার পাইতে দেখিয়া বিরাটরাজা যে ক্ষমাবলম্বী হইলেন, ইহাতে উহাঁরও ধর্ম্ম-দূষকত্ব প্রকাশ পাইতেছে; তবে আর আমি কি করিতে পারি?—হে রাজন্! আপনি যে কীচকের প্রতি রাজনিয়মানুরূপ কোন দণ্ডবিধান করিতেছেন না, ইহাতে আপনার রাজধর্ম্ম দস্যুধর্ম্মের তুল্য হইতেছে, ইহা সভায় শোভা পায় না। হে মৎস্যপতে! আপনার সমক্ষেই কীচক যে আমাকে পদাঘাত করিল, ইহা নিতান্ত অন্যায় কর্ম্ম হইল; এ বিষয়ে কীচকের যে ব্যতিক্রম, তাহা সভাসদেরাই বিবেচনা করুন। ফলত, কীচকের ত কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই; মৎস্যপতিও নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং যাঁহারা সভায় থাকিয়া ইহাঁর উপাসনা করেন, তাঁহারাও অধর্ম্মজ্ঞ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বরবর্ণিনী কৃষ্ণা বাষ্পাকুলনয়নে এইরূপ বিবিধ বাক্যদ্বারা তৎকালে মৎস্যরাজকে ভর্ৎসনা করিলেন। বিরাট কহিলেন, তোমরা উভয়ে পরোক্ষে কিরূপে বিবাদ করিয়াছ, তাহা আমি জানি না, তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত না হইলে আমি কি প্রকারে বিচারকৌশল প্রয়োগ করিতে পারি? বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সভাসদ্গণ সমুদয় বিদিত হইয়া কৃষ্ণাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন এবং কীচককেও বিস্তর নিন্দা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা এই কথা বলিলেন যে, এই আয়তনয়না সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কামিনী যাঁহার ভার্য্যা হন, তিনি পরম লাভবান্, তাঁহাকে আর কদাচ শোক করিতে হয় না; কারণ ঈদৃশী সর্ব্বাঙ্গ-সুলক্ষণা বরবর্ণিনী নারী মনুষ্য-মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন; ইহাঁকে আমরা দেবকন্যা বলিয়াই নিশ্চয় করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভ্যেরা দ্রৌপদীকে দেখিয়া এইরূপে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ক্রোধোদয় হওয়ায় ললাটদেশে ঘর্ম্মবিন্দু সকল আবির্ভূত হইল। অনন্তর কুরুরাজ প্রেয়সী মহিষীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তোমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? শীঘ্র সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে যাও; যাঁহারা বীরপত্নী হন, পতির অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ ক্লেশও সহ্য করেন, স্বামিশুশ্রূষায় ক্লিশ্যমানা হইয়া তাঁহারা অবশ্যই পতিলোক জয় করিয়া থাকেন। বোধ হয়, তোমার সূর্য্যতুল্য-তেজস্বী গন্ধর্ব্ব স্বামিগণ এখন ক্রোধ প্রকাশের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিতেছেন না, সেই নিমিত্তই তাঁহারা তোমার সাহায্যার্থ অভিমুখ হইতে নিরস্ত রহিয়াছেন। হে সৈরিন্ধ্রি! তোমার কালজ্ঞান নাই, একারণ রাজসভায় নটীর ন্যায় নির্লজ্জা হইয়া অনর্থক ক্রন্দন করিতেছ; ইহাতে কেবল সভাসদ্গণের ক্রীড়া-ব্যাঘাত করা হইতেছে, অতএব হে সৈরিন্ধ্রি! তুমি এখন যাও, সময় পাইলে গন্ধর্ব্বেরা বৈরনির্যাতনপূর্ব্বক অবশ্যই তোমার দুঃখ-মোচন করিবেন। সৈরিন্ধ্রী কহিলেন, আমি যাঁহাদিগের সহধর্ম্মচারিণী, বোধ হয়, তাঁহারা অতিরিক্ত দয়াশীল; তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ যখন নিরন্তর পাশক্রীড়ায় আসক্ত, তখন তাঁহারা সকলেরই বধ্য হইতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রোষাবেশবশত আরক্ত-নয়না ও আলুলায়িত-কেশা কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সুদেষ্ণানিকেতনে সত্বর প্রস্থান করিলেন। বহুক্ষণ রোদন করায় তাঁহার মুখমণ্ডল তৎকালে নভস্তলে মেঘমালা-বিনির্ম্মুক্ত শশিমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহাকে সেইরূপ আকারে আগতা দেখিয়া সুদেষ্ণা কহিলেন, শোভনে! তুমি রোদন করিতেছ কেন? হে বরারোহে! কে তোমাকে আঘাত করিয়াছে? হে ভদ্রে! কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমার দুঃখ উপস্থিত হইল? কে তোমার অনিষ্টাচরণ করিল?

দ্রৌপদী কহিলেন, আপনার সুরা আহরণার্থ আমি কীচকালয়ে গমন করিলে কীচক সভামধ্যে আমাকে রাজার সমক্ষেই যেন নির্জ্জন বনে পাইয়া পদাঘাত করিয়াছে। সুদেষ্ণা কহিলেন, হে সুকেশি! তুমি দুর্ল্লভা হইলেও কীচক যে মদন-মদে উন্মত্ত হইয়া তোমার অবমাননা করিয়াছে, একারণ তোমার ইচ্ছা হইলে আমি তাহাকে বিনষ্ট করাইব। দ্রৌপদী কহিলেন, সে যাঁহাদিগের অপরাধ করিয়াছে, তাঁহারাই তাহাকে বিনষ্ট করিবেন; স্পষ্ট বোধ হইতেছে, সে অদ্যই পরলোকে প্রস্থান করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্বিনী ভাবিনী দ্রুপদনন্দিনী

সেনানী সূতপুত্রকর্ত্তৃক সেইরূপে আহত হইয়া তাহার বিনাশ কামনা করত তখন স্বীয় আবাসেই আগমন করিলেন। অনন্তর তন্মধ্যা কৃষ্ণা যথান্যায়ে শৌচাচরণ এবং সলিল দ্বারা গাত্র ও পরিধেয় বস্ত্র-যুগল-প্রক্ষালনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কি উপায়ে সেই দুঃখের অপনোদন হয়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই, কি প্রকারে আমার কার্য্য সিদ্ধি হয়', কিয়ংক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন, "অদ্য ভীমসেন ব্যতীত আমার মনঃপ্রীতি সম্পাদন করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না; অতএব তাঁহার নিকটে গমন করাই কর্ত্তব্য।" অনন্তর আয়তনয়না মনস্বিনী কৃষ্ণা নাথবতী হইয়াও অতিমাত্র মনোদুঃখে নাথ ইচ্ছা করত নিশীথ সময়ে স্বীয় শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া ভীমসেনের ভবনে দ্রুতবেগে শীঘ্র গমন করিলেন। বৃকোদর মৃগরাজের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে যে ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, মনস্বিনী দ্রৌপদী "আমার বিষম শত্রু সেই পাপাত্মা সেনানী অদ্য তাদৃশ কর্ম্ম করিয়া জীবিত থাকিতে আপনি কি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন?" এই কথা বলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে কুরূদ্বহ! তাঁহার ও মহাত্মা ভীমের রূপচ্ছটায় সেই গৃহটি যেন সংবর্দ্ধিত ও প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। শুচিস্মিতা অনিন্দিতা পাঞ্চালী মহানসে ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইয়া যেমন বনজাতা ত্রিবর্ষ-বয়স্কা অথচ অজাত-রজস্কা ধেনু মহাবৃষভের নিকট-বর্ত্তিনী হইলে কামমত্তার মত প্রতীয়মানা হয়, সেইরূপ কামাতুরার ন্যায় তৎসন্নিধানে উপস্থিতা হইলেন এবং লতা যেমন গোমতী-তীরোৎপন্ন প্রফুল্ল মহাশাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে সেইরূপ আলিঙ্গন করিয়া, মৃগরাজবধূ যেমন দুর্গম বনে প্রসুপ্ত মহাসিংহকে জাগরিত করে, তদ্রূপ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তিনী যেমন মহাগজকে আশ্লেষ করে, প্রশংসিতা দ্রুপদ-তনয়া ভীমসেনকে সেইরূপ আশ্লেষ করিয়া উত্তম গান্ধার স্বর-সংযোগবতী বীণার ন্যায় সুমধুর স্বরে এই কথা বলিলেন, ভীমসেন! উত্থিত হউন, উত্থিত হউন, মৃতের ন্যায় কিপ্রকারে শয়ন করিয়া আছেন? মৃত না হইলে কোন পুরুষের ভার্য্যাকে অপমানিতা করিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে না। কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবাহু বৃকোদর রাজপুত্রীকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া শয়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; পরে প্রেয়সী মহিষী দ্রুপদরাজনন্দিনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, কৃষ্ণে! ত্বরান্বিতা হইয়া কি প্রয়োজন উদ্দেশে তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক বর্ণের বিকৃতি হইয়াছে, তোমাকে পাণ্ডুবর্ণা দেখিতেছি; অতএব যাহাতে আমি জানিতে পারি, সমুদয় সম্পূর্ণরূপে বল। তোমার সুখদুঃখ ও ইষ্টানিষ্টের সমস্ত বিবরণ যথাবৎ ব্যক্ত কর, আমি শুনিয়া তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব। দেখ তোমার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে আমিই বিশ্বাসের স্থল; তুমি আপদে পতিত হইলে আমিই বারংবার রক্ষা করিয়া থাকি; অতএব সম্প্রতি তোমার অভিলষিত কোন কার্য্যের কথা বলিতে হইবে, তাহা শীঘ্র কহিয়া কেহ জাগরিত হইতে না হইতে আপন শয়নমন্দিরে প্রস্থান কর।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। • •

দ্রৌপদী কহিলেন, যুধিষ্ঠির যাহার স্বামী, তাহার প্রতি শোক না করিবার বিষয় কি আছে? আপনি আমার সমস্ত দুঃখের কথা জানিয়াও কি নিমিত্ত আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হে ভারত! দ্যূতক্রীড়া-সময়ে যখন প্রাতিকামী আমাকে দাসী-প্রবাদে সভাস্থ-জনগণমধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তৎকালের সেই দুঃখ আমার অন্তর্দাহ করিতেছে। তাদৃশ দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিয়া দ্রৌপদী ভিন্ন আর কোন্ রাজপুত্রী জীবিতা থাকিতে পারে? দ্বিতীয় বনবাসকালে, সিন্ধুপুত্র দুরাত্মা জয়দ্রথ আমার যে অপমান করিয়াছিল, তাহাই বা কে সহ্য করিতে সমর্থ হয়? সম্প্রতি আবার মৎস্যরাজের সমক্ষে সেই কিতবের দৃষ্টিগোচরে কীচক যে পদাঘাত করিল, তাহা সহিয়া আমার মত আর কোন্ নারী জীবনধারণ করিতে পারে? হে ভরতনন্দন কৌন্তেয়! আমাকে বারংবার এইরূপ বহুতর ক্লেশে ক্লিশ্যমানা দেখিয়াও আপনি যখন জানিতে পারিতেছেন না, তখন আর আমার জীবিতা থাকিবার ফল কি? হে নরশার্দ্দূল! বিরাটরাজের শ্যালক সেনানী পরম-দুর্ম্মতি কীচক আমাকে রাজগৃহে সৈরিন্ধ্রী বেশে বাস করিতে দেখিয়া প্রতিদিনই "আমার ভার্য্যা হও" "আমার ভার্য্যা হও" এই কথা বলে। হে শত্রুমর্দ্দন! সেই বধার্হ দুষ্টাত্মার বশীকরণ মন্ত্রণাবাক্য শ্রবণে যথাকালে পক্ব হইলে ফল যেমন স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, আমার হৃদয় সেইরূপ বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার কর্ম্মদ্বারা আমি ঈদৃশ অনন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি, আপনার সেই দূষিত-দ্যূতদেবী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকেই নিন্দা করুন, কেন না সেই দুর্দ্দ্যূতদেবী ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য ও আপনার সহিত যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের নিমিত্ত ক্রীড়া করে? যদি তিনি সহস্র সহস্র নিষ্ক ও অন্যান্য সারবৎ ধনপণ রাখিয়া বহুবৎসর পর্য্যন্ত দিবারাত্রি ক্রীড়া করিতেন, তথাপি সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, যান, বাহন ও ছাগ, মেষ, গো, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি পশু সমুদায় কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। এক্ষণে তিনি দ্যূতপ্রবাদে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া আপন কর্ম্ম সমস্ত চিন্তা করত মূঢ়ের ন্যায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। হায়! যাঁহার গমনসময়ে কিঙ্কিণীজাল ও সুবর্ণ-মালালঙ্কৃত দশ সহস্র মাতঙ্গ অনুগামী হইত; অপরিমিত তেজস্বী শতসহস্র ভূপতি যাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে উপাসনা করিতেন; যাঁহার রন্ধনশালায় সহস্র সহস্র দাসীগণ সুবর্ণপাত্র হস্তে করিয়া প্রতিদিবারাত্র অবিশ্রান্ত অতিথি ভোজন করাইত; সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির এক্ষণে দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনে জীবন ধারণ করিতেছেন। যিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিদিন সহস্র নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিতেন, বদান্যশ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির সংপ্রতি দ্যূতজন্য মহা অনর্থে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন। সুস্বরসম্পন্ন, পরিষ্কৃত-মণিকুণ্ডল-ভূষিত, সূত ও মাগধনামক বহুসংখ্যক স্তুতিপাঠকেরা প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয়কালেই যাঁহার উপাসনা করিত; তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সহস্রসংখ্যক ঋষি যাঁহার নিত্য সভাসদ্ থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু দ্বারা পূজিত হইতেন; যিনি ব্রতানুষ্ঠায়ী স্নানশীল অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী ব্রাহ্মণগণকে এবং দশসহস্রসংখ্যক অপ্রতিগ্রাহী ঊর্দ্ধরেতা যতিদিগকে, প্রত্যেকের প্রতি ত্রিংশৎ দাসী নিয়োজিত করিয়া, প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করিতেন, সেই নরাধিপ যুধিষ্ঠির সম্প্রতি পরপালিত হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহাতে অনি

রতা, দয়া ও সংবিভাগ এই সমুদায় সত্ত্ব-গুণ নিত্য প্রতি তি, সেই গুণধাম নরেশ্বর অধুনা ঈদৃশ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। পস্বী ও সত্যপরাক্রম যে মহীপাল, বিনয় ও দয়া-বশত জ রাষ্ট্রস্থিত অন্ধ বৃদ্ধ অনাথ প্রভৃতি সমুদায় দুর্দশাপন্ন ব্যক্তি দিগের ভরণপোষণ করিতেন এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সহকারে কলকে অর্থ-বিভাগ করিয়া দিতেন, সেই যুধিষ্ঠির এক্ষণে ৎস্যরাজের পরিচারকরূপে থাকিয়া পরাধীনতা-নিবন্ধন অশেষ তি ভোগ করত রাজসভায় পাশক্রীড়ক কঙ্ক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইন্দ্রপ্রস্থে বাস-সময়ে করপ্রদ ভূপতি সকল যাঁহার নিমিত্ত যথাকালে উপহার আহরণ করিতেন, সেই মহামহীশ্বর অধুনা অন্য-দ্বারা আত্ম-পোষণের অভিলাষী হইয়াছেন! এক সময়ে পৃথিবীপালক রাজন্যগণ যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন, সেই রাজা অদ্য অস্বাধীন হইয়া অন্যের বশীভূত রহিয়াছেন! যিনি সূর্য্যের ন্যায় আপন প্রতাপ-দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডলকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির এক্ষণে বিরাটরাজের সভাসদ্ হইয়া আছেন! হে পাণ্ডব! ঋষিগণ সহিত ভূপতিবর্গ যাঁহাকে সভামণ্ডপে উপাসনা করিতেন, সেই যুধিষ্ঠির অদ্য অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন! তাঁহাকে প্রিয়ংবদ সদস্যরূপে অন্যের উপাসনা করিতে দেখিয়া কাহার হৃদয়ে অসংশয়িত শোকের আবির্ভাব না হয়? অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা যাঁহার কোনক্রমে উচিত হইতে পারে না, সেই মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জীবিকা-নিমিত্ত অন্যের আশ্রিত দেখিয়া কাহার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার না হয়? হে বীর ভারত! সমগ্র বসুন্ধরা যাহাকে সভামধ্যে উপাসনা করিত, সেই যুধিষ্ঠির অদ্য অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন! অতএব হে ভীম! আমি এইরূপ বহুবিধ দুঃখপুঞ্জে পীড্যমানা হইয়া অনাথার ন্যায় শোকসাগরের মধ্যবর্ত্তিনী রহিয়াছি, তথাপি আপনি আমাকে দেখিতেছেন না কেন?

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভারত! আমি আর যে একটি দুঃখের কথা বলিব, ইহা আমার মহদ্দুঃখ; আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না, আমি দুঃখপ্রযুক্তই ইহা বলিতেছি। হে ভরতর্ষভ! আপনি বল্লব নাম ধারণ-পূর্ব্বক অসদৃশ নিকৃষ্ট সূদকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কাহার শোকবর্দ্ধন করিতেছেন? লোকে যে আপনাকে বিরাটরাজের পরিচারক বল্লব-নামক সূপকার বলিয়া জানিতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? মহানসের কর্ম্ম সমাধান করিয়া যৎকালে আপনি সভায় উপবেশন-পূর্ব্বক বল্লব-নামে সম্বোধিত হইয়া বিরাটের উপাসনা করেন, তখন আমার মন একবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। মৎস্যেশ্বর হর্ষপরবশ হইয়া আপনাকে যখন হস্তিগণের সহিত যুদ্ধ-নিমিত্ত নিয়োজিত করেন, তখন অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণ হাস্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমার মন উদ্বিগ্ন হয়। সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে তাঁহার সমক্ষে আপনি যখন সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহিষসকলের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন আমি একবারে মোহাভিভূতা হই। তৎকালে দর্শক স্ত্রীজনেরা আমার সাহায্যার্থ সমুত্থিত হইলেও রাজমহিষী কৈকেয়ী, আমার অঙ্গের কোন হানি হয় নাই, কেবল মোহপ্রযুক্ত বিহ্বলার ন্যায় হইয়াছিলাম দেখিয়া সেই স্ত্রীগণকে এই কথা বলেন যে, "শুচিস্মিতা সৈরিন্ধ্রী যখন সূপকার বল্লবকে মহাবীর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিলে এরূপ ম্রিয়মাণা হয়, তখন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, উহার প্রতি ইহার সংসর্গ-সাধর্ম্মিক স্নেহ-বশতই এ এইরূপ অনুশোচনা করে। সৈরিন্ধ্রী যেরূপ মনোহর রূপবতী, বল্লবও সেইরূপ অতি সুন্দর পুরুষ; স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কখন্ কিরূপ থাকে, তাহা বলা যায় না; ইহাদিগকে পরস্পর সজ্ঘটিত হইবার উপযুক্ত বলিয়াও জ্ঞান হয়; বিশেষত উহারা উভয়েই এক সময়ে এই রাজকুলে অবস্থিত হইয়াছে; অতএব সৈরিন্ধ্রী যে প্রিয়-সংসর্গ-সম্বন্ধ-বশতই নিত্য এইরূপ করুণবাদিনী হইয়া থাকে, ইহা বিলক্ষণ যুক্তিসিদ্ধ।" এইরূপ কহিয়া বিরাটমহিষী আমাকে তর্জ্জন করিতে থাকেন; এবং তাহাতে আমাকে ক্রোধ করিতে দেখিয়া আপনার প্রতি নিশ্চয়ই আসক্তা বলিয়া শঙ্কা করেন। তাঁহার সেইরূপ উক্তিতে আমার মনে মহৎ দুঃখ জন্মিয়াছে।

নাথ! আমি একে যুধিষ্ঠিরের শোকে নিমগ্ন, তাহাতে আবার আপনি ঘোরতর বলশালী হইয়াও ঈদৃশী দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি আর জীবন ধারণের ইচ্ছা হইতে পারে? আবার দেখুন, যিনি একরথ হইয়া দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্বলোক জয় করিয়াছিলেন, সেই যুবা পুরুষ অর্জ্জুন সম্প্রতি বিরাট-কন্যাদিগের নর্ত্তক হইয়াছেন! অসীম-সত্ত্ব-সম্পন্ন যে বীরবর খাণ্ডব বনে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই পার্থ অধুনা কূপস্থিত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরে সংবৃত হইয়া রহিয়াছেন! যে পুরুষশ্রেষ্ঠ হইতে শত্রু-সমুদায়ের সততই ভয় হইত, সেই ধনঞ্জয় এক্ষণে লোকনিন্দিত ক্লীব-বেশে কালাতিপাত করিতেছেন! যাঁহার বাহুযুগল নিরন্তর জ্যাঘাত প্রযুক্ত কঠিন হইয়া পরিঘ-তুল্য হইয়াছে, সেই ধনঞ্জয় এক্ষণে শঙ্খ দ্বারা হস্তাবরণপূর্ব্বক অনুতাপপরায়ণ হইয়া আছেন। যাঁহার জ্যাঘাত-নির্ঘোষ শ্রবণে শত্রুগণ সর্ব্বতোভাবে কম্পিত হইত, ইদানীং স্ত্রীলোকেরা হৃষ্টচিত্তে সেই অর্জ্জুনের গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে! সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল মণিময়-মুকুট যাঁহার শিরোভূষণ ছিল, সেই কিরীটী অদ্য বেণী-দ্বারা বিকৃত-কেশ হইয়া রহিয়াছেন! হে ভীম! সেই ভীমধন্বা ধনঞ্জয়কে বেণী-কৃত-কেশপাশে স্ত্রীমণ্ডলমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া আমার মন একেবারে বিষাদে পরিপূরিত হইতেছে। যে মহাত্মা সমুদায় দৈব অস্ত্রের এবং সমস্ত বিদ্যার আধার স্থান, তিনি এক্ষণে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন! মহার্ণব যেমন উপকূলের অতিবর্ত্তন করিতে পারে না, তদ্রূপ অতুল-তেজস্বী সহস্র সহস্র ভূপতিগণ যাঁহাকে সমরে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং যাঁহার রথের ঘর্ঘরা শব্দে পশু পর্ব্বত-কাননাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র মহীমণ্ডল কম্পিত হইয়াছিল, সেই যুবা অধুনা বিরাটকন্যাগণের পরিচারক নর্ত্তকরূপে প্রচ্ছন্নবেশে রহিয়াছেন! হে ভীমসেন! যে মহাভাগের জন্ম হওয়ায় কুন্তীর সমস্ত শোক বিনষ্ট হইয়াছিল, আপনার সেই অনুজন্মা অদ্য আমাকে শোকাকুলা করিতেছেন! আমি যখন তাঁহাকে শঙ্খ-কুণ্ডল-প্রভৃতি স্ত্রীভূষণে ভূষিত হইয়া আগমন করিতে দেখি, তখন

আমার মন অমনি বিষন্ন হইয়া পড়ে। এই ধরামণ্ডলে যাঁহার তুল্য বীর্য্যশালী আর কোন ধনুর্দ্ধরই নাই, সেই ধনঞ্জয় অদ্য কন্যা-বেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীত করিতেছেন! যিনি শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও সত্যে সমস্ত জীবলোকের মাননীয়, সেই পার্থকে অদ্য স্ত্রীবেশে বিকৃত দেখিয়া আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। সেই দেবরূপী অর্জ্জুনকে যখন করেণুগণ-পরিবেষ্টিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া নর্ত্তকাগারে অর্থপতি বিরাটের উপাসনা করিতে দেখি, তখন আর আমার দিখ্বিদিক্ বোধ থাকে না। আহা! ধনঞ্জয় যে এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন এবং অজাতশত্রু দুর্দ্দান্ত-দেবী যুধিষ্ঠির যে ঈদৃশ দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন, আর্য্যা কুন্তী ইহার কিছুই জানিতেছেন না!

হে ভারত! আপনাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপতি সহদেবকে গোপালবেশে আগমন করিতে দেখিয়া আমি পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছি। হে ভীমসেন! আমি স্বস্তিলাভ করিব কি, সহদেবের চরিত্র সকল পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত নিদ্রা যাইতেই পারি না। হে মহাবাহো! আমি সত্য-বিক্রম সহদেবের এমন কোন দুষ্কৃত কর্ম্মই দেখিতে পাই না, যাহাতে তিনি এবংবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার মহোক্ষ-সদৃশ প্রিয় ভ্রাতাকে মৎস্যরাজ-কর্ত্তৃক গোগণ-মধ্যে নিবেশিত দেখিয়া আমার অতিশয় পরিতাপ হইতেছে। যখন আমি তাঁহাকে লোহিত-বর্ণ বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণপূর্ব্বক গোপালগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিরাটের সন্তোষ-সম্পাদন করিতে দেখি, তখন আমার শরীরে যেন জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। হে বীর! আর্য্যা কুন্তী যে আমার নিকটে সহদেবকে মহাভিজন-সম্পন্ন সুশীল ও সচ্চরিত্র বলিয়া সর্ব্বদাই প্রশংসা করেন! তাঁহাকে মহারণ্যে গমন করিতে দেখিয়া সেই পুত্রবৎসলা আর্য্যা ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতে করিতে আমাকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, "পাঞ্চালি! সহদেব অতি লজ্জাশীল, মিষ্টভাষী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ-সেবা, রাজানুগত, শূর, সুকুমার এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র অতএব হে যাজ্ঞসেনি! তুমি দিনযামিনী ইহার সমস্ত ভার বহন করিও এবং স্বয়ং ইহাকে ভোজন করাইও।" হে পাণ্ডব! সেই যোধশ্রেষ্ঠ সহদেব সম্প্রতি গো-রক্ষণ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বৎসচর্ম্ম-শয়নে যামিনী যাপন করেন, ইহা দেখিয়া আমি কি আর প্রাণ ধারণের ইচ্ছা করিতে পারি?

কালের কি বিপরীত গতি দেখুন! যিনি রূপ, অস্ত্রবিদ্যা ও মেধা এই তিনটি গুণে সমানরূপে অলঙ্কৃত, সেই নকুল অদ্য বিরাটরাজের অশ্ববন্ধ হইয়াছেন! সেই দামগ্রন্থিকে নিরীক্ষণ করিয়া এক সময়ে শত্রুবর্গেরা বিশীর্ণ হইয়া পড়িত, এক্ষণে তাঁহাকে মহারাজের সমক্ষে বেগ সহকারে অশ্ব সকল বিনীত করিতে, অলঙ্কার-বিরাজিত শ্রীমান্ বিরাটরাজের উপাসনা করিতে এবং তৎসমীপে মনোনীত অশ্বসমস্ত প্রদর্শন করিতে দেখিতেছি! হে পরন্তপ কৌন্তেয়! আমি যুধিষ্ঠির নিমিত্ত যখন এইরূপ শত শত দুঃখে আবিষ্টা রহিয়াছি, তখন কোন্ বিবেচনায় আপনি আমাকে সুখিনী বলিয়া বোধ করিতেছেন? হে ভারত! এতদপেক্ষা গুরুতর আরও যে সকল দুঃখ আমাতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ও ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনারা জীবিত থাকিতেও নানাবিধ দুঃখশতদ্বারা আমার শরীর যে পরিশুষ্ক হইতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয়ই বা আর কি হইতে পারে?

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে শত্রুতাপন! রাজপুত্রী হইয়াও আমার কি দৈবী বিড়ম্বনা দেখুন! অক্ষধূর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আমি সৈরিন্ধ্রীবেশে রাজগৃহে বিচরণ করত সুদেষ্ণার দাস্যকর্ম্ম করিতেছি। সকল দুঃখেরই অন্ত আছে, এই ভাবিয়া কেবল আত্মকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। মনুষ্যের অর্থসিদ্ধি, কি বিজয়-পরাজয়, কিছুরই স্থিরতা নাই, এই মনে করিয়াই কেবল স্বামিগণের পুনরায় উদয়-প্রতীক্ষা করিতেছি! বিপদ্ বা সম্পদ্ সর্ব্বদা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; যে অদৃষ্ট, পুরুষের পরাজয়ের প্রতি কারণ হয়, তাহাই আবার জয়েরও হেতু হইতে পারে, এই মনে করিয়াই আমি স্বামিগণের পুনরায় মঙ্গল প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছি। অতএব হে ভীমসেন! আমাকে জীবন্মৃতা বলিয়া অবধারণ না করেন কেন? আমি শুনিয়াছি, যে সকল পুরুষেরা চিরকাল দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সময়ক্রমে তাঁহাদিগকেও যাচ্ঞা করিতে হয়; যাঁহারা শত্রুবর্গকে নিহত করিয়া থাকেন, কালবশত তাঁহারাই আবার অপরের বধ্য হন; যাঁহারা সকলকে পাতিত করেন, তাঁহারাই আবার অন্যকর্ত্তৃক পাতিত হন; অতএব দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; দৈবকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে; ইহা ভাবিয়া আমি পুনরায় দৈবের আনুকূল্য প্রতীক্ষা করিতেছি। পূর্ব্বে যে স্থলে জল ছিল, পুনরায় সেই স্থানেই থাকে; ইহা ভাবিয়া আমি কালের পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করত পুনর্ব্বার অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছি। যাহার অর্থজাত, সুনীতি-রক্ষিত হইয়াও দৈবপ্রযুক্ত বিনষ্ট হয়, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির দৈবানুকূল্য সাধনেই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। হে ভারত! আমি এতাদৃশী দুঃখিনী হইয়া কি প্রয়োজন উদ্দেশে এই সমস্ত কথার প্রসঙ্গ করিলাম, তাহা জানিবার নিমিত্ত আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করুন; অথবা আপনি জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি আপনার নিকটে তাহা বর্ণন করিতেছি। দেখুন দেখি, দ্রুপদ-রাজের দুহিতা এবং পাণ্ডুপুত্রদিগের মহিষী হইয়াও আমা-ভিন্ন আর কোন্ নারী ঈদৃশী দুরবস্থায় জীবনধারণে বাসনা করে? হে অরিন্দম! আমার এই দুঃসহ ক্লেশ কুরু, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবের সকলকেই বিষাদে অভিভূত করিতেছে। হায়! বহুসংখ্য ভ্রাতা, শ্বশুর ও পুত্রগণে পরিবারিতা এবং অতুল্য-অভ্যুদয়শালিনী হইয়া আর কোন রমণী এরূপ দুঃখিনী হয়! হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি বাল্যাবস্থায় অবশ্যই বিধাতার কোন অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিব; তাহারই দুষ্পরিপাকবশত এক্ষণে এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশে পতিতা হইয়াছি। হে পাণ্ডব! আমার বর্ণকান্তির কি প্রকার মালিন্য হইয়াছে দেখুন; পূর্ব্বে বনবাসকালে নিরতিশয় দুঃখানুভব করিয়াও এরূপ হয় নাই। হে কৌন্তেয়! পূর্ব্বে আমার যে প্রকার সুখ ছিল, তাহা আপনার অগোচর নাই; কিন্তু সম্প্রতি দাসীত্ব-প্রাপ্তে পরাধীনা হওয়ায় আমি কিছুতেই আর শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ভীষণ-কোদণ্ডধারী মহাবাহু ধনঞ্জয় যখন ভস্মাবৃত অনলের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া রহিয়াছেন,

তখন ইহা অবশ্যই দৈবাধীন বলিয়া স্বীকার করিতেছি। ফলত জীবের গতি কোন প্রকারেই মনুষ্যের বোধগম্যা নহে; আপনাদিগের ঈদৃশ আকস্মিক বিপৎপাত-বিষয়ে কোন তর্কপ্রয়োগ করিবারই উপায় নাই। হে ভীম! কালের কি বিপর্য্যয় দেখুন! ইন্দ্রতুল্য আপনাদিগের মুখ-সন্দর্শন করা যাহার নিয়ত অভ্যাস ছিল, সেই আমি প্রধানা হইয়াও এক্ষণে অন্যান্য নিকৃষ্ট জনগণের মুখ দর্শন করিতেছি এবং আপনারা জীবিত থাকিতে আমার যে অবস্থা সহ্য করা কোন ক্রমেই উচিত হইতে পারে না, তাহাও সহ্য করিতেছি। সসাগরা পৃথিবী যাহার বশবর্ত্তিনী ছিল, সেই আমি অদ্য সুদেষ্ণার বশীভূতা হইয়া সর্ব্বদা সশঙ্কিতা রহিয়াছি, বহুল অনুচরগণ যাহার অগ্র পশ্চাৎ বিচরণ করিত, সেই আমি অদ্য সুদেষ্ণার পুরঃপ্রধাবিনী ও পশ্চাদ্গামিনী হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমার আর এই একটি দুঃখ নিতান্ত অসহ্য; আপনার মঙ্গল হউক, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। দেখুন, কুন্তীর প্রয়োজন ভিন্ন যে আপনার নিমিত্তও কখন স্বয়ং অঙ্গবিলেপন পেষণ করে নাই, সেই আমি অদ্য চন্দন ঘর্ষণ করিতেছি। আমার এই করতল-যুগল একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন দেখি; পূর্ব্বে কি ইহা এরূপ কিণাঙ্কিত ছিল? হায়! পূর্ব্বে আমি কুন্তীর, কি আপনাদিগের নিকটেও কখন ভয় করি নাই; কিন্তু সম্প্রতি মৎস্যরাজ কখন কি কহিবেন, এই ভাবনায় আমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হয়। অন্যের পিষ্ট চন্দন, রাজার মনোনীত হয় না বলিয়া আমাকেই তাঁহার নিমিত্ত বিলেপন ঘর্ষণ করিতে হয়; সুতরাং তাহা সুঘৃষ্ট হইয়াছে কি না, এই শঙ্কায় আমি সম্রাট্-সন্নিধানে সভয়ান্তঃকরণে কিঙ্করীরূপে দণ্ডায়মানা থাকি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! পাঞ্চালী ভীমসেন-সমীপে এইরূপ দুঃখ বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মুখাবলোকন-পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মন্দ মন্দ ভাবে রোদন করিলেন; অনন্তর পুনঃপুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বচনে তাঁহার মর্ম্মবেদনা প্রদান করত এই কথা বলিলেন, হে ভীম! পূর্ব্বে আমি দেবগণসমীপে অবশ্যই কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকিব; নতুবা এরূপ ভাগ্যহীনা হইয়া মরণের উপযুক্ত অবস্থাতেও কি নিমিত্ত এপর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বীর-হন্তা বীর্য্যবান্ বৃকোদর প্রিয়তমা দ্রৌপদীর সেই কিণাঙ্কিত প্রক্ষীণ করযুগল মুখসমীপে সমানয়ন পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণ-নয়নে রোদন করিতে করিতে পরম দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীমসেন কহিলেন, কৃষ্ণে! তোমার এই স্বভাবলোহিত পাণিপল্লব-যুগল যখন ঈদৃশ কিণচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, তখন আমার বাহুবলেও ধিক্ এবং ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবকেও ধিক্। আমি যদি বিরাটের সভামধ্যে মহামারীর সৃষ্টি করি, তাহা হইলে আত্মপ্রকাশ হইবে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় যুধিষ্ঠির আমার মুখাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তাহা না হইলে আমি ক্রীড়াকর কুঞ্জরের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য-মদোন্মত্ত কীচকের মস্তকটা একেবারে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম। হে ভাবিনি! আমি যৎকালে তোমাকে কীচক-কর্ত্তৃক পদাহতা হইতে দেখিয়াছিলাম, তখনই মৎস্যদেশীয় জনগণের সংহার-বাসনা করিয়াছিলাম; কিন্তু ধর্ম্মরাজ কটাক্ষদ্বারা আমাকে তদ্বিষয়ে নিবারণ করিলেন, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম। হে সুশ্রোণি! আমরা রাজ্য হইতে যে পরিচ্যুত হইয়াছি, কুরুদিগকে যে এপর্য্যন্ত নিহত করিতে পারি নাই এবং সুযোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি ও পাপাত্মা দুঃশাসনের যে মস্তক ছেদন করিতে পারি নাই, এই সকল দুঃখ যেন শল্যসদৃশ হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। হে কল্যাণি! রাজা যুধিষ্ঠির যদি তোমার মুখে "হে মহামতে! ধর্ম্ম বিনষ্ট করিবেন না, ক্রোধ সংহার করুন" এইরূপ শ্লেষসংবলিত তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করেন, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন; তাহা হইলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবও জীবিত থাকিবেন না; তাঁহারা পরলোকে গমন করিলে আমিও জীবনধারণে সক্ষম হইব না। হে সুশ্রোণি! দেখ, পূর্ব্বকালে ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষির সহধর্ম্মিণী সুকন্যা-নাম্নী শর্য্যাতি রাজনন্দিনী, স্বামী শান্তিরস-নিমগ্ন হইয়া বল্মীকমধ্যে বল্মীকভূত হইলেও তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। বোধ হয় ইহাও শুনিয়া থাকিবে, মুদ্গল-মুনিপত্নী ইন্দ্রসেনা রূপসম্পন্না হইয়াও সহস্রবর্ষীয় অতীব স্থবির স্বামীর সমনুগতা ছিলেন। রামচন্দ্রের প্রিয়মহিষী জনকদুহিতা সীতা মহারণ্যনিবাসী পতির অনুচারিণী হইয়াছিলেন। সেই সুশ্রোণী বৈদেহী বনবাস-নিবন্ধন নানা প্রকার ক্লেশ এবং রাক্ষস হইতে অশেষবিধ যন্ত্রণা পাইয়াও অবিচলিত-চিত্তে রামের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আরও দেখ, বয়োরূপসমন্বিতা রাজতনয়া লোপামুদ্রা অমানুষ-বিষয়সুখ ও সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া অগস্ত্যের অনুগামিনী ছিলেন। হে ভীরু! ইহাও তোমার অবশ্য বিদিত থাকিতে পারে যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনস্বিনী সাবিত্রী, স্বীয় পতি দ্যুমৎসেন-তনয় বীর্য্যবান্ সত্যবান্ গতাসু হইলে একাকিনী যমলোকে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। হে কল্যাণি! এই সমস্ত রূপবতী পতিব্রতা রমণীগণের যেরূপ গুণ কীর্ত্তন করিলাম, তুমিও সেইরূপ সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা; অতএব সম্প্রতি ক্ষমাগুণ প্রকাশ করিয়া আর অর্দ্ধ মাস কাল মাত্র অপেক্ষা কর, পরে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে পুনরায় রাজগণের রাজ্ঞী হইবে। দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমি দুঃসহ দুঃখরাশি সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনার নিকটে এইরূপ আর্ত্তভাবে অশ্রুমোচন করিলাম; যুধিষ্ঠিরকে অনুযোগ করিবার আমার আবশ্যক কি? হে মহাবল! সম্প্রতি নিরর্থক অতীত বৃত্তান্তের প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নাই; যাহাতে উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার কোন উপায় বিধানে মনোযোগী হউন। হে ভীমসেন! বিরাট-মহিষী কৈকেয়ী আমার রূপদ্বারা নিজরূপের অভিভব শঙ্কা করিয়া "কিসে রাজা ইহার প্রতি আসক্ত না হন," এই ভাবনায় নিয়তই আমার জন্য উদ্বিগ্না থাকেন। তাঁহার সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বভাবত অসত্যদর্শী সুদুর্ব্বুদ্ধি কীচক সর্ব্বদাই আমাকে প্রার্থনা করে; তাহাতে আমি প্রথমত তাহার প্রতি কুপিতা হইয়া পরে কোপ সংবরণ-পূর্ব্বক তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলাম, রে কামমূর্চ্ছিত কীচক! আত্মরক্ষা কর! আমি শৌর্য্য-সম্পন্ন পঞ্চজন গন্ধর্ব্বের প্রিয় মহিষী; তাঁহারা কুপিত

হইলে, তোমার এই সাহসিক কর্ম্মজন্য অচিরেই তোমাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া সেই দুরাশয় কীচক আমাকে প্রত্যুত্তর করিল,"হে সুহাসিনি সৈরিন্ধ্রি! আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভয় করি না; শত লক্ষ গন্ধর্ব্বও যদি সমর-ক্ষেত্রে সমাগত হয়, আমি অনায়াসে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিব; অতএব হে ভীরু! তুমি নির্ভয়ে আমার ভার্য্যা হইতে স্বীকার কর।" কাম-মোহিত কীচক আমাকে এই কথা বলিলে আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম, কীচক! তুমি কোন প্রকারেই সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বদিগের প্রতিযোগী নহ; আমি কুল-শীল-সমন্বিতা ও সতত ধর্ম্মভীতা, সুতরাং কখন কাহারও বধ ইচ্ছা করি না; এই প্রযুক্তই তুমি এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ। আমার এই কথা শুনিবামাত্র সেই দুষ্টাত্মা অমনি খল খল শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর একদা রাজমহিষী সুদেষ্ণা ভ্রাতার নিদেশানুসারে তাহার প্রিয় কার্য্য সাধনেচ্ছায় আমাকে, "তুমি কীচকের গৃহ হইতে সুরা আনয়ন কর" প্রণয়-সহকারে এইরূপ আদেশ করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। সূতপুত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত, বহুবিধ চাটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল; পরে সান্ত্ববাদ প্রতিহত হইলে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। সেই দুরাত্মার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমি রাজার আশ্রয় লইবার মানসে সমধিক বেগ-সহকারে সভাভিমুখে প্রধাবিতা হইলাম; পরন্তু সেই দুষ্টাত্মা কীচক রাজার সমক্ষেই আমাকে ভূতলে পাতনপূর্ব্বক পদাঘাত করিল। বিরাটরাজ, কঙ্ক, অমাত্যবর্গ, রথিগণ, গজারোহ-সকল, পুরবাসি-সমস্ত ও রাজপ্রিয় অন্যান্য সভাসদ্গণ সকলেই আমার তাদৃশ অবমাননা অবলীলাক্রমে দেখিতে লাগিলেন। তখন আমি রাজা ও কঙ্ককে পুনঃপুনঃ ভৎর্সনা করিলাম। তাহাতেও মৎস্যরাজ, কীচককে নিবারণ বা দণ্ড করিলেন না। যুদ্ধকালে কীচকই তাঁহার প্রধান সহায়; সুতরাং সে রাজা ও রাণী উভয়েরই প্রিয়পাত্র ও প্রশ্রয়-ভাজন। হে মহাভাগ! সেই ধর্ম্মত্যাগী, ক্রুরস্বভাব, শূরাভিমানী, সর্ব্ববিষয়-বিমুগ্ধ, পারদারিক, পাপাত্মা, রাজার নিকটে বহু ধন প্রাপ্ত হইলেও অপর লোকসকলের ধন হরণ করে; তাহারা আর্ত্তনাদে রোদন করিলেও তাহাতে কর্ণপাত করে না; সাধুমার্গে কদাচ অবস্থিত হয় না এবং ধর্ম্ম লাভেরও বাসনা রাখে না। অতএব আমি পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিলে সেই পাপাত্মা, পাপবুদ্ধি, কামবাণবশংবদ, অবিনীত দুষ্টমতি যখন আমাকে দেখিতে পাইবে, তখনই যদি তাড়না করে, তবে নিঃসন্দেহ আমাকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীল রহিয়াছেন বটে; কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ করিলে আপনাদিগের মহান্ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। দেখুন, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তৎপর হওয়াতেই আপনাদিগের ভার্য্যা অরক্ষিতা হইল; কিন্তু ভার্য্যা রক্ষিতা হইলেই সন্তান রক্ষিত হয় এবং সন্তানকে রক্ষা করিলেই আত্মা রক্ষিত হয়; কারণ, আত্মাই ভার্য্যাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই নিমিত্তই পণ্ডিতেরা ভার্য্যাকে জায়া বলিয়া থাকেন। পতি কিপ্রকারে পুত্ররূপে আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করেন, এই মনে করিয়া ভার্য্যাও [illegible]কে রক্ষা করিবেন। আমি বর্ণধর্ম্মবাদি-ব্রাহ্মণদিগের মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে, শত্রুদমন,ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়দিগের আর অন্য নিত্যধর্ম্ম নাই। সুতরাং সময় প্রতীক্ষার অনুরোধে নিদারুণ শত্রু কীচকের সমুচিত শাস্তি প্রদান না করিলে আপনাদিগের প্রধান ধর্ম্মের যে হানি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে মহাবল ভীমসেন! কীচক, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং আপনার সমক্ষেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে; অতএব আপনি পূর্ব্বে সেই ভয়ঙ্কর জটাসুর হইতে আমাকে যেরূপে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়দ্রথকে যেরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন; আমার অপমানকারী কীচককেও সম্প্রতি সেইরূপে বিনষ্ট করুন! হে ভারত! সেই কাম-সম্মত্ত দুরাত্মা রাজপ্রিয়তাহেতু আমার বহুতর অনর্থের মূলীভূত এবং সততই চিত্তবৈকল্যের কারণ হইতেছে; অতএব উহাকে প্রস্তরোপরি বিনিক্ষিপ্ত কুম্ভের ন্যায় একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলুন; নতুবা যদি সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত সে জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বিষ আলোড়ন করিয়া পান করিব; কীচকের বশবর্ত্তিনী হওয়া অপেক্ষা আপনার সমক্ষে আমার মরণই শ্রেয়স্কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণা এইরূপ সকরুণ বচনাবলি বিন্যাসপূর্ব্বক ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও সেই সাতিশয় দুঃখার্ত্তা সুমধ্যমা দ্রুপদাত্মজাকে আলিঙ্গন করত নানাবিধ যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ বাক্যদ্বারা আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বিস্তর সান্ত্বনা করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার বাষ্পসমাকুল মুখকমল মার্জ্জনা করিলেন, এবং ক্রোধ-পরবশ হইয়া সৃক্কদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক মনে মনে কীচককে প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃষ্টি করিয়া পরিতাপ-সমন্বিতা দ্রৌপদীকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীমসেন কহিলেন, হে ভদ্রে ভীরু যাজ্ঞসেনি! তুমি যেরূপ কহিতেছ, আমি তাহাই করিব, সেই দুরাচার কীচককে অদ্যই সবান্ধবে নিপাতিত করিব। হে চারুহাসিনি! তুমি আগামী সন্ধ্যা-সময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখ শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙ্কেত করিও। বিরাটরাজের স্থাপিতা যে নাট্যশালা আছে, তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া নিশাগমে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে; সেই স্থানে সুদৃঢ় পর্য্যঙ্কোপরি মনোহর শয্যাও প্রস্তুত আছে; অতএব হে কল্যাণি! সেই নাট্যশালায় কীচক যাহাতে আমার সন্নিহিত হয়, তুমি তাহা করিও, সেইখানে আমি তাহাকে পূর্ব্বমৃত পিতামহগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইব। কিন্তু সাবধান! তাহার সহিত সঙ্কেত করিবার সময়ে যেন কোন ব্যক্তি তোমাকে দেখিতে না পায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন ও দ্রৌপদী উভয়ে উক্তরূপ কথোপকথনান্তে দুঃখিতান্তঃকরণে অশ্রুমোচন-পূর্ব্বক কতক্ষণে সেই উগ্রতরা ভীষণা রাত্রির শেষ হইবে, মনে মনে তাহাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কীচক গাত্রোত্থান করিয়া রাজ-নিকেতনে গমনানন্তর দ্রৌপদীকে কহিল, হে ভীরু! আমি সভামধ্যে তোমাকে পাতিতা করিয়া রাজার দৃষ্টি-গোচরেই পদাঘাত করিলাম, তথাপি তুমি পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলে না; বলিষ্ঠ-ব্যক্তি আক্রমণ

করায় কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইল না, কেন না আমি যাবতীয় সৈন্যগণের অধ্যক্ষ এবং সমস্ত মৎস্য-রাজ্যের অধিপতি; তবে বিরাট যে মৎস্যরাজ বলিয়া বিখ্যাত আছেন, সে কেবল প্রবাদমাত্র। অতএব হে সুশ্রোণি! তুমি পরম-সুখে আমার প্রতি অনুরতা হও। হে ভীরু! আমাদিগের পরস্পর সংমিলন হইলে আমি চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকিব এবং এখনি নিষ্কশত পরিমিত সুবর্ণ প্রদান-পূর্ব্বক তোমার সেবার্থে অসংখ্য দাস দাসী ও অশ্বতরীযুক্ত রথ-সমস্ত নিযুক্ত করিয়া দিব। দ্রৌপদী কহিলেন, হে কীচক! আমাদিগের সঙ্গম-বিষয়ে আমি এই এক মাত্র ভয় করিতেছি যে, জনরব হইলে পাছে সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বেরা জানিতে পারেন; অতএব তুমি যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার সহিত তোমার মিলন হইলে, তোমার ভ্রাতা বা মিত্রও তাহা জানিতে পাইবেন না, তাহা হইলে আমি তোমার বশীভূতা হইতে পারি। কীচক কহিল, সুশ্রোণি! তুমি যেরূপ বলিতেছ, আমি সেই-রূপই করিব। হে রম্ভোরু! আমি মদন-মোহিত হইয়া তোমার সহিত মিলনার্থ একাকী তোমার শূন্য গৃহে গমন করিব; তাহা হইলে সেই সূর্য্য-তুল্য-তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা আর তোমার বিষয় জানিতে পারিবে না।

দ্রৌপদী কহিলেন, মৎস্যরাজের স্থাপিত যে নর্ত্তনাগার আছে, তাহাতে কন্যারা দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে আপন আপন মন্দিরে গমন করে; তাদৃশ নিভৃত স্থান, বোধ হয় গন্ধর্ব্বদিগের বিদিত নাই; অতএব তুমি অন্ধকার সময়ে তথায় গমন করিলে আমরা নির্দ্দোষী থাকিব সন্দেহ নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী কীচকের সহিত উক্ত বিষয়ের কথোপকথন করিয়া সেই অর্দ্ধ দিবসটিকে যেন এক-মাস বোধ করিতে লাগিলেন এবং কীচকের সহিত যেরূপ নিয়ম বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অবসরক্রমে ভীমসেনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এদিকে, সাতিশয় হর্ষ-সংসিক্ত কাম-মোহিত বিমূঢ় কীচক, সৈরিন্ধ্রী যে তাহার সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপা, তাহা জানিতে না পারিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক গন্ধ মাল্য আভরণাদি-বিষয়ে সবিশেষ আসক্ত হইয়া সত্বর শরীর শোভা সম্পাদনে যত্নবান্ হইল। বেশ-বিন্যাস সময়ে সেই আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে মনে মনে অনুক্ষণ চিন্তা করাতে সেই অল্পকালও তাহার পক্ষে যেন অতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিল। নির্ব্বাণকালে দীপ-বর্ত্তিকা যেমন সমধিক প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইবে বলিয়া কীচকেরও তৎকালে অধিকতর শোভা হইয়া-ছিল। কাম-মোহিত কীচক,দ্রৌপদীবাক্যে প্রত্যয় করিয়া এরূপ নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার সমাগম চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন্ সময়ে দিবাভাগের শেষ হইল, তাহা জানিতেই পারিল না।

অনন্তর সন্ধ্যা সময়ে সুকেশী কল্যাণী যাজ্ঞসেনী রন্ধনা-গারে কুরুনন্দন ভীমসেনের নিকটে উপস্থিতা হইয়া কহিলেন, হে শত্রুতাপন! আপনার আদেশানুসারে আমি কীচককে 'নাট্যশালায় সমাগম হইবে' এইরূপ সঙ্কেত করিয়াছি; অতএব হে মহাবাহো! রাত্রিকালে সে যখন নর্ত্তনাগারে উপ-স্থিত হইবে, তখন আপনি একাকী তাহাকে বিনষ্ট করিবেন। হে কৌন্তেয়! সেই মদ-দর্পিত সূতপুত্র কীচক ঘোরতর অহ-ঙ্কার-বশত গন্ধর্ব্বদিগকে সর্ব্বদা অনাদর করে, অতএব আপনি নাট্যশালায় গমন করিয়া অদ্য তাহাকে জীবনশূন্য করুন। হে যোধশ্রেষ্ঠ কুরু-পুঙ্গব! হস্তী যেমন অবলীলাক্রমে কন্দ উদ্ধার করে, তদ্রূপ আপনি কীচকের সংহার করিয়া আমার দুঃখ-মোচন ও অশ্রু-মার্জ্জন এবং বংশ-মর্য্যাদার সংরক্ষণ ও আপন কল্যাণ-সাধন করুন।

ভীমসেন কহিলেন, হে বরারোহে! তোমার আগমন শোভন হইয়াছে, যেহেতু তুমি আমাকে এই প্রিয় বার্ত্তাটি নিবেদন করিলে। হে বরবর্ণিনি! উক্ত প্রিয় সংবাদ ব্যতীত আমি আর কোন সহায়ের ইচ্ছা করি না। তুমি কীচকের সহিত আমার সমাগম হইবার কথা উল্লেখ করিয়া যাদৃশী প্রীতি উৎপাদন করিলে, পূর্ব্বে হিড়িম্ব বধ করিয়া আমার সেইরূপ প্রীতি হইয়াছিল। সংপ্রতি আমি তোমাকে সত্য, ধর্ম্ম ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়া বলিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ কীচককে নিপাতিত করিব; বিজনপ্রদেশে, কি প্রকাশ্য স্থানে, যেখানে হউক, তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিব; তাহাতে যদি মৎস্য-দেশীয় লোকেরা যুদ্ধোৎসাহী হয়, তবে তাহাদিগকেও নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিব; তদনন্তর দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া পৃথিবী লাভ করিব; কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুরূপ রাজসেবা করুন। দ্রৌপদী কহিলেন, প্রভো! আমার নিমিত্ত আপনি যাহাতে সত্যভ্রষ্ট না হন, তাহা করিবেন; হে বীর! আপনি গোপনভাবেই কীচকের সংহার করুন।

ভীমসেন কহিলেন, অয়ি ভীরু! তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাই করিব; অদ্য রাত্রিযোগে আমি অন্ধকারে অদৃশ্যমান থাকিয়া হস্তী যেমন বিল্বফল আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অপ্রাপ্য-বিষয়াভিলাষী দুষ্টস্বভাব কীচকের মস্তকটা চূর্ণ করিয়া সবান্ধবে তাহাকে কৃতান্ত-কবলে বিনিক্ষিপ্ত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নিশীথসময়ে প্রথমত ভীমসেন নাট্যশালায় গিয়া সিংহ যেমন মৃগের আকাঙ্ক্ষায় অদৃশ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ কীচকের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। কীচকও স্বেচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিয়া সৈরিন্ধ্রী-সমাগম প্রত্যাশায় তৎকালে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই কামবিমোহিত দুরাশয় সূতপুত্র সঙ্কেতস্থান বিবেচনায়, যে ঘরে পূর্ব্বাগত অপ্রতিম-তেজস্বী ভীমসেন একান্তে অবস্থিত হইয়া তাহার অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, সেই মহান্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল এবং দ্রৌপদীর অপমানজনিত ক্রোধ-হুতা-শনে জাজ্বল্যমান ভীমসেন যে তাহার সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপ ধারণ করিয়া শয্যোপরি শয়ান ছিলেন, তাহা জানিতে না পারিয়া, পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত পাবকমধ্যে অঙ্গ সমর্পণ করে অথবা কোন ক্ষুদ্র-পশু যেমন মৃগরাজের গাত্র-সংলগ্ন হয়, সেইরূপ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক হর্ষ-বিহ্বল-মানসে হাস্য করিতে করিতে কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার নিকটে অদ্য সংখ্যাতীত বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছ; তোমার নিমিত্ত আমি মণি-রত্নাদি-ভূষিত শত শত দাসী, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ, রূপলাবণ্যবতী যুবতী-গণ-শোভিত মনোহর বাসগৃহ এবং ক্রীড়া ও রতি-সাধন সামগ্রী-নিবহে বিরাজিত অন্তঃপুর, এই সমস্ত বস্তু রক্ষিত করিয়া সম্প্রতি তোমার সমাগমোদ্দেশে এই সহসা উপাগত

হইলাম। হে সুভ্রু! আমার অবরোধ-বাসিনী কামিনীগণ "তোমার তুল্য সুবেশ ও দর্শনীয় পুরুষ আর কুত্রাপি নাই" এই বলিয়া সকলেই আমাকে বিনা কারণে প্রশংসা করিয়া থাকে। ভীমসেন কহিলেন, ভাগ্যক্রমে তুমি যথার্থই দর্শন-যোগ্য এবং যেরূপ আত্মপ্রশংসা করিতেছ, তাহাও সত্য; কিন্তু আমার শরীরের যে প্রকার স্পর্শ, ঈদৃশ স্পর্শসুখ তুমি পূর্ব্বে আর কদাচ অনুভব কর নাই। পরন্তু তুমি কামকলা-কুশল ও সুরসিক, সুতরাং স্পর্শ-রসেরও অভিজ্ঞ; সংসার-মধ্যে তোমার ন্যায় কামিনী-চিত্তরঞ্জন পুরুষ আর দৃষ্ট হইবার নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীম-পরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন কীচককে এইকথা বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! সিংহ যেমন মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ আমি অদ্য পর্ব্বতসদৃশ তোমাকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে থাকিব, তোমার ভগিনী তাহা স্বচক্ষে দেখিবে। তুমি পঞ্চত্ব পাইলে সৈরিন্ধ্রীও নিরুপদ্রবে বিচরণ করিবে এবং সৈরিন্ধ্রীর স্বামিগণও সর্ব্বদা সুখে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন। মহাবল ভীমসেন কীচককে এই কথা বলিয়া বলপূর্ব্বক সহসা তাহার মাল্যযুক্ত কেশ-পাশ আকর্ষণ করিলেন; বলিশ্রেষ্ঠ কীচকও বেগসহকারে তৎক্ষণাৎ কেশ মোচন করিয়া তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিল; এইরূপে পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেন নরসিংহ-যুগল ঘোরতর বাহু-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বসন্তকালে কামমত্তা করিণী-নিমিত্ত বলিষ্ঠ মাতঙ্গদ্বয়ের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়া থাকে, অথবা পূর্ব্বে যেমন বানর-প্রধান বালি-সুগ্রীব সোদরদ্বয়ের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সূতকুলশ্রেষ্ঠ কীচক ও নরোত্তম ভীমসেনেরও সেইরূপ সমরা-ড়ম্বর হইল। উভয়েই তুল্যরূপ জয়াভিলাষী ও সমান ক্রোধ-পরবশ হইয়া কোপ-বিষোদ্ধত, পঞ্চশীর্ষ আশীবিষের ন্যায় ভীষণ ভুজদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক পরস্পর নখদংষ্ট্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সমরে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীমসেন, প্রভূত বলশালী কীচক-কর্ত্তৃক অতিবেগে আহত হইয়াও স্বস্থান হইতে এক-পদমাত্রও বিচলিত হইলেন না। পরস্পর সমাশ্লেষপূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে উভয়েই যেন যুদ্ধাবিষ্ট প্রবৃদ্ধ বৃষদ্বয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে নখদন্তায়ুধ, কোপোদ্ধত ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় উভয়ের ঘোরতর সুতুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনন্তর অমর্ষাবিষ্ট কীচক, মদগলিতগণ্ড মাতঙ্গের উপরে অন্য মাতঙ্গ যেমন বলপূর্ব্বক অভিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমের উপরে সহসা পতিত হইয়া বাহুদ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিল; ভীমও তৎক্ষণমাত্র তাহাকে সেইরূপ করিয়া ধরিলেন; কিন্তু বলিশ্রেষ্ঠ কীচক সমধিক বল প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল। সেই তুল্যবলশালী বীরদ্বয়ের সমরে পরস্পর বাহুনিষ্পেষপ্রযুক্ত বংশদণ্ড-স্ফোটনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর বৃকোদর বলদ্বারা কীচককে গৃহমধ্যে আক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ডবায়ু যেমন বৃক্ষকে সঞ্চালিত করে, সেইরূপ কম্পিত করিতে লাগিলেন। বলিষ্ঠ ভীমকর্ত্তৃক সমরে আক্রান্ত হওয়ায় কীচক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল বটে, তথাপি যথাশক্তি শরীর-চেষ্টা করত তাঁহাকে অপকর্ষণ করিতে লাগিল। বলবান্ কীচক ক্রোধভরে ঈষদ্বি-চলিতপদ ভীমসেনকে আক্রমণপূর্ব্বক জানুদ্বয়ের আঘাত-দ্বারা পুনরায় পৃথিবীতে পাতিত করিল। বৃকোদর কীচক-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ভূতলে বিনিক্ষিপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তৎক্ষণমাত্র বেগে গাত্রোত্থান করিলেন। স্বভাবত বল-শালী সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা-সহকারে সমধিক বলোন্মত্ত হইয়া নিশীথ সময়ে নির্জ্জন স্থলে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাতিশয় ক্রোধভরে এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকি-লেন যে, সেই মহোন্নত প্রাসাদও বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। সুযোগক্রমে বৃকোদর, পরাক্রান্ত কীচকের বক্ষঃস্থলে দুই হস্তে চপেটাঘাত করিলেন; তাহাতে সে রোষানলে সন্তপ্ত হইয়া স্বস্থান হইতে একপদও বিচলিত হইল না। পরন্তু ভীম-বলপীড়িত সূতপুত্র, ভূমণ্ডলে দুঃসহ সেই বেগ মুহূর্ত্তকাল সহ্য করিয়া তখন বলহীন হইয়া পড়িল। মহাবল ভীমসেন, তাহাকে নিতান্ত পরিহীন বিবেচনা করিয়া আপন বক্ষঃস্থলে আভুগ্নভাবে ধারণপূর্ব্বক সমধিক বেগসহকারে দৃঢ়তর নিষ্পেষণ করত একবারে অচৈতন্য করিয়া ফেলিলেন এবং রোষাবেশ-বশত ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া যেমন মাংসাকাঙ্ক্ষী শার্দ্দূল কোন মাতঙ্গকে গ্রহণ করিতে পারিলে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃকোদর তাহাকে একান্ত পরি-শ্রান্ত বোধ করিয়া রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় বাহুযুগল দ্বারা বন্ধন করিয়া ধরিলেন এবং বহুক্ষণ ঘূর্ণায়মান করিলেন। তৎকালে সেই বিচেষ্টমান হতচৈতন্য কীচক ভগ্নভেরী রবের ন্যায় এক-প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল; বৃকোদরও তখন দ্রৌপদীর ক্রোধ নিবারণার্থ বাহু-দ্বারা বেগে তাহার কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বিলক্ষণ নিষ্পীড়ন করিতে থাকিলেন এবং পরিশেষে ভগ্ন-সর্ব্বাঙ্গ ও কুঞ্চিত-নয়নচ্ছদ সেই নরাধমকে জানু দ্বারা কটিদেশে এবং করযুগল দ্বারা বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক, পশুকে যেমন বধ করে; তদ্রূপ নিহত-প্রায় করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পাণ্ডুনন্দন তাহাকে নিতান্ত অব-সন্ন হইতে দেখিয়া ভূতলে ভ্রমণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন, অদ্য আমি ভার্য্যাপহারী, সৈরিন্ধ্রীর কণ্টক-স্বরূপ সূতপুত্রের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক ভ্রাতার নিকটে অঋণী হইয়া পরম শান্তিলাভ করিব। এইরূপ কহিয়া বলশালি-শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান ভীমসেন ক্রোধলোহিত নয়নে সেই বিগ-লিত-বসন-ভূষণ, বিচেষ্টিত-দেহ ও ঘূর্ণিত-লোচন কীচককে গত-প্রাণ করিয়া নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর তিনি মহারোষ-ভরে হস্তে হস্তে নিষ্পীড়ন ও ওষ্ঠদংশনপূর্ব্বক নিরতিশয় বল-সহকারে পুনরায় কীচকের সেই মৃতদেহ আক্রমণ করিয়া যেমন মহাদেব-কর্ত্তৃক গজাসুরের অবয়ব-সমস্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ উহার পাণিপাদ গ্রীবামস্তকাদি শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। অসীম-পরাক্রমশালী মহাতেজা পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর এইরূপে কীচকের সর্ব্বাঙ্গ মন্থনপূর্ব্বক মাংসপিণ্ডের ন্যায় পরিক্ষীণ করিয়া যোষিদ্বরা দ্রৌপদীকে তাহা প্রদর্শন করাইলেন। মহারাজ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন কৃষ্ণাকে "এস পাঞ্চালি! এই কামুকের কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছি দেখ," এই কথা বলিয়া সেই দুরাত্মা কীচকের মাংসপিণ্ডাকৃতি শরীরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক তাহা

## ২১। ভীমকর্ত্তৃক কীচক বধ।



বৃকোদর তখন দ্রৌপদীর ক্রোধ নিবারনার্থ বাহুদ্বারা বেগে কীচকের কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বিলক্ষণ নিষ্পীড়ন করিতে থাকিলেন :
( বিরাটপর্ব্ব ৫৯৮ পৃষ্ঠা। )

প্রেয়সীর নেত্র-গোচর করাইয়া পুনরায় কহিলেন, হে ভীরু! হে গুণশীলবতি সুকেশি! অতঃপর যে ব্যক্তি তোমাকে প্রার্থনা করিবে সে কীচকের মত এইরূপ শোভিত হইয়া অবশ্যই কৃতান্ত-নিকেতনে গমন করিবে। বীরবর বৃকোদর এইরূপে কীচকের ধ্বংস বিধানরূপ দুষ্কর কর্ম্ম দ্বারা দ্রৌপদীর নিরতিশয় প্রীতি উৎপাদন করিয়া বিগত-রোষ ও যথেষ্ট হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন; অনন্তর প্রিয়তমাকে প্রিয়-সম্ভাষণ করিয়া দ্রুতগমনে পাকশালায় প্রস্থান করিলেন।

রমণী-প্রবীরা দ্রুপদাত্মজা কীচক-নিকেতনে সন্তাপ-রহিতা ও পরমানন্দিতা হইয়া নৃত্যশালার রক্ষকগণ-সমীপে গিয়া কহিলেন, পরস্ত্রী-কামসম্মত কীচক, আমার গন্ধর্ব্বপতিকর্তৃক নিহত হইয়া নর্ত্তনাগারে পড়িয়া রহিয়াছে; হয় না হয় তোমরা গিয়া প্রত্যক্ষ কর। রক্ষিগণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণমাত্র অমনি সহস্র সহস্র উল্কা লইয়া দেখিতে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা রক্তাক্ত-কলেবর, ভূতল-পতিত, গতপ্রাণ ও পাণিপাদবিহীন কীচককে অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্যথিত ও বিস্মিত হইল এবং তাদৃশ অদ্ভুত-নিপাতনরূপ অমানুষ-কর্ম্মবিষয়ে পরস্পর এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিল যে, এরূপে বিনাশ করা কখনই মনুষ্যের সাধ্য নহে; দেখ, ইহার গ্রীবা, চরণ, হস্ত ও মস্তক যে কোথায় রহিয়াছে, কিছুই স্থির করা যায় না; অতএব এ অবশ্যই গন্ধর্ব্বকর্তৃক নিহত হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সময়ে কীচকের বান্ধবেরা নাট্যশালায় সমাগত হইল এবং কীচককে তদবস্থ দেখিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করত সকলেই আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল। স্বজনবিয়োগে তাহারা অতিশয় কাতর হইল বটে, কিন্তু জল হইতে স্থলে উদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় কীচককে সেইরূপ পিণ্ডীকৃত দেখিয়া ভয়ে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে সেই সমাগত সূতপুত্রেরা ইন্দ্র-বিনষ্ট বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীমকর্তৃক নিহত কীচকের মৃতশরীরে বিধিপূর্ব্বক সংস্কার করিবার মানসে তাহাকে বাহির করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে দেখিতে পাইল, অনিন্দ্যাঙ্গী দ্রৌপদী নিকটবর্ত্তী একটা স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। সমবেত সূতগণমধ্যে উপকীচকেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিল, এই অসতী পাপীয়সীর নিমিত্তই কীচক নিহত হইয়াছেন, অতএব ইহাকে শীঘ্র বিনষ্ট কর; অথবা এস্থানে বধ না করিয়া উহাকে কামাসক্ত কীচকের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেল; কেন না সূতপুত্র মৃত হইলেও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য করা আমাদিগের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! এই সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্তই কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, অদ্য ইহাকেও তাঁহার সহিত ভস্মসাৎ করি। রাজা সূতপুত্রদিগের পরাক্রম জানিতেন, সুতরাং ভয়ে ভয়ে কীচকসহ সৈরিন্ধ্রীর দাহ-বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। কীচক-সোদরেরা রাজানুমতি লাভ করিবামাত্র অমনি সেই ভয়বিহ্বলা কমললোচনা দ্রুপদনন্দিনীকে আক্রমণ ও দৃঢ়তর বন্ধনপূর্ব্বক কীচকের মৃতদেহোপরি আরোপিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে লইয়া চলিল। হে রাজন্! সূতপুত্রগণ-কর্তৃক এইরূপে বলপূর্ব্বক নীয়মানা হওয়ায় আনন্দিতা কৃষ্ণা অসামান্য-নাথবতী হইয়াও যেন অনাথিনীর ন্যায় নাথ ইচ্ছা করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন, সেই জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল আমার বাক্য বোধগম্য করুন; সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে! যে লঘুহস্ত মহাবীর গন্ধর্ব্বগণের সংগ্রাম-সময়ে অশনি-নিষ্পেষ-সদৃশ ভীষণ জ্যাতল-নির্ঘোষ ও রথনেমি-সমুত্থিত প্রবল ঘরঘরা শব্দ অনবরত শ্রুত হইয়া থাকে, তাঁহারা আমার বাক্য বোধগম্য করুন; সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন, দ্রৌপদীর সেই পরিতাপান্বিত আর্ত্তনাদ শ্রবণমাত্র আর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং কহিলেন, হে ভীরু সৈরিন্ধ্রি! আমি তোমার কথা শুনিতে পাইতেছি; অতএব সূতপুত্রগণ হইতে তোমার আর শঙ্কার বিষয় নাই। ইহা কহিয়া সেই মহাবাহু বৃকোদর উপকীচকদিগের বধেচ্ছায় মহা উদ্যম-ভরে একবারে স্ফীতকায় হইয়া উঠিলেন; অনন্তর যত্ন-সহকারে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বার দিয়া না গিয়া দ্রুতবেগে একটা প্রাচীরোপরি আরোহণ করিলেন এবং অবলীলাক্রমে তাহা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাজ-ভবনের বহির্ভাগে নিপতিত হইয়া যে স্থলে কীচকেরা যাইতেছিল, সেই শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইলেন; তৎপরে প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া নগর হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক সত্বর-গমনে সূতপুত্রগণের সম্মুখীন হইয়া তিনি চিতা-সমীপে একটা প্রকাণ্ড স্কন্ধযুক্ত ঊর্দ্ধভাগে পরিশুষ্ক, দশব্যাম বিস্তৃত, তাল-প্রমাণ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া হস্তীর ন্যায় তৎক্ষণমাত্র তাহা বাহু-দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং সাক্ষাৎ দণ্ডপাণিকৃতান্তের ন্যায় সূতগণের সংহারার্থে মহাবেগে প্রধাবিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার সেইরূপ গুরুতর বেগভরে তত্রত্য অশ্বত্থ বট পলাশাদি বৃক্ষসমূহ পতিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্নি-সংস্কারাভিলাষী সূতপুত্রেরা সেই কালরূপী গন্ধর্ব্বকে ক্রোধান্বিত সিংহের ন্যায় সহসা সমাগত দেখিয়া "এক্ষণে কি উপায় হইবে" এই ভাবিয়া একবারে ভয়ব্যাকুল ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় বলবান্ গন্ধর্ব্ব প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষ উৎক্ষিপ্ত করিয়া আমাদের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে; অতএব বিপৎপাতের হেতুভূতা এই সৈরিন্ধ্রীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিতে না বলিতে ভীম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষ দেখিবামাত্র তাঁহারা অমনি দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর-গমনে নগরাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! বলশালী মহাবাহু দুর্দ্ধর্ষ পবন-নন্দন ভীমসেন সেই পঞ্চাধিক শতসংখ্যক উপকীচকদিগকে পলায়মান দেখিয়া দেবরাজ যেমন দানবকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই কালস্বরূপ বৃক্ষ-দ্বারা সকলকেই যম-সদনে প্রেরণ করিলেন; এবং অশ্রুপূর্ণমুখী সুদীনা দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিয়া আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি ভীরু! যাহারা তোমাকে নিরপরাধে ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, তাহারা এইরূপেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে;

অতএব তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে নগরে গমন কর; আমাকে অন্যপথ দিয়া বিরাটের পাকশালায় যাইতে হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বৃকোদর-বিনিহত সেই পঞ্চাধিক শত সোদর ধরাতলশায়ী হইলে ঐ শ্মশানভূমি যেন বিগলিত বৃক্ষনিচয়ে সমাকীর্ণ মহাবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে রাজন্! এইরূপে সেনাপতি-সহিত একশত ছয়জন কীচক বিনষ্ট হইলে মৎস্য-পুরবাসী নরনারীগণ সমাগত হইয়া সেই সাতিশয় আশ্চর্য্য-ব্যাপার সন্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সেই পুরবাসী লোকসকল নৃপতি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! সূত-পুত্রেরা গন্ধর্ব্ব-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া, বজ্রপাতবিদীর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলশায়ী রহিয়াছেন এবং সৈরিন্ধ্রীও বন্ধন-বিমুক্তা হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে; ইহাতে আপনার সমগ্র নগরের বিনাশ সম্ভাবনা; কারণ সৈরিন্ধ্রি পরম রূপবতী, গন্ধর্ব্বেরাও মহাবল পরাক্রান্ত এবং পুরুষদিগেরও স্ত্রীসংসর্গ-বিষয় নিঃসন্দেহ অভীষ্ট। অতএব হে রাজন্! যাহাতে সৈরিন্ধ্রী-নিমিত্ত আপনার এই সমস্ত নগর বিনষ্ট না হয়, সমুচিত-নীতি-প্রয়োগ-পূর্ব্বক শীঘ্রই তাহার প্রতিবিধানে করুন।"

বাহিনীপতি বিরাটরাজ, তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তোমরা সম্প্রতি সূতদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তৎপর হও; প্রজ্বলিত হুতাশনে রত্ন ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য সহকারে একত্রই সেই কীচক-সকলের দাহ কর। অনন্তর তিনি সভয়ান্তঃকরণে মহিষী সুদেষ্ণাকে কহিলেন, সুদেষ্ণে! যখন সৈরিন্ধ্রী আসিবে, তখন তুমি আমারই বাক্যে তাহাকে এই কথা বলিও যে, হে বরাননে সৈরিন্ধ্রী! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর; হে সুশ্রোণি! রাজা গন্ধর্ব্বগণের পরাভব হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছেন; গন্ধর্ব্বেরা তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং "তুমি ত্যাগের যোগ্যা," একথা তিনি স্বয়ং তোমাকে বলিতে কোনক্রমেই সাহসী হন না; পরন্তু তোমার প্রতি স্ত্রীলোকের কোন কথা বলিতে দোষ নাই, এই নিমিত্ত আমিই তোমাকে বলিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে মনস্বিনী দ্রৌপদী ভীমসেন-প্রভাবে সূতপুত্রগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় ভয়-রহিতা হইয়া সলিল-দ্বারা গাত্র ও বস্ত্র প্রক্ষালন-পূর্ব্বক শার্দ্দূলভয়-চকিতা বালা হরিণীর ন্যায় নগরাভিমুখে চলিলেন। হে রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসী পুরুষ-সমস্ত গন্ধর্ব্বভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিল। নগরে প্রবেশানন্তর দ্রুপদাত্মজা পাকশালা-দ্বারে ভীমসেনকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া সাঙ্কেতিক বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বিস্মিত করত এই কথা বলিলেন যে, যে গন্ধর্ব্বরাজ আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। ভীমসেন উত্তর করিলেন, যে পুরুষেরা ইতঃপূর্ব্বে যাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে বিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে অঋণী হইয়া সুখে বিহার করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রৌপদী নর্ত্তনাগার-সমীপে উপনীতা হইয়া দেখিলেন, মহাবাহু ধনঞ্জয় রাজকন্যাদিগকে নৃত্য করাইতেছেন। নৃপতনয়ারা নিরপরাধা ক্লেশপ্রাপ্তা কৃষ্ণাকে আগমন করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনের সহিত নৃত্যশালা হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি ভাগ্যবশত শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্তা হইয়া পুনরাগমন করিয়াছ; যাহারা নিরপরাধে তোমাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তোমার সৌভাগ্যক্রমে সেই সূতেরাও বিনষ্ট হইয়াছে। বৃহন্নলা কহিলেন; সৈরিন্ধ্রি! তুমি কিরূপে নিষ্কৃতি পাইলে, কিরূপেই বা সেই পাপাত্মা সূত-পুত্রেরা নিহত হইল, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকটে বিশেষ করিয়া শুনিবার বাসনা করি। তখন সৈরিন্ধ্রী উত্তর করিলেন, বৃহন্নলে! তোমার আর সৈরিন্ধ্রীর দুঃখের কথা শুনিবার প্রয়োজন কি! তুমি কন্যান্তঃপুরে থাকিয়া সর্ব্বদা পরমসুখে কাল হরণ কর, সুতরাং সৈরিন্ধ্রী যে কিরূপ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, তাহা কি প্রকারে অনুভব করিবে? হে কল্যাণি! বোধ হয়, আমাকে দুঃখিতা দেখিয়া তুমি পরিহাস করতই এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ। বৃহন্নলা কহিলেন, কল্যাণি! বৃহন্নলাও ক্লীব যোনি-প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই দুঃখ পাইতেছে; হে বালে! তুমি তাহা বোধগম্য করিতেছ না। হে সুশ্রোণি! আমি তোমার সহিত একত্র বাস করিতেছি এবং তুমিও আমাদের সহিত একত্র রহিয়াছ, অতএব তোমাকে ক্লেশযুক্তা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার দুঃখচিন্তায় দুঃখিত না হয়? কিন্তু হে ভদ্রে! কেহ কাহারও মনের ভাব কখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না; সেই জন্যই তুমি আমার হৃদ্গতভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর দ্রৌপদী কুমারীগণ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সুদেষ্ণাসন্নিধানে উপনীতা হইলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিরাটের বাক্যানুসারে এই কথা বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি! রাজা গন্ধর্ব্বগণের পরাভব হইতে ভীত হইতেছেন; অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা শীঘ্রই গমন কর। হে সুভ্রু! তুমি নিরুপম-রূপবতী ও নবযৌবনা, পুরুষদিগেরও অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বিষয়ভোগ-লোলুপ এবং গন্ধর্ব্বেরাও অতীব কোপন-স্বভাব; সুতরাং তোমার এখানে অবস্থিতি করা কোনক্রমেই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। সৈরিন্ধ্রী উত্তর করিলেন, হে ভাবিনি! রাজা আর ত্রয়োদশ দিবস মাত্র আমাকে ক্ষমা করুন, তাহা হইলেই গন্ধর্ব্বেরা কৃতকার্য্য হইয়া আমাকে লইয়া যাইবেন এবং আপনারও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবেন। রাজার ও তাঁহার বান্ধবগণের যাহাতে বিশিষ্ট মঙ্গল হয়, তাঁহারা অবশ্যই তাহার চেষ্টা করিবেন, সন্দেহ নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! দুরাত্মা কীচক এইরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত নিধন প্রাপ্ত হইলে নগরস্থ

সামান্ত লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনুক্ষণ বিপদ্‌চিন্তা করিতে লাগিল; এবং নগরে জনপদে ও অপরাপর সর্ব্বস্থানে এইরূপ জল্পনা হইতে থাকিল যে, দুষ্টমতি পাপাত্মা মহাসত্ত্ব কীচক শৌর্য্য হেতুক রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া যেমন পরদার-হরণ লোকপীড়ন-প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে নিরত ছিল, তেমনি গন্ধর্ব্বেরা তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে দেশে দেশে মনুষ্যেরা পর-সৈন্য-সংহার-কারী দুষ্প্রধর্ষণ কীচকের কথা জল্পনা করিতে লাগিল। এই সময়ে দুর্য্যোধনের প্রেরিত গুপ্ত-চরেরা তাঁহার আদেশানুসারে পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ অনেকানেক রাজ্য, নগর ও গ্রাম-নিচয়ে পরিভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ করত কুত্রাপি কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে নিবৃত্ত হইয়া হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিল; এবং মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, মহারথ ত্রিগর্ত্ত-রাজ সুশর্ম্মা ও ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দুর্য্যোধনকে সভাসীন দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে নরনাথ! আমরা পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থে নিয়ত অশেষবিধ যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদিগের সন্ধান পাই নাই। মৃগসমূহ-সমাকীর্ণ নানাবিধ-তরুগুল্মাদি-সমাবৃত মধ্যে মধ্যে চন্দ্রাতপের ন্যায় লতামণ্ডপে সমাচ্ছাদিত সেই জনশূন্য মহারণ্য মধ্যে আমরা পদচিহ্ন অনুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সুদৃঢ়-বিক্রম পৃথা-তনয়েরা যে কোন্ পথে কোন দিক্ দিয়া গিয়াছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল অরণ্য মধ্যে নহে, আমরা অন্যান্য দুর্গমস্থান, সমুন্নত শৈলশিখর এবং বহুজন-সমাকীর্ণ নগর, জনপদ ও দেশ সমস্তও অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু মহারথ পাণ্ডবেরা যে কোথায় গিয়াছেন, কোন্‌খানেই বা বাস করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; ইহাতে বোধ হইতেছে, আপনার সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা একবারেই বিনষ্ট হইয়া থাকিবেন। হে পরন্তপ! কোন স্থানে পাণ্ডবদিগের সূতেরা কতকগুলি শূন্য-রথ লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা কিছুকাল তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম, পরে যথান্যায়ে অনুসন্ধান করিয়া যথার্থরূপে অবগত হইলাম যে, ঐ সূতেরা পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে দ্বারকায় উপস্থিত হইল, তথায় পতিব্রতা দ্রৌপদী বা পাণ্ডবগণ কেহই নাই অতএব হে ভরতর্ষভ! আপনার প্রতি আমাদিগের নমস্কার। আমরা সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের গতি, প্রবৃত্তি, বাসস্থান বা কর্ম্ম, কিছুই যখন জানিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়াছেন। হে বিশাম্পতে পাণ্ডবদিগের অন্বেষণ-বিষয়ে অতঃপর আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। হে বীর! আমরা আপনার শুভকরী এই একটি মাত্র প্রিয়বার্ত্তা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মৎস্যরাজ্যের সেনাপতি যে মহাবল পরাক্রান্ত কীচক ত্রিগর্ত্তদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়াছিল, সেই দুষ্টাত্মা সংপ্রতি নিশীথ-সময়ে অদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণের হস্তে ভ্রাতৃবর্গ-সহিত নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। হে ভারত! শত্রু-পরাভবরূপ এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণে কৃতকৃত্য হইয়া অতঃপর যাহা বিহিত হয় করুন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন চারিদিগের বাক্য শ্রবণান্তে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরিশেষে সভাসদ্বর্গকে সম্বোধিয়া বলিলেন, কার্য্যের চরমগতি বোধগম্য করা দুঃসাধ্য; অতএব পাণ্ডবেরা কোথায় গমন করিল, সকলে সবিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখ। এই ত্রয়োদশ-বর্ষ, তাহাদিগের অজ্ঞাতবাসের সময়; ইহাতে গতপ্রায় হইয়া অল্পই অবশিষ্ট আছে। এই বর্ষটি অতীত হইলেই সেই সত্যব্রত-পরায়ণ পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা পালনান্তে, গলিত-মদ মাতঙ্গ ও ভয়ঙ্কর আশীবিষের ন্যায় সাতিশয় কুপিত হইয়া অবশ্যই আমাদিগের দুঃখপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এই সময়ে সেই কষ্টরূপধারী কালজ্ঞ ও জিতক্রোধ পাণ্ডবেরা যাহাতে পুনর্ব্বার বনপ্রবেশ করে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহাদিগকে বারংবার বনে পাঠাইতে পারিলেই আমার রাজ্য বিবাদ-শূন্য ও নিষ্কণ্টক হইয়া চিরস্থায়ী হইবে। দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া কর্ণ উত্তর করিলেন, হে ভারত! আমাদিগের হিতৈষী, সাধুকারী, দক্ষ ও ধূর্ত্ততম অপর চারগণ অশেষ জন-পদাকীর্ণ প্রধান প্রধান দেশ-নিচয়ে অবিলম্বে গমন করিয়া তত্রত্য যাবতীয় রমণীয় সমাজ, যতিদিগের আশ্রম, রাজপুর, তীর্থ ও বিবিধ আকর সমুদায়ে বিচরণ করুক। অনুসন্ধানে তৎপর ও সম্যক্ অভিজ্ঞ নানাপ্রকার মনুষ্যেরা নিপুণতা-সহকারে আত্মসংবরণপূর্ব্বক সুন্দর অনুষ্ঠিত অনুসন্ধান দ্বারা প্রচ্ছন্নবাসী পাণ্ডবদিগকে জানিতে পারিবে; অতএব তাদৃশ কতকগুলি সুনিপুণ প্রণিধি নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম, পর্ব্বত ও গুহা সমুদায়ে তাহাদিগের সবিশেষ অন্বেষণ করুক।

অনন্তর দুর্য্যোধনের অব্যবহিত-পরজাত সহোদর পাপানুরাগী দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধিয়া কহিল, হে মনুজাধিপ! কর্ণ যাহা বলিলেন, সেইরূপ করাই আমাদিগের বিবেচনা-সিদ্ধ। যে সমস্ত দূতগণের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহারা আপন আপন বেতন ও পাথেয় লইয়া পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানার্থ গমন করুক; এবং কর্ণ যে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, সেই সেই স্থলে সবিশেষ অন্বেষণ করিতে থাকুক। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি দূত যাইয়া দেশ প্রদেশে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করুক। সেই শূরাভিমানী পাণ্ডবদিগের গতি, বাসস্থান ও প্রবৃত্তি কিছুই যখন উপলব্ধ হইতেছে না, তখন তাহারা কি অত্যন্তই অন্তর্হিত হইল, কি সমুদ্রপারেই প্রস্থান করিল, কিংবা মহারণ্য-মধ্যে ব্যাঘ্র-সকলের করাল গ্রাসেই পতিত হইল, অথবা রাজ্য-নাশরূপ বিষম বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত পলায়িত হইয়া রহিল, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব হে নরাধিপ কুরুনন্দন! আপনি নিরুৎকণ্ঠ-চিত্তে উৎসাহ ও অভিলাষানুযায়ী কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তত্ত্বার্থদর্শী মহাবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পাণ্ডবেরা সকলেই শৌর্য্যসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্, কৃতবিদ্য ও জিতেন্দ্রিয়; তাদৃশ পুরুষেরা কখন পলায়িত বা পরাভব-

প্রাপ্ত হইবার নহেন। ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, নীতি ধর্ম্ম ও অর্থের তত্ত্বাভিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠানুযায়ী, ভীমসেনাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি-যুক্ত ও একান্ত অনুগত; এবং তিনিও তাঁহাদিগের প্রতি অতিমাত্র স্নেহানুরক্ত; সুতরাং অসামান্য নীতিনিপুণ হইয়া যুধিষ্ঠির তাদৃশ বশংবদ ও বিনয়াবনত মহাত্মা ভ্রাতৃগণের হিতানুষ্ঠানে যত্ন না করিবেন কেন? অতএব আমি বোধ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছি যে, তাঁহারা কখনই বিনাশের ইচ্ছা করেন নাই, প্রত্যুত যত্নসহকারে আগতপ্রায় শুভদিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুন্দর-রূপ বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। পাণ্ডবগণের বাসস্থান পরিজ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রকাশিত করাই এক্ষণ-কার কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই তপঃপ্রভাব-সংবৃত পাপলেশ-পরি শূন্য সর্ব্ব বিষয়ে দৃঢ়ব্রত, শৌর্য্যসম্পন্ন পুরুষদিগের অনুসন্ধান পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির স্বভাবতই বিশুদ্ধাত্মা, গুণগ্রামশীল, সত্যশীল, নীতিমান্ ও শৌচনিষ্ঠ; তাহাতে আবার তপোবলে বর্দ্ধিতপ্রভাব হইয়া অপরিমেয় তেজোরাশি-স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; সুতরাং তিনি কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর হইলেও তাহাকে বিমোহিত করিতে পারেন। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন; ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, চারণ ও অনুসন্ধানজ্ঞ অন্যান্য জনগণ দ্বারা পাণ্ডবদিগের পুনর্ব্বার অন্বেষণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আচার্য্য-বাক্যাবসানে অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দেশকালজ্ঞ, যথার্থদর্শী, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, ভারতগণ-পিতামহ, শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম কুরুদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক দ্রোণ-বচনের তাৎপর্য্যানুযায়িনী এই কথা বলিতে লাগিলেন। কুরুকুলের হিতার্থ তিনি ধর্ম্মানুরক্ত যুধিষ্ঠির-বিষয়ক যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেন, তাহা সর্ব্বথাই ধর্ম্মসম্বদ্ধ এবং সাধুদিগের সতত সম্মত ও আদরণীয়; অসৎ লোকেরা সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতেই পারে না। তিনি কহিলেন, এই সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ দ্রোণ যথার্থ বলিতেছেন; আমি ইঁহার বাক্যে অনুমোদন করিতেছি, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন, সদ্‌ব্রতানুষ্ঠায়ী, শাস্ত্র ও বিবিধ আখ্যায়িকার মর্ম্মাভিজ্ঞ, সদাচার-সমন্বিত, সত্যব্রত-পরায়ণ, বৃদ্ধানুবর্ত্তী, ব্রহ্মাবলম্বী পাণ্ডবেরা সকলেই মহাপুরুষ, মহাসত্ত্ব-বন্ত, মহাবল-পরাক্রান্ত, কালজ্ঞ, শুচিব্রত, ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ ও সতত কেশবানুগত; সুতরাং কোন ক্রমে অবসন্ন হইবার যোগ্য নহে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ধর্ম্মপ্রভাবে ও স্বভুজ-বলে পরিরক্ষিত হইয়া তাহারা সাধুগণের চিরভার বহন করত প্রতিজ্ঞাত সময় পালন করিতেছে; কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। হে ভারত! তাহাদিগের পরিজ্ঞান-বিষয়ে আমি যথা-মতি কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনোদ্দেশে যেরূপ সুনীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা বোধগম্য করিতে পারে না; তথাপি পাণ্ডবদিগের বিষয়ে সম্যক্ বুদ্ধিপরিচালনপূর্ব্বক যাহা আমা-দিগের যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, তাহাই বলিতেছি; পরন্তু ইহাতে তোমার যেন এমন আশঙ্কা না হয় যে, তোমার অনিষ্ট চিন্তাতেই আমি এরূপ কহিতেছি। যুধিষ্ঠিরের নীতিযুক্তি মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কোনক্রমেই নিন্দনীয় হইতে পারে না; তাহাকে নিঃসন্দেহ সুনীতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কদাচ অনীতি নহে। হে তাত! বৃদ্ধদিগের অনুশাসনে স্থিত সত্য-শীল বিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মলাভ বাসনায় অবশ্যই যথার্থ বলিবেন; অতএব যথার্থ কথা বলিতে হইলে অপর লোকেরা এই ত্রয়োদশ বর্ষে ধর্ম্মরাজের যেরূপ নিবাস স্থির করিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি না। হে তাত! যে নগরে বা জনপদে যুধিষ্ঠির বাস করিবেন, তত্রত্য রাজাদিগের কোন অকল্যাণ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যুধিরাধিষ্ঠিত জনপদে মনুষ্যেরা বহুপ্রদ, প্রিয়বাদী, বিনীত, লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ, সুস্থ-কায়, সন্তুষ্টচিত্ত, বিশুদ্ধস্বভাব, কর্ম্মদক্ষ ও স্বধর্ম্মনিরত হইবে; কদাচ পরগুণে দোষারোপকারী, পরশ্রীকাতর, অভিমানী বা মাৎসর্য্যযুক্ত হইবে না। সেস্থানে অনবরত বেদধ্বনি উচ্চা-রিত হইবে; পূর্ণহোম ও বহুল-দক্ষিণাযুক্ত নানাপ্রকার যজ্ঞ-সকল অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে; মেঘ-সমস্ত উপযুক্তমত বারি বর্ষণ করিবে; পৃথিবী আতঙ্কশূন্য ও প্রচুর শস্যশালিনী হইবেন; ধান্যমঞ্জরী সকল প্রভৃত ফলভারে অবনত, ফল-সমস্ত অতীব সুরস, কুসুমমালিকা-নিচয় অনুপম সৌরভ-যুক্ত, বাক্য সকল শুভশব্দ-বিশিষ্ট এবং সমীরণ নিরতিশয় সুখস্পর্শ হইবে। যে স্থলে যুধিষ্ঠির অবস্থিতি করিবেন, তথায় কাহারও প্রতি কাহা-রও প্রতিকূল দৃষ্টি থাকিবে না; ভয়ের লেশমাত্রও প্রবেশ করিতে পারিবে না; গোসমস্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইবে না এবং তাহাদিগের সংখ্যা প্রচুর হইবে; দধি দুগ্ধ ও ঘৃত-সমস্ত অতি-শয় সুরস ও স্বাস্থ্যকর হইবে; যাবতীয় পানীয় ও ভোজ্য সামগ্রী-সকল যৎপরোনাস্তি সুরস ও হিতকর হইবে; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সর্ব্বগুণে ভূষিত থাকিবে এবং সমুদায় দৃশ্যবস্তু প্রসন্ন হইবে। হে তাত! এই ত্রয়োদশ বর্ষে পাণ্ড-বেরা যে দেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তত্রত্য দ্বিজাতি-সকল নিরন্তর স্ব স্ব ধর্ম্মসেবায় তৎপর থাকিবেন এবং যথাবৎ সেবিত হওয়ায় তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-সমস্তও নিজ নিজ গুণ-নিকরে উপ-শোভিত হইবে। যে স্থানে যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন, তত্রত্য মানবেরা পরস্পর প্রণয়ান্বিত, সদা সন্তুষ্টচিত্ত, শৌচাচার-নিরত, অকালমৃত্যু-রহিত, দেবতা ও অতিথি-পূজায় সর্ব্বতোভাবে অনুরাগী, দানশীল, শুভপ্রিয়, মহোৎসাহ-সমন্বিত, বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম-পরায়ণ, শুভার্থী, অশুভদ্বেষী, নিত্যযজ্ঞশীল, শুভব্রতানুষ্ঠায়ী, মিথ্যাবাক্য-পরিত্যাগী, শোভন ও অক্ষত মঙ্গল-সম্পন্ন, শুভার্থ-লাভে অভিলাষী, শুভমতি এবং পরোপকার-ব্রত-পালনে সতত সমুৎসুক হইবে। হে তাত! যাঁহাতে সত্য, ধৃতি, দান, পরম শান্তি, অবিচলিত ক্ষমা, হ্রী, শ্রী কীর্ত্তি, মহানুভাবতা, দয়া ও সরলতা নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই ধীসম্পন্ন মহাত্মা যুধি-ষ্ঠিরকে দ্বিজাতিরাও জানিতে সমর্থ হন না, প্রাকৃত ব্যক্তিরা কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইবে? অতএব তিনি যে পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহ-সমন্বিত কোন প্রদেশে যত্নপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে নিব-সতি করিতেছেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার যে গতিবিধি হই-তেছে, এতদ্ভিন্ন আমি অন্য কথা বলিতে উৎসাহী হইতে পারি

না। হে কৌরব! যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাত-বাসস্থান-বিষয়ে আমি যে কথার উল্লেখ করিলাম, ইহাতে যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে সম্যগ্ বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, তাহা অবিলম্বেই সম্পাদন কর।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর শরদ্বৎ-পুত্র কৃপাচার্য্য কহিতে লাগিলেন, হে তাত! কুরুবৃদ্ধ বিচক্ষণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহা সর্ব্বথাই যুক্তিযুক্ত, ধর্ম্মার্থসঙ্গত, মনোরম ও যথার্থহেতু-সমন্বিত সন্দেহ নাই; সম্প্রতি আমারও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। এক্ষণে সুনিপুণ চারগণদ্বারা পাণ্ডবগণের প্রচ্ছন্ন-গতি ও বাসস্থানের নির্ণয় করা যেমন আবশ্যক, তেমনি হিতবিধায়িনী রাজনীতির বিধান করাও কর্ত্তব্য। হে তাত! কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তির সামান্য শত্রুকেও অবজ্ঞা করা বিহিত নহে; অসামান্য-সমর-দক্ষ, সর্ব্বাস্ত্রকোবিদ পাণ্ডব-শত্রুদিগের কথা আর কি কহিব? সেই মহাত্মা বীরপুরুষেরা কপট-জালে জড়িত হওয়ায় এপর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নবেশে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উদয়-কালেরও আর অধিক বিলম্ব নাই; অতএব এই সময়েই স্বকীয় ও পরকীয় রাষ্ট্রে আপন বলাবল জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিজ্ঞাত সময় উত্তীর্ণ হইলেই সেই অপরিমিত-তেজস্বী মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবেরা যে অসীম উৎসাহ সহকারে সমাগত হইবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; সুতরাং তৎকালে যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সম্যক্‌রূপে সন্ধি করা যাইতে পারে, কোষবৃদ্ধি, সৈন্যসঞ্চয় ও সুনীতি-বিধান দ্বারা অগ্রেই তাহার উদ্‌যোগ করা বিধেয়। হে বৎস! তদ্বিষয়ে আমার এই বোধ হইতেছে যে, তুমি সমুদায় মিত্রবর্গেতে এবং স্বকীয় বলিষ্ঠ সৈন্যগণেতে নিয়ত আপনার বল বিবেচনা কর। হে ভারত! উত্তমাধম মধ্যম সর্ব্বপ্রকার সৈন্যেরাই সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট আছে কি না, তাহা বিলক্ষণরূপে জানিয়া পশ্চাৎ শত্রুগণের সহিত সন্ধিবন্ধন অথবা শরসন্ধান, যেরূপ বিধেয় হয় করা যাইবে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও করগ্রহণ-সহকারে ন্যায়ত আক্রমণ দ্বারা শত্রুদিগকে, বলদ্বারা দুর্ব্বলদিগকে, সান্ত্বনাদদ্বারা মিত্রবর্গকে এবং সাদর-সম্ভাষণ ও আশ্বাস প্রদানদ্বারা সৈন্যগণকে বশীভূত কর। এইরূপে কোষ বলের সমৃদ্ধি-সম্পাদন করিতে পারিলে তুমি অচিরেই পরমসিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে নরেন্দ্র! তুমি কোষ ও বলদ্বারা সমৃদ্ধ হইলে হীনবল-বাহন পাণ্ডবেরাই হউক অথবা অন্য কোন বলিষ্ঠ শত্রুই হউক, যে কেহ তোমার সহিত সংগ্রামার্থে উপস্থিত হইবে, তুমি অনায়াসেই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। অতএব স্বধর্ম্মানুসারে এ সমস্ত ব্যাপারপুঞ্জের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই তুমি যথাকালে নিঃসন্দেহ চিরসুখলাভের অধিকারী হইবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে প্রভো! তদনন্তর রথযূথপতি বলবান্ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া অবসরোচিত এই কথার প্রসঙ্গ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি মৎস্যরাজের শালকগণকর্ত্তৃক বারংবার পরাজিত হইয়াছিলেন, বিশেষত বিরাটের সারথি বলবান্ কীচক তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ দিয়াছিল; সুতরাং এক্ষণে সেই কীচকের বিধনবার্ত্তাশ্রবণে উৎসাহী হইয়া তিনি কর্ণের মুখাবেক্ষণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহারাজ! যে সেনাপতির বাহুবলে মৎস্যরাজ আমার রাজ্যে বারংবার নানাপ্রকার উৎপাত করিয়াছিল, সেই সকল লোকবিখ্যাতবীর্য্য, ক্রুরস্বভাব, ক্রোধান্ধ, সুদুর্ম্মতি, অতীব নিষ্ঠুর ও পাপাত্মা কীচক সম্প্রতি গন্ধর্ব্বগণ-হস্তে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, বিরাটরাজা তাদৃশ অসামান্য সহায়বিরহে নিরাশ্রয় হইয়া অবশ্যই দর্পহীন ও উৎসাহশূন্য হইয়া থাকিবে; অতএব হে অনঘ! যদি আপনার, সমুদয় কৌরবগণের ও মহাত্মা কর্ণের অভিরুচি হয়, তবে এ সময়ে মৎস্যদেশে যাত্রা করা আমার অভিপ্রেত, যেহেতু আমার বোধ হইতেছে, উপস্থিত ঘটনা আমাদিগের পক্ষে অতিশয় লাভকরী হইয়াছে। আমার বিরাটের প্রচুরশস্য-সম্পত্তি-সম্পন্ন রাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহার বহুবিধ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিব, অথবা তাহার গ্রাম ও রাষ্ট্র সমুদয় বিভাগক্রমে হরণ করিয়া লইব, কিংবা বলপূর্ব্বক নগর পীড়ন করিয়া নানাবিধ উত্তম উত্তম বহুসহস্র গোধন অপহরণ করিব। অতএব হে বিশাম্পতে! আপনার মত হইলে অদ্য আমরা কৌরব ও ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যে মিলিত ও সকলে সুসংযত হইয়া বিরাটের গোসমস্ত অপহরণ করি; হয় তাহার সহিত সন্ধি করিয়া তাহার পৌরুষ সঙ্কুচিত করি, না হয় তাহার সমুদায় সৈন্য সামন্ত বিনাশপূর্ব্বক তাহাকে বশীভূত করি। এইরূপ ন্যায়ানুসারে তাহাকে বশীভূত করিতে পারিলে আমরাও সুখে বাস করিব এবং আপনারও বলবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। ত্রিগর্ত্তরাজের এই কথা শুনিয়া কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে অনঘ সুশর্ম্মা উত্তম কহিয়াছেন; ইহা সময়োচিত পরামর্শ বটে এবং আমাদিগেরও যথেষ্ট হিতকর হইতে পারে; অতএব যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমরা সৈন্য যোজনাপূর্ব্বক সৈনিকদিগকে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া অবিলম্বে বিনির্গত হই; অথবা আমাদিগের সকলের পিতামহ এই কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও শরদ্বৎপুত্র কৃপ, ইহাঁরা যেরূপ বিবেচনা করেন, তদনুসারে যাত্রাবিধান করুন। হে মহীপতে! সম্প্রতি সম্যক্‌রূপে মন্ত্রণা করিয়া সাবধানার্থে শীঘ্র বিনির্গত হওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য। অর্থ বল ও পৌরুষবিহীন পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন কি? হয় ত তাহারা চিরকালের নিমিত্ত নিরুদ্দিষ্ট, কিংবা শমনভবনের আশ্রিত হইয়া থাকিবে। অতএব হে রাজন্! চলুন আমরা নিরুদ্বেগে মৎস্যরাজ্যে গমনপূর্ব্বক বহুতর ধনরত্ন ও গোগণ অপহরণ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সূর্য্যনন্দন কর্ণবাক্যে সম্মত হইয়া নিয়ত আজ্ঞাবর্ত্তী অনুজন্মা দুঃশাসনকে স্বয়ং আজ্ঞা করিলেন, তুমি বৃদ্ধবর্গের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক অবিলম্বে সৈন্য যোজনা কর, আমরা সমস্ত কৌরবদলে সমবেত হইয়া বহুতর সমৃদ্ধিশালী বিরাটরাজ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ গমন করিব; সম্প্রতি মহারথ সুশর্ম্মা ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমগ্র

বলবাহনে পরিবৃত হইয়া অগ্রেই তথায় যথানির্দ্দিষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করুন এবং অবিলম্বে গোরক্ষকদিগের সন্নিহিত হইয়া বহুতর ধন সংগ্রহ করিতে থাকুন। পরদিবসে আমরাও সুসংযত হইয়া সৈন্য সমস্ত দুইভাগে বিভাগ করত তাঁহার পশ্চাতে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রী ও গুণসমূহসম্পন্ন অসংখ্য গোধন সমস্ত গ্রহণ করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সুশর্ম্মা কৃষ্ণাসপ্তমীতে যথোদ্দিষ্ট পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে গমন করিয়া গোসমস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পর-দিন অষ্টমী তিথিতে কৌরবেরাও সমগ্র দলবলে মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র গোধন আক্রমণ করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অপরিমিত তেজস্বী, ছদ্মবেশধারী, মহাত্মা পাণ্ডবেরা মহীপাল বিরাটের কর্ম্মকর হইয়া তাঁহার সেই রমণীয় রাজধানীতে বাস করত অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞাত সময় সম্যক্‌রূপে অতিবাহিত করি-লেন। কীচক নিহত হইলে বীর শত্রুহন্তা বীর্য্যবান্ মৎস্য-রাজ কুন্তীপুত্রদিগের প্রতি বিস্তর প্রত্যাশা স্থাপন করিয়া-ছিলেন। হে ভারত! এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বর্ষের অবসানে সুশর্ম্মা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার বহুল গোধন গ্রহণ করি-লেন। অনন্তর গোরক্ষক মহাবেগে রাজপুরে উপনীত হইল; দেখিল, প্রভাবসম্পন্ন মৎস্যরাজ কেয়ূর-কুণ্ডলধারী শৌর্য্যশালী যোধনিচয়ে, উৎকৃষ্ট মন্ত্রিবর্গে ও নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন গোপ সেই সভাসীন রাষ্ট্রবর্দ্ধন মহারাজ বিরাটের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করত কহিল, হে রাজন্! ত্রিগর্ত্তেরা আমাদিগকে সবান্ধবে যুদ্ধে পরাজিত ও পরিভূত করিয়া আপনার অসংখ্য গোসকল লুণ্ঠন করিতেছে; অতএব যাহাতে আপনার পশুকুল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়, শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করত তৎ সমুদায় রক্ষা করুন। রাজা গোপবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুলা, পদাতি ও ধ্বজনিকরে সঙ্কীর্ণা মৎস্য-সেনা যোজনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। অমনি অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রগণ বিভাগক্রমে শূরসমুচিত সমুজ্জ্বল বিচিত্র কবচ-সমস্ত পরিধান করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক বজ্রসম লৌহগর্ভ কাঞ্চনময় কবচ ধারণ করিলেন। তাঁহার অনুজন্মা মদিরাক্ষ, সর্ব্বাস্ত্রপ্রতিঘাতসহ সুবর্ণপত্রাচ্ছাদিত সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিধান করিলেন। স্বয়ং মৎস্যরাজ শত শত সূর্য্যসম-আবর্ত্তশত-শোভিত, শত শত লোচনের ন্যায় হীরকবিন্দু-সমূহে পরিবৃত, সুদুর্ভেদ্য অঙ্গাবরণ বন্ধন করিলেন। সূর্য্যদত্ত সূর্য্যসম প্রভান্বিত, উপরিভাগে শত শত পদ্ম ও কুমুদাকারে চিহ্নিত, সুবর্ণপৃষ্ঠ কবচ পরিধান করিলেন। শঙ্খনামে বিরাটের জ্যেষ্ঠ-পুত্র লৌহগর্ভ, সুদৃঢ়, শত শত লোচনযুক্ত, শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই দেবরূপী শত শত মহারথগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপন আপন গাত্রাবরণ ধারণপূর্ব্বক শোভন-শিল্পসমন্বিত শুভ্রবর্ণ বৃহদাকার রথনিচয়ে কাঞ্চনকবচ-সমাচ্ছা-দিত ঘোটকসমস্ত যোজিত করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজের চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ-সমুজ্জ্বল হিরণ্ময় দিব্যরথে মহাপ্রভাবসূচিকা ধ্বজপতাকা উড্ডীয়মানা হইল; এবং শৌর্য্যসম্পন্ন অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরাও নিজ নিজ রথে সুবর্ণমণ্ডিত নানাপ্রকার ধ্বজসমস্ত যোজিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মৎস্যপতি অনুজন্মা শতানীককে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ শতানীক! আমার বোধ হইতেছে, কঙ্ক, বল্লব, তন্ত্রিপাল ও দামগ্রন্থি, ইহাঁরাও যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই; যেহেতু ইহাঁরা সকলেই পরাক্রান্ত পুরুষ; অতএব ইহাঁদিগকেও ধ্বজপতাকা-ন্বিত রথ ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রদান কর; আমাদিগের ন্যায় ইহাঁরাও বিচিত্র, সুদৃঢ় অথচ সুখসেব্য বর্ম্মসমস্ত পরি-ধান করুন। যখন সকলেই নাগরাজসদৃশ করশালী ও বীরা-কার দৃষ্ট হইতেছেন, তখন ইহাঁরা যে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, ইহা কদাচ আমার প্রতীত হয় না।

শতানীক নৃপতিবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে রথ প্রদানার্থ সূতদিগকে আদেশ করিলেন। প্রভুভক্ত সারথিরাও অমনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া নরদেব-নির্দ্দিষ্ট রথ-সমস্ত সুসজ্জিত করিল। তখন শত্রুদল বিমর্দ্দনকারী সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ অসীম-তেজস্বী প্রচ্ছন্নরূপী কুরুকুলপ্রধান পাণ্ডবেরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে মিলিত হইয়া নরপতির আদেশানুরূপ কবচধারণ-পূর্ব্বক অশ্ব-সংযোজিত সুবর্ণ-সমাচ্ছাদিত রথে আরোহণ করিয়া মহাহ্লাদে বিনির্গত হইলেন এবং বিরাটেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অপিচ বর্ষণশাল জলদবৃন্দের ন্যায় মদক্ষরিত-গণ্ডস্থল ভীষণমূর্ত্তি শোভন দন্তবিশিষ্ট ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মত্তমাতঙ্গ সমস্ত, সংগ্রাম-দক্ষ সুশিক্ষিত হস্তিপকগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া গতিশীল শৈলনিচয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে রাজার পশ্চাদ্ভাগে চলিল। এইরূপে মহোৎসাহ সম্পন্ন সমরতত্ত্ব-বিশারদ রাজানুযায়ী প্রধান প্রধান মৎস্যদিগের অষ্টসহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টিসহস্র অশ্ব বিনির্গত হইল। হে ভরতবর্ষভ! গোধন সংরক্ষণে-প্রস্থিত, গজাশ্বরথসংকুল, দৃঢ়ায়ুধধারী পদাতি-নিচয়ে সমাকীর্ণ, বিরাট সম্বন্ধীয় সেই প্রধান সৈন্য তৎকালে গোসকলের গমন-পথ নিরীক্ষণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে এক প্রকার চমৎকার শোভায় শোভিত হইতে লাগিল।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শৌর্য্যসম্পন্ন মৎস্যসৈন্যেরা নগর হইতে নির্গত হইয়া ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অপরাহ্ণ সময়ে ত্রিগর্ত্ত-দিগের নিকটবর্ত্তী হইল। গোধনহরণাভিলাষী যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবল ত্রিগর্ত্ত ও বিরাটসৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর আস্ফালনপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর মত্তমাতঙ্গগণ সুতীক্ষ্ণ তোমরাঙ্কুশ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমর-দক্ষ প্রধান প্রধান আরোহীদিগকে বহন করত বিপক্ষদলের অভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! প্রভাকর পরিণত হইলে পরস্পর হননকারিণী সেই চতুরঙ্গিণী সেনাদ্বয়ের যমরাজ্য-বিবর্দ্ধন, লোমাঞ্চজনক, দেবাসুর-সদৃশ ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইল। পরস্পর আক্রমণে ও প্রহারে প্রবৃত্ত যোধগণের পদা-হত পার্থিব রেণুসমস্ত এতাদৃশ ভয়ঙ্কররূপে সমুত্থিত হইল যে, একবারে সকলের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। বিহঙ্গমগণ ধূলিজাল-পরিকীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। বাণ-সমূহের গমনাগমনে সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইল এবং নভো-মণ্ডল যেন খদ্যোতযুক্তের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল।

দক্ষিণে ও বামভাগে শরবর্ষণকারী বীরাগ্রগণ্য ধনুর্দ্ধারিগণের সুবর্ণ-মণ্ডিত কোদণ্ড-সমস্ত পরস্পর সজ্ঘট্টিত হইতে থাকিল। রথীরা রথীদিগকে, পদাতিকেরা পদাতিদিগকে, অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীদিগকে এবং গজারোহীরা গজারোহীদিগকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! পরিঘতুল্য-বাহুশালী শৌর্য্য-সম্পন্ন যোধগণ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অসি, কুঠার, লৌহ-ময় লগুড়, শক্তি, তোমর ও গদা প্রভৃতি অশেষ প্রহরণদ্বারা সাধ্যানুসারে পরস্পর হতাহত করিতে থাকিল; কিন্তু কাহাকেও কেহ আর সহজে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়গণের ইতস্তত পতিত ছিন্ন অঙ্গসমূহ দ্বারা এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিলেন। কোথাও সুন্দর নাসিকা-বিশিষ্ট ওষ্ঠশূন্য উত্তমাঙ্গ, কোথাও অলঙ্কারে ভূষিত অথচ ছিন্ন-কেশ মুণ্ড, কোথাও কুণ্ডলশোভিত ধূলিধূসর মস্তক, কোথাও খণ্ডীকৃত শালস্কন্ধ সদৃশ শরীর, কোথাও বা করিকর-সদৃশ চন্দন-চর্চ্চিত বাহুসকল দৃষ্ট হইতে থাকিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বী অশ্বীর সহিত, গজী গজীর সহিত এবং পদাতিক পদা-তিকের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করাতে এতাদৃশ মহামারীর সৃষ্টি হইল যে, শোণিতপ্রবাহদ্বারা সেনাপদোত্থিত ধূলিসমস্ত এক-বারে কর্দ্দমরূপে পরিণত হইয়া পড়িল; শূরগণ ঘোরতর মোহাবেশে অভিভূত হইল; এইরূপে মহাতুমুল কাণ্ড হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে সমস্ত গৃধ্রগণ অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইতে-ছিল, এক্ষণে অনবরত শব-সঞ্চার দ্বারা তাহাদিগের গতি ও দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহারা ক্রমে ক্রমে শবরাজির উপরে উপবেশন করিতে লাগিল; পরিঘপাণি শূরগণ সাতিশয় সংরম্ভ-সহকারে সমরে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না।

শতানীক এক শত এবং বিশালাক্ষ চতুঃশত যোদ্ধাকে হনন করিয়া ত্রিগর্ত্তদিগের মহাসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উভয়েই মহারথ, বলিষ্ঠ ও মনস্বী; সুতরাং সেই মহতী সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহুসংরম্ভ-ভরে কেশাকেশি ও নখানখি যুদ্ধদ্বারা তাহাকে মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা ত্রিগর্ত্তদিগের রথব্রজ লক্ষ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, পশ্চাদ্ভাগে সূর্য্যদত্ত ও মদিরাক্ষ সৈন্যসংহার করিতে করিতে চলিলেন। এদিকে মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তদিগের পঞ্চশত রথী, পঞ্চ মহারথী ও অষ্টশত অশ্বারোহীকে যমালয়ে প্রেরণপূর্ব্বক রথযূথ-মধ্যে বিবিধমার্গে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে সুবর্ণ-রথারূঢ় সুশর্ম্মার সন্নিহিত হইলেন। তথায় সেই মহাত্মা মহাবল বীরযুগল গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর ঘোরতর আস্ফালন করত বাগ্‌যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা দ্বৈরথযুদ্ধে আহ্বান করত মৎস্যরাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তৎপরে সেই অমর্ষান্বিত কৃতাস্ত্র রথিদ্বয় রথদ্বারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে জল-ধরের ধারাসম্পাতের ন্যায় দ্রুতবেগে শরবর্ষণ এবং শক্তি, অসি ও গদাদি প্রহরণ-সমস্ত নিক্ষেপ করিতে করিতে রণস্থলে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। সুযোগক্রমে বিরাটরাজা সুশর্ম্মাকে দশ বাণদ্বারা এবং তদীয় ঘোটক চতুষ্টয়কে পঞ্চ পঞ্চ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সুশর্ম্মাও মৎস্যপতিকে পঞ্চাশৎ সুশাণিত শরদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ ভূপতিদ্বয়ের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল যে,তৎকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ রণধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কেহই আর কাহাকে চিনিতে পারিল না।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ব্যূহনিবদ্ধ যোধগণ রণধূলি ও নিশাসম্ভূত অন্ধকারে অন্ধীভূত হওয়ায় কিয়ৎক্ষণ সমরব্যাপার রহিত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। অনন্তর রজনীনায়ক শশধর অন্ধকারাপনোদনপূর্ব্বক রাত্রিকে বিমলীভূত এবং ক্ষত্রিয়দিগকে আনন্দিত করত সমুদিত হইলেন। তখন সৈনিকেরা আলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু ধূলিপটলে পুনরায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় পরস্পর সন্দর্শন করিতে পারিল না। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা স্বীয় কনিষ্ঠ সোদর সুধর্ম্মা-সমভিব্যাহারে রথসমূহে পরিবেষ্টিত মৎস্যরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া মহাক্রোধভরে প্রতিপক্ষীয় রথবৃন্দের প্রতি সত্বর ধাবিত হইলেন। এ দিকে উভয় দলস্থ সেনারা গদা, সুশাণিত তীক্ষ্ণধার অসি, খড়্গ, পরশু, পাশ প্রভৃতি বহুতর প্রহরণ-জাত হস্তে লইয়া পরস্পর সেইরূপেই আক্রমণ করিতে থাকিল। ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা অসীম-পরাক্রম-সহকারে মৎস্যরাজের সৈন্যগণকে প্রমথিত, পরাজিত ও পরিভূত করিয়া পরিশেষে প্রভূততেজঃশালী স্বয়ং বিরাটের প্রতি সহসা ধাবিত হইলেন এবং উভয় সোদরে বিভাগক্রমে তাঁহার অশ্বদ্বয়, পৃষ্ঠরক্ষকসৈন্য ও সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। বিরাটরাজা এইরূপে বিরথ হইলে ত্রিগর্ত্তরাজ সময় পাইয়া তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া-প্রদান-পূর্ব্বক অতিশয় দৃঢ়রূপে ধরিলেন এবং আঘাত করিতে করিতে স্বীয় রথে তুলিয়া, কামুক পুরুষ যেমন যুবতীকে লইয়া যায়, সেইরূপ দ্রুতগতি প্রধাবিত হইতে থাকিলেন। মৎস্য সেনারা রাজাকে বিরথ ও গৃহীত হইতে দেখিয়া, বিশেষত অধিক বলশালী ত্রিগর্ত্তগণ-কর্ত্তৃক অতিশয় প্রপীড়িত হইয়া ভয়াকুল-চিত্তে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সেইরূপ ত্রাসযুক্ত ও রণপরাঙ্মুখ দেখিয়া অরি-মর্দ্দন ভীমসেনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়; অতএব বিপক্ষের হস্ত হইতে উঁহাকে শীঘ্র পরিত্রাণ কর; আমরা এখানে উপস্থিত থাকিতে উনি যেন কোনক্রমেই শত্রুর বশীভূত না হন। দেখ, আমরা যে এতদিন অভিলাষানুরূপ অন্নপানাদি দ্বারা সমাদৃত হইয়া উঁহার গৃহে বাস করিয়াছি, এক্ষণে সেই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ভীমসেন কহিলেন, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি আর কাহারও সাহায্য না লইয়া কেবল স্বকীয় বাহুবলেই মৎস্যনাথকে অচিরে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিতেছি; আপনি নকুল ও সহদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া একান্তে অবস্থিতি করুন; এবং দেখিতে থাকুন, অদ্য আমি সমরস্থলে কতদূর পরাক্রম প্রকাশ ও কিরূপ মহৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি। ঐ যে প্রকাণ্ড-স্কন্ধযুক্ত বৃহদাকার বৃক্ষটি দৃষ্ট হইতেছে, উহাই আমার গদা-

স্বরূপ হইবে, উহা ভগ্ন করিয়া আমি ভয়ঙ্কর আঘাতদ্বারা অবলীলা ক্রমে শত্রুদিগের প্রাণবিনাশ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরবর বৃকোদরকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না; বনস্পতিকে যথাস্থানে থাকিতে দাও; যদি বৃক্ষ হস্তে করিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া সকলেই তোমাকে ভীমসেন বলিয়া জানিতে পারিবে; অতএব লোকে যাহাতে লক্ষ্য করিতে না পারে, মানুষোচিত এরূপ ধনুর্ব্বাণ, শক্তি, খড়্গ বা পরশু কোন প্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভূপতিকে সত্বর বিমুক্ত কর। মহাবল নকুল সহদেবও তোমার পার্শ্বচর হইয়া চক্ররক্ষা করিতে থাকুক্। এইরূপে তোমরা সকলেই মিলিত হইয়া মৎস্যরাজের নিষ্কৃতি-বিধানে যত্নপর হও। অনন্তর যুধিষ্ঠির ও ভীমাদি সকলেই ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি মহাক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালনপূর্ব্বক আপন আপন দিব্য অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র মৎস্যসেনা পাণ্ডবদিগকে রথ ফিরাইতে দেখিয়া পুনরায় সাহস ও সাতিশয় রোষভরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরমাদ্ভুত সমরকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কুন্তীনন্দন ধর্ম্মরাজ এক সহস্র এবং ভীমসেন সপ্তসহস্র যোধদিগকে যমলোক দর্শন করাইলেন্। নকুল শর-নিকর-সহকারে সপ্তশত সৈনিকদিগকে তথায় প্রেরণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ সহদেবও ত্রিশত বীরের প্রাণ বিনাশ করিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা অতিশয় উগ্র ও উদায়ুধ হইয়া দ্রুতবেগে সমাগত হইলেন। মহাবলসম্পন্ন মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিগর্ত্তদিগের সেই মহতী সেনা বিদারিত করিয়া পরিশেষে সত্বর গমনে সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে খরতর শরজালে গাঢ়রূপে আহত করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও ক্রোধাবিষ্ট ও ত্বরান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে নয় বাণে এবং তাঁহার তুরঙ্গচতুষ্টয়কে চারিবাণে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর আশুকারী বৃকোদর সত্বর-পদসঞ্চারে আগমনপূর্ব্বক সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়া তদীয় অশ্বগণকে এককালে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; এবং সুতীক্ষ্ণ সায়কদ্বারা পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে নিহত করিয়া ক্রোধভরে সারথিকেও রথোপস্থ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্তরাজের চক্ররক্ষক বিখ্যাত বীর মদিরাক্ষ প্রভুকে বিরথ দেখিয়া তৎক্ষণমাত্র আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া বিরাটরাজ অমনি সুশর্ম্মার রথ হইতে লম্ফ-প্রদান করিয়া তদীয় গদা গ্রহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ হইয়াও যেন তরুণের ন্যায় প্রবলবেগে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এদিকে ভীমসেন সুশর্ম্মাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, অহে রাজপুত্র! নিবৃত্ত হও! তোমার রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে; এই বীর্য্য লইয়া তুমি কিপ্রকারে বলপূর্ব্বক গোধন লইবার মানস করিয়াছিলে এবং কিপ্রকারেই বা অনুচরদিগকে এইরূপে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছ? রথযূথপতি বলশালী সুশর্ম্মা ভীমের ঈদৃশ নিন্দাবাক্য শ্রবণে তৎক্ষণমাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং "থাক্ থাক্" বলিয়া সহসা তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষণমূর্ত্তি মহাবাহু ভীমসেনও সুশর্ম্মার প্রাণ বিনাশের মানসে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে ধরিতে যায়, সেইরূপ অব্যগ্রচিত্তে ও দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং কেশপাশে আকর্ষণপূর্ব্বক বিষমতর রোষভরে তাঁহাকে উৎক্ষেপণ ও ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া পরিশেষে মস্তকে পদাঘাত, জানুপীড়ন ও অরত্নিপ্রহার করিতে লাগিলেন! সেই প্রবলতর প্রহারে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া সুশর্ম্মা একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যেরা প্রভুকে বিরথ ও ধৃত হইতে দেখিয়া ভয়ব্যাকুল-মানসে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

বিরাটরাজার ক্লেশ-নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হ্রীনিসেবী সংযমশীল মহাত্মা মহারথ পাণ্ডুপুত্রেরা এইরূপে স্ববাহুবলে শত্রুজয়ানন্তর সমস্ত ধন ও গো-সকল প্রত্যানয়ন করিয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ভীমসেন তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন সংজ্ঞাশূন্য সুশর্ম্মাকে স্ববশে আনয়ন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই পাপিষ্ঠ আমার হস্ত হইতে কোন মতেই নিষ্কৃতি পাইবার উপযুক্ত নহে, কিন্তু রাজা যেরূপ দয়াশীল তাঁহাতে আমার মনোরথ পূর্ণ হওয়া সুকঠিন, এই বলিয়া তিনি ভূতলে বিচেষ্টমান ধূলি-পরিকীর্ণ ত্রিগর্ত্ত-পতিকে গলদেশে ধারণ ও বন্ধন-পূর্ব্বক রথারোহণ করাইয়া রণমধ্যবর্ত্তী রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া দেখাইলেন। সদয়-হৃদয় ধর্ম্মরাজ সমর শোভাকারী বৃকোদরকে দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই নরাধমকে পরিত্যাগ কর! ভীমসেন, যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশবাক্য শুনিয়া সুশর্ম্মাকে কহিলেন, রে মূঢ়! যুদ্ধ-জয় বিষয়ে এই বিধি-প্রচলিত আছে যে পরাজিত ব্যক্তি সমাজ ও সভাসমুদয়-মধ্যে বিজেতার দাসত্ব স্বীকার করিলে প্রাণদান পাইতে পারে, অতএব তুই যদি জীবন ধারণের ইচ্ছা করিস্, তবে আমার কথানুসারে সভা মধ্যে বিরাটরাজার দাসত্ব স্বীকার কর্, তাহা হইলে আমি কোনরূপে তোর জীবন রক্ষা করিতে পারি। ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে সপ্রণয়-বাক্যে কহিলেন, হে ভ্রাত! যদি তুমি আমার বাক্য প্রমাণ করিয়া মান, তবে এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর! বিরাট-মহীপতির দাসত্ব স্বীকার করিতে উহার আর অপেক্ষা কি আছে?—অহে সুশর্ম্মন্! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলে এক্ষণে যথা-ইচ্ছা পলায়ন কর এবং এই পর্য্যন্ত সাবধান হও, যেন ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্মে তোমার আর কদাচ প্রবৃত্তি না হয়।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে সুশর্ম্মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন; পরে নিষ্কৃতি পাইয়া মৎস্যরাজ-সন্নিধানে গমন করত অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এ দিকে অতুল্য-বাহুবলসম্পন্ন হ্রীনিসেবী সংযমশীল শত্রু-নাশন পাণ্ডুনন্দনগণ সুশর্ম্মাকে পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামাঙ্গণ মধ্যেই পরম-সুখে রজনী যাপন করিলেন। পরে নিসাবসান হইলে মৎস্যপতি অমানুষ-বিক্রমশালী মহারথ কুন্তীপুত্রদিগকে বহুতর ধন ও সমুচিত সম্মান-সহকারে সমাদৃত ও পুরস্কৃত করিয়া কহিলেন, আমার যাবতীয় ধন রত্নের আমি যেমন অধিকারী, এক্ষণে তোমরাও তৎসমুদয়ের সেইরূপ অধিকারী হইলে; আমি তোমাদিগকে অলঙ্কার-ভূষিতা কন্যা সমুদায়, বহুবিধ ধন ও অন্যান্য মনোনীত দ্রব্যসমস্ত প্রদান করিতেছি. তোমরা

ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া যথাসুখে অবস্থিতি কর; দেখ কেবল তোমাদিগের বাহুবলেই আমি উপস্থিত বিপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিলাম; অতএব অদ্যাবধি তোমরা এই সমস্ত মৎস্য-রাজ্যের অধীশ্বর হইলে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মৎস্যনাথের ঈদৃশ সকরুণ বিনয়-বাক্য শ্রবণে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কৃতাঞ্জলিপুটে পৃথক্ পৃথক্ নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনার মধুর বাক্যে আমরা সকলেই সম্যক্ অভিনন্দিত হইলাম; আপনি যে শত্রু-হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর রাজশ্রেষ্ঠ মহাভুজ মৎস্যপতি প্রফুল্ল-চিত্তে পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্র শত্রুনাশন দ্বিজবর! আপনার নিকটে আমি সর্ব্বতোভাবেই প্রণত হইলাম; সম্প্রতি আগমন করুন, আপনাকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিব; আপনিই আমাদিগের মৎস্যপতি হইবেন; আমার যে সকল গো রত্ন সুবর্ণ মণি মুক্তা-প্রভৃতি ধন এবং পৃথিবীমধ্যে দুষ্প্রাপ্য যে কিছু মনোভিলষিত বস্তু আছে, সকলই আপনাকে সমর্পণ করিব; আমাদিগের নিকটে আপনি সমুদায় দ্রব্য লাভ করিবার যোগ্য পাত্র; যেহেতু শুদ্ধ আপনার প্রসাদেই অদ্য আমি রাজ্য ও আপনাকে সন্দর্শন করিতেছি এবং যাহা হইতে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছিল, সে শত্রুও বশবর্ত্তী হইয়াছে। তখন যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহীপতে! আপনার মনোহর বাক্য শ্রবণে পরম সন্তোষলাভ করিলাম; প্রার্থনা করি, আপনি সকলের প্রতি সতত এইরূপ সরল ও সদয় ব্যবহার করিয়া পরম সুখে কাল হরণ করুন। হে নরেন্দ্র! সম্প্রতি দূতগণ আপনার নগরমধ্যে সত্বর গমন করিয়া সুহৃদ্বর্গকে প্রিয়-সংবাদ প্রদান এবং সর্ব্বত্র আপনার জয়-ঘোষণা করুক। যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে মৎস্যনাথ দূতগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নগরে গিয়া সকলের নিকটে আমার বিজয়বার্ত্তা প্রচার কর এবং সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা কন্যা-সকল গণিকাগণ ও বাদ্যকরদিগকে অগ্রসর হইয়া আসিতে কহ।

দূতেরা মৎস্যরাজের এই আজ্ঞা শ্রবণে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল এবং রাত্রি থাকিতে থাকিতেই বিরাটপুরে উপস্থিত হইয়া সূর্য্যোদয় হইবামাত্র সর্ব্বত্র জয় ঘোষণা করিয়া দিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মৎস্যপতি যৎকালে স্বীয় গোধন-রক্ষার্থে ত্রিগর্ত্তদিগের অনুসরণ করেন, সেই সুযোগে দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, পরমাস্ত্রবিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ ও অন্যান্য মহারথ অমাত্যবর্গে মিলিত হইয়া বিরাটনগরে আগমন করিলেন এবং প্রহারাদিদ্বারা গোপদিগকে দূরীকৃত করিয়া বলপূর্ব্বক গোধনসমস্ত হরণ করিতে লাগিলেন। কুরুসৈন্যেরা অসংখ্য রথসমূহে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত অকুতোভয়ে ষষ্টিসহস্র ধেনু সংগ্রহ করিয়া চলিল। তৎকালীন ভয়ঙ্কর সংপ্রহারে মহারথগণ-কর্ত্তৃক আহত গোপদিগের আর্ত্তনাদে তুমুল কলকল ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন গবাধ্যক্ষ ভয়-বিহ্বল হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সত্বর নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। পরে নগরে প্রবেশ-পুরঃসর রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাজভবনে সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুরপ্রবেশ করিল। তথায় অভিমানশালী ভূমিঞ্জয়নামে বিরাট-পুত্রকে দেখিতে পাইয়া সে তাঁহার নিকটে রাষ্ট্রের পশুকর্ষণাদি সমস্ত বিবরণ বর্ণন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রাজকুমার! কৌরবেরা আপনার ষষ্টিসহস্র গোধন লইয়া যাইতেছে; অতএব হে রাষ্ট্র-বর্দ্ধন! সেই গোধন-সকল প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন; যদি মঙ্গল-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শীঘ্রই স্বয়ং যুদ্ধযাত্রায় বিনির্গত হউন; দেখুন, মৎস্য-মহীপাল স্বীয় অনুপস্থিতি জন্য আপনার প্রতি রাজ্য-রক্ষণের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন; এবং আপনার প্রশংসা-প্রসঙ্গে সভামধ্যে সর্ব্বদা এই কথা বলিয়া শ্লাঘাও করিয়া থাকেন যে, "আমার পুত্র অতিশয় শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, সর্ব্বাস্ত্র-পারদর্শী কুলপালক এবং সর্ব্বাংশে আমরাই অনুরূপ;" অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহার সেই বাক্য সত্য হয়, তাহা করুন। হে পশু-শালিশ্রেষ্ঠ! কুরুকুল পরাস্ত করিয়া আপন পশুকুল প্রত্যানয়ন করুন;—ভীষণ শরানলে তাহাদিগের সৈন্য সমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলুন। একাকী যূথপতি যেমন অসংখ্য হস্তিদলের দলন করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি সুবর্ণ-মণ্ডিত-পুঙ্খ, সুপরিষ্কৃত গ্রন্থিযুক্ত, চাপনির্ম্মুক্ত শরনিকর বর্ষণদ্বারা সমস্ত শত্রু-সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করুন। আপনার শরাসন একটি বীণাস্বরূপ হউক; তাহার মৌর্ব্বী-প্রান্তবর্ত্তী পার্শ্বদ্বয় তন্ত্রী-সাধনার্থ কীলকস্বরূপ, মৌর্ব্বী তন্ত্রীস্বরূপ, ধনুর্যষ্টি অলাবু-সহিত দণ্ডস্বরূপ এবং তদ্বিনির্গত শরসমস্ত স্বরস্বরূপ হউক; আপনি সেই মহানিস্বন ধনুর্ব্বীণা শত্রুগণমধ্যে প্রবাদিত করিতে থাকুন। হে প্রভো! ভবদীয় রজত-সদৃশ-শ্বেতকায়-অশ্বযোজিত রথে কাঞ্চন-সিংহধ্বজ সমুচ্ছ্রিত হউক; এবং আপনার শীঘ্রহস্তমুক্ত, সুবর্ণ-পুঙ্খ, সুতীক্ষ্ণাগ্র সায়ক-সমূহে সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত ও রাজবর্গের পরমায়ু-পথ অবরুদ্ধ হউক। বজ্রপাণি দেবরাজের অসুর-পরাজয়ের ন্যায় আপনি রণমধ্যে কুরুকুলের পরাভব সাধনপূর্ব্বক অতুল যশোলাভ করিয়া পুরমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করুন। আপনি মৎস্যাধিপের পুত্র, সুতরাং মহারাজ গৃহে না থাকায় সমস্ত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ আপনার উপরেই নির্ভর করিতেছে। অধিক আর কি বলিব, বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন পাণ্ডবদিগের একমাত্র গতি, সেইরূপ আপনিও এক্ষণে মৎস্যদেশীয় প্রজাগণের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল হইয়াছেন; অতএব যাহাতে তাহারা উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়, তাহার উপায়-বিধান করুন। ভূমিঞ্জয় অন্তঃপুরমধ্যে অঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া গোপাধ্যক্ষের ঐরূপ বাক্য শ্রবণে আত্ম-শ্লাঘাপূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত এই অভয়-সূচক বচনাবলি বিন্যাস করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উত্তর কহিলেন, যদ্যপি আমি অশ্ব-পরিচালন-দক্ষ কোন উপযুক্ত সারথি পাই, তাহা হইলে এখনি ধনুকে টঙ্কার দিয়া গোষ্ঠাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করি। অষ্টাবিংশতি রাত্রি বা একমাস ব্যাপিয়া আমাকে সেই যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সারথি নিহত হইয়াছে; সুতরাং উপস্থিত

সংগ্রামে কে সারথি হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অতএব আমার যুদ্ধযাত্রা-নিমিত্ত তুমিই অন্য কোন উপযুক্ত সারথির অন্বেষণ কর। অশ্বগণের গতিবিধি জানে, এমন এক জন সারথি পাইলে আমি এখনি যুদ্ধার্থে বিনির্গত হইয়া সেই সমুড্ডীয়মান-মহাধ্বজ হয়-হস্তি-রথাকীর্ণ কৌরব-সৈন্যসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক অসীম শস্ত্রপ্রতাপে বজ্রধারী দেবরাজ যেমন দানবকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী সমস্ত সমাগত কুরুসৈন্যকে হতবীর্য্য, ত্রাসিত ও পরাজিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পশুসকল প্রত্যানয়ন করিতে পারি। কৌরবেরা শূন্য গৃহ পাইয়াই আমার গোধন লইয়া যাইতেছে; নতুবা আমি সেখানে থাকিলে তাহারা তাদৃশ সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। যাহা হউক, সেই সমাগত কৌরবেরা অদ্য আমার বীর্য্য বল সন্দর্শন করুক এবং "এব্যক্তি কি সাক্ষাৎ পৃথানন্দন অর্জ্জুন আসিয়া আমাদিগকে প্রবাধিত করিতেছে?" এইরূপ বিতর্কও করিতে থাকুক্। যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী স্ত্রীগণসমীপে বিরাটপুত্রের সেইরূপ পুনঃপুনঃ আত্মশ্লাঘা, বিশেষত অর্জ্জুনের নামোল্লেখ সহিতে না পারিয়া স্ত্রীবৃন্দমধ্য হইতে তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ লজ্জিতার ন্যায় ধীরে ধীরে কহিলেন, প্রকাণ্ড বারণসদৃশ বৃহন্নলানামে বিখ্যাত এই লোক-প্রিয়দর্শন যুবা পুরুষ, ইনি মহাত্মা অর্জ্জুনের সারথি ও অস্ত্রশিষ্য ছিলেন; ধনুর্ব্বিদ্যা বিষয়ে ইনি তাঁহা অপেক্ষা অল্প পারদর্শী নহেন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগৃহে অবস্থানকালে আমি এই বীরকে দেখিয়াছিলাম। অগ্নি যখন বিস্তীর্ণ খাণ্ডববন দহন করেন, তখন ইনিই অর্জ্জুনের অশ্বসমস্ত সংযত করিয়াছিলেন। ইহাকেই সারথি করিয়া অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে সর্ব্বপ্রাণীকে জয় করিয়াছিলেন। ফলত বৃহন্নলা-সদৃশ সারথি আর কেহই নাই। হে বীর! তিনি আপনার এই কনীয়সী ভগিনী সুশ্রোণী রাজকুমারী উত্তরার কথা অবশ্যই রক্ষা করিবেন। যদি বৃহন্নলা আপনার সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনি যে, সমস্ত কুরুকুলকে পরাজিত করিয়া গো-সকল প্রত্যানয়ন করিতে পারিবেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

রাজকুমার সৈরিন্ধ্রীর এই কথা শুনিবামাত্র ভগিনীকে কহিলেন, হে অনিন্দিতাঙ্গি! তুমি সত্বর গমন করিয়া বৃহন্নলাকে আনয়ন কর। তিনিও ভ্রাতৃবচনানুসারে, যে স্থলে প্রচ্ছন্নবেশী মহাবাহু ধনঞ্জয় অবস্থিত ছিলেন, সেই নৃত্যশালায় অবিলম্বেই গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই কাঞ্চনমাল্যধারিণী, যশস্বিনী, সুচতুরা, ক্ষীণমধ্যা, কুটিলনেত্রলোমা, লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা ময়ূরপিচ্ছ-ভূষণা, কৃশাঙ্গী, শুভাঙ্গী, মণিচিত্রিত কাঞ্চীদাম-শোভিতা, শ্রীপরিবৃতা, মৎস্যরাজ-দুহিতা জ্যেষ্ঠ সোদরকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া মেঘমণ্ডল সন্নিহিতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় দ্রুত-পদসঞ্চারে সেই নর্ত্তনাগারে উপনীতা হইলেন। করিকর-সদৃশ সংহতোরু, আনন্দিতা, চারুদর্শনা, সুমধ্যমা, উত্তম মাল্যধারিণী, স্ত্রীরত্নভূতা, মানসিক শোভাসম্পন্না, সাক্ষাৎ ইন্দ্রলক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা, সুদর্শনীয়া, আয়তনয়না, যশস্বিনী বিরাটতনয়া উত্তরা, নাগবধূ যেমন মহাগজের সন্নিহিতা হয়, তদ্রূপ সেই পৃথানন্দন অর্জ্জুনের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তখন পার্থ সেই শোভনোরু কনকসমুজ্জ্বল কান্তিমতী রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসিলেন, হে কাঞ্চনমাল্যধারিণি মৃগাক্ষি! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি? হে ভাবিনি! তোমাকে ত্বরিতার ন্যায় দেখিতেছি কেন? হে সুন্দরি! তোমার মুখকমল কি নিমিত্ত মলিন হইয়াছে? হে অঙ্গনে! তুমি শীঘ্র আমার নিকটে যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই বিশালাক্ষী সখী রাজপুত্রীকে নিরীক্ষণ করিয়া সখা অর্জ্জুন "কিনিমিত্ত তোমার আগমন হইল?" হাস্য করত এই কথা বলিলেন। নৃপনন্দিনী উত্তরা সেই নরবরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বিনয় প্রদর্শন পুরঃসর সখীগণমধ্যে এই বলিয়া উত্তর করিলেন, "হে বৃহন্নলে! কৌরবেরা আসিয়া আমাদিগের রাজ্যস্থ সমস্ত গোধনগণ হরণ করিয়া লইতেছে, একারণ আমার ভ্রাতা তাহাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা করিবেন; কিন্তু অল্পকাল হইল সংগ্রামে তাঁহার সারথি নিহত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার মত সারথ্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, এমন উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না। হে বৃহন্নলে! তিনি সারথির নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তোমার অশ্বজ্ঞাননৈপুণ্যের কথা বলিল। অতএব সম্প্রতি তোমাকেই আমার ভ্রাতার সারথ্যকর্ম্ম করিতে হইবে; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; কেন না কৌরবেরা আমাদিগের গোধন হরণ করিয়া এতক্ষণ পুর হইতে বহুদূর গিয়াছে। আমি প্রণয়োক্তি সহকারে তোমাকে নিয়োগ করিতেছি, ইহাতে তুমি যদি আমার একথা রক্ষা না কর, তাহা হইলে এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

শত্রুতাপন ধনঞ্জয় সখী উত্তরার পুনঃপুনঃ সেই কথা শ্রবণে অমিততেজস্বী রাজপুত্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি মদক্ষরিতগণ্ড মাতঙ্গের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া যাইতে লাগিলেন বিশালনয়না উত্তরাও মহাগজের অনুগামিনী গজবধূর ন্যায়, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজপুত্র দূর হইতেই তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, বৃহন্নলে! শুনিলাম, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তোমাকেই সারথি করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তিসম্পাদন এবং সমুদয় পৃথিবীর পরাভব সাধন করিয়াছিলেন। সৈরিন্ধ্রী পাণ্ডবদিগকে জানেন, অতএব, প্রসঙ্গক্রমে তিনিই তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সে যাহা হউক, সম্প্রতি কৌরবেরা আমার গোধন লইয়া যাইতেছে; অতএব পূর্ব্বে তুমি যেমন ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রিয়সারথি হইয়া পৃথিবী বিজয়বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে যদি আমার সারথ্যকর্ম্ম স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি কুরুকুল পরাজিত করিয়া অবিলম্বেই গোসকল প্রত্যানয়ন করি। রাজপুত্র এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে বৃহন্নলা প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নৃপকুমার! সংগ্রামস্থলে সারথ্য-কর্ম্ম করিবার আমার ক্ষমতা কি? নানাপ্রকার নৃত্য গীত ও বাদিত্রে আমার নৈপুণ্য আছে; অতএব আপনার কল্যাণ হউক, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব, সারথ্যকর্ম্ম আমা হইতে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে? উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে! তুমি নর্ত্তকই হও, আর গায়কই হও, সংপ্রতি শীঘ্র আমার

রথারূঢ় হইয়া অশ্বপরিচালন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অরিন্দম অর্জ্জুন সকল জানিয়া শুনিয়াও কেবল কৌতুক করিবার নিমিত্ত উত্তরার সম্মুখে যেন অনভিজ্ঞের ন্যায় নানাপ্রকার পরিহাস-জনক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। প্রশস্তনয়না অঙ্গনাগণ তাঁহাকে উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক কবচ পরিধান করিতে দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। অর্জ্জুনের ঈদৃশ হাস্যকর ব্যাপার দর্শনে উত্তর, তাঁহাকে বিমূঢ়ের ন্যায় বিবেচনা করিয়া স্বয়ং মহামূল্য কবচ পরিধান করাইয়া দিলেন এবং আপনিও সূর্য্যসদৃশ-সমুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কবচ পরিধানপূর্ব্বক রথের উপরিভাগে সিংহধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া তাঁহাকে অশ্ব সংযমন করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে বৃহন্নলাকে সারথ্যকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া, নৃপকুমার মহার্হ শরাসন ও বহুতর মনোহর সায়কসমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রায় বিনির্গত হইলেন। তখন বৃহন্নলার সখী উত্তরা ও অন্যান্য কন্যারা তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, বৃহন্নলে! তুমি ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবসেনাপতিদিগকে পরাজিত করিয়া আমাদিগের পুত্তলিকার নিমিত্ত বিচিত্র মনোহর সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্রসকল আনয়ন করিও। কন্যাগণের বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন হাস্যপূর্ব্বক দুন্দুভি ও সজলজলধরের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সকলকেই কহিলেন, উত্তর যদি যুদ্ধে মহারথদিগকে জয় করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমি তোমাদের অভিলাষানুরূপ দিব্য ও রুচির বস্ত্র সকল অবশ্যই আহরণ করিব। বীরবর বীভৎসু, কন্যাগণকে এইরূপ কহিয়া বহুতর-ধ্বজপতাকা-সমাকীর্ণ কুরু-সৈন্যাভিমুখে অশ্ব পরিচালন করিলেন, এমন সময়ে ব্রতশীল ব্রাহ্মণগণ, পুরন্ধ্রীবর্গ ও কুমারী সমস্ত, মহাভুজ উত্তরকে বৃহন্নলা-সহিত রথস্থিত দেখিয়া মঙ্গলাচরণ নিমিত্ত প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর অঙ্গনাগণ অর্জ্জুনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, বৃহন্নলে! পূর্ব্বে খাণ্ডবদাহে ঋষভতুল্যগামী অর্জ্জুনের যাদৃশ মঙ্গল হইয়াছিল, এক্ষণে তোমার সাহায্যে উত্তরও কুরুদিগকে পরাস্ত করিয়া সেইরূপ মঙ্গল লাভ করুন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিরাট-তনয় অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া সারথিকে বলিলেন, বিজয়েচ্ছু-সমবেত কৌরবদিগকে পরাভূত করত গোসমস্ত লইয়া আমাকে অবিলম্বেই পুর-প্রবেশ করিতে হইবে; অতএব তাঁহাদিগের গতি লক্ষ্য করিয়া সত্বর রথ পরিচালন কর। নরকেশরী ধনঞ্জয় উত্তরের আদেশ-বাক্য শ্রবণমাত্র সেই কাঞ্চন-মাল্যধারী বাতবেগী উত্তম অশ্বগণকে এরূপ দ্রুতবেগে চালাইয়া দিলেন যে, বোধ হইল, যেন তাহারা আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছে। শত্রুনাশন মৎস্যরাজ-তনয় ও ধনঞ্জয় কিয়দ্দূর গমন করিয়াই বলিষ্ঠ কুরুগণের সৈন্য সন্দর্শন করিলেন; পরে শ্মশানাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া তাহাদিগের সন্নিহিত হইলেন। তখন ব্যূহরচিত সমস্ত কুরুদল তাঁহাদিগের বিশেষরূপে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন সেই অসংখ্য-ধ্বজপতাকা-সমাকীর্ণ মহাসৈন্য সাক্ষাৎ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, অথবা বহু-বৃক্ষসমাকুল একটা প্রকাণ্ড বন যেন গগনপথে সঞ্চরণ করিতেছে। হে নরসত্তম! তৎকালে দৃষ্ট হইল, সৈন্যগণের গতি দ্বারা পার্থিব রেণু-সমস্ত উত্থিত হইয়া একবারে সর্ব্বভূতের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করত গগন-মণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। তখন বিরাট-নন্দন সেই গজাশ্বরথসঙ্কুল, দুর্য্যোধন কর্ণ কৃপ ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বত্থামা-প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহারথগণের পরিরক্ষিত অসীম সৈন্য সাগর অবলোকন করিয়া অমনি রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া উঠিলেন এবং অতিমাত্র ভয়ব্যাকুলচিত্তে পার্থকে কহিলেন, দেখ বৃহন্নলে! আমি যুদ্ধ করিতে উৎসাহান্বিত হইব কি, কেবল সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়াই আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছে! দেবতারাও যাহার সমীপস্থ হইতে পারেন না, বহুতর প্রধান-বীর পরিপূর্ণ নিরতিশয়-ভয়াবহ সেই অসংখ্য কৌরব-সৈন্যের বিরুদ্ধে,আমি কিরূপে অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইব? চতুরঙ্গিণী ভারত-সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, শত্রুগণকে দর্শন করিয়াই আমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে, তখন আর আমি কি বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে পারি! যে স্থলে অসামান্য-যুদ্ধবিশারদ বীরাগ্রগণ্য রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক-প্রভৃতি মহারথেরা ব্যূহরচনা করিয়া রহিয়াছেন, সে স্থলে আমি কি সাহসে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে উন্মুখ হইব? তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই আমার গাত্র লোমাঞ্চিত এবং অন্তঃকরণ মোহ প্রাপ্ত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মন্দবুদ্ধি অনভিজ্ঞ উত্তর, ছদ্মবেশধারী বিশেষজ্ঞ ধনঞ্জয়সমীপে আপন মূঢ়তা প্রকাশ করত এই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে, হে বৃহন্নলে! আমার সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া আমাকে শূন্যগৃহে স্থাপন করত ত্রিগর্ত্তদিগের বিরুদ্ধে গমন করিয়াছেন; এস্থলে আমার সহায়তা করে এমন সৈনিকপুরুষ নাই; বিশেষত আমি বালক, অস্ত্রশস্ত্রের পরিজ্ঞান-বিষয়ে কখনই বিশিষ্টরূপে পরিশ্রম করি নাই; সুতরাং ঐ সুশিক্ষিত অসংখ্য বীরগণের, সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে পারিব না, অতএব তুমি শীঘ্রই প্রতিনিবৃত্ত হও। বৃহন্নলা কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি রণক্ষেত্রে শত্রুদিগের সহিত এখনও কোন কর্ম্মই করেন নাই, শুদ্ধ ভয়বশত এইরূপ দীনভাব ধারণ করিয়া কেবল অরাতিবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধক হইতেছেন। দেখুন, পূর্ব্বে আপনি "কৌরবদিগের নিকটে অবিলম্বে রথ লইয়া চল" বলিয়া আমাকে স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন; সুতরাং আমি সেই আজ্ঞানুসারেই আপনাকে এক্ষণে বহুধ্বজ-সমাকীর্ণ কৌরবসৈন্যমধ্যে লইয়া যাইব; ঐ গোধনলুব্ধ আততায়ী কৌরবেরা পৃথিবীর নিমিত্ত যুদ্ধ করিলেও আমি তাহাদিগের মধ্যে আপনাকে উপনীত করিব, আপনি স্ত্রীপুরুষগণ সন্নিধানে তাদৃশ আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক পৌরুষ-প্রকাশের প্রতিজ্ঞা ও যুদ্ধযাত্রা করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত একবারেই যুদ্ধ করণে অস্বীকৃত হইতেছেন? হে বীর! যদি আপনি অপহৃত গোধন সমস্ত জয় না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে যাবতীয় পুরুষ ও নারীগণ একত্রিত হইয়া অবশ্যই আপনাকে উপহাস করিবে। বিশেষত সৈরিন্ধ্রী যখন বিশেষ করিয়া আমার সারথ্য-নৈপুণ্যের কথা ব্যক্ত করিয়াছে, তখন আমিই বা কিরূপে গোসকল মুক্ত না করিয়া পুরপ্রবেশ করিব? সৈরিন্ধ্রীর প্রশংসাবাদে এবং আপনার সেই অনুরোধ-বাক্যে আমাকে অবশ্যই সমস্ত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, অতএব আপনি কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া থাকুন।

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! কৌরবেরা স্বেচ্ছানুসারে আমাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করুক, নরনারীগণেরাও আমাকে উপহাস করুক, আমার গোধনসমস্তও অপগত হউক, নগর শূন্য থাকুক এবং পিতার নিকটেও আমার ভয় হউক, তথাপি আমার যুদ্ধে আবশ্যক নাই, অতএব তুমি শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর, আমার হৃদয় একবারে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীরুস্বভাব বিরাট তনয় এই কথা বলিয়াই মান, দর্প ও ধনুর্ব্বাণ সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া, তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন বৃহন্নলা কহিলেন, অহে রাজপুত্র! পণ্ডিতদিগের মতে, যুদ্ধ করিবার ভয়ে পলায়ন করা কদাচ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; এরূপ ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা বরং যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করাই তোমার শ্রেয়। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়, এই কথা বলিতে বলিতেই অমনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘবেণী ও সুরঞ্জিত বস্ত্রযুগল কম্পিত করত উত্তরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে কুরুদলের কোন কোন সামান্য সৈনিকেরা তাঁহাকে বেণী কম্পিত করত সেইরূপ প্রধাবিত দেখিয়া বিশেষত তাঁহার তথাবিধ অসাধারণ রূপ দর্শনে কৌতুকী হইয়া হাস্য করিতে লাগিল; তিনি যে ধনঞ্জয় তাহা আর জানিতে পারিল না। পরন্তু প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায় এই ছদ্মবেশধারী ব্যক্তিটি কে, কি অভিপ্রায়েই বা পলায়মান ব্যক্তির পশ্চাতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে? ইহার অবয়বে কিয়দংশ স্ত্রীলোকের এবং কিয়দংশে পুরুষের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; আকার ও বেশ দৃষ্টে ইহাকে ক্লীব বলিয়াই প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে অর্জ্জুনের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়; দেখ, সেই মস্তক, সেই গ্রীবা, সেই পরিঘতুল্য বাহুদ্বয় এবং গমনের ভঙ্গীও অবিকল সেইরূপ। অতএব বোধ হয়, অর্জ্জুনই ক্লীবরূপ ধারণ করিয়া থাকিবেন। যেমন অমরগণ-মধ্যে দেবরাজ, তদ্রূপ মনুষ্যমধ্যে ধনঞ্জয়ই প্রধান; সেই পার্থ ব্যতীত অন্য কাহার সাহস হয় যে, একাকী আমাদিগের সম্মুখীন হইতে পারে? বিরাট-নন্দন শূন্য পুরমধ্যে একাকী ছিল, বোধ হয়, ঐ পলায়িত ব্যক্তি সেই উত্তরই হইবে, উহার এমন কি ক্ষমতা আছে যে, পৌরুষযুক্তিতে আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার ইচ্ছা করিবে? তবে শুদ্ধ বালকত্ব প্রযুক্তই, ও ছদ্মবেশে বিচরণকারী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, এক্ষণে আমাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতেছে; ধনঞ্জয়ও উহাকে ধরিবার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! কৌরবেরা ক্লীব-বেশধারী পাণ্ডবকে দেখিয়া সকলে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কেহই আর নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। এদিকে ধনঞ্জয়, ধাবমান উত্তরের পশ্চাদ্ভাগে দ্রুতবেগে শতপদমাত্র গমন করিয়াই তাঁহাকে কেশ-কলাপে ধারণ করিলেন। তখন বিরাট-তনয় অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অতিকাতরভাবে আর্ত্তের ন্যায় বহুতর বিলাপ করত কহিলেন, হে কল্যাণি! হে বৃহন্নলে! একবার বিবেচনা করিয়া দেখ, জীবিত থাকিলেই লোকে মঙ্গল লাভ করিতে পারে; অতএব আমার কথায় আস্থা করিয়া শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে শত-নিষ্কপরিমিত বিশুদ্ধ সুবর্ণ, হেমমণ্ডিত মহাপ্রভান্বিত আটটি বৈদূর্য্যমণি, স্বর্ণদণ্ড-শোভিত সুশিক্ষিত-অশ্বসংযুক্ত একখানি রথ এবং দশটি মত্তমাতঙ্গ দিব, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও! বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক, উক্তরূপ বিলাপকারী, হতচৈতন্য ভয়ার্ত্ত উত্তরকে রথের নিকটে আনয়ন করিলেন এবং বলিলেন, "হে শত্রুকর্ষণ! যদি শত্রুদলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে তোমার সাহস না হয়, তবে আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া, যেস্থলে ঐ মহারথগণের পরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর দুস্তর সৈন্যসাগর বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ স্থানে আমার অশ্ব চালন কর; তোমার পরিবর্ত্তে আমিই শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি। হে পরন্তপ বীরপুত্র! ক্ষত্রিয় হইয়া রণস্থলে ভয় করা তোমার কোন মতেই উচিত হয় না; হে নরশার্দ্দূল! তুমি বিষাদপ্রাপ্ত না হইয়া দুষ্প্রধর্ষ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সমুচিত সাহসভরে কেবল আমার সারথ্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ কর; আমি অচিরেই অরাতিদল দলন করিয়া দিব।" যোধশ্রেষ্ঠ অপরাজিত পৃথানন্দন বীভৎসু কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই ভয়পীড়িত বিচেষ্টমান বিরাটপুত্রকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেনএবং তাঁহার অনিচ্ছাতেও কথঞ্চিৎ রথোপরি আরোহণ করাইলেন।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্লীববেশধারী নরপুঙ্গব ধনঞ্জয়, যৎকালে উত্তরকে রথেলইয়া শমীবৃক্ষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন কৌরবদিগের ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত অর্জ্জুন মনে করিয়া সকলেই শঙ্কাযুক্ত হইলেন। শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য, কুরুবংশগুরু, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য, সমগ্র সৈনিকদিগকে নিরুৎসাহ দেখিয়া বিশেষত অদ্ভুতরূপ উৎপাতচিহ্ন সমস্ত সন্দর্শন করিয়া সকলকে কহিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ! প্রচণ্ডতর কর্কশ সমীরণ ইতস্তত কঙ্কর বর্ষণ করিতেছেন; ভস্মবর্ণ তমঃস্তোমে সমস্ত নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; কৃষ্ণবর্ণ জলদসকল অদ্ভুতাকারে দৃষ্ট হইতেছে; বিবিধ শস্ত্রজাত সহসা কোষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে; অকস্মাৎ দিগ্দাহ হওয়ায় শিবাগণ অশিবরব করিতেছে; অশ্বসমুদায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে; এবং ধ্বজপতাকাপুঞ্জ বায়ুবিরহেও কম্পিত হইতেছে; এইরূপ বহুতর অমঙ্গল-লক্ষণ নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, অদ্য অবশ্যই একটা অতিশয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইবে। অতএব সকলে সাবধান হইয়া স্ব স্ব আত্মরক্ষায় ও গোধনপরিরক্ষণে যত্নশীল হও, এবং অচিরভাবী হত্যাকাণ্ডপ্রতীক্ষায় সৈন্য-সমূহমধ্যে ব্যূহরচনা কর! এই যে মহাধন্বা বীরপুরুষ ক্লীববেশে আগমন করিয়াছেন, ইনি অবশ্যই সর্ব্বাস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। এই শত্রুতাপন সব্যসাচী একে ত স্বভাবতই অমানুষ বিক্রমশালী, তাহাতে আবার স্বয়ং বাসব-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হওয়ায় দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়াছেন; সুতরাং ইনি-সমুদয় সুরাসুরগণের সঙ্গেও যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হন না; বিশেষত বনবাসজনিত

২২। উত্তরের অনুনয়।



তখন বিরাটতনয় অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অতি কাতরভাবে কহিলেন, হে বৃহন্নলে! বিচার করিয়া দেখ, জীবিত থাকিলেই লোকে মঙ্গল লাভ করিতে পারে। আমি তোমাকে সুবর্ণ, বৈদুর্য্যমণি, মত্ত-মাতঙ্গ দিব,—আমাকে ছাড়িয়া দাও।

( বিরাটপর্ব্ব ৬১০ পৃষ্ঠা। )

ক্লেশে বিষমতর রোষপরবশ হইয়া আসিয়াছেন ; অতএব হে কৌরবগণ ! ইঁহার প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধ করে, আমাদিগের সমস্ত সৈন্যমধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হইতেছে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবদেব পশুপতি, হিমালয়-শিখরে কিরাতবেশ ধারণপূর্ব্বক যে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্তোষিত হইয়াছেন, মনুষ্যমধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইতে সাহস করিতে পারিবে ? কর্ণ, আচার্য্যকে অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশংসা করিতে শুনিয়া কহিলেন, আপনি আমাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদাই ফাল্গুনের গুণকীর্ত্তন করত বৃথা শ্লাঘা করিয়া থাকেন ; কিন্তু অর্জ্জুন আমার ও দুর্য্যোধনের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য হইবে না। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয় ! এই ব্যক্তি যদি যথার্থই অর্জ্জুন হয়, তবে ত আমি কৃতকার্য্য হই ; কেন না, উহারা প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনে বিচরণ করিবে। অথবা ও যদি ক্লীববেশধারী অন্য কোন প্রাকৃত মনুষ্য হয়, তাহা হইলে আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা উহাকে অনায়াসেই ভূতলশায়ী করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন; হে পরন্তপ ! ধৃতরাষ্ট্রনন্দনের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা তাঁহার সেই পুরুষকারের বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে অর্জ্জুন, সেই শমীবৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া মৎস্য-রাজকুমারকে অতীব সুকুমার ও সমর-কার্য্যে অনতিদক্ষ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, উত্তর ! আমার আদেশক্রমে তুমি এই পত্র-পল্লবাদি-সমাকীর্ণ শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, উহাতে যে সকল ধনুর্ব্বাণাদি নিবদ্ধ আছে, তৎসমুদায় শীঘ্র আনয়ন কর ; কারণ, তোমার এই সামান্য শরাসন সমস্ত আমার বল সহনে কদাচ সমর্থ হইবে না এবং অশ্ব-কুঞ্জরাদি বিমর্দ্দন ও শত্রুবিজয়কালে মদীয় বাহুবিক্ষেপ-জনিত গুরুতর ভার বহন করিতেও পারিবে না। হে ভূমিঞ্জয় ! যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা এই বৃক্ষে আপন আপন ধনুর্ব্বাণ, ধ্বজা ও কবচ-সমস্ত নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিশেষত অর্জ্জুনের যে মহাবীর্য্য গাণ্ডীবধনুর কথা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে, তাহাও ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সুবর্ণ-নির্ম্মিত অসামান্য শরাসন এক হইয়াও শত সহস্র আয়ুধের তুল্য বল ধারণ করে। উহা তালবৃক্ষ সদৃশ প্রকাণ্ড, অতিশয়-বিমর্দ্দসহ, মসৃণ, বিস্তীর্ণ, অব্রণ, গুরুভার-সহনশীল, অতীব কাঠিন্যযুক্ত অথচ চারুদর্শন, শত্রুসন্তাপন ও রাষ্ট্রবর্দ্ধন ; অধিক কি বলিব ! সর্ব্বপ্রকার কোদণ্ডমধ্যে গাণ্ডীবই প্রধান। হে উত্তর ! যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেবের শরাসন সমস্তও গাণ্ডীব-সদৃশ সুদৃঢ় ও বলযুক্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে ! আমি শুনিয়াছি যে, এই বৃক্ষে একটা মৃতশরীর আবদ্ধ আছে ; অতএব আমি রাজপুত্র হইয়া হস্তদ্বারা কিরূপে শব স্পর্শ করিব ? ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন, বিশেষত মন্ত্রব্রতবিৎ মহান্ রাজতনয় হইয়া এবংবিধ অশুচি বস্তু স্পর্শ করা আমার কোন ক্রমে উচিত নহে। হে বৃহন্নলে ! তুমি আমাকে মৃতশরীর স্পর্শ করাইয়া শববাহী ব্যাধের ন্যায় অশুচি ও অব্যবহার্য্য করিতে ইচ্ছা কর কেন ? বৃহন্নলা উত্তর করিলেন, হে রাজেন্দ্র ! তোমার অপবিত্র বা অব্যবহার্য্য হইবার আশঙ্কা নাই ; উহা মৃতশরীর নহে, শরাসন-সকল শবাকারে ঐরূপ আবদ্ধ রহিয়াছে। তুমি মৎস্যরাজের পুত্র, মনস্বী এবং অভিজাতকুলে উৎপন্ন ; অতএব আমি কি বলিয়া তোমাকে ঘৃণিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিব ? অনন্তর বিরাট-তনয়, পার্থের এই কথা শুনিয়া রথ হইতে সত্বর অবতরণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলে শত্রুনাশন ধনঞ্জয় রথে থাকিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন, তুমি বৃক্ষাগ্র হইতে ঐ শরাসন সমস্ত শীঘ্র উন্মোচনপূর্ব্বক উহাদের পরিবেষ্টন অপনোদন কর। তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজপুত্র, বিশালবক্ষ পাণ্ডবদিগের মহার্হ চাপ-সমুদায় অবতারণ-পুরঃসর প্রথমত উপরের পরিবেষ্টন পত্র-সকল অপসারণ করিলেন, পরে শস্ত্রাচ্ছাদক বর্ম্মগুলি উন্মোচন করিয়া গাণ্ডীব ও আর চারি খানি ধনুক দেখিতে পাইলেন। উদয়-কালে গ্রহগণের ন্যায় সেই বিমুচ্যমান ধনুকসকলের দিব্য প্রভাপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। হে রাজন্ ! উত্তর জৃম্ভণ-কারী সর্পসমূহ-সদৃশ সেই সমস্ত বৃহদাকার সমুজ্জ্বল শরাসনের ভীষণ রূপ সন্দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ভীত ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন ; পরে সকলগুলিই একে একে স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনকে তৎসমুদায়ের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

হে বৃহন্নলে ! যাহাতে দশ দশটি কোণে সুশোভিত এক-শত সুবর্ণবিন্দু-বিন্যস্ত হইয়াছে, এই উত্তম ধনুকখানি কাহার ? যাহার পৃষ্ঠভাগ সুবর্ণ-চিত্রিত গজসমূহে সমাকীর্ণ এবং পার্শ্ব ও মুষ্টিবন্ধ অতিসুন্দর, এখানিই বা কাহার ধনুক ? যে উৎকৃষ্ট শরাসনের পৃষ্ঠদেশে পরিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত ষষ্টিসংখ্য ইন্দ্রগোপ কীট যথাস্থানে বিভক্ত হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতেছে, ইহাই বা কাহার ? যেখানির পৃষ্ঠদেশ তেজঃ-প্রজ্বলিত তিনটি সৌবর্ণ সূর্য্যে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে, এই উত্তম শরাসনের অধিকারী কে ? এবং যাহা শোভন-বর্ণযুক্ত, বহুতর মণিদ্বারা চিত্রিত ও সৌবর্ণ-শলভ-সমূহে বিভূষিত, এখানিই বা কাহার ধনু ? অগ্রভাগে রজত-বিচিত্রিত ও সর্ব্বাগ্রে লোমযুক্ত এই যে সহস্রটি নারাচ হিরন্ময় তূণে নিহিত রহিয়াছে, এ গুলি কাহার ? এই গৃধ্র পত্রান্বিত, প্রস্তরে তীক্ষ্ণীকৃত, শত শত বার বাণজল-পায়িত, হারিদ্রবর্ণ, লৌহময়, বিশাল বাণগুলি কাহার হস্ত-পরিচিত ? পঞ্চ শার্দ্দূল-লাঞ্ছিত কাহার এই কৃষ্ণবর্ণ তূণীর, বরাহ-কর্ণের ন্যায় কোটি-বিশিষ্ট দশটি বাণ ধারণ করি-তেছে ? এই যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পৃথুল শোণিতাশন সপ্তশত সুদীর্ঘ নারাচ দৃষ্ট হইতেছে, এ গুলিই বা কোন্ মহাবীরের কর-পরিচিত ? উপরের অর্দ্ধভাগে শুকপক্ষের ন্যায় হরিদ্বর্ণে বিচিত্রিত এবং নিম্নার্দ্ধে সুবর্ণ-পুঙ্খযুক্ত পীতবর্ণে রঞ্জিত এই শিলাশাণিত লৌহময় শরগুলিই বা কাহার ? আবার ব্যাঘ্রচর্ম্ম-কোষে নিহিত, সুবর্ণ-চিত্রিত-মুষ্টি, পৃষ্ঠভাগে চিত্রিত ভেকীযুক্ত এবং ভেকী-সদৃশ মুখবিশিষ্ট এই গুরুভারসহ অরাতিগণ-ভয়া-বহ বিশাল দিব্য খড়্গখানি কাহার ? চিত্রকোষে আবৃত, সুন্দর ফলবিশিষ্ট, পৃথুল, কিঙ্কিণীযুক্ত, পরমনির্ম্মল খড়্গখানি কাহার ? নিষধ-দেশোৎপন্ন, হেমমুষ্টি-বিশিষ্ট, দুষ্প্রধর্ষণ ও ভার-সাধন যে

খড়্গখানি গোচর্ম্মকোষে সমর্পিত রহিয়াছে, এখানিই বা কাহার? সুবর্ণালঙ্কৃত, শাণজল-পায়িত, সুদীর্ঘ ও সুন্দরাকৃতি যে খড়্গখানির ছাগচর্ম্ম-নির্ম্মিত কোষ এবং আকাশের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ও সুনির্ম্মল প্রভা, ইহার অধিকারী কে? যে খানি পাবকতুল্য প্রভান্বিত সুতপ্তকাঞ্চনময় কোষে নিহিত রহিয়াছে, এই শাণজল-পায়িত, অতিশয় মসৃণ, শৈকলোহ-নির্ম্মিত, গুরুভার খড়্গখানিই বা কাহার? হে বৃহন্নলে! আমি এই সমস্ত মহৎ বস্তু সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি; অতএব আমার জিজ্ঞাসানুসারে তুমি বিশেষ করিয়া সকলের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহন্নলা কহিলেন, তুমি প্রথমেই যে সুবর্ণ-বিভূষিত, শত্রু-সেনা-সংহারক, শরাসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উহাই সেই সর্ব্বায়ুধ-প্রধান, এক হইয়াও শত সহস্র ধনুকের তুল্য, নানাবর্ণে বিচিত্রিত, মসৃণ, অব্রণ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, ভুবন-বিখ্যাত গাণ্ডীব; এক্ষণে ঐ পরমায়ুধের অধিকারী অর্জ্জুন। উহার সাহায্যে পার্থ, দেবলোক ও মনুষ্যলোককে সমরে পরাভূত করেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত ঐ গাণ্ডীবের সেবা করিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মা উহাকে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আপন-হস্তগত রাখেন; পরে প্রজাপতি পাঁচশত তিন বৎসর, ইন্দ্র পঞ্চাশীতি বৎসর, চন্দ্র পঞ্চশত বৎসর এবং বরুণ শত বৎসর পর্য্যন্ত ধারণ করেন। তদনন্তর পৃথানন্দন শ্বেতবাহন ঐ সুরনর-পূজিত, বৃহদাকার, মহাবীর্য্য, অনুত্তম, চারুদর্শন, দিব্য শরাসন জলাধিপের নিকটে প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চষষ্টি বৎসর ব্যবহার করেন। হে বিরাট-তনয়! শোভন পার্শ্বযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিত যে ধনুকখানি দেখিতেছ, উহা ভীমসেনের। উহা দ্বারা ভীম সমস্ত প্রাচীদিক্ জয় করেন। যেখানি ইন্দ্রগোপ কীটে লাঞ্ছিত হওয়ায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, ঐ উৎকৃষ্ট শরাসন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। যাহাতে তেজঃপ্রজ্বলিত সৌবর্ণ সূর্য্যসকল উদ্ভাসমান রহিয়াছে, ঐ সুশোভিত ধনুকখানি নকুলের। আর যে কার্ম্মুকখানি সৌবর্ণ-শলভে বিভূষিত এবং সুবর্ণে বিচিত্রিত, উহা সহদেবের। হে বিরাট-নন্দন! ঐ ক্ষুর-সন্নিভ লোমবাহী সহস্রটি নারাচ অর্জ্জুনের। সেই বীরের সমর-সময়ে ঐ আশীবিষ-বিষোপম শীঘ্রগামী বাণগুলি তেজোদ্বারা সমধিক প্রজ্বলিত হয় এবং কোন মতে ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া শত্রুকুল নিপাতিত করিতে থাকে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, স্থূল অথচ দীর্ঘ, সুশাণিত, শত্রুক্ষয়কারী শরগুলি ভীমসেনের। পঞ্চ শার্দ্দূলে চিহ্নিত এবং হেমপুঙ্খযুক্ত হারিদ্রবর্ণ নিশিত শরসমূহে পরিপূর্ণ যে তূণ দৃষ্ট হইতেছে, উহা নকুলের। ঐ তূণের সাহায্যে ধীমান্ মাদ্রীনন্দন সমরে সমগ্র পশ্চিমদিক্ পরাজয় করেন। বহুতর চিত্রক্রিয়াযুক্ত, ভাস্কর-সদৃশ তেজস্বী, সকল রিপুকুল-ধ্বংসকারী শরগুলি সহদেবের; এবং যে গুলি বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ, শাণ-জল-পায়িত, দীর্ঘপত্রযুক্ত, হেমশৃঙ্গ-বিশিষ্ট ও ত্রিপর্ব্বান্বিত, উহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের কর-পরিচিত। অপিচ সংগ্রামে গুরুভারসহ, সুদৃঢ়, পৃষ্ঠভাগে বিচিত্রিত-ভেকীযুক্ত এবং ভেকা সদৃশ-মুখবিশিষ্ট যে বিশাল খড়্গখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মকোষে নিহিত রহিয়াছে,উহা অর্জ্জুনের। অতিমাত্র বিমর্দ্দসহ, শত্রুগণ-ভয়াবহ, বৃহদাকার, দিব্য খড়্গখানি ভীমের। চিত্রকোষে রক্ষিত হেমমুষ্টিবিশিষ্ট পরমোৎকৃষ্ট মসৃণ খড়্গখানি ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের। যাহা বিচিত্র সীবনযুক্ত ছাগচর্ম্ম-কোষে নিহিত রহিয়াছে, ঐ গুরুভারসহ সুদৃঢ় নিস্ত্রিংশখানি নকুলের। এবং যেখানি গোচর্ম্মকোষে সমর্পিত আছে, ঐ সর্ব্বভারসহ, দৃঢ় ও বিশাল খড়্গ সহদেবের।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উত্তর কহিলেন, আশুকারী মহাত্মা পাণ্ডবদিগের এই সুবর্ণ-বিকৃত আয়ুধগুলি অতিমনোহররূপে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু সেই সর্ব্বশত্রু বিনাশন কুরুকুল-প্রধান মহানুভব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কোথায় আছেন? তাঁহারা অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইয়া যে কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহা আর কোনক্রমে শ্রুত হওয়া যায় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, স্ত্রীরত্নভূতা দ্রুপদাত্মজা কৃষ্ণাও সেই দ্যূত-পরাজিত পাণ্ডবদিগের সমভিব্যাহারে তৎকালে বনে গিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনিই বা কোথায় রহিলেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, আমিই পৃথানন্দন অর্জ্জুন; আর কঙ্ক-নামে যিনি তোমাদিগের সভাসদ্ হইয়া আছেন,তিনি যুধিষ্ঠির; যিনি তোমার পিতার সূপকার বল্লব, তিনিই ভীমসেন; অশ্ব-বন্ধ নকুল; গোপাধ্যক্ষ সহদেব; এবং যাঁহার নিমিত্ত কীচকেরা বিনষ্ট হয়, সেই সৈরিন্ধ্রীই দ্রৌপদী। তখন উত্তর কহিলেন, আমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের যে দশটি নাম শ্রবণ করিয়াছি, যদি সেই নামগুলি তুমি বলিতে পার, তাহা হইলে তোমার সকল কথায় প্রত্যয় করি। অর্জ্জুন কহিলেন, ভাল ভাল! আমার যে দশ নাম আছে, তোমার নিকটে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তৎসমুদায় শ্রবণ কর। সে নাম এই; অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।

উত্তর কহিলেন, আপনি কি কারণে বিজয়নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, কিহেতু শ্বেতবাহন নাম ধারণ করিয়াছেন, কিজন্য কিরীটী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,কিপ্রকারে সব্যসাচী হইয়াছেন এবং কি নিমিত্তই বা অর্জ্জুন, ফাল্গুন, কৃষ্ণ, জিষ্ণু, বীভৎসু ও ধনঞ্জয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমার নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন। সেই বীরের নাম সমস্ত যে যে কারণে হইয়াছিল, সে সকলই আমার শ্রুতিগোচর আছে; অতএব আপনি যদি সেই সকল কারণ আমার নিকটে নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার সমুদায় বাক্যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। অর্জ্জুন কহিলেন, সমস্ত জনপদ জয় করিয়া কেবল ধনমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করাতে আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। আমি যুদ্ধে গমন করিলে সমর-দুর্ম্মদ অরাতিদিগকে পরাভূত না করিয়া আর প্রতি-নিবৃত্ত হই না; এই নিমিত্তই লোকে আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে। সংগ্রামস্থলে আমার রথে কাঞ্চন-কবচ-সমাচ্ছাদিত শ্বেতবর্ণ অশ্বসকল সংযোজিত হওয়াতে আমি শ্বেত-বাহন বলিয়া খ্যাত হইয়াছি। হিমালয়পৃষ্ঠে দিবাভাগে উত্তর-ফল্গুনী ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিকালে আমার জন্ম হওয়ায় আমি ফাল্গুন নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে যৎকালে দানবেন্দ্র-

দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন দেবরাজ ইন্দ্র আমার মস্তকে সূর্য্যসম-সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্তই সকলে আমাকে কিরীটী বলিয়া থাকে। যুদ্ধ করিতে করিতে আমি কখন বীভৎস অর্থাৎ ঘৃণিত কর্ম্ম করি না বলিয়া দেব ও মনুষ্য-মণ্ডলীমধ্যে বীভৎসুনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি। আমার উভয় হস্তই গাণ্ডীব বিকর্ষণে সমর্থ; সুতরাং সব্য অর্থাৎ বামহস্তদ্বারাও জ্যাকর্ষণাদি করাতে আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীমধ্যে আমার সদৃশ কাহারও বর্ণ না থাকায় এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় লোকে আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আত্মজ; সুতরাং মনুষ্যমধ্যে কেহই আমাকে ধর্ষিত বা পরাভূত করিতে পারে না, বরং আমিই সকলের দমন করিয়া থাকি; এই নিমিত্তই দেব ও মনুষ্য সমাজে জিষ্ণুনামে বিশ্রুত হইয়াছি। আর উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় আমি পিতার প্রিয়পাত্র ছিলাম; এই নিমিত্ত বালককালেই তিনি আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিরাটতনয়, অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন-পুরঃসর আত্মপরিচয় প্রদান করত বলিলেন, হে মহাবাহো! আমারও দুইটি নাম আছে; ভূমিঞ্জয় ও উত্তর। হে নাগরাজকর-সদৃশ, লোহিতাক্ষ, ধনঞ্জয়! আপনার শোভন আগমন হইয়াছে; আমি ভাগ্যক্রমে অদ্য আপনার সন্দর্শন-লাভ করিলাম; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আমি অজ্ঞান-বশত আপনাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে সমস্ত মার্জ্জনা করুন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আপনি যে সমস্ত আশ্চর্য্য-জনক সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া সম্প্রতি আমার সকল ভয় অপগত হইয়াছে এবং আপনার প্রতি পরম প্রীতি জন্মিয়াছে

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উত্তর কহিলেন, হে বীর! আপনি এই মনোরম রথে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আমাকে সারথি করিয়া কোন্ সৈন্যশ্রেণীমধ্যে প্রবেশ করিবেন, আমি কোন্‌দিকে রথচালনা করিব, আজ্ঞা করুন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষসিংহ! তোমার এই কথায় আমি প্রীত হইলাম; হে সমর-বিশারদ মহাবাহো! তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই; আমি সংগ্রামে তোমার সমুদয় শত্রুদিগকে এখনি নিপীড়িত করিতেছি; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সুস্থির হইয়া সন্দর্শন কর, আমি অরাতিবর্গের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপ ভয়ানক ব্যাপার সমাধান করি। সম্প্রতি শীঘ্র করিয়া আমার ঐ তূণীর-সমস্ত এবং সুবর্ণ-মার্জ্জিত ঐ নিস্ত্রিংশখানি সংগ্রহপূর্ব্বক রথোপরি স্থাপন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া উত্তর তৎক্ষণমাত্র তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরাদির আয়ুধ-সমুদায় পুনরায় যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব এবং অবলীলাক্রমে তোমার পশুকুল জয় করিয়া লইব. মদীয় বাহুবল-পরিরক্ষিত এই রথোপস্থ তোমার পক্ষে নগরতুল্য হইবে। ইহার যুগ চক্রাদি অঙ্গ-সমুদায় নগর-বিন্যস্ত গৃহরাজি-স্বরূপ, মদীয় বাহুযুগল প্রাকারস্থ তোরণস্বরূপ, ধনুর্ম্মৌর্ব্বী পয়ঃপ্রণালী-স্বরূপ এবং নেমিনির্ঘোষ দুন্দুভি-নিনাদ-স্বরূপ হইবে। ত্রিদণ্ড অর্থাৎ অশ্বারোহ, গজারোহ ও রথী এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের তূণ-সমূহদ্বারা নগর যেমন সমাকীর্ণ হয়, তদ্রূপ এই রথোপস্থও ত্রিদণ্ডাস্ত্র ও তূণদ্বারা সমাকীর্ণ হইবে। নগর যেমন বহুতর ধ্বজ-নিকরে পরিব্যাপ্ত থাকে, ইহাও সেইরূপ হইবে। অপিচ নগরের দৃঢ়তা-সম্পাদনে পরজিঘাংসা-নিমিত্ত চিত্তবৃত্তি যেমন প্রযোজিকা হয়, ইহাতেও তদ্রূপ হইবে। ফলত সংগ্রামে গাণ্ডীব কোদণ্ড হস্তে লইয়া আমি যে রথে অধিষ্ঠান করিয়াছি, তাহা আর কোন প্রকারে শত্রু-সেনানীগণের বিজিত হইবার বিষয় নহে; অতএব হে বিরাটতনয়! তোমার ভয় দূর হউক। উত্তর কহিলেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা উপেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও আপনি যে সুস্থির থাকিতে পারেন, তাহা আমি উত্তমরূপে জানি; সুতরাং কুরুদিগের হইতে আমার আর শঙ্কার প্রসক্তি কি? তবে আপনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও কোন্ কর্ম্মবিপাকে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই চিন্তাতেই আমি বিমুগ্ধ হইতেছি; বিশুদ্ধ ধীষণা-সম্পত্তি না থাকায় কোন প্রকারেই আমার এ সংশয়ের অপনোদন হইতেছে না; গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ আপনাকে আমি কেবল ইহাই বোধ করিতেছি, যেন আপনি সাক্ষাৎ শূলপাণি বা ক্রতু ক্লীববেশে বিচরণ করিতেছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো রাজকুমার! তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি ক্লীব নহি, কেবল জ্যেষ্ঠের নিয়োগানুসারেই পরাধীন ও ধর্ম্মানুগত থাকিয়া এইরূপ ব্রতচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি সমাপ্ত হওয়ায় সেই ব্রতভার হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। উত্তর কহিলেন, হে নরোত্তম! পূর্ব্বে আমি "ঈদৃশ সংপুরুষলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি কখনই ক্লীবরূপ হইতে পারেন না" এই যে বিতর্ক করিয়াছিলাম, অদ্য আপনি নিজ-পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক আমার সেই বিতর্ক সত্য করিয়া পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমার সমস্ত ভয় বিনষ্ট হইল; এক্ষণে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন। আপনার সহায়তা লাভ করিয়া আমি আর অমর-সহ সমরকরণেও পরাঙ্মুখ নহি। হে পুরুষ-প্রবর! আমি উপযুক্ত লোকের নিকটে সারথ্যকর্ম্মে সুশিক্ষিত হইয়াছি, অতএব সম্প্রতি আপনার শত্রুরথ বিভঞ্জক অশ্বসমস্ত সংগ্রহ করিব। হে নরপুঙ্গব! বাসুদেবের দারুক এবং ইন্দ্রের মাতলি যেমন সারথ্যকর্ম্মে অসামান্য নৈপুণ্যশালী, আমাকেও সেইরূপ সুশিক্ষিত জানিবেন। কৃষ্ণের রথযোজিত সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও বলাহক নামে যে ঘোটকচতুষ্টয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, আমার এই বাহনগুলিও তাহাদিগের তুল্য-বল। ঐ যে অশ্বটি অগ্রিম দক্ষিণ ধুর্ বহন করিতেছে, উহা সুগ্রীবের সদৃশ; ধাবন-সময়ে ও যেরূপ ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করে, তাহা কাহারও দৃষ্টি গোচর হয় না। আর অগ্রিম বামধুর্বাহী যে পরম রমণীয় অশ্বটি সন্দর্শন করিতেছেন, মেঘপুষ্পের সহিত উহার গতিশক্তির তুলনা করা যায়। কাঞ্চন-কবচাচ্ছন্ন যে তুরঙ্গমটি বামপার্ষ্ণি বহন করিতেছে, আমার বিবেচনায় উহা, বেগে শৈব্যের তুল্য এবং বলে তদপেক্ষাও অধিক। অপিচ যে ঘোটকটি দক্ষিণপার্ষ্ণিতে সংযোজিত আছে, বেগ-বিষয়ে উহাকে বলাহক অপেক্ষাও অধিক বীর্য্যশালী বোধ হয়। অধিক আর কি বলিব, আমার এই রথখানি আপনাকেই বহন করিবার

উপযুক্ত এবং আপনিও এই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করণের যোগ্য পাত্র।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু, বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন ভুজযুগল হইতে বলয়-সকল উন্মোচন-পূর্ব্বক তথায় দুন্দুভিসদৃশ নিনাদযুক্ত বিচিত্র তল অর্থাৎ জ্যাঘাত নিবারণার্থে প্রকোষ্ঠোপরি অলেন্ধ চর্ম্মপট্টিকা-দ্বয় ধারণ করিলেন, পরে কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কুন্তল-জাল শ্বেতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া এবং শুচি ও সংযত-চিত্ত হইয়া রথের উপরেই পূর্ব্বমুখে অভ্যাস্ত অস্ত্রসকলকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহারাও তৎক্ষণমাত্র আবির্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে মহানুভব পাণ্ডুনন্দন! আপনার এই কিঙ্করেরা উপস্থিত। তখন ধনঞ্জয় তাহাদিগকে প্রণতি-পূর্ব্বক "আপনারা সকলে আমার মনোমধ্যে বিরাজ করুন," এই বলিয়া প্রহৃষ্টবদনে অস্ত্র-সকল গ্রহণ করিয়া বলসহকারে গাণ্ডীবে জ্যারোপণ ও টঙ্কারধ্বনি করিলেন। শৈলোপরি শৈল-নিক্ষেপের ন্যায় গাণ্ডীবের সেই নির্ঘাত নির্ঘোষে একেবারে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। প্রবলবেগে বায়ুসঞ্চার, ঘন ঘন উল্কাপাত এবং দিঙ্মণ্ডলে অন্ধকার হইল। বিহঙ্গসকল ত্রাসযুক্ত হইয়া আকাশ পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং বনস্পতি-সকল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। বজ্রবিস্ফোটের ন্যায় সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়াই কৌরবেরা জানিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন রথস্থ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলেন।

এদিকে উত্তর অর্জ্জুনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয়! আপনি সহায়হীন হইয়া একাকী কিরূপে এই সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ বিপুল-সহায়সম্পন্ন মহারথ কৌরব-দিগকে যুদ্ধে জয় করিবেন, এই চিন্তাতেই শঙ্কিত হইয়া আমি আপনার অগ্রে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন পার্থ গম্ভীর-স্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, হে বীর! তুমি ভীত হইও না; দেখ আমি ঘোষযাত্রায় যৎকালে মহাবল গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? সেই দেবদানব-সমাকুল ভয়ঙ্কর খাণ্ডব যুদ্ধেই বা কোন্ ব্যক্তি আমার সহকারী ছিল? দেবরাজের কার্য্যার্থে আমি যখন মহাবল-সম্পন্ন নিবাতকবচ ও পৌলোম-দৈত্যদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায়তা করিয়াছিল? এবং পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সময়ে যখন অশেষ রাজন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কাহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম? হে বৎস! শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পাবক, বাসুদেব ও পিনাকপাণির নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াও আমি কি ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইব? অতএব সে নিমিত্ত তোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি নিরুদ্বেগে শীঘ্র আমার রথ চালনা কর।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন মহারথ ধনঞ্জয় উত্তরকে সারথ্যকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া প্রথমত শমীবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে অস্ত্র-শস্ত্র সকল সংগ্রহপূর্ব্বক রথ হইতে সেই সিংহধ্বজ অপনীত করত শমীমূলে রাখিয়া এবং বিশ্বকর্ম্ম-বিহিত দেবীমায়া, অর্থাৎ আশ্চর্য্যময় কপিধ্বজ, রথোপরি যোজনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি পাবকের প্রসাদ-লব্ধ সেই সিংহলাঙ্গুল-সমন্বিত, কাঞ্চনময় বানরধ্বজটি মনে মনে যেমন চিন্তা করিলেন, অমনি অগ্নিদেব তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ভূতগণকে ধ্বজোপরি যোজিত করিয়া দিলেন এবং তাহা অন্তরীক্ষ হইতে সেই পতাকান্বিত, বিচিত্রাঙ্গ, তূণ-যুক্ত মহাবেগশালী, দিব্যরূপ, মনোহর মহারথে শীঘ্র পতিত হইল। তখন অরিমর্দ্দন বলবান্ কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন বীভৎসু কপি-ধ্বজকে রথোপরি আগত দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন; অনন্তর সেই মহাকপিলাঞ্ছিত রথে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক গোধা ও অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে শত্রুদিগের লোমাঞ্চকর বিপুল-শব্দযুক্ত মহাশঙ্খ বল-পূর্ব্বক নিনাদিত করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার বেগবন্ত তুরগ-চতুষ্টয় অমনি জানু অবলম্বন করিয়া মহীতলে পতিত হইল এবং উত্তরও মহাভীত হইয়া রথপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন অর্জ্জুন স্বয়ং বল্গাগ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্বদিগকে উঠাইয়া এবং যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গন ও নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, হে পুরুষ-প্রবীর! হে শত্রু-সন্তাপ-কারিন্! তুমি সহজেই ক্ষত্রিয়, তাহাতে আবার প্রধান রাজপুত্র; অতএব বীরকুলে উৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত শত্রুমধ্যে বারংবার এইরূপ শঙ্কাকুলিত এবং বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছ? তুমি নিঃসন্দেহ বহুতর শঙ্খনাদ, ভেরীশব্দ এবং সৈন্যব্যূহস্থিত করিগণের প্রচণ্ড বৃংহিত রব শ্রবণ করিয়া থাকিবে; এক্ষণে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় এরূপ হতচিত্ত ও বিত্রস্ত হইলে কেন?

উত্তর উত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য বটে; আমি পূর্ব্বে বহুবিধ শঙ্খধ্বনি, ভেরীশব্দ এবং সৈন্যব্যূহস্থিত হস্তিগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু ঈদৃশ অলৌকিক শঙ্খশব্দ ও ধনুকের জ্যানির্ঘোষ কখনই আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং ঈদৃক্ অদ্ভুত ধ্বজ-পতাকাও কদাচ দৃষ্টিপথের পথিক হয় নাই। এই শঙ্খশব্দ, সায়ক-নিস্বন, ধ্বজবাসী ভূতগণের অমানুষনিনাদ এবং রথনেমি-ধ্বনিতে আমার মন সাতিশয় বিমুগ্ধ হইয়াছে; কোন্‌টা দিক্, কোন্‌টা বা বিদিক্, কিছুই স্থির নাই; সকল বিষয়েই যেন ভ্রান্তি জন্মিতেছে; হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে; ধ্বজপতাকা-নিচয়ে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় দৃষ্টিপথ সংকীর্ণ হইয়াছে; এবং ভৈরব গাণ্ডীবরবে শ্রবণবিবরও বধির হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন কহিলেন, উত্তর! তুমি শঙ্কাশূন্য হইয়া রথের উপর দৃঢ়তররূপে পদলগ্ন করিয়া থাক এবং বিলক্ষণ বল-পূর্ব্বক অশ্বরশ্মি সংযমন কর, আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলসহকারে যখন শত্রুদিগের হৃদয়-বিদারক এবং সুহৃদ্বর্গের হর্ষবর্দ্ধক ভীষণ শঙ্খনাদ করিলেন, তখন গিরি, গুহা ও দিক্ সমুদায় যেন বিদীর্ণপ্রায় হইয়া উঠিল এবং উত্তরও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া রথ-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। শঙ্খশব্দে, রথনেমিনিস্বনে এবং গাণ্ডীব-নির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। মহানুভব ধনঞ্জয় উত্তরকে শঙ্খ-শব্দদ্বারা রথোপরি পূর্ব্ববৎ বিহ্বল হইতে দেখিয়া পুনরায় সান্ত্বনা করিতে থাকিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে বিশাম্পতে! যখন এতাদৃশ ভীষণ

রথ-নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, আকাশে মেঘমণ্ডলের আবির্ভাব হইতেছে এবং পৃথিবী প্রকম্পিতা হইতেছে, তখন এই সমাগত ব্যক্তিকে সব্যসাচী ব্যতীত অন্য কোন সামান্যলোক বলিয়া বোধ করা যায় না। দেখ অস্মদাদির অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে; অশ্বগণ বিষণ্ণ হইতেছে; অগ্নি-সকল বিলক্ষণ সমিদ্ধ হইয়াও প্রকৃষ্টরূপে প্রদীপ্ত হইতেছে না; হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতি মৃগযূথ আদিত্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতেছে; এবং কাক-সমস্ত রথধ্বজে উপবেশন করিতেছে। এ সকল ব্যাপার কদাচ শুভজনক নহে। ঐ সকল শকুনগণ আমাদিগের দক্ষিণ দিক্ দিয়া সঞ্চরণ করত কেবল ভাবিশঙ্কারই সূচনা করিতেছে। ঐ যে শৃগালটা অশিব রব করিয়া এক একবার সৈন্যমধ্যে প্রধাবিত হইতেছে, আবার বিনা আঘাতেই পুনরায় নিষ্ক্রমণ করিতেছে, ও কেবল মহদ্ভয় উপস্থিত ইহাই জানাইতেছে। বিশেষত দেখিতেছি, তোমরাও সকলে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়াছ। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এ যুদ্ধে বহুল ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ-বিনাশের সম্ভাবনা। হে মহীপতে! যখন জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিষ্প্রভ হইতেছে, পশু পক্ষি-সমস্ত দারুণ-ভাব ধারণ করিয়াছে, যোধগণ প্রদীপ্ত উল্কাপাতে বিমুগ্ধ ও ব্যথিত হইতেছে, বাহনগণ বিষণ্ণভাবে রোদন করিতেছে, সৈন্যের চতুষ্পার্শ্বে গৃধ্রসকল মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ক্ষত্রিয়বিনাশকর পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিষমতর উৎপাত-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তখন আর কোন প্রকারে আমাদিগের ভদ্র নাই। বোধ হয়, সৈন্যগণকে পার্থ-বাণে প্রপীড়িত দেখিয়া অবশ্যই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। ঐ দেখ, সৈনিকেরা এখনি যেন পরাভূতপ্রায় হইয়া যুদ্ধ-করণে অনিচ্ছুর ন্যায় প্রতীত হইতেছে এবং সকলেরই মুখম্লানি ও চিত্তগ্লানি সংলক্ষিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে গোধনসকল প্রেরণপূর্ব্বক আমাদিগের ব্যূহ-রচনা করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকা উচিত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সমরোদ্দেশে ভীষ্ম, রথিপ্রবর দ্রোণ ও মহাবলসম্পন্ন কৃপকে কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে আমি ও কর্ণ উভয়েই আচার্য্যকে যে বিষয় বলিয়াছিলাম, তাহাতে পর্য্যাপ্তি না হওয়ায় পুনরায় বিশেষ করিয়া তাহাই বলিতেছি। দেখুন, যখন আমার সহিত যুধিষ্ঠিরের পাশক্রীড়া হয়, তৎকালে এই পণ নিরূপিত হইয়াছিল যে, তাহারা পরাজিত হইলে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিবে। সম্প্রতি তাহাদিগের অজ্ঞাতবাসের সেই ত্রয়োদশ বর্ষ চলিতেছে; অদ্যাপি পণিত সময় অতীত হয় নাই; তথাপি অর্জ্জুন আসিয়া যুদ্ধার্থ আমাদিগের সহিত মিলিত হইল; সুতরাং নির্ব্বাসনকাল সমাপ্ত না হইতে যদি অর্জ্জুনই উপস্থিত থাকে, তবে অবশ্যই পাণ্ডবদিগকে পুনরায় দ্বাদশবর্ষ বনে যাইতে হইবে। পরন্ত অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হইয়াছে কি না, ইহা তাহারাই লোভ বশত জানিতে না পারিয়া থাকুক, কিংবা আমাদিগেরই ভ্রম হউক, উভয়ই সম্ভব হইতে পারে। অতএব ভীষ্ম তদ্বিষয়ের ন্যূনাতিরেক নির্ণয় করুন; কারণ কোন বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে নিয়তই সংশয় জন্মে; এবং যে বিষয় একপ্রকার নিশ্চয় হয়, তাহাতে প্রকারান্তর ঘটনা হওয়াও অসম্ভাবিত নহে; বিশেষত স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও মোহ জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা উত্তর-গোগ্রহে অভিলাষী হইয়া মৎস্যসৈন্যদিগের সহিত সমরোৎসুক রহিয়াছি, ইতিমধ্যে যদি অর্জ্জুন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া যুদ্ধার্থ আগত হইয়া থাকে, তবে আমরা আর কাহার নিকট অপরাধী হইব? দেখুন, আমরা কেবল ত্রিগর্ত্তদিগের কার্য্যানুরোধেই মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থে এস্থলে সমাগত হইয়াছি। তাহারা মৎস্যগণ হইতে বহুপ্রকার অপকার প্রাপ্ত হওয়ায় ভীত হইয়া আমাদিগের নিকটে তৎসমুদায় কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং আমরাও তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগের সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, তাহারা প্রথমে সপ্তমী তিথিতে অপরাহ্ণে বিরাটের দক্ষিণ গোষ্ঠে গিয়া বহুল গোধন আক্রমণ করিবে, পরে মৎস্যরাজ তাহাদের প্রতিপক্ষে তথায় যুদ্ধযাত্রা করিলে আমরাও অষ্টমীতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র উত্তরগোষ্ঠে আসিয়া গো সকল অপহরণ করিব। সম্প্রতি হয় ত সেই ত্রিগর্ত্তসৈনিকেরা গোকুল জয় করিয়া আমাদিগের সহিত মিলিতে আসিতেছে; না হয়, পরাজিত হইয়া মৎস্যপতির সহিত সন্ধি করিবার মানসে আমাদিগকে মধ্যস্থ করিতে আগত হইতেছে; অথবা মৎস্যরাজ ভীষণ সৈন্যসমুদায়ে সমবেত হইয়া জানপদগণ সমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তদিগকে দূরীকরণপূর্ব্বক রাত্রি থাকিতে থাকিতেই গৃহে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের সহিত যুদ্ধার্থ এস্থলে প্রস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার সেনানীগণ-মধ্যে কোন এক মহাবীর কি স্বয়ং তিনিই অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, আমরা যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, তখন বিরাট বা অর্জ্জুন যে কেহই সমাগত হউন, অবশ্যই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব এ সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথ নরবরেরা কি নিমিত্ত বিচলিত-চিত্ত হইয়া রহিয়াছেন? সকলেই একযোগ হইয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক যুদ্ধ করুন; কেননা যুদ্ধ ব্যতিরেকে এক্ষণে আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। যদ্যপি এখন অমররাজ স্বয়ং আসিয়া আমাদিগের কর্ত্তৃক অপহৃত গোধন-রক্ষার্থ সমরে প্রবৃত্ত হন, অথবা সাক্ষাৎ দণ্ডধর দণ্ড ধরিয়া যুদ্ধ করেন, তথাপি আমাদিগের কোন্ ব্যক্তি হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে পারে? পদাতিবর্গ-মধ্যে যদি কেহ গহন বনে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তৎক্ষণমাত্র এই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তবে অশ্বারোহগণ মধ্যে কেহ পলায়নপর হইলে কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারে। ফলত অশ্বের হেষারব শ্রবণ করিয়া দ্রোণ, সকলের চিত্তই বিচলিত করিয়া দিয়াছেন; অতএব সংপ্রতি তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া যাহাতে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া না যায়, আপনারা সেইরূপ নীতি বিধান করুন। আমাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করাই যে পাণ্ডবদিগের অভিপ্রেত, বোধ হয় আচার্য্য তাহা অবগত আছেন, এই নিমিত্তই উনি আমাদিগের মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিতেছেন; বিশেষত অর্জ্জুনের প্রতি উহাঁর যে অধিকতর সংপ্রীতি আছে, তাহা

স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; নতুবা তাহাকে আসিতে দেখিয়াই এরূপ প্রশংসা করিবেন কেন? সৈনিকেরা যে এত বিচলিত হইয়াছে, ঐ সন্তাপাতিরিক্ত অর্জ্জুন-প্রশংসাই তাহার কারণ। অতএব এ সময়ে আপনারা এরূপ কোন নীতিবিধান করুন, যাহাতে আমার যোধগণ বিভ্রান্ত বা উৎসাহ-শূন্য হইয়া না পড়ে। উহারা একে বিদেশে আসিয়াছে, তাহাতে এই মহারণ্য, আবার গ্রীষ্মকাল; সুতরাং ভয় প্রদর্শনে ভগ্নোদ্যম হইলে অবশ্যই শত্রুদিগের বশীকৃত হইতে পারে। পাণ্ডবেরা যে আচার্য্যের প্রিয়পাত্র, তাহার কথা আর কি বলিব? তাহা না হইলে কে কোথায় বাহনের শব্দ শুনিয়াই যোদ্ধাকে প্রশংসা করিয়া থাকে? অশ্বেরা ত স্বভাবত বিশ্রাম বা ধাবন সময়ে প্রায়ই হেষারব করে; পবনও সর্ব্বদাই বহন করিয়া থাকে; দেবরাজও সময়ে সময়ে বারি বর্ষণ করেন এবং মেঘের শব্দও মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হয়; ইহাতে পার্থের কি পুরুষার্থ প্রকাশিত হইল, কিনিমিত্তই বা তাহার প্রশংসা হইতেছে? এ বিষয়ে কেবল আচার্য্য মহাশয়ের অর্জ্জুনের পক্ষে কল্যাণ কামনা এবং আমাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দ্বেষ বা রোষ ব্যতীত আর কোন কারণই উপলব্ধ হয় না। আচার্য্যেরা যে কারুণিক, প্রাজ্ঞ ও উপায়দর্শী, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু মহাভয়ঙ্কর বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের নিকট কদাচ পরামর্শ লওয়া উচিত নহে। পণ্ডিতেরা উপবনমধ্যে অথবা সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি সভা হইলে তথায় আশ্চর্য্যরূপ বক্তৃতা করিতে পারেন এবং জন-সমাজে বিবিধ বিচিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যজ্ঞাস্ত্র-প্রয়োগে অর্থাৎ অভিচারাদি ক্রিয়াতে শত্রুচ্ছিদ্রানুসন্ধানে মনুষ্যের চরিত্র কথনে ও অন্নপানাদির দোষ গুণ নিরূপণে সুনিপুণ হইয়া থাকেন; কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে পরগুণানুবাদী পাণ্ডতদিগকে পশ্চাৎ করিয়া, যাহাতে শত্রুবিনাশ করা যাইতে পারে, এরূপ সুনীতি সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনারা চতুর্দ্দিকে সৈন্য-ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক গোসকল মধ্যস্থলে রাখিয়া এবং রক্ষস্থলের রক্ষাবিধানার্থ রক্ষক নিযুক্ত করিয়া শত্রুসহ সংগ্রামের উদ্যোগ করুন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

কর্ণ কহিলেন, এ কি! আমি যে, সমস্ত আয়ুষ্মান্ পুরুষকেই ভীত ও সন্ত্রস্তের ন্যায় দেখিতেছি। নিমিত্ত সকলে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া এরূপ নিরুৎসাহ রহিয়াছেন? এই সমাগত ব্যক্তি মৎস্যরাজই হউক, বা ধনঞ্জয়ই হউক, আমি একাকীই উপকূল যেমন সমুদ্রকে অবরোধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ উঁহাকে যে নিবারণ করিতে পারিব, তাহাতে আর সংশয় কি? শীঘ্র-সঞ্চারী সর্পসমূহের ন্যায় এই সন্নতপর্ব্ব ভীষণ শরসমস্ত মদীয় চাপ হইতে একবার বিনির্ম্মুক্ত হইলে আর কি অনর্থক প্রত্যাকৃত হইবে? কখনই নহে। বৃক্ষ যেমন শলভ-সমূহে সমাবৃত হয়, তদ্রূপ মদীয় লঘুহস্ত প্রক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণাগ্র শরজালে অর্জ্জুনের কলেবর অবশ্যই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। শক্তপুঙ্খ শর-নিকরের দৃঢ়তর অ্যাঘাত-জনিত ভয়ঙ্কর তলশব্দ অবশ্যই সকলের শ্রুতি-বিষয় হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষকাল যোগসাধন করায় বীভৎসুর শরীরে এক্ষণে কারুণ্যরসের অধিক প্রাদুর্ভাব; হয় ত প্রহার সময়ে সে আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিবে এবং আমিও তাহাকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় সৎপাত্র বোধ করিয়া যখন সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ তাহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিব, তখন আগ্রহ-পূর্ব্বক তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিতে থাকিবে। হে বীরগণ! কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন মহাধন্বা বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছে সত্য বটে, কিন্তু আমিও তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহি। অদ্য খদ্যোত-সমূহের ন্যায় ইতস্তত বিনিক্ষিপ্ত অসীম বেগশালী কাঞ্চনবাণনিকর দ্বারা সমস্ত আকাশ-মণ্ডল কিরূপ আচ্ছন্ন করি, তাহা প্রত্যক্ষই সন্দর্শন কর। দুর্য্যোধনের নিকটে আমি পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত যে, অক্ষয় ঋণজালে আবদ্ধ ছিলাম, অদ্যকার সমরে অর্জ্জুনকে শমন-সদনে অতিথি করিয়া তাহা অবশ্যই পরিশোধ করিব। সমুদয় সুরাসুরগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও কোন্ ব্যক্তি, মদীয়-কার্ম্মুক-বিমুক্ত নতপর্ব্ব শর-সকলের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারে? মধ্যে অবচ্ছিন্ন পুঙ্খযুক্ত শরসমূহের আকাশ মণ্ডলে সঞ্চরণ, অদ্য শলভপুঞ্জের সঞ্চরণ-সদৃশ দৃশ্যমান হইতে থাকিবে। ধনঞ্জয় যদিচ মহেন্দ্র-তুল্য তেজস্বী এবং অশনি-সদৃশ সুদৃঢ়কায়, তথাপি আমি অজস্র অস্ত্র বিসর্জ্জন-সহকারে তাহাকে উল্কাপাত প্রপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় নিঃসন্দেহ ব্যথিত করিব। বিহঙ্গরাজ গরুড় যেমন অবলীলাক্রমে কোন ভুজঙ্গকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আমি সেই সর্ব্বশস্ত্র-ধারি-প্রধান অতিরথী অর্জ্জুনকে রথ হইতে আক্রমণ-পূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিব। অর্জ্জুন, অসি শক্তি শরাদিরূপ ইন্ধনযুক্ত দুর্নিবার্য্য প্রদীপ্ত হুতাশন-স্বরূপ হইয়া যখন অরাতিদিগকে দহন করিতে থাকিবে, তখন আমিই অশ্ববেগ-স্বরূপ পুরোগামী বায়ুযুক্ত এবং রথৌঘস্বরূপ বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট মহামেঘরূপ ধারণ করিয়া অনবরত শরধারা বর্ষণে তাহার নির্ব্বাণ-সাধন করিব। পন্নগগণ যেমন বল্মীক-বিবরে বিলীন হয়, তদ্রূপ মদীয়-কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত, আশীবিষ-সদৃশ সায়ক সকল পার্থ-শরীরে নিয়তই প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে। হে যোধগণ! তোমরা কর্ণিকার পুষ্পে সমাকীর্ণ মহীধরের ন্যায় অর্জ্জুনকে অদ্য সুবর্ণপুঙ্খ, সন্নতপর্ব্ব, শাণজলপায়িত, সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সমাকীর্ণ হইতে দেখ। অন্যের কথা কি আছে, আমি ঋষিপ্রধান পরশুরামের নিকটে যে, অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রভাবে এবং স্বকীয় বাহুবলে বাসবের সহিত যুদ্ধ করিতেও পরাঙ্মুখ নহি। অদ্য অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানররাজ মদীয়-ভল্লপাতে নিহত হইয়া ভৈরব রব করত অবশ্যই ভূতলে পতিত হইবে এবং তত্রত্য ভূতগণও মহাবিপন্ন হইয়া গগনস্পর্শী ঘোরতর আর্ত্তনাদ-পুরঃসর অন্তরীক্ষ পথে ইতস্তত পলায়ন করিতে থাকিবে। অধিক আর কি বলিব, অদ্য আমি পার্থকে বিরথ ও ধরাতলশায়ী করিয়া দুর্য্যোধনের চিরসঞ্জাত হৃদয়শূল নিশ্চয়ই নির্ম্মূল করিয়া ফেলিব। অদ্য কৌরবেরা পৌরুষাবলম্বী অর্জ্জুনকে হতাশ্ব ও রথচ্যুত হইয়া কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিবেন। এক্ষণে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কেবল গোধন মাত্র গ্রহণ করিয়া গমন করুন, না হয় রথোপরি একান্তে অবস্থিত হইয়া আমার সমর-ব্যাপার সন্দর্শন করুন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, অহে রাধেয়! ক্রূরবুদ্ধিপ্রযুক্ত সর্ব্বদাই তোমার যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তুমি বস্তুসকলের স্থূল স্বভাবমাত্র জানিতে পার, কিন্তু পরিণামে যে তন্নিবন্ধন কি ফল ফলিবে, তাহার কিছুমাত্র তোমার বোধগম্য হয় না। দেখ, আত্মরক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্র-সম্মত যে সমস্ত উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, পুরাবিদ্‌ব্যক্তিরা তন্মধ্যে যুদ্ধকে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষত দেশকালের অনুকূলতা হইলেই যুদ্ধ বিজয়প্রদ হইয়া থাকে; সুতরাং এই হীন কালে এবং অপকৃষ্ট দেশে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহা কদাচ ফলজনক হইতে পারিবে না। উপযুক্ত দেশে এবং উপযুক্ত কালে বিক্রম প্রকাশ করিলেই তাহা কল্যাণের নিমিত্ত বিহিত হয়; অতএব দেশ কালের অনুকূলতানুসারে কার্য্য-সকলের সংবিধান কর্ত্তব্য; নতুবা রথকারের মনের ভাব লইয়াই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখন সংগ্রাম করিতে অধ্যবসিত হন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের কোন প্রকারে উচিত নহে। দেখ, অর্জ্জুন একাকী কুরুদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; একাকী অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন; পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত একাকী ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন; সুভদ্রাহরণ সময়ে কৃষ্ণসহ একাকী দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছেন; কিরাতরূপী রুদ্রকে একাকী সংগ্রামে সন্তুষ্ট করিয়াছেন; এই বনমধ্যে জয়দ্রথকে একাকী পরাস্ত করিয়া অপহৃতা পাঞ্চালীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত একাকী ইন্দ্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন; একাকী শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের যশোবর্দ্ধন করিয়াছেন; অরিন্দম গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ও তাঁহার সুদুর্জ্জয় সৈন্যগণকে সমরে একাকী বলপূর্ব্বক বিজিত করিয়াছেন; এবং দেবতাদিগেরও অবধ্য নিবাত-কবচ কালকঞ্জ প্রভৃতি সেই দুর্দান্ত দানবদিগকে সংগ্রামে একাকী নিপাতিত করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি একাকী কোন্ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছ? অহে কর্ণ! অর্জ্জুন একাকী দিগ্বিজয় করিয়া যেমন দিঙ্মণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তুমি একাকী কোন্ মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছ? অধিক আর কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রও পার্থের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত নহেন। সেই উত্তমতেজা অর্জ্জুনের সহিত তুমি যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার তাদৃশী ইচ্ছা কেবল দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা কুপিত বিষধরের মুখ হইতে বিষদন্ত উৎপাটন করিবার, অথবা অঙ্কুশ হস্তে না লইয়াই একাকী বনচারী মত্ত মাতঙ্গ আরোহণে নগরে গমন করিবার, কিংবা ঘৃতাক্তচীরবাসা হইয়া ঘৃত মেদ বসাদি দ্বারা সমিদ্ধ প্রদীপ্ত পাবক-মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করা মাত্র হইতেছে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ বন্ধন করিয়া গলদেশে একখান সুবৃহৎ শিলাখণ্ড ধারণপূর্ব্বক দুস্তর সাগর সন্তরণে প্রবৃত্ত হয়? প্রবৃত্ত হইলেই বা তাহাতে কি পুরুষার্থ প্রকাশিত হইতে পারে? অহে কর্ণ! যে ব্যক্তি হীনবল ও অকৃতাস্ত্র হইয়া তাদৃশ মহাবলসম্পন্ন অস্ত্র-প্রয়োগপারদর্শী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করে, সে নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধি। এই অর্জ্জুন অস্মদাদি-কর্তৃক ত্রয়োদশ বৎসরের নিমিত্ত প্রতারণা দ্বারা প্রবাসিত হইয়াছেন; এক্ষণে পাশবিনির্ম্মুক্ত সিংহের ন্যায় আমাদিগের কি আর শেষ রাখিবেন! ফলত পার্থ কূপ-প্রচ্ছন্ন অনলের ন্যায় এস্থলে গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন জানিতে না পারিয়া আমরা তৎসমীপে করত অতিশয় ভয়জনক বিষয়ে পতিত হইলাম। যাহা হউক, এক্ষণে সৈনিকেরা কবচ ধারণপূর্ব্বক ব্যূহবদ্ধ হইয়া সংগ্রামার্থ প্রস্তুত থাকুক এবং আমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সমাগত পার্থের সহিত যুদ্ধ করি। অহে কর্ণ! তুমি একাকী তাহার প্রতিযোধ হইবে, এরূপ দুঃসাহস কদাচ করিও না; যদি ভীষ্ম দ্রোণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, তুমি ও আমি এই ছয় জন রথী সমবেত হইয়া থাকি, তাহা হইলেই সমরোদ্যত বজ্রপাণির ন্যায় যুদ্ধার্থ ব্যবস্থিত ধনঞ্জয়ের কথঞ্চিৎ প্রতিযোধী হইতে পারিব। অতএব এক্ষণে সৈনিকদিগকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা উচিত। সুরক্ষিত হইয়া থাকিতে পারিলে, দানবেরা যেমন দেবরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ আমরাও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

অশ্বত্থামা কহিলেন, অহে কর্ণ! গোধন সমস্ত এখনও বিজিত হয় নাই, নিজ সীমার বহির্ভূত হইয়াও যায় নাই এবং হস্তিনাতেও নীত হয় নাই; তবে কিসে তুমি এত আত্মশ্লাঘা করিতেছ? মহানুভব বীর পুরুষেরা বহুতর সংগ্রামে বিজয় লাভপূর্ব্বক বিপুল ধনরাশি সংগ্রহ করিলেও কখন আত্মপৌরুষের ব্যাখ্যা করেন না। অগ্নি মৌনী হইয়াই দহন করেন; দিবাকর নীরব থাকিয়াই জগতীতলের তিমির হরণ করেন; এবং বসুন্ধরা নিঃশব্দ হইয়াই এই চরাচর ভূতসমস্ত ধারণ করিয়া থাকেন। দেখ, যে সকল কর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জ্জন করা উপযুক্ত এবং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কোন দোষ হয় না, বিধাতা চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতি সেই কর্ম্মই বিধান করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক যজন ও যাজন কর্ম্ম করিবেন; ক্ষত্রিয়, শস্ত্রাশ্রয়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিয়া কেবল যজনমাত্র করিবেন, যাজন করিবেন না; বৈশ্য, কৃষি বাণিজ্যাদিদ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া বেদোক্ত কর্ম্মসমস্ত সম্পাদন করিবে এবং শূদ্র, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সর্ব্বদা শুশ্রূষা করিবে। মহাভাগ পাণ্ডবেরাও শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া বঞ্চনালেশ পরিশূন্য উপায়দ্বারা এই মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তথাপি কখন আত্মশ্লাঘা করেন নাই; গুরুজনেরা তাঁহাদিগের প্রতি যে এত বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা কোন নিন্দা না করিয়া বরং অতিবিনীত ভাবে তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিয়াই থাকেন। কিন্তু এই ক্রূরমতি ঘৃণাশূন্য দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ কপট-দ্যূতে রাজ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়? এবং কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তিই বা মাংসজীবীর ন্যায় প্রবঞ্চনাদ্বারা এইরূপে ধনলাভ করিয়া আত্মপ্রশংসা করে?

অহে কর্ণ! তুমি পাণ্ডবদিগের ধন হরণ করিয়াছ বটে, কিন্তু বল দেখি, কোন্ দ্বৈরথযুদ্ধে ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিয়াছ? কোন্ সময়েই বা নকুল সহদেবকে পরাভূত করিয়াছ? যুধি-

স্থিরই বা কোন সংগ্রামে তোমাকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন? মহাবল ভীমসেনকেই বা তুমি কোন সময়ে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলে? কোন্ সংগ্রামেই বা ইন্দ্রপ্রস্থ তোমার হস্তগত হইয়াছিল? এবং কবেই বা এমন যুদ্ধ করিয়াছিলে, যাহাতে কৃষ্ণা তোমার করস্থা হইয়াছিলেন? রে পাপকর্ম্মন্! করিবার মধ্যে তুমি কেবল, সাধ্বী স্বধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনীকে একবস্ত্রা করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করিয়াছিলে। সারার্থী ব্যক্তি যেমন চন্দন ছেদন করে, তদ্রূপ তুমি ধনার্থী হইয়া দ্রৌপদীর অবমাননাদ্বারা পাণ্ডবরূপ তরুসকলের মহৎমূল কর্ত্তন করিয়াছ! যৎকালে তুমি সেই বীভৎস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়াছিলে তখন বিদুর কি বলিয়াছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? ক্ষমাগুণ যে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে; এমন কি পিপীলিকা মক্ষিকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গেরাও আপন আপন শক্ত্যনুসারে ক্ষমা প্রদর্শন করে; কিন্তু পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর পরিভব-জনিত সেই অপরিসীম ক্লেশরাশি কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারেন না, এইজন্যই ধৃতরাষ্ট্র সন্তানগণের সংহারসাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তুমি আপনাকে বিজ্ঞ মনে করিয়া বক্তৃতাশক্তির মহা আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছ বটে, কিন্তু অদ্য রিপুক্ষয়কারী অর্জ্জুন আর আমাদিগের কিছুমাত্র শেষ রাখিবেন না। যদি আমরা দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসগণেরও সাহায্য প্রাপ্ত হই, তথাপি কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ভয় পাইয়া কদাচ যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইবেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া যে যে ব্যক্তির প্রতি আপতিত হইবেন, তাহারা বৈনতেয়-বেগ-পতিত পাদপপুঞ্জের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া অবশ্যই গতাসু হইবে, সন্দেহ নাই। আচার্য্য মহাশয়, অর্জ্জুনের কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ করিলেন বলিয়া তোমাদের সকলেরই তাহা অসহ্য হইল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপেক্ষা অধিকতর বীর্য্যশালী, ধনুর্ব্বিদ্যায় দেবরাজসদৃশ এবং সংগ্রামে বাসুদেবতুল্য ধনঞ্জয়কে কে না প্রশংসা করিয়া থাকে? যিনি দৈব অস্ত্রদ্বারা দৈব অস্ত্রের এবং লৌকিক অস্ত্রদ্বারা লৌকিক অস্ত্রের ছেদন করত যুদ্ধ করেন, সেই অর্জ্জুনের তুল্যবল হইতে পারে, এমন কোন্ পুরুষ বিদ্যমান আছে? বিশেষত উপযুক্ত শিষ্য যে পুত্রসদৃশ স্নেহভাজন হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন; সুতরাং ধনঞ্জয় যে দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়পাত্র হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কথা কি?—রাজন্ দুর্য্যোধন! আপনি যেরূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তগত করিয়াছিলেন, যেরূপে দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়াই সম্প্রতি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করুন? অদ্বিতীয় ক্ষাত্রধর্ম্মবিশারদ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, দুষ্টদ্যূত-নিষেবী আপনার এই মাতুল গান্ধাররাজ শকুনিই অদ্য সংগ্রামের অধিনায়ক হউন! কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, গাণ্ডীব কখন অক্ষ-নিক্ষেপ করে না; প্রদেশ-ভেদে একাদি অঙ্ক-চতুষ্টয় সমন্বিত পাশকের যে যে অঙ্ক পতিত হইলে জয় হয়, সেই দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যনামক [illegible] সমস্তও উহা হইতে পতিত হয় না, কেবল সুশাণিত জাজ্বল্যমান তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সায়কসমুদায়ই বিনির্গত হইতে থাকে। সেই গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত গৃধ্রপক্ষান্বিত সুতেজন শরসমূহ শৈল-সকলকেও বিদীর্ণ করিতে পারে, সুতরাং তৎসমুদায় কখন লক্ষ্যমধ্যে অবস্থিত হইবার নহে। লোকান্তকারী কৃতান্ত, পবন ও বাড়বানলের আক্রমণ হইতেও বরং কদাচিৎ কিছু শেষ থাকে, কিন্তু গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইচ্ছা হয়, আচার্য্য যুদ্ধ করুন, কিন্তু আমি অর্জ্জুনের সহিত কদাচ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না। যদি মৎস্যরাজ স্বয়ং গোধন রক্ষা করিতে গোষ্ঠে আসিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতাম।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য উভয়েই যেরূপ বলিলেন, তাহা উত্তম যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু কর্ণও ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারেই যুদ্ধের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। আচার্য্যের প্রতি দোষারোপ করা কোন বিজ্ঞ লোকেরই উচিত নহে; তবে আমার বিবেচনায় দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী পঞ্চজন মহারথ যাঁহার শত্রু, তিনি বিচক্ষণ হইলেও সেই শত্রুগণের অভ্যুদয় দর্শনে অবশ্যই বিমুগ্ধ হইতে পারেন। ফলত আত্মসংক্রান্ত বিষয়ে সকলেরই ভ্রম জন্মে; এমন কি, যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাও তদ্বিষয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন; অতএব হে রাজন্! যদি আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হয়, তবে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য।—হে আচার্য্যপুত্র! কর্ণ যে কথা বলিলেন, সে কেবল আমাদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মাত্র; অতএব আপনি ক্ষমা করুন! দেখুন, সংপ্রতি মহৎ কার্য্য উপস্থিত। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যুদ্ধার্থ উপনীত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে গৃহবিবাদের সময় নহে। আপনি, দ্রোণ ও কৃপ, সকলেরই এখন সকল বিষয়ে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু আপনাদিগের অস্ত্রবিদ্যা আদিত্যের প্রভাতুল্য সমধিক গৌরব-বিধায়িনী। লক্ষ্মী যেমন চন্দ্রমা হইতে কোন প্রকারে বিপ্রকৃষ্টা না হইয়া চিরস্থিরা থাকেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্রও আপনাদিগেতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা সচরাচর পৃথক্ পৃথক্ আধারেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতাচার্য্য দ্রোণ ও তাঁহার পুত্র, এই দুই ব্যক্তিতে উক্ত উভয় বিদ্যারই সম্পূর্ণ সমাবেশ হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইহাঁরা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষেতে এরূপ ঘটনা কখন শ্রবণ করি নাই। ফলত ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদ-সমুদায়ের একত্র সমাবেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে; অতএব হে আচার্য্যপুত্র! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। এখন আত্মভেদের সময় নহে। প্রজ্ঞাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা সৈন্যগণের যে সমস্ত ব্যসন বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভেদই প্রধান পাপিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সকলেই মিলিত হইয়া, সমাগত ইন্দ্রতনয়ের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। অশ্বত্থামা কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগত হইলেও সম্প্রতি আমাদিগের এরূপ উক্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু রোষপরীত হইয়াই আচার্য্য অর্জ্জুনের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন! দেখুন, শাস্ত্রে শত্রুরও গুণ-বর্ণন এবং গুরুজনেরও দোষ-কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে; আর পুত্র ও শিষ্যের প্রতি সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বথা হিতকর

বাক্য কহিবার বিধিও উল্লিখিত হইয়াছে। তখন দুর্য্যোধন বিনম্রভাবে কহিলেন, আচার্য্য মহাশয় আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। যাহাতে ইঁহার ক্রোধের শান্তি হয়, সকলে মিলিত হইয়া তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য; কেননা গুরুর মনে ভিন্নভাব না থাকিলে, ভাবি-কর্ত্তব্য কর্ম্মও যেন নির্ব্বাহ হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন মহাত্মা ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ সমভিব্যাহারে দ্রোণকে ক্ষান্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি এই কথা বলিলেন যে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অগ্রে যে শ্রেষ্ঠবাক্যের উক্তি করিয়াছেন, আমি তাহাতেই প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে যাহা অনন্তর কর্ত্তব্য, তাহার বিধান কর; যাহাতে অর্জ্জুন আসিয়া রাজার পুরোবর্ত্তী হইতে না পারে এবং দুর্য্যোধনও যাহাতে অসঙ্গত সাহস বা মোহবশত শত্রুর হস্তগত না হন, সকলে এরূপ সুনীতি সংস্থাপন কর। বোধ হয়, পাণ্ডবদিগের বনবাসের নিয়মিত সময় অতীত হইয়াছে; তাহা না হইলে অর্জ্জুন কখনই আত্মপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইত না; এবং অদ্য যে গোধন প্রত্যাহরণ করিয়াই আমাদিগকে ক্ষমা করিবে, এমনও প্রতীত হয় না; অতএব যাহাতে সে কোন মতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে না পারে এবং সৈনিকেরাও যাহাতে পরাজয় প্রাপ্ত না হয়, সম্প্রতি এরূপ নীতি বিধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পূর্ণ হইবার পক্ষে আমি যেরূপ সংশয়িত বাক্য বলিতেছি, দুর্য্যোধনও পূর্ব্বে এইরূপই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে গঙ্গাতনয় তাহা স্মরণ করিয়া যেরূপ বক্তব্য হয়, ব্যক্ত করুন।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, কালচক্রে কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, গ্রহ ও নক্ষত্র সকল যোজিত আছে; এইরূপ কালবিভাগ দ্বারা কালচক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। গ্রহগণসম্বন্ধীয় গতির কালাতিরেক এবং নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যতিক্রম, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য-কর্ত্তৃক লঙ্ঘন প্রযুক্ত প্রতি-পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া অধিক হইয়া উঠে। এই প্রকার গণনায় ত্রয়োদশ বর্ষে পঞ্চ মাস দ্বাদশ রাত্রি অধিক হওয়ায় আমার বিবেচনায় পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় সম্পূর্ণরূপেই প্রতিপালিত হইয়াছে। অর্জ্জুনও এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমাগত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহারা সকলেই মহাত্মা ও ধর্ম্মার্থ-পারদর্শী; বিশেষত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন তাহাদের নিয়ন্তা রহিয়াছেন, তখন কিরূপেই বা তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে অপরাদ্ধ হইতে পারে! সেই কৌরবনন্দনেরা যে লোভের পরতন্ত্র নহে, বনবাসরূপ দুষ্কর কর্ম্ম স্বীকার করাতেই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; নতুবা যদি অসদুপায় দ্বারা রাজ্যভোগের অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে সেই পাশক্রীড়া সময়েই তাহারা বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইত; পরন্তু ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় ক্ষত্রিয়-ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই। সংপ্রতি সেই ব্রত মিথ্যা হইল, যে ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করিবে, সে অবশ্যই পরাভব প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু উহা প্রসিদ্ধই আছে যে, পাণ্ডবেরা মরণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারে, তথাপি মিথ্যাপথে পদার্পণ করিতে কোন মতেই সম্মত হয় না; কিন্তু আবার প্রাপ্তকালে বজ্রপাণি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলেও আপন প্রাপ্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করে না। হে রাজন্! সেই পাণ্ডবগণের মধ্যে সকল-শস্ত্রধারি-প্রধান অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগকে নিশ্চয়ই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে সন্দেহ নাই; অতএব এ সময়ের সমুচিত এমন কোন সাধুসম্মত হিতকর নিয়মের বিধান কর, যাহাতে আমাদিগের অভীষ্ট বিষয় কোনক্রমে শত্রুর হস্তগত না হয়। হে কৌরব! "অদ্য আমাদেরই জয় লাভ হইবে," কোন সংগ্রামেই এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না; বিশেষত অদ্যকার যুদ্ধে সর্ব্বসমর-বিজয়ী ধনঞ্জয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে। সচরাচর এরূপ দৃষ্ট হয় যে, যুদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই এক পক্ষের জয় ও অভ্যুদয় এবং অপর পক্ষের পরাজয় বা বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে যুদ্ধোচিতই হউক, অথবা ধর্ম্মসম্মতই হউক, যেরূপ কর্ম্ম করা বিহিত বোধ হয়, শীঘ্রই তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু অর্জ্জুন আগতপ্রায়। দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতামহ! আমি বিনা যুদ্ধে কোন মতেই পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না; অতএব আপনি যুদ্ধ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন তদ্বিধানেই যত্নবান্ হউন। ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুনন্দন! আমি সর্ব্বথা তোমার হিত কথাই বলিয়া থাকি; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার বিবেচনায় যেরূপ করা উচিত হইতেছে, যদি তোমার অভিমত হয় শ্রবণ কর। তুমি সমস্ত সৈনিকদিগকে অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত করত স্বয়ং একাংশ লইয়া নগরাভিমুখে গমন কর; অপর একাংশ সৈন্য গোধন লইয়া যাউক, আর আমরা অবশিষ্ট অংশ দ্বয় লইয়া অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করি। আমি, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ, সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে অর্জ্জুন, কি মৎস্যরাজ, অথবা স্বয়ং দেবরাজই সমরার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত হউন, আমরা অবশ্যই তাঁহাকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা ভীষ্মের উক্ত পরামর্শে সকলেই সম্মত হইলেন এবং কৌরবরাজ দুর্য্যোধনও অবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। ভীষ্মদেব অগ্রে রাজাকে, পশ্চাৎ গোধন-সকলকে বিদায় করণানন্তর সেনানীদিগকে যথাস্থানে ব্যবস্থাপিত করত ব্যূহরচনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আচার্য্য মধ্যস্থানে অবস্থিতি করুন; অশ্বত্থামা বাম পার্শ্ব এবং কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন; কর্ণ সম্যক্ সন্নাহযুক্ত হইয়া অগ্রভাগে থাকুন; আর আমি সমুদয় সৈনিকদিগের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সংরক্ষণ করি।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন কৌরবদিগের মহারথেরা উক্তরূপে সৈন্য বিন্যাস করিলে অর্জ্জুন রথনির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করত তাঁহাদিগের অভিমুখে দ্রুত-গতি ধাবিত হইলেন। সেনানীগণ তাঁহার ধ্বজাগ্র দর্শন এবং রথনেমি ও গাণ্ডীব-নিস্বন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য গাণ্ডীবধম্বা মহারথ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, দূর হইতে ধনঞ্জয়ের পতাকা প্রকাশ পাইতেছে। তাহারই এই রথশব্দ শ্রুত হইতেছে এবং ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর ভৈরব রব বিস্তার করিতেছে। রথিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসূনু মনোহর রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক ঐ অশনিসদৃশ নিনাদযুক্ত ধনুঃশ্রেষ্ঠ

পাণ্ডীব উৎকর্ষণ করিতেছে। এই দেখ এককালে দুইটি বাণ আসিয়া আমার পদদ্বয়ে পতিত হইল এবং অপর সায়কদ্বয় শ্রবণযুগল স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল; ইহাতে বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন অমানুষ কর্ম্মসকল সম্পাদনপূর্ব্বক বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমাকে অভিবাদন ও মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছে। লক্ষ্মীদ্বারা অতিমাত্র প্রজ্বলিত বান্ধবপ্রিয় প্রজ্ঞাবান্ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় অদ্য বহুকালপরে আমাদিগের নেত্রপথের পান্থ হইল। আহা! পতাকান্বিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া কবচ, কিরীট, শঙ্খ, উৎকৃষ্ট তল, তূণীর, খড়্গ ও শর শরাসনাদি অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত ধারণ করায়, হবনপাত্র-পুঞ্জে পরিবৃত ঘৃতধারা-সিক্ত পাবকের ন্যায় উহার কিবা অপরূপ রূপই প্রকাশ পাইতেছে!"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে অর্জ্জুন সংগ্রামে সমুপস্থিত কুরু সৈন্য সমস্ত অবলোকন করিয়া মৎস্যরাজ-পুত্রকে সম্বোধন পুরঃসর তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন যে, হে সারথে! শত্রুসৈন্যোপরি শর-নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, এরূপ পরিমিত স্থানে অশ্ব সংযমন কর; আমি একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় অবস্থিতি করিতেছে। সেই অতি-মানী কাপুরুষকে দেখিতে পাইলে আমি অপর সকল সেনানীদিগকে উপেক্ষা করিয়া তাহার মস্তকেই পতিত হইব; কেননা তাহাকে পরাভূত করিলে অপর সকলে আপনা হইতেই পরাজিত হইবে। এস্থলে যখন মহাধনুর্দ্ধারী ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণ, সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল রাজাকেই দেখা যাইতেছে না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে সে প্রাণভয়ে গোধন লইয়া ঐ দক্ষিণ পথে পলায়ন করিতেছে। অতএব হে বিরাটতনয়! এই দৃশ্যমান মহারথগণকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সুযোধন আছে, সেই খানেই রথ লইয়া চল; আমাকে তাহার সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে হইবে; যেহেতু তাহাকে পরাভূত করিয়া গোধন প্রত্যানয়ন করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পার্থের এইরূপ আদেশে উত্তর যত্ন-সহকারে অশ্ব সংযমন করিয়া, যে স্থলে সেই কুরুপুঙ্গবগণ সন্নিবেশিত ছিলেন, সে দিক্ হইতে রশ্মি নিবর্ত্তনপূর্ব্বক সুযোধনের গমন-পথ লক্ষ্য করিয়াই অশ্ব নোদন করিলেন। শ্বেতবাহন রথকদম্ব-পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান-পরায়ণ হইলে দ্রোণাচার্য্য তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেনানীগণকে এই কথা বলিলেন যে, বোধ হয়, রাজার অনুপস্থিতিপ্রযুক্ত ধনঞ্জয় এস্থলে অবস্থিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে না, এই নিমিত্ত ঐরূপ বেগে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছে; অতএব চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র উহার পার্ষ্ণি গ্রহণ করি। অর্জ্জুন অতিমাত্র সংক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজ সহস্রাক্ষ বা দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার সহিত একাকী প্রতিযুদ্ধ করে। এক্ষণে দুস্তর পার্থসলিলে দুর্য্যোধন-তরী নিমগ্ন হইলে আমাদিগের গোধন বা বিপুল সম্পত্তির আর প্রয়োজন কি? এদিকে অর্জ্জুন অবিলম্বেই সেই দুর্য্যোধন-সহগামী সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আত্ম-নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক সেনাসকলকে এককালে শলভ-সমূহ সদৃশ শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই সমস্ত শরস্তোমে কুরুবল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, সকলেরই দৃষ্টিপথ একবারে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল; সুতরাং সমরার্থ আপতিত সৈন্যগণের আর পলায়ন করিতেও মতি হইল না। তৎকালে তাঁহারা সকলেই কেবল পার্থের লঘুহস্ততা বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন শত্রুদিগের লোমাঞ্চকর শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক ধ্বজস্থিত ভূতগণকেও শব্দ করণার্থ নিয়োগ করিলেন। তাঁহার সেই ভয়ানক শঙ্খনিনাদে, রথনেমি-ধ্বনিতে, গাণ্ডীব-নির্ঘোষে এবং ধ্বজা-বিভূত ভূতগণের অমানুষ শব্দে বসুমতী কম্পিতা হইতে থাকিলেন এবং গবীগণও অমনি ঊর্দ্ধে পুচ্ছ বিকম্পিত করত হম্বারব করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতে লাগিল।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধানুষ্কপ্রধান ধনঞ্জয় যদিও বলপূর্ব্বক বিপক্ষ-দল দলন করিয়া গোধন উদ্ধার করিলেন, তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া মৎস্যরাজের প্রিয় করণাভিলাষে দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কুরু-প্রবীরগণ গোসকলকে অতিবেগে মৎস্যনগরাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য বোধ করিলেন, এবং যখন দেখিলেন, তিনি দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতেছেন, তখন আর বিলম্ব না করিয়া সকলেই অমনি সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শত্রুনিহন্তা সব্যসাচী বহুল ধ্বজপতাকা-সঙ্কুল কুরু-বলকে প্রগাঢ়রূপে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া বিরাটনন্দন উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন অহে রাজকুমার! আমাকে মহারথগণ-সন্নিধানে উপনীত হইতে হইবে; অতএব তুমি যত শীঘ্র পার; এই পথে সুবর্ণ-রশ্মিসম্বদ্ধ শ্বেতাশ্বগণকে পরিচালিত করিতে যত্নবান্ হও। প্রথমত আমাকে কর্ণের সম্মুখে লইয়া চল; কেননা ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে দর্পিত হইয়া হস্তী যেমন হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে চায়, তদ্রূপ সর্ব্বদাই আমার সহিত যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে।

বিরাট-তনয় সেই কাঞ্চন কক্ষান্বিত বাতবেগী বৃহদাকার ঘোটকগণদ্বারা প্রথমত সেই রথিসৈন্য সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, পরে অর্জ্জুনকে রণস্থলমধ্যে উপনীত করিলেন। তখন চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ, শত্রুসহ ও জয়, এই কয়েক জন মহারথেরা কর্ণের সাহায্যার্থে বিপাঠাদি বহুতর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আক্রমণোদ্যত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান্ হইলেন। তাহা দেখিয়া পুরুষ-প্রধান পার্থবীর মহাক্রোধ-ভরে দাবানলে বন-সকল যেমন দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শাণিত শরানল-সহকারে কৌরবদিগের রথসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইলে কুরুপ্রবীর বিকর্ণ রথারূঢ় হইয়া ভীষণ বিপাঠ-বর্ষণ সহকারে সহসা সেই অতিরথী ভীমানুজের সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিকর্ণের কাঞ্চন-নদ্ধকোটি সুদৃঢ়-জ্যাযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ রথধ্বজ পাতিত করিলেন; বিকর্ণও ছিন্নধ্বজ হইয়া বেগে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। তখন শত্রুন্তপ কোপ সংবরণ করিতে না পারিয়া শত্রুগণ-বাধিতা অমানুষ-কর্ম্মকারী পার্থকে কূর্ম্মনখাস্ত্র-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিলেন। কুরুসৈন্য-মধ্য-পতিত ধনঞ্জয় সেই অতিরথী নরপতি শত্রুন্তপ-কর্ত্তৃক যেমন বিদ্ধ হইলেন, অমনি তৎক্ষণমাত্র তাঁহাকে পঞ্চশর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে দশ শর দ্বারা নিহত করিলেন। তৎপরে বর্ম্মাভিগামী

মর্ম্মভেদী বাণদ্বারা পুনরায় শত্রুন্তপকে বিদ্ধ করিলে তিনি তথনই গতাসু হইয়া গিরিশিখর হইতে বাতরুগ্ন বৃক্ষ যেমন অতিবেগে ভূমিতলে আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ করিয়া পড়িলেন। সেই মহারথ বীর পুরুষেরা পুরুষ-প্রধান বীরবর পার্থকর্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া কাল-সহকৃত প্রবল সমীরণ-সঞ্চারে মহাবনের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকিলেন। বাসব-সদৃশ বীর্য্যশালী, সুবেশ-ভূষিত, বসুপ্রদ, নরপ্রবীর যুবকেরা সমরে বাসব-সূনু-কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত কাঞ্চন পরিষ্কৃত বর্ম্ম-দ্বারা সন্নদ্ধ হিমালয়-সম্ভূত প্রবৃদ্ধ মাতঙ্গযূথের ন্যায় ধরা-শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। গাণ্ডীবধন্বা পুরুষ-প্রবীর অতিরথী সব্যসাচী এইরূপে নিদাঘশেষে দব-দহনকারী অনলের ন্যায় অবলীলাক্রমে বৈরিদল দলন করত রণাঙ্গনে রথারোহণে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালে পাদপগণের শুষ্ক পত্র-সমুদয় যেমন প্রবল পবন-হিল্লোলে বিশীর্ণ হইয়া গগনমণ্ডলে বিকীর্ণ হইতে থাকে, তদ্রূপ পার্থশরে কৌরব সৈন্যেরা বিপ্রকীর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। অসাধারণ সত্ত্বসম্পন্ন কিরীটমালী কুন্তীনন্দন, কর্ণভ্রাতা সংগ্রামজিতের রথযোজিত লোহিত বর্ণ তুরঙ্গমগণ নিহত করিয়া তাহার প্রতি এমনি একটি শর নিক্ষেপ করিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকটা গ্রীবা হইতে বিগলিত হইয়া পড়িল। তখন সিংহসদৃশ বিক্রমশালী প্রভাকর-কুমার কর্ণবীর নিজভ্রাতার নিধন সন্দর্শনে অসামান্য বীর্য্য প্রকাশে উদ্যত হইয়া নাগরাজ যেমন দন্তদ্বয় সমুদ্ধৃত করিয়া প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শীঘ্রহস্তে দ্বাদশ শরদ্বারা আহত করিয়া উত্তরের হস্ত ও অশ্ব-চতুষ্টয়ের গাত্র-সমস্ত বিদ্ধ করিলেন। সেই রূপে সহসা আপতিত সূর্য্য-তনয়ের প্রতি কিরীটীও সহসা অভিপতিত হইয়া ভুজঙ্গের প্রতি আক্রমণকারী বিচিত্র পক্ষান্বিত বিহঙ্গরাজের ন্যায় সমধিক বেগ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে সত্বর আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ধনুর্দ্ধরপ্রধান ও মহাবল-সম্পন্ন এবং উভয়েই শত্রুসংহননে সক্ষম; সুতরাং তাঁহাদিগের পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সমস্ত কৌরব-সৈন্যেরা তদ্দর্শনে সমুৎসুক হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিল। অর্জ্জুন ক্রোধে অধীর হইয়া অপরাধী কর্ণের প্রতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক উল্লাসভরে শীঘ্র-হস্তে এরূপ ঘোরতর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, বাহন, রথ ও পতাকা সমেত তাঁহাকে এককালে তিরোভূত করিয়া ফেলিলেন। শরজালে কর্ণের রথ আচ্ছাদিত হইলে পর কুরুবরগণের হয়-হস্তী রথ-সংবলিত ভীষ্ম-প্রভৃতি অপরাপর যোধগণ পার্থের বিশিখপাতে প্রপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কর্ণও অজস্র সায়ক নিক্ষেপ দ্বারা অর্জ্জুন-বাহুমুক্ত শর-সকল প্রতিহত করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই স্ফুলিঙ্গযুক্ত অগ্নির ন্যায় ধনুর্ব্বাণ-সহিত প্রকাশিত হইলেন। কৌরবসৈন্যেরা তৎকালে তাঁহাকে জ্যাতল-শব্দ-পুরঃসর শরবর্ষণ দ্বারা পার্থকে অন্তর্হিত করিতে দেখিয়া তাঁহার সমর-নৈপুণ্যের বিস্তর প্রশংসা সহকারে সাতিশয় হর্ষভরে জয়ধ্বনি, করতালী ও শঙ্খ-ভেরী পটহাদির শব্দ করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন-সম্বন্ধীয় কপিধ্বজের লাঙ্গুলরূপ মহাপতাকা ঊর্দ্ধে কম্পিত হইতেছে, ধ্বজের উত্তমাংশ-স্থিত ভীষণ ভূত সমস্ত চীৎকার করিতেছে এবং অর্জ্জুন গাণ্ডীব নির্ঘোষে দশ দিক্ নিনাদিত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণ মহা আস্ফালন করিতে থাকিলেন।

এ দিকে অর্জ্জুনও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে অবলোকন করিয়া সূর্য্যকুমারের প্রতি বলপূর্ব্বক এরূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত জর্জ্জরিত হইতে হইল। কর্ণ পার্থবাণে ক্ষত বিক্ষত হইলেন বটে, তথাপি নিরস্ত না হইয়া আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে মেঘের বারি-বর্ষণের ন্যায় অর্জ্জুনের উপর অজস্র অস্ত্র-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আবার ধনঞ্জয়ও সেইরূপ নিশিত শরজালে কর্ণকে আচ্ছাদিত করিতে থাকিলেন। এই প্রকারে মহাঘোর অস্ত্রবিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ-বিশিখসমূহ বিসর্জ্জনকারী সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রামে দর্শকগণ উভয়কেই রথমধ্যে বিলীন হইতে দেখিয়া মেঘান্তরিত সূর্য্য ও শশধরের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। পরিশেষে কর্ণ অমর্ষ-পরবশ হইয়া শীঘ্রহস্তে কিরীটীর অশ্ব চতুষ্টয়কে শাণিত সায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিলেন এবং শরত্রয়ে তাঁহার সারথিকে সত্বর বিদ্ধ করিয়া অপর তিন বাণে ধ্বজা বেধ করিলেন। তখন সমরাবমর্দ্দী গাণ্ডীবধন্বা কুরুকুল-ধুরন্ধর মহাত্মা ধনঞ্জয়, কর্ণের শস্ত্রবৃষ্টি দ্বারা অভিহত ও অতিবিদ্ধ হওয়ায় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় প্রবোধিত হইয়া তাঁহার প্রতি অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ সহকারে অমানুষ কর্ম্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অংশুমালী দিবাকর যেমন স্বকীয় কিরণে জগতীতল অভিব্যাপ্ত করেন, তদ্রূপ তিনি বাণজালে কর্ণের রথখানি একবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন; এবং কোন প্রবল-পরাক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গ অপর মাতঙ্গকর্ত্তৃক অভিহত হইলে যেরূপ অভিসংক্রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিষমতর রোষাবিষ্ট হইয়া তূণ হইতে নিশিত ভল্ল-সকল গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে সূতপুত্রকে এরূপ বিদ্ধ করিলেন যে, তাঁহার বাহু, ঊরু, মস্তক, ললাট ও গ্রীবাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। এইরূপে শত্রু-বিমর্দ্দনকারী অর্জ্জুনের কর নিক্ষিপ্ত গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত সাক্ষাৎ অশনিসদৃশ সায়ক-সমূহদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া কর্ণ, গজরাজাভিহত গজের ন্যায় তৎক্ষণমাত্র সমর-ক্ষেত্র পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক অতিবেগে পলায়ন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথেরা স্বীয় স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া শরনিকর বর্ষণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। রথসত্তম শ্বেতবাহন কুন্তীনন্দন বীভৎসুও সমুদ্র-বেগ-রোধী উপকূলের ন্যায় অবলীলাক্রমে সেই আক্রমণকারী ব্যূহ-রচিত কুরুবল-সকলের বেগ সংবরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে দিব্য অস্ত্র-সমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রভাকরের প্রভাপটলে মহীমণ্ডল যেমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত সায়ক-সমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইল। কি অশ্বারোহী, কি গজারোহী, কি রথী, কি পদাতিক, সমস্ত কৌরব-সৈন্যমধ্যে এমন কোনব্যক্তিই রহিল না, যাহার শরীরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও বিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট থাকিল। অশ্বগণের সুশিক্ষা, উত্তরের রথ-চালন-নৈপুণ্য এবং অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ-দক্ষতা ও অস-

মাত্র বীর্য্যবত্ত্ব সন্দর্শনে ভূরি ভূরি প্রশংসা-পূর্ব্বক সকলেই তাঁহাকে প্রজাপুঞ্জ-দহনকারী প্রলয়ানলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। যেমন প্রদীপ্ত পাবকের প্রতি কেহই সহসা দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারে না, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয়েরা অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিতেই অসমর্থ হইল। শৈলসানু-সন্নিহিত অভিনব জলধারাশ্রেণী সূর্য্যরশ্মি-সহযোগে যেমন বিচিত্রবর্ণ ধারণ করে, অর্জ্জুনের শরাঘাতে গলিত শোণিতধারা দ্বারা যোদ্ধবর্গের শরীর সকলও সেইরূপ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন অশোক বন সমস্তই বিকসিত কুসুম-নিচয়ে সুশোভিত হইয়াছে; অথবা যেন হিরণ্ময়-পুষ্প মাল্য সকল অর্জ্জুন-বাণানলে পরিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। হে ভারত! তৎকালে সমীরণ, অপচ্ছিন্ন ছত্র ও পতাকা-সকল যেন আকাশ-মণ্ডলে ধারণ করিলেন। রথযোজিত অশ্বগণ স্বপক্ষ-বিক্ষোভ দর্শনে ভীত হইয়া যুগ, অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ডে তাহারা বদ্ধ থাকে, তাহা ভগ্ন করণপূর্ব্বক ছিন্ন রথাঙ্গ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। করি-যূথেরা, কর্ণ, কক্ষ, দন্ত ও অধরাদি মর্ম্মস্থানে আহত হইয়া সমরস্থলেই পতিত হইতে থাকিল। মহারাজ! কৌরবদিগের সেই সমস্ত প্রধান প্রধান হস্তি-নিচয়ের সংজ্ঞা-শূন্য কলেবর-সমূহে আবৃত হওয়ায়, রণস্থল ক্ষণকালের মধ্যে যেন মেঘ-পরিবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত হইল। ফলত যুগ-প্রলয় কালে প্রচণ্ডতর শিখাবিশিষ্ট হুতাশন যেমন কালপক্ক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করে, পৃথানন্দন শ্বেতবাহন সেইরূপ রিপুকুল দহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অরাতিমর্দ্দন মহাবল বীভৎসু অস্ত্র সমুদায়ের অসামান্য প্রতাপ, গাণ্ডীবের ভয়াবহ নির্ঘোষ, ধ্বজাধিষ্ঠিত ভূতগণের অমানুষ শব্দ, বানররাজের ভৈরব রব ও প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণকে ভয়-বিহ্বল করিয়া ফেলিলেন। বৈরিবর্গের বল প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই কেবল দর্শনমাত্র দ্বারা যদিও তিনি তাহাদিগের শরীর-সামর্থ্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন, তথাপি সাহস সন্দর্শনে পশ্চাৎ অগত্যা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্যাধ-কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট বিহঙ্গগণের ন্যায় শোণিতাশন গগনসঞ্চারী সুতীক্ষাগ্র শর-সমূহে আকাশমণ্ডল আবৃত করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! কোন ক্ষুদ্র পাত্রমধ্যে প্রখর-কর প্রভাকরের কর-নিকর প্রবিষ্ট হইলে যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তৎকালে দিঙ্মণ্ডল-ব্যাপী অর্জ্জুনের সেই অসংখ্য সায়ক সমস্তও সেইরূপ অপর্য্যাপ্ত হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষীয়েরা সমীপাগত অর্জ্জুনের রথখানিকে কেবল একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিতে পারে; যেহেতু পরক্ষণেই তিনি তাহাদিগকে রথ হইতে অশ্ব সহিত কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া দেন; সুতরাং তাহা আর কি প্রকারে তাহাদিগের নেত্রগোচর হইবে? ফলত তাঁহার শর-সমস্ত যেমন শত্রুগণ-শরীরে সংলগ্ন না থাকিয়া তৎসমুদায় ভেদ করত প্রধাবিত হইতে লাগিল, তাঁহার রথখানিও সেইরূপ সৈন্য-সম্বাধে রুদ্ধ না হইয়া মহাবেগে চলিল। শত্রু-সৈন্যসাগরে পতিত হইয়া তিনি যখন ঐরূপ শীঘ্রহস্তে তাহাকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল, যেন ভুজগরাজ বাসুকিই অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া মহার্ণবমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন। তৎকালে প্রতিশত্রুর প্রতিই অনবরত শর-বর্ষণকারী কিরীটীর কার্ম্মুক হইতে ঈদৃশ ভীষণ শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে আর কখন কাহারও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। রণভূমি পরিকীর্ণ মাতঙ্গগণের শরীরে অল্প অল্প ব্যবহিত স্থানে বাণ বিদ্ধ হওয়ায় তাহারা যেন রবি-কিরণমালা-সংবৃত জলদ-মণ্ডলের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিল। সর্ব্বতঃ সঞ্চরণকারী ধনঞ্জয়ের বাম ও দক্ষিণ উভয়পার্শ্বেই অজস্র অস্ত্র বিসর্জ্জন করাতে শত্রুরা কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসনমাত্রই দৃষ্টি-গোচর করিতে থাকিল। নেত্র সকল যেমন অরূপ পদার্থে কখনই পতিত হয় না, গাণ্ডীবধন্বার সায়ক সকলও সেইরূপ অলক্ষ্য বিষয়ে কদাচ পতিত হয় নাই। বনমধ্যে যুগপৎ গমন-শীল করিযূথের গমনপথ যেমন আপনা হইতেই হইয়া উঠে, রণস্থলে পার্থের রথের পথও তদ্রূপ হইল। শরাহত অরাতিকুল তৎকালে ইহাই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, স্বপুত্রের বিজয়-বাসনায় স্বয়ং দেবরাজ, সমস্ত ত্রিদশবর্গ সমভিব্যাহারে আসিয়া নিঃসন্দেহ আমাদিগকে সংহার করিতেছেন; অথবা প্রজাকুল নির্ম্মূল করিবার মানসে সর্ব্বসংহারকারী কালই অর্জ্জুনরূপ ধারণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতেছেন। ফলত পার্থনিক্ষিপ্ত বিশিখসমূহে কৌরব সৈনিকেরা এরূপ হতাহত হইতে লাগিল যে, তাহার উপমার স্থল পার্থের সংগ্রাম ব্যতীত আর কুত্রাপি সম্ভাবিত হইতেই পারে না। কৃষকেরা যেমন অনায়াসে ধান্যাদি ওষধি-সমস্ত ছেদন করে, অর্জ্জুনও সেইরূপ অবলীলা-ক্রমে শত্রুদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন; যেহেতু তজ্জনিত ভয়প্রযুক্তই কৌরবযোধগণের যাবতীয় বীর্য্য ও সাহস একবারে বিনষ্ট হইতে থাকিল। শত্রুরূপ বনসমস্ত অর্জ্জুনরূপ প্রবল ঝটিকায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লোহিতরূপ নির্যাসপ্রবাহে ধরণীকে শোণিতময়ী করিয়া ফেলিল। সমীর-সঞ্চালিত শোণিতাক্ত ধূলিপটলদ্বারা সূর্য্যরশ্মিও অধিকতর লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সূর্য্যসহ আকাশমণ্ডল এরূপ লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল যেন সন্ধ্যাসময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রভাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিয়াই কর বিতরণে ক্ষান্ত হন, কিন্তু অর্জ্জুনের আর কোন প্রকারেই শর-বিসর্জ্জনে বিরতি নাই। দুর্য্যোধনের সেনানীগণ যদিচ সকলেই মহাধনুর্দ্ধর, সমর বিশারদ ও পৌরুষশালী, তথাপি অচিন্ত্যসত্ত্বসম্পন্ন শূরবর ধনঞ্জয়ের দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগে কেহই আর বিমুগ্ধ হইতে অবশিষ্ট রহিলেন না। পরবীরহন্তা সব্যসাচী প্রথমত দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র-বাণ নিক্ষেপ করিলেন, পরে দুঃসহকে দশবাণে, অশ্বত্থামাকে অষ্টবাণে, দুঃশাসনকে দ্বাদশ-বাণে, শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্যকে তিনবাণে, শান্তনু-তনয় ভীষ্মকে ষষ্টিবাণে এবং রাজা দুর্য্যোধনকে শতবাণে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে কর্ণের কর্ণদেশে একটি কর্ণিকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কেবল কর্ণকে বিদ্ধ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, তাঁহার রথসহিত অশ্ব ও সারথিকেও নিহত করিলেন। এইরূপে সেই সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণবীর বিদ্ধ, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইলে তদীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইতে লাগিল। তখন উত্তর, কর্ণের সৈনিকদিগকে প্রভগ্ন হইতে দেখিয়া অপর যোধগণের অভিজ্ঞানার্থ, সমরাঙ্গণে অবস্থিত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে জিষ্ণো! এই রুচির রথে আরোহণ-পূর্ব্বক আমাকে সারথি করিয়া এক্ষণে আপনি কোন্ সৈন্যশ্রেণীর অভিমুখে যাত্রা করি-

বেন বলুন; আপনার আদেশ পাইলেই আমি তথায় উপস্থিত হইব। অর্জ্জুন কহিলেন, অহে রাজকুমার! নীলপতাকা আশ্রয় করিয়া রথোপরি অবস্থিত, লোহিতাক্ষ, ব্যাঘ্ররূপ ঐ যে চিহ্নটি নিরীক্ষণ করিতেছ, উহা কৃপাচার্য্যসম্বন্ধীয় সৈন্যের অগ্রভাগ; সংপ্রতি উঁহার নিকটেই আমাকে লইয়া চল; ঐ দৃঢ় ধনুর্দ্ধারী বীর পুরুষকে আমার শীঘ্রাস্ত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহার রথধ্বজে কনকরচিত শোভন কমণ্ডলু-চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, উহাঁরই নাম দ্রোণাচার্য্য; উনি সকল-অস্ত্রধারীর মধ্যে প্রধান এবং সকল অবস্থাতেই আমার পরম মাননীয়। কেবল আমারই কেন, উনি শস্ত্রধারী মাত্রেরই মানভাজন; অতএব হে বীর! তুমি সুপ্রসন্নমনে উহাঁকে প্রদক্ষিণ কর। সনাতন ধর্ম্মানুসারে উহাঁকে দেখিয়া আমার অবশ্যই অবনত হওয়া কর্ত্তব্য। আচার্য্য মহাশয় যদি অগ্রে আমার শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তবেই আমি তাঁহার প্রতি অস্ত্রচালন করিব; তাহা হইলে তিনি আর আমার উপরে কুপিত হইতে পারিবেন না। আচার্য্যের অনতিদূরেই যে মহাবীরের ধ্বজাগ্রে ধনুকের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, উনিই মহারথ অশ্বত্থামা। আচার্য্যের ন্যায় উনিও আমার এবং যাবতীয় অস্ত্রধারিগণের মাননীয়। উহাঁরও রথ-সমীপে উপনীত হইয়া তোমাকে পুনঃ পুনঃ রথচালনায় নিবৃত্ত হইতে হইবে। যাঁহার কনকময় কেতনোপরি করিচিহ্ন বিরাজিত রহিয়াছে; যিনি সুবর্ণকবচ পরিধানপূর্ব্বক প্রধান সৈনিকদলের তৃতীয়াংশে পরিবৃত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন; ইনিই ধৃতরাষ্ট্রনন্দন শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন। হে বীর! তুমি ইহাঁর অভিমুখে এই শক্ররথ-প্রমথনকারী মদীয় রথখানি উপনীত কর; যেহেতু এই নরপতি অতীব প্রমাথী এবং সর্ব্বদা যুদ্ধ-কামী। দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যগণমধ্যে ইনিই শীঘ্রাস্ত্রতা বিষয়ে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অতএব অদ্য সংগ্রামে অবশ্যই ইহাঁকে আমার বিপুলতর শীঘ্রাস্ত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। যে রথখানির ধ্বজাগ্রে বিচিত্র নাগকক্ষা অর্থাৎ হস্তিবন্ধনরজ্জুর চিহ্ন রহিয়াছে; ঐ রথে কর্ণ অবস্থিতি করিতেছে। উহার পরিচয় তোমাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। যখন তুমি ঐ দুরাত্মার সন্নিহিত হইবে, তখন অতিসাবধানে থাকিবে; যেহেতু ও আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। প্রশস্ত হস্তাবরণ ও বিপুল কোদণ্ডধারী যে বীরপুরুষ, পাঁচটি তারক ও একটি সূর্য্যে চিহ্নিত নীলপতাকা-যুক্ত রথে অবস্থিতি করিতেছেন; যাঁহার মস্তকোপরি বিমল পাণ্ডুরবর্ণ বিচিত্র ছত্র রহিয়াছে; যিনি চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল সৌবর্ণ কবচ ও শিরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক মেঘমণ্ডলীর অগ্রবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী থাকিয়া যেন আমার মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, উনিই আমাদিগের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। দুর্য্যোধন উহাঁকে রাজশ্রীসহকারে অভি-বর্দ্ধন করিয়া সাতিশয় অনুরক্ত ও বশংবদ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং উনি আমার বিঘ্নকর হইলেও হইতে পারেন। অতএব এক্ষণে উহাঁর নিকটে না গিয়া পশ্চাৎ যাওয়াই কর্ত্তব্য। হে রাজকুমার! যৎকালে আমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন তোমাকে অতিশয় সাবধানে অশ্বপরিচালন করিতে হইবে। হে রাজন্! অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বিরাট-পুত্র আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, যেস্থলে কৃপাচার্য্য পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থিত ছিলেন, তথায় অব্যগ্রচিত্তে রথ লইয়া চলিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বর্ষা-সময়ে ঈষৎসমীরণ-সঞ্চালিত জলধর-শ্রেণী যেমন মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ উগ্রধনুর্দ্ধারী কৌরবগণের পদাতিক সৈনিকেরা ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং অশ্বারূঢ় যোদ্ধারাও তাহা-দিগের সন্নিহিত হইয়া চলিল। পশ্চাৎ গজারোহ যোধগণ তোমরাঙ্কুশাদি হস্তে লইয়া বিচিত্র কবচোদ্ভাসিত ভীষণরূপ মত্ত মাতঙ্গ-সমস্ত পরিচালিত করিতে থাকিল। তখন অমর-রাজ পুরন্দর, সুদৃশ্য বিমানোপরি আরূঢ় হইয়া, বিশ্বগণ মরুদ্-গণ, অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য অমরগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-দর্শনার্থ অন্তরীক্ষ পথে সমাগত হইলেন। তৎকালে মেঘ-নির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় সেই দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ-বৃন্দে সমাকুল নভোমণ্ডল একটি পরম রমণীয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দেবতারা সুবর্ণ ও মণিরত্নের কোটি-স্তম্ভ-বিরাজিত পৃথক্ পৃথক্ বিমানে অধিরোহণ করিয়া ভীষ্ম সহ অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম এবং মনুষ্য লোকে তাঁহার সেই দেব-দত্ত অস্ত্রাদির প্রভাব সন্দর্শনার্থে স্থানে স্থানে অবস্থিত রহি-লেন। সকলের মধ্যে বাসবের বিমানই সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। বিবিধ রত্নরাজি-বিভূষিত সেই কামগামী স্যন্দনে সুরুচির-প্রভান্বিত ইন্দ্রসহ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, সর্পগণ, পিতৃগণ, মহর্ষিগণ এবং বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দ্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, ক্ষুপ, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সগর, শল ইত্যাদি রাজবৃন্দ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। অগ্নি, ঈশ, চন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, অলম্বুষ, উগ্রসেন ও গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরু, ইহাঁদেরও বিমানসকল যথাস্থানে ও যথাভাগে সুশোভিত হইতে থাকিল। এইরূপে কৌরবদিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সমুদায় দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ সমবেত হইলেন। তথায় যেমন বসন্তকালের প্রথমে পুষ্পিত বৃক্ষ-সকলের সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত হয়, তদ্রূপ পবিত্র দিব্য মাল্যনিচয়ের মনো-হর পরিমলে সর্ব্ব স্থানই পরিপূরিত হইয়া উঠিল। দেবতা-বৃন্দের রক্ত ও আরক্তবর্ণ ছত্র, বস্ত্র, মাল্য ও ব্যজন সমস্ত আকাশ মণ্ডলের সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। পূর্ব্বে সমরোত্থিত যে সকল পার্থিব-রেণুনিকরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হই-য়াছিল, এক্ষণে দেবগণের কিরণাবলি দ্বারা দশদিক্ সুপ্রকা-শিত হওয়ায় তৎসমুদায় উপশান্ত হইয়া গেল। গন্ধবহ দিব্যগন্ধ বহনপূর্ব্বক যোধগণকে সুশীতল করিতে লাগি-লেন। মহারাজ! সুরোত্তমগণের সেই সমস্ত বহুতর মণি-রত্নোদ্ভাসিত গতিশীল ও স্থিতিশীল বিমানসমূহদ্বারা গগনমণ্ডল যেন সুচারু চিত্রলিখিতের ন্যায় বিরাজিত হইল। মহাতেজা বজ্রপাণি যৎকালে কমল ও উৎপলমালা পরিধানপূর্ব্বক দেব-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া বিমানে উপবেশন করিলেন, তখন যে কি মনোহর বিচিত্র শোভা হইল, তাহা আর বর্ণিত হইবার নহে। দেবরাজ সংগ্রামাঙ্গনবিহারী স্বীয় পুত্রকে সহস্র

লোচন দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়াও আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিলেন না।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুনন্দন ধনঞ্জয় কুরুসৈন্যদিগকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই আদেশ করিলেন, অহে রাজকুমার! ঐ যে রথখানির ধ্বজোপরি সুবর্ণময়ী বেদী প্রকাশিত হইতেছে, উহার দক্ষিণদিক্ দিয়া কৃপাচার্য্যের নিকট গমন কর। অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে উত্তর সত্বর হইয়া রজত-সন্নিভ স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত অশ্বগণকে চালাইয়া দিলেন। বেগের যে সমস্ত উত্তম প্রকার আছে, তিনি আনুপূর্ব্বীক্রমে তৎসমুদায় অবলম্বন করিয়া সেই শশিসদৃশ শুভ্রবর্ণ ঘোটকদিগকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহারাও যেন কুপিত হইয়া প্রধাবিত হইল। অশ্ববিদ্যা বিশারদ যানতত্ত্বজ্ঞ বলবান্ বিরাটনন্দন কুরুসেনার সন্নিহিত হইয়াও পুনরায় সেই বাতবেগী বাহনগণকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিলেন; এবং সহসা একবার বামদিকে আবার দক্ষিণপার্শ্বস্থ সৈনিকমণ্ডলের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া সমস্ত কৌরবদিগের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন তিনি দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করত কৃপাচার্য্যের রথসমীপে আসিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন, তখন ধনঞ্জয় উচ্চৈঃস্বরে আত্মনাম কীর্ত্তন করিয়া বলপূর্ব্বক দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন। অশনিপাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে যাদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া থাকে, মহাবীর্য্য অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিনাদিত হওয়ায় সেই শঙ্খেরও অবিকল সেইরূপ সুমহান্ শব্দ হইল। তাদৃশ প্রভূত বেগ-সহকারে আধ্মাত হইয়াও শঙ্খটা যে শতধা বিদীর্ণ হইল না, ইহাতেই কৌরবেরা তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। ফলত সেই লোকাতীত ভীষণ নিস্বন, শৈল-শিখরে অমর-রাজ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রনাদের ন্যায়, স্বর্গলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত না হইয়া আর নিবৃত্ত হইল না।

ঐ অবসরে অমিত-বীর্য্যশালী বলদর্প-সমন্বিত শরদ্বৎপুত্র মহারথ কৃপাচার্য্য সেই অমানুষ শঙ্খ-শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি কোপ প্রকাশপূর্ব্বক সমর-বাসনায় প্রবলতর বেগে আপন শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন এবং তৎসমস্ত অতীব ভৈরবনাদে ত্রিলোকী পরিপূরিত করিয়া অতি বৃহৎ একখানা কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণমাত্র জ্যাশব্দ বিস্তার করিলেন। সূর্য্যসম-তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও পার্থ উভয়েই সমরোচিত সাহসভরে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যেন শরৎকালীন ধরাধর-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য পরবীরহন্তা পার্থকে মর্ম্মভেদী নিশিত দশ সায়ক দ্বারা শীঘ্র বিদ্ধ করিলেন। পার্থও লোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এককালে বহুসংখ্যক মর্ম্মভেদী নারাচ বিসর্জ্জন করিলেন। অর্জ্জুনের শীঘ্রহস্ত-নির্ম্মুক্ত সেই সমস্ত শোণিতাশন সায়ক-পুঞ্জ আচার্য্যের গাত্রে আসিয়া পতিত হইতে না হইতেই তিনি শাণিত শর-সমূহ দ্বারা তৎসমুদায় শত সহস্র ভাগে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রভাব-সম্পন্ন অমেয়াত্মা মহারথ ধনঞ্জয় বাণ-সকল ব্যর্থ হওয়ায় কোপে অধীর হইয়া অস্ত্র-প্রয়োগের বহুতর বিচিত্র পথ প্রদর্শন করত বিকট নারাচ-নিবহে দিক্ বিদিক্ সমস্ত এককালে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। বাণে বাণে আকাশ-মণ্ডল একচ্ছায় হইয়া উঠিল এবং আচার্য্যও এরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কেহই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কৃপ, অর্জ্জুনের সেই শিখিশিখাসদৃশ নিশিত শরসমূহে প্রপীড়িত হইলেন বটে, কিন্তু সাতিশয় রোষভরে মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই অমিততেজস্বী মহাত্মা পার্থকে একবারে অযুতসংখ্যক বাণে আহত করিয়া সমরমধ্যে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীমকর্ম্মা ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত কনকপুঙ্খাগ্র, সন্নতপর্ব্ব, সুতীক্ষ্ণ উৎকৃষ্ট শরচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। বাহনগণ সেই প্রজ্বলিত পাবকতুল্য বাণে আহত হইয়া সহসা লম্ফপ্রদান করিলে কৃপাচার্য্য স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। শত্রুহন্তা কুরুনন্দন তাঁহাকে স্থান-ভ্রষ্ট দেখিয়া সম্ভ্রমরক্ষা নিমিত্ত আর তাঁহার প্রতি শরসন্ধান করিলেন না; কিন্তু আচার্য্য সত্বর হইয়া পুনরায় যথাস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক কঙ্কপত্রভূষিত দশটি বাণদ্বারা সব্যসাচীকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও ত্বরান্বিত হইয়া একটি নিশিত ভল্লপাতে তাঁহার কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং অঙ্গুলিত্রাণ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে এরূপ কৌশলে কতকগুলি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ বাণ বিসর্জ্জন করিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার শরীরের কোন হানি না হইয়া কেবল কবচমাত্রই দগ্ধ হইয়া গেল। তখন সেই বর্ম্মবিমুক্ত আচার্য্যদেহ, কঞ্চুকনির্ম্মুক্ত সরীসৃপ-শরীরের ন্যায় বিদ্যোতিত হইতে লাগিল। ধনুক ছিন্ন হওয়ায় কৃপ যখন আর একখানি শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন, তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। আচার্য্য পুনর্ব্বার ধনুর্গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুন তৎক্ষণমাত্র সুচিক্কণপর্ব্ব-বিশিষ্ট বিশিখাঘাতদ্বারা সেখানিও কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য যত যত ধনুর্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন, পরবীরহন্তা ধনঞ্জয় সকলই খণ্ড খণ্ড করিতে থাকিলেন। তখন প্রতাপসম্পন্ন কৃপাচার্য্য অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া রথ হইতে প্রদীপ্ত অশনিসদৃশ একটা শক্তি লইয়া অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ধীমান্! অর্জ্জুন সেই সমুজ্জ্বল হেমমণ্ডিতা শক্তিটা পবনবেগে মহোল্কার ন্যায় গগনতলে আপতিত হইতেছে দেখিয়া, দশ শরসন্ধানদ্বারা তৎক্ষণাৎ দশধা করিয়া ফেলিলেন। শক্তি হতশক্তি হইলে কৃপাচার্য্য পুনরায় একখানি ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে যুগপৎ জ্যারোপণ ও ভল্ল যোজনা করিয়া দশসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রসম মহাতেজা মহারথ ধনঞ্জয়ও অসীম ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি অগ্নিতুল্য তেজস্বী শিলাশাণিত ত্রয়োদশ সায়ক নিক্ষিপ্ত করিলেন; তন্মধ্যে একবাণে রথযুগ, বাণ-চতুষ্টয়ে অশ্বচতুষ্টয়, একটিদ্বারা সারথির মস্তক, তিনটিদ্বারা তিনটি রথবংশ, দুইটিদ্বারা চক্র, একটিতে ধ্বজা এবং যেন হাস্য করিতে করিতে বজ্রসদৃশ অবশিষ্টটি দ্বারা আচার্য্যের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কৃপ ছিন্নধন্বা, বিরথ, বিগত-সারথি ও হতবাহন হইয়া উপায়ান্তর বিরহে একটা গদা গ্রহণপূর্ব্বক লম্ফপ্রদান করিয়া তাহা অর্জ্জুনের প্রতি প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ফল দর্শিল না;

যেহেতু সেই সুপরিষ্কৃতা গরীয়সী গদাটি অর্দ্ধপথে উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই অমনি পার্থবাণে ছিন্ন হইয়া ফিরিয়া গেল তখন যোধগণ সমবেত হইয়া কৃপাচার্য্যের রক্ষার্থ পার্থের চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিরাটতনয় বামাবর্ত্তে রথ ফিরাইয়া শত্রুগণনিরোধক যমকনামক মণ্ডল করণদ্বারা সেই নরশ্রেষ্ঠ যোধগণকে প্রতিবারিত করিলেন; এবং তাহারাও রথচ্যুত কৃপাচার্য্যকে লইয়া মহাবেগে পলায়ন করিল।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃপাচার্য্য অপনীত হইলে শোণবাহন দুরাধর্ষ দ্রোণাচার্য্য সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া শ্বেতবাহন পার্থের প্রতি ধাবিত হইলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় কাঞ্চন-রথারূঢ় আচার্য্যকে সমীপে আসিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, সারথে! যাঁহার রথে ঐ বিমল-প্রবালতুল্য লোহিতবর্ণ, তাম্রাস্য, প্রিয়দর্শন, সর্ব্বশিক্ষা-বিশারদ রুচিরবাহী, বৃহদাকার অশ্বগুলি নিযোজিত রহিয়াছে এবং প্রকাণ্ড-ধ্বজদণ্ড-সংলগ্ন পতাকাপুঞ্জে সুশোভিত একটি সুবর্ণবেদী চিহ্ন প্রকাশিত হইতেছে, উহাঁর নিকটে আমাকে লইয়া চল। যিনি বিশালবাহু, বল, রূপ ও মহানুভাব সম্পন্ন, অসীম প্রতাপান্বিত এবং সর্ব্বলোক-মধ্যে সুবিখ্যাত; যিনি শুক্রাচার্য্যসদৃশ ধীসম্পন্ন ও বৃহস্পতিতুল্য নীতিজ্ঞ; যাঁহাতে সম্পূর্ণ চতুর্ব্বেদ, ব্রহ্মচর্য্য, ধনুর্ব্বেদ এবং প্রয়োগ ও সংহার-সংবলিত সমুদয় দিব্য অস্ত্র নিত্যই প্রতিষ্ঠিত আছে; যাঁহাতে সত্য, সারল্য, ক্ষমা, অক্রূরতা দম প্রভৃতি বহুতর সত্ত্বগুণ-সমূহ নিরন্তর দেদীপ্যমান রহিয়াছে; সেই ভরদ্বাজনন্দন মহাভাগ দ্রোণাচার্য্যের সহিত সম্প্রতি যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতএব হে উত্তর! তুমি শীঘ্র করিয়া তাঁহার নিকটে রথ লইয়া চল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থের এই আদেশক্রমে বিরাটতনয় সুবর্ণবিভূষিত অশ্বচতুষ্টয়কে আচার্য্যরথাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। আচার্য্য, রথিপ্রবর অর্জ্জুনকে দ্রুতগতি আসিতে দেখিয়া কোন মত্তমাতঙ্গ যেমন অপর মত্তমাতঙ্গের বিরুদ্ধে গমন করে, সেইরূপ তাঁহার প্রতি প্রধাবিত হইলেন এবং প্রবলবেগে ভেরীশত নিস্বনের ন্যায় শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্তগণ বিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় চঞ্চল ও চকিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই লোহিতবর্ণ সদশ্বগণ হংস-সদৃশ ধবল-কান্তি ও মনের ন্যায় দ্রুতগামী ঘোটক-চতুষ্টয়ের সহিত সমরে একত্র মিলিত হইল দেখিয়া রণস্থলস্থ সকল লোকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সেই কৃতবিদ্য, মনস্বী, দুরাধর্ষ, মহাবীর্য্য বলসম্পন্ন, মহারথ আচার্য্য ও শিষ্য যখন সংগ্রামস্থলে পরস্পর সমাশ্লিষ্ট হইলেন, তখন সমগ্র ভারতী সেনা তদ্দর্শনে মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে থাকিল।

অনন্তর শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ মহাবাহু মহারথ পৃথানন্দন সব্যসাচী রথারোহণে আচার্য্যের রথসন্নিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিনীতভাবে সামপূর্ব্বক এই মনোজ্ঞ বাক্যটি কহিলেন, "হে সমরদুর্জ্জয়! আমরা বনবাসে বহুকষ্ট সহ্য করিয়া এক্ষণে তাহার প্রতিকার বিধানের অভিলাষ করিতেছি; সুতরাং সে জন্য আমাদিগের প্রতি আপনার ক্রোধ করা উপযুক্ত হইতে পারে না। হে অনঘ! আমার মানস এই যে, আপনি অগ্রে আমাকে প্রহার না করিলে, আমি কখনই আপনার প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করিব না; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে অগ্রে প্রহার করুন।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য, পার্থের প্রতি বিংশতির অধিক শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুনও শীঘ্রহস্তে পথি মধ্যেই তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ আচার্য্য শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শনার্থ একবারে শরসহস্র সন্ধানদ্বারা পার্থের রথখানা আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার কোপ সংবর্দ্ধন নিমিত্ত রজত-সন্নিভ অশ্বগণকেও শিলা-শাণিত কঙ্কপত্রাঙ্কিত বাণসমূহে সমাকীর্ণ করিলেন। এইরূপে দ্রোণার্জ্জুনের ঘোরতর সমরারম্ভ হইল। উভয়েই তুল্যরূপে শিখিশিখা-সদৃশ বিশিখপুঞ্জ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়েই দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগে সুনিপুণ, কার্য্যে কৃতী, বেগে পবন-সদৃশ এবং অতিমাত্র তেজস্বী; সুতরাং পরস্পর শর-সজ্বনিক্ষেপদ্বারা তাঁহারা ভূপতিদিগের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। সমবেত সৈনিকেরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর-বিসর্জ্জনের সত্বরতা বিষয়ে বহুতর সাধুবাদ করিতে লাগিল; এবং রণস্থলস্থিত সকল লোকেই এই কথা বলিতে থাকিল, "পার্থ-ব্যতীত আর কোন্ বীরপুরুষ আচার্য্যসহ সংগ্রাম করিবার যোগ্য হইতে পারে? অহহ! ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কি ভয়ানক! যাহাতে গুরুর প্রতি অস্ত্রত্যাগ করাও দোষাবহ নহে।"

সেই মহারথ বীরদ্বয় পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া অসীম সংরম্ভ-সহকারে উভয়ে উভয়কে শরজালে আচ্ছাদিত করিলেন বটে, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর সুমহাবাহু মহারথ আচার্য্য কুপিত হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ করত পর্ব্বতোপরি মেঘ-নির্ম্মুক্ত সলিল-সম্পাতের ন্যায়, মহাবেগে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণদ্বারা পার্থ-শরীর বিদ্ধ করিলেন এবং শিলাধৌত সমুজ্জ্বল সায়কময়জালে তাঁহার রথখানিও এরূপ সমাকীর্ণ করিলেন যে, সে স্থলে প্রভাকরের প্রভা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল। মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ধনঞ্জয় বেগবান ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া শত্রুগণের শমনরূপী উত্তম ভারসহিষ্ণু দিব্য গাণ্ডীব কোদণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক সুবর্ণময় বিচিত্র বাণরাজি বিসর্জ্জনে ভারদ্বাজের বিশিখ-সমস্ত অবিলম্বেই খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলের বিস্ময়কর হইলেন। সকলেই তাঁহাকে যুগপৎ সর্ব্বদিকেই পরিভ্রমণ করিতে এবং সর্ব্বদিকেই বাণবর্ষণ করিতে দেখিল। ফলত ধনঞ্জয় বিশিখজালে আকাশ-মণ্ডলকে যেন একচ্ছায় করিয়া তুলিলেন। কোন মহীধর নীহারে আবৃত, অথচ দাবানলে উদ্দীপিত হইলে যেরূপ রূপ ধারণ করে, অর্জ্জুনের অনুত্তম শরনিকরে আচ্ছন্ন হওয়ায় তৎকালে আচার্য্যেরও অবিকল সেইরূপ রূপ হইল। কেহই আর তাঁহাকে স্পষ্টরূপে দৃষ্টি করিতে পারিল না। রণ-শোভন দ্রোণ মহাশয়, পার্থশরে স্বীয় স্যন্দনখানি সর্ব্বত সমাবৃত হইল দেখিয়া মেঘ-নির্ঘোষ-সদৃশ ভীষণ নিস্বনকারী, অগ্নিচক্র-তুল্য, ঘোররূপ, বিচিত্র পরমায়ুধ কোদণ্ড বিস্ফারণ ও বিকর্ষণ করিয়া অজস্র অস্ত্র বর্ষণদ্বারা অর্জ্জুনের সেই সায়ক সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে দহ্যমান বংশবিস্ফোটের ন্যায় সুমহান্ শব্দ হইতে লাগিল। অমেয়াত্মা আচার্য্য

বিচিত্র চাপ-নির্ম্মুক্ত কনকময় পুঙ্খযুক্ত শরজালে এককালে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যরশ্মি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। গগনমার্গে কেবল সন্নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ পুঞ্জ পুঞ্জ বিশিখ-মাত্রই পরিদৃশ্যমান হইতে থাকিল। এমন কি, দ্রোণ এরূপ শীঘ্র-হস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, শরগুলি তাঁহার ধনুক হইতে উপর্য্যুপরি বিনির্গত এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রধাবিত হওয়ায় যেন একটি সুদীর্ঘ শরের ন্যায় প্রতীত হইল। এই-রূপে বীরদ্বয় আপন আপন সুবর্ণময় মহাসায়কসমূহ বিসর্জ্জন করিয়া গগনমণ্ডলকে যেন উল্কানিবহে সমাকীর্ণ করিয়া তুলি-লেন। সেই কঙ্কপত্রবিভূষিত বাণরাজি যেন বিয়দ্বিহারিণী শরৎকালীন হংসশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এইরূপে বৃত্র-বাসবের ন্যায় দ্রোণার্জ্জুনের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরস্পর বিরোধী মাতঙ্গ-যুগল যেমন দন্তাগ্রদ্বারা সম্পূর্ণ ক্রোধভরে পরস্পরকে আহত করে, তদ্রূপ তাঁহারা আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে শররাজি বিসর্জ্জন করত উভয়েই উভয়ের প্রতি আঘাত করিতে লাগিলেন। ফলত সেই সমর-শোভী শূরদ্বয় সংগ্রামে সম্পূর্ণসংরম্ভপরবশ হইয়াই বিভাগ-ক্রমে দিব্য অস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যপ্রধান দ্রোণ মহাশয় যত যত শিলাশাণিত বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন, প্রখর পরাক্রমশালী বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় আপন সুতীক্ষ্ণ সায়কজালে তৎসমুদায় তৎক্ষণমাত্র নিবারণ-পূর্ব্বক আকাশমার্গ আকীর্ণ করিয়া দর্শকদিগকে অসামান্য অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আবার সকল শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-প্রবর ভরদ্বাজ-তনয় দ্রোণও সেই মহাসমরে দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগকারী হননেচ্ছু তিগ্মতেজা নরব্যাঘ্র অর্জ্জুনের অস্ত্র-সমস্ত স্বকীয় সন্নতপর্ব্ব শররাজিদ্বারা অবলীলাক্রমে নিবারিত করত তাঁহার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে থাকিলেন। পূর্ব্বে দেব-দানবগণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, পরস্পর রোষামর্ষা-বিষ্ট সেই নরসিংহযুগলেরও এক্ষণে সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। আচার্য্য ঐন্দ্রাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রসকল নিক্ষিপ্ত করেন, সকলই শিষ্যের করাল সায়ক-কবলে অবিলম্বেই সংহার প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সেই মহাধনুর্দ্ধারী বীরদ্বয় নিরবচ্ছিন্ন বাণধারায় সমস্ত নভো-মণ্ডলকে একবারে একচ্ছায় করিয়া তুলিলেন। অর্জ্জুনের শর-সকল যৎকালে দ্রোণের বিশিখরাশি বিনষ্ট করত অপরাপর প্রাণিপুঞ্জের উপর পতিত হইতে লাগিল, তখন পর্ব্বতোপরি বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে থাকিল। হে বিশাম্পতে! তৎকালে হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল শোণিতাক্ত হইয়া যেন পুষ্পিত পলাশ-পাদপপঙ্‌ক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই দ্রোণার্জ্জুনের সংগ্রামে কোন খানে কেয়র-ভূষিত বাহুদণ্ড, কোন খানে বিচিত্র রথখণ্ড, কোন খানে সুবর্ণচিত্রিত কবচ, কোন খানে নিপাতিত মাতঙ্গ, কোনখানে বা পার্থবাণ প্রপী-ড়িত যোধগণের মৃতশরীর, সর্ব্বত্রই কেবল এই সমস্ত পদার্থ-রাশি পতিত রহিয়াছে দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণের আর ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না।

হে ভরতর্ষভ! সেই অসামান্য বীরদ্বয় ভারসাধন শরা-সনযুগল বিকর্ষণপূর্ব্বক আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে বিনিক্ষিপ্ত সন্নত-পর্ব্ব মহাশরজালে পরস্পর আচ্ছন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া বলি-বাসবের ন্যায় উভয়েই প্রাণপণে উক্তরূপ তুমুল সংগ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে দ্রোণের প্রশংসকারী দেবাদিগণের এই একটি শব্দ হইল যে, দেব-মানব-পন্নগাদি-বিজেতা, মহারথাগ্রগণ্য, প্রবল প্রতাপসম্পন্ন, শত্রুকুলপ্রমথন-কারী, দৃঢ়মুষ্টি, দুরাধর্ষ পার্থের সহিত দ্রোণ যে, প্রতিযুদ্ধ করি-লেন, ইহাতে উহাঁর অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম করা হইল। ফলত অর্জ্জু-নের যুদ্ধ-শিক্ষাবিষয়ে তাদৃশী অভ্রান্ততা, লঘুহস্ততা এবং বাণের দূরপাতিতা সন্দর্শনে আচার্য্যও অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন অতিমাত্র অমর্ষপরবশ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা দিব্য শরাসন গাণ্ডীব বিকর্ষণপূর্ব্বক যৎকালে শলভনিক-রের ন্যায় শরসমূহে গগনতল আচ্ছাদিত করিলেন, তখন বিস্ময়াম্বিত দর্শকবৃন্দমধ্য হইতে কেবল "সাধু ধনঞ্জয়! সাধু ধনঞ্জয়!" এই বাক্যই অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। ফলত পার্থ ঈদৃশ অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাণ বৃষ্টি করিতে থাকিলেন যে, তন্মধ্য দিয়া সমীরণ-সঞ্চারেরও সম্ভাবনা রহিল না; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈদৃক্ লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, কখন্ তূণ হইতে বাণ সংগ্রহ করিতেছেন, কখন্ বা শরাসনে সংযো-জিত করিতেছেন এবং কোন্ সময়েই বা বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহা আর কাহারও লক্ষ্য করিবার সাধ্য থাকিল না। অনন্তর ঘোরতর সুদারুণ অস্ত্রযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে ধনঞ্জয় শীঘ্র হইতেও শীঘ্রতর হইয়া অপর কতকগুলি শর নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে একেবারে এক লক্ষ সন্নতপর্ব্ব শর আসিয়া আচার্য্যের রথ-সমীপে পতিত হইল। মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী শর-জালে দ্রোণকে সমাকীর্ণ করিলে, কৌরবসৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। এদিকে স্বয় দেবরাজ এবং গন্ধর্ব্ব অপ্সরা প্রভৃতি যে সমস্ত দর্শকগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই পার্থের শীঘ্রাস্ত্রসম্পাত-বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথযূথপতি আচার্য্যপুত্র, বহুল রথনিকরে পরিবৃত হইয়া সহসা আগমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে প্রতিবারিত করিলেন। অশ্বত্থামা মনে মনে মহাত্মা পার্থের সেই অমানুষ কর্ম্মের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতৃপরাজয়-হেতু তাঁহার প্রতি অতিশয় রোষপরবশ হওয়ায় আর কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারিলেন না; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐরূপে আক্রমণ করিয়া বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় এককালে সহস্র সহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় দ্রৌণির দিকে রথ ফিরাইয়া আচার্য্যের অপসরণার্থ অবসর প্রদান করিলেন। শৌর্য্যসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্যও পার্থের পরমাস্ত্রদ্বারা ছিন্নবর্ম্মা, ছিন্নধ্বজ ও ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হওয়ায় অবসর পাইবা-মাত্র বেগগামী বাহনে সত্বর অপসৃত হইলেন

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা পার্থের প্রতি আক্রমণ করিলে তিনি ধরাধর-সদৃশ অবিরল বাণবর্ষণ করিতে করিতে, বিহঙ্গরাজ কোন পন্নগকে যেমন গ্রহণ করেন, তদ্রূপ তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন। তাঁহাদিগের দেবাসুর-সদৃশ সুমহান্ সংগ্রাম হইতে লাগিল। বৃত্রবাসবের ন্যায় উভয়েই শরজালে সমাকীর্ণ হইলেন। হে পরপুর-বিজয়িন্! সেই যুধ্যমান যোধ-যুগলের নিরবচ্ছিন্ন সায়কপাতে নভোমণ্ডল

আচ্ছন্ন ও দিগ্বিদিক্ সমুদয় ছায়াময় হইলে সমীরণ সঞ্চার-বিরহিত এবং ছিদ্রভাগে সূর্য্যকিরণও তিরোভূত হইল। তৎকালে কেবল দহ্যমান বংশরাশির ন্যায় মহান্ চটচটা শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পর অশ্বত্থামার অশ্বগণ পার্থশরে এরূপ নির্জ্জীব হইয়া পড়িল যে, তাহাদের আর দিগ্‌নিরূপণেরও ক্ষমতা রহিল না। হে রাজন্
এইরূপে বিপক্ষের বাহনগণ বিমোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি শরসন্ধান করিবেন, ইত্যবসরে অশ্বত্থামা একটা সামান্য ছিদ্র-দর্শনে ক্ষুরপ্র-বাণে তাঁহার গাণ্ডীবের জ্যা ছেদন করিলেন। তখন দেবগণ অশ্বত্থামার সেই অমানুষ কর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথ সেনানী সকলেও সাধু সাধু বলিয়া তাহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তৎপরে রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা অষ্ট ধনু পরিমিত স্থান অপসৃত হইয়া পুনরায় কতকগুলি কঙ্কপত্রযুক্ত বাণ প্রয়োগ করিয়া পার্থের হৃদয়দেশে আঘাত করিলেন। তাহাতে মহাবাহু অর্জ্জুন তখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত গাণ্ডীবে নবীন মৌর্ব্বী যোজনা কবিলেন এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রথাবর্ত্তন করিবা কোন বারণ-যূথপতি যেমন অপর মত্ত মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ বেগে আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর যৎকালে সেই মহাবীর্য্য-সম্পন্ন অসাধারণ বীরদ্বয় সর্ব্বজন-লোমাঞ্চকর ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকল কৌরবেরাই বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে যুধ্যমান যূথপতি-যুগলের ন্যায় সন্দর্শন করিতে লাগিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবর অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামা উভয়েই উভয়ের উপর আশীবিষসদৃশ ভীষণমূর্ত্তি, প্রজ্বলিত পাবকতুল্য, সায়কাবলি নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাত্মা পার্থের দিব্য অক্ষয় তূণদ্বয় কিছুতেই আর বাণশূন্য না হওয়ায় তিনি অচলের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত হইয়াই যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। পরন্তু দ্রোণীর তূণীর অবিশ্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করায় শীঘ্রই পরিক্ষীণ হইল; সুতরাং অর্জ্জুন সহজেই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণ সাতিশয় বল-সহকারে মহৎ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক টঙ্কার প্রদান করিলেন; তাহাতে সৈন্যগণমধ্যে মহান্ যুদ্ধ-কলরব উত্থিত হইল। তখন কুরু-পুঙ্গব অর্জ্জুন সেই কোদণ্ডধ্বনি শ্রবণমাত্র, যে দিক্ হইতে [illegible]তেছিল, তথায় নয়ন সঞ্চালনপূর্ব্বক রাধেয়কে দেখিতে পাইয়া এককালে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকেই নিহত করিবার অভিলাষে ঘূর্ণিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য সৈনিকেরা পার্থকে আচার্য্যপুত্র হইতে বিমুখ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সত্বর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু শত্রুবিজয়ী মহাবাহু ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়কে পরিহারপূর্ব্বক সহসা কর্ণের প্রতিই ধাবিত হইলেন এবং দ্বৈরথ-যুদ্ধ প্রার্থনায় ক্রোধলোহিত-লোচনে তাঁহাকে বহুতর ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, অহে কর্ণ! তুমি সভামধ্যে আসীন হইয়া "সমরে বিক্রমে আমার সদৃশ আর মনুষ্য নাই," এই বলিয়া যে বহুতর সগর্ব্ব বাক্যাড়ম্বর বিস্তার করিয়া থাক, অদ্য তাহার সম্যক্ পরীক্ষার স্থল উপস্থিত। অদ্য আমার সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি বিলক্ষণরূপে আপনার বল জানিতে পারিবে; এবং তদ্দ্বারা অন্যকেও আর কখন অবজ্ঞা করিবে না। পূর্ব্বে তুমি অনায়াসেই ধর্ম্মমর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আমাদিগের প্রতি কতকগুলা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; পরন্তু সংপ্রতি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইতেছ, ইহাই আমি দুষ্কর জ্ঞান করিতেছি। হে রাধেয়! পূর্ব্বে তুমি আমাকে অনাদর করিয়া যে কিছু বক্তৃতার আড়ম্বর করিয়াছিলে, অদ্য কুরুমণ্ডলমধ্যে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত কর। কতকগুলা দুরাত্মা একত্র হইয়া সভাস্থলে পাঞ্চালীকে যে ক্লেশ দিয়াছিলে, অদ্য তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ কর। হে রাধেয়! তৎকালে ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় আমি যে রোষানল সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অদ্য আমার সংগ্রামে আহার অপরিসীম পরাক্রম সন্দর্শন কর। রে দুর্ম্মতে! আমরা দ্বাদশ বর্ষ কাল বনে বাস করিয়া যে সকল দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিয়াছি, অদ্য তোমাকে তন্নিবন্ধন প্রতিক্রিয়াব সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হইবে। অহে কর্ণ! এস; আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ কর; তোমার এই কুরুসৈনিকেরাই সকলে দর্শক হউক। কর্ণ কহিলেন, অহে পার্থ! কেবল কথায় আস্ফালন করিলে কি হইবে? তুমি বাক্যদ্বারা যাহা ব্যক্ত করিলে কার্য্যদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান কর। তোমার বচন-বিন্যাসের যাদৃশ আড়ম্বর দেখা যায়, ফলে যে তাহার কিছু আইসে না, পৃথিবীমধ্যে তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। পূর্ব্বে সভাস্থলে তুমি যে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিলে, সে কেবল অশক্ত বলিয়াই করিয়াছিলে; এক্ষণে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিলেও কথঞ্চিৎ তাহা স্বীকার করা যায়। যদি ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ বলিয়াই পূর্ব্বে সহ্য করিয়া থাক, তবে অদ্যাপি সেই ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়াও আপনাকে যে অবদ্ধ মনে করিতেছ, ইহার অপেক্ষা আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? যদি নিয়মের অনুযায়ী বনবাস কবিয়াছ, এরূপ মনে করিয়া থাক, তবে হে ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ! তুমি সম্পূর্ণ সময় লঙ্ঘনেরই অভিলাষ কবিতেছ। অহে পার্থ! আমি তোমার প্রতি বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইলে যদি স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া তোমার সাহায্যার্থ যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার কিছুমাত্র ব্যথা নাই। আমার সহিত যুদ্ধ করিবে বলিযা সর্ব্বদাই তোমার যে বাঞ্ছা হইয়া থাকে, অচিরেই তাহা পূর্ণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য তোমাকে অবশ্যই আমার বীর্য্য বল অনুভব করিতে হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, অহে রাধেয়! তুমি যে এই মাত্র আমার সমর-পরাক্রম সহনে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলে এবং সেই নিমিত্তই যে এখনও জীবিত রহিয়াছ! তুমি জীবিত আছ বটে, কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হইয়াছে। তোমা ভিন্ন আর কোন্ নির্লজ্জ পুরুষ ভ্রাতৃহত্যার প্রযোজক হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার মত ঈদৃশ নিকার প্রাপ্ত হইয়াও সাধুসমাজ-মধ্যে এইরূপ আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয়? বৈশম্পায়ন কহিলেন, অবসাদ-শূন্য বীভৎসু, কর্ণকে এই কথা বলিয়া কবচ ভেদী সুতীক্ষ্ণ বাণ-সমস্ত বিসর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।

মহারথ কর্ণও বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় অসংখ্য বাণ-সমূহ বৃষ্টি করতে ক্রুদ্ধচিত্ত পার্থের সেই অগ্নিশিখাতুল্য শর সমস্ত প্রতিষেধ করিতে লাগিলেন। ঘোররূপ শরজালে সর্ব্বদিক আচ্ছাদিত হইল। অর্জ্জুন অমর্ষপরবশ হইয়া অবিলম্বেই অনলোপম নিশিতাগ্র সায়ক-সহকারে কর্ণের অশ্বসকল বিদ্ধ করিয়া হস্তদ্বয়ের আবরণ ও নিষঙ্গের অবলম্বন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ তূণ হইতে অপর বাণ-সমস্ত গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের হস্তদেশ ও মুষ্টিভেদ করিলেন। অনন্তর মহাবাহু পার্থ, কর্ণের ধনুখানা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে কর্ণ তাঁহার প্রতি একটা শক্তি নিক্ষেপ করিলে, তাহাও শরানলে দগ্ধ করিয়া দিলেন। গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সংখ্যাতীত বিশিখ-সম্পাতে কর্ণের পার্ষ্ণিচর ভূরি ভূরি পদাতি-বৃন্দ ধরাশায়ী হইয়া কৃতান্ত ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। পরিশেষে অসামান্যবীর্য্যশালী কুন্তীনন্দন বীভৎসু আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে এরূপ কতকগুলি ভার-সাধন সুতীক্ষ্ণ শর-নিক্ষেপ করিলেন, যদ্দ্বারা প্রতিপক্ষের বাহন কয়েকটি তৎক্ষণমাত্র নিহত হইয়া ভূপৃষ্ঠ অবলম্বন করিয়া পড়িল। কর্ণকে এইরূপে হতাশ্ব করিয়া পার্থ তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া আর একটি মহাতেজঃপুঞ্জ তীক্ষ্ণধার শরসন্ধান করিলেন। সেই অব্যর্থ সায়করাজ তখনি কবচ ভেদ করিয়া দেহমধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইলে, কর্ণের আর দিগ্বিদিক্-বোধ রহিল না! তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাগত হইলেন; পরে কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে কিঞ্চিৎ চেতনা হইলে যখন দেখিলেন, প্রগাঢ় বেদনায় সর্ব্বাঙ্গই ব্যথিত হইয়াছে, তখন সমর পরিহারপূর্ব্বক উত্তরমুখে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। তাহা দেখিয়া মহারথ অর্জ্জুন ও উত্তর, উভয়েই মিলিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থ উক্তরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া উত্তরকে বলিলেন, সারথে! এক্ষণে যে রথধ্বজে ঐ হিরণ্ময় তালচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, ঐ স্থলে রথ লইয়া চল; আমাদিগের পিতামহ দেবোপম মহানুভব ভীষ্ম আমার সহিত যুদ্ধকরণাভিলাষে ঐ থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অর্জ্জুন এইরূপ আদেশ করিলেন বটে, কিন্তু বিরাটতনয় বাণাঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত, বিশেষত গজবাজিরথবৃন্দ-সমাকুল-মহাসৈন্য সন্দর্শনে ভীত হওয়ায় তাঁহাকে এই উত্তর করিলেন যে, হে বীরবর! আমার মনঃপ্রাণ বিষণ্ণ ও অতিশয় ব্যাকুলিত হইতেছে; অতএব আমি আর আপনার অশ্বসংযম করিতে পারিব না। আপনি এবং কৌরবেরা যে সমস্ত দিব্যাস্ত্র-সমূহ প্রয়োগ করিতেছেন, তৎপ্রভাবে আমি সকল দিক্ যেন শূন্যময় দেখিতেছি এবং রক্তমাংস-বসাদির দুর্গন্ধেও যেন মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়াছি। সমর-স্থলে শূরসজ্জের ঈদৃশ সুমহান্ সমাগম আমার আর কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সুতরাং এতদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্তই ত্রাসযুক্ত ও বিচলিত হইয়াছে। গোধাঘাত-জনিত মহাশব্দে, শঙ্খধ্বনিতে, বীরবর্গের সিংহনাদে, মাতঙ্গগণের বৃংহিতরবে এবং অশনিসদৃশ গাণ্ডীব-নির্ঘোষে আমি এরূপ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার শ্রবণশক্তি ও স্মরণশক্তি, উভয়ই যেন বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছে। হে বীর! সমরে আপনি প্রজ্বলিত অলাতচক্র-সদৃশ মণ্ডলাকার গাণ্ডীব শরাসন নিরন্তর বিস্ফারণ করিতেছেন দেখিয়া আমার দর্শন-শক্তিও বিচলিত হইতেছে এবং হৃদয়ও যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সৎকালে আপনি ঘোরতর শর-সমস্ত বিক্ষিপ্ত করেন, তখন রোষাবিষ্ট পিনাকপাণির ন্যায় আপনার এই ভীষণ শরীর সন্দর্শন করিয়াই আমার বুদ্ধির বিপর্য্যাস হয়। আপনি কখন বাণ গ্রহণ করেন, কখন সন্ধান করেন, এবং কখনই বা মোচন করেন, আমি দেখিয়াও যেন দেখিতে পাই না; তৎকালে যেন বিচেতন হইয়া পড়ি। অধিক আর কি বলিব, আমার আত্মা অবসন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীকেও যেন চলিতার ন্যায় বোধ হইতেছে; সুতরাং কশা বা বল্গা গ্রহণে আমি নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে নর-পুঙ্গব! তুমি ভয় করিও না; আত্মাকে স্থিরীভূত কর; দেখ তুমিও রণক্ষেত্রে অতিশয় অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। রাজপুত্র হইয়া বিশেষত বিখ্যাত মৎস্যকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া শত্রু-দমনে বিষণ্ণ হওয়া তোমার কোন প্রকারেই উপযুক্ত নহে। অতএব হে শত্রুহন! আমি পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি রথোপরি সুবিপুল ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমরে আমার অশ্ব-সংযমন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রথসত্তম মহাবাহু অর্জ্জুন বিরাট-তনয়কে এইরূপ কহিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন যে, আমাকে ঐ পিতামহের সৈন্যসন্নিধানে শীঘ্রই লইয়া চল। সংগ্রামে আমি অগ্রেই তাঁহার মৌর্ব্বী সমেত ধনুকখানি ছেদন করিয়া ফেলিব; পশ্চাৎ যখন বিচিত্ররূপ দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিব, তখন দেখিতে পাইবে, যেন জলধর হইতে সৌদামিনী বিনির্গত হইয়া সমস্ত আকাশ-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে। সমবেত শত্রুগণ আমার এই সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব নিরীক্ষণ করিয়া, 'ইনি দক্ষিণ কি বাম, কোন্ হস্তে বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন?' তৎকালে কেবল এইরূপ তর্ক করিতেই থাকিবে। অদ্য রণস্থলে আমি পরলোকপ্রবাহিণী একটি সুদুস্তরা নদী প্রবাহিতা করিব। তাহাতে শোণিত জল-স্বরূপ, রথ-সকল আবর্ত্ত-স্বরূপ এবং করিগণ কুম্ভীর-স্বরূপ হইবে। হস্ত, পাদ, মস্তক, পৃষ্ঠ ও বাহুরূপ শাখা-সমাকীর্ণ এই যে সুবিস্তীর্ণ কৌরব-বন, ইহাকে আমি নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিব। আমি যখন ধনুর্দ্ধারী হইয়া একাকী সমুদয় কৌরব-সৈন্য জয় করিতে থাকিব, তখন কাননে হুতাশনের ন্যায় আপনা হইতেই আমার শত শত পথ হইয়া উঠিবে। অদ্য মদীয় অস্ত্রাঘাতে, এই সমস্ত সৈন্যগণকে কেবল চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেই দেখিবে। শর সন্ধান বিষয়ে আমার যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ শিক্ষা-নৈপুণ্য আছে, অদ্য তোমাকে তাহা সম্যক্রূপেই প্রদর্শন করিব। কি সম, কি বিষম, সংগ্রামের সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই তুমি সম্ভ্রম ও ভয়-শূন্য হইয়া রথে অবস্থান করিও। হে ভূমিঞ্জয়! আমার ক্ষমতার কথা তোমাকে আর কি কহিব! যে গিরিবর স্বর্গপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই সুমেরুকেও আমি শর দ্বারা ভেদ করিতে পারি। পূর্ব্বে ইন্দ্রের আদেশে আমি সহস্র সহস্র পৌলোম ও শত শত কালকঞ্জগণের ধ্বংসবিধান করিয়াছি। আমি দেবরাজ হইতে দৃঢ়মুষ্টি, ব্রহ্মা হইতে লঘুহস্ততা এবং প্রজাপতি হইতে সঙ্কটস্থলে নানাবিধ তুমুল সংগ্রাম শিক্ষা

করিয়াছি। আমি সমুদ্রপারে হিরণ্যপুরবাসী ষষ্টিসহস্র-সংখ্যক উগ্রধন্বা রথীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলাম; এক্ষণে প্রবল বায়ু বেগ-বিশীর্ণ তুলরাশির ন্যায় সমস্ত কুরুকুলকে কিরূপে পাতিত করি, দেখ! যাহাতে ধ্বজ সকল বৃক্ষস্বরূপ, পদাতি সকল তৃণ-স্বরূপ এবং রথীসকল সিংহস্বরূপ হইয়াছে, সেই নিবিড়তর কুরুবন আমি অদ্যই অস্ত্রানলে দহন করিব। অসুরগণ দলন-কারী বজ্রধারী সুরপতির ন্যায় আমি একাকীই, উদ্যম সহকারে যুদ্ধার্থ অবস্থিত এই অতিবলশালী বীরবর্গকে সন্নতপর্ব্ব শর-রাজি দ্বারা রথনীড় হইতে পাতিত করিব। আমি যখন রুদ্র হইতে রৌদ্রাস্ত্র, বরুণ হইতে বারুণাস্ত্র, অগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ু হইতে বায়ব্যাস্ত্র এবং দেবরাজ হইতে বজ্রাদি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন কুরুসৈন্য ধ্বংস করা আমার পক্ষে আর বিচিত্র কথা কি? যদিচ প্রধান প্রধান পুরুষেরা সিংহরূপী হইয়া এই ঘোরতর কৌরবারণ্য রক্ষা করিতেছেন, তথাপি ক্ষণকাল মধ্যেই আমি উহা সমূলে উন্মূলিত করিব, সন্দেহ নাই। অতএব বিরাট-পুত্র! তুমি এত ভীত হইতেছ কেন? তোমার সমস্ত ভয় অপগত হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উত্তর ধনঞ্জয়-কর্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া সেই ভীষ্ম-রক্ষিত ভয়ানক রথবৃন্দ-মধ্যে সত্বর রথ লইয়া চলিলেন। ভীষণকর্ম্মা গঙ্গা-তনয়, মহাবাহু অর্জ্জুনকে কৌরব-জয়-বাসনায় সমাগত হইতে দেখিয়া তখনই অবলীলা-ক্রমে নিবারিত করিলেন। পার্থও তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সুবর্ণাগ্র বাণদ্বারা তদীয় রথ-ধ্বজ সমূলে ছেদন করিয়া ফেলি-লেন; এবং তাহা বিদ্ধ হইবামাত্র ভূতলে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া দুঃশাসন, দুঃসহ, বিকর্ণ ও বিবিংশতি, এই মহাবল-সম্পন্ন, মনস্বী, কৃতবিদ্য, বিচিত্র মাল্যাভরণ-ভূষিত ভ্রাতৃচতুষ্টয় মিলিত হইয়া ভীমধন্বা ধনঞ্জয়কে সহসা চারিদিক্ হইতে আক্র-মণ করিল। বীর্য্যবান্ দুঃশাসন এক ভল্লে উত্তরকে ও অপর ভল্লে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। তখন বিশ্ববিজয়ী ধন-ঞ্জয় গৃধ্রপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণে দুঃশাসনের সুবর্ণপরিষ্কৃত কোদণ্ডখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া, অপর পঞ্চ বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পার্থশরে প্রপীড়িত হইবামাত্র সে রণস্থান হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পুত্র বিকর্ণ সুতীক্ষ্ণ গার্দ্ধপত্র বাণদ্বারা পরবীরহন্তা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে কুন্তী-নন্দন অমনি মস্থণ-পর্ব্বযুক্ত শর-দ্বারা তাহার ললাটদেশ আহত করিলেন। সেও তৎক্ষণমাত্র রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া দুঃসহ ও বিবিংশতি ভ্রাতার রক্ষার্থ উভয়েই এককালে পার্থের প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণ শরে আকীর্ণ করিল। ধনঞ্জয় বিশেষরূপে অবহিত না হইয়াই নিশিত শরযুগল সন্ধানে উভয়-কেই যুগপৎ বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের বাহনগণকে গতাসু করি-লেন। এইরূপে তাহারা হতাশ্ব ও বিভিন্নাঙ্গ হইলে পশ্চা-দ্বর্ত্তী সৈনিকেরা সহসা অভিপতিত হইয়া তাহাদিগকে রথা-ন্তরে লইয়া পলায়ন করিল। তখন কিরীটমালী অপরাজিত মহাবল কুন্তীনন্দন দৃষ্টিপ্রসার লাভ করিয়া একবারে সকল দিক্ আক্রমণ করিয়া ফেলিলেন।

* ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর কৌরব-মহা-রথেরা সকলে মিলিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক এককালে সকল দিক্ হইতে পার্থের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমিত-বলশালী পার্থও তুষার-সমাকীর্ণ ভূধর-নিকরের ন্যায় সেই সম-বেত মহারথগণকে শরজালে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে বারণগণের বৃংহিতরবে, অশ্বদিগের হেষাশব্দে এবং শঙ্খ-ভের্য্যাদির ভৈরব নিনাদে একটা তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন-বিনিক্ষিপ্ত অসংখ্য শররাজি গজবাজিগণের লৌহ-নির্ম্মিত কবচ ও শরীর সমস্ত ভেদ করিয়া সহস্রধা বিনির্গত হইতে লাগিল। মহাতেজা তৃতীয় পাণ্ডব রণাঙ্গনে অবস্থিত হইয়া যখন অতীব শীঘ্রহস্তে সায়ক-সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন, তৎকালে শরৎকালীন নির্ম্মল গগনতলের মধ্য-ভাগ-বর্ত্তী প্রভাকরের ন্যায় তাঁহার একটি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সন্দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া সকল সৈনিকেরাই স্থানভ্রষ্ট হইতে লাগিল। রথীরা রথ হইতে, অশ্বারোহেরা অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে এবং পদাতিকেরা যথাস্থান হইতে ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। যোধগণের লৌহ, তাম্র ও ও রজতাদি-নির্ম্মিত বর্ম্মোপরি ঘন ঘন শর-পতনদ্বারা সুমহান্ শব্দ উঠিতে লাগিল। কি সাদী, কি নিষাদী, কি রথী, নিশিত শরাঘাত-পাতিত প্রভূত বীরবর্গের মৃত শরীরে রণভূমি এক-বারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ধনঞ্জয় এরূপ অবলীলাক্রমে সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল, যেন তিনি চাপ হস্তে করিয়া রণাঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। যে সকল সৈনিকেরা তাঁহার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইল, তাহারা অশনি-সদৃশ গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণমাত্রই অমনি মহাত্রাস-যুক্ত হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিতে থাকিল। সমর-ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, সুবর্ণমাল্য-বিভূষিত, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী মস্তক সমস্ত ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে। কেবল মস্তক নহে, কোনখানে শরাসন সংযুক্ত বাহু, কোনখানে সায়কজর্জ্জরিত গাত্র, কোন খানে বা অলঙ্কার-ভূষিত হস্ত; সর্ব্বত্রই এইরূপ ছিন্ন অবয়বসমূহে আকীর্ণ হওয়ায় মেদিনীর একটি মহতী শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। হে ভরত-র্ষভ! পার্থের শীলাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া সৈনিকদিগের উত্তমাঙ্গ সকল যেন গগনতল হইতে অবিরল বিগলিত উপলসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যিনি ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োদশ বর্ষকাল অবরুদ্ধ হইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন, রুদ্রতুল্য পরা-ক্রান্ত সেই পার্থ অধুনা স্বকীয় রৌদ্ররূপ প্রদর্শন করত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগের প্রতি ঘোরতর রোষ-হুতাশন বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। সৈন্যগণ-দহনকারী সব্যসাচীর তাদৃশ ভীষণ পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া সমুদায় যোধবৃন্দ দুর্য্যোধনের সাক্ষা-তেই সমর পরিহারপূর্ব্বক শান্তিপরায়ণ হইল। হে ভারত! বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় এইরূপে মহারথগণকে পরাঙ্মুখ এবং সমস্ত সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া সংগ্রামস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমরপ্রভাবে তথায় একটি ঘোর-রূপা মহাভয়-বিবর্দ্ধিনী শোণিতময়ী তরঙ্গিণীর সৃষ্টি হইল। তাহাতে মেদ, বসা ও রক্ত সমুদায় জলস্বরূপ, মাংস ও শোণিত কর্দ্দমস্বরূপ, বর্ম্ম ও উষ্ণীষসকল ফেনপুঞ্জ-স্বরূপ, কেশসকল শৈবালস্বরূপ, শর, শরাসন ও রথসমস্ত উড়ুপ-স্বরূপ, মাতঙ্গ-

সকল নক্র ও কুম্ভীর-স্বরূপ, সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র সমস্ত মহাগ্রাহ-স্বরূপ, বৃহদাকার রথসমুদায় মহাদ্বীপ-স্বরূপ এবং শঙ্খনাদ ও দুন্দুভি-ধ্বনি কল কল শব্দ-স্বরূপ হইল। মুক্তাহার সকল লহরীমালা প্রকাশ করিতে লাগিল; বিচিত্র অলঙ্কার-সমস্ত বুদ্বুদাকারে শোভিত হইল; অসংখ্য শরনক্র আবর্ত্ত স্বরূপ প্রভাত হইতে লাগিল; এবং মাংসভোজী শৃগালাদি শ্বাপদগণ তথায় ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ করিতে থাকিল। হে রাজন্! যুগান্তকালে কালরূপী কৃতান্তের ন্যায় পার্থ ঈদৃশী রৌদ্ররূপিণী সুদুস্তরা মহতী শোণিতনদীর উৎপত্তি করিলেন। অধিক আর কি বলিব, তিনি যে কোন সময়ে গাণ্ডীব বিকর্ষণ করিতেছেন, কোন সময়ে শর গ্রহণ করিতেছেন, কখন সন্ধান করিতেছেন এবং কখনই বা নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহা আর কাহারও বোধগম্য করিবার সাধ্য রহিল না।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, সপুত্র দ্রোণাচার্য্য ও কৃপ, এই কয়েক জন মহারথী ক্রোধে অধীর হইয়া সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ কোদণ্ড-সমস্ত বিস্ফারণ করিতে করিতে ধনঞ্জয়-নিধনেচ্ছায় পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কপিকেতন পার্থও পতাকাকীর্ণ সূর্য্যসম-সমুজ্জ্বল স্যন্দনারোহণে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন কৃপ, কর্ণ ও মহারথ-প্রধান দ্রোণাচার্য্য, এই তিন জনে মহাস্ত্র-প্রয়োগদ্বারা তাঁহার বেগ নিবারণপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদাবলির ন্যায় অবিশ্রান্ত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সবিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহারা অদূরবর্ত্তী পার্থশরীরে লোমবাহী দিব্য অস্ত্র-সমস্ত এত অধিক পরিমাণে নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহাতে দুই অঙ্গুলি স্থানও অনাবৃত রহিল না। কিন্তু মহারথ বাসবসূনু তাহাতে কিছুমাত্র অবসাদ প্রাপ্ত না হইয়া সস্মিত-মুখেই গাণ্ডীবে আদিত্যসম তেজঃপুঞ্জ সুদিব্য ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করিলেন। তাহা হইতে যে প্রদীপ্ত কিরণ-জাল বিনির্গত হইল, তদ্দ্বারা সমস্ত কৌরব-কুলকে ব্যাকুল করত কিরীটমালী যেন সাক্ষাৎ অংশুমালীর ন্যায় সমরতলে সমুদিত হইলেন। পর্ব্বতোপরি পাবকের, অথবা মেঘমধ্যে সৌদামিনীর, যাদৃশ ভীষণ শোভা সংলক্ষিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রায়ুধতুল্য-বিরাজিত গাণ্ডীবেও অবিকল সেইরূপ ভয়ঙ্কর শোভা হইল। বৃষ্টিকালে বিদ্যুল্লতা যেমন স্বীয় প্রভায় সমস্ত দিক্ ও ভূমণ্ডল বিদ্যোতিত করত গগনমণ্ডলে বিস্ফুরিতা হয়, তদ্রূপ গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত সেই ঐন্দ্রাস্ত্রও স্বকায় তেজঃপুঞ্জে দশ দিক্ আবৃত করিল। তাহাতে রথী ও গজারোহীপ্রভৃতি যোধবৃন্দ একেবারে বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। কাহারও অন্তঃকরণে আর স্বস্তি রহিল না। সকলেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া নিস্তব্ধ ও শান্তভাবে থাকিল। এইরূপে যাবতীয় সৈন্যই হতচিত্ত ও জীবিতাশায় নিরাশ হওয়ায় সমরে ভঙ্গ দিয়া দিগ্ দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুদুর্দ্ধর্ষ প্রতাপবান্ শান্তনু-তনয় ভীষ্ম সৈন্যগণকে বধ্যমান দেখিয়া মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণাগ্র শরনচয় এবং সুবর্ণপরিষ্কৃত উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক পার্থের সম্মুখীন হইলেন। দিনমণি উদিত হইলে উদয়গিরির যেরূপ শোভা হয়, মস্তকোপরি পাণ্ডববর্ণ আতপত্র ধ্রিয়মাণ হওয়ায় সেই পুরুষসিংহ ভীষ্মেরও তাদৃশ শোভা হইল। গঙ্গানন্দন, দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শঙ্খধ্বনি করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে আগমনপূর্ব্বক পার্থের গতিরোধ করিলেন। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া মহাহৃষ্টচিত্তে সমুচিত সৎকার পুরঃসর, মহীধর যেমন ধরাধরকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ অক্ষোভে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ ভীষ্ম পার্থের রথধ্বজে গর্জ্জিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রবলবেগ-বিশিষ্ট অষ্টবাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই প্রদীপ্ত পতত্রিসকল পাণ্ডুপুত্রের ধ্বজোপরি পতিত হইয়া তত্রত্য কপিবর ও ভূতগণকে আহত করিল। পার্থও তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণধারযুক্ত একটা বৃহদাকার ভল্লদ্বারা ভীষ্মের ছত্র ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন এবং শীঘ্রহস্তে অপর কতকগুলি বাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার ধ্বজবাহন, পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথিকে দৃঢ়রূপে আহত করিলেন। ভীষ্ম তাহা আর কোনক্রমে সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জ্জুনের বীর্য্যবল সমস্ত বিলক্ষণরূপে অবগত থাকিয়াও বিপুল দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অমেয়াত্মা ধনঞ্জয়ও সেইরূপ দিব্যাস্ত্রসকল বিসর্জ্জন করত জলপ্রতিগ্রাহী অচলের ন্যায়, ভীষ্মকে প্রতিগ্রহ করিতে থাকিলেন। এইরূপে বলি-বাসবের ন্যায় ভীষ্মার্জ্জুনের লোমহর্ষকর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবেরা ও নিজ নিজ সৈনিকসহ অন্যান্য যোধগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। এক বীরের ভল্লসকল অন্যের নিক্ষিপ্ত ভল্লনিচয়ে সমাবিদ্ধ হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোতবৃন্দের ন্যায় অন্তরীক্ষে বিদ্যোতিত হইতে থাকিল। হে রাজন্! পার্থের সব্য দক্ষিণ উভয় হস্ত হইতেই তুল্যরূপে বাণ বিসর্জ্জন হওয়ায় গাণ্ডীবখানি যেন অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারাদ্বারা গিরিবরকে আচ্ছাদিত করে, ধনঞ্জয় নিশিত শরশতদ্বারা ভীষ্মকে সেইরূপ আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মও সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজির ন্যায় সমুত্থিত সেই শরধারা সমস্ত স্বকীয় সায়কদ্বারা তৎক্ষণমাত্র ছিন্ন ভিন্ন করত পার্থকে সমাবৃত করিয়া তুলিলেন। সেই ছিন্ন শরগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া অর্জ্জুনের রথসমীপে আসিয়া পতিত হইতে থাকিল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন শীঘ্রহস্তে পুনরায় শলভ-সঙ্কারের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খশরবৃষ্টির যেমন সৃষ্টি করিলেন, ভীষ্মও অমনি শত শত শাণিত শরনিকর দ্বারা তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার তাদৃশ শীঘ্রাস্ত্রতা দর্শনে কৌরবেরা সকলে ভূরি ভূরি সাধুবাদ করিতে থাকিল; এবং ইহাও বলিতে লাগিল, "ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়াও তরুণ-বয়স্ক প্রভূতবলশালী রণদক্ষ ও শীঘ্রাস্ত্র-প্রয়োগ-তৎপর ধনঞ্জয়ের সহিত যে ঈদৃশ যুদ্ধ করিতেছেন, ইহা নিতান্তই দুষ্কর ব্যাপার। ফলত শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, দেবকী-কুমার কৃষ্ণ এবং ভরদ্বাজ-পুত্র আচার্য্যপ্রধান মহাবল দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত সমরে পার্থের বেগ ধারণ করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই।" মহাবল-সম্পন্ন ভরত-প্রবর মহাত্মা বীরদ্বয় এইরূপে সর্ব্বভূতের নেত্র-সমস্ত মোহিত করত অস্ত্রদ্বারা অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক যেন রণাজনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, যাম্য, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, বায়ব্য প্রভৃতি সুদারুণ দিব্যাস্ত্র-

সকল প্রয়োগ করিতে থাকিলেন। তখন নভোমণ্ডলস্থ দর্শকবৃন্দ তাঁহাদিগের তাদৃশ সংগ্রাম বিলোকনে বিস্মিত হইয়া "সাধু ধনঞ্জয়! সাধু ভীষ্ম! ভীষ্মার্জ্জুনের যেরূপ মহাস্ত্র-সম্প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা কদাচ মনুষ্যলোকের উপযুক্ত নহে," এই কথা বলিয়া উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সর্ব্বাস্ত্র-পারদর্শী বীরদ্বয় কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অস্ত্রযুদ্ধ করিয়া পরিশেষে শরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনঞ্জয় ভীষ্মের সমীপস্থ হইয়া ক্ষুরধার শর দ্বারা তাঁহার সুবর্ণ-পরিষ্কৃত কোদণ্ডখানি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল-সম্পন্ন মহারথ ভীষ্মও নিমেষ-মাত্রে আর একখানা কার্ম্মুক লইয়া জ্যারোপণপূর্ব্বক মহাকোপভরে ধনঞ্জয়ের উপর বহুতর শর নিক্ষেপ করিলেন। সুমহাতেজা অর্জ্জুনও তৎক্ষণাৎ পুনরায় সুতীক্ষ্ণ সায়ক-নিবহ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে পর্য্যায়-ক্রমে ভীষ্ম, পাণ্ডবের প্রতি এবং পাণ্ডব, ভীষ্মের প্রতি অজস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! দিব্যাস্ত্রকোবিদ উভয়েরই তুল্যরূপে বাণবৃষ্টি হওয়ায় কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও আর বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। উভয়েই বাণে বাণে দশদিক্ আচ্ছাদিত করিতে থাকিলেন। কখন কিরীটমালী কুন্তীনন্দন, ভীষ্মের প্রতি আত্ম-শক্তির আতিশয্যপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, কখন বা শান্তনুতনয়, পাণ্ডবের প্রতি আপনার অধিকতর শৌর্য্য প্রকটিত করিতে থাকিলেন; এইরূপ উভয় বীরবরের লোকাতীত অদ্ভুত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পরিশেষে ভীষ্মের রথ-রক্ষক শূরগণ ধনঞ্জয়ের বাণাঘাতে অতি-মাত্র ক্লান্ত হইয়া তাঁহার রথের চতুষ্পার্শ্বে রণ-শয্যায় শয়ন করত মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্তর শ্বেতবাহনের সুপরিষ্কৃত হিরণ্য-পুঙ্খযুক্ত গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত সায়ক সকল যেন অরাতিকুল নির্ম্মূল করণাভিলাষেই রথ হইতে নির্গত হইয়া চলিল। অন্তরীক্ষে উপনীত হইলে তৎসমুদায় যেন মরাল-রাজির ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। তৎকালে পার্থ আরও একটি ঈদৃশ অপূর্ব্বরূপ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহা গগন-তলস্থিত সমস্ত দেববৃন্দ কুতূহল-সহকারে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে প্রতাপশালী চিত্রসেননামক এক জন প্রধান গন্ধর্ব্ব সেই বিচিত্ররূপ অদ্ভুত দিব্যাস্ত্র দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন, সব্যসাচীর দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে কি চমৎকার কৌশল! তাঁহার হস্ত হইতে এই বিচিত্র অস্ত্রটি নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র এককালে বহুসংখ্যক হইয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রধাবিত হইতেছে; এরূপ অস্ত্র মনুষ্যেরা সন্ধান করিতে পারে না, যেহেতু ইহা তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান নাই। আহা! দেবগণ-সম্বন্ধীয় পুরাতন মহাস্ত্রগণের কি আশ্চর্য্যরূপ সম্প্রয়োগই দৃষ্ট হইতেছে! পার্থ কখন্ গাণ্ডীব বিকর্ষণ করিতেছেন, কখন্ তূণ হইতে বাণ লইতেছেন, কখন্ সন্ধান করিতেছেন, কখন্ই বা মোচন করিতেছেন, কিছুই আর বোধগম্য হইবার বিষয় নাই। সৈনিকেরা মধ্যাহ্নকালীন প্রখরকর দিবসকরের ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইতেছে না। কেবল অর্জ্জুনকে নহে, তেজঃপুঞ্জ ভীষ্মকেও সন্দর্শন করিতে সহসা কাহারও সাধ্য হইতেছে না। জনসমাজে ভীষ্মার্জ্জুনের সমর ব্যাপার সকলেরই সুবিদিত আছে। তাঁহাদিগের প্রবল পরাক্রমের কথা আর কি বলিব! যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে, বোধ হয়, মনুষ্য-মধ্যে এমন লোকই নাই।"

হে ভরতকুল-প্রদীপ! গন্ধর্ব্বরাজ দেবরাজকে ভীষ্মার্জ্জুনের এইরূপ সংগ্রাম বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলে, শচীপতি তাঁহাদিগের পুরস্কারার্থ উভয়েরই মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। এদিকে সব্যসাচী শরাসনে শর সন্ধান করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে শান্তনু-তনয় তাঁহার বাম পার্শ্বে শরাঘাত করিলেন। তখন বীভৎসু হাস্য করিয়া পৃথুধার গার্দ্ধপত্র বাণে আদিত্যতুল্য তেজস্বী ভীষ্মদেবের কার্ম্মুকখানি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত্ন-সহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিলেও কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় অপর দশ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। গঙ্গাতনয় যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হইয়াও পার্থের সেই শরাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন এবং এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রথের যুগবন্ধন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন সারথি সেই মহারথীকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া উপদিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষণার্থ তথা হইতে লইয়া পলায়ন করিল।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান হইলে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাত্মা দুর্য্যোধন আপন পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন, এবং তাঁহাকে মহাবীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুগণ মধ্যে ভীষণ শরাসন হস্তে বিচরণ করিতে দেখিয়া আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে তাঁহার ললাটদেশে একটা ভল্লাঘাত করিলেন। হে রাজন্! সেই হিরণ্যাগ্র সুশাণিত বাণটি ভালদেশে সমর্পিত হওয়ায় মহনীয়-কর্ম্মা ধনঞ্জয় যেন একশৃঙ্গবিশিষ্ট একটি রুচির পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। ভল্লদ্বারা বিদারিত হওয়াতে তাঁহার অজস্র উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে থাকিল এবং সেই রুধিরধারা কনকপুষ্প-চিত্রিতা আশ্চর্য্যরূপা মালার ন্যায় অতীব বিরাজিত হইতে লাগিল। প্রভূত-সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল পার্থবীর দুর্য্যোধন-কর্তৃক সেই বাণদ্বারা আহত হইয়া অসীম রোষ-সহকারে তাঁহাকে বিষাগ্নিকল্প বাণ-নিচয়ে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উগ্রতেজা দুর্য্যোধনও তাঁহার প্রতি আপন শৌর্য্য প্রকাশ করিতে থাকিলেন। এইরূপে অজমীঢ়-বংশোৎপন্ন প্রধান পুরুষদ্বয় পরস্পর তুল্যরূপে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন-সোদর বিকর্ণ গজপাঙ্ক্তি-রক্ষক রথি-চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত একটা পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড মত্ত মাতঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া পুনরায় পার্থের প্রতি ধাবিত হইল। ধনঞ্জয় করিবরকে দ্রুতগতি আসিতে দেখিয়া আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে তাহার কুম্ভদ্বয়ের মধ্যদেশ লক্ষ্য করিয়া একটি সুদৃঢ়-ফলযুক্ত মহাবেগ-বিশিষ্ট বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। পুরন্দরবিসৃষ্ট বজ্রের ন্যায় সেই গৃধ্রপত্র-ভূষিত বাণটি পর্ব্বতপ্রতিম নাগরাজকে এরূপ বিদারিত করিল যে, পুঙ্খ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া গেল। করিবর বাণাঘাতে প্রপীড়িত, অতি-মাত্র ব্যথিত ও বিষাদমান হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। গজবর ধরাশায়ী হইল দেখিয়া বিকর্ণ মহাত্রাসযুক্ত ও সহসা অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতগতি অষ্ট শত পদ গমনপূর্ব্বক বিবিংশতির স্যন্দনোপরি

... ধনঞ্জয় সেই অশনি-সদৃশ শিলিশ-সহকারে ... অপ্রতিম নাগরাজকে নিহত করিয়া তদনন্তর ... একটি সায়কদ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষ ভেদ করিলেন।' এই-রূপে ... কুরুরাজ আহত হইলে এবং ... দিলে, ... সৈন্যাধ্যক্ষেরা গাণ্ডীবমুক্ত শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সহসা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন হস্তীকে নিহত দেখিয়া এবং যোধগণের পলায়ন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রথসম্বর্তন পূর্ব্বক, যে দিকে পার্থ নাই, তথায় পলাইতে লাগিলেন। তখন যুদ্ধাভিলাষী শত্রুতাপন ধনঞ্জয় সেই ভীষণরূপ দুর্য্যোধনকে বাণ-বিদ্ধ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান দেখিয়া আহ্বানপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, অহে দুর্য্যোধন! তুমি বিপুল কীর্ত্তি ও যশোরাশি পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ? যুদ্ধে প্রস্থানকালে তোমার যেরূপ তূর্য্যধ্বনি হইয়াছিল, এখন আর সেরূপ হইতেছে না কেন? এই দেখ, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাকারী পৃথাদেবীর তৃতীয় পুত্র ধনঞ্জয় যুদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে; অতএব হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! তুমি রাজধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে সম্মুখ-যুদ্ধ প্রদান কর। হায়! গুরুজনেরা তোমার যে ভুবন-বিখ্যাত 'দুর্য্যোধন' নাম নামকরণ রাখিয়াছিলেন, অদ্য তাহা নিতান্তই নিরর্থক হইল। তুমি যখন যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছ, তখন আর তোমার দুর্য্যোধনত্ব কোথায় রহিল? অহে দুর্য্যোধন! তোমার শরীর-রক্ষকেরা কোথায় গেল? তোমার অগ্রে কি পশ্চাতে কাহাকেও যে দেখিতেছি না! তবে আর কি বলিয়াই বা তোমাকে যুদ্ধ করিতে বলিব? অহে পুরুষ-প্রবীর! কালরূপী পাণ্ডবের নিকট হইতে এখন তোমার পলায়ন করাই শ্রেয়; কেন না প্রাণ অতি প্রিয় বস্তু, সর্ব্বতোভাবে তাহার রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ মহাত্মা পার্থবীর উক্তরূপ মর্ম্মভেদী ভর্ৎসনা বাক্যে আহ্বান করিলে, বীর্য্যবল-সম্পন্ন অতিরথী দুর্য্যোধন আর কোন ক্রমে সহ্য করিতে না পারিয়া অঙ্কুশ-মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, অথবা পাদতল-দলিত প্রচণ্ড বিষধরের ন্যায় তৎক্ষণ-মাত্র রথারোহণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি বিদ্ধদেহ হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া হেমমালী নরবীর কর্ণ তাঁহাকে নিবারিত ও স্থিরীকৃত করিয়া তাঁহার উত্তরদিক্ দিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। মহাবল ভীষ্মও স্বর্ণ কক্ষাদিত পিঙ্গলবর্ণ তুরঙ্গম-গণকে নিবর্ত্তিত করিয়া ধনুকে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে দুর্য্যোধনকে পার্থ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং দ্রোণ কৃপ বিবিংশতি দুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য মহারথেরাও শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব শরাসনে শর-সংযোগ-পূর্ব্বক ভূপতির রক্ষার্থে সত্বর অগ্রসর হইলেন। তখন ধনঞ্জয় সাগর-তুল্য সেই সমস্ত সৈন্য-সামন্তদিগকে প্রতিনিবর্ত্তমান দেখিয়া, হংস যেমন মেঘাগমে উৎপতিত হয়, তদ্রূপ ত্বরান্বিত হইয়া তাহা-দিগের প্রতিমুখে ধাবিত হইলেন। সমবেত সৈনিকেরাও দিব্যাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া জলদাবলি যেমন সমধিকবেগ-সহকারে ভূধরোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধন্বা শক্রসহ মহাবল সব্যসাচী তৎক্ষণমাত্র কৌরবদিগের অস্ত্র-সকল অস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিয়া সম্মোহন নামক আর একটি অপ্রতিহত-বীর্য্য অনিবার্য্য ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং আরও বহুতর সুধার নিশিত শর-সমূহদ্বারা দিগ্বি দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া পরিশেষে গাণ্ডীব-নির্ঘোষ ও দেবদত্ত শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও দিগ্বিদিক্পুঞ্জ নিনাদিত করত কৌরবদিগের চিত্ত সমস্ত অতিমাত্র ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। সেই কুরুবলবর্গ পার্থ-সমীরিত শঙ্খ শব্দ-প্রভাবে তৎক্ষণমাত্র বিচেতন হইয়া সকলেই শান্ত ভাব ধারণ করিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে অপরিহার্য্য কার্ম্মুক-সমস্ত ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।

কুরুসৈন্য এইরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইলে পার্থ উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া মৎস্যপুত্রকে কহিলেন, অহে রাজকুমার! সৈনি-কেরা এইরূপ অচৈতন্য থাকিতে থাকিতে তুমি উহা-দিগের মধ্যে গিয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শোভন শুক্লবস্ত্র, কর্ণের মনোহর পীতবসন এবং অশ্বত্থামা ও রাজার নীলবর্ণ পরিধেয়যুগল সত্বর আনয়ন কর। বোধ করি, ভীষ্ম অচেতন হন নাই; যেহেতু ইনি আমার এই সম্মোহনাস্ত্রের প্রতীকারো-অতএব ইহাঁর বাহনগণকে বামদিকে রাখিয়া গমন কর; সচেতন ব্যক্তিদিগের সর্ব্বথা সাবধান হইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

অনন্তর মহাত্মা উত্তর বল্গা পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মহারথগণের বসন সমস্ত আহরণ করিয়া অবিলম্বেই পুনরায় স্বকীয় স্যন্দনে আরোহণ করিলেন এবং অর্জ্জুনের আদেশক্রমে সদ্গুণালঙ্কৃত স্বর্ণ কক্ষ সুশোভিত শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালিত করিলেন। তাহারাও অমনি বায়ুবেগে অর্জ্জুনকে যুদ্ধমধ্য হইতে লইয়া ধ্বজধারী পদাতি সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিল। তখন ভীষ্ম পুরুষবর ধনঞ্জয়কে প্রস্থিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি সত্বর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অরিষ্টধন্বা অর্জ্জুনও সমরে ভীষ্মের হয়চতুষ্টয় নিহত করিয়া দশসংখ্যক শরদ্বারা তাঁহাকে পার্শ্বদেশে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিয়া, অংশুমালী দিবাকর যেমন মেঘমণ্ডল বিদারণ-পুরঃসর প্রকাশ পাইতে থাকেন, তদ্রূপ রথনিকরমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুরুবীর দুর্য্যোধন চেতন লাভ করিয়া এবং সুরেন্দ্র-সদৃশ ইন্দ্রতনয়কে রণে বিমুক্ত ও একাকী অবস্থিত দেখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনার হস্ত হইতে ধনঞ্জয় কিরূপে পরিত্রাণ পাইল? এখনও উহাকে এরূপে প্রমথিত করুন, যদ্দ্বারা কোনপ্রকারে বিমুক্ত হইতে না পারে। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম সহাস্য আস্যে উত্তর করিলেন, অহে কুরু-রাজ! তুমি যখন বিচিত্র শরাসন ও শর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন তোমার এ বুদ্ধি ও বীর্য্য কোথায় গিয়াছিল? অর্জ্জুনের উদারচিত্ত কদাচ পাপ-বিষয়ে রত হয় না; সুতরাং তিনি নিষ্ঠুর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কখনই প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অধিক আর কি বলিব, ঐ

মহাপুরুষ ত্রৈলোক্য রাজ্যলাভের নিমিত্তও কখন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; সেইজন্যই তোমরা সকলে এই যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হও নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; শীঘ্রই হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান কর এবং পার্থও জয়লব্ধ গোধন লইয়া প্রতিগমন করুন। দেখ, জীবমাত্রেরই আপনার হিতকর কর্ম্ম করা বিধিবোধিত; অতএব মোহপরতন্ত্র স্বার্থ বিনষ্ট করা তোমার কোনমতেই উচিত হয় না।

নিরতিশয় অমর্ষশালী রাজা দুর্য্যোধন পিতামহের সেই হিতকর বাক্য শ্রবণে সমরবাসনায় বিরত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারাও ভীষ্মোক্ত ঐ বাক্য হিতকর বিবেচনা করিয়া এবং পাণ্ডবানল ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠিল দেখিয়া রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন। পৃথানন্দন ধনঞ্জয়, কুরুপ্রবীরদিগকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া প্রীতমনে প্রধান প্রধান বীরবর্গকে সানুনয় সম্ভাষণ ও পূজা করিবার মানসে মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি শান্তনুতনয় বৃদ্ধ পিতামহ ও আচার্য্য দ্রোণকে শিরোবনমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া অশ্বত্থামা, কৃপ ও মাননভাজন কৌরবদিগকে বিচিত্র সায়কাবলিদ্বারা অভিবাদন করিলেন এবং অপর এক বাণে দুর্য্যোধনের উত্তমরত্ন-চিহ্নিত মুকুটখানি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মাননীয় বীরবর্গকে যথাবিধি সংবর্দ্ধনা করিয়া বীভৎসু গাণ্ডীব-নির্ঘোষে লোকত্রয় শব্দায়িত করিলেন; দেবদত্ত শঙ্খনাদে দ্বিষদ্গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন; হেমজালমণ্ডিত বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মানা করত শত্রুকুলকে অভিভূত করিয়া বিরাজমান হইতে লাগিলেন; এবং পরিশেষে সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তরকে সম্বোধিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে অশ্বসকল প্রত্যাবর্ত্তিত কর; তোমার পশুকুল বিজিত হইল; ঐ দেখ, শত্রুগণ স্বদেশে প্রস্থান করিতেছে; অতএব তুমিও প্রফুল্লমনে স্বপুরে প্রবেশ কর। এদিকে দেবগণ পার্থের সহিত কৌরবদিগের সেই অত্যাশ্চার্য্য সমর-ব্যাপার বিলোকনে পুলকিত হইয়া অর্জ্জুনের অমানুষ সমর-কৌশল পর্য্যালোচন করিতে করিতে নিজ নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বৃষভেক্ষণ ধনঞ্জয় কুরুকুলকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া বিরাটের মহৎ গোধন প্রত্যানয়ন করিতেছেন, এ দিকে ধৃতরাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় সৈন্যসামন্তেরাও রণে ভঙ্গ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে, ইত্যবসরে পূর্ব্বপলায়িত আর কতকগুলি কুরুসৈন্য সহসা গহন-কানন হইতে নির্গত হইল এবং ভয়ত্রস্তান্তঃকরণে ও আলুলায়িতকেশে ক্রমে ক্রমে পার্থসমীপে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। তাহারা একে ক্ষুৎপিপাসায় পরিশ্রান্ত, তাহাতে আবার বিদেশস্থ, সুতরাং তাহাদিগের চিত্তের যে বৈকল্য জন্মিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা প্রণিপাতপুরঃসর সসম্ভ্রমে পার্থকে কহিল, আমরা আপনার কিঙ্কর, এক্ষণে কি করিব অনুমতি করুন।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি তোমাদিগকে দৃঢ়রূপে আশ্বাস প্রদান করিতেছি, তোমরা কোন প্রকারে ভীত হইও না, যথাসুখে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর; আমি আর্ত্ত-ব্যক্তিদিগের হিংসা-করণে কখনই অভিলাষ করি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শরণাগত যোদ্ধাগণ অর্জ্জুনের এই অভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুঃ কীর্ত্তি ও যশঃপ্রদ আশীর্ব্বচনে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর সমর-বিজয়ী সব্যসাচী যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মদস্রাবী কুঞ্জরের ন্যায় বিরাট-রাষ্ট্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন আর কৌরবেরা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। প্রচণ্ড সমীরণ যেমন নিবিড় ঘনঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ শত্রুনিকৃন্তন ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য-মণ্ডলীকে নিরাকৃত করিয়া মৎস্য পুত্রকে পুনঃ পুনঃ সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,

পাণ্ডবেরা যে তোমার জনক-সন্নিধানে বসতি করিতেছেন, তাহা তুমিই কেবল জানিলে, কিন্তু সাবধান, যেন নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রশংসাসূচক কোন কথার উল্লেখ করিও না; কেননা মৎস্যপতি হঠাৎ জানিতে পারিলে ভীত হইয়া অনুদ্দেশ হইতে পারেন। বরং পুরী প্রবেশানন্তর তুমি প্রীতমানসে পিতার সন্নিহিত হইয়া "আমিই কুরুকুল পরাভূত করিয়া পশুকুল উদ্ধার করিয়াছি," এই বলিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের পরিচয় দিও।"

উত্তর কহিলেন, হে সব্যসাচিন! আপনি যে দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, ইহা আমার পক্ষে কদাচ সম্ভবনীয় নহে, সে কর্ম্ম করিতে আমার শক্তি নাই; পরন্তু আপনি যে পর্য্যন্ত আমাকে অনুমতি না করিবেন, আমি পিতার নিকটে আপনার পরিচয় দিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন এইরূপে শত্রুসেনা পরাজিত করিয়া এবং কুরুগণ হইতে সমস্ত গোধন আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া শর-বিক্ষত কলেবরে পুনর্ব্বার শ্মশানাভিমুখে আগমনপূর্ব্বক শমীবৃক্ষ-সমীপে উপনীত হইলেন। অনন্তর অনলকল্প কপিবর-ভূতগণ সমভিব্যাহারে আকাশপথে উৎপতিত, বিশ্বকর্ম্ম-বিরচিত দৈবী মায়া তিরোহিত এবং উত্তরের রথোপরি পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। মহাত্মা মৎস্যরাজ-নন্দন সেই সংগ্রাম-বর্দ্ধন গাণ্ডীব শরাসন এবং কুরুপ্রধান পাণ্ডবদিগের তূণ ও শস্ত্র সমস্ত পূর্ব্ববৎ শমীবৃক্ষে স্থাপিত করিয়া অর্জ্জুনকে সারথ্য কর্ম্মে নিয়োজনপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শত্রুকুলনিহন্তা মহাত্মা পার্থও বৈর-নির্য্যাতনরূপ অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর পূর্ব্বমত বেণী-বিন্যাসাদিদ্বারা বৃহন্নলারূপ ধারণ করত তাঁহার সারথি হইয়া হৃষ্টমানসে পুনর্ব্বার বল্গা গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সমর বিজিত কৌরবেরা অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যের বশীভূত হওয়াতে সকলেই বিষণ্ণচিত্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দীনভাবে হস্তিন নগরোদ্দেশে গমন করিলে, ধনঞ্জয় পথিমধ্যে উপনীত হইয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে মহাবাহো, রাজপুত্র! অগ্রে রক্ষকগণসহ তোমার সমুদায় পশুকুল সমানীত দেখিয়া পশ্চাৎ আমরা অশ্বদিগকে স্নান-পানাদিদ্বারা সুস্নিগ্ধ করিয়া অপরাহ্ণে গমন করিব; এক্ষণে তুমি ঐ গোপদিগকে আদেশ কর, উহারা প্রিয় সংবাদ প্রদানার্থ ত্বরাপূর্ব্বক নগরে গিয়া তোমার বিজয়

ঘোষণা করুক। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থের বচনানুসারে উত্তর সত্বর হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা অগ্রে গিয়া এই সংবাদ দাও যে, মহারাজের বিজয়, শত্রুদিগের পরাজয় এবং গো-কুলের উদ্ধার হইয়াছে। বৈরনির্য্যাতনে পরিতৃপ্ত অর্জ্জুন ও উত্তর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পুনরায় সেই শমী-সমীপে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদি সকল রথে তুলিয়া লইলেন। সেই বীর-প্রধান বিরাটতনয় এইরূপে শত্রুসেনা পরাভব-পূর্ব্বক কুরুগণ হইতে সমস্ত গোধন আচ্ছিন্ন করিয়া বৃহন্নলা সারথি সমভিব্যাহারে মহাহৃষ্ট-চিত্তে পুরী প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে সেনা-নায়ক মৎস্যপতিও ত্রিগর্ত্তদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে সমুদায় গোধন উদ্ধারপূর্ব্বক পাণ্ডব-চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! কুন্তীনন্দনগণে পরিবৃত হওয়ায় তৎকালে তাঁহার একটি অনির্ব্বচনীয় শ্রী ও শোভা হইয়া উঠিল। সুহৃদ্গণ, নরেন্দ্রকে রাজ-সিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া এককালে উল্লাসে উৎফুল্ল হইলেন; ব্রাহ্মণবর্গ ও অপরাপর প্রজাগণ সভায় উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ ও গুণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা মৎস্যরাজের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিনন্দনপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া উত্তরকে দেখিতে না পাওয়ায় সকলকে জিজ্ঞাসিলেন, ভূমিঞ্জয় কোথায়? তখন অন্তঃপুর-চর নর নারী ও কন্যাগণ উত্তর করিল, মহারাজ! কৌরবেরা আপনার গোধন অপহরণ করায় রাজকুমার রাগান্ধ হইয়া সাতিশয় সাহস সহকারে একমাত্র বৃহন্নলাকে সহায় করিয়া একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা, এই ছয় জন অতিরথীকে জয় করিবার নিমিত্ত নির্গত হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিরাটরাজা সংগ্রাম-বর্দ্ধন কুমারের বৃহন্নলা সারথি সমভিব্যাহারে একরথে গমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া সমস্ত অমাত্যমুখ্যদিগকে কহিলেন, কৌরবেরা ও অন্যান্য মহীপালগণ ত্রিগর্ত্তদিগের পরাজয় শ্রবণে কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না। অতএব আমার সৈনিকবর্গ-মধ্যে যাহারা ত্রিগর্ত্তদিগের যুদ্ধে আহত না হইয়াছে, সেই সকল যোদ্ধারা মহদ্বলে পরিবৃত হইয়া উত্তরের রক্ষার্থ গমন করুক। অমাত্যদিগকে এই কথা বলিবার পর, বাহিনীপতি বিরাট, পুত্রের রক্ষার্থ হয়, হস্তী, রথ ও বিচিত্র বসন-ভূষণসমন্বিত পুরুষপ্রবীর পদাতিগণ, এই চতুরঙ্গিণী সেনা অবিলম্বে প্রেরণ করিলেন এবং প্রয়াণ-সময়ে তাহাদিগকে এই আদেশ করিয়া দিলেন যে, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, উত্তর জীবিত আছে কি না; যখন এক জন ষণ্ডকে সারথি করিয়া যাত্রা করিয়াছে, তখন যে সে এপর্য্যন্ত জীবিত আছে, এমন বোধ হয় না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটরাজকে অতিমাত্র পরিতাপিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, নরনাথ! যদি বৃহন্নলা সারথি হইয়া থাকে, তবে আর অরাতিকুল কখনই গো-কুল হইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। সেই সারথিকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আপনার পুত্র কৌরবদিগকে, পৃথিবীস্থ সমস্ত সমবেত নরপতিগণকে, এমন কি দেবতা, যক্ষ, নাগ ও অসুরবৃন্দকেও পরাজিত করিতে পারিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর-প্রেরিত দূতগণ দ্রুতগতি নগরে আসিয়া রাজপুত্রের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিল। তখন মন্ত্রী, স্বপক্ষের অনুপম বিজয়, কুরুদিগের পরাজয় এবং উত্তরের আগমন, সমুদায় বৃত্তান্ত রাজসমক্ষে নিবেদন করত কহিলেন, হে পরন্তপ! আপনার সমস্ত পশুকুল বিনির্জ্জিত ও কুরুকুল পরাজিত হইয়াছে এবং রাজকুমারও সারথির সহিত কুশলী আছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আপনার গোধন বিনির্জ্জিত হওয়া এবং কৌরবদিগের পলায়ন করা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনার পুত্র যে, কুরুদিগকে পরাভূত করিয়াছেন, ইহা আমি বড় বিচিত্র বোধ করি না, কেন না বৃহন্নলা যাহার সারথি, নিশ্চয়ই তাহার জয় হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিরাট-নরপতি অমিত-প্রতাপশালী নিজকুমারের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে হর্ষে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া দূতগণকে বহুতর বস্ত্রাদিদ্বারা পুরস্কৃত করিলেন; অনন্তর পতাকাপুঞ্জদ্বারা রাজপথ সুশোভিত করিতে এবং পুষ্পোপহারে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে মন্ত্রিবর্গকে প্রেরণ করিলেন এবং ইহাও আদেশ করিলেন যে, নগরস্থ সমস্ত বালক, প্রধান প্রধান বীর ও বারবনিতারা সুন্দররূপ বেশ বিন্যাস করিয়া আমার পুত্রকে আনয়ন করিতে অগ্রসর হউক, বাদ্যকরেরা বাদিত্র বাদন করিতে করিতে গমন করুক; ঘণ্টাবাদক শীঘ্র মত্তমাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া প্রতি চতুষ্পথে মদীয় বিজয়কীর্ত্তন করিতে থাকুক এবং উত্তরাও নাট্যপরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক কুমারীগণে পরিবৃতা হইয়া বৃহন্নলাকে গ্রহণ করিতে প্রত্যুদ্গমন করুক। রাজার এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র নগরস্থ সকল লোকেই মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে লইয়া অনন্ত বীর্য্যসম্পন্ন রাজকুমারের আনয়নার্থ অগ্রসর হইল। ভেরী, তূরী, শঙ্খ, পণব ও পটহাদি বাদ্যবাদকেরা বহুবিধ বিজয় বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিল, সূত মাগধ বন্দীরা সুমধুর নান্দী পাঠ করিতে থাকিল এবং সুন্দরী রমণীরা কমনীয় বেশ-বিন্যাস-পূর্ব্বক দর্শকবর্গের চিত্ত হরণ করিতে করিতে চলিল। মহামতি মৎস্যপতি, কুমারকে আনিবার নিমিত্ত সেনা, গণিকা ও কন্যাগণকে প্রেরণ করিয়া মহা আহ্লাদভরে এই কথা বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি! অক্ষ আনয়ন কর, কঙ্ক! এস, এখন আমরা দ্যূত ক্রীড়া করি। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হর্ষাবিষ্ট বিরাট-রাজের এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমরা পণ্ডিতমুখে শুনিয়াছি; হৃষ্টচিত্ত অক্ষচতুরের সহিত ক্রীড়া করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব অদ্য আপনি অতিমাত্র হর্ষযুক্ত হওয়ায় আমি ক্রীড়া করিতে শঙ্কা করিতেছি; তবে আপনার প্রিয় কার্য্য করিতে আমার সততই ঔৎসুক্য আছে; যদি নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, আরম্ভ করুন।

বিরাট কহিলেন, অদ্য আমি যেরূপ প্রকার দেখিতেছি, ইহাতে তুমি দ্যূতক্রীড়া ব্যতিরেকেও আমার স্ত্রী, হিরণ্য, নারী বা অন্য কোন বস্তুজাত রক্ষা করিতে পারিবে না। কঙ্ক কহিলেন, হে মানপ্রদ রাজেন্দ্র! বহুদোষাকর দ্যূতক্রীড়ায় আপনার প্রয়োজন কি? দ্যূতসেবনে অনেক অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা! এ নিমিত্ত ইহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। বোধ হয়,

আপনি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াছেন, অন্তত তাঁহার কথা শুনিয়াও থাকিবেন; তিনি এই দ্যূতক্রীড়ায় অসীম সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অধিকার, সাম্রাজ্য, এমন কি, ত্রিদশ-তুল্য ভ্রাতৃগণ পর্য্যন্ত, সমুদায় হারাইয়াছিলেন; সেইহেতু আমার আর দ্যূতক্রীড়ায় কোন মতেই অনুরক্তি জন্মে না; কিন্তু কি করি, আপনার অভিমত হইলে আমাকে অবশ্যই তাহাতে সম্মত হইতে হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্যূতক্রীড়ারম্ভ হইলে মৎস্যরাজ পাণ্ডবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ, আমার পুত্র তাদৃশ পরাক্রান্ত কৌরবদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে। তাহাতে ধর্ম্ম-তনয় যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, মহারাজ! বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার কেনই না জয় হইবে? ইহা শুনিয়া মৎস্যাধিপতি কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অহে দ্বিজাধম! তোমার কি কিছুই বাচ্যাবাচ্য বোধ নাই? আমার পুত্রের সহিত একটা নপুংসকের বারংবার প্রশংসা করিয়া তুমি নিশ্চয়ই আমার অবমাননা করিতেছ। ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি যোধমুখ্যদিগকে একজন ষণ্ড কিপ্রকারে পরাজিত করিবে? অহে ব্রহ্মন্! কেবল বয়স্য বলিয়া তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম; কিন্তু যদি জীবনের অভিলাষ থাকে, তবে যেন আর ঈদৃশ বাক্য তোমার মুখ হইতে নির্গত না হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে স্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথেরা যুদ্ধার্থী হইয়া সমবেত হন, অথবা অমরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং দেবরাজ সমর-কামনায় আগমন করেন, সে স্থলে একমাত্র বৃহন্নলা ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? কোন মনুষ্যই অদ্যাপি যাঁহার বাহুবলের সহিত তুলনা করিবার যোগ্য হইতে পারে নাই, পারিবেও না; সমর সন্দর্শন করিলেই যাঁহার অতিমাত্র হর্ষ জন্মিয়া থাকে; এবং দেব, দানব ও মহোরগগণ একত্র সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও যিনি সকলকেই পরাস্ত করিতে পারেন; তাদৃশ মহাবীরকে সহায় করিয়া রাজকুমার কি নিমিত্ত জয় লাভ না করিবেন? বিরাট কহিলেন, আমি বারংবার তোমাকে নিষেধ করিলাম, তথাপি তুমি বাক্য সংযমন করিলে না; যদি নিয়ন্তা না থাকে, তবে আর কেহ ধর্ম্মাচরণ করে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা অত্যন্ত কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে "আর যেন এরূপ না হয়," এই প্রকার ভর্ৎসনা করিতে করিতে রোষভরে একটা অক্ষ তাঁহার মুখে দৃঢ়রূপে আঘাত করিলেন। বলবৎ প্রহার নিবন্ধন তাঁহার নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, সেই শোণিতধারা ভূতলে পতিত না হইতেই অমনি পাণিযুগল দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদ-নন্দিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ভর্তৃ-ছন্দানুবর্ত্তিনী অনিন্দিতা কৃষ্ণাও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ একটা জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে বিগলিত সেই রক্তধারা ধারণ করিলেন। এদিকে উত্তর, মহাহর্ষভরে যদৃচ্ছাক্রমে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক [illegible] বিচিত্র গন্ধমাল্যদ্বারা সমাকীর্ণ ও পুরবাসী [illegible] কর্তৃক সম্মানিত হইয়া রাজভবনের দ্বারে আসিয়া [illegible] হইবার [illegible] প্রতিহারী দ্বারা পিতার নিকট সংবাদ [illegible]। [illegible] হইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ-সমীপে নিবেদন করিল, মহারাজ! রাজকুমার উত্তর, বৃহন্নলার সহিত দ্বারে উপস্থিত। অনন্তর মৎস্যরাজ আহ্লাদ-পূর্ণ হৃদয়ে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন যে, শীঘ্র করিয়া তাহাদিগকে আমার সন্নিহিত কর; আমি উভয়েরই দর্শনলোলুপ হইয়া রহিয়াছি। পরন্তু ধর্ম্মরাজ দ্বারীর কর্ণদেশে ধীরে ধীরে কহিলেন, হে মহাবাহো! কেবল উত্তরই যেন প্রবেশ করেন, বৃহন্নলাকে এক্ষণে আনয়ন করা হইবে না; কেন না তাহার এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, বিনা যুদ্ধে যে ব্যক্তি আমার অঙ্গে ক্ষত উৎপাদন, অথবা শোণিত প্রদর্শন করিবে, সে কোন ক্রমে জীবিত থাকিবে না, অতএব এক্ষণে আমাকে এইরূপ রক্তাক্ত দেখিলে, সেই বীরবর অত্যন্ত কুপিত হইয়া অমাত্য ও বলবাহন সহিত মৎস্যরাজকে নিহত করিতে পারে।

ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজার জ্যেষ্ঠ তনয় ভূমিঞ্জয় সভা প্রবেশপূর্ব্বক পিতার পাদদ্বয়ে অভিবাদন করিলেন; পশ্চাৎ ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করত দেখিলেন, সেই নিরপরাধী মহানুভাব, আঘাতে কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া সভামণ্ডপের প্রান্তভাগে ভূতলে উপবেশন করিয়া আছেন; তাঁহার নাসিকা হইতে রুধির-স্রাব হইতেছে এবং সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। অনন্তর উত্তর যেন চকিত হইয়া সত্বর পিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, কে ইঁহাকে তাড়না করিল? ঈদৃশ পাপকর্ম্মে কাহার অভিরুচি হইল?

বিরাট কহিলেন, আমিই এই কুটিল ব্রাহ্মণকে প্রহার করিয়াছি, ও কেবল এতাবন্মাত্র প্রহারেরই যোগ্য নহে; কেন না যৎকালে আমি তোমার শূরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলাম তৎকালে ও কেবল ষণ্ডেরই প্রশংসা করিতে থাকিল। উত্তর কহিলেন, রাজন্! আপনি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন এক্ষণে শীঘ্রই ইঁহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা ঘোরতর ব্রহ্মবিষ আপনাকে সমূলে নির্দ্দহন করিয়া ফেলিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্রের এই কথা শুনিয়া রাষ্ট্রবর্দ্ধন মৎস্যরাজ ভস্মাচ্ছাদিত অনলতুল্য কুরুরাজকে ক্ষমা করাইতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বিরাটকে ক্ষমা-প্রার্থনায় উন্মুখ দেখিয়া এই কথা বলিলেন, রাজন্! আমি এ বিষয়ে অনেক ক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি; আমার ক্রোধ নাই। হে মহাবাহো! যদি আমার নাসিকা হইতে এই রক্ত ভূতলে পতিত হইত তাহা হইলে আপনি রাজ্য সহিত বিনষ্ট হইতেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ! আপনি আমাকে নিরপরাধে আঘাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত আপনাকে আমি দোষী করিতে পারি না; কেন না প্রভু বলবান্ হইলে তাঁহা হইতে সহসা এরূপ ভয়ানক ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের শোণিতপাত উপশান্ত হইলে বৃহন্নলা সভায় প্রবেশ করিয়া বিরাট ও কঙ্ককে অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ, কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসাদিত করিবার পর, রণপ্রত্যাগত উত্তরকে সব্যসাচীর শ্রবণগোচরেই ভূরি ভূরি প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে মৎস্যকুলনন্দবর্দ্ধন! আমি তোমা হইতেই যথার্থ পুত্রবান্ হইলাম; তোমার মত পুত্র, আর

আর ভয় নাই, হইবেও না। হে বৎস! যিনি এক কালে লক্ষ্যসমূহ ভেদ করিবার অভিলাষ করিলেও একটি লক্ষ্যও অতিক্রম করেন না, সেই অতুল পরাক্রমসম্পন্ন কর্ণের সহিত তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিলে? সমস্ত মনুষ্য-লোকমধ্যে কুত্রাপি যাহার সদৃশ মানুষ দৃষ্ট হয় না; যিনি সমুদ্রের ন্যায় অক্ষোভ্য এবং কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ; সেই ভীষ্মদেবের সহিতই বা তোমার কিরূপে সমাগম হইল? হে তাত! যিনি কুরুবংশ, বৃষ্ণিবংশ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়বংশের শিক্ষাগুরু এবং যাবতীয় শস্ত্রধারীর মধ্যে প্রধান; ব্রহ্মবংশাবতংস সেই দ্রোণাচার্য্যের সহিত তোমার কি প্রকারে সংগ্রাম হইল? অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত যে আচার্য্য-পুত্র সমস্ত শস্ত্রধারিগণ মধ্যে অধিকতর শৌর্য্যশালী; তাঁহার সঙ্গেই বা তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিলে? হে বৎস! রণস্থলে যাহাকে একবারমাত্র নিরীক্ষণ করিলেই প্রতিপক্ষেরা হৃতসর্ব্বস্ব বণিজিকদিগের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই কৃপাচার্য্যের সহিত তোমার কিপ্রকারে সমাগম হইল? হে তাত! যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাস্ত্রঘাতে পর্ব্বত পর্য্যন্তও বিদারণ করিতে পারেন, সেই দুর্য্যোধনের সহিত তুমি কিরূপে যুদ্ধ করিয়া উঠিলে? আহা! দ্বিষদ্বর্গ বিলোড়িত হওয়ায় সুখরূপ সমীরণ আমাকে সুশীতল করিতেছে। তুমি যে কুরুগণ কবলিত মদীয় ধন সংগ্রামে জয় করিয়াছ, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি সেই সমস্ত নরবরদিগকে সমরে দূরীভূত করিয়াই, শার্দ্দূলগণের নিকট হইতে আমিষের ন্যায়, সমুদয় গোধন আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছ।

উত্তর কহিলেন, পিতঃ! আমা হইতে শত্রুকুল পরাজিত ও গোকুল উদ্ধৃত হয় নাই; কোন এক দেবপুত্র সেই মহৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বজ্রতুল্য বর্ম্মধারী সেই বীর্য্যবান্ যুবা দেবকুমার আমাকে ভীত ও পলায়নপর দেখিয়া নিবারণ করত রথপ্রস্থে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনিই গোধন বিনির্জ্জিত ও কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। তিনিই সেই অসামান্য দুরূহ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা; নতুবা আমার কি সাধ্য যে, আমি ইহা সম্পন্ন করিতে পারি। সেই মহাবল-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ দেবতনয় শরাঘাতে কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও ভীষ্মকে বিমুখ করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন সমরে ভীত হইয়া যূথপতি কুঞ্জরের ন্যায় পলায়ন-পরায়ণ হইলে তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, অহে কুরুনন্দন! হস্তিনাপুরেতেও আমি তোমার কিছুমাত্র পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখিতেছি না, অতএব তুমি বাহুবলে জীবন রক্ষার চেষ্টা কর। অহে রাজন্! তুমি পলায়ন করিলেই নিষ্কৃতি পাইবে না, অতএব যুদ্ধে মন কর; যদি যুদ্ধে জয়ী হইতে পার, তবে বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করিবে, নতুবা যদি নিহত হও, তাহা হইলেও স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। নরশার্দ্দূল দুর্য্যোধন তৎক্ষণমাত্র প্রতিনিবৃত্ত এবং সচিবগণে পরিবৃত হইয়া প্রচণ্ড সর্পসদৃশ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বজ্রোপম শরসমস্ত বিসর্জ্জিত করিতে লাগিলেন। হে পিতঃ! তাহা দেখিয়া আমার লোমাঞ্চ ও উরুকম্প হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সিংহোপমদেহ বলবান্ যুবা দেবকুমার কেশরিতুল্য-পরাক্রান্ত কুরুসৈন্যদিগকে শরানলে দগ্ধ করিতে থাকিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদায় রথিসৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া সেই কৌরবগণের প্রতি যেন হাস্য করত তাহাদিগের বস্ত্রসমস্ত হরণ করিয়া লইলেন। মহারাজ! কোন মত্ত শার্দ্দূল যেমন বনচর মৃগগণকে পরাভূত করে, তদ্রূপ সেই বীরপুরুষ একাকী ছয়জন রথীকে অনায়াসে বিনির্জ্জিত করিলেন।

বিরাট কহিলেন, যিনি কুরুদিগের করতলগত মদীয় গোধন সমস্ত আচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সেই অসামান্য বীর্য্যবলসম্পন্ন মহাবাহু দেবতনয় কোথায়? যাঁহার প্রসাদে তুমি শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং গোধনও সুরক্ষিত হইয়াছে, সেই মহাবল দেবকুমারকে আমি দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে বাঞ্ছা করি। উত্তর কহিলেন, পিতঃ! সেই প্রতাপবান্ দেবকুমার অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন; বোধ করি, তিনি কল্য বা পরশ্ব দিবস প্রাদুর্ভূত হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উত্তর এইরূপ ভঙ্গিক্রমে অর্জ্জুনের পরিচয় দেওয়ায় তিনি যে ছদ্মবেশে রাজনিকেতনে বাস করিতেছেন, রাজা আর তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনন্তর পার্থ, মহাত্মা বিরাটকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সেই জয়লব্ধ বস্ত্রসমস্ত রাজকুমারী উত্তরাকে স্বয়ং প্রদান করিলেন। ভাবিনী উত্তরাও প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার নিকট হইতে সেই মহামূল্য বহুবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র সমুদায় প্রতিগ্রহ করিলেন। হে নরেন্দ্র! তদনন্তর ভরতশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, মৎস্যরাজতনয় উত্তরের সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রকাশবিষয়ে যেরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিলেন, পরিশেষে উভয়ে মিলিত হইয়া সম্যক্ হৃষ্টচিত্তে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।

গোহরণ-প্রকরণ ও সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

## বৈবাহিক-প্রকরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তৃতীয় দিবসে প্রতিজ্ঞোত্তীর্ণ, পাবকতুল্য প্রতাপ-সম্পন্ন, মহারথ, পঞ্চ পাণ্ডব, স্নানান্তে শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রাজাভরণে ভূষিত হইয়া প্রভিন্ন মাতঙ্গগণের ন্যায় শোভা ধারণ করত সভামণ্ডপে আগমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বেদিমধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নিনিচয়ের ন্যায়, রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। তাঁহারা সেইরূপ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে পৃথিবীপতি বিরাট, সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচন-নিমিত্ত সভায় আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবদিগের সেই প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ সমুজ্জ্বল শোভা নিরীক্ষণে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া পরিশেষে অমর্ষপরবশ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজ অমরগণ-উপাসিত ত্রিদশপতির ন্যায় দেবরূপে অবস্থিত কঙ্ককে সম্বোধিয়া কহিলেন, তুমি ত সেই অক্ষক্রীড়ক, মৎকর্ত্তৃক সভাস্তাররূপে বৃত হইয়াছিলে; এক্ষণে কি সাহসে রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজাসনে উপবেশন করিয়াছ? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নিন্দা ও তিরস্কারার্থ অভিপ্রেত বিরাটের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, রাজন্! ইনি বাসবের আসনেও উপবেশন করিবার যোগ্য পাত্র। ইনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দানশীল, যজ্ঞ-নিরত ও সত্য-সঙ্কল্প। ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ; শৌর্য্য ও ধীশক্তি-বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্য এবং তপস্যার একমাত্র আশ্রয় স্থল। সংগ্রামে ইনি যেমন অস্ত্র-

সকলের অভিজ্ঞ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীমধ্যে তেমন আর কোন পুরুষই জানে না এবং কস্মিন্ কালেও জানিবে না। তদ্বিষয়ে, না দেব, না দানব, না যক্ষ, না রাক্ষস, না নর, না কিন্নর, না গন্ধর্ব্ব, না মহোরগ, কেহই ইহাঁর উপমাস্থল হইতে পারে না। পাণ্ডবদিগের মধ্যে অতিরথী এই মহর্ষিকল্প রাজর্ষি দীর্ঘদর্শী, অতিমাত্র তেজস্বী, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিভাজন, যজ্বা, ধর্ম্মপরায়ণ, বলবান্, ধৃতিমান, কার্য্যদক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রতুল্য এবং সঞ্চয়ে কুবের-সদৃশ বলিয়া সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। মহাতেজা মনু যেমন লোক সকলের পরিরক্ষক ছিলেন, সেইরূপ এই মহাতেজা প্রজাবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইনি কুরুবংশাবতংশ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির। দ্যুলোকে দিবাকর-প্রভার ন্যায় ইহাঁর কীর্ত্তিরাজি ভূলোকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সমুদিত সূর্য্যের অংশুজাল যেমন সর্ব্বদিকে তদীয় তেজের অনুগামী হয়, তদ্রূপ ইহাঁর যশের কিরণাবলি সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছে। হে রাজন্! যৎকালে ইনি কুরুমণ্ডলমধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দ্রুতগামী দশ সহস্র কুঞ্জর এবং উত্তম তুরগগণ-যোজিত, কাঞ্চনমালা-পরিকীর্ণ ত্রিংশৎ সহস্র রথ ইহাঁর নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিত। ঋষিবৃন্দ যেমন দেবরাজের গুণ কীর্ত্তন করেন, তদ্রূপ মণিকুণ্ডল-বিভূষিত অষ্টশত সূত ও মাগধগণ সর্ব্বদা ইহাঁর স্তুতি পাঠ করিত। হে মৎস্যপতে! তৎকালে ইহাঁর আধিপত্যের পরিসীমা ছিল না। অমরগণ যেমন ধনেশ্বরের আরাধনা করে, তদ্রূপ কৌরবেরা ও অন্যান্য ভূপতিসকল যেন কিঙ্করের ন্যায় ইহাঁকে নিরন্তর উপাসনা করিতেন। ইনি স্বাধীন রাজবর্গকেও বশংবদ ও বৈশ্যবৎ করপ্রদ করিয়াছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্রসংখ্যক মহাত্মা স্নাতকগণ এই সুচরিতব্রত মহাপতিকে অবলম্বন করিয়া জিবীকানির্ব্বাহ করিতেন। এই বীর্য্যবান্ ভূমীশ্বর প্রজাপালনোপযুক্ত ধর্ম্মানুসারে বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, বৃদ্ধ ও অনাথ মানবগণকে যেন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। হে বিভো! ইহাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ক্রোধবিরহিতা, মহাপ্রসন্নতা, ব্রহ্মণ্যত্ব, সত্যবাদিত্ব এবং প্রতাপ ও সম্পত্তিমত্ত্ব দর্শনে সেই নিত্যবৈরী সুযোধন কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত সর্ব্বদাই সন্তাপযুক্ত রহিয়াছে। হে মনুজেশ্বর! ইহাঁর গুণগ্রামের আর কত বর্ণনা করিব। ইহাঁর শরীরে যে কত গুণ আছে, তাহার সংখ্যা করাই অসাধ্য ব্যাপার। তন্মধ্যে নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণতা ও অক্রূরতা এই দুইটিই সর্ব্বোপরি। অতএব হে নরনাথ! ঈদৃশ অশেষ গুণালঙ্কৃত পার্থিবচূড়ামণি পাণ্ডবরাজ কি কারণে রাজাসনে উপবেশনের যোগ্যপাত্র না হইবেন?

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বিরাট কহিলেন, যদি ইনি কুরুবংশীয় মহীপতি কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, তবে ইহাঁদিগের মধ্যে ইহাঁর সহোদর অর্জ্জুন কোন্টি? বলশালী ভীম কোন্ ব্যক্তি? নকুল কোন্ ব্যক্তি? সহদেব কোন্টি? এবং যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীই বা কে? পার্থেরা যে পর্য্যন্ত দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তৎকালাবধি তাঁহারা যে কোথায় আছেন, তাহা ত কেহই জানিতে পারে নাই। অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! যিনি বল্লব নামে বিখ্যাত হইয়া আপনার মহানসের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই এই ভীমপরাক্রম ভীমসেন। ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশনামক রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত দিব্য সৌগন্ধিক সমস্ত আহরণ করিয়াছিলেন। যাহা হইতে দুরাত্মা কীচকগণের ধ্বংস হইয়াছিল, সেই গন্ধর্ব্বও ইনি। ইনিই আপনার অন্তঃপুরমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহাদি শ্বাপদসমস্ত বিনাশ করিয়াছেন। হে পরন্তপ! যিনি আপনার অশ্বরক্ষক ছিলেন, তিনিই এই নকুল। যিনি গোপালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনিই এই সহদেব। এই নটবরবেশ-ভূষাধারী ভরতর্ষভ মাদ্রীপুত্র। উভয়েই সুরূপসম্পন্ন যশস্বী এবং সহস্র মহারথীর সমকক্ষ হইতে সমর্থ। হে রাজন্! যাঁহার নিমিত্ত কীচককুল নির্ম্মূল হইয়াছে, সেই সুমধ্যমা পদ্মপলাশাক্ষী চারুহাসিনী সৈরিন্ধ্রীই এই দ্রৌপদী। মহারাজ! আমিই অর্জ্জুন। আমি যে পৃথাদেবীর তৃতীয়পুত্র, ভীমসেনের অবরজ এবং নকুল সহদেবের অগ্রজ বোধ হয়, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর থাকিতে পারে। হে মহারাজ! গর্ভবাস নিহিত প্রজাগণের ন্যায় আমরা আপনার আবাসে লুক্কায়িত থাকিয়া অনায়াসেই অজ্ঞাতবাস অতিবাহিত করিয়াছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, যখন অর্জ্জুন বীর্য্যসম্পন্ন পঞ্চ পাণ্ডবের পরিচয় দিলেন, তখন উত্তর বিশেষ করিয়া পুনরায় সেই পৃথাপুত্রদিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। উত্তর কহিলেন, যিনি প্রবৃদ্ধ মহাসিংহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন; যাঁহার বিশুদ্ধ-সুবর্ণসম গৌরবর্ণ শরীর, প্রচণ্ড নাসিকা, স্থূল ও বিশাল নয়নযুগল এবং তাম্রবর্ণ আয়ত মুখমণ্ডল; ইনিই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। আবার দেখুন দেখুন, এই যে মত্ত গজেন্দ্রগামী, প্রতপ্ত-তপনীয়তুল্য গৌরতনু, স্থূল অথচ আয়তস্কন্ধ ও বাহুবিশিষ্ট মহাপুরুষ, ইহাঁরই নাম বৃকোদর। ইহাঁর পার্শ্বদেশে সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, মাতঙ্গের ন্যায় বিলাসগামী যে শ্যামবর্ণ কমলায়ত-লোচন যুবা পুরুষ বারণ-যূথপতি-তুল্য বিরাজিত রহিয়াছেন; ইনিই সেই মহাধনুষ্মান্ বীরবর অর্জ্জুন। অপিচ ধর্ম্মরাজের সমীপে জিষ্ণু ও বিষ্ণুসদৃশ যে দুইটি পুরুষোত্তম দৃষ্ট হইতেছেন; যাহাদিগের রূপে, বলে ও শীলে তুল্য হইতে এই অখিল মনুষ্য-লোকমধ্যে কাহাকেও দেখা যায় না; ইহাঁরাই যমজ সহোদর নকুল ও সহদেব। ইহাঁদিগের পার্শ্বদেশে নীলোৎপল কান্তিমতী এই যে স্ত্রীমূর্ত্তি উত্তমাঙ্গে সুবর্ণময় সীমন্ত ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমতী সৌরী প্রভার ন্যায় নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছেন, ইনিই কৃষ্ণা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর লোমাঞ্চিত হইয়া মহেন্দ্র-তুল্য অর্জ্জুনের বিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন। উত্তর কহিলেন, মৃগযূথবিধ্বংসী কেশরীর ন্যায় ইনিই সেই শত্রুকুল-নিহন্তা, যিনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রধান মহারথদিগকে নিহত করিতে করিতে রথবৃন্দ-মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর একটি বাণ-প্রহারেই সুবর্ণ কক্ষভূষিত একটা প্রকাণ্ড মাতঙ্গ দন্তদ্বয়ে ধরা বিদারণ করত সমরশায়ী হইয়াছিল। ফলত ইহাঁ হইতেই আমাদিগের পশুকুল বিজিত এবং কৌরবেরা পরাজিত হইয়াছে। ইহাঁর প্রচণ্ডতর শঙ্খনাদে এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণযুগল বধির করিয়া রাখিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান্ মৎস্য-মহীপাল কুমারের সেই বাক্য শ্রবণে আপনাকে

ধর্ম্মরাজের নিকট অপরাদ্ধ বোধ করিয়া উত্তরকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে, সম্প্রতি পাণ্ডুনন্দনের প্রসন্নতা সম্পাদন করা আমার যুক্তি ও রুচিসিদ্ধ হইতেছে; অতএব তোমার মত হইলে আমি অর্জ্জুনের পরিণয়ার্থ উত্তরাকে সম্প্রদান করি।

উত্তর কহিলেন, পাণ্ডবেরা সকলেই মহানুভবসম্পন্ন সর্ব্বজন-মান্য ও পূজনীয়; বিশেষত সম্প্রতি আমাদিগের পূজাভাজন হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত; অতএব আমার বিবেচনায় এই মহাভাগদিগের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিরাট কহিলেন, আমিও যখন সংগ্রামে শত্রুদিগের বশতাপন্ন হইয়াছিলাম, তখন ভীমসেন আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং গোধন সমস্তও জয় করিয়া লইয়াছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে শুদ্ধ ইহাঁদিগেরই বাহুবলে আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ও উহাঁর ভ্রাতৃগণকে প্রসাদিত করিব। আমরা অজ্ঞানবশত যাহা কিছু বলিয়াছি, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবরাজ অবশ্যই তৎসমুদয় ক্ষমা করিতে পারিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাত্মা বিরাট অতিশয় হৃষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া সমুচিত শিষ্টাচার করিলেন এবং দণ্ড, কোষ ও নগর সংবলিত সমস্ত রাজ্যই তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর বাহিনীপতি প্রতাপবান্ মৎস্যরাজ সমুদয় পাণ্ডবগণকে, বিশেষত অর্জ্জুনকে যথোচিত পুরস্কার করিয়া "অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য! অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য!" এইরূপ উক্তি করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবকে পুনঃপুনঃ প্রণয়ালিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের দর্শনে আর পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তিনি অতীব প্রীতমনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আপনারা যে বন হইতে কুশলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়ম প্রতিপালন করিলেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়! হে পার্থগণ! আমার এই রাজ্য ও অন্য যে কিছু ধন আছে, সকলই এক্ষণে আপনাদিগের হইল। সম্প্রতি আমি যে কথা বলিব, অর্জ্জুনকে অবিশঙ্কিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পুরুষসত্তম সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে প্রতিগ্রহ করুন, যে হেতু ইনিই তাহার ভর্ত্তা হইবার সমুচিত পাত্র। ধর্ম্মরাজ মৎস্যরাজের এই কথায় পৃথানন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুনও জ্যেষ্ঠ সোদরকর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া বিরাটকে এই কথা বলিলেন যে, আমি আপনার এই দুহিতাকে স্নুষাভাবে প্রতিগ্রহ করিতেছি, কুরু ও মৎস্যবংশীয় আমাদিগের এইরূপ সম্বন্ধ উপযুক্তই বটে।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিরাট কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তুমি যে, আমার এই কন্যাকে ভার্য্যাস্বরূপে স্বীকার করিতেছ না, ইহার কারণ কি? অর্জ্জুন কহিলেন, আমি আপনার অন্তঃপুরমধ্যে থাকিয়া রাজকুমারীকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতাম; তিনিও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়েতেই আমাকে পিতৃবৎ বিশ্বাস করিতেন। আমি নর্ত্তক ও গীতবিশারদ বলিয়া আপনার কন্যার প্রীতিভাজন ও বহুমত ছিলাম; বিশেষত তিনি আমাকে নিয়ত আচার্য্যের ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি সেই বয়স্থা কন্যার সহিত সংবৎসরকাল একত্র বাস করিয়াছি; তাহাতে আপনার অথবা লোকের মনেও সর্ব্বতোভাবে আশঙ্কা জন্মিতে পারে এবং তাহা যুক্তিযুক্তও বটে। অতএব হে মনুজাধিপ! আমি যদি পুত্রের নিমিত্ত আপনার দুহিতাকে বরণ করি, তাহা হইলে শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্তরূপে প্রতীত হইয়া সেই আশঙ্কার শোধন করিতে পারিব। যেমন আপনাতে আর পুত্রেতে ভেদ নাই, সেইরূপ কন্যা ও পুত্রবধূতেও কোন বিশেষ নাই; সুতরাং আপনার কন্যা আমার পুত্রবধূ হইলে আমি আর কোন আশঙ্কা দেখিতে পাই না, কেননা তাহাতেই তাহার শোধন হইবে। হে পরন্তপ মহীপতে! আমি লোক-গ্লানিসূচক মিথ্যাপবাদে ভীত হইয়াই আপনার দুহিতা উত্তরাকে স্নুষারূপে প্রতিগ্রহ করিতেছি। মহারাজ! আমার পুত্র অভিমন্যু চক্রপাণি বাসুদেবের প্রিয়-ভাগিনেয় এবং সাক্ষাৎ দেবকুমার-সদৃশ; বিশেষত বালককালেই অস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিয়াছে; অতএব সে আপনার জামাতা হইবার উপযুক্ত এবং রাজপুত্রীরও অনুরূপ পাত্র।

বিরাট কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! তুমি যাহা বলিলে, কিছুই অসঙ্গত নহে। তুমি জ্ঞানালোকসম্পন্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণ; অতএব তোমার সদ্বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা অবিলম্বে নিষ্পন্ন কর। তুমি বৈবাহিক হইলে আমার সকল সমীহিতই সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজেন্দ্র বিরাট এই কথা বলিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, প্রস্তাবিত সম্বন্ধ বিষয়ে অর্জ্জুন ও মৎস্যপতি, উভয়েরই ঐকমত্য দেখিয়া তাহাতে আপনার সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজ ও ধর্ম্মরাজ নিজ নিজ মিত্রবর্গ এবং বাসুদেবের নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হওয়ায় পাণ্ডবেরা সকলে প্রকাশ্যরূপে বিরাটের উপপ্লব্য নামক জনপদে অবস্থিত হইলেন। তথায় অবস্থান করত পাণ্ডুনন্দন বীভৎসু দ্বারবতী হইতে অভিমন্যুকে এবং সমস্ত যাদব সহিত যদুপতিকে আনয়ন করাইলেন। পৃথিবীপতি কাশিরাজ ও শৈব্য উভয়েই যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া এক এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে মৎস্যনগরে উপস্থিত হইলেন। মহাবল-সম্পন্ন তেজস্বী দ্রুপদ রাজা অপরাজিত শিখণ্ডী, সকল শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচটি বীর পুত্র ও এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া সমাগত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই অক্ষৌহিণীপতি, প্রচুর-দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞনিষ্ঠ, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, শূর এবং সমরে দেহ বিসর্জ্জন করিতে অসঙ্কুচিত। ধার্ম্মিক-প্রবর মৎস্যপতি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভৃত্য, বল ও বাহন সমেত সকলের বিবিধ সৎকার করিলেন এবং অভিমন্যুর উদ্দেশে নিজ কন্যা উত্তরাকে দান করিয়া যথেষ্ট প্রীত হইলেন। অনন্তর নানা স্থান হইতে পার্থিবগণ উপাগত হইলে পর তথায় বসুদেবনন্দন বনমালী ও বলদেব, হৃদিক-পুত্র কৃতবর্ম্মা, সত্যকপুত্র যুযুধান, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব, নিশঠপ্রভৃতি পরন্তপ বীরগণ সমাতৃক অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া আগত হইলেন এবং

ইন্দ্রসেনাদি সারথিরাও সংবৎসর কাল দ্বারকায় বাস করিয়া উহাঁদিগের সহিত সেই সুসজ্জিত রথসমুদায় লইয়া উপস্থিত হইল। বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় বহুসংখ্যক পরম তেজস্বী শূরগণ দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র রথ, এক অর্ব্বুদ অশ্ব ও নিখর্ব্বসংখ্যক পদাতি সমভিব্যাহারে লইয়া বৃষ্ণিশার্দ্দূল বাসুদেব জনার্দ্দনের পশ্চাৎ আসিলেন। কৃষ্ণ, মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে স্ত্রী, রত্ন ও বসন প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তুজাত উপঢৌকন-স্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজ ও পাণ্ডবগণ-মধ্যে বিবাহমহোৎসব উপযুক্তরূপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। বিরাট-ভবনে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক নিযোজিত শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ-প্রভৃতি বহুতর বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; নানা প্রকার মৃগ ও শত শত পবিত্র পশু-সমস্ত নিহত হইতে থাকিল। সুরা মৈরেয় প্রভৃতি প্রভূত পানীয় সমুদায় সংগৃহীত হইল; এবং নট বৈতালিক সূত মাগধ-প্রভৃতি স্তুতিপাঠকেরা রাজন্যবর্গের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে নানালঙ্কার-ভূষিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী প্রধান প্রধান পুরনারীগণ রাজমহিষী সুদেষ্ণাকে অগ্রে করিয়া সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-সুতার ন্যায় সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা রাজ-দুহিতাকে বিবাহস্থলে উপনীতা করিলেন। সমবেত কামিনীগণ-মধ্যে দ্রৌপদীই রূপে, যশে ও অঙ্গ-শোভায় সকলের প্রধানা হইলেন। পরিশেষে ধনঞ্জয় অনবদ্যাঙ্গী বিরাট-নন্দিনীকে পুত্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিতে উপস্থিত হইলে, পুরন্দর-তুল্য রূপধারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে অগ্রে করিয়া অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য সমাধান করিলেন। বিরাট রাজা যৌতুক-স্বরূপ বাতবেগী সপ্ত সহস্র অশ্ব, দুই শত মাতঙ্গ ও বহুতর ধন দান করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে যথাবিধি হোম করিলেন এবং সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত পূজা করিয়া প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে পাণ্ডবদিগকে রাজ্য, বল, কোষ-প্রভৃতি সর্ব্বস্ব, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। এইরূপে উদ্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে ধর্ম্ম-তনয় যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের আনীত ধন-সমস্ত এবং সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র, রত্ন, যান, শয়ন, ভূষণ, সুরুচির ভোজন ও সুগন্ধি পানীয়-সমস্ত প্রভৃতি, ব্রাহ্মণবর্গকে প্রদান করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই বিবাহ-মহোৎসব উপলক্ষে প্রফুল্লানন-বহু-জন-পরিকীর্ণ মৎস্য-নগরের একটি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল।

বৈবাহিক-প্রকরণ ও সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

## বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

# মহাভারত।

## উদ্‌যোগপর্ব্ব।

### সৈন্যোদ্‌যোগ প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী ও বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি কুরুপ্রবীরগণ বন্ধু-বান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে মহানন্দে অভিমন্যুর বিবাহ-কার্য্য সমাধান করিবার পর রজনীতে বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যূষে প্রীতি-প্রফুল্লমানসে বিরাটের সভাভিমুখে গমন করিলেন। রাজবৃন্দগণ সকলেই মৎস্যপতির সেই সুসমৃদ্ধি-শালিনী উত্তম-মণি-রত্নচয়-চিত্রিতা, যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্তাসনা, পুষ্পমাল্য-নিচয়ে উপশোভিতা, রুচির-সৌরভবতী মনোহারিণী সভায় সমাগত হইলে, অগ্রে নরেন্দ্র বিরাট ও দ্রুপদ আসন পরিগ্রহ করিলেন, পশ্চাৎ অন্যান্য মান্য ও বৃদ্ধ ভূপালগণ এবং বসুদেবের সহিত রাম ও জনার্দ্দন আপন আপন উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি ও রোহিণী-নন্দন বলদেব, ইঁহারা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সমীপে এবং কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির মৎস্যাধিপের সন্নিধানে অবস্থান করিলেন। তদ্ভিন্ন এক দিকে দ্রুপদের পুত্রগণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, আর অন্য দিকে শাম্ব,প্রদ্যুম্ন, বিরাটরাজের পুত্রগণ, অভিমন্যু এবং পিতৃ-তুল্য শৌর্য্য বীর্য্য ও রূপসম্পন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চ নন্দন সুবর্ণ-চিত্রিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উজ্জ্বলবসনা-ভরণ-ভূষিত ঐ সমস্ত মহারথগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, সেই সমৃদ্ধিমতী রাজসভা নির্ম্মল গ্রহরাজি বিরাজিত নভো-মণ্ডলের ন্যায় শোভিতা হইল। অনন্তর দশ জন একত্র সমবেত হইলে যেরূপ সম্ভাষণ হইয়া থাকে, সভাস্থ পুরুষ-প্রবীরগণ পরস্পর তাদৃশ বহু প্রকার সমালাপ করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিতে থাকিলেন। তখন বাসুদেব তাঁহাদিগের বাক্যাব-সানরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধ-নার্থে সেই সমবেত রাজসিংহদিগকে সবিশেষ নির্ব্বন্ধ-সহকারে অনুরোধ করত মহার্থযুক্ত ও মহাফলোপধায়ক বচনা-বলি বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহারাও একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! সুবলরাজ-পুত্র শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় যে প্রকারে এই যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে, যেরূপ কাপট্য দ্বারা ইঁহার রাজ্য হরিয়া লয় এবং ইঁহাকে প্রবাসিত করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার যেরূপ পণ নির্দ্ধারিত করে, সে সকলই আপনাদিগের বিদিত আছে। এই মহানুভাব পাণ্ডু-পুত্রগণ যদিও নিজপরাক্রম-সহকারে পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ, তথাপি সত্য-নিষ্ঠতা-হেতুক সেই প্রতিজ্ঞাত উগ্রব্রত প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়া সত্যরথে আরোহণপূর্ব্বক কোন প্রকারে এই ত্রয়োদশ বর্ষ কাল উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন সুদুস্তর শেষ বৎসরে ইঁহারা সকলের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া বহুবিধ দুর্ব্বি-ষহ ক্লেশ-নিবহ সহ্য করত মেঘ-নির্ম্মুক্ত-মিহিরের ন্যায় সম্প্রতি যেরূপে আপনাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহাও আপনাদিগের অবিদিত নাই। আহা! ঈদৃশ বাহুবল সম্পন্ন মহীয়ান্ ব্যক্তিদিগকেও পরের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া কত কষ্টেই ঐ কাল-স্বরূপ এক বর্ষ কাল অতিবাহিত করিতে হই-য়াছে। এরূপ অবস্থাতে ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠিরের ও দুর্য্যোধনের যাহা হিতকর, এবং কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই ধর্ম্মাবহ, ন্যায্য ও যশস্কর হয়, তাহা আপনারা চিন্তা করুন। এই ধর্ম্মরাজ অধর্ম্ম আচরণ দ্বারা যদি দেবতাদিগের রাজ্যও প্রাপ্ত হইতে পারেন, তথাচ তাহাতে অভিলাষ করেন না; পরন্তু কোন এক সামান্য গ্রামের উপরেও ধর্ম্মার্থযুক্ত আধিপত্য লাভ করিতে ইচ্ছা রাখেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যেরূপে ইঁহার পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ইঁহাকে যাদৃশ অবিষহ্য কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তাহা সমস্ত নরাধিপেরাই জানেন। যুধিষ্ঠিরের কত দূর সৌজন্য দেখুন; দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ স্বকীয় তেজ প্রকাশপূর্ব্বক সম্মুখ-সংগ্রামে ইঁহাকে পরাজিত করিয়াছে এমন নহে, কেবল কপটতা দ্বারাই যার-পর নাই ক্লেশ দিয়াছে, তথাপি ইনি সুহৃদ্গণের সহিত তাহাদিগের কল্যাণই ইচ্ছা করিতেছেন। পুরুষ-প্রবীর পাণ্ডু-তনয়েরা নিজবাহুবল-সহকারে অশেষ ভূপালবৃন্দকে পরাভূত করত যে রাজ্য স্বয়ং সঞ্চিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করেন; পরন্তু ইঁহাদিগের সেই উগ্রস্বভাব অসদ্বৃত্ত শত্রুগণ কেবল রাজ্যহরণেই অভিলাষী নহে, ঐ অসদভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ইঁহাদিগের বাল্যকালাবধি বহুবিধ উপায় দ্বারা জীবন হরণ করিতেও যে সচেষ্টিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপেই আপনাদিগের বিদিত আছে; অতএব তাহাদিগের সেই প্রবৃদ্ধ লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাত্মতা এবং উভয় পক্ষের সম্বন্ধিত আলোচনা করিয়া আপনারা যুগপৎ ও পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রণা করুন। সতত সত্যনিরত পাণ্ডু-নন্দনগণ যথানিয়মে প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়াও যদি অতঃপর

সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের প্রবঞ্চনাজালে আবদ্ধ হইবার উপক্রম দেখেন, তবে তাহাদিগের সকলকেই সমর-শয্যায় শয়ান করিবেন। তাহাদিগের পরাভববার্ত্তা শ্রবণে যদি আত্মীয় সুহৃদ্বর্গ সাহায্যার্থ সমাগত হইয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং যুদ্ধ দ্বারা ইহাঁদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইহাঁরা অগ্রে তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকেও নিহত করিবেন। অপিচ আপনারা যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, তাহারা বহুল বলে পরিবৃত হইলে ইহাঁরা অল্প হইয়া কি প্রকারে তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন? তবে ইহাঁরাও স্বকীয় সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের বিনাশার্থে যত্ন করিবেন। পরন্তু দুর্য্যোধনের মত কি, কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে তাহার যত্ন হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে না; প্রতিপক্ষের মত না জানিতে পারিলে, আপনারা কোন্ কর্ম্ম আরম্ভ করা উচিত বোধ করিবেন? অতএব আমার বিবেচনায় অগ্রে এখান হইতে কোন এক জন ধর্ম্মশীল, শুচি, সৎকুলজাত, সাবধানী ও কার্য্যক্ষম পুরুষ দূতস্বরূপে তাহাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করাইবার উদ্দেশে গমন করুন। হে রাজন্! জনার্দ্দনের এইরূপ পক্ষপাত-শূন্য, ধর্ম্মার্থযুক্ত ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় অগ্রজাত বলদেব উহার অত্যন্ত প্রশংসা করত আপন মত ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বলদেব কহিলেন, হে মহীপালগণ! আপনারা গদাগ্রজ কৃষ্ণের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন; ইহা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েরই হিতকর। বীর্য্যশালী কুন্তী-পুত্রেরা নিজ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দুর্য্যোধনকে অর্পণ করিয়া অপরার্দ্ধ প্রাপ্তহইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রকুমার সেই অর্দ্ধভাগ ইহাঁদিগকে প্রদান করিলে অস্মদাদি সুহৃদ্গণের সহিত সুখী হইয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিতে পারেন এবং পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবেরাও রাজ্য লাভ করিয়া (প্রতিপক্ষগণ সম্যক্রূপে সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন করিলে) প্রশান্ত-ভাবে অবশ্যই সুখানুভব করেন। এরূপ হইলে কেবল কুরুপাণ্ডবদিগের বিরোধ শান্তি হয় এমন নহে, তদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জের পরম উপকার দর্শে। অতএব ইহাঁদিগের পরস্পর বিবাদ শান্তির নিমিত্ত দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় জানিতে ও তাঁহার নিকটে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য বাক্য কহিতে কোন ব্যক্তি তথায় গমন করিলে আমার প্রীতি জন্মে। সেই ব্যক্তি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া যৎকালে কুরুপ্রবীর ভীষ্ম, মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপ, শকুনি, কর্ণ ও স্বধর্ম্মে অবস্থিত বলপ্রধান নীতিপ্রধান বহুদর্শী লোকপ্রবীর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ এবং যাবতীয় পৌরজন ও প্রাচীনবর্গ তথায় সমবেত হইবেন, সেই সময়ে সকলকেই সম্বোধনপূর্ব্বক যাহাতে যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, এরূপ নম্রতা সূচক বাক্য বিন্যাস করুন। সম্প্রতি কোন অবস্থাতেই তাঁহাদিগের কোপোৎপাদন করা হইবে না; কেন না তাঁহারা বলাশ্রয় করিয়াই যুধিষ্ঠিরের অর্থজাত হস্তগত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির প্রেমাস্পদ দ্যূতক্রীড়ায় প্রমত্ত হইয়া আপনিই আপনার রাজ্য হারিয়াছেন। দ্যূত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী না হওয়াতে সমস্ত সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও ইনি পাশকুশল শকুনিকে ক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন, এরূপ সহস্র সহস্র দুরোদরবেদী তথায় বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি সুবল-পুত্রকেই দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তিনিও ইহাঁকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবনদক্ষ শকুনি ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ক্রীড়ারম্ভ করিলে যখন দৈববশত সকল অক্ষই ইহার প্রতিকূলে পতিত হইতে লাগিল, তখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া ইনি আপনা হইতেই তাঁহার নিকটে পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে শকুনির কোন অপরাধ হইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি দূত হইয়া তথায় গমন করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই প্রণত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে বহুতর সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিতে হইবে। এরূপ করিলে তিনি স্বার্থসাধন বিষয়ে সুযোধনের সম্মতিলাভ করিলেও করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মধুপ্রবীর বলদেব এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন এমন সময়ে শিনি প্রবীর সাত্যকি তাঁহার বাক্য শেষ না হইতেই অমনি সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সেই বাক্যের নিন্দা করত এই কথা বলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

সাত্যকি কহিলেন, হে হলধর! যে পুরুষের যেরূপ মন তিনি তাদৃশ বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং তুমিও আপন অন্তঃকরণের অনুরূপ সম্ভাষণ করিতেছ। সংসারে কাপুরুষ ও শূর, উভয় প্রকার লোকই বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে যে ব্যক্তি নিজে যেরূপ হয়, সে সেই পক্ষই অবলম্বন করে। যেমন এক বৃক্ষে কোন শাখা ফলবতী ও কোন শাখা অফলা হইয়া থাকে, সেইরূপ এক কুলে ক্লীব ও মহাবল উভয় প্রকার পুরুষই জন্মিতে পারে। হে মাধব! তুমি যে বাক্য ব্যক্ত করিলে তাহার প্রতি আমি অসূয়া করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা তোমার কথা শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিই আমার অসূয়া হইতেছে; কেননা সভ্যগণের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সভামধ্যে অকুতোভয় হইয়া ধর্ম্মরাজের স্বল্পমাত্র দোষেরও উল্লেখ করিতে পারে? অক্ষকুশল শকুনিপ্রভৃতি যখন অক্ষক্রীড়ায় অপারদর্শী ও আস্থাশূন্য মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বানপূর্ব্বক পরাজয় করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগের ধর্ম্মত জয় কোথায়? যদি এই কুন্তী-তনয় নিজমন্দিরে ভ্রাতৃগণের সহিত ক্রীড়া করিতেন, আর সেই সময়ে তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে জয় করিতে পারিত, তবেই তাহাদিগের ধর্ম্মত জয় করা হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা যখন ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য নিরত অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক বঞ্চনা দ্বারা জয় করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগের পরম শুভাস্পদ কি আছে? অপিচ এই যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় মহাপণ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে বনবাস হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং পুনরায় পিতামহের রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কি জন্যে তাহাদিগের নিকটে প্রণিপাত স্বীকার করিবেন? যদি পরধন কামনা করিতেই ইহাঁর প্রবৃত্তি হয়, তথাপি তাদৃশ অত্যন্ত

শত্রুর নিকটে কোনক্রমেই যাচ্ঞা করা উচিত নহে। এই কুন্তী-নন্দনেরা যথানিয়মে অজ্ঞাত বাস হইতে উত্তীর্ণ হইলেও যাহারা ইহাঁদিগের বিদিত হইবার বার্ত্তা প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে আর কি প্রকারে ধার্ম্মিক ও রাজ্যহরণে অনিচ্ছুক বলিয়া স্বীকার করা যায়? মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণকর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াও তাহারা যখন পাণ্ডবদিগের স্বকীয় পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিতে সম্মত হইতেছে না, তখন আমিই সংগ্রামে বাহুবল-বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে শাণিত-শর-সমূহ সহকারে অনুনীত করিয়া মহাত্মা কুন্তীতনয়ের চরণতলে নিপাতিত করিব। তাহাতেও যদি তাহারা ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রণিপাত করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তবে অমাত্যগণের সহিত নিশ্চয়ই শমন সদনে গমন করিবে; কেন না পর্ব্বত সকল যেমন বজ্রের বেগ সহিতে পারে না, সেইরূপ তাহারা সমরোদ্যত পরিক্রুদ্ধ যুযুধানের বেগ কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাদিগের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তিই বা বিদ্যমান আছে যে যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুনের, চক্রায়ুধ কৃষ্ণের, দুরাসদ ভীমসেনের, কি আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে? জীবিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ বীর পুরুষ যুগল-কৃতান্তমূর্ত্তি নকুলসহদেবের কি দ্রুপদ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিহিত হইতে সাহস করে? কোন্ ব্যক্তিই বা দ্রৌপদীর কীর্ত্তিবর্দ্ধন, সমপরিমাণ, পাণ্ডবগণ-সদৃশ অসীমবীর্য্য-শালী মদোৎকট পঞ্চ পাণ্ডব-তনয়ের, সমরে অমর-নিকরেরও :সহ মহাধনুর্দ্ধর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর এবং সাক্ষাৎ বজ্রানল সদৃশ প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত গদ প্রদ্যুম্ন শাম্ব-প্রভৃতি মহামহা বীরসকলের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়? আমরা সকলেই সমবেত হইয়া শকুনি ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে বিনষ্ট করত পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিব। এরূপ করিলে আমাদিগের কোন অধর্ম্মই হইবে না, কেন না আততায়ী শত্রুনিপাতে কিছুমাত্র অধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই; বরং শত্রু-সমীপে যাচ্ঞা করাই ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম্মাবহ ও অযশস্কর হয় অতএব যুধিষ্ঠিরের যাহা হৃদ্গত অভীষ্ট, তোমরা আলস্য পরিহারপূর্ব্বক তাহাই পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হও; যাহাতে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের পরিত্যক্ত নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়েই যত্ন কর। ফলত হয় যুধিষ্ঠির এক্ষণে রাজ্যলাভ করেন, না হয় বিপক্ষেরা মদীয় শস্ত্রধারায় ধরাশায়ী হয়, এই দুই কল্পের এক কল্প নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যেরূপ, অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সেইরূপই হইবে সন্দেহ নাই; কেন না সান্ত্ববাদ দ্বারা দুর্য্যোধন কখনই রাজ্য করিবে না। সুতপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রও তাহার মতানুবর্ত্তী হইবেন; ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য, ইহাঁরাও দীনতা প্রযুক্ত সেই মতে মত দিবেন; আর কর্ণ ও শকুনিত মূর্খতা বশত অবশ্যই তাহার মতানুসরণ করিবে। পরন্তু আমার বুদ্ধিতে বলদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত হইতেছে; কেননা সুনীতি ইচ্ছুক পুরুষের অগ্রে ঐরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্য্যোধনের নিকটে কোনক্রমেই মৃদুবাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় না, যেহেতু আমার বিবেচনায় ঐ পাপবুদ্ধি কখন মৃদুতাদ্বারা বশীকৃত হইবার যোগ্য নহে; গর্দ্দভের প্রতি মৃদুতা এবং গোসকলের প্রতি তীক্ষ্ণতা আচরণ করাই বিধেয়। যে ব্যক্তি পাপচিত্ত দুর্য্যোধন-সমীপে মৃদু-বাক্য ব্যবহার করে, পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই মৃদু-সম্ভাষণকারী ব্যক্তিকে নিস্তেজ ও অসমর্থ বলিয়াই নিশ্চয় করে। ফলত নির্ব্বোধ-লোকের প্রতি মৃদুতাচরণ করিলে সে আপনাকে জিতার্থ বলিয়াই বোধ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা অগ্রে মৃদুতাচরণই করিব এবং সংপ্রতি আমি যাহা বলিতেছি, ইহাতেও সকলে যত্ন কর। আমরা মিত্রগণের নিকটে দূত প্রেরণ করি, তাঁহারা আমাদিগের সাহায্যার্থে সৈন্য-সমুদ্‌যোগ করুন। হে বিভো! শীঘ্রগামী দূতসকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও কৈকেয়-প্রভৃতি অন্যান্য রাজগণ-সন্নিধানে সত্বর গমন করুক; কারণ দুর্য্যোধনও নিঃসন্দেহ সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিবে এবং সজ্জনগণেরও স্বভাব এই যে, অগ্রে যে পক্ষ তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁহারা সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব পূর্ব্বেই নরেন্দ্রগণ সমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করিতে সত্বর হও; কেননা আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, আমাদিগকে সুমহৎ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। হে রাজন্! শল্য ও তাঁহার অনুগত ভূপতিগণের নিকটে অবিলম্বে দূত প্রেরণ কর এবং পূর্ব্বসাগরবাসী রাজা ভগদত্ত, অমিতৌজা, উগ্র, হার্দ্দিক্য, আহুক, দীর্ঘপ্রজ্ঞ, মল্ল ও রোচমান, ইহাঁদিগের নিকটেও দূত-প্রস্থাপনে ত্বরান্বিত হও। এতদ্ভিন্ন বৃহন্ত, সেনাবিন্দু, পাপজিৎ, প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তক, বাহ্লিক, মুঞ্জকেশ, চৈদ্যাধিপতি যুবরাজ, সুপার্শ্ব, সুবাহু, মহারথ পৌরব, শক, প্রহ্লব ও দরদরাজ্যের অধীশ্বরগণ, কাম্বোজ ঋষিক ও পশ্চিমস্থ অনুপদেশীয় ভূপালবর্গ, জয়ৎসেন, কাশ্য, দুর্দ্ধর্ষ ক্রাথপুত্র, পঞ্চনদ রাজ্য ও পর্ব্বতবাসী ভূপতি সকল, জানকি, সুশর্ম্মা মণিমান্ পৌতিমৎস্যক, পাংশুরাষ্ট্রের অধিপতি, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, ওড্র, দণ্ডধার, বীর্য্যশালী বৃহৎসেন, অপরাজিত, নিষাদ, শ্রেণিমান, বসুমান্, বৃহদ্বল, মহৌজা, পরপুর বিজয়ী বাহু, সপুত্র বীর্য্য-সম্পন্ন রাজা সমুদ্রসেন, নরপতি সুরারি, নদীজ, কর্ণবেষ্ট, সমর্থ, সুবীর, মার্জ্জার, কন্যক, মহাবীর সুচক্র, নিচক্র, তুমুল, ক্রথ, নীল, বীরধর্ম্মা, বীর্য্যবান্ ভূমিপাল, দুর্জ্জয়, দন্তবক্র, রুক্মী, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, পূর্ব্বপালী, ভূরিতেজা, দেবক, পুত্রগণ-সহ একলব্য, করূষ-দেশীয় ভূপালগণ, বীর্য্যবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি, উদ্ভব, ক্ষেমক, বাটধান শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বীর্য্যশালী শাম্ব-পুত্র ও যুদ্ধ-দুর্ম্মদ কলিঙ্গাধিপতি কুমার, এই সমস্ত ভূপালবৃন্দকেও দূত প্রেরণ দ্বারা অগৌণে আনয়ন কর; এইরূপ অনুষ্ঠান করাই আমার অভিমত হইতেছে। হে রাজন্! আমার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণকেও শীঘ্র ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে প্রেরণ কর এবং দুর্য্যোধনকে, ভীষ্মকে, ধৃতরাষ্ট্রকে ও রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে যে যে কথা বলিতে হইবে, তাহাও ইহাঁকে বলিয়া দাও।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

---

কৃষ্ণ কহিলেন, যিনি সোমবংশের ধুরন্ধর, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহার উপযুক্তই বটে; ইহা অমিততেজস্বী পাণ্ডবরাজের অর্থ-সিদ্ধি করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। সুনীতি-পূর্ব্বক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগের অগ্রে এইরূপ

অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা আচরণ করিতে উদ্যুক্ত হয়, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডব, উভয় পক্ষেই আমাদিগের সমান সম্বন্ধ; ইহাঁরা পরস্পর ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করুন, তদ্দ্বারা আমাদিগের সম্বন্ধের অন্যথা হইতে পারে না; অতএব সন্ধিবিগ্রহাদির পক্ষে এক্ষণে আমাদিগের কোন কথাই বক্তব্য নহে। আপনি যেমন বিবাহের উপলক্ষে এস্থানে আহূত হইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ আনীত হইয়াছি। সম্প্রতি বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমরা হৃষ্টমনে স্বভবনে প্রস্থান করিব। আপনি সমস্ত মহীপালগণ-মধ্যে কি বয়ঃক্রমে কি শাস্ত্রজ্ঞানে উভয়থাই বৃদ্ধতম। আমরা সকলেই যে আপনার শিষ্যতুল্য হইয়া থাকিব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে সর্ব্বদা বহুতর সম্মান করিয়া থাকেন; বিশেষত আপনি দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য উভয়েরই সখা। অতএব যে বাক্য পাণ্ডবদিগের অর্থকর হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আপনিই এক্ষণে দূত প্রেরণ করুন। আপনি যে কথা বলিয়া পাঠাইলেন, তাহাই আমরা নিশ্চিত বলিয়া জ্ঞান করিব। কুরুপুঙ্গব দুর্য্যোধন যদি ন্যায়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করে, তাহা হইলে কুরু-পাণ্ডবগণের ভ্রাতৃসদ্ভাব সঞ্চিত হওয়ায় মহামারীর সৃষ্টি হয় না। কিন্তু তাহার বৈপরীত্যে ধৃতরাষ্ট্রতনয় যদি মদগর্ব্বে বিমোহিত হইয়া একান্তই বিগ্রহার্থ আগ্রহান্বিত হয়, তবে আপনি অগ্রে অন্য সকল সুহৃদ্গণের নিকটে দূত পাঠাইয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। তাহার পর গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় যখন ক্রোধের সাহায্য লইবেন, তখন মন্দমতি দুর্য্যোধন অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত অবশ্যই কৃতান্ত-কবলে নিপতিত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহীপতি বিরাট বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া স্বজন-বান্ধবগণের সহিত গৃহে প্রস্থাপন করিলেন। কৃষ্ণের দ্বারকা গমনের পর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বিরাটরাজের সহযোগে সংগ্রামোপযোগী সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। মৎস্যপতি, পাঞ্চালেশ্বর ও তাঁহাদিগের বান্ধবগণ আপন আপন মিত্রভূপতিগণের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। কুরুসিংহ পাণ্ডবগণের, বিরাটের ও দ্রুপদরাজের বচনানুসারে সেই সমাহূত মহাবল-সম্পন্ন মহীপালেরাও সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইতে থাকিলেন। পাণ্ডুপুত্রদিগের সেই সুমহৎ বল সমাগত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরাও স্বকীয় মিত্রভূপতিগণকে সমানীত করিলেন। মহারাজ! তৎকালে কুরু-পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ সেই অসংখ্য মহীপাল সকলের সমাগমোদ্যোগে সমগ্র মহীমণ্ডল সমাকুল হইয়া উঠিল। অবিরল বলসম্বাধে সঙ্কুলা হওয়ায় ধরিত্রীকে যেন চতুরঙ্গ-সেনাময়ী বোধ হইতে লাগিল। সেই বীর-নিকরের সৈন্যগণ যেন গিরিকানন-সম্বলিতা বসুধা-দেবীকে পরিচালন করতই সর্ব্বদিক্‌ হইতে সমাগত হইতে থাকিল। এদিকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের মতানুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ আপন পুরোহিতকে কুরুগণ-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পুরোহিতের প্রস্থান-সময়ে দ্রুপদরাজ তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অখিল ভূতকদম্বের মধ্যে প্রাণিগণই শ্রেষ্ঠ; আবার প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে মানব, মানবগণের মধ্যে দ্বিজাতি, দ্বিজাতিবর্গের মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞগণের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা এবং কর্ম্মকর্ত্তৃদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞেরাই শ্রেষ্ঠ হন। আমার বিবেচনায় আপনি সমুদয় কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রধান; আপনি কুল, বয়ঃক্রম ও বিদ্যা, সর্ব্বাংশেই বিশিষ্ট এবং বুদ্ধিমত্তা বিষয়েও শুক্র ও বৃহস্পতির সদৃশ। ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনের এবং পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠিরের যে রূপ স্বভাব ও চরিত্র, সকলই আপনার বিদিত আছে। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই পাণ্ডবেরা শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে বিদুর তাঁহাকে বারংবার অনুনয় করিলেও তিনি কেবল পুত্রেরই মতানুবর্ত্তী হইতেছেন। শকুনি স্বয়ং অক্ষকুশল হইয়া অক্ষক্রীড়ায় অনিপুণ অথচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত শুদ্ধচিত্ত কুন্তীতনয়কে বুদ্ধিপূর্ব্বকই ক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়াছিল। যখন তাদৃশ প্রবঞ্চনাদ্বারা তাহারা ধর্ম্মরাজের রাজ্য হরণ করিয়াছে, কোন অবস্থাতেই তাহা আপনা হইতে ইহাঁকে প্রত্যর্পণ করিবে না। অতএব আপনি ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে ধর্ম্মানুগত বাক্যের প্রসঙ্গ করত তৎপক্ষীয় যোধগণের চিত্তাবর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। বিদুরও আপনার সেই বাক্যের সিদ্ধি-বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবেন। যাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপপ্রভৃতির মধ্যে ভেদ উপস্থিত হয়, তিনি তদ্বিষয়েই সচেষ্ট হইবেন। অমাত্যসকল পরস্পর বিভিন্ন এবং যোধগণ বিমুখ হইলে তাহাদিগকে পুনরায় একযোগ করাই বিপক্ষদিগের কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। ইত্যবসরে পাণ্ডবেরা একাগ্রচিত্ত হইয়া অনায়াসে সৈন্যসমাবেশ ও সামরিক দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চয় করিতে পারিবেন। বিপক্ষদিগের আত্মীয়গণ ভেদ প্রাপ্ত হইলে এবং আপনি তথায় কিছুকাল বিলম্ব করিয়া থাকিলে তাহারা এরূপ সেনা-কর্ম্ম-সম্পাদনে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না, অপিচ আপনি তথায় গমন করিলে এই একটি মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা যে, সঙ্গতিক্রমে অন্ধরাজ ভবদুক্ত ধর্ম্মান্বিত বাক্যপ্রতিপালন করিলেও করিতে পারেন। অতএব আপনি স্বভাবত যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের নিকটে সেইরূপ ধর্ম্মানুগত ব্যবহার করতই কৃপালুগণ সন্নিধানে পাণ্ডবদিগের অশেষ ক্লেশসমূহের পরিকীর্ত্তন এবং বৃদ্ধগণ-সমীপে পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরা প্রচলিত কুলধর্ম্মের বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগের যে চিত্তভেদ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার দূতকর্ম্মে নিযুক্ত ও বৃদ্ধ, সুতরাং তাহাদিগের নিকটে আপনার কোন ভয় করিবারও বিষয় নাই। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া যুধিষ্ঠিরের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত এই পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত জয় নামক শুভ-মুহূর্ত্তে কুরুগণ-সমীপে যাত্রা করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা দ্রুপদরাজের এইরূপ আদেশে সেই সদাচার-সম্পন্ন পুরোহিত হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

১। কৃষ্ণালয়ে অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন।



দুর্য্যোধন অগ্রে শয়নাগারে প্রবেশিয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপাধান সমীপে একখানি উত্তম আসনে বসিলেন, পশ্চাৎ মহামনা অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক কেশবের চরণপ্রান্তে বিনীতভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। ( উদ্যোগপর্ব্ব ৬৪৫ পৃষ্ঠা। )

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা দ্রুপদরাজের পুরোহিতকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিয়া মিত্রনৃপতিগণ-সমীপে স্থানে স্থানে দূত পাঠাইলেন। কুরুবংশাবতংস পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় অন্য সকল স্থানে দূত পাঠাইয়া স্বয়ং দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। এদিকে বৃষ্ণি, অন্ধক ও শত শত ভোজগণের সহিত মধুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও বলদেবের দ্বারকায় গমন করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন আপন প্রেরিত গুপ্তচরদ্বারা পাণ্ডবদিগের বিচেষ্টিত সমস্ত কার্য্যজাত অবগত হইলেন। তিনি মৎস্যরাজধানী হইতে কৃষ্ণের প্রত্যাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র সমীরণ-তুল্য-বেগশালী সদশ্বচয়-যোজিত রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক অনতিবহুল বলে পরিবৃত হইয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে দিবস দুর্য্যোধন রমণীয় আনর্ত্তনগরে প্রবেশ করিলেন, পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ও সেই দিনে শীঘ্র তথায় উপনীত হইলেন। পুরুষব্যাঘ্র উক্ত কুরুনন্দন-দ্বয় দ্বারকায় গমন করিয়া বাসুদেব-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছেন। তখন উভয়েই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষা করত তদীয় শয়ন-সন্নিধানে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন অগ্রে শয়নাগারে প্রবেশিয়া কৃষ্ণের মস্তকের উপধান-সমীপে একখানি উত্তম আসনে বসিলেন, পশ্চাৎ মহামনা কিরীটী তথায় উপস্থিত হইয়া অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক কেশবের চরণপ্রান্তে বিনীতভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। বৃষ্ণিকুল-নন্দন মধুসূদন কৃষ্ণ নিদ্রাবসানে নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক অগ্রে অর্জ্জুনকে, পশ্চাৎ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইয়া উভয়কেই স্বাগত-প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহারা পূজা করিলে উভয়কেই যথাবৎ প্রতিপূজা করত আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ হাস্য করত কহিলেন, হে মধু-প্রবর মধুসূদন! আমাদিগের এই উপস্থিত সংগ্রামে আপনি আমাকে সাহায্য প্রদান করুন। যদিচ অর্জ্জুন ও আমি, উভয়েরই সহিত আপনার সখ্য ও সম্বন্ধ সমান, তথাপি আমিই অগ্রে আসিয়াছি বলিয়া আমার সহায়তা করাই আপনার উচিত হইতেছে; কেননা পূর্ব্বাচারানুযায়ী সজ্জনগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। হে জনার্দ্দন! লোকমধ্যে এক্ষণে আপনিই সজ্জনগণের শ্রেষ্ঠতম ও সতত সম্মত; অতএব সজ্জনের চরিত্র পালন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্ সুযোধন! আপনি যে পূর্ব্বে আগমন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু কুন্তীতনয় ধনঞ্জয়কে আমি অগ্রে দর্শন করিয়াছি; অতএব আপনার অগ্রে আগমন এবং আমার অগ্রে অর্জ্জুন-দর্শন, এই উভয়-কারণবশত আমি উভয়েরই সাহায্য করিব। পরন্তু লোক-প্রসিদ্ধ এই একটি প্রবাদ আছে যে, বালকের প্রার্থনীয় বস্তু অগ্রে প্রদান করিতে হয়; অতএব আপনার অপেক্ষা ন্যূনবয়স্ক পার্থের প্রার্থনাই অগ্রে পূর্ণ করা উচিত হইতেছে।—অহে পার্থ! মদীয়-আকার-সদৃশ গোপজাতীয় নারায়ণ নামে বিখ্যাত আমার যে অর্ব্বুদ-সংখ্যক মহৎ সৈন্য আছে, তাহারা সকলেই প্রসিদ্ধ সংগ্রাম-যোধী; সমরে দুরাধর্ষ সেই সমস্ত সৈনিকগণ তোমাদিগের পক্ষে থাকিবে, আর আমি নিরস্ত্র ও যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্যপক্ষ অবলম্বন করিব, ইহাই আমার অভিপ্রেত হইতেছে; অতএব এই উভয়ের মধ্যে যাহা তোমার অধিক মনোনীত হয় তুমি তাহাই প্রার্থনা কর; কারণ ধর্ম্মত তোমার কামনাই অগ্রে পূর্ণ করা বিধেয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত, জন্মাদি-বিবর্জ্জিত, ইচ্ছানুসারে মানবকুলে উৎপন্ন, সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডল ও অখিল দেবদানবগণেরও শ্রেষ্ঠতম, অমিত্রনাশন নারায়ণ কেশবকেই প্রার্থনা করিলেন। পরন্তু দুর্য্যোধন তখন সেই সমস্ত নারায়ণী সেনা কামনা করিলেন। হে ভারত! তিনি অর্ব্বুদ-সংখ্যক সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণকে অপহৃত জ্ঞান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ভীষণ-বলান্বিত মহীপাল দুর্য্যোধন সেই সৈন্য-সমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক রোহিণী-নন্দন মহাবল বলদেব-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে আপন আগমনের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

অনন্তর শূরনন্দন বলদেব ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে এই কথা বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বে বিরাট-নন্দিনীর বিবাহ-সমাজে যে যে কথা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, তৎসমুদায় তোমার বিদিত হইয়া থাকিবে। হে কুরুনন্দন! আমি তোমার নিমিত্ত কেশবকে নির্ব্বন্ধ-সহকারে "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের সমান সম্বন্ধ" এ কথা বারংবার বলিয়াছিলাম, কিন্তু মদুক্ত সেই বাক্যটি তিনি সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিলেন না। কি করি, আমি কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারি না; সুতরাং তদীয় মুখাবেক্ষায়, না পার্থ, না দুর্য্যোধন, কাহারও সহায়তা করিব না, ইহাই স্থির করিয়াছি। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সকলনৃপ-পূজিত ভারতবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার সহায়ের আর অসদ্ভাব কি? অতএব যাও, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হলধরের এই বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং কৃষ্ণকে অপহৃত ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত স্থির করিয়া কৃতবর্ম্মার নিকটে উপনীত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিলেন। কুরু-নন্দন দুর্য্যোধন সেই ভয়ঙ্কর সৈন্যনিকরে পরিবৃত হইয়া সুহৃদ্‌গণের হর্ষ বর্দ্ধন করত হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন। এদিকে জগতের স্রষ্টিকর্ত্তা পীতাম্বর-ধারী জনার্দ্দন কৃষ্ণ, দুর্য্যোধনের গমনান্তে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসিলেন, অহে পার্থ! আমি যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, তথাপি কি বিবেচনায় তুমি আমাকে বরণ করিলে?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি তাহাদিগের সকলকেই যে নিহত করিতে পারেন, তাহাতে আমার কিছু-মাত্র সংশয় নাই; আপনি কেন? আমিই একাকী তাহাদিগের সংহার করণে সমর্থ; পরন্তু লোকমধ্যে আপনি কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন, সুতরাং আপনার সেই যশোরাশি অবশ্যই আপনার অনুগামী হইবে। আমিও যশোলাভের অভিলাষী, এই নিমিত্তই আপনাকে বরণ করিলাম। চিরকাল অবধি আমার এই একটি অভিলাষ আছে যে, আপনি আমার সারথ্য কর্ম্ম করিবেন; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার সেই মানসটি পূর্ণ করুন। বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! তুমি যে আমার সহিত এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে; তোমার সেই অভীষ্ট সম্পন্ন হউক—আমি অবশ্যই

তোমার সারথি হইব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ও দাশার্হ-বংশীয় অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পুনরায় যুধিষ্ঠির-সমীপে আগমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ওদিকে মদ্রদেশাধিপতি শল্যরাজ, দূতগণের মুখে সংবাদ প্রাপ্তে বহুল-সৈন্যসমুদায়ে পরিবৃত হইয়া মহারথ পুত্রগণসমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগের নিকটে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, প্রস্থানকালে প্রায় সার্দ্ধযোজনপরিমিত ভূভাগ লইয়া শিবির-সন্নিবেশ হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই নরর্ষভ অক্ষৌহিণীপতি ওমহাবীর্য্য-পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরাও সকলেই প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় ও অসীম শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের গাত্রাবরণ, বসন, আভরণ, মাল্য, রথ, বাহন, ধ্বজ, কার্ম্মুকপ্রভৃতি সকলই বিচিত্র। স্বদেশীয় বেশভূষায় বিভূষিত সেই সহস্র সহস্র সেনানীগণ যখন আপন আপন সৈনিকসকল পরিচালন করিতে থাকিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন যাবতীয় ভূতবর্গ-প্রপীড়িত এবং বসুমতী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে মদ্রাধিরাজ মন্দ মন্দ সঞ্চারে স্থানে স্থানে যোধদিগকে বিশ্রাম করাইতে করাইতে পাণ্ডবদিগের বাসস্থানাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন, মহতী সেনাসহ মহারথ শল্যরাজের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিলেন এবং রমণীয় প্রদেশ-সমূহে রত্ননিচয়ে বিচিত্র সুসজ্জিত সভাসমস্ত নির্ম্মাণ করাইলেন। বহুতর শিল্পদক্ষ কিঙ্করগণ তাঁহার আদেশক্রমে তথায় অনেকবিধ কৌতুকাবহ দ্রব্যজাত,মাংসাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য পেয়, সুরুচির গন্ধমাল্য এবং চিত্তপ্রফুল্লকর বিবিধাকার কূপ, বাপী ও জলগৃহসমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিল। মদ্রপতি স্থানে স্থানে বিনির্ম্মিত সেই সকল সভামন্দিরে উপনীত হইতে থাকিলে, দুর্য্যোধনের সচিবেরা তাঁহাকে দেববৎ পূজা করিতে লাগিল। যৎকালে শল্য, সাক্ষাৎ স্বর্গপুরীর ন্যায় একটি অতিরমণীয় সভায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তত্রত্য বহুতর অলৌকিক সুখসাধন পদার্থপুঞ্জে উপসেবিত হওয়ায় আপনাকে ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত মনে মনে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ক্ষত্রিয়-প্রবর সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যবর্গকে জিজ্ঞাসিলেন, যুধিষ্ঠিরের নিয়োজিত কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে? সেই সকল সভাকারদিগকে অবিলম্বে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমার বিবেচনায় তাহারা পুরস্কার পাইবার যোগ্য হইতেছে; অতএব কুন্তীপুত্রের প্রীত্যর্থে আমি তাহাদিগকে প্রসাদ দান করিব। কিঙ্করগণ তাঁহার এই কথায় বিস্মিত হইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে তৎসমুদায় নিবেদন করিল। দুর্য্যোধন সে স্থানে গোপনে অবস্থিত ছিলেন, এক্ষণে মাতুল শল্যরাজকে সম্যক্ হর্ষান্বিত ও জীবিতপ্রদানেও সমুৎসুক দেখিয়া আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মদ্রাধিরাজ তাঁহাকে দৃষ্টি করিয়া এবং ঐ সমস্ত সভানির্ম্মাণবিষয়ে তাঁহারই প্রযত্ন জানিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎ আমার নিকটে তোমার যে কিছু অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা কা লও। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কল্যাণপ্রদ! আপনার এই ব যেন সত্য হয়; আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আ আমার সমুদায় সৈন্যের অধিনায়ক হই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের এইরূপ প্রার্থনায় শ উত্তর করিলেন, "তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম; অ কি করিতে হইবে?" ইহাতে গান্ধারীতনয় পুনঃপুনঃ প্রত্যু করিলেন, "আমার মনস্কাম পূর্ণ করা হইল।" শল্য কহিলে হে নরেন্দ্র দুর্য্যোধন! সম্প্রতি তুমি নিজপুরে গমন কর, অ অরিন্দম যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব; তাঁহা দেখিয়া শীঘ্রই তোমার নিকটে প্রত্যাগত হইব। হে রাজ পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দনের সহিত অবশ্যই একবার দেখা করি হইবে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি পাণ্ডবের সহি সন্দর্শন করিয়া সত্বর আগমন করুন; আমরা সকলেই আ নার অধীন হইয়া রহিলাম, অতএব সম্প্রতি আমাদিগকে বরটি প্রদান করিলেন, তাহার যেন স্মরণ থাকে।

শল্য কহিলেন, "হে নরাধিপ! আমি শীঘ্রই আসি তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এক্ষণে স্বীয় ভবনে গমন কর অনন্তর শল্য ও দুর্য্যোধন পরস্পর আলিঙ্গন-পুরঃসর উভ উভয়ের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুর্য্যোধন শল্যে অনুমতি লইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শল দুর্য্যোধনের অনুষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মটি কুন্তীনন্দনগণকে বিজ্ঞা পিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে প্রস্থিত হইলে সেই শত্রুকুলমর্দ্দনকারী মহাবাহু মদ্ররাজ শল্য উপপ্লব্য নগ উপনীত হইয়া সেনা-সন্নিবেশস্থানে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমু পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণমাত্র তাঁহা সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য ও যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি কুশলপ্রশ্ন-পুরঃ পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া হর্ষাবিষ্ট যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নি ভাগিনেয় নকুল সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আসনে উপবি হইবার পর যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন, হে কুরুনন্দন রাজশার্দ্দূ তোমার সমস্ত মঙ্গল ত? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যক্র তুমি অরণ্য বাস হইতে বিমুক্তি পাইয়াছ! হে রাজেন্দ্র ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত দ্বাদশ বর্ষকাল বিজন-কাননে এ এক বৎসর অপরিজ্ঞাত-দেশে বাস করত তোমাকে কি ঘো তর সুদুষ্কর কর্ম্মই করিতে হইয়াছে! ফলতঃ রাজ্যবিচ্যু ব্যক্তির আর সুখ কোথায়? তাহার সকলই দুঃখ। হে প তপ ভারত! এক্ষণে দুর্য্যোধনকৃত সেই সুদুঃসহ মহাদুঃখে অবসানে তুমি শত্রুকুল বিনাশ করিয়া অবশ্যই সুখের সহি সাক্ষাৎ করিবে। হে নরাধিপ মহারাজ! লোকতন্ত্র তোম কিছুই অবিদিত নাই, সুতরাং লোভজনিত কোন প্রক দুষ্কর্ম্মও তোমাতে স্থান পায় না। হে তাত যুধিষ্ঠির! তু স্বাভাবিক দান, তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠায় নিশ্চয় থাকিয়া পুরা রাজর্ষিগণের অবিলম্বিত বিশুদ্ধমার্গে অগ্রসর হইতেই অভি লাষ কর। হে ভরতোত্তম! ক্ষমা, অহিংসা, দম, সত্য অদ্ভুতলোক তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে রাজন

হে পরন্তপ! তুমি মৃদু, বদান্য, ব্রহ্মণ্য, দাতা ও ধর্ম্মপরায়ণ; লোকের সাক্ষিস্বরূপ অশেষবিধ ধর্ম্ম এবং এই সমুদয় জগমণ্ডল তোমার বিদিত আছে। হে প্রভাবসম্পন্ন ভরতর্ষভ রাজেন্দ্র তুমি অতীব ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; ভাগ্যক্রমে তুমি এই অপার ক্লেশ-পারাবারের পার প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ভাগ্যক্রমেই আমি তোমাকে সহচরগণের সহিত এই দুস্তর বিপদ্‌সাগর হইতে নিস্তীর্ণ দেখিলাম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ভরতর্ষভ! অনন্তর মদ্রপতি, পথিমধ্যে দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার যেরূপে সমাগম হয়, দুর্য্যোধন তাঁহার যে প্রকার শুশ্রূষা করেন এবং তন্নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে যেরূপ বর দেন, সকলই যুধিষ্ঠির সন্নিধানে বর্ণন করিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আপনি যে দুর্য্যোধনের প্রতি তুষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার নিকটে বাক্যদ্বারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা আপনার সৎকর্ম্ম করাই হইয়াছে; কিন্তু হে বীর্য্যসম্পন্ন মহীপতে! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমারও একটি উপকার করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। হে মাতুল! আপনার কর্ত্তব্য হইলেও আমার মুখাবেক্ষায় ইহা অবশ্যই আপনাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। সে উপকার কি, বিজ্ঞাপন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! সংসারমধ্যে আপনি সমর-বিষয়ে বাসুদেবের তুল্য; সুতরাং যৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনিই কর্ণের সারথ্যকর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজসত্তম! যদি আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সেই সময়ে আপনি অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং বাক্যকৌশল সহকারে সূতপুত্রের তেজের হানি করিয়া যাহাতে আমাদিগের জয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবেন। হে মাতুল! এ কর্ম্মটি অকর্ত্তব্য হইলেও আপনাকে করিতে হইবে। শল্য কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! সংগ্রামে দুরাত্মা সূতপুত্রের তেজঃক্ষয় নিমিত্ত তুমি আমাকে যে অনুরোধ করিতেছ, তাহার প্রত্যুত্তর শ্রবণ কর। যুদ্ধকালে আমি নিশ্চয়ই তাহার সারথি হইব, যে হেতু সে চিরকাল আমাকে বাসুদেবের তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব হে কুরুশার্দ্দূল! যৎকালে তাহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন যে প্রকারে সে হৃতদর্প ও নষ্টতেজা হইয়া সমরে অনায়াসে অর্জ্জুনের বধ্য হইতে পারে, আমি সেইরূপ প্রতিকূল ও অহিত-বাক্যাবলি অবশ্যই বিন্যাস করিতে থাকিব। হে বৎস! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমাকে যে কর্ম্ম করিতে তুমি অনুরোধ করিলে ইহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিব। এতদ্ভিন্ন তোমার আরও কোন প্রিয়কর্ম্ম-সাধনে যদি সমর্থ হই, তবে তাহার অনুষ্ঠানেও ক্রটি করিব না। হে মহাদ্যুতে! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর সহিত যে দুঃখ অনুভব করিয়াছ, সূতপুত্র কর্ণের কর্কশ-বাক্য শ্রবণে যে মনঃপীড়া পাইয়াছ এবং দময়ন্তীর ন্যায় পাঞ্চালীর জটাসুর ও কীচক হইতে যে সমস্ত দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ও অশুভ প্রাপ্তি হইয়াছে, সে সকলই সুখোদর্ক, অর্থাৎ উত্তরকাল-সুখাবহ হইবে। অতএব হে বীর! সে নিমিত্ত তোমার অনুশোক করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু বিধাতার নির্ব্বন্ধই সর্ব্বোপরি বলবান্। হে জগতীপতে! বিধিবশত মহাত্মা লোকদিগকেও অশেষবিধ দুঃখ পাইতে হয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও দুঃখভাগী হইয়াছেন। হে ভারত! শুনিয়াছি, মহাত্মা দেবরাজ পুরন্দর ভার্য্যার সহিত সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ইন্দ্র ভার্য্যার সহিত কিরূপে পরম ঘোর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্‌বৃত্তান্ত অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। শল্য কহিলেন, হে ভারত! দেবরাজ ইন্দ্র ভার্য্যার সহিত যেরূপে দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি শ্রবণ কর। প্রজাপতি ত্বষ্টা মহাতপস্বী ও দেবশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের বিদ্রোহার্থ ত্রিমস্তকধারী একটি অদ্ভুত পুত্রের উৎপত্তি করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ নামা ঐ মহাতেজা ত্রিশিরা ইন্দ্রত্বপদলাভের অভিলাষী হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলসদৃশ সেই ভয়ঙ্কর বদন ত্রয় মধ্যে একটির দ্বারা বেদাধ্যয়ন, আর একটির দ্বারা সুরাপান ও অন্যটির দ্বারা যেন সমস্ত দিঙ্মণ্ডল গ্রাস করিবার নিমিত্তই সর্ব্বত্র অবলোকন করিতে করিতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে অরিন্দম! তিনি স্বয়ং যেমন মৃদু ও দান্ত এবং তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহার তপস্যাও সেইরূপ কঠোর ও সুদুষ্কর হইয়াছিল। দেবরাজ শতক্রতু অমিততেজস্বী বিশ্বরূপের ঐ তপোবীর্য্য ও সত্যাভিসন্ধি সন্দর্শনে, 'পাছে ইনি ইন্দ্র হন' এই আশঙ্কায় বিষাদযুক্ত হইলেন। "ত্রিশিরা তপস্যায় বিবর্দ্ধমান হইলে সমস্ত ভুবন রাজ্য আত্মসাৎ করিলেও করিতে পারেন; অতএব কি প্রকারে তিনি ভোগসুখে আসক্ত হন এবং তাদৃশী মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান আর না করেন" ইত্যাকার বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রলোভন নিমিত্ত অপ্সরাগণকে আজ্ঞা প্রদান করত কহিলেন, হে বরাঙ্গনাগণ! তোমরা সকলেই অসীম সৌন্দর্য্য-শোভিতা, শৃঙ্গার-বেশা, সুশ্রোণী, মনোহর-হারনিকরে বিভূষিতা ও অনুপম হাবভাব-সম্পন্না; অতএব ত্বষ্টপুত্র তপোনিষ্ঠ ত্রিশিরা যাহাতে বিষয়ভোগে অতিমাত্র আসক্ত হন, সকলে মিলিতা হইয়া তাহার চেষ্টা কর; অবিলম্বে গমন করিয়া বহুতর অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদিদ্বারা শীঘ্রই তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে যত্নবতী হও। তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা আমার শঙ্কাপনোদন কর। হে অবলাগণ! আমি আপনিই আপনাকে অস্বস্থ জ্ঞান করিতেছি; অতএব তোমরা অবিলম্বে আমার এই মহাঘোরতর ভয়ের শান্তিবিধান কর। ইন্দ্রের এইরূপ আদেশে অমর-বারাঙ্গনাগণ উত্তর করিল, হে বলনিসূদন শচীপতে! যাহাতে বিশ্বরূপ হইতে আপনার ভয় না হয়, তাঁহাকে সেইরূপ প্রলোভিত করিতে আমরা অবশ্যই যত্নবতী হইব। হে দেব! যদিও সেই তপোনিধি লোচনদ্বয়-সহকারে অখিল দিঙ্মণ্ডল দগ্ধপ্রায় করত তপস্যার আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তথাপি আমরা এই সকলে মিলিতা হইয়া তাঁহার প্রলোভন নিমিত্ত চলিলাম এবং তাঁহাকে বশীভূত করিতে ও তদ্দ্বারা আপনার ভয় ভঞ্জন করিতেও সাধ্যপক্ষে ক্রটি করিব না। শল্য কহিলেন, সেই বরাঙ্গনাগণ ইন্দ্রের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিশিরার নিকটে গমন করিল। তথায় উপনীতা হইয়া

তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তাহারা মনোহর নৃত্য ও হাবভাবাদি বহুবিধ অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করাইতে লাগিল; পরন্তু মহাতপা ত্রিশিরা ইন্দ্রিয়চয় সংযমপূর্ব্বক সম্পূর্ণ সাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থিত ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের ঐরূপ প্রলোভন দর্শনকরত কিছুমাত্র প্রকৃষ্ট বা বিচলিত হইলেন না। অপ্সরাগণ ত্বষ্টৃতনয়কে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত পরম যত্ন করিয়া সকলেই শক্রসমীপে প্রত্যাগমন করিল এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে নিবেদন করিল, প্রভো! আমরা সেই দুদ্ধর্ষ বিশ্বরূপকে কোন প্রকারেই ধৈর্য্য-বিচ্যুত করিতে পারিলাম না, অতএব হে মহাভাগ! অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

অপ্সরাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানসহকারে বিদায় করিয়া সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের বধোপায়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীর্য্যশালী প্রতাপবান্ ধীমান্ দেবরাজ মৌনভাবে চিন্তা করত "ত্রিশিরাকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য," ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলেন এবং ভাবিলেন "তাহার উপরে অদ্য বজ্র পাত করি, তাহা হইলে সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; দুর্ব্বল শত্রুও প্রবৃদ্ধ হইলে বলিষ্ঠ ব্যক্তির তাহাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে," এইরূপ শাস্ত্রনিশ্চয় পর্য্যালোচনপূর্ব্বক বিশ্বরূপের বিনাশ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া অমররাজ মহাক্রোধভরে তাঁহার মস্তকোপরি সাক্ষাৎ বৈশ্বানর-সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর ঘোররূপ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ত্রিশিরা, ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রদ্বারা দৃঢ়তর আহত হইয়া বিচ্ছিন্ন শৈল-শিখরের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। পুরন্দর, বজ্রাহত ত্রিশিরাকে যদিও ভূতল-শায়ী ভূধরের ন্যায় দৃষ্টি করিলেন, তথাপি তাঁহার তেজঃপুঞ্জ দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় কোন ক্রমেই আর স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না, কেননা সেই প্রদীপ্ততেজা বিশ্বরূপ নিহত হইয়াও যেন জীবিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন; তাঁহার অদ্ভুত মস্তকত্রয় পূর্ব্ববৎ করালদর্শন ও অপরিম্লানই রহিল। মহারাজ! তাঁহার তাদৃশ বিচিত্র রূপ সন্দর্শনে অতীব ভীত হইয়া সুরপতি নানা প্রকার চিন্তা করত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে একজন সূত্রধার কুঠার স্কন্ধে লইয়া, যে স্থানে ত্রিশিরার দেহ নিপতিত ছিল, সেই অরণ্য মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। শঙ্কাকুল শচীপতি ঐ তক্ষাকে তথায় আগত দেখিয়া সত্বর বচনে কহিলেন, অহে সূত্রধার! আমার একটি কথা রক্ষা কর; এই যে মহাকায় ব্যক্তি ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে, তুমি অবিলম্বে ইহার মস্তক সকল ছেদন করিয়া ফেল। সূত্রধর কহিল, এ ব্যক্তির স্কন্ধদেশ অতিশয় দৃঢ় ও স্থূল, সুতরাং উহা ছেদন করিতে হইলে আমার কুঠারখানি ভগ্ন হইয়া যাইবে; বিশেষত সাধুজন-বিগর্হিত এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। ইন্দ্র কহিলেন, তোমার সে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্রই আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর; আমার প্রসাদে তোমার ঐ অস্ত্র বজ্রতুল্য হইবে। তক্ষা কহিল, কে আপনি এই ঘোরতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব যথার্থ করিয়া অগ্রে তাহা আমাকে বলুন। ইন্দ্র কহিলেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। অহে তক্ষন্! আমার পরিচয় পাইলে ত? এখন আর বিচার না করিয়া সত্বর আমার বাক্য প্রতিপালন কর। সূত্রধার কহিল, হে শক্র! এরূপ ক্রূরকর্ম্ম করিতে আপনার কি লজ্জা বোধ হয় না? এই ঋষিতনয়কে বধ করিলে, যে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে, তাহাতে কি আপনার ভয় নাই? শক্র কহিলেন, আমি অগ্রে ইহাকে বিনষ্ট করিয়া পাপশুদ্ধিনিমিত্ত পশ্চাৎ সুদুশ্চর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। এই মহাবীর্য্য ত্রিশিরা আমার পরম শত্রু; একারণ আমি ইহাকে বজ্রাঘাতদ্বারা নিহত করিয়াছি; তথাপি এ পর্য্যন্ত আমার উদ্বেগের শান্তি হয় নাই; সুতরাং কি প্রকারে আর ব্রহ্মহত্যার ভয় করি? অহে সূত্রধার! তুমি শীঘ্র ইহার মস্তক সমস্ত ছিন্ন কর, আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিব। মানবগণ যজ্ঞকালে যে পশু বধ করিবে, তাহার উত্তমাঙ্গ তোমাকেই ভাগস্বরূপে অর্পণ করিবে। হে তক্ষন্! আমি তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিলাম, এক্ষণে তুমি সত্বর আমার ঐ প্রিয়কর্ম্মটি সম্পন্ন কর। শল্য কহিলেন, মহেন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত্রধার তখন কুঠারদ্বারা ত্রিশিরার মস্তকত্রয় ছেদন করিল। তৎকালে সেই ছিন্নমস্তক সমস্ত হইতে চাতক, তিত্তির ও চটকাদি বিহঙ্গসকল যূথে যূথে বিনির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্ পাণ্ডব! ত্বষ্টৃ-নন্দন যে মুখে বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেছিলেন, তাহা হইতে চাতক, যে মুখে অখিল দিঙ্মণ্ডল পান করার ন্যায় সর্ব্বত্র করাল কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাহা হইতে তিত্তির এবং যে মুখে সুরাপান করিতেছিলেন, তাহা হইতে চটক ও শ্যেনসমস্ত বিনিঃসৃত হইতে থাকিল। ত্রিশিরার মস্তকসকল এইরূপে ছিন্ন হইলে দেবরাজ বিগতজ্বর ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন এবং তক্ষাও নিজালয়ে প্রস্থিত হইল। সুরারিহন্তা শতক্রতু ঐ শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। এদিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্রহস্তে নিজ তনয়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া এই কথা বলিলেন, দুরাত্মা ইন্দ্র যেমন তপস্যানিরত নিয়ত ক্ষমাশীল, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় মদীয় পুত্রকে নিরপরাধে নিহত করিয়াছে, তেমনি তাহার সংহারের নিমিত্ত আমি বৃত্রনামক অন্য এক পুত্র উৎপন্ন করিতেছি; লোকসকল অদ্য আমার বীর্য্য ও সুমহৎ তপোবল অবলোকন করুক এবং ব্রহ্মহত্যাকারী সেই পাপাত্মা দেবেন্দ্রও ইহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করুক। অনন্তর তপোনিষ্ঠ সুমহাযশা ত্বষ্টা ক্রোধভরে আচমনপূর্ব্বক অনলে আহুতি প্রদান করত ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরের উৎপত্তি করিলেন এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন, হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি মদীয় তপস্যাপ্রভাবে বর্দ্ধমান হও। সেই সূর্য্য ও বৈশ্বানরসদৃশ বৃত্রাসুর দেবলোককে স্তব্ধীভূত করত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং প্রলয়কালীন প্রভাকরের ন্যায় সমুদিত হইয়া কহিল, আমাকে কি করিতে হইবে? অনন্তর সে "ইন্দ্রকে নিহত কর," এইরূপ আদিষ্ট হইয়া স্বর্গধামে গমন করিল। হে কুরুসত্তম! তৎপরেই পরস্পর সংক্রুদ্ধ বৃত্র ও বাসবের চিরকালব্যাপী ঘোরতর মহাসমরের আরম্ভ হইল। অনন্তর মহাবীর বৃত্রাসুর রোষ-পরবশ হইয়া অমররাজ শতক্রতু শক্রকে গ্রহণপূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল। ইন্দ্র বৃত্রগ্রাসে নিপতিত হইলে প্রধান প্রধান দেবগণ মহাসন্ত্রস্ত হইলেন এবং আপনাদিগের বিচিত্রপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বৃত্রনাশিনী জৃম্ভিকার সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বৃত্রাসুর জৃম্ভণ পরায়ণ হইলে বলসূদন আখণ্ডল আপন অঙ্গ-সকল সঙ্কুচিত করত তাহার সেই বিবৃত আস্য-বিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহারাজ!

ঐ কৃত্তিকা তদবধি জীবের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া থাকিল। এদিকে অমরগণ ইন্দ্রকে বৃত্রমুখ হইতে বিনিঃসৃত দেখিয়া সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট বৃত্রবাসবের পুনর্ব্বার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্রাসুর, ত্বষ্টার তেজোবলে যখন সমরে ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন বিচক্ষণ সুরপতি সমরব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! দেবতারা ত্বষ্টৃতেজে সহজেই বিমোহিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার শচীপতির নিবর্ত্তনে অতিমাত্র বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং অনন্তর কর্ত্তব্য কি, তাহার চিন্তা করত সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মুনিগণ-সন্নিধানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে মন্দর-শিখরে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার শঙ্কাপরীত চিত্তে বৃত্রাসুরের বিনাশ কামনা করত মনে মনে অবিনাশী বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

ইন্দ্র কহিলেন, হে দেবগণ! বৃত্রের প্রকাণ্ড কলেবরে এই অখণ্ড জগন্মণ্ডলের সমগ্রভাগই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিঘাতে সমর্থ হইতে পারে, এমন কোন বস্তুই আর দৃষ্ট হয় না। বরং পূর্ব্বে আমি উহাকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নিতান্তই অসমর্থ হইয়াছি। কি প্রকারে তোমাদিগের কল্যাণ-সাধন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; কেননা আমার বিবেচনায় বৃত্রাসুর একবারেই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, সে এতাদৃশ মহাকায়, যুদ্ধে বিক্রমশালী ও তেজস্বী হইয়াছে যে, সুরাসুর নর-নিকর সম্বলিত অখিল ভুবনমণ্ডলকে কবলিত করিলেও করিতে পারে। অতএব হে ত্রিদশগণ! সম্প্রতি যেরূপ কার্য্য-নিশ্চয় অবধারিত করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। চল আমরা সকলে মিলিত হইয়া বিষ্ণু-সদনে গমন করি; তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিলে অবশ্যই ঐ দুরাত্মার বধোপায় জানিতে পারা যাইবে। বৃত্রভয়-পীড়িত অমরগণ, ইন্দ্রের এই প্রস্তাবে ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে গমন করত সকল-দেবাধিপতি সর্ব্ব-শরণ্য মহাবল বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া সকলেই নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি অমরগণের হিতসাধনার্থ চরণত্রয়ে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন, অমৃত হরিয়াছিলেন, সংগ্রামে অসংখ্য দৈত্যদলের দলন করিয়াছিলেন এবং মহাদৈত্য বলিকে বন্ধন করত পুরন্দরকে ত্রৈলোক্য, রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। হে বিষ্ণো! আপনি অখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবদেব, মহাদেব, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ও সর্ব্বব্যাপী। হে অসুর-নিসূদন! সম্প্রতি বৃত্রাসুরের সুবৃহৎ কলেবরে এই অখিল ভুবনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; অতএব হে অমরোত্তম! আপনি বাসবসহ ত্রিদশগণের গতিস্বরূপ হউন। বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের অত্যুত্তম হিতসাধন করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য; অতএব যাহাতে সেই বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইবে, তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সে বিশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক যে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তোমরা গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া প্রথমত সান্ত্ববাদ প্রয়োগ দ্বারা তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে চেষ্টা পাও; পশ্চাৎ অনায়াসেই তাহাকে জয় করিতে পারিবে।

হে অমরবৃন্দ! মদীয় প্রভাবে ইন্দ্রের নিঃসন্দেহ জয়-লাভ হইবে। আমি অদৃশ্যরূপে উহাঁর আয়ুধোত্তম বজ্রমধ্যে প্রবেশ করিব। অতএব হে সুরোত্তমগণ! তোমরা ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রাসুরের সন্ধিকর। শল্য কহিলেন, বিষ্ণুর এইরূপ আদেশে ত্রিদশগণ ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত একত্র হইয়া ইন্দ্রকে অগ্রে করত গমন করিলেন। শক্র-সহচর ঐ সমস্ত মহানুভবগণ সকলেই বৃত্র-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সে সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে প্রজ্বলিত হইয়া অখিল দিঙ্মণ্ডল প্রতপ্ত করত যেন ত্রিভুবন গ্রাস করিতেছে। অনন্তর ঋষিগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রিয়-বচনে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! আমার তেজঃপুঞ্জে এই সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অথচ তুমি বিপুলবিক্রান্ত বাসবকে পরাজয় করিতে পারিতেছ না। যুদ্ধ করিতে করিতে তোমাদিগের বহুকাল অতীত হইয়াছে; বিশেষত দেব অসুর মানব প্রভৃতি সমুদায় প্রজাবর্গ নিষ্পীড়িত হইতেছে; অতএব হে বৃত্র! এক্ষণে শক্রের সহিত তোমার নিত্য সখিত্ব হউক; ইহাতে তুমি অসীম সুখ ও চিরস্থায়ী ইন্দ্রলোক সমস্ত প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর সেই সুমহাবল বৃত্রাসুর ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে সকলেই তখন প্রণাম করত কহিল, হে মহাভাগ মহর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্ব-সকল! আপনারা যে কথা বলিলেন, সে সকলই শুনিলাম; হে অনঘগণ! এক্ষণে আমারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে শ্রবণ করুন। হে দেবগণ! আপনারা আমাকে শক্রের সহিত সন্ধি করিতে কহিতেছেন, কিন্তু কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে? সন্ধি করিতে হইলে অগ্রে পরস্পরের মিত্রতা অপেক্ষা করে; পরন্তু আমরা উভয়েই তেজোয়ান্; সমান তেজস্বী দুই জনের মধ্যে কিরূপে সখ্য হইবে?

ঋষিগণ কহিলেন, অন্তত একবার মাত্রও সৎসঙ্গ লাভের ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু তাহাতে পরম মঙ্গলই হইবে। সৎপুরুষের সহিত প্রণয় কখন নিষ্ফলে অতিক্রান্ত হইতে পারে না; অতএব সাধুসঙ্গ-লাভের অভিলাষ করা লোক-মাত্রেরই উচিত। সৎপুরুষদিগের প্রণয় নিত্যকাল স্থায়ী ও বন্ধমূল; বিশেষত, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তি যথার্থ অর্থকর বিষয়েরই উপদেশ দিয়া থাকেন। ফলত সাধুপুরুষের সহিত সমাগম মহাফলোপধায়ক সন্দেহ নাই; অতএব সৎপুরুষের বিনাশেচ্ছা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ বিধেয় নহে। এই ইন্দ্র সাধুদিগের সম্মত, মহাত্মগণের আশ্রয়-স্থান, সত্যবাদী, অদীনাত্মা ও ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া সুবিনিশ্চিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইহাঁর সহিত তোমার চিরসন্ধি হওয়া আমাদিগের প্রার্থনীয় হইতেছে। অতএব হে বৃত্র! কোনক্রমে অন্যথা বুদ্ধি না করিয়া আমাদিগের এই বাক্যেই বিশ্বাস স্থাপন কর। শল্য কহিলেন, মহাদ্যুতি বৃত্রাসুর, মহর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিল, হে মহাপ্রভাব-সম্পন্ন তপোনিষ্ঠ দেব মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই আমার মাননীয়; পরন্তু আমি যে কথা বলি, যদি অগ্রে তাহার বিধান করেন, তাহা হইলে আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা নিঃসন্দেহ

প্রতিপালন করিব। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আমার প্রার্থনা এই যে, কি শুষ্ক কি আর্দ্র বস্তু, কি প্রস্তর কি কাষ্ঠ, কি অস্ত্র কি শস্ত্র, এই সকলের মধ্যে কোন দ্রব্যদ্বারাই আমি,কি দিবসে কি রাত্রি-কালে, অমরগণ-সহকৃত পুরন্দরের বধ্য না হই। আপনারা আমাকে এই বর প্রদান করিলে, শক্রের সহিত নিত্য সন্ধি করণে আমার অভিরুচি হয়।" হে ভরতর্ষভ! বৃত্রের ঐরূপ প্রার্থনায় ঋষিগণ 'তাহাই হইবে', তাহাকে এই কথা বলিলেন। এই প্রকারে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে বৃত্রসাতিশয় হৃষ্ট-চিত্ত হইল এবং শক্রও হর্ষ সমন্বিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সাবধান রহিলেন। তিনি, কি উপায়ে বৃত্রকে বিনষ্ট করিবেন, সেই চিন্তাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহার ছিদ্রান্বেষণ করত সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠাকুল থাকিলেন। একদা সন্ধ্যা সময়ে পিশাচাদি রুদ্রচরগণের ভ্রমণোপযোগী ভয়ঙ্কর-মুহূর্ত্তে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী মহাসুর বৃত্র তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তখন ঐ মহাকায় অসুরের প্রতি ঋষিগণের বরদান বিবরণ স্মরণ করিয়া তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন, "সম্প্রতি করাল সন্ধ্যাকাল উপস্থিত; ইহা দিবসও নহে, রাত্রিও নহে; অতএব এই সময়েই আমার এই সর্ব্বাপহারী পরম শত্রু বৃত্রকে বধ করা আবশ্যক হইতেছে; যদি এ সময়ে এই মহাবল সম্পন্ন প্রকাণ্ডদেহ মহাসুরকে কোন প্রকার প্রতারণাদ্বারা নিহত করিতে না পারি, তবে আর কস্মিন্ কালেও আমার মঙ্গল হইবে না।" পুরন্দর, মনে মনে উক্ত প্রকার চিন্তা করিয়া, বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন এবং সাগর-মধ্যে ধবলশৈলসদৃশ ফেনরাশি অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, "এই বস্তু শুষ্কও নহে আর্দ্রও নহে এবং ইহাকে কোন প্রকার শস্ত্রও বলা যাইতে পারে না; অতএব এই ফেন-পুঞ্জই বৃত্রের উপরে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে এ ক্ষণকাল-মধ্যেই বিনষ্ট হইবে।" অনন্তর তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বজ্রের সহিত সেই ফেনরাশি বৃত্রের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিষ্ণু ঐ ফেনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃত্রকে বিনষ্ট করাইলেন। বৃত্র নিহত হইলে পর দিক্ সকল তিমিরাবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল; শুভময় সমীরণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে লাগিল এবং প্রজামাত্রেই হর্ষ-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকিল। অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও ঋষিগণ বহুবিধ প্রশংসা-বচনে ইন্দ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ বাসব শত্রু-সংহারে হৃষ্টচিত্ত ও সর্ব্বভূতের নমস্কৃত হইয়া সকলকেই সান্ত্বনা করত দেবগণ সমভিব্যাহারে ত্রিলোকীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন।

সুরলোক-ভয়ঙ্কর মহাবীর্য্য বৃত্রাসুর নিহত হইলে দেবরাজ সন্ধি-ভঞ্জন-নিবন্ধন মিথ্যাচরণ ও পূর্ব্ব-কৃত ত্রিশিরার বধজনিত ব্রহ্মহত্যা, উভয় দ্বারাই অভিভূত হওয়ায় অতিমাত্র দুর্ম্মনায়মান হইলেন। স্বকীয় পাপ ভরে অভিভূত, সুতরাং সংজ্ঞাশূন্য ও বিচেতন হইয়া তিনি লোকবসতির শেষসীমা আশ্রয় করত সলিলমধ্যে, বিচেষ্টমান সর্পেরন্যায়,এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন যে, কেহই আর তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। এইরূপে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া দেবেন্দ্র অনুদ্দিষ্ট হইলে সমস্ত ভূমিমণ্ডল শুষ্ক কানন ও বৃক্ষহীন হইয়া বিধ্বস্তপ্রায় হইল; নদীসকলের স্রোত অবরুদ্ধ ও সরোবর-নিকরের জল-সমূহ শুষ্ক হইয়া গেল; যাবতীয় প্রাণিবর্গ অনাবৃষ্টি-নিমিত্তক অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল; অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও মহর্ষিগণেরাও অতিমাত্র ত্রাসযুক্ত হইলেন। ফলত রাজ-বিবর্জ্জিত হওয়ায় সমুদায় জগৎই বহুবিধ উপদ্রবে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর স্বর্গধামে অমররাজ-বিরহিত দেব ও দেবর্ষিগণ, "এক্ষণে কে আমাদিগের রাজা হইবেন" এইরূপ চিন্তায় সকলেই মহাভীত হইয়া উঠিলেন, অথচ দেবগণের মধ্যে কেহই রাজত্ব গ্রহণে মন করিলেন না।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

শল্য কহিলেন, অনন্তর ঋষি ও ত্রিদশেশ্বর দেবগণ পরস্পর একবাক্য হইয়া বলিলেন, "এই শ্রীমান্ নহুষরাজ তেজস্বী, যশস্বী, এবং চিরকাল ধার্ম্মিক; অতএব ইহাকেই দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কর।" এইরূপ স্থির করিয়া সকলেই নহুষের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পার্থিব! তুমি আমাদিগের রাজা হও।" হে রাজন্! তখন সেই নহুষরাজ আপন হিত ইচ্ছা করত দেব, ঋষি ও পিতৃগণ, সকলকেই কহিলেন, হে মহাত্মগণ! আমি দুর্ব্বল, আপনাদিগের পরিপালন করি, এমন সাধ্য আমার কি আছে? রাজা হওয়া বলিষ্ঠের কার্য্য; ইন্দ্র নিত্য বলশালী ছিলেন, সুতরাং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য তাঁহারই শোভাকর ছিল।

অনন্তর দেব ও ঋষিবৃন্দ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি আমাদিগের তপোবলযুক্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিপালন কর। অধীশ্বর-বিরহে আমরা যে সকলেই পরস্পর ভীত হইয়াছি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, অতএব সম্প্রতি তুমিই এই অমরাবতীর রাজত্বে অভিষিক্ত হও। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও ভূত-প্রভৃতি যে কোন প্রাণী তোমার নেত্রগোচর হইবে, তুমি দৃষ্টিমাত্রেই সকলের তেজ আকর্ষণ করত বলবান্ হইতে পারিবে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হও এবং ত্রিদশালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক দেব, ও ব্রহ্মর্ষিগণের পরিপালন কর। হে রাজেন্দ্র! তাঁহাদিগের এইরূপ প্রার্থনায় নহুষ স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তখন ধর্ম্মকে পুরঃসর করত সর্ব্বলোকের অধিপতি হইলেন। তিনি স্বভাবত ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, কিন্তু উক্ত প্রকার বর ও স্বর্গের রাজত্বলাভ করিয়া পরিশেষে কামাত্মা, অর্থাৎ বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া উঠিলেন। সেই দেব-রাজ নহুষ দেবগণের সমুদায় উদ্যান, আনন্দবর্দ্ধন উপবন সমস্ত, কৈলাসশিখর, হিমালয়-পৃষ্ঠ, মন্দরশৈল, শ্বেতপর্ব্বত সহ্যগিরি, মহেন্দ্রাদ্রি, মলয়াচল, সমুদ্র ও সরিৎপ্রভৃতি যাবতীয় রমণীয় প্রদেশে অপ্সরাগণ ও দেবকন্যানিকরে পরিবৃত হইয়া শ্রবণ-মনোহর বহুতর দিব্য সমালাপ, সর্ব্বপ্রকার দিব্য বাদিত্র ও মধুর-স্বরসংযুক্ত সঙ্গীত শ্রবণ করত নানাপ্রকার বিহার করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু, নারদ, গন্ধর্ব্ববর্গ, অপ্সরাগণ ও মূর্ত্তিমন্ত ঋতু-সকল সেই রাজেন্দ্রকে সর্ব্বদা উপাসনা করিতে থাকিলেন। সুখস্পর্শ সুরুচির সুরভি সমীরণ মন্দ মন্দ প্রকারে বহন করিতে লাগিল। রাজা নহুষ ইন্দ্রত্বলাভে দুর্ব্বৃত্ততা-পরতন্ত্র হইয়া এইরূপ ক্রীড়া কৌতুকে কাল হরণ করেন, একদা বাসবের প্রেয়সী মহিষী শচীদেবী তাঁহার নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নহুষ দুরভিসন্ধি-পরবশ হইয়া

সভাসদ্‌বর্গকে কহিলেন, "আমি এক্ষণে অমরগণের অধীশ্বর ও সকল লোকের নিয়ন্তা হইয়াছি, তবে ইন্দ্রের ভামিনী শচী-দেবী অধুনা কি নিমিত্ত আমাকে ভজনা না করেন? আমার আজ্ঞাক্রমে তিনি অবিলম্বেই অদ্য মদীয় নিবেশনে আগমন করুন।" নহুষের এই কথা শুনিয়া শচী অতীব দুর্ম্মনায়মানা হইলেন এবং বৃহস্পতির নিকটে গিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমি আপনার শরণাগতা হইলাম, আপনি নহুষের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্না, দেবরাজের প্রিয়তমা ও অত্যন্ত সুখভাগিনী বলিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বেও আমাকে অবৈধব্যুক্তা একপত্নী পতিব্রতা বলিয়াছিলেন; অতএব সেই বাক্যটি অদ্য সত্য করুন। হে প্রভাবসম্পন্ন ভগবন্ দ্বিজসত্তম! আপনি পূর্ব্বে আর কখনই মিথ্যা বাক্য কহেন নাই, অতএব আমার প্রতি যেরূপ উক্তি করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই সত্য হইবেক। ভয়-মোহিতা ইন্দ্রাণীর এইরূপ কাতরবাণী শ্রবণে বৃহস্পতি তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে দেবি! আমি তোমাকে যে কথা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে; তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে শীঘ্রই এস্থানে সমাগত দেখিবে; আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; যাহাতে শক্রের সহিত তোমার শীঘ্র সমাগম হয়, আমি অবশ্যই তাহার সম্বিধান করিব। এদিকে নহুষরাজ যখন শুনিলেন, ইন্দ্রাণী অঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতির শরণাপন্না হইয়াছেন; তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধোদয় হইল।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শল্য কহিলেন, দেবতা ও প্রধান প্রধান ঋষিগণ দেবরাজ নহুষকে ক্রোধাবিষ্ট ও ঘোরমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন, হে সুর-পতে! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন! হে বিভো! আপনার রোষাবেশ সন্দর্শনে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি পন্নগ, জগৎস্থ সমস্ত লোকেই সন্ত্রস্ত হইয়াছে; অতএব হে সাধো! এই অনর্থকর ক্রোধাবেগ পরিহার করুন। দেখুন, ভবাদৃশ পুরু-ষেরা কস্মিন্ কালেও ঈদৃশ রোষপরবশ হন না। হে সুরেশ্বর! যাঁহার নিমিত্ত আপনার ক্রোধসঞ্চার হইয়াছে, তিনি পরকীয়া মহিলা; অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি পর-দার-হরণরূপ পাপ হইতে চিত্ত নিবর্ত্তন করুন। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া যেমন সর্ব্বলোকের প্রভু হইয়াছেন, সেইরূপ যথা-ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন।

কামবিমোহিত সুরাধিপতি নহুষরাজ ঋষিগণপুরস্কৃত অমর-নিকরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, প্রত্যুত ইন্দ্রের দোষোল্লেখ করত তাঁহাদিগকে এই কথা বলি-লেন, পূর্ব্বে ইন্দ্র যখন যশস্বিনী ঋষিপত্নী অহল্যার ভর্ত্তা জীবিত থাকিতেও তাঁহার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন, তখন তোমরা তাঁহাকে নিবারণ কর নাই কেন? এতদ্ভিন্ন তিনি যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার ও কাপট্য প্রয়োগপূর্ব্বক আরও কতপ্রকার নৃশংস কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে তোমরা তাঁহাকে নিবারণ কর নাই কেন? হে দেবগণ! এক্ষণে শচী আমাকে ভজনা করুন, যেহেতু ইহাই তাঁহার পক্ষে পরম হিতকর; বিশেষত এরূপ হইলে তোমাদিগেরও চিরমঙ্গল হইবে।

দেবগণ কহিলেন, হে স্বর্গেশ্বর সুরপতে! আপনার যাহা ইচ্ছা, আমরা তাহাই করিতেছি; ইন্দ্রাণীকে অবিলম্বেই আপনার নিকটে আনিয়া দিব; আপনি প্রীত হইয়া এই ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। শল্য কহিলেন, হে ভারত! অমরগণ তাঁহাকে তখন এই কথা বলিয়া ইন্দ্রাণীকে ঐ অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে বৃহস্পতি-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবর্ষিসত্তম বিপ্রেন্দ্র! শক্রভামিনী শচীদেবী যে শরণাগতা হইয়া আপনার আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন এবং আপনিও যে তাঁহাকে অভয়-প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন, সে সকলই আমাদিগের বিদিত আছে। অতএব হে মহাদ্যুতে! সংপ্রতি আমরা এই দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সকলেই মিলিত হইয়া আপনাকে অনুনয় করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রাণীকে নহুষ-হস্তে সমর্পণ করুন। দেখুন মহাদ্যুতি দেবরাজ নহুষ, ইন্দ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব এই বরারোহা বরবর্ণিনী অসঙ্কোচে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করুন। দেবগণের এই বাক্যে শচী আতমাত্র কাতরা হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্গদস্বরে রোদন করিতে করিতে বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে দেবর্ষি সত্তম! নহুষকে পতি করিতে আমার ইচ্ছা হয় না; হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার শরণ লইয়াছি, সংপ্রতি এই মহৎ ভয় হইতে আমাকে পরি-ত্রাণ করুন। বৃহস্পতি কহিলেন, ইন্দ্রাণি! আমার এইরূপ নিশ্চয় আছে যে, শরণাগত ব্যক্তিকে আমি পরিত্যাগ করি না; অতএব হে অনিন্দিতে! ধর্ম্মজ্ঞা ও সত্যশীলা তোমাকে কোন-ক্রমে পরিত্যাগ করিব না। আমি ব্রাহ্মণ, বিশেষত শ্রুতধর্ম্মা ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া এবং ধর্ম্মের অনুশাসন জানিয়া শুনিয়া কি বলিয়া অকার্য্য-করণে প্রবৃত্ত হইব?—অহে সুরোত্তমগণ! তোমরা প্রস্থান কর, আমি কদাপি এ কর্ম্ম করিতে পারিব না। এই বিষয়ে পূর্ব্বে ব্রহ্মা যেরূপ অভিপ্রায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। "যে ব্যক্তি ভয়াকুল শরণাগত ব্যক্তিকে শক্র-হস্তে সমর্পণ করে, তাহার ক্ষেত্রমধ্যে অঙ্কুরকালে বীজসকল অঙ্কুরিত হয় না এবং বর্ষা-সময়েও বারিবর্ষণ হয় না; সে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ ইচ্ছা করিলে কেহই তাহার রক্ষক হয় না; তাহার যে কোন অর্থ লব্ধ হয়, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; স্বর্গলোকে উপনীত হইলেও তাহাকে বিচেতন ও নষ্টচেষ্ট হইয়া তথা হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়; দেবতারা তাহার হব্য গ্রহণ করেন না; তাহার সন্তান সন্ততি সকল অকালে কালকবলে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং পিতৃলোকেরাও সর্ব্বদা বিবাসিত হইতে থাকেন। যে দুরাচার পামর, শঙ্কাপ-নীত প্রপন্ন ব্যক্তিকে শক্রহস্তে সমর্পণ করে, দেবতারা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাহার উপরে বজ্রাঘাত করেন।" হে দেবগণ! ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য আমার যথাবৎ বিদিত আছে; সুতরাং আমি ইন্দ্রের প্রিয়মহিষী এই লোকবিখ্যাতা শচী দেবীকে কোনক্রমেই বিসর্জ্জন করিব না; অতএব হে সুরেশ্বরগণ! যাহাতে ইহাঁর হিতসাধন হইতে পারে এবং আমারও হিত হয়, তোমরা তাহারই সম্বিধান কর; তোমা-দিগকে অধিক আর কি বলিব, আমি শচীকে কদাচ সমর্পণ করিব না। শল্য কহিলেন, আঙ্গিরসপ্রবর অমরগুরুর এইরূপ দৃঢ়সংকল্প শ্রবণানন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,

বৃহস্পতে! সম্প্রতি কিরূপে সুনীতিপূর্ব্বক কার্য্য করা হইতে পারে, আপনিই তাহার মন্ত্রণা করুন। বৃহস্পতি কহিলেন, এই এক পরামর্শ আছে; কল্যাণী ইন্দ্রভামিনী নহুষ-সন্নিধানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবসর প্রার্থনা করুন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। হে সুরগণ! কালে বহুপ্রকার বিঘ্ন আছে; অতএব নহুষ বরদান-সম্পর্কে যদিও বলবান্ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি কালই তাহাকে কালপ্রাপ্ত করাইবে। শল্য কহিলেন, বৃহস্পতি এইরূপ সম্ভাষণ করিলে পর অমরগণ তখন প্রীত হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সকল স্বর্গবাসিগণের হিতকর যথার্থ সৎপরামর্শই বলিলেন; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আসুন, সকলে মিলিত হইয়া শচীকে প্রসাদিতা করি। অনন্তর সমস্ত দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করত সর্ব্বলোকের কল্যাণ কামনায় অব্যগ্রভাবে ইন্দ্রাণীকে কহিলেন, হে দেবি! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগন্মণ্ডল আপনাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; আপনি একপত্নী ও সত্যশীলা, অতএব নিঃসংশয়ে নহুষ-সমীপে গমন করুন। সেই পাপকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধিসহকারে আপনাকে কামনা করিলে অচিরেই বিনাশ দশায় উপনীত হইবে এবং শক্রও পুনরায় সুরৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে ইন্দ্রাণী কার্য্যসিদ্ধিনিমিত্ত তাহাই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া লজ্জাবনতমুখে ভীষণ-দর্শন নহুষ-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং সেই দুরাত্মাও তাহাকে যুবতী ও অতুল্য রূপলাবণ্যবতী অব-লোকন করিয়া পরম হৃষ্টচিত্ত ও কামমোহিত হইয়া পড়িল।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শল্য কহিলেন, অনন্তর দেবরাজ নহুষ শচীকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "হে শুচিস্মিতে! সম্প্রতি আমিই এই ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইয়াছি; অতএব হে বরারোহে! হে বরবর্ণিনি! তুমি আমাকে পতিজ্ঞানে ভজনা কর"। পতিব্রতা ইন্দ্রাণী নহুষের এই দুষ্ট বাক্য শ্রবণে ভয়ব্যাকুলা হইয়া প্রবল-বায়ুবিচলিতা কদলীর ন্যায় কম্পিত-কলেবরা হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ঘোরদর্শন দেব-রাজকে কহিলেন, হে সুরেশ্বর! আমি আপনার নিকটে কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত অবসর লাভের প্রার্থনা করি; হে প্রভো! শক্র কি দশা প্রাপ্ত হইলেন, কোথায় বা গমন করিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত বিদিত হয় নাই; অতএব অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক হইতেছে, পশ্চাৎ যদি একান্তই তাঁহার সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, অবশ্যই আপনাকে ভজিব। ইন্দ্রাণীর এই কথায় নহুষ অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ, তাহাই হউক, পরন্তু ইন্দ্রের সন্ধান জানিয়াই আমার নিকটে আসিবে, এই যে সত্য করিলে, এটি যেন তোমার স্মরণ থাকে। শুভাঙ্গী যশস্বিনী ইন্দ্রাণী এইরূপে নহুষ সমীপে বিদায় পাইয়া তথা হইতে পুনরায় বৃহস্পতি-নিকেতনে গমন করি-লেন এবং দেবরাজকে যে কথা বলিয়া আইলেন, "তাহা দেবগণ-সন্নিধানে অবিকল বর্ণন করিলেন। তখন গুরুপ্রমুখ অমরগণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে" একাগ্রচিত্ত হইয়া শক্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! পরিশেষে তাঁহারা উৎকলিকাকুল মানসে অখিল-প্রভবিষ্ণু দেব দেব বিষ্ণু-সন্নিধানে গমন করিয়া সুন্দর বচনাবলি বিন্যাস করত কহিলেন, "হে দেবেশ! সুরগণেশ্বর পুরন্দর ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হইয়া অজ্ঞাত বাস করিতেছেন; সুতরাং সম্প্রতি আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদিগের অন্য গতি নাই, যেহেতু আপনি জগতের প্রভু স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে জন্মপরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বভূতের রক্ষানিমিত্ত বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে সুরগণাগ্রগণ্য! আপনার বীর্য্যপ্রভাবে বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে বাসব ব্রহ্মহত্যায় সংবৃত হইয়া রহিয়াছেন, অতএব কি উপায়ে তাঁহার মুক্তি হইতে পারে তাহা নির্দেশ করুন। দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, বজ্রধারী পুরন্দর যজ্ঞের অনুষ্ঠান-দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করুন, তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে পাপ-বিমুক্ত করিয়া দিব। পুণ্যসাধন অশ্বমেধ-দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া পাকশাসন পুনর্ব্বার দেবেন্দ্রত্ব লাভ করত অকুতোভয় হইবেন এবং দুর্ম্মতি নহুষও স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম-দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে দেবগণ! তোমরা সতর্ক অবহিত থাকিয়া তাহার সেই দৌরাত্ম্য সহ্য করত আর কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক। বিষ্ণুর এই অমৃতোপম, শুভ ও সত্য বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া অমরগণ গুরু ও অন্যান্য দেবর্ষিগণ সমভিব্যাহারে, যেস্থানে পুরন্দর ভয়োদ্বিগ্ন চিত্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। হে রাজন্! তথায় মহাত্মা মহেন্দ্রের বিশুদ্ধি-নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা বিমোচক সুমহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। হে যুধি-ষ্ঠির! সুরেশ্বর বাসব ব্রহ্মহত্যাকে আত্ম-দেহ হইতে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পৃথিবী, স্ত্রী ও অন্যান্য ভূতবর্গমধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়া পাপ-নির্ম্মুক্ত ও সুস্থচিত্ত হইলেন। এই-রূপে আত্মবান্ হইয়া দেবরাজ শচীপতি পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু নহুষকে স্বস্থান হইতে অবিচলিত, বরদান প্রভাবে সুদুঃসহ ও সর্ব্বভূতের তেজঃসংহারক দৃষ্টি করিয়া পুনরায় অনুদ্দিষ্ট হইলেন এবং কালান্তর প্রতীক্ষা করত সর্ব্বভূতের অদৃশ্য থাকিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরন্দর পুনর্ব্বার অনুদ্দিষ্ট হইলে শচীদেবীর সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি সুদুঃখিতা ও সাতিশয় শোকসমন্বিতা হইয়া 'হা শক্র!' এইরূপ আর্ত্তনাদ-সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন, যদি কখন আমি দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি অগ্নিতে কখন আহুতি দিয়া থাকি, শুশ্রূষা-দ্বারা যদি গুরুজনকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি, যদি সত্য আমাতে নিয়ত বিদ্যমান থাকে, তবে যেন আমি কস্মিন্‌কালেও ব্যভিচারিণী না হই; আমার এক-ভর্তৃত্ব যেন চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে। অদ্য উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইয়াছে; অতএব আমি দেব-সম্বন্ধীয় এই পবিত্রা রাত্রিদেবীর উপাসনা করিব, ইঁহার আরা-ধনায় আমার মনোরথ সিদ্ধ হউক।" এইরূপ বিলাপ ও কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করিয়া ইন্দ্রাণী সংযমবতী হইয়া নিশা-দেবীর উপাসনা করিলেন এবং সতীত্ব-হেতুক সত্যনিষ্ঠার উপরে নির্ভর করিয়া উপশ্রুতি অর্থাৎ সন্দেহ-নির্ণায়িকা দেবী দৈববাণীকে আহ্বান করত কহিলেন, হে দেবি! যে স্থানে দেবরাজ গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, আমাকে সেই প্রদেশটি প্রদর্শন করুন;—'সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা দেবতা-

দিগের স্তব করিলে দেবতারা অবশ্যই বর প্রদান করেন, এই সত্য বাক্যটি সত্য করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শল্য কহিলেন, অনন্তর উপশ্রুতি, মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই পতিব্রতা শচী দেবীর সন্নিধানে আবির্ভূতা হইলেন। তখন ইন্দ্রাণী, সেই অনুপম রূপলাবণ্যবতী যুবতী উপশ্রুতি দেবীকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে বরাননে! আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি; আপনি কে, বলুন। উপশ্রুতি উত্তর করিলেন, হে দেবি! আমার নাম উপশ্রুতি; ত্বদীয় সত্যপ্রভাবে আমি কেবল নিকটে উপনীতা হইয়াছি এমন নহে, তোমার দর্শনপথেও আবির্ভূতা হইয়াছি। হে ভাবিনি! তুমি পতিব্রতা ও সংযম-নিয়মে নিত্য নিরতা; অতএব বৃত্র-নিসূদন বাসবদেবকে আমি অবশ্যই তোমার নেত্রগোচর করাইব। হে দেবি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অবিলম্বে আমার অনুগামিনী হইয়া আইস, শীঘ্রই সুরেশ্বরের সন্দর্শন পাইবে। অনন্তর উপশ্রুতি প্রস্থিতা হইলে ইন্দ্রাণীও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী হইয়া চলিলেন। হে ভারত! তিনি দেবারণ্য ও বহুল শৈল-সকল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহুযোজন বিস্তৃত মহাসমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া নানা বিধ মহীরুহ ও লতানিকরে পরিকীর্ণ এক সুবিস্তীর্ণ মহাদ্বীপের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, দীর্ঘ ও প্রস্থ উভয়দিকেই শতযোজন পরিমিত একটি পরম সুন্দর মনোহর সরোবর রহিয়াছে; তাহাতে বহুতর জলচর বিহঙ্গগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে, পঞ্চবর্ণে বিচিত্রিত সহস্র সহস্র দিব্য কমলসকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে এবং মধুকরেরা গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতে করিতে তৎসমুদায়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সরসীর মধ্যভাগে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহতী সমুন্নত নাল ও শ্বেতবর্ণ প্রশস্ত কুসুমে উপশোভিতা যে একটি পরম মনোহারিণী নলিনী ছিল, শচী উপশ্রুতির সহিত তাহার নালভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, শক্র তথায় সূক্ষ্মরূপ ধারণপূর্ব্বক বিসতন্তু-মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রভু সুরপতিকে সেইরূপ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত দেখিয়া শচীও উপশ্রুতি উভয়েই সূক্ষ্মরূপধারিণী হইলেন এবং ইন্দ্রাণী সুরেশ্বরের পূর্ব্বানুষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ মহৎ কর্ম্মসকলের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। শচীকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া পুরন্দর তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার সমীপবর্ত্তিনী হইলে এবং আমি যে এস্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তাহাই বা কিরূপে জানিতে পারিলে? ইন্দ্রের এইরূপ জিজ্ঞাসায় শচী, নহুষের অনুষ্ঠিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিলেন, হে শতক্রতো। সেই ক্রূরতম দুষ্টাত্মা, ত্রিলোকের ইন্দ্রত্ব লাভে বীর্য্যসমন্বিত ও দর্পাবিষ্ট হইয়া আমাকে তাহার ভজনা করিতে আদেশ করিয়াছে এবং সে নিমিত্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াও দিয়াছে; অতএব হে বিভো! যদি সেই সময়ের মধ্যেই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমাকে বশবর্ত্তিনী করিবে। হে মহাবাহো শক্র! আমি এই কার্য্যের নিমিত্তই আপনার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি সেই পাপসংকল্প ঘোর দর্শন নহুষের বিনাশ-সাধন করুন। হে বিভো! অধুনা এরূপ সম্বৃত থাকিবার সময় নহে; পূর্ব্বে যে প্রকার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যদানবদলের দলন করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর আত্ম-স্বরূপকে প্রকাশিত করুন এবং স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অমররাজ্য শাসন করুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শল্য কহিলেন, শচীর উক্তরূপ অনুনয় বাক্য শ্রবণে ভগবান্ পুরন্দর পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, "হে ভাবিনি! অধুনা বিক্রম প্রকাশের অবসর নহে। ঋষিগণে হব্য কব্য প্রভাবে সমর্দ্ধিত হওয়ায় নহুষ আমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইয়াছে; হে দেবি! আমি এ বিষয়ে একটি সুনীতি বিধান করিতেছি; তুমি তদনুসারে কার্য্য কর। হে কল্যাণি! এ কর্ম্মটি তোমাকে অতি গোপনভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে; ইহা কুত্রাপি কাহারও নিকটে ব্যক্ত করা হইবে না। হে তনুমধ্যমে! তুমি নির্জ্জনে নহুষ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বল, "হে জগৎপতে! তুমি ঋষিগণ-বাহ্য দিব্য যানে আরোহণ করিয়া আমার নিকটে আইস, তাহা হইলেই আমি প্রীতা হইয়া তোমার বশবর্ত্তিনী হইব।" দেবরাজের এইরূপ উপদেশ-বাক্যে কমলনয়না ইন্দ্রাণী 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া নহুষ-সমীপে গমন করিলেন। তখন নহুষ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, হে বরারোহে! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে। হে শুচিস্মিতে! এই কিঙ্কর উপস্থিত আছে, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা কর। হে কল্যাণি মনস্বিনি! আমি নিতান্তই তোমার অনুগত ভক্ত, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভজনা কর। হে সুমধ্যমে কল্যাণি! তোমার কি অভিলাষ আছে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব। হে সুশ্রোণি! আমার নিকটে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি নিঃসংশয়-চিত্তে আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন কর। হে দেবি! আমি সত্যদ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব। ইন্দ্রাণী কহিলেন, হে জগৎপতে! আপনি আমাকে যে অবসর কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি; সে সময় উত্তীর্ণ হইলে, আপনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন। হে দেবেন্দ্র! সম্প্রতি আমার অন্তঃকরণে যে একটি কার্য্যের উদয় হইয়াছে, তাহা অবধারণ করুন, হে রাজন্! আমার এই প্রিয়কার্য্যটি আপনি যদি সম্পন্ন করেন, তবেই প্রার্থনা করিব। ফলত আমার এই প্রণয়সংযুক্ত প্রার্থনা বাক্যটি রক্ষা করিলেই আমি আপনার বশগামিনী হই। হে সুরাধিপ! আমার অভিলাষ এই যে, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র, কি অসুরগণ, কি রাক্ষসগণ কেহই কোনকালে যাহাতে আরোহণ করেন নাই, আপনি এরূপ এক অপূর্ব্ব বাহনে গমনাগমন করেন। হে বিভো! পূর্ব্বে ইন্দ্রের ত অশ্ব, হস্তী, রথপ্রভৃতি বহুতর বাহন ছিল, এক্ষণে মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া আপনাকে শিবিকাদ্বারা বহন করিতে থাকুক। হে রাজন্! আপনার এইরূপ অনুষ্ঠানেই আমার স্পৃহা হইতেছে, কেন না সুর কি অসুরগণমধ্যে কাহারও সহিত তুল্য হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না।

দেখুন, আপনি দর্শনমাত্রেই স্বকীয় বীর্য্যবলে সকলের তেজ আকর্ষণ করিতেছেন ; কোন বীর্য্যবান্ ব্যক্তিই আপনার সম্মুখে সুস্থির থাকিতে পারে না। শল্য কহিলেন, শচীর এই বাক্য শ্রবণে সুররাজ নহুষ তখন অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সেই অনিন্দিতা ইন্দ্রাণীকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। নহুষ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি ! তুমি যেরূপ বাহনের কথা উল্লেখ করিলে, ইহা যথার্থই অপূর্ব্ব বটে। হে দেবি ! ইহাতে আমারও দৃঢ়তর স্পৃহা হইতেছে। হে বরাননে ! আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলাম ; যেহেতু মুনিগণকে বাহন করা অল্পবীর্য্যের কর্ম্ম নহে ; যেব্যক্তি এরূপ করিতে পারে, সে অবশ্যই অমিতবলশালী সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমিও তাদৃশ বলবান্ ; আমি ঘোরতর তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল লোকেরই প্রভু হইয়াছি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে জগতের বিলয়দশা উপস্থিত হয়। সকলই আমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে শুচিস্মিতে ! আমি ক্রোধ করিলে দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মহোরগ রাক্ষস প্রভৃতি সর্ব্বলোকে একত্র মিলিত হইলেও আমার নিকটে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। আমি একবারমাত্র যাহাকে নেত্রগোচর করি, তাহারই তেজ হরিয়া লই। অতএব হে দেবি ! আমি নিঃসন্দেহ তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব ; সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ আমাকে বহন করিবেন। হে বরবর্ণিনি ! তুমি আমাদিগের মহিমা ও সমৃদ্ধি অবলোকন কর।

শল্য কহিলেন, সেই অতুল্য বলোপেত, মদবল-বিমোহিত ব্রহ্মণ্য, স্বেচ্ছাচারী, দুরাত্মা নহুষ বরাননা শচীদেবীকে উক্তরূপ সম্ভাষণান্তে বিদায় করিয়া নিয়মস্থিত ঋষিগণকে বিমানে যোজনপূর্ব্বক আপনাকে বহন করাইতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে ইন্দ্রাণী তাহার নিকটে বিদায় লাভ করিয়া বৃহস্পতি-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! নহুষ আমাকে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহার অল্পমাত্র অবশেষ আছে; অতএব এই ভক্তজনের প্রতি দয়া করিয়া আপনি শীঘ্র শক্রের অন্বেষণ করুণ। শচীর এইরূপ অনুনয় বাক্যে সম্মত হইয়া বৃহস্পতি কহিলেন হাঁ, অবশ্যই ইহা করিব, হে দেবি ! দুষ্টচিত্ত নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। হে শুভে ! সেই নরাধম গতপ্রায় হইয়াছে; আর বিলম্ব নাই, অচিরেই শমন-সদনে প্রস্থান করিবে। সে একে অধর্ম্মজ্ঞ, তাহাতে আবার মহর্ষিগণকে বাহন করায় একবারে পাপভারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; সুতরাং কোন প্রকারেই তাহার নিস্তার নাই। সেই দুর্ম্মতির বিনাশের নিমিত্ত আমি একটা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিব এবং উহার দ্বারা শক্রকেও প্রাপ্ত হইব ; অতএব তোমার কল্যাণ হউক, তুমি ভয় করিও না। হে রাজন্ ! অনন্তর মহাতেজা বৃহস্পতি পুরন্দরের প্রাপ্তি কামনায় হুতাশন প্রজ্বালনপূর্ব্বক বিধিবৎ আহুতি প্রদান করিলেন এবং হবনান্তে অগ্নিকে কহিলেন, আপনি শক্রের অন্বেষণ করুন। তাহাতে ভগবান্ হুতাশন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং অদ্ভুত রমণীবেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তিনি মনের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া দিক্, বিদিক্, পর্ব্বত, কানন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ, সমুদয় স্থানে বিচরণ করিয়া পরিশেষে নিমেষ মাত্রেই পুনর্ব্বার বৃহস্পতি-সমীপে উপনীত হইলেন। অগ্নি কহিলেন, হে বৃহস্পতে ! আমি সংসারমধ্যে কুত্রাপি দেবরাজের সন্ধান পাইলাম না। জল প্রবেশ করিতে আমার কখনই উৎসাহ হয় না ; সুতরাং তাহাই কেবল অন্বেষণ করিতে অবশিষ্ট আছে। হে ব্রহ্মন্ ! জলমধ্যে গমন করা আমার সাধ্যাতীত ; অতএব এতদ্ভিন্ন আপনার অন্য কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে বলুন। ইহা শুনিয়া দেবগুরু তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাদ্যুতে ! আপনি নিঃসংশয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করুন। অগ্নি কহিলেন, হে মহাদ্যুতে ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ; আপনার মঙ্গল হউক, আমি জলে প্রবেশ করিতে পারিব না, করিলে নিঃসন্দেহ আমার বিনাশ হইবে। দেখুন, জল হইতে অনলের, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং প্রস্তর হইতে লৌহের উৎপত্তি হইয়াছে ; তাহাদিগের তেজ অন্য সকল স্থানেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় উৎপত্তিস্থানে লয় প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অগ্নে ! আপনি হব্যবাহ, সুতরাং সমস্ত দেবগণের মুখস্বরূপ হইয়াছেন। আপনি সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়ভাবে সঞ্চরণ করেন। হে হুতাশন ! পণ্ডিতেরা কখন এক, কখন বা ত্রিবিধ বলিয়া আপনার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করেন। আপনি পরিত্যাগ করিলে, এই সমস্ত সংসারের সদ্যই সংহার দশা উপস্থিত হয়। আপনার আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকলত্রের সহিত স্বীয় স্বীয় সুকৃতিলব্ধ চিরন্তন স্থানে গমন করিয়া থাকেন। হে বহ্নে ! আপনি হব্যবাহ এবং আপনি পরম হব্য। বিপ্রেরা সত্রাদি পরম যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানদ্বারা কেবল আপনাকেই অর্চ্চনা করেন। হে হব্যবাহ ! আপনি এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করেন, আবার কালপ্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারণ করিয়া আপনিই সকলের সংহার করেন। অখিল ভুবন-মণ্ডলের উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয় সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা আপনাকেই জলদ ও বিদ্যুৎ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আপনার দেহ হইতে প্রদীপ্ত শিখাবলি বিনির্গত হইয়া সমস্ত ভূতবর্গকে দহন করে। যাবতীয় বারিরাশি আপনাতেই নিহিত রহিয়াছে। কেবল বারিরাশিই কেন ? সমস্ত জগতই আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। হে পাবক ! এই ত্রিলোকী মধ্যে কিছুই আপনার অবিদিত নাই। দেখুন জগতের সকল পদার্থই আপন আপন কারণকে ভজনা করিয়া থাকে ; অতএব আপনি কিছুমাত্র শঙ্কা না করিয়া বারিমধ্যে প্রবেশ করুন , আমি সনাতন ব্রাহ্ম-মন্ত্রসমূহসহকারে আপনাকে সম্বর্দ্ধিত করিব। কবিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হব্যবাহ, অমর-গুরুর এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রীতিমান্ হইয়া কহিলেন, হে বৃহস্পতে ! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, পুরন্দরকে অবশ্যই আপনার দৃষ্টিগোচর করিয়া দিব। শল্য কহিলেন, হে ভরতর্ষভ ! অনন্তর অগ্নিদেব সাগরাদি পল্বল পর্য্যন্ত যাবতীয় জলাশয়ে প্রবেশ করিতে করিতে, যে সরোবরে পুরন্দর নিলীন ছিলেন, ক্রমে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য কমলসকল অন্বেষণ করত দেখিলেন, দেবরাজ বিসতন্তুমধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপে

তাঁহার সন্ধান পাইবামাত্র হুতাশন তথা হইতে শীঘ্র বৃহস্পতি-সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, সুরেশ্বর সূক্ষ্ম-কলেবর ধারণ করিয়া মৃণালতন্তু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। অনন্তর অমরগুরু দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ-সমভিব্যাহারে শচীনাথের সন্নিহিত হইয়া পুরাকালীন সুমহৎ কর্ম্ম-সকলের আখ্যান-দ্বারা তাঁহাকে এইরূপে-স্তব করিতে লাগিলেন। "হে শক্র! তুমি পূর্ব্বে নমুচি, শম্বর ও বল, এই ঘোর-বিক্রম নিদারুণ মহাসুরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছ, এক্ষণেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুসকলের নিধন সাধন কর। হে শতক্রতো! নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর; এই দেখ, সমুদায় দেবর্ষি-সম্প্রদায় ঘোরতর দায়গ্রস্ত হইয়া সহায় প্রার্থনায় তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছেন। হে বিভো! হে মহেন্দ্র! তুমি দানবগণকে নিহত করিয়া সর্ব্বলোকের পরিত্রাণ করিয়াছ। হে জগৎপতে দেবরাজ! পূর্ব্বে তুমি বিষ্ণুতেজে সম্বর্দ্ধিত জলীয় ফেনমাত্র অবলম্বন করিয়া বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছ। হে শক্র! যাবতীয় ভূতবর্গ-মধ্যে তুমিই প্রধান শরণ্য ও পূজনীয়; এই বিশ্বসংসারে তোমার তুল্য হইতে পারে, এমন প্রাণীই অপ্রসিদ্ধ। হে শক্র! তুমিই সর্ব্বভূতের ভার ধারণ করিয়া রহিয়াছ এবং তুমিই দেবগণের মাহাত্ম্য বিধান করিয়াছ। অতএব হে মহেন্দ্র! সংপ্রতি তুমি স্বীয় বল প্রাপ্ত হইয়া সেই সুরগণও সমুদয় প্রাণিবর্গকে রক্ষা কর।"

দেবর্ষিগণ এইরূপ স্তব করিলে, ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং স্বাভাবিক কলেবর ও বলপ্রাপ্ত হইয়া সমীপবর্ত্তী গুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, ত্বষ্টৃতনয় মহাসুর ত্রিশিরা ও লোক-বিলোপ সমুদ্যত মহাকায় বৃত্র, উভয়েই ত নিহত হইয়াছে, তবে আর এক্ষণে আপনাদিগের কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে? বৃহস্পতি কহিলেন, সম্প্রতি মনুষ্য জাতীয় নহুষ নরপতি দেবর্ষিগণের তেজঃপ্রভাবে দেবরাজ্যের অধিপতি হইয়া আমাদিগকে সাতিশয় পীড়া দিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বৃহস্পতে! নহুষ মানুষ হইয়াও সুদুর্লভ দেবরাজ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইল? সে এমন কি তপস্যা করিয়াছে, এমন বীর্য্যই বা তাহার কি আছে যে, অমরগণের অধিপতি হইতে পারে?

বৃহস্পতি কহিলেন, হে সুরপতে! তুমি সেই সুমহৎ ইন্দ্রত্ব পদ পরিত্যাগ করিলে দেবতারা ভীত হইয়া কেহই তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন না। হে শক্র! তৎকালে তাঁহারা প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ ও ঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া নহুষ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের আধিপত্য গ্রহণ করত ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্তা হও। তাহাতে নহুষ তাহাদিগকে এই কথা বলিল, আপনাদিগের রাজা হইতে পারি, আমার এমন সামর্থ্য নাই; অতএব আপনারা তপোবল-সহকারে আমাকে পরাক্রমে বর্দ্ধিত করুন। এইরূপকথিত হইয়া দেবগণ তাহার বৃদ্ধিসাধন করিলে রাজা নহুষ ঘোরতর বীর্য্যান্বিত হইল এবং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিয়া ঈদৃশ দুরাত্মা ও লোক-নিপীড়ক হইয়া উঠিল যে, মহর্ষিগণকেও বাহন করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। হে সুরেন্দ্র! নহুষ দৃষ্টিবিষ-স্বরূপ হইয়াছে; সে যাহাকে দেখে, তাহারই তেজ হরিয়া লয়; অতএব কদাচিৎ তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিও না দেবতারা ভয়ার্ত্ত হইয়া নহুষকে অবলোকন করেন না; সকলেই গূঢ়রূপে বিচরণ করিতেছেন

শল্য কহিলেন, আঙ্গিরস-বংশচূড়ামণি বৃহস্পতি এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় লোকপাল কুবের, সূর্য্যপুত্র যম, পুরাণ দেব সোম ও জলাধিপতি বরুণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মহেন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে শক্র! ভাগ্যক্রমে আপনি পরম শত্রু ত্বষ্টৃ-কুমার ত্রিশিরা ও বৃত্রকে নিহত করিয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমেই আমরা আপনাকে অক্ষত ও কুশলী দৃষ্টি করিলাম।

তখন অমরনাথ প্রীতমনা হইয়া ঐ সকল লোকপালের সহিত যথাবৎ আলিঙ্গন ও প্রতিসম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নহুষের বুদ্ধিভেদ-সাধনার্থ নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "হে লোকপালগণ! নহুষ দেবতাদিগের রাজা হইয়া অতিশয় ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; অতএব তাহার সংহারার্থ তোমাদিগকে আমার সাহায্য করিতে হইবে।" এই কথায় তাঁহারা উত্তর করিলেন, হে দেবেন্দ্র! নহুষের রূপ অতিভয়ঙ্কর; একবারমাত্র তাহার নেত্রগোচর হইলে আর নিস্তার নাই, সেই দৃষ্টিবিষ হইয়াছে; সুতরাং তাহার নিকটে যাইতেই আমাদিগের ভয় হয়; তবে যদি আপনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভৃতি-স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাওয়া উচিত হয়। ইন্দ্র কহিলেন, আমি সকলেরই ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি,— বরুণ! তুমি জলাধিপতি হও; এবং যম ও কুবেরও আমার সহিত এক এক রাজকার্য্যে অভিষিক্ত হউন; অদ্য আমরা সকল দেবতায় মিলিত হইয়া সেই ঘোর-দর্শন পরম-শত্রু নহুষের পরাজয় সাধন করিব। অনন্তর অগ্নিও ইন্দ্রকে কহিলেন, সুরেশ্বর! আমাকে ভাগ প্রদান করুন, আমিও আপনার সহায়তা করিব। তাহাতে শক্র তাঁহাকে কহিলেন, বহ্নে! মহাযজ্ঞ-স্থলে, 'ইন্দ্রাগ্নি-সম্বন্ধীয়' বলিয়া তোমারও একটি স্বতন্ত্র ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

শল্য কহিলেন, পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র এইরূপ বরপ্রদ হইয়া কাহাকে কোন্ অধিকার দিবেন, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে কুবেরকে যাবতীয় যক্ষগণের ও ধন-সকলের, যমকে পিতৃলোকের এবং বরুণকে সলিলের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

শল্য কহিলেন, ধীমান্ দেবরাজ, লোকপাল ও অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া নহুষের বিনাশোপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ঘোরতর তপস্বী ভগবান্ অগস্ত্য মুনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তিনি দেবেন্দ্রকে বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে পুরন্দর! ভাগ্যক্রমে আপনি বিশ্বরূপ ও বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা নহুষও দেবরাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। হে বলসূদন! আপনাকে শত্রুগণ হইতে বিমুক্ত দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আপনার শুভাগমন হউক; আপনার দর্শন পাইয়া আমি অতীব প্রীত হইলাম; সম্প্রতি পাদ্য আচমনীয়

গো ও অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করুন। শল্য কহিলেন, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মুনিসত্তম অগস্ত্য এইরূপে পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, দেবরাজ প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্ দ্বিজসত্তম! আমার অভিলাষ এই যে, পাপনিশ্চয় দুরাশয় নহুষ কিরূপে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল, সেই বৃত্তান্তটি আপনি বর্ণন করেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে শক্র! বল দর্পিত, দুরাত্মবান, দুরাচার রাজা নহুষ যেরূপে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই প্রিয় বাক্যটি ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ দেবরাজ বাসব! মহাভাগ দেবর্ষি ও পবিত্রাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সেই পাপকারী নহুষকে বহন করত পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া তাহাকে একটি সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যজ্ঞীয় গোবধ বিষয়ে বেদোক্ত যে সমস্ত মন্ত্র আছে, আপনার মতে তৎসমুদায় প্রমাণ কি না? তাহাতে মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন নহুষ তাঁহাদিগকে কহিল, না; সে সমস্ত মন্ত্র প্রমাণ নহে। ঋষিগণ কহিলেন, তুমি নিরবচ্ছিন্ন অধর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়াছ, সুতরাং ধর্ম্মকে আর গ্রাহ্য করিবে কেন? তোমার মতে যাহা অপ্রমাণ বলিয়া স্থির হইতেছে, আমাদিগের নিকটে তাহাই যথার্থ প্রমাণ, যেহেতু প্রাচীন মহর্ষিগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত করিয়া গিয়াছেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে বাসব! সেই অধর্ম্ম পীড়িত নহুষ ঐ বিষয় লইয়া মুনিদিগের সহিত বাদবিতণ্ডা করিতে করিতে পরিশেষে পাদদ্বারা আমার মস্তক স্পর্শ করিল। হে শচীপতে! ঐ পাপকর্ম্ম দ্বারা সে একবারে নিস্তেজ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহাকে সহসা উদ্বিগ্ন ও ভয়ব্যাকুল দেখিয়া আমি এই কথা বলিলাম, "রে মূঢ়! তুই যে প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রচারিত এবং ব্রহ্মর্ষিগণের অনুষ্ঠিত দোষলেশ-পরিশূন্য বেদবিহিত ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করিতেছিস, সাক্ষাৎ ব্রহ্মকল্প দুরাসদ ঋষিদিগকে যে বাহন করিয়া গমনাগমন করিস্ এবং পাদদ্বারা আমার উত্তমাঙ্গ যে স্পর্শ করিলি, এই ঘোরতর দুষ্কর্ম্মের ফলে তুই ক্ষীণপুণ্য, প্রভাশূন্য ও স্বর্গবিচ্যুত হইয়া অবিলম্বে ভূতলশায়ী হ। রে পাপাত্মন্! পৃথিবীতে তুই বিষমতর বিষধর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দশ সহস্র বর্ষ বিচরণ করিয়া কালপূর্ণ হইলে পুনরায় স্বর্গ লাভ করিবি।" হে অরিন্দম! এইরূপে সেই দুরাত্মা দেবরাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। হে শক্র! নিদারুণ ব্রাহ্মণ কণ্টক নিহত হওয়ায় আমাদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইল। হে শচীপতে! সম্প্রতি আপনি ত্রিপিষ্টপে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়, জিতশত্রু ও মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া পুনরায় লোকসকলের প্রতিপালন করুন।

শল্য কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেব, মহর্ষি, পিতৃলোক যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, দেবকন্যা, অপ্সরা, সরোবর, সরিৎ, শৈল ও জলধিগণ সকলেই যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া সুরেন্দ্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে শত্রুহন! ভাগ্যক্রমে আপনি পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ধীমান্ অগস্ত্য দৈবোপহত দুরাচার পাপাত্মা নহুষকে যে স্বর্গ হইতে অপনীত করত মহীতলে সর্পরূপধারী করিয়া রাখিলেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত

শল্য কহিলেন, অনন্তর বৃত্রনিসূদন প্রভু দেবরাজ শতক্রতু গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মাতঙ্গরাজ ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক মহাতেজা অগ্নি, মহর্ষি বৃহস্পতি, যম, বরুণ, ধনেশ্বর কুবের ও অপরাপর অমরনিকর সমভিব্যাহারে ত্রিভুবন রাজ্যে প্রস্থিত হইলেন এবং মহেন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে তাহা পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ ভগবান্ অঙ্গিরা ইন্দ্র সভায় সমাগত হইলেন এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রসকলের অনুকীর্ত্তনদ্বারা দেবেন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন। ভগবান্ পুরন্দর তাহাতে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া সেই অথর্ব্ববেদী অঙ্গিরাকে তখন এই বর প্রদান করিলেন যে, আপনি অথর্ব্ববেদের কীর্ত্তন করিলেন, এজন্য এই বেদে অথর্ব্বাঙ্গিরসনামা ঋষি হইবেন এবং আপনি যজ্ঞেরও ভাগ পাইবেন। মহারাজ! দেবরাজ ভগবান্ শতক্রতু তৎকালে এইরূপ সম্মানসহকারে অথর্ব্বাঙ্গিরসকে বিদায় করিলেন এবং সমুদায় দেব ও তপোধন ঋষিগণকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া পরমানন্দে যথা-ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহেন্দ্র শক্রগণের বধাকাঙ্ক্ষায় অজ্ঞাত-বাসপরায়ণ হইয়া ভার্য্যার সহিত এইরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন। অতএব হে ভারত! তুমি যে দ্রৌপদী ও মহাত্মা ভ্রাতৃগণের সহিত মহারণ্যে বিচরণ করত ক্লেশ পাইয়াছিলে, সে নিমিত্ত আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। হে কৌরবনন্দন! বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়া শক্র যেমন পুনরায় সুরাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও শত্রুনিপাতদ্বারা স্বকীয় রাজ্যলাভ করিবে। হে বীর্য্যপ্রভাব-সম্পন্ন শত্রুসূদন! ব্রহ্মদ্বেষ্টা দুরাচার পাপাত্মা নহুষ অগস্ত্যশাপে অভিহত হইয়া যেমন চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণ দুর্য্যোধনাদি তোমার দুরাত্মা শত্রুরাও অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর তুমি সহোদরগণ ও দ্রৌপদীর সহিত এই সসাগরা ধরা রাজ্যের সম্ভোগ করিবে। হে বিজয়শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! যে কোন মহীপতি সংগ্রামে বিজয়াকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার সৈন্য-সন্নিবেশ সময়ে শক্রবিজয় নামক এই বেদপ্রমাণ- উপাখ্যানটি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; সেই নিমিত্তই আমি তোমাকে এই বিজয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলাম। মহাত্মা দেবগণের স্তব করিলে তাঁহারা অবশ্যই কল্যাণবর্দ্ধন করেন। হে যুধিষ্ঠির! অধুনা দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের এই মহান্ বিধ্বংস আগতপ্রায়। যে মানব সংযতচিত্তে এই ইন্দ্রবিজয়াখ্যান-পাঠ করেন, তিনি নিষ্পাপ ও স্বর্গবিজয়ী হইয়া ইহকালে ও পরকালে আনন্দ সম্ভোগ করেন। তাঁহার শত্রু হইতেও ভয় হয় না এবং অপুত্র হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অধিক কি! কোনপ্রকার আপদই তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না; তিনি দীর্ঘ পরমায়ু এবং সর্ব্বত্রই বিজয়লাভ করেন, কদাপি পরাজিত হন না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! ধার্ম্মিকপ্রবর মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাকে বিধিবৎ পূজা করিলেন এবং তদীয় বাক্য শ্রবণান্তে এই কথা বলিলেন, আপনি কর্ণের সারথ্যকর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই; অতএব তৎকালে অর্জ্জুনের প্রশংসাদ্বারা আপনাকে কর্ণের তেজঃক্ষয় সাধনে যত্ন করিতে হইবে। শল্য কহিলেন,

তুমি যে কথা বলিতেছ, ইহা অবশ্য প্রতিপালন করিব; এতদ্ভিন্ন তোমার আরও যে কোন প্রিয়কার্য্য করিতে পারিব, তাহার অনুষ্ঠানেও ত্রুটি করিব না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! অনন্তর মদ্রাধিপতি শ্রীমান্ শল্য কুন্তীপুত্রদিগের নিকটে বিদায় লইয়া তখন সসৈন্যে দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যদুবংশীয় বীর্য্যসম্পন্ন মহারথ যুযুধান বিশাল চতুরঙ্গ-বলে সমন্বিত হইয়া সাহায্য প্রদানার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করিলেন। নানাদেশ-সমাগত তদীয় যোধগণ সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত ও বীরাগ্রগণ্য। তাহারা বহুতর প্রহরণ জাত ধারণ করত তাঁহার সৈন্য-মধ্যে অসীম শোভা বিস্তারক হইয়াছিল। তৈল-মার্জ্জিত ও চাকচক্যময় পরশু, ভিন্দিপাল, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, পরিঘ, যষ্টি, প্রাস, করবাল, খড়্গ, কার্ম্মুক, কিরীট ও বহুতর শরনিকর-সহকারে সেই সমগ্র অনীকিনীই একটি রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। সৌদামিনী-সমন্বিত হইলে জলদাবলির যেরূপ শোভা হয়, শস্ত্র-সকলের কিরণরাজি দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় সেই মেঘপ্রভ সৈন্যেরও অবিকল তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। হে রাজন্! কোন ক্ষুদ্রনদী যেমন সাগর-মধ্যে নিলীন হইয়া যায়, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া যুযুধানের সেই অক্ষৌহিণী সেনাও সেইরূপ অন্তর্হিতা হইল। যুযুধানের সমাগমান্তে শিশুপাল-পুত্র বলশালী চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতুও এক অক্ষৌহিণী অনীকিনী লইয়া অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবগণ-সমীপে উপনীত হইলেন। জরাসন্ধ-তনয় মহাবলসম্পন্ন মগধরাজ জয়ৎসেনও সেইরূপ এক অক্ষৌহিনী সেনা সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ-নিকটে আগমন করিলেন। পাণ্ড্যরাজও সমুদ্র সন্নিহিত অনুপদেশবাসী বহুবিধ সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহারাজ! সেই বল নিচয়ের সমাগমে ধর্ম্মতনয়ের সুসজ্জিত সমগ্র সৈন্যদল অতীব দর্শনীয় ও বলবৎ হইয়া উঠিল। পাঞ্চালেশ্বর দ্রুপদরাজ নিজসমভিব্যাহারে যে মহতী সেনা আনয়ন করিলেন, তাহাও নানাদেশসমাগত অশেষ শূরবীর পুরুষ ও তাঁহার মহারথ পুত্রগণ দ্বারা শোভিতা হইয়াছিল। পাঞ্চালরাজের আগমনের পর বাহিনীপতি মৎস্যাধিরাজ বিরাটও পর্ব্বতবাসী মহীপালগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সন্নিহিত হইলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ভূপতিরাও নিজ নিজ সৈন্য লইয়া নানা স্থান হইতে আগমন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণের বিবিধ-ধ্বজ-সমাকুলা সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেতা হইল এবং সকলেই কুরুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিল। এদিকে মহীপাল ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ চীন ও কিরাতগণে পরিবৃত হইয়া তদীয় দুরাধর্ষ সৈন্য যেন কর্ণিকার বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে কুরুনন্দন! শৌর্য্য সম্পন্ন ভূরিশ্রবা ও শল্যরাজ এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া একে একে দুর্য্যোধনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। হৃদিকনন্দন কৃতবর্ম্মা ও ভোজ, অন্ধক ও কুকুররাজগণের সহিত মিলিয়া এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে তাঁহার সাহায্যার্থ সমাগত হইলেন। ক্রীড়াসক্ত মত্ত-মাতঙ্গগণ দ্বারা বনের যেমন শোভা হয়, বনমালা-ধারী সেই সমস্ত পুরুষব্যাঘ্র সমূহে পরিবৃত হওয়ায় সুযোধনের সৈন্যও তদ্রূপ সুশোভিত হইল। সিন্ধুসৌবীরাদি প্রদেশবাসী জয়দ্রথপ্রভৃতি অন্যান্য ভূপালেরাও বহুল বলসঞ্চারে অচলসকলকেও যেন বিচলিত করত আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যসংখ্যা সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণী। হে রাজেন্দ্র! প্রবল পবন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে বহুরূপধারী বারিবাহের যেরূপ শোভা হয়, ঐ বহুবিধ সমবেত সৈন্যও তৎকালে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। হে কৌরব্য! কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণও শক ও যবনগণের সহিত সমবেত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সুযোধনের সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার সৈন্য-সমবায় শলভপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল, পরন্ত দুর্য্যোধনের বলসমূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অস্পষ্ট হইয়া গেল। মাহিষ্মতীবাসী মহীপাল নীলধ্বজ; দক্ষিণাপথবাসী নীলবর্ণ আয়ুধধারী মহাবীর্য্যসম্পন্ন সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং অবন্তীর নরপতি-দ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবলে পরিবৃত হইয়া এক এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধন-সমীপে সমাগত হইলেন। কেকয় রাজ্যের নরেন্দ্রেরাও পঞ্চ সহোদরে একত্র হইয়া এক অক্ষৌহিণী বাহিনী সহ আগমনপূর্ব্বক তাঁহার হর্ষ সম্পাদন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহাত্মা ভূমিপালগণেরও সমুদায়ে তিন অক্ষৌহিণী সেনা নানা দেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইল। এইরূপে দুর্য্যোধনের নানা ধ্বজসমাকুলা একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা হইল। সকলেই পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়া রহিল। হে রাজন্! হস্তিনা নগরে সেই সুমহান্ সৈন্য সমবায়ের সমাবেশ হওয়া দূরে থাকুক, যে সকল নরপতি স্ববল-প্রধান, অর্থাৎ পরবলসাহায্য-নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূপালবর্গেরও স্থান হইল না। হে ভারত! তাহাতে পঞ্চনদরাজ্য, সমস্ত কুরুজাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, সম্পূর্ণ মরুভূমি, অহিচ্ছত্র, কালকূটী, গঙ্গাকূল, বরণা, বাটধান ও যমুনা-তীরস্থ ভূধর, প্রভৃত ধনধান্য-সমন্বিত এই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ একবারে কৌরব-সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পাঞ্চালেশ্বর যাঁহাকে দূতস্বরূপে কুরুগণ-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পুরোহিত তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, ঐ সমবেত সৈন্য উক্ত প্রকারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয়যান-প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রুপদরাজের সেই পুরোহিত কুরুসভায় উপনীত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। প্রথমত তিনি সমস্ত কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পরে সমুদয় সেনানীগণ-মধ্যে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মগণ! সনাতন রাজধর্ম্ম আপনাদিগের সকলেরই বিদিত আছে; তথাপি বাক্যের প্রসঙ্গ নিমিত্ত আমি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সম্ভাষণ করিব। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, উভয়েই একজনের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত; সুতরাং

পৈতৃক ধন-সম্পত্তিতে উভয়েরই যে তুল্যাধিকার, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। পরন্তু যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, তাঁহারা পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইলেন, পাণ্ডুপুত্রেরা পৈতৃক ধন না পাইলেন কেন? এরূপ অবস্থায় ইহাই বলা যুক্তিযুক্ত হয় যে, দুর্য্যোধন স্বয়ং হস্তগত করাতেই তাঁহারা পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হন নাই। তাহার বৃত্তান্ত সকলই আপনারা জানেন। এই দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত কতবার কত প্রকার উপায় দ্বারাই তাঁহাদিগের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরন্তু পরমায়ুর শেষ থাকায় তাঁহাদিগকে কোনরূপেই শমন-সদনে উপনীত করিতে পারেন নাই। অপিচ সেই মহাত্মারা স্বকীয় বাহুবলে রাজ্যবর্দ্ধন করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদ্রাশয় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সুবল-তনয়ের সহিত মিলিয়া কাপট্য প্রয়োগ দ্বারা তাহাও অপহরণ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন শঠতা-সহকারে পাণ্ডবদিগকে যেরূপ নিদারুণ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা অবাধে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সেই মহাত্মা বীরগণ দ্বাদশবৎসর মহারণ্যে বাস করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাতবাসে এক বর্ষকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা সভাতে সহধর্ম্মিণীর সহিত যাদৃশ দুর্ব্বিষহ ক্লেশ-নিবহ সহ্য করিয়াছিলেন, অরণ্যেতেও সেইরূপ বহুবিধ সুদারুণ ক্লেশসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিরাট নগরে জন্মান্তর গতের ন্যায়, গোপনভাবে থাকিয়া মহাপাতকীর ন্যায়, যার-পর-নাই দুঃখ পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌজন্যের কথা আর কি কহিব, সেই কুরুপুঙ্গবেরা কৌরবগণের পূর্ব্বাচরিত তাদৃশ দুষ্কৃত সমস্তও পশ্চাৎ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতেই অভিলাষী হইতেছেন। অতএব হে সুহৃদ্বর্গ! পাণ্ডবদিগের চরিত্র এবং দুর্য্যোধনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া আপনারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে সন্ধি করণার্থ অনুনীত করুন। বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের সহিত বিগ্রহ করিতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন, লোকের অবিনাশে স্বকীয় রাজ্যপদ প্রাপ্ত হন, ইহাই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা। পরন্তু দুর্য্যোধনের সেরূপ ইচ্ছা নহে; ইনি কেবল বিগ্রহ-বিষয়েই যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু যে কারণ অবলম্বন করিয়া সমরে সমুৎসুক হইতেছেন, তাহাও মন্তব্য হইতে পারে না, কেননা ইঁহার অপেক্ষা তাঁহারা সমধিক বলশালী। ইঁহার যেমন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীতা হইয়াছে, ধর্ম্মতনয়েরও সেইরূপ সপ্ত অক্ষৌহিণী অনীকিনী সমবেতা হইয়াছে এবং তাহারাও কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত থাকিয়া তাঁহার অনুশাসন প্রতীক্ষা করিতেছে। তদ্ভিন্ন, সাত্যকি ভীমসেন ধনঞ্জয় নকুল সহদেব প্রভৃতি মহা-মহাপুরুষপ্রবীরগণ সহস্র অক্ষৌহিণীর প্রতিরূপ হইয়া রহিয়াছেন। অপরাপর বীরবর্গেরই বা প্রয়োজন কি? দুর্য্যোধনের এই একাদশ অক্ষৌহিণী এক দিকে, আর বহুরূপধারী মহাবাহু ধনঞ্জয় অন্য দিকে, ইহা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। একাকী কিরীটীই ইঁহার সমুদয় সৈন্যাপেক্ষা যেমন অতিরিক্ত, অসামান্য-ধীশক্তি সম্পন্ন মহাদ্যুতি বাসুদেবও সেইরূপ। অতএব সৈন্যের বাহুল্য, সব্যসাচীর পরাক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা বোধগম্য করিয়া কোন বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আর যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হে ধর্ম্মপালগণ! আপনারা বিরোধ-বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডবদিগের প্রদাতব্য বিষয় প্রদান করুন; আপনাদিগের এই উপযুক্ত সময় যেন কোন ক্রমে অতিক্রান্ত না হয়।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরোহিতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজ্ঞাবৃদ্ধ মহাদ্যুতি ভীষ্ম তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, "কুরুনন্দন পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদরে দামোদরের সহিত যে কুশলী আছেন, সহায়সম্পন্ন হইয়াছেন, ধর্ম্মে নিশ্চল রহিয়াছেন এবং বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করিয়া সন্ধি করণে অভিলাষী হইতেছেন, ইহা পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়। অপিচ আপনি যে কথা বলিলেন, এ সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনার বাক্য অতিশয় তীক্ষ্ণ বোধ হইল; বোধ হয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই আপনি এরূপ উগ্রভাব প্রকাশ করিলেন। পাণ্ডবেরা আবাসে কি অরণ্যে, উভয়ত্রই যে বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছেন এবং অধুনা পৈতৃক সমস্ত ঐশ্বর্য্যও যে ধর্ম্মত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর সংশয় কি? মহারথ পার্থও যে অসাধারণ অস্ত্রকোবিদ ও বলবান্ হইয়াছেন, তাহাতেও কোন সংশয় হইতে পারে না। সংগ্রামে কোন্ ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের পরাক্রমসহনে সমর্থ হইতে পারে? অন্যান্য ধনুর্দ্ধারীর কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ বজ্রধারীও পারেন কি না সন্দেহ। আমার বিবেচনায়, অর্জ্জুন একাকীই ত্রৈলোক্যের পরাভব-সাধনে সমর্থ।" ভীষ্ম এইকথা বলিতে না বলিতে, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টতা সহকারে তাঁহার বাক্যের তিরস্কার করত দুর্য্যোধনের মুখাবলোকনপূর্ব্বক পুরোহিতকে কহিতে লাগিলেন, "অহে বিপ্র! তুমি যে কথার প্রসঙ্গ করিলে, লোকমধ্যে কোন প্রাণীরই তাহা অবিদিত নাই; সুতরাং পুনরুক্ত বাক্যের পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবার আর প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তিনিও পণিত নিয়মানুসারে অরণ্যগামী হইয়াছিলেন। পরন্তু সেই প্রতিজ্ঞাত সময় সম্যক্রূপে প্রতিপালন না করিয়াই যুধিষ্ঠির মৎস্য ও পাঞ্চালদিগের বল অবলম্বনপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। যাহা হউক, সে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দুর্য্যোধন রাজ্যের চতুর্থাংশও অর্পণ করিতে পারেন না; ধর্ম্মত প্রদান করিতে হইলে ইনি শত্রুকেও সহস্র বসুন্ধরা সমর্পণ করিতে পারেন। অতএব পাণ্ডবেরা যদি পুনর্ব্বার পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তবে যথা-প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় অরণ্যবাসী হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট সময় যথাবৎ প্রতিপালন করুন, তাহার পরে দুর্য্যোধনের অঙ্কদেশে অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে পারিবেন। মূর্খতাহেতুক কেবল অধর্ম্মবুদ্ধি না করিয়া ধর্ম্মানুগত এইরূপ ব্যবহার করাই তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর। অথবা যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিতেই অভিলাষী হন, তবে এই কুরুশ্রেষ্ঠ মহামহা বীরবর্গের সন্নিহিত হইয়া অবশ্যই আমার বাক্য স্মরণ করিবেন।" ভীষ্ম কহিলেন, "অহে রাধেয়! কেবল কথায় কি হইবে? একাকী অর্জ্জুন যখন ছয় জন মহারথীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত কর্ম্মটি

একবার স্মরণ করিয়া দেখ। তোমাকে অধিক আর কি কহিব, সম্প্রতি এই ব্রাহ্মণ যে কথা বলিতেছেন, তাহা যদি আমরা না করি, তবে পার্থশরে সমরশায়ী হইয়া অবশ্যই পাংশু ভক্ষণ করিব সন্দেহ নাই।” বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সমর্চ্চন ও প্রসাদন এবং কর্ণের যথোচিত তিরস্কার করিয়া পাঞ্চাল পুরোহিতকে এই কথা বলিলেন, শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আমাদিগের হিতকর বাক্যই ব্যক্ত করিয়াছেন; কেবল আমাদিগের কেন, ইহা পাণ্ডবগণের ও সমস্ত জগতেরও হিতবিধায়ী। পরন্তু আমি সবিশেষ চিন্তা করিয়া সঞ্জয়কে পৃথা-পুত্রদিগের নিকটে প্রেরণ করিব; অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া অদ্যই পাণ্ডবগণ সমীপে প্রতিগমন করুন। কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া যথাযোগ্য সংকারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন, পরে সঞ্জয়কে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া বক্তব্য কথা বলিতে লাগিলেন।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শুনিলাম পাণ্ডুপুত্রেরা উপপ্লব্য নগরে সমাগত হইয়াছেন; অতএব তুমি তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের সংবাদ জান এবং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সভাজন কর যে, হে অনঘ! ভাগ্যক্রমে তুমি জনপদে উপস্থিত হইয়াছ। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যে তাঁহাদের সকলকেই এই কথা বল, “হে বৎসগণ! তোমরা ক্লেশ সহনের অযোগ্য হইয়াও তাদৃশ কষ্টসাধ্য বনবাসে বাস করিয়া সম্প্রতি কুশলী আছ ত?” পাণ্ডবদিগের কত দূর সৌজন্য দেখ, তাঁহারা কপটতা-সহকারে পরাজিত হইয়াও আমাদিগের উপকারী হইয়াছেন; অতএব শীঘ্রই আমাদিগের সহিত তাঁহাদের সন্ধি স্থাপিত হইবে। হে সঞ্জয়! আমি কস্মিন্ কালেও পাণ্ডবদিগের কোন প্রকার মিথ্যা ব্যবহার দৃষ্টি করি নাই। তাঁহারা নিজ বীর্য্যবলে উপার্জ্জিত সমস্ত রাজ্য-লক্ষ্মীই আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি নিত্য কাল অন্বেষণ-পরায়ণ হইয়াও পৃথা-পুত্রদিগের এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি। তাঁহারা ধর্ম্মার্থের উদ্দেশেই চিরকাল সর্ব্বকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, কামপরতন্ত্র হইয়া সুখ বা অন্য কোন প্রেমাস্পদ বস্তুর অনুরোধ করেন না। প্রজ্ঞা ও ধৈর্য্যসহকারে তাঁহারা শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুৎপিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ ও অনবধানতার অভিভব করিয়া কেবল ধর্ম্মার্থ-সাধনেই নিয়ত যত্নশীল হন। উপযুক্ত সময়ে মিত্রদিগকে ধন প্রদান করিতে তাঁহাদিগের কখনই ক্রটি হয় নাই; যে ব্যক্তি যেরূপ সম্মান ও অর্থ প্রাপণের যোগ্য পাত্র, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইরূপই প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং দীর্ঘকাল প্রবাস হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কাহারও মিত্রভাবের জীর্ণতা বা খর্ব্বতা হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিদ্বেষী হয়, এই কুরুপক্ষীয় মধ্যে কেবল বিষমতর পাপবুদ্ধি মন্দমতি দুর্য্যোধন ও ক্ষুদ্রতর কর্ণ ব্যতীত এমন ব্যক্তিই অপ্রসিদ্ধ। ইহারা সেই সুখপ্রিয়-বিরহিত মহাত্মাগণের দ্বেষ করিয়া কেবল তদীয় তেজেরই সম্বর্দ্ধন করিতেছে। দুর্য্যোধনের বীর্য্য কেবল উদ্যম মাত্র; বিশেষত এ সুখে বিবর্দ্ধমান হইতেছে, সুতরাং বিদ্বেষ দ্বারা পাণ্ডবদিগের তেজোবর্দ্ধন করা কি উত্তম কর্ম্ম বিবেচনা করিতেছে? অপিচ এই নির্ব্বোধ, পাণ্ডবেরা জীবদ্দশায় থাকিতে তাঁহাদিগের রাজ্যাংশ অপহরণ করা যে অনায়াস-সাধ্য মনে করে, তাহাও কি যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছে? ফলত অর্জ্জুন, কেশব, বৃকোদর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণ যে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইতেছেন, তাঁহাকে, যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই নিজাংশ প্রদান করা শ্রেয়স্কর। অন্য সকলেরই বা প্রয়োজন কি? গাণ্ডীবকোদণ্ড হস্তে রথস্থ হইলে একাকী সব্যসাচীই সমগ্র বসুন্ধরার দণ্ডনায়ক হইতে পারেন। ত্রিলোকীর অধিপতি অদ্বিতীয়-জয়শীল মহাত্মা কেশবও সেইরূপ দুরাধর্ষ। যিনি, পতঙ্গ-সমূহের ন্যায় শীঘ্রগামী, মেঘনিস্বন, শরনিকর বর্ষণ করিতে থাকিলে, একাকী সর্ব্বলোক-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন, কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল মানব তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে? যে গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী ধনঞ্জয় এক রথে সমস্ত উত্তর দিক্ ও উত্তর কুরুদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অর্থ জাত আহরণ করিয়াছিলেন, দ্রাবিড়দিগকে পরাভূত করিয়া আপন সেনানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন, এবং খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণকে পরাস্ত করত হুতাশনের তৃপ্তি-সম্পাদন ও তদ্দ্বারা পাণ্ডবদিগের যশোমান সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন্ ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হয়? অপিচ এক্ষণকার কালে ভীমের তুল্য গদাধারী বা গজারোহী আর কেহই নাই; রথ-সংগ্রামেও বৃকোদর অর্জ্জুন অপেক্ষা ন্যূন নহেন; তিনি বাহুবলে দশ সহস্র মত্তবারণের বীর্য্যবাহী; দারুণ-বৈরানল সন্তপ্ত তাদৃশ মহাবলশালী, নিত্য-ক্রোধী, সুশিক্ষা-সম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ক্রুদ্ধ হইলে অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত প্রাণীকেই নিঃসন্দেহ নিহত করিতে পারেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দর আইলেও তাঁহাকে সমরে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না। সদাশয়, বলশালী, শীঘ্রহস্ত, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত মাদ্রী পুত্রেরাও দুই সহোদরে বিহগকুল-দমনকারী শ্যেনযুগলের ন্যায় নিঃশেষে শত্রুনিপাত না করিয়া নিরস্ত হইবার নহেন। আমাদিগের এই দলবল-সকল সর্ব্বাংশেই পরিপূর্ণ হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, উক্ত বীরবর্গের সম্মুখীন হইলে ইহারা অচিরেই সংহার-শয্যায় শয়ন করিবে। আমাদিগের ন্যায় পাণ্ডবদিগেরও সৈন্য-সংগ্রহের অপ্রতুল নাই। দেখ, অদ্বিতীয় তেজস্বী পাঞ্চালরাজ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শুনিয়াছি, সোমকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া পাণ্ডবদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। অতুল্য-প্রভাব বৃষ্ণিসিংহ যাঁহার সৈন্যগণের অগ্রণী হইয়াছেন, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম সহনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে? আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা যাঁহার আবাসে অজ্ঞাত বাস করত বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধাবস্থ মৎস্যাধিপতি বিরাটরাজও তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া সপুত্রে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন। কৈকেয়গণ যে মহাধনুর্দ্ধারী পঞ্চ ভ্রাতাকে কেকয়রাজ্য হইতে অবরুদ্ধ, অর্থাৎ বহির্নিঃসারিত করিয়াছিল, সেই অমিত-বলশালী রাজপুত্রেরা কৈকেয়দিগের নিকট হইতে স্বরাজ্যোদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা করত

পূর্ব্বে আমাদিগের পক্ষ থাকিয়াও এক্ষণে পাণ্ডবদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য মহীপালগণ সমানীত হইয়া পাণ্ডব কার্য্যার্থ সম্যক্‌রূপে অভিনিবিষ্ট আছেন। শুনিতে পাই, তাঁহারা সকলেই শূর, বীর ও মাননীয়; কেবল ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি ও ভক্তিযুক্ত হইয়াই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন। শৈলাশ্রিত, দুর্গনিবাসী ও সমাজস্থ সৎকুলজাত বৃদ্ধ যোধগণ এবং নানাবিধ আয়ুধধারী বীর্য্যশালী ম্লেচ্ছবল, সকলেই সমাগত হইয়া পাণ্ডব-কার্য্যার্থ নিবিষ্ট রহিয়াছে। সমরে পুরন্দরসদৃশ, অপ্রতিম-তেজোবীর্য্য-সম্পন্ন, লোকপ্রবীর, মহাত্মা পাণ্ড্যভূপতিও সংগ্রাম-দক্ষ বহুতর বীরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছেন। শুনিতে পাই, যিনি দ্রোণ, অর্জ্জুন, বাসুদেব, কৃপ ও ভীষ্মের নিকট হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন; লোকে যাঁহাকে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের একমাত্র তুল্যবল বলিয়া বর্ণন করে, সেই মহাপ্রভাব সাত্যকিও পাণ্ডবার্থ প্রাণপণ করিয়াছেন। চেদিও করূষক মহীপালেরাও সর্ব্বোদ্‌যোগ-সহকারে সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ সকল ভূপতিগণ যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে চেদীশ্বরকে সূর্য্যের ন্যায় উত্তাপপ্রদ ও শোভানিচয়ে উদ্ভাসমান নিরীক্ষণ করিয়া এবং পৃথিবী মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠতম ও সমরে দুরাধর্ষ বিবেচনা করিয়া, কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ ভঙ্গ করত সহসা অসীম পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে মর্দ্দন করিয়াছিলেন। করূষরাজ প্রভৃতি সমুদয় নরেন্দ্রগণ যাঁহার মানবর্দ্ধন করিতেন সেই শিশুপালকে কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রেই ছিন্ন করিয়া পাণ্ডবদিগের যশ ও সম্মানের সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎকালে অন্যান্য ভূপালেরা সেই কেশব কৃষ্ণকে সুগ্রীবযোজিত-রথারূঢ় দর্শনে অসহ্য বোধ করিয়া চেদিপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগযূথের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। পরন্তু যিনি ঐ প্রতিকূলবর্ত্তী বাসুদেবকে দ্বৈরথ সমরে পরাস্ত করিবার আশংসায় বলপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিকূলে উত্থিত হইতে পারিতেন, সেই শিশুপালই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাতমথিত কর্ণিকারের ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। হে সঞ্জয়! বিশ্বাসভাজন জনগণ আমাকে পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত কেশবের যেরূপ পরাক্রম প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছে, তাহাতে সেই জয়শীল বাসুদেবের কর্ম্ম সকল স্মরণ করত আমি আর কিছুমাত্র স্বস্তি লাভ করিতে পারি না। সেই বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদের অগ্রণী হন, তাঁহাদিগকে কোন শত্রুই কখন সহ্য করিতে পারে না। হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে সমবেত হইবেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সহিত যদি সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয়, তবেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে, নচেৎ দৈত্যদল-দলনকারী ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় তাঁহারা সমস্ত কৌরবগণকেই নিঃসন্দেহ নির্দ্দহন করিবেন। হে সঞ্জয়! আমি ধনঞ্জয়কে শক্রসদৃশ এবং বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু বলিয়াই জ্ঞান করি। ধর্ম্মরুচি, শালীনতানিষেবী বলশালী, মনস্বী, কুন্তীপুত্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যদি রোষপরবশ হন, তবে অস্মৎপক্ষীয় প্রাণিমাত্রকেই কি দহন করিতে পারেন না? হে সূতপুত্র! আমি ক্রোধ প্রদীপ্ত ধর্ম্মরাজের মন্যু হইতে প্রতিনিয়তই যাদৃশ ভয়াকুল রহিয়াছি, অর্জ্জুন, বাসুদেব, ভীম অথবা নকুল সহদেব হইতে তাদৃশ ভীত হইতেছি না। মহাতপা যুধিষ্ঠির নিয়তই ব্রহ্মচর্য্যে যুক্ত রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই মানসিক সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে। হে সঞ্জয়! আমি সম্যক্‌ বিবেচনা-পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধোদয় হওয়া বিলক্ষণ সম্ভবপর বোধ করিতেছি, এই নিমিত্তই এক্ষণে অতিশয় ভীত হইতেছি; অতএব তুমি আর বিলম্ব না করিয়া রথারোহণে পাঞ্চালরাজের সেনা-সন্নিবেশ স্থানে সত্বর গমন কর। যুধিষ্ঠিরকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রীতিসংযুক্ত বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ কর এবং বীর্য্যশালীশ্রেষ্ঠ মহাভাগ কৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হইয়া আমার বাক্যে অনাময় জিজ্ঞাসান্তে এই কথা বল, 'ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত শান্তি স্থাপনে অভিলাষী হইয়াছেন।' হে সূত! বাসুদেব যে কোন কথা বলেন, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাহা প্রতিপালন করেন; কৃষ্ণ তাঁহাদিগের পরমাত্মীয়, প্রিয়তম, বিদ্বান্, ও তদীয় প্রিয়কার্য্যসম্পাদনে নিত্য নিযুক্ত; অতএব তিনি যদি সন্ধি করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, তবে কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। হে সঞ্জয়! তোমাকে আর অধিক কি বলিয়া দিব, তুমি অগ্রে আমার বচনে পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, জনার্দ্দন, যুযুধান, বিরাট ও সমানীত সমুদয় ভূপগণকেই অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে পশ্চাৎ যে যে বাক্য তৎকালের উপযুক্ত ও ভারতগণের হিতকর বোধ হইবে, যাহাতে তাঁহাদিগের ক্রোধবর্দ্ধন না করে এবং যাহা যুদ্ধের হেতু হইয়া না উঠে, সমস্ত রাজগণ-মধ্যে সেই সেই বাক্যেরই সম্ভাষণ করিবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সঞ্জয় অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবগণের সন্দর্শনার্থে উপপ্লব্য নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির-সমীপে সমাগমন ও যথাবৎ অভিবাদনপূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত রূপে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। গবল্গণ-নন্দন সূতপুত্র সঞ্জয় প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে অজাতশত্রুকে এই কথা বলিলেন, হে রাজন্! আমি ভাগ্যক্রমে আপনাকে সুস্থকায়, সহায়-সম্পন্ন ও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-সদৃশ দৃষ্টি করিলাম। বৃদ্ধ রাজা অম্বিকা-নন্দন মনীষী ধৃতরাষ্ট্র আমার দ্বারা আপনাকে অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে ভারত! পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রী-তনয় নকুল সহদেব কুশলে আছেন ত? আপনি কল্যাণকামী হইয়া যাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট-কামনার আশংসা করেন, সেই সত্যব্রত-পরায়ণা মনস্বিনী বীরপত্নী দ্রুপদরাজ-পুত্রী কৃষ্ণা ও পুত্রগণের সহিত কুশলিনী আছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গবল্গণতনয় সঞ্জয়! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে; তোমাকে অবলোকন করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। হে বিদ্বন্! তোমার অনাময় প্রশ্ন স্বীকার করিয়া কহিতেছি, আমি সহোদর ও পুত্রকলত্রের সহিত কুশলী আছি।

হে সূত সঞ্জয়! আমি বহুদিনের পর অদ্য কুরুবৃদ্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুশলবার্ত্তা শুনিয়া এবং তোমাকে দেখিয়া প্রীতিবশত এইরূপ মনে করিতেছি, যেন নরেন্দ্রকেই সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিলাম। হে তাত! আমাদিগের পিতামহ সেই বৃদ্ধ সর্ব্বধর্ম্মোপপন্ন মহাপ্রাজ্ঞ মনস্বী কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কুশলী আছেন ত? পূর্ব্বে আমাদিগের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ ছিল, তাহার ত কিছু অন্যথা হয় নাই? হে সূতপুত্র! বিচিত্রবীর্য্যপুত্র মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলী আছেন ত? প্রতীপ-নন্দন বিদ্যাবান্ মহারাজ বাহ্লিকেরও ত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল? সোমদত্ত ভূরিশ্রবা, সত্যসন্ধ শল, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য, এই সমস্ত মহারথেরাও ত অরোগী আছেন? হে সঞ্জয়! ভূমণ্ডলমধ্যে যাঁহারা প্রধান ধনুর্দ্ধর বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা সকলেই কুরুদিগের প্রতি স্পৃহা, অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে তাঁহাদের মঙ্গলবাঞ্ছা করেন ত? দর্শনীয়-মূর্ত্তি মহাধনুর্দ্ধারী শীলবান্ অশ্বত্থামা যাঁহাদিগের রাষ্ট্রমধ্যে বাস করিতেছেন, সেই কৌরবগণের মধ্যে ঐ মহাপ্রাজ্ঞ, সকল-শাস্ত্রজ্ঞান-বিমলীকৃত, পৃথিবীতে ধনুর্দ্ধারিগণের প্রধানতম বীরপুরুষেরা সমুচিত সম্মান লাভ করিতেছেন ত? তাঁহারা সকলেই ত সুস্থকায় আছেন? হে তাত! বৈশ্যাগর্ভজাত মহাপ্রাজ্ঞ রাজপুত্র যুযুৎসু কুশলে আছেন ত? মন্দমতি সুযোধন যাঁহার নিদেশবর্ত্তী, সেই আমাত্য কর্ণেরও ত সমস্ত মঙ্গল? হে সূত! ভারতগণের বৃদ্ধা জননী, ভগিনী, বধূ, পাচিকা ও দাসপত্নী প্রভৃতি নারীগণ এবং পুত্র, দৌহিত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি বালক সকলেও ত স্বচ্ছন্দে আছে? হে তাত! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ বৃত্তিপ্রদান করেন ত? হে সঞ্জয়! দ্বিজাতিগণের প্রতি আমাদিগের যেরূপ দাতব্য নির্দ্দিষ্ট আছে; দুর্য্যোধন তাহার উচ্ছেদ-করণে প্রবৃত্ত হয় নাই ত? ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার অতিক্রম হইলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের সহিত তাহা উপেক্ষা করেন ত? সামান্য-দোষ ধরিয়া সাক্ষাৎ স্বর্গপথভূতা তাঁহাদিগের নিত্যবৃত্তির প্রতি ত উপেক্ষা করেন না? প্রজাপতি বিধাতা এই জীবলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রকাশনিমিত্ত ব্রাহ্মণরূপ অনুত্তম বিশুদ্ধ জ্যোতিঃপদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব মন্দমতি কৌরবেরা যদি তাঁহাদিগের বৃত্তি-প্রতিষাতরূপ দোষ সংযমন না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। হে সঞ্জয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তদীয়পুত্রগণ আমাত্যবর্গের কৃতাকৃত ব্যবহার সকল অবগত হইতে ইচ্ছা করেন ত? সুহৃদ্রূপধারী বাস্তবিক শত্রু-সকল ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া ভেদোৎপাদন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে না ত? হে তাত! সেই কৌরবেরা সকলেই পাণ্ডবদিগের কোন পাপের কথা জল্পনা করিতেছে না ত? বীর্য্যবান্ দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ, আমাদিগের ত পাপ-প্রসঙ্গ করিতেছেন না? সকল কৌরবেরাই সমবেত হইয়া সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য-দানার্থ অনুরোধ করিতেছেন ত? দস্যু-সমূহের সমবায় দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা যোধনায়ক ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিতেছেন ত? হে তাত! অনবরত টঙ্কার-বিকম্পিত ধনুর্গুণ দ্বারা মৌর্ব্বীর ভুজাগ্র হইতে প্রেরিত, গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত, মেঘনির্ঘোষের ন্যায় নিস্বনবিশিষ্ট, শরসমূহও স্মরণ করেন ত? হে সঞ্জয়! যাঁহার গোত্রনগুণযুক্ত একষষ্টি সুশাণিত তীক্ষ্ণধারশর সম্যত হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ এক প্রযত্নে ক্ষেপণীয়, সেই অর্জ্জুনের তুল্য বা অধিক হইতে পারে, এই পৃথিবীমধ্যে এমন যোদ্ধাই দেখিতে পাই না। যে মহাতেজস্বী গদাপাণি ভীমসেন নলবন-বিহারী মদমত্ত মহাগজের ন্যায় সমরে শত্রু-সমূহকে কম্পিত করত ইতস্তত সঞ্চরণ করেন, ইহাঁকেও তাঁহারা স্মরণ করেন ত? যিনি বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই অস্ত্ররাজি বিসর্জ্জন করত সমাগত কলিঙ্গদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই এই মহাবল মাদ্রীপুত্র সহদেবকেও স্মরণ করেন ত? হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতেই যিনি শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং সমস্ত পশ্চিমদিক্ আমার অধীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নকুলকেও ত স্মরণ করেন? দুষ্টমন্ত্রণার পরবশ হইয়া দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রায় সমাগত হইলে সেই মন্দবুদ্ধি দুরাশয়গণের যে দারুণ পরাভব হইয়াছিল;—যাহাতে ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও ত কখন স্মৃতিপথে উদিত হয়? তৎকালে আমি পশ্চাতে থাকিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং ভীমসেন ও নকুলসহদেবও রক্ষা করিয়াছিলেন; অর্জ্জুন গাণ্ডীবহস্তে শত্রুদিগকে সুদূরে অপাস্ত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিলেন, তাহাও মনে হয় ত? হে সঞ্জয়! যখন সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়াও আমরা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকে বশীভূত করিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কেবল সৎকর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে কিছুই করিতে পারা যায় না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডব! আপনি আমাকে যেরূপ কহিলেন, তাহা সেইরূপই বটে এবং কৌরবগণও কর্ণাদির বিষয়ে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাও আপনার উপযুক্ত। হে তাত পার্থ! আপনি কুরুশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত মনস্বিগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা সকলেই আময়-শূন্য আছেন। হে পাণ্ডুনন্দন! দুর্য্যোধনের নিকটে সাধু-চরিত বৃদ্ধগণও আছেন এবং অনেকানেক পাপাত্মারাও তাঁহার আত্মীয়রূপে অবস্থান করিতেছে। দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি সকল লোপ করিবেন কি, রিপুদিগকেও দান করিতে পারেন। আপনারা কস্মিন্ কালেও কৌরবদিগের বিদ্রোহাচরণ করেন নাই;—সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আপনাদিগের যে হিংস্রধর্ম্ম, অর্থাৎ ক্রূরতা আছে, ইহা কোন ক্রমেই শ্রদ্ধেয় নহে। ঈদৃশ সাধুচরিত্র আপনাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ধৃতরাষ্ট্রই, পুত্রগণের সহিত মিত্রদ্রোহী ও অসাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন; কিন্তু হে অজাতশত্রো! বৃদ্ধরাজ স্বয়ং সেরূপ আচরণেও অনুজ্ঞা প্রদান করেন না, এবং পুত্রের অসদাচরণে ভাবী ভাবনাতেও অতিমাত্র তাপান্বিত হন, এই নিমিত্তই শোকাকুল হইতেছেন, যেহেতু মিত্রদোহ যে সর্ব্বপ্রকার পাতক অপেক্ষা গুরুতর, তাহা ব্রাহ্মণদিগের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতেছেন। হে নরেন্দ্র! সমস্ত কৌরবেরাই আপনাকে ও যোধনায়ক জিষ্ণুকে সংগ্রামস্থলে স্মরণ করিতেছেন। দুন্দুভি ও শঙ্খসকলের ঘোর নাদ বিস্ফারিত হইবামাত্র ভীমসেন গদাপাণি হইয়া থাকেন, ইহাও তাঁহারা স্মরণ করিতেছেন। অপিচ সমরে দুরাধর্ষ মহারথ নকুল সহদেব রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদিকে প্রধাবন করত অজস্র

শরবর্ষণ দ্বারা সৈন্যগণকে যে অভিবৃষ্ট করেন, ইহাও তাঁহাদের স্মরণ হইতেছে। হে রাজন্ পাণ্ডব! আপনি সর্ব্বধর্ম্মে উপপন্ন হইয়াও যখন তাদৃশ সুদারুণ ক্লেশ-নিবহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন পুরুষের অনাগত ভাবী অবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে আমি কোনক্রমেই সম্মত হইতে পারি না। হে অজাতশত্রো! এক্ষণে আপনিই প্রজ্ঞাবলে এতৎসমুদায়ের ও এতদতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়সমূহের সামঞ্জস্য করুন। মহেন্দ্রকল্প পাণ্ডুপুত্রেরা যে কামার্থ কখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাহা আমি নিশ্চয়ই জানি, এই নিমিত্তই আপনাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছি। হে অজাতশত্রো! আপনিই প্রজ্ঞাদ্বারা এতদ্বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া যাহাতে কুরু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং সমবেত অন্যান্য নরেন্দ্রসকল সর্ব্বথা শর্ম্মলাভ করিতে পারেন, তাহা করুন। হে আজমীঢ় যুধিষ্ঠির! আপনার জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র, অমাত্য ও পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাত্রিকালে আমাকে যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সূতপুত্র সঞ্জয়! এই পাণ্ডবসকল সৃঞ্জয়গণ, জনার্দ্দন, যুযুধান ও বিরাট প্রভৃতি উপস্থিত আছেন; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে যেরূপ সন্দেশবাক্যের অনুশাসন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন কর। সঞ্জয় কহিলেন, আমি যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, যুযুধান, চেকিতান, বিরাট, পাঞ্চালেশ্বর ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি, সম্প্রতি কৌরবকুলের কল্যাণ-কামনায় যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনারা অভিনিবেশপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তি স্থাপনে অভিলাষী হইয়া সত্বর রথসজ্জা-পূর্ব্বক আমাকে আপনাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে সহোদর, পুত্র ও স্বজনগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের তাহাতে অভিরুচি হউক;—পাণ্ডবদিগের শান্তি হউক! হে ভীষণ-সৈন্যবিশিষ্ট পার্থগণ! আপনারা সর্ব্ব ধর্ম্মেই উপপন্ন, জ্ঞান, মার্দ্দব সত্য ও সারল্য-সমন্বিত, সৎকুলে সম্ভূত, সর্ব্বথা অনৃশংস, বদান্য, লজ্জাশীল এবং কর্ম্ম-সকলের বিশেষজ্ঞ; অতএব জ্ঞাতি বধাদিরূপ হীন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আপনাদিগের উপযুক্ত হয় না; কেন না নীচকর্ম্মে লিপ্ত না হওয়াই আপনাদিগের স্বভাব। আপনাদিগের অণুমাত্র দোষলেশও শুভ্রবস্ত্রে অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। যেস্থলে সংপূর্ণ সর্ব্বনাশ এবং উত্তরকালে পাপ ও বিনাশকারী নরক-সঞ্চয় দৃষ্ট হয়, বিশেষত যাহাতে জয় পরাজয় উভয়ই সমান, সে রূপ কর্ম্মে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি কখন হস্তক্ষেপ করেন? হে পাণ্ডবগণ! যাঁহারা জ্ঞাতিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই যথার্থ পুত্র, সুহৃদ্ ও বান্ধব; অতএব কৌরবেরা যদি নিন্দিত জীবন পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিয়ত বৈভবই হইবে; পরন্তু হে পার্থগণ! জ্ঞাতিকার্য্য-পরায়ণ আপনারা যদি সমুদয় কৌরবদিগকে শত্রু নির্ণয় করিয়া নিগ্রহ-পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুশাসন করেন, তবে জ্ঞাতিবধ দ্বারা জীবিত থাকিলেও আপনাদিগের তাদৃশ জীবিত মৃত্যুর সহিত তুল্য হইবে, সন্দেহ নাই। ফলত যুদ্ধ করিলে উভয় পক্ষেরই যে ক্ষয় হইবে, তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে; কেন না কেশব, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি মহামহা বীরগণ সহায় হইলে কোন্ ব্যক্তি আপনাদিগকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইবে? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ-সহকৃত সাক্ষাৎ শচীপতিও সেরূপ আশা করিতে পারেন না। অপিচ দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, কর্ণ ও অন্যান্য ভূমিপাল সকলে রক্ষা করিলে কৌরবদিগকে বা কোন্ ব্যক্তি পরাস্ত করিবার আশংসা করিবে? হে রাজন! স্বয়ং অক্ষীয়মাণ থাকিয়া কোন্ মানব মহারাজ দুর্য্যোধনের সেই মহতী সেনার সংহার সাধনে সমর্থ হইবে? সুতরাং জয় ও পরাজয় উভয় পক্ষেই আমি কিছুমাত্র মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখি না। মহাপ্রভাব-সম্পন্ন পাণ্ডবেরাই বা, দুষ্কুল-সম্ভূত নীচলোকের ন্যায়, ধর্ম্মার্থ বিবর্জ্জিত জঘন্য-কর্ম্মে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? অতএব আমি প্রণতভাবে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতি বৃদ্ধরাজ-দ্রুপদের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া যাহাতে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের কল্যাণ-সংস্থান হয়, তাহা করুন। কেশব কি ধনঞ্জয় আমার এই প্রার্থনা বাক্য রক্ষা করিবেন না, এ কথা আমি কোন ক্রমেই মনে করিতে পারি না; কেন না অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যাচ্ঞা করিলে ইঁহারা প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারেন। হে বিদ্বন্! আমি সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশেই আপনাদিগকে এ কথা বলিতেছি; আপনাদিগের সর্ব্বতোভাবে শান্তি হয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের ইহাই অভিমত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি যুদ্ধেচ্ছা-সূচক আমার এমন কোন্ বাক্য শ্রবণ করিলে যে যুদ্ধ হইতে ভয় পাইতেছ? হে তাত সূতপুত্র! সমরাপেক্ষা সন্ধিই সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সন্ধি লাভ করিতে পারিলে কোন্ অবোধ ব্যক্তি কখন যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হয়? হে সঞ্জয়! মনুষ্য মনে মনে যে কোন সঙ্কল্প করে, যদি বিনা কর্ম্মেই তাহা হয়, তবে আর কর্ম্ম করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব বিনা যুদ্ধে লঘুতম বস্তুও যে বহুতম হয়, ইহা আমার বিদিত আছে। বিনা কারণে কোন্ মনুষ্য যুদ্ধকে কখন ইষ্টসাধন জ্ঞান করিবে? কোন্ দেব-শপ্ত পুরুষ যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া থাকে? হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা সুখাভিলাষী হইলে যাহা ধর্ম্ম হইতে অহীন অথচ লোকের পথ্য হয়, এইরূপ কর্ম্মই করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল ধর্ম্মাবহ সুখেরই আশংসা করেন, যুদ্ধাদি কষ্ট-সাধ্য কর্ম্ম তাঁহাদিগের যথার্থই দুঃখের নিমিত্ত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিপরবশ হইয়া দুঃখনাশ ও সুখলাভের বাসনা করে, তাহার দুঃখেরই বা পরিসীমা কি? প্রবলতর বিষয়চিন্তা নিয়তই তাহার শরীর দগ্ধ করিতে থাকে। তাহাতে আসক্ত হওয়াতেই সে পদে পদে দুঃখকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। কাষ্ঠসংযোগে নিয়ত প্রজ্বলিত হইলে পাবকের

তেজ যেমন ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অভিলষিত অর্থলাভ দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখৈষী পুরুষের বিষয়-তৃষ্ণাও সেইরূপ অধিকতর বেগে বৃদ্ধি পায়; আহুতিপ্রদানে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় কিছুতেই আর তাহার তৃপ্তি হয় না। দেখ, আমাদিগের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কত প্রকার সুমহৎ ঐশ্বর্য্যেরই উপভোগ না হইয়াছে। তিনি অপ্রধান হইয়া কখন বিগ্রহ সকলের ঈশ্বর হন নাই এবং অনুত্তম গীত বাদ্য শ্রবণ, মাল্য, গন্ধ অনুলেপনাদি সেবন, উত্তম উত্তম বসন পরিধান প্রভৃতি ভোগ সুখের আস্বাদন ও কখন অপ্রধানভাবে করেন নাই, তথাপি সেই ভোগোপচয়ের নিমিত্ত কৌরবদিগকে প্রেরণ করেন কেন? হে সঞ্জয়! বিষয়-স্পৃহা বিষয়ে অবোধ ব্যক্তির এইরূপ সঙ্কল্পই হইয়া থাকে, যাহা তদীয় দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাকে প্রতিনিয়তই দুঃখিত করে। রাজা স্বয়ং বিষমস্থ, অর্থাৎ রাগ লোভাদিতে আসক্ত থাকিয়া অপর সকলেতে যে তন্নিবারণের সমর্থতা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা সাধু নহে; কেননা তিনি আপনার চরিত্র যেরূপ দেখিতেছেন, অপর সকলেরও সেইরূপ বিবেচনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। শীতকালে অগ্নি-সেবনকারী ব্যক্তি গ্রীষ্মাগমে সেই সন্নিহিত শুভকর পাবকের পরিহার বাসনায় শুষ্কতৃণ-ভূয়িষ্ঠ গভীর গহন-মধ্যে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বায়ুযোগে তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া যেমন অনুশোক-পরায়ণ হয়, সেইরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগকে পরিত্যাগ এবং দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রূরতা-নিরত, দুষ্টমন্ত্রিনিচয়ে পরিবৃত, মন্দমতি বিমূঢ় পুত্রকে গ্রহণ করত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও এক্ষণে কি নিমিত্ত বিলাপ করিতেছেন? ফলত সুযোধন ও পুত্র-প্রিয়কামী অন্ধরাজ নিরতিশয় বিশ্বাসভাজন বিদুরকে অবিশ্বস্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদীয় বাক্য অবলেহন-পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়াও কেবল অধর্ম্মমার্গে প্রবেশ করিতেছেন। আহা! যিনি মেধাবী, কৌরবগণের হিতৈষী, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, বাগ্মী ও অদ্বিতীয় শীলবান্, এতাদৃশ মহাত্মা বিদুরকেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র কেবল পুত্রপ্রীতি ও কৌরববর্গের অনুরোধ-পরবশ হইয়া স্মরণ করেন নাই। হে সঞ্জয়! তিনি মান্য লোকের মানবিলোপী, স্বয়ং মানকামী, ঈর্ষী, ক্রোধী, অর্থ-ধর্ম্মের অতিবর্ত্তী দুর্ভাষী, দৈন্যভাজন-জনগণানুগামী, কামাত্মা, দুরাশয়গণ-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত, অশিক্ষণীয়, শুভবর্জ্জিত, দীর্ঘকোপী, মিত্রদ্রোহী দুর্য্যোধনের প্রিয়ৈষী হওয়ায় দেখিয়া শুনিয়াই ধর্ম্ম-কাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাশক্রীড়া-সময়ে বিদুর শুক্রাচার্য্য-সম্বন্ধিনী নীতি, বাণীর উক্তি করিয়া যখন ধৃতরাষ্ট্র হইতে প্রশংসালাভ করিতে পারেন নাই, তখনই আমার প্রতীতি হইয়াছিল, কুরুবংশের ধ্বংশ আগতপ্রায়। হে সূত! কৌরবেরা যখন বিদুরের বুদ্ধির অনুবর্ত্তন করে নাই, তখনই তাহাদিগের সম্বন্ধে কৃচ্ছ্রের সমাগম হইয়াছে। তাহারা যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিয়াছিল, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহাদিগের রাষ্ট্রবৃদ্ধি হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! সেই অর্থলোভী ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের কতদূর মোহ দেখ, এক্ষণে দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ তাহার মন্ত্রী হইয়াছে। অতএব আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচন করিয়া কি প্রকারে কুরু সৃঞ্জয়গণের যে কল্যাণলাভ হইতেপারে, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্র যখন দীর্ঘদর্শী বিদুরকে প্রব্রাজিত করত অস্মদাদি শত্রুগণ হইতে প্রভূত ঐশ্বর্য্য সঙ্কলন-পূর্ব্বক যথার্থ ধৃতরাষ্ট্র হইয়াছেন এবং পুত্রের সহিত একবাক্য হইয়া ভূমণ্ডলে সপত্ন-বিরহিত মহাসাম্রাজ্য বিস্তারের আশংসা করিতেছেন, তখন তাঁহার নিকটে যে সম্পূর্ণ সন্ধিলাভ করা যাইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। অস্মৎ সম্বন্ধীয় যে কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা তিনি স্বকীয় সম্পত্তি বলিয়াই মনে করিতেছেন, সুতরাং অকপট সন্ধিবন্ধনে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইবে কেন? একাকী কর্ণই তাঁহার বিজয় সাধনে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে; কিন্তু এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, কর্ণ যে, সংগ্রামে অস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে পরাস্ত করা অনায়াস-সাধ্য মনে করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? পূর্ব্বেও ত বহুবার মহত্তর সমর-পারাবার উপস্থিত হইয়াছিল; তৎকালে তিনি তৎসমুদায়ের দ্বীপ স্বরূপ হইয়া পরিশ্রান্ত কৌরবদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে পারেন নাই? অর্জ্জুনের অপেক্ষা অধিক হইতে পারে, এই ধরাধামে এমন ধনুর্দ্ধারীই যে অপ্রসিদ্ধ, তাহা সেই কর্ণও জানেন, সুযোধনও জানেন, দ্রোণও জানেন, ভীষ্মও জানেন এবং তথায় অন্যান্য যে সমস্ত কৌরবগণ আছেন, তাঁহারাও জানেন। অরিন্দম ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতে অস্মদীয় রাজ্যপদ যে প্রকারে দুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। যাবতীয় কুরুগণ ও সমবেত ভূমিপালবর্গ, সকলেই তাহা বিশেষরূপে জানেন। এক্ষণে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয়, নব-বিতস্তি-প্রমাণ-আয়ুধধারী ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী সেই কিরীটীর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তদুপার্জ্জিত-পাণ্ডবদিগের সত্ত্বাস্পদীভূত রাজ্য ধন হরণ করা সাধ্য বলিয়া মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিতেছেন। ফলত যে পর্য্যন্ত সমরাঙ্গনে গাণ্ডীবের বিস্ফারিত নিনাদ শ্রবণ-গোচর না করিতেছে, সেই পর্য্যন্তই ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা জীবিত রহিয়াছে; যে কাল পর্য্যন্ত বৃকোদরের ক্রোধ পূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন না করিতেছেন, তাবৎ পর্য্যন্তই সুযোধন অর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা করিতেছেন। হে তাত সঞ্জয়! সমর-সহিষ্ণু বীর্য্যবান্ বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব জীবিত থাকিতে সাক্ষাৎ সুরাধিপতিও আমাদিগের ঐশ্বর্য্যহরণে উৎসাহী হইতে পারেন না। অতএব হে সূত! বৃদ্ধরাজ পুত্রের সহিত যদি ইহা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আর সমরে পাণ্ডব কোপানলে দগ্ধ হইয়া কৌরবদিগকে বিনষ্ট হইতে হয় না। হে সঞ্জয়! আমাদিগের যে দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই; এক্ষণে তোমার অনুরোধ মান্য করত আমি তদ্বিষয়ে ক্ষমা করিতেছি। পূর্ব্বে কৌরবগণের সহিত আমাদিগের যেরূপ ভাব ছিল,—দুর্য্যোধনের সহিত আমাদের যেরূপ ব্যবহার হইত, এক্ষণেও সেইরূপ থাকুক; তোমার বাক্যানুসারে আমি শান্তিমার্গেই প্রস্থিত হইব। ইন্দ্রপ্রস্থে আমার যাদৃশ রাজ্য ছিল, সেইরূপই হউক; ভরতশ্রেষ্ঠ সুযোধন আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করুন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! আপনি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, লোকমধ্যে তাহা নিয়ত ধর্ম্ম-

নুগত বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং প্রত্যক্ষও দৃষ্ট হইতেছে; অতএব স্বীয় জীবনের ভূয়সী কীর্ত্তি অথচ অনিত্যতা পর্য্যালোচনা করত কৌরবদিগকে বিনাশ প্রাপ্ত করিবেন না। হে অজাতশত্রো! যদি যুদ্ধ ব্যতিরেকে কৌরবেরা আপনার অংশ প্রদানে অসম্মত হন, তবে আমার বিবেচনায় যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য লাভ করা অপেক্ষা অন্ধক বৃষ্ণি-রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়। দেখুন, মনুষ্যের জীবিত কাল সহজেই অল্প, তাহাতে আবার বিঘ্নভূয়িষ্ঠ, দুঃখনিকরে নিত্য জড়িত ও চঞ্চল; বিশেষত তাহাতে যুদ্ধাদি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা যে যশোলাভের চেষ্টা করা যায়, তাহাও অনায়াসের অনুরূপ হয়না, অতএব তাদৃশ জঘন্য পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মের বিঘ্নাকর এই যে সমস্ত অভিলাষ মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ প্রসক্ত হয়, মতিমান্ মানব পূর্ব্বেই তৎসমুদায়ের প্রতিঘাত করিতে পারিলে লোক মধ্যে ভূয়সী প্রশংসালাভ করেন। হে পার্থ! সংসারে অর্থ-তৃষ্ণাই নিবন্ধনী, অর্থাৎ আবদ্ধ করিবার রজ্জু-স্বরূপা হইয়াছে; তাহাতে যাহারা আসক্ত হয়, তাহাদের পদে পদে ধর্ম্মের বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কামনার মণ্ডল যত বিস্তৃত হয়, ততই অর্থাগমের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং মনুষ্যও সেই পরিমাণে ধর্ম্মচ্যুত হইতে থাকে। অতএব অযুক্ত অর্থানুরোধ ত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম সঞ্চয়ের প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেই প্রবুদ্ধ বলা যাইতে পারে। হে তাত! ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মকেই সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া উদ্ভাসমান ভাস্করের ন্যায় মহা প্রতাপে বিরাজ করিতে থাকেন; আর ধর্ম্মহীন পাপবুদ্ধি নরাধম সমগ্র মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়া ও বিষাদ-কূপে নিয়ত নিমগ্ন হইয়া রহে। যিনি পরলোকের প্রতি আস্থান্বিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ যাজন ও ব্রাহ্মণগণকে বিত্তপ্রদান করিয়াছেন, তিনি অনন্ত-কালের নিমিত্ত আত্মাকে অশেষ সুখের অধিকারে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি যোগাভ্যাসের, অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের উপযোগী কর্ম্ম না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রিয়েরই অতিমাত্র সেবনপরায়ণ হয়, সে অর্থনাশে সুখ-বিবর্জ্জিত অথচ প্রবল-কামবেগে প্রচোদিত হইয়া কেবল নিরতিশয় দুঃখ শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকে। এইরূপে যে অবোধ মনুষ্য অর্থচর্য্যায় প্রসক্ত হইয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অধর্ম্মকেই আলিঙ্গন করে এবং পরলোকের প্রতি বিশ্বাস-শূন্য হয়, সেই মন্দমতি মূঢ়াত্মা দেহ ত্যাগান্তে পরলোক-গামী হইয়া বিষমতর সন্তাপ-নিকরে নিরন্তর তাপিত হইতে থাকে; যেহেতু পরলোকে, কি পুণ্য, কি পাপ, কোন কর্ম্মেরই একবারে বিপ্রণাশ হইবার সম্ভাবনা নাই; কর্ত্তার পাপ পুণ্য অগ্রে তথায় গমন করে, পশ্চাৎ কর্ত্তা তাহার অনুগামী হয়। মাসিকাদি শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে যেমন ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাপূত সুন্দর-গন্ধরসোপপন্ন অন্ন প্রদান করা যায়, উত্তম-দক্ষিণাবিশিষ্ট রাজসূয়াদি যজ্ঞেতে আপনারও সেইরূপ ন্যায়ানুগত কর্ম্মই সুবিখ্যাত রহিয়াছে। হে পার্থ! মনুষ্যের যে কোন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা ইহলোকেই সম্পন্ন করিতে হয়, পরলোকে গমন করিয়া আর কিছুই করিতে হয় না; সজ্জনগণ পরলোক-সমুচিত যে সমস্ত সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতে আপনার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। পরলোকে প্রস্থিত হইলে মনুষ্য জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা এবং মনের সমুদয় অপ্রিয় পরিহার করে; কেবল ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতি সম্পাদন ব্যতীত তথায় আর কোন কর্ম্মই কর্ত্তব্য থাকে না। হে নরেন্দ্র! কর্ম্মের ফল এইরূপ হইয়া থাকে; অতএব আপনি হৃদয়ের প্রীতিভাজন অচিরস্থায়ী বিষয়ের অনুরোধে ক্রোধ-হর্ষজনিত দ্বেষকামের বশম্বদ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উভয় লোক বিসর্জ্জন করিবেন না; কর্ম্ম-সকলের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অধুনা সত্য, দম, আর্জ্জব ও আনৃশংস্য ধর্ম্মে অনর্থক জলাঞ্জলি দিবেন না, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আবার জ্ঞাতি-বধরূপ পাপ কর্ম্মের শাস্তি করিবেন না, হে ধর্ম্মনিত্য পৃথানন্দন পাণ্ডবগণ! আপনারা যদি এইরূপ দ্বেষভাবে চিরকাল সেই পাপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আর বহু বর্ষকাল বনমধ্যে দুঃখাতিশয়ে বাস করিতেন না। হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে যে সৈন্য আপনার আত্মাধীন ছিল তাহা পরিত্যাগ না করিয়া তৎকালে আপনি যদি বন প্রস্থান না করিতেন, তাহা হইলেও আপনার নিত্য-বশী-ভূত এই সমস্ত সচিবগণ, জনার্দ্দন, বীর্য্যশালী যুযুধান, সম্প্রহার-কোবিদ বীর্য্যসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত সুবর্ণরথারোহী মৎস্যরাজ বিরাট এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে আপনি পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূপালগণ আপনার পক্ষই অবলম্বন করিতেন; সুতরাং আপনি মহাসহায় সম্পন্ন, বলস্থ প্রতাপ-শালী এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া রঙ্গমধ্যে প্রধান প্রধান অরাতিনিকরের সংহার সাধন করত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের দর্পচূর্ণ করিতে পারিতেন; এক্ষণে শত্রুর বলবর্দ্ধন ও আপন সহায়কর্ষণ করিয়া এবং বহু বর্ষকাল অরণ্যবাসী থাকিয়া এই হীনাবস্থায় যুদ্ধাভিলাষী হইতেছেন কেন? হে পাণ্ডব! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কি অপ্রাজ্ঞ, কি ধর্ম্মজ্ঞ, উভয়প্রকার লোকেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে এবং প্রজ্ঞাবান্ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ, কি অধর্ম্মজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তি কামনানিরোধ হেতুক যুদ্ধেনিবৃত্ত থাকিয়া ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেও পারে যথার্থ বটে; কিন্তু হে পার্থ! আপনার বুদ্ধি কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্তা হয় না; ক্রোধের পরতন্ত্র হইয়া আপনি কস্মিন্ কালেও কোনপ্রকার পাপাচরণ করেন নাই; তবে কি কারণে অধুনা এতাদৃশ প্রজ্ঞাবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইতেছেন বলুন। মহারাজ! অব্যাধি-জনিত স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ এক প্রকার শিরঃপীড়াকর, যশোধর্ম্ম-বিলোপী ও পাপফলোপধায়ক তীব্রতর বিষস্বরূপ; সে বিষ সজ্জনগণেরই পেয়; অসাধু লোকেরা তাহা পান করিতে পারে না; অতএব আপনি সেই রোষবিষ পান করিয়া প্রশান্ত হউন। দেখুন, ইচ্ছা করিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই পাপানুবন্ধী ক্রোধের প্রার্থনা করিয়া থাকে? হে পার্থ! আপনার পক্ষে ক্ষমাই গরীয়সী ভোগ তৃষ্ণা নহে; যে উপভোগের নিমিত্ত শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, বিবিংশতি কর্ণ ও দুর্য্যোধনপ্রভৃতি আত্মীয়গণ নিহত হইবেন, তাহা কদাচ আপনার শ্রেয়স্কর নহে। এই সমস্ত স্বজনগণের নিধন সাধন করিয়া আপনি যে সুখলাভ করিতে পারিবেন, তাহা কিরূপ

হইবে বলুন দেখি? এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার আধিপত্যলাভ করিয়াও কি জরা মৃত্যু পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? কখনই নহে। অতএব হে রাজন্! এইরূপ প্রিয়াপ্রিয় ও সুখদুঃখ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হউন। যদি অমাত্যবর্গের অভিলাষ হেতুক এই অযুক্তকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উপরেই ইহার ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং অপসৃত হউন; চিরকাল স্বর্গমার্গের অনুবর্ত্তী থাকিয়া এখন তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন হে সঞ্জয়! তুমি যাহা বলিতেছ, সে কথা যথার্থ বটে; ধর্ম্মই যে সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই; কিন্তু আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি কি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি, তাহা বিশেষরূপে জানিয়া তুমি আমাকে নিন্দা কর। যে মনুষ্যেতে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ-সমস্ত ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্মও অধর্ম্মরূপে দৃশ্যমান হন অথবা স্বকীয় যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পান, বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা জ্ঞাননেত্রসহকারে তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। হে সঞ্জয়! নিত্যকালবর্ত্তী প্রকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আপদ্‌কালেও এইরূপ লক্ষণ ভজনা করিয়া থাকে; যাহার আদ্য লক্ষণ, অর্থাৎ অধর্ম্মের ধর্ম্মরূপ ধারণ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই আপদ্ধর্ম্মকেই তাহার প্রমাণ বলিয়া জান। হে সঞ্জয়! প্রকৃতি, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুযায়িনী জীবিকা, বিলুপ্তা হইলে মনুষ্য শ্রীভ্রষ্ট ও বিপন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং তৎকালে যে কোন উপায় দ্বারা তাহার কার্য্য নিষ্পত্তি হয়, সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ নিরাপদ থাকিয়াও আপদ্‌দ্ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করে, অথবা যে ব্যক্তি আপন্ন হইয়াও সম্পদ্ধর্ম্মের অনুসারী হয়, তাহারা অবশ্যই নিন্দনীয় হইয়া থাকে। বিধাতা যখন স্বধর্ম্মের অবিলোপাকাঙ্ক্ষ বৈদিক ধর্ম্মানুসারী ব্যক্তিগণের আপদ্‌কালীন দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তখন আপদ্‌কালে বিধর্ম্মাবলম্বন বিধিসিদ্ধ হইয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! আপদ্‌বর্জ্জিত কর্ম্মস্থ ব্যক্তিদিগকে যদি বিকর্ম্মস্থ হইতে দেখ, তবে তাহাদিগকেই নিন্দা কর; নতুবা যাহারা বিপন্ন হইয়া তৎকাল-বিহিত কোন প্রকার অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, মনীষা-সম্পন্ন সজ্জনগণের সত্ত্ববিচ্ছেদ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সাধনের নিমিত্ত নিত্যকালই তাঁহাদিগের জীবিকা বিহিতা হইয়া থাকে; পরন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক বেদবিহিত যজ্ঞদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহাদিগের হইতে সকল বৃত্তিরই উচ্ছেদ হয়, সন্দেহ নাই। আমাদিগের পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ এবং যাঁহারা প্রজ্ঞানমাত্র প্রতীক্ষায় কর্ম্ম না করিতেন, তাঁহারাও মৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মমার্গেই আবহমান কাল বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন; আমিও আস্তিক, সুতরাং তদ্ভিন্ন অন্য পথ স্বীকার করিতে পারি না। হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে মানবগণের এবং স্বর্গে অমরগণের যে কিছু অর্থসম্পত্তি, অথবা দেবগণের উপরেও যে প্রাজাপত্য অধিকার, কি ত্রিদিব, কি ব্রহ্মলোক, অধর্ম্মদ্বারা আমি কিছুই কামনা করি না। তথাপি যদি নিতান্তই আমার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বোধ কর, তবে, যিনি অসামান্য বিজ্ঞানপ্রভাবে বহুবিধ মহাবল রাজন্যগণকেও অনুশাসন করেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মের নিয়ন্তা, কার্য্যকুশল, নীতিমান্, ব্রাহ্মণগণের উপাসিতা, মনীষী কৃষ্ণ এই বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইঁহাকেই এবিষয়ের মধ্যস্থ কর। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি স্বধর্ম্ম পরিহার করি, কি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই অনিন্দনীয় হই, মহাযশা কেশবই তাহা ব্যক্ত করুন, কেন না বাসুদেব কুরু ও পাণ্ডব, উভয় পক্ষেরই হিতকামী। এই শিনিবংশধর সাত্যকি, এই চেদি, অন্ধক, বার্ষ্ণেয়, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়গণ সকলেই বাসুদেবের বুদ্ধির উপাসনা করিয়া শত্রুগণ-দলনপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে পরিচালিত হইয়াই বৃষ্ণি, অন্ধক ও উগ্রসেন প্রভৃতি সকলে ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী হইয়াছেন এবং মহাবল-সম্পন্ন, মনস্বী ও সত্যপরায়ণ যাবতীয় যাদবগণ অনুত্তম ভোগ সুখ অনুভব করিতেছেন। কাশীবাসী বভ্রুও এই মহাপ্রভাব কৃষ্ণকে ভ্রাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া মহতী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবসানে মেঘ যেমন প্রজাদিগের সুখোদ্দেশে অজস্র বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ বাসুদেব ঐ বভ্রুকে ভূরি ভূরি কাম্যবস্তু প্রদান করিতেছেন। হে তাত! কেশব ঈদৃশ মহীয়ান্ পুরুষ; অতএব তুমি ইঁহাকে কর্ম্মের নিশ্চয়জ্ঞ বলিয়া অবধারণ কর। কৃষ্ণ আমাদিগের যেমন প্রিয়পাত্র, সেইরূপ সাধু বলিয়াও অভিমত; সুতরাং আমি কেশবের কথা অতিক্রম করিতে পারি না।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, হে সূত সঞ্জয়! আমি এই পাণ্ডবদিগের যেমন অবিনাশ, কল্যাণ ও প্রিয়, ইচ্ছা করি, সেইরূপ বহুপুত্রশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও সমৃদ্ধি আশংসা করি। হে সঞ্জয়! তোমরা সমরপ্রবৃত্তি-পরিহারপূর্ব্বক শান্তি মার্গ অবলম্বন কর, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কোন কথা বলাই আমার অভিপ্রেত নহে; যেহেতু ইহা ধৃতরাষ্ট্রেরও প্রীতিকর শুনিতেছি এবং পাণ্ডবদিগেরও ইহা সম্যক্ প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি। কিন্তু হে সঞ্জয়! রাজ্যের নিমিত্ত শান্তি হওয়া যে নিতান্ত সুদুষ্কর, তাহা যুধিষ্ঠির সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত যাহাতে নিরতিশয় লুব্ধ রহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে ইঁহাদিগের ঘোরতর কলহ ঘটিবার আর অসম্ভাবনা কি? হে সঞ্জয়! তুমি আমা হইতে কি যুধিষ্ঠির হইতে কখন ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্টি কর নাই, তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা করিতেছ? ইনি স্বকর্ম্মসাধনার্থে উৎসাহী হইতেছেন এবং প্রসিদ্ধি ও শাস্ত্র অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় কুটুম্ব ভরণের অভিলাষ করিতেছেন, এই নিমিত্তই কি ধর্ম্মচ্যুত হইবেন? এই নিমিত্তই কি তুমি ইঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে পরামর্শ দিতেছ? ফলতঃ ধর্ম্মের বিধি যথাবৎ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের নানপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কর্ম্মদ্বারা পরলোকে সিদ্ধি লাভ হয়; আবার অন্য কোন কোন পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন যে; কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি হয়; কিন্তু বিজ্ঞানবান্ হইয়াও ভক্ষ্য ভোজ্যের ভোগ ব্যতীত কোন ব্যক্তিই

যে তৃপ্ত হইতে পারেন না, তাহা ব্রাহ্মণগণের বিদিত আছে। যে সকল বিদ্যা ইহলোকে কর্ম্মসাধিকা হয়, তাহাদিগেরই ফল আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যার ফল নাই। কর্ম্মের ফল যে প্রত্যক্ষ, তাহাতে আর কেহই আপত্তি করিতে পারে না দেখ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলপান করিলেই তাহার পিপাসার শান্তি হয়। ফলত শাস্ত্রে কর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হইয়াই জ্ঞানের বিধি বিহিত হইয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! সেই সিদ্ধি বিষয়ে কর্ম্মের সাধনতা বিদ্যমান আছে; তাহাতে যে ব্যক্তি কর্ম্মের প্রতি অনাদর করিয়া শুদ্ধ বিজ্ঞানমাত্রেরই প্রশংসা করেন, তাঁহার কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র প্রকাশ পায়; কেননা তিনি স্বমত রক্ষার্থে যে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা বলবৎ হইতে পারে না। দেখ পরলোকে যে সমস্ত দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, কেবল কর্ম্মদ্বারাই তাঁহারা তাদৃশ উচ্চ পদলাভের অধিকারী হইয়াছেন; কর্ম্মদ্বারাই ইহলোকে বায়ু বহন করিতেছেন; ভুবনোদ্ভাসী ভানুমান্ কর্ম্মদ্বারাই দিনযামিনীর বিধান করত নিরালস্য হইয়া নিত্যকাল প্রকাশমান হইতেছেন; অমৃতাকর চন্দ্রমাও অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্মযোগে মাস, পক্ষ ও নক্ষত্র যোগ প্রাপ্ত হইতেছেন; সমিদ্ধমান হুতাশন প্রজাপুঞ্জের উদ্দেশে কর্ম্ম নিষ্পাদন করত অবিশ্রান্ত প্রজ্বলিত হইতেছেন; বিশ্বম্ভরা ধরাদেবী আলস্যশূন্যা হইয়া অতিমাত্র বলসহকারে এই সুদুর্ব্বহ মহাভার বহন করিতেছেন; নদীসকল সর্ব্বভূতের তৃপ্তি সম্পাদন করত দ্রুতবেগে প্রতিক্ষণ বারি বহন করিতেছে; এবং মেঘবাহন দেবরাজ নিরালস্য হইয়া প্রচণ্ড ঘনঘোষ দ্বারা অন্তরীক্ষ ও দিগ্বিদিক্ সমস্ত নিনাদিত করত অজস্র বর্ষণ করিতেছেন। দেবগণমধ্যে প্রাধান্য ইচ্ছা করিয়াই ইন্দ্র মানসিক সুখপরিহারপূর্ব্বক উদ্গ্রচিত্তে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই পুণ্যকর্ম্মফলে তাহা প্রাপ্তও হইয়াছেন। সর্ব্বথা অপ্রমত্ত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিপালন এবং দম, তিতিক্ষা, সমতা ও প্রিয়কার্য্য, এই সকলের যথাবৎ উপসেবন করাতেই মঘবান্ সর্ব্বপ্রধান অমররাজ্য লাভ করিয়াছেন। শংসিতাত্মা দেবগুরু বৃহস্পতিও সুখবিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই যাবতীয় ত্রিদশগণের অসামান্য গৌরবভাজন হইয়াছেন। হে সূত! কেবল কর্ম্মদ্বারা এই নক্ষত্রপুঞ্জ, রুদ্রবৃন্দ, আদিত্যনিচয়, বিশ্বদেববর্গ, বাসব, যমরাজ, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ, সকলেই পরলোকে বিরাজ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত ঋষিগণ তথায় অতুল্যপ্রভায় উদ্ভাসমান হইতেছেন, তাঁহারাও কেবল ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রভাবেই সেইরূপ হইয়াছেন। অতএব হে সঞ্জয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি সর্ব্বলোকের এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও জ্ঞানিগণ মধ্যে বিশিষ্ট হইয়াও তুমি কৌরবগণের হিতার্থে পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মসংকোচ করিতে প্রয়াস পাইতেছ কেন? এই যুধিষ্ঠিরের বেদ সমুদায়ে ও অশ্বমেধ রাজসূয়াদি কর্ম্মকাণ্ডে নিত্য সংযোগ রহিয়াছে এবং হস্তী, অশ্ব, রথাদি যানারোহণ, বর্ম্ম-পরিধান ও অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনেও পুষ্কল সম্বন্ধ আছে, ইহা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর; তথাপি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের বধ ভিন্ন যদি অন্য কোন উপায় প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভীমসেনকে কথঞ্চিৎ অহিংসা রূপ আর্য্যবৃত্তির বশম্বদ করিয়া ইহাঁদিগের ধর্ম্ম রক্ষার অনুকূল পুণ্য কর্ম্মই করা হয়। নতুবা পিতৃ পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত শৌর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাঁরা যথাশক্তি স্বীয় কর্ম্ম প্রতিপালন করত দৈব-ক্রমে যদি কৃতান্ত কবলে নিক্ষিপ্ত হন, তবে কাপুরুষোচিত ব্যবহার করা অপেক্ষা তাদৃশ নিধনও ইহাঁদিগের প্রশস্ত হইতে পারে। হে সঞ্জয়! তুমি যদি নিতান্তই শান্তিকে গরীয়সী মনে কর, তবে যুদ্ধে রাজন্যগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, কি অযুদ্ধ পক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বল, তোমার সেই বাক্যটিই আমি শ্রবণ করি। প্রথমত চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ ও স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম পর্য্যালোচন কর, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের স্বকর্ম্ম কি, তাহাও নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, তাহার পর প্রশংসা কি নিন্দা, তোমার যাহা অভিপ্রেত হয় তাহাই কর। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজ্য-যাজন, প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন, সৎপাত্রে দান ও সৎপাত্র হইতে প্রতিগ্রহ, এই সকল কর্ম্ম করিবেন। ক্ষত্রিয় অপ্রমত্ত হইয়া ধর্ম্মত প্রজা পালন, যজন, দান, সকল-বেদাধ্যয়ন, দারপরিগ্রহ ও বহুল পুণ্য সঞ্চয় করত গৃহাশ্রমে বাস করিবেন; এইরূপ করিলেই তিনি ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত হন এবং পবিত্র ধর্ম্মের অধ্যয়ন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বৈশ্য পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থের উপার্জ্জন ও অপ্রমত্ত ভাবে তাহার সংরক্ষণ, অধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করত ধর্ম্মশীল ও পুণ্যকারী হইয়া গৃহাশ্রয়ী হইবেন। শূদ্র, সম্পত্তির নিমিত্ত নিরালস্য ও নিত্য-উদ্যমশীল হইয়া, দ্বিজাতিগণের বন্দন ও পরিচর্য্যা কার্য্যেই নিয়োজিত হইবে, বেদাধ্যয়ন কি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না, কেননা পুরাতন শূদ্রধর্ম্মানুসারে উক্ত উভয় ব্যাপারই তাহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। রাজা এই সমস্ত বর্ণের লোকদিগকেই সাবধানে পালন করত আপন আপন কর্ম্ম সাধনে নিয়োজিত করিবে, অধর্ম্মানুগত কামনা সকলের অনুরোধ কদাপি স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাগণের অসমবৃত্তি হইবেন না। যদি তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকেন, তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি 'প্রজাগণ-মধ্যে কোন অসাধু ব্যক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভাসক্ত হয় কিনা' ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত অনুশাসন করিবেন। ক্রূরমতি পাপাত্মা মনুষ্য বিধি-বৈগুণ্য প্রযুক্ত বলাশ্রয় করিয়া যখন পরের সম্পত্তিতে লোভ করিতে পারে, সেই নিমিত্তই রাজগণ মধ্যে এই যুদ্ধ ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যুদ্ধের নিমিত্তই বর্ম্ম, শস্ত্র ও ধনুকের উৎপত্তি হইয়াছে। সুরেশ্বর পুরন্দর দস্যুসংহারার্থ সমরের ও তৎসাধনভূত বর্ম্ম, শস্ত্র ও শরাসনের সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যুদ্ধে দস্যুবধ দ্বারা কেবল পুণ্যই লব্ধ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! অধর্ম্মজ্ঞ কৌরবেরা ধর্ম্মের মর্য্যাবোধে অসমর্থ হইয়া কপটদ্যূতক্রীড়ায় সেই তীব্ররূপ দস্যু দোষের সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র রাজা দুর্য্যোধন তাহাতে বিনা কারণে পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মানুগত পৈতৃকরাজ্য অপহরণ করত পুরাতন রাজধর্ম্ম অবলোকনে অন্ধ হইতেছেন এবং অপরাপর কৌরবেরাও সকলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেছে। হে সঞ্জয়! চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি

অদৃষ্টচর হইয়া পরধন হরণ করে, অথবা যে দুরাত্মা প্রকাশ্য-রূপেই বলপূর্ব্বক তাহা লুণ্ঠিত করিয়া লয়, তাদৃশ উভয় প্রকার দস্যুই যে নিন্দনীয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, দুর্য্যোধনে সেই দস্যুবৃত্তির কি কিছু অন্যথাভাব আছে? তিনি লোভ-পরতন্ত্র ও ক্রোধবশানুগামী হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। যাহা হউক, পাণ্ডবদিগের যে ন্যায্য অংশ, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহ প্রাপ্য হইয়াছে; সুতরাং আমাদিগের শত্রুরা তাহা গ্রহণ করিবে কেন? এই অবশ্য-প্রাপ্য অংশের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে যদি কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহাও শ্লাঘ্য; পররাজ্য অপেক্ষা ইহাঁদিগের আপন পৈতৃক-রাজ্য যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে সঞ্জয়! মন্দমতি যে সমস্ত মূঢ় নরপতি মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়া দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক সমানীত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে তুমি কৌরবদিগকে এই সকল পুরাতন ধর্ম্মের কথা বলিও। কৌরবদিগের ব্যবহার দেখ, পাণ্ডবগণের প্রেয়সী মহিষী শীলবৃত্ত-শালিনী যশস্বিনী যাজ্ঞসেনী স্ত্রী-ধর্ম্মিণী হইয়া অন্তঃপুরে নিরুদ্ধা থাকিলেও যখন সভায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের এ কর্ম্মও অতিশয় পাপময়। তৎকালে আবালবৃদ্ধ সমস্ত কৌরবেরাই মিলিত হইয়া যদি তাঁহার সভাগমন নিবারণ করিত, তাহা হইলেও ধৃতরাষ্ট্রেরও আমার প্রিয়কার্য্য করা হইত এবং তাঁহার পুত্রগণেরও সুকৃত হইত। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, দুঃশাসন ক্রমের বৈপরীত্যে কৃষ্ণাকে সভামধ্যে শ্বশুরগণ সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিল। তথায় নীতা হইয়া তিনি যখন সকরুণ-নয়নে সকলের মুখাবেক্ষা করিয়া থাকিলেন, তখন একমাত্র বিদুর ব্যতীত আর কাহারও সহায়তা পাইলেন না। সভা সমবেত রাজন্যগণ দীনতাপ্রযুক্তই তদ্বিষয়ে কিছু প্রত্যুত্তর করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষত্তাই একাকী ধর্ম্মবুদ্ধি সহকারে ধর্ম্মানুগত অর্থযুক্ত বাক্যের প্রসঙ্গ করত সেই অল্পবুদ্ধি দুঃশাসনকে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন। হে সঞ্জয়! তুমি সভাস্থলে এই ধর্ম্মের মর্ম্মবোধ না করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। সভামধ্যে উপনীতা হইয়া কৃষ্ণাই সেই সুদুষ্কর পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা সাগর-প্রবাহ হইতে নৌকার ন্যায়, আপনাকে ও পাণ্ডবদিগকে ঘোরতর কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি শ্বশুরগণসন্নিধানে সভাস্থিতা হইলে সূতপুত্র কর্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিল "দ্রৌপদি! তোমার আর অন্য গতি নাই, এখন দাসী হইয়া দুর্য্যোধন-সদনে অবস্থান কর। হে ভাবিনি! তোমার স্বামিগণ পরাজিত হওয়ায় এক্ষণে আর তোমার স্বামী নহেন, সুতরাং তুমি অন্য কোন পতি মনোনীত করিয়া লও।" কর্ণের সেই তীব্র-তেজোযুক্ত মর্ম্মঘাতী সুদারুণ বাক্যময় বাণ, যাহা অর্জ্জুনের হৃদয়ে অস্থিভেদ করত প্রোথিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বনপ্রস্থান-সময়ে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণচর্ম্ম-পরিধানের উপক্রম করিলে দুঃশাসন ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বহুতর কটুকাটব্যের উক্তি করত বলিয়াছিল "ইহারা সকলে নিষ্ফল তিলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া দীর্ঘকালের নিমিত্ত নরকালয়ে চলিল।" অপিচ দ্যূতক্রীড়া সময়ে গান্ধার-রাজা শকুনি ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিল, "নকুলও যখন পরাজিত হইল তখন আর তোমার কি আছে, এখন কৃষ্ণাকেই পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।" হে সঞ্জয়! দ্যূতকালে এইরূপ যে সমস্ত বিগর্হিত বাক্য উক্ত হইয়াছিল, সকলই তোমার বিদিত আছে, পরন্তু এই বিপদ্‌যুক্ত কার্য্যের সমাধান নিমিত্ত আমি স্বয়ং তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি পাণ্ডবগণের কার্য্য-হানি না করিয়া কৌরবদিগের শান্তি সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমারও মহাফল-জনক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। কুরুগণ-সমক্ষে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যদি আমার যথাযোগ্য পূজা করেন এবং হিংসা-পরিবর্জ্জিত অর্থযুক্ত ধর্ম্মানুগত পণ্ডিতোচিত নীতি-বাক্যের প্রসঙ্গ করিলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যদি সম্যক্‌রূপ আস্থা-সহকারে তাহা পর্য্যালোচনা করেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা ইহার অন্যথা হইলে মহারথী ধনঞ্জয় ও সমর-সন্নদ্ধ ভীমসেন তাঁহাদিগকে যে পরাসিক্ত, অর্থাৎ যুদ্ধ-যজ্ঞে প্রোক্ষিত করিবেন, তাহা তুমি ধ্রুব জ্ঞান করিয়া রাখ; আপন পাপকর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা আপনারাই দগ্ধ হইতে থাকিবেন। পাণ্ডবেরা পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে যে সমস্ত তীব্রতর কটুবাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, ভীমসেন অপ্রমত্ত হইয়া গদা ধারণ করত যথাকালে তাঁহাকে নিশ্চয়ই তৎসমুদায় স্মরণ করাইবেন।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন একা মন্যুময়, অর্থাৎ ক্রোধ দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া-প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিময় মহাবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছেন; কর্ণ ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ; শকুনি শাখা; দুঃশাসন সমৃদ্ধিযুক্ত পুষ্প ও ফল; এবং অমনীষী অর্থাৎ মনোনিগ্রহে অসমর্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। আর যুধিষ্ঠির একটি ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; অর্জ্জুন এই বৃক্ষের স্কন্ধ; ভীমসেন শাখা; নকুল সহদেব সমৃদ্ধ পুষ্প ফল; এবং আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ইহার মূল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত একটি বন-স্বরূপ আর পাণ্ডুপুত্রেরা তাহাতে ব্যাঘ্র-স্বরূপ হইয়াছেন। ব্যাঘ্রযুক্ত বনকে ছেদন করিও না এবং ব্যাঘ্রেরাও যেন বন হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়। বনভ্রষ্ট হইলে ব্যাঘ্র নিহত হয় এবং ব্যাঘ্রশূন্য হইলে বনও ছিন্ন হয়; অতএব ব্যাঘ্র বন রক্ষা করিবে এবং বনও ব্যাঘ্রকে পালন করিবে। হে সঞ্জয়! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লতা-স্বরূপ, আর পাণ্ডবগণ বৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; মহাবৃক্ষকে আশ্রয় না করিলে লতা কখনই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই অরিন্দম পৃথা-পুত্রেরা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত রহিয়াছেন, এক্ষণে নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করুন। হে বিদ্বন্! ধর্ম্মচারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ সমৃদ্ধ যুদ্ধশীল হইয়াও যে শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত আছেন, ইহা কৌরবগণ-সমীপে তুমি যথাবৎ বর্ণন কর।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র-প্রবর যুধিষ্ঠির! আপনার কল্যাণ হউক, আপনার নিকটে বিদায় লইয়া সম্প্রতি আমি প্রস্থিত হইলাম। হে পাণ্ডব! আমার মনের আবেগবশত বাক্য দ্বারা কোন অনিষ্ট প্রসঙ্গের উচ্চারণ করা হয় নাই ত? আমি

জনার্দ্দন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও চেকিতান, সকলকেই আমন্ত্রণপূর্ব্বক গমন করিতেছি; হে নরপালগণ! আপনাদিগের সর্ব্বথা সুখ ও মঙ্গল লাভ হউক, আপনারা আমাকে সৌম্য-নয়নে নিরীক্ষণ করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি অনুজ্ঞাত হইলে যথাসুখে গমন কর; হে বিদ্বন্! তুমি কদাপি আমাদিগের অপ্রিয় বিষয় স্মরণ কর না; কৌরবেরা ও আমরা সকলেই তোমাকে শুদ্ধাত্মা ও মধ্যস্থ সভাসদ বলিয়া জানি। হে সঞ্জয়! তুমি বিশ্বাসী দূত, আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, হিতবক্তা, শীলবান্ ও দীর্ঘদর্শী। তুমি মতিভ্রমেও কখন বিমুগ্ধ হও না এবং কেহ দুর্ব্বাক্য বলিলেও ক্রোধ কর না। হে সূত! আমরা বিলক্ষণ জানি, তোমার আস্য হইতে মর্ম্মঘাতী, রুক্ষ, অশ্রবণীয় ও নিরর্থক কটুবাক্য কদাপি নির্গত হয় না; তুমি ধর্ম্মসঙ্গত, অর্থযুক্ত ও অহিংস্র বাক্যই বলিয়া থাক। পূর্ব্বে তুমি বহুবার আমাদিগের দৃষ্টিচর হইয়াছ, বিশেষতঃ তুমি অর্জ্জুনের প্রাণতুল্য সখা, অতএব তুমিই আমাদিগের প্রিয়তম দূত;—অথবা বিদুর যদি দ্বিতীয় দূত হইয়া এখানে আইসেন, তবে তিনিও তোমার ন্যায় প্রিয়তম দূত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। হে সঞ্জয়! সম্প্রতি তুমি এখান হইতে শীঘ্র গমন করিয়া উপাসনা-যোগ্য তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে আমার বাক্যে উপাসনা কর; বিশুদ্ধবীর্য্য সৎকুল-সম্ভূত, সদাচার-সম্পন্ন, সর্ব্ব ধর্ম্মোপপন্ন, বেদাধ্যায়ী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভিক্ষু, বনবাসে নিত্য-সমুৎসুক ও তপস্বী বৃদ্ধবৃন্দকে অভিবাদন কর এবং অন্যান্য লোকদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা কর। হে সূত! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যিনি পুরোহিত এবং যে সকল আচার্য্য ও ঋত্বিক্‌গণ আছেন, যথাযোগ্য কুশল প্রশ্ন-সৎকারে তাঁহাদিগের সকলের সঙ্গেই সঙ্গত হও। হে তাত! মনস্বী ও শীল-বল-সম্পন্ন যে সমস্ত বৃদ্ধবর্গ বেদাধ্যয়নবিরহিত হইয়াও যথাশক্তি ধর্ম্মাংশের আচরণ করত অবস্থান করেন এবং আমাদিগের অভ্যুদয় আশংসাও অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে আমার কুশল-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা কর। অপিচ যাহারা ব্যবহারাজীবী এবং যাহারা প্রজাপালন যোগ্য স্থানাধিকারী হইয়া রাষ্ট্রমধ্যে বসতি করিতেছে, তাহাদিগকেও ঐরূপ অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কর। হে সঞ্জয়! যিনি বেদাধ্যয়ন-কামনায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রকে পুনর্ব্বার চতুষ্পাদ, অর্থাৎ মন্ত্র উপচার প্রয়োগ ও সংহার-রূপ সম্পূর্ণ মাত্রায় অবস্থাপিত করিয়াছেন, সেই নয়ানুগামী, বচনে-স্থিত সুপ্রসন্ন, অভীষ্ট দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন কর। যিনি পিতার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন ও অধীত-বিদ্য হইয়া অস্ত্রকে পুনরায় চতুষ্পদ করিয়াছেন, সেই গন্ধর্ব্ব-পুত্রতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামাকে কুশল জিজ্ঞাসা কর। হে সঞ্জয়! আত্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ মহারথ কৃপাচার্য্যের বাস-ভবনে গমন করিয়া তুমি পুনঃ পুনঃ আমার নাম কীর্ত্তন করত হস্ত-দ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শ কর। যাহাতে শৌর্য্য, দয়া, তপস্যা, প্রজ্ঞা, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সত্ত্ব ও সহিষ্ণুতা নিত্য প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে, সেই কুরুসত্তম ভীষ্ম-দেবের চরণযুগল গ্রহণ করিয়া আমার কথা বিজ্ঞাপন কর। হে সঞ্জয়! যিনি কুরুবংশের প্রণেতা বহুল-শাস্ত্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও মনীষী; সেই প্রজ্ঞাচক্ষু বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমার স্বাস্থ্য সংবাদ কহ। হে তাত! এই অখণ্ড ভূমণ্ডলকে যে প্রসারিত করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সেই মন্দমতি, মূর্খ শঠ ও পাপশীল দুর্য্যোধনকে কুশল জিজ্ঞাসা কর। তাহার ন্যায় চিরদুশ্চরিত্র তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্দবুদ্ধি, মহাধনুর্দ্ধারী, কুরুগণ মধ্যে শূরতম দুঃশাসনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। হে সঞ্জয়! ভারতগণের নিত্য-শান্তিকামনা ভিন্ন যাঁহার অন্য অভিলাষ নাই, সেই মনীষা সম্পন্ন সাধুশীল বাহ্লিকরাজকে তুমি অভিবাদন করিবে। যিনি বহুতর শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত ও বিজ্ঞানবান্ কোনমতেই নিষ্ঠুর নহেন, প্রত্যুত স্নেহ-প্রযুক্ত সর্ব্বদাই অমর্ষ সহ্য করিয়া থাকেন, আমার অভিমত সেই সোমদত্তকে পূজা করিবে। তাঁহার পুত্র ভূরিশ্রবা, যিনি কুরুগণমধ্যে পূজ্যতম, আমাদিগের ভ্রাতৃতুল্য ও সখা, মহাধনুর্দ্ধারী, উত্তম রথী এবং অমাত্যগণের সহিত উপযুক্ত পাত্র, তাঁহারও কুশল জিজ্ঞাসা কর। হে সূত! কুরুগণমধ্যে আর আর যে সকল প্রধান পুরুষ আছেন এবং যে সমস্ত যুবকগণ আমাদিগের পুত্র পৌত্র অথবা ভ্রাতা, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাকে যেরূপ বলা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহাই বলিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা কর। অপিচ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন, বশাতি শাল্বক কেকয় অম্বষ্ঠ আবন্ত্য ত্রিগর্ত্ত প্রাচ্য উদীচ্য দাক্ষিণাত্য প্রতীচ্য পার্ব্বতীয়প্রভৃতি যে কোন অনৃশংস সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন প্রধান প্রধান শূরবীর রাজন্যগণকে সমানয়ন করিয়াছে, তাঁহাদিগের সকলকেই কুশল জিজ্ঞাসা কর। গজারোহী অশ্বাবার, রথী ও পদাতিগণের মধ্যে মাননীয় প্রধান প্রধান সেনানিচয়, সৈন্যাধ্যক্ষ-সকল, অর্থে নিযুক্ত অমাত্যগণ, দৌবারিকবর্গ, যাহারা প্রত্যহ আয় ব্যয় গণনা করে এবং যাঁহারা গুরুতর কার্য্য চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, সকলকেই আমার কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা কর।

হে তাত! যুদ্ধ বিষয়ে যাহার কদাচ অভিরুচি নাই, সেই শ্রেষ্ঠ করি, অর্থ-বিষয়ে অমূঢ়, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপপন্ন, মহাপ্রাজ্ঞ, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে কুশল জিজ্ঞাসা কর। যিনি মায়াময়ী দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, ক্রীড়াসময়ে যাহার প্রয়োজিত গূঢ় ছলসকল কোন ব্যক্তিই প্রকাশ করিতে পারে না এবং দ্যূতযুদ্ধে কোন যোদ্ধাই যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয় না, সেই অক্ষপ্রিয়, উত্তম ক্রীড়াকারী চিত্রসেনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। হে সূত! পর্ব্বত-প্রধান-দেশবাসী গান্ধাররাজ শকুনি, যিনি মায়াপ্রয়োগে অদ্বিতীয় অক্ষদেবী দুর্য্যোধনের মানবর্দ্ধনকারী, সেই মিথ্যাবুদ্ধি প্রবঞ্চকেরও কুশল জিজ্ঞাসা কর। যে বীর পুরুষ দুরাধর্ষ পাণ্ডবদিগকে একরথে পরাজিত করিতে উৎসাহী হন, যিনি মোহশীল ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের মোহউৎপাদনে অদ্বিতীয়, সেই কর্ণেরও কুশল জিজ্ঞাসা কর। যিনিই একাকী আমাদিগের ভক্ত, গুরু, ভর্ত্তা, পিতা, মাতা, সুহৃদ্ ও মন্ত্রী, সেই দীর্ঘদর্শী অগাধবুদ্ধি বিদুরকে কুশল জিজ্ঞাসা কর।

হে সঞ্জয়! তথায় গুণশালীনী যে সমস্ত বৃদ্ধা বনিতা আছেন, তাঁহারা আমাদিগের মাতা বলিয়া পরিজ্ঞাতা হন; তুমি একত্র সমবেত সেই সমুদয় প্রাচীন মহিলাগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বল, "আপনাদিগের পুত্রপৌত্র সকল ভাল আছেন ত? জীবিকানির্ব্বাহের ত কোন ব্যতি-

ক্রম হয় নাই? হে সঞ্জয়! তাহা অনিষ্ঠুর-ভাবে ও স্বচ্ছন্দরূপে চলিতেছে ত?" হে সঞ্জয়! প্রথমত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ, "অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির সপুত্রে ভাল আছেন" এই কথা কহ। হে তাত! যাহাদিগকে আমাদের ভার্য্যাপর্য্যায়ে পরিগণিতা বলিয়া জান, তাহাদের সকলকেই এই বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা কর, "তোমরা সুরক্ষিতা, অপ্রমত্ত অনিন্দনীয়া ও যশস্বিনী থাকিয়া গৃহে বাস করিতেছ ত? হে কল্যাণীগণ! তোমাদের শ্বশুরগণের প্রতি তোমরা অনিষ্ঠুররূপে শুভ-ব্যবহার করিতেছ ত? তোমাদিগের স্বামিগণও যাহাতে অনুকূল হন, তোমরা আপনাদিগের সেইরূপ ব্যবহার স্থাপন কর।" হে সঞ্জয়! তত্রত্য যে সমস্ত অঙ্গনাগণকে আমাদিগের স্নুষা বলিয়া জান, যাঁহারা সৎকুল হইতে সমাগতা, গুণোপপন্না ও সন্তানবতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটেও গমন করিয়া বল যে, যুধিষ্ঠির প্রসন্ন-চিত্তে তোমাদিগকে কুশল সম্ভাষণ করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! কন্যাগণের ভবনে গমন করিয়া আমার বাক্যে তাহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক আলিঙ্গন কর, পরে এই কথা বল; "তোমাদিগের স্বামিগণ কল্যাণযুক্ত ও অনুকূল হউন এবং তোমরাও তাঁহাদিগের অনুকূলা হও।" হে তাত! যাহাদিগের দর্শন ও বাক্য উভয়ই লঘু, সেই অলঙ্কৃতা, সুবেশা, সৌরভবতী, অবীভৎসা অর্থাৎ মনোজ্ঞরূপ ধারিণী, সুখিনী ও ভোগবতী বারবিলাসিনীদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিও। হে সঞ্জয়! কুরুদিগের যে সকল দাসীপুত্র, দাস ও কুব্জ খঞ্জ-প্রভৃতি বহুতর আশ্রিত ব্যক্তি আছে, তাহাদিগের সকলকেই অগ্রে আমার কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ অনাময় জিজ্ঞাসা কর। দয়াশীল ধৃতরাষ্ট্র অঙ্গহীন, দীন ও বামন-প্রভৃতি যে সমস্ত নিরুপায় লোকদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের পুরাতন বৃত্তির কিছু অন্যথা হয় নাই ত? দুর্য্যোধন তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অন্নপান প্রদান করেন ত? তথায় অন্ধ, বৃদ্ধ ও যাচক-প্রভৃতি যে সকল বহু সংখ্যক লোক আছে, তাহাদিগকে তুমি আমার কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বল, "তোমরা কুৎসিত জীবনোপায়-নিমিত্ত যে দুঃখ পাইতেছ, তাহাতে ভয় করিও না, পরলোকে নিশ্চয়ই পাপ করিয়াছ, সেই জন্যই কষ্ট পাইতেছ, আমি শত্রুগণের নিগ্রহ-পূর্ব্বক যখন সুহৃদ্বর্গকে অনুগৃহীত করিব, তখন তোমাদিগকে অন্নবস্ত্র-দ্বারা ভরণপোষণ করিব।" হে সঞ্জয়! ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে আমার বার্ষিকাদি বৃত্তি প্রদান করা আছে; যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা কি পরে থাকিবে না! আমি সেই ব্রাহ্মণগণকে সেইরূপ বৃত্তিযুক্তই দেখিতেছি; আমার তাদৃশী সিদ্ধিই তুমি সেই নরপতি দুর্য্যোধনকে শ্রবণ করাইবে। হে তাত! যে সকল অনাথ দুর্ব্বল লোক চিরকাল কেবল শরীরপোষণেই যত্নপরায়ণ হইতেছে, সেই মূঢ় কৃপণদিগকেও তুমি আমার বাক্যে সর্ব্বথা কুশল জিজ্ঞাসা করিও। অপিচ যাহারা নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদিগকে এবং সমুদায় মান্য-লোকদিগকে দর্শনপূর্ব্বক কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদিক্‌ হইতে আগত ও অভ্যাগত যে সমস্ত রাজা ও দূতগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেও প্রথমত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ আমার কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিবে। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন যাদৃশ যোধগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে তাদৃশ যোদ্ধৃকুল আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; কিন্তু ধর্ম্ম নিত্যকাল স্থায়ী; আমার পক্ষে সেই ধর্ম্মই শত্রুসংহার নিমিত্ত মহাবল সম্পন্নসহায় আছেন। হে সূত! তুমি দুর্য্যোধনকে আমার এই কথাটি শ্রবণ করাইও যে, "হে ভারতমুখ্য! তোমার হৃদয়স্থিত যে দুরভিলাষ তোমার অন্তরাত্মাকে নিরন্তর ক্লেশ দিতেছি, আমি সেই অভিলাষকেই কুরুকুলের বিষম শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করি; ঈদৃশ দুরাভিলাষের কোন যুক্তিই নাই, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। হে বীর! তুমি কদাচ এরূপ মনে করিও না যে, যাহাতে তোমার প্রিয় হইবে, আমরা তাহারই বিধান করিব; তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি, হয় আমার ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রদান কর, না হয় যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও।"

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, বালকই হউক বা বৃদ্ধই হউক, অবলই হউক অথবা সবলই হউক, বিধাতা সকলকেই বশবর্ত্তী করেন। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর অবোধ ব্যক্তিকেও পাণ্ডিত্য প্রদান করেন এবং পণ্ডিতকেও দুর্ব্বুদ্ধি দিয়া থাকেন; উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই তিনি সকলকে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রদান করেন। তথাপি দুর্য্যোধন আমাদিগের বলজিজ্ঞাসু হইলে তুমি এইরূপ যথার্থ কথাই বলিবে যে, তদীয় সৈন্যগণ পরস্পর কর্ত্তব্য কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত রহিয়াছে। হে গবল্গণ-তনয় সঞ্জয়! তুমি কুরুমণ্ডলে গমন করিয়া প্রথমত মহাবল ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা কর, পশ্চাৎ তিনি কুরুগণে পরিবৃত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে এই কথা বল যে, "হে রাজন্! আপনার বীর্য্যপ্রভাবেই পাণ্ডবেরা সুখে জীবিত রহিয়াছে। হে অরিন্দম! তাহারা বালক হইয়াও কেবল আপনার প্রসাদে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব অগ্রে তাহাদিগকে রাজ্যপদে স্থাপিত করিয়া এক্ষণে বিনষ্ট হইবার উপক্রমে উপেক্ষা করিবেন না; দেখুন, এই সমুদয় পৃথিবী রাজ্য এক ব্যক্তির কখন পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না; অতএব হে তাত! আমরা একত্র মিলিত হইয়াই পরমসুখে জীবন যাপন করিব; পৃথক্‌ পৃথক্‌ থাকিয়া অনর্থক শত্রুদিগের বশবর্ত্তী হইবেন না।

হে সঞ্জয়! আমার নাম কীর্ত্তন করত ভারতগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে মস্তকদ্বারা অভিবাদন করিয়া এই কথা বলিবে, "হে পিতামহ! আপনি নিমগ্ন-প্রায় শান্তনুবংশের উদ্ধার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার পৌত্রেরা যাহাতে পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া জীবিত থাকে, স্বমত প্রকাশ দ্বারা সেই কার্য্যটি সমাধান করুন।" কুরুগণের মন্ত্রধারী বিদুরকেও ঐরূপ কহিবে যে, "হে সৌম্য! আপনি যুধিষ্ঠিরের হিতকামী হইয়া যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সর্ব্বদা সেইপ্রকার সম্ভাষণ করিবেন।" অনন্তর কুরুগণ মধ্যে সমাসীন অমর্ষণ রাজনন্দন দুর্য্যোধনকে পুনঃপুনঃ অনুনয় করিয়া বলিবে, তুমি যে সভামধ্যগতা অসহায়া নিরপরাধা কৃষ্ণারে উপেক্ষা করিয়াছিলে,

কেবল কুরুকুলের সংহার করিতে না হয়, এই মনে করিয়াই আমরা সেই দুঃখ সহ্য করিয়াছি। অপিচ নিরতিশয় বলবন্ত হইয়াও পাণ্ডবেরা পূর্ব্বাপর যে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তৎসমুদায়, যাবতীয় কৌরবগণেরই বিদিত আছে। হে সৌম্য! তুমি যে অজিন পরিধান করাইয়া আমাদিগকে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, আমরা তাহাও সহ্য করিয়াছি এবং তোমার অনুমতি ক্রমে দুঃশাসন কুন্তীকে অতিক্রম করিয়া দ্রৌপদীর যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও উপেক্ষা করিয়াছি; কুরুবংশের ধ্বংস না হয় মনে করিয়া আমাদিগকে সকলই সহিতে হইয়াছে; অতএব হে পরন্তপ! এক্ষণে যাহাতে স্বকীয় ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হই, তাহাই কর;—লোভপ্রবৃদ্ধ বুদ্ধিকে পরদ্রব্য হইতে নিবর্ত্তিত কর। হে নরর্ষভ! এরূপ করিলে শান্তি স্থাপন ও পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধন হইবে। হে রাজন্! আমরা সন্ধিবন্ধনে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি; অতএব যদ্যপি আমাদিগের সম্পূর্ণ অংশ প্রদান করিতে অসম্মত হও, অন্তত রাজ্যের কিয়দংশও প্রদান কর। কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও আর কোন একখানি গ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম দিলেই সমুদয় বিবাদের শেষ হইয়া যায়; অতএব হে সুযোধন! পঞ্চ ভ্রাতাকে এই পঞ্চ গ্রাম মাত্র প্রদান কর! হে মহাপ্রাজ্ঞ! জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদিগের শান্তি স্থাপন হউক; ভ্রাতা ভ্রাতার অনুবর্ত্তন করুন; পিতা পুত্রের সহিত মিলন করুন; এবং পাঞ্চালগণ সহাস্য-বদনে কৌরবদিগের সহিত মিলিত হউন। হে ভরতর্ষভ! কুরু-পাঞ্চালদিগকে অক্ষত দেখি, ইহাই আমার কামনা; অতএব হে তাত! আইস সকলে সুমনা হইয়া শান্তি-সংস্থাপন করি!”

হে সঞ্জয়! আমি শান্তি স্থাপন ও যুদ্ধ করণ, উভয় পক্ষেই সমর্থ; ধর্ম্মার্জ্জনে যেরূপ উদ্যুক্ত, অর্থোপার্জ্জনেও সেইরূপ প্রস্তুত আছি; আমি মৃদুভাব ধারণেও সম্মত আছি এবং কঠোরতা প্রকাশেও প্রস্তুত রহিয়াছি।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বহিলেন, সঞ্জয় মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত শাসন সম্পাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাক্রমে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং শীঘ্রই তথায় উপনীত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অন্তঃপুর সমীপে আসিয়া দৌবারিককে কহিলেন, “দৌবারিক! তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে বল, ‘পাণ্ডবগণের নিকট হইতে সঞ্জয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।’ শীঘ্র যাও আর বিলম্ব করিও না। হে দ্বাঃস্থ! যদি তিনি জাগরিত থাকেন, তবেই তুমি বলিবে; আমি মহারাজের বিদিত হইয়া প্রবেশ করি; যেহেতু আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিবেদন করিতে আছে।” সঞ্জয়ের এই কথা শুনিয়া দৌবারিক নরপতিকে নমস্কার-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার দর্শনেচ্ছায় সঞ্জয় আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত; তিনি পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে দূত হইয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে কি করিবেন আজ্ঞা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়কে বল আমি সুখী ও অরোগী আছি; তাঁহাকে প্রবেশ করাও, তাঁহার শোভন আগমন হউক। তাঁহার সম্বন্ধে আমি কখনই অকল্য, অর্থাৎ অনবসরপ্রদ নহি, যখন ইচ্ছা হয়, তিনি তখনি আমার নিকটে আসিতে পারেন, অতএব অনিয়তকাল-দ্রষ্টব্য হইয়াও তিনি কি নিমিত্ত আমার দ্বারদেশে নিরুদ্ধ রহিয়াছেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সূতপুত্র সঞ্জয় বিচিত্রবীর্য্যাঙ্গজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে প্রাজ্ঞ শূর ও আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত বিশাল রাজভবনে প্রবেশিয়া সিংহাসন-সমাসীন মহীপালের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে আগত হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে নরেশ্বর! পাণ্ডুনন্দন মনস্বী যুধিষ্ঠির আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেবল আপনাকে কেন, তিনি প্রীত হইয়া আপনার পুত্রগণকেও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে রাজন্! আপনি, পুত্র পৌত্র, সুহৃদ্ ও মন্ত্রিবর্গ এবং যে সমস্ত লোক আপনার উপজীবী, সকলেরই সহিত সুখী আছেন কি না, তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সুখে অভিনন্দিত করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই কৌরবরাজ যুধিষ্ঠির সহোদর, পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত কুশলে আছেন ত? সঞ্জয় কহিলেন, যুধিষ্ঠির অমাত্যপ্রভৃতিগণের সহিত কুশলী আছেন; অগ্রে আপনার যেরূপ মন হইয়াছিল, তিনি তাহাও লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহারাজ! সচ্চরিত্রের কথা কি কহিব, যাহাতে বিশুদ্ধধর্ম্মার্থের সঞ্চয় হয়, তাহাই তাঁহার কামনা; তিনি মনস্বী, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী ও শীলবান্; অহিংসা ও দয়াই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম; ধনসঞ্চয় অপেক্ষা তিনি ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মার্থবিহীন সুখপ্রিয়ের কদাপি অনুরোধ করে না। হে রাজন্! সূত্র গ্রথিতা কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা যেমন সূত্রধারকর্ত্তৃক-পরিচালিতা হইয়া হস্তপাদাদি সঞ্চালন করে, সেইরূপ দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই মনুষ্য ইহলোকে ব্যাপারবিশিষ্ট হয়; যুধিষ্ঠিরের এই নিয়ম দেখিয়া আমি পৌরুষ কর্ম্ম অপেক্ষা দৈবকর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেছি এবং আপনার এই উত্তরকালে অশুভময়, অবর্ণনীয় ঘোরতর কর্ম্মদোষ দেখিয়া ইহাও মনে করিতেছি যে, ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করেন সেই পর্য্যন্তই মনুষ্য অতিমাত্র প্রশংসা-ভাজন হইয়া থাকে। সর্প যেমন ধারণের অযোগ্য জীর্ণ কঞ্চুক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ধীরবর অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির পাপ পরিহারপূর্ব্বক আপনার উপরে নিক্ষিপ্ত করিয়া অকৃত্রিম উদারচরিত্রেই বিরাজমান হইতেছেন। হে রাজন্! আপনি আপনার কর্ম্ম একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা ধর্ম্মার্থ-সম্বলিত আর্য্যবৃত্ত হইতে বিবর্জ্জিত। হে রাজন্! ঈদৃশ দুষ্টকর্ম্মদ্বারা আপনি ইহলোকেও নিন্দাভাজন হইয়াছেন এবং পরলোকেও নিরয়ভাগী হইবেন। পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি যে, পাণ্ডবদিগকে বঞ্চিত করত সংশয়াস্পদ রাজ্যপদ একাকী ভোগ করিবার আশংসা করিতেছেন, আপনার এই সুমহান্ অধর্ম্ম শব্দটি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এ কর্ম্ম কোনপ্রকারেই আপনার উপযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, দুষ্কুলজাত, নৃশংস, দীর্ঘবৈর, যুদ্ধবিদ্যায় অধীর, হীনবীর্য্য ও অশিষ্ট হয়, সে অবশ্যই আপদের আশ্রয় হইয়া থাকে; কিন্তু যে মতিমান্ মানব

সংকুল-সম্ভূত, বলবান্, যশস্বী, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সুখজীবী ও জিতেন্দ্রিয় হন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিভাগ করিয়া ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর তাদৃশ ভাগ্যের অধীন হইতে হয় না; তিনি আপদের হস্ত হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র থাকেন। স্বয়ং বুদ্ধিজীবী অনুত্তম মন্ত্রিধারী আপদ্‌কালে যথান্যায়ে ধর্ম্মার্থের প্রয়োগ-কারী সর্ব্বপ্রকার সুমন্ত্রণা-সম্পন্ন উক্তরূপ অমূঢ় ব্যক্তি কি প্রকারে নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে পারে? কিন্তু মন্ত্রণাভিজ্ঞ এই যে মহাপুরুষেরা একত্র সমবেত হইয়া আপনার কর্ম্মে নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, সর্ব্বথা নিষ্ঠুর কর্ম্ম করাই ইহাঁদিগের স্থিরনিশ্চয়; ইহাঁদিগের নিয়মানুসারেই কুরুক্ষয় উৎপন্ন হইল। যুধিষ্ঠির যদি আপনার উপরে পাপ বিসর্জ্জন করিয়া পাপের প্রতিক্রিয়া-নিমিত্ত পাপ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে কৌরবেরা কোন্ কালে কালগ্রাসে পতিত হইত, অথচ আপনার এই নিন্দাও লোকমধ্যে প্রচারিত হইত। অর্জ্জুন স্বর্গদর্শনার্থে গমন করিয়া ইন্দ্রাদি-লোকপালগণকে যে অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরদিগেরই অনুগ্রহ ভিন্ন তাহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? যদি তিনি দেবগণের তাদৃশ সম্মত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিকটে অন্যের পুরুষকার যে কোন কার্য্যকারক নহে, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। কর্ম্মনিবন্ধন এই সমস্ত গুণ ও বর্ত্তমান অনিত্য সুখ-দুঃখাদি ভাবাভাব পর্য্যালোচন করিয়াও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পার প্রাপ্ত না হইয়া আপনি যে কালকবলের বশীভূত হইতেছেন, একমাত্র কাল ব্যতিরেকে তাহাতে আর কোন কারণই আমার উপলব্ধ হয় না। দেখুন জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা, এই কয়েকটি জ্ঞানের আয়তন-স্বরূপ হইয়াছে; তৃষ্ণা ক্ষয়ের, অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বিষয়ভোগের অবসানে তৎসমুদায় আপনা হইতেই চরিতার্থ হইয়া থাকে; সুতরাং জীব ব্যথা-শূন্য ও দুঃখহীন হইয়া সে সকলকে প্রকৃষ্টরূপে পরিচালিত করিতে পারে; পরন্তু পুরুষের কর্ম্ম যে চিরকাল যথা-রীতিক্রমে সুপ্রযুক্ত থাকিতে পারে আমার এরূপ প্রতীতি হয় না; কেন না মাতা পিতার কর্ম্মফলে সন্তান উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া বিধিবৎ ভোজন-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তৎকালে প্রিয়াপ্রিয়, সুখদুঃখ নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমস্ত তাহারে নিশ্চয়ই আশ্রয় করে; তাহার অপরাধ দেখিলে লোকে নিন্দা করে, আবার তাহাকে সচ্চরিত্র হইতে দেখিলে প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! আপনিও ভারতগণের বিরোধের হেতু হওয়ায় কর্ম্মদোষে আমার নিন্দাভাজন হইতেছেন; এই বিরোধ প্রজাকুলের নিঃসন্দেহ অন্তকর হইবে; যদিও সমস্ত প্রজাবর্গের না হয়, তথাপি হুতাসন যেমন শুষ্ক তৃণ-রাশি দহন করে, সেইরূপ আপনার অপরাধ-নিবন্ধন এই কর্ম্মটি অন্তত কুরুবংশের ধ্বংসবিধান করিবে। হে নরেন্দ্র! সর্ব্বলোক মধ্যে একাকী আপনিই কামচারী কুপুত্রের বশীভূত হইয়াছেন, আপনার ন্যায় কোনব্যক্তিই আর কোনকালে এরূপ হয় নাই। পুত্রের বশবর্ত্তীও শ্লাঘাপর হইয়া আপনি যে পাশক্রীড়া-সময়ে শান্তি অবলম্বন করেন না, এক্ষণে তাহার বিপাক দর্শন করুন। হে কৌরবেন্দ্র! আপনি অনাপ্তগণের সংগ্রহ ও আপ্তবর্গের নিগ্রহ হেতু ভূসম্পত্তির বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত এই অনন্তা-মেদিনীকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবেন না। হে নৃসিংহ! আমি রথবেগে বিক্ষোভিত হওয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব অনুমতি প্রাপ্ত হইলে এক্ষণে শয়নে গমন করি; কল্য প্রাতঃকালে কৌরবেরা সভায় সমবেত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের সন্দেশবাক্য শ্রবণ করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি অনুজ্ঞাত হইলে; আবাসে গমন করিয়া সুখে শয়ন কর; প্রাতঃকালেই কৌরবেরা সভায় সমবেত হইয়া অজাতশত্রুর যথাবৎ সন্দেশবাক্য শ্রবণ করিবেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

## প্রজাগর প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দৌবারিককে আজ্ঞা করিলেন, আমি বিদুরকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, অবিলম্বে তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন কর।

দ্বারী অন্ধরাজ-কর্ত্তৃক দূত-স্বরূপে প্রেরিত হইয়া বিদুরকে কহিল, "মহাপ্রাজ্ঞ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।" এইরূপ উক্ত হইয়া বিদুর রাজ-সদনে গমন পূর্ব্বক দ্বাঃস্থকে কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আমার আগমনের সংবাদ দাও। ইহা শুনিয়া দ্বারপাল ভূপালকে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার আজ্ঞাক্রমে বিদুর সমাগত হইয়া আপনার পাদদ্বয় দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন, এক্ষণে কি করিবেন আমারে আজ্ঞা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ দীর্ঘদর্শী বিদুরকে প্রবেশ করাও; এই বিদুরের দর্শনে আমি কখনই অসমর্থ বা অসুস্থ নহি। নরপতির অনুমতিক্রমে দ্বারী বিদুরকে কহিল হে মহামতে! ধীমন্মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন; কেন না মহারাজ আমাকে বলিলেন, আপনার দর্শনে তিনি কোন সময়েই অসমর্থ নহেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রসদনে প্রবেশিয়া চিন্তানিমগ্ন নরপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি বিদুর, আপনার আজ্ঞানুসারে সমাগত হইলাম; যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে আজ্ঞা করুন, আমি এই উপস্থিত আছি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! সঞ্জয় আসিয়াছে, আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া এই গমন করিলেন; কল্য সভামধ্যে তিনি যুধিষ্ঠিরের সন্দেশবাক্য কহিবেন। কুরুবীর যুধিষ্ঠির কি বলিয়া দিয়াছেন অদ্য যে তাহা জানিতে পারিলাম না, তাহাতেই আমার গাত্রদাহ হইতেছে এবং তাহাতেই আমায় এইরূপ বিনিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। অতএব হে তাত! এই নিদ্রাশূন্য দহ্যমান ব্যক্তির পক্ষে যদি কিছু শ্রেয় দেখিতে পাও, বল; যেহেতু তুমিই আমাদিগের ধর্ম্মার্থ নির্দ্দেশে সুনিপুণ। যে অবধি সঞ্জয় পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে আসিয়াছেন, সেই অবধি আমার মনের আর যথাবৎ শান্তি হইতেছে না; কল্য তিনি কি বলিবেন, এই চিন্তাই অদ্য বলবতী হওয়ায় আমার সকল ইন্দ্রিয়ই অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

বিদুর কহিলেন, বলবৎ-কর্ত্তৃক অভিযুক্ত সাধনহীন দুর্ব্বল ব্যক্তি, হৃতসর্ব্বস্ব, কামী ও চোর, এই সকল লোককে প্রজাগণ আশ্রয় করিয়া থাকে; হে নরেন্দ্র! আপনি এই সমস্ত মহাদোষের মধ্যে কোন দোষে লিপ্ত হন নাই ত? পরধনে

লোভ করিয়া পরিতাপান্বিত হইতেছেন না ত? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি তোমার ধর্ম্মানুগত নিরতিশয় কল্যাণ-সাধন অনুত্তম বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যেহেতু এই রাজর্ষিবংশে তুমিই একমাত্র প্রাজ্ঞগণের সম্মত। বিদুর কহিলেন, প্রশংসনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, নিন্দিত কর্ম্মের সেবা না করেন এবং অনাস্তিক ও শ্রদ্ধালু হন, ইহাই পণ্ডিতের লক্ষণ। হে ধৃতরাষ্ট্র! এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্যরাজ্যের অধিপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র; পরন্তু আপনি ইহার বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত, বিশেষত অন্ধত্ব-প্রযুক্ত রাজ্যাংশ লাভের অযোগ্য হইয়াও আজ্ঞাধীন সেই যুধিষ্ঠিরকে প্রবাসে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রজ্ঞাদ্বারা ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ এবং প্রতিভা-দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আপনার গৌরব সমালোচন করিয়া স্বাভাবিক অনিষ্ঠুরতা দয়া ধর্ম্ম ও সত্যবল হেতু বহুক্লেশ সহ্য করিতেছেন। হে নরেন্দ্র! আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের হস্তে ঐশ্বর্য্য বিন্যস্ত করিয়া কি বলিয়া মঙ্গলকামনা করিতেছেন? আত্মজ্ঞানের সমুদ্যোগ, তিতিক্ষা ও ধর্ম্মে নিত্য অভিরতি, এই সকলের সাহচর্য্যে যে পুরুষ অর্থদ্বারা অপকর্ষিত না হন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, অবিনয় ও আত্মাভিমান যাঁহাকে অর্থ হইতে আকৃষ্ট করিতে না পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যাঁহার ভাবী কর্ম্ম, মন্ত্রণা বা মন্ত্রিত বিষয় অপর লোকে জানিতে না পারে, কেবল অনুষ্ঠিত হইলেই জানিতে পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। শীত, উষ্ণ, ভয়, আসক্তি সমৃদ্ধি কি অসমৃদ্ধি, কিছুতেই যাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে না পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যাঁহার বহুবিষয় ব্যাপিনী বুদ্ধি ধর্ম্ম ও অর্থের অনুবর্ত্তন করে; যিনি ঐহিক কাম হইতে উভয়লোক-শুভাবহ অর্থ প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। মার্জ্জিত-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন এবং শক্তি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোন বস্তুকেই তাঁহারা অবজ্ঞা করেন না। শীঘ্রই বুঝিতে পারেন অথচ বহুক্ষণ শ্রবণ করেন; বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল কাম-প্রযুক্ত অর্থের অনুবর্ত্তী না হন এবং জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরের কার্য্যে বাক্যব্যয় না করেন, ইহাই পণ্ডিতের প্রথম লক্ষণ। বিশুদ্ধবুদ্ধি পণ্ডিতগণ অপ্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ করেন না, বিনষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিতে ইচ্ছা করেন না এবং আপদ্-কালেও বিমুগ্ধ হন না। যিনি নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের আরম্ভ করেন এবং আরম্ভ করিয়া মধ্যে স্থগিত না হন, যাঁহার সময় কখন নিরর্থক ব্যয়িত হয় না, যিনি বশ্যাত্মা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিতেরা শিষ্টসমুচিত মহৎকর্ম্মে অনুরক্ত হন এবং ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের পক্ষে যাহা হিতজনক বোধ হয়, কদাচ তাহার প্রতি দোষারোপ করেন না। যিনি আপনার সম্মানে হর্ষযুক্ত ও অবমানে পরিতপ্ত না হইয়া গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অক্ষোভ্য ও অবিচলিত থাকেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যে মানব সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মের যোগজ্ঞ ও মনুষ্যগণের উপায়াভিজ্ঞ হন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যিনি প্রবৃত্তবাক্ হন, অর্থাৎ বক্তৃতা করিবার সময়ে যাঁহার বাক্য কুণ্ঠিত না হয়, যিনি লোক-সম্বন্ধীয় বহুতর বিচিত্র কথার প্রসঙ্গ করিতে পারেন, বিতর্ক ও প্রতিভা-বিশিষ্ট হন এবং শীঘ্র শীঘ্র গ্রন্থের অর্থ বলিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। শাস্ত্র যাহার বুদ্ধির অনুগামী হয় এবং যাঁহার বুদ্ধিও শাস্ত্রের অনুগামিনী হইয়া থাকে, যিনি মহানুভব আর্য্যগণের মর্য্যাদাভঙ্গ না করেন, তিনিই পণ্ডিতনাম প্রাপ্ত হইতে পারেন। আর যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য অথচ আপনাকে পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব্বিত হয়, দরিদ্র অথচ উদারচিত্ত হইতে চায় এবং অপকর্ম্ম-দ্বারা অর্থলাভের ইচ্ছা করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ় বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আপনার অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পরার্থের অনুষ্ঠান করিতে যায় এবং মিত্রের প্রয়োজনে মিথ্যাচার করে তাহাকেই মূঢ় বলা যায়। যে ব্যক্তি কামনার অযোগ্য-বিষয়ের কামনা করে, বাস্তবিক কাম্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং বল সম্পন্ন লোকের দ্বেষ করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন। যে নর শত্রুকে মিত্রজ্ঞান করে, মিত্রের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে এবং সর্ব্বদা দোষাশ্রিত কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন। হে ভরতর্ষভ! যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমস্ত প্রচারিত করে, সকল বিষয়েই সংশয়যুক্ত হয়, আর অল্পকালসাধ্য ব্যাপারে বহুসময় ব্যয় করে, সেই মূঢ়। যে মানব পিতৃলোকদিগকে শ্রাদ্ধপ্রদান ও দেবগণের আরাধনা না করে এবং সুহৃদয় মিত্রলাভে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন। যে নরাধম বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে, জিজ্ঞাসিত না হইয়াও বহু সম্ভাষণ করে এবং অবিশ্বস্ত লোককে বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেই মূঢ়চেতা। যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন দোষে লিপ্ত থাকিয়াও অন্যের প্রতি সেই দোষ আরোপ করিয়া নিন্দা করে এবং কিছুমাত্র ক্ষমতাশালী না হইয়াও ক্রোধ প্রকাশ করে, তাহার পর মূঢ় আর দুইটি নাই। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থবিবর্জ্জিত স্বকীয় বল না জানিয়া বিনা কর্ম্মে অলভ্য বস্তু লাভের ইচ্ছা করে, তাহাকেই মূঢ় বলা যায়। হে রাজন্! যে ব্যক্তি অলস লোককে শাসন করে, ধন-বিদ্যা-বিহীন দরিদ্রের উপাসনা করে এবং ক্ষুদ্রাশয় কৃপণের ভজনা করিয়া থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন। যে মানব প্রভূত অর্থ, বিদ্যা বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধত ও গর্ব্বিত হইয়া না বেড়ান, তাঁহাকেই পণ্ডিত যায়। সম্পত্তিশালী হইয়া যে ব্যক্তি পোষ্য-বর্গকে করিয়া না দিয়া একাকী উত্তম অশন ও শোভন বসন পরিধান করে, তাহার অপেক্ষা অধিক নৃশংস আর কে হইতে পারে?

একজন পাপকর্ম্ম করে, অনেকে তাহার ফলভোগী হয়; কিন্তু যাহারা ভোগ করে তাহারা নিষ্কৃতি পায়; যে করে তাহাকেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি বাণ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা একজন নিহত হইতে পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা রাজা সমবেত রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়াযায়। হে রাজন্! একমাত্র বুদ্ধিদ্বারা কার্য্য, ও অকার্য্য এই দুইটি সম্যক্রূপে অবধারণ করিয়া, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই উপায়চতুষ্টয়-দ্বারা শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, এই তিনকে বশীভূত করুন; এবং

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি জয় করিয়া, অমাত্য সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল, এই ছয়টি বিশেষরূপে জানিয়া আর স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, পান, কটুবাক্য কঠোর-দণ্ড ও অর্থদূষণ এই সাতটি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হউন। বিষরস একজনকে বিনষ্ট করে এবং শস্ত্র-দ্বারাও একজন নিহত হয়, কিন্তু মন্ত্রের যে বিপ্লব, অর্থাৎ ইতস্তত প্রচার, তাহা রাষ্ট্র ও প্রজাসমেত রাজাকে উচ্ছিন্ন করে। একাকী কোন সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিবে না; একাকী অর্থচিন্তা করিবে না; পথি-মধ্যে একাকী গমন করিবে না; এবং বহুজন নিদ্রিত থাকিলে তন্মধ্যে একাকী জাগরিত থাকিবে না। হে রাজন্! আপনি যাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, পারাবারের তরণীর ন্যায় স্বর্গের সোপানভূত সেই সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম একমাত্র, দ্বিতীয় রহিত। ক্ষমবান্ মানব ক্ষমা প্রদর্শন করিলে লোকে তাঁহাকে যে অশক্ত মনে করে, ক্ষমাশীলব্যক্তিদিগের এই এক-মাত্র দোষ দৃষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য দোষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার সে দোষও মন্তব্য নহে; কেননা ক্ষমাই পরম বল। ক্ষমাহীন ব্যক্তি অপর লোককে এবং আপনাকেও অশেষ দোষে নিয়োজিত করে। একমাত্র ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ; একমাত্র ক্ষমাই উত্তমা শান্তি; একমাত্র বিদ্যাই পরমা তৃপ্তি; একমাত্র অহিংসাই সর্ব্বসুখের আকর। সর্প যেমন গর্ত্তস্থিত মূষিকাদি গ্রাস করে, সেইরূপ অযোদ্ধা রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ, এই দুইজনকে পৃথিবী গ্রাস করিয়া রাখে, অর্থাৎ তাদৃশ ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণের কিছুমাত্র খ্যাতি-প্রতিপত্তি-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কাহাকেও কোন কটুবাক্য না বলা এবং অসৎ লোকের সমাদর না করা, এই দুইটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য ইহলোকে বিরাজিত ও স্পৃহণীয় হন। হে পুরুষব্যাঘ্র! প্রার্থিতের প্রার্থনাকারিণী স্ত্রী, আর প্রশংসিতের প্রশংসাকারী পুরুষ, এই দুই লোকশ্রেণীবিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল পরের প্রত্যয়েই কার্য্য করিয়া থাকে। নির্ধন হইয়া যে ব্যক্তি ভোগসুখের কামনা করে এবং যেব্যক্তি ক্ষমতা হীন হইয়া ক্রোধ করে, এই দুই মনুষ্য স্বকীয় শরীর শোষণকারী সুতীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ। গৃহস্থ অথচ নিষ্কর্ম্মা, আর কার্য্যবান্ অথচ ভিক্ষুক, এই দুই মনুষ্য বিপরীত কর্ম্ম হেতুক কদাপি শোভা প্রাপ্ত হয় না। হে রাজন্! ক্ষমতাপন্ন হইয়াও ক্ষমা-যুক্ত, আর দরিদ্র হইয়াও দানশীল, এই দুই পুরুষ স্বর্গের উপরিস্থলে অবস্থান করেন। অপাত্রে দান, আর সৎপাত্রে অপ্রদান, ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের এই দুইটি ব্যতিক্রম জানিবেন। ধনী হইয়া প্রদান না করে, আর দরিদ্র হইয়া তপস্বী, অর্থাৎ দীনভাবাপন্ন না হয়, এই দুই ব্যক্তিকে গলদেশে বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক সলিলে নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য। পরিব্রাজক হইয়া যোগযুক্ত, আর সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া নিহত, লোক মধ্যে এই দুইপুরুষ সূর্য্য মণ্ডলভেদী হন, অর্থাৎ ইহাঁরা সর্ব্বোপরি কোন অনির্দ্দেশ্য লোকের উপযুক্ত হইয়াথাকেন। হে ভরতর্ষভ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, মনুষ্যদিগের কনিষ্ঠ অধম ও শ্রেষ্ঠ, এই তিন প্রকার ন্যায় শ্রুত হয়। উত্তম, অধম ও মধ্যম, এই তিন প্রকার মনুষ্য হইয়া থাকে, তাহা-দিগকে আপন আপন উপযুক্ত ঐরূপ তিন প্রকার কর্ম্মেই নিয়োজিত করিবে।

হে রাজন্! ভার্য্যা, দাস ও পুত্র, এই তিন জনই ধনের অনধিকারী; ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতে ইহা-দিগের স্বামিরই অধিকার থাকে। পরধন হরণ, পরস্ত্রী গমন ও সুহৃদ্বর্জ্জন এই তিন দোষ মহাভয়ঙ্কর। কাম ক্রোধ ও লোভ, এই তিন রিপু নরকের তিন প্রকার দ্বার; ইহাঁরা আত্মাকে নষ্ট করিতে পারে; অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ভক্ত হইয়াছে, যে ভজনা করিতেছে এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার হইলাম" এই কথা বলে, এই তিন প্রকার শরণাগত লোকদিগকে বিষমেও পরিত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ স্বয়ং বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রজন্ম, এই তিনটি এক দিকে, আর শত্রুকৃত ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়া এক দিকে, এই উভয় পক্ষই তুল্যানুতুল্য। মহাবল-সম্পন্ন ভূপতি চারিটি বিষয় পরিত্যাগ করিবেন; সেই চারিটি কি, যিনি পণ্ডিত হন, তিনিই জানেন; অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, অলস ও স্তাবক, এই চারি জনের সহিত রাজা কদাপি মন্ত্রণা করিবেন না।

হে তাত! গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিত শ্রীসম্পন্ন আপনার গৃহে জ্ঞানবৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অনপত্যা ভগিনী, এই চারি জন্ নিত্যকাল বসতি করুন। হে মহারাজ! অমরনাথ জিজ্ঞাসা করাতে বৃহস্পতি তাঁহার নিকটে সদ্য ফলপ্রদ বলিয়া যে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন; তৎসমুদয় আমি কীর্ত্তন করিতেছি। শ্রবণ করুন। দেবতাদিগের সংকল্প, ধীসম্পন্ন মানবগণের অনু-ভব, কৃতবিদ্য লোকদিগের বিনয়, আর পাপকর্ম্মশীল দুরাত্মা লোকদিগের বিনাশ, এই চারিটি সদ্য সদ্য ফলিয়া থাকে।

অগ্নিহোত্র, মৌনব্রত, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই চারিটি কর্ম্ম যদি বেদ প্রমাণানুসারে যথাবৎ অনুষ্ঠিত হয়, তবেই অভয়প্রদ হইয়া থাকে, অন্যথা মহাভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। হে ভরতর্ষভ! মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বপ্রযত্নে পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই পঞ্চাগ্নির পরিচর্য্যা করে। দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভিক্ষুগণ ও অতিথিগণ এই পাঁচটিগণের নিয়ত পূজা করিলেই লোকে অখণ্ড যশোলাভে সমর্থ হয়। হে রাজন্! আপনি যেখানে যেখানে গমন করিবেন, মিত্র, অমিত্র, মধ্যস্থ, উপজীব্য ও উপজীবী, এই পাঁচটি নিয়তই আপনার অনুগামী হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট মনুষ্যের যদি কোন একটি ইন্দ্রিয়ের ছিদ্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চর্ম্মপাত্রের ছিদ্র হইতে জলের ন্যায়, তাহার সমস্ত বুদ্ধি শুদ্ধি বিগলিত হইয়া পড়ে। ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষের নিদ্রা, জড়তা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা, এই ছয়টি দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য, সমুদ্রে ভগ্ন তরণীর ন্যায় প্রবচনশূন্য আচার্য্য, অধ্যয়ন শূন্য পুরোহিত, রক্ষণাসমর্থ ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামাভিলাষী গোপ আর বনাভিলাষী নাপিত, এই ছয় ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। সত্য, দান, পরিশ্রম, অনসূয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য্য, এই ছয়টি গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। গো, সেবা, কৃষি, ভার্য্যা, বিদ্যা ও যজ্ঞাদির অনু-ষ্ঠান, এই ছয়টি মুহূর্ত্তকাল অবেক্ষিত না হইলেই বিনষ্ট হয়।

শিক্ষিত শিষ্য কৃতবিবাহ, বিগতকাম, কৃতার্থ, দুস্তর পারা-বার হইতে উত্তীর্ণ, আর রোষমুক্ত, এই ছয় ব্যক্তি যথাক্রমে

আচার্য্য, মাতা, কামিনী, প্রয়োজন, নৌকা ও চিকিৎসক, পূর্ব্বোপকারী এই ছয় ব্যক্তির প্রতি প্রায়ই অবজ্ঞা করে; অর্থাৎ শিষ্য শিক্ষিত হইলে আচার্য্যের প্রতি তাহার আর পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা থাকে না; ভার্য্যার বশম্বদ হইলে মাতার প্রতি অনাদর হয়; কামবৃত্তি-রহিত হইলে পুরুষ রমণীর প্রতি আস্থাহীন হয়; যে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায়, কার্য্যের উদ্ধার হইলে সে প্রয়োজনে আর প্রয়োজন থাকে না; পারাবারের পার প্রাপ্ত হইলে নৌকার প্রতি আর আদর থাকে না এবং রোগনাশ হইলে চিকিৎসকের প্রতিও আস্থা থাকে না। হে রাজন্! আরোগ্য, আনৃণ্য, অপ্রবাস, সাধুলোকের সহিত ব্যবহার, স্বাধীন জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। ঈর্ষাকারী, ঘৃণাযুক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্রোধন, নিত্যশঙ্কান্বিত ও পরভাগ্যোপজীবী, এই ছয় ব্যক্তি চির-দুঃখিত। হে রাজন্! নিয়ত অর্থাগম, অরোগিতা, প্রীতিকারিণী ও প্রিয়বাদিনী পত্নী, বশম্বদ পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা, এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। যে ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠ কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান, এই ছয়টি রিপুর উপরে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হিংসাদি পাপকর্ম্মে কদাপি লিপ্ত হন না; সুতরাং তাঁহার আর অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? চৌর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও পণ্ডিত এই ছয় ব্যক্তি, অসাবধান, রোগগ্রস্ত, কামনাকারী, যজমান, বিবাদবিশিষ্ট ও মূর্খ, যথাক্রমে এই ছয় ব্যক্তির উপরেই জীবনোপায় নির্ভর করে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কোন উপজীব্য উপলব্ধ হয় না। স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, পান, কটুবাক্য, নিরতিশয় কঠোর-দণ্ড ও অর্থ দূষণ, ব্যসনের মূলীভূত এই সাতটি দোষ পরিত্যাগ করা রাজার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; কেন না রাজ্যপদে বদ্ধমূল হইলেও নরাধিপেরা এই সকল দোষে লিপ্ত হইয়া প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের পশ্চাদুক্ত এই আটটি নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমে সে ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ করে, পশ্চাৎ তাঁহাদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, বলপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, ব্রহ্মহত্যায় অভিলাষী হয়, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা-প্রসঙ্গে প্রীতি প্রকাশ করে, তাঁহাদের প্রশংসায় কদাপি হৃষ্ট হয় না, কৃত্যকালে তাঁহাদিগকে স্মরণ করে না এবং যাচিত হইলে, প্রার্থনা পূরণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহাদিগের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ মানব এই কয়েকটি দোষ হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। হে ভারত! মিত্রগণের সহিত সমাগম, প্রভূত ধনাগম, পুত্রের সহিত আলিঙ্গন, মৈথুনে রেতঃস্খলন, সময়ে প্রিয়-সমালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিপ্রেত বিষয়ের লাভ ও জন-সমাজে প্রশংসা, এই আটটি বস্তু হর্ষের নবনীত, অর্থাৎ সারস্বরূপে বিদ্যমান দৃষ্ট হয়, অপিচ ঐ কয়েকটিই সুন্দর সুখ সাধন। প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিত্ব, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়। আমাদিগের এই যে দেহরূপ গেহ, ইহার চক্ষুঃ কর্ণ-প্রভৃতি নয়টি দ্বার, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মারূপ তিনটি আর ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পাঁচটি সাক্ষী রহিয়াছে; জীবাত্মা ইহাতে অধিষ্ঠিত আছেন; যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই গৃহের তত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনি পরম পণ্ডিত। হে ধৃতরাষ্ট্র! মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী, এই দশজনের ধর্ম্মজ্ঞান থাকে না; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকলেতে প্রসক্ত হইবেন না। পূর্ব্বে অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদ পুত্রের নিমিত্ত সুধন্বা ব্রাহ্মণের নিকটে পরস্পর যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটিও এ বিষয়ের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যে রাজা কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করেন, সৎপাত্রে ধনদান করেন এবং বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ গুণাগুণের তারতম্যবেদী, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ও ক্ষিপ্রকারী হন, তাঁহাকেই সকল লোকে প্রমাণ-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া থাকে। যিনি মনুষ্যদিগকে বিশ্বাস করাইতে জানেন, দোষ সপ্রমাণ হইলেই অপরাধী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করেন এবং অপরাধানুসারে দণ্ডের পরিমাণ ও বিষয়বিশেষে ক্ষমাপ্রদর্শন অবধারণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ নরেন্দ্রই সম্পূর্ণ রাজলক্ষ্মীর আশ্রয় হন।

কোন সুদুর্ব্বল রিপুকেও যিনি অবজ্ঞা না করেন, প্রত্যুত ছিদ্রান্বেষণে অবহিত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার সেবা করেন এবং যিনি বলস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত না হইয়া যথাকালে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই ধীর। রাজকুল-ধুরন্ধর যে মহাত্মা মহীপতি আপদে পতিত হইয়াও কখন ব্যথিত ও বিমুগ্ধ না হন, প্রত্যুত সাবধান হইয়া তাহার প্রতিকারের উদ্‌যোগ করেন এবং সময়ে দুঃখ সহিতে পারেন, তাঁহার শত্রুসকল পরাজিত হইয়াই রহিয়াছে। যিনি গৃহ হইতে অনর্থক প্রবাস গমন, পাপাত্মগণের সহিত সমাগম ও পরদার হরণ না করেন এবং দম্ভ, চৌর্য্য, খলতা ও মদ্যপান, এই সমস্ত পাপকর্ম্মের সেবনে পরাঙ্মুখ থাকেন, তিনি সর্ব্বদাই সুখী। যিনি দম্ভহেতুক ত্রিবর্গ, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামের আরম্ভ না করেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া যথার্থ কথা কহেন, অল্পবিষয়ের নিমিত্ত বিবাদের স্পৃহা না করেন, কেহ সমুচিত পূজা না করিলে কুপিত না হন, কাহারও গুণে দোষারোপ না করেন, সকলকেই দয়া করেন, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কাহারও সহিত বিরোধ না করেন, অন্যের বাক্য অতিক্রম করিয়া আপনি কোন কথা না বলেন এবং কেহ বিবাদ করিলে তাহা সহ্য করেন, তাদৃশ সুবোধ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন। যিনি কদাপি উদ্ধত বেশ না করেন, স্বকীয় পৌরুষ প্রকাশ সহকারে অন্যের নিন্দা না করেন এবং গর্ব্ববিমোহিত হইয়া কাহাকেও কোন কটুবাক্য না কহেন, তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হন। যিনি প্রশান্ত শত্রুভাবের পুনরুদ্দীপন না করেন, দর্পারূঢ় না হন অথচ নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার না করেন এবং আপনাকে দুস্থ জানাইয়া কোন অকার্য্য করণে প্রবৃত্ত না হন, সদাশয় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সাতিশয় সাধুশীল বলিয়া উল্লেখ করেন। যিনি আপনার সুখে অতিমাত্র হর্ষপ্রকাশ না করেন, পরের দুঃখে প্রহৃষ্ট না হন এবং দান করিয়া পশ্চাত্তাপ না করেন, তাঁহাকেই সৎপুরুষ ও সাধুশীল বলা যায়। যিনি দেশাচার, ভাষাভেদ ও জাতিধর্ম্ম-সমস্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের মর্ম্মজ্ঞ হন। তিনি যেখানে সেখানে গমন করুন, সর্ব্বত্রই বহুজনের উপরে আধিপত্য করিতে পারেন। যে বুদ্ধিমান্ মানব দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য,

পাপকর্ম্ম, রাজবিদ্বেষ, খলতা, বহুলোকের সহিত শত্রুতা এবং মত্ত, উন্মত্ত ও দুর্জ্জনের সহিত বাদবিতণ্ডা পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রধান। যিনি দম, শৌচ, দৈবকর্ম্ম, মাঙ্গলিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও লোকসিদ্ধ বহুবিধ প্রবাদ সমস্তকে নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, দেবতারা তাঁহার অভ্যুদয়-সাধন করিয়া থাকেন। যিনি তুল্যলোক ভিন্ন হীন লোকের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ না করেন, সমান লোকের সহিত সখ্য, ব্যবহার ও সমালাপ করেন এবং আপনার অপেক্ষা অধিকতর গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অগ্রে স্থাপন করেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই বিচক্ষণ মনুষ্যের সমস্ত নীতিই সুনীতা হয়। যিনি আশ্রিত লোকদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি পরিমিত ভোজন করেন, বহুল কর্ম্ম করিয়া অল্প নিদ্রা যান এবং প্রার্থিত হইয়া শত্রুদিগকেও ধন দান করেন, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কদাচ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রিতবিষয় গুপ্ত ও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হওয়াতে অন্য লোকে যাঁহার চিকীর্ষিত কোন কর্ম্মই অপকারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতে না জানে, তাঁহার কোন সামান্য অর্থও ব্যর্থ হয় না। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তিসাধনে নিবিষ্ট, সত্যনিষ্ঠ, মৃদু, দানশীল ও বিশুদ্ধভাব হন, তিনি স্বজাতীয় বিমল মহামণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে অতীব বিখ্যাত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আপনার দুষ্কর্ম্ম অপরে জানিতে না পারিলেও আপনিই আপনার নিকটে অতিশয় লজ্জিত হন, তিনি সকল লোকের উপরে গৌরব ধারণ করেন; তাঁহার তেজের আর পরিসীমা থাকে না; সুমনা ও সমাহিত হইয়া তিনি স্বকীয় তেজঃপুঞ্জদ্বারা প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশমান হন। হে অম্বিকানন্দন! ব্রহ্মশাপদগ্ধ পাণ্ডুরাজের পঞ্চ ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পুত্র বনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদিগের বাল্যকালে আপনিই তাহাদিগকে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন; তাহারাও এক্ষণে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; অতএব হে তাত! তাহাদিগের যথোচিত রাজ্য প্রদান করিয়া আপনি পুত্রগণের সহিত সুখী ও হৃষ্টচিত্ত হউন। হে নরেন্দ্র! এরূপ হইলে, কি দেব, কি মনুষ্য, কেহই আপনার দোষাশঙ্কা করিবেন না।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাত! এই জাগ্রদবস্থায় দহ্যমান ব্যক্তির যেরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহা বল; যেহেতু তুমিই একমাত্র আমাদিগের ধর্ম্মার্থ নির্দ্দেশে সুনিপুণ। হে বিদুর! তুমি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক সমুদয় বিষয় আমাকে যথাবৎ প্রশাসন কর। হে মহাসত্ত্ব! যাহা যুধিষ্ঠিরের হিতকর এবং কৌরবগণের শ্রেয়স্কর বলিয়া তোমার বোধ হয়, তাহাই ব্যক্ত কর। ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া আমি কেবল পূর্ব্বতন অপরাধই দেখিতেছি, এই নিমিত্তই ব্যাকুলিতচিত্তে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি যুধিষ্ঠিরের যাহা যথার্থ অভিপ্রেত, তৎসমুদায় অবিকল বর্ণন কর। বিদুর কহিলেন, যাঁহার পরাভব ইচ্ছা না করা যায়, তাঁহার শুভ হউক বা অশুভ হউক, দ্বেষ্য হউক বা প্রিয় হউক, জিজ্ঞাসিত না হইলেও তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; অতএব হে রাজন্! আমি কুরুগণের কল্যাণ কামনা করত আপনাকে ধর্ম্মানুগত ও শ্রেয়স্কর বাক্যই বলিতেছি শ্রবণ করুন।

হে ভারত! যে সকল কর্ম্ম অসদুপায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারে, মিথ্যাসম্বলিত তাদৃশ কপট কর্ম্মে আপনি কদাচ মন করিবেন না। সেইরূপ যুক্তিবিহিত ও সমুচিত উপায়-যুক্ত হইয়াও যে কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়, মেধাবী ব্যক্তি তাহাতেও মনকে গ্লানিযুক্ত করিবেন না। সকল কর্ম্মেরই অনুবন্ধ, অর্থাৎ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন আছে; অতএব সেই অনুবন্ধগুলি অগ্রে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবে; সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়াই আরম্ভ করিবে, বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। কর্ম্মের অনুবন্ধ ও পরিণাম এবং আপনার উদ্যম পর্য্যালোচনা করিয়া ধীর ব্যক্তি, হয় তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, না হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। যে রাজা দুর্গাদি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, দণ্ড ও জনপদ বিষয়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নিশ্চয় করিবার উপায় না জানেন, তিনি রাজ্যপদে অধিক কাল অবস্থিত হইতে পারেন না। যিনি ঐ সমস্ত বিষয়ের যথোক্ত প্রমাণ সমস্ত বিলক্ষণরূপে আলোচনা করেন এবং ধর্ম্মার্থের পরিজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হন, তিনিই রাজ্য রক্ষা করিয়া চলেন। রাজ্য লাভ হইয়াছে বলিয়াই স্বেচ্ছামতে অযুক্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; কেন না বৃদ্ধাবস্থা যেমন উত্তমরূপকেও বিরূপ করিয়া দেয়, সেইরূপ অবিনয় মহতী রাজলক্ষ্মীকেও বিনষ্ট করে। মৎস্য লোভে পড়িয়া উত্তম আমিষে আচ্ছাদিত লৌহময় বড়িশ গ্রাস করে, কিন্তু পরে যে বন্ধন হইবে, তাহা আর ভাবিয়া দেখে না; অতএব যে কোন গ্রসনীয় বস্তু গ্রাস করিতে পারা যায়, গ্রস্ত হইয়া যাহার পরিপাক হয় এবং পরিণামে যাহা হিতকর হইতে পারে, কল্যাণেচ্ছুক ব্যক্তির তাহাই গ্রাস করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বৃক্ষের অপক্ক ফলসকল চয়ন করে, সে তৎসমুদয় হইতে প্রকৃত রস পায় না, অধিকন্তু তাহার বীজও বিনষ্ট হইয়া যায়; পরন্তু যে বিচক্ষণ মানব যথাকালে পরিণত সুপক্ক ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতেও রস লাভ করেন এবং বীজ হইতেও পুনরায় ফল প্রাপ্ত হন। মধুকর যেমন পুষ্পসকল রক্ষা করিয়া মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ অহিংসা দ্বারা রাজা প্রজাবর্গ হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন। উদ্যানে মালাকারের ন্যায় প্রত্যেক বৃক্ষ হইতেই পুষ্প চয়ন করিবেন, কিন্তু অঙ্গারকারকের ন্যায় কোন বৃক্ষেরই একবারে মূলোচ্ছেদ করিবেন না। এ কর্ম্ম করিলে আমার কি ফল হইতে পারে, না করিলেই বা কি হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়াই পুরুষ কর্ম্ম করিবেন, অথবা করিবেন না। যাহাতে পুরুষকার প্রকাশ করিলেও নিরর্থক হয়, তাদৃশ কতকগুলি কর্ম্ম নিত্যই অনারভ্য, অর্থাৎ কখনই সে সকলের আরম্ভ করা কর্ত্তব্য নহে। কামিনীরা যেমন ক্লীব পতি মনোনীত করে না, তদ্রূপ যে রাজার প্রসাদও নিষ্ফল এবং কোপও অকিঞ্চিৎকর, তাঁহাকে স্বামী করিতে প্রজাগণ কদাপি ইচ্ছা করে না। প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য, লঘু-উপায় সাধ্য অথচ মহাফলজনক এরূপ কতকগুলি কর্ম্ম শীঘ্রই আরম্ভ করেন, বিলম্ব করিয়া তাদৃশ কর্ম্মের ব্যাঘাত করেন না। যে রাজা প্রীতিপূর্ণ সতৃষ্ণ নয়নে সরলভাবে প্রজাসকলকে অবলোকন করেন, তিনি নিঃশব্দে সিংহাসনে আসীন থাকিলেও প্রজারা

তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। বাক্যরূপ-সুন্দর-পুষ্প-যুক্ত অথচ অফল হইবে, অর্থরূপ-ফলশালী অথচ দুরারোহ হইবে, যোগাকাল উপস্থিত না হওয়ায় অপক্ব অথচ পক্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে; এইরূপ হইলে নরপতি-বৃক্ষের আর কদাপি শীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যিনি নয়ন, মন, বাক্য ও কর্ম্ম, এই চারি প্রকারে প্রজাবর্গকে প্রীতিযুক্ত করেন, প্রজারা অবশ্যই তাঁহার প্রতি প্রীত হয়। ব্যাধ হইতে মৃগযূথের ন্যায়, প্রাণিগণ যাঁহা হইতে ত্রাসযুক্ত হয়, তিনি সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করিয়াও পরিহীন হন। বায়ু যেমন জলদাবলীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ দুর্নয়বর্ত্তী ভূপতি পিতৃপিতামহাদি-সমাগত অথবা স্বকীয় তেজোলব্ধ রাজ্যকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। যিনি সাধুগণের চির-সমাচরিত ধর্ম্ম আচরণ করেন, বসুপূর্ণা বসুন্ধরা নিয়তই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করত বর্দ্ধিতা হইতে থাকেন; আর ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে রাজা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার হস্তে পড়িয়া পৃথিবী, অনলে নিক্ষিপ্ত চর্ম্মের ন্যায়, কেবল সঙ্কুচিতা হন। পররাষ্ট্র-বিমর্দ্দনে যাদৃশ যত্ন করিতে হয়, স্বরাষ্ট্র-পরিপালন-বিষয়েও তাদৃশ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম-দ্বারা রাজ্যলাভ করিবে এবং ধর্ম্ম দ্বারাই পরিপালন করিবে; ধর্ম্মমূলক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনা হইতে তাহা আর পরিত্যাগ করিতে হয় না এবং তাহাও অধিকারীকে পরিত্যাগ করে না। প্রলাপকারী উন্মত্ত ও জল্পনাকারী বালক হইতেও উপদেশ সঙ্কলন করিবে; প্রস্তর-নিকর হইতে কাঞ্চনের ন্যায়, সকল বস্তু হইতেই সারগ্রহণ করিবে। শিলাহারী যেমন শিল, অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে শস্য লইয়া গেলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, সেই শস্যকণা সকল আহরণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি সকলের নিকট হইতেই সাধুব্যবহার, সুভাষিত ও সুকৃত সঞ্চয় করিয়া সন্তোষে অবস্থিত হইবেন। গো সকল গন্ধদ্বারা, ব্রাহ্মণগণ বেদদ্বারা, রাজারা গুপ্তচর দ্বারা এবং ইতর লোকেরা চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করে।

হে রাজন্! যে গবী দুর্দ্দুহা হয়, অর্থাৎ দোহন সময়ে বিস্তর উৎপাত করে, সে বিস্তর ক্লেশ পায়; যে সুদুহা হয়, তাহাকে আর কেহ যন্ত্রণা দেয় না। যাহা তপ্ত না হইয়াই প্রণত হয়, তাহাকে আর কেহ সন্তাপিত করে না; যে কাষ্ঠ আপনা হইতেই নত হয়, তাহাকে যত্ন-সহকারে নামিত করিবার প্রয়োজন কি? এই উপমাদ্বারা ধীর ব্যক্তি বলবানের নিকটে প্রণত হইবেন; যিনি বলবানের নিকটে নত হন, তিনি বলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্রকেই প্রণাম করেন। পশুদিগের বান্ধব জলধর, ভূপতিগণের বান্ধব মন্ত্রী, কামিনীকুলের বান্ধব পতি, আর ব্রাহ্মণসকলের বান্ধব বেদ। সত্যদ্বারা ধর্ম্ম রক্ষিত হন, যোগ, অর্থাৎ নিয়ত আলোচনাদ্বারা বিদ্যা রক্ষিতা হন, অঙ্গ মার্জ্জনদ্বারা রূপ রক্ষা করা যায় এবং সদাচারদ্বারা কুল রক্ষা পায়। অপিচ, পরিমাণদ্বারা ধান্য, ব্যায়াম-শিক্ষাদ্বারা অশ্বগণ, সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণদ্বারা গোধনগণ, আর কুৎসিত পরিচ্ছদদ্বারা অঙ্গনাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায়, আচারহীন পুরুষের কুল কখন ভদ্রতার কারণ হইতে পারে না; কেননা রজকাদি নীচবংশ-জাত ব্যক্তিদিগেরও যদি সদাচার থাকে, তবে তাহাই বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য, রূপ, বীর্য্য, কুল, বংশ, সুখ, সৌভাগ্য ও পুরস্কার দর্শনে ঈর্ষাযুক্ত হয়, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই; সে চিরকালই পীড়া পাইতে থাকে। অকার্য্য-করণ, কার্য্যের বিবর্জ্জন ও ফলসিদ্ধির পূর্ব্বকালে মন্ত্রভেদ, এই কয়েকটি বিষয় হইতে যে ব্যক্তি ভীত হন, তিনি যে বস্তুদ্বারা মত্ত হইতে পারেন, তাহা যেন কদাপি পান না করেন। বিদ্যামদ, ধনমদ ও কৌলিন্যমদ, গর্ব্বিত লোকদিগের এই তিন প্রকার মদ প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু সাধুগণের পক্ষে ইহারা মদ না হইয়া দম হইয়া থাকে, অর্থাৎ অজ্ঞান লোকেরা ধনাদিদ্বারা মত্ত হয়, আর সজ্জনগণ তদ্দ্বারা বিনয়াদি অধিকতর গুণসম্পন্ন হন। সাধুগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে কখন অসাধু লোকদিগের অর্চ্চনা করিলে, ঐ অসজ্জনেরা সর্ব্বত্র অসাধু বলিয়া বিখ্যাত থাকিলেও সাধুগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হওয়ায় আপনাদিগকে সাধু বলিয়া মনে করে। ফলত সাধুরাই সাধুদিগের, জিতাত্মা মানবগণের এবং অসাধুবর্গের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন, অসাধু লোকেরা কখন সাধুদিগের অবলম্ব হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হয়, সে সভা জয় করে, যাহার গোধন থাকে, তাহার মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের লালসা পরাজিতা হয়, যানবান্ লোকের নিকটে পথও পরাজয় স্বীকার করে, কিন্তু শীলবান্ মানব সকলকেই জয় করিয়া থাকেন। শীলতাই পুরুষের প্রধান গুণ। যাহার শীল নষ্ট হয়, তাহার জীবন, ধন কি বন্ধুগণ, কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

হে ভরতর্ষভ! সমৃদ্ধিশালী লোকদিগের মাংস-প্রধান, মধ্যবিত্তগণের দুগ্ধ প্রধান, আর দরিদ্রবর্গের তৈল-প্রধান ভোজন হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রেরা সর্ব্বদা ধনিগণ অপেক্ষাও সুমিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে; কেননা ক্ষুধা সকল বস্তুরই সুস্বাদ জন্মিয়া দেয়, আঢ্যগণের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। হে রাজন্! শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের প্রায়ই অধিক ভোজন শক্তি থাকে না; কিন্তু দরিদ্রদিগের জঠরানলে কাষ্ঠসকলও জীর্ণ হইয়া যায়। অধম লোকদিগের জীবিকার হানি হইতে এবং মধ্যম লোকদিগের মরণ হইতে ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু উত্তম-প্রকৃতি মনুজগণের অবমান হইতেই অতিশয় ভয় হয়।

ঐশ্বর্য্য হইতে যে মদের উৎপত্তি হয়, তাহা পানমদ, বিদ্যামদ, কুল-মদ-প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদ অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর; কেননা যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হয়, একবার পতিত না হইলে তাহার আর কিছুতেই চেতনা হয় না। গ্রহগণ যেমন স্বীয় স্বীয় কিরণরাজি-দ্বারা তারকপুঞ্জকে তাপিত করে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত মানবেরা শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়-সমূহে আসক্ত হইয়া অনিবারিত ইন্দ্রিয়চর-দ্বারা এই সমস্ত ভুবনমণ্ডলকে সন্তাপিত করে। যে ব্যক্তি আত্মার আকর্ষণকারী স্বভাব-সিদ্ধ পঞ্চবর্গ অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চ বায়ু, চারি অন্তঃকরণ ও প্রকৃতিকর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তাহার আপদ-সমস্ত শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় পদে পদেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে রাজা অগ্রে আত্মাকে জয় না করিয়া অমাত্যবর্গকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন এবং অমাত্য জয় না করিয়া অমিত্র জয়ে অভিলাষী হন, তাঁহাকে অবশ্যই অবশ হইয়া পরিহীন হইতে হয়। অতএব প্রথমে আত্মাকেই দেষ্যরূপে যোজনা করিবে; অর্থাৎ শত্রুজ্ঞান করিয়া অগ্রে

তাহারই জয়-সাধনে যত্নবান্ হইবে; পশ্চাৎ অমাত্য ও অমিত্রবর্গকে জয় করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাতে নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। রাজলক্ষ্মী বশেন্দ্রিয়, জিতাত্মা, বিরুদ্ধাচারীদিগের প্রতি দণ্ডধারী, সমীক্ষ্যকারী নরেন্দ্রকে অত্যন্ত ভজনা করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! পুরুষের শরীর রথ-স্বরূপ, আত্মা সারথি-স্বরূপ, আর ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব-স্বরূপ হইয়াছে; ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত ও সুনিপুণ রথীর ন্যায় উক্ত অশ্ব-সকলকে সমুচিত শাসন-সহকারে সৎস্বভাবে আনয়নপূর্ব্বক পরম সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অবশীভূত ও অদান্ত অশ্বসকল যেমন পথিমধ্যে অনিপুণ সারথিকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অশাসিত ইন্দ্রিয়বর্গও পুরুষের নিধন-সাধনে সমর্থ হইতে পারে। যে দুর্ব্বোধ মনুষ্য অপরাজিত ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ হইতে অনর্থ ও অনর্থ হইতে অর্থ লাভের প্রত্যাশা করে, সে দারুণ দুঃখকেই যথার্থ সুখ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি ধর্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বশানুগামী হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন ও পরিবার হইতে শীঘ্রই পরিহীন হইয়া পড়ে। যে মূঢ়, ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর না হইয়া প্রভূত অর্থসম্পত্তির ঈশ্বর হয়, সে ইন্দ্রিয়গণের অনৈশ্বর্য্যহেতুক সমুদায় ঐশ্বর্য্য হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। অতএব মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অগ্রে আপনিই আপনার অনুসন্ধান করিবে; যেহেতু আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার রিপু; যিনি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই তাঁহার বন্ধু হইয়াছেন। হে রাজন্! ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জালমধ্যে আচ্ছাদিত মহামীন-যুগলের ন্যায়, কাম আর যে ক্রোধ, ইহারা স্বীয় আবরক প্রজ্ঞানরূপ জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। যে মানব ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহলোকে বিষয়-সমস্ত লাভ করেন, তিনি ধনধান্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ হইয়া সতত পরমসুখে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। যে ব্যক্তি মতি-বিকারসম্ভূত আন্তরিক পঞ্চ শত্রুকে জয় না করিয়া বাহ্য শত্রু-সকলকে জয় করিতে ইচ্ছা করে সে শত্রু জয় করিবে কি, শত্রুরাই তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। রাজ্যমোহে ইন্দ্রিয়বর্গের উপর প্রভুত্ব না থাকায় স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম সমূহদ্বারা বধ্যমান হয়, এরূপ অনেকানেক দুরাত্মা রাজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুষ্কের সহিত মিশ্রিত থাকায় আর্দ্রকাষ্ঠও যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ পাপকারীদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদিগের সংসর্গে থাকিলে, নিষ্পাপ মনুষ্যেরাও তুল্য-রূপ দণ্ডার্হ হন; অতএব পাপীদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিবে না। যে ব্যক্তি পঞ্চ বিষয়াসক্ত সতত উৎপথগামী অন্তরস্থিত পঞ্চ শত্রুকে মোহ-প্রযুক্ত নিগৃহীত না করে, সে অবশ্যই আপদের গ্রাসে পতিত হয়। দুরাত্মা মনুষ্যদিগের কস্মিন্ কালেও অনসূয়া, সরলতা, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য ও ক্লেশরাহিত্য হয় না। হে ভারত! আত্মজ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধর্ম্মে নিত্য অভিরতি, গুপ্ত কথা ও দান, এই কয়েকটি বিষয় অধম লোকদিগের অন্তঃকরণে কদাচ স্থান পায় না। মূর্খেরা নিন্দা ও তিরস্কার-দ্বারা পণ্ডিতগণের হিংসা করিয়া কেবল আপনারাই পাপের ভাগী হয়; পণ্ডিতেরা ক্ষমা করিয়া তাহা হইতে বিমুক্ত হন। যেমন অসাধুদিগের বল কেবল হিংসা, ভূপালদিগের বল দণ্ডবিধি, নারীদিগের বল পতিশুশ্রূষা, সেইরূপ গুণশালী পুরুষগণের ক্ষমাই পরম বল।

মহারাজ! বাক্যের সংযম করা অতীব সুদুষ্কর; অর্থযুক্ত অথচ বিচিত্র হয়, এরূপ বহু কথার প্রসঙ্গ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। সুভাষিতা বাণী বিবিধ কল্যাণ উৎপাদন করে; কিন্তু দুর্ভাষিতা হইলে তাহাই আবার অনর্থের হেতু হইয়া উঠে। বাণ-দ্বারা বিদ্ধ অথবা কুঠার-দ্বারা ছিন্ন হইলে বনও পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু বাক্য-দ্বারা হৃদয় ক্ষত হইলে তাহার আর অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা থাকে না; দুর্ব্বাক্য অতীব ভয়ঙ্কর বিকার। কর্ণী নালীক নারাচ-প্রভৃতি অস্ত্র-সকল শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু বাক্য-রূপ শল্যকে কিছুতেই উৎপাটিত করিতে পারা যায় না, কেননা তাহা হৃদয়ে একবারে বদ্ধমূল হইয়া বসে। বাক্য-বাণসকল বদন হইতে বহির্গত হয়; তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আহত হয়, সে দিবা নিশি শোক করিতে থাকে। উক্ত-রূপ শর-সমস্ত শত্রুর মর্ম্মস্থান ভিন্ন অন্যত্র পতিত হয় না; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি শত্রু-বর্গের প্রতি তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবেন না। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব প্রদান করেন, অগ্রে তাহার বুদ্ধিকে অপকৃষ্ট করিয়া ফেলেন; সুতরাং সে, যাহাতে অনিষ্ট হয়, সেই সকল অপকর্ম্মই দেখিতে পায়। বুদ্ধি কলুষিতা ও বিনাশ উপস্থিত হইলে নীতির ন্যায় প্রতীয়মানা দুর্নীতি আর কখনই হৃদয় হইতে অপসৃতা হয় না। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ হেতুক আপনার পুত্রগণেরও সেই দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহা জানিতেছেন না। হে রাজেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র! রাজলক্ষণ-সম্পন্ন, আপনার আজ্ঞাবহ ও প্রধান দায়াদ যে যুধিষ্ঠির ত্রিভুবন রাজ্যেরও প্রভু হইতে পারেন, তেজ ও প্রজ্ঞাযুক্ত, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ যে ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ, দয়া, আনৃশংস্য ও আপনার প্রতি গৌরব হেতুক অশেষ ক্লেশনিবহ সহ্য করিতেছেন, সেই মহাত্মাই আপনার পুত্রসকলকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হউন।

চতুঃস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! তুমি অতিবিচিত্র বচনাবলির সম্ভাষণ করিতেছ; শুনিয়া আমার আর তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব পুনরায় এইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যের প্রসঙ্গ কর। বিদুর কহিলেন, বিভো! সর্ব্বতীর্থে স্নান আর সর্ব্বভূতে সারল্য, এই উভয় বিষয়, হয় পরস্পর তুল্য হইতে পারে, না হয় সারল্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; অতএব আপনি পুত্রগণের প্রতি সতত সরল ব্যবহার করুন; তাহাতে ইহলোকে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিলাভ করিয়া মরণান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! লোকে যে কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের পুণ্যকীর্ত্তিতা প্রকীর্ত্তিতা হয়, তিনি তাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে কেশিনীর নিমিত্ত সুধন্বার সহিত বিরোচনের যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই এ বিষয়ের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হয়। হে রাজন্! কেশিনীনাম্নী অপ্রতিম-রূপসম্পন্না কন্যা বিশিষ্ট পতি-কামনায় স্বয়ম্বরে উদ্যুক্তা হইয়াছিলেন। যখন স্বয়ম্বরের কাল উপস্থিত হইল, তখন দিতিনন্দন বিরোচন তাঁহাকে লাভ

করিতে ইচ্ছু হইয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন। তাহাতে কেশিনী ঐ দৈত্যেন্দ্রকে কহিলেন, হে বিরোচন! ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, না দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ? যদি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হন, তবে সুধন্বা পর্য্যঙ্কে আরোহণ না করেন কেন? বিরোচন কহিলেন, হে কেশিনি! প্রজাপতির বংশ-সম্ভূত আমরাই সত্তম ও শ্রেষ্ঠ; যাবতীয় লোকসমস্ত আমাদিগেরই অধিকৃত; আমাদিগের নিকটে দেবতারাই বা কে আর ব্রাহ্মণেরাই বা কে? কেশিনী কহিলেন, হে বিরোচন! আমরা এই সভামণ্ডপেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব; কল্য প্রাতঃকালে সুধন্বা আসিবেন, সেই সময়ে আমি যেন তোমাদিগকে সমাগত, অর্থাৎ একাসনে উপবিষ্ট ও পরস্পর সম্ভাষমাণ দেখিতে পাই। বিরোচন কহিলেন, হে ভদ্রে! হে ভীরু! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব, প্রাতঃকালে তুমি আমাকে ও সুধন্বাকে একত্র সমাগত দেখিবে। বিদুর কহিলেন,হে রাজসত্তম! অনন্তর রজনী বিগতা ও সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে, সুধন্বা সেই স্থানে আগমন করিলেন। হে বিভো! যেখানে বিরোচন কেশিনীর সহিত অবস্থিত ছিলেন, সুধন্বা সেই খানে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! কেশিনী বিপ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ প্রদান করিলেন। 'আমার সহিত একাসনে উপবেশন কর' বিরোচনের এইরূপ প্রার্থনায় সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদতনয়! তোমার যে এই সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট আসন, ইহা আমিই পাইতে পারি, নতুবা তুল্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত সমানাসনে বসিতে পারি না।

বিরোচন উত্তর করিলেন, সুধন্বন্! চর্ম্ম, কাষ্ঠ, তৃণ বা কুশ-নির্ম্মিত আসনই তোমার উপযুক্ত; তুমি আমার সহিত সমান আসনে বসিবার যোগ্য নহ। সুধন্বা কহিলেন, পিতা, পুত্র, অথবা সমবয়স্ক ও সমান অভিজ্ঞ দুইজন ব্রাহ্মণ, দুইজন ক্ষত্রিয়, দুইজন বৈশ্য, কি দুইজন শূদ্র,একাসনে আসীন হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ পরস্পর একত্র বসিতে পারে না। আমি সমাসীন হইলে তোমার পিতা অবশ্যই নিম্নদেশে বসিয়া আমার উপাসনা করিতেন; তুমি বালক, গৃহে বসিয়া সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছ, সুতরাং কিছুই জান না। বিরোচন কহিলেন, হে সুধন্বন্! হিরণ্য, গো অথবা অশ্ব, অসুরকুলমধ্যে আমাদিগের যে কোন ধন আছে, আমি তাহা পণ রাখিতেছি; চল, যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকটে, 'আমাদের দুইজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

সুধন্বা কহিলেন, বিরোচন! সুবর্ণ, গো অথবা অশ্ব, কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই; তৎসমুদায় যেরূপ আছে, সেইরূপই থাকুক; পরন্তু আমরা প্রাণের পণ করিয়া অভিজ্ঞগণ-সমীপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। বিরোচন কহিলেন, প্রাণের পণ করিয়া আমরা কোথায় যাইব? আমি দেবগণের নিকটে উপস্থিত হইব না; মনুষ্যদিগের নিকটে ত কখনই যাইব না। সুধন্বা কহিলেন, যখন প্রাণের পণ করা হইল, তখন আমরা তোমার পিতার নিকটেই গমন করিব; কেননা সেই ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ, পুত্রের নিমিত্তও মিথ্যা বলিতে পারিবেন না। বিদুর কহিলেন, এইরূপ পণ করিয়া বিরোচন ও সুধন্বা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া যেখানে প্রহ্লাদ ছিলেন, সেই খানে গমন করিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, যাহারা পরস্পর কখনই সহচর হইতে পারে নাই; সেই এই যুবক-দ্বয় এক-পথবর্ত্তী ক্রুদ্ধ আশীবিষ-যুগলের ন্যায় এই স্থানে সমাগত দৃষ্ট হইতেছে।—বিরোচন! তোমরা পূর্ব্বে কখন একত্র বিচরণ কর নাই, এখনকি নিমিত্ত এইরূপ একসঙ্গে বেড়াইতেছ? সুধন্বার সহিত তোমার সখ্য হইয়াছে না কি? বিরোচন কহিলেন, সুধন্বার সহিত আমার সখ্য নহে; আমরা প্রাণের পণ করিয়াছি; অতএব হে প্রহ্লাদ! আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা মিথ্যা বলিবেন না। প্রহ্লাদ কহিলেন, ভৃত্যেরা সুধন্বার নিমিত্ত উদক ও মধুপর্ক আনয়ন করুক।—হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বথা পূজনীয়; আপনার নিমিত্ত শ্বেতবর্ণ মাংসল গবী প্রস্তুত রহিয়াছে। সুধন্বা কহিলেন হে প্রহ্লাদ! উদক বা মধুপর্ক আমাকে পথি মধ্যেই অর্পিত হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার যথার্থ উত্তর দাও। ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ কি বিরোচন শ্রেষ্ঠ? প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার এই একমাত্র পুত্র, এবং আপনিও এস্থানে সাক্ষাৎ অবস্থিতি রহিয়াছেন; অতএব আপনাদিগের বিবাদ-স্থলে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? সুধন্বা কহিলেন, গো কিম্বা অন্য কোন প্রিয় ধন তোমার ঔরসে পুত্রকে প্রদান কর; কিন্তু হে মতিমন্! আমাদের দুই জনের যখন পরস্পর বিবাদ হইতেছে, তখন আমাদিগের প্রশ্নের উত্তর তোমাকে যথার্থ করিয়া বলিতে হইবে। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সুধন্বন্! আপনাকে আমি এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি; কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুষ্কর বিবেচনা হইলে, যে ব্যক্তি সত্য কি মিথ্যা কিছুই না বলে, সেই দুর্ব্বিবক্তা পুরুষের কোথায় বাস হয়? সুধন্বা কহিলেন, অধিবিন্না অর্থাৎ পতির অন্য দারপরিগ্রহ জন্য খেদান্বিতা রমণী যে রজনী বাস করে, ক্রীড়ায় পরাজিত অক্ষদেবী যে যামিনী যাপন করে এবং ভার-বহনে অভিতপ্তাঙ্গ ব্যক্তি যে রাত্রি অতিবাহন করে, দুর্ব্বিবক্তা পুরুষেরও সেই নিশায় বাস হয়; অর্থাৎ অধিবিন্না কামিনী-প্রভৃতির ন্যায় তাহাকে নিরতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য বলে, সে নগর-প্রবেশে প্রতিরুদ্ধ হইয়া বহির্দ্বারে ক্ষুধায় পীড়িত হইতে থাকে এবং শত্রুসমূহের সহিত সাক্ষাৎ করে। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া পঞ্চ পুরুষ বিনষ্ট করে; গোধন নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া দশ পুরুষ নিহত করে; অশ্ব নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া শত পুরুষের সংহার করে; পুরুষের নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া সহস্র পুরুষের নিধন-হেতু হয়; সুবর্ণার্থে মিথ্যা বলিয়া জাত ও অজাত পুরুষবর্গের হত্যাকারী হয় এবং ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া সর্ব্বনাশ করে; অতএব ভূমির নিমিত্ত কদাপি মিথ্যা বলিও না। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিরোচন! আমা অপেক্ষা অঙ্গিরা শ্রেষ্ঠ, তোমা হইতে সুধন্বা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার জননী অপেক্ষাও ইঁহার জননী গরীয়সী; অতএব তুমি ইঁহার নিকটে পরাজিত হইয়াছ; এক্ষণে এই সুধন্বা তোমার প্রাণের ঈশ্বর হইলেন।—হে সুধন্বন্! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার পুত্র বিরোচনকে প্রত্যর্পণ করুন। সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! তুমি যে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিলে, কাম প্রযুক্ত মিথ্যা কহিলে না, সেই হেতু আমি তোমার দুর্লভ পুত্রকে পুনঃ প্রদান করিতেছি। তোমার পুত্র বিরোচন আমা-

কর্তৃক এই প্রদত্ত হইল, কিন্তু কুমারী কেশিনীর সন্নিধানে ইহাকে আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিতে হইবে। বিদুর কহিলেন, অতএব হে রাজেন্দ্র! পুত্রের নিমিত্ত সত্য না বলিয়া ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলা আপনার উচিত নহে; মিথ্যা বলিয়া আপনি পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অনর্থক নাশ প্রাপ্ত হইবেন না। দেবতারা কিছু পশুপালকের ন্যায় যষ্টি ধারণ করিয়া কাহাকেও রক্ষা করেন না; যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে বুদ্ধিযোগে সংবিভক্ত করেন, অর্থাৎ দৈবানুগ্রহে সে সকল কার্য্যই বুদ্ধিপূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। পুরুষ যে পরিমাণে কল্যাণে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণেই সকল অর্থ সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। বেদ-সমস্ত ছলজীবী মায়াবী ব্যক্তিকে কখন পাপ হইতে উত্তীর্ণ করেন না; পক্ষ উদ্গত হইলে পক্ষীরা যেমন কুলায় ত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ শ্রুতি-সকলও অন্তকালে মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন।

মদ্যপান, কলহ, অনেকের সহিত শত্রুতা, পতিপত্নীর বিচ্ছেদ, জ্ঞাতিভেদ, রাজার দ্বেষাস্পদ বিষয়, স্ত্রীপুরুষের বিবাদ ও দোষাশ্রিতপথ, এই কয়েকটি বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সমুদ্র সঞ্চারী বণিক্, তস্কর, পাশক্রীড়ক, চিকিৎসক, শত্রু, মিত্র ও নাট্যজীবী এই সাত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যে প্রমাণ করিবে না। অগ্নিহোত্র, মৌন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই চারিটি সংকল্পিত কাল পরিমাণানুসারে যথাবৎ অনুষ্ঠিত হইলেই অভয়প্রদ হয়, অন্যথা মহাভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। গৃহদাহী, বিষদায়ী, কুণ্ডাশী, (ভগভক্ষক বা জারজান্ন-ভোজী) সোমলতা-বিক্রয়ী, পর্ব্বকারী, (অর্থলোভে অপর্ব্বকালেও অমাবস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক) সূচী, (গ্রহনক্ষত্র বা পরদোষ-সূচক) মিত্রদ্রোহী, পরদারহারী, ভ্রূণহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, মদ্যপায়ী, অতি পরুষভাষী, অতিধূর্ত্ত বা অশুচি, নাস্তিক, বেদনিন্দক, অভিচারার্থে যজ্ঞকারী, ব্রাত্য, (গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার-বিহীন) ধনবান্ হইয়াও অতিশয় কৃপণ, আর "রক্ষা কর" এইরূপ প্রার্থিত হইয়াও যে, হিংসা করে, এই সমস্ত দ্বিজাতি ব্রহ্মঘাতীর সমান। অগ্নিদ্বারা সুবর্ণের, চরিত্র-দ্বারা ভদ্রের, ব্যবহার-দ্বারা সাধুর, ভয়াগমে শূরের, অর্থকৃচ্ছ্র-সময়ে ধীরের এবং কষ্টতর আপদ্ কালে শত্রু মিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে। জরা রূপ হরণ করে; আশা ধৈর্য্যলোপ করে; মৃত্যু প্রাণ হরিয়া লয়; অসূয়া ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত জন্মায়; ক্রোধ শ্রীভ্রষ্ট করে; অসাধুসেবা শীল নষ্ট করে; কাম লজ্জা-বিলোপী হয়; অভিমান সকলই লোপ করিয়া দেয়।

মঙ্গল কর্ম্ম হইতে শ্রীর উৎপত্তি হয়, প্রাগল্‌ভ্য (প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব) হইতে সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি হয়, ক্ষিপ্রকারিতা হইতে মূল সংস্থান হয় এবং সংযম (মিত-ব্যয়িতা বা কাম-ক্রোধাদি নিরোধ) হইতে নিশ্চল প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে সমুজ্জ্বল করে। হে তাত! একটি গুণ এই মহাফলোপধায়ক গুণ-সকলকে বলপূর্ব্বক আশ্রয় করে। রাজা যদি কোন মনুষ্যের প্রতি সৎকার প্রদর্শন করেন, তবে এই রাজ-সমাদর রূপ গুণটিই উক্ত সমুদায় গুণকে অতিক্রম করিয়া উদ্ভাসিত হয়। হে নৃপ! মনুষ্যলোকে পশ্চাদুক্ত এই আটটি গুণ স্বর্গলোকের নিদর্শন স্বরূপ; তন্মধ্যে চারিটি গুণ সাধুলোকদিগের অনুগামী হয় এবং সাধুরা অপর চারিটির অনুসরণ করিয়া থাকেন। সাধুগণ যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা, এই চারিটি গুণের নিয়ত অনুগামী হন; আর দম, সত্য, সারল্য ও আনৃশংস্য, এই চারিটি গুণ সাধুদিগের অনুগত হয়। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, করুণা ও অলোভ, ধর্ম্মের এই আট প্রকার পথ উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে পূর্ব্বের চারিটি দম্ভের নিমিত্তও সেবিত হয়, শেষোক্ত চতুষ্টয় কেবল মহাত্মা লোকেতেই থাকে। যে স্থলে বৃদ্ধগণ না থাকেন, সে সভাই নয়; যাঁহারা ধর্ম্ম বলিতে না পারেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নন, যাঁহাতে সত্য নাই, তাহা ধর্ম্মই নহে; যাহা কাপট্যযুক্ত, তাহা সত্যই নহে। সত্য, রূপ, শ্রুত, বিদ্যা, কৌলীন্য, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও আশ্চর্য্যভাষিত্ব, এই দশটি স্বর্গীয়।

প্রসিদ্ধ পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ করত কেবল পাপময় ফলই লাভ করে, আর পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষ পুণ্যানুষ্ঠান করত অনন্ত পুণ্য-সম্ভোগ করেন; অতএব প্রশংসিত ব্রতনিষ্ঠ পুরুষ কদাপি পাপ করিবেন না। পাপ পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণ হইলে বুদ্ধি নাশ করে; নষ্টবুদ্ধি মানব নিয়ত পাপ কর্ম্মেরই আরম্ভ করিয়া থাকে। পুণ্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলে প্রজ্ঞা বর্দ্ধন করে; প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হইলে মনুষ্য কেবল অনবরত পুণ্য কর্ম্মেরই আরম্ভ করেন। পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষ পুণ্যের অনুষ্ঠান করত পুণ্যস্থানে গমন করিয়া থাকেন; অতএব মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া পুণ্যেরই সেবা করিবে। যে ব্যক্তি অসূয়াকারী, মর্ম্মচ্ছেদী, পরুষভাষী, বৈরকারী ও শঠ হয়, সে পাপাচরণ করত অচিরে মহাকষ্ট পায়। অসূয়া-শূন্য কৃতবুদ্ধি পুরুষ সর্ব্বদা শোভনকর্ম্ম সমুদয়ের আচরণ করত কোন কালেও বিষমতর কষ্টভোগ করেন না; তিনি সর্ব্বত্রই শোভমান হইয়া থাকেন। যিনি প্রাজ্ঞগণ হইতে প্রজ্ঞা সংগ্রহ করেন, তিনিই পণ্ডিত; কেননা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে বর্দ্ধিত হইতে পারেন। দিবসেই সেই কর্ম্ম করিবে, যদ্দ্বারা রাত্রিকালে সুখে বাস করিতে পারিবে; আট মাসেই সেই কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বর্ষাকালে সুখে বাস করিতে পারিবে; পূর্ব্ব বয়সেই সেই কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে বাস করিতে পারিবে এবং যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবে, যদ্দ্বারা পরলোকে সুখে বাস করিতে পারিবে। পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্নের, গত-যৌবনা ভার্য্যার, সংগ্রাম বিজিত শূরের এবং তত্ত্বজ্ঞান পারগামী তপস্বীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। অধর্ম্ম-লব্ধ ধনদ্বারা যে ছিদ্র আবৃত করা যায়, তাহা ত অসংবৃতই থাকে, তদতিরিক্ত অন্য ছিদ্রও প্রকাশিত হইয়া পড়ে; অর্থাৎ অধর্ম্ম লব্ধ ধনদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেই থাকে। গুরু প্রশান্তচিত্ত মানবগণের শাসনকর্ত্তা এবং রাজা দুরাত্মাদিগের শাস্তা হইয়া থাকেন; পরন্তু যাহারা গোপনে পাপকর্ম্ম করে, সূর্য্যনন্দন শমনই তাহাদের শাসনকারী হন। ঋষিগণের, নদীনিবহের, কুল-সকলের, মহাত্মবর্গের ও স্ত্রীজাতীয় দুশ্চরিত্রের প্রভাব বোধগম্য হইবার নহে। হে রাজন্! দ্বিজাতিগণের পূজায় অভিরত, দাতা, জ্ঞাতি গণেরপ্রতি সরল-ব্যবহারী, শীলভাজন ক্ষত্রিয় চিরকাল মহীপালন করেন। শূর, কৃতবিদ্য ও পালনাভিজ্ঞ, এই তিন পুরুষ সুবর্ণ-পুষ্পা পৃথিবীলতার পুষ্প

চয়ন করেন। হে ভারত! বুদ্ধি দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; বাহু দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা মধ্যম; জঙ্ঘা দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহা নিকৃষ্ট; আর ভার-বহন কর্ম্ম তদপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আপনি মূঢ়মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের উপরে ঐশ্বর্য্য সংস্থাপন করিয়া কি বলিয়া মঙ্গল কামনা করিতেছেন? হে ভরতর্ষভ! সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা আপনার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করুন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিদুর কহিলেন, আমরা শুনিয়াছি, অত্রি-কুমার ও সাধ্যগণের যে সংবাদ প্রসিদ্ধ আছে, সেই পুরাতন ইতিহাসটীই উক্ত বিষয়ের উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সাধ্য-নামক দেবগণ পরিব্রাজক-রূপে বিচরণকারী শংসিতব্রত মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহর্ষে! আমরা এই সাধ্যনামক দেবগণ আপনাকে দেখিয়া আপনি কে, অনুমান করিতে পারিতেছি না; আমাদিগের বিবেচনায় আপনি বুদ্ধিমান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা পণ্ডিত হইবেন, অতএব আমাদিগের নিকটে পণ্ডিত-সমুচিত কোন উদার বাক্যের প্রসঙ্গ করুন।

পরিব্রাজক কহিলেন, হে অমরগণ! ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার সম্যক্রূপে শ্রুত হইয়াছে যে, ধৃতি, শান্তি ও সত্য ধর্ম্মের অনুবৃত্তি দ্বারা হৃদয়ের অহঙ্কারাদি সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি অপনীত করিয়া আত্ম-তুলনায় প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যবহার করিবে। কেহ নিন্দা বা তিরস্কার করিলে তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিবে না, কেননা সহনশীল ব্যক্তির মনোবেদনাই ঐ আক্রোশকারীকে দহন করে এবং তাহার সুকৃত হরণ করিয়া লয়। আক্রোশী, পরাবমানী, মিত্রদ্রোহী, নীচোপসেবী, অভিমানী ও হীন-চরিত্র হইবে না। পীড়াকর কঠোর বাক্য সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। রুক্ষ ও রূঢ় বাক্য মনুষ্যের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ দহন করিতে থাকে, অতএব ধর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি অকল্যাণী তীব্রতর কর্কশবাণী একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। উগ্র ও পরুষভাষী যে নরাধম বাক্যরূপ কণ্টকনিচয় দ্বারা মানবগণের মর্ম্মভেদ করে; সে নিয়তই মুখনিবদ্ধা অলক্ষ্মী বহন করিতে থাকে; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে মনুষ্যকুলের নিরতিশয় অলক্ষ্মীহেতু বলিয়া জানিবেন। পণ্ডিত পুরুষ যদি অপরের অনল ও তপন-তুল্য প্রদীপ্ত তাদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ-নিকরে নিরতিশয় বিদ্ধ হন, তবে তদ্দ্বারা অতিমাত্র দহ্যমান হইলেও তাঁহার ইহাই মনে করা কর্ত্তব্য যে, এই মর্ম্মঘাতী ব্যক্তি আমার সুকৃতি বিধান করিতেছে।

যে মনুষ্য সাধু কি অসাধু, তপস্বী কি তস্কর, যাদৃশ লোক সকলের উপাসনা করে, সে রঙ্গবশবর্ত্তী বসনের ন্যায় অবশ্যই তাহাদিগের বশতাপন্ন হয়। কেহ অত্যুক্তি করিলে যিনি স্বয়ং তাহার প্রত্যুক্তি না করেন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেও তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলান; যিনি আহত হইয়া স্বয়ং প্রতিঘাত না করেন এবং অন্য দ্বারাও না করান, অপিচ যিনি আঘাতকারী ব্যক্তির অণুমাত্র অনিষ্ট ইচ্ছা না করেন, সেই সুধীর পুরুষের সমাগমে দেবতারাও স্পৃহয়ালু হন। প্রথমত কোন কথার প্রসঙ্গ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়; দ্বিতীয়ত যদি কথা কহিতে হয় তবে, সত্য কথা কহাই বিধেয়; তৃতীয়ত প্রিয়বাক্য বলা কর্ত্তব্য; চতুর্থত, ধর্ম্মানুগত বাক্যই বক্তব্য। পুরুষ যাদৃশ লোকের সহিত সহবাস করে, যাদৃশ লোকের উপাসনা করে এবং যাদৃশ হইতে ইচ্ছা করে, তাদৃশই হইয়া থাকে। যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা তাহা হইতেই বিমুক্ত হয়; সর্ব্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে আর অণুমাত্র দুঃখও অনুভব করে না। ঐ পুরুষ কাহাকেও জয় করিতে ইচ্ছা করে না এবং অন্য কর্ত্তৃক পরাজিতও হয় না; কাহারও বৈরকারী হয় না এবং কাহাকে প্রতিঘাতও করে না; নিন্দা কি প্রশংসা উভয়থাই সমভাবে থাকে; শোকও করে না, হৃষ্টও হয় না। যিনি সকলেরই অভ্যুদয় ইচ্ছা করেন, কাহারও অকল্যাণে মন করেন না এবং সত্যবাদী, মৃদু ও দান্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ; যিনি অনর্থক সান্ত্বনা না করেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রদান করেন অথচ পরচ্ছিদ্রের অনুসন্ধান রাখেন, তিনি মধ্যম; আর অধম পুরুষের লক্ষণ এই যে, তাহাকে কিছুতেই শাসন করা যায় না; সে সর্ব্বদাই উৎপাতগ্রস্ত ও কলঙ্কিত হয়, মন্যুর বশম্বদতা হইতে কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হয় না এবং দৌরাত্ম্য ও কৃতঘ্নতাপ্রযুক্ত কাহারও মিত্র হইতে পারে না। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ লোকদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার কল্যাণ সঙ্কলনে আস্থা না করে, অথচ আপনার প্রতিও শঙ্কান্বিত হয় এবং মিত্রবর্গকে দূর করিয়া দেয়, সেই অধম পুরুষ। যে মানব আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে উত্তম পুরুষদিগেরই সেবা করিবে এবং সময়ক্রমে মধ্যমলোকসকলেরও উপাসনা করিতে পারিবে, কিন্তু অধমের সেবা কদাচ করিবে না। অধম পুরুষ নিয়ত উদ্যমপ্রযুক্ত বল, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার-সহকারে অর্থ লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু কস্মিন্‌কালেও সম্যক্রূপ প্রশংসা লাভ করিতে পারে না এবং মহাকুলের চরিত্রও প্রাপ্ত হয় না। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! দেবতারা এবং ধর্ম্মার্থে সুনিশ্চল ও বহুল শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মানবেরা মহাকুলের প্রতি স্পৃহা করিয়া থাকেন; অতএব তোমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, মহাকুল-সকল কিরূপ? বিদুর কহিলেন, যাহাতে তপস্যা, দম, বেদ, জ্ঞান, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ, বিবাহ ও সতত অন্নদান, এই সাতটি গুণ সম্যক্রূপে আচরিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই মহাকুল। যাঁহাদিগের চরিত্র স্খলিত না হয় এবং পিত্রাদি পূর্ব্ব পুরুষ যাঁহাদিগের দোষ দর্শনে ব্যথিত না হন, যাঁহারা বিশুদ্ধ জীবিকা সহকারে ধর্ম্মাচরণ করেন এবং সত্যাবলম্বী হইয়া কুলের বিশিষ্ট কীর্ত্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই মহাকুল। যজ্ঞের অননুষ্ঠান, অবৈধ বিবাহ, বেদের উৎসাদন ও ধর্ম্মের অতিক্রম-দ্বারা প্রশস্ত কুল-সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়। দেব-দ্রব্য বিনাশ, ব্রহ্মস্ব হরণ ও ব্রাহ্মণের অতিক্রমদ্বারা প্রশস্ত কুল সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবজ্ঞা ও নিন্দা দ্বারা এবং ন্যস্ত ধনের অপহরণ দ্বারা প্রশস্ত কুল-সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়। সদ্ব্যবহারবিহীন কুল-সমস্ত ধন, জন ও গবাদি পশুযূথে পরিপূর্ণ হইলেও কুল-সংখ্যা প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু সদ্বৃত্তে অবিহীন কুল সকল অল্প ধনশালী হইলেও কুল বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রচুর

যশোরাশি আকর্ষণ করে। অতএব চরিত্রকেই যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষণ করিবে, ধনের ত আগম অপগম হইয়াই থাকে, সুতরাং ধনাংশে কোন ব্যক্তি ক্ষীণ হইলেও তাহাকে বাস্তবিক ক্ষীণ বলা যায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি চরিত্রে হত হয় সেই যথার্থ হত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কুল সদ্‌বৃত্ত-বিহীন, তৎসমুদায় গো অশ্ব ও অন্যান্য পশুযূথে সমাকীর্ণ এবং সুসমৃদ্ধিশালিনী কৃষি-বিশিষ্ট হইলেও কোন ক্রমে উন্নত হইতে পারে না। আমাদিগের কুলে কেহ যেন বৈরকারী, রাজার অমাত্য, পরধনাপহারী, মিত্রদ্রোহী, প্রতারণাপরায়ণ, মিথ্যাব্যবহারী এবং পিতৃ, দেব ও অতিথিগণের পূর্ব্বে ভোজনকারী না হয়। আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের হিংসা বা দ্বেষকারী হইবে, অথবা কৃষিকর্ম্মের উচ্ছেদ করিবে, সে আমাদিগের সংসর্গ প্রাপ্ত হইবে না। সাধুগণের গৃহে তৃণ, ভূমি, জল ও সুনৃত-বাক্য এই চারিটির কখনই উচ্ছেদ হয় না। হে রাজন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! পুণ্যকর্ম্ম-শালী ধার্ম্মিকেরা অতিথিগণের সৎকারার্থে প্রবৃত্ত এই কয়েকটি বস্তু পরম শ্রদ্ধা-সহকারে উপনীত করেন। হে নৃপতে! ক্ষুদ্র হইয়াও শকট যে ভার বহনে শক্ত হয়, অন্য মহীরুহ-সমূহ তাহা বহন করিতে পারে না; সেইরূপ সদ্‌বৃত্ত-সম্পন্ন মহাকুলীনেরা যাদৃশ ভার-সহ হইয়া থাকেন, ইতর মনুষ্যেরা কদাচ সেইরূপ হইতে পারে না।

যাহার কোপ হইতে ভয় পাইতে হয়, সে মিত্র নহে; অথবা শঙ্কিত হইয়া যাহার উপচর্য্যা করিতে হয়, তাহাকেও মিত্র বলা যায় না; যে মিত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আশ্বাস করা যায়, সেই মিত্র,তদ্ভিন্ন অন্য লোকদিগের সহিত কেবল মিত্রতা-সম্বন্ধ হয় মাত্র। সম্বন্ধ বা উপকারাদি কোন প্রকার বন্ধনে সম্বদ্ধ না হইয়াও যে কোন ব্যক্তি মিত্রভাবে ব্যবহার করেন, তিনিই বন্ধু, তিনিই মিত্র, তিনিই গতি,তিনিই পরায়ণ অর্থাৎ পরম বিশ্বাস-ভাজন। পণ্ডিতসেবায় পরাঙ্মুখ চলচিত্ত স্থূলবুদ্ধি পুরুষের মিত্র সংগ্রহ করা নিয়তই অনিশ্চিত। হংসগণ যেমন শুষ্ক সরোবর পরিত্যাগ করিয়া যায়,সেইরূপ ইন্দ্রিয় বশানুগামী-অনাত্মবান্ চপল-চিত্ত মনুষ্যকে অর্থ সকল অতিক্রম করে। চঞ্চল-জলদের ন্যায় অসাধু লোকদিগের স্বভাবই এই যে,তাহারা অকস্মাৎ কুপিত হয় এবং বিনা কারণেই প্রসন্ন হইয়া থাকে। যাহারা মিত্রগণ-সমীপে সংকৃত ও কৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহাদের উপকার সম্পাদন না করে, তাদৃশ কৃতঘ্ন নরাধমেরা মৃত হইলেও মাংসভোজী জন্তুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। ধন থাকুক বা নাই থাকুক, মিত্রগণের অর্চ্চনা অবশ্যই করিবে; অর্চ্চনা না করিলে তাঁহাদিগের সারবত্তা বা অসারতার পরিচয় পায় না। সন্তাপে রূপ নষ্ট হয়; সন্তাপে বল ক্ষীণ হয়; সন্তাপে জ্ঞানভ্রষ্ট হয়; সন্তাপে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। যে নিমিত্ত শোক করা যায়, শোক দ্বারা তাহাও পাওয়া যায় না, শরীরকেও সন্তপ্ত করা হয় এবং তাহাতে শক্রুরাও হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব আপনি শোকে কদাচ মন করিবেন না। দেখুন, মনুষ্য পুনঃপুনঃ মৃত ও জাত হয়, পুনঃপুনঃ হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পুনঃপুনঃ যাচ্ঞা করে ও যাচিত হয় এবং পুনঃপুনঃ শোক করে ও শোচিত হইয়া থাকে। সুখ দুঃখ শুভাশুভ, লাভালাভ ও জীবন মরণ সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে স্পর্শ করে; অতএব ধীর ব্যক্তি তাহাতে হৃষ্টও হইবেন না, শোকও করিবেন না। মনুষ্যের শ্রোত্রাদি এই ছয়টি ইন্দ্রিয় নিত্যই চঞ্চল; তাহাদিগের মধ্যে যেটি যে যে বিষয়ে বর্দ্ধিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতেই, ছিদ্রকুম্ভ হইতে জল নির্গমনের ন্যায়, তাহার বুদ্ধি নিয়ত বিগলিত হইতে থাকে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দাহবস্তু প্রাপ্ত হইলে, অল্প অগ্নিও যেমন প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ তপস্যায় কৃশ হইলেও উন্নত প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমি কপট ব্যবহারে প্রবঞ্চিত করিয়াছি; সুতরাং তিনি যুদ্ধ দ্বারা আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের নিঃশেষে বিনাশ করিবেন। এইরূপ ভাবনায় আমার পক্ষে সকলই নিয়ত উদ্বেগপূর্ণ বোধ হইতেছে;—আমার মন নিত্য উদ্বিগ্ন রহিয়াছে; অতএব হে মহামতে! যে পদ উদ্বেগশূন্য তাহাই অমাকে বল।

বিদুর কহিলেন, হে কল্যাণিন্! বিদ্যা ও তপস্যা ভিন্ন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ভিন্ন এবং সম্যক্‌প্রকারে লোভ ত্যাগ ভিন্ন আর কিছুতেই আপনার শান্তি দেখিতেছি না। লোকে বুদ্ধিদ্বারা ভয়াপনোদন করে, তপস্যাদ্বারা মহৎ বস্তু লাভ করে এবং গুরুশুশ্রূষাদ্বারা জ্ঞান ও যোগদ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয়। মোক্ষ-পথাবলম্বী মানবগণ দানজন্য পুণ্য কি বেদোক্ত পুণ্য আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত হইয়াই সংসারে বিচরণ করেন। সুন্দর অধ্যয়নের, সুন্দর যুদ্ধের, সুকৃত কর্ম্মের এবং সুতপ্ত তপস্যার সুখ পরিণামে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! ভেদপ্রাপ্ত মনুষ্যেরা সুন্দর আস্তরণযুক্ত সুখকর শয্যাপ্রাপ্ত হইয়াও কখন সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না, রমণী-নিকরেও রতি লাভ করিতে পারে না এবং সূত মাগধ বন্দীগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়াও সুখ পায় না। ভেদগ্রস্ত মানবগণ কস্মিন্ কালেও ধর্ম্মাচরণে সমর্থ হয় না, সুখ লাভ করিতে পারে না, গৌরব প্রাপ্ত হয় না এবং শান্তিলাভেও স্পৃহা করিতে পারে না। হিতকর বাক্যে তাহাদিগের রুচি হয় না এবং অলব্ধ বিষয়ের লাভ ও লব্ধ বিষয়ের রক্ষা করাও তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। হে মনুজেন্দ্র! ভেদ প্রাপ্ত লোকদিগের বিনাশ ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। যেমন গোধনে ক্ষীরাদি সম্পত্তি হওয়া সম্ভব, ব্রাহ্মণে তপস্যা সম্ভবনীয় এবং নারীগণে চাপল্য সম্ভবপর, সেইরূপ জ্ঞাতি হইতেও ভয় সম্ভাব্য। সমপরিমাণ, বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আয়ত তন্তুসকলও বহুত্বপ্রযুক্ত তন্তুবায়ের বেমাঘাতাদি যে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে, ইহাই সাধু জ্ঞাতিদিগের উপমা। হে ভরতর্ষভ ধৃতরাষ্ট্র! জ্ঞাতিগণ দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ হইলে ধূমায়িত হয় এবং সমবেত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও জ্ঞাতিগণের উপরে শৌর্য্য প্রকাশ করে, তাহারা বৃন্ত হইতে পক্বফলের ন্যায় অচিরেই পতিত হয়। একাকী সঞ্জাত কোন বৃক্ষ সুবৃহৎ বলশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, সমীরণ বলপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাকে স্কন্ধের সহিত বিমর্দ্দিত করিতে পারে; কিন্তু যে সমস্ত মহীরুহ অনেকে একত্র-সমবেত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎসমুদায় পরস্পর আশ্রিত হওয়ায় অতি বেগশালী বায়ু সকলকেও সহ্য করিয়া থাকে। অতএব পবন যেমন একজাত মহীজের সহজেই নিধন-সাধন করে, সেইরূপ একাকী কোন মনুষ্য অশেষ গুণনিকরে সমন্বিত হইলেও শক্রুরা তাহার পরাভব অনায়াসসাধ্য বিবেচনা করে। সরোবরে পঙ্কজ-পুঞ্জের

ন্যায় জ্ঞাতিগণ পরস্পর সম্মিলন ও পরস্পর আশ্রয় দানদ্বারাই সমর্দ্ধিত হয়। গো, ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, শিশু, নারী, শরণাগত ও যাঁহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায়, ইহারা সকলেই অবধ্য। হে রাজন! নিধনতা ভিন্ন মনুষ্যের কোন গুণই শোভা পায় না; পরন্তু আতুর না হইলেই আপনার মঙ্গল হইতে পারে, যেহেতু রোগীরা মৃতের তুল্য। মহারাজ! অব্যাধি-জনিত স্বভাবসিদ্ধ দ্বেষ একপ্রকার শিরঃপীড়াকর, পাপ-ফলোপধায়ক, মহাকটু, নিরতিশয় ক্লেশদায়ক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বিষস্বরূপ; সে বিষ সজ্জনগণেরাই পেয়, অসাধুলোকেরা কখনই তাহা পান করিতে পারে না; অতএব আপনি সেই দ্বেষ-বিষ পান করিয়া প্রশান্ত হউন। রোগাতুর মনুষ্যগণ ধনাদি ফল-সকলের প্রতি আদর-পরায়ণ হয় না এবং বিষয়-সমূহেও রতি লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রতিনিয়তই দুঃখিত;—না অর্থসম্ভোগ না সুখ, কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে দ্যূতে পরাজিতা দেখিয়া আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, পণ্ডিতেরা অক্ষক্রীড়ায় প্রতারণা পরিহার করেন, অতএব আপনি দুর্য্যোধনকে নিবারণ করুন; কিন্তু আপনি আমার সে বাক্য গ্রাহ্য করেন নাই। মার্দ্দব যে বলের বিরোধী হয়, তাহা বলই নহে; বল ও মার্দ্দব এই বিমিশ্রিত সূক্ষ্ম ধর্ম্মেরই ভজনা করা কর্ত্তব্য; নিরবচ্ছিন্ন ক্রূরতা অবলম্বন করিলে অবিলম্বেই রাজলক্ষ্মীর বিধ্বংস হয়; যে রাজশ্রী মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়কেই আশ্রয় করে, তাহাই পুত্র পৌত্র পরম্পরায় সঙ্করণ করে। অতএব হে রাজন্! আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবদিগের প্রতিপালন করুনএ বং পাণ্ডুতনয়েরাও আপনার নন্দনগণের সংরক্ষণ করুন; এইরূপে সমশত্রুমিত্র হওয়ায় কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহাসমৃদ্ধ হইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করুন। হে আজমীঢ়! এক্ষণে আপনিই কৌরবদিগের মেধি, অর্থাৎ প্রধান আশ্রয় স্থান হইয়াছেন; এই কুরুকুল আপনারই অধীন রহিয়াছে; অতএব হে তাত! স্বকীয় যশঃস্তম্ভ রক্ষা করত বনবাস প্রতপ্ত বালক পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করুন। হে কুরু-প্রবর নরদেব!" আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। শত্রুরা যেন আপনার ছিদ্র প্রার্থনা না করে। হে নরেন্দ্র! পাণ্ডুতনয়েরা সকলেই সত্যে অবস্থিত আছেন, এক্ষণে আপনি দুর্যোধনকে সেই সত্যপথে স্থাপিত করুন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বিদুর কহিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্যাঙ্গজ, রাজেন্দ্র! আপনার কল্যাণোদ্দেশে আমি আর কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু নন্দন মনু পশ্চাদুক্ত এই সপ্তদশ প্রকার মনুষ্যকে মুষ্টি-দ্বারা আকাশে আঘাতকারী, অপরিণমনীয় শত্রুধনুর নমনকারী এবং গ্রহণাযোগ্য সূর্য্য-কিরণের গ্রহণকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হে নরেন্দ্র! যে ব্যক্তি অশাস্য লোককে শাসন করে, যে রোষপরবশ হয়, যে শত্রুকে অতিমাত্র ভজনা করে, যে কামিনীদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, যে অযাচ্য লোকের নিকটে যাচ্ঞা করে, যে আত্মশ্লাঘা করে, সদ্বংশে জন্মিয়া যে ব্যক্তি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, বলহীন হইয়া যে ব্যক্তি বলশালীর সহিত নিত্য বৈরিতাচরণ করে, যে অশ্রদ্ধাকারী ব্যক্তিকে কোন কথা বলে, যে অকাম্য বস্তুর কামনা করে, শ্বশুর হইয়া যে বধূর প্রতি অঙ্গের পরিহাসে অনুমোদন করে, বধূর দ্বারা বীতভয় হইয়া মানব মানকামী হয়, যে পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, যে স্ত্রীকে অতিশয় নিন্দা করে, যে লাভ করিয়াও "স্মরণ নাই" এই কথা বলে, পূর্ব্বে দান করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থিত হইলে যে শ্লাঘা করে এবং যে অসত্যের সত্যত্ব প্রতিপাদনে যত্ন করে, এই সপ্তদশ পুরুষকে পাশহস্ত যমকিঙ্করেরা নরকে লইয়া যায়। যে মানুষ যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতিও ঐ ব্যক্তিই সেইরূপ ব্যবহার করিবে, ইহাই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কপটাচারী হয়, তাহার সহিত কপট ব্যবহার করা এবং যিনি সদাচারী হন, তাঁহার সহিত সদাচরণ করাই বিধেয়। জরা রূপহরণ করে, আশা ধৈর্য্য লোপ করে, মৃত্যু প্রাণ হরিয়া লয়, অসূয়া ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত জন্মায়, কাম লজ্জাভ্রষ্ট করে, অসাধুসেবা চরিত্র নষ্ট করে, ক্রোধ শ্রীবিলোপী হয়, কিন্তু অভিমান সকলই লোপ করিয়া দেয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যখন সকল বেদমধ্যেই পুরুষ শতায়ু বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন কি নিমিত্ত লোকে সমস্ত আয়ু প্রাপ্ত না হয়? বিদুর কহিলেন, হে নরাধিপ! অভিমান, অতিবাদ, অত্যাগ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা ও মিত্রদ্রোহ, এই ছয়টি সুতীক্ষ্ণ অসিস্বরূপ হইয়া দেহিনিবহের আয়ুচ্ছেদন করে; ইহারাই মানবগণের নিধন সাধন হয়, মৃত্যু নহে; অতএব ইহাই বিবেচনা করিয়া আপনি কল্যাণ লাভ করুন। হে ভারত! যে ব্যক্তি বিশ্বস্তলোকের দার হরণ করে, যে গুরুপত্নীগামী হয়, দ্বিজ হইয়া যে শূদ্রাণীপতি ও মদ্যপায়ী হয়, যে ব্রাহ্মণগণের আদেশকারক, প্রেষক বা বৃত্তিহন্তারক হয়, আর যে শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করে, ইহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতীর সমান। শ্রুতি আছে যে, ইহাদিগের সহিত সংসর্গ হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণের বাক্য গ্রহণকারী, নীতিজ্ঞ, বদান্য, শেষান্নভোজী, অবিহিংসক, অনর্থকর কার্য্যে অনিপুণ, কৃতজ্ঞ, সত্য, মৃদু ও বিদ্বান্ পুরুষ স্বর্গে গমন করেন। হে রাজন্! প্রিয়বাদী মনুষ্য-সকল সততই সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় অথচ পথ্য বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। যে ভৃত্য ভর্ত্তার প্রিয় অপ্রিয় পরিহার করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্মমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রিয় পথ্য বাক্য সকলের উল্লেখ করে, তাহার দ্বারাই রাজা সহায়-সম্পন্ন হন। কুল রক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য কোন এক পুরুষকে পরিত্যাগ করিবে; গ্রাম রক্ষার নিমিত্ত কুলত্যাগ করিবে; জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রামও পরিত্যাগ করিবে; আত্ম-রক্ষার্থে পৃথিবীপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। আপদুদ্ধারের নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবে; ধনসমূহ-দ্বারাও দারা রক্ষা করিবে; পরন্তু ধন ও দারা উভয় দ্বারাই আত্মাকে সতত রক্ষা করিবে। এই যে দ্যূতক্রীড়া ইহা পূর্ব্বকল্পে মানবগণের বৈরকর দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিহাসের নিমিত্তও দ্যূতসেবা করিবেন না। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আমি দ্যূতকালেও বলিয়াছিলাম, 'ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু হে বৈচিত্রবীর্য্য! পীড়িতের পথ্য ঔষধের ন্যায়, আপনার সেই বাক্যে রুচি হয় নাই। হে নরেন্দ্র! আপনি ধার্ত্তরাষ্ট্ররূপ কাকগণ-কর্ত্তৃক বিচিত্র বর্হযুক্ত পাণ্ডব-ময়ূরদিগকে পরাজিত করাইতে উৎসুক হইতেছেন,—সিংহসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শৃগালদিগকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু কালপ্রাপ্তে অব-

শুই শোক-পরায়ণ হইবেন। হে তাত! যিনি হিত-কার্য্যে নিরত প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি সর্ব্বদা কোপ প্রকাশ না করেন, ভৃত্যেরা তাদৃশ ভর্ত্তার প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং আপদ্‌কালেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

ভৃত্যবর্গের বৃত্তি-নিরোধদ্বারা অপূর্ব্ব রাজ্যধন সংগ্রহের অভিলাষ করিবে না, কেন না বঞ্চিত ও ভোগবিহীন হইলে স্নেহান্বিত অমাত্যেরাও বিরুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমস্ত, আয়, ব্যয় ও অনুরূপ বৃত্তি নিরূপিত করিয়া পশ্চাৎ উপযুক্ত সহায়-সমগ্র সংগ্রহ করিবে; যেহেতু দুষ্কর কার্য্যসকলও সহায়-বলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি ভর্ত্তার অভিপ্রায় জানিয়া নিরালস্য হইয়া সমস্ত কার্য্য করেন এবং হিতবক্তা, অনুরক্ত, মহানুভব ও শক্তিজ্ঞ হন, তাঁহাকে আত্মার ন্যায় অনুকম্পা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া কথা গ্রাহ্য না করে এবং নিযোজিত হইয়া যে অস্বীকার করে, তাদৃশ প্রজ্ঞাভিমানী ও প্রতিকূলবাদী ভৃত্যকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করা বিধেয়। পণ্ডিতেরা ভৃত্যকে দর্প-রহিত, পুরুষকার-যুক্ত, সত্বরকর্ম্মচারী, সদয়, পরিচ্ছন্ন, অন্য-কর্ত্তৃক অহার্য্য, রোগশূন্য কুলে উৎপন্ন ও উদার-বাক্য, এই অষ্ট প্রকার গুণসম্পন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বিশ্বাস-প্রযুক্ত অসময়ে পরের গৃহে বিজ্ঞাপন করিয়াও কখন গমন করিবে না; রাত্রিকালে প্রাঙ্গনে লুক্কায়িত থাকিবে না এবং রাজকমনীয়া কামিনীকে কদাচ প্রার্থনা করিবে না। মন্ত্রণাসিদ্ধ বিষয়ের অপলাপ করিবে না; পরন্তু যে ব্যক্তি অনেকের সহিত মন্ত্রণা করে এবং কুসংসর্গে থাকে, তাহার নিকটে কোন কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক ছল করিয়া মন্ত্রণা-প্রদানে বিরত হইবে, 'তোমাকে বিশ্বাস করি না, এ কথা কদাচ বলিবে না। করুণাবান্ রাজা, পুংশ্চলী, রাজভৃত্য, পুত্র, ভ্রাতা, বালপুত্রা বিধবা, সেনাজীবী ও হৃতসম্পত্তি, ইহারা ঋণাদানাদি ব্যবহারে বর্জ্জনীয়। প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেয়। হে তাত! একটি গুণ এই মহাফলোপধায়ক গুণসকলকে বলপূর্ব্বক আশ্রয় করে। রাজা যদি কোন্ মনুষ্যের প্রতি সৎকার প্রদর্শন করেন, তবে এই রাজসমাদর রূপ গুণটিই উক্ত সমুদায় গুণ ধারণ করে। স্নানশীল-ব্যক্তিকে বল, রূপ, স্বরশুদ্ধি, বর্ণবিশুদ্ধি, স্পর্শ, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী; সুকুমারতা ও বরারোহা কামিনীগণ, এই দশটি গুণ ভজনা করে; আর পরিমিতাহারী পুরুষ ছয় গুণের ভাজন হইয়া থাকে; তাহার আরোগ্য, আয়ু, বল ও সুখ হয়, সন্তানসন্ততিগুলি দোষশূন্য ও বলিষ্ঠ হয় এবং তাহাকে কেহ ঔদারিক বলিয়া নিন্দা করে না। অকর্ম্মশীল, বহুভোজী, লোকবিদ্বেষভাজন, বহুতর ছলনাকারী, নৃশংস, দেশকাল-পরিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ও অনিষ্টবেশকারী, এই সকল লোককে গৃহে বাস করাইবে না। কৃপণ, আক্রোশকারী, অশাস্ত্রজ্ঞ, বনবাসী, ধূর্ত্ত, অমান্যমানী, নিষ্ঠুরবাদী, দৃঢ়-বৈর ও কৃতঘ্ন, ইহাদিগকে অত্যন্ত পীড়িত হইলেও কখন যাজ্ঞা করিবে না। আততায়ী, অতিশয় প্রমাদী, নিত্য-মিথ্যাসক্ত, অদৃঢ়-ভক্তি, স্নেহশূন্য ও বহুমানী, এই ছয় নরাধমদিগকে সেবা করিবে না। অর্থসকল সহায়নিবন্ধন এবং সহায়সকলও অর্থ-নিবন্ধন; পরস্পর অনুবন্ধী এই দুই বিষয় পরস্পরের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। উৎপাদনপূর্ব্বক পুত্রসকলকে অঋণী করিয়া তাহাদিগের কোন জীবিকা বিধান করিয়া এবং কুমারীগণকে উপযুক্ত স্থানে সংপ্রদান করিয়া পরিশেষে অরণ্যবাসী হইয়া মুনি হইতে ইচ্ছা করিবে। প্রভুর কর্ত্তব্য এই যে যাহা সর্ব্বভূতের হিতকর এবং আপনারও সুখাবহ হয় তাহাই করেন, যেহেতু ইহাই তাঁহার ধর্ম্মার্থ-সিদ্ধির মূল। যাঁহার বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, সত্ত্ব, উদ্যম ও ব্যবসায় আছে, তাঁহার আর জীবিকার অভাব নিমিত্ত ভয় হইবে কেন।

পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে আপনি কতপ্রকার দোষ দেখুন, যাহাতে ইন্দ্রসহ দেবতারাও ব্যথিত হইতে পারেন; একে ত পুত্রগণের সহিত শত্রুতা, তাহাতে নিত্য উদ্বেগে বাস, যশঃপ্রণাশ ও শত্রুগণের হর্ষ। হে ইন্দ্র-সদৃশ! ভীষ্মের, আপনার, দ্রোণাচার্য্যের এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের কোপ প্রবৃদ্ধ হইলে, আকাশে বক্রভাবে পতিত ধূমকেতুর ন্যায়, এই সমস্ত লোকের ধ্বংসোৎপাদন করিতে পারে। আপনার শত পুত্র, কর্ণ ও পঞ্চ পাণ্ডব, ইহাঁরা সাগরাম্বরা অখিল বিশ্বম্ভরার অনুশাসন করিতে সমর্থ। হে রাজন্! আপনার পুত্রেরা বন-স্বরূপ আর পাণ্ডু-তনয়েরা ব্যাঘ্র-স্বরূপ হইয়াছেন; অতএব ব্যাঘ্রযুক্ত বনকে ছেদন করিবেন না এবং ব্যাঘ্রেরাও যেন বন হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়। ব্যাঘ্রগণ ব্যতীত বন থাকিতে পারে না এবং বন ব্যতিরেকেও ব্যাঘ্রেরা থাকিতে পারে না; কেন না ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক বন রক্ষিত হয় এবং বন ব্যাঘ্রদিগকে রক্ষা করে। পাপচিত্ত মনুষ্যেরা অন্যের দোষ জানিতে যেরূপ ইচ্ছা করে, শুভময় গুণ-সমস্ত জানিবার নিমিত্ত সেরূপ ইচ্ছুক হয় না।

অর্থে পরমা সিদ্ধি ইচ্ছা করত অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবে; যেহেতু স্বর্গলোক হইতে অমৃতের ন্যায়, ধর্ম্ম হইতে অর্থ কখন অপগত হয় না। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত এবং কল্যাণে নিবেশিত হইয়াছে, তিনি এই অখিল সংসারের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন;—প্রকৃতি আর যে বিকৃতি, তাহা তিনিই জানিয়াছেন। যিনি যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে মিলিত ধর্ম্মার্থ কামের অধিকারী হন। হে রাজন্! যিনি ক্রোধ ও হর্ষের সমুত্থিত বেগকে সম্যক্‌রূপে নিরোধ করেন এবং যিনি আপদ্‌কালে বিমুগ্ধ না হন, তিনি লক্ষ্মীর ভাজন।

পুরুষের পঞ্চ প্রকার বল নিত্যকাল প্রসিদ্ধ, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি তৎসমুদায় আমার নিকটে শ্রবণ করুন। মহারাজ! যাহা বাহুবল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাকে কনিষ্ঠ বল বলে; মিত্রলাভকে দ্বিতীয় বল বলা যায়; পণ্ডিতেরা ধনলাভকে তৃতীয় বল বলেন; মনুষ্যের পিতৃপিতামহ সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক যে বল, অভিজাত-নামক সেই বল চতুর্থ বল বলিয়া খ্যাত হয়। হে ভারত! যে বল, সকলে বলের শ্রেষ্ঠ, যাহার দ্বারা উক্ত সমুদায় বল সংগৃহীত হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাবল বলে। যে ব্যক্তি মনুষ্যের মহান্ অপকার করিতে সমর্থ হয়, তাহার সহিত বৈরবন্ধন করিয়া 'দূরস্থ আছি', এ মনে করিয়া আশ্বাস যুক্ত হইবে না। কোন বুদ্ধিমান মানব স্ত্রী, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারেন?

বুদ্ধি-বাণে অভিহত প্রাণীর চিকিৎসকও নাই, ঔষধও নাই;

তাহার পক্ষে হোমমন্ত্র, মঙ্গল কর্ম্ম, অথর্ব্ব মন্ত্র, কি পারদাদি অগদ, কিছুই সুসিদ্ধ হয় না। হে ভারত! সর্প, অগ্নি, সিংহ ও কুলপুত্র, ইহাদিগকে অবজ্ঞা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী। লোকে মহান্ তেজঃপদার্থ অগ্নি কাষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত থাকে; যে পর্য্যন্ত অন্য-কর্ত্তৃক দীপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আর সে কাষ্ঠকে ভক্ষণ করে না; কিন্তু যখন নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক কাষ্ঠ হইতে দীপিত হয়,তখন সেই অগ্নিই তেজঃদ্বারা সেই কাষ্ঠ ও অন্য বনকে শীঘ্র নির্দহন করে। অনল-তুল্য-তেজস্বী ক্ষমাশীল কুলীনেরাও অবিকল এইরূপ; তাঁহারা বাহ্য আকারের কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না করিয়া কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন, কিন্তু উত্তেজিত হইলেই স্বাভাবিক প্রভাব পুঞ্জ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি পুত্রগণের সহিত একটি লতাস্বরূপ, আর পাণ্ডু-তনয়েরা বৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; মহাবৃক্ষকে আশ্রয় না করিলে, লতা আর কখন বর্দ্ধিত হইতে পারে না। হে অম্বিকা নন্দন! আপনি পুত্রগণের সহিত একটি বন স্বরূপ, আর পাণ্ডবেরা তাহাতে সিংহ স্বরূপ হইয়াছেন; অতএব হে তাত! সিংহ-বিহীন হইলে বন যে বিনষ্ট হয় এবং বন ব্যতিরেকেও সিংহেরা যে বিনষ্ট হইতে পারে, ইহা আপনি নিশ্চয় বোধগম্য করুন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বিদুর কহিলেন, বৃদ্ধ আইলে যুবকের প্রাণ উর্দ্ধে উৎক্রমণ করে, পরে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন-দ্বারা তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোক গৃহে সমাগত হইলে, যুবক গৃহস্থ ব্যক্তি সসম্ভ্রমে মহাব্যাকুলিত হয়, পশ্চাৎ তাঁহার সমুচিত সৎকারাদি করিয়া স্বস্তি লাভ করে। ধীর পুরুষ অভ্যাগত সাধু ব্যক্তিকে অগ্রে আসন প্রদান করিয়া জলানয়ন পূর্ব্বক পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া কুশল জিজ্ঞাসানন্তর আপন অবস্থা বিজ্ঞাপন করিবে; পশ্চাৎ সম্যক্‌রূপ অবেক্ষণ-পূর্ব্বক অন্ন প্রদান করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন, মন্ত্রাভিজ্ঞ পুরুষ যাহার গৃহে লোভ ভয় বা কার্পণ্যহেতুক গো, মধুপর্ক ও জল গ্রহণ না করেন, তাহার জীবন বৃথা; অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া যে ব্যক্তি লোভাদিপরতন্ত্র হইয়া অভ্যাগত মান্য লোককে যথাযোগ্য অতিথি-সৎকার প্রদান না করে, সে নিতান্ত পাষণ্ড। চিকিৎসক, শল্য-নির্ম্মাণ-কারী, নিয়ম-ভ্রষ্ট, চৌর, ক্রূর, মদ্যপায়ী, ভ্রূণহত্যাকারী, সেনাজীবী ও বেদবিক্রায়ক অতিথি, জলদানের যোগ্য না হইলেও অতিশয় প্রিয়, অর্থাৎ জামাতা-প্রভৃতির ন্যায় পূজনীয়। লবণ, পক্ক অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফলমূল, শাক, রঞ্জিত বস্ত্র, সর্ব্ব প্রকার গন্ধদ্রব্য ও গুড়, এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণের অবিক্রেয়। যাঁহার নিকটে লোষ্ট্র, প্রস্তর, কি কাঞ্চন সকলই সমান,যিনি রোষ-শূন্য, শোক-রহিত, বিগত-সন্ধি-বিগ্রহ ও নিন্দা প্রশংসায়-বিরত হইয়া উদাসীনের ন্যায় প্রিয়াপ্রিয় পরিহার করত বিচরণ করেন, তিনিই ভিক্ষুক। নীবার, মূল, ইঙ্গুদ, শাক-প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্বারা যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, যাঁহার আত্মা সুন্দররূপে সংযত হইয়াছে যাঁহাকে অগ্নিকার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে, যিনি বনে বাস করিয়াও অতিথিগণের প্রতি অপ্রমত্ত থাকেন, তাদৃশ পুণ্যকারী ব্যক্তিই তাপস-ধুরন্ধর। বুদ্ধিশালী লোকের অপকার করিয়া "দূরস্থ আছি," এরূপ ভাবিয়া আশ্বস্ত হইবে না; কেন না বুদ্ধিমানের বাহুযুগল সুদীর্ঘ; তিনি হিংসিত হইয়া হিংসকেরা দূরে থাকিলেও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে হিংসা করেন। বিশ্বাসানর্হ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকেও অতিশয় বিশ্বাস করিবে না; কেন না বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইয়া যে বিষয়ে বিশ্বাস করা যায়, তাহার মূলসকল পর্য্যন্তও ছেদন করিতে পারে। ঈর্ষা-শূন্য হইবে, স্ত্রীকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিবে, সকলকে সংবিভাগ করিয়া দিবে, সকলের প্রিয়বাদী হইবে এবং ভার্য্যার নিকটে পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টভাষী হইবে,কিন্তু তাহাদিগের বশবর্ত্তী হইবে না। পণ্ডিতেরা পূজাযোগ্যা,পবিত্রা গৃহের শোভা-স্বরূপা মহাভাগা, পত্নীদিগকে গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পিতাকে অন্তঃপুর, মাতাকে পাকশালা, আর আত্ম-তুল্য কোন লোককে গো-রক্ষণের ভার দিবে, ভৃত্যবর্গ-দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য ও পুত্রগণ-দ্বারা দ্বিজসেবা করাইবে এবং আপনিই কৃষিকর্ম্মে গমন করিবে। জল হইতে অনলের, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবংপ্রস্তর হইতে লৌহের উৎপত্তিহইয়াছে; তাহাদিগের তেজ অন্য সকল স্থানেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় যোনিতে লয় প্রাপ্ত হয়। পাবকসম-তেজস্বী, সচ্চরিত্র ক্ষমাশীল কুলীনেরা বাহ্য আকারের কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন না করিয়া কাষ্ঠ-মধ্যে অগ্নির ন্যায় নিয়ত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন। কি বহিশ্চর, কি অন্তরঙ্গ,কেহই যাঁহার মন্ত্রণা জানিতে না পারে, সর্ব্বত্রদর্শী সেই মহীপতি চিরকাল ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ করেন। ধর্ম্মার্থ-কামোদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, তৎসমুদায় অগ্রে প্রকাশ করিবে না; কৃত হইলেই দেখাইবে; এরূপ করিলে আর মন্ত্রভেদ হয় না। গিরিপৃষ্ঠে বা বিজন-প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অথবা তৃণ-মাত্র ব্যবধানশূন্য অরণ্য-মধ্যে অবস্থিতি হইয়া মন্ত্রণা করা বিধেয়। হে ভারত! যে ব্যক্তি সুহৃদ্ না হয়, কিংবা সুহৃদ্ হইয়াও যদি অপণ্ডিত হয়, অথবা পণ্ডিত ও সুহৃদ্ হইয়াও যদি আত্মবশ না হয়,তবে তাদৃশ মনুষ্য উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা জানিবার যোগ্য নহে। মহীপাল পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও আপনার অমাত্য করিবেন না; কেন না অমাত্যবর্গের উপরেই অর্থলিপ্সা ও মন্ত্ররক্ষণ নির্ভর করে। যাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ে যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই পারিষদেরা জানিতে পারে,সেই রাজাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজা। মন্ত্রিত বিষয় গুপ্ত থাকায় তাদৃশ নরপতির নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মোহ-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি অপ্রশস্ত কার্য্য-সমস্তের অনুষ্ঠান করে, সে সেই সেই কার্য্যের বিপরিণামে জীবিত হইতেও পরিভ্রষ্ট হয়। প্রশস্তকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান সুখাবহ হয়; আর তৎসমুদায়ের অননুষ্ঠানই পশ্চাত্তাপের হেতু হইয়া থাকে। যেমন বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধযোগ্য হয় না, তদ্রূপ যাহার ষাড়্‌গুণ্য অর্থাৎ রাজ্য রক্ষণের উপযোগী সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় উপায় শ্রুত না হইয়াছে, সে মন্ত্র শ্রবণের যোগ্য হইতে পারে না। হে রাজন্! স্থিতি বৃদ্ধি ও হ্রাসের অভিজ্ঞ, ষাড়্‌গুণ্যবেদী সমাদৃত-চরিত্র মহীপালের পৃথিবী স্বাধীনা হয়।

যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ বৃথা না হয়, যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমস্ত স্বয়ং পর্য্যালোচন করেন এবং আপন প্রত্যয়ের অধীনে কোষ রক্ষা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বসুন্ধরা নিশ্চয়ই বসুপ্রদায়িনী হয়। কেবল নাম ও ছত্রমাত্র-দ্বারাই মহীপতি তুষ্ট হইবেন; অর্থ-সমস্ত ভৃত্যদিগকে সম্বিভাগ করিয়া দিবেন, একাকীই সর্ব্বহারী হইবেন না। যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে জানেন, ভর্ত্তা স্ত্রীকে জানেন, নৃপতি অমাত্যকে জানেন, সেইরূপ রাজাই রাজাকে জানেন। শত্রু বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়া বশায়ত্ত হইলে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। হীন-বল হইয়া বধার্হ-শত্রুকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিবে, কিন্তু বলপ্রাপ্ত হইলেই বধ করিবে; কেননা নিহত না করিলে, তাহা হইতে অচিরেই ভয় উৎপন্ন হয়। দেবতা, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর, এই সকলের প্রতি প্রযত্ন-সহকারে সর্ব্বদা ক্রোধের সংযম করিবে। প্রজ্ঞাবান্ মানব মূঢ়জন সেবিত অনর্থক কলহ পরিত্যাগ করিবেন; তদ্দ্বারা তিনি লোক-মধ্যেও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন এবং অনর্থেও যুক্ত হন না। কামিনীগণ যেমন ক্লীব পতিকে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ যাঁহার প্রসাদ নিষ্ফল এবং ক্রোধ ও নিরর্থক, তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রজারা স্বামী করিতে অভিলাষ করে না। বুদ্ধিও ধনলাভের নিমিত্ত নহে এবং আলস্যও অসমৃদ্ধির কারণ নহে; লোক পর্য্যায়বৃত্তান্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন, ইতরে তাহা জানিতে পারে না; অর্থাৎ দৈব ও প্রাক্তন কর্ম্মকেই পণ্ডিতেরা লোকের শুভাশুভ প্রাপ্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

হে ভারত! মূঢ়লোকে বিদ্যাবৃদ্ধ, শীল-বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধি-বৃদ্ধ, ধন-বৃদ্ধ ও কৌলীন্যবৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে নিত্যই অবমাননা করে। হীন-চরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়াকারী, অধার্ম্মিক, দুষ্টভাষী ও ক্রোধন ব্যক্তিকে শীঘ্রই অনর্থ আশ্রয় করিয়া থাকে। অবঞ্চন, মর্য্যাদার অনুল্লঙ্ঘন ও সম্যক্ প্রণিহিত অর্থাৎ হিতকর বাক্য-সমস্ত প্রাণিবর্গকে বশীভূত করে। অবঞ্চক, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, মতিমান্ ও সরল মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে ধনহীন হইলেও পরিবারণ লাভ করেন অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বরণীয় হন। ধৈর্য্য, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য, অনিষ্ঠুর-বাক্য ও মিত্রগণের অনভিদ্রোহ, এই সাতটি লক্ষ্মীর উদ্দীপক। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি অসংবিভাগী অর্থাৎ ভৃত্যবর্গে বণ্টন না করিয়া স্বয়ং সর্ব্বহারী, দুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ হয়, লোক-মধ্যে তাদৃশ নরাধমকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বয়ং সদোষ হইয়া কোন নির্দ্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে কোপিত করে, সে সসর্প-গৃহবাসীর ন্যায় রাত্রিকালে সুখে শয়ন করিতে পারে না। হে ভারত! যাহারা দূষিত হইলে যোগক্ষেমের দোষোৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে দেবতাদিগের ন্যায় সর্ব্বদা প্রসাদিত করিবে। যে সকল অর্থ স্ত্রী, প্রমত্ত, পতিত ও অনার্য্যলোকের হস্তগত হইয়াছে, সে সকলই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ তাদৃশ অর্থের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। হে রাজন্! স্ত্রীলোক, ধূর্ত্ত অথবা বালক যাহাদিগের শাসনকারী হয়, তাহারা অবশ হইয়া নদীতে প্রস্তর-নির্ম্মিত উড়ুপের ন্যায় নিমগ্ন হয়।

হে ভারত! যাঁহারা বিশেষ অর্থাৎ অবান্তর প্রয়োজনে সমুৎসুক না হইয়া মুখ্যপ্রয়োজন সাধনে উদ্যুক্ত হন, তাঁহাদিগকেই আমি পণ্ডিত বলিয়া মানি; কেন না বিশেষ সমস্ত প্রসঙ্গক্রমেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বঞ্চক, নর্ত্তক অথবা কুলটা কামিনীরা যাহাকে প্রশংসা করে, সে মানব আর জীবিত থাকে না; অর্থাৎ তাহাকে অবশ্যই প্রতারণা-জালে আবদ্ধ হইতে হয়। হে ভারত! আপনি সেই পরম ধনুর্দ্ধারী অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের উপরে মহৎ ঐশ্বর্য্য বিন্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু লোকত্রয় হইতে বলির ন্যায়, সেই ঐশ্বর্য্যমদ বিমোহিত ক্ষুদ্রাশয়কে অচিরেই তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিবেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ঐশ্বর্য্য বিষয়ে বা অনৈশ্বর্য্য বিষয়ে এই পুরুষ সূত্রগ্রথিতা কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষমতাহীন; বিধাতা ইহাকে ভাগ্যের বশবর্ত্তী করিয়াছেন; অতএব তুমি বল আমি শ্রবণে তৎপর আছি। বিদুর কহিলেন, হে ভারত! অপ্রাপ্ত কালে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলে বৃহস্পতিও মূর্খতাপবাদ ও অবমান প্রাপ্ত হন। কেহ দান দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্য দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ বা মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা প্রিয় হইয়া থাকে; কিন্তু যে স্বভাবতঃ প্রিয়, সে প্রিয়ই থাকে। দ্বেষ্য ব্যক্তি কখন সাধু, মেধাবী বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয় না; যে হেতু প্রিয়পাত্রে যাবতীয় শুভকার্য্য এবং দ্বেষ-ভাজনে পাপকর্ম্ম-সমস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্! দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রেই আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি এই একটি পুত্রকে ত্যাগ করুন; ইহার পরিত্যাগে শত পুত্রের বৃদ্ধি আর অপরিত্যাগে শত পুত্রের ধ্বংস হইবে, যে বৃদ্ধি ক্ষয়-জনিকা হয়, তাদৃশী বৃদ্ধির প্রতি আদর করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু যে ক্ষয় বৃদ্ধি আনয়ন করে, সেই ক্ষয়ের প্রতিও বহুমান করা বিধেয়। মহারাজ! যে ক্ষয় বৃদ্ধি আনয়ন করে, তাহা ক্ষয় নয়; কিন্তু যাহা লাভ করিয়া বহুবিনাশের হেতু হয়, তাহাকেই ক্ষয় বলা যায়। কেহ কেহ গুণদ্বারা কেহ কেহ বা ধন-দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে; হে ধৃতরাষ্ট্র! আপনি গুণহীন ধনসমৃদ্ধদিগকে পরিত্যাগ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তুমি সকলই প্রাজ্ঞজনসম্মত, উত্তর-কাল-হিতকর বাক্য বলিতেছ; পরন্তু পুত্রকে ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না; তুমি ইহা নিশ্চয় জানি, যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়। বিদুর কহিলেন, নিরতিশয় গুণ-সম্পন্ন বিনয়ান্বিত ব্যক্তি ভূতবর্গের স্বল্পমাত্র উপমর্দ্দও কখন উপেক্ষা করেন না। পরাপবাদে নিরত সতত উত্থানশীল মনুষ্যেরা পরের দুঃখোদয়ে ও পরস্পর বিরোধবিষয়েই যত্ন-পরায়ণ হয়। যাহাদিগের দর্শনে দোষ, সহবাসে সুমহৎ ভয় অর্থগ্রহণে মহান্ দোষ এবং প্রদানেও মহৎ ভয় হইয়া থাকে; যাহারা ভেদনশীল, কামী, নির্লজ্জ ও শঠ, তাহারাই পাপাত্মা বলিয়া বিখ্যাত এবং সহবাসে পরিগর্হিত। যে সকল মনুষ্য এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহাদোষ-সমূহে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়। নীচলোকে যে প্রীতি, ফল নিষ্পত্তি ও সৌহার্দ্দ-নিবন্ধন সুখ, তাহা সৌহার্দ্দ নিবর্ত্তিত হইলেই প্রনষ্ট হইয়া যায়; তখন সে পূর্ব্ব সুহৃদের অপবাদ ও বিনাশ সাধন নিমিত্ত যত্ন করিতে আরম্ভ করে, এবং নিজের অল্পমাত্র অপকার কৃত হইলে মোহপ্রযুক্ত শান্তি অবলম্বন করিতে পারে না। অতএব

বিদ্বান্ মানব বুদ্ধি-সংস্কারে বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দূর হইতেই তাদৃশ নৃশংস অকৃতজ্ঞ নীচলোকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিবেন। যিনি দরিদ্র, দীন ও আতুর জ্ঞাতিকে অনুগ্রহ করে, তিনি পুত্র ও পশুবর্গ দ্বারা বৃদ্ধি এবং অনন্ত কল্যাণলাভ করেন। যাঁহারা আত্মার শুভ ইচ্ছা করেন, জ্ঞাতিগণকে বৰ্দ্ধিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ; অতএব হে রাজেন্দ্র ! আপনি সর্ব্বতোভাবে কুলবর্দ্ধন করুন, জ্ঞাতিবর্গের সংকার করিলে পরম কল্যাণযুক্ত হইবেন। হে ভরতর্ষভ! জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলেও সম্যক্ প্রকারে রক্ষণীয় ; আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী গুণশালী পাণ্ডবদিগের কথা আর কি আছে ? অতএব হে বিশাম্পতে! সেই কুরুবীর পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! তাঁহাদিগের জীবিকা নিমিত্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দান করুন। হে নরাধিপ! এরূপ করিলে আপনি লোক-মধ্যে যশোলাভ করিবেন। হে তাত! আপনি বৃদ্ধ; অতএব পুত্রদিগের রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য এবং আমারও হিতবাক্য বলা উচিত ; আমাকে আপনার হিতৈষী বলিয়াই জানিবেন। হে ভরতর্ষভ! ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তির জ্ঞাতিগণের সহিত বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে ; যাবতীয় সুখ সমস্ত জ্ঞাতিদিগের সহিত সম্ভোগ করাই বিধেয়। জ্ঞাতিবর্গের সহিত একত্র ভোজন, পরস্পর সমালাপ ও সম্প্রীতি করাই কর্ত্তব্য ; বিরোধ করা কদাচ বিধেয় নহে। সংসারে জ্ঞাতিরাই উদ্ধার করে এবং জ্ঞাতিরাই নিমগ্ন করিয়া দেয় ; যাঁহারা সচ্চরিত্র হন, তাহারাই উদ্ধার করেন, আর যাহারা দুর্ব্বৃত্ত হয়, তাহারাই নিমগ্ন করে। অতএব হে মানপ্রদ রাজেন্দ্র! পাণ্ডবদিগের প্রতি সচ্চরিত্র হউন; তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইলে আপনি শত্রুগণের অধর্ষণীয় হইবেন। মৃগ যেমন বিষলিপ্ত শরধারী অর্থাৎ বিনাশ হেতু ব্যাধকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রীসম্পন্ন জ্ঞাতিকে প্রাপ্ত হইয়া কোন জ্ঞাতি অবসন্ন হয়, সে ঐ অসম্পন্ন জ্ঞাতির পাপভাগী হইয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! হয় পাণ্ডবদিগকে না হয় পুত্রদিগকে নিহত শুনিয়া আপনার অবশ্যই পশ্চাত্তাপ হইবে; অতএব এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। যখন জীবনের স্থিরতা নাই, তখন অগ্রেই সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, যদ্দ্বারা, খট্টায় সমারূঢ় থাকিয়া পরিতাপ করিতে না হয়। শুক্রাচার্য্য ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ কখন অপরাধ করে না এমন নহে ; কিন্তু শেষের কর্ত্তব্যজ্ঞান বুদ্ধিমান্ লোকেতেই বর্ত্তে ; অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য যেমন কুবেরের ধনহরণাপরাধে রুদ্রকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তাঁহার কুক্ষি-মধ্যে অবস্থিত ছিলেন, পরে রুদ্রাণীকে স্তুতি দ্বারা পরিতুষ্টা করিয়া তাঁহার সাহায্যে মুক্তি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি অন্যায় দ্যূত দ্বারা পাণ্ডবদিগের রাজ্যাহরণে অনুমোদন করিয়া সংপ্রতি যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয় তাহা করুন। হে নরেশ্বর! আপনি কুলের মধ্যে প্রবীণ ; অতএব দুর্য্যোধন পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের প্রতি যে কিছু পাপাচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনিই তাহার অপনয়ন করুন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠাপন পুর্ব্বক বীতপাপ হইয়া আপনি মনীষিগণের পূজনীয় হইবেন, যিনি পণ্ডিতগণের সুভাষিত সমস্ত ফলানুসারে পরিচিন্তন করিয়া কার্য্যে অধ্যবসায় করেন, তিনি চিরকাল যশে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুনিপুণ মানবেরাও জ্ঞানের সম্যক্ উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ; কেন না যাহার উপলব্ধি হইতে পারে, তাহাও অবিদিত থাকে এবং বিদিত বস্তুও অনুষ্ঠিত রহে। যে বিদ্বান্ পুরুষ পাপফলোপধায়ক কর্ম্মের আরম্ভ না করেন, তিনি বৰ্দ্ধিত হন ; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের অনুবর্ত্তী হয়, সেই দুর্ম্মেধা মনুষ্য অগাধপঙ্কযুক্ত বিষমতর আপদ্‌সাগরে নিপাতিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ মানব মন্ত্রভেদের পশ্চাদুক্ত এই ছয়টি দ্বার লক্ষ্য করিবেন এবং অবিচ্ছেদে অর্থ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার কামনা থাকিলে নিত্যই এই কয়েকটি রক্ষা করিবেন। মত্ততা, নিদ্রা, শত্রুনিয়োজিত গুপ্তচরাদির অবিজ্ঞান, আত্মসম্ভূত আকারভঙ্গীবিশেষ, দুষ্ট অমাত্যে বিশ্বাস ও অকুশল দূত, এই সকল হইতে মন্ত্রভেদ হইয়া থাকে। ধর্ম্মার্থ কামের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত যে মহীপতি মন্ত্রভেদের এই সমস্ত দ্বার অবগত হইয়া সর্ব্বদা তৎসমুদায় সংবৃত রাখেন, তিনি শত্রুগণের মস্তকে অধিষ্ঠান করেন। বিশেষরূপে শাস্ত্র না জানিয়া অথবা প্রবীণগণের সেবা না করিয়া বৃহস্পতি-তুল্য লোকেরাও ধর্ম্মার্থপরিজ্ঞানে সমর্থ হন না। সমুদ্রে পতিত বস্তু নষ্ট হয়; অশ্রবণকারীর নিকটে বাক্য নষ্ট হয় ; অযত্নশীল মূঢ়জনে শাস্ত্র নষ্ট হয় ; আর অনগ্নিক হুত অর্থাৎ ভস্মে আহুতি নষ্ট হয়। মেধাবী ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধি দ্বারা বারংবার যোগ্যতা নিশ্চয় করিয়া দেখিয়া, শুনিয়া ও বিশেষরূপে জানিয়া প্রাজ্ঞগণের সহিত মিত্রতা করিবেন। বিনয় অকীর্ত্তি নষ্ট করে ; পরাক্রম অনর্থের অপায়ন করে ; ক্ষমা নিত্যই ক্রোধ নাশ করে ; আর আচার অলক্ষণ লোপ করিয়া দেয়। হে রাজন্! যানবাহনাদি পরিচ্ছদ, জন্মস্থান, গৃহ, পরিচর্য্যা, ভোজন ও আচ্ছাদন দ্বারা কুলের পরীক্ষা হয়। কাম্যবস্তু উপস্থিত হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও তাহাতে প্রতিবাদ অর্থাৎ ভোগের অনিচ্ছা হয় না ; যে ব্যক্তি কামানুরক্ত তাহার কথা আর কি আছে ? রাজসেবী, বিদ্যাবান্, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রশালী ও সুভাষী সুহৃদ্‌কে পরিপালন করিবে। দুষ্কুলজাতই হউন বা কুলীনই হউন, যিনি মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন না করেন এবং ধর্ম্মাপেক্ষী, মৃদু-স্বভাব ও লজ্জাশীল হন, তিনি শত শত কুলীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহাদের চিত্তের সহিত চিত্ত, শান্তভাবের সহিত শান্তভাব এবং প্রজ্ঞার সহিত প্রজ্ঞা মিলিত হয়, তাঁহাদের দুইজনের মিত্রতা আর কখনই জীর্ণ হয় না। মেধাবী পুরুষ, দুর্ব্বুদ্ধি ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন ; কেন না তাদৃশ মনুষ্যেতে যে মিত্রতা, তাহা শীঘ্রই প্রনষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি গর্ব্বিত, মূর্খ, উগ্রস্বভাব অবিমৃষ্যকারী ও ধর্ম্মচ্যুত মনুষ্যদিগের সহিত মিত্রতা করিবেন না কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সত্য, উদারচিত্ত, দৃঢ়ভক্তি, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদায় অবস্থিত ও আপদ্‌কালে অপরিত্যাগী, এইরূপ মিত্রই প্রার্থনীয়। ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিচালন মৃত্যু হইতে অবশিষ্ট, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়নিকরে ইন্দ্রিয় সকলের নিয়োগ না করা,

নির্জ্জীব থাকা উভয়ই তুল্য ; কিন্তু স্যাতিশয় আসক্তিবশত তৎসমুদায়ের অতিরিক্ত পরিচালন করিলে দেবতারাও

উৎসাদিত হন। সমুদায় প্রাণিবর্গের প্রতি মৃদুতা, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৃতি ও মিত্রগণের মানন, এই কয়েকটিকে পণ্ডিতেরা আয়ুষ্কর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুনিশ্চল সংকল্প অবলম্বন করিয়া যিনি দুর্নীতদূষিত অর্থকে সুনীতি দ্বারা প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারই অকাপুরুষব্রত, অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষই পুরুষকারব্রতে যথার্থব্রতী। যে মানব উত্তরকালে প্রতিকারজ্ঞ, বর্ত্তমানে দৃঢ়নিশ্চয় এবং অতীতে কার্য্য-শেষ-পরিজ্ঞানে সমর্থ হন, তাঁহাকে অর্থ সকল কখন পরিত্যাগ করে না। কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা পুনঃ পুনঃ যাহার অনুবর্ত্তন করে, তাহাই মনুষ্যকে অপহরণ করিয়া থাকে; অতএব যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সহায় সম্পত্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, উদ্যম, সরলতা ও সাধুগণের পুনঃ পুনঃ দর্শন, এই সকলই ঐশ্বর্য্য সাধন করে। অনির্ব্বেদ অর্থাৎ স্বাবমাননাপূর্ব্বক বিরক্ত না হইয়া কার্য্যে আসক্তি করাই শ্রী, লাভ ও মঙ্গলের মূল; অনির্ব্বিণ্ন পুরুষ মহান্ ও অনন্ত সুখ সম্ভোগী হন। হে তাত! প্রভাবশালী পুরুষের সর্ব্বত্র সতত ক্ষমা করা অপেক্ষা অধিকতর শ্রীযুক্ত ও পথ্যতম আর কিছুই নাই। অশক্ত মনুষ্য সকলের প্রতিই ক্ষমা করিবে; শক্তিমান্ মানবধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষমাবলম্বী হইবেন; অপিচ যাঁহার অর্থ ও অনর্থ উভয়ই তুল্য, তাঁহার পক্ষে ক্ষমা নিত্যই শ্রেয়স্করী। যে সুখের সেবনে নিয়ত প্রবৃত্ত হইলেও পুরুষ ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়, তাহা যথেষ্টরূপে সেবা করিবে; মূঢ়ব্রতাচরণ অর্থাৎ ভোজনাদি বিষয়েই একান্ত আসক্তি করিবে না। দুঃখার্ত্ত, অতিশয় ধীর, নাস্তিক, অলস, অজিতেন্দ্রিয় ও উৎসাহ শূন্য মনুষ্যসকলেতে লক্ষ্মী বসতি করেন না। মৃদুতা-প্রযুক্ত লজ্জান্বিত সারল্যযুক্ত মনুষ্যকে কুবুদ্ধি লোকেরা অশক্ত মনে করিয়া ধর্ষণ করে। লক্ষ্মী অতিশয় উদার স্বভাব, অতিরিক্ত দাতা, অতিমাত্র শৌর্য্যশালী, অতিশয় ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানী মনুষ্যের নিকটে ভয় প্রযুক্ত গমন করেন না। এই লক্ষ্মী অতিশয় গুণ-বিশিষ্ট লোকেতেও অবস্থিতি করেন না এবং অত্যন্ত নিগুণেও প্রতিষ্ঠিতা হন না; পরন্তু উন্মত্তা গবীর ন্যায় অন্ধা অর্থাৎ যোগ্যাযোগ্যত্ব-বিবেকবিহীনা হইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট পুরুষেতেই অবস্থান করেন। বেদ সকলের ফল অগ্নিহোত্র, শাস্ত্রজ্ঞানের ফল শীলতা ও সচ্চরিত্র, পত্নীদিগের ফল রতি ও পুত্র, আর ধনের ফল দান ও সম্ভোগ। যে ব্যক্তি অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ঔর্দ্ধদেহিক অর্থাৎ পরকালের কর্ম্ম করে, সে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়া তাহার ফল ভোগ করিতে পারে না; কেন না যে অর্থদ্বারা তাহা নিষ্পাদিত হয়, তাহার আগমনোপায় অতি নিকৃষ্ট। সত্ত্বসম্পন্ন মানবগণের কি দুর্গম পথ, কি গহন কানন, কি বিষমতর আপদ, কি সম্ভ্রম, কি উত্থাপিত শস্ত্র, কিছুতেই ভয় হয় না। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৃতি, স্মৃতি ও সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক আরম্ভ, এই কয়েকটিকে আপনি ঐশ্বর্য্যের মূল বলিয়া জানিবেন। তাপসদিগের বল তপস্যা; বেদজ্ঞগণের বল বেদ; অসাধু লোক সকলের বল হিংসা; আর গুণশালীদিগের বল ক্ষমা।

জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণের কামনা, গুরু-বাক্য ও ঔষধ, এই আটটি অব্রতঘ্ন; অর্থাৎ জলাদি উক্ত ছয় দ্রব্য এবং ব্রাহ্মণের অনুরোধে বা গুরুর আজ্ঞাক্রমে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রতীদিগের নিয়মভঙ্গ হয় না। যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা অন্যেতে সংযোজিত করিবে না, ইহাই সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম; এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্মও ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হয়। অক্রোধদ্বারা ক্রোধ জয় করিবে; সাধুতাদ্বারা অসাধুকে জয় করিবে; দানদ্বারা কৃপণকে জয় করিবে; এবং সত্যদ্বারা মিথ্যা জয় করিবে। লম্পট, অলস, ভীরু, কোপন, পুরুষমানী, তস্কর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক, এই সকল লোকে বিশ্বাস করিবে না। অভিবাদনশীল ও নিয়ত বৃদ্ধ সেবী পুরুষের কীর্ত্তি, আয়ুঃ, যশ ও বল, এই চারিটি সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতিশয় ক্লেশ, ধর্ম্মের অতিক্রম অথবা শত্রুর নিকটে প্রণিপাত দ্বারা যে সকল অর্থ লব্ধ হয়, তৎসমুদায়ে আপনি মন করিবেন না। বিদ্যাহীন পুরুষ, সন্ততিশূন্য মৈথুন, আহারবিহীন প্রজা ও অরাজক রাষ্ট্র, এই চারিটীই শোচনীয়। দেহীদিগের জরা পথশ্রম; পর্ব্বতসকলের জরা জল-পাত; নারীগণের জরা অসম্ভোগ এবং মনের জরা বাক্যরূপ শল্য। বেদের মল অনভ্যাস; ব্রাহ্মণের মল অনিয়ম; পৃথিবীর মল বাহ্লীক দেশ; পুরুষের মল মিথ্যা; সতীর মল কৌতূহল; স্ত্রীদিগের মল প্রবাস; সুবর্ণের মল রৌপ্য; রৌপ্যের মল রঙ্গ; রঙ্গের মল সীসক; আর সীসকের মল মল। শয়ন দ্বারা নিদ্রাকে, উপভোগদ্বারা স্ত্রীকে, কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে এবং পানদ্বারা সুরাকে জয় করিবে না। যিনি দানদ্বারা মিত্রকে জয় করিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছেন এবং অন্নপানদ্বারা পত্নীগণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন সার্থক। সহস্রপতিরাও জীবিত থাকে এবং শতাধিকারীরাও জীবিকা নির্ব্বাহ করে; অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র! আপনি অভিবাসনা পরিত্যাগ করুন; কোনক্রমে জীবন ধারণ করা না যায়, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবে না। পৃথিবীতে যে কিছু ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রীসমস্ত আছে, তৎসমুদায় একজনের কখন পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিমুগ্ধ হন না। হে রাজন্! আমি পুনর্ব্বার আপনাকে বলিতেছি, যদি নিজ পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি আপনার সমতা বুদ্ধি থাকে, তবে তাহাদিগের সকলের প্রতি সমান আচরণ করুন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বিদুর কহিলেন, যিনি সাধুগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অভিমান শূন্য হৃদয়ে যথাশক্তি অর্থ সম্পাদন করেন, সেই সাধু পুরুষকে শীঘ্রই যশঃকদম্ব আশ্রয় করে, কেন না সাধুরা প্রসন্ন হইলে সুখসম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন। যিনি নিন্দিত হইবার পূর্ব্বেই অধর্ম্মযুক্ত বিপুল অর্থও পরিত্যাগ করেন, তিনি, জীর্ণ-কঞ্চুক পরিত্যাগী সর্পের ন্যায়, দুঃখসমস্ত পরিহারপূর্ব্বক সুখে অবস্থান করেন। মিথ্যায় সম্যক্ উৎকর্ষ, রাজার প্রতি কাপট্য আর গুরুজনের নিকট অলীকনির্ব্বন্ধ অর্থাৎ মিথ্যাচরণের প্রকাশোদ্যম, এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সমান। অসূয়া, হঠাৎ মৃত্যু ও অতিবাদ, এই তিনটী লক্ষ্মীর বধসাধন; আর শ্রবণে অনিচ্ছা, ত্বরা ও শ্লাঘা, এই তিনটী বিদ্যার শত্রু। আলস্য, মত্ততা নিবন্ধন মোহ, চপলতা, গোষ্ঠি অর্থাৎ দুষ্ক্রিয়া নিমিত্ত অনেকের একত্র সমাবেশ, ঔদ্ধত্য, অভিমানিত্ব ও লুব্ধত্ব, এই সাতটী

বিদ্যার্থীদিগের দোষ। সুখাভিলাষীর বিদ্যা কোথায়? বিদ্যা কাঙ্ক্ষার সুখ নাই। সুখার্থী হইলে বিদ্যা ত্যাগ করিবে, বিদ্যার্থী হইলে সুখ ত্যাগ করিবে। অগ্নি কাষ্ঠ-দ্বারা তৃপ্ত হয় না; মহাসমুদ্র নদীনিবহদ্বারা তৃপ্ত হয় না; যম সর্ব্বপ্রাণী-দ্বারাও পরিতৃপ্ত হন না; এবং বামলোচনা ললনাগণ পুরুষ-সমূহ দ্বারাও তৃপ্তিলাভ করেন না। হে রাজন্! আশা ধৈর্য্য নাশ করে; কৃতান্ত সমৃদ্ধি নাশ করেন; ক্রোধ শ্রীবিলোপী হয়; কৃপণতা যশ অপনীত করে; অপালন পশুগণকে নষ্ট করে; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমুদায় রাষ্ট্র বিনষ্ট করেন। ছাগ, অশ্ব, কাংস্য, রজত, মধু, আকর্ষ, পক্ষী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ জ্ঞাতি ও অবসন্ন বয়স্য, এই সকল নিয়তই আপনার গৃহে অবস্থান করুক। হে ভারত! মনু বলিয়াছেন, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজা নিমিত্ত ছাগ, বৃষ, চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘৃত, লৌহ, তাম্রপাত্র, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, শালগ্রাম ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য গৃহে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য; যেহেতু এসমস্তই মঙ্গল-সাধন। হে তাত! আপনাকে এই আর একটি মহাফলোপধায়ক সর্ব্বোৎকৃষ্টপুণ্য পদও বলিতেছি; কাম, ভয় বা লোভ হেতুক, এমন কি, জীবনের নিমিত্তও কখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। ধর্ম্মই নিত্য, সুখ দুঃখ অনিত্য; জীব নিত্য বটে, কিন্তু ইহার হেতু অনিত্য; অতএব অনিত্য ত্যাগ করিয়া আপনি নিত্য বস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হউন এবং তদ্দ্বারা সন্তোষ লাভ করুন; যেহেতু সন্তোষই পরম লাভ। দেখুন, মহাবল-সম্পন্ন মহানুভব নরেন্দ্র সকল ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা শাসন করিয়া বিপুল ভোগৈশ্বর্য্য ও রাজ্য সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক কৃতান্তের বশানুগামী হইয়াছেন। হে রাজন্! মনুষ্যেরা বহু দুঃখে প্রতিপালিত মৃত পুত্রকে স্বগৃহ হইতে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক শ্মশানে লইয়া যায় এবং মুক্তকেশ হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় চিতারমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করে। অপর লোকে মৃত মনুষ্যের ধনভোগ করে এবং বিহঙ্গগণ ও অগ্নি তাহার মেদ-মাংসাদি শরীর-ধাতুসমস্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলে; কেবল দুইটী বস্তু পরলোকে তাহার সহচর হয়;—পুণ্য ও পাপ, ইহারাই তাহারে বেষ্টন করিয়া থাকে। হে তাত! পক্ষিগণ যেমন ফল পুষ্প-শূন্য বৃক্ষসকলকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও পুত্রেরা মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নিবর্ত্তিত হয়। পুরুষ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইলে কেবল স্বকৃত কর্ম্মই তাহার অনুগামী হইয়া থাকে; অতএব যত্নসহকারে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মসঞ্চয় করাই জীবের কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এই লোকের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে ঘোরতর মহান্ অন্ধকার বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা ইন্দ্রিয়বর্গের মহামোহ জনক; অতএব সাবধান হউন, যেন কোনক্রমে তাহার আয়ত্ত না হন। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি যথাবৎ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি জীবলোকে পরম যশ প্রাপ্ত হইবেন এবং কি ইহলোকে কি পরলোকে, কুত্রাপি আপনার ভয় থাকিবে না। হে ভারত! আত্মা একটি নদীস্বরূপ; পুণ্য তাহার তীর্থ, সত্য জল, ধৈর্য্য কূল এবং দয়া তরঙ্গ-স্বরূপ হইয়াছে; সেই নদীতে স্নান করিয়া পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ পবিত্র হন; যেহেতু আত্মাই পবিত্র, জল কেবল জলমাত্র। আপনি দেহকে কাম-ক্রোধাদি-রূপ-কুম্ভীর-বিশিষ্টা পঞ্চেন্দ্রিয়-রূপ জলযুক্তা নদী-স্বরূপ জানিয়া ধৃতিকে নৌকা-স্বরূপ করিয়া জন্ম রূপ-দুর্গ-সমস্ত সন্তরণ করুন। যিনি প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, কর্ম্মবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ স্ববন্ধুকে পূজা ও প্রসাদন-পূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কদাপি মুগ্ধ হন না।

ধৈর্য্যদ্বারা শিশ্নোদর রক্ষা করিবে; চক্ষুর্দ্বারা হস্ত পাদ রক্ষা করিবে; মনোদ্বারা চক্ষু কর্ণ রক্ষা করিবে; এবং কর্ম্মদ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণ নিত্য উদক-ক্রিয়াকারী, নিত্য যজ্ঞোপবীতধারী, নিত্য স্বাধ্যায়ী, পতিতান্নত্যাগী, সত্যবাদী এবং গুরুর উদ্দেশে কর্ম্মকারী হইলে ব্রহ্মলোক হইতে পরিচ্যুত হন না। ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্তরণ, যজ্ঞযজন, প্রজাপালন ও গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থ শস্ত্র সঞ্চালনপূর্ব্বক অন্তরাত্মাকে পবিত্র করিয়া সংগ্রামে হত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। বৈশ্য অধ্যয়ন করিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও আশ্রিতদিগকে যথাকালে ধন সংবিভাগ করিয়া অগ্নিত্রয় সংস্কৃত পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিয়া মরণোত্তর স্বর্গ লোকে দিব্য সুখসমস্ত সম্ভোগ করেন। শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসকলকে যথান্যায়ে পূজা করত সন্তুষ্ট করিয়া বিগতপাপ হইয়া দেহ-ত্যাগান্তে স্বর্গসুখ ভোগ করে। আপনার নিকটে চাতুর্ব্বর্ণ্যের এই ধর্ম্ম বর্ণিত হইল; কিন্তু কিহেতু হইল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রাজধর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি আমাকে নিত্য কাল যেরূপ অনুশাসন করিয়া থাক, তাহা যথার্থই বটে এবং আমারও তাদৃশই মন হয়; কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগের প্রতি সর্ব্বদা সেইরূপ মতি করিলেও দুর্য্যোধনের নিকটস্থ হইলে পুনরায় আমার বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। ফলত কোন প্রাণীই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না; আমি দৈবকেই ধ্রুবজ্ঞান করি, পুরুষকার কোন কার্য্যকারক নহে।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যদি তোমার বাক্যের কিছু অবশেষ থাকে, বল, আমার শুনিতে অভিলাষ হইতেছে, যেহেতু তুমি বিচিত্র বচনাবলির সম্ভাষণ করিতেছ। বিদুর কহিলেন, হে ভরতনন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! সকল বুদ্ধিজীবি-শ্রেষ্ঠ কৌমার-ব্রহ্মচারী পুরাতন সনাতন সনৎসুজাত, যিনি 'মৃত্যু নাই' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনিই আপনার হৃদয়গত গুহ্য ও প্রকাশ্য সমুদয় সংশয় অপনীত করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সনাতন সনৎসুজাত আমাকে যে কথা বলিবেন, তুমি কি তাহা জান না? হে বিদুর! যদি তোমার বুদ্ধির অবশেষ থাকে, তবে তুমিই তাহা বর্ণন কর। বিদুর কহিলেন, আমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছি, অতএব এতদতিরিক্ত আর কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না; পরন্তু কুমার সনৎসুজাতের যে বুদ্ধি, তাহাই আমি চিরন্তনী বলিয়া জ্ঞান করি। ব্রহ্মযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি অতি গুহ্য বাক্য সমস্তও ব্যক্ত করেন, তিনি তদ্দ্বারা দেবগণের নিন্দনীয় হন না; এই নিমিত্তই আমি আপনাকে এ কথা বলিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, এই দেহদ্বারা ইহলোকেই সেই পুরাণ

সনাতনের সহিত কিরূপে সমাগম হইতে পারে বল। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! যখন বিদুর সেই তীব্রব্রত মহর্ষিকে চিন্তা করিলেন এবং তিনিও তাঁহার সেই চিন্তা জানিতে পারিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিদুর বিধি-বিহিত কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তিনি সুখাসীন ও বিশ্রান্ত হইলে এই কথা বলিলেন, ভগবন্! ধৃতরাষ্ট্রের মনোমধ্যে কোন একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ছেদন করিতে আমার সাধ্য নাই, অতএব আপনিই ইঁহাকে বলুন। যাহা শ্রবণ করিয়া এই মনুষ্যেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অতিক্রম করিতে পারেন এবং যাহাতে লাভ, অলাভ, প্রিয়, দ্বেষ্য, জরা, মৃত্যু, ভয়, অমর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, মত্ততা, ঐশ্বর্য্য, অরতি, আলস্য, কাম, ক্রোধ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি ইঁহাকে বাধিত করিতে সমর্থ না হয়, তাহাই কীর্ত্তন করুন।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

### সনৎসুজাত প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাত্মা মনীষী মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই সকল ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ সনৎ-সুজাতকে সম্যক্-রূপে পূজা করিয়া পরমা বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইতে অভিলাষ করত একান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে সনৎসুজাত! শুনিতে পাই, আপনি বলেন, 'মৃত্যু নাই," কিন্তু দেবাসুরেরা মৃত্যু না হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিয়াছিলেন, অতএব 'মৃত্যু নাই এবং আছে' এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! কর্ম্ম-দ্বারা মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ মৃত্যু আছে, কর্ম্ম- বলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, আর স্বভাবত মৃত্যু নাই, এই যে দুই পক্ষ জিজ্ঞাসা করিলে, তদ্বিষয়ে যাহাতে তোমার সংশয় না হয়, তাহাই আমি ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ক্ষত্রিয়! জীবের অবস্থাভেদে এই দুইটিই সত্য জানিবে। মোহাধীন মৃত্যু হয়, ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত; অতএব আমি প্রমাদ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-শূন্যতাকেই মৃত্যু আর অপ্রমাদকে অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত্যু-হেতু বলিয়া থাকি। প্রমাদ-প্রযুক্তই অসুরেরা পরাভূত অর্থাৎ মৃত্যুর বশায়ত্ত হইয়াছে এবং অপ্রমাদ-প্রযুক্তই দেবগণ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন। ফলত মৃত্যু কিছু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তু-সকলকে ভক্ষণ করে না, কেননা তাহার রূপই উপলব্ধ হইতে পারে না। কেহ কেহ উক্ত প্রমাদ রূপ মৃত্যু ভিন্ন যমকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু তাহা আত্মার অবসাদ-দশাতেই কল্পিত হইয়াছে; যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান করিলে আর মৃত্যুর অধিকার থাকে না, সেই কল্পিত মৃত্যুদেব শিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে শিব এবং অশিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে অশিব হইয়া পিতৃলোকে রাজ্যশাসন করিতেছেন। ইঁহারই আদেশে মনুষ্যগণের ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভরূপ মৃত্যু উৎপন্ন হইতেছে; লোকে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কুপথে ভ্রমণ করিতেছে, কেহই আর আত্মযোগ অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছে না। তাহারা মোহ প্রযুক্ত ঐ ক্রোধাদি-রূপ মৃত্যুর বশীভূত হইয়া দেহ-ত্যাগান্তে সেই যমলোকে বারংবার নরকে নিপতিত হয়; তৎকালে ক্রীড়াকর ইন্দ্রিয়-সকলও তাহাদিগের সহগামী হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই অজ্ঞান মরণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মফলানুরক্ত মানবেরা কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তি সময়ে দেহত্যাগপূর্ব্বক ভোগ-সাধন স্বর্গাদি-স্থলে গমন করে, সুতরাং মৃত্যুকে আর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। দেহাভিমানী জীব, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন যম-নিয়মাদি যোগ প্রাপ্ত না হইয়া কেবল ভোগ-যোগ অর্থাৎ ভোগলাভের বাসনাতেই ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ্‌ যোনি-সমুদায়ে প্রবর্ত্তিত হয়। পুরুষের মিথ্যা-বিষয়াসঙ্গে স্বাভাবিকী যে প্রবৃত্তি, তাহাই ইহার ইন্দ্রিয়বর্গের মহামোহজনক; সঙ্কল্পকৃত মিথ্যা-বিষয়-যোগ-দ্বারা অন্তরাত্মা নিয়ত অভিহত হওয়ায় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে অনুস্মরণপূর্ব্বক কেবল বিষয়-সকলেরই উপাসনা করে। বিষয়-চিন্তাই প্রথমে লোক-সকলকে নিহত করিয়া ফেলে, পরে কাম ও ক্রোধ ক্রমে ক্রমে তাহার অনুগামী হয়। বিষয়-চিন্তা, কাম ও ক্রোধ এই তিনে সমবেত হইয়া অবোধ মনুষ্যদিগকে শীঘ্রই মৃত্যু সন্নিধানে লইয়া যায়; পরন্তু জিতচিত্ত নিষ্কাম পুরুষেরা যোগাভ্যাস-রূপ ধর্ম্মের সাহায্যে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পান। ধৈর্য্য-সম্পন্ন যোগী পুরুষ উৎপতিত-বাসনাপুঞ্জ দ্বারা প্রতিবোধিত না হইয়া আত্মানুধ্যান করত তুচ্ছ জ্ঞানেই তৎসমুদায় নিহত করিবেন। যে বিদ্বান্ মানব এইরূপে কাম সমস্ত বিনিহত করেন, অজ্ঞান আর যমের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করে না। পুরুষ কামানুসারী হইলে কামের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; পরন্তু কামনা সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলে দুঃখ-রূপ যে কিছু রাজগুণ থাকে, সকলই দূর করিয়া দেয়। কামই প্রাণিবর্গের অজ্ঞান ও নরকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু ইহাতে *বিষয়-বিবেক-শূন্য হইয়া তাহারা অজ্ঞানের কার্য্য করত দুঃখ পাইতেছে। মদমত্ত মনুষ্যেরা পথে যাইতে যাইতে যেমন গর্ত্তযুক্ত প্রদেশে ধাবমান হয়, সেইরূপ কামাসক্ত* লোকেরা সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া আপাত সুখপ্রদ ভার্য্যাদি বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইতেছে। কামদ্বারা যাঁহার চিত্ত অভিভূত হয় না, সেই অমূঢ় বুদ্ধি পুরুষের নিকটে মৃত্যু কি করিবে? তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণ-নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হয়; অতএব হে ক্ষত্রিয়! কামের আদ্য অর্থাৎ হেতুভূত মূল অজ্ঞান অপনোদন করিতে হইলে কোন প্রকার কামনারই গণনা বা অনুসরণ করিবে না। ক্রোধ লোভসম্বলিত ও মোহবান্ অর্থাৎ অনাত্মভূত দেহাদিতে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট এই যে জীবাত্মা তোমার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইনিই মৃত্যু; এইরূপে মৃত্যুর উৎপত্তি হয় জানিয়া মনুষ্য জ্ঞানে নিষ্ঠা করত মৃত্যু হইতে আর ভয় পায় না; কেননা মৃত্যুর গোচর প্রাপ্ত হইয়া দেহ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের গোচর হইলে মৃত্যু স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, উপাসনা-বিশিষ্ট অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা দ্বিজাতিগণের যে সমস্ত পুণ্যতম সনাতন লোক-প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, বেদসকল তৎসমুদায়ের পরার্থত্ব অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি-হেতুত্ব নির্ব্বাচন করেন; অতএব ইহা জানিয়া মনুষ্য কর্ম্মকে আশ্রয় না করিবেন কেন? অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি হইলে জ্ঞানের আর প্রয়োজন কি?

সনৎসুজাত কহিলেন, তুমি যেরূপ ক্রমমুক্তির কথা বলিতেছ, অবিদ্বান্ অর্থাৎ কর্ম্মপথাবলম্বী পুরুষ এইরূপেই সেই সত্যলোকে উপগত হন এবং বেদসমস্তও ভোগ ও মোক্ষ

উভয় প্রয়োজনেরই সামান্যত উল্লেখ করেন। পরাত্মা অর্থাৎ অনাত্মভূত দেহাদিকে আত্মস্বরূপে গ্রহণকারী জীব কামনা-শূন্য হইলে একবারেই নিগুর্ণাত্মাকে লাভ করেন; যদি নিষ্কাম না হন, তবে সুষম্নানাড়ীরূপ মার্গদ্বারা স্বর্গাদি লোক-প্রাপক মার্গসমস্ত ক্রমে ক্রমে নিরস্ত করিয়া পরিশেষে ব্রহ্ম লোকদ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যদি অনুপ্রবেশদ্বারা পরমাত্মাই এই সমস্ত প্রপঞ্চ হইলেন, তবে সেই জন্মাদি-বিহীন সনাতন পুরুষকে কে নিযুক্ত করেন? অপিচ নিষ্কামের কার্য্যেরই বা প্রয়োজন কি এবং সুখই বা কি প্রকার? হে বিদ্বন্! এ সকল বিষয় যথাবৎ ব্যক্ত করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, তুমি যে বিশেষ ভেদযোগের কথা বলিতেছ, ইহাতে মহান্ দোষ হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি-বিষয়ে পরমাত্মার কেহ নিয়োগকর্ত্তা আছেন, এরূপ স্বীকার করিলে, ঐ নিয়োগকর্ত্তার নিয়োগকর্ত্তা কে? তাঁহার আবার নিয়োগ কর্ত্তা কে?' এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না এবং অদ্বৈতেরও হানি হইয়া পড়ে; যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মার বাস্তবিক ভেদ নাই, অনাদি প্রকৃতিযোগ সম্ভূত স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি ক্ষেত্রযোগ সহকারে নিত্য পরমাত্মাই জন্মাদি-ভাজন জীব হন। যেমন জলচন্দ্র কম্পিত হইলে বাস্তবিক চন্দ্রের কম্প হয় না, অথবা ঘটাকাশ চলিত হইলেও মুখ্য আকাশের চলন সম্ভবে না, তদ্রূপ ঐ ঔপাধিক-ভেদদ্বারাও পরমাত্মার স্বরূপের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ অদ্বৈতভঙ্গ হয় না। পরিদৃশ্যমান এই যে মিথ্যাময় প্রপঞ্চ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাই সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন অবিকারী পরমাত্মা; বিকার যোগে তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন; বেদে তাঁহার তাদৃশী শক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং শক্তি ও শক্তি-বিশিষ্টের অভেদ-সম্বন্ধরূপ লৌকিক অর্থযোগেও বেদসমস্তই প্রমাণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ, জগতের অসত্যতা এবং জগদুৎপত্তির নিমিত্ত-ভূতা প্রকৃতির ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব-হেতুক ব্রহ্মাদ্বৈত সিদ্ধ হইল; এবং তদ্দ্বারা মৃত্যু নাই এই পক্ষ, আর যাঁহাদিগের মতে কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু নাশ হয়, তাঁহাদিগেরও ক্রমমুক্তি-সিদ্ধান্ত স্থির হইল; কিন্তু এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এই ক্রমমুক্তির নিমিত্ত কেহ কেহ ধর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম-সমস্ত আচরণ করেন, কেহ কেহ বা কর্ম্ম না করিয়া একবারেই মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন; যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের সেই ধর্ম্ম কি রাগাদি দোষরূপ পাপ দ্বারা প্রতিহত হয়, না পাপকেই প্রতিঘাত করে? সনৎসুজাত কহিলেন, মোক্ষ-বিষয়ে সন্ন্যাস ও উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম উভয়ের ফলই উপযোগী হয়। সেই মোক্ষে স্থিতি অর্থাৎ পরমাত্মা-স্বরূপে অবস্থান নিমিত্ত, সন্ন্যাস ও উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম, উভয়ই অবিচল; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্ন্যাস পূর্ব্বকজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-দ্বারা নিত্য-নির্ম্মুক্ত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, আর দেহাভিমানী পুরুষ উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম-দ্বারা পুণ্য অর্থাৎ প্রশস্ত দেবতাদিভাব লাভ করেন এবং কদাচিৎ তন্নিবন্ধন পাপও প্রাপ্ত হন। সেই কর্ম্মাসক্ত পুরুষ কর্ম্মদ্বারা পুণ্যপাপের উভয়প্রকার অস্থায়ী ফল প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মেই যোজিত হন, কিন্তু বিদ্বান্ কর্ম্ম-যোগী ধর্ম্ম-দ্বারা পাপ ধ্বংস করেন; সুতরাং ধর্ম্ম বলবান্ হওয়ায় তাঁহার সিদ্ধিও হইয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, পুণ্যকারী দ্বিজাতিগণের স্বধর্ম্মের ফলভূত যে সমস্ত সনাতন লোক-প্রাপ্তির কথা বেদে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের ক্রম অর্থাৎ ধর্ম্মের তারতম্যানুসারে উচ্চনীচ-ভাব বর্ণন করুন; এবং তদ্ভিন্ন অন্য লোকসকল অর্থাৎ নিরতিশয় প্রত্যগানন্দ-রূপ মোক্ষ সুখেরও কীর্ত্তন করুন; হে বিদ্বন্! আমি সকল কর্ম্ম অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়-ভূত নিষিদ্ধ বা কাম্য কর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা করিতেছি না। সনৎসুজাত কহিলেন, মল্লাদি বলশালিগণের বল বিষয়ে যেরূপ স্পর্দ্ধা হইয়া থাকে, তদ্রূপ যম-নিয়মাদি ব্রতকলাপে যাঁহাদিগের বিশেষ স্পর্দ্ধা হয়, সেই যোগশীল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সগুণব্রহ্মবাদী পুরুষেরা দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিরাজমান হন। আর যাঁহাদিগের ধর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে বিস্পর্দ্ধা থাকে, তাঁহাদিগের সেই যজ্ঞাদিই বিবিদিষার উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের সাধন হয়। সেই ব্রাহ্মণেরা ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া ত্রিপিষ্টপ অর্থাৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন। বৈদিকত্বাভিমানী মানবেরা অকরণে প্রত্যবায় আশঙ্কায় বলিয়া থাকেন যে ঐ ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান সাধু, কিন্তু তদ্দ্বারা ঐহিক বা পারত্রিক কোন ফলের কামনা করেন না; সেই বাহ্য অর্থাৎ আত্মাতে বর্ণাশ্রমাদির অভিমানিত্ব প্রযুক্ত বহির্ম্মুখ অথচ আভ্যন্তর অর্থাৎ বৈদিকত্ব ও নিষ্কামত্ব প্রযুক্ত আত্মোৎকর্ষনিষ্ঠ জনগণকে অধিক মান্য করিবে না। যে গৃহে, বর্ষাকালে প্রচুর তৃণাদির ন্যায়, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ভূয়িষ্ঠ অন্নপান আছে, এরূপ বিবেচনা করিবে, সেই গৃহ প্রাপ্ত হইয়াই প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষীণ-বৃত্তি মনুষ্যকে পীড়া দিবে না এবং আত্মাকেও ক্ষুধায় পীড়িত করিবে না। যে স্থলে আত্ম-মহিমা প্রকাশ না করিলে অশুভ ভয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেই ভয়প্রদ প্রদেশে অবস্থিত হইয়াও যিনি তত্রত্য জনগণ মধ্যে স্বকীয়-বিদ্যাদি দ্বারা আপনাকে অতিরিক্ত না করেন, অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অন্যে নহে। অপিচ যিনি স্বমাহাত্ম্য-বর্ণনকারী ব্যক্তির উ[illegible] আপনাকে সংজ্বরিত না করেন, অর্থাৎ অন্যের উৎ[illegible] প্রদর্শনে অসূয়া-পরবশ না হন এবং ব্রহ্মস্ব[illegible] অর্থাৎ যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মানবগণকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ না করেন, তাঁহার অন্নই সাধুদিগের সম্মত। কুক্কুর যেমন নিত্য অকল্যাণের নিমিত্ত [illegible] বান্ত ভোজন করে, অর্থাৎ যাহা বমন করে, তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী সন্ন্যাসীরাও বান্তভোজী হয়। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণমধ্যে বাস করিয়াও "তাঁহারা যেন কদাচ আমার ধর্ম্মাচরণ জানিতে না পারেন", এইরূপ মনন করেন, সেই প্রচ্ছন্নতেজা ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ঈদৃশী অজ্ঞাত-চর্য্যা ব্যতিরেকে কোন্ ব্রাহ্মণ উপাধিশূন্য [illegible], অনুমানাদির অগম্য, সর্ব্বব্যাপক, সঙ্গরহিত ও সর্ব্বদ্বৈতবিবর্জ্জিত অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন? উক্ত প্রকার অজ্ঞাতচর্য্যাযুক্ত ক্ষত্রিয় পুরুষকেও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশদ্বারা নিত্যকাল আশ্রয় করিয়া থাকেন,

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ না হইয়াও কেবল অজ্ঞাতচর্য্যা প্রভাবে ক্ষত্রিয় আপনার ব্রহ্মভাব সন্দর্শন করেন। যে ব্যক্তি একপ্রকার আত্মাকে অন্যপ্রকারে প্রতিপাদন করে, সেই আত্মাপহারী তস্কর কি পাপ না করে? অশ্রান্ত, প্রতিগ্রহশূন্য, সাধুসম্মত, নিরুপদ্রব, শিষ্ট হইয়াও শিষ্টত্বের অপ্রকাশকারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞ ও কবি অর্থাৎ অতীতদর্শী হইবে; এরূপ হইলেই আত্মপরিজ্ঞানে সমর্থ হইতে পারিবে। যাঁহারা ধনদারাদি লৌকিক অর্থে দরিদ্র এবং দৈব অর্থে অর্থাৎ পারলৌকিক ধর্ম্মাদি বিষয়ে ও ঈশ্বরোপাসনায় সমৃদ্ধ হন, তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রকম্প্য হন; অর্থাৎ বৈরাগ্যপূর্ব্বক কর্ম্ম ও উপাসনা-পরায়ণ মানবগণের কোন ভয়ই থাকে না, তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কলেবর বলিয়া জানিবে। যজ্ঞদ্বারা প্রীত হইয়া যাঁহারা যজমানের শোভন ইষ্ট করেন, অর্থাৎ দিব্য-স্ত্রী উত্তম অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তুর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেন, সংসার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সেই দেবগণকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন, তিনিও ব্রহ্মনিষ্ঠের সমান নহেন; যেহেতু তদ্বিষয়ে তিনি স্বয়ং প্রযত্ন করেন। ক্রিয়াসাধ্যত্বপ্রযুক্ত তাঁহার যজ্ঞাদির ফল অনিত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকটে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হওয়ায় তৎপরিজ্ঞান ফলভূত মোক্ষও নিত্য, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের তুল্য হইতে পারে না। অপ্রযতমান অর্থাৎ আরম্ভশূন্য হওয়াতে যাঁহাকে দেবতারা মান্য করেন, তিনিই যথার্থ মানিত, নতুবা যজ্ঞাদি কর্ত্তা বলিয়া যিনি মানিত হন, তিনি দেবতাদিগের কেবল পশুমাত্র, বাস্তবিক মান্য হইতে পারেন না; অতএব অন্য-কর্ত্তৃক, মান্যমান হইলেও আপনাকে মান্যজ্ঞান করিবে না এবং অবমানেও পীড়িত হইবে না। মানিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিবেন যে, নিমেষ ও উন্মেষের ন্যায় লোক নিয়তই স্বভাববৃত্তি, অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব, সে তাহাই করিয়া থাকে; বিদ্বান্ পুরুষেরাই মান্যলোকের সম্মান করিয়া থাকেন; নতুবা যাহারা অধর্ম্মনিপুণ এবং লোকমধ্যে ছলনায় বিশারদ, সেই মান্যাবমানী মূঢ় লোকেরা মানভাজন মনিবকে কদাচ মান্য করিবে না। মান ও মৌন, অর্থাৎ অভিমান ও মুনিধর্ম্ম যোগচর্য্যা, উভয়ই একত্র বাস করিতে পারে না; ইহলোক মানের, আর পরলোক মৌনের, ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মত। হে ক্ষত্রিয়! ইহলোকে ধন, অভিজন ও ঐশ্বর্য্যাদিরূপা লক্ষ্মী মানরূপ [illegible] আবাসস্থান বুটেন, কিন্তু তিনি পরলোকের [illegible] ভূতা; যেহেতু ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণযোগ্যা বেদময়ী লক্ষ্মী প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির দুর্লভা; অপ্রাজ্ঞ লোকেরা কদাচ [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা সেই ব্রাহ্ম-[illegible] বহুপ্রকার সাধন নির্দ্ধারণ করেন। তৎসমুদায় সম্যক্-রূপে রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। তন্মধ্যে সত্য-সারল্য, লোকলজ্জা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শৌচ ও শাস্ত্রজ্ঞান এই ছয়টী মান ও মোহের প্রতিরোধক হইয়াছে

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদ্বন্! আপনি যে মৌনের কথা [illegible] তাহার প্রয়োজন কি? অপিচ বাক্য-মনের সংযমরূপ লোকপ্রসিদ্ধ মৌন, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন-রূপ বেদোক্ত মৌন, এই দুই প্রকার মৌনের মধ্যে কোনটি আপনার অভিপ্রেত? মৌনের লক্ষণই বা কি? মৌনদ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি মৌন অর্থাৎ পরম-নির্ব্বিকল্পপদ প্রাপ্ত হন কি না এবং কিপ্রকারেই বা তাঁহারা মৌনাচরণ করেন? হে মুনে! এই কয়েকটি বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। সনৎসুজাত কহি-লেন, হে রাজন্! যেহেতু এই পরমাত্মাতে মন ও বেদ সমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে পারেন না, এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম মৌন; যাঁহাতে প্রণবরূপ বেদশব্দ এবং 'ইনি' অর্থাৎ জীবাত্মারূপ লৌকিক শব্দ স্বভাবত উত্থিত হইয়াছে, তিনি তন্ময়ত্বরূপেই প্রকাশমান হন; অর্থাৎ যে পদ বাক্য-মনের অগোচর, তাহা প্রাপ্ত হইয়াই মৌনের প্রয়োজন; বাগাদি বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিগ্রহই মৌন; বাগাদি সংযম-ক্রমে বাহ্য ও আন্তরিক প্রপঞ্চদ্বয়ের ভান না হওয়াই মৌনের লক্ষণ; ঐরূপ অভানদ্বারা বাঙ্মনসাতীত পরমপদ প্রাপ্য হয়; এবং গুরূপদিষ্ট যুক্তিক্রমে প্রণবময়ত্বরূপে পরব্রহ্মের ভাবনা দ্বারাই মৌনাচরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বেদশব্দ-ময়ত্বরূপে পরমপদ প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বপাপের বিধ্বংস হয়, তবে মৌনহীন ব্যক্তিরও ঋগাদি বেদাভ্যাসদ্বারা উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ সমস্ত জানেন, তিনি পাপ-কর্ম্ম-সমুদায়ের অনুষ্ঠান করত পাপদ্বারা লিপ্ত হন কিনা?

সনৎসুজাত কহিলেন, ঐ অবিচক্ষণ অর্থাৎ বাক্যমনের নিগ্রহে অসমর্থ ব্যক্তিকে পাপকর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিতে না সাম, না ঋক্, না যজুঃ, কেহই পারেন না; হে রাজন্! আমি তোমাকে মিথ্যা বলিতেছি না। বেদসকল ছলজীবী, মায়াবী ব্যক্তিকে কখন পাপ হইতে উত্তীর্ণ করেন না; পক্ষ উদ্গত হইলে পক্ষীরা যেমন কুলায় ত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ বেদ সমস্ত ও অন্তকালে মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ সে সময়ে তাহার বেদের আর স্ফূর্ত্তি থাকে না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যদি শমদমাদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে বেদসমস্ত অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে না পারেন, তবে ব্রাহ্মণগণের মহাত্ম্য-সূচক নিত্যকাল প্রসিদ্ধ, "ঋক্, যজুঃ ও সাম দ্বারা পূত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন", "যাবতীয় দেবতা আছেন, সকলেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠান করেন" এই প্রলাপ-বাক্য-সকল কোথা হইতে হইল? সনৎসুজাত কহি-লেন, হে মহানুভাব! এই বেদশাস্ত্রাদি প্রপঞ্চ যাঁহার প্রলপিত স্বভাবত নির্ব্বিকার হইলেও নাম রূপাদি বিশেষ সম্বন্ধে বিকার প্রাপ্ত, সেই পরমাত্মাই স্বরূপে এই জগৎ প্রতিভাত হই-তেছে। বেদ-সকল অধ্যারোপ-প্রসঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মরূপত্বে নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতেছেন, এবং অপবাদ-প্রসঙ্গে বিশ্ব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য ও উদাহরণ করিতেছেন; অতএব যাঁহা হইতে আবির্ভূত হওয়াতে বেদের সম্মান হইয়াছে, বেদোক্ত মার্গের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, তাহার বেদাধ্য-য়নও নিষ্ফল হয়। সেই ব্রহ্মলাভ নিমিত্তই এই তপস্যা ও যাগাদি উক্ত হইয়াছে, এতদুভয়দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য প্রাপ্ত হন এবং পুণ্য-দ্বারা পাপ-ধ্বংস করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবিদী

পিতাত্মা হন, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি হওয়ায় তাঁহার নিকটে আত্মতত্ত্ব স্বত প্রকাশিত হয়। বিদ্বান্ পুরুষ জ্ঞানদ্বারাই পরম পুরুষার্থ আত্মলাভ করেন, অন্যথা আত্মভিন্ন বস্তুতে আত্মবুদ্ধিবশত বিষয়-সুখাভিলাষী হইয়া ইহলোকে অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপ-সমস্ত পরিগ্রহপূর্ব্বক পরলোকে তৎসমুদায়ের ফলভোগ করেন এবং পরিশেষে পুনর্ব্বার ইহলোকেই উপাগত হন। বেদাধ্যয়ন মাত্রনিরত জ্ঞানহীন মানবেরা ইহলোকে যে তপস্যা করেন, তাহার ফল পরলোকে দৃষ্ট হয়, কিন্তু শমদমাদি-অবশ্য-কর্ত্তব্য-তপোনিষ্ঠ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের এই লোক সমস্তই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! একমাত্র তপস্যা কিপ্রকারে সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ হয়, তাহা ব্যক্ত করুন, যদ্দ্বারা আমরা সেই দ্বৈবিধ্য বোধগম্য করিতে পারি। সনৎসুজাত কহিলেন, নিষ্কল্মষ অর্থাৎ কাম ও অশ্রদ্ধাদি রহিত যে তপস্যা, কৈবল্য-সাধনহেতুক তাহাকে 'কেবল' শব্দে উক্ত করা যায় এবং শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইলেও যদি সকাম হয়, তবে ইহাকেই সমৃদ্ধ বলা যায়; কিন্তু কেবল দম্ভের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ তপস্যাকে আর সমৃদ্ধ বলা যায় না, তাহাকে ঋদ্ধ বলা যাইতে পারে। হে ক্ষত্রিয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ সকলই তপস্যা-মূলক; বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল তপস্যা দ্বারাই পরম অমৃত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! নিষ্কল্মষ তপস্যা শ্রবণ করা হইল, কিন্তু তপস্যার কল্মষ কি তাহা ব্যক্ত করুন, যদ্দ্বারা সাবধান হইয়া আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্মকে জানিতে পারি।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! ক্রোধাদি দ্বাদশ প্রকার দোষ এবং বিকত্থনাদি ত্রয়োদশ প্রকার নৃশংসবর্গই তপস্যার কল্মষ, তাহার গুণ বলিয়া দ্বিজাতিগণের যে সমস্ত বিদিত হইয়াছে, তৎসমুদায় পিতৃগণের অর্থাৎ বংশকর্ত্তা মন্বাদির শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ক্রোধ, (ইচ্ছা-প্রতিঘাতে আক্রোশ তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ) কাম, (স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ) লোভ, (ধনব্যয় ভীরুতা) মোহ, (কৃত্যাকৃত্য-বিবেকরাহিত্য) বিধিৎসা, (উত্তরোত্তর লাভেও তৃষ্ণার অনিবৃত্তি) অকৃপা, (নির্দ্দয়তা) অভ্যসূয়া, (পরগুণে দোষ দর্শন) মান, (আপনাতে পূজ্যবুদ্ধি) শোক, (ইষ্টার্থ নাশে চিত্ত-বৈকল্য) স্পৃহা, (ভোগ্যবর্গে সমধিক আদর) ঈর্ষা, (পরের উৎকর্ষ-দর্শনে সহ্য না করা) ও জুগুপ্সা, (পরনিন্দা বা বীভৎসতা) মনুষ্যের এই দ্বাদশটি দোষ মনুষ্যমাত্রেরই নিত্য বর্জ্জনীয়। হে মনুজর্ষভ! ব্যাধ যেমন মৃগ-সকলের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ উক্ত দোষসকলের মধ্যে প্রত্যেকেই মনুষ্যগণের ছিদ্রলাভার্থী হইয়া তাহাদিগকে পর্য্যুপাসনা করে। বিকত্থন, (পরগুণের অপলাপপূর্ব্বক স্বগুণোৎকর্ষ-কথনশীল) স্পৃহয়ালু (অতিযত্নপূর্ব্বক পর মহিলাদি-সম্ভোগেচ্ছু) মনস্বী, (গর্ব্বাধিক্য প্রযুক্ত পরাবমানে তৎপর) কোপধারী, (কারণ ব্যতিরেকেও সর্ব্বদা ক্রোধন অথবা যে ব্যক্তি চিরকাল কোপ ধারণ করিয়া থাকে) চপল, (মিত্রতাদি বিষয়ে অস্থির) ও অরক্ষণ, (শক্তি থাকিতেও স্বীকৃত বনিতাদির অপালনকারী) এই ছয় প্রকার পাপাত্মা মনুষ্য সুদুর্গে অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক শঙ্কটে ভীত না হইয়া এই সমস্ত পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অপিচ সম্ভোগ সম্বিদ্বিষম, (স্ত্রীসঙ্গাদিবিষয়ে পুরুষার্থ বুদ্ধি হওয়ায় দুর্ব্যবস্থিত) অতিমানী, (অত্যন্ত দর্প-বিশিষ্ট) দত্তানুতাপী, (দান করিয়া পশ্চাত্তাপকারী) কৃপণ, (প্রাণান্তেও অর্থব্যয়ে অসহিষ্ণু) বলীয়ান্, (অতিশয় বলপূর্ব্বক ব্যবহারকারী) বর্গপ্রশংসী, (পরাভিভবের প্রশংসাকারী অর্থাৎ পরদুঃখে সুখী) ও বনিতার প্রতি দ্বেষকারী (পরিণীতা পত্নীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক পরকামিনীসঙ্গে আসক্ত) এই সপ্ত অপর নৃশংসবর্গ।

ধর্ম্ম, (বর্ণাশ্রম নিয়ত সন্ধ্যা উপাসনাদি) সত্য, (হিংসা ব্যতিরেকে যথার্থ সম্ভাষণ) দম, (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) তপস্যা, (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি) অমাৎসর্য্য, (পরগুণে অসহিষ্ণু না হওয়া) হ্রী, (লজ্জা) তিতিক্ষা, (ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রুদ্ধ না হওয়া) অনসূয়া, (পরগুণে দোষাবিষ্কার না করা) যজ্ঞ, দান, ধৃতি, (অত্যন্ত আপদ্কালেও ব্রতাদির অপরিত্যাগ) ও শ্রুত, (অর্থগ্রহ সহিত বেদাধ্যয়ন) এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত। যিনি এই দ্বাদশটির প্রভু হইতে পারেন, সেই সকলগুণ-সম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ সমগ্র-বসুন্ধরা-শাসনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এই গুণ-সকলের মধ্যে তিন, বা দুই বা একটিরও অধিকারী হন, তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটী অমৃত অর্থাৎ মুক্তির আধার হইয়াছে; মনীষী ব্রাহ্মণেরা তৎসমুদায়কে সত্য-মুখ বলিয়া বর্ণন করেন, অর্থাৎ সত্য প্রধান হইলেই এ সমস্ত ফলোপধায়ক হয়।

দম অষ্টাদশ গুণ-বিশিষ্ট। কৃত ও অকৃত কর্ম্মে প্রতিকূলতা অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মে অশ্রদ্ধা এবং উপবাস ব্রতাদি কর্ম্মে ভোজন-লালসা, মিথ্যা, অভ্যসূয়া, কাম, অর্থ, (ধনার্জ্জনার্থে অতি যত্ন) স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পৈশুন্য, (পরদোষ বর্ণনে তৎপরতা) মাৎসর্য্য, বিহিংসা, পরিতাপ, অরতি, (সৎক্রিয়ায় অনভিলাষ) অপস্মার, (কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিস্মরণ) এই সমস্ত দোষে যে ব্যক্তি পরিবর্জ্জিত, তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা অতিবাদ (পরগ্লানি) ও আত্মাতে সম্ভাবনা, (মহত্ত্ব বুদ্ধি) দান্ত বলিয়া থাকেন। দম যেমন অষ্টাদশ গুণ-বিশিষ্ট, সেইরূপ দমের বিপর্য্যয় মদেরও অষ্টাদশ দোষ; অপিচ ত্যাগ ছয় প্রকার হয়; এই সকলের বিপর্য্যয় ছয় দোষ; সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মদ-দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ছয় প্রকার ত্যাগ অতীব প্রশস্ত; তন্মধ্যে তৃতীয়টী অত্যন্ত দুষ্কর হয়; তদ্দ্বারা লোকে নিশ্চয়ই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়, কেননা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে দ্বৈত জয় করা হয়।

হে রাজেন্দ্র! ষড়্বিধ শ্রেষ্ঠ ত্যাগের বিবরণ এই, প্রথমত শ্রীলাভ করিয়া হৃষ্ট না হওয়া, অর্থাৎ ধন বিদ্যাদি ঐশ্বর্য্যলাভে গর্ব্ব ত্যাগ। দ্বিতীয়ত নিত্য বৈরাগ্য-যোগ-হেতুক ইষ্টাপূর্ত্তের অর্থাৎ যজ্ঞ ও বাপী তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠারূপ কর্ম্মকাণ্ডের পরিত্যাগ। পূর্ব্বে যে তৃতীয় ত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কামত্যাগ;—পণ্ডিতেরা পুরুষকে যে গুণের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই তৃতীয় গুণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। বৈরাগ্য-প্রযুক্ত বনিতাদি ভোগ্যবস্তু-সমুদায়ের পরিত্যাগের দ্বারা যে কামত্যাগ হয়, তাহাকেই যথার্থ কামত্যাগ বলা যায়, নতুবা কামপূর্ব্বক যথেষ্ট উপভোগ করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলে কি বহুতর ধন লাভ করিলে অথবা কাম্য-

বস্তুর নিমিত্ত ঐ সমস্ত ধন ব্যয় করিলে কাম ত্যাগ হয় না। অপিচ যে ব্যক্তি সর্ব্বগুণযুক্ত ও ধনবান্ হয়, তাহারও কর্ম্মসকল অসিদ্ধ হইলে দুঃখ করা এবং তদ্দ্বারা আপনাকে গ্লানিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। চতুর্থত কীর্ত্তিনাশাদি অপ্রিয় ঘটনা উপস্থিত হইলেও কোনক্রমে ব্যথা প্রাপ্ত না হওয়া। পঞ্চমত অভীষ্ট বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্রাদির নিকটেও যাজ্ঞা না করা। ষষ্ঠত যোগ্য যাচককে প্রদান করায় শুভ হয়। এই সমস্ত ত্যাগদ্বারা অপ্রমাদী হইবে। সেই অপ্রমাদও অষ্টগুণ বিশিষ্ট। সত্য, ধ্যান, (আত্মানুসন্ধান) সমাধান, (পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়বিধ সমাধি) চোদ্য, (তর্ক) বৈরাগ্য, অস্তেয়, (চৌর্য্য-রাহিত্য) ব্রহ্মচর্য্য, (স্ত্রীসঙ্গ-রাহিত্য) ও অসংগ্রহ, (পরিগ্রহ-শূন্যতা) এই আটটি অপ্রমাদের গুণ। হে ভারত! মদের এইরূপ দোষ-সমস্ত উক্ত হইয়াছে; সেই সমুদায় দোষ পরিত্যাগ করিবে। অপিচ ত্যাগ ও অপ্রমাদও কথিত হইল। ঐ অপ্রমাদের যেমন অষ্টগুণ অভিমত, সেইরূপ প্রমাদেরও অষ্ট প্রকার দোষ। সেই দোষ-সমস্তও পরিবর্জ্জন করিবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও অতীত অনাগত দুঃখসমূহ হইতে ঐ অষ্ট প্রকার প্রমাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব তৎসমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হইবে। হে রাজেন্দ্র! সত্যাত্মা হও। সত্যেতেই লোক সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা উল্লিখিত দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদকে সত্যপ্রধান বলিয়া বর্ণন করেন, যেহেতু সত্যেই অমৃত সঞ্চিত আছে। বিধাতৃকৃত ধর্ম্ম এই যে, দোষ নিবৃত্তি হইলেই ইহলোকে তপোব্রতাচরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব সাধুদিগের সত্যই ব্রত। উক্ত দোষ সমস্ত হইতে বিমুক্ত ও গুণসমূহে সমন্বিত হইলেই কৈবল্যসাধন অত্যর্থ-সমৃদ্ধ তপশ্চরণ হয়। হে রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই এই পাপহর, জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিমোচক, পবিত্র প্রসঙ্গ সংক্ষেপে তোমার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ইতিহাসাদি আখ্যান ও ঋগাদি চতুর্ব্বেদে ভূমানন্দ পরমাত্মাকে জন অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ বলিয়া উল্লেখ করেন; আবার অন্য কতকগুলি শাখী চতুর্ব্বেদী, (বেদ্য-চতুষ্টয় প্রতিপাদক) কতকগুলি ত্রিবেদী, (বেদ্যত্রয় প্রতিপাদক) কতকগুলি দ্বিবেদী, (বেদ্য-দ্বয় প্রতিপাদক) কতকগুলি একবেদী, (একবেদ্য প্রতিপাদক) এবং কতকগুলি অনৃচ, (ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপাদক) আছেন; তন্মধ্যে যাঁহাকে আমি ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারি, সেই ব্যক্তি কে? সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্মই একমাত্র বেদ্য ও সত্য; সেই সত্যের অজ্ঞান-হেতুক বহুসংখ্য বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য সকল কল্পিত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মজ্ঞান অতিশয় দুর্ঘট। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছে, এমন লোক অতি বিরল। সেই অদ্বয়ানন্দ বেদ্য পুরুষকে না জানিয়াই লোকে আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করে এবং বাহ্যসুখ-লোভে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সত্যভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের সংকল্পও সেইরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহারা পরমানন্দ হইতে পরিচ্যুত হয়, তাহাদিগের সুখানন্দ বিষয়ে স্বভাবতই অভিলাষ জন্মে; সুতরাং তাহারা "স্বর্গকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে," ইত্যাদি বেদ বাক্যের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হেতুক জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। কাহারও মানস দ্বারা, কাহারও বাক্য দ্বারা, কাহারও বা কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কেহ কেহ দেবতা-ধ্যানাদিরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ অধ্যয়ন-জপাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; পরন্তু সত্যসংকল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সংকল্প অর্থাৎ কল্পনীয় ব্রহ্মলোকাদির অধিষ্ঠাতা হন। আত্মজ্ঞানাভাবে সংকল্পের সাফল্য না হইলে মস্তক-মুণ্ডন বাক্য-সংযমনাদি দীক্ষিত ব্রতের আচরণ করিবে; পরন্তু 'দীক্ষিত' শব্দটি দীক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; কর্ম্ম দ্বারা যে সংস্কার নিষ্পন্ন হয়, তাহা অবশ্যই বিনাশী; অতএব সাধুদিগের পক্ষে অকৃত্রিমত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রযুক্ত 'সত্য' অর্থাৎ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, তপস্যা পরোক্ষ হইয়া থাকে; অর্থাৎ শোকমোহাদি-নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান-ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়, আর কায়িক, বাচিক বা মানসিক তপস্যা পরলোকে ফল প্রদান করে; সুতরাং যিনি বিস্তর অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে বহুপাঠী ব্রাহ্মণমাত্র বলিয়াই জানিবে। অতএব হে ক্ষত্রিয়! কেবল অধ্যয়ন-দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ মনে করিও না; যিনি সত্য হইতে বিচলিত না হন, তাঁহাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহামুনি অথর্ব্বা পূর্ব্বে মহর্ষিগণ-সন্নিধানে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই 'ছন্দ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু উহারা পাপকর্ম্ম হইতে পুরুষকে ছাদিত অর্থাৎ রক্ষিত করে, অতএব যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার্থী না হইয়া কেবল কর্ম্ম-প্রার্থনায় উপনিষদের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও ছন্দোবিৎ নহেন; যেহেতু তাঁহারা বেদবেদ্য পুরুষের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। হে মনুজ-প্রবর! বেদ-সমস্ত সেই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধেই উপযোগী হন, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান ও ব্রহ্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান, এই উভয় প্রকার জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কর্ম্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান যেমন মধ্যে অনুষ্ঠানান্তর অপেক্ষা করে, ব্রহ্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান সেরূপ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না। অতএব কেবল কর্ম্মমাত্র-জ্ঞানদ্বারা কেহ বেদজ্ঞ হইতে পারেন না, সত্য জ্ঞান-দ্বারাই যথার্থ বেদজ্ঞ হন। অনেকানেক মহানুভব লোক সেই বেদজ্ঞগণ-সমীপে উপনীত হইয়া বেদ-বেদ্য পরব্রহ্মকে নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে রাজন্! বেদসকলের নিগূঢ় মর্ম্মজ্ঞ কেহই নাই, তবে চিত্তশুদ্ধির আতিশয্যপ্রযুক্ত কোন কোন ব্যক্তি তাহা বোধগম্য করিতে পারেন; যিনি রহস্য-প্রতিপাদক বেদ-সমস্ত জানিয়াছেন, তিনি আবার বেদ্য জানিতে পারেন নাই, অর্থাৎ সবিকল্পক হওয়াতে তাঁহার নিকট সকল মনোবৃত্তির প্রলয়কালে প্রকাশমান নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্ম প্রতিভাত হন নাই; পরন্তু যিনি সত্যে অর্থাৎ সকল বৃত্তিবাধের অবধিভূত প্রত্যক্ চৈতন্যে অবস্থিত হইয়াছেন, তিনিই নির্ব্বিকল্পক সুখ জানিয়াছেন। অহঙ্কারাদি অচেতন বেদ্যবর্গের মধ্যে কেহই নাই, সুতরাং বেদ্য অন্তঃকরণ দ্বারা কেহ বেদবোধ্য আত্মাকে জানিতে পারেন নাই এবং অনাত্মাকেও জানিতে পারেন নাই; যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি অনাত্মাকেও জানিয়াছেন; পরন্তু যিনি কেবল অনাত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে

পারেন নাই। অপিচ যে চিদাত্মা বেদ অর্থাৎ প্রমাণ সমস্ত জানিয়াছেন, তিনিই প্রমেয়কেও জানিয়াছেন, কিন্তু সেই প্রমাণের প্রমাণকে না বেদ, না বেদজ্ঞ অর্থাৎ প্রমাণ কি প্রমাতা, কেহই জানিতে পারেন নাই; তথাপি যে সকল ব্রাহ্মণেরা পাঠ, অর্থ ও অনুষ্ঠানক্রমে বেদজ্ঞ হন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদিদ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়াতে তাঁহারাই বেদিতা আত্মাকে বেদ বাক্যানুসারে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা বোধগম্য করেন। পণ্ডিতেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, যেমন প্রতিপদ্ তিথিতে চন্দ্রকলার জ্ঞাপন-বিষয়ে বৃক্ষশাখাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মার সেই পরম পুরুষার্থ যথার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞাপন বিষয়ে বেদসকল নির্দ্দিষ্ট হন। নিদিধ্যাসনের পরিপাক হেতু অপরোক্ষের সাক্ষাৎকার লাভ করায় যিনি স্বয়ং সংশয়-শূন্য হইয়া যথার্থ ব্যাখ্যান দ্বারা অপরের সমুদয় সংশয় অপনীত করেন, সেই ব্যাখাতা (উপক্রম উপসংহারাদি ষড়বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গ অনুসারে বাক্যার্থ-বর্ণনে সুনিপুণ) ও বিচক্ষণ (যুক্তি-সহকারে শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের অনুচিন্তনে সমর্থ) ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ (বেদজ্ঞ) বলিয়া স্বীকার করি। কি পূর্ব্ব পশ্চিম, কি উত্তর দক্ষিণ, কি ঊর্দ্ধ অধ, কি তির্য্যক্, কি অদিক্, কুত্রাপি কোন প্রকারে পরমাত্মার অন্বেষণস্থান প্রাপ্ত হইবে না। আত্মস্বরূপে প্রতীয়মান বাস্তবিক আত্মভূত অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ মধ্যে কোনক্রমে তাঁহার অন্বেষণ করিবে, ধ্যানপরায়ণ তপস্বী বেদে আত্মার অন্বেষণ না করিয়া আলোচন-বিশিষ্ট ধ্যান-যোগেই সেই প্রভুকে সন্দর্শন করেন। রাগাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হইয়া উপাসনা করিবে; এমন কি, মনে মনেও কোন চেষ্টা করিবে না। হে রাজন্! তুমি এইরূপ শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার-পরিশূন্য হইয়া হৃদয়াকাশে সেই বেদ-পরিকীর্ত্তিত বাক্য মনের অগোচর পরব্রহ্মের সন্নিহিত হও। কেবল মৌনভাব অবলম্বন করিলেই কেহ মুনি হয় না এবং বনবাস-মাত্রদ্বারাও মুনি হইতে পারে না; যিনি প্রত্যগাত্মার লক্ষণ জগজ্জন্মাদি-হেতুত্ব ও সচ্চিদানন্দকত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মুনি বলা যায়, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও যোগীদিগের অপেক্ষা জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ হন। সর্ব্বজ্ঞতা প্রযুক্ত সর্ব্ব বিষয়ের ব্যাকরণ অর্থাৎ প্রকটন করাতে জ্ঞানী পুরুষ বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হন। সেই ব্যাকরণ, মূল কারণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই হয়; যেহেতু ব্রহ্মই সমুদয় বিষয় ব্যাকৃত করেন। সকল লোকের প্রত্যক্ষদর্শী মনুষ্য সর্ব্বদর্শী হন;— ব্রহ্মবিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণ সত্যে অবস্থান করতই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। হে ক্ষত্রিয়! এইরূপ সাধন-বিশিষ্ট পুরুষ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি ও বেদ-সমুদায়েতে সোপানারোহণের ন্যায় আনুপূর্ব্বীক্রমে অধিরূঢ় হইয়া ব্রহ্ম সন্দর্শন করেন; ইহা আমি বুদ্ধিযোগে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টা, বিশ্বপ্রকাশিকা ও ব্রহ্মপ্রাপিকা এই যে উপনিষদ্বাণী অবগত আছেন, বিষয়-সম্পর্ক পরিবর্জ্জিতা সেই সূক্ষ্মতা কথা বর্ণন করুন। হে কুমার! আমার এই প্রার্থনা-বাক্যে অবধান করুন। সনৎসুজাত কহিলেন, তুমি অতিনির্ব্বন্ধ-সহকারে যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করত অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইতেছ, সেই ব্রহ্ম ঈদৃশ ত্বরান্বিত ব্যক্তির লভ্য হন না; "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে সংকল্পাত্মক মন বিলীন হইলে যে একটি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়,—যাহাতে সমুদয় বৃত্তির নিরোধ হইয়া কেবল চিন্তনীয় ব্রহ্মমাত্র চিন্তার বিষয় থাকেন,—তাহাই ব্রহ্ম-প্রাপিকা বিদ্যা; সেই বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ গুরুকুল-বাস-দ্বারা লভ্য হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "নিত্যসিদ্ধা ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মবৎ আরম্ভের যোগ্য নহে, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা প্রকাশীকৃতা হইয়া কার্য্যকালে আত্মাতেই অবস্থান করে এই যে কথা আপনি বলিতেছেন, এরূপ হইলে ব্রাহ্মণের যোগ্য অমৃতত্ব কি প্রকারে লব্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ লব্ধবস্তুর লাভার্থে যত্নের অপেক্ষা না থাকায় ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান নিরর্থক না হয় কেন? সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্ম যদিও নিত্য প্রত্যক্ষ, তথাপি বুদ্ধি নামক-উপাধি-সম্বন্ধ-জনিত কলুষতা প্রযুক্ত প্রকাশিত না হওয়ায় অব্যক্ত হন, সুতরাং যে বিদ্যা তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, তাহা নিত্যসিদ্ধা হইলেও তাহার সাধনার্থে অবশ্যই যত্নের অপেক্ষা থাকে, অতএব যাহা শ্রেষ্ঠতম গুরু-পরম্পরাতে নিত্যসিদ্ধা, তাঁহাদের বুদ্ধিযোগে ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা যাহা প্রকাশিতা হয় এবং যাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করেন, আমি সেই সনাতনী অব্যক্ত (ব্রহ্ম) বিদ্যা কীর্ত্তন করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা সহজে যে বিদ্যা জানিতে পারা যায়, তাহার সাধনভূত সেই ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকার হয়, ইহা আমাকে বলুন। সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা সাধনার্থে যাঁহারা আচার্য্যের সদনে প্রবেশ-পূর্ব্বক অকপট সেবা-দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহারা ইহলোকেই শাস্ত্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম হন এবং দেহত্যাগান্তে ব্রহ্মের সহিত একতা রূপ পরম যোগ লাভ করেন। ব্রহ্মপদ-লাভের উদ্দেশে যাঁহারা ইহলোকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সমস্ত সহ্য করত বিষয় কামনা সকল জয় করেন, সেই সত্ত্বগুণভাজন মানবগণ, মুঞ্জ হইতে ইষীকার ন্যায়, দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া থাকেন। হে ভারত! পিতা ও মাতা ইহাঁরা কেবল শরীর উৎপাদন করিয়া দেন, পরে আচার্য্যের উপদেশক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্তি-রূপ যে জন্মান্তর হয়, মোক্ষের হেতু হওয়ায় তাহাই পবিত্র, অজর ও অমর! যিনি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদন এবং তৎফলভূত মোক্ষ প্রদান করত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলকে সত্যদ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে আবৃত করেন অর্থাৎ মৃত্যু-জনিত ভয় নিবারণ-দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া থাকেন, সেই আচার্য্যকেই পিতা ও মাতা বলিয়া মানিবে; তাঁহার কৃত উপকার স্বীকার করত কোনক্রমে তাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে না। শিষ্য গুরুকে নিত্য অভিবাদন করিবে এবং শুচি ও সাবধান হইয়া স্বাধ্যায় ইচ্ছা করিবে; কদাচ অভিবাদন বা রোষ ধারণ করিবে না, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। যিনি শুচি হইয়া শিষ্যবৃত্তিক্রমে অর্থাৎ গুরুর উপরে জীবিকা নির্ভর না করিয়া স্বয়ং সায়ং ও প্রাতঃকালে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতই বিদ্যা লাভ করেন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতান্বিত সেই শিষ্যের ঐরূপ

অনুষ্ঠানকেও ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ বলা যায়। কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা, এমন কি, ধন ও প্রাণদ্বারাও আচার্য্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে; ইহাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলে। গুরুর প্রতি যেরূপ সুযুক্তসীভূত ব্যবহার করিবে, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিবে; ইহাকেও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলা যায়। বিদ্যা-দানাদিদ্বারা আচার্য্য-কৃত স্বকীয় উপকার বিশেষরূপে জানিয়া এবং দুঃখ-নিবৃত্তি ও আনন্দ প্রাপ্তিরূপ তাহার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিষ্য গুরুর প্রতি প্রীতচিত্তে 'ইনি আমাকে সর্ব্বথা বর্দ্ধিত করিয়াছেন' এইরূপ যে মনে করেন, তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ। প্রজ্ঞাবান্ শিষ্য, আচার্য্যের বিদ্যাদানরূপ ঋণ দক্ষিণা প্রদান-দ্বারা পরিশোধ না করিয়া আশ্রমান্তরে অবস্থিতি করিবেন না এবং "আমি এই অর্থ প্রদান করিতেছি," ইহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক, মনেও চিন্তা করিবেন না; অপিচ দক্ষিণা লাভে আচার্য্য যাহাতে সন্তোষ সূচক কোন কথা বলেন এরূপ চেষ্টাও করিবেন না; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ-পাদ। শিষ্য, ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনভূত ব্রহ্মবিদ্যার এক পাদ, কাল অর্থাৎ বুদ্ধি-পরিপাক-সহকারে লাভ করেন, আচার্য্যের উপদেশদ্বারা এক পাদ প্রাপ্ত হন, উৎসাহ-যোগ অর্থাৎ বুদ্ধি-বৈভবদ্বারা এক পাদ লাভ করেন এবং সহাধ্যায়ীদিগের সহিত বিচারদ্বারা এক পাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ধর্ম্মাদি দ্বাদশ,আসন প্রাণজয়াদি অন্যান্য অঙ্গও বল অর্থাৎ যোগে নিত্য উদ্যম যাহার স্বরূপ হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম-চর্য্য আচার্য্যের উপদেশে বেদার্থ যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম ও ব্রহ্মের প্রাপ্তিদ্বারা সিদ্ধ হয়। শিষ্য উক্তপ্রকারে গুরুদক্ষিণা প্রদা-নার্থে প্রবৃত্ত হইয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, তাহা আচার্য্যকে প্রদান করিবেন। আচার্য্য সেই বহুগুণান্বিতা উপজীবিকা এইরূপে প্রাপ্ত হন। গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রের প্রতিও শিষ্যের এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

শিষ্য পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থান করত সর্ব্বতো-ভাবে বর্দ্ধিত হন এবং বহুল পুত্র ও সুখ্যাতি লাভ করেন; অপিচ দিগ্ দিগন্তরবাসী জনগণ তাঁহাকে জলবর্ষণের ন্যায় ধন দান করে এবং অনেকানেক শিষ্যেরাও ব্রহ্মচর্য্যার্থে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা দেবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মনীষা-সম্পন্ন মহাভাগ ঋষিরাও ব্রহ্ম-লোক লাভ করিয়াছেন। ইহার দ্বারাই গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-দিগের রূপ হইয়াছে এবং সূর্য্যও এই ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা প্রতিদিন গগনমণ্ডলে সমুদিত হইতেছেন। যাঁহারা চিন্তিতবস্তুপ্রদ চিন্তামণিনামক পারদ-গুটিকা বিশেষ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের ঐ অভিলষিতবিষয়ের প্রাপ্তি হইলে যাদৃশ ভাব হইয়া থাকে, উক্ত দেবাদি সকলেও ঐরূপে এই ব্রহ্মচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ সংকল্পানুসারে চিন্তিত বস্তু প্রদানের অধিকার লাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! যিনি তপস্যার অনুষ্ঠান-করত উক্তপ্রকার চতুষ্পাদ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং তদ্বারা দেহ পবিত্র করেন,সেই বিদ্বান্ পুরুষ ঐরূপ অনু-ষ্ঠানদ্বারা বাল্যজীবন রাগদ্বেষাদি পরিশূন্য থাকেন অথবা যুক্তি-পূর্ব্বক বেদান্ত অর্থসকলের অনুধ্যানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হন এবং চরমে মৃত্যুকে জয় করেন। হে ক্ষত্রিয়! ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন মানবগণ বিশুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা অনিত্য লোকসমস্ত জয় করিয়া থাকেন; পরন্তু বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারা বিশ্বাত্মা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন; জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের আর কোন পথই বিদ্যমান নাই। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যে বিদ্বান্ পুরুষ হৃদয়ে ব্রহ্মের সংরূপ সন্দর্শন করেন, তাঁহার নিকটে উহা শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, কজ্জল ও ধূমল বা পিঙ্গলবর্ণের ন্যায় প্রতি-ভাত হয়; অতএব সেই সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী পরব্রহ্ম কিরূপ রূপবিশিষ্ট, তাহা আমাকে বলুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, ধূমল বা পিঙ্গলবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তাহা না পৃথিবীতে, না অন্তরীক্ষে, না সমুদ্রের জলে, কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। কি তারকাপুঞ্জ, কি বিদ্যুদাবলী, কি মেঘমালা, কি বায়ুচক্র, কোনস্থানে ব্রহ্মের রূপ আশ্রিত দেখা যায় না। তাহা না দেবতাসমূহে, না চন্দ্রমণ্ডলে, না সূর্য্যমণ্ডলে, না ঋক্‌বেদে, না যজুর্ব্বেদে, না অথর্ব্ববেদে, না সুবিমল সামবেদে, না রথন্তরে, না বার্হদ্রথে, না মহাব্রত যজ্ঞে, কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে; যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য, তাঁহার নাম রূপের প্রসক্তিই নাই। তাঁহাকে কোন ক্রমে অতিক্রম করা যায় না; তিনি অজ্ঞান-রূপ উপাধির অতীত। প্রলয় কালে সর্ব্ব-সংহারী কালও তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। তাঁহার রূপ অতি দুর্লক্ষ্য; উহা ক্ষুরধারার ন্যায় সূক্ষ্মতম, অথচ পর্ব্বতাদি মহত্তর বস্তু সকলের অপেক্ষাও মহৎ। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অধি-ষ্ঠান ও নির্ব্বিকার। তিনিই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই যশ, অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বময়, বৃহৎ ও রমণীয়। যেমন সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল জন্মে এবং ঘট মৃত্তিকায় লীন হয়, সেইরূপ তাঁহা হইতে সমস্ত প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই প্রলীন হইয়া যায়। তিনি অনাময় (দ্বৈতরোগ বিবর্জ্জিত) উদ্ভূত (জগদাকারে উদ্ভূত) ও মহৎ যশ স্বরূপ (পরম-ব্যাপক) পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহার বিকার কেবল বাক্য-মাত্রে, স্বরূপে নহে। তাঁহাতেই এই সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! শোক, ক্রোধ, লোভ, (স্পৃহা) কাম, মোহ, (প্রজ্ঞার অভাব) পরাসুতা, (নিদ্রা-পরতা) ঈর্ষ্যা, অভিমান, বিধিৎসা, কৃপা, (স্নেহ) অসূয়া ও জুগুপ্সা, মনুষ্যের প্রাণবিনাশী এই দ্বাদশটি মহাদোষ। এই সকলের মধ্যে প্রত্যেকেই মনুষ্যদিগকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের পর্য্যুপাসনা করে। মনুষ্য ঐ সমস্ত দোষে আবিষ্ট ও মূঢ়বুদ্ধি হইয়া পাপকর্ম্মের আরম্ভে প্রবৃত্ত হয়। স্পৃহয়ালু, উগ্র, (নির্দ্দয়) পরুষ (রুক্ষবাক্য) বদান্য, (বহু-ভাষী) মনে মনে কোপধারী ও বিকত্থন, এই ছয় নৃশংসধর্ম্মা মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করে না, প্রত্যুত শ্রেষ্ঠ লোকের অবমাননা করিয়া থাকেন। সম্ভোগ-সম্বিদ্বিষম, (স্ত্রী সঙ্গাদি বিষয়ে পুরুষার্থ বুদ্ধি হওয়ায় দুর্ব্যব-স্থিত) অতিমানী, দান করিয়া-আত্মশ্লাঘাকারী, কৃপণ, দুর্ব্বল, (বল-দ্বারা পরের অনিষ্টকারী) বহু প্রশংসী, (আত্মস্তুতি-

পরায়ণ) ও সর্ব্বদা বনিতাবিদ্বেষী, এই সাতজন পাপশীল মনুষ্যও নৃশংস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত, ধৃতি ও ক্ষমা এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের মহাব্রত। যিনি এই দ্বাদশটি হইতে পরিচ্যুত না হন, তিনি এই সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এই সকলের মধ্যে তিন, দুই বা একটিরও অধিকারী হন, তাঁহার স্বকীয় কোন বস্তুই নাই, ইহা জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ধর্ম্মাদির মধ্যে একটির প্রতিও যাঁহার পক্ষপাত হয়, তিনি তদর্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেন। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃতের অধিষ্ঠান; মনীষা-সম্পন্ন ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণেরই এ সকলেতে অধিকার হয়।

সত্যই হউক বা অসত্যই হউক, পরের দোষ কীর্ত্তন করা ব্রাহ্মণের প্রশস্ত নহে; যাহারা এরূপ করে, তাহাদিগের নরকই অধিষ্ঠান হয়। পূর্ব্বে 'মদ অষ্টাদশ দোষযুক্ত' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সেই দোষগুলি প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই; অতএব এক্ষণে তৎসমুদায়ের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। লোক-দ্বেষ্য, (পরদার-হরণাদি) প্রাতিকূল্য, (ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিঘ্নাচরণ) অভ্যসূয়া, (গুণিগণের প্রতি দোষারোপ) মিথ্যা কথা, কাম, ক্রোধ, পারতন্ত্র্য, (মদ্যাদির বশীভূত হওয়া) পরিবাদ, পৈশুন, (রাজ দ্বারাদি-স্থলে পরদোষ-সূচন) অর্থহানি, (নট নর্ত্তক বেশ্যাদিতে অথবা রাজ-দণ্ডে বিনিয়োগ-দ্বারা ধন-ক্ষয়) বিবাদ, (শত্রুতা) মাৎসর্য্য, প্রাণি-পীড়ন, ঈর্ষা, মোহ, (দর্পের হেতুভূত হর্ষ) অতিবাদ, (মর্য্যাদার অতিক্রম-পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ) সংজ্ঞানাশ, (কার্য্যাকার্য্য-বিবেক রাহিত্য) ও অভ্যসূয়িতা, (অনবরত পর-দ্রোহশীলতা) মদের এই অষ্টাদশ দোষ; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ তাহাতে মত্ত হইবেন না, কেন না মত্ত হওয়া সততই বিগর্হিত। সৌহৃদ্যে ছয়টি গুণ জানিতে হইবে। সুহৃদের প্রিয় ঘটনায় সুহৃদেরা হৃষ্ট হন এবং অপ্রিয় ঘটনায় ব্যথিত হইয়া থাকেন। তৃতীয়ত যিনি আপনার অত্যন্ত হিতকর বস্তু যাচমান ব্যক্তিকে দান করেন, যাচ্ঞা করিবার অযোগ্য বস্তুও সেই সুহৃদের নিঃসন্দেহ দেয় হয়। অন্তঃকরণের ভাব যাঁহার শুদ্ধ, তিনি প্রার্থিত হইয়া অতিমাত্র প্রেমাস্পদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্র কলত্র পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারেন। চতুর্থত, সুহৃদ্ব্যক্তি কোন লোককে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও 'আমি ইহার উপকার করিয়াছি" ভাবিয়া তাহার গৃহে বাস করেন না। পঞ্চমত তিনি মিত্রাদির উপরে নির্ভর না করিয়া আপনার উপার্জ্জিত দ্রব্যই ভোগ করেন। ষষ্ঠত মিত্রের হিতার্থে তিনি স্বীয় মঙ্গলের হানি করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। যে ধনশালী গৃহস্থ উক্ত রীতিক্রমে গুণবান্, দানশীল ও সাত্ত্বিক হন, তাদৃশ পুরুষ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিবর্ত্তিত করেন। স্বীয় স্বীয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিবর্ত্তনরূপ এই তপশ্চরণ সমৃদ্ধ হইলেও জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে কেবল ঊর্দ্ধগতি-প্রদ হয় মাত্র, জ্ঞানের ন্যায় ইহলোকেই কৃতকার্য্য করিতে পারে না। যাঁহারা তীব্রতর বৈরাগ্যের অভাবে ধৈর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের "ব্রহ্মলোকে দিব্য সুখ সমস্ত সম্ভোগ করিব," এইরূপ সংকল্প দ্বারাই উক্ত প্রকার তপশ্চরণ সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহা হইতে যজ্ঞ সকল প্রবর্দ্ধিত হয়, সেই সত্য সংকল্পের অনুরোধ-বশতই কাহারও মানস-দ্বারা, কাহারও বাক্য-দ্বারা, কাহারও বা কর্ম্ম-দ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কেহ কেহ ধ্যানাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ অধ্যয়ন জপাদিরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। রাজা যেমন ভৃত্যের উপরে আধিপত্য করেন, সেইরূপ সংকল্পশূন্য চিদাত্মা সগুণ-ব্রহ্মবেদী সত্য-সংকল্প পুরুষের অধিষ্ঠাতা হন। অপিচ আমার আরও কিঞ্চিৎ মত শ্রবণ কর। সংকল্পবিহীন ঈশ্বর নিগুর্ণ-ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের সংকল্পে বিশেষরূপে অধিষ্ঠান করেন, অর্থাৎ সগুণোপাসক অপেক্ষা নিগুর্ণবেদী ব্রাহ্মণেতে সত্য-সংকল্পত্বাদি অতিশয় আবির্ভূত হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিদানভূত এই যোগ-শাস্ত্র শিষ্য-বর্গকে অধ্যয়ন করাইবে। পণ্ডিতেরা বলেন, এতদ্ভিন্ন অন্য সকল শাস্ত্র কেবল বাক্যের বিকার মাত্র। এই যোগশাস্ত্রে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ সকলই যোগীর অধীন রহিয়াছে; যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। হে রাজন্! কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদ্দ্বারা সত্য জয় করিতে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। হে নরেন্দ্র! অবিদ্বান্ পুরুষ হোমই করুক বা যজ্ঞই করুক, তদ্দ্বারা কদাচ মুক্তি পায় না এবং অন্তকালেও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। রাগাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপাররহিত হইয়া একাকী উপাসনা করিবে; এমন কি, মনে মনেও কোন চেষ্টা করিবে না। অপিচ প্রশংসা ও নিন্দাতে প্রীতি ও রোষ পরিত্যাগ করিবে। হে ক্ষত্রিয়! যোগী পুরুষ সোপানারোহণের ন্যায় আরোপ, ব্যামিশ্র ও অপবাদ-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বেদ অর্থাৎ দৃষ্টিভেদ সমুদায়ে অবস্থান করত ইহলোকেই ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হন। হে বিদ্বন্! কর্ম্ম অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা যে শ্রেয়সী, ইহা আমি তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সনৎসুজাত কহিলেন, বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের বীজ-স্বরূপ, সর্ব্ব-চেষ্টা-প্রবর্ত্তক, আনন্দরূপ, বৃত্তিরূপ উপাধি শূন্য, বিজ্ঞানময়, সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশমান, মহদ্যশো-নামক সেই যে ব্রহ্ম, তাঁহাকেই ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করিতেছে এবং সেই মূল কারণ হইতেই সূর্য্য (জগৎ-প্রসব-ধর্ম্মা মায়া-রূপ উপাধি-যুক্ত ঈশ্বর) বিরাজমান হইতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ যোগ-দ্বারাই সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অখণ্ডৈকরস পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। ব্রহ্ম অব্যাকৃত নিত্যবস্তু হইয়াও শুক্র অর্থাৎ আনন্দ-রূপ চৈতন্য-প্রতিবিম্বকে প্রাপ্ত হইয়া জগজ্জন্মাদি কার্য্যে সমর্থ হন এবং তদ্দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। ভীষণ বস্তু-সকলেরও ভয়প্রদ সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুক্র, সূর্য্যাদি জ্যোতি পদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া সমুদয় তেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

পৃথিবী-প্রভৃতি পঞ্চভূত সলিলের ন্যায় একরস ব্রহ্মেতে অবস্থিতি আছে; চৈতন্য-রূপে দ্যোতমান জীব ও ঈশ্বর সেই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহকে হৃদয়াকাশে আশ্রয়

করিয়া আছেন। সুষুপ্তি কালে জীব এবং প্রলয়কালে ঈশ্বরও তন্দ্রা-যুক্ত হন, কিন্তু পরমাত্মা অতন্দ্রিত। সেই মায়াচ্ছাদন পরিশূন্য, সূর্য্যের ও সূর্য্য অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদ্রূপ, নিত্য-প্রকাশ ও সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরমাত্মা ঐ জীব ও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। শুক্র জীব ও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী স্বর্গ-দিঙ্মণ্ডল-প্রভৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহা হইতে দিক্ ও নদী-সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাঁহা হইতেই মহাসমুদ্র-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। স্বয়ং অধ্রুব অর্থাৎ বিনাশশীল হইলেও যাহার কর্ম্মের বিনাশ হয় না, সেই শরীর-রূপ রথের প্রাক্তন কর্ম্ম-রূপ চক্রে অবস্থান করত ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বগণ প্রজ্ঞাবান্ জীবকে হৃদয়াকাশে সেই দিব্য (অশনায়াদির অতীত অলৌকিক) ও অজর (সর্ব্ব-বিকার-বিবর্জ্জিত) পরমাত্মার সন্নিধানে লইয়া যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত হইলে প্রজ্ঞাবান্ জীব তদ্দ্বারা পরমাত্মতা প্রাপ্ত হন, অন্যথা শরীর নষ্ট হইলেও তৎকৃত কর্ম্মের ধ্বংস না হওয়ায় তৎক্ষণমাত্র তাঁহাকে শরীরান্তরে নিবদ্ধ হইতে হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। ইহাঁর রূপ সাদৃশ্য থাকে না, অর্থাৎ ইনি অনুপম-স্বরূপ; কোন ব্যক্তিই চক্ষুদ্বারা ইহাঁকে দেখিতে পায় না। যাঁহারা মনীষা, (মনের নিগ্রহ) সূক্ষ্ম মন ও হৃদয় দ্বারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। শুক্র নামক অধিষ্ঠানে ভাসমানা অবিদ্যানাম্নী তরঙ্গিণী মহাভয়ঙ্করী। উহা চিন্তাদি, স্মরণাদি, শ্রোত্রাদি, শ্রবণাদি, বাগাদি, বচনাদি, শব্দাদি, বিষয়াদি, প্রাণাদি, শ্বসনাদি, সংস্কার ও সুকৃতাদি, এই দ্বাদশ প্রকার সমুদায় দ্বারা সতত প্রবাহবতী এবং চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক, তত্তদ্বিষয়-প্রদর্শন দ্বারা অশেষ সংস্কার-পরম্পরার বিস্তারকারী সূর্য্যাদি দেবগণকর্ত্তৃক সংরক্ষিতা। জীবগণ সেই অবিদ্যা-তটিনীকে পান অর্থাৎ তৎকৃত অভীষ্ট পুত্র-পশ্বাদি দ্বারা তৃপ্তিলাভ করত তাহার মধু অর্থাৎ উক্ত পুত্র পশ্বাদি মধুর ফলের প্রতীক্ষায় ইহাতে বারংবার সঞ্চরণ করিতেছেন। জীবগণ যে অধিষ্ঠানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। ইতস্তত ভ্রমণশীল জীবরূপ ভ্রমর সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিয়া, অর্দ্ধমাস অর্থাৎ চন্দ্র যাহাতে ভোগ্য হন, সেই কর্ম্মফলরূপ মধু পান করেন, অর্থাৎ পারলৌকিক ফল ভোগানন্তর ঐহিক ফলভোগ-বাসনায় পরলোকে সোমরূপ অর্দ্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অপরার্দ্ধ দ্বারা পুনর্ব্বার ইহলোকে অবতীর্ণ হন। সেই জীবই অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন এবং তিনিই যজ্ঞের কল্পনা করিয়াছেন; অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জীবাত্মাই বৈদিক মার্গের প্রবর্ত্তক। যিনি যজ্ঞকল্পনা করিয়াছেন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। পক্ষহীন (উৎক্রমণ-হেতু প্রাণ রূপ উপাধি-শূন্য) চিদাত্মারূপ বিহঙ্গগণ আপাত-রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদিরূপ পত্র-যুক্ত অবিদ্যা রূপ বিনশ্বর বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তথায় পক্ষযুক্ত (প্রাণাদি উপাধি লাভে উৎক্রমণ যোগ্য) হইয়া বাসনানুসারে নানা দিকে অর্থাৎ বহুতর যোনিতে পতিত হন। যিনি প্রাণাদি উপাধি সম্বন্ধে জীবত্ব প্রাপ্ত হন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। প্রাণাদি উপাধিরূপ দর্পণসকল চিৎপ্রতি-বিম্বভূত জীব-সমুদায়কে চিদাকাশ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। উক্ত প্রাণাদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মেতে তৎসমুদায়ের অধ্যাস হইলে যখন সম্যক্ পর্য্যা-লোচন সহকারে ব্রহ্ম হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়, তখন জীবেশ্বর-ভেদ-হেতু উপাধির অসদ্ভাব-প্রযুক্ত এক মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। তাঁহা হইতে বায়ু-প্রভৃতি ভূতবর্গ উৎপাদিত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। তাঁহা হইতে অগ্নি, সোম ও প্রাণ, অর্থাৎ ভোক্তা, ভোজ্য ও দেহেন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দৃশ্যমান সমস্ত ভূত-প্রপঞ্চ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে জানিবে; আমরা তাঁহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ নহি। যোগীরা সেই বাক্যের অগোচর সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর, মনেতে প্রাণ বায়ুর, বুদ্ধিতে মনের এবং পরমাত্মাতে বুদ্ধির উপসংহার হইয়া থাকে। যাঁহাতে বুদ্ধির লয় হয়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। হংস যেমন কোন কোন সময়ে এক পাদ প্রকাশিত করে না, সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদচতুষ্টয়-বিশিষ্ট হংস (পরমাত্মা) অগাধ সংসার-সাগরের ঊর্দ্ধে পাদ ত্রয়-দ্বারা বিচরণ করত অবশিষ্ট তুরীয়াখ্য শিব অদ্বৈত পাদ প্রকাশিত করেন না। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ-নামক ঊর্দ্ধতন পাদ-ত্রয়ের পরিচালনার্থে ব্যাপ্ত সেই তুরীয়পাদকে যাঁহারা অবলোকন করেন, তাঁহাদের আর মৃত্যু বা মৃত্যুর অভাব হয় না, অর্থাৎ জ্ঞান হইলেই অজ্ঞানকৃত মৃত্যু অমৃত্যুর বিধ্বংস হইয়া পড়ে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র (*অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয় পুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত*) পূর্ণ অন্তরাত্মা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গ-শরীর সংযোগে নিত্য কাল ইহলোক, পরলোক ও জাগ্রৎ-স্বপ্ন প্রাপ্ত হইতেছেন। সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা, স্তবনীয়, উপাধি-সহযোগে সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, মূল কারণ পরমাত্মা প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে প্রকাশমান থাকিলেও মূঢ়েরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। মানব-মণ্ডলীমধ্যে কেহ কেহ শমদমাদি সাধন বিহীন; কেহ কেহ বা সাধন-সম্পন্ন আছেন, পরন্তু ব্রহ্মকে সকলের পক্ষেই সমান অর্থাৎ নির্ব্বিকার দেখা যায়। কি মুক্ত, কি বদ্ধ, উভয়ের নিকটেই ইনি সমান; তন্মধ্যে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মরসের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ এক অবস্থায় যে দুঃখ থাকে, অবস্থান্তরে তাহা দৃষ্ট না হওয়ায় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দুঃখ উপাধিরই ধর্ম্ম, তবে, যেমন জবা পুষ্পের রক্তিমাবর্ণ স্ফটিকে সংক্রামিত হইলে স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ ভ্রান্তিবশত উপাধি-বিশিষ্টেতে দুঃখের উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বতোভাবে উপাধি-পরিত্যাগ হওয়ায় যাঁহাদের মুক্তি হইয়াছে, তাঁহাদের আর দুঃখের সংস্পর্শ থাকে না, সুতরাং তাঁহারা অবশ্যই নিরতিশয় আনন্দভাজন হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বভূতে এইরূপ সমান,

যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। বিদ্বান পুরুষ বিদ্যা (ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণ-বৃত্তি এবং 'আমিই এই সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ' এইরূপ সর্ব্বাত্মাকারা বৃত্তি) দ্বারা উভয় লোক (আত্মলোক ও অনাত্মলোক) প্রকাশিত করিয়া সঞ্চরণ করেন। তৎকালে তাঁহার অহুত অগ্নিহোত্রও হুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানে সমুদয় কর্ম্মফলই অন্তর্ভূত হয়। অতএব ব্রাহ্মী বাণী তোমার যেন নীচত্ব সম্পাদন না করেন। অর্থাৎ তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া 'আমি মহান্' এই কথা বলিবারই যোগ্য হও, 'আমি দাস', কথা যেন চিরকাল বলিতে না হয়। ব্রহ্মের নামই 'প্রজ্ঞান;' যাঁহারা ধীর অর্থাৎ ধ্যান-সম্পন্ন হন, তাঁহারাই ইহা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার নাম প্রজ্ঞান, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন

সেই বাক্য মনের অগোচর, জগদুৎপত্তি-প্রভৃতির মূল-কারণ, নির্ব্বিকার, যোগৈকগম্য পরমাত্মা এইরূপ হন। তিনি ভোক্তা জীবকে আপনাতে সংহৃত অর্থাৎ বিলীন করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই পরমারাধ্য পূর্ণ পরমাত্মাকে জানেন, ইহলোকে তাঁহার অর্থ (মোক্ষ) ব্যাহত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম ফলের ন্যায় জ্ঞানফল অনিত্য নহে। যাহাকে জানিতে পারিলে পুরুষার্থের হানি হয় না, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন। যাহা সহস্র সহস্র পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক দূরে গমন করে, তাহা মনের ন্যায় বেগ-বিশিষ্ট হইলেও শরীরমধ্যে মধ্যস্থ পরমেশ্বরে সমাগত হয়, অর্থাৎ যোগীদিগের হৃদয়াকাশে অতি-দূরস্থ অর্থও সর্ব্বদা দৃষ্টচর হইয়া থাকে। যাঁহাতে দূরস্থ বস্তুও সন্নিহিত থাকে, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। ইহাঁর রূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের গোচর নহে; বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষেরা বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারাই ইহাঁকে দর্শন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষ জগতের মিত্র ও মনোনিগ্রহে সমর্থ হন এবং পুত্রাদির বিনাশ হইলেও শোক না করেন, তৎকালেই তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে। যাঁহারা এইরূপ চিত্তশুদ্ধি জানিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহারা অমৃত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হন্। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। সর্পেরা যেমন গর্ত্তাদি-মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ কুলাচারী মনুষ্যেরা স্বকীয় গুরুপরম্পরার উপদেশ এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্রদ্বারা মদ্য মাংস পরস্ত্রীসেবনাদি পাপ সমস্ত আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। আপাত-রমণীয় সেই সকল মনুষ্যের নিকটে বিমূঢ় লোকেরা প্রকৃষ্টরূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; যেহেতু সেই বঞ্চকেরা প্রকাশে শিষ্টাচারের অতিক্রম না করিয়া উহাদিগকে ভয়ের নিমিত্ত মোহিত করে, অর্থাৎ নরকগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে উহাদিগকে মদ্যমাংসসেবনাদি অশুচি ব্রতের উপদেশ-দ্বারা প্রতারিত করিতে থাকে। অতএব সম্যক্ পরীক্ষিত লোকদিগের সঙ্গেই সহবাস করা কর্ত্তব্য। যাঁহাকে লাভ করিবার উদ্দেশে সাধুসঙ্গ বিধেয়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

জীবন্মুক্তদিগের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে যে, দেহে-ন্দ্রিয়াদি সমুদয় অসৎ (অনিত্য) সুতরাং তাহারা আমাকে কস্মিন্-কালেও অসংস্কৃত অর্থাৎ সুখ দুঃখ জরামরণাদি ধর্ম্মযুক্ত করিতে পারে না। আমার জন্ম-মরণ-প্রবাহ-রূপ মৃত্যু-নামক বন্ধই যখন নাই, তখন দেহ বিয়োগ রূপ মৃত্যুও নাই এবং জন্মলাভ-রূপ অমৃত্যুও নাই। অপিচ যিনি সত্য ও সমান, অর্থাৎ কস্মিন্-কালেও যাঁহার বাধা নাই এবং যিনি সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব দেশে একরূপ, সেই ব্রহ্ম ঘটাদি-রূপ সত্য ও রজ্জু সর্পাদি-রূপ মিথ্যা উভয়েরই নিগ্রহ-স্থান হওয়াতে সমুদয় জগৎই যখন তাঁহার অধীন রহিয়াছে, তখন আমার মোক্ষই বা কোথা হইতে হইবে? আমিই একাকী কার্য্য ও কারণ উভয়েরই উৎপত্তি-প্রলয়-স্থান। যোগীরা সেই অহংরূপী সনাতন ভগ-বান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞরূপ ব্রহ্ম সাধু-কর্ম্ম দ্বারাও অপকৃষ্ট হন না এবং অসাধু কর্ম্ম দ্বারাও অপকৃষ্ট হন না। দেহাভিমানী মানুষগণ মধ্যেই শুভাশুভ কর্ম্মফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নহে; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞরূপ ব্রহ্ম কৈবল্যের সমান, অর্থাৎ কৈবল্যে পুণ্য পাপের স্পর্শ না থাকা যেমন সর্ব্ববাদি-সম্মত, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেতেও সেইরূপ। অতএব এই প্রকারে যোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। অতিবাদ অর্থাৎ নিন্দা-বাক্য-সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞের হৃদয়কে তাপিত করে না এবং 'আমি অধ্যয়ন করি নাই, আমি অগ্নি-হোত্রের অনুষ্ঠান করি নাই', এইরূপ চিন্তাতেও ইহাঁর মন-স্তাপ হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা ইহাঁকে শীঘ্রই সেই প্রজ্ঞা অর্পণ করেন, যাহা ধ্যান-সম্পন্ন পুরুষেরাই লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে শোক-মোহ নিবৃত্তি ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইলে যাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। এই প্রকারে যিনি গুরূপদেশান্তে ধ্যান-যোগে আত্মাকে সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎ করেন, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কর্ম্মে আসক্ত অন্য অন্য মানবগণ থাকিতে তাঁহাকে কি আর শোক করিতে হয়? সর্ব্বদিকে জলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ জলা-শয়ে অল্পমাত্র জল দ্বারাই তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির যেমন স্নান-পানাদি নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ সমুদায় বেদ-মধ্যে আত্মজ্ঞানের উপযোগী সারভাগ মাত্র গুরু-বাক্যানুসারে গ্রহণ করিলেই ধ্যানপরায়ণ আত্মজিজ্ঞাসু পুরুষের ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠমাত্র মহাত্মা পুরুষ দর্শনের বিষয় নহেন। তিনি জন্মাদি-বিহীন হইলেও দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহাকেই আত্মা জানিয়া কৃতকৃত্যতা-প্রযুক্ত কর্ম্ম-সকল হইতে উপরত হন, সুতরাং উপাধি জনিত কলুষতা পরিত্যাগ হেতু নির্ম্মল হইয়া থাকেন। আমিই মাতা পিতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছি এবং আমিই আবার পুত্র হইতেছি। যাহা অতীত হইয়াছে ও পরে হইবে এবং যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে সে সকলেরই আত্মা আমি। হে ভারত! আমি বৃদ্ধ পিতামহ, পিতা ও পুত্র; তোমরা আমারই আত্মাতে অবস্থান করিতেছ, অথচ তোমরা আমার নহ এবং আমিও তোমাদের নহি। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান এবং আত্মাই আমার জন্মজননের হেতু। আমি বিশ্বকার্য্যে ওত-প্রোত অর্থাৎ বস্ত্রে সূত্র সকলের ন্যায় বক্র উর্দ্ধভাবে অনুস্যূত রহিয়াছি। আমি অজর-প্রবিষ্ট— আমার অধিষ্ঠানের ভ্রংশ নাই। আমি জন্মাদি-বিহীন হই-

সেও দিবারাত্র নিরালস্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছি। আমাকে বিশেষরূপে বোধগম্য করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বকর্ত্তা জানিয়াই পরিণামদর্শী আত্মজিজ্ঞাসু পুরুষ প্রসন্ন থাকেন। সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম (দুর্লক্ষ্য) সুমনা, (অতীতাদি সর্ব্বপ্রকাশক মায়া-নামক শোভন দিব্য লোচনবিশিষ্ট) প্রত্যগাত্মা সর্ব্বভূতে অন্তর্যামীরূপে জাগরূক রহিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞেরা জরায়ুজাদি সর্ব্বভূতের সেই পিতাকে সর্ব্ব-শরীরে হৃদয়-পুণ্ডরীকে অবস্থিত জানেন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

যানসন্ধি প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন বিদুর ও সনৎসুজাতের সহিত এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেই রাত্রি অতীতা হইল। রজনী প্রভাতা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সমস্ত রাজগণ সঞ্জয়ের দর্শনেচ্ছায় হর্ষাবিষ্ট হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবগণের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্যাবলি শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-প্রভৃতি সকলেই সেই সুধাবদাতা, স্বর্ণ-মণ্ডিত-চত্বরা, চন্দনবারিপরিষিক্তা, সুবিস্তৃত রমণীয়-আস্তরণযুক্ত রত্নময়, কাঞ্চনময়, দন্তময় ও দারুময় আসননিকরে পরিকীর্ণা, চন্দ্রপ্রভা, সুরুচিরা, সুবিস্তীর্ণা রাজ-সভায় গমন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তথায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, মহারথ যুযুৎসু ও অন্যান্য শূরবীর সকলে মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত প্রবিষ্ট হইলেন এবং দুঃশাসন, চিত্রসেন, সুবল পুত্র শকুনি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলূক ও বিবিংশতি, ইঁহারা অমর্ষণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অগ্রে করিয়া পুরন্দর পারিষদ অমর-বৃন্দের ন্যায় সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! পরিঘ-সমভুজ-বিশিষ্ট সেই সমস্ত শূরগণ প্রবেশ করিলে সেই চিত্তহারিণী রাজ-সভা সিংহ-নিচয়-পরিবৃতা গিরি গুহার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই সূর্য্যসম-দীপ্তিশালী মহাধনুর্দ্ধারী মহাতেজস্বী রাজন্য সকলের সভায় প্রবেশিয়া বিচিত্র আসন-সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

হে ভারত! সেই সমগ্র রাজবর্গ আসনস্থ হইলে দৌবারিক আসিয়া "সূতপুত্র সঞ্জয় উপস্থিত" এই কথা নিবেদন করত কহিল, "যে রথ পাণ্ডবদিগের নিকটে গিয়াছিল, তাহা এই আসিতেছে; আমাদিগের দূত বহন কুশল অশ্ব-সকলের সাহায্যে শীঘ্রই আগত হইয়াছেন।" অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় সত্বর সমীপস্থ হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাত্ম-মহীপাল-নিচয়ে পরিপূর্ণা সভা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরবগণ! আপনারা অবগত হউন, আমি পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনানন্তর এই আগত হইলাম। পাণ্ডবেরা যথা-বয়ঃক্রমানুসারে সমস্ত কৌরবদিগকে প্রতিনন্দিত করিলেন;—বৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্য-বর্গকে বয়স্যের ন্যায় সম্ভাষণ এবং যুবক-সকলকে বয়ঃক্রমানুরূপ প্রতিপূজা করিয়া সাদর সমালাপ করিলেন। হে পার্থিববর্গ! পূর্ব্বে আমি ধৃতরাষ্ট্রের অনুশাসনক্রমে পাণ্ডবগণ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যেরূপ বলিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমাকে রাজগণ মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি, দুরাত্মগণের জীবিতচ্ছেদী অসীম-সত্ত্ব-সম্পন্ন যোধ নায়ক মহাত্মা ধনঞ্জয় কি বলিয়াছেন বল।

সঞ্জয় কহিলেন, ভাবিসংগ্রামকামী মহাত্মা ধনঞ্জয় অর্জ্জুন কেশবের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে যে কথা বলিয়াছেন, দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করুন। ভুজবীর্য্য-বিজ্ঞান ত্রাস-শূন্য বীরাগ্রগণ্য কিরীটী, বাসুদেবের সন্নিধানে আমাকে বলিলেন, "হে সূত! তুমি যাবতীয় কুরুগণের মধ্যে, আর আমার সহিত যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ ইচ্ছা করে, সেই মন্দবুদ্ধি অতিমাত্র মূঢ়মতি, কালপক্ক, দুর্ভাষী, দুরাত্মা, সূতপুত্রের সমক্ষে এবং পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত রাজগণ সমানীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও সাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে আমার এই কথা বলিও;—যাহাতে তিনি অমাত্যগণের সহিত মদুক্ত সমগ্র বাক্য শুনিতে পান তাহা করিও।" মহারাজ! দেবগণ যেমন বজ্রধারী দেবরাজের বাক্য শ্রবণে ইচ্ছা করেন, বোধ হয়, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণও কিরীটীর উক্ত সেই সম্যক্ অর্থ-যুক্ত বাক্য সেইরূপ আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ভাবী সমরে সমুৎসুক হইয়া রক্তোৎপল-তুল্য লোহিত-নয়নে এই কথা বলিলেন, "দুর্য্যোধন যদি অজমীঢ় বংশোত্তম রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ত্যাগ না করেন, তবে নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের অনুপভুক্ত পূর্ব্বকৃত কোন পাপকর্ম্ম আছে। অস্ত্রধারী ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সহিত এবং যিনি অপকার চিন্তা-মাত্রে পৃথিবী ও স্বর্গকেও নির্দ্দহন করিতে পারেন, সেই ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠিরের সহিত যাঁহাদিগের যুদ্ধ ইচ্ছা, তাহাদের পাপের কর্ম্ম বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? দুর্য্যোধন যদি এই সকলের সহিত যুদ্ধ-কামনা করেন, তবে পাণ্ডবদিগের সমুদয় অর্থই সিদ্ধ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অর্থসিদ্ধি নিমিত্ত তুমি আর সন্ধির প্রস্তাব করিও না; যদি ইচ্ছা হয়, তবে যুদ্ধই প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠির প্রব্রাজিত হইয়া বনমধ্যে যে নিরন্তর দুঃখশয্যায় বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে দুর্য্যোধন পরাসু অর্থাৎ মৃত হইয়া সেই নিরতিশয় দুঃখদায়িনী অনর্থকরী অন্তিম-শয্যা প্রাপ্ত হউক। অন্যায় ব্যবহারী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যে সকল লোকের উপর আধিপত্য করিয়াছিল, এক্ষণে উহার মৃত্যু হইলে তুমি লজ্জা, জ্ঞান, তপস্যা, দম, শৌর্য্য, ধর্ম্ম-রক্ষা ও বলে উপপন্ন যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাহাদিগকে অনুরক্ত কর। আমাদিগের এই বিনয়ী, সারল্য-বলসম্পন্ন, তপোদম-বিশিষ্ট, ধর্ম্ম-রক্ষক, বলশালী ও সত্যবাদী, নরপতি যুধিষ্ঠির বহুবিধ কপটবাদ ও অতিমাত্র ক্লেশ পাইয়াও সহ্য করিতেছেন। বিশুদ্ধাত্মা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যখন উদ্ধত চিত্ত হইয়া কুরুগণের প্রতি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সংযত মহাঘোর রোষ বিসর্জ্জন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। নিদাঘ কালে প্রজ্বলিত সমিদ্ধহুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ-রাশি দহন করে, সেইরূপ যুধিষ্ঠির ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের সেনাকে দগ্ধ করিবেন দেখিয়া অবশ্যই তাহাকে পশ্চাত্তাপ হইবে। যখন রথস্থ, গদা-হস্ত, অমর্ষণ ভীষণ-বেগ-বিশিষ্ট ভীমসেনকে ক্রোধ-বিষ বমন করিতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। সেই অভিমানী

যখন সেনাগ্রগামী, বর্ম্মধারী, স্বকীয় অসাধারণ লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ গদাপাণি, পরবীরঘাতী বৃকোদরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তেরন্যায় সৈন্য সংহার করিতে দেখিবে, তখনই এই বাক্যের স্মরণ করিবে। যখন ভীমসেনকর্ত্তৃক নিপাতিত, গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ, ভিন্নকুম্ভকুঞ্জর-পুঞ্জকে যেন কুম্ভ-সমূহ-দ্বারা রক্ত বমন করিতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। গদাপাণি ভীমরূপী ভীমসেন যখন গোগণ-মধ্যে মহাসিংহের ন্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক সন্নিহিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে নিহত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। মহাভয়েও নির্ভীক, সুশিক্ষিতাস্ত্র, সমরে শত্রুবল-বিমর্দ্দী এই মহাবীর এক রথে অপ্রতিম রথ-সমূহ ও পদাতি-বৃন্দকে গদাদ্বারা নিহত এবং হস্তিগণকে শিক্য-সদৃশ পাশদ্বারা বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করত যখন পরশুদ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই সে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। যখন অনলদ্বারা তৃণগৃহ-সমাকীর্ণ গ্রামের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে দগ্ধ হইতে দেখিবে এবং হতপ্রবীর বিমুখ, ভয়াকুল, পরাঙ্মুখ প্রায়ই অপ্রগল্‌ভ যোধপূর্ণ স্বকীয় বিপুল বল-নিচয়কে বজ্রাগ্নি-দগ্ধ পক্ক শস্যের ন্যায় ভীমসেনের শস্ত্র-জ্বালায় পরাহত দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ-পরায়ণ হইবে। রথিশ্রেষ্ঠ বিচিত্র-যোধী নকুল যখন দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ তূণীর হইতে শত শত শর বর্ষণ করত রথীদিগকে একত্র নিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। চির-সুখোচিত হইয়াও নকুল বন-মধ্যে দীর্ঘকাল যে দুঃখশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করত যখন ক্রোধপরীত আশীবিষের ন্যায় ক্রোধ-বিষ বমন করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। হে সঞ্জয়! ত্যক্তাত্মা অর্থাৎ জীবিত-ত্যাগেও সমুৎসুক পার্থিবগণ ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে সমাদিষ্ট হইয়া শোভন রথ-নিকরদ্বারা সৈন্য প্রতি ধাবিত হইবেন দেখিয়া দুর্য্যোধন অবশ্যই পশ্চাত্তাপ-করিবে। শিশু হইয়াও কার্য্যে অশিশু, কৃতাস্ত্র, শৌর্য্যসম্পন্ন প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ দ্রৌপদী-তনয়কে যখন প্রাণ প্রতি যত্ন ত্যাগ করিয়া কৌরবদিগের অভিমুখে প্রধাবিত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। যখন আততায়ী অর্থাৎ বধার্থে উদ্যত সহদেব অনুদ্ধত-গতি, নিঃশব্দ-চক্র, সুবর্ণ-তারক-পুঞ্জ-খচিত, সুদান্ত-হয়-নিচয় যোজিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া শরনিকর-সহকারে রাজগণের মস্তক-সমস্ত ভূতলে বিন্যস্ত করিবেন ;—মহাভয়ঙ্কর সমর ব্যাপার সমারব্ধ হইলে যখন সেই রথস্থ কৃতাস্ত্র বীরবরকে বামে ও দক্ষিণে বিবর্ত্তমান এবং সর্ব্ব দিকে সম্পাতিত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। লজ্জাশীল, সুদক্ষ, সত্যবাদী, মহাবল-শালী, সর্ব্ব-ধর্ম্মে উপপন্ন, ক্ষিপ্রকারী, বেগবান্ সহদেব তুমুল সংগ্রামে যখন গান্ধার-পুত্র শকুনিকে আক্রমণ করত সৈনিকদিগকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। মহাধনুর্দ্ধারী, শৌর্য্যশালী, কৃতাস্ত্র রথযুদ্ধ কোবিদ দ্রৌপদী-পুত্রগণকে যখন মহাবিষ আশীবিষ সকলের ন্যায় আগত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। কৃষ্ণ-তুল্য কৃতাস্ত্র পরবীর-ঘাতী অভিমন্যু যখন শর সমূহদ্বারা মেঘের ন্যায় শত্রু সকলকে অভিবৃষ্ট করত বিমর্দ্দিত করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। বালক হইয়াও অবালক অর্থাৎ প্রৌঢ়ের ন্যায় বীর্য্যশালী, ইন্দ্র-প্রতিম, কৃতাস্ত্র সুভদ্রা-নন্দনকে যখন কৃতান্তের ন্যায় শত্রু-সৈন্যোপরি আপতিত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। সিংহসমান-বীর্য্য, শীঘ্রহস্ত, যুদ্ধ-বিশারদ প্রভদ্রক-নামক যুবকগণ যখন সসৈন্য ধৃতরাষ্ট্র নন্দনগণকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। যখন সসৈন্য ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা বৃদ্ধ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদকে পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য লইয়া সমরে অভিমুখীন হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। কৃতাস্ত্র দ্রুপদরাজ যখন রথারোহণপূর্ব্বক রোষাবেশে অনায়াস-সাধ্য পুষ্পচয়নের ন্যায় যুবাদিগের মস্তক-সমস্ত চয়ন করিতে উদ্যত হইয়া সংগ্রামে চাপমুক্ত শরসমূহ দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। পরবীর-ঘাতী বিরাটরাজ যখন মদীয় অবসর কালে অনিষ্ঠুরাকৃতি মৎস্য-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত শত্রু-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। মৎস্যপতি বিরাটের জ্যেষ্ঠ-পুত্র অনিষ্ঠুরাকৃতি উদার-মূর্ত্তি রথিশ্রেষ্ঠ উত্তরকে যখন সংগ্রাম-সম্মুখে পাণ্ডবগণের কার্য্যার্থে বর্ম্মধারী দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। আমি এই অসংশয়িত সত্য-বাক্য বলিতেছি, কৌরবগণ মধ্যে প্রকৃষ্ট বীর সাধুতম শান্তনুতনয় সমরে শিখণ্ডিকর্ত্তৃক নিহত হইলে আমাদিগের শত্রুরা আর কখনই জীবিত থাকিতে পারিবে না। সেনাপতি শিখণ্ডী যখন সুরক্ষিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া রথিগণকে নিপাতিত এবং দিব্য অশ্বগণ দ্বারা রথসমূহকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হইবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। ধীমান্ দ্রোণাচার্য্য যাঁহাকে গুহ্য অস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে যখন সৃঞ্জয়গণের সৈন্যমধ্যে সম্মুখে বিরাজমান্ দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। শত্রু সহন-সমর্থ সেই অসীম-প্রভাব সম্পন্ন সেনাপতি যখন শরনিকরদ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিমর্দ্দিত করত দ্রোণের অভিমুখে গমন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। হ্রীমান্, মনীষী, বলবান্, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্, সোমকশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিসিংহ সাত্যকি যাঁহার সৈন্যের অগ্রণী হন, তাঁহাকে কোন শত্রুই কখন সহিতে পারে না। যদি তুমি এ কথা বল যে, লোকমধ্যে রথারূঢ় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধে সহায়রূপে বরণ করিও না, তাহা হইলে আমরা শিনির পৌত্র নির্ভীক কৃতাস্ত্র মহাবল-সম্পন্ন একমাত্র সাত্যকিকেই বরণ করি। এই পরমাস্ত্রবেত্তা, শত্রুকুল-বিমর্দ্দনকারী মহারথ সাত্যকি যুদ্ধে অদ্বিতীয়, কৃতাস্ত্র ও ভয়শূন্য। ইঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, বাহু-যুগল সুদীর্ঘ এবং শরাসনের পরিমাণ চারি হস্ত। শিনি-বংশাধিপতি শত্রুহন্তা সাত্যকি যখন আমার আদেশে শর-সমূহদ্বারা মেঘের ন্যায় অরাতি-সকলকে অভিবৃষ্ট করত প্রধান প্রধান যোধগণকে আচ্ছাদিত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। সেই সুদৃঢ়শরাসন-

ধারী, দীর্ঘবাহু, মহাত্মা সাত্যকি যখন যুদ্ধের নিমিত্ত অধ্যবসায় অবলম্বন করেন, তখন সিংহের গন্ধ পাইয়া গো-সকলের ন্যায়, শত্রুরা সমরের অগ্রে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে। দীর্ঘবাহু, দৃঢ়ধন্বা, অস্ত্রে কৃতী, সুদক্ষ, ক্ষিপ্রহস্ত সেই মহাত্মা গিরিসমস্তও ভেদ করিতে পারেন এবং সকললোক-সংহারেরও সমর্থ হন। রণস্থলে তিনি গগণমণ্ডলস্থ সূর্য্যের ন্যায় বিরাজমান হইতে থাকেন। অস্ত্র-প্রয়োগ বিষয়ে বৃষ্ণি-সিংহ সাত্যকির সুবিহিত ও দুরধিগম বহুতর আশ্চর্য্য শিক্ষা আছে। অস্ত্রের যে যে প্রকার প্রয়োগকে পণ্ডিতেরা প্রশস্ত বলিয়া থাকেন; সাত্যকি সে সকল গুণেই উপপন্ন। যুদ্ধস্থলে যৎকালে মধুবংশীয় সাত্যকির শ্বেতবর্ণ হয়-চতুষ্টয়যুক্ত সুবর্ণময় রথ নিরীক্ষণ করিবে, তখনই সেই অকৃতাত্মা মন্দমতি দুর্য্যোধন অনুতাপান্বিত হইবে। আমারও এই কাঞ্চনমণি-নিকরে উদ্ভাসিত, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত, ভয়ঙ্কর, কপিধ্বজ রথখানিকে যখন কেশব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দেখিবে, তখনই সেই অকৃতাত্মা মন্দমতি অনুতাপান্বিত হইবে। মহাসংগ্রামে আমি গাণ্ডীব সঞ্চালন করিতে থাকিলে, উহার জ্যাতল-নিষ্পেষ-জনিত বজ্র-নিষ্পেষ সদৃশ ঘোরতর মহাশব্দ যখন শ্রবণ করিবে এবং স্বকীয় সৈন্যগণকে বাণ-বর্ষণাচ্ছন্ন রণ-সম্মুখে গো সকলের ন্যায় প্রভগ্ন হইতে দেখিবে, তখনই সেই দুঃসহায়-সম্পন্ন, দুর্ম্মতি, মন্দবুদ্ধি, মূঢ় দুর্য্যোধন যুদ্ধ বিষয়ে অনুতাপ করিবে। যখন জলদাবলি-সমুদ্গত ভীষণ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ-পুঞ্জের ন্যায় গাণ্ডীবের জ্যামুখ-বিনির্গত, সুতীক্ষ্ণাগ্র, ঘোররূপ, সমরে সহস্র সহস্র শত্রুঘাতী, অস্থিচ্ছেদী, মর্ম্মভেদী সুপুঙ্খ-যুক্ত অসংখ্য শরসমূহ সমাপতিত হইয়া বর্ম্মাচ্ছাদিত বহুল-গজাশ্ব-কুল গ্রাস করিতেছে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। শত্রু-নির্ম্মুক্ত বাণ-সকলকে যখন মদীয় বিবিধ শরসমূহ-দ্বারা সংহৃত হইয়া প্রতীপগামী হইতে অথবা বক্রভাবে বিদ্ধ হইয়া ছিদ্যমান হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে ফল চয়ন করে, সেইরূপ মদ্বাহু-বিমুক্ত বিপাঠাস্ত্র সকল যখন যুবকবৃন্দের উত্তমাঙ্গ সমস্ত রাশীকৃত করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। রঙ্গ-মধ্যে যখন প্রধান প্রধান রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহদিগকে মদীয় শর-নিকর-দ্বারা নিহত ও নিপাতিত হইতে দেখিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। যখন সহোদরদিগকে শত্রুর অস্ত্রপথে পতিত না হইতে হইতেই সমর ব্যাপার পরিহার করত ইতস্তত পলায়ন দেখিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুদ্ধবিষয়ে অনুতাপ করিবে। বিস্তৃতানন কৃতান্তের ন্যায় আমি যখন শরাসন বিস্তারপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন-ধারায় প্রজ্বলিত বাণ-সমস্ত বর্ষণ করত পদাতি ও রথারোহী অরাতিদিগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিব, তখনই সেই মন্দবুদ্ধি তাপান্বিত হইবে। স্বকীয় সৈন্যগণকে যখন সর্ব্বদিকে প্রধাবিত মদীয় রথ-দ্বারা ধূলি-সমাকীর্ণ এবং গাণ্ডীব-দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন ও সম্মূর্চ্ছিত হইতে দেখিবে, তখনই সেই মন্দবুদ্ধি পশ্চাত্তাপ করিবে। দুর্য্যোধন যখন সমস্ত সৈন্যকে ভয়-পলায়িত, ছিন্নগাত্র, বিচেতন, পিপাসিত, শ্রান্ত-বাহন ও ভয়াকুল দৃষ্টি করিবে;—যখন দেখিবে বীর্য্যশালী প্রধান প্রধান নরেন্দ্র, অশ্ব ও হস্তী সকল হত হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলেই আর্ত্তনাদ করিতেছে, কতকগুলি হত হইয়াছে, কতক বা হইতেছে এবং প্রজাপতির অর্দ্ধ-নিষ্পাদিত অবয়ব নির্ম্মাণের ন্যায়, কেশ অস্থি ও কপাল-সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে; তখনই সেই মন্দচেতা তাপ-পরায়ণ হইবে। যখন শৈব্যসুগ্রীবাদি অশ্বগণকে এবং রথোপরি বাসুদেবকে ও আমাকে দেখিতে পাইবে, আর গাণ্ডীব, দিব্যশঙ্খ পাঞ্চজন্য, অক্ষয়-তূণীরযুগল ও দেবদত্তশঙ্খ সন্দর্শন করিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুদ্ধ বিষয়ে অনুতাপ করিবে। যেন যুগান্তে অন্য যুগ প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়া আমি সমবেত দস্যুসমূহকে উদ্বর্ত্তিত অর্থাৎ পরাঙ্মুখ করত যখন অগ্নির ন্যায় কৌরবগণকে দহন করিতে থাকিব, তখনই দুর্য্যোধন সপুত্রে তাপান্বিত হইবে। ক্রোধবশবর্ত্তী ক্ষুদ্রচেতা মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ভ্রাতৃবর্গ, সৈন্য ও ভৃত্যগণের সহিত ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইলে দর্পশূন্য, বিহতচিত্ত ও কম্পিতদেহ হইয়া অবশ্যই পশ্চাত্তাপ করিবে।

কোন দিন পূর্ব্বাহ্নে আমার সন্ধ্যাবন্দনাদি উদক-ক্রিয়া ও জপাবসানে একজন ব্রাহ্মণ আমাকে এই রুচিকর বাক্য বলিলেন, 'সব্যসাচিন্! তোমাকে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম করিতে হইবে,—শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তৎকালে হয় হরিবাহন পুরন্দর বজ্র হস্ত হইয়া সমরে শত্রুকুল সংহার করত তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করুন, না হয় বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ সুগ্রীবযুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া পশ্চাতে রক্ষা করুন।' ব্রাহ্মণের সেই কথায় আমি বজ্রধারী মহেন্দ্রকে অনাদর করিয়া এই যুদ্ধে বাসুদেবকেই সহায়রূপে বরণ করিয়াছি;—সেই কৃষ্ণকে আমি দস্যু-বধার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় দেবতারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াই এইরূপ বিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মনে মনেও যে পুরুষের জয়াভিনন্দন করেন, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহার শত্রু হইলেও তিনি সকলকে অতিক্রম করিতে পারেন; মানুষগণমধ্যে তাঁহার আর চিন্তার বিষয় কি? যে ব্যক্তি অত্যন্ত শৌর্য্যসম্পন্ন মহাতেজস্বী বাসুদেব কৃষ্ণকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে বাহুদ্বারা অপ্রমেয়-জলনিধি মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হয়। যে নির্ব্বোধ করতল সহকারে অত্যুচ্চ কৈলাসপর্ব্বতকে ভেদ করিতে ইচ্ছা করে, সে পর্ব্বতের কিছুই করিতে পারে না, কেবল তাহারই নখসহ হস্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার গর্ভে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়, সেই যশঃপ্রদীপ্তা রুক্মিণীকে যিনি এক রথে সমরে ভোজবংশীয় রাজন্যগণের উৎমর্দ্দনপূর্ব্বক বলাৎকারে ভার্য্যারূপে বহন করিয়াছিলেন, সেই বাসুদেবকে যুদ্ধে জয় করিতে যে ইচ্ছা করে, সে প্রজ্বলিত হুতাশনকেও হস্তদ্বারা, নির্ব্বাপণ করিতে পারে, চন্দ্র সূর্য্যেরও প্রভা রোধ করিতে পারে এবং বলপূর্ব্বক দেবগণের অমৃত হরিতেও সমর্থ হয়। দেবতাদিগের ভূষণস্বরূপ এই বাসুদেব বলসহকারে গান্ধারদিগকে সম্যক্‌রূপে প্রমথিত এবং নগ্নজিৎ নরপতির সমগ্র পুত্রবর্গকে পরাজিত করিয়া গভীর গর্জ্জনকারী আবদ্ধ সুদর্শন রাজাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি বক্ষস্তটের আঘাত দ্বারা পাণ্ড্যরাজকে নিহত এবং দন্তকুরসমরে কলিঙ্গদিগকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন। ইঁহাকর্ত্তৃক দগ্ধা হইয়া বারাণসী নগরী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত রাজশূন্যা ছিল। একলব্য নামক সেই প্রসিদ্ধ

নিষাদরাজ, যাহাকে ইনি যুদ্ধে অন্যের অজেয় বোধ করিতেন, সে শৈলোপরি বেগে অভিহত জম্ভাসুরের ন্যায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক হত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। অপিচ ইনি বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের সভামধ্যগত সুহৃদ্ উগ্রসেন-তনয়কে নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে মারিয়া উগ্রসেনকে রাজ্য দিয়াছিলেন। ইনি মায়া-প্রভাবে ভয়শূন্য আকাশস্থিত শাল্বরাজ সৌভের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সৌভদ্বারে করযুগল দ্বারা শতঘ্নী শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব কোন মরণধর্ম্মশীল ব্যক্তি ইহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে? অসুরদিগের প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে এক অতি ভয়ঙ্কর অসহনীয় দুর্গম নগর ছিল; তথায় ভূমিপুত্র মহাবল নরকাসুর অদিতির শোভন মণিকুণ্ডলযুগল হরণ করিয়া সেই স্থানে রাখিয়াছিল। মৃত্যুভয়শূন্য দেবতারাও ইন্দ্রসহ সমাগত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন নাই; পরে কেশবের সেই প্রসিদ্ধ বিক্রম, বল ও অপ্রতিহত অস্ত্র দেখিয়া এবং দস্যু সংহার করা ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম জানিয়া ইঁহাকেই তাঁহারা দস্যু বধার্থে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধিসমূহে ঐশ্বর্য্যবান্ বাসুদেবও সেই দুষ্কর কর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই মহাবীর নির্ম্মোচন নগরে ছয় সহস্র প্রাণী নিহত করিয়া,—মুরাসুর ও অসংখ্য রাক্ষসপুঞ্জকে নিপাতিত করিয়া মুরের নির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার ভয়ঙ্কর পাশসমস্ত ছেদনপূর্ব্বক আপনাকে মোচিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানেই সেই মহাবল নরকাসুরের সহিত এই অতিবলশালী বিষ্ণুর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে সে বায়ুমথিত কর্ণিকারের ন্যায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। অপ্রতিমপ্রভাব সম্পন্ন বিদ্যাবান্ কৃষ্ণ এইরূপে ভূমিপুত্র নরক ও মুরাসুরকে নিপাতিত করিয়া মণিকুণ্ডলদ্বয় আহরণ করত শ্রী ও যশঃপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তখন দেবতারা সমরে ইঁহার সেই ভীষণ কর্ম্ম দেখিয়া ইহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার পরিশ্রম হইবে না; আকাশে কি জলমধ্যে সর্ব্বত্রই তোমার গতি হইবে এবং শস্ত্রসমস্ত তোমার গাত্র-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এইরূপ বর দিয়াছিলেন; তাহাতে কৃষ্ণও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ অপ্রমেয়, গুণ-সম্পত্তি-সমৃদ্ধ, অনন্তবীর্য্য, অসহনীয়, মহাবল বাসুদেব বিষ্ণুকে দুর্য্যোধন জয় করিতে আশংসা করিতেছে; যেহেতু সেই দুরাত্মা সর্ব্বদাই ইঁহাকে আবদ্ধ করিতে যত্ন পাইতেছে, পরন্তু ইনি আমাদিগের মুখাপেক্ষায় তাহাও সহ্য করিতেছেন। দুর্য্যোধন আমার ও কৃষ্ণের মধ্যে সহসা কলহ উৎপাদন প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃষ্ণের আত্মীয়তা বা স্নেহ অপহরণ করা যে অসাধ্য ব্যাপার, তাহা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে গমন করিয়াই জানিতে পারিবে। আমি রাজ্য-লাভে সমুৎসুক হইয়া শান্তনুতনয় ভীষ্ম, সপুত্র দ্রোণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃপাচার্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। যে পাপবুদ্ধি, পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইবে আমার বিবেচনায় তাহার নিধন হওয়া ধর্ম্মত প্রাপ্ত, অর্থাৎ যদি ধর্ম্ম থাকেন তবে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইবে। সেই নৃশংসেরা কেবল কপট পাশ-ক্রীড়ায় আমাদিগকে দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত জয় করিয়াছিল। আমরা রাজপুত্র হইয়াও সেই দীর্ঘকাল মহাকষ্টে অরণ্যে বাস করিয়াছিলাম এবং একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিতেও বাধ্য হইয়াছিলাম; সুতরাং পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে তাঁহাদিগের রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আর কি প্রকারে আনন্দ লাভ করিতে পারে? আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সহায় করিয়াও আমাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, ধর্ম্মাপেক্ষা অধর্ম্মাচরণই শ্রেষ্ঠ এবং জগতে কোন সৎকর্ম্মই বিদ্যমান নাই। দুর্য্যোধন যদি এই জীবাত্মাকে কর্ম্ম বদ্ধ এবং আমাদিগকে আপন অপেক্ষা বিশিষ্ট বোধ না করে, তবে বাসুদেবের সাহায্যে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে স্বজনগণের সহিত নিহত করিবার আশংসা করি। হে নরেন্দ্র! দুর্য্যোধনের অস্মদীয় রাজ্য-হরণ-রূপ পাপকর্ম্ম যদি নিষ্ফল না হয় এবং আমাদিগের গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে তদীয় মোচনাদি পুণ্য কর্ম্মও যদি বৃথা না যায়, তবে এই উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দুর্য্যোধনের পরাজয়ই নিঃসন্দেহ সাধু। হে কৌরবগণ! আমি যে কথা বলিতেছি, ইহা তোমাদিগের প্রত্যক্ষই হইবে;—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা আর জীবিত থাকিবে না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে কৌরবেরা জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে তাহাদিগের কিছু মাত্র অবশেষ থাকিবে না। আমি কর্ণের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিয়া কুরুগণের সমগ্র রাজ্য জয় করিয়া লইব; অতএব তোমাদের যে কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়ে কর;—আপন আপন অভিলষিত কলত্র প্রভৃতি সম্ভোগ করিয়া লও। আগত ও অনাগত বহু প্রকার দৈবযুক্ত রহস্য, কুরুসৈন্যগণের মহান্ বিধ্বংস এবং পাণ্ডবদিগের বিজয়বৃত্তান্ত গেরা বিজ্ঞাপন করিতে পারেন, এরূপ বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, শীলতি বন্ত, কুলীন, সম্বৎসর-বেদী, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ বিজ্ঞানে সুনিপা- পুণ নক্ষত্রযোগের নিশ্চয়জ্ঞ, দিব্য প্রশ্ন কোবিদ, (অনাগত অর্থের বিজ্ঞাপক) শৈবাগম প্রসিদ্ধ সর্ব্বতো ভদ্রাদি চক্র-সকলের অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ কোন্ নক্ষত্র কোন্ গ্রহদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের বিচারক, শুভাশুভ মুহূর্ত্ত-বেদী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যদিও বিদ্যমান না থাকেন, তথাপি প্রত্যক্ষদর্শী বৃষ্ণিসিংহ জনার্দ্দনও তাদৃশ লক্ষণ সমস্ত নিঃসন্দেহ সন্দর্শন করিতেছেন, যাহাতে আমাদিগের অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির শত্রুগণের নিগ্রহ নিমিত্ত আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতে পারেন। অপিচ আমিও স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া সেই ভাবী বৃত্তান্ত অবিকল দর্শন করিতেছি। আমার যোগ প্রজ্ঞাবতী পো

কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আমি নিশ্চয়ই জানিতেছি, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা আর জীবিত থাকিবে না। আমার এই গাণ্ডীব-কোদণ্ড স্পৃষ্ট না হইয়াও বিস্ফারিত হইতেছে, আহত না হইয়াও ধনুর্গুণ কম্পিত হইতেছে এবং বাণ-সকল তূণ-মুখ হইতে মুহুর্মুহুঃ বিনির্গত হইয়া গমনে উদ্যত হইতেছে। স্বকীয় জীর্ণ-কঞ্চুক ত্যাগ করিয়া ভুজঙ্গ যেমন নির্গত হয়, সেইরূপ আমার এই খড়্গখানি প্রসন্ন হইয়া কোষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং ধ্বজের উপরেও 'হে কিরীটিন্! কবে তোমার রথ-যোজিত হইবে' এইরূপ ভয়ঙ্কর উগ্র বাক্য-সকল উক্ত হইতেছে। রাত্রিকালে

শিবা সকল ঘোররব করিতেছে এবং অন্তরীক্ষ হইতে রাশ্মি-সমূহ নিপতিত হইতেছে। আমার শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথ দেখিয়া মৃগ, শৃগাল, ময়ূর, কাক, গৃধ্র, বক, তরক্ষু ও সুবর্ণ-পক্ষ পক্ষি-সকল পশ্চাৎ পতিত হইতেছে; যেহেতু আমিই একাকী শর-নিকর বর্ষণ করত যাবতীয় যোধগণকে শমন সদনে লইয়া যাইতে পারি। নিদাঘে গহন-বন দহনকারী সমিদ্ধ হুতাশনের ন্যায় আমি লোক-সংহারে স্থির-নিশ্চয় হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্রমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক অতিবেগশালী মহাস্ত্র স্থূণাকর্ণ, পাশুপত ও ব্রহ্মাস্ত্র এবং ইন্দ্র আমাকে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সকলই বিসর্জ্জন করত প্রজা কুলের আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখিব না। হে সঞ্জয়! তুমি তাহাদিগকে বলিও যে, এইরূপ করিয়াই আমি শান্তি লাভ করিব, যেহেতু ইহাই আমার প্রধান ও স্থির অভিপ্রায়। হে সূত! দুর্য্যোধনের কত দূর মোহ দেখ, যাহাদিগকে ইন্দ্র প্রভৃতি সমবেত দেবগণের সাহায্য লাভ করিয়াও কেহ সমরে পরাস্ত করিতে পারে না, তাহাদিগের সহিত বলপূর্ব্বক কলহ করা সে শ্রেয় বোধ করিতেছে! যাহা হউক, সম্প্রতি শান্তনু-নন্দন বৃদ্ধ ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর, ইহাঁরা সকলে যে কথা বলিতেছেন, তাহাই হউক;—সমস্ত কৌরবেরা আয়ুষ্মন্ত হউক।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম সেই সমবেত সমস্ত রাজগণ-মধ্যে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে একদা বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রসহ দেবগণ, অগ্নিসহ বসুগন, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, আকাশস্থ সপ্তর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু ও শোভন অপ্সরোগণ, এই সমস্ত স্বর্গবাসীরাও তথায় গমন করিয়া সেই লোকবৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর পিতামহকে নমস্কার-পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ ঋষি অসীম তেজঃপুঞ্জসহকারে যেন তাঁহাদিগের মন ও তেজ গ্রহণ করত সকলকেই অতিক্রম করিয়া প্রস্থিত হইলেন। তাহাতে বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে উপাসনা করেন না, এই দুই ব্যক্তি কে? ইহাঁদের বৃত্তান্ত আমাদিগকে বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন, পৃথিবী ও স্বর্গের উদ্ভাসনকারী, দেদীপ্যমান, বিরাজমান, মহাসত্ত্ব, মহাপরাক্রম, মহাবলসম্পন্ন যে দুই ঋষি সকলকে ব্যাপিয়া অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাই এই নরনারায়ণ। স্বকীয় তপস্যা দ্বারা তেজস্বী হইয়া ইহাঁরা মনুষ্যলোক হইতে ব্রহ্মলোকে সমাগত হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! ইহাঁরা কর্ম্ম দ্বারা লোকের নিশ্চয়ই আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন; মহাত্মা এই দুই পরন্তপ বস্তুত অভেদ হইলেও দেব-গন্ধর্ব্বগণ পূজিত হইয়া অসুরকুল বিনাশার্থে দ্বিধাভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণের, যে স্থানে নর নারায়ণ তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন এবং তৎকালে দেবাসুরের যুদ্ধে মহাভয় উৎপন্ন হওয়ায় ঐ দুই মহাত্মার নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। হে ভরত-সত্তম! তখন তাঁহারা "কি প্রার্থনা আছে বল" এই কথা বলিলে ইন্দ্র কহিলেন, আপনারা আমার সাহায্য করুন। অনন্তর তাঁহারা শক্রকে "তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ তাহা করিব," এই কথা কহিলেন এবং শক্রও তাঁহাদিগের সহিত দৈত্য দানবগণকে জয় করিলেন। পরন্তপ নরদেব সমরে পৌলোম ও কালকঞ্জ প্রভৃতি ইন্দ্রের শত শত সহস্র সহস্র শত্রু-সমূহ সংহার করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জম্ভাসুর এই অর্জ্জুনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ইনি ভ্রাম্যমাণ রথোপরি অবস্থান করত ভল্লদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। ইনি সমুদ্রপারে সমরে ষষ্টি সহস্র নিবাতকবচদিগকে জয় করিয়া হিরণ্যপুরের উৎপীড়ক হইয়াছিলেন। এই পরপুর-বিজয় মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রসহ দেবগণকেও পরাজিত করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি-সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেইরূপ নারায়ণও অন্যান্য ভূরি ভূরি দৈত্যদানবদিগকে বধ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ মহাবীর্য্য সম্পন্ন সেই এই পুরুষ-যুগলকে একত্র মিলিত দেখ। শ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বদেব নরনারায়ণ দেবেরাই বীরবর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুনরূপে সমবেত হইয়াছেন। মনুষ্যলোকে ইন্দ্রসহ সুরাসুরেরাও ইহাঁদিগকে জয় করিতে পারেন না। কৃষ্ণই সেই নারায়ণ এবং অর্জ্জুনই নরদেব বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। এক আত্মাই দ্বিধাকৃত হইয়া নরনারায়ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁরা শৌর্য্য কর্ম্মদ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক সমস্ত ব্যাপ্ত করেন এবং যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে সেই সেই স্থানে পুনঃপুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই হেতু বেদবিৎ নারদ বৃষ্ণিদিগের নিকটে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিয়াছেন যে, যুদ্ধই ইহাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাত দুর্য্যোধন! যখন সনাতন মহাত্মা কৃষ্ণার্জ্জুনকে এক রথে অবস্থিতি দেখিবে,—যখন কেশবকে শঙ্খ, চক্র গদা হস্তে লইতে এবং ভীমধন্বা অর্জ্জুনকে অস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিতে দৃষ্টি করিবে,—তখনই আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে; যদি না করে, তবে কৌরবগণের নিশ্চয়ই এই বিনাশ উপস্থিত। হে তাত! ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে তোমার বুদ্ধি পরিভ্রষ্টা হইয়াছে; তুমি যদি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে অসংখ্য স্বজনগণকে নিহত শ্রবণ করিবে। সমস্ত কৌরবেরা তোমারই মতানুবর্ত্তী হইতেছেন, পরন্তু তুমি পরশুরামের শাপগ্রস্ত হীনজাতি সূতপুত্র কর্ণ, সুবলনন্দন শকুনি এবং নিজ সহোদর ক্ষুদ্রাশয় পাপমতি দুঃশাসন, এই তিন জনের মতকেই শ্রেয় বোধ করিতেছ।

কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি আমাকে যে কথা বলিলেন, ইহা আপনার ব্যক্তব্য নহে; কেন না আমি স্বধর্ম্ম হইতে অপগত না হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত আছি; বিশেষত আমাতে এমন কোন দুশ্চরিত্র নাই, যাহাতে আপনি আমাকে নিন্দা করিতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কস্মিন্ কালেও আমার কিছুমাত্র পাপ জানেন নাই; আমি দুর্য্যোধনের কখন কোন অনিষ্টাচরণ করি নাই, বরং এই ইষ্টসাধনই করিব যে, রণস্থ সমস্ত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিয়া দিব। পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত বিরোধ হইয়াছে, সজ্জনেরা তাহাদিগের সহিত আর কি প্রকারে সন্ধি করিতে পারেন? রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার প্রিয় সাধন করা আমার নিতান্তই কর্ত্তব্য এবং দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করাও বিধেয়, যেহেতু তিনিই রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের

বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্ভাষণপূর্ব্বক পুনরায় এই কথা বলিলেন, কর্ণ "পাণ্ডবদিগকে বধ করিব" বলিয়া নিত্যই শ্লাঘা করে, কিন্তু এ মহাত্মা পাণ্ডবগণের ষোড়শাংশের সম্পূর্ণ এক অংশও নহে। তোমার দুরাত্মা পুত্রদিগের যে মহান্ অনর্থ আগত হইতেছে, সে কেবল এই দুর্ম্মতি সূতপুত্রেরই কর্ম্ম জানিবে। তোমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন কেবল ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সেই বীরবর অরিন্দম দেবপুত্রদিগকে অবমানিত করিয়াছে। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বে একৈকে যে, সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছে, কর্ণ তাদৃশ কোন কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে? বিরাট নগরে ধনঞ্জয় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যখন ইহার প্রিয়তম ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তখন এ কি করিয়াছিল? ধনঞ্জয় সমবেত কৌরবগণকে একাকী আক্রমণ করিয়া সম্যক্ প্রকারে প্রধর্ষণানন্তর যখন বলপূর্ব্বক সকলের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কি এ প্রবাসে গিয়াছিল? সে স্থলে কি উপস্থিত ছিল না? ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বেরা তোমার পুত্রকে যখন হরণ করিয়াছিল, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিল-যে, এক্ষণে বৃষভের ন্যায় এরূপ আস্ফালন করিতেছে? সে স্থলেও যে, মহাত্মা ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব সমাগত হইয়া সেই গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হে ভরতবর্ষভ! এই শ্লাঘাকারী ধর্ম্মার্থ-বিলোপী কর্ণের এইরূপ বহুতর মিথ্যা বাক্যই সর্ব্বদা উক্ত হইয়া থাকে, অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি মঙ্গল চেষ্টা কর। ভীষ্মের বাক্য শুনিয়া মহামনা ভরদ্বাজ-নন্দন রাজগণ মধ্যে পূজা করত ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন, হে নরেন্দ্র! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যে কথা বলিতেছেন, তাহাই করুন; অর্থলিপ্সু দিগের ইচ্ছানুরূপ বাক্য রক্ষা করা আপনার উচিত নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলন করাই আমি শ্রেয়স্কর বোধ করি। সঞ্জয় অর্জ্জুনের উক্ত যে বাক্য নিবেদন করিলেন, সে সকলই আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি; ধনঞ্জয় তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিবেন, কেন না ত্রিলোক মধ্যে তৎসদৃশ ধনুর্দ্ধর আর বিদ্যমান নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ও ভীষ্মের সেই অর্থযুক্ত বাক্যে অনাদর করিয়া সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি যখন, ভীষ্ম দ্রোণের প্রতি সম্যক্ উত্তর প্রদান করিলেন না, তখনই সমুদয় কৌরবেরা জীবনে নিরাশ হইল।

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের প্রীতি নিমিত্ত এস্থলে বহুল সৈন্য সমাগত হইয়াছে শুনিয়া সেই ধর্ম্ম পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিলেন? ভাবী যুদ্ধের উদ্দেশে তিনিই বা কি রূপ চেষ্টা করিতেছেন? ভ্রাতা ও পুত্রগণ মধ্যে কে বা আজ্ঞালাভার্থী হইয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে? মন্দমতি মৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রতারণা ও অবমাননা দ্বারা কোপিত সেই ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠিরকে "শান্তি অবলম্বন করুন" এই কথা বলিয়া কে বা যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিতেছে? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব-সহ পাঞ্চালেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তিনিও সকলকে অনুশাসন করিতেছেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের রথ-সমূহ পৃথগ্ভূত হইয়া যুদ্ধে আগত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করিতেছে। উদয়োন্মুখ প্রভাকরের প্রতি নভোমণ্ডলের ন্যায় পাঞ্চালগণ সমুদিত তেজোরাশি-সদৃশ প্রদীপ্ত-তেজা কুন্তী-তনয়ের প্রতি অভিনন্দন করিতেছেন। পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণ-মধ্যে গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনন্দিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ দুহিতা, ক্ষত্রিয়-কুমারী ও বৈশ্য-কন্যারাও ক্রীড়া করিতে করিতে, যুদ্ধার্থে সন্নদ্ধ পার্থকে দেখিবার নিমিত্ত সমাগতা হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সোমকগণের যে যে সৈন্যের সহিত আমাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছে, তাহা বর্ণন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় কুরুসভা মধ্যে সেই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া মনে মনে যেন কিছু চিন্তা করত বারংবার উৎকট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দৈবক্রমে অকস্মাৎ মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। তখন বিদুর সভা-মধ্যে কুরুগণ সমীপে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! সঞ্জয় এই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, বুদ্ধিহীন ও চেতন-রহিত হওয়ায় কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় মহারথ কুন্তীপুত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই পুরুষ ব্যাঘ্রেরাই ইহার চিত্তকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় আশ্বাসিত হইয়া চেতন লাভ পূর্ব্বক সভা মধ্যে কুরুগণ সন্নিধানে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি মহারথ পাণ্ডবদিগকে মৎস্যরাজ ভবনে নিরুদ্ধ রূপে আবাস হেতু কৃশকায় দৃষ্টি করিয়াছি। মহারাজ! পাণ্ডবেরা যাহাদিগের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ নিশ্চয় করিয়াছেন। যিনি ধর্ম্ম হ্যা না রোষ, না ভয়, না লোভ, না অর্থ, না হেতুবাদ, কোন কারণেই কখন সত্য পরিত্যাগ করেন না, ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ যে মহাত্মা ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ রহিয়াছেন, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যাহার বলগণে তুল্য হইতে পারে, পৃথিবী মধ্যে এমন কেহই বিদ্যমান নাই, যে ধনুর্দ্ধারী, সমস্ত মহীপালগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন, যিনি কাশি, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ দেশীয়দিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন, সেই ভীমসেনের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যাহার বীর্য্য-প্রভাবে যুধিষ্ঠিরাদি চারিজন প্রধান মানব জতুগৃহ হইতে সহসা ভূপৃষ্ঠে নিঃসারিত হইয়াছিলেন; যে কুন্তী পুত্র বৃকোদর মনুষ্যখাদক হিড়িম্ব রাক্ষস হইতে তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়াছিলেন; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন যে কুন্তী-পুত্র বৃকোদর তাঁহার আশ্রয় হইয়াছিলেন; এবং যিনি বারণাবত নগরে সমবেত দগ্ধ-প্রায় পাণ্ডব-সকলকে মুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই ভীমসেনের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন। দ্রৌপদীর প্রীতি সম্পাদনে যত্নবান্ হইয়া যিনি বিষমতর ভয়ঙ্কর গন্ধমাদনশিখরে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রোধবশ-নামক রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন; যাঁহার ভুজযুগলে দশ সহস্র মাতঙ্গের তুল্য বীর্য্যসার সমর্পিত

হইয়াছে; সেই ভীমসেনের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যে বীর পূর্ব্বে হুতাশনের তৃপ্তি নিমিত্ত কৃষ্ণকে সহায় করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত পুরন্দরকে জয় করিয়াছিলেন; যিনি সাক্ষাৎ শূলপাণি দেবদেব উমাপতি মহাদেবকে যুদ্ধ-দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; যে ধনুর্দ্ধারী, সমগ্র লোকপালবর্গকে বশীভূত করিয়াছিলেন; সেই ধনঞ্জয়ের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগকে সংগ্রামে অভিযুক্ত করিয়াছেন। যিনি ম্লেচ্ছগণ-পরিবৃত পশ্চিমদিক্‌কে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন, সেই বিচিত্র-যোধী নকুল তথায় যোদ্ধারূপে ব্যবস্থিত হইয়াছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা সেই অতিধনুর্দ্ধারী বীরবর সুদৃশ্য মাদ্রী-পুত্রের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি কাশী অঙ্গ মগধ ও কলিঙ্গবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা সেই সহদেবের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন। হে রাজন্! পৃথিবী মধ্যে অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, রুক্মী ও প্রদ্যুম্ন, এই চারিজন মনুষ্য মাত্র যাঁহার বীর্য্যের সদৃশ, মাদ্রীর আনন্দবর্দ্ধন সেই নরবীর কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের সহিত আপনাদিগের মহাবিধ্বংস-কর সমর-ব্যাপার হইবে। হে ভরতর্ষভ! যিনি পূর্ব্বে কাশীরাজের কন্যা থাকিয়া মরণান্তেও ভীষ্মের বধ ইচ্ছা করত ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন, পরে পাঞ্চালরাজের কন্যারূপে জন্মিয়া দৈবক্রমে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি স্ত্রীপুরুষের গুণাগুণ সমস্ত জানেন; যুদ্ধদুর্ম্মদ যে পাঞ্চাল-নন্দন কলিঙ্গদিগকে যুদ্ধার্থে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পাণ্ডবেরা সেই কৃতাস্ত্র শিখণ্ডির সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। ভীষ্মের নিধনেচ্ছায় বনস্থ যক্ষ যাঁহাকে পুরুষ করিয়াছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধারী উগ্রমূর্ত্তি শিখণ্ডির সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন। কেকয়-দেশীয় রাজপুত্র মহাধনুর্দ্ধারী ও বর্ম্ম-সন্নদ্ধ যে শূরবীর পঞ্চসহোদর আছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি দীর্ঘবাহু, শীঘ্রাস্ত্র, ধৈর্য্যশালী ও সত্যবিক্রম; সেই বৃষ্ণিবীর যুযুধানের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ হইবে। অজ্ঞাতবাসকালে যিনি মহাত্মা পাণ্ডবগণের রক্ষক হইয়াছিলেন, সেই বিরাটের সহিত আপনাদিগের সমরে সমাগম হইবে। কাশীপতি যে মহারথ রাজা বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনিও পাণ্ডবদিগের যোদ্ধা হইয়াছেন;—পাণ্ডবেরা সেই কাশীরাজের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। শিশু হইয়াও সমরে দুর্জ্জয়, আশীবিষ-সদৃশ ভীষণ-মূর্ত্তি, মহাত্মা দ্রৌপদী-পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি বীর্য্যে কৃষ্ণ সদৃশ এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে যুধিষ্ঠির-তুল্য, সেই অভিমন্যুর সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। বীর্য্যে অপ্রতিম, মহারথ, মহাযশা, শিশুপালপুত্র যে ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইলে সংগ্রামে দুঃসহনীয় হন; যিনি অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন; সেই চেদিরাজের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। দেবগণের মধ্যে বাসবের ন্যায়, যিনি পাণ্ডবদিগের আশ্রয় হইয়াছেন, পাণ্ডবেরা সেই বাসুদেবের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ ও করবর্ষের সহিতও আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন, যুদ্ধে অপ্রতিরথ এই দুই বীরেরা পাণ্ডব-কার্য্যার্থে ব্যবস্থিত হইয়াছেন। বহুল-বল-সমূহে পরিবৃত মহাতেজা দ্রুপদরাজও পাণ্ডবার্থে আত্ম-সমর্পণ-পূর্ব্বক সমরে সমুৎসুক হইয়া ব্যবস্থিত আছেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব ও উত্তর-দেশীয় অন্যান্য অসংখ্য মহীপালগণকেও আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মরাজ সংগ্রামার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যাহাদিগের নামোল্লেখ করিলে, ইহাঁরা সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন; পরন্তু তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া একদিকে, আর ভীম একাকী একদিকে, তুল্যানুতুল্য। হে তাত! ব্যাঘ্র হইতে মহারুরুর ন্যায়, অমর্ষণ ক্রোধপরীত ভীমসেন হইতে আমার অত্যন্ত ভয় হইয়া থাকে। সিংহ হইতে অপর পশু যেমন ভয় পায়, সেইরূপ বৃকোদর হইতে ভীত হইয়া আমি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করি। সেই বাসবসম তেজস্বী মহাবাহুর সমকক্ষ হইয়া সমরে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারে, এই সৈন্যমধ্যে আমি এরূপ একজনকেও দেখিতে পাই না। সেই অমর্ষণ, দৃঢ়-বৈর, পরিহাসেও হাস্যশূন্য, উদ্ধত-স্বভাব, বক্রদর্শী, মহারব, মহাবেগ, মহোৎসাহ, মহাবাহু, মহাবল, কুন্তী-পুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর রণক্ষেত্রে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদা ধারণ করত যুদ্ধ-দ্বারা উৎকট-নির্ব্বন্ধগ্রস্ত মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণের অন্তকারী হইবে। আমি মনে মনে সমুত্থিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় সেই অষ্টকোণ-যুক্তা কাঞ্চন-ভূষণা লৌহময়ী ভীষণ গদা সন্দর্শন করিতেছি। সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থার বলপ্রাপ্ত সিংহ যেমন মৃগযূথ-মধ্যে বিচরণ করে, মদীয় সৈন্যগণ মধ্যে ভীমও সেইরূপ বিচরণ করিবে। সেই বহুভোজী, প্রতিকূল ও সতত অসমীক্ষ্যকারী বৃকোদর একাকী আমার সমস্ত পুত্রগণের উপরে বাল্যকালেও ক্রূর বিক্রম প্রকাশ করিত। বাল্যকালেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সে যে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনাদি মদীয় পুত্রদিগকে বিমর্দ্দিত করিত, তাহা স্মরণ করিলে অদ্যাপি আমার হৃদয় কম্পিত হয়। আমার পুত্রেরা সর্ব্বদাই তাহার বীর্য্যপ্রভাবে ক্লেশ প্রাপ্ত হইত; সুতরাং সেই ভীমপরাক্রম ভীমসেনই গৃহ-বিচ্ছেদের হেতু হইয়াছে। আমি যেন সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছি, ভীম ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সমরে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব সৈন্যসকলকে গ্রাস করিতেছে। হে সঞ্জয়! অস্ত্রে দ্রোণার্জ্জুন-সদৃশ, বেগে বায়ুতুল্য এবং ক্রোধে মহেশ্বর সম সমর-ভীষণ অমর্ষণ শূরবীর ভীমসেনকে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে নিহত করিতে পারে বল? সেই রিপুঘাতী মনস্বী তৎকালেই আমার পুত্রসকলকে যে নিহত করে নাই, ইহাই আমি পরমলাভ বোধ করি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ভীমবল যক্ষ ও রাক্ষস সকল বধ করিয়াছে, মানুষে কি-প্রকারে সমরে তদীয় বেগ সহ্য করিতে পারিবে? হে সঞ্জয়! সে বাল্যকালেও কখন আমার বশীভূত হয় নাই, এক্ষণে আমার কুপুত্রগণ হইতে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া আর কিরূপে বশবর্ত্তী হইবে? সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত কোপনস্বভাব; যদিও ভগ্ন হয়, তথাপি নম্র হইবার নহে।

যে বৃকোদর অমর্ষপ্রযুক্ত বক্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং যাহার ভ্রূ-মধ্যভাগ সতত সঙ্কুচিত থাকে, সে আর কি প্রকারে শান্তি অবলম্বন করিতে পারে? ভীমের যে প্রকার রূপ ও বার্য্য, তাহা আমি পূর্ব্বে তাহার বাল্যকালেই ব্যাসমুখে যথার্থ ও সুনিশ্চিতরূপে শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর অতিশয় শৌর্য্যশালী, অপ্রতিম-বল-সম্পন্ন, গৌরবর্ণ, তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, প্রমাণে অর্জ্জুন অপেক্ষা প্রাদেশমাত্র অধিক, বেগে অশ্বসকলের এবং বলে কুঞ্জরগণের অতিক্রমকারী, অব্যক্তস্বরে জল্পনাকারী ও মধুবর্ণ-তুল্য নয়নবিশিষ্ট। সেই উগ্রমূর্ত্তি ক্রূরপরাক্রম ভীমসেন সমরে ক্রোধপূর্ণ হইয়া লৌহময় দণ্ডসহকারে রথ, হস্তী, অশ্ব ও নরগণকে নিহত করিবে সন্দেহ নাই। হে তাত! পূর্ব্বে আমি প্রতিকূলাচরণ করত সেই অমর্ষী নিত্যক্রোধী, প্রহারী-শ্রেষ্ঠ ভীমকে অবমানিত করিয়াছি; এক্ষণে আমার পুত্রেরা তাহার সেই কাঞ্চনভূষণা, লৌহময়ী, স্থূলা, সুপার্শ্বযুক্তা, শতনাশিনী, শতনির্হ্রাদ-সম-শব্দকারিণী ভয়ঙ্করী গদা নিঃক্ষিপ্তা হইলে কিপ্রকারে তাহা সহ্য করিতে পারিবে। হে তাত! মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণ অপার, অপ্লব, অগাধ, শরবেগ-বেগিত, ভীমসেন-রূপ দুর্গম সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছে। আমি বারংবার চীৎকার করিলেও পণ্ডিতমানী অবোধেরা তাহা শ্রবণ করে না। ইহারা কেবল মধুই দেখিতেছে, নিকটে যে বিষম প্রপাত রহিয়াছে, তাহা আর বোধগম্য করিতেছে না। যাহারা সেই নররূপী কৃতান্তের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে, তাহারা সিংহ-নিহত মৃগযূথের ন্যায়, অবশ্যই বিধাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত অর্থাৎ নিধন প্রাপ্ত হইবে। হে তাত! শিক্য-স্থাপিতা, চারি-হস্ত পরিমিতা, ষট্‌কোণসমন্বিতা অপরিমিত-তেজোযুক্তা, দুঃখ-জনক স্পর্শান্বিতা গদা নিক্ষিপ্তা হইলে, আমার পুত্রেরা তাহা কিরূপে সহ্য করিতে পারিবে! বৃকোদর যখন চতুর্দ্দিকে গদা সঞ্চালন করিতে করিতে হস্তিগণের মস্তক সমস্ত ভেদ করিবে; সৃক্কণীদ্বয় লেহন, মুহুর্মুহু বাষ্প পরিত্যাগ ও ভৈরব রব বিস্তার করিতে করিতে গজগণ উদ্দেশে ধাবিত হইবে; প্রতিকূলে আপতিত প্রমত্ত কুঞ্জর-পুঞ্জের প্রতি প্রতিগর্জ্জন করিবে এবং রথমার্গে অবগাহনপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্য-গণকে লক্ষ্য করিয়া নিহত করিতে থাকিবে, তখন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার নিকট হইতে কোন মনুষ্য কি আর নিষ্কৃতি পাইবে? সেই মহাবাহু মদীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন করত পথ করিয়া গদা হস্তে যেন নৃত্য করিতে করিতে যুগান্ত প্রদর্শন করিবে। হে সঞ্জয়! পুষ্পিতবৃক্ষ-সমূহ ভগ্নকারী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃকোদর সংগ্রামে আমার পুত্রগণের সেনামধ্যে প্রবেশ করিবে; রথসকলকে রথি-শূন্য, সারথি-বিহীন, অশ্ব-রহিত ও ধ্বজ-বিচ্যুত করিবে এবং রথী ও গজারোহীদিগকে সম্যক্‌রূপে পীড়িত করিতে থাকিবে; এইরূপে গঙ্গাবেগ যেমন অনূপ-দেশস্থ তীরবর্ত্তী বহুবিধ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করে, তাহার ন্যায় আমার পুত্রগণের সেনা-সমস্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। যে বীরবর পূর্ব্বে বাসুদেবকে সহায় করিয়া মহাবীর্য্য-সম্পন্ন রাজা জরাসন্ধের অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছিল, সেই ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য রাজ-বর্গ অবশ্যই দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিবে। হে সঞ্জয়! মগ-ধাধিপতি বলিশ্রেষ্ঠ ধীমান্ জরাসন্ধ এই সমগ্রা ধরা-দেবীকে বশে আনিয়া নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ভীষ্মের প্রতাপে কৌরবগণ এবং নীতি-দ্বারা অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ তাঁহার যে বশ-গামী হয় নাই, সে কেবল দৈবমাত্র। মহাবাহু বৃকোদর তাদৃশ মহাবীর সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক কোন প্রকার আয়ুধ গ্রহণ না করিয়াই কেবল বাহুবল-মাত্র সহকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া-ছিল; তাহা অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে? হে সঞ্জয়! সমর-সময়ে সে, বিষ-বিসর্জ্জনকারী আশীবিষের ন্যায়, চিরসন্নিরুদ্ধ তেজঃপুঞ্জ মদীয় পুত্রগণের উপরে অবশ্যই পরি-ত্যাগ করিবে! দেবরাজ মহেন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবদল দলন করেন, ভীমসেনও সেইরূপ গদা হস্তে লইয়া আমার পুত্রদিগকে প্রধর্ষিত করিবে! অসহনীয়, অনিবার্য্য, উৎকট-বেগশালী, অতিপরাক্রান্ত, লোহিত-নয়ন বৃকোদরকে আমি যেন আপতিত হইতে দেখিতেছি। বৃকোদর গদাবিহীন, শরাসনশূন্য, রথ-ও বর্ম্ম-বিচ্যুত হইয়া কেবল বাহুযুগল দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও কোন্ বলশালী পুরুষ তাহার অগ্রে অব-স্থিত হইতে পারে? ভীষ্ম, দ্রোণ ও শরদ্বৎ-পুত্র এই বিপ্র কৃপাচার্য্য, ইহাঁরাও আমার ন্যায়, সেই ধীসম্পন্ন ভীমসেনের বীর্য্যবল অবগত আছেন। এই নরবরগণ যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতে আর্য্যব্রত বলিয়া জানেন, সুতরাং তদ্বিধানেই অভি-লাষী হইয়া মদীয় সৈন্যাগ্রে অবস্থিত হইবেন। হে সঞ্জয়! দৈব সর্ব্বত্রই সমধিক-বলশালী, বিশেষত পুরুষের পক্ষে; কেন না আমি পাণ্ডবদিগের নিশ্চয় জয় হইবে দেখিতেছি, তথাপি আমার পুত্রদিগকে নিবারণ করিতেছি না। ভীষ্ম-প্রভৃতি এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ ইন্দ্র-প্রকটিত পুরাতন মার্গ অর্থাৎ সমর-ব্যাপার আশ্রয় করিয়া পার্থিবোচিত যশোরক্ষা করত তুমুল সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। হে তাত! ইহাঁদিগের নিকটে আমার পুত্রেরা যেরূপ, পাণ্ডবেরাও অবিকল সেইরূপ; ইহারা সকলেই ভীষ্মের পৌত্র এবং দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্য; তবে এই বৃদ্ধ-ত্রয় আমাদিগের নিকট হইতে যে কিছু অভি-লষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বাভাবিক উদারতা-প্রযুক্ত যুদ্ধ-দ্বারা অবশ্যই তাহার নিষ্ক্রয়-বিধান করিবেন; যেহেতু পণ্ডি-তেরা বলেন যে, ক্ষত্র-ধর্ম্মলাভার্থী শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রামে নিহত হওয়াই সর্ব্বোত্তম। অতএব হে সঞ্জয়! যাঁহারা যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতে-ছেন, তাঁহাদিগের সকলের নিমিত্তই আমি শোক করিতেছি। হা! বিদুর অগ্রে মুক্তকণ্ঠে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই ভয় এই আগত হইল! হে তাত! জ্ঞান দুঃখের বিনাশ-হেতু হয়, ইহা আমার বিবেচনা-সিদ্ধ নহে; কারণ এই আগতপ্রায় অতি বলশালী দুঃখ জ্ঞানেরও বিঘাতক হইতেছে। লোক-বৃত্তান্ত-দর্শী জীবন্মুক্ত ঋষিরাও যখন সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখিত হন, তখন কলত্র, পুত্র, পৌত্র, রাজ্য ও বন্ধুগণ-প্রভৃতি নানা বিষয়ে সহস্র প্রকারে আসক্ত থাকিয়া আমি যে দুঃখে অভি-ভূত হইব, তাহা আর বিচিত্র কি? এই যে মহান্ সংশয় উপ-স্থিত হইতেছে, ইহাতে কি আমার শ্রেয় আছে? আমি সম্যক্‌-রূপে অনুধ্যান করিয়া কেবল উত্তরকালে কৌরবদিগের বিনাশই দর্শন করিতেছি। দ্যূতক্রীড়াই কুরুগণের এই মহাবিপদের মূল বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ঐশ্বর্য্যকামী মন্দমতি দুর্য্যোধন

কেবল লোভ-প্রযুক্তই এই পাপকর্ম্ম করিয়াছিল। আমার বোধ হইতেছে, ইহা দ্রুতগামী কালের পর্য্যায় ধর্ম্ম; এই কালের চক্রে আমি নেমির ন্যায় আসক্ত রহিয়াছি; সুতরাং ইহা হইতে আমার পলাইবার সাধ্য নাই। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি কোথায় যাই! কি করি! কি প্রকারেই বা কার্য্য করি! এই মন্দমতি কৌরবেরা কালের বশগামী হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হইবে। হে তাত! আমার শত পুত্র যখন নিহত হইবে, তখন আমি অবশ হইয়া কিরূপে স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিব। হা! কি প্রকারে আমার মরণ হয়! নিদাঘে সমীরণ-সমুত্তেজিত সমিদ্ধ হুতাশন যেমন শুষ্কতৃণরাশি দহন করে, গদাপাণি ভীমসেন অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া মদীয় নন্দনগণকে সেইরূপে নিহত করিবে।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যাঁহার মিথ্যা বাক্য কদাচ শুনিতে পাওয়া যায় না এবং ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা, সেই যুধিষ্ঠিরের ত্রিভুবন রাজ্যও সম্ভবিতে পারে। আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এখন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না যে, রথদ্বারা সংগ্রামে সেই গাণ্ডীবধন্বার প্রতিপক্ষে গমন করিতে পারে। অর্জ্জুন যখন গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক কর্ণিনালীক প্রভৃতি হৃদয়চ্ছেদী সায়কসমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিবে, তখন কেহই তাহার তুল্যবল হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। কৃতাস্ত্র, বলিশ্রেষ্ঠ, সমরে অপরাজিত বীর্য্য-সম্পন্ন নরর্ষভ দ্রোণ ও কর্ণ যদি তাহার প্রতিকূলে গমন করেন, তাহা হইলে লোকমধ্যে বিজয় বিষয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত আমার বিজয় হইবে না; কেন না কর্ণ অতিশয় কৃপালু ও অনবধানযুক্ত এবং আচার্য্যও বৃদ্ধ ও উভয় পক্ষের গুরু; ওদিকে পার্থ বিলক্ষণ সমর্থ, বলবান, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লম-রহিত। ইঁহারা সকলেই শূর ও অস্ত্রকোবিদ এবং সকলেই মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং ইঁহাদিগের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম এবং সকলেরই অপরাজয় হইতে পারে। ইঁহারা অমরগণের ঐশ্বর্য্যও পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি বিজয় ত্যাগ করিতে পারেন না; অতএব দ্রোণ কর্ণের, অথবা অর্জ্জুনের বধ হইলেই যুদ্ধের শান্তি হওয়া সম্ভব; কিন্তু অর্জ্জুনের হন্তা বা জেতা কেহই বিদ্যমান নাই। যে ব্যক্তি মন্দমতি মৎপুত্রগণের প্রতি সম্যক্ উদ্যম সহকারে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে কি প্রকারে তাহার ক্রোধ শান্তি হইবে? অন্যান্য অনেক লোকেও অস্ত্রবিদ্যা জানে, জয় করে ও জিত হইয়া থাকে; পরন্তু অর্জ্জুনেরই একান্ত বিজয় শ্রুত হওয়া যায়। হে সূত! ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, পার্থ খাণ্ডব বনে অগ্নিকে তর্পিত করিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে সমস্ত সুরগণকেও জয় করিয়াছিল। অধিক কি, আমরা কুত্রাপি তাহার পরাজয় শুনিতে পাই না। হে তাত! সমান শীলতা ও চরিত্র-সম্পন্ন হৃষীকেশ যাহার যুদ্ধে সারথি হইবেন, ইন্দ্রের বিজয়ের ন্যায় তাহার নিশ্চয়ই জয় হইবে। শুনিতে পাই, কৃষ্ণ রথোপরি সারথি, অর্জ্জুন রথী এবং গুণযোজিত গাণ্ডীব শরাসন, এই তিন তেজ পদার্থ একত্র সমবেত হইয়াছে। আমাদিগের তাদৃশ শরাসনও নাই, যোদ্ধাও নাই এবং সারথিও নাই; পরন্তু দুর্য্যোধনের বশানুগামী মন্দবুদ্ধি হতভাগ্যেরা তাহা জানিতেছে না। হে সঞ্জয়! মস্তকে নিপতিত হইলে প্রদীপ্ত অশনিও শেষ রাখে, কিন্তু অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত শরসমস্ত কিছুমাত্র শেষ রাখে না। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ধনঞ্জয় বাণ-বিসর্জ্জন করত সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে ও বহুল-শর বর্ষণ-সহকারে দেহ হইতে মস্তক সমস্ত উচ্ছেদন করিতেছে; গাণ্ডীবোত্থিত বাণময় তেজঃপুঞ্জ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়া সংগ্রামে আমার পুত্রগণের বাহিনী দহন করিতেছে; এবং সব্যসাচীর রথ-নির্ঘোষ-ভয়ে ভীতা ও ব্যাকুলিত হইয়া ভারতীসেনা সর্ব্বদিকে পলায়মানা হইতেছে। ফলত যেমন প্রচণ্ড শিখা-যুক্ত অনিল-সমিদ্ধ মহানল সর্ব্বতঃ সঞ্চয় করত শুষ্ক তৃণ দহন করে, অর্জ্জুনের অস্ত্রাগ্নিও মদীয় সৈন্যগণকে সেইরূপ দহন করিবে। হে তাত! আততায়ী কিরীটী যখন সেই অসংখ্য নিশিত বাণ-সমূহ উদ্বমন করত বিধাতৃপ্রেরিত সর্ব্বহর অন্তকের ন্যায় অসহনীয় হইয়া উঠিবে;—যখন শুনিব, কৌরবগণের ভবনে, রণাগ্রে ও তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে নিরন্তর বহুপ্রকার দুর্নিমিত্ত ঘটনা হইতেছে; তখনই ভারতদিগকে মহান্ বিধ্বংস আশ্রয় করিবে।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, পরাক্রান্ত পাণ্ডব-সকল যেরূপ জিগীষু, তাহাদিগের পুরঃসর সহযোগীরাও সেইরূপ আত্ম-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিজয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছে। হে বৎস! শত্রুপক্ষীয় পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, মাগধ-প্রভৃতি পরাক্রান্ত মহীপালগণের কথা তুমিই যে এই বর্ণন করিলে। ইচ্ছা করিলে যিনি ইন্দ্রসহ এই অখিল লোকত্রয়কে বশীভূত করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয়, সকল-লোকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের জয়-সাধনে স্থির-নিশ্চয় রহিয়াছেন। যিনি অর্জ্জুনের নিকটে অচিরকাল-মধ্যেই সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শিনি-বংশধর সাত্যকি বীজের ন্যায় শর বপন করত সমরে অবস্থান করিবেন। পাঞ্চাল-নন্দন ক্রূরকর্ম্মা পরমাস্ত্রবেত্তা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মদীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। হে তাত! যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও অর্জ্জুনের বিক্রম হইতে এবং ভীম ও নকুল সহদেব হইতেও আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। হে সঞ্জয়! সেই মনুষ্যেন্দ্রগণ যখন অন্তরীক্ষে অমানুষ শরজাল বিস্তার করিবে, আমার সৈন্যেরা তখন কোন ক্রমেই তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না, এই নিমিত্তই আমি এরূপ আক্ষেপ করিতেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির দর্শনীয়, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্, ব্রহ্ম তেজোযুক্ত, মেধাবী, সুকৃত-বুদ্ধি, ধর্ম্মাত্মা, মিত্র, অমাত্য ও যুদ্ধোদ্‌যোগী পুরুষগণে সুসম্পন্ন, মহারথ, মহাবীর সহোদর ও শ্বশুরবর্গে উপপন্ন, ধৈর্য্যশালী, বিনয়ান্বিত, অনিষ্ঠুর, বদান্য, লজ্জাশীল, সত্যপরাক্রম, বহুলশাস্ত্রজ্ঞ, কৃতাত্মা, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয়; সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন, প্রজ্জ্বলিত সমিদ্ধ-পাবকসদৃশ পাণ্ডবাগ্নিমধ্যে কোন্ চেতনাযুক্ত মুমূর্ষু মন্দমতি, পতঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে? দাহবস্তু প্রাপ্ত হইলে অল্প অগ্নিও যেমন প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ তপস্যায় কৃশ হইলেও উন্নত প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে, আমি কপট-ব্যবহারে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, সুতরাং তিনি যুদ্ধ দ্বারা আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের নিঃশেষে বিনাশ করিবেন। হে কৌরবগণ! তাঁহাদিগের সহিত

যুদ্ধ না করাই আমি শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করি ; এক্ষণে তোমরাও তাহা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য কর। যুদ্ধে সমস্ত কুলেরই নিশ্চয় বিনাশ হইবে। অতএব যদি যুদ্ধ না করা তোমাদিগের ইষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা শান্তির নিমিত্ত যত্ন করি ; ইহাই আমার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এবং ইহাতেই আমার মনের শান্তি হইতে পারে। আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে দেখিলে যুধিষ্ঠির কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, কেন না তিনি যখন অধর্ম্ম দ্বারা কলহ উৎপাদন বিষয়ে আমাকেই হেতু নির্দ্দেশ করিয়া নিন্দা করেন, তখন প্রার্থিত হইলে কদাচ কলহে প্রবৃত্ত হইবেন না।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে যুদ্ধ হইলে গাণ্ডীব দ্বারা ক্ষত্রিয়কুলের যে বিনাশ হইবে, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে ; পরন্তু নিত্য কাল ধীর স্বভাব থাকিয়া বিশেষত সব্যসাচীর তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও আপনি যে পুত্রগণের বশগামী হইতেছেন, ইহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে ভরতর্ষভ! আপনি প্রথম হইতে পাণ্ডবদিগকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন ; অতএব চিরকাল অপরাধ করিয়া এক্ষণে আপনার বিলাপের সময় নহে। মহারাজ! যিনি জ্যেষ্ঠতাত, শ্রেষ্ঠসুহৃদ্ এবং সম্যক্ সাবধান-চিত্ত, তাঁহার হিত বিধান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে কখন গুরু বলা যায় না। দ্যূতকালে আপনি পাণ্ডবদিগকে পরাজিত শুনিয়া "এই জিত হইল, এই লব্ধ হইল", বলিয়া বালকের ন্যায় হাস্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বহুতর কটু বাক্য-দ্বারা তিরস্কৃত হইলেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন ; ভাবিয়াছিলেন, পুত্রেরা সমস্ত রাজ্য জয় করিল, কিন্তু অচিরেই যে বিনিপাত হইবে, তাহা আর দেখিতে পান নাই। মহারাজ! জাঙ্গল-সম্বলিত কুরুরাজ্য আপনার পৈতৃক রাজ্য ; তদ্ভিন্ন আপনি বীরগণ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত অখিল বসুধা রাজ্যও প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ বাহুবীর্য্য সহকারে পৃথিবী উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি মনে করেন, "আমি স্বয়ং ইহা লাভ করিয়াছি।" হে রাজসত্তম! পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত এবং বনগমনে উদ্যত হইলে আপনি যে বালকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ হাস্য করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই অর্জ্জুন, আপনার পুত্রেরা গন্ধর্ব্বরাজের কবলে পতিত হইয়া অপার বিপদ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অর্জ্জুন নিশিত শর-সমূহ বর্ষণ করিলে, মাংসযোনি মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাগরসকলও শুষ্ক হইয়া যায়। মহারাজ! বাণনিক্ষেপকারীদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠ, শরাসনসমুদায়ের মধ্যে গাণ্ডীব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোক-মধ্যে কেশব শ্রেষ্ঠ, চক্র সমস্ত মধ্যে সুদর্শন শ্রেষ্ঠ এবং ধ্বজসকলের মধ্যে বিরাজমান বানরধ্বজ শ্রেষ্ঠ ; সেই ধ্বজধারি-প্রধান শ্বেতাশ্ব-যুক্ত কপিধ্বজ রথখানি এই কয়েকটিকে বহন করত সমরে কালচক্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া আমাদিগকে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিবে। হে ভরতর্ষভ! ভীমার্জ্জুন যাহার যোদ্ধা, সম্প্রতি তাঁহারই এই সমগ্রা পৃথিবী এবং সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান রাজা। হে রাজন্! আপনার বাহিনী ভীম-কর্ত্তৃক হত-প্রায় হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। হে বিভো! আপনার পুত্রগণ ও অনুগামী ভূপাল সকল ভীমার্জ্জুন ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ বিজয়লাভ করিতে পারিবেন না। মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব ও শূরসেনেরা এক্ষণে আপনাকে অর্চ্চনা করিতেছেন না, বরং সকলেই অবজ্ঞা করিতেছেন ; কেন না তাঁহারা সেই ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের বীর্য্যজ্ঞ হইয়া সকলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিহেতু আপনার পুত্রগণের সহিত সর্ব্বদাই বিরোধ-চেষ্টা করিতেছেন। মহারাজ! সর্ব্বথা বধানর্হ ধর্ম্মযুক্ত পাণ্ডবদিগকে যে ব্যক্তি অপকর্ম্ম দ্বারা ক্লেশ দিয়াছে এবং এক্ষণেও তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে, আপনার পুত্র সেই পাপপুরুষ দুর্য্যোধনকে অনুচরবর্গের সহিত সর্ব্বোপায় দ্বারা শাসিত করাই কর্ত্তব্য, তাহার নিমিত্ত শোক করা আপনার উচিত নহে। পাশক্রীড়া সময়েও আমি এবং ধীমান্ বিদুর উভয়েই আপনাকে একথা বলিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! আপনি অক্ষমের ন্যায় পাণ্ডবদিগের প্রতি এই যে বিলাপ করিতেছেন, এ সকলই নিরর্থক।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! আপনি ভয় করিবেন না এবং আমাদিগের নিমিত্তও শোক করিবেন না ; হে প্রভো! আমরা সমরে শত্রু জয় করিতে বিলক্ষণ সমর্থ। হে ভারতর্ষভ! যৎকালে মধুসূদন, পররাষ্ট্র-বিমর্দ্দী সুমহৎ বলচক্রে পরিবৃত হইয়া, বনে প্রব্রাজিত পাণ্ডবগণ সন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন এবং কেকয়, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য অসংখ্য অনুযায়ী রাজবর্গ তাহাদিগের অনুগত হইয়াছিল ;—যখন কৃষ্ণপ্রমুখ সেই সমস্ত মহারথগণ ইন্দ্রপ্রস্থ-সমীপে সমাগত ও একত্র মিলিত হইয়া যাবতীয় কুরুগণের সহিত আপনাকে নিন্দা করিয়াছিল এবং কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মধারী সমাসীন যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করত স্বজনগণ সম্বলিত আপনার সমুচ্ছেদ বিধানে অভিলাষী হইয়া তাহাকে "পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়াছিল ;—তখন সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি জ্ঞাতিক্ষয়-ভয়ে ভীত হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে বলিয়াছিলাম, "হে মহাত্মগণ! আমার বোধ হয়, পাণ্ডবেরা অস্মৎকৃত নিয়মে অবস্থিত হইবে না; কেন না বাসুদেব আমাদিগের সম্পূর্ণ সমুচ্ছেদ ইচ্ছা করিতেছেন। আমার বিবেচনায় কেবল বিদুর ব্যতিরেকে আপনারা সকলেই বধ্য হইবেন। কুরুসত্তম ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রও, বোধ হয়, বধার্হ হইবেন না। জনার্দ্দন আমাদিগের সম্পূর্ণ সমুচ্ছেদ করিয়া এই অদ্বিতীয় কুরুরাজ্য যুধিষ্ঠিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব সে বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি প্রণতি স্বীকার করিব, পলায়ন-পরায়ণ হইব, না প্রাণের প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়া শত্রুদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব? প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদিগের নিশ্চয়ই পরাজয় হইবে, যেহেতু সকল পার্থিবেরাই যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী ; বিশেষত রাষ্ট্রীয় সমস্ত লোক আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে ; মিত্রগণ কুপিত হইয়াছেন এবং অখিল

রাজন্যগণ ও স্বজনবর্গ আমাদিগকে সর্ব্বথা ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। এ অবস্থায় অবনতি স্বীকার করিলেও দোষ নাই, কেন না সন্ধি করা আমাদিগের চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু যুদ্ধই আমার অভিপ্রেত, সুতরাং আমার পিতা প্রজ্ঞানেত্র জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্র যে আমার নিমিত্ত কষ্টতর অনন্ত ক্লেশ পাইবেন, সেই জন্যই আমি শোক করিতেছি।—হে নরোত্তম! আপনার অপর পুত্রেরাও যে আমার প্রীতি নিমিত্ত শত্রুদিগের অবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনার বিদিত আছে।—সেই মহারথ পাণ্ডবেরা সম্প্রতি অমাত্যগণসহ ধৃতরাষ্ট্রের কুলোচ্ছেদদ্বারা বৈরনির্যাতন করিবে।”

হে ভারত! অনন্তর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ ও অশ্বত্থামা আমাকে মহতী চিন্তায় আবিষ্ট ও বিকলেন্দ্রিয় দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ‘হে পরন্তপ! যদি শত্রুরা আমাদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করে, তাহাতে ভয় করিও না। যুদ্ধে সমাস্থিত হইলে শত্রুগণ আমাদিগকে কদাচ পরাজিত করিতে পারিবে না। আমরা প্রত্যেকে সকল ভূপালবর্গকে জয় করিতে সমর্থ। তাহারা আসুক, আমরা নিশিত শরনিকর দ্বারা সকলেরই দর্প চূর্ণ করিব। হে ভারত! পূর্ব্বে কুরুসত্তম ভীষ্ম পিতার মরণে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একরথে একাকীই অখিল পার্থিবকুলকে জয় করিয়াছিলেন এবং অসীম রোষভরে তাহাদিগের অনেককেই সংহার দশায় উপনীত করিয়াছিলেন; অনন্তর তাহারা ভয়প্রযুক্ত এই দেবব্রতের শরণাপন্ন হইয়াছিল। সেই এই ভীষ্ম আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিতে অবশ্যই সুসমর্থ হইবেন; অতএব হে ভরতর্ষভ! তোমার ভয় দূর হউক।” এই অমিততেজস্বী মহারথগণের তৎকালে এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে। হে রাজন্! সমগ্রা বসুন্ধরা পূর্ব্বে শত্রুগণের বশবর্ত্তিনী ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর আমাদিগকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভরতর্ষভ! শত্রুভূত পাণ্ডবেরা অধুনা সহায়শূন্য ও বীর্য্যহীন হইয়াছে এবং পৃথিবীও এক্ষণে আমাতেই প্রতিষ্ঠিতা আছে। হে পরন্তপ! আমি যে সমস্ত পার্থিবগণকে সমানীত করিয়াছি, তাঁহারা কি সুখ, কি দুঃখ, সর্ব্বাবস্থাতেই একবাক্য। আপনি নিশ্চয় জানুন, আমার নিমিত্ত সেই সকল ভূপালেরাই অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন এবং সমুদ্রেও নিমগ্ন হইতে পারেন। আপনাকে পরের শ্লাঘায় ভীত হইয়া বহুবিধবিলাপ করিতে এবং দুঃখিত হইতে দেখিয়া ইঁহারা উন্মত্তবোধে উপহাস করিতেছেন। হে কুরুসত্তম! এই সকল রাজগণমধ্যে প্রত্যেকে পাণ্ডবদিগের প্রতিরোধে সমর্থ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনাকে সকলেই বড় বলিয়া মনে করে; অতএব আপনার এই আগত ভয় অপগত হউক। আমার সমগ্র সৈন্যকে জয় করিতে বাসবও সমর্থ হন না; এমন কি হননে উদ্যত হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকটেও ইহা অক্ষয় হয়। হে বিভো! যুধিষ্ঠির মদীয় সৈন্য ও প্রভাব হইতে ভীত হইয়াই নগরের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঁচখানি গ্রামমাত্র যাচ্ঞা করিয়াছে। হে ভারত! আপনি যে বৃকোদরকে সমর্থ মনে করিতেছেন সে বৃথা; আমার সমগ্র প্রভাব আপনি অবগত নহেন, এই নিমিত্তই এরূপ মনে করিতেছেন। গদাযুদ্ধে পৃথিবীমধ্যে কোন ব্যক্তিই আমার সমান নাই; তদ্বিষয়ে কেহ আমাকে কখন অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। আমি সমাহিতচিত্ত হইয়া গুরুগৃহে বহু দুঃখে বাস করত যুদ্ধবিদ্যায় পারগামী হইয়াছি; অতএব কি ভীম, কি অন্য কেহ, কোন ব্যক্তি হইতেও কখন আমার ভয় নাই। আমি যখন শিষ্যভাবে বলদেবের উপাসনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তাঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছিল যে, ‘গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য কেহই নাই।’ ফলত আমি যুদ্ধে হলধরসদৃশ এবং বলেও পৃথিবীমধ্যে আমার অধিক কেহ নাই। ভীম যুদ্ধে আমার গদা প্রহার কখনই সহ্য করিতে পারে না। হে নরপতে! আমি কুপিত হইয়া ভীমকে যদি একবার আঘাত করি, তবে সেই ঘোরতর প্রহারই তাহাকে অবিলম্বে অন্তকনিলয়ে লইয়া যাইতে পারে। হে রাজন্! আমার ভয়ের কথা দূরে থাকুক, বৃকোদরকে গদা-হস্তে দেখিবার নিমিত্ত আমি ইচ্ছাই করিয়া থাকি, যেহেতু ইহাই আমার সুচির-প্রার্থিত নিত্যমনোরথ। সমরে আমি গদাঘাত করিলে, বৃকোদর অবশ্যই বিশীর্ণ-গাত্র ও জীবনহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। আমার গদা-প্রহারে একবার অভিহত হইলে পর্ব্বময় হিমালয় গিরিও সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। “গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য কেহই নাই” ইহা যে নিশ্চয়, তাহা সেই ভীমও বিশেষরূপে জানে এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও অবগত আছে। অতএব হে রাজন্! আপনার বৃকোদর ভয় অপগত হউক; মহাসমরে আমি অবশ্যই তাহাকে নিহত করিব; আপনি বিমনা হইবেন না। হে ভরতর্ষভ! সে আমাকর্ত্তৃক হত হইলে, তুল্যরূপ অথবা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক রথিগণ অর্জ্জুনকে শরজালে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিবেন। মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি শল্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ইঁহাদিগের এক এক জন সমস্ত পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে পারেন; সকলে মিলিত হইলে ক্ষণকালমধ্যেই তাহাদিগকে শমনসদনে লইয়া যাইবেন। সমগ্র পার্থিবসৈন্য একাকী ধনঞ্জয়কে কি নিমিত্ত জয় করিতে পারিবেন না, ইহার কোন হেতুই বিদ্যমান নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের শরসমূহদ্বারা শত শতবার পরিব্যাপ্ত ও অবশ হইয়া পার্থ অবশ্যই যমালয়ে গমন করিবে। হে ভারত! গঙ্গানন্দন পিতামহ, শান্তনু হইতেও অধিক, ব্রহ্মর্ষিসদৃশ এবং দেবগণেরও সুদুঃসহ হইয়া জন্মিয়াছেন। কোন ব্যক্তিই ভীষ্মের নিহন্তা নাই; কেন না ইঁহার পিতা প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, “ইচ্ছা না করিলে তোমার মৃত্যু হইবে না।” মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যও মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে দ্রোণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পরমাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা এই দ্রোণ হইতে জন্মিয়াছেন এবং এই আচার্য্যমুখ্য শ্রীমান্ কৃপও মহর্ষি গৌতম হইতে শরস্তম্বে উৎপন্ন হইয়াছেন; আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, কেহই ইঁহাদিগকে বধ করিতে পারে না। মহারাজ! অশ্বত্থামার পিতা, মাতা ও মাতুল, এই তিন জন অযোনিজাত; সেই শৌর্য্যশালী অশ্বত্থামাও আমার পক্ষ রহিয়াছেন। এই মহারথগণ সকলেই দেবতুল্য; সংগ্রামে ইঁহারা শক্রেরও পীড়া উৎপাদন করিতে পারেন। হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন ইঁহাদিগের এক এক জনের প্রতিও অবলোকন করিতে পারে না; সকলে মিলিত

হইলে ইহাঁরা অবশ্যই ধনঞ্জয়কে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই। হে নরব্যাঘ্র! আমার বিবেচনায় কর্ণও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সদৃশ। পরশুরাম স্বয়ং ইহাঁকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তুমি আমার সমান। অপিচ ইহাঁর স্বভাবজাত মনোহর কুণ্ডল যুগল ছিল; মহেন্দ্র শচীর নিমিত্ত অতিশয় ভীষণা অমোঘা শক্তির বিনিময়ে ইহাঁর নিকট হইতে তাহা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। অতএব তাদৃশ শক্তি দ্বারা রক্ষিত এই শত্রুতাপন বীরবর হইতে অর্জ্জুন কিরূপে জীবিত থাকিবে? হে রাজন্! করতলবিন্যস্ত ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই আমার বিজয় লাভ হইবে এবং শত্রুদিগেরও ভূমণ্ডলে নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ পরাজয় হইবে। হে ভারত! এই ভীষ্ম এক দিনে দশ সহস্র সৈন্য নিহত করেন এবং মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যও তাঁহার সদৃশ। সংশপ্তক ক্ষত্রিয়গণ "হয় আমরা অর্জ্জুনকে মারিব, না হয় অর্জ্জুন আমাদিগকে মারিবে," এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ আছেন। অপিচ অর্জ্জুনবধে কৃতনিশ্চয় অন্যান্য পার্থিবেরাও তাহাকে অসমর্থ বোধ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি পাণ্ডবগণ হইতে অকস্মাৎ ব্যথা পাইতেছেন কেন? হে পরন্তপ! ভীমসেন নিহত হইলে শত্রুগণ মধ্যে আর কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে? যদি জানেন, তবে তাহা আমাকে বলুন। হে রাজন! তাহারা পঞ্চ ভ্রাতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি, এই যে সাতজন যোদ্ধা, ইহাই শত্রুদিগের শ্রেষ্ঠবল বলিয়া অভিমত; কিন্তু আমাদিগের প্রধান বল ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি শল্য, অবন্তিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, জয়দ্রথ এবং আপনার পুত্র দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মুখ, শ্রুতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবংশতি শল, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ, এই সমস্ত বিশিষ্ট সৈন্যাধক্ষ। মহারাজ! আমি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছি, আর শত্রুদিগের সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সমানীত হইয়াছে; অতএব আমা অপেক্ষা তাহারা ন্যূন সংখ্য হইলেও কিরূপে আমার পরাজয় হইবে স্থির করিতেছেন? হে রাজন্! বৃহস্পতি বলেন, শত্রু-সৈন্য আপন সৈন্যের তৃতীয়াংশে হীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়। আমারও এই সেনা শত্রুগণ অপেক্ষা তৃতীয়াংশে অধিক। অপিচ আমি শত্রুদিগের সৈন্যকে বিস্তর গুণহীন দেখিতেছি এবং আমারও বহুগুণে গুণোদয় দৃষ্টি করিতেছি; অতএব হে ভারত! মদীয় বলের আধিক্য এবং পাণ্ডবদিগের অল্পতা ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়াও মোহ প্রাপ্ত হওয়া আপনার উচিত নহে। পরপুর-বিজয়ী দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া প্রতিপক্ষের সমুদায় চেষ্টা পরিজ্ঞানান্তে ইতিকর্ত্তব্যতা বিধানেচ্ছু হইয়া সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী লাভ করিয়া যুদ্ধকামনায় রাজগণ সহ কিরূপ ইচ্ছা করিতেছে? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! যুধিষ্ঠির যুদ্ধলাভার্থী হইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত আছেন; ভীম ও অর্জ্জুন, ইহাঁরাও উভয়ে আহ্লাদিত রহিয়াছেন এবং নকুল সহদেবও কিছুমাত্র ভয় করিতেছেন না। কুন্তীনন্দন বীভৎসু অস্ত্রপ্রয়োজন মন্ত্র পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত দিব্য রথ সংযোজিত করিয়াছিলেন। মহারাজ! বর্ম্মধারী ধনঞ্জয়কে যেন বিদ্যুদ্যুক্ত জলধরের ন্যায় দৃষ্টি করিলাম। তিনি সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমাকে এই কথা বলিলেন, "সঞ্জয়! আমরা যে কৌরবদিগকে জয় করিব, তাহার এই পূর্ব্বলক্ষণ দেখ।" ফলত অর্জ্জুন আমাকে যে কথা বলিলেন, আমিও তাহাই বোধ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কহিলেন, তুমি দ্যূত-পরাজিত পাণ্ডবদিগকে অভিনন্দিত করতই প্রশংসা করিতেছ; সে যাহা হউক, সংপ্রতি অর্জ্জুনের রথে কিরূপ অশ্ব এবং কি প্রকার ধ্বজ তাহা বর্ণন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে বিশাম্পতে! ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র ও প্রজাপতির সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের রথে অতি বিচিত্ররূপে রূপসমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেবমায়া-সহকারে তাঁহারা তদীয় ধ্বজোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ মহামূল্য দিব্য মূর্ত্তি সকল কল্পিত করিয়াছেন। অপিচ ভীমসেনের অনুরোধে পবন নন্দন হনুমান তাহাতে আত্ম-প্রতিমূর্ত্তি আরোপিত করিবেন। বিশ্বকর্ম্মা সেই ধ্বজেতে এরূপ মায়া বিধান করিয়াছেন যে, তাহা সর্ব্বদিকে বক্র ও উর্দ্ধভাবে এক যোজন স্থান ব্যাপ্ত করিয়াছে, তথাপি তরুনিকরে সংবৃত হইলেও তাহার গতিরোধ হয় না। নভোমণ্ডলে নানা বর্ণযুক্ত শক্রধনু যেরূপ প্রকাশ পায় এবং সে যে কি পদার্থ তাহা যেমন জানিতে পারি না, বিশ্বকর্ম্মাও সেই ধ্বজকে তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহার বহু প্রকার রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অগ্নিযুক্ত ধূম যেমন তেজোময় বহুবিধ বিচিত্র রূপ বর্ণ ধারণ করত আকাশ রোধ করিয়া উত্থিত হয়, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত সেই ধ্বজও তদ্রূপ উচ্ছ্রিত হইয়াছে; তাহার ভার কি নিরোধ কিছুই হইবে না। হে নরেন্দ্র! সেই কপিধ্বজ রথে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথেরপ্রদত্ত শ্বেতবর্ণ বাতবেগী শতসংখ্যক উত্তম দিব্য অশ্ব যোজিত আছে। পূর্ব্বে এই বর প্রদত্ত হইয়াছে যে, বারবার নিহত হইলেও তৎসমুদায়ের সংখ্যা নিত্যকাল পরিপূর্ণ থাকিবে। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথেও অর্জ্জুনের অশ্ব তুল্য বীর্য্যশালী গজদন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃহদাকার ঘোটক সমস্ত যুক্ত আছে। ভীমসেনের রথে বায়ুতুল্য বেগশালী সপ্তর্ষিসদৃশ তেজোবিশিষ্ট হয় নিচয় রহিয়াছে। কৃষ্ণগাত্র, তিত্তিরি বিহঙ্গের ন্যায় চিত্রিতপৃষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট বাহনগণ সহদেবকে বহন করিতেছে। তাঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন প্রীত হইয়া তাঁহাকে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন। বীরবর অর্জ্জুনের স্বীয় অশ্বগণ অপেক্ষাও ঐ সকল অশ্ব উৎকৃষ্ট। বায়ুতুল্য বল ও বেগবিশিষ্ট মহেন্দ্রদত্ত হরিদ্বর্ণ উত্তম তুরঙ্গমগণ, বৃত্রশত্রু বাসবের ন্যায়, নকুল বীরকে বহিতেছে এবং তত্তুল্য বয়স ও বিক্রমশালী, মহাবেগযুক্ত, বৃহৎকায়, বিচিত্ররূপ, দেবদত্ত সদশ্ব সকল অভিমন্যু প্রভৃতি কুমারগণকে বহন করিতেছে।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রীতিপরবশ হইয়া দুর্য্যোধনের বাহিনীসহ যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে কে কে সমাগত হইয়াছে দেখিলে? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে এবং চেকিতান যুযুধান

সাত্যকিকে তথায় উপস্থিত দেখিলাম। এই শেষোক্ত পুরুষমানী সুবিখ্যাত মহারথেরা উভয়েই একএক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, বীর্য্যসম্পন্ন সত্যজিৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ তনয়ে পরিবৃত এবং শিখণ্ডিকর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের মান বর্দ্ধন করত সমস্ত সৈন্যগণের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়াছেন। পৃথিবীপাল বিরাটরাজ বীর্য্যশালী সূর্য্যদত্ত ও মদিরাশ্ব প্রভৃতি ভ্রাতৃ ও তনয়গণের সহিত এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শঙ্খ ও উত্তর নামক পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে পার্থকে আশ্রয় করিয়াছেন। জরাসন্ধপুত্র মগধাধিপতি সহদেব ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ এক এক অক্ষৌহিণী লইয়া সমাগত হইয়াছেন। রক্তধ্বজ কেকয় রাজকুমারেরা পঞ্চ সহোদর এক অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন যাঁহারা পাণ্ডবার্থে দুর্য্যোধনের সৈন্যসহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এতাবৎসংখ্যক দৃষ্টি করিলাম। যিনি মানুষ দেব গন্ধর্ব্ব ও অসুর সম্বন্ধীয় ব্যূহরচনা জানেন, সেই মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন তথায় সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন। হে রাজন্! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, শিখণ্ডির ভাগরূপে কল্পিত হইয়াছেন; বিরাট রাজা মৎস্যদেশীয় যোধগণের সহিত সেই শিখণ্ডির পার্ষ্ণিরক্ষক হইবেন। মদ্রাধিপতি বলশালী শল্যরাজ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ভাগে পতিত হইবেন; তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, আমাদিগের মতে উক্ত বীরদ্বয় পরস্পর সদৃশ নহেন। শত সহোদর ও পুত্রগণের সহিত দুর্য্যোধন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় রাজন্যগণ ভীমসেনের ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অর্জ্জুনের ভাগে ভাস্কর-তনয় কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এই কয়েক জন পতিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা পৃথিবীমধ্যে অসামান্য শূরমানী এবং দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদিগকেও অর্জ্জুন নিজ ভাগরূপে কল্পিয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধারী কেকয়রাজপুত্রেরা পঞ্চ সহোদর কৈকেয়দিগকেই সমরে ভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যুদ্ধ করিবেন। কেবল কৈকেয়েরা নহে, মালব ও শাল্বকগণ এবং ত্রিগর্ত্তদিগের প্রধান সেই প্রসিদ্ধ সংশপ্তকদ্বয়, ইঁহারাও তাঁহাদিগেরই ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পুত্রদিগকে এবং বৃহদ্বল রাজাকে নিজভাগে স্থির করিয়াছেন। হে ভারত! সুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্দ্ধারী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়েরা দ্রোণের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। চেকিতান সোমদত্তের সহিত দ্বৈরথ সংগ্রাম অর্থাৎ যুগ্ম যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছেন এবং সাত্যকিও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার সহিত ঐরূপ সমরাভিলাষী হইতেছেন। সমরে ঘোরতর আরাবকারী শূরবীর মাদ্রীনন্দন সহদেব, আপনার শ্যালক সুবলতনয় শকুনিকে নিজভাগে কল্পিত করিয়াছেন এবং ঐ ধূর্ত্তের পুত্র উলূককে ও সারস্বতদিগকে নকুল বীর নিজভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হে রাজন্! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত পার্থিবগণ সংগ্রামে প্রত্যুদ্গমন করিবেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগেরও নিজ নিজ নামানুসারে ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সৈন্য সমস্ত যথা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে পুত্রগণ সহিত আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য হয় তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই দুর্দ্যূতদেবী মূঢ় পুত্রেরা আর জীবিত রহিল না! রণমধ্যে বলশালী ভীমের সহিত যাহাদিগের যুদ্ধ হইবে, তাহারা আর কিরূপে জীবনের প্রত্যাশা করিতে পারে? পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণ কালধর্ম্ম অর্থাৎ মৃত্যু-কর্ত্তৃক পশুবৎ অভিষিক্ত হইয়া পাবকে পতঙ্গসঙ্ঘের ন্যায়, গাণ্ডিবাগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিবে। কৃতবৈর মহাত্মা পাণ্ডবগণ সংগ্রামে মদীয় বাহিনীকে যে প্রভগ্ন করিয়া দিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় মনে করিতেছি। কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডব-যুদ্ধে প্রভগ্না সেই সেনার অনুগামী হইবে? পাণ্ডবেরা সকলেই অতিরথ, শূর, কীর্ত্তিমন্ত, প্রতাপী, তেজে সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য এবং সমরবিজয়ী। হে সঞ্জয়! যাহাদিগের যুধিষ্ঠির নায়ক, মধুসূদন রক্ষক এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, ক্ষত্রদেব, উত্তর, বভ্রু, কাশী, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশীয় সমস্ত সৃঞ্জয়গণ ও প্রভদ্রকগণ যোদ্ধা; ইচ্ছা না করিলে ইন্দ্রও যাঁহাদিগের নিকট হইতে এই পৃথিবী হরণ করিতে পারেন না; যাঁহারা পর্ব্বতপুঞ্জ ভেদ করিতেও সমর্থ; সেই অলৌকিক প্রতাপশালী সর্ব্বগুণসম্পন্ন, রণধীর বীরদিগের সহিত আমার এই দুষ্ট পুত্র যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছে। আমি বহুতর বিলাপ করিলেও তাহা শুনিতেছে না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, আমরা উভয় পক্ষই একজাতীয় এবং উভয় পক্ষই ভূমিগোচর; তবে আপনি কি নিমিত্ত কেবল পাণ্ডবদিগের জয় সম্ভাবনা করিতেছেন? হে তাত! পাণ্ডবেরা কি, অমরগণ সহকৃত সাক্ষাৎ শচীপতিও এই অমিততেজস্বী মহাধনুর্দ্ধারী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত ও অশ্বত্থামাকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন না। অস্ত্রধারী, শূর ও মহাপ্রাণ যাবতীয় মহীপালেরাই আমার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগকে প্রতিবাধিত করিতে সমর্থ। পাণ্ডবেরা মদীয় সৈন্যগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই পারিবে না। সপুত্র পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সম্পূর্ণ পরাক্রান্ত, সন্দেহ নাই। হে তাত! যে সকল পার্থিবগণ আমার প্রিয়করণে সমুৎসুক আছেন, ইঁহারা, জালদ্বারা হরিণশাবকদিগের ন্যায়, পাণ্ডবদিগকে শরজালে আবদ্ধ করিবেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আমাদিগের সুবিপুল রথবংশ ও শরসমূহদ্বারা তাড়িত হইয়া অবশ্যই পলায়নপরায়ণ হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই পুত্র উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতেছে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে এ কখনই সমর্থ নহে। সেই যশস্বী ধর্ম্মজ্ঞ, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের ও তদীয় পুত্রগণের যেরূপ বলবত্তা, তাহা ভীষ্মই জানেন; যেহেতু ইনি সেই মহাত্মাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিস্পৃহ হইয়াছেন। কিন্তু হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায় আমার নিকটে তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত বর্ণন কর। কোন্ ব্যক্তি সেই প্রভাপ্রদীপ্ত, তেজঃপুঞ্জ, মহাধনুর্দ্ধারী পাণ্ডবদিগকে ঘৃতদ্বারা হুতাশনের ন্যায় অধিকতর উদ্দীপিত করিতেছে? সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সন্দীপিত করিতেছেন, "হে ভরতসত্তমগণ! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, যুদ্ধ হইতে কদাচ ভয় পাইও না। তথায় দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক

প্রার্থিত হইয়া, যে কোন পার্থিবেরা কোপপরীত হইয়া, শস্ত্রসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে সমাগত হইবে, অনুচরগণের সহিত তাহাদিগের সকলকেই আমি একাকী, তিমি যেমন জল হইতে মৎস্যজাত গ্রহণ করে, সেইরূপ করিয়া গ্রহণ করিব। অপিচ উপকূল যেমন সাগরকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও সুযোধনকে সেইরূপ রোধ করিব।" ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ উক্তি করিলে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! পাণ্ডবসহ পাঞ্চালেরা তোমারই ধৈর্য্য ও বীর্য্যের উপরে অধিরোহণ করিয়া আছে; অতএব তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর। আমি তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে বিশেষরূপে অবস্থিত এবং একাকীই কৌরবগণবিনিগ্রহে বিলক্ষণ সমর্থ বলিয়া জানি। হে পরন্তপ! কৌরবেরা যুদ্ধেচ্ছু হইয়া সম্মুখে উপগত হইলে তুমি যেরূপ বিধান করিবে, তাহা অবশ্যই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প হইবে। নীতিজ্ঞগণের মত এই যে, যে শূরপুরুষ পৌরুষ প্রদর্শন করত সংগ্রাম হইতে অপগত, ভগ্ন অথবা শরণেচ্ছুদিগের অগ্রে অবস্থান করেন, তাঁহাকে সহস্রদ্বারা ক্রয় করিবে। হে নরর্ষভ! তুমি শূরও বট, বীরও বট এবং বিক্রান্তও বট; অতএব সমরে ভয়ার্ত্তদিগের পরিত্রাণকারী হইবে, সন্দেহ নাই।

কুন্তীনন্দন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে ভয়লেশপরিশূন্য এই বাক্য বলিলেন, "হে সূত! তুমি অবিলম্বে শীঘ্র গমন কর, এবং দুর্য্যোধনের সংগ্রামে দীক্ষিত যাবতীয় জানপদগণকে,—বাহ্লিক ও প্রতীপবংশধর অন্যান্য কুরুগণকে তথা কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুর্য্যোধন ও ভীষ্মকে এই কথা বল যে, দেবরক্ষিত ধনঞ্জয় তোমাদিগকে বধ না করেন; এ নিমিত্ত সাধু উপায় দ্বারাই যুধিষ্ঠিরকে বশীভূত করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজের রাজ্য প্রদান নিমিত্ত এই লোকপ্রবীর পাণ্ডব সমীপে শীঘ্র যাচ্ঞা কর। সত্যবিক্রম সব্যসাচী তৃতীয় পাণ্ডব যেরূপ যোদ্ধা, পৃথিবী মধ্যে তাদৃশ কোন যোদ্ধাই বিদ্যমান নাই, যেহেতু দেবগণ এই গাণ্ডীব-ধম্বার দিব্য-রথ রক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহা পরাজিত হইবার বিষয় নহে; অতএব তোমরা যুদ্ধে চিত্তাকর্ষণ করিও না।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি বিলাপ করিতেছি, তথাপি কি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া এই মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরা, কুমারকাল হইতেই ব্রহ্মচারী, ক্ষত্রিয় তেজোযুক্ত যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিবে?—হে ভরতসত্তম দুর্য্যোধন! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও! হে অরিন্দম! পণ্ডিতেরা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের প্রশংসা করেন না। অমাত্যগণের সহিত তোমার জীবিকানির্ব্বাহার্থ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশই যথেষ্ট; অতএব হে পরন্তপ! পাণ্ডবদিগের যথোচিত অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। তুমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ইচ্ছা কর, ইহা সমস্ত কৌরবেরাই ধর্ম্মযুক্ত বোধ করেন। হে পুত্র! তুমি আপনার এই বাহিনীর প্রতিই সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ; ইহা তোমার বিনাশের হেতু হইয়াছে, কিন্তু তুমি মোহপ্রযুক্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। দেখ, না আমি, না বাহ্লিক, না ভীষ্ম, না দ্রোণ, না অশ্বত্থামা, না সঞ্জয়, না সোমদত্ত, না শল্য, না কৃপ, না সত্যব্রত, না পুরুমিত্র, না জয়, না ভূরিশ্রবা, কেহই যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে কৌরবেরা যাঁহাদিগের উপরে নির্ভর করিবে, তাঁহারা যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইতেছেন না, কিন্তু তুমি তাহাতে স্পৃহা করিতেছ। তুমি স্বয়ং ইচ্ছানুসারে করিতেছ এমনও নহে; কর্ণ, পাপাত্মা দুঃশাসন ও সুবলপুত্র শকুনি, ইহারাই তোমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, না আপনি, না দ্রোণ, না অশ্বত্থামা, না সঞ্জয়, না ভীষ্ম, না কাম্বোজ, না কৃপ, না বাহ্লিক, না সত্যব্রত, না পুরুমিত্র, না ভূরিশ্রবা, না আপনার অন্য কোন সম্পর্কীয় লোক, কাহারও উপরে নির্ভর না করিয়া আমি যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিতেছি। হে তাত! কেবল আমি ও কর্ণ, এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠই যুধিষ্ঠিরকে পশু করিয়া রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইব। আমার রথ তাহাতে বেদী হইবে; কবচ সভা হইবে, খড়্গ ও গদা স্রুব ও স্রুক্ হইবে, বাহন চতুষ্টয় চাতুর্হোত্র হইবে; শর-সকল কুশের কার্য্য করিবে এবং যশই ঘৃত-স্বরূপ হইবে। হে নৃপতে! এইরূপে আমরা স্বয়ং আত্মরূপ যজ্ঞ-দ্বারা সমরে যমরাজের যজন করিয়া বিজয়লাভান্তে হতামিত্র ও শ্রীসমন্বিত হইয়া সমাগত হইব। হে তাত! আমি কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিনজনেই সমরে সমস্ত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব।" হয় আমি পাণ্ডবদিগকে মারিয়া ধরা শাসন করিব, না হয়, আমাকে বধ করিয়া পাণ্ডুপুত্রেরা এই অখিল ভূমণ্ডলের ভোক্তা হইবে। হে অক্ষয়সত্ত্ব-সম্পন্ন অবনীনাথ! আমার রাজ্য, ধন, জীবন, সকলই পরিত্যক্ত হউক, তথাপি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কখনই একত্র বাস করিতে পারিব না। হে গুরো! সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ-দ্বারা যাহা বিদ্ধ হইতে পারে, আমাদিগের তাবৎপরিমিত ভূমিও পাণ্ডবদিগকে অর্পিত হইবে না।

দুর্য্যোধনের এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র ভূপতিদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ভূপালগণ! আমি দুর্য্যোধনকে ত পরিত্যাগ করিলাম, এক্ষণে তোমাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছি, যেহেতু তোমরা শমনসদনে গমনোন্মুখ এই মন্দমতির অনুগমন করিবে। মৃগযূথ-মধ্যে ব্যাঘ্র-সকলের ন্যায়, প্রহারিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা, সমরে সমবেত তোমাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিকগণকে নিশ্চয়ই নিহত করিবে। আমার বোধ হইতেছে, যেন দীর্ঘবাহু সাত্যকি, করতলগৃহীতা বিমর্দ্দিতা কামিনীর ন্যায় ভারতীসেনাকে স্ববশে আনয়ন ও প্রধর্ষণ করত প্রতিকূলে বিক্ষিপ্তা করিতেছেন। ফলত মধুবংশধর সাত্যকি, যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ বলকে অধিকতর পরিপূর্ণ করিয়া, বীজের ন্যায় শর-সমূহ বপন করত সমরে অবস্থান করিবেন। ভীমসেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের প্রমুখে অবস্থিত থাকিবে এবং সৈনিকেরা তাঁহাকে দুর্গের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সকলেই অকুতোভয়ে আশ্রয় করিবে। যখন তোমরা ভীম-বিনিপাতিত, বিশীর্ণদন্ত, ভিন্ন-কুম্ভ, শোণিতাক্ত, বিশীর্ণ গিরিনিকর-সদৃশ কুঞ্জরপুঞ্জকে দৃষ্টি করিবে, তখনই ভীমসেনের বিমর্দ্দনে ভীত হইয়া আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে। রথ-গজ-পরিশূন্য সৈন্যগণকে ভীমসেন-কর্ত্তৃক যখন অগ্নিপথের ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হইতে দেখিবে, তখনই তোমরা

আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে। তোমরা যদি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি না কর, তাহা হইলে তোমাদিগের মহাভয় আগত হইবে; ভীমের গদাঘাতে নিহত হইয়াই তোমরা শান্তি লাভ করিবে। কুরুগণের এইবৃহৎ বল-নিচয়কে যখন ছিন্ন মহাবনের ন্যায় ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত দেখিবে, তখনই তোমরা আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই সমস্ত পৃথিবীপতিদিগকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সঞ্জয়কে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাকে বল; তোমার বাক্য শ্রবণে আমি ইচ্ছা করিতেছি। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে যেরূপ দেখিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। সেই বীরদ্বয় যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাও আপনাকে বলিব। সেই নরদেবযুগলের নিকটে কথা প্রসঙ্গ করিবার নিমিত্ত আমি সাবধান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নম্রবদনে পদাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মহারাজ! যেখানে কৃষ্ণার্জ্জুন এবং ভামিনী দ্রৌপদী ও সত্যভামা থাকেন, সে স্থানে অভিমন্যু অথবা নকুল সহদেবও গমন করিতে পারেন না। তথায় ঐ অরিন্দমেরা উভয়েই মাধ্বীসুরাপানে মত্ত, চন্দন-চর্চ্চিত, স্রগ্বী, উত্তম বস্ত্রধারী ও দিব্যালঙ্কার-ভূষিত হইয়া বহুরত্ন-বিচিত্রিত, বিবিধ আস্তরণাকীর্ণ, কাঞ্চন-ময় মহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। দেখিলাম, অর্জ্জুনের ক্রোড়ে কেশবের এবং দ্রৌপদী ও সত্যভামার ক্রোড়ে মহাত্মা অর্জ্জুনের পাদদ্বয় রহিয়াছে। পার্থ পাদ দ্বারা আমাকে কাঞ্চন পাদপীঠ প্রদান করিলেন; কিন্তু আমি হস্তদ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া ভূমিতেই উপবিষ্ট হইলাম; পার্থ পাদপীঠ হইতে যখন পাদদ্বয় উত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলাম তাহা অতীব শুভলক্ষণাক্রান্ত। তাহার তলদেশে ঊর্দ্ধরেখা রহিয়াছে। মহারাজ! শ্যামবর্ণ, বৃহদাকার, তরুণ বয়স্ক, শালস্কন্ধের ন্যায় উদ্‌গত কৃষ্ণার্জ্জুনকে একাসনে আসীন দেখিয়া আমি মহাভয়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহারা যে ইন্দ্র ও বিষ্ণু-সদৃশ, মন্দাত্মা দুর্য্যোধন,ভীষ্ম দ্রোণের সংশ্রয় এবং কর্ণের শ্লাঘা-হেতু তাহা বোধগম্য করিতেছেন না। তাদৃশ নরদেবদ্বয় যাঁহার নিদেশবর্ত্তী, সেই ধর্ম্মরাজের মানসিক সঙ্কল্প যে সিদ্ধ হইবে, তাহা তখনই আমার নিশ্চয় হইয়াছে। আমি অন্ন পান ও বস্ত্রাভরণ-দ্বারা সৎকৃত হইয়া এবং মধুর সম্ভাষণাদি অন্যান্য সৎক্রিয়া লাভ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক আপনার সন্দেশ-বাক্য নিবেদন করিলাম। তখন অর্জ্জুন ধনুর্গুণ-কিনাঙ্কিত হস্ত-দ্বারা কেশবের শুভলক্ষণ-যুক্ত চরণ আনয়ন করত বাক্যপ্রয়োগ নিমিত্ত তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন। সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, ইন্দ্র-বীর্য্যোপম, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও ইন্দ্রকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক আমাকে কথনযোগ্যা, আহ্লাদকরী, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ত্রাস-বিধায়িনী, মৃদুপূর্ব্বা, সুদারুণ বাণী-দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। পশ্চাৎ আমি বচনযোগ্য কেশবের সেই উপদেশাক্ষর সমন্বিত, ইষ্টার্থ-যুক্ত, হৃদয়শোষণ বাক্য শ্রবণ করিলাম।

বাসুদেব কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি আমাদিগের বচনানুসারে জ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন আর কনিষ্ঠদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করণানন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের শ্রুতি-গোচরে মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিও যে, তোমাদিগের মহাভয় আগত হইল। তোমরা এই সময়ে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করত বিবিধ যজ্ঞ-দ্বারা যজন কর; পুত্রদারাদির সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া লও; সৎপাত্রে অর্থ প্রদান কর; কামজাত পুত্র প্রাপ্ত হও এবং প্রিয়বর্গের প্রিয়াচরণ কর; যেহেতু রাজা যুধিষ্ঠির বিজয়-বিষয়ে ত্বরান্বিত হইতেছেন। আমি দূরস্থ থাকায় কৃষ্ণা যে করুণ-স্বরে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই প্রবৃদ্ধ ঋণ আমার হৃদয় হইতে অপনীত হইতেছেনা। তেজোময় দুরাধর্ষ-গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন,মৎসহকৃত সেই সব্যসাচীর সহিত তোমাদিগের শত্রুতা হইয়াছে। কালপরীত না হইলে কোন্ ব্যক্তি মদ্দ্বিতীয় পার্থকে যুদ্ধে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দরও পারেন না। যে মানব অর্জ্জুনকে সমরে জয় করিতে পারে, সে বাহুযুগল-সহকারে ধরাকে উদ্বহন করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রজাপুঞ্জ দহন করিতে পারে এবং স্বর্গ হইতে দেবগণকেও পাতিত করিতে সমর্থ হয়। ফলত আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, মনুষ্য ও পন্নগগণ-মধ্যে এমন ব্যক্তিই দেখিতে পাই না যে, সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে পারে। বিরাটনগরে একের ও বহুসংখ্য যোধ-গণের মধ্যে সেই যে মহান্ অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করা যায়, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন।—বিরাট-নগরে তোমরা একাকী ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে যে পলায়ন করিয়াছিলে, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন। বল, বীর্য্য, তেজ, শীঘ্রতা, লঘুহস্ততা, অবিষাদ ও ধৈর্য্য, একাধারে এই কয়েকটি গুণ পার্থ ভিন্ন অন্যত্র বিদ্যমান নাই।" মহারাজ! হৃষীকেশ বচনাবলি দ্বারা পার্থকে আনন্দিত করত যথা-সময়ে বর্ষণকারী গগনস্থ পাকশাসনের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে এইরূপ কহিলেন। শ্বেতবাহন কিরীটী অর্জ্জুনও কেশবের কথা শুনিয়া সেই লোমাঞ্চকর মহাবাক্যের উল্লেখ করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রজ্ঞানেত্র নরেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার দোষগুণ-পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্রগণের বিজয়কামী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ মহীপতি যথামতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে গুণ দোষ গণনা করিয়া এবং উভয় পক্ষের বলাবল যথার্থরূপে অবধারিত করিয়া প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র-জনিত ত্রিবিধ শক্তি-সংখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন; পরিশেষে পাণ্ডবদিগকে দেব-মানুষ সম্বন্ধীয় তেজ ও শক্তিবিশিষ্ট এবং কৌরবদিগকে অল্পতর শক্তিযুক্ত স্থির করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমার চিরকাল এই চিন্তা হইতেছে; কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হয় না। কেবল অনুমানাধীন নহে, আমি ইহা প্রত্যক্ষই সত্য বোধ করিতেছি। পুত্রগণের প্রতি সকলেই স্নেহ করে এবং সাধ্যানুসারে তাহাদিগের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানও করিয়া থাকে। যাঁহারা উপকার করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও প্রায় এইরূপ লক্ষিত হয়। সাধুরা উপকারীদিগের বহুতর উৎকৃষ্ট প্রিয়া-

নুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যুপকার করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা করেন। অতএব ত তাশন খাণ্ডবে অর্জ্জুনকৃত উপকার স্মরণ করত এই ভয়ঙ্কর কুরু-পাণ্ডব-সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার সাহায্যকারী হইবেন এবং সম্যক্ রূপে আহূত হইলে, ধর্ম্মাদি দেবগণও পুত্র-প্রেমে পাণ্ডবগণের প্রতি যুগপৎ অনুকূল হইয়া সাহায্যার্থে আগমন করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাদির ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া অশনি সদৃশ ভীষণ ক্রোধ প্রাপ্ত হইবেন। অতএব সেই বীর্য্য-শালী, অস্ত্রপারগত, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা দেবগণসহকৃত হইলে, মানুষে আর তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না। যাঁহার দেবলোক সম্ভূত দুরাসদ উৎকৃষ্ট গাণ্ডীব শরাসন, বরুণ প্রদত্ত শরপূর্ণ অক্ষয় দিব্যতূণীর-দ্বয়, কুত্রাপি অনাসক্ত, ধূমের ন্যায় গতি-বিশিষ্ট দিব্য কপিধ্বজ এবং চতুরন্তা পৃথিবী মধ্যে অতুল্য রথ; যাঁহার শক্রকুলভয়ঙ্কর মহামেঘ-সদৃশ ও মহাবজ্র-সম ঘোর নিনাদ জনগণ কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়া থাকে; সমস্ত লোকে যাঁহাকে বীর্য্যে লোকাতীত জ্ঞান করে এবং ভূপালগণ যাঁহাকে যুদ্ধে দেবগণেরও অজেয় বলিয়া জানেন; যিনি এককালে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ করত নিমেষমাত্রে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করেন, অথচ কেহই তাহা দেখিতে পায় না; বাহুবীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, যুদ্ধার্থে অবস্থিত, রথিশ্রেষ্ঠ, অরিন্দম যে পার্থকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য ও মধ্যস্থ মানবগণ, অলৌকিক-বীর্য্য-সম্পন্ন ভূপালগণেরও অপরাজেয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; যিনি একবেগে পঞ্চশতশর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; সেই মহাধনুর্দ্ধারী মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র তুল্য বিক্রমশালী অর্জ্জুনকে আমি যেন এই মহাভয়ঙ্কর সমরে সৈন্য-সমূহ সংহার করিতে দেখিতেছি। হে ভারত! সমস্ত দিবারাত্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, কি প্রকারে কৌরবগণের শান্তি হইবে, সেই ভাবনাতেই নিমগ্ন হইয়া আমি নিদ্রাশূন্য ও সুখ-হীন হইয়া রহিয়াছি। হে তাত! কুরুগণের এই সুমহান্ বিধ্বংস উপস্থিত; অতএব যদি শান্তি ভিন্ন এই কলহের অন্তকারী অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই আমার নিত্য স্পৃহণীয়, বিগ্রহ নহে; কেন না আমি পাণ্ডব-দিগকে কুরুগণ অপেক্ষা সমধিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিতেছি।

যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতিমাত্র অসহিষ্ণু ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, পিতার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে রাজসত্তম! আপনি যে দেব সহকৃত পাণ্ডব-গণকে অপরাজেয় বিবেচনা করিতেছেন, আপনার সে ভয় অপগত হউক। হে ভারত! পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, মহা-তপা নারদ ও জামদগ্ন্য পরশুরাম আমাদিগকে এই কথা বলি-য়াছিলেন যে, কাম দ্বেষের অসংযোগ, লোভ-রাহিত্য, দ্রোহ-শূন্যতা ও বিষয়-সকলের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ বৃথাজ্ঞান-দ্বারাই দেবতারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভরতর্ষভ! দেবগণ মানুষের ন্যায় কাম, লোভ, দয়া অথবা দ্বেষ-হেতু কদাচ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অগ্নি, বায়ু, ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয় যদি কামযোগাধীন প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আর পার্থের দুঃখ প্রাপ্ত হইত না। অতএব হে ভারত! আপনি কোন ক্রমেই এ চিন্তা করিবেন না; কেননা এই দেবতারা শম-দমাদি দৈবভাব-সকলের প্রতি নিত্যকাল অপেক্ষা রাখেন। তবে যদি কামযোগবশত ইহাঁদিগের দ্বেষ ও লোভ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে দৈব-প্রামাণ্য অনুসারে উহা কদাচ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না। অগ্নি যদি সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোক-দহনেচ্ছু-হন, তথাপি আমা কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। হে ভারত! দেবগণ পরম তেজোযুক্ত বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষাও আমার তেজ অনুপম জানিবেন। হে রাজন্! ধরণী বিদীর্য্যমাণা অথবা গিরিশিখর সমস্ত বিদীর্ণ হইলেও আমি লোকসমক্ষে মন্ত্রপূত করত পুনরায় তৎ-সমুদায় যথাস্থানে স্থাপিত করিতে পারি। এই চেতনা-চেতনাত্মক স্থাবর জঙ্গম জগতের বিনাশার্থে যদি ঘোরতর নিনাদযুক্ত শিলাবর্ষ ও প্রচণ্ড বায়ু উৎপন্ন হয়, তথাপি প্রাণি-গণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমি সমস্ত জগতের সাক্ষা তাহা বারংবার নিবারণ করিতে পারি। আমি জলসকল স্তম্ভিত করিলে তন্মধ্যে রথ পদাতি-সমস্তও গমন করিতে পারে, অতএব আমিই একাকী সুরাসুর সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রভাব-সমূহের প্রবর্ত্তয়িতা। কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি অক্ষৌহিণীগণে পরি-বৃত হইয়া যে সকল দেশে যাত্রা করি, তথায় যেখানে যেখানে ইচ্ছা করি, সেই সেই স্থলেই আমার অশ্ব-সকলের গতি হয়। আমার অধিকারে সর্পাদি ভয়ানক হিংস্রজন্তু সকল নাই; প্রাণিগণ মন্ত্রবলে রক্ষিত হওয়ায় হিংস্রকেরা আর তাহাদিগকে হিংসা করিতে পারে না। হে রাজন্! জলধর আমার অধি-কারস্থ লোকদিগের পক্ষে নিকামবর্ষী অর্থাৎ যথেষ্ট জলদায়ী হয়। আমার প্রজাগণ সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ, সুতরাং আমার অধিকারে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি শস্য হানিকর উৎপাত সকলেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব আমার দ্বেষাস্পদ শত্রু-দিগকে রক্ষা করিতে, কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কি অগ্নি, কি দেব-গণ সহ বাসব, কি ধর্ম্ম, কেহই উৎসাহান্বিত হইবেন না। ইহাঁরা যদি আমার শত্রুদিগকে যথার্থই রক্ষা করিতে পারি-তেন, তাহা হইলে আর পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর দুঃখ পাইত না। আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিতেছি যে, আমার দ্বেষভাজন ব্যক্তিকে না দেব, না গন্ধর্ব্ব, না অসুর, না রাক্ষস, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে পরন্তপ! মিত্র-গণ, কি শত্রুগণ, উভয়ের পক্ষেই আমি চিরকাল শুভ বা অশুভ যাহা কিছু চিন্তা করি, পূর্ব্বে আর কখনই তাহা ব্যাহত হয় নাই। অথবা কোন বিষয়ে 'ইহা হইবে' এই কথা বলি, পূর্ব্বে আর কখন তাহা অন্যথা হয় নাই, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে সত্যবাক্ বলিয়া জানে। হে রাজেন্দ্র! সকল লোকেই আমার এই দিঙ্মণ্ডলবিখ্যাত মাহাত্ম্যের সাক্ষী আছে; আপ-নার আশ্বাসন নিমিত্তই আমি ইহা উক্ত করিলাম, শ্লাঘা করিয়া নহে। হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে আর কদাচ শ্লাঘা করি নাই; কেননা আপনাকে প্রশংসা করা অসতের আচরণ। আপনি পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এবং সাত্যকি ও বাসুদেবকেও আমা কর্ত্তৃক পরাজিত শ্রবণ করিবেন। সাগরে আসিয়া নদীসকল যেমন সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ আমার নিকটে আসিয়া তাহারা অনুচরবর্গের সহিত

বিনষ্ট হইবে। তাহাদিগের অপেক্ষা আমার বুদ্ধি, তেজ, বীর্য্য, বিদ্যা ও উপায়, সকলই সমধিক শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। অস্ত্রবিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ও শল যাহা কিছু জানেন, তাহা সকলই আমাতে বিদ্যমান আছে।

হে ভারত! অরিন্দম দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া প্রতিপক্ষের কার্য্য সমস্ত পরিজ্ঞানানন্তর যুদ্ধ-বিধানেচ্ছু হইয়া সঞ্জয়কে তৎকালোচিত জ্ঞাতব্য বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন সঞ্জয়কে সেইরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময়ে, কর্ণ অতিবিচিত্র-বীর্য্যশালী অর্জ্জুনকে চিন্তা না করিয়া কুরুসভা-মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকে প্রহর্ষিত করত কহিলেন, পূর্ব্বে আমি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মণকুমার", এইরূপ ছল করিয়া পরশুরামের নিকট হইতে যখন ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎকালে সেই গুরুদেব মহর্ষি, তাদৃশ মহা অপরাধেও আমাকে "তোমার অন্তকালে এ অস্ত্রের প্রতিভা থাকিবে না", এই মাত্র শাপ দিয়াছিলেন; সেই তীব্রতেজা মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইলে সসাগরা ধরিত্রীকেও দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আমি শুশ্রূষা ও স্বীয় পৌরুষ দ্বারা তাঁহার চিত্তপ্রসাদ উৎপাদিত করিয়াছিলাম। আমার সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে এবং পরমায়ুরও অবশেষ আছে, অতএব অর্জ্জুনকে জয় করা আমারই ভার; আমি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থ। ঋষির সেই প্রসাদ লাভ করিয়া আমি পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পুত্রপৌত্রসহ পাণ্ডবদিগকে নিমেষমাত্রে নিহত করিয়া শস্ত্র-বিজিত সমস্ত লোকই প্রাপ্ত হইব। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রধান প্রধান ভূপালগণ, সকলেই আপনার নিকটে অবস্থান করুন; আমি স্বকীয় প্রধান বলমাত্রসহকারে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব; ইহা আমারই ভার। কর্ণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, কর্ণ! কালপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; তুমি অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? ইহা কি জান না যে, প্রধান হত হইলেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা নিহত হইবে? ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত মিলিয়া খাণ্ডবদহন করত যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তোমার সবন্ধুবান্ধবে আত্মাকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। দেশাধিপতি মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্র তোমাকে যে শক্তিটি দান করিয়াছেন, সমরে কেশবের চক্রাঘাতে তাহাকে বিশীর্ণা ভস্মীকৃতা দেখিবে। অহে কর্ণ! সর্পমুখনামে তোমার শরটি শোভা পাইতেছে; যাহাকে তুমি উৎকৃষ্ট মাল্যদ্বারা সর্ব্বদা প্রযত্ন-সহকারে পূজা করিয়া থাক; তাহাও অর্জ্জুনের নিকরে অভিহিত হইয়া তোমার সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইবে। হে কর্ণ! যিনি প্রগাঢ় তুমুল সংগ্রামে তোমার সদৃশ এবং তোমা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠ শত্রুগণকে নিহত করিয়াছেন, সেই ভূমিপুত্র নরকের নিগ্রহকারী সেই বাসুদেব অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন। কর্ণ কহিলেন, মহাত্মা যদুপতি যেরূপ কথিত হইলেন, সেইরূপই বটেন; বরং তদপেক্ষাও তিনি অধিক, সন্দেহ নাই; পরন্তু পিতামহ আমাকে যে কিঞ্চিৎ পরুষবাক্য বলিলেন, তাহার ফল শ্রবণ করুন। আমি এই শস্ত্র-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলাম; পিতামহ আমাকে আর কখন যুদ্ধে দেখিতে পাইবেন না। সভাতেই দেখিবেন।—হে পিতামহ! আপনি শান্তভাব অবলম্বন করিলে ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় ভূপালগণ আমার প্রভাব সন্দর্শন করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই মহাধনুর্দ্ধারী কর্ণ এইরূপ কহিয়া সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন। তখন ভীষ্ম হাস্য করিতে করিতে কুরুগণমধ্যে দুর্য্যোধনকে বলিলেন, সূতপুত্র কর্ণ সত্য-প্রতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু সে অবন্তিপতি, কলিঙ্গরাজ, জয়দ্রথ, চেদিপতি ও বাহ্লিকপ্রভৃতি থাকিতে 'আমিই শত্রুগণের শত শত, সহস্র সহস্র সর্ব্বদা নিহত করিব' বলিয়া যে ভার গ্রহণ করিল, তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? এই দেখ, ভীমসেন ব্যূহের প্রতিকূলব্যূহ রচনাপূর্ব্বক মস্তক সমস্ত চূর্ণ করিয়া লোকসংহারে প্রবৃত্ত হয়। নরাধম বৈকর্ত্তন যৎকালে অনিন্দনীয় ভগবান্ পরশুরাম সন্নিধানে "আমি ব্রাহ্মণ", এই কথা বলিয়া অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল, তখনই তাহার ধর্ম্ম ও তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে। হে নৃপতীন্দ্র! ভীষ্ম সেই কথা কহিলে এবং কর্ণ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয় অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন শান্তনুনন্দনকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! পাণ্ডবেরা সকলেই মনুষ্যগণ মধ্যে তুল্যরূপ এবং সকলেই তুল্যজন্মা; তবে আপনি তাহাদিগেরই একান্ত জয় স্থির করিতেছেন কেন? দেখুন বীর্য্যে, পরাক্রমে, বয়সে, বুদ্ধিতে, শাস্ত্রজ্ঞানে অস্ত্রশিক্ষায় যুদ্ধাভ্যাসে শীঘ্রত্বে ও কৌশলে, তাহারা এবং আমরা সকলেই সমান সকলেই সম-জাতীয় এবং সকলেই মনুষ্যযোনি; তবে তাহাদিগেরইবিজয় হইবে,ইহা কিরূপে আপনি অবগত হইতেছেন? হে রাজন্! আমি না আপনাতে, না দ্রোণে, না কৃপে, না বাহ্লিকে, না অন্য কোন নরেন্দ্রে, কাহারও উপরে নির্ভর না করিয়াই পরাক্রম প্রকাশের উপক্রম করিতেছি। আমি বৈকর্ত্তন কর্ণ, আর আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই সমরে নিশিত শরসমূহ-সহকারে পঞ্চপাণ্ডবকে নিহত করিব; তাহার পর বহুল-দক্ষিণাযুক্ত বহুবিধ মহাযজ্ঞ দ্বারা এবং গো, অশ্ব ও ধনরাশি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিব। মদীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণ যখন তন্তু দ্বারা সমাকুলিত মৃগশাবকসমূহের ন্যায় এবং বাহুজালে সমাকুলিত জলমধ্যগত তরণীবিহীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় শত্রুদিগকে রথকুঞ্জর-নিকরে সমাকুল দেখিয়া পরিবেষ্টিত করিবে, তখনই পাণ্ডবেরা এবং সেই কেশব দর্প পরিহার করিবে।

বিদুর কহিলেন, নিশ্চিতদর্শী পণ্ডিতেরা এই সংসারে দমকেই পরম-শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া থাকেন; বিশেষত ব্রাহ্মণের পক্ষে দম সনাতন ধর্ম্ম। দমশালী ব্যক্তির দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি প্রকৃতরূপে উৎপন্ন হয়। দম, দান, তপস্যা, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুবর্ত্তন এবং তেজের সংবর্দ্ধন করে। দমই উত্তম পবিত্র বস্তু। দম প্রভাবে পুরুষ বিগত-পাপ ও সমৃদ্ধতেজা হইয়া পরম পদার্থ লাভ করেন। রাক্ষস হইতে প্রাণিগণের যেরূপ ভয় হয়, অদান্ত লোকসকল হইতেও সর্ব্বদা সেইরূপ

ভয় নষ্ট হইয়া থাকে। অদান্তদিগের দমন নিমিত্তই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা আশ্রম চতুষ্টয়েতেই দমকে উত্তমব্রত বলিয়া বর্ণন করেন। দম যে সকল গুণের উৎপত্তিহেতু হয়, তৎসমুদায়কে উহার লক্ষণ বলিতে হইবে। হে রাজেন্দ্র। যাহার ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, সারল্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধৈর্য্য, প্রিয়ভাষিতা, অকার্য্য নিবৃত্তি, অচঞ্চলতা, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধান্বিতা থাকে, সেই মহাপুরুষকেই দান্ত বলা যায়। দান্ত পুরুষ কাম, লোভ দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, গর্ব্ব, অভিমান, ঈর্ষা ও শোক, এ সকলের সেবা করেন না। অকুটিলতা, অশঠতা ও শুদ্ধতা ইহাই দান্তের লক্ষণ। যে পুরুষ অলোলুপ, অল্পপ্রার্থী, কামসমস্তের অচিন্তনকারী ও সমুদ্রবৎ গম্ভীর হন, তিনিই দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। সুচরিত্র, শীলসম্পন্ন প্রসন্নাত্মা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, বিজ্ঞানবান্ পুরুষ ইহলোকে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন। প্রাণিগণ হইতে যাহার ভয় নাই এবং প্রাণিগণেরও যাহা হইতে ভয়ের সম্ভাবনা হয় না, যিনি সর্ব্বভূতের হিতকারী ও বন্ধু, সেই পরিণত বুদ্ধি পুরুষই পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হন। যাহা হইতে কোন মনুষ্যই উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, প্রজ্ঞায় পরিতৃপ্ত হওয়ায় তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়া প্রশান্ত থাকেন। পূর্ব্বকালে শিষ্ট লোকদিগের সন্ধ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে সাধুরা যাহার আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া শমপরায়ণ দান্ত পুরুষেরা আনন্দিত হন। অথবা জ্ঞানে তৃপ্ত হওয়ায় যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কাম্য-কর্ম্মাভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করিয়া লোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভের উপযুক্ত হন। গগনে বিহঙ্গগণের সঞ্চরণ মার্গ যেমন উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ প্রজ্ঞানতৃপ্ত মুনির বর্ত্ম ও দৃষ্ট হইবার নহে। অথবা যিনি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্মেতেই অভিমনন করেন, স্বর্গলোকে তাঁহার শাশ্বত তেজোময় লোক সমস্ত কল্পিত হয়।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিদুর কহিলেন, হে তাত। প্রাচীন লোকদিগের নিকটে শুনিতে পাই, কোন পক্ষিহন্তা পক্ষী ধরিবার উদ্দেশে ভূমিতে পাশ যোজনা করিয়াছিল। তাহাতে দুইটি সহচারী বৃদ্ধ পক্ষী যুগপৎ পতিত হইয়া সেই পাশ গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়েই আকাশে উড্ডীন হইল। তখন শাকুনিক তাহাদিগকে গগনাক্রান্ত দেখিয়া বিশেষ নির্ব্বেদযুক্ত না হইয়াই তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। মৃগয়ু শকুনার্থী হইয়া সেইরূপে অনুধাবন করিতেছে, এমন সময়ে, আহ্নিক-ক্রিয়া সমাপনান্তে আশ্রমস্থিত কোন মুনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। হে ভারত। তখন সেই মুনি ভূচর, হইয়াও অন্তরীক্ষচর বিহঙ্গ যুগলের সত্বর অনুসরণকারী ঐ ব্যাধকে এই ভাবের এক শ্লোক দ্বারা জিজ্ঞাসিলেন "অহে শাকুনিক। তুমি পদ-সঞ্চারী হইয়াও উড্ডীয়মান বিহঙ্গযুগলের যে অনুসরণ করিতেছ, ইহা আমার অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইতেছে।" শাকুনিক কহিল, ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া আমার পাশ হরণ করিতেছে, কিন্তু যেখানে পরস্পর বিবাদ করিবে, সেই খানেই আমার বশবর্ত্তী হইবে। বিদুর কহিলেন, সেই কালগ্রস্ত সুদুর্ব্বুদ্ধি পক্ষিদ্বয় পশ্চাৎ বিবাদ প্রাপ্ত হইল এবং পরস্পর বিগ্রহ করিয়া ভূতলে পড়িল। তখন ব্যাধ সেই কালপাশবশানুগামী বিহঙ্গদিগকে ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রবৃত্ত দেখিয়া অজ্ঞাতসারে নিকটে গমনপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। এইরূপে যে সকল জ্ঞাতিগণ অর্থনিমিত্ত পরস্পর বিগ্রহ করে, তাহারা ঐ বিবাদকারী শকুনদ্বয়ের ন্যায় শত্রুর বশবর্ত্তী হয়। একত্র আহার বিহার সমালাপ, কার্য্যাকার্য্যের জিজ্ঞাসা ও মিলন, এই সকলই জ্ঞাতির কার্য্য, বিরোধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল জ্ঞাতি পরস্পর সুমনা হইয়া যথাকালে বৃদ্ধগণের উপাসনা করে, তাহারা সিংহরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অধর্ষণীয় হয়। হে ভরতর্ষভ। যাহারা প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াও সতত দীনের ন্যায় অবস্থান করে, তাহারা শত্রুগণহস্তে শ্রীসম্প্রদান করে। হে ধৃতরাষ্ট্র! জ্ঞাতিগণ দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ হইলে ধূমায়িত হয়, আর সমবেত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে হে কুরুনন্দন। আমি পর্ব্বতে যেরূপ দৃষ্টি করিয়াছিলাম সেই আর একটি বিষয় বলিতেছি, তাহাও শ্রবণ করিয়া যাহা শ্রেয় বোধ হয় করুন। কোন সময়ে আমরা কিরাতগণ এবং মন্ত্রৌষধি-বিদ্যা, কুহকবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যায় অভিজ্ঞ দেবব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত, ওষধিনিচয়ে উদ্ভাসমান, সর্ব্বদিকে লতাপরিকীর্ণ হওয়ায় কুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান উত্তর গিরি গন্ধমাদনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, বিষম মরুপ্রপাতে অর্থাৎ পর্ব্বতের অবলম্বশূন্য অত্যুন্নতপ্রদেশে সন্নিবিষ্ট, কুম্ভপরিমিত, পীতবর্ণ, মক্ষিকা সম্ভূত মধু অর্থাৎ অমৃত রহিয়াছে। ঐ মধু কুবেরের অত্যন্ত প্রিয়, একারণ ভীষণ আশীবিষ সকলে তাহা রক্ষা করিত। আমাদিগের সমভিব্যাহারী সেই কুহক বিদ্যাসাধক ব্রাহ্মণেরা কহিলেন যে, ঐ মধু পান করিলে মনুষ্য মরণধর্ম্মশীল হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্ধ ব্যক্তিও লোচন লাভ করেন ... যুবা হইয়া থাকে। অনন্তর কিরাতেরা তাহা অবে... করিয়া গ্রহণে অভিলাষ করত সেই সর্পসঙ্কুল বিষম গহ্বরে বিনষ্ট হইল। হে মহীপতে! আপনার এই পুত্র সেইরূপ একাকী পৃথিবী ইচ্ছা করিতেছেন; ইনি মোহপ্রযু... কেবল মধুই দেখিতেছেন, কিন্তু পরে যে প্রপাত আছে, তা আর দেখিতে পাইতেছেন না। দুর্য্যোধন সমরে সব্যসাচীর সহিত সংগ্রাম কামনা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি ইহা তাদৃশ তেজ বা বিক্রম কিছুই দেখিতে পাই না। অর... এক রথে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং বিরাটনগরে সাধু... অর্থাৎ বহুল সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রাকারী ... দ্রোণ প্রভৃতিকে সন্ত্রস্ত ও ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন; সে ... আপনার কি হইয়াছিল, দেখুন! সেই মহাবীর কে... আপনার মুখ প্রতীক্ষা করিয়াই ক্ষমা করিতেছেন; ... সম্যক্‌রূপে ক্রুদ্ধ হইলে সেই ধনঞ্জয় এবং দ্রুপদ ও মৎস্য সমরে সমীরণযুক্ত হুতাশনের ন্যায় কিছুই আর অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র! রাজা যুধিষ্ঠিরকে ক্রোড়গত করুন, কেননা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উভয় পক্ষেরই এক জয় হয় না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে কথা বলিতেছি, তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য কর। অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় তুমি কেবল উৎপথকেই পথ বিবেচনা করিতেছ; যেহেতু সকল লোকধারী পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবের তেজোহরণে অভিলাষী হইতেছ। তুমি পরমগতি অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতীক্ষা না করিয়া আর ইহলোকে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পার না। বৃক্ষ যেমন মহাবায়ুকে পরাভূত করিবার আশংসা করে, সেইরূপ তুমি অনুপম-বলশালী রণান্তকারী ভীমসেনকে পরাস্ত করিবার আশংসা করিতেছ। ভূধর-নিকর-মধ্যে সুমেরুর ন্যায় সকল শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়? পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নই বা অশনি-নিক্ষেপকারী পুরন্দরের ন্যায় শত্রু মধ্যে শরসমূহ নিক্ষিপ্ত করত কোন্ ব্যক্তিকে অদ্য নিপাতিত করিতে না পারেন? অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশে সমাদৃত,পাণ্ডব-হিতকার্য্যে নিরত, সমরদুর্দ্ধর্ষ সাত্যকিও তোমার সৈন্যধ্বংস করিবেন। গৌরব ও উৎকর্ষের তুল্যতায় যিনি লোকত্রয় অতিক্রম করেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের সহিত কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইবে? তাঁহার কলত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, আত্মা ও এই পৃথিবী-রাজ্য এক দিকে, আর ধনঞ্জয় এক দিকে। অর্জ্জুন যাঁহাতে বদ্ধভাব হইয়াছেন, সেই বাসুদেবও দুর্দ্ধর্ষ এবং কেশব যাহাতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সৈন্যও সমস্ত পৃথিবীর অবিষহ্য। অতএব হে তাত! হিতবাদী সাধু সুহৃদ্গণের বাক্যে আস্থা কর; শান্তনুতনয় বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্য গ্রহণ কর। আমি যাহা বলিতেছি এবং কুরুগণের হিতদর্শী দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিক যাহা বলেন, তাহাও মনোযোগপূর্ব্বক শুন। হে ভারত! ইঁহারাও আমার তুল্য; তুমি আমাকে যেরূপ মান্য কর, ইঁহাদিগকেও সেইরূপ মান্য করিবে; যেহেতু ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমান স্নেহযুক্ত। বিরাট নগরে তোমার ভ্রাতৃবর্গের সহিত সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া তোমার সম্মুখে গো-সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই যে পলায়ন করিয়াছিল এবং ঐ নগরে একের ও অনেকের মধ্যে সেই যে মহা অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল শ্রবণ করা যায়, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন। অর্জ্জুন একাকী যখন সেইরূপ করিয়াছিল, তখন সকলে মিলিত হইয়া যে করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব তুমি তাহাদিগকে যথার্থ ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ কর এবং ভরণীয় বোধে পরিপালন কর।

পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিলেন, হে সঞ্জয়! বাসুদেবের পর অর্জ্জুন অবশিষ্ট যে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত কর; যেহেতু শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। সঞ্জয় কহিলেন, কুন্তীপুত্র দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবসর প্রাপ্তে তাঁহার শ্রুতিগোচরেই আমাকে বলিতে লাগিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি পিতামহ শান্তনুতনয় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, মহারাজ বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, সুবল-পুত্র শকুনি, দুঃশাসন, শল, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, জয়ৎসেন, অবন্তিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, কুরুবংশীয় দুর্ম্মুখ, জয়দ্রথ, দুঃসহ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ এবং পাণ্ডবানলে হবনার্থে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক সমানীত যে সমস্ত মুমূর্ষু ভূপতিগণ কৌরবদিগের প্রিয়সাধন নিমিত্ত যুদ্ধার্থে সমাগত হইয়াছে, সকলকেই আমার বাক্যানুসারে কুশল-প্রশ্ন ও বন্দনা করিবে, পরে পাপকারিগণের অগ্রগণ্য সুযোধনকে নৃপতিবর্গমধ্যে এই কথা বলিবে। হে সঞ্জয়! সেই অমর্ষণ, দুর্ম্মতি, পাপাত্মা, অতিলুব্ধ রাজপুত্র দুর্য্যোধন যাহাতে অমাত্যগণের সহিত আমার এই সমগ্র বাক্য শুনিতে পায়, তাহা করিও। লোহিত-প্রান্ত সুদীর্ঘ-নেত্রযুক্ত ধীমান্ ধনঞ্জয় আমাকে এইরূপে বচন-বদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের মুখাবলোকনপূর্ব্বক এই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যের উক্তি করিলেন। "তুমি মধুপ্রবীর বাগ্মী মহাত্মা মধুসূদনের সমাধানযুক্ত যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে, সমাগত ক্ষিতিপালগণ মধ্যে আমারও সেইরূপ বাক্যই কহিবে। তন্মধ্যে এই একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিবে যে, হে ভূপালগণ! যাহাতে মহাসমর-যজ্ঞে অস্ত্রবলাপহারী শরাসনরূপ স্রুবদ্বারা রথবায়ু সমুদ্ধত মহাশরানলে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিতে না হয়, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আদরপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নপরায়ণ হও। যদি তোমরা শত্রুঘাতী যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত স্বকীয় অংশ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি নিশিত শরসমূহ সহকারে অশ্ব, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত তোমাদিগকে পিতৃগণের অশিব দিগ্ভাগে লইয়া যাইব। হে অমরকল্প মহারাজ! তদনন্তর আমি বিদায়কাল সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ হরি ও ধনঞ্জয়কে নমস্কার করিয়া আপনার নিকটে সেই উদারবাক্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত সত্বর হইয়া বেগে এস্থানে উপস্থিত হইলাম।

ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন সঞ্জয়ের সেই বাক্যে অনাদর করিলে এবং সকলেই নিস্তব্ধ হইলে সভাস্থ রাজগণ গাত্রোত্থান করিলেন। মহারাজ! পৃথিবীস্থ সকল ভূপালগণ উত্থিত হইলে পুত্রবশানুগামী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের বিজয় প্রার্থনা করত আপনার, পাণ্ডবগণের ও অপর সকলের কিরূপ নিশ্চয়; তাহা নির্জ্জনে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিতে আরম্ভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের নিজ সেনামধ্যে যে কিছু সার অসার আছে তাহা বল। অপিচ তুমি পাণ্ডবদিগেরও সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছ; অতএব তাহাদিগের কি শ্রেষ্ঠ, কি বা নিকৃষ্ট, তাহাও যথাবৎ ব্যক্ত কর। তুমি উভয় পক্ষেরই সারবেত্তা, সর্ব্বদর্শী, ধর্ম্মার্থবিষয়ে সুনিপুণ ও নিশ্চয়জ্ঞ; এই নিমিত্তই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সমুদায় প্রকাশ করিয়া বল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ পক্ষ বিনষ্ট হইবে?"

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি নির্জ্জনে আপনাকে কদাচ কোন্ কথা বলিব না, কেননা তাহাতে আপনি অসূয়াবিষ্ট হইবেন; অতএব মহাব্রতনিষ্ঠ পিতা ব্যাসদেবকে এবং মহিষী গান্ধারীকে আনয়ন করুন। তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, নিপুণ ও নিশ্চয়াভিজ্ঞ; সুতরাং আপনার অসূয়ার অপনয়ন করিতে

পারিবেন! হে নরেন্দ্র! তাঁহাদিগের সন্নিধানেই আমি কেশব ও পার্থের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুর দ্বারা গান্ধারী ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহারাও আসিয়া শীঘ্র সভাপ্রবেশ করিলেন। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সঞ্জয়ের ও আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রের সেই মত জানিয়া তাহাতে অনুমোদনপূর্ব্বক কহিলেন, সঞ্জয়! ইনি তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি বাসুদেব ও অর্জ্জুন-বিষয়ক যে কিছু তথ্য জান, এই জিজ্ঞাসু ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে তৎসমুদায় যথাবৎ ব্যক্ত কর।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, পরম পূজিত ধনুর্দ্ধারী বাসুদেব ও অর্জ্জুন সর্ব্বসংহারার্থে সম্মত হইয়া ইচ্ছানুসারে অন্তত্র অর্থাৎ বদরিকাশ্রম হইতে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে বিভো! মনস্বী বাসুদেবের সেই কালরূপী চক্র পঞ্চহস্ত-পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া স্থূলক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তেজঃপুঞ্জে অবভাসিত সেই চক্র কৌরবদিগের প্রতি অপ্রকাশ্যভাবে অবস্থিত আছে। পাণ্ডবগণের সার বল ও অসার বল জানিবার নিমিত্ত তাহাই উত্তম প্রমাণ। মহাবল মাধব যেন ক্রীড়া করিতে করিতে ঘোররূপ নরক, শম্বর, কংস ও চেদিপতি শিশুপালকে জয় করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যবান্ বিশিষ্টাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, অন্তরীক্ষও স্বর্গকে মানস মাত্রেই আত্মবশে আনয়ন করিতে পারেন। হে রাজন্! আপনি যে সারাসার বল জানিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। যদি সমস্ত জগৎ এক দিকে, আর জনার্দ্দন এক দিকে থাকেন, তথাপি সারাংশে জনার্দ্দন সম্পূর্ণ জগৎ অপেক্ষা অতিরিক্ত হন। জনার্দ্দন সংকল্পমাত্রেই এই জগৎকে ভস্ম করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে ভস্ম করিতে সম্পূর্ণজগৎও সমর্থ হয় না। যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম্ম, যেখানে লজ্জা, যেখানে সরলতা, সেই খানেই গোবিন্দ অবস্থান করেন; যে পক্ষে কৃষ্ণ থাকেন, সেই পক্ষেই জয় হয়। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পুরুষোত্তম জনার্দ্দন যেন লীলা করিতে করিতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে পরিচালিত করিতেছেন। বোধ হয়, তিনি লোকের সম্যক্ মোহোৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবদিগকে ব্যাজমাত্র করিয়া আপনার অধর্ম্মনিরত মূঢ় পুত্রদিগের দহনেচ্ছু হইতেছেন। ভগবান্ কেশব চৈতন্ত-যোগে কালচক্র, জগচ্চক্র ও কর্ম্মচক্র সমস্ত নিরন্তর পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিতেছি, সেই একমাত্র ভগবান্ কালের, মৃত্যুর ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের উপরে প্রভুত্ব করিতেছেন। মহাযোগী কেশব হরি সকল জগতের প্রভু হইয়াও দুর্ব্বল দরিদ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন, এবং সেই মায়াযোগদ্বারা লোকসকলকে বঞ্চিত করেন। যে সমস্ত মানব তাঁহার যথার্থ স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাঁহারা আর বিমুগ্ধ হন না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি মাধবকে কিপ্রকারে সর্ব্বলোক মহেশ্বর বলিয়া জানিলে এবং আমিই বা কি নিমিত্ত তাঁহাকে জানিতে পারি না, তাহা আমাকে বল। সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনার বিদ্যা নাই, কিন্তু আমার বিদ্যার হানি হয় নাই; যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন ও তমোধ্বস্ত হয় অর্থাৎ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য সকলের তৎপর্য্যগ্রহ না হওয়ায় অজ্ঞান-প্রযুক্ত নির্ব্বিষয়ানন্দমাত্র স্বস্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, সে কেশবকে জানিতে পারে না। হে তাত! আমি বিদ্যাদ্বারা সেই মধুসূদনকে ত্রিযুগ, (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরযুক্ত) কর্ত্তা অথচ স্বয়ং অকৃত, ক্রীড়াকর ও সর্ব্বভূতের উৎপত্তি বিনাশহেতু বলিয়া জানিতেছি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! জনার্দ্দনের প্রতি তোমার যে নিত্যকাল অধিক ভক্তি রহিয়াছে, সেটি কিরূপ, যদ্দ্বারা তুমি তাঁহাকে ত্রিযুগ বলিয়া জানিতেছ? সঞ্জয় কহিলেন, আপনার মঙ্গল হউক, আমি স্ত্রীপুত্রাদিরূপে পরিণতা অবিদ্যা বা কাপট্যের সেবা করি না এবং ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতিরেকে অনর্থক ধর্ম্মাচরণেও আমার প্রবৃত্তি হয় না; কেবল ভক্তিযোগে শুদ্ধভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-রহিত হইয়া শাস্ত্র হইতে জনার্দ্দনকে জানিতেছি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দুর্য্যোধন! হৃষীকেশ জনার্দ্দনকে আশ্রয় কর। হে তাত! সঞ্জয় আমাদিগের অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র; অতএব ইহাঁর কথাক্রমে তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও। দুর্য্যোধন কহিলেন, দেবকীপুত্র ভগবান্ কেশব যদি অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা স্বীকার করত সমস্ত লোক সংহার করেন, তথাপি আমি এক্ষণে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে গান্ধারি! তোমার এই ঈর্ষাযুক্ত, দুরাত্মা, অভিমানী, হিতকারিদিগের বচনাতিবর্ত্তী, সুদুর্ম্মতি-পুত্র কেবল অধঃপতিত হইতেছে। গান্ধারী কহিলেন, রে ঐশ্বর্য্যকাম! রে দুরাত্মন্! রে মূর্খ! তুমি বৃদ্ধগণের শাসনাতিগামী হইয়া পিতাকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যে ও জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া শত্রুদিগের প্রীতিবর্দ্ধন ও আমার শোকসম্বর্দ্ধন করত যখন ভীমসেনকর্ত্তৃক নিপাতিত হইবে, তখনই পিতার বাক্য স্মরণ করিবে।

ব্যাস কহিলেন, রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র; সঞ্জয় যখন তোমার দূত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি তোমাকে কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন। ইনি সনাতন পরাৎপর হৃষীকেশকে বিশেষরূপে জানেন; অতএব তুমি একাগ্র হইয়া শ্রবণ-পরায়ণ হইলে তোমাকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিবেন। হে বৈচিত্রবীর্য্য! মনুষ্যেরা ক্রোধ ও হর্ষদ্বারা সমাবৃত হইয়া বহুতর পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে; যাহারা স্বকীয় ধনসমূহে তুষ্ট না হয়, সেই কামমোহিত পুরুষেরা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধসকলের ন্যায় স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা বারংবার কৃতান্তের বশীভূত হয়। যদ্দ্বারা মনীষী সাধুগণ গমন করেন, তাহাই একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপক পথ; মহান্ পুরুষ সেই পথ দৃষ্টি করিয়া মৃত্যুতে আর আসক্ত হন না, অনায়াসেই তাহা অতিক্রম করেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তাত সঞ্জয়! যাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই,—যদ্দ্বারা কেশবের সন্নিহিত হইয়া আমি উত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত

হইতে পারি, সেই পথ আমাকে বল। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অকৃতাত্মা পুরুষ যখন কৃতাত্মা জনার্দ্দনকে জানিতে পারে না; আত্মক্রিয়ার উপায়ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নাই। উদ্ধত ইন্দ্রিয়বর্গের কামত্যাগ, অর্থাৎ যে কামনায় তৎসমুদায় নিয়োজিত হয় তাহার নিবৃত্তি, কেবল অপ্রমাদ-প্রযুক্তই হইয়া থাকে। অপ্রমাদ ও হিংসা-রাহিত্য, এই দুইটিই জ্ঞানের উৎপত্তিস্থান, সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজন্! আপনি নিরালস্য হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্ন করুন; আপনার বুদ্ধি যেন তত্ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়; উহাকে নানাপ্রকার বিষয়-মার্গে সঞ্চরণ হইতে নিবৃত্ত করুন। বিপ্রেরা ইন্দ্রিয়-সংযমকেই নিশ্চল জ্ঞান বলিয়া বর্ণন করেন। ইহাই জ্ঞান এবং মনীষীরা যে পথে গমন করেন, ইহাই সেই পথ। হে রাজন্! অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্যেরা কেশবকে প্রাপ্ত হইতে পারে না; বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় পুরুষই আগমলব্ধ যোগ-প্রভাবে তদীয় তত্ত্বজ্ঞানে সমর্থ হন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি পুনরায় আমাকে পুণ্ডরীকাক্ষের কথা বল। হে তাত! নাম-কর্ম্মের অর্থজ্ঞ হইলে আমি সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারিব। সঞ্জয় কহিলেন, আমি যে পরিমাণে স্মরণ করিতে পারি, সেই পরিমাণে বাসুদেবের শুভনামার্থ শ্রবণ করিয়াছি; কেননা কেশব অপ্রমেয়; বাক্য-দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না। সর্ব্বভূতের বসন অর্থাৎ মায়া-দ্বারা আবরণ হেতুক, বসুত্ব অর্থাৎ তেজোময়ত্ব হেতুক এবং দেবগণের কারণত্ব-হেতুক তিনি বাসুদেব বলিয়া বেদ্য হন এবং ব্যাপকত্ব-প্রযুক্ত বিষ্ণু-শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। হে ভারত! তিনি মুনির কর্ম্মতত্ত্বালোচন, নিশ্চিত-তত্ত্বে চিত্তের প্রণিধান ও তাহার নিরোধ-হেতু, মা (আত্মার উপধিভূতা বুদ্ধিবৃত্তিকে) ধবন (দূরীকরণ) করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে মাধব বলিয়া জানিবেন। তিনি মধুনামক দৈত্যের এবং মধুশব্দবাচ্য পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংহার-স্থান হইয়াছেন বলিয়া মধুসূদন নামে কীর্ত্তিত হন। কৃষি শব্দ সত্তামাত্র বাচক আর ণ শব্দ সুখ-বাচক, এই উভয় শব্দের 'সন্মাত্রানন্দরূপত্ব' এই প্রকার ভাবার্থযোগে যদুকুল-সম্ভূত কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুণ্ডরীক শব্দে তাঁহার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়; ঐ ধাম নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয়; অক্ষয়-পুণ্ডরীক-রূপত্ব-হেতু তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ এবং দস্যুজনের ত্রাসোৎপাদন অর্থাৎ অর্দ্দন করেন বলিয়া জনার্দ্দন হইয়াছেন। যেহেতু সত্ত্বগুণ তাঁহা হইতে পরিচ্যুত হয় না এবং তিনিও সত্ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হন না, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম সাত্বত হইয়াছে। বৃষ শব্দে ধর্ম্ম আর ভা শব্দে দীপ্তি বুঝায়; বৃষের ভা যাহা হইতে হয়, এই অর্থে বৃষভ শব্দ দ্বারা বেদ প্রতিপন্ন হয়; বৃষভ যাঁহার ঈক্ষণ অর্থাৎ চক্ষুর ন্যায় বিজ্ঞাপক হয়, তাঁহাকে বৃষভেক্ষণ বলা যায়। কৃষ্ণ বেদবেদ্য পুরুষ, একারণ বৃষভেক্ষণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমর-বিজয়ী কেশব জনয়িতা দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহার অজ নাম হইয়াছে। দাম শব্দে দমশালী আর উদর শব্দে উৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশমান বুঝায়; বিভু মধুসূদন দমশালী এবং ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া দামোদর নাম ধারণ করেন। যদ্দ্বারা হর্ষান্বিত হওয়া যায়, এই অর্থে হৃষীক শব্দ প্রতিপন্ন হয়। ইহার অর্থ স্বরূপানন্দ এবং ঈশ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যবান; কৃষ্ণের হর্ষ, সুখ ও ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া তিনি হৃষীকেশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাহু-যুগল-দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করায় মহাবাহু বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। অধঃ-প্রদেশে তাঁহার কদাচ ক্ষয় হয় না অর্থাৎ সতত ঊর্দ্ধ-রূপত্ব-প্রযুক্ত তিনি সংসার ধর্ম্মে কখন লিপ্ত হন না, একারণ অধোক্ষজ এবং নরগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান হেতুক নারায়ণ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যিনি পূরণ করেন, তাঁহাকে 'পুরু' এবং যাঁহাতে অবসন্ন হয়, তাঁহাকে 'স' বলা যায়; এই দুই শব্দের যোগে পুরুষ শব্দ নিষ্পন্ন হয়; কৃষ্ণ পূরণ ও সদন অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করেন বলিয়া উত্তমপুরুষ হইয়াছেন, একারণ তাঁহার নাম পুরুষোত্তম হইয়াছে। তিনি সমস্ত কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তি-বিনাশ হেতু হইয়াছেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয় জানিতেছেন, একারণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন। কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যও কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; গোবিন্দ সত্য হইতেও সত্য, একারণ নামেতেও সত্য হইয়াছেন। তিনি বিক্রমণ হেতুক বিষ্ণু, জয়ন-হেতুক জিষ্ণু, নিত্যতা-হেতুক অনন্ত এবং গো অর্থাৎ গদ্যপদ্যাদি বাক্যের পরিজ্ঞান-হেতুক গোবিন্দ নামে পরি-কীর্ত্তিত হন। তিনি মিথ্যাভূত বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বকীয় সত্তার স্ফূর্ত্তি প্রদান দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান করেন এবং তদ্দ্বারা প্রজাসকলকে মোহিত করিয়া থাকেন। এবম্বিধ ধর্ম্ম-নিত্য মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অচ্যুত, কুরুকুলের বিনাশ না হয়, এ নিমিত্ত কৃপা প্রকাশার্থ আগমন করিবেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পরম দেহ-দ্বারা উদ্ভাসমান ও দিগ্বিদিক্ সমস্ত প্রকাশকারী বাসুদেবকে যাহারা নিকটে দৃষ্টি করিবে, সেই লোচনযুক্ত ব্যক্তি সকলের ভাগ্যের প্রতি আমি স্পৃহা করিতেছি। সমবেত কৌরবেরা ভারতগণের পূজ-নীয়া সৃঞ্জয়দিগের কল্যাণকরী ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তিবর্গের গ্রহণীয়া মুমূর্ষু লোকদিগের অগ্রহণীয়া অনিন্দনীয়া বচনাবলির কারী, শত্রুগণের সংহার, ক্ষোভোৎপাদন ও যশোনাশ-বিধায়ী, উদ্যমশালী, যাদবদিগের শ্রেষ্ঠ-প্রণেতা, অদ্বিতীয় বৃষ্ণিবীর, মহাত্মা কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিবে এবং সেই শত্রুঘাতী বরেণ্য বৃষ্ণিসিংহও সদয় বাক্য দ্বারা মদীয় জনগণকে মোহিত করি-বেন। আমি সেই সনাতনতম আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি, বাক্যের সমুদ্র, যতিগণের কলস অর্থাৎ অনায়াস লভ্য, শোভন পক্ষযুক্ত অরিষ্টনেমি-নামা গরুড়, প্রজাবর্গের সংহারক, ভুবনের আলয়, বিশ্বযোনি, অজ, নিত্য, শ্রেষ্ঠ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, আদিমধ্য-চরম-শূন্য, অনন্তকীর্ত্তি, সহস্রবীর্য, পুরাণ পুরুষকে রক্ষক রূপে আশ্রয় করি। সেই ত্রৈলোক্য-নির্ম্মাণকারী দেবাসুর নাগ রাক্ষসাদি ভূত-বর্গের জনয়িতা, বিদ্যাসম্পন্ন নরাধিপগণের শ্রেষ্ঠ, পরাৎপর ইন্দ্রানুজের শরণাপন্ন হই।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবদ্‌যান প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় প্রতিগমন করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যদুকুল-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে বলিলেন, হে মিত্রবৎসল! মিত্রগণের মিত্রতা প্রকাশ করিবার এই এক উপযুক্ত সময় উপস্থিত; তোমরা ভিন্ন আমি এমন কোন লোককেও দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি আমাদিগকে উপস্থিত আপদ্‌ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়। তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা অকুতোভয়ে বৃথাভিমানী দুর্য্যোধন সমীপে স্বকীয় অংশ প্রাপ্তি নিমিত্ত অভিযোগ করিতে পারিব। হে অরিন্দম! সর্ব্ব প্রকার আপদ্‌ সময়ে তুমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের যেমন পরিত্রাণ করিয়া থাক, অধুনা পাণ্ডবেরাও তোমার সেইরূপ রক্ষণীয় হইবে; তুমি এই মহাভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবান্‌ কহিলেন, হে মহাবাহো! এই আমি উপস্থিত আছি, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন। হে ভারত! আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি নিঃসন্দেহ তাহাই সম্পাদন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রের যেরূপ অভিলষিত, তাহা সকলই শুনিয়াছ; সঞ্জয় আসিয়া আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহার কিছুই ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি-ব্যতীত নহে। সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মা বলিলেই হয়, কেবল মূর্ত্তিভেদ মাত্র। বিশেষত দূতেরা প্রভুর নিদেশবাক্যই অবিকল ব্যক্ত করিয়া থাকে; তাহা না করিয়া অন্যথাবাদী হইলে তাহারা বধযোগ্য হয়। ধৃতরাষ্ট্র অসমদর্শিতাপ্রযুক্ত পাপমনা ও লোভপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে রাজ্য প্রদান না করিয়াই শান্তি স্থাপনের বাঞ্ছা করিতেছেন। হে প্রভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণ! 'ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞায় নিশ্চল থাকিবেন' এই মনে করিয়া আমরা যে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং প্রচ্ছন্নবেশে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলাম, কোনক্রমে প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি নাই, তাহা আমাদিগের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরাই অবগত আছেন। এক্ষণে বৃদ্ধরাজ মন্দলোকের শাসনানুবর্ত্তী হইয়া পুত্র-স্নেহবশত স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না। হে জনার্দ্দন! তিনি দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া আত্ম-হিতকামনায় লোভ করত আমাদিগের প্রতি নিতান্ত মিথ্যাচরণ করিতেছেন। আমি যে জননীর এবং মিত্রগণের কোন্‌ মঙ্গল বিধানে অসমর্থ হইতেছি, ইহার পর আমার অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে মধুসূদন! কাশীরাজ, চেদিপতি, পাঞ্চালেশ্বর, মৎস্যপাল ও তুমি আমার সহায় থাকিতেও আমি পাঁচখানি গ্রামমাত্র প্রার্থনা করত অন্ধরাজ-সমীপে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলাম, "হে তাত! অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অপর কোন একটি বাসস্থান এই পঞ্চ গ্রাম বা নগর আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা পঞ্চ সহোদরে মিলিত হইয়া সেই সেই স্থলে বাস করিব; ভরতবংশের ধ্বংশ হয়, ইহা কোন মতেই আমাদিগের মতসিদ্ধ নহে; কিন্তু দুষ্টাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় আপনাতে স্বামিত্ব মানিয়া সেই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিতেও সম্মত হয় না; ইহার পর অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি সৎকুলে জাত ও জ্ঞান শিক্ষাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পরধন লালসায় লুব্ধ হয়, তাহার সেই লোভই বুদ্ধিনাশের নিদান হয়; বুদ্ধিনাশ হইলেই লজ্জা যায়; লজ্জা বিগতা হইয়া ধর্ম্মকে নষ্ট করে; ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া শ্রীকে হতশ্রী করেন শ্রী হতশ্রী হইয়াই পুরুষকে বধ করেন; যেহেতু নির্ধনতাই পুরুষের মরণ। পক্ষিগণ যেমন পুষ্প-ফল-বিবর্জ্জিত তরুবর হইতে অপসৃত হয় জ্ঞাতি, সুহৃদ্‌ ও ব্রাহ্মণেরাও নির্ধন ব্যক্তিকে সেইরূপ পরিত্যাগ করিয়া যান। হে তাত! প্রাণবায়ু যেমন মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ আমাকে পতিতের ন্যায় বোধ করিয়া যে পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই আমার মৃত্যু। শম্বর কহিয়াছিলেন, যে অবস্থায় 'অদ্য গৃহে অন্ন নাই, কল্য কি হইবে?' সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তদপেক্ষা পাপীয়সী দশা আর হইতে পারে না। সংসার তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ধনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যেহেতু ধনই সকলের মূলাধার। এই জগতীতলে ধনশালী ব্যক্তিরাই যথার্থ জীবিত থাকে; যাহারা নির্ধন, তাহারা কেবল জীবন্মৃত। যাহারা স্বীয় বল অবলম্বন-পূর্ব্বক কোন লোকের ধন হরণ করে, তাহারা কেবল তাহারই বিনাশের নিদান হয়; এমন নহে, তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম, সকলই উৎসন্ন করিয়া ফেলে। নির্ধনতা প্রাপ্তহইয়া কোন কোন লোকে মৃত্যুকামনা করিয়াছে, কেহ কেহ নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রামবাসী হইয়াছে, কেহ কেহ প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম অবলম্বন করত অরণ্যাশ্রয় করিয়াছে, কেহ কেহ বা মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক একবারে কৃতান্তের শরণাপন্ন হইয়াছে। অর্থের নিমিত্ত অনেকে উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, অপরে শত্রুর বশীভূত হইয়াছে, কেহ কেহ বা পরের দাস্যবৃত্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে। পুরুষের অর্থনাশরূপ যে আপদ্‌, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর; যেহেতু অর্থই তাহার ধর্ম্ম কামের একমাত্র সাধন। উহার ধর্ম্মানুযায়ী স্বাভাবিক যে মৃত্যু, তাহা ত চিরন্তন লোকবর্ত্ম; ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিবর্গমধ্যে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। ফলত যে ব্যক্তি মহতী সম্পত্তি লাভে. চিরকাল সুখ সম্ভোগে সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, তাহার যেরূপ যন্ত্রণা, স্বভাবত ধনহীন ব্যক্তির কখনই সেরূপ নহে। ধনবিচ্যুত মনুষ্য আপন অপরাধে মহা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া তখন ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি দোষারোপ করিত থাকে, আপনাকে কোন ক্রমে নিন্দা করে না। তৎকালে সমস্ত শাস্ত্রশিক্ষাও তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। সে কখন ভৃত্যবর্গের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে, কখন বা ঈর্ষাপরবশ হইয়া সুহৃদ্‌গণের প্রতি দোষ দিতে থাকে। এইরূপে নিরন্তর ক্রোধাভিভূত হইয়া সে পুনঃপুনঃ মোহ প্রাপ্ত হয়, মোহের বশীভূত হইয়া ক্রূর কর্ম্মে অনুষ্ঠান করে এবং পাপাসক্ত হইয়া জাতি-বিপ্লবের প্রয়োজক হয়। জাতি-সঙ্কর যে পাপ কর্ম্মের অগ্রগণ্য এবং নরক প্রাপ্তির অসাধারণ হেতু, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পাপানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে প্রবোধ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই নরকে যাইতে হয়। একমাত্র প্রজ্ঞা ব্যতীত তাহার প্রবোধ লাভেরও অন্য উপায় নাই। প্রজ্ঞাচক্ষু প্রাপ্ত হইলে সে পাপ-পারাবার হইতে কথঞ্চিৎ উত্তীর্ণ হইতে পারে। প্রজ্ঞালাভ করিলেই মনুষ্য শাস্ত্রসমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করে এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লজ্জা তাহার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ হইয়া

উঠে; যাহার লজ্জা থাকে, সে অবশ্যই পাপবিদ্বেষী হয়; সুতরাং তাহার সমৃদ্ধিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। পুরুষ যাবৎ শ্রীসম্পন্ন থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহাকে যথার্থ পুরুষ বলিয়া গণ্য করা যায়। যিনি নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও প্রশান্তাত্মা হন এবং সর্ব্বদা বিচার করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কদাপি অধর্ম্মে মতি করেন না এবং পাপকর্ম্মেও কখন প্রবৃত্ত হন না। লজ্জাশূন্য ও বিমূঢ় ব্যক্তি না স্ত্রী, না পুরুষ; তাহার ধর্ম্মে অধিকার থাকে না; সে শূদ্রের ন্যায় নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রীমান্ পুরুষ দেবগণের, পিতৃগণের ও আত্মার প্রীতি সম্পাদন করেন এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ হন। মুক্তিই পুণ্যকর্ম্মা মানবগণের পরাকাষ্ঠা। হে মধুসূদন! আমি যে কথা বলিলাম, তাহা আমাতেই তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ; আমরা রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে প্রকারে এই কয়েক বৎসর বাস করিতেছি, তাহা তোমার অগোচর নাই; অতএব এক্ষণে কোন ন্যায়ানুসারে আমরা শ্রী পরিত্যাগ করিতে পারি না। স্ব-রাজ্য লাভে যত্ন করত যদি আমাদিগকে নিহত হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়। হে মাধব! তদ্বিষয়ে আমাদিগের প্রথম কল্প এই যে, আমরা সন্ধিবন্ধন দ্বারা পরস্পর প্রশান্ত হইয়া সমভাবে রাজ্যভোগ করি। যদি একান্তই সেরূপ না হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছাতেও কৌরবদিগকে বধ করিয়া অপহৃত রাষ্ট্র সমস্ত পুনরায় হস্তগত করিতে হইবে; কিন্তু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিদারুণ সংহারকার্য্যে লিপ্ত হওয়া অতীব নিকৃষ্ট কল্প। হে কৃষ্ণ! যে সকল শত্রু অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও অবজ্ঞাভাজন হয়;—যাহাদের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, তাহাদিগকেও বধ করা অনুচিত; যাহাদিগের সহিত ঈদৃশ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই কৌরবদিগের কথা আর কি বলিব? অসংখ্য [illegible]বর্গের এবং আমাদের সহায়ভূত গুরুজনগণের বধ কর[illegible]র্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফলত যু[illegible]রে কোন প্রকার [illegible]ই সম্ভাবনা নাই। পরন্তু এই পাপময় কর্ম্মই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম হইয়াছে এবং আমরাও এই অধম ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয়। শূদ্রেরা শুশ্রূষা করে, বৈশ্যেরা বাণিজ্য করে, আমরা হিংসা করি এবং ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, ইহাই চিরন্তন ধর্ম্ম। হে দাশার্হ! যাহার যেরূপ ধর্ম্ম সে তদনুরূপ ব্যবহারেই প্রবৃত্ত হয়; দেখ, যেমন মৎস্যেরা মৎস্য দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং কুক্কুরেরা কুক্কুর হিংসা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়েরাও ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধস্থলে কলি সদা সন্নিহিত থাকে; কেন না যুদ্ধে মহাপ্রাণী সকল অজস্র বিনষ্ট হয়। বল নীতির উপরে নির্ভর করে বটে, কিন্তু জয় ও পরাজয় দৈবেরই আয়ত্ত। হে যদুশ্রেষ্ঠ! জীবগণের জীবন কি মরণ কাহারও স্বেচ্ছাধীন হয় না এবং কালপ্রাপ্ত না হইলে কেহই সুখ-দুঃখের অধিকারী হইতে পারে না। এক ব্যক্তিও বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ সংহার করিতে পারে, আবার বহুলোকে মিলিত হইয়াও একজনকে নিহত করে; পুরুষকারবর্জ্জিত হীনবল মনুষ্যও শূরবীরকে বিনষ্ট করিতে পারে এবং অযশস্বীও যশস্বীর ধ্বংসবিধান করিয়া থাকে। উভয় পক্ষেরই যুগপৎ জয়পরাজয় দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু প্রায়ই সমানরূপ অপচয় দৃষ্টি করা যায়; যাহারা পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদের সৈন্যক্ষয় ও ধন-ব্যয় উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে: ফলত যুদ্ধ ব্যাপার সর্ব্বথাই পাপ কর্ম্ম; একজনকে আহত করিয়া কোন ব্যক্তি প্রতিহত না হয়? আহত ব্যক্তির জয় পরাজয় উভয়ই সমান। আমার বিবেচনায় মরণে আর পরাজয়ে কোন বিশেষ নাই। যাহার জয় হয়, তাহারও নিঃসন্দেহ অপচয় হইয়া থাকে। শত্রুগণ তাহাকে নিহত করিতে না পারুক, অন্তত তাহার কোন না কোন প্রীতিভাজন ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করে; সুতরাং একে বল-বিহীন, তাহাতে আবার পুত্র সহোদরাদি প্রিয়জনগণকে দেখিতে না পাইলে অবশ্যই তাহার জীবনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য জন্মে। যাঁহারা ধীর, লজ্জাশীল, সদ্গুণসম্পন্ন ও কারুণিক হন, তাঁহারাই সংগ্রামে নিহত হইয়া থাকেন; নিকৃষ্ট লোকে প্রায়ই পরিত্রাণ পায়। হে জনার্দ্দন! উৎকৃষ্ট শত্রুসকলকে বিনষ্ট করিয়াও চিরকাল পশ্চাত্তাপ করিতে হয়; বিশেষত, যদি হতাবশিষ্ট কোন শত্রু থাকে, তবে বৈরবিষয়ে তাহার পাপময়ী আসক্তিও অবশিষ্ট থাকে; ঐ অবশিষ্ট ব্যক্তি ক্রমে বল পাইয়া বিজয়ী পক্ষের হতাবশিষ্টদিগের আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখে না; শত্রুতার শেষ করিবার অভিলাষে সে সর্ব্বসংহারে যত্নবান্ হয়। এইরূপে জয় শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকে। কাহারও সহিত যাহার শত্রুতা নাই, তাহার আর জয় পরাজয়ের চিন্তা থাকে না, সুতরাং সে প্রশান্তচিত্তে সুখে নিদ্রা যায়; কিন্তু জাতবৈর পুরুষের সদাই দুঃখ; সসর্প আবাসে বাস করিলে মনে মনে যাদৃশ উদ্বেগ জন্মে, তাহাকেও সেইরূপ চিন্তাকুল-চিত্তে শয়ন করিতে হয়। যে ব্যক্তি সকলের উচ্ছেদক হয়, সে কদাপি যশোভাজন হইতে পারে না; সহস্র সহস্র যশ থাকিলেও সে তাহা হইতে পরিচ্যুত হয় এবং সর্ব্বলোকমধ্যে চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি সঞ্চয় করে। দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত থাকিলেও শাত্রবানল নির্ব্বাণ হইবার নহে। শত্রুকুলে যদি কোন পুরুষ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বপুরুষ-কৃত বৈর-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিবার লোকও অনেক থাকে। হে কেশব! বৈর-দ্বারা কখন বৈরের উপশম হয় না, বরং ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা কেবল বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। অতএব যখন ছিদ্র নিত্যস্থায়ী, কোনক্রমে তাহার পরিহার করা যায় না, তখন এক পক্ষের বিনাশ ব্যতিরেকে আর শান্তি নাই। যাহারা ছিদ্রলাভে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের এই দোষ নিত্যকালসংসক্ত থাকে। পুরুষকার-নিবন্ধন যে একটি প্রবল মানসিক সন্তাপ নিরন্তর অন্তর্দাহ করিতে থাকে, হয় তাহার পরিহার, না হয় মরণ, এই উভয়ের অন্যতর উপায়দ্বারা শান্তি হইতে পারে। হে মধুসূদন! শত্রুগণের সমূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেও রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ প্রচুর ফল লাভ হয়; পরন্তু শত্রুগণের সমূলোচ্ছেদ অতিশয় নিষ্ঠুরের কার্য্য। রাজ্যের ত্যাগ দ্বারা যে শান্তি হইতে পারে, রাজ্য ব্যতিরেকে বধের সহিত তাহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না; কেন না তাহাতে শত্রুপক্ষের সংশয় এবং আত্মপক্ষের সমুচ্ছেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব রাজ্য ত্যাগ করিতেও আমাদের ইচ্ছা হয় না এবং কুলক্ষয় করিতেও অভিরুচি হয় না। এতদ্বিষয়ে যাহাতে কোন প্রকারে যুদ্ধ করিতে না হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে এরূপ চেষ্টা করিয়া

যদি অবনতি দ্বারা শান্তি লাভ করা যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বাংশে উত্তম হয়; যেহেতু সেইরূপ শান্তিই গরীয়সী। সান্ত্ববাদ দ্বারা কোন ফল না দর্শিলে যুদ্ধ ত প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; তখন আর পরাক্রম প্রকাশে নিরস্ত থাকা কোন রূপেই উচিত নহে। কিন্তু সান্ত্ব প্রতিহত হইলে অবশ্যই নিদারুণ ব্যাপারের সংঘটন হইয়া থাকে; কুক্কুরদিগের কলহকালে পণ্ডিতেরা তাহার বিলক্ষণ উপমার স্থল দৃষ্টি করিয়াছেন। কুক্কুরগণ প্রথমে লাঙ্গুল-চালন গর্জ্জন, প্রত্যুত্তর প্রদান, চক্রাকারে পরিভ্রমণ, দন্তপ্রদর্শন ও ঘন ঘন চীৎকার ধ্বনি করে, পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। হে কৃষ্ণ! তন্মধ্যে যেটা বলবান্ হয়, সে অন্যকে পরাজয় করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের মধ্যেও অবিকল এইরূপ, কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরন্তু দুর্ব্বলদিগের প্রতি আস্থা ও বিরোধ না করাই বলিষ্ঠদিগের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, কেন না দুর্ব্বল ব্যক্তি সহজেই অবনতি স্বীকার করে। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের জ্যেষ্ঠ তাত, রাজা, বৃদ্ধ ও সর্ব্বথা মাননীয়; অতএব তাঁহার নিকটে সম্মান, পূজা ও অবনতি প্রদর্শন করা আমাদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু হে মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রস্নেহ অতীব বলবান্; পুত্রের বশীভূত হইয়া তিনি আমাদিগের প্রণিপাত অস্বীকার করিবেন। অতএব অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে তুমি কি উপযুক্ত বিবেচনা কর? কি প্রকারে আমরা ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে পরিচ্যুত না হই? হে মধুসূদন! হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! ঈদৃশ বিষমতর অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে আমি তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তির নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব? তোমার সদৃশ প্রিয়, হিতৈষী, সর্ব্বকর্ম্মের গতিজ্ঞ এবং সর্ব্ব বিষয়ের যথার্থ সিদ্ধান্তকারী সুহৃদ্ আমাদিগের আর কে আছে? বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজের এই সকল কথা শুনিয়া জনার্দ্দন তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি আপনাদিগের উভয়েরই প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্ত কৌরবসভায় গমন করিব; তথায় আপনার অভিপ্রেত বিষয় স্থির রাখিয়া যদি শান্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার মহাফলোপধায়ক সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সন্ধি করিতে পারিলে আমি কোপাবিষ্ট কুরু সৃঞ্জয়দিগকে, পাণ্ডবগণকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সকলকে এবং এই সমগ্র ভূমণ্ডলকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কৌরবদিগের সন্নিধানে গমন কর, ইহা কোন প্রকারেই আমার অভিমত নহে। তুমি সদুক্তি করিলেও সুযোধন কদাচ তোমার কথা রক্ষা করিবে না। হে কৃষ্ণ! দুর্যোধনের বশবর্ত্তী অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত রহিয়াছে; অতএব তন্মধ্যে তোমার প্রবেশ করা কোন মতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। হে মাধব! তোমার প্রতি কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে আমার, রাজ্য ধন বা সুখের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গপুরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অথবা সাক্ষাৎ দেবত্ব পদার্থও কদাপি প্রীতিজনক হইবে না। ভগবান্ কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধনের যেরূপ পাপবুদ্ধি, তাহা আমার অবিদিত নাই; তথাপি তাহার নিকটে গমন করিলে আমরা সর্ব্বলোকবর্ত্তী রাজন্যগণ সন্নিধানে নিন্দাশূন্য থাকিব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সিংহসমীপে ইতর পশুবর্গের ন্যায়, যাবতীয় পার্থিবগণ মিলিত হইয়াও আমার সম্মুখে সুস্থির থাকিতে পারিবে না। যদি তাহারা আমার প্রতি কোন প্রকার অযুক্ত-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত কুরুকুল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব, এইরূপ নিশ্চয় করিতেছি। হে পার্থ! সে স্থলে আমার গমন করা কখনই নিরর্থক হইবে না; যদিও প্রয়োজন-সিদ্ধ না হয়, তথাপি পরিশেষে আর আমাদিগকে পরিবাদগ্রস্ত হইতে হইবে না। যুধিষ্ঠির কহিলেন। কৃষ্ণ! তোমার যাহা রুচি হয় কর। সর্ব্বথা কুশলী হইয়া কৌরবগণসমীপে গমন করত তাহাদিগকে এরূপ প্রশান্ত কর, যাহাতে আমরা সন্ধিসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর প্রীত মনে কালযাপন করিতে পারি। এক্ষণে প্রার্থনা এই, প্রত্যাগমন সময়ে তোমাকে যেন কৃতকার্য্য ও কল্যাণযুক্ত দেখিতে পাই। হে প্রভাব-সম্পন্ন জনার্দ্দন! তুমি আমাদের ভ্রাতা অথচ সখা;—আমার ও অর্জ্জুনের তুল্যরূপ প্রিয়; তোমার সহিত আমাদিগের এরূপ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে যে, কোন বিষয়েই তোমার প্রতি শঙ্কার সম্ভাবনা নাই; অতএব আমাদিগের মঙ্গল-সাধনার্থ শুভযাত্রা কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকেও জান এবং শত্রুদিগকেও জান; যেরূপ প্রয়োজন,তাহাও তোমার অগোচর নাই এবং যেরূপ প্রস্তাব করা উচিত তাহাও অবিদিত নাই; অতএব হে কেশব! সান্ত্ববাদই হউক অথবা যুদ্ধের প্রসঙ্গই হউক,যাহা আমাদিগের হিতকর অথচ ধর্ম্মানুযায়ী হইবে, তাহাই সুযোধনের নিকট ব্যক্ত করিবে

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে কৃষ্ণ কহিলেন, আমি সঞ্জয়ের বাক্যও শুনিয়াছি এবং আপনার কথাও শুনিলাম; শত্রুদিগের এবং আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাও আমার অবিদিত নাই। আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মকে আশ্রয় [illegible] দিগের মতি কেবল শত্রুতার [illegible] করিয়া যাহা কিছু লাভ করা যায়, তাহাই আপনার বহুমত বোধ হইতেছে; কিন্তু হে বিশাম্পতে! সমুদায় আশ্রমীরা বলেন, ক্ষত্রিয় যে ভিক্ষাজীবী হয়, এরূপ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত নহে। বিধাতা সংগ্রামে জয় ও বধের যে বিধান করিয়াছেন, তাহাই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম; কৃপণতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে কদাচ প্রশংসার বিষয় নহে। হে মহাবাহো যুধিষ্ঠির! দীনভাব অবলম্বন করিলে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অতীব দুঃসাধ্য হয়; অতএব হে পরন্তপ! সমুচিত বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুনাশ করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অতিমাত্র লুব্ধ হইয়া অনেকানেক বীর পুরুষদিগের সহিত দীর্ঘ কাল সহবাস করিয়া নিরতিশয় স্নেহ ও মিত্রতা প্রকাশদ্বারা যেরূপ বল-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কোনক্রমেই তাহারা আপনার সহিত সন্ধি করিবে না। হে বিশাম্পতে! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সহায় রহিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা আপনাদিগকে অতিশয় বলশালী জ্ঞান করিতেছে; সুতরাং যে পর্য্যন্ত আপনি মৃদুভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট নম্রতা প্রকাশ করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাহারা অবশ্যই আপনাকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই। অরিন্দম! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা না করুণাবুদ্ধি, না দীনতা, না ধর্ম্মার্থজ্ঞান কিছু-

তেই আপনার মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডব! আপনাকে তাদৃশ দুষ্কর কৌপীন ধারণ করাইয়াও তাহারা যে অনুতাপান্বিত হয় নাই, ইহাই সন্ধি না করিবার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করুন। হে রাজন্! আপনি এতাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ, মৃদুদান্ত, দানশীল ও ব্রতনিষ্ঠ হইলেও যে ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, ধীমান্ বিদুর, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, প্রধান প্রধান কৌরবসকল ও নগরস্থ সমুদয় লোকের সাক্ষাতেই আপনাকেই কপট-পাশক্রীড়ায় বঞ্চিত করিয়া স্বকীয় নিকৃষ্ট কর্ম্ম জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে নাই, তাদৃশ দুঃশীল দুরাচার ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের প্রতি আপনি কদাচ স্নেহ করিবেন না। হে ভারত! আপনার কথা দূরে থাকুক, তাহারা সকল লোকেরই বধ্য। একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি, দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রহৃষ্ট-মনে আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে বহুতর অসদৃশ বচনাবলি দ্বারা আপনাকে ও আপনার সহোদরদিগকে কিরূপ মর্ম্মপীড়া প্রদান করিয়াছিল! সে মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছিল "এই পৃথিবী মধ্যে পাণ্ডবদিগের 'এই বস্তু নিজস্ব' এমন কিছুই নাই; এমন কি, ইহাদিগের নাম ও গোত্র পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল; মহাকাল-সহকারে ইহারা অবশ্যই পরাভব প্রাপ্ত হইবে; ইহাদের রাজ্যাঙ্গ এক্ষণে আমার অধিকৃত হইল, সুতরাং ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহার্থে প্রজাগণের সাহায্য অবলম্বন করিবে।" আরও দেখুন, দ্যূতক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হইলে, পাপমতি দুরাত্মা দুঃশাসন, অনাথার ন্যায় রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী দেবীকে কেশে আকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভামধ্যে আনিয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির সাক্ষাতেই বারংবার 'গবী গবী' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল। তৎকালে আপনি ভীমপরাক্রম ভ্রাতৃদিগকে বারণ করিয়া রাখিলেন, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া তাহার কিছুই প্রতিক্রিয়া করিতে পারিলেন না। আপনি বনে গমন করিলেও দুর্য্যোধন জ্ঞাতিবর্গমধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ ও অন্যান্য প্রকার বহুতর কঠোর বাক্যের উক্তি করত শ্লাঘা করিয়াছিল; সে স্থলে যে সকল সংস্বভাবসম্পন্ন লোক সমানীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাকে নিরপরাধ মনে করিয়া কেবল অশ্রুকণ্ঠে রোদন করত সভামণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণসকল কি রাজন্যগণ, কেহই তাহার কথায় আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই, বরং সমস্ত সভাসদেরাই তাহাকে নিন্দা করিয়াছিলেন। হে শক্রতাপন মহারাজ! কুলীন ব্যক্তির যে নিন্দা, তাহাই বধ; বরং নিন্দা-দূষিত জঘন্য জীবন বহন করা অপেক্ষা একবারে বিনষ্ট হওয়া শতগুণে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গের নিন্দাস্পদ হইয়াও সে যখন লজ্জা বোধ করে নাই, তখন আর তাহার নিহত হইবার অপেক্ষা কি আছে? যাহার চরিত্র ঈদৃশ জঘন্য, তাহাকে বিনষ্ট করা অতি সামান্য কার্য্য। অন্যান্য মূল সকল ছিন্ন হইলে কেবল মধ্যম মূল অবলম্বন দ্বারা যাহার পতন নিরুদ্ধ থাকে, তাদৃশ বৃক্ষের ন্যায় এবং সর্পের ন্যায় ভয়াবহ সেই ক্ষুদ্রাশয় দুর্ম্মতি সকল লোকেরই বধ যোগ্য; অতএব হে শক্রনাশন! তাহাকে বিনষ্ট করুন; তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। হে অনঘ! ধৃতরাষ্ট্র কি ভীষ্মের নিকটে আপনি যে প্রণিপাত স্বীকার করেন, ইহা সর্ব্ব প্রকারেই আপনার উপযুক্ত এবং আমারও অভিমত; অতএব হে রাজন্! আমি তথায় গমন করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি যাঁহাদিগের দ্বিধাভাব আছে, তাহাদের সকলেরই সংশয় ছেদন করিব; সমবেত রাজমণ্ডলীমধ্যে আপনার সর্ব্ব-পুরুষ-সাধারণ গুণ-সমূহের এবং তাহারও দোষ রাশির সংকীর্ত্তন করিব। নানা জনপদেশ্বর ভূপালবর্গ আমার সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া অবশ্যই আপনাকে ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিবেন এবং দুর্য্যোধন লোভপরবশ হইয়া যেরূপ দুষ্টাচার করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। কেবল রাজমণ্ডলী কেন, সমাগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়-মধ্যে কি জনপদবাসী, কি নাগরিক, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলের সাক্ষাতেই আমি দুর্য্যোধনের নিন্দা করিতে থাকিব। আপনি যখন শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আপনাকে আর কে অধার্ম্মিক বলিবে? কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই যাবতীয় কৌরবদিগকে, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রকে ভূরি ভূরি নিন্দা করিবে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! সেই সর্ব্বলোক-বিবর্জ্জিত পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন নিন্দা-নিহত হইলে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের আর অবশিষ্ট কি থাকিবে? অতএব আমি কুরুমণ্ডলী সমীপে গমনপূর্ব্বক আপনার অর্থহানি না করিয়া সন্ধি করণে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইব এবং তাহাদিগের যুদ্ধ-বিষয়িণী প্রবৃত্তি ও যাবতীয় চেষ্টিত অবলোকন করিয়া অচিরেই আপনার জয়ের নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিব। হে ভারত! দুর্নিমিত্ত সমুদায়ের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি, তাহাতে শক্রগণের সহিত যে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা সর্ব্বথাই প্রতীত হইতেছে। দেখুন, সন্ধ্যা সময়ে মৃগ ও বিহঙ্গগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে; প্রধান প্রধান হস্তী ও অশ্ব সকলেতে ঘোররূপ লক্ষিত হইতেছে এবং হুতাশন বহুপ্রকার বিকটতর বর্ণ ধারণ করিতেছে। অতএব হে নরেন্দ্র! মনুষ্য লোকান্তকারী দুরন্ত অন্তকের আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা না হইলে কদাচ এরূপ ঘটিত না। অতএব এই সময়ে আপনার যোধগণ কৃতনিশ্চয় হইয়া শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, রথ, হয়, হস্তী প্রভৃতি সামরিক সামগ্রী সমস্ত সজ্জিত করিয়া অশ্ব, গজ ও রথসমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হউক। হে নরেন্দ্র! সংগ্রাম নিমিত্ত যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, আপনি সমগ্ররূপে তৎসমুদায়ের আয়োজন করিয়া রাখুন। হে পাণ্ডবরাজ! দুর্য্যোধন পূর্ব্বে দ্যূত দ্বারা আপনার যে প্রচুর-সমৃদ্ধিশালী রাজ্যটি হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সে জীবিত থাকিতে কোন প্রকারেই আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সমর্থ হইবে না।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীম কহিলেন, হে মধুসূদন! যাহাতে কুরুদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন হয়, এইরূপ প্রস্তাব করিও; যুদ্ধ প্রসঙ্গদ্বারা তাহাদিগকে কদাচ ভয় প্রদর্শন করিও না। ক্রোধ-পরবশ, উৎসাহসম্পন্ন, কল্যাণবিদ্বেষী ও মহাভিমানী দুর্য্যোধনকে কোন প্রকারে উগ্রবাক্য বলা উপযুক্ত হইবে না, অতএব সান্ত্ববাদ দ্বারাই তাহাকে সান্ত্বনা করিও। হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি স্বভাবত পাপাত্মা, দস্যু-নির্ব্বিশেষ চিত্ত, ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত, পাণ্ডবদিগের সহিত কৃত-বৈর, অদীর্ঘদর্শী, নিষ্ঠুর, সাধুজনের অবমানকারী, ক্রূর-পরাক্রম, চিরক্রোধী, অবিনীত, পাপমতি ও বঞ্চনা-প্রিয়; যে মূঢ়মতি বরং প্রাণ

দিতেও স্বীকৃত হয়, তথাপি স্বমত পরিহার-পূর্ব্বক স্বেচ্ছা ভঙ্গ করিতে কোন প্রকারে সম্মত হয় না; তাদৃশ পামরের সহিত সন্ধি করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সে আপনিও ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না এবং সুহৃদ্বাক্যেরও বশম্বদ হয় না, সুতরাং ধর্ম্মত্যাগী ও মিথ্যা-প্রিয় হইয়া কেবল সুহৃদ্গণের বাক্য ও মনের প্রতি প্রতিঘাত করে মাত্র। তৃণদ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়াও ভুজঙ্গ যেমন স্বভাবসিদ্ধ খল-স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, সেও সেইরূপ স্বাভাবিক দুষ্টতার আশ্রয় করত ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপ সংকলন করে।

হে কেশব! দুর্য্যোধনের যত সেনা, যেরূপ শীল, যেমন স্বভাব, যে প্রকার বল ও যাদৃশ পরাক্রম, তাহা সকলই তোমার বিদিত আছে। দেখ, পূর্ব্বে কৌরবেরা পুত্রাদির সহিত সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্ত থাকিত এবং আমরাও যেন পুরন্দরের অনুজবর্গের ন্যায় সদ্ভাবে পরস্পর আহ্লাদ আমোদে কালযাপন করিতাম; কিন্তু হে মধুসূদন! শিশির-বিগমে বন যেমন দাব-দহনে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ দুর্য্যোধনের ক্রোধ-হুতাশনে এক্ষণে যাবতীয় ভারত বংশ ভস্মীভূত হইবে। হে কৃষ্ণ! যাহারা জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও বান্ধবসমুদায়ের সমুচ্ছেদ করিয়াছিল, পশ্চাক্তৃত সেই অষ্টাদশ নৃপতি সুবিখ্যাত আছে। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন কাল সমাগত হইলে তেজঃপুঞ্জে প্রজ্বলিত সমৃদ্ধ অসুরদিগের বংশে যেমন কলির উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ হৈহয়-বংশে উদ্ধত স্বভাব উদাবর্ত্ত, নীপবংশে জনমেজয়, তাল-জঙ্ঘ বংশে বহুল, ক্রমিবংশে বসু, সুবীর-বংশে অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রবংশে রুষর্দ্ধিক, বলীহ বংশে অর্কজ, চীনবংশে ধৌতমূলক, বিদেহ-বংশে হয়গ্রীব, মহৌজস-বংশে বরয়ু, সুন্দরবেগ-বংশে বাহু, দীপ্তাক্ষ-বংশে পুরূরবা, চেদিমৎস্য-বংশে সহজ, প্রবীর-বংশে বৃষধ্বজ, চন্দ্রবৎস-বংশে ধারণ, মুকুট-বংশে বিগাহন এবং নন্দিবেগ-বংশে সম রাজা উৎপন্ন হইয়াছিল। যুগান্ত-সময়ে এই সমস্ত কুলনাশন নরাধমেরা যেমন উক্ত কুল সমূহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ উপস্থিত যুগাবসানে কাল-প্রেরিত কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনও সাক্ষাৎ পাপের অবতার স্বরূপ হইয়া কুরুবংশে উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব হে উগ্রপরাক্রম! উগ্রতা পরিহার পূর্ব্বক তাহার নিকটে মৃদুমন্দভাবে, যাহাতে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ অভিলষিত বিষয়ের বাৎসল্য-সমন্বিত, ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ও হিতকর বাক্য বলিও। হে কৃষ্ণ! আমরা নম্রভাব ধারণ করিয়া বরং দুর্য্যোধনের অনুগত হইয়া চলিব, তথাপি আমাদিগের ভরতবংশের যেন ধ্বংস না হয়। হে বাসুদেব! যাহাতে কৌরবদিগের সহিত কোন বিষয়ের সংস্রব না থাকায়, আমাদের পরস্পর উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার না হয়, তোমাকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে; তাহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিবশত যেন কোন প্রকারে কুরুকুলের কুলক্ষয়-নিবন্ধন দোষস্পর্শ না হয়। হে কৃষ্ণ! প্রবীণতম পিতামহ ও অন্যান্য সভাসদবর্গকে কহিবে, সকলে যত্নপর হইয়া দুর্য্যোধনকে প্রশান্ত করুন; ভ্রাতৃগণ মধ্যে সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত হউক। শান্তি বিষয়ে আমি এইরূপ কহিতেছি এবং রাজাও ইহার প্রশংসা করেন; অর্জ্জুনও যুদ্ধার্থী নহেন, কেন না উহাঁর শরীরে বিস্তর দয়া আছে।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পর্ব্বতের লঘুত্ব অথবা পাবকের শীতত্ব যেমন অসম্ভাবিত, সেইরূপ কৃপাপরীত ভীমসেনের এই অভূতপূর্ব্ব মার্দ্দবযুক্ত বাক্য শুনিয়া শূরনন্দন শার্ঙ্গধ্বা রামানুজ মহাবাহু কেশব তাঁহাকে পরিহাস করিবার উদ্দেশে এবং বায়ু-সংযোগে বহ্নির ন্যায়, প্ররোচনা বাক্যে উত্তেজিত করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! অন্য সময়ে আপনি ত হিংসা-প্রিয় ক্রূরতম ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের বিমর্দ্দনাভিলাষে যুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে পরন্তপ! ঐ চিন্তায় আপনার নিদ্রা হয় না; আপনি অধোমুখে শয়ন করত জাগরিত থাকিয়াই রাত্রি শেষ করেন; সর্ব্বদা শান্তিবিরোধী ঘোরতর রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন এবং স্বকীয় ক্রোধানলে অহর্নিশ সন্তপ্ত হইয়া সধূম পাবকের ন্যায় অপ্রশান্তচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে যেন অতিশয় ভারার্ত্ত ও দুর্ব্বলের মত একান্তে শয়ন করিয়া থাকেন। যাহারা আপনার প্রকৃতভাব না জানে, তাহারা এই সকল অদ্ভুত আচরণ দর্শনে আপনাকে উন্মত্ত বলিয়াই স্থির করে। হে বৃকোদর! কোন মাতঙ্গ নির্ম্মূল বৃক্ষ সকল দলনপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে পদাঘাত করত সংমুদায় বক্রীকৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ শব্দ করে, আপনিও কখন কখন সেইরূপ ঘোর শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হন। হে পাণ্ডব! লোকের সহিত সংসর্গ বা সমালাপ করিতে আপনার অভিরতি হয় না; কেবল নির্জ্জনে একান্ত অবস্থিতি করিতেই ভাল লাগে। কি দিন, কি যামিনী, সর্ব্বসময়েই নির্জ্জনে অবস্থান ব্যতীত অন্য কিছু আপনার প্রীতির বিষয় হয় না। হে ভীম! আপনি একান্তে আসীন হইয়া কোন কোন সময়ে অকস্মাৎ হাস্য বা রোদন করিতে করিতে জানু-দ্বয়োপরি মস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক নিমীলিত-নয়নে বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; আবার সহসা ভ্রুকুটি বন্ধন ও ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে করিতে বিকটভাবে বারংবার দৃষ্টি বিক্ষেপ করেন। এই সমস্ত ব্যাপার কেবল ক্রোধের অনুভাব মাত্র।

হে পরন্তপ! পূর্ব্বে ভ্রাতৃগণ-মধ্যে আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, 'ভানুমান্ সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ উদ্ঘাত করিতে দৃষ্ট হন এবং পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কোন কালে তাহার ব্যতিক্রম হয় না, আমি সেইরূপ সত্য করিয়া বলিতেছি অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া এই গদাদ্বারা তাহাকে নিহত করিব, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনার সেই বুদ্ধি অদ্য শান্তি বিষয়ে প্রধাবিতা হইতেছে। অহো ভীম! যখন আপনাকেও ভয় আশ্রয় করিতেছে, তখন ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মনের ভাব সমুদায় বিপরীত হইয়া পড়ে। অহো পার্থ! আপনি কি জাগরিত, কি নিদ্রিত। সর্ব্বাবস্থাতেই বিপরীত নিমিত্ত-সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাহাতেই আপনার শান্তি কামনা হইতেছে। হা! আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনাতে কিছুমাত্র পুরুষকারের আশংসা করিতেছেন না। আপনি মোহে অভিভূত হইয়াছেন, তাহাতেই আপনার মন এরূপ বিকৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনার হৃদয় কম্পিত হয়; আপনার চিত্ত বিষাদযুক্ত হয়; আপনি উরু-স্তম্ভ দ্বারা আক্রান্ত

হন, তাহাতেই প্রশান্তি ইচ্ছা করেন। হে পার্থ! মানবীয় চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; বাতবেগ-প্রচলিত শাল্মলি-বীজের ন্যায়, উহা কখন চঞ্চল কখন বা স্থির হইয়া থাকে। গো-সকলের মানুষী বাণীর ন্যায় আপনার এই অসম্ভাবিত নিন্দিত বুদ্ধি দর্শনে পাণ্ডুপুত্রেরা নিতান্তই উদ্বিগ্ন হইতেছেন; তাঁহাদিগের চিত্তভূমি যেন উড়ুপ-বিহীন হইয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে ভীমসেন! আপনার ঈদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণে আমার অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে। যেমন শৈলের সঞ্চরণ অসম্ভব, আপনার মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসরণ হওয়াও সেইরূপ অসঙ্গত। অতএব হে ভারত! আপনি যে কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যে সমস্ত অলৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎসমুদায় পর্য্যালোচন করিয়া উৎসাহ-সম্পন্ন হউন। হে বীর! বিষাদ পরিহারপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করুন। হে অরিন্দম! ভবাদৃশ অসম শৌর্য্যশালী ব্যক্তির এরূপ গ্লানিযুক্ত হওয়া কদাচ উপযুক্ত নহে। ক্ষত্রিয়েরা স্বকীয় প্রতাপদ্বারা যাহা লাভ করিতে না পারে, তাহা আর তাহাদিগের যথার্থ উপভোগের বিষয় হয় না।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নিত্যক্রোধী, অসহনশীল ভীমসেন বাসুদেবের উক্ত রূপ বাক্য শ্রবণে সদশ্বের ন্যায় তৎক্ষণমাত্র উত্তেজিত ও প্রত্যুত্তর প্রদানে সত্বর হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে অচ্যুত! আমি এক প্রকার অনুষ্ঠানের মানস করিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে আর এক প্রকার বিবেচনা করিতেছ। সংগ্রামে আমার যে নিরতিশয় প্রীতি আছে এবং আমার পরাক্রম যে কখন মিথ্যা হয় না, দীর্ঘকাল একত্র সহবাস করায় তুমি অবশ্যই আমার তাদৃশ সত্ত্ব জানিতে পার; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল জানিয়া শুনিয়াও যেন অনভিজ্ঞের ন্যায় প্লবহীন হ্রদ-মধ্যে ভাসমান হইতেছ এবং সেই নিমিত্তই আমাকে ঈদৃশ অযুক্ত-বাক্য দ্বারা ভৎর্সনা করিতেছ। হে মাধব! ভীমসেনের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার মত এতাদৃশ অপ্রতিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়? তুমি যে আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পার নাই, এই নিমিত্তই আমাকে আপনার অসাধারণ পৌরুষ ও পরাক্রমের কথা ব্যক্ত করিতে হইল; আপন মুখে আপনার প্রশংসা করা সর্ব্বথাই গর্হিত কর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু কি করি, তোমার অতিশয় ভৎর্সনা-বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া আত্মবলের পরিচয় না দিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। হে কৃষ্ণ! অখিল প্রজাপুঞ্জের উৎপত্তিস্থান ও আধারভূত এই যে অচল, অসীম ও অনন্ত ভূলোক ও দ্যুলোক অবলোকন করিতেছ, যদ্যপি স্যাৎ ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাদ্বয়ের ন্যায় সহসা মিলিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আমি বাহুযুগল দ্বারা এই সচরাচর লোকদ্বয়কে নিগৃহীত করিতে পারি। প্রকাণ্ড পরিঘযুগলের ন্যায় আমার এই ভুজদ্বয়ের মধ্যভাগে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ; ইহাতে পতিত হইয়া পরিত্রাণ পায়, এই সমগ্র ভূমণ্ডলের মধ্যে এমন মনুষ্যই আমি দেখিতে পাই না। আমি কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে, গিরিরাজ হিমালয়, অপার জলনিধি, অথবা বজ্রধারী স্বয়ং পুরন্দর, ইঁহারাও বলপ্রকাশ করিয়া আমার হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। হে অচ্যুত! পাণ্ডবদিগের প্রতি আততায়ী, সমরযোগ্য ক্ষত্রিয়-সকলকে ভূতলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া আমি অনায়াসেই পাদতলে নিষ্পেষণ করিতে থাকিব। হে জনার্দ্দন! পূর্ব্বে রাজন্যবর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক যেরূপে বশীভূত করিয়াছিলাম, তাহা কিছু তোমার অবিদিত নাই; তদ্দ্বারাই তুমি আমার বিক্রমের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছ। অথবা যদি উদীয়মানশীল প্রভাকরের দেদীপ্যমান প্রভাজালের ন্যায় আমার প্রচণ্ডতর প্রতাপপুঞ্জের বিষয় অবগত হইয়া না থাক, তবে সেই ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম-সময়ে তাহা বোধগম্য করিতে পারিবে। দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতস্থান উদ্ঘাটনের ন্যায় তুমি আমাকে ঈদৃশ কর্কশ বাক্যসহকারে তিরস্কার করিতেছ বটে, কিন্তু আমি আপন মতি অনুসারে তোমাকে এই যে কথা বলিলাম, তাহা অপেক্ষাও আমাকে অধিক করিয়া জান। যে দিন সেই লোকান্তকারী সঙ্কট যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবে, সেই দিনেই সকল সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাইবে। কেবল তুমি কেন, সকল লোকেই দেখিবে, আমি কখন গজারোহী, রথী ও অশ্বারদিগকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছি, কখন অসীম রোষভরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহা মহা বীরগণকে সংহার দশায় উপনীত করিতেছি, কখন বা প্রধান প্রধান সৈনিকদিগকে বিকর্ষণ করিতেছি। হে মধুসূদন! আমার মজ্জা প্রভৃতি দেহসার সমস্তও অবসন্ন হয় নাই এবং চিত্তও উৎকম্পিত হয় নাই; যদি সর্ব্বলোক সংক্রুদ্ধ হইয়া আমার বিরুদ্ধে আগমন করে, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র ভয় হয় না। তবে কৃপাপর হইবার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, কেবল সৌহৃদ্য প্রকাশ করামাত্র। আমাদিগের ভরতবংশের যেন ধ্বংস না হয়, এই ইচ্ছাতেই কৃপা করিয়া সকল ক্লেশ সহ্য করিতেছি।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, আপনার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্তই আমি প্রণয়হেতু ইহা বলিয়াছিলাম, নতুবা ভৎর্সনা, পাণ্ডিত্য, ক্রোধ কি বলিবার ইচ্ছা হেতু বলি নাই। আপনার যেরূপ মাহাত্ম্য, যাদৃশ পরাক্রম ও যেপ্রকার কর্ম্ম, তাহা সকলই আমার বিদিত আছে; অতএব সে নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিতেছি না। হে পাণ্ডব! আপনি আপনাতে যাদৃশ কল্যাণের সম্ভাবনা করিতেছেন, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ মঙ্গলের আশংসা করিতেছি। হে ভীম! সর্ব্বরাজগণ-পূজিত যেরূপ সমুন্নতবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে, আপনি বন্ধুবান্ধব ও সুহৃদ্বর্গের সহিত সর্ব্বাংশেই তাহার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে বৃকোদর! দেব ও মানুষ-সম্বন্ধীয় সন্দেহাস্পদ ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার অভিলাষী হইয়া মনুষ্যেরা একতর নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় না; কেন না যাহা পুরুষের অর্থসিদ্ধির হেতু হয়, তাহাই আবার তাহার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে; অতএব পুরুষের কর্ম্ম সর্ব্বথাই সন্দিগ্ধ। দোষদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কর্ম্মের এক প্রকার গতি স্থির করেন, কিন্তু সমীরণ বেগের ন্যায় তাহা অন্যথা পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে। মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সম্যক্ ন্যায়োপপন্ন, সুবিচারিত ও সুনীতিসম্পাদিত হইলেও দৈব-কর্ত্তৃক ব্যাহত হয়, আবার শীত, উষ্ণ, বর্ষা,

ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি অননুষ্ঠিত দৈব কর্ম্মও পৌরুষ-সহকারে বিফল হইয়া পড়ে। যাহা ফলভোগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন পুরুষ স্বয়ং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাতেও তাহাকে বদ্ধ থাকিতে হয় না; কেন না তদ্বিষয়ে 'জ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা সঞ্চিত পাপের নাশ হয়' এইরূপ শাস্ত্রিস্মৃতি-সিদ্ধ প্রমাণ আছে। অতএব হে পাণ্ডব! কর্ম্ম ব্যতীত লোকযাত্রা নির্ব্বাহের আর অন্য গতি নাই। পরন্তু দৈবকর্ম্ম ও পৌরুষ কর্ম্ম উভয়ের সমন্বয়ে ফল সিদ্ধ হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার অসিদ্ধি পক্ষেও ব্যথা নাই, সিদ্ধি-পক্ষেও আহ্লাদ নাই। হে ভীমসেন! তদ্বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয়ই আমার বিবক্ষিত ছিল; শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলে একান্তই সিদ্ধি-লাভ হইবে, ইহা বক্তব্য ছিল না। অপিচ মানসিক ভাবের বিপর্য্যয় হইলে একবারে তেজোহীন হইয়া বিষাদ ও গ্লানি প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে, এ নিমিত্তও আমি আপনাকে ঐসকল কথা বলিয়াছি। হে পাণ্ডব! কল্য ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের অর্থহানি না করাইয়া শান্তি-সংস্থাপন নিমিত্তই সর্ব্বথা যত্নবান্ হইব। যদি তাহারা সন্ধি করে, তাহা হইলে আমারও অনন্ত কীর্ত্তি, আপনাদিগেরও অভীষ্টসিদ্ধি এবং তাহাদিগেরও অনুত্তম মঙ্গল লাভ হইবে; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি সেই অবোধ কৌরবেরা মদীয় বাক্য অবহেলন-পূর্ব্বক স্বমত রক্ষার্থেই অভিনিবিষ্ট হয়, তবে অবশ্যই ঘোরতর সমর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভীমসেন! ঐ যুদ্ধে আপনার উপরেই সমস্ত ভার নিহিত রহিয়াছে। আপনি ও অর্জ্জুন উভয়েই সেই ভার ধারণ করিয়া অন্যান্য যোধগণকে বহন করিতে বাধ্য হইবেন; কেন না যুদ্ধ হইলে আমাকে অর্জ্জুনের সারথি হইতে হইবে; আমি সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হই, ইহাই ধনঞ্জয়ের কামনা, নতুবা আমার যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই, এমন নহে। অতএব হে বৃকোদর! আপনার ক্লীব-তুল্য বাক্যে সম্ভাষণ করাতে মতির প্রতি আশঙ্কা করিয়া আমি প্রভা-হীন তেজঃপুঞ্জ পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিলাম।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমার যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা ধর্ম্মরাজই বলিয়াছেন; পরন্তু তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি ধৃতরাষ্ট্রের লোভবশতই হউক অথবা আমাদিগের উপস্থিত দীনতা জন্যই হউক, শান্তি হওয়া কদাচ সুসাধ্য জ্ঞান করিতেছ না। অপিচ তুমি ইহাও মানিতেছ যে, পরাক্রম প্রকাশ না করিলে পুরুষের সকলই নিষ্ফল হয়; পুরুষকার ব্যতীত কোন কর্ম্মও হইতে পারে না এবং তজ্জন্য কোন ফলোদয় হইবারও সম্ভাবনা নাই। এইরূপ মনে করিয়া তুমি যে সকল কথার উল্লেখ করিলে, তাহা যথার্থই হইবে সংশয় কি? কিন্তু সচরাচর অবিকল সেই রূপই ঘটিয়া থাকে, ইহা কোন মতে স্বীকার করা যায় না। কোন বস্তুকেই এককালে অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। হে প্রভো! তুমি আমাদিগের অবসাদ-জনক এই বিষমতর ক্লেশদর্শনে সন্ধিবন্ধন হওয়া দুষ্কর জ্ঞান করিতেছ বটে, কিন্তু আমাদিগের কষ্টে যাহাদের কোন ফলোদয় নাই, সেই শকুনি, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি দুর্ম্মতিগণের কর্ম্মেই আমাদিগকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; সুতরাং সম্যক্রূপে সন্ধি প্রস্তাব সম্পাদিত হইলে অবশ্যই সফল হইতে পারে। অতএব হে কৃষ্ণ! যাহাতে শত্রুবর্গের সহিত সন্ধিবন্ধন হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই যত্ন কর। হে বীর জনার্দ্দন! প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সুর ও অসুর উভয় বর্গেরই সখা, সেইরূপ পাণ্ডব ও কুরুদিগের মধ্যে তুমিই আমাদের প্রধান সুহৃদ্। অতএব হে মধুসূদন! কুরু পাণ্ডবদিগের মানস-জ্বর নিরাকরণপূর্ব্বক শান্তি-সুখের সংস্থাপন কর। আমার বোধ হইতেছে, আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করা তোমার কদাচ দুষ্কর হইবে না, চেষ্টা করিলে অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। চেষ্টাই বা আর কি? একবার গমনমাত্রেই তুমি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রতি যদি অন্য প্রকার আচরণ করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তোমার স্বেচ্ছানুসারেই তাহা নিষ্পন্ন হইবে। ফলত তাহাদের সহিত আমাদিগের সন্ধিই হউক অথবা তোমার অভিপ্রেত যুদ্ধ করিতেই হউক, সুবিচার-সহকারে তুমি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিবে, তাহাই আমাদিগের গুরুতর ও সর্ব্বথা আদরণীয়। হে মধুসূদন! সেই দুরাত্মা যখন ধর্ম্মনন্দনের সুখৈশ্বর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া কোন ধর্ম্মানুগত উপায়ের অসদ্ভাবে কপট পাশক্রীড়ারূপ নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত রাজ্যধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে, তখন তাহাকে সপুত্রবন্ধুবান্ধবে বিনষ্ট করাও কোন প্রকারে অনুচিত হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়-কুলে এমন কোন্ ধনুর্দ্ধারী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থে আহূত হইয়া প্রাণবিয়োগ-স্থলেও পরাঙ্মুখ হইতে পারে? হে যদুপতে! সুযোধন যখন আমাদিগকে অধর্ম্মে পরাজিত ও বনে প্রব্রজিত করিয়াছে, তখনই আমার বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি মিত্রের নিমিত্ত সম্প্রতি যেরূপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিতেছ, ইহা বিচিত্র নহে। নিতান্ত মৃদুভাব কি ঐকান্তিক উগ্রতা অবলম্বন করিলেই বা কিরূপে উত্তম কার্য্য হইতে পারে? অথবা যদি তোমার মতে তাহাদিগের এখনই বধ করা শ্রেয়ঃকল্পবোধ হয়, তুমি তাহাই অবিলম্বে নিষ্পন্ন কর, তাহাতে কিছুমাত্র বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হে মাধব! পাপবুদ্ধি দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া যাদৃশ ক্লেশ দিয়াছিল এবং তাহার সেই অত্যাচার যেরূপে সহ্য করা হইয়াছিল, তাহা সকলই তোমার বিদিত আছে; অতএব হে মাধব! সে যে এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি সম্যক্ ন্যায়ানুসারে চলিবে, ইহা কখনই আমার বুদ্ধিতে আইসে না; বরং ইহাই বোধ হইতেছে যে, ঊষর ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় তাহা নিতান্তই নিষ্ফল হইবে। অতএব হে বৃষ্ণিনন্দন! সম্প্রতি পাণ্ডবদিগের হিতসাধন ও অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা তোমার যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠান কর।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কৃষ্ণ কহিলেন; হে মহাবাহো পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হইবে; আমি কুরু ও পাণ্ডব উভয়বর্গেরই কল্যাণ-

প্রতিপাদনে সমুৎসুক হইব; কিন্তু হে অর্জ্জুন। দৈব ও মানবীয় উভয় প্রকার কর্ম্মের সদ্ভাবেই ইহা সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্ত। দেখ, মানুষ কর্ম্মসহকারে ক্ষেত্র সকল রসবৎ ও পরিশোধিত হইলেও দৈবকৃত বর্ষণ ব্যতীত তৎসমুদায়ে কদাপি ফলনিষ্পত্তি হয় না। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ যত্নসম্পাদিত বারিসেক পর্য্যন্ত পৌরুষের কথা বলিতে পারেন, কিন্তু জল-সেচন করিলেও দৈববিড়ম্বনায় শুষ্ক হওয়াও নিঃসন্দেহ দেখিতে পান। অতএব ইহাই নিশ্চয় করিয়া মহাত্মা পণ্ডিতগণ 'দৈব কর্ম্ম ও মানুষকর্ম্ম উভয়েতেই লোক-হিতকার্য্য সংযুক্ত রহিয়াছে' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমিও পুরুষকারে যত দূর হইতে পারে তাহা করিব; কিন্তু প্রাক্তন-কর্ম্মের খণ্ডন করিতে কোন প্রকারেই সমর্থ হইব না হে পার্থ! সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন একে ত ধর্ম্ম-ভয় ও লোক-ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াও তথাবিধ পাপকর্ম্ম জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হয় না, তাহাতে আবার শকুনি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনপ্রভৃতি দুষ্ট মন্ত্রিগণ নিয়তই তাহার সেই পাপিষ্ঠ বুদ্ধির বর্দ্ধন করিতেছে; সুতরাং সপরিবারে বিনষ্ট হওয়া ব্যতিরেকে সে যে রাজ্যত্যাগ করিয়া শান্তিবিধানে সম্মত হইবে, ইহা কোন প্রকারেই আমার বোধগম্য হয় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও অবনতি দ্বারা আপন রাজ্য পরিত্যাগের ইচ্ছা করিতেছেন না এবং দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনও যাচ্যমান হইয়া তাহা কদাচ প্রত্যর্পণ করিবে না; সুতরাং তাহার নিকটে ধর্ম্মরাজের অনুশাসন বাক্য ব্যক্ত করাই আমার অনুচিত বোধ হইতেছে। হে ভারত! ধর্ম্মরাজ যে প্রয়োজনের কথা বলিয়া দিলেন, পাপাত্মা দুর্য্যোধন তৎসমুদায় কদাচ নিষ্পন্ন করিবে না। কিন্তু তাহা না করিলেই সে সকল লোকের বধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভারত! সেই দুরাত্মা তোমাদিগের কৌমার কালে যখন সর্ব্বদা অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছে এবং পরেও যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্যসন্দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া নিষ্ঠুরতর উপায়দ্বারা তাঁহার রাজ্য লোপ করিয়াছে, তখন আমার ত নিশ্চয়ই বধার্হ হইয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু উপস্থিত পাপাচরণ নিমিত্ত সম্প্রতি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মানবেরাই বিনাশাস্পদ হইবে।

হে কৌন্তেয়! যাহাতে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হয়, তদ্বিষয়ে দুর্য্যোধন বিস্তর যত্ন পাইয়াছিল; পরন্তু তাহার সেই পাপময় অভিসন্ধি আমি কদাপি গ্রাহ্য করি নাই। হে মহাবাহো! তাহার যেরূপ মত, তাহাও তুমি জ্ঞান এবং আমি যে ধর্ম্মরাজের প্রিয়কার্য্য সাধনেই নিরত রহিয়াছি, তাহাও তোমার বিদিত আছে। অতএব তাহার দুর্ম্মতি এবং আপনার অভিপ্রায় বিলক্ষণরূপে জানিয়া শুনিয়াও তুমি অনভিজ্ঞের ন্যায় এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার প্রতি এরূপ আশঙ্কা করিতেছ? বিশেষত ভূভারহরণার্থে স্বর্গ হইতে দেবতাদিগের অবতরণরূপ যে দিব্য বিধান আছে, তাহাও তোমার অগোচর নাই; অতএব হে পার্থ! শত্রুদিগের সহিত বিধিবিহিত সন্ধি বন্ধন কিপ্রকারে হইতে পারে? তবে আমা হইতে বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহা অবশ্যই আমি করিব, কিন্তু তাহাদিগের সহিত যে সন্ধি করিতে সমর্থ হইব, এরূপ আশা করিতে পারি না। গত সংবৎসরে গো-হরণ সময়ে সে সেইরূপ নিপীড়িত হইলে, ভীষ্ম পথিমধ্যে তাহাকে কি এই শান্তির কথা বলেন নাই? তিনি যাচ্ঞা করিলেও সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। ফলত তুমি যখন তাহাদিগকে বধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ, তখনই তাহারা পরাভূত হইয়াছে। সুযোধন এক ক্ষণের নিমিত্তও লেশমাত্র তুষ্ট না হউক, তথাপি ধর্ম্মরাজের শাসন আমাকে সর্ব্বথাই প্রতিপালন করিতে হইবে এবং সেই দুরাত্মার পাপ-কর্ম্মও পুনর্ব্বার পর্য্যালোচন করিতে হইবে।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নকুল কহিলেন, হে মাধব! ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতা-গুণের অনুবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত বহুবিধ বাক্যের উল্লেখ করিলেন, তাহাও আপনি শুনিলেন এবং ভীমসেন ও ধনঞ্জয় রাজার মতানুসারে যেরূপ শান্তি ও বাহুবীর্য্য, উভয়েরই প্রসঙ্গ করিলেন, তাহাও অবগত হইলেন এবং আপনার মতও পুনঃপুনঃ প্রকটিত করিলেন; কিন্তু হে পুরুষোত্তম! অগ্রে শত্রুদিগের মত শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ এ সমুদয় অতিক্রম-পূর্ব্বক সময়ানুসারে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহাই করিবেন। হে শত্রু-দমন কেশব! বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত অনুসারেই মতস্থির করিতে হয় এবং তাহা করিলেই মনুষ্য সমুচিত কার্য্য-নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারে। এক সময়ে কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হয়, কিন্তু সময়ান্তরে তাহার অন্যথা হইয়া পড়ে। ফলত পৃথিবীর সকল মনুষ্যই অনিত্য-মতি; চিরকাল একরূপ মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এমন লোক অপ্রসিদ্ধ। হে কৃষ্ণ! দেখুন যৎকালে আমরা বনবাসে অদৃশ্য ছিলাম, তখন আমাদিগের এক প্রকার বুদ্ধি ছিল, কিন্তু এখন দৃশ্য হইয়া সে বুদ্ধির অন্যথা হইয়াছে। রাজ্যের প্রতি সম্প্রতি আমাদের যেরূপ আদর হইতেছে, বনবাস সময়ে কখনই সেরূপ হয় নাই। হে জনার্দ্দন! এই দেখুন, আমরা বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সাহায্যার্থ এই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা আপনার প্রসাদে সমাগত হইয়াছে। অচিন্ত্য বলপৌরুষশালী এই সমস্ত পুরুষসিংহদিগকে সমরস্থলে শস্ত্র ধারণ করিতে দেখিলে কোন্ ব্যক্তি ভয়পীড়িত না হইবে? অতএব হে পুরুষ-সত্তম! আপনি কুরুমণ্ডলীমধ্যে গমন করিয়া প্রথমে সান্ত্বনাদ এবং পশ্চাৎ ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক এরূপে বাক্য-প্রয়োগ করিবেন, যাহাতে সেই মন্দমতি সুযোধন ভয়-বিচলিত না হয়। হে কেশব! দেখুন যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অপরাজিত অর্জ্জুন, সহদেব, আমি, আপনি, বলদেব, মহাবীর্য্য সাত্যকি, মহাবাহু মৎস্যরাজ, অমাত্যসহ পাঞ্চালেশ্বর, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিক্রমশালী কাশিরাজ, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি বীর পুরুষেরা সমরে প্রবৃত্ত হইলে মাংসশোণিতধারী কোন্ মনুষ্য আমাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারিবে? অতএব হে মহাবাহো! আপনি তথায় গমনমাত্রেই ধর্ম্মরাজের অভিলষিত বিষয় সম্পূর্ণরূপে সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। হে অনঘ! আপনার উক্ত হিতবাক্য-সমস্ত অন্য কেহ বুঝিতে পারুক না পারুক, অন্তত বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বাহ্লিক, ইহাঁরাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন এবং তদনুসারে অনুনয় বিনয়দ্বারা জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রকে এবং সহামাত্য দুরাচার দুর্য্যোধনকেও তাহা বুঝাইতে

পারিবেন। হে জনার্দ্দন! আপনি বক্তা এবং বিদুর শ্রোতা হইলে আপনারা কোন্ বিশৃঙ্খল বিষয়কে সুশৃঙ্খল করিতে না পারেন?

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সহদেব কহিলেন, হে অরিন্দম! ধর্ম্মরাজ যে কথার উল্লেখ করিলেন, যদিও তাহা সনাতন ধর্ম্মানুযায়ী বটে, তথাপি যাহাতে যুদ্ধ হয়, তাহাই আপনাকে করিতে হইবে। হে দাশার্হ! যদি কৌরবেরা আপনা হইতেই পাণ্ডবদিগের সহিত শান্তি ইচ্ছা করে, তথাপি তাহাদিগকে আমাদের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। হে কৃষ্ণ! দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীকে সেরূপে সভাস্থলে আনয়ন করিতে দেখিয়া সুযোধনের সংহার ব্যতীত কি প্রকারে তাহার প্রতি আমার ক্রোধের শান্তি হইতে পারে? ভীমার্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যদিচ ধর্ম্মানুসারেই চলিতে চাহেন, তথাপি আমি সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামে তাহার সহিত কেবল যুদ্ধ করিতেই আগ্রহান্বিত হইতেছি। সাত্যকি কহিলেন, হে মহাবাহো! মহামতি সহদেব যথার্থই বলিয়াছেন; সুযোধনের প্রতি আমারও যে কোপ আছে, তাহাকে বিনষ্ট করিলেই সে কোপের শান্তি হইতে পারে। অরণ্য-মধ্যে পাণ্ডবদিগকে চীরাজিনধারী ও বহুতর-দুঃখ-পরীত দৃষ্টি করিয়া আপনারও যাদৃশ ক্রোধোদয় হইয়াছিল, তাহা কি আপনার স্মরণ হয় না? অতএব হে পুরুষোত্তম! রণকর্কশ বীরবর মাদ্রীপুত্র যে কথার প্রসঙ্গ করিলেন, সমগ্র যোধগণেরও তাহাতেই সম্মতি আছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামতি সাত্যকি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে সর্ব্বদিক্ হইতেই সৈনিকদিগের ঘোরতর সিংহনাদ হইতে লাগিল; সকলেই "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করিতে থাকিল এবং সকলেই সমরোৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অতিশয় আহ্লাদিত করিয়া তুলিল।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতিকৃষ্ণ বর্ণ ও সুদীর্ঘ কেশধারিণী দ্রুপদনন্দিনী যশস্বিনী কৃষ্ণা মহারথ সহদেব ও সাত্যকির উক্তরূপ প্রস্তাবে ভূরি ভূরি প্রসংশা করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজের প্রস্তাবিত ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষতঃ ভীমসেনকে শান্তি সমুৎসুক দেখিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনায়মানা ও শোকাকুলা হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করিতে করিতে আসন-সমাসীন দাশার্হ কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো ধর্ম্মজ্ঞ মধুসূদন জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র পুত্র অমাত্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে যেরূপে সুখভ্রংশিত করিয়াছে, তাহাও তোমার বিদিত আছে এবং সঞ্জয় এখানে আগমন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া অগ্রে আপনার যেরূপ মন্ত্রণা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, পরে বিদায় কালে তাহাকে যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও তোমার সুগোচর আছে। হে মহাদ্যুতিসম্পন্ন কেশব! তিনি দুর্য্যোধন ও তাহার সুহৃদ্বর্গকে বলিবার নিমিত্ত এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অবশিষ্ট কোন একখানি গ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু হে কৃষ্ণ! সুযোধন প্রার্থনাকারী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া গ্রাহ্য করিল না। অতএব হে জনার্দ্দন! যদি বিনা রাজ্য-প্রদানে দুর্য্যোধন সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সেখানে গমনপূর্ব্বক কোনক্রমে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত মিলিত হইয়া অবশ্যই সেই ক্রোধভূয়িষ্ঠ ভয়ঙ্কর কৌরব সৈন্যের প্রতিকূলে অবস্থিত হইতে পারিবেন। হে মধুসূদন! যখন সাম বা দান দ্বারা তাহাদিগের নিকট কোন অর্থই সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আর তাহাদের প্রতি কৃপা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে? হে কৃষ্ণ! যাহারা সাম বা দানদ্বারা উপশান্ত না হয়, সেই সকল শত্রুর প্রতি জীবিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দণ্ড প্রয়োগ করাই যথার্থ কর্ত্তব্য। অতএব হে মহাবাহো অচ্যুত! সসৈন্য পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইয়া তোমারও কৌরবগণের উপরে অবিলম্বে মহাদণ্ড নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে কৃষ্ণ! একর্ম্ম পাণ্ডুপুত্রগণেরও উপযুক্ত এবং তোমারও যশস্কর, বিশেষত ইহা নিষ্পন্ন করিতে পারিলে ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে অতীব সুখাবহ হয়; কেন না ক্ষত্রিয়ই হউক বা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অক্ষত্রিয়ই হউক, লোভপরায়ণ হইলে তাহাকে নিহত করা স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিয়জনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরন্তু ব্রাহ্মণ সর্ব্বপাপে অবস্থিত হইলেও কোনপ্রকারে বধার্হ হইতে পারেন না; যেহেতু তাঁহারা সর্ব্ব বর্ণের গুরু এবং দানীয় দ্রব্য সকলের অগ্রভোজী। হে জনার্দ্দন! অবধ্যকে বধ করিলে যাদৃশ দোষের সম্ভাবনা, বধ্যের অবধেও যে তাদৃশ দোষের আস্পদ হইতে হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই দোষ তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, সসৈনিক সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবদিগের সহিত একবাক্য হইয়া তুমি তাহারই বিধান কর। হে কেশব! তোমার নিকটে আমার কোন বিষয়ই গোপন করিবার নাই, যখন যাহা বলিতে হইয়াছে তাহাই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে পুনরুক্ত হইলেও বিশ্বাসহেতুক তোমাকে আরও কতকগুলি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেখ দেখি, এই পৃথিবীমধ্যে আমার মত হতভাগিনী সীমন্তিনী আর কে আছে? হে কৃষ্ণ! আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা, বেদীমধ্য হইতে উৎপন্না, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার প্রিয় সখী। আজমীঢ়-কুলে পরিণীতা হইয়া আমি মহাত্মা পাণ্ডুরাজের স্নুষা এবং পঞ্চ-বাসব সম তেজস্বী পাণ্ডুপুত্রগণের মহিষী হইয়াছি। ঐ পঞ্চ বীরের ঔরসে আমার পাঁচটি মহারথ পুত্র হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! অভিমন্যু তোমার যাদৃশ স্নেহভাজন, আমার পুত্রেরাও ধর্ম্মত তোমার সেইরূপ প্রীতি-পাত্র। কেশব! এতাদৃশ সৌভাগ্যলক্ষণবতী হইয়াও আমাকে তুমি জীবিত থাকিতে, পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই সভায় আনীতা হইয়া কেশগ্রহাদি-জনিত অশেষবিধ দুঃসহ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা জীবিত থাকিতেও আমি সভামধ্যে থাকিয়া দুষ্টমতি পাপিষ্ঠগণের দাসী হইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়াও যখন পাণ্ডুতনয়েরা রোষ শূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, তখন আমি 'হে গোবিন্দ! আমাকে পরিত্রাণ কর' এই বলিয়া মনে মনে কেবল তোমাকেই চিন্তা করিয়াছিলাম। হে কেশব

অনন্তর যৎকালে শ্বশুর মহাশয় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে বলিলেন, "পাঞ্চালি! তুমি আমার বহুমতা ও বর-প্রদান-যোগ্য; অতএব বর প্রার্থনা কর" তখন আমি 'পাণ্ডবদিগের দাসত্ব না থাকে এবং তাঁহারা আপন আপন শোভন রথ ও আয়ুধ সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হন, ইহাই আমার প্রার্থনা,' এই কথা বলিলে সকলে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বনবাসার্থে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অতএব হে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন! আমার এবম্বিধ দুঃখসমূহের বিষয় তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ; এক্ষণে পতি, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত আমাকে পরিত্রাণ কর। হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মত ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পুত্র-বধূ; কিন্তু তাঁহাদিগের সাক্ষাতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাকে বলপূর্ব্বক দাসী করিয়াছিল। অতএব তাদৃশ দুঃসহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াও যখন সেই নরাধম মুহূর্ত্তকাল মাত্রও জীবিত রহিয়াছে, তখন পার্থের ধনুষ্মত্তাতেও ধিক্ এবং ভীমসেনের পরাক্রমেও ধিক্। হে কৃষ্ণ! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্রী হই,—আমার প্রতি যদি তোমার কৃপা থাকে, তবে ধৃত-রাষ্ট্রপুত্রের প্রতি তুমি সম্পূর্ণ কোপবিধান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোহিতাঙ্গী পদ্মাক্ষী গজেন্দ্র-গামিনী বরারোহা পাঞ্চালী কাতরভাবে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া মৃদু অথচ কুটিল অগ্রভাগযুক্ত, সুন্দর নীলবর্ণ, নয়নানন্দকর, সর্ব্বগন্ধে অধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন, মহাভুজগ-সদৃশ কেশ-পাশ বাম হস্তে ধারণপূর্ব্বক পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি শত্রুগণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হই-তেছ বটে, কিন্তু সমস্ত কার্য্যকালে, দুঃশাসন-কর-কলিত এই কেশ-পাশের কথা তোমার যেন স্মরণ থাকে! হে কৃষ্ণ। যদি ভীমার্জ্জুন দীনতা অবলম্বন করিয়া একান্তই সন্ধিবন্ধনে অভি-লাষ করেন, তথাপি আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন; আমার মহাবীর্য্যশালী পঞ্চ পুত্রে-রাও অভিমন্যুকে অগ্রে লইয়া কুরুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। হে মধুসূদন! যদি আমি দুঃশাসনের সেই শ্যামবর্ণ হস্তটা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ও ধূলি-সমাকীর্ণ হইতে না দেখি, তবে আর আমার এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের কোনকালেই শান্তি হইবে না। আমি প্রদীপ্ত-পাবক-তুল্য প্রবল শোকানল হৃদয়-মধ্যে ধারণ করিয়া কেবল সময় প্রতীক্ষায় এই ত্রয়োদশ বর্ষকাল কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ভীমের বাক্যশল্যে পীড়িত হইয়া আমার সেই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! হা! এতকাল পরে অদ্য এই মহাবাহুর ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি হইল! পীনায়ত-নিতম্বা বিস্তীর্ণ-লোচনা কৃষ্ণা বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি বিন্যাসপূর্ব্বক ঘন ঘন উৎকম্পের সহিত সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরস্থ ধাতু-সমস্ত যেন প্রদীপ্ত দুঃখানলে দ্রবীভূত ও নেত্রজলে পরিণত হইয়া নিবিড়তর কুচদ্বয়ে অভিবর্ষণ করত বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে থাকিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহারে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণে! তুমি যেমন এক্ষণে রোদন করিতেছ, সমস্ত ভরতকুল-কামিনীদিগকেও অচিরেই এইরূপে রোদন করিতে দেখিবে। হে ভীরু! জ্ঞাতি বান্ধব সকল বিনষ্ট হইলে তাহাদিগকে তোমার মত রোদন করিতে হইবে। হে ভাবিনি! তুমি যাহাদিগের প্রতি কুপিতা হইয়াছ, তাহারা অবশ্যই হত-মিত্র ও হতবল হইবে, সন্দেহ নাই। আমি ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নির্দ্দেশে এবং বিধিনির্ম্মিত অদৃষ্টের নিয়োগে নিশ্চয়ই তাহা প্রতিপাদন করিব। কালপক্ব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা যদি আমার কথা রক্ষা না করে, তবে নিঃসন্দেহ নিহত ও ধরাশায়ী হইয়া শৃগাল কুক্কুরা-দির ভক্ষণীয় হইবে। হে পাঞ্চালি! যদি হিমালয় পর্ব্বত কখন স্বস্থান হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, যদি বসুন্ধরাও শতধা-বিদীর্ণা হইয়া যায়, যদি নক্ষত্রপুঞ্জ-সম্বলিত নভোমণ্ডলও পতিত হয়, তথাপি আমার এই বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। আমি সত্য করিয়া তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি স্বামীদিগকে অচিরেই বীতশত্রু ও শ্রীসমন্বিত দেখিতে পাইবে; অতএব রোদন পরিহারপূর্ব্বক বাষ্প সম্বরণ কর।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমিই এক্ষণে কুরুবংশীয়-দিগের অনুত্তম সুহৃদ্। তুমি উভয় পক্ষেরই নিত্য সম্বন্ধী ও প্রীতিপাত্র এবং উভয় পক্ষের শান্তি স্থাপনেও সমর্থ। অতএব যখন কুরুপাণ্ডবদিগের কুশল প্রতিপাদন করাই তোমার কর্ত্তব্য, তখন অনুমতি না করিয়া অগ্রে তাহার অনুষ্ঠানেই যত্ন কর। হে শত্রুনাশন পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি অসহনশীল ভ্রাতা সুযোধন সন্নিধানে গমন করিয়া শান্তি নিমিত্ত যাহা কিছু বলিতে হয় বল। তাহাতেও যদি সেই নির্ব্বোধ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ভবদুক্ত কল্যাণময় হিতবাক্য গ্রহণ না করে, তবে নিতান্তই দুর্দ্দৈবের বশবর্ত্তী হইবে। কৃষ্ণ কহিলেন, হাঁ, যাহা ধর্ম্মসম্মত, আমাদিগের হিতজনক অথচ কুরুগণের মঙ্গলকর হয়, তাহাই সম্পাদন করিবার উদ্দেশে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শরৎ ঋতুর শেষে হিমাগম হইলে যৎকালে সকল শস্য সম্পত্তির আবির্ভাব হয়, সেই কার্ত্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কোন এক দিবসে নিশাবসানে বিমল অথচ কোমল করশালী দিবাকরের উদয়োপক্রমে মিত্র-দৈবত মুহূর্ত্ত সম্প্রাপ্ত হইলে স্বাস্থ্যসুখসম্পন্ন বলিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, ঋষিবৃন্দের স্তুতিপাঠ শ্রবণে বাসব যেমন বীতনিদ্র হন, সেই রূপ বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল্য, পবিত্র ও সুনৃত বচনাবলি শ্রবণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচক্রিয়াদি প্রাতঃ-কৃত্য সমস্ত সমাপনানন্তর স্নাত ও অলঙ্কৃত হইয়া প্রথমত সূর্য্য ও পাবকের উপাসনা করিলেন, পরে বৃষপৃষ্ঠস্পর্শন, ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ এবং সম্মুখে মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত সন্দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরোক্ত বাক্যের অনুস্মরণপূর্ব্বক শিনির পৌত্র সাত্যকিকে কহিলেন, শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণ, শক্তি ও অন্যান্য প্রহরণ সমস্ত রথোপরি স্থাপিত কর; যেহেতু দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি সকলেই দুরাত্মা; শত্রু দুর্ব্বল হইলেও বলবান্ ব্যক্তির তাহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর অগ্রযায়ী ভৃত্যেরা গদাধারী চক্রপাণি কেশবের সেই আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদীয় রথসজ্জা নিমিত্ত অগ্রসর হইল এবং সেই প্রদীপ্ত কালাগ্নি তুল্য ভূতলপ্রধাবী হইয়াও আকাশ

গামীর ন্যায় দ্রুতসঞ্চারী, চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ বিচিত্র চক্রদ্বয়ে সমলঙ্কৃত, অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য ও মৃগ পক্ষিসমূহের প্রকৃতি এবং বিবিধ পুষ্প ও মণিরত্নাদি দ্বারা সর্ব্বত্র সুশোভিত অভিনব-সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, সুবৃহৎ অথচ চারুদর্শন, সর্ব্বাঙ্গেই মণি-কাঞ্চনাদি-বিচিত্রিত, শোভন ধ্বজ পতাকা সমন্বিত, সর্ব্বসামগ্রী সুসজ্জিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবেষ্টিত, শত্রুগণের অনভিভবনীয় অথচ যশো-বিলোপী, যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন, অসামান্য রথখানি সর্ব্বভূষায় ভূষিত করিয়া পরিশেষে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামা সকল গুণ-সম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ অশ্ব-চতুষ্টয়কে স্নানাহার করাইয়া তাহাতে সংযোজিত করিল। অনন্তর বিহঙ্গরাজ গরুড় আসিয়া কৃষ্ণের অসীম মহিমার সমধিক সম্বর্দ্ধন করত রথ ধ্বজে অধিষ্ঠিত হইল।

তখন পুরুষোত্তম শৌরি সাত্যকি-সমভিব্যাহারে সুমেরু-শিখর-সদৃশ, সজল জলধর ও দুন্দুভির গম্ভীর শব্দানুকারী, কামগামী বিমানের ন্যায় সেই পরমরমণীয় রথোপরি আরূঢ় হইয়া তদীয় নির্ঘোষ সহকারে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষমণ্ডল নিনাদিত করত শুভ যাত্রা করিলেন। তৎকালে আকাশ মেঘশূন্য হইল। শুভসূচক অনুকূল বায়ু বহন করিতে লাগিল। ধূলি সমস্ত উপশান্ত হইয়া পড়িল। মঙ্গলকর মৃগ পক্ষিসকল যথাক্রমে অনুকূলগামী হইয়া মধুসূদন বাসুদেবের দক্ষিণ ভাগ দিয়া অনুগমন করিতে লাগিল। সারস, শতপত্র ও হংস সমস্ত মঙ্গলাবহ ধ্বনি করিতে করিতে সর্ব্ব দিকেই তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে থাকিল। মন্ত্রাহুতি সহকারে মহাহোম কার্য্য হইবার সময়ে পাবক দক্ষিণাবর্ত্ত-শিখ ও ধূমশূন্য হইল। বসিষ্ঠ, বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্মীক, মরুত্ত, কুশিক, ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সমবেত হইয়া যদুকুল সুখাবহ বাসবানুজ গোবিন্দের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। এই সমস্ত মহাভাগ সাধু মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কৃষ্ণ কৌরবগণের সদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব এবং বিক্রান্ত চেকিতান চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয় ও পুত্রগণের সহিত বিরাট প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা কার্য্য-নিষ্পত্তি নিমিত্ত কিয়ৎ দূর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়র্ষভ বাসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ-পর্য্যন্ত গোবিন্দের অনুগমন করিয়া রাজগণ সন্নিধানে তাঁহাকে তৎকালোচিত এই কথা বলিয়া দিলেন। যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা কোন প্রকার প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত কখন অন্যায়ের অনুবর্ত্তন করেন না; যিনি স্থিরবুদ্ধি, লোভ বর্জ্জিত, ধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ও সর্ব্বজীবের ঈশ্বর; সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, প্রতাপবান্ দেব দেব কেশবকে আলিঙ্গন করিয়া কুন্তীতনয় এইরূপ সন্দেশ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে মহীয়সী মহিলা আমাদিগকে শৈশবাবধি পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন; যিনি নিরন্তর উপবাস, তপস্যা, স্বস্ত্যয়ন, দেবতা-পূজা, অতিথি-সৎকার ও গুরুজন শুশ্রূষায় নিরতা আছেন; যাঁহার পুত্রের প্রতি প্রীতি ও বৎসলতার ইয়ত্তা নাই; যাঁহার প্রতি প্রীতি করা ব্যতীত আমাদিগের অন্য গতি নাই; তরণী যেমন তিমি-মকর কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তু-কুল-সঙ্কুল সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ অর্ণব হইতে উদ্ধার করে, সেই রূপ যিনি দুর্য্যোধন প্রযোজিত মহা মহা ভয় হইতে আমাদিগকে বহুবার রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্ত সতত বহুতর দুঃখ অনুভব করিয়াছেন; দুঃখ-সহনের অযোগ্যা সেই কুন্তীদেবীকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিও। হে অমিত্র-কর্ষণ মাধব! দারুণ পুত্রশোকে তিনি অতীব বিধুরা আছেন; অতএব পুনঃপুনঃ আশ্বাস প্রদান করত পাণ্ডবদিগের নাম পরিকীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিও। হে অরিন্দম! কোন প্রকারে ক্লেশের পাত্রী না হইয়াও তিনি বিবাহ-কালাবধি শ্বশুরাদিকৃত দুঃখ ও অপকার সমস্ত অবলোকন করত কেবল দুঃখই অনুভব করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! আমার এমন সুখের সময় কি কখন উপস্থিত হইবে, যৎকালে আমি অশেষ ক্লেশপতিতা জননীকে সুখিনী করিতে পারিব! আহা! বনগমনসময়ে তিনি পুত্রগণের আসঙ্গ-লালসায় দীনভাবে রোদন করিতে করিতে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াই অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলাম। হে কেশব! দুঃখসমূহে পতিত হইলেই যে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, এমনও নিশ্চয় নাই। জননী পুত্রগণের মনঃপীড়ায় গাঢ়তর পীড়িতা আছেন, বিশেষত যদুবংশীয়েরা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতেছেন, সুতরাং এপর্য্যন্ত জীবিতা থাকিলেও থাকিতে পারেন; যদি থাকেন, তবে আমার বাক্যে তুমি তাঁহাকে অভিবাদন করিও এবং কুরুবর ধৃতরাষ্ট্র, বয়োধিক রাজগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বাহ্লিক, সোমদত্ত ও ভরতবংশীয় সমস্ত মানভাজন মানবগণকে তথা কুরুগণের মন্ত্রধারী অগাধ-ধীশক্তিসম্পন্ন সকল ধর্ম্মাভিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আমার প্রণাম ও আলিঙ্গন জানাইও। যুধিষ্ঠির সকল মহীপাল সমক্ষে কেশি-নিসূদন কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরন্তু ধনঞ্জয় তখন প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া গমন করিতে করিতে স্বীয় সখা পরবীরঘাতি অপরাজিত পুরুষোত্তম দাশার্হকে কহিলেন, হে বিভো গোবিন্দ! পূর্ব্বে যখন মন্ত্রণা স্থির করা যায়, তখন আমাদিগের অর্দ্ধরাজ্যের প্রার্থনা করাই যে অবধারিত হয়, তাহা সমুদয় রাজগণের বিদিত আছে। হে মহাবাহো জনার্দ্দন! সম্প্রতি সুযোধন যদি কোন প্রকারে আমাদিগকে অবমাননা না করিয়া যথোচিত সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক অকপটে ও স্বচ্ছন্দে তাহা প্রদানকরে, তাহা হইলে আমারও প্রীতি হয় এবং তাহারাও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায় কিন্তু তাহা না করিয়া যদি সেই দুরুপায়দর্শী দুষ্টমতি অন্য কোন অভিসন্ধিতে প্রবৃত্ত হয় তবে নিশ্চয়ই আমি ক্ষত্রিয়াধমগণের ধ্বংস-বিধান করিব। অর্জ্জুন এই কথা কহিলে বৃকোদরের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; তিনি হর্ষ ও রোষভরে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে থাকিলেন এবং কম্পায়মান-কলেবর হইয়া সাতিশয় হর্ষাভিষিক্তচিত্তে এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন যে, তত্রত্য যাবতীয় ধনুর্দ্ধারিগণ তাঁহার সেই বিষমতর নিনাদ শ্রবণে অতিমাত্র কম্পিত-কায় হইল এবং অশ্ব গজ-প্রভৃতি সমুদায় বাহনগণ মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিতে

লাগিল। ধনঞ্জয় কেশবকে ঐ কথা কহিয়া এবং স্বকীয় বিনিশ্চয় বিজ্ঞাপন করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আলিঙ্গনান্তে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সমস্ত রাজগণ প্রতি-গমন করিলে জনার্দ্দন হৃষ্টচিত্তে শৈব্য-সুগ্রীবাদি-বাহন-চতুষ্টয়-সমন্বিত-রথা-রোহণে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। দারুক বাসুদেবের সেই ঘোটকগুলিকে এরূপ দ্রুতবেগে চালাইয়া দিলেন যে, বোধ হইল, তাহারা যেন আকাশকে গ্রাস করিতে করিতে পন্থাকে পান করিয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমনানন্তর মহাবাহু কেশব পথিমধ্যে কতিপয় মহর্ষির সন্দর্শন পাইলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মী শ্রীতে দেদীপ্যমান হইয়া পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ছিলেন। জনার্দ্দন রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল ঋষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করত এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমস্ত লোক-মধ্যে সকলে কুশলী আছে ত? ধর্ম্মের সুন্দররূপ অনুষ্ঠান হইতেছে ত? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থিত আছে ত? ঋষিদিগের প্রতি এইরূপে পূজা প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন পুনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কোথায় সংসিদ্ধ হইয়াছেন? সম্প্রতি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন? আপনাদিগের মহীতলে আগমন করিবারই বা প্রয়োজন কি? কি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? আপনাদিগের কোন্ কর্ম্ম আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে বলুন।

সুরাসুরপতি পিতামহের সখা জামদগ্ন্য, মধুসূদন গোবি-ন্দের এই কথা শ্রবণে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাদ্যুতে দাশার্হ কেশব! পুরাতন দেবাসুর-বৃন্দের সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী এই সমস্ত পুণ্যকৃৎ দেবর্ষিবর্গ, বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণ ও মহাতপস্বী মানভাজন রাজর্ষিপুঞ্জ, সর্ব্বদিক্ হইতে সমবেত পার্থিব ক্ষত্রিয়সমূহের সন্দর্শন কামনায় হস্তি-নায় গমন করিতেছেন! হে জনার্দ্দন! যে স্থলে অশেষ সভা-সদ্‌বর্গ, বহুলরাজনিচয় এবং সত্যস্বরূপ তুমি বিদ্যমান থাকিবে, তাহা যে অতীব দর্শনীয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সেই বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শন নিমিত্তই গমন করিতেছি। হে পরন্তপ মাধব! কুরুসদনসমবেত রাজগণ-মধ্যে তুমি ধর্ম্মার্থসংযুক্ত যে সমস্ত বাক্যের প্রসঙ্গ করিবে, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণাদি সাধুসমূহ, মহামতি বিদুর, যদুকুল চূড়ামণি তুমি, সকলেই তোমরা সভামধ্যে সমবেত থাকিবে; অতএব হে গোবিন্দ! তোমার এবং তাঁহাদিগের উক্ত সত্য, হিত অথচ রমণীয় বচনাবলি শ্রবণ করাই আমাদিগের অভিপ্রেত। হে মহাবাহো! তুমি এই নিমিত্তই আমন্ত্রিত হইলে; আমরা পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। হে বীর! সম্প্রতি তুমি নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর, পশ্চাৎ আমরা যাইয়া তোমাকে সভাগত এবং অসীম বল-প্রতাপ-সহকারে সুদিব্য আসনে সমাসীন দেখিবে।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পরন্তপ মহারাজ! মহাবাহু দেবকী তনয়ের প্রস্থানসময়ে পরবীর সংহারকারী, শস্ত্রপাণি, দশজন মহারথ, সহস্র অশ্ববার ও পদাতি এবং বহুল ভক্ষ্য ভোজ্য সমেত শত শত কিঙ্করবর্গ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। জনমেজয় কহিলেন, যদুকুলপতি মহাত্মা মধুসূদন কিরূপে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কি প্রকার নিমিত্ত সমস্তই বা তৎকালে আবির্ভূত হইয়াছিল? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেবের প্রয়াণ সময়ে যে সকল দৈব ও ঔৎপাতিক নিমিত্ত সমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল, আমি সমুদায়ই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! কৃষ্ণ যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত প্রদেশেই আকাশ মেঘশূন্য থাকিলেও বিদ্যুৎ-সম্বলিত অশনি-নির্ঘোষ ঘন ঘন নিনাদিত হইয়াছিল। পর্জ্জন্য মেঘশূন্য আকাশে পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিয়াও সাতিশয় বর্ষণ করিয়াছিল। সিন্ধু প্রভৃতি সপ্ত মহানদী পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াও পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিল। দিক্‌সমস্ত বিপরীত হইয়াছিল। কিছুই আর বোধগম্য হইবার বিষয় ছিল না। সর্ব্বত্রই দিগ্‌-দাহ ও ভূকম্প হইয়াছিল। কূপ ও কুম্ভ সমস্ত সহসা উচ্ছ-লিত হইয়া শতধা জলসেক করিয়াছিল। হে রাজন্! এই সমগ্র ভূমণ্ডল ধূলিজালে সমাকীর্ণ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া-ছিল, সুতরাং না দিক্ না বিদিক্ কিছুই জানা যায় নাই। সর্ব্বদেশেই এই এক বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় সংঘটিত হইয়া-ছিল যে, কোন শরীর দৃষ্ট না হইয়াও আকাশে অকস্মাৎ এক একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইতেছিল। হস্তিনাপুরে দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু, অশনি সদৃশ সাতিশয় কর্কশ শব্দ সহকারে নির-ন্তর প্রবাহিত হইয়া, শত শত বৃক্ষসমস্ত উন্মূলিত করত সমুদায় প্রদেশকে এককালে প্রমথিত করিয়াছিল। হে ভারত! বাসুদেব পথিমধ্যে যেখানে যেখানে অবস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় সকল বস্তুই অনুকূল হইয়াছিল। সুখস্পর্শ দক্ষিণ সমীরণের সঞ্চার এবং ভূরি ভূরি কমল ও অন্যান্য কুসুমসমূহের বর্ষণ হইয়াছিল। যে পথ দিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা সমতল ও সর্ব্বপ্রকার সুখকর ছিল। তাহাতে কুশাঙ্কুর কি কণ্টকাদি কোন বিঘ্নই ছিল না। সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়া ধনপ্রদ কৃষ্ণকে বহুতর আশীর্ব্বচনে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা মধুপর্ক ও ধনদান দ্বারা তাঁহার যথাবিহিত আর্চ্চনা করিয়াছিল। কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকেরাও আসিয়া সেই সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠাননিরত মহাত্মা কেশবের উপরে সুগন্ধ বন্য-পুষ্প সমস্ত বর্ষণ করিয়াছিল। হে ভরর্ষভ! ভগ-বান্ কৃষ্ণ প্রস্থানানন্তর হৃদয়তুষ্টিকর পরমরমণীয় পশু ভূয়িষ্ঠ গ্রামসকল সন্দর্শন এবং বিবিধ নগর ও রাষ্ট্রপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া শালিভবন নামে একটি সর্ব্বশস্য-সমাকীর্ণ পরমধর্ম্ম নিলয় সুখাধার ও মনোরম প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে অসংখ্য পুরবাসিবর্গ সমাগত হইয়া পথিমধ্যে অবস্থিত ছিল। ভারতেরা সম্যক্ প্রকারে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, সুতরাং পরচক্র হইতে নিরুদ্বিগ্ন এবং কোন প্রকার ব্যসনের অনভিজ্ঞ থাকায় তাহারা নিত্য সন্তুষ্ট ও হৃষ্টচিত্ত ছিল। এক্ষণে অসীম প্রভাবসম্পন্ন পরম পূজনীয় কৃষ্ণকে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় স্ব-দেশ মধ্যে সমাগত দেখিয়া তাহারা সমুচিত অতিথি-সংকার দ্বারা তাঁহার পূজা করিল। অনন্তর অংশুমালী দিবাকরের কিরণ জাল সুদূর বিস্তীর্ণ এবং গগনমণ্ডল লোহিত বর্ণ হইলে পরবীর

হন্তা কেশব বৃকস্থল প্রাপ্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সারথিকে অশ্ব-মোচনের অনুজ্ঞা দিয়া যথাবিধি শৌচক্রিয়া সমাপনানন্তর সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। দারুক ও রথহইতে হয়সমস্ত বিমোচনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া যুগযোক্ত্রাদি অপসারণানন্তর তাহাদিগকে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে মধুসূদন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের কার্য্য নিমিত্ত অদ্য এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। অনুচরবর্গেরা তাঁহার সেই আজ্ঞার অনুসারে তথায় বস্ত্রাবাস সন্নিবেশ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুণযুক্ত অন্ন পান সমস্ত প্রস্তুত করিল। হে রাজন! ঐ গ্রামে যে সকল প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা আর্য্য, কুলীন, শালীনতা-সম্পন্ন ও প্রকৃতব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী ছিলেন, তাঁহারা শত্রুদমন মহাত্মা হৃষীকেশসমীপে আগমন করিয়া আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলসংযুক্ত বচনাবলি দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন। তাঁহারা সর্ব্বলোকপূজিত মহামতি যদুপতিকে কেবল পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, বহুল-রত্নরাজিবিরাজিত আপন আপন ভবনে লইয়া যাইবার নিমিত্তও প্রার্থনা জানাইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যথাযোগ্য সংকার পুরঃসর সকলের সদনে গমন করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কেশব সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য সকল সুন্দর রূপে ভোজন করাইয়া এবং আপনিও সকলের সহিত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে ধৃতরাষ্ট্র দূতগণমুখে মধুসূদনের আগমন-বার্ত্তা বিদিত হইয়া লোমাঞ্চিত-কলেবরে মহাভুজ ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও মহামতি বিদুরকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া অমাত্যবর্গসম্বলিত দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুনন্দন! সর্ব্বত্রই একটা অদ্ভুত ও মহাআশ্চর্য্যের বিষয় শ্রুত হইতেছে। গৃহে গৃহে, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই বলিতেছে, "প্রভূতপরাক্রমশালী যদুপতি পাণ্ডবদিগের কার্য্যসাধন নিমিত্ত এস্থানে উপাগত হইবেন।" কি স্বদেশস্থ, কি আগন্তুক, সকলেই সমাদরপূর্ব্বক ঐ কথার আন্দোলন করিতেছে এবং চত্বরে ও সভা সমূহেও উঁহার পৃথক্ পৃথক্ বাদানুবাদ হইতেছে। মধুসূদন কৃষ্ণ যে সর্ব্বথাই আমাদিগের মাননীয় ও পূজার্হ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর এবং ধৃতি, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও প্রতাপের অদ্বিতীয় আধার। তাঁহাতেই লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। অতএব সেই পুরুষোত্তমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, যেহেতু তিনিই সনাতন ধর্ম্ম। তিনি পূজিত হইলে যেমন সুখের নিমিত্ত হন, সেইরূপ অপূজিত হইলেও দুঃখের কারণ হইয়া থাকেন। হে, অরিন্দম! যাদবেন্দ্র বাসুদেব যদি সুবিহিত পরিচর্য্যাদ্বারা আমাদিগেরপ্রতি পরিতুষ্ট হন, তাহা হইলে আমরা সমগ্র রাজবর্গমধ্যে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব। অতএব হে পরন্তপ! তুমি অদ্যই তাঁহার পূজার উপযোগী সমস্ত বস্তুর সন্বিধান কর। পথিমধ্যে সর্ব্বকামসমন্বিত সমাজ-সমূহ নির্ম্মিত করাও। হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! যাহাতে তোমার প্রতি তাঁহার প্রীতি জন্মে, তাহার অনুষ্ঠান কর।—হে ভীষ্ম! ইহাতে আপনারই বা অভিমত কি? অনন্তর ভীষ্ম-প্রভৃতি সকলেই জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের এই কথায় যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিলেন, "ইহা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম" তখন দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সকলেরই অভিমত বোধ করিয়া রমণীয় সভা-বস্তু সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অনুজ্ঞাত অনুচরবর্গেরা যাবতীয় সুরম্য-দেশে বিভাগক্রমে -সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণ বহুতর সভা-নিচয় নির্ম্মাণ করিল। রাজা দুর্য্যোধন তৎসমুদায়ের শোভা সম্পাদনার্থে বিবিধগুণযুক্ত বিচিত্র আসন, নয়ন মনোহারিণী কামিনী, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য, উত্তম উত্তম অলঙ্কার, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র, সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য, রসবৎ, অন্ন পান ও অন্যান্য বহুবিধ ভোজ্যবস্তু সমস্ত প্রদান করিলেন। যদিও কৌরবরাজ স্থানে স্থানে এইরূপ অনুপম সভাসকল প্রস্তুত করাইলেন, তথাপি কৃষ্ণের বাস নিমিত্ত সবিশেষ যত্নপর হইয়া বৃকস্থল গ্রাম-মধ্যে বহুরত্ন-সমন্বিতা একটি পরমরমণীয়া সভা সংস্থাপিতা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এই সমস্ত অতিমানুষ দেবভোগ্য সন্বিধানজাত সম্পন্ন করিয়া তখন ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দিলেন। দাশার্হ কেশব সেই সকল সভা ও বিবিধ রত্ননিচয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া কৌরবসদনে উপনীত হইলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধিয়া কহিলেন, ক্ষত্তঃ! জনার্দ্দন বাসুদেব উপপ্লব্য হইতে এস্থানে উপগত হইয়াছেন; অদ্য বৃকস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, কল্য প্রাতঃকালে এস্থলে আগমন করিবেন। তিনি আহুক বংশীয় যাবতীয় যাদবগণের অধিপতি, মহামনা, মহাবীর্য্য ও মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন। সুবিস্তীর্ণ বৃষ্ণিরাজ্যের তিনিই এক মাত্র ভর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। কেবল বৃষ্ণিরাজ্যের কেন, সেই ভগবান্ মাধব এই অখিল লোকত্রয়ের প্রপিতামহ। আদিত্য বসু ও রুদ্রেরা যেমন বৃহস্পতির বুদ্ধিকেই অবলম্বন করেন, সেইরূপ বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়েরা মহামতি কৃষ্ণের মহতী প্রজ্ঞার উপাসনা করিয়া চলেন। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকে যেরূপ পূজা করিতে হইবে, তাহা তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তাঁহাকে বাহ্লিদেশ-জাত এক-বর্ণ সুসজ্জিতাঙ্গ চারি চারি উৎকৃষ্ট অশ্ব-সম্বলিত ষোড়শসংখ্যক সুবর্ণ-ময় রথ প্রদান করিব। হে কৌরব! ঈষ-সদৃশ দন্তযুক্ত নিত্য-প্রমত্ত প্রহারদক্ষ আটটি মাতঙ্গ দিব। উহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে আট-আট জন অনুচর নিযুক্ত থাকিবে। সুবর্ণবর্ণা শুভাননা অজাতগর্ভা এক শত দাসী এবং তাবৎসংখ্যক দাস প্রদান করিব। এতদ্ভিন্ন আমি তাঁহাকে শৈলবাসী লোকদিগের প্রদত্ত অষ্টাদশ সহস্র সুকোমল চিত্র-কম্বল, চীন-দেশোদ্ভব এক সহস্র মৃগচর্ম্ম এবং অন্যান্য যে কোন বস্তু তাঁহার যোগ্য হইতে পারে, সকলই উপঢৌকন দিব। মদীয় ভাণ্ডারে উত্তমকান্তিসমন্বিত যে একটি সুবিমল মণি আছে, যাহা দিবা নিশি সমভাবে সমুজ্জ্বল থাকে, তাহাও তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব; যেহেতু কেশবই উহার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। অপিচ

অশ্বতরী-সংযুক্ত যে রথখানি এক দিবসের মধ্যে চতুর্দ্দশ যোজন পরিভ্রমণ করিতে পারে, আমি তাহাও তাঁহাকে সমর্পণ করিব। তাঁহার সমভিব্যাহারে যাবৎসঙ্খ্যক বাহন ও অনুচরবর্গ আছে, তাহার অষ্টগুণ পরিমাণে নিত্য নিত্য ভক্ষভোজ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। কেবল দুর্য্যোধন-ব্যতীত আমার অপর সমস্ত পুত্র পৌত্রেরা সুপরিষ্কৃত রথোপরি আরূঢ় এবং সুন্দর বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া যদুপতির প্রত্যুদ্গমনার্থ অগ্রসর হইবে। সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতা, সর্ব্বকল্যাণসংযুতা,সহস্র সহস্র প্রধানা বারাঙ্গনারা পদব্রজেই মহানুভব কেশবের প্রত্যুদ্গমন করিবে। নগর হইতেও যে সকল কল্যাণযুতা,কন্যাগণ জনার্দ্দনের সন্দর্শনার্থ গমন করিবে, তাহারা বিনা আবরণে যাইবে। অধিক আর কি বলিব,প্রজাগণ যেমন অভিনব-সমুদিত দিবাকরকে আনন্দ-ভাবে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, নগরস্থ সমস্ত লোকই মহাত্মা মধুসূদনকে সহর্ষে অবলোকন করুক। ভৃত্যবর্গেরা আমার আজ্ঞাক্রমে সমুত্থাপিত ধ্বজ-পতাকা-পুঞ্জে দিক্‌সকল সুশোভিত করুক এবং যে পথে গোবিন্দের আগমন হইবে, জলাব-সেক-সহকারে তাহা ধূলিশূন্য করিয়া রাখুক। দুর্য্যোধনের ভবনাপেক্ষা দুঃশাসনের নিকেতন অধিকতর প্রশংসা-ভাজন; অতএব শীঘ্র করিয়া অদ্য উহা সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে সজ্জীভূত করুক। ঐ মহাসমৃদ্ধ নিকেতন রুচিরাকার প্রাসাদ-নিচয়ে উপশোভিত এবং সর্ব্বকালেই শুভাবহ ও রমণীয়। ঐ গৃহে আমার ও দুর্য্যোধনের সমুদয় রত্ন আছে; তন্মধ্যে যাহা যাহা যদুপতির যোগ্য হইতে পারে, তৎসমুদায় অসংশয়ে তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আমার কথা দূরে থাকুক, আপনি ত্রৈলোক্যেরও বহুমত। নিরতিশয় সততা হেতুক আপনি সর্ব্বলোকেরই সম্মানার্হ ও প্রীতিস্থল হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনি বার্দ্ধক্য-দশাতে অবস্থিত থাকিয়া যে কথা বলিতে পারেন, তাহা শাস্ত্র বা সুবিবেচনার অনুমোদিত হইবে, ইহাই সম্ভাবিত; যেহেতু আপনি স্থিরবুদ্ধি ও স্থবির। হে রাজন্! প্রজালোক মধ্যে সকলেই ইহা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে যে, পাষাণের উপর লেখা, দিবাকরে দীপ্তি এবং সাগরে তরঙ্গ যেরূপ, আপনাতে ধর্ম্মও সেইরূপ। হে পার্থিব! আপনার গুণসমূহ সহকারে মানবগণ সর্ব্বদাই সম্বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে; অতএব সবান্ধবে আপনি সেই গুণাবলির সংরক্ষণার্থে সদা যত্নপর থাকুন। মহারাজ! সরলতা অবলম্বন করুন; অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত, পুত্র পৌত্র, সুহৃদ্ ও অন্যান্য প্রিয়জনগণকে বিনষ্ট করিবেন না। হে রাজেন্দ্র! আপনি অভ্যাগত কৃষ্ণকে যে বহুধন প্রদানের অভিলাষ করিতেছেন, তাহার কথা দূরে থাকুক, তদ্ভিন্ন আপনার আরও যাহা কিছু আছে, এমন কি এই সসাগরা পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদানেরও তিনি যোগ্য পাত্র। আমি দেহ-স্পর্শপূর্ব্বক সত্য করিয়া বলিতেছি, শুদ্ধ ধর্ম্মোদ্দেশে অথবা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে আপনার এরূপ ইচ্ছা হয় নাই। হে বহুপ্রদ! ঈদৃশ ভূরি দানের সংকল্প দ্বারা কেবল ছলনা, অসত্য ও কপটতা-মাত্র প্রকাশ পাইতেছে। এই বাহ্য কর্ম্মদ্বারাই আমি আপনার অন্তর্নিগূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইতেছি। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা পাঁচজনে কেবল পাঁচখানি ক্ষুদ্র গ্রাম পাইবার অভিলাষ করিতেছেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিতেও ইচ্ছা করেন না; সুতরাং কে আর শান্তিস্থাপন করিবে? আপনি অর্থদ্বারা মহাবাহু বাসুদেবকে হস্তগত করিবেন এবং এই উপায়ে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করাইবেন, ইহাই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; কিন্তু আমি আপনাকে এই এক সার কথা বলিতেছি, তিনি না ধন, না যত্ন,ন পূজা, কিছুতেই ধনঞ্জয় হইতে পৃথক্‌কৃত হইবার নহেন কৃষ্ণের মহানুভাবতা এবং অর্জ্জুনের দৃঢ়ভক্তিমত্তা উভয়ই আমার বিদিত আছে; সুতরাং প্রাণতুল্য ধনঞ্জয়কে গোবিন্দ যে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, ইহা আমি বিশেষরূপে জানিতেছি। হে মহীপতে! আপনি সহস্র সহস্র প্রয়াস পাইলেও জনার্দ্দন কেবল বারিপূর্ণ কুম্ভ, পাদপ্রক্ষালন ও কুশল জিজ্ঞাসা ব্যতিত আর কোন বস্তুই প্রার্থনা বা স্বীকার করিবেন না। অতএব হে রাজন্! সেই মানভাজন মহাত্মা পুরুষের যেরূপ আতিথ্য প্রিয়তর, তাহাই তাঁহার প্রতি নিয়োজিত করুন; তিনি সম্মানের যোগ্যপাত্র। হে রাজেন্দ্র! কেশব কল্যাণ কামনা করত যদর্থে কুরুগণসন্নিধানে আগমন করিতেছেন, তাহাই তাঁহাকে প্রদান করুন। কৃষ্ণের ইচ্ছা এই যে, আপনার, দুর্য্যোধনের এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তিস্থাপন হয়; অতএব হে রাজন্! আপনি তাঁহার সেই প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন। মহারাজ! আপনি পিতা, পাণ্ডবেরা আপনার পুত্র; আপনি বৃদ্ধ, তাহারা শিশু; অতএব তাহারা যখন আপনার প্রতি পুত্রের সমুচিত আচরণে প্রবৃত্ত আছে, তখন আপনিও তাহাদিগের প্রতি পিতৃবদ্ব্যবহার করুন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, বিদুর কৃষ্ণবিষয়ে যে যে কথা বলিলেন, সকলই সত্য। জনার্দ্দন পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, তাহাতে তাহাদিগের সহিত তাঁহার ভেদ সাধন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতএব হে রাজেন্দ্র! তাঁহার সৎকারার্থে আপনি যে নানারূপ অর্থ প্রদানের সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহা কদাচ প্রদাতব্য নহে। কেশব অবশ্যই সম্প্রদানের যোগ্য পাত্র বটেন, কিন্তু দেশ ও কাল উভয়ই অযুক্ত। হে রাজন্! কৃষ্ণ মনে করিবেন, 'ইহারা কেবল ভয়প্রযুক্তই আমার অর্চ্চনা করিতেছে।' হে বিশাম্পতে! আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, যে কার্য্যে অবমান-সম্ভাবনা থাকে, তাহা বুদ্ধিমান্ ক্ষত্রিয় পুরুষের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত লোকমধ্যে সেই বিশালনয়ন দেবকীনন্দন যে ত্রিভুবনের পূজ্যতম, তাহা সর্ব্বথাই আমার বিদিত আছে, কিন্তু হে প্রভো! কার্য্যের গতিক্রমে তাঁহাকে এক্ষণে কোন প্রকার উপহারই প্রদান করা হইবে না; যখন যুদ্ধের উদ্‌যোগ করা হইয়াছে, তখন বিনা যুদ্ধে কি প্রকারে তাহার নিবারণ হইতে পারে? বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুপিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া বিচিত্রবীর্য্যাত্মজ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন তোমরা জনার্দ্দনের সৎকারই কর আর অসৎকারই কর, তাহাতে তিনি কিছু-

মাত্র ক্রুদ্ধ হইবেন না, কিন্তু কোনক্রমেই তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না; কেশব অবজ্ঞা সহনের পাত্র নহেন। হে মহাবাহো! তিনি মনে মনে যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার উপায়সহকারেও কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব সেই বীরবর যে কথা বলেন, তাহাই অসংশয়ে সম্পন্ন কর;— সদুপদেশকারী বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধনে উদ্‌যুক্ত হও। হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন যাহা বলিবেন, তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ও অর্থের অনুগত হইবে; অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই যে, সবান্ধবে মিলিত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে প্রীতিকর বাক্যই উক্ত করিবে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! আমি এই সম্পূর্ণ রাজ্যলক্ষ্মী পাণ্ডবদিগের সহিত বিভাগ করিয়া যাবজ্জীবন সম্ভোগ করিব, ইহা কোনক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না; একারণ যুক্তি দ্বারা মনে মনে এই একটা সুমহৎ কার্য্য অবধারিত করিয়াছি, শ্রবণ করুন। মনে করিয়াছি পাণ্ডবগণের পরম গতি জনার্দ্দনকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিব। কৃষ্ণ বদ্ধ হইলে যাবতীয় বৃষ্ণি-বংশ পাণ্ডবগণ—এমন কি এই সমগ্র ভূমণ্ডলই আমার বশবর্ত্তী হইবে। অতএব আপনি আমাকে এরূপ কোন যুক্তি বলুন, যাহাতে জনার্দ্দন প্রাতঃকালে এখানে আগত হইয়া সঙ্কল্পিত বন্ধনোপায়সমস্ত কোন ক্রমে বোধগম্য করিতে না পারেন এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের কোন অপকার না হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের কৃষ্ণবন্ধন বিষয়ক এই ঘোরতর দারুণ বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র অমাত্যবর্গের সহিত সাতিশয় ব্যথিত ও বিমনা হইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে প্রজাপালক! তুমি কদাপি আর এ কথার প্রসঙ্গ করিও না; ইহা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত নহে। হৃষীকেশ একে ত দূত হইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আবার আমাদিগের চির-সম্বন্ধী ও প্রীতিপাত্র; বিশেষত কৌরবদিগের প্রতি কখনই কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই, অতএব কি বলিয়া তিনি বন্ধনের যোগ্য হইতে পারেন? ভীষ্ম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই সুমন্দমতি কুসন্তান নিতান্তই কালপরীত হইয়াছে; সুহৃজ্জনেরা হিতাকাঙ্ক্ষা করিলে এ কেবল অহিতই প্রার্থনা করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমিও ইহার সুহৃদ্বর্গের বাক্য অবহেলন করিয়া এই উৎপথবর্ত্তী পাপানুবন্ধী পাপাত্মার অনুবর্ত্তন কর। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, সুদুর্ম্মতি সুযোধন যদি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে ক্ষণকাল মধ্যেই অমাত্য বান্ধবের সহিত সংহারদশা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই ত্যক্তধর্ম্মা, নৃশংস, দুর্ম্মতি ও পাপাত্মার অনর্থ-সংযুক্ত অযুক্ত-বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কোন প্রকারেই উৎসাহ হয় না। এই বলিয়া সত্য-পরাক্রম ভরতশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ভীষ্ম সাতিশয় রোষ-ভরে সভা হইতে গাত্রোত্থান করত সত্বর প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কৃষ্ণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সমুদয় আহ্নিক-কৃত্য সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নগরোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে বৃকস্থল-বাসী সেই প্রধান প্রধান মনুষ্যেরা মহাবল-সম্পন্ন মহাবাহু হৃষীকেশের অনুমতি লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। ওদিকে দুর্য্যোধন ভিন্ন ধৃতরাষ্ট্রের অন্য সকল পুত্রেরা এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি যাবতীয় সজ্জনগণ আগমনকারী বাসুদেবের প্রত্যুদ্‌গমনার্থে অগ্রসর হইয়া আইলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য পৌরজনেরাও কেশবের সন্দর্শন বাসনায় বহুবিধ যানারোহণে কেহ কেহ বা পদব্রজে আগমন করিল। কেশব পথিমধ্যে অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া সকলের সমভিব্যাহারে নগরে উপনীত হইলেন। হে রাজন্! কৃষ্ণের সম্মান প্রদর্শনার্থে নগর সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত এবং রাজপথ-সমস্ত বহুবিধ রত্ন-নিচয়ে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। হে ভরতর্ষভ! বাসুদেব যখন পুরপ্রবেশ করেন, তখন কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি শিশু, কেহই আর গৃহে ছিল না, সকলেই তাঁহার দর্শনেচ্ছায় রাজমার্গে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র ধরাতলে মস্তক অবনত করত স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। মহারাজ! সুদৃশ্য প্রাসাদপুঞ্জের উপরিভাগে বরবর্ণিনী কামিনীগণ এত অধিক পরিমাণে অবস্থিত ছিল যে, বোধ হইল তাহাদিগের ভারবশত সেই সুবৃহৎ গৃহসকলেরও যেন ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইতেছে। বাসুদেবের অশ্বচতুষ্টয় স্বভাবত অতিবেগশালী ছিল; কিন্তু বিপুলতর জনসম্বাধে রাজমার্গ আবৃত হওয়াতে তাহাদিগের তাদৃশী গতির আর প্রসক্তিমাত্র রহিল না। শত্রুতাপন পুণ্ডরীকাক্ষ কেশব এইরূপে কথঞ্চিৎ রাজপথ অতিবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদনিকরে উপশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি রাজগৃহের তৃতীয় কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া বিচিত্রবীর্য্যপুত্র নরবর ধৃতরাষ্ট্রের সন্দর্শন পাইলেন। যদুপতি সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র প্রজ্ঞাচক্ষু মহাযশা অন্ধভূপতি ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক প্রভৃতি অপর সকলেও জনার্দ্দনের সম্মানার্থে আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন মধুসূদন, মহাযশস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত হইয়া যথাযোগ্য বচনে তাঁহার ও ভীষ্মের পূজা করিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি তাদৃশী ধর্ম্মানুসারিণী পূজা প্রয়োগ করিয়া মাধব বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভূপালবর্গের সহিত আলিঙ্গনাদি করিলেন; পরে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, যশস্বী, বাহ্লিক ও সোমদত্তকে সবিশেষ অর্চ্চনা করিলেন। তথায় সুপরিচ্ছন্ন মহামূল্য কাঞ্চনময় প্রশস্ত আসন সন্নিবেশিত ছিল, জনার্দ্দন অন্ধরাজের আজ্ঞাক্রমে তাহাতে উপবিষ্ট হইলে পর রাজপুরোহিতেরা যথানিয়মে গো, মধুপর্ক ও পানীয় আহরণপূর্ব্বক তাহাকে উপহার প্রদান করিলেন। অতিথি-সৎকার নিষ্পন্ন হইলে, গোবিন্দ কুরুগণে পরিবৃত হইয়া সকলের সহিত সম্বন্ধানুরূপ সম্ভাষণ ও পরিহাসাদি করত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিত রহিলেন। শত্রুতাপন মহাযশা মাধব কুরুসভা মধ্যে সেই কৌরবদিগের সহিত যথান্যায়ে সমাগত হইয়া এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সমাদৃত ও পূজিত হইয়া পরিশেষে রাজার অনুমতি লইয়া তথা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক বিদুরের রমণীয় আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদুর অভ্যাগত গোবিন্দকে সর্ব্বকল্যাণসমন্বিত কমনীয় বস্তু নিকরদ্বারা আন্তরিক ভক্তি-

সহকারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যাদৃশী প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা আর কি বলিব, আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সকলই জানিতেছেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মাভিজ্ঞ মহামতি বিদুর উক্তরূপ সম্ভাষণানন্তর মধুসূদনের আতিথ্য করিয়া পাণ্ডবদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বদর্শী যদুপতিও তাঁহাকে পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে কহিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন ক্ষত্তা পাণ্ডবদিগের পরম সুহৃদ্; তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার রোষ থাকা দূরে থাকুক বরং ভূয়সী প্রীতিই আছে; বিশেষত তিনি সুবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মার্থপরায়ণ; সুতরাং তাঁহার নিকটে পাণ্ডবদিগের সমুদয় চেষ্টিত বর্ণন করিতে সঙ্কোচের বিষয় কি?

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত্রুদমন জনার্দ্দন বিদুরের সহিত সমাগমানন্তর অপরাহ্ণে পিতৃষসা পৃথাদেবীর নিকটে গমন করিলেন। কুন্তী প্রসন্ন প্রভাকর সন্নিভ কৃষ্ণকে আগত দেখিয়া তাঁহার কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক স্বকীয়নন্দনগণকে স্মরণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। সেই অসীম সত্বশালী বীর পুরুষদিগের সহচারী গোবিন্দকে চিরকালের পর দৃষ্টি করায় তাঁহার নেত্রনীর নির্গমের আর ইয়ত্তা রহিল না। যোধপতি মধুসূদন আতিথ্য-গ্রহণানন্তর আসনে উপবেশন করিলে, তিনি বাষ্প গদ্গদপূর্ণ পরিশুষ্ক বদনে কহিতে লাগিলেন, তাত কেশব! যাঁহারা বাল্যকালাবধি গুরু-শুশ্রূষণে নিরত, পরস্পর পরস্পরের সুহৃদ্, প্রীতিপাত্র ও সমান্তঃকরণ; বশীকৃত ক্রোধহর্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠ যে সত্যবাদী ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদা বহুজনে সমাকীর্ণ থাকিবার উপযুক্ত হইয়াও প্রতারণা দ্বারা রাজ্য-বিচ্যুত হওয়ায় নির্জ্জনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; আমি সকাতরে রোরুদ্যমানা হইলেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা প্রীতিকর ও সুখসাধন বস্তু সমুদায় পরিহারপূর্ব্বক আমার হৃদয়গ্রন্থি বিদারণ করত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন; সেই মহাপ্রাণ পাণ্ডবেরা বনবাসের সর্ব্বথা অযোগ্য হইয়াও সিংহ-ব্যাঘ্র-মাতঙ্গাদি সমাকীর্ণ মহারণ্যমধ্যে কিরূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন? বালককালে তাঁহারা যখন পিতৃহীন হন, তখন আমিই তাঁহাদিগের লালনপালন করিয়াছিলাম; অধুনা পিতা মাতা উভয়েরই অদর্শনে তাঁহারা কি প্রকারে বিজনকাননে বাস করিয়াছিলেন? হে কেশব! পাণ্ডবেরা শৈশবাবধি শঙ্খ দুন্দুভি মৃদঙ্গ ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি সহকারে প্রতিদিন প্রতিবোধিত হইতেন। গৃহে অবস্থান কালে যাঁহারা প্রাসাদোপরি সুপরিষ্কৃত মৃগচর্ম্ম শয্যায় শয়ান থাকিয়া প্রত্যুষে বারণের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষিত, রথনেমি-নিনাদ, শঙ্খভেরীবীণাবেণুধ্বনি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহনির্ঘোষ দ্বারা জাগরিত হইয়া বহুবিধ বস্ত্র, রত্ন ও অলঙ্কার প্রদান করত পূজার্হ বিপ্রদিগের পূজা করিতেন এবং তাঁহারাও অর্চ্চিত হইয়া মঙ্গল-সম্বলিত স্তুতিবাদ দ্বারা যাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেন, তাঁহারা যে মহাবনে শ্বাপদগণের ক্রূরতর ভীষণ গর্জ্জিতরব শ্রবণে নিদ্রা যাইতে পারিতেন, ইহা কোন ক্রমে আমার বোধগম্য হয় না। হে মধুসূদন! যাঁহাদিগের ভেরীমৃদঙ্গ-নিনাদ, শঙ্খবেণু-নিস্বন, কামিনীগণের সুমধুর গীত-ধ্বনি এবং সূতমাগধ বন্দীদিগের সুবলিত স্তুতি-পাঠ দ্বারা নিদ্রা ত্যাগ করা অভ্যাস ছিল, তাঁহারা মহারণ্য মধ্যে হিংস্র জন্তুনিচয়ের চীৎকার রব শ্রবণে কিরূপে প্রতিবোধিত হইতেন! হে কৃষ্ণ! যিনি সত্যৈকনিষ্ঠ, হ্রীমান্, দান্ত ও সর্ব্বভূতে দয়ালু; যিনি কামদ্বেষাদি বশীভূত করিয়া সর্ব্বদা সাধু পথে বিচরণ করত অম্বরীষ, মান্ধাতা, যযাতি, নহুষ, ভরত, দিলীপ, শিবি, ঔশীনর প্রভৃতি পুরাতন রাজর্ষিগণের সুদুর্ব্বহ ভার ধারণ করেন; সর্ব্বগুণে বিভূষিত হওয়ায় যিনি ত্রৈলোক্য-রাজ্যের অধিপতি হইবারও উপযুক্ত পাত্র; কি ধর্ম্ম, কি শাস্ত্র, কি ব্যবহার, সর্ব্বমতেই যিনি কুরুদিগের শ্রেষ্ঠ; সেই বিশুদ্ধ কাঞ্চন-সদৃশ কান্তি, প্রিয়দর্শন, সুশীল, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, অজাতশত্রু, ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু যুধিষ্ঠির কেমন আছেন?

হে মধুসূদন! নিত্যক্রোধী, বাতবেগী মহাবলসম্পন্ন যে বৃকোদর অযুত মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করেন; সর্ব্বদা প্রিয়কার্য্য সাধন করায় যিনি ভ্রাতার অতীব প্রীতিপাত্র হইয়াছেন; যাঁহার অসামান্য শৌর্য্যানল সজ্ঞাতিবান্ধব কীচককে ক্রোধবশদিগকে, হিড়িম্বকে ও বকাসুরকে ভস্মীভূত করিয়াছে; শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, শত্রুতাপন যে মহাবীর পরাক্রমে বাসব সম, বলে বায়ুতুল্য এবং ক্রোধে মহাকাল-সদৃশ হইয়াও ক্রোধ, বল ও অসহিষ্ণুতা নিরোধপূর্ব্বক বশীকৃতান্তঃকরণে সোদরের শাসনানুবর্ত্তী রহিয়াছেন; সেই তেজোরাশি, অমিত-প্রতাপশালী, প্রধানতম, মহাত্মা, ভীম দর্শন ভীমসেনের কুশলবার্ত্তা আমাকে বল। হে বৃষ্ণিনন্দন জনার্দ্দন! সেই পরিঘবাহু মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর এখন কেমন আছেন? হে কৃষ্ণ! দ্বিবাহু হইয়াও যে অর্জ্জুন সহস্র-বাহু অতীত অর্জ্জুনের সহিত নিত্য স্পর্দ্ধা করেন; যে অসামান্য বীরপুরুষ এক বেগে পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপে সমর্থ হন; যাহাকে শস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে কার্ত্তবীর্য্য ভূপতির সহিত, প্রতাপে আদিত্যের সহিত, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে মহর্ষির সহিত, ক্ষমায় পৃথিবীর সহিত এবং বিক্রমে মহেন্দ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; যাঁহার অসাধারণ বীর্য্যবলে অখিল ভূপালবর্গ-মধ্যে কৌরবদিগের বিপুলতর, প্রদীপ্ত ও সুপ্রথিত আধিপত্য প্রকটিত হইয়াছে এবং পাণ্ডবেরা এপর্য্যন্ত যাঁহার বাহুবলের নিরন্তর উপাসনা করিতেছেন; সমরে যাঁহার অভিমুখীন হইয়া কোন ব্যক্তি প্রাণে প্রাণে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে পারে না; যে বীরবর সর্ব্বভূতের বিজয়কর্ত্তা, কোন কালে কাহারও নিকটে পরাভূত হইবার নহেন; দেবরাজ পুরন্দর যেমন অখিল অমর-নিকরের আশ্রয় স্থল, সেইরূপ যে সর্ব্বরথি-শ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম তৃতীয় পাণ্ডব পাণ্ডবগণের একমাত্র অবলম্ব; তোমার ভ্রাতা ও সখাভূত সেই ধনঞ্জয় এক্ষণে কিরূপ আছেন? হে মধুসূদন! সর্ব্ব জীবে দয়াবান্, লজ্জাশীল, মৃদু, সুকুমার, ধার্ম্মিক, মহাস্ত্রবেত্তা, মহাধনুর্দ্ধারী, শৌর্য্যশালী ও সংগ্রামশোভী সহদেব আমার অতিমাত্র প্রীতিপাত্র। হে কৃষ্ণ! সেই ধর্ম্মার্থনিপুণ শুভ চরিত্র মহাত্মা যুবা নিরন্তর ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং ভ্রাতারাও তাঁহার সচ্চরিত্রের সর্ব্বদা প্রশংসা করেন। হে যদুনন্দন! জ্যেষ্ঠদিগের স্নেহবর্দ্ধনকারী এবং মদীয় শুশ্রূষা-

তৎপর সেই যোধপতি বীরবর মাদ্রীপুত্র সহদেব কেমন আছেন বল! হে কৃষ্ণ! যে শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রিয়দর্শন সুকুমার পাণ্ডব ভ্রাতৃ-বর্গের অতিমাত্র প্রীতিপাত্র; যাঁহাকে যুধিষ্ঠিরাদির বহিশ্চর প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; দুঃখ-সহনের অযোগ্য যে সুকুমার বৎসকে আমি চিরকাল সুখ-সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি; সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাস্ত্র-বিৎ চিত্রযোধী নকুল কি কুশলী আছেন? হে মহাবাহো! চিরসুখোচিত মহারথ নকুলকে কি আমি পুনরায় দেখিতে পাইব? হা! নিমেষকাল মাত্র যাঁহাকে না দেখিলে আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্য বা তুষ্টি লাভ করিতে পারি না, সেই নকুলের এতাদৃশ বিচ্ছেদেও অদ্যাপি জীবিতা রহিয়াছি দেখ! হে জনার্দ্দন! সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা, মহাকুল প্রসূতা অনুপম রূপ-সম্পন্না যে দ্রৌপদী আমার পুত্র সকল হইতেও প্রিয়তরা; পতিধর্ম্ম-পরায়ণা যে সত্যবাদিনী পতিসামীপ্য-কামনায় পুত্র সন্নিকর্ষে অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রিয়তম নন্দনগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহচারিণী হইয়াছেন; সর্ব্বকাম-সমর্চ্চিতা মহাভিজন-সম্পন্না সকল মঙ্গলযুতা সেই রূপগুণেশ্বরী কেমন আছেন? হায়! সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প মহাধনুর্দ্ধর শূরবীর পঞ্চ-স্বামীর অনুগামিনী হইয়াও পাঞ্চালী দুঃখভাগিনী হইয়াছেন! হে অরিন্দম! এই চতুর্দ্দশ বর্ষকাল আমি আর তাঁহার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করি নাই! হা! তনয়গণের অদর্শনে তিনি যে কি পর্য্যন্ত মনঃপীড়া পাইতেছেন, বলিতে পারি না! সত্যবাদিনী দ্রুপদনন্দিনী তাদৃশসাধু-চরিত্রা হইয়াও যখন অক্ষয় সুখ সম্ভোগের অধিকারিণী হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, শুদ্ধ পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা লোকে সুখলাভে সমর্থ হইতে পারে না। কৃষ্ণাকে আমি যে সভাগতা দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সেই দুরবস্থা স্মরণ করিলে, আমার না অর্জ্জুন, না যুধিষ্ঠির, না বৃকোদর, না নকুল সহদেব, কাহারও প্রতি আর প্রীতি থাকে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি বহুপ্রকার দুঃখরাশি অনুভব করিয়াছি বটে, কিন্তু ক্রোধ লোভের অনুবর্ত্তী অনার্য্য দুর্য্যোধন স্ত্রীধর্ম্মিণী একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনাইয়া শ্বশুরগণের সমীপবর্ত্তিনী করিলে সমস্ত কৌরবেরা যে তাঁহাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আমাকে আর কখনই সহ্য করিতে হয় নাই। তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লিক, কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত ও অন্যান্য কোন কোন কুরুপক্ষীয়েরা নির্ব্বেদযুক্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্ত সভাস্থগণ মধ্যে বিদুরকেই আমি অধিক প্রশংসা করি। সদ্বৃত্ত হইলেই লোকে পূজনীয় ও মানভাজন হইতে পারে, নতুবা শুদ্ধ বিদ্যা বা ধন দ্বারা কেহ মহত্ত্ব লাভের অধিকারী হয় না। হে কৃষ্ণ! সেই মহাবুদ্ধি, গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মা বিদুরের সুশীলতা-রূপ সমুজ্জ্বল অলঙ্কার, সমুদয় লোককে অভিভূত করিয়া সমধিক উদ্ভাসমান রহিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গোবিন্দের সমাগমে কুন্তী হৃষ্টা ও শোকার্ত্তা হইয়া এইরূপ নানাবিধ দুঃখসমূহ কীর্ত্তন করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে অরিন্দম! পূর্ব্বকালীন কুনৃপতিগণের আচরিত অক্ষক্রীড়া মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসন সমস্ত কি পাণ্ডবদিগের সুখাবহ হয়? অশুভ পাশক্রীড়া নিমিত্তে দুর্ব্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সভামধ্যে কুরুগণ সন্নিধানে কৃষ্ণাকে যে অশেষ প্রকার মৃত্যুবৎ ক্লেশ দিয়াছিল, তাহা অনল-স্বরূপ হইয়া আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। হে পরন্তপ জনার্দ্দন! আমি নগর হইতে নন্দনগণের নির্ব্বাসন ও বন ভ্রমণাদি বহুবিধ দুঃখ পুঞ্জের অভিজ্ঞা হইয়াছি! হে মাধব! পরগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া বৎসদিগকে যে অজ্ঞাত বাস করিতে হইয়াছিল, ইহার অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশের বিষয় আমার ও পুত্রগণের কখন ঘটে নাই অদ্য চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, দুর্য্যোধন আমার নন্দনগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। যদি পুণ্য ফলের ক্ষয় না হইয়া থাকে, তবে এতাদৃশ দীর্ঘ দুঃখের পর এক্ষণে আমাদিগের সুখ হইলেও হইতে পারে। হে কৃষ্ণ! আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের প্রতি কোন কালে পাণ্ডবগণ হইতে কিছুমাত্র বিশেষ করি নাই; চিরকালই তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে সন্দর্শন করিয়াছি; এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, অবশ্যই পাণ্ডবদিগের সহিত তোমাকে উপস্থিত সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত, হত-শত্রু ও পুনর্ব্বার লব্ধ রাজ্য দেখিব। পাণ্ডবেরা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ সত্য ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাতে শত্রুগণ কখনই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, বর্ত্তমান দুঃখভোগ নিমিত্ত আমি আপনাকেও তিরস্কার করিতে পারি না এবং দুর্য্যোধনকেও দোষ দিতে পারি না; কেবল পিতাকেই এ বিষয়ে দোষী বলিতে হয়। দ্যূতদেবী ধূর্ত্তেরা যেমন বিজয়ী ধূর্ত্তকে পণিত ধন অর্পণ করে, সেই রূপ করিয়া তিনি আমাকে কুন্তিভোজ নরপতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি কন্দুক হস্তে লইয়া বাল্যক্রীড়া করিতেছিলাম, তোমার পিতামহ আমাকে আপন সখাভূত অপুত্রক মহাত্মা কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি পিতা এবং শ্বশুরগণ, সকলেরই বঞ্চনার পাত্রী হইয়াছি; অতএব হে কৃষ্ণ! এতাদৃশী অত্যন্ত দুঃখ-ভাগিনী হতভাগিনীর আর জীবিতা থাকিবার ফল কি?

অর্জ্জুনের জন্মসময়ে রজনীযোগে "তোমার এই পুত্রটি বিশ্ব-বিজয়ী হইবেন; ইহাঁর সুবিস্তীর্ণ যশোরাশি স্বর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে; ইনি মহাসমরে কুরুদিগকে নিহত করত রাজ্য লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তিনটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন" এই যে দৈববাণী হইয়াছিল, তাহার প্রতি আমি কোন প্রকারে দোষারোপ করিতে পারি না। সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্মরূপী নারায়ণ বিধাতাকে সর্ব্বথাই নমস্কার। ধর্ম্মই প্রজাসকলকে নিত্যকাল ধারণ করিতেছেন। হে যদুনন্দন কৃষ্ণ! যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে যে প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, তুমি সম্পূর্ণরূপেই তাহা সম্পন্ন করিবে। হে মাধব! পুত্রগণ-বিরহে জীবিতা থাকায় আমি যেরূপ শোকানলে দগ্ধ হইতেছি, তাদৃশ নিদারুণ শোক আমাকে না বৈধব্য যন্ত্রণা, না অর্থনাশ, না শত্রুতা, কিছুতেই অনুভব করিতে হয় নাই। আমি যখন সেই সর্ব্বশস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইতেছি না, তখন আর আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায়! হে গোবিন্দ! এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল সেই যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয় ও নকুল সহদেবকে না দেখিয়া আমি নিতান্তই জীবন্মৃতা রহিয়াছি। হে জনার্দ্দন! যাহারা চিরকালের নিমিত্ত অনুদ্দিষ্ট হইয়া যায়, আত্মীয় স্বজনেরা তাহাদিগের মরণ অবধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ শান্তি করে; কিন্তু আমার পক্ষে

পুত্রগণ জীবদ্দশায় থাকিয়াও মৃতবৎ গণ্য হইতেছে এবং আমিও তাহাদিগের নিকটে মৃতার ন্যায় হইয়াছি। হে কেশব! তুমি আমার বাক্যে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিও "বৎস! তোমার ধর্ম্মের বিস্তর হানি হইতেছে; অতএব যাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, তাহা কর"। হে জনার্দ্দন! যে নারী পরাশ্রয়ে জীবন ধারণ করে, তাহার জীবনে ধিক্; যাজ্ঞালব্ধ জীবিকা অপেক্ষা মরণও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। হে বাসুদেব! তুমি ধনঞ্জয়কে এবং নিয়ত উদ্যমশালী বৃকোদরকেও আমার এই কথা বলিও "ক্ষত্রিয়া জননী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহার এই উপযুক্ত কাল সমাগত হইয়াছে; অতএব এই উপস্থিত সময়ে যদি কাল তোমাদিগকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে তোমরা লোকের বহুমানাস্পদ হইয়াও ঘোরতর ঘৃণাকর কর্ম্ম করিবে। তোমরা ঘৃণাকর কর্ম্মে যুক্ত হইলে আমিও তোমাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; যেহেতু যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে প্রিয়তম জীবনকেও পরিত্যাগ করিতে হয়।" হে পুরুষোত্তম! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য-নিরত মাদ্রীপুত্রদ্বয়কেও আমার নাম করিয়া এই কথা বলিও, "হে নন্দনগণ! তোমরা প্রাণপণ করিয়াও বিক্রম দ্বারা সমুপার্জ্জিত ভোগ সুখের প্রার্থনা কর। যেহেতু বিক্রমলব্ধ অর্থই ক্ষত্রধর্ম্মজীবী মনুষ্যের সর্ব্বদা মনঃপ্রীতিকর হয়"। হে মহাবাহো! তথায় গমনানন্তর প্রত্যেকের প্রতি ঐরূপ কহিয়া, সর্ব্বশস্ত্রধারী প্রধান তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া বলিও, যেন তিনি দ্রৌপদীর প্রদর্শিত পথেই সর্ব্বথা বিচরণ করেন,—তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে যেন কোন প্রকারে শৈথিল্য না করেন। হে মধুসূদন! তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ, ভীমার্জ্জুন অত্যন্ত কুপিত হইলে সাক্ষাৎ কৃতান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণকেও বিনষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের প্রিয়তমা ভার্য্যা পাঞ্চালী যে সভাস্থলে আনীতা হইয়াছিলেন এবং দুঃশাসন ও কর্ণ তাঁহার প্রতি যে অশ্রাব্য পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, ইহার পর অধিক অপমানের বিষয় তাঁহাদিগের আর কি হইতে পারে? দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন প্রধান প্রধান কুরুগণের সাক্ষাতে মহামনা ভীমসেনের যে অবমাননা করিয়াছিল, অবশ্যই তাহার সমুচিত ফল দর্শন করিবে; কেন না বৈরের সূত্র পাইলে শত্রুসূদন বৃকোদর শান্ত থাকিবার নহেন; বিশেষত অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার শত্রুতার উপশম হয় না, তিনি যে পর্য্যন্ত শত্রুগণের সমূলে সংহার করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। হে কৃষ্ণ! পুত্রগণের দ্যূতে পরাজয়, রাজ্য-হরণ ও বনবাসও আমার দুঃখের কারণ নহে; কিন্তু সেই পতিপরায়ণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী মহীয়সী দ্রৌপদী যে এক বস্ত্রে সভামধ্যে আনীতা হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই নিদারুণ দুঃখ; তদপেক্ষা অধিকতর ক্লেশের বিষয় আমার আর কিছুই নাই। আহা! ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্যনিরতা স্ত্রীধর্ম্ম-যুতা বরারোহা কৃষ্ণা অসামান্য নাথবতী হইয়াও তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন। হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! তুমি বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম ও মহারথ প্রদ্যুম্ন, আমার ও আমার পুত্রগণের সহায় থাকিতে এবং দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন ও অপরাজুখ অজেয় ধনঞ্জয় জীবিত থাকিতেও আমাকে যে এবংবিধ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে হইল, ইহাই আশ্চর্য্য!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ-সখা বাসুদেব, পুত্রগণদুঃখে অতিমাত্র বিধুরা অনুশোক পরায়ণা পিতৃস্বসা পৃথাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞে! এই পৃথিবীতলে আপনার মত সৌভাগ্যবতী সীমন্তিনী আর কে আছে? আপনি শূরসেন ভূপতির দুহিতা এবং আজমীঢ়-কুলে পরিণীতা; মহাকুলে জন্ম গ্রহণ ও মহাকুলে পাণিগ্রহণ করায় যেন এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে আগতা হইয়াছেন। আপনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী, সর্ব্ব-কল্যাণবতী এবং ভর্ত্তার নিরতিশয় আদরভাগিনী ছিলেন। বীরপত্নী হইয়া আপনি মহাবীর নন্দনগণের জননী হইয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকা সম্ভব, কিছুই আর আপনার অবশিষ্ট নাই; আপনি সর্ব্বগুণেই বিভূষিতা হইয়াছেন। অতএব ভবাদৃশী মহাভাগা মহিলাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুভব করিতে হয়। হে দেবি! আপনার পুত্রেরা নিদ্রা, আলস্য, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সমস্ত বশীকৃত করিয়া বীর সমুচিত সুখেই নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন। মহোৎসাহ ও মহাবলসম্পন্ন পাণ্ডবগণের সামান্য লোকের প্রার্থনীয় আহারবিহারাদি গ্রাম্য-সুখে কিছুমাত্র অভিরুচি নাই, বীরসুখই তাঁহাদিগের নিত্য প্রীতির আস্পদ; অকিঞ্চিৎকর স্বল্প বিষয়ে তাঁহারা কখনই পরিতুষ্ট হইবার নহেন। ধৈর্য্যশালী পণ্ডিতেরা কোন বস্তুর পরাকাষ্ঠাই সেবন করিয়া থাকেন। তাঁহারা হয় মানুষোচিত চূড়ান্ত ক্লেশ-সমস্ত সহ্য করেন, না হয় উৎকৃষ্ট ভোগ-সুখের এক শেষ অনুভব করেন; পরন্তু গ্রাম্যসুখ-প্রিয় মানবেরা কেবল মধ্যমাবস্থার প্রার্থনা করে; অত্যন্ত দুঃখ বা অত্যন্ত সুখ, তাহাদিগের কদাচ কামনার বিষয় হয় না। অতএব সুধীর পাণ্ডবেরা চিরকাল একশেষেই রত রহিয়াছেন; মধ্যমাবস্থায় পতিত হইতে কদাপি প্রবৃত্তি করেন নাই। বিষয়ের উভয়-সীমা-প্রাপ্তিই যে সুখকরী এবং উভয়ের মধ্যভাগ দুঃখহেতু, ইহা পণ্ডিতেরাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অম্ব! পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালী আপনাকে অভিবাদন করিয়া আত্ম-কুশল নিবেদনানন্তর আপনার অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি পুত্রদিগকে অচিরেই কৃতকার্য্য, অরোগ, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, হতামিত্র ও শ্রীসংযুক্ত দেখিবেন, সন্দেহ নাই। পুত্রদুঃখে অভিভূতা কুন্তীদেবী এইরূপে আশ্বাসিতা হইয়া অজ্ঞানজনিত-মোহ নিগ্রহপূর্ব্বক জনার্দ্দনকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাবাহো মধুসূদন কৃষ্ণ! তোমার বিবেচনায় যে কোন কার্য্য পাণ্ডবদিগের পথ্য ও হিতকর হয়, ধর্ম্মের অবিলোপে ও অকপটে তাহারই অনুষ্ঠান কর। হে পরন্তপ! তোমার সত্যনিষ্ঠা ও বংশমর্য্যাদার যেরূপ প্রভাব, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। মিত্রগণের কার্য্যব্যবস্থাবিষয়ে তুমি যাদৃশ বুদ্ধি বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক, তাহাও বিদিত আছে। অধিক আর কি বলিব, আমাদিগের কুলে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য এবং তুমিই মহতী তপস্যা; তুমি পাণ্ডবগণের ত্রাতা অথচ তুমিই পরব্রহ্ম; অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি যে কথা বলিলে, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে, কদাপি তাহার অন্যথা হইবে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু হৃষীকেশ কুন্তীর সহিত উক্তরূপ সম্ভাষণানন্তর তাঁহার

অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্য্যোধনের ভবনোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশা গোবিন্দ জনার্দ্দন, পৃথার অনুমতি গ্রহণান্তে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থিত হইয়া, বহুবিধ-বিচিত্র-আসন-সমাকীর্ণ পরমশোভা-সমন্বিত সাক্ষাৎ পুরন্দর-গৃহোপম দুর্য্যোধন-গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রাজপুরের দ্বারদেশে অনেকানেক দৌবারিক ছিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না; তিনি অবাধে তৃতীয় কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া সজল-জলধর-সন্নিভ, বিশাল-শৈলশিখর-সদৃশ-সমুন্নত, অসামশোভা-সমুজ্জ্বল প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবাহু সুযোধন অশেষ নরপতিবর্গ ও কুরুবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রাজসিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন; তাঁহার সমীপদেশে দুঃশাসন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি আপন আপন আসনে উপবিষ্ট আছেন। যদুনন্দন মধুসূদন অভ্যাগত হইলে মহাযশস্বী ধৃতরাষ্ট্রতনয় তাঁহার অভ্যর্থনা নিমিত্ত তৎক্ষণমাত্র অমাত্যবর্গের সহিত আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কেশব অগ্রে তাঁহার ও তদীয় অমাত্যগণের সহিত,পরে তত্রত্য যাবতীয় রাজনিচয়ের সহিত বয়ঃক্রমানুসারে আলিঙ্গনাদি করিয়া বহুবিধ-আস্তরণ সমাকীর্ণ সুপরিষ্কৃত কাঞ্চনময় পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন কুরুরাজ তাঁহার সৎকার নিমিত্ত গো, মধুপর্ক, উদক, গৃহ, রাজ্য, সকলই নিবেদন করিলেন। কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপালবর্গ সকলেই প্রসন্ন-প্রভাকর-কান্তি, পর্য্যঙ্ক-সমাসীন গোবিন্দের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বিজয়িশ্রেষ্ঠ যদুপতি কেশবকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অনুমোদন অথবা সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ইহাতে কুরুরাজ সম্বোধন দ্বারা কর্ণকে উন্মুখ করিয়া সভামধ্যে কৃষ্ণকে মৃদুভাবে এই কথা বলিলেন, হে জনার্দ্দন! আপনার নিমিত্ত বহুতর অন্নপান ও বসন শয়নাদি উপনীত হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না; ইহার কারণ কি? হে মাধব! আপনি কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষেই সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং উভয় পক্ষেরই হিতানুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন; আপনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান সম্বন্ধী ও প্রীতিপাত্র; ধর্ম্ম ও অর্থের যথার্থ তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপেই আপনার বিদিত আছে; অতএব হে চক্রগদাধর গোবিন্দ! সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য হইয়াও আপনি যে মদীয় বস্তুসমস্ত গ্রহণ করিলেন না, ইহার হেতু কি, শুনিতে ইচ্ছা করি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের এই বাক্য আপাততঃ মৃদু বোধ হইল বটে, কিন্তু উত্তর কাল বিবেচনা করিলে উহা নিতান্তই শঠতাপূর্ণ। যাহা হউক রাজীবনেত্র মহামনা গোবিন্দ তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া বিশাল দক্ষিণবাহু উত্তোলনপূর্ব্বক বর্ষাকালীন নিবিড়-জলধরের ন্যায় গম্ভীর-স্বর-সম্বলিত, নিষ্ঠীবন-বিবর্জ্জিত, অলুপ্তপদ-পদার্থ, অবাধিতার্থ জড়তারহিত, সুন্দর-হেতু-সংযুক্ত ও উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভারত! দূতেরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই, যাহার নিকটে প্রেরিত হয়, তাহার পূজা গ্রহণ ও দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলে আপনি আমাকে ও আমার অমাত্যগণকে ইচ্ছানুরূপ অভ্যর্থনা করিবেন। জনার্দ্দনের এই কথায় দুর্য্যোধন পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রতি আপনার এরূপ অসদৃশ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হয় না; আপনি কৃতকার্য্য হউন, না হউন, তাহা আমরা ধরিতেছি না, কেবল যদুকুল-সম্বন্ধেই আপনাকে পূজা করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি; কিন্তু যত্ন করিয়াও পারিতেছি না। হে পুরুষোত্তম! আমরা প্রীতিসহকারে আপনার অর্চ্চনা করিতে সমুৎসুক হইলেও আপনি কি কারণে তাহা স্বীকর করিতেছেন না, কিছুই বুঝিতে পারি না। হে গোবিন্দ! আপনার সহিত আমাদিগের কোন শত্রুতাও নাই এবং যুদ্ধবিগ্রহও ঘটে নাই; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনার এ কথা বলা কোনমতে সঙ্গত হয় না।

ইহা শুনিয়া বাসুদেব সহামাত্য সুযোধনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, আমি না কাম, না ক্রোধ, না অর্থ, না লোভ, না দ্বেষ, না হেতুবাদ, কিছুতেই ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারি না। হে রাজন্! যাহার প্রতি কোন ব্যক্তির প্রীতি জন্মে, সে তাহারই অন্ন ভোজন করিয়া থাকে; অথবা যাহারা আপদ্গ্রস্ত হয়, তাহারাও অন্যের প্রদত্ত পান ভোজন গ্রহণ করে; কিন্তু আপনিও আমার কোন সম্প্রীতির কার্য্য করেন নাই এবং আমরাও আপদ্গ্রস্ত হই নাই; সুতরাং কি প্রকারে আপনার অন্ন স্বীকার করিতে পারি? হে রাজন্! আপনি বিনা কারণে নিজ প্রিয়ানুবর্ত্তী সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ভ্রাতা পাণ্ডবদিগের প্রতি জন্মাবধি দ্বেষ করিতেছেন। বিনা কারণে তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করা কোনমতেই উচিত হইতে পারে না। পাণ্ডবেরা চিরকাল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী রহিয়াছেন; তাঁহাদিগকে কে কি বলিতে পারে? যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করে, সে আমার প্রতিও দ্বেষ করে; যে তাঁহাদের অনুকূল হয়, সে আমারও অনুকূল; ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণের সহিত আমাকে অভেদাত্মা বলিয়া জানিবেন। কাম ক্রোধের অনুবর্ত্তী যে মূঢ়মতি প্রগাঢ় মোহবশতঃ গুণশালী লোকের সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করে এবং সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র যে নরাধম ক্রোধ মোহের বশম্বদ হইয়া সাধুগুণ-সম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে নিয়ত লোভদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, সে কখনই অধিককাল সম্পত্তিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। পরন্তু যে মতিমান্ মানব-হৃদয়ের অপ্রিয় হইলেও গুণগরিষ্ঠ লোকদিগকে প্রিয়কার্য্য দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন,তিনি চিরকাল প্রশস্ত-যশোমার্গে বিচরণ করেন। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনার এই দুষ্টাভিসন্ধি-সম্বলিত অশুভ অন্ন কদাচ ভক্ষণীয় নহে; একমাত্র বিদুরের অন্ন ভোজন করিব, ইহাই আমার নিশ্চয়। মহামনা মহাবাহু বাসুদেব অসহনশীল দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার রত্নপ্রভা-সমুদ্ভাসিত ভবন হইতে নির্গমনানন্তর মহাত্মা বিদুরের নিকেতনে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইলে দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, বাহ্লিক ও অন্যান্য কৌরবেরা তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। সেই কৌরবেরা বীর্য্যসম্পন্ন মধুসূদন মাধবকে কহিলেন, হে যদুপতে! আমরা

বহুরত্ন-সমন্বিত গৃহ-সমস্ত আপনাকে নিবেদন করিতেছি। পরন্তু মহাতেজা মধুসূদন তাঁহাদিগকে এই উত্তর করিলেন, আপনারা সকলে গমন করুন, আপনাদিগের আগমনেই আমার যথেষ্ট অর্চ্চনা করা হইয়াছে। কৌরবেরা প্রতিগমন করিলে পর বিদুর পরম যত্নবান হইয়া সর্ব্বকাম-সহকারে অপরাজিত দাশার্হের অভ্যর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা কেশবকে বহুগুণ-গুণযুক্ত অনেক বিধ বিশুদ্ধ অন্নপান উপহার দিলেন। মধুসূদন কৃষ্ণ অগ্রে তৎসমুদায়ের অধিকাংশ এবং উৎকৃষ্ট ধন প্রদান দ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন; পশ্চাৎ দেবগণ-পরিবৃত বাসবের ন্যায় সহচর-বর্গে মিলিত হইয়া সেই অবশিষ্ট পবিত্র অন্নপান অভ্যবহার করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ আহারান্তে বিশ্রান্ত হইলে, রাত্রিকালে বিদুর তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন কেশব! আপনার এখানে আগমন করা সম্যক্ বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। দুর্য্যোধন অতি-মন্দমতি, ধর্ম্মার্থের অতিবর্ত্তী ও অত্যন্ত ক্রোধী। আপন মান-কামনায় সে অনায়াসে মান্য-লোকের মান হনন করে; বিজ্ঞগণের শাসনে থাকে না; ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে। হে কেশব! তাহার মূঢ়তা ও দৌরাত্মের কথা কি কহিব! সে এরূপ নির্ব্বোধ ও দুরাগ্রহগ্রস্ত যে হিতৈষিগণেরও বিনেতব্য নহে। কেহ কোন উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার করা দূরে থাকুক, বরং অপকারেরই চেষ্টা পায়। সে নিতান্তই অকৃতজ্ঞ, কামাত্মা, মিথ্যাপ্রিয়, ধর্ম্মত্যাগী, প্রাজ্ঞমানী, মিত্রদ্রোহী সকলের নিকটেই সদা-শঙ্কিত, অতিমাত্র বিমূঢ়, অকৃতবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অনীশ্বর, সকল কর্ম্মেই স্বেচ্ছাচারী এবং সর্ব্ব কার্য্যেই অব্যবস্থিত চিত্ত। আমি যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন দুর্য্যোধন আরও অনেকানেক দোষের আস্পদ। অতএব আপনি মঙ্গলকর বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেও সে ক্রোধ-বশত কদাচ তাহা গ্রহণ করিবে না। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরবর্গের প্রতি তাহার ভূয়সী বিজয়-প্রত্যাসা রহিয়াছে, সুতরাং সে শান্তি স্থাপনে মন করে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও কর্ণ-প্রভৃতি দুর্ম্মতি-সকলের এরূপ নিশ্চয় আছে যে, ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি বীরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না। হে মধুসূদন! অবিচক্ষণ অবোধ দুর্য্যোধন পার্থিব-সৈন্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। তাহার দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাশার কথা আর কি বলিব; সে কর্ণই একাকী শত্রু-বিজয়ে সমর্থ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং শান্তি-লাভে তাহার কখনই প্রবৃত্তি হইবে না।

হে কেশব! আপনি কুরুপাণ্ডবদিগের পরস্পর সৌভ্রাত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া সন্ধিবন্ধনে যত্নবান্ হইতেছেন বটে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্রগণেরই প্রতিজ্ঞা এই যে, "পাণ্ডবদিগকে আমরা কোন বস্তুই উচিতমত প্রতিদান করিব না"। অতএব যাহারা এরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে অবশ্যই তাহা নিরর্থক হইবে, সন্দেহ কি? হে মধুসূদন? যেখানে সদ্বক্ত ও দুর্ব্বক্ত উভয়ই সমান, সে স্থলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির, বধিরগণ-সন্নিধানে গায়নের ন্যায়, অনর্থক বাক্য-ব্যয় করা বিধেয় নহে। হে মাধব! চাণ্ডাল-সমীপে ব্রাহ্মণের ন্যায়, আপনার সেই অবিজ্ঞ মর্য্যাদা শূন্য মূঢ়দিগের নিকটে বাক্য-ব্যয় করা কোন ক্রমেই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইবে না। বলগর্ব্বিত বিমূঢ় দুর্য্যোধন কখনই আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না, তাহার নিকটে আপনি যে কোন কথা বলিবেন তাহাই নিরর্থক হইবে। হে কৃষ্ণ! সেই বহু সংখ্যক দুর্ব্বুদ্ধি অশিষ্ট দুষ্টমতি পাপাত্মারা যখন সকলে একত্র উপবিষ্ট থাকিবে, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে আপনার অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রতিকূল বাক্যের প্রসঙ্গ করা আমার কদাচ অভিমত নহে। কখন বিজ্ঞলোকের উপাসনা না করা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হওয়া, অহঙ্কারে বিমুগ্ধ থাকা, বয়োধর্ম্মে উদ্ধত ও অতিমাত্র অসহিষ্ণু হওয়া ইত্যাদি হেতুবশত দুর্য্যোধন আপনার হিতবাক্য গ্রহণ করিবে না। হে মাধব! তাহার সৈন্যও অতি বলিষ্ঠ এবং আপনার প্রতি তাহার মহতী শঙ্কাও আছে, সুতরাং আপনি কোন কথা বলিলে সে তাহা রক্ষা করিবে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে যে, অমর-নিকরে পরিবৃত সাক্ষাৎ পুরন্দর আসিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগের বলক্ষয় করিতে পারিবেন না। অতএব এতাদৃশ দুরাশা-সম্পন্ন, কাম ক্রোধানুবর্ত্তী দুর্ব্বোধগণের নিকটে আপনি যে কোন বাক্যের প্রসঙ্গ করিবেন, তাহা সম্যক্ অর্থযুক্ত হইলেও নিতান্ত নিরর্থক হইবে। মন্দমতি বিমূঢ় দুর্য্যোধন হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি সম্বলিত বিপুলতর সৈন্য-মধ্যে অবস্থান করত ভয় শূন্য হইয়া মনে করিতেছে, সমগ্র বসুন্ধরাই আমার করতলগতা হইয়াছে; এবং এই মনে করিয়া সে অখিল জগতীতলে নিঃসপত্ন সাম্রাজ্যের আশংসা করিতেছে; অতএব বিনা যুদ্ধে তাহার নিকট শান্তি লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যে অর্থ একবার লব্ধ হইয়াছে, তাহা চিরকালই তাহার নিকটে বদ্ধমূল থাকিবে; কদাপি হস্ত-বহির্ভূত হইবে না, ইহাই তাহার ধ্রুব জ্ঞান। হা! অবোধ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত বুঝি ধরিত্রীর ধ্বংসদশা উপস্থিত হইল। যেহেতু তাহার সাহায্যার্থে পৃথিবীস্থ যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত্রিয় ও ক্ষিতিপাল-বর্গ যেন কাল-প্রেরিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সমর-কামনায় সর্ব্বদিক্‌ হইতে সমাগত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! ঐ সমস্ত ভূপতিগণ পূর্ব্বে আপনার সহিত শত্রুতা করিয়া হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার ভয়ে কর্ণের সহিত যোগ করিয়া সকলেই দুর্য্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার কার্য্য-সাধনার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মহাহৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব হে বীরবর যদুপতে! তাহাদিগের মধ্যে আপনি প্রবেশ করেন, ইহা কোন প্রকারেই আমার মত-সিদ্ধ নহে। হে শত্রুসূদন! সেই দুষ্টচিত্ত একত্র সমুপবিষ্ট অশিষ্ট শত্রুসমূহ-মধ্যে আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন? হে শত্রুনাশন মহাবাহো! আপনি দেবগণের ও অপরিভবনীয়, সুতরাং সকলই আপনার সম্ভব হয়; আপনার প্রভাব, পৌরুষ বা বুদ্ধি, কিছুই আমার অবিদিত নাই। হে মাধব! পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আপনার প্রতিও তাহার কিছুমাত্র অন্যথা নাই; আমি প্রেম, বহুমান ও সৌহৃদ্য

প্রযুক্তই আপনাকে এই কথা বলিতেছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যাদৃশী প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা আর কি বলিব; আপনি সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, সকলই জানিতেছেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, বিদুর! মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যেরূপ কহিয়া থাকেন, মদ্বিধ সুহৃদ্‌কে ভবাদৃশ সুহৃদ্ব্যক্তির যে কথা বলা উচিত হয় এবং যাদৃশ ধর্ম্মার্থযুক্ত ও যথার্থ বাক্য উক্ত করা আপনার অভ্যাস, আপনি পিতা মাতার ন্যায়, আমাকে সেইরূপই বলিয়াছেন। আপনার এই বাক্য সর্ব্বথাই যুক্তিযুক্ত, সত্য ও সাধু-সম্মত, সন্দেহ নাই; তথাপি একবার অবহিত হইয়া আমার আগমনের হেতু শ্রবণ করুন। হে ক্ষত্তঃ! আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য এবং ক্ষত্রিয়গণের শত্রু ভাব, সকলই অবগত আছি এবং অবগত থাকিয়াও অদ্য কুরুমণ্ডলমধ্যে সমাগত হইয়াছি। যে ব্যক্তি এই অশ্ব-রথ-মাতঙ্গ সমাকীর্ণ বিপর্য্যস্ত মেদিনীমণ্ডলকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়, সে অবশ্যই অনুত্তম ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, মনুষ্য স্বীয় শক্তি-অনুসারে কোন ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদনে যত্ন করিয়া যদিও কৃতকার্য্য হইতে না পারে তথাপি তাহার পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়, আবার মনে মনে কোন পাপকর্ম্মের চিন্তা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও তজ্জনিত ফলভোগের অধিকারী হয় না। আমি আপনাকে যে কথা বলিলাম, ধর্ম্মজ্ঞানী পণ্ডিতেরাও ইহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হে ক্ষত্তঃ! সংগ্রামে আশু বিনাশোন্মুখ কুরু ও সৃঞ্জয়গণ মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে আমি অকপটে যত্ন করিব। এই উপস্থিত মহাঘোর আপদ্ কৌরবদিগের মধ্যেই সমুত্থিত হইয়াছে; যেহেতু কর্ণ ও দুর্য্যোধন ইহার প্রবর্ত্তক এবং সমবেত ক্ষত্রিয়েরা সকলেই উহাদিগের অনুবর্ত্তী। আপদ্‌গ্রস্ত ক্লিশ্যমান মিত্রকে যে ব্যক্তি যথাশক্তি অনুনয় দ্বারা তাহা হইতে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে নৃশংস বলিয়া উক্ত করেন। মিত্র, ক্ষমতানুসারে যত্ন করিয়া যে কোন উপায় দ্বারা, এমন কি কেশগ্রহ পর্য্যন্ত করিয়াও মিত্রকে অকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করত কাহারও নিন্দনীয় হন না। অতএব হে বিদুর! দুর্য্যোধন ও তদীয় অমাত্যগণের সদ্যুক্ত কার্য্য-সাধন-সমর্থ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত শুভময় হিত বাক্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের নহে, আমি পাণ্ডবগণের এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয়বর্গের হিত-সাধন নিমিত্তও অকপটে যত্ন করিব। আমি হিতানুষ্ঠানে যত্ন-পরায়ণ হইলেও যদি দুর্য্যোধন আমার প্রতি কোন শঙ্কা করে, তথাপি মিত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলাম বলিয়া আমার হৃদয়ের প্রীতি হইবে। জ্ঞাতিগণ-মধ্যে পরস্পর ভেদ হইবার সূত্র হইলে যে মিত্র সর্ব্বপ্রযত্নে মধ্যস্থতা অবলম্বন না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মিত্র বলিয়াই গণনা করেন না। সন্ধিবিষয়ে আমার যত্ন করিবার আরও একটি হেতু এই যে, 'অধর্ম্মনিষ্ঠ সৌহৃদ্যশূন্য মূঢ় লোকেরা যেন বলিতে না পারে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও কোপযুক্ত কুরুপাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিল না। আমি কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষেরই কার্য্য-সাধনার্থে এখানে আগমন করিয়াছি; সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া কোন লোকেরই নিন্দাস্পদ হইব না। অবোধ দুর্য্যোধন যদি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিয়াও অগ্রাহ্য করে, তবে নিতান্তই কালের বশবর্ত্তী হইবে। অথবা যদি পাণ্ডবদিগের অর্থহানি না করাইয়া আমি কুরুগণ মধ্যে শান্তিসংস্থাপন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমারও মহাফলোপধায়ক পুণ্যকর্ম্ম করা হয় এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ফলত আমি বিজ্ঞলোকের সমুচিত, ধর্ম্মানুমোদিত অর্থযুক্ত ও হিংসা-বিবর্জ্জিত যাদৃশ শুভবাক্যের প্রসঙ্গ করিব, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তাহা যদি সবিশেষ পর্য্যালোচন করিয়া দেখে, তবে অবশ্যই আমাকে সমাদর করে এবং যে শান্তির নিমিত্ত আগমন হইয়াছে, তাহাতেও সম্মত হইতে পারে। পরন্তু তাহা না করিয়া যদি তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণে উদ্যুক্ত হয়, তাহাতেই বা আমার ভয়ের বিষয় কি? আমি ক্রুদ্ধ হইলে কেশরিসন্নিধানে ইতর জন্তুগণের ন্যায় কৌরবগণও সমবেত সমস্ত পার্থিববর্গ আমার সম্মুখে অবস্থিত থাকিতেই সমর্থ হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুগণ-সুখাবহ বৃষ্ণিকুলপতি বাসুদেব বিদুরের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে সুখস্পর্শ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন কৃষ্ণ ও বিদুরের উক্তরূপে কথোপকথন করিতে করিতে সেই উজ্জ্বলনক্ষত্র-ভূষিতা শুভা শর্ব্বরী পরম সুখে অতিবাহিতা হইল। অমিত-প্রতাপশালী কৃষ্ণের ধর্ম্মার্থকাম-যুক্ত বিচিত্র-পদপদার্থ মনোহর বচনাবলি শ্রবণে অপরিতৃপ্ত মহাত্মা বিদুর এবং অনুরূপ কথার প্রসঙ্গকারী কেশব উভয়েরই যেন অনিচ্ছাতে যামিনী অতীতা হইল। পর দিন প্রত্যূষে সুস্বর-সম্পন্ন বহুসংখ্য সূতমাগধ-বন্দিগণ শঙ্খ-দুন্দুভি-নির্ঘোষ-দ্বারা কেশবকে প্রতিবোধিত করিল। যদুকুল-শ্রেষ্ঠ দাশার্হ জনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রে আবশ্যক প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সম্পন্ন করিলেন, পরে স্নানান্তে জপ ও হোম-কার্য্য সমাধান-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত হইয়া আদিত্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন। অপরাজিত বাসুদেব এইরূপে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম-প্রভৃতি কুরুগণ এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজবর্গ, সকলেই সভামণ্ডপে আসীন হইয়া অমরগণ যেমন পুরন্দরের প্রার্থনা করেন, সেইরূপ আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহা শুনিয়া শত্রুতাপন জনার্দ্দন পরম মনোহর শিষ্টাচার-দ্বারা উভয়কে অভিনন্দিত করিলেন, অনন্তর শুভক্ষণ পাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে হিরণ্য, বস্ত্র, গো ও অশ্ব-প্রভৃতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুতর রত্নরাজি বিতরণ করিয়া তিনি যখন আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন নিজ সারথি দারুক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বন্দনা করিল এবং অনতিবিলম্বে অনুত্তম তুরঙ্গম-যোজিত, সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত, কিঙ্কিণী-সমাকীর্ণ, মহামেঘ সদৃশ গভীর শব্দকারী, শুভ্রবর্ণ, বৃহদাকার দিব্য রথ লইয়া উপস্থিত হইল। তখন যাদবগণ নয়ন-নন্দন

মহামনা জনার্দ্দন গলদেশে কৌস্তুভ মণি ধারণ করত পরম শোভায় উদ্ভাসমান হইয়া অগ্নি ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিলেন। তৎকালে তিনি যদিও কুরুপক্ষীয় অনেকানেক অনুচরবর্গে পরিবারিত ছিলেন, তথাপি বৃষ্ণিপক্ষের পরিরক্ষকেরা তাঁহার শরীর সংরক্ষণার্থে সতত অবহিত ছিল। সর্ব্ব জীবশ্রেষ্ঠ সকল প্রাজ্ঞপ্রবর দাশার্হের রথারোহণান্তে অখিল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহামতি বিদুর তাঁহার পশ্চাৎ আরোহণ করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনি সমভিব্যাহারে দ্বিতীয় রথে আরূঢ় হইয়া শত্রুতাপন যদুনন্দনের অনুগামী হইলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বৃষ্ণিপক্ষীয় মহারথেরাও কেহ অশ্বে কেহ গজে, কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! প্রস্থানোন্মুখ সেই সমস্ত বীরগণের হেম-পরিকর-মনোহর তুরঙ্গচয়যোজিত, সুঘোষসম্পন্ন, বিচিত্রবর্ণ রথসমূহ পরম শোভায় বিরাজিত হইতে থাকিল। অসামান্য শ্রীসম্পন্ন ধীমান্ বাসুদেব যথাসময়ে রাজর্ষি সঞ্চরণযোগ্য মহাপথ প্রাপ্ত হইলেন। দুর্য্যোধন পূর্ব্বেই তাহা সম্মার্জ্জিত ও জলসেকদ্বারা ধূলিশূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্তর কেশবের প্রস্থানসময়ে কাহল শঙ্খ প্রভৃতি অশেষবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সর্ব্বলোকপ্রবীর শত্রুতাপন সিংহ-বিক্রম অসংখ্য যুবকগণ কৃষ্ণের রথ বেষ্টন করিয়া চলিলেন। বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত অন্যান্য বহু সহস্র সৈনিকেরাও অসিপ্রাস প্রভৃতি আয়ুধ সমস্ত হস্তে লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত হইল। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ শত গজারোহী ও সহস্র সহস্র রথিগণ প্রস্থানকারী বীর্য্যবান্ দাশার্হের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কুরু-পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকল লোকেই অরিন্দম জনার্দ্দনের দর্শন-কামনায় পথিমধ্যে আসিয়া অবস্থিত হইল। বরারোহা কামিনীগণ এত অধিক পরিমাণে বাতায়নমঞ্চে আশ্রয় করিয়া রহিল যে, বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের দেহভারে ভবন-সমুদায়ের প্রস্খলিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

মধুসূদন গোবিন্দ কুরুগণের পূজা গ্রহণ ও বহুতর মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এবং সকলের প্রতি অবলোকন ও প্রতি-সৎকার করিতে করিতে মন্দ মন্দ সঞ্চরে গমন করিলেন। অনন্তর সভার সন্নিহিত হইলে তাঁহার অনুযায়িগণ শঙ্খধ্বনি ও বেণু-নির্ঘোষ-সহকারে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল। তখন সভাস্থ যাবতীয় সংস্বভাব-সম্পন্ন অমিততেজস্বী রাজন্যগণ কৃষ্ণের আগমনাকাঙ্ক্ষায় হর্ষভরে কম্পিত হইতে লাগিলেন; বিশেষত তাঁহার সজল-জলদ-শব্দ-সদৃশ গভীর রথ-নিনাদ শ্রবণে তিনি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন বোধ করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। সকল-যাদবপ্রবর বাসুদেব সভাদ্বারে উত্তীর্ণ হইয়া কৈলাস-শিখরোপম রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সাত্যকি ও বিদুরের হস্তধারণ করিয়া সর্ব্বত্র রত্নমণি-নিকর-বিনিহিত মনোহর প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসমান, অভিনব-নীরদ-প্রতিম সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-সদন-সদৃশ সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দিবাকর যেমন স্বকীয় করনিকর সহকারে অপরাপর জ্যোতিঃ পদার্থনিচয়ের প্রভারোধ করেন, সেইরূপ অলোক-সামান্য স্বকীয় কান্তি-পুঞ্জ দ্বারা সমুদয় কৌরবদিগকে কৃতবর্ম্মা ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত রহিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া জনার্দ্দনের অভ্যর্থনা নিমিত্ত আপন আপন আসন হইতে বিচলিত হইলেন। যদুনন্দন অভ্যাগত হইবামাত্র প্রজ্ঞাচক্ষু মহাযশা অন্ধরাজ ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। মনুজাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দণ্ডায়মান হইলে তত্রত্য সহস্র সহস্র ভূপালগণ অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনন্তর অন্ধরাজের আদেশক্রমে কৃষ্ণের নিমিত্ত কাঞ্চন-রাজি-বিরাজিত সর্ব্বতোভদ্র নামক প্রসিদ্ধ আসন উপকল্পিত হইল। ইতিমধ্যে ধর্ম্মাত্মা মাধব ঈষৎ হাস্য করত ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজন্যদিগকে সম্বন্ধ ও বয়ঃক্রমানুসারে বন্দন সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গ ও কুরুগণেরাও তাঁহাকে সভায় অভ্যাগত সম্মানার্হ ব্যক্তির সমুচিত সম্যক্ অর্চ্চনা করিতে থাকিলেন। পরপুরবিজয়ী যদুপতি জনার্দ্দন নৃপতিমণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বে আগমনসময়ে অন্তরীক্ষস্থ যে সমস্ত ঋষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অভ্যাগত হইয়াছেন। নারদ-প্রভৃতি সেই সকল দেবর্ষিবৃন্দকে সন্দর্শন করিবামাত্র তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, হে নরপতে! ঐ দেখুন পবিত্রাত্মা মুনিগণ মর্ত্তলোকীয় সভা সন্দর্শনকামনায় সমাগত হইয়াছেন; ইহাঁদিগকে আসন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রচুর সৎকার দ্বারা আবাহন করুন। ইহাঁরা আসীন না হইলে আর কাহারও উপবিষ্ট হইবার সাধ্য নাই; অতএব অবিলম্বে ইহাঁদিগের পূজা বিধান করুন। ভীষ্ম,দেবর্ষিদিগকে সভা দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া অমনি সসম্ভ্রমে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, 'সত্বর আসন আনয়ন কর।' ভৃত্যেরাও তৎক্ষণমাত্র মণিকাঞ্চন-বিচিত্রিত, সুপরিষ্কৃত বহুমূল্য বৃহদাকার আসন সমস্ত আনিয়া উপস্থিত করিল। হে ভারত! মুনিগণ অর্ঘ্যগ্রহণ-পুরঃসর তৎসমুদায়ে উপবিষ্ট হইলে জনার্দ্দন ও রাজন্যগণ আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে একখানি উত্তম আসন এবং বিবিংশতি কৃতবর্ম্মাকে একখানি উৎকৃষ্ট কাঞ্চন-পীঠ প্রদান করিলেন। সতত অসহনশীল,উন্নতবাসনা-সম্পন্ন কর্ণ ও দুর্য্যোধন উভয়েই কৃষ্ণের অনতিদূরে একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গান্ধাররাজ রাজা শকুনি গান্ধারগণে পরিবৃত হইয়া স্বপুত্র-সমভিব্যাহারে আসন গ্রহণ করিলেন। মহামতি বিদুর কৃষ্ণের আসনের অব্যবহিত সন্নিধানে শুক্লবর্ণ মহামূল্য মৃগচর্ম্মের আস্তরণযুক্ত মণিময় পীঠে আসীন হইলেন। মহারাজ! অমৃতের আস্বাদনে যেমন চিত্তের তৃপ্তিসাধন হয় না, তদ্রূপ সেই সভাস্থিত যাবতীয় সাধু প্রকৃতি ভূপাল সকল চিরকালের পর জনার্দ্দনকে অবলোকন করিয়া কেহই আর পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী-পুষ্প সদৃশকান্তি পীতাম্বরধারী জনার্দ্দন সুবর্ণমধ্যে সংস্থাপিত ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়, সভামণ্ডপে বিরাজিত হইতে লাগিলেন। তত্রত্য সকল লোকেই গোবিন্দের প্রতি চিত্তনিবেশ করত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেহই আর কুত্রাপি কোন কথার উল্লেখ করিলেন না।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভামণ্ডপস্থ সেই সমস্ত রাজন্যগণ আসন গ্রহণপূর্ব্বক নীরব হইয়া রহিলে, শোভন দন্তরাজি ও দুন্দুভিসদৃশ-গভীরস্বর বিশিষ্ট কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করত সভার সকল লোকে শুনিতে পায়, এইরূপ করিয়া তিনি বর্ষাকালীন নবীন নীরদের ন্যায় প্রগাঢ় শব্দে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কহিলেন, হে ভারত! বীরবর্গের অপ্রণাশে কুরু ও পাণ্ডবগণমধ্যে যাহাতে শান্তি স্থাপন হয়,তদ্বিষয়ে যত্ন করিবার নিমিত্ত আমার আগমন হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আমার অন্য কোন হিতবাক্য বক্তব্য নাই। হে অরিন্দম মহারাজ! ইহলোকে যাহা কিছু জানিতে হয়, তাহা সকলই আপনি জানিয়াছেন; সুতরাং আপনাকে অপরাপর মঙ্গলের কথা আর কি বিজ্ঞাপন করিব? হে রাজন্! আপনার এই কুল শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন এবং সর্ব্বগুণে বিভূষিত হওয়ায় সমগ্র ভূপালবর্গমধ্যে এক্ষণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। হে ভারত! অনেকের অনেক গুণ আছে বটে, কিন্তু কৌরবদিগের কৃপা, অনুকম্পা, ক্ষমা, কারুণ্য, আনৃশংস্য, সত্য ও সারল্য, এই কয়েকটি গুণ সর্ব্বোপরি; ইহাতেই আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট করিয়াছে। অতএব হে রাজন্! এতাদৃশ সুপ্রতিষ্ঠাভাজন মহীয়ান্ কুলে কোন অযুক্ত আচরণ হওয়া নিতান্ত অনুচিত; বিশেষত তাহা যদি আপনার নিমিত্ত সংঘটিত হয়, তবে আরও অসঙ্গত হইয়া উঠে; যেহেতু বাহ্য ও অন্তরঙ্গ লোকদিগের প্রতি কপটাচারী উৎপথবর্ত্তী কৌরবদিগের আপনিই একমাত্র প্রধান বারয়িতা। কিন্তু হে কুরুসত্তম! দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার অশিষ্ট পুত্রেরা ধর্ম্মার্থের প্রতি পরাঙ্মুখ, লোভাকৃষ্ট-চিত্ত ও মর্য্যাদাশূন্য হইয়া অনুত্তম আত্মীয় ও বন্ধুগণের প্রতি নিরতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন, তথাপি আপনি তাহা জানিয়াও জানিতেছেন না। হে পুরুষর্ষভ! এই মহাঘোর আপদ্ কুরুগণ মধ্যেই সমুত্থিত হইয়াছে; কিন্তু আপনি উপেক্ষা করিলে ইহা সমগ্র ভূমণ্ডলবিনাশের নিদানভূত হইবে। হে ভারত! আপনার ইচ্ছা হইলে এখনও ইহার শান্তি হইতে পারে। আমার বিবেচনায় শান্তি-স্থাপন হওয়া কোনক্রমেই দুষ্কর নহে; ইহা আপনার এবং আমার উভয়েরই আয়ত্ত রহিয়াছে। হে রাজন্! আপনি পুত্রদিগকে শান্ত করুন, আমিও পাণ্ডবগণকে শান্ত করিব। হে ভরতর্ষভ! স্বদল-সমেত আপনার পুত্রেরা অবশ্যই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন; আপনার শাসনে অবস্থান অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধিকতর হিতকর বিষয় আর কি আছে? হে কৌরবরাজ! আপনি শাসন-প্রচারে অভিলাষী হইয়া যদি শান্তিসংস্থাপনে যত্ন করেন, তাহা হইলে আপনার এবং পাণ্ডবদিগের উভয় পক্ষেরই মঙ্গল; অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি অকপটে পর্য্যালোচন করিয়া স্বয়ং তাহার সম্বিধান করুন। পাণ্ডবেরা আপনার সহায়ভূত হউন। তাঁহাদিগের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া আপনি নিরুদ্বেগে ধর্ম্মার্থের অনুষ্ঠান করুন। হে মনুজাধিপ! বহুপ্রকার যত্ন করিলেও তাদৃশ অসামান্য সহায় লাভ করা দুঃসাধ্য হয়। মহাত্মা পাণ্ডবেরা আপনার রক্ষা করিলে পার্থিব রাজন্যগণের কথা দূরে থাকুক, অমরবৃন্দ-সংকৃত স্বয়ং দেবরাজও আপনাকে পরাজয় করিতে সাহসী হইবেন না। হে ভরতর্ষভ! যে স্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অ[শ্ব]ত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কলিঙ্গপতি, কা[ম্বো]জেশ্বর, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী, নকুল, সহদে[ব], সাত্যকি ও যুযুৎসুপ্রভৃতি মহা মহা বীরগণ একত্র সমবেত হ[ই]বেন, তথায় কোন্ বিপরীতবুদ্ধি মানব ইহাঁদিগের সহিত প্র[তি]যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে? হে শত্রুনাশন! সমবেত কু[রু] পাণ্ডবদিগের সাহায্যে আপনি সমস্ত লোকমধ্যে নিরতিশ[য়] প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিবেন; কোন শত্রুই আপনাকে পরাভ[ব] করিতে সমর্থ হইবে না। যে সকল মহীপাল আপনার সম[ান] এবং যাঁহারা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ, সকলেই আপনার সহি[ত] সন্ধিবন্ধন করিবেন; সুতরাং আপনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষি[ত] হইয়া পুত্র, পৌত্র, পিতৃ, ভ্রাতৃ ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পরমসু[খে] জীবন যাপন করিতে পারিবেন। মহারাজ! অন্যের নিক[ট] আপনার সাহায্য গ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি? কেবল পাণ্ড[ব]দিগকেই পূর্ব্বের ন্যায় সমুচিত সংকার প্রদর্শনপূর্ব্বক অগ্রব[র্ত্তী] করিয়া আপনি অখিল ভুবনমণ্ডলের সাম্রাজ্য-সুখসম্ভো[গ] করিবেন। হে ভারত! কোনপ্রকারে স্বার্থ সাধন হ[য়], ইহাই আপনার প্রার্থনা; কিন্তু পাণ্ডবদিগের এবং স্বপক্ষী[য়] গণের সমবেত সাহায্যে আপনি যে যাবতীয় শ[ত্রু] বিজয় করিয়া তাহাদিগের ভুজোপার্জ্জিত বসুধা রাজ্যে উপভোগ করিবেন, ইহার অপেক্ষা আপনার গুরুত[র] স্বার্থ আর কি আছে? হে মহারাজ! ঈদৃশ স্বার্থ পরিহা[র] করিয়া যদি সমর-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে কেব[ল] মহান্ অনর্থেরই সূত্রপাত হইবে। হে রাজেন্দ্র! সংগ্রা[মে] মহামারীর সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না; উভ[য়] পক্ষের ক্ষয় হইলেই বা আপনার কোন্ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়? হে রাজন্! মহাবল পাণ্ডবেরাই হউক, অথবা আপনার পুত্রে[রা]ই হউক, যদি উভয় পক্ষের এক পক্ষ নিহত হয়, তাহাতে[ই] বা আপনি কি সুখ লাভ করিবেন বলুন। হে ভরতর্ষভ! উহারা উভয় পক্ষেই অসীম-শৌর্য্যসম্পন্ন ও কৃতাস্ত্র এব[ং] সকলে যুদ্ধার্থী হইয়া রহিয়াছে; অতএব এই উপস্থিত মহ[া] ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুন,—যাহাতে মহারথ শূ[র]গণ কুরু-পাণ্ডবদিগকে সমরে পরস্পর আহত ও পরিক্ষী[ণ] হইতে দৃষ্টি করা না যায়, তাহার উপায় বিধান করুন। [হে] নৃপসত্তম! পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজন্যগণ একত্র সমবেত হইয়া[]ছেন; ইহাঁরা রোষপরবশ হইলে এই সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে -সংহার-দশায় উপনীত করিলেও করিতে পারেন; অতএব হে রাজন্! আপনি অনুকম্পা-বিতরণে লোক রক্ষা করুন, আপনি বিদ্যমান থাকিতে যেন অখিল প্রজামণ্ডলের ধ্বংস ন[া] হয়। হে কুরুনন্দন! আপনি সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেই প্রজা[]কুলের শেষ থাকে, নতুবা সকলই নিঃশেষ হয়। হে রাজন্! বিশুদ্ধ বংশোদ্ভব, মহামান্য, বদান্য, অবদাতকর্ম্মা, শ্রীমন্ত ও পরস্পর সহায়ভূত এই সমস্ত ভূপালবর্গকে আপনি মহাভ[য়] হইতে পরিত্রাণ করুন। হে শত্রুতাপন ভরতর্ষভ! ইহাঁরা অমর্ষ ও বৈরপরিহার-পুরঃসর পরস্পর কুশলে মিলিত হইয়া একত্র ভোজনপানানন্তর শোভন বেশ-ভূষায় ভূষিত, মাল্য গন্ধানুলিপ্ত ও যথাযোগ্য সৎকৃত হইয়া আপন আপন ভবনে প্রতিগমন করুন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবদিগের প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ ছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধকালসমাগমে সেইরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করুন। হে নরেশ্বর! বাল্যাবস্থায় তাঁহারা যখন পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তখন আপনিই তাঁহাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; অতএব এক্ষণেও পুত্রগণের ন্যায় যথান্যায়ে তাঁহাদের প্রতিপালন করুন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্ব সময়েই, বিশেষত এই ব্যসন কালে আপনারই তাঁহাদিগেকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; তাহা করিলে আপনার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই রক্ষা পায়; অতএব হে ভরতর্ষভ! যাহাতে ধর্ম্মার্থের বিনাশ না হয়, তাহাই করুন। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদন ও প্রসাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছেন, "আপনার শাসনক্রমে আমরা প্রভূত দুঃখ অনুভব করিয়াছি,—বিজন বনমধ্যে দ্বাদশ বৎসর এবং জনসমাজে অজ্ঞাতে এক বৎসর বাস করিয়াছি। হে তাত! 'আমাদিগের যেরূপ নিয়ম হইয়াছে, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় অবশ্যই তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবেন' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা কোন প্রকারে সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি নাই। আমাদিগের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। অতএব হে ভরতর্ষভ! আমরা নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছি, সম্প্রতি আপনিও তাহার অনুবর্ত্তী হউন। হে রাজন্! আমরা চিরকাল ক্লেশ ভোগ করিয়া এক্ষণে যাহাতে স্বকীয় রাজ্যাংশ প্রাপ্ত হই, তাহার সন্বিধান করুন। আপনি ধর্ম্মার্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করুন। আপনি পিতা; আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাই বিবেচনা করিয়া আমরা বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছি; অতএব আপনিও এক্ষণে পিতা মাতার ন্যায় আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করুন। হে ভারত! গুরুর নিকটে শিষ্যের যাদৃশ গুরুতর ব্যবহার করা উচিত, আমরাও আপনার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছি; অতএব আপনিও আমাদিগের প্রতি গুরুর অনুরূপ বাৎসল্যভাব প্রকটন করুন। পুত্রেরা উৎপথবর্ত্তী হইলে পিতার কর্ত্তব্য এই যে, তাহাদিগকে পুনরায় পথস্থ করেন; এক্ষণে আমরাও রাজ্য নাশহেতুক পথভ্রষ্ট হইয়াছি, আপনি স্বয়ং ধর্ম্মপথে আমাদিগকে স্বপথে সংস্থাপিত করুন।" মহারাজ! আপনার সেই পুত্রেরা অত্রত্য সভাসদ্গণকেও এই কথা বলিয়াছেন, "সভামধ্যে ধর্ম্মজ্ঞ সভাসদ্বর্গ বিদ্যমান থাকিতে ন্যায়বহির্ভূত কর্ম্ম হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। বিচক্ষণ দর্শকগণ-সন্নিধানে যে স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে এবং মিথ্যা সত্যকে নিহত করে, তথায় সভাসদেরাই হত হয়। যখন ধর্ম্ম অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সভার শরণাপন্ন হন, তখন সভ্যগণ তাঁহার সেই শল্য উদ্ধার না করিলে আপনারাই বিদ্ধ হইয়া পড়ে। নদী যেমন তীরজাত বৃক্ষচয়কে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ ধর্ম্মই তাহাদিগকে পীড়া দিতে থাকেন।" হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে পাণ্ডবগণ কেবল ধর্ম্মেরই মুখাবলোকন ও অনুধ্যান করত নিস্তব্ধভাবে রহিয়াছেন, তাঁহার সত্য, ধর্ম্ম্য ও ন্যায়ানুগত বাক্যই উক্ত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান ব্যতীত আপনি আর কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিতে পারেন? এই সভামধ্যে যে সমস্ত মহীপালগণ অবস্থিত রহিয়াছেন, ইহাঁরাই বা কি বলিতে পারেন? হে পুরুষর্ষভ! আমি ধর্ম্মার্থ নিশ্চয় করিয়া আপনাকে যে কথা বলিতেছি, ইহা যদি সত্য বোধ করেন, তবে এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রশান্ত হউন; রোষবশীভূত দুর্য্যোধনের অনুগামী হইবেন না। হে পরন্তপ! পাণ্ডবদিগকে যথোচিত পৈতৃক অংশ প্রদান-পূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত সিদ্ধার্থ হইয়া অনুত্তম ভোগসুখ অনুভব করুন। হে নরাধিপ! আপনি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে নিত্যকাল সাধুজনধর্ম্মে অবস্থিত জানেন এবং তিনি আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ সাধুব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাও আপনার বিদিত আছে। দেখুন আপনি তাঁহাকে জতুগৃহে দাহিত ও দেশান্তরিত করিলেও তিনি পুনরায় আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর আপনি পুত্রদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে যখন ইন্দ্রপ্রস্থে বিবাসিত করিয়াছিলেন, তখনও তিনি সেইখানে অবস্থান করত স্বকীয় বীর্য্যবলে যাবতীয় পার্থিবগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অভিমুখীন করিয়াছিলেন, কোনক্রমে আপনাকে অতিবর্ত্তন করেন নাই। মহারাজ! তিনি এতাদৃশ বিনম্রভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও সুবলপুত্র শকুনি তাঁহার রাষ্ট্র ও ধনধান্যাদি অপহরণ করিবার মানসে পাশক্রীড়ারূপ পরম কাপট্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অমেয়াত্মা যুধিষ্ঠির তাদৃশী দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও—প্রাণ প্রিয়তমা পাঞ্চালীকে সভাগতা দেখিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। হে ভারত! আমি আপনার এবং তাঁহাদিগের উভয় পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিতেছি; অতএব আপনি ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখের নিমিত্ত শান্তি স্থাপন করুন; অনর্থক প্রজাক্ষয় করিবেন না। হে নরেন্দ্র! যাহা আপনার অনর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহাকেই অর্থ এবং যাহাকে অর্থ বলিয়া বোধ করিতেছেন, তাহাকেই অনর্থ বিবেচনা করিয়া, লোভমার্গে অতিদূর প্রসৃত পুত্রদিগকে নিবর্ত্তিত করুন। হে বিশাম্পতে! অরিন্দম পাণ্ডবেরা আপনার শুশ্রূষা করিতে যুদ্ধ করিতে উভয়েতেই প্রস্তুত আছেন; তন্মধ্যে যাহা আপনার পথ্যতম হয়, আপনি তাহাতেই অবস্থান করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থিত যাবতীয় পার্থিবগণ মনে মনে ভগবদুক্ত সেই বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের সম্মুখে কেহই কথার উপক্রম করিতে পারিলেন না।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা কেশব উক্তরূপ বাক্য-বিন্যাস করিলে সমগ্র সভাসংসর্গ লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া নিস্তব্ধ-ভাবে রহিলেন। সমুদয় পার্থিবেরা 'কোন পুরুষই ইহার উত্তর করিতে উৎসাহী হইতে পারেন না' মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমস্ত ভূপতিগণ সেইরূপে নীরব হইয়া রহিলে জামদগ্ন্য ঋষি কৌরবসভায় এই কথা বলিলেন, হে রাজন্! আমি উপমার সহিত এই একটি কথার প্রস্তাব করিতেছি, ইহার যথার্থ বিষয়ে কোন শঙ্কা না করিয়া শ্রবণ কর এবং যদি ইহা সাধু বিবেচনা হয়, তবে শ্রবণ করিয়া আপন কল্যাণ সঙ্কলন কর। আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্ব-

কালে দম্ভোদ্ভব নামে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি এই সসাগরা বসুন্ধরার একাধিপত্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন। সেই মহারথ, বীর্য্যবান্ ভূপতি প্রতিদিন নিশাবিগমে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন "এই পৃথিবীমধ্যে কি শূদ্র কি বৈশ্য, কি ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ, এমন কোন্ শস্ত্রধারী পুরুষ বিদ্যমান আছে যে, সমরে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আমার তুল্য হইতে পারে?" সেই মহীপতি সমগ্র ভূমণ্ডলে তাঁহার সদৃশ শৌর্য্যশালী আর কেহই নাই, এইরূপ চিন্তা করত মহাদর্পে মত্ত হইয়া সর্ব্বত্র ঐ কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতেন। একদা কতকগুলি অদীনসত্ত্ব অকুতোভয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঐরূপ পুনঃ পুনঃ আত্মশ্লাঘা করিতে প্রতিষেধ করিলেন। কিন্তু সেই সম্পত্তিমদগর্ব্বিত অভিমানী মূঢ় নরপতি বারংবার নিষিধ্যমান হইয়াও বিপ্রদিগকে প্রত্যহ উক্তরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বেদব্রত-সমন্বিত তপোনিষ্ঠ মহাত্মা দ্বিজাতিগণ তাঁহার ঐরূপ উদ্ধতভাব দর্শনে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া কহিলেন, অহে ভূপতে! এই ধরাধামে বহু সমর বিজয়কারী দুইজন পুরুষশ্রেষ্ঠ বিদ্যমান আছেন; তুমি কদাচ তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এই কথা শুনিবামাত্র রাজা দম্ভোদ্ভব পুনরায় বিপ্রদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কোন বীরদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন? তাঁহারা কোথায় জন্মিয়াছেন, কোন্ স্থানে আছেন, কি কর্ম্মই বা করিয়া থাকেন? হে ভারত! রাজার এইরূপ জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা নর ও নারায়ণ তপস্যা পরায়ণ হইয়া এই মনুষ্যলোকে আগমনপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত আছেন; তুমি তাঁহাদিগেরই সহিত যুদ্ধ কর।

রাজা দম্ভোদ্ভব উক্ত বার্ত্তা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া তৎক্ষণাৎ ষড়ঙ্গিনী মহতী সেনা সংযোজনপূর্ব্বক সেই অপরাজিত নরনারায়ণের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন এবং অতিশয় বন্ধুর ভয়ঙ্কর গন্ধমাদনশিখরে উপনীত হইয়া সেই অরণ্যাশ্রিত তাপসদ্বয়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে পুরুষোত্তম-যুগলের উদ্দেশ পাইয়া দেখিলেন, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিরতিশয় কৃশাঙ্গ, শীত, বাত, ও আতপদ্বারা কর্শিত এবং সর্ব্বাঙ্গে শিরাসমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ নিরীক্ষণ করত তিনি তাঁহাদিগের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহারাও আসন, জল ও ফলমূলাদিদ্বারা তাঁহার সমুচিত অতিথি সৎকার করিয়া কহিলেন, "তোমার কোন্ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে বল"। এই কথায় রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে যেরূপ কহিতেন, তাহাই আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করত বলিলেন, আমি স্বকীয় বাহুবলে সমগ্র ভূমণ্ডল পরাজিত এবং যাবতীয় শত্রুবর্গ নিহত করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় এই শৈল দেশে সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এই চিরাভিলষিত আতিথ্যটি প্রদান করুন।

নর নারায়ণ কহিলেন, হে রাজসত্তম! এ তপস্যার আশ্রম, ইহাতে ক্রোধ লোভের লেশমাত্রও নাই; যুদ্ধ বা অস্ত্রশস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, এস্থলে কুটিলস্বভাব লোকই অপ্রসিদ্ধ অতএব এস্থান পরিত্যাগ করিয়া তুমি অন্যত্র যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা কর; এই জগতীতলে অনেকানেক ক্ষত্রিয়গণ বিদ্যমান আছেন। পরশুরাম কহিলেন, হে ভারত! তাপসদ্বয় ক্ষমা প্রার্থনা ও সান্ত্বনা করত পুনঃপুনঃ এইরূপ কহিলেও দম্ভোদ্ভব কিছুতেই আপন নির্ব্বন্ধ পরিহার না করিয়া সমরাভিলাষে বারংবার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেই লাগিলেন। তখন নর ঋষি একমুষ্টি কাশতৃণ হস্তে লইয়া রোষভরে কহিলেন, অহে যুদ্ধাভিলাষিন্ ক্ষত্রিয়! এস যুদ্ধ কর; সেনা সংযোজন করিয়া তোমার যে কিছু অস্ত্র আছে, সমুদায় গ্রহণ কর; অতঃপর আমি তোমার সমর শ্রদ্ধা অপনীত করিব। দম্ভোদ্ভব কহিলেন, হে তাপস! যদি এই অস্ত্রই আমার প্রতি প্রয়োগ করা আপনার যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, তবে ইহাদ্বারাই আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, যেহেতু যুদ্ধার্থে আমার আগমন হইয়াছে।

পরশুরাম কহিলেন, দম্ভোদ্ভব এই কথা বলিয়া তাপসের জিঘাংসায় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে একবারে শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল সমাকীর্ণ করিলেন। লক্ষ্যবেধী অপরাজিত ঋষিবর ইষীকাস্ত্র সহকারে তাঁহার সেই শত্রুদেহ ছেদনকারী ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করত ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রতি এরূপ ঘোরতর অপ্রতিসন্ধেয় ঐষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা অতীত অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীত হইল। তিনি মায়াবলে শুদ্ধ ইষীকা দ্বারা তদীয় সৈন্যগণের চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ছেদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র কাশপুঞ্জে সমাচিত হওয়ায় আকাশ শ্বেতকান্তি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া রাজা দম্ভোদ্ভব তাঁহার পাদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন এবং কল্যাণ কামনা করত 'আমার মঙ্গল হউক,' বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন শরণাপন্নগণের রক্ষাকর্ত্তা মহানুভাব নর ঋষি তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি অদ্যাবধি ধর্ম্মাত্মা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হও, পুনর্ব্বার কখন এ প্রকার অসদভিসন্ধি করিও না। হে নরশার্দ্দূল! পরপুর-বিজয়ী ক্ষত্রিয় পুরুষ স্বধর্ম্মের অনুস্মরণ করত মনে মনেও কখন এতাদৃশ দুরভিলাষী হন না। অতএব হে রাজন্। কোন লোক তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্টই হউক অথবা উৎকৃষ্টই হউক, তুমি দর্পাবিষ্ট হইয়া কদাচ তাহার অবমাননা করিও না; কোন ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করাই তোমার উপযুক্ত। হে পার্থিব! তুমি কৃতবুদ্ধি, লোভ-শূন্য, নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্রিয়, দম্ভ, ক্ষান্ত, মৃদু ও সুধীর হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও; বলাবল না জানিয়া আর কখন কাহারও অপমান করিও না; এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, কুশলে গমন কর, কিন্তু পুনরায় কখন রূপ অসদাচরণ করিও না। আমাদিগের বচনানুসারে তুমি ব্রাহ্মণদিগের নিকটে সর্ব্বদা আত্ম কুশল জিজ্ঞাসা করিও।

পরশুরাম কহিলেন, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া রাজা দম্ভোদ্ভব সেই তাপস-যুগলের পদদ্বয়ে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি অতিশয় ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, পূর্ব্বকালে নরঋষি এই যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই সুমহৎ বলিতে হইবে। নারায়ণ আবার তাঁহা অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে কাকুদীক, (যে অস্ত্রদ্বারা অভিভূত হইয়া রথ-গজাদির ককুদের উপর শয়ন করে; অর্থাৎ প্রস্বাপন অস্ত্র) শুক, (শুক নলিকান্যায়ে ভ্রমের

কারণ না থাকিলেও ভয়দর্শী হইয়া অশ্ব রথাদি পাদে গাঢ়তর আশ্লিষ্ট হয়; অর্থাৎ মোহন অস্ত্র) নাক, (যদ্দ্বারা স্বর্গ নগর অবলোকন করে; অর্থাৎ উন্মাদন অস্ত্র) অক্ষিসন্তর্জন, (লোচন মাত্র দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া ত্রাসে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করে; অর্থাৎ ত্রাসন অস্ত্র) সন্তান, (অবিচ্ছেদে শস্ত্র বৃষ্টির প্রযোজক; অর্থাৎ ঐন্দ্রাদি দিব্য অস্ত্র) নর্ত্তক, (নর্ত্তন কারক; অর্থাৎ পৈশাচ অস্ত্র) ঘোর, (মহামারীর সৃষ্টিকারী; অর্থাৎ রাক্ষস অস্ত্র) ও আস্যমোদক (যদ্দ্বারা অভিহত হইয়া মুখে পাষাণ রাখিয়া মরণার্থে উদ্যত হয়; অর্থাৎ যম্য অস্ত্র) এই অষ্ট প্রকার অস্ত্র যোজিত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত অভিমান পরিহার করিয়া তুমি ধনঞ্জয়ের অনুগত হও। ঐ সকল অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সকল মনুষ্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়;—সকল মনুষ্যই উন্মত্ত, বিচেতন ও বিহ্বল-চিত্ত হইয়া কার্য্য করে;—অনবরত শয়ন, উল্লম্ফন, বমন, মূত্রত্যাগ, রোদন ও হাস্য করিতে থাকে। হে ভারত! সর্ব্বলোক নির্ম্মাতা, সকল কর্ম্মাভিজ্ঞ, জগদ্গুরু নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, সেই অর্জ্জুনের প্রতাপানল যে সমরাঙ্গনে নিতান্তই দুঃসহ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সংগ্রামে যাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, সেই কপিধ্বজ বীরবর জিষ্ণুকে জয় করিবার নিমিত্ত এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইতে পারে? ফলত অর্জ্জুনেতে যে কত প্রকার গুণ আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। জনার্দ্দন আবার তাঁহা অপেক্ষাও বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। মহারাজ! তুমি ধনঞ্জয়কে কেবল কুন্তীর পুত্র বলিয়াই জানিতেছ, কিন্তু প্রকৃষ্ট বীর্য্য-সম্পন্ন সেই যে পুরুষোত্তম নরনারায়ণ, তাঁহারাই এই অর্জ্জুনকেশব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম কর। হে ভারত! যদি ইহা নিশ্চয় বলিয়া তোমার প্রতীত হয় এবং আমার কথায় কোন শঙ্কা না থাকে, তবে বিশুদ্ধমতি অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর; অথবা যদি আপনার ভেদ না হওয়া শ্রেয় জ্ঞান হয়, তাহা হইলেও তোমার শান্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য; যুদ্ধে মন করা কদাচ বিধেয় নহে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমাদিগের এই কুল বসুধা-মধ্যে বহুমত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার কল্যাণে ইহাকে সেইরূপই থাকিতে দাও;—যাহা যথার্থ স্বার্থ তাহাতেই চিত্ত নিবেশ কর।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জামদগ্ন্য-বাক্য-শ্রবণে ভগবান কণ্ব ঋষিও কুরুসভা মধ্যে দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন। কণ্ব কহিলেন, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা যেমন অক্ষয় ও অব্যয়, মহানুভাব নরনারায়ণ ঋষিরাও অবিকল সেইরূপ। অখিল দেবগণ-মধ্যে বিষ্ণুই একমাত্র সনাতন, অজেয়, অব্যয়, নিত্য-স্বরূপ ও সর্ব্বেশ্বর; তদ্ভিন্ন চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, গ্রহ ও তারকাপুঞ্জ, সকলই প্রলয় কালে বিনষ্ট হইয়া থাকে;—জগৎক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুই এই লোক ত্রয় হইতে অপগত হইয়া ধ্বংস দশা প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হইতে থাকে। মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও তির্য্যগযোনি জাত অন্যান্য জীবেরাও মুহূর্ত্তকাল-মধ্যেই মরিয়া যায়। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী ভূপালগণ রাজলক্ষ্মী সম্ভোগ করিয়া আয়ুঃক্ষয়ে, আপন আপন সুকৃত দুষ্কৃত ভোগের নিমিত্ত পুনরায় নূতন হইয়া থাকেন অর্থাৎ মরণান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তুমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিবন্ধন কর। কুরু-পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়া পৃথিবী পালন করুন। হে পুরুষর্ষভ সুযোধন! আমি বলবান্ এরূপ অভিমান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু বলবান্ অপেক্ষাও অনেকানেক বলশালী পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে কুরুনন্দন! দেব-বিক্রম পাণ্ডবেরা সকলেই অলৌকিক বলসম্পন্ন; প্রকৃত বলশালীদিগের নিকটে সৈন্যবল বল বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা পশ্চাদুক্ত কন্যা-প্রদানাভিলাষী মাতলির বরান্বেষণ রূপ এই পুরাতন ইতিহাসটি ইহার উদাহরণ-স্বরূপ বর্ণন করেন।

ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দরের মাতলি নামক যে প্রিয়তম সারথি, তাঁহার গুণকেশী নাম্নী ত্রিভুবন-বিখ্যাত এক দৈবরূপিণী কন্যা ছিল। লাবণ্য ও শরীর-সৌষ্ঠবে সেই কন্যা সকললোক-ললনাচয়কে অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার সম্প্রদান সময় উপস্থিত জানিয়া মাতলি ভার্য্যার সহিত সাতিশয় বিমর্ষযুক্ত হইলেন এবং উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "অহো! উদার-চরিত মানোন্নত যশস্বী, বিনয়স্বভাব মানবগণের কুলে কন্যা জন্ম হওয়া কি দুঃখের বিষয়! সজ্জনগণের পক্ষে কন্যাকা মাতৃকুল ও পিতৃকুল যে কুলে প্রদান করা যায় এই তিন কুলই সংশয়ান্বিত করে। আমি মানস-নেত্র সহকারে দেবলোক ও মানুষলোক, উভয় লোকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলাম, তথাপি কুত্রাপি আমার যোগ্য পাত্র মনোনীত হইল না।" কণ্ব কহিলেন, না দেব, না দৈত্য না গন্ধর্ব্ব, না মানুষ না অশেষ ঋষিপুঞ্জ, কেহই আর মাতলির কন্যার সদৃশ পাত্ররূপে স্পৃহণীয় হইলেন না। তখন তিনি সুধর্ম্মা নাম্নী নিজ সহধর্ম্মিণীর সহিত রাত্রিকালে মন্ত্রণা করিয়া নাগলোকগমনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে "যদিচ দেব মনুষ্যমধ্যে গুণকেশীর রূপগুণ সদৃশ কোন উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেলনা, তথাপি নাগলোকে অবশ্যই কেহ না কেহ থাকিবে," সুধর্ম্মাকে এইরূপ সম্ভাষণান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া এবং কন্যার মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া মহীতলতলে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

কণ্ব কহিলেন, মাতলি পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি নারদের সহিত মিলিত হইলেন। নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, ঘটনা-ক্রমে মাতলিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে দেব-রাজ-সারথে! কোথায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ? স্বকীয় কার্য্য-সাধনের উদ্দেশে কি সহস্রাক্ষের শাসনে? নারদ-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মাতলি বরুণালয়ে আপন কার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি কহিলেন, তবে চল আমরা উভয়েই একত্র গমন করি; আমিও জলাধিপের সন্দর্শন নিমিত্ত স্বর্গ হইতে আসিতেছি। হে মাতলে! বসুধাতল প্রদর্শন পূর্ব্বক আমি তোমাকে তদীয় সকল বিবরণ কহিব এবং দেখিয়া

শুনিয়া সেই খান হইতেই কোন উপযুক্ত বর মনোনীত করিয়া লইব।

অনন্তর মহাত্মা মাতলি ও নারদ পাতালপুরে উত্তীর্ণ হইয়া সলিলাধিপতি লোকপাল বরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় নারদ দেবর্ষি-সদৃশী এবং মাতলি মহেন্দ্র-সমুচিত পূজা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ সমাদর লাভে উভয়েই প্রীতি প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনানন্তর বরুণের অনুজ্ঞায় নাগলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নারদ রসাতল নিবাসী যাবতীয় জীবগণের সমুদায় বিবরণই জানিতেন, সুতরাং তিনি মাতলির নিকটে সমস্ত বিশেষ করিয়া বর্ণন করিতে লাগিলে। নারদ কহিলেন, হে সূত! তুমি পুত্র-পৌত্রাদি-পরিবৃত সলিলাধিপ বরুণদেবকে অবলোকন করিলে সম্প্রতি তাঁহার এই সর্ব্বতোভাবে শুভাবহ প্রভূত-সম্পত্তি-সমন্বিত অধিকার সন্দর্শন কর। পুষ্কর নামে তাঁহার যে পুত্ররত্ন, অতীব রূপ রূপ-সম্পন্ন, দর্শনীয় পুত্রটিকে দেখিয়াছ, তিনি সুশীলতা, সদ্বৃত্ত ও শৌচাচার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট, মহাপ্রাজ্ঞ এবং পিতার অধিকতর প্রীতিপাত্র। রূপলাবণ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মী স্বরূপা জ্যোৎস্নাকালীনাম্নী সোমকন্যা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। অদিতির জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যও ঐ জ্যোৎস্নাকালীকর্তৃক শ্রেষ্ঠ পতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন। হে সুরেশ-মিত্র! যাহা প্রাপ্ত হইয়া সুরগণ সুরত্ব লাভ করিয়াছেন;—যাহা সর্ব্বাবয়বে কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত; সেই বারুণীসুরাভবন এই অবলোকন কর। হে মাতলে! এই দেখ, রাজ্য-বিচ্যুত দৈত্যগণের প্রদীপ্ত প্রহরণজাত দৃষ্ট হইতেছে। কথিত আছে, কোন কালেই এ সমস্ত অস্ত্রের ক্ষয় নাই, পুনঃপুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইলেও ইহারা স্ব স্ব অধিকারীর হস্তে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ইহাদিগকে প্রয়োগ করিতেও মহান্ অনুভাব অর্থাৎ প্রচুর মানসিক বল অপেক্ষা করে। এই সমস্ত অস্ত্র এক্ষণে দেবগণের জয়লব্ধ হইয়াছে। এই স্থানে অমরবৃন্দ-বিনির্জ্জিত দিব্যপ্রহরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য রাক্ষস ও দৈত্য-নিবহের আবাস ছিল। এই বারুণ-হ্রদে ঐ মহতী শিখা-যুক্ত প্রচণ্ড বাড়বানল, ধূমশূন্য-বহ্নিপরিবৃত অর্থাৎ প্রখরজ্বালাসমন্বিত সুদর্শনচক্র এবং লোক-সংহারার্থ সংরক্ষিত এই গাণ্ডীময় অর্থাৎ গ্রন্থিভূয়িষ্ঠ কোদণ্ড সদা জাগরূক রহিয়াছে। এই চাপটিকে দেবতারা প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন। ইহা হইতেই সেই সুপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনুর নামকরণ হইয়াছে। লক্ষ চাপের তুল্য-বল ও সতত নিশ্চল থাকিলেও কার্য্যকালে ইহা যে কতদূর বল ও তেজোরাশি ধারণ করে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ইহা রাক্ষস প্রকৃতি রাজন্যগণ মধ্যে অশান্ত ব্যক্তিদিগকেও শাসন করিয়া থাকে। ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মা প্রথমেই এই প্রচণ্ড কোদণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন, নরেন্দ্রগণের পক্ষে এই শস্ত্রটি পরমায়ুধ। সলিলরাজের পুত্রেরা এই মহোদয় ধনুকখানি ধারণ করিয়া থাকেন। আরও দেখ, ছত্রগৃহ-মধ্যে জলাধিপের এই যে আতপত্র রহিয়াছে, ইহা জলধরের ন্যায় সর্ব্বত্র শীতল বারি বর্ষণ করে। ছত্র-বিনির্গত সেই বিচিত্র জল চন্দ্র-তুল্য নির্ম্মল হইলেও ঘোরতর তিমির-সহকারে এরূপ আবৃত থাকে যে, কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। হে মাতলে! এস্থানে এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থ-জাত দ্রষ্টব্য রহিয়াছে; কিন্তু সমুদায় দেখিতে হইলে তোমার কার্য্যের হানি হয়; অতএব আর বিলম্ব না করিয়া চল শীঘ্র শীঘ্র গমন করি।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, নাগলোকের মধ্যস্থানে অবস্থিত এই যে পুরটি দৃষ্ট হইতেছে; ইহা পাতাল বলিয়া বিখ্যাত। এখানে অসংখ্য দৈত্য দানবের বসতি আছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কোন জীবপুঞ্জ জলবেগ-সহকারে এই পাতাল-পুরে আনীত হয়, ইহাতে প্রবেশ করিবার সময়ে তাহারা ভয়-পীড়িত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে থাকে। সলিলভোজী বাড়বানল এস্থানে নিয়তই প্রদীপ্ত রহিয়াছে। উহা দেবগণ-কর্তৃক আপনাকে নিবদ্ধ জানিয়াছে, সুতরাং মর্য্যাদার অতিবর্ত্তী না হইয়া যত্ন সহকারে স্থিরভাবে আছে। দেবতারা শত্রু-সংহারান্তে অমৃত পান করিয়া এই স্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখেন, এই নিমিত্তই এখানে অমৃতদীধিতি শশধরের ক্ষয় ও উপচয় দৃষ্ট হয় না। এই স্থানে অদিতি-নন্দন হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু বেদাধ্যায়ীদিগের বেদধ্বনির পরিবর্দ্ধনার্থে বেদ-বাক্যদ্বারা সুবর্ণ-নামক জগৎকে পরিপূর্ণ করত প্রতি পর্ব্বকালে সমুত্থিত হন। যেহেতু চন্দ্র-প্রভৃতি সমুদয় জলমূর্ত্তি এই স্থানে পতিত হয়, অর্থাৎ জলপাতন করে, সেই নিমিত্ত এই উত্তম পুর 'পতজ্জল' নামের সংক্ষেপে পাতাল বলিয়াই বিখ্যাত হয়। জগতের হিতকারী মাতঙ্গরাজ ঐরাবত এইখান হইতেই সেই সুশীতল জল লইয়া মেঘ-সমূহ-মধ্যে সঞ্চালিত করে, যাহা অমরাধিপতি মহেন্দ্র পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন। এইখানে নানাবিধ আকার-বিশিষ্ট বহুপ্রকার জলচারী তিমি সমস্ত জলমধ্যে সোমপ্রভা পান করিয়া বাস করে। হে সূত! এই পাতালতলাশ্রিত এরূপ অনেক জীব আছে, যাহারা দিবসে প্রভাকর করে গতাসু হইয়া রাত্রিকালে পুনরায় জীবিত হয়। তাহার কারণ এই, এখানে সুধাংশু প্রতি রজনীতে সমুদিত হইয়া করনিকররূপ হস্তসমূহ সহকারে অমৃত স্পর্শ করাইয়া দেহী সকলকে উজ্জীবিত করেন। বাসবকর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব কালপীড়িত স্বধর্ম্মনিরত সুপ্রসিদ্ধ দৈত্যগণ এই পুরে নিবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। সর্ব্বভূত মহেশ্বর ভগবান্ ভবানীপতি সকল লোকের কল্যাণ কামনায় এই স্থানে অনুত্তম তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। নিয়ত বেদাধ্যয়ন-কর্ষিত গোব্রতধারী স্বর্গবিজয়কারী মহর্ষি দ্বিজাতিগণ প্রাণবায়ু সংযমনপূর্ব্বক এইখানে বসতি করিতেছেন। যেখানে সেখানে শয়ন করা, যে কোন ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া এবং যে কোন বসনে আবৃত থাকা, ইহাকেই গোব্রত বলা যায়। এই পুরে সুপ্রতীক নামক নাগের বংশে নাগরাজ ঐরাবণ, বামন, কুমুদ, অঞ্জন প্রভৃতি প্রধান প্রধান বারণ সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব হে মাতলে! অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এস্থলে যদি কোন গুণশ্রেষ্ঠ বর তোমার স্পৃহণীয় হয়, তবে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া যত্নসহকারে প্রার্থনা করা যায়। বারিরাশি মধ্যে শোভা প্রদীপ্ত এই যে অণ্ডটি বিন্যস্ত রহিয়াছে, প্রজা-পুঞ্জের সৃষ্টি অবধি ইহা প্রস্ফুটিত বা চলিত হয় নাই। আমি কখন কোন ব্যক্তিকে ইহার জন্ম বা স্বভাব বর্ণন করিতে

শুনিতে পাই না। ইহার পিতা মাতা কে, কেহই জানে না হে মাতলে! এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, জগতের চরম কালে ইহা হইতেই প্রলয়ানল সমুত্থিত হইয়া সচরাচর ত্রৈলোক্যকে ভস্মীভূত করিবে। নারদের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে মাতলি উত্তর করিলেন না, এস্থলে আমার কোন পাত্র মনোনীত হয় না; অতএব অচিরে অন্যত্র গমন করুন।

নব নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, বহুলমায়াচারী দৈত্য দানবগণের পাতালতল সমাশ্রিত এই উৎকৃষ্ট মহানগর হিরণ্যপুর নামে বিখ্যাত। ইহা ময়দানবের মনঃকল্পিত এবং বিশ্বকর্ম্মার বহুতর প্রযত্নে বিনির্ম্মিত। মায়াসহস্র-প্রচারকারী মহাতেজস্বী শূরবীর দানবসকল পূর্ব্বে বরপ্রাপ্ত হইয়া ঐস্থানে অধিবসতি করিয়াছে। উহাদিগকে না ইন্দ্র, না যম, না বরুণ, না ধনপতি, না অন্য কোন ব্যক্তি, কেহই বশীভূত করিতে পারেন না। হে মাতলে! বিষ্ণুপদোদ্ভব কালকঞ্জ নামক অসুরপুঞ্জ এবং ব্রহ্মচরণসম্ভূত নৈঋত ও যাতুধান নামক রাক্ষসেরাও এই পুরে বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই বিশালদন্তযুক্ত, ভয়ানক বেগশালী, বাতবেগপরাক্রম এবং মায়াবলসম্পন্ন। এতদ্ভিন্ন এখানে নিবাতকবচনামে আরও কতকগুলি যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবের বসতি আছে। শক্রও যে তাহাদিগের বিক্রম রোধ করিতে শক্ত হন না, তাহা তোমার অবিদিত নাই। মনে করিয়া দেখ, তুমি, তোমার পুত্র গোমুখ এবং পুত্রসহ শচীপতি দেবরাজ, তোমরা সকলেই তাহাদের নিকটে বহুবার ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলে। হে মাতলে! দৈত্যগণের এই রজতময়, কাঞ্চনময়, পদ্মরাগময়, বিধিবিহিত বহুতর শিল্পকর্ম্মদ্বারা যথাযোগ্যরূপে সমন্বিত মনোহর গৃহ সমস্ত অবলোকন কর, এ সমুদায় বৈদূর্য্য ও অন্যান্য মণিনিকর দ্বারা বিচিত্রিত, প্রবালরাজি রুচির হীরকসার সমুজ্জ্বল, আকন্দপুষ্প ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অবিরল এবং অতিশয় উন্নত। সকলই যেন সরাগমৃত্তিকাময়, শিলাময়, কাষ্ঠময়, সূর্য্যপ্রভা সদৃশ বা প্রদীপ্ত হুতাশন তুল্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। মহাপ্রমাণ ও বহুল শিল্পগুণযুক্ত এই সমস্ত প্রাসাদের রূপত বা দ্রব্যত নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য; গুণেতেই ইহাদের সমুদায় সিদ্ধ হইয়াছে। অপিচ এই মনোরম ক্রীড়াকানন, রত্ননিচয়সমন্বিত ভাজন, মহামূল্য আসন, সুরুচির শয়ন, জলদ-তুল্য শৈল, জলপ্রস্রবণ এবং অভিলাষানুরূপ পুষ্পফল-প্রদ কামচারী পাদপ-সমস্ত সন্দর্শন কর। হে মাতলে! যদি এ স্থলে তোমার মনোনীত কোন পাত্র থাকে, দেখ, নতুবা তোমার মতানুসারে উভয়ে অন্য কোন দিকে গমন করি। মাতলি উক্তরূপ সম্ভাষণকারী নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে! দেবগণের বিপ্রিয় করা আমার কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে। দেব ও দানব, উভয় ভ্রাতৃবর্গই চিরকাল বৈরাসক্ত রহিয়াছেন; অতএব শক্রপক্ষের সহিত আমি কিরূপে সম্বন্ধবন্ধনে সমুৎসুক হইব? সম্বন্ধ চেষ্টা দূরে থাকুক, দানবদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাও অনুচিত; অতএব চলুন, শীঘ্র শীঘ্র অন্যত্র গমন করি; আপনার আত্মা যে অতিমাত্র হিংসাত্মক, তাহা আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, এই লোক গরুড় বংশীয় পন্নগ-ভোজী পক্ষিগণের অধিকৃত। বিক্রম প্রকাশে, দ্রুত গমনে বা ভারবহনে ঐ সমস্ত বিহঙ্গদিগের কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। বিনতানন্দন গরুড়ের সুমুখ, সুনাম, সুনেত্র, সুবর্চ্চা, সুরুক্‌ ও সুবল, এই ছয় পুত্র হইতে উক্ত কুল বিস্তৃত হইয়াছে। কশ্যপবংশোদ্ভব, বিনতাকুল-মঙ্গল-বিবর্দ্ধন প্রধান প্রধান বিহঙ্গমগণ সন্তান পরম্পরা সহকারে আভিজাত্য-সম্পন্ন শত সহস্র কুল প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। সেই সমস্ত কুলোৎপন্ন পতত্রিগণ সকলেই শ্রীযুক্ত, শ্রীবৎসলক্ষণ, প্রচুর সম্পত্তির অধিপতি ও অপ্রতিম বলশালী। কর্ম্মদ্বারা ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্পভোজী হওয়ায় ইহারা সাতিশয় নিষ্ঠুর হইয়াছে; জ্ঞাতিক্ষয়-করণ হেতুক ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে না। হে মাতলে! আমি প্রাধান্য অনুসারে ইহাদিগের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণুর পরিগৃহীত হওয়ায় এই কুল অতীব শ্লাঘ্য হইয়াছে। বিষ্ণুই ইহাদিগের উপাস্য দেবতা, বিষ্ণুই পরায়ণ। ইহাদের হৃদয়ে বিষ্ণু সদা সন্নিহিত রহিয়াছেন এবং ইহাদের নিত্য গতিস্বরূপ হইয়াছেন। সুবর্ণচূড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী, পঙ্কজিৎ, বজ্রবিষ্কম্ভ, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, দিশাচক্ষু, নিমিষ, অনিমিষ, ত্রিবার, সপ্তবার, বাল্মীকি, দীপক, দৈত্যদ্বীপ, সরিদ্বীপ, সারস, পদ্মকেতন, সুমুখ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ, অনঘ, মেষহৃৎ, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সোমভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, বিষ্ণুধন্বা, কুমার, পরিবর্হ, হরি, সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, মাতরিশ্বা, নিশাকর ও দিবাকর, গরুড়বংশীয় অসংখ্য বিহগগণ মধ্যে আমি কেবল একদেশমাত্র ধরিয়া তোমাকে এই কয়েকটি নাম বলিলাম। যাঁহারা যশ, কীর্ত্তি ও তেজঃপুঞ্জে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল। হে মাতলে! যদি এস্থানে তোমার রুচি না হয়, তবে চল অন্যত্র গমন করি; যেখানে তুমি মনোনীত পাত্র প্রাপ্ত হইবে, সেই খানেই তোমাকে লইয়া যাইব।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, সম্প্রতি আমরা যে পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ইহার নাম রসাতল। ইহা পৃথিবীর সপ্ততলে অবস্থিত। এইখানে অমৃত-সম্ভবা গো-মাতা সুরভি নিত্য বিরাজমানা রহিয়াছেন এবং প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সারাংশ-সম্ভূত ষড়রসের সারভূত, অনুত্তম, অদ্বিতীয় রসের আকর-স্বরূপ ক্ষীর ক্ষরণ করিতেছেন। এই অনিন্দিতা ধেনু-জননী পূর্ব্বে অমৃতপান-পরিতৃপ্ত, সার বস্তুর উদ্গিরণকারী, লোকগুরু ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। ইহার মহীতলে নিপতিত একমাত্র ক্ষীরধারা হইতে মহাহ্রদ স্বরূপ পরম পবিত্র ক্ষীরনিধির সৃষ্টি হইয়াছে। এই ক্ষীরসাগরের পর্য্যন্তভাগ সর্ব্বদা ফেনপুঞ্জে পরিবেষ্টিত থাকায় যেন পুষ্পিতের ন্যায় প্রতীত হয়। সেই সমস্ত ফেনরাশি পান করত ফেনপনামক মুনিবরেরা এইস্থানে অবস্থিতি করেন। শুদ্ধ ফেন পান করাতেই, তাঁহারা ফেনপ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

হে মাতলে! তাঁহারা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা-নিরত, যে দেবগণও তাঁহাদিগের নিকটে ভীত হইয়া থাকেন।

সুরভির গর্ভসম্ভূত অপর চারিটি ধেনু পূর্ব্বাদি চারিদিকে অবস্থান করিতেছেন। দিক্‌সকল ধারণ করায় তাঁহারা দিক্‌পালা বলিয়া প্রসিদ্ধা। যিনি পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিতেছেন; তাঁহার নাম সুরূপা; যিনি দক্ষিণদিক্ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নাম হংসিকা; যে মহানুভাবা বিশ্বরূপা ধেনু বরুণদেবের পশ্চিমদিকের ধারণকর্ত্রী, তাঁহার নাম সুভদ্রা; আর যিনি কুবের সম্বন্ধিনী কল্যাণিকা উত্তরদিক্ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নাম সর্ব্বকামদুঘা। দেবাসুরগণ মন্দরগিরিকে মন্থনদণ্ড করিয়া ইহাঁদিগেরই দুগ্ধমিশ্রিত সাগরজল মন্থনপূর্ব্বক বারুণীসুরা, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরাজ এবং রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ মণি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। হে মাতলে! সুরভীর অনন্ত গুণের কথা আর কি বলিব! তিনি যে অনির্ব্বচনীয় অনুপম দুগ্ধ প্রদান করেন, তাহা সুধাহারী নাগদিগের পক্ষে সুধারূপে, স্বধাভোজী পিতৃলোকের পক্ষে স্বধারূপে এবং অমৃতপায়ী অমরগণের পক্ষে অমৃতরূপে পরিণত। "রসাতলে বাস করিলে যাদৃশ সুখোদয় হয়, তাদৃশ বিশুদ্ধ সুখ, না নাগলোকে; না স্বর্গে, না বিমানে, না ত্রিপিষ্টপে, কুত্রাপি সম্ভূত হইবার নহে।" রসাতলনিবাসিগণ পূর্ব্বকালে এই যে পৌরাণিকী গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি লোকমধ্যে নিরুক্ত এবং পণ্ডিতগণ-কর্তৃক গীত হইয়া থাকে।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় এই যে সর্ব্ব-প্রধানা পুরীটি দৃষ্টি করিতেছ, ইহার নাম ভোগবতী; ইহা নাগরাজ বাসুকির পালিতা। যিনি প্রভাব-পূজিতা এই বসুসন্ধরাকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া আছেন; তপোবলে সর্ব্বলোকের অগ্রগণ্য, ধবল-শৈলসদৃশ শুভ্রদেহ, দিব্যাভরণ-বিভূষিত, সহস্র মস্তকধারী, প্রদীপ্ত জিহ্বা-নিচয়-সমন্বিত মহাবল পরাক্রান্ত সেই শেষ নাগ এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই পুরে নাগ-মাতা সুরসার সহস্র সহস্র পুত্রগণ-সর্ব্বপ্রকার পীড়াশূন্য হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই নানাবিধ আকার বিশিষ্ট, নানালঙ্কারভূষিত, মণি স্বস্তিক চক্র ও কমণ্ডলুর চিহ্নযুক্ত, মহাবলবন্ত এবং স্বভাবতঃ ভয়ঙ্কর। তন্মধ্যে কেহ কেহ সহস্র-শীর্ষ, কেহ কেহ পঞ্চশত-মস্তক, কেহ কেহ শতানন, কেহ কেহ সপ্ত-শিরা, কেহ কেহ পঞ্চ-মুখ, কেহ কেহ ত্রিমূর্দ্ধা, কেহ কেহ বা দ্বিশীর্ষ; সকলেরই প্রকাণ্ড দেহ এবং গিরি-পরিসরের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ আভোগ। হে মাতলে! এস্থানে একবংশ-সম্ভূত কত সহস্র, কত অযুত, কত অর্ব্বুদ নাগের বসতি রহিয়াছে কে বলিতে পারে? তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতানুসারে আমি কতকগুলির নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কম্বল, অশ্বতর, বাহ্যকুণ্ড, মণি, আপূরণ, খগ, বামন, ঐলপত্র, কুকুর, কুকুণ, আর্য্যক, নন্দক, কলশপোতক, কৈলাসক, পিঞ্জরক, ঐরাবত, সুমনোমুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দক, উপনন্দক, আপ্ত, কোটরক, শিখী, নিষ্ঠুরক, তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্যপিণ্ডক, পদ্ম-দ্বয়, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুদ্গরপর্ণক, করবীর পিঠরক, সম্বৃত্ত, বৃত্ত, পিণ্ডার, বিল্বপত্র, মূষিকাদ, শিরীষক দিলীপ, শঙ্খশীর্ষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, কুহর, কৃশক, বিরজা, ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বধির, অন্ধ, বিশুণ্ডি, বিরস, ও সুরস; কশ্যপের এই সমস্ত এবং এতদ্ভিন্নও কত শত পুত্র যে এই পুরে বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। অতএব যদি এস্থানে তোমার কোন স্পৃহণীয় পাত্র থাকে, দেখ। কণ্ব কহিলেন, মাতলি অব্যগ্রভাবে একটি লোককে সতত সম্যক্ রূপে অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং নারদকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন, হে দেবর্ষে! কৌরব্য আর্য্যকের সম্মুখ-ভাগে এই যে দ্যুতিমান্ দর্শনীয় যুবা পুরুষটি অবস্থিত রহিয়াছে, এ কাহার কুলনন্দন? ইহার পিতা কে, মাতাই বা কে? কোন্ ভাগ্যধর ভোগীর বংশধ্বজ হইয়াই বা এ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে? প্রণিধান, ধৈর্য্য, রূপ ও বয়ঃক্রমানুসারে এটি গুণকেশরী শ্রেষ্ঠ বর বলিয়া আমার মনোনীত হইতেছে। কণ্ব কহিলেন; সুমুখ নামক নাগরাজের সন্দর্শনে মাতলি প্রীতমনা হইয়াছেন দেখিয়া নারদ তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, ইনি ঐরাবত-কুলে উৎপন্ন, সুমুখ নামে বিখ্যাত, আর্য্যকের প্রিয়তম পৌত্র এবং বামনের দৌহিত্র। হে মাতলে! চিকুর-নামক নাগরাজ ইহাঁর পিতা। অল্পকাল হইল তিনি গরুড়ের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া মাতলি অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া নারদকে এই কথা বলিলেন, তাত! এই ভুজঙ্গ-শ্রেষ্ঠ সুমুখই আমার মনোমত জামাতা হইলেন; ইহাঁর প্রতি আমার অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছে; অতএব হে মুনে! এই নাগরাজের হস্তে আমার প্রিয়তমা দুহিতাকে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

মাতলির প্রার্থনায় নারদ আর্য্যক নাগের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে ভুজগসত্তম! আমার সমভিব্যাহারী এই মহাত্মা ব্যক্তি দেবরাজের সারথি ও প্রিয় সুহৃদ্; ইহাঁর নাম মাতলি। ইনি শৌচাচার ও শীলগুণ-সম্পন্ন, তেজস্বী, বীর্য্যবান্ এবং প্রভূতবলশালী। ইনি পুরন্দরের কেবল সারথি মাত্র নহেন, প্রাণসম সখা এবং মন্ত্রীও বটেন। প্রতি সমর স্থলেই বাসবের সহিত ইহাঁর প্রভাবের অল্পমাত্র তারতম্য প্রকাশ পায়। দেবাসুর সংগ্রাম-সময়ে ইনি শক্রের অশ্বসহস্র-যুক্ত জয়শীল অনুত্তম রথখানি এরূপ দ্রুতবেগে লইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত করেন যে, বোধ হয় যেন মনে মনেই সকালন করিয়া আনিলেন। ইহাঁর প্রভাবের কথা আর কি বলিব, ইনি অশ্ব পরিচালন-কৌশলে অগ্রেই শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া রাখেন, পশ্চাৎ পুরন্দর ভুজ-দ্বয়-সহকারে বিজয় লাভ করেন। ইনি পূর্ব্বে প্রহার না করিলে ইন্দ্র প্রহরণ-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হন না। ইহাঁর গুণকেশী-নাম্নী একটি অশেষ-গুণ-সমন্বিতা সত্যশীলা বরারোহা কন্যা আছে। বসুধাতলে তৎসদৃশী রূপলাবণ্যবতী কামিনী আর কুত্রাপি নাই। তাহার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ নিমিত্ত ইনি পরম যত্ন-সহকারে ত্রৈলোক্য-রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন; সম্প্রতি সুমুখ-নামা তোমার পৌত্রটি ইহাঁর মনোনীত হইয়াছে। অতএব হে দেবোপম সৌম্য আর্য্যক! যদি

তোমার সম্যক্ অভিমত হয়, তবে অবিলম্বে কন্যারত্ন-পরিগ্রহে যত্নবান্ হও। যেমন বিষ্ণুকুলে লক্ষ্মী এবং হুতাশনের স্বাহা, সেইরূপ সুমধ্যমা গুণকেশী তোমার কুল-লক্ষ্মী হউন। শক্রের শচীর ন্যায় গুণকেশী সুমুখের সুমুখী পাত্রী এবং সুমুখও গুণকেশীর অনুরূপ; অতএব তুমি পৌত্রের নিমিত্ত সেই কমনীয় ললনাকে প্রতিগ্রহ কর। সুমুখ পিতৃহীন হইলেও কেবল গুণমাত্র লক্ষ্য করিয়া আমরা উহাকে বরণ করিতেছি। তোমার বহুমান, ঐরাবতের মাহাত্ম্য এবং সুমুখের শীল শৌচ দমপ্রভৃতি অশেষ গুণবত্তাপ্রযুক্তই মাতলি স্বয়ং সমাগত হইয়া কন্যাদানে উদ্যত হইয়াছেন, এক্ষণে তোমারও ইহাঁর প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কণ্ব কহিলেন, আর্য্যকের পুত্র নিহত এবং পৌত্রটি কথঞ্চিৎ জীবিত থাকায় তিনি নারদের ঐ বাক্য শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার এই বাক্য আমার বহুমত হইবে না, ইহা কদাচ হইতে পারে না। যিনি ইন্দ্রের সখা, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে কাহার অনিচ্ছা হইতে পারে? কিন্তু হে মহামুনে! যে কারণে সেই সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহারই দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আমাকে চিন্তা করিতে হইতেছে। হে তাত! একে ত সুমুখের জনয়িতা মৎপুত্র, বিনতা তনয়ের করাল কবলে পতিত হওয়ায় আমরা শোকার্ত্ত রহিয়াছি; তাহাতে আবার সেই নিষ্ঠুর বিহঙ্গ যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছে, "আগামী মাসে সুমুখকেও ভক্ষণ করিব;" ইহাতে আমার আর হর্ষের বিষয় কি আছে? আমি নিশ্চয় জানিতেছি, সুপর্ণ যাহা বলিয়াছে, তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিবে; সুতরাং সেই কথা স্মরণ করিয়া আমার সকল হর্ষই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর্য্যকের এই কথা শুনিয়া মাতলি তাহাকে কহিলেন, আমি এ বিষয়ে এক পরামর্শ স্থির করিলাম; আপনার পৌত্র সুমুখকে জামাতৃভাবে বরণ করিয়াছি, অতএব এই পন্নগ আমার ও নারদের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া ত্রিলোকেশ্বর সুরপতি বাসবের সহিত সাক্ষাৎ করুন। সুপর্ণের বাধা উৎপাদনে আমি সর্ব্বতোভাবেই যত্ন করিব, পরে শেষ কার্য্য-দ্বারা ইহাঁর পরমায়ুর বিষয় জানিতে পারিব। হে ভুজগসত্তম! আপনার কল্যাণ হউক, আপনি অনুজ্ঞা করুন, সুমুখ কার্য্যসাধন নিমিত্ত আমার সমভিব্যাহারে দেবরাজ সমীপে গমন করুন। কর্ণ কহিলেন, অনন্তর সেই মহাতেজস্বী মাতলি নারদ ও আর্য্যক, সকলেই সুমুখকে সঙ্গে লইয়া অমর নগরে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, দেবাধিপতি মহাদ্যুতি পুরন্দর স্বকীয় সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং দৈবগত্যা চতুর্ভুজধারী ভগবান্ বিষ্ণুও তথায় উপস্থিত আছেন, তখন নারদ তাঁহাদিগের সন্নিধানে মাতলি-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিষ্ণু ভুবনেশ্বর পুরন্দরকে কহিলেন, "বাসব! এই ভুজঙ্গকে অমৃত দান করিয়া অমরগণের সমান কর; তোমার ইচ্ছায় মাতলি, নারদ ও সুমুখ সকলেই অভীষ্টলাভ করুন। বিষ্ণুর এই নির্দেশ বাক্য শ্রবণে পুরন্দর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে গরুড়ের পরাক্রম চিন্তা করিয়া পরিশেষে এই উত্তর করিলেন, আমাকে যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আপনিই সম্পন্ন করুন,—সুমুখকে স্বয়ং অমৃত প্রদান করুন। বিষ্ণু কহিলেন, হে বিভো! তুমি এই চরাচর সর্ব্বলোকের অধিপতি; অতএব তুমি যাহাকে যাহা প্রদান করিবে, কে তাহার অন্যথা করিতে উৎসাহী হইবে? ইহা শুনিয়া বলবৃত্র-নিসূদন সহস্রাক্ষ সেই ভুজঙ্গকে উত্তম আয়ু প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অমৃতপায়ী করিতে সম্মত হইলেন না। সুমুখ বরলাভ করিয়া যথার্থ ই সুমুখ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার মুখমণ্ডলে তৎকালে সুস্পষ্ট আনন্দ-চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। যথাসময়ে অভিলাষানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়া তিনি স্বভবনে গমন করিলেন এবং নারদ ও আর্য্যকও কৃতকার্য্য ও মহাহৃষ্ট হইয়া দেবরাজের অর্চ্চনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কণ্ব কহিলেন, হে ভারত! এদিকে মহাবল বৈনতেয় অমরপুরের ঐ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন। দেবরাজ সর্পকে আয়ু প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া সুপর্ণের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণ মাত্র বিপুলতর পক্ষ-বিস্তার দ্বারা ত্রিভুবন রুদ্ধ করত মহাবেগে ধাবমান হইয়া বাসব সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তুমি অবজ্ঞা করিয়া আমার বৃত্তিরোধে প্রবৃত্ত হইলে কেন? পূর্ব্বে যদৃচ্ছাক্রমে বর দান করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহা হইতে বিচলিত হইতেছ? সর্ব্বভূতের বিধাতা প্রজা সৃষ্টি অবধি আমার যে আহার বিহিত করিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত করিতে তুমি কি হেতু উদ্যত হইয়াছ? হে দেব! সুমুখের দ্বারা আমার বহুল সন্তান সন্ততির উদর পূরণ করিতে হইবে, এই মনে করিয়া আমি এই মহানাগকে বরণ করত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলাম; এক্ষণে বরলাভ দ্বারা এ যখন আমার অবধ্য হইল, তখন অন্য কোন ব্যক্তিকে হিংসা করিতে কি বলিয়াই বা উৎসাহী হইতে পারি? তুমি ইহাকে যেমন বরপ্রদান করিয়াছ, অন্যের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ করিবার অসম্ভাবনা কি? হে বাসব! তুমি স্বেচ্ছানুসারে এইরূপ ক্রীড়া করিতে থাকিলে আমাকে পরিজন ও ভৃত্যবর্গের সহিত অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; তাহা হইলেই তুমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হও। হে বলবৃত্রহন্! ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর হইয়া আমি যখন পরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছি, তখন আমার পক্ষে এরূপ ঘটনা হওয়া উপযুক্তই বটে; কেবল এরূপ কেন? আমি এতদপেক্ষা অধিক ক্লেশ পাইবারও যোগ্যপাত্র। হে ত্রৈলোক্যরাজ দেবেন্দ্র বাসব! তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ না থাকিলেও যখন তোমাতেই ত্রিলোকীর রাজত্ব ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন বিষ্ণুই একাকী আমার মহিমা খর্ব্ব করণের কারণ নহেন। দেখ, দক্ষের দুহিতাও আমার জননী এবং কশ্যপও আমার পিতা; আমিও অবলীলাক্রমে সর্ব্বলোকের ভার বহন করিতে পারি; আমারও এই বিপুল বল সর্ব্বভূতের অসহ্য; দৈত্য-সংগ্রামে আমিও সুমহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি; শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান্, রোচনামুখ, প্রস্তুত, কালকাক্ষপ্রভৃতি দৈত্যদিগকে আমিও নিহত করিয়াছি; তবে যে তোমার অনুজের পরিচারক হইয়া যত্নপূর্ব্বক রথধ্বজ রক্ষা করি এবং সময়ে সময়ে ইহাঁকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করি, ইহা-

তেই তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ। হে বাসব! সমগ্র বিশ্বমধ্যে আমার সদৃশ ভারসহ অথবা আমার অপেক্ষা অধিকতর বলশালী আর কে আছে? আমি সর্ব্বাংশে বিশিষ্ট হইয়াও ইহাঁকে সবান্ধবে বহন করিতেছি। সংপ্রতি তুমি যে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে ভোজনে বঞ্চিত করিলে, ইহাতে তুমি ও ইনি উভয় হইতেই আমার গৌরব নষ্ট হইল।—অহে বিষ্ণো! অদিতির গর্ভে এই ইন্দ্র প্রভৃতি যে সমস্ত বল-বিক্রম-সম্পন্ন শূর-বীরগণের জন্ম হইয়াছে, তন্মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি পক্ষের একদেশদ্বারা তোমাকে অক্লেশে বহন করিয়া থাকি; অতএব হে ভ্রাতঃ! তুমি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের মধ্যে অধিক বলবান্ কে?

কণ্ব কহিলেন, ভগবান্ চক্রপাণি অক্ষোভণীয় পক্ষিরাজের উত্তরকাল-ভয়াবহ এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগম্ভীর বচন-রাজিদ্বারা তাঁহাকে ক্ষোভিত করত কহিতে লাগিলেন, গরুত্মন্! তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াও আপনাকে বলবান্ বলিয়া মানিতেছ, আমার সমক্ষে তোমার এরূপ আত্মশ্লাঘা করা উচিত নহে। অহে অণ্ডজ! তোমার কথা কি, এই সমস্ত ত্রৈলোক্যও আমার দেহ ধারণে অশক্ত; আমি আপনিই আপনাকে বহন করি এবং তোমাকেও ধারণ করিয়া চালি; সত্য কি মিথ্যা, আমার এই বাহুটি বহন করিয়া দেখ; যদি এই একটি হস্ত ধারণ করিতে পার, তাহা হইলেও তোমার সমুদায় গর্ব্ব সার্থক হইবে।

বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গরুড়ের স্কন্ধদেশে সেই প্রসারিত হস্তটি যেমন সংলগ্ন করিলেন, অমনি তিনি মহাভারার্ত্ত হইয়া বিকল ও নষ্টচেতন হইয়া পড়িলেন। ধরাধর-নিকর-সম্বলিত সমগ্র সমুদ্ধরার যাদৃশ ভার,অচ্যুত-দেহের সেই একটি শাখায় তাঁহার তাদৃশ ভার অনুভূত হইল। সমধিক-বলশালী দয়াবান্ ভগবান্ বল দ্বারা প্রপীড়িত করত যদিও তাঁহার জীবন বিনষ্ট করিলেন না, তথাপি গুরুতরভারে অতিমাত্র ব্যথিত হওয়ায় বিহঙ্গরাজ শিথিল-কলেবর, বিচেতা ও বিহ্বল হইয়া অনবরত বমন করিতে করিতে অঙ্গ হইতে পক্ষ-সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন এবং মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাতর-ভাবে এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার এই শরীর মধ্যে যখন সকল লোক-সম্ভূত সমস্ত তেজোরাশি সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তখন যদৃচ্ছা-প্রসারিত ভুজদণ্ড দ্বারা আমাকে নিষ্পিষ্ট করা আর বিচিত্র কথা কি? হে দেব! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া ভবদীয় ধ্বজবাসী এই বলদর্পানল-বিদগ্ধ অল্পচেতা বিহ্বল পক্ষীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। হে সর্ব্বশক্তিমন্! আমি পূর্ব্বে আর কখন তোমার পরম বলের মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই, এই নিমিত্তই মনে করিতাম, আমার সমান বীর্য্যবান্ আর কেহই নাই।" হে রাজেন্দ্র! গরুড়ের কাতরোক্তি শ্রবণে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহাকে 'পুনরায় কখন যেন এরূপ না হয়' এই বলিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সুমুখ সর্পকে তাঁহার বক্ষস্থলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই অবধি বিহঙ্গরাজ উক্ত ভুজঙ্গের সহিত প্রীতিভাবে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। হে গান্ধারীতনয়! বিষ্ণুবলে আক্রান্ত হওয়ায় অমিতবলশালী মহাযশস্বী বিনতানন্দন গরুড়ের এই রূপে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল। হে তাত! সেইরূপ তুমিও যাবৎ পর্য্যন্ত সংগ্রাম-স্থলে সেই মহাবীর পাণ্ডুপুত্রগণের সন্নিহিত না হইতেছ, তাবৎকাল পর্য্যন্তই জীবিত রহিয়াছ। প্রহারিশ্রেষ্ঠ মহাবল পবননন্দন ভীমসেন এবং লোকাতীত-প্রতাপসম্পন্ন ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় কোন্ ব্যক্তিকে না সমরে নিহত করিতে পারেন? অহে সুযোধন! স্বয়ং বিষ্ণু, বায়ু, বাসব, ধর্ম্ম ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই সমস্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, ইহাঁদিগকে তুমি নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না। অতএব হে নৃপনন্দন! বিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই; উপাধ্যায়-স্বরূপ বাসুদেব দ্বারা শান্তি সংস্থান করিয়া কুল রক্ষা কর। এই মহাতপা নারদ ঋষি, বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত মাহাত্ম্যসমস্ত তৎকালে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই চক্রপাণি গদাধর তোমার সভায় এই উপস্থিত। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কণ্ব এইরূপ উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া ভ্রুকুটী কুটিলাননে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কর্ণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং এইরূপে কণ্ব ঋষির সেই হিতকর বাক্য-কদম্ব কদর্থিত করত করিকর-সদৃশ উরুদেশে তাড়নপূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন, মহর্ষে! আমার যে অবস্থা ও যে গতি হইবে, ঈশ্বর আমাকে সেইরূপ করিয়াই সৃষ্ট করিয়াছেন এবং আমিও সেই অনুসারে চলিতেছি; অতএব আপনার প্রলাপে আর অধিক কি হইবে?

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, অনর্থে নির্ব্বন্ধকারী, পরার্থে লোভ-মোহিত, অসৎসঙ্গে অভিরত, মরণে কৃতসংকল্প, জ্ঞাতিগণের দুঃখকর্ত্তা, বন্ধুবর্গের শোকবর্দ্ধন, সুহৃৎ-সকলের ক্লেশ-দাতা, শত্রুদলের হর্ষবর্দ্ধক সেই বিমার্গগামী সুযোধনকে তদীয় বান্ধবেরা নিবারণ করিলেন না কেন? স্নেহকারী সুহৃদ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ এবং পিতামহ ভীষ্ম, ইহাঁরাই বা কি নিমিত্ত সদুপদেশ সহকারে তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন না করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান ও ভীষ্ম উভয়েই, যেরূপ হিতোপদেশ বাক্য বলা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, সেইরূপই বলিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত মহর্ষি নারদও বিস্তারিত-রূপে যে বহুবিধ বচনাবলির প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

নারদ কহিয়াছিলেন, সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করে, এমন লোকও দুর্লভ এবং হিত-বাক্যের উপদেশ করেন, এমন সুহৃদও দুষ্প্রাপ্য; যেহেতু হিতবক্তা ব্যক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, শ্রোতা তাহাতে আস্থা করেন না। কিন্তু হে কুরুনন্দন! আমার বিবেচনায় হিতকারী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য; নির্ব্বন্ধ-পরবশ হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে, যেহেতু নির্ব্বন্ধ অতীব সুদারুণ। নির্ব্বন্ধাতিশয়-বশত গালব মুনি যেরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই ইহার উদাহরণ। হে ভারত! পূর্ব্বকালে তপস্যা-পরায়ণ বিশ্বামিত্রের ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থে ভগবান্ স্বয়ং ধর্ম্ম বসিষ্ঠের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সপ্তর্ষিগণ-মধ্যে অন্যতমের বেশ ধারণপূর্ব্বক তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজনেচ্ছু হইয়া কৌশিকের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র অমনি সসম্ভ্রমে পরমান্নের চরু পাক করাইতে লাগিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশী ধর্ম্ম-

রাজ তাঁহার প্রতীক্ষা না করিয়া অন্য তপস্বিগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজনে ক্ষুধা শান্তি করিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে বিশ্বামিত্রও সেই অত্যুষ্ণ অন্ন আনিয়া উপস্থিত করিলেন তখন ভগবান্ ধর্ম্ম, "আমার ভোজন করা হইয়াছে, তুমি অব স্থান কর," এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রশংসিত ব্রতানুষ্ঠায়ী মহাদ্যুতি বিশ্বামিত্রও তাঁহার কথানুসারে সেই স্থানে অবস্থিত রহিলেন। বাহুযুগল-দ্বারা ভক্তের পাত্রটি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ও বায়ুভক্ষ হইয়া আশ্রমের সন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য গালব মুনি গৌরব ও বহুমান-হেতুক প্রীতি-পরবশ হইয়া প্রিয়কার্য্যকরণেচ্ছায় পরম যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত সম্বৎসর বিগত হইলে ধর্ম্মরাজ পুনরায় বসিষ্ঠের বেশ ধারণ করিয়া ভোজনকামনায় কৌশিক-সমীপে সমাগত হইলেন, দেখিলেন, সেই ধীমান্ মহর্ষি মস্তকে অন্ন ধারণ করিয়া সমীরণ ভক্ষণে তদবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। এবং ঐ অন্নও অবিকল সেইরূপ উষ্ণ ও অভিনব রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া "বিপ্রর্ষে! আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম," এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের বাক্যে ক্ষত্রভাব হইতে বিমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই তপস্যা-নিরত গালব-নামক শিষ্যের শুশ্রূষা ও ভক্তিদ্বারা প্রীতিমান্ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, বৎস গালব! এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। মুনিসত্তম মহাদ্যুতি কুশিক-তনয়ের এই আদেশ বাক্য শ্রবণে গালব হৃষ্টচিত্ত হইয়া মধুর বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, গুরো! গুরু-কর্ম্ম নিমিত্ত আপনাকে কি দক্ষিণা প্রদান করিব? দক্ষিণা-যুক্ত হইলেই মানবীয় কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। দক্ষিণা প্রদান না করিলে কেহ কর্ম্মফল-লাভে সমর্থ হইতে পারে না। সাধু ব্যক্তিকেরা দক্ষিণা দ্বারাই স্বর্গ-লোকে যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব গুরুদক্ষিণার উপযোগী কোন্ বস্তু আহরণ করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ভগবান্ বিশ্বামিত্র গালবের শুশ্রূষাতেই জিত হইয়াছেন মনে করিয়া অপর দক্ষিণা গ্রহণে আর অভিলাষী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে "গমন কর গমন কর" পুনঃপুনঃ এই কথাই বলিতে লাগিলেন; কিন্তু গালব বারংবার ঐরূপ আদিষ্ট হইয়াও আগ্রহহেতুক "কি প্রদান করিব, কি প্রদান করিব," এই বাক্যই ভূয়োভূয় ব্যক্ত করিতে থাকিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কিঞ্চিৎ রোষ পরবশ হইয়া কহিলেন, গালব! চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অথচ এক দিকে শ্যামকর্ণ, এরূপ অষ্ট শত অশ্ব আমাকে প্রদান কর; যাও আর বিলম্ব করিও না।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

*

নারদ কহিলেন, হে সুযোধন! ধীমান্ বিশ্বামিত্র উক্তরূপ আদেশ করিলে গালব একবারে চিন্তাহ্রদে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আসন, শয়ন ও ভোজন, সকলই রহিত হইল। অতিমাত্র অনুতাপ ও প্রখর শোকানলে নিরন্তর দগ্ধ হওয়ায় তিনি সমধিক পাণ্ডুবর্ণ ও অস্থিচর্ম্ম সার হইলেন এবং সাতিশয় দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া মনে মনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা! আমি দীনহীন তপস্বী হইয়া চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অষ্টশত অশ্ব কোথায় পাইব! আমার এমন ধনশালী মিত্রবর্গই বা কোথায় আছে, যাহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়া লইব! আমার অর্থ কোথায়, সঞ্চয়ই বা কোথায়! হা! আমার ভোজন-পানাদি সুখ-সম্ভোগ বিষয়ে আর কি প্রকারে শ্রদ্ধা হইতে পারে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবিতের আস্থাই নিরস্তা হইয়াছে। জীবনের আর প্রয়োজনই বা কি? অনর্থক জীবনভার বহন করা অপেক্ষা বরং আমি সমুদ্রপারে অথবা পৃথিবীর অতি দূর-সীমায় গমন করিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করি। অধন, অকৃতার্থ, জীবনের বহুতর উৎকৃষ্ট ফললাভে বঞ্চিত, ঋণধারী পুরুষের চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত কিরূপে সুখ হইতে পারে? যে ব্যক্তি প্রণয়-বন্ধনদ্বারা সুহৃদ্‌গণের ধনভোগ করিয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট-সম্পাদন-রূপ প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ হয়, তাহার জীবন অপেক্ষা মরণই শ্রেষ্ঠ। "করিব" বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া যে অভাজন সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন না করে, তাদৃশ মিথ্যাবাদী হতভাগ্য মানবের যাগ যজ্ঞ সকলই বিনষ্ট হয়। অনৃতপ্রিয় নরাধমের না শরীরশোভা, না সন্ততি, না আধিপত্য, কিছুই থাকিতে পারে না; তাহার সদ্গতি লাভের আর সম্ভাবনা কি? কৃতঘ্ন ব্যক্তির যশ কোথায়, স্থান কোথায়, সুখই বা কোথায়? কৃতঘ্ন কোন কালেই শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে না, কোনকালেই কৃতঘ্নের নিস্তার নাই; ধনহীন পাপ পুরুষের জীবন মরণ উভয়ই তুল্য। পাপীয়ান্ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার সমর্থ কি? সে কৃতঘ্ন হইয়া নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব আমিও সেই পাপীয়ান্, কৃতঘ্ন, কৃপণও মিথ্যাবাদী হইলাম। গুরুর নিকটে কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার বাক্যপ্রতিপালনে যখন অসমর্থ হইলাম, তখন সকলই আমাতে সম্ভাবিত হইল। সুতরাং আমার আর জীবনের ফল কি? আমি গুরুবাক্য-সম্পাদনে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়া পরিশেষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যজ্ঞস্থলে সকল দেবতারাই আমার সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের নিকটে আমি পূর্ব্বে আর কখন কোন প্রার্থনা করি নাই। অতএব সম্প্রতি, সকলদেবশ্রেষ্ঠ, অগতির গতি-স্বরূপ, ত্রিভুবনেশ্বর, বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণের শরণাপন্ন হই; যাহা হইতে সুরাসুর নর কিন্নরপ্রভৃতি যাবতীয় ভূতবর্গের উপরে ভোগসুখ-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ অব্যয় কৃষ্ণকে আমি প্রণতভাবে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। গালব এই কথা বলিতে না বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ বিনতাত্মজ গরুড় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রিয়কামনায় এই কথা বলিলেন, প্রিয়সখ! তোমার সহিত আমার যথেষ্ট সৌহৃদ্য আছে; সুহৃদ্‌গণের কর্ত্তব্য এই যে, সম্পত্তি-সত্ত্বে প্রিয়তম সুহৃদের অভীষ্ট সিদ্ধি-বিষয়ে যত্ন করেন। অতএব হে বিপ্র! আমার পরম সম্পত্তি-স্বরূপ বাসবানুজ বিষ্ণুর সন্নিধানে আমি পূর্ব্বেই তোমার প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলাম এবং তিনিও আমার সেই কামনা পূর্ণ করিয়াছেন; অতএব এস, তোমাকে যথা-সুখে লইয়া যাই; সাগরপারে অথবা ভূমণ্ডলের প্রান্তদেশে, যেখানে ইচ্ছা হয় চল, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! অজ্ঞাতজন্মা ভগবান চক্রপাণির আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রথমে কোন্ দিক্ দর্শন নিমিত্ত লইয়া যাইব বল। পূর্ব্ব,দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম, ইহার মধ্যে কোন্ দিকে গমন করিতে তোমার অভিলাষ হয়? যে দিকে সকল-লোক প্রকাশকারী প্রভাকরের উদয় হয়; সন্ধ্যা-সময়ে যেখানে সাধ্য-নামক গণদেবতারা তপশ্চরণ করেন; যে দিকে জগদ্ব্যাপিনী বুদ্ধিকে পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধর্ম্মের দুইটি চক্ষুস্বরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য এবং স্বয়ং ধর্ম্ম যে দিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; যে দিঙ্মুখে যজ্ঞীয় হব্য-সমস্ত হুত হইয়া সর্ব্বদিকে প্রসৃত হয়; যে দিক্ দিবস ও কালের দ্বার স্বরূপ হইয়াছে; পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির কন্যারা যেখানে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কশ্যপ ঋষির আত্মজগণ যে দিকে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন; সেই পূর্ব্বদিকুই অমরগণের সকল ঐশ্বর্য্যের মূল; যেহেতু ঐ দিকেই শচীপতি সুররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং যাবতীয় দেবগণ ঐখানেই পূর্ব্বে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজবর! এই নিমিত্তই উহার নাম পূর্ব্বদিক্ হইয়াছে। ইন্দ্রের স্বর্গ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বহুকাল পূর্ব্বেও দেবতারা ঐ দিকে অবস্থিত ছিলেন, এই হেতু পূর্ব্বতন লোকেরা ইহাকে পূর্ব্বদিক্ নামে বিখ্যাত করেন। সুখাভিলাষী সুর-নিকরের সকল কার্য্যই পূর্ব্বে ঐ দিকে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। লোকভাবন ভগবান্ পিতামহ পূর্ব্বে ঐখানে বেদগান করিয়াছিলেন। জগৎপাবন সূর্য্যদেবও ঐখানে ব্রহ্মবাদীদিগকে সাবিত্রীর উপদেশ এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্ব্বেদ সমস্ত প্রদান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তম! এইখানেই বর লাভ করিয়া সোম যজ্ঞস্থলে দেবগণকর্ত্তৃক প্রীত হন। সর্ব্বভক্ষ হুতাশন এই দিকে নিয়ত পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মযোনি অর্থাৎ সোম আজ্য পয়ঃপ্রভৃতি ভক্ষণ করেন। জলাধিপতি বরুণদেব এই খান হইতে পাতালতল আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মিত্রাবরুণের যজ্ঞকালে পুরাতন বসিষ্ঠ ঋষির এই খানেই উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ প্রকাশিত হয়। প্রণবের যে সহস্র প্রকার পথ, তাহা এই দিকেই গীত হয়। ধূমপায়ী মুনিগণ এইখানে হবির্ধূম পান করিতেন এবং দেবতাদিগের যজ্ঞভাগ নিমিত্ত শচীপতি সহস্রাক্ষ বরাহপ্রভৃতি বহুতর বন্য-মৃগসমস্ত উৎসর্গ করিয়া উপহার কল্পিত করিতেন। কিরণমালী দিবাকর এই দিকে উদিত হইয়া ক্রোধবশত যাবতীয় অহিত ও কৃতঘ্ন মানব বা অসুর সমুদায়কে নিহত করেন। অধিক আর কি বলিব, এই দিক্‌টি ত্রিলোকের দ্বার স্বরূপ; স্বর্গ ও সুখ লাভের ইহাই অনুত্তম পথ। অতএব যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এই পূর্ব্বদিগ্ বিভাগে প্রবেশ করি। হে গালব! আমি যাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করা আমার নিতান্তই কর্ত্তব্য; অতএব এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করি বল, যদি পূর্ব্বদিক্ দর্শনে ইচ্ছা না হয়, তবে আর এক দিকের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত

---

সুপর্ণ কহিলেন, এই দক্ষিণদিক্। পূর্ব্বে সূর্য্য দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিমিত্ত গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপে এই দিক্ দান করিয়াছিলেন, এই হেতু ইহা দক্ষিণা দিক্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে বিপ্র! এই খানে এই লোকত্রয়ের পিতৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রুত আছে, ধূমপায়ী দেবতারাও এই খানে অবস্থিতি করেন। বিশ্বদেবনামক যে ত্রয়োদশ গণদেবতা আছেন, তাঁহারা লোকমধ্যে পিতৃগণের তুল্যভাগিত্ব প্রাপ্ত ও সমানরূপে পূজ্যমান হইয়া তাঁহাদিগের সহিত নিত্যকাল একত্র বাস করেন। হে দ্বিজসত্তম! পণ্ডিতেরা এই দিক্‌টিকে ধর্ম্মের দ্বিতীয় দ্বারস্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করেন; যেহেতু এই খানে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে লোকের পরমায়ুর পরিমাণ নির্ণীত হয়; বিশেষত এই দিকে দেবর্ষি, পিতৃলোকর্ষি ও ব্রাহ্মর্ষিসকল চিরকাল পরম সুখে অধিবসতি করিতেছেন। হে বিপ্রবর! সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্মসকলই এই খানে; যে ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা আত্মাকে অবসন্ন করে, পরিণামে এই দিক্‌ই তাহার গতি। এক সময়ে সকলকেই এই দিকে আগমন করিতে হয়; পরন্তু ইহা অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অনায়াসে প্রাপণীয় হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অকৃতপুণ্য জঘন্য মানবগণের প্রতিকূল দর্শন জন্য এই খানে বহু সহস্র বিকটাকার রাক্ষসনিবহের সৃষ্টি হইয়াছে। হে বিপ্র! সুস্বরসম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ এই দিকে মন্দর মহীধরকুঞ্জে এবং বিপ্রর্ষিগণের আশ্রম-পুঞ্জে সুমধুর গাথা গান করিয়া লোকের চিত্ত বুদ্ধি হরণ করেন। রৈবতনামা দৈত্যরাজ এই খানে মন্ত্রময়ী-গাথাসম্বলিত সামগান শ্রবণ করিয়া পুত্র কলত্র, অমাত্য ও রাজ্যপ্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! মনু ও যবক্রীততনয় এই দিকে যে নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন, সূর্য্যদেব কোন কালেই তাহার অতিবর্ত্তন করিতে পারেন না। পুলস্ত্য-বংশোদ্ভব রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা রাবণ এই খানে তপশ্চরণপূর্ব্বক দেবগণ সন্নিধানে অমরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বৃত্রাসুরও অসদ্বৃত্ত দ্বারা এই খানে শক্রের সহিত শত্রুতা করিয়াছিল। হে গালব! এই দক্ষিণ দিকে সকলের প্রাণ মিলিত হইয়া পুনরায় পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়। দুষ্কৃত-কর্ম্মকারী নরাধমেরা এই খানে ঘোরতর দুর্ব্বিপাকে পচ্যমান হইতে থাকে। এই দিকে নরকসিন্ধুগামী পুরুষনিকরে পরিবৃতা বৈতরণী নাম্নী ভয়াবহা আপগা প্রবাহিতা রহিয়াছে। এখানে আগত হইয়া লোকে নরক ও স্বর্গ সুখ উভয়ই প্রাপ্ত হয়। মরীচিমালী প্রভাকর এই দিকে আবৃত্ত হইয়া সুরস পানীয় ক্ষরণ করিতে থাকেন এবং পুনরায় বসিষ্ঠ-সম্বন্ধিনী উদীচী দিক্ প্রাপ্ত হইয়া হিম হইতে বিমুক্ত হন। হে গালব! পূর্ব্বে আমি এক দিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহারার্থে চিন্তা করত এই খানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুইটা প্রকাণ্ডকায় গজ ও কচ্ছপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যিনি লোক মধ্যে কপিলদেব বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহার প্রভাবে সগর বংশের ধ্বংস হইয়াছিল, সেই চক্রধনু-নামা মহর্ষি এই খানে সূর্য্যদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই দিকে বেদপারগা শিবানাম্নী সিদ্ধা ব্রাহ্মণী সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বকীয় অক্ষয় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই খানে নাগরাজ বাসুকি, তক্ষক ও ঐরাবতের পরিরক্ষিতা ভোগবতী পুরী বিরাজমানা রহিয়াছে। মৃত্যুকালে লোকে এই দিকে মহাঘোর অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং সূর্য্য বা অগ্নিও ঐ অন্ধকার অপনীত করিতে পারেন না। হে গালব!

তুমি সেবনীয় হইলেও এই পথ তোমার গমনীয় হইবে; সংপ্রতি যদি গমন করা কর্ত্তব্য হয়, তবে আমাকে বল, না হয় অপর পশ্চিম দিকের কথা শ্রবণ কর।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! এই দিক্‌টি জলাধিরাজ বরুণদেবের অতীব প্রীতিকরী; যেহেতু এই খানেই তাঁহার উৎপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা। অংশুমালী দিবাকর দিবসের পশ্চিম অর্থাৎ চরম সময়ে এই দিকে স্বকীয় কিরণরাজি বিসর্জ্জন করেন, এই নিমিত্তই ইহা পশ্চিম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অত্রত্য জল-জন্তুগণের উপর আধিপত্য করিতে এবং বারিরাশির সংরক্ষণ নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ ঋষি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিমিরাপহারী শশধর এইখানে জলদেবের সমগ্র ছয় রস পান করিয়া শুক্লপক্ষের প্রথমে পুনরায় তরুণ মূর্ত্তিতে উদিত হন। হে দ্বিজ! পূর্ব্বে দৈত্যগণ এই দিকে প্রচণ্ড বায়ুবেগে অর্দ্দিত, পরাজিত ও নিবদ্ধ হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়াছিল। যাহা হইতে পশ্চিম সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়, সেই অস্তগিরি এইখানে প্রণয়ভাজন সূর্য্যকে প্রতিদিন প্রতিগ্রহ করে। দিবাবসানে এইখান হইতেই রাত্রি ও নিদ্রা বিনির্গতা হইয়া জীবিতকালের অর্দ্ধভাগ হরণ করিবার নিমিত্তই যেন সমস্ত জীব-লোক আক্রমণ করে। দেবরাজ পুরন্দর নিজ বিমাতা অন্তঃসত্ত্বা দিতি দেবীকে এইখানে প্রসুপ্তা দেখিয়া ঈর্ষাহেতুক তাঁহারা সেই গর্ভকে একোন পঞ্চাশৎ খণ্ডে ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই মরুদ্গণের জন্ম হইয়াছিল। শৈলাধিরাজ হিমালয়ের বিপুল মূল অত্রত্য চিরন্তন মন্দর মহীধরে সংলগ্ন হইয়াছে; সহস্র বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও ইহার চরম-সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গো-মাতা সুরভি এইখানে কাঞ্চন শৈল ও কাঞ্চন কমল-যুক্ত সাগর-সদৃশ বিস্তীর্ণ সরোবরের তীর প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীর ক্ষরণ করেন। চন্দ্র সূর্য্যের হিংসাভিলাষী সূর্য্যপ্রতিম রাহুদৈত্যের মস্তক-শূন্য ছিন্নদেহ অত্রত্য সমুদ্র-মধ্যে প্রতি নিয়ত দৃষ্ট হইতে থাকে। অদৃশ্য ও অপ্রমেয়-তেজঃপুঞ্জ হরিতরোমা অর্থাৎ চির-যৌবনসম্পন্ন সুবর্ণশিরা নামক মুনিবর এই দিকে যে বেদ গান করেন, তাহার বিপুলতর ধ্বনিও নিরন্তর শ্রুতিগোচর হয়। হরিমেধা মুনির কুমারী ধ্বজবতী সূর্য্যের "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এইরূপ শাসনক্রমে এই খানে আকাশমার্গে অবস্থিতা ছিলেন। হে গালব! এই দিকে, কি দিন, কি যামিনী, সর্ব্বদাই বায়ু, বহ্নি, জল ও আকাশ দুঃখজনক স্পর্শ পরিহার করে। প্রভাকরের গতি এই দিক্ পর্য্যন্তই বক্রভাবে আবর্ত্তিতা হয় এবং এই দিকেই সমস্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। দ্বাদশরাশিভুক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও অভিজিৎ, ইহারা এক এক করিয়া, অষ্টাবিংশতি রাত্রি সূর্য্যের সহিত সংক্রম করিয়া চন্দ্রের সহিত সংযোগ হইলে পর, পুনরায় চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যমণ্ডল হইতে ক্রমে ক্রমে বিনির্গত হয়। যদ্দ্বারা সাগর-সকলের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই নদী সমুদায়ের উৎপত্তি স্থান এই পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নিত্য কাল বিরাজ করিতেছে। ত্রিভুবনের যাবতীয় বারিরাশি অত্রত্য বরুণালয়ে অবস্থিত রহিয়াছে। এই খানে পন্নগরাজ অনন্তের বাসস্থান। অনাদিনিধন বিষ্ণুদেবের ইহাই অনুত্তম নিবেশন। অনল-সখা সমীরণ এবং মরীচ-তনয় মহর্ষি কশ্যপেরও এই খানে আবাস-ভূমি। হে গালব! দিগ্বর্ণন-প্রসঙ্গে পশ্চিম মার্গের এই বৃত্তান্ত তোমার নিকটে সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তিত হইল। হে দ্বিজসত্তম! এক্ষণে তোমার কি মতি হয়? কোন্ দিকে গমন করিব বল।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম গালব! এই দিকে লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ এবং মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই উত্তারণ শক্তি প্রযুক্তই ইহার উত্তর দিক্ নাম হইয়াছে। এই উত্তর দিগ্‌ভাগস্থ সেবনীয় নিধি-সকলের মার্গ পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ব্যাপ্ত হইলে মধ্যম বলিয়া স্মৃত হয়। এই বরিষ্ঠদিগ্‌ভাগে অসৌম্য, অজিতেন্দ্রিয় অথবা অধার্ম্মিক লোকেরা কদাপি বসতি করে না। অত্রত্য বদরিকাশ্রমে নারায়ণ কৃষ্ণ, নরোত্তম জিষ্ণু এবং চিরন্তন ব্রহ্মা বিরাজমান রহিয়াছেন। অত্রত্য হিমালয়পৃষ্ঠে যুগান্ত হুতাশন-প্রতিম পরম পুরুষ মহেশ্বর প্রকৃতি পার্ব্বতীর সহিত নিত্যকাল বিহার করিতেছেন। তিনি মায়াসমন্বিত হইলেও শুদ্ধ নর নারায়ণ ব্যতীত আর কাহারও দৃশ্য নহেন; কি মুনিগণ, কি বাসবসহ অমরবৃন্দ, কি গন্ধর্ব্ব যক্ষ অথবা সিদ্ধবর্গ, কেহই তাঁহার দর্শন পান না। এই খানে সহস্র-শিরা, সহস্রাক্ষ, সহস্র-চরণ, একমাত্র অব্যয় পুরুষ শ্রীমান্ বিষ্ণুদেব সেই মায়াবিষ্ট মহেশ্বরকে সন্দর্শন করেন। হে ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর! দ্বিজরাজ চন্দ্রমা এই দিকেই বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং মহাদেব গগনবিচ্যুতা সুরধুনীকে মস্তকে ধারণ করিয়া মনুষ্য লোকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শৈলতনয়া উমাদেবী, মহেশ্বর-বরকামনায় সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাও এই খানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক সময়ে এখানে গিরিরাজ, উমা, কন্দর্প ও হর-রোষানল অতীব শোভমান হইয়াছিল। হে দ্বিজর্ষভ! ধনপতি, কুবের, অত্রত্য কৈলাস-শিখরে রাক্ষস, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চৈত্ররথ নামে তদীয় মনোহর উদ্যান, বৈখানস মুনিগণের আশ্রম, মন্দাকিনী ও মন্দর, এই খানে নিত্য শোভিত রহিয়াছে। রাক্ষসগণের পরিরক্ষিত সৌগন্ধিক বন, শ্যামল শাদ্বল, নবতৃণ-ভূষিষ্ঠ প্রদেশ, কদলীকানন, কল্পতরুবীথিকা এবং নিত্য সংযমশালা স্বেচ্ছাবিহারী সিদ্ধগণের অভিলাষ-ভোগ্য সুরুচির বিমান সমস্তও এদিকের অনুপম রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবী অরুন্ধতী এই দিকে বিরাজ করিতেছেন। স্বাতি নক্ষত্রেরও এই খানে অবস্থিতি ও উদয়। লোকগুরু পিতামহ যজ্ঞের সন্নিহিত হইয়া এস্থলে প্রতি নিয়ত অবস্থান করেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রগণ এই দিক্ দিয়া নিত্য নিত্য পরিভ্রমণ করিতেছেন। হে দ্বিজসত্তম! সত্যবাদী মহাত্মা মুনিগণ এই খানে ইতস্তত পরিভ্রমণ করত গায়ত্রিকা-দ্বার নামে লোক সঞ্চারের চরমসীমা রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের উৎপত্তি, কৃতি কি তপস্যা, কিছুই জানা যায় না; তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সহস্র সহস্র প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভোগ করেন। কোন মনুষ্য তাঁহাদিগের পরিরক্ষিত ঐ গায়ত্রিকা-

দ্বার অতিক্রম করিয়া যেখানে যেখানে প্রবেশ করে, সেই খানেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অব্যয় নারায়ণ-দেব ও নরোত্তম জিষ্ণু ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই কস্মিন্ কালে তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে গালব! এই দিকে ধনেশ্বর কুবেরের অধিকৃত উত্তুঙ্গ কৈলাস-শৃঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে। এই খানে বিদ্যুৎপ্রভা-নাম্নী দশ জন অপ্সরার জন্ম হইয়াছিল। বামনাবতার কালে ভগবান্ বিষ্ণু যখন পাদত্রয়ে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন এই উত্তর দিকে এক পদ সন্নিবেশিত করায় এখানে বিষ্ণুপদনামে এক অনুত্তম তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। মরুত্ত-নামা কোন নরপতি এই উত্তম দিগ্‌ভাগে, যে স্থলে জাম্বুনদ নামক সুবর্ণসরোবর আছে, তথায় উশীরবীজাখ্য প্রদেশে একটি অসাধারণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই খানে জীমূতনামা মহাত্মা বিপ্রর্ষির সমক্ষে হিমালয়ের সুবিমল বিশুদ্ধ সুবর্ণখনি প্রকাশিত হইয়াছিল সেই মহর্ষি ঐ সমস্ত ধনরাশি ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া নিজ নামে প্রথিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে সেই ধন জৈমূত ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে গালব! দিক্‌পালগণ এই খানে প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যা সময়েই "কাহার কি কার্য্য আছে বল" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ব্যাহার করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই উত্তর দিক্‌টি উক্তরূপ ও অন্যান্য বহুতর গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই সকলের উত্তর অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহা উত্তর নামে বিখ্যাত। হে ভ্রাতঃ! চতুর্দ্দিকের এই বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমার নিকটে যথা ক্রমে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে কোন দিকে গমন করিতে ইচ্ছা হয় বল। তোমাকে সমস্ত দিক্ ও অখিল ভূমণ্ডল দর্শন করাইবার নিমিত্ত আমি অতিশয় উদ্যুক্ত হইয়াছি, অতএব আমার পৃষ্ঠদেশে সত্বর আরোহণ কর।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

গালব কহিলেন, হে গরুত্মন্! হে বিনতানন্দ-বর্দ্ধন! হে ভুজঙ্গেন্দ্র-শত্রো সুপর্ণ! যেখানে ধর্ম্মের লোচন-দ্বয় উন্মীলিত হয়, সেই পূর্ব্বদিকে আমাকে লইয়া চল। তুমি সর্ব্বাগ্রে যাহার উল্লেখ করিলে এবং 'এইখানে দেবতারা সন্নিহিত আছেন' বলিয়া যাহার গুণানুকীর্ত্তন করিলে, সেই দিকে যাও। সেখানে সত্য ও ধর্ম্মের যে সম্যক্ অবস্থিতি আছে, ইহা তুমি স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছ এবং সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইতে আমারও ইচ্ছা হইতেছে; অতএব হে অরুণানুজ! আমার এই অমরবৃন্দ সন্দর্শনের অভিলাষটি পূর্ণ কর। নারদ কহিলেন, বিনতা-তনয় সেই ব্রাহ্মণকে 'আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর', এই কথা বলিলে গালব তৎক্ষণমাত্র তাঁহার উপরে আরূঢ় হইলেন এবং যাইতে যাইতে কহিতে লাগিলেন, হে পন্নগাশন! পূর্ব্বাহ্নে সহস্র-করধারী প্রভাকরের যেরূপ রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রস্থান-সময়ে তোমারও অবিকল সেইরূপ রূপ দেখা যাইতেছে। হে বিহঙ্গরাজ! তোমার গমনের এতাদৃশ অদ্ভুত বেগ লক্ষিত হইতেছে যে, বোধ হইতেছে, প্রবলতর পক্ষসম্পাতবাতে প্রেরিত হইয়া অনুগামী বৃক্ষসকলও যেন আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সমান-রূপে প্রস্থিত হইয়াছে। কেবল বৃক্ষসকলই কেন, সাগরের সমগ্র সলিলরাশি ও শৈল-বন কানন-সম্বলিতা অখিল বসুন্ধরাকেই তুমি যেন পক্ষবাতে আকর্ষণ করিয়া যাইতেছ। অনবরত পক্ষবায়ু-সঞ্চালনে মীননাগাদি-সঙ্কুল জল-সমস্ত যেন আকাশে পরিচালিত হইতেছে। তুল্যরূপ আনন-বিশিষ্ট বহুতর মৎস্য, তিমি ও তিমিঙ্গিল এবং নরমুখাকার নাগ সমূহ যেন উন্মথিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হে বিহঙ্গপতে! মহার্ণবের ভীষণ রবে আমার শ্রোত্র-দ্বয় বধির হইয়া পড়িয়াছে। আমি না শুনিতে পাই, না দেখিতে পাই, না আপন প্রয়োজন অবধারণ করিতে পারি, কিছুই পারিতেছি না। আমার সকল ইন্দ্রিয়ই রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব হে ভ্রাতঃ! ব্রহ্মহত্যা না হয়, এরূপ মনে করিয়া কিঞ্চিৎ মন্দভাবে গমন কর। তোমাকে অধিক কি বলিব, সূর্য্য, দিক্ বা গগনমণ্ডল অবলোকন করা আমার সুদূরপরাহত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই কেবল অন্ধকার দেখিতেছি; এমন কি, তোমার এই শরীরও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; কেবল উৎকৃষ্ট জাতীয় মণি-দ্বয়ের ন্যায় উদ্ভাসমান নয়ন-যুগল মাত্র নিরীক্ষণ করা যাইতেছে। তোমার শরীরের কথাও দূরে থাকুক, আমি আত্ম দেহই দেখিতে পাইতেছি না। আমার শরীর হইতে অগ্নি উত্থিত হইতেছে, পদে পদে কেবল ইহাই দেখিতেছি। অতএব হে বিনতাত্মজ! অবিলম্বে আপন নয়ন-যুগল সম্বরণ পূর্ব্বক আমার এই অগ্নির নির্ব্বাপণ কর। গমনের এতাদৃশ মহাবেগ নিরুদ্ধ করিয়া আমার নিষ্কৃতি বিধান কর। হে পন্নগাশন! আমার গমনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তুমি সত্বর নিবৃত্ত হও; তোমার এ বেগ আর কোন ক্রমে সহ্য করা যায় না। আমি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি-যুক্ত এক দিকে শ্যামকর্ণ-বিশিষ্ট অষ্ট শত অশ্ব প্রদান করিব বলিয়া গুরুর নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর পথ দেখিতে পাই না; কেবল জীবন পরিত্যাগ করাই তাহার একমাত্র উপায় দৃষ্ট হইতেছে; যেহেতু আমার কিছুমাত্র ধনও নাই এবং কোন ধনবান্ বন্ধুও নাই; বিপুল অর্থ ব্যতিরেকেও উক্ত প্রতিজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সর্ব্বথা দুঃসাধ্য। নারদ কহিলেন, বিনতানন্দন সুপর্ণ, গালবের এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি শ্রবণেও গমনে ক্ষান্ত না হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, বিপ্রর্ষে! তুমি যখন আত্ম-বিসর্জ্জনের অভিলাষ করিতেছ, তখন তোমাকে বড় বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে না; কেন না মৃত্যু কখন স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হইবার নহে; মৃত্যু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তুমি যদি এতাদৃশ কাতরই হইবে, তবে পূর্ব্বে আমাকে নিষেধ করিলে না কেন? যাহা হউক, তোমার প্রয়োজনসিদ্ধি হইবার একটি মহান্ উপায় আছে। অতএব সাগর সমীপে ঋষভ-নামে এই যে পর্ব্বত রহিয়াছে, এইখানেই বিশ্রাম ও ভোজন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, তদনন্তর বিপ্র ও বিহঙ্গরাজ উভয়ে ঋষভ-শৈল-শিখরে নিপতিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শাণ্ডিলী-নাম্নী এক ব্রাহ্মণী তপস্যা করিতেছিলেন। দেখিবামাত্র সুপর্ণ তাঁহাকে অভিবাদন এবং গালব যথোচিত পূজা করিলেন। তিনিও

তাঁহাদিগকে স্বাগত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অতিথি-সৎকারে সমুচিত আসনাদি প্রদান করিলেন। এইরূপে সংকৃত হইয়া অতিথি-দ্বয় বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট হইলে শাণ্ডিলী তাঁহাদিগকে বলি মন্ত্র-সম্বর্দ্ধিত সিদ্ধান্ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাহা ভক্ষণপূর্ব্বক উভয়েই পরিতৃপ্ত হইয়া ভূমিতলে যেমন শয়ন করিয়াছেন, অমনি প্রগাঢ় নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অনন্ত সত্বর গমনেচ্ছায় সুপর্ণ মুহূর্ত্তকাল পরেই জাগরিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার পক্ষ-দ্বয় স্খলিত হইয়াছে এবং পদমুখে সংলগ্ন-হওয়ায় তিনি যেন মাংসপিণ্ডের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। গালব তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করত অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমার এস্থানে আগমন করিবার কি এই ফল লব্ধ হইল? এভাবে আমাদিগকে কতকাল যে এখানে বাস করিতে হইবে বলা যায় না। তুমি কি মনোমধ্যে কোন ধর্ম্মহানিকর অশুভ বিষয়ের চিন্তা করিয়াছ? তোমার অবশ্যই কোন গুরুতর ব্যভিচার হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

গালবের এই কথায় সুপর্ণ উত্তর করিলেন, বিপ্র! আমার মানসিক ব্যভিচার এই যে, যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেব দেব মহেশ্বর এবং সনাতন বিষ্ণু বিরাজমান রহিয়াছেন; যে স্থানে ধর্ম্ম ও যজ্ঞ নিত্য সন্নিহিত আছেন, সেই পবিত্রধামে ইনি বাস করেন, এই মনে করিয়া আমি এই সিদ্ধা ব্রাহ্মণীকে তথায় লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম। যাহা হউক সম্প্রতি প্রিয়কামনায় প্রণত হইয়া ভগবতীর নিকটে এই প্রার্থনা করি।—হে মহাভাগে! আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার এস্থানে বসতি করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ শোকপ্রবণ মানসে ভবদীয় বহুমানপ্রযুক্তই এই যে অনভিমত বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা সুকৃতই হউক, আর দুষ্কৃতই হউক, আপনি নিজ মাহাত্ম্যগুণে ক্ষমা করুন।

এইরূপ অনুনয়-বাক্য শ্রবণে শাণ্ডিলী, বিহঙ্গেশ্বর ও দ্বিজবর, উভয়ের প্রতিই প্রীতা হইয়া গরুড়কে সম্বোধিয়া কহিলেন, সুপর্ণ! তোমার ভয় করিতে হইবে না; তুমি শোভন পক্ষযুক্ত হইলে, অতএব শঙ্কা পরিত্যাগ কর। হে বৎস! তুমি আমার নিন্দা করিয়াছিলে বলিয়াই কিঞ্চিৎ রুষ্টা হইয়াছিলাম, যেহেতু আমি নিন্দা সহিবার পাত্র নহি। যে পাপাত্মা আমাকে নিন্দা করে, সে সর্ব্বলোক হইতে নিঃসন্দেহ পরিভ্রষ্ট হয়। আমি সর্ব্বলক্ষণবিবর্জ্জিতা ও নিন্দিতা হইলেও কেবল শুদ্ধাচার-পরায়ণা থাকাতে এতাদৃশী অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। সদাচার-বৃক্ষে ধর্ম্ম ও ধন উভয় ফলই ফলিত হইয়া থাকে। পরিশুদ্ধ আচার-হেতুক লোকে নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে। অধিক আর কি বলিব, সদাচার সকল অলক্ষণই নষ্ট করে। অতএব হে আয়ুষ্মন্ বিহঙ্গরাজ! সম্প্রতি যথা ইচ্ছা গমন কর, কিন্তু সাবধান! যেন আর কুত্রাপি নিন্দার্হ স্ত্রীলোকদিগেরও নিন্দা করিও না। আমার প্রসাদে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্য-সম্পন্ন হইবে। শাণ্ডিলী এই কথা বলিবামাত্র পক্ষিরাজের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলযুক্ত পক্ষ যুগল উদ্গত হইল। অনন্তর তাঁহার আজ্ঞাক্রমে গরুড় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, পরন্তু গালবের প্রার্থনানুরূপ তুরঙ্গম সমস্ত প্রাপ্ত হইলেন না। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পথিমধ্যে গালবের সন্দর্শন পাইয়া সুপর্ণ-সন্নিধানে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, বিপ্র! তুমি আমাকে যে অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আমার বিবেচনায় তাহা পরিশোধ করিবার ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার বিবেচনায় কি হয়, বলিতে পারি না। আমি এ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছি, আরও কিছু কাল করিব; সম্প্রতি যাহাতে তাহা সুসিদ্ধ হয়, তাহার পথ দেখ। ইহা শুনিয়া গালব সাতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইলেন দেখিয়া সুপর্ণ তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব। বিশ্বামিত্র তোমাকে পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইল; অতএব এস, ইহার একটা পরামর্শ করি; গুরুর প্রার্থিত সমস্ত অর্থ প্রদান না করিয়া তোমার আর উপবেশন করিবারও সাধ্য নাই।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, বিহঙ্গরাজ সুপর্ণ দীনাভাবাপন্ন গালবকে কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধন হিরণ্যরেতা অগ্নির দ্বারা ভূগর্ভে নির্ম্মিত ও বায়ু-দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া এবং সমুদয় জগৎ হিরণ্যপ্রধান বলিয়া ধনের নাম 'হিরণ্য' শব্দে কথিত হয়। ধন লোক সকলকে ধারণ করে ও করায় অর্থাৎ পোষণ ও জীবন ধারণের প্রয়োজন হয়, এই কারণে 'ধন' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অতএব লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের হেতুভূত সেই ধন ত্রিলোক-মধ্যে চিরকাল অবস্থিত আছে। পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র-যুক্ত শুক্র বাসরে অগ্নি মনোরথ-সমুপার্জ্জিত ধন ধনপতির বৃদ্ধি নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে নিত্যকাল প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অজৈকপাদ ও অহির্ব্রধ্ন এবং ধনপতি কুবের সেই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং দুষ্প্রাপ্য ধন প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য, পরন্তু ধন-ব্যতিরেকেও তোমার অশ্ব লাভ করা কোন প্রকারে সম্ভবনীয় নহে। অতএব হে ব্রহ্মন্! যিনি তোমাকে কৃতকার্য্য করিতে পারেন, রাজর্ষি বংশসম্ভূত এরূপ কোন বদান্য ভূপতির নিকটে গিয়া তুমি গুরুপ্রদেয় অর্থ যাচ্ঞা কর। সোমবংশ-জাত এক জন নরপতি আমার সখা আছেন; চল তাঁহার সন্নিধানে গমন করি। এই বসুধা মধ্যে তাঁহার বিস্তর বিভব আছে। তিনি নহুষের পুত্র সত্য বিক্রম রাজর্ষি; তাঁহার নাম যযাতি। সাক্ষাৎ ধনেশ্বরের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা নাই। আমি অনুরোধ করিলে এবং তুমি স্বয়ং প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই তোমার প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রদান করিবেন। হে বিদ্বন্! তাহা দান করিয়াই তুমি গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। গরুড় ও গালব পরস্পর এইরূপ কথোপকথন এবং যেরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহার পরিচিন্তন করত উভয়েই প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত যযাতি নরপতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যযাতি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া উৎকৃষ্টতর পাদ্য অর্ঘ্য-প্রভৃতি অতিথিসৎকার প্রদানপূর্ব্বক আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সুপর্ণ তদীয় সৎকার প্রতিগ্রহানন্তর উত্তর করিলেন, সখে নাহুষ! এই তপোনিধি আমার একটি প্রাণসম মিত্র; ইহার নাম গালব। দশ সহস্র বর্ষকাল ইনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। সেই মহাতপা মহর্ষি বৎকালে ইহাঁকে গৃহে

গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, তখন গুরুর উপকার করণেচ্ছায় ইনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ভগবন্! আপনার অনুমতি হইলে কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করি"। ইহার বিভব যে অতি অল্প, তাহা বিশ্বামিত্র জানিতেন, সুতরাং তিনি পুনঃপুনঃ এইরূপ উক্ত হওয়ায় কিঞ্চিৎ রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, "আমাকে জাতিগত দোষশূন্য, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, একদিকে শ্যামকর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদান কর। হে গালব! যদি গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই অর্থ দাও।"

তপোধন বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে এইরূপ আজ্ঞা করিলে এ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাশোকে অনুতাপ করিতে লাগিলেন; তাহার প্রতিকারে সর্ব্বথা অশক্ত হওয়ায় এক্ষণে তোমার শরণাগত হইয়াছেন। হে নরব্যাঘ্র! ইঁহার অভিলাষ এই যে, তোমার নিকটে ভিক্ষা প্রতিগ্রহ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গতব্যথ ও নিশ্চিন্ত হইয়া মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিবেন। হে নরেশ্বর! তুমি রাজর্ষি সমুচিত স্বকীয় তপস্যাদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলেও গালব তোমাকে নিজতপস্যার অংশভাগী করত সম্যক্ পূর্ণ করিবেন। শ্রুত আছে, অশ্বের শরীরে যতগুলি লোম থাকে, অশ্বপ্রদায়ী মনুষ্যেরা তাবৎসংখ্যক লোক প্রাপ্ত হন। হে মহীপতে! ইনিও প্রতিগ্রহের যথার্থ পাত্র এবং তুমিও দান করিবার উপযুক্ত পাত্র; অতএব তোমার এই দান, শঙ্খার্পিত ক্ষীরসারের উপমা লাভ করুক।

চতুর্দ্দশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদ কহিলেন, যজ্ঞ-সহস্রের যজনকর্ত্তা, অদ্বিতীয় দানশৌণ্ড, সর্ব্বপ্রকার প্রতিভা-সমন্বিত পার্থিবগণের অগ্রগণ্য, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন রাজা যযাতি, সুপর্ণের ঐ অনুত্তম তথ্য বচন শ্রবণে অবহিত-মনে বহুক্ষণ চিন্তা ও পুনঃ পুনঃ অবধারণ করিয়া বিশেষত প্রিয় মিত্র গরুড় ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালবের সন্দর্শন এবং তদীয় তপস্যার নিদর্শন ও শ্লাঘনীয় ভিক্ষার বিবরণ শ্রবণে 'আদিত্যকুল-সম্ভূত অন্যান্য নরপতিবর্গকে অতিক্রম করিয়া ইঁহারা যে আমারই নিকটে আসিয়াছেন, এ আমার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে', এইরূপ বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন, হে বিহঙ্গপতে! অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; হে অনঘ! তুমি আমার এই কুল ও দেশকে অদ্য পবিত্র করিলে। হে সখে! সম্প্রতি আমি এই একটি কথা তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ ধনবান্ বলিয়া জানিতে, এক্ষণে আর সে ভাব নাই; আমার ধন-সঞ্চয়ের ক্ষয় হইয়াছে; তথাপি আমি তোমার আগমন নিরর্থক করিতে পারি না; বিশেষত এই বিপ্রর্ষির আশা বিফলা করিতে আমার কোন ক্রমেই উৎসাহ হয় না; অতএব যাহাতে ইঁহার এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা আমি অবশ্যই প্রদান করিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, অতিথি ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া যদি হতাশ হইয়া নিবৃত্ত হন, তবে নিশ্চয়ই কুল-দহন করেন। হে বৈনতেয়! কোন ব্যক্তি "দেহি", এই বলিয়া যাচ্ঞা করিলে তাহার আশা নাশ করিবার নিমিত্ত "নাস্তি" এই যে কথা বলা, ইহার অপেক্ষা পাপিষ্ঠ কর্ম্ম আর কিছুই নাই। সেই হতপ্রার্থিত নিরুপায় যাচক অকৃতার্থ ও হতাশ হইয়া হিত করণে পরাঙ্মুখ যাচ্য ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি সকলই বিনষ্ট করেন। অতএব হে গালব! আপনি চারি বংশের স্থাপনকর্ত্রী, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপচায়িনী, অমর কন্যাসদৃশী আমার এই বালা দুহিতাকে প্রতিগ্রহ করুন। ইহার অসাধারণরূপ-হেতুক দেব, মনুষ্য ও অসুরেরা সর্ব্বদাই ইহাকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অষ্ট শত শ্যামকর্ণ অশ্বের কথা কি, ইহার বিবাহনিমিত্ত রাজারা রাজ্য পর্য্যন্ত ও পণ দিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে প্রভো! আপনি আমার এই মাধবী-নাম্নী কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন। আমি দৌহিত্রবান্ হই, এই মাত্র আমার কামনা।

যযাতির এই কথায় গালব তদীয় দুহিতাকে গ্রহণ করিয়া "পুনরায় সাক্ষাৎ করিব" এই বলিয়া পক্ষি-রাজ ও কন্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। সুপর্ণও "এখন ত তোমার এই অশ্ব লাভের উপায় উপলব্ধ হইল" এই কথা বলিয়া গালবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন। পতঙ্গরাজের প্রস্থানান্তে গালব কন্যার সহিত চিন্তা করত অশেষ রাজন্যগণ-মধ্যে দানক্ষম কোন মহীপতির নিকটে শুল্কার্থে গমন করিলেন। প্রথমত তিনি ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব রাজসত্তম হর্য্যশ্বকে মনে মনে প্রাপ্ত হইলেন। হর্য্যশ্ব অযোধ্যার অধিপতি, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, চতুরঙ্গ বলান্বিত, ধন-ধান্যাদি অর্থবলোপেত, অদ্বিতীয় প্রজাবৎসল এবং বিপ্র-প্রিয়; বিশেষত সন্তানার্থী হওয়ায় শান্তির সাবলম্বনপূর্ব্বক নিরন্তর উত্তম তপস্যায় রত ছিলেন। বিপ্রর্ষি গালব তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! বহুল প্রসবসহকারে কুলবর্দ্ধনশীলা আমার এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে শুল্কদ্বারা ভার্য্যার্থ প্রতিগ্রহ করুন। হে হর্য্যশ্ব! যেরূপ শুল্ক দিতে হইবে, তাহা আপনার নিকটে বর্ণন করিতেছি, শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদ কহিলেন, নৃপোত্তম হর্য্যশ্ব গালবের উক্ত প্রস্তাব শ্রবণে সন্তান হেতুক দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিনিবিষ্ট চিত্তে বহু প্রকার চিন্তা করিয়া বলিলেন, আপনার এই কন্যাটি বহু সুলক্ষণ-সম্পন্না শরীরের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ, পাণিপৃষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, নিতম্ব, স্তন ও পদ নখ, এই যে ছয় স্থান উন্নত হওয়া প্রশস্ত, ইনি ঐ ছয় স্থানে উন্নতা; করতলযুগল, পদতলযুগল, নখ, কেশ ও চর্ম্ম, এই সপ্ত সূক্ষ্ম স্থলে সূক্ষ্মা; নাভি, বুদ্ধি ও বাক্য, এই তিন গম্ভীর স্থলে গম্ভীরা এবং করতলযুগল, পদতলযুগল ও বদন, এই পঞ্চ স্থানে রক্তবর্ণা। নানাবিধ লক্ষণ-দ্বারা বোধ হইতেছে, ইনি বহুতর দেবাসুরগণের দর্শনীয়া, সঙ্গীতাদি গন্ধর্ব্ব-বিদ্যায় নিপুণা ও বহু প্রসবধারিণী হইবেন; এমন কি চক্রবর্ত্তী পুত্র উৎপন্ন করিলেও করিতে পারেন; অতএব হে দ্বিজবর! আমার বিভব বিবেচনা করিয়া কি শুল্ক গ্রহণ করিবেন বলুন।

গালব উত্তর করিলেন, প্রসিদ্ধ-দেশ-জাত, প্রশস্তদেহযুক্ত একদিকে শ্যামকর্ণ এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অষ্ট শত অশ্ব আমাকে প্রদান করুন; তাহা হইলেই এই আয়তলোচনা শুভাঙ্গী, অগ্নিজননী অরণীর ন্যায় আপনার পুত্রগণের প্রসবকারিণী হইবেন। নারদ কহিলেন, কামে মোহিত রাজর্ষি হর্য্যশ্ব ঐ কথাশ্রবণে দীনভাবে ঋষিসত্তম গালবকে বলিলেন, আমার অন্য প্রকার শত শত ঘোটক আছে বটে, কিন্তু আপনার যাদৃশ প্রার্থনীয়, তদ্রূপ দুই শত মাত্র অশ্ব আমার

অশ্বশালায় সন্নিহিত রহিয়াছে; অতএব হে গালব! আপনার কন্যাতে আমি একটি মাত্র অপত্য উৎপন্ন করিব; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কামনাটি পূর্ণ করুন। হর্য্যশ্বের এই বাক্য শুনিয়া সেই কন্যা গালবকে কহিলেন, কোন ব্রহ্মবাদী ঋষি আমাকে এই একটি বর দিয়াছিলেন যে, প্রসবান্তে প্রসবান্তে তুমি কন্যাই থাকিবে; অতএব হে প্রিয়! আপনি হয়োত্তম সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া নিঃসংশয়ে আমাকে রাজহস্তে সম্প্রদান করুন। এইরূপে চারিজন ভূপতি হইতে আপনার অষ্ট শত অশ্ব পূর্ণ হইবে এবং আমারও পুত্র-চতুষ্ট উৎপন্ন হইবে। হে দ্বিজসত্তম! আমার বিবেচনায় আপনার এই প্রকারে গুরুদক্ষিণার আহরণ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা।

কন্যার এইরূপ বাক্যে তখন গালবমুনি পৃথিবীপাল হর্য্যশ্বকে এই কথা বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ হর্য্যশ্ব! আমার প্রার্থিত শুল্কের চতুর্থাংশ প্রদান দ্বারা আপনি এই কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া একটি পুত্র উৎপন্ন করুন। এইরূপ অনুজ্ঞাত হওয়ায় হর্য্যশ্ব প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে গালবকে অভিনন্দিত করিয়া কন্যাগ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে ও যথা প্রদেশে অভিলাষিত পুত্র লাভ করিলেন। ভাস্কর-সদৃশ প্রভাশালী সেই রাজকুমার পশ্চাৎ ধনপতি ভূপতিগণ অপেক্ষাও ধনাঢ্য, অদ্বিতীয় দানশীল, বসুমনা নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ নরপতি হইয়াছিলেন। ধীমান্ গালব প্রীতমানস হর্য্যশ্ব-সমীপে যথাকালে পুনরায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনার ত এই অভিনবদিবাকরপ্রতিম মনোহর পুত্র প্রসূত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে অন্য কোন নরপতি সন্নিধানে আমার ভিক্ষার্থে গমন করা উচিত। হর্য্যশ্ব সত্য বচনে নিবদ্ধ ও সুস্থিত ছিলেন, সুতরাং এক্ষণেও পৌরুষে বর্ত্তমান থাকিয়া অবশিষ্ট ছয় শত অশ্বের দুর্ল্লভত্ব হেতুক মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। মাধবীও সেই দেদীপ্যমানা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার কুমারী হইয়া গালবের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। তখন গালব 'অশ্বগুলি এখন আপনার নিকটেই থাকুক' হর্য্যশ্বকে এই কথা বলিয়া কন্যা সমভিব্যাহারে দিবোদাস নামক নরপাল সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পথি-মধ্যে মাধবীকে কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণা দেখিয়া গালব কহিলেন, ভদ্রে! কাশী-প্রদেশ-নিচয়ের অধিপতি ভীমসেন-নন্দন দিবোদাস-নামা সুবিখ্যাত মহীপতি অতুল্য-প্রভাব, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন, পরম ধার্ম্মিক ও নিয়ত সত্যব্রত-পরায়ণ; তাদৃশ শুদ্ধাচার জনেশ্বরের নিকটে আমরা যখন গমন করিতেছি, তখন আর তোমার শোক করিবার আবশ্যক নাই; তুমি মন্দ মন্দ সঞ্চারে আগমন কর। নারদ কহিলেন, অনন্তর গালবমুনি দিবোদাসের সন্নিহিত ও তৎকর্ত্তৃক যথান্যায়ে সংকৃত হইয়া আপন প্রয়োজন বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। দিবোদাস কহিলেন, দ্বিজবর! আপনার অধিক বলিবার আর আবশ্যক নাই, আমি পূর্ব্বেই এ কথা শুনিয়াছি এবং শুনিবামাত্রই এ বিষয় আমার প্রার্থনীয় হইয়াছে। আপনি অন্যান্য নরাধিপ-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে যে আসিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য; আপনার প্রার্থনাও কিয়দংশে ফলবতী হইবে সন্দেহ নাই। হে গালব! আপনার অভীষ্ট অশ্ব বিষয়ে হর্য্যশ্বের যেরূপ বিভব আমারও তদ্রূপ; সুতরাং আমিও আপনার এই কন্যাতে একটি রাজপুত্র উৎপন্ন করিব।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব "তাহাই হউক" এই বলিয়া মহীপতি দিবোদাসের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন। তিনিও বিধিপূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। যেমন প্রভাবতীতে সূর্য্য, স্বাহাতে বহ্নি, শচীতে বাসব, রোহিণীতে চন্দ্র, উর্ম্মিলাতে যম, গৌরীতে বরুণ, ঋদ্ধিতে ধনেশ্বর, লক্ষ্মীতে নারায়ণ, জাহ্নবীতে সাগর, রুদ্রাণীতে রুদ্র, সরস্বতীতে ব্রহ্মা, অদৃশ্যন্তীতে শক্তি, অরুন্ধতীতে বসিষ্ঠ, সুকন্যাতে চ্যবন, সন্ধ্যাতে পুলস্ত্য, লোপামুদ্রাতে অগস্ত্য, সাবিত্রীতে সত্যবান্, পুলোমাতে ভৃগু, অদিতিতে কশ্যপ, রেণুকাতে জমদগ্নি, হৈমবতীতে বিশ্বামিত্র, তারাতে বৃহস্পতি, শতপর্ব্বাতে শুক্র, ভূমিতে ভূমিপতি, উর্ব্বশীতে পুরূরবা, সত্যবতীতে ঋচীক, সরস্বতীতে মনু, শকুন্তলাতে দুষ্মন্ত, ধৃতিতে নিত্যধর্ম্ম, দময়ন্তীতে নল, সত্যবতীতে নারদ, জরৎকারুতে জরৎকারু, প্রতীচ্যাতে পুলস্ত্য, মেনকাতে ঊর্ণায়ু, রম্ভাতে তুম্বুরু, শতশীর্ষাতে বাসুকি, কুমারীতে ধনঞ্জয়, সীতাতে রাম এবং রুক্মিণীতে জনার্দ্দন রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজর্ষি দিবোদাসও মাধবীতে রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল পরম সুখে বিহার করিয়া মাধবী, প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের একটি পুত্র উৎপন্ন করিলেন। অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে ভগবান্ গালব দিবোদাসসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার কন্যাকে প্রত্যর্পণ করুন, ঘোটকগুলি এক্ষণে আপনার নিকটেই থাকুক, সম্প্রতি শুল্ক নিমিত্ত আমি অন্যত্র গমন করি। সত্যে স্থিত ধর্ম্মাত্মা মহীপতি দিবোদাস সময় প্রাপ্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণমাত্র তাঁহাকে কন্যা প্রতিদান করিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

নারদ কহিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞা যশস্বিনী মাধবী পূর্ব্বের ন্যায় সেই নৃপশ্রী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় কুমারী হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালবের অনুগামিনী হইলেন। তখন গালব স্বকার্য্য-সাধনার্থে অভিনিবিষ্টচিত্তে বিশিষ্টরূপ চিন্তা করিয়া উশীনর-নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভোজনগরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সত্যপরাক্রম উক্ত মহীপতিকে কহিলেন, হে সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞ! আমার এই কন্যাটি আপনার ভূপাল-কুমার-যুগলের জননী হইবেন। ইহার গর্ভে সোম-সূর্য্য-প্রতিম মনোজ্ঞ নন্দনদ্বয় উৎপন্ন করিয়া আপনি ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেই কৃতার্থ হইতে পারিবেন। পরন্তু কন্যার বিবাহ নিমিত্ত আমাকে এক দিকে শ্যামকর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চারি শত অশ্ব শুল্ক-স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ! কেবল গুরুদক্ষিণা প্রদান নিমিত্তই আমার এরূপ যত্ন করা, নতুবা অশ্ব দ্বারা নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অতএব যদি উক্তরূপ হয় দান করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে আর বিচার না করিয়া অবিলম্বেই এ কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। হে রাজর্ষে! আপনি অপুত্রক রহিয়াছেন, এক্ষণে অপত্যদ্বয়

উৎপন্ন করুন,—পুত্ররূপ প্লব-দ্বারা পিতৃলোকদিগকে ও আপনাকে উদ্ধারিত করুন। হে রাজর্ষে! পুত্র-ফলভোক্তা পুণ্যাত্মা মানব কদাপি স্বর্গলোক হইতেও পাতিত হন না এবং অপুত্রক ব্যক্তিগণের ন্যায় কখন ঘোরতর নরকেও গমন করেন না। গালবের এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা উশীনর প্রত্যুত্তর করিলেন, গালব! আপনি যে যে কথা বলিলেন, সকলই শুনিলাম এবং আমার চিত্তও পুত্রোৎপাদনে তৎপর হইল; কিন্তু কি করি বিধাতা সর্ব্বোপরি বলবান্। হে ব্রহ্মন্! আমার অশ্বশালায় অন্য প্রকার সহস্র সহস্র অশ্বরথ রহিয়াছে বটে, কিন্তু আপনার অভিলষিত তুরঙ্গজাতির দুই শত মাত্র সংস্থাপন আছে; অতএব অপর নরপতিদ্বয় যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে গমন করিব, অর্থাৎ আপনার কন্যাতে একটি পুত্রমাত্র উৎপন্ন করিব এবং তাঁহারা আপনাকে যেরূপ মূল্য প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ দিব। হে দ্বিজসত্তম! আমার যে কিছু অর্থ, তাহা পৌর ও জানপদগণের নিমিত্ত, আত্ম ভোগার্থ নহে। যে রাজা কামবশত পরকীয় ধন অন্যকে প্রদান করে, সে কদাপি ধর্ম্মশালী অথবা যশোযুক্ত হইতে পারে না। অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! দেবকন্যা সদৃশী এই কুমারীকে একটি পুত্র প্রসব নিমিত্ত আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি অসংশয়ে প্রতিগ্রহ করিব।

নরপতি উশীনরের সেইরূপ বহু প্রকার কল্যাণ বাক্য শুনিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব তাঁহাকে বিস্তর প্রশংসাপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিয়া বন প্রস্থান করিলেন। কৃতপুণ্য উশীনরও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-সদৃশী মাধবীকে প্রাপ্ত হইয়া কখন শৈল-কন্দরে কখন নদী-নির্ঝরে, কখন বাতায়ন-বিমানে, কখন উদ্যানে, কখন বনে, কখন বিচিত্র উপবনে, কখন রমণীয় হর্ম্ম্যতলে, কখন বা প্রাসাদ-শিখরে, কখন বা শয়ন-মন্দিরে, যেখানে ইচ্ছা পরম-সুখে কেলি করিতে লাগিলেন। সমনন্তর সময়ক্রমে তাঁহার নবীনভাস্কর-সদৃশ একটী নয়ন-মনোহর পুত্র জন্মিল। শিবি-নামা যে জগদ্বিখ্যাত ভূপতি, মহানুভব পার্থিব-কদম্বের চূড়ামণি স্বরূপ ছিলেন, তিনিই ঐ উশীনরের অঙ্গজ। হে রাজেন্! পুত্র প্রসূত হইলে গালব উশীনর-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বিনতা-নন্দন সুপর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদ কহিলেন, গরুড় গালবকে দেখিয়া হাস্য করত এই কথা বলিলেন, বিপ্র! সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি তোমাকে কৃতার্থ হইতে দেখিলাম। সুপর্ণের এই বাক্য শুনিয়া গালব উত্তর করিলেন, আমি কৃতার্থ হইব কি, আমার কার্য্যের এখনও চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে। তখন বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গরাজ কহিলেন, গালব! সে বিষয়ে তোমার আর যত্ন করিবার আবশ্যক নাই; তাহা কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইবার নহে। পুরাকালে ভগবান্ ঋচীক ঋষি কান্যকুব্জদেশীয় গাধি নরপতির সত্যবতী-নাম্নী দুহিতাকে ভার্য্যার্থ প্রার্থনা করায় গাধিরাজ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আমাকে শুল্ক স্বরূপে শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ এক দিকে শ্যামকর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন। ঋচীক "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক অশ্ব-তীর্থে অশ্ব লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। গাধিরাজ পুণ্ডরীক নামে একটি যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপে ঐ সমস্ত তুরঙ্গগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই রাজা হর্য্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর, প্রত্যেকে দুই দুই শত অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারি শতও বিক্রয়ার্থ পথি মধ্যে আনীত হইবার সময়ে দৈবক্রমে সেই খান হইতেই অপহৃত হইয়াছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া কোন কালেই সাধ্য নহে; সুতরাং এই কন্যাকেই অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের স্থানীয় করিয়া ছয়শত অশ্বের সহিত গুরুস্থানে সমর্পণ কর। হে দ্বিজসত্তম গালব! এইরূপ করিলেই তুমি বিগতমোহ ও কৃতকার্য্য হইবে। সুপর্ণের ঈদৃশ সৎপরামর্শ শ্রবণে গালব 'তাহাই হউক,' এই বলিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে অশ্বগণ ও কন্যাকে লইয়া বিশ্বামিত্র-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! আপনি যেরূপ অশ্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ছয় শত অশ্ব উপস্থিত, অপর দুই শতের পরিবর্ত্তে এই কন্যাটিকে প্রতিগ্রহ করুন। ইহাঁর গর্ভে তিনজন রাজর্ষির ধর্ম্ম-সম্মত তিনটি পুত্র প্রসূত হইয়াছে; সম্প্রতি আপনিও আর একটি নরোত্তম সন্তানের উৎপাদন করুন। এইরূপে আপনারও অষ্ট শত অশ্ব পূর্ণ হউক এবং আমিও আপনার নিকটে অঋণী হইয়া যথা-সুখে তপস্যা করি।

বিশ্বামিত্র বিহঙ্গরাজ সহ গালবকে এবং তাদৃশী বরারোহা ললনাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, গালব! পূর্ব্বেই আমাকে এই অমূল্য কন্যারত্নটি প্রদান কর নাই কেন? তাহা হইলে আমারই কুলপাবন পুত্র-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইতে পারিত। যাহা হউক, সম্প্রতি একটি সন্তানের নিমিত্তই তোমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি; অশ্বগুলিও আমার আশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করুক। সমনন্তর মহাদ্যুতি বিশ্বামিত্র মাধবীর সহিত যথাসুখে বিহারাদি করত কালক্রমে তাঁহার গর্ভে অষ্টকনামা একটি আত্মজ উৎপন্ন করিলেন এবং উৎপন্ন হইবামাত্রই তাহাকে ধর্ম্মে ও অর্থে সংযোজিত করিয়া সেই অশ্বগুলি সমর্পণ করিলেন। অষ্টক ধর্ম্মার্থ লাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সোমপুর-সদৃশ প্রভাশালী কোন নগরে গিয়া প্রবেশিলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রও শিষ্যকে কন্যা প্রত্যর্পণ করিয়া বনে গমন করিলেন। গালব সুপর্ণের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপে গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক প্রীতি-প্রফুল্ল-মানসে মাধবীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে বরারোহে! তুমি বসুমনা-প্রভৃতি যে চারিটী পুত্র রত্ন প্রসব করিলে তন্মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় দানপতি, একজন অসামান্য-শৌর্য্যশালী, এক জন সত্যধর্ম্মে নিরত এবং আর এক জন অসাধারণ যাজ্ঞিক। ঈদৃশ অনন্যসাধারণ গুণ-বিশিষ্ট কুমার-চতুষ্টয়-দ্বারা তুমি কেবল আপন পিতাকেই নহে, আর চারিজন রাজর্ষিকে এবং আমাকেও তারিত করিলে; অতএব হে সুমধ্যমে! সম্প্রতি আগমন কর। দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব কন্যাকে এইরূপ সম্ভাষণপূর্ব্বক পিতৃসন্নিধানে সমর্পণ করিয়া সর্পভোজী সুপর্ণের অনুমতি গ্রহণানন্তর অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, রাজা যযাতি নিজ কন্যা মাধবীর পুনর্ব্বার

স্বয়ম্বর করণে অভিলাষী হইলে তাঁহার দুই পুত্র পুরু ও যদু, ভগিনীকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া প্রয়াগের আশ্রম-পদে গমন-পূর্ব্বক আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় নাগ, যক্ষ, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, পক্ষী এবং শৈল বৃক্ষ ও বনাশ্রিত যাবতীয় জীবজন্তুগণের সমাগম হইল। তত্রত্য বিস্তীর্ণ কানন নানা দেশীয় নরেশ্বর ও ব্রহ্মকল্প ঋষিবৃন্দ-দ্বারা সর্ব্ব দিকেই সমাবৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে মহতী জনতা হইলে যখন বর-সমস্ত নির্দ্দিশ্যমান হইতে লাগিল, তখন বরবর্ণিনী যযাতি নন্দিনী অপর বর-নিকর পরিহার পুরঃসর অরণ্যকেই বর-রূপে বরণ করিলেন; অর্থাৎ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণকে নমস্কার করিয়া পুণ্যতম বনস্থলে আশ্রয় গ্রহণানন্তর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বনপ্রণয়িনী হইয়া মাধবী বিবিধ উপবাস, দীক্ষা ও প্রাণায়াম নিয়মাদি-দ্বারা আত্ম-লঘুতা সম্পাদন-পূর্ব্বক মৃগচারিণী হইলেন, অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি-পরিবর্জ্জন ও মৃগের ন্যায় বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে থাকিলেন। ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতা হইয়া তিনি বৈদূর্য্যাঙ্কুর-সদৃশ হরিতবর্ণ, মৃদু, তিক্ত অথচ মধুর উত্তম উত্তম শষ্প সকল ভোজন, পবিত্র নির্ঝরিণী-প্রবাহিত, সুরস, সুশীতল, সুবিমল পানীয় পান এবং ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-কুল-বর্জ্জিত, হরিণরাজি-বিরাজিত, দাব-দহন-বিরহিত, বিজন গহন মধ্যে মৃগীর ন্যায় মৃগগণের সহিত বিচরণ করত সুবিমল ধর্ম্মোপার্জ্জন করিলেন। এ দিকে রাজা যযাতি বহু সহস্র বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ব-রাজগণ-চরিত প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন। পুরু ও যদু নামক তাঁহার নরোত্তম নন্দন-যুগলের বংশ দ্বয় বর্দ্ধমান হইতে থাকিল। ঐ দুই বংশ হইতে নহুষ-তনয় ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন। মহর্ষিকল্প বিভব-সম্পন্ন নরপতি যযাতি স্বর্গলোকে অবস্থিত ও পূজিত হইয়া বহুগুণিত বহু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অনুত্তম স্বর্গসুখ-সম্ভোগ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে দৈবদুর্ব্বিপাকবশত মোহাচ্ছন্ন ও গর্ব্বাভিভূত-চিত্ত হইয়া তিনি সহ-সমাসীন মহীয়ান্ রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ-সন্নিধানে সমস্ত মানব, ঋষি ও অমরবৃন্দকে মনে মনে অবমাননা করিতে লাগিলেন। বল-নিসূদন দেবরাজ শক্র তৎক্ষণ মাত্র তাহার সেই ভাব বোধগম্য করিতে পারিলেন এবং সেই সকল রাজর্ষিবর্গও তাঁহাকে বারংবার ধিক্কার প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সকলে এইরূপ তর্ক করিতে থাকিলেন, এ ব্যক্তি কে? কোন্ রাজার পুত্র? কি প্রকারে এস্থলে স্বয়ং আগত হইল? কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা সিদ্ধ হইল? কোথায় তপস্যা করিল? কিরূপে স্বর্গলোকে বিজ্ঞাত হইল? কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে জানে? স্বর্গবাসী রাজর্ষি-প্রভৃতি সমুদায় লোকে যযাতির প্রতি এরূপ বিতর্ক করত পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমর-ভবনের শত শত দ্বার-রক্ষক, বিমানপাল ও আসনপাল সকলেও জিজ্ঞাসিত হইয়া এই উত্তর করিলেন, না, আমরা কেহই ইহাকে জানি না। এইরূপে সকলেরই জ্ঞান আবৃত হওয়ায় কোন ব্যক্তিই আর তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না; সুতরাং মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই তিনি একবারে তেজোহীন হইয়া পড়িলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, অনন্তর মহীপতি যযাতি বিঘূর্ণিত মানসে আসন হইতে প্রচলিত এবং স্বস্থান হইতে পরিচ্যুত হইলেন। প্রবলতর শোক সন্তাপে প্রপীড়িত হওয়ায় তাঁহার বিজ্ঞানভ্রংশ হইল, উজ্জ্বল মাল্যসমস্ত ম্লান হইয়া গেল, অঙ্গদ মুকুট-প্রভৃতি আভরণ ও বিচিত্র বসন-সকল স্খলিত হইয়া পড়িল এবং শরীরের সমুদায় অঙ্গই শিথিল ও ঘূর্ণায়মান হইতে থাকিল। তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি সকলকেই পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন, কখন কখন বা তাহাতেও বঞ্চিত হইতে থাকিলেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারেই শূন্য হইয়া তিনি মহীতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে শূন্যচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন 'হা! আমি ধর্ম্মহানিজনক এমন কি অশুভ বিষয়ের ভাবনা করিয়াছি, যদ্দ্বারা স্বস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইলাম? এইরূপ চিন্তাপরীত আসনপরিচ্যুত আলম্ব-শূন্য নরপতি যযাতিকে তত্রত্য রাজন্যগণ, সিদ্ধবর্গ ও অপ্সরা সকল কৌতুকের সহিত অবলোকন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ক্ষীণপুণ্য মানবগণের নিপাতনকারী কোন পুরুষ দেবরাজের শাসনক্রমে যযাতির সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, অহে পার্থিবপুত্র! তুমি অতি মদে মত্ত হইয়া কাহাকেও আর অবজ্ঞা করিতে অবশিষ্ট রাখ নাই; তোমার অভিমান-বশতই স্বর্গলোক ভ্রষ্ট হইল; তুমি আর এ স্থানে বসতি করিবার যোগ্য নহ, তোমাকে কেহই জানিতে পারিতেছেন না; অতএব যাও, শীঘ্র নিপতিত হও। ইহা শুনিয়া সদ্গতিশালী ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য নহুষ-নন্দন যযাতি "সাধুগণ-মধ্যেই পতিত হইব" বারত্রয় এই কথা বলিয়া কোথায় পড়িবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতর্দ্দন, বসুমনা, শিবি ও অষ্টকনামক নৃপচতুষ্টয় নৈমিষারণ্যে বাজপেয় যজ্ঞদ্বারা সুরেশ্বরের তৃপ্তিসাধন করিতেছিলেন দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাদিগের মধ্যেই পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞীয়ধূমরাজি স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত সমুত্থিত হইয়া যেন একটি অপূর্ব্ব স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়াছিল। জগতীপতি যযাতি তাহারই আঘ্রাণ পাইয়া ধরাগামিনী গঙ্গার ন্যায় সেই ধূমময়ী নদী অবলম্বন করত ভূতলে আসিয়া পড়িলেন। এইরূপে পুণ্যফলের অপচয় হওয়ায় তিনি নিজ দৌহিত্রভূত সেই সমুজ্জ্বল শোভান্বিত, যজ্ঞনিষ্ঠ, লোকপালোপম, প্রচণ্ড হুতাশনসদৃশ রাজসিংহ-চতুষ্টয় মধ্যে নিপতিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে শোভানিকরে দেদীপ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে? কোন্ দেশের কোন্ নগরের বন্ধু? আপনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কি রাক্ষস? এ স্থানে কোন্ অর্থই বা প্রার্থনা করেন? আকার দৃষ্টে বোধ হইতেছে, আপনি কখনই মনুষ্য হইবেন না। যযাতি কহিলেন, আমি রাজর্ষি যযাতি, ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হইলাম; সাধুগণ মধ্যে পতিত হইব, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করায় এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যেই নিপাতিত হইয়াছি। নৃপগণ কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! আপনার সেই সদভিলাষ সার্থক হউক, আপনি আমাদিগের ধর্ম্ম ও যজ্ঞের ফল প্রতিগ্রহ করুন। যযাতি বলিলেন, আমি ক্ষত্রিয়, প্রতিগ্রহাধিকারী ব্রাহ্মণ নহি; বিশেষত পরের পুণ্যক্ষয় করণে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নারদ কহিলেন যযাতি

এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্ম-চর্য্য-পরায়ণা মৃগচারিণী মাধবী সেই স্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই রাজ-চতুষ্টয় অভিবাদন-পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে তপোধনে! এ স্থানে আগমনের প্রয়োজন কি? আমরা সকলেই আপনার পুত্র; অতএব কোন্ আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণে তাপসী সাতিশয় হর্ষগদ্গদ-মানসে পিতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া চরণ বন্দন করিলেন এবং পুত্রগণের মস্তক-স্পর্শ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমার এই পুত্রেরা আপনার পর নহেন, সাক্ষাৎ দৌহিত্র; অতএব ইহাঁরাই আপনার পরিত্রাণ করিবেন। এ প্রথা কিছু আধুনিকী নহে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ শত শত ঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে। হে রাজন্! আমি আপনার দুহিতা মৃগচারিণী মাধবী; অতএব আমারও যে কিছু ধর্ম্মসঞ্চয় আছে, তাহার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করুন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, লোকে অপত্য কৃত-কর্ম্মের ফলভাগী হয় বলিয়াই দৌহিত্র কামনা করে; আমাকে গালব-হস্তে সমর্পণ করিবার সময়ে আপনি যে দৌহিত্রে অধিকারী থাকিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারও এই মাত্র তাৎপর্য্য। অনন্তর প্রতর্দ্দন-প্রভৃতি নরপাল চতুষ্টয় অবনতমস্তকে জননী চরণে প্রণাম করিয়া স্বর্গবিচ্যুত মাতামহের পরিত্রাণ কামনায়, পূর্ব্বে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে নমস্কার-পূর্ব্বক তারস্বর,সুস্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর স্বরে মেদিনী পরিপূর্ণা করত তাহাই পুনরায় কহিলেন। তাঁহাদিগের বাক্যাবসানে গালব ঋষিও বন হইতে সমাগত হইয়া যযাতিকে কহিলেন, মহারাজ! মদীয় তপস্যার অষ্টমাংশ-দ্বারা আপনি পুনর্ব্বার স্বর্গারোহণ করুন

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, নরপুঙ্গব মহীপতি যযাতি, প্রতর্দ্দনাদি সেই সমস্ত সাধুগণ-কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাত হইবামাত্র বিগত-মোহজ্বর, দিব্য-দেহ, দিব্য-মাল্যাম্বরধারী, দিব্যাভরণ-ভূষিত ও দিব্য গন্ধগুণ-সমন্বিত হইয়া ধরাতলে পাদস্পর্শ না করিয়াই পুনরায় স্বর্গমার্গে আরোহণ করিলেন। ইত্যবসরে লোক মধ্যে দানপতি বলিয়া বিখ্যাত, উদার-চরিত বসুমনা প্রথমত উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহীপতে! আমি ভূলোকস্থ সমস্ত জাতির প্রতি দ্বেষ, নিন্দা ও অবমানরাহিত্য-দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা আপনাকে তাহা প্রদান করিলাম, আপনি তাহার অধিকারী হউন। অপিচ আমি দানশীল, ক্ষমাশীল ও যজ্ঞনিষ্ঠ হইয়া যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতেও আপনি সংযোজিত হউন। অনন্তর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রতর্দ্দনও মাতামহকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি নিত্যকাল ধর্ম্মনিরত ও যুদ্ধ-পরায়ণ থাকিয়া ক্ষত্রিয়বংশের সমুচিত বীর শব্দনিবন্ধন যে পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা আপনি তাহাতে সংযোজিত হউন।

তৎপরে উশীনরপুত্র ধীমান্ শিবি এইরূপ সুমধুর বাক্য বিন্যাস করিলেন, হে রাজন্! আমি বালক অথবা অবলাগণের নিকটেও কখন মিথ্যা কথা কহি নাই, পরিহাস সময়ে, সমরে, পরাজয়ে, আপৎকালে অথবা দ্যূত ক্রীড়াদি ব্যসন সময়েও যে অনৃত ব্যবহার করি নাই, সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। যে সত্যের অনুরোধে আমি রাজ্য, কর্ম্ম, সুখ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি, সেই সত্যবলে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। যে সত্যের মাহাত্ম্যে ধর্ম্ম, পাবক ও শতক্রতু আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, সেই সত্য সহকারে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। অনন্তর কুশিক-বংশোদ্ভব মাধবী-তনয় রাজর্ষি-অষ্টকও বহুল যজ্ঞানুষ্ঠায়ী যযাতিকে এই কথা বলিবেন, প্রভো! আমি পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয়-প্রভৃতি যে অসংখ্য যজ্ঞ-সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায়ের ফলভাগী হউন। যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত আমি যে, ধন, রত্ন বা অন্যান্য পরিচ্ছদ, কোন বস্তুই নিয়োজিত করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই, সেই সত্যনিষ্ঠতা-সাহচর্য্যে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। এইরূপে দৌহিত্রভূত সেই ভূপাল-চতুষ্টয় যজ্ঞদানাদি-কৃত নিজ নিজ পুণ্যধর্ম্ম-সহকারে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি রাজের তৎক্ষণমাত্র পরিত্রাণ করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহাকে যেমন যেমন কহিতে লাগিলেন, সেই সেই পরিমাণে তিনি বসুমতীর সীমা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অমর নগরে প্রস্থিত হইতে থাকিলেন; সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশুদ্ধ রাজবংশ-চতুষ্টয়ে সম্ভূত সেই কুলপাবন মহানুভবেরাই মহাপ্রাজ্ঞ মাতামহকে স্বর্গারোহণ করাইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন পুণ্য-ফল প্রদান করিয়া পরিশেষে সকলেই সমবেত হইয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমরা সকলেই আপনার দৌহিত্র এবং সকলেই সর্ব্বধর্ম্মগুণান্বিত; অতএব আমাদিগের সেই সেই ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গারোহণ করুন।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, রাজা যযাতি ভূরিদক্ষিণাপ্রদ সাধুচরিত্র নিজ দৌহিত্রগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পুনর্ব্বার স্বর্গপুরে আরোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক তথায় অবস্থিত হইলেন। স্বকীয় সুকৃতসহকারে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তিনি দৌহিত্রফল-বিনির্জ্জিত নিশ্চল স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহুতর সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণে সমাকীর্ণ, পুণ্যগন্ধি পবিত্র পবন-হিল্লোলে আলিঙ্গিত এবং পরম শোভায় সমুদ্ভাসিত হইতে থাকিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নিরতিশয় প্রীতিসহকারে তাঁহার সম্মুখে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য দেবানুচরেরাও দুন্দুভি-শব্দদ্বারা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। বহুবিধ দেবর্ষি, রাজর্ষি ও সিদ্ধচারণগণ তাঁহার স্তব স্তুতি করিতে থাকিলেন এবং দেবতারাও অত্যুত্তম অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দিত করিলেন।

মহামতি যযাতি এইরূপে স্বর্গফল প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা, তাঁহাকে বচনামৃতদ্বারা পরিতৃপ্ত করত কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি লোকহিতকর বহুতর পুণ্য কর্ম্মদ্বারা চতুষ্পাদ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলে এবং এস্থলে তোমার কীর্ত্তিভাণ্ডারও অক্ষয় ছিল; কিন্তু তুমি আপন অবিচক্ষণতা দোষে সমস্ত স্বর্গবাসিগণের অন্তকরণ এরূপ অজ্ঞানাবৃত করিয়াছিলে যে, তৎকালে কেহই আর তোমাকে জানিতে পারেন নাই; সুতরাং সকলের

অপরিজ্ঞাত হওয়ায় তুমি তৎক্ষণমাত্র পাতিত হইয়াছিলে; সম্প্রতি স্বকীয় দৌহিত্রগণের প্রীতিদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া পুনরায় এস্থানে আগত হইয়াছ এবং স্বকর্ম্মবিনির্জ্জিত পুণ্যতম সুনিশ্চল চিরন্তন অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। যযাতি কহিলেন, ভগবন্ পিতামহ! আমার একটি মহান্ সংশয় আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে তাহার অপনোদন করিতে হইবে; আপনি বিদ্যমানে অন্যকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নহে; সে সংশয় এই, বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাপালন এবং যজ্ঞ-দানাদি অশেষবিধ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমি যে মহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা অল্পকাল মধ্যেই ক্ষীণ হইল কেন? কি অপরাধে আমি পাতিত হইলাম? হে মহাদ্যুতে! আমার নিমিত্ত যে শাশ্বত লোক সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কিছু আপনার অবিদিত নাই; সম্প্রতি কি নিমিত্ত সে সমুদায় বিনষ্ট হইল? পিতামহ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাপালন ও যজ্ঞদানাদি অনন্ত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া যে মহৎ ফল উপার্জ্জন করিয়াছিলে, একমাত্র অভিমান-দোষেই তাহার ক্ষয় হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তুমি স্বর্গবাসিগণকর্ত্তৃক ধিক্কৃত ও পাতিত হইয়াছিলে। হে রাজর্ষে! এই স্বর্গলোক ছিল, বল, অভিমান, হিংসা, বা শঠতা দ্বারা কখন নিত্যস্থায়ী হইতে পারে না; অতএব এই অবধি, না উত্তম না মধ্যম না অধম, কাহাকেও আর তুমি অবমাননা করিও না। তোমাকে অধিক কি বলিব, যাহারা অভিমানানলে দগ্ধ হয়, তাহাদিগের সদৃশ পাপীয়ান্ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হে রাজন্! যে সকল পুণ্যশীল মানব তোমার এই পতন ও আরোহণ বিষয়ক কথোপকথন করিবে, তাহারা ঘোরতর আপদ্গ্রস্ত হইলেও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

নারদ কহিলেন, হে মহীপতে! পূর্ব্বকালে যযাতি রাজা অভিমানবশত এবং গালব মুনি অতিমাত্র নির্ব্বন্ধ-হেতুক এই এই দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিতাভিলাষী পুরুষের হিতৈষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করা অতীব কর্ত্তব্য, নির্ব্বন্ধপরবশ হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে; যেহেতু নির্ব্বন্ধ দ্বারা কেবল ক্ষয়োৎপত্তি হইবারই সম্ভাবনা। অতএব হে গান্ধারে! তুমিও অভিমান ও ক্রোধ বিসর্জ্জন কর। হে বীর! যুদ্ধাড়ম্বর পরিহার করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ হও। হে রাজন্! লোকে যে কিছু দান করে এবং তপস্যা যজ্ঞ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করে, কদাপি তাহার অপচয় অথবা অনর্থক বিনাশ হয় না এবং কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিও তাহার ফলভাগী হইতে পারে না। ইহলোকে যে ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত বহু শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন মহানুভবগণের অভিমত, নানা প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা অবধারিত এই মহাফলোপধায়ক অনুত্তম উপাখ্যানটি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গদর্শী হইয়া বসুধা-রাজ্য সম্ভোগ করেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

নারদের বাক্য শেষ হইলে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ দেবর্ষে! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহাই যথার্থ; আমারও এইরূপ ইচ্ছা; কিন্তু কি করি, ইচ্ছা থাকিলেও আমার প্রভুত্ব নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র নারদকে এইরূপ কহিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে কেশব! তুমি আমাকে লোক হিতকর, স্বর্গসাধন, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়-সম্মত বাক্যই বলিয়াছ; কিন্তু হে তাত! আমি স্বয়ং স্বাধীন নহি, মন্দমতি দুর্য্যোধন কোন প্রকারেই আমার প্রিয়কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব হে মহাবাহো পুরুষোত্তম! মদীয় শাসনাতিবর্ত্তী ঐ অবোধ দুরাত্মাকে তুমিই অনুনীত করিতে যত্ন কর। ঐ পাপিষ্ঠ, প্রাজ্ঞতম বিদুরের, গান্ধারীর এবং ভীষ্ম-প্রভৃতি অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের সাধুক্তি শ্রবণ করে না; অতএব হে জনার্দ্দন! তুমিই ঐ পাপচিত্ত ক্রূরতম অচেতন দুর্য্যোধনকে অনুশাসিত কর। এইরূপ করিলেই তোমার সুহৃদের সমুচিত সুমহৎ কার্য্য করা হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সকল ধর্ম্মার্থ তত্ত্বাভিজ্ঞ কৃষ্ণ অমর্ষ-পরবশ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া এইরূপ সুমধুর বাক্যাবলি বিন্যাস করিতে লাগিলেন, হে কুরুসত্তম দুর্য্যোধন! আপনি যুদ্ধার্থ অতিমাত্র নির্ব্বন্ধযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আপনার শান্তির নিমিত্ত আমি এই যে কথা বলিতেছি, সবিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক ইহা বোধগম্য করুন। হে ভারত! আপনি মহাপণ্ডিতকুলে উৎপন্ন, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন এবং ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বগুণে সমন্বিত; অতএব মদীয় বাক্যানুযায়ী সাধু-ব্যবহার করা আপনার অতীব কর্ত্তব্য। হে তাত! আপনার বিবেচনায় সম্প্রতি যে কর্ম্মটি কর্ত্তব্যবলিয়া অবধারিত হইতেছে, তাহা দুষ্কুলজাত, দুরাত্মা, নৃশংস ও নির্লজ্জ লোকেরাই করিয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ! এই অখিল বসুন্ধরামধ্যে সাধু মানবগণের প্রবৃত্তিই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত দৃষ্টি করা যায়; অসৎ লোকদিগের পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি করে, তাহা প্রায়ই অধর্ম্মানুগত ও অনর্থপূর্ণ হয়। সম্প্রতি আপনাতেও সেই বিপরীতা প্রবৃত্তিই পুনঃপুনঃ সংলক্ষিত হইতেছে। ঈদৃশ দুষ্প্রবৃত্তিতে যে ঐকান্তিক অনুবন্ধ, তাহা নিতান্তই অধর্ম্মানুগত, ভয়াবহ ও মহা অনিষ্টজনক; এমন কি, উহা প্রাণপর্য্যন্ত হরণ করিতে পারে। এতাদৃশ অনর্থকর অনুবন্ধের কোন বিশিষ্ট কারণও দৃষ্ট হয় না; বিশেষত তাহা রক্ষা করিবারও আপনার সাধ্য নাই। অতএব হে পরন্তপ! যদি উক্ত অনর্থ পরিহারপূর্ব্বক আত্মকল্যাণ-সাধনে ইচ্ছা থাকে, যদি ভ্রাতৃবর্গ, ভৃত্যগণ ও মিত্রসঙ্কুলের অধর্ম্মপূর্ণ অযশস্কর কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষ হয়, তবে অসীম শৌর্য্যশালী, অসামান্যপ্রজ্ঞা-সমন্বিত, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন; তাহা হইলেই উক্ত অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবে। সন্ধি করিলে কেবল আপনারই উপকার হইবে, এমন নহে; তদ্দ্বারা মহামতি ধৃতরাষ্ট্রের এবং ভীষ্ম দ্রোণ, বিদুর, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি প্রভৃতি যাবতীয় সাধুমিত্র ও জ্ঞাতিগণের অনুত্তম হিতসাধন ও সাতিশয় প্রীতি-সঞ্চার হইবে। হে তাত! আপনাদিগের শান্তিতে সমস্ত জগতেরই বহুল সুমঙ্গলের সম্ভাবনা। হে ভরতর্ষভ! আপনি সাধুকুলে প্রসূত, শ্রীমান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও দয়াশীল; সুতরাং জনক জননীর শাসনে অবস্থান করা আপনার নিতান্তই কর্ত্তব্য। হে তাতভরত! পিতা যেরূপ শাসন করেন, সং-

পুত্রেরা তাহাই শ্রেয় জ্ঞান করেন। কোন ঘোরতর আপদে পতিত হইলেও লোকে পিতার শাসন স্মরণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি আপনার পিতার এই স্পৃহা হইতেছে যে, পাণ্ডবদিগের সহিত মিলন হয়; অতএব অমাত্যবর্গের সহিত আপনারও তাহাতে স্পৃহা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুহৃদ্গণের শাসন শ্রবণ করিয়া গ্রহণ না করে, স্বকর্ম্ম ফলের পরিপাকান্তে উহা ভক্ষিত মহাকাল ফলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। মোহপ্রযুক্ত যে মানব হিত বাক্য প্রতিপাদন না করে, সে দীর্ঘসূত্র ও হীনার্থ হইয়া অবশ্যই পশ্চাত্তাপে যোজিত হয়। পরন্তু যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আত্মমত পরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্বেই সেই হিতবাক্য স্বীকার করিয়া লন, তিনি ইহলোকে পরম সুখে সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রতিকূল বোধে হিতৈষী মিত্রের বাক্যগ্রাহ্য না করিয়া অসৎলোকদিগের বাস্তবিক প্রতিকূল বচন শ্রবণ করে, সে অবশ্যই শত্রুদলের বশগামী হয়। যে অভাজন, সচ্চরিত্র মানবগণের সাধু মত অতিক্রম করিয়া অসৎব্যক্তিসকলের মতানুবর্ত্তী হয়, তাহার সুহৃদ্বর্গ অচিরেই তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া শোক করিতে থাকেন। যে অবিচক্ষণ নরপতি, গুণগরিষ্ঠ প্রধান অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্টতম দুরাশয় মন্ত্রিসকলের সমাদর করে, সে ঘোরতর আপদ্ সাগরে পতিত হইয়া কোন কালেও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। হে ভারত! যে বৃথাচারী মৎসরী মহীপতি, সাধু মিত্রদিগের কল্যাণকর বচনে কর্ণপাত না করিয়া যথার্থ আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ এবং অপর ব্যক্তি সকলের গৌরব করে, সুজন বশ্যা বসুন্ধরা নিশ্চয়ই তাহাকে পরিত্যাগ করেন। হে ভরতর্ষভ! আপনিও সেই বীর শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট, অসমর্থ, মূঢ়লোক সকল হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছেন। এই জগতীতলে আপনা ভিন্ন আর কোন্ মানব বাসবসম মহারথ জ্ঞাতি সকলকে অতিক্রম করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের আশংসা করে? আপনি কুন্তীপুত্রদিগকে জন্মাবধি নিত্য কাল ক্লেশ দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ তাহাতেও আপনার প্রতি কদাপি কুপিত হন নাই। অতএব হে মহাবাহো! আপনি আজন্ম কপট ব্যবহার করিলেও সেই মহাযশস্বী পরমাত্মীয় প্রধান বান্ধবগণ আপনার প্রতি যেমন সম্পূর্ণ সদাচরণ করিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ আপনারও কর্ত্তব্য যে, রোষপরবশ না হইয়া এখনও তাঁহাদিগের প্রতি সাধু ব্যবহার করেন। হে ভরতর্ষভ! প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিচক্ষণ মানবগণ যে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করেন, তাহা প্রায়ই ত্রিবর্গযুক্ত অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্বলিত হয়। এককালে ত্রিবর্গ লাভের অসম্ভব হইলে তাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থের অনুরোধ করেন। যদি ধর্ম্মার্থকামের এক একটী লাভ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উত্তম প্রকৃতি পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ধর্ম্মেরই অনুসরণ করেন; মধ্যম প্রকৃতি লোকেরা কলহাস্পদ স্বর্গলাভে উদ্যুক্ত হয় এবং নীচ-প্রকৃতি অবোধ নরাধমেরা কেবল কামেরই অনুরোধ রক্ষা করে। ইন্দ্রিয়-বশীকৃত যে মূঢ়মতি লোভহেতুক ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি দিয়া কোন জঘন্য উপায়ের দ্বারা কামার্থ লাভের বাসনা করে, সে নিয়তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কামার্থ-লাভে অভিলাষী হইবে, সে অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবে; যে হেতু অর্থ অথবা কাম কদাপি ধর্ম্ম হইতে অপগত হয় না অর্থাৎ ধর্ম্মানুগত না হইলে অর্থ কামের সার্থকতা হইতে পারে না। হে বিশাম্পতে! পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকেই ত্রিবর্গলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; কেন না যে কোন মতিমান মানব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গলোভে সমুৎসুক হন, তিনি শুষ্ক তৃণ-রাশি-মধ্যে অগ্নির ন্যায় ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। হে তাত ভরতর্ষভ! আপনি কেবল অনুপায় দ্বারাই সকল রাজগণ মধ্যে প্রথিত, অসীম-সমৃদ্ধি সমুদ্ভাসিত, সুমহৎ সাম্রাজ্য লাভের অভিলাষ করিতেছেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার-নিরত সচ্চরিত্র মানবগণের প্রতি কপটতাচরণ করে, সে কুঠার দ্বারা বনের ন্যায়, অবশ্যই আপনাকে ছিন্ন করে। যাহার পরাভব ইচ্ছা না করিবে, তাহার মতিচ্ছেদ করিবে না; কেন না মতিভ্রংশ না হইলেই সেই ব্যক্তির চিত্ত কল্যাণ কর বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে পারে। হে ভারত! আত্ম-কল্যাণকামী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, মহানুভব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন প্রাকৃত মনুষ্যকেও কখন অবমাননা করেন না। যে ব্যক্তি অমর্ষ-পরবশ হয়, তাহার আর কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ থাকে না; দেখুন, লোক-বেদ-প্রসিদ্ধ সুবিস্তারিত প্রমাণ সমস্তও তাহার নিকটে ছিন্ন ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। হে ভ্রাতঃ! দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সঙ্গত হওয়াই আপনার সর্ব্বথা শ্রেয়; যে হেতু তাঁহারা আপনার প্রীতিসম্পাদনে নিরত হইলে আপনি সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। হে নৃপসত্তম! একবার মনে করিয়া দেখুন, আপনি পাণ্ডবদিগের বিনির্জ্জিত বসুধা-রাজ্য সম্ভোগ করত সেই পাণ্ডবগণকেই পশ্চাৎ করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের আশংসা করিতেছেন;—দুর্ব্বিসহ, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি কুসচিবনিচয়ে ঐশ্বর্য্য-সমাধানপূর্ব্বক কল্যাণ লাভে সমুৎসুক হইতেছেন। পরন্তু পাণ্ডবদিগের সহিত ইহাঁরা না জ্ঞানে, না ধর্ম্মার্থে, না বিক্রমে, কিছুতেই তুল্য নহেন। কেবল ইহাঁরাই কেন? এই সমবেত সমস্ত ভূপালেরাও সমর-সময়ে ক্রোধপরীত ভীমসেনের প্রখর মুখপ্রভা সন্দর্শনে সমর্থ হইতে পারেন না। হে মহাবাহো! এই সন্নিহিত সমগ্র পার্থিব বল—এই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ ভূরিশ্রবা সৌমদত্তি অশ্বত্থামা জয়দ্রথ প্রভৃতি মহা মহা বীর সকল আপনার সহায়ভূত রহিয়াছেন, কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে ইহাঁরা সকলেই অক্ষম। ইহাঁদিগের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্বলোকে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিতে পারেন না; অতএব হে ভ্রাতঃ! আপনি যুদ্ধ বিষয়ে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না। আপনার এই সমগ্র সৈন্যদলমধ্যে এমন একটি লোক অন্বেষণ করিয়া দেখুন দেখি, যিনি সমরে অর্জ্জুনের হস্তে পতিত হইয়া সুস্থ শরীরে কুশলে গৃহে গমন করিতে পারেন? যাহার জয় হইলে আপনার জয় হয়, অগ্রে এমন কোন সমর্থ পুরুষ প্রদর্শন করুন, নতুবা অনর্থক জনক্ষয় করিবার প্রয়োজন কি? যিনি খাণ্ডবপ্রস্থে গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর ও পন্নগচয়-সম্বলিত অখিল অমরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই অলৌকিক শৌর্য্যশালী তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে? বিরাটনগর-সংক্রান্ত যে সুমহৎ অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, একাকী ধনঞ্জয়ের সহিত বহু-

সংখ্য মানবীয় সংগ্রামের তাহাই পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। অন্তের কথা কি আছে, ত্রিপুরবিজয়ী সাক্ষাৎ মহাদেব যাঁহার যুদ্ধে সন্তোষিত হইয়াছেন, সেই অসামান্য-বীর্য্যবল-সম্পন্ন শূরাগ্রগণ্য, অজেয় দুষ্প্রধর্ষ অচ্যুত জিষ্ণুকে জয় করিবার আশংসা করিতেছেন; ইহার দ্বারা আপনার যে কত দূর দুরাশা প্রকাশ পাইতেছে তাহা আর বলিবার নহে। সমরাঙ্গনে প্রতিকূলে প্রধাবিত সংসহকৃত পার্থকে আহ্বান করিতে কোন্ মানব সাহসী হইতে পারে? মানব কি? সাক্ষাৎ পুরন্দরও সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারে, সে বাহু-যুগল দ্বারা ধরাতল উত্তোলন করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া যাবতীয় প্রজাপুঞ্জকে দগ্ধ করিতে পারে এবং দেবগণকেও স্বর্গ-বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে নরাধিপ! আপনি পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও অন্যান্য সম্বন্ধিগণের প্রতি একবার দৃষ্টি-পাত করুন; ভরতবংশসম্ভূত এই সমস্ত উত্তম উত্তম বীরবর্গ যেন আপনার নিমিত্ত বিনষ্ট না হন; কৌরবগণের এই সুপ্রতিষ্ঠিত, সুমহৎ কুলের যেন এককালে পরাভব ও শেষ হইয়া না যায়; এবং লোকে যেন "নষ্টকীর্ত্তি কুলঘ্ন' বলিয়া আপনার নিন্দা না করে। সন্ধি করিলে মহারথ পাণ্ডবেরা আপনাকেই যৌবরাজ্যে এবং জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজ্যে সংস্থাপিত করিবেন। অতএব হে ভ্রাতঃ! সমাগম সমুদ্যতা রাজলক্ষ্মীর প্রতি অবমাননা করিবেন না। পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া আপনি মহতী লক্ষ্মী লাভ করিবেন। আপনি সুহৃদ্গণের বাক্য রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সঙ্গত হইলেই আত্মীয় মিত্রগণের পরম প্রীতিভাজন হইয়া স্থিরতর কল্যাণ-লাভে সমর্থ হইবেন।

চতুর্স্তিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! কেশবের বাক্য শুনিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অমর্ষবশীকৃত দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! সুহৃদ্গণের শান্তি কামনায় মহাত্মা কৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বলিলেন, রোষের বশবর্ত্তী না হইয়া সর্ব্বথা তাহারই অনুসরণ কর। মহানুভব কেশবের এই অনুত্তম উপদেশ বচন অবহেলন করিলে কিছুতেই আর তোমার শ্রেয় নাই; তুমি কস্মিন্ কালেও প্রকৃত সুখ ও কল্যাণের সন্দর্শন পাইবে না। হে রাজন্! মহাবাহু বাসুদেব তোমাকে ধর্ম্মার্থের অনুগত প্রকৃষ্ট ইষ্টসাধন বাক্যই বলিয়াছেন; অতএব তুমি একান্ত চিত্তে তাহা স্বীকার করিয়া লও; অনর্থক প্রজাক্ষয় করিও না। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! মহামতি কুরুপতি, প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্র ও বিচক্ষণ বিদুর ইঁহাদিগের অর্থযুক্ত তথ্য বাক্য অতিক্রম করিলে তুমি অন্ধরাজ জীবিত থাকিতেই, ঘোরতর দৌরাত্ম্যবশত, সমস্ত ভূপতিগণ মধ্যে সমধিক-সমৃদ্ধি-প্রজ্বলিতা এই মহতী ভারতী লক্ষ্মীর ধ্বংস বিধান করিবে এবং অহঙ্কার মদে মত্ত হইয়া পুত্র ভ্রাতৃ বান্ধব ও অমাত্যবর্গের সহিত আপনাকেও জীবন-ধনে বঞ্চিত করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে তাত! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কুলঘাতী, কুপুরুষ, দুষ্টমতি ও কুপথগামী হইয়া জনকজননীকে দুস্তর শোক-সাগরে নিমগ্ন করিও না। ভীষ্ম এই বলিয়া নিরস্ত হইলে পর দ্রোণাচার্য্য অমর্ষবশীভূত ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগকারী দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বৎস! কেশব ও শান্তনুতনয় ভীষ্ম তোমাকে যে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, তুমি অনন্যমনা হইয়া তাহাই ভজনা কর। হে নরাধিপ! ইঁহারা মহাপ্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত ও বহুশ্রুত; বিশেষত উভয়েই তোমার পরম হিতৈষী; সুতরাং ইঁহারা তোমাকে হিতবাক্যই বলিয়াছেন, অতএব তুমি নিঃসংশয়ে তাহা ভজনা কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ পরন্তপ! কৃষ্ণ ও ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠান কর; বুদ্ধির মোহবশত কোন ক্রমে মাধবকে অবজ্ঞা করিও না। এই কর্ণ প্রভৃতি যে সমস্ত কুমন্ত্রিগণ নিরন্তর উত্তেজনা দ্বারা তোমাকে উৎসাহান্বিত করিতেছে, ইহারা কোন কালেও তোমার বিজয় সাধনে সমর্থ হইবে না; সমর সময়ে ইহারা পরের গ্রীবায় বৈর অর্পণ করিয়া নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত থাকিবে। অতএব হে নরাধিপ! সমস্ত প্রজাবর্গ এবং পুত্র ভ্রাতৃ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে নিরর্থক বিনষ্ট করিও না; তুমি ইহা স্থির জান, যে সৈন্যমধ্যে বাসুদেব ও অর্জ্জুন বিরাজ করেন, তাহা নিতান্তই অজেয়। হে তাত ভারত! সুহৃদ্বর কৃষ্ণ ও ভীষ্মের অভিমত এই সত্য বাক্যে যদি আস্থা না কর, তবে অবশ্যই পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে। অর্জ্জুনের বিষয়ে জামদগ্ন্য ঋষি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষাও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। দেবকী-নন্দন মধুসূদনের কথা আর কি কহিব, দেবতারাও ইঁহার প্রতাপানল সহ্য করিতে পারেন না। হে ভরতর্ষভ! তোমার নিকটে প্রিয় ও সুখকর বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেই বা কি হইবে? সুহৃদ্গণের যে কিছু বলা কর্ত্তব্য, তাহা সকলই উক্ত হইল; এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, কর। তোমাকে পুনর্ব্বার আর কোন কথা বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, আচার্য্যের বাক্যাবসানে মহামতি বিদুরও অমর্ষণ দুর্য্যোধনের মুখাবলোকনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ভরত-সত্তম! আমি তোমার নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না, কিন্তু এই যে বৃদ্ধ-দম্পতী, তোমার মাতা আর পিতা (যাঁহারা শত্রু স্বরূপ তোমাকে সহায় পাইয়া অবশ্যই অসহায় হইবেন) ইহাদিগের নিমিত্তই শোকাকুল হইতেছি। অহহ! ঈদৃশ কুলঘ্ন পাপাত্মা কুপুরুষ পুত্র উৎপন্ন করিয়া ইঁহারা যে হত-মিত্র, হতামাত্য, অনাথ ও ভিক্ষুক হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষিযুগলের ন্যায়, শোক করিতে করিতে এই পৃথিবী-তলে বিচরণ করিবেন, তাহাই অসহ্য। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতৃগণের সহিত সমাসীন রাজবৃন্দে পরিবারিত দুর্য্যোধনকে স্বয়ং কহিতে লাগিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! মহাত্মা কৃষ্ণ তোমাকে অক্ষয় যোগক্ষেমসমন্বিত নিরতিশয় শুভাবহ এই যে বাক্য বলিলেন, নিবিষ্টচিত্তে ইহার ভাবার্থ বোধগম্য করিয়া গ্রহণ কর। এই অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ আমাদিগের সহায় হইলে আমরা সকল রাজগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই। অতএব হে তাত! কেশবের সাহায্যে সন্ধিসূত্রে সম্যক্ সম্বন্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলন কর। ভারতকুলের এই সম্পূর্ণ অনাময় স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান কর। আচার্য্যস্বরূপ বাসুদেবের উপদেশানুসারে শান্তি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হও। আমার বিবেচনায় সন্ধি করিবার এই যথার্থ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব কদাচ ইহার অতিক্রম করিও না। দয়াবান্ কেশব তোমার হিতার্থ সম্পাদন নিমি-

কই শান্তি প্রার্থনা করত এই সকল বাক্য বিন্যাস করিলেন, এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া যদি তুমি ইহাঁকে প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অবমাননা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পরাভব হইবে।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রবাক্য শ্রবণে ভীষ্ম ও দ্রোণ তাহা যুক্তিযুক্ত নিশ্চয় করিয়া উভয়েই সেই শাসনাতিবর্ত্তী সুযোধনকে এই কথা বলিলেন, হে ভারত! যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত না হইতেছেন, যে পর্য্যন্ত গাণ্ডীব কোদণ্ড স্থিরভাবে আছে, পুরোহিত ধৌম্য যে পর্য্যন্ত যজ্ঞায় হুতাশনে শত্রুবলের হবন না করিতেছেন; লজ্জানুরোধী মহাধনু যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া যে পর্য্যন্ত তোমার সেনার উপর কটাক্ষপাত না করিতেছেন; সেই ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত না হইতে হইতে বিরোধের শান্তি হউক। প্রচণ্ডধন্বা ভীমসেন স্বকীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথের পথিক না হইতেছেন এবং দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে করিয়া যে পর্য্যন্ত অরাতি সৈন্যসাগর মন্থন করত ইতস্তত বিচরণ না করিতেছেন, সেই ভীষণ সময় সমাগত না হইতেই বিরোধের উপশম সহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন হউক। বৃকোদরের বীরঘাতিনী গদার আঘাতে যে পর্য্যন্ত গজযোধগণের মস্তক সমস্ত, কালপক্ক তাল ফল নিচয়ের ন্যায়, সমরাঙ্গনে পাতিত না হইতেছে; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। যে পর্য্যন্ত নকুল, সহদেব, দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, শিখণ্ডী, শিশুপালপুত্র প্রভৃতি কৃতাস্ত্র বীরগণ বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক, মহার্ণব মধ্যে কুম্ভীরনিবহের ন্যায়, অপার সৈন্যজলধিজলে নিমজ্জন করত অনবরত শস্ত্রধারা বর্ষণ দ্বারা মহামারীর সৃষ্টি না করিতেছেন; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। যে পর্য্যন্ত নরপালসকলের সুকুমার শরীরনিকরে খরতর শররাশি নিপতিত না হইতেছে; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। পাণ্ডবদিগের ক্ষিপ্রকারী, মহাধনুর্দ্ধারী, অতিদূরস্থ লক্ষ্যবেধী, কৃতাস্ত্র সৈনিকেরা যে পর্য্যন্ত ত্বদীয় যোধগণের চন্দনাগুরু-পরিলিপ্ত, হার মণি-সমুদ্ভাসিত বক্ষঃস্থলনিচয়ে লৌহময় মহাস্ত্র সমস্ত বিনিবেশিত না করিতেছে, সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। হে রাজন্! নৃপকুঞ্জর-সুদক্ষিণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে মস্তকাবনমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে দেখিয়া বাহু-যুগল দ্বারা গ্রহণ করুন; শান্তির উদ্দেশে ধ্বজাঙ্কুশ-পতাকা-চিহ্নিত দক্ষিণ হস্তটি তোমার স্কন্ধদেশে বিন্যস্ত করুন এবং তুমি উপবিষ্ট হইলে, রত্নৌষধি-সমন্বিত সমুজ্জ্বল-রত্নাঙ্গুরীয়-শোভিত করতল দ্বারা তোমার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করুন। হে ভরতর্ষভ! শাল-স্কন্ধ মহাবাহু বৃকোদর তোমার সহিত আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্ববাদ সহকারে শান্তি নিমিত্ত কথোপকথন করুন। অর্জ্জুন ও যমজ সোদরদ্বয় তোমাকে অভিবাদন করিলে তুমি মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া তাহাদিগের সহিত প্রীতি-পূর্ব্বক সম্ভাষণ কর। হে পার্থিব! তোমাকে বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত দেখিয়া যাবতীয় নরাধিপগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। অখিল মহীপালবর্গের রাজধানী-নিকরে পরস্পর সৌহার্দ্দের ঘোষণা হইতে থাকুক। অধিক আর কি বলিব, তুমি ভ্রাতৃভাবে বসুধালক্ষ্মী সম্ভোগ করত প্রবল মানস জ্বর হইতে বিমুক্ত হও।

ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কুরুসভা মধ্যে অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবাহু যশস্বী বাসুদেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কেশব! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক বলা উচিত ছিল। হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণের ভক্তিবাদে বশীভূত হইয়া উক্তরূপ সম্ভাষণ দ্বারা বিনা কারণে আমার সবিশেষ নিন্দা করিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি বলাবল বিবেচনা করিয়া চিরকাল আমার এইরূপ কুৎসা করেন? কেবল আপনিই নহেন; ক্ষত্তা, রাজা, আচার্য্য ও পিতামহ, ইহাঁরাও অন্যান্য রাজগণ মধ্যে আর কাহাকেও না করিয়া শুদ্ধ আমাকেই নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি আত্মকৃত কোন ব্যভিচারই দেখিতে পাই না, অথচ আপনারা ও অপরাপর নৃপতিবর্গ, সকলেই আমার প্রতি বিদ্বেষ করেন। হে অরিন্দম কেশব! আমি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়াও আপনার কোন গুরুতর অপরাধ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। গুরুতর কেন? আমার অণুমাত্র দোষও লক্ষিত হয় না। হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণের প্রেমাস্পদ অভিমত দ্যূত ক্রীড়ায় শকুনি যে তাহাদিগের রাজ্য জিতিয়া লইয়াছেন, তাহাতে আমার দুষ্কৃত কি আছে? বরং তৎকালে যে কিছু ধন জিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিতে অনুজ্ঞা দিয়াছিলাম। হে বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ! পাশক্রীড়ায় পুনরায় পরাজিত হইয়া অজেয় পাণ্ডবেরা যে বনে প্রব্রজিত হইয়াছিল, তাহাতেই বা আমাদিগের অপরাধ কি? হে কৃষ্ণ! তাহারা কোন্ অপবাদে আমাদিগকে শত্রু বলিয়া স্থির করে এবং অশক্ত হইয়াও প্রতিকূলবর্ত্তী অরাতির ন্যায় মহাহর্ষ সহকারে আমাদিগের সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়? আমরা তাহাদিগের কি হানি করিয়াছি? কি অপরাধে তাহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকলের হিংসা করিতে অভিলাষ করে? আমরা কি কোন উগ্রতর কর্ম্ম বা বাক্য দ্বারা ভ্রষ্ট-জ্ঞান হইয়া ভয়প্রযুক্ত তাহাদিগের নিকটে প্রণত হইব? কদাচ নহে; সাক্ষাৎ দেবরাজ আইলেও আমরা কিছুমাত্র ভীত হইব না। হে শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ! আমি ক্ষত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী এমন কোন মনুষ্যকেই দেখিতে পাই না, যে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে উৎসাহী হইতে পারে। হে মধুসূদন! পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি মদীয় বীরবর্গকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। হে মাধব! স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যদিচ দৈবক্রমে আমরা সংগ্রামে যথাকালে নিধন প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও আমাদিগের স্বর্গলাভ হইবে। হে জনার্দ্দন! আমরা সমরে শর-শয্যায় শয়ান হই, ইহাই আমাদিগের ক্ষত্রিয় কুলের পরম ধর্ম্ম। অতএব হে মাধব! আমরা শত্রুগণের নিকটে প্রণত না হইয়া বীর শয্যায় শয়ন করিলেও উহা আমাদিগকে কিছুমাত্র পরিতাপিত করিবে না। বীরকুলে উৎপন্ন হইয়া কোন্ ক্ষত্রধর্ম্মজীবী পুরুষ কেবল জীবন রক্ষণে তৎপর হইয়াই শত্রু সমীপে প্রণত হয়? আত্ম-হিতাভিলাষী বিচক্ষণ ক্ষত্রিয়েরা "নিয়তই উদ্যমশীল

হইবে, কোন ক্রমে অবনত হইবে না; যে হেতু উদ্যমই পুরুষকার; বরং অপর্ব্বস্থানে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোন কালে নত হইবে না", মাতঙ্গ মুনির এই বচনটি সর্ব্বদা সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। মদ্বিধ ক্ষত্রিয়েরা অন্য কাহাকেও চিন্তা না করিয়া ধর্ম্মের নিমিত্ত কেবল ব্রাহ্মণদিগকেই প্রণাম করিবে; পরন্ত অন্যের সহিত, মাতঙ্গ মুনির উক্ত বচনানুসারে যাবজ্জীবন ব্যবহার করিবে; ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম এবং ইহাই আমার নিয়ত মত-সিদ্ধ। হে কেশব! পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে আমার পিতা যে রাজ্যাংশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে তাহা আর কস্মিন্ কালেও পুনরায় লভ্য হইবার নহে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যে পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত কি আমরা, কি তাহারা সকলকেই ন্যস্তশস্ত্র হইয়া তাঁহারই উপজীবী হইতে হইবে। হে জনার্দ্দন! যৎকালে আমি বালক ও পরাধীন ছিলাম, তখন পিতা, অজ্ঞানপ্রযুক্তই হউক অথবা ভয়প্রযুক্তই হউক, আমার রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা আর কোন প্রকারে দাতব্য হইতে পারে না। হে বৃষ্ণি-নন্দন মহাবাহো কেশব! সম্প্রতি দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে, তাহারা কোন কালেও তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারিবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যাবৎ-পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, আমাদিগের রাজ্য হইতে তাহাও পাণ্ডবদিগের প্রতি অর্পিত হইবে না।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ রোষকষায়িত-লোচনে দুর্য্যোধনের প্রতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক কুরু-সভামধ্যে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, অহে দুর্য্যোধন! স্থির হও; তুমি অমাত্যবর্গের সহিত অবশ্যই বীর-শয্যা লাভ করিবে;—অচিরেই এই অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে; যে হেতু ঘোরতর সমর ব্যাপার নিঃসন্দেহ উপস্থিত হইবে। রে মূঢ়মতে! তুমি যে মনে করিতেছ, 'পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই' তাহা সমস্ত নরাধিপেরাই বোধগম্য করুন। হে ভারত! তুমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের অসীম ঐশ্বর্য্য-সন্দর্শনে তপ্যমান হইয়া শকুনির সহিত কুমন্ত্রণাপূর্ব্বক দ্যূত-ক্রীড়া রূপ যে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়াছিলে, তাহা কাহার না বিদিত আছে? হে তাত! সেই সরল স্বভাব শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাতিগণ যে কুটিলাচার শকুনির সহিত তাদৃশ অন্যায্য কর্ম্মের উপাসনা করিতে সম্যক্‌রূপে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? হে মহাপ্রাজ্ঞ! অক্ষ-ক্রীড়ায় সাধু মানবগণের মতিভ্রংশ হয় এবং অসৎ লোকদিগের সুহৃদ্ভেদ ও নানা প্রকার বিপদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তুমিও সাধুশীল ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া কেবল পাপানুবন্ধী দুরাচারগণের কুমন্ত্রণায় সেই দুষ্ট দ্যূতনিবন্ধন ঘোরতর ব্যসনের সূত্রপাত করিয়াছ। তুমি পাণ্ডবদিগের প্রাণ হইতেও গরীয়সী মহাকুল-সম্ভূতা শীলসম্পন্না প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভামধ্যে আনয়নপূর্ব্বক বহুতর কটূক্তি দ্বারা যাদৃশ দুঃসহ দুঃখ প্রদান করিয়াছিলে এই পৃথিবীতলে আর কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃ-ভার্য্যার তাদৃশ দুরবস্থা করিতে সমর্থ হয়? অপিচ সেই পরন্তপ কুন্তী পুত্রেরা যৎকালে বনে গমন করেন, তখন দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, সমস্ত কৌরবগণমধ্যে তৎসমুদায় কাহার অগোচর আছে? কোন্ সাধু পুরুষ সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র, সতত ধর্ম্মচারী, অলুব্ধ, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি ঈদৃশ অযুক্ত ব্যবহার করেন? নিষ্ঠুর অনার্য্য নরাধমগণের যেরূপ উক্তি করা উচিত, তাহাই কর্ণ, দুঃশাসন এবং তুমি বারংবার ব্যক্ত করিয়াছিলে। পাণ্ডবেরা যখন বালক ছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে মাতার সহিত বারণাবতে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত তুমি পরম যত্নবান্ হইয়াছিলে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তোমার সে যত্ন সিদ্ধ হয় নাই। সেই বিষক্তর দুষ্টাভিসন্ধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাঁহারা একচক্রা নগরীতে কোন ব্রাহ্মণের আলয়ে জননীর সহিত সুচিরকাল ছদ্মবেশে বাস করিয়াছিলেন। আরও দেখ, তুমি বিষ প্রয়োগ সর্পবন্ধনাদি সর্ব্ব প্রকার উপায় সহকারে তাঁহাদিগের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। অতএব এতাদৃশ নিদারুণ দুর্ব্বুদ্ধি-পরবশ হইয়া সেই মহানুভব পাণ্ডবগণের যখন পদে পদে অনিষ্টাচরণ করিয়াছ, তখন আর কি বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটে তোমার অপরাধ হয় নাই? রে পাপাত্মন্! তাঁহারা প্রার্থনা করিলেও তাঁহাদিগের পৈতৃক অংশ প্রদান করিতে তুমি এক্ষণে অসম্মত হইতেছ বটে, কিন্তু যখন ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হইবে, তখনই তাহা প্রদান করিতে হইবে। হা! কি আশ্চর্য্য? তুমি চিরকাল ঘোরতর অনার্য্য ও মিথ্যাচারী হইয়া অতিমাত্র নিষ্ঠুরতা সহকারে পাণ্ডবদিগের প্রতি অশেষ দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও এক্ষণে তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিতেছ। হে পার্থিব! তোমার মাতা পিতা ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি গুরুজন-বর্গ তোমাকে 'শান্ত হও' এই কথা বারংবার বলিতেছেন, তথাপি তুমি শান্তি-স্থাপনে সম্মত হইতেছ না। হে রাজন্! সন্ধি হইলে তোমার এবং যুধিষ্ঠিরের উভয়েরই পরম লাভ; কিন্তু তাহাতে তোমার রুচি হইতেছে না, ইহাতে তোমার বুদ্ধিলাঘব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? হে নরাধিপ! তুমি সুহৃদ্গণের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কালেও কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে না, সম্প্রতি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তোমার আগ্রহ হইতেছে, ইহা নিতান্তই অধর্ম্ম্য ও অযশস্কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুনন্দন এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে, ক্রূরমতি দুঃশাসন কুরু-সভা মধ্যে অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিল, মহারাজ! যদি আপনি ইচ্ছায় আপনি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি না করেন, তবে কৌরবেরা নিশ্চয়ই আপনাকে বন্ধন করিয়া কুন্তীপুত্রকে প্রদান করিবেন, অন্যের কথা কি? ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আপনার পিতা, ইঁহারাই কর্ণ, আপনি আর আমি এই তিন জনকে পাণ্ডবদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। মান্যলোকের অবমানকারী, মর্য্যাদাবর্জ্জিত, লজ্জাশূন্য, দুষ্টমতি দুর্য্যোধন, ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রোষভরে মহাভুজঙ্গের ন্যায় প্রবলবেগে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আসন হইতে উঠিয়া ধৃতরাষ্ট্র, জনার্দ্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, মহারাজ বাহ্লিক, কৃপ ও সোমদত্ত, ইঁহাদিগের সকলকেই অনাদর করিয়া অশিষ্টের ন্যায় সভা হইতে প্রস্থান

করিলেন। নরবর দুর্য্যোধনকে প্রস্থিত দেখিয়া অমাত্য সহ তদীয় ভ্রাতৃবর্গ ও যাবতীয় রাজন্যগণ সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে তাদৃশ ক্রোধভরে সহসা উত্থিত এবং সোদরগণ সমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া সংরম্ভের অনুমোদন করে, তাহার শত্রুগণ তাহাকে অচিরেই ব্যসনে পতিত দেখিয়া হাস্য করিতে থাকে। এই অনুপায়জ্ঞ বৃথা রাজ্যাভিমানী দুরাত্মা রাজপুত্র দুর্য্যোধন কেবল ক্রোধলোভেরই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। ইহার অনুবর্ত্তী এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ যেন কালপক্ক ফলের ন্যায় অচির-পতনোন্মুখ বোধ হইতেছে; যেহেতু উহারা মোহ-বশত মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সকলেই ইহার অনুসরণ করিল

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবীর্য্যবান্ কমললোচন যদুনন্দন ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে ও দ্রোণ প্রভৃতি অন্যান্য কুরুবৃদ্ধ সকলকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আপনারা যে ঐশ্বর্য্য-দূষিত উচ্ছৃঙ্খল দুর্য্যোধনকে বলপূর্ব্বক সংযত করিতেছেন না, ইহাতে আপনাদিগের মহান্ ব্যতিক্রম হইতেছে। হে অরিন্দম অনঘগণ! তদ্বিষয়ে সংপ্রতি পশ্চাদুক্ত এই কার্য্যটি আমি উপযুক্ত বোধ করিতেছি; ইহার অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হইতে পারে, অতএব আপনারা তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। হে ভারতবর্গ! আমি যে বাক্যের প্রস্তাব করিব, যদি অনুকূল বোধে আপনাদিগের ইহা স্পৃহণীয় হয়, তবে প্রত্যক্ষ হিতজনক হইবে। দেখুন উগ্রসেন-সুত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র দুরাচার কংস, পিতা জীবিত থাকিতেই সেই বৃদ্ধ ভোজরাজের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া মৃত্যুর বশগামী হইয়াছিল। তাহার সেই দৌরাত্ম্য-হেতুক আত্মীয় বান্ধবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং আমিও জ্ঞাতিগণের হিতকামনায় মহাসমরে তাহার সংহার করিলাম। অনন্তর আমরা ও জ্ঞাতিবর্গ ভোজরাজকুলবর্দ্ধন আহুক-পুত্র উগ্রসেনকে যথেষ্ট সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম।—হে ভরত নন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! এইরূপে কুলরক্ষা নিমিত্ত একমাত্র কংসকে পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় যাদব, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা সমবেত হইয়া পরম সুখে সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেন। আরও দেখুন, দেবাসুরের ঘোরতর সমর সময়ে কাল স্বরূপ আয়ুধ সমস্ত উদ্যত হইলে যখন লোকপুঞ্জ সন্দিগ্ধ-চিত্ত ও বিনাশোন্মুখ হইল, তখন সর্ব্বদর্শী লোকভাবন ভগবান্ প্রজাপতি পরমেষ্ঠী এই কথা বলিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে অসুর, দৈত্য ও দানব সকল পরাভূত এবং আদিত্য, বসু ও রুদ্র-প্রভৃতি দেবতারা বিজয়ী হইবেন; পরন্তু দেবাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ মানুষ রাক্ষস ভুজঙ্গ-প্রভৃতি সকলেই পরস্পর হতাহত করিতে থাকিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া ধর্ম্মকে আদেশ করিলেন, এই সমস্ত দৈত্য দানবগণকে বন্ধন-পূর্ব্বক বরুণের হস্তে সমর্পণ কর। ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ধর্ম্ম তাঁহার আজ্ঞানুসারে যাবতীয় দৈত্য দানবদিগকে বন্ধন করিয়া বরুণকে দিলেন। তখন জলাধীশ্বর বরুণ তাহাদিগকে ধর্ম্মের এবং নিজের পাশদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে সাগর-মধ্যে নিত্য সংযত করিয়া রাখিলেন। সেইরূপ আপনারাও সম্প্রতি দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবদিগের হস্তে প্রদান করুন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদি একজনকে পরিত্যাগ করিলে কুল রক্ষা হয়, তবে অবশ্যই তাহা করিবে; সমস্ত গ্রামের রক্ষা নিমিত্ত কুলও পরিত্যাগ করিবে; জনপদ রক্ষার্থ গ্রাম ত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষা নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবে। অতএব হে ক্ষত্রিয়র্ষভ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি দুর্য্যোধনকে সংযত করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুন; আপনার নিমিত্ত যেন যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হন না।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের উক্তবাক্য শ্রবণে ত্বরান্বিত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুরকে আজ্ঞা করিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দীর্ঘদর্শিনী মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারীকে এস্থলে আনয়ন কর; তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে কিঞ্চিৎ অনুনয় করিব; তিনিও যদি এই দুষ্টচেতা দুরাত্মাকে শান্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আমরা পরম সুহৃদ্ বাসুদেবের বাক্য রক্ষা করিতে পারি। শান্তি-প্রসঙ্গদ্বারা গান্ধারীর দুর্ব্বুদ্ধি দুঃসহায়সম্পন্ন লোভাভিভূত কুসন্তানকে সুপথে আনয়ন করাও অসম্ভব নহে। ভাগ্যক্রমে তিনি যদি দুর্য্যোধনকৃত, আমাদিগের এই মহাঘোর ব্যসনের উপশম করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই মহদনুষ্ঠান আমাদিগের চিরকাল অক্ষয় যোগক্ষেমের নিমিত্ত হইবে সন্দেহ নাই। বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই আদেশবাক্য শ্রবণমাত্র দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে তথায় আনয়ন করিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ গান্ধারি! তোমার এই শাসনাতিবর্ত্তী দুরাত্মা পুত্র ঐশ্বর্য্য-লোভে সমস্ত ঐশ্বর্য্য, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইতেছে। সেই মর্য্যাদাশূন্য মূঢ়মতি দুরাত্মা সুহৃদ্বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অতিশয় অশিষ্টের ন্যায়, পাপানুবন্ধী পামরগণের সহিত সভা হইতে নির্গত হইয়া গেল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই যশস্বিনী রাজপুত্রী গান্ধারী স্বামীর বাক্য শ্রবণে পুত্রকল্যাণার্থিনী হইয়া এই কথা বলিলেন, মহারাজ! সেই রাজ্যকামী আতুর পুত্রকে শীঘ্র আনীত করুন। ধর্ম্মার্থ বিলোপী অশিষ্ট লোকে কখন রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না; তথাপি সেই অবিনীত দুর্য্যোধন ইহা সর্ব্ব প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ধৃতরাষ্ট্র! এ বিষয়ে আপনিই অতিশয় নিন্দনীয়; যেহেতু তাহার পাপাত্মতা অবগত থাকিয়াও আপনি পুত্র-প্রেমের বশীভূত হইয়া কেবল তাহার বুদ্ধিরই অনুবর্ত্তন করেন। হে রাজন্! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন কাম ক্রোধের আয়ত্ত এবং সম্পূর্ণ মোহান্বিত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে তাহাকে বলপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিতে আপনার আর সাধ্য নাই। মূঢ়মতি, কুসচিব-পরতন্ত্র, অজ্ঞান, দুরাত্মা ও লোভাশ্রিত ব্যক্তিকে আপনি যে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। হে মহীন্দ্র! আত্মীয় লোকের সহিত ভেদ হওয়া আপনার যে কি কারণে উপেক্ষার বিষয় হইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারি না। শত্রুগণ আপনাকে স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিয়া, অবশ্যই উপহাস করিবে সন্দেহ

হই। মহারাজ! আত্মীয়গণের নিকটে সাম অথবা দানদ্বারা য আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স স্থলে দণ্ড প্রয়োগ করে? বৈশম্পায়ন কহিলেন, গান্ধারীর বাক্যে এবং ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে বিদুর অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভামণ্ডপে প্রবেশ করাইলেন। দুর্য্যোধন জননীর বচনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রোধপূর্ণ তাম্রবর্ণনয়নে প্রচণ্ড ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে যখন পুনর্ব্বার তথায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন গান্ধারী ঐ উৎপথবর্ত্তী কুপুত্রকে যথোচিত ভর্ৎসনা করত শান্তির নিমিত্ত এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! একবার নিবিষ্টচিত্তে আমার এই হিত বাক্য বোধগম্য কর। ইহার দ্বারা উত্তরকালে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তোমার পরম সুখোদয় হইবে। হে পুত্রক! তোমার পিতা ভরতসত্তম ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর প্রভৃতি অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ তোমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপালন কর। তুমি শান্ত হইলেই ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের, আমার ও দ্রোণাদি সুহৃদ্বর্গের সম্যক্ অর্চ্চনা করা হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতর্ষভ! কেবল স্বকীয় কামনানুসারেই কখন রাজ্যের প্রাপ্তি, রক্ষা ও ভোগ হইতে পারে না। অবশেন্দ্রিয় মূঢ় ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজ্য-সম্ভোগে কদাপি সমর্থ হয় না। বিজিতাত্মা মেধাবী মনুষ্যই রাজ্য পালনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। কাম ও ক্রোধ উভয়ই পুরুষকে অর্থ সকল হইতে নিয়ত আকর্ষণ করিতে থাকে; অতএব যে ভাগ্যবান্ রাজা এই দুই বিষম শত্রুকে জয় করিতে পারেন, তিনিই বসুধা-বিজয়ের অধিকারী হন। লোকের ঈশ্বর হইয়া প্রভুত্ব করা অতীব মহৎ ব্যাপার। দুরাত্মা পামরেরা সহজেই রাজ্যপদ লাভের অভিলাষ করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার রক্ষা করা তাহাদিগের কখনই সাধ্য হয় না। যে ব্যক্তি এই উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত অর্থে ও ধর্ম্মে সংযত করা অগ্রে কর্ত্তব্য। কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নির যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকল নিগৃহীত হইলেই জীবের বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবিনেয় অদান্ত অশ্বসকল যেমন পথি-মধ্যে কুসারথিকে বিনষ্ট করিতে পারে, অবশীকৃত ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ পুরুষের নিধন সাধনে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে আত্মাকে জয় না করিয়া অমাত্যদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করে এবং অমাত্যবর্গকে বশীভূত না করিয়া শত্রু বিজয়ের অভিলাষ করে, সে অবশ্যই অবশ হইয়া সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হয়। আত্ম-হিতৈষী পুরুষ প্রথমে আত্মাকে দ্বেষ্যরূপে যোজনা করিবে, অর্থাৎ আত্মাগত যে সমস্ত স্বাভাবিক দুরভিসন্ধি প্রকাশ পায়, তৎসমুদায়ের বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হইবে; তদন্তে অমাত্য ও অমিত্রবর্গকে জয় অভিলাষ করিলে, তাহা আর কোনক্রমেই ব্যর্থ হইবে না। রাজ্যলক্ষ্মী, জিতেন্দ্রিয় জিতামাত্য, অত্যাচারীদিগের প্রতি দণ্ডধারী সমীক্ষ্যকারী বীরব্যক্তিকে সাতিশয় দৃঢ়তা সহকারে ভজনা করেন। সূক্ষ্ম ছিদ্রসঙ্কুল জালদ্বারা সমাবৃত মৎস্যযুগলের ন্যায়, শরীরস্থ কাম ক্রোধ পুরুষের প্রজ্ঞা লোপ করে। যে দুই হইতে ভীত হইয়া দেবতারা রাগদ্বেষাদি বিবর্জ্জিত, স্বর্গধামে গমনোদ্যত মানবের সম্বন্ধে উঁহার দ্বার রুদ্ধ করেন, তাহারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত কাম ক্রোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বিচক্ষণ ভূমিপতি কাম ক্রোধ লোভ দম্ভ দর্প প্রভৃতি রিপুবর্গকে সম্যক্‌রূপে জয় করিতে জানেন, তিনিই এই ধরারাজ্যের শাসন করিতে পারেন। ধর্ম্মার্থ-লিপ্সু ও শত্রুবিজয়াকাঙ্ক্ষী মহীপতি সতত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে তৎপর হইবেন। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া আত্মীয় স্বজন অথবা অন্য লোকদিগের প্রতি কপটতাচরণ করে, তাহার বহু-সহায় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হে বৎস! এক ভাবাপন্ন অসীম শৌর্য্যশালী শত্রুনাশন মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইলে তুমি পরমসুখী হইয়া পৃথিবী সম্ভোগ করিতে পারিবে। হে তাত! শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণাচার্য্য তোমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্য; কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে কেহই পরাজয় করিতে পারে না। অতএব এই অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও; কেশব প্রসন্ন হইলে উভয় পক্ষেরই সুখসম্পাদক হইবেন, সন্দেহ নাই। যে অবোধ মনুষ্য প্রাজ্ঞ, কৃতবিদ্য ও হিতকামী সুহৃদ্‌গণের শাসনে অবস্থান না করে, সে অবশ্যই শত্রুদলের আনন্দবর্দ্ধন হয়। হে তাত! যুদ্ধে কিছুমাত্র শ্রেয় নাই; তাহাতে না ধর্ম্ম, না অর্থ, কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তদ্দ্বারা সুখ লাভের সম্ভাবনা কি? তাহাতে নিত্যই যে জয় হইয়া থাকে, এমনও নিশ্চয় নাই; অতএব এতাদৃশ অনর্থকর ব্যাপারে কদাপি চিত্ত নিবেশ করিও না। হে অরিন্দম! পাছে পাণ্ডবদিগের সহিত ভেদ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াই তোমার পিতা, ভীষ্ম ও বাহ্লিক তাঁহাদিগের ন্যায্য অংশ প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে ঐ শূরগণ-কর্ত্তৃক নিহত কণ্টকা সমগ্র-বসুন্ধরা সম্ভোগ করত তুমি সেই প্রদানের প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিতেছ। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! যদি অমাত্যবর্গের সহিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভোগ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে এখনও মহীপাল পাণ্ডবদিগকে যথোচিত অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। হে ভারত! পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ দ্বারাই অমাত্য বান্ধববর্গের সহিত তোমার পর্য্যাপ্ত জীবনোপায় হইবে; বিশেষত সুহৃদ্‌গণের বাক্য প্রতিপালন করায় তুমি বিপুল যশোলাভ করিতে পারিবে হে পুত্রক! সেই শ্রীমন্ত, ধৃতিমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জিতেন্দ্রিয়, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিলে উহা তোমাকে মহৎ সুখ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। অতএব হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডু-পুত্রদিগকে স্বকীয় অংশ প্রদানপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের মন্যু পরিহার করিয়া যথোচিত রাজ্যশাসন কর। হে বৎস! তুমি পাণ্ডবদিগকে ত্রয়োদশ বৎসর কাল রাজ্য-বিচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের যে অপকার করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; অতএব হে মহা-প্রাজ্ঞ! সংপ্রতি কাম-ক্রোধ-সম্বর্দ্ধিত সেই অপকারের উপশম কর। তুমি কুন্তীনন্দনগণের অর্থাপহরণে অভিলাষী হইতেছ বটে, কিন্তু কস্মিন্ কালেও এ অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে না; কেবল তুমিই নহ, দৃঢ়ক্রোধী সূতপুত্র অথবা তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন, কেহই তাহাতে সমর্থ হইবে না; হইবার মধ্যে এই হইবে যে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ ভীমসেন ধনঞ্জয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীর-সমস্ত অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলে ধরা-রাজ্যে প্রজামাত্র থাকিবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব হে তাত! অমর্ষের বশীভূত হইয়া সমৃদ্ধিশালী কুরুবংশের অনর্থক ধ্বংস করিও না। এই সমগ্র মহীমণ্ডল যেন তোমার নিমিত্ত-সংহার-দশায় উপনীত না হয়। রে মূঢ়! তুমি যে মনে কর, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-

প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বশক্তি সহকারে যুদ্ধ করিবেন, তোমার সে আশা কদাচ ফলবতী হইবে না; কেন না, কি পাণ্ডবগণ, কি তোমরা, উভয় পক্ষের প্রতিই ঐ বিদিতাত্মা মহারথগণের বাৎসল্য, স্নেহ ও সম্বন্ধ সমান, বিশেষত ধর্ম্মই তদপেক্ষা অধিক প্রবল। অতএব যদিচ রাজপিণ্ড ভয়ে ইহাঁরা জীবিত পরিত্যাগে সম্মত হন, তথাপি যুধিষ্ঠিরের প্রতি রোষদৃষ্টি করিতে পারিবেন না। হে তাত! লোভ হইতে মনুষ্যের অর্থসম্পত্তি হয়, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; অতএব হে ভরতর্ষভ! লোভ করিবার প্রয়োজন নাই, শান্ত হও।

এবে নবি পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, জননীর ঐ অর্থযুক্ত সুভাষিতের প্রতি অনাদর করিয়া রোষপরীতচিত্তে পুনরায় সভা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক অকৃতাত্মা নরাধমগণ সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দ্যূতপ্রিয় সুবল পুত্র রাজা শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে থাকিলেন। পরিশেষে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন, এই চারিজনের এইরূপ সংকল্প স্থির হইল যে, "এই ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বেই আমাদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্র যেমন বলিকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাই অগ্রে বলপূর্ব্বক ঐ পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেবকে সহসা নিগৃহীত করিব। কৃষ্ণ গৃহীত হইয়াছে শুনিলে পাণ্ডবেরা ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় অবশ্যই হতচিত্ত ও নিরুৎসাহ হইবে, সন্দেহ নাই, যেহেতু এই মহাবাহুই তাহাদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক এবং সকল কল্যাণের মূল। এই সর্ব্বযাদবশ্রেষ্ঠ অভীষ্টপ্রদ হৃষীকেশ গৃহীত হইলে, পাণ্ডবেরা এবং তাহাদিগের সহায়ভূত সোমকেরা উদ্যম শূন্য হইবে, অতএব ধৃতরাষ্ট্র সহস্র প্রকার আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকিলেও আমরা এই সময়েই ঐ ক্ষিপ্রকারী কেশবকে এই স্থানে বদ্ধ রাখিয়া নিরুদ্বেগে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব।"

ইঙ্গিতজ্ঞ মহাকবিচক্ষণ বীর্য্যবান্ সাত্যকি সেই দুষ্টচিত্ত পাপাত্মাদিগের ঐ পাপময় অভিসন্ধি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন এবং তজ্জন্য সভা হইতে নির্গত হইয়া হার্দ্দিক নন্দন কৃতবর্ম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি, ইতি-মধ্যে তুমি বাহিনী যোজনাপূর্ব্বক দৃঢ়তর সন্নদ্ধ ও সৈন্য-ব্যূহে সংবলিত হইয়া অবিলম্বে সভাদ্বারে উপস্থিত হও। এই বলিয়া তিনি গিরিগুহা মধ্যে সিংহের ন্যায়, সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রে মহাত্মা কেশবকে, তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকেও ঐ দুরভিসন্ধির বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন। তাহাদিগের সেই দুষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, মন্দমতি দুরাশয়েরা কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম, সর্ব্বাংশেই সাধুজন বিগর্হিত দূত-নিগ্রহ-রূপ যে অবশ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইতেছে, তাহা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবার নহে। ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী এই সমবেত পাপাত্মা মূঢ়গণ কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া কলহ-রূপ ভয়ঙ্কর বিকার প্রাপ্ত হইবে! ইহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধির কথা কি কহিব, বালক অথবা জড়বুদ্ধি উন্মত্ত লোকেরা যেমন বস্ত্র-দ্বারা প্রজ্বলিত অনল ধারণের ইচ্ছা করে, সেইরূপ ইহারা পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেবকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইতেছে। কুরুসভামধ্যে সাত্যকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি দীর্ঘদর্শী বিদুর, মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে শত্রুতাপন মহারাজ! আপনার পুত্রেরা নিতান্তই কালপরীত হইয়াছে। উহারা যখন সকলে মিলিত হইয়া ঘোরতর অযশস্কর অসাধ্য কর্ম্ম করণে উদ্যত হইতেছে,—যখন বাসবানুজ জনার্দ্দনকে বলাৎকারে অভিভূত করত সহসা নিগৃহীত করিবার বাসনা করিতেছে; তখন আর উহাদিগের কালপ্রাপ্ত হইবার অবশিষ্ট কি? প্রদীপ্ত পাবক-সন্নিধানে পতঙ্গগণের ন্যায় উহারা এই দুষ্প্রধর্ষ দুরাসদ পুরুষশার্দ্দূলের সমীপস্থ হইয়া কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারিবে? অমিত প্রতাপশালী জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে ইহারা সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও, নাগদল-দলনকারী সংক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায়, একাকীই সকলকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারেন। পরন্তু এই পুরুষোত্তম অচ্যুত ধর্ম্ম-বিচ্যুত হইয়া ঈদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্মে কদাচ লিপ্ত হইবেন না।

বিদুর এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে মহামনা কেশব ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরস্পর শ্রবণকারী সুহৃদ্গণ সন্নিধানে কহিলেন, মহারাজ! ইহারা যদি ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক আমাকে নিগৃহীত করিতে পারে,—ইহারাই আমার নিগ্রহ করুক, অথবা আমিই ইহাদিগের নিগ্রহ করি, উভয়থাই আপনি অনুজ্ঞা করুন। উহারা যত সংবদ্ধ হউক না কেন, আমি একাকীই সকলকে শাসন করিতে উৎসাহী হইতে পারি, কিন্তু কোন ক্রমেই এরূপ নিন্দিত পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব না। আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবার্থে লুব্ধ হইয়া আপন অর্থেই বঞ্চিত হইবে, তাহাতে আমার হানি কি আছে? ইহারা যদি এরূপ ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ত যুধিষ্ঠির অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইলেন। আমি অদ্যই ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের যাবতীয় অনুকূল সহায়বর্গকে নিগৃহীত করিয়া পাণ্ডবগণসন্নিধানে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা আর আমার দুষ্কর কি?

ভরতকুলাবতংস মহারাজ! তথাপি আমাতে ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত এতাদৃশ নিন্দিত কর্ম্মে আমি কদাচ প্রবৃত্ত হইব না। হে রাজন্! এই দুর্য্যোধন যেরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপই হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, বরং আপনার সমুদয় পুত্রদিগকে আমি তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞাই দিতেছি। কৃষ্ণের এই কথা শুনিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন, সেই রাজ্যলুব্ধ পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে অমাত্য, মিত্র, সোদর ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর; যদি পুনরায় উপদেশ-বাক্যদ্বারা তাহাকে সুপথপথবর্ত্তী করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্ধরাজের আদেশক্রমে বিদুর, রাজগণে পরিবৃত দুর্য্যোধনকে, আগমনে অনিচ্ছু হইলেও, ভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্ব্বার সভামণ্ডপে প্রবেশ করাইলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দুঃশাসন ও দুর্ব্ব ও ভূপালবর্গে পরিবেষ্টিত সেই দুরাশয়কে ভর্ৎসনা করত কহিলেন, রে পাপাত্মন্ ক্রূরমতে! তুমি ক্ষুদ্র কর্ম্মকারী পাপচিত্ত সহায়গণের সহিত মিলিত হইয়া নিদারুণ পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শুনিলাম, পাপাত্মা পামরগণের সাহায্যে এই দুষ্প্রধর্ষ দুরাসদ পুণ্ডরীকাক্ষকে নিগৃহীত করিতে তোমার

অভিলাষ হইয়াছে। তোমার মত মূঢ় ও কুলপাংসন নরাধম ভিন্ন মাহাত্ম্যবর্জ্জিত দুর্বৃদ্ধি এরূপ অযশস্কর ও অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আর কাহার দুরাগ্রহ হইতে পারে? হা! বাসবসহ ত্রিদশেরাও যাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারেন না, চন্দ্রধারণেচ্ছু বালকের ন্যায় তুমি সেই কেশবকে ধরিতে প্রার্থনা করিতেছ? সময়-সময়ে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, মানুষ, ভুজঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বলোকেই যাঁহার প্রতাপ সহনে অসমর্থ, ইনিই সেই বাসুদেব, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি নিশ্চয় জান, হস্তদ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং অনল ধারণ করা যেমন দুষ্কর,—মস্তকদ্বারা বসুধা বহন করা যেমন অসম্ভব, বলদ্বারা মুরারিকে গ্রহণ করাও সেইরূপ দুঃসাধ্য।

অঙ্গরাজ এই বলিয়া নিরস্ত হইলে মহামতি বিদুরও অমর্ষণ দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টি করত কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! সৌভ নগরের পুরদ্বারে দ্বিবিদ নামা বানরেন্দ্র সর্ব্ব প্রযত্নে বিক্রম প্রকাশ করিয়া যাঁহাকে গ্রহণ করিবার মানসে প্রচুর শিলা বর্ষণ-দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, সেই মাধবকে তুমি বলপূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ? নির্ম্মোচন পুরে ছয় সহস্র মহাসুর যাঁহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া পাশ-দ্বারা বন্ধন করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রযত্নে বিক্রম প্রকাশ করিয়াও গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেই মাধবকে তুমি বলপূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ? কামরূপ দেশে সমাগত হইলে যাঁহারে গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইয়া অমিত-বলশালী নরকাসুর বহুল দানবগণের সহিত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই শৌরিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ? অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন যে পুরুষোত্তম বাল্যাবস্থায় পূতনা রাক্ষসী ও পক্ষি রূপধারী অসুরদ্বয়ের ধ্বংস করিয়াছেন; গোকুল-রক্ষার্থে বাম করে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছেন; অনিষ্টকারী অরিষ্ট, ধেনুক, চানূর ও অশ্বরাজাদি মহাবল অসুরবৃন্দকে এবং কংস, জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও শিশুপাল-প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজন্যগণকে সমরানলে আহুতি প্রদান করিয়াছেন; যে অমিত তেজস্বী মহাবাহু, বাণরাজ বরুণরাজ ও পাবক দেবের পরাজয় সাধন করিয়াছেন এবং পারিজাত হরণ করিয়া সাক্ষাৎ শচীপতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন; যিনি স্বয়ং সকলের বিধাতা, কাহারও বিধেয় নহেন; সর্ব্ব পৌরুষের কারণস্বরূপ হওয়ায় যিনি ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্মই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন, একার্ণবে শয়ান থাকিয়া যিনি মধুকৈটভ নামক অসুর-দ্বয়কে এবং জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বেদাপহারী হয়গ্রীবাসুরকে নিহত করিয়াছেন; সেই ঘোর-বিক্রম অচ্যুত গোবিন্দকে তুমি এপর্য্যন্ত জানিতে পারিলে না? কুপিত আশীবিষ সদৃশ প্রচণ্ডতর তেজোরাশি, সর্ব্বথা অনিন্দাস্পদ অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু কৃষ্ণকে প্রধর্ষিত করিবার আশয়ে তদীয় সন্নিধানে উপস্থিত হইলে প্রদীপ্তপাবক-পতিত পতঙ্গের ন্যায় তোমাকে অমাত্যবর্গের সহিত আর ক্ষণমাত্রও জীবন বহন করিতে হইবে না।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর এইরূপ বলিলে পর শত্রুনিচয়-নিহন্তা অতুল্য-বীর্য্যবান্ বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করত এই কথা বলিলেন, অহে দুর্য্যোধন! তুমি দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি-বশত আমাকে একাকী বিবেচনা করিয়াই পরাভব-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জান, আমি একাকী নহি; যাবতীয় পাণ্ডব এবং অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা এই খানেই রহিয়াছেন; আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ, সকলেই আমার সন্নিহিত আছেন। এই বলিয়া পরবীরহন্তা কেশব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সেই অট্টহাস্য-সহকারে অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জধারী মহাত্মা শৌরির শরীর হইতে বিদ্যুদাকার অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেবতাসকল বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থলে রুদ্রগণ, ভুজ-নিকরে লোকপালগণ এবং আস্যদেশে অগ্নি, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, বাসব-সহ মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, তথা অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। দুই হস্ত হইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় উৎপন্ন হইলেন। দক্ষিণে ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, বামে হলধারী বলরাম, পশ্চাদ্ভাগে যুধিষ্ঠির, ভীম ও মাদ্রীপুত্র-দ্বয় এবং সম্মুখে যাবতীয় অন্ধক-বংশীয় আর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা প্রচণ্ড আয়ুধ-জাত উত্থিত করত উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নিজ বাহু-পুঞ্জেও শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল, নন্দক প্রভৃতি প্রদীপ্ত প্রহরণ-সমস্ত সমুদ্যত দৃষ্ট হইল এবং নেত্রদ্বয়, নাসিকারন্ধ্র, শ্রোত্রযুগল ও সমুদায় রোমকূপ হইতে দিবাকরের প্রখর-করনিকরের ন্যায় মহারৌদ্র সধূম অগ্নিকণা সমস্ত বিনির্গত হইতে লাগিল। বিশ্বমূর্ত্তি মহাত্মা কেশবের সেই ঘোররূপ সন্দর্শনে কেবল দ্রোণ, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, মহাভাগ সঞ্জয় ও তপোধন ঋষিগণ ব্যতীত অত্রত্য সমগ্র রাজবর্গই শঙ্কাপরীতচিত্তে নেত্র নিমীলন করিলেন। ভগবান জনার্দ্দন তৎকালে দ্রোণাদি মহাভাগদিগকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আর শঙ্কা হয় নাই। হে ভরতর্ষভ! দেবতারা কুরুসভা মধ্যে মাধবের সেই সুমহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সমগ্র মহীমণ্ডল বিচলিত ও সাগরসমস্ত আন্দোলিত হইতে থাকিল এবং সকল পার্থিবেরাই পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পুরুষব্যাঘ্র অরিন্দম মধুসূদন কৃষ্ণ সেই বিচিত্র অদ্ভুত সমৃদ্ধি সম্বলিত স্বকীয় দিব্য শরীরের সংহরণ করিলেন এবং ঋষিগণের অনুজ্ঞা লইয়া সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্তধারণপূর্ব্বক সভা হইতে নির্গত হইলেন। তৎকালে যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল, সেই সুযোগে নারদাদি ঋষিবর্গও অন্তর্হিত হইয়া আপন আপন অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহাদিগের সেই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানও অপর এক আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। নরব্যাঘ্র মধুসূদনকে প্রস্থিত দেখিয়া কৌরবেরা, অমরবৃন্দ যেমন বাসবের অনুসরণ করেন, সেইরূপ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; পরন্তু অমেয়াত্মা বাসুদেব সেই অনুগামী রাজমণ্ডলের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া সধূম পাবকের ন্যায় নির্গত হইয়া চলিলেন। দ্বারদেশে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, কিঙ্কিণী-রাজি বিরাজিত হেমজাল-পরিকীর্ণ, শ্বেতবর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাবৃত, সামগ্রী-সম্ভার-শোভিত, শৈব্য সুগ্রীবাদি হয়-চতুষ্টয়-যোজিত, মেঘ সদৃশ গভীর-নিস্বন, ধবল-বর্ণ, শীঘ্রগামী মহারথ লইয়া দারুক উপস্থিত আছেন। রথখানি প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া শৌরি

তৎক্ষণ-মাত্র তাহাতে আরোহণ করিলেন এবং বৃষ্ণিদিগের বহুমত হৃদিকতনয় মহারথ কৃতবর্ম্মাও রথারূঢ় দৃষ্ট হইলেন। মহারাজ! অরিন্দম যদুনন্দন এইরূপে রথারোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থানে উদ্যত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে শত্রুকর্ষণ জনার্দ্দন! পুত্রগণের নিকটে আমার যতদূর ক্ষমতা, তাহা তুমি প্রত্যক্ষই দেখিলে; কিছুই তোমার পরোক্ষ নাই, আমার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া বিশেষত কুরুদিগের শান্তিকামনায় আমি যেরূপ যত্নপরায়ণ হইলাম, তাহাও বিদিত হইয়া তুমি আর কোন ক্রমেই আমার প্রতি শঙ্কা করিতে পারিবে না। হে কেশব! পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র দুষ্ট অভিলাষ নাই; আমি সর্ব্ব প্রযত্নে শান্তি সংস্থাপনে সমুৎসুক হইয়া দুর্য্যোধনকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা তোমার বিদিত আছে এবং যাবতীয় কুরুগণ ও অন্যান্য পার্থিবেরাও বিশেষরূপ জানেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু বাসুদেব জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও বিদুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, কুরুসভা মধ্যে যাহা যাহা হইল, মন্দমতি দুর্য্যোধন সাতিশয় রোষভরে ঘোরতর অশিষ্টের ন্যায় যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইল এবং মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র যে প্রকারে আপনাকে প্রভুত্ব-বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণন করিলেন, সকলই আপনাদিগের প্রত্যক্ষ হইল; এক্ষণে যুধিষ্ঠির-সমীপে গমনোদ্দেশে আমি সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এইরূপে সকলের অনুমতি লইয়া পুরুষর্ষভ হৃষীকেশ রথারোহণে প্রস্থিত হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও যুযুৎসু-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ ভরত-প্রবীরগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ভগবান্ দেবকীনন্দন কুরুগণের সাক্ষাতেই সে কিঙ্কিণী-যুক্ত মহারথে আরূঢ় হইয়া পিতৃস্বসার সহিত সন্দর্শন নিমিত্ত তদীয় ভবনে গমন করিলেন।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব পিতৃস্বসার নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয়ে অভিবাদন করিয়া কুরুসভা মধ্যে যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় সংক্ষেপে বর্ণন করত কহিলেন, আমি ও ঋষিগণ, সকলকেই বহুতর হেতুযুক্ত গ্রহণীয় অনুত্তম হিতবাক্য বলিলাম, কিন্তু মূঢমতি দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই তাহা গ্রহণ করিল না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, ঐ পাপাত্মা ও তদীয় বশগামী যাবতীয় নরপতিবর্গ কালপক্ক ফলের ন্যায় অচিরেই পতিত হইবে। সম্প্রতি আমি আপনার নিকটে বিদায় লইয়া শীঘ্র পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞে! আপনার বচনানুসারে তাঁহাদিগকে কি কি বলিতে হইবে, ব্যক্ত করুন; আপনার সন্দেশ বাক্য শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কুন্তী কহিলেন, বৎস কেশব! তুমি আমার বাক্যে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিও, "হে পুত্রক! তোমার ধর্ম্মের বিস্তর হানি হইতেছে; শান্তিপ্রধান শ্রোত্রিয়ের ন্যায় তোমার এই বেদাধ্যয়ন-কলুষিতা অসমীচীনা মন্দবুদ্ধি কেবল একমাত্র ধর্ম্মের প্রতিই অবেক্ষণ করিতেছে; অতএব এখনও সাবধান হও, আত্ম-ধর্ম্মের অনর্থক বিনাশ করিও না। প্রজাপতি স্বয়ম্ভু ধর্ম্মকে যাদৃশ স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাদৃশ স্বরূপে উহাকে অবেক্ষণ কর। দেখ তাঁহার বাহু হইতে বাহুবীর্য্যোপজীবী ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, ক্রূর কর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধাদি দ্বারা নিত্য প্রজাপালনে তৎপর হইবে। আমি পণ্ডিতগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে এ বিষয়ের একটি উপমাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ধনাধিপতি বৈশ্রবণ রাজর্ষি মুচুকুন্দের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত মহীমণ্ডল প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; পরন্তু ঐ বীর্য্যবান্ ভূপতি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি কহিয়াছিলেন, 'আমার প্রার্থনা এই যে, স্বকীয় বাহুবীর্য্যে উপার্জ্জন করিয়াই রাজ্যভোগ করি।' তাহা শুনিয়া কুবের অতিশয় বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রধর্ম্ম-নিষ্ঠ রাজা মুচুকুন্দও আপন সংকল্পানুসারে বাহুবীর্য্য-দ্বারা উপার্জ্জন-পূর্ব্বক বসুধা শাসন করিয়াছিলেন। হে তাত! প্রজারা সুরক্ষিত হইয়া যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন। ভূপতি স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহা দেবত্ব সম্পাদনের হেতু হয়, কিন্তু যদি অধর্ম্মাচরণ করেন, তবে অবশ্যই তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হইবে। স্বামী সম্যক্‌রূপে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিলে, উহা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিবদ্ধ রাখিয়া অশেষ ধর্ম্ম সঞ্চয়ে সমর্থ করিতে পারে। এমন কি, যৎকালে, দণ্ডনায়ক সর্ব্বতোভাবে স্বধর্ম্মসমুচিত নীতিশাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করেন, তখন কালশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! 'কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ, এরূপ সংশয় যেন তোমার অন্তঃকরণে স্থান না পায়; তুমি নিশ্চয় জান, রাজাই কালের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগ-চতুষ্টয়ের কারণ হইয়া থাকেন। যে নরপতি পূর্ব্বোক্ত রূপে সত্যকালের প্রবর্ত্তয়িতা হন, তিনি অত্যন্ত স্বর্গভোগ করেন; যিনি ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারও স্বর্গভোগ হয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত নহে। দ্বাপর প্রবর্ত্তনকারীও যথা সম্ভব পুণ্যফলাংশ প্রাপ্ত হন; কিন্তু যে রাজা কলির প্রাদুর্ভাব করে, তাহাকে অত্যন্ত পাপ ভোগ করিতে হয়। সেই দুষ্কর্ম্মা মহীপাল তদ্দ্বারা অনন্ত কাল নরকে বাস করে। রাজার যে দোষ, তাহা সমস্ত জগতে সংক্রামিত হয় এবং জগতের দোষও রাজাকে স্পর্শ করে। অতএব হে পুত্রক! পিতৃপিতামহগণের আচরিত যথার্থ রাজধর্ম্ম সমস্ত পর্য্যালোচন কর। তুমি যে ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা কদাচ রাজর্ষিগণের ধর্ম্ম নহে; যেহেতু কারুণ্যরসের পোষকতায় নিয়ত বৈক্লব্যযুক্ত ও অক্রূরতায় ব্যবস্থিত হইলে প্রজাপালন-জনিত ফললাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। তুমি আপন বুদ্ধি অনুসারে সম্প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেছ, ইহার অনুরূপ আশীর্ব্বাদ, পূর্ব্বে না পাণ্ডু, না আমি, না পিতামহ, আমরা কেহই তোমার প্রতি প্রয়োগ করি নাই। আমি নিত্য নিত্য তোমার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, প্রজা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও পরমায়ুরই প্রার্থনা করিতাম। ভক্তপ্রদ ব্রাহ্মণেরাও সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হইয়া তোমার দীর্ঘায়ু, ধন ও পুত্রাদি প্রার্থনা করত পিতৃলোক ও দেবলোকের

দেশে প্রত্যহ স্বাহা ও স্বধা প্রদান করিয়াছিলেন। পিতৃবর্গ ও দেবতারাও ক্ষত্রিয় পুত্রদিগের প্রতি নিত্যকাল দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালনের আশংসা করিয়া থাকেন। অতএব হে তাত! এই দানাদি ধর্ম্মই হউক, বা অধর্ম্মই হউক, জাতিধর্ম্মানুসারে তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; পরন্তু দানাদি করা দূরে থাকুক, তোমরা সৎকুল-সম্ভূত ও বিদ্যাবন্ত হইয়াও এক্ষণে জীবিকা-বিরহে পীড়া প্রাপ্ত হইতেছ। ক্ষুধার্ত্ত মানবেরা শৌর্য্যশালী ধনপতি ভূপতির আশ্রয় লাভ করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে যে পরিতৃপ্ত হন, ইহার অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? পৃথিবীতে রাজ্য লাভ করিয়া ধার্ম্মিক পুরুষের কর্ত্তব্য যে, কাহাকে দান-দ্বারা, কাহাকে বল-দ্বারা, কাহাকে বা মিষ্টবাক্যদ্বারা বশীভূত করেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালক হইবেন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন করিবে এবং শূদ্র ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং ভিক্ষাধর্ম্মও তোমার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ এবং কৃষি ব্যবসায়ও অযুক্ত; ক্ষত অর্থাৎ বিপন্ন ব্যক্তির ত্রাণকারী ক্ষত্রিয় হওয়ায় বাহুবীর্য্যই তোমার একমাত্র উপজীবিকার স্থল। অতএব হে মহাবাহো! সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা বিনয়, যে কোন উপায়ে হউক, শত্রুহস্তপতিত পৈতৃক অংশের পুনরুদ্ধার কর। দেখ, মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী তোমাকে প্রসব করিয়াও আমি যে বান্ধবহীনা হইয়া পরপিণ্ডে জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা তোমার অধিক দুঃখ আর কি আছে? অতএব হে পুত্র! রাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর। বৃথা কাপুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া পিতৃপিতামহগণের নাম লোপ করিও না এবং আপনিও অনুজবর্গের সহিত ক্ষীণপুণ্য হইয়া পাপময়ী নরকী গতির অধিকারী হইও না"।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

কুন্তী কহিলেন, হে পরন্তপ! আমি যুধিষ্ঠিরকে বলিবার নিমিত্ত তোমাকে যে কথা কহিয়া দিলাম, পণ্ডিতেরা বিদুলা ও তৎপুত্রের সংবাদরূপ এই পশ্চাদুক্ত পুরাতন ইতিহাসটি তাহার উদাহরণ দিয়া থাকেন। ইহা হইতে যে কিছু মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারে, অথবা তদপেক্ষাও যদি কিছু অধিক সম্ভব হয়, তুমি তাহাই যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যক্ত করিবে।

পূর্ব্বকালে সৎকুল সম্ভূতা বিদুলা নাম্না এক দীর্ঘ-দর্শিনী যশস্বিনী রাজনন্দিনী ছিলেন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরতা, দান্তা, কিংকোপনা ও কুটিল স্বভাবা এবং বহুল রাজসভা-নিচয়ে প্রসিদ্ধা; অনেকের অনেক বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং অনেক শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ কর্কশা রাজকন্যা আপন ঔরস-পুত্রকে সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়া উদ্যমশূন্য, বিষণ্ণ চিত্তে শয়ান থাকিতে দেখিয়া এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন "রে শত্রু-নন্দন! তুমি আমার নন্দন নহ; আমার গর্ভেও তোমার জন্ম হয় নাই এবং তোমার পিতাও তোমাকে উৎপাদিত করেন নাই; তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছ, বুঝিতে পারি না। তোমার না আছে সংরম্ভ, না আছে পুরুষকার; তোমার আকার, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, সকলই ক্লীবের স্থায়; তোমাকে পুরুষ বলিয়া গণনা করাই অবিধেয়; তুমি চিরকালের নিমিত্ত একবারে নিরাশ হইয়া বসিয়াছ; রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি কল্যাণের কামনা থাকে, তবে এখনও পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর। অল্পদ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিও না। নির্ভীক হও; উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা দৃঢ়তর করিয়া শঙ্কাপন্ন চিত্তের প্রতিসংহার কর। রে কাপুরুষ! পরাজিত, মানশূন্য এবং বন্ধুবর্গের শোকপ্রদ হইয়া অখিল অরাতিদীনের আনন্দ বর্দ্ধন করত এইরূপে শয়ন করিয়া থাকিও না; শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। হা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নগা-সকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে, সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইতে থাকে। রে কুলাঙ্গার! বরং কুপিত বিষধরের দন্তোৎপাটন করিয়া নিহত হও, তথাপি কুক্কুরের ন্যায় নীচভাবে নিধন প্রাপ্ত হইও না। জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াও বিক্রম প্রকাশ কর। গগনচারী শ্যেনপক্ষী যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে বিপক্ষগণের প্রতি লক্ষ্য করে, তুমিও সেইরূপ অকুতোভয়ে ইতস্তত পরিভ্রমণ, আক্রোশ প্রকাশ অথবা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ কর। রে ক্লীবপ্রকৃতে! তুমি বজ্রাহত মৃতের ন্যায় এরূপ জড়ভাবে শয়ান রহিলে কেন? শীঘ্র উত্থিত হও। শত্রুবিনির্জ্জিত হইয়া এক্ষণে শয়ন করিবার সময় নহে। দীনভাব অবলম্বন করিয়া লোকের স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হইও না, স্বকীয় পুরুষকার দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হও। সামদানাদি উপায় সমুদায়ের তারতম্য অনুসারে পণ্ডিতেরা যে উত্তম মধ্যমাদি অবস্থার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধ্যম, জঘন্য বা অধম অবস্থায় নিবিষ্ট না হইয়া তুমি তেজস্বি-সমুচিত দণ্ডরূপ উৎকৃষ্ট উপায় আশ্রয় করত উত্তম শ্রেণীর উপযুক্ত হও। অরে ভীরুস্বভাব! অনল-সংলগ্ন তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্রও প্রজ্বলিত হইয়া উঠ, বৃথা জীবনার্থী হইয়া জ্বালাশূন্য তুষাগ্নির ন্যায় অবসাদ-ধূমে আচ্ছন্ন থাকিও না। চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার মত এই যে, কোন রাজার গৃহে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা অত্যন্ত মৃদুস্বভাব পুত্র যেন জন্ম গ্রহণ না করে। রণকোবিদ বীরপুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে গমন করিয়া, মনুষ্যসাধ্য যাবতীয় উত্তম কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, ধর্ম্মের নিকট অঋণী হন, কোন প্রকারে আত্মাকে বিগর্হিত করেন না; সুতরাং তিনি অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারুন বা নাই পারুন, কদাচ শোকাকুল হন না, বরং প্রাণের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া অনন্তর কর্ত্তব্য-কার্য্যের আরম্ভ করেন। অতএব হে পুত্র! তুমি হয় বাহুবীর্য্য প্রকাশ কর, না হয় নিত্য-সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মকে পশ্চাৎ করিয়া অনর্থক জীবন বহনের প্রয়োজন কি? রে ক্লীব! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত (অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদানুপালন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেবাদি ক্রিয়া আর বাপী কূপ তড়াগাদি খনন, দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরামাদি নির্ম্মাণ) ও যাবতীয় কীর্ত্তিকলাপ, সকলই বিলুপ্ত হইল এবং ভোগ সুখের মূল একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; অতএব এরূপ অসার হইয়া আর জীবিত থাকিবার ফল কি? যদি একান্ত নিমগ্ন

বা পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে বীর পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, শত্রুর জঙ্ঘাদেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ঈদৃশভিব্যাহারে লইয়াই সেইরূপ হয়; একবারে ছিন্নমূল হইলেও নিরতিশয় বিদ্যুদযুক্ত ও ভগ্নোদ্যম হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। অতএব হে অবোধ পুত্র! সংকুল-সম্ভূত মহাপ্রাণ ঘোটকেরা যেরূপ উদ্যম সহকারে যুগদণ্ড আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাই স্মরণ করিয়া সমুচিত পরাক্রম ও মান প্রকাশ কর এবং কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনার পুরুষকার প্রকটিত হয়, তাহা অবগত হও। তোমার নিমিত্ত যে কুল নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে, তুমি আপনিই তাহার উদ্ধারার্থ যত্ন কর। লোকে যাহার অনুষ্ঠিত কোন অদ্ভুত মহৎ কর্ম্মের জল্পনা না করে, সে কেবল লোক-সংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র; তাহাকে না স্ত্রী, না পুরুষ, কিছুই বলা যায় না; ক্লীবের মধ্যেই গণনা করিতে হয়। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা বা অর্থলাভ বিষয়ে যাহার যশোবৃত্তান্ত সংকীর্ত্তিত না হয়, সে মাতার বিষ্ঠামাত্র, কদাপি পুত্রপদের বাচ্য নহে। যে মহীয়ান্ মানব শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, ধনসম্পত্তি, বিক্রম ও অন্যান্য পুরুষকার দ্বারা সকলকে অতিক্রম করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ। রে মূর্খ! অসমীক্ষ্যকারী কাপালিকের ন্যায় কাপুরুষোচিত, ঘৃণার্হ, অযশস্কর, দুঃখাবহ ভিক্ষাবৃত্তির অন্বেষণ করিও না। হা! লোকের অবজ্ঞা-ভাজন, অশনবসন-বিবর্জ্জিত যে দুর্ব্বল পুরুষকে দেখিয়া শত্রুদলের আনন্দবৃদ্ধি হয়, এতাদৃশ লোভকর দীন হীন অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্রস্বভাব বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া বান্ধবগণ কদাচ সুখী হইতে পারেন না। হা! স্বস্থান-ভ্রষ্ট, রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত, সর্ব্বপ্রকার কামবসে বঞ্চিত ও নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া আমাদিগকে জীবিকাভাবেই প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। রে সঞ্জয়! সাধুজন সমাজে অসদৃশ ব্যবহারী বংশধ্বংসকারী কুলপাংশুল তোমাকে উৎপন্ন করিয়া আমি পুত্ররূপী সাক্ষাৎ কলির জননী হইয়াছি। আমার মত আর কোন সীমন্তিনী যেন ঈদৃশ অমর্যশূন্য নিরুৎসাহ নির্ব্বীর্য্য শত্রুনন্দন কুনন্দনকে গর্ভে ধারণ না করে। রে হতভাগ্য! নিরুদ্যম-ধূমে আচ্ছন্ন না থাকিয়া প্রচণ্ড উৎসাহানলে সমধিক প্রজ্বলিত হও; সম্যক্রূপ আক্রমণ-পূর্ব্বক শত্রু সংহার কর, মুহূর্ত্ত বা ক্ষণকালের নিমিত্তও অরাতিগণের মস্তকোপরি জ্বলিয়া উঠ। অমর্ষ ও অক্ষমাযুক্ত হওয়াই যথার্থ পুরুষের কার্য্য; যে ব্যক্তি নিয়ত ক্ষমাশীল ও অমর্ষ-শূন্য থাকে, সে স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে; তাহাকে একটা নপুংসক বলিলেই হয়। সন্তোষ, দয়া, অনুদ্যম ও ভয়, ইহারা লক্ষ্মীবিনাশের নিদানভূত, নিরীহ ব্যক্তি রাজ্যাদি মহৎ ফল লাভে কখনই সমর্থ হয় না। অতএব হে পুত্রক! পরাভব-সাধন উক্তরূপ দোষ-সমূহ হইতে আত্মাকে সর্ব্ব প্রযত্নে বিমুক্ত কর। হৃদয়কে লৌহ-নির্ম্মিতের ন্যায় দৃঢ় করিয়া স্বকীয় সম্পত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, পুর-ধারণে অর্থাৎ রাজকার্য্য ও প্রজা-পালনাদি গুরুতর ভার ধারণেই শক্ত হয় বলিয়াই লোকে পুরুষ নামে উক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি স্ত্রীবদ্ব্যবহার করত ইহলোকে জীবিত থাকে, তাহাকে ব্যর্থনামা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করাই বিধেয়। সিংহের ন্যায় প্রবল-প্রতাপ-বিস্তার-রী মহোন্নত-চিত্ত শূরবীর নরপতির পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হইলেও তদীয় সুশাসিত অধিকারস্থ প্রজাগণ সুখ সম্ভোগে [illegible] থাকিতে পারে। যে সুবিচক্ষণ মহীপতি আপনার প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তিনি আ[illegible]রেই অমাত্য বন্ধু বান্ধবগণের হর্ষোৎপাদন করেন। [illegible] কহিলেন, তুমি যদি আমাকেই দেখিতে না পাও, তাহা হই[illegible] তোমার এই সমগ্র-ভূমণ্ডল, আভরণ, ভোগ সুখ অথবা জী[illegible]তেরই আর প্রয়োজন কি? মাতা কহিলেন, আমি রাজ্য আভরণাদির লোভেই তোমাকে এইরূপে উত্তেজিত করিতে[illegible] এমন নহে; কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, অনাদৃত নির[illegible] লোকেরা যে লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমাদিগের শত্রু সেই সকল লোক প্রাপ্ত হউক, আর আদৃতাত্মা মহীয়ান্ মান[illegible]গণের যে লোক প্রাপ্ত হওয়া উচিত, আমাদিগের সুহৃদ্বর্গ সে লোকে গমন করুন। হে তাত! ভৃত্যগণ-পরিবর্জ্জিত প[illegible]পিণ্ডোপজীবী ম্লানসত্ত্ব দীনহীন কাপুরুষগণের সমুচিত জঘন্য বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ যেমন জলধরের অনুজীবী হয় এবং অমরগণ যেমন শতক্রতুর অনুবর্ত্তন করে[illegible] সেইরূপ ব্রাহ্মণবর্গ ও সুহৃদ্বৃন্দ তোমার উপরে জীবিকা নির্ভর করুন। হে সঞ্জয়! সুপক্ব-ফল-নিচয়-পরিকীর্ণ কোন বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া বিহঙ্গেরা যেমন জীবন ধারণ করে, সেইরূপ অখিল-প্রাণিবর্গ যে ভাগ্যধর পুরুষের আশ্রয়ে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবনই সার্থক। [illegible]বাসবের বাহুবীর্য্য-সম্বর্দ্ধিত সুরগণের ন্যায় বান্ধবেরা যে মহাবীর পুরুষের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-সহকারে সুখৈশ্বর্য্যে পরিবর্ত্তি[illegible]ন, তাঁহার জীবনই সার্থক। যে ভাগ্যবান্ মানব স্বীয় বাহু[illegible]ল অবলম্বনপূর্ব্বক সমুন্নত জীবনভার বহন করেন, তি[illegible] ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করিয়া পরকালে কল্যাণময়ী পরমা গ[illegible] প্রাপ্ত হন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিদুলা কহিলেন, হে পুত্রক! যদি ঈদৃশী দুরবস্থা সম[illegible] পৌরুষ পরিহারের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি অচিরেই হীন[illegible]ন সেবিত অতি নীচমার্গে বিচরণ করিবে, সন্দেহ নাই। [illegible]ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি অসার জীবনাকাঙ্ক্ষা[illegible] যথাশক্তি বিক্রম প্রকাশদ্বারা তেজঃপ্রদর্শন না করে, পণ্ডিতের[illegible] তাহাকে চোর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। হা! মুমূর্ষু-সন্নিধানে [illegible]ঔষধের ন্যায়, যথার্থ স্বার্থ-সম্বলিত [illegible] গুণভূয়ি[illegible] ভাবিত-সমস্ত তোমার উপরে বলু প্রকাশ করিতে অসম[illegible]হইতেছে। দেখ, সিন্ধুরাজের সহায়রূপে বিস্তর লোক আ[illegible]ট, কিন্তু কেহই তাহার প্রতি অনুরক্ত নহে; সকলেই অস[illegible]ষ্ট রহিয়াছে; দুর্ব্বলতা-হেতুক, [illegible] [illegible]রহে তাহারা আত্ম বিমোচনে অসমর্থ হইয়া কেবল [illegible] [illegible]সন-সমূহমাত্র প্রতীক্ষা করিতেছে। [illegible] যে সকল [illegible] [illegible]ষ্টরূপেই তাহার শত্রুতাচরণ করে, তাহারা তোমার পৌরু[illegible] [illegible]খিলে যত্ন-সহকারে আপন আপন [illegible] [illegible] [illegible]র বৃদ্ধি করিয়া তোমার সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible]বৃত্ত হইবে। অতএব সেই [illegible] [illegible] [illegible]য়া কালসমুচিত শত্রু-[illegible] [illegible] আশ্রয় গ্রহণ কর। সিন্ধুরাজ অজর কি অমর, এরূপ ম[illegible]

করিয়া নিশ্চেষ্ট করিও না। হে পুত্র! তুমি নামে সঞ্জয়, কিন্তু সঞ্জয়ের কার্য্য তোমাতে কিছুই দেখিতে পাই না; এই নিমিত্তই বলিতেছি, ব্যর্থনামা না হইয়া স্বীয় নামেরও সার্থকতা কর এবং তদ্দ্বারা আমার সন্তানেরও উপযুক্ত হও। তোমার বাল্যাবস্থায় একজন সম্যগ্‌দর্শী মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ তোমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই ব্যক্তি প্রথমে মহাকষ্টে পতিত হইয়াও পরিশেষে প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করিবে"। তাঁহার সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আমি তোমার বিজয়ের আশংসা করিতেছি এবং সেই জন্যই তোমাকে এরূপ আগ্রহ সহকারে উত্তেজিত করিতেছি ও পরেও বারংবার করিব; যেহেতু তুমি নিশ্চয় জানিতেছ, যে ব্যক্তি স্বয়ং যথার্থনীত্যনুসারে কার্য্য করে এবং অন্যান্য লোকেরাও যাহার অর্থ সিদ্ধি বিষয়ে আপ্যায়িত হইয়া সাহায্য করে, তাহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! "এতদ্দ্বারা আমার পূর্ব্বসঞ্চিত বিষয়ের উপচয়ই হউক অথবা ক্ষয়ই হউক, কিছুতেই আমি নিবৃত্ত হইব না" এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া তুমি যুদ্ধার্থে মনোনিবেশ কর; এককালেই উহার উপসংহার করিও না। শম্বর-মুনি কহিয়াছিলেন, যে অবস্থায় 'অদ্য গৃহে অন্ন নাই, কল্য কি হইবে' সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা পাপীয়সী অবস্থা আর হইতে পারে না। এমন কি, পতি পুত্র বধে যাদৃশ দুঃখ হওয়া সম্ভব, তদপেক্ষাও তিনি উক্ত দুঃখকে গুরুতর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ফলত দারিদ্র্য-দুঃখ, মরণের একটি নামান্তর-মাত্র। দেখ, আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এক হ্রদ হইতে যেন অন্য হ্রদে আগতা হইয়া সকলের ঈশ্বরী, সর্ব্বকল্যাণবতী এবং স্বামীর সাতিশয় সমাদর-পাত্রী ছিলাম। পূর্ব্বে সুহৃদ্বর্গ আমাকে মহামূল্য মাল্য ও অলঙ্কার-নিচয়ে বিভূষিতা, গন্ধানুলিপ্ত সুমার্জ্জিত-দেহা, উত্তমাম্বর-পরিধানা ও পরমহৃষ্টা দৃষ্টি করিয়া এক্ষণে দারুণ দুর্দ্দশান্বিতা দেখিবেন! হে সঞ্জয়! তুমি যখন আমাকে ও তোমার ভার্য্যাকে দীনহীনা অতিমাত্র দুর্ব্বলা দেখিবে, তখন আর তোমার জীবিত থাকিবার ইচ্ছা হইবে না। দাস দাসী ভৃত্যবর্গ আচার্য্য ঋত্বিক্ পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই জীবিকা-বিরহে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন দেখিয়া তোমার জীবনেরই বা প্রয়োজন কি থাকিবে? তুমি পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্লাঘনীয় ও যশস্কর ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে যদি তৎসমুদায় দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমারই বা হৃদয়ের শান্তি কোথায়? কোন ব্রাহ্মণ আমার নিকটে যাচ্ঞা করিলে যদি তাঁহাকে 'নাই' এই কথাটি বলিতে হয়, তাহা হইলে আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; কেন না পূর্ব্বে কি আমি, কি আমার স্বামী, 'নাই' এ বাক্য কখনই ব্রাহ্মণের প্রতি উক্ত করি নাই। আমাদিগকেই সকলে আশ্রয় করিত, আমরা আর কোন কালে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই; সুতরাং যদি পরের আশ্রয় গ্রহণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বৎস! অপার দুঃখ-পারাবারে তুমিই আমাদিগের পারকর্ত্তা হও। প্রবশূন্য বিপদ-সাগরে তুমিই প্লবের কার্য্য কর। ইহাতে তোমাকে যদি অকালে নিহত হইতে হয়,—যদি ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লও। অধিক কি বলিব; আমাদিগের এই মৃত-দেহ-সমূহে জীবসঞ্চার কর। যদি জীবন ধারণের বাসনা না থাকে, তবে সকল শত্রুই তোমার সহনীয় হইতে পারে; নতুবা যদি ঈদৃশী ক্লীববৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক চিরকাল নির্ব্বেদ-পরায়ণ ও ভগ্ন-মনা হইয়া থাকিতে হয়, তবে অবিলম্বেই এই পাপ-জীবিকা পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি শৌর্য্যশালী হয়, সে এক শত্রু বধ করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। দেখ, পুরন্দর একমাত্র বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াই মহেন্দ্র হইয়াছেন;—সমস্ত দেবগণের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। উৎসাহ-সম্পন্ন বীরপুরুষ সমরে আত্মনাম প্রখ্যাপনপূর্ব্বক সন্নাহযুক্ত রণোন্মুখ শত্রুদিগকে আহ্বান করিয়া স্বকীয় যুদ্ধবিক্রম দ্বারা তাহাদের সেনাগ্রভাগ বিদ্রাবণ অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ প্রধান পুরুষের নিধন-সাধনানন্তর যখন বিপুলতর যশোলাভ করেন, তখনই তাঁহার কাপুরুষ অরাতিবর্গও ব্যথিত ও ভীতচিত্ত হইয়া আপনা হইতেই অবনতি স্বীকার করে। পরন্তু যাহারা কাপুরুষত্ব অবলম্বন করে, তাহারা অবশ হইয়া আত্ম-বিসর্জ্জনে সমুদ্যত, রণদক্ষ, শৌর্য্যশালী পুরুষকে সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি দ্বারা অবশ্যই পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। সাহস-সম্পন্ন সাধুপুরুষেরা, রাজ্যেরই বিধ্বংস হউক অথবা জীবনেরই সংশয় উপস্থিত হউক, তথাপি শত্রুকে প্রাপ্ত হইলে তাহার শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিবার নহেন। অতএব হে সঞ্জয়! কেবল বিক্রম প্রকাশ করিলেই স্বর্গদ্বারোপম অথবা অমৃত সদৃশ রাজ্যপদ লব্ধ হইতে পারে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রজ্বলিত অলাতদণ্ডের ন্যায় শত্রুগণ মধ্যে নিপতিত হও। হে ক্ষত্রিয়! সমরাঙ্গনে বিপক্ষ বিনাশ করিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপাদন কর। আমি যেন তোমাকে শত্রুগণের শ্রীবর্দ্ধনকারী ও অতিমাত্র কাতর না দেখি। অস্মৎপক্ষীয়েরা শোক করিতে করিতে এবং বিপক্ষেরা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে করিতে তোমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তুমি অত্যন্ত দীনভাবে তাহাদিগের মধ্যগত রহিয়াছ দেখিয়া আমি যেন দীনহীনার ন্যায় রোদন না করি। হে পুত্র! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া সৌবীর-কন্যাগণের শ্লাঘনীয় ও প্রমোদভাজন হও; অবসন্ন হইয়া সৈন্ধব-কন্যাদিগের বশগামী হইও না। তাদৃশ রূপগুণ-সম্পন্ন, বিদ্যালঙ্কৃত, মহাকুল-সম্ভূত, লোক-বিখ্যাত, যশস্বী যুবা যে বৃষভের ন্যায় অন্যের আজ্ঞাবহ হইয়া বিসদৃশ ব্যবহার করে, আমার বিবেচনায় তাহাতে আর মরণে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যদ্যপিস্যাৎ আমি তোমাকে পরের চাটুকার হইতে অথবা কিঙ্করের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে দেখি, তাহা হইলে আমার হৃদয়ের আর শান্তি কোথায়? অন্যের পৃষ্ঠচর হয়, এমন নরাধম পুরুষ তোমার এই বংশে কস্মিন্ কালেও জন্মগ্রহণ করে নাই; অতএব হে বৎস! পরের অনুচর হইয়া তোমার কদাপি জীবন ধারণ করা উচিত হয় না। ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ চিরপ্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্ম, তাহা আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ও পর পর পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে যে কিছু উক্তি করিয়াছেন এবং প্রজাপতি বিধাতাও তাহাকে যাদৃশ চিরন্তন ও অব্যয়-রূপে বিনির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। পৃথিবী-মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশে উৎপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্ব-ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মাভিজ্ঞ

হয়, কেবল জীবনমাত্র প্রতীক্ষা করিয়া ভয়প্রযুক্ত শত্রুর নিকটে অবনতি স্বীকার করা তাহার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। উদ্যমই পুরুষকার; অতএব সতত উদ্যমশালীই হইবে, কস্মিন্ কালেও অবনত হইবে না; বরঞ্চ অসন্ধিস্থলে ভগ্ন অর্থাৎ অকাণ্ডে মৃত হইবে, তথাপি কাহারও নিকটে অবনতি স্বীকার করিবে না। মহামনা বীরপুরুষ মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় অকুতোভয়ে বিচরণ করিবেন; কেবল ধর্ম্মানুরোধে ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে নিত্যকাল অবনত হইবেন, নতুবা অপর সমস্ত বর্ণকেই বলপূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিয়া যাবতীয় দুষ্কর্ম্মের ধ্বংসবিধান করিবেন, তদ্দ্বারা যদি সমধিক সহায়-সম্পন্ন অথবা একবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িতে হয়, তথাপি যাবজ্জীবন সেইরূপ অনুষ্ঠান-পরায়ণ হইবেন।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

পুত্র কহিলেন, হে অমর্ষণে অকরুণে বীরাভিমানিনি জননি! বোধ হয়, সুকঠোর কৃষ্ণলৌহের সংঘাতদ্বারা বিধাতা তোমার এই কঠিনতর হৃদয়ের নির্ম্মাণ করিয়াছেন! হায়! ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কি বিচিত্র! যাহার অনুরোধে তুমি আমাকে ইতরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সমরের করাল-কবলে নিক্ষিপ্ত করিতেছ!—গর্ভধারিণী জননী হইয়াও যেন পরমাতার ন্যায় এই একমাত্র পুত্রকে ঈদৃশ বচন-বাণে আবিদ্ধ করিতেছ। তোমাকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি আমাকেই দেখিতে না পাও, তাহা হইলে তোমার এই সমগ্র ভূমণ্ডল, আভরণ, ভোগসুখ অথবা জীবিতেরই আর প্রয়োজন কি? ঈদৃশ-বিশিষ্ট প্রিয় পুত্র সঙ্গ-রহিত হইলে তোমার জীবন লইয়া আর কি হইবে? মাতা কহিলেন, সঞ্জয়! বিচক্ষণ মানবগণের সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম ও অর্থের নিমিত্ত আরব্ধ হইয়া থাকে; আমি সেই ধর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তোমাকে যুদ্ধার্থে নিয়োজিত করিতেছি। দেখ, তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করিবার এই মুখ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এই উপস্থিত সময়ে তুমি যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে লোকসমাজে অসম্মানিত হইয়া আমার অতিমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে। তোমার আর অর্থ-সম্পত্তি বা খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না। তোমাকে অপযশগ্রস্ত হইতে দেখিয়াও আমি যদি স্নেহপ্রযুক্ত তাহার নিবারণার্থ কোন কথা না বলি, তাহা হইলে আর কোনক্রমেই যুক্তিসম্মত যথার্থ স্নেহের কার্য্য করা হয় না, তাদৃশ বাৎসল্যকে পণ্ডিতেরা সামর্থ্য-শূন্য অহেতুক গর্দ্দভীবাৎসল্য বলিয়া উক্ত করেন। অতএব হে সঞ্জয়! মূর্খগণের অবলম্বিত সাধুজন বিগর্হিত অসৎ পথ পরিত্যাগ কর। দেখ, এই জগতীতলে মহতী অবিদ্যা প্রায় সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে এবং অনেকানেক প্রজাপুঞ্জও উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; ঐ অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তুমি যদি সদাচারী হও, তাহা হইলেই আমার প্রিয় হইবে; ধর্ম্মার্থ-গুণযুক্ত, দৈব মানুষ কর্ম্মোপেত, সাধুগণ-সমাচরিত একমাত্র সদ্বৃত্ত ব্যতীত তুমি আর কিছুতেই আমার প্রীতিভাজন হইতে পারিবে না। যিনি উক্তরূপ সদ্গুণ-সম্পন্ন সুবিনীত পুত্রপৌত্রাদির প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তাঁহার প্রীতিই যথার্থ প্রীতি; নতুবা যে ব্যক্তি অনুদ্যমশালী দুর্ব্বিনীত মন্দবুদ্ধি তনয়ের প্রতি প্রীতি করে, তাহার সন্তাবনের ফলই এককালে ব্যর্থ হইয়া যায়। মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, প্রত্যুত নিন্দনীয় নিরর্থ কর্ম্ম করণে সাতিশয় আগ্রহান্বিত পুরুষাধমেরা না ইহকালে না পরলোকে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারে না। হে সঞ্জয় তুমি নিশ্চয় জান, কেবল যুদ্ধ ও জয়ের নিমিত্তই পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষত্রিয়, শত্রুদিগকেই পরাজিত করুক অথবা আপনিই বধ্যমান হউক, উভয়থাই ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মিত্রবর্গকে বশবর্ত্তী করিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ যাদৃশ সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়, স্বর্গে পুর্ণ্যতম শত্রু-ভবনেও তাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনস্বী ব্যক্তি বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বহুবার পরাভূত হইলে কোপ-তাপে দহ্যমান ও জিগীষা-পরবশ হইয়া হয় আত্ম বিসর্জ্জন করিবেন, না হয় শত্রুবর্গকে একেবারেই বিনিপাতিত করিয়া ফেলিবেন; এতদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে? ইহসংসারে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অত্যল্প বস্তুকে অপ্রিয় বোধ করেন; অত্যল্পবস্তু যাহার প্রিয় হয়, তাহার সেই অল্প বস্তু নিশ্চয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। প্রিয় পদার্থের আত্যন্তিক অভাব হইলে পুরুষের আর কিছুমাত্র কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা থাকে না, বরং সাগর-বিলীন জাহ্নবীর ন্যায় একেবারেই সর্ব্বাভাব হইয়া উঠে। পুত্র কহিলেন, জননি! এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, বিশেষত পুত্রের প্রতি ঈদৃশী প্রবৃত্তি দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত হয় না; এ সময়ে জড় অথবা মূকের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কেবল কারুণ্য প্রদর্শন করাই বিধেয়। মাতা কহিলেন, বৎস! তুমি যে এরূপ বিবেচনা করিলে ইহাতেই আমার ভূয়সী প্রীতিলাভ হইল আমার প্রতি যেরূপ নিয়োগ করিতে হয়, তুমি তাহাই করিতেছ এবং আমিও তদনুসারে তোমাকে সমধিক করণাকর বিষয়েই পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছি। তোমা দ্বারা অগ্রে যাবতীয় সৈন্ধবগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমার ভূরি ভূরি প্রশংসা ও সমাদর করিতে থাকিব। অধিক কি? তোমার যে সম্পূর্ণ রূপেই বিজয় লাভ হইবে, তাহা যেন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি। পুত্র পুনরায় কহিলেন, আমার না আছে অর্থ বল, না আছে সহায় সম্পত্তি, কিছুই নাই; তবে আর কি প্রকারে বিজয় লাভ হইতে পারে; আপনার ঈদৃশী দারুণ দুরবস্থা জানিয়াই আমি আপনা হইতে সে প্রত্যাশায় নিরস্ত হইয়া রহিয়াছে; দুষ্কর স্বর্গলাভের ন্যায় আমার রাজ্যলাভের অভিপ্রায়ও নিবৃত্তি পাইয়াছে। অতএব হে পরিণত-প্রজ্ঞে! আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, যদি এতাদৃশ কোন উপায় দেখিতে পাও, বিশেষ করিয়া ব্যক্ত কর। তোমার সেই অনুশাসন আমি সম্পূর্ণরূপেই প্রতিপালন করিব। মাতা উত্তর করিলেন, বৎস! 'সমৃদ্ধি হইবে না' পূর্ব্বেই এরূপ চিন্তা করিয়া আত্মাকে অবমানিত করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না ঘটনাক্রমে পূর্ব্বাসিদ্ধ অর্থেরও উৎপত্তি হইতে পারে এবং উপস্থিত ধনেরও বিনাশ হইতে পারে; বুদ্ধিপূর্ব্বক উপায় প্রয়োগ করিলে অবশ্যই সমৃদ্ধির সংস্থিতি হয়; নির্ব্বোধতাপ্রযুক্ত কেবল অমর্ষমাত্র অবলম্বন করিয়াই অর্থের আরম্ভ করা কর্ত্তব্য নহে। হে তাত! সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেই ফলসিদ্ধি বিষয়ে নিয়ত

আনত্যতা যুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা ফলের আনত্যত্ব স্থির করিয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু অনিশ্চিত বোধে যাহারা একেবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা আর কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কর্ম্মের চেষ্টা না করায় একবারেই ফলের অভাব, এই একমাত্র গুণ, আর চেষ্টা করাতে ফলসিদ্ধি হওয়া না হওয়া উভয় গুণই সম্ভবিতে পারে। হে রাজপুত্র! আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্মের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করিয়া ভগ্নোদ্যম হয়, সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি উভয়কেই প্রতিকূলবর্ত্তিনী করে। অতএব 'নিশ্চয়ই কার্য্য-সিদ্ধি হইবে', এইরূপ মনে করিয়া সতত অব্যথিত চিত্তে উদ্যম-পরায়ণ হওয়া কার্য্যসাধনে জাগরূক থাকা এবং মাঙ্গল্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। হে পুত্র! প্রজ্ঞাবান্ নরপতি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের আরাধনা এবং স্বস্ত্যয়-নাদি যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে কৃতসংকল্প হবেন, অবশ্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ব-দিক্ যেমন দিবাকরকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ লক্ষ্মীদেবী আপনা হইতেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। হে সঞ্জয় আমি উপদেশার্থে যে সমস্ত নিদর্শন, উপায় ও উৎসাহ-জনক বাক্যাদি বলিলাম, তোমাকে তাহার অনুরূপই দেখিতেছি; অতএব তুমি নিঃসংশয়ে পৌরুষ প্রকাশ কর। সর্ব্ব প্রযত্নসহ-কারে অভিপ্রেত পুরুষার্থ সমাহরণে সমুৎসুক হও। তোমার শত্রুর প্রতি যাহারা ক্রুদ্ধ রহিয়াছে, যাহারা লোভের বশীভূত আছে, শত্রুরা যাহাদিগকে পরিক্ষীণ করিয়াছে, যাহারা বিমানিত হইয়াছে, যাহারা গর্ব্বিত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহারা শত্রুর সহিত সংগ্রামার্থ স্পর্দ্ধা করিতেছে, সমুচিত যত্নপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত লোকদিগকে হস্তগত কর। তাহাদিগের অগ্রিম বেতন প্রদান কর এবং কল্যাণসম্পাদনে উদ্যমশালী ও প্রিয়-ম্বদ হও। এইরূপ করিলেই তুমি, সহসা সমুদ্ভূত প্রবল-বেগ-যুক্ত সমীরণ যেমন ঘনতর ঘনঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ ঐ বহুসংখ্যক মানবগণকে অনায়াসে ভেদ করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহারাও তোমাকে প্রীতিভাজন ও অগ্রবর্ত্তী করিবে, সন্দেহ নাই। শত্রু যখন জানিতে পারে যে, বৈরী জীবনের প্রতি আস্থা-শূন্য হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যম প্রকাশ করি-তেছে, তখন সে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে ভীত হয়। [illegible]ক্রান্ত জানিয়া সে যদি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, তবে [illegible]নাদি-দ্বারা অনুকূলে ব্যবস্থাপিত করিবে; তাহা হইলে [illegible] কালে তাঁহাকে বশীভূত করা হইবে; কারণ, সন্ধি [illegible]-দ্বারা স্থানলাভ করিলে কখন ধনের বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। পুরুষ ধনশালী হইলেই মিত্রেরা তাঁহাকে ভজনা করেন এবং আশ্রয় রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু দৈবক্রমে তিনি যদি অর্থ-সম্পত্তি হইতে পরিচ্যুত হন, তাহা হইলে সেই মিত্রগণ ও বান্ধববর্গ, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; কেবল পরিত্যাগ নহে, ঘৃণা করিতেও নিরস্ত হন না। যে ব্যক্তি শত্রুকে সহায় করিয়া বিশ্বস্ত থাকে, তাহার যে কোন কালে রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া, সে কেবল সম্ভাবনা মাত্র, কার্য্যে ফলিত হইবার নহে।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

মাতা কহিলেন, সঞ্জয়! রাজার পক্ষে যে কোন আপদ্ উপস্থিত হউক না কেন, তদ্দ্বারা ভয়-ব্যাকুল হওয়া কখনই উচিত নহে; যদিও মনে মনে শঙ্কার আবির্ভাব হয়, তথাপি বাহ্যে সেরূপ ভাব প্রদর্শন করা হইবে না; কেন না রাজাকে অবসন্ন চিত্ত দেখিলে রাষ্ট্র, বল, অমাত্য প্রভৃতি সকলেই ভীতিবিহ্বল ও ভিন্নমনা হইয়া পড়ে। তাদৃশ অবস্থায় কেহ কেহ প্রভুকে পরিত্যাগ করে, কেহ বা শত্রুর আশ্রয় লয় এবং যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে বিমানিত হইয়া থাকে, তাহারা সুযোগ পাইয়া প্রহার করিবার ইচ্ছা করে যাঁহারা অত্যন্ত সুহৃদ্, তাঁহারাই কেবল প্রভুভক্তি-পরতন্ত্র হইয়া স্বামীর উপাসনা করেন। কল্যাণ-সাধনে অভিলাষী হইলেও অসামর্থ্য প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে বদ্ধ-বৎসা ধেনু-নিচয়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে হয়; সুতরাং বান্ধববৃন্দকে পতিত দেখিয়া বান্ধবেরা যেমন শোক করেন, ঐ বিশ্বস্ত সুহৃদ্বর্গও সেইরূপ অনুশোক-পরায়ণ স্বামীর প্রতি শোক করিতে থাকেন। ফলত স্বামী ব্যসন প্রাপ্ত হইলে যাঁহারা কায়মনো-বাক্যে তাঁহার রাষ্ট্ররক্ষার বাসনা করেন, তাঁহারাই যথার্থ অভিমত সুহৃদ্ এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহারা পূজিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের পূজা করাই সার্থক। অতএব হে পুত্র! তাদৃশ সুহৃদ্বর্গকে তুমি যেন ভয়-ব্যাকুলিত করিও না; তোমাকে শঙ্কাভিভূত দেখিয়া তাঁহারা যেন পরিত্যাগ না করেন। তোমার প্রভাব, পৌরুষ ও বুদ্ধি-পরিজ্ঞানে অভিলাষিণী হইয়া আমি যে এই সকল কথা বলি-লাম, সে কেবল আশ্বাস-বিধান ও তেজোবর্দ্ধন নিমিত্তই জানিবে। যদি ইহা সম্যক্ রূপে তোমার বোধগম্য হয় এবং আমি যথার্থই বলিতেছি, যদি এরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে ধীরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক জয়ার্থে উদ্‌যুক্ত হও। হে সঞ্জয়! আমাদের একটি অতিবিস্তীর্ণ বিশাল ধনাগার আছে; তাহা তোমার বিদিত নাই; আমা ভিন্ন তাহা আর কেহই জানে না; তাহাতে যে বিপুল অর্থরাশি আছে, সকলই তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে বীর! এতদ্ভিন্ন তোমার অনেক শত মহামূল্য সুযোগ্য সুহৃদ্গণও বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই সুখদুঃখ-সহ এবং সকলেই অপরাঙ্মুখ। হে শত্রু-কর্ষণ! কোন কল্যাণকামী পুরুষ বল-পূর্ব্বক কোন প্রকার ইষ্টার্থ আহরণের অভিলাষ করিলে তাদৃশ সহায়েরাই তাঁহার যথার্থ সচিবের কার্য্য করিয়া থাকেন। সঞ্জয় স্বভাবত অল্পচেতা হইলেও জননীর ঈদৃশ সুচিত্র-পদপদার্থ চিত্তহর অনুশাসন-বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণমাত্র তাঁহার সেই ভয় ও অবসাদের অবসান হইল। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া কহি-লেন, জননি! ভাবি-কল্যাণ-দর্শিনী তুমি যখন আমার শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছ, তখন আর আমার কিছুই অসাধ্য নাই। আমি উদক-মধ্যে নিমগ্নপ্রায় এই পৈতৃক রাজ্যের হয় উদ্ধার করিব, না হয় সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তোমার উপদেশ প্রদান-সময়ে আমি প্রায়ই নিস্তব্ধ-ভাবে ছিলাম, কেবল মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর করিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার অপরাপর অনুশাসন-বাক্য শ্রবণ করিতে পাইব। দুর্ল্লভ অমৃতপানে যেমন পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ ত্বদীয় বচন-সুধাস্বাদনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তা না হওয়াতেই আমি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম; এই দেখ,

এক্ষণে শত্রুশাসন এবং বিজয়-লাভের নিমিত্ত এই উদ্যম-পরায়ণ হইলাম। কুন্তী কহিলেন, বিদুলার সুতীক্ষ্ণ বাক্য-বাণে এইরূপে প্রবিদ্ধ এবং সদশ্বের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া সঞ্জয় তাঁহার শাসনানুরূপ সমস্ত কার্য্যজাত অবাধে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন মহীপতি শত্রুপীড়িত ও অবসাদ প্রাপ্ত হইলে মন্ত্রী অরাতিদলনের উৎকৃষ্ট উপায়ভূত এই অত্যুত্তম তেজোবর্দ্ধন বৃত্তান্তটি তাঁহারে শ্রবণ করাইবেন। বিজিগীষু ব্যক্তির জয়নামক এই ইতিহাসটি শ্রবণ করা অতীব কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি একবারমাত্র ইহা কর্ণগোচর করে, সে অচিরেই বসুন্ধরা-বিজয়ে এবং শত্রুমর্দ্দনে সমর্থ হয়। গর্ভিণী স্ত্রী বীর পুত্র-জননের হেতুভূত ও পুংসবন স্বরূপ এই রমণীয় বৃত্তান্তটি পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিলে অবশ্যই শূরবীর কুমার উৎপন্ন করেন। যে কোন ক্ষত্রিয়া রমণী মনোনিবেশপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদ্যা-বীর, দানবীর, তপস্যা-বীর, ব্রাহ্মীশোভায় দেদীপ্যমান, সাধুগণ-গণনীয়, ঘোরতর তেজস্বী, মহাবল সম্পন্ন, মহাভাগ, মহারথ, ধৃতিশীল, দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্ববিজয়ী, অপরাজিত, অসাধুগণের শাসনকারী, ধর্ম্মচারি-নিচয়ের রক্ষাকর্ত্তা, সত্যবিক্রম, বীর তনয়ের জননী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কুন্তী কহিলেন, হে কেশব! তুমি অর্জ্জুনকে আমার নাম করিয়া এই কথা বলিবে, 'বৎস! তোমাকে প্রসব করিয়া যৎকালে আমি নারীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া আশ্রম সন্নিধানে উপবিষ্টা ছিলাম, তখন অন্তরীক্ষে এই একটি মনোহারিণী দৈববাণী হইয়াছিল;—"কুন্তি! তোমার এই পুত্রটি সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষের তুল্য হইবেন। ইঁহার যশ স্বর্গ স্পর্শ করিবে। ভীমসেনকে সহায় করিয়া ইনি সমগ্র বসুধা বিজয়পূর্ব্বক সর্ব্বলোক প্রমথিত করিবেন; বাসুদেবের সাহায্যে সংগ্রামে সমবেত সমস্ত কৌরবদিগকে পরাভূত করিয়া অপহৃত পৈতৃক রাজ্যাংশের পুনরুদ্ধার করিবেন এবং ভ্রাতৃবর্গে মিলিত হইয়া তিনটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন"। হে দাশার্হ অচ্যুত! সেই সব্যসাচী বীভৎসু যেরূপ সত্যসন্ধ ও অক্ষয় সত্ত্ব সম্পন্ন, তুমি তাহাকে সেইরূপ বলবান্ ও দুরাসদ বলিয়া জান; অতএব দৈববাণী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই যেন সিদ্ধ হয়। হে যদুনন্দন! যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে অবশ্যই তাহা সত্য হইবে—তুমিই সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা সম্পন্ন করিবে। ফলত উক্ত আকাশবাণী দ্বারা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না; মহীয়ান্ ধর্ম্মকে সর্ব্বথা নমস্কার। ধর্ম্মই এই অখিল প্রজাপুঞ্জের একমাত্র ধারণকর্ত্তা। হে কৃষ্ণ! ধনঞ্জয়কে ঐ রূপ কহিয়া নিত্য উদ্যমশালী বৃকোদরকেও এই কথা বলিবে,—"ক্ষত্রিয়া রমণী যদর্থে পুত্র প্রসব করেন, তাহার উপযুক্ত সময় এই উপস্থিত; পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবরেরা বৈর প্রাপ্ত হইয়া কখনই অবসন্ন হন না। হে মাধব! ভীমের বুদ্ধি তোমার চিরকাল বিদিত আছে; সেই শত্রুদলনকারী বৃকোদর যে পর্য্যন্ত অরাতিবর্গের সংহার করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তিনি আর শান্ত হইবার নহেন। হে কৃষ্ণ! মহাত্মা পাণ্ডুরাজের পুত্রবধূ সকল ধর্ম্মের সবিশেষ জ্ঞানবতী যশস্বিনী কল্যাণী কৃষ্ণাকে এই কথা বলিবে;—"হে সৎকুল সম্ভূতে! হে মহাভাগে! হে মনস্বিনি! আমার সমুদয় পুত্রগণের প্রতি তুমি যে সাধ্বীসমুচিত যথাবৎ আচরণ করিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্তই বটে"।

হে পুরুষোত্তম! অনন্তর ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরত মাদ্রীপুত্র-দ্বয়কেও কহিবে;—"বৎসগণ! তোমরা প্রাণপণ করিয়াও বিক্রমার্জ্জিত ভোগ-সুখের প্রার্থনা কর; যেহেতু বিক্রমলব্ধ অর্থই ক্ষত্রধর্ম্মজীবী মনুষ্যের সর্ব্বদা মনঃপ্রীতিকর হয়। দেখ, তোমরা সর্ব্বধর্ম্মের সহায়ক হইলেও তোমাদিগের সাক্ষাৎকারেই পাঞ্চালীকে পরুষ বাক্য সমস্ত যে উক্ত হইয়াছিল, কোন্ ক্ষত্রিয় পুরুষ তাহা সহ্য করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! পুত্রদিগের রাজ্যহরণেও আমার দুঃখ নাই, দ্যূতপরাজয়েও পরিতাপ নাই এবং বনে গমন করাও শোকের কারণ নহে; কিন্তু সেই পতিপ্রাণা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মহীয়সী দ্রৌপদী যে সভা-মধ্যে রোদন করিতে করিতে দুরাত্মগণের কটূক্তি-সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই মর্ম্মবিদারক ঘোরতর দুঃখ। আহা! ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য-নিরতা স্ত্রীধর্ম্মযুতা বরারোহা পাঞ্চালী অনুত্তম-নাথবতী হইয়াও তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন। হে মহাবাহো কেশব! তুমি সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ পুরুষ-ব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া এই কথা বলিও, যেন তিনি দ্রৌপদীর প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করেন। ভীমার্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে যেন যমজ যম-যুগলের রূপধারণ করিয়া অমরগণকেও যে মরণ-মার্গে উপনীত করিতে পারেন, তাহা তোমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। তাঁহারা এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের প্রিয় মহিষী পাঞ্চালী যে সভাস্থলে আনীতা হইয়াছিলেন, ইহার অপেক্ষা অধিক অপমানের বিষয় তাঁহাদের আর কি হইতে পারে? হে জনার্দ্দন! কুরুবীরগণের সমক্ষে ভীমকেও দুঃশাসন যে কটুবাক্য-সকল বলিয়াছিল, তাহাও পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিও। আমার নাম করিয়া সপুত্র কলত্র পাণ্ডবদিগকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিও এবং আমারও কুশল-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিও। এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে শুভ পথে প্রস্থিত হও এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আমার পুত্রদিগকে প্রতিপালন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া মৃগেন্দ্রের ন্যায় সবিলাস সঞ্চারে তদীয় আবাস হইতে নির্গত হইলেন এবং ভীষ্মাদি কুরুপুঙ্গবদিগকে বিদায় প্রদান-পূর্ব্বক কেবল কর্ণকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া সাত্যকি-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। যদুনন্দনের গমনান্তে কৌরবেরা নির্জ্জনে সমবেত হইয়া তদীয় অদ্ভুত মহদাশ্চর্য্য বৃত্তান্তের জল্পনা করিতে লাগিলেন এবং সকলেই একবাক্য হইয়া এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, "এই সমগ্র ভূমণ্ডল মোহাশ্রিত ও মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের মূর্খতা-দোষে এই রাষ্ট্র অবশ্যই [illegible] উপনীত হইবে।

এ দিকে সকল-যাদবগণের হর্ষবর্দ্ধন [illegible] নগর হইতে নির্গমনানন্তর বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণের [illegible] করিলেন, পরে তাঁহাকে বিদায় করিয়া রথবেগে [illegible] চালাইয়া দিলেন। মন ও পবনের ন্যায় [illegible] সেই সকল বাহনগণ দারুক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন [illegible]

আকাশ পথে গমন করিতে করিতে চলিল এবং অতি দ্রুতগামী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে বহু পথ অতিক্রম করিয়া শার্ঙ্গধরা কৃষ্ণকে অচিরেই উপপ্লব্য নগরে উপনীত করিল।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীদেবী কৃষ্ণকে যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া শাসনাতিবর্ত্তী দুর্য্যোধনকে বলিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! কেশবসন্নিধানে কুন্তী যে উগ্রতর ধর্ম্মার্থযুক্ত অনুত্তম বাক্য উক্ত করিলেন, তাহা কি তোমার শ্রুতিগোচর হইল? বাসুদেবের অনুমতিমাত্র তদীয় তনয়েরা উক্ত উপদেশবাক্য অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। হে কৌরব! পূর্ব্বে তাঁহারা ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া তোমা হইতে বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছিলেন, এক্ষণে রাজ্যলাভ ব্যতিরেকে কোন্ ক্রমেই শান্ত হইবেন না। সভামধ্যে তুমি দ্রৌপদীকে যে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ দিয়াছিলে, কেবল ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়াই তাঁহারা তোমার সেই দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা আর সে ধর্ম্মভয় নাই; এক্ষণে কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়, দৃঢ়সংকল্প বৃকোদর, গাণ্ডীব কোদণ্ড, অক্ষয় তূণীর-যুগল, কপিধ্বজ রথ, অসীম বলবীর্য্যসমন্বিত নকুল সহদেব এবং অকুণ্ঠিত-পরাক্রম ত্রিবিক্রমকে সহায় পাইয়া যুধিষ্ঠির আর কোন প্রকারেই ক্ষান্ত হইবার নহেন। হে মহাবাহো! ইতিপূর্ব্বে বিরাট নগরে ধীমান্ পার্থ বীর একাকীই আমাদিগকে যে যুদ্ধে বিনির্জ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা ত তোমার প্রত্যক্ষই আছে। তদ্ভিন্ন নিবাতকবচাদি ঘোরবিক্রম দানবগণ সেই রৌদ্রাস্ত্রধারী বানরকেতনের প্রতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। অপিচ ঘোষযাত্রাকালে কর্ণপ্রভৃতি এই সকল মহারথগণ এবং কবচধারী ও রথারূঢ় তুমি, সকলেই তোমরা অর্জ্জুনের বাহুবলে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলে; এই সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার পরাক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃবর্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন কর। কৃতান্তের দন্তান্তর্গতা এই সসাগরা বসুন্ধরার পরিত্রাণ কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, যুধিষ্ঠির তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ধর্ম্মশীল, বৎসল, প্রিয়ংবদ ও পণ্ডিত; অতএব দুর্ভাব পরিহার করিয়া তাদৃশ পুরুষপ্রবীরের সহিত সঙ্গত হওয়াই তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির তোমাকে যদি অপনীত-শরাসন, প্রশান্তভ্রূকুটি ও শান্তমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলেই কুরুকুলের শান্তি হয়। অতএব হে অরিন্দম! তুমি অমাত্যবর্গের সহিত সমবেত সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন ও অভিবাদন কর। ভীমাগ্রজ কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির তোমাকে অভিবাদন করিতে দেখিয়া স্নেহভরে পাণিযুগল দ্বারা ধারণ করুন। আজানুলম্বিত-স্থূল-বাহু, সিংহস্কন্ধ, প্রহারিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন তোমাকে ভুজদ্বয়ে আলিঙ্গন করুন; তদনন্তর কম্বুগ্রীব কমললোচন অর্জ্জুন, অভিবাদন করুন এবং পৃথিবীমধ্যে অপ্রতিম রূপসম্পন্ন নকুল সহদেব প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক গুরু জ্ঞানে অর্চ্চনা করুন। দাশার্হপ্রভৃতি নরপতিগণ তোমাদিগের মিলন দর্শনে পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। হে রাজেন্দ্র! তুমি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হও এবং সকলে একত্র হইয়া এই সমগ্র ধরারাজ্যের শাসন কর। সমবেত ভূপতিগণ হর্ষভরে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। হে বসুধাধিপ! যুদ্ধে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সুহৃদ্‌গণের নিবারণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি-শূন্য হও। সংগ্রামে ক্ষত্রিয়-কুলের অবশ্যম্ভাবী সুস্পষ্ট বিনাশ-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। হে বীর! দেখ, জ্যোতিঃপদার্থ সকল প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়াছে; যাবতীয় মৃগ পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষত্রিয় ধ্বংসকর অন্যান্য বহুতর উৎপাত-সমস্তও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিশেষত আমাদিগের নিবেশন-মধ্যেই দুর্নিমিত্ত-সকলের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রদীপ্ত উল্কা-সমূহ তোমার সৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিতেছে; বাহন সকল হর্ষশূন্য হইয়া যেন নিরন্তর রোদন-পরায়ণ রহিয়াছে; অশুভাবহ গৃধ্র সমস্ত সেনানিচয়ের চতুষ্পার্শ্বে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; নগর ও রাজভবনের আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই; শিবাসকল অশিব শব্দ করিতে করিতে প্রদীপ্ত দিঙ্মণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অতএব হে মহাবাহো! জনক জননীর এবং অস্মদাদি হিতৈষিগণের বাক্য প্রতিপালন কর; দেখ, শম ও সমর উভয়ই তোমার আয়ত্ত রহিয়াছে। হে শত্রুকর্ষণ! যদি একান্তই সুহৃদ্বর্গের বাক্য রক্ষা না কর, তবে নিজ বাহিনীকে পার্থবাণে প্রপীড়িতা দেখিয়া অবশ্যই তোমাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে;—সংগ্রামে অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ভীষণ-গর্জ্জনকারী ভীমসেনের মহানাদ এবং গাণ্ডীবের প্রচণ্ড নিস্বন শ্রবণ করিয়া আমাদিগের এই বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যদি ইহা তোমার বিপরীত জ্ঞান হয়, তবে নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণে দুর্য্যোধন বিমনা ও অধোমুখ হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত করত বক্রনয়নে ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না। তাঁহাকে সেইরূপ বিমনায়মান দেখিয়া উক্ত নরবরেরা পরস্পর মুখাবলোকন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসন্নিধানে উত্তর বাক্য কহিতে লাগিলেন। ভীষ্ম কহিলেন, আমরা শুশ্রূষা-নিরত অসূয়া-শূন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী পার্থের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে! দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমার পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ, ধনঞ্জয়ের প্রতি তদপেক্ষা অধিক। অশ্বত্থামা আমার প্রতি যাদৃশ বহুমান প্রদর্শন করেন, কপিধ্বজ তদপেক্ষা অধিক বহুমান ও নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী হইয়া আমাকে পুত্রাপেক্ষাও প্রিয়তম সেই অর্জ্জুনের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে। অহো! ক্ষত্রিয়-জীবিকা কি গর্হণীয়! লোক-মধ্যে যাঁহার তুল্য ধনুর্দ্ধারী আর কেহই নাই, সেই বীভৎসু কেবল আমার প্রসাদেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী দুষ্টভাব, নাস্তিক, সারল্য-শূন্য ও শঠতা-পূর্ণ হয়, সে যজ্ঞস্থলে সমাগত মূর্খের ন্যায় কদাপি সাধুসমাজে পূজালাভ করিতে পারে না। পাপাত্মা মনুষ্য পাপকর্ম্ম হইতে পুনঃপুনঃ নিবারিত

হইলেও যেমন পাপানুষ্ঠানেই অভিলাষী হয়, সেইরূপ পুণ্যাত্মা পুরুষ পাপ-দ্বারা নিরন্তর উত্তেজিত হইলেও শুদ্ধ পুণ্য কর্ম্মেরই বাসনা করেন। হে ভরত-সত্তম! তুমি শঠতা-দ্বারা পাণ্ডবদিগকে প্রতারিত করিলেও তাঁহারা তোমার প্রিয়-কার্য্য-সম্পাদনে রত আছেন; পরন্তু তোমার দোষ সমস্ত কেবল অহিতের নিমিত্তই কল্পিত হইতেছে। দেখ, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, আমি, বিদুর ও বাসুদেব, আমরা সকলেই তোমাকে হিতোপদেশ করিয়াছি; কিন্তু তুমি কাহারও বাক্য শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেছ না। 'আমার বিস্তর বল আছে' এই মনে করিয়াই তুমি তিমি মকর-কুম্ভীরাদিসঙ্কুল মহার্ণব তর শেচ্ছু গঙ্গাবেগের ন্যায় সহসা পাণ্ডবসৈন্য-সাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিতেছ। পরিভুক্ত বসন পরিধান অথবা পরিত্যক্ত মাল্য ধারণের ন্যায়, তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াই অতি লোভবশত এরূপ মনে করিতেছ; কিন্তু তোমাকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-সহচর ও ধৃতায়ুধ ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বনে অবস্থান করিলেও কোন্ বীরপুরুষ রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহাকে পরাভূত করিবে? যাবতীয় যক্ষকুল যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর হইয়া রহিয়াছে, সেই ধনেশ্বর সন্নিধানেও ধর্ম্মরাজ সমধিক বিরাজমান হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ কুবেরভবনে গমনানন্তর বহুতর রত্নলাভ করিয়া এক্ষণে ত্বদীয় সুবিস্তীর্ণ রাষ্ট্র আক্রমণ-পূর্ব্বক স্বরাজ্য-বিস্তারের বাসনা করিতেছেন।

হে রাজন্! আমাদের ত আয়ুঃশেষ হইয়াছে; আমরা যথাসাধ্য দান, হোম ও অধ্যয়ন এবং ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে একপ্রকার কৃত-কৃত্য বলিয়াই অবধারণ কর। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেবল তোমাকেই রাজ্য, সুখ, মিত্র, ধন, সকলই বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইতে হইবে। ঘোরতর-তপোব্রত-পরায়ণা সত্যবাদিনী দ্রৌপদী দেবী যাঁহার বিজয়া-শংসা করিতেছেন, তাদৃশ পাণ্ডবকে তুমি কি প্রকারে পরাজিত করিবে? জনার্দ্দন যাঁহার মন্ত্রী এবং সর্ব্ব ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যাঁহার ভ্রাতা, তাদৃশ পাণ্ডবকে তুমি কি প্রকারে পরাজিত করিবে? জিতেন্দ্রিয় ধৃতিশীল ব্রাহ্মণেরা যাহার সহায় রহিয়াছেন, সেই উগ্রতপা বীর্য্যশালী যুধিষ্ঠিরকে তুমি কি প্রকারে পরাভূত করিবে? সুহৃদ্গণ দুস্তর বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইলে কল্যাণকামী সুহৃদ্ব্যক্তির যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তদনুসারে আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বলিতেছি, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; কুরু-কুলের অভ্যুদয় নিমিত্ত সেই বীরবর্গের সহিত সন্ধিবন্ধন কর; পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত অনর্থক পরাভব প্রাপ্ত হইও না।

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

কর্ণবিবাদ প্রকরণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মধুসূদন কৃষ্ণ রাজপুত্র ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে রথারোহণপূর্ব্বক নগরহইতে নির্গত হইয়াছেন। সেই অমেয়াত্মা পরবীরহন্তা গোবিন্দ সূতপুত্র-সন্নিধানে কোন্ কথার প্রস্তাব করিলেন, কি কি সান্ত্ব-বাদই প্রয়োগ করিলেন? জলদকাল-সমুদ্ভিত নব-নীরদ-নিস্বন জনার্দ্দন, রাধাপুত্রকে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তৎসমুদা-মৃদু কি তীক্ষ্ণ, বিশেষ করিয়া আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মধুসূদন আনুপূর্ব্বীক্রমে কর্ণকে মৃদু ও তীক্ষ্ণ উভয় প্রকার বাক্যই উক্ত করিয়াছেন। সেই অমেয়াত্মা যাহা কিছু বলিয়াছেন, সকলই প্রিয়, ধর্ম্মযুক্ত, সত্য, হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী; আপনার নিকটে আমি সমুদয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বাসুদেব এই কথা বলিয়া-ছিলেন, হে রাধেয়! তুমি অনেকানেক বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছ এবং অসূয়াশূন্য হইয়া নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহ-কারে বহুতর তত্ত্বার্থও জিজ্ঞাসা করিয়াছ; সুতরাং তুমি সনা-তন বেদবাদসকলেরও-যথার্থ-বেত্তা এবং সূক্ষ্মতম ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহের পরিজ্ঞানেও সুদক্ষ। দেখ, স্ত্রীলোকের কন্যাবস্থায় কানীন ও সহোঢ় নামে যে দুই প্রকার পুত্র জন্মিয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মানবেরা কন্যার পরিণেতাকেই তাহাদিগের পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; সুতরাং কুন্তীদেবীর কন্যা-বস্থায় তোমার জন্ম হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রের নিদেশানুসারে তুমিও ধর্ম্মত পাণ্ডু-রাজেরই পুত্র হইয়াছ; অতএব আইস, যুধিষ্ঠি-রের অগ্রে তুমিই রাজা হইবে। তোমার পিতৃপক্ষে পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষে বৃষ্ণিবংশ; হে পুরুষর্ষভ! এই দুই পক্ষকে তোমার নিত্য সহায় বলিয়া জান। অদ্যই আমার সমভি-ব্যাহারে এস্থান হইতে প্রস্থিত হও। হে তাত! তুমি যুধিষ্ঠি-রের পূর্ব্বে কুন্তীর গর্ভে জনিয়াছ, ইহা পাণ্ডবগণ অদ্য অবগত হউন। পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অপরা-জিত সুভদ্রা-তনয় এবং পাণ্ডব কার্য্যার্থে সমাগত অন্ধক বৃষ্ণি-প্রভৃতি যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ, সকলেই তোমার চরণ-বন্দন করিবেন। পাণ্ডব-ভাবিনী দ্রুপদনন্দিনীও পাণ্ডবগণের ন্যায় তোমার নিকটে ষষ্ঠকালে উপগতা হইবেন। তোমার অভিষেক নিমিত্ত রাজন্যগণ ও রাজকন্যা-সকল কাঞ্চনময়, রৌপ্য-ময় ও মৃন্ময়কুম্ভ, সর্ব্বৌষধি, সর্ব্ববীজ, সর্ব্বরত্ন ও লতাপ্রভৃতি সমগ্র-দ্রব্য-সামগ্রী আনয়ন করুন; শংসিতাত্মা দ্বিজোত্তম ধৌম্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন করুন এবং পাণ্ডবদিগের বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরোহিত চতুর্ব্বেদী দ্বিজাতিগণ অদ্যই তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, দ্রৌপ-দীর পঞ্চ পুত্র পাঞ্চাল ও চেদিবংশীয় কুটুম্বগণ এবং আমি, সকলেই আমরা মিলিত হইয়া তোমাকে বসুধা-রাজ্যের আধি-পত্যে অভিষিক্ত করিব। শংসিতব্রত ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধি-ষ্ঠির তোমার যুবরাজ হউন। তিনি শ্বেত-ব্যজন ধারণপূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথারোহণ করিবেন। হে রাজন্! তুমি অভিষিক্ত হইলে, মহাবলশালী কুন্তীতনয় ভীমসেন তোমার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিবেন। অর্জ্জুন কিঙ্কিণী-শত-শব্দান্বিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, শুভ্রবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয়-সংযোজিত রথ পরিচালন করিবেন। তাঁহার আত্মজ অভিমন্যুও তোমার নিত্য সন্নিহিত থাকিবে। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্র, মহারথ শিখণ্ডী ও পাঞ্চালদেশীয় অন্যান্য সম্বন্ধিগণ তোমার অনুগামী হইবেন। অন্ধক, বৃষ্ণি, দাশার্হ ও দশার্ণ-বংশীয় ভূপতিবর্গ এবং আমি, সকলেই তোমার পরিবারভূত ও অনুযায়ী হইব। অতএব হে মহাবাহো! তুমি জপ, হোম ও বহুবিধ মাঙ্গল্যকর্ম্মে সংযুক্ত থাকিয়া সহোদর পাণ্ডবগণের

সহিত পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। দ্রবিড়, কুন্তল, অন্ধ্র, তালচর, চুচুপ ও বেণুপদেশীয় রাজন্যগণ তোমার অগ্রযায়ী হউন এবং সূতমাগধ বন্দীসকল অশেষবিধ স্তুতিদ্বারা তোমাকে স্তব করিতে থাকুক। পাণ্ডবেরা "বসুষেণের জয়" এই বলিয়া সর্ব্বত্রই তোমার বিজয় ঘোষণা করুন। হে কৌন্তেয়! নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত দ্বিজরাজের ন্যায় তুমি ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও এবং তদ্দ্বারা কুন্তীরও আনন্দবর্দ্ধন কর। তোমার মিত্রগণ প্রহৃষ্ট এবং রিপুবর্গ ব্যথিত হইতে থাকুক। ভ্রাতৃভূত পাণ্ডবগণের সহিত অদ্যই তোমার সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত হউক।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

কর্ণ কহিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন কেশব! তুমি যে সৌহার্দ্দ, প্রণয়, সখ্য ও হিতৈষিত্ব প্রযুক্তই আমাকে এই সকল কথা কহিলে, তাহাতে আর সংশয় নাই। আমি সকলই স্বীকার করিয়া লইতেছি। হে কৃষ্ণ! তুমি যেরূপ বিবেচনা করিতেছ, তাহাই সত্য; ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে আমি ধর্ম্মত পাণ্ডুর পুত্রই বটি। জননী কন্যাকালে সূর্য্যদেব হইতে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং জন্মিবামাত্র সেই আদিত্যের বচনক্রমেই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অতএব হে জনার্দ্দন! সেইরূপে উৎপন্ন হওয়ায় আমি ধর্ম্মত পাণ্ডুরাজেরই আত্মজ বটি, কিন্তু কুন্তীদেবী আমার কিছুমাত্র কুশলচিন্তা না করিয়া আপনা হইতেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে সূতজাতীয় অধিরথ আমাকে দেখিবামাত্র স্নেহ-সহকারে গৃহে আনয়ন করিয়া স্বীয় বনিতা রাধার হস্তে সমর্পণ করেন। হে মাধব! আমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত রাধার স্তন-যুগলে তৎক্ষণমাত্র ক্ষীরের আবির্ভাব হয় এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে তিনি আমার মূত্র পুরীষাদিও গ্রহণ করেন। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ এবং নিরন্তর ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণে নিরত হইয়াও কি প্রকারে মাদৃশ ব্যক্তি তাঁহার পিণ্ডলোপ করণে সমর্থ হইতে পারে? বিশেষত রাধার ন্যায় অধিরথও স্নেহহেতুক আমাকে পুত্র বলিয়াই জানেন এবং আমিও চিরকাল তাঁহাকে পিতা বলিয়াই জ্ঞান করি। পুত্র-প্রেমের বশংবদ হইয়া তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দ্বিজাতিগণ-দ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি-সমস্ত নির্ব্বাহ করাইয়া 'বসুষেণ' এই নাম করণ করান এবং যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলে স্বজাতীয় কন্যাগণের সঙ্গেই বিবাহ দেন। হে মধুসূদন জনার্দ্দন! তাহাদিগের গর্ভে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতিই আমার হৃদয় ও বাসনা-বন্ধন-সমস্ত নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং অপরিমেয় স্বর্ণরাশি অথবা অখণ্ড মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেও—সাতিশয় হর্ষ বা ভয়ের আবেগে অভিভূত হইলেও আমি তাদৃশ প্রীতিবন্ধনের কোন ক্রমেই অপনোদন করিতে পারি না। হে কৃষ্ণ! এই ধৃতরাষ্ট্র-কুলে, আমি দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ কাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া আসিতেছি; এ পর্য্যন্ত বহুবিধ যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করিয়াছি; পরন্তু সূতজাতির সংস্রব ভিন্ন কখনই কোন কর্ম্ম করি নাই। আমার আবাহ বিবাহাদি সমুদয় কার্য্যই সূতদিগের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। হে বার্ষ্ণেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ ও শস্ত্র-সমুদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই হেতু তিনি দ্বৈরথ-সমরে অগ্রযায়ী এবং সব্যসাচীর পরম প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে আমাকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব হে হৃষীকেশ জনার্দ্দন! এক্ষণে বধ, বন্ধ, ভয় অথবা লোভ দ্বারা বিচলিত হইয়া সেই ধীসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের প্রতি মিথ্যাচরণ করিতে আমার কোন ক্রমে উৎসাহ হয় না। অধুনা যদি সব্যসাচীর সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে আমার এবং পার্থের উভয়েরই ভূয়সী অকীর্ত্তি হইবে। হে মধুসূদন! তুমি নিঃসন্দেহ আমার হিতের নিমিত্তই বলিতেছ এবং তোমার বশংবদ পাণ্ডবেরাও যে তোমার উপদিষ্ট সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করিবে, তাহাতেও আমার সংশয় নাই। হে যাদব-নন্দন মধুসূদন! এ অবস্থায় তুমি পাণ্ডবদিগের নিকটে আমাদিগের এই মন্ত্রণার বিষয় এক্ষণে গোপন করিয়া রাখ, ইহাই আমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। হে অরিন্দম! সংযতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যদি আমাকে কুন্তীর প্রথম পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ না করিয়া আমাকেই সমর্পণ করিবেন এবং আমিও সেই সুসমৃদ্ধ বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে দুর্য্যোধনকে প্রদান করিতে বাধ্য হইব। অতএব হে মধুসূদন! সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই চিরকালের নিমিত্ত রাজা হইয়া থাকুন। হৃষীকেশ যাঁহার নেতা, মহারথ ভীম ও ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা এবং নকুল সহদেব ও দ্রৌপদী-পুত্রেরা যাঁহার পৃষ্ঠচর, তাঁহার পক্ষে সকল ভূমণ্ডলের চির রাজ্য-সম্ভোগেরই বা অসম্ভাবনা কি? হে কৃষ্ণ! যুধিষ্ঠির, ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ মহান্ সমবায় সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহাতে অস্মদাদির সাহায্য করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। দেখ, পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, সত্যধর্ম্মা সৌমকি, চৈদ্য, চেকিতান, ইন্দ্রগোপককীটের ন্যায় লোহিত-বর্ণ কেকয়েরা পঞ্চ সহোদর, ভীমসেনের মাতুল শক্রধনুর ন্যায় বিচিত্র-বর্ণ-যুক্ত বাহনশালী মহামনা কুন্তীভোজ, মহাবল শ্যেনজিৎ, বিরাট-পুত্র শঙ্খ এবং নিধির ন্যায় অক্ষয় কামপূরক স্বয়ং তুমি, এই প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ একত্র সমবেত হইয়াছেন। হে বার্ষ্ণেয়! দুর্য্যোধন সর্ব্ব-রাজগণ মধ্যে প্রথিত এই প্রদীপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে একটি সুমহান্ শস্ত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। হে জনার্দ্দন কৃষ্ণ! তুমি এই যজ্ঞের বেত্তা ও অধ্বর্য্যু হইবে, অর্থাৎ তোমাকেই ইহাতে অধ্যক্ষতা ও যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকের কর্ম্ম-সম্পন্ন করিতে হইবে। সন্নাহ-যুক্ত কপিধ্বজ বীভৎসু ঋগ্বেদী-হোতার কার্য্য করিবেন। গাণ্ডীব শরাসন স্রুক্ এবং প্রতিপক্ষীয় পুরুষগণের বীর্য্যই আজ্যস্বরূপ হইবে। হে মাধব! শস্ত্রবিক্ষেপ সময়ে সব্যসাচী ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি যে সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন, তৎসমুদাই যজ্ঞীয় মন্ত্রনিচয়ের স্থানীয় হইবে। পরাক্রমে পিতৃতুল্য অথবা তদপেক্ষাও অধিক বলশালী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সম্যক্ প্রকারে গীতস্তোত্র অর্থাৎ উদ্গাতা হইবেন। সমরাঙ্গনে ঘন ঘন গর্জ্জনকারী, গজসৈন্যের সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ, মহাবল পরাক্রান্ত, নরব্যাঘ্র ভীমসেন সামবেদী উদ্গাতা ও

স্তোতার কার্য্য করিবেন। জপ হোম-সংযুক্ত নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির আপনিই ব্রহ্মা অর্থাৎ হোমকার্য্যের পর্য্যবেক্ষক হইবেন। শঙ্খ, মুরজ ও ভেরীসকলের নিনাদ এবং উপকৃষ্ট সিংহনাদ-সমস্তই সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কালের ভোজনার্থক আবাহন মন্ত্রস্বরূপ হইবে। যশস্বী মহাবীর্য্য মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেব সেই যজ্ঞে সম্যক্‌রূপে শামিত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পশু হিংসা করিবেন। হে জনার্দ্দন গোবিন্দ! বিচিত্রবর্ণ দণ্ড-সমূহ-সংযুক্ত সুবিমল রথরাজিনিচয় এই যজ্ঞে যূপরূপে উপকল্পিত হইবে। কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত বৎসদন্ত ও উপবৃংহণ অর্থাৎ সোমাহুতি সাধন চমসাদির স্থানীয় হইবে। হে কৃষ্ণ! সেই যজ্ঞে তোমর-নিকট সোমকলশ-সমুদায়ের, শরাসন সমস্ত পবিত্র অর্থাৎ সোমোৎক্ষেপণসাধন অভিষবণ-সমূহের খড়্গ সমুদয় কপাল সকলের, মস্তক-সমস্ত পুরোডাশ-পাকপাত্র পুঞ্জের, শক্তিরাজি অগ্নিসন্দীপনার্থ সমিধ-কদম্বের, গদানিবহ পরিধি অর্থাৎ আহুতি-রক্ষণার্থ অগ্নির উভয়পার্শ্বে স্থাপিতকাষ্ঠ-নিচয়ের এবং রুধির হবির কার্য্য করিবে। দ্রোণ ও শরদ্বৎ-পুত্র কৃপাচার্য্যের শিষ্যগণ সদস্য কর্ম্ম করিবেন। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় এবং দ্রোণ দ্রৌণি-প্রভৃতি অন্যান্য মহারথগণ যে সমস্ত শস্ত্র বিসর্জ্জন করিবেন, তৎসমুদায় পরিস্তোম অর্থাৎ সোম-চমসাদির স্থানীয় হইবে। সাত্যকি প্রতিপ্রাস্থানিক অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর সহকারে সমুচিত মন্ত্রসংধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। ঐ যজ্ঞে দুর্য্যোধন দীক্ষিত হইবেন এবং মহতী অনাকিনীই তাঁহার পত্নী-স্বরূপা হইবে। হে মহাবাহো! অতিরাত্র যজ্ঞকর্ম্ম বিস্তৃত হইলে ভীমসেনাত্মজ মহাবল ঘটোৎকচ উহাতে পশুহিংসা করিবে। হে কৃষ্ণ! প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, যিনি দ্রুপদ সভায় যজ্ঞীয় কর্ম্মারম্ভে হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনিই এই যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ হইবেন। হে কৃষ্ণ! দুর্য্যোধনের প্রীতি নিমিত্ত আমি পাণ্ডবদিগকে যে সকল কটুবাক্য কহিয়াছিলাম, সেই অকর্ম্ম জন্য এক্ষণে যথোচিত অনুতাপান্বিত হইতেছি। যৎকালে তুমি আমাকে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিবে, তখন মহৎ ঐ শস্ত্র-যজ্ঞের পুনরায় আরম্ভ হইবে। মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর যখন ঘোরতর গর্জ্জনকারী দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখনই সোমরস পানের কার্য্য হইবে। হে জনার্দ্দন! যখন পাঞ্চাল পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করিবেন, তখনই ঐ যজ্ঞের অবসান অর্থাৎ কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিরাম হইবে। হে মাধব! মহাবল ভীমসেন যখন দুর্য্যোধনকে নিহত করিবেন, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। হে কেশব! ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা ও পৌত্রবধূগণ যখন স্বামি-পুত্র-বিহীনা ও অনাথা হইয়া সকলে একত্র সমাগম-পূর্ব্বক গান্ধারীর সহিত রোদন-পরায়ণা হইবেন, তখনই এই কুক্কুরগৃধ্রকুররনিকর-সঙ্কুল শস্ত্রযজ্ঞে অবভৃথ অর্থাৎ সমাপ্তি-স্নান হইবে। হে ক্ষত্রিয়-প্রবর মধুসূদন! অবশেষে আমার প্রার্থনা এই যে, বিদ্যা ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়েরা যেন তোমার নিমিত্ত বৃথা মৃত্যু স্বীকার না করেন!—ত্রৈলোক্য মধ্যে পুণ্যতম এই কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়-মণ্ডল যেন শস্ত্রদ্বারা নিধন প্রাপ্ত হন। হে বৃষ্ণিনন্দন পুণ্ডরীকাক্ষ! এ বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয় কর;—অখিল ক্ষত্রিয়কুল যাহাতে স্বর্গধামে গমন করিতে পারে, তাহারই সংবিধান কর। হে জনার্দ্দন! এই জগতীতলে যে পর্য্যন্ত গিরি ও সরিৎ সমস্ত অবস্থিত থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তিধ্বনি প্রতিনিয়তই প্রতিধ্বনিত হইবে;—ব্রাহ্মণেরা মহাভারত-সমরের নিত্য সংকীর্ত্তন করিবেন। হে বার্ষ্ণেয়! যুদ্ধে যশ, অর্থাৎ জয় অথবা সাধ্যানুরূপ পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক যে মৃত্যু, তাহাই ক্ষত্রিয়গণের ধন। অতএব হে পরন্তপ কেশব! আমাদিগের এই মন্ত্রণার বিষয় চিরকাল সংবৃত রাখিয়াই তুমি ধনঞ্জয়কে যুদ্ধের নিমিত্ত আমার নিকটে উপনীত করিও।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, পরবীর-হন্তা কেশব কর্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক পুনরায় এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! রাজ্যলাভের উপায় কি তোমাতে লব্ধাস্পদ হইল না? আমি তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিতে সম্মত হইলাম, তথাপি তাহার শাসন নিমিত্ত তোমার কি ইচ্ছা হইতেছে না? ইহাতে আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবদিগের অবশ্যম্ভাবী বিজয় লাভ হইবে; তৃতীয় পাণ্ডবের বানর-কেতন রথোপরি যে প্রচণ্ডতর জয়ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত হইবে, তাহা যেন স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা কপিধ্বজে ঈদৃশী দিব্যমায়া বিস্তার করিয়াছেন যে, বোধ হইতেছে যেন ইন্দ্রকেতুর ন্যায় প্রকাশমানা অসংখ্য পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে এবং জয়াবহ ভয়ঙ্কর দিব্য ভূতসমস্তও তাহাতে অবলোকিত হইতেছে। হে কর্ণ! সব্যসাচীর ঊর্দ্ধে ও প্রসারে এক যোজন পরিমিত, প্রজ্বলিত-পাবক-সদৃশ, সুশোভিত রথধ্বজ এরূপে সমুচ্ছ্রিত হইয়াছে যে, শৈল বা বৃক্ষ-নিচয়ে অবরুদ্ধ হইয়া অদৃষ্ট থাকিবার নহে। সংগ্রাম মধ্যে কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতবাহন ধনঞ্জয়কে যখন তুমি ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে দেখিবে এবং সাক্ষাৎ অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় গাণ্ডীব-শব্দ শ্রবণ করিবে, তখন মূর্ত্তিমান্ কলিদেবের আবির্ভাব হইবে, সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না। যখন দেখিতে পাইবে, জপহোম-সমাযুক্ত অপরিভবনীয় মহারাজ যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া স্বকীয় মহাচমূর সংরক্ষণ করিতেছেন এবং আদিত্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া শত্রু-বাহিনীর সন্তাপবর্দ্ধন করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তিমাত্র থাকিবে না। যখন দেখিবে, মহাবল ভীমসেন, প্রতিদ্বিরদঘাতী মদক্ষরিত গণ্ড প্রচণ্ড-মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায়, দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়া সমর-রঙ্গ-ভূমি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না। যখন দেখিবে, শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, মহারাজ সুযোধন, সিন্ধুনন্দন জয়দ্রথ প্রভৃতি মহা মহা বীরবর্গ যুদ্ধার্থে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে, ভীমধন্বা সব্যসাচী অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে নিবারিত করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তিমাত্র থাকিবে না। যখন দেখিবে, পরবীর-সংহারী মহাবল নকুল সহদেব, সংগ্রামে ঘোরতর শস্ত্র-সম্পাতের আরম্ভ হইলে, প্রমত্ত গজযুগলের ন্যায়

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সৈন্য-সমস্ত বিক্ষোভিত করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না।

অহে কর্ণ! তুমি এখান হইতে গমন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, ও কৃপকে এই কথা বলিও যে, বর্ত্তমান মাস সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম; এ মাসে ভক্ষ্যভোজ্য ও কাষ্ঠাদি অতিশয় সুলভ; বনে সর্ব্বপ্রকার ওষধি ও ফল-সকলের প্রচুর উৎপত্তি হইয়া থাকে; মক্ষিকার উপদ্রব অতি অল্প; পথে কর্দ্দমের লেশমাত্র নাই; জল বিলক্ষণ সুরস, বায়ু ঈষৎ উষ্ণ অথচ শিশির; সুতরাং এ মাস সর্ব্বদাই সুখকর। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের পর অমাবস্যা হইবে; পণ্ডিতেরা ইন্দ্রকে ঐ তিথির দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; অতএব সেই দিবসেই সংগ্রামের আরম্ভ কর। এতদ্ভিন্ন যে সকল রাজন্যগণ যুদ্ধার্থে উপগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বলিবে, তোমাদিগের যাহা অভীষ্ট, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিব;—দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী সমুদয় রাজা ও রাজপুত্রগণ শস্ত্রদ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিবেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, কেশবের ঐ হিতকর শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ তাঁহাকে যথোচিত পূজাপূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত আমাকে সম্মোহিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ভূমণ্ডলের এই যে সম্যক্ বিনাশ উপস্থিত হইতেছে, ইহার কারণ কেবল শকুনি, আমি দুঃশাসন আর রাজা দুর্য্যোধন। হে কৃষ্ণ! কুরু-পাণ্ডবদিগের যে ঘোরতর মহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সংশয়-মাত্র নাই। বসুন্ধরা ইহাতে অবশ্যই রুধিরকর্দ্দমে পঙ্কিলা হইবে। দুর্য্যোধনের বশানুবর্ত্তী যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ সমর-ক্ষেত্রে শস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই শমন-ভবন প্রাপ্ত হইবেন। হে মধুসূদন! রোমাঞ্চকর বহুবিধ দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত এবং বিষমতর সুদারুণ উৎপাত সমস্ত নিরন্তর দৃষ্ট হইতেছে। তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের [illegible] যুধিষ্ঠিরের বিজয় স্পষ্টরূপেই সূচিত হইতেছে। হে বার্ষ্ণেয়! দেখ, তীক্ষ্ণ গ্রহ মহাদ্যুতি শনৈশ্চর প্রাণীপুঞ্জের সমধিক পীড়া-জননার্থ প্রজাপতি-দৈবত রোহিণীনক্ষত্রকে পীড়িত করিয়াছেন। মঙ্গল বক্রভাবে জ্যেষ্ঠাতে সঞ্চারিত হইয়া মিত্রকুলের সংহারার্থেই যেন মিত্র-দৈবত অনুরাধা নক্ষত্রের সহিত সঙ্গম প্রার্থনা করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! রাহুগ্রহ আবার চিত্রাকে বিশেষ রূপে পীড়িতা করিতেছেন; সুতরাং নিশ্চয়ই কুরুগণের মহাভয় উপস্থিত হইল। চন্দ্রের অন্তর্গত চিহ্ন ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যথাস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে। রাহু সর্ব্বদাই সূর্য্যের সন্নিহিত হইতেছে। এই কম্পযুক্ত উল্কা-সমস্ত আকাশ হইতে নির্ঘাতের সহিত নিপতিত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অনবরত অনিষ্ট-ধ্বনি করিতেছে এবং তুরঙ্গ-সকল পানীয় বা ভোজনের প্রতি আদর না করিয়া অকারণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। হে মাধব! নিমিত্তবেদী পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই সমস্ত দুর্নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব হইলে বহুল জীব-সংহারক দারুণ ভয় উপস্থিত হয়। হে মহাবাহো মধুসূদন! দুর্য্যোধনের সমগ্র সৈন্য-মধ্যে কি অশ্ব, কি গজ, কি মনুষ্য, সকলেরই অল্প ভোজনেও প্রভূত পুরীষ দৃষ্ট হইতেছে। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ইহাকে কেবল পরাভবেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! এদিকে পাণ্ডবদিগের বাহনগণ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট এবং মৃগাদি সমস্ত তাঁহাদিগের দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনাগমন করে; এ কেবল তাঁহাদিগের বিজয়েরই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু দুর্য্যোধনের বামভাগ দিয়া মৃগসকলের গতিবিধি হয় এবং অমানুষী বাণীসমস্ত অনুক্ষণ শ্রুত হইতে থাকে; তাহা পরাভবের লক্ষণ। পবিত্র পক্ষী ময়ূর, হংস, সারস, চাতক ও চকোর-নিকর পাণ্ডবদিগের অনুগামী হইতেছে; কিন্তু কৌরবগণের পশ্চাতে গৃধ্র, কাক, বক, শ্যেন, রাক্ষস, বৃক, ও মক্ষিকাসমূহ অনুসরণ করিতেছে। দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে ভেরীসকলেরও শব্দ নাই, কিন্তু পাণ্ডবদিগের পটহসমস্ত আহত না হইয়াও নিনাদিত হইতেছে। হে মাধব! দুর্য্যোধনের স্কন্ধাবারে কূপাদিজলাশয় সমস্তও যেন মহাবৃষভের ন্যায় শব্দ বিস্তার করিতেছে; দেবগণ অনুক্ষণ মাংসশোণিত বর্ষণ করিতেছেন; অকস্মাৎ সুন্দর দীপ্তিশীল মনোহর প্রাকার, পরিঘ, বপ্র ও তোরণবিশিষ্ট গন্ধর্ব্বনগর আবির্ভূত হইতেছে; তথায় কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড পরিঘ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে; উভয় ও অস্ত উভয় সন্ধ্যাই মহৎ ভয় বিজ্ঞাপন করিতেছে; এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক চরণ-বিশিষ্ট বিকটাকার বিহঙ্গসকল ঘোরতর শব্দ করত ভয়ঙ্কর দর্শন বিস্তার করিতেছে; শিবা-সকল অহর্নিশি বিষমতর অশিব রব করিতেছে; কৃষ্ণবর্ণ গ্রীবা ও রক্তবর্ণ পাদযুক্ত ভয়ানক পক্ষিসমস্ত সন্ধ্যাভিমুখে গমনাগমন করিতেছে; সৈনিকেরা প্রথমত ব্রাহ্মণগণকে পশ্চাৎ গুরু ও ভক্তিযুক্ত ভৃত্যবর্গকেও দ্বেষ করিতেছে। হে মধুসূদন! এ সমস্তই পরাভবের লক্ষণ। দুর্য্যোধনের সেনাসন্নিবেশ-স্থলে পূর্ব্বদিক্ লোহিতাকার ধারণ করিয়াছে; শস্ত্রের বর্ণের ন্যায় দক্ষিণ দিকের বর্ণ হইয়াছে এবং পশ্চিম দিকের বর্ণ অপক্ব মৃত্তিকা-পাত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। সকল দিক্‌ই প্রদীপ্ত হইয়া কেবল দুর্য্যোধনের অসামান্য ভয়েরবিষয় বিজ্ঞাপিত করিতেছে। হে অচ্যুত! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্রস্তম্ভ-বিশিষ্ট একটী প্রাসাদোপরি অধিরোহণ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অত্যুৎকৃষ্ট বসনে বিভূষিত এবং শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষে সুশোভিত দৃষ্ট হইলেন, তাঁহাদিগের আসনসমস্তও শুভ্রবর্ণ বোধ হইল। হে জনার্দ্দন কৃষ্ণ! তৎকালে ইহাও দেখিয়াছিলাম, যেন রুধিরপঙ্কে কলুষিতা ধরিত্রীকে, তুমি অস্ত্রজালে পরিক্ষিপ্তা করিতেছ এবং অমিততেজা যুধিষ্ঠির অস্থিরাশির উপরে আরূঢ় হইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণপাত্রে ঘৃত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন। আরও দেখিলাম, যুধিষ্ঠির সমগ্র বসুন্ধরাকে গ্রাস করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে, তিনি তোমার প্রদত্ত অখণ্ড মহীমণ্ডল সম্ভোগ করিবেন। যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, ভীষণকর্ম্মা নরব্যাঘ্র বৃকোদরও যেন সমুন্নত শৈলশিখরে আরোহণপূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া অবলীলাক্রমে অবনীকে কবলিতা করিতেছিলেন। ইহাতেও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, তিনি মহাসংগ্রামে আমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিবেন। হে হৃষীকেশ! যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই যে জয় হইয়া থাকে,

তাহা আমার বিদিত আছে। হে কৃষ্ণ! গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় তোমার সহিত পাণ্ডুরবর্ণ বারণোপরি আরোহণ করত পরম শোভায় উদ্ভাসমান দৃষ্ট হইয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ ব্যাপারের মর্ম্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তোমরা যে সমর মধ্যে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি অখিল পার্থিবকুলের সংহার সাধন করিবে, তাহাতে কি আর আমার সংশয় হইতে পারে? হে হৃষীকেশ! দেখিলাম, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি, এই তিন নরশ্রেষ্ঠ মহারথেরা শুক্লবর্ণ কেয়ূর কবচ, মাল্য ও অম্বরে বিভূষিত হইয়া উত্তম নরযানে অধিরোহণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাদিগের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র সমস্ত ধৃত হইয়াছে। হে জনার্দ্দন কেশব! দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যেও অশ্বত্থামা, কৃপ ও যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা, এই তিন ব্যক্তিকে শ্বেতোষ্ণীষ ধারণ করিতে দেখিলাম, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পার্থিবেরই রক্তবর্ণ শিরোবেষ্টন দৃষ্ট হইল। হে মহাবাহো মাধব! মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমাকে এবং দুর্য্যোধনকে সমভিব্যাহারে লইয়া উষ্ট্র যোজিত যানারোহণে যেন দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমরা অচিরকাল মধ্যেই শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিব। হে জনার্দ্দন! আমি, রাজন্যবর্গ ও সেই সেই ক্ষত্রিয়মণ্ডল, আমাদের সকলকেই যে গাণ্ডীবানলে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাতে আর আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। কৃষ্ণ কহিলেন, হে কর্ণ! যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন বসুধা-রাজ্যের নিশ্চয়ই বিনাশ উপস্থিত হইল। হে ভ্রাতঃ! সর্ব্বভূতের সংহার সময় সন্নিহিত হইলে, সুনীতির ন্যায় প্রতীয়মান বাস্তবিক দুর্নীতি কদাপি হৃদয় হইতে অপসারিতা হয় না। কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! যদি আমরা এই বীরবংশ ধ্বংসকর মহাসমর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবিত থাকিতে পারি, তবেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, নচেৎ স্বর্গধামে আমাদিগের নিশ্চয় সঙ্গম হইবে। হে অনঘ! ইদানীং সেই স্থলেই তোমার সহিত আমাদিগের মিলিত হওয়া সম্ভবপর বোধ হইতেছে। সঞ্জয় কহিলেন, রাধাতনয় কর্ণ মাধবকে 'এই কথা' বলিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া রথপ্রস্থ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; পরে সুবর্ণভূষিত স্বকীয় রথে আরোহণ করিয়া দীনমানসে আমাদিগের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সাত্যকি সহচর কৃষ্ণ "চল চল" সারথিকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া অবিলম্বেই প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ, কর্ণকে অনর্থক অনুনয় করিয়া কুরুমণ্ডল হইতে পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন করিলে, বিদুর পৃথাদেবীর সন্নিহিত হইয়া মন্দ মন্দ স্বরে শোক করত কহিতে লাগিলেন, হে জীবপুত্রি! যুদ্ধ ঘটনা না হওয়াই আমার যে নিত্য অভিমত, তাহা আপনার বিদিত আছে, পরন্তু আমি সহস্র সহস্র বার চীৎকার করিলেও দুর্য্যোধন কোনক্রমেই আমার বাক্য গ্রহণ করে না। রাজা যুধিষ্ঠির চেদি, পাঞ্চাল, কৈকেয়, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি সহায়সম্পন্ন এবং অসাধারণ বলশালী হইয়াও স্বরাজ্য পরিহারপূর্ব্বক উপপ্লব্যনগরে অবস্থিত রহিয়াছেন, তথাপি জ্ঞাতি সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত দুর্ব্বলের ন্যায় হইয়া কেবল ধর্ম্মেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। পরন্তু এই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গতবয়স্ক হইয়াও কোন প্রকারে শান্ত হইতেছেন না; পুত্রমদেই মত্ত হইয়া কেবল অধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতেছেন। ফলত জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে ইহাঁদের পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইবে। যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠের প্রতি যাহারা অধর্ম্ম করিয়া ঈদৃশ বিদূষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম অবশ্যই ফলানুবন্ধী অর্থাৎ বিনাশজনক হইবে। আহা! কৌরবেরা বলপূর্ব্বক ধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদ করিলে, কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার না হইতে পারে? হে দেবি! কৃষ্ণ যখন সন্ধি করিতে না পারিয়া প্রতিগমন করিলেন, তখন পাণ্ডবেরা সংগ্রামের সমুদ্যোগ করিবেন; পশ্চাৎ কুরুগণ-কৃত-অনয়ের বীরধ্বংসরূপ ফল নিঃসন্দেহ ফলিত হইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি, কি দিন, কি রাত্রি, কোন সময়েই নিদ্রালাভ করিতে পারি না।

পরম-হিতৈষী বিদুরের এই কথা শ্রবণে কুন্তী দুঃখার্ত্তা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন, হা! অর্থ কি অনর্থের মূল! ইহার নিমিত্ত এই মহান্ জ্ঞাতিবধ উপস্থিত হইল; অতএব সর্ব্বথাই ইহাকে ধিক্! এই যুদ্ধে সুহৃদ্বর্গেরই পরাভব হইবে। পাণ্ডবগণ, চেদি, পাঞ্চাল ও যাদব সকলে সমবেত হইয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহার পর অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে। সংগ্রামে আমি নিশ্চয়ই দোষ দৃষ্টি করিতেছি এবং যুদ্ধ না করাতেও অস্মৎপক্ষের পরাভব দেখিতেছি; কেন না অর্থহীন ব্যক্তির মরণই মঙ্গল এবং অসংখ্য জ্ঞাতিবধ দ্বারা যে জয় লাভ করা, তাহাও শ্রেয়স্কর নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার অন্তঃকরণে প্রবল দুঃখপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যোধপতি শান্তনুনন্দন পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ, ইহাঁরা দুর্য্যোধনের সহায়ভূত থাকিয়া আমার সমধিক ভয়বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু বোধ হয়, শিষ্যপ্রিয় আচার্য্য কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন না, পিতামহই বা কি বলিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ না করিবেন? তবে মিথ্যাদর্শী একমাত্র কর্ণই যাবতীয় অনিষ্টের মূল হইতেছে। ঐ পাপাত্মা, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মোহানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ করে; যাহাতে তাহাদিগের অনর্থ ঘটে; তদ্বিষয়েই অতিমাত্র নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকে; বিশেষত সে স্বয়ং অতিশয় বলবান্; সুতরাং সম্প্রতি তাহার দুশ্চরিত্রই আমার অন্তর্দাহের কারণ হইতেছে। অতএব অদ্য আমি তাহার নিকটে গমন করিয়া নিগূঢ় তথ্য বিষয় সমস্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক, যাহাতে পাণ্ডবদিগের প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করি। যেরূপে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বর্ণন করিব। যৎকালে আমি পিতৃভবনে কুন্তিভোজরাজের অধীনে অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিতাম, তখন ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি আমার সেবায় সন্তোষিত হইয়া একটি মন্ত্রপ্রদানপূর্ব্বক আমাকে এই বর দিয়াছিলেন, "তুমি সন্তান কামনায় যে কোন দেবতাকে ইচ্ছা হয়, এই মন্ত্রবলে নিকটে আহ্বান করিতে পারিবে।" সেইরূপ বিচিত্র বরলাভ করিয়া আমি স্ত্রীস্বভাব-

সুলভচপলতা-হেতুক, বিশেষত বালভাব-প্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে বারংবার বহুপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন্ত্রের বলাবল এবং ব্রাহ্মণের বাক্য-বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল; পরন্তু তৎকালে বিশ্বাসপাত্রী ধাত্রী কর্ত্তৃক সংরক্ষিতা এবং সখীবৃন্দে পরিবৃতা থাকায়, বিশেষত 'কিরূপে দোষের পরিহার হয়, কি প্রকারে পিতার অপবাদ না হয়, কিসে আমার সুকৃত হইতে পারে, কি প্রকারেই বা আমি অপরাধিনী না হই, এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুলিতা হওয়ায় এক একবার উক্ত সংকল্প হইতে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিলাম। পরিশেষে একান্ত কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া দুর্ব্বাসাকে নমস্কারপূর্ব্বক বালিশতা-প্রযুক্ত কন্যা-কালেই সেই লব্ধমন্ত্র উচ্চারণ করত সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলাম। অতএব যে ব্যক্তি কন্যাকালে মদীয় গর্ভে উৎপন্ন হইয়াও পুত্রবৎ পরিরক্ষিত হইয়াছিল, অধুনা সে আপন ভ্রাতৃগণের হিতকর মদুক্ত পথ্য-বাক্য কি নিমিত্ত রক্ষা না করিবে? কুন্তী এইরূপ উত্তম কার্য্য-নিশ্চয় ও প্রয়োজন অবধারণ করিয়া কর্ণের উদ্দেশে ভাগীরথী তীরে গমন করিলেন। তথায় সেই পরমদয়াল সত্যব্রত মহাবীর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পূর্ব্বমুখে বেদোক্ত মন্ত্রউচ্চারণ-পূর্ব্বক জপ করিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার দুঃখিনী জননী সন্নিহিতা হইয়া জপাবসানে স্বকার্য্য-সাধনের প্রতীক্ষায় তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা থাকিলেন। বৃষ্ণিবংশ সম্ভূতা পাণ্ডুরাজ-গৃহিণী সুকুমারী পৃথাদেবী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে সন্তাপিতা হওয়ায় পরিশুষ্ক কমল-মালার ন্যায় ম্লানবর্ণা হইয়া পরিশেষে কর্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ধার্ম্মিকবর যতব্রত অমিত-বলশালী মহামানী মহাতেজা দিনকর-তনয় কর্ণ, যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ-রূপে পৃষ্ঠদেশ সন্তপ্ত না হইল, সে পর্য্যন্ত জপ করিয়া পরে পৃষ্ঠ-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দেখিলেন, কুন্তীদেবী দণ্ডায়মানা। অকস্মাৎ তাঁহাকে দৃষ্টি করায় তিনি সবিস্ময় চিত্তে কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া যথান্যায়ে অভিবাদন-পূর্ব্বক তৎকাল সমুচিত পশ্চাদুক্ত-রূপে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

কর্ণ কহিলেন,—আমি রাধা ও অধিরথের আত্মজ কর্ণ, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আপনি কি নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছেন, কি করিতে হইবে, ব্যক্ত করুন। কুন্তী কহিলেন, কর্ণ! তুমি কৌন্তেয়, রাধেয় নহ; অধিরথও তোমার পিতা নহেন; তুমি সূতকুলে উৎপন্ন হও নাই। আমি তোমার জন্মের যে নিগূঢ় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেছি, তাহাই নিশ্চয় বলিয়া জান। হে পুত্রক! আমি কন্যাবস্থায় প্রথমেই তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি আমারই কানীন পুত্র; কুন্তিরাজ-ভবনে উৎপন্ন হইয়াছ। হে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কর্ণ! এই যে সকল-লোক-প্রকাশকারী ভগবান্ ভানুমান্ নিত্যকাল গগণ-মণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই, তোমাকে মদীয় গর্ভে জন্ম প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্দ্ধর্ষ পুত্র! আমার পিতৃ-সদনে তুমি দেবকুমার-সমুচিত অসীম শোভা-সমন্বিত মনোহর কুণ্ডল ও কবচে বিভূষিত হইয়া মদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ হইয়াছিলে। এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত পরিচয় না থাকায় তুমি যে মোহ-প্রযুক্ত দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হইতেছে না। হে পুত্র! মানব-ধর্ম্ম-নিরূপণে পণ্ডিতেরা পিতৃবর্গের এবং একমাত্র স্নেহরস-দর্শিনী জননীর সন্তোষ সম্পাদন করাকেই ধর্ম্মের ফল বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। অতএব গর্ভধারিণীর তুষ্টিসাধন করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বে অর্জ্জুনের উপার্জ্জিতা যে রাজলক্ষ্মী-লোভবশংবদ অসাধুগণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিল, তুমি যুধিষ্ঠিরের সেই রাজশ্রী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উপভোগ কর, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট তুষ্টি লাভ হয়। কৌরবেরা অদ্য কর্ণার্জ্জুনের সমাগম সন্দর্শন করুক। ঐ অসাধু পামরগণ তোমাদিগকে সৌভ্রাত্রসূত্রে সম্বদ্ধ দেখিয়া অবনতি স্বীকার করুক। লোকমধ্যে রামকৃষ্ণের নাম যেমন একত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, কর্ণার্জ্জুনের নামও অদ্যাবধি সেইরূপ মিলিত-ভাবে প্রচারিত হউক। আহা! তোমরা উভয়ে একাত্মা হইলে ইহলোকে তোমাদিগের আর কি অসাধ্য থাকিতে পারে? হে কর্ণ! তুমি পঞ্চ সহোদরে পরিবৃত হইলে, মহাযজ্ঞস্থলীয় বেদীর উপরে অমরগণ পরিবৃত প্রজাপতির ন্যায় অবশ্যই সুশোভিত হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি সর্ব্বগুণে উপপন্ন এবং মদীয় সমস্ত শ্রেষ্ঠ বান্ধবগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ; অতএব "সূতপুত্র" এ শব্দটি তোমাতে যেন আর কখনই প্রযুক্ত না হয়; তুমি বীর্য্যবান পার্থ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কর্ণ সূর্য্যমণ্ডল-বিনির্গতা একটি স্নেহময়ী আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর পুত্রস্নেহের বশংবদ হইয়া স্বয়ং সেই সারবতী ভারতী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সে বাক্য এই "হে কর্ণ! কুন্তী সত্য কথাই কহিয়াছেন; তুমি নিঃসংশয়চিত্তে জননীর ঐ বাক্য প্রতিপালন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বতোভাবে তদনুযায়ী আচরণ করিলে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে।" বৈশম্পায়ন কহিলেন, জননী কুন্তী এবং জনক স্বয়ং সূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলেও সত্যনিষ্ঠ কর্ণ বীরের মতি কিছুমাত্র বিচলিতা হইল না। তিনি মাতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়ে! আপনি যে বলিলেন, আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্মের দ্বারা-স্বরূপ, এ কথায় আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি না। হে মাতঃ! জন্মিবামাত্র আমাকে বিসর্জ্জন দিয়া আপনি প্রাণ-বিনাশ-কর যেরূপ ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আমার যশ কীর্ত্তি সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি যদি ক্ষত্রিয়-কুলেই জন্মিয়া থাকি, তথাপি আপনার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের সমুচিত কোন সংস্কারই প্রাপ্ত হই নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন শত্রুও কি আপনার অপেক্ষা অধিকতর অহিতাচরণ করিতে পারে? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আপনি আমাকে দয়া করিবার সময়ে দয়া না করিয়া—বিধিবিহিত সর্ব্ব-প্রকার আচার ও সংস্কারে বিবর্জ্জিত রাখিয়া এক্ষণে আজ্ঞাপাশে নিবদ্ধ করিতে যত্ন করিতেছেন। পূর্ব্বে যখন আপনি জননীর ন্যায় আমার কোন প্রকার হিত-চেষ্টাই করেন নাই, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কেবল

আত্ম-হিতৈষিণী হইয়াই এক্ষণে পুত্র বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। কৃষ্ণ-সহচর ধনঞ্জয় হইতে কোন্ ব্যক্তি ভয়-পীড়িত হইতে না পারে? সম্প্রতি পাণ্ডবদিগের সভায় বা সংগ্রামে গমন করিলে কোন্ ব্যক্তিই বা আমাকে ভ্রাতৃ বলিয়া অবধারিত না করিবে? পূর্ব্বে আমি তাহাদিগের ভ্রাতা বলিয়া বিদিত ছিলাম না, এক্ষণে যুদ্ধকালে প্রকাশিত হইয়া যদি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে সমগ্র ক্ষত্রিয়-মণ্ডল আমাকে কি বলিবে? বিশেষত যাহাতে আমার সুখ হইতে পারে, এরূপ সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রদানপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমাকে যে এ পর্য্যন্ত যার পর নাই পূজা করিয়া আসিয়াছেন,তাহাই বা এক্ষণে কি বলিয়া বিফল করিতে পারি? শত্রুবর্গের সহিত বৈর-বন্ধন করিয়া যাঁহারা নিত্যকাল আমার উপাসনা করিতেছেন এবং বসুগণ যেমন বাসবকে নমস্কার করেন, সেইরূপ সর্ব্বদাই আমার নিকটে বিনয়-ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহারা মদীয় পরাক্রম ও বীর্য্যবল সহকারেই শত্রু-সংহারের সমর্থ হইবেন বলিয়া আশংসা করিতেছেন; তাঁহাদিগের সেই মনোরথ আমি কি প্রকারে ছিন্ন করিতে পারি? ঘোরতর দুস্তর সমর-সাগরের পার পাইবার আশয়ে যাঁহারা আমাকে তরণী-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিতেছেন, অধুনা কি বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই? যাহারা দুর্য্যোধনের উপজীবী, তাহাদিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের এই প্রকৃত কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এ সময়ে আমি প্রাণপরিরক্ষণের প্রত্যাশা না রাখিয়া অবশ্যই তাঁহার প্রত্যুপকারার্থ যুদ্ধ করিব। যে সমস্ত অস্থির-চিত্ত নরাধমেরা প্রভু সন্নিধানে চিরকাল উৎকৃষ্ট ভরণ পোষণ প্রাপ্তে কৃতকৃত্য হইয়া তাঁহার কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তৎকৃত উপকারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া অনায়াসে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেই ভর্ত্তৃ-পিণ্ডাপহারী অবিশ্বাসী কৃতঘ্ন মহাপাতকিগণের না ইহলোক, না পরলোক, কিছুই থাকিতে পারে না।

হে জননি! আপনাকে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের নিমিত্ত আমি যাবতীয় বল ও শক্তি বিস্তার পূর্ব্বক আপনার নন্দনগণের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব। দয়া, ধর্ম্ম ও সৎপুরুষ সমুচিত বিশুদ্ধ-চারিত্র আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে; অতএব যথার্থ হিতকর হইলেও সম্প্রতি আপনার এ বাক্য কোন ক্রমেই প্রতিপালন করিতে পারি না। তবে আমার প্রতি আপনার এ অনুরোধও নিষ্ফল হইবে না; আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আপনার যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেব, এই চারি পুত্রের বিনাশ নিমিত্ত যত্ন করিব না। আপনার নিকটে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সময়ে যুধিষ্ঠিরাদি আমার সহনীয় ও বধ্য হইলেও কদাচ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে; কেননা সমরে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিলেই আমি যথেষ্ট ফললাভ করিব অথবা তৎকর্তৃক নিহত হইয়া যশোযুক্ত হইব। হে যশস্বিনি! আপনার পঞ্চ পুত্রের আর কদাচ বিনাশ হইবে না; কেননা অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে কর্ণকে লইয়া আপনার পঞ্চ পুত্র থাকিবে, অথবা আমি মরিলে অর্জ্জুনে সহিত সেই পঞ্চ পুত্রই থাকিবে। কর্ণের এই বাক্য শ্রব কুন্তী দুঃখাবেগকম্পিত-কলেবরা হইয়া সেই অসীম-ধৈর্য্যশা অবিচলিত-চিত্ত মহাবীরকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, পুত্রক! তুমি যাহা বলিতেছ,তাহাই সম্ভবপর বোধ হইতেছে এই উপস্থিত সংগ্রামে কৌরবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; কি ক যায়, দৈববল সর্ব্বোপরি প্রবল। হে শত্রুকর্ষণ! তুমি যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি অভয় প্রদান করিলে, তোম এই প্রতিজ্ঞাটি যেন সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হয়। অনন্ত পৃথা কর্ণকে এই কথা বলিলেন, পুত্র! তোমার কল্যাণ হউব তুমি অরোগী হইয়া কুশলে থাক। কর্ণও অবনত-মস্তকে তাঁহাকে 'যে আজ্ঞা' এই কথা বলিলেন; তৎপরে উভ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেশে গমন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

## সৈন্যনির্যাণ প্রকরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে অরিন্দম কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। বহুক্ষ পর্য্যন্ত সম্ভাষণ ও পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণা করিয়া পরিশেষে বিশ্রামার্থে তিনি স্বকীয়বাস ভবনে গমন করিলেন। অনন্ত দিনকর অস্তভূধর-শিখর অবলম্বন করিলে, পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, বিরাট-প্রভৃতি সমস্ত নরপতিগণকে বিদায় করি কৃষ্ণের অনুধ্যান-পরায়ণ ও তদ্গত মানস হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে নিকটে আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সভা-মধ্যে দুর্য্যোধনকে কি ক কহিয়াছিলে, তাহা বিশেষ করিয়া আমাদিগের নিকটে বর্ণ কর। বাসুদেব কহিলেন, আমি হস্তিনায় গিয়া কুরুসভা-মধ্যে দুর্য্যোধনকে, যাহা তথ্য, পথ্য ও হিত, তাহাই বলিয়াছিলাম কিন্তু সেই দুর্ম্মতি কোন ক্রমেই তাহা গ্রহণ করিল না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন, হে হৃষীকেশ জনার্দ্দন! দুর্য্যোধ উৎপথগামী হইলে, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সেই ক্রোধন-প্রকৃ পাপাত্মাকে কিরূপ উক্তি করিলেন; ভরদ্বাজ-নন্দন মহাভা আচার্য্যই বা কি বলিলেন; পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও জননী গান্ধারী কি কথা কহিলেন, আমাদিগের কনিষ্ঠ তাত, ধার্ম্মিকবর বিদুর যিনি আমাদিগের নিমিত্ত সততই শোকতাপে সন্তপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই বা দুর্য্যোধনকে কি বলিলেন এবং সভাসমাসীন সমস্ত ভূপালবর্গই বা কিরূপ সম্ভাষণ করিলেন; তৎসমুদা যথাক্রমে বর্ণন কর। হে কেশব! কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সভাসদ-সমস্ত সভা-মধ্যে সেই কামলোভাভিভূত মন্দমতি প্রাজ্ঞমানী দুর্য্যোধনকে তাহার অপ্রিয়ভূত যে যে কথা কহিয়াছিলেন, সকলই তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছ, কিন্তু তৎসমুদায় আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; অতএব তাঁহাদিগের সেই বচনাবলি পুনরায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে হে বিভো গোবিন্দ! যাহাতে যোগ্যকাল অতীত না হয়, তাহার সংবিধান কর; হে তাত কৃষ্ণ! যেহেতু তুমিই একমাত্র

আমাদিগের গতি, তুমি প্রভু এবং তুমিই গুরু-স্বরূপ হইয়াছ। বাসুদেব কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কুরু-সভা-মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন যেরূপ উক্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন। আমার যে কিছু বক্তব্য ছিল, তাহা শ্রবণ করাইলে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় হাস্য করিয়া উঠিল; তাহাতে ভীষ্ম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে দুর্য্যোধন! কুলের রক্ষা নিমিত্ত আমি তোমাকে এই যে কথা বলিতেছি, ইহা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য কর। হে রাজশার্দ্দূল! তাহা শ্রবণ করিয়া স্ব-কুলের হিতসাধনে যত্নবান্ হও। হে তাত! আমার পিতা শান্তনু লোক-বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলাম। পণ্ডিতেরা এক পুত্রকে পুত্র বলিয়াই গণনা করেন না; একারণ আর একটি পুত্রের নিমিত্ত পিতার একান্ত ইচ্ছা হইল। কিসে আমার কুলের উচ্ছেদ না হয়, কি প্রকারেই বা আমার যশ বিস্তৃত হয়, এইরূপ চিন্তাই তাঁহার ঐ ইচ্ছার মূলীভূত কারণ। জনকের উক্ত মনোরথ জানিতে পারিয়া আমি ব্যাসদেব-জননী কালীকে আপন মাতৃ-স্বরূপে আহরণ করিলাম। কুলরক্ষা এবং পিতার অভিলাষ পূরণার্থে আমি দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াও ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমি যে রাজা হইতে পারি নাই এবং চিরকাল ঊর্দ্ধরেতা হইয়া রহিয়াছি, তাহা তোমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। রাজ্যপদ প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া আমার কোন কালেই বিষাদ বা পরিতাপের আবির্ভাব হয় নাই। স্বকৃত প্রতিজ্ঞাপালন করত আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্তে জীবন ধারণ করিতেছি।

হে রাজন্! কালক্রমে ঐ সত্যবতী জননীর গর্ভে কুল-ধুরন্ধর ধার্ম্মিকবর মহাবাহু বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হইল। পিতার স্বর্গলাভ হইলে, আমি ঐ অসীম শ্রীসম্পন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন, আমি অধশ্চর থাকিয়া তাঁহার পোষ্য হইয়া রহিলাম। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, উপযুক্ত কন্যা আহরণ করিয়া বিবাহ দিলাম। সেই বিবাহ উপলক্ষে আমাকে যে বহুল পার্থিব-কুলকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল, তাহা তুমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছ। অনন্তর আমি পরশুরামের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, প্রজাকুল ভয়ব্যাকুল হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে প্রবাসিত করিল। অবোধ ভ্রাতা স্ত্রীসঙ্গে সাতিশয় আসক্ত হওয়ায় অচিরেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে কুরু-রাজ্য অরাজক হইলে যখন সুরেশ্বর বারিবর্ষণে বিরত হইলেন, তখন প্রজাগণ ভয় ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মৎসন্নিধানে সত্বর প্রধাবিত হইল। সকলে সমবেত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "হে শান্তনু-কুলবর্দ্ধন! রাজ বিবর্জ্জিত হওয়ায় আপনার প্রজা-সমুদয় সংহার দশায় উপনীতপ্রায় হইল; অতএব আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত অধুনা আপনিই রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আপনার প্রসাদে আমাদিগের ঈতি অর্থাৎ শস্যহানিকর অনাবৃষ্টি-প্রভৃতির অপনোদন হউক। হে গাঙ্গেয়! সুদারুণ ব্যাধিনিকর দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ায় সমস্ত প্রজাপুঞ্জ অল্পাবশিষ্ট হইয়াছে; যাহারা এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে, তাহাদিগেরই পরিত্রাণার্থে মনোনিবেশ করুন। হে বীর! অধুনা আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদিগের মনোবেদনার উপশম হইবার আর উপায়ান্তর নাই; অতএব কৃপা বিতরণপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন; আপনি জীবিত থাকিতে যেন সমস্ত সাম্রাজ্যের বিনাশ উপস্থিত না হয়।" প্রজাগণ এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেও আমার সুস্থির-চিত্ত কিছুমাত্র ক্ষোভিত বা বিচলিত হইল না, সাধুগণ-চরিত সদাচার স্মরণ করিয়া আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষণেই তৎপর থাকিলাম। তখন সমস্ত পুরবাসি-বর্গ, আমার বিমাতা কল্যাণময়ী কালী, ভৃত্য, পুরোহিত, আচার্য্য ও বহু-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, সকলেই অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া আমাকে রাজ্যপদ গ্রহণে অনুরোধ করত কহিলেন, হে মহামতে! আমাদিগের হিতার্থে তুমি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ কর; তুমি বিদ্যমান থাকিতেও তোমার পিতামহ প্রতীপ মহারাজের রক্ষিত এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়!

তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে আমি অতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিলাম, আমি পিতার গৌরব এবং কুলের রক্ষার্থে রাজত্ব-রহিত ও ঊর্দ্ধরেতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অধুনা কি প্রকারে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি? সামান্যত সকলকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক মাতাকেও এই বলিয়া বারংবার প্রসাদিতা করিলাম, জননি! আমি আপনার নিমিত্তই উক্তরূপ দুশ্ছেদ্য প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, অতএব আপনি আর আমাকে রাজ্যভার গ্রহণের আজ্ঞা করিবেন না। হে অম্ব! কুরুবংশ সম্ভূত বিশেষত শান্তনুর ঔরসে উৎপন্ন হইয়া আমি কি বলিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব? শুদ্ধ আপনার নিমিত্তই আমি যখন ঐ প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়াছি, তখন আপনিই বা কি বলিয়া উহা উলঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্তি দেন? অতএব হে সুতবৎসলে! আপনার প্রেষ্য ও দাস-স্বরূপ হইলেও আমি এ আজ্ঞাটি কোনমতেই প্রতিপালন করিতে পারি না। মহারাজ! আমি মাতা ও পৌরজন-বর্গকে এইরূপে অনুনয় করিয়া পরিশেষে ভ্রাতৃ-জায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবকে প্রার্থনা করিলাম। সে জন্য জননীও তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। হে ভরতসত্তম! মুনিবর আমাদিগের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তিনটি পুত্র উৎপন্ন করিলেন। তন্মধ্যে তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও ইন্দ্রিয়-বৈকল্য হেতুক রাজা হইতে পারেন নাই। সকল-লোকবিখ্যাত মহাত্মা পাণ্ডুই রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্রেরা অবশ্যই তাঁহার উত্তরাধিকারী। অতএব হে বৎস! অনর্থক কলহ করিও না, রাজ্যের অর্দ্ধ অংশও পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি জীবিত থাকিতে কোন্ ব্যক্তি রাজ্যশাসনে সমর্থ হইতে পারে? অতএব কদাচ আমার বাক্যে অনাস্থা করিও না; আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগের কেবল শান্তি ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা ও তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ করিলাম, তোমার জনক, জননী ও বিদুরের এই মত। হে তাত! বৃদ্ধগণের বাক্য অবশ্যই

শ্রোতব্য; অতএব আমার এই কথায় কোন শঙ্কা না করিয়া আপন ও অখিল ভূমণ্ডলের মঙ্গল-সাধন কর; নিরর্থক বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম উক্তরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে, অনন্তর দ্রোণাচার্য্য নৃপগণ-সন্নিধানে দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া আপনার শুভকর এই বাক্য বলিলেন, হে তাত! প্রতীপ-নন্দন শান্তনু যেমন কুলরক্ষার্থে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং তদীয় পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম কুলরক্ষা নিমিত্ত যেরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন, সেইরূপ সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডুনরপতিও কুরুকুলের ধুরন্ধর ছিলেন। সেই সমাধিনিষ্ঠ, সুব্রত-পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা স্বয়ং রাজা হইয়াও অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র এবং কনিষ্ঠ বিদুরকে স্বকীয় রাজ্যপদ সমর্পণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ নরপতি পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থিত হইয়াছিলেন। তখন পুরুষব্যাঘ্র বিদুর স্বাভাবিক বিনীতভাবে অধস্তন থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় বালব্যজন হস্তে হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং যাবতীয় প্রজাপুঞ্জও জনাধীশ্বর পাণ্ডুরাজের ন্যায় তাঁহাকে যথানিয়মে রাজ-সম্মান প্রদান করিতে থাকিল। পরপুর-বিজয়ী পাণ্ডুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের হস্তে রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া সকল মহীমণ্ডল পর্য্যটনে বহির্গত হইলে পর সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদুর কোষসঞ্চয়, দান, ভৃত্যবর্গের তত্ত্বাবধান ও ভরণ পোষণবিষয়ে নিযুক্ত থাকিলেন, আর পরপুরঞ্জয় মহাতেজা ভীষ্ম সন্ধি-বিগ্রহাদি বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজগণ-সন্নিধানে দানাদানাদি কার্য্যসকলের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবলসম্পন্ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে আরূঢ় হইলে, মহাত্মা বিদুর সর্ব্বদাই তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন। অতএব হে জনাধিপ! তুমি সেই ধৃতরাষ্ট্রের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, কি বলিয়া কুল-ভেদ-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছ? তাদৃশী দুষ্প্রবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অনুত্তম ভোগসমস্ত উপভোগ কর। হে রাজসত্তম! যুদ্ধভীরুতা বা অর্থ লালসা হেতুক আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি, কদাচ এরূপ বিবেচনা করিও না; ভীষ্মের প্রদত্ত অর্থই আমি ভোগ করিতেছি, তোমার দত্ত নহে। হে জনাধিপ! তোমার নিকটে জীবনোপায় প্রার্থনা করিতে আমার কখনই আকাঙ্ক্ষা হইবে না। হে শক্রকর্ষণ! তুমি নিশ্চয় জান, ভীষ্ম যে দিকে, দ্রোণও সেই দিকে প্রস্থিত; সুতরাং যদি আমার মত গ্রহণ করিতে হয়, তবে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহাই কর;—পাণ্ডুপুত্রদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ, দাও। হে তাত! আমি তোমার ও তাঁহাদিগের সমান আচার্য্যকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষেই আমার সর্ব্বদা সমান স্নেহ। আমার নিকটে অশ্বত্থামা যেমন, শ্বেতবাহন ধনঞ্জয়ও সেইরূপ। ফলত বহুল বাক্য-ব্যয় করিবারই বা প্রয়োজন কি, যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়। কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! অমিত-তেজা দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে পর, সত্যপ্রতিজ্ঞ সকল-ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর বদন পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ভীষ্মের মুখাবলোকন করত কহিতে লাগিলেন, হে দেবব্রত! আমি যাহা বলিতেছি, একবার নিবিষ্ট চিত্তে বোধগম্য করুন। আপনি যে প্রনষ্ট কৌরব-বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই কি আমার ভূয়োভূয় বিলাপ ও আর্ত্তনাদের প্রতি উপেক্ষা করেন? নিষ্কলঙ্ক কুরুকুলে এই কুলদূষণ দুর্য্যোধন কে? ঈদৃশ দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা কদাচ এ কুলের যোগ্য নহে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি ঐ লোভাভিভূত, অনার্য্য, অকৃতজ্ঞ, নষ্টমতির মতানুবর্ত্তন করিতেছেন! যে নরাধম ধর্ম্মার্থদর্শী জনকের আসন অবহেলন করিতেছে, তাহার নিমিত্ত এই সমস্ত কৌরব কুল যে নির্ম্মূল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব হে মহারাজ! যাহাতে সর্ব্বোচ্ছেদ না হয়, এখনও তাহার উপায় করুন। আপনি আমাকে, ধৃতরাষ্ট্রকে এবং অপরাপর সকলকেই যেন চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। হে মহাবাহো! প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া কালক্রমে তাহার যেমন সংহার করেন, সেরূপ করা আপনার উচিত হইতেছে না। আপনি স্বয়ং যে কুলের রক্ষা করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহার আপাত ধ্বংসদশা দৃষ্টি করিয়াও উপেক্ষা করিবেন না। অবশ্যম্ভাবী সংহার সময় উপস্থিত হইল বোধ করিয়া যদ্যপি আপনার মতিভ্রংশ হইয়া থাকে, তবে আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া অরণ্যে প্রস্থান করুন, নতুবা অদ্যই এই খলবুদ্ধি সুদুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে অবিলম্বে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণপরিরক্ষিত ভারতরাজ্যের শাসন করুন। হে রাজশার্দ্দূল! দেখুন, কুরু ও পাণ্ডবগণের এবং অমিত-তেজস্বী ভূপাল-নিচয়ের মহান্ বিধ্বংস বিলোকিত হইতেছে; অতএব এখনও প্রসন্ন হউন। বিদুর সুদীন-মানসে এইরূপ কহিয়া [illegible] হইলেন এবং অনুধ্যান-পরায়ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কুলনাশ-ভীতা সুবল-রাজনন্দিনী গান্ধারী নৃপগণ-সমক্ষে সেই অতি নৃশংস পাপমতি দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া ক্রোধভরে ধর্ম্মার্থানুগত এইরূপ বাক্য উক্ত করিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! রাজসভা মধ্যে যে সমস্ত নরাধিপ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও অন্যান্য সভাসদ্বর্গ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সকলকেই শ্রবণ করুন, আমি তোর অপরাধের কথা ব্যক্ত করি;—অমাত্যগণে পরিবৃত ও রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তুই যে কতদূর পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিস্, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করি। রে পাপবুদ্ধে! কুরুগণের রাজ্য আনুপূর্ব্বিক ভোজ্য অর্থাৎ পর পর অধিকারি-ক্রমে ভোক্তব্য, ইহাই আমাদিগের ক্রমাগত কুলধর্ম্ম; কিন্তু অরে নৃশংস-কর্ম্মন্! তুই দুর্নীতিপরতন্ত্র হইয়া সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক চিরন্তর কুরুরাজ্যের ধ্বংসবিধানে প্রবৃত্ত হইতেছিস্। অরে দুর্য্যোধন! মনীষী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজন্ম দীর্ঘদর্শী বিদুর, ইহাঁরাই উভয়ে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এক্ষণে তুই মোহ-পরবশ হইয়া ইহাঁদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক কি বলিয়া রাজত্ব প্রার্থনা করিস্? ভীষ্ম জীবিত থাকিতে মহানুভাব অন্ধরাজ ও বিদুর, ইহাঁরাও কদাপি স্বাধীন হইতে পারেন না। কিন্তু এই নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গঙ্গানন্দন ধর্ম্ম পালনে সুনিশ্চল থাকিয়া রাজ্য-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই নিমিত্তই এই অপরিভবনীয় সাম্রাজ্য পাণ্ডুরাজের হস্তগত হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রভু হইতে পারে? শুদ্ধ পাণ্ডবেরাই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে, পিতৃপিতা-

নহ সম্বন্ধীয় এই সমগ্র রাজ্য-সম্পদের অধিকারী; আর কাহারও ইহাতে স্বত্ব নাই। অসীম-মনীষা-সম্পন্ন সত্য-প্রতিজ্ঞ কুরুকুলমুখ্য মহাত্মা দেবব্রত যাহা বলিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া আমাদিগের তদনুযায়ী কার্য্য করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—স্বধর্ম্ম পরিপালন করত পাণ্ডবদিগকেই নিজ রাজ্য প্রদান করা বিধেয়। অন্ধরাজ ও বিদুর, ইহাঁরাও উভয়ে একবাক্য হইয়া মহাব্রত ভীষ্মদেবের অনুজ্ঞাক্রমে মদুক্ত এই বাক্যই ব্যক্ত করুন। তাহা হইলেই যথার্থ সুহৃদের কার্য্য এবং ধর্ম্মের পুরস্কার করা হয়। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও পুরস্কৃত হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ন্যায়ানুগত এই কুরুরাজ্য ধর্ম্মানুসারে দীর্ঘকাল শাসন করুন।

অষ্টাচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! গান্ধারীর বাক্যাবসানে জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র রাজবৃন্দ-সন্নিধানে দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বৎস! যদি জনকের প্রতি তোমার ভক্তি থাকে, তবে তোমারই কল্যাণের নিমিত্ত আমি যে কথা বলিতেছি, সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখ, প্রথমে প্রজাপতি সোম কুরুবংশবর্দ্ধনের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন; নহুষাত্মজ যযাতি সোম হইতে ষষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার রাজর্ষিপ্রধান পঞ্চ পুত্র হয়; তন্মধ্যে মহাতেজা যদু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং তিনিই সকলের প্রভু ছিলেন। হে তাত! তাঁহার কনিষ্ঠ পুরু; তিনিই আমাদিগের বংশবর্দ্ধন কর্ত্তা। বৃষপর্ব্বরাজের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। যদু দেবযানীর পুত্র এবং অমিত-তেজস্বী শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র। সেই মহাবীর হইতে যাদবকুলের উৎপত্তি হয়। দুর্ব্বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া তিনি সম্পূর্ণ দর্পসহকারে সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডলকে অবমানিত করিয়াছিলেন এবং বলগর্ব্বে বিমোহিত হইয়া জনকের শাসনও অবহেলন করিয়াছিলেন। সেই মহাবল সম্পন্ন অপরাজিত যদু পিতাকে ও ভ্রাতৃবর্গকে অবজ্ঞা করিয়া এই চতুঃসীমাবদ্ধ সমগ্র ভূমণ্ডলে বাহুবল বিস্তার-পূর্ব্বক অখিল মহীপালবৃন্দকে বশবর্ত্তী করত হস্তিনানগরে অবস্থিত হইয়াছিলেন। হে গান্ধারে! নহুষ-নন্দন যযাতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে শাপ প্রদান করিলেন এবং রাজ্য হইতেও অবরোপিত করিয়া দিলেন। নৃপসত্তম যযাতির আর যে তিন পুত্র ঐ বলদর্পিত জ্যেষ্ঠ তনয়ের অনুবর্ত্তি হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও রোষভরে অভিশপ্ত করিয়া পরিশেষে তিনি কনিষ্ঠনন্দন পুরুকে স্বকীয় রাজ্যপদে নিবেশিত করিলেন, পুরু একান্ত বিনীত এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং কনিষ্ঠ হইয়াও স্বভাব গুণে সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, কুপুত্র হইলে জ্যেষ্ঠও পরিত্যাজ্য হইয়া পিতৃ রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধোপসেবী কনিষ্ঠেরাও বিশদগুণনিকর-দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ আরও একটি নিদর্শন দেখ, আমার প্রপিতামহ পৃথিবীপাল প্রতীপ সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ ও ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। হে তাত! সেই রাজসিংহের দেবকল্প মহাযশস্বী তিনটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেবাপি জ্যেষ্ঠ, বাহ্লিক দ্বিতীয়, আর আমার পিতামহ ধৃতিমান্ শান্তনু কনিষ্ঠ। রাজসত্তম মহাতেজা দেবাপি কোঠনামক কুষ্ঠরোগ-বিশেষদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই দেবাপিকে অন্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিত। ফলত তিনি পরম ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পিতৃসেবা-পরায়ণ, পৌর ও জানপদবর্গের প্রিয়পাত্র, সাধুগণের সৎকার-ভাজন, বদান্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বলোকের হিতকার্য্যে নিরত, জনক ও ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং মহাত্মা বাহ্লীকও শান্তনুর প্রিয় ভ্রাতা ছিলেন। সেই একাত্ম-ভূত মহাত্মগণমধ্যে পরম সৌভ্রাত্রধর্ম্ম প্রতিনিয়তই বিরাজমান ছিল। কালক্রমে নৃপসত্তম বৃদ্ধরাজ প্রতীপ শাস্ত্র-বিধানানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষেক নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন;—অভিষেকের উপযোগী যাবতীয় মাঙ্গল্য দ্রব্য সমস্ত আহরণ করাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণও প্রাচীনবর্গ পৌর জানপদগণের সহিত একবাক্য হইয়া দেবাপির রাজ্যাভিষেক বিষয়ে আপত্তি উপস্থাপিত করত তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিলেন। রাজা অভিষেক নিবারণ-বার্ত্তা শ্রবণে অশ্রুকণ্ঠ হইয়া পুত্রের নিমিত্ত অতিশয় শোক করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবাপি বদান্য, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাগণের প্রীতিপাত্র হইয়াও কেবল চর্ম্ম-দোষ-হেতুক রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভূপাল বিকলাঙ্গ হইলে দেবতাদিগের তুষ্টি হয় না, এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অভিষেক বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়াছিলেন। বিকল-দেহ রাজপুত্র দেবাপি, রাজাকে নিবারিত হইতে দেখিয়া শোক-সন্তপ্ত-মানসে অরণ্য আশ্রয় করিলেন। হে রাজন্! বাহ্লিক মাতামহের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বেই মাতুলকুলে অবস্থিত হইয়াছিলেন; সুতরাং পিতার পরলোকান্তে লোকবিখ্যাত শান্তনুই বাহ্লিকের অনুজ্ঞাক্রমে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। হে ভারত! বাহ্লিক যেমন শান্তনুকে নিজ ভোগ্য রাজ্যপদ প্রদান করিয়াছিলেন, মতিমান্ পাণ্ডুও সেইরূপ সবিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে আপন রাজকার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। আমি জ্যেষ্ঠ হইলেও হীনাঙ্গ বলিয়া রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলাম; সুতরাং কনিষ্ঠ হইয়াও পাণ্ডুই এই কুরু-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব হে অরিন্দম! এক্ষণে পাণ্ডু অবিদ্যমানে তদীয় পুত্রগণ ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তির ইহাতে অধিকার হইতে পারে? আমি যে রাজ্যের অংশী হইতে পারি নাই, তুমি কি বলিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? তুমি রাজার পুত্র নহ এবং রাজ্যেরও অধিকারী নহ, কেবল দুরাশা-পরতন্ত্র হইয়া পরধন হরণে উদ্যুক্ত হইতেছ। মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজপুত্র, সুতরাং রাজ্যও তাঁহার ন্যায়ানুগত। সেই মহানুভবই এই কুরুকুলের ভরণ-পোষণ-ও-শাসন-কর্ত্তা। রাজার পক্ষে, ক্ষমা, তিতিক্ষা, দম, আর্জ্জব, সত্যনিষ্ঠা, শাস্ত্রজ্ঞান, অপ্রমাদ, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা ও যথানিয়মে অনুশাসন প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, যুধিষ্ঠিরে তাহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। তিনি সত্যসন্ধ, সতত অপ্রমত্ত, বন্ধুজনের নির্দেশবর্ত্তী, প্রজাপুঞ্জের প্রণয়-ভাজন, সুহৃদ্গণের প্রতি দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয়, সাধু এবং সাধুগণের ভরণকর্ত্তা। অতএব

ভবে দুর্ব্বিনীত! তুমি রাজার পুত্র না হইয়া বিশেষত অসাধু-চরিত্র, মহাত্মা এবং বন্ধুগণের অনিষ্ট চেষ্টায় নিরন্তর তৎপর হইয়া ক্রমপ্রাপ্ত পাণ্ডবদিগের এই রাজ্য কি প্রকারে অপহরণ করিতে পারিবে? যদি ভ্রাতৃগণের সহিত কিছুকাল জীবিত থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এখনও মোহ পরিত্যাগ করিয়া এই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রদিগকে বাহন ও পরিচ্ছদ সম্বলিত রাজ্যার্দ্ধাংশ প্রদান কর।

একোনপঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বাসুদেব কহিলেন, এইরূপে ভীষ্ম দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আপন আপন উপদেশ-বাক্য উক্ত করিলেন, তথাপি সেই মন্দমতি পাপাত্মার কিছুমাত্র উদ্বোধ হইল না। সে সকলের বাক্য অবহেলন করিয়া ক্রোধ-সংযুক্ত-লোচনে গাত্রোত্থান করত সভা হইতে প্রস্থান-পরায়ণ হইল। যে সমস্ত ভূপালবর্গ তাহার নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দুর্য্যোধন ঐ নষ্টমতি পার্থিবদিগকে বারংবার এইরূপ আজ্ঞা করিল, অদ্য পুষ্যানক্ষত্র অতএব অদ্যই তোমরা কুরুক্ষেত্রে গমন কর"। অনন্তর সেই ভূপালগণ কালপ্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে সেনাপতি করত মহাহর্ষভরে আপন আপন সৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল। মহারাজ! কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী অনীকিনী সমাগতা হইয়াছে; তালচিহ্নিতকেতু মহাবীর ভীষ্ম তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে বিরাজিত রহিয়াছেন; অতএব এক্ষণে যে রূপ করা উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয়, তাহার সন্নিধান করুন। হে ভারত! আমি গমন করিলে কুরু সভা-মধ্যে যাহা যাহা হইয়াছিল,—ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আমার সমক্ষে দুর্য্যোধনকে যে যে কথা কহিয়াছিলেন; সকলই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। হে রাজন্! যাহাতে আপনাদিগের ভ্রাতৃ-সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, ঈদৃশ সুপ্রসিদ্ধ বংশের বিধ্বংস না হয় এবং প্রজাগণের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাই ইচ্ছা করিয়া আমি প্রথমত সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, সান্ত্ববাদ গ্রাহ্য হইল না, তখন অগত্যা ভেদ-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম এবং আপনাদিগের দৈব-মানুষোচিত সুমহৎ কর্ম্ম-সকলেরও কীর্ত্তন করিলাম। হে ভারত! সুযোধন আমার সামপূর্ব্ববাক্যেও যখন অনাদর করিল, তখন আমি সমগ্র পার্থিববর্গকে সমানয়ন-পূর্ব্বক ভেদিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলাম না এবং ঘোরতর অমানুষ অদ্ভুত কর্ম্ম-সমস্ত প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করিলাম না। সমবেত নরপতিদিগকে বাক্য ও মন্ত্রণা-দ্বারা বারংবার ভেদিত ও ভর্ৎসিত করিয়া সুযোধনকে তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া, কর্ণকে পুনঃপুনঃ ভয় প্রদর্শন করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের দ্যূতক্রীড়ার মূলীভূত পাপাত্মা শকুনিকে ভূয়োভূয় নিন্দা করিয়াও আমি পরিশেষে পুনরায় সান্ত্ববাদে প্রবৃত্ত হইলাম। কুরুবংশের অভেদ এবং কার্য্যের সৌকর্য্য নিমিত্ত আমি দুর্য্যোধনকে রাজ্য সম্প্রদানের কথাও বলিলাম। কহিলাম 'সেই শূরবীর পাণ্ডবেরা মান ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমাকেই রাজ্য সমর্পণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুরের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকুন। তোমার হিতার্থে অঙ্গরাজ, গাঙ্গেয় ও বিদুর যাহা কিছু বলেন, সকলই হউক; তুমিই রাজ্যাধিকারী হও, কেবল পাঁচখানি গ্রামমাত্র পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর। হে রাজসত্তম! তাঁহারা যে কোন প্রকারেই হউক, অবশ্যই তোমার জনকের ভরণীয়'। এইরূপ অনুনীত হইয়াও সেই সুদারুণ দুষ্টাত্মা কোনপ্রকারেই অংশ প্রদানে সম্মত হইল না। অতএব হে রাজন্! তাদৃশ পাপিষ্ঠগণের প্রতি সম্প্রতি চতুর্থ উপায় দণ্ডপ্রয়োগ ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাহাদিগের সহায়ভূত অবোধ নরাধিপেরাও বিনাশার্থে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছে। হে পাণ্ডব! কুরুসভা-মধ্যে যাহা কিছু হইয়াছিল, এই সকলই আপনার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। বিনা যুদ্ধে তাহারা কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবে না। তাহারা যে সকলেই আসন্ন-মৃত্যু এবং সর্ব্বোচ্ছেদের হেতু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, হে নরসত্তমগণ! কুরুসভা মধ্যে যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদয় তোমরা শ্রবণ করিলে এবং কেশবের বাক্য ও অবধারণ করিলে; অতএব এক্ষণে আমার সৈন্য-বিভাগে প্রবৃত্ত হও। এই সপ্ত অক্ষৌহিণী বিজয়ের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছে। যে বিখ্যাত সপ্ত মহারথী ইহাদের অধ্যক্ষ হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। দ্রুপদ, গত বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীমসেন (৩) এই সপ্ত বীর সেনা-নায়ক হইবেন। ইহাঁরা সকলেই তনু-ত্যাগী অর্থাৎ আত্ম-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমরে সমুৎসুক, সকলেই বেদজ্ঞ, শূর, সুচরিত-ব্রত, লজ্জা-শীল, নীতি-সম্পন্ন, যুদ্ধবিশারদ, বাণ ও অস্ত্রে সুনিপুণ এবং সকলেই সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র-যোধী। কিন্তু হে কুরুনন্দন সহদেব! যিনি এই সপ্ত জনের নায়ক হইতে পারেন এবং সংগ্রামে শর-শিখাযুক্ত পাবকসম ভীষ্মকে সহ্য করিতে সমর্থ হন, সৈন্য-বিভাগবেত্তা এরূপ কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! কোন্ বীর পুরুষ আমাদিগের উপযুক্ত সেনাপতি হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কর। সহদেব কহিলেন, যে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আমরা স্বকীয় রাজ্যাংশ লাভের প্রত্যাশা করিতেছি, সেই সম্যক্ যোগযুক্ত, সম-দুঃখ-সুখ, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, বলবান, মৎস্যরাজ বিরাট মহীপতি সংগ্রামে ভীষ্মকে ও অন্যান্য মহারথগণকে সহ্য করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেব এইরূপ উক্তি করিলে, তদনন্তর নকুল বীর এই কথা বলিলেন, যিনি বয়সে, শাস্ত্রে, ধৈর্য্যে, কুলে, কি অভিজনে, সর্ব্ব বিষয়েই প্রবীণ, লজ্জাশীল, বলান্বিত, শ্রীমান্, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, দুর্দ্ধর্ষ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; যিনি ভরদ্বাজ-সমীপে শস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন এবং মহাবল দ্রোণ ও ভীষ্মের প্রতি নিয়ত স্পর্দ্ধা করেন; রাজবংশের অগ্রগণ্য ও শ্লাঘনীয় যে বাহিনীপতি, পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত হওয়ায় শত-শাখাযুক্ত মহাবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন; সমর-শোভন যে পৃথিবীপতি রোষ-হেতুক দ্রোণ বিনাশ নিমিত্ত

সস্ত্রীক হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং যে পার্থিব-শ্বশুর হইয়াও পিতার ন্যায় সর্ব্বদা আমাদিগকে প্রতিপালন করেন; সেই দ্রুপদরাজ আমাদিগের সেনা-নায়ক হউন। আমার বিবেচনায় তিনি অভিমুখাগত দ্রোণ ও ভীষ্মকে সহিতে পারিবেন, যেহেতু সেই নৃপেন্দ্র দিব্যাস্ত্র-কোবিদ, প্রতাপশালী ও দ্রোণের সখা। মাদ্রী-পুত্রেরা আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর কুরুনন্দন বাসবোপম বাসব-তনয় সব্যসাচী কহিলেন, অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণযুক্ত মহাভুজ এই যে দিব্য-পুরুষ, তপঃপ্রভাব ও ঋষি-সন্তোষণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছেন; ধনুর্দ্ধারী, কবচী, খড়্গী, দিব্য-হয়নিচয়-যুক্ত রথোপরি আরূঢ় ও সন্নদ্ধ হইয়া রথ-নির্ঘোষে মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে সমুত্থিত হইয়াছেন; যাহার মূর্ত্তি, অংসস্থল, ভুজ-যুগল, স্কন্ধদ্বয়, গর্জ্জন ও পরাক্রম সিংহের তুল্য এবং ভ্রূযুগল, দন্তাবলি, মুখ, কপোলদ্বয়ের উপরিভাগ, বাহু, অংসসন্ধি, বিশাল নেত্রযুগল ও পদদ্বয় অতি সুন্দর; যে মহাবল, মহাদ্যুতি, সুপ্রতিষ্ঠিত, অকৃশ, শস্ত্রসকলের অভেদ্য, প্রমত্ত-বারণ-তুল্য, অসীম-বীর্য্য-সম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, দ্রোণ-বিনাশার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমার বিবেচনায় সেই এই ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের বজ্রাশনি-সম-স্পর্শ, জ্বলিত-মুখ ভুজঙ্গগণ-সদৃশ, বেগে যমদূত-সম, নিপাতে পাবকোপম, সমরে পরশুরাম কর্ত্তৃক বিষহিত, বজ্র-নিষ্পেষ-দারুণ বাণ সমস্ত সহ্য করিতে পারিবেন। মহারাজ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতিরেকে এমন পুরুষই দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি সেই মহাব্রত ভীষ্মকে সহ্য করিতে সমর্থ হয়। অতএব এই অভেদ্য-কবচধারী, শ্রীমান্, যূথপতি মাতঙ্গ-তুল্য, শীঘ্রহস্ত, চিত্রযোধী বীরবর সেনাপতি হন, ইহাই আমার অভিমত। ভীমসেন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সমাগত সিদ্ধ ও ঋষিগণ যাহাকে ভীষ্ম-বধার্থে সমুৎপন্ন বলিয়া বর্ণন করেন; মনুষ্যেরা সংগ্রাম-মধ্যে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগকারী যে বীরবরের মহাত্মা রামের ন্যায় রূপ সন্দর্শন করিবে; সমরে সন্নদ্ধ রথ-স্থিত সেই দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডীকে যুদ্ধে শস্ত্র-দ্বারা ভেদ করিতে পারে, এমন পুরুষই আমি দেখিতে পাই না। হে রাজন্! বীর্য্য-সম্পন্ন শিখণ্ডী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই দ্বৈরথ সমরে মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করিতে পারিবেন না; অতএব আমার মতে তিনিই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তাত! ধর্ম্মাত্মা কেশব সমস্ত জগতের সারাসার ও বলাবল এবং ইহাঁদিগের অভিপ্রায়, সকলই জানেন; অতএব দাশার্হ কৃষ্ণ যাহাকে বলিবেন, তিনি কৃতাস্ত্রই হউন আর অকৃতাস্ত্রই হউন, বৃদ্ধই হউন কি যুবাই হউন, নিশ্চয়ই আমার সেনাপতি হইবেন। হে তাত! কৃষ্ণই আমাদিগের বিজয়-পরাজয়ের মূল; আমাদিগের প্রাণ, রাজ্য, শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, সকলই ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমাদের ধাতাও ইনি, বিধাতাও ইনি; সুতরাং আমাদের সিদ্ধিও ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিতা আছে; অতএব দাশার্হ কৃষ্ণ যাহাকে বলেন, তিনিই আমাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হউন। সম্প্রতি রজনী সন্নিহিতা হইতেছে; অতএব এই সময়ে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত করুন, তদনন্তর আমরা তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া সেনাপতি নির্দ্ধারণ, শস্ত্রসকলের অধিবাসন এবং মঙ্গল কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক নিশাবিগমে রণাঙ্গনে প্রস্থান করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন ধনঞ্জয়ের মুখাবলোকন পূর্ব্বক তদীয় মতে অনুমোদন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনারা যে সমস্ত বিক্রান্তযোধী মহারথগণকে আপনার সেনানায়ক বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাহাই আমারও অভি-মত; কেন না, তাঁহারা সকলেই আপনার শত্রু-সংহারে সমর্থ। লোভপরীত পাপচিত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কথা দূরে থাকুক, ইহাঁরা মহাসমরে ইন্দ্রেরও ভয়োৎপাদন করিতে পারেন। হে মহাবাহো! আপনার প্রিয় সাধন নিমিত্ত আমিও মহা-সমরের শান্তি স্থাপনার্থে তথায় বিস্তর যত্ন করিয়াছি; তাহাতে ধর্ম্মের নিকটেও আমরা অঋণী হইয়াছি; দোষ-বচনৈষী কোন ব্যক্তিই আর আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না। অবিচক্ষণ মূর্খ দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতাস্ত্র মনে করিতেছে এবং আতুর হইয়াও আপনাকে বলস্থ দেখিতেছে; অতএব শীঘ্র সৈন্য-যোজন করুন, কেন না আমার বিবেচনায় বধ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাহারা সাধ্য হইবার নহে। ধনঞ্জয়, ক্রোধপরীত ভীমসেন, যম-সম যমজ যুগল, যুযুধান, অমর্ষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, বিরাট, দ্রুপদ ও অক্ষৌ-হিণীপতি অন্যান্য ভীমবিক্রম নরেন্দ্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা আর অবস্থান করিতে পারিবে না। আমা-দিগের এই দুষ্প্রধর্ষ, দুরাসদ, সারবৎ সৈন্য সমরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে অবশ্যই নিহত করিবে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ এইরূপ উক্তি করিলে যাবতীয় নরোত্তমগণ সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। সম্যক্ হৃষ্টচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের সুমহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল। সত্বর হইয়া ইতস্তত প্রধাবনকারী সৈন্যগণের "যোজনা কর, সজ্জা কর" এইরূপ নিনাদ, হয়-কুঞ্জরশব্দ, নেমি নির্ঘোষ, শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি, সর্ব্বত্রই তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সসৈন্য প্রস্থিত পাণ্ডবগণের সেই দুর্দ্ধর্ষা বাহিনী যেন পরিপূর্ণা গঙ্গার ন্যায় দৃশ্যমানা হইল। সৈন্যের অগ্রভাগে ভীমসেন, কবচধারী নকুল সহদেব, অভি-মন্যু, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিলেন, এবং প্রভদ্রক ও পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া প্রস্থিত হইলেন। অন-ন্তর পর্ব্বকালে অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সময়ে সমুদ্রের ন্যায় সেই সংপ্রস্থিত প্রহৃষ্ট সৈন্যগণের ঘোরতর কোলাহল শব্দ উত্থিত হইয়া যেন গগন-স্পর্শ করিল। ফলত শত্রু-বলবিদারণ-কারী বর্ম্মধারী যোধগণ সকলেই সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট হইয়া-ছিল। তাহাদিগের মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির শকট, আপণ, বস্ত্রাগার, যান, বাহন, ধন-সঞ্চয়, গোলোক-প্রক্ষেপণ যন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসকগণ, পরিবারবর্গ এবং অসার, দুর্ব্বল ও কৃশ সৈন্যসকল সংগ্রহ করিয়া গমন করিলেন। পাঞ্চাল-নন্দিনী সত্যবাদিনী দ্রৌপদী দাস দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া স্ত্রীগণসহ উপপ্লব্য-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডুনন্দনেরা একস্থানবর্ত্তী ও নানাস্থান সঞ্চারী রক্ষক সৈন্যদল দ্বারা ধনদারাদির রক্ষা-বিধান করিয়া এবং গো-সুবর্ণাদি প্রদান করত ব্রাহ্মণগণে সংবৃত ও স্তূয়মান হইয়া মণিবিভূষিত রথ-নিকরে আরোহণপূর্ব্বক সুমহৎ স্কন্ধাবার সমভিব্যাহারে প্রস্থিত হইলেন। কেকয়-দেশীয় পঞ্চ রাজপুত্র, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ-

পুত্র, শ্রেণিমান, বসুদান, অপরাজিত, শিখণ্ডীপ্রভৃতি সকলেই হৃষ্ট, তুষ্ট, কবচী, সশস্ত্র ও সমলঙ্কৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টনপূর্ব্বক অনুগমন করিলেন। পশ্চিমার্দ্ধে বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুবর্ম্মা, কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ চত্বারিংশৎ সহস্র রথ, দুই লক্ষ অশ্ব, ষষ্টি সহস্র গজ ও বিংশতি লক্ষ পদাতিসৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। অনাধৃষ্টি, চেকিতান, চেদিরাজ ও সাত্যকি, ইঁহারা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টনপূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। এইরূপে বদ্ধবদ্ধ-সৈনিক প্রহারী পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়া গর্জ্জনকারী বৃষভসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। সেই অরিন্দমেরা কুরুক্ষেত্রে অবগাহনানন্তর শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিলেন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও স্বীয় স্বীয় শঙ্খনাদ করিলেন। অশনি-নিনাদের তুল্য পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যই সর্ব্বতোভাবে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইল। ফলত তেজস্বিগণের ঘোরতর সিংহনাদ শঙ্খ দুন্দুভিরবের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সাগরসকলকে প্রতিধ্বনিত করিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বহুল তৃণ-কাষ্ঠযুক্ত, সমতল, সুস্নিগ্ধ প্রদেশে সেনাসন্নিবেশ করিলেন। সেই মহামতি মহীপতি শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিগণের আশ্রম, তীর্থ ও আয়তন সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক মনোহর, উর্ব্বর, শুচি ও পবিত্র স্থানেই নিবেশ করাইলেন; তদনন্তর বাহনগণকে সুখে বিশ্রাম করাইয়া পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক শত সহস্র ভূপালগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন, এ দিকে পার্থ-সহ কেশব দুর্য্যোধনের শত শত আরক্ষ সৈনিকদিগকে অপসারিত করত সর্ব্বত পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদ নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ বীর্য্যবান্ যুযুধান সাত্যকি, ইঁহারা শিবির পরিমাণ করাইলেন, হে ভারত! কেশব কুরুক্ষেত্র মধ্যে হিরণ্বতীনাম্নী নির্ম্মল-জলা, কঙ্কর-পঙ্কশূন্যা, সুতীর্থা, পুণ্য সরিৎ প্রাপ্ত হইয়া তথায় পরিখা খনন করাইলেন এবং রক্ষার নিমিত্ত তথায় অদৃশ্য বলসকল সন্নিবেশিত করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের শিবির নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ নিয়ম ছিল, কেশব নরেন্দ্রগণের নিমিত্ত তাদৃশ শিবির সমস্তই নির্ম্মাণ করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! তথায় রাজগণের প্রভূত কাষ্ঠ ও ভক্ষ্যভোজ্য অন্নপানযুক্ত শত শত সহস্র সহস্র মহামূল্য শিবিরসমস্ত যেন বিমাননিকরের ন্যায় মহীতলে পৃথক্ পৃথক্ নিবিষ্ট হইল। তথায় নিয়মিত বেতনপ্রাপ্ত, সর্ব্বপ্রকার উপকরণযুক্ত প্রজ্ঞাশালী শত শত শিল্পী ও শাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যগণ অবস্থিত রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতি শিবির মধ্যেই পর্ব্বতোপম রাশি রাশি মহাযন্ত্র, শরাসন, ধনুর্গুণ, বর্ম্ম, শস্ত্র, তূণ, নারাচ, তোমর, পরশ্বধ, যষ্টি, মধু, ঘৃত, জল, পশুভক্ষ্য উত্তম তৃণাদি, তুষাঙ্গার, কনক-চূর্ণ-প্রভৃতি আবশ্যক বস্তুজাত সংস্থাপিত করিলেন। তথায় লৌহ-বর্ম্মাচ্ছাদিত, কণ্টকিত-সন্নাহ-যুক্ত, সহস্র যোধী শত-যোধী বারণগণ গিরি-সদৃশ দৃশ্যমান হইতে লাগিল। হে ভারত! পাণ্ডবদিগকে কুরুক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট জানিয়া মিত্র রাজগণ বলবাহন সমভিব্যাহারে সেই স্থানে অভিসরণ করিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানকারী, সোমপায়ী, বহুল দক্ষিণা-দায়ী, সেই সমস্ত ভূপালগণ পাণ্ডবদিগের বিজয়-সাধনার্থে সমাগত হইলেন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামতে! বাসুদেবপালিত, সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদরাজসমন্বিত, কৈকেয় ও বৃষ্ণিগণ-প্রভৃতি শত শত ভূপালবর্গে পরিবৃত, দেবগণ-রক্ষিত মহেন্দ্রের ন্যায় মহারথগণকর্ত্তৃক সংরক্ষিত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর-বাসনায় সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে সমাগত ও সন্নিবিষ্ট শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন কি কার্য্য করিলেন? সেই তুমুল সম্ভ্রম সময়ে কুরুক্ষেত্রে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। পাণ্ডবগণ, বাসুদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি প্রভৃতি সেই সমস্ত অতুল-বিক্রান্ত মহারথেরা সমরে ইন্দ্র-সহ দেবগণকেও ব্যথিত করিতে পারিতেন; অতএব হে তপোধন! কুরুপাণ্ডবের যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিতে আমি একান্ত অভিলাষী হইতেছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দাশার্হ কৃষ্ণ কুরুসভা হইতে প্রতিগমন করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে এই কথা বলিলেন, "হে নরেন্দ্রগণ! কৃষ্ণ যখন অকৃতকার্য্য হইয়াই পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিবেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবদিগের সহিত আমার যুদ্ধ হয়, ইহা বাসুদেবের নিতান্ত অভিপ্রেত। ভীমার্জ্জুনও সেই দাশার্হের মতস্থ। আবার যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের অত্যন্ত বশানুবর্ত্তী। পূর্ব্বে তিনি সকল সহোদরগণের সহিত আমাকর্ত্তৃক অবমানিতও হইয়াছেন। আমি যাহাদিগের সহিত বৈরতা করিয়াছিলাম, সেই বিরাট ও দ্রুপদও বাসুদেবের বশানুগামী হইয়া সেনা নায়ক হইয়াছেন; সুতরাং সম্প্রতি লোমাঞ্চকর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইবে; অতএব তোমরা আলস্য-শূন্য হইয়া সমরোপযোগী সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু স্থান-ব্যাপী শত্রুগণের দুরধিগম্য, প্রাকার-পরিখাদি-পরিকীর্ণ সন্নিহিত-জল-কাষ্ঠ, অক্ষয্য খাদ্যযুক্ত, বিবিধ আয়ুধপূর্ণ, ধ্বজ-পতাকা-সমাকুল, শত শত সহস্র সহস্র শিবির সমস্ত নির্ম্মিত কর। নগরের বহির্ভাগে সৈন্যগণের গমন নিমিত্ত সমান পথ করিয়া রাখ। অদ্যই অবিলম্বে ঘোষণা করিয়া দাও, যে কল্য যুদ্ধযাত্রা হইবে।' সেই মহাত্মগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া "তাহাই হইবে", এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরদিন রাজগণের নিবাসার্থে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর সমবেত পার্থিবগণ সেই রাজশাসন শ্রবণে অমর্ষান্বিত হইয়া মহার্হ আসন-সমস্ত হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; সুবর্ণ-কেয়ূর-সমুজ্জ্বল, চন্দনাগুরু-ভূষিত, পরিঘ সদৃশ বাহু-সকল ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং কমল-তুল্য কর-নিকর সহকারে অন্তরীয় ও উত্তরীয় বস্ত্র, উষ্ণীষ ও ভূষণজাত পরিধান করিতে থাকিলেন। প্রধান প্রধান রথীরা রথ-সমস্ত, হয় কোবিদেরা অশ্বগণ এবং গজশিক্ষা-নিপুণেরা কুঞ্জর-সকল সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তদনন্তর কাঞ্চন-নির্ম্মিত বহুতর বিচিত্র বর্ম্ম ও সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রসমস্ত ধারণ করিলেন। পদাতি পুরুষেরাও স্বীয় স্বীয় শরীরে বিবিধ শস্ত্র ও হেম চিত্রিত অসংখ্য কবচ-নিচয় আহরণ করিল। হে ভারত! নিরতিশয় হৃষ্ট-মানস মানবগণে সমাবৃত হওয়ায় দুর্য্যোধনের সেই নগর উৎসব-সময়ের ন্যায় উদগ্র ও সমাকুল হইয়া উঠিল। হে রাজন্! তৎকালে যোধরূপ চন্দ্রোদয়ে

উদ্ধৃত কুরুরাজ-রূপ মহার্ণব, চন্দ্রোদয়ে বাস্তবিক অর্ণবের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। উক্ত মহাসমুদ্রে জনসমূহ জল ও আবর্ত্ত স্বরূপ হইল; রথ, কুঞ্জর ও তুরঙ্গসকল মীনরূপ ধারণ করিল; শঙ্খদুন্দুভি-নিনাদে প্রবাহনির্ঘোষ হইল; কোষ-সঞ্চয় রত্নচয়ের স্থানীয় হইল; বিচিত্র আভরণ ও বর্ম্ম-সকল তরঙ্গ এবং উজ্জ্বল শস্ত্র-সমস্ত নির্ম্মল ফেনপুঞ্জ-স্বরূপ হইল; উন্নত প্রসাদ-শ্রেণী তীরস্থ পর্ব্বতাবলির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল এবং পথ ও আপণ সমস্ত হ্রদাকার ধারণ করিল।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে অচ্যুত! মন্দমতি দুর্য্যোধন কিরূপে এ কথা কহিল? হে বাসুদেব! এই উপস্থিত সময়ে আমাদিগের কিরূপ কার্য্য করা উপযুক্ত হয় এবং কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা আমরা ধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত না হই? হে মহাবাহো! তুমি দুর্য্যোধনের, কর্ণের, শকুনির এবং ভ্রাতৃগণ-সহ আমারও অভিপ্রায় জান; অপিচ বিদুর ও ভীষ্মের সেই বাক্য এবং কুন্তীর অভিপ্রায়ও সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছ; অতএব হে বিপুলপ্রজ্ঞ! বারংবার বিচারপূর্ব্বক সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহাই অসংশয়ে ব্যক্ত কর। কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গভীর নির্ঘোষে এই কথা কহিলেন, আপনি যে ধর্ম্মার্থসমন্বিত হিত বাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, খলবুদ্ধি দুর্য্যোধনে তাহা স্থান প্রাপ্ত হইল না। সেই দুর্ম্মেধা ভীষ্মের, বিদুরের, কি আমার, কাহারও কোন কথা শ্রবণ করে না; সকলই অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। সেই দুরাত্মা ধর্ম্মেরও কামনা করে না এবং যশেরও প্রার্থনা রাখে না; কর্ণকে আশ্রয় করিয়া "সকলকেই জয় করিলাম" ইহাই মনে করে। পাপ-নিশ্চয় দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমারও বন্ধনাদেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে অভিলাষ লাভ করিতে পারে নাই। তদ্বিষয়ে না ভীষ্ম, না দ্রোণ, কেহই যুক্তিযুক্ত বাক্যের উক্তি করেন নাই; একমাত্র বিদুর ব্যতিরেকে সকলেই তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মূঢ়মতি শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন সেই অমর্ষণ মূঢ়কে আপনার বিষয়ে অনেক অযুক্ত বাক্য কহিয়াছিল। দুর্য্যোধন যে সকল কথা বলিয়াছে, সমুদয় বর্ণন করিবার আমার প্রয়োজন কি? তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, সেই দুরাত্মা আপনার প্রতি উচিতমত ব্যবহার করিবে না। ফলত আপনার সেনাভুক্ত এই সমস্ত রাজগণ-মধ্যে যে কিছু পাপ ও অকল্যাণ নাই, সে সমস্তই তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরাও বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কোন ক্রমেই কৌরবদিগের সহিত শান্তি ইচ্ছা করি না; সুতরাং এ অবস্থায় যুদ্ধই কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বাসুদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্থিবগণ কোন কথা না বলিয়া সকলেই রাজার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির রাজবর্গের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের সহিত এক-বাক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর পাণ্ডব সৈন্য-মধ্যে মহান্ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল; যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ হওয়ায় সকল সৈনিকেরাই সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অবধ্যগণের বধাবলোকন করত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভীমার্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন, যাহার পরিহারার্থে আমি বনবাস স্বীকার করিলাম এবং অশেষ ক্লেশপরম্পরা প্রাপ্ত হইলাম, সেই মহান্ অনর্থ এক্ষণে প্রযত্নক্রমে আমাদিগকে আশ্রয় করিতেছে। যে বিষয়ে আমরা যত্ন করিলাম, তাহা আমাদিগের প্রযত্ন হইতে পরিচ্যুত হইল, পরন্তু কিছুমাত্র প্রযত্ন না করিলেও আমাদিগকে মহান্ কলহ প্রাপ্ত হইল! অবধ্য মান্য লোকদিগের সহিত কিরূপে সংগ্রাম হইবে! বৃদ্ধ গুরুগণকে হনন করিয়া আমাদিগের সে বিজয়ই বা কীদৃশ হইবে! ধর্ম্মরাজের সেই কথা শুনিয়া পরন্তপ সব্যসাচী তাঁহাকে বাসুদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করাইলেন এবং ইহাও কহিলেন, হে রাজন্! দেবকী-নন্দন কুন্তী ও বিদুর-সম্বন্ধীয় যে বাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই আপনি অবধারণ করিয়াছেন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা কোন ক্রমেই অধর্ম্ম কথা বলিবেন না; বিশেষত যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগের নিরস্ত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। তখন বাসুদেবও সব্যসাচীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে "ইহাই বটে" এইরূপ উক্তি করত তাহার বিস্তর পোষকতা করিলেন। মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধার্থে কৃতসংকল্প হইয়া সৈনিক-সহ পাণ্ডবেরা পরম সুখে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যথা-নিয়মে বিভক্ত করিলেন এবং নর, হস্তী, রথ ও অশ্ব-সকলের উত্তম, মধ্যম ও অধম নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যেই অগ্রে, মধ্যভাগে ও পশ্চাতে থাকিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনুকর্ষ (রথের নিম্নদেশে নিবদ্ধ ভগ্ন-সংস্কারার্থ কাষ্ঠ) তূণীর (রথবাহ্য বিশালবাণ-কোষ), বরূথ (রথাচ্ছাদন ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি), তোমর (হস্ত-দ্বারা ক্ষেপণীয় শল্য যুক্ত-দণ্ড), উপাসঙ্গ (অশ্ব গজ-বাহ্য বাণ-কোষ), শক্তি (লৌহ-দণ্ড) নিষঙ্গ (পদাতি-বাহ্য বাণ-কোষ), ঋষ্টি (গুরুতর কাষ্ঠ-দণ্ড), ধ্বজ, পতাকা, শরাসন-তোমর (ধনুকের দ্বারা ক্ষেপণীয় স্থূল বাণ), নানা প্রকার রজ্জু, পাশ (সমীপাগত প্রতিপক্ষের গলদেশে নিক্ষেপার্থ রজ্জু), আস্তরণাদি পরিচ্ছদ, কচগ্রহ বিক্ষেপ (কেশে গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুর প্রতি নিক্ষেপার্থ তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড বিশেষ), তৈল, গুড়, বালুকা, সসর্প-কুম্ভ, ধূনক চূর্ণ, ঘণ্টফলক (ঘণ্টাযুক্তফলান্বিত শস্ত্র); অয়োগুড় (লৌহগুলি), জলোপল (জলক্ষরণশীল প্রস্তর), সশূল ভিন্দি-পাল (শূলযুক্ত লগুড়) মধূচ্ছিষ্ট (মোম), মুদ্গর, কণ্টকময় দণ্ড, লাঙ্গল, বিষদিগ্ধ তোমর, শূর্প, পিটক (বেত্রনির্ম্মিত বৃহৎ করণ্ড), পরশু প্রভৃতি দাত্র, অঙ্কুশাকার তোমর, দন্তযুক্ত করপত্র, বাসী, বৃক্ষাদন (লৌহ-কণ্টক), ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও দ্বীপচর্ম্মে পরিবৃত রথ, (ঋষ্টি হস্তদ্বারা ক্ষেপণীয় চক্রাকার কাষ্ঠ-ফলক) শৃঙ্গ, ভল্ল-প্রভৃতি বহুতর শস্ত্র, কুঠার, কুদ্দাল, তৈলক্ষৌম (তৈলাক্তবস্ত্র-বিশেষ; প্রহার স্থলে যাহার ভস্ম প্রদত্ত হয়),

সর্পিঃ ( ক্ষতশোধনার্থ পুরাতন ঘৃত ) প্রভৃতি অশেষ-বিধ সামরিক সামগ্রীসমন্বিত অশেষবিধ সুদৃশ্য সৈন্যগণ স্বর্ণজালে অলঙ্কৃত ও নানারত্নে বিভূষিত হওয়ায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কবচধারী, সুশিক্ষিত-শ্রম, অশ্বজাতি-তত্ত্বজ্ঞ, সৎকুলোদ্ভব শূরেরা সারথ্য-কার্য্যে নিবেশিত হইলেন। রথ-সকলেতে উত্তম উত্তম চারি চারি অশ্ব যোজিত হইল ; অশুভ নিবারণার্থ যন্ত্র ও ঔষধাদি, অশ্বগণের শিরোভূষণার্থ ঘণ্টা মালা মৌক্তিক-গুচ্ছাদি, ধ্বজ, পতাকা, মুকুট, আভরণ, অসি, চর্ম্ম ও পট্টিশ সমস্ত নিবদ্ধ হইল এবং প্রাস, ঋষ্টিক ও এক এক শত শরাসন বিন্যস্ত হইল। সম্মুখস্থ প্রধান অশ্বযুগলে এক জন এবং চক্রসন্নিহিত পশ্চাদ্ভাগস্থ হয়দ্বয়ে দুইজন সারথি নিযোজিত হইল। ঐ দুই সারথিরথীশ্রেষ্ঠ এবং রথী ও হয়-তত্ত্বজ্ঞ। এইরূপে সুরক্ষিত নগরের ন্যায় শত্রুগণ-কর্ত্তৃক দুর্দ্ধর্ষণীয়, সুবর্ণমালা মণ্ডিত সহস্র সহস্র রথ সর্ব্বদিকে সমাকীর্ণ হইল। রথের ন্যায় হস্তীসকলও বদ্ধকক্ষ ও সমলঙ্কৃত হইল এবং প্রত্যেকের উপরে সাতজন সৈনিক পুরুষ আরোহণ করায় যেন রত্নযুক্ত গিরিনিকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সাতজনের মধ্যে দুই জন অঙ্কুশধারী ; দুইজন উত্তম ধনুর্দ্ধারী, দুই জন উৎকৃষ্ট খড়্গধারী আর একজন শক্তি ও ত্রিশূলধারী। মহারাজ! মহাত্মা দুর্য্যোধনের সেই সৈন্য বহুতর বর্ম্ম ও তূণীরযুক্ত প্রমত্ত-গজপুঞ্জে সমাকীর্ণ হইল। বিচিত্র কবচধারী পতাকা-শিত উত্তমালঙ্কৃত অশ্বারোহগণে উপশোভিত, উল্লম্ফনাদি-দোষ-পরিশূন্য, সুশিক্ষিত, স্বর্ণালঙ্কার-পরিচ্ছদ অযুত অযুত লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গমগণ অশ্বারোহ সকলের বশায়ত্ত রহিল এবং নানা প্রকার ভঙ্গি-বিশিষ্ট, নানা প্রকার কবচ ও শস্ত্রযুক্ত, হেমমাল্য-বিভূষিত অসংখ্য পদাতি সকলও সুসজ্জিত হইল। এক এক রথের প্রতি দশ দশ হস্তী, এক এক হস্তীর প্রতি দশ দশ অশ্ব এবং এক এক অশ্বের প্রতি দশ দশ জন পদাতি পাদ-রক্ষক-স্বরূপ নিযোজিত রহিল। রথের পঞ্চাশৎগুণ হস্তী, হস্তীর শতগুণ অশ্ব এবং অশ্বের সপ্তগুণ মনুষ্য, ইহারা ভিন্ন সন্ধানকারী অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণের পুনর্ব্বার সংযোজনার্থে নিযুক্ত হইল। পঞ্চশত গজ ও পঞ্চশত রথে এক সেনা, দশ সেনায় এক পৃতনা, দশ পৃতনায় এক বাহিনী এবং সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমু, বরূথিনী ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে এক অক্ষৌহিণী নিরুক্তা হইল। ধীমান্ দুর্য্যোধন এই রীতিক্রমে সৈন্যব্যূহ রচনা করিলেন। উভয় পক্ষে সমুদায়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল। তন্মধ্যে পাণ্ডবদিগের সাত অক্ষৌহিণী আর কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল। পঞ্চপঞ্চাশৎ মনুষ্যে এক পত্তি, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ বা গুল্ম এবং তিন গুল্মে এক গণ বিহিত হয় ; দুর্য্যোধনের সেনা-মধ্যে এরূপ লক্ষ লক্ষ গণ সম্প্রহারী যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইয়া রহিল। মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধন সম্যক্ বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে শৌর্য্যশালী বুদ্ধিমান্ মানবগণকে সেনাপতি করিলেন ; কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধি-পতি সুদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহ্লীক, এই সকল মহাবল নরোত্তমগণকে যথানিয়মে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণীর নায়ক করিয়া সমুচিত অভিসম্ভাষণ করিলেন এবং প্রতিদিন প্রতিক্ষণে আপনার সমক্ষে ইঁহাদিগের পুনঃপুন বহুবিধ পূজা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেইরূপ নিয়ম-নিবদ্ধ হইয়া তাঁহারা ও তাঁহাদিগের পাষ্ণিরক্ষক সৈনিকেরা সকলেই রাজার প্রিয়কার্য্য সাধনে সমুৎসুক হইলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন সকল মহীপাল-গণের সহিত মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তনুতনয় ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন, হে পিতামহ! সেনানায়ক ব্যতীত সুমহতী সেনাও সমর প্রাপ্ত হইয়া পিপীলিক-সংঘাতের ন্যায় বিদীর্য্য-মানা হয় ; কেন না দুই জনের বুদ্ধি কোনক্রমেই কখন সমান হয় না এবং পৃথক্ পৃথক্ বল-নায়কদিগের শৌর্য্যও পর-স্পর স্পর্দ্ধা করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! শুনিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণসকল কুশধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া অমিত তেজস্বী হৈহয়-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তৎকালে বৈশ্য ও শূদ্রেরাও তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিল। এইরূপে এক দিকে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আর অন্য দিকে অপর বর্ণত্রয় মিলিত হইলেন। অনন্তর-যুদ্ধারম্ভ হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় পুনঃপুনঃ ভগ্ন হইতে লাগিলেন ; সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা এক পক্ষ হইয়াও ঐ বহুল বলনিচয়কে জয় করিলেন। তাহাতে সেই দ্বিজসত্তমেরা ক্ষত্রিয়দিগকেই তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়েরাও তাঁহাদিগকে এই যথার্থ উত্তর করিলেন যে, আমরা সমরে একজন মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন মানবের কথা শ্রবণ করি, কিন্তু আপনারা সকলেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির বশবর্ত্তী। হে পিতামহ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা নীতিকুশল ও শৌর্য্য-শালী একজন বিপ্রকে সেনাপতি করিলেন এবং তাহাতে ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিতেও সমর্থ হইলেন। এইরূপে যাহারা সুদক্ষ, শূর, হিতৈষী ও পাপশূন্য কোন পুরুষকে সেনাপতি করে, তাহারা সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকে। আপনি শুক্রাচার্য্য-তুল্য, অভেদ্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিশেষত সততই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ; অতএব যেমন কিরণ-শালিগণের আদিত্য, ওষধি সকলের চন্দ্রমা, যক্ষগণের কুবের, দেবগণের বাসব, পর্ব্বত-সকলের সুমেরু, পক্ষিদিগের সুপর্ণ, অমরবর্গের কার্ত্তিকেয় এবং বসুগণের হুতাশন প্রধান নায়ক, সেইরূপ আপনিই আমাদিগের প্রধান সেনাপতি হউন ; কেন না ইন্দ্ররক্ষিত অমরবৃন্দের ন্যায় আমরা আপনার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া দেবগণেরও অধর্ষণীয় হইব, সন্দেহ নাই। আপনি দেব সৈন্যের অগ্রযায়ী কুমারের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে অগ্রে প্রয়াণ করুন, আমরা মহাবৃষভের অনুগামী বৎসগণের ন্যায় আপ-নার পশ্চৎ পশ্চাৎ গমন করি। ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এইরূপই বটে ; কিন্তু আমার পক্ষে তোমরাও যেরূপ, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ। অতএব হে নরাধিপ! আমাকে তাহাদিগেরও শ্রেয় বাক্য বলিতে হইবে এবং স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তোমার নিমিত্তও যুদ্ধ করিতে হইবে। সেই একমাত্র ধনঞ্জয়-ব্যতিরেকে পৃথিবী-মধ্যে আমার তুল্য যোদ্ধাও আর দেখিতে পাই না। মহাবুদ্ধি পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় অনেকা-নেক দিব্যাস্ত্রের অভিজ্ঞ, সুতরাং সমরে আমার সদৃশ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধস্থলে প্রকাশিত হইয়া কখনই আমার

সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। শস্ত্রবল-সহকারে আমি ক্ষণ কালমধ্যেই সুরাসুর রাক্ষসসম্বলিত এই সমস্ত জগৎকেই নির্ম্মনুষ্য করিতে পারি; কিন্তু হে জনাধিপ! পাণ্ডুপুত্রদিগকে উৎসাদিত করা আমার কোনক্রমে সাধ্য নহে, অতএব আমি শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা প্রতি দিন অযুত দশ সহস্র যোধগণকে নিহত করিব। সম্মুখ সংগ্রামে যদি পূর্ব্বেই তাহারা আমাকে আহত না করে, তবেই এই রীতিক্রমে তাহাদিগের নিধন সাধন করিব। হে রাজন! আমি অপর এক নিয়ম-দ্বারা ইচ্ছানুসারে তোমার সেনাপতি হইব সেই নিয়ম কি, তাহা শ্রবণ কর। হয় কর্ণ অগ্রে যুদ্ধ করুন, না হয় আমি করি; কেননা এই সূতপুত্র সমরে নিত্যই আমার সহিত অতিশয় স্পর্দ্ধা করেন। কর্ণ কহিলেন, রাজন! গঙ্গানন্দন জীবিত থাকিতে আমি কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; ভীষ্ম নিহত হইলে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন বহুল-দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক ভীষ্মকে যথাবিধি সেনাপতি করিলেন এবং তিনিও অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে বাদকগণ অব্যগ্র হইয়া শত শত সহস্র সহস্র ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিল। বহুবিধ সিংহনাদ ও বাহনগণের শব্দ সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল। বিনা মেঘে রুধির-বর্ষণ হইয়া কর্দ্দম হইল। নির্ঘাত, ভূমিকম্প ও বারণগণের বৃংহিত ধ্বনি-সমস্ত যাবতীয় যোধগণের মনঃপীড়া উৎপাদন করত উত্থিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে দৈববাণী ও উল্কাপাত হইতে থাকিল এবং শিবা-সকলও ভয় বিজ্ঞাপন করত বারংবার তীব্রতর শব্দ করিতে লাগিল। হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন যখন ভীষ্মকে সেনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন, তখন এইরূপ শত শত ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমস্ত উপস্থিত হইল।

পরবল-বিমর্দ্দন শান্তনুনন্দনকে সেনাপতি করণানন্তর কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভূরিভূরি গো ও নিষ্ক প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া ও তাঁহাদিগের জয়াশীর্ব্বাদে বর্দ্ধমান হইয়া সৈনিকগণ-সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুমহৎ স্কন্ধাবার লইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সহিত সমস্ত কুরুক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করত সমতল দেশে শিবির নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রভূত তৃণকাষ্ঠযুক্ত, মধুর ও উর্ব্বর প্রদেশে সন্নিবেশিত সেই শিবির অবিকল হস্তিনাপুরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবী-তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরসম, স্থৈর্য্যে হিমালয়-প্রতিম, ঔদার্য্যে প্রজাপতিনিভ, তেজে ভাস্করোপম, শর বর্ষণদ্বারা মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রুকুলের সংহারকারী, সকল মহীপালগণের উপরিবর্ত্তী, শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, ভারতগণ পিতামহ গঙ্গানন্দন মহাত্মা ভীষ্মকে মহাভয়ঙ্কর লোমাঞ্চকর প্রবিতত যুদ্ধযজ্ঞে দীর্ঘকালের নিমিত্ত দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া সকল শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাবাহু যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে কি বলিলেন, ভীমার্জ্জুনই বা কি উক্তি করিলেন এবং কৃষ্ণই বা কি প্রত্যুত্তর দিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, আপদ্ধর্ম্মার্থ-কুশল বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি যুধিষ্ঠির সকল সহোদরগণকে ও যদুনন্দন বাসুদেবকে সমানয়ন-পূর্ব্বক সুমধুর সম্ভাষণে এই কথা বলিলেন, তোমরা সন্নদ্ধ ও সুসজ্জিত হইয়া সাবধানে থাক এবং সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে পরিভ্রমণ কর। অগ্রেই পিতামহের সহিত তোমাদিগের যুদ্ধ হইবে, অতএব আমার সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা-মধ্যে সপ্ত সেনাপতি নিযুক্ত কর। কৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! এই উপস্থিত সময়ে ভবাদৃশ ব্যক্তির যেরূপ উক্তি করা উচিত, আপনি তদনুরূপ অর্থযুক্ত বাক্যই বলিলেন। হে মহাবাহো! ইহা আমার সম্পূর্ণ স্পৃহণীয় হইতেছে; অতএব এই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন; আপনার সেনা-মধ্যে সাত জন নায়ক নির্দ্দিষ্ট করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধাধিপতি সহদেব, যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষী এই সপ্ত মহাভাগ বীরগণকে আনয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যিনি দ্রোণ-বিনাশার্থে সমিদ্ধ হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্ব-সেনাপতি করিলেন এবং সেই সমস্ত মহাত্মা সেনাপতিগণের উপরে গুড়াকেশ ধনঞ্জয়কে আধিপত্য প্রদান করিলেন। বলরামানুজ মহাবাহু শ্রীমান জনার্দ্দন সেই অর্জ্জুনেরও নায়ক ও অশ্বনিয়ন্তা হইলেন। মহারাজ! নীলপট্টাম্বরধারী কৈলাস-শিখর-সদৃশ, মদলোহিত-লোচনান্ত, সিংহলীলা-গতি, মহাবাহু শ্রীমান্ হলায়ুধ বলদেব সেই মহাবিধ্বংসকর উপস্থিত যুদ্ধ সন্নিহিত দেখিয়া দেবগণ-রক্ষিত বাসবের ন্যায়, অক্রূর, উদ্ধব, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন ও চারুদেষ্ণ-প্রভৃতি বলোদ্ধত, সমাপতিত শার্দ্দূল-সন্নসদৃশ, প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণ-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাণ্ডব সদনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাদ্যুতি কেশব, ভীম-কর্ম্মা বৃকোদর, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ও অন্যান্য রাজগণ সকলেই অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পাণিদ্বারা তাঁহার করস্পর্শ করিলেন এবং বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অরিন্দম হলায়ুধ বয়োবৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে অভিবাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই পার্থিবগণ সর্ব্ব দিকে উপবিষ্ট হইলে রোহিণীনন্দন বলদেব বাসুদেবের মুখ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহাভয়ঙ্কর দারুণ পুরুষক্ষয় উপস্থিত হইবে; আমি বোধ করি, ইহা নিশ্চয়ই দৈবনির্ব্বন্ধ, কোন ক্রমে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। এক্ষণে আমার মনন এই যে, তোমাদিগকে সুহৃজ্জনগণ সহ এই যুদ্ধ হইতে সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ, অরোগ ও অক্ষতদেহ দেখি। পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল কালপক্ক হইয়াই সমবেত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মাংস-শোণিত-কর্দ্দমময় মহান্ বিমর্দ্দ অবশ্যই উপস্থিত হইবে। হে ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! আমি নির্জ্জনে বাসুদেবকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলাম যে, হে মধুসূদন! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যেরূপ রাজা দুর্য্যোধনও সেইরূপ; অতএব সমান সম্বন্ধিগণে সমান ব্যবহার কর; দুর্য্যোধনকেও সাহায্য প্রদান কর, যেহেতু তিনিও তদর্থে বারংবার সমাগত হইতেছেন। কিন্তু তোমার নিমিত্ত মধুসূদন আমার সে বাক্যরক্ষা করিলেন না; ধনঞ্জয়ের

মুখাপেক্ষা করিয়া ইনি তোমাতেই সর্ব্বভাবে নিবিষ্ট হইয়াছেন। পাণ্ডবদিগের যে নিশ্চয়ই জয় হইবে, ইহা আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, কেন না বাসুদেবের সেইরূপই অভিনিবেশ। আমিও কৃষ্ণ বিনা জীবলোক সন্দর্শনে উৎসাহী হইতে পারি না, এই নিমিত্তই কেশবের অভিপ্রেত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিতেছি। গদাযুদ্ধবিশারদ বীরবর ভীম ও নরপতি দুর্য্যোধন, উভয়েই আমার শিষ্য; সুতরাং উভয়ের প্রতিই আমি সমান স্নেহান্বিত। অতএব সংপ্রতি আমি সরস্বতীর তীর্থসেবনার্থে গমন করিব; কৌরবদিগকে সমক্ষে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারিব না। মহাবাহু বলরাম এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মধুসূদনকে নিবর্ত্তন পূর্ব্বক তীর্থযাত্রায় প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইত্যবসরে সাক্ষাৎ ইন্দ্রসখা দাক্ষিণাত্যপতি অতিযশস্বী হিরণ্যরোমা ভোজনরপতি মহাত্মা ভীষ্মকের পুত্র, দিঙ্মণ্ডলে রুক্মী নামে বিখ্যাত, সত্যসংকল্প মহাবাহু নরপতি জলদনিস্বন বিজয়ধনু লাভ করিয়া যেন সমস্ত জগতের ভয়োৎপাদন করত পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে যাত্রা করেন। তিনি গন্ধমাদনবাসী কিংপুরুষসিংহ দ্রুমের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তেজে গাণ্ডীব ও শার্ঙ্গ ধনুর তুল্য দিব্যলক্ষণ-যুক্ত বিজয় নামক মাহেন্দ্র ধনু লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গবাসিগণ-মধ্যে বরুণের গাণ্ডীব, মহেন্দ্রের বিজয় ও বিষ্ণুর শার্ঙ্গ, এই তিন ধনুকই দিব্য ও অতি তেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত; তন্মধ্যে পরসেনাভয়াবহ শার্ঙ্গ শরাসন কৃষ্ণ ধারণ করিতেন, ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন খাণ্ডব বনে পাবকের নিকট হইতে গাণ্ডীব লাভ করিয়াছিলেন, আর মহাতেজা রুক্মী দ্রুমের নিকটে বিজয় ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হৃষীকেশ মুরদৈত্যের যোজিত অস্ত্রময় পাশ সমস্ত ছেদনপূর্ব্বক বল দ্বারা ঐ দৈত্যকে নিহত করিয়াএবং ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিঃশেষে জয় করিয়া অদিতির মণিকুণ্ডল যুগল আহরণ করত ষোড়শ সহস্র রমণী, বিবিধ রত্ন ও উত্তম শার্ঙ্গ ধনুঃ প্রাপ্ত হন। স্ববাহুবল গর্ব্বিত বীরবর রুক্মী পূর্ব্বে ধীসম্পন্ন বাসুদেবের রুক্মিণী-হরণ সহ্য করিতে না পারিয়া 'আমি জনার্দ্দনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রবৃদ্ধা গঙ্গার ন্যায় সুদূর-বিস্তৃতা বিচিত্র আয়ুধ ও বর্ম্মযুক্তা মহতী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পরে ঐ যোগীশ্বর প্রভু বৃষ্ণিনন্দকে প্রাপ্ত হইয়া পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া কুণ্ডিরাজ নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। পরবীরহন্তা রুক্মী যে স্থলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হন, তথায় ভোজকট নামে একটি উত্তম নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ! প্রভূত-গজ-বাজি-সম্বলিত সুমহৎ সৈন্যযুক্ত ঐ নগর পৃথিবীতে ভোজকট নামে বিখ্যাত আছে। সেই মহাবীর্য্য ভোজরাজ বিপুল সৈন্যগণে পরিবারিত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে সত্বর পাণ্ডবগণসমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই কবচী, ধন্বী, তলধারী, খড়্গী, শরাসনী রুক্মী পাণ্ডবগণের বিদিত হইয়া বাসুদেবের প্রিয় করণেচ্ছায় আদিত্যবর্ণ ধ্বজের সহিত মহাচমূ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। রুক্মী পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক যথান্যায়ে পূজিত ও সুসংস্কৃত হইয়া এবং তাঁহাদিগের সকলকে প্রতি পূজা করিয়া সৈনিক-সহ বিশ্রামানন্তর বীরগণমধ্যে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পাণ্ডব! এই যুদ্ধে অবস্থিত হইয়া যদি সাহায্য নিমিত্ত ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে শত্রুদিগের অসহনীয় সাহায্য প্রদান করিব। এই পৃথিবীতে বিক্রমে আমার তুল্য কোন পুরুষই বিদ্যমান নাই। হে পাণ্ডব! সমরে তুমি আমাকে যে অংশ প্রদান করিবে, আমি তাহাই নিহত করিব; দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম কি কর্ণ, সকলকেই বিনষ্ট করিব। অথবা এই সমস্ত রাজবর্গ নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করুন, আমি একাকীই সংগ্রামে শত্রুগণকে বধ করিয়া তোমাকে পৃথিবী প্রদান করিব। ধীমান্ ধনঞ্জয়, ধর্ম্মরাজ ও কেশবের সন্নিধানে এবং নরেন্দ্রগণও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-বর্গের সমক্ষে এইরূপ উক্ত হইয়া যুধিষ্ঠির ও বাসুদেবের মুখাবলোকন করিয়া সহাস্যবদনে প্রশান্তভাবে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে বীর! আমি কৌরবকুলে উৎপন্ন, বিশেষত পাণ্ডুর পুত্র হইয়া এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, বাসুদেবসহায় সম্পন্ন ও গাণ্ডীবধারী হইয়া "ভীত হইয়াছি" এ কথা কি প্রকারে বলিতে পারি? ঘোষযাত্রা সময়ে যখন সুমহাবল গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কোন ব্যক্তি আমার সহায় হইয়াছিল। খাণ্ডব বনে সেই দেবদানবসমাকুল ঘোরতর সংগ্রামে যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল। অপিচ বিরাটনগরে যৎকালে বহুসংখ্যক কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সহায় হইয়াছিল? যুদ্ধার্থে রুদ্র, মহেন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, হুতাশন, কৃপ, দ্রোণ ও মাধবকে আরাধনা করিয়া দিব্য তেজোময় সুদৃঢ় গাণ্ডীব-শরাসন ধারণ করিয়া এবং অক্ষয্য শর-সংযুক্ত ও দিব্যাস্ত্র-পরিবারিত হইয়াও "ভীত হইয়াছি" এই যশোবিলোপী বাক্যটি সাক্ষাৎ বজ্রধারী পুরন্দরকেও মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে বলিতে পারে? হে নরশার্দ্দূল! আমি ভীত হই নাই এবং আমার সহায়েরও প্রয়োজন নাই; অতএব হে মহাবাহো! আপনার ইচ্ছা ও সুযোগানুসারে হয় অন্যত্র গমন করুন, না হয় এইখানে অবস্থিত হউন।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর রুক্মী সেই সাগর-সদৃশ সৈন্য নিবর্ত্তনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিকটেও সেইরূপে গমন করিলেন, তাঁহাকেও সেইরূপ কহিলেন এবং সেই শূরমানী দুর্য্যোধনও সেইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতএব বৃষ্ণিকুল-সম্ভূত রোহিণীনন্দন বলদেব ও বসুধাধিপ রুক্মী, এই দুইজন মাত্র যুদ্ধ হইতে অপগত হইয়াছিলেন। রাম তীর্থযাত্রায় গমন করিলে এবং ভীষ্মক-পুত্র সেইরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার মন্ত্রণার্থে উপবেশন করিলেন। মহারাজ! পার্থিবগণ সমাকুল ধর্ম্মরাজের সেই সভা তারকাপুঞ্জ বিচি-

ত্রিত দ্বিজরাজ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজর্ষভ! কুরুক্ষেত্রে সৈন্য সকল সেইরূপে ব্যূহবদ্ধ হইলে কালপ্রেরিত কৌরবেরা কি করিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ সেইরূপে ব্যূহবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত থাকিলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন, হে সঞ্জয়! আইস, কুরু পাণ্ডবদিগের সেনা-নিবেশ বিষয়ে যাহা যাহা হইল, তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে আমার নিকটে ব্যক্ত কর। আমি পুরুষকারকে অনর্থক বিবেচনা করিয়া দৈবকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছি; যেহেতু বিনাশ-পরিণামী যুদ্ধ-দোষ সমস্ত বোধগম্য করিয়াও নিকৃষ্টবুদ্ধি দুর্দ্যূতদেবী পুত্রকেও নিয়মিত করিতে পারিতেছি না; এবং আপনারও হিত সাধনে সমর্থ হইতেছি না। সূত! আমার বুদ্ধি দোষানুদর্শিনী হয় বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। অতএব হে সঞ্জয়! এরূপ অবস্থায় যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে; রণে তনুত্যাগ করাও ক্ষত্রিয়ের প্রশংসিত ধর্ম্ম বটে। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত প্রশ্ন বটে; কিন্তু এই দোষটি দুর্য্যোধনের উপরে আরোপিত করা আপনার উচিত নহে। হে রাজন্! আমি নিঃশেষে বলিতেছি শ্রবণ করুন। যে মানব আপন দুশ্চরিত-হেতুক অশুভ প্রাপ্ত হয়, তাহার কাল কি দৈবের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে। মহারাজ! মনুষ্যগণ-মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করে, সে গর্হিতাচরণ করত সকল লোকেরই বধার্হ হয়। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাভব প্রাপ্ত হইয়া কেবল আপনার প্রতীক্ষাতেই অমাত্যগণের সহিত অবমান ও তিরস্কার সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সমরে অশ্ব, গজ ও অমিত-তেজস্বী রাজগণের বিধ্বংস হইবার যেরূপে সূত্রপাত হইল, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমার নিকটে শ্রবণ করুন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাযুদ্ধে সকল লোক সংহারের যথাভূত মূল বৃত্তান্ত সুস্থির-চিত্তে শ্রবণপূর্ব্বক এইরূপ অবধারণ করুন যে, পুরুষ কখন শুভাশুভ কর্ম্মের স্বয়ং কর্ত্তা হন না; দারুযন্ত্রের ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়াই ক্রিয়মাণ হন। শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে ত্রিবিধ মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, লোকে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই করিয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন, যদৃচ্ছাক্রমেই করে; আর অপর কেহ কেহ বলেন, যে বর্ত্তমান কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মসকলের প্রযোজকতা থাকে।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

উলূক দূতাগমন প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা হিরণ্বতী নদী সমীপে নিবিষ্ট হইলে কৌরবেরাও যথাবিধি নিবিষ্ট হইলেন। প্রতাপশালী নরপতি দুর্য্যোধন তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া, নৃপতিগণকে সম্মানিত করিয়া এবং রক্ষক সৈন্য বিন্যাসপূর্ব্বক যোধগণের রক্ষণীয় দ্রব্যজাতের রক্ষা বিধান করিয়া পরিশেষে কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া এবং কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া নির্জ্জনে উলূককে আহ্বানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে কিতবনন্দন উলূক! তুমি সোমক সহ পাণ্ডবগণ সমীপে গমন কর এবং গমন করিয়া বাসুদেবের শ্রবণগোচরে অর্জ্জুনকে আমার এই কথা বল যে, বহুবর্ষ পর্য্যন্ত যাহা চিন্তিত হইয়াছে সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ এই উপস্থিত হইল। হে কৌন্তেয়! তুমি বাসুদেব-সহকৃত হইয়া অনুজগণের সহিত গর্জ্জন করিতে করিতে যে সুমহৎ শ্লাঘা-বাক্যের উক্তি করিয়াছিলে, যাহা সঞ্জয় আসিয়া কৌরবগণ-মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সময় এই সমাগত হইয়াছে; অতএব তোমরা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহা প্রতিপালন কর।" হে উলূক! ভ্রাতৃগণ ও যাবতীয় সোমক ও কেকয়গণের সহিত সমবেত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকেও আমার বাক্যে এই কথা বল যে, 'প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক হইয়া তুমিই বা কি বলিয়া অধর্ম্মে মন করিতেছ?—নৃশংসের ন্যায় কি প্রকারে সমস্ত জগতের বিনাশ ইচ্ছা করিতেছ? আমার মনে হয়, তুমি সর্ব্বভূতের অভয়দাতাই হইবে। হে ভরতর্ষভ! শ্রবণ করা যায়, পূর্ব্বে দেবতারা রাজ্য হরণ করিলে পর প্রহ্লাদ এই একটি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, 'হে দেবগণ! যাহার ধর্ম্মচিহ্ন উচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় নিয়ত প্রকাশিত থাকে, কিন্তু পাপ কর্ম্ম সমস্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, তাহার সেই ব্রতকে বিড়ালের ব্রত কহে।' হে নরাধিপ! এ বিষয়ে নারদ আমার পিতার নিকটে এই উত্তম আখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকটে ইহার আবৃত্তি করিতেছি, শ্রবণ কর। "হে রাজন্! কোন সময়ে একটা দুরাত্মা মার্জ্জার সর্ব্বকর্ম্মে বিরত হইয়া গঙ্গা তীরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থিত ছিল। সে জন্তুগণের বিশ্বাসার্থে হিংসাবর্হিত হইয়া 'আমি ধর্ম্মাচরণ করিতেছি' সকল প্রাণীকেই এই কথা বলিত। হে রাজন্! এইরূপে বহুকাল গত হইলে অণ্ডজেরা তাহার প্রতি বিশ্বাস করিল এবং সকলে সমবেত হইয়া ঐ বিড়ালের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। পক্ষিভোজী মার্জ্জার সেই পক্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া মনে করিল যে, এত কালের পর আমার তপস্যার ফল ও কার্য্যোদ্ধার হইল। হে ভারত! অনন্তর দীর্ঘকালের পর মূষিকেরাও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই ব্রতচারী ধার্ম্মিককে দম্ভযুক্ত মহাকার্য্যে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি করিল। হে রাজন্! তাহাতে নিশ্চয় জ্ঞান হওয়াতে তাহাদের এই মতি হইল, যে, আমাদিগের অনেক শত্রু আছে, অতএব ইনি আমাদের মাতুল হইয়া বালক বৃদ্ধ সকলের সতত রক্ষা করুন। এইরূপ মনস্থ করিয়া তাহারা বিড়ালের সন্নিহিত হইয়া এই কথা বলিল, যে, আপনার প্রসাদে আমরা যথা-সুখে বিচরণ করিতে অভিলাষ করি; আপনি আমাদিগের অব্যাহতা গতি এবং আপনিই আমাদিগের পরম বন্ধু; একারণ আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি ধর্ম্ম পরায়ণ এবং নিত্যকাল ধর্ম্মেই ব্যবস্থিত আছেন; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! বজ্রধারী যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে

ঐ মূষিকান্তকারী মার্জ্জার মূষিকগণ-কর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিল, যে, তপস্যা ও রক্ষা, এই দুই কর্ম্মের এককালে সুযোগ দেখিতে পাই না; কিন্তু হিতসাধনের নিমিত্ত তোমাদিগের এই বাক্য আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে এবং আমার বাক্যও তোমাদিগের নিত্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; আমি দৃঢ়ব্রতে অবস্থিত হইয়া তপস্যায় পরিশ্রান্ত হই, সুতরাং বিশেষরূপ চিন্তা করিয়াও গমনের কোন শক্তি দেখিতে পাইতেছি না; অতএব অতঃপর প্রতিদিন তোমরা আমাকে নদীকূলে লইয়া যাইবে। হে ভরতর্ষভ! মূষিকেরাও 'তাহাই হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই মার্জ্জারের নিকট বৃদ্ধ ও বালক সকল সমর্পণ করিল। অনন্তর সেই পাপবুদ্ধি দুষ্টাত্মা মার্জ্জার মূষিক সকলকে ভক্ষণ করত স্থূলদেহ, সুবর্ণ ও দৃঢ়াঙ্গ হইতে লাগিল। ..... মূষিকেরা অতিশয় ক্ষয় পাইতে লাগিল এবং সেই বিড়াল বলবান্ ও তেজোযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। অনন্তর একদিন মূষিকেরা সমবেত হইয়া পরস্পর এই কথা কহিল যে, মাতুল নিত্য নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছেন আর আমরা অতিশয় ক্ষীণ হইতেছি। হে রাজন্! অনন্তর ডিণ্ডিক নামে কোন বুদ্ধিমান্ মূষিক সেই অসংখ্য আপ্ত সমুদায়কে এই কথা বলিল, তোমরা বিশেষ-রূপে মিলিত হইয়া নদীতীরে যাইবে, আমি মাতুলের সঙ্গেই তোমাদিগের পশ্চাতে গমন করিব। তখন 'সাধু সাধু, এই কথা বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিল এবং ডিণ্ডিকের এই অর্থযুক্ত বাক্য যথা ন্যায়ে প্রতিপালন করিল। অনন্তর বিড়াল অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত ডিণ্ডিককে ভক্ষণ করিলে মূষিকেরা সকলে একত্রিত হইয়া নির্জ্জনে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। হে রাজন্! কোকিল নামা একটি বৃদ্ধতম মূষিক জ্ঞাতিগণ-মধ্যে এই যথার্থ বাক্যের উক্তি করিল, যে, মাতুল ধর্ম্মকামী নহেন; আমাদিগের শত্রু হইয়াও কেবল ছলনার নিমিত্ত মিত্রভাব অবলম্বন করিয়াছেন; যে ব্যক্তি ফলমূল ভক্ষণ করে, তাহার বিষ্ঠা কখন লোমযুক্ত হয় না দেখ, ইহাঁর গাত্র উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে এবং মূষিকগণ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; বিশেষতঃ অদ্য সাত আট দিন হইল, ডিণ্ডিককে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোকিলের এই কথা শুনিয়া সকল মূষিকেরাই ইতস্তত পলায়ন-পরায়ণ হইল এবং দুষ্টাত্মা মার্জ্জারও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতএব রে দুষ্টাত্মন! তুমিও সেই বিড়াল ব্রত অবলম্বন করিয়াছ,—মূষিকগণ মধ্যে বিড়াল যেমন আচরণ করিয়াছিল, তুমিও জ্ঞাতিবর্গ-মধ্যে সেইরূপ আচরণ করিতেছ। ' তোমার বাক্যে এক প্রকার প্রকাশ পায়, কর্ম্ম অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়; তোমার বেদ ও উপশম কেবল লোক-সমীপে দম্ভপ্রকাশের নিমিত্ত মাত্র। হে রাজন্! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, অতএব এই কাপট্য পরিহারপূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মে সমাস্থিত হইয়া সমস্ত কার্য্য কর। হে ভরতসত্তম! ' বাহুবীর্য্যদ্বারা পৃথিবী লাভ করিয়া দ্বিজাতিগণ ও পিতৃগণকে যথোচিত দান কর। তোমার মাতা বহু বৎসর ক্লেশ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার হিতসাধনে যত্নপরায়ণ হইয়া সমরে শত্রু জয়পূর্ব্বক তদীয় অশ্রুমোচন এবং পরম সম্মান আরোহণ কর। তুমি যত্ন করিয়া পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলে, কিন্তু আমরা 'কিরূপে পাণ্ডবদিগকে কোপিত করিব, কি প্রকারে সমরে যুদ্ধ করিব, এই মনে করিয়াই তাঁহা প্রদান করি নাই। তোমার নিমিত্ত দুষ্টাভিপ্রায় বিদুরের পরিত্যাগ ও জতুগৃহে তোমাদিগের দাহ স্মরণ করিয়া পুরুষকার অবলম্বন কর। হে নরাধিপ! তুমি কুরুসভায় আগমন সময়ে কৃষ্ণকে 'হে রাজন্! আমি শান্তি ও সমর উভয়ের নিমিত্তই এই অবস্থিত আছি' এই যে কথা বলিয়া দিয়াছিলে, সেই সমরের সময় এই সমাগত হইয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! ইহার নিমিত্ত আমি এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি পরম লাভ জ্ঞান করিতে পারেন? হে ভরতর্ষভ! তুমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া এবং দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়া সমান জন্ম ও সমান বল-সত্ত্বেও বসুদেব-তনয়কে আশ্রয় করিয়াছ কেন?"

হে উলূক! তুমি পাণ্ডবগণ-সমীপে বাসুদেবকেও এই কথা বলিও যে, তুমি আত্মার্থে ও পাণ্ডবার্থে যত্নপর হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ কর। পূর্ব্বে সভামধ্যে মায়া-দ্বারা যেরূপ ধারণ করিয়াছিলে, পুনরায় সেইরূপ প্রকটিত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত আমার অভিমুখে ধাবিত হও। ইন্দ্রজাল, মায়া কি কুহক সমস্ত ভয়ঙ্কর হয় বটে, কিন্তু সংগ্রামে গৃহীতাস্ত্র ব্যক্তির নিকটে ভয়জনক হওয়া দূরে থাকুক বরং কোপাবহই হইয়া থাকে। আমরাও নিজ শরীরে বহুতররূপ প্রদর্শন করত স্বর্গে ও আকাশে গমনার্থে উৎসাহ করিতে পারি এবং রসাতল কি ইন্দ্রপুরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হই। পরন্তু মায়া ও ভয়-প্রদর্শনাদি বশীকরণ প্রকার-সমূহ-দ্বারা যে সিদ্ধি, তাহা পুরুষকার-সম্পন্ন মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য হইতে পারে না; কেন না বিধাতাই মানস-মাত্রে সমস্ত প্রাণীকে বশবর্ত্তী করেন, অপরে নহে। হে যদুনন্দন! তুমি যে বলিয়া থাক, আমি সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে নিহত করিয়া পাণ্ডবগণকে উত্তম রাজ্য প্রদান করিব এবং সঞ্জয় আমার নিকটে তোমার 'মৎসহকৃত সব্যসাচী পার্থের সহিত তোমাদিগের শত্রুতা' এইরূপ যে সকল বাক্য উক্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী হইয়া তৎসমুদায় প্রতিপালন করত সত্যপ্রতিজ্ঞ হও। সমরে যত্নপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা দেখি, তুমি একবার পুরুষ হও। যে ব্যক্তি শত্রুকে বিশেষ রূপে জানিয়া বিশুদ্ধ পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুগণের শোক বর্দ্ধন করেন, তিনিই সুজীবনে জীবিত থাকেন। হে কৃষ্ণ! লোক-মধ্যে অকস্মাৎ তোমার মহৎ যশবিখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু পুংস্ত্বযুক্ত অনেক নপুংসকও যে আছে, তাহা এক্ষণে জানা যাইবে। হে কংসভৃত্য! মৎসদৃশ কোন নৃপতিই তোমার প্রতি কখন যুদ্ধার্থে অভিযোগ করেন নাই। হে উলূক! সেই শৃঙ্গহীন বৃষভ-তুল্য, মূর্খ, বহুভোজী, বিদ্যা-শূন্য ভীমসেনকেও পুনঃপুনঃ আমার এই কথা বলিও, যে, হে পার্থ! পূর্ব্বে বিরাটনগরে তুমি যে বল্লভ নামে বিখ্যাত সূপকার হইয়াছিলে, সে সকল আমারই পৌরুষ। সভামধ্যে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যেন মিথ্যা না হয়; যদি শক্তি থাকে, দুঃশাসনের রুধির পান কর। হে কৌন্তেয়! তুমি যে বলিয়া থাক, আমি সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ত্বরায় নিহত করিব, তাহার কাল এই আগত হইয়াছে। হে ভারত! তুমি ভক্ষ্য, ভোজ্য ও

পের বিষয়েই পুরস্কারার্হ ; ভোজন করা কোথায় আর যুদ্ধ করাই বা কোথায় ? এস পুরুষ হইয়া যুদ্ধ কর। হে ভারত! তুমি গতাসু হইয়া গদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিশ্চয়ই ভূতলশায়ী হইবে। হে বৃকোদর! সভামধ্যে তোমার সেই যে আস্ফালন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। হে উলূক! তুমি নকুলকেও আমার বাক্যে বলিও যে, হে ভারত! সম্প্রতি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; আমরা তোমার কেমন পৌরুষ দেখি। হে ভারত! যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ ও কৃষ্ণার যে পরিক্লেশ, তাহা এক্ষণে যথাবৎ স্মরণ কর। রাজগণ মধ্যে তুমি সহদেবকেও আমার এই কথা বলিও যে, হে পাণ্ডব! অধুনা যত্নপর হইয়া সংগ্রামে যুদ্ধ কর; ক্লেশ-সমস্ত স্মরণ কর। বিরাট ও দ্রুপদকেও আমার বাক্য বলিও যে, যে পর্য্যন্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে, তদবধি মহাগুণসম্পন্ন ভৃত্যেরাও কখন স্বামিদিগকে বিশেষ রূপে দৃষ্টি করে নাই এবং রাজারাও কখন ভৃত্যবর্গকে দেখেন নাই; অর্থাৎ স্বামি ভৃত্যের পরস্পর গুণাগুণ পরিজ্ঞান সুকর নহে; এই রাজা অশ্লাঘ্য এই মনে করিয়া তোমরা আমারও বধার্থে আগমন করিয়াছ; এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের ও আপনাদিগের নিমিত্তে আমার সহিত যুদ্ধ কর। পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকেও তুমি আমার বাক্যে এই কথা বলিও যে, এই তোমার সময় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তুমিও তাহাকে প্রাপ্ত হইবে; সমরে দ্রোণের সন্নিহিত হইয়া আপনার উত্তম হিত জানিতে পারিবে। আইস সুহৃদ্ ও সহচরগণের সহিত মিলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মার্থে সুদুষ্কর কর্ম্ম কর। হে উলূক! অনন্তর শিখণ্ডীকে আমার বাক্যে বলিও যে, সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ, মহাবাহু কুরুনন্দন গাঙ্গেয় স্ত্রী-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া তোমাকে বধ করিবেন না, অতএব তুমি এক্ষণে সুনির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর; রণে যত্নপর হইয়া কর্ম্ম কর; আমরা তোমার পৌরুষ দেখি। এইরূপ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন হাস্যপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উলূককে কহিলেন, তুমি বাসুদেবের সাক্ষাতে পুনরায় ধনঞ্জয়কে বলিও যে, হে বীর! তুমি, হয় আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর, না হয় আমাদিগের নিকটে নির্জ্জিত হইয়া রণশায়ী হও। হে পাণ্ডব! রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন জন্য ক্লেশ, বনবাস ও কৃষ্ণার পরিক্লেশ স্মরণ করত পৌরুষ প্রকাশ কর। ক্ষত্রিয়া জননী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহা সকলই এই আগত হইয়াছে; অতএব সংগ্রামে বল, বীর্য্য, শৌর্য্য ও সাতিশয় শীঘ্রাস্ত্রতা-প্রভৃতি পৌরুষ প্রদর্শন করত কোপের নিষ্কৃতি বিধান কর। ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রংশিত, দীর্ঘকাল নির্ব্বাসিত, নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত ও দীনভাবাপন্ন হইলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন মনুষ্য সৎকুল সম্ভূত, শূর, পরধনে অগৃধ্র কোন্ ব্যক্তির অখণ্ড রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার কোপোদ্দীপন না করে? তুমি যে সেই মহৎ আস্ফালন বাক্যের উক্তি করিয়াছিলে, এক্ষণে কর্ম্মদ্বারা তাহা সপ্রমাণ কর। কর্ম্ম না করিয়া কেবল মিথ্যা শ্লাঘা করিলে সাধুরা তাহাকে কুপুরুষ বলিয়া জানেন। শত্রুগণ বশে অবস্থানের নিষ্কৃতি ও রাজ্যের পুনরুদ্ধার, এই দুইটিই যুদ্ধকামী ব্যক্তির প্রয়োজন; অতএব পৌরুষ প্রকাশ করিয়া তাহা সম্পন্ন কর। তুমিও দ্যূতে পরাজিত হইয়াছিলে এবং কৃষ্ণাকেও সভা-মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল; ইহাতে পুরুষমানী মনুষ্য অবশ্যই অমর্ষান্বিত হইতে পারে। হে পাণ্ডব! তুমি গৃহ হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল বন-মধ্যে এবং এক বৎসর দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিরাটের গৃহে বাস করিয়াছিলে; অতএব রাজ্য হইতে নির্ব্বাসননিবন্ধন ক্লেশ, বনবাস ও কৃষ্ণার পরিক্লেশ স্মরণ করত পুরুষ হও; অপিচ শত্রু-সমুচিত অপ্রিয় বিষয়সকলের পুনঃপুনঃ উক্তিকারী দুঃশাসনাদির প্রতি অমর্ষ প্রদর্শন কর; যেহেতু অমর্ষই পৌরুষ। হে পার্থ! সংগ্রামে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য্য, জ্ঞানযোগ ও অস্ত্রলাঘব দৃষ্ট হউক; যুদ্ধ কর, পুরুষ হও। তোমার শস্ত্র সকলের নীরাজনাদি সংস্কার নির্ব্বাহ হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র কর্দ্দম শূন্য আছে, অশ্ব সকল পুষ্ট রহিয়াছে এবং সৈনিকেরাও ভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব কেশবের সহিত মিলিয়া কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে কৌন্তেয়! তুমি সমরে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়াই অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? কোন অবোধ মনুষ্য যেমন গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা গর্ব্ব করিতেছ; অতএব আত্ম-শ্লাঘা পরিহারপূর্ব্বক পুরুষ হও। সংগ্রামে সুদুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য, শচীপতি-সম দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া কি বলিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছ? হে পার্থ! তুমি যে বেদমন্ত্রে ও ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য, উভয় বেদেরই পারপ্রাপ্ত, সম-ধুরন্ধর, অক্ষোভণীয়, অক্ষয়সত্ত্বসম্পন্ন মহাদ্যুতি সেনাপতি দ্রোণকে জয় করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা নিতান্তই নিরর্থক; কেন না বায়ুকর্তৃক সুমেরু গিরি উন্মথিত হইয়াছে, ইহা কদাপি শ্রবণ করা যায় না। যদি সমীরণ কখন মেরু বহন করিতে পারে, স্বর্গ ভূতলে নিপতিত হয়, অথবা কালচক্রের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে তুমি আমাকে যা বল, তাহা সম্ভবিতে পারে; কেন না ভীষ্ম দ্রোণের অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া কোন্ মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে? পার্থই হউক বা অন্য কেহই হউক কোন্ ব্যক্তি কুশলে গৃহে গমন করিতে পারে? সমরে ইহারা যাহারে হস্তব্যরূপে নিশ্চিত অথবা ভয়ঙ্কর শস্ত্রপ্রহারে আবিদ্ধ করেন, পদদ্বারা ভূতলস্পর্শকারী এমন কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্য জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পায়? রে মন্দমতে! তুমি কূপশায়ী ভেকের ন্যায় মূঢ় হইয়া অমরগণ-রক্ষিতা স্বর্গপুরীর ন্যায়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য কুরুমধ্যদেশীয় ম্লেচ্ছ এবং দ্রবিড়, অন্ধ্র ও কাঞ্চীদেশীয় পুলিন্দগণপ্রভৃতি নরেন্দ্রগণের অভিরক্ষিতা সাক্ষাৎ দেব-সৈন্যসদৃশী সুদুর্দ্ধর্ষা এই সমবেতা রাজসেনাকে বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছ না কেন? রে অল্পবুদ্ধে! রে মূঢ়! তুমি সংগ্রামে এই অপারণীয় গঙ্গাবেগের ন্যায় সম্যক্‌রূপে প্রবৃদ্ধ নানাবিধ অসংখ্য যোধসমূহের সহিত এবং নাগবল-মধ্যস্থিত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কিপ্রকারে অভিলাষ করিতেছ? রে ভারত! তোমার যে অক্ষয় তূণদ্বয়, অগ্নিদত্ত রথ ও দিব্য কেতু, তাহা রণ-স্থলেই জানা যাইবে। রে অর্জ্জুন! তুমি মিথ্যা শ্লাঘা পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধ কর; অনর্থক বহুতর বৃথা গর্ব্ব কর কেন? কেবল বিকত্থন মাত্রেই যুদ্ধ সিদ্ধ হয় না; সম্যক্‌রূপ বিক্রম প্রকাশ দ্বারা ইহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। রে ধনঞ্জয়! লোকমধ্যে যদি শ্লাঘামাত্রেই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকলেই

কৃতকার্য্য হইতে পারে; কেন না বৃথা গর্ব্ব প্রকাশে দরিদ্র কে আছে? আমি তোমার সহায়ভূত বাসুদেবকেও জানি, তাল-প্রমাণ গাণ্ডীবকেও জানি আর তোমার মত কেহ যোদ্ধা নাই, তাহাও জানি এবং জানিয়াই তোমার এই রাজ্য ধারণ করিতেছি। রে পার্থ! মনুষ্য, ছলনাদি দ্বারা কখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বিধাতাই সংকল্প মাত্রে অনুকূল সমস্ত বশবর্ত্তী করেন। আমি ত্রয়োদশ বৎসর তোমার রাজ্য-ভোগ করিলাম; তুমি কেবল বিলাপ করিতে করিতে দেখিলে, অতঃপর তোমাকে সবান্ধবে নিহত করিয়া আরও বহুকাল ইহার শাসন করিব। রে ফাল্গুন? যখন দ্যূতপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল এবং ভীমসেনের বলই বা কোথায় ছিল? তৎকালে অনিন্দিতা কৃষ্ণা ব্যতিরেকে, গদাধারী ভীমসেন কি গাণ্ডীব যুক্ত ফাল্গুন হইতে তোমাদিগের মুক্তি হয় নাই। তোমরা অমানুযোচিত দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দাসকর্ম্মে অবস্থিত হইলে, পাঞ্চাল নন্দিনী কৃষ্ণাই তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ড অর্থাৎ নিষ্ফল তিল বলিয়া উক্ত করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই বটে; কেন না তৎকালে তুমি বিরাটনগরে বেণীধারণ করিয়াছিলে। অপিচ বিরাটের মহানসে ভীম যে সূপকার কর্ম্মে প্রান্ত হইত, সে কেবল আমারই পৌরুষ। রে পার্থ! ক্ষত্রিয়ের প্রতি ক্ষত্রিয়েরা এইরূপ দণ্ডই দিয়া থাকেন; দেখ তুমি নপুংসক-বেশী হইয়া বেণী ধারণপূর্ব্বক কন্যাগণকে নর্ত্তন করাইতে। রে ফাল্গুন! আমি বাসুদেবের ভয়ে কি তোমার ভয়ে কখন পুনরায় রাজ্য প্রদান করিব না, অতএব কেশবের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ কর। কেন না সংগ্রামে গৃহীত-শস্ত্র ব্যক্তির নিকটে মায়া, ইন্দ্রজাল কি কুহক সমস্ত কখন ভীষণ হয় না, বরং কোপাবহই হইয়া থাকে। অব্যর্থ-শস্ত্রধারী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বাসুদেব কি শত শত অর্জ্জুন দশ দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইবে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর বা মস্তক-দ্বারা গিরিভেদ কর অথবা বাহুদ্বারা পশ্চাদুক্ত অগাধ পুরুষসাগর সন্তরণ কর অর্থাৎ মস্তক-দ্বারা গিরিবিদারণের ন্যায় এই দুই ব্যাপারই অন্যতর। এই অসীম পুরুষ-সাগরে কৃপাচার্য্য মহামীন, বিবিংশতি মহাভুজঙ্গ, ভীষ্ম বেগ, দ্রোণ, ভীষণ গ্রাহ, কর্ণ, শল ও শল্য মৎস্য ও আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, দুঃসহ মহাতরঙ্গ, ভূরিশ্রবা তিমিঙ্গিল, যুযুৎসু ও দুর্ম্মর্ষণ জল, ভগদত্ত মারুত শ্রুতায়ু ও কৃতবর্ম্মা মহাপারাবার, দুঃশাসন প্রবাহ, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ উপকূলবর্ত্তী পর্ব্বত, পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি উপকূল-স্বরূপ হইয়াছেন। রে পার্থ! এই অক্ষয্য শস্ত্র-প্রবাহ-যুক্ত সমাকৃ প্রবৃদ্ধ পুরুষসাগরে অবগাহন করিয়া তুমি যখন পরিশ্রম-দ্বারা নষ্টচেতন হইবে এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সকল নিহত হইয়া যাইবে, তখনই তোমার মনোমধ্যে পরিতাপের উদয় হইবে এবং অশুচি ব্যক্তির মন যেমন স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পৃথিবী শাসনের প্রত্যাশা হইতে তোমার মন নিবর্ত্তিত হইবে; কেন না অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গলোক লাভের ন্যায় প্রশাসনীয় রাজ্য লাভ করা তোমার নিতান্ত দুষ্কর।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

সঞ্জয় কহিলেন, কিতবতনয় উলূক পাণ্ডবের সেনানিবেশ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণসমীপে আগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আপনি দূতবাক্যে অভিজ্ঞ, অতএব দুর্য্যোধন যাহা আদেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করি, শুনিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে উলূক! তোমার ভয় নাই; অদীর্ঘদর্শী লুব্ধ দুর্য্যোধনের যে কিছু অভিপ্রেত, তুমি অব্যাকুলিতচিত্তে তাহা ব্যক্ত কর। অনন্তর উলূক অমিত-তেজস্বী মহাত্মা পাণ্ডবগণ, সৃঞ্জয়গণ, মৎস্যগণ, যশস্বী কৃষ্ণ, সপুত্র দ্রুপদ ও বিরাটের সন্নিধানে এবং অন্যান্য যাবতীয় ভূপালবর্গ-মধ্যে এই কথা বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহামনা রাজা দুর্য্যোধন কুরুবীরগণের শ্রবণগোচরে আপনাকে এই বাক্য বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন। "হে পাণ্ডব! তুমি স্বয়ং দ্যূতে পরাজিত হইয়াছিলে এবং কৃষ্ণাকেও সভামধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল, ইহাতে পুরুষমানী মনুষ্য অবশ্যই অমর্ষান্বিত হইতে পারে। তুমি গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বাদশবর্ষ-কাল বনমধ্যে এবং এক বৎসর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিরাটের গৃহে বাস করিয়াছিলে; অতএব অমর্ষ, রাজ্যহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর পরিক্লেশ স্মরণ করত পুরুষ হও। হে পাণ্ডব! অশক্ত হইয়াও ভীম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যদি সমর্থ হয়, দুঃশাসনের রুধির পান করুক। তোমার শস্ত্র সকলের নীরাজনাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রও কর্দ্দম-শূন্য আছে, পথও সমান হইয়াছে এবং অশ্ব সকলও হৃষ্টপুষ্ট রহিয়াছে; অতএব কল্যই কেশবের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ কর। হে কৌন্তেয়! তুমি সমরে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়াই অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? কোন অবোধ মনুষ্য যেমন গন্ধমাদন-শিখরে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা গর্ব্ব করিতেছ; অতএব আত্মশ্লাঘা পরিহার-পূর্ব্বক পুরুষ হও। সংগ্রামে সুদুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য ও সাক্ষাৎ শচীপতি-সম দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া কি বলিয়া রাজ্য কামনা করিতেছ? হে পার্থ! তুমি যে বেদমন্ত্রে ও ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য, উভয় বেদেরই পারপ্রাপ্ত, সমরধুরন্ধর, অক্ষোভণীয়, অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন, মহাদ্যুতি সেনাপতি দ্রোণকে জয় করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা মিতাত্তই নিরর্থক; যেন না সমীরণ-কর্ত্তৃক সুমেরু ভূধর উন্মথিত হইয়াছে, ইহা কোন কালে শ্রবণ করা যায় না। যদি পবন কখন মেরু বহন করিতে পারে, স্বর্গ ভূতলে নিপতিত হয়, অথবা কালচক্রের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে তুমি আমাকে যা বল, তাহা সম্ভব হইতে পারে; কেন না এই অরিমর্দ্দনের সন্নিহিত হইলে কোন ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে? অশ্বারোহীই হউক, গজারোহীই হউক, অথবা রথীই হউক, কোন্ মানব কুশলে গৃহে গমন করিতে পারে? সমরে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ত্তৃক হস্তব্যরূপে নিৰ্দ্ধারিত অথবা ভয়ঙ্কর শস্ত্র প্রহারে বিদ্ধ হইয়া পদদ্বারা ভূতল-স্পর্শকারী এমন কোন্ মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পায়? রে মন্দমতে! তুমি কূপশায়ী ভেকের ন্যায় মূঢ় হইয়া অমরবৃন্দ-রক্ষিতা স্বর্গ-পুরীর ন্যায়, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য, কুরুমধ্য-দেশীয় ম্লেচ্ছ এবং দ্রবিড়, অন্ধ্র ও কাঞ্চী-দেশীয় পুলিন্দগণ-প্রভৃতি অসংখ্য নরেন্দ্রগণের অভিরক্ষিতা, সাক্ষাৎ

দেবচমূ-সদৃশী সুহৃদ্বর্গ এই সমবেত রাজ-সেনাকে বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছ না কেন? রে অল্পবুদ্ধে! তুমি সংগ্রামে এই অপারণীয় গঙ্গা-বেগের ন্যায় সম্যক্‌রূপে প্রবৃদ্ধ নানাবিধ অসংখ্য-যোধ-নিবহের সহিত এবং গজসৈন্য-মধ্যে অবস্থিত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি প্রকারে অভিলাষ করিতেছ?

উলূক ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ অর্জ্জুনের প্রতি মুখবির্ত্তন করত কহিলেন, "রে অর্জ্জুন! তুমি মিথ্যা শ্লাঘা পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধ কর; অনর্থক বহুতর বৃথা গর্ব্ব কর কেন? কেবল বিকত্থনমাত্রেই যুদ্ধ সিদ্ধ হয় না; সম্যক্‌রূপ বিক্রম প্রকাশদ্বারা ইহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। রে ধনঞ্জয়! লোকমধ্যে যদি শ্লাঘামাত্রেই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, কেন না বৃথা গর্ব্ব প্রকাশে দরিদ্র কে আছে? আমি তোমার সহায়ভূত বাসুদেবকেও জানি, তালপ্রমাণ গাণ্ডীবকেও জানি, আর তোমার মত কেহ যোদ্ধা নাই তাহাও জানি এবং জানিয়াই তোমার এই রাজ্য ধারণ করিতেছি। রে পার্থ! মনুষ্য, ছলনাদিদ্বারা কখন সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; একমাত্র বিধাতাই সংকল্পমাত্রে অনুকূল সমস্ত বশবর্ত্তী করেন। আমি এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার রাজ্যভোগ করিলাম, তুমি কেবল বিলাপ করিতে করিতে দেখিলে; অতঃপর তোমাকে সবান্ধবে নিহত করিয়া আরও বহুকাল ইহার শাসন করিব। রে ফাল্গুন! যখন দ্যূতপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল? এবং ভীমসেনের বলই বা তখন কোথায় ছিল? তৎকালে অনিন্দিতা কৃষ্ণা ব্যতিরেকে, গদাধারী ভীমসেন কি গাণ্ডীবযুক্ত ফাল্গুন হইতে তোমাদিগের মুক্তি হয় নাই। তোমরা অমানুষোচিত দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দাস্যকর্ম্মে অবস্থিত হইলে, পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণাই তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই বটে; কেন না তৎকালে তুমি বিরাটনগরে বেণী ধারণ করিয়াছিলে। অপিচ বিরাটের পাকশালায় ভীম যে সূপকর্ম্মে শ্রান্ত হইত, সে কেবল আমারই পৌরুষ। ফলত ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়ের প্রতি সর্ব্বদা এইরূপ দণ্ডই দিয়া থাকেন; দেখ, তুমি নপুংসক-বেশী হইয়া বেণী ধারণপূর্ব্বক কন্যাগণকে নর্ত্তন করাইতে। রে ফাল্গুন! আমি বাসুদেবের ভয়ে, কি তোমার ভয়ে কখন পুনরায় রাজ্য প্রদান করিব না; অতএব কেশবের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ কর; কেন না সমরে শস্ত্রধারী হইলে আমার নিকটে মায়া ইন্দ্রজাল কুহক কি বিভীষিকা সমস্ত কখন ভয়প্রদ হয় না, বরং কোপাবহই হইয়া থাকে। অব্যর্থ শস্ত্রধারী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন দশদিকে পলায়ন-পরায়ণ হইবে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর বা মস্তক দ্বারা গিরি বিদারণ কর অথবা বাহুদ্বারা পশ্চাদুক্ত অগাধ পুরুষ-সাগর সন্তরণ কর। এই অসীম পুরুষ-সাগরে কৃপাচার্য্য মহামীন; বিবিংশতি মৎস্য; বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ; ভূরিশ্রবা তিমিঙ্গিল; ভীষ্ম বেগ; দ্রোণ ভয়ঙ্কর গ্রাহ; কর্ণ শল ও শল্য মৎস্য ও আবর্ত্ত; কাম্বোজ বাড়বানল; যুযুৎসু ও দুর্ম্মর্ষণ জল; ভগদত্ত মারুত; শ্রুতায়ু ও কৃতবর্ম্মা মহাপারাবার; দুঃশাসন প্রবাহ; সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র; জয়দ্রথ উপকূলবর্ত্তী ভূধর; পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি উপকূল-স্বরূপ হইয়াছেন। রে পার্থ! এই অক্ষয্য শস্ত্র-প্রবাহযুক্ত, সম্যক্‌ প্রবৃদ্ধ পুরুষ-সাগরে অবগাহন করিয়া তুমি পরিশ্রম-দ্বারা যখন নষ্টচেতন হইবে এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সমস্ত নিহত হইয়া যাইবে, তখনই তোমার মনোমধ্যে পরিতাপের উদয় হইবে এবং অশুচি ব্যক্তির মন যেমন স্বর্গলাভের প্রত্যাশা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পৃথিবী শাসনের প্রত্যাশা হইতে তোমার মন নিবর্ত্তিত হইবে। কেন না অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গলোক লাভের ন্যায়, প্রশাসনীয় রাজ্য লাভ করা তোমার নিতান্ত সুদুষ্কর।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উলূক ক্রোধ-পরীত আশীবিষ-সদৃশ সব্যসাচীকে বাক্য-রূপ শলাকাদ্বারা সম্যকরূপে পীড়িত করত দুর্য্যোধনোক্ত সমস্ত বাক্য পুনরায় উক্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষত কিতব-পুত্রের নিকটেও ধর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া একবারে অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই আসনোপরি দণ্ডায়মান হইলেন, বাহুবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন। ভীমসেন অবনত-মস্তকে আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে লোহিত-প্রান্ত নেত্রযুগল-দ্বারা কেশবের মুখাবলোকন করিলেন। তখন যদুনন্দন, পবন-তনয়কে অতিমাত্র ক্রোধাভিহত ও ব্যাকুলিত দেখিয়া যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কিতব-পুত্রকে কহিলেন, হে উলূক! তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর এবং সুযোধনকে বল, যে তোমার বাক্যও শ্রুত হইল এবং অর্থও গৃহীত হইল, তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। হে রাজসত্তম! মহাবাহু কেশব উলূককে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের মুখাবলোকন করিলেন। উলূকও সমস্ত সৃঞ্জয়গণ, যশস্বী কেশব, সপুত্র দ্রুপদ ও বিরাটের সন্নিধানে এবং যাবতীয় ভূপালবর্গ মধ্যে বাক্য-শলাকা সহকারে ক্রোধপরীত আশীবিষ-তুল্য ধনঞ্জয়ের মর্ম্মভেদ করত দুর্য্যোধনোক্ত সমস্ত বাক্য পুনরায় ব্যক্ত করিলেন এবং কৃষ্ণ-প্রভৃতি অন্যান্য সকলকেও যথোক্ত বাক্য সমুদায় কহিলেন। পার্থ উলূকের উক্ত সেই সুদারুণ পাপময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিক্ষুব্ধ হইলেন এবং ঘর্ম্মাপনয়নার্থে ললাট মার্জ্জনা করিলেন। মহারাজ! তখন সেই রাজসভা পার্থকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া এককালে অধীরা হইয়া উঠিল। পাণ্ডবদিগের মহারথেরা মহাত্মা কৃষ্ণ ও পার্থের অবমানে কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। স্বভাবত স্থিরচিত্ত হইয়াও ঐ পুরুষ-ব্যাঘ্রেরা উলূকের কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, কেকয়রাজ-নন্দনেরা পঞ্চ সহোদর, রাক্ষস, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ধৃষ্টকেতু ভীমসেন ও নকুল সহদেব, সকলেই ক্রোধে লোহিত লোচন হইয়া রক্ত-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গদ, বলয় ও কেয়ূরনিকরে বিভূষিত বাহুসকল প্রধারণ-পূর্ব্বক আসন হইতে লম্ফদিয়া উঠিলেন। বৃকোদর তাঁহাদিগের আকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ ও সৃক্কদ্বয়-পরিলেহন করত সবেগে উত্থিত

হইলেন এবং সহসা নেত্রযুগল উৎক্ষেপণ,হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও দন্ত সমস্ত কটকটায়মান করিয়া উলূককে কহিলেন, রে মূর্খ! দুর্য্যোধন তোকে যে কথা বলিয়া দিয়াছিল, অসমর্থের ন্যায় আমাদিগের উত্তেজন নিমিত্তক তোর সেই বচন শ্রবণ করা হইল, এক্ষণে তুই সকল ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সূতপুত্র ও দুরাত্মা শকুনির শ্রবণ-গোচরে সুযোধনকে যে কথা বলিবি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। "রে দুরাচার! আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিত্য প্রীতিকামী, এই নিমিত্তই তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা বহুজ্ঞান করিতেছ না। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ কেবল কুলের হিত কামনাতেই শমাকাঙ্ক্ষী হইয়া কুরুগণ-সমীপে কেশবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তুমি নিতান্তই কাল-প্রেরিত হইয়া শমন-সদনে গমনকামী হইতেছ; এক্ষণে আইস, আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাও কল্যই হইবে। রে পাপাত্মন্! আমি যে ভ্রাতৃগণ-সহ তোমাকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,তাহা সেইরূপই হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। বরুণালয় জলনিধি যদি সদাই বেলা অতিক্রম করে, পর্ব্বত সকলও যদি বিশীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি আমার সেই বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি যম, কুবের বা রুদ্র আসিয়া তোমার সহায় হন, তথাপি পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন আমি অভিলাষানুসারে অবশ্যই দুঃশাসনের রুধির পান করিব। অপিচ তৎকালে যে কোন ক্ষত্রিয় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমুখে ধাবিত হইবে, সে যদি ভীষ্মকেও অগ্রে করিয়া আইসে, তথাপি তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আমি ক্ষত্রিয়সমাজে যে বাক্য উক্ত করিয়াছি, তাহা যে সত্য হইবে, তদ্বিষয়ে অন্তরাত্মার শপথ করিতেছি"। ভীমসেনের বাক্য শুনিয়া অমর্ষণ সহদেবও ক্রোধে লোহিত-নয়ন হইয়া সৈনিক জন সমাজে অহঙ্কারী শূর-সদৃশ এই কথা কহিলেন, রে পাপাত্মন্। তোর পিতাকে যাহা বলিবি, আমার সেই বাক্য শ্রবণ কর। 'যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধ না হইত তাহা হইলে কৌরবগণের সহিত, আমাদিগের কদাচ বিচ্ছেদ হইত না। হে পাপ-কর্ম্মন্! তুমি ধৃতরাষ্ট্র-কুলের, আত্ম-কুলেরও সমস্ত লোকের বিনাশার্থে সাক্ষাৎ বৈর পুরুষ-রূপে উৎপন্ন হইয়াছ। রে উলূক! তোর পাপাত্মা পিতা আমাদিগের জন্মাবধি নিত্যই নিদারুণ অহিতাচরণ করিতে ইচ্ছা করে; অতএব আমি সেই শত্রুতা সম্বন্ধের সুদুর্গম পার প্রাপ্ত হইব; শকুনির সাক্ষাতে অগ্রে তোরে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্পর্দ্ধা-বিশিষ্ট সকল ধনুর্দ্ধারি-গণের গোচরে শকুনিকে বিনষ্ট করিব'। ভীম ও সহদেব এই বচন শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বৃকো-দরকে কহিলেন, হে ভীম! আপনার সহিত যাহাদের শত্রুতা হয়, তাহারা জীবিত থাকে না; গৃহমধ্যে সুখ-সেবিত মন্দেরা মৃত্যুপাশের বশবর্ত্তী হইয়াই রহিয়াছে; কিন্তু হে পুরুষোত্তম! উলূককে পরুষ সম্ভাষণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; কেননা দূতেরা কি অপরাধ করে? তাহারা যথোক্ত বাক্যেরই অনুবাদ করিয়া থাকে। মহাবাহু ধনঞ্জয় ভীমপরাক্রম ভীমকে এইরূপ কহিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সুহৃদ্বীরগণের সম্ভাষণ করত বলিলেন, আপনারা সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের কটূক্তি, বিশেষত বাসু-দেবের ও আমার কুৎসা শ্রবণ করিলেন এবং শুনিয়া আমা-দিগের হিতকামনায় সকলে রোষান্বিত হইয়াছেন। আমি বাসুদেবের প্রভাবে ও আপনাদিগের প্রযত্নে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকেও গণনা করি না। এক্ষণে এই বাক্যের যাহা উত্তর হয়,—উলূক দুর্য্যোধনকে যাহা কহিবে, আপনাদিগের অনুজ্ঞা-ক্রমে আমি ইহাকে তাহা বলিয়া দিব। এই বাক্যের যাহা প্রতিবাক্য, তাহা কল্য সৈন্য সম্মুখে গাণ্ডীব দ্বারা ব্যক্ত করিব, কেন না ক্লীবেরাই বচন দ্বারা উত্তর দিয়া থাকে।

অনন্তর সেই রাজসত্তম সমস্ত পার্থিবগণ ধনঞ্জয়ের ঐ বাক্যভঙ্গীতে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে যথা বয়ঃক্রমানু-সারে যথা-ন্যায়ে অনুনয় করিয়া স্বপ্রেরণীয় বাক্য বলিবার উদ্দেশে উলূককে কহিলেন, কোন প্রধান নরপতি আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করত ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; অতএব আমি তোমার বাক্য শ্রবণেচ্ছায় রত থাকিয়া এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর করিব। হে ভরতর্ষভ! ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে যেন গর্জ্জিতের ন্যায় হইয়া অতি-লোহিত-নয়নে আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করত জনার্দ্দন ও ভ্রাতৃগণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল ভুজদণ্ড প্রধারণপূর্ব্বক কিতব-নন্দনকে কহিলেন, তাত উলূক! তুমি সেই কুলপাংসন, কৃতঘ্ন, বৈরাবতার দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের নিকটে গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বল যে, রে পাপাত্মন্! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি নিয়তই কুটিলাচরণ করিয়া থাক। রে পাপ! যে ব্যক্তি স্বীয় বীর্য্যে পরাক্রম করিয়া শত্রু সকলকে আহ্বান করে এবং ভয়শূন্য হইয়া নিজ বাক্য পূর্ণ করে, তাহাকেই ক্ষত্রিয় পুরুষ বলা যায়; অতএব রে কুলাধম! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সংগ্রামে আমাদিগকে আহ্বান কর; মানভাজন অমাত্যগণকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধ করিও না। রে কৌরব! আত্মবীর্য্য ও ভৃত্য-বীর্য্য আশ্রয় করিয়া সমরে পার্থগণকে আহ্বান কর। সর্ব্বথা ক্ষত্রিয় হও। যে নরাধম পরবীর্য্য অবলম্বন করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে, স্বয়ং গ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহাকে নপুংসক বলিয়া গণ্য করা যায়; অতএব তুমি যখন স্বয়ং অসমর্থ হইয়া পরের বীর্য্যে আপনাকে বহুজ্ঞান করিতেছ, তখন আর কি বলিয়া আমা-দিগের প্রতি এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন কর? কৃষ্ণ কহিলেন, হে উলূক! তুমি আমার এই বাক্যও দুর্য্যোধনকে বলিও যে, রে দুর্ম্মতে! তুমি বলিয়াছ, কল্য যুদ্ধ হইবে; এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হও; পুরুষকার অবলম্বন কর। রে মূঢ়! তুমি যে মনে করিতেছ, পাণ্ডবেরা জনার্দ্দনকে কেবল সারথ্যকর্ম্মের নিমিত্ত বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিবেন না এবং এই মনে করিয়াই যে নির্ভয় হইতেছ, তাহা চরম-কালেও হইতে পারে না; কেন না ক্রোধ হইলে আমি তৃণরাশি-দহনকারী হুতাশনের ন্যায় সমস্ত পার্থিবগণকেই নির্দ্দহন করিতে পারি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত বিজিতাত্মা ধনঞ্জয়ের সারথ্য কর্ম্মই করিব। তুমি যদি ত্রৈলোক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন কর, অথবা ভূগর্ভ মধ্যেই প্রবেশ কর; তথাপি প্রভাতে সেই সেই স্থলে অর্জ্জুন রথ দৃষ্টি করিবে। তুমি ভীমসেনের বাক্যকে বৃথা জ্ঞান কর বটে, কিন্তু এক্ষণে ইহা অবধারণ

করিয়া রাখ, যে, দুঃশাসনের রুধির পান করাই হইয়াছে এবং ইহাও নিশ্চয় জান যে, প্রতিকূলভাষী তোমার প্রতি না পার্থ, না রাজা যুধিষ্ঠির, না ভীমসেন, না নকুল সহদেব, কেহই দৃকপাতমাত্র করেন না।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহাযশা ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশবের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক অতি-লোহিত-নয়ন যুগলে উলূকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিপুল-ভুজ-দণ্ড প্রধারণ করত বলিলেন, যে ব্যক্তি স্ববীর্য্য আশ্রয় করিয়া শত্রুসকলকে আহ্বান করে এবং নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করে, তাহা-কেই পুরুষ বলা যায়; কিন্তু যে পর বীর্য্য অবলম্বন করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে, সে অসমর্থতা-প্রযুক্ত লোক-মধ্যে পুরুষাধম ক্ষত্রিয়বন্ধু অর্থাৎ জাতিমাত্রে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরি-গণিত হয়। রে মূঢ়! তুমিও পরের বীর্য্যে আপনাকে বীর্য্য-বান্ জ্ঞান করিতেছ এবং স্বয়ং কাপুরুষ হইয়াও শত্রুসকলকে ধর্ষিত করিতে অভিলাষী হইতেছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি যে, সকল রাজগণ মধ্যে বৃদ্ধ, হিতবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে মরণার্থে দীক্ষিত করিয়া বৃথা শ্লাঘা করিতেছ, তাহার ভাব আমাদিগের বিদিত হইয়াছে। রে কুলপাংসন! তোমার অভিপ্রায় এই যে, অর্জ্জুন দয়া করিয়া গঙ্গানন্দনকে নিহত করিবে না। রে দুর্য্যোধন! তুমি যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া অনর্থক গর্ব্ব করিতেছ, সেই ভীষ্মকে আমি স্পর্দ্ধাযুক্ত সকল ধনুর্দ্ধারিগণ সমক্ষে প্রথমেই বিনষ্ট করিব।

হে উলূক! তুমি কুরুগণ সমীপে গমনপূর্ব্বক সুযোধনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বল, যে, সব্যসাচী অর্জ্জুন তাহাই বলিয়াছেন, নিশাবসানে সমরারম্ভ হইবে। মহাসত্ত্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম কুরুগণ-মধ্যে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করত "আমি সৃঞ্জয়-সৈন্য ও শাল্বেয়কদিগকে নিহত করিব, ইহা আমারই ভার, আমি দ্রোণ ব্যতিরেকেও একাকী সকল লোক সংহার করিতে পারি; অতএব পাণ্ডবগণ হইতে তোমার ভয় নাই", এই যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহাতেই তোমার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে যে, সমস্ত রাজ্য আপনার হইল এবং পাণ্ডবেরাও চিরকালের নিমিত্ত আপদগ্রস্ত হইল। তুমি তাহা-তেই দর্পপূর্ণ হইয়া আপনাতেও যে অনর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আর দেখিতে পাইতেছ না; অতএব তোমার সমক্ষে আমি সমরে ভীষ্মকেই প্রথমে নিহত করিব। সূর্য্যোদয়ে সৈন্য সজ্জা করিয়া তোমরা রথী ও ধ্বজধারী হইয়া সত্যসন্ধ ভীষ্মকে রক্ষা কর; কেন না তোমাদিগের সাক্ষাতেই আমি ঐ দ্বীপ অর্থাৎ রক্ষক স্বরূপ মহাবীরকে শরনিকর সহকারে রথ হইতে নিপাতিত করিব। সুযোধন কল্য পিতামহকে মদীয় শরজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া শ্লাঘা-বাক্য যে কিরূপ, তাহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিবে। রে সুযোধন! ভীমসেন ক্রোধ-পরীত হইয়া সভা-মধ্যে তোমার ভ্রাতা ক্ষুদ্র-দৃষ্টি, অধর্ম্মজ্ঞ, নিত্য-বৈরী, পাপবুদ্ধি, অতিনৃশংস-পুরুষাধম দুঃশাসনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞাটিকে তুমি অচিরেই পরিপূর্ণ দেখিবে এবং অভিমান, দর্প, ক্রোধ, কটুবাক্য, নিষ্ঠু-রতা, অবলেপ, আত্মশ্লাঘা, নির্দ্দয়তা, তীক্ষ্ণতা, ধর্ম্মবিদ্বেষ, অধর্ম্ম, অপবাদ, বৃদ্ধ-বাক্যের অতিক্রম, বক্রদর্শন ও যাবতীয় অপনয়ের বিলক্ষণ ফল দেখিতে পাইবে। রে নরাধম! রে মূঢ়! বাসু-দেবকে সহায় করিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলে, তোমার জীবনে বা রাজ্যে আর কি প্রকারে আশা হইতে পারে? আমি যখন ভীষ্ম ও দ্রোণকে শান্ত করিব এবং সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়া ফেলিব, তখনই তুমি জীবিতে, রাজ্যে ও পুত্রগণকে নিরাশ হইবে। রে সুযোধন! তুমি ভ্রাতৃ ও পুত্রগণের নিধন শ্রবণ করিয়া এবং আপনিও ভীমসেনের নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় দুষ্কৃত সমস্ত স্মরণ করিবে। রে ধূর্ত্ত! আমি কখন দুইবার প্রতিজ্ঞা করি না; তোমাকে সত্যই বলিতেছি, সম্প্রতি যে যে কথার উল্লেখ করিলাম, সকলই সত্য হইবে।

যুধিষ্ঠিরও উলূককে এই কথা বলিলেন, তাত উলূক! তুমি সুযোধনের নিকটে গিয়া আমার এই বাক্য বল যে, স্বীয় চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমার চরিত্র বোধগম্য করা তোমার উচিত নহে। উভ-য়ের অন্তর এবং সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ আমার বিদিত আছে। হে তাত! আমি কোন প্রকারে জ্ঞাতিগণের বধাভিলাষ করিব কি, কীট ও পিপীলিকারও অনিষ্ট কামনা করি না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! কোন প্রকারে তোমার মহাবিপদ্ দৃষ্টি করিতে না হয়, এই নিমিত্তই আমি পূর্ব্বে পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া-ছিলাম; কিন্তু তুমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত কামপরীত চিত্ত হইয়া বৃথা গর্ব্ব করিতেছ এবং বাসুদেবের হিতবাক্যও অগ্রাহ্য করিতেছ। এক্ষণে আর বহুল বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ কর। হে উলূক! আমার অনিষ্টকারী কৌরবকে বলিও যে, তোমার বাক্যও শ্রবণ করা গেল এবং অর্থও গৃহীত হইল; তোমার যেরূপ অভিপ্রেত, তাহাই হইবে। অনন্তর ভীমসেন পুনর্ব্বার কহিলেন, হে উলূক! সেই দুর্ম্মতি, পাপ-পুরুষ, শঠ, নিকৃতিপরায়ণ, পাপাত্মা, দুরাচার, রাজপুত্র দুর্য্যো-ধনকে আমার এই কথা বলিও যে, তোমাকে হয় গৃধ্রের উদরে না হয় হস্তিনাপুরে বাস করিতে হইবে। রে নরাধম! তোমার নিকটে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সভামধ্যে যে বাক্যের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য করিব; সমরে দুঃশা-সনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিব এবং তোমারও উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া অন্যান্য সহোদরদিগকে নিপাতিত করিব। রে সুযোধন! আমি সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের এবং অভিমন্যু সমস্ত রাজপুত্রদিগের সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। রে দুর্য্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞাত কর্ম্মদ্বারা তোমাদের সকলকেই ত সন্তুষ্ট করিব, তদতিরিক্ত আমার আরও একটি বাক্য শ্রবণ কর; আমি তোমাকে সকল সহোদরগণের সহিত নিহত করিয়া ধর্ম্মরাজের সাক্ষাতে পদদ্বারা তোমার মস্তক আক্রমণ করিব।

হে মহীপতে! অনন্তর নকুল এই কথা বলিলেন, হে উলূক! তুমি কৌরবাধম সুযোধনকে বলিও যে, তোমার সমস্ত বাক্য যথাবৎ শ্রবণ করা হইল। হে কৌরব্য! তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছ, আমি তাহাই সম্পন্ন করিব। হে নৃপতে! সহদেবও এই অর্থযুক্ত বাক্যের উক্তি করি-লেন যে, হে সুযোধন! তোমার যেরূপ মতি, তাহাই হইবে; আমাদিগের এই ক্লেশ দর্শনে তুমি যেমন হৃষ্ট হইয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ, সেইরূপ পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধব-গণের সহিত শোকপরায়ণ হইবে। বৃদ্ধরাজ বিরাট ও দ্রুপদও

উলূককে এই কথা বলিলেন, সাধু লোকের দাসত্ব প্রার্থনা করি, ইহা নিতান্তই আমাদিগের অভিমত; কিন্তু আমরা দাস কি প্রভু এবং যাহার যাদৃশ পুরুষত্ব, তাহা কল্যই প্রকাশ পাইবে। অনন্তর শিখণ্ডী উলূককে এই কথা বলিলেন, সতত পাপনিরত রাজা দুর্য্যোধনকে তুমি এই কথা বলিও যে, হে রাজন্! আমি সমরে কিরূপ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করি, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কর। যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধে বিজয় নিশ্চয় করিতেছ, তোমার সেই পিতামহকে আমি রথ হইতে নিপাতিত করিব। মহাত্মা বিধাতা আমাকে ভীষ্মবধার্থেই সৃষ্ট করিয়াছেন; অতএব আমি সকল ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে ভীষ্মকে অবশ্যই বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নও কিতবপুত্র উলূককে এই কথা বলিলেন, তুমি রাজপুত্র সুযোধনকে আমার এই বাক্য বলিও যে, আমি বন্ধুবান্ধব ও স্বজনগণের সহিত দ্রোণকে নিহত করিব এবং এরূপ কর্ম্ম করিব, যাহা আর কেহই কখন করিতে পারিবে না। অনন্তর ধর্ম্মরাজ করুণা প্রকাশার্থে তাহাকে এই মহৎ বাক্যের উক্তি করিলেন, হে রাজন্। আমি কোন প্রকারেই জ্ঞাতিবধ ইচ্ছা করি না, কিন্তু তোমার দুর্ব্বুদ্ধিদোষে ইহা সর্ব্বতোভাবেই বিশিষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সমুদয় সেনানীদিগের মহতী প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন বিষয়ে আমাকে অবশ্যই অনুমতি করিতে হইবে। অতএব হে উলূক! যদি ইচ্ছা হয়, শীঘ্র গমন কর, না হয় এইখানেই অবস্থিত হও, কেন না আমরাও তোমার বান্ধব।

হে রাজন্! অনন্তর উলূক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে প্রস্থান করিলেন। তথায় অমর্ষণ সুযোধন নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি অর্জ্জুনের যথোক্ত আদেশবাক্য সম্পূর্ণরূপে কহিলেন। বাসুদেব, ভীম ও ধর্ম্মরাজের পৌরুষ, নকুল সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর বচন এবং কেশব ও অর্জ্জুনের যথোক্ত সন্দেশবাক্য, সমস্তই নিবেদন করিলেন। হে ভারত! দুর্য্যোধন উলূকের সেই কথা শুনিয়া দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বলিলেন যে, তোমরা রাজগণকে এবং স্বীয় সৈন্য ও মিত্র সৈন্যদিগকে আজ্ঞা কর, যেন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় সৈনিকেরা যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকে। অনন্তর কর্ণ-সমাদিষ্ট দূতগণ সম্যক্‌রূপে ত্বরান্বিত হইয়া কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ উষ্ট্রে, কেহ কেহ অশ্বিনীতে, কেহ কেহ বা উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া কর্ণের শাসনানুসারে সমস্ত সেনামধ্যে শীঘ্র পরিভ্রমণ করিল এবং সমুদায় রাজবর্গকে "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সৈন্যযোজনা করিতে হইবে" এইরূপ বিজ্ঞাপন দিল।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, উলূকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগমা বাহিনীকে যুদ্ধযাত্রা করাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন-বশবর্ত্তিনী, পৃথিবীর ন্যায় অকম্পনীয়া, অশ্বগজরথপদাতিসমূহ-সমন্বিতা সেই চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুন সহ ভীমসেনাদি মহারথগণকর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা হওয়ায় দুর্গম প্রশান্ত সাগরের উপমা প্রাপ্ত হইল। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণলাভার্থী যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া সৈনিক সমস্ত নির্ব্বাচনপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ অগ্নিবর্ণ মহাধনুর্দ্ধারী, বল ও উৎসাহ অনুসারে রথিগণকে সমাদেশ করিলেন। কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনকে, দুর্য্যোধনের প্রতি ভীমকে, শল্যের প্রতি ধৃষ্টকেতুকে, কৃপের নিমিত্ত উত্তমৌজাকে, অশ্বত্থামার নিমিত্ত নকুলকে, কৃতবর্ম্মার নিমিত্ত শৈব্যকে এবং জয়দ্রথের নিমিত্ত বৃষ্ণিবংশীয় যুযুধানকে নিয়োজিত করিলেন; ভীষ্মের নিমিত্ত শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপিত করিলেন; শকুনির প্রতিপক্ষে সহদেবকে, শলের প্রতি চেকিতানকে ও ত্রিগর্ত্তগণের প্রতি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং বৃষসেন ও অবশিষ্ট মহীপালগণের নিমিত্ত অভিমন্যুকে নিযুক্ত রাখিলেন; কেননা তাঁহাকে তিনি পার্থ অপেক্ষাও সমরে সমধিক সমর্থ জ্ঞান করিতেন। সেনাপতিপতি মেধাবী ধৃষ্টদ্যুম্ন যোধগণকে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত রূপে বিভক্ত করিয়া দ্রোণকে স্বকীয় অংশরূপে কল্পিত করিলেন এবং এইরূপে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া যথোদ্দিষ্ট সৈন্যসমস্ত যোজিত করত পাণ্ডবগণের বিজয়ার্থে রণাঙ্গনে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

রথাতিরথসংখ্যান প্রকরণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের বধ-প্রতিজ্ঞা করিলে আমার দুর্য্যোধনাদি মন্দমতি পুত্রেরা কি করিল? আমার বোধ হইতেছে, বাসুদেবসহায়-সম্পন্ন দৃঢ়ধন্বা ধনঞ্জয় সংগ্রামে জ্যেষ্ঠতাত গঙ্গাতনয়কে নিশ্চয়ই নিহত করিবে। হে সঞ্জয়! পার্থের প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অমিত-প্রজ্ঞাশালী, মহাধনুর্দ্ধারী, প্রহারিশ্রেষ্ঠ, কৌরব-ধুরন্ধর, মহাবুদ্ধি পরাক্রম-সম্পন্ন ভীষ্মই বা কি বলিলেন এবং সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া কিরূপই বা চেষ্টা করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সঞ্জয়, অমিততেজস্বী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব যেরূপ কহিয়াছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপতে! ভীষ্ম সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্লাদিত করত এই কথা বলিলেন, আমি শক্তিপাণি সেনানী কুমারকে নমস্কার করিয়া অদ্য তোমার সেনাপতি হইব, সন্দেহ নাই। আমি সেনাকর্ম্ম ও বিবিধ ব্যূহ-রচনা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভৃত ও অভৃত অর্থাৎ বেতন প্রাপ্ত ও মিত্রতা হেতুক সমাগত সৈনিকদিগকে কিরূপে কর্ম্ম করাইতে হয়, তাহাও জানি। হে মহারাজ! যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও পরাস্ত্র-প্রতিকার বিষয়ে আমি বৃহস্পতির ন্যায় সমধিক পারদর্শী। আমি দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানুষ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ব্যূহরচনা জানি, তদ্দ্বারাই পাণ্ডবদিগকে মোহিত করিব; অতএব তুমি চিন্তা দূর কর। হে রাজন্! তোমার বাহিনীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করত আমি শাস্ত্রানুসারে অকপটে যুদ্ধ করিব; অতএব তোমার মানস জ্বর অপনীত হউক। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মহাবাহো গাঙ্গেয়! আপনাকে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, সমুদয় দেব ও অসুরগণেরও আমার ভয় নাই; ভবাদৃশ সুদুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি সেনাপত্য গ্রহণ করিলে এবং পুরুষব্যাঘ্র দ্রোণাচার্য্য আহ্লাদপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইলে যে ভয় থাকিবে না, তাহার কথা আর কি আছে? হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পুরুষপ্রধান আপনারা দুই জন অবস্থিত হইলে আমার নিশ্চয়ই বিজয় হইবে; বিজয়ের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ্যও দুর্ল্লভ

...না। হে কৌরব! সম্প্রতি শত্রুদিগের ও আপনার কতসংখ্যক রথী ও অতিরথী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। পিতামহ, আপনি পর উভয় পক্ষেরই অভিজ্ঞ, একারণ আমি এই অখিল-রাজবর্গের সহিত উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি। ভীষ্ম কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন রাজেন্দ্র! তোমার বলমধ্যে রথসংখ্যা শ্রবণ কর। যাঁহারা রথী ও অতিরথী, সমুদায় ব্যক্ত করিতেছি। হে রাজন্! তোমার সেনামধ্যে বহু সহস্র, বহু লক্ষ, বহু অর্ব্বুদ রথী আছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগেরই কথা শ্রবণ কর। প্রথমত দুঃশাসনপ্রভৃতি শত সংখ্যক সহোদরগণের সহিত তুমিই এক জন প্রধান রথী। তোমরা সকলেই প্রহরণ বিষয়ে কৃতকার্য্য এবং ছেদ্য ও ভেদ্য বিষয়ে বিশারদ। তোমার রথগ্রহে ও গজস্কন্ধে যেরূপ সংযন্তা; গদা, প্রাস ও অসিচর্ম্মেও সেইরূপ প্রহর্ত্তা; তোমরা সকলেই কৃতাস্ত্র, ভারবহনে সমর্থ এবং শরে ও অস্ত্রে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্য। এই মনস্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক কৃতাপরাধ হইয়া সমরে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালদিগকে নিহত করিবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বসেনাপতি আমিও তোমার শত্রুভূত পাণ্ডবদিগের পরাভব সাধনপূর্ব্বক বিধ্বংস করিব। হে রাজন্! স্বকীয় গুণসমস্ত ব্যক্ত করা আমার উচিত নহে; আমি যেরূপ তাহা তোমার বিদিতই আছে। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, অতিরথ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাও সংগ্রামে তোমার অর্থসিদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই। ইনি শস্ত্রজ্ঞগণের অধর্ষণীয়, দূরায়ুধ ও দৃঢ় অস্ত্রনিক্ষেপে সমর্থ; সুতরাং মহেন্দ্র যেমন দানবগণের সংহার করেন, সেইরূপ ইনি শত্রুসৈন্য নিঃশেষ করিবেন। আমার বিবেচনায় মহাধনুর্দ্ধারী মদ্ররাজ শল্যও একজন অতিরথ। এই রাজসত্তম রণে রণে বাসুদেবের সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; বিশেষত নিজ ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব ইনি ঊর্ম্মিসম শরসমূহদ্বারা শত্রুদিগকে প্লাবিত করত মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। মহাধনুর্দ্ধারী, রথযূথপতির যূথপতি, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা কৃতাস্ত্রও বটেন এবং তোমার হিতকারী সুহৃদ্‌ও বটেন; সুতরাং শত্রুসৈন্যের সুমহান্ বিধ্বংস সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্বিগুণ রথ বলিয়া আমার অভিমত। এই রথসত্তম সম্পূর্ণ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সমরে যুদ্ধ করিবেন। হে রাজন্! দ্রৌপদীহরণ সময়ে পাণ্ডবেরা ইঁহাকে যে নিরতিশয় ক্লেশ দিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে স্মরণ করত এই পরবীরহন্তা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। হে রাজন্! তৎকালে ইনি সুদারুণ তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুদুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন; অতএব হে তাত! এই রাজশার্দ্দূল জয়দ্রথ সমরে সেই বৈর স্মরণ করত সুদুস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজসত্তম! কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ একগুণ রথী; তোমার অর্থসিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করত ইনি সমরে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। কৌরবেরা সংগ্রামে তোমার নিমিত্ত প্রহারকারী এই রথসিংহের ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম দৃষ্টি করিবেন; যেহেতু ইঁহার রথ-সমূহে শলভপুঞ্জের ন্যায় তীব্র-বেগান্বিত কাম্বোজগণের সুদূর বিস্তার দৃষ্ট হইবে। মহারাজ! মাহিষ্মতী-বাসী নীলবর্ম্মা নীলরাজ একজন রথী; ইনি রথ সমূহ সহকারে তোমার শত্রুদিগের ধ্বংস করিবেন। হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বে সহদেব ইঁহার সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন; সুতরাং তোমার নিমিত্ত ইনি নিয়তই যুদ্ধ করিবেন। হে তাত! সুদৃঢ়-বীর্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন, সমরে সুনিপুণ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, উভয়েই রথোত্তম বলিয়া পরিগণিত। হে মহারাজ! সমরে ক্রীড়া-নিরত যূথপ-যুগলের ন্যায় যুদ্ধকামী হইয়া এই পুরুষব্যাঘ্রেরা যুদ্ধ মধ্যে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করত হস্তবিচ্যুত গদা, প্রাস, অসি, নারাচ, তোমর প্রভৃতি প্রহরণপুঞ্জ দ্বারা তোমার শত্রুসৈন্য সমস্ত দগ্ধ করিতে থাকিবেন। হে রাজেন্দ্র! ত্রিগর্ত্তেরা পঞ্চ সহোদর রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত; বিরাটনগরে পাণ্ডবেরা ইঁহাদিগের সহিত শত্রুতাও করিয়াছিলেন; সুতরাং মকরগণ যেমন উদ্ধত তরঙ্গযুক্তা গঙ্গাকে বিক্ষোভিতা করে, সমরে পাণ্ডবদিগের সমুচ্ছ্রিত-পতাকিনী বাহিনীকেও ইঁহারা সেইরূপ বিলোড়িতা করিবেন। এই পঞ্চ রথ-মধ্যে সত্যরথ প্রধান। হে ভারত! পূর্ব্বে ভীমানুজ শ্বেতবাহন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ইঁহাদিগের যে অনিষ্ট করিয়াছিলেন; তাহা সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়া ইঁহারা সংগ্রামে যুদ্ধ করিবেন; পাণ্ডবদিগের সন্নিহিত হইয়া মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়ধুরন্ধরগণকে নিহত করিবেন।

হে রাজন্! তোমার পুত্র লক্ষণ ও দুঃশাসনের পুত্র, এই কুরুশার্দ্দূল-যুগল রথসত্তম বলিয়া আমার অভিমত; তরুণ ও সুকুমার রাজকুমার হইয়াও এই পুরুষব্যাঘ্রেরা সমরে অপরাঙ্মুখ, মহাতেজস্বী, যুদ্ধসকলের বিশেষজ্ঞ ও সর্ব্বতোভাবে প্রণেতা। এই বীরদ্বয় ক্ষত্রধর্ম্মে রত হইয়া সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! দণ্ডধার একগুণ রথ; ইনি নিজ সৈন্যে রক্ষিত হইয়া তোমার সংগ্রামে যুদ্ধ করিবেন। হে তাত! মহাবেগ-পরাক্রম রথসত্তম কোশলরাজ বৃহদ্বলও একরথ বলিয়া আমার অভিমত। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হিতকার্য্যে নিরত হইয়া এই উগ্রায়ুধ মহাধনুর্দ্ধারী সংগ্রামে স্বকীয় বন্ধুগণকে আনন্দিত করত যুদ্ধ করিবেন। হে রাজন্! রথযূথপতির যূথপতি কৃপাচার্য্য প্রিয়তম প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তোমার শত্রুসকলকে দহন করিবেন। হে তাত! অজের কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যিনি শরস্তম্ব হইতে মহর্ষি গৌতমাচার্য্যের পুত্র হইয়াছিলেন, সেই এই বীরবর বিবিধ আয়ুধ ও কার্ম্মুকযুক্ত সুবহুল সৈন্য-সমস্ত নিঃশেষে দহন করত সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় সমরে বিচরণ করিবেন।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার মাতুল এই শকুনি এক-রথ; পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরযোজন করিয়া ইনি অসংশয়ই যুদ্ধ করিবেন, সংশয় নাই। সমরে প্রতিকূলে প্রধাবিত এই বীরের সৈন্যসকল বেগে সমীরণ-সদৃশ, বহুবিধ আয়ুধযুক্ত ও সুদুর্দ্ধর্ষ। মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সকল ধন্বীর অতিক্রমকারী, সমরে চিত্রযোধী ও দৃঢ়াস্ত্র। মহারাজ!

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের ন্যায় ইঁহার শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত সায়ক সমূহ সংসক্ত হইয়া প্রস্থিত হয়! আমি এই রথসত্তম মহাবীরের গুণ সংখ্যা করিতে অসমর্থ; এই মহারথ ইচ্ছা করিলে ত্রৈলোক্য দহন করিতে পারেন। ইনি আশ্রমবাসী হইয়া তপস্যা দ্বারা ক্রোধ ও তেজ উভয়ই পোষণ করিয়াছেন এবং উদার-ধীসম্পন্ন হওয়ায় দ্রোণকর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র-সমূহ-দ্বারাও অনুগৃহীত হইয়াছেন; কিন্তু হে ভরতর্ষভ! ইঁহার একটি যে মহাদোষ আছে, তাহাতে আমি ইঁহাকে রথ বা অতিরথ বলিয়া মনে করি না। হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণ নিতাই আয়ুষ্কামী, সুতরাং জীবন ইঁহার অত্যন্ত প্রিয়। যাহা হউক, উভয় সেনার মধ্যে ইঁহার সদৃশ কোন যোদ্ধাই বিদ্যমান নাই। প্রশান্ত শরীরধারী এই অশ্বত্থামা একরথে দেবগণের বাহিনীকেও নিহত করিতে পারেন এবং তলনির্ঘোষ দ্বারা পর্ব্বতসকলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন। অতএব এই অপরিমিত-গুণশালী, দারুণ-দ্যুতি, অসম প্রহারী, বীরবর, দণ্ডপাণি কালের ন্যায় অসহ্য হইয়া বিচরণ করিবেন। ক্রোধে যুগান্ত হুতাশন-সদৃশ, মহাদ্যুতি, সিংহগ্রীব অশ্বত্থামা ভারতযুদ্ধের পৃষ্ঠ প্রশমতি করিবেন। ইঁহার পিতা মহাতেজা দ্রোণাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াও যুবকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সংগ্রামে ইনি যে সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। সেনারূপ তৃণকাষ্ঠ-সমুত্থিত, অস্ত্রবেগপবনে উদ্ধত দ্রোণরূপ মহানল সমরে নিশ্চল হইয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সমস্ত নির্দহন করিবেন। ফলত রথযূথপযূথ-সমূহের যূথপতি এই নরশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ-নন্দন তোমার অতীব হিতকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। সকল মূর্দ্ধাভিষিক্তগণের আচার্য্য এই বৃদ্ধ গুরু, সমস্ত সৃঞ্জয়গণেরই অন্তকারী হইতে পারেন; কিন্তু ধনঞ্জয় ইঁহার অতিশয় প্রিয়; এই মহাধনুর্দ্ধারী গুণনিশ্চিত প্রদীপ্ত আচার্য্য কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অক্লিষ্টকারী পার্থকে কদাচ বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। হে বীর! অর্জ্জুনের গুণনিকর-দ্বারা ভরদ্বাজ-তনয় নিত্যই শ্লাঘা করিয়া থাকেন এবং পুত্রাপেক্ষাও উঁহাকে অধিক বিবেচনা করেন। এই অসীম প্রতাপ-সম্পন্ন মহাবীর সমরে এক রথে দিব্যাস্ত্র-সমূহ দ্বারা একত্র সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানুষদিগকেও নিহত করিতে পারেন। হে রাজন্! তোমার শত্রুরথ-বিমর্দ্দন মহারথ রাজশার্দ্দূল পৌরব রথ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত; তিনি স্বকীয় বিপুল সৈন্য-সহকারে শত্রু বাহিনীকে প্রতাপিত করত, অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ দহন করে, সেইরূপ পাঞ্চালদিগকে নির্দ্দগ্ধ করিবেন। হে ভারত! সত্যকীর্ত্তি, এক-রথ, রাজপুত্র বৃহদ্বল সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় তোমার শত্রুবল মধ্যে বিচরণ করিবেন, ইঁহার বিচিত্র কবচ ও আয়ুধধারী যোধগণ তোমার শত্রুসকলকে নিহত করত রণাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে।

হে রাজেন্দ্র! কর্ণপুত্র মহারথ বৃষসেন তোমার এক জন প্রধান রথী। এই বলিশ্রেষ্ঠ, তোমার শত্রুসৈন্যকে প্রকৃষ্টরূপে দহন করিবেন। হে রাজন্! তোমার রথশ্রেষ্ঠ পরবীরহন্তা মহাতেজা, মধুবংশীয় জলসন্ধ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। গজস্কন্ধ ও রথ উভয়ত্রই বিশারদ, এই মহাবাহু সংগ্রামে শত্রু বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করত যুদ্ধ করিবেন। মহারাজ! এই রাজসত্তম রথ বলিয়া আমার অভিমত; তোমার নিমিত্ত ইনি সসৈন্য মহারণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। ইনি সংগ্রামে বিক্রান্ত-যোধী ও চিত্রযোধী; সুতরাং নির্ভীক হইয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন। হে রাজন্! সমরে অপরাঙ্মুখ সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ অসীম-শৌর্য্যসম্পন্ন বাহ্লীক অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত; কেন না সমর প্রাপ্ত হইয়া ইনি কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হন না। সদাগতি মারুতের ন্যায় তিনি সংগ্রামে শত্রুসকলকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন। মহারাজ! তোমার সেনাপতি মহারথ সত্যবান্ সমরে অদ্ভুতকর্ম্মা, রথী ও শত্রুরথের পীড়াকারী। যুদ্ধ দেখিয়া ইঁহার কোন প্রকারেই ব্যথা হয় না, রথপথে অবস্থিত শত্রুদিগকে বিস্মিত করত সহসা তাহাদিগের উপরে পতিত হন। অরাতিগণে পরাক্রান্ত এই পুরুষোত্তম তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে সৎপুরুষোচিত সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে রাজন্! ক্রূরকর্ম্মা, মহারথ, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ পূর্ব্ববৈর স্মরণ করত শত্রুদিগকে নিহত করিবেন। ইনি সমস্ত রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে রথসত্তম, মায়াবী ও দৃঢ়বৈর, সুতরাং সমরে ঘোররূপে বিচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি প্রতাপবান্ বীরবর ভগদত্ত গজাঙ্কুশ ধারণেও শ্রেষ্ঠ এবং রথেও বিশারদ। পূর্ব্বে গাণ্ডীবধন্বার সহিত ইঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। উভয়েই জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। অনন্তর ইনি পাকশাসন ইন্দ্রকে মধ্যস্থ মানিয়া সেই মহাত্মা পাণ্ডবের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। গজস্কন্ধ-বিশারদ এই রাজা সংগ্রামে দেবগণ মধ্যে ঐরাবতারূঢ় বাসবের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন।

ষট ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! গান্ধার-প্রধান, যুবা, দর্শনীয়, মহাবল-পরাক্রান্ত, দৃঢ়ক্রোধ-পরায়ণ, দুরাধর্ষ, নরব্যাঘ্র অচল ও বৃষক উভয় ভ্রাতাই রথী; ইঁহারা মিলিত হইয়া তোমার শত্রুগণের বিধ্বংস করিবেন। হে ভারত! তোমার এই প্রিয় সখা, মন্ত্রী, নায়ক, বন্ধু, অভিমানী, অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, আত্মশ্লাঘাকারী, নিত্য রণ-কর্কশ, নীচ পুরুষ, সূর্য্যতনয় কর্ণ, যিনি সর্ব্বদাই তোমাকে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন, ইহাকে সংগ্রামে রথ, না অতিরথ, কিছুই বলা যায় না। ইনি অনভিজ্ঞ ও সতত দয়ালু হওয়ায় সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডল-যুগলে বিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব রামের অভিশাপ, ব্রাহ্মণের উক্তি ও কবচাদি সাধন-সকলের বিয়োগ হেতুক অর্দ্ধরথ বলিয়া আমার অভিমত। সমরে অর্জ্জুনের সন্নিহিত হইয়া ইনি কদাচ জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবেন না। অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যও কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে, ইহাতে কিছুমাত্র মিথ্যা নাই; কর্ণ প্রতি সমরেই অভিমানী হন, কিন্তু বিমুখ হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকেন; অতএব এই ঘৃণী ও প্রমাদী ব্যক্তি আমারও অর্দ্ধরথ বলিয়া অভিমত। ইহা শ্রবণ করিয়া রাধেয় ক্রোধে নয়নদ্বয় উৎক্ষেপণপূর্ব্বক অঙ্কুশবৎ বাক্যদ্বারা ভীষ্মকে পীড়িত করত কহিলেন, হে পিতামহ! আমি নিরপরাধ হইলেও তুমি কেবল দ্বেষহেতুক এইরূপ বাক্যবাণ সহকারে আমাকে ইচ্ছানুসারে পদে পদে ছেদন করিয়া থাক; তথাপি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমি সে সকলই সহ্য করি। "আমার নিকটে তুমি অর্দ্ধরথরূপে পরিগণিত" এই বলিয়া তুমি যে আমাকে

কাপুরুষের ন্যায় মন্দজ্ঞান করিতেছ, ইহাতে কি সংশয় নাই? হে গাঙ্গেয়! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, তুমি সমস্ত জগতের, বিশেষত কৌরবগণের নিয়ত অহিতকারী, কিন্তু রাজা তাহা জানিতেছেন না। গুণের প্রতি বিদ্বেষ-হেতুক তুমি যেমন আমার অপরাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সমরে সমান-গুণ-সম্পন্ন উদারকর্ম্মা রাজগণ-মধ্যে ভেদ করণেচ্ছু হইয়া কোন্ ব্যক্তি আর এরূপ তেজোহানি করে? হে কৌরব! বয়ঃক্রম, পক্বকেশ, ধন, কি বন্ধু-দ্বারা ক্ষত্রিয়ের মহারথত্ব সংখ্যা করিতে পারা যায় না। ক্ষত্রিয়েরা বল-দ্বারা, ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র-দ্বারা, বৈশ্যেরা ধনদ্বারা এবং শূদ্রেরা বয়ঃক্রম-দ্বারাই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। পরন্তু তুমি কেবল মোহ প্রযুক্ত কামদ্বেষে সমাসক্ত হইয়া আপন ইচ্ছানুসারেই রথ ও অতিরথ সকলের ব্যাখ্যান করিয়া ভেদোৎপাদন করিতেছ'—হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! আপনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখুন; আপনার অনিষ্টকারী এই দুষ্টাভিপ্রায় ভীষ্মকে পরিত্যাগ করুন; কেন না একবার ভিন্ন হইলে সৈন্যকে পুনরায় সংঘটিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে। হে নরপতে! যাহারা নানা দেশ হইতে পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কলিত হইয়া এক কার্য্যার্থে সমুত্থিত হয়, তাহাদের কথা দূরে থাকুক, ভেদপ্রাপ্ত হইলে মূল সৈন্যও দুঃসন্ধেয় হইয়া থাকে। হে ভারত! ভীষ্ম এই যাবতীয় যোধগণের প্রত্যক্ষেই আমাদিগের তেজোহানি করিতেছেন; সুতরাং যুদ্ধ বিষয়ে ইহাদিগের বিলক্ষণ সংশয় উৎপন্ন হইল। হা! রথিগণের পরিজ্ঞান কোথায়, আর অল্পবুদ্ধি ভীষ্মই বা কোথায়! আমিই একাকী পাণ্ডবগণের সৈন্যকে আবারিত করিব। শার্দ্দূল-সন্নিহিত বৃষভপুঞ্জের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা অবার্থ-বাণ-ক্ষেপী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিবে। যুদ্ধ, বিমর্দ্দ, মন্ত্র ও সুভাষিতই কোথায়, আর বৃদ্ধ, মন্দাত্মা, কাল-প্রেরিত ভীষ্মই বা কোথায়? ইনি একাকী সমস্ত জগতের সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করেন এবং এরূপ অসত্যদর্শী হন যে, কাহাকেও আর পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না। শাস্ত্রে এরূপ নিদর্শন আছে বটে, যে বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অতিবৃদ্ধগণের নহে; কেন না পাণ্ডবদিগের বিবেচনায় তাঁহারা পুনর্ব্বার বালত্ব প্রাপ্ত হন। হে রাজশার্দ্দূল! আমিই একাকী আপন যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমস্ত নিহত করিব, কিন্তু ভীষ্ম যশোলাভ করিবেন। হে নরপতে! আপনি এই ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়াছেন; যশ সেনাপতিতেই গমন করে, যোধগণে নহে; অতএব হে রাজন্! গঙ্গানন্দন জীবিত থাকিতে আমি কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; ভীষ্ম নিহত হইলে পর সমস্ত মহারথগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব।

ভীষ্ম কহিলেন, রে সূতপুত্র! দুর্য্যোধনের সংগ্রামে আমার এই সাগরোপম সুমহান্ ভার সমুদ্যত হইয়াছে; আমি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার চিন্তা করিতেছি; অতএব সেই লোমাঞ্চকর প্রতপ্ত সমর সময় সমাগত হইলে পরস্পর ভেদ করা আমার কর্ত্তব্য নহে, এই নিমিত্তই তুমি জীবিত রহিয়াছ। আমি বৃদ্ধ হইয়াও শিশু-স্বরূপ তোমার প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমার যুদ্ধলালসা ও জীবনাশা ছেদ করিতে পারি, কিন্তু এই নিমিত্তই করিলাম না। রে সূতজ! তুমি আমার কি করিবে, তোমার গুরু জামদগ্ন্য পরশুরাম মহাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়াও আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মাইতে পারেন নাই। রে নিকৃষ্টকুলপাংসন! সাধুরা কখন ইচ্ছা করিয়া নিজ বলের প্রশংসা করেন না; কিন্তু আমি সন্তপ্ত হইয়াই তোমাকে উহা বলিতেছি। কাশীরাজ-স্বয়ম্বরে সমবেত পার্থিব-ক্ষত্রিয়কুলকে এক রথেই জয় করিয়া আমি বলপূর্ব্বক কন্যা সমস্ত হরণ করিয়াছিলাম। অপিচ রণাঙ্গনে এতাদৃশ সহস্র সহস্র এবং এতদপেক্ষাও বিশিষ্ট সসৈন্য ক্ষত্রিয়গণকে একাকীই নিরস্ত করিয়াছিলাম। সংপ্রতি সাক্ষাৎ বৈর-পুরুষ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কুরুগণের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইল; এক্ষণে বিনাশের নিমিত্ত যত্ন কর; পুরুষ হও। রে সুদুর্ম্মতে! যাহার সহিত তুমি সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, সেই পার্থের সহিত সমরে যুদ্ধ কর, আমি এই যুদ্ধ হইতে তোমাকে একবার বিমুক্ত হইতে দেখিব। অনন্তর প্রতাপবান্ রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! আমার প্রতি নিরীক্ষণ করুন, দেখুন, মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহাতে আমার পরম মঙ্গল হয়, একাগ্র হইয়া তাহাই চিন্তা করুন। আপনারা উভয়েই আমার মহৎ কর্ম্ম করিবেন। সম্প্রতি শত্রুদিগের রথসত্তমগণের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; অন্য যে সমস্ত অতিরথ ও রথযূথপতি আছে, তাহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। হে কৌরব! আমি শত্রুগণের বলাবল শ্রবণে অভিলাষী হইতেছি, যেহেতু রজনী প্রভাতা হইলেই এই যুদ্ধারম্ভ হইবে।

সপ্তষষ্ট্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, হে নৃপতে! তোমার এই সমস্ত রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথের বর্ণন করা হইল; অতঃপর পাণ্ডবদিগেরও রথাদির বিবরণ শ্রবণ কর। হে রাজন্! সম্প্রতি পাণ্ডবগণের বল-বিজ্ঞানে তোমার যদি কৌতূহল হয় তবে এই সকল ভূপালগণের সহিত তাহাদিগের রথসংখ্যা অবগত হও। হে তাত! স্বয়ং রথশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সমরে অগ্নির ন্যায় বিচরণ করিবেন, সন্দেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! ভীমসেন অষ্টগুণ রথী; সংগ্রামে গদায় কি সায়কে, কেহই তাঁহার সমান নাই। তিনি অযুত হস্তীর বলধারী, অভিমানী এবং তেজেও মানুষ নহেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ মাদ্রী-পুত্রেরাও উভয়েই রথ এবং রূপে ও তেজে সাক্ষাৎ অশ্বিনি-কুমার-সদৃশ। ইঁহারা সৈন্যমুখে সমাগত হইয়া নিরতিশয় ক্লেশ-সমস্ত স্মরণ করত রুদ্রের ন্যায় যে বিচরণ করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। পাণ্ডুপুত্রেরা সকলেই মহাবল, মহাত্মা, সিংহের ন্যায় শরীর বিশিষ্ট, শালস্তম্ভের ন্যায় উন্নত এবং প্রমাণে অন্যান্য পুরুষগণ অপেক্ষা প্রাদেশ মাত্র অধিক। হে তাত! এই পুরুষ-ব্যাঘ্রেরা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানকারী, তপস্বী লজ্জাশীল, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলোদ্ধত এবং বেগে, প্রহারে ও সম্মর্দ্দে অলোক-সাধারণ। হে ভরতর্ষভ! ইঁহারা দিগ্বিজয় কালে সকলেই মহীপালগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সমরে ইঁহাদিগের আয়ুধ, গদা ও শর সমস্ত সহ্য করিতে পারে, এমন পুরুষই অপ্রসিদ্ধ; সহ্য করা দূরে থাকুক, ইঁহাদিগের ধনুতে জ্যারোপ করিতে, গুর্ব্বী গদা সকল উত্তোলন করিতে

অথবা শর সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিতেও কেহ সমর্থ হয় না। বাল্যকালে ও তাঁহারা বেগে, লক্ষ্য হরণে, ভোজ্যে ও ধূলি প্রক্ষেপণ ক্রীড়ায় তোমাদিগের সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বলোদ্ধত, সুতরাং সংগ্রামে তোমার এই সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া নিয়তই বিধ্বংসিত করিবেন; অতএব তাঁহাদিগের সহিত যেন সমর-সমাগম না হয়। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা একৈকে সমরে সমস্ত মহীপালগণকেই যে নিহত করিতে পারেন, তাহা রাজসূয়ে তোমার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। তাঁহারা দ্রৌপদীর পরিক্লেশ ও দ্যূতকালীন পুরুষ বাক্য সমুদয় স্মরণ করত সংগ্রামে রুদ্রের ন্যায় বিচরণ করিবেন। নারায়ণ-সহায়-সম্পন্ন লোহিত-নয়ন যে অর্জ্জুন, উভয় সেনা মধ্যেই তাদৃশ বীর্য্যশালী রথী আর বিদ্যমান নাই; মনুষ্যে কি, পূর্ব্বে দেব, যক্ষ, রাক্ষস বা ভুজঙ্গগণ মধ্যেও তাদৃশ মহারথী হইয়াছে, কি, উত্তর কালে হইবে, আমি কুত্রাপি এরূপ শ্রবণ করি নাই। মহারাজ! ধীমান্ পার্থের কপিধ্বজ রথ, বাসুদেব সারথি, ধনঞ্জয় যোদ্ধা, দিব্যধনু গাণ্ডীব, বাতবেগী অশ্বগণ, অভেদ্য কবচ, অক্ষয় তূণীর-যুগল, মহেন্দ্র রুদ্র, কুবের, যম ও বরুণ সম্বন্ধীয় অস্ত্রসমূহ, ভীমদর্শন গদা সমস্ত এবং বজ্র প্রভৃতি নানা প্রকার প্রধান প্রধান প্রহরণ-জাত একত্রিত হইয়াছে। ফলত যে ব্যক্তি সমরে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবগণের সংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সদৃশ রথী আর কে হইতে পারে? এই অসীম বলশালী সত্য বিক্রম মহাবাহু ক্রোধ-পরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্য রক্ষা করত তোমার সৈনিকদিগকে নিহত করিবেন। হে রাজেন্দ্র! আচার্য্য, কিংবা আমি এই দুইজন মাত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইতে পারি, এতদ্ভিন্ন উভয় সেনার মধ্যেই আর এরূপ তৃতীয় রথী বিদ্যমান নাই, যে ব্যক্তি শরনিকর বর্ষণকারী এই মহাবীরের অভিমুখে গমন করিতে পারে। গ্রীষ্মান্তে মহাবাতপ্রেরিত জীমূতের ন্যায় বাসুদেব-সহায়যুক্ত কুন্তীনন্দন সব্যসাচী যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত রহিয়াছেন। তিনি যুবা ও কৃতী, আর আমরা উভয়েই জীর্ণ। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সংবেগান্বিত মানসে পাণ্ডবদিগের পুরাতন সামর্থ্য প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায় সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়া রাজগণের স্বর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত চন্দনচর্চ্চিত ভুজসমস্ত শিথিল হইয়া পড়িল।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা সকলেই মহারথ; বিরাটপুত্র উত্তরও আমার বিবেচনায় রথশ্রেষ্ঠ। মহাবাহু অভিমন্যু রথযূথপতির যূথপতি। সমরে পার্থ ও বাসুদেবের সমকক্ষ, শত্রুবিনাশী, শীঘ্রাস্ত্র, চিত্রযোধী, মনস্বী ও দৃঢ়ব্রত সেই মহাবীর নিজপিতার পরিক্লেশ সমস্ত সংস্মরণ করত বিক্রম প্রকাশ করিবেন। হে রাজন্! বৃষ্ণিপ্রবরগণ-মধ্যে সমধিক অমর্ষী, নির্ভীক, শূরবীর সাত্যকি রথযূথপতির যূথপতি এবং উত্তমৌজা ও বিক্রান্ত যুধামন্যু ও রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত। হে ভারত! ইঁহাদিগের বহু সহস্র রথ, নাগ ও অশ্ব সৈন্য আছে। কুন্তীপুত্রের প্রিয় কামনায় তাঁহারা দেহ-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন,—পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিয়া পরস্পর আহ্বান করিতে করিতে অগ্নি ও মারুতের ন্যায় তোমার সেনামধ্যে বিচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! সং-অপরাজেয়, মহাবীর্য্য, পুরুষশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধরাজ বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ বলিয়া আমার অভিমত; যেহেতু সেই ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ রাজদ্বয় বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শক্তিসহকারে বীরপ্রদর্শিত পথে অবস্থিত হইয়া পরম যত্ন করিবেন। হে রাজন্! দৃঢ় আর্য্যব্রত মহাধনুর্দ্ধারীরা উভয়েই বৈবাহিকসম্বন্ধ ও বলবীর্য্য সম্বন্ধ-হেতুক স্নেহ বীর্য্যে আবদ্ধ আছেন। হে কুরুপুঙ্গব! কারণ পাইয়া সমস্ত মহাভুজ মানবেরাই শূর বা কাতর হইয়া থাকেন; পরন্তু ময়ৈকপরায়ণ এই দৃঢ়ধন্বা পার্থিবদ্বয় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া পরম শক্তি সহকারে বিমর্দ্দকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। হে পরন্তপ! এই মহাধনুর্দ্ধারী লোকবীর সমর-দারুণ উভয় নরেন্দ্রই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সম্বন্ধিভাব ও বিশ্বাস পরিরক্ষণ করত পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে মহৎ কর্ম্ম করিবেন।

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! আমার মতে পাঞ্চালরাজপুত্র পরপুরবিজয়ী শিখণ্ডী যুধিষ্ঠিরের একজন রথপ্রধান। এই ব্যক্তি পূর্ব্বজন্ম-সিদ্ধ স্ত্রীস্বভাবের সংহার করিয়া সংগ্রামে তোমার সেনাগণমধ্যে পরম যশোরাশি বিস্তৃত করত যুদ্ধ করিবেন। ইঁহার পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকপ্রভৃতি বিস্তর সেনা আছে, সেইরথ-সমূহ-সহকারে এই বীরবর মহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে রাজন্! পাণ্ডবদিগের সর্ব্ব সেনামধ্যে সেনানী, দ্রোণ শিষ্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত। এই বীর যুগক্ষয়ে সম্যক্ ক্রোধপরীত ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় সমরে শত্রুদিগকে পীড়িত করত যুদ্ধ করিবেন। রণপ্রিয় যোধমুখ্যেরা সংগ্রামে দেবগণের ন্যায় ইঁহার সেই সুমহৎ রথ-সৈন্যকে বহু প্রযুক্ত সাগরতুল্য বলিয়া বর্ণন করেন। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা বালকত্বহেতুক অধিক পরিশ্রম করে নাই, একারণ তাহাকে আমি অর্দ্ধরথ বলিয়া মনে করি। হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধারী, মহারথ, শিশুপালপুত্র চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধী। এই শৌর্য্যশালী চেদিপতি সপুত্রে মহারথগণের সুকর মহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবগণ-মধ্যে ক্ষত্রধর্ম্ম-রত, পরপুর-বিজয়ী, ক্ষত্রদেব রথোত্তম বলিয়া আমার অভিমত। পঞ্চাল-সত্তম জয়ন্ত, অমিতৌজা ও মহারথ সত্যজিৎ, ইঁহারা সকলেই মহাত্মা ও মহারথ। হে তাত! সংগ্রামে ইঁহারা কুপিত-কুঞ্জর-পুঞ্জের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। শীঘ্রাস্ত্র, শৌর্য্যশালী, চিত্রযোধী, কৃতী, দৃঢ়বিক্রম মহাবল-পরাক্রান্ত অজ ও ভোজ এই মহারথদ্বয় পাণ্ডবার্থে পরম শক্তি-সহকারে যুদ্ধ করত শত্রু ক্ষয় করিবেন।

হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধদুর্ম্মদ কেকয়রাজ-পুত্র পঞ্চ সহোদরেরা সকলেই রথশ্রেষ্ঠ এবং সকলেই লোহিত-ধ্বজ। হে নৃপতে! কাশিক, সুকুমার, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব, ইঁহারা সকলেই রথ-প্রধান, সমর-কোবিদ, সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ ও মহারথ বলিয়া আমার অভিমত। মহারাজ! বার্দ্ধক্ষেমিকেও আমি মহারথ বলিয়া মনে করি এবং চিত্রায়ুধকে রথোত্তম স্বীকার করি, যেহেতু তিনি সমরশোভী এবং কিরীটীর ভক্ত। চেকি-

তান ও সত্যধৃতি, ইহাঁরাও পাণ্ডবদিগের মহারথ ; এই পুরুষ-ব্যাঘ্রেরা উভয়েই রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত। হে রাজেন্দ্র ! ব্যাঘ্রদত্ত, চন্দ্রসেন ও সেনাবিন্দু, ইহাঁরাও পাণ্ডবদিগের রথোত্তম বলিয়া পরিগণিত, সন্দেহ নাই। অপিচ ক্রোধহন্তা-নামে যে বীরবর বাসুদেব অথবা ভীমসেনের সমান তিনিও সমরে অসীম বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমার সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। হে বিভো ! তুমি আমাকে, দ্রোণকে, কি কৃপকে যেরূপ বিবেচনা কর, রথসত্তম উক্ত বীরকেও সেইরূপ সমরশ্লাঘী জ্ঞান করিবে। পরপুরবিজয়ী পরম শীঘ্রাস্ত্র, শ্লাঘনীয়, নরোত্তম কাশিরাজ আমার নিকটে একগুণরথ বলিয়া মন্তব্য ;অপিচ এই দ্রুপদনন্দন যুদ্ধে বিক্রান্ত সমরশ্লাঘী যুবা পুরুষ সত্যজিৎ অষ্টগুণ রথ বলিয়া স্বীকার্য্য ; কেন না ধৃষ্টদ্যুম্নের তুল্যকক্ষ হওয়ায় তিনি অতিরথত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যশোলিপ্সু হইয়া পাণ্ডবদিগের মহৎ কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন।মহাবীর্য্য পাণ্ড্যরাজ পাণ্ডবগণের অপর এক মহান্ রথী, ইনি অনুরক্তও বটেন এবং শূরও বটেন, সুতরাং তাঁহাদিগের ধুরন্ধর হইবেন। মহাধনুর্দ্ধারী দৃঢ়ধন্বাও পাণ্ডবদিগের আর এক মহারথ। হে পরপুরঞ্জয় ! কৌরবশ্রেষ্ঠ শ্রেণিমান্ ও পার্থিবেন্দ্র বসুদান, ইহাঁরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া পরিগণিত।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবদিগের মহারথ রোচমান সমরে শক্রসৈন্য মধ্যে অমরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। ভীমসেনের মাতুল মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত। এই রথ-পুঙ্গব চিত্রযোধী মহাধনুর্দ্ধারী বীরবরকে আমি বিলক্ষণ কৃতী, নিপুণ ও অসমর্থ বিবেচনা করি। হে ভারত ! ইন্দ্র যেমন দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন। তাঁহার যে সমস্ত বিখ্যাত যোধগণ আছে, তাহারাও যুদ্ধবিশারদ ; সুতরাং পাণ্ডুপুত্রগণের প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত ও অবস্থিত হইয়া সেই বীর ভাগিনেয়দিগের নিমিত্ত সংগ্রামে সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন। মহারাজ ! ভীমসেন-পুত্র হিড়িম্বা-গর্ভজাত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ বহু মায়াবী ও রথযূথপতির যূথপতি বলিয়া আমার অভিমত। সেই সমর প্রিয় মায়াবী এবং তাহার বশবর্ত্তী সহায়ভূত যে সমস্ত বীর্য্যশালী রাক্ষস আছে, সকলেই সংগ্রামে ঘোরতর যুদ্ধ করিবে। এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুল জনপদেশ্বরগণ বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া পাণ্ডব-কার্য্যার্থে সমবেত হইয়াছেন। হে রাজন্ ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যে সকল রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ আছেন, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাঁরাই প্রধান। ইহাঁরা মহেন্দ্রতুল্য-বীর্য্যশালী কিরীটীকর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা যুধিষ্ঠিরের ভীষণ সেনাকে সমরে পরিচালিতা করিবেন। হে বীর ! সেই মায়াভিজ্ঞ, জয়লিপ্সু যোধগণের সহিত আমি সংগ্রামে জয় বা নিধন আকাঙ্ক্ষা করত যুদ্ধ করিব। চক্র ও গাণ্ডীবধারী রথোত্তম কৃষ্ণার্জ্জুন সন্ধ্যাগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সমাগত হইলে আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষেও গমন করিব এবং যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য যে সমস্ত রথশ্রেষ্ঠ সেনাপতি আছেন, নিজ নিজ সৈন্যগণ সহ তাঁহাদিগের অভিমুখেও পতিত হইব।

হে কৌরবেন্দ্র ! প্রাধান্য অনুসারে পাণ্ডবদিগের এই রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ সমস্ত তোমার নিকটে কীর্ত্তিত হইল। হে ভারত ! আমি যে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব,সে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন বাসুদেব কি অন্যান্য পার্থিবগণ; সকলকেই নিবারিত করিব ; কিন্তু হে মহাবাহো ! সমরে প্রতিযুদ্ধকারী উদ্যতাস্ত্র পাঞ্চালপুত্র শিখণ্ডীকে দেখিয়া আমি নিহত করিব না। পিতার প্রিয় করণে অভিলাষী হইয়া আমি যে প্রাপ্ত রাজ্যও পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া চিত্রাঙ্গদকে কৌরবগণের আধিপত্য এবং শিশু বিচিত্রবীর্য্যকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, তাহা সকল লোকেই বিদিত আছে। ভূমণ্ডলে সকল রাজগণ-গোচরে দেবব্রতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মচারিত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া আমি স্ত্রী কি স্ত্রীপূর্ব্ব ব্যক্তিকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারি না। হে রাজন্ ! শিখণ্ডী যে স্ত্রীপূর্ব্ব, বোধ হয় তাহা তোমার শ্রুত হইয়াছে ; সে পূর্ব্বে কন্যা হইয়া সম্প্রতি পুত্ররূপে জন্মিয়াছে ; অতএব হে ভারত ! আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। অপিচ সমরে অন্যান্য যে সমস্ত পার্থিবগণের সহিত সমাগত হইব, তাঁহাদিগের সকলকেই নিহত করিব কিন্তু কুন্তীপুত্রদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিব না।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অম্বোপাখ্যান প্রকরণ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে গঙ্গানন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ ! হে মহাবাহো ! "আমি ! সোমক-সহ পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব" পূর্ব্বে এরূপ উক্তি করিয়া সম্প্রতি সমরে আততায়ী উদ্যতাস্ত্র শিখণ্ডীকে দেখিয়া কি নিমিত্ত বধ করিবেন না, তাহা ব্যক্ত করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্য্যোধন ! আমি শিখণ্ডীকে সংগ্রামে নিরীক্ষণ করিয়া যে নিমিত্ত বধ করিব না, এই ভূপালগণের সহিত সেই কথা শ্রবণ কর। হে ভরতর্ষভ ! আমার পিতা লোকবিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা মহারাজ শান্তনু যথাসময়ে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আমি প্রতিজ্ঞা পরিপালন করত ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। চিত্রাঙ্গদ নিধন প্রাপ্ত হইলে সত্যবতীর মতে অবস্থিত হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে বিধিপূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। হে রাজেন্দ্র ! কনিষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মানুসারে মৎকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য কেবল আমারই প্রতীক্ষা করিতেন। হে তাত ! আমিও অনুরূপ কুল হইতে কন্যা আহরণপূর্ব্বক তাঁহারি দারক্রিয়া নির্ব্বাহার্থে মন করিলাম। শুনিলাম, তৎকালে অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্না অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা-নামে কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়াছে এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালেরাও তদর্থে আহূত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র ! ঐ রাজকুমারীগণের মধ্যে অম্বা জ্যেষ্ঠা, অম্বিকা মধ্যমা আর অম্বালিকা কনিষ্ঠা। হে মহাবাহো ! আমি এক রথেই কাশিপতির নগরীতে গমনপূর্ব্বক ঐ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যাদিগকে অবলোকন করিলাম। অনন্তর বীর্য্যই তাহাদিগের শুল্ক, এইরূপ অবগত হইয়া সমাহূত সমরে স্থিত যাবতীয় পার্থিব নরেন্দ্রগণকে সম্যক্‌রূপ আহ্বানপূর্ব্বক কন্যাগুলিকে রথা-

রোপিত করিলাম। কুমারীগণকে রথে তুলিয়া আমি সমবেত পার্থিব-বর্গকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিলাম, যে, "হে পার্থিবগণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কন্যাসকলকে হরণ করিতেছে, অতএব তোমরা পরম শক্তি সহকারে ইহাদিগের মোচনের নিমিত্ত যত্ন কর। হে নরর্ষভগণ! তোমরা সুসজ্জিত হইলেও তোমাদিগের সাক্ষাতেই আমি এই বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছি। অনন্তর সেই মহীপালেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আয়ুধ সমস্ত উত্থাপনপূর্ব্বক সমুৎপতিত হইলেন, এবং সারথিদিগকে "যোগ যোগ" অর্থাৎ রথসজ্জা কর, এইরূপ আদেশ করিলেন। হে বিশাম্পতে! সেই ভূপালগণ মধ্যে রথীরা মেঘ সদৃশ রথ নিকরে, গজ-যোধারা গজ সমূহে এবং অশ্বারোহীরা হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব সকলের উপরে আরূঢ় হইয়া আয়ুধ জাত উত্তোলনপূর্ব্বক সমুৎপতিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া সুবিপুল রথসমূহ দ্বারা সর্ব্বদিকেই আমাকে পরিবেষ্টন করিলেন। আমিও সর্ব্বত্র শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিবারিত করিলাম এবং দেবরাজ যেমন দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ একাকীই সকল ভূপালগণকে জয় করিলাম। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা আক্রমণে উদ্যত হইলে আমি হাসিতে হাসিতে প্রদীপ্ত শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগের হেম-পরিষ্কৃত বিচিত্র ধ্বজ সমস্ত পাতিত করিয়া ফেলিলাম এবং এক একবাণেই অশ্ব গজ ও সারথি সকলকে ভূতলশায়ী করিলাম। আমার সেই শীঘ্রাস্ত্রতা দৃষ্টি করিয়া রাজগণ পরাঙ্মুখ ও ভগ্ন হইয়া পড়িলেন। হে মহাবাহো! অনন্তর আমি ভ্রাতার নিমিত্ত সেই কন্যা সকল আহরণপূর্ব্বক সত্যবতীকে সমর্পণ করিলাম এবং যুদ্ধবৃত্তান্তও যথাবৎ নিবেদন করিলাম।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি কৈবর্ত্ত-কন্যা বীর-জননী জননীর সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনান্তে এই কথা বলিলাম, 'মাতঃ! আমি পার্থিবগণকে জয় করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত কাশিপতির এই কন্যা কয়েকটি আনয়ন করিয়াছি; ইহারা বীর্য্যশুল্কা, এই নিমিত্তই বাহুবলে হরণ করিয়া আনিয়াছি'। হে নৃপতে! অনন্তর সত্যবতী হৃষ্টচিত্তা হইয়া আমার মস্তকে আঘ্রাণপূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে কহিলেন, "বৎস! ভাগ্যক্রমে তুমি জয় লাভ করিয়াছ।" পরে সত্যবতীর অনুমতিক্রমে বিবাহ উপস্থিত হইলে কাশিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা সলজ্জা হইয়া আমাকে এই কথা বলিলেন, "হে ভীষ্ম আপনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা রক্ষা করা আপনার উচিত। পূর্ব্বে আমি শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম এবং তিনিও আমার পিতার অগোচরে নির্জ্জনে আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; অতএব হে রাজন্ ভীষ্ম! আপনি কুরুকুলে উৎপন্ন হইয়া কি প্রকারে ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া অন্যাভিলাষিণী এই কামিনীকে নিজগৃহে বাস করাইতে পারেন? হে মহাবাহো! বুদ্ধি দ্বারা এ বিষয় বিশেষরূপে মনে মনে চিন্তা করিয়া যাহা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন। হে বিশাম্পতে! সেই শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমাকে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে মহাবাহো! হে ধার্ম্মিকবর! আমার প্রতি কৃপা করুন; আমরা শুনিয়াছি, আপনি পৃথিবীতে সত্যব্রত বলিয়া বিখ্যাত।"

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! অনন্তর আমি গন্ধবতী কালীকে, মন্ত্রীগণকে, ঋত্বিক্ সকলকে এবং পুরোহিতবর্গকে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাকে গমনে অনুজ্ঞা দিলাম এবং তিনিও বৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা ও ধাত্রীকর্ত্তৃক অনুগতা হইয়া শাল্বরাজপুরে গমন করিলেন। কন্যা গমনমার্গ অতিক্রমানন্তর শাল্বরাজের সন্নিহিতা হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো! হে মহামতে! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করিলাম। হে বিশাম্পতে! তখন শাল্বপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্যপূর্ব্বা, একারণ আমি তোমাকে ভার্য্যা করিতে প্রার্থনা করি না। হে ভদ্রে! তুমি পুনরায় ভীষ্ম সমীপে গমন কর; ভীষ্ম তোমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি আর তোমার পাণিগ্রহণে ইচ্ছা করি না। ভীষ্ম যখন ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া করে ধারণপূর্ব্বক তোমাকে হরণ করিয়া লন, তৎকালে তুমি বিলক্ষণ প্রীতিমতী ছিলে; অতএব হে বরবর্ণিনি! অন্যপূর্ব্বা তাদৃশী রমণীতে আমি ভার্য্যার্থী নহি। বিজ্ঞানাভিজ্ঞ, অপরের ধর্ম্মনির্দ্দেশকারী মদ্বিধ ভূপতি পরপূর্ব্বা কামিনীকে কি প্রকারে স্বগৃহে প্রবেশ করাইতে পারে? অতএব হে ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে যথা ইচ্ছা গমন কর।

হে রাজন্! তখন অম্বা অনঙ্গ-শর-পীড়িতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহীপাল! এরূপ বলিবেন না; আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কোন প্রকারেই সত্য নহে; ভীষ্মকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া আমি কখনই প্রীতিযুক্তা হই নাই; ভীষ্ম যখন ভূপালগণকে দূরীকৃত করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করেন, তৎকালে আমি রোদন করিতেছিলাম; অতএব হে শাল্বপতে! এই ভক্তা নিরপরাধা বালাকে ভজনা করুন। দেখুন, ভক্তগণের পরিত্যাগ ধর্ম্মত প্রশস্ত নহে। আমি সমরে পরাঙ্মুখ গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে পুনঃপুনঃ আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমেই আসিয়াছি। হে বিশাম্পতে! শুনিলাম, সেই মহাবাহু ভীষ্ম স্বয়ং আমাকে ইচ্ছা করেন না; ভ্রাতার নিমিত্তই তাঁহার সেইরূপ প্রযত্ন হইয়াছিল। হে রাজন্! গঙ্গাতনয় আমার আর যে দুই ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকাকে লইয়া যান, তাঁহাদিগকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যে সম্প্রদান করিয়াছেন। হে পুরুষব্যাঘ্র শাল্বপতে! আপনা ভিন্ন আমি যে অন্য বর চিন্তা করি না, তদ্বিষয়ে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতেছি। হে রাজেন্দ্র! আমি অন্যপূর্ব্বা হইয়া আপনার নিকটে উপস্থিতা হই নাই; হে শাল্ব! আমি আত্মার শপথপূর্ব্বক ইহা সত্যই বলিতেছি। অতএব হে বিশালাক্ষ! ভবদীয় প্রসাদাভিলাষিণী, অনন্যপূর্ব্বা, স্বয়ং উপস্থিতা এই কুমারীকে ভজনা করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কাশিপতির দুহিতা এইরূপ সম্ভা-

যত্ন করিলেও শাল্ব জীর্ণনির্ম্মোক-ত্যাগী ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কন্যা এইরূপ বহুবিধ বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিলেও শাল্বপতি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিলেন না। অনন্তর অম্বা রোষাবিষ্টা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাষ্পগদ্গদবচনে কহিলেন, রাজন্! তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আমি যেখানে যেখানে গমন করিব, সেই খানেই সাধুরা আমার রক্ষিতা হইবেন; কেন না সত্যের কখন বিধ্বংস নাই।

হে কুরুনন্দন! তৎকালে এইরূপ সন্তাপমানা ও করুণস্বরে পরিদেবনকারিণী সেই কাশিরাজ-কন্যাকে শাল্ব অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন এবং 'যাও যাও' পুনঃপুনঃ এইরূপ সম্ভাষণ করত কহিলেন, হে সুশ্রোণি! আমি ভীষ্ম হইতে ভয় করি; তুমিও ভীষ্মের পরিগৃহীতা, অতএব শীঘ্র গমন কর। অম্বা অদীর্ঘদর্শী শাল্ব কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিতা হইয়া কাতরা কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগর হইতে নির্গতা হইলেন।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, দুঃখিতা কাশিরাজ-দুহিতা নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করত এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, পৃথিবীতে আমার মত বিষমস্থা যুবতী আর কুত্রাপি নাই; আমি বন্ধুবর্গে বঞ্চিতা হইয়াছি এবং শাল্বও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করাও আমার দুঃসাধ্য, যেহেতু শাল্বের নিমিত্ত ভীষ্মের নিকটে অনুমতি লইয়া আসিয়াছি; অতএব আপনাকেই নিন্দা করিব, কি দুরাসদ ভীষ্মকেই তিরস্কার করিব, না যিনি আমার স্বয়ম্বর করিয়াছিলেন সেই মূঢ় পিতাকেই ভৎর্সনা করিব? অথবা এ আমার আপনারই দোষ, কেন না সেই দারুণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে আমি ভীষ্মের রথ হইতে শাল্বের নিমিত্ত গমন করিলাম না কেন? হা! এক্ষণে মূঢ়ার ন্যায় আমি সেই দুর্ব্বুদ্ধিতার ফল পাইলাম। যাহাদিগের দুর্নীতিক্রমে আমি এই সুদারুণ আপদে পতিতা হইলাম তাঁহাদিগকে ধিক্! ভীষ্মকেও ধিক্' যিনি বীর্য্যপণ্যা করিয়া আমাকে বেশ্যার ন্যায় স্বয়ম্বরা করিয়াছিলেন, সেই মন্দমতি মূঢ়চিত্ত পিতাকেও ধিক্, আমাকেও ধিক্, শাল্বরাজকেও ধিক্ এবং বিধাতাকেও ধিক্। মনুষ্য স্বকীয় ভাগধেয় সর্ব্বথাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শান্তনুতনয় ভীষ্মই আমার এই বিপদের প্রধান দ্বার; অতএব সম্প্রতি তপস্যা দ্বারাই হউক বা যুদ্ধ দ্বারাই হউক, তাহার প্রতি বৈর নির্যাতন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে; পরন্তু কোন্ মহীপতি যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করিতে উৎসাহান্বিত হইতে পারেন? হে ভারত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অম্বা নগরের বহির্ভাগে পুণ্যশীল মহাত্মা তাপসগণের আশ্রমে গমন করিলেন, তথায় তাপস-বৃন্দে পরিবারিতা হইয়া সে রাত্রি বাস করিলেন এবং হরণ, মোচন ও শাল্ব কর্ত্তৃক বিসর্জ্জন-প্রভৃতি আত্মগত সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে তাঁহাদিগের নিকটে বর্ণন করিলেন।

হে মহাবাহো! তথায় তপোবৃদ্ধ, শাস্ত্রে ও আরণ্যক উপনিষদে আশ্চর্য্য, শংসিতব্রত, বহ্নিসাধ্য শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মে সুনিপুণ, শৈখাবত্য নামে এক জন মহান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মহাতপা শৈখাবত্যমুনি অতিমাত্র কাতরা, শোক দুঃখ-পরায়ণা, ঘন ঘন নিশ্বাস-পরিত্যাগকারিণী, সাধ্বী, বালা অম্বাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! হে মহাভাগে! এরূপ অবস্থায় আশ্রমস্থ তপোযুক্ত মহাত্মা তপস্বীরা কি করিতে পারেন? কিন্তু অম্বা দৃঢ়তা-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাভাগ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি প্রব্রজ্যাধর্ম্ম ইচ্ছা করিতেছি; দুষ্কর হইলেও তপস্যা করিব। আমি মোহমুগ্ধা হইয়া পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত পাপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই সকলেই এই ফল ভোগ করিতেছি, সন্দেহ নাই।—হে নিষ্পাপ তাপসগণ! পুনরায় স্বজনগণ-সমীপে গমন করিতে আমার উৎসাহ হয় না; শাল্বও প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে নিরানন্দা হইয়া সম্প্রতি তপস্যা কর্ম্মের উপদেশ ইচ্ছা করিতেছি; আপনারা দেব-তুল্য, অতএব আমার প্রতি কৃপা করুন। তখন সেই মুনিবর লৌকিক দৃষ্টান্ত, বেদ ও যুক্তি দ্বারা সান্ত্বনা করত সেই কন্যাকে আশ্বাসিতা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ হৃষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্য সম্পাদনেও প্রতিশ্রুত হইলেন

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর সেই ধর্ম্মপরায়ণ তাপসেরা তৎকালে ঐ কন্যার প্রতি কিরূপ করা কর্ত্তব্য, এই চিন্তা করত সকলেই কার্য্য-যুক্ত হইলেন। কেহ কেহ কহিলেন, ইহাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাও; কেহ কেহ আমার ভৎর্সনার্থে মতি করিলেন, কেহ কেহ বা শাল্বপতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকেই নিয়োগ করা বিধেয় বোধ করিলেন। পরন্তু কোন কোন তাপস কহিলেন যে, না; তাঁহাকে নিয়োগ করা উচিত নহে; কেন না তিনি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শংসিতব্রত তাপসগণ এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! এরূপ অবস্থায় মনীষীরা কি করিতে পারেন? অতএব প্রব্রজ্যায় প্রয়োজন নাই; আমাদিগের হিতবাক্য শ্রবণ কর; এ স্থান হইতে নিবৃত্তা হইয়া পিতৃগৃহে যাও; তোমার পিতা কাশিরাজ যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করিবেন। তথায় কল্যাণ-যুক্তা ও সর্ব্ব-গুণান্বিতা হইয়া তুমি পরম সুখে বাস করিবে। হে ভদ্রে! তুমি নারী, সুতরাং সম্প্রতি পিতার ন্যায় তোমার আর অন্য রক্ষক নাই। হে বরবর্ণিনি! নারীর পিতা অথবা পতিই গতি হইয়া থাকেন; সমস্থার গতি পতি আর বিষমস্থার গতিই পিতা। হে ভাবিনি! তুমি সহজে রাজপুত্রী তাহাতে সুকুমারী কুমারী; সুতরাং প্রব্রজ্যা তোমার সাতিশয় দুঃখকরী হইবে; বিশেষত আশ্রমে বাস করিলে বিস্তর দোষ আছে, পিতার গৃহে সে সকলের সম্ভাবনা হইবে না।

অনন্তর অন্য কোন কোন তাপসেরা সেই তপস্বিনীকে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! এই নির্জ্জন গহন কাননে তোমাকে একাকিনী দেখিয়া ভূপালগণ প্রার্থনা করিবেন; অতএব তুমি কদাচ এরূপ মন করিও না। অম্বা কহিলেন, হে তাপসগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমি কাশিনগরে পুনর্ব্বার পিতৃ-ভবনে গমন করিতে পারিব না; তাহাতে বান্ধবদিগের নিঃসন্দেহ অবজ্ঞা-ভাজন হইব। বাল্যকালে চিরকাল পিতার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর তথায় গমন করিব না। সংপ্রতি তাপসগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া তপশ্চরণের অভি-

লাম করিতেছি। হে তাপসশ্রেষ্ঠ মহাভাগগণ! পরলোকেও আমার আর একরূপ মহাবিপদ্-জনক দৌর্ভাগ্য না হয়, এই আশয়ে তপস্যা করিব। ভীষ্ম কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণেরা এইরূপ কার্য্যাকার্য্য চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাপসেরা স্বাগত প্রশ্ন প্রভৃতি পূজাবিধি আসন ও উদক দ্বারা সেই নরপতির পূজা করিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইয়া উপবেশন করিলে বনবাসিগণ তাঁহার শ্রবণ গোচরে পুনর্ব্বার কন্যার প্রতি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অম্বা ও কাশিরাজের সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ মহাতেজা রাজর্ষি উদ্বিগ্নমনা হইলেন। মহাতপা মহাত্মা রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ, সুতরাং তাঁহাকে সেইরূপ সম্ভাষণ করিতে শুনিয়া ও দেখিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং কম্পমান-কলেবরে উত্থিত হইয়া সেই কন্যাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক আশ্বাসিতা করিতে থাকিলেন। তিনি অম্বাকে তাঁহার ব্যসনোৎপত্তির আদি হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে, যাহা যাহা হইয়াছিল, সমুদায় বিস্তারিতরূপে নিবেদন করিলেন। অনন্তর সেই সুমহাতপা রাজর্ষি দুঃখশোক-সমন্বিত হইয়া মনে মনে কার্য্য নিশ্চয় করিলেন এবং কম্পমান-শরীরে সেই সুদুঃখিতা কাতরা কন্যাকে কহিলেন, ভদ্রে! পিতৃগৃহে গমন করিও না; আমি তোমার মাতামহ, অতএব আমিই দুঃখচ্ছেদন করিব। হে পুত্রিকে! তুমি আমারই অনুগতা থাক। তুমি যে এরূপ পরিশুষ্কা হইয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার অন্তঃকরণ দুঃখভারে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অতএব আমার বাক্যে তুমি তপস্বী জামদগ্ন্য পরশুরামের নিকটে গমন কর। রাম তোমার সুমহৎ দুঃখ ও শোক নিবারণ করিবেন; ভীষ্ম যদি তাঁহার বাক্য রক্ষা না করেন, তবে সমরে তাঁহাকে নিহত করিবেন; অতএব তুমি সেই কালাগ্নি সদৃশ তেজস্বী ভার্গব সমীপে গমন কর; সেই মহাতপা তোমাকে সমপথে প্রতিষ্ঠাপিতা করিবেন।

অনন্তর অম্বা পুনঃপুনঃ বাষ্প পরিত্যাগ করত মাতামহ হোত্রবাহনকে মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, আপনার আদেশে আমি গমন করিব, কিন্তু সেই লোকবিখ্যাত মহাত্মা ভার্গবকে কি দেখিতে পাইব? তিনি কি প্রকারে আমার তীব্র দুঃখ নাশ করিবেন এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার নিকটে যাইব, ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

হোত্রবাহন কহিলেন, ভদ্রে! তুমি সত্যসন্ধ মহাবল জামদগ্ন্য রামকে মহাবনে উগ্রতর তপস্যায় বর্ত্তমান দেখিবে। রাম গিরিশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র-শিখরে নিত্য অবস্থিতি করেন এবং বেদবিৎ ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণও তথায় বিদ্যমান থাকেন। তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া সেই দৃঢ়ব্রত তপোবৃদ্ধকে মস্তক দ্বারা অভিবাদন পূর্ব্বক আমার কথা বল এবং তোমার অভিপ্রেত কার্য্যও বিজ্ঞাপন করিও। হে বৎসে! সেই সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বীরবর জমদগ্নিতনয় আমার সখা ও প্রীতিযুক্ত সুহৃদ্; অতএব আমার নাম করিলে তিনি তোমার সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিবেন। নরেন্দ্র হোত্রবাহন কন্যাকে এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র মুনিগণ ও বয়োবৃদ্ধ রাজা হোত্রবাহন সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সেই বনবাসিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য-সম্পাদনান্তে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন, পরে প্রীতিপ্রফুল্ল ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বহুতর দিব্য, ধন্য ও মনোরম কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথাবসানে মহাত্মা রাজর্ষি হোত্রবাহন অকৃতব্রণকে মহর্ষিশ্রেষ্ঠ রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কহিলেন, হে মহাবাহো অকৃতব্রণ! বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য সম্প্রতি কোথায় দৃষ্ট হইতে পারেন?

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে প্রভাব-সম্পন্ন পার্থিব! রাম "রাজর্ষি হোত্রবাহন আমার প্রিয় মিত্র" এই বলিয়া সততই আপনার কীর্ত্তন করেন; আমার বোধ হয়, আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি কল্য প্রভাতে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন; অতএব এইখানে আইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। হে রাজর্ষে! এই কন্যাটি কি নিমিত্ত বনে আসিয়াছেন, ইনি কাহার কন্যা, আপনারই বা কে হন, ইহা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। হোত্রবাহন কহিলেন, হে বিভো! এটি আমার দৌহিত্রী কাশিরাজের প্রিয় পুত্রী; ইঁহার নাম অম্বা। হে তপোধন! কাশিরাজের এই জ্যেষ্ঠা কন্যা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুইটী কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত স্বয়ম্বরে অবস্থিতা হইয়াছিল। তাহাতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল কন্যালাভার্থে কাশিপুরীতে সমাগত হইয়াছিলেন। হে বিপ্রর্ষে! তৎকালে তথায় মহা উৎসব হইয়াছিল। অনন্তর মহাবীর্য্য মহাতেজা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজগণকে পরাস্ত করিয়া ঐ তিনটি কন্যা হরণ করিয়াছিলেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা প্রভাবশালী ভীষ্ম মহীপালবর্গকে নিঃশেষে জয় করিয়া কন্যাত্রয় সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করিলেন এবং সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ নিমিত্ত আজ্ঞা দিলেন। হে দ্বিজর্ষভ! তখন এই কন্যা বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহার্থে উদ্যত এবং মাঙ্গল্য সূত্রবন্ধনাদি দ্বারা সংস্কৃত হইতে দেখিয়া মন্ত্রিগণমধ্যে ভীষ্মকে কহিল, হে বীর! আমি মনে মনে শাল্বপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! অন্যাসক্তা এই কামিনীকে ভ্রাতৃহস্তে সমর্পণ করা আপনার উচিত নহে। ভীষ্ম সেই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণা করিয়া এবং সত্যবতীর মতস্থ হইয়া বিচারপূর্ব্বক ইহাকে বিসর্জ্জন করিলেন। তখন এই কন্যা ভীষ্মের অনুজ্ঞা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সৌভপতি শাল্বের সন্নিহিতা হইয়া কহিল, হে রাজেন্দ্র! আমি পূর্ব্বে আপনাকেই মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। পরন্তু শাল্ব ইহার চরিত্র বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেই নিমিত্তই এ তপস্যায় সাতিশয় অভিলাষিণী হইয়া তপোবনে আসিয়াছে এবং আমিও বংশের কীর্ত্তনদ্বারা ইহাকে জানিতে পারিলাম। হে তপোধন! দুঃখের উৎপত্তি বিষয়ে এ ভীষ্মকেই কারণ বলিয়া মনে করিতেছে। অম্বা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমার জননীর জনক এই রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে। হে মহামুনে! লজ্জা ও অপমান ভয়ে পুনরায় স্ব নগরে গমন করিতে আমার উৎসাহ হয় না; অতএব হে

ভগবন্! সম্প্রতি আমার এই মতি হইতেছে যে,ভগবান্ পরশু-রাম আমাকে যাহা বলিলেন, সেই কার্য্যই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ষট্সপ্তত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অকৃতব্রণ কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই দুঃখদ্বয় উপস্থিত, ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টির প্রতিকার ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে যথার্থ করিয়া বল। হে অবলে! যদি সৌভপতিকে বিবাহার্থে নিয়োগ করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে মহাত্মা রাম তোমার হিতকামনায় অবশ্যই নিয়োগ করিবেন; অথবা যদি গঙ্গাতনয় ভীষ্মকে ধীসম্পন্ন রামকর্ত্তৃক সমরে নির্জ্জিত দেখিতে ইচ্ছা কর, ভার্গব তাহাও করিতে পারেন; অতএব হে শুচিস্মিতে! এই রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের ও তোমার বাক্য শুনিয়া এ বিষয়ে তোমার যাহা একান্ত কর্ত্তব্য হয়, তাহা অদ্যই বিশেষরূপে চিন্তিত হউক। অম্বা কহিলেন, হে ভগবন্! ভীষ্ম না জানিয়াই আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। আমার মন যে শাল্বপতির প্রতি অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, ভীষ্ম তাহা জানিতেন না; অতএব হে ব্রহ্মন্! ইহা বিচার করিয়া এ বিষয়ে আপনি ন্যায়ানুসারে মনে মনে যেরূপ কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করেন, তাহারই বিধান করুন। কুরু-শার্দ্দূল ভীষ্মে কি শাল্বরাজে অথবা উভয়ের প্রতিই যেরূপ আচরণ করা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন। হে ভগবন্! আমার দুঃখের মূল এই যথাবৎ নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যুক্তি অনুসারে তদ্বিষয়ে যেরূপ বিধান হয়, তাহা আপনিই করুন।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই যে কথা বলিতেছ, ইহা উপযুক্তই বটে; এ বিষয়ে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। হে ভীরু! যদি ভীষ্ম তোমাকে হস্তিনায় লইয়া না যাইতেন, তাহা হইলে শাল্ব রামের আদেশে তোমাকে মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিতেন। হে ভাবিনি! ভীষ্ম তোমাকে জয়পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তোমার প্রতি শাল্বরাজের সংশয় হইয়াছে। হে সুমধ্যমে! ভীষ্ম পুরুষমানী ও জয়যুক্ত; অতএব তাঁহার প্রতি বৈরনির্য্যাতন করানই তোমার উচিত হইতেছে।

অম্বা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমারও অন্তঃকরণে এই নিত্য কামনা রহিয়াছে, যে কোনক্রমে ভীষ্মকে সমরে নিহত করাইতে পারি। হে মহাবাহো! যাহার নিমিত্ত আমি সুদুঃখিতা হইয়াছি, সেই ভীষ্মই হউক বা শাল্বই হউক, যাহাকে আপনি দোষী স্থির করেন, তাহারই শাসন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সেই দিবস গত হইল এবং সুখকর-শীতোষ্ণ বায়ুসেবিতা রজনীও অতিবাহিতা হইল। অনন্তর জটাচীরধারী তেজঃপ্রদীপ্ত পরশুরাম মুনি শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে রাজশার্দ্দূল! সেই পরশুবাহী, খড়্গধারী, ধনুষ্পাণি, পাপশূন্য, মহাত্মা, ভূপার্শ হোত্রবাহনের উদ্দেশে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দৃষ্টি করিয়া তাপসগণ, সেই মহাতপা নরপতি ও তপস্বিনী কন্যা, সকলেই অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং অব্যগ্র হইয়া মধুপর্ক-দ্বারা ভার্গবের পূজা করিলেন তিনিও যথান্যায়ে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হে ভারত! অনন্তর জামদগ্ন্য ও হোত্রবাহন উভয়ে বসিয়া প্রথম অতীতবৃত্তান্তের কথোপকথন করিতে লাগিলেন; পরে তৎপ্রসঙ্গের অবসানে রাজর্ষি সৃঞ্জয় অবসর বুঝিয়া মহাবল ভৃগুশ্রেষ্ঠকে এই অর্থযুক্ত মধুর বাক্য কহিলেন, হে রাম! এই কন্যা কাশিরাজের দুহিতা এবং আমার দৌহিত্রী; হে কার্য্যবিশারদ! ইহার একটি কার্য্য আছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ করুন ইহাতে রাম সম্মত হইয়া সেই কন্যাকে বলিলেন, তোমার কি কথা আছে বল। তখন অম্বা জ্বলন্ত-পাবক-সদৃশ পরশুরামের সন্নিহিতা হইয়া কমল-দল-তুল্য কর-যুগল-দ্বারা তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ-পূর্ব্বক মস্তকদ্বারা অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন এবং শোক-পরায়ণা ও বাষ্পাকুল লোচনা হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই শরণ্য ভৃগুনন্দনের শরণাপন্ন হইলেন।

রাম কহিলেন, হে নৃপনন্দিনি! তুমি এই ভূপতির যেরূপ আমারও সেইরূপ; অতএব তোমার যে মনোদুঃখ আছে ব্যক্ত কর, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব।

অম্বা কহিলেন, হে ভগবন্! হে মহাব্রত! অদ্য আমি আপনার শরণাপন্না হইলাম, অতএব ঘোরতর শোকপঙ্কার্ণবে নিমগ্না এই দুঃখিনীকে তাহা হইতে উদ্ধার করুন। ভীষ্ম কহিলেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম তাঁহার রূপ, অভিনব দেহ ও পরম সৌকুমার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তাপর হইলেন এবং এ কি বলিবে, এইরূপ আন্দোলন করত কৃপাবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন; পরিশেষে কহিলেন, তোমার কি কথা আছে বল। তখন সেই শুচিস্মিতা ভার্গবের এই কথায় তাঁহাকে যথাবৎ সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। জামদগ্ন্য রাজপুত্রীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যনিশ্চয় অবধারণপূর্ব্বক সেই বরারোহাকে কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকটে সন্দেশ প্রেরণ করিব; সেই নরাধিপ আমার বাক্য শুনিয়া অবশ্যই রক্ষা করিবেন। গঙ্গাতনয় যদি একান্ত মদুক্ত বাক্য প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে আমি শস্ত্র তেজদ্বারা সমরে তাঁহাকে অমাত্যগণের সহিত দগ্ধ করিব অথবা তাঁহা হইতে তোমার মন যদি নিবৃত্ত হয়, তবে শাল্বপতিকে বিবাহার্থে নিয়োজিত করি। অম্বা কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! শাল্বপতির প্রতি আমার পূর্ব্ব সংকল্পিত অভিরতি শ্রবণ করিয়াই ভীষ্ম আমাকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমি সৌভরাজের নিকটে আসিয়া সেই দুর্ব্বচ বচনের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু তিনি চারিত্রে পরিশঙ্কিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন না। অতএব হে ভৃগুনন্দন! স্ববুদ্ধি-দ্বারা এই সমস্ত বিষয় বিনিশ্চিত করিয়া সম্প্রতি যে উপায় করা কর্ত্তব্য হয় তাহার চিন্তা করুন। মহাব্রত ভীষ্মই আমার এই বিপদের মূল; যেহেতু তিনি বলে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক আমাকে বশবর্ত্তিনী করিয়াছিলেন। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার নিমিত্ত আমি ঈদৃশ দুঃখ পাইলাম, সেই ভীষ্মকেই বিনষ্ট করুন। হে ভৃগুশার্দ্দূল! ইহার দ্বারাই আমি উত্তম অপ্রিয় অর্থাৎ বৈর-শোধনের অনুষ্ঠান করি; হে ভার্গব! ভীষ্ম অতিলুব্ধ, নীচ ও জয়গর্ব্বিত; অতএব তাঁহার প্রতিহিংসা করা আপনার উচিত হইতেছে। হে বিভো! যৎকালে ভীষ্ম আমাকে হরণ করেন

এখন আমার হৃদয়ে 'কোন প্রকারে সেই মহাব্রতকে নিহত করাইব' এইরূপ সংকল্পই হইয়াছিল। অতএব হে রাম! অধুনা আমার সেই কামনা সম্পাদন করুন। হে মহাবাহো! পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের সংহার করিয়াছিলেন, আপনিও তাঁহাকে সেইরূপ বিনষ্ট করুন।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, তখন রাম "ভীষ্মকে নিহত করুন" এইরূপ উক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রেরণকারিণী রোদন-পরায়ণা অম্বাকে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি কাশি-কন্যে! ব্রহ্মবাদিগণের প্রয়োজন-ব্যতিরেকে আমি আর শস্ত্র গ্রহণ করি না; অতএব তোমার আর কি করিতে হইবে বল। হে রাজ-নন্দিনি! ভীষ্ম ও শাল্ব উভয়েই আমার যথেষ্ট বশানুবর্ত্তী হইবেন, অতএব হে অনিন্দনীয়-সর্ব্বাঙ্গি! তুমি শোক করিও না, আমি তোমার কার্য্যোদ্ধার করিব; কিন্তু হে ভামিনি! বিপ্রগণের নিয়োগ ভিন্ন আমি কোন ক্রমেই শস্ত্র গ্রহণ করিব না; কেন না আমার এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। অম্বা কহিলেন, প্রভো! যে কোন প্রকারে হউক, আমার দুঃখ মোচন করা আপনার কর্ত্তব্য; সেই দুঃখও ভীষ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাঁহাকেই শীঘ্র বিনষ্ট করুন। রাম কহিলেন, হে কাশিকন্যে! তুমি যদি বল, তবে ভীষ্ম তোমার বন্দনীয় হইয়াও আমার বাক্যে তোমার চরণ-দ্বয় মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিবেন। অম্বা কহিলেন, হে রাম! যদি আমার প্রিয় ইচ্ছা করেন, তবে সমরে সমাহূত হইয়া গর্জ্জনকারী অসুরের ন্যায় ভীষ্মকে নিহত করুন; যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সত্য করা আপনার উচিত হইতেছে। ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! রাম ও অম্বার এইরূপ বাদানুবাদ হইতেছে, এমন সময়ে পরমধর্ম্মাত্মা অকৃতব্রণ ঋষি এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো ভৃগুনন্দন! শরণাগতা কন্যাকে পরিত্যাগ করিবেন না; আপনা-কর্ত্তৃক সমরে সমাহূত হইয়া ভীষ্ম যদি "পরাস্ত হইলাম" বলেন, অথবা আপনার বাক্য রক্ষা করেন, তাহা হইলেও ইঁহারও কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে এবং আপনার বাক্যও সত্য করা হইবে। হে মহামুনে! পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিয়া আপনি ব্রাহ্মণগণ-সমীপে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মদ্বেষ্টা হইবে, তাহাকে বিনষ্ট করিব এবং ভয়প্রাপ্ত শরণার্থী লোকেরা শরণাপন্ন হইলে জীবিত থাকিতে কোন ক্রমেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; অপিচ যে ব্যক্তি সমরে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুলকে পরাস্ত করিবে, সেই দীপ্তাত্মা মানবকেও নিহত করিব। হে ভৃগুনন্দন! সেই কুরুকুল ধুরন্ধর ভীষ্ম ও এইরূপ বিজয়ী হইয়াছেন, অতএব সংগ্রামে সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন।

রাম কহিলেন, হে ঋষি-সত্তম! আমি পূর্ব্ব-কৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতেছি, তথাপি সাম-দ্বারা যাহা লক্ষিত হয়, তাহাই করিব। হে ব্রহ্মন্! কাশিকন্যার মনোগত এই কার্য্যটি অতি মহৎ; অতএব ইঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমি স্বয়ং তাঁহার নিকটে গমন করিব। রণশ্লাঘী ভীষ্ম যদি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমার এই নিশ্চয় সংকল্প রহিল যে, সেই উদ্ধত-স্বভাব ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট করিব। মদীয় কর-নির্ম্মুক্ত সায়ক-সমস্ত মানব-শরীরে যে সংসক্ত হইয়া রহে না, তাহা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় সমরেই তোমার বিদিত হইয়াছে। মহাতপা পরশুরাম এই কথা বলিয়া সেই ব্রহ্মবাদীদিগের সহিত প্রস্থানার্থে সংকল্প করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর সেই তাপসেরা তথায় সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে হোম, জপ ও ক্রিয়া সমাধানান্তে আমার হিংসার্থে প্রস্থিত হইলেন। হে ভারত! পরিশেষে রাম সেই ব্রহ্মবাদিগণ ও কন্যার সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্র-সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই মহাত্মা তাপসগণ ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে অগ্রে করিয়া সরস্বতী তীরে নিবিষ্ট হইলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সেই মহাব্রত জামদগ্ন্য তথায় অবস্থিত হইয়া তৃতীয় দিবসে আমার নিকটে এইরূপ সন্দেশ প্রেরণ করিলেন যে, আমি আগত হইয়াছি, আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। সেই প্রভাব-সম্পন্ন মহাবল তপোনিধি আমার বিষয়ান্তে আগত হইয়াছেন শুনিয়া আমি প্রীত-চিত্তে দেবকল্প ঋত্বিক্, পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণে পরিবারিত হইয়া একটি গোধন লইয়া অতিবেগে শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য আমাকে অভিগত দেখিয়া সেই পূজা গ্রহণ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন, ভীষ্ম! তুমি কামহীন হইয়াও কি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া এই কাশিরাজ-দুহিতাকে স্বয়ম্বর-সময়ে হরণ করিয়াছিলে; এবং কি নিমিত্তই বা পুনরায় পরিত্যাগ করিয়াছ? তোমার পরিত্যাগ করাতেই এই যশস্বিনী ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্টা রহিয়াছেন, কেন না তুমি যখন স্পর্শ করিয়াছ, তখন আর কোন্ ব্যক্তি ইহারে গ্রহণ করিতে পারে? হে ভারত! তুমি হরণ করিয়াছিলে বলিয়া শাল্ব ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; অতএব আমার আদেশে তুমি ইঁহাকে প্রতিগ্রহ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই রাজপুত্রী স্বধর্ম্ম লাভ করুন; হে অনঘ! ইঁহার এরূপ অবমান করা তোমার উচিত নহে। অনন্তর তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া আমি এই কথা বলিলাম, ব্রহ্মন্! আমি কোন প্রকারেই ইঁহাকে পুনরায় ভ্রাতৃহস্তে সম্প্রদান করিতে পারি না। হে ভার্গব! পূর্ব্বে ইনি আমাকেই বলিয়াছিলেন "আমি শাল্বের হইয়াছি" এবং আমিই ইহাকে শাল্বের নিকট যাইতে অনুমতি দিয়াছিলাম। আমার অনুমতিক্রমে ইনি সৌভনগরে গমন করিয়াছিলেন; অতএব সম্প্রতি ভয়, দয়া, অর্থ, লোভ কি কামনা দ্বারা আমি ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না; কেন না ইহাই আমার চিরব্রত।

হে নরপুঙ্গব! অনন্তর রাম রোষ পর্য্যাকুল নয়নে আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে তোমাকে অমাত্যগণের সহিত অদ্যই নিহত করিব।" হে অরিন্দম! রাম ক্রোধে পর্য্যাকুল-নেত্র হইয়া সংরম্ভভরে বারংবার আমাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমি বিনয়-গর্ভ বচনাবলি দ্বারা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলাম, তথাপি তিনি শান্ত হইলেন না। তখন আমি সেই ব্রাহ্মণ-সত্তম ভৃগুনন্দনকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার কহিলাম, হে মহাবাহো! আপনি যে আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতে-

ছেন, তাহার কারণ কি? হে ভার্গব! আমার বাল্যকালে আপনিই আমাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন; আমি আপনার শিষ্য। অনন্তর রাম ক্রোধসংরক্ত-নয়নে আমাকে পুনরায় কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া জানিতেছ, অথচ আমার প্রীতি নিমিত্ত এই কাশিরাজ দুহিতাকে গ্রহণ করিতেছ না; হে কুরুনন্দন! ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আমার শান্তি নাই; অতএব হে মহাবাহো! ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার কুল রক্ষা কর; তোমাকর্ত্তৃক বিধ্বংসিতা হওয়াতেই ইনি স্বামী প্রাপ্ত হইতেছেন না। এইরূপ উক্তিকারী সেই পরপুরবিজয়ী পরশুরামকে আমি পুনর্ব্বার কহিলাম, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি অনর্থক শ্রম করিতেছেন কেন? ইহা আর কোন প্রকারেই হইতে পারিবে না। হে জামদগ্ন্য! আপনি আমার পুরাতন গুরু, সেই প্রতীক্ষাতেই আমি আপনাকে প্রসাদিত করিতেছি। হে ভগবন্! ইহাকে আমি পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি। স্ত্রীদিগের দোষ মহা অনর্থের হেতু, ইহা অবগত থাকিয়া কোন্ মানব সাক্ষাৎ সর্পিণীর ন্যায় অন্যাসক্তা রমণীকে নিজ গৃহে বাস করাইতে পারে? হে মহাব্রত! আমি বাসবের ভয়েও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; অথবা আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তাহা অচিরেই সম্পন্ন করুন। হে বিভো! হে বিশুদ্ধাত্মন্! পুরাণে মহাত্মা মরুত্তের কীর্ত্তিত এই শ্লোকটীও শ্রবণ করা যায় যে,

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের অনভিজ্ঞ, উৎপথে প্রধাবিত, গর্ব্বপরীত গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়। আপনিও আমার গুরু, এই নিমিত্তই আমি প্রেমবশত পুনঃ পুনঃ আপনাকে সম্মানিত করিলাম, কিন্তু আপনি গুরুর ধর্ম্ম জানিতেছেন না, একারণ আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। গুরু, বিশেষত তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সমরে নিহত করিতে পারিনা, এই মনে করিয়া আমি আপনাকে ক্ষমা করিয়াছি। পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে এই নিশ্চয় আছে, যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কুৎসিত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উদ্যতাস্ত্র, ক্রুদ্ধ ও অপরাঙ্মুখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিনষ্ট করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা হয় না হে তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত ক্ষত্রিয়। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি যাদৃশ আচরণ করে, তাহার প্রতিও তাদৃশ আচরণ করিলে সে অধর্ম্মও প্রাপ্ত হয় না এবং অকল্যাণেও পতিত হয় না। ধর্ম্মার্থ বিচারে সমর্থ, দেশকালজ্ঞ পুরুষ যদি অর্থ বিষয়ে অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়াপন্ন হন, তবে অর্থে সংশয়াপন্ন হইয়া অর্থাৎ অর্থের অনুষ্ঠান না করিয়া ধর্ম্মে নিঃসংশয় হইলে, অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়ো লাভ করেন। অতএব হে রাম! সংশয়িত অর্থে ও আপনি যখন অযথান্যায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন আপনার সহিত আমি অবশ্যই মহাসমরে যুদ্ধ করিব। হে ভৃগুনন্দন! আমার বাহুবীর্য্য ও অলৌকিক বিক্রম দর্শন করুন। এরূপ অবস্থায় আমি যাহা করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিব; কুরুক্ষেত্রে আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; অতএব হে মহাদ্যুতে! দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে ইচ্ছানুসারে সজ্জীভূত হউন। হে রাম! যে স্থলে আমার শত শত শর-নিকরে পীড়িত হইয়া আপনি নিধন প্রাপ্ত হইবেন এবং মহারণে শস্ত্রপূত হইয়া নির্জ্জিত লোক সমস্ত লাভ করিবেন, সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। হে মহাবাহো! হে তপোধন! তথায় আমি যুদ্ধপ্রিয় আপনার সহিত যুদ্ধার্থে সমাগত হইব। হে রাম! পূর্ব্বে যে স্থলে আপনি পিতার শুদ্ধি করিয়াছিলেন, আমিও সেই স্থলে আপনাকে বিনাশ করিয়া ক্ষত্রিয়-কুলের বৈর-শুদ্ধি করিব। হে বিপ্রাভিমানিন্ যুদ্ধদুর্ম্মদ! তথায় সত্বর প্রস্থান করুন, আমি আপনার পুরাতন দর্পের অপনোদন করিব। হে ভার্গব! "আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি" বহু কাল পর্য্যন্ত আপনি এই যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শ্রবণ করুন; তৎকালে ভীষ্ম অথবা ভীষ্ম সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশি-মধ্যেই জ্বলিত হইয়াছিলেন তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয় সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে মহাবাহো! যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদন করিতে পারে, সেই পরপুরবিজয়ী ভীষ্ম এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে রাম! সমরে আমি অবশ্যই আপনার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রাম কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, "ভীষ্ম! ভাগ্যক্রমে তুমি সংগ্রামে আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ। হে কৌরব! এই আমি তোমার সহিত কুরুক্ষেত্রে চলিলাম; হে পরন্তপ! তুমি তথায় গমন কর, আমি তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। হে ভীষ্ম! তোমার মাতা জাহ্নবী তোমাকে তথায় শরশত-সমন্বিত, নিহত এবং গৃধ্র, কাক ও বক সকলের ভক্ষ্য হইতে দৃষ্টি করুন। হে পার্থিব! যিনি তোমার মত মন্দমতি, যুদ্ধকামী, আতুর ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই সিদ্ধচারণ-সেবিতা ভগীরথ-সুতা মহাভাগা দেবী মহানদী রোদনের অযোগ্যা হইলেও অদ্য তোমাকে দীনভাবাপন্ন ও মৎকর্ত্তৃক বিনিহত দেখিয়া রোদন করিতে থাকুন। রে দুর্ম্মদ যুদ্ধকামুক! এস, আমার সহিত চল, তোমার রথাদি যাহা কিছু আছে, সমুদয় গ্রহণ কর।" এইরূপ উক্তিকারী সেই পরপুরঞ্জয় পরশুরামকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া বলিলাম, ভাল, তাহাই হউক। হে মহাদ্যুতে! রাম আমাকে ঐ কথা বলিয়া যুদ্ধ বাসনায় কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং আমিও নগরে প্রবেশিয়া সত্যবতীকে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। হে ভরতসত্তম! অনন্তর আমি কৃত-স্বস্ত্যয়ন ও জননী কর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে "পুণ্যাহং স্বস্তি" ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করাইয়া ধনুর্যুক্ত পাণ্ডুর-বর্ণ কবচে শরীরাচ্ছাদন ও পাণ্ডুর-বর্ণ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম সূতকুলে সম্ভূত বীর অশ্বশাস্ত্র-বিশারদ বহুল-সমরদর্শী বিশিষ্ট সারথি-কর্ত্তৃক পরিচালিত, শোভন চক্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃত, মহা শস্ত্র-সমূহে পরিপূর্ণ, সর্ব্বোপকরণ-সমন্বিত, পাণ্ডুর হয়-চতুষ্টয়-যুক্ত, রজত-নির্ম্মিত, মনোহর রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থিত হইলাম। হে ভরতর্ষভ! মস্তকে পাণ্ডুর বর্ণ আতপত্র দ্বারা বিরাজমান,

শুক্রজনের নিকরে বাজ্যমান, শুভ্রবাসা, শ্বেতোষ্ণীষধারী, সকল-অলঙ্কারে ভূষিত ও জয়াশীর্বাদে স্তূয়মান হইয়া আমি হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। হে রাজন্! মন ও পবন-তুল্য বেগশালী অশ্ব সকল সেই সুনিপুণ সূতকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে উত্তমরূপে বহন করত মহাসমরে উপনীত করিল। হে রাজন্! আমি ও প্রতাপবান্ রাম উভয়েই সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধার্থে পরস্পর সহসা পরাক্রান্ত হইলাম। অনন্তর আমি সেই অতিতপস্বী রামের দর্শন-পথে অবস্থিত হইয়া উত্তম শঙ্খবর গ্রহণপূর্ব্বক প্রধ্মাত করিলাম। তখন বনবাসী তাপসগণ ও ইন্দ্র-সহ অমরবৃন্দ তথায় দিব্য সমর সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুতর দিব্য মাল্য, দিব্য বাদিত্র ও জলধর-সমূহ ইতস্তত প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর ভার্গবের অনুযায়ী সেই তাপসগণ রণাঙ্গন পরিবেষ্টনপূর্ব্বক দর্শক হইয়া রহিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর সর্ব্বভূত-হিতৈষিণী মদীয় জননী জাহ্নবী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এ কি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি জামদগ্ন্যের নিকটে যাইয়া এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করিব যে, তুমি নিজ শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না। হে পুত্র! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া বিপ্র জামদগ্ন্যের সহিত সমরে যুদ্ধার্থে নির্ব্বন্ধ করিও না। হর-পরাক্রমশালী পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুল সংহারকারী, তাহা কি তোমার বিদিত নাই যে, তাঁহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ?

হে ভারত! মাতা এইরূপ আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দেবীকে অভিবাদনপূর্ব্বক, স্বয়ম্বরে যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তাহা সমুদয় নিবেদন করিলাম; অপিচ পূর্ব্বে রামকে যেরূপ নিয়োগ করিয়াছিলাম এবং কাশিরাজ-কন্যার যে পুরাতন কর্ম্ম, তাহাও ব্যক্ত করিলাম। অনন্তর আমার সেই জননী দেবী মহানদী ঋষিবর ভার্গবের সন্নিহিতা হইয়া "তুমি নিজ শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না" এই বলিয়া আমার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসাদিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি সেই প্রার্থনাকারিণী জাহ্নবীকে কহিলেন, আপনি ভীষ্মকেই নিবর্ত্তিত করুন, তিনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন না, এই নিমিত্তই আমি যুদ্ধার্থে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর গঙ্গা পুত্র-স্নেহবশত পুনরায় ভীষ্ম-সমীপে আগমন করিলেন, কিন্তু তিনি ক্রোধে পর্য্যাকুল-নেত্র হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তদনন্তর দ্বিজসত্তম মহাতপা ধর্ম্মাত্মা ভৃগুশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধার্থে আমাকে আহ্বান করিলেন।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, তখন আমি কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে করিতে, সমরে অবস্থিত জামদগ্ন্যকে কহিলাম, হে বীর! আমি রথস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠ আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না; অতএব হে মহাভুজ! যদি সমরের অভিলাষ হয়, তবে রথারোহণ ও কবচ পরিধান করুন। তখন রাম হাস্য করিতে করিতে আমাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম! পৃথিবীই আমার রথ, বেদ সকলই সদশ্ব-সদৃশ বাহন, সমীরণই সারথি এবং বেদমাতৃগণ অর্থাৎ গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীই আমার কবচ হে কুরুনন্দন! আমি তাঁহাদিগের দ্বারা সুন্দররূপে আচ্ছাদিত হইয়া যুদ্ধ করিব।

হে গান্ধারী-নন্দন! সত্যবিক্রম পরশুরাম এই কথা বলিতে বলিতে বহুল শরসমূহ দ্বারা সর্ব্বদিক্ আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহাবাহো! অনন্তর আমি জামদগ্ন্যকে সহসা আবির্ভূত, অদ্ভুত দর্শন, মানস-বিনির্ম্মিত, বিস্তীর্ণ নগরোপম, দিব্যাশ্বযুক্ত, সসজ্জ, কাঞ্চন কবচভূষিত, চন্দ্র-সূর্য্য চিহ্নিত, সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট আয়ুধ-সমন্বিত, পবিত্র শ্রীযুক্ত, রথ মধ্যে ব্যবস্থিত দেখিলাম। ঐ রথে ভার্গবের প্রিয়তম সখা বেদজ্ঞ অকৃতব্রণ যোধা, অঙ্গুলিত্র, তূণ ও শরাসনধারী হইয়া সারথ্য কর্ম্ম করিতেছিলেন। ভার্গব "আইস আইস" আক্রোশপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে পুনঃ পুনঃ এইরূপ আহ্বান করত আমাকে হৃষ্টচিত্ত করিতে লাগিলেন। আমি সেই উত্থানশীল আদিত্য তুল্য, অনাধৃষ্য, মহাবল, ক্ষত্রিয়ান্তক, একক পরশুরামকে একাকী প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর যখন তিন বার বাণ পাত হইল, তখন আমি অশ্ব সকল নিরুদ্ধ ও শরাসন বিন্যস্ত করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে সেই ঋষিসত্তম গুরুকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিলাম এবং তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া এই উত্তম বাক্য বলিলাম যে, হে রাম! আপনি সদৃশই হউন বা অধিকই হউন, আপনার সহিত আমি যুদ্ধ করিব; হে বিভো! আপনি গুরু ও ধর্ম্মশীল, অতএব আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করুন। রাম কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মঙ্গলেচ্ছু পুরুষের এইরূপ করাই কর্ত্তব্য বটে; কেন না যাহারা বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করে, ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। হে মহাবাহো! তুমি যদি এরূপ করিয়া না আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে শাপ দিতাম। হে কৌরব! সম্প্রতি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সাবধান হইয়া যুদ্ধ কর। হে রাজন্! আমি স্বয়ং তোমাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, সুতরাং তোমার জয়াশংসা করিতে পারি না; অতএব যাও, ধর্ম্ম-সহকারে যুদ্ধ কর; আমি তোমার চরিত্র দ্বারা প্রীত হইলাম।

অনন্তর আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার হেমপরিষ্কৃত শঙ্খধ্বনি করিলাম। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহার ও আমার পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষায় বহু দিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রথমে নয় শত ষষ্টিসংখ্যক নতপর্ব্ব কঙ্কপত্র যুক্ত শর দ্বারা আমার রথোপরি প্রহার করিলেন এবং আমার অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথিকেও প্রতিরুদ্ধ করিলেন, তথাপি আমি সেইরূপ দংশিত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্ট রহিলাম। অনন্তর দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণকে বিশেষরূপে নমস্কার করিয়া রণে ব্যবস্থিত সেই ঋষিবরকে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আপনি মর্য্যাদাশূন্য হইলেও আমি আপনার গুরুত্বের সম্মান করিতেছি এবং ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার শরীরস্থ যে সমস্ত বেদ ও মহৎ ব্রাহ্মণ্য আছে এবং তাহার দ্বারা আপনার যে মহতী

তপস্যা সঞ্চিত রহিয়াছে; তৎসমুদায়ের প্রতি আমি প্রহার করিতেছি না। হে রাম! আপনি যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, আমি তাহারই প্রতি প্রহার করিতেছি; যেহেতু শস্ত্রোদ্যম করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হন। হে বীর! আমার ধনুকের বীর্য্য ও বাহুর বল দেখুন; আমি এই নিশিত শর-সহকারে আপনার কার্ম্মুক ছেদন করি। হে ভারত! এই বলিয়া আমি তাঁহার প্রতি নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ করিলাম এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ধনুর অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলাম। তাঁহার রথের প্রতিও কঙ্কপত্র-যুক্ত শত শত নতপর্ব্ব শর-সমূহ নিক্ষিপ্ত করিলাম। হে রাজন্! অগ্রে শরীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ পশ্চাৎ বায়ু-কর্ত্তৃক সমীরিত হইয়া সেই শর সকল যেন সর্প সমূহের ন্যায় রুধির পান করত ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তৎকালে রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতু ক্ষরণকারী সুমেরু ভূধরের ন্যায়, হেমন্তান্তে রক্ত স্তবক-মণ্ডিত অশোকের ন্যায় অথবা কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম ক্রোধ সমন্বিত হইয়া অপর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক হেমপুঙ্খ-যুক্ত সুশাণিত শর-সমূহ বর্ষণ করিলেন। সেই মহাবেগশালী সর্প অনল-বিষ-সদৃশ বহু প্রকারে মর্ম্মভেদী, ভীষণ বাণ, নিচয় আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এককালে কম্পিত করিয়া তুলিল। তখন আমি কোন প্রকারে সমরে আপনাকে পুনরায় স্থিরীভূত করিয়া ক্রোধভরে শত-সংখ্য শরদ্বারা রামকে সমাকীর্ণ করিলাম। তিনি সেই সূর্য্যানল-তুল্য আশীবিষসদৃশ নিশিত শত শরে সমর্দ্দিত হইয়া যেন সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় হইলেন। হে ভারত! তৎকালে আমি কৃপাবিষ্ট হইয়া আপনিই আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া বলিলাম, সর্ব্বথা যুদ্ধব্যাপারে ধিক্ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেও ধিক্। হায় আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা হওয়াতেই এই পাপ করিলাম। এই ধর্ম্মাত্মা, ব্রাহ্মণ, বিশেষত গুরুকে শর নিকরে পীড়িত করিলাম! হে রাজন্! আমি শোকাবেগে ব্যাকুলিত হইয়া বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলাম, তাহার পর আর জামদগ্ন্যকে প্রহার করিলাম না। অনন্তর ভগবান্ ভানুমান্ প্রখর কর-নিকরে ধরণীকে তাপিতা করিয়া দিবাবসানে অস্ত গমন করিলেন এবং যুদ্ধও নিরস্ত হইল

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

ভীষ্ম কহিলেন, হে বিশাম্পতে! অনন্তর আমার সুনিপুণ সারথি আপনার, অশ্বগণের ও আমারও শল্য সমস্ত অপনীত করিল এবং পর দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে স্নাত, লুণ্ঠিত পীতোদক ও অম্লানতেজোযুক্ত তুরঙ্গগণ-দ্বারা আমাকে রণস্থলে উপনীত করিল। তাহার পর যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রতাপবান্ ভার্গব আমাকে রথ স্থিত, কবচযুক্ত ও দ্রুতবেগে সমাগত দেখিয়া নিরতিশয় রথসজ্জা করিলেন। অনন্তর আমি সমরাকাঙ্ক্ষী রামকে আগমন করিতে দেখিয়া উৎকৃষ্ট শরাসন পরিহার পূর্ব্বক সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং পূর্ব্ববৎ অভিবাদনান্তে পুনরায় রথারোহণ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় তাঁহার সম্মুখে নির্ভয়ে অবস্থিত হইলাম। তদনন্তর সুমহৎ শরবর্ষণ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে সমাকীর্ণ করিলাম। জামদগ্ন্য সম্যক্ ক্রোধযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি সুশাণিত, প্রদীপ্ত-মুখ ভুজঙ্গগণের ন্যায় ঘোররূপ শরসমূহ প্রেষণ করিলেন। তখন আমি সহসা শত শত সহস্র সহস্র নিশিত ভল্লনিচয় দ্বারা অন্তরীক্ষে পুনঃপুনঃ তৎসমুদায় ছেদন করিতে লাগিলাম। তাহার পর প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য আমার প্রতি দিব্য অস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিলেন। আমিও তাঁহার অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য প্রকাশে অভিলাষী হইয়া শরপুঞ্জ দ্বারা তৎসমুদায় প্রতিষিদ্ধ করিলাম। অনন্তর গগনমণ্ডলে সর্ব্ব দিক্ হইতে মহানাদ প্রাদুর্ভূত হইল। হে ভারত! তদন্তে আমি জামদগ্ন্যের প্রতি বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম এবং তিনিও গুহ্যকাস্ত্র দ্বারা তাঁহা প্রতিহত করিলেন। তদনন্তর আমি মন্ত্রপূত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলাম; রামও বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারিত করিলেন। এইরূপে আমিও রামের দিব্যাস্ত্র সমস্ত নিরস্ত করিতে লাগিলাম এবং সেই দিব্যাস্ত্রবিশারদ তেজস্বী অরিন্দম রামও আমার দিব্য শস্ত্র সকল নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর অসীম প্রতাপসম্পন্ন জামদগ্ন্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বামভাগস্থ করত বক্ষঃস্থলে বদ্ধ করিলেন। তাহাতে আমি রথোপরি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন সারথি আমাকে মূর্চ্ছাবিষ্ট দেখিয়া সত্বর রথ নিবৃত্ত করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে অকৃতব্রণ প্রভৃতি রামের অনুচরগণ ও কাশিকন্যা আমাকে তদীয় বাণে প্রপীড়িত, অতিশয় বিদ্ধ, স্থানিমুক্ত, বিচেতন ও পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি চেতন ও জ্ঞান পাইয়া সারথিকে বলিলাম, সূত! আমি বেদনা-শূন্য ও সজ্জিত হইয়াছি; অতএব পুনরায় রাম সমীপে চল। হে কৌরব্য! তৎপরে সারথি আমাকে পরম শোভিত অশ্বগণ দ্বারা বহন করিয়া চলিল এবং গমনে বায়ু তুল্য তুরঙ্গমেরাও যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবিত হইল। অনন্তর আমি রামের নিকটে গমন করিয়া সম্যক্ ক্রোধপরীত ও জিগীষায় ব্যবসিত হইয়া তাঁহাকে বাণবর্ষ দ্বারা পরিকীর্ণ করিলাম। রামও তিন তিন বাণ দ্বারা সরলভাবে আপতিত মদীয় শরসমস্ত পথিমধ্যেই এক এক করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমার সেই শত শত সহস্র সহস্র সুসংশিত বাণজাত রাম বাণে দুই দুইখণ্ডে ছিন্ন হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর আমি জামদগ্ন্যের বধেচ্ছায় তাঁহার প্রতি সাক্ষাৎ কালকল্প অতিপ্রভান্বিত একটি প্রদীপ্ত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিলাম। তদ্দ্বারা অভিহত হওয়ায় রাম সেই বাণবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে নিপাতিত হইলেন। হে ভারত! প্রভাকরের পতন হইলে জগৎ যেরূপ ব্যাকুলিত হইতে পারে, রাম ধরাশ্রয় করিলে সকলই সেইরূপ হাহাকারময় হইল। সেই তপোধনগণ ও কাশিকন্যা সকলেই সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সহসা তাঁহার নিকটে প্রধাবিত হইলেন এবং অঙ্কে অঙ্কে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জলশীতল-হস্ত ও জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম উত্থিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধানপূর্ব্বক বিহ্বল বচনে আমাকে বলিলেন, "ভীষ্ম! থাক থাক, এই হত হইলে।" মহাসমরে সেই শর নির্ম্মুক্ত হইয়া অতিবেগে আমার বামপার্শ্বে নিপতিত হইল। তদ্দ্বারা আমি বায়ু-ঘূর্ণিত বৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। রাম, শীঘ্রাস্ত্র-সহকারে অশ্ব সমস্ত নিহত করিয়া বিশ্রব্ধ চিত্তে লোমযুক্ত বাণ-জালে

আমাকে অবাকীর্ণ করিলেন। আমিও সমর-প্রতিরোধী শীঘ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। হে মহাবাহো! রামের ও আমার সেই শর সমস্ত সহসা গগনতলে সমস্তত ব্যাপ্ত হইয়া অন্তরেই অবস্থিত রহিল; সুতরাং শরজালে সমাবৃত হওয়ায় সূর্য্যও কিরণ বিকরণে বিরত হইলেন। এবং পবনও যেন ঘন-নিরুদ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইলেন। অনন্তর সমীরণের প্রকম্পন, প্রভাকরের কিরণ ও অভিঘাতের প্রভাবে পাবকের উৎপত্তি হইল। তখন স্বাভাবীয় শরসমূহ স্বসমুত্থিত হুতাশন-দ্বারা প্রদীপ্ত ও ভস্মীভূত হইয়া ধরাশায়ী হইল। হে কৌরব! অনন্তর রাম সমাবৃত ক্রোধ-যুক্ত হইয়া আমার প্রতি শত, সহস্র, অযুত, প্রযুত অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্বপ্রভৃতি বহু-সংখ্যক শর-নিকর অতিবেগে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমিও আশীবিষসদৃশ শরজাল সহকারে তৎসমুদায় ছিন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড ভুজঙ্গ-নিচয়ের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে থাকিলাম। হে ভরতসত্তম! তৎকালে এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়েই নিবৃত্ত হইলাম

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পর দিন আমি রামের সহিত সমাগত হইলে পুনর্ব্বার অতিদারুণ তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই দিব্যাস্ত্রবিৎ শূর ধর্ম্মাত্মা বিভু জামদগ্ন্য প্রতিদিন অনেকানেক দিব্যাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং আমিও তৎপ্রতিঘাতক অস্ত্রপুঞ্জদ্বারা তৎসমুদায় দগ্ধ করিতে লাগিলাম। হে ভারত! আমি তুমুল সমরে সুদুস্ত্যজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াই ঐরূপ করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহুপ্রকার অস্ত্ররাশি হত প্রতিহত হইলে সেই মহাতেজা পরশুরামও প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সেই মহাত্মা প্রজ্বলিত উল্কা-সদৃশী, প্রদীপ্তমুখা, তেজে সকল লোক-ব্যাপিনী, সাক্ষাৎ কাল প্রেরিতার ন্যায় ঘোররূপা শক্তি ক্ষেপণ করিলেন। আমিও শরনিকর-সহকারে সেই পতনোন্মুখা প্রলয়-কালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রদীপ্তা, দীপ্যমানা শক্তিকে তিনখণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলশায়িনী করিলাম। তখন পুণ্যগন্ধি বায়ু বহিতে লাগিল। হে ভারত! সেই শক্তিটি ছিন্না হইলে রাম ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া আর দ্বাদশটী ঘোররূপা শক্তি প্রেরণ করিলেন। তেজস্বিত্ব ও শীঘ্রত্ব-প্রযুক্ত তাহাদিগের রূপ নির্ব্বাচন করা দুঃসাধ্য। রূপ নিরূপণ করিব কি, সর্ব্ব দিক্ হইতে আপতিত, অগ্নির মহোল্কাতুল্য নানারূপবিশিষ্ট, লোকান্ত-কালীন দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় অগ্রতেজে প্রদীপ্ত সেই শক্তিসমস্ত নিরীক্ষণ করিয়াই, আমি বিহ্বল হইলাম। অনন্তর সেই আপতিত বাণময়জাল সন্দর্শনপূর্ব্বক শরজালদ্বারা ভেদ করিয়া দ্বাদশ বাণ প্রেরণ করিলাম এবং তদ্দ্বারা সেই ঘোররূপা শক্তি সমস্তও দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম। হে রাজন্! তৎপরে মহাত্মা জামদগ্ন্য পুনরায় হেমদণ্ডযুক্ত, বিচিত্রিত কাঞ্চনপট্টবদ্ধ, প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় ভীষণ শক্তিসমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন। সে সকলও আমি চর্ম্মদ্বারা নিবারিত ও খড়্গদ্বারা নিপাতিত করিয়া দিব্য বাণরাজিদ্বারা তাঁহার সারথিসম্বলিত দিব্য তুরঙ্গ সকলকে অভিবৃষ্ট করিলাম। তখন হৈহয়াধীশ্বর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্তকারী মহাত্মা জামদগ্ন্য কঞ্চুকনির্ম্মুক্ত ভুজগরাজির ন্যায় সেই হেমচিত্রিত শক্তি সকল ছিন্ন হইতে দেখিয়া সাতিশয় রোষাবেশে দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। অনন্তর উগ্রতর প্রদীপ্ত বিশিখাবলি শলভশ্রেণির ন্যায় সমাপতিত হইল এবং আমার অশ্বগণের ও রথ সহ সারথির শরীরে অতিশয় সংলগ্ন হইল। হে রাজন্! সেই শরজালে আমার রথ, বাহনগণ ও সারথি সর্ব্বতঃ পরিকীর্ণ হইল এবং রথের যুগ, ঈশা, চক্র ও অক্ষ, সকলই শরচ্ছিন্ন হইয়া ভগ্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই শরবর্ষণ অতীত হইলে আমিও তাঁহাকে বিশিখসমূহে অভিবৃষ্ট করিলাম। তখন সেই ব্রহ্মরাশি মার্গণগণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেহ হইতে অজস্র-রক্তমোচন করিতে লাগিলেন। আমার বাণজালে রাম যেমন অভিতপ্ত হইলেন, আমিও তাঁহার শর নিকরে সেইরূপ সাতিশয় বিদ্ধ হইলাম। পরিশেষে অপরাহ্নে দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর প্রভাতে প্রভাকর প্রকাশিত হইলে আমার সহিত ভার্গবের পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রহারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম পরিভ্রমণশীল রথোপরি অবস্থিতি হইয়া ভূধরোপরি জলধরের ন্যায় আমার উপরে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমার সুহৃদ্ সারথি শরবর্ষে তাড়িত হইয়া আমার অন্তঃকরণ বিষাদিত করত রথোপস্থ হইতে অপগত হইল। মহতী মূর্চ্ছা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিল; সুতরাং সে মোহযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। হে রাজেন্দ্র! রামবাণে প্রপীড়িত হইয়া আমার সারথি মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং আমিও তৎকালে ভয়াবিষ্ট হইলাম। সারথি নিহত হইলে আমি প্রমত্তমানসে তাহার নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছি এমন সময়ে রাম আমার প্রতি মৃত্যুকল্প শরসমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন। আমি দুঃখভাবে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বিলাপ করিতেছিলাম, তথাপি সেই ভার্গব বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া শরদ্বারা আমাকে প্রগাঢ়রূপে তাড়িত করিলেন। হে রাজন্! সেই রুধিরভোজী বিশিখ আমার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গেই ধরাতল প্রাপ্ত হইল। তখন রাম আমাকে নিহত মনে করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈস্বরে মেঘের ন্যায় পুনঃপুন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র। আমি সেইরূপ পতিত হইলে রাম হর্ষযুক্ত হইয়া অনুচরগণের সহিত মহানাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তথায় আমার পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত কৌরবগণ ছিল এবং যাহারা যুদ্ধ দর্শনেচ্ছু হইয়া সমাগত হইয়াছিল, আমি পতিত হইলে তাহারা সকলেই অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হইল। হে রাজসিংহ! অনন্তর আমি পতিত থাকিয়া দেখিলাম, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য আটজন ব্রাহ্মণ রণস্থলে আমাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নিজ নিজ বাহুদ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সেই বিপ্রগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় আমি আর ভূতলস্পর্শ করি নাই; তাঁহারা বান্ধবের ন্যায় হইয়া আমাকে অন্তরীক্ষেই ধারণ করিয়াছিলেন। আমি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলাম, তাঁহারা জলবিন্দু দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিতেছিলেন। হে রাজন! তৎকালে সে

ব্রাহ্মণেরা আমাকে ধারণ করিয়া থাকলেই বারংবার কহিতে লাগিলেন, "তুমি ভয় করিও না, তোমার কল্যাণ হউক।" তাঁহাদিগের এই কথায় আমি তর্পিত ও আশ্বস্ত হইয়া সহসা উত্থিত হইলাম এবং দেখিলাম, তরঙ্গিণীপ্রবরা আমার জননী জাহ্নবী রথস্থিতা রহিয়াছেন। হে কৌরবেন্দ্র! সেই মহানদী সমরে আমার অশ্ব সকলও সংযমন করিয়াছিলেন। অনন্তর আমি জননীর ও পিতৃগণের চরণ বন্দন করিয়া রথারোহণ করিলাম। তখন সেই মাতা রথ, অশ্বগণও অন্যান্য সামগ্রীসহ আমাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম। অনন্তর আপনিই সেই বাতবেগী অশ্ব সকল সংযমিত করিয়া দিনাবসান পর্য্যন্ত জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিলাম। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার প্রতি আমি একটি হৃদয়চ্ছেদী মহাবলশালী বেগবান্ বাণ পরিত্যাগ করিলাম। আমার সেই বাণে প্রপীড়িত হওয়ায় রাম মোহের বশবর্ত্তী হইয়া শরাসন পরিহারপূর্ব্বক জানুযুগল দ্বারা ধরাবলম্বী হইলেন। সেই বহু সহস্র স্বর্ণপ্রদ জামদগ্ন্য নিপতিত হইলে বহুল জলদাবলি ভূরি ভূরি রুধির ক্ষরণ করত গগনতল আচ্ছাদিত করিল, নির্ঘাত ও বিদ্যুদ্‌যুক্ত শত শত উল্কাপাত হইতে লাগিল; স্বর্ভানু প্রদীপ্ত ভানুকে সহসা সমাবৃত করিল; কর্কশ বায়ু বহিতে লাগিল; অচলা চলিতা হইল; গৃধ্র কাক বকপ্রভৃতি মাংসলোলুপ পক্ষি সকল হর্ষযুক্ত হইয়া পতিত হইতে থাকিল; দিঙ্মণ্ডল সহসা প্রদীপ্ত হইল; শৃগাল সকল মুহুর্মুহু দারুণ শব্দ করিতে লাগিল এবং আহত না হইয়াও দুন্দুভিসকল অতিশয় কর্কশশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল। হে ভারত! মহাত্মা পরশুরাম বিচেতনপ্রায় হইয়া ধরণীগত হইলে এইরূপ ঘোরতর ভয়ঙ্কর উৎপাত-চিহ্ন সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর মরীচিমালী দিবাকর ধূলিজালে আবৃত হওয়ায় মন্দমরীচি হইয়া অস্তশিখরে বিলীন হইলেন এবং সুখকর শীতল সমীরণযুক্তা যামিনীর আবির্ভাব হইল। তখন আমরাও সমরের প্রতিসংহার করিলাম। হে রাজন্! এইরূপে সন্ধ্যাকালে প্রতিসংহার এবং প্রভাতে পুনর্ব্বার আরম্ভ হইতে লাগিল। এই রীতিক্রমে উপর্য্যুপরি ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধ হইল।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর নিশা সময়ে আমি ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, রাত্রিচর ভূতগণ ও রাজন্যগণকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া একান্তে শয্যাগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে, অদ্য বহু দিন হইল রামের সহিত আমার মহানিষ্টকর পরম দারুণ যুদ্ধ হইতেছে, তথাপি আমি সেই মহাবলসম্পন্ন মহাবীর্য্য বিপ্রকে পরাজিত করিতে পারিতেছি না। প্রতাপশালী জামদগ্ন্যকে যদি সমরে পরাজয় করা আমার সাধ্য হয়, তবে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া অদ্য রজনীতে আমাকে দর্শন প্রদান করুন। হে রাজন্! আমি শর-বিক্ষত হইয়া রাত্রিকালে এইরূপ চিন্তা করত দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসুপ্ত আছি, এমন সময়ে প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে আমাকে রথ হইতে পতিত হইবার সময়ে উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ধারণপূর্ব্বক 'তোমার ভয় নাই' এইরূপ সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিলেন এবং সকলে পরিবেষ্টন করিয়া যে কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণ কর। তাঁহারা কহিলেন, "ভীষ্ম! গাত্রোত্থান কর; তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; আমরা তোমাকে রক্ষা করিব; যেহেতু তুমি আমাদিগেরই নিজ শরীর। হে কৌরব্য! জামদগ্ন্য কোনক্রমেই তোমাকে সমরে পরাজিত করিতে পারিবেন না, বরং তুমিই তাঁহাকে পরাস্ত করিবে। হে ভরতর্ষভ! বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত প্রস্বাপ নামে এই যে সুপ্রিয় প্রাজাপত্য অস্ত্র, ইহা তোমার জ্ঞানগোচর হইবে; যেহেতু পূর্ব্ব জন্মেও ইহা তোমার বিদিত ছিল। হে ভারত! রাম কি পৃথিবীস্থ অন্য কোন পুরুষ কেহই আর কখন ইহার তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই; অতএব হে মহাবাহো! তুমি ঐ অস্ত্র স্মরণ কর এবং দৃঢ়রূপে সন্ধানও কর। হে নরাধিপ! ঐ অস্ত্র দ্বারা রাম বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না; সুতরাং তোমাকেও ব্রহ্মহত্যা পাপে কদাচ লিপ্ত হইতে হইবে না। হে ভীষ্ম! তোমার বাণ-বলে পীড়িত হইয়া রাম কেবল শয়ন করিবেন মাত্র; অনন্তর তাঁহাকে জয় করিয়া তুমিই পুনরায় প্রিয়তম সম্বোধনাস্ত্র দ্বারা উত্থাপিত করিবে। অতএব হে পার্থিব! প্রভাতে রথস্থিত হইয়া এইরূপ কর; প্রসুপ্ত অথবা মৃত, উভয়ই আমরা তুল্যজ্ঞান করি। হে কৌরব! রামের কদাচ মৃত্যু হইবে না; অতএব সম্যক্ উৎপন্ন এই প্রস্বাপ অস্ত্রের যোজনা কর।" হে রাজন্! সেই ভাস্বরমূর্ত্তি, সমানরূপ-বিশিষ্ট অষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া সকলেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক-শততম-অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রজনী অতীত হইলে আমি জাগরিত হইলাম এবং সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া যথেষ্ট হর্ষলাভ করিলাম। পরে রামের ও আমার সর্ব্বলোক-লোমাঞ্চকর পরমাদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে ভারত! তৎকালে ভার্গব আমার উপরে বাণময় বৃষ্টিপাত করিলেন এবং আমিও শরজাল দ্বারা তাহা নিবারিত করিলাম। অনন্তর সেই মহাতপা তৎকালের ও পূর্ব্ব দিনের কোপে সংক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি বাসবের বজ্র তুল্য কঠিন, সাক্ষাৎ যমদণ্ড-সদৃশী শক্তি নিক্ষিপ্ত করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই ঘোররূপা শক্তি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিমতী হইয়া, যেন সমরের সর্ব্বদিকে পরিলেহন করিতে লাগিল এবং পরিশেষে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় দ্রুতবেগে আসিয়া আমার স্কন্ধের সন্ধি স্থলে পতিতা হইল। হে লোহিতাক্ষ মহাবাহো! তখন রাম কর্ত্তৃক বিক্ষত হওয়ায় গৈরিক ধাতু নিস্রবকারী ভূধরের ন্যায় আমার অজস্র রক্তস্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর আমি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া জামদগ্ন্যের প্রতি সর্পবিষোপম, মৃত্যু-সদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিলাম। মহারাজ! সেই বীরবর দ্বিজ-সত্তম তদ্দ্বারা ললাটে অভিহত হইয়া শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সংরম্ভপরবশ হইয়া বল সহকারে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শত্রুবিমর্দ্দন কালান্তক-সদৃশ শর সন্ধান করিলেন। সেই উগ্রশর গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায়

আমার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। তাহাতে আমি রুধিরে কলুষিত হইয়া ধরাতলগামী হইলাম, কিন্তু পুনরায় চেতন লাভ করিয়া ধীসম্পন্ন জামদগ্ন্যের প্রতি জ্বলন্তী, অশনীর ন্যায় দীপ্তিমতী শক্তি নিক্ষেপ করিলাম। হে রাজন! ঐ শক্তি সেই দ্বিজবরের বক্ষঃস্থলে পতিতা হইল। তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়মিত্র মহাতপা অকৃতব্রণ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শুভ বাক্যাবলি দ্বারা অনেক প্রকারে আশ্বাস দিতে থাকিলেন। অনন্তর মহাব্রত রাম সমাশ্বস্ত ও ক্রোধামর্ষসমন্বিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাহার প্রতিঘাত নিমিত্ত পরম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। মহারাজ! সেই মহাস্ত্র যেন যুগান্ত প্রদর্শন করত প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হে ভরতসত্তম! রামকে কি আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া অন্তরীক্ষ মধ্যেই সেই উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের সমাগম হইল। তখন সমগ্র গগনতল তেজোময় হইয়া উঠিল এবং সমস্ত প্রাণিবর্গই সাতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হইল। অস্ত্র তেজে সম্পীড়িত হইয়া কি ঋষি, কি গন্ধর্ব্ব, কি দেবতা, সকলেই অতিমাত্র সন্তাপান্বিত হইলেন। পর্ব্বত, বন ও বৃক্ষ সকলের সহিত পৃথিবী বিচলিতা হইল এবং প্রাণিমাত্রেই সন্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইল। নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইল এবং দশ দিকে প্রভূত ধূমরাশি সঞ্চরিত হইতে লাগিল; সুতরাং খেচরেরাও আকাশে অবস্থান করিতে পারিলেন না। অনন্তর দেবাসুররাক্ষসগণসম্বলিত সমস্ত লোকে হাহাকার উৎপন্ন হইলে 'এই উত্তম অবসর', এইরূপ চিন্তা করত আমি ত্বরান্বিত হইয়া ব্রহ্মবাদিগণের বচনক্রমে প্রস্বাপাস্ত্র প্রয়োগে অভিলাষী হইলাম। তৎকালে সেই বিচিত্র অস্ত্রও আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হইল।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর অন্তরীক্ষে "হে কৌরবনন্দন ভীষ্ম! প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিও না" এইরূপ মহান্ কলকলা শব্দ উত্থিত হইল। তথাপি আমি ভৃগুনন্দনের প্রতি সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। তখন নারদ আমাকে কহিলেন, হে কৌরব্য! দেখ আকাশে এই দেবগণ অবস্থিত রহিয়াছেন; ইঁহারা সকলেই তোমাকে নিবারণ করিতেছেন, অতএব তুমি প্রস্বাপাস্ত্র প্রয়োগ করিও না। হে ভারত! রাম তপস্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বিশেষত গুরু; অতএব কোন প্রকারে তাঁহার অবমান করিও না। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর আমি সেই আট জন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে আকাশস্থ দেখিলাম। তাঁহারা সহাস্য করত আমাকে কহিলেন, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নারদ যাহা বলিতেছেন, তাহাই কর; যেহেতু ইহা লোকের পরম হিতকর।"

অনন্তর আমি সেই মহৎ প্রস্বাপনাস্ত্রের প্রতিসংহার করিয়া বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রই দীপিত করিলাম। হে রাজ-সিংহ! তখন রোষাবিষ্ট পরশুরাম সেই প্রস্বাপনাস্ত্র নিবর্ত্তিত হইল দেখিয়া সহসা এই কথা বলিলেন, ভীষ্ম আমাকে পরাজিত করিল; আমি অতিশয় মন্দবুদ্ধি! তদনন্তর জামদগ্ন্য মাননীয় স্বকীয় পিতৃপিতামহগণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই স্থলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন এবং তৎকালে সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে তাত! তুমি পুনর্ব্বার কোন ক্রমেই এরূপ সাহস করিও না;—ভীষ্মের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আর কখনই উৎসাহ করিও না। হে ভৃগুনন্দন! যুদ্ধ ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণদিগের কেবল স্বাধ্যায় ও ব্রত-চর্য্যাই পরম ধন। পূর্ব্বে কোন কারণোপলক্ষে আমরা তোমাকে এই শস্ত্রধারণের কথা বলিয়াছিলাম এবং তুমিও সেই অতি প্রচণ্ড অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। হে মহাবাহো! সমরে ভীষ্মের সহিত তোমারএই যুদ্ধ এই পর্য্যন্তই পর্য্যাপ্ত হইল; অতএব হে বৎস! সংপ্রতি এই রণস্থল হইতে অপসৃত হও। হে ভার্গব! তোমার ধনুর্দ্ধারণও এই পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত হইল; অতএব হে দুরাধর্ষ! ইহা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তপস্যা কর। সমস্ত দেবগণ এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই সংগ্রামে হইতে নিরস্ত হও; গুরু জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিও না; ইঁহাকে সমরে পরাজয় করা তোমার উচিত নহে; হে গাঙ্গেয়! রণাঙ্গনে এই ব্রাহ্মণের যথোচিত সম্মান কর, পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া নিবারিত ও প্রসাদিত করিয়াছেন। অতএব হে বৎস? আমরাও তোমার গুরু, একারণ তোমাকে বারণ করিতেছি। হে পুত্র! ভীষ্ম বসুগণের মধ্যে একজন প্রধান; অতএব ভাগ্যক্রমে তুমি যে জীবিত রহিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট। হে ভার্গব! শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন এই মহাযশা বসুকে, তুমি কি প্রকারে পরাজয় করিতে পারিবে? অতএব সম্প্রতি নিরস্ত হও! স্বয়ম্ভূ বিধাতা, পুরন্দরপুত্র বলশালী পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জনকে ভীষ্মের যথাকালে মৃত্যুরূপে নির্ম্মিত করিয়াছেন।" ভীষ্ম কহিলেন, রাম নিজ পিতৃগণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধে কখন নিবৃত্ত হইব না, এইরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছি, এবং পূর্ব্বেও আর কোনকালে সমরে নিবর্ত্তিত হই নাই; অতএব হে পিতামহগণ! ইচ্ছা হয়, আপনারা গঙ্গাতনয়কেই যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করুন, আমি এই যুদ্ধ হইতে কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হইব না।" হে রাজন্! অনন্তর সেই ঋচীক প্রভৃতি মুনিগণ তৎকালে নারদের সহিত মিলিত হইয়া আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে তাত। সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হও; এই দ্বিজোত্তমের সম্মান কর।" তখন আমিও ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতীক্ষায় তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলাম, লোকে আমার এই ব্রত আছে যে, আমি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে শরদ্বারা অভিহত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না। আমি না লোভ, না কৃপণতা, না ভয়, না অর্থলিপ্সা কিছুতেই চিরন্তন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়। হে নরপতে! অনন্তর নারদ প্রভৃতি সমস্ত মুনিগণ ও আমার মাতা ভাগীরথী রণমধ্যে আগমন করিলেন, তথাপি আমি সেইরূপ ধনুঃশরধারী ও দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত রহিলাম। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পুনরায় ভৃগুনন্দনকে কহিলেন, হে ভার্গব! বিপ্রগণের হৃদয় নবনীত-তুল্য কোমল; অতএব তুমিই শান্ত হও। হে রাম! হে রাম! হে দ্বিজোত্তম! এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও? হে ভৃগুনন্দন। ভীষ্ম তোমার অবধ্য এবং তুমিও ভীষ্মের অবধ্য। সেই পিতৃগণ রণস্থল প্রতিরোধ করিয়া সক-

লেই এই কথা বলিতে বলিতে রামকে শস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন। অনন্তর আমি সেই সমুদিত গ্রহপুঞ্জের ন্যায় দীপ্যমান ব্রহ্মবাদী অষ্ট ঋষিকে পুনরায় দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা সমরে স্থিত আমাকে প্রণয় সম্বলিত এই বাক্য কহিলেন, হে মহাবাহো! লোকের হিত কার্য্য কর; বিনীতভাবে তোমার গুরু পরশুরামের সন্নিহিত হও। তখন আমি রামকে সেই সুহৃদ্বাক্যে নিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া লোকের হিত-করণার্থ স্বীয় সুহৃদ্বাক্য গ্রহণ করিলাম। অনন্তর অত্যন্ত বিক্ষত হইয়াও রামসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিলাম। মহাতপা রামও প্রেমভরে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে কহিলেন, ভীষ্ম! এই পৃথিবীতলস্থ সমস্ত লোকমধ্যে তোমার সমান ক্ষত্রিয় পুরুষ আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; এই যুদ্ধে তুমি আমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলে, সম্প্রতি গমন কর। আমাকে এই কথা বলিয়া ভার্গব সেই মহাত্মগণ-মধ্যে আমার সমক্ষেই সেই কন্যাকে আহ্বানপূর্ব্বক দীনবচনে পশ্চাদুক্তরূপে সম্ভাষণ করিলেন।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

রাম কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি যে সামর্থ্য অনুসারে পরম পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলাম, ইহা সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ হইল। নিরতিশয় উত্তমাস্ত্র সমস্ত প্রদর্শন করিলাম, তথাপি শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। আমার যতদূর শক্তি ও বল আছে, তাহা এই প্রকাশ করিলাম, অতএব হে ভদ্রে! এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর। তোমার অপর কার্য্যই বা আমি কি করিব, সম্প্রতি তুমি ভীষ্মেরই শরণাপন্না হও; এতদ্ভিন্ন তোমার আর অন্য গতি নাই; দেখ, আমি পরমাস্ত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ভীষ্মকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলাম। মহামনা পরশুরাম এইরূপ উক্তি করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইলেন। অনন্তর অম্বা তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা বলিতেছেন, যথার্থ বটে; এই উদার-বুদ্ধি ভীষ্ম সমরে অমরগণেরও অজেয়। আপনার যাদৃশী শক্তি ও যেরূপ উৎসাহ, আপনি তদনুসারেই আমার কার্য্য করিয়াছেন, রণে অনিবার্য্য বীর্য্য ও বহুবিধ অস্ত্রজাত প্রদর্শন করিলেন, তথাপি ভীষ্ম অপেক্ষা বিশিষ্ট হইতে পারিলেন না; কিন্তু হে তপোধন! আমিও ঐ ভীষ্মের নিকটে পুনর্ব্বার আর কোন ক্রমেই গমন করিব না; সেই স্থলে যাইব, যেখানে আপনিই উঁহাকে সমরে পরাস্ত করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া কন্যা রোষে ব্যাকুল-নয়না হইয়া গমন করিলেন এবং আমার বধ চিন্তা করত তপস্যায় কৃতসংকল্পা হইলেন। অনন্তর ভৃগুসত্তম জামদগ্ন্য সেই মুনিগণের সহিত আমাকে বিদায়-কাল সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপেই মহেন্দ্র শিখরে গমন করিলেন। হে ভারত! তখন আমি রথারোহণ করিয়া দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জননী সত্যবতীকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম এবং তিনিও আমাকে প্রতিনন্দিত করিলেন। মহারাজ! তৎপরে আমি অম্বার বৃত্তান্ত বিজ্ঞানার্থ প্রজ্ঞা-সম্পন্ন সুনিপুণ পুরুষসকলকে আদেশ করিলাম। সেই নিযুক্ত চারেরাও আমার প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিত্য অবহিত থাকিয়া সেই কন্যার দৈনন্দিন গতি, ভাষিত ও চেষ্টিত সমস্ত প্রত্যাহরণ করিতে লাগিল। হে তাত! অম্বা যখন তপস্যায় কৃতসংকল্পা হইয়া বনে গমন করিলেন, তখনই আমি ব্যথিত, দীনভাবাপন্ন ও গত-চেতন হইলাম; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞের নিকটেই আমার ভয় হইয়া থাকে; তপস্যায় শংসিত-ব্রত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন ক্ষত্রিয়ই বীর্য্য-দ্বারা আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে নাই। হে রাজন্! আমি নারদ ব্যাসের নিকটেও এই কার্য্য নিবেদন করিলাম; তাহাতে তাঁহারা আমাকে বলিলেন, ভীষ্ম! তুমি কাশিকন্যার প্রতি বিষাদ করিও না; পুরুষকার-দ্বারা কোন্ মানব দৈবকে অতিক্রম করিতে উৎসাহান্বিত হয়? মহারাজ! সেই কন্যা আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক যমুনার তীর আশ্রয় করিয়া অলৌকিক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি নিরাহারা, কৃশা, রুক্ষা, জটিলা, মলপঙ্কবাহিনী ও স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলা হইয়া ছয় মাসকাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যায় অবস্থিতা রহিলেন, তাহার পর এক বৎসর যমুনা জল আশ্রয় করিয়া নিরাহারে উপবাস করত ব্রত ধারণ করিলেন, পরে একটিমাত্র গলিতপত্র ভোজনদ্বারা অপর এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সেই তীব্রকোপা তপোধনা পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা অধিষ্ঠিতা হইয়া এইরূপে দ্বাদশ বর্ষকাল তপস্যা দ্বারা স্বর্গ ও ধরণীকে তাপিতা করিলেন। জ্ঞাতিগণ বিস্তর চেষ্টা পাইলেও কিছুতেই আর তাঁহাকে নিরস্তা করিতে পারিলেন না। অনন্তর অম্বা পুণ্যশীল মহাত্মা তাপসগণের আশ্রমভূতা সিদ্ধচারণ-সেবিতা বৎসভূমিতে গমন করিলেন। তথায় পুণ্যতীর্থ সকলে দিবানিশি অবগাহন করত যথেচ্ছবিচারিণী হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি ক্রমে ক্রমে নন্দাশ্রমে, উলূকাশ্রমে, চ্যবনের আশ্রমে, ব্রহ্ম-স্থানে, প্রয়াগে, দেবযজনে, দেবারণ্যে, ভোগবতীতে, বিশ্বামিত্রের আশ্রমে, মাণ্ডব্যের আশ্রমে, দিলীপের আশ্রমে, রাম-হ্রদে, ও গৈলমার্গের আশ্রমে বিচরণ করিলেন। হে বিশাম্পতে! সেই কাশিরাজকন্যা দুষ্কর ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে এই সমস্ত তীর্থে কলেবর ধৌত করিয়াছিলেন। হে কৌরব্য! কোন দিন জলে অবস্থিতা আমার জননী তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছ? আমাকে যথার্থ করিয়া বল। তাহাতে সেই অনিন্দিতা কাশিকন্যা অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে দেবি! হে চারুলোচনে! ভীষ্ম রামকে সমরে নির্জ্জিত করিয়াছে; অন্য আর কোন্ মহীপতি সেই উদ্যতাস্ত্র মহাবীরকে জয় করিতে পারে? অতএব আমি ভীষ্মের বিনাশার্থ সুদারুণ তপস্যা করিব, এই মনে করিয়াই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি। হে দেবি! কোন ক্রমে সেই নৃপতিকে নিহত করিতে পারি, ইহাই আমার ব্রতের পরম ফল। অনন্তর সাগরগামিনী জননী তাঁহাকে কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি কুটিলআচরণ করিতেছ, হে অবলে! তোমার এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। হে কাশিকন্যে! যদি ভীষ্মের বধার্থে তুমি এই ব্রতাচরণ কর এবং ব্রতস্থা হইয়া যদি শরীর বিসর্জ্জন কর, তবে কুটিল-সঞ্চারিণী নদীরূপ প্রাপ্ত হইবে। কেবল বর্ষাকালেই তোমার জল হইবে, অন্য অষ্ট মাস তুমি শুষ্কা

রহিবে। অপিচ তোমার তীর্থ সকল কদর্য্য হইবে এবং কেহই তোমাকে জানিতে পারিবে না। তুমি ভীষণ-নক্রবতী ও ঘোররূপা হওয়ায় সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্করী হইবে। হে রাজন্! আমার মাতা মহাভাগা ভাবিনী ভাগীরথী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কাশিকন্যাকে এইকথা বলিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর সেই বরবর্ণিনী পুনর্ব্বার ব্রতাবলম্বিনী হইয়া কখন আট মাস, কখন বা দশ মাসেও জল পর্য্যন্ত আহার করেন না; হে কৌরব্য। তিনি তীর্থলোভে ইতস্তত পরিধাবন করত পুনরায় বৎসভূমিতে পতিতা হইলেন; তথায় বর্ষাকাল-বাহিনী বহুল গ্রাহবতী, দুস্তার্ণা, কুটিলা নদীরূপে প্রথিতা হইলেন। হে রাজন্! অম্বা সেই তপস্যা-দ্বারা দেহের অর্দ্ধভাগে বৎসভূমিতে নদী হইলেন এবং অপর অর্দ্ধ-ভাগে কন্যাও থাকিলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর সেই তাপসেরা সকলে কাশিরাজ-কন্যাকে তপস্যায় ধৃতসংকল্পা দেখিয়া নিবারিতা করিলেন এবং তাঁহার কার্য্য কি, ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অম্বা সেই তপোবৃদ্ধ ঋষিগণকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি ভীষ্ম-কর্ত্তৃক নিরাকৃতা ও পতি-ধর্ম্ম হইতে ভ্রংশিতা হইয়াছি; অতএব তাঁহারই বধের নিমিত্ত আমার এই দীক্ষা, স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত নহে। ভীষ্মকে নিহত করিয়া শান্তি লাভ করিব, ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়। হে তাপসবর্গ! যাহার নিমিত্ত আমি এই চিরন্তনী দুঃখবসতি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পতিলোক হইতে বিহীনা হইয়া না স্ত্রী, না পুরুষ হইয়া রহিয়াছি, সেই গঙ্গাতনয়কে যুদ্ধে বিনষ্ট না করিয়া আর নিবৃত্তা হইব না। আপনাদিগকে এই যে কথা বলিলাম, ইহাই আমার হৃদয়স্থিত সংকল্প। আমি স্ত্রী-ভাবে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বেদ প্রাপ্তা হইলাম, এক্ষণে পুরুষত্ব লাভে কৃতনিশ্চয়া হইয়া ভীষ্মের প্রতি বৈরনির্য্যাতন নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি; অতএব আপনারা আর আমাকে নিবারণ করিবেন না। হে ভারত! অনন্তর দেবদেব শূলপাণি উমাপতি সেই মহর্ষিগণ-মধ্যে নিজরূপে ঐ তাপসীকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার কি অভীষ্ট আছে, প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বরপ্রার্থনা নিমিত্ত প্রেরিতা হইয়া সেই মনস্বিনী আমার পরাজয়-কামনা করিলেন। তাহাতে মহাদেব "অবশ্য বধ করিবে" তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। অনন্তর অম্বা পুনরায় রুদ্রকে কহিলেন, হে দেব!, আমি স্ত্রী হইয়া যুদ্ধে জয় করিব, ইহা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? হে ভূতেশ্বর উমাপতে! স্ত্রী-ভাব বিশেষত তপস্যাদ্বারা আমার মন প্রগাঢ়রূপে শান্ত হইয়াছে, আপনিও ভীষ্মের পরাজয় অঙ্গীকার করিলেন, অতএব হে বৃষধ্বজ! শান্তনু-তনয় ভীষ্ম যাহাতে আমার বধ্য হয়, তাহা করুন। আমি তাহার সহিত যুদ্ধে সমাগতা হইয়া যাহাতে তাহাকে নিহত করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন।

তখন মহাদেব বৃষধ্বজ সেই কন্যাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, ইহা অবশ্যই সত্য হইবে। তুমি ভীষ্মকে সমরে বিনষ্ট করিবে, পুরুষত্বও লাভ করিবে এবং অন্য দেহে গমন করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তও স্মরণ করিবে। দ্রুপদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি মহারথ, শীঘ্রাস্ত্র, চিত্র-যোধী ও সুসম্মত যোদ্ধা হইবে। হে কল্যাণি! আমি যাহা বলিলাম, সকলই সত্য হইবে; তুমি কিয়ৎকাল পরে পুরুষ হইবে। বৃষধ্বজ কপর্দ্দী মহাদেব এইরূপ উক্তি করিয়া বিপ্র-গণের সাক্ষাতেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর অনিন্দিতা বরবর্ণিনী অম্বা সেই মহর্ষিগণের গোচরে বন হইতে কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক যমুনা নদী সমীপে মহতী চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হুতাশন সংযোগ করিলেন। মহারাজ! সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ঐ কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা রোষ-প্রদীপ্ত-চিত্তে "ভীষ্মের বধার্থে আমি এই অগ্নিতে প্রবেশ করি," এই বলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একোননবত্যধিক শততম অধ্যায় অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে যোধপ্রবর গঙ্গানন্দন পিতামহ! শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা থাকিয়া পশ্চাৎ কিরূপে পুরুষ হইল, তাহা বর্ণন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সুবিখ্যাত মহী-পতি দ্রুপদরাজের প্রিয়তমা মহিষী অপুত্রা ছিলেন। মহারাজ! এই সময়ে দ্রুপদরাজ আমার বধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘোরতর তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক আশুতোষকে তোষিত করিয়াছিলেন। "হে ভগবন্! আমি ভীষ্মের প্রতিহিংসা কামনায় পুত্র ইচ্ছা করিতেছি; অতএব হে শঙ্কর! কন্যা ব্যতিরেকে আমার যেন একটি পুত্র হয়" তাঁহার এই প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণে দেব দেব কহিলেন, তোমার স্ত্রী অথচ পুরুষ এরূপ এক সন্তান হইবে; হে মহীপাল! তুমি নিবৃত্ত হও, আমি যে কথা বলিলাম, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না। দ্রুপদ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নগরে গমনানন্তর ভার্য্যাকে কহিলেন, হে মহাদেবি! আমি বিস্তর যত্ন করিয়া তপস্যায় শম্ভুকে প্রসাদিত করিয়াছি; তিনি বলি-লেন, তোমার কন্যা অথচ পুত্র এরূপ এক সন্তান হইবে তাহাতে আমি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেও শঙ্কর কহিলেন দৈব, কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব হে ভাবিনি তাহার আর অন্যথা হইবে না; কেন না সেইরূপই ভবিতব্য অনন্তর মনস্বিনী দ্রুপদ-রাজপত্নী ঋতুকালে নিয়মবদ্ধা হইয়া দ্রুপদের সহিত সহবাস করিলেন এবং শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা যথাকালে গর্ভ লাভ করিলেন। মহারাজ! নারদ আমাকে শিখণ্ডীর যেরূপ জন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। হে কুরুনন্দন! সেই রাজীব-নয়না মহাদেবী গর্ভধারণ করিলে মহারাজ দ্রুপদরাজ পুত্র-স্নেহ হেতু সর্ব্বতোভাবে ভার্য্যার সুখ পরিচর্য্যা করিলেন। হে রাজন্! দ্রুপদ অপুত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভার্য্যা যে যে অভিলাষ করিলেন, সকলই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই নৃপ-মহিষী যথাকালে উৎকৃষ্ট-রূপা একটি কন্যা প্রসব করি-লেন। হে রাজেন্দ্র! দ্রুপদরাজের পুত্র না থাকায় তাঁহার মনস্বিনী ভামিনী 'আমার এই পুত্র হইল' বলিয়া প্রচার করিলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর দ্রুপদরাজা সেই প্রচ্ছন্ন কন্যাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিয়া তাহার সমস্ত পুত্রকার্য্য করাই-লেন এবং তাঁহার মহিষীও পুত্র পুত্র বলিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে

মন্ত্র রক্ষা করিলেন। নগর মধ্যে একমাত্র দ্রুপদ ভিন্ন আর কোন পুরুষই সেই কন্যাকে কন্যা বলিয়া জানে না। হে রাজন্! দ্রুপদ অচ্যুত তেজা মহাদেবের বাক্যে শ্রদ্ধালু হইয়াই সেই কন্যাকে প্রচ্ছন্ন করত পুরুষ বলিয়া প্রচার করিলেন এবং পুরুষবর্দ্ধিবান-যুক্ত জাতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইলেন। লোকে ঐ কন্যাকে শিখণ্ডী বলিয়া জানে, কিন্তু আমিই একাকী চারদ্বারা এবং নারদের বচন, দেব-বাক্য ও অম্বার তপস্যা দ্বারা তাহার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি।

নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! পরন্তপ দ্রুপদরাজ কন্যার লেখ্য ও শিল্প প্রভৃতি সর্ব্ব কর্ম্মে যত্ন করিলেন। শিখণ্ডী বাণ ও অস্ত্র-শিক্ষায় দ্রোণের শিষ্য হইল। তাহার বরবর্ণিনী জননী পুত্রের ন্যায় কন্যার দারপরিগ্রহ নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ! তখন দ্রুপদরাজা কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া এবং মনে মনে স্ত্রী-জ্ঞান করিয়া ভার্য্যার সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। দ্রুপদ কহিলেন, দেখ, আমার এই শোকবর্দ্ধিনী কন্যা যৌবন কাল প্রাপ্ত হইল; আমি শূলপাণির বচনক্রমে ইহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। ভার্য্যা কহিলেন, মহারাজ! তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না; ত্রৈলোক্যের কর্ত্তা হইয়া মহাদেব কি প্রকারে মিথ্যা বলিবেন? হে রাজন্! যদি আমার বাক্যে আপনার আস্থা হয়, তবে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং শুনিয়া আপন মতানুসারে কার্য্য করুন। যত্ন সহকারে বিধিপূর্ব্বক ইহার দারসংগ্রহ করুন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শিব বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে।

অনন্তর তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে সেই কার্য্যে নিশ্চয় করিয়া দশার্ণাধিপতির কন্যাকে নিজ কন্যার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। রাজসিংহ দ্রুপদরাজ কুলানুসারে সমস্ত রাজগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দশার্ণ ভূপতির দুহিতাকেই শিখণ্ডীর দারার্থে বরণ করিলেন। হিরণ্যবর্ম্মা নামে বিখ্যাত দশার্ণ মহীপতিও সেই শিখণ্ডীকে কন্যা প্রদান করিলেন। সেই মহামনা হিরণ্যবর্ম্মা দশার্ণ-দেশে মহান, সুদুর্জ্জয়, মহতী সেনা বিশিষ্ট, দুর্দ্ধর্ষ রাজা ছিলেন। হে রাজসত্তম! বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে সেই কন্যা ও শিখণ্ডিনী উভয়েই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ যুবতী হইল। শিখণ্ডী দারপরিগ্রহ করিয়া কাম্পিল্য নগরে প্রত্যাগমন করিল। কিয়ৎ কাল পরে সেই কন্যা উহাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারিল; হিরণ্যবর্ম্মার কন্যা শিখণ্ডীকে শিখণ্ডিনী জানিয়া লজ্জা-নম্র বদনে ধাত্রী ও সখীগণের নিকটে ঐ পাঞ্চালরাজ-দুহিতার স্বরূপ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। হে রাজশার্দ্দূল! তখন দশার্ণরাজের ধাত্রীগণ পরম দুঃখান্বিতা হইয়া প্রভু-সন্নিধানে দূতী সমস্ত প্রেরণ করিল। সেই দূতীরাও দশার্ণাধিপের নিকটে প্রবঞ্চনার বৃত্তান্ত যথাবৎ বিজ্ঞাপন করিল এবং রাজাও শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। এ দিকে শিখণ্ডীও নারীভাব গোপন করত আহ্লাদযুক্ত হইয়া পুরুষের ন্যায় রাজকুলে বিচরণ করিতে থাকিল।

হে রাজেন্দ্র! রাজা হিরণ্যবর্ম্মা কতিপয় দিবসান্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষে পীড়িত হইলেন, অনন্তর অতিশয় কোপান্বিত হইয়া দ্রুপদ-সদনে দূত প্রেরণ করিলেন। হিরণ্যবর্ম্মার দূত দ্রুপদের সন্নিহিত হইয়া একাকী তাঁহাকে একান্তে লইয়া নির্জ্জনে এই কথা বলিল, হে রাজন্! আপনি প্রতারণা করায় দশার্ণরাজ আক্রোশে প্রকুপিত হইয়া আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, হে নরপতে! তুমি যে মোহ প্রযুক্ত নিজকন্যার্থে আমার কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলে, সে তোমার নিন্দনীয় দুর্ম্মন্ত্রণার কার্য্য। তুমি আমার অবমাননা করিতেছ বটে, কিন্তু রে দুর্ম্মতে! সম্প্রতি তোমার সেই প্রতারণার ফল প্রাপ্ত হও; আমি এই তোমাকে অমাত্য-বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত করি; স্থির হও।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন! দূতকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া গৃহীত-তস্করের ন্যায় দ্রুপদের মুখে আর বাক্য সরিল না। তিনি মধুর সম্ভাষী দূতগণ দ্বারা 'ঐরূপ নহে', এই প্রকার সন্দেশ প্রেরণ করত বৈবাহিকের প্রসাদনার্থে অত্যন্ত যত্ন করিলেন। কিন্তু রাজা হিরণ্যবর্ম্মা পুনরায় সন্ধান করিয়া জানিলেন, শিখণ্ডী পাঞ্চালের কন্যাই বটে; সুতরাং ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধ-যাত্রার অভিসন্ধি করিলেন। অনন্তর তিনি ধাত্রীগণের বচনক্রমে দুহিতার সেই প্রতারণা-বৃত্তান্ত অমিততেজস্বী মিত্রগণের নিকটে প্রেরণ করিলেন। হে ভারত! সেই রাজসত্তম হিরণ্যবর্ম্মা সুমহৎ বল সংগ্রহ করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভিযোগে মতি করিলেন এবং মন্ত্রিবর্গে মিলিত হইয়া তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই মহাত্মা রাজগণের এইরূপ নিশ্চয় হইল যে, শিখণ্ডী কন্যা, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চালরাজকে বন্ধন করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিব এবং অন্য কোন নরেশ্বরকে পাঞ্চালে রাজা করিয়া শিখণ্ডীর সহিত দ্রুপদকে নিহত করিব; তখন নরাধিপ হিরণ্যবর্ম্মা তাহাই নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া 'তোমাকে বধ করি, স্থির হও!' এই বলিয়া পুনর্ব্বার দ্রুপদের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! দ্রুপদরাজা স্বভাবতই ভীত, তাহাতে সেই পাপহেতুক অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শোকব্যথিত হইয়া হিরণ্যবর্ম্মার নিকটে দূত প্রেরণপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত নির্জ্জনে সমাগত হইয়া ভয়াবিষ্ট ও শোকাভিহত-চিত্তে সেই শিখণ্ডিনী-জননী প্রেয়সী মহিষীকে কহিলেন, হে সুশ্রোণি! আমাদিগের বৈবাহিক সুমহাবল হিরণ্যবর্ম্মা নরপতি সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক কোপভরে আমার প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এক্ষণে এই কন্যার প্রতি আমরা কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিলাম, তোমার পুত্র শিখণ্ডী কন্যা বলিয়া পরিশঙ্কিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত হিরণ্যবর্ম্মা 'আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি'; ইহা মনে করিয়া যত্ন-সহকারে পরিচিন্তন-পূর্ব্বক মিত্র, বল ও অনুচরগণের সহিত মিলিয়া আমার উচ্ছেদসাধনে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব হে ভদ্রে! এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। তোমার বাক্য শুনিয়া আমি তদনুরূপ বিধান করিব। হে বরবর্ণিনি! দেখ, আমিও সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এবং বালা শিখণ্ডিনী ও তুমি, তোমরাও উভয়ে মহাক্লেশগ্রস্ত হইয়াছ; অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সকলের মোচনার্থে যথার্থ তত্ত্ব বল। হে শুচিস্মিতে! আমি শুনিয়া সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি। হে

বরায়েছে ! তুমি যদিও আমাকে পুত্রধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়াছ, অর্থাৎ কন্যার প্রতি পুত্রের কার্য্য করাইয়াছ, তথাপি শিখণ্ডীর কি আপনার বিষয়ে ভয় করিও না ; আমি কৃপা করিয়া তোমাদের প্রতি যথাবৎ বিধান করিব। কিন্তু হে মহাভাগে ! মহীপতি দশার্ণরাজকে আমি যে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, তদ্বিষয়ে যিরূপ হিত বিধান করিব বল।

পাঞ্চালরাজ জানিয়া শুনিয়াও কেবল অপরের নিকটে আপনার নির্দ্দোষতা প্রচারার্থে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে মহিষীকে জিজ্ঞাসিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে পশ্চাদুক্ত-রূপে প্রত্যুত্তর দিলেন।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন,হে নরাধিপ ! অনন্তর শিখণ্ডীর মাতা ভর্ত্তাকে কন্যা শিখণ্ডিনীর যথার্থ বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন ; বলিলেন, মহারাজ ! আমার পুত্র না থাকায় সপত্নীগণের ভয়প্রযুক্তই,এই কন্যা শিখণ্ডিনী জন্মিলে, ইহাকে পুরুষ বলিয়া আপনার নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম ; আপনিও আমার প্রীতিপূর্ব্বক সেই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং কন্যার পুত্রবৎ জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অপিচ আপনি দশার্ণাধিপের কন্যার সহিত ইহার বিবাহও দিয়াছিলেন এবং আমিও বাক্য দ্বারা তাহার প্রতিপোষকতা করিয়াছিলাম। হে রাজন্ ! 'কন্যা হইয়া পুরুষ হইবে' দেব বাক্যের এইরূপ অর্থ দর্শন জন্যই আমি তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম। হে ভারত ! ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞসেন দ্রুপদরাজ মন্ত্রজ্ঞদিগকে সমস্ত তত্ত্ব বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রজারক্ষণ বিষয়ে যথাযুক্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনি যথাবৎ প্রতারণা করিয়াও "আমি দশার্ণক নরপতির সহিত উপযুক্ত সম্বন্ধই করিয়াছি"এইরূপ উপপাদনপূর্ব্বক মন্ত্রণায় একাগ্র হইয়া কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র ! তাঁহার নগর স্বভাবতই পরিরক্ষিত ছিল, তথাপি আপৎকাল উপস্থিত হওয়ায় তিনি সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার রক্ষা বিধান করিলেন। হে ভরতর্ষভ ! দশার্ণপতির সহিত বিরোধে পাঞ্চালরাজ ভার্য্যার সহিত অতীব পীড়া প্রাপ্ত হইলেন। বৈবাহিকের সহিত কি প্রকারে আমার এই মহান্ বিগ্রহ উপস্থিত না হয়, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎকালে তিনি দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তখন নৃপ-মহিষী তাঁহাকে সেইরূপ দেব-পরায়ণ ও পূজা-তৎপর দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ ! দেবগণের আরাধনা নিতান্ত কল্যাণ-সাধন বলিয়া সাধুলোকদিগের অভিমত ; যে ব্যক্তি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার কথা আর কি আছে ? অতএব আপনি দশার্ণের প্রতিষেধ নিমিত্ত দেবারাধনার্থে ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করুন এবং বহুল দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত দেবতা-বর্গের পূজা ও অগ্নি সকলের হবন করুন। হে প্রভো ! যাহাতে বিনা যুদ্ধে শান্তি হয়, মনে মনে তাহাই চিন্তা করুন। দেবগণকে প্রসাদিত করিলে সকলই হইবে। হে বিশালাক্ষ ! পুরের অবিনাশ নিমিত্ত আপনি মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহারও যথাবৎ অনুষ্ঠান করুন ; কেন না পুরুষকার-যুক্ত হইলেই দৈব সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে ; উভয়ের পরস্পর বিরোধে সিদ্ধি হয় না। অতএব হে রাজেন্দ্র ! সচিবগণের সহিত নগর রক্ষার বিধান করিয়া কামানুসারে দেবগণের আরাধনা করুন। তৎকালে তাঁহারা শোকপরায়ণ হইয়া এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহাদিগের কন্যা তপস্বিনী শিখণ্ডী লজ্জিতার ন্যায় হইল। অনন্তর 'ইহাঁরা আমার নিমিত্তই দুঃখিত হইয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে প্রাণ-বিনাশের সংকল্প করিল। হে রাজন্ ! শিখণ্ডিনী এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অতিশয় শোক-পরায়ণা হইয়া গৃহ-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নির্জ্জন গহন বনে গমন করিল। ঐ বন স্থূণাকর্ণ-নামে একজন সমৃদ্ধিশালী যক্ষের রক্ষিত। তাহার ভয়ে মনুষ্য মাত্রেই উহা পরিত্যাগ করে। তথায় স্থূণাকর্ণের একটি উন্নত প্রাকার ও তোরণ-যুক্ত, চূর্ণ মৃত্তিকালেপিত, উশীর-পরিমলবাহি ধূম-সমন্বিত আবাস ছিল। দ্রুপদনন্দিনী শিখণ্ডিনী ঐ আবাসে প্রবেশিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। তখন স্থূণাকর্ণ দয়ান্বিত হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, কি নিমিত্ত তোমার এরূপ উদ্যম হইয়াছে বল, আমি অচিরে তাহা সম্পন্ন করিব। তাহাতে শিখণ্ডিনী পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল "সে অসাধ্য ব্যাপার, আপনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন না।" তাহাতে যক্ষ প্রত্যুত্তর করিল। আমি অবশ্যই করিব ; হে নৃপ-নন্দিনি ! আমি ধনেশ্বরের অনুচর, সুতরাং বর প্রদানে সমর্থ ; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বল, আমি অদেয় হইলেও প্রদান করিব। হে ভারত ! তখন শিখণ্ডী সেই যক্ষ প্রধান স্থূণাকর্ণকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শিখণ্ডী কহিল, হে যক্ষ ! আমার পুত্রহীন পিতা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন ; কেন না দশার্ণাধিপতি ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবেন। সেই হিরণ্যবর্ম্মা নরপতি মহাবল ও মহোৎসাহ-সম্পন্ন ; অতএব হে যক্ষ ! আমাকে ও আমার জনক জননীকে রক্ষা করুন। হে অনিন্দিত ! আপনি আমার দুঃখ নিবারণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব আপনার প্রসাদে যাহাতে আমি পুরুষ হই, তাহাই করুন। হে মহাযক্ষ ! যে পর্য্যন্ত রাজা হিরণ্যবর্ম্মা আমার নগর হইতে অপগত না হন, সেই পর্য্যন্তই আমাকে এই প্রসাদ করুন।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতর্ষভ ! অনন্তর সেই যক্ষ শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈবোপহত হইয়া মনে মনে চিন্তা করত প্রত্যুত্তর করিল, ভদ্রে ! আমি অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু যেরূপ নিয়ম করিয়া দিতেছি শ্রবণ কর। কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমি আপনার এই পুংচিহ্ন তোমাকে প্রদান করিব, পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তুমি আমার নিকটে আগমন করিবে, সত্য করিয়া বল। আমি সংকল্পসিদ্ধ কামচারী খেচর ; যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি ; অতএব তুমি আমার প্রসাদে নগরের ও বন্ধুবর্গের সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ কর। হে নৃপনন্দিনি ! আমি তোমার এই স্ত্রী-চিহ্ন ধারণ করিব ; তুমি সত্য করিয়া আমার নিকটে প্রতিজ্ঞা কর, আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় সাধন করিব। হে কৌরব ! যক্ষ এই যে কথা কহিল, আমার দুঃখ নিমিত্ত ইহাই ভবিতব্য ছিল। যাহা হউক, শিখণ্ডী ঐ কথা শুনিয়া বলিল,

ভগবান্! আমি আপনার পুংচিহ্ন পুনঃ প্রদান করিব; হে নিশাচর! আপনি কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্ত্রীভাব ধারণ করুন। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্ম্মা প্রতিগমন করিলে আমি কন্যাই হইব এবং আপনিও পুনর্ব্বার পুরুষ হইবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! এই কথা বলিয়া তাহারা উভয়েই তদ্বিষয়ে শপথ করিল এবং পরস্পর লিঙ্গসংক্রামণ করিল। স্থূণাকর্ণ স্ত্রীলিঙ্গ ধারণ করিল এবং শিখণ্ডী সেই প্রদীপ্ত যক্ষরূপ প্রাপ্ত হইল। হে পার্থিব! অনন্তর পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার সন্নিহিত হইল এবং যাহা যাহা হইয়াছিল, দ্রুপদের নিকটে সমুদায় নিবেদন করিল। তখন দ্রুপদ তাহার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন এবং ভার্য্যার সহিত মহেশ্বরের বাক্য স্মরণ করিলেন। অনন্তর তিনি দশার্ণাধিপসমীপে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে,আমার এই পুত্র পুরুষই বটে, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। তৎকালে রাজা হিরণ্যবর্ম্মাও দুঃখশোক সমন্বিত হইয়া সহসা পাঞ্চালরাজের অভিমুখে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই দশার্ণাধিপতি কাম্পিল্য নগরের সন্নিহিত হইয়া একজন ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ দূতকে সৎকারপূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন; কহিলেন, হে দূত! আপনি আমার বাক্যে সেই নৃপাধম পাঞ্চালকে এই কথা বলিবেন যে, রে দুর্ম্মতে! তুমি যে নিজ কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যা বরণ করিয়াছিলে, সম্প্রতি সেই গর্ব্বের ফল দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজসত্তম! তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণ দশার্ণরাজ-প্রেরিত দূতস্বরূপে নগরে গমন করিয়া দ্রুপদপুরে উপনীত হইলেন। তখন পাঞ্চালরাজ শিখণ্ডীর সহিত তাঁহার নিমিত্ত গো ও অর্ঘ্য প্রভৃতি সমুচিত সৎকার প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বীরবর নরপতি হিরণ্যবর্ম্মা যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ করত কহিলেন "রে অধমাচার! তুমি যে কন্যাদ্বারা আমাকে প্রতারিত করিয়াছ, সেই পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হও। রে দুর্ম্মতে! রণভূমিতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ দান কর; আমি তোমাকে অমাত্য, পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সদ্যই উচ্ছিন্ন করিব

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্রুপদরাজ মন্ত্রিগণমধ্যে পুরোহিতের মুখে দশার্ণপতির উক্ত সেই তিরস্কার সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়াবনত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৈবাহিকের বচনক্রমে আপনি আমাকে যে বাক্য বলিলেন, আমার দূত গিয়া রাজার নিকটে ইহার উৎকৃষ্টতর উত্তর বাক্য কহিবে। অনন্তর দ্রুপদও মহাত্মা হিরণ্যবর্ম্মার নিকটে একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তখন দশার্ণাধিপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া দ্রুপদ যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই বাক্যের উল্লেখ করত কহিলেন, "আপনি সাক্ষ্যাদিদ্বারা পরীক্ষা করুন, আমার এই পুত্র নিঃসন্দেহ কুমারই বটে; আপনাকে কে মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধেয় নহে।" অনন্তর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদের সেই বাক্য শ্রবণে বিমর্ষযুক্ত হইয়া শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ জানিবার নিমিত্ত সুচারুরূপা উত্তমা যুবতী সমস্ত প্রেরণ করিলেন। তাহারাও তথ্য জানিয়া শিখণ্ডী যে মহানুভব পুরুষ, তদ্বিষয়কে সমুদয় বিবরণ দশার্ণরাজ-সমীপে নিবেদন করিল। তখন সেই মহীপতি সাক্ষিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং বৈবাহিকের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে একত্র সহবাস করিলেন। হে কৌরবেন্দ্র! জনেশ্বর হিরণ্যবর্ম্মা আহ্লাদযুক্ত হইয়া শিখণ্ডীকেও বহুল অর্থ, হস্তী, অশ্ব,গো ও মেষ সমস্ত প্রদান করিলেন এবং পরিশেষে পূজিত হইয়া স্বীয় কন্যাকে ভৎসনা করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন। হে রাজন্! হিরণ্যবর্ম্মা বিনীতরোষ ও সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়া দশার্ণে প্রতিগমন করিলে শিখণ্ডিনী অতিমাত্র হৃষ্টরূপা হইল। কিয়ৎকালের পর ধনেশ্বর যক্ষরাজ কুবের লোকমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্থূণাকর্ণভবনে আগমন করিলেন। তিনি স্থূণের গৃহোপরিভাগে বর্ত্তমান হইয়া দেখিলেন, উহা অতি বিশিষ্ট আবাস; বিচিত্র-মাল্যদাম নিচয়ে অলঙ্কৃত, চন্দ্রাতপপুঞ্জে উপসেবিত, উশীর ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যদ্বারা সুগন্ধীকৃত, সর্জ্জরসধূপিত, ধ্বজ-পতাকা-নিকরে বিভূষিত এবং মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্যভোজ্যের পেয় দ্রব্যসমূহে সুসম্পন্ন। যক্ষপতি সেই সর্ব্বত সমলঙ্কৃত, মণিরত্ন-সুবর্ণরাজি-পরিপূরিত, নানা কুসুমগন্ধাঢ্য, সিক্ত ও সংমার্জ্জিত সুশোভিত ভবন সন্দর্শন করিয়া অনুচর যক্ষদিগকে কহিলেন,হে অমিত-বিক্রম-সম্পন্ন যক্ষগণ! স্থূণের এই গৃহটী সুন্দর অলঙ্কৃত দেখিতেছি, কিন্তু সেই মন্দবুদ্ধি সম্প্রতি আমার নিকটে আসিতেছে না কেন? সেই মন্দাত্মা যখন জানিয়া শুনিয়াও আমার সন্নিহিত হইতেছে না, তখন তাহার প্রতি মহাদণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। যক্ষেরা কহিল, হে রাজন্! দ্রুপদরাজের শিখণ্ডিনী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল; স্থূণাকর্ণ কোন কারণোপলক্ষে তাহাকে নিজ পুরুষলক্ষণ অর্পণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং স্ত্রী-চিহ্ন গ্রহণপূর্ব্বক স্ত্রী হইয়া গৃহে রহিয়াছেন; সুতরাং স্ত্রীভাবাপন্ন হওয়ায় লজ্জায় অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। হে রাজন্! তিনি এই নিমিত্তই আপনার নিকটে আসিতেছেন না, ইহা শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন; বিমান এই স্থানেই থাকুক। অনন্তর যক্ষাধিরাজ পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, স্থূণকে শীঘ্র আনয়ন কর, আমি তাহার সমুচিত নিগ্রহ করিব। মহারাজ! সেই স্ত্রীস্বরূপ স্থূণাকর্ণ যক্ষেন্দ্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক লজ্জান্বিত হইয়া রহিল। তখন মহাত্মা যক্ষপতি ধনেশ্বর সম্যক্ ক্রোধযুক্ত হইয়া হে গুহ্যকগণ! এই পাপাত্মার এইরূপ স্ত্রীত্বই হউক এই বলিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন; কহিলেন, রে পাপবুদ্ধে! তুই যক্ষগণের অবমাননা করিয়া শিখণ্ডীকে নিজ লক্ষণ অর্পণ করিয়াছিস এবং আপনি তাহার স্ত্রী লক্ষণ লইয়াছিস; রে পাপকর্ম্মন্! যেহেতু তুই অভূতপূর্ব্ব অযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিস, এই নিমিত্ত অদ্য প্রভৃতি তোর স্ত্রীত্বই হইবে এবং সে পুরুষ হইয়া থাকিবে। হে তাত! অনন্তর যক্ষেরা "শাপান্ত করুন" পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া স্থূণের নিমিত্ত কুবেরকে প্রসাদিত করিল। তখন মহাত্মা যক্ষরাজ শাপান্ত করণে অভিলাষী হইয়া সেই অনুচরগণকে প্রত্যুত্তর করিলেন,হে যক্ষগণ! শিখণ্ডী নিহত হইলে স্থূণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে; অতএব এই মহামনা যক্ষ নিরুদ্বেগ হউক। এই কথা বলিয়া ভগবান্ যক্ষপতি সুপূজিত হইয়া সমুদায় অনুচরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। স্থূণাকর্ণও শাপগ্রস্ত হইয়া সেই স্থলেই নিবসতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী যথা সময়ে সেই নিশাচরের নিকটে সত্বর

আগমন করিল এবং সমাপন্ন হইয়া কহিল ভগবন্! আমি আসিয়াছি। তখন স্থূণাকর্ণ "আমি প্রীত হইলাম" পুনঃপুনঃ এই কথা বলিতে লাগিল। হে ভারত! সে রাজপুত্র শিখণ্ডীকে স্বচ্ছন্দভাবে আগত দেখিয়া তাহাকে, যাহা যাহা হইয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল, কহিল, হে নৃপনন্দন! আমি তোমার নিমিত্ত কুবের-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে যাও ইচ্ছানুসারে যথাসুখে লোকমধ্যে বিচরণ কর; তোমার এস্থানে আগমন এবং কুবেরের দর্শন উভয়ই আমি পুরাতন দৈব-নির্দ্দিষ্ট মনে করিতেছি; কোনক্রমে ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! শিখণ্ডী স্থূণযক্ষ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহাহর্ষভরে নগরে প্রত্যাগমন করিল এবং মহামূল্য বিবিধ গন্ধ-মাল্যাদিদ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, পূজনীয় বৃক্ষ ও চতুষ্পথ সকলের পূজা করিল। হে কুরুনন্দন! দ্রুপদরাজা নিজপুত্র সিদ্ধার্থ শিখণ্ডী ও বান্ধবগণের সহিত নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই স্ত্রীপূর্ব্বা কুমার শিখণ্ডীকে শিষ্য হইবার নিমিত্ত দ্রোণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহারাজ! সেই নৃপনন্দন শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমাদিগের সহিত চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছে। হে তাত! আমি দ্রুপদের প্রতি জড় অন্ধ ও বধিরাকার যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারাই আমাকে ইহা যথাবৎ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্রুপদ-তনয় রথসত্তম শিখণ্ডী এইরূপে স্ত্রী হইয়া পুরুষ হইয়াছে। অম্বা নামে বিখ্যাত কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা দ্রুপদের কুলে জন্মিয়া শিখণ্ডী হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ! সে যুদ্ধ-কামনায় ধনুষ্পাণি হইয়া সমুপস্থিত হইলে আমি তাহাকে মুহূর্ত্ত মাত্রও অবলোকন করিব না এবং প্রহারও করিব না। পৃথিবী-মধ্যে আমার এই নিত্য-ব্রত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, স্ত্রীতে কি স্ত্রীপূর্ব্বিক, স্ত্রী-স্বরূপ অথবা স্ত্রীনাম-যুক্ত পুরুষে আমি বাণ প্রয়োগ করি না। অতএব হে কৌরব-নন্দন! আমি এই কারণে শিখণ্ডীকে বধ করিব না। হে তাত! আমি শিখণ্ডীর এই জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং সমরে আততায়ী হইলেও তাহাকে নিহত করিব না। ভীষ্ম যদি স্ত্রীহত্যা করে, তাহা হইলে সাধুলোকেরা নিন্দা করিতে পারিবেন; অতএব আমি তাহাকে সমরে অবস্থিত দেখিয়াও বিনষ্ট করিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তৎকালে কুরুনন্দন রাজা দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তাপূর্ব্বক ভীষ্মের পক্ষে তাহা উপযুক্ত বোধ করিলেন।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে আপনার পুত্র, সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে পুনরায় পিতামহকে জিজ্ঞাসিলেন, হে গাঙ্গেয়! যুধিষ্ঠিরের প্রভূত পদাতি, হস্তী ও অশ্বনিকরে পরিকীর্ণ, মহারথ সমাকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগম, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল-সম্পন্ন লোকপাল-তুল্য মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, অপ্রধৃষ্য, অনিবার্য্য, উদ্ধতসাগর-সদৃশ, মহারণে দেবগণেরও অক্ষোভণীয় এই যে অসীম-সৈন্য সাগর উদ্যত হইয়াছে, আপনি কত কালে ইহার ক্ষয় করিতে পারেন? মহাধনুর্দ্ধারী আচার্য্য, মহাবল কৃপ, সমরশ্লাঘী কর্ণ ও দ্বিজসত্তম অশ্বত্থামা, ইঁহারাই বা কত কালে পারেন? কেন না আমার সৈন্য-মধ্যে আপনারা সকলেই দিব্যাস্ত্র-কোবিদ। হে মহাবাহো! আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি; এই পরম কৌতূহল আমার হৃদয়ে নিবৃত্ত রহিয়াছে; অতএব আপনি ইহা ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি যে এক্ষণে সেই অমিত্র-গণের বলাবল জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে। হে মহাভুজ! সমরে আমার যত দূর শক্তি, শস্ত্রবীর্য্য বাহুবল হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। হে রাজন্! সমর ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই যে, ইতর লোকের সহিত সরল-যুদ্ধে এবং মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। হে মহাভাগ! আমি প্রতি দিন পূর্ব্বাহ্নে দশ সহস্র যোধী ও এক সহস্র রথী, এইরূপ ভাগ কল্পনা করিয়া পাণ্ডব-সৈন্য বিনষ্ট করিতে পারি। হে ভারত! আমি সন্নদ্ধ ও সতত উদ্যম-সম্পন্ন হইয়া এইরূপ অংশ ও কাল নিয়মে সেই মহৎ সৈন্য ক্ষয় করিতে সমর্থ। অথবা সমরে অবস্থিত হইয়া যদি শত-ঘাতী-সহস্রঘাতী প্রভৃতি মহাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করি, তাহা হইলে এক মাসেই সমুদায় সৈন্য নিঃশেষ করিতে পারি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ ভরদ্বাজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসিলেন, গুরো! আপনি কত কালে যুধিষ্ঠিরের সৈনিকদিগকে নিহত করিতে পারেন? তখন দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করত তাহাকে এই প্রত্যুত্তর দিলেন, হে মহাবাহো! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার তেজ ও চেষ্টারও লাঘব হইয়াছে! তথাপি আমার বোধ হয়, শান্তনুতনয় ভীষ্মের ন্যায় আমিও এক মাসে শস্ত্রানল-সহকারে পাণ্ডব-সেনা নির্দ্দহন করিতে পারি; ইহাই আমার পরমাশক্তি, ইহাই আমার পরম বল। অনন্তর কৃপাচার্য্য দুই মাসে, অশ্বত্থামা দশ রাত্রে এবং মহাস্ত্রবেত্তা কর্ণ পাঁচ দিবস মধ্যেই বল-ক্ষয়ের প্রতিজ্ঞা করিলেন। সূতপুত্রের সেই কথা শুনিয়া গঙ্গানন্দন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং এই কথা বলিলেন, রাধেয়! তুমি যে পর্য্যন্ত সংগ্রামে শঙ্খশরাসনধারী, বাসুদেব সহকৃত, রথারোহণে অভিধাবিত ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে সমাগত না হইতেছ সেই পর্য্যন্তই এইরূপ মনে করিতেছ। এইরূপ কি, তুমি ইচ্ছানুসারে এতদপেক্ষা অধিকও বলিতে পার।

পঞ্চনবত্যধিক-শততম-অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণকে নির্জ্জনে আহ্বানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমি দুর্য্যোধনের সৈন্য-মধ্যে যে সকল চার-পুরুষ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা অদ্য প্রভাতে আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিল যে, দুর্য্যোধন মহাব্রত গঙ্গাতনয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি কত কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সৈন্যসকল বিনষ্ট করিতে পারেন? তাহাতে তিনি সেই দুর্ম্মতিকে বলিয়াছেন, "এক মাসের মধ্যে" এবং দ্রোণও সেই সময়ের মধ্যে আমার সৈন্য ক্ষয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। শুনিলাম, কৃপাচার্য্য দুই মাসে এবং মহাস্ত্রবিৎ অশ্বত্থামা দশ রাত্রে নিঃশেষ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

অপিচ দিব্যাস্ত্রবেত্তা কর্ণও কুরুসভা-মধ্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া পাঁচ দিনের মধ্যেই সৈন্য বিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব হে অর্জ্জুন! আমিও তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে ফাল্গুন! তুমি কত সময়ের মধ্যে শত্রুগণের সংহার করিতে পার বল। ধনঞ্জয় নরেন্দ্র-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বাসুদেবের মুখাবলোকনপূর্ব্বক এই প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা, কৃতাস্ত্র ও চিত্রযোধী; সুতরাং অবশ্যই বিনষ্ট করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু আপনার এ মনস্তাপ অপগত হউক, আমি সত্যই বলিতেছি, বাসুদেবকে সহায় করিয়া এক রথে নিমেষ-মাত্রেই কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুবনের এমন কি, অমরগণ-সম্বলিত ভুবন-ত্রয়েরও সংহার করিতে পারি। কিরাতীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে, ভগবান্ পশুপতি আমাকে এই যে ঘোরতর মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে। হে পুরুষ-সিংহ! যুগান্ত সময়ে পশুপতি সর্ব্বভূত সংহারার্থে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন; সেই এই মহাস্ত্র আমার নিকটে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতপুত্র তাহা জানিবে কি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামাও জানেন না। কিন্তু দিব্যাস্ত্র-দ্বারা সামান্য লোককে সমরে নিহত করা উচিত নহে; এই কারণ আমি সরল-যুদ্ধেই শত্রুগণকে পরাজিত করিব। অপিচ এই যে পুরুষ-ব্যাঘ্রেরা আপনার সহায় রহিয়াছেন, ইহাঁরা সকলেই দিব্যাস্ত্র-কোবিদ এবং সকলেই সমরকামী; দারপরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যজ্ঞস্নাত হইয়াছেন। হে রাজন্! এই অপরাজিত মহারথেরা সমরে অমর-সৈন্যও বিনষ্ট করিতে পারেন। শিখণ্ডী যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, ভীষ্ম দ্রোণ-তুল্য বিরাট ও দ্রুপদ, মহাবাহু শঙ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, ইহাঁর পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত অঞ্জনপর্ব্বা, রণ-কোবিদ মহাবাহু সাত্যকি, বলবান্ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এই সমস্ত মহারথগণ আপনার সহায়। হে পাণ্ডব! আপনিও ত্রৈলোক্যের উৎসাদনে সমর্থ। হে বাসবকল্প! আমি নিশ্চয় জানি, আপনি ক্রোধভরে যে পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সে আর ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকে না।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুবিমল প্রভাতকালে দুর্য্যোধনের প্রেরিত রাজগণ স্নানান্তে শুচি হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান, মাল্যধারণ ও শস্ত্র-ধ্বজাদি গ্রহণ করিয়া হোম ও স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ, সুচরিতব্রত ও শৌর্য্যশালী; সকলেই অভীষ্ট-সম্পাদনকারী; সকলেই সমর-দক্ষ। সেই মহাবল ক্ষত্রিয়গণ সকলেই পরস্পর শ্রদ্ধাযুক্ত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সংগ্রামে পরম লোক-সমস্ত জয় করিবার অভিলাষে প্রস্থিত হইলেন। প্রথমত অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লিক-সহ কেকয়-গণ, ইহাঁরা সকলেই দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন; পরে অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি, দাক্ষিণাত্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য, উদীচ্য ও পার্ব্বতীয় নরেন্দ্রগণ এবং শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বশাতিগণ, এই সমস্ত মহারথেরা নিজ নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে হইয়া দ্বিতীয় সৈন্য-শ্রেণীতে নির্গত হইলেন। তাহার পর সসৈন্য কৃতবর্ম্মা, মহারথ ত্রিগর্ত্ত, ভ্রাতৃগণে পরিবৃত নরপতি দুর্য্যোধন, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য ও কোশলরাজ বৃহদ্রথ, ইহাঁরা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে অগ্রে করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে চলিলেন। হে ভারত! সেই মহাবল ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যথান্যায়ে মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত হইয়া সুসজ্জিত রহিলেন। দুর্য্যোধন নিজ শিবিরকে দ্বিতীয় হাস্তিনপুরের ন্যায় সমলঙ্কৃত করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! নগরবাসী সুনিপুণ মনুষ্যেরাও পুরের ও শিবিরের কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারেন নাই। মহীপতি কৌরবরাজ অপর রাজগণেরও তাদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দুর্গম শিবির নির্ম্মাণ করাইলেন। হে রাজন্! সেই রণক্ষেত্রের পঞ্চযোজন পরিমিত পরিধিযুক্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া সহস্র সহস্র সেনা-নিবেশ সন্নিবিষ্ট হইল। তথায় সেই মহীপালগণ উৎসাহ ও বলানুসারে বহুতর দ্রব্য-সম্পন্ন শিবির নিবিষ্ট করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও বাহকগণসম্বলিত সসৈন্য মহাত্মগণের উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদ্ভিন্ন তথায় যে সমস্ত শিল্পজীবী, অনুগত সূত মাগধ বন্দিপাঠক, বণিক্, বেশ্যা, চার ও দর্শক লোক সকল আসিয়াছিল, কৌরবরাজ তাহাদিগেরও বিধিপূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

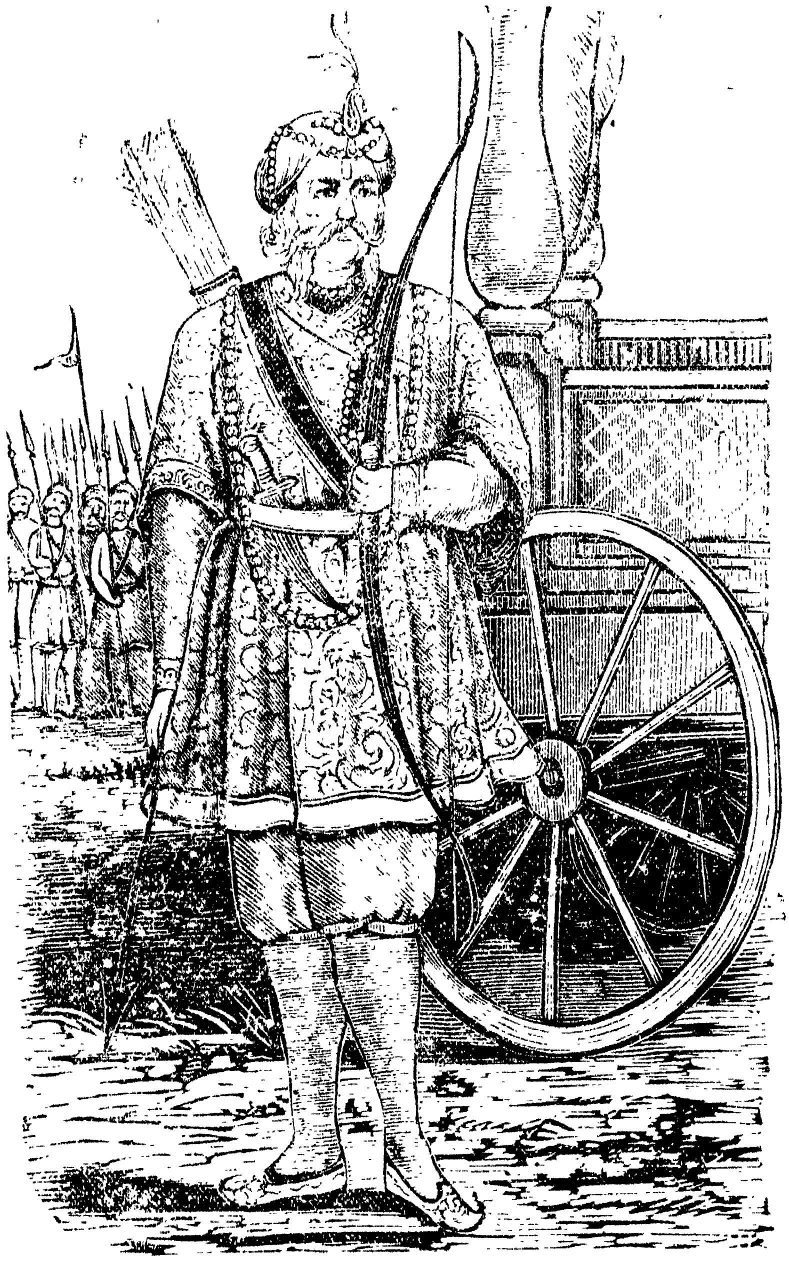
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকে প্রেরণ করিলেন। চেদি, কাশি ও করূষগণের নেতা দৃঢ়বিক্রম শত্রুসংহারক সেনাপতি ধৃষ্টকেতু, বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, শিখণ্ডী, মহাধনুর্দ্ধারী পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সকলেই আদেশ পাইয়া চলিলেন। সেই মহারথ শূর বীরেরা বিচিত্র কবচ ও উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী হইয়া অগ্নিস্থানবর্ত্তী ঘৃতাবসিক্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অথবা প্রদীপ্ত গ্রহপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ মহীপতি যুধিষ্ঠির সমস্ত সৈন্যগণকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া প্রয়াণার্থে অনুমতি করিলেন এবং সেই অশ্ব, গজ, পদাতি ও বাহকগণ-সম্বলিত সসৈন্য মহাত্মগণের এবং যাবতীয় শিল্পজীবীদিগের অত্যুত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পাণ্ডুনন্দন প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া অভিমন্যু, বৃহন্ত ও দ্রৌপদীর পুত্র সকলকে প্রেরণ করিলেন; পরে ভীম, যুযুধান ও ধনঞ্জয়কে দ্বিতীয় সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করিলেন। তথায় অশ্বগণের ভূষণ সমারোপণে তৎপর, ইতস্তত বিচরণকারী, প্রধাবনকারী, হৃষ্টচিত্ত যোধগণের কোলাহল শব্দ যেন গগনতল-স্পর্শ করিতে লাগিল। মহীপতি যুধিষ্ঠির পরিশেষে বিরাট, দ্রুপদ ও অন্যান্য মহীপালগণের সহিত স্বয়ং প্রস্থিত হইলেন। অগ্রে নিশ্চলা থাকিয়া পশ্চাৎ স্যন্দমানা অর্থাৎ নিঃসরণে প্রবৃত্তা হইলে পরিপূর্ণা গঙ্গাকে যেরূপ দেখা যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিরক্ষিতা, ভীমধন্বা সৈনিকগণের প্রচারযুক্তা, পাণ্ডব-সেনাও সেইরূপ দৃশ্যমানা হইল। অনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইবার নিমিত্ত পুনরায় অন্য প্রকারে সৈন্য

যোজনা করিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদী পুত্রগণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও সমস্ত প্রভদ্রকগণ এবং দশ সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র গজ, অযুত পদাতি ও পঞ্চ শত রথ, এই দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য ভীমসেনের রক্ষাধীন থাকিবে, এইরূপ আদেশ করিলেন; মধ্যম সৈন্যে বিরাট, জয়ৎসেন ও গদা-কার্ম্মুকধারী মহাবল মহাত্মা পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তৎকালে কৃষ্ণার্জ্জুনও মধ্যভাগে অবস্থিত হইলেন। তথায় নিরতিশয় উৎসাহ সম্পন্ন কৃতযুদ্ধ সৈনিকগণ ছিলেন; তাঁহাদিগের পার্শ্বরক্ষক অধিষ্ঠিত বিংশতি সহস্র অশ্ব, পঞ্চ সহস্র হস্তী ও রথ-সমূহ ছিল এবং অগ্রে ও পশ্চাতে কার্ম্মুক, খড়্গ ও গদাধারী সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী পদাতিগণ রহিল। যে সৈন্য সাগরে যুধিষ্ঠির স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে বহুশ মহীপালগণের অবস্থিতি হইয়াছিল। হে ভারত! তথায় বহু সহস্র মাতঙ্গ, বহু অযুত তুরঙ্গ, বহু সহস্র রথ ও পদাতিগণ ছিল। স্বকীয় বিপুল সৈন্যসহ চেকিতান ও চেদিগণের প্রণেতা মহীপতি ধৃষ্টকেতু চলিলেন। বৃষ্ণিগণ মধ্যে প্রধান রথী, মহাধনুর্দ্ধারী বলশালী সাত্যকি শতসহস্র রথে পরিবৃত হইয়া সৈন্য পরিচালন করিলেন এবং রথস্থিত পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রদেব ও ব্রহ্মদেব পার্ষ্ণিরক্ষা করত পশ্চাদ্ভাগে প্রস্থিত হইলেন। তদ্ভিন্ন শকট, আপণ, বেশ, যুদ্ধোপযোগী বাহন ও সামান্য বাহন, সকলই পশ্চাতে চলিল। যুধিষ্ঠির সহস্র সহস্র কুঞ্জর, অযুত অযুত অশ্ব, যান, ভীরু বালক, স্ত্রী, কৃশ ও দুর্ব্বল সৈন্য, ধনসঞ্চয়বাহী অশ্বগণ ও শস্ত্রাগার, গজ সৈন্য দ্বারা এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। সত্যসংকল্প যুদ্ধদুর্ম্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান ও কাশিরাজপুত্র বিভু এবং তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতি সহস্র রথ, কিঙ্কিণী-যুক্ত মহাপ্রমাণ দশ কোটি অশ্ব ও ঈষের ন্যায় দন্তযুক্ত কৃতযুদ্ধ, সংকুলজাত, ভিন্নগণ্ড, বিসর্পি-জলদপুঞ্জের ন্যায় বিংশতি সহস্র মাতঙ্গ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের সংগ্রামস্থিত সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা-মধ্যে প্রভিন্ন গণ্ডস্থল, বর্ষুক জীমূতকদম্বের ন্যায় মদস্রাবী আর যে প্রধান প্রধান সপ্ততি সহস্র হস্তী ছিল, সে সকলও যেন সচল অচল-নিচয়ের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে চলিল। হে ভারত। সেই ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের ভীষণ সৈন্য এইরূপে যোজিত হইল; তাহা আশ্রয় করিয়া তিনি সুযোধনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হস্তিদল ভিন্ন শত শত, সহস্র সহস্র, অযুতাযুত মনুষ্য ও তাঁহাদিগের সহস্র সহস্র সৈন্যগণ গর্জ্জন করিতে করিতে পশ্চাতে প্রস্থিত হইল। মহারাজ! সেই সহস্র সহস্র অযুতাযুত সৈনিকেরা সম্যক্ হৃষ্টচিত্ত হইয়া তথায় সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুতাযুত শঙ্খ সমস্ত নিনাদিত করিতে লাগিল।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

উদ্‌যোগপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

২। ভীষ্ম।



(৮২ পৃঃ)

# মহাভারত

## ভীষ্মপর্ব্ব

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন, হে তপোধন! সুমহাত্মা কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ এবং নানা দেশ সমাগত পার্থিবগণ কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন! বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! কুরু, পাণ্ডব ও সোম বংশীয় বীরগণ তপঃক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন সমর-প্রিয়, বিজয়াকাঙ্ক্ষী, মহাবল পাণ্ডবেরা সকলে সৈন্যগণ ও সোমকদিগের সহিত কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৌরবদিগের অভিমুখীন হইলেন। সেই দুরাধর্ষ সসৈনিক সোমক ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে বিজয়াশংসা করত দুর্য্যোধনের সৈনিকবর্গের সম্মুখ দিয়া গমনপূর্ব্বক পশ্চিমভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্নিবেশ করিলেন। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে যথোপযুক্ত সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করাইলেন। হে পার্থিবসত্তম! তৎকালে যেন সমস্ত ভূমণ্ডল পুরুষশূন্য, নিরশ্ব, বিরথ ও কুঞ্জরবিবর্জ্জিত হইল। সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। জম্বুদ্বীপমণ্ডলে যে স্থান পর্য্যন্ত দিবাকর কর প্রসারণ করেন, সেই প্রদেশ হইতে সকলে যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া সৈন্যরূপে সমবেত হইল। সর্ব্বজাতীয় সমস্ত মানবগণ একত্র হইয়া বহু যোজন বিস্তীর্ণ ভূমি পরিসরে অনেকানেক দেশ, নদী, পর্ব্বত ও বনসমূহ পরিব্যাপ্ত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বলবাহন সমন্বিত সেই অসংখ্য যোধগণের উত্তমরূপে ভক্ষ্যভোজ্যের ব্যবস্থা আদেশ করিয়া দিলেন এবং যুদ্ধকালে বিশৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য স্বপক্ষ সৈন্যদিগের একনাম নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, যে এইরূপ নাম বলিবে, তাহাকে পাণ্ডবপক্ষ বলিয়া বোধ করা যাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেক দলের অভিজ্ঞান সূচক চিহ্নবিশেষ, সংজ্ঞাবিশেষ ও ভাষাবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ওদিকে মস্তকোপরি ধ্রিয়মাণ পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্রে সুশোভিত, নাগ সহস্র মধ্যবর্ত্তী, ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত, মহামানী দুর্য্যোধন পাণ্ডব পক্ষীয় ধ্বজাগ্রভাগ নিরীক্ষণ করত স্বপক্ষীয় মহীপালবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবপ্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধপ্রিয় পাঞ্চাল যোধগণ দুর্য্যোধনকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল মানসে মহাস্বরে শঙ্খ ও মধুর স্বন ভেরী সমস্ত শব্দিত করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব সেই সৈন্যদলকে তাদৃশ হর্ষ প্রাপ্ত দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। রথস্থিত পুরুষেন্দ্র বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ যোধগণ তাঁহাদিগের সেই পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। যে প্রকার শব্দায়মান মহা সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া অপরাপর পশুকুল ভয়ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ সেই দিব্য বাদিত্র নিস্বন শ্রবণে সেই সকল সৈন্য দল অবসন্ন হইয়া পড়িল। তৎকালে ভূমি হইতে এতাদৃশ ধূলিপুঞ্জ উত্থিত হইতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া দিবাকর যেন অস্ত গমন করিলেন; কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না। অনন্তর পর্জ্জন্য সেই স্থলে সমস্ত সৈন্যগণের উপরে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। মরুত্বান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে শর্করাকর্ষণপূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র যোধগণকে আহত করিতে থাকিল। এই সকল যেন অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। হে রাজেন্দ্র! তথাপি সেই ক্ষুভিত সাগর তুল্য উভয় সৈন্যদল যুদ্ধার্থে অতিশয় আগ্রহান্বিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত রহিল। যুগান্তকালীন মহার্ণবযুগলের ন্যায় সেই ভারত সেনা-দ্বয়ের সমাগম অদ্ভুতরূপ হইল। কুরুপাণ্ডবেরা সৈন্যসমূহ সংগ্রহ করাতে বসুন্ধরা শূন্যপ্রায় রহিল; কেবল বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীবৃন্দ মাত্র সর্ব্বত্র স্ব স্ব দেশে অবশিষ্ট ছিল।

হে ভরতপ্রবর! কুরু, পাণ্ডব ও সোমকগণ যুদ্ধের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন যে, সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবে; কেহই কোন প্রকারে ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না; ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইলে আমাদিগের উভয় পক্ষেরই পরস্পর প্রীতি হইবে। যাহারা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদিগের সহিত বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে। যাহারা সৈন্য মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্ববার অশ্ববারের সহিত এবং পদাতিক পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিবে। যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও পরাক্রম অনুসারে সম্ভাষণ করিয়া প্রহার করিতে হইবে। বিশ্বস্ত অথবা বিহ্বল ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিবে না। অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত, শরণাপন্ন, যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ, ক্ষীণ-শস্ত্র অথবা বর্ম্মহীন লোকদিগকে কোন

প্রকাশে প্রহার করা হইবে না এবং সারথি, বাহন, শস্ত্র-প্রদায়ক ও ভেরীশঙ্খাদি বাদকের প্রতি কোন প্রকারে আঘাত করা হইবে না। কুরু, পাণ্ডব ও সোমকগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পর সৈন্যদল নিরীক্ষণ করত অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইরূপে সেই পুরুষপ্রধান মহাত্মগণ সৈনিকগণের সহিত সেনাসন্নিবেশ করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থে সমুৎসুক রহিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভূত-ভব্য-ভবিষ্যদ্বিৎ, প্রত্যক্ষদর্শী, সর্ব্ববেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, ভরতবংশীয়গণের পিতামহ সত্যবতী-নন্দন ভগবান্ ব্যাস ঋষি নিদারুণ ভাবী সংগ্রামে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগে অবস্থিত সেই সকল সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া পুত্রের দুর্নীতি-চিন্তায় শোকাকুল বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জ্জনে কহিলেন, হে রাজন্। তোমার পুত্রেরা ও অপরাপর ভূপালগণ কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরকে নিহত করিবে, কালপরাভূত হইয়া সংহার দশায় উপনীত হইবে, তন্নিমিত্ত তুমি কালের পর্য্যায় আলোচনা করিয়া শোকে চিত্তার্পণ করিও না। হে পুত্র! যদি সংগ্রামস্থলে ইহাদিগকে তোমার দেখিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তোমাকে নয়ন প্রদান করি, তদ্দ্বারা যুদ্ধ দর্শন করিতে পারিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষিসত্তম! জ্ঞাতিবধ সন্দর্শনে আমি অভিলাষ করি না, কিন্তু আপনার তেজঃপ্রভাবে এই যুদ্ধের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে মানস করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সংগ্রাম দর্শনে অনিচ্ছা ও শ্রবণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বর প্রদানের ঈশ্বর ব্যাস সঞ্জয়কে বর দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, এই সঞ্জয় তোমার নিকটে এই যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবেন। সংগ্রামের সমস্ত ব্যাপারই ইহাঁর পরোক্ষ থাকিবে না; ইনি দিব্যচক্ষুঃ সমন্বিত হইবেন, তাহাতেই সমস্ত জানিতে পারিবেন ও যুদ্ধবিষয়ক যাবতীয় বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিবেন। প্রকাশে বা অপ্রকাশে, দিবসে বা নিশা সময়ে যে কোন ব্যাপারের ঘটনা হইবে, ইনি মনে মনে চিন্তা করিবামাত্র তৎসমস্ত অবগত হইবেন। শস্ত্রসমস্ত ইহাঁকে ছিন্ন করিতে পারিবে না এবং পরিশ্রমও ইহাঁকে ক্লান্ত করিতে সমর্থ হইবে না। হে সৌম্য! এই গবল্গণসুত সঞ্জয় এই সমর হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি শোকাভিভূত হইও না, আমি এই কুরুপাণ্ডবসকলের কীর্ত্তি বিখ্যাত করিয়া দিব। হে নরেন্দ্র! এই উপস্থিত ব্যাপার দৈবায়ত্ত জানিবে। দৈবকৃত বিষয়ে কখনই শোক করা উচিত নহে। বিশেষতঃ ইহা নিবারণ করিবারও সাধ্য নাই, যেহেতু যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেরই জয় হইয়া থাকে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পিতামহ মহাভাগ ভগবান্ ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে মহান্ ক্ষয় হইবে। তাহার অনুমাপক বহুবিধ ভয়ঙ্কর নিমিত্ত সমস্ত লক্ষিত হইতেছে। শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক এই সকল পক্ষী বৃক্ষের উপরে আসিয়া পতিত হইতেছে এবং সকলে সমবেত হইয়া আনন্দভরে সমীপবর্ত্তী যুদ্ধস্থল নিরীক্ষণ করিতেছে। মাংসভোজী শৃগাল কুক্কুরাদিগণ গজবাজিগণের মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া বিচরণ করিতেছে। বিকটাকার কঙ্কপক্ষি সকল নির্দ্দয়ভাবে শব্দ করিয়া ভয় প্রদর্শন করত দক্ষিণ দিক্ দিয়া মধ্যস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। হে ভারত! পূর্ব্বাপর উভয় সন্ধ্যাকালেই নিত্য নিত্য দৃষ্ট হইতেছে যে, উদয়াস্ত কালে সূর্য্যদেব যেন কবন্ধগণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকেন। উভয় প্রান্তভাগে শ্বেত ও লোহিত বর্ণ এবং মধ্যভাগে কৃষ্ণবর্ণ, এই ত্রিবর্ণ মেঘ পরিবেষাকারে সন্ধ্যাকালে প্রভাকরকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি, অমাবস্যার দিবস চন্দ্রসূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র পাপগ্রহে সমাক্রান্ত হইয়াছে, আবার সেই অহোরাত্রেই ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা ভয়ের নিমিত্তই হইতেছে। চন্দ্রমা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে প্রভাহীন ও রক্তবর্ণ হইয়া অলক্ষ্য হইয়াছেন। অতএব বহুসংখ্যক শৌর্য্যশালী, পরিঘ বাহু, বীর রাজা ও রাজপুত্রগণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়া ধরা আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিবেন। রাত্রিকালে যুদ্ধকারী বরাহ ও বিড়ালের প্রচণ্ডতর ভয়ঙ্কর শব্দ অন্তরীক্ষ পথে শ্রুত হইতেছে। দেবপ্রতিমা সকল কখন কম্পিত হইতেছে, কখন হাস্য করিতেছে, কখন বদনদ্বারা রুধির বমন করিতেছে, কখন স্বেদযুক্ত হইতেছে, কখন বা ধরাতলে পতিত হইতেছে।

সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতেছে। ক্ষত্রিয়গণের প্রধান প্রধান রথ অশ্বযোজিত না হইয়াও চলিত হইতেছে। কোকিল, শতপত্র, চাস, ভাস, শুক, সারস, ময়ূর, এই সকল পক্ষিগণ কঠোর ধ্বনি করিতেছে। স্থানে স্থানে অশ্বারোহগণ বর্ম্ম পরিধান ও শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক স্পর্দ্ধা করিতেছে। অরুণোদয়কালে শত শত শলভদল দৃষ্ট হইতেছে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে দিগ্দাহ প্রকাশিত হইতেছে। হে ভারত! মেঘ সকল ধূলি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে। হে রাজন্! সাধুজনপূজিতা, ত্রিলোকবিশ্রুতা, যে এই অরুন্ধতী, তিনি স্বীয় স্বামী বশিষ্ঠকে পৃষ্ঠে করিয়া রহিয়াছেন। শনিগ্রহ রোহিণীর পীড়োৎপাদন করিতেছেন। চন্দ্রের মৃগচিহ্ন আর যথাস্থানে দৃষ্ট হয় না। নভোমণ্ডলে বিনা মেঘে ঘোরতর ঘনধ্বনি শ্রুত হইতেছে এবং বাহনগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগের অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! এই সমস্ত দেখিয়া প্রতীতি হইতেছে যে, মহা ভয়াবহ ব্যাপার উপস্থিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ব্যাস কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার নগরে গো গর্ভে গর্দ্দভ প্রসূত হইতেছে। সন্তানেরা মাতার সহিত কেলি করিতেছে। বনজাত বৃক্ষসকল অকালোচিত পুষ্পফল প্রদর্শন করিতেছে। গর্ভিণীগণ ভীষণমূর্ত্তি ক্ষত্রিয়পুত্র উৎপাদন করিতেছে। মাংসভোজী পশুপক্ষিগণ মিলিত হইয়া একত্র ভোজন করিতেছে। কাহারো তিন শৃঙ্গ, কাহারো চারি নেত্র, কাহারো পঞ্চ পদ, কাহারো দুই শিশ্ন, কাহারো দুই মস্তক, কাহারো দুই লাঙ্গুল, কাহারো বিশাল দন্ত, এইরূপ অশিবমূর্ত্তি পশুসকল উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহারা জাতমাত্রই মুখ ব্যাদান করিয়া অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছে। কাহারো

তিন পদ, কাহারো চারি দন্ত, কোন টা শিখা বিশিষ্ট, কোনটা বা শৃঙ্গযুক্ত এইরূপ বিকৃতাকার ঘোটক সকল উৎপন্ন হইতেছে, এবং কোন কোন ব্রহ্মবাদিগণের সহধর্ম্মিণীদিগকে গরুড় পক্ষী ও ময়ূর প্রসব করিতে দেখা যাইতেছে। হে মহীপতে! ঘোটকী, গোবৎস এবং কুকুরী অকল্যাণ রবকারী শৃগাল, কুক্কুট, করভ ও শুক পক্ষী প্রসব করিতেছে। কতকগুলি স্ত্রীলোক চারি পাঁচটি কন্যা প্রসব করিয়াছে; ঐ কন্যারা জন্মিবামাত্র নৃত্য, গীত ও হাস্য করিয়াছে। চাণ্ডালাদি ইতর জাতীয় ক্ষুদ্র লোকেরা নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতেছে; তাহাতেই তাহারা মহা ভয় বিজ্ঞাপন করিতেছে। শিশুগণ যেন কালপ্রেরিত হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা লিখিতেছে, দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পর প্রহার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে এবং যুদ্ধেচ্ছু হইয়া পরস্পর নির্ম্মিত কৃত্রিম নগর সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে। কমল উৎপল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সকল বৃক্ষে উৎপন্ন হইতেছে। প্রচণ্ডতর বায়ু সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ধূলিজাল উত্থান হইতেছে, উপশান্ত হইতেছে না। বসুন্ধরা মুহুর্ম্মুহু কম্পিতা হইতেছেন। রাহুগ্রহ সূর্য্যকে অনুক্ষণ আক্রমণ করিতেছেন, এবং কেতুগ্রহ চিত্রা নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন; ইহাতে কুরুবংশ ধ্বংসের বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে এবং মহাঘোর মহাগ্রহ ধূমকেতু পুষ্যাকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেও সেনা-দ্বয়ের নিরন্তর অনিষ্ট উৎপাদন করিবেন। মঙ্গল মঘাতে এবং বৃহস্পতি শ্রবণায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করিতেছেন। শকুনি পূর্ব্ব ফল্গুনীকে আক্রমণ করিয়া পীড়া দিতেছেন। শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদে আরোহণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন এবং পরিঘ নামক উপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া পরিক্রমপূর্ব্বক উত্তরভাদ্রপদকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। কেতু নামক দ্বিতীয় উপগ্রহ ধূমযুক্ত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্র-দৈবত তেজস্বী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। ধ্রুব নক্ষত্র ভয়ানকরূপে দেদীপ্যমান হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শশী ও ভাস্কর উভয়েই রোহিণীকে পীড়া দিতেছেন। পরুষগ্রহ রাহু চিত্রা ও স্বাতির অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাবক সদৃশ প্রভাশালী মঙ্গল বক্রানুবক্রভাবে সঞ্চরণ করিয়া বৃহস্পতির অধিষ্ঠিত শ্রবণা নক্ষত্রকে সম্পূর্ণরূপে বেধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ! সময়বিশেষে বিশেষ বিশেষ শস্যশালিনী যে ধরিত্রী, তিনি অধুনা সর্ব্বপ্রকার শস্যসমূহে যুগপৎ সমাকীর্ণ হইতেছেন। যব সকলের পাঁচ পাঁচ এবং ধান্য সকলের শত শত শীষ দৃষ্ট হইতেছে। জগৎ রক্ষার কারণভূত, সর্ব্ব লোক মধ্যে প্রধান ধেনুগণকে বৎসের পানাবসানে দোহন করিলে তাহারা শোণিত ক্ষরণ করিয়া থাকে। শরাসন সকল হইতে সহসা তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছে; খড়্গ সমস্ত অকস্মাৎ অতিমাত্র প্রভাযুক্ত হইতেছে; শস্ত্রসকল যেন উপস্থিত সমর কার্য্যকে স্পষ্ট রূপেই নিরীক্ষণ করিতেছে। হে ভারত! যখন ধ্বজ, কবচ, শস্ত্র ও জলের আভা অগ্নিবর্ণ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে যে, মহান্ ধ্বংস হইবে,—কুরু পাণ্ডবগণের পরস্পর হিংসা ব্যাপারে পৃথিবী ধ্বজা রূপ ভেলাসমূহে সমাকুলা শোণিতাবর্ত্তময়ী নদীরূপে পরিণতা হইবে। সর্ব্বদিকে মৃগ পক্ষিগণ প্রদীপ্ত মুখে নিরন্তর কর্কশ ধ্বনি করিতেছে এবং অমঙ্গল প্রদর্শন করত মহাভয় বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেছে। এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক পদ বিশিষ্ট একটা শকুনি রাত্রিকালে সঞ্চরণ করত শত্রু সকলকে শোণিত বমন করাইবার নিমিত্তই যেন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে! হে রাজেন্দ্র! সংপ্রতি সমুদায় শস্ত্রই যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। উদার ভাবাপন্ন সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ শ্যামরূপে আচ্ছাদিত হইতেছে। তেজোময় বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর, এই দুইটি গ্রহ বিশাখার সমীপবর্ত্তী হইয়া সম্বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছেন। এক পক্ষে দুই তিন ত্র্যহস্পর্শ হইলে প্রতিপদ্ অবধি গণনা মতে যে ত্রয়োদশী দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হয়, সেই দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র বা সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যেন প্রজাক্ষয়ই ইচ্ছা করিতেছেন। দিক্ সকল সর্ব্বতোভাবে ধূলি বর্ষণে সমাকীর্ণ হইয়া অশুভসূচক হইয়াছে। উৎপাত-লক্ষণ ভীষণাকার মেঘ সমস্ত রাত্রিকালে শোণিত বর্ষণ করিতেছে। ক্রূরকর্ম্মা রাহু কৃত্তিকার পীড়োৎপাদন করত অবস্থিতি করিতেছে। বায়ু সমস্ত উৎপাত বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ প্রবাত হইতেছে, ইহাতে মহান্ আক্রন্দ জনন বৈরযুদ্ধ উপস্থিত হইবে। রাজাদিগের অশ্বপতি গজপতি ও নরপতি, এই ত্রিবিধ ছত্র চক্র কথিত হইয়াছে, অশ্বিনী প্রভৃতি নয়টি নক্ষত্রের মধ্যে কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে অশ্বপতির বিঘ্ন হয়; মঘাদি নব সংখ্যক নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে গজপতির অরিষ্ট হইয়া থাকে; এবং মূলাদি নয়টি নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে নরপতির অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। হে নরপতে! সংপ্রতি ঐ ত্রিবিধ ছত্র সম্বন্ধীয় প্রতি নব-সংখ্য নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রে শিরঃস্থানে পাপগ্রহ পতিত হইতেছে; ইহা অতীব ভয়োৎপাদনের কারণ হইয়াছে। কখন এক পক্ষের মধ্যে এক দিবস তিথি ক্ষয় হইলে প্রতিপদ অবধি গণনা মতে চতুর্দ্দশ দিবসে, তাহা না হইলে পঞ্চদশ দিবসে, এবং কখন বা এক দিবস তিথি বৃদ্ধি হইলে ষোড়শ দিবসে চন্দ্র বা সূর্য্য পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু এক মাসের মধ্যে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দুই দিবস করিয়া তিথি ক্ষয় হইয়া যে ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন; ইহা কখন দেখি নাই, অতএব যখন এই চন্দ্র সূর্য্য উভয় গ্রহ ঐ রূপ ত্রয়োদশ দিবসে রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যে প্রজাসমূহ ক্ষয় করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাক্ষসগণ তৎকালে বক্ত্র পূরণ করিয়া রক্ত পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইবে না। মহারাজ! মহানদীর প্রবাহ সমস্ত প্রতিকূলগামী হইতেছে। যাবতীয় সরিৎপুঞ্জের জল সকল শোণিত বর্ণ ধারণ করিতেছে। কূপ সমুদায় ফেননিচয়ে পরিকীর্ণ হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছে। শুক্রামণি সদৃশ দেদীপ্যমান সনির্ঘাত উল্কাসকল পতিত হইতেছে, এবং অদ্য নিশাবসানে উদয়কালে প্রভাকর, সর্ব্বদিক্ প্রজ্বলিত বহু উল্কার সহিত সঞ্চরণ করিয়াছেন। মহর্ষিগণ পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, এই রূপ উৎপাত উৎপত্তি হইলে পৃথিবী সহস্র সহস্র পৃথিবীপতির

শোণিত পান করিবেন। অপিচ, হিমালয়, কৈলাস ও মন্দর-গিরিনিকর হইতে প্রচণ্ডতর সহস্র সহস্র শব্দ ও শিখর সমস্ত নিপতিত হইতেছে। এতাদৃশ ভূমিকম্প হইতেছে যে, তাহাতে ... চতুষ্টয় অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া যেন বসুন্ধরাকে ক্ষোভিত করত স্বায় স্বীয় উপকূল অতিক্রম করিতেছে। কঙ্করবাহী প্রচণ্ড বায়ুসমস্ত বৃক্ষসকল বিলোড়িত করিয়া বহন করিতেছে, গ্রাম ও নগর মধ্যে বৃক্ষ ও চৈত্য সকল উগ্রতর সমীরণে ভগ্ন ও বজ্রাহত হইয়া পতিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা যে, অগ্নিতে হোম করিতেছেন, সেই অগ্নি নীল, লোহিত বা পীতবর্ণ হইয়া দুর্গন্ধ বিস্তার, কঠোর শব্দ নিঃসারণ ও বাম ভাগে শিখাসঞ্চালন-পূর্ব্বক জ্বলিত হইতেছেন। স্পর্শ, গন্ধ রস, এসকলই বিপরীত ভাব হইতেছে। ধ্বজা সকল মুহুর্মুহু কম্পমান হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে। ভেরী পটহ বাদ্য সমস্ত অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে। চতুর্দ্দিগে বায়সগণ মহোন্নত মহীরুহপুঞ্জের উপরি ভাগে বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করত অতিমাত্র ভৈরব রবে 'পক্বা পক্বা' শব্দ করিতেছে। অন্যান্য পক্ষি সকল পুনঃপুনঃ ধ্বনি করিতে করিতে রাজন্যগণের ধ্বংস সূচনা করত ধ্বজাগ্রে আসিয়া পড়িতেছে। দুরন্ত দন্তী সকল কম্পিত কলেবর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে এবং অশ্ব হস্তী দীনভাবাপন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে। হে ভারত! তুমি এই সমস্ত বিষমতর ঘটনাপুঞ্জ শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহাতে লোকের সমুচ্ছেদ না হয়, তাহাতে যে রূপ বিধান করা উচিত বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র পিতা ব্যাস দেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, সম্প্রতি যে নরক্ষয় হইবে, ইহা অবশ্যই দেবনির্ব্বন্ধ বলিতে হইবে। যাহা হউক, রাজন্যগণ যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, তবে বীর-লভ্য স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারিবেন। পুরুষপ্রধানগণ মহা সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে দীর্ঘকাল মহৎসুখ লাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজসত্তম! কবীশ্বর ব্যাস-দেবকে তাঁহার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিলে, ব্যাস পরম ধ্যানে চিত্ত নিবেশ করিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কালই জগতের ধ্বংস বিধান করেন এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তিরও প্রযোজক হন। ইহলোকে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে, ইহাতে সংশয় নাই, তথাপি কুরু, পাণ্ডব ও অন্যান্য সুহৃদ্ বান্ধবদিগকে ধর্ম্ম্য পথ প্রদর্শন করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে। যেহেতু তুমিই তাহাদের প্রবৃত্তি নিরোধে সমর্থ। পণ্ডিতেরা জ্ঞাতি-বধকে অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বলিয়াছেন; অতএব হে রাজন্! তুমি আমার অপ্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুমোদন করিও না। হে নরপতে! সাক্ষাৎ কাল আসিয়া তোমার পুত্র রূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। বেদে হিংসার প্রশংসা নাই; উহা কোন মতেই শুভ নহে। যে প্রকার তনুস্বরূপ কুলধর্ম্ম হনন করে, সেই কুলধর্ম্মই তাহাকে সংহার করে। তুমি বাধ্যতা সত্ত্বেও কাল হেতুই আপদ্‌গ্রস্তের ন্যায় এই কুলের ও অপরাপর ক্ষত্রিয়বংশের সংহার নিমিত্ত উৎপথগন্তা হইতেছ' রাজ্য-লোভহেতুই তোমার এই অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে; তোমার নিতান্তই ধর্ম্ম লোপ হইতেছে; অতএব এখনও তুমি পুত্রদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন কর। হে দুর্দ্ধর্ষ! যে রাজ্য নিমিত্ত তোমাকে পাপক্রান্ত হইতে হইবে, এতাদৃশ রাজ্যে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি যশ, কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহাতে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করুক, কৌরবগণ শান্তি প্রাপ্ত হউক।

অম্বিকা-নন্দন বাগ্মী ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের বাক্য শেষ না হইতেই পুনরায় এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি অভিজ্ঞান-সম্পন্ন আপনার যথার্থ ভাবাভাব যেরূপ বিদিত হইতেছে, আমরাও তাহা অবিদিত নাই, কিন্তু মনুষ্য, স্বার্থ বিষয়ে স্বভাবতই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আমাকেও আপনি একজন সাধারণ মনুষ্য বলিয়া জানিবেন। হে অতুলপ্রভাব মহর্ষি! আপনি ধীর, উপদেষ্টা এবং আমাদিগের গতি; আমি আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আমার মতি অধর্ম্ম করিতে চায় না, পরন্তু আমার সেই পুত্রেরা আমার বশম্বদ নহে। আপনি ভরতবংশের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও যশের নিদানভূত এবং কুরুপাণ্ডবদিগের মান্য পিতামহ। ইহা শুনিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন মহারাজ! তোমার মনে যদি কোন সংশয় থাকে, ইচ্ছানুসারে ব্যক্ত কর, আমি তাহা অপনোদন করি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! সংগ্রামে বিজয়িদিগের পক্ষে যে সমস্ত শুভ নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায় যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। তখন দ্বৈপায়ন কহিতে লাগিলেন, আহুত পাবকের ধূম থাকে না, প্রভা নির্ম্মল হয়, দীপ্তি ঊর্দ্ধদিকে ও শিখা দক্ষিণভাগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; এবং অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা চতুর্দ্দিকে পবিত্র গন্ধ বিস্তার করে; পণ্ডিতেরা ভাবী বিজয়ের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন। শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দ গম্ভীর অথচ বহু দূরে বিস্তৃত হয় এবং দিবাকর ও শশধর উভয়েই অতীব বিশুদ্ধ কিরণ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতেরা এই সকলকে ভাবী বিজয়ের লক্ষণ কহিয়াছেন এবং কি অবস্থিত, কি প্রস্থিত, সকল বায়সেরই শুভধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। যে বায়সেরা পশ্চাৎভাগে থাকে, তাহারা যোধগণকে ত্বরান্বিত করে, আর যাহারা অগ্রে অভিগমন করে, তাহারা নিষেধ করিতে থাকে। যে স্থলে শকুনি, রাজহংস, শুক, বক ও শতপত্র বিহঙ্গেরা মাধুর্য্যসূচক শুভ শব্দ করিতে থাকে এবং দক্ষিণ দিক্ দিয়া সঞ্চরণ করে, সে স্থলে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই তাহাকে যুদ্ধের জয়লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, বর্ম্ম ও ধ্বজাবলি দ্বারা অতিশয় দীপ্তিশালী ও দুর্নিরীক্ষ্য হয় এবং বাহনগণ সুশ্রাব্য হ্রেষা রব করে, তাহারা শত্রু জয় করিয়া থাকে। হে ভারত! যাহাদিগের যোদ্ধারা উৎসাহ সহকারে হর্ষ ধ্বনি করে এবং যাহাদিগের সত্ত্ব ও মাল্য ম্লান হইয়া না যায়, তাহারা সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যোধগণ পর সৈন্য প্রবিষ্ট হইয়া 'মরিয়াছি' মারিয়াছি' এইরূপ যে অভীষ্টসূচক বাক্য প্রয়োগ করে, পর সৈন্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়া 'তোরা মরিলি মরিলি' এইরূপ কৌশল ক্রমে যে সকল বচন বিন্যাস করে এবং আর যুদ্ধ করিস্ না মরিবি এবংবিধ অগ্রে প্রতিষেধক যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে

থাকে, এই সকল বাক্য ভাবী বিজয়ের সূচক হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ,রস,গন্ধ,এ সকল অবিকৃত হইলে শুভসূচক হইয়া থাকে। যে সকল যোধগণ জয়শীল হয়, তাহাদিগের হর্ষভাব সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতে থাকে। বায়ু, মেঘ ও পক্ষিগণ অনুকূলগামী হয় এবং মেঘ ও ইন্দ্রধনু জলপ্লাবন করে। হে রাজন্! জয়শীলদিগের এই সমস্ত শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, আর পরাজয়ী মুমূর্ষুগণের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়।

সৈন্য অল্পই হউক বা অধিকই হউক, যোধগণের একমাত্র হর্ষই জয়ের লক্ষণ বলিয়া নিশ্চয় উক্ত হইয়াছে। নিরুৎসাহ প্রযুক্ত একজন পলায়ন করিয়া সুমহৎ সৈন্যকেও ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে। সৈনিকদিগকে ভগ্ন হইতে দেখিলে অতি শৌর্য্যশালী বীর পুরুষেরাও ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। সেই মহতী সেনা একবার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলে, তখন প্রবলতর নদীবেগ অথবা ত্রাস যুক্ত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদিগের পুনরায় নিবৃত্ত করা-দুঃসাধ্য। রণ-কোবিদ পুরুষেরাও বিশৃঙ্খল মহা-সৈন্য মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন না, প্রত্যুত, তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া তাঁহারা আপনারাই নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। আবার, তাহাদিগকে ভীত ও প্রভগ্ন দেখিতে অবশিষ্ট সৈনিকদিগেরও অতিশয় ভয় হইতে থাকে; সুতরাং সমস্ত সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সহসা দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করে। তখন শৌর্য্যবন্ত সৈন্যাধ্যক্ষেরা চতুরঙ্গিণী সেনায় সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হন।

হে নরপতে! মেধাবী ব্যক্তি সততোত্থিত হইয়া সামাদি উপায় দ্বারা জয়লাভে যত্ন করিবেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সামাদি উপায় দ্বারা যে জয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; ভেদ দ্বারা যে জয়, তাহা মধ্যম; আর যুদ্ধ দ্বারা যে জয় লব্ধ হয়, তাহা অতীব জঘন্য। ফলত সমর ব্যাপার অশেষ দোষের আকর, যে হেতু মনুষ্য ক্ষয়ই তাহার প্রধান ফল কথিত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরকে অবগত, উৎসাহসম্পন্ন, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্ত-চিত্ত, দৃঢ় অধ্যবসায়ী, এরূপ পঞ্চাশৎ বীরপুরুষেরা বিশাল সৈন্যদলকেও দলন করিতে পারে। অপিচ দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অর্থাৎ কোনরূপে পরাঙ্মুখ না হইলে পাঁচ ছয় বা সাত ব্যক্তিও বিজয় লাভে সমর্থ হয়। বিনতানন্দন সুপর্ণ গরুড়, অসংখ্য স্বর্ণচূড় পক্ষীর একত্র সমবায় দৃষ্টি করিলেও তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত বহুজনের সাহায্য প্রার্থনা করেন না; অতএব মহতী সেনার বাহুল্য হইলেই যে অবশ্য জয় লাভ হয়, এমত নহে। বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই; তাহা দৈবের আয়ত্ত; বিজয়ী ব্যক্তিরাও সংগ্রামে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহাত্মা ব্যাসদেব ধীসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ কহিয়া প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশংসিতাত্মা সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিলেন, হে সঞ্জয়! যখন এই সকল সমর প্রিয় শৌর্য্যশালী মহীপাল ক্ষত্রিয়গণ ঐশ্বর্য্যের অভিলাষী হইয়া পৃথিবীর নিমিত্ত বহুতর শস্ত্রনিকর সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছেন, জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়াছেন, সংহার দ্বারা কৃতান্তভবন সম্বর্দ্ধিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত হইতেছেন না, তখন পৃথিবীর বহু প্রকার গুণ থাকাই প্রতীত হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকটে পৃথিবীর গুণ বিবরণ বর্ণন কর। এই কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু কোটি, বহু অর্ব্বুদ বীর পুরুষের সমাগম হইয়াছে, ইহাঁরা যে যে স্থান হইতে সমাগত হইয়াছেন, সেই সমস্ত দেশ ও নগর সমূহের প্রকৃতরূপ আকৃতি শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। তুমি সেই অমিত-তেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রভাবে দিব্য-বুদ্ধি-প্রদীপ-জ্ঞান-নেত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব কিছুই তোমার অগোচর নাই। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতেন্দ্র! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া পৃথিবীর গুণ সমস্ত যথামতি বর্ণন করি, আপনি শাস্ত্রনয়নে তৎসমুদায় অবলোকন করুন। এই ভূমণ্ডলে স্থাবর ও জঙ্গম, এই দ্বিবিধ জীব; তন্মধ্যে জঙ্গম যোনি তিন প্রকার, স্বেদজ অণ্ডজ, ও জরায়ুজ। যাবতীয় জঙ্গম জীবের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ জরায়ুজগণের মধ্যে মনুষ্য ও নানারূপধারী যজ্ঞ-সাধন পশু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সেই পশু চতুর্দ্দশ প্রকার। তন্মধ্যে সপ্ত আরণ্য ও সপ্ত গ্রাম্য। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর, এই সাতটি আরণ্য পশু; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই সাতটি গ্রাম্য পশু; ইহা সাধুগণ কহিয়াছেন। হে রাজন্! এই চতুর্দ্দশবিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে কথিত হইয়াছে, যাহাতে যজ্ঞ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রাম্য পশু মধ্যে মনুষ্য এবং আরণ্য পশু মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। প্রাণিমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের উপজীব্য, এবং স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে। তাহাদিগের পঞ্চ প্রকার জাতি; যথা, বৃক্ষ (অশ্বত্থাদি,) গুল্ম (কুশ কাশাদি স্তম্ভ,) লতা (বৃক্ষাদিতে আরূঢ় গুড়ূচ্যাদি) বল্লী (বর্ষ মাত্র স্থায়ি কুষ্মাণ্ডাদি) ও ত্বক্ সার তৃণ (বংশপ্রভৃতি)। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিকৃতিভূত এই ঊনবিংশতি প্রকার জীব, আর ইহাদিগের প্রকৃতিভূত পঞ্চ মহাভূত, এই চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্য কার্য্য কারণ-সমস্তকে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক ত্রিলোক বিখ্যাত ব্রহ্মরূপ গায়ত্রী বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি জগতে এই সর্ব্ব-গুণান্বিতা পবিত্রা গায়ত্রীকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারেন, তাঁহার আর বিনাশ হয় না। মহারাজ! ভূমি হইতে সকলের উৎপত্তি ও ভূমিতে সকলের লয় হইয়া থাকে এবং ভূমি সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা ও পরায়ণ হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভূমির অধিকারী, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই তাহার হস্তগত, এই নিমিত্তই ভূপালগণ ভূমির অভিলাষী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে প্রমাণজ্ঞ সঞ্জয়! সম্প্রতি সমগ্র-বসুন্ধরার এবং তত্রত্য যাবতীয় নদী, পর্ব্বত, কানন, জনপদ

ও অন্যান্য যে কিছু ভূমির আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তৎসমুদায়ের নাম ও পরিমাণ আমার নিকট অশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জগতীস্থ সমস্ত বস্তুতে মহাভূতের সংগ্রহ আছে, এই হেতু মনীষীগণ জগতীস্থ সমস্ত বস্তুকে পরস্পর তুল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকেতে ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি গুণ আছে এবং পর পর মহাভূতে ক্রমশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের গুণও বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতি প্রধান; যেহেতু তত্ত্ববেদী ঋষিগণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি গুণই ক্ষিতিতে আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলে গন্ধ নাই, অন্য চারিটি গুণ রহিয়াছে। তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিনটি গুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, এই দুইটি গুণ এবং আকাশে শব্দ মাত্র গুণ রহিয়াছে। হে রাজন্! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্বভূতের আশ্রয়ভূত পঞ্চ মহাভূতে উক্ত পঞ্চ গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যৎকালে ঐ পঞ্চ মহাভূতের তুল্যতা হয়, তখন তৎসমস্ত মহাভূত পরস্পর অবলম্বন করিয়া থাকে না, অর্থাৎ তৎকালে যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের লয় হইয়া যায়। যখন তাহাদিগের পরস্পর বৈষম্য হয়, তখনই প্রাণীগণ দেহবিশিষ্ট হইয়া আবিষ্কৃত হয়, অর্থাৎ জগৎ বর্ত্তমান থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। আনুপূর্ব্বী ক্রমে সকলের ধ্বংস হয় এবং আনুপূর্ব্বী ক্রমেই সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভূমিতে জলের, জলে অগ্নির, অগ্নিতে বায়ুর ও বায়ুতে আকাশের লয় এবং আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে ভূমির উৎপত্তি হয়। মহারাজ! কোন ভূতেরই পরিমাণ হইবার বিষয় নাই, সকলই অপরিমেয়, সকলই ঐশ্বরিক। প্রত্যেক পদার্থেই পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যেরা তর্ক শক্তি পরিচালন দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূতময় পদার্থপুঞ্জের প্রমাণ কথনে উদ্যুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল ভাব চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তাহা তর্ক দ্বারা নিরূপণ করিতে উদ্যুক্ত হইবে না। যাহা প্রকৃতির অতিরিক্ত, তাহাই অচিন্তনীয়। হে কুরুবর্দ্ধন! সুদর্শন নামে জম্বু বৃক্ষ বিশেষ, তন্নামে বিশ্রুত সুদর্শন দ্বীপ আপনার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন; উহা গোলাকার, চক্রের ন্যায় সংস্থিত এবং নদী, অপরাপর জলাশয়, মেঘসন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধাকার নগর ও রমণীয় জনপদসমূহে সংছন্ন; পুষ্প ফলান্বিত বৃক্ষবৃন্দে সমুপেত; ধনধান্যসম্পন্ন ও চতুর্দ্দিকে লবণসমুদ্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যে প্রকার পুরুষ দর্পণে আপন আনন দর্শন করেন, তদ্রূপ চন্দ্রমণ্ডলে উক্ত সুদর্শন দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সুদর্শন দ্বীপ সর্ব্বত্র সর্ব্বৌষধি সমবায়ে পরিবারিত এবং উহার দুই দুই অংশে পিপ্পল আছে এবং দুই দুই অংশ শশস্থান; তদ্ভিন্ন সমুদায় স্থান জলময় জানিবেন। এতদ্ভিন্ন ইহার কিয়ৎ বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন, অপর বিষয় পরে কহিব।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ সঞ্জয়! তুমি সর্ব্ব বিষয়ের যথাবিধানক্রমে তত্ত্বজ্ঞ, পরন্তু সুদর্শন দ্বীপের কথা যাহা সংক্ষেপ রূপে কহিলে, তাহা বিস্তারক্রমে বল এবং উহার শশস্থানে যাবতীয় ভূমি স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কীর্ত্তন কর; পিপ্পলের বিষয় পরে কহিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এইরূপ জিজ্ঞাসিলে, সঞ্জয় কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হিমবান্ হেমকূট, নগোত্তম নিষধ বৈদূর্য্যময় নীল, শশিসন্নিভ শ্বেত ও সর্ব্বধাতুপিনদ্ধ শৃঙ্গবান্ এই ছয়টি বর্ষ পর্ব্বত রহিয়াছে; এই সকল গিরি সিদ্ধ চারণগণের পরিষেবিত। ইহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান সহস্র সহস্র যোজন পরিমিত। সেই সকল স্থান পুণ্য-দেশ ও বর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নানাজাতি প্রাণীগণ সর্ব্বতোভাবে সেই সকল স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই ভারতবর্ষ, ইহার উত্তরে হৈমবত বর্ষ এবং হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! নীলগিরির দক্ষিণে ও নিষধের উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত মাল্যবান্ নামে শৈল আছে। সেই মাল্যবানের পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত। সেই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যে গোলাকার কনক পর্ব্বত মেরু রহিয়াছে। ঐ মেরু পর্ব্বতের প্রভা তরুণাদিত্য ও ধূমরহিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত। হে মহীপতে! উহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন এবং নিম্নে চতুরশীতি যোজন ভূমিগর্ভে নিবিষ্ট আছে এবং ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব প্রদেশে লোক সমস্ত সমাবৃত রহিয়াছে। হে বিভো! তাহার চতুর্দ্দিকে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ প্রধান ভারতবর্ষ ও কৃতপুণ্য ব্যক্তিদিগের আবাস ভূমি উত্তর কুরু, এই চারিটি দ্বীপ-সদৃশ স্থান আছে। সুমুখ নামে গরুড়-পুত্র বিহঙ্গম মেরু গিরিতে পক্ষিমাত্রকে সুবর্ণময় দেখিয়া চিন্তা করিয়াছিল যে এই মেরু গিরিতে উত্তম মধ্যম অধম পক্ষিদিগের কোন ইতর বিশেষ নাই, অতএব আমি এ স্থান পরিত্যাগ করি। মহারাজ! মহাজ্যোতিষ্মান্ আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণও পবন সেই পর্ব্বতকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন। দিব্য পুষ্প ও ফল সকল সেই পর্ব্বতে বিদ্যমান আছে এবং সুবর্ণময় শুভ ভবন সকল তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হে রাজন্! ঐ পর্ব্বতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ অপ্সরাগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুরেশ্বর ইন্দ্র সমবেত হইয়া অনেক দক্ষিণক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তথায় যাইয়া অমরগণকে নানাবিধ স্তুতি-বাক্যে স্তব করিয়া থাকেন এবং মহাত্মা সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ, প্রতি পর্ব্বাহে তথায় গমন করেন। হে মহীপতে! ঐ পর্ব্বতের শিখরপ্রদেশে কবিপ্রধান দৈত্যগুরু দৈত্যগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সকল রত্ন পর্ব্বত ও সুবর্ণ প্রভৃতি যে কিছু রত্ন, তৎসমস্তই সেই সুমেরু সম্বন্ধীয়। ভগবান্ কুবের মেরু হইতেই সেই রত্নের চতুর্থাংশ উপভোগ করিয়া থাকেন এবং তাহার ষোড়শাংশ মর্ত্ত্যগণকে প্রদান করেন। মেরুর উত্তর পার্শ্বে সর্ব্ব কালোৎপন্ন কুসুম সমূহে পরিব্যাপ্ত, শিলা-জাল সম্ভূত রমণীয়

দিব্য কর্ণিকারবন আছে। ভূতভাবন ভগবান্ পশুপতি স্বয়ং দিব্য ভূতগণে পরিবৃত হইয়া উমা সহ তথায় বিহার করেন। তিনি আপাদ-লম্বমানা কর্ণিকারময়ী মালা ধারণ করিয়া থাকেন এবং উদিত সূর্য্যত্রয়সদৃশ নেত্র-ত্রয় দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। উগ্রতপা সত্যবাদী, ব্রতপরায়ণ সিদ্ধগণই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পান; দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। হে নরনাথ! পুণ্যাত্মাদিগের পরিষেবিতা, ত্রিপথগামিনী বিশ্বরূপা পুণ্যা ভাগীরথী গঙ্গা সেই মেরুগিরির শিখর হইতে ক্ষীর-সদৃশ শুভ্র ধারারূপে বিনিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে ভীষণ নির্ঘাত নিস্বন সহকারে শুভ চন্দ্র-হ্রদে প্লবমানা হইতেছেন। গঙ্গাদ্বারাই সেই সাগর সদৃশ হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে প্লবমানা হন, তখন পর্ব্বতসমূহ কর্ত্তৃক দুর্ধারণীয়া সেই গঙ্গাকে পিনাকধারী মহেশ্বর শত সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

হে মহীপাল! জম্বুখণ্ডে মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল দ্বীপে মহান্ দেশ আছে। তত্রত্য মনুষ্যদিগের বর্ণ সদৃশ; স্ত্রীগণ অপ্সরা তুল্য এবং তাহাদিগের আয়ু দশ সহস্র বৎসর। সেখানে মানবসকল তপ্ত কাঞ্চন তুল্য কান্তিমান, নিত্য প্রফুল্ল-চিত্ত, অনাময় ও শোকরহিত হইয়া থাকে।

গুহ্যকাধিপতি কুবের অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত গন্ধমাদন শৃঙ্গে আমোদ করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের পার্শ্বদেশে অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তত্রত্য লোকদিগের পরমায়ুর সংখ্যা একাদশ সহস্র বৎসর। হে রাজন্! ঐ স্থানের মনুষ্যেরা হৃষ্টচিত্ত, তেজস্বী ও মহাবল-পরাক্রান্ত; স্ত্রীলোক মাত্রই উৎপলপত্রবর্ণাভা ও প্রিয়দর্শনা। নীল পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেত বর্ষ, শ্বেতের উত্তরে হৈরণ্যক বর্ষ এবং তাহার উত্তরে নানা জনপদাবৃত ঐরাবত বর্ষ; সর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত উক্ত ঐরাবত বর্ষ ও সর্ব্ব দক্ষিণদিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত ভারতবর্ষ, এই দুই বর্ষের আকৃতি ধনুকের আকার। হে মহারাজ! উক্ত শ্বেত ও হৈরণ্যক, অপর ইলাবৃত বর্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত হরিবর্ষ ও হৈমবত বর্ষ, এই পাঁচটি বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী, পরন্তু ইলাবৃত বর্ষ সর্ব্ব বর্ষের মধ্যস্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভারতবর্ষ প্রভৃতি সপ্তবর্ষে উত্তরোত্তরক্রমে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, আরোগ্য ও পরমায়ু পরিমাণের আধিক্য আছে। হে ভারত! এই সকল বর্ষে প্রাণীগণ পরস্পর মিত্রভাবে সমন্বিত থাকে। মহারাজ! এইরূপে সমস্ত পৃথিবী পর্ব্বত শ্রেণীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে রাজন্! কৈলাস নামক অতি মহান্ যে হেমকূট গিরি, তাহাতে কুবের গুহ্যকগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বত নিকটে হিরণ্ময় শৃঙ্গবিশিষ্ট দিব্য সুমহান্ মণিময় শৈল আছে। তাহার পার্শ্বে সুবর্ণবালুকাবিশিষ্ট, রমণীয়, মহৎ, শুদ্ধ দিব্য বিন্দুসরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে রাজা ভগীরথ গঙ্গার সাক্ষাৎ পাইয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং মহাযশা সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ঐ স্থানে ভূতগণ সর্ব্বলোক-স্রষ্টা তিগ্মতেজা সনাতন ভূতপতিকে সমন্তাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ স্থানেই নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু এবং স্থাণু বিরাজ করিয়া থাকেন এবং ত্রিপথগামিনী দিব্যা গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া প্রথমে ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিতা হইয়া বস্বোকসারা, নলিনী, পবিত্রা সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা এবং সিন্ধু, এই সপ্ত নামে সপ্তধা বিভক্তা হন। বিধাতা এই অচিন্তনীয়া দিব্য-সঙ্কাশা সপ্তবিধা গঙ্গা বিষয়ক বিধান করিয়াছেন। যুগপ্রলয়ের পর এই স্থানে ঋষি ও দেবগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে সরস্বতী কোন কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোন কোন স্থানে অদৃশ্যা হইয়া থাকেন। এই দিব্য সপ্ত গঙ্গা ত্রিলোকবিখ্যাতা হইয়াছেন। হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যকগণ ও নিষধ-গিরিতে নাগ সর্পগণ বাস করিয়া থাকেন। গোকর্ণ পর্ব্বত তপস্বীদিগের স্থান এবং শ্বেত পর্ব্বত সমস্ত দেব ও অসুরগণের আবাস ভূমি হইয়াছে। গন্ধর্ব্বগণ নিষধগিরিতে এবং ব্রহ্মর্ষিরা নীল শৈলে নিত্য অবস্থিত করেন। হে মহারাজ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতেও দেবগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। মহারাজ! বিভাগ-ক্রমে এই সপ্ত বর্ষ কথিত হইল। এই সমস্ত বর্ষ, স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতেরই আবাসভূমি; তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী বহুবিধা সমৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য; কল্যাণাকাঙ্ক্ষীরা তাহাতে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মহারাজ! আপনি যে শশ স্থানের দিব্য আকৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই উক্ত হইল এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভারতবর্ষ ও উত্তর পার্শ্বে ঐরাবত বর্ষ; এই দুইটি বর্ষ যে আছে, তাহাও কথিত হইল। অপর নাগদ্বীপ ও কাশ্যপ দ্বীপ ঐ শশ স্থানে কর্ণ স্বরূপ হইয়াছে। হে রাজন্! তাম্রপত্রসদৃশ-শিলাসংযুক্ত সুশোভিত যে মলয় পর্ব্বত, তাহা এই জম্বুদ্বীপের শশস্থানের দ্বিতীয় অবয়ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি মেরুর উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বৃত্তান্ত অশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, নীলগিরির দক্ষিণে এবং মেরুগিরির উত্তর পার্শ্বে সিদ্ধগণনিষেবিত পবিত্র উত্তর কুরু আছে। ঐ স্থানের বৃক্ষে মধুময় ফল ও নিত্য নিত্য পুষ্পফল হইয়া থাকে। পুষ্প সকল সুগন্ধি ও ফল সকল রসাল। হে নরনাথ! ঐ স্থানের কোন কোন বৃক্ষে ইচ্ছামত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর, ক্ষীরী নামে কতকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহারা সর্ব্বদা অমৃতোপম ক্ষীর ও ছয় প্রকার রস ক্ষরণ করিয়া থাকে এবং বস্ত্র উৎপন্ন করে। ঐ বৃক্ষের ফল হইতে আভরণ সকলও উৎপন্ন হয়। ঐ স্থানের সমস্ত ভূমি মণিময়ী ও তথায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঞ্চনের বালুকা সকল পতিত থাকে। ঐ স্থান, সমস্ত ঋতুতেই সুখস্পর্শ এবং তথায় কখন কর্দ্দম হয় না। মানবগণ দেবলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া তথায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ আভিজাত্য-সম্পন্ন ও সাতিশয় প্রিয়দর্শন হন। তথায় এককালে যুগ্ম মনুষ্য—কন্যা পুত্র জন্মে। স্ত্রীগণ অপ্সরা সদৃশী হয়। তাহারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরী বৃক্ষের অমৃতোপম ক্ষীর পান করিয়া থাকে। যুগ্ম মনুষ্য—কন্যা পুত্র যথাকালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমানরূপে বর্দ্ধিত

হয়। তাহারা তুল্যরূপ, তুল্যগুণ ও তুল্য বেশসম্পন্ন এবং চক্রবাক সদৃশ প্রণয়বদ্ধ হয়। হে বিভো! তাহারা রোগবিহীন ও সদানন্দ। মহারাজ! তত্রত্য লোক সকল একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে ও পরস্পর পরস্পরকে সৌহার্দ্দ বশত পরিত্যাগ করে না। তীক্ষ্ণতুণ্ডবিশিষ্ট মহাবল, ভারুণ্ড নামে পক্ষীগণ ঐ স্থানের মৃত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতগুহায় প্রক্ষেপ করে। মহারাজ! উত্তর কুরুর বিষয় এই সংক্ষেপে কহিলাম।

এক্ষণে মেরুর পূর্ব্বপার্শ্ব যথাবৎ কীর্ত্তন করি। হে প্রজানাথ! মেরুর পূর্ব্বপার্শ্বের ভদ্রাশ্ব স্থান প্রধান; যে স্থানে ভদ্রশাল বন ও, কালাম্র নামে মহাদ্রুম আছে। মহারাজ! সেই কালাম্র বৃক্ষ এক যোজন উচ্চ, নিত্য পুষ্পফলে সমন্বিত, শুভকর ও সিদ্ধচারণগণের পরিষেবিত। ঐ স্থানের পুরুষসকল মহাবলিষ্ঠ, তেজস্বান্ ও শ্বেত কলেবর। স্ত্রীগণ কুমুদবর্ণা, সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা; তাহাদিগের কান্তি চন্দ্রসদৃশ, আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এবং অঙ্গ চন্দ্রসদৃশ শীতল এবং তাহারা নৃত্যগীত বিষয়ে নিপুণা হইয়া থাকে। হে ভরতনন্দন! তত্রত্য লোকদিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর; তাহারা কালাম্রের রস পান করিয়া চিরকাল স্থিরযৌবন হইয়া কালাতিপাত করে।

নীলের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে মহান্ জম্বুবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ আবহমান কাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা সিদ্ধচারণগণের সেবিত। ঐ পবিত্র বৃক্ষে সর্ব্ব কাম ফল লব্ধ হয়। এই জম্বুদ্বীপ সেই জম্বু বৃক্ষের নামেই চিরকাল বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। হে ভরতনন্দন মনুজেশ্বর! ঐ বৃক্ষ একাদশ শত যোজন উচ্চ হইয়া অন্তরীক্ষ স্পর্শ করিয়াছে। উহার রসভেদী ফলের পরিণাহ-পরিমাণ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অরত্নি। সেই ফল ভূমিতে পতমান হইয়া মহাশব্দ করিয়া থাকে এবং রজতবর্ণ রসরাশি নিঃসারিত করে। সেই জম্বুফলের রস নদী হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করত উত্তর কুরুতে গমন করে। সেই ফল-রস পান করিলে শ্রান্তি দূর হয়, পিপাসা থাকে না এবং জরাতে আক্রান্ত হইতে হয় না। ঐ স্থানে উজ্জ্বল কান্তি, ইন্দ্র গোপসদৃশ জাম্বুনদ নামে দেবভূষণ কনক উৎপন্ন হয়; তত্রত্য মানব জাতীর অঙ্গকান্তি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় হইয়া থাকে।

হে ভরতনন্দন! মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখরে সম্বর্ত্তক নামে কালাগ্নি বহ্নি সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়; এই পর্ব্বতের পরিমাণ একাদশ সহস্র যোজন এবং উহার পূর্ব্বশৃঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সকল পূর্ব্বদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তৎপ্রদেশে কাঞ্চনসঙ্কাশ কান্তিমান্ মানবগণ জন্মগ্রহণ করে; উহারা সকলেই ব্রহ্মলোকচ্যুত ও ব্রহ্মবাদী এবং ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন, ও কঠোর তপস্যাচরণ করেন। সেই ষট ষষ্টি সহস্র সংখ্য পুরুষ দিবাকরকে বেষ্টন করিয়া অরুণের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তাঁহারা ষট্ষষ্টি সহস্র বৎসর আদিত্য তাপে তাপিত হইয়া পরে শশিমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সমস্ত বর্ষ, পর্ব্বত ও পর্ব্বত-বাসীদিগের নাম আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, শ্বেত গিরির দক্ষিণে নিষধ গিরির উত্তরে রমণক নামে বর্ষ আছে। সেখানে যে সকল মনুষ্য জন্মেন, তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ-আভিজাত্য-সম্পন্ন, প্রিয়দর্শন ও নিঃশত্রু হইয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া একাদশ সহস্র পঞ্চ শত বৎসর জীবিত থাকেন। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ শৈলের উত্তরে হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে, যেখানে হিরণ্বতী নদী রহিয়াছে। মহারাজ! ঐ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ পতগোত্তম পক্ষিরাজ গরুড় অবস্থিতি করেন। হে রাজন্! তত্রত্য লোকসকল যক্ষের অনুগত, প্রিয়-দর্শন, মহা বলবান্, ধনশালী ও প্রফুল্ল চিত্ত। উহাঁরা সার্দ্ধ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকেন। হে মনুজাধিপ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটি বিচিত্র শৃঙ্গ আছে। একটি মণিময়, একটি অদ্ভুত সুবর্ণময় এবং অপর একটি সর্ব্বরত্নময় ও ভবন সমূহে উপশোভিত। সেখানে স্বয়ংপ্রভা শাণ্ডিলী দেবী নিত্য বসতি করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান্ গিরির উত্তরে সমুদ্র পর্য্যন্ত ঐরাবত নামে বর্ষ। উহার সন্নিহিত তাদৃশ মহিমান্বিত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত থাকাতেই উহা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না, মানবগণ জরাগ্রস্ত হয় না; নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া যেন চতুর্দ্দিকে আবৃত হইয়া থাকেন। সেখানে পদ্মপলাশলোচন, পদ্মবর্ণ, পদ্ম-প্রভাবন্ত ও পদ্মদলতুল্য সুগন্ধযুক্ত মনুষ্যসকল উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই দেবতুল্য, ইষ্টগন্ধান্বিত, অনাহারোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ ও দেব-লোক-চ্যুত। হে ভরতসত্তম! তাঁহারা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর আয়ুষ্মান্ হইয়া জীবিত থাকেন।

হে জনাধিপ! সেইরূপ ক্ষীরোদসাগরের উত্তরে কনকময় শকটে প্রভু বৈকুণ্ঠ হরি বাস করেন। সেই যান অষ্টচক্র সংযুক্ত, ভূতসমূহান্বিত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, অগ্নিবর্ণ, মহাতেজঃসম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট সুবর্ণে সুভূষিত। সেই বিভু হরি সর্ব্বভূতের প্রভু। তাঁহাতেই জগৎ উপসংহৃত হয় এবং তাঁহা হইতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনিই কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক। তিনিই পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু ও তেজঃস্বরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের যজ্ঞস্বরূপ এবং হুতাশন তাঁহারই মুখ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় মহামনা নরপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের বিষয়ে ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সূতনন্দন! কালই জগৎ সমস্ত সংহার করেন, পুনর্ব্বার সৃষ্টিও করেন; এই সংসারে চিরস্থায়ী বস্তু কিছুই নহে, ইহাতে সংশয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ নর-নারায়ণই সর্ব্বভূতের সংহারকর্ত্তা। দেবতারা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ এবং মনুষ্যেরা তাঁহাকে প্রভু বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অষ্টম-অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, এই যে ভারতবর্ষ, যাহার নিমিত্ত এই সমস্ত সৈন্য মুগ্ধ, মৎপুত্র দুর্য্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ ও পাণ্ডু-

নন্দনেরা লোলুপ হইয়াছে এবং আমার মনও মগ্ন হইয়াছে, তাহার যথার্থ বিবরণ তুমি আমার নিকট বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন কর, যেহেতু আমি তোমাকে এতদ্বিষয়ে বিজ্ঞ জানি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পাণ্ডুনন্দনগণের ভারতবর্ষে লোভ নাই। দুর্য্যোধন, সুবলনন্দন শকুনি এবং অন্যান্য নানা জনপদেশ্বর ক্ষত্রিয়গণই এই ভারতবর্ষে লুব্ধ হইয়াছেন। ইঁহারা তন্নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষমা করিতেছেন না। হে ভরতনন্দন! এই ভারতবর্ষের বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করি। শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষ ইন্দ্র দেবের প্রিয়; এবং বৈবস্বত মনু, পৃথু, বৈণ্য, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মান্ধাতা, নহুষ, মুচুকুন্দ, শিবি, ঋষভ, ঐল, নৃগ, কুশিক, মহাত্মা গাধি, সোমক, রাজর্ষি দিলীপ, এই সকল রাজা ও অন্যান্য সমস্ত বলিষ্ঠ মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণেরও প্রিয় হইয়াছে। হে অরিন্দম! আপনি যে এই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যথাযথক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষমান্, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সপ্ত কুল-পর্ব্বত আছে। এই সমস্ত পর্ব্বতের সমীপে অপরিজ্ঞাত সহস্র সহস্র বিপুল, সারবান্, বিচিত্র সানুমান্ পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্ব্যতীতও নীচলোকাশ্রিত অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত পরিজ্ঞাত আছে। আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও মিশ্রজাতি সকলে এই সকল নদী ব্যবহার করিয়া থাকে—বিপুলা গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, বিপাপা, স্থূলবালুকা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণ্না, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতি, বেদশিরা, ত্রিদিবা, ইক্ষুলা, কৃমি, করীষিণী, চিত্রবহা, চিত্রসেনা, গোমতী, ধূতপাপা, চন্দনা, কৌশিকী, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, হস্তিসোমা, দিশ্, শরাবতী, বেণ্বা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলুকা, বাণী, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রাজিনী, পূরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, অসিক্নী, কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ঘৃতবতী, পুষ্পাবতী, অনুষ্ণা, সেব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বস্ত্রা, সুবর্ণা, গৌরী, কম্পুনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরকরা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুবীরা, অম্বুবাহিনী, বৈনন্দী, পিঞ্জলা, তুঙ্গবেণ্না, বিদিশা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিশ্রাবা, মহাপগা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, শোণা, চন্দ্রমা, দুর্গামন্ত্রশিলা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুরসা, দাসী, সামান্যা, বরণা, অসী, নীলা, ধৃতিকরী, পর্ণাসা, মানবী, বৃষভা, ব্রহ্মা, ভাসা এই সকল ও অন্যান্য অনেক মহানদী আছে—সদানিরাময়া, কৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী, ব্রাহ্মণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোষা, মুক্তিমতী, অনঙ্গা, বৃষসাহ্বয়া, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকাহ্বয়া, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, মন্দাকিনী, সুপুণ্যা ও সর্ব্বগঙ্গা, ইহারা সকলে জগতের মাতা-স্বরূপ এবং মহা ফলদায়িনী। এই প্রকার অজ্ঞ সহস্র সহস্র শত শত নদী জনগণের নিকট অপ্রকাশিত আছে। পরন্তু যেমন স্মরণ হইল, তদনুসারে এই সকল নদী কীর্ত্তন করিলাম। মহারাজ! ইহার পর জনপদসমূহের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুরু পাঞ্চাল, শাল্ব, মদ্রজাঙ্গল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধ, মাল, মৎস্য, কুশট, কৌশল্য, কুন্তি, কাশি, কোশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কোশল, নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, দশার্ণ, কুকুর, অবন্তি, কুন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মল্লক, পাণ্ড্য, বিদর্ভ, অনূপবাহিক, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্রকরীতি, অধিরাজ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারবাস্য, আপবাহ, বক্র, বক্রাতি, শক, বিদেহ, মগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোমা, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাহিষ, শশিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত, পঙ্কল, চর্ম্মচণ্ডক, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্র, নিষ্কুট, বহু অন্ধ্র দেশ, অন্তর্গির্য্য, বহির্গির্য্য, অঙ্গমলদ, মালবাজ্জট, মহ্যুত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, যামুন, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত্ত, নৈঋত, দুর্গল, প্রতিমৎস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, শূরসেন, ঈজিক, কন্যকাগণ, তিলভার, মসীর, মধুমন্ত, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধু, সৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উলূত, শৈবাল, বাহ্লিক, দর্ব্বীচর, নব, দর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবট্ট, সুদামা, সুমল্লিক, বন্ধ্র, করীষক, কুলিন্দ উপত্যক, বানায়ু, দশ, পার্শ্ব, রোমা, কুশবিন্দ, কচ্ছ, গোপালকচ্ছ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তক, ওড্র, ম্লেচ্ছ, সৈরিন্ধ্র ও পার্ব্বতীয়।

হে ভরত-নন্দন! ইহার পর দক্ষিণদেশীয় জনপদ সকল শ্রবণ করুন। দ্রবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসিক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্প, মূষক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কোকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালব, নর, সমঙ্গ, কনক, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসব, সঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, ব্যূক, কোরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবশ, বিন্ধ্য, পুলিক, পুলিন্দ, বল্কল, মালব, বল্লব, অপর বর্বক, কুলিন্দ, কালদ, দণ্ডক, করট, মূষক, স্তনবাল, সনীয়, অঘট, সৃঞ্জয়, অলিদায়, শিবাট, স্তনপ, সুনয়, ঋষিক, বিদর্ভ, কাক, তঙ্গন ও পরতঙ্গন।

মহারাজ! অপর উত্তর দেশ সকলের কথা শ্রবণ করুন। যবন, কম্বোজ, সকৃদ্গ্রহ, কুলথ, হূন, পারসিক, রমণ, চীন ও দশমালিক, এই সকল দেশে দারুণ ম্লেচ্ছজাতি বাস করে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির বসতি প্রদেশ, আভীর, দরদ, কাশ্মীর, পশু, খাশীর, অন্তচার, পহ্লব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনপোষিক, দ্রোষক, কলিঙ্গ, কিরাত জাতিদিগের বাস প্রদেশ, তোমর, হন্যমান ও করভঞ্জক। হে ভারত! পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের এই সকল ও অন্যান্য দেশের বিবরণ আমি উদ্দেশ মাত্রে কহিলাম। কামদুঘা ধেনুস্বরূপ এই সমস্ত ভূমি, গুণ ও বল অনুসারে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দোহন করিতে পারে। ধর্ম্মার্থকোবিদ শূর রাজগণ এতাদৃশ ভূমির নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। সেই তরস্বী ক্ষত্রিয়গণ ধন-সম্পত্তি লোলুপ হইয়া

যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন। ভূমিই দেব ও মানবগণের কামনানুরূপ পরম গতি হইয়াছে। যে প্রকার কুকুরগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে আমিষ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, ক্ষত্রিয়গণ বসুন্ধরা ভোগাভিলাষে সেইরূপ হইয়াছেন। কেহ কামনার শেষ করিয়া তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং কুরু পাণ্ডবেরা সাম, ভেদ, দান বা দণ্ডদ্বারা ভূমি পরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। ভূমির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিলে, ভূমিই মাতা, পিতা, পুত্র, সকলের অবলম্বন আকাশ ও স্বর্গস্বরূপ হয়।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত সঞ্জয়! হৈমবত বর্ষ, হরিবর্ষ ও এই ভারতবর্ষবাসীদিগের আয়ুঃপরিমাণ, বল, শুভ ও অশুভ এবং অনাগত, অতিক্রান্ত ও বর্ত্তমান বিষয় সকল আমার নিকট তুমি সবিস্তার কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারতেন্দ্র! এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রথম সত্য, তদনন্তর ত্রেতা, পরে দ্বাপর, সর্ব্বশেষে কলিযুগ। হে রাজসত্তম! মনুষ্যের আয়ুঃসংখ্যা সত্যযুগে চতুঃসহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে ত্রিসহস্র বৎসর এবং দ্বাপরে দ্বি সহস্র বৎসর; পরন্তু কলিযুগে পরমায়ুর সংখ্যা নিরূপিত নাই; ঐ যুগে মনুষ্য, গর্ভে থাকিয়াও মৃত হয় এবং জাতমাত্রও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। কৃতযুগে মানবসকল মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, বীর্য্যবন্ত, প্রিয়দর্শন ও প্রজ্ঞাগুণ সমন্বিত হন। তাঁহারা শত শত সহস্র সহস্র প্রজনন করেন এবং মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাত্মা, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও তপোধন মুনি হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় সকল প্রিয়-দর্শন, প্রশস্ত শরীর বিশিষ্ট, মহাবীর্য্য, ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধ-কুশল ও শূরসত্তম হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে সমুদায় ক্ষত্রিয়ই স্ব স্ব চক্রে আধিপত্য করত স্বাধীন থাকেন। দ্বাপরযুগে সকল বর্ণই সর্ব্বদা মহোৎসাহ, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ও পরস্পর বধৈষী হন; এবং কলিযুগে লোক সকল অল্প তেজস্বী ক্রোধপরায়ণ লুব্ধ ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। তাহাদিগের ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, মায়া, অসূয়া, রাগ ও লোভ, এ সকলের আবির্ভাব হয়। হে নরাধিপ! এক্ষণে এই দ্বাপর যুগের অল্প অবশিষ্ট আছে। এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা হৈমবত বর্ষে গুণের আধিক্য ও তাহার পর হরিবর্ষের তদপেক্ষাও গুণাধিক্য আছে

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভূমি পর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে গবল গণ-সূত সম্যগ দর্শী সঞ্জয়! তুমি জম্বুখণ্ডের বিবরণ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে উহার বিস্তৃত ও পরিমাণ, যথার্থত আমার নিকট ব্যক্ত কর এবং সমুদ্রের পরিমাণ শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয় স্বরূপত সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বহুসংখ্য দ্বীপ আছে, যদ্দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্ত দ্বীপ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিবরণ আমি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন হে নরাধিপ! জম্বু পর্ব্বত সম্পূর্ণ অষ্টাদশ সহস্র ষট্ শত যোজন বিস্তৃত; ইহার দ্বিগুণ বিস্তৃত লবণ সমুদ্র ঐ লবণ সমুদ্র নানা জনপদে সমাকীর্ণ, মণি-বিদ্রুম-সমূহে বিচিত্রিত, অনেক ধাতু চিত্রিত পর্ব্বত দ্বারা উপশোভিত, সিদ্ধ-চারণগণে সংকীর্ণ এবং গোলাকার। হে কুরুনন্দন পৃথ্বীনাথ! এইক্ষণে শাক দ্বীপের বিষয় যথান্যায়ে অনুরূপ কীর্ত্তন করি, আপনি আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। শাক দ্বীপ বিস্তারে জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত। সেই শাক দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে পরিবেষ্টিত। তাহার বিস্তৃতি-পরিমাণ শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ঐ শাকদ্বীপে যে সকল পুণ্য দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্রত্য লোক সকল অল্পায়ু হয় না, সকলেই ক্ষমাশীল ও তেজস্বী; সুতরাং সেখানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! শাকদ্বীপের এই সংক্ষেপ বিবরণ আপনার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম, অপর আর কি কহিব, আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! তুমি শাকদ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলে, বিস্তারক্রমে যথার্থরূপ বল। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ শাকদ্বীপে মণিবিভূষিত রত্নাকর, সপ্ত পর্ব্বত ও সরিৎ সকল বিদ্যমান আছে; তাহাদিগের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন, আপনি ঐ সকল পর্ব্বতের সমস্ত বিষয়ই অতীব গুণবৎ জানিবেন। প্রথম মেরু গিরি; উহা দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের আলয়। তৎপরে মলয় নামে পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে আয়ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। তাহার পরে জলধার নামে মহাগিরি। ইন্দ্র ঐ গিরি হইতে উৎকৃষ্ট জল নিত্য নিত্য গ্রহণ করেন, তৎপরে বর্ষাকালে বর্ষণ করেন। তাহার পরে রৈবতক নামে উচ্চগিরি, যেখানে আকাশে রেবতী নক্ষত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পিতামহ ব্রহ্মারই এই সৃষ্টি চিরকাল বিহিত আছে। হে রাজেন্দ্র! উহার উত্তরে শ্যাম নামে মহাগিরি, উহা নবমেঘসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, উচ্চ, সুন্দর শোভান্বিত ও উজ্জ্বল-বিগ্রহ। ঐ পর্ব্বতের শ্যামবর্ণ হেতু তত্রত্য প্রজাগণ শ্যাম বর্ণ হইয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে এইক্ষণে আমার এই অতীব সংশয় হইল যে তত্রত্য প্রজাগণ কিরূপে শ্যাম বর্ণ হয়? সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! সকল দ্বীপেই গৌর, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মিশ্র বর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এই গিরি হইতে শ্যাম বর্ণ মাত্র হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই এই গিরি শ্যামগিরি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পর মহোদর দুর্গ শৈল; এবং কেশরী পর্ব্বত। বায়ু কেশরযুক্ত হইয়া ঐ কেশরী গিরি হইতে প্রবাত হয়। উক্ত এই সমস্ত পর্ব্বতের বিস্তার-পরিমাণ ক্রমশ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। এই সাতটি পর্ব্বতের সাতটি বর্ষ মনীষীগণ কহিয়াছেন। মেরু পর্ব্বতের মহাকাশ, জলদ মলয় পর্ব্বতের কুমুদোত্তর, মহাগিরি জলধার শৈলের সুকুমার, রৈবত পর্ব্বতের কৌমার, শ্যাম গিরির মণিকাঞ্চন, কেশর শৈলের মৌদাকী এবং দুর্গ শৈলের মহাপুরুষ বর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে কুরুনন্দন, সেই শাক দ্বীপের মধ্যে শাক নামে মহাদ্রুম আছে; তাহার দীর্ঘতা ও বিস্তার জম্বুদ্বীপস্থ জম্বু-বৃক্ষের সমান। প্রজাগণ সেই বৃক্ষের উপাসনানুবর্ত্তী। সেই শাক দ্বীপের সমস্ত রাষ্ট্রই পবিত্র। সেখানে শঙ্কর দেব, সকলের পূজ্যমান হন এবং সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সেখানে গমন করিয়া

থাকেন। হে ভারতরাজ! সেখানে চতুর্ব্বিধ প্রজাই অতীব ধার্ম্মিক এবং সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণানুযায়ী কর্ম্মে নিরত থাকে। তথায় চৌর্য্যবৃত্তি দেখা যায় না; প্রজাগণ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত ও দীর্ঘায়ু হইয়া প্রাবৃট্‌ কালীন নদীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং পুণ্যজলা নদী সকল বিদ্যমান আছে; গঙ্গা বহুধা হইয়া গমন করিয়াছেন এবং মহানদী সুকুমারী, কুমারী, শীতা, শীবেণিকা, মণিজলা, বংক্ষু ও বর্দ্ধনিকা, এই সকল ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যতোয়া নদী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সকল নদী হইতে জল গ্রহণপূর্ব্বক বর্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল নদীর নাম ও পরিমাণ সংখ্যা করা অশক্য। তৎসমস্ত নদীই প্রধানা ও পুণ্যজনিকা। মহারাজ! ঐ শাক দ্বীপে মগ, মশক, মানস ও মন্দগ, লোক-সম্মত এই পুণ্যদেশ চতুষ্টয় আছে। মগদেশে স্বকর্ম্ম নিরত বহুল ব্রাহ্মণ বসতি করিয়া থাকেন। মশক দেশে সর্ব্বকামপ্রদ ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ অবস্থিতি করেন। মহারাজ! মানস জনপদে সর্ব্বাভিলাষ-সম্পন্ন, ধর্ম্মার্থনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মোপজীবী শূর বৈশ্যগণ নিবসতি করিয়া থাকেন এবং মন্দগ রাষ্ট্রে ধর্ম্মশীল পৌরুষসম্পন্ন শূদ্রজাতি সর্ব্বদা নিবাস করে। হে রাজেন্দ্র! সেই শাকদ্বীপে রাজা নাই, দণ্ড নাই এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিও নাই; সমস্ত প্রজা স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারেই পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। সেই প্রভাব-সম্পন্ন শাকদ্বীপের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় এবং ইহাই শ্রোতব্য।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উত্তর প্রদেশীয় দ্বীপ সকলের কথা যেরূপ শ্রুত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র ও সুরাসমুদ্র, ঐ সকল দ্বীপে সন্নিবেশিত আছে; ঐ সকল দ্বীপে ধর্ম্মের আবির্ভাব হেতু তৎপ্রদেশীয় সেই সকল সমুদ্রকে ধর্ম্মসাগর বলা যায়। হে নরাধিপ! সেই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ পর পর দ্বিগুণ এবং পর্ব্বত সকল সেই সেই সমুদ্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মধ্যম দ্বীপে মনঃশিলা ধাতুময় মহান্‌ গৌরগিরি ও পশ্চিম দ্বীপে নারায়ণ-সখ কৃষ্ণপর্ব্বত রহিয়াছে। সেখানে স্বয়ং কেশব প্রজাগণের সুখ বিধানার্থে প্রজাপতির উপাসনা করত দিব্য রত্ন সকল রক্ষা করিয়া থাকেন। কুশ দ্বীপে জনপদের মধ্যে কুশস্তম্বকে, শাল্মলক দ্বীপে শাল্মলি বৃক্ষকে এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপে রত্ন সমূহের আকার মহাক্রৌঞ্চ গিরিকে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা পূজা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! কুশ দ্বীপে সর্ব্ব ধাতুময়, অতি মহান্‌ গোমন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহাতে শ্রীমান্‌ প্রভু নারায়ণ কমললোচন হরি, মোক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত নিত্য সঙ্গত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। দ্বিতীয়, বিদ্রুম-নিচিত সুনামা নামে দুর্দ্ধর্ষ দ্যুতিমান্‌ হেম পর্ব্বত; তৃতীয়, কুমুদ গিরি; চতুর্থ পুষ্পবান্‌ নামে শৈল; পঞ্চম কুশেশয়; ষষ্ঠ হরিগিরি নামে পর্ব্বত আছে। এই ছয়টি পর্ব্বতই প্রধান; তাহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান পর পর ক্রমে দ্বিগুণ। প্রথম ঔদ্ভিদ বর্ষ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল বর্ষ, তৃতীয় সুরথ বর্ষ, চতুর্থ লম্বন বর্ষ, পঞ্চম ধৃতিমৎ বর্ষ, ষষ্ঠ প্রভাকর বর্ষ এবং সপ্তম কপিল বর্ষ, এই সাতটি বর্ষ-লম্ভক পর্ব্বত আছে। হে পৃথিবীশ্বর! দেব, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রজা সকল এই সকল বর্ষে বিহার ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তত্রত্য জনগণ অল্পায়ু হয় না। হে নৃপ! সেখানে ম্লেচ্ছ জাতি ও দস্যুবৃত্তি লোক নাই। সকল লোকেই প্রায় গৌর বর্ণ ও সুকুমার হয়।

হে মনুজেশ্বর! অবশিষ্ট সমস্ত দ্বীপের বিষয় যেরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহা আপনি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহাগিরি আছে; তাহার পর বামনক, বামনের পর অন্ধকারক, অন্ধকারের পর প্রধানোত্তম মৈনাক; মৈনাকের পর উৎকৃষ্ট গোবিন্দ গিরি; এবং গোবিন্দের পর নিবিদ নামে পর্ব্বত আছে। ইহাদিগের পরস্পর দূরতা, পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর গিরির দ্বিগুণ। এক্ষণে তত্রত্য দেশ সকল কীর্ত্তন করি, তাহা শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ গিরির সন্নিহিত কুশল দেশ, বামন গিরির সন্নিহিত মনোনুগ রাষ্ট্র, মনোনুগের পর উষ্ণদেশ, উষ্ণদেশের পর প্রাবরক দেশ, প্রাবর-দেশের পর অন্ধকারক দেশ, অন্ধকারকের পর মুনি দেশ, এবং মুনি দেশের পর সিদ্ধচারণগণ-সংকীর্ণ দুন্দুভি-স্বন জনপদ কথিত হইয়া থাকে। তত্রত্য লোক সকল প্রায় গৌরবর্ণ হয়। মহারাজ! এই সকল দেশে দেব গন্ধর্ব্বগণ বিহার করিয়া থাকেন। পুষ্কর দ্বীপে পুষ্কর নামে মণিরত্নবান্‌ পর্ব্বত আছে; সেখানে স্বয়ং প্রজাপতি দেব নিত্য বাস করিয়া থাকেন। হে নরাধিপ! সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণ নিত্য নিত্য মনোনুকূল বাক্যে তাঁহার পূজা করত উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপোৎপন্ন নানাবিধ রত্ন সকল এই সমস্ত দ্বীপস্থ প্রজাদিগের ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত দ্বীপের প্রজাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও পরমায়ুর পরিমাণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ হইতে ক্রমশ পর পর দ্বীপস্থ লোকের দ্বিগুণ দ্বিগুণ হইয়া থাকে। হে রাজন্‌! এই সমস্ত দ্বীপে যত দেশ আছে, সেই সকল দেশকে একই দেশ বলিতে হইবে, যেহেতু ঐ সমস্ত দেশে একই ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। নিয়ন্তা প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া সর্ব্বদা সেই সমস্ত দেশ রক্ষা করত অবস্থান করিতেছেন। তিনিই রাজা, তিনিই শিব, তিনিই পিতা এবং তিনিই পিতামহ; তিনিই সচেতন অচেতন সমস্ত প্রজাকে পালন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই চিরকাল প্রস্তুত অন্ন স্বয়ং উপস্থিত হয়, প্রজা সকল তাহা ভোজন করিয়া থাকে।

মহারাজ! তাহার পর সমা নামে চতুষ্কোণ লোকালয় আছে; সেই স্থান ত্রয়স্ত্রিংশৎ মণ্ডলবিশিষ্ট। সেখানে লোক-প্রসিদ্ধ বামন, ঐরাবত ও প্রভিন্নকরটা-মুখ সুপ্রতীক প্রভৃতি চারি দিগ্‌গজ আছে, তাহাদিগের পরিমাণ সংখ্যা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না, যেহেতু সেই গজ চতুষ্টয়ের ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব চিরকাল অপরিমিত। সেখানে বায়ু বিশৃঙ্খলা রূপে নানা দিক্‌ হইতে বহন করে, সেই সকল দিগ্‌গজ কর্ষণকারী, পদ্ম সদৃশ, মহাপ্রভ স্ব স্ব শুণ্ডাগ্র দ্বারা সেই সকল প্রবাত বায়ুকে গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে শতধা করিয়া নিত্য নিত্য মোচন করে। বায়ু সকল নিত্য নিত্য সেই সকল দিগ্‌হস্তীর নিশ্বাসে মুচ্যমান হইয়া আগমন করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রজাগণ জীবিত রহিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপের বিষয় সাতিশয় বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিলে এবং তাহার সংস্থানও

প্রদর্শন করিলে; এই ক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পরের বৃত্তান্ত বল। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্বীপ সকলের বৃত্তান্ত উক্ত হইল, এই ক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও প্রভাবর্ণ রাহুগ্রহের বৃত্তান্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! শ্রুত হওয়া গিয়াছে, রাহু গ্রহ গোলাকার, তাহার ব্যাস-পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র যোজন, এবং বিপুলতা প্রযুক্ত পরিধি দ্বিচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন; ইহা পুরাণবেত্তা বুধগণ কহিয়াছেন। মহাত্মা চন্দ্রের ব্যাস একাদশ সহস্র যোজন এবং পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র একোনষষ্টি শত যোজন। পরম উদার শীঘ্রগামী সূর্য্যের ব্যাস দশ সহস্র যোজন এবং পরিধি পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র অষ্ট শত যোজন শুনিতে পাওয়া যায়। হে ভারত! ইহ সংসারে সূর্য্যের এই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই রাহু-গ্রহ বৃহৎ প্রযুক্ত চন্দ্র সূর্য্যকে যথাকালে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে; ইহা সংক্ষেপরূপে কহিলাম। মহারাজ! আপনি এই সকল বিবরণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা যথানুরূপ সমুদায় আপনার নিকট কহিলাম, এক্ষণে আপনি শান্তভাব অবলম্বন করুন। হে কুরুনন্দন! এই জগৎ বিনির্ম্মাণ বিষয়ে উদ্দেশানুসারে আমি কীর্ত্তন করিলাম, অতএব আপনি আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি আশ্বস্ত হউন। হে ভরতেন্দ্র! এই মনোনুগত ভূমিপর্ব্ব কোন ক্ষত্রিয় শ্রবণ করিলে শ্রীমান্, অর্থসিদ্ধ এবং সাধুগণের সম্মানিত হন এবং তাঁহার আয়ু, বল, কীর্ত্তি ও তেজ বর্দ্ধিত হয়। যে কোন রাজা যতব্রত হইয়া পর্ব্বেতে ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণ প্রীত হন। এই ভারতবর্ষ, যেখানে আমরা বর্ত্তমান রহিয়াছি, এখান হইতে যে পুণ্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া আছেন, এই সময়ে ভূত-ভব্য-ভবিষ্যবেত্তা প্রত্যক্ষদর্শী গবল্গণপুত্র বিদ্বান্ সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিকটে সহসা দ্রুত গমনে আগমন পূর্ব্বক ভারতগণের পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধে-নিপতন সংবাদ কহিলেন, হে মহারাজ ভরতপ্রবর! আপনাকে নমস্কার করি, আমি সঞ্জয়; ভারত পিতামহ ভীষ্ম হত হইয়াছেন। সকল যোদ্ধার প্রধান ও সর্ব্ব ধনুর্দ্ধারীর তেজঃস্বরূপ সেই কুরু-পিতামহ অদ্য শর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনার পুত্র যাঁহার বল-বীর্য্য আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম যুদ্ধে শিখণ্ডী-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছেন। যে মহারথ কাশিপুরীতে সমবেত সমস্ত পৃথিবীপালদিগকে এক রথেই জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি জামদগ্ন্য রামের সহিত অসম্ভ্রমচিত্তে সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে জামদগ্ন্য রাম নিহত করিতে পারেন নাই, সেই ভীষ্ম অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্র সদৃশ, স্থৈর্য্যে হিমালয় তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর সমান ছিলেন এবং যাঁহার শর দংষ্ট্রা স্বরূপ, ধনুক বক্ত্র-স্বরূপ, এবং খড়্গ জিহ্বা স্বরূপ ছিল, সেই দুরাসদ নররূপ সিংহ আপনার পিতা ভীষ্ম পাঞ্চালরাজ পুত্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। যে প্রকার গোগণ সিংহকে দেখিয়া বেপমান হয়, সেইরূপ উদ্যত মহৎ পাণ্ডব সৈন্য রণ-স্থলে যাঁহাকে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া কম্পমান হইয়াছিল; তিনি দশ দিবস আপনার সৈন্য রক্ষাপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য নিপাত করিয়া—অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া অস্তগত আদিত্যের ন্যায় অদ্য অস্তগত হইয়াছেন। যিনি ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষোভ-রহিত হইয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করত দশ দিবসে দশ সহস্র যোদ্ধাকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন, তিনি বাতরুগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া অদ্য ধরাশায়ী হইয়াছেন। মহা-রাজ! সেই ভরতকুলতিলক ভীষ্ম এই ঘটনার অযোগ্য হইয়াও আপনারই দুর্ম্মন্ত্রণাতে তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পিতা ইন্দ্র-সদৃশ কুরু পিতামহ ভীষ্মকে শিখণ্ডী কি প্রকারে নিহত করিল? তিনি কি প্রকারে রথ হইতে নিপতিত হইলেন? যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই দেবকল্প বলশালী ভীষ্ম ব্যতিরেকে আমাদিগের যোদ্ধাগণ কিরূপ হইল? সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল মহাসত্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ নিহত হইলে, তৎকালে মৎপক্ষীয়গণের মন কিরূপ হইল? হে সঞ্জয়! সেই অবিচলিতচিত্ত কুরুবীর-পুরুষপ্রবরকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন সাতিশয় ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! তাঁহার যুদ্ধ গমন কালে কোন কোন ব্যক্তিরা অনুগামী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অগ্রগামী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা সমভিব্যাহারী, কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা নিবৃত্ত এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা অনু-বর্ত্তী হইয়াছিল? সৈন্যগণের প্রতি আক্রম কারী ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, অচ্যুত সেই মহারথ পুরুষের পৃষ্ঠ রক্ষা কোন্ কোন্ শূরগণ করিয়াছিল? সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী শত্রুঘাতী যে পুরুষ, সূর্য্য-কর্ত্তৃক তমো বিনাশের ন্যায়, সংগ্রামে পর সৈন্য বিনাশ করিয়া পরপক্ষের ভয়োৎপাদন করত পাণ্ডুপুত্রদিগের বিপক্ষে অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই সৈন্য গ্রাস-কারী পুরুষকে কোন্ ব্যক্তিরা নিবারণ করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! বাণবর্ষণকারী সেই কৃতী দুরাধর্ষ শান্তনু-নন্দনকে পাণ্ডবেরা সমীপস্থ হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলেন? যাঁহার শর, দংষ্ট্রা স্বরূপ; শরাসন, কৃতব্যাদান মুখ স্বরূপ; খড়্গ, জিহ্বা স্বরূপ এবং যিনি কখন পরাজিত হয়েন নাই; এতাদৃশ ভীষণরূপ, যুদ্ধে নিপাতিত হইবার অযোগ্য, লজ্জাশীল, দুর্জ্জয় ভীষণরূপ সেই অজিত পুরুষব্যাঘ্রকে কুন্তীপুত্র কি প্রকারে যুদ্ধে নিপা-তিত করিলেন? যিনি প্রধান রথে অবস্থিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা শত্রুদিগের মস্তকসমূহ চয়ন করিতেছিলেন এবং পাণ্ডব-দিগের বৃহৎ সৈন্য দল সংগ্রাম মধ্যে যে উগ্রধন্বা উগ্র শরবান্ উদ্যমশীল দুর্দ্ধর্ষ পুরুষকে দেখিয়া সর্ব্বক্ষণই কালাগ্নি তুল্য বোধ করত সচেষ্ট থাকিতেন; তিনি দশ দিবস পর-সৈন্য পরি-কর্ষণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া—অতি দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া আদি-ত্যের ন্যায় অস্তগত হইয়াছেন। যিনি যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয্য শরজাল বর্ষণ করিয়া দশ দিনে অর্ব্বুদ সংখ্যক যোদ্ধা নিপাতিত করিয়াছেন; তিনি অদ্য রণে নিহত হইয়া বাতরুগ্ন

মহীরুহের ন্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সেই ভরতকুল-চূড়ামণির পক্ষে এই অনুচিত ঘটনা কেবল আমার দুর্ম্মন্ত্রণা হেতু হইয়াছে। সঞ্জয়! সেই শান্তনু-পুত্র ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে দেখিয়া সে স্থলে পাণ্ডবসেনা কি প্রকারে প্রহার করিতে সক্ষম হইল? পাণ্ডু নন্দনেরাই বা কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিলেন? আচার্য্য দ্রোণ জীবিত থাকিতেই বা ভীষ্ম কি হেতু জয়ী হইলেন না? তথায় দ্রোণ-পুত্র ও কৃপ সন্নিহিত থাকিতেই বা প্রহারক প্রধান ভীষ্ম কি হেতু নিধন প্রাপ্ত হইলেন? দেবগণেরও দুরাসদ সেই অতিরথ ভীষ্মকে পাঞ্চাল্য শিখণ্ডী কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত করিল? যিনি সংগ্রামে মহাবল জামদগ্ন্য রামের প্রতি সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিতেন, জামদগ্ন্য রামও যাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই মহারথ-কুলোৎপন্ন শক্র-সম পরাক্রমশালী বীর-পুরুষের সমরে পরাজয় বিবরণ আমার নিকট বর্ণন কর; যেহেতু তাহা শ্রবণ না করিয়া আমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছি না। সঞ্জয়! মৎপক্ষীয় কোন্ মহাধনুর্দ্ধরেরা সেই অটল বীরকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই? কোন্ বীরেরাই বা দুর্য্যোধনের আদেশমতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল? সঞ্জয়! যখন সমস্ত পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন সমস্ত কুরুগণ তো সেই অটল বীরকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই? যাঁহার মৌর্ব্বী-ঘোষ গর্জ্জন স্বরূপ; বাণসকল, জলবিন্দুসমূহ; এবং ধনুকের শব্দ, বজ্রধ্বনি; এতাদৃশ উন্নত মহামেঘ স্বরূপ যে বীর, বজ্রধারী ইন্দ্রের দানব দল বিনাশের ন্যায়, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথদিগকে বাণ বর্ষণ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন এবং যিনি সমরে অজস্র গমনশীল অস্ত্রসমূহের ভয়ানক সাগর স্বরূপ হইয়াছিলেন; যে সাগরে বাণ সকল হিংস্র জল জন্তু ও কার্ম্মুক সকল তরঙ্গ হইয়াছিল; এবং যাহাতে আশ্রয় স্থান দ্বীপ ও তরণি ছিল না; যাহা গদা ও অসি স্বরূপ মকরের আলয়; যাহার আবর্ত্ত অশ্ব সকল; যাহা গজগণে সমাকুল, পদাতি স্বরূপ মৎস্য সংঘে পরিপূর্ণ, দুরাসদ ও অক্ষোভ্য; এবং যাহার শব্দ শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি স্বরূপ হইয়াছিল; এবং যে সাগর বহুল হয়, গজ, পদাতি ও রথ সকলকে বেগে নিমগ্ন করিতেছিল এবং ক্রোধ স্বরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইতেছিল; সেই বীর শত্রুহন্তা শত্রুতাপন ভীষ্মরূপ অস্ত্রসাগরকে, বেলা-ভূমির সমুদ্র নিরোধের ন্যায়, কোন্ কোন্ যোদ্ধারা অবরোধ করিয়াছিল? সঞ্জয়! যখন অরিহন্তা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিত নিমিত্ত সমর কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন কে কে তাঁহার অগ্র-বর্ত্তী হইয়াছিল? সেই অমিত তেজস্বী ভীষ্মের দক্ষিণ চক্র কোন্ কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া প্রধান বীর-দিগকে নিবারণ করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সন্নি-হিত হইয়া অগ্রভাগ রক্ষার নিমিত্ত বর্ত্তমান ছিল? কোন্ বীরেরা সেই যুধ্যমান বীরের উত্তর চক্র রক্ষা করিয়াছিল? কোন্ সকল যোদ্ধা তাঁহার বাম চক্রে থাকিয়া সৃঞ্জয়গণকে প্রহার করিয়াছিল? কাহারা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের দুরা-ক্রম্য অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দুর্গম গতি স্বীকার করিয়া তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিল? এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাহারাই বা সমবায় যুদ্ধে প্রধান বীরদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? যদি বীরগণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল এবং তিনিও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; তবে সেই সকল বীরগণ কি হেতু যুদ্ধে বলপূর্ব্বক দুর্জ্জয় পাণ্ডবদিগের সৈন্য জয় করিতে পারিল না?

সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা, সর্ব্ব লোকেশ্বর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সদৃশ সেই ভীষ্মের প্রতি কি প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইল? যিনি আশ্রয়ভূত দ্বীপ স্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অবলম্বনে আশ্বাসিত হইয়া কুরুগণ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই নরসিংহ ভীষ্মরূপ দ্বীপের নিমজ্জন বৃত্তান্ত তুমি ব্যক্ত করিতেছ, মহাবল মদীয় পুত্র যাঁহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদিগকে গণনাই করে নাই, তিনি কি প্রকারে শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? পুরাকালে সমস্ত দেবগণ, দানবগণ-হনন-কালীন যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাব্রত মৎপিতা ভীষ্মকে সাহায্য নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এবং পুত্র-লক্ষণ সম্পন্ন মহা-বীর্য্য যে ভীষ্ম জন্ম গ্রহণ করিলে লোক-বিখ্যাত রাজা শান্তনুর শোক, দুঃখ, দৈন্য দূরীভূত হইয়াছিল; সেই বিখ্যাত পরমা-শ্রয় প্রাজ্ঞ স্বধর্ম্ম-নিরত শুচি বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মকে কি প্রকারে আমার নিকট তুমি হত বলিয়া ব্যক্ত করিতেছ। সঞ্জয়! সর্ব্বাস্ত্রকুশল বিনয়ী শান্ত দান্ত সেই মহানুভব শান্তনু-নন্দনকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমি অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যকেই নিহত মনে করিতেছি। সঞ্জয়! আমার বিবেচনায় হইতেছে, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্ম বলবানরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যেহেতু পাণ্ডবেরা বৃদ্ধ গুরু হত্যা করিয়া রাজ্যভোগ অভিলাষ করিতেছে। পূর্ব্বকালে সর্ব্বাস্ত্রবেত্তার অগ্রগণ্য জামদগ্ন্য রাম অম্বার নিমিত্ত যে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্ব ধনুর্দ্ধর-প্রধান ইন্দ্র সম কৃতী ভীষ্মকে নিহত বলিয়া যে আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে, ইহার পর দুঃখ আর কি আছে! যিনি বারংবার ক্ষত্রিয়বৃন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, বীর শত্রুহন্তা জামদগ্ন্য রাম যে মহাবুদ্ধিমান্ ভীষ্মকে হনন করিতে পারেন নাই, তিনি অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে হত হইলেন, অতএব দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবীর্য্যবান্ ভৃগু-নন্দন পরশুরাম হইতে তেজ, বল ও বীর্য্যে অধিক, তাহাতে আর সংশয় নাই; যে শিখণ্ডী, যুদ্ধ-নিপুণ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরমাস্ত্রবেত্তা শূর বীর ভরতবংশ-প্রবর ভীষ্মকে হনন করিল।

সঞ্জয়! কোন্ বীরগণ শস্ত্রযুদ্ধক্ষেত্রে সেই শত্রুঘাতী বীরের সহবর্ত্তী হইয়াছিল এবং পাণ্ডবদিগের সহিত ভীষ্মের যে প্রকার যুদ্ধ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। মৎ-পুত্র দুর্য্যোধনের সেনা এক্ষণে, হতবীরা—পতি-পুত্র বিহীনা যোষার ন্যায় হইয়াছে। মৎপক্ষীয় তৎসমস্ত সৈন্যই গোপাল-রহিত গো যূথের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহারণে যাঁহার সর্ব্বলোক অপেক্ষায় পরম পৌরুষ প্রকাশ পাইত, সেই মহাপুরুষ যখন রণশায়ী হইলেন, তখন তোমাদিগের মন কিরূপ হইয়াছিল? সঞ্জয়! মৎপিতা মহাবীর্য্য সেই ধার্ম্মিক-বরকে অদ্য নিপাতিত করিয়া আমাদিগের জীবনে আর কি সামর্থ্য রহিল! সঞ্জয়! আমার বোধ হইতেছে, যে প্রকার, পার-গমনোদ্যত ব্যক্তিরা অগাধ সলিলে নিমগ্ন নৌকা দেখিয়া

কাতর হয়, সেই প্রকার, ভীষ্মকে নিহত দেখিয়া আমার পুত্রেরা দুঃখে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছে। সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণময়; যেহেতু সেই পুরুষসিংহকে নিহত শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না। যে পুরুষ সিংহেতে অপ্রমেয় অস্ত্র, মেধা ও নীতি বিদ্যমান ছিল এবং যিনি শত্রুর দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, এতাদৃশ পুরুষ যুদ্ধে কিরূপে নিহত হইলেন? কোন ব্যক্তি কি অস্ত্র, কি শৌর্য্য, কি তপস্যা, কি মেধা, কি ধৈর্য্য, কি ত্যাগ, কিছুতেই মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারে না, মহাবীর্য্য কালই নিশ্চয় সমুদায় লোকের দুরতিক্রম্য, সেই কাল হেতুই, সঞ্জয়! তুমি ভীষ্মের বিনাশবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে। আমি পুত্র-শোকের আশঙ্কায় কাতর হইয়া মহৎ দুঃখ চিন্তা করতঃ ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন ভীষ্মকে ভূতল-পতিত আদিত্যের ন্যায় দেখিলেন, তখন কি অবলম্বন করিলেন? সঞ্জয়! আমি স্বপক্ষ কি পর পক্ষ রাজাদিগের প্রত্যেক সৈন্য বিষয়ে বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া কিছুই শেষ বুঝিতে পারিতেছি না। ঋষিগণ এই ক্ষত্রধর্ম্মকে কি নিদারুণ করিয়াই প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়াছেন। আমরা যে সেই মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করাইয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছি এবং পাণ্ডবেরাও যে তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন, ইহাতে আমাদিগের অপরাধ হইতে পারে না, যেহেতু আমরা উভয় পক্ষই ক্ষত্রধর্ম্মের আশ্রিত। কৃচ্ছ্রজনক আপদ্ উপস্থিত হইলে এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য আর্য্যগণেরও কর্ত্তব্য, যেহেতু শত্রুর প্রতি আক্রমণ, পরম শক্তিপ্রকাশ ও উক্ত প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ সেই ক্ষত্রধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সঞ্জয়! অপরাজিত লজ্জাশীল শান্তনুনন্দন পিতা মহাশয় সৈন্য বিনাশ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে নিবারিত করিলেন? কিরূপে সৈন্য সকল নিযুক্ত ও কি প্রকারে মহাত্মাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল? এবং কি প্রকারে মৎ পিতা ভীষ্ম মহাশয় শত্রুগণকর্ত্তৃক নিহত হইলেন? দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র ধূর্ত্ত শকুনি ও দুঃশাসন, ইহারা, তিনি হত হইলে কি বলিয়াছিলেন? যে সভায় শর, শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল অক্ষ; নর বারণ ও বাজিগণের শরীরসমূহ আস্তরণ এবং প্রাণ প্রদানরূপ ভয়ঙ্কর পণ হইয়াছিল, এতাদৃশ দ্যূত সভায় কোন্ কোন্ যুদ্ধ বিশারদ দ্যূতক্রীড়ক অল্পবুদ্ধি নরশ্রেষ্ঠেরা প্রবেশ করিয়া দ্যূত-ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহাতে ভীষ্ম ব্যতীত কাহারা জয়ী এবং কাহারাই বা পরাজিত কৃতলক্ষ ও নিপাতিত হইয়াছিল, এ সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। সঞ্জয়! এক্ষণে সেই যুদ্ধ-শোভী দেবব্রত ভীমকর্ম্মা পিতা ভীষ্মকে নিহত শুনিয়া আমার আর শক্তি নাই। পুত্রের বিনাশ জন্য মহা শোকানল আমার অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়াছিল, তুমি যেন ঘৃতদ্বারা সেই অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া দিলে। সর্ব্বলোকসম্মত বিখ্যাত ভীষ্মকে মহাভার গ্রহণ করিয়া নিহত হইতে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকগ্রস্ত হইয়াছে বোধ হইতেছে। সঞ্জয়! আমার দুর্য্যোধন কৃত সেই সমস্ত দুঃখের কথা শ্রবণ করিবার মানস হইয়াছে, অতএব সেখানে যে যে ঘটনা ও যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সেই সংগ্রামস্থলে মন্দ জনের বুদ্ধিদোষে যে কিছু অপনীত বা সুনীত হইয়াছিল, তাহা আমার সকাশে কীর্ত্তন কর। সেই রণক্ষেত্রে জয়েচ্ছু কৃতাস্ত্র ভীষ্ম তেজ-সহকারে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগের যেরূপ সৈন্যের, যে প্রকারে, যেরূপ ক্রমে, যে সময়ে, যে প্রকার হইয়াছিল ও সেই যুদ্ধে যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় অশেষরূপে বর্ণন কর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা, আপনি যেমন যোগ্য, তদুপযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু আপনি দুর্য্যোধনের প্রতি এই দোষ আরোপ করিবেন না, যেহেতু যে মনুষ্য আপনার দুশ্চরিত হইতে অমঙ্গল প্রাপ্ত হন, তিনি সেই আত্মকৃত অপরাধে অন্যের প্রতি আশঙ্কা করিতে যোগ্য হন না। মহারাজ! যে, মনুষ্যদিগের প্রতি সমুদায় নিন্দিত কর্ম্ম আচরণ করে, সেই নিন্দিতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের বধ্য হয়। সরল-স্বভাব পাণ্ডবেরা অমাত্যগণের সহিত, আপনার প্রতীক্ষায় বহু কাল অপকার অনুভব করিয়াছিলেন এবং বনবাসী হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা উপযুক্ত হয় না।

মহারাজ! অশ্ব, হস্তী ও অমিত-তেজস্বী রাজাদিগের বিষয় যাহা আমি প্রত্যক্ষ নয়ন-গোচর করিয়াছি এবং যোগবলেও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি; তৎসমস্ত শ্রবণ করুন, শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না; ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব হইতে দৈব নির্ব্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার প্রসাদে আমি অনুত্তম দিব্য জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যে মহাত্মার বরদানে এই যুদ্ধ বিষয়ে আমার অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পর-চিত্তের বিজ্ঞান, অতীত ও অনাগত বিষয়ে অবগতি, শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারীদিগের উৎপত্তির কারণ-জ্ঞান, আকাশে শুভগতি ও অস্ত্র-শস্ত্রের সহিত অসঙ্গ, এই সমস্ত লাভ হইয়াছে; আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরাশর-নন্দনকে নমস্কার করিয়া আমি এই লোমহর্ষণ জনক কুরু-পাণ্ডবীয় পরমাদ্ভুত বিচিত্র যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! সেই সকল সৈন্য যথাবিধানে ব্যূহ রচনাক্রমে অবস্থিত ও সযত্ন হইলে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রথসকল শীঘ্র যোজনা কর এবং শীঘ্র সমুদায় সৈন্য নিয়োগ কর। আমি বহু বৎসরাবধি যে যুদ্ধার্থ সসৈন্য কুরু পাণ্ডবদিগের সমাগম চিন্তা করিয়াছি, তাহা আমার নিকট এই উপস্থিত হইয়াছে। এই রণে ভীষ্মের রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেহেতু ইনি রক্ষিত হইলে, পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে পারিবেন। বিশুদ্ধাত্মা ভীষ্ম মহাশয় কহিয়াছেন, 'আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না; যেহেতু পূর্ব্বে হইতে শুনা যাইতেছে, শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি, অতএব যুদ্ধে শিখণ্ডী আমার পরিত্যাজ্য।' অতএব আমার বিবেচনা হইতেছে, ভীষ্মকে বিশেষরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং মৎপক্ষীয় সকলে শিখণ্ডীর বধে যত্নবন্ত হউক। অপর, সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ বীরগণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া

পিতামহকে রক্ষা করুন। মহাবল সিংহও যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তবে বৃকও তাহাকে হনন করিতে পারে, অতএব দুঃশাসন! শৃগাল কর্ত্তৃক সিংহ হননের ন্যায়, যেন শিখণ্ডী দিয়া ভীষ্মকে হনন করাইও না। যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন এবং অর্জ্জুনের বামচক্রে যুধামন্যু ও দক্ষিণ চক্রে উত্তমৌজা রক্ষক হইয়াছেন, অতএব অর্জ্জুন এতাদৃশ রূপে রক্ষিত হইয়া যে শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন, বিশেষত পিতামহ মহাশয় যাহাকে আঘাত করিবেন না, এমত স্থলে শিখণ্ডী যে রূপে পিতামহ মহাশয়কে নিহত করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, মহীপালগণ 'যোজনা কর, যোজনা কর,' এইরূপ মহাশব্দ করিতে লাগিলেন; এবং সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, অশ্বগণের হ্রেষা রব, রথসকলের নেমি স্বন, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি এবং গর্জ্জনকারি-যোধগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎকৃষ্ট রবে সর্ব্বত্র তুমুল হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! সূর্য্যোদয় সময়ে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় মহাসৈন্য উত্থিত ও সকলেই অশেষ রূপে উদ্যুক্ত হইল। তৎপরে প্রকাশ হইলে আপনার পুত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের দুরাধর্ষ অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচ সকল এবং আপনার ও পর পক্ষের শস্ত্রবন্ত মহান্ সৈন্য দল সমস্ত দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। সুবর্ণবিভূষিত রথ ও নাগসকল সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ভূরি ভূরি রথের সহিত সৈন্যসমূহ যেন নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকিল। তন্মধ্যে আপনার পিতা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অতীব শোভা পাইতেছিলেন। দেখিলাম, যোধগণ ধনু, ইষু, খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর প্রভৃতি শুভ্র শুভ্র অস্ত্রের দ্বারা স্ব স্ব অনীকমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। হে নরনাথ! শত শত সহস্র সহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ সকল যেন শত্রু বন্ধনার্থে জালরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। স্বকীয় ও পরপক্ষীয় সমুচ্ছ্রিত দীপ্তিমান্ সহস্র সহস্র বিবিধাকার ধ্বজ সকল শোভা পাইতেছে। রাজগণের সহস্র সহস্র, জ্বলন্ত পাবক সদৃশ, মণি-চিত্রিত কাঞ্চনময় উজ্জ্বল ধ্বজ-সকল, অমরাবতীর শুভ্র ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বদ্ধসন্নাহ সেই সকল বীরগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করত তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃষভ-লোচন প্রধান প্রধান মানবেন্দ্রগণ বর্ম্মী, তূণীরধারী ও জ্যাঘাতত্রাণ-বদ্ধ হইয়া উদ্যত বিচিত্র আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক চমূমুখে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। সুবলপুত্র শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তি-রাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কৈকেয়গণ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কলিঙ্গাধিপতি শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, কোশলপতি বৃহদ্বল ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা, এই দশ-সংখ্য ভূরি দক্ষিণ যাগশীল পরিঘ-বাহু পুরুষ-প্রবর শূর-ভূপতি, প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণীপতি হইয়াছেন। এই দশ জনকে ও এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্য নীতিকুশল মহারথ রাজা ও রাজপুত্রগণকে দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে দেখিলাম। তাঁহারা সকলেই ধ্বজী ও মনোহর মাল্যধারী হইয়া কৃষ্ণাজিন বন্ধনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনার্থে ব্রহ্মলোক গমনে দীক্ষিত হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন দশ অক্ষৌহিণী বাহিনী পরিগ্রহ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কৌরবদিগের ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় এক অক্ষৌহিণী মহাসৈন্য উক্ত দশঅক্ষৌহিণী সেনার অগ্রবর্ত্তী ও একাদশ সংখ্যার পূরণীভূত হইয়াছে এবং শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম মহাশয় উহার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। মহারাজ! সেই অক্ষয় পুরুষ ভীষ্মের শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ, অশ্ব ও বর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। যাহার হেমময় তালধ্বজ শোভা পাইতেছিল, সেই রজতময় রথে অবস্থিত ভীষ্মকে কৌরব ও পাণ্ডবেরা শুভ্র মেঘ-মধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। পুরোবর্ত্তী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে চমূমুখে অবস্থিত দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। যে প্রকার জৃম্ভমান মহাসিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগগণ উদ্বিগ্ন হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই পুনঃপুনঃ উদ্বেগাবিষ্ট হইলেন। হে রাজন্! যেমন আপনার এই একাদশ দল শ্রীসম্পন্ন বাহিনী, প্রধান প্রধান পুরুষকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল, সেইরূপ পাণ্ডবদিগেরও সপ্তদল সেনা প্রধান প্রধান পুরুষেরা রক্ষা করিতেছিলেন। এই উভয় পক্ষের দুই দল সৈন্য যেন উন্মত্ত মকর সমূহে আবর্ত্তিত ও মহাগ্রাহবৃন্দে সমাকুল যুগান্ত-কালীন সাগরদ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবদিগের এতাদৃশ সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বে কখন দৃষ্টি করি নাই এবং শ্রবণও করি নাই।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যে প্রকার কহিয়াছিলেন, যে দিবস রাজগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আগমন করিলেন, সেই দিবস সেইরূপই হইল। যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদিগের দিব্য দেহপ্রাপণ জন্য চন্দ্রমণ্ডল পিতৃলোকের সন্নিহিত হইল। রাহু কেতুর দীপ্যমান সপ্ত উপগ্রহরূপ মহাগ্রহ আকাশে পতিত হইলেন। ভানুমান্ আদিত্যকে যেন উদয় কালে জ্বলন্তী শিখা সংযুক্ত ও দ্বিধাভূত হইয়া উদিত দেখা যাইতে লাগিল। মাংস-শোণিত-ভোজী শৃগাল ও কাক সকল মৃতদেহ লাভের লালসায় প্রদীপ্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে শব্দ করিতে থাকিল। অরিন্দম কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম ও ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ইঁহারা উভয়ে প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া সংযত হইয়া পার্থদিগের নিমিত্ত, পাণ্ডু-পুত্রদিগের জয় হউক, এই কথা বলিতেন এবং আপনার নিমিত্তে যে প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে যুদ্ধও করিতেন। আপনার পিতা সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ দেবব্রত, সমুদায় রাজাদিগকে আনাইয়া এই কথা কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমাদিগের নিমিত্ত এই মহৎ স্বর্গ দ্বার অনাবৃত রহিয়াছে, এই দ্বার দিয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্ম-লোকে গমন কর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ তোমাদিগের নিমিত্ত এই সনাতন পথ বিধান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা অব্যগ্রচিত্ত হইয়া আপনাকে যুদ্ধে নিয়োজিত কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নৃগ, এই সকল রাজা ঈদৃশ কর্ম্ম দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়া পরম ধাম লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের পীড়া দ্বারা গৃহেতে যে মরণ, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে অধর্ম্ম এবং যুদ্ধে যে নিধন প্রাপ্তি, তাহাই তাঁহাদিগের পক্ষে সনা-

তন ধর্ম্ম। হে ভরত প্রবর! মহীপালগণকে ভীষ্মমহাশয় এইরূপ কহিলে, তাঁহারা উত্তম উত্তম রথে আরোহণ করত শোভমান হইয়া স্ব স্ব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। হে ভারত! বিকর্ত্তন নন্দন কর্ণ স্বীয় অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত, ভীষ্ম নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য পক্ষীয় রাজগণ ও আপনার পুত্রগণ, সিংহনাদ দ্বারা দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের এই সকল সৈন্য শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, বারণ, বাজি, রথ ও পদাতিসমূহে শোভা পাইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথনেমির শব্দে পৃথিবী আকুলিত হইয়া উঠিল। মহারথগণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও কার্ম্মুক দ্বারা যেন অনল পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। কুরু-পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চ তারক সংযুক্ত মহা তাল ধ্বজ দ্বারা শোভিত হইয়া কুরু-সৈন্যমুখে যেন বিমল সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সকল রাজগণ আপনার পক্ষ, তাঁহারা ভীষ্মের আদেশক্রমে যথাস্থানে রহিলেন। গোবাসন দেশাধিপতি শৈব্য, পতাকান্বিত রাজ যোগ্য গজরাজ দ্বারা সেই সকল রাজার সহিত গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা, যাঁহার রথ ধ্বজ সিংহলাঙ্গুলাকারে বিচিত্রিত, তিনি সকল সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী ও সযত্ন হইয়া গমন করিলেন। শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও মহারথ বিকর্ণ এই সাত জন উত্তম বর্ম্মপরিধারী মহাধনুর্দ্ধর রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী এবং অশ্বত্থামা ইঁহাদিগের পুরোগামী হইলেন। ইঁহাদিগের অতি উচ্চ স্বর্ণময় দীপ্যমান ধ্বজসকল উৎকৃষ্ট রথ সকলকে সুশোভিত করত বিরাজমান হইতে লাগিল। আচার্য্য-প্রধান দ্রোণের ধ্বজে কমণ্ডলু ও ধনুকের আকৃতিবিভূষিত স্বর্ণময় বেদির আকৃতি শোভা পাইতে লাগিল। অনেক শত সহস্র সৈন্য পরিচালনকারি দুর্য্যোধনের ধ্বজে মণিময় নাগ বিরাজিত হইতে থাকিল। পৌরব, কলিঙ্গাধিপতি, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ক্ষেমধন্বা ও শল্য এই কয় জন রথী, দুর্য্যোধনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। কৃপাচার্য্য মহার্হ রথে আরোহণপূর্ব্বক বৃষভাকৃতি চিত্রিত ধ্বজে শোভিত হইয়া মাগধ সেনা পরিচালনা করত অগ্রভাগে গমন করিলেন। শারদীয় নিবিড় মেঘ সদৃশ সেই প্রাচ্য দেশীয় অতি মহৎ সৈন্যদল অঙ্গপতি কর্ণ-পুত্র ও মনস্বী কৃপ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল। মহাযশা জয়দ্রথ বরাহ চিহ্নিত রজতময় প্রধান ধ্বজে সুশোভিত হইয়া সৈন্যপ্রমুখে অবস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী জয়দ্রথের লক্ষ রথ, অষ্ট সহস্রনাগ ও ছয় অযুত অশ্ব ছিল। অনন্তর রথ নাগ বাজি সঙ্কুল ধ্বজিনী মুখ সেই মহৎ সৈন্যদল, সিন্ধুপতি রাজা জয়দ্রথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত কলিঙ্গ দেশের অধিপতি, কেতুমানের সহিত ষষ্টি সহস্র রথ ও অযুত নাগ লইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পর্ব্বত সদৃশ মহাগজ সকল যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকাসমূহ দ্বারা শোভিত হইয়া রোচমান হইতে লাগিল। কলিঙ্গরাজ অগ্নিতুল্য মুখ্যধ্বজ, শ্বেতচ্ছত্র, কণ্ঠাভরণ ও চামর ব্যজন দ্বারা শোভমান হইলেন। কেতুমানও বিচিত্র পরম অঙ্কুশযুক্ত মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক মেঘস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সমরে সমাগম করিলেন। তেজঃপ্রদীপ্ত রাজা ভগদত্ত প্রধান মাতঙ্গে অবস্থিত হইয়া বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিলেন। ভগদত্ত সদৃশ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেতুমানের অনুব্রত হইয়া গজস্কন্ধে অবস্থিতি পূর্ব্বক সমর যাত্রা করিলেন। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য, নৃপতি শান্তনুপুত্র, আচার্য্য-পুত্র, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য ইঁহারা যেরূপ রথের সহিত সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন, ঐ ব্যূহের অঙ্গ হস্তীগণ, মস্তক রাজগণ ও পক্ষ অশ্বগণ হইল; সর্ব্বতোমুখ ঈদৃশ দারুণ ব্যূহটি যেন হাস্য করত উৎপতিত হইতে থাকিল।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে যুযুৎসু যোধগণের তুমুল হৃদয়-কম্পন শব্দ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিত ও রথ সকলের নেমি ধ্বনি দ্বারা যেন বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইল। তখন হয়গণের হ্রেষা রব ও যোধগণের গর্জ্জন রবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত হইল। আপনার পুত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের সৈন্যসমূহ, পরস্পর সমাগমে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সেই রণস্থলে স্বর্ণবিভূষিত রথ সকল ও নাগ দল, সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। হে নরাধিপ! আপনার পক্ষের কাঞ্চনাঙ্গদবিভূষিত বহুবিধাকার ধ্বজ সকল প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। স্ব পক্ষ ও পর পক্ষের পতাকা সকল মহেন্দ্র ভবনের শুভ্র মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় নয়নগোচর হইতে থাকিল এবং প্রদীপ্ত সূর্য্যসমপ্রভ কাঞ্চন কবচ দ্বারা সন্নদ্ধ বীরগণকে প্রদীপ্ত ভাস্কর তুল্য প্রভাযুক্ত বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ! বৃষভ-লোচন, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্রায়ুধ কার্ম্মুকধারী, বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ কুরু যোধবৃন্দগণ পতাকা ও উদ্যত বিচিত্র অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুশোভিত হইয়া সৈন্যমুখে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! আপনার পুত্র দুঃশাসন, দুর্বিষহ দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, ইঁহারা এবং সত্য, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা ও শল ইঁহারাও ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। বিংশতি সহস্র রথী ইঁহাদিগের অনুগামী হইল এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রৈগর্ত্ত, কৈকেয়, সৌবীর, কিতব ও প্রাচ্য, এই পশ্চিম ও উত্তর দিকের দ্বাদশ জনপদের শূর সমস্ত তনুত্যাগে কৃতোৎসাহ হইয়া মহৎ রথবর্গ দ্বারা কুরু পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি, দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্য লইয়া সেই রথ-সৈন্যের অনুগামী হইলেন। বাহিনী মধ্যে ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথমণ্ডলের চক্ররক্ষক ও দন্তিদলের পাদ রক্ষক হইল। নখর ও প্রাস অস্ত্রযোধী অনেক শত সহস্র পদাতি, অসি, চর্ম্ম ও ধনু হস্তে লইয়া অগ্রভাগে গমন করিল। মহারাজ! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য, গঙ্গার অন্তরে যমুনার সংগতি হইলে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু নন্দন যুধিষ্ঠির, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ব্যূহিত দেখিয়া স্বকীয় অল্প সৈন্য দ্বারা কি

৩। কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।



অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে অস্ত্রদ্বারা কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব ?

( ভীষ্মপর্ব্ব ৮৪৭ পৃষ্ঠা। )

প্রকারে প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা করিলেন? যিনি মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহ জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহার বিপক্ষে পাণ্ডু-পুত্র কি প্রকারে প্রতি ব্যূহ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যব্যূহ রচনা দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন! মহর্ষি বৃহস্পতির বচন হেতু অনেকেই জানেন যে, অল্প সৈন্যকে সংহত করিয়া এবং বহু সৈন্যকে ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত করিয়া যুদ্ধ করাইবে; অতএব বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধে সূচীমুখ সৈন্যব্যূহ রচনা করাই বিধেয়। পর-পক্ষ অপেক্ষা আমাদিগের সৈন্য অল্প, অতএব তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির বচনানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজসত্তম! বজ্রপাণি ইন্দ্র যে বজ্রাখ্য নামে অচল ব্যূহের বিধান করেন, আমি আপনার নিমিত্ত সেই দুর্জ্জয় বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করি। যিনি উদ্ধৃত বায়ু সদৃশ, সমরে শত্রু দুঃসহ এবং প্রহারকের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধোপায় বিচক্ষণ সেই পুরুষসত্তম সেনাপতি হইয়া রিপু সৈন্যের তেজ মর্দ্দন করত আমাদিগের অগ্রে গমন করিবেন। যে প্রকার সিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগযূথ সংত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, সেই প্রকার দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমুদায় পার্থিবগণ তাঁহাকে দেখিয়া নিবৃত্ত হইবে। যেরূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ আমরা সকলে অকুতোভয়ে সেই প্রহারকপ্রধান ভীমকে প্রাকার স্বরূপ করিয়া আশ্রয় করিব। লোকে এতাদৃশ পুরুষ কেহ বিদ্যমান নাই যে, অত্যুগ্রকর্ম্মা পুরুষপ্রবর বৃকোদরকে ক্রুদ্ধ দেখিতে সমর্থ হয়। মহাবাহু ধনঞ্জয় ফাল্গুন ইহা বলিয়া সেইরূপ করিলেন, সমস্ত সৈন্যকে লইয়া আশু ব্যূহ রচনা করিয়া প্রয়াণ করিলেন। কুরু সৈন্যকে চলিত দেখিয়া পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা পরিপূর্ণা সংস্তব্ধা ও মন্দগতি ক্রমে চলিতা গঙ্গার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীমসেন, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, রাজা ধৃষ্টকেতু ও বিরাট সেই সকল সেনার অগ্রণী হইলেন। পরন্তু বিরাট নৃপতি এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। মহাতেজস্বী নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্র রক্ষায় প্রবৃত্ত থাকিলেন। বেগশীল সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন। পাঞ্চাল রাজ-নন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, সৈন্যগণের মধ্যে শূর রথি প্রধান প্রভদ্রকগণের সহিত, তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন। তৎপশ্চাৎ শিখণ্ডী, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সযত্ন হইয়া ভীষ্ম বিনাশের নিমিত্ত প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষায় সযত্ন রহিলেন। পাঞ্চাল্য যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ঐ সময়ে বীভৎসু, রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাবল ভীমসেনকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, হে জনাধিপ! এই ভীমসেন বজ্রসারময় দৃঢ় গদা ধারণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও শোষণ করিতে পারেন, এবং সেই এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকল ও অমাত্যগণের সহিত, উঁহাকে অবলোকন করত অবস্থান করিতেছে। হে ভারত! রণক্ষেত্রে পার্থ ঐ রূপ বলিতেছেন, তখন তাঁহাকে সমস্ত সৈন্যেরা তদনুকূল বাক্য দ্বারা পূজা করিলেন। পরন্তু কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনীকের মধ্যভাগে চলিত পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ মত্ত কুঞ্জরগণে পরিবারিত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। মহা মনস্বী পরাক্রমশালী পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবারিত হইয়া বিরাটের পশ্চাৎ অনুগামী হইলেন। এই সকল রাজাদিগের রথে আদিত্য ও চন্দ্র তুল্য আভা বিশিষ্ট উত্তম কনক ভূষণে বিভূষিত নানাবিধ চিহ্নযুক্ত মহাধ্বজ সকল শোভা পাইতেছিল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সকল রাজাদিগের পশ্চাদ্ভাগ উৎসারিত করিয়া পুত্রগণ ও ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের রথধ্বজে এক মাত্র মহাকপি আপনাদিগের ও বিপক্ষদিগের বিপুল ধ্বজ সকলকে অভিভব করিয়া অবস্থিত রহিলেন। অনেক শত সহস্র পদাতি ভীমসেনের রক্ষার্থে অসি, শক্তি ও ঋষ্টি ধারী হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। শৌর্য্য সম্পন্ন, গলিত মদ, হেমময় জালে দীপ্যমান, পদ্মগন্ধী, বর্ষণকারী মেঘ সমান, বর্ষ পর্ব্বত সদৃশ, মহার্হ দশ সহস্র হস্তী রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হইল। মহানুভাব দুরাধর্ষ ভীমসেন পরিঘ তুল্য ভীষণ গদা প্রকর্ষণ করত মহাসৈন্যদিগকে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগের, অর্কতুল্য ও তপন্ত পাবক সদৃশ দুষ্প্রেক্ষণীয় সেই ভীমসেনকে সমীপে প্রতিবীক্ষণ করিতে সাধ্য হইল না। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সর্ব্বতোমুখ, শত্রুভয়রহিত, শরাসন রূপ বিদ্যুৎ-ধ্বজ-বিশিষ্ট বজ্র নামে এই ঘোর ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা আপনার বাহিনী ব্যূহের প্রতিপক্ষে এই বজ্র ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত রহিলেন; পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ ব্যূহ মর্ত্ত্য লোকে অজেয় হইল। মহারাজ! প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনাক্রমে অবস্থিত হইলে, বিনা মেঘে বিদ্যুৎ ও জল বিন্দুর সহিত বায়ু প্রবাত হইতে লাগিল ও নীচ স্থল হইতে কঙ্করাকর্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে বহন করিতে থাকিল; এবং ঘোর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছাদিত করত ধূলিপটলী উদ্ধৃত হইতে থাকিল। হে ভরতবর! মহতী উল্কা প্রাঙ্মুখী হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং উদিত সূর্য্যকে আহত করিয়া মহাশব্দ করত বিকীর্ণ হইতে থাকিল, মহারাজ! সৈন্য সকল সজ্জীরমান হইলে তখন সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া উদিত হইলেন। পৃথিবী সশব্দে কম্পমানা এবং নিনাদ সহকারে বিশীর্ণা হইতে লাগিল। মহারাজ! তখন সকল দিকেই বহু সংখ্য নির্ঘাত হইতে থাকিল। এমন রজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল না। কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত, কাঞ্চন মাল্যাম্বর শোভিত, আদিত্য সম দীপ্যমান সপতাক, মহৎ ধ্বজ সকল সহসা পবন কর্ত্তৃক কম্পমান হওয়াতে, তাল বনের ন্যায় সর্ব্বত্র ঝণঝণীভূত ধ্বনি হইয়া উঠিল।

হে ভরত প্রধান! পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা সৈন্যব্যূহের বিপক্ষে সৈন্যব্যূহ রচনা করি ভীমসেনকে অগ্রে অবস্থিত দেখিয়া যুদ্ধে আমাদিগের যোধগণের মজ্জা গ্রাস করত

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে ভীষ্মনেতব্য অস্মৎ পক্ষ ও ভীম-নেতব্য পাণ্ডব পক্ষ এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ প্রথমে হৃষ্ট হইয়া সমীপে যুযুৎসু হইল? চন্দ্র,সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের প্রতি অরিষ্টকর হইল? কাহাদিগের প্রতি শ্বাপদগণ অশুভ শব্দ করিল? এবং কোন্ যুবাদিগেরই বা মুখবর্ণ প্রসন্ন ছিল, এই সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! উভয় সৈন্যই তুল্য ভাবে উপক্রান্ত, উভয়ই ব্যূহিত হইয়া হৃষ্টরূপ, উভয় সৈন্য দলই বনরাজির শোভা ধারণ করিয়া অদ্ভুতরূপ, উভয়েই হস্তী, রথ ও অশ্ব পরিপূর্ণ, উভয় পক্ষ সৈন্যই বৃহৎ ও ভীষণাকৃতি, উভয়েই পরস্পরে দুঃসহ, উভয় ব্যূহই স্বর্গজয়ের নিমিত্ত নির্ম্মিত এবং উভয়ই সৎপুরুষকর্তৃক উপজুষ্ট হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় কুরুসৈন্য পূর্ব্বদিকে থাকিয়া পশ্চিমাভিমুখ এবং পাণ্ডবসৈন্য পশ্চিমদিকে থাকিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইল। কুরু-সৈন্য দৈত্যেন্দ্র সেনার ন্যায় এবং পাণ্ডব সেনা দেবেন্দ্র সেনার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বায়ু পাণ্ডবদিগের পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্বাপদগণ কুরু সৈন্যের প্রতি শব্দ করিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের গজেন্দ্রগণের তীব্র মদ গন্ধ আপনার পুত্রের নাগগণের অসহ্য হইয়া উঠিল।

দুর্য্যোধন জালযুক্ত, সুবর্ণকক্ষা-বিভূষিত, পদ্মবর্ণ, গলিত মদ গজে অবস্থিত হইয়া কুরু সৈন্যের মধ্যভাগে রহিলেন। মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণ মালা-বিভূষিত চন্দ্রপ্রভ শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গান্ধাররাজ শকুনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রদেশীয় গান্ধার দেশজ সৈন্যগণের সহিত অনুগামী হইলেন। শ্বেত ধনুক, শ্বেত খড়্গ ও শ্বেত উষ্ণীষধারী বৃদ্ধ ভীষ্ম শ্বেত অশ্ব, শ্বেত ধ্বজ ও মস্তকোপরি ধৃত শ্বেত চ্ছত্র দ্বারা শ্বেত শৈলের ন্যায় শোভমান হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকল, বাহ্লীক প্রদেশের এক দেশাধিপতি শল; সিন্ধু দেশীয় যে সকল অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়গণ, সৌবীর এবং পঞ্চনদ দেশীয় শূরগণ ইঁহারা সকলে তাঁহার সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট রহিলেন। রক্তবর্ণ ঘোটকসংযুক্ত কনকরথে অবস্থিত অদীনসত্ত্ব মহাত্মা গুরু দ্রোণ শরাসন-হস্তে প্রায় সমস্ত রাজার পশ্চাৎভাগে থাকিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, শাল্ব ও মৎস্য দেশীয় এবং কেকয়রাজ সমস্ত ভ্রাতা ইঁহারা সমুদায় সৈন্য মধ্যে গজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদ্যত রহিলেন। যাঁহার যানের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট, সেই মহাত্মা গৌতম-বংশীয় শরদ্বৎ-পুত্র বিচিত্র যোধী মহাধনুর্দ্ধর কৃপ, শক, কিরাত, যবন ও পহ্লবদিগের সহিত, উত্তরভাগে অভিগমন করিলেন। বিখ্যাত মহারথী আয়ুধধারী বৃষ্ণি ও ভোজগণ এবং সুরাষ্ট্র দেশীয় যোধগণ কর্তৃক রক্ষিত যে বৃহৎ সৈন্যদল, যাহা কৃতবর্ম্মা রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ বৃহতী সেনা আপনার সৈন্যের দক্ষিণভাগে গমন করিল। হে রাজন্! অযুত-সংখ্য রথী যে সংশপ্তকগণ, তাহারা, অর্জ্জুনের মৃত্যুই হউক বা জয়ই হউক, যেন সেই নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; সেই হেতু তাহারা যেখানে অর্জ্জুন ছিলেন, কৃতাস্ত্র হইয়া সেই দিকেই গমন করিল এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন শস্ত্রধারী ত্রিগর্ত্তেরাও তথায় প্রযাত হইল। হে ভারত! আপনার সৈন্য মধ্যে এক লক্ষ প্রধান গজারোহী যোদ্ধা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হস্ত্যারোহীর প্রত্যেক হস্ত্যারোহীর নিকট এক এক শত রথী প্রত্যেক রথীর নিকট এক এক শত অশ্বারোহ, প্রত্যেক অশ্বারোহীর নিকট দশ জন করিয়া ধানুষ্ক এবং এক এক ধানুষ্কের নিকট দশ জন করিয়া চর্ম্মী অবস্থিত হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি হইয়া এইরূপে আপনার সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন। তিনি কোন দিবসে মানুষ ব্যূহ, কোন দিবসে দৈব ব্যূহ, কোন দিনে গান্ধর্ব্ব ব্যূহ ও কোন দিনে বা আসুর-ব্যূহ রচনা করেন। মহারথসমূহে বিপুলীভূত, সমুদ্রের ন্যায় নির্ঘোষবান্ কুরু সৈন্য ব্যূহ যুদ্ধে পশ্চিম মুখ হইয়া অবস্থিত রহিল। হে নরেন্দ্র! আপনার সৈন্য অসীম সংখ্য হইয়া ভীষণ রূপ হইল। যদিও পাণ্ডবদিগের সেরূপ নহে; তথাপি তাঁহাদিগের সেনাকে বৃহতী ও দুর্দ্ধর্ষণীয় বোধ হইতে লাগিল; কেননা কেশব ও অর্জ্জুন তাহার নেতা হইয়াছিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সেনাকে বৃহতী ও উদ্যতা দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তিনি ভীষ্মরচিত ব্যূহ অভেদ্য দেখিয়া যেন প্রকৃতই তাহা অভেদ্য বিবেচনা করত বিবর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! যাহাদিগের যোদ্ধা পিতামহ হইয়াছেন, এতাদৃশ ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের সহিত সংগ্রামে আমরা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? ভূরিতেজা অমিত্রকর্ষণ ভীষ্ম কর্তৃক শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি দ্বারা অক্ষোভ্য ও অভেদ্য ব্যূহ কৃত হইয়াছে। হে শত্রুকর্ষণ! ইহাতে আমরা সৈন্যগণ সহ সংশয় প্রাপ্ত হইতেছি, এই ব্যূহ হইতে আমাদিগের কি প্রকারে জয় হইবে? হে রাজন্! অমিত্রহা অর্জ্জুন আপনার অনীকিনী অবলোকনে বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! অল্পতর শূর সকল বুদ্ধি দ্বারা যে প্রকারে গুণযুক্ত বহু সংখ্য সমধিক শূরদিগকে জয় করে, তাহা শ্রবণ করুন, আপনি অসূয়া-রহিত,আপনাকে ইহার কারণ বলিতেছি অবধান করুন। নারদ ঋষি ইহা জানেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণও ইহা জানেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই তাৎপর্য্যই অবলম্বন করিয়া দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন, "জয়ৈষি ব্যক্তিরা বলবীর্য্যদ্বারা তাদৃশ বিজয়ী হয় না, যেরূপ সত্য, আনৃশংস্য, ধর্ম্ম ও উদ্যমদ্বারা জয়ী হয়। অতএব তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভ অবগত, উদ্যমের আশ্রিত ও অনহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, যেহেতু যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়।" হে রাজন্! আপনিও এইরূপ জানুন, রণে আমাদিগেরই জয় হইবে। নারদ কহিয়াছেন যে, যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই জয়। জয় কৃষ্ণেতে গুণভূত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং তাহা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। তাঁহার যেরূপ এক গুণ বিজয়, সেইরূপ অপর একগুণ নম্রতাও বিদ্যমান আছে। যে গোবিন্দ অনন্ততেজস্বী, সনাতনতম পুরুষ, শত্রুসমূহেও ব্যথারহিত; সেই কৃষ্ণ যে পক্ষে, সেই পক্ষেরই জয়। এই অপ্রতিহত-শস্ত্র বৈকুণ্ঠ হরি পূর্ব্বকালে আবির্ভূত হইয়া দেবাসুর

দিগের প্রতি অতি গম্ভীরস্বরে কহিয়াছিলেন, 'কাহারা জয়ী হইবে?' অনন্তর যাঁহারা তখন এইরূপ কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমরা জয়ী হইতে পারি?' তাঁহারাই জয়ী হইলেন। সেই কৃষ্ণের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐরূপ কহিয়া জয় লাভ করত ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে ভারত! বিশ্বভুক্ ত্রিদিবেশ্বর সেই হরি যখন আপনার জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন এই জয় বিষয়ে আপনার কোন কষ্ট দেখি না।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মসৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনান্তে স্বকীয় সেনার প্রতি আদেশ করিলেন, "হে বিশুদ্ধাশয়গণ! পাণ্ডবেরা বিপক্ষের প্রতিপক্ষে যথোদ্দিষ্ট অনীক ব্যূহ রচনা করিলেন, তোমরা পরম স্বর্গের অভিলাষী হইয়া যুদ্ধ কর।" সব্যসাচী, সসৈন্য শিখণ্ডীকে মধ্যভাগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রভাগে, ভীমসেনকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল। সাত্বত বংশের প্রধান ধনুষ্মান্ শ্রীমান্ যুযুধান মঘবানের ন্যায় দক্ষিণ দিকস্থ অনীকগণের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নাগসমূহমধ্যে মহেন্দ্রযানসদৃশ শিল্পসজ্জিত স্বর্ণরত্নবিচিত্রিত কাঞ্চনময়-হয়ভূষণ-ভূষিত যোক্ত্র-সংযুক্ত রথে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার গজদন্ত শলাকাযুক্ত সুপাণ্ডরবর্ণ সমুচ্ছ্রিত ছত্র অতীব প্রতিভাত হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত স্তুতিবচনে উপচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুরোহিত ও শ্রুতবন্ত ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ জপ্য, মন্ত্র ও ওষধিদ্বারা এবং স্বস্ত্যয়নবাক্য কথনদ্বারা শত্রুবধ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুরুসত্তম মহাত্মা যুধিষ্ঠির বস্ত্র, গো ফল, পুষ্প ও নিষ্কসমূহ ব্রাহ্মণসাৎ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্ব-যোজিত সুচক্রযুক্ত শত কিঙ্কিণী-শোভিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাম্বুনদ সুবর্ণে বিচিত্রিত সহস্র সূর্য্যপ্রভ রথখানি অর্চ্চিমালী অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহার সারথি কেশব হইলেন। পৃথিবীতে যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর নাই, ভবিষ্যতেও আর কদাচিৎ হইবেন না এবং যাঁহার রথধ্বজে কপিবর বিরাজমান, এতাদৃশ অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও বাণ করে গ্রহণপূর্ব্বক সেই রথে অবস্থিত হইলেন। যে সুভুজ ভীমসেন অস্ত্ররহিত হইয়াও কেবল ভুজদ্বয়দ্বারা মনুষ্য অশ্ব ও নাগদলকে যুদ্ধে ভস্মবৎ চূর্ণ করিতে পারেন, তিনি ভবদীয় পুত্র ও সেনা ধর্ষণ করিবেন বলিয়া যেন অতীব রৌদ্ররূপ ধারণ করিলেন এবং নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে বীর রথীগণের রক্ষক হইলেন। ভবৎপক্ষীয় যোধগণ লোকমধ্যে মহেন্দ্রকল্প ও গজরাজের ন্যায় দর্পবান্ সেই ভীমসেনকে তথায় মত্ত সিংহবরের খেলন সদৃশ খেলনশীল, দুরাসদ ও সেনাগ্রগত দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পঙ্কমগ্ন কুঞ্জরগণের ন্যায় প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জনার্দ্দন কৃষ্ণ অনীক মধ্যে অবস্থিত দুরাসদ রাজপুত্র গুড়াকেশকে কহিলেন, হে পুরুষপ্রবীর! যিনি ত্রিশত বাজিমেধ আহরণ করিয়াছিলেন, সেই কুরুবংশকেতু ঐ ভীষ্ম বিক্রমসহকারে সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া সৈন্যগণের রক্ষক হইয়াছেন; উনি অস্মৎপক্ষীয় হইতে স্বকীয় সেনাদিগকে সিংহের ন্যায় রক্ষা করিতেছেন। যে প্রকার মেঘমালা রশ্মিবান্ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় ঐ সমস্ত সৈন্য ঐ মহানুভাব ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। অতএব তুমি ঐ সকল সেন বিনাশ করিয়া ঐ ভরতবরের সহিত যুদ্ধ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর। সঞ্জয় কহিলেন, কৃষ্ণ যুদ্ধোদ্যত ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য দেখিয়া অর্জ্জুনের হিত নিমিত্ত তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি শত্রুপরাজয় নিমিত্ত শুচি ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, ধীমান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলে এইরূপ কহিলে, পার্থ রথ হইতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন, হে আর্য্যে! হে সিদ্ধসেনানি! হে মন্দর-বাসিনি হে কুমারি! হে কালি! হে কাপালি! হে কপিলে! হে কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমাকে নমস্কার। হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার। হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার। হে চণ্ডি হে চণ্ডে! হে তারিণি! হে বরবর্ণিনি! তোমাকে নমস্কার হে কাত্যায়নি! হে মহাভাগে! হে করালি! হে বিজয়ে হে জয়ে! হে শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণি! হে নানাভরণভূষিতে হে অট্টশূল-প্রহরণে! হে খড়্গখেটকধারিণি! হে গোপেন্দ্র কন্যে! হে জ্যেষ্ঠে! হে নন্দগোপ-কুলোদ্ভবে! হে সত মহিষরুধির প্রিয়ে! হে কৌশিকি! হে পীতবাসিনি! হে অট্টহাসিনি। হে বৃকমুখি! হে রণপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার। হে উমে। হে শাকম্ভরি! হে শ্বেতে! হে কৃষ্ণে! হে কৈটভনাশিনি! হে হিরণ্যাক্ষি! হে বিরূপাক্ষি! হে সুধূম্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার। হে বেদশ্রুতি! মহাপুণ্যে! হে ব্রহ্মণ্যে! হে জাতবেদসি! জম্বুদ্বীপ ও দেবালয় তোমার নিত্য সন্নিহিত স্থান। তুমি বিদ্যা সমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং দেহীদিগের মহানিদ্রা। হে স্কন্দমাতঃ! হে ভগবতি! হে দুর্গে! হে দুর্গমপথ-বাসিনি! তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা বেদান্তরূপে উক্ত হইতেছ। হে মহাদেবি! আমি বিশুদ্ধচিত্তে তোমাকে স্তব করিতেছি, তোমার প্রসাদে রণচত্বরে আমার নিত্য জয় হউক। কান্তারে ভয় স্থলে, দুর্গে, ভক্তদিগের আলয়ে এবং পাতালে তুমি নিত্য বাস করিয়া থাক এবং যুদ্ধে দানবদিগকে পরাজিত কর। তুমি জম্ভনী, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, শ্রী, দীপ্তি, চন্দ্র সূর্য্য বর্দ্ধিনী এবং ভূতিশালীদিগের ভূতি হইতেছ এবং সিদ্ধ-চারণগণের তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানগম্যা হইয়া থাক।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর মানব-বৎসলা দুর্গা অর্জ্জুনের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা ও গোবিন্দের অগ্রে অবস্থিতা হইয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি অল্প কাল মধ্যেই শত্রুদিগকে জয় করিবে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি নারায়ণ-সহায়বান নর; তুমি রণে শত্রুদিগের অজেয়, তোমাকে বজ্রধারী ইন্দ্রও স্বয়ং জয় করিতে সমর্থ নহেন। বরদাত্রী দেবী অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বর লাভ করিয়া মনে মনে আত্ম বিজয় বিবেচনা করিলেন, অনন্তর পরম সম্মত রথে আরোহণ করিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে অবস্থিত হইয়া দিব্য শ করিতে লাগিলেন। যে মানব প্রত্যূষে উত্থিত হই

স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার কখন যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ হইতে ভয় থাকে না, রিপু থাকে না এবং দংষ্ট্রী ও সর্প প্রভৃতি যে সকল হিংস্র জীব, তাহাদিগের হইতে ও রাজকুল হইতে ভয় থাকে না। তিনি অবশ্যই বিবাদে জয়লাভ করেন, বন্ধন হইতে মুক্ত হন, দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হন, সংগ্রামে নিত্য বিজয় লাভ করেন, তাঁহার চৌর্য্য ভয় থাকে না, অচলা লক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্রয় করেন এবং তিনি আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকেন। হে ভারত! আমি ধীমান্ ব্যাসের প্রসাদে ইহা জানিয়াছি, কিন্তু তোমার দুরাশয় পুত্র-সকল ক্রোধবশানুগ ও কালপাশে গুণ্ঠিত হইয়া এই নর-নারায়ণ ঋষিকে মোহপ্রযুক্ত জানিতে পারিতেছে না এবং এই রাজ্য যে কালপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও জানিতেছে না। দ্বৈপায়ন, নারদ, কণ্ব, রাম,নভ ইহাঁরা আপনার পুত্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার পুত্র গ্রাহ্য করিলেন না। যেখানে ধর্ম্ম, দ্যুতি ও কান্তি, যেখানে লজ্জা, শ্রী ও মতি এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই কৃষ্ণ; এবং যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই রণে কোন্ পক্ষের যোধগণ অগ্রে প্রহৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা উৎসাহিত চিত্ত, কাহারাই বা দীন-চিত্ত হইয়াছিল? সেই হৃৎকম্প সংগ্রামে অস্মৎ-পক্ষীয় অথবা পাণ্ডব পক্ষীয়, কোন্‌পক্ষীয় যোধগণ অগ্রে প্রহার করিয়াছিল? কোন্ পক্ষের সেনাসকলের গন্ধ ও মাল্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল? এবং কোন্‌পক্ষের অভিগর্জ্জনকারী যোদ্ধাগণকর্ত্তৃক অনুকূল বাক্য ব্যক্ত হইয়াছিল? এ সমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুলেন্দ্র! সেই সংগ্রামে তখন উভয়পক্ষ সেনারই যোদ্ধাগণ হর্ষান্বিত হইয়াছিল; উভয় পক্ষেরই মাল্য ও সুগন্ধের সমান প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মহারাজ! সমুন্নত বঙ্কবর্ম্মা ব্যূহিত সমস্ত সৈন্যের পরস্পর সংসর্গে সুমহান্ বিমর্দ্দ সংঘটিত হইল। শঙ্খ-ভেরী-বিমিশ্রিত বাদিত্র শব্দ ও রণদক্ষ শূরগণের পরস্পর গর্জ্জন ধ্বনি তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! পরস্পর বীক্ষণকারী হৃষ্টচিত্ত ও নিনাদকারী উভয় পক্ষীয় সৈন্য যোধগণ ও কুঞ্জর সমূহের মহান্ ব্যতিকর হইল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অস্মৎ পক্ষীয় যোধগণ ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত ও যুযুৎসু হইয়া কিরূপ করিয়াছিল? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহিত দেখিয়া আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহিত করিয়াছেন। ঐ পক্ষের শূরসকল মহাধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন সদৃশ—যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রান্ত যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রা-নন্দন এবং দ্রৌপদী-পুত্রগণ ইহাঁরা সকলেই মহারথ। পরন্তু হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের পক্ষে যে সকল প্রধান যোদ্ধা, তাহা শ্রবণ করুন। যাঁহারা মদীয় সৈন্যের নায়ক হইয়াছেন, আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত তাহা কীর্ত্তন করি। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধ-বিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বহু শূর আমার নিমিত্তে জীবনাশা পরিত্যাগী হইয়া যুদ্ধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; সকলেই নানা শস্ত্রপ্রহরণ-সমর্থ ও যুদ্ধবিশারদ। আমাদিগের এই সৈন্য বহুসংখ্য ও ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতেও অসমর্থ এবং ঐ পাণ্ডবদিগের অল্প সৈন্যও ভীমরক্ষিত হওয়াতে সমর্থ বোধ হইতেছে, অতএব আপনারা সকলেই রণভূমির পূর্ব্বাপরাদি যথাযোগ্য স্ব স্ব দিগ্‌বিভাগ স্থলে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

প্রতাপবান্ কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদন করত উচ্চৈঃ শব্দে শঙ্খধ্বনি করিলেন। অনন্তর রণস্থলের সর্ব্বত্র সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখবাদিত হইয়া তুমুল শব্দ উঠিল। পরে শ্বেতাশ্ব-যোজিত মহান্ রথে অবস্থিত মাধব ও অর্জ্জুন উভয়েই দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খবাদিত করিলেন; ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনি করিলেন। যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন। হে ধরণীপতে! মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী,ধৃষ্টদ্যুম্ন,বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি দ্রুপদ, দ্রৌপদী পুত্রেরা সকলে ও মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, ইহাঁরা প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি ভূমণ্ডলও নভোমণ্ডল অনুনাদিত করিয়া ভবৎপক্ষীয়গণের হৃদয় বিদারণ করিল। হে মহীপাল! তদনন্তর অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগাভিমুখ হইলে তখন কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উদ্যত করত হৃষীকেশকে এই কথা কহিলেন, হে অচ্যুত! যাঁহারা যুদ্ধেচ্ছু হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি যাহাতে অবলোকন করিতে পারি, তুমি এরূপ করিয়া উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ রক্ষা কর। এই রণ সমুদ্যমে আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন, সেই সকল যুদ্ধোদ্যতদিগকে আমি নিরীক্ষণ করিব। সঞ্জয় কহিলেন,হে ভারত! গুড়াকেশ,হৃষীকেশ কৃষ্ণকে এইরূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখে রথবর স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! এই সকল সমবেত কুরু পক্ষীয়দিগকে অবলোকন কর। পার্থ সেই স্থানে দেখিলেন যে, পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সুহৃদ্‌গণ ও সখাগণ, সকলেই উভয় সেনার মধ্যে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধু বান্ধবদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া পরম কৃপা-পুরায়ণ ও বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই সকল যুযুৎসু স্বজন গণকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্প, লোমহর্ষ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত, ত্বক্ উত্তপ্ত এবং মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে; আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আমি অনিষ্ট-সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিতেছি। আমি সংগ্রামে স্বজন হনন করিয়া শ্রেয় দেখি-

তেছি না। আমি বিজয়াকাঙ্ক্ষা করি না এবং আমার রাজ্য বা সুখেরও প্রার্থনা নাই। হে গোবিন্দ! আমাদিগের রাজ্য বা ভোগ অথবা জীবনে প্রয়োজন কি? যাঁহাদিগের নিমিত্ত আমাদিগের রাজ্য, ভোগ বা সুখ অভিলষিত, এই তাঁহারাই ধন প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও অন্যান্য স্ব সম্পর্কীয় সকলেই এই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে মধুসূদন! ইহাঁরা আমাদিগকে হনন করিলেও ইহাঁদিগকে এই পৃথিবী নিমিত্ত কি ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তও হনন করিতে আমরা ইচ্ছা হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে হনন করিয়া আমাদিগের কি প্রীতি জন্মিবে? ইহারা আততায়ী—অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্র হস্তে হননোদ্যত ভূম্যপহারী ও দারাপহারী হইলেও ইহাদিগকে হনন করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে; অতএব হে মাধব! সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করা আমাদিগের উচিত নহে। আমরা স্ব জন বিনাশ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইতে পারিব? যদিও ইহারা রাজ্য লোভে অবিবেক চিত্ত হইয়া মিত্রদ্রোহ জন্য পাতক ও কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিতে পাইতেছে না, তাহা হইলেও আমরা কি হেতু কুলক্ষয়-জনিত দোষ দর্শন করিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে বিবেচনা না করিব? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্মে কৃৎস্ন কুল আক্রান্ত হয় এবং অধর্ম্মের সঞ্চার হইলে কুলস্ত্রী সকল দূষিত হয়। হে কৃষ্ণ! স্ত্রী দোষান্বিতা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সঙ্করদোষ সেই কুলঘাতীদিগের কুলের নরক নিমিত্তই হয় এবং বংশলোপ হওয়াতে তাহাঁদিগের পিতৃলোকও পিণ্ডোদক ক্রিয়াবর্জ্জিত হইয়া নরকে পতিত হয়। কুলক্ষয়কারীদিগের ঐ বর্ণ বর্ণসঙ্কর দোষে পরম্পরাগত জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, তাহাদিগের নরকে নিয়ত বাস হইয়া থাকে। হা কষ্ট! আমরা মহৎ পাপ করিতে ব্যবসিত হইতেছি! রাজ্য সুখ লাভের নিমিত্ত স্বজনগণকে হনন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি! অতএব যদি আমি শস্ত্রহীন ও প্রতীকার চেষ্টা রহিত হই, আর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা শস্ত্রহস্ত হইয়া রণস্থলে আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কল্যাণতর হয়। সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া রণক্ষেত্রে শর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া শোক সন্তপ্তচিত্তে রথ-ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মধুসূদন তথাবিধ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণা কুলিত-লোচন বিষণ্ন অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে কি হেতু তোমার আর্য্যগণের অসেবিত, অস্বর্গ-সাধন ও অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? হে পরন্তপ কৌন্তেয়! তুমি কাতর হইও না, কাতর হওয়া তোমার উপযুক্ত হয় না; তুচ্ছ হৃদয়-দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন! আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে অস্ত্র দ্বারা কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব? মহানুভাব গুরুদিগকে হনন না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়; যেহেতু এই গুরুলোকদিগকে হনন করিয়া ইহ লোকেই রুধির লিপ্ত অর্থ কাম উপভোগ করিতে হইবে। যদি আমরা বিপক্ষদিগকে জয় করি, কিংবা বিপক্ষেরা আমাদিগকে জয় করে; এ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই শ্রেয় বোধ করিতেছি না, যেহেতু যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণীয় সকলেই সম্মুখে রহিয়াছেন। ইহাঁদিগকে সংহার করিয়া কি প্রকারে জীবনধারণ করিব এই ভাবনারূপ দৈন্যভাবে ও কুলক্ষয় জন্য দোষ ভাবনায় আমার স্বভাব অভিভূত ও চিত্ত ধর্ম্মবিষয়ে কিংকর্ত্তব্যতা-মূঢ় হইয়াছে। আমি তোমার বশবর্ত্তী ও শরণাপন্ন, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; যাহা শ্রেয় হয়, তাহা তুমি নিশ্চিতরূপে আদেশ কর। আমার পৃথিবী মধ্যে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য লাভ হইলেও এমত কর্ম্ম আমি দেখিতেছি না যে, তাহা আমার ইন্দ্রিয়শোষক শোকের অপনোদন করিতে পারে। সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবিন্দকে 'আমি যুদ্ধ করিব না ইহা বলিয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর হৃষীকেশ সহাস্য বদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদ ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি, শোকের অবিষয়, যে বন্ধুগণ, তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের বাক্য সকলও কহিতেছ; বিবেকী ব্যক্তিরা, জীবিতবন্ধু ব্যক্তিরা বন্ধুবিহীন হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে, এই ভাবিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত বা মৃতবন্ধু ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না। যেহেতু আমি যে কখনই ছিলাম না এমন নহে, তুমি যে কখন ছিলে না এমনও নহে, এই সকল রাজারাও যে কখন ছিলেন না তাহাও নহে এবং ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না এমনও নহে। দেহাভিমানী জীবের যেপ্রকার এই স্থূল দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হইয়া থাকে এবং কৌমারাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার বিনাশে পর পর অবস্থা হইলেও তাহার স্বত কোন অবস্থান্তর হয় না, সে সমভাবেই থাকে; সেই প্রকার এই দেহ বিনাশ হইলে লিঙ্গ দেহের অবলম্বনে তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু স্বত কোন অবস্থান্তর বা হানি হয় না। অতএব ধীর ব্যক্তি দেহের উৎপত্তি বা বিনাশে বিমুগ্ধ হন না। হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সংযোগ তাহাই কখন শীত, কখন উষ্ণ, কখন সুখ ও কখন দুঃখ প্রদান করে। ঐ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ কখন উৎপন্ন, কখন বা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং তাহা অনিত্য; অতএব তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ না করাই তোমার উচিত হয়; তাহা হইলে বন্ধুবিয়োগজনিত দুঃখ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। হে পুরুষবর! উক্ত শীতোষ্ণাদি, যে সুখ-দুঃখসমজ্ঞানী ধীর পুরুষকে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই পুরুষ মোক্ষসাধনে সমর্থ হয়। এবং অনাত্মস্বভাব প্রযুক্ত অবিদ্যমান পদার্থ যে শীতোষ্ণাদি তাহা আত্মাতে বিদ্যমান থাকে না; সেইরূপ সৎস্বভাব যে আত্মা তাহারও অভাব কখন সম্ভবে না। বস্তু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা সৎ ও অসৎ এই উভয় পদার্থের এইরূপ নির্ণয় জ্ঞাতা হইয়াছেন। অতএব দুঃসহ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিলে কদাচিৎ তোমার বিনাশ সম্ভাবনা নাই। যিনি, উৎ-

পক্তি বিনাশশালী এই সমস্ত দেহাদিতে সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই আত্মাকে অবিনাশী জানিবে; যেহেতু তাঁহার অবয়ব না থাকায় দেহাদির ন্যায় ক্ষয় হয় না, অতএব কেহ তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভারত! এই নশ্বর দেহ, সর্ব্বদা একরূপ অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন দেহস্থিত আত্মারই, ইহা বিবেকী ব্যক্তিরা কহিয়াছেন; অতএব তুমি মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হনন কর্ত্তা জ্ঞানে এবং যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই তাঁহাকে জানে না, কেননা তিনি হনন করেন না এবং হতও হন না। তিনি কখন জন্মেন না, মরেন না এবং অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মিয়া বিদ্যমানও থাকেন না, যেহেতু তিনি স্বভাবতই জন্ম-রহিত হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান আছেন। এবং তিনি নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ; তিনি শাশ্বত—ক্ষয়-বিহীন; তিনি পুরাণ—পূর্ব্ব হইতেই নূতন আছেন, তিনি পরিণাম দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না; এবং তিনি শরীর হন্যমান হইলেও হত হন না। হে পার্থ! যে পুরুষ সেই আত্মাকে ক্ষয় ও জন্মরহিত এবং অবিনাশী জানেন, তিনি কাহাকে হনন করিবেন, কি প্রকারেই বা হনন করিবেন এবং কাহাকে দিয়াই বা হনন করাইবেন, যে প্রকার মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার জীব জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মাকে শস্ত্র সকল ছেদন করিতে, অগ্নি দগ্ধ করিতে, জল দ্রবীভূত করিতে এবং বায়ু শুষ্ক করিতে, পারে না, যেহেতু তিনি অবয়বরহিত; সুতরাং অচ্ছেদ্য, অদাহ্য অক্লেদ্য ও অশোষ্য। সেই আত্মা অবিনাশী, সর্ব্বগত, রূপান্তর-অপ্রাপ্ত পূর্ব্ব রূপের অপরিত্যাগী, অনাদি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, মন ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না। হে মহাবাহো! যদ্যপি সেই আত্মাকে চিরকালই দেহ জন্মিলে জাত ও দেহ বিনষ্ট হইলে মৃত বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তোমার এইরূপ শোক করা উচিত নহে; কেননা জাত বস্তুর অবশ্যই মৃত্যু হয় এবং মরিলে অবশ্যই জন্ম হইয়া থাকে, অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোকের বিষয় কি? ভূতসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অদর্শন এবং নিধনের পরেও অদর্শন হয়, কেবল মধ্যে—উৎপত্তির পরে ও নিধনের পূর্ব্বে দৃশ্য হয়, অতএব এতাদৃশ ভূত সকলের নিমিত্ত আর শোক বিলাপ কি? শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় কীর্ত্তন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করেন; কেহ বা দর্শন, শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া জানিতে পারেন না; সুতরাং বিদ্বান্ হইয়াও আত্মজ্ঞানের অভাবে অনেকে শোক করিয়া থাকেন। হে ভারত! সকলের দেহেতে সকল অবস্থাতেই এই আত্মা অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত হয় না। এবং স্বকীয় ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া সমুচিত হয় না; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে আর অন্য কিছুই শ্রেয় নাই। হে পার্থ! বিনা প্রার্থনায় উদ্ঘাটিত স্বর্গ দ্বার উপস্থিত হইয়াছে, যে ক্ষত্রিয়দিগের ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ হয়, তাহারা সুখী হইয়া থাকে। প্রত্যুত, যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হও তাহা হইলে তোমাকে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বিহীন হইয়া পাপ ভোগ করিতে হইবে এবং লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শৌর্য্যাদি গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অকীর্ত্তি, মরণ অপেক্ষাও অধিক। মহারথ সকল তোমাকে ভয়প্রযুক্ত সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বে গুণবান্ বলিয়া সম্মানিত থাকিয়া এক্ষণে লাঘব প্রাপ্ত হইবে। অপর, তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যকে নিন্দা করত অনেক অবক্তব্য বাক্যও বলিবে, তাহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? হে কৌন্তেয়! যদি তুমি যুদ্ধে হত হও, তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিবে, যদি জয়ী হও, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও। সুখ-দুঃখ, লাভালাভ ও জয়াজয় সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও; তাহা হইলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে পার্থ! আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যেরূপ বুদ্ধি কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে বলিলাম, ইহাতেও যদি তোমার তাহা প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ নিমিত্ত কর্ম্ম যোগ বিষয়ক এই বুদ্ধি শ্রবণ কর, যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্ম যোগ দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে লব্ধ—প্রত্যক্ষীভূত আত্মতত্ত্ব দ্বারা কর্ম্ম বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের প্রারম্ভ নিষ্ফল হয় না, ঈশ্বরোদ্দেশ নিবন্ধন বিঘ্ন বৈগুণ্যের অসম্ভব হেতু ইহাতে কোন প্রত্যবায়ও জন্মে না এবং ঈশ্বরারাধনার্থ এই ধর্ম্ম স্বল্প কৃত হইলেও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে। কুরুনন্দন! ঈশ্বরাধন রূপ কর্ম্ম যোগে নিশ্চয়াত্মক সেই বুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হেতুই একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আর ঈশ্বরারাধন-বহির্ম্মুখ স্বার্থ-কাম ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি, অসংখ্য কামনা হেতু অনন্ত ও বিবিধ ফলের প্রকার ভেদে বহু শাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। হে পার্থ! যাঁহারা অবিবেকী—কামনায় আকুলিত চিত্তে হয়েন, সুতরাং স্বর্গকেই পুরুষার্থ বোধ করেন তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অক্ষয় ফল ও সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় ইত্যাদি প্রকার বেদে ফলশ্রুতি বাক্যেতে প্রীত ও ইহা হইতে আর অন্য প্রাপ্য পদার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এইরূপ কথনশীল হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষের বোধক, জন্ম কর্ম্ম রূপ ফলপ্রদ, পুষ্পিত বিষ লতা সদৃশ আপাতত রমণীয়, বেদের অর্থবাদ রূপ স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বাক্যকেই পরমার্থ সাধন বলিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের চিত্ত আপাতত রমণীয় উক্ত বেদ বচন দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে; এতাদৃশ ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতি অভিমুখ হয় না। হে অর্জ্জুন! বেদের বহুল অংশ সকাম ব্যক্তি দিগের কর্ম্ম-ফল-প্রতিপাদক, কিন্তু তুমি নিষ্কাম হও, সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণের আশ্রিত হও, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করিতে নিবৃত্ত ও প্রমাদরহিত হও। যে প্রকার বাপী কূপ

তড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে ভ্রমণ করিয়া বিভাগক্রমে স্নান-পানাদি যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা একমাত্র মহাহ্রদেই হইয়া থাকে, সেই প্রকার সমস্ত বেদেতে তত্ত্বং বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম ফল রূপ যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তৎসমুদায়ই নিশ্চয়াত্মক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হইয়া থাকে। তুমি তত্ত্বজ্ঞানের প্রার্থী, অতএব তোমার কর্ম্মেতে কামনা হউক, কিন্তু সংসার-বন্ধের হেতু যে কর্ম্ম-ফল, তাহাতে যেন কামনা না থাকে; অর্থাৎ ফলের নিমিত্ত যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয় এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে, সিদ্ধি হউক কিংবা না হউক, উভয়েতেই সমদর্শী হইয়া কর্ম্ম করিবে, যেহেতু সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয় হয়। ধনঞ্জয়! সম ভাবাপন্ন বুদ্ধি দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব তুমি বুদ্ধিতে, পরিত্রাতা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা কর; কেননা ফল-কাম ব্যক্তিরা দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সমভাবাপন্ন-বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তি স্বর্গাদি সাধন সুকৃত ও নরকাদি সাধন দুষ্কৃত, এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, অতএব তুমি যোগে নিযুক্ত হও। ঈশ্বরে চিত্তার্পণ-নিবন্ধন কর্ম্মেতে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধিরূপ যে কৌশল, তাহাই যোগ শব্দে কথিত হয়। সমত্ব-বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিরা—ঈশ্বরারাধন মাত্র নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা ইষ্টানিষ্ট দেহ প্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানযুক্ত ও জন্মবন্ধবিমুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব রহিত পরম পদে গমন করেন। এইরূপে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলে যখন তাঁহার প্রসাদে তোমার বুদ্ধি মোহময় দুর্গ গহন হইতে বিশেষরূপে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য বা শ্রুত অর্থের প্রতি বৈরাগ্য লাভ করিবে। তোমার নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট ও স্থির হইয়া পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিবে, তখন তুমি যোগ-ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তিনি কি প্রকার কথন, উপবেশন বা গমন করেন? ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! যখন সাধক মনোগত কামনা সকল পরিত্যাগ করেন, পরমানন্দরূপ আত্মাতেই আত্মা দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। দুঃখ উপস্থিত হইলে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন না হয়, সুখেতে স্পৃহা না থাকে এবং রাগ, ভয় ও ক্রোধ যাঁহার নিকট হইতে বিদূরিত হয়, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায়। যিনি পুত্রমিত্রাদিতে স্নেহশূন্য হন, শুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত না হন এবং অশুভ প্রাপ্ত হইয়াও দ্বেষী না হন, অর্থাৎ এ সমস্ত বিষয়ে ঔদাস্য ভাব করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। কূর্ম্ম যেমন কর চরণাদি অঙ্গ সমস্ত সর্ব্ব প্রকারে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলকে তাহাদিগের বিষয় শব্দাদি হইতে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। জড়, আতুর বা উপবাস-পরায়ণ ব্যক্তির সামর্থ্য না থাকায় তাহারা বিষয় গ্রহণ করে না সুতরাং তাহা-দিগেরও নিকট হইতে বিষয়সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় না, যেহেতু তাহাদিগের বিষয়ে বাসনা নিবৃত্ত হয় না; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কুন্তীপুত্র! বিবেকী পুরুষ, সযত্ন হইলেও তাঁহার মনকে প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়সকল বলপূর্ব্বক হরণ করে, এই নিমিত্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া পরমেশ্বর-পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া উপবিষ্ট হইবেন; কেন না ইন্দ্রিয়-সকল যাঁহার বশে থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তদ্বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি জন্মিলে অভিলাষ হয়; সেই অভিলাষ কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসিয়া আক্রম করে; ক্রোধ হইতে মোহ, অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেকে সামর্থ্যশূন্য হয়; মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম জন্মে; স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি নাশ হইয়া থাকে এবং বুদ্ধি বিনাশ হইলে আপনাকে বিনষ্ট হইতে হয়। যাঁহার মন বশীভূত হয়, সেই পুরুষ মনের বশংবদ রাগদ্বেষ-রহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি—চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। শান্তি লাভ হইলে ঐ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদুঃখ নাশ এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। যাহার ইন্দ্রিয় অবশীকৃত, তাহার বুদ্ধি আত্ম-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না; সুতরাং তাহার আত্ম-বিষয়ক চিন্তার সম্ভাবনা থাকে না; আত্মচিন্তা না হইলে তাহার শান্তিরও উদয় হয় না, শান্তিশূন্য ব্যক্তির কি হেতু সুখ হইবে? মন যদি বিষয়ে-বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যে প্রকার প্রমাদবান্ কর্ণধারের নৌকাকে জলে ভ্রমণ করায়, সেই প্রকার ঐ যোগী ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়সকল ঐ রূপ বিষয় শব্দাদি হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হয়, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণীসকলের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা, নিশা-স্বরূপ হইয়া থাকে। ঐ আত্মনিষ্ঠা-নিশাতে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারী যোগী ব্যক্তি জাগরণ করেন। অপর সাধারণ প্রাণী, যে বিষয়-নিষ্ঠাতে জাগরণ করেন, তাহা আত্মদর্শী মুনির পক্ষে নিশা-স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি জাগরিত থাকেন না। জলরাশি-পূর্ণ অচল-ভাবে অবস্থিত সমুদ্রে যেমন জল প্রবেশ করিয়া লীন হয়, সেইরূপ যে যোগী পুরুষে কামনা সকল প্রবেশ করিয়া লীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; অপর—বিষয়কাম ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। যে পুরুষ প্রাপ্তসকল বিষয়ে উপেক্ষাকারী, অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহা-রহিত ও নিরহঙ্কার, সুতরাং ভোগসাধন বস্তুতে মমতা-শূন্য হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মবশত ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করেন; তিনিই শান্তি লাভ করেন। হে পার্থ! ব্রহ্মনিষ্ঠা এই প্রকার হয়। পুরুষ ইহা লাভ করিলে মোহ প্রাপ্ত হন না। যদি মৃত্যু সময়েও ইহাতে অবস্থান হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্তি হয়; তবে যাবজ্জীবন ইহাতে স্থিতি করিলে তাহার আর বক্তব্য কি?

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যদি জ্ঞানই কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার অভিপ্রেত; তবে হে কেশব! হিংসাত্মক কর্ম্মে আমাকে কি হেতু নিয়োগ করিতেছ? কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, কোথাও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া মিশ্রিত বাক্য দ্বারা যেন আমার বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতেছ, তাহা না করিয়া ঐ

উভয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বল যে, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি।

ভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ! জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধ্যানাদি দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা আর জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় কর্ম্ম-যোগাধিকারি-ব্যক্তিদিগের জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায় 'ভূত' চিত্তশুদ্ধি সাধন কর্ম্মযোগ দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা পূর্ব্বাধ্যায়ে আমি বলিয়াছি। আমি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুই বিষয়কে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে পৃথক্ রূপে মোক্ষ সাধন বলি নাই যে ঐ উভয় বিষয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্ত আমাকে তোমার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে জ্ঞান উপভোগ করিতে পারে না, এবং বিনা কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধিতে কেবল সন্ন্যাস মাত্রদ্বারা মোক্ষলাভে অধিকারী হয় না। কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কেহই কোন অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু সকলেই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অতএব এস্থলে কর্ম্মেতে যে আসক্তি না থাকা, তাহাকেই সন্ন্যাস বলিয়া জ্ঞাত হইবে। যে ব্যক্তি বাক্যপাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় স্মরণ করত অবস্থিতি করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়। পরন্তু যে ব্যক্তি মন দ্বারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া ফলাভিলাষরহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মরূপ উপায় অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে জ্ঞানবান্ বলা যায়। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি নিয়মিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ; প্রত্যুত কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীর নির্ব্বাহই হইবে না।" কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থক ভিন্ন কর্ম্ম মাত্রই লোকের বন্ধন কারণ হয়, অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মাচরণ কর। প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞাধিকার সহকারে ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞ কার্য্যদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হইবে। তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত করিবে এবং দেবতারাও বৃষ্ট্যাদিদ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিতে থাকিবে। দেবগণ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্টি আদি-দ্বারা তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগদ্রব্য প্রদান করিবেন, অতএব যে ব্যক্তি সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করিবে, তাহাকে তস্কর বলিয়া জানিবে। যাহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, সেই সাধুরা পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত অন্ন-পাক করে, সেই দুরাচারেরা কেবল পাপই ভোগ করিতে থাকে। অন্ন হইতে ভূত সমস্ত, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, যজমানাদির ব্যাপার হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে যজমানাদির ব্যাপার এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদ উৎপন্ন জানিবে। অতএব যখন কর্ম্মই জগৎ রক্ষার মূল, তখন জগৎকর্ত্তার বাক্যরূপ বেদ সর্ব্বার্থগত হইলেও তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত বোধ করিতে হইবে। ঈশ্বর-বাক্য-বেদ হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে তদ্দ্বারা পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য দ্বারা অন্ন, অন্নদ্বারা ভূত সকল পালিত হইয়া থাকে, এইরূপে প্রবর্ত্তিত যে জগৎ-চক্র, তাহার প্রতি ইহ-লোকে যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার আয়ু পাপ স্বরূপ হয়। হে পার্থ! এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম করিয়া থাকে, সুতরাং সে বৃথা জীবন ধারণ করে। কিন্তু যে মনুষ্য আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত, আত্মানন্দ উপভোগেই চরিতার্থ, সুতরাং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই; যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম করা জন্য পুণ্য বা না করা জন্য প্রত্যবায় জন্মে না; এবং মোক্ষ নিমিত্ত ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ভূতের মধ্যে কাহাকেও আশ্রয় করিতে হয় না। যখন এতাদৃশ জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অপরের পক্ষে অপেক্ষা করে, তখন তুমি সতত ফলাসক্তিরহিত হইয়া অবশ্য-বিধেয় কর্ম্মের আচরণ কর, কেননা পুরুষ ফলাসক্তি-রহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে তজ্জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে। জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন। যদ্যপি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, তথাপি লোক রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ "আমি কর্ম্ম করিলে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে," এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, ইতর ব্যক্তিরা সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠ জন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বা কর্ম্ম নিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া চলেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কোন কর্ম্মই করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। হে পার্থ! যদি আমি নিরলস হইয়া কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মনুষ্যেরা সর্ব্ব প্রকারে আমারই পথে অনুবর্ত্তী হইতে পারে। যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে এই সমস্ত লোক কর্ম্ম না করিয়া ধর্ম্ম লোপ দ্বারা উৎসন্ন হইতে পারে এবং আমা হইতে বর্ণসঙ্করও উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রজা সকলকে মলিনভাবাপন্ন করা হয়। অতএব হে ভারত! অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও লোক রক্ষা-চিকীর্ষু হইয়া আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মেতে আসক্ত অজ্ঞদিগের প্রতি আত্মোপদেশ করিয়া কর্ম্ম বিষয়ক বুদ্ধির অন্যথা ভাব জন্মাইয়া দেওয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত নয়। প্রত্যুত, অবহিত হইয়া স্বয়ং কর্ম্মাচরণ করত তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই উচিত। ইন্দ্রিয়াদিতে আত্ম-জ্ঞান-নিবন্ধন যাহার বুদ্ধি বিমূঢ় হয়, সেই ব্যক্তি সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারে ক্রিয়মাণ যে কর্ম্ম সকল, তাহা আমি করিতেছি বলিয়া মনে করে। হে মহাবাহো! ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ববিৎ পুরুষ, ইন্দ্রিয় স

থাকে, আমি প্রবৃত্ত হই না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণে সম্যক্ মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি

সেই অজ্ঞ মন্দমতিদিগের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না। অতএব যখন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও কর্ম্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় হইতেছে এবং তুমিও অদ্যাপি তত্ত্বজ্ঞ হও নাই, তখন তুমি অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করি' এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা আমার প্রতি সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া 'এই কর্ম্ম আমার ফল সাধন' এইরূপ মমতাজ্ঞান ও শোক রহিত হইয়া যুদ্ধ কর। যে মানবেরা আমার প্রতি অসূয়ারহিত ও শ্রদ্ধাবন্ত হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্ম করিতে করিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানীর ন্যায় কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হন। আর যাহারা আমার এই মতকে নিন্দা করত ইহার অনুষ্ঠান না করে, সেই সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় অবিবেকী ব্যক্তিদিগকে বিনাশ প্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। গুণ-দোষজ্ঞ ব্যক্তিও স্বকীয় প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য প্রকৃতির—স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন, যেহেতু প্রাণীমাত্রই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হয়, এমত স্থলে আমার বা অন্যের নিষেধ তাহাদিগের কি করিবে? প্রত্যুত, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় অনুকূল হইলে তাহাতে অনুরাগ ও প্রতিকূল হইলে তাহাতে দ্বেষ অবশ্যই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু উহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিরোধী হয়। আর সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা গুণহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়, কেননা স্বধর্ম্মে নিধনও স্বর্গ সাধন হয় এবং পরধর্ম্ম নিষিদ্ধ, এজন্য নরকজনক হয়। অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপকর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করে, অতএব পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি পুরুষের পাপাচরণে যে হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, উহা কাম; উহা কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ঐ কামকে মোক্ষ-পথের বৈরী জানিবে; উহাকে দান দ্বারা পরিতৃপ্ত বা সাম দ্বারা ক্ষান্ত করা যায় না। উহা রজঃগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সত্ত্বগুদ্ধি দ্বারা রজোগুণকে ক্ষয়িত করিতে পারিলে উহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যে প্রকার, ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা আদর্শ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, সেই প্রকার কাম দ্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন! দুঃসন্তোষণীয়, অনল তুল্য সন্তাপপ্রদ এবং জ্ঞানীগণের নিত্য বৈরী স্বরূপ যে কাম, তাহা বিবেক জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে। বিষয়-দর্শনাদি, সংকল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই হেতু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে ঐ কামের অধিষ্ঠানভূত বলা যায়। ঐ কাম দর্শনাদি ব্যাপারবিশিষ্ট ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিবেক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব হে ভরতকুলেন্দ্র! তোমাকে বিমোহিত করণের পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ কাম পরিত্যাগ কর। ইন্দ্রিয় সকল দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও তাহাদিগের প্রকাশক হয়, এজন্য ইন্দ্রিয়গণকে দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। মন ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, এ নিমিত্ত মন ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মকত্ব শক্তি আছে, এই হেতু সংকল্পাত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়; এবং সেই বুদ্ধির সাক্ষীরূপে যিনি অবস্থান করেন, তিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই আত্মা শব্দে বাচ্য। হে মহাবাহো! এই রূপে সেই আত্মাকে বুদ্ধির অতীত জানিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া দুরাসদ কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন! অব্যয় ফলসাধন এই যোগ আমি পূর্ব্বে আদিত্য বিবস্বান্‌কে কহিয়াছিলাম, বিবস্বান্ স্বীয় পুত্র মনুকে বলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে কহেন; এইরূপে পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হন; দীর্ঘকালবশত এক্ষণে ঐ যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগও উৎকৃষ্ট, এই হেতু অদ্য তোমাকে এই পুরাতন যোগ বলিলাম। অর্জ্জুন কহিলেন, বিবস্বানের জন্ম পূর্ব্বে এবং তোমার জন্ম পরে হয়, অতএব তুমি যে পূর্ব্বে বিবস্বানকে এই যোগ কহিয়াছিলে, ইহা কি প্রকারে আমি বোধ করিতে পারি? ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার জ্ঞানশক্তি বিলোপ না হওয়ায় সেই সমস্ত জানিতেছি; তুমি অজ্ঞানাবৃত, এজন্য জানিতে পারিতেছ না। আমি জন্মরহিত, অনশ্বর স্বভাব এবং সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা হইয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন তখন আমি আপনার শরীর সৃষ্টি করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ অলৌকিক জন্মকর্ম্ম পরানুগ্রহ নিমিত্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাকে দেহত্যাগ করিয়া আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, প্রত্যুত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। অনেকে রাগ, ভয় ও ক্রোধবিহীন, আমার প্রতি একনিষ্ঠ এবং আমারই আশ্রিত হইয়া আত্মজ্ঞান ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান মলা হইতে পূত হইয়া মদীয় ভাব লাভ করিয়াছে। হে পার্থ! যাহারা যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকি, যেহেতু তাহারা যে কোন প্রকারে হউক, আমারই বর্ত্মে অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই মর্ত্ত্যলোকে প্রায় মনুষ্যেরা কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে যজন করে, সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না, কেননা কর্ম্মজ ফল শীঘ্রই ফলিত হইয়া থাকে এবং দুর্লভ জ্ঞানফল কৈবল্য শীঘ্র লাভ হয় না। ব্রাহ্মণদিগের সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহাদিগের কর্ম্ম শম দমাদি; ক্ষত্রিয়দিগের সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি; বৈশ্যদিগের রজ ও তমোগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষি বাণিজ্যাদি এবং শূদ্রদিগের তমোগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম ত্রিবর্ণ শুশ্রূষাদি; এইরূপে গুণকর্ম্মের বিভাগ ক্রমে আমিই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। আমি এই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তুমি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, যেহেতু

এই কর্ম্মে আমার আসক্তিরাহিত্যে নিবন্ধন শ্রমের প্রসক্তি নাই। বিশ্বসৃষ্টি আদি কর্ম্ম সকল আমাতে লিপ্ত হইতে পারে না, যেহেতু কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই; যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ জানিতে পারে, সে কর্ম্মে আবদ্ধ হয় না। অহঙ্কার ব্যতিরেকে কৃত যে কর্ম্ম, তাহা বন্ধের কারণ হয় না, এইরূপ জানিয়া জনকাদি পূর্ব্বতন মহাত্মারা মুমুক্ষু হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও সেই পূর্ব্বতন পুরুষদিগের সেবিত বেদোক্ত কর্ম্ম তত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্ত আচরণ কর। কীদৃশ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কীদৃশ কর্ম্মই বা অকর্ত্তব্য, এ বিষয়ে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হইয়া থাকেন, অতএব যেরূপ কর্ম্ম করিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই মর্ম্ম জানা কর্ত্তব্য, কেননা এই ত্রিবিধ কর্ম্মের গতি অতি দুজ্ঞের্য়। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার বর্ত্তমান থাকিতেও আত্মার দেহাদি ব্যতিরেকে ভাবের অনুভব দ্বারা স্বাভাবিক নিষ্কর্ম্ম ভাব দৃষ্টি করেন এবং জ্ঞানরহিত যে কাম্য কর্ম্ম, তাহা দুঃখজনক বোধ করিয়া তাহার পরিত্যাগকে কর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন, তিনি মানবগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ এবং তাঁহার যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত আহারাদি সমুদায় কার্য্য সত্ত্বেও কর্তৃত্ব ভাবরহিত আত্মজ্ঞানদ্বারা সমাধিভাবে অবস্থান করা হয়। যাঁহার কর্ম্মসকল ফল-কামনারহিত হয়, তাঁহার সেই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান জন্মে, তখন কর্ম্মে আর প্রবৃত্তি না থাকায় কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম্মসকল দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়; এমত ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়াছেন। যিনি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নিজানন্দে পরিতৃপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের চেষ্টা ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা করণে আশ্রয়ণীয় রহিত হন, তিনি শাস্ত্রবিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুমাত্র কর্ম্ম করেন না, অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মসকল অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়। যাঁহার কামনা নাই, চিত্ত ও দেহ বশীভূত এবং বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ হইয়াছে, কেবল শরীর মাত্র নির্ব্বাহ-যোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি বিহিত কর্ম্ম না করা জন্য দোষে দোষী হন না। যিনি অপ্রার্থিত লাভে সন্তুষ্ট, শীতউষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, শত্রুতাভাব-রহিত এবং অপ্রার্থিত লাভের সিদ্ধি হউক বা অসিদ্ধিই হউক, তাহাতে হর্ষ বিষাদ-রহিত, তিনি বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না। যিনি রাগ দ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত, যাঁহার কামনা নাই এবং জ্ঞানরূপ পরমেশ্বরে চিত্ত অবস্থান করে, এমত ব্যক্তি পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মাচরণ করিলে, তাঁহার সকাম কর্ম্মও বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম ও তদঙ্গেতে ব্রহ্মকেই অনুস্যূত দেখেন;—যদ্দ্বারা ঘৃতাদি অগ্নিতে অর্পণ করা যায়, সেই স্রুবাদি পাত্র ব্রহ্ম; ঘৃতাদি যাহা অর্পণ করা যায়, তাহাও ব্রহ্ম; যে অগ্নিতে হবন করা যায়, সেই অগ্নিও ব্রহ্ম; তাহাতে যিনি হোম করেন, সেই কর্ত্তাও ব্রহ্ম; ব্রহ্মই হবন করিয়া থাকেন; অতএব এতাদৃশ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মেতে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা তাঁহার প্রাপ্য ফল ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। কর্ম্ম-যোগীরা, যাহাতে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার যজন করিতে হয়, এতাদৃশ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা সহকারে করিয়া থাকেন। জ্ঞান-যোগীরা কর্ম্মে ব্রহ্ম অনুস্যূত বোধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মযজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই যজ্ঞনির্ব্বাহ করেন। নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে তত্তৎ ইন্দ্রিয় সংযম-রূপ অগ্নিতে হবন করেন। গৃহস্থেরা শব্দাদি বিষয় সকলকে তত্তৎ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা, শ্রোত্র-ত্বক্-প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে শ্রবণ স্পর্শনাদি, বাক্‌পাণি-প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে বচন গ্রহণাদি ও প্রাণ অপান-প্রভৃতি বায়ুসকলের কর্ম্ম যে শ্বাস প্রশ্বাসাদি, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রজ্বলিত যে আত্ম-সংযম—আত্মাতে ধ্যানের একাগ্রতা—যোগরূপ অগ্নি, তাহাতে হবন করেন, অর্থাৎ ধ্যেয় ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিয়া তাঁহাতে মনঃ-সংযম করিয়া সমস্ত কর্ম্ম উপরত করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রযত্নশীল তীব্রব্রতধারী মনুষ্যেরা দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন; কোন কোন যত্নশীল তীক্ষ্ণব্রতমনুষ্যেরা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যত্নবান্ তীব্রব্রত মনুষ্যেরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ-দ্বারা সমাধিরূপ যজ্ঞ করেন; কোন কোন প্রযত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মানবেরা বেদাধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং কোন কোন প্রযত্নশীল কঠোরব্রত মনুষ্যেরা বেদার্থ-জ্ঞানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হবন করিয়া পূরক নামক প্রাণায়াম করেন, অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হবন করিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করেন এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করিয়া কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ প্রভৃতি বায়ু বিশেষে প্রাণ প্রভৃতি বায়ু-বিশেষকেই হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রাণ অপান আদির মধ্যে যে বায়ুকে নিরুদ্ধ করেন, অন্য বায়ু তাহাতে লীন-প্রায় হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই যজ্ঞবেত্তা, তাঁহাদিগের উক্তপ্রকার-সমস্ত যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে, তাঁহারা যজ্ঞ-নির্ব্বাহ করিয়া যজ্ঞশেষে অমৃতরূপ অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এতাদৃশ জ্ঞানীরা জ্ঞান-দ্বারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম! যিনি এই সমস্ত যজ্ঞের কোন এক যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার পক্ষে এই অল্প-সুখবিশিষ্ট মনুষ্য লোকই থাকে না, অন্য বহুসুখজনক স্বর্গ লোকের বিষয় কি? এইরূপ বহু প্রকার যজ্ঞ যে, সাক্ষাৎ বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে বাচিক, মানসিক ও কায়িক কর্ম্ম জনিত বলিয়াই জানিবে, আত্মার সহিত তাহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই; এই-রূপ জানিলে তুমি সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে। হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হয়, কেননা ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি, সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানী আচার্য্যদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমার ভক্তি শ্রদ্ধাদিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে পাইবে; অনন্তর, পরমাত্মা-স্বরূপ যে আমি,

আমাতে আপনাকে অভেদরূপে দেখিতে পাইবে। তুমি যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞান-পোত দ্বারাই সেই পাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অর্জ্জুন! যে প্রকার জ্বলন্ত অগ্নি কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার আত্মজ্ঞান-রূপ অগ্নি, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে। ইহ-সংসারে আত্মজ্ঞান সদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই। সেই আত্মজ্ঞান কর্ম্ম, যোগ ও সমাধি যোগে সংসিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে অনায়াসে আপনাতেই লাভ করিয়া থাকে। সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ তদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরকালে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। অনাত্মজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, ইহারা সকলেই বিনষ্ট হয়, বিশেষত সংশয়াত্মা ব্যক্তির না ইহ লোক, না পরলোক, না সুখ, কিছুই থাকে না। হে ধনঞ্জয়! যাঁহার কর্ম্ম সকল পরমেশ্বরের আরাধন রূপ যোগ দ্বারা পরমেশ্বরেতে সমর্পিত হয়, তাঁহাকে সেই কর্ম্ম সকল ফল দ্বারা আবদ্ধ করে না এবং যাঁহার আত্ম-বোধ দ্বারা দেহাদি বিষয়ক অভিমান ছিন্ন হয়, সেই প্রমাদ-রহিত পুরুষকে স্বাভাবিক কর্ম্মসকল বদ্ধ করে না। অতএব হে ভারত! তুমি আপনার অজ্ঞান-সম্ভূত হৃদয়স্থ শোকাদিজনক এই সংশয়কে দেহাত্ম-বিবেক জ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্ম যোগ আশ্রয় কর, উত্থান কর।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতেও কহিতেছ, আবার অনুষ্ঠান করিতেও কহিতেছ, পরন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটি যাহা শ্রেয় হয়, তাহাই নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল। ভগবান্ কহিলেন, কর্ম্মের পরিত্যাগ ও অনুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষ সাধন, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মের পরিত্যাগ অপেক্ষা অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট হয়। হে মহাবাহো! যিনি দুঃখ, সুখ ও তৎসাধনে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা না করেন, তিনি পরমেশ্বর-প্রীতি নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলেও তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যেহেতু সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্ম জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইয়ের পৃথক্ ফল বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না, যেহেতু ঐ উভয়ের মধ্যে একের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও উভয়ের যে একই মোক্ষ ফল, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে সাক্ষাৎ মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন, স্বার্থফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও জ্ঞান দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়কে এক-ফলজনক বলিয়া যিনি একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী হন। হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে যে সন্ন্যাস, তাহা দুঃখের নিমিত্তই হয়, যেহেতু নিষ্কামকর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু কর্ম্ম যোগ-যুক্ত ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া অচির কালেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া শরীর ও ইন্দ্রিয় বশীভাপন্ন করিয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ বোধ করেন, স্বাভাবিক বা লোক সংগ্রহার্থে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না। ক্রমে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, কথন, মল মূত্রাদি পরিত্যাগ, কোন বস্তুর গ্রহণ, উন্মীলন ও নিমীলন, এই সকল কর্ম্ম করিয়াও, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার বোধে 'আমি কিছুই করি না,' এইরূপ নিশ্চয় করেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞ না হন এবং কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, এমত ব্যক্তি যদি ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভুর কর্ম্ম করণের ন্যায়, কর্ম্ম-ফল পরমেশ্বরেতে সমর্পণ করত কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, কর্ম্মে লিপ্ত হন না। কর্ম্ম-যোগীরা চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কায় দ্বারা স্নানাদি, মন দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি এবং কর্ম্মাভিনিবেশ-রহিত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে মোক্ষলাভ হয়, আর পরমেশ্বর-বহির্ম্মুখ হইয়া কামনা দ্বারা প্রবৃত্তিহেতু কর্ম্ম ফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, সুতরাং সংসার বন্ধে বদ্ধ হইতে হয়। শুদ্ধচিত্ত দেহী না স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন, না অন্যকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তিনি বিবেক বুদ্ধিদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার-যুক্ত দেহে অবস্থিত মাত্র করেন। প্রভু ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফল সংযোগ সৃষ্টি করেন না, জীবের অবিদ্যা প্রকৃতিই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পরিপূর্ণ আপ্তকাম ঈশ্বর কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না, 'ঈশ্বর সকলের পক্ষেই সমান' এইরূপ জ্ঞান, 'ঈশ্বরের নিগ্রহ-রূপ দুঃখই তাঁহার অনুগ্রহ' এইরূপ অজ্ঞানে আবৃত হয়, তদ্দ্বারা জীবসকল ঈশ্বরের প্রতি বৈষম্য জ্ঞান করিয়া থাকে। যাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞানদ্বারা সেই বৈষম্যবোধক অজ্ঞান বিনাশিত হয়, তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান; যে প্রকার আদিত্য, বস্তুজাতকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার পরিপূর্ণ ঈশ্বর স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যাঁহাদিগের ঈশ্বর বিষয়েই বুদ্ধি, প্রযত্ন ও নিষ্ঠা এবং তাঁহাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান, তাঁহাদিগের তৎ-প্রসাদে লব্ধ আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসারকারণ দোষসকল নিধৃত হইয়া যায়, তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। সেই জ্ঞানীরা বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে আর চাণ্ডালে এবং গো, হস্তী ও কুকুরে সমদর্শী হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের মন সম-ভাবে স্থিত হয়, তাঁহারা ইহ জীবনেই সংসারকে পরাজিত করেন; যেহেতু ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন নির্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী জ্ঞানীরা ব্রহ্ম-ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মতেই অবস্থিত হন, তিনি কোন প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট বা কোন অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না, যেহেতু তাঁহার মোহ নিবৃত্ত হওয়াতে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে; কারণ তিনি বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া অন্তঃ-করণে যে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ, তাহাই লাভ করেন; সমাধি দ্বারা তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে থাকেন। হে কুন্তী-সুত! বিষয়ভোগজনিত যে সকল সুখ, তাহা দুঃখেরই কা-রণ হয় এবং তাহার আদি ও অন্ত আছে, এজন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সকল সুখে রত হন না। যিনি যাবজ্জীবন কাল

কাম ক্রোধোৎপন্ন বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, সেই সমাহিত ব্যক্তিই সুখী। অন্তরেই সুখ, অন্তরেই যাঁহার ক্রীড়া এবং অন্তরেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মেতে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হন। যাঁহাদিগের চিত্ত সংযত, সংশয় ছিন্ন এবং পাপাদি দোষ ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সর্ব্বভূত হিতকারী সম্যগ দর্শী পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। কাম ক্রোধ হইতে বিমুক্ত সন্ন্যাসবিশিষ্ট সংযত-চিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জীবিত ও মরণোত্তর, উভয় কালেই মোক্ষ বর্ত্তমান। যিনি সন্ন্যাসবিশিষ্ট ও মোক্ষ-পরায়ণ হইয়া ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযমনপূর্ব্বক রূপরসাদি বাহ্যবিষয় সকলকে বহিঃস্থ করিয়া অর্থাৎ তাহারা অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য তদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুকে ভ্রূ-মধ্যস্থ অর্থাৎ অর্দ্ধ-নিমীলন দ্বারা ভ্রূ মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে, যে প্রকারে ঐ বায়ুদ্বয় নাসিকার অভ্যন্তরেই বিচরণ করে, অর্থাৎ মন্দ মন্দ উচ্ছ্বাস নিশ্বাস দ্বারা সমভাবাপন্ন হয়, এরূপ করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্ব ভূতের নিরপেক্ষ উপকারী যে আমি, আমাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ভগবান্ কহিলেন, পাণ্ডব! যিনি কর্ম্মফলে নিরপেক্ষ হইয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, অথচ তাঁহাকে অগ্নি সাধ্য ইষ্ট কর্ম্মের ও অনগ্নি সাধ্য আরামাদি ক্রিয়ার পরিত্যাগী বলা যায় না। শ্রুতি-স্মৃতি-বিদ্ ব্যক্তিরা কর্ম্ম ফল ত্যাগরূপ যে সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসকেই কর্ম্মানুষ্ঠান রূপ যোগ বলিয়া জানিবে, যেহেতু কর্ম্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞাননিষ্ঠই হউন, যিনি ফল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই, এমত কোন ব্যক্তি যোগী হইতে পারেন না। জ্ঞান যোগে আরোহণকরণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই তদারোহণে কারণ বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ব্যক্তি জ্ঞান যোগে আরূঢ় হইলেই সেই জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তিই জ্ঞান পরিপাকে কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন পুরুষ আসক্তির মূলীভূত সমুদায় বিষয় ভোগ ও কর্ম্মবিষয়ক সঙ্কল্পের পরিত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় ও তৎসাধন কর্ম্মে আসক্তি না করেন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু, অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধৃত করিবে, অবসন্ন করিবে না। যে আত্মা কর্ত্তৃক আত্মা বশীকৃত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল বশতাপন্ন হইয়াছে, তথাবিধ আত্মার আত্মাই বন্ধু; আর যে আত্মার ইন্দ্রিয়সকল বশতাপন্ন হয় নাই, সে আত্মার আত্মাই শত্রুর ন্যায় অপকারী হয়। যিনি আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বশতাপন্ন করিয়াছেন, সেই প্রশান্তচিত্ত রাগাদিরহিত ব্যক্তির হৃদয়ে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান সত্ত্বেও পরমাত্মা অবস্থিত হয়েন। শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞাত পদার্থের স্ববুদ্ধি দ্বারা অনুভব, এই উভয় রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং তাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান হইয়া থাকে; ঈদৃশ যোগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায়। সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সদাচার ও দুরাচার এই সকল ব্যক্তিতে যাঁহার সম বুদ্ধি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হন। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর একান্তে স্থিত সঙ্গশূন্য, সংযত চিত্ত, সংযত দেহ, নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া মনঃ সমাধান করিবেন। পবিত্র স্থানে অতি উচ্ছ্রিত ও অতি নিম্ন না হয়, এরূপ করিয়া কুশোপরি অজিন ও তদুপরি বস্ত্র আস্তরণ-পূর্ব্বক অচঞ্চল আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে উপবেশন করত মনের একাগ্রতা সহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করণপূর্ব্বক মনের বিশুদ্ধি নিমিত্ত ও যোগানুষ্ঠান করিবে। দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাকে অবক্র ও অচল ভাবে ধারণ করত ইতস্তত দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন ও মনকে তাঁহার বৃত্তি সকল হইতে উপসংহৃত করিয়া দৃঢ়প্রযত্ন সহকারে প্রশান্ত চিত্ত, বীত-ভয়, ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত, আমার প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত ও মৎপরায়ণ হওত সমাহিত হইয়া উপবেশন করিবেন। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্ত প্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সাধনভূত, মৎস্বরূপে অবস্থিতি স্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুন! যিনি অধিক ভোজন করেন, কিংবা যিনি কিছুমাত্র ভোজন না করেন এবং যিনি অতিশয় নিদ্রাশীল, কিংবা যিনি অতিশয় জাগরণশীল হন, ইহাদিগের মধ্যে কাহারো যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। যিনি আহার, গতি কার্য্য-চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত রূপে করেন, তাঁহার সংসারক্ষয়কর যোগ সিদ্ধ হয়। যখন সাধকের চিত্ত বাহ্য চিন্তা হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই স্থিত হয়, তখন সেই সর্ব্ব-কাম নিস্পৃহ সাধক, যোগী বলিয়া কথিত হন। চিত্ত-প্রচারদর্শী যোগজ্ঞ ব্যক্তিরা যোগী ব্যক্তির চিত্তের দৃষ্টান্ত এইরূপ কহিয়াছেন যে, যে প্রকার বায়ুশূন্য স্থানে দীপ অকম্পিত থাকে, সেই প্রকার আত্মবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত অকম্পিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় জ্ঞানীর চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা কোন বিষয়ে প্রচারিত না হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় জ্ঞানীব্যক্তি সমাধি-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বতোজ্যোতিঃ স্বরূপ পর চৈতন্য আত্মাকে উপলব্ধি করত স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যে অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত কেবল আত্মাকার বুদ্ধিরই গ্রাহ্য যে নিত্য সুখ, তাহা অনুভব করেন, তাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, যেহেতু তিনি সেই নিরতিশয় সুখ আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া তাহা অপেক্ষা অপর লাভকে অধিক মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইলে শীতোষ্ণাদি মহৎ দুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না এবং বৈষয়িক সুখ দুঃখের সংস্পর্শ দ্বারা যে অবস্থার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থাবিষয়ের নাম যোগ বলিয়া জানিবে। সঙ্কল্পজনিত কামনা ও সমুদায় কাম্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক, সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বিষয়দোষ-দর্শী মন দ্বারা সংযত করত এবং যদিই শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তথাপি ক্লেশকর বলিয়া প্রযত্ন শিথিল না করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় দ্বারা উক্ত

যোগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ধারণাবতী বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাসক্রমে উপরত হইবে, কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না, অর্থাৎ আপনিই প্রকাশমান পরমানন্দ নির্বৃত হইয়া আত্মধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইবে না। মনকে ধারণা করিলেও মন স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশত অস্থির হইয়া যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতেই স্থিরীভূত করিবে। এইরূপ করিলে তাঁহার রজ গুণ ক্ষয়, মন শান্ত ও সংসারজনক দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, এতাদৃশ যোগীর নিকট নিরতিশয় সুখ স্বয়ংই আসিয়া উপনীত হয়। এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিলে সেই বীত-পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোত্তম সুখ ভোগ করেন। সেই যোগ-সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতেই দর্শন করেন। সমুদায়ের আত্মাস্বরূপ যে আমি, আমাকে যিনি সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং সমুদায় বস্তুকে আমাতেই দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যে একত্বাবলম্বী যোগী আমাকে সর্ব্বভূত স্থিত বলিয়া ভজনা করেন, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন। অর্জ্জুন! যিনি সুখ দুঃখকে সর্ব্ব প্রাণীতে আত্মতুল্য সমান দেখেন, সেই ব্যক্তিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! লয়-বিক্ষেপশূন্য মন দ্বারা আত্মাকারে অবস্থান রূপ যে এই যোগ তুমি কহিলে, মনের চাঞ্চল্য হেতু সেই যোগের দীর্ঘ কাল স্থিতির সম্ভাবনা আমি বোধ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বিচার দ্বারা অজেয় এবং বিষয় বাসনানুবন্ধ হেতু দুর্ভেদ্য; অতএব যে প্রকার আকাশে দোদূয়মান বায়ুকে কুম্ভাদিতে নিরোধ করা অতি দুষ্কর, সেই প্রকার মনকে নিগ্রহ করা অতি দুষ্কর বোধ করিতেছি।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহু কুন্তীপুত্র! তুমি যে চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিতেছ, তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বিষয় বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সংযত হয় নাই, তিনি এই যোগ আয়ত্ত করিতে পারেন না, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশবর্ত্তী হইয়াছে, সেই প্রযত্নশীল পুরুষ উক্ত প্রকার উপায়ে এই যোগ লাভ করিতে পারেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যিনি প্রথমত শ্রদ্ধাবশত যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাসশৈথিল্য হেতু চিত্ত বিচলিত হওয়াতে যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন, তাঁহার কি রূপ গতি প্রাপ্ত হয়? হে মহাবাহো! ঈশ্বরের প্রতি কর্ম্ম ফল অর্পণ কিংবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হেতু স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত না হন এবং যোগ সিদ্ধি না হওয়াতেও ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় পথে বিমূঢ় হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে না পারেন, এতাদৃশ উভয়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন কি না? হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় অশেষরূপে অপনয়ন করিতে তুমিই যোগ্য; তোমা ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয়ের অপনয়নকারী নাই।

ভগবান্ কহিলেন, হে তাত পার্থ! তাঁহার ইহলোকে পাতিত্য, বা পরলোকে নরক প্রাপ্তি হয় না; যেহেতু কোন শুভকারী ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় বহু সংবৎসর বাস করিয়া পরে সদাচার ধনীদিগের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। যদি অচিরাভ্যস্ত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন; এতাদৃশ কুলে জন্মগ্রহণ, লোকমধ্যে দুর্লভতর। হে কুরুনন্দন! সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, সদাচার ধনীর গৃহে, বা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেহজনিত ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করেন, পরে মোক্ষলাভে অধিকরূপে প্রযত্নবান্ হন। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কোন বিঘ্নবশত ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্বদেহকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে পরাবৃত করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। যিনি যোগে প্রবৃত্ত মাত্র হইয়াও যদি পাপবশত যোগভ্রষ্ট হন, তথাপি তিনি ক্রমে মুক্ত হন; অতএব যে যোগী উত্তরোত্তর অধিকরূপে যত্নবান্ হইয়া অনুষ্ঠিত যোগদ্বারা বিধূতপাপ হন, তিনি যে জন্ম জন্মান্তরের উপচিত যোগদ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? হে অর্জ্জুন! আমার মতে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ, শাস্ত্র জ্ঞানীও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী ব্যক্তি হইতেও যোগীব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গত অন্তঃকরণ দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে তিনি সমুদায় যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি আসক্তচিত্ত ও আমারই শরণাপন্ন হইয়া মনঃ সমাধান করত, বিভূত বল শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন যে আমি, আমাকে যে প্রকারে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও স্বকীয় অনুভব অশেষরূপে বলিতেছি, ইহ সংসারে যাহা জানিলে অন্য আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্ন করেন, সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ, পরমাত্মা যে আমি, আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন। আমার প্রকৃতি—মায়া—জড়রূপ শক্তি, ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভিন্ন হইয়াছে। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি যাহা উক্ত হইল, ইহা নিকৃষ্ট, যেহেতু ইহা সংসার বন্ধন স্বরূপ। হে মহাবাহো! ইহা ব্যতীত জীব স্বরূপ আমার অপর প্রকৃতিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে, সেই চেতনরূপ প্রকৃতি কর্ত্তৃকই স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ সংসার চলিতেছে। এই দুই প্রকৃতিকে স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের কারণ বোধ কর। জড় প্রকৃতি, দেহরূপে পরিণত হয় এবং চেতন প্রকৃতি, মদীয় অংশে সম্ভূত ও ভোক্তৃরূপে দেহ প্রবিষ্ট হইয়া স্বকর্ম্মদ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে ধারণ করিয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! এই দুইটি প্রকৃতি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমিই সমস্ত

জগতের পরম কারণ ও সংহারক; সুতরাং আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিসংহারের স্বতন্ত্র কারণ আর অন্য কিছুই নাই। যে প্রকার সূত্রে মণিনিচয় গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। হে কুন্তীপুত্র! আমি জলমধ্যে রস, আমি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, আমি সর্ব্ববেদ মধ্যে প্রণব, আমি আকাশ মধ্যে শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ, আমি পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্ব্ব ভূতের জীবন এবং আমি তপস্বীর তপস্যা। হে পার্থ! তুমি আমাকে সমুদায় ভূতের সনাতন ... বলিয়া বোধ কর। হে ভরতকুল পাবন! আমি বুদ্ধিমান্ দিগের বুদ্ধি, আমি তপস্বী সকলের তেজ, আমি বলবান্দিগের কাম-রাগ-বর্জ্জিত বল অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য এবং প্রাণীদিগের ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাও আমি। যে সকল শম দমাদি সাত্ত্বিক, হর্ষ দর্পাদি রাজসিক ও শোক মোহাদি তামসিক ভাব প্রাণীদিগের স্বকর্ম্মবশত হইয়া থাকে, সে সমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে অর্থাৎ সে সকল আমারই প্রকৃতির কার্য্য। পরন্তু জীবের ন্যায় আমি তাহাদিগের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন হইয়া আমাতে বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত হইয়া থাকে, এই হেতু আমাকে জানিতে পারে না। যেহেতু আমি ত্রিবিধ গুণের অস্পৃষ্ট ও উহাদিগের নিয়ন্তা, সুতরাং আমার কোন বিকার সম্ভাবনা নাই। আমার ঐ অলৌকিকী গুণময়ী মায়া রূপ শক্তি দুস্তরণীয়া; পরন্তু যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা ঐ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যে নরাধমেরা বিবেকশূন্য ও পাপশীল, যাহাদিগের শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান জন্মিলেও মায়া দ্বারা তাহা নিরস্ত হইয়া যায়, সুতরাং দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতাদি আসুরিক ভাবের আশ্রিত হয়, তাহারা আমাকে ভজনা করে না। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সাধন অর্থের অভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী, এই চতুর্বিধ ব্যক্তি যদি পূর্ব্ব জন্মে কৃতপুণ্য হন, তবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। উক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ও মদেকভক্ত হইয়া থাকেন এবং আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় হন; অতএব তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ চতুর্বিধ ব্যক্তি মহৎ, কিন্তু তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আত্মার স্বরূপ, যেহেতু তিনি মদেকচিত্ত হইয়া যাহার পর নাই, উত্তম গতি যে আমি, আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অনেক জন্মের পুণ্য সঞ্চয়দ্বারা চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্ত চরাচর জগৎই একমাত্র বাসুদেব, এইরূপ সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, এতাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ। যাহারা পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রু জয়াদি কামনাদ্বারা হতবিবেক ও স্বকীয় প্রকৃতির বশংবদ হইয়া আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে, সেই সেই দেবতার আরাধনা প্রকরণোক্ত উপবাসাদি নিয়ম স্বীকার করিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত, যে যে দেবতারূপ মদীয় মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সেই ভক্তদিগের সেই সেই মূর্ত্তি-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামী আমি দৃঢ় করিয়া দিই। তিনি সেই দৃঢ় শ্রদ্ধা-বশত সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সেই আরাধিত দেব-মূর্ত্তি হইতে মদ্বিহিত কাম্য বিষয় সকল লাভ করেন। সেই অল্পবুদ্ধি—পরিচ্ছিন্নদর্শীদিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিলেও তাহা অন্তবৎ হইয়া থাকে, দেবযাজকেরা অন্তবৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং মদ্‌ভক্তেরা, অনাদ্যনন্ত পরমানন্দ যে আমি, আমাকে লাভ করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা, অব্যক্ত—প্রপঞ্চাতীত যে আমি, আমাকে মনুষ্য মৎস্য কূর্ম্মাদি ভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে, যেহেতু তাহারা আমার যাহার পর নাই উত্তম স্বরূপ নিত্যভাব জানে না। আমি লোক সকলের নিকট প্রকাশ হই না, যেহেতু আমি যোগ মায়াদ্বারা অর্থাৎ গুণ ত্রয়ের যোগ-স্বরূপ মায়াদ্বারা সংছন্ন; অতএব এই সমস্ত লোক মদীয় স্বরূপ জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া অজ ও অব্যয়রূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর জঙ্গম সমুদায় আমি জানি; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। হে পরন্তপ ভারত! দেহ উৎপন্ন হইলে তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, এই উভয় দ্বারা উৎপন্ন যে দ্বন্দ্বমোহ অর্থাৎ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদিদ্বন্দ্ব জনিত মোহ—বিবেক ভ্রংশ, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং আমাকে ভজনা করে না। যে সকল পুণ্যকর্ম্মা জনের প্রতিবন্ধক পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সেই দ্বন্দ্ব মোহ-বিমুক্ত ব্যক্তিরাই দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। যাঁহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্তি নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে সমাহিতচিত্ত হইয়া যত্নপরায়ণ হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সমস্ত অধ্যাত্ম ও নিখিল কর্ম্মও জ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানিতে পারেন, মৎপ্রতি আসক্তচিত্ত সেই মহাত্মারা মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন, অর্থাৎ তৎকালেও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না।

ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব যাহা তুমি কহিলে, সে সকল কি প্রকার এবং অধিযজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মের প্রযোজক ও ফলদাতাই বা কে? কি প্রকারেই বা তিনি এই দেহে অবস্থিতি করেন? হে মধুসূদন! নিয়ত-চিত্ত পুরুষেরাই বা অন্তকালে কি প্রকারে তোমাকে জ্ঞানগোচর করেন? ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনি ব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্মের যে জীব ভাব, যাহা দেহকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। জরায়ুজাদি প্রাণিজাতের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে দেবোদ্দেশক দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞাদি, তাহার নাম কর্ম্ম। হে দেহধারি-শ্রেষ্ঠ! নশ্বর যে দেহাদি পদার্থ, যাহা প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া হয়, তাহাকে অধিভূত বলা যায়। যিনি সর্ব্ব প্রাণির ইন্দ্রিয়জাতের প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব দেবতার অধিপতি হিরণ্যগর্ভ নামে পুরুষ অর্থাৎ দেহস্বরূপ পুরেশয়নকারী, তিনি অধিদৈবত শব্দের বাচ্য। আর এই দেহে আমি যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তাহার ফল-

দাতারূপে বর্ত্তমান থাকি, এই হেতু আমাকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া জানিবে। এইরূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর যে আমি, আমাকে যিনি অন্তকালে স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণ পথে গমন করেন, তিনি, মদীয়স্বরূপ লাভ করেন, তাহাতে সংশয় নাই। হে কুন্তীসুত! যিনি অন্তকালে দেবতান্তর বা অপর যে যে ভাব স্মরণ করত কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে ভাবিত হওয়াতে সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হন। যেহেতু পূর্ব্ব বাসনাই অন্তকালে স্মরণের হেতু হয় এবং তৎকালে বিবশ হইয়া পড়িলে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না, সেই হেতু তুমি আমাকে সর্ব্বদা অনুচিন্তন কর; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে সর্ব্বদা স্মরণ সঙ্ঘটন হয় না, এজন্য চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদিরও অনুষ্ঠান কর; এইরূপে আমার প্রতি চিত্ত ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে পার্থ! যিনি অভ্যাসরূপ উপায়যুক্ত ও বিষয়ান্তরে আগমনশীল চিত্তদ্বারা সেই দ্যোতনাত্মক পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে অনুচিন্তন করেন, তিনি তাঁহাকেই লাভ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, চিরন্তন, জগতের নিয়ন্তা, আকাশ ও কাল প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও সূক্ষ্মতম; সকলের ধাতা, মলিন মন ও বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বরূপ প্রকাশক এবং অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারের অতীত; এবম্ভূত পরমেশ্বরকে যিনি অন্তকালে ভক্তিযুক্ত ও প্রমাদশূন্য হইয়া যোগবলে অর্থাৎ সমাধিজনিত সংস্কার সমুৎপন্ন চিত্ত স্থৈর্য্যবলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ু সংস্থাপন করত বিক্ষেপরহিত মন দ্বারা অনুস্মরণ করেন, তিনি দ্যোতনাত্মক সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে অক্ষর বলেন; বিগতরাগ যত্নবন্ত ব্যক্তিরা যাঁহাতে অভিনিবেশ করেন এবং অনেকে যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াও গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তৎপ্রাপ্তির উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত, হৃদয়েতে মনকে নিরুদ্ধ ও আপনার প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে স্থাপিত করিয়া যোগধারণা অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান স্বরূপ ওঁ এই একটি অক্ষর উচ্চারণ এবং তাহার বাচ্য যে আমি, আমাকে অনুস্মরণ করত যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি প্রকৃষ্ট গতি লাভ করেন। হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই সমাহিত—যোগীব্যক্তির সুলভ হই। সেই মহাত্মারা আমাকে পাইয়া দুঃখালয় অনিত্য জন্ম আর প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক-বাসী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকেরই বিনাশ আছে, সকলকেই জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মনুষ্য লোকদিগের এক বৎসরে দেবলোকদিগের এক অহোরাত্র হয়; তাদৃশ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনা ক্রমে যে এক বৎসর হয়; তাদৃশ দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়, তাদৃশ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐরূপ অপর সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হইয়া থাকে। এইরূপ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনাক্রমে যে বৎসর হয়, তাদৃশ একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। প্রসিদ্ধ অহোরাত্র-বিৎ ব্যক্তিরা তথাবিধ সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার একদিন ও ঐরূপ অপর সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার একরাত্রি বলিয়া জানেন; তাদৃশ দিনের আগমনে চরাচর ভূতসকল কারণাত্মক অব্যক্ত হইতে প্রাদুর্ভূত এবং তাদৃশ রাত্রির আগমনে চরাচর-ভূত সকল সেই কারণাত্মক অব্যক্তেই লীন হইয়া থাকে। হে পার্থ! চরাচর-ভূতসমূহ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মদিবসের আগমে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মরাত্রির আগমে কারণরূপ অব্যক্তেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই পুনর্ব্বার উক্ত দিবসের আগমে প্রাক্তন কর্ম্মের বশংবদ হইয়া জন্মিয়া থাকে। সমস্ত চরাচরের কারণ ভূত যে অব্যক্ত, সেই অব্যক্তের কারণ এবং তাহা হইতে ভিন্ন যে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর অনাদি ভাব, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না। সেই অব্যক্তই অক্ষর অর্থাৎ উৎপত্তিনাশ শূন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরম গম্য স্থান পুরুষার্থ কহিয়াছেন, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধামই আমার স্বরূপ। হে পার্থ! যাহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে এবং যিনি এই সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরম পুরুষ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি। হে ভরতকুলবর! উপাসকেরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে গমন করিয়া সংসারে আবৃত্ত না হন এবং কর্ম্মীরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া সংসারে আবৃত্ত হন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা অর্চ্চিরভিমানী, দিবসাভিমানী, শুক্লপক্ষাভিমানী ও ষণ্মাস রূপ উত্তরায়ণাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা ধূমাভিমানী রাত্র্যভিমানী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানী, ষণ্মাসরূপ দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া চান্দ্রমস জ্যোতি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করণান্তে পুনরায় সংসারে আবৃত্ত হন। জগতের অনাদি কালাবধিই জ্ঞানী কর্ম্মী ভেদে এই শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় বিধ গতি হইয়া আসতেছে। এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে শুক্ল গতি দ্বারা সংসারে অনাবৃত্তি আর কৃষ্ণ গতি দ্বারা পুনরায় সংসারে আবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। হে পার্থ! এই উভয় বিধ পথ জানিতে পারিয়া কোন যোগীই মুগ্ধ হন না, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল কামনা না করিয়া পরমেশ্বরনিষ্ঠ হন। অতএব তুমি সর্ব্বদা যোগ যুক্ত হও। অর্জ্জুন! এই অধ্যায়োক্ত প্রশ্ননির্ণয়ার্থ জ্ঞাত হইলে, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, শরীর শোষণাদি তপস্যা ও দানে যে পুণ্য ফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায় ও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে অখিল-মূলীভূত বিষ্ণুপদ, তাহা লাভ হয়।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পুনঃপুনঃ স্বীয় মাহাত্ম্য উপদেশ করিতেছি, কিন্তু আমি পুরুষ কাহাকে বলিয়া সে জন্য আমার প্রতি তোমার দোষদৃষ্টি নাই, এই হেতু পুনর্ব্বার তোমাকে উপাসনা সহিত এই গুহ্যতম ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলিব, যাহা জানিয়া তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

উক্ত জ্ঞান, বিদ্যার রাজা অত্যন্ত পবিত্র, জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ গম্য, ধর্ম্ম্য, গোপনীয় যত বিদ্যা আছে তদপেক্ষা অতি রহস্য, সুখ সাধ্য এবং অক্ষয় ফলজনক। হে শত্রুতাপন! যে পুরুষেরা এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা আমাকে না পাইয়া মৃত্যু ব্যাপ্ত সংসারবর্ত্মেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি, সমস্ত জগৎ ও আমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু আকাশের ন্যায় আমি এই সকল জগতে লিপ্ত নহি। আমার আশ্চর্য্য অসাধারণ ঐশিক শক্তি দেখ, এই সকল চরাচর আমাতে স্থিতি করে অথচ আমি নির্লিপ্ত থাকায় ইহারা আমাতে বিদ্যমান থাকে না। আরও আশ্চর্য্য দেখ, আমি এই সকল চরাচর ধারণ ও পালন করিয়া থাকি, অথচ আমার স্বরূপ এই সকলেতে থাকে না অর্থাৎ যে প্রকার জীব, দেহকে ধারণ ও পালন করত অহঙ্কারবশতঃ তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ আমি ভূত সকলকে ধারণ ও পালন করিতে থাকিয়াও ঐ ভূত সকলেতে সংশ্লিষ্ট থাকি না, কেননা আমি নিরহঙ্কার। যে প্রকার মহান্ ও সর্ব্বগ বায়ু সর্ব্বদা আকাশস্থ হইয়াও আকাশে সংশ্লিষ্ট হয় না, সেই প্রকার সমস্ত চরাচর আমাতে অবস্থিত অথচ আমাতে অসংশ্লিষ্ট জানিবে। কুন্তীপুত্র! সমস্ত চরাচর কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে মদীয় ত্রিগুণাত্মক মায়াতে লীন হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কল্পের আদিতে সৃষ্টিকালে সেই সমুদায় চরাচর আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া এই সকল চতুর্ব্বিধ অস্বতন্ত্র ভূতগ্রামকে তাঁহাদিগের প্রাক্তন কর্ম্মবশত পুনঃপুনঃ বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ধনঞ্জয়! সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম্মসকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না; যেহেতু আমি সেই সকল কর্ম্মেতে আসক্তিরহিত হইয়া উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকি। অবিকার ভাবাপন্ন জ্ঞান স্বরূপ যে আমি, আমার অধিষ্ঠান দ্বারা আমার ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা রূপ প্রকৃতি সচরাচর জগৎ উৎপন্ন করে। হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান মাত্র হেতুতেই সমস্ত জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বর রূপ পরম তত্ত্ব জানে না, সেই মূঢ় জনেরা, আমার শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ হইলেও ভক্তদিগের ইচ্ছাধীন মানবদেহ ধারী যে আমি, আমাকে, অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা আমাব্যতীত দেবতান্তর শীঘ্র ফলপ্রদ বলিয়া আশা করে, কিন্তু তাহাদিগের সে আশা ব্যর্থ হয়, যেহেতু তাহারা আমার প্রতি বিমুখ হওয়াতে তাহাদিগের কর্ম্মসকল ফলজনক হয় না এবং তাহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কেননা তাহারা হিংসাদি প্রচুরা তামসী, কাম দর্পাদি বহুলা রাজসী ও বুদ্ধিভ্রংশকরী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমাকে অবজ্ঞা করে। *

হে পার্থ! যাঁহাদিগের চিত্ত কামাদিতে অভিভূত না হয়, তাঁহারা শম দম দয়া শ্রদ্ধাদি লক্ষণা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত ও অনন্যমনা হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্য জানিয়া ভজনা করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা দৃঢ় নিয়ম, অবহিত ও যত্নযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন ও প্রণাম করত উপাসনা করেন। অনেকে আমাকে সকলই সেই এক মাত্র বিষ্ণু, এইরূপ সর্ব্বাত্ম দর্শন জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা পূজা করত উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অভেদ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ, আমি দাস, এইরূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ বা, বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বাত্মক যে আমি, আমাকে ব্রহ্মা রুদ্র ইত্যাদি বহুধা ভাবনা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি শ্রুতি-বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতিবিহিত পঞ্চ যজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকনিমিত্তক শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ, আমি যজমান পুরোধার বাক্যাদি, আমি হোমাদি সাধন আজ্য, আমি আহবনীয় অগ্নি, আমি হোমস্বরূপ, আমি এই জগতের পিতা, মাতা ও পিতামহ, আমি কর্ম্মফলের বিধাতা আমি জ্ঞেয়, পাবন ও ওঙ্কার, আমি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, আমি প্রাণীগণের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকারী, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও কারণ এবং অবিনাশী। আমি আদিত্যরূপে নিদাঘ কালে জগতে তাপ প্রদান করি, প্রাবৃট সময়ে বর্ষণ করি এবং কদাচিৎ বর্ষণ আকর্ষণও করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! আমি অমরগণের অমৃত, আমি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যু, আমি দৃশ্যস্থূল বস্তু এবং আমিই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু, এইরূপে বহুধা ভাবনা দ্বারা আমাকে অনেকে উপাসনা করিয়া থাকে। বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্যক্তিরা আমারই রূপ যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহা না জানিয়াও বাস্তবিক ইন্দ্রাদি দেবতা রূপে আমাকে বেদবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া, যজ্ঞ-শেষ সোম পান করত তদ্দ্বারা বিপূত-পাপ হইয়া স্বর্গতি প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্যফল সুরেন্দ্রলোক স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তথায় দেবভোগ্য উত্তম ভোগ উপভোগ করিতে থাকে। তাহারা প্রার্থিত বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া তাহাদিগের কৃত পুণ্য কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে এবং পুনর্ব্বার তথায় ভোগ কাম ও বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া যাতায়াত লাভ করিতে থাকে। আর যাহারা অনন্যকাম হইয়া আমাকে চিন্তা করত উপাসনা করে, সেই সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠদিগের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা আমিই নির্ব্বাহ করিয়া দিই। হে কুন্তিনন্দন! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা আমাব্যতীত অন্য ইন্দ্রাদি দেবতাকে ভক্তিপূর্ব্বক যজন করে, তাহাদিগেরও আমারই উপাসনা করা হয়, কিন্তু তাহারা মোক্ষ প্রাপক বিধি অনুসারে উপাসনা করে না; আমি যে, সমস্ত যজ্ঞের তত্তৎ দেবতারূপে ভোক্তা এবং সমুদায় যজ্ঞের ফল দাতা, এরূপে আমাকে যথার্থরূপে তাহারা জানে না, এই নিমিত্তই সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। দেবপূজকেরা দেবলোক, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তিরা পিতৃলোক বিনায়ক ও মাতৃগণ প্রভৃতি ভূত যাজকেরা ভূত লোক এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল বা জল মাত্র আমাকে প্রদান করে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তি কর্ত্তৃক সমর্পিত সেই পত্র পুষ্পাদি আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। হে কুন্তীপুত্র! তুমি ভোজন, হবন, দান বা তপস্যা যে কিছু কর এবং স্বাভাবিক বা স্বভাববশত যে কোন কর্ম্ম কর, তৎ সমস্তই যাহাতে আমাতে সমর্পিত হয়, এরূপ কর। এরূপ করিলে তুমি কর্ম্ম নিবন্ধন শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে; তাহা হইলে আমার প্রতি

কর্ম্ম সমর্পণ রূপ সন্ন্যাস-যোগে যুক্ত চিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার সমভাব, এই হেতু আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, তবে যে, যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকি, ইহা কেবল মদ্বিষয়ক ভক্তিরই মাহাত্ম্য। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সাধু বলিয়া মন্তব্য, কেন না তাহার অধ্যবসায় উত্তম। সুদুরাচার হইলেও আমাকে ভজনা করাতে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়, অনন্তর সুতরাং তাহার চিত্তোপপ্লবের উপরম স্বরূপ পরমেশ্বর-নিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত যে বিনষ্ট হয় না, অপিচ কৃতার্থ হয়, ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার। হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজ কুলে জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা কেবল কৃষি বাণিজ্যাদিতেই নিরত এবং যাহারা অধ্যয়নাদিবহিত স্ত্রী শূদ্রাদি, তাহারাও যখন আমার সেবা করিলে পরম গতি লাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিসম্পন্ন পুণ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিরা যে পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই সুখরহিত অনিত্য মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া দুর্ল্লভ পুরুষার্থ সাধন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমার প্রতি এক চিত্ত হও, আমার উপাসক হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর; এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে মনঃ সমর্পণ করিলে পরমানন্দ রূপ যে আমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আমার বচন দ্বারা প্রীতি লাভ করিতেছ, তোমার হিতাভিলাষে আমি পুনর্ব্বার পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার নানা বিভূতি দ্বারা আবির্ভাব দেবগণ ও মহর্ষিগণও অবগত নহেন, যে হেতু আমি তাঁহাদিগের উৎপত্তিও বুদ্ধ্যাদি প্রবৃত্তির কারণ; সুতরাং আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে পারে না। যিনি আমাকে জন্মশূন্য, অনাদি ও লোকমহেশ্বর জানেন, তিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে মোহরহিত হইয়া সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হন। বুদ্ধি—সারাসার বিবেক নৈপুণ্য, জ্ঞান—আত্ম জ্ঞান, অসংমোহ—অব্যাকুলতা, ক্ষমা—সহিষ্ণুতা, সত্য—যথার্থ ভাষণ, দম—বাহেন্দ্রিয় সংযম, শম—অন্তঃকরণ সংযম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, অনুদ্ভব, ভয়, অভয়, অহিংসা—পরপীড়া নিবৃত্তি, সমতা—রাগ দ্বেষাদি রাহিত্য, তুষ্টি—দৈবাধীন লাভে সন্তোষ, তপস্যা—ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শরীর-পীড়ন, দান—ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদির পাত্রে অর্পণ, যশ—সংকীর্ত্তি, অযশ—দুষ্কীর্ত্তি, এই সকল নানা বিধ ভাব প্রাণীদিগের আমা হইতেই হয়। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বতন সনক প্রভৃতি মহর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুগণ আমারই প্রভাব ও সংকল্প মাত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি সন্তান ও শিষ্য প্রশিষ্যাদি রূপে এই সকল প্রজা লোকে বিস্তারিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আমার ভৃগু প্রভৃতি এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য যথার্থ ভাবে জানেন, তিনি নিঃসংশয় সম্যক্‌দর্শী হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমিই সমস্ত জগদুৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই বুদ্ধি, জ্ঞান ও অসংমোহ ইত্যাদি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; এইরূপ জানিয়া বিবেকী ব্যক্তিরা আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। তাঁহারা মদ্গত চিত্ত ও মদ্গতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্পর ন্যায়োপেত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিয়া ও অন্যকে বোধগম্য করাইয়া মদীয় তত্ত্ব সতত কীর্ত্তন করত সন্তুষ্ট থাকেন ও নির্ব্বৃতি লাভ করেন। এইরূপ মদ্গতচিত্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাসক্ত সেই ব্যক্তিদিগকে আমি, যে উপায়ে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি। অনন্তর তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহহেতুই আমি তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া ভাস্বর জ্ঞান-দীপ দ্বারা অজ্ঞান-জনিত তমোরূপ সংসার বিনাশ করিয়া থাকি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমিই পরম পবিত্র পরমাশ্রয় পরম ব্রহ্ম, যেহেতু ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস, ইঁহারা তোমাকে নিত্য পুরুষ, দ্যোতনাত্মক, আদিদেব, জন্মরহিত ও ব্যাপক বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ। হে ভগবন্! যাহা আমাকে বলিতেছ, এ সমস্তই আমি সত্য জ্ঞান করিতেছি। হে পুরুষোত্তম! তোমার আবির্ভাব যে দেবতাদিগের অনুগ্রহার্থে এবং দানবদিগের নিগ্রহার্থে, তাহা না দেবগণই জানেন, না দানবেরাই জানে। হে ভূত-ভাবন! হে ভূতনিয়ন্তা! হে দেবদেব! হে বিশ্বপালক! তুমি আপনিই আপনাকে আপনা দ্বারাই জান, অতএব তোমার যে অদ্ভুত আত্মবিভূতি সকল, যদ্দ্বারা এই সমুদায় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া তুমি অবস্থান কর, তাহা অশেষরূপে বলিতে তুমিই যোগ্য। হে যোগিন্ আমি সর্ব্বদা কি প্রকারে পরচিন্তা করিয়া তোমাকে জানিতে পারিব, কোন্ কোন্ পদার্থেতে তোমাকে চিন্তা করিব? হে ভগবন্! হে জনার্দ্দন—দেবারিপীড়ন! তোমার স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্বাদি রূপ যোগ ও বিভূতি পুনর্ব্বার বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন কর; যে হেতু তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। ভগবান্ কহিলেন, হে কুরুকুলপ্রবর! আমার দিব্য বিভূতি বিস্তর, তাহার অন্ত নাই, তন্মধ্যে প্রাধান্যক্রমে তোমার নিকট কীর্ত্তন করি। হে গুড়াকেশ—জিতনিদ্র! আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ দ্বারা নিয়ন্তা রূপে অবস্থিত পরমাত্মা। আমি সর্ব্বভূতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের হেতু। আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামে আদিত্য; আমি জ্যোতিষ্মান্‌দিগের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত সূর্য্য; আমি সপ্ত মরুৎগণের মধ্যে মরীচি নামে মরুৎ; আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী; আমি সমস্ত বেদের মধ্যে সাম বেদ; আমি রুদ্রাদিত্যাদি যাবৎ দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র; আমি একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মন; আমি ভূতগণের চেতনা; আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর; আমি যক্ষ রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের; আমি অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি এবং যাবৎ পর্ব্বতের মধ্যে মেরু গিরি। হে পার্থ! তুমি আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি জানিবে। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; আমি যাবৎ জলাশয় মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু;

আমি বাক্যসকলের মধ্যে প্রণব; আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপ যজ্ঞ; আমি স্থাবরসকলের মধ্যে হিমালয়; বৃক্ষ সমুদায়ের মধ্যে অশ্বত্থ; আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। হে পার্থ! অমৃত নিমিত্তক ক্ষীরোদ সাগর-মন্থনে উৎপন্ন যে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব ও ঐরাবত নামে হস্তী, তাহাও আমারই বিভূতি এবং আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি জানিবে। আমি আয়ুধ সকলের মধ্যে বজ্র; আমি ধেনুসকলের মধ্যে কামধেনু; আমি প্রজা উৎপত্তির কারণ কন্দর্প; আমি বিষ বিশিষ্ট সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, আমি নির্বিষ সর্পগণের মধ্যে অনন্ত; আমি যাদোগণের মধ্যে বরুণ; আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা; আমি নিয়মকারী সকলের মধ্যে যম; আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ; আমি গণনাকারীগণের মধ্যে কাল; আমি পশুগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র; আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়; আমি বেগবানের মধ্যে পবন; আমি শস্ত্রধারী সকলের মধ্যে দাশরথি রাম; আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী। হে অর্জ্জুন! সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা; আমি বাদিগণের তত্ত্ব নিরূপণার্থ কথনরূপ বাদ, অর্থাৎ তাহাও আমার বিভূতি; আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার; আমি সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস; আমি প্রবাহ রূপ অক্ষয় কাল; আমি কর্ম্মফল-বিধাতার মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা, আমি সংহারক সকলের মধ্যে সর্ব্বহর মৃত্যু; আমি উৎকর্ষ-প্রাপ্তি যোগ্যদিগের তৎপ্রাপ্তির হেতু; আমি নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা, অর্থাৎ এ সকলও আমারই বিভূতি; আমি সাম বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম—মোক্ষ প্রতিপাদক সামবেদ বিশেষ; আমি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী; আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ; আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত; আমি ছলকারীদিগের দ্যূত; আমি তেজস্বীদিগের তেজ; আমি জয়শীলদিগের জয়; আমি উদ্যম শালী দিগের উদ্যম; আমি সাত্ত্বিকদিগের সত্ত্ব; আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব; আমি পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমিও আমার বিভূতি; আমি বেদার্থে মননশীল—মুনিদিগের মধ্যে ব্যাসদেব; আমি কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য, আমি দমনকর্ত্তাদিগের দণ্ড অর্থাৎ যদ্দ্বারা অসংযত ব্যক্তিরা সংযত হয়, সেই দণ্ড ও আমার বিভূতি; আমি জিগীষুদিগের সামাদি উপায় রূপ নীতি; আমি গোপনীয় বিষয়ের গোপনের হেতু মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান। হে অর্জ্জুন! সমুদায় ভূতের যে বীজ, তাহাও আমি। আমা ব্যতীত যে, কোন চরাচর বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এমত বস্তুই নাই। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, সুতরাং তৎসমুদায় বলিতে শক্য হয় না অতএব ঐ বিভূতি-বিস্তার সংক্ষেপে কহিলাম। ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাব বলাদিদ্বারা অতিশয়িত যে কোন বস্তু তৎসমস্তই মদীয় তেজের অংশসম্ভূত জানিবে। হে অর্জ্জুন! আমার এই সকল বিভূতি তোমার পৃথক্ পৃথক্ জানিবার প্রয়োজনই বা কি? যেহেতু এই সমুদায় জগতেই আমি স্বকীয় একাংশ মাত্রে ব্যাপিয়া আছি, আমা ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পদ্মপলাশ-লোচন! আমার শোক নিবৃত্তি নিমিত্ত তুমি যে পরমাত্মনিষ্ঠ গোপনীয় আত্মানাত্মবিবেক বিষয়ক বাক্য বলিলে, তদ্দ্বারা আমি হন্তা ও আমা কর্ত্তৃক ইহাঁরা হত হইতেছেন ইত্যাদি রূপ ভ্রমজ্ঞান আমার বিনষ্ট হইল। তোমা হইতেই যে ভূতগণের সৃষ্টি সংহার হয়, তাহা এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিলাম। হে পরমেশ্বর! তুমি যে রূপ কহিলে, তাহা যথার্থই বটে, তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই, তথাপি হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বীর্য্যাদি সম্পন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে প্রভো! হে যোগিগণের ঈশ্বর! তুমি যদি এমন বোধ কর যে, আমি ত্বদীয় রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে তোমার অব্যয় পরমাত্মরূপ আমাকে দর্শন করাও।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমার শুক্ল কৃষ্ণাদি নানা বর্ণাকৃতি অপরিমিত অলৌকিক নানা প্রকার রূপ দর্শন কর। হে ভারত! আমার দেহ মধ্যে আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় ও মরুৎগণকে দর্শন কর; বহুবিধ অদ্ভুত রূপ, যাহা তুমি বা অন্য কেহ কখন পূর্ব্বে দর্শন করে নাই তাহা নিরীক্ষণ কর। হে গুড়াকেশ! আমার এই দেহমধ্যে একত্র স্থিত সচরাচর সমুদায় জগত ও তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, অধুনা দর্শন কর। পরন্তু তুমি এই চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না? অতএব তোমাকে অলৌকিক জ্ঞান-চক্ষু দিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার অঘটন ঘটন-সামর্থ্যরূপ ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কহিয়া তৎপরে অনেক মুখবিশিষ্ট, অনেক নয়নযুক্ত, অনেক প্রকার অদ্ভুত-দর্শন, অনেক দিব্যাভরণসমন্বিত, উদ্যত অনেক দিব্যায়ুধ ধারী, দিব্য মাল্য ও অম্বর পরিধায়ী দিব্য গন্ধানুলেপনচর্চ্চিত, সর্ব্ব প্রকার আশ্চর্য্যময়, সর্ব্বতোমুখ—সর্ব্বভূতাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, দ্যোতনাত্মক পরম ঐশ্বররূপ দর্শন করাইলেন। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা এককালে উত্থিত হয়, সেই প্রভা সেই বিশ্বরূপ মহাত্মার রূপের কথঞ্চিৎ সদৃশী হইতে পারে। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তখন সেই দেবদেবের শরীরে একত্র স্থিত দেব পিতৃ মনুষ্যাদি ভেদে অনেকধা বিভক্ত কৃৎস্ন জগৎ দর্শন করিলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াপন্ন, লোমাঞ্চিত-কলেবর ও নত-মস্তক হইয়া সেই দেবকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! তোমার দেহে আদিত্যাদি দেবতা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণ, দিব্য ঋষিগণ, দিব্য উরগগণ ও তাহাদিগের নিয়ন্তা পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! আমি তোমাকে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট দেখিতেছি, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতে পাইতেছি না, সর্ব্বত্র অনন্তরূপ দেখিতেছি, তোমাকে কিরীটী, গদাধারী, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্, তেজোরাশি,

প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্য সদৃশ দ্যুতিমান্, দুর্নিরিক্ষ্য, অনিশ্চেয়-রূপ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি; তোমাকে অক্ষর পরব্রহ্ম, মুমুক্ষু-দিগের জ্ঞাতব্য, এই জগতের পরম নিধান, নিত্য, নিত্য ধর্ম্মের পালক ও সনাতন পুরুষ মনে করিতেছি এবং তোমাকে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রহিত, অনন্ত প্রভাব, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্যরূপ নেত্রদ্বয়ে সমন্বিত, দীপ্তাগ্নি সদৃশ মুখবিশিষ্ট ও স্বকীয় তেজ দ্বারা এই জগতে সন্তাপকারী দেখিতেছি। তুমি একাকী দ্যুলোক ও মর্ত্তলোকের অন্তবর্ত্তী অন্তরীক্ষ ও সর্ব্বদিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া ত্রিভুবন ভীত হইয়াছে এই সমস্ত দেবগণ, যাঁহারা ভূভার অবতরণের নিমিত্ত পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া যোদ্ধারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তোমাতে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি। তাঁহাদি-গের মধ্যে কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ, জগতের স্বস্তি হউক, এইরূপ বলিয়া সম্পূর্ণ স্তুতি বাক্যদ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, বিরোচনাদি অসুরগণ ও সিদ্ধগণ, ইহাঁরা সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ, নেত্র, বাহু, উদর, উরু, ও পদবিশিষ্ট এবং বহু দংষ্ট্রাদ্বারা বিকৃত মহৎরূপ দেখিয়া লোক সকলে যেমন অতিভীত হইয়াছে, আমিও সেইরূপ অতিভীত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! তোমাকে অন্তরীক্ষ-ব্যাপী, তেজঃপুঞ্জ, নানাবর্ণ, ব্যাত্তানন ও প্রদীপ্ত-বিশাল-নেত্র দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অতি ভীত হইয়াছে, আমি ধৈর্য্য ও উপশম লাভ করিতে পারিতেছি না। হে দেবে-শর! তোমার প্রলয়াগ্নি-সদৃশ দংষ্ট্রা-করাল বহু মুখ দেখিয়া আমার দিগ্ভ্রম হইয়াছে, আমি সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না; হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। দেখিতেছি, জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজগণের সহিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ত্বরমাণ হইয়া তোমার অনেক দংষ্ট্রা দ্বারা যে বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখ সকল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হই-তেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া তোমার দন্তসন্ধি-স্থল মধ্যে বিলগ্ন হইতেছেন। যে প্রকার নদী সকলের বহুল জলবেগ সমুদ্রে অভিমুখ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরবীর লোকসকল তোমার সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্যমান মুখ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। পতঙ্গগণ যেরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক সমৃদ্ধবেগ হইয়া মরণের নিমিত্ত জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, ইহাঁরাও সেইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক কৃতোৎ-সাহ হইয়া মৃত্যু নিমিত্তই তোমার মুখসকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্বলিত বদন সকল দ্বারা চতুর্দ্দিকে সমগ্র লোককে গ্রাস করত অতিশয়রূপে ভক্ষণ করিতেছ। তোমার দীপ্তি বিস্ফুরণ দ্বারা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত ও তীব্র হইয়া সন্তাপ প্রদান করিতেছে, অতএব উগ্ররূপ তুমি কে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। হে দেববর! তোমাকে আমার নমস্কার; তুমি আমার নিকট প্রসন্ন হও। কি নিমিত্তই বা তোমার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না; তুমি আদি পুরুষ হইবে, তোমাকে বিশেষরূপে আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ভগবন্ কহি-লেন, আমি লোকক্ষয়কর প্রবৃদ্ধ কাল, লোক সংহার নিমিত্ত অধুনা প্রবৃত্ত হইয়াছি; যে সকল যোদ্ধা পৃথক্ পৃথক্ অনীক মধ্যে অবস্থিত হইয়াছেন, তোমা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের কেহ জীবিত থাকিবেন না, অতএব হে সব্যসাচী! তুমি উঠ, যশ লাভ কর; শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্ব্বেই এই সকল লোককে নিহতপ্রায় করিয়া রাখি-য়াছি, এক্ষণে তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধারা যখন আমাকর্ত্তৃক নিহতপ্রায় হইয়াছেন, তখন তুমি ইহাদিগকে হনন করিতে, সন্তাপিত হইও না, হনন কর; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, শত্রুজয়ী হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, কিরীটী কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পমান, সাতিশয় ভীত, অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার-পূর্ব্বক গদ্গদ বাক্যে কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ যে প্রহৃষ্ট ও অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, রাক্ষস সকল যে ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর পলায়ন করে এবং যোগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি সিদ্ধ ব্যক্তি সকল যে প্রণত হন, তাহা উপযুক্তই বটে। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধগণ কি হেতু তোমাকে নমস্কার না করিবেন, যেহেতু তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহা হইতেও গুরুতর। তুমি, সৎ—ব্যক্ত, তুমি অসৎ—অব্যক্ত এবং এ উভয়ের মূলকারণ যে ব্রহ্ম তাহাও তুমি। হে অনন্তরূপ! তুমি আদি দেব, পুরুষ—দেহশায়ী ও চিরন্তন; তুমি এই বিশ্বের পরম বিধান, বিশ্ব-জ্ঞাত এবং যে কোন বেদ্য বস্তু, তৎসমুদায়ও তুমি; পরম ধাম যে বিষ্ণুপদ, তাহাও তুমি এবং তোমাকর্ত্তৃকই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ও পিতা-মহ প্রজাপতি, এ সকলই তুমি; তুমি পিতামহ ব্রহ্মা এবং তাঁহারও জনক, অতএব তুমি প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্র নমস্কার, তোমাকে পুনঃপুনঃ সহস্র নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে পূর্ব্বদিকে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাৎ দিকে নমস্কার, তোমাকে সর্ব্বদিকেই নমস্কার। তোমার অনন্ত সামর্থ্য ও অপরি-মিত পরাক্রম; তুমি জগতের অন্তর্বাহে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, অত-এব তুমি সমুদায় পদার্থ স্বরূপ। হে অচ্যুত! আমি তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয় হেতু তোমাকে সখা মনে করিয়া অভিভব করত "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!" এই রূপ বাক্য যে কহিয়াছি এবং তুমি অচিন্ত্য-প্রভাব, তোমাকে সখাগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন বা ভোজনে পরিহাস নিমিত্ত যে পরিভব করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে অনুপম প্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর, অতএব ত্রিভুবন মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, তবে আর তোমা অপেক্ষা মহান্ কেহ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তুমি জগতের নিয়ন্তা ও স্তবনীয়; অতএব হে দেব! আমি শরীরকে দণ্ডবৎ নিপাতিত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, যে প্রকার, পুত্রের অপরাধ পিতা, সখার অপরাধ সখা এবং প্রিয়জনের

অপরাধ প্রিয় ব্যক্তি ক্ষমা করে সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও। হে দেবেশ! হে জগতের নিবাস-ভূমি! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি এবং ভয়েতেও আমার মন বিচলিত হইয়াছে, অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্বরূপ আমাকে দর্শন করাও। আমি তোমাকে পূর্ব্ববৎ কিরীট-যুক্ত গদা ও চক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি এই বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া সেই চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত ভয় পাইতেছ? আমি প্রসন্ন হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্য সামর্থ্য হেতু এই আদিভূত বিশ্বাত্মক অনন্ত তেজোময়রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম, যাহা তোমা ব্যতীত অপর কেহ কখন দর্শন করে নাই। হে কুরু-প্রবীর! বেদ ও যজ্ঞবিদ্যার অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যা দ্বারাও মর্ত্ত্যলোক-মধ্যে তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও আমার এইরূপ দর্শন করিতে সামর্থ্য হয় না। আমার ঈদৃশ ঘোররূপ দেখিয়া তোমার ভয় ও মোহভাব হইতেছে, অতএব যাহাতে তাহা না হয়, এই নিমিত্ত তোমাকে সেইরূপ দেখাইতেছি, তুমি বীত-ভয় ও প্রীতচিত্ত হইয়া তাহাই দর্শন কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব, অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া ঐরূপ বলিয়া প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যেরূপে পূর্ব্বে ছিলেন, সেই স্বকীয় রূপ পুনর্ব্বার দেখাইলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এই ক্ষণে আমি তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম, আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল। ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার সেই বিশ্বরূপ যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহা নিতান্তই দৃষ্টি করিতে অশক্য, দেবতারাও সর্ব্বদা সেই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। হে পরন্তপ! তুমি যেরূপ আমাকে দেখিয়াছ, এবংবিধ রূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ করিয়াও কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু মদেকনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারা আমার সেই বিশ্বরূপ পরমার্থত জ্ঞাত হইতে, শাস্ত্রত প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাদাত্ম্যভাবে তাহাতে প্রবেশ করিতে শক্য হয়। হে পাণ্ডব! যিনি আমার নিমিত্তই কর্ম্ম করেন ও আমারই আশ্রিত এবং ভাব আমাতেই পুরুষার্থ জ্ঞান, পুত্রাদিতে আসক্তিরাহিত্য সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈরভাব, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপে তোমাতে কর্ম্ম সমর্পণাদি দ্বারা …নিষ্ঠ হইয়া যে ভক্তেরা, বিশ্বস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ যে তুমি, তোমাকে উপাসনা করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এই উভয়গণের মধ্যে কাহারা অতি শ্রেষ্ঠ যোগজ্ঞ? ভগবান্ কহিলেন, যাহারা বিশ্ব স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ যে আমি, আমাতে মনঃ সমা… কিংবা আমার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা সন্নিষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে উপাসনা করে, তাহাদিগকেই আমার মতে যুক্ততম জানিবে। আর যাহারা সর্ব্বপ্রাণি-হিতে রত ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযমপূর্ব্বক দেহ-স্পন্দন-রহিত মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠাতা অচিন্তনীয় সর্ব্বত্র-ব্যাপী অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরকে ধ্যান করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিশেষ এই যে, সেই অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের ক্লেশ অধিকতর হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানীদিগের অব্যক্তে নিষ্ঠা অতি কষ্টে সংঘটিত হয়। আর যাহারা মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অনন্য যোগ অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত ভক্তি-যোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করত উপাসনা করে, হে পার্থ! সেই আমার প্রতি আবেশিত চিত্ত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসার সাগর হইতে আমি অচিরকালেই উদ্ধার করিয়া থাকি, অতএব তুমি আমাতে মনঃস্থির কর ও আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত কর; তাহা হইলে তুমি এই দেহান্তে আমাতে নিবাস করিতে-পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে আমার অনুস্মরণ রূপ অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাসেও অশক্ত হও, তবে আমার প্রীতিনিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম, তদনুষ্ঠান-পরায়ণ হও; ঐ রূপ কর্ম্ম সকল আমার নিমিত্ত করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার শরণাপন্নও যত চিত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকলের ফল ত্যাগ কর। সম্যক্ জ্ঞানরহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তির সহিত উপদেশপূর্ব্বক জ্ঞান-শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানপূর্ব্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অপেক্ষাও যথোক্ত রীতি পূর্ব্বক কর্ম্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ হয়, এইরূপ কর্ম্ম ফলে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে পর সংসার শান্তি হয়। উত্তম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ শূন্য, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, এমন কি সকল প্রাণীরই অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, লাভ কি অলাভে সুপ্রসন্নচিত্ত, প্রমাদ শূন্য, সংযত স্বভাব এবং মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এইরূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন না হয়, যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন এবং যিনি স্বকীয় ইষ্ট লাভে উৎসাহ, অন্যের ইষ্ট লাভে অসহিষ্ণুতা, ত্রাস ও ভয়াদি নিমিত্তক চিত্ত ক্ষোভ, এ সকল হইতে বিমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্তর্বাহ্যে শৌচ সম্পন্ন, নিরলস, পক্ষপাতরহিত, আধি শূন্য এবং দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে উদ্যম-ত্যাগী, এইরূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট না হন, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে দ্বেষ ইষ্ট; বিষয় বিনাশে শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন, এইরূপ মদ্ভক্ত যিনি, তিনিই আমার প্রিয়। এবং শত্রু, মিত্র, মান অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, কিছুতেই আসক্ত না হন, স্তুতি নিন্দায় তুল্য ভাব, সংযত বাক্, যে কোনরূপে যথা লাভে সন্তুষ্ট, নিয়ত বাসশূন্য ও ব্যগ্র এইরূপ ভক্তিমান্ যে মনুষ্য, সেই আমার প্রিয়। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া এই যথোক্ত ধর্ম্মরূপ অমৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তেরা আমার অতীব [illegible]।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র! এই ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা এই শরীর সংসারের প্ররোহ-ভূমি স্বরূপ। এই শরীরকে যিনি জানে অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এইরূপ যাহার জ্ঞান হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিরা তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। হে ভারত! আমাকেই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক যে জ্ঞান, আমার মতে সেই জ্ঞানই জ্ঞান, কেননা তাহাই মোক্ষের হেতু। সেই ক্ষেত্র যেরূপ জড় চৈতন্যাদি স্বভাবক, যেরূপ ইচ্ছাদি বিশিষ্ট যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, যেরূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাধীন উৎপন্ন এবং যেরূপ স্থাবর জঙ্গমাদি প্রভেদে বিভিন্ন; আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যেরূপ ও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যোগদ্বারা যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন, তাহা তুমি সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ঋক্ প্রভৃতি বেদে বিবিধ ছন্দ, মন্ত্র ও সংশয়রহিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক পদদ্বারা বিবিক্তরূপে বহুধা নিরূপিত হইয়াছে। ভূমি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, তৎকারণভূত অহঙ্কার, জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্র এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সংহতি, মনোবৃত্তি চেতনা ও ধৈর্য্য, এই কয়েকটি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম। স্বগুণশ্লাঘা রাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, পরপীড়াবর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, অকুটিলত্ব, সদ্‌গুরু-সেবন, বাহিরে মৃত্তিকা জলাদিদ্বারা প্রক্ষালন ও অন্তরে রাগাদি মলত্যাগ রূপ শৌচ, সৎপথ প্রবৃত্তিতে একনিষ্ঠতা, শরীর সংযম, ইহ পরলোকে ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি জন্য দুঃখরূপ দোষ দর্শন, পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগ, অনভিষঙ্গ অর্থাৎ উহা-দিগের সুখে সুখানুভব ও দুঃখে দুঃখানুভব ইত্যাদি রূপ অধ্যাসরাহিত্য ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাব, আমাতে সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি, চিত্তপ্রসাদকর স্থানে অব-স্থিতি, প্রাকৃত জনসমাজে বিরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্তক মোক্ষের আলোচন, এ সকল জ্ঞান-সাধন এবং ইহার বিপরীত স্বগুণ-শ্লাঘা ও দাম্ভিকতা ইত্যাদি সকল, জ্ঞানবিরোধী বলিয়া কথিত হইয়াছে।

উক্ত জ্ঞানসাধন সকল দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার আদি নাই, সেই ব্রহ্ম আমার নির্ব্বিশেষরূপ। তাঁহাকে, প্রমাণের বিষয় যে সৎবস্তু, এবং নিষেধের বিষয় যে অসৎ বস্তু, এ উভয় হইতে অতিরিক্ত বলা যায়। তাঁহার হস্ত সর্ব্বত্র, তাঁহার চরণ সর্ব্বত্র, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনি লোকে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণি-বৃত্তি হস্ত পদাদি উপাধি দ্বারা সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ রূপে অবস্থিত আছেন

সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের বিষয় সকলের প্রকাশক এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার। তিনি সত্ত্বাদি গুণরহিত ও তাহাদিগের উপলব্ধা। তিনি চরাচর ভূত সকলের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করেন। তিনি স্থাবর ও জঙ্গম, যেহেতু তিনি সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলাদির উৎপাদান কারণ সুবর্ণের ন্যায় স্থাবর ও জঙ্গমের উপাদান কারণ। তাঁহার রূপাদি না থাকাতে সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অবিদ্বানের দূরস্থ ও বিদ্বানের নিত্য সন্নিহিত। তিনি স্থাবর জঙ্গমে কারণরূপে অভিন্ন থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্ন রূপে স্থিতি করেন। তাঁহাকে ভূতগণের স্থিতি কালে পোষণকারী, প্রলয় কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টি কালে নানা কার্য্য ভেদে উৎপত্তিশীল জানিবে। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। তিনি অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত। তিনি রূপ, রসাদি বিষয়াকারে জ্ঞেয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বগুণ-শ্লাঘা-রাহিত্যাদি জ্ঞান-সাধন গুণ-সকল দ্বারা প্রাপ্য এবং তিনিই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে অপ্রচ্যুত ও নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত হন। এই তোমাকে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে কহিলাম। পূর্ব্বোক্ত মদ্ভক্ত ব্যক্তি ইহা জানিয়া মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনাদি জানিবে এবং দেহেন্দ্রিয়াদি ও সুখ দুঃখ মোহাদিকে প্রকৃতিজন্য জানিবে। কপিলাদি মুনিরা প্রকৃতিকে শরীর ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-নির্ব্বাহক এবং পুরুষকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখ-দুঃখ-ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পুরুষ প্রকৃতি-কার্য্য দেহে তাদাত্ম্যভাবে থাকেন, এই হেতু তিনি প্রকৃতিজনিত সুখ দুঃখাদি উপভোগ করেন। সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়ের সংসর্গই দেবতির্য্যক্ প্রভৃতি সৎ ও অসৎ জন্মের প্রতি কারণ। তিনি প্রকৃতি কার্য্য দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্ থাকেন, যে হেতু শ্রুতিতে তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি এইরূপে পুরুষকে ও সুখ দুঃখাদিরূপ পরিণামের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কেহ কেহ মনে আত্মাকার প্রত্যয় দ্বারা দেহ মধ্যেই সেই আত্মাকে দেখেন; তাঁহারা উত্তম অধিকারী। কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য আলোচন রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা মধ্যম অধিকারী। কেহ কেহ ঈশ্বরার্পণ নিমিত্তক অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা অধম অধিকারী। অপর কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত সাধন না জানিয়া অন্যান্য আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে চিন্তন করে, তাহারা অত্যধম অধিকারী। তাহারাও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ পরায়ণ হইয়া ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে ভরতেন্দ্র! স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগাধীন অবিবেক কৃত আত্মাধ্যাসে হইয়া থাকে জানিবে, কিন্তু যিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতে পরমাত্মাকে সমান ভাবে অবস্থিত ও সেই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে তাঁহাকে অবিনষ্ট দেখেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী। তিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র অপ্রচ্যুত রূপে অবস্থিত দেখিয়া আত্মা দ্বারা সচ্চিদানন্দ রূপ আত্মাকে তিরস্কার করিয়া বিনাশ করেন না, সেই হেতুই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যিনি, দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকারে করেন এবং আত্মার দেহাভিমা-

দ্বারাই কর্তৃত্ব; কিন্তু স্বরূপত অকর্তৃত্ব দেখেন, তিনিই সম্যগ্-দর্শী। যখন স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের পৃথক্ ভাব এক আত্মাতেই প্রলয় কালে অবস্থিত এবং সৃষ্টি কালে তাঁহা হইতেই উহাদিগের উৎপত্তি দেখেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হন। হে কুন্তীনন্দন! যাঁহার উৎপত্তি আছে, তাহার আদি আছে; যাহার গুণ আছে, সেই গুণের বিনাশ হইলে তাহারও ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু এই পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, একারণ ইনি অনাদ; এবং ইহাঁর কোন গুণও নাই যে, তাহার কখন বিনাশ হইবে, অতএব ইনি অব্যয় অর্থাৎ অবিকারী; সুতরাং ইনি শরীরে স্থিত হইয়াও কিছুমাত্র কর্ম্ম করেন না ও কোন কর্ম্ম ফলে লিপ্তও হন না। যে প্রকার আকাশ সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত প্রস্তর ও পঙ্ক প্রভৃতি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা উত্তম, মধ্যম বা অধম, সর্ব্ব প্রকার দেহে অবস্থিত হইয়াও দৈহিক গুণ দোষে লিপ্ত হন না। হে ভারত! যেরূপ এক রবি এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেই রূপ ক্ষেত্রী এক পরমাত্মা সমুদায় জগৎকে প্রকাশ করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না। যাঁহারা বিবেক জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং যাহা ভূত প্রকৃতি পূর্ব্বে কথিত হইল, তাহা হইতে মোক্ষোপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্ম লাভ করেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভগবান্ কহিলেন অর্জ্জুন! পুনর্ব্বার তোমাকে তপঃ কর্ম্মাদি জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ সকলের মধ্যে উত্তম উপদেশ বলিতেছি, যাহা জানিয়া সমুদায় মুনিরা এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপদেশ আশ্রয় করিলে লোকে মৎস্বরূপ লাভ করত সৃষ্টিকালেও জন্মে না এবং প্রলয় কালেও দুঃখানুভব করে না অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। হে ভারত! দেশ ও কালে অপরিচ্ছিন্ন, স্বকার্য্য বৃদ্ধির হেতু ও গর্ভাধান স্থান যে আমার প্রকৃতি, তাহাতে পরমেশ্বর রূপ আমি জগৎ বিস্তারের হেতু চিদাভাস নিহত করিয়া থাকি অর্থাৎ প্রলয় কালে আমাতে লীন যে সকল অবিদ্যাকাম কর্ম্মানুশায়ী ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহাদিগকে সৃষ্টি কালে ভোগোপযোগী ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করি; এইরূপ গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে কুন্তিনন্দন! মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্ত্তির সেই প্রকৃতিই গর্ভাধান স্থান, আমিই তাহাতে সেই সকল মূর্ত্তির পিতা রূপে বীজ প্রদান করিয়া থাকি। হে মহাবাহো! প্রকৃতি জন্য দেহে আসক্ত যে চিদংশ জীব, তিনি স্বরূপত অবিকারী হইলেও প্রকৃতিজনিত সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ, তাঁহাকে সুখ দুঃখ মোহাদিতে সংযুক্ত করে। হে নিষ্পাপ! উক্ত গুণ-ত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশক ও শান্ত ভাবাপন্ন, এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ তাহার স্বকার্য্য সুখ সঙ্গ ও জ্ঞান সঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে দেহাভিমানী জীব, আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, এইরূপ মনোধর্ম্মে সংযুক্ত হয়। হে কুন্তীনন্দন! রজগুণকে অনুরাগ রূপ জানিবে; উহা হইতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহা দেহী জীবকে স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম্মাসক্তি আবদ্ধ করে হে ভারত! তমগুণকে আবরণ-শক্তি বিশিষ্ট প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে, সুতরাং উহা জীব মাত্রেরই ভ্রান্তিজনক হইয়া থাকে; অতএব উহা অনবধান, আলস্য ও নিদ্রাতে জীবকে আবদ্ধ করে। হে ভারত! পুরুষকে সত্ত্বগুণ সুখে অভিমুখ, রজগুণ কর্ম্মে অভিমুখ এবং তমগুণ সদুপদেশ জন্য জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া আলস্যাদিতে সংযুক্ত করে। হে ভরত-নন্দন! সত্ত্ব গুণ অদৃষ্টবশত রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য সুখাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে; রজ গুণ অদৃষ্টবশত সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-তৃষ্ণা-সঙ্গাদিতে পুরুষকে সংযুক্ত করে, এবং তমগুণও অদৃষ্ট বশত সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া জন্মে, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-প্রমাদ আলস্যাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে। যখন এই ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে শব্দাদি প্রকাশরূপ জ্ঞান হয়, তখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি জানিবে এবং সুখাদি লক্ষণ দ্বারাও সত্ত্ব গুণকে বর্দ্ধিত বোধ করিবে। হে ভরত-কুলপাবন! রজ গুণ বর্দ্ধিত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মের উদ্যম, অনুপশম অর্থাৎ ইহা করিয়া উহা করিব ইত্যাদি সংকল্প বিকল্পের অনুপশম ও স্পৃহা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। হে কুরু-নন্দন! তমগুণ বর্দ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুসন্ধানাভাব ও মিথ্যাভিনিবেশ, এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি সত্ত্ব গুণ বর্দ্ধিত হইলে জীব মরে, তবে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের ভোগ্য যে প্রকাশময় লোক, তাহা প্রাপ্ত হয়। বর্দ্ধিত রজগুণে জীব মৃত হইলে, কর্ম্মাসক্ত মর্ত্ত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বর্দ্ধিত তমগুণে জীব মরিলে, পশু প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। কপিলাদি ঋষিগণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান কহিয়াছেন। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল নির্ম্মল সুখ; রজ হইতে লোভ জন্মে, এই হেতু তাহার ফল কর্ম্ম জন্য দুঃখ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল অজ্ঞানের কার্য্য হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণশীল পুরুষেরা সত্ত্বোৎকর্ষ তারতম্যানুসারে মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি লোক অবধি উত্তরোত্তর সত্য লোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। রজগুণাবলম্বী পুরুষেরা তৃষ্ণাদিতে সমাকুল হইয়া মনুষ্য লোকে গমন করে এবং জঘন্যতম গুণাশ্রিত প্রমাদ-মোহাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তমো-বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে তমিস্রাদি নিরয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন যিনি বিবেক পূর্ব্বক বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া না দেখেন এবং তদ্ব্যতিরিক্ত তৎ সাক্ষীরূপ আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন দেহাদি রূপে পরিণত উক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে, সেই গুণত্রয় জনিত জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! কি রূপ লক্ষণ সকল দ্বারা

এবং কি আচার ও কি উপায়েই বা উক্ত গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়? ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব। যিনি সত্ত্ব গুণের কার্য্য-প্রকাশ রূপ জ্ঞান, রজ গুণের কার্য্য-প্রবৃত্তি, তম গুণের কার্য্য মোহ ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহাতে দুঃখ জ্ঞান করিয়া দ্বেষ না করেন; ঐ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য নিবৃত্ত হইলে তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না করেন; উদাসীনের ন্যায় স্থিত হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্য্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচলিত না হন; 'গুণ সকলই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই,' এই রূপ বিবেক জ্ঞান পূর্ব্বক অবস্থিত করেন, কিছুতেই টলেন না; স্ব রূপে অবস্থান করেন; সুতরাং যাঁহার সুখ ও দুঃখে সমভাব; লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান; প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্য বোধ; আপনার স্তুতি ও নিন্দায় তুল্য দৃষ্টি; মান ও অপমানে সম চিত্ততা; মিত্র-পক্ষ ও শত্রু-পক্ষে অভিন্ন ভাব এবং যিনি সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট ফলজনক কর্ম্ম-বিষয়ক উদ্যম পরিত্যাগী; এতাদৃশ আচার-সম্পন্ন ধীর ব্যক্তিকে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অতীত বলা যায়। যিনি একান্ত ভক্তি যোগ দ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি ঐ সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম ভাব মোক্ষের যোগ্য হন; যেহেতু আমি অবিনাশী, অবিকারী, নিত্য, জ্ঞান-যোগ-প্রাপ্য ও আনন্দ স্বরূপ অব্যভিচারী ব্রহ্মের স্থান।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, শ্বঃ এই শব্দের অর্থ প্রভাত কাল, এই শ্বঃ শব্দের সহিত স্থিতি অর্থ বোধক স্থা ধাতুর যোগে, শ্বত্থ এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া, প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে, এই অর্থ বুঝায়! অতএব যাহার প্রভাত পর্য্যন্তও থাকিবার নিশ্চয় নাই, তাহাকে অশ্বত্থ বলা যায়; সংসারকে প্রভাত পর্য্যন্তও স্থায়ী বলা যায় না এই নিমিত্ত বেদে ইহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলেন। ইহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা; ইহার শাখা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি জীব; ইহার পত্র সকল জীবের আশ্রয়-ছায়া রূপ কর্ম্মফল-প্রতিপাদক বেদ অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ইহা সেবনীয়; ইহা প্রবাহরূপে চির কাল চলিয়া আসিতেছে, এই হেতু ইহাকে অব্যয়ও বলা যায়; যিনি সংসারকে এইরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানেন, তিনি বেদার্থ জানেন। পুণ্যবান্ জীবসকল দেবাদি যোনিতে বিস্তারিত হন, তাঁহারা এই সংসার বৃক্ষের ঊর্দ্ধগত শাখা এবং দুষ্কৃতবান্ জীব সকল পশ্বাদি যোনিতে বিস্তারিত হইয়া থাকে, তাহারা অধঃস্থ শাখা। ঐ শাখাসকল জল-সেচন রূপ সত্ত্বাদি গুণবৃত্তি দ্বারা বর্দ্ধিত ও শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সংযুক্ত রূপ রসাদি বিষয় দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইহার প্রধান মূল, ভোগ বাসনা সকল ইহার অন্তরাল মূলরূপে অনুপ্রবিষ্ট। ঐ অন্তরাল মূল সকল হইতেই মর্ত্ত্য লোকে জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সংসার-স্থিত প্রাণীরা সংসার বৃক্ষের উক্ত প্রকার ঊর্দ্ধমূল উপলব্ধি করিতে পারে না; ইহার অন্ত বা আদিও বোধগম্য করিতে পারে না এবং ইহা কি প্রকারে স্থিতি করে, তাহাও বুঝিতে পারে না। এই সংসার বৃক্ষের অবচ্ছেদ নাই এবং ইহা অনর্থক, এই হেতু এই বদ্ধমূল বৃক্ষকে অসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মমতাত্যাগ ও সম্যক্ বিচার রূপ দৃঢ় শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া "যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদ্য পুরুষের শরণাপন্ন হই," এই প্রকারে এই সংসার-বৃক্ষের মূলীভূত সেই বিষ্ণুপদকে অন্বেষণ করিবে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। মনুষ্যেরা অহঙ্কার ও মোহ বিহীন, পুত্রাদি-সঙ্গদোষ-বিজয়ী, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, নিবৃত্ত-কাম ও সুখ দুঃখজনক শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-বিমুক্ত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। যে পদে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধাম অব্যয় পদ আমি যে বিষ্ণু, আমার পদ; যে ধামকে সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না।

আমারই অংশ অবিদ্যাবশত সর্ব্বদা সংসারী ও জীবরূপে প্রসিদ্ধ; সেই জীবের শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন ও অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে। সেই জীব পুনর্ব্বার জীবলোক সংসার উপভোগ নিমিত্ত উহাদিগকে আকর্ষণ করেন। যখন কর্ম্মবশত শরীরান্তর প্রাপ্ত হন, তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সেই দেহাদি-স্বামী জীব সেই শরীর হইতে, বায়ুর কুসুমাদি হইতে গন্ধগ্রহণের ন্যায়, উক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া শরীরান্তরে গমন করেন। তিনি অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি বাহেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করেন। বিমূঢ় ব্যক্তিরা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনকারী বা সেই দেহেই অবস্থিত বা বিষয়ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিরাই দেখিতে পান। ধ্যানাদিদ্বারা যত্নবন্ত কোন কোন যোগীরা সেই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন; পরন্তু অশুদ্ধচিত্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রাভ্যাসাদিদ্বারা যত্নবন্ত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যে আদিত্যগত তেজ, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছে, এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে; আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বল দ্বারা চরাচর ভূত সকল ধারণ করি; আমি রসময় সোম হইয়া ব্রীহি যবাদি ওষধি সকল পোষণ করি; আমি প্রাণীদিগের দেহমধ্যে জঠরাগ্নিরূপে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি; আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে প্রবিষ্ট থাকি, এই হেতু আমা হইতেই তাহাদিগের স্মরণ, ইন্দ্রিয়সংযোগ জন্য জ্ঞান ও উহাদিগের অপায়ও হইয়া থাকে এবং আমিই সমস্ত বেদদ্বারা বেদ্য, বেদান্ত কর্ত্তৃক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও বেদার্থবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত তাবৎ শরীরকে ক্ষর ও দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি অবস্থান করেন, বিনষ্ট হন না; তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া বিবেকীরা কহিয়াছেন। ঐ ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; যিনি নির্ব্বিকার ও নিয়ন্তা রূপে ত্রিলোকে আবিষ্ট হইয়া সমুদায় পালন করিতেছেন। যেহেতু আমি নিত্য মুক্ত স্বভাব হেতু জড় জগৎ হইতে অতিক্রান্ত

এবং নিয়মকারিত্ব হেতু চেতনবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইতেছি। হে ভারত! যিনি এইরূপ উক্ত প্রকারে নিশ্চিতমতি হইয়া আমি যে পুরুষোত্তম, আমাকে জানেন, তিনি সর্ব্ব প্রকারে আমাকেই জানেন; সেই হেতুই তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন। হে ব্যসন-শূন্য ভরতনন্দন! এই প্রকারে অতি রহস্য এই শাস্ত্র তোমাকে আমি কহিলাম, মনুষ্য ইহা জানিলে সম্যগ্ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভগবান্ কহিলেন, হে ভারত! অভয়, চিত্ত-প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে নিষ্ঠা, দান, দম, দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ, ব্রহ্ম যজ্ঞাদি, শরীর সংযমাদি, অকুটিলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ঔদাস্য, চিত্তোপরতি, পরোক্ষে পরদোষের অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, অলোভ, মৃদুতা, অকার্য্য প্রবৃত্তিতে লোক লজ্জা, ব্যর্থ কর্ম্মের অননুষ্ঠান, প্রাগল্ভ্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচিতা, অবিদ্রোহ ও আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া অভিমান না করা, এ সকল, দৈবী—সাত্ত্বিকীসম্পদ্ অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে; এবং দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প, ধন বিদ্যাদি নিমিত্তক চিত্তোৎসুক্য, অভিমান—আপনাকে পূজ্য বলিয়া বোধ করা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক, এ সকল, আসুরী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে। হে পার্থ! দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের নিমিত্ত এবং আসুরী সম্পদ্ সংসারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জন্মিয়াছ, অতএব তুমি শোক করিও না। হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দৈব বিষয় বিস্তারক্রমে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় শ্রবণ কর। আসুর মনুষ্যেরা যে, পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয় ও অনর্থজনক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহা জানে না। তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, সত্যও নাই। তাহারা কহে, জগতের বেদ পুরাণাদি প্রমাণ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা নাই ও ঈশ্বর—নিয়ন্তা নাই; এই জগৎ স্ত্রীপুরুষ সঙ্গাধীনই সমুৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির অন্য কারণ আর কি আছে? স্ত্রীপুরুষের অভিলাষ বিশেষেই ইহার প্রবাহরূপে চলিয়া আসিবার হেতু হইয়াছে; তাহারা এইরূপ নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া মলিন চিত্ত, দৃষ্ট পদার্থমাত্র দর্শী, জগতের বৈরী ও হিংস্রকর্ম্মশীল হইয়া জগতের ক্ষয় নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দাম্ভিক, মানী, মদান্বিত ও অশুচি মদ্য মাংসাদিতে ব্রতী হইয়া মোহপ্রযুক্ত 'আমি এই মন্ত্রদ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর ধন সাধন করিব' ইত্যাদিরূপ দুরাগ্রহ স্বীকার করত ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কামোপভোগে তৎপর, কাম ক্রোধের বশীভূত, শত শত আশা পাশে আবদ্ধ ও 'কাম ভোগেই পরম পুরুষার্থ,' এইরূপ নিশ্চয় করত আমরণ অপরিমেয় চিন্তায় সমাক্রান্ত হইয়া কামভোগ নিমিত্ত অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। অদ্য এই ধন আমার লব্ধ হইল, অপর মনোরথ পরে লাভ হইবে, এক্ষণে এই ধন আমার আছে, পরে আমার এত ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি নিহত করিলাম, অপর শত্রুদিগকে পরে বিনাশ করিব, আমি প্রভু, আমি সর্ব্বপ্রকারে ভোগবান্, আমি পুত্র পৌত্র নপ্তৃ প্রভৃতিতে সম্পন্ন, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে? আমি যাগাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য সকলকে পরাভব করিব, আমি স্তাবকদিগকে দান করিব ও হর্ষলাভ করিব, ইত্যাদি প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া অনেকবিধ মনোরথ বিষয়ে চিত্ত বিক্ষেপ দ্বারা মোহময় জালে সমাবৃত ও কামভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া কশ্মল নরকে পতিত হয়। তাহারা আপনার দ্বারা আপনি পূজিত, অনম্র, ধন দ্বারা মান মদে সমন্বিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রিত ও সৎপথবর্ত্তীদিগের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব ও অপরাপর দেহে অবস্থিত যে আমি, আমাকে দ্বেষ করত দম্ভপূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করে। সেই ক্রুর, অশুভকর্ম্মা, বিশ্ব-বিদ্বেষী নরাধমদিগকে ক্রুর ব্যাঘ্র সর্পাদি আসুরী যোনিতে আমি অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়েরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি জন্মেই আমাকে পাওয়া দূরে থাকুক, পাইবার উপায়ও না পাইয়া, সেই সেই অধম জন্ম হইতেও অতি অধম কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি আত্মনাশক নরক দ্বার, এই হেতু এ তিনকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য, নরকের দ্বারভূত ঐ কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে আপনার শ্রেয় সাধন তপোযোগাদি আচরণ করিয়া থাকে সেই হেতু তাহার মোক্ষ লাভ হয়। যে, বেদবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টাচারবর্ত্তী হয়, সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। উপশম লাভ করিতে পারে না, মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ হয় না। কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ, অতএব তুমি শাস্ত্রবিধি বিহিত কর্ম্ম অবগত হইয়া তদাচরণে যোগ্য হও।

উনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যাহারা দুঃখ, জ্ঞান বা আলস্য হেতু কেবল আচারপরম্পরা প্রমাণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন করে, তাহাদিগের স্থিতি বা আশ্রয় কিরূপ, তাহাদিগের দেব পূজাদি প্রবৃত্তি সাত্ত্বিকী কি রাজসী কিম্বা তামসী। ভগবান্ কহিলেন, হে ভরতকুল-ভূষণ! শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই হইয়া থাকে; আর লোকাচার মাত্র হেতু প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা পূর্ব্বক জন্মকৃত সংস্কার নিবন্ধন সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। কি বিবেকী কি অবিবেকী, সকল লোকেরই পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে শ্রদ্ধা জন্মে। এই সংসারী পুরুষ সকল, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা কর্ত্তৃক বিকৃতি ভাবাপন্ন হয়। যে পুরুষ পূর্ব্ব জন্মে যাদৃশী শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে, সে সেইরূপ শ্রদ্ধাতে সমন্বিত হয়। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের যজন করে; রাজসী শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ রজঃপ্রকৃতি যক্ষ রাক্ষসদিগের আরাধনা করে; তামসী শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ ভূত প্রেতগণের উপাসনা করে এবং যে অবিবেকীরা কাম, রাগ ও বল সমন্বিত হইয়া দম্ভ ও অহঙ্কার প্রযুক্ত বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ পৃথিব্যাদি

ভূতগ্রাম আকর্ষণ করত অর্থাৎ শরীর কৃশ করত, দেহ মধ্যে অবস্থিত যে আমি, আমার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া আমাকে কর্ষণ করত অশাস্ত্রবিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যার আচরণ করে, তাহাদিগকে অতি নিষ্ঠুর আশয় জানিবে।

হে অর্জ্জুন! লোকের ত্রিবিধ আহার প্রিয় এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও ত্রিবিধ হয়; তাহার প্রভেদ শ্রবণ কর। যাহা আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্ত-প্রসন্নতা ও প্রীতি, এ সকলের বৃদ্ধি-কর, রস-সংযুক্ত, স্নেহ-যুক্ত, সারাংশ দ্বারা দীর্ঘ-কাল স্থায়ী ও দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হয়, এতাদৃশ আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়। যাহা অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী সর্ষপাদি, এতাদৃশ আহার দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ হয়, ইহা রাজসদিগের প্রিয়। যাহা প্রস্তুত হইবার পরে প্রহর কাল গত হইয়াছে, অর্থাৎ শীতল, যাহার সার নিষ্পীড়িত হয়, দুর্গন্ধ, দিনান্তরে পক্ব অর্থাৎ পর্য্যুষিত, অন্যভুক্তাবশিষ্ট ও অভক্ষ্য অর্থাৎ কলঞ্জাদি, এতাদৃশ আহার তামসদিগের প্রিয়।

ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্যজ্ঞানে মনের একাগ্রতাপূর্ব্বক বিধি-সমাদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধান করিয়া দম্ভের নিমিত্ত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানিবে। যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক নিষ্পন্ন করা না হয় ও যাহাতে ব্রাহ্মণাদি নিমিত্ত অন্ন নিষ্পাদিত না হয় এবং যাহা মন্ত্রহীন, দক্ষিণা-রহিত ও শ্রদ্ধা-শূন্য, সেই যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞদিগের পূজা শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এ সকল শারীরিক তপস্যা পরিণামে সুখকর, প্রিয়, সত্য ও অভয়জনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস, এসকল বাচনিক তপস্যা এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য, অক্রূরতা মনন, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার ও ব্যবহারে ছল-রাহিত্য এ সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কায়িক বাচনিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ তপস্যা যদি মনুষ্যেরা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই তপস্যাকে সাত্ত্বিকী তপস্যা বলা যায়। লোকে সাধু বা তাপস বলিবে, দেখিলেই অভ্যুত্থান বা অভিবাদন করিবে অথবা অর্থপ্রদান করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে, এই নিমিত্ত দম্ভপূর্ব্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং অবিবেক জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার দ্বারা আত্ম-পীড়াকর অন্যের উৎসাদনার্থ যাহা কৃত হয়, তাদৃশ তপস্যা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দান কর্ত্তব্য, এইরূপ বোধে যাহা হইতে উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই এবং যিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সচ্চরিত্র হন, এমত পাত্রে দেশবিশেষে বা কালবিশেষে যাহা দেওয়া হয়, সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদি শুভ-ফল উদ্দেশে ক্লেশ পূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং অশুচি স্থানে বা অশুচি কালে বা মূর্খ তস্করাদিকে এবং অসৎকার বা অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দানকে পণ্ডিতেরা তামস দান কহিয়াছেন। ব্রহ্মবেত্তারা বেদান্তে ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ দ্বারাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, এই হেতু সর্ব্বকালে 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই সকল শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে। মোক্ষাভিলাষীরা 'তৎ' উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! অস্তিত্ব ভাবে ও সাধু ভাবে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ হয়; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা, তাহাও 'সৎ' বলিয়া উক্ত হয় এবং যে কর্ম্মের ফল সেই পরমাত্মা, সেই কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত তৎ সম্পর্কীয় উদ্যাননির্ম্মাণ ও ধনোপার্জ্জনাদি যে কোন কার্য্য, তৎসমস্তই 'সৎ' এই শব্দে কথিত হয়, অতএব উল্লিখিত কর্ম্ম সকলের সাফল্য নিমিত্ত 'সৎ' শব্দ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। হে পার্থ! হবন দান বা তপস্যা ও তদ্ভিন্ন যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃত হয়, তৎসমস্তই অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়, যেহেতু সেই কর্ম্ম বিগুণ হওয়াতে লোকান্তরে ফল প্রদান করে না এবং অযশস্কর হেতু ইহলোকেও ফলদায়ক হয় না।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহ কেশি-নিসূদন হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যাথার্থ্য ভাব পৃথক্ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ কহিলেন, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, আর সমস্ত কর্ম্মের ফল মাত্র পরিত্যাগকে ত্যাগ বলেন। কোন কোন মনীষীগণ কর্ম্মে হিংসাদি দোষ আছে বলিয়া কর্ম্ম ত্যাজ্য বলিয়াছেন; কোন কোন মনীষীগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়াছেন। হে ভরতসত্তম পুরুষেন্দ্র! ইহার সিদ্ধান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বজ্ঞগণ তিন প্রকার ত্যাগ কহিয়াছেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধিজনক হয়। হে পার্থ! সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা আমার নিশ্চিত মত; ইহাই উৎকৃষ্ট মত। নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ সুসংগত হয় না, যেহেতু উহা সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের হেতু হয়; অতএব উহার যে পরিত্যাগ, তাহা মোহপ্রযুক্তই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম আয়াসসাধ্য, কেবল দুঃখেরই কারণ, ইহা মনে করিয়া কায়ক্লেশভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা যায়, যিনি এইরূপে কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠা-রূপ তৎফল প্রাপ্ত হন না। হে অর্জ্জুন! অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে, সঙ্গ ও ফল পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাদৃশ ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিমত। সত্ত্ব-সমাবিষ্ট অর্থাৎ সাত্ত্বিক-ত্যাগী ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হন অর্থাৎ পর-কর্ত্তৃক পরাভবাদি সহ্য ও স্বর্গাদি সুখ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনি এই সাংসারিক সুখদুঃখ স্বল্প কালের নিমিত্ত বিবেচনা করেন, তাঁহার দৈহিক সুখদুঃখ গ্রহণাগ্রহণেচ্ছা ছিন্ন হইয়া যায়; এতাদৃশ পুরুষ দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না ও সুখকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না। দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক

নিঃশেষত সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা হয় না, অতএব যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত কর্ম্মফলত্যাগী হন, তাঁহাকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা যায়। ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট, কর্ম্মের এই তিন প্রকার ফল যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্ত অত্যাগীদিগের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মীদিগেরই পর লোকে হইয়া থাকে; সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগীদিগের কখনই হয় না।

হে মহাবাহো! সর্ব্ব কর্ম্মসিদ্ধির প্রতি কারণ এই পাঁচটি যাহা তত্ত্ব-নির্ণায়ক সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও। শরীর, কর্ত্তা অর্থাৎ উপাধি লক্ষণান্বিত আত্মা, পৃথক্ প্রকার ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর পৃথক্ প্রকার ব্যাপার ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি, এই পাঁচটি, মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য যে কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্মেরই হেতু হয়; অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভাবে অসংস্কৃত বুদ্ধি-প্রযুক্ত উপাধিরহিত অসঙ্গ আত্মাকে কর্ম্মের হেতু কর্ত্তা বলিয়া বোধ করে, সে সম্যগ্‌দর্শী নহে। যাঁহার অহঙ্কার ভাব নাই, অতএব যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মেতে লিপ্ত না হয়, সেই দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ব্যক্তি এই সমস্ত প্রাণীদিগকে লোকদৃষ্টি ক্রমে হনন করিয়াও হনন করেন না, সুতরাং তৎফলেও আবদ্ধ হন না। 'ইহা ইষ্ট সাধন, এইরূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় ইষ্ট সাধন কর্ম্ম ও ঐ জ্ঞানের আশ্রয়-জ্ঞাতা আত্মা, এই তিনটি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে; এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, অভীপ্সিত কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহক কর্ত্তা, এই তিনটি, কার্য্যের আশ্রয়। সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণভেদে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্ব ভূতে অবিভক্ত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্বকে দর্শন করে, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে। যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্ব প্রাণীতে সুখী দুঃখী ইত্যাদি রূপে পৃথক্ প্রকার অনেক ভাবাপন্ন জানে, সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান জানিবে। এবং কোন এক দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বোধ করিয়া 'ইনিই ঈশ্বর, অন্য আর ঈশ্বর কেহ নাই' এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হেতু শূন্য অযথার্থ যে অল্প জ্ঞান, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আসক্তি, ফলকামনা, রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে নিয়মিত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কাম্য বিষয়ের অভিলাষে বা 'আমার তুল্য আর শ্রোত্রিয় কে আছে' ইত্যাদি প্রকার অহঙ্কারবশত বহুল-আয়াসপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পশ্চাদ্ভাবি শুভ বা অশুভ, অর্থ ক্ষয়, পরপীড়া ও আত্ম সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মকে পণ্ডিতেরা তামসিক বলেন। আসক্তি-ত্যাগী, গর্ব্বোক্তি রহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যম সমন্বিত ও কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদ-শূন্য, এবম্ভূত কর্ত্তাকে পণ্ডিতেরা সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন। পুত্রাদিতে প্রীতি বিশিষ্ট, কর্ম্ম ফলের লাভাকাঙ্ক্ষী, পরবিত্তাভিলাষী, হিংসা-স্বভাব, বিহিত শৌচ বিবর্জ্জিত ও লাভালাভে হর্ষ শোকান্বিত, ঈদৃশ কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অসমাহিত, বিবেক-শূন্য, অনম্র, শঠ, পরাবমানকারী, অনুদ্যমশীল, শোক-শীল ও দীর্ঘসূত্রী, এতাদৃশ কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন প্রকার প্রভেদ পৃথক্ ও অশেষ রূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। হে পার্থ! ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হয়, যে স্থানে ও যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, যে কার্য্য নিমিত্ত ভয় ও যে কার্য্য নিমিত্ত অভয় লাভ হয় এবং কি প্রকারে বন্ধ ও কি প্রকারে মোক্ষ হয়, এ সকল বিষয় যে বুদ্ধি জানিতে পারে, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য সকলকে অযথাবৎ জানে, সেই বুদ্ধি রাজসী। হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে এবং সকল জ্ঞেয় পদার্থকে বিপরীত বোধ করে, সেই বুদ্ধি তামসী। হে পার্থ! যে ধৃতি, বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া চিত্তৈকাগ্রতা হেতু মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া রাখে সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করিয়া থাকে কখন পরিত্যাগ করে না এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধৃতি রাজসী। যাহা দ্বারা বহুবিধ অবিবেক-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ না করে, সেই ধৃতি তামসী বলিয়া অভিমতা হইয়াছে।

হে ভরত কুলরত্ন! তুমি সংপ্রতি আমার নিকট ত্রিবিধ সুখ শ্রবণ কর। পুরুষ অভ্যাসনিবন্ধন যে সুখে রত হইয়া থাকে ও দুঃখের উপশম লাভ করে, যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় দুঃখাবহ ও পরিণামে অমৃত সদৃশ এবং যাহা, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে রজ ও তম পরিত্যাগ করত স্বচ্ছন্দতাপূর্ব্বক যে অবস্থান, তাদৃশ অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সুখকে যোগীরা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাধীন উৎপন্ন, প্রথমে অমৃত তুল্য পরিণামে বিষবৎ যে সুখ, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা প্রথমেও পরিশেষেও আত্ম-মোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাধীন সমুত্থিত হয়, সেই সুখ তামস বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। কোন প্রাণিজাত এই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি লোকে বা স্বর্গে দেবলোকে এই প্রকৃতি-সম্ভূত-সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত নাই। হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারাধীন সমুৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা কর্ম্মসকল বিভাগক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব কেবল সত্ত্বগুণাত্মক; ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; বৈশ্যদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ তমোমিশ্রিত রজোগুণাত্মক এবং শূদ্রদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ রজোমিশ্রিত তমোগুণাত্মক। শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব ও আস্তিক্য, এ সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। শৌর্য্য, প্রাগল্‌ভ্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও নিয়মন-শক্তি, এ সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাবসম্ভূত। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য কর্ম্ম বৈশ্যদিগের স্বভাবোৎপন্ন। এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাব সংজাত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত হইলে জ্ঞান-যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইলে যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাহা হইতে প্রাণীদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে, যিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত

হইয়া আছেন, মনুষ্য সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্বজাত্যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন ও পরধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও, স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, কেন না, পূর্ব্বোক্ত স্বভাবত নিয়মিত কর্ম্ম করিলে মনুষ্য পাপগ্রস্ত হয় না। হে কুন্তীনন্দন! স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে দোষ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষে সমাবৃত; যে প্রকার অগ্নির ধূম দোষ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বিনাশ ও শীতাদি নিবৃত্তি নিমিত্ত তাহার উত্তাপের সেবা করিতে হয়, সেইরূপ তোমার স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও উহার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত গুণাংশই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সঙ্গশূন্য এবং যিনি নিরহঙ্কার ও ফল-স্পৃহা রহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে কুন্তীপুত্র! সেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা যাহাতে হয় তাদৃশ ব্রহ্মকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও। তিনি সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত, যথোক্ত শুচি স্থানে অবস্থিত, পরিমিত ভোজী, সংযত-বাক্য, সংযত-দেহ, সংযত-চিত্ত, ধ্যানপূর্ব্বক ব্রহ্মস্পর্শ-পরায়ণ, সতত বৈরাগ্যাশ্রিত ও মমতাশূন্য হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত, শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ ও রাগ দ্বেষে ঔদাস্য ভাব করত দেহেন্দ্রিয়াদি অহঙ্কার, সামর্থ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিমোচনপূর্ব্বক পরমা শান্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মেতে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে যোগ্য হন। ব্রহ্মে অবস্থিত পুরুষ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহার রাগ দ্বেষাদি না থাকায় তিনি সমজ্ঞানী হইয়া সর্ব্বভূতে মদ্বিষয়ক ধ্যান-রূপ পরম ভক্তি লাভ করেন; সেই পরম ভক্তি দ্বারা আমিই যে উপাধিকৃত বিস্তর ভেদ-বিশিষ্ট অথচ উপাধিভেদ-শূন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এবম্ভূত আমাকে যাথার্থ্যরূপে অভিজ্ঞাত হন। আমাকে যাথার্থ্য রূপে অভিজ্ঞাতা হইলে পর সেই জ্ঞানের উপরম হইলে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দ-রূপ হন। আমাকেই আশ্রয়ণীয় জ্ঞান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়া কলাপ পূর্ব্বক ক্রমে নির্ব্বাহ করত মৎপ্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। তুমি মৎপরায়ণ হইয়া চিত্ত দ্বারা আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যোগাশ্রয় করত সর্ব্বদা এমন কি, কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমুদায় বস্তু ব্রহ্ম-বোধে মদেকচিত্ত হও। আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সাংসারিক সমস্ত দুস্তর দুর্গ হইতে তরিবে। যদি অহঙ্কার-প্রযুক্ত আমার এবংবিধ বাক্য না শুনিবে, তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত 'আমি যুদ্ধ করিব না' এইরূপ অধ্যবসায় করিতেছ, কিন্তু এ অধ্যবসায় তোমার মিথ্যা, যেহেতু তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। হে কুন্তী-পুত্র! তুমি মোহপ্রযুক্তই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, পরন্ত তোমার পূর্ব্ব কর্ম্ম-সংস্কার জন্য শৌর্য্যাদিতে তুমি আবদ্ধ আছ, ইহাতে উহার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে এই যুদ্ধ-ক্রিয়া অবশ্যই করিতে হইবে। হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সমুদায় ভূতের হৃদয় মধ্যে আছেন এবং মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্র-রূপ শরীরে আরোহণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম এই জ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম, তুমি ইহা অশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর।

হে পার্থ! সকল গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি। তুমি আমার প্রতি মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় করিও না। তুমি আমার প্রিয়, এই হেতু তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। এই গীতার্থ তত্ত্ব তুমি কদাচিৎও তপস্যা-হীন, ভক্তিশূন্য বা শুশ্রূষা-হীন ব্যক্তিকে বলিবে না, এবং যে আমার প্রতি অসূয়া করে, তাহাকেও কদাচ বলিবে না। যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তি করিয়া এই পরম রহস্য আমার ভক্তকে বলিবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। যিনি মদীয় ভক্তসমীপে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা-ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভূমণ্ডলে মনুষ্যগণ মধ্যে আমার প্রিয়তম নাই এবং কালান্তরেও তাঁহা হইতে অপর প্রিয়তর কেহ হইবে না। আমার মত এই যে ব্যক্তি আমা-দিগের উভয়ের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ পাঠ করিবে, সে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিবে, আমি তাহার সেই যজ্ঞের ভোক্তা হইব। যে মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মী-দিগের প্রাপ্য শুভ লোক-সকলে গমন করেন।' হে পৃথা-নন্দন ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্র মনে ইহা শুনিলে ত? তোমার অজ্ঞান-সংমোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রসাদে স্বরূপানুসন্ধান-রূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি অধর্ম্ম বিষয়ে গত-সন্দেহ হইয়া অবস্থান করিতেছি, অতএব তোমার আজ্ঞা পালন করিব। সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং এই পরম গুহ্য যোগ কহিলেন, আমি ব্যাসের প্রসাদে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। আমি কেশব ও অর্জ্জুনের এই পুণ্য অদ্ভুত সংবাদ মুহুর্মুহু স্মরণ করিয়া পুনঃপুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃপুনঃ আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বারংবার আমি হর্ষ লাভ করিতেছি, যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও অব্যভিচারিণী নীতি, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

### ভীষ্মবধ প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন,অনন্তর ধনঞ্জয়কে পুনর্ব্বার বাণ ও গাণ্ডীব-ধারী দেখিয়া মহারথ সকল মহানাদ করিয়া উঠিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং যেসকল বীর তাঁহাদিগের অনুগত, তাঁহারাও সকলে সাগরজাত শঙ্খ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং ভেরী পেশী, ক্রকচ ও গোশৃঙ্গ সকল সহসা বাজিয়া উঠিল, তাহাতে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। হে ধনেশ্বর! অনন্তর দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন। মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া, শতক্রতুকে অগ্রে করিয়া, সেই মহা হত্যাকাণ্ড দেখিবার মানসে তথায় সমাগত হইলেন।

পরে যুদ্ধে ধৈর্য্যশীল ধর্ম্মরাজ বীর যুধিষ্ঠির, সেই সাগর-সদৃশ উভয় পক্ষীয় সেনাকে যুদ্ধ নিমিত্ত সমুদ্যত ও পুনঃপুনঃ প্রচলিত দেখিয়া কবচ পরিত্যাগ ও আয়ুধ বর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথ হইতে সত্বর অবরোহণ করিয়া পিতামহ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করত বাগ্যত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শত্রু-সৈন্যের প্রতি পূর্ব্বাভিমুখে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে দেখিয়া রথ হইতে শীঘ্র অবতরণপূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পথে গমন করিতেছিলেন, সেই পথে ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। হে রাজন্! বাসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পার্থিবগণও উৎসুক হইয়া রাজার অনুগামী হইলেন অর্জ্জুন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনি এ কি কার্য্য করিতেছেন? আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রিপুবাহিনীর দিকে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পদব্রজেই গমন করিতেছেন! ভীমসেন কহিলেন, হে পার্থিব রাজেন্দ্র! আপনি কবচায়ুধ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধোদ্যত অরি-সৈন্যের দিকে কোথায় গমন করিবেন? নকুল কহিলেন, হে ভরত নন্দন! আপনি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনি এক্ষণে এ প্রকার ভাবে গমন করাতে আমার হৃদয় ভয়ে সন্তাপিত হইতেছে, আপনি বলুন, কোথায় গমন করিবেন? সহদেব কহিলেন, হে নৃপ! এই যোদ্ধব্য ভয়ানক রণসমূহ বর্ত্তমান সময়ে আপনি শত্রুদিগের অভিমুখে কোথায় গমন করিতেছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বাগ্যত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথ্যমান হইয়াও কিছুই উত্তর করিলেন না গমন করিতেই লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মহামনা বাসুদেব যেন হাস্য করত অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, ইঁহার অভিপ্রায় আমার বিদিত হইয়াছে। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ ও শল্য প্রভৃতি সমস্ত গুরুজনের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আমি পুরাকল্পে শ্রবণ করিয়াছি,যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরু, বৃদ্ধ ও বান্ধবদিগের অনুমতি লইয়া মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করে, যুদ্ধে তাহার নিশ্চয়ই জয় হয়, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে কৃষ্ণ এই প্রকার উক্তি করাতে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ হইল। অন্যান্য অনেকে নিঃশব্দ হইয়া থাকিল ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় নিষ্ঠুর সৈনিক পুরুষেরা যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া পরস্পর [illegible] করিতে লাগিল, এই কুলপাংশন যুধিষ্ঠির স্পষ্টই ভীত হইয়া ভীষ্মসমীপে আগমন করিতেছে। এই রাজা সহোদরগণের সহিত শরণার্থী ও যাচক হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় সত্ত্বে যুধিষ্ঠির কি হেতু ভীত হইয়া আগমন করিতেছে? এই জন্য সত্ত্ব যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ যখন যুদ্ধ জন্য ভয়াকুল হইয়াছে, তখন পৃথিবী-খ্যাত এই যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই। তদনন্তর সমুদায় সৈনিকেরা পৃথক্ পৃথক্ কৌরবদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং হৃষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দমনে উত্তরীয় বসন কম্পিত করিল। হে নরনাথ! তৎপরে সমস্ত যোধগণ কেশব ও সহোদরগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিতে লাগিল। হে নরপাল! অনন্তর সেই কুরুসৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার করিয়া শীঘ্র নিঃশব্দ হইল; যেহেতু এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে কি বলিবেন,ভীষ্ম কি প্রত্যুত্তর করিবেন,সমর-শ্লাঘী ভীম কি বলিবেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই বা কি কহিবেন, এবং এই যুধিষ্ঠিরের বলিবার বিষয়ই বা কি আছে, যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত উভয়পক্ষ সৈন্যেরই এইরূপ অত্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শরশক্তি-সমাকুল শত্রু-সৈন্য অবগাহন পূর্ব্বক শীঘ্র ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন এবং যুদ্ধনিমিত্ত সমুপস্থিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের চরণ-দ্বয় করদ্বয় দ্বারা দৃঢ় ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আপনার সহিত আমরা যে যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি আমাকে অনুমতি করুন এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে পৃথ্বীপতি ভারত! যদি তুমি আমার নিকট এইরূপে না আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ দিতাম। হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ কর, [illegible] লাভ কর এবং অন্য যাহা তোমার অভিলাষ থাকে,তাহাও প্রাপ্ত হইবে; তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিবে, তাহা ব্যক্ত কর,এরূপ হইলে তোমার পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারা কৌরব্যদিগের নিকট বদ্ধ রহিয়াছি, অতএব তোমার নিকট আমার এই নিরর্থক বাক্য বলা হইতেছে যে "আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থের বশতাপন্ন হইয়া ভৃতিভুক্ হইয়াছি, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কি ইচ্ছা কর, প্রকাশ করিয়া বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনিও ইহা বিবেচনা করুন, আমার সতত প্রার্থনা এই যে, আপনি নিত্য নিত্য আমার হিতার্থী হইয়া কৌরবদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন। ভীষ্ম কহিলেন, হে নৃপ কুরুনন্দন! পর পক্ষের নিমিত্ত আমি ইচ্ছানুসারেই যুদ্ধ করিব, অতএব তোমার কি সাহায্য করিব, যুদ্ধ ব্যতীত যাহা তোমার বলিবার ইচ্ছা হয় তাহা ব্যক্ত কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি সংগ্রামে অপরাজেয়, আমি আপনার নিকট কি প্রকারে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনি শ্রেয় ও হিতকর যদি কিছু দেখিতে পান, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। ভীষ্ম কহিলেন, [illegible] সংগ্রামে যুদ্ধ করিলে কোন পুরুষ যে [illegible] পারে, এমত কাহাকেও আমি দেখিতেছি না; সাক্ষাৎ শত-[illegible]ক সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে প্রণাম ক[illegible]

আমি ঐ নিমিত্তই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে শত্রুকর্তৃক আপনার পরাজয়ের উপায় বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে তাত! সমরে আমাকে যে কেহ জয় করিতে পারে, তাহা আমি দেখিতেছি না এবং এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনর্ব্বার একবার আমার নিকট আগমন করিও। সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শিরোধৃত করিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্ব সৈন্যদিগের সাক্ষাতে তাহাদিগের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে গমন করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ রাজা দ্রোণের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক আত্ম শ্রেয়স্কর এই কথা বলিলেন, হে ভগবন্ দ্বিজ! আমি কি প্রকারে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে পারি এবং কি প্রকারেই বা সকল রিপুকে জয় করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি অনুজ্ঞা করুন। দ্রোণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যদি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার নিকট না আসিতেন, তবে আমি আপনাকে সর্ব্ব প্রকারে পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ দিতাম, অতএব হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আমি আপনাকর্তৃক পূজিত হইয়া আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি যুদ্ধ করুন, জয়লাভ করুন। মহারাজ! আপনার যাহা বলিবার বাসনা থাকে বলুন, আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব; এই উপস্থিত অবস্থায় যুদ্ধ ব্যতীত আপনি কি ইচ্ছা করেন? পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থবশত বদ্ধ হইয়াছি, অতএব আপনাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে, "আপনি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ করেন।" আমি কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব বটে, কিন্তু আপনার জয় আমার প্রার্থনীয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট আমার ইহা প্রার্থনীয় যে, আপনি কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন, পরন্তু আমার প্রতি জয় আশীর্ব্বাদ ও মদীয় হিতসাধনকার্য্য মন্ত্রণা করেন।

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! যখন হরি আপনার মন্ত্রী রহিয়াছেন, তখন আপনার অবশ্যই জয় হইবে; আমিও আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি শত্রুবিজয়ী হইবেন হে কৌন্তেয়! যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে কৃষ্ণ; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই জয়, অতএব গমন করুন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, এক্ষণে আমাকে কিছু যদি জিজ্ঞাসা করেন, করুন, আমি তাহা বলিতেছি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজপ্রধান! আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন; আপনি সংগ্রামে অপরাজিত, আপনাকে কি প্রকারে পরাজিত করি? দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমি যাবৎকাল রণে যুদ্ধ করিব, তাবৎ আপনার বিজয়ের সম্ভাবনা [illegible] সোদরগণের সহিত সত্বর হইয়া আমার [illegible] কহিলেন, হে মহাবাহু আচার্য্য! তৎপ্রযুক্তই আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনাকে নমস্কার করিতেছি এবং অতি দুঃখসহকারে জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি আপনার বধোপায় বলুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে তাত! আমি রণে অবস্থিত হইয়া উৎসাহ সহকারে শরসমূহ বর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিলে, আমাকে যে বধ করিতে পারে, এতাদৃশ শত্রু আমি দেখি না; তদ্ব্যতীত আমি রণস্থলে শস্ত্রত্যাগী, যোগাসক্ত ও মরণ নিমিত্ত নিযত হইলে যে আমাকে তাদৃশ স্বহস্তে বধ করিবে, সেই বধ করিতে পারিবে, ইহা আমি সত্য বলিলাম। যাহারা বাক্যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাদৃশ পুরুষের মুখে অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়া রণমধ্যে আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতেও পারি, ইহাও আমি সত্যই ব্যক্ত করিলাম। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমত হইয়া শারদ্বত কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। বাক্য-বিশারদ রাজা, দুর্দ্ধর্ষতর কৃপাচার্য্যকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া এই বাক্য বলিলেন, হে বিশুদ্ধাত্মন্ গুরো! আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে যুদ্ধকরিতে পারি এবং সমস্ত শত্রু জয় করিতে পারি, এমত অনুজ্ঞা করুন। কৃপ কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার নিকট না আসিতেন, তবে আমি আপনার সর্ব্বপ্রকারে পরাভব নিমিত্ত আপনাকে অভিশাপ দিতাম। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থদ্বারা কৌরবদিগের বশীভূত হইয়াছি। মহারাজ! আমার ইহা নিশ্চয় আছে, আমি কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব, অতএব আপনাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতে হইল যে, আপনি যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কি অভিলাষ করেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! আমি সেই হেতুই অতি দুঃখিতান্তঃকরণে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। সঞ্জয় কহিলেন, ঐরূপ কহিয়া রাজা ব্যথিত ও গতচেতন হইয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কৃপাচার্য্য তাঁহার বক্তব্য অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি অবধ্য, পরন্তু আপনি যুদ্ধ করুন, জয়ী হইবেন। হে নরাধিপ! আপনি আমার সকাশে আগমন করাতে আমি প্রীত হইয়াছি, আমি নিত্য নিত্য গাত্রোত্থান করিয়া আপনার জয় প্রার্থনা করিব, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। মহারাজ! রাজা তখন গোতমনন্দন কৃপের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট অনুমত হইয়া যেখানে মদ্ররাজ শল্য ছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ শল্যের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া আত্মশ্রেয়স্কর এই বাক্য বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ মহীপাল! আমি আপনার সকাশে অনুমতি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমি যাহাতে নির্দ্দোষ-চিত্তে যুদ্ধ করিতে পারি এবং যুদ্ধে প্রবল রিপুসকলকে পরাজিত করিতে পারি, আপনি এমত অনুজ্ঞা করুন। শল্য কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার নিকট অভিগমন না করিতে, তাহা হইলে, রণে তোমার পরাভব নিমিত্ত আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তুমি আমাকে সম্মানিত করিলে, তাহাতে আমি প্রীত হইলাম, তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা সিদ্ধ হউক; আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, জয় লাভ কর। হে বীর! তোমার কি বিষয় প্রয়োজন, আমি

তোমাকে কি প্রদান করিব, এই উপস্থিত অবস্থায় তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি ইচ্ছা কর, বল। হে বৎস ভাগিনেয়! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থবশত কৌরবদিগের নিকট বদ্ধ হইয়াছি। অতএব তোমাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে আমি তোমার যথাভিলষিত কামনা পূর্ণ করিব, ও তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বেচ্ছানুসারে পরপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন, পরন্তু আমি এই বর প্রার্থনা করি, আমার যাহাতে সাতিশয় হিত হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করেন। শল্য কহিলেন, হে নৃপসত্তম! আমি কৌরবদিগের অর্থে ভৃত হইয়াছি, অতএব আমি অভিলাষানুসারে তোমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিব, এমত স্থলে তোমার কি সহায়তা করিব তাহা বল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যুদ্ধের উদ্যোগ কালে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি সংগ্রাম স্থলে কর্ণের তেজো বিনাশ করিবেন, সেই বরই আপনার নিকট আমার প্রার্থনীয়। শল্য কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির! তোমার এ অভিলাষ সম্পন্ন হইবে, তুমি গমন কর, ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ কর, তোমার জয়ের উপায় করিতে অঙ্গীকার করিলাম। সঞ্জয় কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তদনন্তর মাতুল মদ্রাধিপতির অনুমত ও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া মহা সৈন্যমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। গদাগ্রজ বাসুদেব রণস্থলে রাধানন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্ত কর্ণকে এই কথা বলিলেন, কর্ণ! আমার শ্রুত হইয়াছে, তুমি ভীষ্মের দ্বেষ প্রযুক্ত যুদ্ধ করিবে না, অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে বরণ কর। যদি তুমি উভয় পক্ষই সমান বোধ কর তাহা হইলে ভীষ্মের নিধনান্তে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনের সাহায্য নিমিত্ত তৎপক্ষীয় যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবে। কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! আমি দুর্য্যোধনের অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারি না, তুমি আমাকে দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও তাঁহার নিমিত্ত ত্যক্তপ্রাণ বোধ কর। হে ভারত! কৃষ্ণ কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, পরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণের সহিত একত্রিত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যমধ্যে উচ্চস্বরে এই কথা বলিলেন, যিনি এই রণে আমাদিগের সাহায্য নিমিত্ত আমাদিগকে বরণ করিবেন, আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিব। তদনন্তর যুযুৎসু তাঁহাদিগকে এইরূপ দেখিয়া প্রীতচিত্তে ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন, হে বিশুদ্ধাশয় মহারাজ! যদি আমাকে আপনি বরণ করেন, তাহা হইলে আমি স্পর্দ্ধাকারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের সহিত সংগ্রামে আপনার নিমিত্ত যুদ্ধ করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যুযুৎসু! আইস আইস, আমরা সকলে তোমার মূর্খ ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিব। বাসুদেব ও আমরা সকলেই তোমাকে বলিতেছি, হে মহাবাহো! তোমাকে যুদ্ধ কার্য্যে বরণ করিতেছি, তুমি আমার নিমিত্ত যুদ্ধ কর; ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড ও বংশরক্ষা তোমাতেই দেখা যাইতেছে। হে মহোজ্জ্বল-রূপসম্পন্ন রাজপুত্র! তোমাকে আমরা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, তুমিও আমাদিগকে গ্রহণ কর, অতি ক্রুদ্ধ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন আর থাকিবে না। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, যুযুৎসু আপনার পুত্র কৌরবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুন্দুভি বাদ্যধ্বনি করাইয়া পাণ্ডবদিগের সেনা মধ্যে গমন করিলেন। তৎপরে মহাভুজ রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সুবর্ণোজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত কবচ পুনর্ব্বার পরিধান করিলেন। সেই সমস্ত পুরুষসিংহেরা সকলে স্ব স্ব রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বসজ্জিত ব্যূহ পূর্ব্ববৎ প্রতিব্যূহিত করিলেন এবং শত শত দুন্দুভি ও পুষ্কল বাদ্য এবং নানাবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদয় পার্থিবগণ তখন পুরুষ সিংহ পাণ্ডবদিগকে রথস্থ দেখিয়া পুনর্ব্বার হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। সেই সকল মানী ব্যক্তিদিগের সম্মান রক্ষাকারী পাণ্ডবদিগের গৌরব দেখিয়া রাজগণ তথায় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডবদিগের যথাসময়ে সুহৃদ্‌ভাব ও কৃপা-স্বভাব, বিশেষত জ্ঞাতিগণের প্রতি পরম দয়ার কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। সেই কীর্ত্তিমান্ পুরুষদিগের প্রতি সর্ব্ব দিক্ হইতে সাধু সাধু, এই কথা এবং স্তুতিসংযুক্ত পুণ্য বাক্য সকল প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাতে তত্রস্থ জনগণের মন ও হৃদয় আকৃষ্ট হইতে থাকিল। ম্লেচ্ছ বা আর্য্যগণ, যাঁহারা তথায় পাণ্ডবদিগের চরিত্র দর্শন বা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা গদ্‌গদ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই মনস্বীগণ হৃষ্ট হইয়া শত শত মহা ভেরী, পুষ্কল ও গোদুগ্ধ সদৃশাভ শঙ্খ সকল বাদ্য করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মদীয় ও পরপক্ষীয় সৈন্যের ঐ প্রকারে ব্যূহ রচিত হইলে কোন্ পক্ষীয় যোধগণ প্রথমে প্রহার আরম্ভ করিল? সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া, ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সেনার সহিত সমরাভিমুখে গমন করিলেন। সেই প্রকার পাণ্ডবেরাও সকলে হৃষ্ট চিত্ত হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধাভিলাষে অগ্রসর হইলেন। হে রাজন্! তদনন্তর গোবিষাণ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজের বাদ্যধ্বনি, ক্রকচের শব্দ অশ্ব হস্তীর রব, যোধগণের সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দ উভয় সৈন্য মধ্যেই হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা সিংহনাদাদি শব্দ সহকারে আমাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন, আমরাও তাঁহাদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত ধাবিত হইলাম, এই উভয় দলের বিবিধ শব্দ মহা তুমুল হইয়া উঠিল। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র, উভয় পক্ষের মহৎ সৈন্য দল সেই মহা সমুদ্ধিত সমাগমে ও শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে, বায়ু দ্বারা কম্পিত বনরাজির ন্যায়, কম্পিত হইতে লাগিল। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে সমাগত রাজগণ, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে সমাকুল সৈন্য সমস্তের তুমুল নির্ঘোষ, পবনোদ্ধত সাগর সমূহের ন্যায় হইয়া উঠিল। তাদৃশ তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ উত্থিত হইলে মহাবাহু ভীমসেন গোবৃষের ন্যায় নিনাদ করিয়া উঠিলেন। ভীমসেনের সেই নিনাদ শব্দ দুন্দুভির নির্ঘোষ, হস্তীগণের বৃংহিত, হয়গণের হ্রেষারব ও সহস্র সহস্র সৈন্যদিগের সিংহনাদকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। মেঘ সদৃশ গর্জ্জনকারী ভীমসেনের সেই শক্রাশনি তুল্য শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যেরা ত্রাসান্বিত হইল। যে প্রকার সিংহের রব শুনিয়া অপরাপর পশুগণ মল মূত্র পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ

সমুদায় বাহন অশ্ব হস্তী প্রভৃতি সেই বীরের শব্দে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। সেই বীর ঘনতর ঘনবৃন্দের ন্যায় নিনাদ করিয়া আপনাকে ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক ভবদীয় পুত্রদিগের ভয়োৎপাদন করত তাঁহাদিগের প্রতি আপতিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, সহ, অতিরথ, দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র ও জয়, এই সকল সহোদরগণ এবং ভোজ বংশীয় কৃতবর্ম্মা ও বীর্য্যবান্ সোমদত্ত পুত্র, ইঁহারা মেঘ বর্জ্জক কম্পিত বিদ্যুতের ন্যায় মহাধনুক বিধূনন করত নির্ম্মোক বিমুক্ত সর্প সদৃশ নারাচ সমূহ গ্রহণ করিয়া বৃকোদরকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ তাঁহাকে শরসমূহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পরিবেষ্টিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহারথ সুভদ্রানন্দন, নকুল সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পর্ব্বতশিখর সমূহের উপর মহাবেগবিশিষ্ট বজ্রনির্ঘোষের ন্যায়, শাণিত শর সমূহ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে আঘাত করত তাঁহাদিগের প্রতি আপতিত হইলেন। ভীষণ ধনুর্গুণ ও করতলের ধ্বনিবিশিষ্ট সেই প্রথম সংগ্রামে আপনার পক্ষের বা পরের পক্ষের মধ্যে কেহ পরাঙ্মুখ হইলেন না। হে ভরতসিংহ মহারাজ! দ্রোণ শিষ্যদিগকেই হস্তলাঘব সহকারে পুনঃপুনঃ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্য ভেদ করিতে দেখিলাম। তৎকালে শব্দায়মান ধনুকসকলের নির্ঘোষ বিশ্রান্ত হইল না, গগনতল হইতে বিচলিত জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় প্রদীপ্ত শরসকল চলিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অন্যান্য মহীপালেরা সকলে তখন দর্শকের ন্যায় হইয়া সেই দর্শনীয় ভয়ানক জ্ঞাতিসমাগম দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই মহারথেরা পরস্পর জাতক্রোধ ও বৈরী হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সঙ্কুল সেই কুরু পাণ্ডব সৈন্যদ্বয় চিত্রিতপটের ন্যায় রণস্থলে অতীব শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সেই সকল রাজগণ, আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে আপতিত হইলেন। সেই সকল রাজাদিগের সৈন্য সহ রণস্থলে আপতন কালে হস্তী ও অশ্বের রব, বীরগণের সিংহনাদ এবং শঙ্খ ও ভেরীর বাদ্য ধ্বনি একত্র মিশ্রিত হওয়াতে বাতকম্পিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের শব্দ সদৃশ হইয়া উঠিল; এই ক্ষুব্ধ সমুদ্রের কুম্ভীর, বাণ সকল, সর্প, ধনুক সকল, কচ্ছপ, ধ্বজাসকল এবং পবন প্রবাহ, অগ্রভাগে যোধগণের তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক সিংহনাদ। ও দিকেও সেই সকল সহস্র সহস্র মহীপাল রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সিংহনাদ করত আপনার সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন। সৈন্য সমাগম উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরই ঘোর রূপ হইল। সেই সকল সৈন্যের সমাগমে দিবাকর ধূলিপটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। কি স্বপক্ষীয়, কি পরপক্ষীয়, কাহাদিগেরও যুদ্ধ করিতে, ভঙ্গ হইতে বা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কোন বিশেষ দেখিলাম না। সেই মহাভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ স্থলে আপনার পিতা ভীষ্ম তাদৃশ অতি বহুল সৈন্য সকল অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে রাজাদিগের দেহ কর্ত্তনকর মহা ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পরজয়েচ্ছু কুরু ও সৃঞ্জয়গণের সিংহনাদে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত হইল। তলধ্বনি ও শঙ্খরবের সহিত কিলকিলা শব্দ হইতে লাগিল, তাহাতে আবার মনুষ্যদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনে সিংহনাদ হইয়া উঠিল। হে ভরতসিংহ! ধনুর্গুণ ও তলত্রাণের শব্দ, পদাতিদিগের পদ শব্দ, অশ্বগণের মহা হ্রেষা রব, তোমর ও অঙ্কুশের নিপাত, আয়ুধ সকলের ধ্বনি পরস্পরের প্রতি ধাবিত হস্তিগণের ঘণ্টারব, ইহাতে ও রথের মেঘগম্ভীর রথনির্ঘোষ ইহাতে তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ উত্থিত হইল। কৌরবেরা সকলেই জীবন পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় ও ক্রূরমনা হইয়া ধ্বজ উচ্ছ্রিত করণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের প্রতি আপতিত হইলেন। শান্তনু পুত্র স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ভয়ানক কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয়ও লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব লইয়া রণমুখে ধাবন করিলেন, সেই উভয় কুরুশার্দ্দূলই পরস্পর বধৈষী হইলেন। বলশালী গঙ্গাপুত্র রণে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিতে পারিলেন না এবং সেইরূপ অর্জ্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি অভিগত হইলেন, তাঁহাদিগের উভয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে কৃতবর্ম্মাও সাত্যকিকে পরস্পর অস্ত্র প্রহার করত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন। সেই সাত্বত বংশীয় দুই পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ শরভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, তাহারা উভয়ে বসন্তকালের পুষ্পিত ও পুষ্প দ্বারা বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে আক্রমণ করিলেন। বৃহদ্বল সমরে অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও তাহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিপাতিত হইলে পর অরিমর্দ্দন সুভদ্রা-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নয় বাণ দ্বারা বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন, পরে শাণিত উৎকৃষ্ট এক ভল্ল দ্বারা বৃহদ্বলের ধ্বজ ও অন্য এক শাণিত উৎকৃষ্ট ভল্ল দ্বারা তাঁহার পার্ষ্ণি রক্ষককে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ দুই অরিন্দম তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন সমরে প্রদীপ্ত, মহারথ, মানী ও শত্রুতা অর্জ্জনকারী আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। সেই নরসিংহ মহারথ কুরু-প্রধানদ্বয় রণাঙ্গনে পরস্পর শর বৃষ্টি দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই কৃতী মহাত্মা দুই পুরুষকে বিচিত্র যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সর্ব্ব প্রাণীর বিস্ময় জন্মিল। দুঃশাসন মহারথ নকুলকে আক্রমণ করিয়া মর্ম্মভেদী শাণিত দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মাদ্রীপুত্র নকুল হাস্যপূর্ব্বক শাণিত বাণ সকল দ্বারা তাঁহার শরের সহিত শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অনন্তর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন সেই মহারণে নকুলের রথের অশ্ব সকল ও ধ্বজ নিপাতিত করিলেন। দুর্ম্মুখ মহারণে যত্নবান্ মহাবলবান্ সহদেবের প্রতি ধাবনপূর্ব্বক শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বীর সহদেব মহাযুদ্ধে অতি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা দুর্ম্মুখের সারথিকে

নিপাতিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধ দুর্ম্মদ, সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বকপরস্পর-কৃত প্রতীকার চেষ্টায় ঘোর শর সমূহ দ্বারা ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের প্রতি আক্রমণ করিলেন। মদ্ররাজ তাঁহার নয়নগোচরেই তাঁহার ধনুক দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। কুন্তি-নন্দন যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া বেগ-সহন-শীল দৃঢ় অপর ধনুক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহদ্বারা মদ্রেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অভিমুখে আপতিত হইলেন। মহারথ দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণ দ্বারা পাঞ্চাল রাজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের মারণ সাধন দৃঢ় ধনুক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন এবং কালদণ্ডোপম মহাঘোর অপর এক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরে নিমগ্ন হইল দ্রুপদ পুত্র অন্য শরাসন লইয়া চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা দুইজন পরস্পর জাতক্রোধ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেগশীল বিরাট-পুত্র শঙ্খ বেগবান্ সোমদত্ত নন্দনকে আক্রমণ করিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন। সেই বীর বাণ দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিলেন। অনন্তর সোমদত্ত-পুত্র, শঙ্খের জত্রু দেশ আহত করিলেন। হে নরনাথ! সেই দর্পশীল উভয় বীরের যুদ্ধ সত্বরই দেব দানবের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অমেয়াত্মা মহারথ ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ রূপ বাহ্লীকের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎপরে বাহ্লীক, অমর্ষণ ধৃষ্টকেতুকে বহু শর দ্বারা মোহিত করিলেন, অনন্তর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অতি ক্রোধ পরবশ হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় আক্রমণ করত ত্বরা-পূর্ব্বক নবসংখ্য শর দ্বারা বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ গর্জ্জন গর্জ্জন করত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ ক্রূরাত্মা রাক্ষস অলম্বুষকে, ইন্দ্রের বলাসুরের প্রতি আক্রমণের ন্যায়, আক্রমণ করিল। সে সংক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল অলম্বুষকে নবতি সংখ্য তীব্র বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। অলম্বুষও মহাবল ভীমসেন নন্দনকে বহু প্রকার সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। যে প্রকার দেবাসুরের যুদ্ধে মহাবল ইন্দ্র ও বলাসুর দীপ্তি পাইয়াছিলেন, সেই প্রকার তাহারা উভয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে রাজন্! বলশালী শিখণ্ডী দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি সমর নিমিত্ত অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যত শিখণ্ডীকে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা অতি বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিলেন। পরে শিখণ্ডীও সুতীক্ষ্ণ শাণিত সুপীত, (উত্তম রূপে পানন) শায়ক দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে প্রহার করিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর বহুবিধ শরসমূহ দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। বাহিনীপতি বিরাট সত্বর হইয়া শৌর্য্যসম্পন্ন ভগদত্তের প্রতি ধাবিত হইলেন, পরে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। হে ভারত! মেঘ যেমন পর্ব্বতে বর্ষণ করে, তাহার ন্যায়, বিরাট সংক্রুদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ভগদত্তকে আচ্ছন্ন করিলেন।

ভগদত্তও মেঘ কর্ত্তৃক উদিত সূর্য্য আচ্ছাদনের ন্যায় রা বিরাটকে সত্বর সমাচ্ছাদিত করিলেন। শারদ্বত কৃপ কৈকেয়াধিপতি বৃহৎক্ষত্রের প্রতি গমন করিলেন; এবং শর বর্ষণ দ্বা তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। কৈকেয়রাজও অতি ক্রুদ্ধ হই শর বৃষ্টি দ্বারা গৌতম সন্তানকে পরিপূরিত করিলেন। ( ভারত। তদনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অশ্ব ও ধনু ছেদন করিয়া উভয়ে বিরথ হইয়া ক্রোধাকুলিত চিত্তে খড় যুদ্ধ করিতে মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোর রূ দুরাসদ সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাজা দ্রুপদ ক্রোধ প রবশ হইয়া সিন্ধুপতি হৃষ্টরূপ জয়দ্রথকে আক্রমণ করিলেন তৎপরে সিন্ধুরাজ তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদকে তাড়িত ক লেন, দ্রুপদও তাঁহাকে প্রতি প্রহার করিতে আর করিলেন। শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায় তাঁহাদিগের উভ য়ের সুদারুণ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে থাকিল, তাহা দেখি দর্শকদিগের প্রীতি জন্মিতে লাগিল। আপনার পু বিকর্ণ বেগশীল অশ্বদ্বারা মহাবল সুতসোমের প্রতি ধাবি হইলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিক সুতসোমকে বাণ বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন ন এবং সুতসোমও বিকর্ণকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন ন তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইয়া উঠিল। পরাক্রমশীল মহার চেকিতান সমুৎসুক হইয়া পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত সুশর্ম্মার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সুশর্ম্মাও মহারথ চেকিতানকে মহৎ শ বর্ষণ করিয়া নিবারিত করিতে লাগিলেন চেকিতান সেই মহাসংগ্রামে ক্রোধ সম্ভব হইয়া পর্ব্বতের উপর মেঘমণ্ডলী ন্যায় সুশর্ম্মার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরাক্রমী শকু পরাক্রান্ত প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি, মত্ত হস্তীর উপর সিংহের ন্যায় অভিদ্রুত হইলেন। যেরূপ ইন্দ্র দনু সন্তানকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন তদ্রূপ যুধিষ্ঠির-নন্দন প্রতিবিন্ধ্য সাতিশয় ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া শাণিত বহু শর দ্বারা সুবল-পুত্রকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। পরাক্রমশীল শকুনিও সংগ্রামে মহাপ্রাজ্ঞ পরাক্রান্ত প্রতিবিন্ধ্যকে সন্নত-পর্ব্ব বহু বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত সুদক্ষিণের প্রতি ধাবিত হইলেন। সুদক্ষিণ সহদেব-নন্দন মহারথ শ্রুতকর্ম্মাকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যে প্রকার মৈনাক পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না পরে শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া কাম্বোজ দেশীয় মহারথ সুদক্ষিণকে বহু শর দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করত যেন মোহিত করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন-পুত্র শত্রুতাপন ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও সযত্ন হইয়া যত্নবান্ অমর্ষণ শ্রুতায়ুর প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন। অর্জ্জুন পুত্র মহারথ বলবান্ ইরাবান্ শ্রুতায়ুর ঘোটকসকল সংহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন সৈন্যেরা তাঁহার সেই কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিল। শ্রুতায়ুও অতি ক্রোধাপন্ন হইয়া ইরাবানের ঘোটকসকল প্রবল গদা দ্বারা নিহত করিলেন, পরে তাঁহাদিগের উভয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যের সপুত্র মহারথ বীর কুন্তিভোজের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের আশ্চর্য্য ঘোর পরাক্রম দেখিতে

লাগিলাম। তাঁহারা মহতী সেনার সহিত স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজের প্রতি প্রহার করিলেন, পরন্তু কুন্তিভোজ লঘুহস্তে শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে থাকিলেন। কুন্তিভোজ-সুত শায়ক-সমূহ দ্বারা বিন্দকে বেধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ যেন অদ্ভুতের ন্যায় হইতে লাগিল। কৈকেয়রাজ পঞ্চ-ভ্রাতা সসৈন্যে সৈন্য সহ পঞ্চ গান্ধাররাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র বীরবাহু, রথিশ্রেষ্ঠ বিরাট-পুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি শাণিত শরসমূহ ক্ষেপণ করিলেন। উত্তরও সেই বীরকে সুশাণিত বাণ-নিচয় দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলেন। চেদি-রাজ, উলূকের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং শরবর্ষণ দ্বারা উলূককে প্রহার করিতে লাগিলেন। উলূকও তাঁহার প্রতি শামবাহী শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই অপরাজিত ও ক্রোধাপন্ন হইয়া উভয়কেই পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন। আপনার ও তাঁহাদিগের পক্ষীয় রথী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের এই প্রকারে সহস্র সহস্র সঙ্কুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে লাগিল দেখিতে মনোহর-দর্শন এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র হইয়াছিল। পরে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। গজ গজের সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত ও পদাতি ও পদাতির সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে পরস্পর মিলিত হইয়া শূরগণের দুর্দ্ধর্ষ ব্যাকুল যুদ্ধ হইয়া উঠিল। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় সমাগত হইয়া পৃথিবী মধ্যে দেবাসুর সংগ্রাম-সম সেই ঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুরুষসমূহ, অশ্বসমূহ, সহস্র সহস্র রথ ও গজ বিপরীত ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রথী, হস্ত্যারোহী, সাদী, পদাতি সকলকে স্থানে স্থানে পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিতে দেখা গেল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র পদাতিদিগের যথানে সেখানে মর্য্যাদাতিক্রমপূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে পুত্র পিতাকে, পিতা ঔরস পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারিলেন না। কোন কোন নরসিংহেরা রথ সমূহের সহিত রথ সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। রথের যুগকাষ্ঠ সকলের দ্বারা রথ-যুগ সকল, রথ-দণ্ড সকলের দ্বারা রথ-দণ্ড সকল এবং রথ-কুবর সকল দ্বারা রথ-কুবর সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন কোন যোধগণ পরস্পর জিঘাংসু হইয়া মিলিত হইয়া যোধগণের সহিত মিলিত হইল কোন কোন রথিগণ বৃহৎ রথের সহিত মিলিত হইয়া আর চলিতে সমর্থ হইল না। গলিতমদ বৃহৎ বৃহৎ গজ সকল বৃহদাকার গজ সকলের সহিত মিলিত ও পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তাঘাতে বহুধা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। হস্তী সকল তোমর ও পতাকা-যুক্ত বেগশীল মহাবল বড় বড় হস্তী সকলের অভিমুখে গিয়া তাহাদিগের দন্তাঘাতে অভিহতও অতি ব্যথিত হইয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল। শিক্ষা দ্বারা অভিনীত অপ্রভিন্ন মদ গজ সকল তোত্র ও অঙ্কুশে আহত হইয়াও নিবারিত না হইয়া গলিত-মদ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গজ সকলের সম্মুখে যাইতে লাগিল। কোন কোন মহাগজ সকলও গলিত মদ মহাগজ সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিতে করিতে স্থানে স্থানে ধাবমান হইল; এবং সম্যক্-শিক্ষিত প্রভিন্ন-করটামুখ প্রকাণ্ডকায় গজগণ ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নির্ব্বিদ্ধ হইতে লাগিল; তাহারা মর্ম্ম স্থানে নিহত হইয়া চিৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগপূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল এবং কোন কোন মাতঙ্গগণ ভয়ানক রব করিতে করিতে দিগ্ দিগন্তরে ধাবিত হইতে থাকিল। মহারাজ! দেখিলাম, গজগণের পাদ-রক্ষক বিশাল-বক্ষা পুরুষ সকল পরস্পর সংক্রুদ্ধ ও জিঘাংসু হইয়া ঋষ্টি, ধনুক, বিমল পরশ্বধ, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহময় পরিঘ ও শাণিত বিমল অসি ধারণপূর্ব্বক প্রহার করত ইতস্তত ধাবন করিতে লাগিল। পরস্পরের উপর ধাবিত পরস্পর শূরগণের খড়্গ সকল মনুষ্যরক্তে সংসিক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। বীরগণের বাহু দ্বারা অবক্ষিপ্ত, কম্পিত ও পর-মর্ম্মে পতনোন্মুখ অসি সকলের তুমুল শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে স্থানে স্থানে গদা ও মুষলের আঘাতে রুগ্ন, খরতর খড়্গে ছিন্ন, গজগণ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাহাদিগের দন্তাঘাতে অবভিন্ন মনুষ্যসমূহের পরস্পর ক্রন্দনের দারুণ বাক্য সকল যেন নারকী জীবের বাক্যের ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিল। অশ্বারোহিগণ হংসের ন্যায় চামর ভূষিত মহাবেগ-শীল অশ্বগণ দ্বারা পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইল। তাহা-দিগের কর্ত্তৃক বিমুক্ত স্বর্ণ-ভূষিত আশুগ তীক্ষ্ণ বিমল সর্প সদৃশ মহাপ্রাস সকল পতিত হইতে লাগিল। কতকগুলি বীর অশ্বারোহী অতি বেগশীল অশ্ব দ্বারা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিয়া মহৎ রথ হইতে কতকগুলি রথীর মস্তক লইতে লাগিল। কোন কোন রথী বহুল অশ্বারোহীদিগকে বাণ গোচরে সমাগত পাইয়া সন্নত-পর্ব্ব ভল্লাস্ত্র সকলের দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। কনক ভূষণালঙ্কৃত নব মেঘ সদৃশ কোন কোন মত্ত গজগণ অশ্বদিগকে স্বীয় পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মর্দ্দন করত অপর সাদিগণ কর্ত্তৃক প্রাসাস্ত্রে প্রমথিত ও পরম ব্যথিত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন প্রকাণ্ডকায় হস্তী সেই সঙ্কুল ভীষণ রণ সময়ে আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে বল দ্বারা উন্মথিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিল। কোন কোন দন্তিগণ দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে উৎক্ষেপণ করিয়া ধ্বজ সংযুক্ত রথসমূহ মর্দ্দন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন মহা-প্রকাণ্ড পুরুষ হস্তীগণ পুরুষত্ব ও গলিত-মদ প্রযুক্ত শুণ্ড ও পদ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্বসকল নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বারণগণের ললাট, পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে সর্পোপম বিমল তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিপতিত হইতে থাকিল।

মহারাজ! ইতস্তত বীরগণের বাহুনিক্ষিপ্ত মহোল্কা সদৃশ

সুমার্জ্জিত ভয়ানক শক্তিসবল লৌহ কবচ ভেদ করিয়া মনুষ্য ও অশ্ব শরীরে নিপতিত হইতে থাকিল। যোধগণ ব্যাঘ্র চর্ম্মাবনদ্ধ নির্ম্মল খড়্গসকল কোশমুক্ত করিয়া শত্রুদিগকে হনন করিতে লাগিল। অনেকে আপনাকে ক্রোধ দ্বারা দন্তে ওষ্ঠপুটদংশনপূর্ব্বক ভয়শূন্য হইয়া সম্মুখে অভিধাবিত ও বামপক্ষাবলম্বনে অভিগত প্রদর্শন করত খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশ্বধের সহিত আপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন গজগণ শুণ্ড দ্বারা অশ্বগণের সহিত রথ সকল আকর্ষণপূর্ব্বক আক্ষেপণ করিয়া ক্রন্দনকারী সকলের শব্দানুসারে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিল।

মহারাজ! কোন কোন মনুষ্যেরা শক্তি দ্বারা বিদারিত, কোন কোন মনুষ্যেরা পরশ্বধ দ্বারা সংছিন্ন, কোন কোন মনুষ্যেরা হস্তী কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কোন কোন মনুষ্যেরা তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ, কেহ কেহ বা রথচক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবদিগকে আহ্বান করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পুত্রদিগকে, অনেকে পিতাকে, অনেকে ভ্রাতাদিগকে অনেকে সখাদিগকে, অনেকে মাতুলদিগকে, অনেকে ভাগিনেয়দিগকে অনেকে অপরাপরকেও আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। বহু মনুষ্যের অন্ত্র বিকীর্ণ, ঊরুদেশ ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্বদেশে বিদারিত হওয়া প্রযুক্ত তাহাদিগকে জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে দৃষ্ট হইল। কোন কোন অল্পসত্ত্ব মনুষ্যেরা তৃষ্ণার্ত্ত ও ভূমিতে পতিত হইয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। অনেকে রুধিরসমূহে পরিক্লিন্ন ও ক্লিশ্যমান হইয়া অতিশয় আত্মনিন্দা ও আপনার পুত্রদিগকেও সাতিশয় নিন্দা করিতে লাগিল। পরস্পর কৃতবৈর কোন কোন শৌর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়েরা শস্ত্র পরিত্যাগ বা রোদন করিল না; প্রত্যুত সংহৃষ্ট হইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দন্ত দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশনপূর্ব্বক ভ্রুকুটী কুটিল বক্ত্র দ্বারা পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপর কঠোরচিত্ত মহাবল কোন কোন যোধগণ শর দ্বারা আর্ত্ত, ব্রণ-পীড়িত ও ক্লিশ্যমান হইয়াও নীরব হইয়া রহিল। কোন কোন শূর প্রকাণ্ডকায় হস্তিগণ কর্ত্তৃক বিরথ, সংক্ষুণ্ণ ও নিপতিত হইয়া অন্যের রথ প্রার্থনা করিতে থাকিল। অনেকে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইল। অনেকে অনীকমধ্যে ভীষণ রব করিতে থাকিল। সেই মহাবীরক্ষয়জনক ভীষণসংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে, বান্ধব বান্ধবকে নিহত করিতে থাকিল। এইরূপে কুরুপাণ্ডবীয় সৈন্যক্ষয় পাইতে লাগিল। হে ভারতেন্দ্র! সেই মর্য্যাদাশূন্য দারুণ মহা সংগ্রামে পাণ্ডবদিগের সৈনিকগণ ভীষ্ম সমীপে কম্পিত হইতে লাগিল। যেরূপ চন্দ্রমা মেরুগিরি দ্বারা শোভমান হয়, সেইরূপ মহাবাহু ভীষ্ম তখন মহারথে সমুচ্ছ্রিত রজত-ময় পঞ্চতারান্বিত তাল-ধ্বজ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারতকুল ভূষণ! সেই অতি ভয়ানক দিবসে পূর্ব্বাহ্নের বহুল অংশ গত হইলে নর বীর ক্ষয়কারী সেই ভীষণ সংগ্রামে দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য, ও বিবিংশতি ইহাঁরা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মের সমীপে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথী ভীষ্ম এই পঞ্চ অতিরথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য মথিত করিতে থাকিলেন। ভীষ্মের তালধ্বজ চেদি, কাশি, করূষ ও পাঞ্চাল দেশীয় সৈন্য মধ্যে বহুধা বিচলিত হইতে দৃষ্ট হইল। সেই বীর নতপর্ব্ব মহাবেগশীল ভল্লসমূহ দ্বারা যুগ ও ধ্বজের সহিত রথসকল ও যোধগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন; তখন তিনি যেন রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে থাকিলেন। কতকগুলি নাগ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অভিমন্যু অতি ক্রোধান্বিত হইয়া পিঙ্গলবর্ণ উত্তম তুরঙ্গযুক্ত সুবর্ণবিচিত্রিত কর্ণিকার ধ্বজশোভিত রথে ভীষ্মের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন এবং ভীষ্মও তাঁহার রক্ষক সেই পঞ্চরথি-প্রধানের প্রতি শর বর্ষণ করিলেন। সেই বীর ভীষ্মের ধ্বজ তীক্ষ্ণ শরদ্বারা আহত করিয়া ভীষ্ম ও তাঁহার পঞ্চ রক্ষকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পঞ্চবাণ প্রহার করিয়া প্রপিতামহের প্রতি অগ্রভাগ শাণিত নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত সম্যক্ প্রযুক্ত এক বাণ দ্বারা দুর্ম্মুখের স্বর্ণ বিভূষিত ধ্বজ আহত করিলেন। অনন্তর সর্ব্বাবরণভেদী নতপর্ব্ব এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তৎপরে অগ্রভাগ শাণিত এক ভল্ল দ্বারা কৃপাচার্য্যের স্বর্ণভূষিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই মহারথ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণমুখ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তলাঘব দেখিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত রথী ধনঞ্জয়পুত্রের লক্ষ্যবেধ নৈপুণ্য হেতু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধনঞ্জয়ের ন্যায় সত্ত্ববান্ বোধ করিলেন। তাঁহার শরাসন তৎকালে লাঘবপথে অবস্থিত ও গাণ্ডীব সদৃশ শব্দায়মান হইয়া অলাত-চক্রের ন্যায় প্রভাধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বীর শত্রুহন্তা যতব্রত ভীষ্ম সত্বর অভিমন্যুর সম্মুখস্থ হইয়া বেগপূর্ব্বক নব-সংখ্য বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে তাড়িত করিলেন এবং তিন ভল্ল দ্বারা পরম তেজস্বী অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণ দ্বারা তাঁহার সারথিকে আহত করিলেন। সেইরূপ কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও শল্য অভিমন্যুকে শর প্রহার করিয়াও অকম্পিত মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত করিতে পারিলেন না। শৌর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুন-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় মহারথগণে পরিবৃত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের মহাস্ত্রসকল নিবারিত করিয়া বলবৎ নিনাদপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি শর সমূহ বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! যৎকালে তিনি সমস্ত যত্ন সহকারে শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পীড়া দিতেছিলেন; তৎকালে তাঁহার বাহুদ্বয়ের সুমহৎ বল দৃষ্ট হইতে লাগিল। এবংবিধ পরাক্রমশীল সেই বীরের প্রতি ভীষ্মও অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তিনিও ভীষ্ম-শরাসনচ্যুত সেই সকল বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে অব্যর্থবাণ সেই বীর নয় বাণ দ্বারা ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তাহা দেখিয়া জনসকল চিৎকার শব্দে সাধুবাদ করিয়া উঠিল। রজতনির্ম্মিত মহামূল্য-বিশিষ্ট স্বর্ণবিভূষিত সেই তালধ্বজ সুভদ্রানন্দনের বাণে ছিন্ন

২২ ভূতলে পতিত হইল। ভীষ্মের তালধ্বজ সুভদ্রাপুত্রের বাণ দ্বারা পতিত হইতে দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম হৃষ্ট হইয়া সুভদ্রানন্দনের হর্ষোৎপাদন করত শব্দ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর অমেয়াত্মা মহাবল ভীষ্ম সেই মহারৌদ্র রণস্থলে বহুল দিব্য মহাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন; পরে নতপর্ব্ব শত সহস্র শর অভিমন্যুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহারথী সপুত্রবিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কেকয়রাজ, পঞ্চভ্রাতা ও সাত্যকি এই দশ জন মহারথী রথের সহিত সত্বর হইয়া অভিমন্যুর রক্ষার্থে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদিগের বেগে আপতিত হইবার সময়ে শান্তনুপুত্র ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণ ও সাত্যকিকে নব বাণ দ্বারা প্রহার করিলেন এবং আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক পরিত্যক্ত শাণিত পক্ষযুক্ত একমাত্র ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা ভীমসেনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে নরসত্তম! ভীমসেনের স্বর্ণময় সিংহধ্বজ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া রথ হইতে পতিত হইল। তখন ভীমসেন সেই রণস্থলে ভীষ্মকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কৃপাচার্য্যকে এক, কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

বিরাটপুত্র উত্তর মদ্রাধিপতি রাজা শল্যের প্রতি কুণ্ডলীকৃত শুণ্ড এক হস্তী আরোহণে ধাবিত হইলেন। যখন সেই হস্তিরাজ শল্যের রথে বেগে আপতিত হইতে লাগিল, তখন শল্য তাহার অনুপম বেগ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পরে সেই নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শল্যের রথযুগের উপর আরোহণ করিয়া পদ দ্বারা তাঁহার সারথি ও বৃহৎ চারি অশ্বকে নিহত করিল। রাজা শল্য হতাশ্ব-রথে অবস্থিত হইয়া সর্প সদৃশ লৌহময় এক শক্তি উত্তরকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শক্তি উত্তরের তনুত্রাণ ভেদ করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইল এবং তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্কুশ ও তোমর ভ্রস্ত হইয়া গেল। তিনি সাতিশয় মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গজস্কন্ধ হইতে পতিত হইলেন। তখন শল্য খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রম সহকারে রথবর হইতে লম্ফপ্রদান করত সেই গজরাজের বৃহৎ শুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই হস্তীর পূর্ব্বে শরসমূহদ্বারা মর্ম্ম ভেদ হইয়াছিল, পরে ছিন্ন শুণ্ড হইয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িল ও মরিল। রাজা মদ্রাধিপতি এতাদৃশ ভীষণ মহৎ কার্য্য করিয়া সত্বর হইয়া কৃতবর্ম্মার উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর ভ্রাতা উত্তরকে হত ও শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থিত দেখিয়া বিরাটের অন্য পুত্র শঙ্খ ক্রোধে ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। সেই বলশালী ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া মদ্রাধিপতিকে যুদ্ধে হনন করিবার ইচ্ছায় অভিধাবিত হইলেন চতুর্দ্দিকে মহৎ রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াও বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের সমীপে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সেই মত্ত হস্তিসদৃশ বিক্রমশীল শঙ্খকে আপতিত হইতে দেখিয়া মৃত্যুর করাল দন্তের অন্তর্গত মদ্ররাজকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া আপনার পক্ষীয় সপ্তরথী, শঙ্খকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। তৎপরে মহাবাহু ভীষ্ম মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিনাদ করিয়া তাল পরিমিত ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্খের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ভীষ্মকে উদ্যত দেখিয়া পাণ্ডবী-সেনা বায়ুবেগাহত নৌকার ন্যায় সন্ত্রস্ত হইল। এক্ষণে শঙ্খকে ভীষ্মের হস্ত হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অর্জ্জুন ত্বরাপূর্ব্বক শঙ্খের অগ্রবর্ত্তী হইলেন, তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন যুদ্ধকারী যোধগণের মহান্ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল, এক তেজ অন্য তেজে মিলিত হইল বলিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। ওদিকে শল্য গদা হস্তে মহারথ হইতে নামিয়া শঙ্খের রথযোজিত চারিটি অশ্ব সংহার করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব হত হইলে শঙ্খ সত্বর খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় রথ হইতে বিদ্রুত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। পরে ভীষ্মের রথ হইতে দ্রুতগামী পতত্রীসকল অন্তরীক্ষ ও ভূমিতলে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া উৎপতিত হইতে লাগিল। প্রহারকপ্রধান ভীষ্ম সেই সকল শরসমূহ দ্বারা পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন! তিনি পাণ্ডব সব্যসাচীকে পরিত্যাগ করিয়া বহুল শর বিকিরণ করিতে করিতে পাঞ্চালাধিপতি সেনাবৃত প্রিয় বান্ধব দ্রুপদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দ্রুপদের সৈন্য সকলকে শিশিরান্তে অগ্নিদগ্ধ বনের ন্যায় শরদগ্ধ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীষ্ম তৎকালে ধূম-শূন্য পাবক সদৃশ হইয়া অবস্থিত রহিলেন। যে প্রকার মধ্যাহ্ন সময়ে তপস্ত তেজস্বান্ সূর্য্যকে সহ্য করা যায় না, তদ্রূপ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, ভয়ার্ত্ত হইয়া শীতার্দ্দিত গো যূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না। সৈন্য সকল হত, বিমর্দ্দিত, নিরুৎসাহ ও বিদ্রুত হইলে তাহাদিগের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। শান্তনুনন্দন অনবরত আশীবিষ ভুজঙ্গ সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণসমূহ মোচন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ধনুক মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি যতব্রত হইয়া শরদ্বারা সমস্ত দিক্ একমাত্র পথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় রথিদিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতে থাকিলেন, তাহাতে সৈন্যসকল মথিত ও ভগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর দিবাকর অস্তগত হইল, কিছুই আর দৃষ্টিগোচর রহিল না। তৎকালে পার্থগণ ভীষ্মকে সেই মহা সংগ্রামে উগ্রভাবে উদীর্য্যমাণ দেখিয়া সৈন্যগণের অবহার করিলেন।

ষট চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! প্রথম দিবসের যুদ্ধে সৈন্যাবহার করিলে পর রাজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের প্রভাব ও পরাক্রম এবং দুর্য্যোধনের হর্ষ দেখিয়া সাতিশয় শোকান্বিত হইয়া আপনার পরাজয় চিন্তা করত ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত আত্মীয় রাজগণের সহিত সত্বর বৃষ্ণিকুলতিলক কৃষ্ণের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! দেখ, ভীষ্ম যেরূপ ভীষণ পরাক্রম ও মহাধনুর্দ্ধর। উনি গ্রীষ্মকালে অনল কর্ত্তৃক শুষ্ক তৃণ দহনের ন্যায় শরদ্বারা সৈন্য দগ্ধ করিতেছেন; ঘৃতযুক্ত অগ্নির ন্যায় মদীয় সৈন্য লেহন করিতেছেন। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে রণস্থলে কি প্রকারে নিরীক্ষণ করি? মহাবলশালী ঐ পুরুষব্যাঘ্রকে কার্ম্মুক-হস্ত দেখিয়া শরাহত আমাদিগের সৈন্যসকল পলায়িত হইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাহস্ত কুবের, ইহাঁদিগকেও রণে জয় করা যায়; কিন্তু মহাবল মহাতেজা ভীষ্মকে কোন প্রকারেই পরাজিত করিতে

পারা যাইবে না। এইরূপ অবস্থায় আমি ভীষ্ম স্বরূপ অগাধ জলে মগ্ন হইয়া আপ্লুত হইয়াছি, সুতরাং আপনার বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত সংগ্রামে ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আমার বনেই জীবিত থাকা শ্রেয়; অতএব আমি বনে যাই। এই রাজগণকে ভীষ্মরূপ যমের হস্তে দেওয়া উচিত নহে; মহাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম আমার সেনা ক্ষয় অবশ্য করিবেন। যে প্রকার পতঙ্গগণ আত্মবিনাশের নিমিত্তই ধাবিত হইয়া প্রজ্বলিত বহ্নিতে পড়িতে যায়, আমার সৈনিক জনেরা সেইরূপই ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। কৃষ্ণ! আমি রাজ্যের নিমিত্ত পরাক্রমী হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইলাম, আমার বীর ভ্রাতারাও ভ্রাতৃসৌহার্দ্দপ্রযুক্ত আমার নিমিত্ত রাজ্য ও সুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শরপীড়িত ও দুঃখে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই-ক্ষণে জীবনই দুর্লভ, জীবিত থাকাই বহু করিয়া মানিতেছি। আমার এই অবশিষ্ট জীবনে দুষ্কর তপস্যাচরণ করিব, এই মিত্রদিগকে রণে বিনাশ করাইব না। মহাবল ভীষ্ম আমার বহুসহস্র প্রধান প্রহারক রথীদিগকে দিব্যাস্ত্রদ্বারা অনবরত নিহত করিতেছেন। হে মাধব! এক্ষণে আমার কি করিলে ভাল হয়, তাহা তুমিই অবিলম্বে বল। সব্যসাচীকে তো রণে মধ্যস্থের ন্যায় দেখিতেছি; এই এক মহাবাহু ভীমই ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করত কেবল বাহুবলে শত্রুসহ যথাশক্তি যুদ্ধ করিতেছেন। এই মহামনা, স্বীয় উৎসাহানুসারে বীরঘাতিনী গদা দ্বারা রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতিদিগের প্রতি অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ইনি একাকী কোনক্রমেই পরসৈন্য ক্ষয় করিতে সমর্থ হইবেন না এবং আর্জ্জবভাবে যুদ্ধ করিলে শত বৎসরেও শত্রু সৈন্য ক্ষয় করিতে পারা যাইবে না। তোমার সখা ঐ অর্জ্জুনই এক আমাদিগের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধ কৃতী, উনি আমাদিগকে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক দহ্যমান দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছেন। ঐ দুই মহাত্মারই দিব্যাস্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ ক্ষত্রিয় সকলকে দগ্ধ করিবে। কৃষ্ণ! ভীষ্মই ক্রুদ্ধ ও সর্ব্ব পার্থিবের সহিত একত্রিত হইয়া স্বীয় পরাক্রমানুসারে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষয় করিবেন। হে মহাভাগ! হে যোগেশ্বর! যে প্রকার জলদ-পটলী দাবাগ্নি শমতা করে, সেই প্রকার সংগ্রামে ভীষ্মকে শমতা করে, এমন কোন মহারথী দেখ। হে গোবিন্দ! তাহা হইলে বান্ধবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তোমার প্রসাদে হতশত্রু হইয়া স্বরাজ্য লাভ করত সুখী হইতে পারিবে। মহামনা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিয়া শোকাহতচেতন ও অন্তর্মনা হইয়া দীর্ঘকাল চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দুঃখাবৃত-চিত্ত ও শোকার্ত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সমস্ত পাণ্ডব পক্ষীয়দিগকে আনন্দিত করত বলিলেন, হে ভরতপ্রবর! তুমি শোক করিও না, শোক করা তোমার উচিত নয়, তোমার এই সমুদায় ভ্রাতারা শূর ও লোক মধ্যে ধনুষ্মান্; আমি, মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার প্রিয়কারী। হে রাজসত্তম! স্ব স্ব সৈন্যগণ সহিত এই সমস্ত রাজারা তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষা করিতেছেন, বিশেষত ইঁহারা তোমারই ভক্ত। হে মহাবাহো! এই পৃষতনন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্যে রত হইয়া সেনাপতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ভীষ্মের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীও তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্য-রত। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া সেই সভাতেই কৃষ্ণের সাক্ষাতে মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর, আমার বাক্য অতিক্রম না হয়। বাসুদেবের সম্মতিক্রমে তুমি আমার সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছ। যে প্রকার পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদাই দেবগণের সেনাপতি ছিলেন, হে পুরুষ-র্ষভ! সেই প্রকার তুমিও পাণ্ডবদিগের সেনাপতি হইয়াছ। অতএব হে পুরুষসিংহ! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া কৌরবদিগকে বিনাশ কর। ভীমসেন, কৃষ্ণ, নকুল, সহদেব দ্রুপদের দায়াদগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যে সকল মহীপালেরা যুদ্ধার্থে বদ্ধসন্নাহ হইয়াছেন, ইঁহারা সকলে এবং আমি তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন তত্রস্থ সকলকে হর্ষিত করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! ভগবান্ শম্ভু পূর্ব্বেই আমাকে দ্রোণ বিনাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আজি আমি বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া রণে দর্পিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ, সকলের সহিতই প্রতিযুদ্ধ করিব। শত্রুতাপন পার্থিবেন্দ্র ধৃষ্ট-দ্যুম্ন উদ্যম সহকারে এই প্রকার ব্যক্ত করিলে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ পাণ্ডব পক্ষীয়েরা হর্ষ, দর্প ও উৎসাহ সহকারে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে পার্থ যুধিষ্ঠির, সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! ক্রৌঞ্চারুণ নামে সর্ব্ব শত্রু-সূদন একটি ব্যূহ আছে, যাহা দেবাসুর যুদ্ধকালে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন; বিপক্ষ সৈন্য বিনাশক সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ যথাবিধানে প্রতিব্যূহিত কর, কৌরব ও অন্যান্য রাজগণ যাহা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, তাহা দেখুন। যে প্রকার দেবরাজ বিষ্ণুকে বলেন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ নরদেব ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যুষ কালে ধনঞ্জয়কে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিলেন। ধনঞ্জয়ের রথধ্বজ, যাহা দেবরাজের শাসনানুসারে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কেতু সূর্য্য-পথগামী হইয়া অদ্ভুত মনোরম হইল। ইন্দ্রায়ুধ সবর্ণ পতাকা সকলে অলঙ্কৃত সেই কেতু, আকাশগত গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় রথ-চর্য্যাতে আকাশ মধ্যে যেন নৃত্যমান হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই রত্নযুক্ত কেতু, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন দ্বারা ও গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সেই রত্ন ভূষিত কেতু দ্বারা পরস্পর, যেন সূর্য্যসন্নিহিত ব্রহ্মার ন্যায়, পরমশোভিত হইল। মহতী সেনাতে সমাবৃত পাঞ্চালরাজ সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহের মস্তক হইলেন। কুন্তিভোজ ও চেদিপতি এই দুই রাজা উহার চক্ষু হইলেন। দাশেরকগণের সহিত প্রয়াগ, দশার্ণ, অনূপ ও কিরাত দেশীয় রাজগণ উহার গ্রীবা হইলেন। পটচ্চর, হুণ্ড, কৌরবক ও নিষাদ প্রদেশীয়গণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির উহার পৃষ্ঠ হইলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও সাত্যকি, ইঁহারা উহার উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্র, কুণ্ডীবৃষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লীক, তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য, এই সকল দেশীয় যোদ্ধাগণ দক্ষিণ পক্ষ, আর অগ্নিবৈশ্য, হুণ্ড, মালব, দাশ-কারি, শবর, কুন্তল, বৎস ও নাকুল দেশীয় যোধগণের সহিত নকুল ও সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করিলেন। পক্ষভাগে অযুত, শিরোভাগে নিযুত, পৃষ্ঠভাগে এক অর্ব্বুদ বিংশতি

সহস্র এবং গ্রীবাভাগে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ থাকিল। পক্ষ কোটি, প্রপক্ষ ও পক্ষান্তে চলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ পরিবৃত হইয়া রহিল। কেকয়গণের সহিত বিরাট এবং তিন অযুত রথের সহিত কাশিরাজ ও শৈব্য উহার জঘন দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারত সত্তম পাণ্ডবগণ এইরূপ মহাব্যূহ ব্যূহিত করিয়া বদ্ধসন্নাহ হইয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষায় যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিত রহিলেন। তখন তাঁহাদিগের রথ ও হস্তীতে মহৎ শ্বেত ছত্র সকল বিমল অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমিততেজা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সুরচিত সেই ক্রৌঞ্চ নামক মহাঘোর অভেদ্য মহা-ব্যূহ দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, আচার্য্য, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসনাদি সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য বহুল শূরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করত তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলেই মহারথ, শাস্ত্রার্থ-কোবিদ এবং নানা শস্ত্র প্রহারে সমর্থ; তোমরা প্রত্যেকেই পাণ্ডু-পুত্রদিগকে নিহত করিতে পার, তবে সকলে সংহত ও সৈন্য সহ একত্রিত হইয়া যে নিহত করিবে, তাহার আর বক্তব্য কি? অপিচ আমাদিগের সৈন্য অপর্য্যাপ্ত এবং ভীষ্মের রক্ষিত; এবং উহাদিগের সৈন্য পর্য্যাপ্ত ও ভীমের রক্ষিত। শত্রুঞ্জয়, সুবীর দুঃশাসন, বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও মণিভদ্রকের সহিত সংস্থান, শূর-সেন, বিকর্ণ, কুক্কুর, রেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবন দেশীয় বীরগণ সসৈন্য, পুরোগামী হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুক।

মহারাজ! তৎপরে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রেরা পার্থদিগের ব্যূহের প্রতি পক্ষে এক মহা ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। মহতী সেনায় চতুর্দ্দিকে পরিবারিত হইয়া ভীষ্ম, মহাসৈন্য দল প্রকর্ষণ করত দেবরাজের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। প্রতাপশালী মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরগণের সহিত ভীষ্মের অনুগামী হইলেন। এবং সর্ব্ব সৈন্যের সহিত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোধগণ যুদ্ধশোভী ভীষ্মের পশ্চাদ্গামী হইলেন। শকুনি স্বকীয় সৈন্যের সহিত, ভরদ্বাজনন্দনকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত সোদরগণে সমবেত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষান্বিত হইয়া অশ্বাতক, বিকর্ণ, চামল, কোশল, দরদ, শক, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত পাণ্ডব বাহিনীর উপর অভিদ্রুত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, অবন্তি-দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি সুশর্ম্মা, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, সাত্বত, কৃতবর্ম্মা নানা দেশীয় রাজগণ, কেতুমান্, বসুদান এবং বিভু কাশীরাজ পুত্র মহতী সৈন্যের সহিত, সেনা পৃষ্ঠে অবস্থিত হইলেন। [illegible] যুদ্ধনিমিত্ত উৎসাহ সহকারে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিলেন, তাঁহাদিগের হর্ষসূচক সেই সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মও সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ-বাদ্য করিলেন। তৎপরে অপরাপর সকলেই শঙ্খ; ভেরী, নানাবিধ পেশী ও আনক সমূহ বাদ্য করিতে লাগিল, তাহাতে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। অনন্তর, শ্বেতাশ্ব-সংযোজিত মহৎ রথে অবস্থিত হৃষীকেশ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় হেমরত্ন-বিভূষিত স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন, হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামে ও সহদেব মণিপুষ্পক নামে শঙ্খ বাজাইয়া উঠিলেন। কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট, মহারথ সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি, মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ইহারা সকলেই স্ব স্ব মহাশঙ্খ বাদ্য করিলেন, এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বীরগণের সমুদীরিত অতি মহান্ নির্ঘোষ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অনুনাদিত করত তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! কুরু ও পাণ্ডব-পক্ষীয় ঐ সকল যোধগণ হৃষ্ট হইয়া উক্তরূপে পরস্পর ত্রাসোৎপাদন করত পুনর্যুদ্ধ নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া রহিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! উভয় পক্ষের সৈন্যব্যূহ ঐ রূপ সজ্জিত হইলে প্রধান প্রহারকেরা কি প্রকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ রূপ রচিত সৈন্য ব্যূহমধ্যে যোধগণ বদ্ধসন্নাহ হইয়া পড়িল, তাহাদিগের মনোহর ধ্বজ সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অপার সাগরোপম সেই সকল সৈন্য অবলোকন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া স্বকীয় সমুদায় যোধগণকে কহিলেন, তোমরা সকলেই সংগ্রামোদ্যত ও বদ্ধ সন্নাহ হইয়া প্রস্তুত হইয়াছ, এক্ষণে সংগ্রামারম্ভ কর। তখন তাঁহারা সকলেই নিষ্ঠুরচিত্ত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডব-দিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তাঁহাদিগের ধ্বজসকল উচ্ছ্রিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর আপনার স্ব-পক্ষ ও পর-পক্ষের রথী ও হস্ত্যারোহীতে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। স্বর্ণপুঙ্খ, সুতেজিত ও অগ্রভাগ অকুণ্ঠিত বাণসকল রথী-কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়া নাগ ও অশ্বগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। তথাবিধ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পরিহিত-বর্ম্মা ভীম-পরাক্রম কুরু-পিতামহ মহাবাহু বিভু ভীষ্ম মহারথ অভিমন্যু, ভীমসেন, অর্জ্জুন, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি ও মৎস্যরাজ, এই সকল নরবীরের সমীপে গমনপূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ভীষ্ম বীরের সমাগমে পূর্ব্বোক্ত মহাব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল; পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্যেরই মহাব্যতিক্রম সঙ্ঘটিত হইল; সাদী, রথী ও প্রবর বাজি সকল হত হইতে লাগিল। রথ সেনা সকল বিপ্রঘাত হইতে থাকিল। তখন নর সিংহ অর্জ্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ! যেখানে পিতামহ আছেন, সেখানে রথ লইয়া চল। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, দুর্য্যোধন-হিতৈষী ঐ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের সেনা ক্ষয় করিবেন। দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ, ইহারা দৃঢ়ধন্বা ভীষ্মের রক্ষিত হইয়া পাঞ্চালদিগকে

সংহার করিবেন, অতএব আমি সৈন্য রক্ষা নিমিত্ত ভীষ্মকে বধ করিব। বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি সযত্ন হও, এই আমি তোমাকে পিতামহ রথ সমীপে লইয়া যাই।

মহারাজ! কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে এই বলিয়া সেই লোকবিশ্রুত রথ ভীষ্মের রথ সমীপে লইয়া গেলেন। ধনঞ্জয় চঞ্চল বহু পতাকাশিত, বকশ্রেণী সবর্ণ বাজি সংযোজিত, মহা ভীষণ নিনাদকারী বানরাধিষ্ঠিত সমুচ্ছ্রিত কেতু-বিরাজিত, আদিত্য কান্তিবিশিষ্ট মহৎ রথ দ্বারা মেঘগম্ভীর শব্দে শূরসেন ও অন্যান্য কৌরবসেনা ধ্বংস করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। সিন্ধু, প্রাচ্য, সৌবীর ও কৈকেয়গণে সুরক্ষিত ও শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, রণস্থলে শূরগণকে ত্রাসিত ও নিপাতিত করিতে করিতে বেগ-সহকারে আগমনশীল প্রভিন্ন বারণের ন্যায় দ্রুতবেগে আগচ্ছন্ত সেই সুহৃদগণের হর্ষবর্দ্ধন ধনঞ্জয়ের সম্মুখে সহসা প্রাদুর্ভূত হইলেন। মহারাজ! কুরু-পিতামহ ভীষ্মদ্রোণ বা কর্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোন রথী গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইতে পারে?

পরে ভীষ্ম সপ্ত সপ্ততি নারাচ, দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চাশৎ, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নব, সিন্ধুরাজও নব, এবং শকুনি পঞ্চ শর ও বিকর্ণ দশ ভল্ল দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহা-বাহু অর্জ্জুন; চতুর্দ্দিকে হইতে শাণিত শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ও ভিদ্যমান অচলের ন্যায় ব্যথিত হইলেন না। সেই অমেয়াত্মা কিরীটী ভীষ্মকে পঞ্চবিংশতি, কৃপকে নব, দ্রোণকে ষষ্টি, বিকর্ণকে তিন, শল্যকেও তিন এবং রাজা দুর্য্যোধনকে পঞ্চবাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভিমন্যু, ইহাঁরা ধনঞ্জয়ের নিকট পরিবৃত হইলেন। তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণের সহিত গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের প্রিয়কার্য্যরত মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের নিকট সমাগত হইলেন। পরন্তু রথিপ্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া অশীতিসংখ্য শাণিত বাণ ধনঞ্জয়ের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন, তাহা দেখিয়া আপনার পক্ষীয়গণ হর্ষসহকারে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে রথিসিংহ প্রতাপবান্ ধনঞ্জয় সেই হর্ষোৎফুল্ল যোধগণের নিনাদ শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রবরদিগের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন, সংগ্রামে স্বসৈন্যদিগকে পার্থ দ্বারা পীড্যমান দেখিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনি এবং দ্রোণ রথিগণের প্রধান, আপনারা উভয়ে জীবিত থাকিতে ঐ বলী অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত, আমাদিগের সৈন্য সমস্ত নিপাতিত করত আমাদিগের মূল কৃন্তন করিতে লাগিলেন। কর্ণ আমাদিগের হিতৈষী উক্তি আপনার নিমিত্তই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রণে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ফাল্গুন হত হয়, আপনি এমত উপায় করুন। মহারাজ! আপনার পিতা দেবব্রত এইরূপে দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া, 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ধিক্' বলিয়া পার্থের রথের নিকট গমন করিলেন। উভয় শ্বেতাশ্ববান্‌কে যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া ভূপালগণ অত্যন্ত সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। দ্রোণপুত্র, আপনারপুত্র দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। সেইরূপ পাণ্ডব-পক্ষীয়েরাও সকলে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া মহাযুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত রহিলেন। তদনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইল। গঙ্গানন্দন নয় শর পার্থের প্রতি, পার্থও মর্ম্মভেদী দশ বাণ গঙ্গানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সমর-শ্লাঘী অর্জ্জুন সহস্র শর প্রয়োগ করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও তখন শর জাল দ্বারা অর্জ্জুনের সেই শরজালকে নিবারণ করিলেন। উহাঁরা উভয়েই যুদ্ধ-নিন্দিত, উভয়েই পরম হর্ষ সহকারে পরস্পর কৃত প্রতীকারার্থী হইয়া নির্ব্বিশেষরূপ রণ করিতে লাগিলেন। যে সকল শরজাল ভীষ্ম শরাসন হইতে প্রমুক্ত হইতে থাকিল, তাহা অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ও শীর্য্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই প্রকার যে সকল শরজাল অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে প্রমুক্ত হইতে লাগিল, তাহা ভাগ ভাগ হইয়া ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল। অর্জ্জুন পঞ্চবিংশতি শরে ভীষ্মকে প্রহার করিলেন, ভীষ্মও নব সংখ্য বাণে পার্থকে প্রহার করিলেন। সেই অরিন্দম দুই বীর পরস্পর অবলীলাক্রমে পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথের ঈশা ও চক্র বেধ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যোধবর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন সারথি বাসুদেবের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন। মধুসূদন ভীষ্ম শরাসনচ্যুত বাণত্রয়ে বিদ্ধ হইয়া সেই রণস্থলে সপুষ্প কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন। অর্জ্জুন মাধবকে নির্ব্বিদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের সারথিকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে সেই দুই বীর সযত্ন হইয়াও পরস্পর রথমধ্য হইতে পরস্পরকে লক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন না, কেন না উভয়েই সারথির নৈপুণ্যসামর্থ্য বশত লাঘব প্রযুক্ত রথের বিচিত্র মণ্ডলকারিত্ব, গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রহার করিবার অবকাশ বত্ম অনুসন্ধানে পুনঃপুনঃ অন্তরপথস্থ হইতে লাগিলেন এবং সিংহ রব সহকারে শঙ্খ শব্দ ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে থাকিলেন। তাঁহাদিগের শঙ্খ ধ্বনি ও রথনেমি শব্দে পৃথিবী সহসা দারিতা, কম্পিতা ও অনুনাদিতা হইল। তাঁহারা উভয়েই উভয়ের সদৃশ, শূর ও বলবান্ উভয়ের মধ্যে কেহই কিছু মাত্র অবকাশ দেখিতে পাইলেন না। কৌরব পক্ষীয়েরা তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে যে ভীষ্মের রক্ষার্থে সমীপে গমন করিলেন, তাহা কেবল ভীষ্মের চিহ্ন মাত্র দ্বারা সেইরূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও পার্থের চিহ্ন মাত্র দ্বারাই তাঁহার রক্ষার্থে সমীপস্থ হইলেন। মহারাজ! সেই নরসিংহদ্বয়ের সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া সকল প্রাণীই বিস্ময়াপন্ন হইল। যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কেহই রণস্থলে তাঁহাদিগের রন্ধ্র দর্শনে সমর্থ হইল না। উভয়েই কখন শরজালে অদৃশ্য, কখন বা অতি শীঘ্র প্রকাশিত হন। উভয়ের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ দর্শক, দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই দুই সুক্রুদ্ধ মহারথকে সমস্ত লোক দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়াও যুদ্ধে পরাজয় করিতে কোন প্রকারে সমর্থ নহে। লোক মধ্যে এই যুদ্ধ আশ্চর্য্যভূত অতি অদ্ভুত ব্যাপার, এতাদৃশ যুদ্ধ কখনই

আর হইবার সম্ভাবনা নাই। ভীষ্ম অশ্ব-সংযুক্ত রথের সহিত চাপহস্তে রণস্থলে বাণ প্রবপন করিতে থাকিলে, ধীমান্ পার্থ উঁহাকে যুদ্ধে কোনক্রমেই জয় করিতে পারিবেন না। সেই রূপ ভীষ্মও দেবগণেরও দুরাসদ ঐ ধনুর্দ্ধর পার্থের সহিত রণে জয়ী হইতে উৎসাহ করিতে পারেন না। ইঁহারা যদি প্রলয় কাল পর্য্যন্তও যুদ্ধ করেন, তথাপি এই যুদ্ধ সমানরূপেই হইতে থাকিবে। উঁহাদিগের প্রতি এই রূপ স্তুতিবাক্য ইতস্তত প্রচারিত হইতে শ্রুত হইল।

মহারাজ! উঁহাদিগের উভয়ের পরাক্রম প্রকাশ সময়ে আপনার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় শূরগণই শাণিত ধার খড়্গ, পরশ্বধ, বহুবিধ বাণ ও অন্যান্য শস্ত্রসমূহ দ্বারা পরস্পর কাটাকাটি করিতে লাগিল। সেই সুদারুণ ঘোর সংগ্রামে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরও মহান্ সমর ব্যাপার হইতে থাকিল।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহেষ্বাস দ্রোণ ও পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে সযত্ন হইয়া রণে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বল। সঞ্জয়! যখন ভীষ্ম পাণ্ডবগণ হইতে যুদ্ধে পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন পৌরুষ অপেক্ষা অদৃষ্টকেই প্রধান মানিতে হইবে, নতুবা ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত চরাচর সংহার করিতে পারেন, তিনি যুদ্ধে পাণ্ডব-সাগর হইতে কেন উত্তীর্ণ হইতে পরিলেন না? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের সহিত দেবগণেরও পাণ্ডবদিগকে রণে জয় করা অসাধ্য। সম্প্রতি এই মহাভয়ানক যুদ্ধের কথা স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আচার্য্য দ্রোণ বিবিধ বাণদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ-নীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, তৎপরে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া চারিটী উত্তম শায়কদ্বারা তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে পীড়িত করিলেন। তদনন্তর বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য-বদনে, 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া নবতি সংখ্য শাণিত শর দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে অপরিমেয়াত্মা প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-নন্দন ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরসমূহদ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন, এবং ইন্দ্রের অশনি-সমস্পর্শ ও দ্বিতীয় যম-দণ্ড স্বরূপ একটি ঘোর শর ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। দ্রোণের সেই বাণ সন্ধান দেখিয়া সমস্ত সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। মহারাজ! সেই স্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম যে, সেই বীর একাকী, গিরির ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন এবং আপনার মৃত্যু স্বরূপ আগম্যমান সেই প্রদীপ্ত মহাঘোর বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং দ্রোণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ অতি দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরে সেই পরাক্রমশীল মহাবীর, দ্রোণের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্ণ-বৈদূর্য্যভূষিত মহাবেগশীল এক শক্তি দ্রোণের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন যেন হাসিতে হাসিতে সেই কনক-ভূষিত পতন্ত শক্তি তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শক্তি নিহত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাযশা দ্রোণ তাঁহার শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া শরাসনের মধ্য স্থান ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহা যশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন হইলে, তিনি গিরিসারময় ভার বিশিষ্ট এক গদা দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদা তাঁহার করমুক্ত হইয়া দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত চলিল; কিন্তু এই স্থলে দ্রোণের অদ্ভুত বিক্রম দেখিলাম। তিনি রথচালনা কার্য্যে লাঘব-নৈপুণ্য হেতু সেই সুবর্ণ ভূষিত গদা বিফল করিলেন। গদা বিফল করিয়াই শিলাশানিত সুশাণিত সুপীত স্বর্ণপুঙ্খ কতকগুলি ভল্ল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল ভল্ল তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল। পরে মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই যুদ্ধে পরাক্রম-পূর্ব্বক অন্য এক ধনুক গ্রহণ করিয়া পাঁচটি বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর উভয় নর-বীরই রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া বসন্ত কালের পুষ্পিত বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎপরে দ্রোণ ক্রোধপরবশ হইয়া চমূমুখে পরাক্রম সহকারে দ্রুপদ-পুত্রের ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তাঁহার ধনুক ছিন্ন হইলে অমেয়াত্মা দ্রোণ, পর্ব্বতের উপর মেঘের জল বর্ষণের ন্যায়, সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ তাঁহার উপর বর্ষণ করিলেন। তৎপরে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন। তৎপরেই চারিটি শাণিত বাণে তাঁহার রথের চারিটি অশ্ব সংহার করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তাহার পরেই আবার অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হস্তাবাপ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব হত হইলে তিনি মহৎ পৌরুষ প্রকাশ করত গদা হস্তে লইয়া রথ হইতে অবরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই দ্রোণ সত্বর হইয়া কতকগুলি শর দ্বারা তাঁহার গদা বিনাশিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর বলশালী সুভুজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শত চন্দ্রযুক্ত মনোরম সুবিপুল চর্ম্ম ও বিপুল দিব্য খড়্গ লইয়া মত্ত হস্তীর প্রতি মাংসার্থী সিংহের ন্যায়, দ্রোণের বধাভিলাষে বেগে অভিদ্রুত হইলেন। তখন ভরদ্বাজ-নন্দনের বাহুদ্বয়ের বল, অস্ত্র প্রয়োগ-লাঘব ও পৌরুষ আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম, তিনি একাকীই বাণবর্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারিত করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদৃশ বলবান্ হইয়াও দ্রোণ সমীপে যাইতে পারিলেন না, দেখিলাম, সেই মহারথ সেই পথিমধ্যেই অবস্থিত হইয়া হস্ত লাঘব সহকারে চর্ম্ম দ্বারা সেই বাণ বর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল মহাবাহু ভীমসেন মহাত্মা দ্রুপদ-পুত্রের সাহায্য নিমিত্ত তথায় আপতিত হইলেন। তিনি শাণিত সপ্তসংখ্য বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরেই সত্বর হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্যরথে আরোহণ করাইলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বৃহৎ এক সৈন্যদলযুক্ত কলিঙ্গরাজকে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষার্থে আদেশ করিলেন। কলিঙ্গরাজের ভয়ানক মহতী সেনা আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। রথিপ্রধান দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া সমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমরে ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন করিলেন। তৎপরে মহাত্মা ভীমের সহিত কলিঙ্গ সৈন্যদিগের

তুমুল, লোম-হর্ষণ ভয়ানক, জগৎ-ক্ষয়কর ঘোররূপ রণ প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বাহিনীপতি কলিঙ্গরাজ সেনাদল সহিত, দুর্য্যোধনের সমাদিষ্ট হইয়া দণ্ড-হস্ত অন্তকের ন্যায় গদা-হস্তে সমরে বিচরণকারী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবল ভীমসেনের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাবল কলিঙ্গরাজ আপনার পুত্রের নিকট তাদৃশ আদিষ্ট হইয়া মহতী সেনা লইয়া ভীমের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন। ভীমসেন চেদিগণের সহিত রথাশ্বনাগকলিল গৃহীতমহাস্ত্র-সমূহ কলিঙ্গ দেশীয় মহৎ সৈন্যদল ও নিষাদতনয় কেতুমান্‌কে আপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অভিমুখ হইলেন। রাজা কেতুমানের সহিত শ্রুতায়ুও ক্রুদ্ধ ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া ব্যূহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণে ভীম সমীপে আগমন করিলেন। কলিঙ্গাধিপতি অনেক সহস্র রথীর সহিত এবং নিষাদগণ ও অযুত গজের সহিত কেতুমান্ ভীমসেনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন; চেদি, মৎস্য, করূষ ও রাজগণের সহিত ভীমসেন সহসা নিষাদগণের উপর ধাবিত হইলেন। তদনন্তর যোধগণ পরস্পর হননেচ্ছায় ধাবিত হইলেন, তাঁহাদিগের ভয়ানক ঘোররূপ যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাজ! যে প্রকার দৈত্য-সেনাসহ ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিপক্ষ দলের সহিত ভীমসেনের সহসা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই মহৎ সৈন্যের সংগ্রাম সময়ে গর্জ্জিতসাগরের ন্যায় মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। মহারাজ! যোধগণ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া সমস্ত পৃথিবী যেন মাংস শোণিতের চিতা করিয়া তুলিল, জিঘাংসাবশত সমরদুর্জ্জয় শূরগণের স্বপক্ষ পরপক্ষ জ্ঞান থাকিল না,—তাহারা স্বপক্ষ হইয়া স্বপক্ষদিগকেই প্রহার করিতে আক্রমণ করিল। বহু-সংখ্য নিষাদ ও কলিঙ্গগণের সহিত অল্প-সংখ্য চেদি যোধগণের অতি মহান্ বিমর্দ্দ হইতে লাগিল। মহাবল চেদিগণ যথাশক্তি পৌরুষ প্রকাশানন্তর ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইল। পরন্তু চেদিগণ নিবৃত্ত হইলে মহাবল ভীমসেন সমুদায় কলিঙ্গগণে সমাক্রান্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন না, স্বকীয় বাহুবলকেই আশ্রয় করিয়া রণ মগ্ন থাকিলেন। মহারাজ! মহাবাহু বৃকোদর স্বকীয় রথোপস্থ হইতে বিচলিত না হইয়া সুশাণিত বাণসমূহ দ্বারা কলিঙ্গ-বরূথিনী সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন; এবং মহাধনুর্দ্ধর মহারথী কলিঙ্গরাজ ও শক্রদেব নামে বিখ্যাত তাঁহার পুত্র ইঁহারা উভয়েই ভীমের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীম স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়ে মনোহর ধনুক বিকম্পিত করত শক্রদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শক্রদেবও সমরে বহু শায়ক নিক্ষেপ করত ভীমসেনের অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ করিলেন। তখন অরিন্দম ভীমসেনকে বিরথ দেখিয়া শক্রদেব শাণিত বাণ বিকিরণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যে প্রকার মেঘমণ্ডলী গ্রীষ্মান্তে জল বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবল শক্রদেব তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ঘোটকবিহীন রথে অবস্থিত হইয়াই সর্ব্বশৈক্যায়সী গদা শক্রদেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! সেই নিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা কলিঙ্গরাজ-পুত্র ধ্বজ ও সারথির সহিত নিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। মহারাজ! কলিঙ্গাধিপতি, আত্মপুত্রকে হত দেখিয়া সহস্র সহস্র রথী দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু বৃকোদর ভীষণ কার্য্য করিবার অভিলাষে গদা পরিত্যাগ করিয়া হেমময় অর্দ্ধচন্দ্র ও বহুল নক্ষত্রে নিচিত অনুপম এক আর্ষভ চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে কলিঙ্গরাজ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীমের বধাভিলাষে ধনুর্গুণ মার্জ্জনপূর্ব্বক সর্প-বিষ সদৃশ এক ভয়ানক শর গ্রহণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রেরিত শাণিত শর বেগে আগত হইতেছে দেখিয়া ভীমসেন সেই বিপুল খড়্গ দ্বারাই তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং আপনার সৈন্য দিগকে ত্রাসিত করত হর্ষ সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর কলিঙ্গরাজ ও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরাপূর্ব্বক শিলা-শাণিত চতুর্দ্দশ তোমর ভীমের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু পাণ্ডব শূন্যপথস্থ সেই তোমরসকল গাত্রে সংলগ্ন না হইতে হইতেই অবলীলাক্রমে শ্রেষ্ঠ খড়্গ দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রণ মধ্যে সেই চতুর্দ্দশ বাণ ছেদন করিয়া কলিঙ্গরাজ-পুত্র ভানুমান্‌কে লক্ষ্য করত ধাবিত হইলেন, ভানুমান্‌ও বাণ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করত নভস্তল নিনাদিত করিয়া বলবৎ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই মহারণে ভীম ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য না করিয়া মহোচ্চ স্বরে মহাশব্দ করিতে থাকিলেন, সেই শব্দে কলিঙ্গ-সেনা ত্রাসান্বিতা হইল এবং সমরে ভীমকে মানুষ বলিয়া মনে করিল না। মহারাজ! তৎপরেই অসিধারী ভীমসেন বিপুল শব্দ করত বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান করিয়া ভানুমানের নাগরাজের দন্তদ্বয় অবলম্বন পূর্ব্বক সেই গজরাজের মধ্যস্থলে আরোহণ করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ সেই মহাখড়্গ দ্বারা ভানুমানের দেহের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরিন্দম বৃকোদর তাঁহার মধ্যভাগ ছেদন করিয়াই সেই গুরুভার সহ খড়্গ নিকটবর্ত্তী গজস্কন্ধে পাতিত করিলেন। গজযূথপতি ছিন্নস্কন্ধ ও আকম্প হইয়া নিনাদ করিতে করিতে, সানুমান্ পর্ব্বতের সিন্ধু বেগ দ্বারা পতনের ন্যায় পতিত হইল। হস্তী পতিত না হইতে হইতেই বদ্ধ সন্নাহ অদীনসত্ত্ব ভরত নন্দন ভীম খড়্গ হস্তে গজ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং নির্ভীক হইয়া গজসকল নিপাতিত করিতে করিতে রণস্থলে বহুল পথ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহাকে ভ্রমন্ত অগ্নিচক্রের ন্যায় সর্ব্বত্র দেখা যাইতে লাগিল। কখন ঘোটকবৃন্দ, কখন বহুল হস্তী, কখন রথসৈন্য; কখন বা পদাতিসকল নিহত করত শোণিতসিক্ত হইয়া সর্ব্ব স্থলেই ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। রণকালে উৎকট বলশালী ও মহাবেগবান্ হইয়া অশ্ব, পদাতি, রথী ও গজ যোধীদিগের দেহ ও মস্তক শিত-ধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে করিতে যেন শ্যেন পক্ষীর ন্যায় রণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি [illegible] বিহীন [illegible] হইয়াও ক্রোধভরে কালান্তক যমসদৃশ হইয়া [illegible] বর্দ্ধন করত সেই সকল শূরদিগকে মোহিত করিতে থাকিলেন।

যখন তিনি মহারণে অতি বেগ সহকারে খড়্গ-হস্তে বিচরণ করেন, তখন সুরেরাই নিনাদ করত তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধার্থে ধাবিত হইতে লাগিল। শত্রুমর্দ্দন মহাবীর বৃকোদর রথি-গণের রথের ঈষা ও যুগ ছেদন করিয়া রথীদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সংগ্রাম ক্ষেত্রে বহুল খড়্গ বিচরণ করিতে দেখা গেল। তিনি ভ্রমণ, উদ্‌ভ্রমণ, আবেধ, আপ্লবন, প্রসরণ, প্লবন, সম্পাত ও উদীরণ, এই সকল গতি বিশেষ রণস্থলে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীম-সেনের খড়্গে ছিন্ন হইয়া কোন কোন হস্তী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কোন কোন হস্তী মর্ম্মস্থানে ভিন্ন হইয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল; কোন কোন হস্তীর দন্ত ও শুণ্ডাগ্র-ভাগ ছিন্ন, কোন কোন নাগের কুম্ভ-বিদীর্ণ হইলে, উহারা যোধবিহীন হইয়া স্বপক্ষীয় অনীক-গণকেই হনন করিতে লাগিল এবং মহারবে নিনাদ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ! তোমরসকল, হস্তীপকের মস্তকসকল, বিচিত্র পরিস্তোম, কনকোজ্জ্বল কক্ষা, গজকণ্ঠভূষণ, শক্তি, পতাকা, কুণপ, তূণীর, যন্ত্র, বিচিত্র ধনুক, শুভ্র, অগ্নিদণ্ড, তোত্র, অঙ্কুশ, বিবিধাকার ঘণ্টা, হেমগর্ভ খড়্গমুষ্টি ও সাদিগণকে রণক্ষেত্রে পতিত ও পতিত হইতে দেখিলাম। নিহত হস্তিগণ এবং হস্তিগণের ছিন্ন গাত্রের পূর্ব্বভাগ ও ছিন্ন শুণ্ডদ্বারা যেন পতিত পর্ব্বতসমূহে সেই রণভূমি পরিব্যাপ্তা হইল।

মহারাজ! নরসিংহ ভীমসেন, এইরূপে মহাগজসকল মর্দ্দন করিয়া অশ্ব ও প্রধান প্রধান অশ্বারোহী নিপাতিত করিতে লাগিলেন, এই যুদ্ধ উভয় পক্ষেরই ঘোরতর হইল। সেই মহারণে বিচিত্র বল্গা, কনকোজ্জ্বল কক্ষা, পরিস্তোম, প্রাস, মহামূল্য ঋষ্টি, কবচ, চর্ম্ম ও বিচিত্র আস্তরণ ছিন্ন ও পতিত দেখা যাইতে লাগিল। সেই বীর বিচিত্র প্রোথ যন্ত্র ও বিমল শস্ত্রসমূহে পৃথিবীতল সমাকীর্ণ করিলেন, তাহাতে পৃথ্বীতল যেন কুমুদনিচয়ে শবল বর্ণ হইল। মহাবল ভীমসেন লম্ফ প্রদান করিয়া খড়্গাঘাতে কোন কোন রথীদিগকে ধ্বজের সহিত পাতিত করিতে লাগিলেন। যশস্বী বৃকোদর রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পুনঃপুনঃ উৎপতন, ধাবন এবং বিচিত্র পথ স্থজন-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া জনগণকে বিস্ময়াপন্ন করিতে থাকিলেন। কোন কোন যোধগণকে আক্ষেপণ করিয়া প্রোথিত, অপর কতকগুলিকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন, অন্যান্য কতক লোকদিগকে গর্জ্জন শব্দে ভয়ার্ত্ত ও কতক যোধদিগকে উরুবেগে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। অনেকে উঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহুল বলবান্ কলিঙ্গ সেনা চতু-র্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ! ভীমসেন শ্রুতায়ুকে কলিঙ্গ সেনার অগ্রভাগে দেখিয়া তাঁহার উপর ধাবমান হইলেন। অমে-য়াত্মা কলিঙ্গাধিপতি, ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহার স্তনদ্বয়ের অন্তরালে নব সংখ্যা শর বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন কলিঙ্গ বাণে অভিহত হওয়াতে তোত্রপীড়িত হস্তী সদৃশ হইয়া ইন্ধনপ্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। অনন্তর সারথি অশোক, হেম-পরিষ্কৃত রথ আনিয়া রথী-বান ভীমসেনের নিকট উপস্থিত করিল। শত্রুসূদন কুন্তী-পুত্র ত্বরা সহকারে রথারোহণ করিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে বলিতে কালিঙ্গের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর বলবান্ শ্রুতায়ু সংক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত শাণিত বাণ-সমূহ ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! মহাবল ভীমসেন কলিঙ্গরাজের চাপবর-বিনির্ম্মুক্ত শাণিত নব সংখ্য বাণে অত্যন্ত সমাহত হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় সাতিশয় কোপিত হইলেন। বলি-প্রধান ভীম, ক্রোধবশত এক বলবৎ শরাসন আয়ত করিয়া লৌহময় সপ্ত সংখ্য শরদ্বারা কালি-ঙ্গকে হনন করিলেন এবং তাঁহার সত্যদেব ও সত্য নামে দুই জন বলবান্ চক্ররক্ষককে দুই ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করি-লেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা বৃকোদর, শাণিত তিন নারাচদ্বারা কেতুমানকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া কালিঙ্গ ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধপরবশ হইয়া, বহুসহস্র সৈন্য লইয়া, অমর্ষণ ভীমের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন। শত শত কালিঙ্গগণ শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশ্বধসমূহে ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল ভীম সমুত্থিত শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া, বেগসহকারে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া, সপ্ত শত বীরকে যমভবনে পাঠাইলেন এবং পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ দুই সহস্র কালিঙ্গকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। ভীমপরাক্রম ভীম এইরূপে পুনঃ পুনঃ বহুল কলিঙ্গ সৈন্য নিপাত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ভীমকর্ত্তৃক হতারোহী ও শরার্ত্ত হইয়া বাতনিহত মেঘের ন্যায়, অনীক-মধ্যে নিনাদ করিতে করিতে স্বকীয় সৈন্যসকল মর্দ্দন করিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। তদনন্তর বলশালী খড়্গ-ধারী মহাবাহু ভীম হর্ষ সহকারে মহানির্ঘোষ শঙ্খধ্বনি করি-লেন। তাহাতে সমস্ত কালিঙ্গদিগের চিত্ত কম্পিত ও মোহ উপস্থিত হইল। সর্ব্বস্থলেই গজেন্দ্রসদৃশ ভীমসেন দ্বারা সৈন্য গণ কম্পিত হইতে লাগিল এবং বাহনগণ মলমূত্র পরিত্যাগ করিল। তিনি রণস্থলে বহুলপথে ইতস্তত ধাবন ও উৎপতন-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া বিপক্ষদলের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। যে প্রকার বৃহৎ সরোবর গ্রাহদ্বারা আলোড়িত হয়, তদ্রূপ কালিঙ্গ সৈন্য ভীমসেনভয়ে ত্রাসাবিত ও বাধাশূন্য হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সমস্ত কালিঙ্গ বীর যোধগণ, অদ্ভুতকর্ম্মা ভীমসেনকর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া ইতস্তত বিদ্রবণ করিতে থাকিতে পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত হইলে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন 'যুদ্ধ কর' বলিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে সংগ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ সেনাপতির বাক্য শুনিয়া প্রহারপটু রথি-সৈন্যের সহিত, ভীমের সমীপে আগমন করি-লেন। ধর্ম্মরাজও মেঘবর্ণ মহানাগ সৈন্যের সহিত, তাঁহা-দিগের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বপক্ষ সমস্ত সেনাকে আদেশ করিয়া, বীরপুরুষগণে সমাবৃত হইয়া, ভীম-সেনের পার্শ্বভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চাল রাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীম ও সাত্যকি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তদ্-ভিন্ন অপর কেহ জগতে প্রিয়কারী নাই। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্ট-দ্যুম্ন মহাবাহু অরিন্দম ভীমসেনকে কলিঙ্গ-সেনা মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া হর্ষ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জনপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, ধৃষ্ট-দ্যুম্নের পারাবাত সদৃশ ঘোটক-যোজিত হেম-পরিষ্কৃত রথের

রক্ত-কাঞ্চনধ্বজ দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। অমেয়াত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নও ভীমসেনকে কালিঙ্গগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া তাহার রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ শিনি-পৌত্র পুরুষপ্রবর সাত্যকি, দূর হইতে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে কালিঙ্গ যোধগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া বেগে তথায় গমনপূর্ব্বক উভয়ের পার্শ্ব-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চিত্রক্রূরতা অবলম্বন ও শরাসনগ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমও কালিঙ্গদিগের মাংস শোণিত-দ্বারা কর্দ্দমময়ী ও রুধির ধারা স্রোতস্বতী নদী প্রাবর্ত্তিতা করিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে মহাবল ভীমসেনই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্তে দুস্তরণীয় কলিঙ্গ সেনামধ্যে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেনকে তথাবিধ দেখিয়া আপনার পক্ষীয় যোধগণ উচ্চশব্দে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, 'সাক্ষাৎ কাল ভীমরূপে কালিঙ্গগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।' তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম রণমধ্যে ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যূহিত সৈন্যে সমবৃত ও সত্বর হইয়া ভীমের নিকট আগত হইলেন। তখন সাত্যকি, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের হেমপরিষ্কৃত রথ সমীপে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলে গঙ্গা-পুত্রকে বেগ-সহকারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রত্যেকে তিন তিন বাণে সহসা ভীষ্মকে প্রহার করিলেন। আপনার পিতা দেবব্রতও সেই যত্নবান্ মহাধনুর্দ্ধরদিগের প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে সহস্র শরদ্বারা মহারথীদিগকে নিবারিত করিয়া ভীমের কাঞ্চনবর্ম্মিত অশ্বদিগকে শরদ্বারা নিহত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন হতাশ্ব-রথেই অবস্থিত হইয়া গঙ্গানন্দনের রথের উপর বেগ সহকারে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পিতা দেবব্রত সেই শক্তি আগত না হইতে হইতেই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং তাহা ভূতলে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইল। মনুষ্যসিংহ ভীমসেন তৎপরে শৈক্য-লৌহময়ী মহতী গদা গ্রহণ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। রথিপ্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন যশস্বী ভীমসেনকে তৎক্ষণাৎ স্বরথে উঠাইয়া লইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ ভীমের প্রিয় কার্য্যাভিলাষে বাণসমূহ দ্বারা কুরুবৃদ্ধের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তাঁহার সারথি নিহত হইলে রথের অশ্ব-সকল বাতবেগে রণভূমি হইতে তাঁহাকে অপনীত করিল। মহারাজ! মহারথী ভীষ্ম রণস্থল হইতে অপনীত হইলে ভীমসেন, কক্ষ-দহনকারী উদ্দীপ্ত বহ্নির ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন—সেনামধ্যে অবস্থিত হইয়া সমস্ত কালিঙ্গদিগকে হনন করিতে লাগিলেন। আপনার পক্ষীয় কোন যোধগণই ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারিল না। তিনি পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করণপূর্ব্বক সাত্যকির সমীপবর্ত্তী হইলেন। যদুবংশসিংহ অব্যর্থ বিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের হর্ষ বর্দ্ধন করত তাঁহার সাক্ষাতে ভীমসেনকে কহিলেন, কালিঙ্গরাজ তৎপুত্র কেতুমান্ এবং শক্রদেব ও অন্যান্য কালিঙ্গগণকে তুমি, সৌভাগ্যক্রমেই যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছ। গজ, ঘোটক ও রথসমূহে সঙ্কুল, বহুল মহাপুরুষ ও যোধগণ-নিষেবিত কালিঙ্গ সৈন্যব্যূহ তুমি একাকীই বাহু-বল-বীর্য্য দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছ। অরিন্দম দীর্ঘ-বাহু শিনি-পৌত্র এইরূপ বলিয়া রথস্থ ভীমসেনকে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদানে তাঁহার রথে গিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। সেই মহারথ পুনর্ব্বার স্বরথে আসিয়া ভীমের বলাধান করিবার নিমিত্ত ক্রোধ সহকারে আপনার পক্ষীয় যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্নে সময় গত হইলে রথ, অশ্ব, হস্তী ও সাদিগণের সাতিশয় ক্ষয় হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-পুত্র, শল্য, কৃপ, এই তিন মহারথ মহাত্মাদিগের সহিত সংগ্রামে সংযুক্ত হইলেন। পাঞ্চালরাজ-পুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার লোকবিদিত অশ্ব কয়েকটি শাণিত দশ বাণে নিহত করিলেন। বাহন হত হইলে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া শল্যের রথে আরোহণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন, ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে মিলিত দেখিয়া শাণিত বাণ সকল বিকিরণ করিতে করিতে তথায় আপতিত হইলেন; এবং শল্যের উপর পঞ্চ বিংশতি, কৃপের প্রতি নব সংখ্য এবং অশ্বত্থামার উদ্দেশে অষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া অভিমন্যুকে বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ, অভিমন্যুকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধ সহকারে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, পরে তাঁহাদিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অভিমন্যুও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক লঘুহস্তে পঞ্চ শত শরে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ শর দ্বারা অভিমন্যুর ধনুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া জন সকল চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু সেই ছিন্ন-শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক বেগবান বিচিত্র চাপ গ্রহণ করিলেন। সেই পুরুষ প্রধানদ্বয়যুক্ত ও পরস্পর কৃত প্রতীকারৈষী হইয়া শাণিত তীক্ষ্ণবাণ সমূহ দ্বারা পরস্পর হনন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন আপনার পৌত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক মহাবল স্বীয় পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত রাজারাই অভিমন্যুকে রথসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কৃষ্ণ-তুল্য পরাক্রমশীল যুদ্ধ-দুর্জ্জয় শৌর্য্য-সম্পন্ন অভিমন্যু সেই শূরগণে পরিবৃত হইয়াও ম্লান হইলেন না। ধনঞ্জয় স্বীয় আত্মজ সুভদ্রা-পুত্রকে, তাদৃশ রথিগণসংযুক্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পরিত্রাণ-কামনায় সেই দিকে অভিদ্রুত হইলেন। তৎপরে ভীষ্ম, দ্রোণপ্রমুখ রাজগণ রথী, গজারোহী ও সাদীগণের সহিত, সহসা সব্যসাচীর প্রতি ধাবমান হইলেন। নাগ, অশ্ব, রথ ও সাদিগণের তীব্র পদধূলি সহসা উদ্ধূত হইয়া সূর্য্যপথগত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র গজারোহী ও শত শত মহীপালেরা কোন প্রকারেই তাঁহার বাণপথে নিরাকৃত করিয়া সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। সকল প্রাণীই নিনাদ করিতে লাগিল; দিক্ সকল

তিমিরময় হইল; কুরুগণের নিদারুণ অনীতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিরীটীর শরসমূহে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি ভূমিতল, কি ভাস্কর; কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। অনেক হস্তীর ধ্বজ অবসাদিত, অনেক রথির অশ্ব হত এবং অনেক রথ-যূথপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন রথীদিগকে রথ বিহীন হইয়া বলয়-হস্তে আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে দেখা গেল। অর্জ্জুনের ভয়ে গজারোহী গজ এবং হয়ারোহী হয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-বাণে রাজগণকে রথ হইতে, গজ হইতে ও অশ্ব হইতে পাতিত ও পাত্যমান দেখিতে লাগিলাম। অর্জ্জুন রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রণস্থলে ইতস্তত যোধগণের গদা, খড়্গ, প্রাস, তূণীর, শর, শরাসন, অঙ্কুশ ও পতাকার সহিত উদ্যত বাহুসকল ছেদন করিতে লাগিলেন। পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, নিস্ত্রিংশ, তীক্ষ্ণ পরশ্বধ, তোমর, চর্ম্ম, কবচ, ধ্বজ, সর্ব্বত্র-নিক্ষিপ্ত অন্যান্য শস্ত্র, ছত্র, হেমদণ্ড, অঙ্কুশ, প্রতোদ, কশা ও যোত্রের রাশি রাশি বিদীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হইয়া রণভূমিতে ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। মহারাজ! আপনার সৈন্যমধ্যে এতাদৃশ পুরুষ কেহ ছিল না, যে সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখ-যুদ্ধে কোন প্রকারে অগ্রসর হয়। যে যে ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে লাগিল, সেই সেই ব্যক্তিই অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শরে পরলোক প্রাপ্ত হইতে থাকিল। আপনার যোধগণ সর্ব্ব প্রকারে পলায়িত হইলে বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আপনার পিতা দেবব্রত সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া সমরমধ্যে দ্রোণাচার্য্যকে হাস্যমুখে কহিলেন, কৃষ্ণের সহিত এই পাণ্ডুপুত্র বলবান্ বীর অর্জ্জুন সৈন্যদিগের প্রতি যে প্রকার করিতে সমর্থ, তদ্রূপই করিতেছেন। ইহাঁর যে প্রকার কালান্তক যম সদৃশ মূর্ত্তি দেখিতেছি, ইহাতে আজি কোন প্রকারেই সমরে ইহাঁকে জয় করিতে পারা যাইবে না। দেখ, এই মহতী অনীকিনী পরস্পর ঈক্ষণপূর্ব্বক বিদ্রুত হইতেছে, এক্ষণে ইহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত করাও অসাধ্য এবং ভানুমানও সমুদায় লোকের সর্ব্ব প্রকারে দৃষ্টি অপহরণ করত অস্তাচল অবলম্বন করিতেছেন। হে পুরুষপ্রবর! যোধগণ ভীত ও শ্রান্ত হইয়াছে, ইহারাও কোন প্রকারে আর সংগ্রাম করিতে পারিবে না, অতএব সৈন্যগণের অবহার করাই বিবেচনা করিতেছি। মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম, আচার্য্যসত্তম দ্রোণকে এইরূপ কহিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের অবহার করিলেন। তদনন্তর সূর্য্য অস্তগত হইলে সায়ং সময়ে উভয় পক্ষেরই সৈন্যাবহার হইল।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে শত্রুতাপন শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। কুরুপিতামহ বৃদ্ধ আপনার পুত্রদিগের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই দিন গারুড় নামক মহাব্যূহ রচিলেন। সেই গারুড় ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত স্বয়ং থাকিলেন। চক্ষুর্দ্বয়ে দ্রোণ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা রহিলেন। সমবেত ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধানদেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই যশস্বী উহার শিরঃস্থলে অবস্থিত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত ও জয়দ্রথ, ইহাঁরা মদ্রক সিন্ধু সৌবীর ও পঞ্চনদ দেশীয়গণে সমবেত হইয়া উহার গ্রীবা প্রদেশে সন্নিবেশিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া উহার পৃষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিলেন। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ কাম্বোজ, শক ও শূরসেন দেশীয় যোধগণ উহার পুচ্ছদেশে অবস্থিত হইলেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীবৃষগণ বৃহদ্বলের সহিত উহার বাম পক্ষ আশ্রয় করিলেন।

মহারাজ! পরন্তপ সব্যসাচী বিপক্ষগণের সেইরূপ ব্যূহ সজ্জিত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমভিব্যাহারে ব্যূহ রচনা করিলেন। পাণ্ডবেরা ভবৎ পক্ষীয় গারুড় ব্যূহের প্রতিপক্ষে অর্দ্ধচন্দ্র নামে অতি দারুণ ব্যূহ রচনা করিলেন। উহার দক্ষিণ অগ্রভাগে নানা শস্ত্রসমূহ-সম্পন্ন নানা দেশীয় নৃপগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন বিরাজমান হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ, তাঁহাদিগের পরেই নীলায়ুধ-সম্পন্ন নীল রাজা, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও পৌরবগণে সমাবৃত মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহৎ সৈন্যদলের সহিত উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও গজবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই স্থলেই বিরাজিত রহিলেন। তাঁহার পরেই সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যু রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই ইরাবান্, তৎপরে ঘটোৎকচ, তৎপরে মহারথ কৈকেয়গণ ত্বরা সহকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই বাম অগ্রভাগে সকল জগতের রক্ষক জনার্দ্দন যাঁহার রক্ষক সেই মানবেন্দ্র ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা এবং তৎপক্ষীয় রাজগণ আপনার পুত্রদিগের বধ নিমিত্ত মহাব্যূহ প্রতিব্যূহিত করিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর উভয় পক্ষেরই রথী ও গজারোহিগণের সহিত পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাঁহারা পরস্পর হতাহত করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে রথী ও গজারোহিদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর হনন করিতে দেখা গেল। সেই তুমুল যুদ্ধে আপনার ও তাঁহাদিগের পক্ষের যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধাবমান ও পৃথক্ পৃথক্ পরস্পর-হননকারী রথী নরবীরদিগের তুমুল শব্দ, দুন্দুভি-ধ্বনিতে বিমিশ্র হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষের ব্যূহিত অনীকমধ্যে অতিরথ ধনঞ্জয় বাণসমূহ দ্বারা আপনার রথ-যূথপসকলকে নিপাতিত করত রথসৈন্য বধ করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র দল প্রলয় কালীন কাল সদৃশ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও অতি যত্নসহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা নির্ম্মল যশঃপ্রার্থী হইয়া,

মত্যুই যুদ্ধের নিবর্ত্তক মনে করিয়া একাগ্র মানসে বহু প্রকারে পাণ্ডব-বরূথিনী ভগ্ন করিতে লাগিলেন; তাহাতে পাণ্ডব-পক্ষীয়েরা ভগ্ন হইতে লাগিল। তখন কি পাণ্ডব, কি কৌরব পক্ষীয়, সমুদায় সৈন্যই ভগ্ন, পলায়িত ও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। ধূলিপটলী রণভূমি হইতে উদ্ধৃত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কোন প্রকারেই কেহ দিক্ বিদিক্ জ্ঞান করিতে পারিল না; রণক্ষেত্রে ইতস্তত সংজ্ঞা, নাম ও গোত্র উল্লেখে অনুমান দ্বারাই তখন পরস্পর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবদিগের ব্যূহ সত্যসন্ধ দ্রোণকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে পাণ্ডবেরা ভেদ করিতে পারিলেন না; সেইরূপ পাণ্ডবদিগের মহাব্যূহ ও সব্যসাচী ও ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কৌরবেরা ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। উভয় সেনারই রথী ও গজারোহী মানবেরা ব্যূহের অগ্রভাগ হইতে আপতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগকে বিমলাগ্রভাগ বিশিষ্ট ঋষ্টি ও প্রাসাস্ত্র দ্বারা নিপাতিত করিতে থাকিল। সেই অতি ভয়ঙ্কর রণে রথী রথীদিগের সন্নিহিত হইয়া কনক-ভূষিত বাণসমূহ দ্বারা সংহার করিতে লাগিল। আপনার ও পাণ্ডব পক্ষীয় ভূরি ভূরি গজারোহী ভূরি ভূরি সংযুক্ত গজারোহীদিগকে নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা পাতিত করিতে লাগিল। সমূহ সমূহ পদাতিগণ পরস্পর জাতক্রোধ ও উৎসাহসমন্বিত হইয়া ভিন্দিপাল ও পরশ্বধসমূহে ভূরি ভূরি পত্তিগণকে বধ করিতে লাগিল। রথিগণ গজ-যোধীদিগকে সম্মুখে পাইয়া গজের সহিত তাহাদিগকে এবং গজ-যোধিগণও রথীদিগকে সম্মুখে পাইয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ রথীদিগকে রথিগণও হয়ারোহীদিগকে প্রাসাস্ত্র-দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের সেনামধ্যে পদাতিগণ রথীদিগকে রথিগণও পদাতিদিগকে শাণিত শস্ত্র দ্বারা পাতিত করিতে লাগিল। গজারোহিগণ হয়ারোহীদিগকে, হয়ারোহিগণও গজারোহীদিগকে পাতিত করিতে থাকিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। স্থানে স্থানে প্রধান প্রধান গজারোহিগণ কর্ত্তৃক পদাতিগণ এবং পদাতিগণ কর্ত্তৃকও গজারোহিগণ নিপাতিত হইতে দেখা গেল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতিসঙ্ঘ সাদিগণকর্ত্তৃক এবং শত শত সহস্র সহস্র পদাতিসঙ্ঘ পদাতি-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিপাত্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! ধ্বজ, কার্ম্মুক, তোমর, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, চিত্রিত কবচ, কণপ, অঙ্কুশ, বিমল, অসি, স্বর্ণপুঙ্খ শর, পরিস্তোম, কুথা, মহামূল্য কম্বল ও মাল্যদাম, এই সকল পতিত বস্তুতে রণভূমি চিত্রিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। পাতিত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য শরীরে এবং মাংস-শোণিত-কর্দ্দমে রণস্থল অগম্য হইল। তখন মনুষ্যরক্তে ক্ষিতিতল সিক্ত হওয়াতে ধূলিসকল শমতা পাইল, সুতরাং সমস্ত দিকই নির্ম্মল হইল। হে ভরত-প্রবর! জগৎ বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ রণস্থলে চতুর্দ্দিকে অগণ্য কবন্ধসকল উত্থিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! সেই সুদারুণ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথীদিগকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে দেখা গেল। তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ সিংহতুল্য পরাক্রমশীল বীর পুরুষেরা সমরাসক্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন, এবং সকল রাজগণের সহিত ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়, সমরস্থ আপনার পুত্রগণ ও আপনার পক্ষে অন্যান্য যোধগণকে দেবগণ-কর্ত্তৃক দানবদিগকে বিদ্রাবিত করণের ন্যায় বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষত্রিয়প্রধানেরা সমরে পরস্পর হনন করত রক্তসিক্ত হইয়া দানবগণের ন্যায় ভীষণরূপে বিরাজমান হইলেন। উভয় পক্ষেরই প্রধান বীরগণ বিপক্ষ বীরদিগকে জয় করিয়া নভস্থলে বৃহৎ গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। তৎপরে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সহস্র রথীর সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত পাণ্ডবেরাও মহতী সেনায় সমবেত হইয়া অরিন্দম ভীষ্ম ও দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। কিরীটীও সংক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততস্থিত প্রধান প্রধান পার্থিবগণের প্রতি যুদ্ধে সঙ্গত হইলেন। অর্জ্জুনপুত্র ও সাত্যকি, সুবলরাজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর পরস্পরজিগীষু আপনার ও পরপক্ষীয়গণের পুনর্ব্বার লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে সেই সকল পার্থিবগণ রণে ফাল্গুনকে দেখিয়া ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে রথ-নিচয়ে বেষ্টন করিয়া বহুল সহস্র শরে সমাকীর্ণ করিলেন। বিমল তীক্ষ্ণ শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশ্বধ, মুদ্গর ও মুষল সকল ফাল্গুনের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থও সর্ব্বদিগের পুঞ্জ পুঞ্জ শলভ দলের ন্যায় সেই বাণ বর্ষণ কনক-ভূষণ শরসমূহ দ্বারা অবরোধ করিলেন। সেই স্থলে বীভৎসুর অলৌকিক হস্তলাঘব দেখিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ও অভিমন্যু মহতী সেনায় সমবেত হইয়া সৌবল ও তদীয় শৌর্য্যসম্পন্ন সৈন্যগণকে রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সৌবল শূরগণ ক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ শস্ত্রদ্বারা সাত্যকির উত্তম রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিল। শত্রুতাপন সাত্যকি রণস্থলে ছিন্নরথ পরিত্যাগ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হইয়া সন্নতপর্ব্ব শাণিত শরসমূহ দ্বারা ত্বরা-সহকারে সৌবল সৈন্য হনন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ রণে সংযত হইয়া কঙ্কপত্র-পরিচ্ছদ তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা ধর্ম্মরাজের বাহিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতে দ্রোণ সৈন্যের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। যে প্রকার পূর্ব্বকালে দেবাসুরগণের সুদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল অতি মহা সংগ্রাম হইতে লাগিল।

রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সংগ্রামে মহৎ কার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উভয়কেই নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! সেই স্থলে আমরা হিড়িম্বাপুত্রের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম, যে, সে পিতা ভীমসেনকেও অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে

বিক্রম করিতে লাগিল। ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে অমর্ষণ দুর্য্যোধনের হৃদয়ে এক শর বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই কঠিন শরপ্রহারে বিমোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া সত্বর হইয়া রণস্থল হইতে তাঁহাকে অপনীত করিল, তাহাতে তাঁহার সৈন্যসকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তৎপরে ভীমসেন সেই কৌরব-সৈন্যকে ইতস্তত ভগ্ন হইয়া ধাবিত হইতে দেখিয়া তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদিগের সৈন্যকে শত্রুসৈন্যবিনাশক তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনার পুত্রের পলায়মান সৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই সকল সৈন্য মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর সহস্র সহস্র রথ ইতস্তত ধাবমান হইলে, এক-রথস্থ শিনিকুল-ভূষণ সাত্যকি ও সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু সমরে চতুর্দ্দিক হইতে সৌবলী সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা দুইজন যেন নভস্তলে অমাবস্যাগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যগণের উপর মেঘমণ্ডলীর জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই কৌরব সৈন্য সকল পার্থের শর বর্ষণে বধ্যমান হওয়াতে বিষাদ ও ভয়ে কম্পিত হইয়া সমরস্থল হইতে ধাবমান হইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দুর্য্যোধনহিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে রাজা দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দ্রবমাণ সেই সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিবর্ত্তিত করিলেন। মহারথী ক্ষত্রিয়েরা যে যেখানে আপনার পুত্রকে দেখিল, সে সেই স্থানেই নিবৃত্ত হইল। তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়াই ইতর ব্যক্তি সকল পরস্পর স্পর্দ্ধা দ্বারা এবং অনেকে লজ্জাপ্রযুক্তও নিবৃত্ত হইল। সেই সকল সৈন্যদিগের পুনরাবর্ত্তন সময়ে চন্দ্রোদয়ে পূর্য্যমাণ সাগরবেগের ন্যায় বেগ হইয়া উঠিল। রাজা সুযোধন তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পিতামহ! আমি যাহা আপনাকে বলি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি পুত্র ও সুহৃদ্‌জন সহিত অস্ত্রজ্ঞপ্রধান দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে যে, সৈন্য সকল পলায়মান হয়, ইহা আপনাদিগের যে অনুরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা বিবেচনায় হয় না। সংগ্রামে কোন প্রকারেই পাণ্ডবদিগকে কি আপনার, কি আচার্য্য দ্রোণের, কি অশ্বত্থামার, কি কৃপাচার্য্যের প্রতিযোগী মনে করি না। যখন সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়াও আপনি ক্ষমা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনিই পাণ্ডবদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বে সমাগমকালে আমাকে আপনার বলা কর্ত্তব্য ছিল যে, "আমি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি বা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিব না," তাহা হইলে আপনার ও আচার্য্য মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া, তখনই আমি কর্ণের সহিত কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া একটা নিশ্চয় করিতাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে যদি উপস্থিত সংকুলে আমি আপনার ও আচার্য্য মহাশয়ের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন। সুযোধনের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, মুহুর্ম্মুহু হাস্য করত ক্রোধে চক্ষু বিবর্ত্তিত করণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি বহুবার আপনাকে এই হিতকর ও পথ্য বাক্য বলিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবেরা যুদ্ধে সবাসব দেবগণেরও অজেয়। যে যাহা হউক, এক্ষণে এই সংগ্রামে এই বৃদ্ধের যতদূর সাধ্য, তাহা সামর্থ্যানুসারে করিতেছি, আপনি বান্ধবগণের সহিত দেখুন। অদ্য সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে বান্ধব ও সৈন্যগণের সহিত বীর পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিব। জনাধিপতি আপনার পুত্র, ভীষ্মকর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া হর্ষ সহকারে শঙ্খধ্বনি ও ভেরী বাদ্য করিলেন। সেই মহৎ নিনাদ শুনিয়া পাণ্ডবেরা শঙ্খ, ভেরী ও মুরজ বাদ্য করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই সুদারুণ যুদ্ধে আমার পুত্রের বাক্যে বিশেষরূপে ক্রোধিত হইয়া, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়া, পাণ্ডবদিগের প্রতি কিরূপ করিলেন এবং পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালেরাই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ যুদ্ধ করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্ণের ভূয়িষ্ঠ কাল গতে, দিবাকর কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিগবলম্বী এবং মহাত্মা পাণ্ডবেরা জয়প্রাপ্ত ও হৃষ্ট হইলে, সর্ব্বধর্ম্মবিশেষজ্ঞ আপনার পিতা দেবব্রত আপনার সমস্ত পুত্রগণ ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেগবান্ অশ্বদ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগের উপর ধাবমান হইলেন। হে ভারত! তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল এই সুদারুণ ঘটনা কেবল আপনার অনীতি প্রযুক্তই হয়। সে যাহা হউক, তখন পর্ব্বত বিদারণধ্বনির ধনুষ্টঙ্কার ও তলাঘাতের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল এবং তিষ্ঠ, আছি ইহাকে জ্ঞাত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, রহিয়াছি প্রহার কর, এইরূপ শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চন তনুত্রাণ, কিরীট ও ধ্বজ সকলের পতন ধ্বনি, শৈলে শিলাপতনের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও ভূষণ-শোভিত বাহু সকল ভূতলে পড়িয়া বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুষ প্রবর গৃহীতাস্ত্র, কেহ কেহ বা উদ্যত শরাসন হইয়াই ছিন্নমস্তক হইয়া তদবস্থ রহিল। রণক্ষেত্রে মনুষ্য, অশ্ব ও নাগ শরীর হইতে সমুৎপন্না, গৃধ্র ও গোমায়ুর হর্ষবর্দ্ধিনী রুধির বাহিনী মহা স্রোতস্বতী ঘোর নদী উৎপন্না হইল। মাতঙ্গের অঙ্গ সকল ঐ নদীর শিলা, মাংস শোণিত উহার কর্দ্দম এবং উহা পরলোকরূপ সাগরাভিমুখে বহমানা হইতে লাগিল। মহারাজ! আপনার পুত্রদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ দেখিলাম, এইপ্রকার যুদ্ধ কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই সেই রণস্থলে নিপতিত যোধগণের শরীরে রথ গমনের পথ থাকিল না, পতিত গজ শরীর দ্বারা সেই রণক্ষেত্র যেন নীলবর্ণ গিরিশৃঙ্গে সমাবৃত হইয়া উঠিল। পরিকীর্ণ বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণসমূহ দ্বারা রণস্থল, শরৎকালের নভস্তল সদৃশ শোভমান হইল। কোন কোন মনুষ্যেরা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া

অদীন ভাবে দর্প সহকারে দন্তাঘাতে পীড়ন দ্বারা প্রকর্ষণ করিতে সমরে শত্রু পক্ষের উপর ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে সমর-ভূমিতে প্রতিত হইয়া পিতঃ! ভ্রাতঃ! সখে! বন্ধু! বয়স্য! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনেকে আইস, নিকটে আইস, কি ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সমরে আছি, তুমি ভয় করিও না বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এতাদৃশ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম নিরন্তর মণ্ডলাকার ধনুক-হস্তে আশীবিষ সর্প সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণসকল প্রহার করিতেছিলেন। মহারাজ! সংযতব্রত ভীষ্ম মহাশয়, শর দ্বারা সমস্ত দিক্ একপথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় রথী-দিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতেছিলেন। মহারাজ! তাঁহাকে সর্ব্ব স্থলেই হস্তলাঘব প্রদর্শন করত অলাত-চক্র সদৃশ হইয়া যেন রথবত্মে নৃত্য করিতে দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার লাঘবনৈপুণ্যহেতু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমরস্থলে সেই এক বীরকে বহু শত সহস্র দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া তত্রস্থ সকলে মনে করিতে লাগিল। তাঁহাকে পূর্ব্বদিকে দেখে; আবার ক্ষণ মাত্রেই পশ্চিমদিকে দেখে; আবার ক্ষণমাত্রেই উত্তর দিকে নিরীক্ষণ করে এবং তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে অবলোকন করে। পাণ্ডবদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবল তাঁহার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বাণসমূহই দেখিতে লাগিলেন। বীর-গণ তাঁহাকে সমরে সৈন্য বিনাশ ও সুদারুণ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বহুবিধ বহুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়গণ, অমানুষ রূপে বিচরণকারী আপনার পিতা সেই সংক্রুদ্ধ ভীষ্মরূপ অগ্নিতে শলভের ন্যায় প্রমোহিত হইয়া আত্ম বিনাশার্থ পতিত হইতে লাগিল। সেই লঘুহস্তে যুদ্ধ-শীল বীরের বহুত্ব হেতুও সমরে কোন একটী শর নর, নাগ বা অশ্ব শরীরে ব্যর্থ হইল না। একটি বিমুক্ত বাণেই বর্ম্ম-সংনদ্ধ হস্তীকে যেন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত ভেদের ন্যায় ভেদ করিয়া ফেলেন। সুতীক্ষ্ণ এক নারাচ দ্বারা একত্রিত বর্ম্মিত দুই তিন গজারোহী সংহার করেন। যুদ্ধে যে কেহ সেই নরব্যাঘ্রের সমীপস্থ হয়, সে মুহূর্ত্তকাল মাত্র দৃষ্ট হইয়াই ভূতলে পতিত দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের মহাসৈন্যদল অতুল-বীর্য্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইল; মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের সাক্ষাতেই শরবর্ষণে পীড়িত হইয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষ মহারথগণ ভীষ্ম-বাণে পীড়িত হইয়া পলায়নপর হইতে লাগিল; সেনাপতি বীরগণ যত্নবান্ হই-য়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। মহারাজ! প্রধান সৈন্যসমস্তও মহেন্দ্র সম বীর্য্যবান্ ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া রণস্থল হইতে ভগ্ন হইতে লাগিল। দুই জন একত্রে ধাবিত হইল না অর্থাৎ ধাবিত হইতে কেহ কাহার অপেক্ষা করিল না। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল হাহাভূত ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহাদিগের রথ, নাগ, অশ্ব ধ্বজ ও কূবর পতিত হইতে লাগিল। এই রণে যেন দৈবপ্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে সংহার এবং সখা প্রিয় সখাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক যোদ্ধাকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া ধাবিত হইতে দেখা গেল। পাণ্ডবী সেনাকে গোযূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ও তাহাদিগের রথযূথপ-সকলকে উদ্‌-ভ্রান্ত হইতে দেখা গেল। যদুবংশ নন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণ ভগ্ন দেখিয়া রথবর নিবৃত্ত করণপূর্ব্বক পার্থকে কহিতে লাগিছেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই সময় এই উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে ঐ ভীষ্মের প্রতি প্রহার কর, নচেৎ মোহ প্রাপ্ত হইবে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে রাজগণের সমাগম কালে বলিয়াছিলে যে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্যিক মধ্যে যে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিব; এইক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, স্বপক্ষ সৈন্যসকল ইতস্তত ভগ্ন হই-তেছে। ঐ দেখ, যুধিষ্ঠির-পক্ষ রাজগণ রণ হইতে পলায়ন করিতেছেন। উহাঁরা সমরে ভীষ্মকে কৃত-ব্যাদান-মুখ যমস্বরূপ বোধ করিয়া সিংহ দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভয়ার্ত্ত হইয়া প্রণষ্ট হইতেছেন। অর্জ্জুন এইরূপে অভিহিত হইয়া বাসু-দেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেই স্থানে তুমি এই রণ-সাগর অবগাহন করিয়া অশ্বচালনা কর; আমি দুর্দ্ধর্ষ কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

মহারাজ! তদনন্তর যে স্থানে সূর্য্যের ন্যায় দুনিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথ ছিল, কৃষ্ণ সেই স্থানে রজতপ্রভ অশ্ব চালনা করি-লেন। অনন্তর যৌধিষ্ঠির মহাসৈন্য সকল, মহাবাহু অর্জ্জু-নকে ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। তৎপরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মুহুর্মুহু সিংহনাদ করত সত্বর হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জয়ের রথ পরিব্যাপ্ত করিলেন। সেই রথ ক্ষণকাল মধ্যে ভীষ্মের মহৎ শর বর্ষণে ধ্বজ ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশিত হইল। সত্ত্ববান্ কৃষ্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভীষ্ম বাণে ব্যথিত অশ্বসকল চালনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পার্থ মেঘধ্বনিবিশিষ্ট দিব্য ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত শরসমূহ দ্বারা ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া পাতিত করিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে আপনার পিতা নিমিষমাত্রে অন্য ধনুক জ্যা-যুক্ত করিলেন। তৎপরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় জলদনিস্বন ধনুক দুই হস্তে বিকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন। শান্তনুনন্দন অর্জ্জুনের হস্তলাঘবের প্রতি প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন! সাধু, সাধু! এইরূপ মহৎ কর্ম্ম তোমার উপযুক্তই বটে। বৎস! তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি পার্থকে এইরূপ প্রশংসা করিয়া অন্য এক মহাধনুক গ্রহণপূর্ব্বক পার্থের রথের উপর শরসমূহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন বাসুদেব লাঘব-ক্রমে মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ বিফল করত অশ্ব-চালনায় পরম নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। পরন্তু ভীষ্ম পুনর্ব্বার শাণিত বাণসমূহ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের সর্ব্ব গাত্র বিদ্ধ করিলেন। সেই উভয় নরসিংহ ভীষ্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, শৃঙ্গাঘাতে অঙ্কিত গাত্র এবং নির্নাদকারী গো-বৃষের ন্যায় শোভমান হইলেন। ভীষ্ম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ শত শত সহস্র সহস্র শর দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক সমাবৃত করিলেন এবং রোষ-পরবশ

হইয়া সশব্দে হাস্য করত বিস্ময় উৎপাদন করত কৃষ্ণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বীর শত্রুহন্তা মহাবাহু অমেয়াত্মা ভগবান্ কেশব সমরে ভীষ্মের পরাক্রম ও অর্জ্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখিয়া ভীষ্ম যে উভয় সেনার মধ্যে উত্তাপপ্রদ প্রভাকরসদৃশ হইয়া রণস্থলে নিরন্তর শরবর্ষণ সৃষ্টি করিতেছেন, যৌধিষ্ঠির সৈন্যের পক্ষে প্রলয়কাল উপস্থিত করিতেছেন, সেই সকল সেনামধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, তাহা অসহমান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির পক্ষ সেনা আর থাকে না। ভীষ্ম এক দিবসেই সমরে দৈত্য দানবদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, ইহাতে সসৈন্য সপদানুগ পাণ্ডবদিগকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি আছে! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেনা পলায়নপরায়ণ হইতেছে; ঐ সকল কৌরবেরাও সোমকদিগকে রণে ভগ্ন দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ভীষ্মের হর্ষোৎপাদন করত যুদ্ধাভিমুখে সত্বর অভিদ্রুত হইতেছে। অতএব আমি আজি মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত বদ্ধসন্নাহ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করি। আমি এই কার্য্য করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের ভার অপনয়ন করি; কেননা অর্জ্জুন সংগ্রামে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বধ্যমান হইয়াও পিতামহের গৌরবে বাধ্য হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ওদিকে ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনরথের প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ করিতেছেন। ভীষ্ম-নিক্ষিপ্ত শরসমূহের অত্যন্ত বাহুল্য হেতু সকল দিকই আচ্ছন্ন হইয়া গেল; কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্‌সমস্ত, কি ভূমিতল, কি রশ্মিমালী দিবাকর, কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না। বায়ু সধূম হইয়া তুমুলরূপে বহমান ও দিক্ সমস্ত ক্ষুভিত হইতে লাগিল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্ব্বদেশীয়গণ, সৌবীরগণ, সমস্ত বশাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ, ইঁহারা ভীষ্মের নিদেশানুসারে ত্বরমাণ হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। শিনি-পৌত্র সাত্যকি অর্জ্জুনকে শত শত সহস্র সহস্র গজ যূথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথজালে সম্যক্ প্রকারে সমাবৃত দেখিতে পাইলেন। তিনি, শস্ত্রধারি-প্রবর কৃষ্ণার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে রথ, অশ্ব, নাগ ও পদাতিগণে পরিসমাক্রান্ত দেখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক সমীপস্থ হইলেন। যে প্রকার বিষ্ণু বৃত্রাসুর নিসূদনে ইন্দ্রের সাহায্য করেন, সেই প্রকার ধনুর্দ্ধর-প্রধান শিনি বীর সাত্যকি, সহসা সেই সকল অনীকমধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিনিপ্রবীর, যুধিষ্ঠির পক্ষ অনীকমধ্যে নাগ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসমূহ বিশীর্ণ এবং সর্ব্ব যোধগণকে ভীষ্মভয়ে বিত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় যাইতেছ? প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন রণ হইতে পলায়ন করা সাধুদিগের ধর্ম্ম নহে। হে বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না, আপনাদিগের বীরধর্ম্ম প্রতিপালন কর। সমস্ত দাশার্হগণের প্রভু যশস্বী মহাত্মা ইন্দ্রকনিষ্ঠ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মৃদুযুদ্ধ করিতে, চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে পলায়মান, ভীষ্মকে সংগ্রামে সমুদীর্য্যমাণ এবং কুরু যোধগণকে চতুর্দ্দিকে আপতিত হইতে দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে শিনি-প্রবীর সাত্বত! যাহারা যাইতেছে যাউক, আর যাহারা আছে তাহারাও যাউক, তাহাদিগেরও থাকিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, আজি আমি ভীষ্ম ও দ্রোণকে উঁহাদিগের সমভিব্যাহারিগণের সহিত নিপাতিত করিতেছি। আজি কুরু সৈন্যদিগের মধ্যে কেহই আমার ক্রোধে রণ-মুক্ত হইতে পারিবে না; অতএব আমি ভীষণ চক্র গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের প্রাণ সংহার করিব। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে উঁহাদিগের গণের সহিত যুদ্ধে নিহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের প্রীতি সম্পাদন করিব। সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে ও যে সকল প্রধান নরেন্দ্রগণ তাহাদিগের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকে ও আজি আমি সংহার করিয়া অজাতশত্রু রাজাকে হর্ষ সহকারে রাজ্যাধিপতি করিব।

বসুদেব-পুত্র মহাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অশ্ব-রশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্র বজ্রতুল্য ক্ষুরধারান্বিত সূর্য্যপ্রভ চক্র হস্তে উদ্ভ্রামণ ও বেগ সহকারে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পদ দ্বারা ভূতল কম্পমান করত ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। যে প্রকার অতি-দর্পিত মদান্ধ গজরাজকে হনন করিবার অভিলাষে সিংহ ধাবমান হয়, এই প্রকার শত্রুপ্রমাথী ইন্দ্র কনিষ্ঠ কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার সৈন্য মধ্যে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার আকাশে বিদ্যুৎপ্রভাপিনদ্ধ মেঘ প্রকাশ পায়, কৃষ্ণের পীতবর্ণ বসন ব্যালম্বিত হইয়া প্লাবিত হওয়াতে তিনি সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যে প্রকার তরুণ সূর্য্যবর্ণ আদি পদ্ম, নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া দীপ্তি পাইয়াছিল, সেইরূপ কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র পদ্ম, তাঁহার মনোহর বিশাল ভুজ-মৃণালে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই চক্রপদ্মটি কৃষ্ণের ক্রোধরূপ সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল ও ক্ষুরান্ত সদৃশ-তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ উহার দল স্বরূপ প্রকাশ হইতে থাকিল এবং কৃষ্ণের বিশাল দেহ যেন সেই ভুজমৃণালের সরোবর রূপে বিরাজিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ, চক্রধারী ও উচ্চৈঃস্বরে নিনাদকারী দেখিয়া সমস্ত প্রাণী, এই কুরু কুল-ক্ষয় হইল মনে করিয়া সাতিশয় শব্দ করিতে লাগিল। যে প্রকার ধূমকেতু স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করত প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ লোকগুরু বসুদেব-পুত্র চক্র গ্রহণপূর্ব্বক জীবলোক দহনকারী প্রলয় কালীন সম্বর্ত্ত অগ্নির ন্যায় ভীষ্মাভিমুখে গমন করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।

ধনুর্ব্বাণধারী রথস্থ শান্তনু-নন্দন মানব-প্রবর কৃষ্ণ দেবকে চক্রহস্তে আগত হইতে দেখিয়া অত্রস্তচিত্তে বলিলেন, এস, এস, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তোমাকে নমস্কার; হে শার্ঙ্গধর! হে গদাধর! হে অসিধর! হে লোকনাথ! হে প্রাণিগণের শরণ্য! তুমি রণে আমাকে রথ হইতে বলপূর্ব্বক নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি আমাকে নিহত করিলে আমার ইহ পর লোকে শ্রেয় হইবে। হে অন্ধকবৃষ্ণিনাথ! আমি তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে মঙ্গল-সম্পন্ন হইব, আমার প্রভাব ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। ভীষ্ম ঐ রূপ বলিতেছেন, কৃষ্ণও বেগ সহকারে যাইতেছেন দেখিয়া আয়ত-বিশাল-বাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া রথ হইতে অবরোহণ ও তদনন্তর যদুপ্রবীর কৃষ্ণের পশ্চাৎ দ্রুত গমনপূর্ব্বক তাঁহার

লম্বমান বিশাল উৎকৃষ্ট বাহুদ্বয় ধারণ করিলেন। পরন্তু আদিদেব যোগী কৃষ্ণ সাতিশয় রোষান্বিত ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক গৃহ্যমাণ হইয়াও যে প্রকার প্রবল বায়ু একটি বৃক্ষকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ বেগে জিষ্ণুকে আকর্ষণ করিয়াই ভীষ্ম সমীপে দ্রুতবেগে নয় পদ গমন করিলেন; দশম পাদে মহাত্মা পার্থ তাঁহার চরণদ্বয় বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ বলদ্বারা কোন প্রকারে গ্রহণ করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ অবস্থিত হইলে বিচিত্র কাঞ্চনমালী অর্জ্জুন প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করত কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদিগের গতি, অতএব ক্রোধ প্রতিসংহার কর। হে ইন্দ্র-কনিষ্ঠ! আমি পুত্র ও সহোদরগণের শপথ করিতেছি, প্রতিজ্ঞানুযায়ি-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, তোমার নিয়োগানুসারে কুরুদিগের বিনাশ সাধন যে প্রকারে হয়, করিব।

তৎপরে জনার্দ্দন, কৌরবসত্তম অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও শপথ শুনিয়া চক্রহস্তে প্রীতচিত্তে প্রিয়ভাবে ক্ষণকাল অবস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন; এবং অশ্ব-রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া তাহার শব্দে চতুর্দ্দিক্ ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। কুরুবীরগণ চঞ্চল নিষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ডলভূষিত, ধূলি দ্বারা বিকীর্ণ অক্ষি-পক্ষ্মযুক্ত নেত্র-বিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ-দন্ত-শোভিত কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে শঙ্খধারী দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাদিগের সৈন্য মধ্যেও মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, নেমি ও দুন্দুভির শব্দ উত্থিত হইল; সেই শব্দে কুরুবীরগণের সিংহনাদ মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। তদনন্তর অর্জ্জুনের মেঘ নির্ঘোষ-সদৃশ গাণ্ডীব-ধ্বনি চতুর্দ্দিক ও নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইল এবং তাঁহার গাণ্ডীব-নিৰ্ম্মুক্ত বিমল-বাণ সকল সমস্ত দিকে গমন পূর্ব্বক বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধন উদ্যত-বাণ হস্তে কক্ষদাহকারী ধূমকেতু সদৃশ হইয়া, ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা ও সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের উপর ভূরিশ্রবা সুবর্ণ-পুঙ্খ সপ্ত ভল্ল দুর্য্যোধন উগ্রবেগ তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুষ্মান্ মহাত্মা কিরীটমালী বীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা-প্রক্ষিপ্ত সপ্ত ভল্ল সপ্ত শর দ্বারা ও দুর্য্যোধন-ভুজ-বিমুক্ত-তোমর শাণিত-ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা উন্মথিত করিয়া, ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত আপতিতা বিদ্যুৎ-প্রভাশক্তি এবং শল্যবাহু-বিমুক্ত গদা দুই বাণদ্বারা কর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অপ্রমেয় বলবৎ বিচিত্র-গাণ্ডিব-ধনুক ভুজদ্বয়ে বিকর্ষণ করিয়া অতি ভীষণ মাহেন্দ্র অস্ত্র বিধিপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই প্রবল অস্ত্রের আবির্ভাবে সমূহ সমূহ অগ্নিবর্ণ বিমল শরজাল দ্বারা সমস্ত সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন-বিমুক্ত-বাণ সকল বিপক্ষের রথ, ধ্বজাগ্র, ধনুক ও বাহু সকল কর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গগণের দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের শাণিত-সুধার-শর-সমূহ দ্বারা দিক্ বিদিক্ বিস্তৃত এবং গাণ্ডীব-শব্দে বিপক্ষগণের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই ঘোরতর অস্ত্র-যুদ্ধে গাণ্ডিব-রবে শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভি-শব্দ ও উগ্র রথনিনাদ অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেই গাণ্ডীব-শব্দ শুনিতে পাইয়া বিরাটরাজ প্রভৃতি নরবীরগণ ও পাঞ্চালরাজ বীরদ্রুপদ অদীন-সত্ত্বভাবে সেই স্থলে আগমন করিলেন। আপনার পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে যে যে স্থানে গাণ্ডীবের শব্দ শুনিতে পাইল, সে সেই স্থানেই নতিভাবাপন্ন হইল, তাঁহার প্রতিকূল হইয়া কেহই অভিমুখীন হইতে পারিল না সেই নৃপসংহারক সুঘোর-যুদ্ধে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত বীরগণ ও উত্তম হেমকক্ষাযুক্ত মহাপতাকান্বিত গজগণ কিরীটি-কর্ত্তৃক সহসা নারাচদ্বারা হত, পীড়িত, বিভিন্নকায় ও গতসত্ত্ব হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেনামুখে নৃপগণের ধ্বজসকল পার্থের উগ্রবেগ শাণিতাগ্রভাগ সুশাণিতভল্ল-সকলের দ্বারা দৃঢ়রূপে আহত হওয়াতে সেই সকল ধ্বজের যন্ত্র ও ইন্দ্রজাল সকল নিহত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মহারণে ধনঞ্জয়ের প্রবল ঐন্দ্রাস্ত্রপ্রভাবে পদাতি, রথ, অশ্ব ও নাগসমূহ শরাঘাতে সমাহত হওয়াতে ভেদিত-কবচ ও ভেদিতদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করত শস্ত্রহস্তেই রণস্থলে শীঘ্র শীঘ্র পতিত হইতে লাগিল। তদনন্তর সেই রণাঙ্গনে অতি ঘোরা নদী উৎপন্না হইয়া অতীববেগে বিপুল প্রবাহে বহিতে লাগিল। কিরীটীর সুশাণিত শস্ত্রসমূহে ক্ষত বিক্ষত নরদেহের রুধির উহার জল; নরগণের মেদ উহার ফেনা; মৃতনাগ ও অশ্বের শরীর সকল উহার তীর; মনুষ্যগণের অন্ত্র, মজ্জা ও মাংস উহার পঙ্ক; নরশিরঃ-কপালসমাকুল কেশসকল উহার শাদ্বল; দেহসমূহ উহার সহস্র মালা; বিস্তীর্ণ নানাবিধ কবচ সকল উহার তরঙ্গ; নর, অশ্ব ও নাগগণের নিকৃত্ত অস্থি সকল উহার শর্করা এবং উহা প্রভূত রাক্ষসাদি ভূতগণের সেবিতা হইল। গোমায়ু, শলাবৃক, গৃধ্র ও তরক্ষুপ্রভৃতি মাংসাশী জীবসকল উহার কূলে বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য সকল, অর্জ্জুন বাণসঙ্ঘে প্রবর্ত্তিতা মেদ বসা রুধির প্রবাহশীলা অতি ভীষণা ঐরূপ ক্রূরা নদীকে বৈতরণীসদৃশী অবলোকন করিতে লাগিল। মহারাজ! চেদী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডব, এই সমস্ত বীরগণ কুরুসেনার বীরগণকে ফাল্গুনকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া সহসা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই বীর পুরুষেরা কিরীটীকে শত্রু পক্ষের ভয়াবহ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের বীর সকলকে নিহত করিতে দেখিয়া জয় প্রতিভাসমন্বিত হইয়া কুরুবীর যোধগণকে ত্রাসিত করিবার নিমিত্তই আপনাদিগের জয়-সূচক শব্দ করিলেন। গাণ্ডীবধন্বা এবং জনার্দ্দনও অতি হর্ষযুক্ত হইয়া সিংহের মৃগযূথকে ত্রাসিত করণের ন্যায়, সেনাপতিদিগের সেনা সকলকে ত্রাসিত করত নিনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লিক প্রভৃতি কৌরব পক্ষগণ দিবাকরকে কিরণজাল সংবৃত করিতে এবং অর্জ্জুনের বিস্তৃত যুগান্তকল্প ঘোর ঐন্দ্রাস্ত্র অসহ্য দেখিয়া সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। ধনঞ্জয়ও শত্রু বিমর্দ্দনপূর্ব্বক সমাপ্তকর্ম্মা হইয়া কীর্ত্তি ও যশ লাভ করত প্রভাকরের রক্তিম প্রভান্বিত সন্ধিগত নিশা দেখিয়া নরেন্দ্র ও সোদরগণের সহিত নিশামুখে শিবিরে গমন করিলেন। তদনন্তর সেই রজনীমুখ সময়ে কুরুদিগের ঘোরতম তুমুল শব্দ উঠিল যে, অদ্য অর্জ্জুন রণে অযুত রথ নিহত করিয়া সপ্ত শত গজ সংহার করিয়াছেন; এবং প্রাচ্য, সৌবীর ক্ষুদ্র ও মালবদেশীয়গণ সমুদায়কে নিপাতিত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় আজি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অপর কাহারো সাধ্য নহে। হে

ভারতরাজ! অম্বষ্ঠপতি শ্রুতায়ু, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সিন্ধুপতি, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল ও অন্যান্য শত শত যোধগণ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেও উঁহাদিগকে মহারথী এক অর্জ্জুনই ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব-বাহুবীর্য্য দ্বারা রণমধ্যে পরাজিত করিয়াছেন, এই কথা বলাবলি করিতে করিতে আপনার পক্ষগণ স্ব স্ব শিবিরে গমন করিল। কুরুসৈন্যের সমুদায় যোধগণই ধনঞ্জয় কর্তৃক বিত্রাসিত হইয়া সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আলোকে অবলোকন পূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মহাত্মা ভীষ্ম জাতক্রোধ ছিলেন; তিনি, রাত্রি প্রভাতা হইলে সমগ্র সৈন্যসমভিব্যাহারে বিপক্ষ ভারতী সেনা প্রমুখে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, বাহ্লিক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, মহাবল জয়দ্রথ ও অন্যান্য নৃপগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার সহিত গমন করিলেন। যে প্রকার দেবরাজ দেবগণের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তিনি বীর্য্যবন্ত তেজস্বী মহৎ মহৎ প্রধান রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইলেন। সেই সমূহসৈন্য মধ্যে মহাগজ সকলের স্কন্ধবিন্যস্ত রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুরবর্ণ মহাপতাকা সকল দোধূয়মান হইয়া দীপ্যমান হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্য মহারথ ভীষ্ম ও বারণ বাজিগণ দ্বারা প্রাবৃট্‌কালীন মেঘসংযুক্ত আকাশের ন্যায় ও বিদ্যুৎসমন্বিত জলদপটলীর সমান প্রতিভাত হইতে থাকিল। তদনন্তর শান্তনুনন্দনের অভিরক্ষিতা কুরুসেনা সহসা অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধার্থ অভিমুখী হইয়া ভীষণ নদী বেগের ন্যায় গমন করিতে লাগিল।

কপিরাজকেতু নর প্রধান মহাবীর মহাত্মা অর্জ্জুন ব্যাল অর্থাৎ গজ প্রভৃতি নানাবিধ গূঢ় সার-বিশিষ্ট গজ অশ্ব পদাতি রথসমূহ স্বরূপ পক্ষসংযুক্ত সেইব্যালব্যূহকে দূর হইতে মহামেঘ সদৃশ অবলোকন করিলেন। তিনি স্বপক্ষ সেনায় পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে শ্বেত-বাজি সংযোজিত কপিধ্বজ রথারোহণে সমস্ত শত্রুসেনার প্রতি অভিগমন করিলেন। আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরবেরা অর্জ্জুনের সোপকরণ ও উত্তম বন্ধুর ঈশাসম্পন্ন রথ এবং তাঁহার সারথি কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। পাণ্ডবদিগের যে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল, তাহার উভয় কর্ণ প্রদেশে চারি সহস্র করিয়া গজ ছিল। এতাদৃশ ব্যালব্যূহ লোকবিখ্যাত মহারথ কিরীটী উদ্যতায়ুধ হইয়া সৈন্য প্রকর্ষণ করত রক্ষা করিতেছিলেন। ভবৎপক্ষীয় সকলে সেই ব্যূহশ্রেষ্ঠ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিবসে যে প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা যে প্রকার পূর্ব্বে কখন পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, এই ব্যূহও সেই প্রকার মনুষ্যদিগের কখন দৃষ্ট পূর্ব্ব বা শ্রুতপূর্ব্ব হয় নাই। তদনন্তর রণস্থলে সমুদায় সৈন্য মধ্যেই সহস্র সহস্র ভেরী মহাবেগে সমাহত হওয়াতে মহাশব্দ উৎপন্ন এবং শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যরব ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। তৎপরে ক্ষণকাল মধ্যে বীরগণের সশর শরাসনের বিস্ফারণে উৎপন্ন মহারব এবং শঙ্খধ্বনিতে ভেরী পণবাদির শব্দ অন্তর্হিত হইল। সেই শঙ্খধ্বনিবিশিষ্ট অন্তরীক্ষ, উদ্ধৃত ধূলি-জালে সমাবৃত হওয়াতে বীরগণ মহা চন্দ্রাতপ-বিস্তীর্ণ-প্রায় আকাশমণ্ডল অবলোকন করিয়া সহসা আপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত রথী রথী দ্বারা, গজ গজ দ্বারা এবং পদাতি পদাতি দ্বারা সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। আবর্ত্তমান উত্তম উত্তম অশ্বারোহিবৃন্দ আবর্ত্তমান সদশ্বারোহিবৃন্দ কর্তৃক প্রাস ও খড়্গ দ্বারা সমাহত হওয়াতে অদ্ভূত-দর্শন ভীষণমূর্ত্তি হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সুবর্ণ নক্ষত্রবৃন্দে বিভূষিত সূর্য্যপ্রভাব চর্ম্মসকল পরশ্বধ,প্রাস ও খড়্গের আঘাতে বিদার্য্যমাণ হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইতে থাকিল। অনেক রথি সারথির সহিত, গজগণকর্তৃক দন্ত ও শুণ্ড দ্বারা পীড়িত এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তীসকল রথিপ্রধানদিগের বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। অনেক সাদী ও পদাতি, গজসমূহের বেগোদ্ধতিতে বিষম গজগণের গাত্রের পূর্ব্ব ও অপর ভাগ ও দন্তের আঘাতে তাড়িত হইয়া বহুধা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; মনুষ্যেরা তাহা শুনিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই প্রকারে যখন সাদী ও পদাতিগণ অত্যন্ত ক্ষয় পাইতেছিল এবং নাগ, অশ্ব ও রথী সকল ভয়জনিত ত্বরান্বিত হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে মহারথিগণে পরিবার্য্যমাণ ভীষ্ম, কপিরাজ-কেতু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। বিশাল-তাল-পরিমিত উচ্ছ্রিত তালকেতু শান্তনু-পুত্র, অর্জ্জুনের রথ উত্তম ঘোটকের বেগে অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার মহাস্ত্র-বেগে অশনিসম প্রভা প্রকাশ পাইতেছে, দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই ইন্দ্রপুত্র ইন্দ্রকল্প অর্জ্জুনের সম্মুখে, কৃপ শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন ও সোমদত্ত-তনয়, ইঁহারা দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। তদনন্তর কাঞ্চনময় বিচিত্র-বর্ম্ম-পরিধায়ী শৌর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্রপারদর্শী অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু রথ সৈন্যমুখ হইতে অপগত হইয়া বেগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলের সমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। অসহ্যকর্ম্মা অভিমন্যু, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সেই সমুদায় মহাবলদিগের মহাস্ত্র সকল বিশেষ রূপে নিহত করিয়া মহামন্ত্রাহুত-শিখামালী বেদিগত ভগবান্ অগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তৎপরে অদীনসত্ত্ব ভীষ্ম, সমরে শত্রুদিগের রুধিরোদ ফেনী নদী সৃষ্টি করিয়া ত্বরা সহকারে অভিমন্যুকে অতিক্রম করত মহারথ পার্থের সমীপে গমন করত তাঁহার উপর শরজাল মোচন করিতে লাগিলেন। অনুত্তমঅসহ্যকর্ম্মা কপিরাজ-কেতন মহাত্মা কিরীটীমালী, হাস্যপূর্ব্বক অদ্ভুতদর্শন গাণ্ডীব-মহানির্ঘোষ সহকারে শরজাল দ্বারা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্মের মহাস্ত্র জাল বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ বিমল ভল্ল শর-পুঞ্জ বর্ষণ করিলেন। তাবকীন পক্ষীয় সকলে, যে প্রকার দিবাকর দ্বারা তম অভিভূত হয়, সেইরূপ অর্জ্জুনের সেই মহাস্ত্রজাল অন্তরীক্ষে ভীষ্মাস্ত্র দ্বারা আহত ও বিদীর্ণ অবলোকন করিলেন। কৌরব, সঞ্জয় ও অন্যান্য লোক সকল, প্রধান সৎপুরুষ ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের ঐ প্রকার প্রবল-কার্ম্মুক ভীম নিনাদ সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমনির পুত্র, অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। জন সকল সেই এক তেজস্বী বালককে পঞ্চ মনুজ ব্যাঘ্রের নিকট যেন এক সিংহ শিশু দেখিতে লাগিল। কি লক্ষ্যবেধে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে কি অস্ত্রে, কি লাঘবে কিছুতেই কেহ অর্জ্জুন-পুত্রের সদৃশ হইল না। পার্থ, অরিন্দম আত্মজকে যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া হর্ষ সহকারে সিংহনাদ করিলেন। তাবকীন পক্ষগণ আপনার পৌত্র অভিমন্যুকে সৈন্য পীড়ন করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই শত্রুপ্রভাব বিনাশী অভিমন্যু অদীনভাবে তেজ ও বল সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন। তাঁহার শত্রু সহ যুদ্ধ কালীন মহৎ শরাসন আদিত্য সম প্রভা-সম্পন্ন ও লাঘব পথস্থ হইয়া কাহারও নয়ন গোচর হইল না। তিনি অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়া সাংযমনির পুত্রের রথধ্বজ অষ্ট বাণে নিপাতিত করিলেন। সোমদত্ত-পুত্র, সুবর্ণ-দণ্ড সংযুক্ত সর্প সদৃশী এক মহাশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি এক শানিত পত্রি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শল্য শত শত মহাঘোর শরসকল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি নিবারণ করিয়া শল্যের চারিটী অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনির পুত্র ও শল, ইঁহারা ভয়জনিত ত্রস্ত হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না।

হে রাজেন্দ্র! তৎপরে ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শত্রুযুদ্ধে অজেয় অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কেকয় দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র যোদ্ধা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিদেশানুসারে হননেচ্ছু সপুত্র অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! অমিত্রজিৎ সেনাপতি পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেই মহারথ পিতা পুত্রকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া বহু সহস্র গজ ও রথবৃন্দ ও শত শত সহস্র সহস্র পদাতি ও সাদিগণে পরিবৃত হইয়া সেনাদিগকে আদেশপূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত সেই মদ্রবাহিনী ও কেকয়গণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রথ, নাগ ও অশ্বসঙ্কুল সেই সৈন্য, কীর্ত্তিমান্ দৃঢ়ধন্বা ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক রক্ষিত ও যুদ্ধার্থ-চালিত হইয়া শোভমান হইল। কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন-সম্মুখে গমন করিতে দেখিয়া পাঞ্চাল কুলবর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার জত্রুদেশে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তিনি মদ্রকদিগকে শানিত দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া ত্বরা সহকারে কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে ভল্ল দ্বারা নিহত করিলেন; তৎপরেই মহাত্মা পৌরবেরা দায়াদ দমনকে বিশালাগ্রভাগ নারাচ দ্বারা হনন করিলেন। তদনন্তর সাংযমনির পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া উঁহার সারথিকেও দশবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দ্বারা অতি বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্বনী লেহন করত অতি তীক্ষ্ণ এক ভল্লে তাঁহার ধনুক ছেদন করিলেন এবং অতি শীঘ্র তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ প্রহার করিলেন; তৎপরেই তাঁহার অশ্ব সকল ও পার্ষ্ণিরক্ষক এবং সারথিকে বধ করিলেন। হে ভারত! সাংযমনির পুত্র হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া যশস্বী দ্রুপদের আত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সত্বর মহাভয়ানক লোহময় খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রথস্থ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে পদব্রজে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে মত্ত হস্তি সদৃশ বিক্রমশীল, দীপ্যমান আদিত্য সদৃশ, কাল প্রেরিত অন্তক সমান ও শৃঙ্গ হইতে আপতিত মহাসর্প তুল্য হইয়া খড়্গ উদ্‌ভ্রামণ করিতে করিতে মহা বেগে আসিতে দেখিতে লাগিলেন। শানিত খড়্গ ও চর্ম্ম হস্তে ধাবমান প্রতিপক্ষ সেই সাংযমনি-পুত্র বাণবেগের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক রথ সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র, সেনাপতি পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া গদাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! তিনি হত হইবামাত্র তাঁহার সুপ্রভান্বিত চর্ম্ম ও খড়্গ হস্ত হইতে স্রস্ত হইল এবং তাঁহার দেহও ভূতলে পড়িয়া গেল। ভীম-বিক্রম মহাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্র তাঁহাকে গদাঘাতে বধ করিয়া পরম যশ লাভ করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ রাজপুত্র হত হইলে আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার হইয়া উঠিল। তদনন্তর সাংযমনি, পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে বেগে অভিদ্রুত হইলেন এবং কুরু ও পাণ্ডব পক্ষ সমস্ত রাজগণের সাক্ষাতে সেই রথিশ্রেষ্ঠ দুই বীর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। প্রথমত বীর শত্রুহন্তা সাংযমনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে আঘাত করিলেন এবং সভাশোভন শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া শূর ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, পরে তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অষ্ট পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছি, কেন না পাণ্ডব সৈন্যেরাই ক্রমাগত মৎপুত্রের সৈন্য বধ করিতেছে। হে বৎস! তুমি নিত্যই মদীয় পক্ষের বিনাশ ও পাণ্ডব পক্ষদিগকে অত্যুগ্র ও হৃষ্ট বলিতেছ। তুমি এক্ষণে মৎপক্ষীয়দিগকেই পৌরুষহীন, পতিত, পাত্যমান ও হত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ। তাহারা জয়-চেষ্টায় যুধ্যমান হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে এবং তাহারা হীন হইতেছে; অতএব হে বৎস! দুর্য্যোধন হইতে আমাকে অনবরতই দুঃসহ তীব্র বহু দুঃখের বিষয় শুনিতে হইল। সঞ্জয়! যে উপায়ে পাণ্ডবেরা হীন ও মৎপক্ষীয়গণ জয়ী হয়, তাহা দেখিতেছি না। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই মহান্ অপনয় আপনা হইতেই হইতেছে, সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনি স্থির হইয়া গজ, বাজী, রথ ও মনুষ্য ক্ষয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মদ্রাধিপতি শল্যের বাণে ব্যথিত হইয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে তাঁহাকে নয় শরে পীড়িত করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম, তিনি ত্বরা-সহকারে শল্যকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েই এই যুদ্ধ মুহূর্ত্তকালমাত্র হইল। উভয়েই এতাদৃশ সংরব্ধ হইয়া সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন যে, কেহ তাঁহাদিগের নিমেষমাত্র অবকাশ দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! শল্য শানিত সুপীত এক ভল্লাস্ত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন করিলেন; তৎপরে বর্ষাকালে জলদগণের পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাতে পীড়িত হইলে অমেয়াত্মা অভিমন্যু শল্যের রথ সমীপে বেগে আগমন

করিলেন। পরে তিনি আর্ত্তায়নি শল্যের রথ সমীপে উপনীত ও কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহা দেখিয়া আপনার পক্ষে যোধগণ অভিমন্যুর প্রতিকুলবর্ত্তী হইয়া মদ্ররাজের রথ সত্বর পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন, মহারথ বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র, এই দশজন মদ্রাধিপতির রথ রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরাধিপ! ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব, এই দশজন নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষের উক্ত দশ জনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাপ্রযুক্তই উহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে সংগ্রামে সমবেত হইলেন। আপনার ও পর পক্ষের রথিগণ, পরস্পর বধাভিলাষী সেই দশ মহারথীর দর্শক হইলেন। তাঁহারা সিংহনাদ করত অনেকবিধ শস্ত্র বিমোচন করিয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই জাতক্রোধ ও অমর্ষণ হইয়া পরস্পর জ্ঞাতি হনন-কামনায় স্পর্দ্ধা ও সিংহনাদ-সহকারে মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রোধাবিষ্ট, হইয়া ত্বরা সহকারে চারি, দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন সপ্ত, দুর্ম্মুখ দশ, দুঃসহ সপ্ত, বিবিংশতি পঞ্চ ও দুঃশাসন তিন শাণিত বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করিলেন। হে রাজেন্দ্র! শত্রুতাপন পৃষত-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঞ্চবিংশতি বাণ প্রহার করিলেন। অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে দশ দশ বিদ্ধ করিলেন। জননীর আনন্দবর্দ্ধন নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তৎপরে শল্য রথিপ্রধান ভাগিনেয়দ্বয়ের উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শল্যের শরসমূহে আচ্ছাদ্যমানহইয়াও তাহার প্রতীকারমানসে বিচলিত হইলেন না। মহারাজ! মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বিবাদের শেষ করিবার মানসে গদা গ্রহণ করিলেন। গদাহস্ত মহাবাহু ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় দেখিয়া আপনার অন্যান্য পুত্র ভয়ে পলায়ন করিলেন। পরন্তু দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া মগধ দেশীয় দশসহস্র গজ সৈন্যকে আদেশপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মগধরাজকে অগ্রে করিয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন। গদাহস্ত বৃকোদর সেই গজ সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া সিংহবৎ উচ্চ নিনাদ করত রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তিনি কৃত-মুখ-ব্যাদান অন্তক সদৃশ হইয়া অদ্রিসারময়ী গুর্ব্বী মহতী গদা গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। যে প্রকার বৃত্রহা ইন্দ্র দানবগণের রণে বিচরণ করেন, তদ্রূপ সেই বলী মহাবাহু গদা দ্বারা গজগণ হনন করত সমরস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চিত্ত ও হৃৎকম্পকারী তাঁহার মহা তর্জ্জন গর্জ্জনে গজ সকল সংহত হইয়া অতিচেষ্টমান হইল। তদনন্তর দ্রৌপদী-পুত্রেরা, মহারথ সুভদ্রা-পুত্র, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, মেঘমণ্ডলীর গিরিনিচয়ের উপর জলধারা বর্ষণের ন্যায় গজদলের উপর শর বর্ষণ করত ধাবিত হইলেন। অনন্তর শাণিত সুপীত ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও অঞ্জলিকাস্ত্র দ্বারা গজযোধীদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজযোধিগণের পতমান মস্তক, বিভূষিত বাহু ও অঙ্কুশ সহিত হস্ত সমূহে যেন প্রস্তর বর্ষণ হইতে থাকিল। গজযোধিগণ গজস্কন্ধেই ছিন্ন-মস্তক হইয়া যেন গিরিশিখরে ভগ্নশাখ তরুসকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকেও বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ সকল নিপাতিত ও নিপাত্যমান করিতে দেখা গেল। মাগধ মহীপাল ঐরাবত সদৃশ এক মহা হস্তী অভিমন্যুর রথ সমীপে চালন করিলেন। বীর শত্রুহন্তা মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের মহাগজকে আসিতে দেখিয়া এক বাণে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। মগধরাজ হস্তি-হীন হইলে তিনি রজতপুঙ্খ একভল্ল দ্বারা মগধরাজের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ভীমসেন গজ সৈন্য অবগাহন করিয়া, গজসকল মর্দ্দন করত ইন্দ্রের গিরি-বিচরণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক প্রকারেই দন্তিগণ হনন করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে সেই সকল নিহত মাতঙ্গকে যেন বজ্র হত পর্ব্বতের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন কোন মাতঙ্গের দন্ত, কোন কোন গজের কট, কোন হস্তীর সক্থি, ও কাহাদিগের পৃষ্ঠত্রিক ভগ্ন হইল পর্ব্বতোপম অনেক হস্তী ভয়েই বিষণ্ণ হইল। কোন দন্তিগণ সমর-বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। কোন কোন হস্তী ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ ও কোন কোন নাগ পুরীষোৎসর্গ করিতে লাগিল। কোন কোন গিরিতুল্য গজ ভীমসেনের বিচরণ পথেই গতাসু হইল কোন কোন নাগ চীৎকার শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাগজ ভিন্নকুম্ভ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পতিত শৈলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। ভীমসেন মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে সিক্তাঙ্গ হইয়া দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় সমরভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি গজগণের রুধিরাক্ত গদা ধারণ করিয়া যেন পিনাকধারী রুদ্রের ন্যায় ঘোররূপে ভয়াবহ হইলেন। গজগণ ক্রুদ্ধ ভীম কর্ত্তৃক নির্ম্মথ্যমান ও ক্লিষ্ট হইয়া সহসা আপনার সৈন্য মর্দ্দন করিতে করিতে ধাবমান হইল। যেমন অমরগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথীগণ যুধ্যমান সেই বীরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমাত্মা ভীমসেন গজ-শোণিতাক্ত গদাধারী হইয়া রণস্থলে ভ্রমণ করাতে কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সর্ব্ব দিকে গদা হস্তে ব্যায়াম করাতে তাঁহাকে নৃত্যশীল শঙ্করের ন্যায়, এবং দারুণ ইন্দ্রের বজ্রাশনি সম রবকারী তাঁহার শত্রুঘাতিনী রৌদ্রী গুর্ব্বী গদাকে যমদণ্ড সদৃশ দেখিতে লাগিলাম। ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের পশু হননকালে পিনাক যেমন দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কেশ মজ্জা মিশ্রিত রুধিরদিগ্ধ গদা দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে প্রকার পশুপালক যষ্টি দ্বারা পশুসংঘাতকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় ভীমসেন, গদা দ্বারা গজানীক তাড়িত করিতে লাগিলেন। ভবৎপক্ষীয় কুঞ্জর সকল ভীমসেনের গদা ও চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বারা বধ্যমান হইয়া স্বপক্ষ-অনীকদিগকেই মর্দ্দন করিতে করিতে প্রদ্রুত হইতে লাগিল। ভীমসেন, মহাবাত কর্ত্তৃক মেঘমণ্ডলী নিরাকরণের ন্যায়, বারণগণ নিরাকৃত করিয়া শ্মশানস্থ শিবের ন্যায় সমরে অবস্থিত রহিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সেই সমস্ত গজ সৈন্য হত হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীমসেনকে বধ কর বলিয়া সর্ব্ব সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন। সমরস্থলে ভৈরব রবকারী ভবৎপক্ষ সমুদায় সৈন্য আপনার পুত্রের শাসনানুসারে ভীমসেনের সমীপে ধাবিত হইল। ভীমসেন দেবগণেরও সুদুঃসহ, পর্ব্ব কালে সুদুস্পার সমুদ্র সদৃশ, অনন্ত রথ-পদাতিসঙ্কুল, রথ, নাগ, ঘোটক কলিল, শঙ্খ, দুন্দুভি-নিস্বন-সংযুক্ত সর্ব্বত্র ধূলি সমাকীর্ণ, অক্ষোভ্য দ্বিতীয় মহোদধির ন্যায় আপতত সেই অপর্য্যন্ত সৈন্য সমূহ, বেলা ভূমির সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা ভীমসেনের সমরে অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্ব হস্তীর সহিত সেই সমস্ত সমুদীর্ণ পার্থিবগণকে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে গদা দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন। বলিপ্রবর বৃকোদর গদা দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য নিবারিত করিয়া মেরু গিরির ন্যায় অচল রহিলেন। সেই পরম দারুণ তুমুল ভীষণ রণে ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীপুত্রগণ অভিমন্যু ও অপরাজিত শিখণ্ডী মহাবল ভীমসেনকে ভয়প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না। বিভু ভীমসেন ঐ সকল বীরগণের রক্ষিত হইয়া শৈক্যায়সী মহতী গুর্ব্বী গদা লইয়া দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া আপনার যোধগণকে বধ করিতে লাগিলেন; রথবৃন্দ ও বাজিবৃন্দ প্রোথিত করত যুগান্ত কালীন পাবকের ন্যায় সমরে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলেন; প্রলয় কালের অন্তক তুল্য হইয়া উরুবেগে রথধ্বজ প্রকর্ষণ করিয়া যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন; যে প্রকার হস্তী নলবন ভগ্ন করে, তদ্রূপ সৈন্য মর্দ্দন করিতে থাকিলেন এবং আপনার সৈন্যমধ্যে রথ সকল হইতে রথী সকল, গজপৃষ্ঠ হইতে গজারোহী সকল, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সাদিসকল এবং ভূতলে পদাতি সকলকে, বায়ুবেগে বৃক্ষ হননের ন্যায়, গদা দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদা তখন নাগ অশ্ব হনন করিয়া তাহাদিগের মজ্জা, বসা, মাংস ও শোণিতে প্রদিগ্ধা হইয়া মহাভয়ানকরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইতস্তত নিহত মনুষ্য, হস্তী ও সাদিসমূহে রণাঙ্গণ, যমের আঘাতস্থল-সন্নিভ হইল। ভীমসেনের অরাতিঘাতিনী, ভীমা, যমদণ্ডোপমা ও ইন্দ্রের বজ্রসমপ্রভা সেই গদাকে লোক সকল, পশুঘাতী ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় দেখিতে লাগিল। যেপ্রকার প্রলয়কালে কৃতান্তের মহাঘোররূপ হইয়া উঠে, সেই মহাত্মা কুন্তীপুত্রের গদা ভ্রামণ কালে তদ্রূপ মূর্ত্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে মহতী সেনা পুনঃপুনঃ বিদ্রাবিত করিতে করিতে আগত হইতে দেখিয়া সকলেই আগত যমের ন্যায় বোধ করত বিমনায়মান হইল। হে ভরতকুলপ্রবর! তিনি গদা উদ্যত করিয়া সৈন্যমধ্যে যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই দিকের সৈন্যসকল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

মহারাজ! কুরু পিতামহ ভীষ্ম ভীমকর্ম্মা অপরাজিত বৃকোদরকে সৈন্যসমূহ-কর্ত্তৃক অপরাজিত এবং তাঁহাকে মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্যসকলকে বিদ্রাবিত করিতে ও ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় তাঁহাদিগকে যেনগ্রাস করিতে দেখিয়া আদিত্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন মহৎ রথে মেঘ গম্ভীরশব্দে বর্ষণকারী পর্জ্জন্যের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেনও ভীষ্মকে ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া অমর্ষ ভাবে তাঁহার প্রতি অভিমুখীন হইয়া গমন করিলেন। তখন সত্যসন্ধ শিনি বীর সাত্যকি আপনার পুত্রের সেনাকে কম্পমানা করত দৃঢ় শরাসনে শত্রু হত্যা করিতে করিতে পিতামহ ভীষ্মের সমীপে আপতিত হইতে লাগিলেন। সুপুঙ্খসুশাণিত শরসমূহ বপন করিতে করিতে রজত-প্রভা সম্পন্ন বাজি-যোজিত রথে সাত্যকির গমন কালে ভবৎ পক্ষ সমুদায় যোধগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন রাক্ষস অলম্বুষ দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু তিনি অলম্বুষকে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া গমন করিলেন। ভবৎপক্ষ যোধগণ সেই বৃষ্ণিকুল বীর সাত্যকিকে কুরুপুঙ্গবদিগকে প্রাবর্ত্তিত করত অরাতিগণ মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতে দেখিয়া যে প্রকার মেঘমণ্ডল পর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিয়াও মধ্যাহ্ন কালীন আতপস্থ সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী সেই বরিষ্ঠবীরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! সেই সকল যোধগণমধ্যে, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত কেহই অবিষণ্ণ হন নাই। তিনি স্ব পক্ষ রথিদিগকে সাত্যকি কর্ত্তৃক অপনীয়মান দেখিয়া উগ্রবেগ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তৎপরে ভূরিশ্রবা সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাগজের প্রতি তোত্র প্রহারের ন্যায়,সাত্যকিকে নয় বাণে প্রহার করিলেন। অমেয়াত্মা সাত্যকিও সকল লোকের সাক্ষাতে সন্নতপর্ব্ব বহুল শরদ্বারা কৌরব ভূরিশ্রবাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সোদর গণে পরিবৃত হইয়া ভূরিশ্রবার রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন এবং মহাবল-সম্পন্ন পাণ্ডব পক্ষ সকলেও সাত্যকির রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক পরিবারিত হইলেন। ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া গদা উদ্যত করত আপনার সমুদায় পুত্রদিগকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনেক সহস্র রথি-সমবেত আপনার পুত্র নন্দক ক্রোধামর্ষসমন্বিত হইয়া শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বিশিখসমূহ দ্বারা মহাবল ভীমসেনকে প্রহার করিলেন। তখন দুর্য্যোধনও সেই মহারণে ক্রুদ্ধচিত্তে নয় বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তদনন্তর অতিমহাবল মহাবাহু ভীম স্বকীয় রথবরে সমারোহণ করিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, সারথি! ঐ সকল মহারথ মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র অতি ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধে আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আজি আমি উহাদিগকে তোমার সাক্ষাতে যমালয়ে প্রেরণ করিব, অতএব তুমি এই সংগ্রামে আমার অশ্বদিগকে সযত্ন হইয়া নিয়মিত কর। হে নরাধিপ! বৃকোদর, সারথিকে ইহা বলিয়া কনকভূষিত তীক্ষ্ণ বহুল শর দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরেই নন্দকের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে তিন বাণ প্রহার করিলেন। পরে দুর্য্যোধন মহাবল ভীমকে ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্য সুশাণিত তিন বাণে তাঁহার সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিলেন এবং যেন হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ তিন শরে ভীমের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীম তখন সারথি বিশোককে ধনু-

র্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুতীক্ষ্ণ বাণে পীড়িত দেখিয়া অসহমান ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রের যথার্থ দিব্য ধনুক ও লোমবাহী ক্ষুরপ্র অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ত্বরা সহকারে ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ ও অন্য এক বেগবত্তর ধনুক গ্রহণ করিয়া কালান্তক সদৃশ এক বাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীমসেনের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তাহাতে গাঢ়-বিদ্ধ, সর্ব্বগাত্র-বিযোজিত, ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ভীমসেনকে কাতর দেখিয়া অভিমন্যু-প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষ মহাভাগ মহারথগণের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা অব্যগ্রচিত্তে দুর্য্যোধনের মস্তকোপরি উগ্রতেজ বাণসকল তুমুলরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেনও ক্ষণপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রথমতঃ তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরেই শল্যকে রুক্মপুঙ্খ পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য বাণবিদ্ধ হইয়া রণ হইতে অপসৃত হইলেন। মহারাজ! তৎপরে সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম, আপনার এই চতুর্দ্দশ পুত্র সমবেত ও ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া ভীমসেনের সমীপে ধাবনপূর্ব্বক তাঁহার উপর বহুল বাণ বিসর্জ্জন করত তাঁহাকে দৃঢ়বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু মহাবল ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে তাদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া, পশুমধ্যে বৃকের ন্যায়, সৃক্ক লেহন করত গরুড় তুল্য বেগে তাঁহাদিগের মধ্যে আপতিত হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনাপতির শিরশ্ছেদ করিলেন, সহাস্যমুখে তিন বাণে জলসন্ধকে সংহার করিয়া যমসদনে উপনীত করিলেন; সুষেণকে বধ করিয়া মৃত্যুসমীপে প্রেরণ করিলেন; উগ্রের শির-স্ত্রাণের সহিত কুণ্ডলদ্বয় শোভিত চন্দ্রোপম মস্তক ভল্লাস্ত্রে ভূতলে পাতিত করিলেন; অশ্ব কেতু ও সারথির সহিত বীরবাহুকে সপ্ততি বাণে পরলোকে প্রেরণ করিলেন; বেগশীল ভীমরথ ও ভীম, উভয় ভ্রাতাকে যেন হাসিতে হাসিতে যমভবনে উপস্থিত করিলেন; এবং সুলোচনকে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতেই মৃত্যু-মুখে নিঃসারিত করিলেন। তদ্ভিন্ন আপনার যে সকল পুত্র তথায় অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তখন ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া সেই মহাত্মাকর্ত্তৃক আহত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর পলায়ন করিলেন।

তদনন্তর শান্তনুনন্দন সমস্ত মহারথদিগকে কহিলেন, হে মহারথগণ! উগ্রধন্বা ঐ ভীমসেন রণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহারথদিগের মধ্যে যিনি যেমন প্রধান, যেমন বীর, যেমন শূর হউন না কেন, তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে তোমরা প্রমথিত কর, বিলম্ব করিও না। ধার্ত্তরাষ্ট্র সমুদায় সৈন্য, ভীষ্মকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধাবমান হইল। ভগদত্ত, গলিত-মদ কুঞ্জরারোহণে ভীমের সমীপে আপতিত হইলেন। তিনি তাঁহার সম্মুখে আপতিত হইয়াই তাঁহাকে বাণ সমূহ দ্বারা, মেঘকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ সূর্য্যের ন্যায় অবরুদ্ধ করিলেন। স্ব স্ব বাহুবলের আশ্রিত অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ যুদ্ধে ভীমের শরাচ্ছাদিত হওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ দ্বারা ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীকে সমাবৃত করিলেন। সেই প্রাগ্‌-জ্যোতিষ হস্তী, সেই সকল মহারথের নানাবিধ অতি তেজন শস্ত্রবর্ষণে অভিহত হইয়া রুধির-ক্লিন্ন কলেবর হওয়াতে, যে প্রকার মহামেঘমণ্ডলী সূর্য্যকিরণে সংযুক্ত হইয়া দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ দর্শনীয় হইল। সেই মদস্রাবী রুধিরাক্ত বারণ ভগদত্ত কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দ্বিগুণ বেগাবলম্বনে পদভরে পৃথিবীকে কম্পমান্যা করত, কালপ্রেরিত কৃতান্তের ন্যায়, সেই সকল যোদ্ধাগণের প্রতি ধাবমান হইল। সমুদায় মহারথ সেই মহাগজের মহাভয়ানক রূপ দেখিয়া অসহ্য বিবেচনা করিয়া বিমনা হইলেন। রাজা ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব শরদ্বারা ভীমসেনের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ ভীমসেন রাজা ভগদত্তকর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথের ধ্বজ-যষ্টি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হইলেন। প্রতাপবান্ ভগদত্ত সেইসকল যোধগণকে ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বলবৎ নিনাদ করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর ভয়ানক রাক্ষস ঘটোৎকচ ভীমকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইল এবং নিমেষার্দ্ধকাল পরেই ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধিনী দারুণ মায়া সৃষ্টি করত স্বকৃত মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক লোকের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। তেজ, বীর্য্য, বল, মহাবেগ ও পরাক্রমবিশিষ্ট রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত, বহুল মদস্রাবকারী, মহাকায়, সুপ্রভাবিত ও চতুর্দ্দন্তসম্পন্ন অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন দিগ্‌ হস্তী তাহার অনুগামী হইল। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে তাঁহার গজের সহিত বিনাশ করিবার মানসে স্বীয় নাগ চালনা করিল; এবং অন্য তিন নাগও অতি মহাবলাক্রান্ত রাক্ষসদিগের চালিত ও অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভগদত্ত-হস্তীর চতুর্দ্দিকে ধাবনপূর্ব্বক তাহাকে দন্ত দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। সেই নাগ একে অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক শরাহত, তাহাতে আবার দিগ্‌হস্তীদিগের দন্তাহত হইয়া অতিশয় পীড্যমান হইল; সে ইন্দ্রের অশনি সম অতি মহা নিনাদ করিতে লাগিল।

হে ভারতরাজ! ভীষ্ম, সেই ভগদত্ত-গজের সুঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণকে কহিলেন, মহাধনুর্দ্ধর রাজা ভগদত্ত সংগ্রামে মহাকায় হিড়িম্বা-সুতের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; তিনি দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাকায়, রাজা ভগদত্তও অতি কোপন ভাব, ইহাঁরা দুই জন নিশ্চয়ই সমরে পরস্পরের মৃত্যু স্বরূপ। ঐ পাণ্ডবদিগের হর্ষ-সূচক মহাধ্বনি এবং ভয়ার্ত্ত ভগদত্ত নাগের অতি মহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে; অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, চল আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিতে যাই; এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তিনি শীঘ্রই সমরে প্রাণত্যাগ করিবেন। হে মহাবীর্য্য বিশুদ্ধাত্মাগণ! তোমরা ত্বরা কর, বিলম্ব করিও না; উহাদিগের নিদারুণ মহা রোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতেছে। হে অক্ষয়-সত্ত্বগণ! রাজা ভগদত্ত সৎকুল-সম্ভান, শূর এবং সেনাপতি; উহাঁকে পরিত্রাণ করা আমাদিগের নিতান্ত উচিত। ভীষ্মের এইকথা শুনিয়া দ্রোণপ্রমুখ সমুদায় রাজাগণ ভগদত্তকে

রক্ষা করিবার নিমিত্ত ত্বরমাণ হইয়া অতিবেগে ভগদত্তের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই বিপক্ষদিগকে প্রযাত দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেই সকল সৈন্য অবলোকন করিয়া অতি মহানিনাদ করত নভোমণ্ডল অনুনাদিত করিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাহার নিনাদ শুনিয়া এবং সেই দিগ হস্তীদিগকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুনর্ব্বার বলিলেন, দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আমার রুচি হয় না। ঐ দুরাত্মা সংপ্রতি উত্তম সহায় সম্পন্ন ও বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়াছে। স্বভাবতই লব্ধ-লক্ষ এবং প্রহারে সমর্থ। এক্ষণে উহাকে স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; বিশেষত আমাদিগের বাহনগণ এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছে; আমরাও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্তৃক অদ্য সমস্ত দিবস ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। এক্ষণে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছে, উহাদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। অতএব অদ্য সেনাগণের অবহার করিতে ঘোষণা কর, পর দিন বিপক্ষ সহ সংগ্রাম করা যাইবে

ঘটোৎকচ-ভয়ে পরিপীড়িত কৌরবগণ পিতামহের ঐবাক্য শুনিয়া রাত্রি উপস্থিত এই এক উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ করত সৈন্যদিগকে অবহার করিতে ঘোষণা করিলেন। কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে লব্ধ-জয় পাণ্ডবেরা শঙ্খ-বেণু স্বন-সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। হে ভারত-প্রবর! সেই দিবস কুরুদিগের সহিত ঘটোৎকচ পুরোবর্ত্তী পাণ্ডবদিগের এইরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। কৌরবেরা পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং লজ্জান্বিত চিত্তে সত্বর হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহারথ পাণ্ডবেরা ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে অগ্রে অগ্রে লইয়া সুস্থান্তঃকরণে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মর্ম্ম-ভেদক তূর্য্য ও শঙ্খ স্বন মিশ্রিত বিবিধ নিনাদ-সহকারে সিংহনাদ করত মেদিনী কম্পমানা করিয়া নিশাকালে শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধপ্রযুক্ত দীন মনে বাষ্প-শোক-সমাকুল হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। তদনন্তর শিবিরবিহিত যথাবিধি কার্য্যবিধানানন্তর ভ্রাতৃশোকে কর্ষিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু কুমারদিগের দেবদুঃসাধ্য কর্ম্ম শুনিয়া আমার অতি মহাভয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে। হে সঞ্জয়! পুত্রদিগের সর্ব্ব প্রকারে পরাভব শুনিয়া ইহার পর কিরূপ হইবে, এই মহতী চিন্তা আমার চিত্তকে ব্যাকুল করিতেছে। হে সঞ্জয়! যে সমস্ত ব্যাপার দৈবাধীন দেখিতেছি, ইহাতে নিশ্চয়ই বিদুরের বাক্য আমাকে অনুতাপিত করিবে; কেন না পাণ্ডব-সৈন্যের যোদ্ধাগণ, যোধসত্তম অস্ত্রজ্ঞ শূর ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিতেছে। হে বৎস! মহাত্মা মহাবল পাণ্ডবেরা কি হেতু অবধ্য হইল? যখন তাহারা আকাশগত তারাগণের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে কেহ বর দিয়া থাকিবে অথবা তাহারা কোন মন্ত্র অবগত থাকিবে! পাণ্ডবেরা যে পুনঃপুনঃ সৈন্য বিনাশ করিতেছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। পরম দারুণ দণ্ড, দৈবকর্তৃক আমার প্রতিই পতিত হইয়াছে! হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা যে কারণে অবধ্য এবং আমার পুত্রেরা যে কারণে বধ্য, তাহা তুমি যথা-তত্ত্বানুসারে আমাকে বল। আমি, মনুষ্যের ভুজদ্বয়ে মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার ন্যায়, কোন প্রকারে এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় দেখিতেছি না। আমি নিশ্চয়ই পুত্রদিগের সুদারুণ ব্যসন উপস্থিত মনে করিতেছি। ভীম আমার সমুদায় পুত্রকেই সংহার করিবে তাহাতে সংশয় নাই। হে সঞ্জয়! আমি এমত বীর কাহাকেও দেখিতেছি না, যে, সংগ্রামে আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারে; অতএব আমার পুত্রদিগের নিঃসংশয়ই বিনাশ হইবে। হে সঞ্জয়! আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাণ্ডবদিগের জয় ও আমার পুত্রদিগের বিনাশ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ কি, তাহা তুমি আমার নিকট যথাতত্ত্বক্রমে বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর এবং দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ এই সকল মহাবল মহাধনুর্দ্ধরগণ, স্বপক্ষেরা রণবিমুখ হইলে কি করিলেন? এবং আমার পুত্রেরা বিমুখ হইলে, তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের কি নিশ্চয় হইল? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর। পাণ্ডবেরা কোন মন্ত্রপ্রয়োগও করেন না, তথাবিধ মায়া কার্য্যও কিছু জানেন না এবং কোন বিভীষিকাও সৃষ্টি করেন না। তাঁহারা শক্তিমন্ত, যথান্যায়ে যুদ্ধই করিয়া থাকেন। হে ভারত! পাণ্ডবেরা সর্ব্বদাই মহৎ যশ কামনায় ধর্ম্ম দ্বারাই জীবিকাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সেই মহাবলশীল পরম শ্রীযুক্ত পাণ্ডু-নন্দনেরা স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়; এই হেতু তাঁহারা রণে অবধ্য ও জয়ী হইয়াছেন। আর আপনার পুত্রেরা দুরাত্মা, নিষ্ঠুর, হীনকর্ম্মা এবং সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে অভিরত, এই হেতু তাঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইতেছেন। তাঁহারা পাণ্ডবদিগের প্রতি নীচ লোকদিগের ন্যায় অনেক নৃশংস কর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রদিগের অনুষ্ঠিত সেই সমস্ত নৃশংসকর্ম্ম উপেক্ষা করিতে এবং গোপন করিয়া রাখিতেন। হে নরাধিপ! আপনার পুত্রেরা তাঁহাদিগকে যে অবমানিত করিয়াছিলেন, সংপ্রতি সেই সতত কৃত পাপ কর্ম্মের মহাকাল ফল সদৃশ সুদারুণ ফল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি সুহৃদ্ ও পুত্রগণের সহিত ভোগ করুন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আপনাকে নিবারিত করিলেও আপনি বুঝিতে পারেন নাই। আমিও আপনাকে যথার্থ হিত বাক্য দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু মন্দ ব্যক্তি যেমন পথ্য ও ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ আপনি আমার সেই হিতবাক্য গ্রহণ করেন নাই, পুত্রদিগের মতাবলম্বী হইয়াই পাণ্ডবদিগকে পরাজিত মনে করিয়াছিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে পাণ্ডবদিগের জয়ের প্রতি প্রকৃত কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুনর্ব্বার আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বিষয় দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দুর্য্যোধনকে, যাহা

কহিয়াছিলেন, তাহা আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার নিকট বলিতেছি। হে জনাধিপ! নিশাকালে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতিমহারথ সমুদায় ভ্রাতাকে রণে পরাস্ত দেখিয়া শোকাকুল চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ সমীপে গমন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, পিতামহ! আপনি, বীর্য্যবান্ দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, আপনারা সকলেই মহারথ ও সৎকুলসম্ভূত এবং যুদ্ধে তনুত্যাগে ও কৃতোৎসাহ বলিয়া বিখ্যাত; আমার মতে ত্রিলোকমধ্যে আপনাদিগের তুল্য যোদ্ধা কেহ নাই, সমস্ত পাণ্ডব পক্ষ যোদ্ধাও আপনাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না; ইহাতে আমার মনে এই সংশয় হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া পদে পদে জয়যুক্ত হইতেছে; যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা জয় লাভ করিতেছে, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌরব-রাজ! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা শ্রবণ কর; আমি বহুবার তোমাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার বাক্য গ্রাহ্য কর নাই। এখনও বলিতেছি, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর; আমার মতে সন্ধি করাই তোমার এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলজনক। তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখী হইয়া সকল সুহৃদ্ ও বান্ধবগণকে আনন্দিত করত এই পৃথিবী উপভোগ কর। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে অবমানিত করিয়াছিলে; আমি তোমাকে মুক্তকণ্ঠে নিবারণ করিলেও যে তুমি তাহা শুন নাই, তাঁহারই ফল এক্ষণে লক্ষ হইতেছে। হে মহারাজ! সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবেরা যে অবধ্য, তাহার কারণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডবদিগকে যে কেহ রণে পরাজিত করে, এতাদৃশ প্রাণী লোকমধ্যে কেহ নাই, পূর্ব্বেও হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। হে বৎস! ধর্ম্মজ্ঞ! ভাবিতাত্মা মুনিগণ পুরাণগীত যে কথা আমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার সকাশে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সমস্ত ঋষি ও দেবগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে সমুপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সমাসীন প্রজাপতি অন্তরীক্ষে দীপ্তিসম্পন্ন উজ্জ্বল এক উত্তম বিমান দেখিতে পাইলেন। তিনি চিন্তা করিয়া তত্রস্থ পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সংযত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিলেন। ঋষি ও দেবগণ সকলেই সেই মহাদ্ভুত ব্যাপার ও ব্রহ্মাকে উত্থিত দেখিয়া প্রাঞ্জলি ও দণ্ডায়মান হইলেন। জগদ্বিধাতা পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর ব্রহ্মা সেই পর দেবকে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ, বিশ্বক্সেন, বিশ্বকর্ম্মা, নিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বর, বাসুদেব এবং যোগাত্মা, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মহাদেব! তুমি জয়যুক্ত হও—তোমার স্বাভাবিক নিত্য উৎকর্ষ আবিষ্কার কর। হে লোকহিতরত! তুমি জয়যুক্ত হও। হে বিভু যোগীশ্বর! তুমি জয়যুক্ত হও। হে যোগ-পারাবর! তুমি জয়যুক্ত হও। হে পদ্মনাভ! হে বিশালাক্ষ! হে লোকেশ্বরের ঈশ্বর! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমানের নাথ! হে সৌম্য! হে আত্মজাত্মজ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অসংখ্যেয় গুণাধার! হে সর্ব্ব-পরায়ণ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে নারায়ণ! হে অসীম মহিম! হে শার্ঙ্গ-ধনুর্দ্ধর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে সর্ব্বগুণসম্পন্ন! হে বিশ্বমূর্ত্তি! হে নিরাময়! তুমি জয়যুক্ত হও। হে বিশ্বেশ্বর! হে মহাবাহো! হে লোক-হিতৈষিন্! তুমি জয়যুক্ত হও। হে মহানাগ! হে বরাহ-মূর্ত্তি! হে আদি কারণ! হে পিঙ্গলকেশ! হে বিভো! হে পীতবাস! হে দিগীশ্বর! হে বিশ্ববাস! হে অমিত! হে অব্যয়! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ব্যক্ত! হে অব্যক্ত! হে অমিতাধার! হে নিয়তেন্দ্রিয়! হে সৎক্রিয়! হে অসংখ্যেয়! হে আত্ম-ভাবজ্ঞ! হে গম্ভীর! হে কামদ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অনন্ত! হে বিদিত! হে ব্রহ্মন্! হে নিত্য! হে ভূতপ্রভাবন! হে কৃতকার্য্য! হে কৃতপ্রজ্ঞ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে জয়পরাজয়বিহীন! হে গুহ্যাত্মন্! হে সর্ব্বযোগাত্মন্! হে স্ফুটসম্ভূত সম্ভব! হে ভূতাদ্যতত্ত্ব! হে লোকেশ! হে ভূতবিভাবন! তুমি জয়যুক্ত হও। হে আত্মযোনে! হে মহাভাগ! হে কল্প সংক্ষেপ-তৎপর! হে মনোভাবোদ্ভাবন! হে ব্রাহ্মণ-প্রিয়! তুমি জয়যুক্ত হও। হে নৈসর্গিক সৃষ্টি-নিরত! হে কামেশ! হে পরমেশ্বর! হে অমৃতোৎপাদক! হে সদ্ভাব! হে মুক্তাত্মন্! হে বিজয়প্রদ! হে প্রজাপতি-পতি! হে দেব! হে পদ্মনাভ! হে মহাবল! হে আত্মভূত! হে মহাভূত! হে কর্ম্মাত্মন্! হে সর্ব্বপ্রদ! তুমি জয়যুক্ত হও। ধরাদেবী তোমার চরণদ্বয়, দিক্-সমস্ত তোমার বাহু, অন্তরীক্ষ তোমার মস্তক, আমি তোমার মূর্ত্তি, দেবতা সকল তোমার কায়, চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু, সংযম ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মূল সত্য তোমার বল, অগ্নি তোমার তেজ, বায়ু তোমার শ্বাস, জল তোমার স্বেদ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তোমার কর্ণদ্বয়, সরস্বতী দেবী তোমার জিহ্বা, বেদ তোমার সংস্কারনিষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ তোমাতে আশ্রিত হইয়া আছে। হে যোগেশ! হে যোগীশ! আমরা তোমার সংখ্যা, কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কি আবির্ভাব, কিছুই জানিতে পারি না। হে বিভো! হে দেব! তুমি মহেশ্বর ও পরমেশ্বর, তোমার প্রতি ভক্তি-নিরত ও তোমার আশ্রিত হইয়া আমরা সর্ব্বদা নিয়মপূর্ব্বক তোমার পূজা করিয়া থাকি। হে পদ্মনাভ! হে বিশালাক্ষ! হে কৃষ্ণ! হে দুঃখ-প্রণাশন! ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মানুষ, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপগণকে তোমার প্রসাদে বিশ্বমধ্যে আমি সৃষ্টি করিয়াছি। হে দেবেশ! তুমি সকল প্রাণীর গতি, তুমি সকল প্রাণীর নেতা, তুমিই জগতের আদি; দেবতারা চিরকাল তোমারই প্রসাদে সুখী হইয়া থাকেন। পৃথিবী তোমার প্রসাদে সদা নির্ভীকা হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত, হে বিশালাক্ষ! তুমি যদুবংশবর্দ্ধন হও। হে বিভো! তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপন, দৈত্যবধ ও বিশ্ব ধারণ নিমিত্ত আমার নিবেদিত এই কার্য্য সম্পন্ন কর। হে বাসুদেব! হে বিভু! তোমার প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য বিষয় যাথাতথ্যক্রমে উদ্গীত করিয়াছি, যে তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারা আত্মাকে বলদেব রূপ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার আত্মাকে কৃষ্ণ রূপ সৃষ্টি করিয়াছ, তৎপরে আত্মা হইতে প্রদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছ। যাঁহাকে লোকে অব্যয়

বিষ্ণু বলিয়া জানে, সেই অনিরুদ্ধকে প্রদ্যুম্ন হইতে উৎপাদন করিয়াছ এবং প্রদ্যুম্ন আমাকে লোকধারী ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং বাসুদেবাত্মক আমি তোমা-কর্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছি, অতএব তুমি আপনাকে ভাগক্রমে বিভাগ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও। তুমি মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বলোকের সুখ নিমিত্ত অসুর বধ নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করত লব্ধ-যশা হইয়া তত্ত্বানুসারে যোগ লাভ কর। হে অমিত-বিক্রম! ভুবন মধ্যে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ স্ব স্ব নামে বিভক্ত হইয়া তোমাকে পরমাত্মারূপে গান করেন। হে সুবাহো! বিপ্রগণ ও যাবতীয় প্রাণিসমূহ তোমাতে অবস্থিত হইয়া তোমাকেই আশ্রয় করত তোমাকে বরপ্রদ, আদিমধ্যান্ত-রহিত, অপার যোগ বিশিষ্ট ও অখিল জগতের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস দুর্য্যোধন! তদনন্তর লোকেশ্বরের ঈশ্বর দেব দেব ভগবান্ স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার এই অভিলষিত বিষয় আমি যোগ দ্বারা অবগত হইয়াছি, তাহা নিষ্পন্ন হইবে, ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে পরম বিস্ময়াপন্ন ও কৌতূহলপর হইয়া পিতামহকে কহিলেন, হে বিভো! আপনি যাঁহাকে প্রণাম করিয়া সবিনয় বরিষ্ঠ বাক্যে স্তুতি করিলেন, তিনি কে, আমাদিগের শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক ঐ রূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেব-প্রবরগণ! যিনি তৎপদবাচ্য, যিনি উৎকৃষ্ট, যিনি এইক্ষণে বর্ত্তমান আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, যিনি ভূতমাত্রের আত্মা ও প্রভু; যিনি পরম পদ ব্রহ্ম; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আমিও সেই জগৎপতির নিকট জগতের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যে, হে প্রভো! তুমি বসুদেবের আত্মজরূপে মানব জন্মগ্রহণ করি, অসুরগণের বধ নিমিত্ত মহীতলে অবতীর্ণ হও। যে সকল দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা সংগ্রামে নিহত হইয়াছিল, সেই ঘোররূপ মহাবলগণ মর্ত্ত্যলোকে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে ভগবন্! তাহাদিগের বধ নিমিত্ত তুমি বলবান্ রূপে নরের সহিত মানুষ জন্ম অবলম্বন করিয়া ভূতলে বিচরণ কর। ঋষিসত্তম পুরাণ পুরুষ নর ও নারায়ণকে সমস্ত অমরগণ যত্নপর হইলেও রণে জয় করিতে পারেন না। সেই অমিত-দ্যুতি নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে মূঢ়েরা তাঁহাদিগকে জানিতে পারিবে না। আমি যাঁহার আত্মজ হইয়া সমস্ত জগতের পতি হইয়াছি, সেই সর্ব্বলোক মহেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের সকলের অর্চ্চনীয়। হে সুরসত্তমগণ! সেই মহাবীর্য্য শঙ্খ-চক্র-গদাধারীকে মনুষ্য বলিয়া কদাচিৎ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম, পরম যশ, অব্যক্ত ও শাশ্বত; তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া সকলে জ্ঞান করে ও গান করিয়া থাকে। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকেই পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই অমিত-বিক্রম প্রভু বাসুদেবকে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণের, সমুদায় অসুরগণের বা অন্য কাহারো মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি সেই হৃষীকেশকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পুরুষাধম বলেন। যে, সেই মহাত্মা যোগীকে মানুষ-শরীরে প্রবিষ্ট বলিয়া অবমানিত করে, লোকে তাহাকে পাপী বলিয়া থাকে। সেই চরাচরের আত্মা শ্রীবৎসাঙ্ক সুবর্চ্চা পদ্মনাভকে যে জানিতে না পারে, তাহাকে লোকে পাপী বলিয়া কীর্ত্তন করে। কেহ সেই কিরীট কৌস্তুভধারী, মিত্রগণের অভয়-প্রদ মহাত্মাকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর পাপে মগ্ন হয়। হে সুর-প্রবরগণ! সমস্ত লোক সেই ত্রিলোক-মহেশ্বর বাসুদেবকে এই রূপ জানিয়া নমস্কার করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ঋষি ও দেবগকে ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বকীয়ালয়ে গমন করিলেন। তদনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মুনিগণ ব্রহ্মার সকাশে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হে বৎস দুর্য্যোধন! বাসুদেবের এইরূপ পুরাতন কথা আমি পূজিতাত্মা ঋষিগণ সকাশে শ্রবণ করিয়াছি। হে শাস্ত্রার্থবেত্ত! জামদগ্ন্য রাম, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়, ব্যাস ও নারদের নিকটেও এই কথা শুনিয়াছি। হে বৎস দুর্য্যোধন! সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার আত্মজ, সেই বিভু লোকেশ্বর অব্যয় মহাত্মা বাসুদেবের এই বিষয় শ্রবণ করিয়া জানিয়া শুনিয়া কোন্ মানবেরা তাঁহাকে যজনার্চ্চন না করিবে? পূর্ব্বে তোমাকে ভাবিতাত্মা মুনিগণ নিবারণ করিয়াছিলেন, অতএব তুমি ধনুর্দ্ধর বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে আর গমন করিও না। তুমি যে মোহপ্রযুক্ত প্রকৃতার্থ জানিতে পারিতেছ না, ইহাতে আমি তোমাকে নিষ্ঠুর রাক্ষস মনে করিতেছি এবং তোমার মন তমোবৃত বোধ করিতেছি; কেন না তুমি গোবিন্দ, পাণ্ডব ও ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করিতেছ। অন্য কোন্ মনুষ্য নর-নারায়ণ ঋষির প্রতি দ্বেষ করিতে পারে? তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, নিত্য, শাস্তা, ধাতা, বিশ্বাধার ও ধ্রুব বলিয়া অবগত হইবে। উনি ত্রিলোক ধারণ করিয়া থাকেন; উনি চরাচরের গুরু, প্রভু, যোদ্ধা, জয়, জেতা সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর। হে রাজন্! উনি সত্ত্বগুণময়; তম ও রজগুণ উঁহাতে নাই। যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম; যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জয়। উঁহার আত্মময় যোগ-মাহাত্ম্য যোগে পাণ্ডবদিগকে ধারণ করিয়া আছে, অতএব পাণ্ডবদিগেরই জয় হইবে। যিনি পাণ্ডবদিগকে শ্রেয়সী বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রদান করেন, তিনি রণে তাঁহাদিগকে বল প্রদান ও ভয় হইতে রক্ষা করিয়াও থাকেন। হে ভারত! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার কারণ এই, আমি কহিলাম। যিনি পাণ্ডবদিগের সহায় ও বসুদেবের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি সর্ব্ব ভূতময়, শাশ্বত দেব ও মঙ্গল [illegible]পন্ন। সুলক্ষণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা নিয়ত সমাহিত হইয়া তাঁহার সেবা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ বলদেব দ্বাপর যুগ শেষে কলি যুগের প্রথমে সাত্বত-বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহার গান করিবেন, সেই বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেব যুগে যুগে দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক, [illegible] এবং সমুদ্র কক্ষান্তরিত পুরী [illegible] সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

[illegible] অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! সর্ব্বলোক মধ্যে যে বাসুদেব মহাপ্রাণী বলিয়া কথিত হন, তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থিত জানিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতপ্রবর! বাসুদেব মহৎ সত্ত্ব ও সমস্ত দেবতার দেবতা। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কাহাকেও দেখা যায় না। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সমুদায় ভূতের আত্মা মহাত্মা সেই অব্যয় পুরুষ জল, বায়ু, তেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গম, সৃষ্টি করেন। সর্ব্ব লোকেশ্বর সেই মহাত্মা প্রভু পুরুষোত্তম দেব জলে শয়ন করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করেন। সেই সর্ব্ব তেজোময় দেব যোগা বলম্বনে জলশায়ী হইয়া থাকেন। সেই মহামনা বাসুদেব মুখ হইতে অগ্নি ও প্রাণ হইতে বায়ু, বাণী ও বেদ সকল সৃষ্টি করেন। এইরূপে তিনি আদি কালে দেবগণ, ঋষিগণ এবং প্রজাদিগের উৎপত্তি, মৃত্যু, মৃত্যুর উপায় ও মৃত্যুর প্রযোজক যম সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনিই ধর্ম্ম, ধর্ম্মাত্মা, বরপ্রদ ও সর্ব্বকামদাতা, তিনিই কর্ত্তা ও কার্য্য, তিনিই স্বয়ং আদি দেব ও প্রভু। সেই জনার্দ্দনই পূর্ব্বে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান, এই তিনকাল, উভয় সন্ধ্যা, দিক্, আকাশ ও নিয়ম সৃষ্টি করেন। সেই অব্যয় বরদ প্রভু গোবিন্দ ঋষিগণ, তপস্যা ও বিধাতা প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন এবং সকল প্রাণিগণের অগ্রবাজের বল দেবকে উৎপন্ন করেন। যাহাকে অনন্ত বলিয়া লোকে জানে, যিনি সমস্ত প্রাণী ও ধরাধরসহ এই ধরা ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শেষ নাগকে প্রাদুর্ভূত করেন। মহাতেজা বিপ্রগণ সেই বাসুদেবকে ধ্যানযোগে জানিতে পারেন। সেই পুরুষোত্তম কর্ণসম্ভূত, মহাতেজস্বী, উগ্র, উগ্রকর্ম্মা, উগ্রধী সম্পন্ন, বিরিঞ্চি বধোদ্যত মধু নামক অসুরকে বিনাশ করেন। তিনি সেই মধু নামক অসুরের বধসাধন করাতে দেব, দানব, মনুষ্য ও ঋষিগণ তাঁহাকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন। তিনিই বরাহ, সিংহ, ত্রিবিক্রম গতি ও সকলের প্রভু। সেই হরিই সকলের মাতা ও পিতা। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, আর কেহ হয় নাই ও হইবে না। তিনি মুখ হইতে বিপ্র, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পাদদ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্টি করেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তপোনিরত হইয়া পরিচর্য্যা করিলে সর্ব্ব দেহীর বিধাতা সেই যোগাত্মা কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই কেশব পরমতেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পতি। মুনিগণ তাঁহাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন। তাঁহাকেই আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। সেই কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার অক্ষয় লোকসকল লব্ধ হয়। যে মানব ভয়াপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং সর্ব্বদা তাঁহার এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি মঙ্গলসম্পন্ন ও সুখী হন। যে মানবেরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা মোহ প্রাপ্ত হন না, সেই জনার্দ্দন মহাভয়মগ্ন মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণ করেন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির সেই মহাভাগ জগদীশ্বর যোগেশ্বর প্রভু কেশবকে এইরূপ জানিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ পুরাকালে পৃথিবীতে বাসুদেবকে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই বেদ স্বরূপ এই স্তব আমার নিকট তুমি শ্রবণ কর। নারদ ঋষি তোমাকে লোক-ভাবন ভাবজ্ঞ, সাধ্য ও দেবগণের প্রভু ও দেব দেবেশ্বর বলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় তোমাকে যজ্ঞের যজ্ঞ, তপস্যার তপস্যা এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান বলিয়াছেন। ভগবান্ ভৃগু তোমাকে দেবের দেব এবং তোমার রূপকে বিষ্ণুর পুরাতন পরম রূপ বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন তোমাকে ইন্দ্রের স্থাপয়িতা ও বসুগণের মধ্যে বাসুদেব এবং দেবগণের দেব দেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অঙ্গিরা কহিয়াছেন, প্রাচীনগণ প্রজাপতিগণের সৃষ্টি কালে তোমাকে সমস্ত জগতের স্রষ্টা দক্ষ-প্রজাপতি বলিয়াছেন। অসিত দেবর্ষি বলিয়াছেন, অব্যক্ত তোমার শরীরে ও ব্যক্ত তোমার মনে অবস্থিতি করে, তুমি দেবগণের উৎপত্তি-স্থান। তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা যে সকল নরগণ তাহারা তোমাকে এইরূপ জানেন যে, তোমার মস্তকে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত, বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধৃত এবং তোমার জঠর ত্রিলোক হইয়াছে, তুমি সনাতন পুরুষ। সনৎকুমার প্রভৃতি যোগিজ্ঞ ঋষিরা সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ হরিকে চিরকাল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং এই বলিয়া স্তব করেন যে, হে মধুসূদন! আত্ম দর্শনে পরিতৃপ্ত যে সকল ঋষি এবং সংগ্রামে অনিবৃত্ত উদার-স্বভাব যে সকল রাজর্ষি, তাঁহাদিগের এবং সমুদায় ধর্ম্মপ্রবরদিগের তুমিই গতি এবং তুমিই নিত্য। হে বৎস! তোমাকে কেশবের কথা সংক্ষেপ ও বিস্তারক্রমে এই কহিলাম, তুমি সুপ্রীত হইয়া কেশবের শরণাপন্ন হও।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র এই পুণ্যাখ্যান শুনিয়া কেশব ও মহারথ পাণ্ডবদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। মহারাজ! শান্তনুপুত্র ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বৎস! তুমি মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে এবং যে নরের বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যে নিমিত্ত নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্ত্যলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যে কারণে সেই দুই বীর সংগ্রামে অপরাজিত ও পাণ্ডবেরা কাহারো কর্ত্তৃক বধ্য নহেন, তৎ সমুদায়ও তোমার শ্রুত হইল। হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সেই যশস্বী পাণ্ডবদিগের প্রতি গাঢ় প্রীতিমান্ আছেন, এই হেতু কহিতেছি, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। তুমি বলবান্ ভ্রাতৃগণের সহিত প্রজাশাসন করত পৃথিবী উপভোগ কর। নরনারায়ণ দেবকে অবজ্ঞা করিলে ভ্রাতৃগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপতে! আপনার পিতা এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, পরে তাঁহার নিকট হইতে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও মহাত্মাদিগকে প্রণাম করিয়া শিবিরে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দিব্য শয্যায় শয়ন করত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাত ও দিবাকর উদিত হইলে উভয় পক্ষ সেনা যুদ্ধযাত্রা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে একত্রিত ও পরস্পরকে অবলোকনপূর্ব্বক পরস্পর

জিগীষাপরবশ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। আপনার দুর্মন্ত্রণাপ্রযুক্তই পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পরস্পর স্ব স্ব ব্যূহ রচনা করিয়া বর্ম্ম-সন্নাহ ও হৃষ্ট হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম মকর-ব্যূহ নির্ম্মিত করিয়া চতুর্দ্দিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও আপনাদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার পিতা দেবব্রত রথিপ্রবর ভীষ্ম রথি সমূহে সমাবৃত হইয়া মহৎ রথি-সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিঃসৃত হইলেন। অন্যান্য রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতিগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। যশস্বী পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া শত্রুগণের অজেয় আপনাদিগের মহৎ শ্যেন ব্যূহে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। সেই শ্যেন-ব্যূহের মুখে মহাবল ভীমসেন, নেত্রে দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিরঃ-প্রদেশে সত্যবিক্রম বীর সাত্যকি থাকিলেন। পার্থ, গাণ্ডীব প্রকম্পন করত উহার গ্রীবা স্থলে রহিলেন। মহাত্মা পাঞ্চালরাজ শ্রীমান্ দ্রুপদ,পুত্রেগণ ও এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ উহার বাম পক্ষে অবস্থিত হইলেন। অক্ষৌহিণীপতি কৈকেয়রাজ উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত রহিলেন। দ্রৌপদী-পুত্রেরা ও বীর্য্যবান অভিমন্যু উহার পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন এবং চারুবিক্রম বীর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমজ দুই ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ স্থিতি করিলেন। ভীমসেন তখন বিপক্ষের মকর-ব্যূহ মুখে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমনপূর্ব্বক শায়কসমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। বীর্য্যবান ভীষ্ম, পাণ্ডুপুত্রদিগের ব্যূহিত সেনাকে বিমোহিত করত মহাস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ ভীষ্ম শরে মোহপ্রাপ্ত হইলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া রণমুখে ভীষ্মকে সহস্র শরে প্রহার করিলেন এবং ভীষ্ম-প্রমুক্ত অস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে হর্ষিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বলিপ্রধান মহারথ রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে কতিপয় ভ্রাতা ও সৈন্যদিগের ভয়ানক বিনাশ দেখিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি ত্বরমাণ হইয়া ভরদ্বাজ-পুত্রকে কহিলেন, হে বিশুদ্ধচিত্ত আচার্য্য! আপনি সতত আমার হিত কামনা করিয়া থাকেন, আমরা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকেও রণে পরাজিত করিতে প্রার্থনা করিতে পারি, তাহাতে সংশয় নাই। ইহাতে যে হীন-বীর্য্য, হীন-পরাক্রম পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব আপনার শুভ হউক, যে প্রকারে পাণ্ডবদিগের বধ হয়, তাহা আপনি বলুন। দ্রোণ রণস্থলে আপনার পুত্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকির সাক্ষাতে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে অস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে সাত্যকিও দ্রোণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে দশবাণে সাত্যকির জক্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন ক্রোধাকুলিত চিত্তে শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে শরসমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পরে অভিমন্যু ও দ্রৌপদী পুত্রেরা সংক্রুদ্ধ হইয়া উদ্যতায়ুধ দ্রোণ প্রভৃতিকে শাণিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী ও দ্রোণ ও ভীষ্মকে সংক্রুদ্ধ ও আপতিত দেখিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে প্রত্যুদ্গত হইলেন এবং জলদ সম নিস্বন বলবৎ ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক ত্বরা সহকারে শর বর্ষণ করিয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভরতকুলপিতামহ ভীষ্ম সংগ্রামে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। তদনন্তর আচার্য্য দ্রোণ আপনার পুত্রের আদেশানুসারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। শিখণ্ডী, যুগান্তকালীন উল্বণ অগ্নিসদৃশ শস্ত্রধারিপ্রবর দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলেন। তৎপরে মহাযশঃপ্রার্থী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মহৎ সৈন্যদলের সহিত সমীপে গমনপূর্ব্বক ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে অগ্রে করিয়া বিজয়ার্থে দৃঢ়মতি হইয়া ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। মহা অদ্ভুত-যশ ও বিজয়প্রার্থী সেই উভয় পক্ষ বীরদিগের, দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইল

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, আপনার পুত্রদিগকে ভীমসেন হইতে পরিত্রাণ করিবার অভিলাষে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণকালে কুরু-পাণ্ডবদিগের ও উভয় পক্ষীয় রাজগণের অতি দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে প্রধান প্রধান শূরগণের প্রাণ সংহার হইল। সেই মহভয়াবহ আকুল সংগ্রামে তুমুল মহৎ শব্দ গগন স্পর্শ করিতে লাগিল। মহানাগসকলের বৃংহিত ধ্বনি ও বাজিগণের হ্রেষারব এবং ভেরী ও শঙ্খ-নিনাদে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। যুদ্ধেচ্ছু মহাবল বিক্রান্ত বীর বিজয়ার্থী হইয়া গোষ্ঠস্থ বৃষভদলের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। শাণিত বাণে যোধগণের মস্তকসকল সমরস্থলে পাত্যমান হওয়াতে যেন আকাশ হইতে শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। কুণ্ডল ও উষ্ণীষশোভিত সুবর্ণোজ্জ্বল নর-শির সকল রণক্ষেত্রে পতিত দেখিতে লাগিলাম। শরমথিত কুণ্ডল-ভূষিত মস্তকে ও হস্তাভরণ ও অন্যান্যাভরণযুক্ত শরীরে পৃথিবী আচ্ছাদিত হইল। কবচোপহিত দেহ, অলঙ্কৃত হস্ত রক্তান্তনয়ন সংযুক্ত চন্দ্রসন্নিভ বদন ও গজ বাজি মনুষ্যের সমস্ত অবয়বে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমস্ত রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। বিপুল রজো রূপ মেঘ, শস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ ও অস্ত্র শস্ত্রের নির্ঘোষে যেন মেঘ-গর্জ্জন শব্দ বোধ হইতে লাগিল। হে ভারত! কুরুপাণ্ডবদিগের সেই তুমুল কটু যুদ্ধে শোণিতের জলাশয় উৎপন্ন হইল। যুদ্ধ দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ, সেই মহাভয়াবহ লোমহর্ষণ ঘোরতর তুমুল যুদ্ধে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের কুঞ্জরগণ শরপীড়িত হইয়া চিৎকারশব্দ করিতে লাগিল, সেই শব্দে এবং অমিততেজা সংরব্ধ বীরগণের ধনুগুণবিস্ফারণ রব ও তল ধ্বনিতে কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। সর্ব্বত্র রুধির জলাশয়ে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল, এতাদৃশ রণস্থলে নৃপগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। অমিততেজা পরিঘবাহু

শূরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ দ্বারা সমরে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর ও অশ্বগণ শরবিদ্ধ ও আরোহি-বিহীন হইয়া দিগ্-বিদিগ্ ধাবিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের যোদ্ধাদিগের মধ্যে অনেকে শরাঘাতে প্রপীড়িত ও উৎপতিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। এই ভীষ্ম ও ভীমের যুদ্ধে বাহু, মস্তক, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, হস্ত, উরু, পদ ও কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণের রাশি রাশি সর্ব্বত্র অবলোকিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অনিবৃত্ত অশ্ব, কুঞ্জর ও রথসকলের একত্র সংঘাত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা কাল-প্রেরিত হইয়া পরস্পরকে গদা, অসি, প্রাস ও নতপর্ব্ব বাণ-সমূহে হনন করিতে লাগিলেন। অনেক বাহু-যুদ্ধ-কুশল বীর-লৌহময় পরিঘ সদৃশ বাহু দ্বারা বহুধা যুদ্ধাসক্ত হইল। উভয় পক্ষের অনেক বীর মুষ্টি, জানু, করতল ও কফোনি দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা স্থানে স্থানে ভূতলে পতিত, পাত্যমান ও বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক রথী রথ-বিহীন হইয়া উত্তম খড়্গ ধারণপূর্ব্বক পরস্পর বধৈষী হইয়া ধাবমান হইল। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, বহু কলিঙ্গ দেশীয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া, ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃকোদরকে অগ্রে করিয়া বেগশীল বাহনে ভীষ্মের উপর আপতিত হইলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয়, ভ্রাতা ও অন্যান্য রাজগণকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সংযুক্ত দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি ও ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ এবং রথধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া আমরা সকলে ভয়াবিষ্ট হইলাম। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের আকাশে জ্বলন্ত পর্ব্বত সদৃশ দিব্য চিত্রিত বানর লাঞ্ছিত সিংহ-লাঙ্গুলাকৃতি বহু-বর্ণ ও উত্থিত ধূমরাশির ন্যায় বৃক্ষে অসংলগ্ন রথ-ধ্বজ অবলোকন করিলাম। সেই মহাসংগ্রামে যোধগণ তাঁহার স্বর্ণ-পৃষ্ঠ গাণ্ডীবকে আকাশে প্রদীপ্ত মেঘ-মধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। আপনার সৈন্য হনন করিবার সময়ে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় অতিশয় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহার তলদ্বয়ের অতি ঘোরতর শব্দ শুনিতে লাগিলাম। যে প্রকার প্রচণ্ড বায়ু সহকারে শব্দায়মান সবিদ্যুৎ মেঘ সর্ব্বত্র জল প্লাবন করে, তদ্রূপ তিনি শর বর্ষণে চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভীষণাস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহার বিশিখ অস্ত্রে মোহিত হইয়া আমরা কোন্ দিক্ পূর্ব্ব, কোন্ দিক্ পশ্চিম, তাহা বোধ করিতে পারিলাম না। হে ভারত-প্রবর! সেই সকল যোধগণের মধ্যে কোন যোধগণের বাহন শ্রান্ত, কোন যোধগণের বাহন হত হইলে তাহারা ভগ্নচিত্ত, পরস্পর সংহত ও দিগ্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার সমুদায় পুত্রদিগের সহিত ভীষ্মের শরণাগত হইলেন। সেই রণে শান্তনুনন্দন ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন। তখন ত্রাসান্বিত হইয়া রথিগণ রথ হইতে, সাদিগণ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ও পদাতিগণ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অশনি-নিস্বন সম গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমুদায় সৈন্য ভীত হইয়া কোন ব্যবহিত দেশের আশ্রয় লইল। হে নরপাল! তখন মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও সর্ব্ব কালিঙ্গ দেশীয় প্রধান যোধগণের সহিত কাম্বোজ দেশীয় মহৎ শীঘ্রগামী অশ্বগণ এবং বহু সহস্র গোপ ও গোপায়ন সৈন্যে পরিবৃত কলিঙ্গাধিপতি, নানাবিধ নরগণসমূহ সমেত সমস্ত রাজগণের সহিত দুঃশাসনপ্রমুখ নৃপতি জয়দ্রথ এবং চতুর্দ্দশ সহস্র প্রধান প্রধান অশ্বারোহী আপনার পুত্রের আদিষ্ট হইয়া সুবল-পুত্র শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। হে ভারত-প্রবর! তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে একত্রিত ও ভিন্ন ভিন্ন রথ ও অশ্ব বাহনে অধিরূঢ় হইয়া আপনার পক্ষ যোধগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই রণস্থলে রথী, বারণ, অশ্ব, ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধূলিসমূহ সমীরিত হইয়া ঘোরতর মহামেঘ সদৃশ হইয়া উঠিল। ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথ যোধিগণে সমাকুল মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে কিরীটীর সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন এবং অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুনাথ ভীমসেনের সহিত, পুত্র ও অমাত্য সহিত অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতি যশস্বী শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবেরসহিত এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরপাল! মৎস্যগণ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি যুদ্ধাসক্ত হইলেন। দ্রুপদ, চেকিতান ও মহারথ সাত্যকি সপুত্র মহাত্মা দ্রোণের সহিত রণ প্রবৃত্ত হইলেন এবং কৃপ ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে ধৃষ্টকেতুর উপর অভিদ্রুত হইলেন। এইরূপ স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে দল দল ভ্রমণশীল নাগ, রথ ও বেগশীল অশ্ব পরস্পর সংগ্রামাসক্ত হইল। হে মহারাজ! তখন বিনা মেঘে তীব্র বিদ্যুৎ ও নির্ঘাতের সহিত মহোল্কা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিক্সকল ধূলি-সমাবৃত হইল। মহা বাত্যা প্রাদুর্ভূত ও পাংশু বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সূর্য্য সৈন্যগণের ধূলিতে সমাবৃত হইয়া নভস্তলে অন্তর্হিত হইলেন। যোধগণের অস্ত্রজাল দ্বারা সমীরিত ধূলি পটলী, সমস্ত প্রাণীকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের অতীব মোহ উৎপাদন করিল। বীরগণের বাহুবিমুক্ত সর্ব্বাবরণভেদী শরজালের অতীব শব্দ হইতে লাগিল। নক্ষত্র সদৃশ বিমল প্রভাযুক্ত শস্ত্রসকল বীরগণের ভুজ্জর হইতে উচ্ছ্রিত হইয়া আকাশমণ্ডল প্রকাশিত করিতে লাগিল। সুবর্ণ-জালাবৃত বিচিত্র আর্ষভ চর্ম্ম সকল রথ-স্থলের সকল দিকে পতিত হইতে লাগিল। যোধগণের শরীর ও মস্তকসকল সূর্য্যবর্ণ খড়্গ দ্বারা পাত্যমান হইয়া সর্ব্বত্র সমস্ত দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারথীদিগের রথের চক্র, অক্ষ ও নীড় সকল ভগ্ন, মহাধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে সেই সকল মহারথী স্থানে স্থানে ভূতল-গত হইলেন। অনেক রথ-যোধী হত হওয়াতে তাহাদিগের অশ্ব সকল শস্ত্র-ক্ষত-দেহ হইয়া রথ আকর্ষণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে যোক্ত্রবদ্ধ অনেক উত্তম অশ্ব শরাহত ও ভিন্ন-দেহ হইয়া রথযুগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই রণস্থলে বলবান্ এক হস্তী কর্ত্তৃক সারথি, অশ্ব ও রথীর সহিত বহুল রথ নিহত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ সম্যাত সৈন্যসমূহ মধ্যে বহুল হস্তী অন্য হস্তীর মদস্রাব গন্ধ

আঘ্রাণ করিয়া ঘন ঘন বায় গ্রহণ করিতে লাগিল। তোরণশুণ্ড মহামাত্রের সহিত অনেক হস্তী নারাচাস্ত্রে অভিহত হইয়া হত ও পতিত হওয়াতে, তদ্দ্বারা রণক্ষেত্র সংছন্ন হইল। নিয়ন্তা কর্ত্তৃক চালিত উত্তম উত্তম অনেক হস্তী, যোদ্ধা ও ধ্বজের সহিত নিহত হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! হস্তিগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথীদিগের রথের সকল আক্ষেপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিতে লাগিল। অনেক হস্তী রথীদিগের রথ চূর্ণ করিয়া তাহাদিগের কেশ-কলাপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্ষেপণ করত পেষণ করিতে লাগিল এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল অন্যান্য রথে সংলগ্ন রথ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে নানাবিধ শব্দায়মান দিক্ দিগ গমন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল হস্তীর রথাকর্ষণপূর্ব্বক গমনকালে সরোবরাসক্ত নলিনী জাল বিকর্ষণকারী গজের ন্যায় প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহৎ রণস্থল সাদী পদাতি, মহারথ ও রথধ্বজে সমাচ্ছন্ন হইল।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! শিখণ্ডী মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের সহিত, অতি দুর্জ্জেয় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের সমীপে আশু গমন করিলেন। ধনঞ্জয়, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অমাত্য ও বান্ধব পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর সিন্ধুরাজ, পূর্ব্বদেশীয় পশ্চিমদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য ভূমিপগণ এবং অন্যান্য বহুল মহাধনুর্দ্ধর মহাপরাক্রান্ত শূর ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীমসেন আপনার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর অমর্ষণ-স্বভাব দুর্য্যোধন ও দুঃসহের প্রতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সহদেব, মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জয় মহারথ শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। আপনার পুত্রকর্ত্তৃক ছল-নিগৃহীত মহারথ যুধিষ্ঠির গজ সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন। যুদ্ধে বিপক্ষের ক্রন্দনজনক মাদ্রী-পুত্র নকুল ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণের সহিত সংযুক্ত হইলেন। রণদুর্জ্জয় মহাবল সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাল্ব ও কেকয় যোধগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পুত্রদিগের রথ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রত্যুদ্গত হইলেন। সেনাপতি অমেয়াত্মা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের সহিত সমর-সঙ্গত হইলেন। এইরূপে উভয় পক্ষ মহাধনুর্দ্ধর শূরগণ পরস্পর সমাগত হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দিনকর মধ্যাহ্নগত হওয়াতে অন্তরীক্ষ সূর্য্যকিরণে আকুলিত হইল, ঐ সময় কুরুপাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। ধ্বজ পতাকান্বিত হেমচিত্রাঙ্গ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথসকল রণাঙ্গনে বিচরণ প্রদীপ্ত হইতে লাগিল এবং সিংহ সদৃশ গর্জ্জনশীল পরস্পর জিগীষু সমরাসক্ত শূরগণের তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইতে থাকিল। কুরু ও সৃঞ্জয় বীরগণের সুদারুণ অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা না আকাশ, না সূর্য্য, না দিক্, না বিদিক্, কিছুই আর অবলোকন করিতে পারিলাম না। বীরগণের নিক্ষিপ্ত বিমলাগ্র শক্তি, তোমর ও সুপীত নিস্ত্রিংশের নীলোৎপল সদৃশ প্রভা এবং বিচিত্র কবচ ও ভূষণের প্রভাসকল তেজোদ্বারা দিক্ বিদিক্ ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাষিত করিতে লাগিল। তখন নরেন্দ্রগণের চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভ শরীর দ্বারা রণাঙ্গনের নানা স্থান দীপ্তি পাইতে লাগিল। নরব্যাঘ্র রথিসিংহদিগের আকৃতি সকল নভস্থলে গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশিত হইল।

হে ভারত! রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে মহাবল ভীমসেনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম-বিনির্ম্মুক্ত রুক্মপুঙ্খ শিলা শাণিত তৈল-ধৌত বাণসকল ভীমকে আহত করিতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ মহাবেগশীল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই রুক্মদণ্ড যুক্ত দুরাসদ শক্তি তাঁহার উপর আপতিত হইতেছে, এমন সময়ে তিনি সন্নত-পর্ব্ব শর-সমূহ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরেই শাণিত পাণিত অপর এক ভল্লদ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর সাত্যকি আপনার পিতার সমীপে আশু গমন করিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট তীক্ষ্ণ শাণিত তীব্র তেজস্বী বহুল শরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তিনি পরম দারুণ তীক্ষ্ণ এক শর সন্ধান করিয়া সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। সাত্যকির সারথি হত হইলে মনোমারুত সদৃশ বেগশীল অশ্বসকল দ্রুতবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। তাহা দেখিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য মধ্যে হাহাকার ও তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। এবং ধাবন কর, গ্রহণ কর, অশ্বদিগকে নিয়মিত কর, অভিদ্রুত হও, এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে শান্তনু নন্দন ভীষ্ম ইন্দ্র কর্ত্তৃক আসুরী সেনা হননের ন্যায়, পাণ্ডবী সেনা হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্মকর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও দৃঢ়মতি স্থাপনপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রের সেনা-জিঘাংসু হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ ভীষ্ম ও দ্রোণ-প্রমুখ বীরগণও পাণ্ডবগণের উপর বেগপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন, তাঁহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত। তদনন্তর মহারথ বিরাট ভীষ্মকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার তুরঙ্গদিগকেও তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুপুত্র লঘুহস্ততা সহকারে রুক্ম পুঙ্খ দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন। ভীষণধন্বা মহাবল দ্রোণপুত্র দৃঢ় হস্ত হইয়া গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তরে ছয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীর শত্রুহন্তা শত্রুঘাতী ফাল্গুন সুতীক্ষ্ণ বাণ সকল দ্বারা অশ্বত্থামার ধনুক ছিন্ন ও তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। তিনি ফাল্গুনকৃত কার্ম্মুক-ছেদ সহ্য না করিয়া, ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া, বেগশীল অন্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শাণিত নবতি শরে ফাল্গুনকে বিদ্ধ করত বাসুদেবকে সপ্ততি সংখ্য প্রবল বাণ সমূহে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শত্রুঘাতী অতি বলবান্ গাণ্ডীবধন্বা ফাল্গুন কৃষ্ণের সহিত, ক্রোধে তাম্রবর্ণ লোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও মুহুর্মুহু চিন্তা করিয়া বাম করে শরাসন নিপীড়ন করত জীবনান্তকর অতি ভয়ানক সন্নত-পর্ব্ব শরসকল সন্ধানপূর্ব্বক দ্রোণ-পুত্রকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন।

সেই সকল শর অশ্বত্থামার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। পরন্তু তিনি গাণ্ডীবধম্বার শরে নির্ভিন্ন হইয়া ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত মহাব্রত ভীষ্মকে পরিত্রাণ করিবার অভিলাষে বিহ্বল না হইয়া সমরে অবস্থিতি করত পার্থের প্রতি সেই রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি যে রণ স্থলে কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া ঐ রূপে যুদ্ধপ্রবৃত্ত ছিলেন, কুরুসত্তমগণ তাঁহার তাদৃশ মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। তিনি পিতা দ্রোণের সমীপে সুদুর্লভ অস্ত্রগ্রাম প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত লাভ করিয়াছিলেন, এই হেতু সর্ব্বদাই নির্ভীতচিত্তে সৈন্য-মধ্যে যুদ্ধ করিতেন। পরাক্রমশীল শ্বেতবাহন মহারথ মহাবীর শত্রুতাপন বীভৎসু মনে করিলেন, ইনি আমার আচার্য্য সুত, আচার্য্য দ্রোণের প্রিয় পুত্র, বিশেষত আমার পূজনীয় ব্রাহ্মণ, ইহা বিবেচনা করিয়া ভারদ্বাজ-সুতের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরমাণ হইয়া গমন করত আপনার সৈন্য হননে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে শিলা-শাণিত রুক্মপুঙ্খ গৃধ্রপত্র-সংযুক্ত শর নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অব্যগ্রচিত্তে শত্রুপ্রাণ-সংহারক দৃঢ় এক চিত্র কার্ম্মুক ও বেগবান্ তীক্ষ্ণ অজিহ্মগ সুশাণিত দশ সংখ্য শর গ্রহণ করিয়া সত্বর আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক কুরুরাজের প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থ কাঞ্চন সূত্র-গ্রথিত রত্ন সেই শর-সকলে পরিবৃত হইয়া আকাশে গ্রহগণ-সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সর্প যে প্রকার মনুষ্যকৃত তল শব্দ সহ্য করে না, তদ্রূপ তেজস্বী আপনার পুত্র, ভীমসেনের আঘাত সহ্য করিলেন না; তিনি সংক্রুদ্ধ হইয়া, সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিয়া, সুবর্ণ-পুঙ্খ শিলা-শাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। আপনার দেবতুল্য সেই মহাবল দুই পুত্র যুধ্যমান ও পরস্পর কর্ত্তৃক সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া রণস্থলে শোভমান হইলেন। বীর শত্রুহন্তা মহাবীর সুভদ্রাপুত্র নরব্যাঘ্র চিত্রসেন ও পুরুমিত্রকে সপ্ত শাণিত বাণে বিদ্ধ ও সত্যব্রতকে সপ্ততি শরে তাড়িত করিয়া রণে ইন্দ্র সম হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদিগের পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন। পরন্তু চিত্রসেন দশ, সত্যব্রত নয় ও পুরুমিত্র সপ্ত শরে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহার শরবিদ্ধ শরীর হইতে রুধির ক্ষরিত হইতেছে, সেই অবস্থাতেই তিনি চিত্রসেনের শত্রুনিবারণ বিচিত্র ধনুক ছেদন ও তনুত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিলেন। তদনন্তর আপনার পক্ষীয় মহারথ বীর রাজ-পুত্রগণ সংরব্ধ ও সমবেত হইয়া সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্র-বিশারদ অভিমন্যু তাঁহাদিগের সকলকে তীক্ষ্ণ শরসমূহে হনন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রগণ, তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার শিশির কালাত্যয়ে উদ্ধত জ্বলন্ত অগ্নি তৃণ কাষ্ঠ দহন করে, সেই প্রকার তিনি আপনার যোধগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভবৎ পক্ষ সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া অতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। হে নর-পাল! সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যুর তাদৃশ কার্য্য দেখিয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ সত্বর তাঁহার সমীপে যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন। অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শর দ্বারা শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এবং তিন শর দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণও অভিমন্যুকে সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। মহারথ অভিমন্যু সুশাণিত শর-নিকর দ্বারা লক্ষ্মণের অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বীর শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ হতাশ্ব রথে অবস্থিত হইয়া, ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অভিমন্যুর রথের উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু সেই ঘোররূপ ভুজঙ্গোপম শক্তি সহসা আপতিত হইতেছে দেখিয়া তীক্ষ্ণ শর-নিচয় দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর কৃপাচার্য্য লক্ষ্মণকে স্ব-রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। সেই মহাভয়াবহ সঙ্কুল যুদ্ধে বীরগণ পরস্পর বধৈষী ও জিঘাংসাপরবশ হইয়া অভিদ্রুত হইতে লাগিলেন। প্রাণ প্রদানে সমুদ্যত আপনার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধরগণ পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ মুক্তকেশ, কবচ-বিহীন, রথ-বিহীন ও ছিন্ন-কার্ম্মুক হইয়া কুরুগণের সহিত বাহু-যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল মহাবাহু ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডব-দিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন মেদিনী নিপাতিত সাদী, রথী, অশ্ব, হত নিয়ন্তা গজ ও মনুষ্য দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবাহু সাত্যকি সেই সমর-স্থলে ভারসাধন এক উত্তম ধনুক বিকর্ষণপূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করত পুঙ্খযুক্ত আশী বিষ-সম শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রণে শত্রু-হনন-কালে তিনি এমন লঘুহস্ততা সহকারে ত্বরাপূর্ব্বক ধনুর্বিক্ষেপ ও পুঙ্খ পুঙ্খ শর গ্রহণ, সন্ধান, মোচন ও নিক্ষেপ করত বিপক্ষ হনন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মূর্ত্তি তৎকালে অতি বর্ষণশীল মেঘের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভারত! তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে তাদৃশ সমুদীর্ণ দেখিয়া অযুত রথ তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বীর্য্যবান্, সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর রথীদিগকে নিহত করিলেন। গৃহীত-শরাশন সেই বীর তাদৃশ নিদারুণ কর্ম্ম করিয়া ভূরিশ্রবার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন। কুরুকুলকীর্ত্তি-বর্দ্ধন দুর্য্যোধন সেনাদিগকে যুযুধান কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্রায়ুধ-সবর্ণ মহৎ ধনুক বিস্ফারণ করিয়া পাণি লাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক বজ্র-সন্নিভ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র শর তাঁহার প্রতি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাত্যকির পদানুগগণ কাল সদৃশ সেই সকল শর সহ্য না করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইল। ভূরিশ্রবাকে দেখিয়া যুযুধানের মহাবল, মহারথ, বিচিত্র-বর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজবিশিষ্ট, বিখ্যাত দশপুত্র সংরব্ধ হইয়া যূপকেতু ভূরিশ্রবার সমীপে গমনপূর্ব্বক

সকলেই কহিলেন, অহে কৌরব দায়াদ মহাবল! আইস, তুমি আমাদিগের সকলের অথবা প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধ কর। তুমিই আমাদিগকে পরাজিত করিয়া সুখ লাভ কর, কিংবা আমরাই তোমাকে পরাজিত করিয়া পিতার প্রীতি সম্পাদন করি। বীর্য্যশ্লাঘী মহাবল নরশ্রেষ্ঠ যূপকেতু তখন সেই সকল শূর কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ সমবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, বীরগণ! তোমরা উত্তম বলিয়াছ, যদি তোমাদিগের এরূপ মতি হইয়া থাকে, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাদিগের সকলকে যুদ্ধে সংহার করিব। সেই ক্ষিপ্রযোধী মহাধনুর্দ্ধর অরিন্দম বীরদিগকে এইরূপ কহিলে, তাঁহারা মহৎ শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে এক ভূরিশ্রবার সহিত সমবেত উক্ত দশ জনের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা রথি-প্রধান এক ভূরিশ্রবাকে, প্রাবৃট্ কালে মেঘকর্ত্তৃক মেরু পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায়, শরবর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। মহারথ যূপকেতু তাঁহাদিগের বিমুক্ত যমদণ্ড ও বজ্র সন্নিভ শর সকল সমীপগত না হইতে হইতেই অবলীলাক্রমে আশু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৌমদত্তির এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি একাকী নির্ভয় চিত্তে অনেকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। উক্ত দশ মহারথী শর বৃষ্টি করিয়া সেই মহাবাহুকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সংহার করিতে উপক্রম করিলেন। মহারথ সোমদত্তনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষমধ্যে দশ বাণে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগের ধনুক ছিন্ন হইলে নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া নিপাতিত করিলেন। তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া ধরা পতিত হইলেন। বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকি মহাবলাক্রান্ত বীর পুত্রদিগকে নিহত করিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। উভয় মহারথ মহাবল পরস্পরের রথ রথ দ্বারা পীড়ন করিয়া রথরাজি বিনাশ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ ও লম্ফ প্রদান করত বিরথী ও যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়া শোভমান হইলেন। তখন ভীমসেন অসিধারী সাত্যকির সমীপে আসিয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। আপনার পুত্রও সমুদায় ধন্বির সাক্ষাতে সত্বর ভূরিশ্রবাকে রথে উঠাইয়া লইলেন। সেই রণে পাণ্ডবেরা সংরব্ধ হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রভাকর লোহিতরূপ ধারণ করিলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথী বিনাশ করিলেন। তাহারা পার্থকে বিনাশ করিতে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যেরূপ শলভ দল বহ্নিকে প্রাপ্ত না হইয়াও নিকটস্থ হইবামাত্র বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে প্রাপ্ত না হইতে হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর ধনুর্ব্বেদ-বিশারদ মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আদিত্য, সমুত্থিত ধূলি-জাত মেঘে আচ্ছাদিত হইলেন, তাহাতে সমুদায় সৈন্যদিগের মোহ সমুৎপন্ন হইল। তখন আপনার পিতা দেবব্রতের বাহনও শ্রান্ত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যা সময়ও সমুপস্থিত হইল, সুতরাং তিনি সৈন্যদিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষ সেনাই পরস্পর সমাগমে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া স্ব স্ব বিশ্রামালয়ে গমন করিল। অনন্তর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে গমনপূর্ব্বক তথায় নিবিষ্ট ও যথাবিধি ক্লম-নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তৎপরে কুরুপাণ্ডবেরা নিশা সমুচিত কার্য্যে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উভয় পক্ষ যুদ্ধোদ্যত রথী ও সজ্জিত দন্তিগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল। পদাতি ও অশ্বগণের যুদ্ধসজ্জা সময়ে তুমুল শঙ্খ দুন্দুভি শব্দ সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাবাহো! শত্রুতাপপ্রদ মকর-ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। রথি-প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশানুসারে সমস্ত রথীদিগকে মকর-ব্যূহ নির্ম্মাণে অনুমতি করিলেন। ধনঞ্জয় ও দ্রুপদ তাহার মস্তক, নকুল ও সহদেব তাহার দুই চক্ষু, মহাবল ভীমসেন তাহার তুণ্ড, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ তাহার গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট মহতী সেনা সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাহার পৃষ্ঠ, কৈকেয় দেশীয় ভূপতি পঞ্চ ভ্রাতা তাহার বাম পক্ষ, নরব্যাঘ্র ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান তাহার দক্ষিণ পক্ষ, মহারথ শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া তাহার পদদ্বয় এবং সোমকগণ, সংবৃত মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ শিখণ্ডী ও রাজা ইরাবান্ তাহার পুচ্ছ প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। হে ভারত! পাণ্ডবেরা সূর্য্যোদয় সময়ে এইরূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত হইয়া সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ, ছত্র, বিমল শাণিত শস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পত্তিগণের সহিত কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পিতা দেবব্রত সেই মকর ব্যূহ দেখিয়া সৈন্যগণের মহৎ ক্রৌঞ্চ ব্যূহ প্রতিসজ্জিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভরদ্বাজনন্দন উহার তুণ্ড, অশ্বত্থামা ও কৃপ উহার চক্ষু, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য নরবর শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় নৃপতি ও বাহ্লিকের সহিত উহার শিরঃস্থল, বহু রাজগণে পরিবৃত আপনার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধন ও শূরসেন উহার গ্রীবা, মদ্র, সৌবীর ও কেকয়গণের সহিত প্রাগ্জ্যোতিষ নাথ মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া উহার উরঃস্থল, প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা স্ব-সেনায় পরিবৃত ও বর্ম্মিত হইয়া উহার বাম পক্ষ, তুখার, যবন, শক, ও চুলিকগণ বদ্ধ সন্নাহ হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষ এবং শ্রুতায়ু, শতায়ু, সৌমদত্তি, ইহাঁরা পরস্পর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া উহার জঘন দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় কালে উভয় পক্ষ যোধগণ এইরূপে ব্যূহ সজ্জা করিয়া পরস্পরের সহিত সমবেত হইলেন, তাহার পর মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথীগণ নাগারোহীগণের, নাগারোহীগণ রথীগণের অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীগণের, রথীগণও অশ্বারোহীগণের, অশ্বারোহীগণও রথি ও কুঞ্জরগণের এবং রথীগণ গজারোহী, রথী ও অশ্বারোহীগণের সহিত যুদ্ধে অভিক্রুত হইলেন। এবং রথীগণ পদাতিগণের সহিত ও পদাতিগণ সাদীগণও পদাতিগণের সহিত সমবেত হইয়া অমর্ষপূর্ব্বক পরস্পর ধাবমান হইল। যে প্রকার নক্ষত্র সমূহদ্বারা শর্ব্বরী শোভা পায় সেইরূপ পাণ্ডবী সেনা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের রক্ষিতা

হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; এবং আপনার সেনা ও গ্রহগণ-সংবৃত আকাশের ন্যায়, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য ও দুর্য্যোধনাদি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শোভমানা হইল। পরাক্রমী ভীমসেন দ্রোণকে দেখিয়া বেগবান্ অশ্ব দ্বারা তাঁহার সেনাভিমুখে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের মর্ম্ম ভেদ করিবার উদ্দেশে নয় লৌহশর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের শরে দৃঢ়াহত হয়া তাঁহার সারথিকে অস্ত্রাঘাতে যমভবনে প্রেরণ করিলেন। যে প্রকার অগ্নি তৃণরাশি দহন করেন, সেইরূপ প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-নন্দন স্বয়ং অশ্ব-রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবী সেনা দাহ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ কৈকেয়গণের সহিত, দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইল। আপনার পক্ষ সৈন্যও ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া মদগর্ব্বিতা বরাঙ্গনার ন্যায় স্ব স্ব স্থানে বিমোহিত হইয়া পড়িল। সেই বীরক্ষয়জনক সংগ্রামে আপনার ও পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের ঘোরতর বিপর্য্যয় সমুপস্থিত হইল, উভয় পক্ষের ব্যূহই ভগ্ন হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ সকলেই যে একায়ন গত হইয়া বিপক্ষ সহ রণ করিতে লাগিল, তাহা অদ্ভুত অবলোকন করিলাম। কৌরব ও পাণ্ডব বীরগণ সেই মহাযুদ্ধে পরস্পরের অস্ত্র সকল প্রতিসন্ধান করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের বহুবিধ সৈনিক লোকসকল উৎকৃষ্ট ও বহুগুণান্বিত; তাহাদিগের ব্যূহও যথাশাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া অমোঘ হইয়া থাকে। তাহারা আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট, অত্যন্ত অনুরক্ত, প্রণত এবং ব্যসন বিহীন; পূর্ব্বে তাহাদিগকে বল বিক্রম পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা না অতি বৃদ্ধ, না বালক, না কৃশ, না স্থূল; এবং শীঘ্রচারী, আয়ত কলেবর, দৃঢ়কায়, অরোগী, গৃহীত-সন্নাহ-সম্পন্ন এবং বহু-শস্ত্র-যোধী; অসি যুদ্ধে বাহু যুদ্ধে ও গদা যুদ্ধে অভিজ্ঞ, প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লৌহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, ইষু, মুষল, লগুড়, শরাসন, কণপ লোষ্ট্রাদি এবং বিচিত্র মুষ্টিযুদ্ধে সমর্থ; ধনুর্ব্বেদে প্রত্যক্ষ প্রদর্শী; ব্যায়ামে কৃতশ্রম সমুদায় শস্ত্র গ্রহণ বিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত; হস্ত্যাদিতে আরোহণ ও অবতরণে, বহিঃসরণে, মধ্যে অপসরণে, অগ্রে গমনে, পশ্চাৎ অপসরণে ও সম্যক্ প্রহরণে নিপুণ; এবং নাগ, অশ্ব ও রথযানে উত্তমরূপে পরীক্ষিত; তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথোচিত বেতন প্রদানে রক্ষা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা সৌহার্দ্দবশত, অথবা আভিজাত্য কি অন্য কোন সম্বন্ধনিবন্ধন নিযুক্ত রাখা হয় নাই। তাহারা মানী, যশস্বী ও আর্য্যভাবাপন্ন; আমাদিগের দ্বারা তাহাদিগের স্বজনগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও বান্ধবগণ সন্তুষ্ট ও সৎকৃত হইয়া থাকে। তাহাদিগের বহুপ্রকার উপকার করা হইয়াছে। হে বৎস! ভুবনবিখ্যাত লোকপাল সদৃশ মুখ্যকর্ম্মা বলশালী প্রধান প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা বলবান্ ও স্বেচ্ছাধীন আমাদিগের অনুরক্ত এবং ভূমণ্ডল মধ্যে লোকে যাহাদিগের সম্মান করিয়া থাকে, তাঁহারা অনেকে অনুগত জনগণের সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পক্ষবিহীন অথচ পক্ষিসদৃশ দ্রুতগতি রথ ও নাগ সমূহ রূপ স্রোতস্বতী নদী সকলে পরিপূর্ণ, নানা যোধগণ রূপ জলে জলময়, বিপুল তরঙ্গরূপ বাহনে ভয়ানক, গদা, শক্তি শর ও প্রাসাদি অস্ত্ররূপ ক্ষেপণীসমূহে সমাকুল, ধ্বজ ও ভূষণের সংবাধসমন্বিত, রত্নপটে সুনির্মিত, বায়ুবেগ-বিকম্পিত, ধাবমান বাজিগণে সুসম্পন্ন সেই সৈন্য সকল সমবেত হইয়া মহাসাগর সদৃশ হইয়াছে। অপার সাগরোপম গর্জ্জনশীল তাদৃশ মহৎ সৈন্য দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও বাহ্লিক এই সকল সারবান্ লোকপ্রবীর মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও যে সংগ্রামে নিহত হইতে লাগিল, তাহার কারণ কেবল পুরাতন ভাগ্যই বলিতে হইবে। হে সঞ্জয়! মহাভাগ প্রাচীন মানব বা ঋষিগণও এরূপ যুদ্ধ-ব্যাপার কদাপি দর্শন করেন নাই। এতাদৃশ বল-সমূহ শাস্ত্রবিধান, অর্থ ও সম্পত্তিতে সংযুক্ত হইলেও যে বিপক্ষের বধ্য হইল, ইহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ ঘোরতর সৈন্যও যে পাণ্ডবগণ হইতে অবতর করিতে পারিল না, ইহাতে আমার নিকট সকলই বিপরীত রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, দেবগণ পাণ্ডবদিগের হিতনিমিত্ত রণস্থলে সমাগত হইয়া যে প্রকারে আমার সৈন্য সকল বিনষ্ট হয়, এতাদৃশ রূপে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বিদুর হিতকর ও পথ্য বাক্য বারংবার কহিয়াছিলেন, আমার মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধন তাহা গ্রহণ করিল না। এইক্ষণে যাহা সংঘটিত হইতেছে, ইহাতে আমি বোধ করি যে, সেই মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ বিদুর ইহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ নিমিত্তই তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! এই ভবিতব্য ব্যাপার পূর্ব্বে বিধাতাই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে, অন্যথা হইবার নহে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আপনার দোষেই এতাদৃশ ব্যসনে বিপন্ন হইলেন। হে ভারতপ্রবর! ধর্ম্মবিপর্য্যয়-জনিত যে দোষ, তাহা দুর্য্যোধন দেখিতে পান নাই, পরন্তু আপনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন। মহারাজ! আপনার দোষেই পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয় এবং আপনার দোষেই এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, সুতরাং আপনিই এক্ষণে আত্মকৃত পাপের ফল ভোগ করুন। আত্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ আপনারই করিতে হয়, অতএব আপনিই ইহ বা পরলোকে এই আত্মকৃত দোষের ফল লাভ করিবেন। সে যাহা হউক, সংপ্রতি আমি যথাবৎ যুদ্ধ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, আপনি উপস্থিত ব্যসন জন্য শোকে অভিভূত হইয়াও স্থিরচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। বীর ভীমসেন, সুশাণিত বাণসমূহ দ্বারা মহাসৈন্য ভেদ করিয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় অনুজদিগকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল ভীমসেন দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মদ, দুঃসহ, জয়, জয়সেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ, এই সকল মহারথ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ও তৎপক্ষীয় অন্যান্য বহুল মহারথীকে সংক্রুদ্ধ ও সমাপন্ন দেখিয়া ভীষ্মরক্ষিত মহৎ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভীমসেনকে

চমূমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উক্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সকলে পরস্পর বলাবলি করিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আইস আমরা ঐ ভীমসেনের প্রাণ সংহার করি। সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণ এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার সূর্য্য প্রজা সংহারকালে ক্রূর মহাগ্রহগণে পরিবেষ্টিত হন, সেই প্রকার ভীমসেন সেই সকল ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইলেন। যেরূপ দেবাসুর যুদ্ধে দানবদিগের মধ্যস্থিত ইন্দ্রের চিত্তে ভয় সঞ্চার হয় নাই, তদ্রূপ বিপক্ষব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট ভীমসেনের চিত্তে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইল না। শত শত সহস্র সহস্র সর্ব্ব শস্ত্রধারী রথী সমুদ্যত হইয়া শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাবল ভীমসেন তাঁহাদিগের প্রধান যোদ্ধা হস্তী, অশ্ব ও রথারূঢ় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে কোন চিন্তা না করিয়াই হনন করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহার নিগ্রহ করণে সমুদ্যত সেই ভ্রাতাদিগের অভিপ্রেত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে বধ করিতে মানস করিলেন। তদনন্তর তিনি গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সৈন্য-সাগরে প্রবেশ করত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে সুবলপুত্র ছিলেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার মহতী সেনা নিবারণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে ভীমসেনের শূন্যরথের সমীপস্থ হইলেন। তিনি সেই সমর স্থলে ভীমের সারথি বিশোককে দেখিয়া দুঃখিত, হতচেতন, দুর্ম্মনা ও বাষ্পসংরুদ্ধ হইয়া নিশ্বাসসহকারে বাক্য প্রয়োগ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশোক! আমার প্রাণসম প্রিয়তম ভীমসেন কোথায়? বিশোক কৃতাঞ্জলি হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, মহাবল পাণ্ডব আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী ধার্ত্তরাষ্ট্র বলসাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে এই প্রিয়বাক্য বলিয়াছেন, "সারথি! যাহারা আমার সংহারে উদ্যত হইয়াছে, আমি যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া না আসিব, তাবৎকাল অর্থাৎ মুহূর্ত্তমাত্র তুমি এই স্থানে অশ্বদিগকে নিয়মিত করিয়া আমার অপেক্ষা করিবে।" তদনন্তর সেই মহাবল ভীমসেনকে গদাহস্তে ধাবমান দেখিয়া সমুদায় সৈন্যদিগের হর্ষ জন্মিল। সেই মহাভয়াবহ তুমুলযুদ্ধে আপনার সখা মহাবল বৃকোদর বিপক্ষদিগের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবলাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন রণমধ্যে বিশোকের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, অদ্য রণে আমি পাণ্ডবদিগের স্নেহ উপেক্ষাপূর্ব্বক ভীমসেনবিহীন হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমি রণস্থলে অবস্থিত থাকিতে ভীমসেন একাকী সৈন্যব্যূহ মধ্যে একমাত্র পথ করিয়া গমন করাতে যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন! যে ব্যক্তি সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া রণ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হয়, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহার অকল্যাণ করিয়া থাকেন। ভীমসেন আমার সখা, সম্বন্ধী এবং ভক্ত; আমিও সেই শত্রুনিসূদনের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকি, অতএব যে স্থানে তিনি গমন করিয়াছেন, আমিও তথায় যাই। আমার তথায় গমন কালে তুমি আমাকে দেবরাজ কর্ত্তৃক দানবগণ হননের ন্যায় শত্রু হনন করিতে দেখিতে পাইবে

বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোককে ইহা বলিয়া ভীমসেনের গদা-প্রমথিত গজগণে পরিচিহ্নিত পথে সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, ভীমসেন তখন রিপুবাহিনী দগ্ধ ও বহু ভূপালকে পবনভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত করিতেছেন। রথী, সাদী, দন্তী ও পদাতিগণ ভীমসেন কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া অতিশয় আর্ত্তনাদ করিতেছিল। বিচিত্র-যোধী কৃতি ভীমসেন কর্ত্তৃক আহত আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইতেছিল। তদনন্তর সেই অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ যোদ্ধাগণ নির্ভীকচিত্তে বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে শস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পৃষতসন্তান বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে বীরাগ্রগণ্য, সুসংহত ঘোরতর সৈন্যকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, অন্তকালে দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় গদাহস্ত, শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ, ক্রোধরূপ বিষ-বমনকারী ও পদচারে গমনশীল ভীমসেনকে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। সেই মহাত্মা শত্রুমণ্ডলী মধ্যে ভীমসেনকে আশ্বস্ত করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক অতি শীঘ্র আত্মরথে আরোপিত ও তাঁহার শল্যাপনোদন করিলেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধনও সেই বিমর্দ্দস্থলে সহসা ভ্রাতৃগণের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, ঐ দুরাত্মা দ্রুপদ-পুত্র ভীমসেনের সহিত সমাগত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ রিপু আমাদিগের সৈন্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান না করিতে করিতেই আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া, উহাকে সংহার করিতে গমন করি। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে উদ্বোধিত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অমৃষ্যমাণ ও উদ্যতায়ুধ হইয়া, 'যে প্রকার যুগ-ক্ষয়ে ভয়ানক কেতু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ নিমিত্ত আপতিত হইলেন। সেই বীর সকলে চিত্র ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্গুণ ও রথ-নেমির শব্দে পৃথিবী বিকম্পিত করত অম্বুদমণ্ডলের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায়, দ্রুপদ পুত্রের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহারথ যুবা পুরুষ দ্রুপদ-সুত আপনার পুত্রদিগকে সম্মুখ রণে অবস্থিত ও সমুদীর্ণ দেখিয়া তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে আহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যগণের প্রতি দেবরাজ মহেন্দ্রের ন্যায়, আপনার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে অত্যুগ্র প্রমোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই বীরগণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাস্ত্রে চেতনাশক্তিবিহীন হইয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন সমস্ত কুরুসৈন্য আপনার মোহগ্রস্ত পুত্রদিগকে কাল প্রাপ্তের ন্যায় দেখিয়া বাজি, নাগ ও রথের সহিত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে শস্ত্রধারিপ্রধান দ্রোণ রণে দ্রুপদকে সুদারুণ তিন শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি দ্রোণ শরে অতি বিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত রণ হইতে অবসৃত হইলেন। প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য্য, দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া শঙ্খবাদ্য করিলেন, তাহা শুনিয়া সোমকগণ ত্রাসান্বিত হইল। তদনন্তর রাজহিতৈষী অস্ত্রজ্ঞ প্রধান তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রদিগকে প্রমোহনাস্ত্রে বিমোহিত শুনিয়া ত্বরা সহকারে রণ হইতে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন বিচরণ করিতেছেন,

এবং আপনার পুত্রেরা মোহাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া মোহনাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। পরে আপনার মহারথ পুত্রেরা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধার্থ সংগত হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির স্ব সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশ মহারথী বর্ম্মিত হইয়া সুক্ষ্মস্কন্ধে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাদিগের সংবাদ অবগত হউন। পুরুষাভিমানী বিক্রমশীল যোদ্ধা অভিমন্যু, কৈকেয়রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু এই দ্বাদশ বীর যে আজ্ঞা বলিয়া রাজার অনুজ্ঞানুসারে মহৎ সৈন্য দল সমভিব্যাহারে সেই মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা সূচীমুখ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া কুরুদিগের রথ সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার মদমূর্চ্ছিতা প্রমদা আপনাকে নিবারণ করিতে সমর্থা হয় না, তদ্রূপ ভীমসেন-ভয়ে ভীতা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বিমোহিতা কুরুসেনা অভিমন্যুপ্রমুখ সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থা হইল না। সুবর্ণধ্বজশোভিত মহাধনুর্দ্ধারী পাণ্ডবপক্ষ সেই বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদর সমীপে গমনেচ্ছু হইয়া ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন আপনার সৈন্যবিনাশ করিতে করিতে অভিমন্যু প্রভৃতি সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে দেখিয়া প্রমোদান্বিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার গুরু দ্রোণকে সহসা আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিতে আর মানস করিলেন না এবং বৃকোদরকে কৈকেয়রাজের রথে আরোপিত করিয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধনুর্ব্বেদ পারগ দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন। শত্রুসূদন প্রতাপবান্ ভারদ্বাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আপতিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধনুক ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং প্রভু দুর্য্যোধনের অন্ন স্মরণ করিয়া তাঁহার হিতার্থে অন্যান্য শত শত বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া সপ্ততিসংখ্য শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুকর্ষণ দ্রোণ পুনর্ব্বার তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া চারি শরে চারি অশ্ব নিপাতিত করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে মৃত্যু নিকটে প্রেরণ করিলেন। মহাবাহু মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হতাশ্ব-রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অভিমন্যুর মহারথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডব সৈন্য রথ নাগ ও অশ্বগণের সহিত, ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত মহারথ, সৈন্যদিগকে অমিততেজা দ্রোণকর্ত্তৃক প্রভগ্ন দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা দ্রোণের সুশাণিত শরসমূহে সমাহত হইয়া ক্ষুব্ধসাগরের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইল। আপনার সমুদায় বল তাহাদিগকে তথাবিধ ও দ্রোণাচার্য্যকে বিপক্ষ সেনা দগ্ধ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল এবং সমস্ত যোদ্ধা তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মোহপ্রমুক্ত হইয়া অক্ষয় বীর বৃকোদরকে পুনর্ব্বার শরবর্ষ দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন এবং আপনার মহারথ পুত্রগণও পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমবেত ও সমুদ্যত হইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেনও পুনর্ব্বার সমরে স্বকীয় রথ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে সমারোহণপূর্ব্বক আপনার আত্মজের সমীপে গমন করিলেন এবং শত্রুর প্রাণবিনাশক মহাবেগশালী দৃঢ় চিত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে শর বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনও মহাবল ভীমসেনের মর্ম্ম স্থানে দৃঢ়রূপে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাহাতে অতি বিদ্ধ ও ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া বেগে কার্ম্মুক আকর্ষণপূর্ব্বক তিন বাণে দুর্য্যোধনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, তিনি তাহাতে আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় বিচলিত হইলেন না। সেই ক্রুদ্ধ দুই বীরকে পরস্পর সমাহত হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের শূর অনুজগণ পূর্ব্ব মন্ত্রণা স্মরণ করত জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমকর্ম্মা ভীমের নিগ্রহে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তাঁহার বধ সাধনে যত্ন হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া যেমন একটা হস্তী অনেক হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়; তদ্রূপ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহাযশা তেজস্বী পুরুষ নারাচাস্ত্রে আপনার পুত্র চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ সুবর্ণ পুঙ্খ অতি বেগবান শরসমূহে আপনার অন্যান্য পুত্রকে তাড়িত করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ-প্রেরিত, ভীমসেন পদানুরাগ অভিমন্যু প্রভৃতি সেই দ্বাদশ জন মহারথ আপনাদিগের বাহিনী সর্ব্ব প্রকারে ব্যবস্থাপনপূর্ব্বক আপনার মহারথ পুত্রদিগের নিকট প্রত্যুদ্গত হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ রবি, অগ্নি, সূর্য্যাগ্নি সম তেজস্বী, মহাধনুর্দ্ধর, প্রদীপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, মহাসমরে দেদীপ্যমান, সুবর্ণ-মুকুট দ্বারা সমুজ্জ্বল অভিমন্যু প্রভৃতি শূরদিগকে সমাগত অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। আপনার সকল পুত্রেরা যে জীবিতাবস্থায় গমন করিলেন, ইহা কুন্তীনন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন গৃহীত-শরাসন দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার মহারথ পুত্রগণ আপনার সৈন্যমধ্যে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত অভিমন্যুকে দেখিয়া বেগশীল অশ্ব দ্বারা, যেখানে সেই অভিমন্যু প্রভৃতি রথীগণ ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তদনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে আপনার ও শত্রুপক্ষের মহারণ হইতে লাগিল।

হে ভারত! অভিমন্যু সেই মহাসংগ্রামে বিকর্ণের অশ্বসকল নিহত করিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। বিকর্ণ ও চিত্রসেন দুই ভ্রাতা এক রথে আরূঢ় হইলে অভিমন্যু তাঁহাদিগকে শর বর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ অভিমন্যুকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে তিনি বিচলিত না হইয়া মেরুগিরির ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। দুঃশাসন কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায়

হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা প্রত্যেকে ক্রোধাকুল চিত্তে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করত তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার দুষ্কৃত পুত্র দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সুশাণিত শর নিকরে আহত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগের শরবেধে রুধিরাক্ত দেহ হইয়া গৈরিক ধাতু-বিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। বলবান্ ভীষ্ম তখন পশুপালকর্তৃক পশুযূথ তাড়কের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য তাড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্জ্জুন সৈন্যমধ্যে শত্রু হনন করিতেছিলেন, দক্ষিণ দিক্ হইতে তাঁহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল। সমর স্থলে কুরু ও পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। রণাঙ্গণে শোণিতের সাগর সমুৎপন্ন হইল; উহার শরসকল আবর্ত্ত, গজ সকল দ্বীপ এবং অশ্বসকল তরঙ্গ হইল, নরব্যাঘ্রেরা রথরূপ নৌকাসমূহ দ্বারা সেই সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নরশ্রেষ্ঠদিগকে ছিন্নহস্ত, বিগতকবচ ও বিকলদেহ হইয়া পতিত হইতে দেখা গেল। শোণিতাপ্লুত নিহত মত্ত মাতঙ্গে ভূতলে যেন পর্ব্বতাকীর্ণ হইল। তথায় এই আশ্চর্য্য দেখিলাম, কি আপনার, কি তাঁহাদিগের, কোন পক্ষে এমন কোন পুরুষ ছিল না যে, যুদ্ধবাঞ্ছা করে নাই। এইরূপে আপনার পক্ষীয় যোধগণ জয় ও মহৎ যশের আকাঙ্ক্ষী হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দিবাকর লোহিতপ্রভ হইলে সংগ্রামোৎসুক রাজা দুর্য্যোধন ভীমকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই দৃঢ়বৈরী নরবীর দুর্য্যোধনকে আগত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, অহে গান্ধারীপুত্র! আমার বহু বৎসরের আকাঙ্ক্ষিত সময় আজি উপস্থিত হইল, যদি তুমি রণ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে আজি নিপাতিত করিব। আজি আমি তোমাকে সংহার করিয়া জননী কুন্তীর ক্লেশ, আমাদিগের বনবাসজনিত সমস্ত কষ্ট এবং দ্রৌপদীর মনস্তাপ অপনোদন করিব। তুমি পূর্ব্বে মাৎসর্য্যপ্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে যে অবমানিত করিয়াছিলে, সেই পাপের ফল এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। কর্ণ ও সৌবলের মন্ত্রণানুসারে পাণ্ডবদিগের প্রতি কিছু না ভাবিয়াই যে যথেষ্টাচার করিয়াছিলে, কৃষ্ণ সন্ধি-প্রার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট গমন করিলে তাঁহার যে অবমান করিয়াছিলে এবং তুমি হৃষ্ট হইয়া উলূকের দ্বারা আমাদিগের প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে, আজি আমি তোমাকে তোমার বন্ধু, বান্ধব ও অনুগত জনের সহিত বিনাশ করিয়া তোমার সেই পূর্ব্বকৃত পাপের শাস্তি করিব। বৃকোদর ইহা বলিয়া ক্রোধ সহকারে ঘোর ধনুক বিকর্ষণ ও বারংবার উদ্ভ্রামণ করিয়া মহাবজ্রসম নিস্বনযুক্ত ভয়ানক, বজ্রকল্প, জ্বলিত অগ্নিশিখাকর ষড়বিংশতি অজিহ্মগ শর তাঁহার প্রতি আশু পরিত্যাগ করিলেন। পরে দুই শরে তাঁহার কার্ম্মুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার বেগিত চারি অশ্বকে যমালয়ে পাঠাইলেন। তৎপরেই দুই শর সমাকৃষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার উৎকৃষ্ট রথ হইতে ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এবং তিন শরে তাঁহার উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রথধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচরেই উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার মেঘ হইতে বিদ্যুৎ নিপতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার রথ হইতে নানা রত্ন বিভূষিত শ্রীসম্পন্ন ধ্বজছিন্ন হইয়া পড়িল। সমস্ত পার্থিবেরা কুরুরাজের সূর্য্যসন্নিভ মণিময় শোভমান উজ্জ্বল সেই ছিন্ন নাগধ্বজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ ভীমসেন যেন হাসিতে হাসিতে, তোত্রদ্বারা মহাগজ হননের ন্যায়, দশ বাণে কুরুরাজকে আহত করিলেন। পরে রথি-প্রধান মহাবল সিন্ধুদেশাধিপতি প্রধান বীরগণের সহিত, দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য অমিত-তেজা অমর্ষণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে রথে আরোপিত করিলেন তখন রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমের বিনাশ মানসে সহস্র সহস্র রথী যোদ্ধা দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। তৎপরে ধৃষ্টকেতু, বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, কৈকয় রাজেরা এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, সুচারু, চারুচিত্র, নন্দ ও উপনন্দ, এই আট জন যশস্বী সুকুমার আপনার পুত্র, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর মহামনা অভিমন্যু বিচিত্র কার্ম্মুক বিনির্ম্মুক্ত, বজ্র ও মৃত্যু-সঙ্কাশ সন্নত-পর্ব্ব সুশাণিত পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা সকলে অসহিষ্ণু হইয়া, মেঘের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় রথি সত্তম অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র কুশল, দুর্দ্ধর্ষ অভিমন্যু তাঁহাদিগের শরবর্ষণে পীড্যমান হইয়া, যে প্রকার দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজ মহা অসুরগণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। রথি-প্রধান বীর্য্যবান্ অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতে বিকর্ণের প্রতি আশীবিষতুল্য ভয়ানক চতুর্দ্দশ ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রথ ধ্বজ, সারথি ও অশ্বদিগকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরেই পুনর্ব্বার অকুণ্ঠিতাগ্র পীত সরল বাণ সকল তাঁহার প্রতি মোচন করিলেন। সেই সকল কঙ্ক ও ময়ূর-পক্ষ-সংযুক্ত বাণ বিকর্ণের দেহ ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত সর্পের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে হেম পুঙ্খাগ্র সেই সকল বাণ বিকর্ণের রুধিরে লিপ্ত হইয়া মহীতলে রুধির বমন করিতে লাগিলেন। বিকর্ণের সহোদরগণ তাঁহাকে শস্ত্র-ক্ষত দেখিয়া অভিমন্যুপ্রমুখ রথীদিগের প্রতি অভিক্রত হইলেন। তাঁহারা ত্বরা সহকারে সূর্য্যসম তেজস্বী অভিমন্যু প্রভৃতির সমীপস্থ হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ উভয় পক্ষই সংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। দুর্মুখ সপ্ত শরে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিলেন এবং তাঁহার স্বর্ণজাল-প্রচ্ছন্ন বায়ু-বেগগামী অশ্বসকল ছয় বাণে নিহত করিয়া সপ্ত শরে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন মহাবল শ্রুতকর্ম্মা সংক্রুদ্ধ হইয়া হতাশ্ব রথ হইতেই প্রজ্বলিত মহোল্কাতুল্য এক শক্তি দুর্মুখের উপর নিক্ষেপ করিলেন সেই তেজঃপ্রদীপ্ত শক্তি বর্ম্মশ্রী দুর্মুখের বিপুল বর্ম্ম ভে

করিয়া ভূমি বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইল। শ্রুতকর্ম্মাকে বিরথ দেখিয়া মহাবল সুতসোম সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাঁহাকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিলেন। বীর শ্রুতকীর্ত্তি আপনার পুত্র যশস্বী জয়ৎসেনকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। হে ভারত! জয়ৎসেন মহাত্মা শ্রুতকীর্ত্তিকে ধনুর্বিক্ষেপ করিতে দেখিয়া যেন হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তেজস্বী শতানীক স্বীয় সহোদর শ্রুতকীর্ত্তির ধনুক ছিন্ন দেখিয়া মুহুর্মুহু সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে জয়ৎসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং অতি শীঘ্র দৃঢ় কার্ম্মুক বিস্ফারণ করিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরেই সর্ব্বাবরণ ভেদী অন্য এক সুতীক্ষ্ণ বাণ তাঁহার হৃদয়ে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। তথাবিধ সংগ্রামে দুষ্কর্ণ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া ভ্রাতা জয়ৎসেনের সমীপেই নকুল-পুত্র শতানীকের শরের সহিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল শতানীক অন্য এক ভারসাধন কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া বহুল ভীষণ শর সন্ধান করিলেন এবং দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার অগ্রে থাক্ থাক্ বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক পন্নগসম প্রজ্বলিত সেই সকল বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে এক শরে তাঁহার ধনুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে ছেদন করিয়া তাঁহাকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার মনোবেগগামী চিত্রবর্ণ পরিষ্কৃত অশ্বসকল সুশাণিত দ্বাদশ শরে নিহত করিলেন; তদনন্তর ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অপর এক নরঘাতী পত্র-সংযুক্ত ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতেই তিনি বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ, আপনার মহারথ এই পঞ্চ পুত্র শতানীকের বিনাশ মানসে তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়রাজ পঞ্চ সহোদর যশস্বী শতানীককে শরনিকরে আচ্ছাদ্যমান দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার মহারথ পুত্রেরা তাঁহাদিগকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া, যে প্রকার গজসকল মহাগজগণের উপর ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন করিলেন। প্রবল ধনুর্দ্ধারী বিচিত্র-কবচ ও ধ্বজ-বিশিষ্ট সেই দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যশস্বী পঞ্চ ভ্রাতা নানাবর্ণ-বিচিত্রিত, পতাকায় অলংকৃত ও মনোবেগগামী হয়গণযোজিত নগর সদৃশ রথ দ্বারা কেকয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার অভিমুখে গমনার্থ, যে প্রকার সিংহগণ বন হইতে বনান্তর গমন করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাদিগের যমরাষ্ট্র বর্দ্ধন মহাভয়ানক অতি তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী ও গজারোহিগণ পরস্পর কৃতাপরাধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। সূর্য্যাস্ত সময়ে মুহূর্ত্ত মাত্র সহস্র সহস্র রথী ও সাদিগণ অতি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে বিকীর্ণ হইল। অনন্তর [illegible] ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা [illegible]দিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহা- [illegible] পাণ্ডব [illegible] ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সৈন্যগণের অবহার করণে আদেশপূর্ব্বক স্ব শিবিরে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! রক্তসিক্ত-কলেবর পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতাপকার উভয় পক্ষ শূরগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা শিবিরে বিশ্রাম করিয়া যথান্যায়ে পরস্পর পরস্পরকে সংকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে বদ্ধ-কবচ হইয়া দৃষ্ট হইলেন। তৎপরে ক্ষরিত রুধিরাক্ত-কলেবর, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হইয়া পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্যসন্ধ পিতামহ! পাণ্ডবপক্ষ মহারথ শূরগণ বেগ পূর্ব্বক সকলকে বিমোহিত করিয়া আমাদিগের বহুলধ্বজ-বিশিষ্ট সম্যক্ ব্যূহিত ঘোরতর ভয়ানক সৈন্য বিদীর্ণ, নিহত ও নিপীড়িত, করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে। ভীমসেন তাদৃশ বজ্রকল্প মকর-ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ানক শর-সমূহ দ্বারা আমাকে নিগৃহীত করিয়াছে। তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয়মূর্চ্ছিত হইয়াছি, অদ্যাপি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার প্রসাদে পাণ্ডবদিগের বিনাশ করিয়া জয়লাভ করিতে মানস করিতেছি। শস্ত্রধারি বরিষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা গঙ্গাপুত্র দুর্য্যোধনের ঐ কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দুঃখিত বোধ করিয়া, অবিচলিত চিত্তে হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজপুত্র! আমি পরম যত্ন সহকারে সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবদিগের সেনা আলোড়ন করিয়া তোমাকে বিজয় ও সুখ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তোমার নিমিত্ত আমি আপনার ক্ষমতা অপ্রকাশিত রাখি না। কিন্তু যাহারা পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়াছে, তাহারাও বহুসংখ্য, মহারথ, ভয়ানক যোদ্ধা- যশস্বী অস্ত্রকুশল ও শূরতম; তাহারা যেন সমরে ক্রোধ বিষ বমন করিতে থাকে এবং সমরে শ্রান্ত হয় না। বিশেষত তাহারা বল বীর্য্যে উন্মত্ত এবং তুমি তাহাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণও করিয়াছ, সুতরাং তাহারা সহসা পরাজিত হইবার নহে। সে যাহা হউক, আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। হে মহানুভাব! আজি আমি তোমার নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেও উৎসাহ করিতেছি। আমি তোমারি নিমিত্ত, তোমার শত্রুগণের কথা কি, দেব ও দানবগণের সহিত সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে পারি। আজি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার প্রিয়াচরণ করিব। দুর্য্যোধন পিতামহের এই কথা শুনিয়া শান্তচিত্ত ও পরম প্রীত হইলেন। তদনন্তর হৃষ্টচিত্তে সমুদায় সৈন্য ও রাজাদিগকে কহিলেন, তোমরা যুদ্ধে গমন কর। সৈন্যগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত ও ত্বরাবান্ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিসংযুক্ত, নানাবিধ শস্ত্রবন্ত, মহৎ সৈন্য দল হর্ষযুক্ত ও সমর ভূমিতে অবস্থিত হইয়া বিরাজমান হইল। তাহাদিগের সৈন্যমধ্যে সমূহ সমূহ যোধগণ কর্ত্তৃক নিয়মিত হস্তিগণ অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং যুদ্ধ-বিশারদ অস্ত্র-শস্ত্রজ্ঞ রাজগণ সৈন্য মধ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিধিবৎ ব্যবস্থিত রথ পদাতি গজবাজির গমনে তরুণ সূর্য্যবর্ণ রজোরাশি

সমুদ্ধত হইয়া সূর্য্য রশ্মি আচ্ছাদিত করিয়া প্রতিভাত হইল। যে প্রকার আকাশে মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ শোভমান হয়, তদ্রূপ রথ ও হস্তীতে অবস্থিত নানাবর্ণ পতাকা সকলপবনেরিত ও চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ হইয়া প্রতিভাবিশিষ্ট হইল। যে প্রকার সত্যযুগে দেবাসুর কর্তৃক মথ্যমান সমুদ্রের শব্দ হইয়াছিল, সেই প্রকার রাজগণের ধনুর্বিস্ফারণের অতি ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। আপনার আত্মজদিগের রিপু সৈন্যবিনাশক সমুদীর্ণ-বর্ণ উগ্রনাদবিশিষ্ট বহু-বর্ণরূপ-সমন্বিত সৈন্য সকল তখন যুগান্ত কালীন মেঘসমূহের তুল্য হইল।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারতপ্রবর! গঙ্গাপুত্র আপনার আত্মজকে চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার হর্ষজনক এই বাক্য কহিলেন, দ্রোণ শল্য সাত্বত কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ভগদত্ত সৌবল, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সমস্ত বাহ্লীকগণের সহিত বাহ্লীকরাজ, বলী ত্রিগর্ত্তরাজ, সুদুর্জ্জয় মগধরাজ, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শোভমান বহু সহস্র মহাধ্বজ রথী, দেশজ হয়ারোহী, প্রভিন্ন করটামুখ মদোদ্ধত গজেন্দ্র-যোদ্ধা সকল, নানাদেশীয় নানা শস্ত্র-বিশারদ শূর পদাতিগণ এবং আমি, আমরা সকল তোমার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছি, এবং অন্যান্য অনেকে তোমার নিমিত্ত জীবিত নিরপেক্ষ হইয়াছে, আমার মতে ইহারা রণে দেবগণকেও জয় করিতে সমর্থ। কিন্তু তোমাকে নিতান্ত হিতকর এই কথা আমার বক্তব্য যে মহেন্দ্র তুল্য বিক্রমশীল কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবদিগকে দেবগণের সহিত ইন্দ্রও জয় করিতে সমর্থ নহেন। সে যাহা হউক, আমি সর্ব্ব প্রকারে তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব; হয় আমি পাণ্ডবদিগকে জয় করিব, না হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে। শান্তনু-পুত্র আপনার পুত্রকে এই কথা বলিয়া বীর্য্য সম্পন্ন উত্তম বিশল্যকরণী ঔষধ তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি সেই ঔষধ সেবন করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্রক্ষত জন্য ব্যথা হইতে বিমুক্ত হইলেন।

হে ভারত-প্রধান! প্রভাতে ব্যূহবিশারদ বীর্য্যবান্ বীর ভীষ্ম স্বয়ং প্রধান প্রধান যোধগণে পরিপূর্ণ, নানাশস্ত্র সমাকুল প্রাস ও তোমরধারী বৃহৎ বৃহৎ, সাদী, দন্তী, পদাতি ও সহস্র সহস্র রথিগণে চতুর্দ্দিকে পরিবারিত স্বকীয় সৈন্যদ্বারা মণ্ডল ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। প্রতি নাগের নিকট সাত সাত রথী প্রত্যেক রথীর নিকট সাত সাত সাদী, প্রত্যেক সাদীর নিকট সাত সাত চর্ম্মী এবং প্রত্যেক চর্ম্মীর নিকট সাত সাত ধানুষ্ক অবস্থিত হইল। মহারাজ! এইরূপে মহারথগণের সহিত ভীষ্ম, মহৎ যুদ্ধার্থ আপনার সৈন্যব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র সাদী, দশ সহস্র গজারোহী, দশ সহস্র রথী এবং আপনার চিত্রসেনাদি শূর পুত্রগণ বর্ম্মিত হইয়া পিতামহকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বীরগণ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল মহাবল বদ্ধ-সন্নাহ বীর রাজগণও ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্রীজুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত ও রথস্থ হইয়া স্বর্গস্থ দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর বিপুল রথ-নির্ঘোষ বাদিত্রধ্বনি ও আপনার পুত্রদিগের সিংহনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। শক্রঘাতীদিগের দুর্ভেদ্য ভীষ্ম-রচিত অতি মহান্ সেই মণ্ডল ব্যূহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! শক্র-দুরাসদ সেই মণ্ডলব্যূহ গমনকালে সর্ব্বতোভাবে শোভা বিস্তার করিল। স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির বিপক্ষদিগের পরম নিদারুণ মণ্ডল ব্যূহ দেখিয়া বজ্র-ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে রথী ও সাদীগণ সেই বজ্রানীকের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেনা সমবেত প্রহার-পটু উভয় পক্ষ শূরগণ পরস্পর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরের ব্যূহ ভেদ করিবার মানসে গমন করিতে লাগিল। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ বিরাটের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি, স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি, নকুল ও সহদেব মদ্র রাজের প্রতি, অবন্তিদেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ যুধামন্যুর প্রতি, অন্যান্য রাজা ধনঞ্জয়ের প্রতি, ভীমসেন সংযত হইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি এবং অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ, আপনার এই তিন পুত্রের প্রতি যুদ্ধার্থ অভিদ্রুত হইলেন। হিড়িম্বানন্দন রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচ, যে প্রকার এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীর প্রতি অভিদ্রুত হয়, তদ্রূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সসৈন্য সাত্যকির অভিমুখে ধাবিত হইল। ভূরিশ্রবা সযত্ন হইয়া ধৃষ্টকেতুর সমীপে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সমীপে এবং চেকিতান কৃপাচার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধার্থ ধাবন করিলেন। অবশিষ্ট যোধগণ মহারথ ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর সহস্র সহস্র রাজা শক্তি, তোমর, নারাচ ও গদা হস্তে লইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! ঐ দেখ, ব্যূহ রচনা ভিজ্ঞ মহাত্মা গাঙ্গেয় ধৃতরাষ্ট্রীয় সৈন্যের ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। শৌর্য্যসম্পন্ন রাজগণ বর্ম্মিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন; ত্রিগর্ত্তাধিপতি ভ্রাতাদিগের সহিত সমবেত হইয়া আমার সহিত সংগ্রামাভিলাষে অবস্থিত হইয়াছেন। হে জনার্দ্দন! এই রণভূমিতে আমার সহিত যুদ্ধকাম হইয়া যাহারা আগমন করিয়াছেন, আজি তোমার সাক্ষাতে আমি তাঁহাদিগকে সংহার করিব। কুন্তীনন্দন এই কথা বলিয়া ধনুকের জ্যা অবমার্জ্জন পূর্ব্বক সেই সকল রাজাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার বর্ষাকালে মেঘসকল বারিধারা দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তাহার ন্যায় সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর রাজগণও তাঁহাকে শরবর্ষণে পরিপূর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুনকে শরাচ্ছাদিত দেখিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দেব, দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব ও মহোরগগণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে তথাবিধ শরাচ্ছন্ন দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ঐন্দ্র অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি শক্রনিক্ষিপ্ত তাদৃশ শর-বর্ষণ শরসমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং অশ্ব, হস্তী, সহস্র সহস্র রাজা এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগের প্রত্যেককে দুই তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ধনঞ্জয়-শরে আহত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সকাশে গমন করিলেন। তখন অগাধ জল-নিমগ্ন মনুষ্যগণের পরিত্রাণ কর্ত্তার ন্যায় ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন। মহারাজ! যে প্রকার

পবনগতিতে মহাসাগর ক্ষুব্ধ হয়, তদ্রূপ আপনার পক্ষ সেই সকল সৈন্য ভগ্ন হইয়া ভবৎপক্ষ ভীষ্ম সৈন্য মধ্যে আপতিত হওয়াতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে সুশর্ম্মা যুদ্ধে নিবৃত্ত, বীরগণ মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন, আপনার সাগর-প্রতিম বল ক্ষুব্ধ এবং ভীষ্ম অর্জ্জুনের অভিমুখে প্রত্যুদ্যাত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম দেখিয়া ত্বরা সহকারে সেই রাজগণের সকাশে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে সমুদায় সৈন্য মধ্যে সকলকে হর্ষিত করত মহাবল সুশর্ম্মাকে কহিলেন, এই কুরুপ্রধান শান্তনুপুত্র ভীষ্ম আপনার জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছেন। তোমরা সকলে সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ বীরগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমনকারী পিতামহকে সম্যক্ প্রকারে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। নরেন্দ্রগণের সৈন্যসকল যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইল। যুদ্ধে প্রয়াত শান্তনব ভীষ্ম সহসা অর্জ্জুনকে মহাশ্বেতাশ্বযুক্ত ভীষণ রথধ্বজ শোভিত মহা মেঘ-গম্ভীর সদৃশ শব্দায়মান প্রদীপ্ত রথে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। কিরীটধারী অর্জ্জুনকে তাদৃশভাবে সমাগত দেখিয়া সমুদায় সৈন্য ভয়ে তুমুল শব্দ করিতে লাগিল, মধ্যাহ্নকালে দ্বিতীয় সূর্য্য তুল্য ৮,শ্ব-রশ্মিধারী কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না; এবং পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও শ্বেত কার্ম্মুকধারী শ্বেতাশ্বযুক্ত রথারোহী ভীষ্মকে উদিত শ্বেত গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহাসঙ্ঘ যোদ্ধা, আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য মহারথগণে পরিবৃত ছিলেন। এ দিকে ভরদ্বাজ নন্দন দ্রোণ শর দ্বারা মৎস্যরাজ বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এক শরে তাঁহার শরাসন ও রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহিনীপতি বিরাট ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া বেগপূর্ব্বক অন্য এক দৃঢ় ভারসহ ধনুক ও পন্নগ সদৃশ প্রজ্বলিত আশীবিষাকার কতকগুলি শর গ্রহণপূর্ব্বক তিন শরে দ্রোণকে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, এক শরে তাঁহার রথধ্বজ, পঞ্চ শরে তাঁহার সারথি ও এক শরে তাঁহার শরাসন বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দ্বিজবর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব অষ্ট শরে বিরাটের অশ্বসকল ও এক শরে তাঁহার সারথিকে সংহার করিলেন। রথিপ্রধান বিরাটের সারথি হত হইলে তিনি সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পুত্রের রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা পিতা পুত্রে এক রথস্থ হইয়া বলপূর্ব্বক প্রচুর শর বর্ষণে ভারদ্বাজকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষোপম এক শর বিরাটপুত্র শঙ্খের প্রতি শীঘ্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণ শঙ্খের হৃদয় ভেদ করিয়া শোণিত পান পূর্ব্বক লোহিতার্দ্র হইয়া ধরণীগত হইল। শঙ্খ, পিতার নিকটেই ভারদ্বাজের শরে নিহত হইয়া আশু ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে নিপতিত হইলেন। বিরাট নৃপতি স্ব পুত্র শঙ্খকে নিহত দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত ব্যাদিত-মুখ যম তুল্য দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য সত্বর হইয়া পাণ্ডব পক্ষ শত শত সহস্র সহস্র সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! শিখণ্ডী রণে অশ্বত্থামার সমীপে গমনপূর্ব্বক আশুগ তিন নারাচে তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। নরশার্দ্দূল অশ্বত্থামা ললাটবিদ্ধ সেই তিন নারাচদ্বারা কাঞ্চনময় উচ্ছ্রিত শিখরত্রয়বিশিষ্ট মেরু গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ, অশ্বচতুষ্টয় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন রথিপ্রবর শিখণ্ডী, ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত বিমল খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! খড়্গধারী শিখণ্ডীর রণস্থলে বিচরণ সময়ে কেহ তাঁহার রন্ধ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। দ্রোণপুত্র অতি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিপ্রধান শিখণ্ডীও সেই সুদারুণ শর বর্ষণ তীক্ষ্ণ খড়্গাধারে ছেদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণপুত্র বহু বাণে তাঁহার অতি নির্ম্মল মনোরম শত চন্দ্র শোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী, অশ্বত্থামার সায়কসমূহে খণ্ডিত সেই অসির যে ভাগ তাঁহার হস্ত-ধৃত ছিল, তাহা ঘূর্ণায়মান করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি জ্বলন্ত সর্পনিক্ষেপের ন্যায় আশু নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা বজ্রসদৃশ প্রভাযুক্ত সেই খণ্ডিত অসি সহসা আপতিত হইতেছে দেখিয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকেও লৌহময় বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী শাণিত শরে তাড্যমান হইয়া মধুবংশ-বর্দ্ধন মহাত্মা সাত্যকির রথে সত্বর আরোহণ করিলেন।

হে ভারত! বলশীলাগ্রগণ সাত্যকি সংক্রুদ্ধ হইয়া ক্রূর রাক্ষস অলম্বুষকে শরসমূহে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহার ধনুক ছেদন করিয়া বাণসমূহ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল, পরে রাক্ষসী মায়া সৃষ্টি করিয়া শর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই যুদ্ধে শিনিপৌত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি শাণিত বহু শরে সমাহত হইয়াও অস্থির হইলেন না, প্রত্যুত অর্জ্জুনের নিকট হইতে যে ঐন্দ্র অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরাসনে যোজনা করিলেন। ঐ ঐন্দ্রাস্ত্র রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া, বর্ষাকালীন মেঘ যেমন বারিধারা দ্বারা ধরাধর সমাকীর্ণ করে, তাহার ন্যায় শর বর্ষণে অলম্বুষকে সর্ব্ব প্রকারে সমাকীর্ণ করিলেন। সেই রাক্ষস যশস্বী মাধবকর্ত্তৃক এইরূপে পীড়িত হইয়া ভয়প্রযুক্ত রণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সত্যবিক্রম সাত্যকি সংগ্রামে ইন্দ্রেরও অজেয় সেই রাক্ষসপ্রধানকে আপনার পক্ষ যোধগণের সাক্ষাতে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং আপনার পক্ষ যোধগণকে সুশাণিত বহু বাণে নিহত করিতে লাগিলেন; তাঁহারা ভয়ার্দ্দিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রুপদপুত্র বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার পুত্র জনাধিপতি দুর্য্যোধনকে নতপর্ব্ব বাণসমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসমূহে আচ্ছাদ্যমান হইয়াও ব্যথিত না হইয়া নবতি সংখ্য শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে

সত্বর বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধনুক ছেদনপূর্ব্বক অতি শীঘ্র চারি অশ্ব নিহত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে সুশাণিত সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। এখন মহাবাহু বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন্ রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া পদব্রজে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ধাবমান হইলে, রাজহিতৈষী মহাবল শকুনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে তাঁহাকে স্ব রথে আরোপিত করিলেন। বীরশত্রুহন্তা পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাকে এইরূপে পরাজয় করিয়া বজ্রপাণি ইন্দ্রকর্ত্তৃক অসুর-হননের ন্যায়, আপনার সৈন্যহননে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে মহামেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় শরাচ্ছাদিত করিলেন। শত্রুতাপন ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া হাস্যপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার উপর বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রকোবিদ অতিরথ কৃতবর্ম্মা ভীমের শরসমূহে হন্যমান হইয়াও কম্পিত না হইয়া ভীমের উপর শাণিত শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন তাঁহার চারি অশ্ব সংহার করিয়া সারথিকে বিনাশপূর্ব্বক সুপরিষ্কৃত রথধ্বজ নিপাতিত করিলেন এবং তাঁহাকে বহুবিধ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শর-বেধে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া শজারুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেন, অনন্তর সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে আপনার শ্যালক-বৃষকের রথে আপনার পুত্রের সাক্ষাতেই আরোহণ করিলেন। ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যের উপর ধাবমান হইয়া দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,সঞ্জয়! আমাদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের এতদ্রূপ বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ তোমার মুখে শুনিলাম; তুমি আমাদিগের পক্ষের কাহাকেও হৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিতেছ না। সর্ব্বদাই পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে হৃষ্ট ও অভগ্ন বলিয়া প্রশংসা ও আমাদিগের পক্ষীয় যোধগণকে হততেজা, বিমনা ও হীয়মান কীর্ত্তন করিতেছ, ইহার কারণ দৈবই বলিতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের সমুদায় যোধগণই পুরুষ-প্রধান, তাঁহারা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যথাসাধ্য পরম পৌরুষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যে প্রকার সুরনদী-গঙ্গার সুস্বাদু জল সমুদ্রের সংসর্গে লবণাক্ত হয়, সেই প্রকার আপনার পক্ষীয় মহাত্মাদিগের পৌরুষ বীর পাণ্ডবদিগের সকাশে নিষ্ফল হইয়া যায়। আপনার পক্ষ যোধগণ যথাশক্তি চেষ্টমান হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। হে মহারাজ! আপনার ও আপনার পুত্রের দোষেই যমরাজ্য-বর্দ্ধন এই ঘোরতর অতি মহান্ লোক-ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; ইহা আপনার আত্মকৃত দোষে সমুৎপন্ন হওয়াতে এজন্য শোক করা আপনার উচিত নহে। ক্ষত্রিয়গণ সমুদায় অর্থ ও জীবন রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইয়া, যুদ্ধ দ্বারা পুণ্য লোক গমনের মানসে সৈন্যালোড়ন করত নিত্য নিত্য যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্নে দেবাসুর-যুদ্ধ সদৃশ জন-ক্ষয়জনক যে যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা আপনি একচিত্ত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন। রণ দুঃসহ মহাধন্বী মহাদ্যুতি অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা ইরাবান্‌কে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন,তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইরাবান্ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব সুশাণিত শরসকল দ্বারা দেব-রূপী উক্ত দুই ভ্রাতাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বিচিত্র যোদ্ধা দুই ভ্রাতাও তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শত্রু নাশ নিমিত্ত পরস্পর কৃত প্রতীকারাভিলাষে যুদ্ধে যেরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারো কাহা অপেক্ষা বিশেষ দৃষ্ট হইল না। ইরাবান্ চারিবাণে অনুবিন্দের চারি অশ্ব যম-ভবনে প্রেরণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই শরে তাঁহার ধনুক ও রথকেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর অনুবিন্দ স্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে আরোহণপূর্ব্বক ভারসহ এক উত্তম দৃঢ় ধনুক লইলেন। এখন বলিপ্রবর অবন্তিরাজেরা দুই ভ্রাতা এক রথে অবস্থিত হইয়া মহাত্মা ইরাবানের প্রতি শীঘ্র শীঘ্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত কণক-ভূষিত মহা বেগশীল বাণসকল সূর্য্যপথে গিয়া অম্বরমণ্ডল আচ্ছাদন করিতে লাগিল। ইরাবান্‌ও ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই মহারথ দুই ভ্রাতার উপর শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি গতপ্রাণ হইয়া নিপতিত হইলে অশ্বসকল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রথ লইয়া চতুর্দ্দিকে প্রদ্রুত হইল। নাগরাজ-দৌহিত্র মহারাজ ইরাবান্ অবন্তিরাজদ্বয়কে এইরূপে পরাজিত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করত সত্বর হইয়া আপনার সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার পক্ষীয় সৈন্য বধ্যমান হইয়া, মনুষ্য যেমন বিষ পান করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয়, সেইরূপ চতুর্দ্দিকে বিবিধ বেগপূর্ব্বক উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল। এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সূর্য্যবর্ণ ও ধ্বজশোভিত রথে সমারূঢ় হইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইল। যে প্রকার পূর্ব্বকালে বজ্রধারী ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে ঐরাবতে অবস্থিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজে আরোহণ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদর্শী সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ ঘটোৎকচের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধে কাহারো কাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র বিশেষ দেখিতে পাইলেন না। যে প্রকার দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব-পক্ষগণকে ত্রাসিত করিয়া বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষগণ সকলদিকে বিদ্রাবিত হইয়া স্বীয় অনীক মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাইল না, আমরা কেবল মাত্র ঘটোৎকচকে দেখিতে পাইলাম, অবশিষ্ট মহারথেরা বিমনা হইয়া পলায়ন করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্নিবৃত্ত হইলে সৈন্য মধ্যে মহান্ কোলাহল হইল। তদনন্তর ঘটোৎকচ, মেঘ কর্ত্তৃক মেরু পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায়, শরবর্ষণে ভগদত্তকে সমাচ্ছন্ন করিল। রাজা ভগদত্ত রাক্ষস ঘটোৎকচের চাপ বিমুক্ত বাণ সকল ছেদন করিয়া সমস্ত মর্ম্ম স্থল বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার পর্ব্বত ভিদ্যমান হইয়াও বিচলিত হয় না, সেইরূপ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ নতপর্ব্ব বহু শরে তাড্যমান হইয়াও

ব্যথিত হইল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলে, রাক্ষস ঘটোৎকচ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল। সেই মহাবাহু সুশাণিত শরসকল-দ্বারা সেই তোমর সকল ছেদন করিয়া, কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিল। পরে ভগদত্ত হাসিতে হাসিতে শর দ্বারা তাহার চারি অশ্ব নিপাতিত করিলেন। সে হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া ভগদত্তের হস্তীর উপর এক শক্তি বেগপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ সেই বেগবিশিষ্ট সুবর্ণ-দণ্ড-শোভিত শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সেই শক্তি বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হিড়িম্বা-তনয় নিক্ষিপ্ত শক্তি বিফল দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত, পূর্ব্বকালীন ইন্দ্রের যুদ্ধে দৈত্যসত্তম নমুচির ন্যায় পলায়ন করিল। ভগদত্তের হস্তী, যম ও বরুণ কর্ত্তৃকও অজেয় খ্যাত-পৌরুষ বিক্রমশীল শক্র ঘটোৎকচকে পরাজয় করিয়া যে প্রকার বনহস্তী পদ্মবন মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করে, তাহার ন্যায় পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় নকুল সহদেবের সহিত যুদ্ধে সংগত হইয়া তাঁহাদিগকে শরসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব মাতুল মদ্ররাজকে সমর-সংগত দেখিয়া মেঘকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাকে শরসমূহে সমাবৃত করিলেন। মদ্ররাজ ভাগিনেয়দিগের শরে আচ্ছাদিত হইয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন এবং নকুল-সহদেবেও মাতৃসম্বন্ধনিবন্ধন অতুল প্রীতি জন্মিল। পরে মহারথ শল্য হাস্য-বদনে নকুলের চারি অশ্বকে চারি উত্তম বাণে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহারথ নকুল হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। উভয় ভ্রাতা একরথে অবস্থিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দৃঢ় ধনুর্ব্বিক্ষেপপূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে শর দ্বারা মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। নরব্যাঘ্র শল্য ভাগিনেয়দ্বয়ের নত-পর্ব্ব বহু শরে সমাবৃত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া হাসিতে হাসিতে সেই শর বর্ষণ নিবারিত করিলেন। তদনন্তর সহদেব ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক বীর্য্যবান্‌ শর গ্রহণপূর্ব্বক মদ্ররাজ প্রতি অভিসন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শর গরুড়ের ন্যায় বেগবান্‌ হইয়া মদ্ররাজকে ভেদ করিয়া মহীতলে নিপতিত হইল। মহারথ মদ্ররাজ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক পীড়িত, সংজ্ঞাশূন্য ও নিপাতিত দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। তখন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলে মদ্রেশ্বরের রথকে রণ-পরাঙ্মুখ দেখিয়া ইনি আর নাই, ভাবিয়া বিমনা হইল। মহারথ মাদ্রীনন্দনদ্বয় মাতুলকে রণে পরাজয় করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে শঙ্খ বাদন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! যে প্রকার ইন্দ্র ও উপেন্দ্র দুই দেবতা দৈত্য-সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নকুল-সহদেব দুই ভ্রাতা হৃষ্ট হইয়া আপনার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সেই মধ্যাহ্নকালে সংগ্রামে শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অশ্ব চালিত করিলেন, অনন্তর নত-পর্ব্ব তীক্ষ্ণ নয় বাণ নিক্ষেপ করিয়া অরিন্দম শ্রুতায়ুকে হনন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মপুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া তাঁহার প্রতি সপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল শর, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কবচ ভেদ করিয়া দেহমধ্য হইতে যেন প্রাণ নিঃসারিত করত শোণিত পান করিতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব, মহাত্মা মহীপাল শ্রুতায়ুর বাণে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ বাণে রাজা শ্রুতায়ুর হৃদয়-প্রদেশ বিদ্ধ এবং এক ভল্ল দ্বারা সেই মহাত্মার ধ্বজ রথ হইতে শীঘ্র ভূতলে পাতিত করিলেন। রাজা শ্রুতায়ু স্বীয় রথধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া সপ্ত সংখ্য তীক্ষ্ণ বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে প্রকার যুগান্তকালে হুতাশন ভূতসকল দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ধর্ম্মপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্যথিত এবং জগৎ ব্যাকুল হইল। তখন সমস্ত প্রাণী মনে করিল যে, অদ্য এই রাজা ধর্ম্মপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিবেন। ঋষি ও দেবগণ লোকশান্তির নিমিত্ত মহৎ কল্যাণপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৃক্কলেহন করত প্রলয়কালের সূর্য্যসন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আপনার পক্ষ সৈন্য সমুদায় স্ব স্ব জীবনে নিরাশ হইলেন; কিন্তু ধর্ম্মরাজ ধৈর্য্য দ্বারা সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শ্রুতায়ুর মহৎ ধনুকের মুষ্টিদেশ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে কার্ম্মুকহীন করিয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে তাঁহার স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তরে নারাচ বিদ্ধ করিলেন এবং সত্বর হইয়া তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। তখন শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের পৌরুষ দেখিয়া হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্যগণপরাঙ্মুখ হইল। হে মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই মহৎ কার্য্য করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আপনার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় চেকিতান রথিপ্রধান কৃপাচার্য্যকে সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে শরাচ্ছাদিত করিলেন। কৃপাচার্য্য ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া সেই সকল বাণ নিবারণ করিয়া শরসমূহ-দ্বারা রণে তৎপর চেকিতানকে বিদ্ধ করিলেন, পরে এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক ছিন্ন ও অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন; তৎপরেই তাঁহার অশ্ব সংহার করিয়া পার্ষ্ণি রক্ষকের দুই সারথিকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন চেকিতান রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া গদা গ্রহণ করিলেন। পরে সেই বীর-ঘাতিনী গদা দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বচতুষ্টয় সংহার করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন। অশ্বত্থামা ভূমিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার উপর ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল শর সাত্বত চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। যে প্রকার দেবরাজ বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার বধ-মানসে পুনর্ব্বার সেই গদা তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিলেন। গৌতম-নন্দন কৃপাচার্য্য প্রস্তরগর্ভা সেই

বিপুলা মহাগদা আপতন্তী দেখিয়া তাহা বহু সহস্র শরে নিবারণ করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর চেকিতান কোষ হইতে খড়্গ বহিষ্কৃত করিয়া অতি লাঘব অবলম্বনপূর্ব্বক কৃপের নিকট ধাবমান হইলেন। কৃপও সুসংযত হইয়া ধনুক পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণপূর্ব্বক চেকিতানের অভিমুখে বেগে অভিদ্রুত হইলেন। বলসম্পন্ন ও খড়্গধারী উভয়ে অতি তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রাণীর নিষেবিত-ধরণীতলে অবস্থিত পুরুষ প্রবর সেই দুইজনই খড়্গাবেগে অভিহত, ব্যায়ামে বিমোহিত ও মূর্চ্ছা দ্বারা বিকলাঙ্গ হইলেন। তদনন্তর করকর্ষ নামে এক ব্যক্তি সমরদুর্ম্মদ চেকিতানের সুহৃৎ, তাঁহাকে তথাবিধ দেখিয়া সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত বেগ সহকারে ধাবিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক সৈন্যের সাক্ষাতে রথে আরোপিত করিলেন। সেই প্রকার আপনার শ্যালক শৌর্য্য-সম্পন্ন শকুনিও রথিপ্রধান কৃপাচার্য্যকে সত্বর রথে আরোপিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহাবলশালী ধৃষ্টকেতু রণে ক্রুদ্ধ হইয়া সোমদত্ত পুত্রের বক্ষঃস্থলে নবতি শর বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার দিবাকর মধ্যাহ্নকালে রশ্মিজালে শোভিত হন, সেই প্রকার সোমদত্তপুত্র বক্ষঃস্থল-বিদ্ধ সেই সমস্ত বাণে অতি শোভিত হইলেন। সোমদত্ত-নন্দন মহারথ ভূরিশ্রবাও উত্তম উত্তম বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ধৃষ্টকেতুর সারথি ও অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রথবিহীন করিলেন; পরে তাঁহাকে হতাশ্ব ও হতসারথি, সুতরাং রথবিহীন দেখিয়া মহৎ শরবর্ষণে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহামনা ধৃষ্টকেতু সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে আরোহন করিলেন। হে নরপাল! চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ, সুবর্ণ বর্ম্মধারী রথী আপনার এই তিন পুত্র সুভদ্রাপুত্রের প্রতি যুদ্ধাসক্ত হইলেন। যে প্রকার বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনের সহিত শরীরে যুদ্ধ হয়, সেইরূপ অভিমন্যুর সহিত তাঁহাদিগের তিন জনের ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মহা সংগ্রামে আপনার সেই পুত্রত্রয়কে রথহীন করিয়া নরব্যাঘ্র অভিমন্যুর ভীমসেন কৃত প্রতিজ্ঞা বাক্য স্মরণ হইল, এজন্য আর তিনি তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন না। তদনন্তর শ্বেতবাহন অর্জ্জুন, গজারোহী, হয়ারোহী ও রথারোহী রাজগণে পরিবৃত দেবগণেরও দুর্জ্জেয় ভীষ্মকে আপনার পুত্রদিগকে একমাত্র বালক মহারথ অভিমন্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বর গমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে এই কথা কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থলে ঐ বহুল রথী রহিয়াছে, ঐ স্থানে অশ্বদিগকে চালনা কর; উহারা বহু সংখ্য, শূর, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ দুর্ম্মদ; উহারা যাহাতে আমাদিগের সেনা বিনাশ করিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া অশ্ব চালনা কর। অমিত বিক্রম অর্জ্জুন বাসুদেবকে এইরূপ কহিলে, তিনি শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ সেই দিকে চালিত করিলেন। অর্জ্জুন যে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সেনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্ কোলাহল হইল। কুন্তীনন্দন ভীষ্মরক্ষক সেইসকল রাজগণের নিকট গমন করিয়া সুশর্ম্মাকে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে একজন প্রধান এবং আমাদিগের পূর্ব্ব বৈরী; তোমাকে আমি বিশেষরূপে জানি; তোমার সেই অনীতির সুদারুণ ফল আজি তুমি অনুভব করিবে; আজি আমি তোমাকে তোমার মৃত পিতামহ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করাইব। রথিগণের নায়ক সুশর্ম্মা শক্রঘাতী বীভৎসুর ঐরূপ পরুষবাক্য শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। তিনি আপনার পুত্রগণ ও বহুমহীপালে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমনপূর্ব্বক মেঘ যেমন দিবাকরকে সমাচ্ছাদিত করে, সেইরূপ তাঁহাকে অগ্রে পশ্চাতে ও পার্শ্বে, সর্ব্ব দিকে পরিবেষ্টন করিয়া শরসমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। পরে উভয় পক্ষের ঘোরতর রুধিরপ্লাবন সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! রাজগণ শরসমূহ দ্বারা বলবান্ ধনঞ্জয়কে পীড়ন করিলে তিনি পদাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাণে বাণে সেই সকল মহারথীদিগের ধনুকসকল সহসা ছেদন করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল বীর্য্যবান্ রাজাদিগের ধনুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে নিঃশেষ করিবার মানসে এককালে বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রপুত্র সেই মহারথদিগকে এইরূপে প্রহার করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো গাত্র ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরক্লিন্ন এবং বর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গেল কাহারো কাহারো মস্তক ছিন্ন হইয়া পাতিত হইল। কেহ কেহ পার্থবলে অভিভূত, মৃত ও বিচিত্ররূপ হইয়া বিনষ্ট হইলেন তাঁহারা এককালেই কালের করাল-গ্রাসে পতিত হইলেন সেই রাজপুত্রদিগকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠরক্ষক দ্বাত্রিংশৎ যোদ্ধা ও ত্রিগর্ত্তরাজ রথারোহণে পার্থের অভিমুখে আপতিত হইলেন। যে প্রকার জলধরবৃন্দ পর্ব্বতোপরি জলরাশি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা পার্থকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহাশব্দান্বিত শরাসন বিস্ফারণ করিয়া পার্থের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের শরজালে সংপীড্যমান ও জাতক্রোধ হইয়া সেই পৃষ্ঠ-রক্ষকদিগকে তৈলধৌত ষষ্টি শরে নিহত করিলেন। তিনি ষষ্টি সংখ্যক রথীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রীত মনে রাজগণের সৈন্য বিনাশ করত ভীষ্মবধের নিমিত্ত সত্বর হইলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ বন্ধুবর্গকে মহাত্মা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া পূর্ব্ব-পরাজিত সেই সকল রথী নরাধিপতিকে অগ্রে করিয়া ত্বরা সহকারে অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত গমন করিলেন। শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ অস্ত্রজ্ঞপ্রবর অর্জ্জুনকে ত্রিগর্ত্তরাজ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার রথ রক্ষা করিবার অভিলাষে শাণিত অস্ত্রহস্তে প্রত্যুদ্গত হইলেন। ভীষ্মসমীপে গমনেচ্ছু মহাধনুষ্মান্ অনন্তবীর্য্যসম্পন্ন মহাতেজা ভীষণ বলবান্ মনস্বী অর্জ্জুন, ত্রিগর্ত্তরাজের সহিত সেই নরবীরদিগকে তাঁহার প্রতি আপতিত দেখিয়া গাণ্ডীব বিমুক্ত সুশাণিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গমন করিলেন; পরে রাজা দুর্য্যোধন ও সিন্ধুপতি জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজগণকে নিবারয়িষ্ণু দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিতও মুহূর্ত্তমাত্র যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ-হস্তে ভীষ্মের নিকট প্রয়াণ করিলেন।

অনন্ত-কীর্ত্তিমান্ উগ্রবলসম্পন্ন মহাত্মা যুধিষ্ঠির জাতক্রোধ ও ত্বরাবান্ হইয়া যুদ্ধে আপনার ভাগপ্রাপ্ত মদ্রাধিপতি শল্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সমভি

ব্যাহারে শান্তনু-পুত্র ভীষ্মের নিকট সংগ্রাম নিমিত্ত গমন করিলেন। বিচিত্র যোদ্ধা গঙ্গাপুত্র সমাগত সেই সমস্ত মহারথাগ্রগণ্য পাণ্ডুপুত্র কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। উগ্রবলশালী মনস্বী সত্যসন্ধ রাজা জয়দ্রথ বিপুল ধনুক ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে সেই মহারথদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক সহসা তাঁহাদিগের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা দুর্য্যোধন জাতক্রোধ ও ক্রোধ-বিষে পরিপূর্ণ হইয়া যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে অনল-সঙ্কাশ শরনিকরে হনন করিতে লাগিলেন। হে বিভো! যে প্রকার দৈত্যগণ মিলিত হইয়া দেবগণকে শর-বিদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর ধনুক ছিন্ন ও তাঁহাকে পলায়মান দেখিয়া জাতক্রোধ হইয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে মহাবীর দ্রুপদনন্দন! তুমি তোমার পিতার সাক্ষাতে আমাকে এই কথা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, "আমি সত্য বলিতেছি, সূর্য্যবর্ণ বিমল শরসমূহ দ্বারা মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিব," এক্ষণে তাঁহাকে যুদ্ধে বিনাশ না করাতে তোমার ঐ প্রতিজ্ঞা সফল হইতেছে না, অতএব যাহাতে তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয়, এরূপ কর; স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সফলা করিয়া ধর্ম্ম, যশ ও কুল রক্ষা কর। দেখ, ভীষণ বেগশীল ভীষ্ম কালান্তক যমের ন্যায় ক্ষণমাত্রে আমার সমুদয় সৈন্যসংঘ তীক্ষ্ণতেজ শরজাল দ্বারা দগ্ধ করিতেছেন। তুমি রণে ভীষ্ম কর্ত্তৃক ছিন্ন-চাপ ও পরাজিত হইয়া বন্ধুগণ ও সোদরদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কাহারো অপেক্ষা না করিয়া কোথায় যাইতেছ? এইরূপ কার্য্য তোমার উপযুক্ত হইতেছে না। হে দ্রুপদনন্দন! তুমি ভীষ্মকে অপরিমিত বীর্য্যবান্ এবং সৈন্যদিগকে তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন ও দ্রবমাণ দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, কেননা তোমার মুখবর্ণ ম্লান হইয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ, ধনঞ্জয় ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। বিশেষত তুমি পৃথিবী-বিখ্যাত বীর হইয়া কিজন্য আজ ভীষ্ম হইতে ভয় করিতেছ? হে নরপাল! মহাত্মা শিখণ্ডী ধর্ম্মরাজের ঐরূপ রুক্ষাক্ষরযুক্ত সার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা উপদেশ জ্ঞান করিয়া ভীষ্মবধে ত্বরাবান্ হইলেন। রাজা শল্য শিখণ্ডীকে ভীষ্মের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া সুদুর্জ্জয় ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুষ্মান্ মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন শিখণ্ডী, যুগান্তকালীন বহ্নিতুল্য সেই নিক্ষিপ্ত প্রবল অস্ত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন না, প্রত্যুত শরসমূহ দ্বারা সেই প্রদীপ্তাস্ত্র প্রতিবাধিত করত সেই স্থানেই স্থির হইয়া রহিলেন; পরে তাহার প্রতিঘাতক উগ্র বারুণাস্ত্র সন্ধান করিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। পৃথিবীস্থ নরগণ ও নভঃস্থ দেবগণ সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দ্বারা নিবার্য্যমাণ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাত্মা বীর ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অতি বিচিত্র রথ, ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে ভয়াভিভূত দেখিয়া বৃকোদর ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে পদব্রজে ধাবমান হইলেন, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভীমসেনকে গদাহস্তে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে যমদণ্ডকল্প ভয়ানক সুশাণিত নয় শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অতি বেগশীল বৃকোদর ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া কিছু চিন্তা না করিয়াই সিন্ধুরাজের পারাবত সদৃশ অশ্বসকল নিহত করিলেন। তৎপরে অনুপম-প্রভাবসম্পন্ন সুররাজ সদৃশ আপনার তনয় চিত্রসেন ভীমসেনকে দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র ও ত্বরমাণ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত, রথারোহণে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ভীমসেনও তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রত্যুদ্গত হইয়া গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই মোহজনক তুমুল বিমর্দ্দ সংগ্রামে ভীমের সমুদ্যত যমদণ্ডকল্প উগ্র গদা দেখিয়া সমস্ত কুরুগণ তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায় তথা হইতে অপক্রান্ত হইলেন। কিন্তু চিত্রসেন আপতন্তী সেই মহাগদা দেখিয়া বিমুগ্ধচেতা না হইয়া বিপুল খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক, যে প্রকার পর্ব্বতাগ্র হইতে সিংহ লম্ফ প্রদান করত গমন করে, তাহার ন্যায় রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে গমন করিলেন। ওদিকে সেই নিক্ষিপ্ত গদা চিত্রসেনের অশ্ব ও সারথির সহিত সুচিত্র রথ নিহত করিয়া আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় ভূতলগত হইল। আপনার পক্ষ সৈন্যগণ ও অন্যান্য সকলেই মিলিত হইয়া সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে নিনাদ করিয়া উঠিল এবং আপনার পুত্রের প্রশংসা করিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র বিকর্ণ মনস্বী চিত্রসেনকে বিরথী দেখিয়া রথে আরোপিত করিলেন। তাদৃশ সঙ্কুল অতিশয় তুমুল যুদ্ধ সময়ে শান্তনুপুত্র সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপক্রত হইলে রথী, গজী ও সাদিগণের সহিত সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইতে লাগিল; মনে করিল, যুধিষ্ঠির কৃতান্তের আস্য মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন। পরন্তু যমজ দুই ভ্রাতার সহিত যুধিষ্ঠিরও মহাধনুর্দ্ধর নরব্যাঘ্র শান্তনুপুত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। যে প্রকার মেঘ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তিনি ভীষ্মকে সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করত আচ্ছন্ন করিলেন। গঙ্গাপুত্র যুধিষ্ঠির-নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র শরজাল ভাগ ভাগ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র শরে ভাগক্রমে অস্তমিত করিলেন। সেই সকল শরজাল আকাশে শলভ-বৃন্দের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিল। তিনি অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে ভাগ ভাগ শরজালে যুধিষ্ঠিরকে সমরে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কুরুকুল-ভূষণ মহাত্মা ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম তাঁহার চাপনির্ম্মুক্ত সেই নারাচ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তৎপরে তাঁহার কাঞ্চনভূষিত অশ্ব সকল সংহার করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা নকুলের রথে আরোহণ করিলেন। তখন শত্রু-পুরঞ্জয় ভীষ্ম অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যমজ নকুল ও সহদেবের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে ভীষ্মবাণে প্রপীড়িত দেখিয়া ভীষ্মের বধ নিমিত্ত পরম চিন্তান্বিত হইলেন; তদনন্তর অনুগত রাজা ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, 'তোমরা যুদ্ধে ভীষ্মকে নিহত কর।' তৎপরে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের ঐ কথা শুনিয়া বহু সংখ্য রথ দ্বারা কুরু-পিতামহকে পরিবেষ্টন করিলেন। আপনার পিতা দেবব্রত চতুর্দ্দিকে রথিসমূহে পরিবৃত হইয়া মহারথীদিগকে নিপাতিত করিতে করিতে শরাসন লইয়া যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা, মহারণ্যে মৃগযূথ মধ্যে প্রবিষ্ট সিংহের ন্যায় তাঁহাকে রণমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ, তাঁহাকে, তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক শায়কসমূহ দ্বারা শূরদিগকে ত্রাসিত করিতে দেখিয়া, যে প্রকার সিংহকে দেখিয়া মৃগগণ ত্রাসিত হয়, সেই প্রকার ত্রাসান্বিত হইলেন এবং তৃণদহনেচ্ছু বায়ু-সহায় অগ্নির ন্যায় সেই ভরত-সিংহের তেজঃপ্রভাব দর্শন করিলেন। যেরূপ নিপুণ মনুষ্য তালবৃক্ষ হইতে পক্ক তাল ফল পাতিত করে, সেইরূপ তিনি রথীদিগের মস্তক পাতিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল ছিন্ন মস্তক ধরণীতলে পতিত প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় তুমুল শব্দ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। সেই অতি তুমুল ভয়ানক যুদ্ধে সমুদায় সৈন্যের অতি অব্যবস্থা হইয়া উঠিল। ব্যূহসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর এক এক জনকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিখণ্ডী ভীষ্মের সমীপে গমনপূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া বেগ সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে রণে উপেক্ষা করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সৃঞ্জয়দিগের দিকে গমন করিলেন। সৃঞ্জয়গণও মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া শঙ্খধ্বনিমিশ্রিত বহুবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন সূর্য্য পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়াছিল; ঐ সময়ে রথী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধারম্ভ হইল। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি শক্তি ও তোমর বর্ষণ এবং বহুবিধ শস্ত্র দ্বারা আপনার পক্ষ সৈন্যদিগকে আহত করিতে লাগিলেন। হে পুরুষর্ষভ! আপনার পক্ষ মহারথগণ হন্যমান হইয়াও যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন না; প্রত্যুত যথা-উৎসাহক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার মহাবল সৈন্যসকলও মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আপনার পক্ষ রাজগণের মধ্যে অবন্তি-দেশীয় ভূপাল মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ উভয়েই ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্বর তাঁহার অশ্বসকল বিনাশ করিয়া শর-বর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পাঞ্চালনন্দন ঝটিতি রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া মহাত্মা সাত্যকির রথে শীঘ্র আরোহণ করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সমাবৃত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুতাপন অবন্তিরাজদ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পুত্রও সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে বিন্দ-অনুবিন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন সংক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রের হিতৈষী দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া যে প্রকার অগ্নি তূলরাশি দহন করে, তাহার ন্যায় সমুদায় পাঞ্চালদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে নরপাল! দুর্য্যোধন-পুরোবর্ত্তী আপনার পুত্রসকল ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। ভাস্কর লোহিতবর্ণ হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষ সকলকে কহিলেন, 'তোমরা সকলেই সত্বর হও'। ভাস্কর অস্তগিরি আরোহণ করিয়া অপ্রকাশিত হইলে সেই প্রদোষ সময়ে রাজা দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সেই সকল যোধগণ যুদ্ধে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগের শোণিতসমূহের তরঙ্গযুক্তা ও গোমায়ুগণে সমাকীর্ণা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল। যুদ্ধস্থল ভূত-সমূহে সমাকুল হইয়া ঘোররূপ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে শিবা সকল অশিবভাবে রব করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসাশী অন্যান্য জন্তু সকল উহার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে সুশর্ম্মাদি রাজগণকে তাঁহাদিগের অনুগামী যোধগণের সহিত পরাজিত করিয়া স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কুরুকুল-প্রদীপ যুধিষ্ঠির সেই নিশাকালে যমজ দুই ভ্রাতার সহিত, সেনাগণে সমাবৃত হইয়া স্ব শিবিরে যাত্রা করিলেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন-প্রমুখ রথীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্ব-শিবিরোদ্দেশে গমন করিলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে সত্বর মহারথগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া স্বকীয় শিবিরের প্রতি প্রয়াণ করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা, ইঁহারা সকলে, সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। সাত্যকি ও পার্ষত-সুত ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইঁহারাও উভয়ে যোধগণে পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রয়াণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপ আপনার পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে নিশাকালে রণ-নিবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ শূরগণ স্ব স্ব শিবির সমীপে গমন করিয়া পরস্পরকে পূজা করত শিবির প্রবেশ করিলেন এবং যথাবিধি স্ব স্ব সৈন্যদিগকে দর্শনপূর্ব্বক আত্ম-রক্ষার বিধান করিয়া শরীর হইতে শল্যাপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিলেন। সেই সমস্ত যশস্বী মহারথগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃতস্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গীতবাদিত্র শব্দে মুহূর্ত্তকাল ক্রীড়া করিলেন। সেই মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সকলই স্বর্গ তুল্য হইল, তখন তাঁহাদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কথা বার্ত্তা হইল না। হে নৃপ! উভয় পক্ষীয় বহুল অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যসম্পন্ন সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত ছিল, উহারা নিদ্রিত হইয়া মনোহর দর্শনীয় হইল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুরাজ! নরাধিপতি কুরু ও পাণ্ডবগণ সুখ-সুপ্ত হইয়া সেই নিশা অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ নিমিত্ত নির্গত হইলেন। উভয় সেনার নির্গমন সময়ে তাহাদিগের সাগর-সদৃশ মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও বিপ্র ভরদ্বাজনন্দন, এই সকল কৌরব-মহারথ একত্রিত, যত্নপরায়ণ ও বর্ম্মিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ ব্যূহ বিধান করিলেন। হে নরাধিপ! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বাহনরূপ তরঙ্গ

মুক্ত সাগর সদৃশ ঘোর ব্যূহ রচনা করিয়া সর্ব্ব সৈন্যময় সেই ব্যূহের অগ্রে মালব, দাক্ষিণাত্য ও আবন্ত্যগণে সমন্বিত হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রবলপ্রতাপ ভগদত্ত যত্নপরায়ণ হইয়া মাগধ, কালিঙ্গ ও পিশাচগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল মেকল, ত্রৈপুর ও চিলুকগণে সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। বৃহদ্বলের পশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত বহু কাম্বোজ ও যবন প্রবরগণের সহিত প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দ্রোণপুত্র বেগশীল শূর অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করত প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সৈন্যের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন; এবং তাঁহার পশ্চাৎ শারদ্বত কৃপ যুদ্ধে প্রযাত হইলেন। হে বিভো! সাগর সদৃশ সেই মহাব্যূহের গমন সময়ে শ্বেত ছত্র, পতাকা, মহার্হ বিচিত্র অঙ্গদ ও শরাসন সকল দীপ্তিমান্ হইল।

মহারথ যুধিষ্ঠির আপনার পক্ষীয় তাদৃশ মহাব্যূহ দেখিয়া সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাধনুর্দ্ধর! ঐ দেখ, বিপক্ষগণ সাগরোপম ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; তুমিও উহার প্রতিপক্ষে সত্বর ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। মহারাজ! তদনন্তর শূর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ ব্যূহ-বিনাশন সুদারুণ শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিলেন। মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি অনেক সহস্র রথী সাদী ও পদাতিগণের সহিত ঐ ব্যূহের উভয় শৃঙ্গস্থলে রহিলেন। নরপ্রধান শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন উহার নাভি প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্রদ্বয় উহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিলেন। ব্যূহ শাস্ত্র-বিশারদ অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ ঐ শৃঙ্গাটক ব্যূহের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া উহা পরিপূর্ণ করিলেন। তৎপশ্চাৎ মহারথ অভিমন্যু বিরাট দ্রৌপদেয়গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। হে ভারত! শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবেরা এইরূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে যোদ্ধুকাম হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল ভেরীশব্দ বীরগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট শব্দের সহিত একত্রিত হইয়া অতি ভয়ানকরূপে সর্ব্বদিক্ পরিপূর্ণ করিল। শূরগণ পরস্পর সকাশে গমনপূর্ব্বক নিমেষ-রহিত নেত্রে পরস্পরকে অবলোকন করিল। হে মানব-প্রবর! যোধগণ প্রথমত পরস্পরকে নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর তাহাদিগের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল; উভয় পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল; সুশাণিত নারাচ সকল ব্যাদিতমুখ ভয়ানক সর্পের ন্যায় রণস্থলে সর্ব্বত্র পতিত হইতে লাগিল; তৈল ধৌত বিমল শক্তি সকল, যেমন মেঘ হইতে দীপ্যমান বিদ্যুৎসকল পতিত হয়, তদ্রূপ রণস্থলে চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে থাকিল; সুবর্ণযুক্ত বিমল পট্টে বিভূষিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ উত্তম গদা ও বিমলাম্বর-সদৃশ নিস্ত্রিংশ সকল রণভূমিতে পতিত হইতে দেখা গেল এবং শত চন্দ্র-ভূষিত আর্ষভ চর্ম্ম সকল সমরক্ষেত্রে সর্ব্বত্র শোভমান হইয়া পতিত হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! উভয় পক্ষীয় সেনা সমুদ্যত পরস্পর যুধ্যমান হইয়া দেব-সেনা ও দৈত্য-সেনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই তুমুল সংগ্রামে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রথিগণ পরস্পর কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া রথ-যুগদ্বারা বিপক্ষ রথীর রথযুগ সংশ্লেষপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র যুধ্যমান দন্তিগণের দন্ত-সংঘর্ষে সধূম, অগ্নি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। কোন কোন গজযোধী প্রাসাস্ত্রে অভিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। শূর পদাতিগণ নখর ও প্রাস অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া পরস্পর নিহত ও বিচিত্র মূর্ত্তিধারী দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুরুপাণ্ডবদিগের সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরের নিকট গমনপূর্ব্বক নানাবিধ ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে যমালয়ে উপনীত করিতে লাগিল। তদনন্তর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রথঘোষে পৃথিবীকে নিনাদিত এবং ধনুঃশব্দে সকলকে মোহিত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিগমন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ রথিগণও সযত্ন হইয়া ভীষণ রব করিয়া তাঁহার অভিমুখে অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর আপনার ও তাঁহাদিগের পক্ষ নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যখন ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা ভাস্করের ন্যায় তপন্ত ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের শাসনানুসারে সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা সৈন্যমর্দ্দনকারী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। রণশ্লাঘী ভীষ্ম মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালদিগকে শায়কসমূহ দ্বারা এককালে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। সোমকগণের সহিত পাঞ্চালগণ ভীষ্মকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বহুল রথীর মস্তক ছেদন এবং রথিদিগকে বিরথী করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীষ্মের অস্ত্র দ্বারা সাদিগণের মস্তকসকল অশ্ব হইতে পতিত এবং মাতঙ্গগণকে বৃক্ষরহিত পর্ব্বতের ন্যায় মনুষ্য-রহিত ও প্রমোহিত দেখিতে লাগিলাম। হে নরাধিপ! রথি-শ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবদিগের পক্ষ এমন কোন পুরুষ ছিল না যে, ভীষ্মকে নিবারণ করে; তিনিই ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম-ভীমসেনের সংগ্রাম দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্যমধ্যে ঘোরতর ভয়ানক কোলাহল হইতে লাগিল এবং পাণ্ডবেরা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই মহা হত্যাজনক সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন; রথীবর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলেন, তাহাতে ভীষ্মের রথ ঘোটক চতুর্দ্দিকে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক প্রদ্রুত হইলে ভীমসেন ক্ষুরপ্রাস্ত্র আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া সুনাভের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সুনাভ প্রাণ-ত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহারাজ! আপনার পুত্র মহারথ সুনাভ নিহত হইলে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী কুণ্ডধর, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিতক ও দুর্জ্জয় বিশালাক্ষ, বিচিত্র কবচ ও আয়ুধধারী শত্রুমর্দ্দন, এই সাত ভ্রাতা অসহিষ্ণু হইয়া যুদ্ধাভিলাষে বিচিত্রকবচধারী ভীমসেনের অভিমুখে গমন

করিলেন। হে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র নমুচিকে প্রহার করেন, সেই প্রকার মহোদর, বজ্রসদৃশ নয় বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন; এবং আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পঞ্চ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সপ্ত এবং শত্রু-বিজয়ী মহারথ অপরাজিত বহুসংখ্য বাণে মহাবল ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে পণ্ডিতকও তিনবাণে ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন। অমিত্রকর্ষণ ভীমসেন রণমধ্যে শত্রুকর্ত্তৃক প্রহার আর সহ্য করিলেন না; তিনি বামকরে ধনুক অবনত করিয়া আনতপর্ব্ব শরদ্বারা আপনার পুত্র অপরাজিতের সুন্দর নাসিকাশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অপরাজিত, ভীমের হস্তে পরাজিত হইলে, তাহার ছিন্ন মস্তক মহীতলে পতিত হইল। তৎপরে বৃকোদর সর্ব্বসৈন্যের সাক্ষাতেই এক ভল্লদ্বারা মহারথ কুণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর অপরিমিত বলবান্ ভীম এক শর সন্ধানপূর্ব্বক পণ্ডিতকের উপর নিক্ষেপ করিলেন। যে প্রকার কাল প্রেরিত ভুজঙ্গম মনুষ্যকে নিহত করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিক্ষিপ্ত সেই শর পণ্ডিতককে সংহার করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে অদীনাত্মা বৃকোদর পূর্ব্বতন ক্লেশ স্মরণ করত তিন বাণে বিশালাক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি মহাধনুর্দ্ধর মহোদরের স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতেই মহোদর নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে এক বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ছেদন করিয়া অতি তীক্ষ্ণ এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তদনন্তর সংক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব এক শরে বহ্বাশীকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। হে নরপাল! আপনার অন্যান্য পুত্রেরা, ভীমসেন পূর্ব্বে সভামধ্যে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্য বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃব্যসনে কর্ষিত হইয়া আপনার সমুদায় সৈন্যদিগকে কহিলেন, তোমরা ঐ ভীমকে যুদ্ধে বিনাশ কর।

হে নরপাল! আপনার মহাধনুর্দ্ধর পুত্রগণ এইরূপে ভ্রাতাদিগকে নিহত দেখিয়া সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর পূর্ব্বে মনোময় ও হিতবাক্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ হইল। হে জনাধিপ! পূর্ব্বে বিদুরের সেই হিতকর ও সত্য বাক্য যাহা আপনি পুত্রস্নেহ, লোভ ও মোহে সমাবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। মহাবাহু ভীমসেন যে প্রকার কৌরবদিগকে সংহার করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ বলবান্ মহাবাহু আপনার পুত্রদিগের বধ নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মহাশোকাবিষ্ট ও অতি দুঃখিত হইয়া ভীষ্মের সকাশে গমনপূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, পিতামহ! আমার শূর ভ্রাতারা ভীমসেনকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং অন্যান্য সমুদায় সৈনিকপুরুষেরা আমাদিগের জয়নিমিত্ত সযত্ন হইলেও ভীমসেন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে। আপনি সর্ব্বদা যেন মধ্যস্থ ভাবে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আমার এই দুর্দ্দৈব দেখুন, যে আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কুপথে আরোহণ করিয়াছি।

মহারাজ! আপনার পিতা দেবব্রত দুর্য্যোধনের ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া সাশ্রু নেত্রে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! দ্রোণ, বিদুর, যশস্বিনী গান্ধারী ও আমি, আমরা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য কর নাই। হে শত্রুসূদন! আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে আমি কি দ্রোণাচার্য্য, আমরা কোন প্রকারেই যুদ্ধে মুক্ত হইতে পারিব না। আমি ইহা সত্য বলিতেছি যে, ভীম ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়দিগের মধ্যে যাহার যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাকেই সংহার করিবে। অতএব তুমি স্বর্গের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ব্বক যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ কর। দেবগণ ইন্দ্রের সহিত একত্র হইলেও পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি করিয়া যুদ্ধ কর।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, একমাত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক আমার বহু পুত্রকে নিহত দেখিয়া কি করিলেন? হে সূত! যখন আমার পুত্রেরা প্রতি দিনই যুদ্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমি সর্ব্ব প্রকারে বিবেচনা করিতেছি যে, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব কর্ত্তৃক উপহত হইয়াছে যে স্থলে আমার পুত্রেরা সকলেই পরাজিত হইতেছে, কোন প্রকারেই জয়ী হইতেছে না, বিশেষত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত পুত্র, বীর ভগদত্ত ও অশ্বত্থামা এই সকল সুমহাত্মা শূর ও অন্যান্য শূরগণের মধ্যে থাকিয়াও নিহত হইতেছে, সে স্থলে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যায়? বৎস! আমি, ভীষ্ম ও বিদুর মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে নিবারণ করিলেও সে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করে নাই এবং গান্ধারীও দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিত-কামনায় পূর্ব্বে নিরন্তর নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মোহ-প্রযুক্ত তাহাও বুঝিতে পারে নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইতেছে—ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষরূপে আমার পুত্রদিগকেই প্রতি দিবস যমালয়ে উপনীত করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! আপনি যে তখন বিদুরের কথিত হিতকর যথার্থ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইয়াছে। বিদুর তখন কহিয়াছিলেন "আপনার পুত্রদিগকে দ্যূত হইতে নিবারণ করুন, পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না।" হে নরনাথ! কাল-প্রাপ্ত মনুষ্য যেমন পথ্য ঔষধ গ্রহণ করে না, সেইরূপ আপনি হিতৈষী সুহৃদ্গণের তাদৃশ হিতকর বাক্য যে শ্রবণ করেন নাই, সেই সাধু বাক্যের বিষয় এক্ষণে আপনার নিকট উপনীত হইতেছে। বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তির হিতকর বাক্য না শুনিয়াই কৌরবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে যখন সেই সুহৃদ্ বাক্য গ্রহণ করেন নাই, তখনই ইহা উপস্থিত হইয়াছে; সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমার নিকট আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রবণ করুন। মধ্যাহ্ন কালে যে প্রকার লোক ক্ষয়কর মহা ভয়ানক সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি অবধান করুন।

তৎপরে সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের আদেশানুসারে, সংবদ্ধ

হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যযুক্ত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বিরাট ও দ্রুপদ সমস্ত সোমকগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। কৈকেয় রাজেরা ধৃষ্টকেতু ও কুন্তিভোজ সৈন্যগণের সহিত বর্ম্মিত হইয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ নিঃসরণ করিলেন। অর্জ্জুন, দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ চেকিতান দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সমস্ত রাজাদিগের সমীপে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, মহারথ হিড়িম্বাপুত্র ও ভীমসেন, ইহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবগণের উপর আপতিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কৌরবদিগকে হনন করিতে লাগিলেন, এবং কৌরবেরাও ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পাণ্ডব পক্ষদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন বলিয়া অভিদ্রুত হইলেন। মহাত্মা সৃঞ্জয়গণ ধনুর্দ্ধারী দ্রোণকর্তৃক বধ্যমান হইলে, তাহাদিগের মহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। দ্রোণনিহত বহু ক্ষত্রিয়কে রোগার্ত্ত মনুষ্যের ন্যায় বিচেষ্টমান হইতে দেখা গেল। ক্ষুধাক্লিষ্ট মনুষ্যদিগের ন্যায় রণক্ষেত্রে অনেকের পক্ষিধ্বনি তুল্য কূজন, অনেকের রোদন এবং অনেকের মেঘনির্ঘোষ-সদৃশ গর্জ্জনধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ ও যেন দ্বিতীয় কৃতান্ত হইয়া কৌরব সৈন্যদিগকে দারুণ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। সমুদায় সৈন্য পরস্পরকর্তৃক পরস্পর বধ্যমান হইলে, তাহাদিগের শোণিততরঙ্গ বিশিষ্টা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল। হে মহারাজ! কুরু পাণ্ডবদিগের সেই সংগ্রাম অতি তুমুল হইয়া যমরাষ্ট্র বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল। তদনন্তর ভীমসেন রণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষরূপে বেগসহকারে গজ সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া, তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। গজ সকল ভীমের নারাচে অভিহত হইয়া কোন কোন টা বিষণ্ণ ও কোন কোন টা পতিত হইতে লাগিল, কোন কোন টা শব্দ করিতে লাগিল এবং কোন কোন টা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিল। বড় বড় নাগ সকল ছিন্নশুণ্ড ও ছিন্নগাত্র হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় নিনাদ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

নকুল ও সহদেব অশ্ব সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। কাঞ্চন শিরোভূষণ ভূষিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত পরিচ্ছদসমন্বিত শত শত সহস্র সহস্র অশ্বকে নকুল ও সহদেবকর্তৃক নিহত হইতে দেখা গেল। পতিত অশ্বে মেদিনীতল সমাকীর্ণ হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ! কোন কোন অশ্বের জিহ্বা বিচ্ছিন্ন হইল, কোন কোন অশ্ব ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব পক্ষীদিগের শব্দের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং অনেক অশ্ব নিহত হইয়া নানা বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিল; ধরাতল এতাদৃশ অশ্বসমূহে প্রতিভাত হইতে লাগিল। হে ভারত! রণক্ষেত্রের নানা স্থান অর্জ্জুনকর্তৃক নিহত রাজগণে বিকীর্ণ হইয়া ভয়ানকরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন বসন্তকালে অরণ্য কুসুমনিচয়ে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ পতিত ভগ্ন রথ, ছিন্ন ধ্বজ ও নিকৃত্ত মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, অতি মহাপ্রভাবিশিষ্ট ছত্র, হার, নিষ্ক, কেয়ূর, কুণ্ডল শোভিত শীর্ষ, উষ্ণীষ, পতাকা, রথ নিম্নস্থ শোভন কাষ্ঠ ও রশ্মিসহিত যোক্ত্র, এই সকল বস্তুতে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে ভারত! শান্তনব ভীষ্ম, রথিপ্রধান দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা, ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের ঐরূপে ক্ষয় হইতে লাগিল এবং পাণ্ডব পক্ষ সকল ক্রুদ্ধ হওয়াতে আপনার পক্ষেরাও ঐরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সেই বীর ক্ষয়-জনক ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, শ্রীমান্ সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বীর শত্রুহন্তা সাত্বতবংশ হৃদিকনন্দন কৃতবর্ম্মাও পাণ্ডব-সৈন্যের উপর উপদ্রুত হইলেন; এবং ভবৎপক্ষ বহু যোদ্ধা কাম্বোজ দেশীয় নদীজ, আরট্ট দেশীয়, স্থলজ, সিন্ধু দেশোদ্ভব, বানায়ু দেশোৎপন্ন, তিত্তিরি দেশীয় পবনবেগ ও পর্ব্বতবাসী শুভ্রবর্ণ বহু সংখ্য অশ্বে সমারূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবারিত করিল। সুবর্ণালঙ্কৃত-গাত্র বর্ম্মবিশিষ্ট সুশিক্ষিত বাতবেগগামী মুখ্য মুখ্য অশ্বের সহিত শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ অর্জ্জুন-নন্দন ইরাবান্ হৃষ্টরূপ হইয়া সেই সকল সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন। হে মহারাজ! ইরাবান্ ধীমান্ অর্জ্জুনের ঔরসে নাগরাজ ঐরাবতের স্নুষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পক্ষিরাজ গরুড়, মহাত্মা ঐরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে ঐরাবত তাঁহার পুত্রবধূকে সন্তান-হীনা, দীনচিত্তা ও দুঃখিতা দেখিয়া অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুনও অভিলাষবিশেষবশবর্ত্তিনী সেই নাগরাজ দুহিতাকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন। এইরূপে ইরাবান্ পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঔরসে সমুৎপন্ন হয়েন। উনি নাগলোকে জননীর পরিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। উহাঁর দুরাত্মা পিতৃব্য পার্থের প্রতি দ্বেষবশত উহাকে পরিত্যাগ করেন। ইরাবান্ সত্যবিক্রম, রূপবান্, বলসম্পন্ন এবং গুণবান্ হইয়া উঠিলেন। যখন অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন, তখন ইরাবান তাহা শুনিয়া ইন্দ্রলোকে সত্বর গমন করিলেন। সত্যবিক্রম মহাবাহু ইরাবান্ পিতা অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিনয়পূর্ব্বক এইরূপ আত্ম পরিচয় নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! আপনার মঙ্গল হউক, আমি ইরাবান্ নামে আপনার পুত্র; এবং যেরূপে উহাঁর জননীকে অর্জ্জুনকে প্রদান করা হয়, সে সমস্তও ইরাবান্ ব্যক্ত করিলেন। অর্জ্জুনের তখন পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক স্মরণ হইল। পরে তিনি দেবরাজভবনে আত্ম সদৃশ গুণসম্পন্ন ইরাবান্ পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইলেন। হে নৃপ! তিনি দেবলোকে তখন মহাবাহু ইরাবান্কে প্রীতিপূর্ব্বক, স্বকার্য্য নিমিত্ত আদেশ করিলেন, "তুমি যুদ্ধকালে আমাদিগের সাহায্য করিবে"। ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে যুদ্ধ সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি কমনীয় বর্ণ ও কমনীয় বেগশীল অশ্ব সমূহে সমাবৃত হইয়া সমাগত হইলেন। কাঞ্চনভূষিত নানাবর্ণবিশিষ্ট মনোবেগগামী তাঁহার অশ্ব সকল সহসা, সাগরমধ্যে হংসগণের ন্যায়, সংগ্রামভূমিতে উৎপতিত হইল। ঐ সকল অশ্ব আপনার মহাবেগশীল অশ্ববৃন্দ মধ্যে গমন করিয়া পর-

স্পরের নাসিকা দ্বারা নাসিকা ও ক্রোড়দ্বারা ক্রোড় প্রদেশ সমাহত করত স্বকীয় বেগে অভিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। যেমন গরুড় পক্ষিগণের পতনে দারুণ শব্দ হয় সেইরূপ অশ্বসমূহের পরস্পর পতনে সুদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই সকল অশ্বের আরোহী ব্যক্তিরা পরস্পর আক্রমণপূর্ব্বক ঘোরতর হনন করিতে আরম্ভ করিল। সেই অতিশয় তুমুল সঙ্কুল মহাঘোর সংগ্রামে চতুর্দ্দিকে উভয় পক্ষেরই অশ্বসমূহ ভয়জনিত ত্বরায় সমাকুল হইল। শূরগণ পরস্পরের শরে ছিদ্যমান,শ্রমার্ত্ত ও ভূতলে বিলীন হইতে লাগিল। তাহাদিগের অশ্বসকলও নিহত হইয়া পড়িল।

তদনন্তর সেই অশ্বসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত ও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শকুনির অনুজ শৌর্য্য-সম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ ভীষণাকৃতি বদ্ধ-সন্নাহ গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান্, আর্জ্জব ও শুক নামে মহা বলবান এই ছয় ভ্রাতা শকুনির সহিত স্বকীয় মহাবল যোধগণে পরিবার্য্যমাণ হইয়া বায়ুবেগসমস্পর্শ বায়ুবেগসম বেগবান্ শীল সম্পন্ন বয়ঃস্থ উত্তম উত্তম তুরগে আরোহণপূর্ব্বক মহৎ সৈন্যমণ্ডলী হইতে নির্গমন করত রণমুখে অভিদ্রুত হইলেন। হে মহাবাহো! যুদ্ধ-দুর্ম্মদ গান্ধার দেশীয় উক্ত ছয় ভ্রাতা স্বর্গার্থ হৃষ্ট ও বিজয়ৈষী হইয়া মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে অতি দুর্জ্জেয় সেই সাদি-সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন। বীর্য্যবান্ ইরাবান্ তখন তাঁহাদিগকে স্বসৈন্য মধ্যে যুদ্ধে প্রবিষ্ট দেখিয়া বিচিত্র আভরণ ও আয়ুধধারী স্বপক্ষ যোধগণকে বলিলেন, যোধগণ! ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ যোদ্ধারা অনুগামী ও বাহনগণের সহিত যে নীতিক্রমে নিহত হয়, তাহা তোমরা বিধান কর। ইরাবানের সমুদায় যোদ্ধা যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাদিগের শত্রু দুর্জ্জেয় সেই সকল সৈন্য নিহত করিল। সুবলনন্দনেরা সকলে আপনাদিগের সৈন্যকে ইরাবানের সৈন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত দেখিয়া, ক্রোধাকুল হইয়া, ইরাবানের সমীপে ধাবনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং পরস্পর সকলেই সকলকে প্রহার করিতে আদেশ করত শাণিত প্রাসাস্ত্র দ্বারা তাড়ন করিতে করিতে রণস্থল মহাকুলিত করিয়া ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! ইরাবান্ তোত্র-বিদ্ধ হস্তীর ন্যায় সেই মহাত্মাদিগের সুতীক্ষ্ণ প্রাসাস্ত্রে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া গলিতরুধিরধারায় সিক্ত-কলেবর হইলেন। একাকী ইরাবান্ তাঁহাদিগের বহু জনের অস্ত্র প্রহারে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদ্বয়ে সাতিশয় সমাহত হইয়াও নিরতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বন হেতু ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত শত্রু-পুরঞ্জয় ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিয়া মোহিত করিলেন এবং স্বশরীর-বিদ্ধ প্রাসসকল উৎকর্ষণ পূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলপুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে সুবল-পুত্রদিগকে বিনাশ করিবার মানসে কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কর্ষণ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্বরা সহকারে পদব্রজে প্রক্রান্ত হইলেন। তদনন্তর সুবলসুত সমুদায়ের মোহ বিনষ্ট হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার ক্রোধাধিষ্ট হইয়া ইরাবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। বল-দর্পিত ইরাবান্‌ও খড়্গ লইয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের সকলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সুবল-পুত্রেরা সকলেই দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা লঘু বিচরণ করিয়াও লঘু বিচরণকারী ইরাবানের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে ইরাবান্‌কে ভূতলস্থ দেখিয়া সম্যক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সমীপাগত হইলে শত্রুকর্ষণ ইরাবান্ দুই হস্তেই খড়্গদ্বারা তাঁহাদিগের দেহ, আয়ুধ ও অলঙ্কার-শোভিত বাহু কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৃষভ ব্যতীত সকলেই নিকৃত্তাঙ্গ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। বৃষভ বহুধা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সেই মহাভীষণ বীর-কীর্ত্তন সংগ্রাম হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইলেন।

মহারাজ! ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষ মহাধনুর্দ্ধর, মায়াবী এবং পূর্ব্বে ভীমসেনকর্ত্তৃক বক-রাক্ষসের সংহার করণ হেতু তাঁহার প্রতি তাহার বৈরিতা ছিল; আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবল-পুত্রদিগকে মৃত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই ঘোরদর্শন অরিন্দম রাক্ষস অলম্বুষকে কহিলেন, হে বীর! ঐ দেখ, ফাল্গুনের পুত্র মায়াবী বলবান্ ইরাবান্ আমার সৈন্য বিনাশ করিয়া দারুণ অপ্রিয় কার্য্য করিল। হে বৎস! তুমি স্বেচ্ছাগামী, মায়াস্ত্রে দক্ষ এবং ভীমসেনের সহিত তোমার বৈরিতা আছে, অতএব তুমি ঐ ইরাবান্‌কে বিনাশ কর। ভীষণাকৃতি রাক্ষস অলম্বুষ যে আজ্ঞা বলিয়া সিংহনাদ করত অর্জ্জুনপুত্র ইরাবানের নিকট গমন করিল। অলম্বুষ স্ব স্ব বাহনে সমারূঢ় সমরনিপুণ নির্ম্মল প্রাসযোধী প্রহারপটু বীরগণসম্পন্ন স্বকীয় অনীকে সমাবৃত হইয়া হতাবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বারোহীতে পরিবৃত মহাবল ইরাবান্‌কে সংহার করিবার মানসে অভিদ্রুত হইল। পরাক্রমশীল অমিত্রহন্তা ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও ত্বরমাণ হইয়া হন্তুকাম রাক্ষসকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি মহাবল রাক্ষসও তাঁহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া, সত্বর হইয়া মায়া বিস্তার করিতে উপক্রম করিল। পরে সৈন্যসকল নিহত হইলে যুদ্ধ দুর্ম্মদ উভয়ে বৃত্রবাসবের ন্যায় সংগ্রামে অবস্থিত হইলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল ইরাবান্ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসকে সম্মুখে অভিদ্রুত দেখিয়া ক্রোধজনিত ত্বরাপর হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন; পরে রাক্ষস সমীপগত হইলে খড়্গদ্বারা তাহার উজ্জ্বল ধনুক ও বাণসকল পঞ্চধা করিয়া ছেদন করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ ধনুক ছিন্ন দেখিয়া বেগপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইল এবং অতিক্রুদ্ধ ইরাবান্‌কে মায়াদ্বারা বিমোহিত করিল। সর্ব্ব মর্ম্মজ্ঞ দুর্জ্জেয় ইরাবান্‌ও মায়া বিদ্যা অবগত ছিলেন, এবং স্বেচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। রাক্ষস অলম্বুষ অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, তিনিও আকাশে উৎপতিত হইয়া মায়া দ্বারা রাক্ষসকে মুগ্ধ করিয়া তাহার দেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ পুনঃপুনঃ ছেদিত হইয়াও যৌবন রূপ লাভ করিয়া সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! রাক্ষসদিগের মায়া ব্যাপার সহজ এবং বয়ঃক্রম ও নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণও ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে, এই কারণেই তাহার দেহ বারংবার ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল। ইরাবান্ সেই মহাবল রাক্ষসকে তীক্ষ্ণ পরশ্বধঅস্ত্রে পুনঃপুনঃছেদন করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষস বীর, বলশালী ইরাবান্‌কর্ত্তৃক বৃক্ষের ন্যায় ছিদ্যমান হইয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল, তাহার শব্দ অতি

তুমুল হইয়া শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল। বলশীল রাক্ষস পরশ্বধাস্ত্রে ক্ষত-কলেবর হইয়া বহু রুধির স্রাব করত ক্রোধ-পূর্ব্বক বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং রণমধ্যে সকলের সাক্ষাতে অর্জ্জুনপুত্র বীর যশস্বী প্রতিপক্ষ ইরাবানকে প্রবল দেখিয়া ভয়ানক রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবান্‌ও দুরাত্মা রাক্ষসের তাদৃশী মায়া দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মায়া সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ক্রোধাভিভূত হইলে তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগ তাঁহার সমীপাগত হইয়া সমস্ত দিকে বহুল নাগে পরিবৃত ফণা-মণ্ডল-বিশিষ্ট অনন্তসদৃশ রূপ ধারণ করিলেন এবং রাক্ষস অলম্বুষকে নানা প্রকার নাগে আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস-পুঙ্গব অলম্বুষ বহু নাগে আচ্ছাদ্যমান হইয়া ক্ষণ কাল চিন্তাপূর্ব্বক গরুড় রূপ অবলম্বন করত সেই সকল সর্পদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগকে অলম্বুষ মায়া দ্বারা ভক্ষণ করিলে তিনি মোহিত হইলেন। অলম্বুষ ইরাবানকে মোহিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা নিহত করিয়া তাঁহার কুণ্ডল ও মুকুট-বিভূষিত পদ্মেন্দু সদৃশ মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে ভূপাল! অর্জ্জুনাত্মজ বীর ইরাবান্‌ রাক্ষসকর্ত্তৃক সংহত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ সৈন্য সকল রাজগণের সহিত শোকরহিত হইল। সেই ভীষণ মহা সংগ্রামে উভয় সেনারই ঘোরতর মহান্‌ সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই মহাসঙ্কুল রণে গজ, অশ্ব ও পদাতিগণ একত্রিত হইয়া গজগণ কর্ত্তৃক; অশ্ব ও গজগণ পদাতিসমূহ কর্ত্তৃক এবং পত্তি, অশ্ব ও রথসমূহ রথিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল। অর্জ্জুন স্বকীয় ঔরসপুত্র-ইরাবানের বিনাশ সংবাদ জ্ঞাত হন নাই; তিনি সমরে ভীষ্ম রক্ষক শূর ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে নরপাল! সহস্র সহস্র কুঞ্জর ও আপনার পক্ষীয় যোধগণ সমরানলে প্রাণাহুতি প্রদান করত পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। অনেক মুক্তকেশ, কবচবিহীন, বিরথ, ছিন্ন-কার্ম্মুক ও সমবেত হইয়া বাহু দ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শত্রু-তাপন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্মভেদী বাণসমূহ দ্বারা মহারথদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির সৈন্যের বহুল মনুষ্য, দন্তী, সাদী, রথী ও অশ্ব বিনাশ করিলেন। হে ভারত! সমরে ইন্দ্রের পরাক্রমের ন্যায়, তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম; এবং ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকিরও অতি ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরন্তু দ্রোণের বিক্রম দেখিয়া পাণ্ডবেরা ভয়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা দ্রোণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দ্রোণাচার্য্য একাকী আমাদিগকে সৈন্যের সহিত নিহত করিতে পারেন, তাহাতে আবার উনি পৃথিবীখ্যাত শূর যোধগণে সংযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে কি না করিতে পারেন?" তাদৃশ ভীষণ সংগ্রামে উভয়পক্ষ বীরগণই পরস্পর কৃত প্রহার সহ্য করিল না; সকলেই সংরব্ধ হইয়া যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্যসংগ্রাম সদৃশ সেই বীর-ক্ষয়জনক সংগ্রামে কাহাকেও আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতে দেখিলাম না।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ পাণ্ডবেরা ইরাবানকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! ভীমসেনপুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ ইরাবানকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া অতি ভয়ানক নিনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার শব্দে পর্ব্বত ও কাননের সহিত সাগর-বাসনা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সমস্ত দিক্‌ ও বিদিক্‌ কম্পিত হইতে লাগিল অতি মহান্‌ সেই শব্দ শুনিয়া আপনার সৈন্যদিগের উরুস্তম্ভ, কম্পন ও স্বেদ নিঃসৃত হইল। হে রাজেন্দ্র! আপনার পক্ষ সকলেই সিংহভীত হস্তীর ন্যায় দীনচিত্ত হইয়া সর্ব্বদিকে বিচেষ্টমান হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ নির্ঘাত সদৃশ অতি মহাশব্দ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উজ্জ্বলিত এক শূল উদ্যত করণান্তর নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রধারী রাক্ষসপুঙ্গবগণে পরিবৃত ও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্ত যমের ন্যায় সমাগত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীম-দর্শন সংক্রুদ্ধ ঘটোৎকচকে আপতিত এবং স্বকীয় সৈন্য-সকলকে তাহার ভয়ে বিমুখীকৃত দেখিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া বিপুল ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। বঙ্গাধিপতি স্বয়ং মদস্রাবী পর্ব্বতোপম দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্যের সহিত, দুর্য্যোধনের অনুগামী হইলেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পুত্রকে গজ-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কোপান্বিত হইল। তৎপরে রাক্ষসগণের সহিত দুর্য্যোধন সৈন্যের তুমুল লোম-হর্ষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। শস্ত্রহস্ত রাক্ষসগণ মেঘবৃন্দের ন্যায় সমুদ্যত গজসৈন্য দেখিয়া ক্রোধ-সহকারে সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় বিবিধ নিনাদ করিয়া শর, শক্তি, ঋষ্টি ও নারাচ দ্বারা গজ-যোধিগণকে প্রহার করিতে করিতে ধাবমান হইল এবং ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর, পরশ্বধ, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দেখিলাম, নিশাচরগণ হস্তীগণকে হনন করাতে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন হস্তীর কুম্ভ বিদীর্ণ, কোন কোন হস্তীর গাত্র হইতে রুধির নির্গত এবং কোন কোন হস্তীর গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। এইরূপে গজযোধিগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন রাক্ষস দিগের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। শত্রুতাপন দুর্য্যোধন ক্রোধের বশতাপন্ন ও জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর আপনার পুত্র সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে হনন করিলেন। মহাবল দুর্য্যোধন বেগবান্‌, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী, এই চারি রাক্ষসকে চারি বাণে নিহত করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা ভরত-প্রবর দুর্য্যোধন রাক্ষস-সৈন্যের উপর পুনঃপুনঃ দুঃসহ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভৈমসেনি আপনার পুত্রের সেই মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে অশনি-স্বন সদৃশ নিস্বনবান্‌ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া অরিন্দম দুর্য্যোধনের প্রতি বেগপূর্ব্বক অভিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাহাকে কালসৃষ্ট অন্তকের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়াও ব্যথিত হইলেন না। ক্রূরভাবাপন্ন ভৈমসেনি ঘটোৎকচ ক্রোধে সংরক্তলোচন হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিল, রে দুর্ব্বুদ্ধি

ক্ষত্রিয়! আজি আমি আমার পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করিব, তুই অতি নৃশংস হইয়া আমার পিতা পিতৃব্যদিগকে যে ছল-দ্যূতে পরাজিত করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসিত করিয়াছিলি, রজস্বলা একবস্ত্র-পরীধানা দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাকে যে সভায় আনিয়া বহুধা ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলি এবং আমার পিতা পিতৃব্যগণের অরণ্যে বাস কালে দ্রৌপদী যখন আশ্রমে অবস্থান করেন, তখন যে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ তোর প্রিয় কার্য্য করিবার মানসে আমার পিতা পিতৃব্যদিগকে পরিভব করিয়া দ্রৌপদীকে দারুণ কষ্ট দিয়াছিল, যদি তুই রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করিস্, তাহা হইলে আজি আমি তোকে ঐ সকল অপমান ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব। হিড়িম্বাসুত এইরূপ বলিয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্ক লেহন করত মহাধনুক বিস্ফারণপূর্ব্বক, যে প্রকার প্রাবৃট কালে ধারাধর বারিধারা দ্বারা ধরাধর অবকীর্ণ করে, সেইরূপ মহৎ শরবর্ষণে দুর্য্যোধনকে অবকীর্ণ করিল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত-প্রবর! তদনন্তর রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন সমরে দানবগণেরও দুঃসহ সেই বাণ বর্ষণ মহাহস্তীর জলবর্ষণ ধারণের ন্যায় ধারণ করিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত পরম সংশয়াপন্ন হইলেন, পরে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শাণিত নারাচ তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল নারাচ গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি ক্রুদ্ধ সর্প পতনের ন্যায় সহসা সেই রাক্ষসবরের উপর পতিত হইলে, রাক্ষস-প্রবর ঘটোৎকচ তাহাতে বিদ্ধ হইয়া গলিতমদ কুঞ্জরের ন্যায় রক্তস্রাব করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে মতি করিয়া প্রস্তরকেও বিদারণ করিতে পারে, এমন এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল। মহাবাহু ঘটোৎকচ আপনার পুত্রের বধ-বাসনায় প্রজ্বলিত-অশনি সদৃশ মহোল্কাভা-সম্পন্ন সুপ্রদীপ্ত সেই মহাশক্তি সমুদ্যত করিলে, বলশালী বঙ্গাধিপতি সেই শক্তিকে সমুদ্যত দেখিয়া পর্ব্বত-সন্নিভ এক কুঞ্জর তাহার প্রতি চালিত করিলেন। তিনি শীঘ্রগামী সেই হস্তিপ্রবর চালিত করিয়া রণারোহণে দুর্য্যোধনের রথের সম্মুখমার্গে সত্বর উপনীত হইয়া হস্তী দ্বারা সেই রথ সমাবৃত করিলেন। হে মহারাজ! ক্রোধ-রক্তিমলোচন ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের রথমার্গ ধীমান্ বঙ্গরাজকর্ত্তৃক আবৃত দেখিয়া সেই উদ্যত মহাশক্তি বঙ্গরাজের সেই হস্তীর উপরেই নিক্ষেপ করিল। হস্তী সেই ঘটোৎকচবাহু নিক্ষিপ্ত শক্তি দ্বারা অভিহত হইয়া রুধির বমন করত পতিত হইল ও প্রাণত্যাগ করিল। সেই গজ পতিত হইবার সময়ে বলশালী বঙ্গেশ্বর বেগপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই প্রধান হস্তীকে পতিত এবং সৈন্য সকলকে প্রভগ্ন দেখিয়া পরম দুঃখিত হইয়া স্বপক্ষ সৈন্য পলায়নে পরাজয় ভাব লাভ করিয়াও আপনার অভিমানিতা ও ক্ষাত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক গিরির ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন। পরে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নিসম তেজঃসম্পন্ন শাণিত এক বাণ সন্ধানপূর্ব্বক সেই ভীষণ নিশাচরের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মহামায়াবী ঘটোৎকচ ইন্দ্রের অশনিসম প্রভাসম্পন্ন সেই বাণকে আপতিত হইতে দেখিয়া লাঘববিচরণে তাহা বিফল করিয়া ফেলিল; এবং ক্রোধে রক্তিম লোচন হইয়া সমুদায় সৈন্যকে ত্রাসিত করত যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় পুনর্ব্বার ঘোরতর নিনাদ করিল।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই ভীষণ রাক্ষসের সুদারুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ঐ হিড়িম্বা-নন্দন রাক্ষসের যেরূপ ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, সেই রাক্ষস রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কোন প্রাণীই তাহাকে সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সেখানে গমন করিয়া রাজাকে রক্ষা কর। যখন মহাভাগ দুর্য্যোধনের প্রতি মহাসত্ত্ব রাক্ষস অভিদ্রুত হইয়াছে, তখন হে পরন্তপগণ! রাজাকে রক্ষা করাই আমাদিগকে সকলের পরম কার্য্য হইতেছে। মহারথগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক বেগ-সহকারে কুরুরাজের নিকটে প্রস্থান করিলেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, আবন্ত্য, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি, এই সকল মহারথ এবং ইঁহাদিগের অনুগত বহু সহস্র রথী আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিকট গমনেচ্ছু হইয়া সত্বর হইলেন। শূল, মুদ্গর ও নানাবিধ শস্ত্রধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত মহাবাহু রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ সেই মহারথদিগের রক্ষিত অধর্ষণীয় সৈন্যকে আততায়ী হইয়া সমাগত হইতে দেখিয়া বিপুল শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অচল রহিল। তৎপরে দুর্য্যোধনের সেই সকল সৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রণস্থলে সর্ব্বত্র তুমুল ধনুষ্টঙ্কার শব্দ, দহ্যমান বংশবনের শব্দের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। দেহিগণের কবচোপরি অস্ত্রসকলের পতন-ধ্বনি, গিরি-বিদারণ-ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিল। বীরগণের বাহুবিমুক্ত আকাশগত তোমর সকল গমনকারী সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু রাক্ষসেন্দ্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ভৈরব রব করত মহাধনুক বিস্ফারণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে আচার্য্যের কার্ম্মুক ছেদন ও এক ভল্ল দ্বারা সোমদত্তের ধ্বজ উন্মথিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরে তিন বাণে বাহ্লিকের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল, এক বাণে কৃপকে ও তিন বাণে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিল। পরে এক বাণ আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া বিকর্ণের জত্রু দেশ তাড়িত করিল। বিকর্ণ তাহাতে রুধির-পরিপ্লুত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে ভরত-প্রবর! তদনন্তর প্রকাণ্ডকায় রাক্ষসবর সংক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চদশ নারাচ ভূরিশ্রবার প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই সকল নারাচ আশু ভূরিশ্রবার মর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে সে, বিবিংশতি ও অশ্বত্থামা, এই দুই জনের দুই সারথিকে শর দ্বারা তাড়িত করিল, তাহারা উভয়েই অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে নিপতিত হইল। অনন্তর অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্বর্ণভূষিত বরাহ-চিহ্নিত ধ্বজ উন্মথিত করিয়া দ্বিতীয় বাণে তাঁহার ধনুক ছেদন করিল, এবং ক্রোধে সংরক্ত-লোচন হইয়া চারি নারাচে মহাত্মা অবন্তিরাজের চারি অশ্ব নিহত করিয়া পূর্ণ

সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত এক সুশাণিত সুপীত বাণে রাজপুত্র বৃহদ্বলের দেহ ভেদ করিল। বৃহদ্বল তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। পরে রথস্থ সেই রাক্ষসনাথ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশীবিষ সদৃশ সুশাণিত কতকগুলি বাণ যুদ্ধ বিশারদ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল বাণ শল্যকে বিদ্ধ করিল।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুল-তিলক! রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনার পক্ষ সেই সকল মহারথদিগকে রণবিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশ মানসে উপক্রান্ত হইল। আপনার পক্ষ সেই সকল যুদ্ধবিশারদ মহারথগণ হননেচ্ছু ঘটোৎকচকে বেগিত হইয়া রাজার প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সিংহগণের ন্যায় নিনাদ করত তাল প্রমাণ চাপ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে সেই এক রাক্ষসের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার শরৎকালে ধারাধর মণ্ডল বারিধারা দ্বারা ধরাধরকে অবকীর্ণ করে, সেইরূপ তাঁহারা তাহাকে চতুর্দ্দিকে শর-নিকর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাহাতে সে, তোত্রপীড়িত হস্তীর ন্যায় গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বিনতানন্দনের ন্যায় আকাশে উৎপতিত হইল। ভীষণ নিস্বনোৎপাদনে সামর্থ্যবান্ রাক্ষস-প্রধান ঘটোৎকচ আকাশ ও দিগ্ বিদিগ্ নিনাদিত করত শারদীয় ঘনবৃন্দের ন্যায় অতি মহা নিনাদ করিল। ভরত-বংশাবতংশ রাজা যুধিষ্ঠির তাহার সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া অরিন্দম ভীমসেনকে বলিলেন, হে মহাবাহো! রাক্ষস ঘটোৎকচের যেরূপ ভৈরবরব শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধৃতরাষ্ট্রীয় মহা সৈন্যের সহিত উহার যুদ্ধ হইতেছে। বোধ হয় ঐ যুদ্ধ রাক্ষসের পক্ষে অতি ভারাবহ হইয়াছে। আবার ওদিকে পিতামহ সংক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, সেই সকল পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ফাল্গুন বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এই দুই কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়াও পরম সংশয়াপন্ন হিড়িম্বা-নন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমি গমন কর। বৃকোদর জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, ত্বরাবান্ হইয়া সিংহনাদে সমুদায় পার্থিবদিগকে ত্রাসিত করত পর্ব্বকালীন মহাসাগর-বেগের ন্যায় মহাবেগে প্রয়াণ করিলেন। সত্যধৃতি, যুদ্ধদুর্ম্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান, বিভু কাশিরাজ-পুত্র, মহারথ অভিমন্যু-প্রমুখ দ্রৌপদীকুমারগণ ক্ষত্রদেব, বিক্রমশীল ক্ষত্রধর্ম্মা ও স্ব-সৈন্য সমভিব্যাহারী অনূপদেশাধিপতি নীল, ইঁহারা বৃকোদরের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা ষট্ সহস্র সদামত্ত কুঞ্জরযোধগণ মহৎ রথবংশে সমবেত হইয়া মহৎ সিংহনাদ, নেমি-নির্ঘোষ ও অশ্বখুর শব্দে বসুন্ধরা কম্পিত করত গমনপূর্ব্বক রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে অবস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্য তাঁহাদিগের আপতন কালীন বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণ-মুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল। কোন পক্ষেরই যোদ্ধা সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবার নহে, সুতরাং তৎপরে উভয় পক্ষেরই অতি তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে ভীরু ব্যক্তিসকলেও ভয়ানক হইয়া উঠিল। সাদীগণ গজারোহীগণের সহিত এবং পদাতিগণ রথীগণের সহিত পরস্পর সমরে আহ্বান করত যুদ্ধাবিষ্ট হইল। রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতির সন্নিপাতে তাহাদিগের পদ নিক্ষেপ ও নেমি দ্বারা ধূম্রারুণ বর্ণ তীব্র ধূলিপটলী উদ্ধূত হইয়া রণভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। কাহারো স্ব পক্ষ বা পর পক্ষ জ্ঞান রহিল না। মহৎ হত্যাজনক লোমহর্ষণ তাদৃশ নির্ম্মর্য্যাদ সংগ্রামে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে জানিতে পারিল না। গর্জ্জনকারী মনুষ্য ও নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের অতি মহান্ শব্দ যেন প্রেত লোকের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। গজ-বাজিমনুষ্য-শোণিত রূপ জলের তরঙ্গ-বিশিষ্টা এবং কেশকলাপরূপ শৈবাল ও শাদ্বলে সমন্বিতা নদী সমুৎপন্না হইল। যে প্রকার প্রস্তর খণ্ড পতিত হইলে শব্দ হয়, সেইরূপ মনুষ্যদিগের দেহ হইতে মস্তক পতনের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মস্তকরহিত মনুষ্য, ছিন্নগাত্র বারণ ও ভিন্নদেহ অশ্বে বসুন্ধরা সঙ্কীর্ণা হইল। মহারথগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি শস্ত্র মোচন করত প্রহার করিতে সমুদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। অশ্বসকল অশ্বারোহীদিগের কর্তৃক চালিত হইয়া অশ্বদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক পরস্পর কর্তৃক সমাহত ও গত-জীবিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মনুষ্যেরা ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া মনুষ্যদিগের সমীপে গমন-পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল দ্বারা পরস্পরের বক্ষঃপ্রদেশ সমাশ্লিষ্ট করিয়া নিহত করিতে লাগিল। হস্তীগণ বিপক্ষ-নিবারক মহামাত্রগণ কর্তৃক চালিত হইয়া দন্তাগ্রভাগ দ্বারা হস্তীগণকে নিহত করিতে থাকিল। পতাকা দ্বারা সমলঙ্কৃত সেই সকল সমাহত হস্তী রুধিরসিক্ত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় পরস্পর সংসক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী, বিষাণের অগ্রভাগে নির্ভিন্নকায় ও কোন কোন হস্তী তোমরাগ্রে ছিন্নকুম্ভ হইয়া গর্জ্জমান মেঘবৃন্দের ন্যায় নিনাদ করত ধাবমান হইল। কোন কোন হস্তীর শুণ্ড দ্বিধা ছিন্ন হইল, কোন কোন হস্তীর গাত্র ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারা সেই তুমুল রণস্থলে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তীসকলের পার্শ্ব প্রদেশ অপরাপর হস্তী কর্তৃক বিদারিত হওয়াতে, যে প্রকার পর্ব্বত হইতে গৈরিকাদি ধাতু বিগলিত হয়, সেই প্রকার তাহাদিগের গাত্র হইতে শোণিত বিগলিত হইতে লাগিল। কত কত হস্তী নারাচ নিহত ও তোমরবিদ্ধ এবং তাহাদিগের আরোহী নিহত হওয়াতে, তাহাদিগকে শৃঙ্গহীন পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কত কত মদমত্ত হস্তী নিরঙ্কুশ হইয়া শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগকে পরিমর্দ্দন করিতে লাগিল। অনেক অশ্ব যে যে অশ্বারোহী কর্তৃক প্রাস ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইল, সেই সেই অশ্বারোহীর অভিমুখেই দিক্ সকল ব্যাকুলিত করিয়া অভিমুখীন হইতে লাগিল। বীর-কুলোদ্ভব রথী সকল তনু ত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়া স্বকীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক রথিগণের সহিত নির্ভীকের ন্যায় সমরকার্য্য করিতে লাগিলেন। যোধগণ সেই অবমর্দ্দ সংগ্রামে স্বয়ম্বর স্থলের ন্যায় যশ বা স্বর্গের প্রার্থী হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে

লাগিল। এতাদৃশ লোমহর্ষণ সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় মহৎ সৈন্য বিমুখীকৃত হইল।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন স্বকীয় সৈন্যদিগকে নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে অরিন্দম ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন, ইন্দ্রের অশনি সম নিস্বন বিশিষ্ট মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অতিশয় শর বর্ষণে ভীমসেনকে সমাকীর্ণ করিলেন এবং ক্রোধ সমন্বিত হইয়া লোমবাহী সুতীক্ষ্ণ এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীমসেনের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! মহারথ দুর্য্যোধন ভীমসেনের মর্ম্ম স্থল দৃঢ় বিদ্ধ করিয়া ত্বরামাণ হইয়া গিরি বিদারণক্ষম এক সুশাণিত বাণ সন্ধানপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তেজস্বী বৃকোদর তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্ক পরিলেহন করত সুবর্ণ-বিভূষিত রথধ্বজ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ঘটোৎকচ ভীমসেনকে বিমনা দেখিয়া ক্রোধানলে, দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায়, জ্বলিয়া উঠিল এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অভিমন্যু-প্রমুখ মহারথগণ সম্রমান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণ অভিমন্যু প্রভৃতিকে সংক্রুদ্ধ ও সম্রমান্বিত হইয়া আসিতে দেখিয়া আপনার পক্ষ মহারথদিগকে বলিলেন, ঐ পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ ক্রোধাবিষ্ট ও জয়-নিষ্ঠ হইয়া ভীমকে অগ্রবর্ত্তী ও ভীম নিনাদ করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে ত্রাসিত করত নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি উপদ্রুত হইতেছেন, রাজাও ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয়াপন্ন হইয়াছেন; অতএব হে মহারথগণ তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তোমরা ত্বরমাণ হইয়া গমন পূর্ব্বক রাজাকে রক্ষা কর। সোমদত্ত প্রভৃতি আপনার পক্ষ রাজগণ আচার্য্যের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য সমীপে গমন করিলেন। কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, দ্রোণপুত্র, বিবিংশতি চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল ও মহাধনুর্দ্ধর অবন্তিরাজেরা কুরুরাজকে পরিবারিত করিলেন। তাঁহারা বিংশতি পদ গমন করিয়াই প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে পরস্পরজিঘাংসু পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র, উভয় পক্ষই প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্যও কুরুপক্ষ সেই মহারথদিগকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মহৎ কার্ম্মুক বিস্ফারণপূর্ব্বক ষড়্বিংশতি বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন এবং পুনর্ব্বার সত্বর হইয়া শরৎকালীন মেঘকর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, শরবর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। মহাবল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সত্বর হইয়া দশ বাণে আচার্য্যের বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ আচার্য্য তাহাতে সহসা গাঢ়বিদ্ধ, ব্যথিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া রথক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণনন্দন, গুরুকে কাতর দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগের দুইজনকে কালান্তক যমের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে গদা লইয়া রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই যমদণ্ড সদৃশ গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া অচল গিরির ন্যায় ভূতলে অবস্থিত হইলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যত-গদ দেখিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। বৃকোদরও সেই বলি-প্রবর দুইজনকে ত্বরাবান্ ও একত্রিত হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরমাণ হইয়া বেগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কৌরব মহারথ ভীমদর্শন ভীমসেনকে সংক্রুদ্ধ হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে ত্বরিত হইয়া তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন এবং সকলে একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিগ্ হইতে তাঁহার বক্ষস্থলে নানাবিধ অস্ত্র পাতিত করত পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ মহারথগণ মহারথ ভীমসেনকে পীড্যমান ও সংশয়প্রাপ্ত দেখিয়া রক্ষা করিবার মানসে দুস্ত্যজ্য প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয় সখা শৌর্য্যসম্পন্ন অনূপাধিপতি নীল-মেঘবর্ণাভ রাজা নীল সংক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার উপর ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর নীল রাজা সর্ব্বদাই অশ্বত্থামার প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন, তিনি মহাশরাসন বিস্ফারণ করিয়া এক শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবগণেরও দুরাধর্ষ ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তি নামক যে এক দানব ছিল, যে ক্রোধপ্রযুক্ত স্বকীয় তেজে ত্রিভুবন ত্রাসিত করিয়াছিল, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নীল রাজা অশ্বত্থামার প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সুমতিমান অশ্বত্থামা তাহাতে নির্ভিন্ন হইয়া রুধিরপীড়িত ও ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ নিস্বনযুক্ত বিচিত্র ধনুক বিস্ফারণপূর্ব্বক নীল রাজাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিশ্চয় করিলেন। তদনন্তর তিনি কর্ম্মার-মার্জ্জিত সপ্ত ভল্ল সন্ধান করিয়া চারি ভল্লে নীল রাজার চারি অশ্ব, এক ভল্লে তাঁহার সারথি, এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ও এক ভল্লে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি গাঢ়বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। মেঘচয়োপম নীল রাজাকে মোহিত দেখিয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ সংক্রুদ্ধ ও জ্ঞাতিগণে পরিবারিত হইয়া বেগপূর্ব্বক সমর-শোভন অশ্বত্থামার সমীপে অভিদ্রুত হইল এবং যুদ্ধদুর্ম্মদ অন্য রাক্ষসেরাও ধাবমান হইল। তেজস্বী দ্রোণ-পুত্র ভীমদর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে তাহার সমীপে ধাবিত হইলেন; যে রাক্ষসেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের পুরোগামী হইয়াছিল, সেই সকল ঘোর মূর্ত্তি রাক্ষসদিগকে নিহত করিলেন। মহাকায় ভীমনন্দন, সেই রাক্ষসদিগকে অশ্বত্থামার ধনুর্ম্মুক্ত বাণসকল দ্বারা পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইল। রাক্ষসাধিপতি মায়াবী ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে মোহিত করিবার নিমিত্ত ঘোররূপ সুদারুণ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল। তদনন্তর আপনার পক্ষ সকলেই ঘটোৎকচের মায়া দ্বারা বিমুখীকৃত ও ছেদিত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং দেখিল দ্রোণ, দুর্য্যোধন শল্য অশ্বত্থামা এবং অন্য অন্য কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর রথী রাজগণ রণক্ষেত্রে দীন ভাবে বিচেষ্টমান, শোণিতসিক্ত ও নিপাতিত হইয়াছেন। সহস্র-সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া আপনার পক্ষ সৈন্যেরা শিবির উদ্দেশে বিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দেবব্রত ও আমি আমরা দুইজন তাহাদিগকে উচ্চৈঃ-

স্বরে বলিলাম, তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না, তোমরা রণ ক্ষেত্রে যাহা দেখিয়া ভীত হইয়াছ, উহা প্রকৃত নহে, উহা রাক্ষসীমায়ার কার্য্য। তাহারা বিমোহিত হইয়া আমাদিগের উভয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ না করিয়া ভীত চিত্তে পলায়ন করিতেই লাগিল, দাঁড়াইল না। ঘটোৎকচ ও পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে বিদ্রাবিত হইতে দেখিয়া জয়ী হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্খদুন্দুভি নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিলেন। মহারাজ! আপনার সমুদায় সৈন্য দুরাত্মা হিড়িম্বানন্দন হইতে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রভগ্ন হইয়া দিগ্দিগন্তর পলায়িত হইল।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই মহৎ সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন পিতামহের নিকট গমনপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বিনয়সহকারে আনুপূর্ব্বীক্রমে আপনার পরাজয় ও ঘটোৎকচের বিজয়বৃত্তান্ত বলিতে উপক্রম করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, হে প্রভু পিতামহ! যেমন বিপক্ষপাণ্ডবেরা বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া বিগ্রহ আরব্ধ করিয়াছে, সেইরূপ আমিও আপনাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছি। হে পরন্তপ! আমি এই বিখ্যাত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত আপনার নিদেশবর্ত্তী রহিয়াছি, তথাপি ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া যে আমাকে পরাজিত করিল, ইহা, যেমন অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় আমার গাত্র দগ্ধ করিতেছে, অতএব হে মহাভাগ পরন্তপ পিতামহ! যাহাতে আমি আপনার প্রসাদে আপনাকে আশ্রয় করিয়া ঐ রাক্ষসাধমকে বধ করিতে পারি, তাহা আপনি করুন। ভরতপ্রধান শান্তনু-পুত্র, রাজার ঐরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! এই রণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! সংগ্রামে তোমার সমুদায় অবস্থাতেই আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, বা সহদেব, ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারো সহিত তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, কেননা রাজারা রাজধর্ম্মের অনুগামী হইয়া রাজার সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকেন। বৎস! যদি সেই ভীষণ রাক্ষসাধিপতির নিমিত্ত তোমার অনুতাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সাত্বত, কৃতবর্ম্মা, শল্য, সোমদত্ত পুত্র, মহারথ বিকর্ণ, তোমার দুঃশাসন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভ্রাতৃগণ এবং আমি, আমরা সকলে তোমার নিমিত্ত সেই মহাবল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা যুদ্ধে পুরন্দরসম ঐ রাজা ভগদত্ত দুর্ম্মতি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করুন।

বাক্যবিশারদ ভীষ্ম পার্থিবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে ইহা বলিয়া তাঁহার সমক্ষে রাজা ভগদত্তকে বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বানন্দনের নিকট শীঘ্র গমন করুন! যে প্রকার পূর্ব্বকালে ইন্দ্র তারকাসুরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আপনি সমুদায় ধনুর্দ্ধরের সাক্ষাতে সযত্ন হইয়া ক্রূরকর্ম্মা সেই রাক্ষসকে রণে নিবারিত করুন। হে শত্রুতাপন! দিব্য অস্ত্র বিক্রম আপনাতেই বিদ্যমান আছে এবং পূর্ব্বে বহু দেবতার সহিত আপনার যুদ্ধ হইয়াছিল, অতএব আপনিই সেই রাক্ষসপুঙ্গবের মহাযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা, আপনি স্বকীয়বলে সমুচ্ছ্রিত হইয়া তাহাকে সংহার করুন।

রাজা ভগদত্ত সেনাপতি ভীষ্মের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া পরপক্ষে অভিমুখ হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিলেন। পাণ্ডবদিগের মহারথ ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি, বসুদান দশার্ণাধিপতি, ইঁহারা ভগদত্তকে গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। রাজা ভগদত্ত ও সুপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত তাঁহাদিগের উপর উপদ্রুত হইলেন। তদনন্তর ভগদত্তের সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ভয়ানক যমরাষ্ট্র-বর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ভীষণ বেগবিশিষ্ট অতি তেজন বাণসকল রথিগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রথ ও হস্তীসকলের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। গলিতমদ মহাহস্তী সকল আরোহীকর্তৃক চালিত হইয়া নির্ভয়ে পরস্পরের নিকট গমনপূর্ব্বক যুদ্ধসক্ত হইল। মহান্ধ হস্তীসকল রোষসংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে মুষলরূপ দন্তদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। চামরভূষিত অশ্বসকল প্রাসহস্ত সাদিগণকর্তৃক চালিত হইয়া দ্রুতবেগে পরস্পর সমরকার্য্য করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতি পদাতি সমূহকর্তৃক শক্তি ও তোমরদ্বারা তাড়িত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। রথীসকল রথারোহণে কর্ণি, নালীক ও শরদ্বারা বীরগণকে নিহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তাদৃশ লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত গলিতমদ সুপ্রতীকগজে আরোহণপূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার পর্ব্বতের নানাস্থান হইতে জলস্রাব হয়, সেইরূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক হস্তীর দেহে গণ্ডদ্বয়, অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মস্তক, এই সপ্তস্থান হইতে মদস্রাব হইতেছিল। হে নিষ্পাপ মহীপাল! রাজা ভগদত্ত সুপ্রতীকশীর্ষে সমারোহী হইয়া ঐরাবতস্থ ইন্দ্রের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণপূর্ব্বক গমন করত মেঘ যেমন গ্রীষ্মান্তে বারিধারায় পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমসেনকে শরনিকরধারায় তাড়ন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের শতাধিক পাদরক্ষকদিগকে শরবৃষ্টি দ্বারা নিহত করিলেন। প্রতাপবান্ ভগদত্ত তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া সুপ্রতীক হস্তীকে ভীমের রথের প্রতি চালিত করিলেন। সেই নাগ ভগদত্তের প্রেরিত হইয়া ধনুর্গুণবিমুক্ত বাণের ন্যায় বেগে অরিন্দম ভীমের উপর ধাবমান হইল। কৈকেয় রাজেরা, অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ, দশার্ণাধিপতি শূর ক্ষত্রদেব, চেদিপতি ও চিত্রকেতু, এই সকল পাণ্ডবপক্ষ মহাবল মহারথ সেই হস্তীকে আপতিত হইতে দেখিয়া ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া, সকলেই সংরব্ধ হইয়া দিব্য উত্তমাস্ত্র সকল প্রদর্শন করত সেই এক হস্তীকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই মহাহস্তী উল্লিখিত মহারথদিগের বহুবাণে বিদ্ধ ও রুধিরপীড়িত হইয়া গৈরিকাদি ধাতুবিচিত্রিত হিমালয় গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং দশার্ণাধিপতিও পর্ব্বতোপম

এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের গজ সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার বেলাভূমি সমুদ্রের বেগধারণপূর্ব্বক নিবারিত করে, তদ্রূপ গজপতি সুপ্রতীক দশার্ণরাজের হস্তীর বেগধারণ করিয়া নিবারিত করিল, তাহা দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য সকলে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল। হে নৃপসত্তম! তদনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নাগের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তোমর নাগের সুবর্ণ-ভূষিত উত্তম তনুত্রাণ বিদারণ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় দেহ মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। হে ভরতসত্তম! সেই নাগ তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সত্বর মত্ততা বিহীন হইল এবং বায়ু যেমন বলদ্বারা বৃক্ষ মর্দ্দন করে, তাহার ন্যায় বেগপূর্ব্বক ভৈরব-রব করত স্বপক্ষ সৈন্য মর্দ্দন করিতে করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডবপক্ষ মহারথগণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সিংহনাদ করত যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবিধ বাণ ও বিবিধ শস্ত্র বিকিরণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। হে ভূপাল! মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সেই সকল সংক্রুদ্ধ ও অমর্ষ-বিশিষ্ট মহারথদিগের আপতনকালে তাহাদিগের ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিয়া অমর্ষপ্রযুক্ত নির্ভীক চিত্তে স্বকীয় নাগ চালিত করিলেন। গজপ্রবর সুপ্রতীক ভগদত্তের অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষণমাত্রে প্রলয়কালীন সম্বর্ত্তক বহ্নির ন্যায় হইল, এমন কি, অতিশয় সংক্রুদ্ধ ও ইতস্তত ধাবমান হইয়া আরোহীর সহিত রথ, হস্তী ও অশ্বসমূহকে এবং শত শত সহস্র সহস্র পদাতিদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! বিপুল পাণ্ডব সৈন্য সেই গজকর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া অগ্নিতপ্ত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনাদিগের সৈন্য ধীমান্ ভগদত্তকর্ত্তৃক প্রভগ্ন দেখিয়া অতি ক্রোধাকুল হইয়া ভগদত্তের নিকট উপদ্রুত হইল। সেই মহাবল বিকটাকৃতি প্রদীপ্তবদন প্রদীপ্তলোচন পুরুষ অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্ফুলিঙ্গ জ্বালায় পরিবেষ্টিত গিরি বিদারণক্ষমা এক বিমল শূল গ্রহণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষ সহসা সেই শক্তি সমাগত দেখিয়া সুদারুণ তীক্ষ্ণ মনোহর এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মোচনপূর্ব্বক সেই বেগবিশিষ্ট মহৎ শূল ছেদন করিলেন। যেমন ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত মহা অশনি আকাশে উৎপতিত হয়, সেই রূপ হেম-ভূষিত সেই শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া উৎপতিত হইল। হে ভূপাল! রাজা ভগদত্ত রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শূল দ্বিধা ছিন্ন ও নিপতিত দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া অগ্নিশিখা সদৃশ স্বর্ণদণ্ডযুক্ত এক মহাশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ আকাশস্থ অশনির ন্যায় সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিল এবং নিনাদ করিয়া উঠিল। হে ভারত! সে ঐ শক্তি সত্বর গ্রহণ করিয়া জানুতে আরোপণপূর্ব্বক রাজেন্দ্র ভগদত্তের সাক্ষাতেই ভগ্ন করিয়া ফেলিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। আকাশস্থ দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ বলীয়ান্ রাক্ষসের তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা তাহা দেখিয়া সাধু সাধু শব্দে পৃথিবী অনুনাদিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপবান্ ভগদত্ত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের হর্ষসূচক সেই মহাধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন; এবং তিনি ইন্দ্রের অশনি সম প্রভাসম্পন্ন মহৎ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষ মহারথদিগের প্রতি বিমল প্রভা বিশিষ্ট বিমল তীক্ষ্ণ নারাচ সকল বেগপূর্ব্বক বিমোচন করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি এক শরে ভীমকে, নয় শরে রাক্ষসকে, তিন শরে অভিমন্যুকে এবং পঞ্চ শরে কৈকেয়-রাজ পঞ্চভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আনতপর্ব্ব এক শর পূর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রদেবের দক্ষিণবাহু ভেদ করিলেন। তাহাতে ক্ষত্রদেবের শরের সহিত উত্তম ধনুক সহসা পতিত হইল। তদনন্তর ভগদত্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে পঞ্চ বাণে তাড়িত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীমসেনের অশ্বসকল নিহত করিলেন, পরে তিন শরে তাঁহার সিংহধ্বজ এবং অপর তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমের সারথি বিশোক ভগদত্তের যুদ্ধে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইল। তদনন্তর রথিপ্রবর মহাবাহু ভীমসেন বেগ সহকারে গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া বিরথী হইলেন। হে ভারত! তাঁহাকে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যতগদ দেখিয়া আপনার পক্ষদিগের ঘোরতর ভয় সমুৎপন্ন হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৃষ্ণ-সারথি পাণ্ডব চতুর্দ্দিকে শত্রু হত্যা করিতে করিতে যে স্থানে মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষব্যাঘ্র পিতা পুত্র ভীমসেন ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত ছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন, মহারথ ভ্রাতাদিগকে আহত দেখিয়া সত্বর হইয়া শর নিক্ষেপ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহারথ রাজা দুর্য্যোধন ত্বরমান হইয়া নর-নাগ-সমাকুল স্বকীয় সৈন্যদিগকে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডু নন্দন শ্বেতবাহন সহসা কুরুদিগের মহা সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া বেগে তাহাদিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে ভারত! ভগদত্ত স্বকীয় নাগ দ্বারা পাণ্ডবসৈন্য মর্দ্দন করত যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তখন পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও উদ্যতায়ুধ কেকয়গণের সহিত রাজা ভগদত্তের অতি মহান্ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভীমসেন তখন সমরস্থলে কেশব ও অর্জ্জুনকে ইরাবানের সংগ্রাম-মৃত্যু-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বী শ্রবণ করাইলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! ধনঞ্জয়, পুত্র ইরাবানকে নিহত শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! পূর্ব্বে মহামতি মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর নিশ্চয়ই এই কুরু-পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ক্ষয় জানিতে পারিয়া জনপতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। কৌরবদিগের অবধ্য আমাদিগের পক্ষ বহু বীরকে কৌরবেরা নিহত করিতেছেন এবং আমাদিগের অবধ্য কৌরবদিগকেও আমরা নিহত করিতেছি। হে নরোত্তম! আমরা অর্থ নিমিত্তই এতাদৃশ কুৎসিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক অর্থ নিমিত্তই আমরা এতাদৃশ জ্ঞাতিক্ষয় কার্য্য করিতেছি; অতএব অর্থে ধিক্! হে কৃষ্ণ! নির্ধন ব্যক্তির বরং মৃত্যুই শ্রেয়, তথাপি জ্ঞাতিবধ করিয়া ধন উপার্জ্জিত করা শ্রেয় নহে। হে মহাবাহো! আমরা সংগ্রামে জ্ঞাতি হত্যা

করিয়াই বা কি লাভ করিব? সুবল-পুত্র শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণানুসারে দুর্য্যোধনের অপরাধেই ক্ষত্রিয়গণ নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন। হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি জানিতে পারিলাম যে, রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকটে অর্দ্ধ রাজ্য বা পাঁচখানি গ্রাম যাচ্‌ঞা করিয়া উত্তম করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহা প্রদান করিল না। পরন্তু এক্ষণে শূর ক্ষত্রিয়দিগকে ধরণীতলে শয়ান দেখিয়া আমি আপনাকে নিন্দিত বোধ করিতেছি; ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্! হে মধুসূদন! এই সকল ক্ষত্রিয়েরা আমাকে রণে অশক্ত বোধ করিবে, এই নিমিত্তই আমার জ্ঞাতিগণের সহিত এই মহৎ যুদ্ধে অভিরুচি হইতেছে; অতএব হে মাধব! এক্ষণে তুমি শীঘ্র অশ্বদিগকে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের প্রতি চালনা কর, আমি ভুজদ্বয়ের সাহায্যে এই দুস্তর সমর-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব, আর নিরর্থ সময় যাপন করা উচিত নয়।

বীর শত্রুহন্তা কেশব পার্থকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পবন-বেগ পাণ্ডুরবর্ণ অশ্বদিগকে চালিত করিলেন। হে ভারত! অনন্তর যে প্রকার পর্ব্বকালে পবনোদ্ধূত বেগ-বিশিষ্ট সাগরে মহাশব্দ হয়, সেইরূপ আপনার পক্ষ সৈন্য মধ্যে মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই দিবস অপরাহ্নে পাণ্ডবদিগের সহিত ভীষ্মের পর্জ্জন্য শব্দ সদৃশ শব্দযুক্ত সংগ্রাম হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ, যে প্রকার বসুগণ বাসবকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমসেনের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তৎপরে রথি-প্রধান ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়ের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লিক সাত্যকির প্রতি ও রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর প্রতি উপদ্রুত হইলেন। হে মহারাজ! অবশিষ্ট মহারথগণ অবশিষ্ট মহারথদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহার পর ঘোররূপ ভয়াবহ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। হে জনেশ্বর! ভীমসেন সমরে আপনার পুত্রদিগকে দেখিয়া, যে প্রকার হব্যবাহন হবির্দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। আপনার পুত্রেরাও যে প্রকার বর্ষাকালে জলদগণ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ ভীমসেনের উপর শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। বীর ভীমসেন, আপনার পুত্রদিগের শরে বহুধা আচ্ছাদ্যমান হইয়া দর্পিত শার্দ্দূলের ন্যায় সৃক্কণী লেহন করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা ব্যূঢ়োরস্ককে নিহত করিলেন; তাহাতেই ব্যূঢ়োরস্কের প্রাণত্যাগ হইল। পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে নিপাতিত করে, তাহার ন্যায় শাণিত পীত এক ভল্লদ্বারা কুণ্ডলীকে নিপাত করিলেন। পরে তত্রস্থ আপনার সমস্ত পুত্রকে রণে প্রাপ্ত হইয়া ত্বরাযুক্ত হইয়া কতকগুলি সুশাণিত পীত বাণ সন্ধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। দৃঢ়ধন্বী ভীমসেনের নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ অনাধৃষ্টি, কুণ্ডভেদী, বৈরাটি, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনক ধ্বজ, আপনার এই সকল অতি মহারথ বীর পুত্রদিগকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। ইঁহারা রথ হইতে পতনকালে বসন্তকালীন পতিত পুষ্পশবল আম্র বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। আপনার অবশিষ্ট পুত্রেরা সেই মহাসংগ্রামে মহাবল ভীমসেনকে কাল স্বরূপ মনে করিয়া পলায়ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে আপনার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া পর্ব্বতের প্রতি মেঘের বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। কুন্তী-পুত্র ভীমের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তাঁহাকে দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তিনি আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। যে প্রকার গোবৃষ আকাশে পতিত জল বর্ষণ ধারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদর দ্রোণ মুক্ত শর বর্ষণ ধারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বৃকোদর সেই রণে এই আশ্চর্য্য কার্য্য করিলেন যে, তিনি দ্রোণকেও নিবারিত করিলেন এবং আপনার পুত্রদিগকে সংহার করিলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ মধ্যে বিচরণ করত ক্রীড়া করে, অর্জ্জুন-পূর্ব্বজ মহাবল ভীম, সেইরূপ, আপনার বীর পুত্রদিগের মধ্যে বিচরণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যে প্রকার এক বৃক মৃগ মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, সেইরূপ বৃকোদর আপনার পুত্রদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন। ভীষ্ম, ভগদত্ত ও মহারথ কৃপাচার্য্য, পাণ্ডু নন্দন বেগ-শীল অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু অতিরথ অর্জ্জুন আপনার সৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান বীরদিগের অস্ত্র সকল অস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিয়া তাঁহাদিগকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন, এবং অভিমন্যু লোক বিখ্যাত রথিশ্রেষ্ঠ রাজা অম্বষ্ঠকে শরসমূহ দ্বারা বিরথী করিলেন। রাজা অম্বষ্ঠ যশস্বী মহাত্মা সুভদ্রা-পুত্রের হস্তে বধ্যমান ও বিরথী হইয়া লজ্জান্বিত চিত্তে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত তাঁহার উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া মহাত্মা কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। রণপথবিশারদ বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু সেই নিক্ষিপ্ত খড়্গকে আপতিত হইতে দেখিয়া লঘুবিচরণে তাহা বিফল করিলেন। অভিমন্যু কর্ত্তৃক খড়্গ ব্যংসিত দেখিয়া সৈন্যেরা তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল।

হে নরাধিপ! এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যোধগণ আপনার সৈন্যদিগের সহিত এবং আপনার সমস্ত সৈন্য পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয় পক্ষের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষই পরস্পর দুষ্কর কার্য্য করত হনন করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় মানী শূরগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, অসি, শোভমান বাহু ও তল দ্বারা প্রহার পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং বিপক্ষের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিতে থাকিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে প্রহার করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাকুলিত করিয়া সমর কার্য্য নিষ্পাদন করিতে লাগিল। হত ব্যক্তিদিগের স্বর্ণপৃষ্ঠ মনোহর ধনুক ও মহার্হ অলঙ্কার রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া শোভমান হইল এবং সুবর্ণ ও রজতময় পুঙ্খসংযুক্ত তৈল-ধৌত সুশাণিত বাণ সকল নির্ম্মোকমুক্ত সর্পের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গজদন্ত-নির্ম্মিত খড়্গ-মুষ্টি, হেমবিভূষিত খড়্গ, চর্ম্ম, প্রাস, পট্টিশ, ঋষ্টি ও শক্তি সকল, উত্তম কবচ, গুরুতর মুষল, পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, বিচিত্র হেমপরিষ্কৃত বিবিধ শরাসন, নানাবিধাকৃতি কুথা, চামর, ব্যজন ও অন্যান্য নানাবিধ শস্ত্র রণভূমিতে পতিত হইল। মহারথ মনুষ্য সকল ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াই নিপতিত হই-

লেন। তাঁহারা মৃত হইয়াও জীবন্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। হে নৃপতে! অনেক যোধগণের গাত্র গদা দ্বারা বিমথিত, অনেক যোধগণের মস্তক মুষল দ্বারা ভগ্ন হওয়াতে তাহারা এবং অনেকে হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূতলে শয়ান হইতে লাগিল। রণ ক্ষেত্রের সর্ব্ব স্থান গজ, বাজি ও মনুষ্য শরীরে সংচ্ছন্ন হইয়া যেন পর্ব্বতাবৃত হইল। পতিত শক্তি, ঋষ্টি, শর, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহকুন্ত, পরশ্বধ, পরিঘ, ভিন্দিপাল ও শতঘ্নী, এই সকল অস্ত্র শস্ত্র ও শস্ত্র-নির্ভিন্ন প্রাণি শরীরে মেদিনী সমাকীর্ণা হইল। হে শত্রুঘ্ন মহারাজ! শোণিতসিক্ত দেহে পতিত হইয়া অনেকে নিঃশব্দ হইল, এবং অনেকে মৃদুশব্দ করিতে লাগিল; এতাদৃশ মৃত দেহে ভূমিতল সমাবৃত হইল। হে ভারত! বলশীল যোধগণের নিপতিত তলত্রও কেয়ূরভূষিত চন্দন চর্চ্চিত বাহু, হস্তিশুণ্ড সদৃশ উরুসমূহ এবং চূড়ামণি কুণ্ডলভূষিত বৃষভনয়ন-শোভিত মস্তকে পৃথিবী সমাকীর্ণা হইল। পৃথিবীতে অনলের শিখা শান্তি হইলে যেরূপ শোভা হয়, কাঞ্চনময় কবচ সকল শোণিত-সিক্ত ও পরিকীর্ণ হওয়াতে ভূমিতল সেই রূপ শোভমান হইল। ইতস্ততঃ নিপতিত অলঙ্কার, শরাসন চতুর্দ্দিকে পরিকীর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ শর, সর্ব্বতোভাবে প্রভগ্ন কিঙ্কিণী জাল-বিভূষিত রথ বাণনিহত স্খলিত-জিহ্বা রক্তাক্ত দেহ অশ্ব, রথ নিয়ন্তৃ কাষ্ঠ, পতাকা, তূণীর, ধ্বজ, বীরগণের পরিকীর্ণ পাণ্ডুরবর্ণ মহাশঙ্খ ও প্রস্তশুণ্ড শয়ান মাতঙ্গ দ্বারা পৃথিবী নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। প্রাস-সংযুক্ত, গাঢ় বেদনাগ্রস্ত, শুণ্ড দ্বারা মুহুর্মুহু চীৎকার শব্দকারী ও স্পন্দমান পর্ব্বত সদৃশ বহুল হস্তী দ্বারা রণস্থল পরিকীর্ণ হইল। দন্তীগণের নানা বর্ণ কম্বল, পরিস্তোম বৈদূর্য্য মণি দণ্ডসমন্বিত সুশোভিত অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরিচ্ছিন্ন বিচিত্র কুথা, অনলঙ্কৃত অঙ্কুশ, চিত্ররূপ কণ্ঠভূষণ, সুবর্ণ-কক্ষা, বহুধা ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, ধূলি দ্বারা কপিল বর্ণ স্বর্ণাচ্ছাদিত অশ্বদিগের উরশ্ছদ, সাদীগণের অঙ্গদ সংযুক্ত ছিন্ন ভুজ, শিথিল তীক্ষ্ণ প্রাস, বিমল ঋষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীষ সুবর্ণ পরিকৃত বিচিত্র বাণসমূহ, রাঙ্কবময় মর্দ্দিত অশ্বাস্তর পরিস্তোম, রাজগণের মহামূল্য বিচিত্র চূড়ামণি ছত্র, চামর ব্যজন বীরগণের মনোহর কুণ্ডল যুক্ত পদ্ম ও চন্দ্র সদৃশ, শ্মশ্রু-বিশিষ্ট, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, কান্তিমান বদন ও সুবর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল সকল রণস্থলে ইতস্তত পতিত হওয়াতে পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র-শবল আকাশ মণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষ সেনাই পরস্পর কর্ত্তৃক এইরূপে মর্দ্দিত হইল। হে ভারত! যোধগণ শ্রান্ত, ভগ্ন ও মর্দ্দিত হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল, রণ ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। মহাভয়-জনক সুদারুণ ঘোর নিশামুখে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। অবহারানন্তর সকলে মিলিত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমনপূর্ব্বক শিবির নিবেশ করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, আপনার পুত্র দুঃশাসন, দুর্জ্জয় সূতপুত্র কর্ণ, ইহাঁরা একত্র হইয়া সগণ পাণ্ডবদিগকে কিরূপে জয় করা যায়, ইহার মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন মহাবল কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সকল মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য ও সোমদত্তপুত্র ইহাঁরা পাণ্ডবদিগকে যে কি কারণে যুদ্ধে নিবারিত করেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক অবধ্যমান হইয়া আমার সৈন্য ক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! যুদ্ধে আমার সৈন্যও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল এবং অস্ত্র শস্ত্রেরও ক্ষয় হইতে লাগিল। কর্ণ! দেবগণেরও অবধ্য শূর পাণ্ডবদিগের কর্ত্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম; তাহাদিগকে কি প্রকারে রণে প্রহার করিব, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ ভরত-নন্দন! আপনি শোক করিবেন না, শান্তনুনন্দন এই মহা রণ হইতে শীঘ্র অবসৃত হউন, তাহা হইলেই আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিব। আমি আপনার সমীপে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভীষ্ম ন্যস্ত-শস্ত্র হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাতেই আমি সমুদায় সোমকগণের সহিত পাণ্ডবদিগকে সংহার করিব। ভীষ্ম সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন, তিনি মহারথ পাণ্ডবদিগকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেন না; এবং তিনি রণ বিষয়ে অভিমানী, সর্ব্বদা রণ করিতে ভাল বাসেন, অতএব যুদ্ধ-সঙ্গত পাণ্ডবদিগকে কি জন্য পরাজিত করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন? হে ভরত-কুলপাল! আপনি শীঘ্র ভীষ্ম শিবিরে গমনপূর্ব্বক বৃদ্ধ গুরু ভীষ্মকে সম্মত করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন; তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমিই একাকী পাণ্ডবদিগকে তাহাদিগের সুহৃদ বান্ধবগণের সহিত নিহত করিয়াছি।

মহারাজ! কর্ণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে ঐরূপ বলিলে, তিনি ভ্রাতা দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! তুমি আমার আনুযাত্রিগণ যেরূপে সর্ব্ব প্রকারে সজ্জীভূত হয়, শীঘ্র তাহার বিধান কর। রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ইহা বলিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমি ভীষ্মকে উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়া শীঘ্র তোমার নিকট আসিতেছি, ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অবসৃত হইলে তুমি যুদ্ধ করিবে। হে নরপাল! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সকল ভ্রাতৃগণে সমভিব্যাহারিত হইয়া, দেবগণ সহ দেবরাজের ন্যায় সত্বর প্রয়াণ করিলেন। তখন ভ্রাতা দুঃশাসন শার্দ্দূলসম বিক্রমশীল নৃপ-শার্দ্দূল দুর্য্যোধনকে ত্বরাপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করাইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করত শোভা পাইতে লাগিলেন। মঞ্জিষ্ঠা পুষ্পসঙ্কাশ সুবর্ণ সবর্ণ উত্তম সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত নির্ম্মলাম্বর পরীধান সিংহ খেলন গতির ন্যায় গমনশীল রাজা গমন কালে অম্বরস্থ নির্ম্মল কিরণ-মালী সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইলেন। নরব্যাঘ্র রাজা দুর্য্যোধনকে ভীষ্মের শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে দেখিয়া সর্ব্ব লোক মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ধন্বিগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণ, যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইরূপ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনেকে অশ্বে, অনেকে গজে এবং অনেকে রথারোহণে রাজাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিলেন। যেমন স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত

অনুগামী হন, সেইরূপ রাজার সুহৃদ্গণ গৃহীত-শস্ত্র হইয়া সৌহার্দ্দভাব প্রকাশ করত রাজার রক্ষার্থে অনুগামী হইলেন। কৌরবদিগের মহাবল রাজা দুর্য্যোধন কুরুগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া যশস্বী গঙ্গা নন্দনের সদনে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুগামী সোদরগণে নিয়ত পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা দেশবাসী মনুষ্যেরা অঞ্জলি উদ্যত করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বিনয় করিতে লাগিল। তিনি অনুকূল ভাবে সর্ব্ব শত্রু-বিনাশন হস্তিশুণ্ডোপম অস্ত্র-শিক্ষাসম্পন্ন স্বকীয় দক্ষিণ ভুজ উদ্ধত করিয়া তাহাদিগের উদ্যত অঞ্জলি গ্রহণ করিতে করিতে মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সূত ও মাগধগণ মহাযশা রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রাজপুরুষেরা সুগন্ধি তৈল-সেচিত কাঞ্চন প্রদীপ-সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন সেই সকল কাঞ্চন প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন হইয়া শোভমান হইলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষধারী বেত্র ও ঝর্ঝর-হস্ত রাজপুরুষেরা সমস্ত দিকে জন সকলকে শনৈঃ শনৈঃ উৎসারিত করিতে লাগিল। এইরূপে রাজা গমন করিয়া ভীষ্মের শোভন শিবির সমীপে গমনানন্তর অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর উত্তম আস্তরণ-সংবৃত কাঞ্চনময় সর্ব্বতোভদ্র পরমাসনে আসীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুলিতকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভীষ্মকে কহিলেন, হে শত্রুসূদন! আমরা সংগ্রামে আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুরগণের সহিত সুরাসুরগণকেও পরাজয় করিতে উৎসাহ করি, তাহাতে যে সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত বীর পাণ্ডবদিগকে জয় করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব হে প্রভু গঙ্গানন্দন! আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, হে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি পাণ্ডবদিগকে নিহত করুন। হে ভরতবংশ-ভূষণ! আপনি বলিয়াছিলেন "আমি সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল কৈকেয় ও করূষদিগকে সংহার করিব।" আপনার সেই বাক্য সত্য হউক; আপনি সমাগত পার্থ ও সোমকদিগকে নিহত করিয়া সত্যবাদী হউন। হে প্রভো! যদি পাণ্ডবদিগের প্রতি আপনার দয়া বা আমার মন্দভাগ্যবশত আমার প্রতি আপনার দ্বেষপ্রযুক্ত আপনি পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে যুদ্ধশোভী কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন, তিনিই পাণ্ডবদিগকে তাহাদিগের সুহৃদ্-বান্ধবগণের সহিত পরাজিত করিবেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সত্যপরাক্রম ভীষ্মকে এইরূপ বলিয়া তূষ্ণীং অবলম্বন করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! লোক-স্বভাবজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য মহামনা ভীষ্ম আপনার পুত্রের বাক্যরূপ শল্যে অতিবিদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া অণুমাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না। তিনি দুর্য্যোধনের বচন-শলাকায় ক্ষুব্ধ ও তৎপ্রযুক্ত দুঃখ ও রোষে সমন্বিত হইয়া সর্পের ন্যায় শ্বাস পরিত্যাগ করত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, পরে কোপানলে চক্ষুর্দ্বয় উত্তোলন করিয়া যেন দেবাসুর গন্ধর্ব্বলোক দগ্ধ করত আপনার পুত্রকে এইরূপ সামবাক্য বলিলেন, দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যের চেষ্টা করিতেছি এবং অনুষ্ঠানও করিতেছি। তোমার প্রিয় কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব তুমি কি জন্য আমাকে বাক্য-শল্যে বিদ্ধ করিতেছ? অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রেরা যে রণে অজেয়, তদ্বিষয় আর অধিক কি বলিব! শৌর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুন যখন খাণ্ডবে ইন্দ্রকে রণে পরাজিত করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে মহাবাহো! যখন গন্ধর্ব্বেরা তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে প্রভো! তখন তোমার শূর ভ্রাতৃগণ ও সূতপুত্র কর্ণ যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। বিরাটনগরে গোগৃহে আমরা সকলে মিলিত হইলেও আমাদিগকে যে একমাত্র অর্জ্জুন আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। অর্জ্জুন তখন সংক্রুদ্ধ দ্রোণ ও আমাকে যুদ্ধে যে পরাজিত করিয়া বসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন যে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পুরুষাভিমানী কর্ণকে যে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন এবং দেবরাজ ইন্দ্রও যাহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই সকল নিবাতকবচদিগকে অর্জ্জুন যে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে নরপাল! যে অর্জ্জুনের রক্ষক শঙ্খচক্র গদাধারী বিশ্বরক্ষক বাসুদেব, নারদাদি মহর্ষিগণ যাঁহাকে মহাশক্তিমান্ সৃষ্টি-সংহারকারী সকলের ঈশ্বর দেব-দেব পরমাত্মা ও সনাতন বলিয়া বহু প্রকারে উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেই বেগবান্ অর্জ্জুনকে রণে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে? দুর্য্যোধন! তুমি মোহপ্রযুক্ত কার্য্যাকার্য্য বুঝিতে পার না। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন সমুদায় বৃক্ষকে কাঞ্চনময় দর্শন করে, তুমিও সেই প্রকার বিপরীত দর্শন করিতেছ। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মহৎ বৈরভাব উৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি। আমি শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত সমাগত সোমক ও পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব। হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া যমসদনে গমন করিব, না হয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব। পূর্ব্বে শিখণ্ডী রাজভবনে স্ত্রী হইয়া উৎপন্ন হয়, পরে বরপ্রভাবে পুরুষ হইয়াছে। বাস্তবিক সে স্ত্রীজাতি শিখণ্ডিনী। হে ভারত! প্রাণত্যাগ করিতে হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব না, কেননা বিধাতা তাহাকে পূর্ব্বে স্ত্রীরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরন্তু হে গান্ধারীনন্দন! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, আমি কল্য মহাসংগ্রাম করিব। যাবৎ কাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎকাল পৃথিবীতে আমার এই বিষয়ে খ্যাতি থাকিবে। হে জনেশ্বর! ভীষ্ম আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিলে, তিনি গুরু ভীষ্মকে মস্তকদ্বারা অভিবাদন করিয়া স্বকীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। শত্রুক্ষয়কারী

রাজা দুর্য্যোধন স্ব নিবেশনে আগমনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারী আনুযাত্রিক লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে প্রবেশ করত সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে প্রাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমস্ত রাজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সেনা যোজনা কর, আজি ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সোমকদিগকে রণে নিহত করিবেন। হে ভূপতে! শান্তনু-পুত্র রাত্রিতে দুর্য্যোধনের সেই বিলাপ বাক্য শুনিয়া তাহাই আপনার প্রতি দত্ত আদেশ স্বরূপ মনে করিয়া স্বীয় অবমান বোধ করত পরাধীনতার প্রতি নিন্দাপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া যে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহার সেই চিন্তিত বিষয় ভাবগতিক্রমে বুঝিতে পারিয়া দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষার্থে রথীসকল ও অবশিষ্ট সমুদায় দ্বাবিংশতি শ্রেণী-ভুক্ত সেনা নিয়োগ করিবে। সসৈন্য পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইব বলিয়া যে বহু বর্ষ হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছি, তাহার সময় এই সমুপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদিগের প্রকৃত কার্য্য মনে করিতেছি, কেন না তিনিই আমাদিগের সহায়, তিনি রক্ষিত হইলে যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা বলিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে প্রহার করিব না, সে প্রথমে স্ত্রীজাতি ছিল, এই নিমিত্ত সে রণে আমার ত্যাজ্য। হে মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয়চিকীর্ষা হেতু বিপুল রাজ্য ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা লোকের অবিদিত নাই। আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, স্ত্রীজাতি বা পূর্ব্বে যে স্ত্রী ছিল, তাহাকে কদাপি হনন করিব না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা শুনিয়াছ যে শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিখণ্ডিনী নামে কথিত হইয়াছিল। যে প্রথমতঃ কন্যা থাকিয়া পরে পুরুষ হইয়াছে, সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে তাহার প্রতি আমি কোন প্রকারে বাণ পরিত্যাগ করিব না। শিখণ্ডী ব্যতীত যে সকল ক্ষত্রিয় পাণ্ডবদিগের জয়ৈষী, তাহাদিগকে বাণগোচরে প্রাপ্ত হইলেই নিহত করিব।" হে ভারত! শাস্ত্রজ্ঞ গঙ্গানন্দন আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিতেছি। মহাবনে সিংহ যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তাহা হইলে বৃকও তাহাকে সংহার করিতে পারে, অতএব সিংহ স্বরূপ ভীষ্মকে বৃক স্বরূপ শিখণ্ডী দ্বারা সংহার করান উচিত নহে। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবংশতি, ইঁহারা যত্নবন্ত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে রক্ষা করিলেই আমাদিগের নিশ্চয় জয় হইবে। শকুনি প্রভৃতি উক্ত এক এক জন দুর্য্যোধনের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া রথসমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। আপনার পুত্রেরাও হর্ষান্বিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কম্পিত ও পাণ্ডবদিগকে ক্ষোভিত করিয়া, ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া গমন করিলেন। বদ্ধ-সন্নাহ মহারথগণ সুসংবদ্ধ রথী ও দন্তিগণের সহিত ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সমরে অবস্থিত হইলেন। যে প্রকার দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তাঁহারা সকলে মহারথ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, অর্জ্জুনের বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্জ্জুন উক্ত দুই জনের রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন, আমরা আমাদিগের ভীষ্মকে রক্ষা না করিলে শিখণ্ডী অর্জ্জুনের রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবে, অতএব যেরূপে তাহা না করিতে পারে, তাহা তুমি করিবে। আপনার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের ঐ কথা শুনিয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সেনা সহিত সমরে গমন করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিসমূহে পরিবৃত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে সেনানায়ক পাঞ্চালরাজ! নরব্যাঘ্র শিখণ্ডীকে ভীষ্মের অগ্রে অবস্থিত কর, আজি আমি তাঁহার রক্ষক হইব।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম সৈন্য সহ নির্গত হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র নামে মহৎ ব্যূহ রচিত করিলেন কৃপ, কৃতবর্ম্মা, মহারথ শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ইঁহারা সকলে ভীষ্ম ও আপনার পুত্রের সহিত সমস্ত সৈন্যের অগ্রে সেই ব্যূহ-মুখে অবস্থিত হইলেন। দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত, ইঁহারা বর্ম্মিত হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন। অশ্বত্থামা, সোমদত্ত ও মহারথ অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা, মহতী সেনায় সমন্বিত হইয়া উহার বাম পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতিপক্ষে উহার মধ্য-স্থলে অবস্থান করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু, ইঁহারা দুই জন বর্ম্মিত হইয়া সকল সৈন্যের সহিত ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! আপনার পক্ষীয় সকলে বদ্ধসন্নাহ হইয়া এইরূপে ব্যূহ রচনা করিয়া তপন্ত অগ্নির ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সমস্ত সৈন্যের সুদুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রে অবস্থিত হইলেন। তৎপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও মহারথ সাত্যকি, পর-সৈন্য বিনাশক এই মহাত্মারা মহা সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। তৎপরে শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান ও বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, ইঁহারা মহতী সেনায় সংবৃত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা, ইঁহারা বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ বর্ম্মধারী হইয়া এইরূপ সুদুর্জ্জয় মহা ব্যূহ আপনার ব্যূহের প্রতিপক্ষে রচনা করিয়া যুদ্ধোদ্যত হইলেন। হে নৃপ! আপনার পক্ষ রাজগণ যত্নবান হইয়া, ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহতী সেনার সহিত পাণ্ডবদিগের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে সংগ্রামে বিজয়ৈষী হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরা সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দের সহিত ক্রকচ, গোবিষাণিকা, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্যধ্বনি ও ভীষণ রব এবং কুঞ্জরগণকে নিনাদিত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সহসা অতি সংক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া ভেরী, মৃদঙ্গ শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দ, উৎকৃষ্ট সিংহনাদ ও পৃথক্ প্রকার অশ্ব-

দিগের বৃংহিত শব্দে তাহা প্রতিনাদিত করিয়াসমাগত হইলাম, তাহাতে তুমুল অতি মহৎ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর যোদ্ধাগণ পরস্পর ধাবমান হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহৎ শব্দে বসুন্ধরা কম্পিত হইল। পক্ষীগণ মহাঘোর শব্দ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সূর্য্য সপ্রভ হইয়া উদিত হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে প্রভাহীন হইলেন। বায়ু তুমুল হইয়া অতি ভয়ানকরূপে বহিতে লাগিল। শিবাগণ মহৎ হত্যা-সূচক ঘোরতররূপে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। দিক্ সকল প্রজ্বলিত, ধূলি বর্ষণ ও রুধির মিশ্রিত অস্থি বৃষ্টি হইতে লাগিল। বাহনসকল রোদন করাতে তাহাদিগের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকিল। তাহারা চিন্তান্বিত হইয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নর-ভক্ষক রাক্ষসদিগের ভৈরব-রবে পূর্ব্বোক্ত অতি ভীষণ শব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল। গোমায়ু, শকুনি, বায়স ও কুক্কুরগণ নানাবিধ শব্দ করিয়া এবং প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল সূর্য্যকে সমাহত করিয়া মহাভয় লক্ষণ প্রকাশ করত সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যে প্রকার বায়ু দ্বারা বন প্রকম্পিত হয়, সেইরূপ কুরু-পাণ্ডব সেনা সেই মহা-সমুদ্রে শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। অমঙ্গল-সূচক সেই মুহূর্ত্তে সংগ্রাম-প্রবৃত্ত নরেন্দ্র, হস্তী ও অশ্বসমূহে সমাকুল সেই সৈন্যদিগের বাতোদ্ধৃত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

দ্ব্যবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উদার স্বভাবতেজস্বী অভি-মন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক,মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের মহৎ সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। আপনার পক্ষ যোদ্ধগণ আপনার অক্ষয় সেনা-সাগরে অবগাহমান শত্রুসমূহবিশিষ্ট শত্রু-সূদন সৌভদ্রের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি শত্রু-বিনাশক যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহা শৌর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগকে প্রেতরাজ সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ানক প্রজ্বলিত আশীবিষ তুল্য বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা রথের সহিত রথী, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী ও গজের সহিত গজারোহীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদারিত করিতে লাগিলেন। রাজগণ যুদ্ধে তাঁহার মহৎ অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া পূজা ও প্রশংসা করিলেন। বায়ু যেমন তুলারাশিকে আকাশে সর্ব্ব দিকে বিস্তারিত করে, তাহার ন্যায় সুভদ্রা-নন্দন সেই সকল সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। হে ভারত! আপনার সৈন্যসকল বিদ্রাব্যমাণ হইয়া পঙ্ক-নিমগ্ন গজগণের ন্যায় কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না। অভিমন্যু আপনার পক্ষ সমুদায় সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিয়া ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যেমন পতঙ্গগণ কাল-প্রেরিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকে সহ্য করিতে পারে না, তাহার ন্যায় আপনার পক্ষীয় সকলে অরিঘাতী অভিমন্যুকে সহ্য করিতে পারিল না। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ অভিমন্যু পাণ্ডব-দিগের সমস্ত শত্রুকে প্রহার করিয়া সবজ্র বাসবের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হেম-পৃষ্ঠ ধনুক এরূপে সকল দিকে বিচরণ করিল যে, তাহা মেঘমধ্যে দীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শাণিত সুপীত বাণসকল, পুষ্পিত বৃক্ষের বন হইতে বিচলিত ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায়, বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা সেই মহাত্মার কাঞ্চন-মণ্ডিত রথারোহণে বিচরণকালীন রন্ধ্র দেখিতে পাইল না। মহা ধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে মোহিত করিয়া রণস্থলে সুন্দররূপে লঘু বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্য দহন করিবার সময়ে তাঁহার ধনুক মণ্ডলীকৃত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শূর ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে তাদৃশ বেগশীল হইয়া সমরকার্য্য করিতে দেখিয়া ইহলোকে দুই অর্জ্জুনের অবস্থিতি মনে করিল। মহারাজ! সেই ভারতী মহা সেনা অভিমন্যু কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া মদাবিহ্বলা যোষিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন ইন্দ্র ময় দানবকে পরাজিত করিয়া দেবগণের আনন্দোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু তাদৃশ মহা সৈন্যকে উদ্‌ভ্রান্ত ও কম্পিত করিয়া সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিলেন। আপনার সৈন্যেরা তাঁহা কর্ত্তৃক বিদ্রাব্যমাণ হইয়া রণস্থলে পর্জ্জন্য শব্দ সদৃশ ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হে ভারত! রাজা দুর্য্যোধন তখন সৈন্যদিগের পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধৃত বেগবান্ সাগরের ন্যায়, ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র অলম্বুষকে বলিলেন, হে মহাবাহু রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ! দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় ঐ অভিমন্যু ক্রোধপরায়ণ হইয়া যে প্রকার বৃত্রাসুর দেব-সেনা বিদ্রাবিত করিয়াছিল, সেইরূপ আমার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। তুমি যুদ্ধ-বিষয়ক সর্ব্ব বিদ্যায় পারগ, সংগ্রামে তোমা ব্যতীত উহার মহৌষধ আর দেখি না, অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া বীর অভিমন্যুকে নিহত কর, আমরা ভীষ্ম দ্রোণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অর্জ্জুনের বিনাশ করি। প্রতাপবান্ বলবান্ রাক্ষসেন্দ্র, রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার শাসনানুসারে বর্ষা কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় মহা নিনাদ করিয়া সত্বর সমরে প্রয়াণ করিল। তাহার সেই মহা নিনাদ শুনিয়া পাণ্ডবদিগের মহৎ সৈন্য সকল বাতোদ্ধৃত সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্বদিকে বিচলিত হইল। মহারাজ! বহু মনুষ্য তাহার শব্দে ভীত হইয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-পুত্র হর্ষান্বিত হইয়া সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের উপর অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর রাক্ষস অভিমন্যুকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধাকুল-চিত্তে তাঁহার অনতিদূরে অবস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যের প্রতি উপদ্রুত হইল। সেই সকল পাণ্ডবী মহা সেনা রাক্ষস অলম্বুষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও যেমন দেব-সেনা বলাসুরের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় তাহার প্রতি অভ্যুদ্গত হইল। সেই ভয়ানক রাক্ষস যখন সেই সকল সৈন্যের প্রতি উপদ্রব করিল, তখন তাহাদিগের অতি মহান্ বিমর্দ্দ হইল। সে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সহস্র সহস্র শরে তাহাদিগকে

বিদ্রাবিত করিল। পরিশেষে তাহারা ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করিতে লাগিল।

হে ভূপাল! যে প্রকার হস্তী পদ্ম-বন মর্দ্দন করে, সেই রূপ অলম্বুষ পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দিত করিয়া পরে মহারথ দ্রৌপদী-পুত্রদিগকে আক্রমণ করিল। যেমন পঞ্চ গ্রহ এক সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে, সেই প্রকার প্রহারপটু মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদেয় পঞ্চ ভ্রাতা এক অলম্বুষকে পরিবৃত করিয়া আক্রমণ করিলেন। যেমন সুদারুণ যুগ ক্ষয়কালে পঞ্চ গ্রহ এক চন্দ্রকে পীড়িত করে, সেই প্রকার তাঁহারা পঞ্চ জনে রাক্ষসপ্রবরকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিল। মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সর্ব্ববিধ পরশু-সদৃশ সুশাণিত শর-নিকরে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষস তাহাতে নির্ভিন্ন-বর্ম্মা হইয়া সূর্য্যকিরণ সংযুক্ত মহামেঘের ন্যায় শোভমান হইল এবং সুবর্ণ-পরিচ্ছদ সেই সকল বাণ তাহার গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে, সে উজ্জ্বল শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরে তাঁহারা পাঁচ জনেই স্বর্ণ-বিভূষিত শাণিত বাণসমূহ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। সে কোপিত ভুজগসদৃশ ভয়ানক সেই সকল বাণে নির্ভিন্ন হইয়া সর্পরাজের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। পরে মহারথ পঞ্চ ভ্রাতা কতিপয় মুহূর্ত্তকাল অতিবিদ্ধ ও পীড়িত হইয়া বহুক্ষণ মোহাবিষ্ট রহিল, অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে দ্বিগুণিত হইয়া শরসমূহে তাঁহাদিগের ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিল এবং হাস্য-মুখে রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রত্যে-ককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল, তৎপরেই ক্রুদ্ধ, ত্বরাযুক্ত ও সংরব্ধ হইয়া সেই মহাত্মাদিগের অশ্ব ও সারথিদিগকে নিহত করিল এবং পুনর্ব্বার অতি শাণিত বহু-বিধাকার শত শত সহস্র সহস্র শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। নিশাচর অল-ম্বুষ সেই মহাধনুর্দ্ধরদিগকে বিরথী করিয়া বিনাশ করিবার মানসে বেগে অভিদ্রুত হইল। অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু তাঁহা-দিগকে দুরাত্মা রাক্ষসকর্ত্তৃক পীড়িত দেখিয়া তাহার প্রতি উপ-নীত হইলেন। আপনার পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে বৃত্র বাসবের যুদ্ধসদৃশ তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। মহাবল অভিমন্যু ও অলম্বুষ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত ক্রোধপ্রদীপ্ত ও ক্রোধরক্ত-লোচন হইয়া পরস্পরকে কালাগ্নি-তুল্য দেখিতে লাগিলেন। যে প্রকার পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়! অলম্বুষ সমরে মহারথদিগের শরহন্তা শূর অভিমন্যুর সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিল এবং বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যুই বা কি প্রকার অলম্বুষের সহিত সংগ্রাম কার্য্য করিল, তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর এবং আমার সৈন্যদিগের সহিত ধনঞ্জয়, বলিশ্রেষ্ঠ ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, ইহারাই বা কি প্রকার যুদ্ধ করিল? সঞ্জয়! তুমি বাক্‌পটু, অতএব তাহা যথার্থক্রমে আমার নিকট অভিধান কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষের সহিত অভিমন্যুর যে প্রকার লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব এবং আপনার পক্ষ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সকলে নির্ভীক হইয়া যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ ও অদ্ভুত বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমি আপনার সমীপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অলম্বুষ মুহুর্মুহু অতি মহা-শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বেগপূর্ব্বক মহারথ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিল এবং অভিমন্যুও পুনঃপুনঃ সিংহ-নাদ করিয়া পিতার অত্যন্ত বৈরি মহাধনুর্দ্ধর অলম্বুষকে আক্র-মণ করিলেন। তদনন্তর দেবদানব সদৃশ রথিশ্রেষ্ঠ নর রাক্ষস উভয়ে ত্বরিত হইয়া রথ দ্বারা সমবেত হইলেন। রাক্ষস প্রধান অলম্বুষ মায়াবী, অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুও দিব্যাস্ত্রবিৎ; প্রথমত অভিমন্যু শাণিত তিন শরে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিয়া তৎপরেই পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষও সংক্রুদ্ধ হইয়া বেগসহ-কারে, যে প্রকার তোত্রদ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় নয় শরে অভিমন্যুর হৃদয় বিদ্ধ করিল, তৎপরেই ক্ষিপ্র হস্তে সহস্র শরদ্বারা অভিমন্যুকে পীড়িত করিল। তদনন্তর অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত নতপর্ব্ব নয় বাণে অলম্বুষের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, সেই সকল বাণ শীঘ্র তাহার শরীর ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল; তাহাতে সে নির্ভিন্ন-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষে সমাকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় শোভান্বিত হইল এবং হেম-পুঙ্খ সমন্বিত সেই সকল বাণ ধারণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহারাজ! তৎপরে অলম্বুষ ক্রোধান্বিত হইয়া মহেন্দ্র তুল্য অভিমন্যুকে শরসমূহে সমাচ্ছাদিত করিল। রাক্ষস বিমুক্ত যমদণ্ডোপম সেই সকল শাণিত বাণ অভিমন্যুকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্যুবিমুক্ত সুবর্ণ-মণ্ডিত বাণসকল অলম্বুষকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে, শক্র যেমন ময়দানবকে রণবিমুখ করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ অভিমন্যু সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অলম্বুষকে বিমুখ করিলেন। শত্রুতাপন রাক্ষস, রণে শত্রুকর্ত্তৃক বধ্যমান ও বিমুখ হইয়া তামসী মহামায়া প্রাদুর্ভাব করিল, তৎপরে সকল সেই রণস্থলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া না অভিমন্যু, না স্বপক্ষ না পর পক্ষ, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কুরুনন্দন অভিমন্যু সেই ঘোররূপ মহা অন্ধকার দেখিয়া অত্যুগ্র ভাস্করাস্ত্র প্রাদু-র্ভূত করিলেন। হে মহীপতে! তিনি সেই ভাস্করাস্ত্রের প্রভাবে দুরাত্মা রাক্ষসের মায়া বিনাশ করিলেন, সুতরাং সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইল। রথিপ্রধান মহাবীর্য্য অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া তখন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অলম্বুষকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ সেই প্রকার অন্যান্য বহুবিধ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল, সর্ব্বাস্ত্রবিৎ অমেয়াত্মা ফাল্গুনপুত্র তাহা দিব্যাস্ত্রদ্বারা নিবারিত করিলেন। পরিশেষে রাক্ষসের মায়াসকল নিহত হইলে, সে, অভিমন্যুর বাণসমূহে বধ্যমান হইয়া মহাভয় প্রযুক্ত সেইস্থলে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অভিম-ন্যু সেই কূটযোধী রাক্ষসকে সত্বর পরাজিত করিয়া যেপ্রকার গন্ধবান্ মদান্ধ গজেন্দ্র পদ্মসমন্বিত সরোবর আলোড়ন করে, তাহার ন্যায়, আপনার সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তদনন্তর, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আপনার সৈন্যদিগকে অভিমন্যুকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া তাঁহাকে রথ-বংশদ্বারা পরিবৃত করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় বহুল মহারথ একত্র

হইয়া সেই বীরকে পরিবেষ্টন করিয়া বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিগণের মধ্যে বীরাগ্রগণ্য সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রবর পরাক্রমে পিতৃতুল্য, বল বিক্রমে কৃষ্ণ তুল্য অভিমন্যু সংগ্রামে পিতা অর্জ্জুনের ও মাতুল কৃষ্ণের সদৃশ বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধনঞ্জয় পুত্রের রক্ষা মানসে, ক্রোধান্বিত হইয়া সৈনিক বীর পুরুষদিগকে নিহত করিতে করিতে ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন। আপনার পিতা দেবব্রতও সূর্য্য সন্নিধানে রাহুগ্রহের ন্যায়, পার্থের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। তদনন্তর, আপনার পুত্রেরা রথ, নাগ, অশ্বের সহিত, ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও মহারণে নিযুক্ত ও বর্ম্মিত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে কৃপাচার্য্য ভীষ্মসম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শার্দ্দূল যেমন হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায়, পাণ্ডব-হিতৈষী সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া নিশিত শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপও ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া সাত্যকির হৃদয়ে কঙ্কপত্রযুক্ত নয় শর বিদ্ধ করিলেন। তখন শিনিনন্দন বেগবান্ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আনমনপূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের বিনাশক্ষম এক শিলীমুখ শীঘ্র সন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ইন্দ্রের অশনি তুল্য সেই শিলীমুখ বেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। রথিপ্রবর সাত্যকি তখন কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন আকাশে রাহুগ্রহচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা সাত্যকির ধনুক দ্বিখণ্ডে ছেদন করিয়া তাহাকে শরসমূহে তাড়িত করিলেন। সাত্যকি অন্য এক শত্রুঘাতী ভারসাধন ধনুক গ্রহণ করিয়া ষষ্টি শরে অশ্বত্থামার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা তাহাতে ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধ্বজ-যষ্টি অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপস্থে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর প্রতাপবান দ্রোণনন্দন সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকিকে এক নারাচে বিদ্ধ করিলেন। সেই নারাচ সাত্যকিকে ভেদ করিয়া, বসন্তকালে বলবান্ সর্পশিশুর বিলপ্রবেশের ন্যায়, ধরণীতলে প্রবেশ করিল। অশ্বত্থামা অপর এক ভল্ল দ্বারা সাত্যকির উৎকৃষ্ট ধ্বজ ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিলেন এবং নিদাঘান্তে মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তাহার ন্যায় পুনর্ব্বার সাত্যকিকে শরসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সাত্যকিও সেই শরজাল বিনাশ করিয়া অনেকবিধ শরজালে অশ্বত্থামাকে সত্বর সমাকীর্ণ করিলেন এবং সূর্য্য যেমন মেঘ হইতে মুক্ত হইয়া তাপপ্রদান করে, তাহার ন্যায় বীর শত্রুহন্তা শিনি-নন্দন সাত্যকি অশ্বত্থামার শরজাল হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বত্থামাকে তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি সমুদ্যত হইয়া পুনর্ব্বার সহস্র সহস্র শরদ্বারা অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিলেন। প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, পুত্র অশ্বত্থামাকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় দেখিয়া সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং সাত্যকিপীড়িত অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার অভিলাষে সুতীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি তখন রণে মহারথ গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া [illegible]তি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা মহারথ শ্বেতবাহন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণ ও অর্জ্জুন উভয়ে, নভঃস্থলে বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের ন্যায় সংগ্রামে সমবেত হইলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধনঞ্জয় এই পুরুষপ্রধান দুই বীর রণে মিলিত হইয়া কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? পাণ্ডু-পুত্র অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণের সর্ব্বদা প্রিয়, আচার্য্য দ্রোণও পার্থের চিরপ্রিয়, উঁহারা উভয়েই রথী ও সিংহের ন্যায় উৎকট বলশালী, উঁহারা কি প্রকারে যত্নবান্ হইয়া সমর-কার্য্য করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলে আপনার প্রিয় বলিয়া জানেন না; অর্জ্জুনও ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া গুরু দ্রোণকে প্রিয় জ্ঞান করেন না। সমস্ত ক্ষত্রিয়েরাই কেহ কাহাকে পরস্পর রণে পরিত্যাগ করেন না, ভ্রাতা ও পিতা পিতৃব্যাদির সহিতও নির্ম্মর্য্যাদ ভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিনবাণে বিদ্ধ হইয়া তাহা অর্জ্জুন-চাপ-মুক্ত বাণ বলিয়া চিন্তা করিলেন না। অর্জ্জুন পুনর্ব্বার শর বর্ষণে দ্রোণকে সমাচ্ছাদিত করিলে দ্রোণ, যে প্রকার বন-দহনকারী অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই প্রকার রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তদনন্তর অবিলম্বে সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে অর্জ্জুনকে সমাবৃত করিলেন। তৎপরে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণের পার্ষ্ণি-রক্ষার নিমিত্ত ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে আদেশ করিলেন। সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আয়তন করিয়া লৌহময় বাণসমূহে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের বিমুক্ত বাণসকল যেমন হংসশ্রেণী শরৎকালে নভস্থলে গমন করত শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইল এবং যে প্রকার পক্ষীগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া ফলভারে অবনত স্বাদুফলযুক্ত বৃক্ষে নিবিষ্ট হয়, সেই প্রকার চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া অর্জ্জুনের শরীরে নিবিষ্ট হইতে লাগিল। পরন্তু রথিপ্রধান অর্জ্জুন নিনাদপূর্ব্বক সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয় কালীন কাল স্বরূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, তাঁহার অভিমুখেই প্রবৃত্ত থাকিয়া তাঁহার রথের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন পর্ব্বত জল বর্ষণ প্রতিগ্রহ করে, সেই প্রকার বীভৎসু চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সেই শরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য হস্তলাঘব দর্শন করিলাম, তিনি একাকী বহু যোদ্ধা কৃত দুঃসহ বাণবৃষ্টি, পবন কর্ত্তৃক মেঘ মণ্ডল-নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিলেন; তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া দেব-দানবগণ সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ ভরত-নন্দন! তদনন্তর পার্থ ত্রিগর্ত্ত সৈন্যদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে বায়ু নভঃস্থল ক্ষোভিত, তরুগণ নিপাতিত ও সৈনিক দিগকে বিনিহিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য সেই সুদারুণ বায়ব্যাস্ত্র অবলোকন করিয়া ভৈল-

নক শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই শৈলাস্ত্র দ্রোণ কর্ত্তৃক রণে বিনিষ্ক্ত হইলে, বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইল। অনন্তর পাণ্ডুসুত বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথীসমূহকে নিরুৎসাহ, পরাক্রমহীন ও বিমুখ করিলেন।

পরে দুর্য্যোধন, রথিপ্রবর কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ ও বাহ্লিকগণের সহিত বাহ্লিকরাজ, মহৎ রথবংশে পার্থের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। ভগদত্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতবান্, ইঁহারা দুই জন গজ সৈন্য দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল ও সুবলপুত্র বিমল তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে পরিবারিত করিলেন। ভীষ্ম সসৈনিক ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিলেন। হে নরনাথ! মহাবলপরাক্রান্ত পৃথানন্দন বৃকোদর গজসৈন্য আপতিত দেখিয়া কাননে মৃগরাজের ন্যায় সৃক্ক লেহন করত গদা গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে ভয়ার্ত্ত করিলেন। গজারোহী যোদ্ধাগণ তাঁহাকে গদাহস্ত দেখিয়া সযত্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার মহামেঘমণ্ডলের মধ্যে রবি বিরাজিত হন, সেই প্রকার পাণ্ডুপুত্র ভীম গজসৈন্যের মধ্যে বিরাজিত হইলেন। তিনি পবনসদৃশ হইয়া অনুপম বিস্তৃত মেঘজাল তুল্য সেই গজ সৈন্যকে গদাদ্বারা বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দন্তীসকল বলবান্ ভীমসেনকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেনও রণমধ্যে দন্তীগণের দন্তে বহুধা বিদারিত হইয়া প্রায় পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া কোন কোন হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে দন্তহীন করিলেন এবং সেই দন্ত লইয়াই তদ্দ্বারা তাহাদিগের কুম্ভ প্রদেশ সমাহত করিয়া তাহাদিগকে সমরে পাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি হস্তীগণের মেদ ও মজ্জায় অভিষিক্ত হইয়া রুধিরাক্ত দেহে শোণিতসিক্ত গদা ধারণ করিয়া রুদ্রের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন। হে ভূপাল! হস্তী সকল এইরূপে নিহত হইতে লাগিল এবং হতাবশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল আহত হইয়া স্বপক্ষ সেনাদিগকেই বিমর্দ্দন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়মান সেই সকল বৃহৎ হস্তীর বিমর্দ্দন-শঙ্কায় পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের ভয়ানক লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইল। রথিশ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে শাণিত বাণনিচয়ে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার গোগণ ছিন্ন ধান্যরাশি মর্দ্দন করে, সেই প্রকার আপনার পিতা দেবব্রত পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী বিরাট ও দ্রুপদ মহারথ ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে নিহত করিতে লাগিলেন। শক্রকর্ষণ ভীষ্মও তিন তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদের প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে নরপাল! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা ভীষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পাদস্পৃষ্ট সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। শিখণ্ডী ভারত-পিতামহ ভীষ্মকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অক্ষয় বীর ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র প্রহার করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে প্রজ্বলিত অগ্নি সমান হইয়া তিন বাণে ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদ পঞ্চ-বিংশতি, বিরাট দশ এবং শিখণ্ডীও পঞ্চ-বিংশতি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ভীষ্ম তাহাতে অতি বিদ্ধ ও রুধির-সমূহে পরিপ্লুত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পসবর্ণ রক্তাশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রভাবিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের শিখণ্ডী ব্যতীত প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা দ্রুপদের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দ্রুপদ অন্য ধনুক লইয়া শাণিত পঞ্চ বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠির-হিতৈষী ভীমসেন, দ্রৌপদী-নন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৈকেয়রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীষ্মের প্রতি অভিক্রুত হইলেন। হে নরাধিপ! আপনার পক্ষ সকলেই সৈন্যদিগের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইয়া পাণ্ডব সেনার প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তখন উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথীর যমরাজ্য-বর্দ্ধন অতি মহৎ সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রথী রথীকে আক্রমণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদী অন্যান্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদীকে আক্রমণপূর্ব্বক সন্নত-পর্ব্ব শরনিচয় দ্বারা পরলোকে উপনীত করিতে লাগিল। হে নরপতে! স্থানে স্থানে রথসকল নানাবিধ সুদারুণ বাণে হতসারথি ও রথিবিহীন হইয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া গমন করিতে লাগিল। দেখিলাম, ঐ সকল রথ বায়ু সদৃশ ও গন্ধর্ব্ব নগরোপম হইয়া বহুল মনুষ্য অশ্ব মর্দ্দন করিয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। হে নরপাল! নীতিতে বৃহস্পতিকে ও সম্পত্তিতে কুবেরকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং শৌর্য্যে ইন্দ্রের উপমা ধারণ করেন, এতাদৃশ দেবপুত্র সম বর্ম্ম, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী তেজস্বী কাঞ্চনাঙ্গদ-বিভূষিত সমুদয় শূর রথী রাজগণ রথবিহীন হইয়া প্রাকৃত মানবগণের ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইলেন। সমুদয় দন্তিগণ আরোহি-বিহীন হইয়া স্বপক্ষ সেনাদিগকে মর্দ্দন করিয়া শব্দপূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিল। নব-মেঘ সদৃশ হস্তীগণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া ধাবমান হইল। তাহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম, চামর, পতাকা হেমদণ্ড ছত্র ও শাণিত তোমর সকল ইতস্তত বিশীর্ণ হইয়া গেল। তাহাদিগের অশ্বারোহিগণও গজবিহীন হইয়া সেই উভয় পক্ষের সঙ্কুল রণক্ষেত্রে ধাবমান হইল। নানা দেশীয় শত শত সহস্র সহস্র হেম-বিভূষিত অশ্বগণকে বায়ুবেগে প্রক্রুত হইতে দেখা গেল। অশ্বসকল হত হইলে তাহাদিগের আরোহিগণ অসি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং দ্রবমাণ ও অনেকে অন্য-কর্ত্তৃক বিদ্রাব্যমাণ হইল। এক একটা হস্তী ধাবমান পদাতি-সকল ও অশ্বসকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া অন্য হস্তীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিল এবং অনেক রথও মর্দ্দন করিতে

লাগিল। রথসকল ভূ-পতিত অশ্বদিগকে এবং অনেক অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। এইরূপ বহু প্রকারে পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিল। তাদৃশ ভয়াবহ সুদারুণ সংগ্রামে শোণিত ও অস্ত্রসমূহের তরঙ্গ-বিশিষ্ট ঘোরা দুর্গম্যা নদী সমুৎপন্না হইল। অস্থিরাশি উহার সংবাধ, কেশ-কলাপ উহার শৈবাল, ভগ্ন রথ সকল উহার হ্রদ, বাণ সকল উহার আবর্ত্ত, অশ্ব সকল উহাতে মীন, মস্তকসকল উহাতে উপল-খণ্ড, হস্তী সকল উহাতে গ্রাহ, কবচ ও উষ্ণীষসকল উহার ফেণ, ধনুক উহার বেলা ভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষ স্বরূপ হইল। ঐ নদী মনুষ্যরূপ তীর ক্ষয় করিতে লাগিল, মাংসাশী প্রাণিগণ উহার হংসশ্রেণী হইল। জলের নদীসকল সাগরবর্দ্ধিনী হইয়া থাকে, ঐ নদী যম-রাজ্য বর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথ বহু ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব, হস্তী ও রথস্বরূপ ভেলা দ্বারা ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী নদী মৃত ব্যক্তিকে যমরাজ্যে লইয়া যায়, সেইরূপ ঐ শোণিত নদী মূর্চ্ছান্বিত ভীরু ব্যক্তিদিগকে অপবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ তাদৃশ মহা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া চীৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধনের দোষেই ক্ষত্রিয়গণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রই বা কি হেতু লোভে মোহিত ও পাপমতি হইয়া গুণবান্ পাণ্ডু-পুত্রদিগের প্রতি দ্বেষ করিলেন? তাঁহাদিগের পরস্পর কথিত পাণ্ডবদিগের প্রশংসা ও আপনার পুত্রদিগের নিন্দাসূচক এইরূপ বহু-বিধ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। সমস্ত লোকের নিকট অপরাধী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত যোদ্ধাদিগের কথিত ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে কহিলেন, তোমরা নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? হে মহীনাথ! তদনন্তর, কুরু-পাণ্ডবদিগের সেই অক্ষ-ক্রীড়া-হেতু অতি ভয়ানক মহৎ হত্যাজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! অনেক মহাত্মা পূর্ব্বে আপনাকে নিবারণ করাতেও যে আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, তাহার সুদারুণ এই ফল এক্ষণে আপনি প্রত্যক্ষ করুন। সমরে কি পাণ্ডবেরা কি কৌরবেরা কি তাঁহাদিগের সৈন্যেরা বা অনুগত ব্যক্তিরা, কেহই প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন না। আপনি যে পূর্ব্বে কাহারো নিবারণ-বাক্য শ্রবণ করেন নাই, সেই কারণেই হউক, কি দৈবপ্রযুক্তই হউক কিংবা আপনারই অনীতিপ্রযুক্তই হউক, এই ভয়ানক স্বজন-ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! নরব্যাঘ্র অর্জ্জুন সুশর্ম্মার অনুচর ক্ষত্রিয়দিগকে শাণিত বাণে প্রেত-রাজের আলয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও অর্জ্জুনকে শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্ততি বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ইন্দ্রতনয় সুশর্ম্মাকে শরনিকরে নিবারিত করিয়া তাঁহার যোধগণকে যম-ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মার অবশিষ্ট মহারথ যোধগণ প্রলয়কালীন কাল-সদৃশ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কেহ কেহ অশ্ব, কেহ কেহ রথ, কেহ কেহ গজ পরিত্যাগ করিয়া দিগ্ বিদিগে পলায়ন করিল। অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ লইয়াই অতি ত্বরান্বিত হইয়া ধাবমান হইল। অনেক পদাতি সেই মহারণে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাহারো অপেক্ষা না করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তাহাদিগকে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য প্রধান রাজারা বহু-বার নিবারণ করিলেও তাহারা পলায়নে নিবৃত্ত হইল না।

হে নরনাথ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সমস্ত সৈন্যকে পলায়ন দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া, ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া, ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার জীবিতার্থে সর্ব্ব প্রকার মহা উদ্যোগ সহকারে অর্জ্জুনের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। একাকী দুর্য্যোধন সমস্ত ভ্রাতার সহিত বহুবিধ বাণ বিকিরণ করত সেই অর্জ্জুনের সমরে অবস্থিত হইলেন, অন্যান্য মনুষ্যেরা পলায়ন করিল। পাণ্ডবেরাও সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগে যুদ্ধোদ্যত হইয়া ফাল্গুনের রক্ষার্থে ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা গাণ্ডীবধন্বার ভয়ানক বল বিক্রম জানিয়াও উৎসাহ সহকারে হাহাকার শব্দে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। তদনন্তর তালধ্বজ শূর ভীষ্ম সন্নত পর্ব্ব শরনিকরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! তদনন্তর দিবাকর আকাশের মধ্যগত হইলে, কৌরবেরা সকলে একত্রীভূত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি পঞ্চবাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বিকীর্ণ করত সমরে অবস্থিত হইলেন। রাজা দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যকে প্রথমতঃ শাণিত বহু শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততিসংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সারথিকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন প্রপিতামহ রাজা বাহ্লিককে বাণবিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় মহা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অর্জ্জুনপুত্র, চিত্রসেন কর্ত্তৃক বহু-বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনবাণে চিত্রসেনের হৃদয়প্রদেশ গাঢ়বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার আকাশে বুধ ও শনি গ্রহ দীপ্তি পায়, সেইপ্রকার তাঁহারা উভয় মহাসমরে মিলিত হইয়া মহাভীষণ-রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু নয় শরে চিত্রসেনের অশ্বচতুষ্টয় ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন। হে নরপাল! মহারথ চিত্রসেন হতাশ্বরথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া দুর্ম্মুখের রথে সত্বর আরোহণ করিলেন। পরাক্রমী দ্রোণ নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দ্রুপদ সৈন্যদিগের সাক্ষাতে দ্রোণকর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া পূর্ব্বে-বৈরিতা মনে করিয়া বেগবান্ অশ্বে রণ হইতে অপসৃত হইলেন। ভীমসেন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহ্লিককে অশ্ব, সারথি ও রথবিহীন করিলেন। হে মহা-রাজ! পুরুষপ্রবর বাহ্লিক মহা সঙ্কটাপন্ন, ভয়জনিত ত্বরান্বিত ও সত্বর হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করিলেন। সাত্যকি বহুবিধ শরে কৃতবর্ম্মাকে নিবারিত করিয়া ভীষ্মের নিকটস্থ হইলেন, এবং ষষ্টিসংখ্য সুশাণিত লোমবাহী বাণে ভরতকুল-পাবন ভীষ্মকে বিদ্ধ

করিয়া মহাধনুক কম্পমান করত রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পিতামহ ভীষ্ম হেমচিত্র মহাবেগশীল নাগকন্যাতুল্য উত্তম লৌহময় মহাশক্তি সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় মহাযশা সাত্যকি মৃত্যুকল্প অতি দুর্জ্জেয় সেই মহাশক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া লাঘব বিচরণে তাহা বিফল করিলেন। মহাপ্রভা-সম্পন্ন মহাভয়ানক সেই শক্তি সাত্যকিকে প্রাপ্ত না হইয়া মহোল্কার ন্যায় ধরণী-পৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তৎপরে বৃষ্ণি-নন্দন, কনক প্রভা-সম্পন্ন বেগশীল স্বীয় শক্তি গ্রহণ করিয়া পিতামহের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকির ভুজবেগ নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি, মনুষ্যের প্রতি ধাবমান কালরাত্রির ন্যায়, বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। গঙ্গানন্দন, সেই শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই ক্ষুরপ্র অস্ত্রদ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন, তাহাতে সেই শক্তি ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। শত্রুকর্ষণ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শক্তি ছেদন করিয়াই হাস্যপূর্ব্বক নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ মহারাজ! তৎপরে পাণ্ডবেরা ভীষ্ম হইতে সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত রথ, হস্তী ও অশ্বের সহিত, ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর বিজয়ৈষী কৌরব পাণ্ডবদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ সমারব্ধ হইল।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে ক্রুদ্ধ ও গ্রীষ্মকালান্তে আকাশে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে আবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে ভারত-প্রধান! শত্রুনিসূদন মহাধনুর্দ্ধর বীর ঐ ভীষ্ম শূর পাণ্ডবগণে সমাবৃত হইয়াছেন, হে বীর! তোমার এইক্ষণে অতি মহাত্মা ঐ ভীষ্মের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা পিতামহকে রক্ষা করিলে উনি পাণ্ডবদিগের সহিত সমস্ত পাঞ্চালদিগকে নিহত করিতে পারিবেন। অতএব উহাঁকে রক্ষা করাই মহৎ কার্য্য মনে করিতেছি। ঐ মহাব্রত মহাধনুর্দ্ধর সমরে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং উনি আমাদিগের রক্ষক, অতএব তুমি উহাঁকে সর্ব্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রক্ষা কর। আপানার পুত্র দুঃশাসন সমরস্থলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট ও মহা সৈন্যে সমাবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিতি হইলেন। তদনন্তর রথিপ্রধান সুবল-নন্দন, শকুনি সুশিক্ষিত, যুদ্ধকুশল, প্রধান প্রধান মনুষ্যে সমন্বিত, সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, অতি বেগশীল, দর্পিত, পতাকা-শোভিত, নির্ম্মল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমরধারী বহু শত সহস্র সাদিগণের সহিত একত্রিত হইয়া পাণ্ডু-পুত্র ধর্ম্মরাজ, নকুল ও সহদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত শৌর্য্যসম্পন্ন অযুত অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। তাহারা গরুড় পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে প্রবিষ্ট হওয়াতে পৃথিবী তাহাদিগের খুরাহতা হইয়া কম্পিতা ও নিনাদিতা হইল। যে প্রকার পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশবনের শব্দ হয়, সেই প্রকার তখন অশ্বগণের অতি মহান্ খুর শব্দ শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সকল অশ্বের উৎপতনকালে ধূলিপটলী সমুদ্ভূত হইয়া সূর্য্যপথে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যকে সমাবৃত করিল। বৃহৎ সরোবরে হংসাবলীর পতনের ন্যায়, বেগবন্ত সেই সকল অশ্বের মহাবেগে পতনকালে পাণ্ডবী সেনা ক্ষোভ প্রাপ্তা হইল। তাহাদিগের হেষাশব্দে আর কিছুই শ্রুতিগম্য রহিল না। মহারাজ! যেমন বর্ষাকালীন পরিপূর্ণ মহাসাগর পৌর্ণমাসীতে উচ্ছলিত হইলে, বেলভূমি তাহার অম্বু বেগ প্রতিহত করে, সেই প্রকার রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব বলপূর্ব্বক সেই সকল অশ্বারোহীর বেগ প্রতিহত করিলেন। তদনন্তর সেই তিন জন রথীই নতপর্ব্ব শর-নিকরে সেই সকল অশ্বারোহীর মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন মহানাগ সকল নাগগণ কর্ত্তৃক গিরিগহ্বরে পতিত হয়, সেইরূপ সেই সকল অশ্বারোহী, দৃঢ়ধন্বা যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক রণক্ষেত্রে যথোচিত নিপাতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দশদিকে বিচরণ করিয়া সুশাণিত নতপর্ব্ব প্রাসাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল অশ্বারোহিগণ ঋষ্টি অস্ত্রেও অভিহিত হইয়া মহাবৃক্ষের ফল পরিত্যাগের ন্যায়, মস্তক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র স্থানে স্থানে আরোহীর সহিত অশ্বসকল নিসূদিত হইয়া পতিত ও পাত্যমান দৃষ্ট হইল। পরিশেষে অবশিষ্ট সাদীগণ আহত হইয়া, যেরূপ মৃগগণ সিংহকে দেখিয়া প্রাণপরায়ণ হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা সেই, মহারণে শত্রু জয় করিয়া শঙ্খধ্বনি ও ভেরীবাদন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাদী-সৈন্যকে পরাজিত দেখিয়া দীনভাবে মদ্ররাজ শল্যকে ইহা বলিলেন, হে প্রভো! ঐ দেখ, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যমজ অনুজদ্বয়ের সহিত, আমাদিগের সাক্ষাতেই আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। হে মহাবাহো! আপনার অসহ্য বিক্রম লোকে বিশ্রুত আছে, অতএব যে প্রকার বেলাভূমি সমুদ্রকে প্রতিহত করে, তদ্রূপ আপনি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিবারণ করুন। প্রতাপবান শল্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথসমূহ লইয়া, রাজা যুধিষ্ঠির যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তখন শল্যের অতি মহান্ সৈন্যকে মহাবেগে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ নিবারণ করিতে লাগিলেন, অতি শীঘ্র দশবাণে মদ্ররাজের স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন এবং নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে সরলগামী সপ্তশরে বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজও তাঁহাদিগের তিনজনকে তিনবাণে আহত করিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে শাণিত ষষ্টিশরে এবং নকুল সহদেবকে দুই দুই শরে আহত করিলেন। তদনন্তর অমিত্রজিৎ মহাবাহু ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখ প্রবিষ্টের ন্যায়, মদ্ররাজের বশবর্ত্তী দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন দিবাকর পশ্চিম দিগবলম্বী হইয়া উত্তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে তাঁহাদিগের ঘোরতর অতি সুদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে অতি মহাবলাক্রান্ত আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সুশাণিত শর নিকরে সৈন্য সহিত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ভীমকে দ্বাদশ, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, সহদেব সপ্ততি, অর্জ্জুন নয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণে পিতামহকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে যমদণ্ডোপম পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া ভীমসেনকেও তাদৃশ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যেমন মহাগজকে তোত্রদ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় তাঁহারা দুই জন প্রত্যেকে তিন তিন বাণে ব্রাহ্মণপুঙ্গব দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব্য, অভীষাহ, শূরসেন, শিব ও বশাতি দেশীয় যোদ্ধাসকল ভীষ্মের শাণিত শরে বধ্যমান হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল না। সেইরূপ নানা দেশীয় সমাগত মহীপালগণও বিবিধ শস্ত্র-হস্তে পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবেরা পিতামহকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলে, অপরাজিত ভীষ্ম, রথি-মণ্ডলীতে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে প্রদত্ত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, পর-পক্ষ দহন করত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগার, রথ, শিখা, ধনুক, ইন্ধন, অসি, শক্তি ও গদা এবং স্ফুলিঙ্গ, শর হইল। এতাদৃশ ভীষ্ম স্বরূপ অগ্নি, ক্ষত্রিয়-পুঙ্গবদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি গৃধ্রপত্রসংযুক্ত সুবর্ণপুঙ্খ অতিতেজন বাণ, কর্ণি, নালীক ও নারাচসমূহে পাণ্ডব সৈন্য সমাচ্ছাদিত করিলেন। তিনি রথীদিগের রথধ্বজ সকল শাণিত শরে ছেদন করিয়া সমুদায় রথকে মুণ্ডতাল বনের ন্যায় করিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রধান মহাবাহু ভীষ্ম রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্য-বিহীন করিলেন। হে ভরত-কুল-দীপ! তাঁহার অশনি ধ্বনির ন্যায় জ্যানির্ঘোষ ও তল-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদায় প্রাণী প্রকম্পিত হইল। মহারাজ! আপনার পিতৃব্যনিক্ষিপ্ত বাণসকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, কেবল বিপক্ষের বর্ম্ম মাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিল না। দেখিলাম, বেগবান্-ঘোটকসংযুক্ত রথসকল হত বীর হইয়া রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। চেদি, কাশি ও করূষ দেশীয় মহাবংশসম্ভূত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ, সুবর্ণনির্ম্মিত ধ্বজে শোভমান ও তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্যাদিতাস্য অন্তক সদৃশ ভীষ্মকে রণে প্রাপ্ত হইয়া রথ, বাজি, কুঞ্জরের সহিত পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! দেখিলাম, শত শত সহস্র সহস্র রথের চক্র ও অন্যান্য অবয়ব এবং উপকরণ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। বরূথের সহিত ভগ্ন রথ, নিপাতিত রথী, শর, বিচিত্র কবচ, পট্টিশ, গদা, ভিন্দিপাল, শাণিত শিলীমুখ, রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ, তূণ, ভগ্ন চক্র, বাহু, কার্ম্মুক, খড়্গ, সকুণ্ডল মস্তক, তলত্র, অঙ্গুলিত্র, ধ্বজ ও বহুধা ছিন্ন চাপে মেদিনী সমাকীর্ণা হইল। হে নরপাল! শত শত সহস্র সহস্র গজ ও ঘোটক আরোহি-বিহীন ও গত-প্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষ মহারথসকলে ভীষ্ম-বাণে প্রপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; বীর পাণ্ডবেরা যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সৈন্যসকল মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যবান্ ভীষ্মবাণে বধ্যমান হইয়া এরূপ সত্বর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, দুইজনে একত্র ধাবমান হইল না। পাণ্ডবী সেনার নাগ, অশ্ব ও ধ্বজসকল পতিত হইয়া গেল, তাহারা অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈব-প্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয় সখা প্রিয়সখাকে বধ করিতে লাগিল। দেখিলাম, পাণ্ডব সৈন্যদিগের অনেকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের রথ-যূথপ উদ্ভ্রান্ত হইল, তাহারা গোযূথের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! যদুকুল-নন্দন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সৈন্য প্রভগ্ন দেখিয়া রথপ্রবর স্থগিত করিয়া পৃথা-নন্দন বীভৎসুকে বলিলেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে, তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে ভীষ্মকে বিনাশ কর, নচেৎ তোমাকে মোহ প্রাপ্ত হইতে হইবে। হে বীর! তুমি বিরাটনগরে রাজাদিগের সমাগমকালে সঞ্জয়ের সমীপে বলিয়াছিলে যে, "দুর্য্যোধনের ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সৈনিকবর্গ ও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকে অনুচরবর্গের সহিত আমি নিহত করিব।" হে অরিন্দম কুন্তী-নন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, চিন্তারহিত হইয়া তোমার সেই বাক্য সত্য কর।

বীভৎসু, বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অধোমুখে কৃষ্ণের প্রতি তির্য্যক্ ভাবে অবলোকন করিয়া, যেন অনিচ্ছু হইয়া এই কথা কহিলেন, অবধ্যদিগের বধ করিয়া নরকজনক রাজ্য লাভ করা, আর বনবাসজনিত দুঃখ ভোগ করা, এ দুই কল্পই সমান; এক্ষণে কোন্ কল্প কর্ত্তব্য? সে যাহা হউক, আমি তোমার বাক্য পালন করিব; যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেইখানে অশ্ব চালনা কর, দুর্দ্ধর্ষ কুরু পিতামহকে নিপাতিত করি।

হে নৃপ! তদনন্তর মাধব, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্ম সমীপে রজতবর্ণ রথ ঘোটক চালিত করিলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির পক্ষ মহৎ সৈন্য মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের প্রতি রণোদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। পরে কুরু-প্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ সহকারে শর বর্ষণে ধনঞ্জয়ের রথ সমাকীর্ণ করিলেন। তাঁহার অধিক শর বর্ষণে ক্ষণ কাল মধ্যে অশ্ব ও সারথির সহিত সেই রথ দৃষ্টিপথের অতীত হইল। বাসুদেব-নন্দন তখন ভীষ্মবাণে ক্ষত বিক্ষত অশ্বদিগকে অব্যগ্রচিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চালনা করিলেন। তৎপরে পার্থ জলদতুল্য শব্দকারী ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক শাণিত শরসমূহে ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুরুপ্রবর আপনার পিতার ধনুক ছিন্ন হইলে, তিনি পুনর্ব্বার অন্য এক জলদ তুল্য শব্দকারী মহৎ চাপ নিমেষ মধ্যে জ্যাযুক্ত করিয়া দুই হস্তে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া শান্তনু-সুত, "হে মহাবাহো! সাধু! সাধু! হে কুন্তীসুত! সাধু;" এইরূপ বাক্যে অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রশংসা করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে ঐরূপে সম্ভাষণ করিয়া অপর এক মনোহর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথোপরি শরসমূহ মোচন করিলেন। বাসু-

দেব মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া ভীষ্মনিক্ষিপ্ত সেই শরসমূহ ব্যর্থ করত অশ্বযানে পরম ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে ভীষ্মশরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শৃঙ্গোল্লিখিত, গর্জিত ও ক্রোধজনিত-রোষিত গোবৃষদ্বয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন মৃদু যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীষ্ম সংগ্রামে নিরন্তর শরবর্ষণ করিতেছেন। তিনি উভয় সেনার মধ্যে তপস্থ আদিত্য তুল্য হইয়া পাণ্ডব সৈন্যের প্রধান প্রধান বীরদিগকে নিহত করিতেছেন, এমন কি যুধিষ্ঠির-সৈনিকদিগের প্রতি যেন যুগ প্রলয় করিতেছেন দেখিয়া যদুকুল-তিলক পরবীরহন্তা সর্ব্ব-কার্য্যক্ষম মহাবাহু বাসুদেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না, রজত-সবর্ণ ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া মহারথ হইতে অবতরণ করিলেন। অপরিমিততেজোদ্যুতিমান জগৎ-প্রভু তেজস্বী বল-সম্পন্ন কৃষ্ণ ক্রোধে তাম্রবর্ণ-লোচন হইয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া পদভরে যেন পৃথিবী বিদারণ করত ভুজ রূপ আয়ুধের অবলম্বনে প্রতোদ-হস্তে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! সমরে মাধবকে ভীষ্মের সমীপে সমুদ্যত দেখিয়া আপনার পক্ষীয় মনুষ্যদিগের চিত্ত একবারে অস্থ হইয়া গেল। তৎকালে বাসুদেবের ভয়ে মনুষ্যগণের কথিত "ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন" এইরূপ উচ্চবাক্য স্থানে স্থানে শ্রুত হইতে লাগিল। যেমন মেঘ বিদ্যুন্মালায় শোভমান হয়, সেইরূপ শ্যামল মণিবর্ণ জনার্দ্দন পীত কৌশেয় বসন পরিধানে ধাবমান হইয়া শোভিত হইলেন। যেরূপ যূথপতি সিংহ নিনাদ সহকারে শ্রেষ্ঠ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ যদুকুলপতি বাসুদেব নিনাদ করিতে করিতে কুরুপ্রধান ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইলেন।

শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে অসম্ভ্রান্ত হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া বিপুল ধনুক বিকর্ষণ করত অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস, আইস; হে দেবদেব! তোমাকে আমার নমস্কার। হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! আমাকে তুমি এই মহারণে নিপাতিত কর। হে শুদ্ধাত্মন্! হে প্রভো! হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে সংগ্রামে নিহত করিলে লোকে আমার সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয় হইবে, আমি আজি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইব। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি তোমার দাস, আমাকে তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রহার কর।

এদিকে মহাবাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া কেশবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক বাহুদ্বয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। রাজীব-লোচন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্তৃক গৃহীত হইয়াও অর্জ্জুনকে লইয়াই বেগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। পরন্তু কৃষ্ণের নবম পদ গমনের পর দশম পদ গমন সময়ে বীরশত্রুহন্তা পার্থ বলপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে ধরিয়া রাখিলেন। অনন্তর সখা অর্জ্জুন কাতর হইয়া ক্রোধাকুল লোচন ও সর্পসদৃশ নিশ্বাসত্যাগী কৃষ্ণকে প্রণয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু কেশব! নিবৃত্ত হও! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, আমি যুদ্ধ করিব না। সেই বাক্য মিথ্যা করিও না। তুমি যুদ্ধ করিলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। হে মাধব! আমার প্রতি সমস্ত ভার আছে, আমিই পিতামহকে নিপাতিত করিব। হে শত্রুকর্ষণ! আমি শস্ত্র, সত্য ও সুকৃতদ্বারা তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, শত্রুপক্ষ যে প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি করিব। তোমার, অদ্যই মহারথ দুর্জ্জয় ভীষ্মকে প্রলয়কালে অপূর্ণ তারাপতির ন্যায় আমা কর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে পাত্যমান দেখিবার সম্ভাবনা। ক্রোধাবিষ্ট মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের ঐ বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র না বলিয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে রথস্থ হইলে, শান্তনুপুত্র, যেমন মেঘ দুই পর্ব্বতে জল বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাঁহাদিগের দুইজনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার শিশির কালান্তে সূর্য্য, কিরণদ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ গ্রহণ করেন, সেইরূপ আপনার পিতা দেবব্রত, শরদ্বারা যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যে প্রকার কুরুসৈন্য ভগ্ন করিতেছিলেন, আপনার পিতাও সেই প্রকার পাণ্ডব-সৈন্য প্রভগ্ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের সৈন্য হত ও পলায়মান হইলে তাহারা নিরুৎসাহ ও বিমনচিত্ত হইয়া অতুল্যবীর্য্য ভীষ্মকে রণে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না, ভীষ্মকর্ত্তৃক শত শত সহস্র সহস্র বার বধ্যমান ও ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজঃপ্রতপ্ত দেখিতে লাগিলেন। হে ভারত! পাণ্ডব-সৈন্য সকল ভীষ্মকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পঙ্কনিমগ্ন গোসমূহের ন্যায় ও বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পিষ্ট দুর্ব্বল পিপীলিকার ন্যায়, কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না। শরসমূহসংযুক্ত দুষ্কম্পনীয় মহারথ ভীষ্মরূপ অগ্নি, শরশিখাদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় আতপপ্রদ হইয়া নরেন্দ্রদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। এইরূপে যখন তিনি পাণ্ডব-সেনা মর্দ্দন করিতেছিলেন, তখন সহস্ররশ্মি আদিত্য অস্তগত হইলেন, অনন্তর শ্রমার্ত্ত সৈন্যগণের চিত্ত অবহারের প্রতি প্রবৃত্ত হইল।

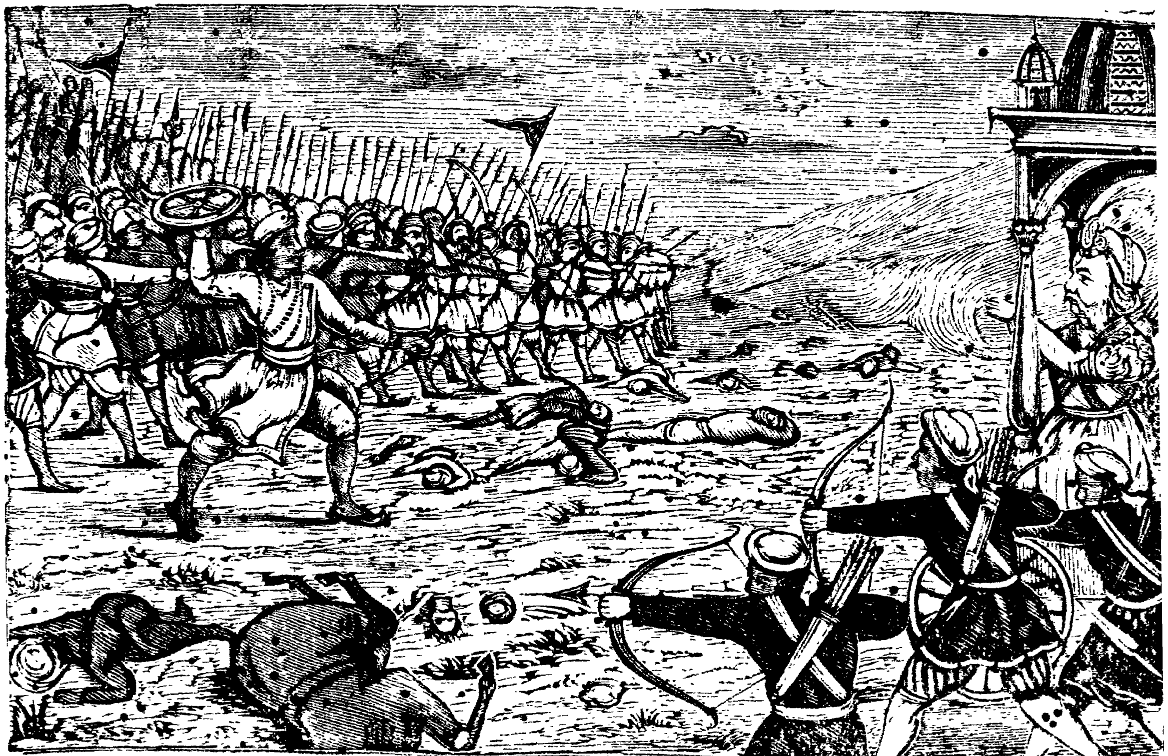
ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে ভাস্কর অস্তগত হইলে নিদারুণ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, আর যুদ্ধ-ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল না। রাজা যুধিষ্ঠির, সন্ধ্যাকালে স্বপক্ষ সৈন্যদিগকে ভীষ্মকর্ত্তৃক বধ্যমান, ভয়বিহ্বল ও রণ-পরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে ও মহারথ ভীষ্মকে সংক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য পীড়ন করিতে এবং মহারথ সোমকদিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ দেখিয়া চিন্তাপূর্ব্বক সৈন্যদিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অবহার করিলে, আপনার পক্ষ সৈন্যদিগেরও অবহার হইল। হে কুরুপ্রবর! মহারথগণ সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সৈন্যদিগের অবহার করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবেরা সমরে ভীষ্মবাণে প্রপীড়িত হইয়া ভীষ্মের রণকার্য্য চিন্তা করিয়া তখন শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। হে ভরতনন্দন! ভীষ্মও সমরে সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়া আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান ও পূজ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে হৃষ্টরূপ কুরুগণের সহিত শিবির নিবেশ করিলেন। তদনন্তর সর্ব্ব প্রাণিমোহকরী রাত্রি উপস্থিত হইল।

সেই ঘোর রজনী মুখসময়ে দুরাধর্ষ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রণাভিজ্ঞ সেই সকল মহাবলগণ অব্যগ্র চিত্ত হইয়া আপনা-

৩। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা।



যেরূপ সিংহ, নিহত করিবার মানসে মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ যদুকুলপতি বাসুদেব নিনাদ করিতে করিতে, ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিক্রান্ত হইলেন। ভীষ্মপর্ব্ব ১৩০ পৃ

দিগের সময়োচিত শ্রেয়ঃনিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া বাসুদেবের প্রতি অবলোকনপূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন, কৃষ্ণ! দেখিলে, ভীম পরাক্রম ভীষ্ম হস্তীর নল বন মর্দ্দনের ন্যায় আমার সৈন্য মর্দ্দন করিতেছেন। উনি প্রবৃদ্ধ পাবকের ন্যায় আমার সৈন্য লেহন করিতেছেন, ঐ মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতেও আমরা উৎসাহ করিতে পারি না। রণস্থলে প্রতাপবান্ তীক্ষ্ণ শস্ত্রধারী ভীষ্ম ক্রুদ্ধ ও বিষপূর্ণ ভয়ানক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শাণিত শরসমূহ মোচন করিতে থাকেন। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাপাণি কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহারণে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারা যায় না; অতএব হে কৃষ্ণ! আমি অল্পবুদ্ধি দৌর্ব্বল্য হেতু সংগ্রামে ভীষ্মনিমিত্ত শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদিগকে হনন করিতেছেন, অতএব আমার আর রাজ্যে অভিরুচি হয় না, আমি বনে গমন করি, আমার অরণ্যে গমনই শ্রেয়। যেমন পতঙ্গ প্রজ্বলিত বহ্নিতে ধাবমান হইয়া কেবল মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমি ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বৃষ্ণিকুল-পাবন! আমি রাজ্য হেতু পরাক্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমার শূর ভ্রাতৃগণও শরনিকরে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছেন। উহাঁরা ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত আমার নিমিত্তই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বন গমন করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! কৃষ্ণাও আমারই নিমিত্ত ক্লেশ পাইতেছেন। সংপ্রতি জীবনকে বহু ও দুর্ল্লভ বলিয়া মানিতেছি; এক্ষণে অবশিষ্ট জীবিত কালে অনুত্তম ধর্ম্মাচরণ করিব। হে মাধব! আমার ভ্রাতারা ও আমি যদি তোমার অনুগ্রাহ্য হই, তাহা হইলে যাহাতে স্বধর্ম্মের বিরোধ না হয়, এমন হিতকর কর্ম্ম বল, যে তাহার অনুষ্ঠান করি।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই প্রকার বহু বাক্য বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিয়া কারুণ্যপ্রযুক্ত তাঁহাকে সান্ত্বনা করত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সত্য-প্রতিজ্ঞ ধর্ম্ম-নন্দন! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনার ভ্রাতৃগণ শৌর্য্য-সম্পন্ন, শত্রুসূদন ও দুর্জ্জেয়; অর্জ্জুন ও ভীমসেন বায়ু ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মাদ্রী-পুত্র নকুল ও সহদেব এতাদৃশ বলবিক্রান্ত যে, উহাঁরা প্রায় দেবগণের উপরও প্রভুত্ব করিতে পারেন। হে পাণ্ডুসুত! আমার সহিত আপনার যে সৌহার্দ্দ আছে, তৎপ্রযুক্ত আপনি আমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে আমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। মহারাজ! আপনি আমাকে নিযুক্ত করিলে আমি তুমুল সংগ্রামে কি না করিতে পারি? যদি অর্জ্জুন ভীষ্মকে বধ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে আমি ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষদিগের সাক্ষাতে পুরুষপ্রধান ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া নিপাতিত করিব। হে পাণ্ডু-পুত্র! যদি বীর ভীষ্ম নিহত হইলেই আপনি জয় লাভ করেন, তাহা হইলে আজি আমি কুরু-বৃদ্ধ ভীষ্মকে এক রথেই নিহত করিব। হে নরনাথ! যুদ্ধে আমার মহেন্দ্র সম বিক্রম দেখিবে—আমি মহাস্ত্র সকল মোচনকারী ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। যে ব্যক্তি পাণ্ডবদিগের শত্রু, সে আমারও শত্রু; যাহারা আমার শত্রু, তাহারা আপনারও শত্রু। হে মহীপতে! আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুনের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, বিশেষত উনি আমার সখা ও শিষ্য, আমি উহাঁর নিমিত্ত আমার দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিতে পারি; ঐ নরসিংহও আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। আমাদিগের পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আমরা উভয়ে পরস্পরের পরিত্রাণ করিব। অতএব হে রাজেন্দ্র! যে প্রকারে আমি যুদ্ধ করিতে পারি, উক্ত বিষয়ে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন। পূর্ব্বে পার্থ উপপ্লব্য নগরে লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি ভীষ্মকে নিহত করিব। ধীমান্ পার্থের ঐ বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য হেতু উনি আমাকে অনুজ্ঞা করিলে আমি তাহা অবশ্যই করিব, সন্দেহ নাই। অথবা পার্থই শত্রুপুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংগ্রামে নিহত করুন, উহাঁর পক্ষে এই ভার অপরিমিত নহে, যেহেতু উনি রণে সমুদ্যত হইলে অন্যের অসাধ্য কর্ম্মও করিতে পারেন। উনি দৈত্য দানবগণের সহিত সমুদ্যত দেবগণকেও রণে বিনষ্ট করিতে পারেন, ইহাতে ভীষ্মকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি? মহাবীর্য্য ভীষ্ম যে আপনার অনিষ্টাচরণ করিতেছেন, তিনি বিপরীত-ভাবাপন্ন, গতসত্ত্ব ও অল্পবুদ্ধি হইয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! হে মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থই বটে, ইহারা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমার বলবেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। তুমি পুরুষ-সিংহ, তুমি যখন আমার পক্ষে আছ, তখন সমস্ত যথাভিলষিত বিষয় নিয়তই আমার লাভ হইবে। হে জয়শীল প্রবর গোবিন্দ! আমি যখন তোমাকে সহায় পাইয়াছি, তখন ইন্দ্রের সহিত দেবগণকেও জয় করিতে পারি, তাহাতে মহারথ ভীষ্ম কোন তুচ্ছ? কিন্তু, হে মাধব! তুমি বলিয়াছিলে, 'যুদ্ধ করিব না,' এক্ষণে আমি স্বার্থ গৌরব-নিবন্ধন তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া মিথ্যাবাদী করিতে উৎসাহ করি না; অতএব তুমি যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগকে উচিত মত সাহায্য কর। ভীষ্ম আমার সকাশে যুদ্ধবিষয়ক এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে "তোমার হিত নিমিত্তে আমি সুমন্ত্রণা প্রদানে করিব, কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; অপিচ, দুর্য্যোধন নিমিত্ত যুদ্ধ করিব ইহা সত্য জানিবে; অতএব হে প্রভু মাধব! তিনি আমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন। হে মধুসূদন! তাঁহার বধের উপায় নিমিত্ত চল আমরা সকলে তোমার সহিত তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার গমন করি। হে সর্ব্বাশ্রয়! হে বৃষ্ণি-নন্দন! আমরা সকলে মিলিত হইয়া অবিলম্বে নরোত্তম কুরু-বর ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাদিগকে হিতকর ও তথ্যবাক্য বলিবেন, তিনি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপ করিব। হে মাধব! আমরা বাল্যকালে পিতৃহীন হইলে তিনিই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই দৃঢ়ব্রত দেবব্রত পিতামহ অবশ্যই আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া জয় প্রদান করিবেন। যখন পিতার পিতা বরিষ্ঠ প্রিয়তম সেই পিতামহকে নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করিলাম, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্ থাকুক। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমারও মনোগত। গঙ্গাসুত

কৃতী দেবব্রত বিপক্ষকে রণে অবলোকন করিয়াই দগ্ধ করিতে পারেন, অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আপনি গমন করুন। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যথার্থই বিশেষরূপে বলিবেন, অতএব চলুন, আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গমন করি। আমরাও সেই শান্তনু-সুত বৃদ্ধের সমীপে গিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিব। তাঁহাতে তিনি আমাদিগকে যে মন্ত্রণা দিবেন, তদনুসারেই আমরা বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করিব। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ! বীর পাণ্ডবগণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া আয়ুধ ও কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলে একত্রিত হইয়া ভীষ্ম-শিবিরে প্রতিগমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক মস্তকাবনতি দ্বারা ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা প্রণতি করিয়া পূজা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

কুরুপিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন কি কার্য্য আমাকে করিতে হইবে, তাহা বল, সেই কার্য্য যদি অতি দুষ্করও হয়, তথাপি সর্ব্ব প্রযত্নে আমি করিব। গঙ্গানন্দন পুনঃ পুনঃ ঐ রূপ প্রীতিযুক্ত বাক্য কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীনচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ! আমরা কি প্রকারে যুদ্ধে জয় লাভ করি, ? কি প্রকারেই বা রাজ্য প্রাপ্ত হই ? এবং কিরূপেই বা প্রজা ক্ষয় না হয়, আপনি ইহার উপায় বলুন। হে বীর! আমরা আপনাকে সমরে কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারি না, অতএব আপনি স্বয়ংই আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন। পিতামহ! সংগ্রামে আপনার শরাসন সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, রণস্থলে আপনার অণুপ্রমাণও রন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। হে মহাবাহো! আপনি সূর্য্যের ন্যায় রথে অবস্থিত হইয়া যে কখন শর গ্রহণ, শরসন্ধান এবং কখনই বা শরাসন বিকর্ষণ করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। হে ভরত-প্রধান! হে পরবীরহন্! আপনি যখন রথ অশ্ব নর নাগ হনন করিতে থাকেন, তখন আপনাকে জয় করিতে কোন্ পুরুষ উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনি সমরে শর বর্ষণ করিয়া অনেক প্রাণিহত্যা করিয়াছেন, মহতী সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক এক্ষণে যে প্রকারে আপনাকে আমরা রণে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমার রাজ্য লাভ হয় এবং যেরূপে আমার সৈন্যদিগের মঙ্গল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন। হে পাণ্ডু পূর্ব্বজ! তদনন্তর শান্তনু পুত্র ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ কুন্তী-সুত! সংগ্রামে আমি জীবিত থাকিতে তোমার কোন প্রকারে জয় হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা আমি সত্য বলিলাম। আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে তোমরা জয়ী হইতে পারিবে। অতএব যদি তোমরা রণে জয়লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্র প্রহার করিবে। হে পার্থগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথাসুখে আমাকে প্রহার করিবে। আমি যে এইরূপে তোমাদিগের বিদিত হইলাম, ইহা সুকৃত বলিয়া মানিলাম। আমি নিহত হইলেই কুরু পক্ষ সমস্ত নিহত হইবে, অতএব আমি যেরূপ বলিলাম, তোমরা সেইরূপ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমরে আপনি দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় হন, আপনাকে কি প্রকারে যুদ্ধে পরাজিত করিব, তাহার উপায় বলুন। ইন্দ্র, বরুণ ও যমকেও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু আপনাকে সমরে পরাজিত করিতে পারা যায় না। অপিচ ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আপনাকে রণে জয় করিতে সমর্থ নহেন। ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, আমি রণে সযত্ন হইয়া কার্ম্মুকবর গ্রহণপূর্ব্বক শস্ত্রধারী হইলে, ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। আমি ন্যস্তশস্ত্র হইলে, এই মহারথেরাই আমাকে নিহত করিতে পারেন। শস্ত্রত্যাগী, পতিত, বিমুক্তকবচ, বিমুক্তধ্বজ, পলায়মান, ভীত, তোমারই আমি এইরূপ বলিয়া শরণাপন্ন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজাতীয় নামধারী, বিকল একপুত্রক, নিঃসন্তান ও পাপী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে আমার অভিরুচি হয় না। হে রাজেন্দ্র! আমার পূর্ব্বকৃত সংকল্প শ্রবণ কর, কাহারো অমঙ্গল্য ধ্বজ দেখিলে আমি কোন প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। দ্রুপদরাজার পুত্র যুদ্ধজয়ী, শূর, সমরক্রোধী, মহারথ শিখণ্ডী, যিনি তোমার সৈন্যমধ্যে অবস্থিত, তিনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন, ইহার বিবরণ তোমরাও সমুদায় আনুপূর্ব্বিক অবগত আছ বর্ম্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথধ্বজ অমঙ্গল্য, বিশেষত উনি পূর্ব্বে স্ত্রীরূপ ছিলেন, সুতরাং আমি শস্ত্রধারী হইয়া উঁহাকে কোন প্রকারে প্রহার করিতে অভিলাষ করি না। হে ভরত-প্রবর! পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় ঐ শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকরে সত্বর আমাকে আঘাত করিবেন। আমি রণে সমুদ্যত হইলে মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত যে কেহ আমাকে নিহত করে, জগতে এমন কাহাকেও আমি দেখিতে পাই না। অতএব ঐ ধনঞ্জয় আত্তশস্ত্র গৃহীতগাণ্ডীব ও যত্নবান্ হইয়া সেই পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডীকে আমার সম্মুখস্থ করিয়া আমাকে নিপাতিত করিবেন, তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে। হে কুন্তী-নন্দন! আমি যেরূপ বলিলাম, তুমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে সংগ্রামে সমাগত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর পৃথা-নন্দনেরা কুরু-পিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা-পুত্র পরলোকগমনে দীক্ষিত হইয়া সেইরূপ বলাতে অর্জ্জুন দুঃখসন্তপ্ত হইয়া লজ্জা সহকারে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, হে মাধব! কুরু-বৃদ্ধ প্রজ্ঞা সম্পন্ন ধীমান্ গুরু পিতামহের সহিত সংগ্রামে আমি কি প্রকারে যুদ্ধ করিব ? হে বাসুদেব! আমি বাল্যকালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-ধূষরিত গাত্র হইয়া ঐ মহামনা মহাত্মার ক্রোড়ে উঠিয়া ধূলিদ্বারা উঁহার অঙ্গ মলিন করিয়াছি। হে গদাগ্রজ! উনি আমার পিতা পাণ্ডুর পিতা; আমি বাল্যাবস্থায় উঁহার অঙ্কে অধিরোহণ করিয়া উঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তাহাতে উনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে ভরতকুল প্রদীপ! আমি তোমার পিতা নাহ, আমি তোমার পিতার পিতা' এমতস্থলে আমি উঁহাকে কিরূপে বধ করিব ? আমার সৈন্যসকল ইচ্ছা-

ক্রমে উহাকে প্রহার করুক, আমি ঐ মহাত্মার সহিত সংগ্রাম করিব না; ইহাতে আমার জয়ই হউক, বা বিনাশই হউক। কৃষ্ণ! আমি এই বিবেচনা করি, ইহাতে তোমার মত কি?

বাসুদেব কহিলেন, হে জিষ্ণো! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া 'ভীষ্মকে সমরে বধ করিব' বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে এক্ষণে কিরূপে উহাঁকে বধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পার? হে পার্থ! তুমি যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় গঙ্গানন্দনকে যুদ্ধে রথ হইতে পাতিত কর; উহাঁকে বধ না করিলে তোমার যুদ্ধে জয় হইবে না। উহাঁর এইরূপ মৃত্যু হইবার বিষয় পূর্ব্বে দেবতারা নিশ্চয় করিয়াছেন; পূর্ব্বকালে যে প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, অবশ্যই সেই প্রকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না। যুদ্ধে ব্যাদিতানন যমসদৃশ দুরাধর্ষ ঐ ভীষ্মকে নিহত করিতে তোমা-ব্যতীত অন্য কেহই সমর্থ হইবে না, অপিচ স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও উহাঁকে বধ করিতে পারিবেন না। তুমি ভীষ্মকে নিপাতিত কর, ইহাতে অন্তঃকরণে দ্বৈধ ভাব করিও না, এই বিষয়ে মহাবুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি পূর্ব্বকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই আমার নিকট শ্রবণ কর, "নানা সদ্গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্যক্তিও আততায়ী হইলে অথবা অন্য কেহ প্রাণের হন্তা হইলে তাহাকে নিহত করা বিধেয়।" হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম্ম নিশ্চয় আছে যে, অসূয়া-রহিত ক্ষত্রিয়েরা শত্রু সহ যুদ্ধ করিবে, প্রজা রক্ষা করিবে এবং যজ্ঞ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! শিখণ্ডীই ভীষ্মের নিশ্চয় নিহন্তা হইবেন, কেন না ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়াই সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব আমি এই বিবেচনা করি যে, আমরা ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিব, এই উপায়েই তাঁহাকে নিপাতিত করিব। আমি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরদিগকে শর-নিকরে নিবারণ করিব, আর শিখণ্ডী যোধপ্রধান ভীষ্মকেই প্রহার করিবেন। কুরুপ্রধান ভীষ্মের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কহিয়াছেন শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা হইয়া পরে পুরুষ হইয়াছেন, এই হেতু আমি শিখণ্ডীকে নিহত করিব না।" মাধব সহ পাণ্ডবগণ মহাত্মা ভীষ্মের অনুমতিক্রমে ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া আনন্দিত চিত্তে শিবিরে গমন করিলেন।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শিখণ্ডী সমরে গঙ্গাপুত্রের প্রতি কি প্রকারে অভিমুখীন হইলেন এবং ভীষ্মই বা কিরূপে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিমুখীন হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে থাকিলে, সর্ব্ব শত্রুনির্ব্বহণ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া সমর যাত্রা করিলেন। হে নরপাল! শিখণ্ডী সেই সর্ব্ব-সৈন্য সজ্জিত ব্যূহের অগ্রে রহিলেন। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাঁহার চক্র-রক্ষক, দ্রৌপদী-পুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ সুভদ্রা-নন্দন তাঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষক এবং মহারথ সাত্যকি ও চেকিতান তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন। পাঞ্চাল্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎপশ্চাৎ অবস্থিত হইলেন। হে ভারত-প্রবর! তৎপশ্চাৎ প্রভু রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেবের সহিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিতে লাগিলেন। তৎপশ্চাৎ বিরাট নৃপতি স্ব সৈন্যে সমাবৃত হইয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দ্রুপদ অভিদ্রুত হইলেন। কৈকেয়-রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, সেই পাণ্ডব সৈন্য-ব্যূহের জঘন প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা এইরূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া স্ব স্ব জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া সংগ্রামে আপনার সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে নরপাল! কৌরবেরাও মহারথ ভীষ্মকে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার অতি মহাবল দুর্জ্জয় পুত্রেরা ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও তাঁহার মহাবল পুত্র অশ্বত্থামা এবং তৎপশ্চাৎ গজ সৈন্যে পরিবৃত ভগদত্ত গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভগদত্তের অনুগামী হইলেন। তৎপশ্চাৎ বলবান্ কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ প্রয়াণ করিলেন। মগধরাজ জয়ৎসেন, সুবলপুত্র বৃহদ্বল ও সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর নৃপগণ আপনার সৈন্যের জঘন স্থান রক্ষা করত গমন করিলেন। শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস ব্যূহের মধ্যে অন্যতর ব্যূহ এক এক দিবসে সজ্জিত করিতেন। হে ভারত! তদনন্তর উভয় পক্ষ যোদ্ধা যুদ্ধাবস্থ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিহত করিয়া যমরাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অর্জ্জুনপ্রমুখ পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া বিবিধ শর বিকিরণ করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন। ভীমসেন আপনার সৈন্যদিগকে শর-নিকরে তাড়িত করিলে, তাহারা রুধিরৌঘে পরিক্লিন্ন হইয়া পরলোকে গমন করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, আপনার সৈন্য সমীপে গমন করিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পীড়ন করিতে লাগিলেন। আপনার পক্ষীয়গণ পাণ্ডব পক্ষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পাণ্ডবদিগের মহা সৈন্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা মহারথগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বধ্যমান ও তাড্যমান হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক শাণিত বাণসমূহে বধ্যমান হইয়া কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পরাক্রমশালী ভীষ্ম, সৈন্যদিগকে পার্থগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান দেখিয়া রণে ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বিশুদ্ধচরিত! শত্রুতাপন বীর ভীষ্ম কি প্রকারে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিমুখীন হইয়া সোমদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অভিধান কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রের সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে আপনার পিতা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আপনার সকাশে কীর্ত্তন করিতেছি। শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবেরা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার পুত্রের সৈন্য নিহত করিতে করিতে অভিমুখীন হইলেন। হে নরনাথ! ভীষ্ম তখন নর বারণ বাজিসঙ্কুল স্ব-সৈন্যদিগের বিপক্ষ কর্ত্তৃক সংহার আর সহ্য করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জয় ভীষ্ম, আপনার জীবন পরিত্যাগে উদ্যত

হইয়া শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক অস্ত্র সকল পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচজন গৃহীতাস্ত্র যত্নপরায়ণ প্রধান মহারথকে রণে নিবারিত করিয়া বীর্য্য ও অমর্ষদ্বারা প্রেরিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণদ্বারা তাহাদিগকে ও অপরিমিত বহু হস্তী ও অশ্ব নিহত করিলেন। পরপক্ষীয় জয়াকাঙ্ক্ষী রথীদিগকে রথ হইতে সাদীদিগকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে, গজারোহীদিগকে গজপৃষ্ঠ হইতে এবং সমাগত পদাতিদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যে প্রকার অসুরগণ বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা ত্বরমাণ মহারথ ভীষ্মের সমরে সম্মুখীন হইলেন। তখন ভীষ্মকে ঘোরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্রের অশনিসম স্পর্শ শাণিত শরসকল সর্ব্বদিকেই মোচন করিতে দেখা গেল। তাঁহার যুদ্ধকালে ইন্দ্রধনুকের তুল্য মহৎ ধনুক সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! আপনার পুত্রেরা সমরে তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন। যেমন অমরগণ বিপ্রচিত্তি অসুরকে সমরস্থলে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা উন্মনা হইয়া সেই শৌর্য্যসম্পন্ন যুধ্যমান আপনার পিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে ব্যাদিতমুখ অন্তকের ন্যায় দেখিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। যে প্রকার অগ্নি কাননদগ্ধ করে, সেই প্রকার তিনি দশম দিবসের শাণিতবাণ সমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর বধ সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ সর্পসদৃশ ও কালবিহিত অন্তক তুল্য ভীষ্মের স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তরে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্ম তাহাতে গাঢ়বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্যপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করত শিখণ্ডীকে এই বাক্য বলিলেন, তুমি ইচ্ছাক্রমে আমার প্রতি শরক্ষেপ কর, কিংবা না কর, আমি কোন প্রকারে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, বিধাতা তোমাকে যে স্ত্রীরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনী।

শিখণ্ডী তখন তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সৃক্ক লেহনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কারী, ইহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি, জমদগ্নি-নন্দনের সহিত তোমার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার অলৌকিক প্রভাব ও বহুযশঃ শ্রুত হইয়াছি; তোমার এতাদৃশ প্রভাব জ্ঞাত হইয়াও আজি আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। হে সৎপুরুষপ্রবর! তোমার সাক্ষাতে সত্যদ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি আপনার ও পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্য নিমিত্ত আজি তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত করিব, আমার এই কথা শুনিয়া তুমি স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য কর। হে রণজয়ী ভীষ্ম! তুমি ইচ্ছানুসারে আমার প্রতি শরক্ষেপ কর বা না কর আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, অতএব এক্ষণে তুমি এই লোক সমুদায় দৃষ্টি করিয়া লও, আর দেখিতে পাইবে না। সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শিখণ্ডী ভীষ্মকে এইরূপ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ সব্যসাচী শিখণ্ডীর ঐ কথা শুনিয়া 'এই ভীষ্ম বধের সময়' ভাবিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি শত্রুপক্ষ বিদ্রাবিত করিয়া তোমার অনুগামী হইব, তুমি সংরব্ধ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। মহাবল ভীষ্ম তোমাকে পীড়া প্রদান করিতে পারিবেন না, অতএব আজি তুমি যত্নপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হও। যদি তুমি ভীষ্মকে বিনষ্ট না করিয়া গমন কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে। হে বীর! যাহাতে আমরা উভয়ে এই মহারণে লোকের হাস্যাস্পদ না হই, এমত যত্ন কর,—পিতামহকে রণে নিপাতিত কর। হে মহাবল! আমি সংগ্রামে সমুদায় রথীকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি ভীষ্মের বধ সাধন কর। দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শৌর্য্যসম্পন্ন ভগদত্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ, সোমদত্ত-পুত্র, রাক্ষস শূর মহারথদিগকে আমি বেলা ভূমি কর্ত্তৃক সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিব এবং মহাবলবান্ যুধ্যমান সমস্ত কৌরবদিগকেও এক কালে নিবারিত করিব, অতএব তুমি পিতামহকে রণে নিপাতিত কর।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাঞ্চালরাজ-নন্দন শিখণ্ডী সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যতব্রত ধর্ম্মাত্মা গঙ্গা-পুত্র পিতামহকে কি প্রকারে আক্রমণ করিয়াছিলেন? পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে কোন কোন মহারথ ত্বরমাণ ও জিগীষাপরবশ হইয়া উদ্যতায়ুধ শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন? শান্তনু-পুত্র মহাবীর্য্য ভীষ্মই বা সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন? শিখণ্ডী যে অভিমুখীন হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, শিখণ্ডী যখন ভীষ্মের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ভীষ্মের রথ তো ভগ্ন হয় নাই? কিংবা শরাসন তো বিশীর্ণ হইয়া যাই নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধ্যমান ভীষ্মের রথ ভগ্ন বা ধনুক বিশীর্ণ হয় নাই, তিনি সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে শত্রুপক্ষ বিনাশ করিতেছিলেন। আপনার পক্ষীয় অনেক শত সহস্র মহারথ, গজযোধী ও সাদী সুসজ্জিত হইয়া পিতামহকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হে কৌরব্য! সমরবিজয়ী ভীষ্ম, স্বকীয় প্রতিজ্ঞানুসারে সমরে নিরন্তর সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর দশম দিবসের যুদ্ধে যখন শরনিকরে পর পক্ষ নিহত করিতেছেন, তখন পাণ্ডব বা পাঞ্চালগণ সকলে তাঁহার বিক্রম বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না, সেই সকল বিপক্ষ সেনার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র সুশাণিত শর বিকিরণ করিয়াও তাহাদিগের বিক্রমও ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, যেহেতু পাশহস্ত অন্তক সদৃশ সেই মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি ভীষ্মকে রণে পরাজিত করিতে তাঁহাদিগের সামর্থ্য হইল না। হে মহারাজ! তদনন্তর অপরাজিত সব্যসাচী ধনঞ্জয় সমুদায় রথীকে ত্রাসিত করত তথায় গমন করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও পুনঃপুনঃ ধনুর্বিক্ষেপ করত শরনিকর নিক্ষেপ

করিয়া কালের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সেই শব্দে আপনার সৈন্যসকল ত্রাসান্বিত হইয়া, যেমন সিংহ-শব্দে মৃগগণ ভয়ান্বিত হইয়া পলায়ন করে, তাহার ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়যুক্ত ও আপনার সৈন্যদিগকে অতি পীড়িত দেখিয়া নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন, পিতামহ! ঐ কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতবাহন অর্জ্জুন, অগ্নি কর্ত্তৃক কানন দহনের ন্যায়, আমার সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যসকল সমরে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। হে শত্রুতাপন! যেমন পশুপাল কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন আমার ঐ সকল সৈন্যকে তাড়িত করিতেছে। আমার সৈন্যগণ স্থানে স্থানে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইলে, আবার দুর্জ্জয় ভীমও উহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছে এবং সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব ও বিক্রমশীল অভিমন্যুও আমার সৈন্যসকল বিদ্রাবিত করিতেছে। শৌর্য্য-সম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষস ঘটোৎকচ, ইহারাও উভয়ে এই মহারণে আমার সৈন্যদিগকে সহসা প্রভগ্ন করিতেছে। হে ভারত! আপনি দেবতুল্য-পরাক্রম, আপনা ব্যতিরেকে ঐ সকল মহারথ কর্ত্তৃক বধ্যমান সৈন্যদিগের যুদ্ধে অবস্থান করিবার এবং ঐ মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায় আর দেখিতে পাই না, অতএব আপনি সত্বর হইয়া ঐ মহারথদিগকে নিবারণ করুন, আমার সৈন্যদিগের গতি হউন। মহারাজ! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র দেবব্রত এইরূপ অভিহিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তাপূর্ব্বক আত্ম-কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে নরপাল মহাবল দুর্য্যোধন! তুমি স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার সকাশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতি দিন দশ সহস্র মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইব। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পাদনও করিয়াছি, কিন্তু আজিও সংগ্রামে মহৎ কর্ম্ম করিব। আজি আমি হয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব, না হয়, আমিই রণে নিহত হইয়া শয়ন করিব। আজি আমি তোমার সাক্ষাতে সৈন্যপ্রমুখে নিহত হইয়া ভর্ত্তৃদত্ত অন্নের মহৎ ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব। দুর্জ্জয় ভীষ্ম ইহা বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতি শায়কসমূহ বপনপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য আক্রমণ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা সৈন্যমধ্যে অবস্থিত ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ গঙ্গা-পুত্রকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! ভীষ্ম দশম দিবসে আপনার শক্তি অনুসারে শত সহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন। যেমন সূর্য্য, কিরণমালা দ্বারা জলাকর্ষণ করেন, তাহার ন্যায় ভীষ্ম পাঞ্চাল দেশীয় মহারথ রাজপুত্রদিগের তেজঃ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। হে মহারাজ! তিনি আরোহীর সহিত অযুত অশ্ব ও অযুত বেগবান্ হস্তী এবং পূর্ণ দুই লক্ষ পদাতি নিহত করিয়া সংগ্রামে ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে কাহারাও তাঁহাকে উত্তরায়ণস্থ তপস্ত ভাস্করের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় মহারথগণ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত অভিদ্রুত হইলেন। যুধ্যমান শান্তনুপুত্র, তখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাবৃত মহা-শৈল সুমেরুর ন্যায়, বহু যোধগণে অবকীর্ণ হইলেন। আপনার পুত্রেরাও মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয়া গঙ্গানন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! অর্জ্জুন সংগ্রামে ভীষ্মের বিক্রম দেখিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, তুমি পিতামহের সহিত যুদ্ধে সমবেত হও। তুমি অদ্য কোন প্রকারে উঁহাকে ভয় করিও না, আমি তীক্ষ্ণ শায়কসমূহে উঁহাকে রথোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। হে ভরত-প্রধান! পার্থ শিখণ্ডীকে এইরূপ কহিলে, শিখণ্ডী তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া গঙ্গানন্দনের নিকট অভিদ্রুত হইলেন। বৃদ্ধ রাজা বিরাট, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ বর্ম্মিত হইয়া আপনার পুত্রের সাক্ষাতে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। নকুল, সহদেব, বীর্য্যবান্ ধর্ম্মরাজ ও অন্যান্য সমুদায় সৈন্য ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যে যে যোদ্ধা ঐ সকল সমাগত মহারথদিগের মধ্যে যাহার যাহার প্রতি যথাশক্তি ও যথা উৎসাহ ক্রমে প্রত্যুদ্গত হইলেন, তদ্বিবরণ বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! যে প্রকার ব্যাঘ্র-শিশু বৃষকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার চিত্রসেন ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। কৃতবর্ম্মা ভীষ্ম সমীপাগত ত্বরমাণ ও যত্নপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমদত্তপুত্র ত্বরমাণ হইয়া ভীষ্মবধৈষী অতিক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে তৎপর হইলেন। বিকর্ণ ভীষ্মের জীবন রক্ষা করিবার মানসে বহু শায়ক বিকিরণ-কারী শৌর্য্য-সম্পন্ন নকুলকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত সযত্ন হইলেন। শারদ্বত কৃপ সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের রথ সমীপগামী সহদেবকে নিবারণ করিতে লাগিল। বলবান্ দুর্ম্মুখ ভীষ্ম বধাভিলাষী মহাবল ক্রূরকর্ম্মা ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র অলম্বুষ সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের রথ সমীপাগত অভিমন্যুকে নিবারণ করিতে যত্নবান্ হইলেন। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র সমাগত অরিমর্দ্দন বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ সযত্ন হইয়া ভীষ্ম বধাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্ম-পুত্রকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শরানলে দশ দিক্ দগ্ধ করত ভীষ্ম সমীপে বেগে গমনোদ্যত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন তাঁহাকে নিবারণ করিতে যত্নপরায়ণ হইলেন। আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ ভীষ্মাভিমুখে প্রবৃত্ত পাণ্ডবপক্ষ অন্যান্য মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সংরব্ধ হইয়া সৈন্য সহ একমাত্র ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, ঐ কুরুনন্দন অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন, তোমরা ভীত হইও না, ভীষ্মসমীপে অভিদ্রুত হও, ভীষ্ম তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। হে বীরগণ! সমরে ইন্দ্রও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারেন না, ইহাতে ক্ষীণবল অল্প-প্রাণ ভীষ্ম উঁহার কি করিবেন? পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতি

ধৃষ্টদ্যুম্নের ঐ কথা শুনিয়া সংহৃষ্ট হইয়া গঙ্গা-নন্দনের রথ-সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। আপনার পক্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠগণও প্রবল তেজোরাশির ন্যায় সেই সকল প্রবল মহারথদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া হর্ষিত চিত্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! মহারথ দুঃশাসন ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। শৌর্য্য-সমন্বিত পাণ্ডবেরা গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে আপনার মহারথ পুত্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে নরপাল! এইস্থলে এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম যে, অর্জ্জুন দুঃশাসনের রথ-সমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যে প্রকার বেলাভূমি ক্ষুব্ধ মহাসাগর নিবারণ করে, এইরূপ আপনার পুত্র দুঃশাসন ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিলেন। উঁহারা উভয়েই রথি-প্রধান, উভয়েই দুর্জ্জেয় এবং উভয়েই কান্তি ও দীপ্তিতে চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ। জাতক্রোধ ও পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পূর্ব্বকালে ময়াসুর ও ইন্দ্র যে প্রকার যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার মহাযুদ্ধে সমবেত হইলেন। মহারাজ! দুঃশাসন অর্জ্জুনকে তিন ও বাসুদেবকে বিংশতি বাণে প্রহার করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত দেখিয়া দুঃশাসনকে শত শত নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, সেই সকল নারাচ দুঃশাসনের কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল। তৎপরে দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে পার্থের ললাট বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! যে প্রকার মেরুগিরি অত্যুচ্ছ্রিত শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত হয়, সেইরূপ অর্জ্জুন ললাটস্থ ঐ সকল বাণদ্বারা সমরমধ্যে শোভিত হইলেন। ঐ মহাধনুর্দ্ধর পার্থ আপনার সেই ধনুর্দ্ধর পুত্রের নির্ম্মুক্ত বাণে অতিবিদ্ধ হইয়া পুষ্পবান্ কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় রণমধ্যে প্রকাশ পাইলেন। পরে যেন পৌর্ণমাসীতে রাহু অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ণচন্দ্রকে পীড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন ক্রোধান্বিত হইয়া দুঃশাসনকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! আপনার পুত্র, বলবান্ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া শিলাশাণিত কঙ্কপত্রশোভিত শরসমূহ দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর পার্থ তিন শরে দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া তৎপরে নয় শরে আপনার পুত্রকে সমাহত করিলেন। তখন দুঃশাসন অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখস্থ অর্জ্জুনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে পঞ্চ-বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধসমন্বিত হইয়া যমদণ্ড তুল্য ভয়ানক বহুল বাণ দুঃশাসনের উপরি নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন পার্থের যত্ন সহকারে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ সমাগত না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন, শরে শাণিত বাণসমূহদ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা যেন আশ্চর্য্যকর হইল। তদনন্তর পার্থ সংক্রুদ্ধ হইয়া কার্ম্মুকে শিলাশাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বহু শর সন্ধান করিয়া দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! যেমন হংসগণ তড়াগ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ মহাত্মা দুঃশাসনের দেহে নিমগ্ন হইল। তখন আপনার পুত্র, মহাত্মা পার্থকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া রণে পার্থকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরাসহকারে ভীষ্মের রথে গমন করিলেন, তখন বিপদ্রূপ অগাধ জলনিমগ্ন দুঃশাসনের পক্ষে ভীষ্মই দ্বীপস্বরূপ হইলেন। তদনন্তর পরাক্রমশীল শূর আপনার পুত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিবারিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাকায় আপনার পুত্র সুশাণিত শর-নিকরে অর্জ্জুনকে ভেদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাহাতে অর্জ্জুন ব্যথিত হইলেন না।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র অলম্বুষ ভীষ্মবধে সমুদ্যত বর্ম্মিত সাত্যকিকে রণে নিবারণ করিতে লাগিল। মধুকুল নন্দন সাত্যকি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে নয় শরে রাক্ষসকে আহত করিলেন। সেইরূপ রাক্ষসও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শিনিপ্রবর সাত্যকিকে নয় শরে পীড়িত করিলেন। পরে বীর শত্রুহন্তা মধুকুল-নন্দন শিনি-পৌত্র অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসের প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর অলম্বুষ সত্যবিক্রম মহাবাহু সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি তখন রাক্ষসকর্ত্তৃক রণে অতিবিদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করত হাস্যপূর্ব্বক নিনাদ করিলেন। তদনন্তর, যেমন বৃহৎ কুঞ্জরকে তোত্রদ্বারা বিদ্ধ করে, সেইরূপ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শরনিকরে সাত্যকিকে তাড়ন করিলেন। রথিপ্রবর সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্তের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শায়কসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ লঘুহস্তে শাণিতধার ভল্ল দ্বারা সাত্যকির মহৎ ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বীর শত্রুহন্তা সাত্যকি অন্য এক বেগবিশিষ্ট ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত শরসমূহ দ্বারা ক্রুদ্ধ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। মহা-ধনুর্দ্ধর ভগদত্ত তাহাতে অতিবিদ্ধ হইয়া সৃক্ক লেহন করত কনকবৈদূর্য্য-বিভূষিত লৌহময় যমদণ্ডোপম ভয়ানক দৃঢ় এক শক্তি সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি ভগদত্তের বাহুবলে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সেই শক্তি মহোল্কার ন্যায় সহসা হতপ্রভ হইয়া পতিত হইল। হে নরাধিপ! আপনার পুত্র ভগদত্তের শক্তি নিহত দেখিয়া মহৎ রথিসমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরি-বেষ্টন করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মহারথ সাত্যকিকে রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সমস্ত ভ্রাতাকে বলিলেন, হে কুরুনন্দনগণ! সাত্যকি যাহাতে তোমাদিগের নিকট এই মহৎ রথিসমূহ হইতে জীবিত থাকিয়া নির্গত হইতে না পারে, এমত যত্ন কর। আমার বিবেচনায়, সাত্যকি নিহত হইলে পাণ্ডবদিগের মহৎ সৈন্য হত হইবে। আপনার মহারথ পুত্রেরা যে আজ্ঞা বলিয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভীষ্মের সম্মুখস্থ সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! বলবান্ কাম্বোজাধিপতি, অভিমন্যুকে ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত হইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের জীবনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অভি-

...কে কতকগুলি সন্নতপর্ব্ব শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ...ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে পঞ্চ শরে ...করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহা-দের উভয়ের সমাগমে এই যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল; ...হেতু শত্রুকর্ষণ শিখণ্ডী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া-ছিলেন। বৃদ্ধ রাজা মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ যুদ্ধে সংরব্ধ হইয়া মহতী সেনা নিবারণ করিতে করিতে ভীষ্মকে আক্রম করিলেন। রথিসত্তম অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাট ও দ্রুপদের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎপরে তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ হইতে লাগিল। শত্রুতাপন বিরাট মহাধনুর্দ্ধ-...বান্ যুদ্ধ-শোভী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে দশ ভল্লে আহত করিলেন। দ্রুপদও শাণিত তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন সেই মহাবলবান্ দুই জনই গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত বিরাট ও দ্রুপদ, উভয় বীরকে বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই বৃদ্ধদ্বয়ের এই অদ্ভুত মহৎ কার্য্য দেখিলাম যে, তাঁহারা অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ভয়ানক বাণসকল নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শরদ্বত কৃপ সহদেবকে ভীষ্মের প্রতি সমাগত দেখিয়া, যে প্রকার অরণ্যে মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শূর কৃপ মহারথ মাদ্রী-পুত্র সহদেবকে সুবর্ণ-ভূষণ সপ্ততি শরে ত্বরা সহকারে সমাহত করিলেন। সহদেব শরসমূহে কৃপাচার্য্যের ধনুক দুইখণ্ডে ছেদন করিলেন। অনন্তর কৃপ ছিন্নধন্বা হইলে সহদেব তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কৃপ ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রুদ্ধ ও হৃষ্ট চিত্তে অন্য এক ভার-সাধন ধনুক লইয়া সুশাণিত দশ বাণে মাদ্রী-পুত্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও ভীষ্মের বধাভিলাষে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ কৃপের বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন। তাঁহাদিগের দুই জনের ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। ভীষ্ম-রক্ষক মহাবল শত্রুতাপন বিকর্ণ রণে ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টি বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। নকুলও আপনার পুত্র ধীমান্ বিকর্ণ কর্ত্তৃক অতি-বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সপ্ততি সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুতাপন নর-শার্দ্দূল এই দুই বীর ভীষ্ম নিমিত্ত, গোষ্ঠস্থ গো-বৃষদ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশীল দুর্ম্মুখ, ভীষ্ম হেতু ঘটোৎকচকে সৈন্য বিনাশ করিতে সমাগত দেখিয়া তাহার প্রতি প্রধাত হইলেন। হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নত-পর্ব্ববাণে শত্রুতাপন দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। বীর দুর্ম্মুখ ষষ্টি সংখ্য সুমুখ শরদ্বারা রণমধ্যে হর্ষ সহকারে ...করিয়া ভীমসেন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ হৃদিকা-নন্দন কৃতবর্ম্মা ভীষ্মের বধাকাঙ্ক্ষী সমাগত ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে লৌহময় পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া পুনর্ব্বার সত্বর পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু কৃতবর্ম্মাও মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহত করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন কঙ্কপত্রযুক্ত অজিহ্মগ সুশাণিত তীক্ষ্ণ নয় শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার বৃত্রাসুরের সহিত মহেন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভীষ্ম নিমিত্ত তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পর অতিশয় প্রবল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা সত্বর হইয়া সমাগত মহারথ ভীমসেনকে থাক্ থাক্ বলিয়া আক্রমণ করিলেন, অনন্তর রুক্মপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ নারাচদ্বারা ভীমসেনের স্তন-দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন। হে নৃপতিসত্তম! পূর্ব্বকালে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত কার্ত্তিকেয়ের শক্তিদ্বারা বিদ্ধ হইয়া যেমন শোভা পাইয়াছিল, প্রতাপবান্ ভীমসেন বক্ষঃস্থ সেই নারাচদ্বারা সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত সূর্য্য-সদৃশ দীপ্তিমান বাণসকল পরস্পরের প্রতি মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন। ভীম ভীষ্ম-বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া মহারথ সোমদত্ত-পুত্রের প্রতি এবং সোমদত্ত-পুত্র ভীষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া ভীম সেনের প্রতি পরস্পর কৃত প্রতীকারে সযত্ন হইয়া সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে কৌরব্য! যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকসেনাগণ দ্রোণের মেঘগর্জ্জন সম রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডুপুত্রের সেই মহতী সেনা দ্রোণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া যত্নপরায়ণ হইয়াও একপদ হইতে পদান্তর চলিতে পারিল না।

হে জনেশ্বর! আপনার পুত্র চিত্রসেন ক্রুদ্ধ ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধরূপ চেকিতানকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাক্রমশীল মহারথ চিত্রসেন ভীষ্মের নিমিত্ত বিপক্ষ চেকি-তানের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চেকিতানও চিত্রসেনকে যথাশক্তি নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগের উভয়ের অতি মহৎযুদ্ধ হইতে লাগিল। হে ভারত! অর্জ্জুন বহুপ্রকারে নিবার্য্যমাণ হইলেও আপনার পুত্র দুঃশাসনকে বিমুখ করিয়া আপনার সেনা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃশাসন, "পার্থ আমাদিগের ভীষ্মকে কোন প্রকারে নিহত করিতে না পারে", এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরম শক্তি অনুসারে পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! প্রধান প্রধান রথীসকল স্থানে স্থানে আপনার পুত্রের সেনাদিগকে নিহত ও আলোড়িত করিতে লাগিল।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবল মহাধনুর্দ্ধর মত্ত-বারণ বিক্রমশীল রথিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যমান বীর দ্রোণ মত্তবারণ-নিবা-রণ মহৎ শরাসন কম্পিত করত পাণ্ডবীসেনায় গাহমান হইয়া মহারথদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন এবং তাঁহার পুত্রও পাণ্ডবীসেনা দগ্ধ করিতেছিলেন, নিমিত্ত লক্ষণ সকল দ্রোণের অবিদিত ছিল না, তিনি তখন সর্ব্বত্র দুর্লক্ষণ নিমিত্তসকল দর্শন করিয়া পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! মহাবল পার্থ যে দিবসে সমরে ভীষ্মের জিঘাংসু হইয়া পরম যত্ন করিবেন, আজি সেই দিবস সমুপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু আমার বাণ সকল আপনা হইতে উৎপতিত হইতেছে; ধনুক স্ফুরিত হইতেছে; অস্ত্রসকল প্রয়োগে অনিচ্ছু হইতেছে; আমার মনেরও প্রাশস্ত্য হইতেছে না; মৃগ পক্ষী সকল নানাদিকে ভয়ানক প্রতিকূল রব করিতেছে; গৃধ্রপক্ষী ভারতী সেনার নীচ প্রদেশে বিলীন হইতেছে; আদিত্য যেন নষ্টপ্রভ হইয়া-ছেন; দিক্ সকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন সর্ব্ব-

প্রকারে শব্দায়মানা, ব্যথিতা ও কম্পিতা হইতেছে; কঙ্ক,গৃধ্র ও বক পক্ষীসকল মুহুর্ম্মুহু রব করিতেছে; শিবাসকল ঘোর অশিব রব করিয়া মহাভয় প্রদর্শন করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে মহোল্কা পতিতা হইতেছে; কবন্ধের সহিত পরিঘ, সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ, ভীষণরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়গণের দেহাবকর্ত্তনরূপ ঘোরতর ভয় প্রদর্শন করিতেছে; কৌরবপ্রধান ধৃতরাষ্ট্রের দেবালয়স্থ দেবতা সকল কম্পন, হাস্য, নৃত্য ও রোদন করিতেছেন, গ্রহগণ জ্বলমান দিবাকরকে দক্ষিণদিকস্থ করিয়া গমন করিতেছেন; ভগবান্ চন্দ্রমা কোটিদ্বয়কে অধোমুখ করিয়া উদিত হইয়াছেন; ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে নরেন্দ্রদিগের শরীরের আভা মলিন লক্ষিত হইতেছে; তাঁহারা বর্ম্মিত হইয়া দীপ্তিবিহীন হইয়াছেন এবং উভয় সেনারই মধ্যে চতুর্দ্দিকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীবের মহান্ নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে; অতএব অর্জ্জুন নিশ্চয়ই রণে উত্তমাস্ত্র সকল আশ্রয় করিয়া অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতামহের প্রতি অভ্যাগত হইবেন। হে মহাবাহো! ভীষ্মার্জ্জুনের সমাগম চিন্তা করিয়া আমার মন অবসন্ন ও লোমাঞ্চ হইতেছে। অর্জ্জুন অদ্য রণে দুর্বুদ্ধি পাপাত্মা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন। ভীষ্ম পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না, কেননা বিধাতা উহাঁকে স্ত্রীরূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন, উনি দৈবপ্রযুক্ত পুরুষ হইয়াছেন।' এবং মহাবল যাজ্ঞসেনি শিখণ্ডীর অমঙ্গল্য ধ্বজ, এই নিমিত্তও গঙ্গা-পুত্র শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না। অর্জ্জুন যে, রণে অভ্যুদ্যত হইয়া কুরুবৃদ্ধের প্রতি উপক্রান্ত হইতেছেন, ইহা ভাবিয়া আমার মজ্জা নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং আমার অস্ত্রপ্রয়োগ, এ সকল নিশ্চয়ই প্রজাদিগের অমঙ্গলজনক। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন মনস্বী, বলবান্, শূর, অস্ত্রনিপুণ, লঘুবিক্রম, দূরপাতী, দৃঢ়শর, নিমিত্তজ্ঞ, সমরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান, জিতক্লম, যোধপ্রধান, রণে নিত্যজয়ী এবং ভীষণাস্ত্র, তুমি উহাঁর পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট সত্বর গমন কর। বৎস! আজি তুমি রণে মহা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখিতে পাইবে, কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা শূরগণের স্বর্ণচিত্রিত উত্তম শোভন কবচ সকল বিদারণ করিবেন এবং ধ্বজাগ্রভাগ, তোমর, ধনুক, বিমল প্রাস, কনকোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ শক্তি ও নাগসকলের পতাকা নির্ভিন্ন করিবেন।

হে পুত্র! উপজীবী ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার এ সময় নয়, স্বর্গ উদ্দেশ করিয়া যশ ও জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে গমন কর। ঐ কপিধ্বজ অর্জ্জুন নিহত নাগ ও রথের আবর্ত্তময়ী সুদুর্গমা মহা ঘোরা সংগ্রাম নদী হইতে রথ দ্বারা উত্তীর্ণ হইতেছেন। যে যুধিষ্ঠিরের ব্রহ্মণ্য, দম, দান, তপস্যা, ও মহৎচরিত বিদ্যমান রহিয়াছে, যাঁহার সখা ভ্রাতা ধনঞ্জয়, বলবান্ ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়, যাঁহার সহায় বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব এবং যাঁহার শরীর তপস্যা দ্বারা তাপিত হইয়াছে, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রতি তাঁহার মন্যুজন্য কোপই, ভারতী সেনা দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখিতেছ, অর্জ্জুন বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষে সমুদায় সৈন্য বিদারণ করিতেছেন; যেমন তিমি মহাসাগর ক্ষোভিত করে, তাহার ন্যায় কিরীটী ঐ সকল সৈন্য ক্ষোভিত করিতেছেন; ঐ শুন, সৈন্যমধ্যে হাহা ও কিল কিলা শব্দ হইতেছে। অতএব বৎস! তুমি শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, আমি যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করি। অমিততেজা রাজা যুধিষ্ঠিরের সমুদ্র-কুক্ষি সদৃশ ব্যূহের মধ্যে গমন করাই দুঃসাধ্য, কেননা উহা সর্ব্বত্র অবস্থিত অতিরথগণে সংযুক্ত রহিয়াছে। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব নরপতি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। উপেন্দ্রতুল্য, শ্যামবর্ণ ও মহাশালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ঐ অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সৈন্যাগ্রে গমন করিতেছেন। অতএব তুমি অন্য মহৎ ধনুক ও উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল লইয়া শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, বৃকোদরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কোন্ ব্যক্তি প্রিয় পুত্রকে বহু সম্বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা না করে,—সকলেই করে, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তোমাকে এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছি। হে বৎস! ঐ ভীষ্মও যম ও বরুণের তুল্য পরাক্রম প্রকাশ করত মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ, আপনার পক্ষীয় এই দশ জন যুবা যোদ্ধা মহৎযশের অভিলাষে নানা দেশীয় মহতী সেনায় সমবেত হইয়া ভীষ্মের সমরে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য, নয়, কৃতবর্ম্মা তিন ও কৃপ নয় বাণে ভীমসেনকে তাড়না করিলেন। চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ ভল্ল ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সিন্ধুরাজ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি সংখ্য সুশাণিত শরে ভীমসেনকে আহত করিলেন। মহারাজ! মহাবল ভীমসেন সর্ব্বলোক মধ্যে মহাবীর ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সেই সকল দেদীপ্যমান মহারথদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ শাণিত বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শল্যকে পঞ্চাশৎ ও কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপের সশর শরাসনের মধ্যস্থল ছেদন করিলেন; তৎপরেই ছিন্নধন্বা কৃপকে পুনর্ব্বার সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পরে বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ এবং জয়দ্রথকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে তিন শরে সমাহত করত হর্ষ সহকারে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। রথি-প্রবর কৃপ অন্য কার্ম্মুক লইয়া সংবদ্ধ হইয়া শাণিত দশ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ মহাবাহু ভীমসেন বহুতোত্র-বিদ্ধ মহাহস্তীর ন্যায় দশ বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বহুশরে কৃপকে তাড়িত করিলেন। কালান্তক সদৃশ মূর্ত্তিমান্ ভীমসেন তৎপরে সিন্ধুরাজের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে তিন শরে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিলেন। ভীমসেনের প্রতি বহু শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন দুই ভল্ল দ্বারা মহাত্মা জয়দ্রথের ধনুকের মধ্যভাগ

করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধুনাথ তখন ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে নরপাল! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সেই সংগ্রামে সেই সকল মহারথদিগকে শর বেধপূর্ব্বক নিবারণ করত অতি অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাজা শল্য ভীমসেনকে সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে সিন্ধুপতিকে রথবিহীন করিতে দেখিয়া ভীমসেনের বিক্রম সহ্য করিলেন না। তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শরসমূহ সন্ধানপূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও বীর্য্যবান্ সিন্ধুপতি, এই সকল অরিন্দমগণ সেই সংগ্রামে মদ্ররাজ শল্য নিমিত্ত সত্বর হইয়া ভীমকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং শল্যকে সপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন এবং এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মস্থল গাঢ়-বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন সারথি বিশোককে শর-নির্ভিন্ন দেখিয়া তিন বাণে মদ্ররাজের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন এবং অন্যান্য সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা প্রত্যেকে যত্নপরায়ণ হইয়া অকুণ্ঠিতাগ্রভাগ তিন তিন বাণে যুদ্ধবিশারদ ভীমসেনের মর্ম্ম স্থান সকল গাঢ়রূপে তাড়িত করিলেন। যেমন পর্ব্বত বর্ষমাণ মেঘের বারিধারাসমূহে ব্যথিত হয় না, সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাঁহাদিগের বাণসমূহে অতি বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। অপিচ, মহাযশা মহাবল ভীমসেন ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তিন বাণে প্রাগ্দেশ্বরকে ও নয় বাণে কৃপকে গাঢ়বিদ্ধ করিয়া প্রাগ্-জ্যোতিষ-রাজকে শত শায়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরেই লঘু-হস্তে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা কৃতবর্ম্মার শরের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন কৃতবর্ম্মা অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া বৃকোদরের ভ্রূ-দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ আঘাত করিলেন। বৃকোদর তখন শল্যকে নয়, ভগদত্তকে তিন, কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপ প্রভৃতি মহারথ-দিগকে দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও সকলে তাঁহাকে সুশাণিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন সেই সমস্ত মহারথকর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়াও ব্যথারহিত হইয়া, তাঁহা-দিগকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া, রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রধান অব্যগ্র হইয়া তাঁহার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র নিশিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহীপতে! বীরাগ্রগণ্য মহারথ ভগদত্ত স্বর্ণদণ্ডান্বিত এক শক্তি মহাবেগে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাভুজ সিন্ধুরাজ তোমর ও পট্টিশ, কৃপ শতঘ্নী, বীর্য্যবান্ শল্য শর এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর-গণ প্রত্যেকে পাঁচপাঁচ শিলীমুখ তাঁহার প্রতি বেগপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। পবন-নন্দন, বিপক্ষগণ-নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র বিফল করিয়া ফেলিলেন—ক্ষুরপ্র দ্বারা তোমরাস্ত্র দ্বিধা করিয়া ছেদন করিলেন, তিন বাণে পট্টিশাস্ত্রকে তিল কাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিলেন এবং কঙ্কপত্রযুক্ত নয় বাণে শতঘ্নী অস্ত্র ভেদ করিলেন। মহারথ বৃকোদর মদ্ররাজ-নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া ভগদত্ত প্রেরিত শক্তি সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অন্যান্য ভয়ানক বাণ সকল সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন; রণশ্লাঘী ভীমসেন এক এক বাণ তিন তিন খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন; তৎপরেই সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরদিগকে তিন তিন বাণে তাড়িত করিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয় সেই মহা-রণে মহারথ ভীমসেনকে শায়কসমূহদ্বারা শত্রুগণ সহ যুদ্ধ ও তাঁহাদিগকে নিহত করিতে দেখিয়া রথারোহণে তথায় আগমন করিলেন। মহারাজ! আপনার পক্ষ পুরুষপ্রবরেরা সেই দুই মহাত্মাকে তথায় সমবেত দেখিয়া জয়ের প্রতি হতাশ হইলেন। হে ভারত! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের নিধনা-কাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি গমনকালে ভীম-সেনকে আপনার পক্ষীয় দশ মহারথ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন; সুতরাং যাহারা ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, বীভৎসু ভীমের প্রিয়কার্য্য করিবার অভিলাষে তাঁহাদিগকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুন ও ভীমসেনের বধ নিমিত্ত সুশ-র্ম্মাকে আদেশ করিলেন, হে সুশর্ম্মন্! তুমি শীঘ্র সৈন্যসমূহে পরিবারিত হইয়া ধনঞ্জয় ও বৃকোদর উভয় পাণ্ডবকে বিনাশ কর। প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহার বাক্য শুনিয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত ধাবমান হইয়া ধনুর্দ্ধর ভীমার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর সেই সকল বিপক্ষ দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অর্জ্জুন সংগ্রামে যত্নপরায়ণ মহারথ শল্যকে সন্নতপর্ব্ব শরনিচয়ে সমাচ্ছাদিত করিলেন, সুশর্ম্মা ও কৃপকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন; এবং প্রাগ্-জ্যোতিষ ভগদত্ত, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ ও অবন্তিরাজ মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ, ইহাদিগের এক এক জনকে অঙ্ক ও ময়ূর পক্ষযুক্ত তিন তিন বাণে বিদ্ধ ও আপনার অন্যান্য সেনাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। সিন্ধু-রাজ জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথস্থ হইয়া পার্থকে শায়কনিকরে বিদ্ধ করিয়া বেগপূর্ব্বক ভীমসেনকে শর বিদ্ধ করিলেন। রথিপ্রবর শল্য ও কৃপ মর্ম্মভেদী নানাবিধ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকে সুশাণিত পাঁচ পাঁচ শরে অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে সত্বর সমাহত করিলেন। ভরতকুলপ্রধান রথিশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্রদ্বয় সমরে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহৎ সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাও নয়শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া মহানিনাদ করত মহৎসৈন্যদিগের ত্রাসোৎপাদন করিলেন। শৌর্য্যসম্পন্ন অন্যান্য বহু যোদ্ধা সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শরনিকরে ভীমসেন ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। রথিপ্রবর উদারস্বভাব ভীমার্জ্জুন উভয়ে গোসমূহ মধ্যে আমিষলুব্ধ মদোৎকট সিংহদ্বয়ের ন্যায়, সেই সকল রথিদিগের মধ্যে ক্রীড়মান হইয়া বিচিত্ররূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই দুই বীর রণমধ্যে শত শত শৌর্য্যশালী যোদ্ধা-দিগের ধনুক ও বাণসকল বহুধা ছেদন করিয়া মস্তক নিপাতিত

করিলেন। বহুল রথ ভগ্ন হইল এবং শত শত অশ্ব ও গজ আরোহীর সহিত উর্ব্বীতলে মহারণে পতিত হইল। বহুল রথী ও অশ্বারোহীদিগকে চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে নিহত হইয়া চেষ্টমান হইতে দেখা গেল। নিহত গজ, বাজি ও পদাতি সমূহে এবং বসুধা প্রভগ্ন বহুলরথে মেদিনী বিস্তীর্ণা হইল। বসুধা ছিন্ন, মর্দ্দিত ও নিপাতিত ছত্র, ধ্বজ, অঙ্কুশ, পরিস্তোম কেয়ূর, অঙ্গদ, হার, রাঙ্কব, উষ্ণীষ, ঋষ্টি, চামর, ব্যজন ও ইতস্তত পাতিত নরেন্দ্রগণের চন্দন-চর্চ্চিত বাহু ও উরুদ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। রণে অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি শরনিকরে সেই সকল বীরদিগকে নিবারণ করিয়া আপনার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া গঙ্গানন্দনের রথসমীপে গমন করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ ও অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, তখন সমর পরিত্যাগ করেন নাই। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ ফাল্গুন ভীষণ কৌরব সৈন্য অত্যন্ত বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ শীঘ্র শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথে নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন; পার্থ সেই সকল বাণ শরজালে নিবারণ করিয়া মহারথ ক্ষত্রিয়দিগকে মৃত্যুসমীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে সন্নতপর্ব্ব বহু ভল্লদ্বারা সমাহত করিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চ বাণে তাঁহার ধনুক ও হস্তাবাপ ছিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ শায়কনিচয়ে তাঁহার মর্ম্মস্থান গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজ রোষপরবশ হইয়া অন্য এক ভারসাধন ধনুক গ্রহণ করিয়া তিন শরে অর্জ্জুনকে তাড়িত করিলেন এবং পঞ্চ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! তদনন্তর মহারথ মগধরাজ ও দ্রোণ দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া যে স্থানে অতি মহারথ পার্থ ও ভীমসেন মহতী কৌরবী সেনা নিহত করিতেছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। হে ভরতপ্রবর! মগধরাজ জয়ৎসেন ভীমায়ুধধারী ভীমকে সুশাণিত অষ্ট সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন, ভীম দশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরেই এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন মগধরাজের মাতঙ্গ উদ্ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল, তাহাতে তিনি সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে রণ হইতে অপসৃত হইলেন। তখন দ্রোণ রন্ধ্র পাইয়া ভীমসেনকে সুশাণিত লৌহময় পঞ্চ ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। সমরশ্লাঘী ভীম রণে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণকে নবভল্লে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি ভল্লে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া, যে প্রকার বায়ু মহামেঘবৃন্দ অপসারিত করে, সেই প্রকার তাঁহার সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, রাজা কৌশল্য ও বৃহদ্বল, ইঁহারা সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমার্জ্জুনের অভিমুখীন হইলেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ব্যাদিতানন যম সদৃশ ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। শিখণ্ডী ভরত পিতামহ ভীষ্মকে দেখিয়া মহারথ ভীষ্ম হইতে ভয় পরিত্যাগ করিয়া সংহৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমস্ত সৃঞ্জয়গণের সহিত, ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার পক্ষীয় সকলেই যতব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডীপ্রভৃতি পার্থদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভীষ্ম নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল; হে নরপাল! আপনার পক্ষীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের পরস্পর জয় বা পরাজয় নিমিত্ত সংগ্রামরূপ দ্যূত ক্রীড়া আরব্ধ হইল, তাহাতে আপনাদিগের জয় বিষয়ে ভীষ্ম পণ-স্বরূপ হইলেন। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন, হে রথি-সত্তমগণ! তোমরা ভয় করিও না, ভীষ্মের সমীপে অভিদ্রুত হও। পাণ্ডবী সেনা সেনাপতির বাক্য শুনিয়া ত্বরাসহকারে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যাগত হইল। যে প্রকার মহোদধি বেলা ভূমিকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার রথিপ্রধান ভীষ্মও সেই সকল সমাগত সৈন্য প্রতিগ্রহ করিলেন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শান্তনুনন্দন মহাবীর্য্য ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কৌরবেরাই বা কি প্রকারে পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন এবং রণশোভী ভীষ্ম যে সেই দিবসে মহৎ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অশেষরূপে আপনার নিকট সংপ্রতি বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রতি দিনই কিরীটী আপনার পক্ষীয় সংরব্ধ রথিসমূহকে পরমাস্ত্র দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং কুরুপ্রবর রণজয়ী ভীষ্ম ও প্রতিজ্ঞানুসারে অনবরত পাণ্ডবদিগের সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! এ পক্ষের যুধ্যমান কুরুগণের সহিত ভীষ্ম এবং ও পক্ষের যুধ্যমান পাঞ্চাল্যগণের সহিত অর্জ্জুনকে দেখিয়া জয় বিষয়ে সংশয় হইয়াছিল। পরন্তু দশম দিবসে ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের সমাগমে অনবরত মহাভয়ানক সৈন্যক্ষয় হইল। পরমাস্ত্রবিদ্ পরন্তপ ভীষ্ম সেই দিবসে অযুত অযুত যোদ্ধাদিগকে ভূয়োভূয় নিহত করিলেন। যাহাদিগের নাম গোত্র অজ্ঞাতপ্রায় এবং যাহারা শৌর্য্যশালী ও সমরে অনিবর্ত্তী ছিল, তাহারা সকলেই ভীষ্ম কর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

শত্রুতাপন ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম দশ দিবসে পাণ্ডব সেনা সন্তাপিত করিয়া আপনার জীবনে নির্ব্বিণ্ণ হইলেন, তিনি সংগ্রামে সত্বর আত্মমরণে অভিলাষী হইয়া 'আর বহুতর মানবশ্রেষ্ঠদিগকে বিনাশ করিব না' এইরূপ চিন্তা করিয়া সমীপস্থ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে বৎস! সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট স্বর্গজনক ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর: আমি রণে বহুল প্রাণীকে নিহত করিয়া বহু সময় অতিবাহিত করিলাম; এক্ষণে আমার দেহ রক্ষণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমাকে সংহার করিতে যত্ন কর।

হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত

হও, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত কর। শক্রজয়ী অর্জ্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং সেই সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনও তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে সৃঞ্জয়গণ! তোমরা ভীষ্ম হইতে কিছুমাত্র ভয় করিও না, আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে জয় করিব, তাহাতে সংশয় নাই। দশম দিবসে পাণ্ডবেরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোক গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া ক্রোধাকুলিত চিত্তে শিখণ্ডীও অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তীকরত ভীষ্মনিপাতনে পরম যত্নসহকারে গমন করিলেন। তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নানাদেশীয় রাজগণ ও সপুত্র দ্রোণ স্ব স্ব সেনা সমভিব্যাহারে এবং বলশালী দুঃশাসন সমস্ত সহোদরের সহিত একত্রিত হইয়া সমরমধ্যে অবস্থিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আপনার পক্ষ শূরগণ মহাব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরধ্বজ অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া চেদী ও পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। শিনিপৌত্র সাত্যকি অশ্বত্থামার সহিত ধৃষ্টকেতু পৌরবের সহিত এবং অভিমন্যু অমাত্যসমবেত দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা বিরাট স্ব সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া সসৈন্য জয়দ্রথের সহিত এবং বাৰ্দ্ধক্ষেমির দায়াদ, বিচিত্র শরকার্ম্মুকধারী আপনার পুত্র চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধে সংগত হইলেন। যুধিষ্ঠির সসৈন্য মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজের সহিত এবং ভীমসেন, অভিরক্ষিত গজসৈন্যের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সোদরগণের সহিত সমবেত হইয়া অনিবার্য্য দুর্জ্জেয় সর্ব্বশস্ত্রধারী দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অরিন্দম সিংহধ্বজ রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকার-ধ্বজ সুভদ্রানন্দনের প্রতি অভ্যুদ্যত হইলেন। আপনার পুত্রগণ রাজগণের সহিত সমবেত হইয়া শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়ের বধ-কামনায় তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি আপতিত হইলেন।

হে ভারত! উভয় পক্ষীয় সেনা অতি ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধাবমান হইলে মেদিনী প্রকম্পিতা হইতে লাগিল। রণে ভীষ্মকে দেখিয়া উভয় পক্ষীয় সমস্ত সেনা পরস্পরের প্রতি সমাসক্ত হইলে, পরস্পর যত্নপূর্ব্বক ধাবমান সেই সমুদায় সৈন্যের মহাশব্দ সর্ব্বদিগে প্রাদুর্ভূত হইল। শঙ্খ-দুন্দুভি-নির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিতধ্বনি ও সৈন্যগণের সুদারুণ সিংহনাদ হইতে লাগিল। সমস্ত রাজাদিগের উত্তম অঙ্গদ ও কিরীটের চন্দ্র সূর্য্য তুল্য প্রভা দীপ্তিহীনা হইল। সমুত্থিত ধূলি পটলীতে মেঘ স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া শস্ত্র বিদ্যুতে সমাবৃত হইতে লাগিল; উভয় সেনার শরাসন, বাণ, শঙ্খ, ভেরী ও রথনিচয়ের সুদারুণ শব্দ তাহার গর্জ্জন ধ্বনি হইল। আকাশমণ্ডল উভয় সেনার প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও বাণসমূহে সমাকুল হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইল। রথীগণ রথীদিগকে ও সাদীগণ সাদীদিগকে পরস্পর নিহত করিয়া পতিত হইতে লাগিল। কুঞ্জরসকল কুঞ্জরদিগকে ও পদাতিসকল পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। হে নরপ্রবর! যে প্রকার আমিষ নিমিত্ত দুই শ্যেন পক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীষ্মনিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের বধার্থী ও জিগীষু হইয়া ঘোররূপে যুদ্ধে সমবেত হইলেন।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভীষ্ম নিমিত্ত মহতী সেনায় সংযুক্ত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন নতপর্ব্ব নয় শরে অর্জ্জুন পুত্রকে রণে সমাহত করিলেন এবং পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শর অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অর্জ্জুন-নন্দন সংক্রুদ্ধ হইয়া যমের ভগ্নীতুল্য ভয়ানক এক শক্তি দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে নরনাথ! আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন সেই ঘোররূপা শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহা দুই খণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুননন্দন সেই শক্তিকে পতিত দেখিয়া পরম কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণ দুর্য্যোধনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলেন। ভরতবংশের মহারথ অভিমন্যু পুনর্ব্বার ঘোরতর দশ সংখ্য শরদ্বারা দুর্য্যোধনের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল সমাহত করিলেন। হে ভারত! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও কুরুপুঙ্গব দুর্য্যোধন এই উভয় বীরের, ভীষ্মের নিধন ও অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্ত যে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা বিচিত্র ও সকল লোকের ইন্দ্রিয়প্রীতিকর হইল, সমুদায় পার্থিবগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন ব্রাহ্মণপুঙ্গব দ্রোণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে বেগশালী সাত্যকির বক্ষঃস্থল এক নারাচ দ্বারা সমাহত করিলেন। হে ভারত! অমেয়াত্মা শিনিপৌত্র অশ্বত্থামার সমুদায় মর্ম্মস্থলে কঙ্কপত্র-যুক্ত নয় বাণে তাড়না করিলেন। অশ্বত্থামাও সাত্যকির প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ঝটিতি সাত্যকির বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ সমর্পণ করিলেন। সাত্বতবংশীয় মহাযশা মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি দ্রোণপুত্রকর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে সমাহত করিলেন। মহারথ পৌরব, ধৃষ্টকেতুর ধনুক ছিন্ন করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন এবং সুশাণিত শরনিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন মহারাজ! ধৃষ্টকেতু অন্য ধনুক লইয়া ত্রিসপ্ততি শাণিত শরে পৌরবকে সমাহত করিলেন। সেই মহারথ মহাধনুর্দ্ধর মহাকায় দুই বীর পরস্পরকে মহাশর বর্ষণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জন পরস্পরের ধনুক ও রথঘোটক ছেদন করিয়া বিরথী ও ক্রোধপরবশ হইয়া অসিযুদ্ধে সমবেত হইলেন। উভয়ে বিচিত্র-শত-চন্দ্র বিভূষিত শত তারকা-শোভিত ঋষভ চর্ম্মদ্বয় ও অতি মহা প্রভাশালিত বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া, মহাবনে ঋতুমতী সিংহী সঙ্গমে যত্নপরায়ণ সিংহদ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর অভিক্রুত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার মানসে বিচিত্র মণ্ডলাকারে প্রত্যাগতি প্রদর্শন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পৌরব সংক্রুদ্ধ হইয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বৃহৎ খড়্গ দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ললাটে তাড়না করিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও পুরুষপ্রধান পৌরবের জত্রুদেশে শিতধার বৃহৎ খড়্গের আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! সেই দুই অরিন্দম পরস্পরের বেগে অভিহত হইয়া সেই মহারণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তদনন্তর আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গণ হইতে অপসারিত করিলেন। পরাক্রমশালী প্রতাপবান্ মাদ্রীপুত্র সহদেবও ধৃষ্টকেতুকে রণক্ষেত্র হইতে অপনীত করিলেন।

চিত্রসেন বহু শায়কে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি

শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরেই পুনর্ব্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। সুশর্ম্মাও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্র চিত্রসেনকে দশ দশ শাণিত শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে চিত্রসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব ত্রিংশৎ শরে সুশর্ম্মাকে সমাহত করিলেন। ভীষ্ম নিমিত্তক সেই সমরে যশ ও মানবর্দ্ধন নিমিত্ত সুশর্ম্মাও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! পরাক্রমশালী সুভদ্রাপুত্র সেই ভীষ্ম নিমিত্তক সমরে পার্থের সাহায্য জন্য রাজপুত্র বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অভিমন্যু কোশলেন্দ্রকে অষ্টশরে বিদ্ধ করিয়া প্রকম্পিত করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার শরনিকরে বিদ্ধ করিলেন এবং পুনর্ব্বার কোশলনাথের ধনুক ছেদন করিয়া কঙ্কপত্রসংযুক্ত ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। রাজপুত্র বৃহদ্বল অন্য ধনুক লইয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে বহুল বাণে ফাল্গুনপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। হে পরন্তপ! যেমন দেবাসুরযুদ্ধে বলি বাসবের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার ভীষ্ম নিমিত্ত বিচিত্রযোধী সংরব্ধ সেই দুই বীরের যুদ্ধ হইতে লাগিল। যে প্রকার বজ্রহস্ত ইন্দ্র বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত বিদারণ করত শোভমান হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন গজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত বহুলরূপে শোভিত হইলেন। গিরিসন্নিভ মাতঙ্গসকল ভীম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বসুন্ধরা নিনাদিত করত ভূপতিত হইতে লাগিল। অঞ্জনরাশি-সদৃশ গিরি-পরিমাণ সেই সকল নাগ ভূতলগত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির মহতী সেনা কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত যুদ্ধোদ্যত মদ্ররাজ শল্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশালী শল্য ও ভীষ্ম নিমিত্ত সংরব্ধ হইয়া মহারথ ধর্ম্মপুত্রকে প্রপীড়িত করিতে থাকিলেন। রাজা সিন্ধুপতি মৎস্যরাজ বিরাটকে সন্নতপর্ব্ব তীক্ষ্ণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। বিরাট, সেনাপতি সিন্ধুনাথের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে সুশাণিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন। মৎস্যরাজ ও সিন্ধুরাজ উভয়েরই বিচিত্র কার্ম্মুক, বিচিত্র অসি, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ ছিল, সুতরাং উভয়েই বিচিত্ররূপ হইয়া যুদ্ধে বিরাজমান হইলেন।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মহা সমরে সমবেত হইয়া সন্নতপর্ব্ব-শরনিকর দ্বারা মহাসংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দ্রোণ পঞ্চাশৎ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকাণ্ড ধনুক ছেদন করিয়া পরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক লইয়া যুধ্যমান দ্রোণের প্রতি শায়কসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণ শরাঘাতে সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে বীরশত্রুহন্তা পার্ষত যমদণ্ড তুল্য এক গদা দ্রোণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ হেমপট্ট-বিভূষিত সেই গদাকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া পঞ্চাশৎ পরিমিত বাণে তাহা নিবারণ করিলেন। পরে সেই গদা দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত শরবাহুল্যে বহুধা ছিন্ন, বিশীর্ণ ও চূর্ণীকৃত হইয়া বসুধাতলে পতিত হইল। শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা নিহত দেখিয়া সর্ব্ব লৌহময় উত্তম শক্তি দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! দ্রোণ নয় বাণে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর পার্ষতকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম নিমিত্ত দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন গঙ্গানন্দনকে দেখিয়া শাণিত শরনিচয়ে পীড়িত করত, বন মধ্যে এক মত্তহস্তী যেমন অন্য মত্তহস্তীর প্রতি অভিদ্রুত হয়, সেইরূপ অভিদ্রুত হইলেন। প্রতাপবান্ মহাবল ভগদত্ত মদান্ধ এক হস্তী আরোহণে অর্জ্জুনের প্রতি অভ্যাগত হইলেন। সেই হস্তীর শরীরের তিন স্থানে মদস্রাব হইতেছিল। বীভৎসু মহেন্দ্রের গজ তুল্য সেই গজকে আপতিত হইতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে তাহার প্রতি অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর প্রতাপশালী গজারোহী রাজা ভগদত্ত শরবর্ষণে অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। সেই নাগ যখন অর্জ্জুনের নিকট আসিতেছিল, তখন অর্জ্জুন নির্ম্মল তীক্ষ্ণ রজত-সন্নিভ উত্তম লৌহময় শরনিকরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে যাও যাও, ভীষ্মের নিকট যাও, উহাঁকে হনন কর, এই কথা বলিলেন। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরিত হইয়া দ্রুপদের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া দ্রুত বেগে ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হইলেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তদনন্তর আপনার পক্ষ শূরগণ যুদ্ধে বেগশীল অর্জ্জুনের সমীপে চীৎকার শব্দ সহকারে ধাবমান হইলেন, তাহা যেন অদ্ভুত হইয়া উঠিল। হে জনাধিপ! যে প্রকার বায়ু আকাশে মেঘবৃন্দকে অপনীত করে, সেই প্রকার অর্জ্জুন উপযুক্ত সময় পাইয়া আপনার পুত্রদিগের নানাবিধ সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন। শিখণ্ডী ভরত পিতামহকে দেখিয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর হইয়া বহুবাণে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম তখন রথ স্বরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, ধনুঃস্বরূপ শিখাসংযুক্ত, অসি, শক্তি ও গদা স্বরূপ ইন্ধন সমন্বিত ও শর-সমূহরূপ মহাজ্বালা-বিশিষ্ট অগ্নিরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছিলেন। যেমন অগ্নি বায়ুর সহিত একত্রিত হইয়া তৃণরাশিতে বিচরণ করত অতিশয় জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভীষ্ম দিব্যাস্ত্র সকল উদীরণ করত প্রজ্বলিত হইলেন। মহারথ ভীষ্ম সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শাণিত শরনিচয়ে পাণ্ডবপদানুগ সোমকদিগকে নিহত ও পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যদিগকেও নিবারণ করিতেছিলেন। তিনি দিক্‌, বিদিক্‌ নিনাদিত করিয়া রথীগণকে রথ হইতে ও অশ্বসকল আরোহীর সহিত নিপাতিত করিতেছিলেন। তিনি রথসকল মুণ্ড তাল বনের ন্যায় করিতেছিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রবর ভীষ্ম সেই রণে রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্যহীন করিতেছিলেন। সমুদায় সৈন্যই তাঁহার অশনিস্বন সদৃশ, জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতেছিল। হে মনুজেশ্বর! আপনার পিতার কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত বাণসকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতেছিল, তাহা যোদ্ধাদিগের কেবল শরীর মাত্রে সংযুক্ত হইয়াছিল না, ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছিল। হে নরনাথ! দেখিলাম, বেগবত্ত ঘোটকসংযুক্ত বহুল রথ নির্ম্মনুষ্য হইলে, তাহার অশ্বসকল নিয়ন্তা বিরহে বায়ুবেগে ইতস্তত রথসকল আকর্ষণ

করিতে লাগিল। চেদী, কাশী ও করূষ দেশীয় চতুর্দ্দশ সহস্র সদ্বংশজ বিখ্যাত শূর মহারথ, যাহাদিগের সকলেরই রথে সুবর্ণ ধ্বজ শোভিত ছিল, যাহারা সমরে অনিবর্ত্তী, তাহারা তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয় ও সংগ্রামে ব্যাদিতানন অন্তক তুল্য ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া রথ বাজি কুঞ্জরের সহিত পরলোকে গমন করিল। সোমকদিগের মধ্যে এমত কেহ মহারথ ছিল না যে, রণে ভীষ্মকে পাইয়া জীবিত থাকিতে প্রত্যাশা করে। জনসকল ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোধগণকেই প্রেতরাজপুরে উপনীত মনে করিল। সেই সময়ে শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথি বীর-পদবাচ্য অর্জ্জুন ও অমিততেজা পাঞ্চালরাজপুত্র শিখণ্ডী ব্যতিরেকে অন্য কোন মহারথ উহাঁর প্রতি অভিমুখীন হইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! শিখণ্ডী রণে পুরুষপ্রবীর ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শাণিত দশ ভল্লে তাঁহার স্তনদ্বয়ের অভ্যন্তর সমাহত করিলেন। গঙ্গানন্দন ক্রোধ প্রদীপ্ত চক্ষুর্দ্বারা কটাক্ষপাত করিয়া শিখণ্ডীকে যেনদগ্ধ করিয়াই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে যে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সমাহত করিলেন না, তাহা শিখণ্ডী বুঝিতে পারিলেন না। হে মহারাজ! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে বলিলেন, সত্বর অভিদ্রুত হও, পিতামহকে বধ কর। হে বীর! তোমার আর কথা কি আছে, তুমি মহারথ ভীষ্মকে সংহার কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, যুধিষ্ঠির পক্ষ সৈন্যমধ্যে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও এমত দেখিতে পাই না যে, এই সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। শিখণ্ডী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ত্বরাসহকারে নানাবিধ শরনিচয়ে পিতামহকে পরিকীর্ণ করিলেন। আপনার পিতা মহারথ দেবব্রত শিখণ্ডী-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ গণ্য না করিয়া ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকেই সমরে সায়কসমূহে নিবারিত করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও মহৎ সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, যেমন মেঘসমূহ দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তিনি ভারতগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই স্থলে আপনার পুত্র দুঃশাসনের এই আশ্চর্য্য পৌরুষ অবলোকন করিলাম যে, তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধও করিলেন, এবং পিতামহকেও রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমুদায় লোক আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অতি তেজস্বী রূপে যে অর্জ্জুনসহ পাণ্ডবদিগের সহিতযুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা নিবারণ করিতেও পারিলেন না। তিনি মহাধনুর্দ্ধর রথীদিগকে রথহীন, মহাধনুর্দ্ধর সাদীদিগকে অশ্বহীন ও মহাধনুর্দ্ধর মহাবল গজারোহীদিগকে গজবিহীন করিলেন। উহারা তীক্ষ্ণ শরনিকরে নির্ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য দন্তিগণ শরপীড়িত হইয়া নানাদিকে বিদ্রুত হইতে লাগিল। যেমন অগ্নি ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ত শিখ ও উল্বণ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেই প্রকার আপনার পুত্র দুঃশাসন পাণ্ডবসেনা দগ্ধ করত জ্বলিতে লাগিলেন। হে ভরতনন্দন! সেই মহা প্রমাণ দুঃশাসনকে পাণ্ডবদিগের মধ্যে কৃষ্ণ সারথি শ্বেতবাহন মহেন্দ্র-তনয় ব্যতিরেকে কোন মহারথ জয় করিতে কি তাঁহার প্রতি অভ্যুদ্গত হইতে কোন প্রকারে উৎসাহ করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! সেই বিজয় নামে প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে সমরে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে অভিদ্রুত হইলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন পরাজিত হইয়াও ভীষ্মের বাহুবল আশ্রয় করিয়া স্বপক্ষদিগকে পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান করিয়া মদোৎকট হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করত সমরে প্রদীপ্ত হইলেন। আর শিখণ্ডি সর্পবিষ তুল্য ও অশনিসম-স্পর্শ শরনিচয়ে পিতমহকেই বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। কিন্তু শিখণ্ডীনিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ আপনার পিতার পীড়াকর হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার উষ্ণার্ত্ত মনুষ্য জলধারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ন্যায় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে থাকিলেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয় সকল সমরে ভীষ্মকে ভীষ্মরূপ হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৈন্য দগ্ধ করিতেই দেখিতে লাগিলেন। তদনন্তর আপনার পুত্র সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা সংগ্রামে অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম সমরে তোমাদিগের সকলকে রক্ষা করিবেন। অতএব তোমরা মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ কর। পিতামহ ভীষ্ম সমরে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের শর্ম্ম বর্ম্ম রক্ষা করত মহাহেমতালধ্বজে শোভমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অমরগণ মিলিত হইয়াও মহাত্মা ভীষ্মকে রণে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না, ইহাতে মহাবল পাণ্ডবেরা মনুষ্য হইয়া উহাঁর কি করিতে পারিবে? হে যোধগণ! তোমরা সংযুগে অর্জ্জুনকে দেখিয়া কি হেতু পলায়ন করিতেছ? তোমরা সকলেই ক্ষত্রিয়, অতএব সর্ব্বপ্রকারে যত্নবান্ হও, আমি অদ্য রণে যত্নপরও তোমাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব।

হে ভূপতে! তোমার ধনুর্দ্ধর পুত্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লিক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয় দেশীয় বীর্য্যশালী মহাবলাক্রান্ত সমুদায় যোধগণ, যেমন পতঙ্গগণ অগ্নিতে পতিত হয়, তাহার ন্যায় অর্জ্জুনের নিকটে আপতিত হইল। হে মহারাজ! মহাবল ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথদিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত সমাগত দেখিয়া দিব্যাস্ত্রসকল চিন্তাপূর্ব্বক সন্ধান করিয়া, সেই সকল মহাবেগশীল অস্ত্রসমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত শরনিকরপ্রতাপে, যেমন অগ্নি পতঙ্গসমূহকে দগ্ধ করে, সেই প্রকার আশু তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই দৃঢ়ধন্বা যখন সহস্র সহস্র বাণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা সৃজন করিতে লাগিলেন, তখন আকাশে তাঁহার গাণ্ডীব দীপ্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই সকল ক্ষত্রিয়গণ শরপীড়িত হইলে তাঁহাদিগের মহাধ্বজ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়াও কপিধ্বজ

অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইতে পারিলেন না। রথীগণ রথধ্বজের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বের সহিত এবং গজারোহী গজের সহিত কিরীটির শরে তাড়িত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন-কর-নির্ম্মুক্ত শরে চতুর্দ্দিকে রাজগণের বহুধা পলায়মান সৈন্যদ্বারা পৃথিবী সমাবৃতা হইল। হে মহারাজ! অর্জ্জুন সেই সকল সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুঃশাসনের প্রতি বহুল শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল বাণ আপনার পুত্র দুঃশাসনকে ভেদ করিয়া অধোমুখ হইয়া, যেমন পন্নগগণ বল্মীকে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় ধরণীতে প্রবেশ করিল। তৎপরে তিনি দুঃশাসনের অশ্বসকল নিহত করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে বিবিংশতিকে বিংশতি বাণে রথহীন করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। তদনন্তর কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন কৃপ, শল্য ও বিকর্ণকে বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে রথবিহীন করিলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি, এই পাঁচ জন সব্যসাচীকর্ত্তৃক সমরে পরাজিত ও রথবিহীন হইয়া পলায়ন করিলেন। হে ভরতপ্রবর! পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে অর্জ্জুন সেই মহারথদিগকে পরাজিত করিয়া ধূমরহিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন এবং রশ্মিবান্ ভাস্কর যেমন সর্ব্বত্র রশ্মি বিকিরণ করেন, তাহার ন্যায় তিনি শরবর্ষণ করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকেও নিপাতিত করিলেন। তিনি মহারথদিগকে শরবর্ষণে পরাঙ্মুখ করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে শোণিতরূপ জলের নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। গজ, অশ্ব ও রথসমূহ রথীগণকর্ত্তৃক বহুধা নিহত, রথসকল নাগগণকর্ত্তৃক এবং অনেক অশ্ব ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। অনেক গজ, অশ্ব ও রথযোধীদিগের শরীর ও মস্তক মধ্যস্থলে ছেদিত হইয়া সমস্ত দিকেই পতিত হইল। হে নৃপতে! রুধিরপঙ্কে প্রোথিত অনেক হস্তী এবং রথনেমিতে কর্ত্তিত, পতিত ও পাত্যমান কুণ্ডলাঙ্গদধারী মহারথ রাজপুত্রগণে রণক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। পদাতি ও অশ্বসহিত সাদী সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনেক গজযোধী ও রথযোধী সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইল এবং রথসকলের চক্র, যুগ ও ধ্বজ ভগ্ন হইল; ঐ সকল রথ ভূমিতলে ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। যে প্রকার শরৎকালে রক্তবর্ণ মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়, সেই প্রকার রণস্থল গজ, অশ্ব ও রথিসমূহের রুধিরে সংসিক্ত ও সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। কুক্কুর, কাক, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য পশু পক্ষীগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতভাবে শব্দ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ ও অন্যান্য প্রাণী সকলকে নিনাদ করিতে দেখা গেল; বায়ু, সকল দিকেই বহু প্রকারে বহিতে লাগিল। কাঞ্চনময় দাম ও মহামূল্য পতাকাসকল সহসা বায়ু-প্রেরিত হইয়া উড্ডীয়মান দৃষ্ট হইতে লাগিল শত শত সহস্র সহস্র শ্বেত ছত্র ও ধ্বজ বিশিষ্ট মহৎ রথ ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। পতাকার সহিত অনেক মাতঙ্গ শরপীড়িত হইয়া দিগ দিগন্তর গমন করিতে লাগিল। হে মনুষ্যেন্দ্র! অনেক ক্ষত্রিয়কে গদা, শক্তি ও ধনুক ধারণ করিয়াই ধরণীতলে পতিত থাকিতে দেখা গেল। হে মহারাজ! তদনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সর্ব্ব-ধন্বির সাক্ষাতে অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইলেন। বদ্ধসন্নাহ শিখণ্ডী তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত অগ্নি তুল্য বাণসকল প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন পিতামহকে মোহিত করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে নিহত করিতেছিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সঞ্জয় কহিলেন হে ভারত! ভূয়িষ্ঠ সৈন্য সমানরূপে নাহিত হইলেও সকলেই সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মলোক গমনেই তৎপর হইল। সঙ্কুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল, সৈন্যেরা সমযোগ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইল না। রথির সহিত রথির, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর, গজারোহীর সহিত গজারোহীর এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইল না; সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সেনার অতি ভয়ানক বিপর্য্যয় সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই প্রাণিক্ষয়জনক সংগ্রামে মনুষ্য ও হস্তী সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে নর নাগে বিশেষ রহিল না, সকলেই সকলকে হতাহত করিতে লাগিল। এদিকে শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ, এই পাঁচ জন যোদ্ধা স্ব স্ব ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবী সেনা প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহারা ঐ পাঁচ মহাত্মা কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, যেমন জলোপরি নৌকা বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণা হয়, সেই প্রকার বহুধা উদ্ভ্রামিত হইতে লাগিল। যে প্রকার শিশিরকাল গোগণের মর্ম্মচ্ছেদ করে, সেই প্রকার ভীষ্মও পাণ্ডব পক্ষ সৈন্যদিগের মর্ম্ম কৃন্তন করিতে লাগিলেন। ওদিকে মহাত্মা অর্জ্জুনও আপনার সৈন্যের নব মেঘসদৃশ গজসকল নিপাতিত এবং রথযূথপতি সকলকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। বহুল মহাহস্তী স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র নারাচ ও শরদ্বারা তাড্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করত ধরাশায়ী হইল। অনেক মহাত্মা নিহত হইলেন; তাহাদিগের আভরণভূষিত দেহ ও কুণ্ডলশোভিত মস্তকে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইল। সেই বীরক্ষয়জনক মহাসংগ্রামে ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় উভয়েই বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকিলে, আপনার সেই সকল পুত্রেরা সমস্ত সৈন্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং স্বর্গকে পরমাশ্রয় জ্ঞান করিয়া মরণে মনোনিবেশ করত পাণ্ডবদিগের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন।

হে নরাধিপ! শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরাও আপনার পুত্রের পূর্ব্বদত্ত বিবিধ বহু ক্লেশ স্মরণ করত ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক গমনে কৃতনিশ্চয় ও ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া হর্ষসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে সেনাগণকে কহিলেন, হে সোমকগণ! তোমরা সৃঞ্জয়গণের সহিত, গঙ্গানন্দনকে আক্রমণ কর। সোমক ও সৃঞ্জয়গণ সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। হে রাজন্! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই কীর্ত্তিমান্ ভীষ্মকে পূর্ব্বে ধীমান্ পরশুরাম যে পরসৈন্যবিনাশিনী অস্ত্রশিক্ষা করাইয়াছিলেন, তিনি সেই অস্ত্রশিক্ষা বলে প্রতিদিন পাণ্ডবদিগের দশ সহস্র করিয়া সৈন্যক্ষয় করিয়াছিলেন; কিন্তু দশম দিবসে সেই বীর শত্রুহন্তা ভীষ্ম একাকী

পাঞ্চাল দেশীয় অসংখ্য গজ ও অশ্ব নিহত করিয়া সাত জন মহারথকে নিহত করিলেন; এবং পুনর্ব্বার পঞ্চ সহস্র রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মনুষ্য, ষট্‌সহস্র দন্তী ও অযুত অশ্ব নিহত করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজাদিগের বাহিনী ক্ষোভিতা করিয়া বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীককে নিপাতিত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীষ্ম সমরে শতানীককে নিহত করিয়া ভল্লসমূহদ্বারা সহস্র রাজাকে তাড়না করিলেন। পাণ্ডব পক্ষ যে সকল ক্ষত্রিয়েরা ধনঞ্জয়ের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া যমসদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম এইরূপে দশদিক্ হইতে শরজালে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে সমাহত করিয়া সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। তিনি দশম বাসরে অতি মহৎ কর্ম্ম করিয়া শরাসন-হস্তে উভয় সেনার মধ্যস্থলে যখন অবস্থিত হইলেন, তখন যেমন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নকালীন অম্বরস্থ তপন্ত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ কোন ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। হে ভরতনন্দন! যে প্রকার দেবরাজ ইন্দ্র সমরে দৈত্যসেনাদিগকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি পাণ্ডবীয় সৈন্যদিগকে তাপিত করিতে লাগিলেন। দেবকীপুত্র মধুসূদন তাঁহাকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রীতচিত্তে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ ভীষ্ম উভয় সেনার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, বলপূর্ব্বক উহাঁকে নিহত করিয়া বিজয় লাভ কর। যেখানে উনি ঐ সকল সৈন্যদিগকে নির্ভিন্ন করিতেছেন, সেই স্থলে বল-বিক্রম প্রকাশ করিয়া উহাঁকে সংস্তম্ভিত কর। হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভীষ্মের বাণসকল সহ্য করিতে উৎসাহ করে না।

হে নরপাল! কপিধ্বজ ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শরসমূহ দ্বারা ভীষ্মকে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত সমাবৃত করিলেন। কুরুপ্রবরদিগের প্রধান ভীষ্ম, অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারাই বহুধা বিদারণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পাঞ্চালরাজ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়াধিপতি পঞ্চ ভ্রাতা, মহাবাহু সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীনন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, শিখণ্ডী, বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত যোধগণ ও অন্যান্য অনেকে ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত করিলেন। তদনন্তর শিখণ্ডী কিরীটী-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পরমায়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইলেন। রণবিভাগবেত্তা অপরাজিত অর্জ্জুন ভীষ্মের অনুগামীদিগকে নিহত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল ও সহদেব, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাস্ত্রসকল সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুদ্ধে অনিবর্ত্তী ও দৃঢ়ধন্বা এই সকল মহারথ, ভীষ্মের প্রতি কৃতলক্ষ্য শরসমূহ বহু প্রকারে নিক্ষেপ করিলেন। অদীনাত্মা ভীষ্ম সেই সকল পার্থিবশ্রেষ্ঠগণের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্য বিলোড়ন করিতে লাগিলেন এবং যেন ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত শরসকল নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি মুহুর্মুহু হাস্যপূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বাণ সন্ধান করিলেন না। সেই মহারথ দ্রুপদসৈন্যের সপ্ত রথীকে নিহত করাতে, ক্ষণকাল মধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদি দেশীয় যোদ্ধৃগণ কিল কিলা শব্দে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। হে পরন্তপ! তাহারা নর, অশ্ব, বারণ ও রথসমূহ দ্বারা, যে প্রকার মেঘমণ্ডলী দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় রিপু-তাপ-প্রদ এক মাত্র ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর তাঁহাদিগের সহিত ভীষ্মের দেবাসুরসদৃশ সেই যুদ্ধ সময়ে কিরীটী শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া ভীষ্মকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা এইরূপে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া সুঘোরা, শতঘ্নী, পট্টিশ, পরশ্বধ, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, কনকপুঙ্খ শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ বৎসদন্ত ও ভুশুণ্ডী, এই সকল অস্ত্রদ্বারা ভীষ্মকে সর্ব্ব প্রকারে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ ও মর্ম্মস্থান সকল নির্ভিন্ন হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে সমাহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তখন প্রলয় কালীন অগ্নিস্বরূপ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। শর, কার্ম্মুক ও অন্যান্য মহাস্ত্রসকলের দীপ্তি উহার প্রকাশ, অস্ত্রসকলের প্রসরণ উহার সখা বায়ু, রথের নেমি-শব্দ উহার উত্তাপ, বিচিত্র ধনুক উহার মহাশিখা এবং বীরদেহ উহার ইন্ধন হইল। বিপক্ষের প্রতি এতাদৃশ অগ্নি স্বরূপ ভীষ্ম কখন বা সেই সকল নরেন্দ্রদিগের রথসমূহের মধ্য হইতে নিঃসরণ, কখন বা মধ্যভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাঞ্চালরাজ ও চেদিরাজকে গণ্য না করিয়া পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি সাত্যকি, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীষণ শব্দ ও মহাবেগসম্পন্ন মর্ম্ম ও আবরণ ভেদী শাণিত উত্তম শরনিচয়ে প্রবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই ছয় জন মহারথ তাঁহার শাণিত বাণসকল নিবারিত করিয়া বলপূর্ব্বক দশ দশ বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল শিলাশাণিত স্বর্ণ-পুঙ্খ বাণ তাঁহার প্রতি মোচন করিলেন, তাহা তাঁহার শরীর মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। শিখণ্ডী পুরোবর্ত্তী কিরীটী সংরব্ধ ও ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন

দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত, এই সাত জন মহারথ ভীষ্মের ধনুশ্ছেদ সহ্য না করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম দিব্যাস্ত্রসকল প্রকাশিত করত কিরীটীর প্রতি দ্রুত বেগে আপতিত হইলেন এবং কিরীটীকে অস্ত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন। যেমন প্রলয়কালে উচ্ছলিত সমুদ্রের শব্দ শ্রুত হয়, তাঁহাদিগের অর্জ্জুনসমীপে আপতন কালে সেই রূপ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল অর্জ্জুনের রথসমীপে নিহত কর, আনীত কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এই-

রূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। হে ভরত-প্রবর ; সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু ক্রোধান্ধ ও ত্বরিত হইয়া বিচিত্র কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। যেরূপ দেবগণের সহিত দানবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। এ দিকে কিরীটী কর্ত্তৃক রক্ষিত রথিপ্রবর শিখণ্ডী ছিন্নধন্বা ভীষ্ম ও তাঁহার সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গানন্দন অন্য এক বেগবত্তর ধনুক গ্রহণ করিলেন, অর্জ্জুন তাহাও শাণিত তিন বাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম যতবার ধনুক গ্রহণ করিলেন, তত বারই শত্রুতাপন সব্যসাচী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তিনি বার-ম্বার ছিন্নধন্বা হইলে, আর ধনুক গ্রহণ না করিয়া সৃক্কলেহন করত, গিরি বিদারণ-ক্ষম একশক্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রোধ সহকারে অর্জ্জুনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডুনন্দন জ্বলন্ত বজ্রতুল্য সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া পাঁচটি শাণিত ভল্ল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই পাঁচ ভল্ল দ্বারা তাঁহার বাহুনিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। যে প্রকার বিদ্যুৎ মেঘবৃন্দ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিচ্ছিন্ন হয়, সেই সেই প্রকার শক্তি, সংক্রুদ্ধ কিরীটী কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। পর-পুরঞ্জয় ভীষ্ম শক্তি-অস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া, ক্রোধসমন্বিত হইয়া, চিন্তা করিলেন, যদি মহাবল জনার্দ্দন পাণ্ডবদিগের রক্ষাকর্ত্তা না হইতেন, তাহা হইলে আমি এক ধনুক লইয়াই উহাদিগের সকলকে নিহত করিতে পারিতাম। অপিচ পাণ্ডবদিগের অবধ্যতা এবং শিখণ্ডীর স্ত্রীভাব, এই দুই কারণে আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব না। পূর্ব্বকালে আমার পিতা কালীকে বিবাহ করিবার সময়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ইচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন, আমি ইচ্ছা না করিলে রণে আমার মরণ সম্ভাবনা নাই, অতএব এই সময়ে আমার মৃত্যু- ইচ্ছা করাই কর্ত্তব্য; এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়। অমিত তেজা ভীষ্মের এই অভিপ্রায় আকাশস্থ ঋষিগণ ও বসুগণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা স্থির করিলে, তাহা আমাদিগেরও প্রিয়, হে মহাধনুর্দ্ধর! তুমি তাহাই কর,—যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। তাঁহাদিগের ঐ বাক্যের সমাপ্তি হইলে জলকণা-সমন্বিত শিবজনক সুগন্ধি বায়ু অনুলোপক্রমে প্রাদুর্ভূত, দেবগণের মহা দুন্দুভি-ধ্বনি এবং ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। হে নৃপ! তাঁহাদিগের সেই বাক্য মহাবাহু ভীষ্ম ব্যতিরেকে অন্য কেহ শুনিতে পাইল না; কিন্তু আমি মুনি-প্রদত্ত বরপ্রভাব হেতু শুনিতে পাইলাম। হে নরনাথ! সর্ব্ব লোক-প্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের অন্তঃকরণে মহা দুঃখসঞ্চার হইল।

মহাযশা শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দেবগণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাভরণ-ভেদী শাণিত শরসমূহে নির্ভিন্ন হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি আক্রমণ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রোধাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে শাণিত নয় শর আহত করিলেন। যে প্রকার ভূকম্প হইলে অচল অচল-ভাবেই থাকে, সেইরূপ ভীষ্ম শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া অচল রহিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন হাস্যপূর্ব্বক গাণ্ডীব বিক্ষেপ করত গঙ্গানন্দের প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ অর্পণ করিলেন। পুনর্ব্বার তিনি সংক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া ভীষ্মের সর্ব্বগাত্রে সর্ব্ব মর্ম্ম স্থানে বাণ বেধ করিলেন। সত্যপরাক্রম মহারথ ভীষ্ম এইরূপ অন্যান্য কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র বার গাঢ়বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশু বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের বিমুক্ত শরসকল সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা সমানরূপে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল শিলাশাণিত স্বর্ণ পুঙ্খ-যুক্ত বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তাঁহার পীড়াকর হইল না। অনন্তর কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া, শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন, এবং তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার রথধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক দশ শরে তাঁহার সারথিকে প্রকম্পিত করিলেন। গঙ্গানন্দন বলবত্তর অন্য এক ধনুক গ্রহণ করিলে, তাহাও অর্জ্জুন তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে ভীষ্ম যত ধনুক গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ ছেদন করেন, এইরূপে তাঁহার বহু ধনুক ছেদন করিলেন। তদনন্তর শান্তনুপুত্র, অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধোদ্যত হইলেন না, পরন্তু অর্জ্জুন পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম শরনিকরে অতি বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে বীর! পাণ্ডবদিগের মহারথ ঐ অর্জ্জুন সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহু সহস্র বাণে আমাকে সমাহত করিতেছেন। বজ্রধারী ইন্দ্রও সমরে উহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন না, এবং দেব, দানব ও রাক্ষস সমস্ত একত্রিত হইয়া আমাকেও সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, অতএব মনুষ্যেরা মহারথ হইলেও আমার কি করিবে? এইরূপে ভীষ্ম দুঃশাসনের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, ঐ সময়ে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া শাণিত শরসমূহে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্ম গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের শাণিত শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার হাস্যমুখে দুঃশাসনকে বলিলেন, এই সকল বাণ ধারাবাহী রূপে সমাগত হইয়া বজ্রাশনির ন্যায় আমার গাত্রে লগ্ন হইতেছে, ইহা অর্জ্জুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ আমার দৃঢ়াবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্ম ছেদ করিতেছে এবং মুষলের ন্যায় আমাকে সমাহত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ ব্রহ্মদণ্ড সম স্পর্শ ও বজ্রবেগের ন্যায় দুঃসহ হইয়া আমার প্রাণ অর্দ্দিত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। গদা ও পরিঘসম সংস্পর্শ এই সকল বাণ যমদূতগণের ন্যায় আমার গাত্রে নিহত হইয়া যেন আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে। এই সকল বাণ লেলিহান বিষোল্বণ ভুজগের ন্যায় আমার মর্ম্মস্থান সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে। যে প্রকার মাঘ মাসে গোসকলের মর্ম্ম কৃন্তন হয়, সেই প্রকার এই সকল বাণ আমার শরীর কর্ত্তন করিতেছে, অতএব এই সকল বাণ

৫। ভীষ্মের শর-শয্যা।




মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইয়া শরশয্যায় শয়ান হইলে, তাঁহাতে দিব্যভাব সমাবিষ্ট হইল। তখন মেঘ বর্ষণ করিতে লাগিল, মেদিনী কম্পিতা হইল। (ভীষ্মপর্ব্ব ৭১৫ পৃষ্ঠা।)

ন্তুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। কপিগাণ্ডীবধন্বা বীর জিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ ত্রিত হইয়াও যুদ্ধে আমার দুঃখোৎপাদন করিতে পারে হে ভারত! শান্তনুপুত্র এইরূপ কথা বলিতে বলিতে অর্জ্জুনকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা হইয়া তাঁহার প্রতি এক ক্ত নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সমস্ত কুরুবীরগর সাক্ষাতে তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি তিন বাণে তিন করিয়া ছেদন করত নিপাতিত করিলেন। তৎপরে গঙ্গা। মৃত্যুমুখে গমন বা বিজয় লাভ, এই দুইয়ের অন্যতরাভিম স্বর্ণ বিভূষিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তিনি া গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই র্জ্জুন শায়কসমূহ দ্বারা সেই খড়্গ, চর্ম্ম, শতধা করিয়া ছিন্ন লেন, তাহা আশ্চর্য্যকর হইল। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা গঙ্গা-পুত্রের াপে যুদ্ধে অভিদ্রুত হও, তোমাদিগের অণুমাত্রও ভয় সম্ভানাই'। তাহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তোমর, স, বাণ, পট্টিশ, উদ্যম নিস্ত্রিংশ, শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ভ্রসমূহ লইয়া ঘোর সিংহনাদ সহকারে এক ভীষ্মের র অভিদ্রুত হইল। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণও ষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে সিংহদ সহকারে তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। সেই দশম সে ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণের পক্ষগণ সহ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় ন্য পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল। যে প্রকার সমুদ্রে াসঙ্গম হইলে মুহূর্ত্তকাল আবর্ত্ত হয়, সেই প্রকার উভয় ্য আন্দোলিত হইল। তখন রণভূমি শোণিতাক্ত হইয়া কেরূপে প্রকাশ পাইল, সম বিষম স্থান বোধগম্য রহিল না। দশম দিবসেই যুদ্ধে ভীষ্মের সমুদায় মর্ম্মস্থান নির্ভিন্ন ও, তিনি অযুত যোদ্ধা নিহত করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করি- অনন্তর সেনার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া ধনুর্দ্ধর ন কৌরবসেনার মধ্যভাগ বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় হইতে শাণিত শররে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, ব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, বি, বশাতি, শাল্বাশ্রিত, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কৈকেয়, এই সকল ন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাত্মাগণ শরার্ত্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া অর্জ্জুন যুধ্যমান ভীষ্মকে রণে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বহু দ্ধা, সমস্ত কৌরবদিগকে তাড়িত করিয়া চতুর্দ্দিকে এক ষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিতে লাগিন। শত শত সহস্র সহস্র শরে ভীষ্মকে হনন করিয়া যোদ্ধাগর 'নিপাতিত কর, গ্রহণ কর, বেধ কর, ছেদন কর', এইরূপ লে শব্দ তাঁহার রথ সমীপে হইতে লাগিল। এইরূপে আপর পিতা অপরাহ্ণ সময়ে আপনার পুত্রদিগের সাক্ষাতে র্জ্জুন কর্ত্তৃক শাণিতাগ্রভাগ শরসমূহে ক্ষতবিক্ষত দেহে র্ব শিরা হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। রথ হইতে ষ্মের পতনকালে পার্থিবগণ ও আকাশস্থ দেবগণের মহাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। মহাত্মা পিতামহকে হইতে পড়িতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সকলের চিত্তও পতিত হইল। সর্ব্ব ধনুষ্মানের ধ্বজ স্বরূপ সেই মহাবাহু, পরিভ্রষ্ট ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বসুধা অনুকম্পিত করত পতিত হইলেন। সেই মহাত্মা শরসমূহে সমাবৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং পতিত হইয়া ধরণীস্পর্শ করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ রথ হইতে নিপতিত হইয়া শরশয্যায় শয়ান হইলেন, তাঁহাতে দিব্যভাবসমাবিষ্ট হইলে তখন মেঘবর্ষণ করিতে লাগিল এবং মেদিনী কম্পিতা হইল। তিনি পতন সময়ে দিবাকরকে দক্ষিণদিগবলম্বী দেখিয়া তৎকালে দক্ষিণায়ণ চিন্তা করত জ্ঞানাবলম্বন করিলেন, এবং অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দিক্ হইতে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, 'নরসিংহ মহাত্মা গঙ্গানন্দন দক্ষিণায়নে কি হেতু প্রাণত্যাগ করিবেন?' তাহা শ্রবণ করিয়া গঙ্গানন্দন কহিলেন, আমি জীবিত আছি। কুরু পিতামহ ভীষ্ম মহাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণকাল প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়সুতা গঙ্গা ভীষ্মের অভিপ্রায় জানিয়া মহর্ষিদিগকে হংসরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। যেস্থানে নরসিংহ পিতামহ শরতল্পে শয়ান ছিলেন, মানসনিবাসী হংসরূপী ঋষিগণ ত্বরিত ও মিলিত হইয়া উৎপতনপূর্ব্বক সেইস্থানে তাঁহাকে দেখিতে আগমন করিলেন। হংসরূপী ঋষিগণ কুরুকুলতিলক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে শরতল্পে শয়ান দেখিতে পাইলেন। সেই সকল মনীষী মহর্ষিগণ সেই মহাত্মাকে প্রদক্ষিণ করত তৎকালে ভাস্করকে দক্ষিণায়নগামী ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিলেন, ভীষ্ম মহাত্মা হইয়া দক্ষিণায়নে কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন? হংসেরা এই কথা বলিয়া দক্ষিণদিগভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। হে ভারত! মহাবুদ্ধিমান্ শান্তনু-নন্দন তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ হইয়া চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি দক্ষিণায়ন-সত্ত্বে কোন প্রকারে পুরলোকে গমন করিব না, ইহা মানস করিয়াছি। হে হংসগণ! আমি তোমাদিগের সমীপে সত্য বলিতেছি, আদিত্য উত্তরদিকে আবর্ত্তন করিলে, আমার পুরাতন স্বকীয় স্থানে গমন করিব, এক্ষণে উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। সমুচিত সময়ে প্রাণত্যাগ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য আমার আয়ত্ত আছে, এই হেতু আমি উত্তরায়ণে মরণাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিব। আমার মহাত্মা পিতা যে আমাকে ইচ্ছা মরণ বর দিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হউক। সেই বর প্রভাবে আমার মরণের প্রতি আমার কর্ত্তৃত্ব আছে, আমি তাহা ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। শরশয্যাগত ভীষ্ম এই কথা কহিয়া শয়ন করিলেন। কুরুকুলের শৃঙ্গ স্বরূপ মহাতেজস্বী ভীষ্ম এইরূপে পতিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে ভরতকুল-প্রবর! ভরতপিতামহ সেই মহাসত্ত্ব হত হইলে আপনার পুত্রেরা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন, সমস্ত কৌরবদিগেরই তৎকালে মোহ উপস্থিত হইল। কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বিষাদপ্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় ও দীর্ঘকাল স্থির হইয়া চিন্তাসক্ত হইলেন, যুদ্ধে আর মনঃ সমাধান করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের উরু যেন গ্রাহ-কুম্ভীর-মকরাদি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ

করিয়া রাখিল, পাণ্ডবদিগের প্রতি যুদ্ধে অভিমুখীন হইতেও সমর্থ হইলেন না। হে মহারাজ! শান্তনুপুত্র মহাতেজা ভীষ্ম লোকে। অবধ্য হইয়াও যখন হত হইলেন, তখন আমাদিগের এই বিশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, কুরুরাজ আর জীবিত থাকেন না। আমরা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত, শাণিত শরসমূহে ক্ষত বিক্ষত ও হতবীর হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলাম। হে জনেশ্বর! পরিঘবাহু শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত হইয়া এবং আমি যুদ্ধে জয় প্রযুক্ত পরকালেও পরমগতি লাভ হইবে মনে করিয়া, সকলেই হর্ষ সহকারে মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণও সাতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। সহস্র সহস্র তূর্য্যের বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল, অতি মহাবল ভীমসেন সাতিশয় বাহ্বাস্ফোটন ও নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে বিভো! গঙ্গানন্দন নিপাতিত হইলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের বীরগণ ইতস্ততঃ অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য অনেকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ও অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল, অনেকে মোহ-সমন্বিত হইল, এবং অনেকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া ভীষ্মকে প্রশংসা করিল। ঋষিগণ পিতৃগণ এবং ভরতকুলের পূর্ব্ব পুরুষগণও মহাব্রত ভীষ্মকে প্রশংসা করিলেন। শান্তনুপুত্র ধীমান্ ভীষ্ম উত্তরায়ণ কালের আকাঙ্ক্ষী হইয়া মহোপনিষৎ প্রতিপাদ্য যোগাবলম্বন করিয়া সময় যাপন করিতে থাকিলেন।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন, যোধগণ সেই দেবতুল্য বলশালী, ভীষ্মবিহীন হইয়া তখন কিরূপ হইয়াছিলেন? যখন ভীষ্ম দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীর প্রতি ঘৃণা করিয়া অস্ত্র প্রহার করেন নাই, তখনই আমি কৌরব ও তৎপক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত মনে করিয়াছি। আমি অতি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত অদ্য পিতাকে নিহত শ্রবণ করিয়া যে দুঃখ লাভ করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, নচেৎ ভীষ্মকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা হইয়া বিদীর্ণ না হইল কেন? হে সুব্রত সঞ্জয়! জয়াকাঙ্ক্ষী কুরুসিংহ ভীষ্ম যুদ্ধে আহত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সমরে ভীষ্ম যে নিহত হইলেন, ইহা আমার পুনঃপুনঃ অসহ্য হইতেছে। পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য রাম দিব্যাস্ত্র সমূহদ্বারা যাঁহাকে নিহত করিতে পারেন নাই, তিনি দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, কুরুপিতামহ সায়ঙ্কালে আহত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিষাদিত ও পাঞ্চাগণকে আহ্লাদিত করিয়া না ভূমিস্পর্শ করিয়াই শরতল্পে শয়ন করিলেন। তিনি রথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া পতিত হইলে প্রাণিসকল তুমুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। কৌরবদিগের সীমাবৃক্ষ স্বরূপ সমরবিজয়ী ভীষ্ম নিপতিত হইলে উভয় সেনারই ক্ষত্রিয়দিগের চিত্তে ভয় উপস্থিত হইল। ভীষ্মকে বিশীর্ণকবচ ও বিশীর্ণধ্বজ দেখিয়া পাণ্ডব কৌরব উভয়পক্ষেই বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেন। অম্বরমণ্ডল তমোবৃত, ভানুমণ্ডল প্রভাবিহীন এবং পৃথিবী শব্দায়মানা হইল। সমস্ত প্রাণী শরতল্প-শয়ান পুরুষ প্র ভীষ্মকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, ইনি ব্রহ্মজ্ঞদিগের ও ব্রহ্মজ্ঞদিগের গতি। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ ভরতকুল স্তম ভীষ্মের প্রতি এইরূপ কথা কহিতে লাগিলেন, " পিতা শান্তনুকে কামার্ত্ত জানিয়া আপনি ঊর্দ্ধরেতা হই ছিলেন।" ভরত-পিতামহ ভীষ্ম নিহত হইলে আপ পুত্রেরা কি করিবেন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন তাঁহাদিগের মুখ বিবর্ণ হইল, তাঁহারা হতশ্রী ও লজ্জিত হ অধোমুখে রহিলেন। পাণ্ডবেরা সকলে জয় লাভ ক রণমস্তকে থাকিয়া সুবর্ণজাল বিভূষিত মহাশঙ্খধ্বনি ক লাগিলেন, তূর্য্যবাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কু পুত্র মহাবল ভীমসেনকে মহাবল-সমন্বিত শত্রুপক্ষদিগকে পূর্ব্বক নিহত করত ক্রীড়া করিতে দেখিলাম। কৌরবেরা স হীন হইলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরি করিতে লাগিলেন। কৌরব পিতামহ সেইরূপে নিপ হইলে সমুদায় সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া হাহাকার করিতে লাগি আপনার পুত্র দুঃশাসন ভীষ্মকে পতিত দেখিয়া অতি দ্রোণ সৈন্য মধ্যে ধাবমান হইলেন। দুর্য্যোধনের আ ভীষ্ম রক্ষার্থ সসৈন্যে নিযুক্ত বদ্ধসন্নাহ পুরুষসিংহ সেই স্বসৈন্যদিগকে বিষাদিত না করিয়া প্রয়াণ করিলেন। হে রাজ! কুরুপক্ষীয় সকলে দুঃশাসনকে আসিতে দেখিয়া কি বলেন শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন ক দাঁড়াইলেন। তদনন্তর তিনি দ্রোণের নিকট ভীষ্মের সংবাদ ব্যক্ত করিলে, দ্রোণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া মো বিষ্ট হইলেন। প্রতাপবান্ ভরদ্বাজনন্দন কিয়ৎক্ষণ পরে স লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে নি করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত দে দ্রুতগতি অশ্বারোহী দূতগণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্বপক্ষীয় সৈ দিগকে নিবারিত করিলেন। সৈন্য সমুদায় পরম্পরা শ্রান্ত হইয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইলে রাজগণ বর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর শত সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় যোধগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হ যে প্রকার অমরগণ মহাত্মা প্রজাপতির সমীপস্থ হন, রূপ ভীষ্মের সমীপস্থ হইলেন।

পাণ্ডব ও কৌরবেরা সকলে কৃতশয়ন পুরুষপ্রবর ভী সকাশে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স দণ্ডায়মান হইলে ধর্ম্মাত্মা শান্তনুপুত্র তাঁহাদিগকে এ সম্ভাষণ করিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের স্বা হে মহারথগণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে দেবোপম তোমাদিগের দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি ল মস্তকে শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপে স্তুণ পূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বে আপনার পুত্রদিগকে দণ্ডায়মান বলিলেন, আমার মস্তক অত্যন্ত লম্বমান হইতেছে, আমার মস্তকে উপাধান প্রদান কর। তৎপরে তাঁহারা কোমল অতি উত্তম উপাধান সকল আহরণ করিয়া দি কিন্তু নরসিংহ পিতামহ সে সকল উপাধান গ্রহণ করিতে না করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে পার্থি এই সকল উপাধান এবম্বিধ বীরশয্যার উপযুক্ত নহে।

নন্তর সর্ব্বলোকমধ্যে মহারথ নরপ্রধান দীর্ঘবাহু পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমার মস্তক উপধান ব্যতিরেকে লম্বমান হইতেছে, অতএব তোমার বিবেচনায় যে প্রকার উপধান উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা আমাকে প্রদান কর। সঞ্জয় কহিলেন, ধনঞ্জয় পিতামহকে অভিবাদন করিয়া মহৎ শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে এই বাক্য বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! হে সর্ব্ব-শস্ত্রধারি প্রবর রণ-দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনার দাস এই বর্ত্তমান আছি, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তনুপুত্র পুনর্ব্বার বলিলেন, হে বৎস কুরুশ্রেষ্ঠ! উপধান ব্যতিরেকে আমার মস্তক লম্বমান হইয়া পড়িতেছে, অতএব হে ফাল্গুন! তুমি আমার মস্তকে উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর। হে বীর পার্থ! তুমি সমর্থ, তুমিই সমস্ত ধনুষ্মানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি আমার শয়নের অনুরূপ উপধান শীঘ্র প্রদান কর। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবেত্তা বুদ্ধি ও সত্ত্বগুণান্বিত ফাল্গুন যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলেন। তিনি মহাত্মা ভরত-পিতামহের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গাণ্ডীব ধনুক ও সন্নত-পর্ব্ব তীক্ষ্ণ তিনটি শর গ্রহণ ও অভিমন্ত্রিত করত বেগ-সহকারে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তক ধারণ করিলেন। সব্যসাচী ধনঞ্জয় অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ কুরু-প্রবর ভীষ্ম আনন্দিত হইলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত উপধান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন, এবং সমুদায় ভরত সন্তানদিগের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে কুন্তীপুত্র যোদ্ধপ্রবর! হে সুহৃদ্গণের প্রীতিবর্দ্ধন পাণ্ডুনন্দন! তুমি আমার শয়নের অনুরূপ উপাধান প্রদান করিয়াছ, যদি ইহার অন্যথা করিতে, তাহা হইলে আমি রুষ্ট হইয়া তোমাকে অভিশাপ দিতাম। হে মহাবাহো! ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে এইরূপ শরশয্যাগত হইয়াই শয়ন করিতে হয়। পিতামহ, অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া সমীপবর্ত্তী সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রদিগকে বলিলেন, তোমরা সকলে দেখ, অর্জ্জুন আমাকে কেমন উপাধান প্রদান করিলেন, যে পর্য্যন্ত রবির উত্তরায়ণ গমন না হয়, তাবৎকাল আমি এই শয্যায় শয়ন করিব। যখন দিবাকর প্রখর-তেজস্বী ও উত্তর-পথাবলম্বী হইয়া সপ্তাশ্ব-যোজিত রথারোহণে গমন করিবেন, তখন, যেমন সুহৃদ্ ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদ্দিগকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা তৎকালে আমার নিকট আসিবেন, তাঁহারা আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিতে পাইবেন। হে নৃপগণ! আমার এই স্থানে পরিখা খনন করিয়া দাও, আমি এইখানে এইরূপ বহুশরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াই দিবাকরের উপাসনা করিব। হে পার্থিবগণ! এক্ষণে তোমরা পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত হও। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ক্ষতরোগ-প্রতীকার-কোবিদ উত্তম শিক্ষিত চিকিৎসা-নিপুণ কতিপয় বৈদ্য সমস্ত উপকরণ সামগ্রী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। জাহ্নবীপুত্র তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি চিকিৎসকদিগকে সম্মানিত করিয়া ধন প্রদানপূর্ব্বক বিদায় কর. এক্ষণে আমার এইরূপ অবস্থায় বৈদ্যের প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-বিহিত পরম প্রশস্ত গতি লাভ করিয়াছি। হে মহীপালগণ! আমি শর শয্যাগত, আমার পক্ষে উহা বিহিত নয়, হে নরাধিপগণ! এক্ষণে আমি এই সকল প্রবিষ্ট শরে যে দগ্ধ হইব তাহাই আমার পক্ষে পরম ধর্ম্ম। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার ঐরূপ বাক্য শুনিয়া বৈদ্যদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিয়া সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর নানা দেশীয় পার্থিবগণ অমিত-তেজা ভীষ্মের ধর্ম্ম বিষয়ে পরমনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মানবপ্রবর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবেরা আপনার পিতাকে ঐরূপ উপধান প্রদান করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া শুভ শরতল্পে শয়ান সেই মহাত্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন। রুধিরাক্ত-দেহ সেই সকল বীরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাতিশয় কাতরচিত্ত ও চিন্তান্বিত হইয়া বিশ্রামার্থে সায়ংকালে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। মহাবলশালী মাধব ভীষ্মের পতনে প্রীতিযুক্ত মহারথ পাণ্ডব সকলকে শিবিরনিবিষ্ট ও উপযুক্ত সময় দেখিয়া তাঁহাদিগের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে কুরুপ্রবর! আপনি সৌভাগ্যপ্রযুক্তই জয়ী হইয়াছেন, সত্যসন্ধ মহারথ ভীষ্ম মানবগণের অবধ্য; আপনি সৌভাগ্যপ্রযুক্তই উহাঁকে নিপাতিত করিয়াছেন; অথবা আপনি কোপদৃষ্টিতে যাহাকে অবলোকন করেন, সে কখনই জীবিত থাকে না, অতএব ভীষ্ম সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইয়াও দৈবপ্রযুক্ত আপনাকে রণে প্রাপ্ত হইয়া আপনার ভীষণ কোপদৃষ্টি দ্বারাই দগ্ধ হইয়া থাকিবেন। জনার্দ্দন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ বলিলে, তিনি জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাক, তাহাদিগেরই জয় লাভ এবং তুমি যাহাদিগের প্রতি ক্রোধ কর, তাহাদিগের পরাজয় হইয়া থাকে। হে কেশব! যাহারা তোমার ভক্ত ও শরণাপন্ন, তাহাদিগের কোন ভয় থাকে না। আমরা তোমারই শরণাপন্ন। তুমি সমরে সর্ব্বদা যাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক এবং সর্ব্বদা যাহাদিগের হিতৈষী, তাহাদিগের বিজয় হওয়া আশ্চর্য্যকর নহে। আমার মতে, আমরা যখন তোমাকে সর্ব্ব প্রকারে সহায় পাইয়াছি, তখন যে আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করিব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্মরাজ জনার্দ্দনকে এই প্রকার বলিলে, জনার্দ্দন সহাস্য বদনে প্রত্যুত্তর করিলেন; হে পার্থিবোত্তম! আপনি যেরূপ কথা বলিলেন, ইহা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে সমুদায় রাজগণ, পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ পিতামহের উপাসনার্থে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ বীরশয্যায় কৃত-শয়ন ক্ষত্রিয়-প্রবর বীর ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। সহস্র-সহস্র কন্যা তথায় গিয়া শান্তনু-পুত্রের প্রতি চন্দন চূর্ণ, লাজ ও মাল্য বিকিরণ করিল। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক আপামর-সাধারণ সকলেই দর্শক হইয়া, যেপ্রকার প্রাণীগণ তমোহন্তা সূর্য্যের অনুগামী হয়, সেইরূপ, ভীষ্মের সমীপ-

বর্ত্তী হইল। বহুসংখ্য বাদ্যকর, নট, নর্ত্তক ও শিল্পিগণ শরতল্পশায়ী ভীষ্মের নিকট আগমন করিল। কুরু, পাণ্ডব-পক্ষীয় যোধগণ কবচ ও আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিরাধর্ষ অরিন্দম দেবব্রতের সমীপস্থ হইলেন। তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বমত পরস্পর যথা-বয়ঃক্রম প্রীতিমন্ত হইয়া একত্রে উপনীত হইলেন। যে প্রকার আকাশে আদিত্য-মণ্ডলের শোভা হয়, সেই প্রকার শত শত পার্থিবে সমাকীর্ণা সেই সভা ভীষ্ম কর্ত্তৃক শোভিতা এবং ভারত বংশীয়গণে প্রদীপ্তা হইয়া শোভমানা হইল। যেমন দেবেশ্বর-ব্রহ্মার উপাসনাকারী দেবগণের সভা শোভমানা হয়, সেই প্রকার গঙ্গাসুত দেবব্রতের উপাসনাকারী সেই সকল নৃপগণের সভা শোভমানা হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম শরসমূহে অগ্নিসন্তপ্ত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধৈর্য্যপূর্ব্বক শরযাতনা সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর শরাঘাতে দগ্ধ হইতেছিল, তিনি শস্ত্র-সন্তাপে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রাজগণকে সমীপে দেখিয়া পানীয় পানে ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্তম উত্তম ভক্ষণীয় সামগ্রী ও সুশীতল কতিপয় বারিকুম্ভ আহরণ করিলেন; তাহা দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎসগণ! এক্ষণে আমি কোন প্রকারে মানুষযোগ্য ভোগ উপভোগ করিতে পারিব না। আমি এক্ষণে শরশয্যাগত হইয়া মনুষ্যভোগ্য হইতে অপক্রান্ত হইয়াছি, কেবল চন্দ্র সূর্য্যের অয়নপথ পরিবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়া জীবিত আছি। হে ভারত! শান্তনুপুত্র এই প্রকার বলিয়া ক্ষত্রিয়গণকে নিন্দা করত কহিলেন, আমি অর্জ্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন সমীপে আসিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রণত প্রাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবেদন করিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে? ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়কে কৃতাভিবাদন ও সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া প্রীত হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার বাণে আমি গ্রথিত হইয়াছি, আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ, মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে; আমার শরীর বেদনায় অতি পীড়িত হইয়াছে। হে মহাধনুর্দ্ধর! তুমিই আমার এ অবস্থায় যথাবিধি পানীয় প্রদানে সমর্থ হইবে, অতএব তুমি আমাকে পানীয় জল প্রদান কর। বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথারোহণ করিয়া জ্যা রোপণ পূর্ব্বক বলবৎ গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিলেন। সমুদায় পার্থিব ও অন্যান্য প্রাণিগণ অশনি-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ত্রাসান্বিত হইলেন। পাণ্ডুনন্দন রথিপ্রবর পার্থ সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে সর্ব্বশস্ত্রধারিপ্রধান ভরতশ্রেষ্ঠ শয়ান পিতামহকে রথারোহণে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে প্রদীপ্ত এক বাণ অভিমন্ত্রিত ও সন্ধানপূর্ব্বক পার্জ্জন্য অস্ত্রে সংযোজিত করিয়া ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দিব্য গন্ধ ও রস যুক্ত অমৃত তুল্য শীতল বারিধারা পৃথিবী হইতে উত্থিত হইল। পার্থ সেই শীতল বারিধারাদ্বারা দিব্যকর্ম্মা দিব্যপরাক্রম কুরুপ্রবর ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের ইন্দ্র তুল্য সেই কার্য্য দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কৌরবগণ অর্জ্জুনের অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইলেন। সমুদায় রাজা অর্জ্জুনের ঐ কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়প্রযুক্ত স্ব স্ব উত্তরীয় প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন, সর্ব্বত্র তুমুল শঙ্খদুন্দুভি-নির্ঘোষ হইতে লাগিল। শান্তনুপুত্র পরিতৃপ্ত হইয়া সমুদায় ক্ষত্রিয় বীরদিগের সমীপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে কুরুবংশের আনন্দ-বর্দ্ধন অমিত-প্রভাব মহাবাহু অর্জ্জুন! এই কর্ম্ম তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়, তুমি যে পুরাতন ঋষি, তাহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন। সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্রও যে মহৎ কর্ম্ম করিতে উৎসাহ করেন না, তুমি কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তাহা সম্পাদন করিবে। জ্ঞানী মনুষ্যেরা তোমাকে সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের নিধন বলিয়া জানেন। তুমি পৃথিবী মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের প্রধান এবং নরগণের শ্রেষ্ঠ। এই জগতে যেমন জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, পক্ষিমধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ ও সরিৎমধ্যে সাগর শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। যেমন তেজস্বি-মধ্যে আদিত্য শ্রেষ্ঠ, গিরি-মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ এবং জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। আমি, বিদুর, দ্রোণ, জামদগ্ন্য রাম, জনার্দ্দন এবং সঞ্জয়, আমরা সকলে পৃথক্ রূপে দুর্য্যোধনকে বারম্বার যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলাম, হতবুদ্ধি দুর্য্যোধন অজ্ঞান তুল্য হইয়া তাহাতে শ্রদ্ধা করিল না, সে চিরকালই শাসনের বহির্ভূত, সুতরাং ভীমবলে অভিভূত হইয়া শয়ন করিবে। অনন্তর তাহা শুনিয়া কৌরবরাজ দুর্য্যোধন দীন-চিত্ত হইলেন। তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, হে রাজন্! দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। ধীমান্ পার্থ যে অমৃত-গন্ধ জলধারা উৎপন্ন করিলেন, ইহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে, এইরূপ কর্ম্ম করিতে পারে, এমন আর অন্য কেহ এ জগতে নাই। আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব্য, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য, এই সকল অস্ত্র এবং ধাতা, ত্বষ্টা ও সবিতার অস্ত্র সকল, সমস্ত মর্ত্ত্যলোক মধ্যে এক ধনঞ্জয় আর দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ অবগত আছেন, অন্য কেহ অবগত নহেন। দুর্য্যোধন! যে মহাত্মার এতাদৃশ অলৌকিক কর্ম্ম দেখিলে, তাহাকে তুমি যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধ-শোভী কার্য্যসম্পন্ন কৃতী এই সত্ত্ববান্ অর্জ্জুনের সহিত তোমার অচির কালমধ্যে সন্ধি হউক। হে কুরুসত্তম! যে পর্য্যন্ত মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রোধাধীন না হন, ইহার মধ্যে তুমি শূর পার্থের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে তোমার সমুদায় সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত তোমার অবশিষ্ট সহোদরেরা এবং অন্যান্য বহুল রাজগণ সমর নিমিত্ত জীবিত বর্ত্তমান আছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির ক্রোধ প্রদীপ্ত নয়নে তোমার সৈন্য দগ্ধ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত নকুল, সহদেব ও ভীমসেন তোমার সমস্ত সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যেই বীর পাণ্ডবদিগের সহিত তোমার সৌহার্দ্দ হয়, ইহাই আমার অভিরুচি হইতেছে, হে বৎস! তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত শান্তিভাব অবলম্বন কর; আমার বিনাশ পর্য্যন্তই যুদ্ধের অবসান হউক। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি যাহা তোমাকে বলিলাম, তাহাতে তুমি সম্মত হও, তাহাই তোমার এবং এই বংশের মঙ্গল-

কর বিবেচনা করিতেছি। বৎস! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত শমভাবাপন্ন হও, অর্জ্জুন এই পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধ সমাপন হউক; ভীষ্ম নিপাতের পর তোমাদিগের সৌহার্দ্দ স্থাপিত হউক, অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকুন, তুমি প্রসন্ন চিত্ত হও। পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর, ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। হে কৌরব-রাজ! তাহা হইলে তোমাকে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জঘন্য ও মিত্রদ্রোহী হইয়া পাপ কীর্ত্তি লাভ করিতে হইবে না। আমার মরণ পর্য্যন্তই প্রজাদিগের শান্তি হউক, রাজগণ প্রীতি-যুক্ত হইয়া গমন করুন; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুন। আমার এই সময়োচিত বাক্য যদি তুমি দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত মোহাবিষ্ট হইয়া শ্রবণ না কর, তাহা হইলে শেষে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে, আমি ইহা সত্যই বলিলাম, অতএব তোমরা সকলে এই পর্য্যন্ত শান্ত হও। সঞ্জয় কহিলেন, গঙ্গানন্দন ক্ষত্রিয়গণ-মধ্যে দুর্য্যোধনকে স্নেহপ্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন, তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল শল্য-ক্ষত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছিল, তাহার বেদনা সংযমন করত আত্মাকে সমাহিত করিলেন। তাঁহার কথিত হিতকর ধর্ম্মার্থযুক্ত অনাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে প্রকার মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের তাহাতে অভিরুচি হইল না।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মৌন হইলে সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাধা নন্দন ভীষ্মকে নিহত শ্রবণ করিয়া ঈষৎ ত্রাসান্বিত হইয়া সমীপে সত্বর গমন করিলেন। মহাতেজস্বী কর্ণ উপনীত হইয়া মহাত্মা বীর প্রভু ভীষ্মকে শর-শয্যাগত শরজন্মা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শরশয্যাশায়ী ও নিমীলিত-লোচন দেখিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি সেই রাধানন্দন, আপনি সকল স্থলে সর্ব্বদা যাঁহাকে দ্বেষ্যভাবে দৃষ্টি করিতেন। কুরুবৃদ্ধ গঙ্গা-পুত্রের চক্ষু জরাশ্লথ চর্ম্মে সংবৃত ছিল, তিনি কর্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, পরে তত্রস্থ রক্ষিগণকে তথা হইতে অপসারিত করাইয়া নির্জ্জন দেখিয়া যেমন পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ একবাহুতে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহ সহকারে এই কথা বলিলেন, কর্ণ। আইস, আইস। তুমি অমিত্র-ভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু যদি এক্ষণে আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার কোন প্রকারে শ্রেয় হইত না। হে মহাবাহো! তুমি রাধার পুত্র নও, তুমি কুন্তীর পুত্র; ইহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, আমি ইহা তাঁহার নিকট এবং কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকটেও শ্রুত হইয়াছি, তাহাতে সংশয় নাই। হে বৎস! তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি, তোমার প্রতি আমার দ্বেষ নাই, তোমার তেজোবিনাশের নিমিত্তই আমি তোমাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছি। হে সুব্রত! তুমি বিনা কারণে পাণ্ডবদিগকে নিন্দা করিয়া থাক, এই নিমিত্ত কুরুসভায় আমি তোমাকে বহুরুক্ষ কথা শ্রবণ করাইয়াছি। আমি তোমার ব্রহ্মণ্যতা, শৌর্য্য ও দানে পরমনিষ্ঠা এবং সমরে শত্রু-দুঃসহ বীর্য্য অবগত আছি। হে অমরোপম! পুরুষমধ্যে তোমার সদৃশ কেহ নাই, আমি কেবল কুলভেদ ভয়েই সর্ব্বদা তোমাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলাম। শরাস্ত্র, অস্ত্রসন্ধান, লাঘব ও অস্ত্র-বলে তুমি মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সদৃশ। হে কর্ণ! একমাত্র ধনুর্দ্ধর তুমিই কুরুরাজের বিবাহ নিমিত্ত কাশিপুরে গমন করিয়া সমরে রাজগণকে মর্দ্দন করিয়াছিলে। সমর শ্লাঘী দুরাসদ বলবান্ রাজা জরাসন্ধ তোমার সদৃশ হন নাই। তুমি ব্রহ্মণ্য ও সত্যবাদী, সংগ্রামকার্য্যে তেজ ও বলে দেবপুত্র সদৃশ, এবং যুদ্ধে অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাক। তোমার প্রতি আমার যে ক্রোধ ছিল, তাহা অদ্য অপনীত হইল, যাহা হই-বার তাহা হইয়াছে, পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না। হে অরিসূদন মহাবাহো! বীর পাণ্ডবেরা তোমার সোদর ভ্রাতা, অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হও। হে আদিত্য-নন্দন! আমাকে দিয়াই পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা শেষ হউক; অদ্য পৃথিবীতে সমুদায় রাজগণ নিরাময় হউন। কর্ণ কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ মহাবাহো! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি জানি; আমি সূতপুত্র নহি, কুন্তীর পুত্রই বটি, তাহাতে সংশয় নাই। পরন্তু আমাকে কুন্তী পরিত্যাগ করাতে অধিরথ সূত প্রতিপালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং আমি দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছি, তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপভোগ করত তাঁহার নিকট যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না, হে ভূরিদক্ষিণ দেবব্রত! বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছেন, আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধন নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, দারা, যশ, এ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। যেহেতু ক্ষত্রিয়দিগের ব্যাধি দ্বারা যে মরণ, তাহা ইষ্ট ও উপকারক নহে। বিশেষত আমি দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদিগকে কোপিত করিয়াছি। অবশ্যম্ভাবী যে অর্থ, তাহা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, কোন্ ব্যক্তি, পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিবারণ করিতে উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনিও পৃথিবীক্ষয় জনক নিমিত্ত সকল পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া সভামধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা ও বাসুদেব যে কোন প্রকারে অন্য কাহারো পরাজেয় নহেন, তাহা আমি জানিয়াও তাঁহাদিগের প্রতি উৎসাহ করিতেছি যে, তাঁহা-দিগকে পরাজিত করিব, ইহা আমার নিশ্চিতমানস হইয়াছে। আমার এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। হে তাত! আমি প্রীতিযুক্ত চিত্তে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি যুদ্ধ নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, আপনি আমাকে অনু-মতি করুন। আমি আপনার অনুজ্ঞা লইয়া যুদ্ধ করি, এই আমার মানস। আমি ক্রোধ বা চাপল্য হেতু আপনার প্রতি যে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, তাহাতে আপনি ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, কর্ণ! তুমি যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি স্বর্গ কামনা করিয়া যুদ্ধ কর। অক্রোধ বীত-সংরম্ভ এবং সাধুগণের ন্যায় সচ্চরিত্র হইয়া যথাশক্তি ও

[illegible]ক্রমে নৃপ কার্য্য কর। আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহা লাভ করিবে, তুমি [illegible] সর্ব্ব দ্বারি পরাজিত লোক সকল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য আর কিছুতেই শ্রেয় নাই, অতএব বল বীর্য্যের সমাশ্রিত ও নিরহঙ্কার হইয়া [illegible] কর। হে কর্ণ! আমি এই বৈরভাব শমতা নিমিত্ত দীর্ঘকাল বিশেষ যত্ন করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সঞ্জয় কহিলেন, গঙ্গানন্দন এইরূপ বলিলে রাধানন্দন গঙ্গানন্দনকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে রথারোহণপূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমীপে প্রস্থান করিলেন।

একোনবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

## ভীষ্মপর্ব্ব সম্পূর্ণ।